শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No C 1344

শ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-সংখ্যা

সত্যাস্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল' নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিকাশিনী টীকা ও আস্বাদন ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান —

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ২৭ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৭ই ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ৩রা সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪১, বুধবার ১৫১৫২তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

শ্রীকৃষ্ণনামে সকল জিনিষই পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণনামে সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বশোভা, সর্ব্ব আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ত্তি এবং সর্ব্বসাধনের চরম ফল ও সিদ্ধি নিহিত আছে। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, পরিকর, ধাম ও লীলার সহিত শ্রীকৃষ্ণের নাম সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণের নামসেবা দ্বারাই তাঁহার স্বরূপ, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর—সকল বিষয়ই জীবের চেতনের [illegible] প্রকাশিত হয়। অপ্রাকৃত শ্রীনামই [illegible], রূপী, গুণী, লীলাময়রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম শ্রীকৃষ্ণের নামসেবা দ্বারাই পরিপূরিত হইতে পারে। নামসংকীর্ত্তনই একমাত্র লক্ষ্যের একমাত্র উপায়। নামসংকীর্ত্তন ব্যতীত দ্বিতীয় উপায় নাই, আর নামসংকীর্ত্তনে যে প্রেমালাভ হয়, তদ্ব্যতীত অন্য কোন পরম লক্ষ্যও নাই।

কৃষ্ণেতর বস্তুর নাম বা জাগতিক আভিধানিক শব্দসমূহ আমাদের সম্মুখে আমাদের নিত্যানন্দলাভের পথে যে সকল অর্গল আনিয়া দেয়, শ্রীকৃষ্ণনামে সেই অর্গলও অনায়াসে তিরোহিত হইয়া যায়। সেই কৃষ্ণনাম আমাদের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ, [illegible] চেষ্টা, সর্ব্বপ্রকার অভিনিবেশ, অধ্যবসায়—সকলের উপরে বিজয়লাভ করেন। সকল সাধনের শিরোদেশে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন নৃত্য করিতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণনাম কেবলমাত্র সাধন-ব্যাপার নহেন, তাহা সাধনের ফল সাধ্যবস্তুও বটে। এজন্য যাহাদের সর্ব্ববিধ জাগতিক তৃষ্ণা সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই সকল মহামুক্ত সিদ্ধিমুগণও একান্তপদ্ধতিতে এই শ্রীকৃষ্ণ-নামই নিরন্তর উপাসনা করেন। ভগবদ্ভক্তির যতপ্রকার অঙ্গ আছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই একমাত্র প্রধানতম ও পরম প্রয়োজনীয় অঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণনামের সেবা প্রকৃত-প্রস্তাবে ও সর্ব্বতোভাবে সাধন করিতে হইলে আমাদিগকে শ্রীনামপরায়ণ মহাজনগণের পদাঙ্কানুসরণ করিতে হইবে।

কৃষ্ণই একমাত্র অর্থ অর্থাৎ নিত্য রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শ-শব্দযুক্ত নিত্য বাস্তববস্তু অর্থাৎ চিন্তনীয় ব্যাপার, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ চক্ষুর্দ্বারা দর্শনযোগ্য বস্তু, কর্ণ দ্বারা শ্রবণযোগ্য বস্তু, নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণযোগ্য বস্তু, ত্বকের দ্বারা স্পর্শযোগ্য বস্তু, সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যবস্তু, কিন্তু ঐ কৃষ্ণ কাহার ও কোন্ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার? তিনি কখনও প্রাকৃত জীব বা মায়ার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার নহেন। যাহার দ্বারা মাপিয়া লওয়া যায় তাহা মায়া। অধোক্ষজ বা অতীন্দ্রিয় বস্তুকে মায়া মাপিয়া লইতে পারে না। অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা গোচরীভূত হয় না। ভগবানের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ব্যাপার কোনদিনই নহে। ভগবান্ হৃষীকেশকে ইন্দ্রিয়-দ্বারা গ্রহণ করা যায়, কিন্তু এই দ্বিতীয়াভিনিবেশযুক্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা—আমরা বর্ত্তমানে যে চক্ষুর্দ্বারা মাটি, জল, স্ত্রী পুরুষ, পুত্র-পরিবার দর্শন করি সেই চক্ষু দিয়া নয়। জগতের বস্তু এই চক্ষুকে আকর্ষণ করে, জগতের রূপে চক্ষু মুগ্ধ হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ জীবের অপ্রাকৃত চক্ষুর অর্থাৎ অপ্রাকৃত রূপ-সেবাভিলাষী অক্ষির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথামৃত

নিজেকে বলি দিতে হইবে। যে যত নিজেকে বলি দিতে পারিবে, সে তত শীঘ্র শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা পাইবে। মহাপ্রভু দীনের ঠাকুর। কাঙ্গাল—দীন হইতে হইবে। ভাল খাওয়া ছাড়িতে হইবে। বেশী নিদ্রা ত্যাগ করিতে হইবে। প্রজল্প একেবারেই ছাড়িতে হইবে। প্রজল্প হরিভজনের বিশেষ বাধা। অসচ্চিন্তা দূর করিতে হইবে। সর্ব্বক্ষণ গুরুগৌরাঙ্গের চিন্তা করিতে হইবে। গুরুবর্গের ও [illegible] বৈষ্ণবের পাদপদ্মে নিরন্তর প্রার্থনা জানাইতে হইবে। নিজের দীনতার কথা স্মরণ [illegible] শত শত ধিক্কার দিতে হইবে। [illegible] চিন্তা জোর করিয়াও করিতে হইবে। জোর করিয়া অসচ্চিন্তাকে দূর করিয়া গুরুবর্গের কৃপা-প্রার্থনা ও স্তবাদি স্মরণ করিবে।

আগে নিজেকে জানিতে হইবে। সর্ব্বক্ষণ কেঁদে কেঁদে স্পষ্ট স্পষ্ট ক'রে হরিনাম করতে হ'বে। আমি [illegible] চেয়ে ছোট, আমি শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পদধূলি, এরূপ অভিমান বা দীনতা থাক্‌লে শ্রীধাম শীঘ্রই কৃপা করবেন। গুরুবর্গকে প্রণাম বা তুলসীকে প্রণাম করলে বা তাঁদের প্রতি টান থাক্‌লে হরিভক্তি হ'বে। রোজ পরিক্রমা করা দরকার। হরিভজন করতে এ'সে যা'তে আমার সুখ হয়, এরূপ কার্য্যে যদি অভিনিবেশ যায়, তা'হ'লে হরিভজন হ'বে না। কৃষ্ণকে সর্ব্বক্ষণ মনে রাখতে হ'বে। প্রত্যেক জিনিষ বা ব্যাপার কৃষ্ণের ইচ্ছা আমার নিকট এসেছে বা আস্‌ছে জান্‌তে হ'বে। যা'র যা যোগ্যতা আছে, সেটা ভগবৎসেবায় লাগান দরকার। সমস্ত জীবনটা হরিসেবায় লাগাতে হ'বে। সর্ব্বক্ষণ হরিকথা আলোচনা করতে হ'বে। অবিরাম নামগ্রহণ করা দরকার। নিরন্তর শ্রীনামগ্রহণ করলে সকল অপরাধ দূর হ'য়ে যা'বে।

মানুষ প্রত্যক্ষ, অনুমান, [illegible] ও অপরোক্ষ পর্য্যন্ত ধারণা করতে পারে, কিন্তু অধোক্ষজের [illegible] ব্যতীত কেহ [illegible] বুঝতে পারে না—ইহাই অধোক্ষজ ভগবানের বৈশিষ্ট্য। তাঁর ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিশাইবার নামই শরণাগত [illegible] ইন্দ্রিয়তোষণ বা সুখ হয়, সেভাবেই তাঁর অনুশীলন করতে হ'বে—তা'ই শুদ্ধসেবা। ভগবানে শরণাগত বা নিত্য [illegible] ব্যক্তির শ্রবণে ও কীর্ত্তনে অর্থাৎ পাঠে, [illegible], বক্তৃতায় বা রচনায় চেতনতা আছে, সুতরাং শ্রোতাকে চেতন করায় বা চেতন করাতে পারে। অন্য ব্যক্তিতে তা' নেই, সুতরাং পারেও না। অতএব নিদ্রিত [illegible] মহাপুরুষের চেতনবাণী শ্রবণ করতে হ'বে, তাঁর [illegible] গ্রন্থ [illegible] পড়তে হ'বে। [illegible] বাণী জীবকে সংসার মুক্ত করে পূর্ণভাবে নিত্য আকর্ষণ করে, তা'ই গুরুর বাণী। চেতনশব্দ তাঁর initiative নিতে পারেন, পরম অক্ষরাকার জিনিষটী শরণাগতকে নিজরূপ দেখাতে পারেন।

সকল আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ। তাহা হইতে "তদীয়" অর্থাৎ তৎসম্বন্ধী বৈষ্ণবের আরাধনা আরও শ্রেষ্ঠ।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে

শ্রীগৌরকিশোরবাণী

হরিসম্বন্ধি-বিষয়ে প্রচুর আসক্তি ব্যতীত অর্থাৎ প্রেমভক্তির লক্ষণ বিশুদ্ধভাবে বুঝা যায় না। শ্রীরাধারাণীতে ও শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার প্রগাঢ় প্রেমভক্তির উদয় হইয়াছে, তাঁহার হরিসেবা ও বৈষ্ণবসেবার অনুকূল বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিক প্রগাঢ় আসক্তি প্রকাশিত হয়। যাঁহারা হরিভক্তের সেবার অনুকূল ব্যতীত কখনও নিজের বা আত্মার সুখ-সম্ভোগের নিমিত্ত নিরঙ্কুশ হয় না। তাঁহাদের প্রতিকূল বিষয়ে বিষয়ী অপেক্ষাও অধিকতর আসক্তি দেখিয়া ভোগী লোক মনে করিয়া থাকে যে, প্রেমের ভক্তের বিষয়ের প্রতি আসক্তি আছে। বস্তুতঃ যাহাদের কৃষ্ণসম্বন্ধি-বিষয়ে প্রগাঢ় আসক্তি উদিত হয় নাই, তাহাদের কৃষ্ণের আসক্তির অভিনয় কেবল কপটতা। যাহার প্রকৃত বৈষ্ণবে রতি নাই, যে বৈষ্ণব অবৈষ্ণব চিনিতে পারে না, সেরূপ ব্যক্তি মহাপ্রভুর পাদে ভোগ লইয়া গেলেও তাহা মহাপ্রভু গ্রহণ করেন না। কিন্তু মহাভাগবত বৈষ্ণবের যে জিনিষটি ভাল লাগে তাহা তাঁহাকে প্রদান করিলে মহাপ্রভুর সেবা হয়। কৃষ্ণ তাঁহার প্রকৃত ভক্তের মুখের আস্বাদন করেন বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করেন না বলিয়া ভজন ব্যাঘাত হয়।

যাঁহারা হরিভজন করিতে আসিয়া আরাম ও আয়াস খোঁজেন, তাঁহারা কখনও অপ্রাকৃত হাত হইতে উদ্ধার পান না। অপ্রাকৃতের অন্বেষণেই পতিত হন। কপটতা কৃষ্ণের কেতেটিস্ সম্পত্তি। জীবে কপটতা থাকে। উহা কৃষ্ণের অনুকরণ বা বাউল মত হইয়া পড়ে। সরলতা বৈষ্ণবতা।

যাহার হরিভজনের ইচ্ছা আছে, সে যেন অসৎসঙ্গ না করে। অসৎসঙ্গ বলিতে, সংসঙ্গ অনুকরণ করিয়া বিষয়ী গোপনে যে-সকল বিষয়িগণের সঙ্গ করিবে, যাহারা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট ভোগবুদ্ধিতে যায়, [illegible] আসক্তি বাড়িয়া যায়। [illegible] করিয়া শ্রবণ করিলে হরিনামের মোহ দূর হয়। [illegible] প্রচারে [illegible] প্রকৃত সাধুসঙ্গ হয় না। প্রকৃত সাধুসঙ্গ আমাদের সর্ব্বস্ব সমর্পণপূর্ব্বক [illegible] সাধুর আনুগত্যই —সাধুসঙ্গ। 'সাধু' [illegible] সাধুসঙ্গের অভিনয় [illegible] সাধুসঙ্গ হয়। [illegible] হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

শ্রীভক্তিবিনোদ-উপদেশ

শাস্ত্রে নিঃসঙ্গ হইবার যে পরামর্শ আছে, তাহা কেবল সাধুসঙ্গকেই বলে। আমরা বিশেষ যত্নসহকারে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব অন্বেষণ করিয়া তাঁহার সঙ্গ ও সেবা করিব—ইহাই আমাদের চরম কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবসঙ্গে আমাদের হৃদয়ে সাধুতা উদয় হইবে এবং অসাধুতা সম্পূর্ণরূপে দূর হইবে। হৃদয় পরিষ্কৃত হইলে সেই সাধুবৈষ্ণবের হৃদয়স্থ প্রেমসূর্য্যের কিরণ আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করত প্রেমকুসুম প্রস্ফুটিত হইবে। এই উপায় ব্যতীত অন্য উপায় নাই। ইহাই সাধু হইবার স্বাভাবিক উপায়।

পরমার্থবস্তু যদিনিষ্ঠ। পয়সা হরিনামের মূল্য নয়, একমাত্র শ্রদ্ধাই ইহার মূল্য, অতএব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নামকীর্ত্তন ও শ্রবণ করাই সকলের উচিত।

যিনি বৈষ্ণব, তাঁহাকে বৈষ্ণবোচিত সম্মান করিবে। যিনি বৈষ্ণব নন, তাঁহাকে মানবোচিত সম্মান করিবে, অন্যের প্রতি 'মানদ' না হইয়া হরিনামে অধিকার জন্মে না।

কেবল দীক্ষাদি গ্রহণপূর্ব্বিক ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেই যে কৃষ্ণ প্রসন্ন হন, তাহা নয়। অনন্যভক্তিতে যাঁহার অনন্য শ্রদ্ধা, তিনিই প্রভুর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন। যাঁহার হৃদয়ে যে প্রকার শ্রদ্ধা উদয় হইয়াছে, তিনি শুদ্ধভক্তের পক্ষ হইতে দূঢ় হইয়া থাকেন। যেখানে শুদ্ধভক্তির বিরুদ্ধ আলোচনা হয়, তিনি তথায় রুচি পূর্ব্বক অবস্থিতি করেন। সরলতা, দৃঢ়তা ও একান্তভাবে শুদ্ধভক্তের রক্ষণ। শুদ্ধভক্ত সর্ব্বদা নিরপেক্ষ, ইতরাপেক্ষা বিশিষ্ট ভক্তিবিরুদ্ধ কথায় সম্মতি দেন না।

[illegible] যে ভাবে ঐশ্বর্য্য গোপীভাব-প্রাপ্তি ও কৃষ্ণসম্বন্ধাভাব তাহা [illegible] ভক্তের অজ্ঞাত। অজ্ঞতা ও জড়ত্বকে দূর করিয়া ক্রমশঃ চিদ্বিষয়ের উন্নতি সাধন করিতে পারিলে কৃষ্ণ গোপীজন প্রাপ্ত হইবে। গোপী না হইতে পারিলে কৃষ্ণভজন হইবে না।

কেবল শাস্ত্র পড়িয়া বা বিদ্বান্ শুনিয়া কেহ ভগবৎপ্রসাদ লাভ করিতে সমর্থ হন না। [illegible] জ্ঞানবিশ্বাসে পরিত্যাগ করত ভগবদ্ভক্তের শরণাপন্ন হওয়াই নিষ্কপট ভজনের মূল, তাহা হইতে পরমসুবুদ্ধি লাভ হয়।

বদ্ধাবস্থার প্রতিবন্ধকরূপ নিবারণকার্য্যের সাহায্য না পাইলে রাগের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। প্রতিষ্ঠাশার যতই বৃদ্ধি হয়, ততই ক্রমশঃ আত্মা [illegible] নির্ম্মল থাকে। আত্মা [illegible] হয়, ভগবানের স্বরূপ কখনই নিম্নাধিকারীর নিকট প্রতীত হয়। অতএব ভগবান ও তাঁহার সম্বন্ধরূপ ভক্তিও ক্রমশঃ নিম্নতা লাভ করে।

'সাধুসঙ্গ', সাধুসঙ্গ, সর্ব্বশাস্ত্রে কয়

শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের উপদেশ

গৌরধাম কৃপা করিলে ব্রজবাস হয় সাংসারিক অমঙ্গলকে ভগবানের দয়া বলিয়া জানিবে। কখনও বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করিও না, গ্রহণ করিলে বিষয়ী হওয়া যাইবে। 'সেবা করিয়াছি' বলিয়া অন্তরেও ঢাক পিটাইবার যত্ন করিও না। তখন আর উহাকে 'সেবা' বলা যাইবে না।

অনধিকারের সহিত লক্ষ লক্ষ মালা টানা অপেক্ষা বৈষ্ণবসেবার জন্য বাগান চাষ ও গাছে জল দেওয়া অধিক মঙ্গলজনক। বৈষ্ণব সেবা কেবল নাম কপট রুচি হইবে। বৈষ্ণবের অনুকরণ করিও না, পুড়িয়া মরিবে, তাঁহার অকপট সেবা যাচ্ঞা কর। হরিসেবায় অর্থ ভোগ করিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাষণ্ড হইতে হয়। সাধারণ চোরের কখনও মরণ হয়, কিন্তু গুরুবৈষ্ণবের অর্থ ভোগকারীর কখনও মরণ হয় না। নির্জ্জনভজনের ভানেও অর্থ হইও না।

অনাসক্তির সহিত শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবা করিলে তাঁহারা লোকাভিমানে লাভ-পূজা দিয়া সাধিয়া পড়েন। গৃহস্থমাত্রেরই গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া গিরিধারীর ভজন করা কর্ত্তব্য। রাত্রি জাগরণ করিয়া সাধুসঙ্গে হরিকথার গান করিবে। প্রতি ঘরে আত্মারাম্যা করিবে, তোমার চিত্তে কতদিন হরিভজন আসিতেছে, না অন্যাভিলাষ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবের চরণে আত্মনিবেদন করিবে।

হরিভজন করিতে হইবে সহিষ্ণু, অমানীমানদ হইবে এবং শত বাধাবিঘ্নেও আরব্ধ-কার্য্যে দৃঢ় পরমোৎসাহ থাকিবে। এক মুহূর্ত্তও হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ও বৈষ্ণবসেবা ব্যতীত থাকিবে না, থাকিলে মায়া গ্রাস করিবে। সর্ব্বদা ও ব্যাপারের দ্বারাই বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সেবার অনুসন্ধান করিবে। প্রতিষ্ঠাবিরোধ ও বৈরাগ্যাভাসের লেশও হৃদয়ে থাকিবে বৈষ্ণবাপরাধ লাভ হয় নাই, জানিতে হইবে। পরচিন্তান্বেষণের পরিবর্ত্তে নিজের গলদ্গুলি দূর করিবার চেষ্টা করিবে।

আনুগত্য কেহ সদাচার, স্বতঃসিদ্ধ লক্ষণ। হরিসেবায় কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও চাপল্লবোধ থাকিলে প্রকৃত সেবাবৃত্তি পরিলক্ষিত হয় না। সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বপ্রকারে সেবা করিয়াও অনুশোচনের সহিত সেবা উন্মুখ হয়। শরণাগত না হইলে শ্রবণকীর্ত্তন হয় না। মহান্তগুরু গ্রহণ ও তদনুসরণ ব্যতীত মায়া-জাল ছিন্ন হয় না। [illegible] স্মরণপদ্ধতি কৃপানুগপথ নহে।

সবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়

সজ্জন—অকিঞ্চন

(শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত)

যিনি অহংগ্রহোপাসনামদে মত্ত নহেন, যিনি স্বীয় কর্ম্মফললাভের জন্য উদ্গ্রীব নহেন, এবং যিনি ভগবদ্ভিন্ন অপরবস্তুপ্রাপ্তির জন্য ব্যস্ত নহেন, তাঁহার জ্ঞানসম্পত্তি, কর্ম্মমুগ্ধ এবং লৌকিক সুখলাভে চিত্ত ব্যগ্র নহে। এই জড়জগতে থাকিয়া জীব অনেক সময়ে আত্মহারা হইয়া নির্ব্বিশেষজ্ঞানে জ্ঞানী, স্বর্গসুখাদিতে ভোগী এবং ঐহিক ইন্দ্রিয়পর হইয়া আপনাকে ধনী মনে করেন। পৃথিবীর কোন না কোন বস্তুকে নিজের আয়ত্তাধীন করিতে প্রয়াসী হইয়া তত্ত্বতঃ লাভের উদ্দেশে, কখনও বা ত্যাগীর বেশে ভোগীর ভোগময় তাৎপর্য্যে এবং যথেচ্ছাচারের পরিবর্ত্তে 'আমার ছিল, আমার আছে বা আমার চাই' বলিয়া "কিছুর" অন্বেষণ করেন। নেবালপর্য্যন্ত তাঁর "কিছুর" পশ্চাদ্ধাবিত হইবার দাবী রাখেন, তখন পর্য্যন্ত "কিছু" তাঁহাকে ছাড়ে না। "কিছু" সংগৃহীত হইলেই জগতের সকল লোক তাঁহার পিছু পিছু ছুটিতে থাকে। যাঁহার "কিছু" নাই, তিনিই অকিঞ্চন, তিনিই সজ্জন। তাঁহার কিছু অন্বেষণ করিতে হয় না—"কিছু ছিল, আছে বা থাকিবে" বলিয়া দৌড়িতে হয় না। সোজা-সুজি সেই "কিছুটী" আশ্রয়জাতীয় বস্তু। জীব স্বয়ং ভুলিয়া আশ্রয়-জাতীয় হইয়াও তাহা ভুলিয়া নিজের অস্তিত্বকে বিষয়-জাতীয়ের অন্বেষণ জানিয়াছেন, সুতরাং আশ্রয় বা অধীন অনুসন্ধান করিতে গিয়া ভোগ্য আশ্রয়-লাভের জন্য ঢুঁড়িতেছেন। তিনি স্বয়ং আশ্রয়জাতীয় হইয়া ভগবানই তাঁহার একমাত্র নিত্যবিষয়—এ কথা ভুলিয়াছেন। যে কাল পর্য্যন্ত তাহার অকিঞ্চনতার উপলব্ধি না হয়, তত কাল তিনি সকিঞ্চন, অর্থাৎ জ্ঞানী, কর্ম্মী বা অন্যাভিলাষী। ভগবানের শুদ্ধভক্তই অকিঞ্চন। অকিঞ্চন তত্ত্ব অপেক্ষা মহত্তত্ত্বাভিজ্ঞ অর্থাৎ জড়ের কোন বস্তুর আশ্রয়ণের যোগ্য বলিয়া জানেন না। অকিঞ্চন সকলকেই সম্পাত্তমান জানেন এবং কোন সম্পত্তিতে নিজের প্রতিষ্ঠা চান না। ভক্তগণ একমাত্র অকিঞ্চন। তিনি সুনিম্ন রুক্ষে নারায়ণ। তাঁহার হিংসা-দ্বেষবর্জ্জিত পরার্থ-পরোহিত। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতে "বস্ত্যাত্মভূতাঃ সুহৃদঃ স্বয়ং ত্রিলোকে স্বয়ঃ কলাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥" শ্লোকটীর মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অকিঞ্চন বা সজ্জন হইয়াছেন। বিনাশী অসদ্বস্তুর প্রতি তাঁহার কোন অভিনিবেশ নাই। তিনি প্রপন্ন।

"যতদিন ভক্তি-বিপরীত বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ হৃষীকেশ ভৃগু অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

— -ঃঃ(*)ঃ - —

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাবদান্য শ্রীগৌরকৃষ্ণের অমন্দোদয়া দয়ার্শাক্তির অবতার। তিনি জগদ্গুরু। তাঁহার অত্যন্ত দয়ার কথা কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে না। আজ সেই গৌরনিজজন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাবতিথি বিশ্ববাসীকে কৃপা করিবার জন্য কৃপাপূর্ব্বক সমুদিত হইয়াছেন। শ্রীল ঠাকুরের নিত্যসঙ্গী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ নিজগুণে কৃপা করিয়া তাঁহাদের নগণ্য পদধূলিস্থানে আমাদিগকে শ্রীভক্তিবিনোদদাস্যে নিযুক্ত করুন, ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণে অকপট আন্তরিক প্রার্থনা।

শ্রীগৌরধাম, শ্রীগৌরনাম ও শ্রীগৌরকাম প্রচারোদ্দেশে শ্রীল ঠাকুরের গোলোক হইতে ভূলোকে অবতরণ। ভগবানের নিত্যসঙ্গী এই শ্রীল ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মকে যদি আমরা আমাদের একমাত্র সর্ব্বস্ব ও একমাত্র জীবাতু বলিয়া জানিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইব। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সাধক জীব ত' নহেনই, এমন কি তিনি মুক্ত জীবও নহেন—তিনি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ—তিনি কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি। নিত্যসিদ্ধ হইয়াও তাঁহার যে সাধকের লীলাভিনয়, তাহা জীবের প্রতি অপারসীম দয়ার নিদর্শন। জীবের প্রতি এত দয়া কোন যুগে কেহ করিয়াছেন কিনা, আমাদের জানা নাই। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"শ্রীশ্রীল ঠাকুরের নিত্যসিদ্ধ গৌরজনত্বের প্রধানতম প্রমাণ এই যে, শ্রীগৌরসুন্দরের যথাযথ শিক্ষা, উপদেশ ও আচরণময় চরিত্র—যাহা তাঁহার একান্ত প্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীদামোদর সনাতন-রূপ রঘুনাথ- কৃষ্ণদাস-ধারায় সংরক্ষিত, তাহা বাহ্যদৃষ্টিতে সাধকোচিত ক্রমপন্থায় কোন ব্যক্তিবিশেষের নিকট দীক্ষা ও শিক্ষালাভের অভিনয় ব্যতীতই তাঁহার নির্ম্মলতম বৃন্দাবনাভিন্ন-হৃদয়ে স্বতঃই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ ঠাকুর ব্যক্তিগতভাবে বিপ্রলম্ভগত রাগ-ভজনের পথে আচার্য্যরূপে যেরূপ ঠিক শ্রীহরিনামাশ্রয়ে কৃষ্ণভজনের রহস্য শিক্ষা দিয়াছেন, ইহাও তাঁহার গৌরনিজজনত্বের অপূর্ব্ব মৌলিকত্ব এবং তৃতীয়তঃ হরিভজনানুকূল গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক বা গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব-স্ব অধিকারে সর্ব্বোত্তম আদর্শরূপে সপরিকর শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগমনে কৃষ্ণের সংসারে সর্ব্বাবস্থায় যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক সজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধ শ্রীগৌরনিজজন আশ্রয়বিগ্রহের অনুগত যূথে গৌরনাম, গৌরধাম, গৌরকামের আশ্রিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীনামভজনে অর্থাৎ শ্রীনামের শ্রবণ-কীর্ত্তন স্মরণে জীবনযাপন করিবার যে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও ঠাকুরের করুণার অদ্বিতীয় নিদর্শন। শ্রীল ঠাকুর ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়ভোগ ও ইন্দ্রিয়ত্যাগের অভাবে শুষ্ক ফল্গুবৈরাগ্যকে সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করিয়াছেন, শুষ্ক বা ফল্গুবৈরাগ্য, যাহা কুহক-কৈতবরূপে বহির্ম্মুখ মানবজাতিকে গ্রাস করিয়াছিল এবং এখনও করিতেছে, ভজনরাজ্যের সেই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ অনিষ্ট নির্বীশ্বর নীতিবাদ বা ব্রহ্মজ্ঞানের পুত্র অবিষ্ঠাসুরের হস্ত হইতে ভজনপরায়ণগণকে উদ্ধারের জন্য ঠাকুর তাঁহার সমগ্র গ্রন্থ, আচার ও প্রচারে উপদেশ করিয়াছেন।" কোন সময় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আত্মীয়গণ কুলিয়া নবদ্বীপে শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণদর্শনার্থ আগমন করিলে ভগবানের নিত্যসিদ্ধপার্ষদ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু বলিয়াছিলেন— "আপনারা যাঁহার ঠাকুর (শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে) ছাড়িয়া কুলিয়ায় কি করিতে আসিয়াছেন? এখানে কি বাজার করিতে আসিয়াছেন,—না বাজারের চাকর দেখিতে আসিয়াছেন? আপনাদের গৃহে যে গৌরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ আবির্ভূত হইয়াছেন, যদি তাঁহাকে আরও কিছুদিন এ জগতে রাখিতে চান, তবে আপনারা গৃহে গিয়া একান্তমনে হরিভজন করুন, নতুবা তাঁহাকে অধিক দিন রাখিতে পারিবেন না।"

শ্রীল ঠাকুর জীবের তটস্থাবস্থার আদর করেন নাই। কৃষ্ণের সঙ্গে অবস্থান না করিলে তটস্থের বিচার নিশ্চয়ই অধোগতি লাভ করিবে। কারণ, গতিশীলতাই চেতনের ধর্ম্ম, ইহা তিনি সর্ব্বতোভাবে প্রচার করিয়াছেন। জীবের পক্ষে কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভাবই স্বাভাবিক ভজন,—এ কথা আমরা তাঁহার কৃপাতেই জানিতে পারিয়াছি। শ্রীল ঠাকুর যে কোন হৃদয়ে তাঁহার নিষ্কাপট্য কৃষ্ণসেবোন্মুখতার পরিচয় প্রদান করেন। ভক্তগণ অনেক সময় তাঁহাকে 'দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ' বলিয়া রহস্যাভিধান করিতেন। তিনি প্রায় একশত অমূল্য ভক্তিগ্রন্থ রচনা করিয়া বিশ্বের মঙ্গলবিধান করিয়াছেন।

সর্ব্বতীর্থশিরোমণি শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলের অন্তর্গত উলা বা বীরনগর গ্রামে বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তিপ্রবাহের মূলপুরুষ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ৩৫২ চৈতন্যাব্দে বা ১২৪৫ বঙ্গাব্দে ১৮ই ভাদ্র অর্থাৎ ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর রবিবার শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে পূর্ব্বাহ্ণ ১০ মিনিটে আবির্ভূত হন। ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যসঙ্গী। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় মহাবদান্য। তাঁহার বাণীর মধ্যে তাঁহার সঙ্গ পাওয়া যায়। শ্রীগৌরসুন্দর যেরূপ কৃষ্ণ প্রেমপ্রদাতা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেইরূপ গৌরকৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা। শ্রীগৌরসুন্দর যেরূপ বিষয়জাতীয় কৃষ্ণ, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেইরূপ আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ। শ্রীল ঠাকুরের কৃপা ব্যতীত শ্রীল ঠাকুরের উপাস্য বা প্রেমরাধা শ্রীগৌরকৃষ্ণের কৃপা পাওয়া যায় না। মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাঞ্ছিকামনায় গৌরজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদই রূপাপূর্ব্বক জগৎ মানবজাতিকে জানাইয়াছেন। তিনি সমস্ত বিশ্বকে কৃষ্ণের সংসারের সংসারী হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিয়াছেন। [illegible] ও কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনের দ্বারাই কৃষ্ণের সংসারে বসতি হয়। 'কৃষ্ণের সংসার কর [illegible]' মহাবাক্যের গূঢ় তাৎপর্য্যই ব্রজ পত্তন কর—শ্রীচৈতন্যমঠ প্রকট কর। ব্রজবাসীর আনুগত্য না হইলে কৃষ্ণের সংসার হইতে পারে না। সেই ব্রজবাসী কে? সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্রজবাসী— শ্রীশ্রীস্বরূপ-সনাতন রূপ রঘুনাথ। তাঁহাদের অভিন্নমূর্ত্তি—আমাদের [illegible] ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীশ্রীল জগন্নাথ, শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেবার প্রতিরূপ বিগ্রহ বজ্রাদপি কঠোর এবং অন্যত্র-বিষয় কুসুমাদপি। মৃদু, দয়ার্দ্র ও কৃপাময়। তাঁহার দয়ার কথা যতই আলোচনা ও বিচার করা যায়, ততই চিত্ত শুদ্ধ ও সরস হইয়া উঠে। তাঁহার কৃপাতেই আজ বিশ্ববাসী সজ্জনগণ শ্রীগৌরধামের সন্ধান পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন ও হইতেছেন। ১০৮টী তীর্থ সমেত তাঁহার শ্রী নিকেতন অবস্থিত আছে। তিনি শ্রীধামগৌরচন্দ্রের পরমোপাসক। তাঁহাতে আপনজ্ঞান না হইলে মঙ্গলের আশা নাই। যে তাঁহাকে আপনজ্ঞান করে না, তাহাকে আপনজ্ঞান করাইবার চেষ্টা, তাহা আপনা হইতেই কৃষ্ণ কৃপা করিবেন। তাঁহার শুভ ইচ্ছা হইলে জীবের পক্ষে কৃষ্ণ অনায়াসলভ্য হন, সেই ঠাকুরের কৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল ও আকাঙ্ক্ষণীয় হউক।

শ্রীল ভক্তিবিনোদধারার সম্বন্ধ ব্যতীত— শ্রীভক্তিবিনোদধারা ব্যতীত কোথাও অকৃত্রিম ও অস্ফুট কৃষ্ণানুরাগ সিদ্ধান্ত নাই— এ কথা কৃষ্ণের অস্তিত্বের ন্যায় পরম বাস্তব সত্য। ইহা যিনি যতটা হৃদয়ে ধারণে অসমর্থ, তিনি ততটা কৃষ্ণসেবাবিমুখ। শ্রীমন্মহাপ্রভু যেখানে যেখানে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত ও অকৃত্রিম কৃষ্ণপ্রেমের পরিচয় পাইতেন, সেখানে সেখানে প্রেমবল্লতরুর প্রথম অঙ্কুর শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের সম্পর্ক নির্দ্দেশ করিতেন। মাথুরমণ্ডল ভ্রমণকালে তিনি যখন মাথুর সানোড়িয়া বিপ্রের অকৃত্রিম প্রেম দর্শন করিলেন অথবা যখন আড়াইল গ্রামে শ্রীবল্লভভট্টের ভবনে শ্রীবল্লভের উপাদানের সিদ্ধান্ত-শ্লোকসমূহ শ্রবণ করিলেন তখন নিশ্চয়ই শ্রীল মাধবেন্দ্রের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক আছে, ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভু জানাইলেন।

কৃষ্ণ তোমার প্রেম দেখি' মনে অনুমানি।
মাধবেন্দ্রপুরীর সম্বন্ধ ধর জানি॥
কৃষ্ণপ্রেমা তাঁহা, যাঁহা তাঁহার সম্বন্ধ।
তাঁহা বিনা এই প্রেমের কাঁহা নাহি গন্ধ॥

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপা-ভিখারী আমরা যেখানে ভক্তিতত্ত্ব-আলোচনার অস্ফুট সিদ্ধান্ত [illegible] পাই, তখনই তাহার সহিত শ্রীল [illegible] ভক্তিবিনোদের সম্পর্ক নিশ্চয়ই আছে ইহা অনুমান ও অনুভব করিয়া থাকি এবং [illegible] আমাদের এই অনুমান সত্য হয়। আবার যখনই কোন ব্যক্তি অনেক-[illegible] কথা বলিয়াও যখা [illegible] যেমন তখনই [illegible] ভক্তিবিনোদের সহিত ইহার [illegible] কখনই নাই বা স্থাপিত [illegible] পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—ভক্তিবিনোদ-ধারা [illegible] তদ্ব্যতীত শুদ্ধভক্তি-[illegible] না। ভক্তিবিনোদ-[illegible], তাঁহাদের ভক্তিবিনোদ-[illegible] আপনা হইতেই [illegible] হইবে। দুর্দ্দৈব ভগিনী তাঁহার [illegible] না দেখিলেও [illegible] যেরূপ [illegible] দেখিলেই [illegible] উদয় হয়, সেইরূপ [illegible] স্বাভাবিক, যেখানে তাঁহার [illegible] কোন না কোন [illegible] হইয়াছে, [illegible]।"

আজ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরম-[illegible] ॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] দাসানুদাস ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:•:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	
সিকি কলম		৪৲		৩৲
অর্দ্ধ কলম		৬৲	৬৲	
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		
ষাণ্মাসিক	"	
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫৲, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

সটীকা শরণাগতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি 'কণিকা'টীকা, ত্রিবর্ণের অবলম্বন ভূমিকা ও সূচীসহ অভূতপূর্ব্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব সংস্করণরূপে গৌড়ীয় মিশনকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন।

ভিক্ষা—৵০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম-এ, বি-এল,
পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ। গীতার বহু ভাষ্য ও অনুবাদ থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ গীতার এই প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত কথাসার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের বোধসৌকর্য্যার্থ কঠিন শ্লোকসমূহের সরল সহজ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট কাগজে ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভিক্ষা—৸৲ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ

(প্রথম খণ্ড)

গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমদ্-আচার্য্যসংলাপ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে বঙ্গদেশ তথা বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও মঠবাসী সত্যানুসন্ধিৎসুগণ যে সমস্ত পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সদুত্তরসমূহ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবিরুদ্ধসিদ্ধান্তদলনে ও তদনুকূল সিদ্ধান্তস্থাপনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরকৃষ্ণশক্তিস্বরূপ আচার্য্যবরের সিদ্ধান্তসম্পুটিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রত্যেক সত্যানুরাগী ও আত্মমঙ্গলকামীরই নিত্যসেবনীয়।

ভিক্ষা—৸০ আনা মাত্র

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক সম্পাদিত। এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা;
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

সদ্ভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিষদ'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে।

ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। মূল্য ৵০

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ২৯ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৫৫ . ১৯শে ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ৫ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪১, শুক্রবার | ১৫৩ তম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিকাশিনী টীকা ও আস্বাদন-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯ হৃষীকেশ নিধি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখকীর্ত্তিত শ্রীচৈতন্যবাণী, যাহা তাঁহার কৃপায় শ্রদ্ধাপূত ও শরণাগত কর্ণে পৌঁছিয়াছে, তাহা নিজজীবনে পালন করিয়া সুকৃতিসম্পন্ন সজ্জনগণের নিকট কীর্ত্তনমুখে তাঁহাদিগকে শ্রীভক্তিবিনোদ-গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য আন্তরিক যত্ন করা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য। জীবকে হরিকথা না বলা, তাহাকে সেবোন্মুখ করিবার যত্ন না করা জীবের প্রতি অপরাধ। গুরুর কথা জীবকে না বলা জীবহিংসা বা জীববিদ্বেষ। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন, —"যে কৃষ্ণকে ও কার্ষ্ণকে আপনজ্ঞান করে না, তা'কে আপনজ্ঞান করাবার জন্য যে চেষ্টা, তা' ক্ষীণতমা হ'লেও কৃষ্ণ কৃপা করবেন। সংকীর্ত্তন না হ'লে, জগৎকে না নাচা'লে নামপ্রভুর সুখ হয় না। এই বিষয়ে একটু সামান্য চেষ্টাই একমাত্র অভিধেয় — তাহাই আনন্দপ্রদ ও তা'তে আনন্দের সাগর সীমা ছাড়িয়ে যায়।"

ভগবৎকথায় রুচি থাকাই সৌভাগ্যের প্রথম পরিচয়। হরিকথায় রুচি জিনিষটী চেতনের বৃত্তি। তাহা দেহমনের ধর্ম্ম বা উচ্ছ্বাস নহে। যাঁহার হরিকথায় রুচি হইয়াছে ও হইতেছে, তাঁহার প্রতি ভগবানের কৃপাদৃষ্টি পতিত হইয়াছে ও হইতেছে, জানিতে হইবে। 'কৃষ্ণকথায় রুচি যা'র সেই ভাগ্যবান্।' কৃষ্ণকথায় যাহার রুচি নাই, সে সব করিতে পারে, তাহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে না। হরিকথারূপী কৃষ্ণকে যাহার ভাল লাগে না, সে ত' কৃষ্ণকে চায় না, ইন্দ্রিয়তর্পণ চায়। সেরূপ লোকের সঙ্গে আমাদের দরকার নাই। আমাদের দরকার সাধুর সঙ্গ, যিনি সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করেন।

সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করা দরকার। হরির সুখের জন্যই হরিকথা শুনিতে ও বলিতে হইবে। ভক্তের সেবা ও ভগবানের সেবায় যেন উদাসীনতা ও নিরুৎসাহ না আসে। ভোগ ও ত্যাগে নিরুৎসাহ ভাল। সেবায় খুব উৎসাহ দরকার। সেবার মূল উৎসাহ। উৎসাহ যেন না কমে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। ভক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল-বিষয়ের পর্য্যালোচনা করা দরকার। যাহারা মনে মনে পর্য্যালোচনা করে না, তাহাদের ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত হইবার সম্ভাবনাই বেশী। সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ না করিলে কৃষ্ণে মতি হইবে না। হরিভজন করিতে আসিয়া যদি নিজসুখের প্রতি লক্ষ্য পড়ে তাহা হইলে আর কৃষ্ণের সুখ হইল না। সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অভিনিবেশই আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয় হউক।

আমরা অনেক সময় প্রশ্ন করি—অনর্থ কিরূপে যাইবে? আলোর অভাবে যেরূপ অন্ধকার আসে, সেইরূপ অর্থপ্রবৃত্তি বা অর্থ-চিন্তার অভাবে অনর্থ আসিয়া পড়ে। কৃষ্ণই একমাত্র অর্থ, সেই কৃষ্ণকে যে কোন উপায়ে সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে। সে বিষয়ে একটু অন্যমনস্ক হইলেই অনর্থ বা মায়া আসিয়া ধরিবে। মন চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারে না। চিন্তা করাই মনের ধর্ম্ম। কৃষ্ণকথা বা কৃষ্ণচিন্তার মধ্যে সর্ব্বক্ষণ না থাকিতে পারিলে মনে অন্য চিন্তা আসিবে। প্রত্যেক জিনিষ বা ব্যাপার কৃষ্ণের ইচ্ছায় আমার নিকট আসিয়াছে বা আসিতেছে জানিতে হইবে। শরণাগত হইতে হইবে। গুরুবৈষ্ণবের ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিশানই শরণাগতি। কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই সব হইতেছে, তিনিই কর্ত্তা—এ বিশ্বাস যেন সর্ব্বক্ষণ থাকে, নতুবা অসুবিধা হইবে।

নিজের গুণ বা যোগ্যতার বড়াই থাকিলে হরিভজন হইবে না। যোগ্যতার বাহাদুরী বা অভিমান করিলে বঞ্চিত হইতে হইবে। যাঁহারা অমানি-মানদ, গুণ থাকা সত্ত্বেও যাঁহারা বলেন, 'আমার কোন যোগ্যতা নাই, আমি বড় দীন, বড় কাঙ্গাল, আমার বলিতে এ জগতে আর কেউ নাই, তোমার কৃপা ছাড়া আমার আর গতি নাই', তাঁহাদের হরিভজন হইবে। যত দীনতা আসিবে, কাঙ্গাল-অভিমান হইবে, তত শ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপা হইবে। কাঙ্গাল বড় সুন্দর। যাঁহার এ জগতের দম্ভ-অহঙ্কারাদি কিছু নাই, কিন্তু অমানি-মানদত্ব, সুনীচতা, সহিষ্ণুতা কৃষ্ণকৃপার প্রতি নির্ভরতা আছে, তিনিই কাঙ্গাল। এরূপ কাঙ্গালকেই কৃষ্ণ চান। গুরুকৃষ্ণ কাঙ্গালের ঠাকুর।

যাঁহার যে যোগ্যতা আছে, তাহা ভগবৎসেবায় লাগান দরকার। যাঁহার যে গুণ আছে, তাহা যদি শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবানের সেবায় না লাগে, তাহা হইলে ক্ষতি হইবে। সমস্ত বস্তু দিয়াই ভগবানের সেবা করিতে হইবে।

ভক্তিরাজ্যে অনুকূল ও প্রতিকূল-বিচার করিয়া চলিলে আমাদের চিত্তমালিন্য পরিহার করিবার চেষ্টা দৃঢ়তালাভ করিবে। সাধু-গুরুর শাসনবাক্য অকপটে স্বীকার করিয়া চলিতে হইবে। দুর্ব্বল বলিয়া জীবের পতনাশঙ্কা আছে, কিন্তু নিষ্কপটে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবভগবানের কৃপাপ্রার্থনা করিলে ঐ দুর্ব্বলতা আর থাকে না, চিত্তের সঙ্কার হইয়া ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হইবার সৌভাগ্য লাভ হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মে খুব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারিলে—শ্রীগুরুকৃপাবলে বলীয়ান্ না হইতে পারিলে ভক্তিপথে স্থির থাকিতে পারা যাইবে না। ভক্তিপথে চলিতে হইলে সাধুগুরুর প্রচুর কৃপা ও নিজের একান্ত আগ্রহ দরকার। অনন্যচিত্তে সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ ও তাঁহার অনুকীর্ত্তনই ভক্তি-পথের একমাত্র পাথেয়।

দৃঢ়তা ও দীনতা দুইটী পৃথক্ নহে। অন্যাভিলাষ হৃদয়ে থাকিলে দৃঢ়তা লাভ হয় না। দৃঢ়তা থাকিলে সমস্ত অনর্থ ও বিঘ্ন অনায়াসে জয় করা যায়। গুরুদেবের কৃপা-প্রার্থনা নিরন্তর করিলে দুর্ব্বলতা অপসারিত হইয়া দৃঢ়তা লাভ হয়। যাঁহার বাস্তবসত্যে দৃঢ়তা আছে, তাঁহাতে প্রচুর পরিমাণে দীনতাও আছে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবানের কৃপা নিশ্চয়ই লাভ করিব—এরূপ বিচার হৃদয়ে থাকিলে হরিভজন হয়। যাঁহার দৃঢ়তা নাই, তিনি অপরকে উপদেশ দিলেও তাহা কার্য্যকরী হয় না। দৃঢ়তা না থাকিলে কিছুতেই দুঃসঙ্গ বর্জ্জন ও ভক্তিপ্রতিকূল বিষয়ত্যাগ করিতে পারা যায় না। দৃঢ়তা লাভ করিতে হইলে সাধুর আদর্শ অনুসরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

সজ্জন—শুচি

(শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত)

ব্যক্তিভেদে শুচির ধারণা ভিন্ন ভিন্ন। যাহাকে কেহ শুচি বলিয়া আখ্যা দেন, তাহাই অপরের বিচারে অশুচি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। অন্যাভিলাষী যাহাকে পবিত্রবোধে শুচি বলিয়া নির্ণয় করে, তাহা ভগবদ্ভক্ত স্বীকার করিতে পারেন না। কর্ম্মিগণ যাহাকে শুচি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা সজ্জনের শুচি সংজ্ঞার সহিত একত্বাভ করে না। অহংগ্রহোপাসক নির্ভেদ ব্রহ্ম-জ্ঞানীর মতে যাহা শুচি, তাহাই সজ্জনের বিচারে অপবিত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। কর্ম্ম ও জ্ঞানশাস্ত্রের সদাচারকে সজ্জনগণ শুচি বলিতে বাধ্য নহেন। অন্যাভিলাষীর স্বার্থ, কর্ম্মীর ফলভোগপিপাসা, জ্ঞানীর ত্যজনেচ্ছা ভক্তের নিকট সমভাবে আদৃত হয় না। সজ্জনগণ বলেন—অসজ্জনের রুচির বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা শুচিবিষয়ে নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য নহেন। যে স্থানে হরিকথার প্রসঙ্গ নাই, সেই স্থানই অশুচি, যে কালে হরিসেবন নাই, সেই কালই অশুদ্ধ যে পাত্র ভজনের অনুষ্ঠানে বিরত, তিনিই অশুচি। পরম পবিত্র মহাভারতের, রামায়ণের ও বেদের আদি, মধ্য ও অন্ত্যভাগে হরি সর্ব্বত্রই গীত হয়েন। ঐ সকল পবিত্র গ্রন্থে হরিগুণগানের কথা আছে বলিয়া ঐ সকল শাস্ত্রই পবিত্র এবং ঐ সকল শাস্ত্র পাঠ করিয়া জীবগণ ধন্য হয়েন। সজ্জনগণ বলেন,—যেখানে হরি-কথার আদর নাই, সেখানে অশুচি অবস্থান করে। সজ্জনগণ সর্ব্বদা তাঁহাদের সকল চেষ্টায় হরিকে বিষয়রূপে বরণ করেন। যে স্থান হরি বিষয় নহেন, সেস্থান সজ্জনগণের দৃষ্টিতে শুচি লক্ষিত হয় না। কৃষ্ণেতর বিষয়কে সাধুগণ সর্ব্বদা অশুচিজ্ঞানে পরিত্যাগ করেন। ভগবান্‌ই একমাত্র সর্ব্বশুচির আধার। যেখানে ভগবৎ-প্রসঙ্গের অভাব, তাহাই অশুচিপূর্ণ বিষয়। মায়িকদর্শনে কর্ম্মী জন, অগ্নি ও সূর্য্য শুচিত্ব আরোপ করেন বস্তুতঃ তাহাতে হরির সম্বন্ধ না দেখিলে ঐগুলি কখনই শুচির বিষয় হইতে পারে না। সজ্জনগণ বলেন,—কৃষ্ণেতর বিষয়ই অশুচির আধার। কৃষ্ণই সকল শুচির কেন্দ্র এবং কৃষ্ণভক্তই বাস্তবিক শৌচগুণে পূর্ণ। কর্ম্মা, মূত্র, থোড়ের শুচি অশুচি বিচার, আতপ ও উষ্ণের শুচি-অশুচি ধারণা প্রভৃতি নানা-প্রকার ভেদ শুচিবিচারে অবতারিত হয়। কিন্তু সজ্জনগণ হরি সম্বন্ধী বস্তুকে শুচি এবং হরিসেবার প্রতিকূল বস্তুসমূহকে অশুচি বলিয়া জানেন। বর্ণের বিচারে লৌকিক ব্যবহারের তারতম্যে শুচি-অশুচির ধারণাগুলি তাৎকালিক, বৈষ্ণবের নিত্যধারণা সর্ব্বতো-ভাবে শৌচগুণপুষ্ট।

প্রশ্নোত্তর

প্রঃ—শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রকটলীলা করিতে-ছিলেন, তখন শ্রীভীষ্মের নিধাণ হয়। অতএব তিনি কিরূপে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবেন?

শ্রীল আচার্য্যদেব—শ্রীকৃষ্ণ যখন এই লীলা প্রপঞ্চে বিস্তার করেন, তখন তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিবলে গোলোকেও তিনি পরিকর সহ বিরাজিত থাকিয়া লীলা করিয়া থাকেন। অতএব ভীষ্মের শ্রীকৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তি প্রাপঞ্চিক লোকের অগোচর হইলেও অনন্ত ধামে প্রকাশমান সেই শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশান্তরে সম্ভব হয়। শ্রীভীষ্ম-দেব অপ্রকটলীলা-প্রকাশে লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ করিয়াছিলেন।

প্রঃ—বাল-ঘাতিনী পূতনা যে ধাত্র্যো-চিতা গতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে অঘ-বকাদির গতির পার্থক্য কি?

উঃ—অঘ-বকাদি সাযুজ্যমুক্তি লাভ করিয়াছে, কিন্তু বকাসুর-ভগিনী পূতনা শ্রীকৃষ্ণের অম্বিকা ও কিশাম্বিকা নামক যে স্তন্যদাত্রী ধাত্রী আছেন, তাঁহাদের ন্যায় গতি লাভ করিয়াছিল। ইহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা পরিস্ফুট হইয়াছে। মুক্তি দুই প্রকার —'প্রেমসেবোত্তরা' ও 'সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা'। অম্বিকা ও কিশাম্বিকা 'প্রেমসেবাময়ী ধাত্রী।' পূতনার হৃদয়ে কপটতা থাকায় প্রেমসেবা লাভ করিতে পারে নাই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐরূপ সেবার ভাণ করায় ও তাঁহার দ্বারা হত হওয়ায় 'সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা' মুক্তি লাভ করিয়াছে। অঘ, বক, শিশুপাল, দন্তবক্রাদি নির্ব্বিশেষ-গতি লাভ করে, কিন্তু পূতনার গতি—নির্ব্বিশেষ-গতি নহে। পূতনা চতুর্ব্বিধ মুক্তির অন্যতম মুক্তিলাভ করিয়া গোলোকে অবস্থান করে, কিন্তু প্রেম-সেবকের ন্যায় সেবা প্রাপ্ত হয় না।

প্রঃ—শ্রীরাম-নৃসিংহাদি বিষ্ণুতত্ত্বের হস্তে নিহত অসুরগণ কি মোক্ষ লাভ করেন না?

উঃ—শ্রীকৃষ্ণ—হতারি গতি-দায়ক, তাঁহার হস্তে নিহত অসুরগণই মুক্তি লাভ করে। অন্য ভগবৎস্বরূপের হস্তে নিহত জনগণ মুক্তি প্রাপ্ত হয় না, উদ্ধগতি স্বর্গাদি ভোগ লাভ করিতে পারে।

প্রঃ—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ যেমন শ্রীঅর্জ্জুনাদি, তাঁহাদের হস্তে নিহত ব্যক্তি-গণের গতি কিরূপ হয়?

উঃ শ্রীবিষ্ণুর হস্তে নিহত হইলে যে গতি হয়, তদপেক্ষা তাঁহাদের গতি উন্নততর হইয়া থাকে, যদি মৃত্যুকালে কৃষ্ণদর্শন লাভ হয়। শ্রীরামাদি বিষ্ণুতত্ত্বের হস্তে নিহত ব্যক্তিগণের ধর্ম্মার্থকাম-লাভ হইতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত শ্রীঅর্জ্জুনাদির হস্তে নিহত ব্যক্তিগণ চতুর্ব্বিধ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন, যদি মৃত্যুকালে কৃষ্ণদর্শন লাভ হয়।

প্রঃ—যাঁহারা প্রেমসেবোত্তরা মুক্তি লাভ করিবার অধিকারী?

উঃ—'সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা' মুক্তি আগত হইলেও যাঁহারা প্রেমসেবা ব্যতীত অন্য কিছুই চাহেন না, তাঁহারা সেই মুক্তি-লাভের অধিকারী। কেবল মুখে প্রেমসেবা চাহিলেই 'প্রেমসেবা'-লাভ হয় না। অনেকে মুখে প্রেমসেবা চাহিতে পারেন, কিন্তু হৃদয়ে স্বাভাবিক প্রেম না থাকায় অন্যরূপ গতি লাভ হইতে পারে। যাঁহারা কোনরূপে সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা মুক্তি চাহেন, তাঁহাদিগকে 'অনন্যভক্ত' বলা যায় না।

প্রশ্ন—প্রহ্লাদকে কি অনন্যভক্ত বলা যাইবে না?

উঃ—শ্রীপ্রহ্লাদ—প্রেমভক্ত। তিনি সমস্ত ভক্তের উপমানস্বরূপ বা আদর্শ। ভক্তের তারতম্য-বিচারে ক্রমশঃ নিম্নদিক্ হইতে বিচার করিলে প্রথমেই—'ইন্দ্র'। শ্রীবামনরূপী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু ইন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর হইয়া কনিষ্ঠের দ্বারা জ্যেষ্ঠের সম্মান-রূপ সদাচার-পালনের নিমিত্ত সর্ব্বদা ইন্দ্রের গৌরব-বিধান করিতেছেন।

প্রশ্ন—ইন্দ্র ত' সর্ব্বাপেক্ষা ভোগী দেবতা। তিনি কেন 'ভক্ত' বলিয়া বিবেচিত হইলেন এবং শ্রীবিষ্ণুই বা কেন ইন্দ্রের সেবা করেন?

উঃ—বিষ্ণু পুণ্যফলপ্রদানকারী। ইন্দ্রের পিতা ও মাতার সুদীর্ঘকাল সুদৃঢ় তপস্যায় তুষ্ট হইয়া শ্রীবিষ্ণু নিজ অংশমাত্র দ্বারা ইন্দ্রের ভ্রাতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ইন্দ্রকে যেন বঞ্চনা করিবার জন্যই কপট যাচ্ঞার দ্বারা বলিরাজের নিকট হইতে স্বর্গরাজ্য আদায় করিয়া ইন্দ্রকে অর্পণ করিয়াছেন। ইন্দ্র উপেন্দ্রের পার্শ্বে নিজ আসনে আসীন থাকিয়া ও শ্বীয় ছত্র চামরাদি বিভূতির দ্বারা বিরাজিত হইয়া অবস্থান করেন। শ্রীবিষ্ণুকে ইন্দ্র তাঁহার ভোগসরবরাহকারিরূপে পূজা ও তজ্জন্য তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন বলিয়া এবং বিশেষ পুণ্যফলে উপেন্দ্রের পার্ষদ হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে ভক্ত' বলা হয়। বস্তুতঃ ঐরূপ ভক্তি অব্যভিচারিণী 'ভক্তি' নহে। উপেন্দ্রও এজন্য নানাপ্রকার বঞ্চনার দ্বারা ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বতোষণ করিয়া থাকেন। শ্রীবিষ্ণু এজন্য গোপগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত যে ইন্দ্রের চিরন্তনী পূজা, তাহা রহিত করিয়াছেন এবং শ্রীঅর্জ্জুনের দ্বারা ইন্দ্রের প্রিয় অখণ্ড খাণ্ডব বন দগ্ধ করাইয়াছেন। ইন্দ্রের স্থান স্বর্গে স্পর্দ্ধা, অপ্সরা, ব্রহ্মহত্যা, পাপ ও নিত্য পতনের ভয় রাখিয়া দিয়াছেন।

প্রশ্ন—দেবতাগণ অপেক্ষাও মনুষ্য-শরীরকে ভক্তিসাধনের অধিক অনুকূল বলা হয় কেন? দেবতা অপেক্ষা মনুষ্য কি প্রকারে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে?

উঃ—মনুষ্যের মধ্যে স্বয়ংরূপ কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হন, দেবতাগণের মধ্যে স্বয়ংরূপের অবতার নাই। দেবতারা কোনদিন শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন দূরে থাকুক, শ্রীবাসুদেবের কথা জানেন না; রোহিণেয়ের কথাও জানেন না, এজন্য দেবতাগণ অপেক্ষা মনুষ্য শ্রেষ্ঠ।

প্রশ্ন—সকল মনুষ্যই কি দেবতাগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?

উঃ—ভারতবর্ষের মনুষ্যগণের ভাগ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, আবেশাবতার হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণতম সর্ব্বকারণকারণ শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে অবতীর্ণ হন। পৃথিবীর অন্য প্রদেশের মনুষ্যজাতির মধ্যে স্বয়ংরূপের অবতার হয় না। বিশেষভাবে কলিযুগের মনুষ্যগণের ভাগ্য অধিক। সর্ব্বাপেক্ষা least deserving (কম যোগ্যতাবিশিষ্ট) কলিযুগে highest Recipient (সর্ব্বোচ্চ লাভবান্) হইয়াছে। যদি কোন ভাগ্যে কলি-জীবের শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা কম যোগ্যতাসম্পন্ন হইয়াও প্রয়োজন-পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে।

প্রশ্ন—ইন্দ্র হইতে শ্রেষ্ঠ কে?

উঃ—ইন্দ্র হইতে ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মার বিভিন্ন সাতটী জন্মে জগতে বাস্তবসত্যের প্রকাশ হয়।

প্রঃ—ব্রহ্মার সে সাতটী জন্ম কি কি?

উঃ—শ্রীব্রহ্মার প্রথম মানস-জন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে ফেনপগণ, ফেনপগণ হইতে বৈখানস ও তাঁহাদের নিকট চক্ষু জ্ঞান লাভ করেন। শ্রীব্রহ্মার দ্বিতীয় চাক্ষুষ জন্মে শ্রীনারায়ণের কৃপায় শ্রীব্রহ্মা ও শ্রীরুদ্র এবং শ্রীরুদ্র হইতে শ্রীবালখিল্যগণ সত্য লাভ করেন। ব্রহ্মার তৃতীয় বাচিক জন্ম শ্রীনারায়ণ হইতে সুপর্ণ ঋগ্‌বেদের আকর-মন্ত্র লাভ করেন। শ্রীব্রহ্মার চতুর্থ শ্রবণজ-জন্মে আরণ্যক সহ বেদ-শাস্ত্রে সাত্বতধর্ম্ম প্রচারিত হয়। শ্রীব্রহ্মার এই চারি প্রকার আবির্ভাবে সত্যযুগে ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। শ্রীব্রহ্মার পঞ্চম নাসত্য-জন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে সনৎ-কুমার প্রভৃতি, ষষ্ঠ অণ্ডজ-জন্মে বর্হিষৎ প্রভৃতি এবং সপ্তম পাদ্ম-জন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে শ্রীব্রহ্মা ও ক্রমে দক্ষ, আদিত্য, বিবস্বান্, মনু প্রভৃতি শ্রীভাগবত-ধর্ম্মে জ্ঞান-লাভ করেন।

প্রঃ—সকল ব্রহ্মাই কি বৈষ্ণব?

উঃ ব্রহ্মামাত্রেই 'বৈষ্ণব।'

দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠে গুরুপূজা-মহোৎসব

গত ১৩ই ভাদ্র দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব নিরন্তর হরিকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস মঙ্গলারাত্রিক ও উষঃকীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদানের পর সমাগত ব্যক্তিগণকে শ্রীমহা-প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীগৌরধাম

শ্রীগৌরসুন্দর মহামহাবদান্য। শ্রীগৌরধামও মহামহাবদান্য। শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও শ্রীগৌরসুন্দরের দয়া বেশী। তদ্রূপ শ্রীব্রজধাম অপেক্ষাও শ্রীগৌরধামের দয়া ততোঽধিক। শ্রীব্রজধাম কেবল মুক্তকুলের উপাস্য, কিন্তু শ্রীগৌরধাম মুক্ত ও বদ্ধ উভয়েরই উপাস্য ও আশ্রয়স্থল। শ্রীবৃন্দাবনাভিন্ন এই নবদ্বীপধামে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটাপ্রকটপ্রকাশ নিত্য। শ্রীগৌরসুন্দরই বদ্ধজীবকে কৃপা করিয়া স্বীয় পাদপদ্মসেবা প্রদান করিবার জন্য শ্রীগৌরধামরূপে নিত্যকাল এই প্রপঞ্চে প্রকটিত। শ্রীগৌরসুন্দরের অমন্দোদয়দয়া বিগ্রহ ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন শ্রীগৌরধামরূপে।

পদ্ম যেমন জল স্পর্শ করিয়া থাকিলেও জলদ্বারা মিশ্রিত বা আবৃত না হইয়া পৃথগ্‌ভাবে থাকে, তদ্রূপ শ্রীধাম প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেও প্রপঞ্চের সহিত মিশ্রভাবযুক্ত হন না বা আবৃত হন না। তিনি নিত্যকাল স্বীয় স্বতন্ত্র-সত্তা সংরক্ষণ করিয়া বর্ত্তমান থাকেন। শ্রীগৌরধাম গোলোকের বস্তু হইয়াও পৃথিবীতে প্রকট থাকায় এই পৃথিবী ধন্যা, পবিত্রা। ভগবান্ শ্রীগৌরকৃষ্ণ নিত্যকাল এই ধামে বিরাজমান আছেন। শ্রীগৌরধামের কৃপায়ই শ্রীব্রজধামবাসের অধিকার ও যোগ্যতা লাভ হয়।

শ্রীগৌরধাম জড়চক্ষুর দৃশ্যবস্তু নহেন। জড়চক্ষু অবিদ্যা-আবরণযুক্ত। সুতরাং এই জড়চক্ষুর দ্বারা শ্রীধামকে মাপিতে গেলে শ্রীধামকেই আবরণযুক্ত দর্শন হয়। শ্রীধাম ভোগ্য বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন। একমাত্র সুদর্শনের কৃপায় সেবোন্মুখ নেত্রে—সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে শ্রীধামদর্শন হয়—শ্রীধামসেবা লাভ হয়। সেবোন্মুখ জীবের উপর শ্রীগৌর নিত্যানন্দের কৃপা হয়। তখন তাহার আর ঐ আবরণ থাকে না—মায়া আবরণ সংবরণ করেন। একমাত্র শ্রীধামবাসিগণের কৃপায়ই এই সুদর্শন লাভ হয়। গৌড়ীয়গুরুবর্গই নিত্যসিদ্ধ শ্রীধামবাসী। শ্রীশ্রীমাচাদেবী, শ্রীশ্রীজগন্নাথমিশ্র, শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব—ইহারা নিত্যসিদ্ধ শ্রীধামবাসী। এই গুরুবর্গের কৃপায়ই শ্রীধামদর্শন হয়—শ্রীধামসেবা লাভ হয়। তাঁহারা জীবের যোগ্যতা-অযোগ্যতা বিচার করেন না—যাহাকে তাহাকে শ্রীগৌরসুন্দরের—শ্রীধামের কৃপা বিতরণ করেন। কারণ তাঁহারা স্বতন্ত্র। তাঁহারা সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র কৃষ্ণকেও প্রেমসেবা দ্বারা বশীভূত করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর এই শ্রীগুরুবর্গের প্রেমবাধ্য।

শ্রীগৌরধামের কৃপা ও সেবা হরিভজনেচ্ছু প্রত্যেক জীবকে লাভ করিতেই হইবে। জড়ে আসক্তি থাকাকাল পর্য্যন্ত শ্রীধামসেবা লাভ হয় না। আবার শ্রীধামসেবালাভের একপট বাসনা হৃদয়ে উদিত না হইলে জড় বিষয়ে আসক্তি দূরীভূত হয় না। এইজন্য শ্রীধামের কৃপা ও সেবালাভের জন্য অকপট আর্ত্তি ও উৎকণ্ঠা প্রত্যেকেরই থাকা প্রয়োজন। শ্রীধামসেবালাভের জন্য লৌল্যই শ্রীধামসেবালাভের একমাত্র উপায়। শ্রীধামবাসিগণের কৃপা ব্যতীত এই লৌল্যও হৃদয়ে উদিত হয় না। মূলে কৃপা। কৃপা ব্যতীত কিছুই হইবে না। শ্রীধাম সর্ব্বক্ষণ কৃপা করিবার জন্য প্রস্তুত। আমাদের দিক্ হইতে কেবল কৃপালাভের জন্য অকপট ইচ্ছা দরকার। আমাদের দৈহিক-মানসিক ক্রিয়া, সাধনভজন প্রত্যাহারাদি সবই কৃপালাভের জন্য হইলে তবেই সুবিধা হইবে। সৌভাগ্যবান্ জীবই শ্রীধামসেবার অধিকার, শ্রীধামের কৃপা লাভ করিয়া থাকেন। একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায়ই সেই সৌভাগ্য লাভ হয়। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"নিষ্কপট জীব যে কালে এই গৌরধাম আশ্রয় করিয়া শ্রীগৌরনিত্যানন্দের পদকমলকেই সর্ব্বস্ব ও নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা দীনহীন পতিতজ্ঞানে সর্ব্বক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে বিবহে অকৃত্রিম দৈন্যার্ত্তি উৎকণ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে সম্বোধনপূর্ব্বক শ্রীগৌরনিত্যানন্দের নিকট কৃপাপ্রার্থনা করেন, তৎকালে গুরুগৌরাঙ্গের কৃপাদৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়, তৎকালেই তাঁহার সংসারবিষয়বাসনা তুচ্ছ হয় এবং চিত্ত শুদ্ধ হয়।"

দীনহীন কাঙ্গাল না হইলে শ্রীধামের কৃপা পাওয়া যায় না। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ইঁহারা নিত্য শ্রীধামবাসী, শুধু শ্রীধামবাসী নহেন, শ্রীধামের একমাত্র মালিক শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাদের প্রেমবশীভূত।

শ্রীধাম সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। আমাদের শ্রীগুরুবর্গ সাক্ষাৎ সেই বস্তু হইয়াও জীবশিক্ষার জন্য শ্রীধামের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি, শ্রীধামের বৈভবে উল্লাস, শ্রীধামে অবস্থানের জন্য প্রবল ইচ্ছা, শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্যগ্রহণের জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার শ্রীনবদ্বীপশতকে কিরূপ শ্রীধামপ্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন,—

যথা বৃন্দাটবীময়ী ভূমি সুকোমল।
খগ-মৃগ যথা অনুরাগেতে বিহ্বল॥
বৃক্ষ-লতা ফুল ফলে অদ্ভুত দর্শন।
সেই মায়াপুর হয় আমার জীবন॥
কোটি-চিন্তামণি যদি মিলে অন্য স্থানে।
শ্রীহরির বহির্দৃষ্টি যদিও সেখানে॥
তথাপি গোদ্রুম-ধূলি ছাড়' এ শরীর।
অন্যত্র না যায় যেন, এই বুদ্ধি স্থির॥
নবদ্বীপ-মহিমা যে শাস্ত্রে নাহি কয়।
স্বপ্নেও সে শাস্ত্র যেন শুনিতে না হয়॥
এ ধাম-বৈভবে যা'র না হয় উল্লাস।
তা'রে যেন নাহি দেখি, না করি সম্ভাষ॥
আর দুঃখ কেন বহু সাধনের জন্য।
অন্তর্দ্বীপাশ্রয়ে এবে হও ভাই ধন্য॥
কৃষ্ণপাদপদ্ম-ধ্যান নাহি আমি জানি।
শুকাদির অনুগতো নহি অভিমানী॥
অতএব শুভাশুভ যে হউক ফল।
রাধাকৃষ্ণ শ্রীগোদ্রুম আমার সম্বল॥
অনেক পণ্ডিতগণ একত্র মানসে।
কৃতার্থ মানয় অন্য তীর্থের মানসে॥
যে সব আমরা নাহি বুঝিবারে পারি।
নবদ্বীপবন মাত্র আশ্রয় বিচারি॥
দমিতে ইন্দ্রিয়গণে না পারিনু নাথ।
গুণমাত্র নাহি মোর সর্ব্বদোষোৎপাত॥
কোথা যাব, কি করিব গতিহীন আমি।
নবদ্বীপে স্থান দিয়া কৃপ কর স্বামি॥
জাতি, প্রাণ, ধন, যশ, সর্ব্বস্ব আমার।
ক্ষয় হউ, সকলে করুন তিরস্কার॥
ব্যাধি-জীর্ণ কলেবর পাউক দুর্গতি।
নবদ্বীপ তথাপি ত্যজিতে নহ মতি॥
রাধাকান্তিবিনোদকানন বিনা আন।
না বর্ণিব, না শুনিব, না করিব ধ্যান॥
জাগ্রতে, স্বপ্নে বা আমি বিনা সেই ধন।
না দেখিব কভু, ইথে দৃঢ় মম মন॥
সর্ব্বোত্তম নবদ্বীপ-মাহাত্ম্যে বিস্তর।
না থাকে বিশ্বাসগন্ধ তাহাতে আমার॥
সে ধামবাসের ইচ্ছা যদ্যপিহ নাই।
তবু যেন ধামগুণ নিরন্তর গাই॥
রৌরবে কি ভয় মম কি ভয় সংসারে।
শ্রীগোদ্রুমে বাস যদি পাই কৃপাদ্বারে॥
ওহে মূঢ় জন, সূক্ষ্ম দৃষ্টির বিধানে।
মুনিগণ-পাপ্য ভক্তি করহ সন্ধানে॥
বিশ্বাস-অভাবে যদি নাহি সংঘটন।
সব চেষ্টা ছাড়ি' লহ নদীয়া-শরণ॥

— —

শ্রীজন্মাষ্টমী-উৎসব

গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ গত ৩০শে শ্রাবণ ১৫ই আগষ্ট শুক্রবার শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি দিবস গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে দিবারাত্র নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ করেন। ঐ দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ ২য় অধ্যায় হইতে ব্রহ্মাদি দেবগণের দেবকী গর্ভগত শ্রীভগবানের স্তব-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। তৎপরে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইতে থাকে। কীর্ত্তনান্তে পণ্ডিত শ্রীপাদ উজ্জ্বলনীলমণি ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবলীলাপ্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে "তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর", "যশোমতীনন্দন" ও শ্রীমুখের অষ্টোত্তরশত শ্রীনাম কীর্ত্তনান্তে রাত্রি ১২॥ ঘটিকার পর মহামন্ত্র-কীর্ত্তনমুখে শ্রীবিগ্রহের মহারাত্রিক সম্পন্ন হয়।

গত ১৬ই আগষ্ট শ্রীনন্দোৎসব-দিবস সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপরে ১১শ বর্ষ গৌড়ীয়ের ৫ম সংখ্যা হইতে 'শ্রীনন্দ-মহিমা" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ ও হিন্দীভাষায় ব্যাখ্যা হয়।

অতঃপর মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে উপস্থিত প্রায় দুইশত ব্যক্তিকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সভায় বহু বিশিষ্ট ভদ্রব্যক্তি ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন।

— — —

পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ১৫ই আগষ্ট শুক্রবার আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও গৌড়ীয়মিশনের পরিচালক-সমিতির নিয়ামকত্বে শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী-উৎসব নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিকান্তে উষঃকীর্ত্তনের পর "শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী" হইতে "শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব" প্রবন্ধটী পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। তৎপরে শ্রীচৈতন্যভাগবত সমস্ত দিবস পারায়ণ হইতে থাকে।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব, "হরি হরি বিফলে জনম গোয়াইনু" প্রভৃতি গীত কীর্ত্তনান্তে গৌড়ীয় সপ্তদশ বর্ষ হইতে "শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব" প্রবন্ধটী পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। রাত্রি ১১। ঘটিকা হইতে ১২॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ হইতে "শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব" প্রসঙ্গ পাঠ হয়। তৎপরে শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন, বিচিত্র-ভোগরাগ ও আরাত্রিক কীর্ত্তন হয়।

গত ১৬ই আগষ্ট শনিবার শ্রীনন্দোৎসবের দিবস মধ্যাহ্নে এক ও উষঃকীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। ভোগরাগান্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ১৬শ বর্ষের নদীয়া-প্রকাশ হইতে "শ্রীজন্মাষ্টমী সংখ্যা" পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। অতঃপর উপস্থিত প্রায় দেড় শত ভক্তবৃন্দকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণে এক সভার একমত কার্য্যবিবরণীকে সুসম্পন্নরূপে দান করা হয়।

— — —

বিশেষ দ্রষ্টব্য

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় গত ৮ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রকাশিত হয় নাই।

Regd. No. C 1

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷৷০	।৵০	।৵০	।০
" " টিকি	২৲	১৷০	১৷০	২৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি টিকি	৬৲	৪৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬০৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ত্রিদণ্ডিস্বামী একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী শ্রীগোড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শান্তিধামমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভাগবতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত ভীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা, পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

বিবিধ সংবাদ

জার্ম্মাণীতে ব্রিটিশ বিমান আক্রমণের ফল

রাজকীয় বিমানবাহিনী জার্ম্মাণ-অধিকৃত স্থানগুলির উপর দিবালোকে এবং জার্ম্মাণীর শ্রমশিল্পকেন্দ্রের উপর রাত্রিবেলা যে সকল বিমান আক্রমণ চালাইতেছে, তাহাতে রুশীয়দের বিশেষ সাহায্য হইতেছে। কারণ, ব্রিটিশ বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য জার্ম্মাণীকে পূর্ব্বসীমান্ত হইতে বহু উচ্চশ্রেণীর জঙ্গী বিমান লইয়া আসিতে হইতেছে। ব্রিটিশ জঙ্গী-বিমানের বৈমানিকেরা গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়াই ইহার বিশেষ প্রমাণ পাইতেছে

ভূমধ্য সাগর অঞ্চল হইতে জার্ম্মাণরা যে অনেকগুলি উচ্চশ্রেণীর বিমানপোত উক্রেনের যুদ্ধে সহায়তা করিতে পাঠাইয়াছে, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। পাশ্চম সী-বোর্ড হইতে বিমানপোত পাঠান সম্ভব নহে বলিয়াই এইরূপ করিতে হইয়াছে

উক্রেন-সীমান্তে রুশীয়েরা আত্মরক্ষার সুদৃঢ় কোনও ঘাঁটি নির্ম্মাণ করিতে পারে কিনা, উক্রেন যুদ্ধের ফলাফল বহুলাংশে তাহার উপর নির্ভর করিতেছে। মার্শাল বুদেনী বিপজ্জনক অবস্থা হইতে তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে যেরূপ কৌশল ও দক্ষতার সহিত মুক্ত করিয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা লণ্ডনে বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে।

জার্ম্মাণীর ক্ষতি

একখানি সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধের প্রথম দু'মাসে ২০ লক্ষেরও বেশী জার্ম্মাণ সেনা হতাহত ও বন্দী হইয়াছে জার্ম্মাণদিগের ৮ হাজার ট্যাঙ্ক ১০ হাজার কামান এবং ৭ হাজার ২ শত বিমান খোয়া গিয়াছে।

ঐ সময়ে ১ লক্ষ ৫০ হাজার সোভিয়েট সৈন্য নিহত, ৪ লক্ষ ৪০ হাজার আহত ও ১ লক্ষ ১০ হাজার নিখোঁজ হইয়াছে। সর্ব্বসমেত সোভিয়েটের ৭ লক্ষ সৈন্য ক্ষয় হইয়াছে। সোভিয়েটের ৫ হাজার ৫ শত ট্যাঙ্ক, ৭ হাজার ৫ শত কামান ও ৪ হাজার ৫ শত বিমান খোয়া গিয়াছে।

মস্কোতে মোট ২৪ বার বিমান আক্রমণ হইয়াছে—কিন্তু সামরিক কোন লক্ষ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। ৪৩৬ জন লোক নিহত, ১,৪৪৪ জন গুরুতর আহত ও ২,০৬৯ জন সামান্য আহত হইয়াছে।

ফ্রান্সে ৫০ হাজার কমিউনিষ্ট গ্রেপ্তার

ডেইলী টেলিগ্রাফের ভিসিস্থিত নিরপেক্ষ সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, রেললাইনের ক্ষতিসাধনকারীদের অনুসন্ধানব্যপদেশে গত কয়দিনে জার্ম্মাণ ও ফরাসী কর্ম্মচারীরা অনধিকৃত ফ্রান্সে ১০ হাজার ও জার্ম্মাণ অধিকৃত ফ্রান্সে ৩০ হইতে ৪০ হাজার তথাকথিত কমিউনিষ্ট গ্রেপ্তার করিয়াছে। কমিউনিষ্টরা যে সকল স্থানের ক্ষতিসাধন করিয়াছে প্যারিসের ৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত জুভিসি-সুর-অর্জ নামক রেল-ষ্টেশনটি নাকি তাহার অন্যতম। জুভিসি ষ্টেশনের ক্ষতি-সাধনকারীদের সংবাদ দিয়া গ্রেপ্তারের সহায়তা করিলে সংবাদদাতাকে ৫,৫০০ পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া প্যারিসের পুলিশ এক ঘোষণা করিয়াছে। ক্ষতি সাধনের দরুণ এই ষ্টেশনে আর একটু হইলেই একটি গুরুতর রেল-দুর্ঘটনা ঘটিত।

ফ্রান্সে রেল-লাইনের ক্ষতিসাধন এইরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে যে যাত্রী বা মাল চলাচল বিশেষ বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে অনেক ক্ষেত্রে জার্ম্মাণ-সৈন্য চলাচলেরও অসুবিধা হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

২০ হাজার জার্ম্মাণ হতাহত

রাশিয়ান রণাঙ্গন হইতে লালফৌজ-বাহিনীর মুখপত্র "রেডষ্টার"-এর নিকট যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে যে সংবাদ পৌঁছিয়াছে, তাহা ১৮ই আগষ্ট প্রাতে প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, ইউক্রেন এলাকায় সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া জার্ম্মাণদিগকে ৮ হইতে ১০ মাইল দূরে হটাইয়া দিয়াছে। সংবাদ-প্রেরণের সময় পর্য্যন্ত রাশিয়ানরা অগ্রসর হইতেছিল।

সরকারী জার্ম্মাণ নিউজ এজেন্সী জানাইতেছে যে, রাশিয়ান বিমানপোতসমূহ কৃষ্ণ-সাগরের তীরবর্ত্তী রুমানিয়ান বন্দর কনষ্টাঞ্জার উপরে আক্রমণ চালাইয়াছিল।

জানা গিয়াছে যে, রাশিয়ান বাহিনী কৃষ্ণসাগরের তীরবর্ত্তী নিকোলাভ ক্রিভোই-বগ বন্দর পরিত্যাগের পূর্ব্বে জার্ম্মাণদের ২০ হাজার সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

কৃষ্ণসাগরে রুশীয় সাবমেরিণ দুইখানি বিরাট সৈন্যবাহী জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে।

অল্প কয়েকখান জার্ম্মাণ প্লেন মস্কোর উপরে হানা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ঐগুলিকে বিতাড়িত করা হয়। ১৬ই, আগষ্ট শনিবার রাত্রিতে রাজধানীর উপরে হানা দিবার চেষ্টা করিতে গিয়া একখান জার্ম্মাণ প্লেন বিধ্বস্ত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনলীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীসজ্জনতোষণী ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সত্যেন্দ্র কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিকাশিনী টীকা ও আস্বাদন-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ৩০ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২০শে ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ৬ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪১, শনিবার { ১৫৪ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩০ হৃষীকেশ অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

সজ্জন—বদান্য

(শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত)

শ্রীগৌরসুন্দরের ন্যায় দানশীল আদর্শ চতুর্দ্দশ ভুবনে বা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। তাঁহার পদাশ্রিতগণ সেই অলৌকিক দয়া লাভ করিয়া তাহাই বিতরণ করিতেও মুক্তহস্ত। যাহা সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরযুগে জীবের অযোগ্যতা বিচার করিয়া প্রদত্ত হয় নাই, সেই উন্নত-উজ্জ্বল ভক্তিরসমাধুরী অযোগ্য জনেও সমর্পণ করিয়াছেন। শ্রীনন্দনন্দনের অপার মধুরিমা ভজনপারঙ্গত অপরাধমুক্ত নিত্যসিদ্ধেরই প্রাপ্য, কিন্তু আমাদের উপাস্য শ্রীশচীদুলাল বদান্যশিরোমণি বলিয়া দুর্ব্বল, প্রাকৃত মদমত্ত জীবকে অপরাধ ছাড়াইয়া অনিত্য নশ্বর বিচারমুক্ত করিয়া পরমদুর্ল্লভ ব্রজেন্দ্রনন্দনের নিগূঢ় সেবায় নিযুক্ত করিতে ব্যস্ত। বদ্ধজীবকে অসচ্চরিত্র কপট শিক্ষকের কবল হইতে উন্মুক্ত করিবার জন্য সেই গৌরহরি বলিয়াছেন যে, ভগবৎসেবোন্মুখ, সমস্ত-জড়াভিনিবেশ-ত্যক্ত, মলিন জড়ীয় জঞ্জাল-সমুদ্রের পরপারে গমনোৎসুক সজ্জনগণ যেন কোনপ্রকারে যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গী বিষয়ীর সঙ্গ বা পরামর্শ গ্রহণ না করেন। যদি করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে বিষয়বিষে জর্জ্জরিত হইয়া গৌরভক্তের অমল আসন হইতে অনন্তকালের জন্য বিতাড়িত হইবেন।

আরাধ্যবস্তুই গৌরসুন্দরের সহ অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন। তিনিই সকল ঈশ্বরের, জীবের ও জড়ের পরমেশ্বর, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তিনি অনাদি, তিনিই সকলের আদি এবং তিনি সকল কারণের কারণ। মহাপ্রভু অপ্রাকৃতরসের একমাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিষয়, শ্রীমতী রাধিকা তাঁহার অবলম্বন বা অপ্রাকৃত আশ্রয়। বলদেব সেই বিষয়ের বিস্তৃতি, প্রকাশ বা বৈভব। বিষয়-বৈভব হইতেই পরব্যোমে ও অপ্রাকৃত তদ্রূপবৈভবসমূহে প্রাভবপ্রকাশ বাসুদেবপ্রমুখ ঐশ্বর্য্যরসের বিষয়বিগ্রহ। মূলাশ্রয় রাধিকা হইতে আশ্রয়-বৈভব ব্রজললনাসমূহ, রেবতীপ্রমুখা প্রকাশাশ্রয়বৃন্দ, দ্বারকাদিতে মহিষীবৃন্দ, পরব্যোমে লক্ষ্মীগণ, নৈমিত্তিক অবতারাদিতে সীতা প্রভৃতি নিত্য প্রকাশিত হইয়াছেন। পরমেশ্বর মহামাধুরীর একমাত্র বিষয় সচ্চিদানন্দবিগ্রহ যশোদাদুলাল স্বীয় নিত্য আশ্রয়বিগ্রহ রাধিকার নিজসেবাময়ী চিত্তবৃত্তি নিত্যকাল গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গবিগ্রহে গোলোকে আশ্রয়ভাবাঙ্গীকারে কৃষ্ণেতর স্বতন্ত্রাধিষ্ঠানে নিত্য লীলাবিলাস করিতেছেন। আশ্রয়-ভাবাঙ্গীকারে গৌরলীলা ব্যতীত কৃষ্ণের কোন নিত্যলীলা নাই। বিষয়-ভাবাঙ্গীকারে কৃষ্ণলীলা ব্যতীত গৌরাঙ্গের কোন নিত্যলীলা নাই। সেই মধুররসদাতা বদান্য হইয়া শ্রীরূপের নিকট "নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥" বলিয়া নিত্যভজনীয় আছেন। তাঁহাকে প্রাকৃত বিচারে মিছা নাগর সাজাইয়া সাধক জড়ীয় নাগরী সজ্জায় ভজন করিতে পারেন না বলিয়াই সেই মহাবদান্য সুমিষ্ট ভাষায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা সজ্জন-বদান্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন। কৃষ্ণের আশ্রয়জাতীয় ভজনে বা গৌরলীলায় গোপনে কপটতাযুক্ত ব্যভিচার নাই—এই পরম-সত্য মহাবদান্য শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি গৌরনাগরীর সহ ব্যভিচারী নহেন।

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি' প্রীত হন গৌর-ভগবান্॥
প্রভু কহে, বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়-গ্রহণ।
দারুপ্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥
প্রভু কহে,—"মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতিসম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন॥"
তবে শ্রীবাস তা'র (ছোট হরিদাসের)
বৃত্তান্ত কহিল।
যৈছে সঙ্কল্প, যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিলা॥
শুনি' প্রভু হাসি' কহে সুপ্রসন্ন চিত্ত।
প্রকৃতিদর্শন কৈলে ঐছে প্রায়শ্চিত্ত॥
অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
যোষিৎসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥
ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি' পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য॥

যে সকল ব্যক্তি গৌরভজনের নামে সহজিয়া, বাউল, চূড়াধারী, গৌরনাগরী প্রভৃতির মতে চলিবেন এবং শুদ্ধভক্তকে রূঢ়ভাষায় তাঁহাদের ন্যায় জড়ীয় জানিয়া গালি দিবেন, তাহা হইলে তাদৃশ গৌরনাগরীগণ বদান্য—এ কথা জগৎ জানিবে না এবং সজ্জনই একমাত্র বদান্য, তাহাও বুঝিবে। বদান্য শ্রীরূপ গোস্বামী নির্ব্বোধ নব্যমতাবলম্বী ভাবী বালকগণের ও দলপতিগণের জন্যই রসশাস্ত্র লিখিয়া বিষয়-আশ্রয়গত রস সুষ্ঠুভাবে জানাইয়াছেন। সেজন্য অবদান্য গৌরনাগরীর কোন সিদ্ধান্তই তাঁহার গ্রন্থে স্থান পায় নাই। কোন গৌরভক্তই মিছাভক্ত হইতে ইচ্ছা করেন না। যে লীলা আশ্রয়-ভাবাঙ্গীকারী কৃষ্ণ নিজ গৌরলীলায় প্রকট করেন নাই বা প্রকট করিবার যোগ্যতাও দেন নাই, সেই মিছা নাগরীভাব মিছা কল্পনা করিয়া মিছাভক্ত সাজিবার আবশ্যকতা কি? মিছাভক্ত সাজিয়া সুনির্ম্মল পবিত্রচরিত্র গৌরাঙ্গে ব্যভিচার আরোপ করা এবং তদনুকূলে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ, সদ্যুক্তি বা মহাজনপথ না পাইয়া আপনাকে কৃষ্ণবিমুখিনী স্বৈরিণী সাজাইবার আবশ্যকতা কি? কোন বদান্যই মিছাভক্তকে প্রশ্রয় দেন না। পাপ করিলে পাপার প্রায়শ্চিত্ত নাই—এ কথা মহাবদান্য গৌরসুন্দর বলেন না। যিনি শুদ্ধভক্ত, তিনি হরিসেবাবিমুখ নিজফলভোগময় পাপ করেন না বা পাপের প্রশ্রয়ও দেন না। ভক্তগণকে হরিবিমুখতা শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর গোপনে ভোগতাৎপর্য্যপর নদীয়া-নাগরীসহ ব্যভিচার করেন নাই। রামচন্দ্র খাঁর প্রেরিত গণিকার সহিত গৌরপার্ষদ শ্রীহরিদাস ঠাকুর গোপনে ব্যভিচার করেন নাই। মাতা মীরাবাই শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর নাগরী নহেন। 'অন্তঃকৃষ্ণঃ বহির্গৌরঃ' শ্লোকের কুব্যাখ্যাবলে গৌরনাগরী নামক গৌরবিরোধী জীব গৌরাঙ্গকে মহাবদান্য জগদ্গুরু না বলিয়া গোপনে ব্যভিচারী বলেন—ইহাই আশ্চর্য্য। কৃষ্ণলীলা ব্যভিচারময়—এরূপ ভ্রান্ত ধারণাই নিজ ভোগতাৎপর্য্যপর গৌরনাগরীগণকে বিপথগামী করিয়া গৌরবিরোধী জীব করিয়া তুলিয়াছে। আশা করি, বদান্য শুদ্ধ গৌরভক্ত মিছা গৌরভক্তগণকে রাইকানুর অপ্রাকৃত কথা শুনাইয়া নিজ জড়ভোগ-তাৎপর্য্যপর গৌরনাগরী দলের হৃদ্গত কাম বিনাশ করিবেন। এই কার্য্য করিলেই শুদ্ধ গৌরভক্ত সজ্জনকে বদান্য বলিয়া সকলেই জানিবেন।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে।

প্রশ্নোত্তর

——::[*]::——

প্রশ্ন ব্রহ্মা কি জীবকোটি অথবা বিষ্ণু-কোটির অন্তর্গত ?

শ্রীল আচার্য্যদেব—ব্রহ্মা দুই প্রকার (১) ঈশ্বরমাত্রদৃশ্য ও দেবাদির অদৃশ্য সূক্ষ্ম বা মহত্তত্ত্বশরীরবিশিষ্ট 'হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা' আর (২) দেবাদির দৃশ্য ও তাঁহাদিগের প্রতি বরপদ স্থূল বা বা সমষ্টি শরীরবিশিষ্ট 'বৈরাজব্রহ্মা'। যিনি ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্য করেন, সেই সূক্ষ্মরূপকে 'হিরণ্যগর্ভ' বলে, আর যিনি সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত, সেই স্থূলরূপের নাম—'বৈরাজ'। বৈরাজরূপ ব্রহ্মা সৃষ্টি ও বেদ-প্রচারার্থ প্রায়ই চতুর্ম্মুখ, অষ্টনেত্র ও অষ্টবাহু হইয়া প্রকাশিত হন। কখনও ভগবান শ্রীগর্ভোদশায়ী বিষ্ণু শ্রীব্রহ্মারূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বয়ং সৃষ্টিকার্য্য করিয়া থাকেন। যে মহাকল্পে গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, সেই সময় বৈরাজ ব্রহ্মা তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মলোকের সুখ-সম্পত্তি উপভোগ করিয়া থাকেন। অতএব কালভেদে ব্রহ্মার ঈশ্বরত্ব ও জীবত্বের কথা শ্রুত হইয়া থাকে—

"অতো জীবত্বমৈশ্বর্য্যঞ্চ ব্রহ্মণঃ কালভেদতঃ ॥"

(শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃত)

প্রঃ—বর্ত্তমানে যিনি ব্রহ্মা আছেন, তিনি জীব না বিষ্ণু ?

উঃ—এইরূপ কৌতূহলজনক প্রশ্ন অপরাধময়। যিনি শ্রীগুরুদেব, তিনি কখনও 'জীব' নহেন—তিনি 'বিষ্ণুপাদ'।

প্রঃ—জিজ্ঞাস্য এই যে, শ্রীগুরুদেব হইতে গুণাবতার ব্রহ্মা কি পৃথক্ নহেন ?

উঃ—একই ব্যক্তিত্বের দুইটী কার্য্য। আমার শ্রীগুরু আমি স্রষ্টা বা ধ্বংসকারিরূপে দর্শন করিব না, তাঁহার প্রেমিক-স্বরূপই দর্শন করিব। তাঁহার রজোগুণবিভাবিত-স্বরূপ লইয়া তিনি শ্রীগুরু-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত নহেন, তাঁহার বিশুদ্ধসত্ত্ব-বিভাবিত-স্বরূপেই তিনি 'শ্রীগুরুদেব'রূপে প্রকাশিত। আমার পূজনীয় পিতৃদেব কিরূপে আমার ভ্রাতৃগণকে [illegible] করেন, উহার গবেষণা করা আমার প্রয়োজন নহে।

প্রঃ—ব্রহ্মা কি গোলোকে আছেন ?

উঃ—নিশ্চয়ই। এখনও শ্রীবর্ষাণে ব্রহ্মার শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত। শ্রীব্রহ্মা—শ্রীকৃষ্ণই। যিনি গুরু, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীব্রহ্মা—আদিগুরু। তিনি—অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি। যাঁহারা শ্রীব্রহ্মাকে স্বীকার না করেন, তাঁহারা শ্রীগুরুবিরোধী—শ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়-বিরোধী। বর্ষাণ বা শ্রীবৃষভানুপুরে পর্ব্বতরূপে 'শ্রীব্রহ্মা', নন্দগ্রামে 'নন্দীশ্বর'রূপে 'শ্রীমহাদেব' ও গোবর্দ্ধন গিরিরাজ 'গোবর্দ্ধন'রূপে 'শ্রীকৃষ্ণ' বিরাজিত।

প্রঃ—গুরুপরম্পরায় যাঁহাদের নাম পাওয়া যায়, তাঁহারা কি সকলেই ব্রজে আছেন ?

উঃ—যাঁহার যে রস, তিনি তথায় বিরাজিত। বৈকুণ্ঠেই 'গোলোক,' গোলোকেই 'বৈকুণ্ঠ।' বস্তুতে পার্থক্য নাই, রসে বৈচিত্র্য আছে। শ্রীরায় রামানন্দ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিত-তনু দর্শন করিতেছেন, আবার শ্রীমুরারিগুপ্ত শ্রীরামচন্দ্ররূপে দর্শন করেন। শ্রীশ্রীসনাতনরূপ শ্রীগৌরসুন্দরকে 'শ্রীরাধা-মাধব-মিলিততনু'রূপে দর্শন করেন, কিন্তু শ্রীবল্লভ শ্রীযমুনারূপে দর্শন করিয়াছেন। অপ্রাকৃত তত্ত্ববিষয়ে অনধিকারোচিত অধিক কৌতূহলরূপ জিজ্ঞাসা-কণ্ডূয়ন চরিতার্থ করিবার অভিলাষ অনেক সময় আধ্যক্ষিকতার দিকে লইয়া যাইতে পারে। স্বধামগত বৈষ্ণববৃন্দ বৈকুণ্ঠে, না গোলোকে আছেন, শ্রীগুরুবর্গ বৈকুণ্ঠে, না গোলোকের অধিবাসী—এই সকল বিচার কেবলমাত্র নিজেন্দ্রিয়তর্পণ-মূলক যে দুর্ব্বলবৃত্তির জন্য করিলে মঙ্গল-জনক হয় না। স্বধামগত বৈষ্ণববৃন্দ কে কোন্ লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই চিন্তা করিবার অধিকার আমাদের নাই, তথায় ভগবদিচ্ছাই কার্য্যকরী।

প্রঃ—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা—এই তিনটী স্বরূপ-জ্ঞানলাভের পক্ষে নিত্যবৃত্তি হইলে কেবল প্রণিপাত ও সেবা থাকিবে, পরিপ্রশ্ন হইবে না—ইহাই বা কিরূপ ?

উঃ—সন্দেহ ত' মিটিবে। চিরকালই সংশয় ও হৃদয়ে মীমাংসার অভাব থাকিলে তথায় প্রণিপাত ও সেবা হইতেছে না, ইহাই প্রমাণিত হয়। প্রণিপাত ও সেবা-বৃত্তির সহিত পরিপ্রশ্ন করিলে আচরেই সন্দেহের মীমাংসা হয়। শ্রীগীতায় যেমন শ্রীঅর্জ্জুন পরিপ্রশ্নের লীলা প্রকট ছিলেন, তেমনই আবার বলিয়াছিলেন,—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥

(গী. ১৮।৭৩)

অচ্যুত! তোমার অনুগ্রহে আমার মোহ দূর হইয়াছে, আমি স্বরূপস্মৃতি লাভ করিয়াছি, আমি নিঃসংশয় হইয়াছি, এখন তোমার আদেশ পালন করিব।

শ্রীগীতা আঠার অধ্যায়ে শেষ না করিয়া আঠার হাজার, আঠার লক্ষ, কোটি অধ্যায় লেখা যাইত, তৎপরেও অনেক প্রশ্ন ও সন্দেহ থাকিয়া যাইত। আবার আঠার অধ্যায়ে সকল প্রশ্নের মীমাংসা পাওয়া যায়।

প্রঃ—'জানি দার্ঢ্য লাগি' পুছে—সাধুর স্বভাব ॥'—এই বাক্যের তাৎপর্য্য কি ?

উঃ—শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর পরিপ্রশ্ন শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন যে, শ্রীসনাতন সমস্ত তত্ত্ব পূর্ণভাবে অবগত হইয়াও কেবল লোকশিক্ষার জন্য পরিপ্রশ্ন করিয়াছেন, বিশেষতঃ সাধুগণের হৃদয়ে সর্ব্ববিষয়ের পূর্ণ মীমাংসা থাকিলেও তাঁহারা কোন উচ্চাধিকারী বা প্রেমিক ভক্তের শ্রীমুখে সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া পূর্ব্ব-মীমাংসিত সত্যে দৃঢ়তা লাভ করেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু, শ্রীঅর্জ্জুন, শ্রীপরীক্ষিৎ, শ্রীপৃথু, শ্রীনিমি মহারাজ, শ্রীদেবহূতি, শ্রীউদ্ধব প্রভৃতি মহাজনগণের পরিপ্রশ্নের লীলা কেবল লোকশিক্ষা ও শ্রীভগবানের শ্রীমুখপদ্ম হইতে ভূতলে বাস্তবসত্য বিনিঃসৃত করাইবার অহৈতুকী জীব-দুঃখ-দুঃখিতারূপ মহান্ উদ্দেশ্যের জন্যই দৃষ্ট হয়। যাঁহারা সেবায় সততযুক্ত, শ্রীঅন্তর্যামী বা শ্রীচৈত্যগুরুও তাঁহাদের সর্ব্বসংশয়ের মীমাংসা করিয়া দেন। কারণ,—

শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ,—এই দুই রূপ ॥
জীবে সাক্ষাৎ নাহি তা'তে গুরু চৈত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৭,৫৮)

যাঁহারা মনে করেন অন্তর্যামী নাই, তাঁহারা যে কোন মুহূর্ত্তে অপরাধে লিপ্ত হইতে পারেন। সেইরূপ তাঁহাদের হৃদয়েও তাঁহারা কোন সত্যের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হন না। নিষ্কপট শ্রদ্ধালু সতত সেবাযুক্ত ব্যক্তিকে অন্তর্যামী শিক্ষাগুরু প্রতি পদবিক্ষেপে কৃপা করেন। সরল নিষ্কপট সাধকগণের যে পরিপ্রশ্ন, তাহাও শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক, আবার উত্তরদাতা এবং উত্তরও তদ্বিষয়ক। কিন্তু যদি ভক্তিবৃত্তির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি না হয়, তখন প্রশ্নের প্রতি শ্রদ্ধা নাই—ইহাই জানিতে হইবে। ভক্তি থাকিলে প্রগতি হইবে, ভক্তি না থাকিলে স্তম্ভভাব আসিবে। যদি সন্দেহের মীমাংসা না হয়, তবে নিশ্চয়ই অপরাধ আছে। তবে পরিপ্রশ্ন যে হইবেই না, তাহাও নহে। অনেক মীমাংসা পূর্ব্ব গুরুবর্গের শ্রীমুখে ও লেখনীতে পাওয়া যায়, যেমন, শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর নাম, নামাভাস, নামাপরাধ এবং যুক্ত-বৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্য সম্বন্ধে জীবের সংশয়ের যেরূপ মীমাংসা এবং শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাকে যেরূপ প্রাঞ্জল করিয়া দিয়াছেন, এরূপ অন্য কোন আচার্য্য করেন নাই। সকলেই শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ও শ্রীগৌরশক্তি হইলেও প্রত্যেকে অন্য ব্যাসের জন্য কোন কোন বিষয় অবশিষ্ট রাখিয়া যান।

"পরম-রসিক পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবিগণ।
বর্ণিতে সমর্থ হৈয়া না করে বর্ণন ॥
রাখিলেন মধ্যে মধ্যে বর্ণন করিতে।
বর্ণিবে যে কবিগণ তাঁহার নিমিত্তে ॥"

(শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর)

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভৌমব্রজে শ্রীকৃষ্ণলীলা কতদিন প্রকট ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের তখন কত বয়স, শ্রীব্রজবাসীদিগের পরে কি হইল ইত্যাদি, যাহা অতিশয় গূঢ়ভাবে অপ্রকাশিত ছিলেন, তাহা প্রকাশ করিয়া শ্রীগোকুল-বল্লভের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়াছেন। সকলেরই সকল প্রশ্নের উত্তর মহাজনগণ সকল সময় প্রদান করেন না। অতিশয় নিগূঢ় অপ্রাকৃত বিষয় স্নিগ্ধ সজাতীয়াশয় নিবেদিতাত্ম ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণ প্রাকৃত ব্যক্তিগণের নিকট প্রকাশ করিতে নাই। ইষ্টগোষ্ঠী সভায় যে সকল পরিপ্রশ্ন হয়, তাহা শ্রবণ করিবার অধিকার সকলের না-ও থাকিতে পারে। আবার শ্রীগুরুবর্গ অহৈতুক কৃপাপরবশ হইয়া অনেক নিগূঢ় বিষয়ও কীর্ত্তন করেন।

যৎকিঞ্চিৎ

——::(*)::——

আমাদের স্বরূপোপলব্ধির জন্য আগ্রহ রাখিতে হইবে। "গুরুদেব! আমি ত' তোমার জন"—এই স্মৃতি অনুক্ষণ হৃদয়ে ধারণের যত্ন করিতে হইবে; শ্রীগুরুদেব ব্রজজন। শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে এই জড়ভূমিকা হইতে সেবাভূমিকায় লইতে চান গুরুদেবের জন জানিয়া কৃষ্ণ আমাদের সেবা গ্রহণ করেন। গুরুদেবের সঙ্গে যাইতে হইলে অকিঞ্চন হইতে হইবে। "কৃপা করি' সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে"—শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে ইহাই নিবেদন। শ্রীগুরুদেবের প্রিয় শ্রীনামের সেবার জন্য আর্ত্তি লইয়া তাঁহার সহিত চলিবার আকাঙ্ক্ষা জানাইতে হইবে। এ জগতের আমাকে ত' গুরুদেবের কোন প্রয়োজন নাই, কারণ, তিনি নিষ্কিঞ্চন ও পূর্ণকাম, অজিত ভগবান্ তাঁহার বশীভূত। তিনি গোবিন্দের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ইন্ধন বা নামের সেবকই সংগ্রহ করেন। কৃষ্ণানুরাগিজনের অনুগামী না হইলে ব্রজাভি-মুখে গতি হয় না। কাজেই শ্রীনামের কাছে অনুক্ষণ অকিঞ্চন হইবার বা কায়মনোবাক্য গুরুপাদপদ্মের সেবায় নিয়োগ করিবার প্রার্থনাই আমাদের জানাইতে হইবে। ব্রজানুরাগী বা শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টস্থাপয়িতা গুরুদেবের নিত্য প্রাকট্য যখন অনুভূতির বিষয় হয়, তখনই শ্রীগুরু কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন এবং তিনিই পূজ্য বা ইষ্ট—এরূপ জ্ঞান হয়। তখন শ্রীগুরুদেবের সকল কার্য্য তদীয় ভৃত্যানুভৃত্যসূত্রে আমারই, এইরূপ মমত্ববোধ আসে। গুরুদেবের প্রিয় বা ইষ্টবস্তুর প্রতি প্রীতি, তদনুগত জনে মৈত্রী, অজ্ঞে কৃপা ও প্রতিকূল বস্তুকে উপেক্ষা করিবার স্পৃহা প্রবল হয়। তখন গুরুদেবের লীলাকে কেবল সমর্থন বা আদর মাত্র করেন না, উহাকে জয়যুক্ত করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়। এই প্রবল আকাঙ্ক্ষা আসার জন্যই ঐরূপ চিত্ত-

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ

বৃত্তিবিশিষ্ট জনের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ্য আসিয়াই পড়ে। অনভিজ্ঞ জনকে শ্রীগুরুদেবের পরমোদারা লীলার সন্ধান দিয়া গুরুদেবের লীলার সহায়তা করিতে হয়। কারণ, জগতের সকলই ত' আমার গুরুদেবের জন। গুরুদেবের লীলাপুষ্টি হউক, এই ইচ্ছা প্রবল থাকে বলিয়া তাঁহার গোত্রবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা মনে উদিত হয়। গুরুপাদ-পদ্মের লীলা জয়যুক্তা হউন, এইরূপ প্রবল আকাঙ্ক্ষা লইয়া চলিতে চলিতে সেই পথে যাহারা বাধা দেয়, তাহারা যত বড় আত্মীয় নামধারী হউক না কেন, তাহাদের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য হইয়া পড়ে। যদি এই মৈত্রী ও কৃপার মধ্যে প্রবেশ না করে, তাহা হইলেই কায়-মনোবাক্যে সেবার স্পৃহা, শ্রীগুরুদেবের প্রিয় শ্রীনাম ও শ্রীনামের প্রিয় শ্রীগুরুদেবের সুখবাঞ্ছা, তাঁহাদের প্রীতিবিধানের ইচ্ছা জাগরিত হয়, উহাই—শুশ্রূষা। তখন সর্ব্বজীবই গুরু-কৃষ্ণের দাস—ইহা সেই সেবক জানিতে পারেন। কাজেই তখন তিনি সকলেরই সেবা করেন কৃপা করিতেছি—এই বুদ্ধি করেন না। তাঁহার ইচ্ছা গুরু-দেবের ইচ্ছার সহিত মিশিয়া যায়। তিনি দোহার দিবার সঙ্গে সঙ্গে পিয়নরূপে গুরুদেবের বাণী বিশ্বে ঘোষণা করেন। ইহাই আনুকূল্যের সম্পূর্ণ সুষ্ঠুতা। তিনি জগৎকে প্রতিকূল দেখেন না, কারণ তিনি অকিঞ্চন। জগতের বিষয় লইয়া কামড়া-কামড়ি করা হইতে তিনি বহু দূরে অবস্থিত থাকেন। তিনি সকল বস্তুকেই কৃষ্ণের বলিয়া জানেন, জড়জগতের ভোগ্য বলিয়া কোন জিনিষের অস্তিত্বই তাঁহার উপলব্ধি হয় না। তাঁহার অনুকূল দৃষ্টি কেবল সেবানুকূল্যের প্রতিই পতিত হয়। তিনি বলেন,—"আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার, কি কাজ অপর ধনে।" ইহাই অকিঞ্চনতা এবং "আমি তোমার এবং তুমি আমার"—এইটিই আত্ম-নিবেদন

অকিঞ্চনতা ও আত্মনিবেদন না হইলে আনুকূল্য গ্রহণ হইবে না, কারণ, উহাই শরণাগতের লক্ষণ। তখন দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান আসিয়া আমাদের কোমলশ্রদ্ধা নষ্ট করিবে। অকিঞ্চনতা ও আত্মনিবেদনের মূল সেবক আমি ও সেব্য গুরুকৃষ্ণের স্বরূপজ্ঞান। নিজেকে যদি গুরুপাদপদ্মের ধূলি বলিয়া জানিতে না পারি, তাহা হইলে জগতের অভিমান আসিয়া অকিঞ্চনতা নষ্ট করিবে। যদি গুরুকৃষ্ণের অন্যোন্য বিলাসপরতা আমাদের বিচারের বিষয় না হয়, গুরুকৃষ্ণের অনবদ্যতা ও তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্যের মাধুর্য্য উপলব্ধি না হয়, তাহা হইলে আত্মনিবেদনে সমর্থ হইব না।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

—::•::—

শ্রীধামে মহোৎসব

গত ২রা সেপ্টেম্বর শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীপার্শ্বৈকাদশী ও শ্রীবামনদ্বাদশী হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে ও অপরাহ্নে ভক্তগণ হরিকথা আলোচনা করিয়াছেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীবামনদেব ও শ্রীবলি মহারাজের কথা পাঠ-কীর্ত্তনমুখে আলোচিত হইয়াছে। ঐ দিবস প্রাতে এবং সন্ধ্যার পর পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবও কিছুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

গত ৩রা সেপ্টেম্বর বুধবার শ্রীমন্মহা-প্রভুর নিজজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-মহোৎসব পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তনের পর হরিগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর ডাঃ শ্রীযুত নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অনন্তর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সুকোমলমতি ছাত্রগণ ও শ্রীধাম-বাসী ভক্তবৃন্দ গৌরনিজজন শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবকে অগ্রণী করিয়া বিচিত্র বর্ণের নিশান, খোল, করতাল, কাঁসর ও ঘণ্টা সহকারে উচ্চসংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীঅন্তরীপ-পরিক্রমা করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে গুরুবৈষ্ণববন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর গৌড়ীয় ও শ্রীভক্তিবিনোদ' গ্রন্থ হইতে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কথা আলোচিত হয়। তৎপরে ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে প্রায় ৩০০ লোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে একটী মহতী সভা আহূত হয়। গুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যার্ণব প্রভু প্রায় দুইঘণ্টাকাল শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের অপার করুণা ও অসমোর্দ্ধ দানের কথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রীতিবিধান করেন। অনন্তর সন্ধ্যারাত্রিকের পর পুনরায় গুরুবৈষ্ণববন্দনা, গুরুষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর কৃপাপূর্ব্বক অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে একঘণ্টাকাল শ্রীভক্তিসন্দর্ভ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে 'যশোমতীনন্দন' ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠে উৎসব

পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপায় শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী, শ্রীনন্দোৎসব, শ্রীশ্রীগুরুপূজামহোৎসব ও শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-তিথিপূজা যথাবিহিত কীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছেন।

শ্রীজন্মাষ্টমী তিথিতে ভক্তবৃন্দ অহর্নিশ নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ ও রাত্রি ১০ ঘটিকা হইতে ১ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীবাসুদেবের আবির্ভাব প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পরদিবস শ্রীনন্দোৎসব সম্পন্ন হয় ও সমাগত শ্রদ্ধালু-জনগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। উক্ত দিবস বেলা ৯ ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী হইতে শ্রীনন্দোৎসব-প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়।

শ্রীশ্রীগুরুপূজা-দিবস পূর্ব্বাহ্ণে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপরে শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মে অঞ্জলিপ্রদানান্তে শ্রীশ্রীগুরুপদাশ্রিত জনগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে ও রাত্রে গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ হইতে শ্রীগুরুপূজার কথা আলোচনা হয়।

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-তিথি-দিবস শ্রীশ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিকান্তে সমাগত ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে ও রাত্রে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী হইতে শ্রীবার্ষভানবীতত্ত্ব আলোচিত হয়।

গত ১৪ই ভাদ্র রবিবার চট্টগ্রাম সদর-ঘাটস্থ শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বর মন্দিরের সাপ্তাহিক-অধিবেশনে শ্রীবিদ্যানিধিগৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীপাদ অদ্বয়গোবিন্দদাস ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ১০ম পরিচ্ছেদের কিয়দংশ আলোচনা করেন।

শ্রীপরমহংসমঠে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব

গত ১০ই ভাদ্র নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস-মঠে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব নিরন্তর হরি-কীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্য ভাগবত পাঠ হয়। বেলা ১০ ঘটিকার সময় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হয় এবং তৎপরে সমাগত ব্যক্তিগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব

গত ১০ই ভাদ্র বম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরুপূজামহোৎসব নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তন-মুখে সম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস মঙ্গলরাত্রিক ও উষঃকীর্ত্তনের পর শ্রীশ্রীআচার্য্যসংলাপ গ্রন্থ পারায়ণ হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের পর সমাগত ব্যক্তি-গণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীগুরুপূজা ও গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-তিথি-পূজা

গত ৩০শে আগষ্ট শনিবার শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের আনুগত্যে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-তিথিপূজা নিরন্তর পাঠকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিকের পর উষঃকীর্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী প্রথম খণ্ড হইতে "শ্রীবার্ষভানবী" প্রবন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। তারপর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ আরম্ভ হয়।

মধ্যাহ্নকালে ১৬শ বর্ষের গৌড়ীয় হইতে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী দিবসে পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত অভি-ভাষণটী পাঠ হয়। দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর পুনরায় অর্চ্চনান্তে ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনাদি হয়। তারপর উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে গুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রদত্ত "শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী" নামক অভিভাষণটী পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

— —

মিরাটে প্রচার

গৌড়ীয়মিশনের কতিপয় সেবক গত ১৯শে আগষ্ট হইতে মিরাটের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন। প্রচারকগণ গত ২০শে আগষ্ট স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীযুক্ত ভগবতীপ্রসাদ সেন, তৎপর দিবস য়্যাডভোকেট মিঃ এল্ কে, রায় মহোদয়ের বাসভবনে চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ-মুখে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

- —

শ্রীযোগপীঠে কীর্ত্তন

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরের সেবকগণ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা শ্রীধামে আগত রাত্রি-বৃন্দের নিকটও সর্ব্বক্ষণ শ্রীধামমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন।

Regd. No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।৵০		।৵০	
" " ইঞ্চি	২৲	১৷৷০	১৷৷০	২৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৪৮৲	৩৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক " ৩৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—ত্রিভিক্ষুবর্য্য একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব লঘু-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

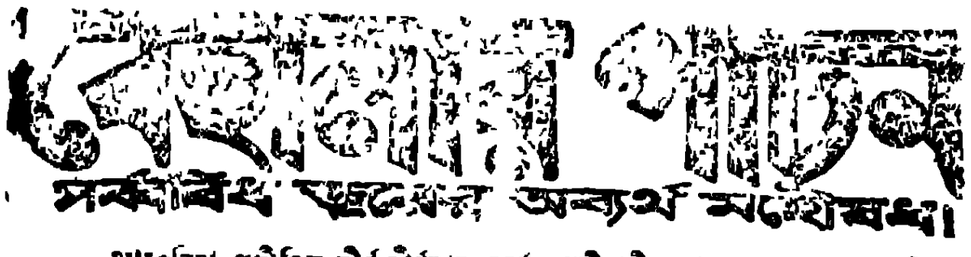

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা, পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

যশোহরে বন্যার্ত্তদের সাহায্য-ব্যবস্থা

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুরোধে কলিকাতা হইতে কতিপয় ব্যাণ্ডিও শিল্পী যশোহর আসিতেছে এবং তাঁহারা বরিশাল, নোয়াখালী ঘূর্ণিবাতা সাহায্য-তহবিলের অর্থ-সংগ্রহের জন্য বি, সরকার মেমোরিয়াল হলে যে বিচিত্র অভিনয়ের আয়োজন করা হইয়াছে, তাহাতে যোগদান করিবে। ভারতীয় প্রোগ্রাম্‌সের কলিকাতাস্থ ডিরেক্টর মিঃ মজুমদারও আসিবেন এবং এই অভিনয়ে যোগদান করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। একথা সকলকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে, বিগত ৬ই জুলাই তারিখে ঘূর্ণি-বাত্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের জন্য এই জেলায় অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি প্রতিনিধিত্ব-মূলক কমিটি গঠন করা হইয়াছে। কমিটির কতিপয় সভ্য বেশ তৎপরতার সহিত কাজ করিতেছেন এবং কিছু চাঁদাও সংগ্রহ করিয়াছেন। এই ব্যাপারে মৌলভী ভিকু মিঞার চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি স্বয়ং ১৫৲ টাকা মূল্যের একখানি অলঙ্কার দান করিয়াছেন এবং অন্যান্য লোকের নিকট হইতে নগদ ২৩৸৵৪ পাই চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি ৯ খানি কাপড়ও সংগ্রহ করিয়াছেন। নড়াইলের মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করিয়াছেন এবং তিনি আশা করেন যে, মাসেকের মধ্যে ৫০০৲ টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন। বনগাঁও ঝিনাই-দহের মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেটগণও এই ব্যাপারে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ইহা আশা করা যায়, যশোহর জেলা শীঘ্রই পার্শ্ববর্ত্তী জেলাসমূহের দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভ্রাতৃগণের জন্য ২,৫০০৲ দুই হাজার পাঁচ শত টাকা প্রেরণ করিতে পারিবে। আগ্রহশীল ব্যক্তিগণ ও যাঁহারা এই উদ্দেশ্যে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক, তাহারা জেলা ফণ্ডের যুগ্ম সম্পাদক বাবু এস, সি, বসু অথবা খান সাহেব মৌলভী লুৎফর রহমানের সহিত পত্রাদির আদান-প্রদান করিতে পারেন।

গো-মহিষাদির বাজার দর

বাঙলা সরকারের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার মিঃ এ, আর, মালিক নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন :—

গত ১৬ই আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় মোট ২৭৩টি দুগ্ধবতী গাভী কলিকাতায় আনীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১০৪টি পাঞ্জাব এবং বাদবাকি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছে। উক্ত সময়ই ২৩৯টি মহিষ পাঞ্জাব হইতে এবং বাদবাকি ৩৪৬টি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনা হইয়াছে।

দুগ্ধবতী গাভী এবং মহিষের মূল্য যথাক্রমে ৯৬৲ টাকা হইতে ১৩৫৲ টাকা পর্য্যন্ত এবং ১৫০৲ টাকা হইতে ২০৫৲ টাকা পর্য্যন্ত ওঠানামা করিয়াছে। গাভী-গুলি সাধারণতঃ ৬ সের হইতে ৮ সের পর্য্যন্ত এবং মহিষগুলি ১০ সের হইতে ১০ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ প্রদান করিয়াছে।

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর পুস্তক

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক পুস্তক-নির্ব্বাচন সম্পর্কে সংবাদপত্রে সমালোচনা হইয়া থাকে। এজন্য নিম্নে সংশ্লিষ্ট নিয়মপদ্ধতির প্রতি সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে :—

বঙ্গীয় শিক্ষা আইনের ১০ম নিয়মানুযায়ী স্কুল-লাইব্রেরীর পুস্তক স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টর অথবা ইন্সপেক্ট্রেস কর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই।

বঙ্গীয় টেক্সট্ বুক কমিটির ১৪ (২) নিয়মে বিধান আছে যে, বিক্রির সময় শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর যে সকল পুস্তক অনুমোদিত করিয়াছেন, সরকারী ও সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টারগণ সে-সকল পুস্তক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য মনোনীত করিবেন।

সৈন্যবাহী জার্ম্মাণ জাহাজ জলমগ্ন

সরকারী জার্ম্মাণ নিউজ এজেন্সী হেলসিঙ্কি হইতে সংবাদ পাইয়াছে যে, ফিনিশ বাহিনী লাডোগা হ্রদের তীরে কেক্সহলম অধিকার করিয়াছে বলিয়া ফিনিশ উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ দাবী করিয়াছেন। তাঁহারা আরও দাবী করিয়াছেন যে, ১৬৮ সংখ্যা নূতন সোভিয়েট ডিভিশনকে সটাভালার দক্ষিণে অবস্থিত অন্তরীপ পর্য্যন্ত হটাইয়া দিয়াছে। এই ডিভিসনের মূল বাহিনী বিধ্বস্ত হইয়াছে। আরও দুইটি সোভিয়েট ডিভিসনকে লাইটালার পূর্ব্বে কিলপুলা ব্রীজ পর্য্যন্ত হটাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

বালকের সলিল সমাধি

গত ২১শে আগষ্ট বেলা সাড়ে নয় ঘটিকার সময় দয়াগঞ্জ রোডে শক্তি ঔষধালয়ের নিকটস্থ একটি পুষ্করিণীতে উৎপল কুটীরের স্বর্গীয় সুধাংশু গুহের অষ্টম বর্ষীয় দ্বিতীয় পুত্র কালু গুহ জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। বালকটি স্থানীয় কলেজিয়েট স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনলীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীসদ্‌কিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সুতরাং কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান -
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিকাশিনী টীকা ও আস্বাদন-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১৬শ বর্ষ } ৩ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২২শে ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ৮ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪১, সোমবার { ১৫৫ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

[illegible]

সজ্জন—মৃদু

(শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত)

বিষয়ী বিষয়সেবায় কঠিনহৃদয়। বিষয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহার চিত্তের আদৌ কোমলতা নাই। বিষয়ের ক্লেশগুলির তীব্র কটাক্ষ সহ্য করিতে গিয়া তাঁহার হৃদয় দিন দিন কঠিন হইতে কঠিনতর হয়। অজ্ঞান বা মূর্খতা তাঁহাকে পদে পদে বিপন্ন করে দেখিয়া তিনি নানাপ্রকার কঠোর অভিজ্ঞান-ব্রতে পারদর্শিতালাভের চেষ্টা করেন। নানা-প্রকার অসুবিধা ও অভাবে জর্জ্জরিত হইয়া ঔদ্ধত্য শিক্ষা করিয়া কোমলতা-বর্জ্জিত হন। তর্ক-বিতর্ক শিক্ষা করিয়া হৃদয়কে কঠিন করেন এবং স্থানাস্থান-বিচার না করিয়া তার্কিককেশরী হইয়া বিজয়াকাঙ্ক্ষা করেন। অন্যের ব্যবহারাবলীতে ক্ষুব্ধ হইয়া পরদ্রোহময় ভাবে নানা অনর্থ ও অপ্রিয় অনুষ্ঠানের আবাহন করেন। হরিপরায়ণগণের হৃদয় সেরূপ নহে। তাঁহারা মৃদু।

ভগবান্ বিষয়ীর নিকট বজ্রের ন্যায় কঠিন হইলেও সজ্জনের নিকট কুসুম অপেক্ষা মৃদু। বিচারকের নিকট হঠকারী বলি প্রতিপত্তি লাভ করিলেও তাঁহার মধুরি সুকোমলহৃদয় সাধুর নিকট পরম কমনীয় ভগবানের পরম মনোজ্ঞ কমনীয়তা-প্রভা তাঁহার নিজাশ্রিত তদীয়গণে মৃদুত্বের উ সর্ব্বদাই বিরাজ করে। সেই সজ্জনগণের সাধনপ্রণালীতে অনর্থনিবৃত্ত অবস্থায় ভাবের সমাগমে জড়বিষয়ে ক্ষান্তি বলিয়া একটি অবস্থা লক্ষিত হয়। ভগবদ্বিষয়িনী রুচি-দ্বারা সাধকের চিত্ত সর্ব্বদাই আর্দ্র। অনর্থমুক্ত সজ্জন শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মময়। ভগবদ্বিষয় ও তাঁহার আশ্রয় অবলম্বনের সম্বন্ধ তাঁহার হৃদয়ে সুষ্ঠুভাবে উদিত। বিষয়-আশ্রয় পরস্পরের উদ্দীপনীয় ভাবসমূহে চিত্ত আপ্লুত। ভগবানের গুণ এবং চেষ্টা প্রবল হওয়ায় হৃদয় মৃদুভাববিশিষ্ট। সেই মৃদুভাবের অব-বোধক-চিত্তের ভাবপ্রকাশকারী অনুষ্ঠানসমূহ তাহার কার্য্যরূপে প্রকাশ পায়। সজ্জনের কপটতারহিত গান ও নৃত্যাদিতে অপূর্ব্ব কোমলতা দেখা যায়। অপ্রাকৃত হরিভাব দ্বারা চিত্তের আক্রমণকেই সত্ত্ব বলে। এতাদৃশ শুদ্ধসত্ত্ব হইতে অষ্টসাত্ত্বিকভাবের উদয়। আবার বিশেষতঃ স্থায়ীভাব কৃষ্ণরতিকে অভিমুখী করিয়া বাক্য ও অঙ্গাদিতে বিচরণ করিয়া ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভাবের প্রকাশ করায়। কোন কালেই সাধুর চিত্তবৃত্তিতে আর্দ্রভাবের অভাব নাই। সজ্জন নিত্যকাল মৃদু। সাধনকালে হরিবিরোধী ভাবসমূহের দুঃসঙ্গ-ত্যাগবাসনায় তিনি যে সকল অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকেন, তাহা কঠিনহৃদয় বিষয়ীর দৃষ্টিতে মৃদুত্বের অভাব জ্ঞাপন করিলেও বাস্তবিক সে কালেও তিনি মৃদুভাববর্জ্জিত নহেন। পরম মৃদু গৌরহরির আশ্রিতজনে সর্ব্বকাল মৃদু স্বভ আছে। কঠিন সামাজিকগণের অসদ্ব্যবহারর দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিতে গিয়াও অন্তঃস্থি নৈসর্গিক কোমলতা তাঁহাকে পরিত্যাগ ক না। সজ্জন ব্যতীত অন্যে কখনই মৃদু হই পারে না। অসদ্ব্যক্তি কোনকালে নহে।

সাধুসঙ্গ

চতুঃষষ্টি প্রকার সাধনাঙ্গসমূহের মধ্যে সাধুসঙ্গ, শ্রীনামকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ, ভগবদ্ধাম শ্রীমথুরা বৃন্দাবনে বাস ও শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন—এই পাঁচটি অঙ্গই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই পাঁচটি অঙ্গের যে-কোন একটির আশ্রয় গ্রহণ করিলে অল্প-সময়ের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণে রতি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পাঁচটি অঙ্গের মধ্যে সাধুসঙ্গই সর্ব্বপ্রথম অঙ্গ। সাধুসঙ্গ ব্যতীত অন্য চারিটি অঙ্গ আশ্রয় করা সম্ভব হয় না। যে পরিমাণে নিষ্কপটভাবে প্রকৃত শরণাগতিমুখে ভগবৎ-সেবাপরায়ণ সাধুর সঙ্গ হয়, সেই পরিমাণেই অন্যান্য সাধনাঙ্গসমূহের সুষ্ঠু অনুশীলন হয়। প্রকৃত সাধুর নিকট সম্যগ্‌রূপে অভিগমনের প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া স্বতন্ত্র-ভাবে শ্রীনাম কীর্ত্তন করিতে গেলে শ্রীনাম স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন না, নামাপরাধ হয় মাত্র। সাধুর নিকট সেবোন্মুখ কর্ণ লইয়া উপস্থিত না হইলে আনুগত্যের অভাবে ভাগবত-কথা-শ্রবণ সম্ভব নহে। সাধুর আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীধামবাস ত' দূরের কথা, শ্রীধামদর্শন বা শ্রীধামে প্রবেশলাভও হয় না। সাধুর নিকট প্রপন্ন না হইয়া যিনি স্বতন্ত্রভাবে শ্রীমূর্ত্তিসেবায় শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, তাঁহার শ্রদ্ধা প্রাকৃত-শ্রদ্ধা বা শ্রদ্ধাভাসমাত্র। দৃঢ়শ্রদ্ধ সাধুর সঙ্গলাভের সুযোগ না হইলে ঐ কোমলশ্রদ্ধা সামান্য কারণে দাম্ভিকতায় রূপান্তরি হইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অহৈতুকী অপ্রতিহ ভক্তি লাভ করিতে হইলে একমাত্র সাধু ব্যতীত অন্য উপায় নাই। সাধুর কৃপাভাজন হওয়াই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভের একমাত্র যোগ্যতা। কৃষ্ণসেবা-লাভেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে সাধুর পরিপূর্ণ অকপট কৃপালাভের জন্য যত্নই একমাত্র সাধন। একমাত্র নিরুপাধিক ভক্তিযোগ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে নিরতি-লাভের অন্য কোন পথ নাই এবং একমাত্র সাধুসঙ্গ, সাধুর কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত ভগবদ্ভক্তি-লাভেরও কোন সম্ভাবনা নাই। ইহার কারণ এই যে, কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, তপস্যা প্রভৃতি বিভিন্ন সাধনসমূহের অনুষ্ঠান ও তাহার সাফল্য অর্থাৎ সেই সেই সাধনে সিদ্ধিলাভ সাধকের স্বীয় যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। কর্ম্মফলদাতা দেবতাগণের কর্ম্মফলদানবিষয়ে কোন স্বতন্ত্রতা নাই। কর্ম্মানুষ্ঠাতার কর্ম্মের সুষ্ঠুতানুসারে কর্ম্মফল দান করিতে তাঁহারা বাধ্য। জ্ঞান ও যোগাদি মার্গে যে নির্ব্বিশেষ বস্তু চরম লক্ষ্য-বস্তু বলিয়া উপাসিত হন, তাঁহার কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছা, স্বাধীনতা বা স্বতঃকর্ত্তৃত্বের প্রকাশ নাই, সুতরাং জ্ঞানী বা যোগীর পক্ষে উপাস্যবস্তুর প্রসাদভিখারী হইবার কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু কৃষ্ণভক্তি ঐ প্রকার ব্যাপার নহে। শ্রীকৃষ্ণকে কৃপা করিতে বাধ্য করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণের স্বতন্ত্র ইচ্ছা আছে, তিনি সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র, নিরঙ্কুশ, অপ্রতিহতকাম স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম। জীব প্রচুর যত্ন করিতে পারেন, সাধনের ক্লেশ স্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু তথাপি কৃষ্ণের কৃপা নাও হইতে পারে, কারণ তিনি ত' কাহারও বাধ্য বা অপেক্ষাযুক্ত নহেন। সেইজন্য কৃষ্ণের কৃপা লাভ করিতে হইলে একমাত্র উপায়—সাধুর অনুগ্রহভাজন হওয়া। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ পরমস্বতন্ত্র হইয়াও ভক্ত-প্রেমবশ। ভক্ত যাঁহার জন্য কৃষ্ণের নিকট আবেদন করেন, কৃষ্ণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন না হইয়া পারেন

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে

ভক্তির উদয়বিষয়ে প্রথম সাধনাবস্থা হইতে প্রেমভক্তিলাভি পর্য্যন্ত অর্থাৎ সাধনের পূর্ণাপ্তি পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়। প্রয়োজন প্রাপ্তির পরও সাধুসঙ্গের প্রতি বিশেষ প্রীতি ও আদর দেখা যায়, পরন্তু প্রয়োজন-লাভের সঙ্গে সঙ্গে সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা শেষ হইয়া যায় না। সর্ব্বপ্রথম সুকৃতি হইতে উৎপন্না শ্রদ্ধা যে ভক্তিবল্লরীর মূলে জলসেচন করে, যদি শ্রদ্ধার বলে ভগবৎসাম্মুখ্য লাভ হয়, অতঃপর স্বতঃই মানসিক আসক্তি সেভাবেই ভজনীয় শ্রীভগবানের শ্রীচরণে এবং তদীয় ভজনমার্গবিশেষে রুচি জন্মিয়া থাকে। ভগবদ্ভজনে সামান্য রুচি উৎপন্ন হইলে সদ্গুরুর শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীগুরু-বিষ্ণুবৈষ্ণব দীক্ষা ও শিক্ষা লাভ করা আবশ্যক। বৈষ্ণবের সঙ্গ ও সেবাফলেই তাঁহার অনর্থনিবৃত্তিক্রমে নৈষ্ঠিকী ভক্তিলাভ ও ক্রমশঃ ভজনবলে মায়ামুক্তির পর শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে।

শ্রবণাদি-মুখ্য সাধুসেবার ফলের তো তুলনাই নাই। যেরূপ অজ্ঞানতাবশতঃ অমৃত বলিয়া ভ্রম হইলে উহা মহা-অমঙ্গল জনক হয়, কিন্তু ঐ অমৃত অজ্ঞাতভাবেই যদি সাধুসঙ্গ হয়, তাহা হইলে উহাই কৃষ্ণতত্ত্ব বিষয়ে আস্থা ও জ্ঞান করিয়া থাকে। আর যেন কার্য্য না করিয়া সাধু নিকট যদি মৌনভাবে বসিয়াও থাকা যায়, তাহা হইলে নামপরায়ণ সাধুর প্রভাব বিজ্ঞানী-অজ্ঞানের ন্যায় প্রদ্ধাবান্ শ্রোতার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া তাঁহাকে নাম-গ্রহণ করাইয়া লয়। মহাজনগণ বলেন যে, যদি কোন প্রকারেই চিত্তচাঞ্চল্য দমন করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ভগবদ্ভক্তের নিকটে গিয়া কিছুক্ষণ মৌনভাবে বসিয়া থাকিলেও ঠিক নিশ্চিতভাবে দমিত হয়, সাধুসঙ্গের এই প্রভাব।

সাধুর অনুসরণ করিবার জন্য যে সাধুসঙ্গ করা যায়, তাহাও প্রকৃত সাধুসঙ্গ। সাধুর বাক্যে শ্রদ্ধা, ইতর ব্যক্তিদের প্রতি অশ্রদ্ধা, সাধুর প্রতি মনোবুদ্ধি ও প্রীতি এবং অন্য শ্রবণাদিলিপ্সা ও চেষ্টা না থাকিলে সাধুর নিকট গিয়া বহু বৎসর অবস্থান করিলেও সাধুর দর্শনলাভ বা সেবা হয় না। শ্রদ্ধা যাঁহার সাধুর ভজনীয় পথে অগ্রসর হইবার তত্ত্ব ও প্রবৃত্তি হয়, শ্রদ্ধা না থাকিলে তাহা হয় না। সেইজন্য শ্রদ্ধারই প্রয়োজন। যদি শ্রদ্ধা না থাকে, তাহা হইলে সাধুর নিকটে গিয়াও তত্ত্ব উপলব্ধি হয় না, এবং উহা লাভ করিবার জন্য আগ্রহও হয় না। সাধুর বাক্যে বিশ্বাস এবং সাধুর প্রতি অহেতুকী প্রীতি বা আপনবুদ্ধি, এই দুইটি বুঝিতে হইবে। বিশ্বাস এবং অনেক সময় নানাপ্রকার কপটবেশ ধারণ করিয়া আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিতে চায়। অকপট প্রভুপ্রেমিকের প্রকৃতপথী হইলেই মানবী মনের সকলপ্রকার কপট বুঝিতে পারি। আমরা অনেক সময় মনে করি, আমাদের কি সত্যই সাধুর প্রতি শ্রদ্ধা নাই? তাহা হইলে আমরা সাধুকে দণ্ডবৎ-প্রণাম, সাধুর উচ্ছিষ্ট-গ্রহণ, সাধুর কীর্ত্তিত হরিকথা শ্রবণ, সাধুর শাসনকে বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করি কেন? ঐ সকল কার্য্য করিতে যে আমাদের ভাল লাগে, অন্তর হইতে যে আমরা ঐ সকল কার্য্যে প্রেরণা পাই। কিন্তু এই সকল বাহ্য ব্যবহার শ্রদ্ধার একমাত্র লক্ষণ নহে। বাহিরের বৈষ্ণবের আনুগত্য দেখা যাইতে পারে এবং যথেষ্ট টানও দেখা যাইতে পারে, তৎসঙ্গেও শ্রদ্ধা না থাকিতে পারে। সাধুর উপদেশ দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবতায় পরিণত হইতেছে কি না, সাধু শিক্ষাবিরুদ্ধ আচরণ হইতেছে কি না, একমাত্র তাহা দেখিয়াই শ্রদ্ধা বাস্তবিক আছে কি না, তাহা নিরূপণ করা যায়। আবার অনেক সময় আমাদের এরূপ ধারণা হয় যে, সাধুগণের প্রতি আমাদের যথেষ্ট প্রীতি আছে। এইরূপ আত্মপ্রসাদ যখনই উপস্থিত হয়, তখনই সতর্ক হইয়া বুঝা করিতে হইবে যে, সাধুসেবার প্রতিকূল অনুভূতি বিষয়ে আমাদের মনোবৃত্তি কতটা পরিমাণে রহিয়াছে। যদি এরূপ দেখা যায় যে, ইতরাংশে আমাদের পূর্ণ আসক্তি রহিয়াছে, তাহা হইলে সাধুর প্রতি প্রকৃত প্রীতি একবিন্দুও হয় নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে।

যদি কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সাধুর আদেশ পালনের জন্য বাহ্যতঃ খুব যত্নচেষ্টা আছে বটে, কিন্তু সাধুর প্রতি টান বা আপনবুদ্ধি নাই অর্থাৎ সাধুর সহিত নিজ সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা, সাধুর সন্তোষের জন্য আর্ত্তি, আকুলতা, সাধুর সেবায় আনন্দবোধ, সাধুর পরিচর্য্যা করিবার জন্য লোভ ও চেষ্টা প্রকৃতপক্ষে যেখানে দেখা যায় না, সেখানে ঐ প্রকার আদেশ পালনের বাহ্যাড়ম্বর ক্রমশঃ আমাদিগকে ভক্তিবৈরাগ্যের প্রতি রুচিবিশিষ্ট করাইয়া নিজ সেবাদাসী করিয়া তুলে। সেখানে বাধাই (?) আছে অথচ বাধ্যত্বের প্রাণ অর্থাৎ আপনবুদ্ধি টান নাই, সেখানে নিত্যসম্বন্ধের আবাহন হওয়া স্বাভাবিক। আরও যদি দেখা যায় যে, কোনরূপ প্রতিকূল আচরণে যথেষ্ট প্রীতি বা টান দেখা যাইতেছে, অথচ তাহার বাক্যে শ্রদ্ধা নাই অর্থাৎ তাঁহার উপদেশ-সমূহ পালন করিবার যত্ন নাই, সেখানে বৈষ্ণবের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাকে ভোগ করিবার চেষ্টা হইতেছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। উভয়ক্ষেত্রে যখনই নিজের ভোগ ও ত্যাগপ্রবৃত্তিরূপ কাম বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখনই ঐ শ্রদ্ধা ও প্রীতি বৈষ্ণববিদ্বেষে রূপান্তরিত হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে শ্রদ্ধা না থাকিলে প্রীতি হয় না, আবার প্রীতি না থাকিলেও শ্রদ্ধা হয় না, কারণ, যাহাকে আমরা ভালবাসি না, তাহার উপদেশ পালন করিতে আমাদের উৎসাহ হয় না। সেইজন্য সাধুর বাক্যে শ্রদ্ধা ও তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রতি মনঃপ্রাণসহকারে যে সাধুসঙ্গ করা যায়, তাহাই প্রকৃত সাধুসঙ্গ।

শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা

——::(*)::——

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন—এই পাঁচটী অঙ্গ অল্পপরিমাণে সাধিত হইলেও মঙ্গল হয়। সাধুর নিকট নিজের সকল কথা বলা দরকার। ভগবৎস্থানে বাসই মথুরা বাস। শ্রীনামকীর্ত্তনটী ঠিক রাখিতে হইবে। জীবনে মরণে হরিনাম ছাড়িতে হইবে না, যে কোন অবস্থাই আসুক না যেন, ঝড়ঝাপ্টা অনেক আসিবে, তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া নীরব স্থিরভাবে শ্রীনামকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে হইবে। দেহের জন্য চিন্তা করিবার আবশ্যকতা নাই। দেহ চিরদিন থাকিবে না। একখানি বস্ত্র যেরূপ জীর্ণ হইলে ফেলে অন্য একখানি বস্ত্র গ্রহণ করা হয়, বস্ত্র মলিন হইলে পরিষ্কার করিবার দরকার হয়, সেইরূপ দেহ জীর্ণ হইলে আর একটী দেহলাভ হয়, আবার দেহ যতদিন আছে ততদিন তাহার কিছু না কিছুরও প্রয়োজন হয়। তবে অভিনিবেশ সেদিকে থাকিবে না, লক্ষ্য থাকিবে শ্রীনামের প্রতি।

দাম্ভিকের কখনও হরিভজন হইবে না। যে বৈষ্ণবের পূর্ব্বানুগত্য ব্যতীত গুরুবৈষ্ণবের প্রতি প্রকৃত প্রভুবাঞ্ছাকাঙ্ক্ষাদ্বারা কোনও দিন হরিভজনের রসনামার দ্বারেও যাওয়া যাইবে না।

অপ্রাকৃত শব্দ ও শব্দীতে কোন ভেদ নাই। এ জগতের শব্দের বাচ্য ও বাচকে ভেদ আছে। যে-শব্দ সমস্ত স্বতন্ত্রতা—স্বাধীনতা পরিচালনা করিবার ক্ষমতা রাখেন, যে শব্দ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিত্বকে পরাজয় করিয়া তাঁহার নিজের স্বতঃবেদ্যত্ব প্রকট করিতে পারেন, সেই শব্দই শব্দীর সহিত অভিন্ন।

সেবা ভগবান্‌ই তাঁহার সেবা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সেবক-ভগবান্ বা আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। শ্রীব্যাসগুরুর কৃপা না হইলে তাঁহার কীর্ত্তিত শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্য বুঝিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। সুতরাং শ্রীব্যাসের পূজা বা কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী গুরুপারম্পর্য্যের পূজা আমাদের সর্ব্বপ্রধান ভজন-সাধন—যথাসর্ব্বস্ব।

"অহং ব্রহ্মাস্মি' বাক্যের অর্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর "তৃণাদপি" শ্লোকেই সুব্যক্ত। বস্তুতঃ তৃণাদপি সুনীচ ব্যক্তিই শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম উপদেশ করিতে পারেন। 'অহং ব্রহ্মাস্মি,' 'মায়িকোঽস্মি' নহে অর্থাৎ আমি মায়িক তৃতীয় মানের মধ্যে কাল-সৃষ্ট জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ-শীল কোন অনিত্য, অচিৎ, নিরানন্দময় পদার্থ নহি। আমি ব্রহ্ম—তৃণাদপি সুনীচ বস্তু অর্থাৎ তদ্রূপ-বৈভব-ধূলি। 'তৃণাপেক্ষা নীচ ধূলি' বলিতে কোথাকার ধূলি? তাহা আমার স্বদেশ নিজ নিত্যদেশের—স্বধামের ধূলি। তাহা তৃতীয় মানের বিচারের দ্বারা পরিমিত হইবার বস্তু নহে। প্রাপঞ্চিক সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের মধ্যে তাহার পরিচয় নাই, তাহা তুরীয় বস্তু। তন্মধ্যে আবার সর্ব্বাপেক্ষা ছোট—লঘুতম যে স্বরূপের পরিচয়, তাহাই আমার স্বরূপের পরিচয়, তাহাই আমার স্বরূপ, অর্থাৎ ভগবানের আশ্রয়বিগ্রহের পদধূলিই আমার নিজ পরিচয়।

ভগবানের চিদ্‌বিলাস-চরিতার্থকারী নিত্যানন্দবন্ধক তাঁহার এই যে পদধূলি, যাহা আমার স্বরূপের একমাত্র পরিচয়, তাহারই নাম 'ব্রহ্ম', ইহা মায়িক নহে। মায়িক বস্তু হইলে নানা আকারে ও প্রকারে দাম্ভিকতা আসিয়া যায়, উহা কখনই 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র অর্থ নহে।

এজের আশ্রয়ের পদধূলি এত বড় একটি জিনিষ, যাহা ব্রহ্মানন্দকেও তুচ্ছ করিতে পারে। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের পর যে বিরজা, সেই বিরজারও পরপারে যে ব্রহ্মলোক, তাহাকেও তুচ্ছ করিয়া দিতে পারে। তদতীত পরব্যোমের ঐশ্বর্য্যও তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। স্বয়ং বিষয়-বিগ্রহ ভগবান্ যেখানে আশ্রয়ের বশীভূত, সেই অপ্রাকৃত ধাম শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনের আশ্রিত অধিবাসীর পদধূলিই আমাদের নিত্যসম্বল।

'আশ্রয়ের পদধূলিই আমাদের স্বরূপ'—এই জ্ঞান হইলে সকলের গুরু, পূজ্য বা আরাধ্য দর্শন হইতে থাকে। ধূলিকে সকলেই পদ-দলিত করিয়া যায়, সুতরাং স্বরূপের তাদৃশ অভিমানেই ঔপাধিক জড়-দম্ভ, অহঙ্কার-অভিমান সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়।

তটস্থ প্রকৃতি হইতে জাত নিরপেক্ষতা কখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। তবে চিৎসাপেক্ষতার অন্তর্গত নিরপেক্ষতারই প্রতিষ্ঠা আছে, তাহা কখনও জড়সাপেক্ষ হইয়া অধোগতি লাভ করে না।

শ্রীব্যাসের সিদ্ধান্ত সমগ্র বেদ-শাস্ত্রের সার-নির্য্যাস-স্বরূপ, পরম বাস্তবসত্য। শ্রীব্যাসের আনুগত্য ব্যতীত বেদ-শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য—সূক্ষ্ম মন্থের অনুধাবন-প্রয়াস কেবল দাম্ভিকতা ও ব্যর্থকালক্ষেপণ মাত্র।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

জীবের অবস্থা

——::*::——

অনেক সময় আমাদের প্রশ্ন জাগে - ভগবদ্ভজনই যখন চরম মঙ্গল তখন সেই চরম মঙ্গললাভ জীবের কোন্ অবস্থায় হইতে পারে? শাস্ত্র বলেন বদ্ধজীবগণের মধ্যে মনুষ্যই কেবল হরিভজনের উপযোগী জন্ম লাভ করিয়াছেন। অন্যান্য জীবনে কেবল বিষয় সেবাই হয়। নরদেহ ভিন্ন অন্যান্য দেহে চেতনধর্ম্ম সঙ্কুচিত বা আচ্ছাদিত। সঙ্কুচিত-চেতন জীবগণ পশু-পক্ষি-সরীসৃপ-দেহ প্রাপ্ত ও আচ্ছাদিত চেতন বৃক্ষপ্রস্তর-গতিপ্রাপ্ত বদ্ধজীব। কৃষ্ণদাস্য ভুলিয়াই জীব অবিদ্যারূপ জড়বন্ধনে বদ্ধ। যে জীব যে পরিমাণে ভগবান্‌কে ভুলিয়াছে, তাহার চেতন সেই পরিমাণে আবৃত। মনুষ্যের চেতন মুকুলিত, বিকচিত ও পূর্ণবিকচিত ভেদে তিনপ্রকার। নীতিশূন্য নিরীশ্বর নৈতিক ও সেশ্বরনৈতিক আস্থায় মানবের মুকুলিত চেতন। ইহার মধ্যে যাঁহারা নীতিশূন্য, তাঁহাদের জীবন একান্ত জঘন্য, সঙ্কুচিত-চেতন অপেক্ষা সামান্য উন্নতভাববিশিষ্ট, তাহাদিগকে অনেক স্থলে নরপশু আখ্যা দেওয়া হয়। তদপেক্ষা একটু উন্নত অবস্থা নিরীশ্বর নৈতিক জীবনে পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের ঈশ্বরবিশ্বাস নাই অথচ সামাজিক শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করিয়া সমাজে উৎপাত আনয়ন করিতে প্রস্তুত নহেন। আর যাহাদিগের সেশ্বর-নৈতিক জীবন তাহাদিগের অবস্থা আর একটু উন্নত। ঈশ্বর থাকিতে পারেন, তিনি কর্ম্মাধীন, কর্ম্মফলদাতা, নানারূপে উপাসিত হইয়া তিনি আমাদিগের জাগতিক অভাব দূর করেন— এইমাত্র তাহাদের ধারণা। ইহাকে ভগবদ্বহির্মুখতা বলা যায়। যাহাদের কিছু ভগবদুন্মুখতা হইয়াছে, তাঁহাদিগের সাধন-ভক্তিময় জীবন। ভাবভক্তিময় জীবনের পূর্ব্বাবস্থা—সাধক-জীবন। অনুশীলনকালে সাধুসঙ্গে ভজনপ্রভাবে অনর্থনিবৃত্ত হইলে নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তির উদয় হয়। ভাব-ভক্তিময় জীবনই পূর্ণবিকচিত চেতনাবস্থা।

মুক্তজীব নিত্য গোলোক-বৃন্দাবনে নিত্য হরিসেবা করিতেছেন, তাঁহারা শ্রীহরির নিত্য পার্ষদ। আর সাধনদ্বারা জীবন্মুক্ত ও বদ্ধ সিদ্ধক্রমে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট সেবকগণ উভয় অবস্থায়েই শ্রীহরির নিষ্কপট সেবায় নিরত আছেন। মুক্ত অবস্থায়ই কৃষ্ণভজন হয়। শ্রদ্ধার উদয়ে সাধুগুরুপাদাশ্রয়ে ভজন আরম্ভ করিয়া জড়ভোগবাসনা-মূলক কপটতা-রূপ অনর্থনিবৃত্তির যত্ন করিতে হইবে। ইহা বদ্ধাবস্থার ভজন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, উভয়বিধ ভজন কোন্ অবস্থায় অর্থাৎ কোন্ আশ্রমযুক্ত অবস্থায় সম্ভবপর? আমাদের কৃত্য হরিভজন। প্রথমে হরিভজনে কি বাধা আছে দেখিতে হইবে। ভজন অর্থাৎ সেবার বাধা—ভোগেচ্ছা। যে অবস্থায় ভোগেচ্ছারহিত হইতে পারা যায়, সেই অবস্থা হরিভজনের উপযোগী। যদি কেহ গৃহস্থ থাকিয়া ভোগেচ্ছারহিত হইতে পারেন, তাঁহার সেই অবস্থায়ও হরিভজন হইতে পারিবে। কিন্তু সাধনমার্গে গৃহস্থ অবস্থায় ভোগেচ্ছার হাত হইতে মুক্ত হওয়া অতিশয় কঠিন। ভোগত্যাগে যুক্ত-বৈরাগ্য স্বীকার করা অসাধারণ সৌভাগ্যের কথা। প্রাথমিক সাধকগণ অনেকস্থলে আশ্রমান্তরে ভোগেচ্ছা দমনের সুবিধা দর্শন করেন। তাঁহাদের সাংসারিক কৃত্য কম থাকায়, তাঁহারা হরিভজনের সুযোগ প্রাপ্ত হন। গৃহস্থই হউন, আর ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসীই হউন, সর্ব্ব আশ্রমেই হরিভজনের অধিকার আছে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন —

"গৃহে বা বনেতে থাকে,
হা গৌরাঙ্গ ব'লে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তা'র সঙ্গ।"

হরিভজনের জন্য আশ্রমবিশেষের আবশ্যকতা নাই। হরিভজন আশ্রমাতীত ব্যাপার। হরিভজন-ব্যাপারে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উপযোগিতা নাই।

যথার্থ বৈষ্ণব জীবন্মুক্ত—তিনি আশ্রম-চতুষ্টয়ের কোনটীর পরিচয়ে পরিচিত থাকিলেও কোনটীরও অন্তর্ভুক্ত নহেন। তাঁহার অবস্থা আশ্রমাতীত। তিনিই পরমহংস। তাঁহার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাভিমান নাই। তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসাভিমান নাই, তাঁহার রাজা প্রজা, ধনি-দরিদ্র প্রভৃতি সামাজিক অবস্থার অভিমান নাই। তিনি জাগতিক সমস্ত অভিমানের অতীত

আমি ব্রাহ্মণ নহি, রাজা (ক্ষত্রিয়) নহি, বৈশ্য নহি, শূদ্র নহি, আমি ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বনচারী নহি, সন্ন্যাসী নহি— এ সকল জাগতিক পরিচয় আমার নিত্য পরিচয় নহে। আমার নিত্য পরিচয়—আমি গোপীভর্ত্তার দাসের দাস। আমি বৈষ্ণবদাস—ইহাই আমার স্বরূপ। তিনি যে অবস্থায় স্থিত হইয়া থাকুন না কেন, হরিভজন আরম্ভ করিয়া দেওয়াই সদ্যুক্তি। ভজনস্পৃহা প্রবল থাকিলে বর্ণাশ্রমপ্রবৃত্তি বাধা দিতে পারিবে না। আবার ভজন চেষ্টার উদয় না হইলে বর্ণবিশেষে বা আশ্রম-বিশেষে থাকিয়া সুবিধা হইবে না। হরিভজন-হীন সন্ন্যাসে নষ্টবৈরাগ্য হইয়া যাইবে, হরি-ভজনপূর্ণ গৃহও গোলোক। তাই গৃহস্থধর্ম্ম পালন করিলেই আমাদের চরম কৃত্য হইয়া গেল—ইহাও নহে। সন্ন্যাসী হরিভজন করিলে তিনি যুক্তবৈরাগ্যে বাস করিয়া থাকেন, তিনি জগতের গুরু।

—

দুই একটী কথা

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ, শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্বয়ং-প্রকাশ—সেবক-ভগবান্। তিনি অভিন্ন শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দ। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমার অবতার। তাঁহার কৃপালোকে অনাদি কালের অজ্ঞান অন্ধকাররাশি বিদূরিত হইলে জীবহৃদয় শ্রীগোবিন্দের বিশ্রামস্থলে পরিণত হয়। বৈদ্যনাথের সাহায্যে যেমন দেহের অভ্যন্তরস্থিত রোগজনক নির্ণীত হয় এবং সেই রোগী আরোগ্য লাভ করে, সেই প্রকার অন্যাভিলাষিতা ও জ্ঞানকর্ম্মদ্বারা আবৃত ভবরোগীর সকল প্রকার রোগ ও রোগের বীজাণু শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার উজ্জ্বল আলোকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া চেতনের ভূমিকায় নিত্যকাল অবস্থান করিবার যোগ্যতা লাভ করে। চেতনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অসমোর্দ্ধ ও অপার্থিব উপলব্ধি হইতে থাকে। স্বর্লোকে উদ্ভাসিত এই উপলব্ধি জনসমক্ষে অচেতনের স্পর্শ করিতে নাই। জন্মে মনুষ্যজীবনের ইহাই চরম ও পরম সৌভাগ্য। জাগতিক কল্পনাধারী কাহারও মনোধর্ম্ম-রূপায় এই সৌভাগ্য লাভ হয় না। একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ নিজজনের কৃপাতেই জীব এই অদ্ভুত, অনবদ্য, অসমোর্দ্ধ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারেন।

জাগতিক সকল বস্তুই খণ্ড, অস্থায়ী, হেয়তাযুক্ত। বিষয় দ্বারা অথবা আধ্যাত্মিক চিন্তাস্রোতে নিমজ্জমান থাকিলে কিছুতেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকৃত দর্শনলাভ হয় না, আমাদের অজ্ঞতার চক্ষুদ্বারা যে দর্শন, তাহাতে মাংসপিণ্ড ও অস্থিপঞ্জর দর্শন লাভ হয়। কেবলমাত্র [illegible] সেবক বলিয়া উপলব্ধি হইলে সেবোন্মুখ [illegible] সেবাভূমিকায় তাঁহার দর্শনলাভ হয়। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানীর [illegible] বা ত্যাগ-ভূমিকায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম দর্শনের সম্ভাবনা কোনকালেই নাই।

———

নিজের [illegible] ভজন [illegible] কৃপালোক প্রকাশ লাভ হয়। [illegible] ভজনের পদ্ধতিও নিত্যবাধ্য [illegible] শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর [illegible] জানাইয়াছেন—'আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে'। [illegible] সেবক-ভগবানের বৈশিষ্ট্যই [illegible] কৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়, তাহা ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নাই। [illegible] কিঙ্করাকিঙ্কর, দাসানুদাস—ইহা [illegible] স্বরূপ। যতদিন ইহা উপলব্ধি না হইবে ততদিন ভোক্তৃত্ব [illegible] কিছুতেই নিবৃত্ত হইবে না, [illegible] পাদপদ্ম [illegible] হইবে না।

শ্রীধামে বিরহমহোৎসব

——::[*]::——

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর [illegible] শ্রীধাম মায়াপুরে [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠে [illegible] আচার্য্য শ্রীল [illegible] বিরহ-মহোৎসব শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন [illegible] নিরন্তর হরি-[illegible] সুসম্পন্ন হইয়াছে।

[illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্ম-নির্দ্দেশ [illegible] মহোৎসব [illegible] ও [illegible] পদাবলী কীর্ত্তন [illegible] শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] কর্ত্তৃক [illegible] প্রসঙ্গ পাঠ ও [illegible] করেন। [illegible] পর মহাজন-পদাবলী [illegible] কীর্ত্তন হইলে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ [illegible] গ্রন্থ [illegible] আরম্ভ হয়।

[illegible] গুরুবৈষ্ণববন্দনা ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইলে উপদেশক পণ্ডিত [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ [illegible] অপার মহিমার কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। [illegible] গ্রন্থ হইতে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য উপদেশাবলী ও [illegible] সরল ও সহজ ভাষায় কীর্ত্তন করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন।

[illegible] পর গুরুবৈষ্ণববন্দনা ও [illegible] মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে [illegible] আচার্য্যদেব দৈন্যভরে [illegible] দয়া ও দানের কথা [illegible] আলোচনা করেন। [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে [illegible] এক ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন পূর্ব্বক [illegible] চিত্তাকর্ষণ করেন। [illegible] নামাচার্য্য [illegible] হরিনাম ও শ্রীনামের [illegible] পরমানন্দিত ও [illegible] হন।

[illegible] আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশে [illegible] উচ্চৈঃস্বরে [illegible] হয়। [illegible] বিতরণ করা হয়।

[illegible] হইতে [illegible] মহোৎসব [illegible] প্রসাদ [illegible]।

Regd. No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:/:•:/:

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥৹	।৵৹	।৵৹	।৹
" " ইঞ্চি	২৲	১॥৹	১॥৹	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥৹
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫৲, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

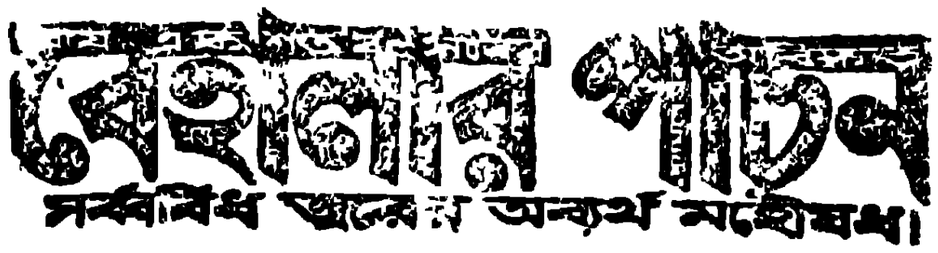
বেহালার পাচন
সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ।৵৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৵৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা, পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতায় চন্দ্রগ্রহণ

গত শুক্রবার রাত্রিতে চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গার উভয় পার্শ্বস্থ ঘাটগুলিতে স্নানার্থী নরনারীর বিশেষ ভীড় পরিদৃষ্ট হয়। গত কয়েক দিবস হইতেই বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে পুণ্যকামী নরনারীরা ট্রেণ ও বাসযোগে সহরে আসিতে থাকে। রাত্রি এগারটা ১৭ মিনিটের সময় রাহু চন্দ্রকে স্পর্শ করিবার বহু পূর্ব্বেই গঙ্গার ঘাটে যাইবার রাস্তাগুলি লোকে লোকারণ্য হইয়া যায় এবং ১২টা ২৭ মিঃ পর্য্যন্ত যাত্রীরা স্নান করিতে থাকে। স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে স্বেচ্ছাসেবকগণ যাত্রীদের সুখ-সুবিধার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখে।

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের গ্রন্থাবলী

বাঙলা সরকারের প্রকাশিত পুস্তকাবলী নানা বিষয়ক। নানাপ্রকার নিয়মাবলী নির্দ্দেশাদি, পরীক্ষা সম্বন্ধীয় প্রশ্নাদি, সার-সংগ্রহ (ম্যানুয়েল), সকল বিভাগীয় বিবরণ (রিপোর্ট) শিক্ষাবিষয়ক শীর্ষ সংগ্রহ (সিলেবাস), ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণী, শিল্প-সম্পর্কিত তথ্যাদি ও নানা প্রকার পুস্তিকা, ব্যবস্থা-পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যকলাপ, ব্যবহারশাস্ত্র সংহিতা (কোড) প্রভৃতি বিভিন্ন কার্য্যের পুস্তকাদি প্রাপ্তব্য।

গভীর রাত্রির ভূতের উপদ্রব

হায়দ্রাবাদ (দাক্ষিণাত্য), ২০শ আগষ্ট সেকেন্দ্রাবাদে পুরাতন সিপাহী ব্যারাকের সন্নিকটবর্ত্তী মহল্লায় নববিবাহিত একটি দম্পতি শ্বেতবসনবৃতা, নার্সের বেশধারিণী একটি ভূতের আবির্ভাবহেতু বিশেষ সঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। এই ব্যাপারে ঐ মহল্লায় গুরুতর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকাশ, রাত্রি ৮টার পর শেষ রাত্রি ৩টার মধ্যে ভূতের আবির্ভাব ঘটে; তৎপূর্ব্বে অকস্মাৎ ক্রন্দনরোল উত্থিত হয় ও নববিবাহিতা যুবতীকে শয়নকক্ষের বাহিরে আসার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিয়া থাকে।

তাহার স্বামী একজন চিকিৎসক। তিনি ভূতের নিকটে যাওয়ার জন্য বারম্বার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে দেখিলেই উহা পিছু হটিতে থাকে ও তাঁহার স্ত্রীর সহিত কথার প্রয়োজন আছে জানাইয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিতে বলে। ভীত দম্পতী একজন মুসলমান উলেমার সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি এ ভূত ধরিয়া একটি বোতলে ভরিয়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ভূতকে ধরিয়া দেবার জন্য কয়েকজন চিকিৎসক ঐ স্থানে উপস্থিত থাকার বাসনা জানাইয়াছেন।

নিঃ ভাঃ ট্রেড ইউঃ কংগ্রেস

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের আফিসে কমরেড মৃণালকান্তি বসুর সভাপতিত্বে উক্ত কংগ্রেসের জেনারেল কাউন্সিলের এক বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের আগামী কলিকাতা অধিবেশনের জন্য প্রাথমিক বন্দোবস্ত করার উদ্দেশ্যে একটি অস্থায়ী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। সোভিয়েটের যুদ্ধে সোভিয়েটের পক্ষে শ্রমিক মনোভাব গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গলার কারখানা শ্রমিকদের একটি সাধারণ সম্মেলনের আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করার জন্য পদাধিকার বলে সদস্য-গ্রহণের ক্ষমতাসহ জয়েণ্ট সেক্রেটারী হিসাবে কমরেড গোপাল হালদার ও শিবনাথ ব্যানার্জ্জীকে এবং সভায় যে সকল সভ্য উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়।

আমেদাবাদে শ্রমিক-বিরোধ

এক পক্ষকাল পূর্ব্বে বয়নশিল্প শ্রমিক সমিতি যে নোটিশ দিয়াছিলেন, পৃথগ্‌ভাবে মিলসমূহ কিম্বা মিলমালিক সমিতি তাহার কোনও উত্তর না দেওয়ায় বয়নশিল্প শ্রমিক সমিতি সালিশের নিকটে শতকরা ২৫৲ টাকা বেতন বৃদ্ধির দাবী জানাইয়াছেন। উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিবার জন্য তাঁহারা ১২ই সেপ্টেম্বর দিন ধার্য্য করিয়াছেন। এই বৎসরের প্রারম্ভ হইতে মিলসমূহের যথেষ্ট লাভ হওয়ায় শ্রমিক সমিতি ইতোমধ্যে শতকরা ২৫৲ টাকা বেতন বৃদ্ধির অনুকূলে শ্রমিক অঞ্চলসমূহে প্রচারকার্য্যের জন্য সভার অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

বঙ্গীয় অ-কৃষি প্রজাস্বত্ব বিল

কয়েক প্রকার অ-কৃষি প্রজাস্বত্ব সম্পর্কে ভূম্যধিকারী ও প্রজার সম্বন্ধের সুব্যবস্থা করিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার শীঘ্রই আইন-সভায় একটি বিল উত্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কলিকাতা গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় বিলের খসড়া প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান -
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিকাশিনী টীকা ও আস্বাদন-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপ অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ৪ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৩শে ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ৯ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার { ১৫৬ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪ পদ্মনাভ স্থাণু প্রদ্যুম্ন গৌরাব্দ ৪৫৫

সজ্জন—কৃপালু

(শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত)

হরিবিমুখ জীবগণ অনেক সময় সজ্জনের লক্ষণ বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা নিজ নিজ অনর্থময় দর্শনে সজ্জন শব্দের অন্যরূপ লক্ষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু সজ্জন-লক্ষণ যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন, তাহা এই,—

(১) অকৃতদ্রোহ, (২) কৃপালু, (৩) সত্যসার, (৪) সম, (৫) নির্দ্দোষ, (৬) বদান্য, (৭) মৃদু, (৮) শুচি, (৯) অকিঞ্চন, (১০) সর্ব্বোপকারক, (১১) শান্ত, (১২) কৃষ্ণৈকশরণ, (১৩) অকাম, (১৪) নিরীহ, (১৫) স্থির, (১৬) বিজিতষড়্গুণ, (১৭) মিতভুক্, (১৮) অপ্রমত্ত, (১৯) মানদ, (২০) অমানী, (২১) গম্ভীর, (২২) করুণ, (২৩) মৈত্র, (২৪) কবি, (২৫) দক্ষ, (২৬) মৌনী।

বৈষ্ণবের প্রথম লক্ষণ, তিনি কৃপালু। শ্রীগৌরহরি সজ্জনের উপাস্য এবং কৃপালুগণের মূলাধার ও মূলপুরুষ। গৌরবিমুখ জন কখনই যথার্থ কৃপালু বা অপর পঞ্চবিংশ গুণের অধিকারী হইতে সমর্থ হন না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ

যাঁহার ভগবানে অপ্রাকৃত ভক্তি বা সেবনপ্রবৃত্তি আছে, তিনি সকলগুণের অধিকারী। যিনি হরিসেবাবর্জ্জিত, তাঁহার মহদ্গুণ কি প্রকারে থাকিতে পারে? সর্ব্বদাই তাঁহার চিত্তরথ হরি ব্যতীত অন্য অস্থায়ী বাহ্য বস্তুপ্রাপ্তির উদ্দেশে বিষয় সেবনমার্গে ভোগপ্রবৃত্তিতে ধাবমান হইতেছে, সুতরাং হরিবিমুখজনে গুণের আভাস দেখা গেলেও ঐ গুণগুলি নিত্যকাল তাঁহাতে থাকে না, কালে গুণসমূহ দোষে পরিণত হয়।

দয়ানিধি শ্রীগৌরহরি কৃপা-সমুদ্র। তাঁহার শুদ্ধসেবকগণেই কৃপালুতা লক্ষণ আছে এবং অন্যে কৃপালুতার ছায়া দেখা গেলেও তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে সত্য সত্যই নিষ্ঠুরতা মাত্র। গৌরসুন্দর দয়ানিধি বলিয়া নয় প্রকারে জীবকে দয়া করিয়াছেন। দয়ানিধির দয়া পাইয়া শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী সেগুলি শ্লোকাকারে রচনা করিয়াছেন। এই গৌরহরির দয়া অপ্রাকৃত, পূর্ণ, নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, চৈতন্যরসময়ী, সুতরাং কোনপ্রকারে জীবের মন্দ উদয় করাইতে পারে না।

১। বদ্ধজীব অন্যাভিলাষ, কর্ম্মাচ্ছাদন ও জ্ঞানাবরণরূপ তিন শ্রেণীর দুঃখের ধূলিতে নিজের কল্যাণ ভুলিয়া গিয়া গৌরপদাশ্রয় ছাড়িয়া গৌরবিমুখ হইয়াছে। দয়ানিধি গৌরহরি তাঁহাদিগের প্রতি করুণা করিয়া তাঁহাদের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক খেদত্রয়রূপ ধূলি সহজে উড়াইয়া দিয়া স্বীয় ত্রিতাপনাশিনী চরণসেবা প্রদান করিয়াছেন।

২। বদ্ধজীব অন্যাভিলাষ, কর্ম্মাবরণ, জ্ঞানাচ্ছাদনরূপ ত্রিবিধ মলযুক্ত। প্রাকৃত জগতে মহাজন বা আদর্শসজ্জায় ত্রিবিধ মলবাহক বদ্ধজীবের প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুর হইয়া নিজ নিজ মলভারে জীবকে বিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের অধিকারোচিত শাসনে যে সকল শাস্ত্র বা শিক্ষক বদ্ধজীবকে হস্তের মধ্যে পাইয়া বসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বিচার-নৈপুণ্যে স্ব স্ব সঙ্কীর্ণ প্রাকৃত মর্য্যাদায় আচ্ছন্ন করিয়া হৃদয়কে বিবাদ-সঙ্কুল করিয়াছেন। দয়ানিধি গৌরহরি শিক্ষক বা শাস্ত্রসম্প্রদায়ের যাবতীয় বিবাদ নিতান্ত তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর জানাইয়া দিয়াছেন। শাস্ত্রীয় বিবাদে আচ্ছন্ন থাকিলে জীবের কখনই নিজের প্রতি দয়া করা হইবে না। গৌরহরিকে দয়ানিধি জানিলেই সকল শাস্ত্রের বিবাদ মিটিয়া যায়।

(৩) বদ্ধজীব শুদ্ধভক্তি আশ্রয় কর, তাহাতেই আত্মা সুপ্রসন্ন হইবে। কৃষ্ণের সেবাই জীবের বিমলানন্দ। সেবনধর্ম্ম প্রাকৃত বস্তুতে উদ্দিষ্ট হইলে জ্ঞান, কর্ম্ম বা অন্যাভিলাষ হয়। ঐগুলি ত্যাগ করিবার পরামর্শই গৌরহরির দয়া। পরমার্থে ভক্তি-ব্যতীত অন্য পথ নাই, ইহার সম্যগ ধারণা-চেষ্টাই অমন্দোদয়া দয়া।

(৪) কৃষ্ণসেবা করিলেই জীবাত্মা প্রাকৃত মল হইতে নির্ম্মল হন।

(৫) মায়া-সেবাকে দুঃসঙ্গ জানিয়া তাহা বর্জ্জনপূর্ব্বক সজ্জনসহ কৃষ্ণসেবা করিলেই জড়রস নিরস্ত হইয়া কৃষ্ণের অপ্রাকৃত রস লাভ করেন।

(৬) জড়ভোগতাৎপর্য্যপর জড়রস-বর্জ্জিত হইলে কৃষ্ণভক্তিরসোদয়ে ভক্ত সমদৃক্ হন।

(৭) কৃষ্ণের অভাবজনিত খেদধূলি উড়িয়া গেলে নির্ম্মল শুদ্ধ সেবক কৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তির কৃপায় আমোদিত হন।

(৮) শাস্ত্রবিবাদ প্রশমিত হইলে কৃষ্ণতত্ত্ব-রসোদয়ে হ্লাদিনীশক্তির কৃপায় আনন্দে উন্মত্ত হন।

(৯) কৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবন করিতে করিতে হিংসাদ্বেষশূন্য হইয়া সর্ব্বত্র কৃষ্ণভাব-সন্দর্শনপূর্ব্বক কৃষ্ণমাধুর্য্য-মর্য্যাদায় সর্ব্বদা অবস্থান করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের দাসগণ দয়ানিধি নিজ মহাপ্রভুর নিকট এই নয়প্রকার দয়া পাইয়া এইরূপ কৃপাময়। সুতরাং ভক্ত নিজ স্বভাব হইতেই কৃপালু। তিনি কৃপাহীন হইলে দয়ানিধি গৌর তাঁহাকে নিজগণে স্বীকার করেন না।

কেহ নিষ্ঠুর হইয়া মনে করিতে পারেন, শ্রীগৌরহরি অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী বা জ্ঞানীকে সর্ব্বোত্তম স্বীকার না করিয়া একমাত্র হরির শুদ্ধসেবকগণকে দয়া করিলেন কেন? ভক্তি-হীন জনের দুর্ব্যবহার অনুমোদন করিলেন না কেন? ইহাতে কি তাঁহার দয়ানিধি নামে দোষ স্পর্শ করিল না? প্রাকৃতসহজিয়া, যাহারা মুখে দয়ানিধি গৌরের অনুগত, দয়াল-নিত্যানন্দের অনুগত, দয়ার্ণব ঠাকুর নরোত্তমের অনুগত, মূর্ত্তিমান্ দয়াময় বৈষ্ণবঠাকুরের অনুগত বলিয়া প্রকাশ্যভাবে কপটতার সাহায্যে স্বার্থপ্রচারে নিপুণ, তাহারা পূর্ব্বোক্ত নয় প্রকার দয়ার কোন অংশ পাইল না কেন? [illegible] যে, তাদৃশ পূর্ব্ব ক্ষকারী ভগবান্ ও তদ্ভক্তকে কৃপাময় বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হন। তিনি নিজ আপাতমধুর ইন্দ্রিয়তর্পণময় স্বার্থকেই কেবল দয়া বলিয়া জানিয়াছেন। যে তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণে সামান্যমাত্র ব্যাঘাত করিবে, তিনিই কৃপারহিত, ভক্ত নহেন, ভগবান্ নহেন। তাঁহার কল্পিত গৌরহরি ভগবান্ নহেন, পরন্তু বিলাসসহায় ক্রীড়া-পুত্তলিমাত্র। কিন্তু সজ্জন কৃপালু। সজ্জন

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে

অসতের সঙ্গ ত্যাগ করায় আপনার নিজের প্রতি অত্যন্ত দয়াবিশিষ্ট হইয়াছেন। ইনি জড়বুদ্ধিতে দয়াপরবশ হইয়া নিজ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত ও তাহাতে শ্রদ্ধাবান্ কপটতাদ্বারা ভোগময় সংসারকে খুষ্টানের নিকট হরিসেবাময় বলিয়া প্রচার করেন, তাঁহারা কৃপাপাত্র নহেন। সংসঙ্গে যিনি ইন্দ্রিয়তর্পণময় জীবনের চিরতরে অবসান করিবার উদ্দেশ্যে সত্যাশ্রয় আহ্বান করেন, অপ্রিয় সত্যবাক্য বলিয়া যাঁহারা তাঁহার নিকট অসামাজিক হইতে ইচ্ছা করেন না, বাজে লোকের নিকট ভোঁতা হইবার ভয় যাঁহার নেই, তিনি কখনও সজ্জন হইতে পারেন না, তিনি কখনও দয়ালু হইতে পারেন না। দয়ালু হইতে হইলে সত্য আচ্ছাদন কোনক্রমেই উচিত নহে। মুখে শুষ্কসেবক বলিয়া দয়াময় বৈষ্ণবাচারের অমর্য্যাদা করিয়া কুমত আচরণ ও প্রচার করা দয়ার অভাব মাত্র। সজ্জন সর্ব্বদাই দয়ালু।

অশ্রদ্ধা ও সংশয়

পরমপ্রয়োজন প্রাপ্তির পথ দুইটী—বিধি ও রাগ। বিধিমার্গে গতি খুব ধীর, মন্থর, আর রাগপথের গতি খুব তীব্র। রাগপথের পথিক নেতি, আর বিধিপথে শ্রদ্ধার কথা শোনা যায়। বৈধ সাধকের প্রেমভক্তিলাভের কথা ভাবিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমেই অপ্রাকৃত বস্তু শ্রীগুরু বৈষ্ণবভগবান্, ভগবন্নাম-ধাম-প্রভৃতিতে শ্রদ্ধার প্রয়োজন। শ্রদ্ধা ব্যতীত ভক্তির আরম্ভ হয় না। 'শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী'। শ্রদ্ধা যাঁহার নাই, তাঁহার ভক্তিতে অধিকার নাই। অধিকন্তু যে সকল যাঁহার বিন্দু বিন্দু সংশয় নাই—যে, শ্রদ্ধাহীন বা মাটিয়াবুদ্ধি নাই, কিন্তু ভক্তির অধিকার লাভ করিয়া থাকেন। শ্রদ্ধা থাকিলে বাস্তব বস্তু অপ্রাকৃত তত্ত্বতত্ত্ব বস্তুসমূহ শ্রদ্ধাবান্ই বাস্তবসত্যবিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান করিয়া থাকেন। শ্রদ্ধা না থাকিলে বস্তুর বাস্তবত্ব দেখিতেও তাহা [illegible] থাকেন না এবং [illegible] বেদবস্তু পাইয়া, তাহা [illegible] কথা, সেরূপস্থলে তাহার [illegible] জানিয়া করিয়া ভক্তিপথে [illegible] ব্যবহার করিলে তাঁহাদের [illegible] পতিত হইতে হয়। [illegible] —সংশয়। [illegible] থাকিলে সাধুর [illegible] হইতে হইবে।

সংশয় একটা যুগধর্ম্ম নহে। সংশয় থাকিলে সেবা হয় না। কখনও সংশয় আসিবে, কখনও শ্রদ্ধা-বিশ্বাস হইতে পারে না। সংশয়াত্মার যে সাময়িক শ্রদ্ধা দেখা যায়, তাহা যে কোন মুহূর্ত্তে নষ্ট হইতে পারে। সংশয়াত্মা অপ্রাকৃতবস্তুকে সর্ব্বক্ষণ হারাইতে যায়। সাধনপথে সংশয় হইতে চিত্তে দাঁড়াইলে ভক্তির উদয় হয়। ইনি হয় বস্তু নাও হইতে পারেন, ইনি আমার অভীষ্টবস্তু হইতে দান নাও করিতে পারেন, এরূপ ধারণা সংশয়াত্মার আছে। হয় সে তাহাকে দূর হইতে পারে না। দৃঢ়তা আসে আসিতে পারে না। সরলতা, দৃঢ়তা ও আত্মনিবেদনই ভগবদ্ভক্তির মূল কথা। পূর্ণ পুরুষোত্তম বিভু বর্ত্তমান জগতে শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবান্ বা ভগবন্নাম-ধামের চরণে রত অপরাধ হইতে বাস্তববস্তুর প্রতি শ্রদ্ধার অভাব ও তাহা হইতে সংশয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। অসৎসঙ্গই শ্রদ্ধাহীনতার জনক, আবার শ্রদ্ধাহীনতা সংশয়ের জননী।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবানে শ্রদ্ধার অভাব-বশতঃই জীব অসৎসঙ্গ করিয়া থাকে। গুরু বৈষ্ণবের প্রতি যে পরিমাণে শ্রদ্ধার অভাব আছে, সেই পরিমাণে অসতের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রীতি বা রুচি থাকিবেই। সঙ্গ দেখিয়াই লোক চেনা যায়। যাহার যে প্রকার সঙ্গ, তাহার সেইদিকে রুচি থাকিবেই। অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিলে জীবের সদ্বস্তুতে আসক্তি হইতে পারে না। নিঃসংশয় না হইলে যোগ্য পাত্র হওয়া যায় না। আধ্যক্ষিক হইলেই সংশয়াত্মা হইতে হইবে। আধ্যক্ষিক মানেই না [illegible] শুষ্ক।

[illegible] সংশয় [illegible] শ্রদ্ধাশিথিলতা [illegible] থাকে না। [illegible] স্বল্পে [illegible] আছে। [illegible] শ্রদ্ধা-বিশ্বাস [illegible] তাঁহাদের [illegible] প্রকার লাভ [illegible]

[illegible] বৈষ্ণবের। বিষ্ণুভক্তিতে অধিকারী তিনিই বৈষ্ণব। শ্রদ্ধাবান্ তিনিই অধিকারী। যিনি সরল তিনিই বৈষ্ণব। তিনি [illegible] সরলে শ্রীভগবদ্ভক্তি [illegible] আছে, তিনি একমাত্র [illegible] তাঁহাকে [illegible] তাঁহার ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান ও আত্ম—এই চতুর্ব্বর্গে রুচি হয় না। যিনি বৈষ্ণবনিষ্ঠাকে যাঁহার শ্রদ্ধা আছে অর্থাৎ যিনি একমাত্র তাঁহাকে চান, তিনি পরমার্থ লাভ করেন। সরল, শ্রদ্ধালু জনের [illegible] ধর্ম্মাধর্ম্মের বাহ্য বিচার থাকিলেও বাস্তবসত্য প্রভাবে তাহা চলিয়া যায়। কিন্তু সংশয়াত্মার বাস্তবেতে বিশ্বাস নাই তাই সে সাধুসঙ্গ করিতে পারে না। ভগবান্ তাহাকে অনর্থাশ্রয় হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তত্ত্বজ্ঞ গুরুবৈষ্ণবকে প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু সংশয়াত্মা তাঁহাদের প্রতিই সন্দেহযুক্ত। সংশয়াত্মা কখনও স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না। সে আজ যাহাকে সাধুগুরু বলিয়া বিশ্বাস করে, তৎপর দিবস তাঁহারই বক্ষে ছুরিকাঘাত করিতে উদ্যত হয়। সংশয়াত্মার পক্ষে সাধু পাওয়া অতি কষ্টকর। সাধুর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ সে তাঁহাদের সাধুত্ব দেখিতেও পায় না এবং আকৃষ্টও হইতে পারে না। জগতে সাধুগুরুর নিত্য প্রাকট্য এবং অবস্থান আছে। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির ভক্তিতে দ্বারমানা। শ্রদ্ধার অভাবে নিষ্কলঙ্ক চরিত্র গুরু-বৈষ্ণবে নানাবিধ দোষ দর্শন হইয়া থাকে। শ্রদ্ধা না থাকিলে সাধুর পরমমঙ্গলকর উপদেশকেও বিষবৎ মনে হয়। যখন কাহারও প্রতি শ্রদ্ধার অভাব হয়, তখন তিনি আমার দিকে তাকাইলেও মনে হয় নিশ্চয়ই কোন অপস্বার্থ-সাধনের উদ্দেশ্য ইহাতে নিহিত আছে। সেইরূপ অবস্থায় সাধুর বাস্তব সত্যকথা-কীর্ত্তনকে পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, কলহের দ্বারা হরিসেবাকে ভোগ ইত্যাদি মনে হয়। শ্রদ্ধাচক্ষে যাঁহাদিগকে মহাপুরুষ বলিয়া বিবেচিত হয়, অশ্রদ্ধাচক্ষে আবার তাঁহাদেরই নানারূপ দোষ দর্শন হইয়া থাকে। শ্রদ্ধা না থাকিলে পরছিদ্রানুসন্ধান প্রবৃত্তি খুব বেশী হয়।

এরূপ অবস্থা হইতে বাঁচিবার একমাত্র উপায় সৎশিক্ষা গুরুবৈষ্ণবপদসেবা ও ভাগবত-শ্রবণকীর্ত্তন। এরূপ ভক্তভাগবত ও গ্রন্থভাগবতের সেবা এবং শ্রবণকীর্ত্তনফলে জীবের সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা

চিদ্বিলাসী বা সেবাবিলাসী বৈষ্ণব যদি সেখানকার জিনিষ এখানে নিয়ে আসেন, তা'তে জগতের লোকের অসুবিধাই হ'য়ে থাকে। কারণ জগতের লোক চিদ্বিলাসের কথা বুঝতে না পে'রে তাঁকে জড়বিলাসী মনে ক'রে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ ক'রে বসে। শ্রীরায় রামানন্দ গৌরের পরম অন্তরঙ্গ লোকজন। তিনি মহাবিলাসী অর্থাৎ মহাবৈরাগী, নিত্যবিরক্ত, আত্মারাম, পরম-হংসদের মুকুটমণি। অথচ প্রতাপরুদ্র মিশ্র শ্রীরায় রামানন্দের আচরণ বুঝতে না পে'রে অপরাধপ্রবণ ব্যবহারের অভিনয় ক'রেছিলেন। তিনি নিষ্কপট পার্ষদভক্ত ছিলেন ব'লে মহাপ্রভু তাঁকে রক্ষা করলেন। এ সমস্ত লীলাই প্রকারান্তে জীবজগতের শিক্ষার নিমিত্ত জান্‌তে হ'বে। অধিকার-ভেদে বৈষ্ণবের চিদ্বিলাসের উপলব্ধির তারতম্য। 'এসব সঙ্কটে কেহ মরে, কেহ তরে।'

বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হ'লে আর নিস্তার নাই। শ্রীল পুণ্ডরীকের চরণে আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীল গদাধর প্রভু অপরাধ করবার অভিনয় দেখিয়ে তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ শিষ্যত্বগ্রহণ করবার লীলা দেখা'লেন। শ্রীল অদ্বৈত প্রভু স্বয়ং বিষ্ণুতত্ত্ব হ'য়েও কৃষ্ণভক্ত শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাচার্য্য। বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হ'লে নিস্তার নাই, এ কথা জানা'বার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর জগন্মাতা শ্রীশচীদেবীর অপরাধের অভিনয় হ'তে তাঁ'কে রক্ষা ক'রেছিলেন, মাকেও আচার্য্যচরণে ক্ষমা ভিক্ষা করা'নর লীলা দেখিয়ে সাধক-জগৎকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। সুতরাং সাধক জীবের ত' কথাই নাই।

কেবল ভাগ্য দরকার। ভাগ্য না থাক্‌লে হ'বে না। আবার অপরাধফলে ভাগ্যের বিকাশ হয় না। ক্রন্দন ছাড়া গতি নাই। "হে ঠাকুর! আমাকে ছেড়ো না, আমি বড় কাঙ্গাল। আমি বড় অযোগ্য, তোমার কৃপা ছাড়া আমার গতি নাই। আমার কি সাধ্য আছে যে তোমাদের নিকট পৌঁছিতে পার্‌ব?"

শ্রীধাম সদ্‌বস্তু। সৎ অর্থাৎ যাহা নিত্য-কাল থাকে। ধাম ও ধামী বা আধার ও আধেয় একটা জিনিষ। শ্রীধাম প্রপঞ্চে আসেন ব'লে মাটী বা মায়িক ন'ন। শ্রীধাম অমায়িক—অমায়িক। প্রপঞ্চে থেকেও তাঁ'র প্রপঞ্চের সহিত কোন সংস্পর্শ নাই। তিনি প্রপঞ্চাতীত। শ্রীধাম ও কৃষ্ণ অদ্বয়-জ্ঞান, পৃথক্ নহেন। আমাদের নিকট শ্রীধাম প্রপঞ্চের ন্যায় প্রতিভাত হ'লেও প্রাপঞ্চিক ন'ন। শ্রীধাম অচেতন ন ন, চেতন। শ্রীধাম ভক্তের মনস্ত ইন্দ্রিয়ের উপর নিজে প্রভুত্ব ক'রে স্বসেচ্ছা পরিচালনা করতে পারেন।

ব্রহ্মার তনুত্যাগের কথা শুনা যায়। সেই তনু দেহ নয়। এখানে তনুর অর্থ ভাব। ব্রহ্মা দেহ ত্যাগ করেন নাই, ভাবটা (কৃষ্ণার পাত আসক্তি) ত্যাগ ক'রেছিলেন। মনোধর্ম্মে ব্রহ্মার এই লীলাভিনয় বুঝতে না পে'রে তাঁ'র চরণে অপরাধ ক'রে তাঁ'র পৌত্রগণের পতন হ'য়েছিল। কৃষ্ণেরও তনু-ত্যাগের কথা শুনা যায়। কৃষ্ণ তনু ত্যাগ ক'রলেন শু'নে বিমুখ লোক মনে করে, কৃষ্ণ দেহ ত্যাগ ক'রলেন। কিন্তু কথা তা' নয়। কৃষ্ণ তনু ত্যাগ অর্থাৎ ভূভারহরণরূপ ভাব ত্যাগ ক'রলেন। যেমন কেশ অর্থে কোথাও চুল, কোথাও জ্যোতিঃ অর্থে ব্যবহৃত, চুল অর্থে নহে।

প্রপঞ্চে হেয়তা, অনুপাদেয়তা আছে, কিন্তু সে জগতে সবই ভাল, নিখুঁত, নির্দ্দোষ, খুঁত, খারাপ ব'লে কোন জিনিষ বা ব্যাপার বৈকুণ্ঠে বা গোলোকে নাই। এমন একটী স্থান সেটী। এখানেও বলে, "The king can do no wrong. সেখানে সকলেই king—সকলেই নির্দ্দোষ। সেখানকার সব

জ্ঞান, বৈকুণ্ঠে বা গোলোকে সমস্ত অদ্বয়জ্ঞান।

সেবোন্মুখ হ'লে স্বরূপধর্ম্ম বাহিরের ইন্দ্রিয় গায়ের জোরে বেরিয়ে পড়বে। তাহা প্রকাশ হয় অনুকূল অনুশীলনরূপে। জড়-জিহ্বায় কৃষ্ণ-কীর্ত্তন বা জড়কর্ণে কৃষ্ণ-শ্রবণ হয় না। যেখানে কৃষ্ণের শ্রবণ কীর্ত্তন হ'চ্ছে, সেখানে জীবের শুদ্ধদেহ বাহিরে প্রকাশ হ'চ্ছে।

ভগবানের লীলাবিলাস দেখতে প্রপঞ্চের ন্যায় মনে হ'লেও তাহা প্রপঞ্চাতীত। বদ্ধ মায়িক জীবগণের হেয়, অনুপাদেয়, দোষযুক্ত, বিধি-নিষেধাধীন, অনিত্য, অজ্ঞান, ক্রিয়াকলাপ অপ্রকট-প্রকাশে বা গোলোকে নাই। সেখানে প্রসব, মৃত্যু, সৃষ্টি, রক্তপাত, অসুর-সংহার, হ্রাস, বৃদ্ধি, ক্ষয়াদি কালক্ষোভ্য ব্যাপার নাই। কিন্তু প্রাকৃত লৌকিক ক্রিয়া কলাপের সঙ্গে গোকুলে কৃষ্ণের লীলার সৌসাদৃশ্য আছে। গোকুলে কৃষ্ণের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, জন্ম, হ্রাস, বৃদ্ধি প্রভৃতি অসংখ্য বিচিত্রতা আছে। গোকুলে আঘাত পাচ্ছেন, রক্ত পড়ছে কিন্তু বস্তুতঃ তাঁতে আঘাত লাগে না বা রক্ত পড়ে না। কৃষ্ণের গায়ে রক্ত পড়ছে, এটা আমাদের ভ্রম, এটা কৃষ্ণের বহির্ম্মুখ অসুর-বঞ্চনা। এখানে লৌকিক প্রাপঞ্চিক বদ্ধজীববৎ সৌসাদৃশ্য থাক্‌লেও উহা মত্ত, বদ্ধ, প্রাপঞ্চিক অজ্ঞানময় কর্ম্মের বাধ্য জীবের ক্রিয়াকলাপ নহে। যেমন পদ্ম পত্র জলে থাকে, কিন্তু উহা জল স্পর্শ করে না। হাঁসের পাখে জল লাগে না—এটা তা'র ধর্ম্ম। কিন্তু বোকা লোক বলে, 'নিশ্চয়ই জল লাগে।' তাদের শিখাতে হবে। মায়া-প্রত্যাখ্যাত দৃষ্টিতে [illegible]। ভয় যাঁকে ভয় করে, সেই কৃষ্ণের ভয় হ'চ্ছে, এটা কি সত্য? অথচ [illegible] হ'চ্ছে তিনি ভয় পাচ্ছেন। বস্তুতঃ এ সকল ছলনা ও দর্শনভ্রম। কিন্তু তিনি সকল বঞ্চন-চতুরশিরোমণি স্বীয় চিচ্ছক্তি যোগমায়াশ্রয়ে বা বাসনার দ্বারা নিজের পরমৈশ্বর্য্য-ভাবকে [illegible]। তিনি মহামানুষ প্রকট করেন। উহা [illegible] এইরূপ কৃষ্ণের সম্ভব ও বর্ত্তমান।

আমাদের দৃষ্টিতে ভক্তগণ [illegible] দেহ ছেড়ে যান দেখছি, কিন্তু কথা তা নয়। ইহা বহির্ম্মুখ [illegible] দৃষ্টিতে [illegible] না, আর অন্তর্ম্মুখগণের দৃষ্টিতে আনন্দ-সম্পাদন। ঠাকুর হরিদাসের বিগ্রহ ও [illegible] হরিদাস একই, স্বয়ং ভগবান্ গৌরসুন্দর শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের চিন্ময় দেহকে স্কন্ধে বহন করলেন। [illegible] কে স্কন্ধে নেন নাই, তিনি [illegible]। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ শ্রীমূর্ত্তি যাকে কথা বলেন না ব'লে তিনি ত' আর [illegible] নন, তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্। বাম্মুখ হ'লে এ সকল কথা বুঝা যা'বে—শ্রীকৃষ্ণ বস্তুটি উপলব্ধি হ'বে, আধ্যাত্মিকতা প্রত্যক্ষবাদকে সমূলে উৎপাটিত করা হ'বে, নতুবা মঙ্গলের আশা নাই। যিনি যত শ্রীগুরু-আনুগত্যে তা' দূর করবার জন্য চেষ্টা করবেন, তাঁ'র প্রতি নিত্যানন্দের তত কৃপা হ'বে। অশ্রদ্দধান ব্যক্তিকে এ সব কথা বলতে হ'বে না। অশ্রদ্দধানে দানে [illegible]। তাঁকে বলে কোন লাভ নাই, বরং নামাপরাধ হবে। শ্রদ্ধালু লোককে এ সকল কথা বলতে হ'বে।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

—::[*]::—

শ্রীধামে হরিকথা

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীধামে অবস্থানপূর্ব্বক সমাগত ভক্তগণের নিকট সর্ব্বক্ষণ হরিকথাকীর্ত্তন এবং মধ্যে মধ্যে শ্রীভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া সকলের মঙ্গলবিধান করিতেছেন। তাঁহার দেবদুর্লভ সঙ্গ পাইয়া ভক্তগণ হৃদয়ে প্রভূত সেবাবল লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতেছেন। শ্রীচৈতন্যমঠে প্রাতে, অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যায় হরিকথা আলোচনা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত ভক্তগণ বিভিন্ন স্থানে [illegible] হরিকথা আলোচনা করিতেছেন। পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় শ্রীধাম সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন-মুখরিত আছে। বন্যার জল বৃদ্ধি হওয়ায় বহু যাত্রী শ্রীধামদর্শনার্থ আগমন করিতেছেন। শ্রীধামবাসী ভক্তগণ তাঁহাদের নিকট শ্রীধামের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের প্রীতিবিধান করিতেছেন।

গত ১৫ সেপ্টেম্বর শনিবার অপরাহ্ণে [illegible] কে, সি, সেন [illegible] এম্, এ, [illegible] হেডমাষ্টার, শ্রীযুত [illegible] পণ্ডিত শ্রীযুত [illegible] দাস ও [illegible] ব্রহ্মচারী প্রমুখ [illegible] ভক্ত এবং দিল্লী হইতে আগত [illegible] মহোদয়গণের [illegible] দুঃখ বিচার, [illegible] ও [illegible] বাদ, এক, [illegible] ও [illegible] বিচার, [illegible] কে, আত্মা [illegible], শোক, মোহ ও [illegible] প্রভৃতি বহু বিষয় প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন। উহার দিবস প্রাতেও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব [illegible] কাহাকে বলে, প্রয়োজন বা লক্ষ্য [illegible] হওয়া দরকার প্রভৃতি বিষয় কিছুক্ষণ ধরিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করেন। [illegible] শ্রীমুখে বীর্য্যবতী হরিকথা-শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়া সকলেই পরমোপকৃত হন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহোৎসব

গৌড়ীয়মণ্ডলের [illegible] সেবাস্থানে ও পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাশীর্ব্বাদে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের দৈনিক মহোৎসব নিয়মিত হরিকীর্ত্তন-মুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। গত ১৩ই ভাদ্র শ্রীরাধাষ্টমী ব্রত ও ১৬ ভাদ্র শ্রীবামনদ্বাদশী ব্রত দিবারাত্র উপবাস ও হরিসংকীর্ত্তনমুখে ভক্তগণ পালন করিয়াছেন। গত ১৭ই ভাদ্র শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রকট তিথিতে সাধারণ মহামহোৎসব গুরুবর্গের কৃপায় সংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস শ্রীসারস্বত-শ্রবণসদনে শ্রীল ঠাকুরের আলেখ্যার্চ্চা অন্যান্য গুরুবর্গের আলেখ্যার্চ্চার সহিত সুসজ্জিত করা হয়। মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তন ও শ্রীমন্দির-পরিক্রমান্তে বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইলে ত্রিদণ্ডিগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত পদাবলী ব্যাখ্যামুখে কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। বেলা ১১ ঘটিকার সময় কীর্ত্তনমুখে শ্রীল ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হয়। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর ভোগারাত্রিকের পর সমাগত প্রায় ৩০০ ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে প্রায় ৫০০ কাঙ্গালিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ঐ দিবস শ্রীভক্তিবিনোদ গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর [illegible] হইতে [illegible] পাঠ হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিবৈভব [illegible] মহারাজ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের [illegible] ও [illegible] পাঠ [illegible] ভক্তগণ [illegible] কীর্ত্তন করেন। [illegible] মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে উৎসব

পরমারাধ্যতম [illegible] প্রধান [illegible] গত ৩০শে আগষ্ট, [illegible] ভাদ্র শনিবার শ্রীরোহিণী দিবস [illegible] সকল [illegible] পরিবেশ, [illegible] ও [illegible] সদাযোগ [illegible] আসন [illegible] পাঠ করেন। [illegible] মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। [illegible] ১৬শ বর্ষ গৌড়ীয়ের ২০-২১ সংখ্যা হইতে [illegible] ভজনাদর্শ [illegible] কীর্ত্তন হয়। [illegible] মহামন্ত্র কীর্ত্তনমুখে ভোগারাত্রিক সম্পন্ন হয়। অপরাহ্ণে ১৫শ বর্ষ দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ [illegible] ১৬১তম সংখ্যা হইতে 'শ্রীরাধাষ্টমী' শীর্ষক প্রবন্ধটি ও শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা গ্রন্থ হইতে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ পাঠ করা হয়। সন্ধ্যা-রাত্রিকান্তে [illegible] মহাবদান্য, পঞ্চতত্ত্ব ও [illegible] কীর্ত্তন হওয়ার পর শ্রীপাদ [illegible] ১৬শ বর্ষ গৌড়ীয়ের ৮ম সংখ্যায় [illegible] 'শ্রীরাধাষ্টমী' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে শ্রীল আচার্য্যদেবের [illegible] অংশটি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর ১ম বর্ষ হিন্দী ভাগবত পত্রিকার ২২শ সংখ্যা হইতে 'শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী' শীর্ষক প্রবন্ধটীর কিয়দংশ পাঠ হয়। অতঃপর মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

গত ১৬ই ভাদ্র ২রা সেপ্টেম্বর শ্রীশ্রীবামনদ্বাদশী ব্রত দিবস প্রাতে উপাখ্যানে উপদেশ [illegible] হইতে মহারাজ বলির উপাখ্যান ও [illegible] হইতে ভগবান্ শ্রীবামনদেবের আবির্ভাব-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

গত ১৭ই ভাদ্র, ৩রা সেপ্টেম্বর, বুধবার ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথিপূজা নিয়মিত পাঠকীর্ত্তন পারায়ণাদিমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস মঙ্গলারাত্রিক ও উষাকীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ [illegible] মহারাজ ১৯শ বর্ষের "শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব সংখ্যা" গৌড়ীয় হইতে [illegible] ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। [illegible] 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গ্রন্থ' পারায়ণ করা হয়। [illegible] একটি সুরম্য [illegible] আলেখ্যার্চ্চা স্থাপিত হয়। [illegible] ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গ্রন্থের [illegible] '[illegible]' ও '[illegible]' হইতে 'ভক্তি-প্রাপ্তি' ও শ্রীভক্তিবিনোদ প্রসঙ্গ গ্রন্থ পাঠ হয়।

[illegible] শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণববন্দনা-[illegible] ও শ্রীল [illegible] শ্রীপাদ [illegible] আশ্রম মহারাজ [illegible] শ্রীশ্রীভক্তি-[illegible] হইতে [illegible] শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ-[illegible] কথা। [illegible] সংখ্যা হইতে [illegible] রচিত [illegible] কিয়দংশ [illegible] মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

'সাধুসঙ্গ', সাধুসঙ্গ, [illegible] কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

Regd. No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:•:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে পাঁচ লাইনে	॥০	৷৵০	৷৵০	
" " ইঞ্চ	২৲	১৷০	১৷৷০	২৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৭৲	
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬০৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কার্য্যালয় শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কার্য্যালয় শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌর পার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থাদির একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া দুষ্টদিগের জীর্ণ শীর্ণবায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা, পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

কৃষিজাত আয়ের উপর ট্যাক্স

কলিকাতার কাগজে প্রকাশ, ওয়াকিবহাল মহল হইতে জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গালার মন্ত্রিসভার সাম্প্রতিক এক অধিবেশনে এই প্রদেশের কৃষিজাত আয়ের উপর কর ধার্য্যের উদ্দেশ্যে একটি বিল উত্থাপনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে এবং শীঘ্রই সরকারীভাবে প্রস্তাবিত বিল সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইবে। আরও জানা গিয়াছে যে, উক্ত বিল আইনে পরিণত হইলে গভর্ণমেণ্ট ৫০ লক্ষ হইতে এক কোটী টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব বাবদ পাইবেন। স্থির হইয়াছে যে, যে সকল ষ্টেটের আয় ২০০০৲ টাকার কম, তাহাদের উপর এই বিল প্রযোজিত হইবে না।

স্মরণ থাকিতে পারে, বঙ্গীয় ভূমি রাজস্ব কমিশনের সদস্যগণ ভূমিকে ভারতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার জন্য জোর সুপারিশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে তাঁহারা নানা কারণে প্রস্তাবিত ব্যবস্থাও অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন। এই ব্যাপারে স্পেশ্যাল কর্ম্মচারীও কমিশনের সুপারিশে সায় দিয়াছেন।

অতঃপর সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং একটি বিলের খসড়া রচনার জন্য গভর্ণমেণ্ট একজন কর্ম্মচারীকে নিয়োজিত করেন।

প্রকাশ যে, মন্ত্রিসভার যে অধিবেশনে বিলটি অনুমোদিত হয়, স্বয়ং গবর্ণর তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনেই বিলটি উত্থাপিত হইবে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

রাজশাহী জেলায় সংস্কার কার্য্য

রাজশাহী জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত চারঘাট থানার অধীন আরাণী ইউনিয়ন বোর্ডের এলাকায় নিম্নলিখিত পল্লীমঙ্গল সমিতিসমূহে গত জুন মাসে যে পল্লীসংগঠন-কার্য্যাবলী সম্পাদিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইল :—

বেড়েরবাড়ী পল্লী উন্নয়ন সমিতি বেড়ের-বাড়ী হইতে হরিপুর পর্য্যন্ত আধ মাইল লম্বা একটি নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং বেড়ের বাড়ী হইতে আরাণী পর্য্যন্ত যে এক মাইল দীর্ঘ রাস্তা গিয়াছে, তাহা সংস্কার করিয়াছে।

হরিপুর ও বেড়েরবাড়ী পল্লী-উন্নয়ন সমিতি হরিপুর হইতে আরাণী পর্য্যন্ত যে তিন মাইল লম্বা একটি পুরাতন রাস্তা আছে, তাহার সংস্কার সাধন করিয়াছে। খোর্দ্দা বাউসা পল্লী-উন্নয়ন সমিতি খোর্দ্দা বাউসা হইতে আরাণী পর্য্যন্ত যে পুরাতন রাস্তা গিয়াছে, তাহার স্থানে স্থানে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমিক দ্বারা সংস্কার সাধন করিয়াছে।

চকসিঙ্গা পল্লী-উন্নয়ন সমিতি আধ মাইল লম্বা একটি রাস্তার সংস্কার করিয়াছে এবং রুস্তমপুর পল্লী-উন্নয়ন সমিতি রুস্তমপুর সাধারণ গ্রন্থাগার হইতে গুয়াগাড়ী গ্রাম পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার সিকি মাইল মেরামত করিয়াছে

চক সোনাদহ পল্লী-উন্নয়ন সমিতি উক্ত স্থানের নৈশবিদ্যালয়ের জন্য একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে।

গত জুন মাসের ২৮ তারিখে রাজশাহীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আরাণী ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত একটি পল্লীসংগঠন সভায় সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় ১০০০ লোক যোগদান করিয়াছিল। উক্ত ইউনিয়নের অধিবাসিগণ পল্লীসংগঠন এবং নিরক্ষর বয়স্ক-দের শিক্ষাদানব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন। তাঁহাদের সরকারপ্রদত্ত সাহায্য হইতে ক্রীত কতকগুলি আলো এবং নিরক্ষর বয়স্ক দিগের পড়িবার উপযুক্ত কিছু প্রাথমিক পুস্তক উক্ত সভায় বিনামূল্যে বিতরিত হয়।

খুনের মামলা

ঢাকার এক্ট্রা এডিঃ ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট মি. আর, এস. টি জন আই, সি, এস ঢাকা নগরীর সাম্প্রদায়িক গোলযোগ হইতে উদ্ভূত এক খুনের মামলার শুনানী ত ১৯শে আগষ্ট হইয়াছে। তাহার আসামী হইতেছে হবিব এবং কাদির। মামলায় অভিযোগ হইয়াছে যে ঢাকা দাঙ্গার দ্বিতীয় অংশে গত ১৩ই দ্বি-প্রহরে যখন আশুতোষ সরকার দোলাইগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে রেলওয়ে লাইন ধরিয়া আসিতেছিল তখন আসামী হবিব ও কাদির যথাক্রমে ছোরা ও লোহার ডাণ্ডা লইয়া তাহাকে আক্রমণ করে। আসামী হবিব আশুতোষকে আক্রমণ করিয়া ছোরা মারে এবং উভয় আসামীই দৌড়াইয়া যায়। আশুতোষ মিটফোর্ড হাসপাতালে ভর্ত্তি হওয়ার পরই মারা যায়। বাদিপক্ষে তিনজন সাক্ষীর জবানবন্দীর পর মামলা স্থগিত রাখা হয়।

---

৬ জন আসামীর প্রতি কঠোর দণ্ডাদেশ

গুরুতর দাঙ্গা সম্পর্কে গোয়েরজী মামলার ৬ জন আসামীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে এবং অপর ৩২ জন আসামীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনলীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ৫ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৪শে ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ১০ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪১, বুধবার { ১৫৭ তম সংখ্যা

সভায় কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিকাশিনী টীকা ও আস্বাদন-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

পদ্মনাভ ভূত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৫

আনুগত্যই সেবা

——::(*)::——

ভগবান্‌কে লাভ করিবার উপায় কি? মনোধর্ম্মী জগৎ এ সম্বন্ধে নিজ নিজ মনঃকল্পিত কত কথাই না বলিয়া থাকে। মন বড় বিশ্বাসঘাতক। সুতরাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কেহ যেন নিজের বিশ্বাসঘাতক মনকে এবং সেই মনের যাহারা বশীভূত, সেই মনোধর্ম্মী জগতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যে বিশ্বাস করেন, নতুবা হিতে বিপরীত হইবে। আমরা শাস্ত্রপাঠে জানিতে পারি ভক্তির দ্বারা শ্রীহরি যেরূপ তুষ্ট হন, অন্য কোন বস্তুর দ্বারা সেরূপ তুষ্ট হন না। ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করায়। ভগবান্ ভক্তির দ্বারাই বশীভূত হন। ভক্তি ব্যতীত কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি কেহই জীবকে স্বতন্ত্রভাবে ভগবানের পাদপদ্মে লইয়া যাইতে পারে না। কিন্তু ভক্তি নিরপেক্ষা ও স্বতন্ত্রা। তিনি কাহারও কোন অপেক্ষা করেন না। সেবাই ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ। এই সেবা কাহাকে বলে? অনুকূল-অনুশীলনের নামই সেবা। প্রতিকূল-অনুশীলন সেবা নহে। এক কথায় আনুগত্যই সেবা। যেখানে আনুগত্য নাই, সেখানে সেবাও নাই। ভয়-দ্বেষাদিময় প্রতিকূল-অনুশীলনে আনুগত্য না থাকায় তাহা সেবাপদবাচ্য নহে। অনুগতই সেবক এবং আনুগত্যই সেবা। ভগবন্নিজজন শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"তল্লাভোপায়ো হি তদনুগতিরেব।" অর্থাৎ ভগবানের আনুগত্যই তাঁহাকে লাভ করিবার উপায়। সেই আনুগত্য কিরূপ? "সা চ কায়িক-বাচিক-মানসাত্মিকা ত্রিবিধৈবানুগতিরুচ্যতে।" অর্থাৎ কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ আনুগত্যই সেবা। এই ত্রিবিধ আনুগত্যের যে কোন একটীর অভাব হইলে সেখানে শুদ্ধা সেবা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

আমাদের সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে যে, সর্ব্বপ্রথমে আমাকে অনুগত বা শরণাগত হইতে হইবে। আমি অনুগত না হইলে আমার কায় মন ও বাক্য কখনও অনুগত হইতে পারে না। সেইজন্য হরিভজনে আপনজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞান বিশেষ আবশ্যক। সম্বন্ধজ্ঞানহীন হইয়া কেবল আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপে মত্ত থাকিলে হরিভজনের আশা কম। ভক্তিই ভগবানের সহিত জীবের যোগসূত্র। ভক্তি আকর্ষণময়ী প্রীতিময়ী, আনন্দময়ী ও ক্রিয়াময়ী। সেখানে নিরানন্দ, জড়ানন্দ বা নিষ্ক্রিয়ভাব নাই। যেখানে নিষ্ক্রিয় অবস্থা বা জড়তা-ভাব, সেখানে ভক্তি নাই। ভক্তি উল্লাসময়ী। ভক্তিতে প্রিয়ত্ব-বোধ আছে। প্রিয়ের সেবা সুখরূপা। সুতরাং ভক্তিতে যে ক্লেশের লেশমাত্রও নাই তাহা বলাই বাহুল্য। ভক্তি ক্লেশকর নহে, তাহা ক্লেশঘ্নী বা ক্লেশনাশিনী। সেবা করিতে গিয়া যেখানে ক্লেশবোধ হয়, সেখানে প্রিয়ত্ববোধ, আপনজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞান হয় নাই জানিতে হইবে। প্রীতি বা ভক্তির লক্ষণই এই যে, তাহা প্রিয়ের সুখের জন্য নিজসুখকেও জলাঞ্জলি দেয় এবং প্রিয়ের সুখেই নিজের সুখানুভূতি করায়, কৃষ্ণ-কার্য্যের সুখ ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে সেখানে নিজ-সুখবাঞ্ছা থাকে না। সেইজন্যই ভক্তগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন,

পূর্ব্ব ইতিহাস, ভুলিনু এখন,
সেবাসুখ পেয়ে মনে।
আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ধনে॥
তোমার সংসারে, করিব সেবন,
নহিব ফলের ভোগী।
তব সুখ যাহে, করিব যতন,
হ'য়ে পদে অনুরাগী॥
তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম-সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥

নিজসুখবাঞ্ছা বা শান্তিপ্রয়াস ভক্তি নহে। ভক্তিতে ভোক্তাভিমান বা ভোগবুদ্ধি নাই। ভক্ত কোন ব্যক্তিকে বা কোন বস্তুকে নিজ ইন্দ্রিয়ভোগ্য মনে করেন না। সেই গুরুদাস নিজে সতত গুর্ব্বানুগত্যে কৃষ্ণসেবায় রত। সুতরাং অন্যান্য বস্তুকেও তিনি তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় নিযুক্ত দেখিতে পাইলেই সুখ অনুভব করেন। গুরুর হইয়া—নিজেকে গুরুর ভৃত্যানুভৃত্য জানিয়া সতত কায়মনোবাক্যে গুরুর অকপট আনুগত্যই প্রকৃত ভগবৎসেবা। গুরুর সুখেই কৃষ্ণের সুখ। ভগবান্ যাঁহার বশীভূত, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মকে হৃদয়ে ধারণ করাই গুরুর নিত্যসঙ্গী শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করা। যেখানে গুরু, সেইখানেই কৃষ্ণ, যেখানে কৃষ্ণ, সেইখানেই গুরু। এইরূপ শুদ্ধ-প্রতীতিমূলে নিরন্তর গুরুবৈষ্ণবভগবানের সুখবিধানে তৎপরতা বা তন্ময়তাই ভক্তি। সেব্যের সেবা ব্যতীত সেবকের কোনরূপ স্বসুখ-বাঞ্ছা নাই। যেখানে ইহার বিপরীত আচরণ দেখা যায়, সেখানে প্রকৃত ভক্তি নাই জানিতে হইবে। ভক্তরাজ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—"গুরোঃ সেবায়াং প্রবৃত্তঃ শিষ্যঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদীন্যপি ভোগান্ তদুত্থান্ প্রেমানন্দানপি গৃহান্ তদুচিত-বিবিক্তস্থলমপি নৈবাপেক্ষত—শ্রীগুরুসেবয়ৈব সুখেন সর্ব্বসাধ্যসিদ্ধ্যর্থমিত্যুপদেশো ব্যঞ্জিতঃ।" অর্থাৎ গুরুসেবায় প্রবৃত্ত শিষ্য গুরুসেবার জন্য নিজের ব্যক্তিগত শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ আত্ম-প্রসাদ বা তদুত্থ প্রেমানন্দ অর্থাৎ নির্জ্জন-ভজনানন্দ, এমন কি, তদুচিত নির্জ্জন-বাসাদিকেও কখনও অপেক্ষা করেন না। শ্রীগুরুসেবারূপ সুখের দ্বারাই সর্ব্বসাধ্য সিদ্ধ হয়।

ভক্তি অব্যভিচারিণী। তাহাতে ব্যভিচার নাই বা একান্তিকতার অভাব নাই। অন্যাভিলাষই ব্যভিচার, আর কৃষ্ণতোষণতৎপরতাই ভক্তি। ভক্তিমান্ ভক্তের প্রকৃতিতে যোষিৎ বা ভোগবুদ্ধি নাই। অভক্ত প্রকৃতিতে বিমোহিতচিত্ত হইয়া প্রকৃতিকেই ঈশ্বরী বা যোষা জ্ঞান করে, কিন্তু আমাদের পরম-হিতকারিণী শ্রুতি বলেন,—'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং।' অর্থাৎ এই বিশ্ব ভগবানের সেবোপকরণ। জীব ভগবদুচ্ছিষ্টজ্ঞানে তাহার সম্মান ও সেবা করিতে পারেন মাত্র, বিশ্ব জীবের ভোগভূমি নহে। বিবর্ত্তক্রমে ইহাকে ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু মনে করিলে মরীচিকাভ্রান্ত পথিকের ন্যায় কেবল অধিকতর পরিশ্রান্ত হইয়া ক্লেশ

জীবাত্মার পক্ষে কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভাব এবং তজ্জন্য সর্ব্বত্র কৃষ্ণানুসন্ধান-চেষ্টাই জীবাত্ম-স্বরূপের স্বাভাবিক বা সহজ ধর্ম্ম।

——

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে

সজ্জন—নির্দ্দোষ

(শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিত)

শ্রীমদ্ভাগবতে সনৎসুজাত বলিয়াছেন,—

ত্রোদবামো বালিশাধো বিবাসা-
কৃপাত্মকে মানশাত্রো স্পৃহা চ।
ঈর্ষা সূয়াত্মা চ মন্যুর্দ্দাম্ভো
বক্তা, সদা দোষদৃশ্যে নবা মি॥

মানবগণের এই চারটি দোষ সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিতে হইবে,—

১। ক্রোধ—ইচ্ছা বাধাপ্রাপ্ত হইলে তজ্জন্য আক্রোশ ও তাড়নাদিচ্ছা মনস্তাপ। ২। কাম—স্ত্রীসঙ্গবাসনা, ৩। লোভ—ধনবায়কাতরতা, ৪। মোহ—কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যবুদ্ধিবিনাশ, ৫। হিংসা—ঊর্দ্ধবাহুর ধর্ম্মাশ পাইয়াও বিশ্বাসের অতৃপ্তি, ৬। অসূয়া—নিন্দকতা, ৭। অহঙ্কা পরগুণসমূহে দোষদর্শন, ৮। মান—আপনাতে পূজ্যবুদ্ধি, ৯। শোক—স্বার্থনাশে মনস্তাপ, ১০। স্পৃহা—ভোগ্যবস্তুতে আদর, ১১। ঈর্ষা—পরশ্রীকাতরতা, ১২। জুগুপ্সা—পরনিন্দা। এই দ্বাদশপ্রকার দোষের যে কোন একটি মনুষ্যের সর্ব্বনাশ করিতে পারে। দোষটী কেবল সমাবেশে মনুষ্য যে কি ভীষণ পাষণ্ড হয়, তাহা বর্ণনাতীত। সজ্জনগণ মানবের এই দ্বাদশপ্রকার কোন দোষেরই আবাহন করেন না।

পূর্ব্বকথিত বারটি দোষ ব্যতীত অন্যান্য পুরুষের আরও আঠারপ্রকার দোষ আছে। মহাজনের আঠারপ্রকার দোষ ও গুণ প্রকাশ ত্যাগগ্রাহিতা—একের সাধুশ্রেষ্ঠকার দোষ এবং অন্যের অসাধুর দোষ সনৎসুজাত বলিয়াছেন। বৈষ্ণব সাধু এই সকল দোষ হইতে সর্ব্বদা মুক্ত।

মায়াবাদী হরিপাদপদ্মে অপরাধী এবং কৃষ্ণসেবাবিমুখগণের অগ্রণী, তাহার দোষ-সমূহও সজ্জনকে স্পর্শ করে না।

নির্দ্দোষ মিথ্যা দোষ আরোপ করিয়া দোষে পতিত হয়। তন্মধ্যে দৈন্যের স্বরূপ না বুঝিতে পারিয়া সুনীচতা-বিরোধী দেহাত্মবুদ্ধি ছিন্নভিন্ন করিয়া দেহের চরণে অপরাধী হয়। কখন ভাগ্যে তত্ত্বদর্শী গুরুদেবের আশ্রয় লাভ করিয়া ভগবদ্ভক্তির প্রতি নীচতা-দৃষ্টি করে। তাহাতে দৈন্যের অভাব সৃষ্টি করে। তাহাদিগের পাপচক্ষুর বহির্ম্মুখতাকে দোষরহিত মন করিবে নিতান্তই তাহার অন্য কিছু নাই হইবে না। বৈষ্ণবদিগের বিচার অন্যান্য ও একদেশদর্শিত। তাহারা নিজের স্বার্থ দুরভিসন্ধি করিয়া হিতাকাঙ্ক্ষীর ন্যায় শুদ্ধ জ্ঞান করে এবং শুভানুধ্যায়িগণের চিত্ত ক্ষত করিয়া নৈত্য সমূলে উৎপাটন করে। এমন দৈন্যের স্বরূপ বুঝিয়া নিজজনগণের নিকট প্রার্থনা

লাভের যত্ন করেন না। যেহেতু তিনি নির্দ্দোষ। শ্রীনামাশ্রব-স্বরূপ মিষ্টকথার কোমলবাক্যে বহির্দ্দেশীয় মায়াবাদীকে উৎসাহ দিবার পরিবর্ত্তে কপট দৈন্য পরিহারপূর্ব্বক তাহার মঙ্গলবিধান করিয়াছিলেন। শ্রীনাম-প্রচার বন্ধনের জন্য, শ্রীকালিকৃষ্ণ দাসকে বারম্বার 'নাম' শব্দে উল্লেখ করিতে বিদ্রূপ করিলেও এই মহাসংশিক্ষক কিছু দোষ করেন নাই, পক্ষান্তরে কোমল শুদ্ধ অনাদিভক্ত শুদ্ধবৈষ্ণবে তৃণাদপি সুনীচ স্বভাব দেখিতে না পাইয়া তাঁহাকে শত্রু-ভাবে নিন্দা করিবার অভিপ্রায়ে বৈষ্ণবের দৈন্যতার অভাব আছে জানিলে, তাঁহার কোন প্রকার দোষ স্পর্শ করিবে। সজ্জনকে নিন্দা করিলে তাঁহার সত্য সত্যই অমানী ধর্ম্ম ও দৈন্য উপলব্ধ হইবে। এইরূপ সৌভাগ্য হইলে বাদিগণের দোষ বাসিত হইয়া সজ্জনের ন্যায় নির্দ্দোষ হইতে পারিবেন।

যৎকিঞ্চিৎ

ভগবান—মায়াধীশ, আর জীব মায়া-বশযোগ্য। এই স্থানেই জীব ও ভগবানে মধ্যে ভেদ 'মায়াধীশ, মায়াবশ' ঈশ্বর ও জীবে ভেদ।

অণুচেতন জীবের মায়াবশ-যোগ্যতা নৈসর্গিক। কিন্তু হরু মায়া কখনও তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না, নিতাই তাহার প্রধান থাকে। একটী আম-মুকুল যখন বৃহৎ আম্রবৃক্ষ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে, তখন তাহা একটু সময়ের জন্য বিশুষ্কতা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বৃহৎ আম্র বৃক্ষের রস পুনরায় নিষিক্ত করিতে পারে না বরং তাহা তাহার স্বরূপেই কার্য্য করে। ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ যখন বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডের সহিত সংযোগ করে, তখন তাহার আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। তখন সে আশ্রয়হীন, বৃহৎ বিদ্যুৎ, তখন তাহার পদে পদে বিপদ্। অণুচৈতন্য জীবেরও সেই রূপ যখন জীব বিভুর আশ্রয়ে গুরুর আশ্রয় করে, যখন জীব গুরুবৈষ্ণবের [illegible] তখন মায়া তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না।

এমন ভাবে মায়াকে জয় করা যায় না। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা প্রভৃতি [illegible] জয় করিবার চেষ্টা সমস্তের চেষ্টাতে মায়াকে জয় করা সম্ভব বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা তিনি যতই বড় হউন না কেন, তিনি যতই দার্শনিক, কবীর, জ্ঞানীর ও তপোনীর বলিয়া বিখ্যাত হউন না কেন, এমন ভাবে কেহই মায়াকে জয় করিতে পারেন না। অণুচেতনের সাধ্য নাই যে বিভু চেতনের বহিরঙ্গা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী দৈবী মায়াকে জয় করিতে পারে। যাহাকে পিশাচী ধরিয়াছে, সে কখনই নিজে নিজের চিকিৎসা করিতে পারে না। এজন্য ওঝা—গুরু বা বৃহৎ বস্তুর প্রয়োজন হয়। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন,—

'মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধুগুরুকৃপা বিনা না দেখি উপায়॥'

ত্রিভুবনে এরূপ কোন বীর নাই—আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত এরূপ কোন প্রাণী নাই, যে ব্যক্তি মায়াকে জয় করিয়া উহার কবল হইতে নিস্তার পাইতে পারে। বহু-রূপিণী মায়া যে কতভাবে জীবকে মুগ্ধ করিতেছে, তাহা মায়ামুগ্ধ থাকিয়া কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় না। অনেকে মায়া জয় করিয়াছেন বলিয়া গর্ব্ব করেন, নিজদিগকে মায়ামুক্ত বলিয়া অভিমান করিয়া অপর-ব্যক্তিদিগকে মায়া-কবলিত বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন, কিন্তু মায়ামুক্তি এই জাতীয় ব্যাপার নহে। কাহারও গর্ব্ব, অহঙ্কার, অভিমান, আত্মশ্লাঘা, দম্ভ প্রভৃতি প্রকাশের দ্বারা মায়া হইতে মুক্ত হইবার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। যে ব্যক্তি উঁচু কথা বলিয়া অপরকে দাবাইয়া রাখিতে চায়, সেই মায়ামুক্ত, ইহাও নহে। মায়ার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণপাত করিয়াও কেহ মায়া জয় করিতে পারে না। মায়া জয় করিবার একটীমাত্র উপায় সমগ্র শাস্ত্র, সাধুবাক্য ও শত শত প্রত্যক্ষ প্রমাণ সমূহ প্রচার করিতেছে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। অন্য দ্বিতীয় উপায় যদি কেহ নির্দ্ধারণ বা আবিষ্কার করে, তবে তাহাও মায়ারই দ্বিতীয় রূপ। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সরল ভাষায় তাহা এই—

'সাধুকৃপা বিনা আর নাহিক উপায়॥'

সাধুগণের কৃপা ব্যতীত মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। মায়াবদ্ধ জীব যাহা নিজের চেষ্টায় সাধন করিতে পারে, তাহাও মায়া। মায়া দ্বারা মায়া জয় করা যায় না। তবে কি কেবল সাধুগুরুর কৃপার দোহাই দিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে? তাহাও কথা নহে। সাধুগণের কৃপা বাঞ্ছা হইতে হইবে। সেই কৃপার কাঙ্গাল হওয়াই নিজের অধিকারে বিসর্জ্জন করিয়া বিভুর নিকট আত্ম-নিক্ষেপ করা। যিনি কৃপার কাঙ্গাল, তিনি নিজের চেষ্টায় মায়াকে জয় করিতে চাহেন না। তিনি কেবল মায়ার আবরণকে অপসারিত করিয়া তাহার নিত্য নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ বিভুচৈতন্যের সহিত যোগযুক্ত করিবার জন্য আর্ত্তি-বিশিষ্ট হন। সেই আর্ত্তি যত কপটতা-রহিত হয়, কৃষ্ণ ততই তাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়া তাঁহার পাদপদ্মের ধূলিরূপে প্রকাশ করেন। কৃষ্ণপাদপদ্মের ধূলি বা কৃষ্ণজনগণের পাদত্রাণের ধূলি হইতে পারিলে আর প্রকৃতির কবলে কবলিত হইবার আশঙ্কা থাকে না।

অতএব একদিকে যেরূপ গায়ের জোরে মায়া জয় করা যায় না, তদ্রূপ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলেও মায়া জয় হয় না। যিনি মায়া জয় করিবার জন্য ব্যগ্র, তাঁহাকে সাধুগুরুবৈষ্ণবের কৃপার জন্য সর্ব্বদা অকপটে ক্রন্দন করিতে থাকিবে। তাঁহাকে জোর করিয়া বৈরাগ্য, যোগ বা ধ্যান শিক্ষা দিতে হয় না। তাঁহার অনুকরণের পিপাসা থাকে না, লোক-দেখান ভণ্ডামী বা কপটতা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না। তিনি কৃপার জন্য সর্ব্বদা আর্ত্ত—উন্মত্ত। তাঁহার দেহ-স্মৃতি নাই। কৃপার জন্যই তাঁহার ধ্যান, ধারণা ও সমাধি হইয়াছে। কৃপা ছাড়া তিনি আর কিছু জানেন না, বুঝেন না। সেই কৃপালাভের জন্য সহজ আর্ত্তি তাঁহাকে সহজসেবক করিয়া তোলে। যতই তিনি সেবা করিতে থাকেন, কৃপার জন্য আর্ত্তি ততই বাড়িতে থাকে। ইহার ইতি বা বিশ্রান্তি নাই। সাধুকৃপা সাগরের ন্যায় অপার ও অনন্ত। এই কৃপা তিনি যত চাহেন, তিনি তত কৃপার জন্য আকুল হইয়া পড়েন, ইহাই এই কৃপার স্বভাব। এই কৃপার জন্য আর্ত্তির যে স্থানে সমাপ্তি বা বিরতি হইয়াছে, তথায়ই নির্ব্বিশেষবাদ বা মায়া আসিয়া যবনিকা-পাত করিয়াছে।

মুখস্থ বুলির সাহায্যে কেহ কৃপার পথের পথিক হইতে পারে না। কতকগুলি গদ্ মুখস্থ বলিতে পারিলেই যে কেহ কৃপার ভিখারী হইয়াছেন, তাহা বুঝায় না। আমরা অনেক সময় পত্র-ব্যবহারে বা সামাজিক শিষ্টাচারে ঐরূপ 'কৃপার ভিখারী' বলিয়া অভিমান করি, কিন্তু তাহা কৃপাকাঙ্ক্ষার লক্ষণ নহে। পূর্ণ নিষ্কপট না হইলে, সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা নমস্কার বিধান না করিলে, সমস্ত জড় অভিমান পরিত্যক্ত না হইলে কৃপার জন্য নিষ্কপট-আর্ত্তি হৃদয়ে আসে না। আনুকরণিক দৈন্যের মত আনুকরণিক কৃপার প্রার্থী হওয়ায় কেবলমাত্র আত্মবঞ্চনাই প্রণোদিত হয়।

যিনি নিষ্কপটভাবে কৃপার জন্য কাঙ্গাল, তাঁহার স্বাভাবিক তৃণাদপি সুনীচতা, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও মানদত্বগুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার জিহ্বায় সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম প্রনৃত্য করিতে থাকেন। কৃপার জন্য যিনি কাঙ্গাল হইয়াছেন, তাঁহার রসনা কখনও বাতব্যাধিগ্রস্ত বা জড়ত্বদশাগ্রস্ত হয় না। তাঁহার চিত্ত কখনও জগতের কাম চিন্তা করিবার অবসর প্রাপ্ত হয় না। কৃপার কাঙ্গালের জিহ্বাকে শ্রীহরিনাম প্রভু বলাৎকারে আত্মসাৎ করিয়া তদুপরি নিজ

[illegible] তথাপি চালিয়ে আমি আমার প্রাণ॥

স্বেচ্ছাময় তাণ্ডব রচনা করেন এবং চিত্তকে সর্ব্বদা প্রত্যাতীন বিরহবিধুর করিয়া রাখেন। 'কবে কৃষ্ণ-কৃপা পাইব'—এই চিন্তাই তাঁহাকে পাইয়া বসে। তাই একাধারে তাঁহার শ্রীহরির কীর্ত্তন, শ্রবণ ও স্মরণ হইতে থাকে। তখন মায়া তাঁহাকে কি করিয়া স্পর্শ করিবে? ইহাই মায়া জয় করিবার স্বাভাবিক উপায়।

পতি বা স্বামী ব্যতীত প্রকৃতি কখনই মাতৃত্ব লাভ করিতে পারে না।

যেরূপ পুরুষ ব্যতীত প্রকৃতি জননীত্ব লাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ বিষ্ণুর মূলকর্তৃত্ব ব্যতীত প্রকৃতি বা শক্তি কোন কার্য্যই করিতে পারে না। শক্তিকে যখন জগজ্জননী, জগন্মাতা প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার পতির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। পতি ব্যতীত কখনও স্ত্রী বা প্রকৃতি মাতা হইতে পারে না। যেখানে পতি ব্যতীত মাতৃত্ব কল্পনা করা হয়, সেখানে মাতাকে ব্যভিচারিণী বলা হয় মাত্র, কিন্তু মাতা কখনও ব্যভিচারিণী নহেন। তিনি পতির নিত্যসহচরিকা ও পতির ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকারিণী। যেখানে শক্তি স্বতন্ত্রা, সেখানে তাঁহাকে স্বৈরিণী স্বেচ্ছাচারিণী প্রভৃতি বলা হয়। পুরুষোত্তম-তত্ত্বে আনুষঙ্গিকভাবেই তাঁহার শক্তি অনুস্যূত আছেন। পুরুষোত্তম শক্তির অধীন নহেন, শক্তি পুরুষোত্তমের অধীনা। পুরুষোত্তম-শব্দটি বলা মাত্রই তাঁহাকে শক্তি-সমন্বিত বুঝা যায়। রাজা বলিলে যেরূপ রাজার অধীন প্রজা, রাজ্য, রাজদণ্ড, সৈন্য সামন্ত সবই আছে বুঝা যায়, সেইরূপ পুরুষোত্তম বলিলে তৎসঙ্গে তদধীন শক্তিও রহিয়াছে, বুঝা যায়। অতএব যাহারা শক্তিকে পরমেশ্বরী কল্পনা করিয়া পরমেশ্বরের প্রসবকারিণী বিচার করেন অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রসবকারিণী মনে করেন, তাঁহাদের সেই কুবিচার বাধা ও মাকে সমপর্য্যায়ে স্থাপনের ন্যায় অযৌক্তিক অদৈব বিচারমাত্র। মাকে বনিতায় পরিণত করা যেমন অন্যায়, শক্তির প্রভু পতিকে শক্তির প্রসূত জ্ঞান করাও তেমনি অন্যায়। পতিকে পত্নীর প্রসূত পদার্থ জ্ঞান প্রাকৃত সেবা ও ভোগ-বুদ্ধি হইতে উদিত হইয়াছে। মানবের চিত্তের এই ব্যভিচারিণী ভোগবুদ্ধি মহামায়ার কপট-কৃপায়ই উদিত হয়। যোগমায়ার অকপট-কৃপায় ঐরূপ দুর্বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে বিগত হইয়া থাকে।

চালক, পালক একমাত্র কৃষ্ণ, আর সবই তাঁহার আজ্ঞাবাহী।

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যা'রে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥

গুরুসেবা

শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রীতিই জীবের একমাত্র কাম্য। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপালাভই শ্রীকৃষ্ণসেবালাভ, শ্রীগুরুসেবাই কৃষ্ণসেবা। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথগ্‌বস্তু নহেন। কৃষ্ণই নিজে নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে জগতে অবতীর্ণ। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির ন্যায় আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ অন্বেষণটা, আর বিষয়জাতীয় কৃষ্ণ অন্বেষণটা। একটীকে বাদ দিয়া আর একটীর অস্তিত্ব বা সত্তা সম্ভবপর নয়। গুরু বলিলে গুরু ও কৃষ্ণ উভয়কেই বুঝায়, আবার কৃষ্ণ বলিলেও গুরু ও কৃষ্ণ উভয়কেই বুঝায়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম রসপূর্ণ কৃষ্ণবস্তু। সেই কৃষ্ণবস্তু আজ শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মরূপে আমাদিগকে সেবা-সুযোগ দিবার জন্য এ জগতে অবতীর্ণ। শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের সেবালাভই কৃষ্ণসেবা-লাভ, তাঁহার কৃপালাভই কৃষ্ণকৃপালাভ। কৃষ্ণের কৃপা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আজ আমাদের সম্মুখে অবতীর্ণ। শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্ম—শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত কৃষ্ণের কৃপার পৃথক্ বিতরণ নাই। তাঁহাকে যোলআনা চাওয়াই কৃষ্ণকে চাওয়া। তাঁহাকে চাওয়াই আমাদের একমাত্র কাজ। আমাদের সমস্ত কার্য্যের কেন্দ্রস্থলে তিনিই অবস্থান করিবেন। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে। আমাদের শারীরিক, মানসিক ক্রিয়াকলাপ, সাধন-ভজন সমস্তই তাঁহার জন্যই করিতে হইবে। মনে করি, আমাদের স্বীয় পারমার্থিক মঙ্গলের জন্যই তাঁহার সেবার উদ্দেশ্যই করিতে হইবে। তাঁহার কৃপা বা কৃপালাভের জন্য সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে। তিনি বিভুবস্তু, কৃষ্ণবস্তু আর আমি ক্ষুদ্র, অধম পতিত জীব। আমার পক্ষে তাঁহার সেবা-লাভের আশা করা বৃথা—এইরূপ অসম্ভাব-নাকে হৃদয়ে স্থান দিয়া হতাশ হইতে হইবে না। আমি যতই ক্ষুদ্র জীব হইবেও তিনি আমার মত ক্ষুদ্র বস্তুজীবের জন্যই ত' এ জগতে অবতরণ করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

শ্রীগুরু-চরণ, পদ্ম কেবল ভকতি সদন,
তোমা বিনে পতিতপাবন।
জগতে প্রকট ভাই, তাঁহা বিনা গতি নাই,
যদি চাহ আনন্দ তুফান।।
তাঁহার চরণ ধরি,' তদাদেশ সদা স্মরি'
ভকতিবিনোদে দেহ' দান।

তিনি গোলোকের বস্তু হইলেও আমার জন্য এই জগতে পতিতপাবনরূপে অবতীর্ণ। ইহা ত' তাঁহার নিজের বাক্য। সুতরাং আমার হতাশার কারণ কি আছে?

দ্বিতীয়াভিনিবেশ বা ভেদবুদ্ধি হইতেই আমাদের ভয়, শোক, মোহাদি অনর্থের প্রাবল্য আসিয়া আমাদিগকে বিব্রত করিতেছে। মূল একাভিনিবেশ বা শ্রীগুরু-পাদপদ্মে ঐকান্তিকতার অভাব হইতেই এই সব অসুবিধা বা বাধা আসিতেছে। বাধা আসে গতি স্তব্ধ করাইবার জন্য নহে, গতি যাহাতে তীব্র হয় তজ্জন্যই বাধা আসে। সুতরাং বাধা আসিতেছে বলিয়া কৃপাময়ের প্রতি সংশয় বা হতাশা আসিবে কেন? হতাশার ত' কোন কারণ নাই।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা অসীম শক্তি-শালিনী। তিনি যে কোন মুহূর্ত্তে আমার সমস্ত অযোগ্যতা বা অনর্থাদি ছাড়াইয়া তাঁহার সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা আমার উপর বিস্তার করিতে পারেন—আমাকে যে কোন মুহূর্ত্তে কৃষ্ণ দিতে পারেন—এই রূপ বিশ্বাস জন্মে ধারণ করা ত' অনধিকারচর্চ্চা নহে। কৃপা ত' কখনও অধিকার বা অনধিকার, যোগ্যতা বা অযোগ্যতা বিচার করেন না। তিনি যে-কোন ব্যক্তিকে, যে-কোন অবস্থায় আত্মসাৎ করিতে পারেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের এইরূপ দুরবস্থা দর্শন করিয়াই আমাদের প্রতি বিমুখ হন নাই, তিনি যাবতীয় সুবিধা-অসুবিধা বা দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও কৃপা-বিতরণ করিতেছেন। তাঁহার কৃপা বিতরণে কোন কার্পণ্য নাই। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ বলেন যে, অনর্থযুক্ত অবস্থাতেই হরিনাম করিতে হইবে। অনর্থ আছে বলিয়া হরিনামের পথ পরিত্যাগ করিতে হইবে না। কিন্তু অনর্থকে পোষণ করিতে হইবে না, গ্রহণ করিতে হইবে। দুর্বলতা থাকে থাকুক, কিন্তু সেই দুর্বলতা বা অনর্থকে আদর করিতে হইবে না; দুর্ভাগ্য-বশতঃ বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও বিষয়ের দাস হইয়া থাকিতে হইবে না। নিজেকে অযোগ্য দীনহীন কাঙ্গাল বলিয়া ডাকিতে হইবে। বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও আমি বিষয় চাহিব না। বিষয় কখনও আমার মঙ্গলকর হইবে না। এইরূপ আস্থা হইলে শ্রীনামের কৃপা লাভ হইবে।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাবতিথি-পূজা

গত ৩রা সেপ্টেম্বর, বুধবার পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আবির্ভাবতিথি শ্রীশ্রীল ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ সচ্চিদানন্দ প্রভুপাদ ও শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাগোবিন্দের শুভ আবির্ভাব-তিথি-পূজা সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি-পূজা উপলক্ষে শ্রীমঠে প্রাতঃ ৭ ঘটিকার সময় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাগোবিন্দের মহাভিষেক, বিশেষ পূজা ও ভোগরাগাদি অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর শ্রীমঠের সুসজ্জিত উচ্চমঞ্চে শোভা পাইতেছিলেন। গুরুবন্দন, পঞ্চতত্ত্ব এবং বৈষ্ণবগণের 'বাঞ্ছাপূর্ণ ও পতিত মূক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীগুরু-পূজা সম্পাদিত হয়। তারপর ২০শ বর্ষের শ্রীভক্তির নাদ-আবির্ভাব-সংখ্যা গৌড়ীয় হইতে "শ্রীল-ভক্তিবিনোদাবির্ভাব" প্রবন্ধটী (বিগত ১৭শ বর্ষ গৌড়ীয় হইতে পুনর্মুদ্রিত) শ্রীমঠের ভক্তিবিনোদ" নামক প্রবন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

সভা ভঙ্গ হইলে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পরদিন শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিতে সকালে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ৩য় অধ্যায় ৩য় অধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ১১শ পরিচ্ছেদ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

স্বধামে

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অন্যতম প্রিয়-পার্ষদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি গত ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০শে ভাদ্র শনিবার রাত্রি ২।০ ঘটিকার সময় বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে হরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে প্রায় অশীতিবর্ষ বয়সে নশ্বর শ্রীধাম ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সৌভাগ্যবান্ মহিমা দেখা যায় না। তিনি ছিলেন প্রকৃত মহিমা ভক্ত। তাঁহার আশ্রয়ক, সর্ব্বসহ জীব দৈন্য শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিত্যবর্ত্মানুগ ছিল। তাঁহার অমানিত্ব, নিরভিমান-প্রণতি আগ্রহ, শ্রীগুরু-বৈষ্ণব প্রীতি প্রভৃতি সকলেরই আদর্শ-স্থানীয়। তিনি প্রায় ৩০ বৎসর যাবৎ শ্রীধাম মায়াপুরে বাস করিতেন, শ্রীধামেশ্বর ও শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দের সেবা করিবার সুযোগ লাভ করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন। [illegible] হইয়া [illegible] শ্রীধাম [illegible] শ্রীল আচার্য্যদেবের [illegible] শ্রীধাম মায়াপুরে [illegible] একটী সভার অধিবেশন হয়। মহা-মহোপাধ্যায় [illegible] মহাশয় [illegible] শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

'শ্রীগুরু-পাদপদ্ম [illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫৲, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

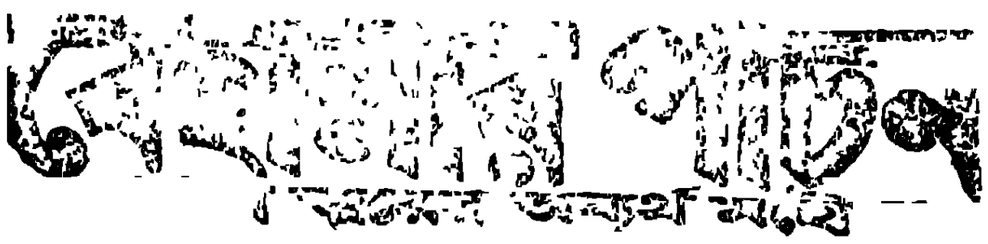

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা, পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

হাওড়া কোর্টে বন্যার্ত্ত ক্ষুধিতদের অভিযান

গত ২৫শে আগষ্ট সোমবার হাওড়া জেলার অন্তর্গত উত্তর ঝাঁপড়দহ, দক্ষিণ ঝাঁপড়দহ, রাজাপুর, মহিসগোট, চকহরি, নার্ণা, পার্ব্বতীপুর, ভগবতীপুর, হাঁটাল প্রভৃতি গ্রামসমূহ হইতে প্রায় দেড় সহস্র বন্যার্ত্ত চাষী ও ক্ষেত-মজুর "আমাদের অন্ন অথবা কাজের ব্যবস্থা করা হোক, বন্যা নিবারণের স্থায়ী ব্যবস্থা করা হোক"—ইত্যাদি ধ্বনি করিতে করিতে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে হাওড়া কোর্টে হাজির হয় এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে।

ইহারা পূর্ব্বেও বহু আবেদন-নিবেদন জানাইয়াছে কিন্তু তৎসম্পর্কে কোনরূপ ব্যবস্থা হয় নাই। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট উহাদের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া উহাদের মাত্র দুইজন প্রতিনিধিকে ডাকিয়া পাঠান। প্রতিনিধিরা তাহাদের দুর্দ্দশার কাহিনী বর্ণনা করে এবং উহার স্থায়ী এবং আশুপ্রতিকার প্রার্থনা করে। প্রতিনিধিরা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নিম্নলিখিত দাবীগুলি পেশ করে:—(১) অবিলম্বে কাজের অথবা খাদ্যের ব্যবস্থা করা হোক, (২) যাহাতে অবিলম্বে সমস্ত মাঠের জল নিকাশ হইয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করা হোক (৩) অন্ততঃ এক বৎসরের খাজনা ও ট্যাক্স মকুব করা হোক, (৪) কৃষি-ঋণ ও বোরো ধান চাষের ব্যবস্থা করা হোক।

ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদের দাবী সম্পর্কে বিবেচনা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন

সীসকের বিষ-ক্রিয়া

বাঙ্গলা সরকারের কেমিক্যাল এক-জামিনার রায় বাহাদুর কে এন, বাগচী নারী ও শিশুদের মধ্যে সীসকের বিষদোষ সংক্রমণ সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেটে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, নরদেহ হইতে নির্গত মলমূত্রাদি এবং দেহতত্ত্ব ও কেশ প্রভৃতির মধ্যে সঞ্চিত সীসক সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া এই তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে যে, হিন্দু মহিলাদের বিশেষ করিয়া বিবাহিতা হিন্দু মহিলাদের চুলের মধ্যে অত্যধিক পরিমাণে সীসক সঞ্চিত হয়। যে সকল স্ত্রীলোকের কেশাভ্যন্তরে সঞ্চিত সীসকের পরিমাণ বেশী, তাহাদের মলমূত্রেও বেশীরভাগ সীসক দেখা যায়। পরীক্ষার দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, বিবাহিত হিন্দু রমণীর ব্যবহৃত সিন্দুর সীসক-দোষ সংক্রামণের কারণ। খাঁটি সিন্দুর অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাধ্য; উহার নাম "রেড ফর্মালাইড্ অব-মার্কারী"। একমাত্র চীনদেশ হইতে উহা আমদানী হয়। উহার নাম 'চীনা সিন্দুর'। অন্যান্য মার্কার সিন্দুরের যে গুলি সৌখিন মহিলাদের জন্য গন্ধযুক্ত করিয়া বিক্রীত হয়, কৃত্রিম সংশ্লেষণে প্রস্তুত লাল রং মিশ্রিত লোহিত বর্ণ সীসক ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। সীসক মিশ্রিত চুলের কলপ, অঙ্গলেপ, অভ্যঞ্জন ও চর্ব্বিযুক্ত মুখরঞ্জন ব্যবহারফলে সীসক বিষ সংক্রমণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা সুগন্ধ তৈল ব্যবহার করেন, তাঁহাদের ললাটস্থ সিন্দুরের সহিত তৈল বা চর্ব্বি মিশিয়া "রেড্-সোপ" নামক একপ্রকার চটচটে পদার্থ গঠিত হয় এবং সিঁথীর উপচর্ম্ম বন্ধুর ও দুর্ব্বল হওয়ায় তাহার মধ্য দিয়া সীসক বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হয়। ইহা ভিন্ন আরও অন্যান্য রূপে সীসক বিষ প্রবিষ্ট হইতে পারে। মাতৃদেহে বিষ প্রবিষ্ট হইলে তাহা তাহাদের স্তন্যপায়ী শিশুদেহে অনায়াসেই সংক্রামিত হইতে পারে।

———

বন্যা ও দুর্ভিক্ষ সাহায্যে ছাত্রগণ

গত ২৪শে আগষ্ট কলিকাতার ছাত্রগণ কর্ত্তৃক "বন্যা ও দুর্ভিক্ষ-দিবস" প্রতিপালন করিয়া দেশের দুর্ভিক্ষ ও বন্যা প্রপীড়িত অঞ্চল সমূহের অধিবাসীদের সাহায্যার্থ অর্থ-সংগ্রহের প্রচেষ্টার কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক ছাত্রদের ঐ মহতী প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করিয়া তাহাদের প্রতি উৎসাহ ও প্রশংসার বাণী জ্ঞাপনে এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। ছাত্রদের প্রচেষ্টা কতদূর ফলবতী হইয়াছে, তাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই।

বিদেশে ভারতীয় কাপড়ের চাহিদা

ভারতের কাপড়ের কলসমূহ প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ হইতে ক্রমান্বয়ে কাপড়ের বড় বড় অর্ডার পাইতেছে। গত জুলাই মাসে বিদেশ হইতে প্রাপ্ত অর্ডারের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে দুই কোটি আশি লক্ষ গজের ঊর্দ্ধে। সংবাদটি ভারতের পক্ষে আশা ও প্রীতিপদ সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাতে বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমূহের স্থান কোথায় তাহা জানা যায়। বাঙ্গলার কাপড়ের কল-সমূহের উৎপাদন যে তাহার নিজ দেশের চাহিদা মিটাইতেই অপ্রচুর, তাহাতে তাহাদের পক্ষে বিদেশের চাহিদা মিটাইবার আশা সুদূরপরাহত। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে বাঙ্গালী ভারতে পশ্চাৎপদ বলিয়াই ত বাঙ্গলার আজ দুর্ব্বহ অর্থসঙ্কট।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ৬ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৫শে ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ১১ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার | ১৫৮ তম সংখ্যা

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিকাশিনী টীকা ও আস্বাদন-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

—::[•]::—

হরিভজনই পরমপ্রয়োজন—এরূপ বিচারকারী ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির দুর্গতি বুঝ্‌তে পারেন। হরিভজন কর্‌লে নিত্যজীবন লাভ হয়। যাঁ'রা হরিভজন করেন, তাঁ'রা মরেন না। ভক্তের কামক্রোধাদি রিপু থাকে না। হরিভজনের প্রবৃত্তি থাক্‌লে ইন্দ্রিয় ও বিষয়কে জোর ক'রে দমন কর্‌বার চেষ্টার দরকার নেই, যেহেতু অকপটে হরিভজন আরম্ভ হ'লে ভগবৎকৃপায় ইন্দ্রিয়ের বিষদাঁত সহজেই ভেঙ্গে যায়।

পরিক্রমণের দ্বারা শ্রীঅর্চ্চার পাদসেবনরূপা উপাসনা হয়। তীর্থ-পরিভ্রমণে বাস্তব বস্তুর কথার শ্রবণ, বাস্তবসত্যের রূপদর্শন, গুণবৈশিষ্ট্য-শ্রবণ প্রভৃতির সুযোগ লাভ হ'য়ে থাকে। আমরা যখন নিত্যমুক্ত ভূমি এখনও লাভ করি নাই, তখন বদ্ধ অবস্থায় আমাদের সাধনের একান্ত আবশ্যকতা আছে। নববিধা ভক্তিই সাধন। নিরন্তর ভগবৎস্মৃতি শুদ্ধসত্ত্ব-হৃদয়ে নিত্যকাল উদয় করার জন্যই শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপা সাধনভক্তির আবশ্যকতা। শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে হেলা করা উচিত নয়। এতদ্ব্যতীত মঙ্গল নেই। শুদ্ধভক্ত-সঙ্গক্রমেই শ্রীহরির শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ সুষ্ঠুতা লাভ কর্‌বে।

আত্মনিবেদনকে কেন্দ্র ক'রে বৈদ্যুতিক চক্রের ন্যায় নবধাভক্তি—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য চক্রাকারে নিরন্তর কর্‌তে হ'বে। এরূপ নবধাভক্তির currentএর মধ্যে প'ড়ে থাক্‌লে আপনারা অমঙ্গলের অবতা হ'তে মুক্ত হ'য়ে হরিসেবায় অধিকার পা'বেন। যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গের কেন্দ্রে আত্মনিবেদনকে রাখ্‌তে হ'বে। হৃদয় যখন ঐ আত্মনিবেদনের বিচারে ভরপুর হ'বে, তখন নবদ্বারবিশিষ্ট শরীর ভোগের দিকে আর যা'বে না, তখনই আমাদের নিত্য পরম বাস্তব মঙ্গলের উদয় হ'বে।

ভাল খাওয়াতে নিজেরই বেশী ক্ষতি হয়। অপরের তাহাতে বিশেষ কিছু অসুবিধা অর্থাৎ হরিভজনের বাধা সৃষ্টি করা হয় না, কিন্তু ভাল পরাটা বেশী অপরাধ। অপরের জন্যই লোকে ভাল পরে। অপরের চক্ষুরিন্দ্রিয় ও কর্ত্তা মনকে হরিভজন হইতে ছুটি করানই ভাল পরার উদ্দেশ্য। গ্রাম্যবার্ত্তা শুনিলে ভাল খাওয়ার চেয়েও নিজের অমঙ্গল বেশী হয়, আর গ্রাম্যবার্ত্তা বলিলে ভাল পরার থেকেও বেশী অসুবিধা অপরের করা হয়। কেবল ভাল না খাইলে আর ভাল না পরিলে নিজের বা অপরের অমঙ্গল করা যদি কিছু নাও হয়, তাহা হইলেও মঙ্গলও কিছু হয় না। কেবলমাত্র গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিলে বা না বলিলে নিজের বা অপরের অমঙ্গল হয় না, মনে হয়, কিন্তু গ্রাম্যবার্ত্তার in substitution কোন ভাল কথা—উঁচু কথা না বলিলে বা না শুনিলে অর্থাৎ চুপ্ করিয়া থাকিলে অপরের ও নিজের সমূহ অমঙ্গলই হয়। কারণ তিনি নিজের অব্যক্ত বাগ্‌বেগের সংরক্ষণ দ্বারা নিজের এবং অপরের ব্যক্ত ও অব্যক্ত বাগ্‌বেগের প্রশ্রয় দ্বারা অপরের কৃষ্ণানুশীলন প্রতিরোধ করিলেন। ভাল খাওয়া পরার ইচ্ছা বা তাহাতে রুচি হরিভজন হইতে অবশ্যই দূরে সরাইয়া দিবে। ভাল ভাল খাওয়া বা পরার ইচ্ছা থাকিলে কখনই হরিভজন হইবে না।

বিষ্ণুর কথা সুষ্ঠুভাবে কীর্ত্তন করিলে বিশ্বের আর কোনও কথা আমাদের স্মরণের মধ্যে প্রবেশাধিকার পাইবে না। যাঁহারা স্ত্রী-পুত্রাদির কথায়, পুঁথিপত্রাদির বাগ্‌বিতণ্ডায় বা প্রাণায়াম-কার্য্যে ব্যস্ত রহিলেন, তাঁহারা হরিভজন করিতে পারিলেন না—হরিভজন করিবার সৌভাগ্য আর তাঁহাদের হইল না। প্রাকৃত গুণাগ্নিচক্রে নিষ্পেষিত হইয়া আমরা এখন ভগবদ্ভজনের সময় পাইতেছি না, কিন্তু স্বরূপের অভিজ্ঞান হইলে সর্ব্বক্ষণ ভগবদ্ভজনের চেষ্টা হইবে—তখন অন্য কার্য্যের সময় থাকিবে না। তখন ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও চিত্ত ক্ষুব্ধ হইবে না। হরিসেবা ব্যতীত ক্ষণকাল অন্য কার্য্যে নষ্ট করিতে প্রাণ ফাটিয়া যাইবে—হরিসেবা ব্যতীত বিন্দুমাত্র কালও ক্ষেপণ হইবে না। কৃষ্ণেতর বিষয়ে স্বাভাবিকী বিরক্তির উদয় হইবে, নিজ উৎকর্ষ থাকা সত্ত্বেও মানশূন্য অবস্থা হইবে, হৃদয় স্বভাবতঃই ভগবৎপ্রাপ্তি সম্বন্ধে দৃঢ় আশা পোষণ করিবে, অভীষ্টসিদ্ধির জন্য সমুৎকণ্ঠা হইবে, শ্রীনামসংকীর্ত্তনে সর্ব্বদা রুচি থাকিবে, ভগবদ্গুণবর্ণনে আসক্তি ও ভগবদ্বসতিস্থলে অবস্থানে প্রীতি হইবে।

শ্রীগুরুকৃপা ও শ্রীকৃষ্ণকৃপা পৃথক্ নহে। গুরুদেব কৃষ্ণভজন ব্যতীত কার্য্যান্তররহিত আর কৃষ্ণও তাঁহার প্রেষ্ঠজনের সেবা ব্যতীত আর কাহারও সেবা অঙ্গীকার করেন না। সকলের সকল সেবা গুরুদেব-কর্ত্তৃকই কৃষ্ণেরই চরণে নিবেদিত হয়। যাঁহাকে নিত্য সেবা করিতে হইবে, তিনি ব্রহ্মাণ্ডবাসী নহেন। শ্রীগুরুদেব ব্রহ্মাণ্ডবাসী জীববিশেষ নহেন। তিনি পতিত জীবগণের উদ্ধারকল্পে কৃষ্ণেচ্ছায় প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া ভাগ্যবান্ জীবকে ভক্তিলতার বীজ প্রদান করেন। কৃষ্ণের প্রসাদ তাঁহা দ্বারাই আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। বীজ পাইয়া উত্তম কর্ষিত ক্ষেত্রে বপন করিতে হইবে, জলসেচন করিতে হইবে, তবেই লতার উদ্গম ও বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গের ফলে হৃদয়ক্ষেত্র কর্ষিত হয়। তাহাতে ভক্তিলতা-বীজ উপ্ত হইলে নিরন্তর শ্রবণ ও কীর্ত্তনরূপ জল দ্বারা সিক্ত করিবার ফলে লতার বৃদ্ধি সাধিত হইবে। লতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের ত্রিগুণের দাসত্ব-শৃঙ্খল ছিন্ন হইতে থাকিবে। আমরা ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহারূপ আগাছা এবং বৈষ্ণবাপরাধ-মত্তহস্তী হইতে বিশেষ সতর্ক থাকিয়া নিরন্তর শ্রবণ কীর্ত্তন রত হইলে লতা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অচিরেই কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষ আশ্রয় করিবে।

হরি সকলের প্রভু আর সকলেই তাঁহার সেবক। হরিকথা শ্রবণ করাও তাঁহার সেবা। যে সকল কথা জগতের ব্যবহারের জন্য, তাহার নাম 'হরিকথা' নহে। হরিকথা-কীর্ত্তনকারী গুরু, আর শ্রবণকারী শিষ্য। হরিকথা শুনিবে কে?—শুদ্ধসত্ত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি। শ্রবণকারী submissive হইবে। যাহারা শুনিতে দ্বিধাবোধ করিবে, তাহাদের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিলে তাহাদের কিছু মঙ্গল হইবে না। শুনিতে কৌতূহল হওয়া দরকার। শ্রবণকারী inquisitive হওয়া দরকার। বৃথা সময় নষ্ট করার প্রয়োজন হইলে অন্য চিন্তাস্রোত আসিবে।

হরিকথায় শ্রদ্ধা হইলে সর্ব্বক্ষণ হরি-কীর্ত্তনে যোগ্যতা হয়। নতুবা প্রাকৃত বস্তুতে বা শব্দে শ্রদ্ধা হইলে অনিত্য ভোগ পরিবর্দ্ধিত হয়। হরিকথায় আস্থা হইলে ইন্দ্রিয়-ভোগ্য ব্যাপারে নভরতা শ্লথ হয়। অতএব কৃষ্ণেতর কথা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকথায় নিরত থাকিলেই জীবের চরমমঙ্গল হয়। সর্ব্বক্ষণ ভগবৎকথা, ভগবানে পূজাবুদ্ধি, স্তবাদি দ্বারা নিজস্বরূপ-জ্ঞানের অভিব্যক্তি, আদরের সহিত পূজা, সাষ্টাঙ্গপ্রণতি ভগবদ্ভক্তগণের অধিকতর পূজা এবং সকল প্রাণিমাত্রে ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত—এইরূপ বিচার উপস্থিত হইলেই সাধনভক্তির ফল আমরা উৎপন্ন হয়।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

* পদ্মনাভ [illegible] গৌরাব্দ ৪৫৫

মঙ্গলোপদেশদাতা

—(*)—

আমরা [illegible] অনর্থগ্রস্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত হও না [illegible] আমাদের হতাশার কোন কারণ নাই। [illegible] — [illegible] শিরোধার্য [illegible] [illegible] শ্রীগুরু কৃপানুগত [illegible] হইয়া [illegible] 'আমা [illegible]' — [illegible] আশ্রয় [illegible] [illegible] তাঁহা [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] করি [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] সাক্ষাৎকার [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] আমার [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] তাঁহাদের [illegible] [illegible] কাবণ [illegible] [illegible] বান [illegible] তাঁহার [illegible] চান [illegible] যায়।

[illegible] বলেন,—'[illegible] প্রভু। আশ্রয় গ্রহণ [illegible] সর্ব্ব [illegible] হয়। [illegible] নিষ্কপট [illegible] কৃষ্ণনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিলে অনর্থ-নিবৃত্তি হয়, জাড্য প্রভৃতি [illegible] করে।' কিন্তু অনর্থগ্রস্ত আমার সর্ব্বক্ষণ শ্রীনামগ্রহণে রুচি হয় না। বিধিবাধ্য হইয়া কোন রকমে সংখ্যা পূর্ণ করি বটে, কিন্তু [illegible] অপতিতভাবে শ্রীনামগ্রহণে রুচি নাই। আলস্য, জাড্য, চিত্তবিক্ষেপ, নিদ্রা প্রভৃতি আসিয়া শ্রীনামের সেবা হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। দেখেন আবার-[illegible] কিছু [illegible] না। এমতাবস্থায় উপায় কি? তৎসম্বন্ধে শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলেন,—"শ্রীনামগ্রহণকালে জড়চিন্তার উদয় হয় বলিয়া শ্রীনামগ্রহণে শিথিলতা করিবেন না। শ্রীনামগ্রহণের [illegible] ফলস্বরূপে ক্রমশঃ ঐ সকল বৃথা চিন্তা অপনোদিত হইবে, তজ্জন্য ব্যস্ত হইবেন না। [illegible] না। কৃষ্ণনামে অত্যন্ত প্রীতির উদয়ে জড়চিন্তার লোভ কমিয়া যাইবে। কৃষ্ণনামে অত্যাগ্রহ না হইলে জড়চিন্তা বিদায় লইবে?" কিন্তু আমরা এতই অমঙ্গলোগ্রস্ত যে, কিছু কাল ঐকান্তিক প্রীতি সহকারে শ্রীনামের আশ্রয় করিতে পারি না। চিত্ত স্বতঃ চঞ্চল হইয়া সর্ব্বক্ষণ প্রতিকূলে শ্রীনামগ্রহণে বাধা জন্মায়। [illegible] তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ করিয়া [illegible] চলিতে চেষ্টা করিলেও [illegible] সেই অনুসারে চলিতে অক্ষম হই। এমতাবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে [illegible] বলেন,—সেই সময় জীবন [illegible] আনুগত্য [illegible] ফেলিতে ফেলিতে যদি [illegible] তাহা হইলে তাঁহারা পথ [illegible] সমাধান বা [illegible] তাঁহারা করিয়া দিবেন। আবশ্যক বা কাতর [illegible] তাঁহারা অবশ্যই দয়া [illegible] হইবে না। [illegible] গোস্বামী প্রভুকে সর্ব্ব [illegible] সেই [illegible] ও [illegible] চরণ [illegible] শিক্ষা করিবেন। বিশেষতঃ [illegible] নিকট তাঁহার [illegible] যোগ্যতার প্রার্থনা [illegible] নামপ্রভু হইয়া [illegible] বিজ্ঞাপন করিলেন। আশাবন্ধ, [illegible] কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন [illegible]। সর্ব্বদা কৃষ্ণকার্য্যে [illegible] আবার নানা প্রলোভন [illegible] আকৃষ্ট করিতে পারে না। [illegible] করিবেন।"

[illegible] হইতে এই সকল কথা শ্রবণ করার পর আর একপ্রকার বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন মনে হয়, শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীনামকীর্ত্তনের কথাই যখন বলেন, তাহাতেই যখন সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয় ও ইহাই যখন মুখ্য ভজন, তখন আর অন্যান্য সেবাকার্য্য করিবার প্রয়োজন নাই, তাহাতে উদাসীন হইয়া কেবলই হরিনাম করিব। হরিনাম ব্যতীত অন্য সকল কর্ম্মকাণ্ড। সুতরাং তাহা কিছুতেই করিব না, যখন এইপ্রকার দুর্ব্বুদ্ধি আসিয়া আক্রমণ করে, তখন শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলেন,—"কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনাম-কীর্ত্তন—তিনটী পৃথক্ অনুষ্ঠান হইলেও তিনটীই একতাৎপর্য্যপর। শ্রীনামকীর্ত্তনের দ্বারা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবা হয়। বৈষ্ণবের সেবা করিলে কৃষ্ণকীর্ত্তন ও কৃষ্ণসেবা হয়। কৃষ্ণসেবা করিলেই নামসংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-সেবা হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিলে কৃষ্ণসেবা ও নামসংকীর্ত্তন হয়।"

আমাদের অনেক সময় মনে হয় যে, যখন নবতত্ত্ব ভজনের মূল, তখন শরীরটাকে খুব হৃষ্ট-পুষ্ট সবল করিয়া রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। শরীরের দ্বারাই ত' সাধন করা যায়। তখন যদি শরীর ভাঙ্গিয়া যায়, দুর্ব্বল হইয়া পড়ে তাহা হইলে সাধন কি করিয়া করিব?—যখন এইরূপ কুযুক্তি আসিয়া ভক্তিকে প্রতিহত করিতে চেষ্টা করে, তখন শ্রীগুরুপাদপদ্ম উপদেশ প্রদান করেন—"শরীরের আরোগ্য ও পুষ্টিবৃদ্ধি হইলেই ভগবানের সেবাপ্রবৃত্তি করিয়া যায়। হরিভজন করিতে আসিয়া [illegible] অভিভূত হইলে চলিবে না। যিনি [illegible] সুখদুঃখ বিচারিত হন না, যিনি কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন, তাঁহার ইতর চিন্তা আসিতে পারে না। রোগের চিন্তা করিতে হইবে না, হরিসেবা না করিলে রোগ হয়। প্রাক্তন কর্ম্মফলে যে শারীরিক বা মানসিক তাপ দেখা যায়, উহাকে ভগবদনুকম্পা জান করিয়া সর্ব্বক্ষণ আবরণমুক্ত হইয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্ম স্মরণ করিবেন।"

অসহায়ের সহায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম যদি মাদৃশ বদ্ধজীবের জন্য সদয় হইয়া এই সকল কথা কীর্ত্তন না করেন, বাস্তবসত্যরাজ্যের দিকে কিরূপে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহার সুকৌশল শিক্ষা না দেন, তাহা হইলে আমাদের কি সাধ্য আছে যে, আমরা ভক্তি-পথে অগ্রসর হইতে পারি। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে পালন করেন। আমাদের মঙ্গলামঙ্গলের ভাবটা সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই উপর দান করিলে আর কোন অসুবিধার কারণ থাকে না। তিনি আমাদিগকে আশ্রয় করিতে—কৃপা করিতে প্রস্তুত। আমরা ষোলআনা তাঁহাকে চাহিতেছি কৈ। সর্ব্বক্ষণ তাঁহার উপদেশানুসারে চলিলে মঙ্গল-লাভ অনিবার্য্য। মঙ্গলময়ের ইচ্ছানুবর্ত্তী হওয়াই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর কর্ত্তব্য। গুরুর উপদেশবাণী শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণই আমাদের একমাত্র সম্বল হউক, তাহাতেই মঙ্গল হইবে।

সাগর মহারাজের মর্ম্ম

——::(*)::——

যাঁহারা হরিভজনের সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহাদের আর মুহূর্ত্তমাত্রও কালবিলম্ব করা উচিত নয়। জগতের যেমন পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয় যে, জগতে ক্রমেই ভীষণ দুর্দ্দিন আসিতেছে। হরিকথা বলিবার বা শুনিবার লোক আর পাওয়া যাইবে না। সকলেই সময় থাকিতে নিজের নিজের মঙ্গল যত শীঘ্র পারেন, করিয়া লউন। ক্রমেই লোকের কপটতা বাড়িয়া যাইতেছে, শ্রদ্ধাবিশ্বাস কমিয়া আসিতেছে। শ্রীল প্রভুপাদ কতরকমে চেষ্টা করিয়াছেন,—এই বিমুখ জগৎকে উন্মুখ করাইবার জন্য। তাঁহার করুণার অবদানের তুলনা নাই। অন্যান্য যুগের লোকগুলি অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল, তাহাদের পিছনে দুই একশ' গ্যালন রক্ত খরচ করিলে হয় ত' তাহারা হরিভজনের দিকে উন্মুখ হইতে পারিত, কিন্তু এখন আর প্রতিটি লোকের পিছনে হাজার হাজার গ্যালন রক্ত খরচ না করিলে একটি লোককে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট করা যায় না। কলিযুগে সরলতা গুণটির বড়ই অভাব। সরলতাই বিশ্বাস বা শ্রদ্ধার মূল। এতদিনের প্রচারের অভিজ্ঞতায় এইটুকু বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, শ্রদ্ধাহীনের নিকট হরিকথা বলিয়া কোন লাভ নাই। উহাতে তাহার কোন মঙ্গল ত' হয়ই না, উপরন্তু বক্তা যদি সরল ও সর্ব্বক্ষণ মহাভাগবতের অকপট শাসনাধীন থাকিবার জন্য আন্তরিক যত্নবিশিষ্ট না হন, তবে তাহারও পতনের সম্ভাবনা খুবই বেশী। তবে সরল ও প্রকৃত হরিভজনেচ্ছু অকপট পরোপকারেচ্ছুগণের লইয়া সর্ব্বত্র হরিকীর্ত্তনের যত্ন করিলে তাহার স্বভজন গুরুত্ব লাভের নষ্ট হয় না বরং উন্নতই হইয়া থাকে। শ্রীগুরুবর্গ অকপট শিষ্যকে শ্রদ্ধালু ও অশ্রদ্ধালু চিনিবার ক্ষমতা শীঘ্রই দান করেন। প্রথম প্রথম সকল লোককেই খুব সরল মনে করা গিয়াছিল; কিন্তু পরে তাহাদের কপট দেখা গেল। অবশ্য তাই বলিয়া যে কেবল জীবের দোষ দেখিয়া বেড়াইতে হইবে, তাহা নয়। আমি সরল হইলে শ্রীগৌরসুন্দর কৃপা করিয়া অপর ব্যক্তি যিনি আমার কথা শ্রবণ করিয়া আমার হরিভজনে সাহায্য করিবেন, তাঁহার সরলতা প্রকাশ করিয়া দিবেন এবং অসরলের হাত হইতেও রক্ষা করিবেন। অনেকে নিরপেক্ষ হওয়ায় মানুষের স্বভাব দেখিলেই বুঝিতে পারে—ইহা কিন্তু "যে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লওয়ায়" লক্ষণ নয়। ইহা অপেক্ষা অল্প সরল হইয়া বিপদের কাছে দুই চারিবার ঠকিলে ক্ষতি নাই, কারণ তাহা হইলেও সরলকে গুরুবর্গ বঞ্চনা করিবেন না, ইহা ধ্রুবসত্য।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রচারের যেরূপ সর্ব্বতোমুখী যত্ন ও চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আর ত্রুটি কিছু নাই—ফাঁক যাহা তিনি রাখেন নাই। শ্রীল প্রভুপাদের বাণীর কোন দোষ নাই আর সাধারণ শিষ্যগী সমাজেরও খুব বেশী দোষ নাই, দোষ আমাদের - যাহারা শ্রীল প্রভুপাদের যন্ত্র সাজিতে গিয়াছিলাম। আমরা স্বচ্ছ—transparent হইতে পারি নাই। অনেকে opaque হওয়ার দরুণ প্রভুপাদের শিক্ষাটি আমাদের মধ্য দিয়া জগতের সম্মুখে প্রকাশিত হইতে পারে নাই। প্রভুর সত্য কথাটা কাহারও কাণে দিবার যত্ন করা হয় নাই। কেবল অর্থশিরির উদ্দেশ্যে স্তোকবাক্য, মঠের দালান কোঠার ঐশ্বর্য্য দেখান আর ভূরিভোজন—এই-ই করা হইয়াছে। এখন আর সে সব নাই। আমরা ধর্ম-চর্চ্চা ছাড়া ভোগীর রসনেন্দ্রিয়ের যোগানদারী করিতে আসি নাই। কেবল মেয়েদের পরিধেয় বস্ত্র করাইবার প্রয়োজন নাই। আমরা কেহ যেন মনে না করেন, উপাধি প্রদানের দ্বারা জগতের অনিষ্ট করা হইয়াছে। প্রসাদের দ্বারা কখনই কোন অনিষ্ট হইতে পারে না। প্রসাদ ত চেতন বস্তু ও তদ্রূপ। কিন্তু তাহার দ্বারা অঙ্গের হাড় অবঙ্গের হইতে পারে না। অচেতন জড়বস্তু বা গুণময়ী মায়াও জীবের ততটা ক্ষতি হয় না, যতটা ইন্দ্রিয়প্রকৃতি বহির্ম্মুখ জীবের দ্বারা হইয়া থাকে। যদি টোলে ভরা দশটা গাধা পড়িয়া থাকে, তবে তাহাতে বিশেষ ভয় হয় না, যদি কোন ব্যক্তি একজন না থাকে, কিন্তু যদি দশটি শূন্য ক্ষীরের বাটি থাকে, তাহা হইলে ভয়ানক বিপদ্ হইতে পারে। সেইজন্য বলিতেছি দায় হইয়াছি। যাঁহারা পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের মতামত জানান উচিত ছিল। হরিকথার কথাটি বা বন্ধুজনের প্রশংসা আমার শ্রবণের অনুকূল নহে। উহা চুরির বাধা করিয়া থাকে। এইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—"সন্তু এবাস্য ছিদন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।" তাহারাই সাধু, যাঁহারা কথার পথে আঘাত দেন। যে আঘাত, তাহার অন্তর্মুখ মনকে একটু আঘাত দিতে পারিবে কিয়ৎক্ষণ সে বিষয়ক চিন্তা করিবে, তাহা হইতে তাহার মনে যে ভাব হইয়াছে, তাহা ত তাহার মনে থাকিবে। যিনি তখন পাওয়া সাড়া দিয়াছেন, তাঁহার ধারণা ছিল প্রচার হরিকথা হয় কিছু হউক মূল হইতেছে ঢাকা। তাহার প্রশ্ন ছিল, কেমন প্রচার হইল? অর্থাৎ সংগ্রহ কেমন হইল। যদি অধিক সংগ্রহ হইত, তাহা হইলে বলা চলিত, তত বেশ ভাল প্রচার হইয়াছে ত'। আর যদি সেরূপ সংগ্রহ না হইত তাহা হইলে তত কই প্রচারের ত' তেমন সুবিধা হয় নাই।

লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহোৎসব

গত ১০ই ভাদ্র, ২৭শে আগষ্ট বুধবার লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠে গৌরানুজজন ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথি পূজা নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তন ও তাঁহার অতিমর্ত্ত্য গুণাবলী আলোচনামুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস প্রাতে শ্রীশ্রীগুরুর মঙ্গলারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে গুরুবন্দনা, গুরুষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও ত্রিতত্ত্বাদি নামের পাশ্চাত্য গীতি কীর্ত্তনান্তে 'শ্রীমদ্-আচার্য্যদেব গীতা' গ্রন্থ বিতরণ হয়। পরে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রতিকৃতি উচ্চাসনে বিচিত্রবেশে পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। বেলা ১২ ঘটিকার সময় শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হয়। ঐ দিন সমস্ত দিবস নানা পুষ্প দ্বারা মঠের গোড়ীয় হইতে শ্রীমন্দির পর্য্যন্ত আচার্য্যদেবের হরিকথা আলোচনা হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুরুবন্দনা, গুরুষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, 'গুরুদেব, কৃপাবিন্দু দাও, যাহা হইতে ভক্তিলতা অঙ্কুরিত হয়ে' পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হইবার পর মধ্যে প্রত্যেক সেবকের নিজ নিজ ভাষায় শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা আলোচনা করেন। পরে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের হরিকথা আলোচনা করেন। অতঃপর সমাগত প্রায় এক শত লোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীগিরিগ্রহের সন্ধ্যারাত্রিকান্তে গুরুবন্দনা, গুরুষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, 'বৈষ্ণবগণের দয়ার সাগর, গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া', 'কবে মুঞ্চ বৈষ্ণব চিনিব হরি হরি' প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর গোড়ীয় হইতে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীব্রতোপলক্ষে প্রদত্ত শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা আলোচনা করা হয়। সেইদিন রাত্রিতেও অনেক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। সমাগত লোকদিগকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ২রা সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ পরমারাধ্য ওঁ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তন ও দিবারাত্র উপবাসমুখে শ্রীমন্দিরের আবির্ভাব-তিথি ও পার্শ্বৈকাদশী তিথির সম্মান করেন।

এতদুপলক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গগানপিকা-নিবাসী রাজীব মধ্যরাত্রে শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি, শ্রীগুরুবন্দনা, গুরুষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ হয়।

শ্রীমন্দিরে ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনের পর বেলা ১২ ঘটিকায় পুনরায় বন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। শ্রীপাদ নেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী ভাগবতরত্ন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীগুরুবৈষ্ণবপূজা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ হয়।

শ্রীমন্দিরে ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনের পর বেলা ১২ ঘটিকায় পুনরায় বন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। শ্রীপাদ নেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী ভাগবতরত্ন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুরুবন্দনা, গুরুষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও শ্রীবৈষ্ণবগণের কৃপাভিক্ষাসূচক বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীগুরুপূজা ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হয়। শ্রীমন্দির ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে গুরুবৈষ্ণববন্দনা, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব ও শ্রীবৈষ্ণবগণের কৃপাভিক্ষাসূচক বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। অতঃপর মহাসেবক শ্রীপাদ নেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীশ্রীল ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য অপ্রাকৃত গুণাবলী একঘণ্টারও অধিককাল কীর্ত্তন করেন।

গত ৭ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার মঠসেবকগণ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় নারায়ণ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের প্রতিরোভাব-তিথি যথোচিত সম্মান করেন।

ঐ দিবস অপরাহ্ণে সঙ্কীর্ত্তন দলের পুরোভাগে শ্রীমন্দির হইতে শ্রীল ঠাকুরের গুণগানমুখে নগর সঙ্কীর্ত্তন হয়। শ্রীপাদ নেত্রানন্দ প্রভু শ্রীমন্দির হইতে শ্রীল ঠাকুরের গুণমহিমা কীর্ত্তন করেন।

ঐ দিবস অপরাহ্ণে লক্ষ্ণৌ বাণপুরস্থ শ্রীযুক্ত দিলীপজী নামক জনৈক ব্যক্তির সাদর আহ্বানে "শ্রীকৃষ্ণভবন" নামক তদীয় ভবনে মঠসেবকগণ গমন করত শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের প্রসঙ্গ পাঠ ও ষট্‌কীর্ত্তন পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠ আদি ও অন্তে গুরুবন্দনা, গুরুষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে কথা বন্দনা ও কীর্ত্তনাদি হইলে শ্রীপাদ নেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীল ঠাকুরের অপ্রাকৃত গুণনিষ্ঠার কথা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর মহাপ্রসাদ কীর্ত্তন হয়।

লক্ষ্ণৌতে প্রচার

গত ৫ই সেপ্টেম্বর শ্রীযুক্ত কামতা প্রসাদজী নামক জনৈক ব্যক্তির সাদর আহ্বানে মঠসেবকগণ তাঁহার বাসভবনে গমন করত 'শ্রীহরিনাম তত্ত্ব' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে গুরুবন্দনা, গুরুষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, বিভিন্ন মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

[illegible] নামক জনৈক [illegible] সেবকগণ [illegible] শ্রীমন্দিরে [illegible] শ্রীপাদ নেত্রানন্দ [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] ব্যাখ্যা করেন। মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

[illegible] শ্রীল আচার্য্যদেবের [illegible] প্রকাশ [illegible] শ্রীমন্দির [illegible] শ্রীল ঠাকুরের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা [illegible] নহে। [illegible] সম্পূর্ণরূপে [illegible] প্রকাশিত না হওয়া [illegible] আমাদের ত্রুটী বশতঃই হইয়াছে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য,	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য,	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি পাইকে	॥৵	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	৯৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক " ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীনিত্যানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রী গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

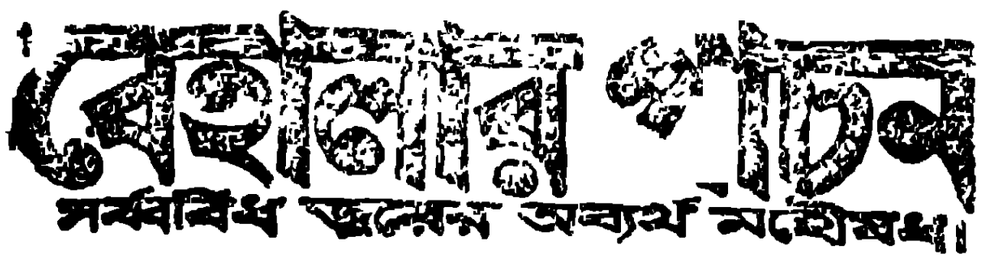

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত ভীষণ শীতকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তি এত অধিক। নিজার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা, পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

বিবিধ সংবাদ

ভারতীয় শিল্পের প্রসার

সরবরাহ বিভাগের একটি প্রেস-নোটে প্রকাশ, ভারতবর্ষ ইতোমধ্যেই ২০ হাজারের অধিক বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে এবং এই প্রকার নূতন দ্রব্যের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতবর্ষে বহু যুদ্ধ-শিল্পের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। পিঞ্জম্যাটিক কম্পাস, দূরবীণ ও যন্ত্রাদি বসাইবার ষ্ট্যাণ্ড প্রভৃতি বহুপ্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদিও প্রস্তুত হইতেছে। গত মহাযুদ্ধের সময়ে সৈন্যদের জন্য ওভারকোটের কাপড়, খাকী সার্জ, ফ্লানেলের সার্টের কাপড় প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের পশমী কাপড় ইংলণ্ড হইতে আমদানী করিতে হইত। কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধের পর ভারতবর্ষে যে সকল বিভিন্ন কারখানা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহারাই বর্ত্তমানে ভারতের সৈন্যদের কাপড় জামার সমস্ত চাহিদা মিটাইতে সক্ষম। এমন কি, বিদেশে প্রেরিত সৈন্যদের চাহিদারও একটা বড় অংশ বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ হইতেই মিটাইতে পারা যাইতেছে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে সৈন্যবাহিনীতে ক্যাম্বিস নির্ম্মিত যে সকল দ্রব্য ব্যবহৃত হইত, তাহার অধিকাংশই শণ দিয়া তৈয়ার হইত। কিন্তু পৃথিবীর মোট শণের শতকরা ৯০ ভাগই রাশিয়ায় উৎপন্ন হয় বলিয়া শণের পরিবর্ত্তে ব্যবহারের জন্য অন্য কোনও জিনিস আবিষ্কারের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত গবেষণার ফলে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে বর্ষাতি, ত্রিপল, খাকী ক্যাম্বিস ও জল বহনের থলিয়া তৈয়ারের জন্য পাট ও তুলার রাসায়নিক সংমিশ্রণে ক্যাম্বিস প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে।

এখন ভারতবর্ষে প্রায় ৫০০ এমন দ্রব্য প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, যাহা হয়ত পূর্ব্বে এখানে মোটেই প্রস্তুত হইত না বা হইলেও বর্ত্তমানের ন্যায় অধিক পরিমাণে হইত না। এ সম্পর্কে গগলস্, চশমা, রবারের দস্তানা, বাটা চামচ, এনামেল ও কাচের বাসন, বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্র, ল্যাণ্টার্ণ ও অন্যান্য প্রকারের বাতি, বেকেলাইটে প্রস্তুত দ্রব্যাদি, মোটর ইঞ্জিনের তৈল এবং সৈন্যদলের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্যাদি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

দেশরক্ষা-বিভাগ, সরবরাহ-বিভাগ এবং শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সহযোগিতার ফলেই ভারতবর্ষে এই সকল দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে।

চুয়াডাঙ্গায় শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী

চুয়াডাঙ্গার সাবডিভিশনাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে, কে, বানার্জ্জি মহোদয়ের একান্ত চেষ্টায় ও সার্কেল অফিসার মিঃ এ, কে, বিশ্বাসের উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গার "শ্রীমন্ত হল" প্রাঙ্গণে একটী প্রদর্শনী খোলা হয়। বাঙলা সরকারের শিল্প-বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত একটী প্রদর্শনী ইউনিট দেশীয় কুটীর শিল্পের বহুবিধ দ্রব্যসম্ভারসহ যোগদান করে। ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মৌঃ কে, এ, রশীদ দর্শকবৃন্দকে ঐ সমস্ত জিনিষের প্রস্তুত-প্রণালী ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রত্যহ বক্তৃতা দিয়া বুঝাইয়া দেন। নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড চুয়াডাঙ্গার স্যানিটারী ইন্সপেক্টরের কর্তৃত্বাধীনে একটী স্বাস্থ্য বিভাগের আয়োজন করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়াও বস্ত্র শিল্পের ও অন্যান্য শিল্পের বিভাগ খোলা হইয়াছিল। মিঃ বানার্জ্জি প্রত্যহ ভিন্ন ভিন্ন লোকের বক্তৃতার ও নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

গির্জ্জার ঘণ্টা গলাইবার আয়োজন

ডেইলী টেলিগ্রাফের ষ্টকহলমস্থিত বিশেষ সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, সুইডেনের পত্রিকাগুলিতে নরওয়ের নাৎসী শাসনকর্ত্তা তেরবোভেনের একটি অদ্ভুত আদেশের সংবাদ বাহির হইয়াছে। এই আদেশে বলা হইয়াছে যে, নরওয়ের সমস্ত গীর্জ্জার ঘণ্টা খুলিয়া ফেলিয়া সেগুলিকে জার্ম্মাণ কর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে।

এই ঘণ্টাগুলির কয়েকটী একশত বৎসরেরও বেশী পুরাতন।

ভারতীয় কাপড় কারখানায় বিপুল অর্ডার

ভারতের সৈন্যবাহিনী এবং ইষ্টার্ণ-গ্রুপভুক্ত বিভিন্ন দেশগুলির জন্য ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলিতে আরও অধিক অর্ডার দেওয়া হইতেছে। গত জুলাই মাসে মোট দুই কোটী আশি লক্ষ গজ কাপড়ের অর্ডার পাওয়া গিয়াছে। খাকী ড্রিল, নীল রঙ্গা ড্রিল সাটীন ড্রিল খাকী টুইল, খাকী সেলুলার সার্টের কাপড়, বৈমানিকদের জন্য সবজে ধূসর বর্ণের সার্টের কাপড়, মোপটা সার্টের কাপড়, মাস্‌রাইসড তুলার কাপড়, কোরো ক্যাম্বিকো, খাকীর ডুসুতি, খাকী ফানেল, মশারির নেট কাপড়, তুলা নির্ম্মিত ক্যাম্বিস ত্রিপল, লক্ষ্য-বস্তু গোপন করিবার জাল, অস্ত্রচিকিৎসার প্রয়োজনীয় সূক্ষ্মবস্ত্র ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি হরেক রকম জিনিষ সরবরাহ করিতে হইবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনন্দীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

৬শ বর্ষ | ৮ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৭শে ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ১৩ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪১, শনিবার | ১৫৯-৬০ তম সংখ্যা

সভায় কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিকাশিনী টীকা ও আস্বাদন-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ পদ্মনাভ অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীগুরুপাদপদ্মস্মৃতি হৃদয়ে রাখিতে হইবে

—::[*]::—

দোষী ও অপরাধীকেই শাস্তি ভোগ করিতে হয়। দোষের দণ্ড ভোগ করিতেই হইবে। দণ্ডদাতা একজন আছেন, তিনি—ভগবান্। যে যে-প্রকারের দোষী, তাঁহাকে সেই প্রকারের দণ্ড ভোগ করিতে হয়। দোষী বা অপরাধীর অবস্থানক্ষেত্র কারাগার। কারাগারে কারারক্ষকের হস্তে তাহার যথোচিত শাস্তি হয়। দোষ করিলে দোষী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবেই এবং সেই দোষ-নির্ম্মুক্তির জন্য তাহাকে নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হইতেই হইবে। যদি সৌভাগ্যক্রমে তাহার অপরাধ বা নিজ দুষ্কর্ম্মের কথা স্মরণ করিয়া নিজকৃত অপরাধের জন্য প্রাপ্য দণ্ডকে দয়া বলিয়া বরণ করিতে পারে এবং নিজ দোষের জন্য অনুতপ্ত হইয়া দোষ সংশোধনের চেষ্টা করে, তাহা হইলেই তাহার কারাগার হইতে মুক্তির প্রস্তাব না থাকে, নতুবা নহে। দোষীর দোষ সংশোধিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে পুনঃ পুনঃ কারাক্লেশ ভোগ করিতেই হয়।

জড়জগৎ বদ্ধজীবের কারাগার। জগদ্বাসী হরিবিমুখ জীবই দোষী। অপরাধবশতঃই সকলকে ত্রিতাপে তপ্ত হইতে হয়—কায়িক, বাচনিক ও মানসিক ক্লেশে জর্জ্জরিত হইতে হয়। কারাকর্ত্রী মায়াদেবী অপরাধী জীবকে নানা উপায়ে বিভিন্ন প্রণালীতে সর্ব্বক্ষণই দণ্ড প্রদান করিতেছেন। হরিবিমুখ জীবকে মায়া অনুক্ষণ শাস্তি প্রদান করেন। কৃষ্ণদাস জীব কৃষ্ণদাস্যে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে এইরূপ শাস্তিভোগ করিতেই হইবে। জীবের 'আমি কৃষ্ণদাস'—এই জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত এবং সর্ব্বক্ষণ এই দাস্যে নিযুক্ত না থাকা পর্য্যন্ত চৌরাশিলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতেই হইবে।

কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস প্রভু॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

এইরূপে বহির্ম্মুখ কৃষ্ণসেবাবঞ্চিত বদ্ধ জীবকে চৌরাশিলক্ষ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে হয়। গুরুকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া অপরাধ-নির্ম্মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের এইরূপ কষ্ট স্বীকার করিতেই হইবে। কৃষ্ণপাদপদ্মে অপরাধী জীবের কৃষ্ণচরণে শরণাপত্তি ব্যতীত নিস্তারের অন্য উপায় নাই। সাধুসঙ্গক্রমে নিজতত্ত্ব ও প্রভুতত্ত্ব অবগত হইতে না পারিলে অনন্তকাল ধরিয়া এইরূপ যাতনা ভোগ করিতেই হইবে। দাসের প্রভুচরণে শরণগ্রহণই কারামুক্তির একমাত্র উপায়। শরণাগত হইলে আর এইরূপ দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হইবে না। কৃষ্ণের সেবক জীব কৃষ্ণসেবা চায় না এবং সেবা করে না বলিয়াই জীবের এত দুঃখকষ্ট। জীব কেন এত কষ্ট পায়? তাহার অপরাধ কি? তদুত্তরে শাস্ত্র বলেন,—

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস, তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তা'র গলায় বাঁধিল॥

জীব কৃষ্ণের সেবক। কৃষ্ণসেবাই তাহার একমাত্র ধর্ম্ম। কৃষ্ণের দাস্যই জীবের স্বরূপধর্ম্ম। কিন্তু জীব আজ তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। তজ্জন্যই তাহাকে অসংখ্য প্রকারের ক্লেশ ভোগ করিতে হইতেছে। এইটীই জীবের মূল অপরাধ। এই অপরাধ হইতেই জীবের অন্যান্য অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। কৃষ্ণকে ভুলার জন্যই জীব আজ মায়া কবলিত। কৃষ্ণবিস্মৃতির হাত হইতে রক্ষা না পাইলে অর্থাৎ অনুক্ষণ কৃষ্ণস্মৃতি না থাকিলে জীবের কিছুতেই মঙ্গললাভ হইবে না।

কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ মূল অপরাধ হইতে নির্ম্মুক্ত হওয়া দরকার, নতুবা অন্যান্য অপরাধ দূরীভূত হইবে না। মূল অপরাধ না গেলে সাধনভজনের কোনও মূল্য নাই। এই মূল অপরাধ নির্ম্মুক্ত হইবার কথাই শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

কৃষ্ণকে মনে রাখাই আমাদের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কাজ। যে সকল বিধি এই মূল বিধির অনুগত, তাহাই প্রকৃত বিধি—তাহাই হরিভক্তির অঙ্গ, নতুবা তাহা অবিধি বা হরিভক্তির বাধক। ভগবান্‌কে মনে রাখার যে পথ, তাহাই ভক্তির পথ। যে বিধি আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ ভগবান্‌কে মনে করায়, যে বিধি আমাদিগকে ভগবৎকৃপার কাঙ্গাল করায়, নিজেকে কৃষ্ণদাস দাস্যে প্রতিষ্ঠিত করায়, সেই বিধিই আমাদের নিত্য পালনীয়, আর যে বিধিপালনে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকে মনে রাখিবার, তাঁহার কৃপার কাঙ্গাল হইবার সাহায্য হয় না, তন্নিজজন শ্রীগুরুপাদপদ্মের অযোগ্য কিঙ্করানুকিঙ্করাভিমান হৃদয়ে জাগ্রত হয় না, সে বিধিকে দূর হইতে দণ্ডবৎ করিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে।

ভগবানের সেবক জীব আমাদের ভগবৎসেবাই করিতে হইবে—যে কাজ করিলে ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হয়, তাহাই করিতে হইবে। যদি ভগবান্ সর্ব্বক্ষণ স্মৃতিপটে না থাকেন, তবে কাঁহার সেবা করিব? সর্ব্বক্ষণই ভগবানের সেবা করিতে হয়। যাঁহার সেবা সর্ব্বক্ষণ, সর্ব্বতোভাবে, সর্ব্বাবস্থায় করিতে হয়, তাঁহার কথা যদি সর্ব্বক্ষণ মনে না থাকে, তবে সেবা কি করিয়া হইবে? যাঁহার সেবা করিব, তাঁহার কথা যদি মনে না থাকে, সেব্যবস্তু যদি সর্ব্বক্ষণ সম্মুখে না থাকেন, তবে উদাসীনভাবে—অন্যমনস্কভাবে তাঁহার সেবা কি করিয়া হইবে? হৃদয়নাথ গুরুকৃষ্ণের উপলব্ধি হৃদয়ে যদি সর্ব্বক্ষণ না থাকে, তাহা হইলে সেবা কি করিয়া হইবে? যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম শ্রীগুরুপাদপদ্মকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম বলিয়া জানিতে পারি, যদি সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্মৃতি হৃদয়ে জাগরূক থাকে, যদি 'আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের অযোগ্য কিঙ্করানুকিঙ্কর'—এই শুদ্ধ অভিমানে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারি, তাহা হইলে সব বিপদ্ আপদ্ চলিয়া যাইবে, মঙ্গলময় শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে সমস্ত অমঙ্গলের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে, নতুবা নিস্তার নাই। শ্রীগুরুদেবের কৃপা ছাড়া গতি নাই। তাই সর্ব্বক্ষণ তাঁহার কৃপার কাঙ্গাল হইয়া কেবল তাঁহাকেই ডাকিতে হইবে।

হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মস্মৃতি-সংরক্ষণে বাধা পড়ে এমন কোন কার্য্য করা উচিত নহে। কি সম্পদে, কি বিপদে, কি

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শ্রীল সাগর মহারাজের হরিকথার মর্ম্ম

—:(০):—

শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ কীর্ত্তনবিগ্রহ। সমস্ত গুরুবর্গই কীর্ত্তনবিগ্রহ। কীর্ত্তনই তাঁহাদের বৃত্তি। তাঁহাদের হরিকীর্ত্তনে বাধা দিবার নাই। তাঁহাদের যতক্ষণ ইচ্ছা তাঁহারা কীর্ত্তন করিবেন, কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ—সাক্ষাৎ সরস্বতীর

হরিকথা কখন কখনও শেষ হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিবার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। [illegible] প্রচার প্রয়োজন, তাঁহারা [illegible] থাকিতে পারেন না। যখন সেই [illegible] গুরুদেবের হরিকথাকীর্ত্তনে বিরত [illegible] তখন তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, জগতের বিশেষ [illegible] তাঁহাদের উপস্থিতি হইয়াছে। জগতের লোকের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য দেখিয়া তাঁহারা মোটা দিন করেন।

[illegible] তাঁহাদিগকে কতকগুলি মঠের গদি রক্ষা করিতে হইবে না। কোথাও শ্রীমঠ স্থাপন করিতে হইবে না, 'পাঁচটি মঠ [illegible] একটি চেলা চাই।' কাণা আছে [illegible], সেইটুকু যথেষ্ট। শ্রীগুরুদেবের এই [illegible] প্রচার করা। আচারক ও [illegible] নিষ্ট প্রচার করা হয়, দুই-ই প্রয়োজন হওয়া চাই।

হরিভজন করিতে আসিয়া প্রথমেই [illegible] তাঁহার সহিত [illegible] হইবে। কনিষ্ঠাধিকারীকে [illegible] তখন না [illegible], [illegible] তাঁহারা [illegible] দিবেন, তাঁহাদিগকে আত্মীয়-[illegible]। [illegible] হইবে। নিজের [illegible] দিতে হইবে বলিয়া মঠের কাহারও [illegible] হইবে তাঁহার কখনও [illegible] [illegible] হইবে—তাহা নয়। অথবা আত্মার [illegible] প্রতি [illegible], দেহাদির [illegible] [illegible] উপদেশ [illegible] তত্ত্বকথা [illegible] হইবে তাহার নয়। [illegible] [illegible] করিবেন তাহাকে [illegible] হইবে। তাহার সহিত পরিচর্য্যা, এমন কি, [illegible] কোনপ্রকার বিযুক্ত হওয়া নয়। আর রোগী-দিগকে অত্যন্ত অবহেলা করা হইবে, ইহা চরম পাপ।

ভজনার্থীর সেবককে ব্রত করিতে হইবে। না সত্য, কিন্তু যিনি হরিভজনের তাঁহার ভজনার্থীর দেহকে জড় বলিয়া জ্ঞান করিবেই —এরূপ [illegible] [illegible] আমার [illegible] আসিবার আছে? যিনি হরিভজন করিতে আসিয়াছেন, তিনি আমার গুরুদেবেরই অঙ্গ। এইজন্য শ্রীগুরুদেব দীক্ষাদি দিবার সঙ্গে [illegible] অধিকারীকেও হরিদাসঠাকুর নাম দেন ও 'প্রভু' বলেন। প্রভু বলেন কেন?—না, তিনি আমার গুরুদেবের মনোহভীষ্ট-প্রচারার্থে যোগদান করিয়া গুরুদাস হইলেন—এই বিচারে। গুরুদাস গুরুর অঙ্গ আমার গুরুদেবের—প্রভুর অঙ্গ বলিয়া তিনি আমারও প্রভু। অনেকের বিচার—শ্রীগুরুদেবের অথবা মহাভাগবতের সেবা করিব, আর কাহারও সেবা করিব না। তাহারা নারকী। তাহারা গুরুর বৈভব মানে না—গুরুর অঙ্গচ্ছেদ করিতে চায়। একজনকে মানিব—অপরকে বাদ দিয়া, তাহা কি হয়? শ্রীগুরুদেবে প্রীতি হইলে তাঁহার বৈভবে প্রীতি না হইয়া থাকিতে পারে না। শুধু কনিষ্ঠাধিকারী অথবা নিম্নে যোগদানকারী কেন, সমস্ত জগৎই আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের বৈভব—এই জ্ঞান হৃদয়ে উদিত হওয়া দরকার। ইহারই নাম জীবে দয়া। জীবে দয়া মানে দেহে দয়া নয়। গুরুদেবের গোষ্ঠী-বিস্তারই জীবে দয়া। সমস্ত গুরু-বর্গই গোষ্ঠীবর্দ্ধন-ব্রতে ব্রতী। কেহ যেন মনে না করেন, 'আমার আচার্য্যদেব বিবেকানন্দী। তিনি গোষ্ঠ্যানন্দিশ্রেণীর। ভক্তি-বিনোদ-গোষ্ঠী তাঁহার প্রাণ, সেই গোষ্ঠী ত্যাগ করিয়া তিনি একমুহূর্ত্তও থাকিতে পারেন না। ভক্তিবিনোদগোষ্ঠী বিস্তার ব্যতীত তাঁহার আর চেষ্টা নাই। ভক্তিবিনোদের বংশবিস্তারে যত্নবান্ না হইলে তিনি কৃপা করিবেন কেন? আমরা যতটা জীবে দয়া-বিতরণ করিব, ততই জীবের মালিক শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর কৃপা পাইব। তাঁহার কৃপাতেই শ্রীনামের রুচি হইবে। যদি বিস্তার বা প্রচারই না করিবে, তবে মহাপ্রভু কেন প্রথম নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে জীবের দ্বারে দ্বারে পাঠাইলেন? সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের ত্যাগী জীবকে কৃষ্ণপাদপদ্মে টানিয়া দেন অর্থাৎ মহাভাগবত করিয়া দেন। মহাভাগবত ত জীব দেখেন না—সর্ব্ব তাঁহার গুরুদেবের বৈভব দর্শন করেন। আমরা কনিষ্ঠাধিকারী বলিয়া বসিয়া থাকিব অর্থাৎ কেবল গুরুদেবকে মানিব, অন্য তাঁহার স্ফূর্ত্তি অনুভব করিব না, এই বিচার লইয়া কি থাকিব? আমাদের পক্ষে এরূপ করা উচিত নয়। গুরুদেবের কৃপাটী গ্রহণে পশ্চাৎপদ হইতে নাই। তিনি সর্ব্বদাই আমাদিগকে মহাভাগবত-রূপ দর্শনে অবস্থিত করিতে যান।

আমাদের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হরিকথা বলিতে হইলে ভাষার দিকে বেশী লক্ষ্য না দেওয়াই ভাল। সর্ব্বদা গুরুবর্গের শরণাগত থাকিয়া তাঁহাদের স্মরণ করিতে হয়। তাঁহারা যাহা বলান, তাহাই বলিতে হইবে। বেশী ভাষার দিকে নজর দিতে গেলে ভাষার পারিপাট্য ও বাহ্যমুখের কর্ণমনোরঞ্জনের দিকে, আর সেই সঙ্গে নিজের প্রতিষ্ঠার দিকে নজর যায়।

অনেককে দেখিতাম, পয়েন্ট যুগিয়ে করিয়া হরিকথা বলিত। অনেকে আমার নিজের বেশ দেখাইয়া শ্রোতা আকৃষ্ট করিত, পাছে চেহারাটা খারাপ দেখা যায়, মনে করিয়া চাটুয়াস্তাদি করিত না। এইগুলি সেক্সার আচার, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের আনুগত্য নয়।

কৌতূহল জিনিষটা বড় খারাপ। কৌতূহল অনেক সময় সংশয় আনিয়া দেয়। কৌতূহল অল্পবিদ্যাভাস পরিচায়ক। যাহাদের হৃদয়ে কোন গভীর চিন্তা নাই, তাহাদেরই কৌতূহল প্রবল হয়। বদ্ধজীবের স্বভাবই সে সকল বস্তুর আবরণ উন্মোচন করিতে চায়। এগুলি চঞ্চল মনের পরিচায়ক। জ্ঞানের অনুশীলন হইলে মনের চঞ্চলতা যায়। ভোগীর মন সর্ব্বদাই চঞ্চল। কর্ম্মীও সর্ব্বদা চঞ্চল। তথাকথিত যে জ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহা বাস্তবজ্ঞান নয়, উহা অজ্ঞান মাত্র। সেইজন্য এই জ্ঞান লাভ করিলে মনশ্চাঞ্চল্য—অযথা কৌতূহল আরও বাড়ে। যেমন "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কি যোগী ছিলেন? তাঁহার ভজন কি প্রকার ছিল?" ইত্যাদি বিষয়ে অযথা কৌতূহল উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে দেখা যায়। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে হৃদয় শুদ্ধ হয়। যতক্ষণ না হইবে জ্ঞানের অনুশীলন হয় না। জ্ঞানীর চিত্ত জড়ে আসক্ত নয়। সে ব্রহ্মজগৎ হইতে একটু নড়াচড়া আরম্ভ করিয়াছে। জ্ঞানীর কোন পুরুষার্থ নাই। শুদ্ধজ্ঞান ব্যতীত ভক্তি হয় না। যে নিজের স্বরূপ জানে না, সে পরের স্বরূপ জানে না, সে কি করিয়া ভক্তি করিবে? জ্ঞানী ভগবানের প্রিয়। "কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া যোগিষ্বধুষ্যাধিকঃ।" কর্ম্মী অপেক্ষা জ্ঞানী ভগবানের প্রিয়। এই জ্ঞানী নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানী নয়। নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানীর গতি নাই। মায়াবাদ-দোষ যাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে তাহার আর উদ্ধার নাই। তাহার চেয়ে ভোগী ভাল। শাঙ্কর অদ্বৈতবাদী হইতে আধুনিক পাশ্চাত্যশিক্ষিত নির্ব্বিশেষবাদী আরও খারাপ। জ্ঞান অপেক্ষা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই পরমা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা। সেই ভক্তিপথে আমাদের প্রগতি হউক। বাসনা থাকিলেই বিঘ্ন আসিবে।

শ্রীধামে কীর্ত্তন

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্ণে নিয়মিত-ভাবে পাঠকীর্ত্তনমুখে হরিকথা আলোচিত হইতেছে। তাহা ছাড়া ইষ্টগোষ্ঠীমুখেও হরিকথা আলোচনা হইয়া থাকে। শ্রীধাম দর্শনার্থ আগত যাত্রিগণের নিকটও শ্রীধাম ও শ্রীধামেশ্বরের মাহাত্ম্যের কথা ভক্তগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

শ্রীচৈতন্যের দয়া

শ্রীচৈতন্যের দয়ার তুলনা নাই। তিনি আমাদের যে কত মঙ্গলবিধান করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। জগতের ভোগিসম্প্রদায় ভোগের একটু অসুবিধা হইলেই চটিয়া উঠে এবং ত্যাগিসম্প্রদায় ভোগকে ছাড়িয়া দিতে বলে। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার ভক্তগণ কাহাকেও কিছু ভোগ করিতে বলেন না, ত্যাগ করিতেও বলেন না। তাঁহারা বলেন, অপ্রাকৃত অধ্যক্ষজ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই প্রত্যেক জীবাত্মার স্বাভাবিক প্রাপ্তির একমাত্র বিষয়। তাঁহাতেই সকল জীবাত্মার নিত্য রাগ প্রযুক্ত হউক। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শিক্ষা-সারে যাঁহারা তৃণ হইতেও সুনীচ, বৃক্ষ অপেক্ষা সহিষ্ণুগুণবিশিষ্ট এবং স্বয়ং অমানী হইয়া অপরকে মান দান করেন কোনপ্রকার প্রাকৃত অভিমানে ব্যস্ত হন না, তাঁহারা দশাপরাধের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া অনায়াসে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে সমর্থ হন ও প্রেমলাভ করেন। শ্রীচৈতন্যচরণ আশ্রয় না করিয়া যদি কেহ শ্রবণকীর্তনাখ্যা ভক্তি আশ্রয় করেন, তাহা হইলে বহুজন্মেও তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই।

শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রেমাগমশিরোমণি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তাহাকে আশ্রয় করিলে কোন বৈষ্ণব বা অপস্বার্থ থাকিতে পারে না। মহাপ্রভুর সেবা করিতে হইলে তাহাকে সর্ব্বপ্রকার অপস্বার্থ ছাড়িয়া দিতে হইবে। একমাত্র গৌরপার্ষদবৈষ্ণবগণই নামভজনকারীর বর্ণিত করেন "নামভজন যাহাতে মনুষ্যকর্ম্ম যাবতীয় সাধনের পথা টিকে আমি সে সমুদয়ের তাঁর বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি।

শ্রীগৌরসুন্দরের 'নামভজন' বৈষ্ণবঠাকুরের আনুগত্যেই সর্ব্বত্র গৌরবিহিত কীর্ত্তন বা গৌরনাম ধাম ও কানের সেবা করা যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় বৈষ্ণবের কৃপার সাক্ষাৎ কার লাভ ঘটে। শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া হইতেই তাঁহার সেবাবিলাসের শেষ উপকরণ বৈষ্ণবঠাকুরের পাদপদ্ম লাভ হয়ে।

আশ্রয়ের আনুগত্যে বিষয়বিগ্রহের সেবা গৌরের জন্যই শ্রীগৌরসুন্দরের আভাব। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

"আশ্রয় লইয়া ভজে তাঁরে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে
আর সব মরে অকারণ।

স্বয়ংরূপ ভগবান্ নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া সকলকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইবার উপদেশ দিয়াছেন এবং নিজেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রূপে অবতীর্ণ হইয়া শরণাগতি আচরণ-পূর্ব্বক শিক্ষা দিয়াছেন। জীবের প্রতি এই করুণা অসমোর্দ্ধা, ইহার তুলনা নাই।

কলিযুগে এই ভূমণ্ডলে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যিনি অনন্তোদয়দয়ানিধি শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে পারিলেন না, তাহার দুর্ভাগ্যের সীমা নাই। যাঁহার কর্ণে শ্রীগৌর-সুন্দরের নাম রূপ লীলা-কথা প্রবেশ করে নাই তাঁহার বাঁচিয়া থাকা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার অমৃত থাকিতে আমরা বিষপান করিয়া মরিয়া রহিয়াছি। আমাদের দুর্দ্দশা দর্শনে বড়ই ব্যথিত চিত্তে খাঁটি কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

পাইয়া মনুষ্যজন্ম, যে না শুনে গৌরগুণ,
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল।
পাইয়া অমৃতখানি, পিয়ে বিষ অভাগিনী,
জন্মিয়া সে কেন নাহি মৈল॥

মনুষ্যজাতি যে দুই পথ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মের দাবি অভিমান করিয়াছে, তাহা হইতে উদ্ধারলাভ করিবার একমাত্র অদ্বিতীয় উপায় সকল মঙ্গলের মূল শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। ইহাই মহাপ্রভুর দ্বিতীয় দেহ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জগদ্গুরুরূপে সকল জীবকে বলিতেছেন,—

'চৈতন্য' মোর, চৈতন্য' প্রাণ
লও 'চৈতন্য'-নাম।
চৈতন্যে' যে ভক্তি করে, সেই মোর প্রাণ॥

মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মের সেবা করা ভিন্ন নিত্য কল্যাণকামী মানুষ পাইবার অন্য কোন কৃত্য নাই। শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ-কীর্ত্তনই শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মের সাক্ষাৎসেবা। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা ব্যতীত মানুষ অযোগ্যতার শ্রীচৈতন্যপাদসেবাপ্রাপ্তি আশা। নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম।' শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নিজে কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের কাম পূরণ করেন।

"তোমার কৃপা বিনা কেহ
'চৈতন্য' না পায়।
তুমি কৃপা কৈলে তাঁরে অন্যে কাহা পায়॥
অযোগ্য মুই নিবেদন করিতে কাঁর ভয়।
মোরে 'চৈতন্য' দেহ' গোসাঞি
হঞা সদয়॥"

বৈষ্ণবের কৃপাদেশ যাঁহার উপর হইয়াছে, তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার স্মরণ লাভ করিয়া থাকেন। তিনি আপাতে বিষয়ে থাকিয়াও একমাত্র গৌরহরির কথাই শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন। তিনি নিশ্চিতরূপে জানেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবের কথা ব্যতীত অন্য কথার অন্ধ-কপর্দ্দক মূল্য নাই। তিনি খুব ভাগ্যরূপে জানেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব যে কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতে যদি কেহ বিন্দুমাত্রও চলিত হন, তিনি ব্রহ্মা, রুদ্র, বরুণ—যিনিই হউন না কেন, যত বড়ই ধর্ম্মপ্রচারক হউন, ধর্ম্মনেতা হউন, তিনি সেই পরিমাণে অসুরাবিষ্ট হইয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"শ্রীচৈতন্যের যিনি দাস, তিনি পরম বাস্তব-সত্যের উপাসক। জগতের মানুষ যাহাকে হোমরা-চোমরা, ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া সাজাইয়া উঠাইয়াছে, তাহাদের কোন কথায় শ্রীচৈতন্যদাস লুব্ধ বা শঙ্কিত হন না—শ্রীগৌরপাদপদ্ম এত বড় সৌন্দর্য্য তাঁহারা দর্শন করিয়াছেন। গৌরভক্তের নিকট বিষয়-বিষধরের দম্ভ ভগ্ন হইয়াছে। শ্রীগৌর-সুন্দরের বাণী যাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, জগতের কোনপ্রকার ছলনা তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করিতে পারে না।"

বস্তুতঃ আমাদের আত্মা সুপ্ত। তাহাকে জাগ্রত করিতে হইলে সর্ব্বক্ষণ শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ ও সেই শ্রবণের অনুকীর্ত্তন করিতে হইবে। শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবঠাকুরের সঙ্গ ব্যতীত আর অন্য কোন সঙ্গ করিতে হইবে না, শ্রীচৈতন্যবাণীতে কখনও উদাসীন থাকিতে হইবে না। শ্রীচৈতন্যবাণীতে উদাসীন হইলে আমাদের সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দয়া হইতে বঞ্চিত থাকে না, পুরুষার্থরূপ ভোগ ও ত্যাগাকাঙ্ক্ষা থাকে না, বড় হইবার অভিমান থাকে না। শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাতেই বৈষ্ণবঠাকুরের সাহচর্য্যে একান্ত নিষ্কিঞ্চনতা লাভ হয়, স্বাভাবিক দীনতার উদয় হয়, শরণাগতি ও আকিঞ্চনতা আসে।

শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার
চিত্তে বহির্মুখ বিষয়ীর চিত্তে না হয় আস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥

নিত্যতত্ত্বের সন্ধান

(পূর্ব্ব)

অনাদিকাল হইতে জীবের মধ্যে নিত্য-বস্তুর অনুসন্ধানস্পৃহা আছে। কাব্য, দর্শন, সাহিত্য, এমন কি, বিজ্ঞান-মন্দির মধ্য দিয়াও জীবের এই শাশ্বতী সংস্কৃতি আত্মপ্রকাশ লাভ করিয়াছে। আদি যুগের মানবসভ্যতা আলোচনা করিলেও সত্যের আলোক-হীন ধর্ম্মবিকার দূরীকরণ অন্ধকারাচ্ছন্নের মর্ম্মভেদ করিয়া বিদ্যুৎরেখার ন্যায় এই প্রবৃত্তিটি দেখা যায়। সভ্যতার আলোক বিকাশ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন স্থান, কাল ও পাত্রের বৈশিষ্ট্যে গড়িয়া উঠিয়াছে—বিভিন্ন ভাষাধারায় অভিব্যক্তি, বিচিত্র সাহিত্য এবং দর্শন। প্রত্যেক দেশকালপাত্রের বিভিন্নতা দর্শন ও সাহিত্যকে বিভিন্ন রূপ দিয়াছে, কিন্তু একটি সনাতনী অচলা সুর সকল বৈচিত্র্যের মধ্য ঐকতানের সৃষ্টি করিয়াছে, সেটি নিত্যবস্তুর অনুসন্ধান। এই অনুসন্ধানের সুরটি এক হইলেও অনুসন্ধানের কাঠামটি বহু বিভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়াছে।

নিত্যবস্তুর অনুসন্ধানের পথে এই যে বিভিন্নতা দেখা যায়, ইহার কারণ কি? এক কথায় ইহার কারণ জীবের অনুসন্ধান-কার্য্যটি যে বদ্ধমনের দ্বারা হয় তাহার অনিত্যত্ব। নিত্যবস্তুর ধর্ম্মে বৈচিত্র্য থাকিলেও বৈষম্য থাকে না আর অনিত্যবস্তুর বৈশিষ্ট্যই এই যে, তাহা সর্ব্বদাই বৈষম্য-যুক্ত। জীবের আত্মা নিত্য। প্রত্যেকটি জীবাত্মার ধর্ম্ম স্বরূপ ভেদও আছে, তবুও সকল আত্মার ধর্ম্মে কোন বৈষম্য নাই। সমস্ত আত্মার ধর্ম্ম এক সনাতন। দেশ, কাল ও পাত্রগত কোন পার্থক্য বা পরিবর্ত্তন তাহাতে হয় না। কিন্তু অনিত্য মনের ধর্ম্ম সর্ব্বদাই ভিন্ন ও পরিবর্ত্তনশীল। একই মানবের মনের গতি দুই চারিঘণ্টা একরূপ থাকে না। একমুহূর্ত্তে যাহা গড়িতেছে, পরমুহূর্ত্তে তাহাই ভাঙ্গিতেছে—ইহাই মনের স্বভাবধর্ম্ম। এই মনের দ্বারা যাহা অনুসন্ধান করা হয়, সঙ্গে সঙ্গেই সেই অনুসন্ধেয় বস্তুটি নানা ভাগে ভাগ হইয়া পড়ে—বিভিন্ন মতামতের পরস্পর বিরোধী ও বৈষম্যযুক্ত।

আমরা যে কাজই করি না কেন, সর্ব্বদাই আমাদের রুচির অনুকূলেই করি। নিত্যবস্তুর অনুসন্ধান করিতে যাইয়াও আমরা আমাদের রুচিকেই বহুমানন করি অর্থাৎ প্রকৃত নিত্যবস্তুর অনুসন্ধান অপেক্ষা আমাদের বহুজনের রুচির অনুকূল বস্তুর নিত্যত্বের অনুসন্ধান করিতে থাকি। যাহার প্রতি স্বাভাবিক রুচি থাকে, তাহার প্রতি অভিনিবেশ হয় পরাদৃঢ়। এই পরাদৃঢ় অভিনিবেশের দরুণ মন ঐ বস্তু ব্যতিরিক্ত যে নিত্য বস্তু আছে, তাহা ভুলিয়া থাকে, উহা হইতে নিরপেক্ষ হইতে পারে না। ফলকথাই হইতেছে যে, যাহাতে রুচি আছে তাহার পরিবর্ত্তন সহ্য করা যায় না। কাজেই কোন বস্তুকে যে মন নিত্য বলিয়া স্থাপন করিতে চাহিবে, ইহা ত আশ্চর্য্যের কিছু না। মহাজনগণ বলেন,—'ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ'। কাজে সেই সেই রুচির অনুযায়ী নিত্যবস্তুর আবিষ্কারও হইয়াছে বিভিন্ন।

বিভিন্ন মতের নিত্যবস্তুর মধ্যে প্রকৃত নিত্যবস্তুর সন্ধানটি এই অনুসন্ধানই প্রকৃত অনুসন্ধান। এখন মনস্তত্ত্ব দিয়া হইতেছে যে, অনুসন্ধান যেখানে থাকিবে তাহার তত্ত্ব করা যাউক না কেন, কাজে হইবে ত' মনের ব্যাপার, এখন যে মন তাহা অনিত্য হওয়ায় নিত্যবস্তুর অনুসন্ধান করা হউক তাহাতে কি? নিত্যবস্তুর অনুসন্ধানের উপায় কি? নেতি নেতি করা, কাজের কথা ও ব্যবহার করিবার উপায় নাই। আমার ত অনুসন্ধানটি ঠিকমতে হইতেছে, নিত্যবস্তুর অনুভবও হইতেছে, কাজেই ত' আমার অনুসন্ধান ঠিক হইতেছে। এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, অনুসন্ধান ঠিক হইলে তাহার ফল ঠিক পাওয়া যায়। শাস্ত্র আমাদিগকে এ বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন—"তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়োঽপি ভিন্না নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।"

No. C 1548

মহাজনপাদপদ্মানুসরণ করিতে পারিলে নিত্যবস্তুর অনুসন্ধান হইতে পারে মানিলাম, কিন্তু মহাজনের অনুসন্ধানই বা এই মনের দ্বারা কি করিয়া সম্ভব ?

মনের দুইটী অবস্থা আছে। যখন জীব ভোগোন্মুখ থাকে, তখন মনটি ইন্দ্রিয়গুলিকে সারথি করিয়া বহির্বিষয়ে ভ্রমণ করে। তখন নিত্য শাশ্বত বস্তুর অনুসন্ধান ইহার দ্বারা সম্ভব হয় না। জীব যখন ভগবদ্ভজনোন্মুখ হয়, তখন মন আত্মার অনুগত হয়, এই শুদ্ধমন নিত্যতত্ত্ব ব্যতীত অনিত্যের প্রতি কখনই অভিনিবিষ্ট হয় না। মন যখন শুদ্ধ হইতে থাকে, তখনই নিত্যতত্ত্বের অনুসন্ধানের স্পৃহা জাগ্রত হয়। যাহাদের মন শুদ্ধির পথে অগ্রসর হয় নাই, তাহাদের যে নিত্যবস্তুর অনুসন্ধান-স্পৃহা দেখা যায়, তাহা আদৌ নিত্যতত্ত্বের অনুসন্ধান নয়। আমরা পূর্ব্বেই একথা আলোচনা করিয়াছি যে, তাহাদের রুচির অনুকূল বস্তু বা বিষয়ের নিত্যত্ব অনুসন্ধানই তাহারা করে—প্রকৃত নিত্যবস্তুর অনুসন্ধান তাহারা করে না। ভোগে যাহার চিত্ত মত্ত, সে স্বর্গের নিত্যত্ব কল্পনা করিবেই। নিজের অস্তিত্বকে সকলেই ভালবাসে, এজন্য যে কোন রূপে তাহার নিত্যত্ব স্থাপন করিতে চায়। আবার অস্তিত্ব থাকাই দুঃখজনক বোধ হইলে বিরাট্ শূন্যতাই একটা অপার শান্তির অনুভূতি জাগায়। তখন দুঃখময় অস্তিত্বের পরিবর্ত্তে তাহাই কাম্য মনে হয়। কাজেই শূন্যবাদের নিত্যত্ব বহুজনের কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়। শূন্যতার মধ্যে অস্তিত্বলোপের জন্য একটা বেদনার অনুভূতি হয়, কাজেই শূন্যতার চেয়ে বিরাট্ একটা অস্তিত্বে অস্তিত্ব মিলাইতে ইচ্ছা হয়। তখন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদের নিত্যত্ব মনকে পরিপূর্ণ করিয়া রেখে। যাঁহারা তাহাও ভীতি বিষয় বলিয়া মাথা ঘামাইয়া হাল ছাড়িয়া দেন, তাঁহারা বলেন, অত হাঙ্গামার কাজ কি, নিত্যবস্তু কিছু নাই-ই। এই মতবাদগুলিকে কেন্দ্র করিয়া অসংখ্য মতবাদের শাখা-প্রশাখা নিত্যতত্ত্বের উদ্দেশ করিবার জন্য উদ্ভূত হইয়াছে। কাজেই যিনি নিত্যতত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহার অনুগমন করাই নিত্যতত্ত্বের অনুসন্ধান। অনিত্যতত্ত্বে যখন আত্মবিষ্ট হইয়া গিয়াছি তখন নিত্যতত্ত্বের যিনি সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহাকে পাইব কি করিয়া ? তাহার উত্তর —তোমার স্বরূপের নিত্যত্বে যদি তোমার বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে এটি জানিতে হইবে যে, সেই নিত্যস্বরূপের একটি নিত্য অবস্থানক্ষেত্রও আছে। এ জগৎ নশ্বর। কোন বিশেষ কারণে সে নশ্বর জগতে অবস্থান করিতেছে। এই অবস্থানের সময় যখন শেষ হইয়া আসিবে, তখনই তুমি নিত্যতত্ত্ববেত্তার দর্শন পাইবে। যদি তাঁহার নিকট নিত্যতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে পারে, তাহা হইলে পাইবে, নতুবা পাইবে না। নিত্যতত্ত্বে যিনি প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার কৃপাদৃষ্টি না হইলে এই অনিত্য জগতে অবস্থানের মেয়াদ শেষ হইতে পারে অথবা পুনরপি ঃ পরম নিত্যতত্ত্ব শ্রীভগবানের ধামে অনন্ত জগতে অবস্থানের সময় শেষ হইতে পারে। যে কোন প্রকারে অনিত্যে অবস্থানের মেয়াদ শেষ হইলেই বাস্তবিক নিত্যতত্ত্বের অনুসন্ধানস্পৃহা উদিত হয়। প্রকৃত নিত্যতত্ত্বের অনুসন্ধানস্পৃহা জাগ্রত হইলে নিত্যতত্ত্ববেত্তার সন্ধান পাইতে বিলম্ব হয় না। যাঁহারা নিত্যতত্ত্ববেত্তার সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহাদের দায়িত্বটি কত বড় এখন একবার চিন্তা করা প্রয়োজন। নিত্যতত্ত্ববেত্তার সঙ্গ পাইয়াও যদি নিত্যতত্ত্বের অনুসন্ধানে মন না হয়, তাহা হইলে কিরূপ দুর্ভাগ্য। নিত্যবস্তুর সন্ধানে আসিয়া ভোগোন্মুখ মনের অনুকূল বস্তুকে নিত্যজ্ঞান করিলে মানব প্রতিষ্ঠা পাওয়া উচিত নয়। এটি মনের প্রবল কপটতা মাত্র। নিত্যতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে হইলে অনিত্যের প্রতি প্রীতিকে বিদায় আসা দরকার। অনিত্য বস্তুর প্রতি প্রীতি বিদায় না আসিলে নিত্যবস্তুর অনুসন্ধান-স্পৃহা কেন আসিবে ? অনিত্যবস্তুতে তৃপ্ত থাকিবার ইচ্ছাকেই মনের অন্ধত্ব বলা হইয়াছে। "নায়মন্ধো যদবিদ্বাংসমন্ধবদেবানুবিধীয়তে।" অনিত্যের প্রতি মনের অতৃপ্তি বিদায় আসিলে তখন শ্রুতি আমাদের জানাইয়াছেন—"নায়মন্ধো যদবিদ্বাংসমন্ধবদেবানুবিধীয়তে।" অতএব মায়ামোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান্। নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করহ সন্ধান॥" আমাদের কর্ণ পথে প্রবেশ করে। অনিত্যকে অনিত্য বলিয়া দৃঢ়ভাবে জানা হইয়াছে, আমার ভোগোন্মুখ রুচির অনুকূল অনিত্যকে নিত্য অথবা নিত্যের সহিত অনিত্যের কিছু মেলান মিলাইবার প্রবৃত্তি দূর হইয়াছে বলাই 'অতএব' শব্দের অর্থ হইয়াছে। এই অবস্থায় কি করিতে হইবে ? মায়ামোহ—অনিত্যের প্রতি প্রীতিকে দূর করিতে হইবে। অনিত্যে আত্মনিবেদন মন অনিত্যের প্রতি প্রীতি হঠাৎ ছাড়িতে পারে না সত্য, কিন্তু প্রীতির নোঙ্গর পুঁতিয়া রাখিতে হইবে না। অনিত্য-বস্তুর প্রতি প্রীতি দূর হউক এই সঙ্কল্প দৃঢ় করিতে হইবে। এই সঙ্কল্প দৃঢ় হইলে নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তির সন্ধান করিতে পারা যাইবে। কৃষ্ণভক্তির সন্ধান করিতে পেলেই নিত্য ভজনকারী আমার নিত্য ভজনপর স্বরূপ ও নিত্যভজনীয়ের স্বরূপের সন্ধান আপনাই হইয়া যাইবে। স্বরূপের সন্ধান জানা গেলে তখন প্রাপ্তির অনুসন্ধান আসিবে। প্রাপ্তির অনুসন্ধানটিই কৃষ্ণভক্তির অনুসন্ধান। এই অনুসন্ধানের আর নিবৃত্তি নাই। এজন্মিয় অর্থাৎ চরমপ্রাপ্তিতেও অনুসন্ধান চলিতে থাকে। অনিত্যের প্রতি অতৃপ্তিই অনুসন্ধানের সোপান। অনিত্যের মধ্যে তৃপ্ত—নিশ্চিন্ত জীবনে একটা জাগাবোধ হইলেই মঙ্গলের সূচনা হইল বুঝিতে হইবে।

নিত্যধামে শ্রীপাদ রেবতীরমণ প্রভু

নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পিত, শ্রীচৈতন্য-মঠের অন্যতম অকপট সেবক শ্রীপাদ রেবতী-রমণ ব্রহ্মচারী ভক্তিনিশ্চয় প্রভু শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মে সর্ব্বাত্মসমর্পণপূর্ব্বক প্রায় দ্বাদশ বর্ষকাল কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে আত্মরক্ষতার সহিত শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিয়া গত ১০ই সেপ্টেম্বর ২৪শে ভাদ্র বুধবার বেলা ৯ ঘটিকার সময় শ্রীহরিনাম করিতে করিতে কৃষ্ণকান্তলীলাস্থলী বিপ্রলম্ভ-ক্ষেত্র শ্রীকুরুক্ষেত্রে শ্রীব্যাসগোড়ীয়মঠে অপ্রকট হইয়াছেন। তাঁহার অপ্রকট-সংবাদে আমরা সকলেই অত্যন্ত মর্ম্মাহত ও ব্যথিত। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মের সেবায় উৎসর্গীকৃত-প্রাণ শ্রীপাদ ভক্তিনিশ্চয় প্রভু শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্ম আশ্রয়ের পথম হইতে শ্রীগৌরধামে বহু দিন বাস করিয়া শ্রীধামের সর্ব্বতোমুখী সেবা করিয়াছেন। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীমন্দির-সমূহ তাঁহার সেবাদর্শের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছে। তাঁহার শ্রীধাম-নিষ্ঠা, সেবোৎসাহ, দৃঢ়চিত্ততা, সেবাদক্ষতা, অকপট দৈন্য ও সহজ সরলতা শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছে। তাঁহার শ্রীশ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সৎসাহস দেখিয়া বিরোধিগণ তাঁহাকে যমের ন্যায় ভয় করিত। তাঁহার আন্তরিক সেবাচেষ্টা দেখিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও তদনুগ বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁহার সহজ সেবাপরতা দ্বারা তিনি শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার বাস্তবসত্যের প্রতি দৃঢ়তা, হরিকথা শ্রবণাগ্রহ, গুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধা ও প্রীতি আমাদের সকলেরই আদর্শস্থানীয়।

তিনি গুরুবর্গের কৃপাদেশে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ, মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, রেঙ্গুণ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ, হরিদ্বার শ্রীমায়াপুর-গৌড়ীয়মঠ, শ্রীপুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠ এবং অন্যান্য মঠেরও সেবা করিয়াছেন। ইনি কিছুদিন পূর্ব্বে মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে কলিকাতায় আগমন-পূর্ব্বক তথা হইতে রেঙ্গুণ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়-মঠ ও শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ প্রভৃতি বিভিন্ন মঠের সেবাকার্য্য পরিদর্শন ও হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে উপস্থিত হন এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসবে সর্ব্বতোমুখী সেবা এবং শ্রীল আচার্য্য-দেবের শ্রীমুখে ৭ দিবস সপ্তাহকাল শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ ব্যাখ্যা ও প্রশ্নোত্তরমুখে বিভিন্ন সময়ে ভাবকথা শ্রবণ করিয়া তদনুসারে জীবন গঠন করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়াছেন। শ্রীগুরুপূজার কয়েকদিন পূর্ব্বে শ্রীল আচার্য্য-দেব কৃপাপূর্ব্বক অযাচিতভাবে তাঁহাকে শ্রীগৌরধামে লইয়া আসেন। শ্রীগৌরধামে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মাঞ্জলি প্রদান করিয়া গৌরলীলাস্থলী দর্শনপূর্ব্বক ইনি গুরুবর্গের কৃপাদেশ শিরে ধারণ করিয়া শ্রীনবদ্বীপধামে গমন করত তথাকার সেবকগণের নিকট অকপ্ট হরিকথা কীর্ত্তন করেন এবং শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপানির্দ্দেশমত শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলীসমূহ দর্শন করিয়া দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইয়া শ্রীকুরুক্ষেত্র শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হন এবং তথায় অভীষ্টদেবের সেবা লাভ করেন। হতভাগ্য আমরা আজ সেই মহাপ্রাণ অকপট গুরুসেবকের সঙ্গহারা হইয়া অত্যন্ত ব্যথিত। তাঁহার সেবাদর্শ ও সেবানিষ্ঠা আমাদিগকে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় অনুপ্রাণিত করুক্,—ইহাই শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের শ্রীচরণে আমাদের কাতর প্রার্থনা।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ঐ দিবস বেলা ৩ ঘটিকার সময় শ্রীপাদ ভক্তি-নিশ্চয় প্রভুর অপ্রকটসংবাদ তারযোগে প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন এবং নানাভাবে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুরুবৈষ্ণববন্দনা, একাদশক ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইলে সেবক-বৎসল শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব আরাত্রিকগৃহে গমন পূর্ব্বক বিরহব্যথিতচিত্তে অনেকক্ষণ যাবৎ শ্রীপাদ ভক্তিনিশ্চয় প্রভুর সেবানিষ্ঠা, সরলতা, দৃঢ়তা, দৈন্য ও অন্যান্য গুণের কথা কীর্ত্তন করিয়া সকলের চিত্তাকর্ষণ করেন। তৎপরে বিরহসূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। শ্রীধামে তাঁহার বিরহোৎসবের কথা আগামীতে প্রকাশিত হইবে।

নিত্যতত্ত্ববেত্তা যে নিত্যতত্ত্বের অনুসন্ধান প্রবাহ প্রবাহিত রাখিয়াছেন, একবার তাহাতে পড়িয়া যাইতে পারিলে আর ভয় নাই। 'কাহার নিকট কি ভাবে সে প্রবাহ আবর্ত্তিত হইবে বা হইতে পারে ইত্যাদি বিচার করিতে যাইয়া জগতের অধিকাংশ ভাগ্যহীন সে প্রবাহের সন্ধান পায় নাই' বুঝিতে পারিলে যুক্তি ও তর্কের দ্বারা সেই নিত্যতত্ত্বের প্রতি অযথা সংশয় আনিয়া লাভ নাই। যাহার ভাগ্য হইবে, সে নিত্যতত্ত্বের সন্ধান পাইবে। যাহার ভাগ্য নাই তাহার "নীরে কাঁদি" করিয়াও "পিয়াস" মিটিবে না। অতএব ভাগ্যহীন নিত্যতত্ত্বকে নিত্যতত্ত্ব জানিল কি না, তাহার জন্য মাথা না ঘামাইয়া আমি যদি নিত্য সত্যকে সত্য বলিয়া জানিয়া থাকি তাহা হইলে "অতএব মায়ামোহ" ছাড়িয়া সেই অনুসন্ধান-প্রবাহে পড়িতে পারিলাম কি না, সেইদিকে যত্নবান হওয়া দরকার।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনবীনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সত্যার্থ কল্যাণকল্পতরু
=৯=
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-
র চিত্ত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু
গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত
ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়া
ছেন। ইহাতে চরম ও
পরম মঙ্গলের কথা আছে।
ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই
নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০
প্রাপ্তিস্থান -
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

বিশ্ব বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈ

১৬শ বর্ষ | ১০ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২২শে ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ১৫ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪১, সোমবার | ১৬১ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা
=০=
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত
এই গ্রন্থ বিকাশিনী টীকা ও
আস্বাদন-ভাষ্যসহ প্রকাশিত
হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা
অতি সুন্দর। ইহা সত্যানু-
সন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই
নিত্যপাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ পদ্মনাভ শর্ব্ব সহর্ষণ গৌরাব্দ ৪৫৫

অভিনিবেশ

—:(৩):—

অভিনিবেশই চেতনের ধর্ম্ম। চেতনাভিনিবেশই চেতনের সহজ স্বভাব। চেতন যেখানে বিকৃত-ভাবাপন্ন সেখানে সে জড়াভিনিবিষ্ট। জড়াভিনিবেশ ও চেতনাভিনিবেশ, এই দুইয়ের যে কোন একটা অভিনিবেশ থাকিবেই। কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুই দ্বিতীয়। সেই দ্বিতীয় বস্তুই মায়া। জীব তটস্থশক্তিপ্রসূত হইলেও তটে তাহার অবস্থান নাই। তটস্থবস্তু হয় জলে পড়িবে, না হয় স্থলের দিকে অভিযান করিবে। জীব হয় মায়ার রাজ্যে, না হয় কৃষ্ণের রাজ্যে অগ্রসর হইবে, মাঝামাঝি আপোষ বা অবস্থান তাহার নাই। আলো ও অন্ধকারের মধ্যে আপোষ হয় না। যেখানে দেহাদির প্রতি অভিনিবেশ, সেখানে আত্মার প্রতি অভিনিবেশ নাই। হয় জীব মায়ামুখী, নয় কৃষ্ণমুখী। আলো ও অন্ধকার একসঙ্গ মুখের দিকে আসিবে না। আলোও থাকিবে, অন্ধকারও থাকিবে, ইহা হয় না। স্বরূপ-শক্তির বিলাস দর্শন না হইলে মায়ার বিলাস দর্শন হইবেই। সূর্য্যের দিক মুখে ফিরাইলে —স্বরূপশক্তির দিকে দৃষ্টি করিলে—সেব্যের প্রতি দৃষ্টি নিযুক্ত হইলে আর মায়ার দিকে দৃষ্টি অর্থাৎ ভোগ্যদর্শন বা দ্রষ্টাভিমান, ভোক্তাভিমান বা প্রভু-অভিমান থাকে না। ভক্তিতে দৃশ্যাভিমানে দ্রষ্টা ভগবানের প্রতি আকর্ষণ আছে। চিত্ত নির্ম্মল না হইলে সেই আকর্ষণ বুঝা যায় না। ভগবানের সহিত ভক্তের যে আকর্ষণ, ইহা সেবোন্মুখের প্রত্যক্ষ ব্যাপার। ইহাতে কল্পনার লেশমাত্রও নাই।

আমি কৃষ্ণপক্ষ গ্রহণ না করিয়া মায়ার সহিত আপোষ করিতে চাই বলিয়া আমার জড়াভিনিবেশ আসিয়া পড়ে। ভক্তিপথে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরিবর্ত্তে মাঝামাঝি আপোষ করিতে চাহিলেই তট হইতে ছটকাইয়া গিয়া হয় ভোগসমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে হইবে, না হয় ত্রিদণ্ডী ত্যাগী সাজিয়া আত্মবিনাশের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে।

যেখানে একাভিনিবেশ, সেখানেই নির্ভয়। একাভিনিবেশের অভাবে দ্বিতীয়াভিনিবেশ বা বহুর প্রতি অভিনিবেশ যেখানে, সেইখানেই ভয়। দ্বিতীয়াভিনিবেশের মধ্যে সম-দর্শন নাই। দেহাত্মাভিনিবেশই দ্বিতীয়াভিনিবেশ। দ্বিতীয়াভিনিবেশে মাংস-দর্শন বা স্থূল-দর্শন প্রবল। একাভিনিবেশে স্বরূপ-শক্তির সহিত ভগবানের বিলাস দর্শন বা সমদর্শন আছে। এই যে একাভিনিবেশ বা শরণাগতি, ইহা ভগবৎকৃপার লক্ষণ। যাঁহার প্রতি ভগবানের কৃপা হইয়াছে বা ভগবানের নজর পড়িয়াছে, তাঁহার শ্রদ্ধা অথবা রুচি এই দুইয়ের যে কোন একটী হইবেই। এই ভগবৎকথায় রুচিই সৌভাগ্যের প্রথম কথা। শ্রদ্ধা বা রুচি যদি না বাড়ে, তাহা হইলে কৃপার সঙ্গে যোগযুক্ত হইতেছ না, জানিতে হইবে। যদি কাহারও এইরূপ দুরবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহার উপায় কি? উপায়—একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানান। যাঁহার কেহ নাই, তাঁহার শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আছেন। তিনি দীনের বন্ধু—অনাথের নাথ—কাঙ্গালের শরণ। কাঙ্গাল কখনও তাঁহাকে না ডাকিয়া থাকিতে পারেন না। কাঙ্গালের দাম্ভিকতা নাই—জাগতিক অভিমান নাই। তিনি দ্বিতীয় বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাই তাঁহার ভয়ও নাই। কৃষ্ণ ব্যতীত যিনি অন্য কিছু চান না, সেই নিষ্কিঞ্চনের আবার ভয় কিসের? শ্রীনামের কৃপাই একমাত্র প্রয়োজন। সুতরাং জীবন, প্রাণ, শক্তি সম্পদ্ সমস্ত দিয়া শ্রীনামের কৃপালাভের জন্য চেষ্টা হওয়া দরকার। তাহা হইলে সমস্ত ভয় ভয় পাইয়া দূরে পলায়ন করিবে।

ভগবৎসাম্মুখ্য দ্বারাই ভগবদ্বৈমুখ্য দূর হয়। সাধুসঙ্গের দ্বারাই সেই সাম্মুখ্য লাভ হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণমুখেই বৈমুখ্যনাশক ভগবৎসাম্মুখ্য হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ
স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

অর্থাৎ জ্ঞানতঃ শ্রীভগবানের সেবাবিমুখতা হইতে জীবের দ্বিতীয় অর্থাৎ ইতরবস্তু মায়াতে অভিনিবিষ্টতা প্রযুক্ত স্বরূপবিস্মৃতি, এক বস্তুতে আর এক বস্তুভ্রম অর্থাৎ বিবর্ত্ত-জ্ঞান এবং তজ্জন্য দেহ, অর্থ, বন্ধু প্রভৃতির জন্য ভয় উপস্থিত হয়। কিন্তু এই সকল দ্বিতীয় বস্তু মায়ার কার্য্য। যাঁহারা বুদ্ধিমান্, তাঁহারা সদ্গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া, শ্রীগুরুদেবকে শ্রীভগবানেরই প্রকাশবিগ্রহ জানিয়া তদানুগত্যে নিত্যকাল একান্ত শ্রীহরির আরাধনায় কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত করিবেন।

যেখানে নিত্যানন্দ, সেইখানেই শ্রীচৈতন্য সর্ব্বদা বিরাজিত। যেখানে জড়ানন্দ অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ অথবা নির্ব্বিশেষ আনন্দের কথা, সেখানে শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ নাই। শ্রীচৈতন্যের উপাসক নিত্যানন্দের আশ্রিত; অনিত্যসুখ বা অনিত্য আনন্দের আশ্রিত ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্যের উপাসক নহে। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছারূপ কামের আনুগত্য শ্রীনিত্যানন্দের আনুগত্য নহে। যেখানে স্বসুখবাসনারূপ কামের আনুগত্য, সেখানেই দ্বিতীয়াভিনিবেশের তাণ্ডব নৃত্য।

হানির জন্য আশঙ্কাই ভয়। এই আশঙ্কার বস্তু প্রধানতঃ তিনটী—ধন, জন ও জীবন। জীবনের আশঙ্কা বা প্রাণভয়ই সর্ব্বপ্রধান। এই প্রাণহানি হইতেও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর যে আর একটী হানি আছে, তাহার কথা কেহ চিন্তা করেন না। সেইটী হইতেছে আত্মার হানি—আত্মার অধোগতি। কিন্তু আমাদের এমনি দুর্দ্দৈব যে, ছাইভস্ম রক্ষার জন্যই আমরা সারাজীবন কেবল ভয়েই মরিতেছি, আত্মার অধঃপাতের কথা একবারও চিন্তা করিতেছি না। সেইজন্যই শাস্ত্র বলিতেছেন,—

যে তৎ শ্রীমৎপদকমলয়োঃ সৌরভীং
মাধুরীং বা
তামাঘ্রাদ্য ক্ষণমপি ন যৎ সর্ব্বতো ত্যজন্তি।
তে বা কষ্টং কিমুত পশবঃ কিং
মৃগা বিক্রচাঃ
কিং গ্রাবাণঃ শিব শিব ন বা
চেতনাভির্বিহীনাঃ॥

যাঁহারা সেই পরমশোভাযুক্ত পদকমলের সৌরভ এবং মাধুর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া মুখে বলেন, অথচ তাহা প্রাপ্ত হইয়াও ক্ষণকালের জন্য দেহ, গেহ, কায় মন, বাক্য সমস্ত বস্তু শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে সমর্পণ করিতে পারেন না, তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের কথা, আর কি বলিব? বলিতে বড়ই দুঃখ হয়, তাহারা

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

কি চেতনতা-হীন পশু, অথবা শুষ্ক বৃক্ষ, অথবা পাষাণ?

ভগবানের চরণে শরণ লইবার আর অন্য নাই। যেকোন ব্যক্তি যে-কোনরূপে একান্তভাবে শরণ লইতে পারে, তদবধি সে ধন, মান ও আত্মীয়-স্বজনের হানিচিন্তায় ভীত, হীনতানিবন্ধন লোক, শোক সুখলাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও অতৃপ্তি, আশার অপূর্ণতা হইতে অনন্ত 'ইহা আনন্দ' হইতে অব্যাহতি হইতে তাপভোগ করে। শ্রীভগবানের অভয় চরণে একান্ত আত্মনিবেদন ও শরণাগতি তাঁহার মায়ামুগ্ধ জীব কখনই মুক্ত হইতে পারে না। এই সংসারে অভয় হইবার উপায় সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

মনোবচঃপ্রাণশরীরধর্ম্মান্
পাদাম্বুজোপাসনয়ৈনিরস্য।
উদ্দণ্ড [illegible]
বিশ্বাত্মনা [illegible] ভবে ভীঃ॥
(শ্রীভাগবত)

এই অনর্থাক্রান্ত দুঃখময় সংসারে শ্রীহরির চরণকমলোপাসনাই একমাত্র সত্য বলিয়া অবধারিত। অনিত্য দেহাদিবিষয়ে 'আমিত্ব' বুদ্ধি লইয়া সতত সহস্র বাসনায় চঞ্চলচিত্ত জীবগণ এই সত্যে বিশ্বাস হইতে সম্পূর্ণ ভয়শূন্য হইতে পারে।

দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতেই ভয় হয়। দ্বিতীয়াভিনিবেশ কি? আমি কৃষ্ণদাস, আমার যাহা কিছু সমস্তই ভগবানের জন্য, কৃষ্ণই আমার একমাত্র সেব্য প্রাণপতি, তিনিই আমার রক্ষক, পালক ও নিয়ন্তা—এইরূপ অভিনিবেশের অভাবই দ্বিতীয়াভিনিবেশ। ভক্তগণ কাহাকেও ভয় করেন না। অখিল জগতে হরিভক্তগণই—কেবল তাঁহারাই নির্ভয়। তাঁহারা কৃষ্ণ ভিন্ন তাঁহারা আর কিছু চাহেন না, আর কিছু জানেন না, আর কোন চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দেন না। তাঁহাদের অন্তর-বাহির কৃষ্ণময়। তাঁহারা জীবন-জীবন কৃষ্ণকে কখনও ভুলেন না। তাঁহাদের প্রগাঢ় চেতনাভিনিবেশ আছে তাই তাঁহাদের সেবাপ্রগতিকে কেহ রুদ্ধ করিতে পারে না। এইরূপ চেতনাভিনিবেশ না হইলে জড়াভিনিবেশ থাকিবে না। চেতনাভিনিবেশ না হইলে মঙ্গলের আশা নাই,—এ কথা ত' জানিলাম, কিন্তু অভিনিবেশ হইবে কিরূপে? সর্বক্ষণ—অনবরত কোন বিষয়ের আলোচনা করিলেই তাহাতে আভিনিবেশ আসে। ভোগ্যবস্তুই জড়, ভোগ্য বস্তুই বিষয়, ভোগ্যবস্তুই মোহিত। ভোগ্য বা জড় বস্তু সব আলোচনা করিতে করিতে জড়াভিনিবেশ হইয়াছে। এখন যদি সাধুসঙ্গ করিতে করিতে সর্বক্ষণ ভগবান্ ও ভক্তের কথা শ্রবণ কীর্তনরূপে আলোচনা করি, তাহা হইলে ভগবানের প্রতি অভিনিবেশ আমাদের নিশ্চয়ই হইবে। এতদ্ ব্যতীত অন্য উপায় নাই। সঙ্গ ও সেবা করিতে করিতেই অভিনিবেশ হয়। আপনি আসে, চেষ্টা করিলেও আসে না। অভিনিবেশ হইলে—

যৎকিঞ্চিৎ

শব্দের সমান ও সমরূপ শব্দাবলী—একার্থ। শব্দ শ্রবণের যে শক্তি ধারণ করেন, তাহা শব্দব্রহ্ম, যে শব্দ শ্রবণ করেন, তাহাও শব্দব্রহ্ম। শব্দব্রহ্ম বহু প্রকার হইলেও তাহা শব্দ। শব্দব্রহ্ম বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি যে-কোন শব্দ শ্রবণ করিলে, তাহার মূলে যে শব্দব্রহ্ম আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন। ভগবান্ শব্দব্রহ্ম, তিনি শব্দাতীত, তিনি শব্দাতীত হইয়াও শব্দময়। শব্দব্রহ্মের সহিত শব্দাতীতের যোগ আছে। যিনি শব্দব্রহ্মের সহিত শব্দাতীতের যোগ দেখিতে পান, তিনি ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া থাকেন।

সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা ভগবৎসেবা হয়। হস্তদ্বারা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবকে প্রণাম, চক্ষুদ্বারা মূর্তিবিগ্রহ ও বৈষ্ণবকে দর্শন, কর্ণদ্বারা তাঁহাদের বাণী শ্রবণ, জিহ্বাদ্বারা ভগবৎ কথা কীর্তন ও প্রসাদসেবন, নাসিকাদ্বারা তুলসীর গন্ধ ও বৈষ্ণবের নিবেদিত সৌরভ আঘ্রাণ, চরণদ্বারা তাঁহাদের গৃহে পদচারণা বিষ্ণুতীর্থাদিতে গমন ও ভ্রমণের দ্বারা হইয়া থাকে। যে ইন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীহরি-বৈষ্ণব সেবা হয় না, তাহা মৃতব্যক্তির ইন্দ্রিয়ের ন্যায়। সেবাযোগ্য হইয়াও যদি না হয়, তাহা মরুভূমিস্থিত চক্ষুর ন্যায় নিষ্ফল, যে মস্তক ভগবৎপাদপদ্মে প্রণতিনিরত নহে, সে মস্তক ভারস্বরূপমাত্র। যে ব্যক্তির নাসিকা বৈষ্ণবনিবেদিত তুলসীর আঘ্রাণ লয় না, তাহা ভস্ত্রাতুল্য। যে হৃদয় বিষ্ণুবৈষ্ণবের পূজা চিন্তা করে না, সে হৃদয় বিষয়াবেষ্টার আবাসস্বরূপ।

সমস্ত ইন্দ্রিয়কে হরিসেবায় নিযুক্ত করা যায় কিরূপে? বাণীর সুষ্ঠু অনুশীলন হইলে ইহা সম্ভব হইতে পারে। বেদোন্মুখ বাণী সমস্ত ইন্দ্রিয়কে চালিত করিবে। বেদোক্ত শব্দাবলী হইয়া কর্ণদ্বারা হরিকথা শ্রবণ করিলে তাহা হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে। তারপর সেই শ্রৌতবাণী রসনাপথে স্বয়ং উদিত হইবেন।

ব্যবধানযুক্ত নামগ্রহণ বা হরিকথা-কীর্তনে ফলোদয় হয় না, অপরাধ মাত্র হইয়া থাকে। ব্যবধান দুই প্রকার—তত্ত্ব ব্যবধান ও বর্ণ ব্যবধান। দেহ, গৃহ, সোভ, জনতা, পাণ্ডিত্য অথবা তত্ত্ব ভ্রমাদি চারিপ্রকার অনর্থই তত্ত্ব ব্যবধান। এই ব্যবধান দূর হইলে তখন নিরন্তর নাম হয়। নিরন্তর অর্থাৎ অন্তর বা ব্যবধানশূন্য। অন্তর বা ব্যবধান চলিয়া গেলে অনর্থনিবৃত্তি হইয়া নিষ্ঠা বা নৈপুণ্য হইয়া থাকে।

যাঁহারা শ্রীভগবান্‌কে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা নিজেদেরকে সুখ ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের সেবায় সতত নিযুক্ত রাখেন। যাঁহার যে পরিমাণে ভোগপ্রবৃত্তি আছে, তাঁহার সেই পরিমাণে ভগবৎ অবিশ্বাস অবশ্যই আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ভগবদ্ বিশ্বাসের মূলেই—ভগবান্‌কে বিশ্বাস না করার ধরণের সংস্কার থাকে এবং এই সংসারে অন্যান্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে আসক্তি ও ভোগবুদ্ধি হইয়াছে। সেখানে বিশ্বাস থাকায় আছে অথচ ভোগবুদ্ধি আছে ইহা হইতে পারে না।

যাঁহারা ভোগে আসক্ত হইয়া ভোগকেই জীবের একমাত্র নিত্য বলিয়া মনে করেন, তাহারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নানাদেব-দেবীর আরাধনা করেন বা স্বয়ং পুরুষোত্তম যে ভগবান্, যাঁহার নিঃশ্বাসে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, দেব-মনুষ্য, গ্রহ নক্ষত্র সমস্তই নিঃশ্বসিত হইতেছে, তাঁহাকে অবিশ্বাস করেন। তাঁহারা ভগবান্‌কে ক্ষমতাহীন এবং অন্যান্য দেবতার সমানজ্ঞান করিতেও কুণ্ঠিত হন না। কেহ স্বীকার করুক আর নাই করুক, ইহা বাস্তবপক্ষে নাস্তিকতা ছাড়া আর কিছু নহে। যাঁহারা সর্বৈশ্বর্যশালী শ্রীভগবানের পূর্ণ অস্তিত্ব স্বীকার করেন, ভগবান্‌কে সর্বশক্তির একমাত্র আধার, সর্বশাস্ত্রের একমাত্র আকর না জানিয়া তাঁহাকে যতটুকু কম মনে করেন, তাঁহারা ততটুকুই নাস্তিক। ভগবান্‌কে একেবারে অস্বীকারকারীই পূর্ণ নাস্তিক। ভগবান্ আছেন, তিনি সকল বিভুর বিভু, তিনি সর্বেশ্বরেশ্বর, চিদ্‌চিৎ জগৎ সমস্তই তাঁহা হইতে উদ্ভূত, আমরা সকলেই তাঁহার দাস, তাঁহার নিত্যসেবক—ইহা নাস্তিক বিশ্বাস করে না।

দেবতাগণের দ্বারা নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ করাইয়া লইবার, তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া তৎপরিবর্তে ভোগ আদায় করিবার দুর্বুদ্ধি তাঁহার নাই, যেহেতু তাঁহার বিন্দুমাত্রও ভোগবাসনা নাই। ভোগ ত' দূরের কথা, মোক্ষকেও তিনি ধুক্কার দিয়াছেন। ভোগমোক্ষের অতীত পরমাদ্ভুত প্রেমভক্তির আরাধনা সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি অন্যান্য দেবদেবীগণকে শ্রীভগবানের তত্ত্বার বা ভাগবত তত্ত্ব জানিয়া তাঁহাদের সম্মান করেন, কিন্তু উপাস্যতত্ত্বে একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া ঐকান্তিকী ভক্তি সাধন করেন।

তিনি জানেন, একমাত্র শ্রীভগবান্‌ই সকলের মূল—সকলের প্রভু। আর সকলেই তাঁহার অংশ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। সুতরাং একমাত্র তাঁহাকে পূজা করিলেই সকলের পূজা করা হয়; আর কাহারও পূজা বাকী থাকে না। সেইজন্য তিনি সকলকে যথাযোগ্য সম্মানদান করেন, কিন্তু পৃথগ্‌ভাবে দেবদেবীর পূজা বা কাহারও সেবা করেন না।

ভগবদ্ভক্ত পৃথগ্‌ভাবে কাহারও পূজা করেন না সত্য কিন্তু তাই বলিয়া কাহারও প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধা, বিরাগ বা বিদ্বেষ নাই। জগতে কেহই তাঁহার ঘৃণা বা অসম্মাননার পাত্র নাই। তিনি সকলকে মানদানপূর্বক আপনাকে সর্বাপেক্ষা হীনজ্ঞান করেন। ছোট বড় সকলেই সমান—এইরূপ জ্ঞান না করিয়া সকলকে কিরূপে যথাযোগ্য সম্মান করিতে হয়, তাহা একমাত্র ভগবদ্ভক্তই অবগত আছেন। তিনি প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে, প্রত্যেক অণুপরমাণুতে ভগবানের অধিষ্ঠান লক্ষ্য করেন এবং ভগবৎ-সম্বন্ধজ্ঞানে সকলের পূজাবিধান করেন।

এ জগৎ প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে আবার প্রকৃতিতে মিশিয়া যাইবে, ভগবান্ বলিয়া কিছু নাই, নাস্তিকের ইহাই স্বতঃসিদ্ধ ধারণা। নাস্তিক জগৎ মিথ্যা মনে করিয়া সুখেস্বচ্ছন্দে জগদ্‌ভোগ করাকেই জীবনের প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুখলাভ তাহার ভাগ্যে ঘটে না। প্রকৃত সুখ যে কি, সে সম্বন্ধে তাহার ধারণা না থাকায় পরিণামে ক্লেশদায়ক বিষয়ভোগকেই সে সুখ বলিয়া বহুমানন করে। তাহার ফলে সুখলাভ ত' হয়ই না অধিকন্তু সে আরও অধিকতরভাবে অসহ্য যাতনায় নিপীড়িত হইতে থাকে।

ভগবদ্ভক্তই পূর্ণ আস্তিক। ভগবানে এবং ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসে একমাত্র তাঁহারই পূর্ণবিশ্বাস আছে। ভগবান্ চরাচর সকলের প্রভু, তিনি সবই করিতে পারেন, ইহাতে ভগবদ্ভক্তের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ভগবান্ অচিন্ত্যশক্তিশালী—এ বিশ্বাস ভক্তেরই আছে। তিনি ভগবানের প্রত্যেক ক্রিয়া-কলাপে সুদৃঢ় বিশ্বাসবান্ এবং তাহা যে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, পরন্তু চিন্ময়রূপে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অধিগম্য, তাহা তিনি নিশ্চয়রূপে জানেন ও সকলের নিকট কীর্তন করেন।

যথার্থ ভক্ত পরমেশ্বর কৃষ্ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া ভোগ ও মোক্ষের বাঞ্ছা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরে অনন্যভাবে শরণ গ্রহণ করেন। তিনি অন্যান্য দেবদেবীর যাজন করেন না।

দেহে আত্মবুদ্ধিই আমাদের প্রধান ভ্রম। আমরা যখন ভগবৎসাম্মুখ্য বর্জন করিয়া ভোগবুদ্ধি আবাহনপূর্বক আমাদের স্বীয় স্বতন্ত্রতা-রত্নের অপব্যবহার করিয়া মায়ার অধীনতা স্বীকার করি, তখনই আমাদের আত্মজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। তখন মায়া আমাদিগের প্রকৃত আত্মস্বরূপের উপর

পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহ ও মনোবুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্ম দেহরূপ দুইটী আবরণ প্রদান করেন। তখন আমরা আত্মাকে আমাদের স্বরূপ না জানিয়া অনাত্ম আগন্তুক দেহস্বরূপ পোষাককে আত্মা বলিয়া বিশুদ্ধচিত্ত শ্রীগুরু এবং কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত হই। জড় আবরণ ও কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা হইতে বিক্ষেপ এ দুইটি ভগবদ্বৈমুখ্যের ফল। ভগবৎসাম্মুখ্য ভগবদ্বৈমুখ্য দূর করিবার একমাত্র উপায়। ভগবদ্বিমুখতা ও ভোগোন্মুখতা একই জিনিষ। স্বসুখবাসনাই ভোগোন্মুখতা আর কৃষ্ণসুখবাসনাই সেবোন্মুখতা। সেব্যবস্তুর প্রীতিবিধানের নামই সেবা বা পূজা। সেব্য, সেবক এবং সেবা নিত্য। সেব্যের নিত্যত্বে সংশয়যুক্ত হইলে সেবক ও সেবার নিত্যত্ব স্থাপিত হইতে পারে না। কিন্তু সেবাবৃত্তিটি ত' দেহমনের বৃত্তি নহে, উহা আত্মবৃত্তি। আত্মা অবিনশ্বর, নিত্য, স্থিতিশীল। সমপর্য্যায়ভুক্ত না হইলে তদ্দ্বারা প্রীতিবিধান বা সেবা হয় না, সুতরাং সেবকের অবিনশ্বরতা স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে সেবকের বৃত্তি এবং সেব্যের অবিনশ্বরতা আপনা হইতেই স্বীকৃত হইয়া যায়।

আত্মনিবেদন ও ঐক্য

(প্রাপ্ত)

ভক্তরাজ শ্রী প্রহ্লাদ মহারাজ কথিত নবধা ভক্তির প্রথমেই আমরা শ্রবণের কথাটী শুনিতে পাই। শ্রবণের ফলে কীর্ত্তন হয়, কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণ হয়। এইরূপে পর পর স্মরণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদনরূপ নবধা ভক্তির যাজন হয়। আত্মনিবেদন কথাটী সকলের পরে থাকিলেও সাধু ও শাস্ত্র এইটীই সকলের আগে বলিয়াছেন। 'আদৌ অর্পিতা সতি পশ্চাৎ ক্রিয়তে।' জীবের স্ব-স্বভাবগত নিত্য সিদ্ধভাব শ্রীশ্রীগুরুকৃষ্ণে আত্মনিবেদন। তাহা বর্ণাশ্রম হওয়ায় বর্ত্তমানে আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে স্বতন্ত্রভাবে আত্মসংরক্ষণের চেষ্টা হইতেছে। এই বিপরীত বুদ্ধি দূরীকরণের জন্য আমাদের সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরু নিত্যানন্দের নিকট কাতর ক্রন্দন ও কৃপাভিক্ষা করিতে হইবে। তাহা ছাড়া উপায় নাই। শ্রবণ ও কীর্ত্তন আমরা অনেকেই করিয়া থাকি কিন্তু তৎফলে আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন হইল কিনা দেখা প্রয়োজন। জীবের স্বভাবগত সহজ, সরল ভাবটী সুপ্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু শ্রদ্ধাপূতচিত্তে শ্রবণের ফলে আত্মনিবেদনের যোগ্যতার উদয় হয়। আত্মনিবেদনের পর শ্রবণ সুষ্ঠু হয়। আবার শ্রবণের পর আত্মনিবেদনের যোগ্যতা হয়। শ্রীগুরুকৃষ্ণে আমরা আত্মনিবেদন করিতে পারিতেছি না বলিয়াই নবধা ভক্তি যাজন করিয়াও আমরা মঙ্গললাভ করিতে পারিতেছি না। প্রথমেই আমাদের প্রয়োজন কি, তাহা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। নতুবা আমাদের স্বকপোলাশ্রয় করিতে হয় করিলাম, গুরুসেবা করিতে হয় করিলাম, শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে হয় করিলাম, এইরূপ বিধির ধারা বাধ্য হইয়া বা রুটিন বাঁধা কার্য্যের দ্বারা আমরা কখনও ভগবানের অগ্রসর হইতে পারি না। অথবা প্রয়োজন হইলে আমরা নানাভাবে কায়িক, বাচিক, মানসিক, এমন কি, নিজের জীবনকে পর্য্যন্ত বিলি করিতে কুণ্ঠিত হই না, তদ্রূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদনই যখন আমার প্রয়োজন বলিয়া জানিতে পারি, তখন আত্মনিবেদন কেন হয় না, তাহার জন্য আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিয়া থাকি, কিন্তু আমার ত' শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন হইল না। তাই আমি আত্মনিবেদনের প্রয়োজন বোধ করিলাম না। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদনকেই আমি প্রয়োজন বলিয়া জানিতে পারিলে আমি আজ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবার জন্য আকাশপাতাল আলোড়ন করিতাম, নিজের যথাসর্ব্বস্ব শ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পণ করিতাম, জগতের সকলে যাহাতে শ্রীগুরুকৃষ্ণে আত্মনিবেদন করিতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করিতাম।

চেতন—গতিশীল। যেখানে আত্মনিবেদন, সেখানে জড়তা বা স্তব্ধভাব থাকিতে পারে না কিন্তু আমি আমার দিকে তাকাইয়া দেখিলে দেখিতে পাই, আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিতে পারি নাই তাই আমি পঙ্গুবৎ অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। আমি নিজেই নিজের নবধা শ্রবণ করিতে পারি নাই অপরের জন্য কি করিয়া করিব? নিজের আচরণ না থাকিলে পরোপদেশে পাণ্ডিত্যে অপরের মঙ্গল সাধিত হয় না।

চেতনের নিরানন্দ, দুঃখ বা অভাব বলিয়া কোন কথা নাই। কিন্তু পূর্ণচেতন ভগবান্ যাঁহার কথায়ও বা পেলবায় সেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম-হরিজনে আমিয়াও আমাদের চিন্তা, দুঃখ, অভাব, সেবাকার্য্যে নিরুৎসাহতা, আলস্য, জাড্য, মনমরা ভাব প্রভৃতি অপগত হয় না কেন, ইহার অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদনে ত্রুটিই প্রধান কারণ। আত্মনিবেদনকারীর আস্থা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ব্যক্ত করিয়াছেন,—

আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি,
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল,
চৌদিকে আনন্দ দেখি
অশোক অভয়, অমৃত আধার
তোমার চরণদ্বয়
তাহাতে এখন, [illegible]
ছাড়িনু ভবের ভয়॥
তোমার সংসার, করিতে সেবন,
নহিব কাহার ভোগ্য।
তব তত্ত্ব যাহে, কৃষ্ণের সন্তোষ,
হয় পদে সমাধান।
তোমার সেবায়, দুখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ দুখ, পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা দুখ॥
পূর্ব্ব ইতিহাস, ভুলাই এখন,
সেবা সুখ পেয়ে মনে।
আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার,
কি কাজ আর ধনে॥
ভকতিবিনোদ, আনন্দে ডুবিয়া,
তোমার সেবার তরে।
সব চেষ্টা করে, তব ইচ্ছা মত,
থাকিয়া তোমার ঘরে॥

শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদনের একমাত্র উপায় শ্রীহরিকথা শ্রবণ করা। আমরা হয়ত মনে করি যে, আমরা ত' কেহ কেহ দশ, বেশ কিছু বৎসর ধরিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী শ্রবণ করিলাম, কিন্তু কৈ আত্মনিবেদন ত' করিতে পারিলাম না এতদ্বারা ইহা বোঝা যায় যে, শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী প্রবেশ করে, সেই হৃদয় শ্রবণ না করায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী নিজে অনুভবে দাগ কাটিয়া বসে না। হয় একবার দিয়া ঢুকিয়া আর এক বার দিয়া বাহির হইয়া যায়, নয় তোতা পাখীর ন্যায় মুখস্থ শিক্ষা লাভ হয়। সেবোন্মুখ অর্থাৎ নিজের স্বতন্ত্রতা সংরক্ষণ না করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর নিকট হারিয়া শ্রীগুরুদেবের বাণী এরূপ শক্তি বা বিষয় আশ্রয় করে, তাহা সেবোন্মুখ করে প্রবেশ করিয়া শ্রবণকারীর চিত্তে তাঁহার সামঞ্জস্য বিধান প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। তখনই শ্রীগুরুদেবের বাণীর সহিত শ্রবণকারীর চিত্তের ঐক্য হয়। নতুবা নিজের স্বতন্ত্রতা সংরক্ষণ করিয়া অর্থাৎ সেবোন্মুখ না হইয়া শ্রবণ করিলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর সহিত শ্রবণকারীর চিত্তের ঐক্য হয় না। পরন্তু বিরোধ শ্রীগুরুদেবের বাণীর সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। তাই মহাজন গিয়াছেন,

গুরুমুখপদ্ম বাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।

শ্রবণ করিলেই কীর্ত্তন হয়, কারণ কীর্ত্তনীয় ভক্তিই কীর্ত্তনের মূল শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর সহিত যদি শ্রবণকারীর চিন্তা ঐক্য না হয়, তবে সেই অনুকীর্ত্তনের কোন মূল্য থাকে না। তাহাতে নিজের কোন মঙ্গল হয় না, অপরেরও হয় না। তাই আমরা যাহাতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর সহিত আমাদের চিত্তের ঐক্য স্থাপন করিতে পারি, শ্রীগুরুপাদপদ্মে [illegible] ন করিতে পারি, [illegible] পারি, এইরূপ [illegible] ইহাই [illegible]

শ্রীধামে বিদ্যুৎসব

[illegible] সেবক [illegible] প্রভুর [illegible] শ্রীশ্রীল [illegible] ১১ই [illegible] হরিবাসর [illegible] শ্রীপাদপদ্ম [illegible] বঙ্গোপসাগর [illegible] বিলাস [illegible] শ্রীচৈতন্য-[illegible] নিত্যানন্দ [illegible] বিভিন্ন [illegible] মহাজনগণের [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] বিদ্যুদ্বর্ণা [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] বিতরিত হইতে [illegible] হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অপরাহ্ণে বিভিন্ন মহাজন [illegible] মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণে [illegible] দাস [illegible] প্রভু শ্রীপাদ [illegible] কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যারতিকের পর শ্রীগুরু-বন্দনা, গুরুপূজা, পুষ্পাঞ্জলি ও বিভিন্ন মহাজনগণের বিরহোদ্গার শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] বিতরিত হইতে [illegible] কীর্ত্তন করেন। অপরাহ্ণে বিভিন্ন মহাজন [illegible] ও মহাপ্রসাদ বিতরণান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীধামে যাত্রিগমাগম

[illegible] পর্য্যন্ত [illegible] নৌকাযোগে শ্রীধামপরিক্রমণ করিতেছেন। শ্রীধাম-যাত্রী ভক্তগণ তাঁহাদের নিকট শ্রীধামের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়
	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য, পরবর্তী দিনের জন্য।
প্রতিবারে পঙ্‌ক্তি লাইনে	।৵০	।৵০	।৵০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷৵০	
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲	৬৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে পঙ্‌ক্তি ৬	৬৲	৪৷৵০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ভক্তিভাণ্ডার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীনন্দিধানমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব সাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

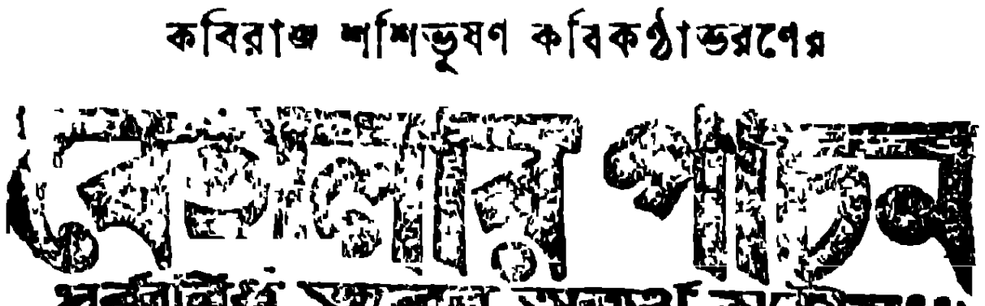

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। নিজার শীতা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা, পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

ব্রহ্মদেশের চাউল নিয়ন্ত্রণ

ব্রহ্ম সরকার একমাত্র রপ্তানিকারকরূপে ব্রহ্মের চাউল রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করিবেন বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অবগত হইয়া ভারতীয় বণিক সংমতির কার্য্যকরী সমিতি কলিকাতা হইতে ভারত সরকারের নিকট এক তার প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারা ঐ তারে ভারত সরকারকে জানাইয়াছেন যে, ব্রহ্ম সরকারের একমাত্র রপ্তানিকারকের ভূমিকা গ্রহণের সিদ্ধান্তের সংবাদে "ভারতবর্ষের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছেন - তাঁহারা এইরূপ গুরুতর আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছেন যে, ইহার ফলে ব্রহ্মের ভারতীয় রপ্তানিকারকদের বিশেষ ক্ষতি হইবে এবং ইহাতে তাঁহাদের ব্যবসায় প্রায় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়াই যাইবে।"

কার্য্যকরী সমিতি ভারত সরকারকে এই অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন ব্রহ্ম সরকারের ঐ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ইত্যাদি অতি শীঘ্র সুস্পষ্টভাবে জানাইবার জন্য অনুরোধ করেন। ইহার সহিত বহু ভারতীয় বণিকের স্বার্থ জড়িত আছে বলিয়া তাঁহারা যাহাতে এক তরফা ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন তাহার বিষয় জানাইবার জন্যও তাতে সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে। কোন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্ব্বে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে তাহাদের মত প্রকাশের জন্য যথাযথভাবে সময় দেওয়া উচিত।

ব্রহ্ম সরকারের ইস্তাহার

চাউল নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সরকারী ইস্তাহারে নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে—"সুদূর প্রাচ্যে অদূর ভবিষ্যতে বিপদের ঘনঘটা সম্বন্ধে যে অনিশ্চয়তার ভাব রহিয়াছে, সরকার তৎসম্বন্ধে অবহিত হইয়াছেন। হয়ত ক্রমে সব ঠিক হইয়াও যাইতে পারে। কিন্তু তথাপি দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে—বিশেষভাবে দেশের সমৃদ্ধির একমাত্র স্তম্ভ তাহার পণ্যের বিক্রয় সম্বন্ধে কোন সমস্যা দেখা দিলে তৎসম্পর্কে প্রস্তুত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হইবে। সম্প্রতি যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, ব্রহ্মের চাউল বিক্রয়ের কয়েকটি বাজার বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সেইজন্য বহিঃসামুদ্রিক বাজারে আগামী বৎসরের চাউল বিক্রয়ের সমস্যার কথা আমরা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি। আন্তর্জাতিক অস্বাভাবিক অবস্থায় জন্য দেশবাসীর অর্থনৈতিক সন্তোষ ও সাধারণ শান্তি বজায় রাখাও কর্ত্তব্য। সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া এবং আমাদের সিদ্ধান্তের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া আমরা স্থির করিতেছি যে, জনস্বার্থের খাতিরে—বিশেষভাবে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকারের একমাত্র রপ্তানিকারকরূপে আগামী বৎসরের চাউল নিয়ন্ত্রণ করা কর্ত্তব্য। জনস্বার্থের খাতিরেই বর্ত্তমানে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় নহে।

সহর ও সহরতলীর নলকূপসমূহ

জানা গিয়াছে যে, বিমান আক্রমণ-সম্পর্কে সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদিসাবে কলিকাতা এবং সহরতলীসমূহে যে আড়াই হাজার নলকূপ বসান হইয়াছে, তাহার জল বিশুদ্ধ নহে বলিয়া বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট এই সকল নলকূপের জল বিশ্লেষণ করিয়া, উহার গুণাগুণ পরীক্ষা করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা কর্পোরেশনকে কর্পোরেশনের পরীক্ষাগারে এই জল পরীক্ষা করিতে এবং অশুদ্ধতার কারণ দূর করিবার উপায় বর্ণনা করিয়া রিপোর্ট পেশ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এতৎসম্পর্কে কর্পোরেশনের যে ব্যয় হইবে, গবর্ণমেণ্ট তাহা বহন করিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া কর্পোরেশনকে জানাইয়াছেন।

কর্পোরেশন এই কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ইহাতে প্রায় ছয় মাস সময় এবং ৫ হাজার টাকা লাগিবার সম্ভাবনা।

হক সাহেবের সিদ্ধান্ত

এসোসিয়েটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ, কে, ফজলুল হক, বড়লাট কর্ত্তৃক সম্প্রতি সংগঠিত জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি এবং কাউন্সিল হইতেও পদত্যাগ করিয়াছেন।

ছত্রীর নবাব বাহাদুর পুনরায় দেশরক্ষা পরিষদের সদস্য মনোনীত

জানা গিয়াছে যে, মহামান্য নিজাম বাহাদুরের শাসন পরিষদের সভাপতি ছত্রীর নবাব সাহেবকে বড়লাট হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রতিনিধি হিসাবে জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদের সদস্য মনোনীত করিয়াছেন। ছত্রীর নবাব সাহেব সম্প্রতি উক্ত পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সদ্যস্ত কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ১১ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৩০শে ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ১৬ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার | ১৬২ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিকাশিনী টীকা ও আস্বাদন-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। বাঁধাই ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

—:(*):—

বৈষ্ণবের ইহাই বিশেষত্ব যে, তাঁহারা প্রসাদভিক্ষু 'প্রসাদ' অর্থাৎ অনুগ্রহ। উপক্রম ও উপসংহারে তাঁহারা বৈষ্ণবের নিকট কৃপা প্রার্থনা করেন। মহাভাগবত বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ সমগ্র জগৎকে ভগবানের প্রসাদরূপে দর্শন করেন, প্রসাদরূপে গ্রহণ করেন।

যদিও ভগবানের প্রসাদ আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়, ভগবানের প্রসাদ যাঁহারা লাভ করেন—ভগবদ্বস্তু যাঁহাদের সম্পত্তি, তাঁহাদের প্রসাদও আমাদের অপ্রয়োজনীয় নহে। ভগবৎপ্রসাদকে 'মহাপ্রসাদ' বলে। ভগবানের প্রসাদ লাভ করিয়া যাঁহারা মহান হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রসাদই "মহা-মহা-প্রসাদ"। ভগবানের প্রসাদ ও ভগবদ্-ভক্তের প্রসাদই গ্রহণীয়। ভগবদ্ভক্তের অনুগ্রহ যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কোনও অভাব নাই।

সত্য হউক, অসত্য হউক—তাহা বিচার করিব না, অনেকগুলি লোক যাহাতে অসন্তুষ্ট হয়, তাহা করিব না—এইরূপ জনপ্রিয়তা অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা যেন নিত্য 'সৌভাগ্য' বা 'সুকৃতি' হইতে বঞ্চিত না হই। "জনপ্রিয়তাই,— প্রয়োজনীয়তা"—এইরূপ বিচার মায়াবিমুগ্ধবুদ্ধি মূর্খের বিচার। ঈশ্বর বস্তু—পরম সত্যবস্তু। 'জনপ্রিয়তা'কে প্রয়োজনীয় ব্যাপার মনে করিলে সত্য-স্বরূপ ভগবানের অমর্য্যাদা করা হয়।

ভগবানের প্রসাদ ভগবদ্দাসগণ গ্রহণ করেন। "ভগবানের দাস" বলিয়া যাঁহারা অভিমান করেন না, অর্থাৎ যাঁহারা ভূতশুদ্ধির পূর্ব্বেই ভগবানের নৈবেদ্য বা ভোগ্যবস্তুতে লোভ করিয়া বসেন, যাঁহাদের বিচার—"উদরতৃপ্তির জন্য মাঝে একটা ঠাকুর খাড়া করাইয়া ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া লোককে ভোগা দিব, ভোগের আগেই 'প্রসাদ' বলিব—এইরূপ কার্য্যদ্বারা সত্যস্বরূপ ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তকে ফাঁকি দিতে পারিব" তাঁহারা ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের অপ্রাকৃত প্রসাদ লাভে বঞ্চিত। একটী 'বিশেষ অনুগ্রহ', আর একটী 'বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহ'। 'বিশেষ-বিশেষ অনুগ্রহ' সকলের ভাগ্যে বা শ্রদ্ধা হয় না অর্থাৎ মহামহাপ্রসাদে বিশেষ সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি ব্যতীত অপরের অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয় হয় না।

হরিজনকে অবজ্ঞা করিয়া কখনও হরি-সেবা হয় না। হরিজনকে অবজ্ঞা করিয়া কখনও আমরা হরির প্রসাদ লাভ করিতে পারি না। যাঁহারা সত্য সত্য হরিসেবক, অনুক্ষণ হরিসেবারত, তাঁহাদিগের প্রতি অসূয়া না করিয়া তাঁহাদিগের আনুগত্য করিলেই আমরা ভগবানের 'প্রসাদ' লাভ করিতে পারিব। হরিজনের প্রসাদেই হরির প্রসাদ লাভ হয়। হরিজনের অপ্রসাদে আমাদের কোনও প্রকারেই মঙ্গল হইতে পারে না।

ভগবদুচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ, ভগবদ্ভক্তের উচ্ছিষ্ট মহা-মহাপ্রসাদ অভাবগ্রস্ত বস্তুকে—দুষ্কৃতকে পবিত্র করেন। দুষ্কৃতের স্পর্শে তাহা অপবিত্র হইয়া যায় না। পতিতপাবন বস্তু, পতিতকেই পাবন করেন, নিজে পতিত হইয়া যান না।

জগন্নাথ জগতের সর্ব্বত্র বিরাজমান তাঁহার ভক্তগণ জগতের যে স্থানেই অবস্থান করুন না কেন, জগন্নাথের প্রসাদই সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহার ভক্তের প্রদত্ত 'মহাপ্রসাদ' বা ভক্তের উচ্ছিষ্ট মহা-মহাপ্রসাদ যাঁহারা প্রাকৃতবুদ্ধি করেন এবং প্রাকৃতবুদ্ধি-নিবন্ধন অপ্রাকৃত-বস্তুকে দেশ, কাল ও পাত্রের দ্বারা অকলুষ প্রভৃতি বিচার করেন, তাঁহারা অল্প-পুণ্যবান্ অর্থাৎ পাপাত্মা। অপপ্রসাদের উপর যে বিধিনিষেধ দেওয়া হইয়াছে, তাহা যদি প্রসাদের উপরও গ্রহণ করি, তাহা হইলেই আমরা প্রায়শ্চিত্তার্হ।

কৃষ্ণভক্তগণ উৎকৃষ্ট বৈষ্ণবেতর ভগবানের নিকট যে নৈবেদ্য উপস্থিত করিবার ছলনা প্রদর্শন করেন, ভগবান্ সেই বৈষ্ণবেতরের মন্ত্রপূত প্রদত্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করেন না। তাঁহার প্রদত্ত আতপ তণ্ডুলের পাচিত ঘৃতসংযুক্ত অন্ন, নানাবিধ ব্যঞ্জন প্রভৃতি ভগবানের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে না। কিন্তু অধোক্ষজ সেবোন্মুখ ভিক্ষুকের যে কোনরূপ অন্ন যে কোন প্রকারের প্রদত্ত হউক না কেন, শ্রীভগবান্ প্রীতভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

জনপ্রিয়তার জন্য ভগবৎপ্রসাদের অবজ্ঞার ফলে আমরা গোপনে অনেধ্যবস্তু গ্রহণ করি। ভগবানের ভুক্তাবশেষ ভাল না লাগিলে 'ভগবান্' নয় যাহা—'সত্যস্বরূপ' নয় যাহা অর্থাৎ যাহা অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানের প্রসাদের জন্য আমরা লালায়িত হই। আমরা তখন 'মৎস্যাদ' হইয়া পড়ি, 'পশুহিংসা' করি। ঐ সকল (মৎস্য মাংস অমেধ্যাদি) ভগবানের ভোগ্য নহে, কারণ উহা হিংসামূলে উৎপন্ন।

শ্রীধামের ধূলিকে সামান্য ধূলি মনে করিবেন না শ্রীধামের বস্তুকে যদি 'প্রাকৃত' বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অমঙ্গল হইবে, আর অপ্রাকৃত বলিয়া জ্ঞান হইলেই মঙ্গল হইবে। শ্রীধামের ধূলি নাসারন্ধ্র দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিলে হৃদয়ের মলিনতা দূর হইবে। ইহারা সমস্তই চেতন। ইহারা সামান্য ধূলি বা মলিন বস্তু নহেন। আমাদের হৃদয় মলিন, সেই মলিনতা বিদূরিত হইলেই শ্রীধামের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য শুদ্ধ হৃদয়ে উপলব্ধি হইবে। শ্রীধামের ধূলিকে কৃষ্ণ-কৃষ্ণা গণের অপ্রাকৃত পদরজঃ জ্ঞান করিয়া ধারণ করিলে নিত্য-কল্যাণ হইবে। শ্রীধামের এই সকল ধূলি-কণা—যাঁরা শ্রীভগবানের চরণরজঃ স্পর্শ করিয়াছেন, তাঁহাদের কৃপায় আমাদের চেতনতা লাভ হইবে। আমরা যেন শ্রীধামের ধূলিকে প্রাকৃত মলিন বস্তু-জ্ঞানে নাসিকায় বস্ত্রাচ্ছাদন না দেই। শ্রীধামের এই ধূলি সাধারণ ধূলি নহে। এঁরা সমস্তই চেতনময় ধূলিকণা। এই ধূলি দ্বারা আমাদের চেতন উদ্বুদ্ধ হইবে,—আমাদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইবে। আমাদের চেতন বৃত্তিকে জাগাইতে হইবে।

নিদ্রাকালে চৈতন্য বিলুপ্ত হয়, কিন্তু স্বপ্নকালে যে অভিজ্ঞতা-লাভ হয়, তাহা জাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট হয় না। নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে আমরা যে সমস্ত ঘটনা দেখি, তাহা সত্য বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাহা 'মিথ্যা'। নিদ্রাকালে দৃশ্য জগতের জ্ঞানের বস্তু থাকে না। নিদ্রাকালে যাহা মনে মনে চিন্তা করে বস্তুর অস্তিত্ব তখন উপলব্ধি হয় না। আমরা জাগ্রৎ অবস্থায় যে সকল বস্তুসত্তা দেখিয়া থাকি, তাহাদিগের মূল অস্তিত্ব আছে। নিদ্রাকালে ঐ সকল বস্তুর অস্তিত্বও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নকালে যে অভিজ্ঞান হয়, তাহা স্মৃতি-পথে জাগ্রত হয় মাত্র। সুষুপ্তি বা ঘোর নিদ্রার সময় নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও জানা যায় না।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ পদ্মনাভ বিষ্ণু প্রভাত্ব, গৌরাব্দ ৫৫৫

কর্ম্ম ও ভক্তি

——..(০)..——

কর্ম্ম ও ভক্তি বহির্দৃষ্টিতে একরূপ প্রতিভাত হইলেও কর্ম্ম একটি বন্ধন। তাহাদের মধ্যে পার্থক্য এত যে, একটি দেহ ও মনের নশ্বর বাসনাপূরণ, আর অপরটি আত্মার নিত্যকর্ম্ম। একটির যা ইন্দ্রিয়তর্পণ বা কাম, অন্যটি তাহাই প্রেম। একটি মায়াবাধ্যতা, অপরটি নিত্য। কর্ম্ম স্থূল দেহাদি সম্পন্ন হয়, কিন্তু ভক্তি পারত দেহ মনের দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। ভক্ত বা ভগবদ্ধর্ম্মে জীবের আত্মবৃত্তি জাগরিত হইলে তিনি তদ্দ্বারা ভগবানের জন্য যে চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তাহাই ভক্তি। ভক্তি এই প্রকার আত্মার বৃত্তি হইলেও জীব যেকাল পর্য্যন্ত জড়জগতের সহিত সম্বন্ধ রাখেন, সেকাল পর্য্যন্ত তাঁহার আত্মার নিত্য দেহ লাভ হইয়া থাকে। অর্থাৎ আত্মা যখন ভক্তি-যোগে ভগবানের উপাসনা করিতে থাকেন, তখন যাহা ঐ ভক্তির সহায়ে স্বরূপে ব্যাপ্ত হয়, মন ভগবচ্চিন্তা করিতে থাকে, ইন্দ্রিয়সকল তখন বাহ্য হইয়া নিজ নিজ বিষয়ের মধ্যে তাহাদিগকে দর্শন করিতে থাকে। হস্ত ও পদ ভগবৎসেবোপযোগী আচরণ করিতে থাকে। জিহ্বা ও কর্ণ ভগবদ্বিষয়ক বাক্য কীর্ত্তন ও শ্রবণাদি করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। কোন এক সময়ে বাহ্যবিষয়াকৃষ্ট ভক্ত বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা সর্ব্বদা চরণাশ্রয়পূর্ব্বক ভক্তির যথাযথ অনুশীলন ও প্রচারের উদ্দেশে কালক্ষেপ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ ভক্তগণের আচরণের সহিত বহির্দৃষ্টিতে প্রায় এক হইলেও 'এক' নহে। উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে। এজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—"চেতোগতি বিনৌ ভক্তিঃ কিমেতন্নামকীর্ত্তিতয়া সাশ্রুপাণিকয়া চ কিম্। বন্দেতি সাশ্রুপুলকৈর্যদি কিমুত নঃ কৃতং ভবতি পূর্ব্বজন্মভিঃ কৃতমথাদ্য সম্প্রতি" অর্থাৎ মনে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির অনুশীলন করিতে হইবে। দৃষ্টান্তার্থে অম্বরীষ মহারাজের কথাই আত্মসমর্পণের লক্ষণ। তাঁহার জন্ম অবধি তাঁহার নাম-স্মরণ, পাদপদ্মের সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন করা ব্যতীত নহে। কেবল ঢাকঢোল বাজাইয়া নাম করিলে বা তিলক মালা ধারণ করিলে ভক্ত হওয়া যায় না। ভক্তি জীবের নিত্যসিদ্ধা আত্মবৃত্তি। সুতরাং নিষ্কপট, নিরপেক্ষ, শুদ্ধ, অনন্য, কেবলা বা অহৈতুকী আত্মধর্ম্মদ্বারাই নিত্যসিদ্ধ স্বপ্রকাশ বস্তুর উদয় হয়।

কর্ম্ম ও ভক্তিতে বাহ্য সৌসাদৃশ্য থাকিলেও উভয়ের মধ্যে স্বর্গতঃ আকাশ পাতাল ভেদ। সতী ও অসতী বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিতে সমান বলে হইলেও উভয়ের অন্তর্নিষ্ঠা বা চিত্তবৃত্তি এক নহে। যেখানে স্বসুখস্পৃহা, সেখানে কর্ম্ম, আর যেখানে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ, সেখানেই ভক্তি। প্রেমের শ্রীবৃন্দাবনী ও দেবতার শ্রীগৃহ-অঙ্গনে ছিন্নমস্তা সাদৃশ্য দেখিলেও এক নহে। একটা ভক্তি, অন্যটি নয়। শ্রীমদ্ভাগবত ভাগবতপাঠে ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতা তাঁহাকে ভক্ত, আর শুকদেবাদি ভাগবতপাঠে আত্মারামতর্পণ হইয়াও তাঁহা গীতে বন্ধন।

অভক্তগণ ভক্তির স্বরূপ জানেন না বলিয়া কর্ম্মকাণ্ডকেই ভক্তি মনে করেন কেন্তু ভক্তি যেরূপ দেহ ও মনের ক্রিয়াবিশেষ নহে। ভক্তি আত্মার নিত্য অপরিহার্য্য স্বাভাবিকী বৃত্তি। ভক্তির ফল—ভক্তি—কৃষ্ণপ্রেম। সাধুসঙ্গ ছাড়া ভক্তি হয় না। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।"
"সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"

"যতদিন ভক্তি-বিপরীত বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই উপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ হইতে পরাবর্ত্তিত করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শরণাগতই রক্ষিত

——:(০)::——

শ্রীগুরুদেব বাস্তবসত্যস্বরূপ আলোর আধার। আচার্য্যবৃন্দ সকলেই আলো। সেই আলো আমাদের ন্যায় বদ্ধ, ভোগাসক্ত ও অন্যাভিলাষীকে আত্মধর্ম্ম দেখা বা পাইবার জন্য—শুদ্ধ সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের পথ দেখাইবার জন্য চিরতাপপূর্ণ, মহামায়ার পরাক্ষাগার মায়িক প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। আমাদের জন্যই তাঁহাদিগকে নীরবে, নিঃসঙ্কোচে ও অকাতরে অপরাধ গ্রহণ, কটূক্তি প্রভৃতি সহ্য করিতে হয়। সত্যের আচারবান্ প্রচারকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত শ্রীগুরুপাদপদ্ম চিরদিনই অচল, অটল ও নির্ভীকভাবে সত্যের প্রচার করেন—জীবকে রক্ষার শরণাগত করাইবেনই, ইহা তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। সেই সত্যের প্রচার কোনদিনই বন্ধ হয় না, বরং তাহা আরও অবাধগতিতে চলিতে থাকে।

আমরা নিরাশ্রয়, মায়াবদ্ধ, হরিবিমুখ জীব। বাস্তবসত্য ও সেই নির্ভীক আচারবান্ প্রচারকারী—ভগবানের স্বরূপশক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়, আনুগত্য বা অনুগমনই আমাদের কর্ত্তব্য। এই অন্ধকার রাজ্যে একমাত্র সেই আলোই আমাদিগকে শরণাগতির পথের সন্ধান দিতে পারেন। বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধীর প্রলোভন কোনদিনই যে আলোকের দেশে যাইবার পথ দেখাইতে পারে না।

শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ এই ভৌমজগতে শরণাগতির যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, হরিজনকারী জীবের পক্ষে তাহাই আদর্শ। সেই আদর্শ গ্রহণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য, নতুবা রক্ষা নাই। পতন পরিমুহূর্ত্তেই হইতে পারে। তাই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মকে দৃঢ় করিয়া ধরিয়া থাকিতে হয়। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—"দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়।" ইহাই শরণাগতি-লাভের একমাত্র উপায়।

যাঁহাদের আশ্রয় আছে, তাঁহাদের অন্য কোন বিষয়ের ভয় নাই। তাঁহারা সর্ব্বদা ভগবৎসেবোচিকীর্ষা বা গুরু-সুবিধান-চিন্তায় ব্যস্ত, কিন্তু যাহাদের আশ্রয় নাই বা যাহারা শরণাগত না হইয়া গুরুবৈষ্ণবাপরাধ করে, তাহাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

"আশ্রয় লইয়া ভজ, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।"

গুরুকৃষ্ণকে ত্যাগ করিলে মৃত্যু—সেবাচ্যুতি—আত্মার পতন অবশ্যম্ভাবী। কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করিলে জীবের আর রক্ষা নাই। মায়াপিশাচী তাহাকে গ্রাস করিবেই।

ভক্তিপথ বহু কণ্টকাকীর্ণ। ভক্তিপথের একমাত্র পাথেয় শ্রীগুরুদেবের সিদ্ধান্তবাণী ও তচ্চরণে ঐকান্তিকী শরণাগতি। ইহাই শরণাগত জনের একমাত্র সম্বল। এই সম্বল ব্যতীত সে পথে গমন করা যায় না। এই জগতের সাধারণ লোক বহু-প্রকার মতবাদ বৈষ্ণবধর্ম্মের নাম করিয়া চালাইতেছে। একমাত্র শুদ্ধ-ভক্তি-ধারা-সংরক্ষণকারী শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ শরণাগতিই আমাদিগকে সেই প্রবাহন হইতে রক্ষা করিতে পারে। কোমলশ্রদ্ধ জীবকে শরণাগতির পথ হইতে দূর করিবার জন্য মায়া বহুবিধ জাল বিস্তার করিয়া থাকে। এইরূপ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার প্রবল আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তাঁহার শরণাপন্ন হইলে নানা মতবাদরূপ হিংস্রজন্তুসকল আমাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না। সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কোটিচন্দ্রসুশীতল ছায়ায় আশ্রয়গ্রহণ করাই নিষ্কপট সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির একমাত্র কৃত্য। শ্রীগুরুদেব—আলো। যিনি শরণাগত, তিনি সেই করুণানিধান শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপালোকে সম্পদ্-বিপদ্ সকলকে দেখিতে পান এবং তাহা হইতে সাবধান হইয়া সত্য-সত্য আত্মমঙ্গল বরণ করিতে পারেন এবং শ্রীগুরুদেবের একান্ত শরণাগত ও নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধবৈষ্ণবেরও সন্ধান পাইয়া থাকেন। বৈষ্ণববৈষ্ণব চিনিবার একমাত্র উপায়—শ্রীগুরুপাদপদ্মে ঐকান্তিকী শরণাগতি। বৈষ্ণববৈষ্ণব চিনিতে না পারিলে হরিভজন হয় না, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপাও পাওয়া যায় না। শ্রীগুরুদেব বা বৈষ্ণবগণ সরলা ও শরণাগতিমূল্যে কৃপা বিতরণ করেন। সুতরাং কৃপা পাইতে হইলে বৈষ্ণব চিনিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাইতে হইবে—তাঁহাকে আদর করিতে হইবে। তাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

যে দেন বৈষ্ণব, চিনিয়া লইয়া,
আদর করিব যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা, যাহে সর্ব্বসিদ্ধি,
অবশ্য পাইব তবে॥

যদি বৈষ্ণবে অবৈষ্ণববুদ্ধি আসে বা অবৈষ্ণবে বৈষ্ণববুদ্ধি হয়, তবে নামাপরাধ হইবেই এবং তজ্জন্য কুপথে চালিত হইয়া সাবধানীর নরকগমন অবশ্যম্ভাবী। শ্রীগুরুপাদপদ্মের ঐকান্তিকী শরণাগতি দ্বারাই আমরা এই প্রকার বিপদ্ হইতে বাঁচিতে পারি।

পক্ষ একটী। সেটী কৃষ্ণপক্ষ। তাহা নিত্য, অক্ষয় ও অজেয়। যেখানে কৃষ্ণপক্ষ নাই, সেখানে মায়ার পক্ষ। মায়ার পক্ষ কৃষ্ণের প্রতিপক্ষ নহে। কারণ মায়া কৃষ্ণেরই ছায়াশক্তি। মায়ার পক্ষ বিষের দিকে, আর কৃষ্ণপক্ষ ব্রজের দিকে। এই দুইটী রাস্তার গতি ঠিক বিপরীতমুখী। এ দুইটীতে আকাশ-পাতাল ভেদ বর্ত্তমান। এই দুইটী রাস্তা চিনা যায়—একমাত্র শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের কৃপায়। আমি যদি সত্য-সত্যই অন্যাভিলাষিতাশূন্য হইয়া ব্রজের পথে যাইতে

তাই তাহা হইলে শ্রীগুরুদেব নিশ্চয়ই আমাকে পথ দেখাইবেন—বিশ্বপথের যাত্রীদের স্বরূপ ও ব্রজপথের যাত্রীদের স্বরূপ দেখাইবেন। শ্রীগুরুনিত্যানন্দের করুণার একমাত্র উদ্দেশ্য শরণাগত জনকে ব্রজে বহুগণ শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীগৌরসুন্দরের সেবায় অর্পণ করা। তিনি নিত্য ব্রজবাসী—গৌররাধানিত্যজন। জীবকে অহৈতুকী কৃপা করিবার জন্যই তিনি নিত্যানন্দময় গোলোক হইতে এই ত্রিতাপপূর্ণ ভূলোকে আসেন।

লোকপ্রিয়তা ও সত্যানুসন্ধান এক জিনিষ নহে। লোকসিদ্ধ ব্যক্তি নিজের কার্য্যসিদ্ধির জন্য সত্যানুসন্ধিৎসুর বেষ পরিধান করিয়া নানাপ্রকার অভিনয় করিতে পারেন। কিন্তু কে লোকপ্রিয় বা কে সত্যানুসন্ধিৎসু, তাহা শরণাগতিদ্বারা বুঝা যায়। লোকপ্রিয়তার মধ্যে শরণাগতি বা হরিভক্তির কোন কথা নাই, আছে কেবল মায়ার কথা। তবে তাহা ভক্তির কথার ন্যায় কথাদ্বারা বা ভক্তিবাহ্যের বেষাদির দ্বারা ছাপমারা থাকিতে পারে। এই সমস্ত কপটতা বা মায়ার প্রলোভন হইতে নিষ্কৃতি পান শ্রীগুরুদেবের একান্ত শরণাগতজন। কেন না, তাঁহাদের শরণাগতিরূপ কষ্টিপাথরে ও শ্রীগুরুকৃপালোকে কপটতা ও অবৈষ্ণবতা ধরা পড়িবেই।

বৈষ্ণব চিনিতে নাহি দেয় শকতি' কিন্তু শ্রীগুরুদেবের শরণাগতজন সাধুগুরুকৃপায় অতি সহজেই বৈষ্ণব চিনিতে পারেন। আমায় ধারাসংরক্ষণকারী শ্রীগুরুদেব চিত্ত সম্বন্ধরাহিত্য রক্তমাংসের পিণ্ড বা যাহাকে কেহ বেষধারী বৈষ্ণব নয়। বৃকম্মীর নিকট সৎকর্ম্মী গোঁয়ার নিকট বৈরাগী, অজ্ঞানীর নিকট জ্ঞানী বড় হইতে পারেন, কিন্তু এই খণ্ড বিচারটী ভক্তিরাজ্যের বিচার নহে।

শ্রীগুরুদেব নিত্য ও তাঁহার শরণাগত জনও নিত্য।

নিতাই'র চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাইপদ সদা কর আশ।

শরণাগতজন কোন মনোধর্ম্মীর কথায় কর্ণপাত করেন না এবং জগতের কোন বদ্ধজীবকে, এমন কি, তোষণপোষণকারীকেও ভয় করেন না। কেন না, তাঁহারা অভয় পদে শরণাগত, তাঁহারা নিত্যকাল সম্পদা সুরক্ষিত। কিন্তু অপরাধী গুরুবৈষ্ণব-নিন্দককে ভগবান স্বয়ং সংহার করেন। তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন,—

সেবকের দ্রোহ মুঞি সহিতে না পারোঁ।
পুত্র যদি হয় মোর, তথাপি সংহারোঁ॥

আবার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন,—

সবারে করিবে গৌরসুন্দর উদ্ধার।
বিনা পাপী বৈষ্ণবনিন্দক, দুরাচার॥
মন্ত্রপেরে উদ্ধারিলা চৈতন্যগোসাঞি।
বৈষ্ণবনিন্দকে কুম্ভীপাকে দিলা ঠাঁঞি॥

দুই একটী কথা

—:(*):—

ভজন-শব্দের অর্থ সেবা। ভজন বা সেবার পূর্ব্বে সেব্য, সেবক ও সেবা—এই বিষয়ত্রয়ের অভিজ্ঞান একান্ত দরকার। কাহাকে সেবা করিতে হইবে, কে সেবা করিবে, সেবা কিরূপ যদি জানা না থাকে, তাহা হইলে সেবা হইতে পারে না। সেইজন্যই বেদ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটী বিষয়ের কথা বলিয়াছেন।

ভগবান সকলের নিত্যপ্রভু, আর আমরা সকলেই তাঁহার নিত্য সেবক। ভগবান্ সকল বস্তুর একমাত্র নায়ক। তিনি ভোগপুরন্দর। যাবতীয় পদার্থ ভোগ করিবার অধিকার একমাত্র তাঁহারই আছে। সেবক নিত্যকাল তাঁহার সেবাবিধান করেন এবং তিনি নিত্যকাল সেবকের সেবা গ্রহণ করেন। ইহাই ভগবান্ ও জীবের সহিত সম্বন্ধ।

ভক্তভাব-অঙ্গীকারকারী সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের নিত্য ভজনীয়। অনাদিবহির্ম্মুখ ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবের দুরবস্থা দর্শনে ব্যথিত হইয়া তাহাদের উদ্ধারের জন্য তাঁহার এই প্রপঞ্চে আগমন। অজ্ঞানাচ্ছাদিত জীবকে কৃষ্ণভজন শিক্ষা দিবার জন্য অত্যন্ত কৃপাবশতঃ তিনি সেবকের ভাব বিভাবিত হইয়া স্বয়ং সেবকের লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মত এমন জীবহিতৈষী, মহাবদান্য আর কে আছে? এমন বদান্যবর পরম কৃপালু প্রভুর সেবা না করিয়া আর আর কাহাকে ভজনা করিব?

দেবতাদেরও অনন্যশরণাগতির অভাব নাই। দেবতাদেরও ভোগবুদ্ধি আছে, ভোক্তাভিমান আছে। মনুষ্য বহু বহু পুণ্য ও তপস্যার ফলে দেবত্ব লাভ করিয়া স্বর্গে বাস করিতে পারে, কিন্তু পুণ্য ও তপস্যার ফলে সদ্গুরুপাদপদ্মের কিঙ্কর হইতে পারে না। সম্পূর্ণ শরণাগত হওয়া চাই। ভোক্তা একমাত্র শ্রীহরি। আর সকলেই তাঁহার ভোগের জিনিষ। ভোক্তাকে যোল আনা দিতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ না করিলে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হন না। সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে হইবে, তবে কৃষ্ণ কৃপা করিবেন।

যিনি নিত্য গোলোক বৃন্দাবনবাসী, তিনিই কৃষ্ণকে দিতে পারেন। প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য—সব শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিয়া গুরুদেবের হইয়া যাইতে পারিলে তাঁহার কৃপায় পুরুষাভিমান নষ্ট হয়।

জীবের অনর্থ দূর না হওয়া পর্য্যন্ত হরিনামে শ্রদ্ধা হয় না। অনর্থ চারিপ্রকার,—তত্ত্বভ্রম, অপবৃত্তি, হৃদয়দৌর্ব্বল্য ও অপরাধ। এই চারিপ্রকার অনর্থের প্রত্যেকটি আবার চারিপ্রকারে বিভক্ত।

তত্ত্বভ্রম চারিপ্রকার—নিজের স্বরূপ বা স্ব-স্বরূপভ্রম, পর-স্বরূপ বা শ্রীকৃষ্ণস্বরূপভ্রম, সাধ্যসাধন-তত্ত্বে ভ্রম ও বিরোধী তত্ত্বে বা মায়া তত্ত্বে ভ্রম।

অপবৃত্তি চারিপ্রকার—ইহা কে সুখ, স্বর্গসুখ, যোগবিভূতি ও মোক্ষকামনা।

হৃদয়দৌর্ব্বল্য চারিপ্রকার—নিষ্ঠাভাব, বাটনাটি জীবহিংসা ও নানা পূজা-পার্ব্বণাদি।

অপরাধ চারিপ্রকার নানাপরাধ, নামাপরাধ বৈষ্ণবাপরাধ ও সেবাপরাধ।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট আত্মনিবেদন জানাইতে হইবে। "কৃষ্ণ যে আমার কৃষ্ণ দিতে পার তোমার শকতি আছে। আমি ত' কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি' ডাক পাড়ে পাছে॥" কাঙ্গাল হইতে হইবে। কাঙ্গাল হইতে পারিলে বৈষ্ণবের কৃপা পাওয়া যাইবে।

গুরু-বন্দনা

(প্রাপ্ত)

স্বাগত! স্বাগত! গুরুদেব আমার!
স্বাগত! অভয় সাজে।
তব পূজা তরে হৃদিমন্দিরে
খোল-করতাল বাজে॥
দিকে দিকে শুনি' তব আগমনী,
পরাণ মাতান সুর।
আশা কাণে কাণে, কি বারতা আনে,
অবসাদ করে দূর॥
বকুল, শেফালি, গোলাপ, কমল,
পুষ্পিত অগণন।
সুখে শিহরিয়া, উঠিছে ফুটিয়া,
পথে ও-চরণ।
নরোত্তম বেশে, শুভ্র সুধাকরে,
এসেছেন আজি ভবে।
কাল মেঘরাশি, হৃদাকাশ হ'তে,
উড়ে গেছে ঘোর রবে॥
উজল রজনী, উজল ধরণী,
উজল নয়ন জল।
স্নিগ্ধ প্রাণ মন, তব আগমন-
আশে হই' সুশীতল॥
ফুল্ল প্রাণ মন,- পূজিব চরণ,
গা'ব গৌরা-জয়গান।
দীনতা, হীনতা, দুখের বারতা,
—সব হ'বে অবসান॥
নিখিলের ব্যথা, বেদনা বিদারি'
অরুণ-রক্তরাগে,
দেবতা আমার জাগে,
চরণে তাঁহার, এ দীন পরাণে,
রাখিতে সরম মানি
—আমার প্রণাম খানি।
বিশ্বনরের, কল্যাণকামী,
গোলোকের ধন স্মরি'
ক্ষুদ্র সাধ্যমত ভার,
তুচ্ছ হ'লেও হ'বে না বিফল
জানি আমি', তাহা জানি
—সে মোর প্রণাম খানি।

শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠে মহোৎসব

গত ১৩২ ভাদ্র ২৭শে আগষ্ট শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয় সেবকবৃন্দ গৌড়ীয়মিশনের [illegible] শ্রীধরপূজা দিবসে [illegible] গোবাঙ্গশাখাধিকারী গিরিধারী-ভীষ্ম মঙ্গল [illegible], [illegible] বৈষ্ণবসভা, শ্রীগুরু [illegible], [illegible] মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রী ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাবমাহাত্ম্য [illegible] পূজা-কথা হইতে কীর্ত্তন ও আলোচনা করেন। সেবকবৃন্দ পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীগুরুপূজা-ব্যাসপূজা ও শ্রীল আচার্য্য-আরতি-অন্তে শ্রীল আচার্য্যদেবের আবেষ্যার্চ্চা-শ্রীমূর্ত্তির শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও সমবেত সকলে শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণত নিবেদন করেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রসাদ [illegible] ভোগরাগাদি অন্তে সমবেত ভক্তিমান্ ব্যক্তিগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করেন। সন্ধ্যায় সমবেত ভক্তিমান্ ব্যক্তিগণের সমক্ষে শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিবেদন করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে আলোচিত হয়।

গত ৩০শে আগষ্ট শনিবার শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ-তিথি হরিসংকীর্ত্তন মুখে সম্পন্ন করিয়াছেন।

গত ৩১শে আগষ্ট রবিবার শ্রীপার্শ্ব একাদশী ও শ্রীবামন দ্বাদশী তিথিবাসরে সেবকবৃন্দ উপবাস থাকিয়া হরিকথা কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, গৌড়ীয় ও নদীয়া প্রকাশ আলোচনা, বলিবামন-মন্ত্র পাঠ ও বক্তৃতা এবং মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনাদি করেন।

গত ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একটীবারে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আবির্ভাব-তিথি-বাসরে শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের অমাচরিত্র ও তাঁহার [illegible] কীর্ত্তন বিশেষীর আলোচনা এবং তাঁহার বিশেষ শুভমঙ্গলকর উপদেশাবলী আলোচনা করেন। ৪ঠা তারিখে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিতে ঠাকুরের [illegible] আলোচনা করিবার কথা শ্রীচৈতন্যভাগবত আলোচনা অভাব হওয়ায় হইতে আলোচনা হয়। পরদিন শ্রীবিগ্রহরূপপ্রভু ও শ্রীমন্মহাপ্রসাদ [illegible] ও সন্ধ্যারাত্রিক সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে আলোচিত হয়।

'সাধুসঙ্গ', সাধুসঙ্গ, সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম		১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়া প্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫৲, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৭৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পো. শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা, পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

উৎকল সাহিত্য সম্মিলনী

গত শনিবার অপরাহ্ণে মহাবোধি সোসাইটি হলে প্রবাসী উৎকল সাহিত্য সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিনের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ডাঃ মায়াধর মানসিংহ সভাপতির আসন ও শ্রীযুত মহেশ্বর দাস অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি সম্মিলনের উদ্বোধন করেন এবং শ্রীযুত তুষারকান্তি ঘোষ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ও উৎকল সাহিত্য, পল্লী এবং ছাত্রজীবন সম্বন্ধে প্রবন্ধ-লেখকদিগের মধ্যে একটি সোনার মেডেল, ৫টি রূপার মেডেল ও ৩০৲ টাকা বিতরণ করেন। প্রবাসী উড়িয়াগণের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয়কে মাল্যভূষিত করা হয়। শ্রীযুত পরশুরাম নায়েক কর্ত্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীত এবং সুগায়িকা কুমারী তোফা ও দলবল কর্ত্তৃক আরও কয়েকটি সঙ্গীত হয়।

স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব প্রধান শ্রীযুত বিশ্বনাথ দাস ও আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্মিলনের সাফল্য কামনা করিয়া চিঠি প্রেরণ করেন।

পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস, শ্রীযুত নবকিশোর দাস ও শ্রীযুত তুষারকান্তি ঘোষ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন।

নিঃ ভাঃ ফরোয়ার্ড ব্লক সম্মেলন

শ্রীযুত মুকুন্দলাল সরকার জানাইতেছেন :—

"বঙ্গীয় প্রাদেশিক ফরোয়ার্ড ব্লক নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন কলিকাতায় আহ্বান করিয়াছেন। আগামী অক্টোবর মাসে কলিকাতায় এই অধিবেশন হইবে। ভারতের সর্ব্বপ্রকার ফরোয়ার্ড ব্লক কমিটিগুলিকে অনুরোধ করা যাইতেছে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের মতামত প্রস্তাব এবং গত বৎসরের কার্য্যবিবরণী আগামী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে দিল্লীতে নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের অফিসে প্রেরণ করেন।

যাঁহারা বিভিন্ন স্থান হইতে আগামী সম্মেলনে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবেন, তাঁহাদের নামগুলিও যেন দিল্লীতে নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের অফিসে প্রেরিত হয়।

কলিকাতার ভবিষ্যৎ চিন্তা

ভবিষ্যতে শত্রুপক্ষীয় বিমান আক্রমণে কলিকাতার আবর্জ্জনা অপসারণের ব্যবস্থা অচল হইয়া পড়িলে সহর ও সহরতলীর প্রায় ১৪,০০০ টন প্রাত্যহিক আবর্জ্জনা কি ভাবে ভস্মীভূত করা যায়, তৎসম্পর্কে বঙ্গীয় সরকার চিন্তা করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। সহরের ভূগর্ভে নির্ম্মিত পয়ঃপ্রণালী নষ্ট হইয়া গেলে মল অপসারণের কি বন্দোবস্ত হইতে পারে, সেই সমস্যা সম্পর্কেও তাঁহারা একটি সমাধানে উপনীত হইতে চেষ্টা করিতেছেন।

এই সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট কর্পোরেশনের নিকট দুইটি প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রস্তাব এই যে, সহর ও সহরতলীর ৫,০০০ ডাষ্টবিনের পরিবর্ত্তে ইনসিনেটর যন্ত্র স্থাপন করা হউক এবং ১৭১,৪৪৮ বাসভবনের প্রত্যেকটিতে কর্পোরেশন হইতে কুয়া-পায়খানার ব্যবস্থা করা হউক।

অষ্ট্রেলিয়ায় বিমান নির্ম্মাণ

বিমান উৎপাদন কমিশন জানাইতেছেন যে, বর্ত্তমান বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়ায় সহস্রাধিক বিমান নির্ম্মিত হইবে এবং আগামী বর্ষে সাত সহস্র পরিমিত বিমান নির্ম্মিত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। উক্ত কমিশন এ কথাও ব্যক্ত করেন যে, 'ফায়ার প্রুফ' (অগ্নি নিরোধক) পেট্রোল ট্যাঙ্ক নির্ম্মাণের কারখানাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

লণ্ডনের চিত্রশালায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি

মিঃ বার্ণার্ড শ'র প্রস্তাব অনুযায়ী লণ্ডনের নেশন্যাল প্রোট্রেট গ্যালারীর ডিরেক্টর স্যার উইলিয়ম রোদেনষ্টাইউ ও স্যার মুইহেড বোন কর্ত্তৃক অঙ্কিত ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতি উক্ত চিত্রশালায় স্থাপনে সম্মত হইয়াছেন। ঠাকুর সোসাইটির পক্ষ হইতে নেশন্যাল গ্যালারীর ডিরেক্টর স্যার কেনিথ ক্লার্ক এই বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন।

কোচিনের ভাগ্যে সিভিলিয়ান দেওয়ান

মিঃ এ এফ ডব্লিউ ডিক্সন আই সি এস'কে দুই বৎসরের জন্য কোচিনের দেওয়ানের পদে নিয়োগ বড়লাট অনুমোদন করিয়াছেন।

মিঃ ডিক্সন মাদ্রাজ সরকারের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগীয় সেক্রেটারী।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈ

১৬শ বর্ষ | ১২ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৩১শে ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ ১৭ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪১, বুধবার ১৬৩ তম সংখ্যা

সভায় কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিকাশিনী-টীকা ও আস্বাদন-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"যতদিন ভক্তি-বিপরীত বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ পদ্মনাভ স্থাণু অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৫

দাম্ভিকতা ও দীনতা

—::[•]::—

যিনি হরিসেবা করেন, তিনি নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা দীন-হীন কাঙ্গাল জ্ঞান করেন। সকলেই হরিভজন করিতেছেন, আমিই পারিতেছি না,—ইহা তিনি সর্ব্বক্ষণ উপলব্ধি করেন। সেইজন্য ভক্তই অমানি-মানদ। নিজেকে হীন ও অপরকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হইলে নিজে অমানী হইয়া অপরের প্রতি মানদানের বিচার স্বভাবতঃই আসিয়া যায়। যিনি অমানি-মানদ, তিনিই সেবক। "অমানি-মানদ, হইলে কীর্ত্তনে, অধিকার দিবে তুমি।" অমানি-মানদই কীর্ত্তনের অধিকারী অর্থাৎ সেবক। কীর্ত্তনই সেবকের কৃত্য। নিজেকে অতি ক্ষুদ্র, অতি হীন, অতি কাঙ্গাল বলিয়া বিচার সেবকের স্বাভাবিক। এই দৈন্যই সেবকের ভূষণ। এই ভূষণে যিনি ভূষিত হইয়াছেন, তিনি ভগবানের বড় প্রিয়। হা বলিয়াছেন,—"কাঁথা করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ।" তাঁহার ভক্তের কাঙ্গাল-বেশ, অমানি-মানদ ভাব দেখিয়া তিনি বড়ই আনন্দিত হন। ভক্ত যতই দীন হীন কাঙ্গাল হইয়া ভগবানের চরণে শরণাগত হন, ভগবানের ততই সুখ হয়। ভগবান্ কাঙ্গালের ঠাকুর। কাঙ্গালের প্রতি তাঁহার বড় দয়া।

ভক্ত দাম্ভিক নহেন। নিজে শ্রেষ্ঠ, আর অপরে নিকৃষ্ট—এই বিচার তাঁহার নাই। তাঁহার দর্শনে—সকলেই ভগবানের সেবা করিতেছেন—সকলেই ভক্ত অর্থাৎ বৈষ্ণব। ভগবানের সেবকগণ ভগবানের ন্যায়ই পূজ্য। সুতরাং তিনি নিজের চেয়ে কাহাকেও ছোট দেখেন না বলিয়া তিনি অমানি-মানদ। এই অমানি-মানদভাব হৃদয়ে উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত সেবায় অধিকার লাভ হয় না।

"সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে।"

কর্ত্তৃ-অভিমান হইতেই হৃদয়ে দাম্ভিকতা আসে—লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশাতে হৃদয় ভরপুর থাকে। কর্ত্তৃ-অভিমান থাকিলে হৃদয় দম্ভহীন হয় না। এই দাম্ভিকতা হইতেই ভগবদ্ভক্তের প্রতি মৎসরতা বা তাঁহার সহিত সমবুদ্ধি হয়। দীনতা না থাকিলে নিজের শ্রেষ্ঠতা লাভের জন্য ভগবদ্ভক্তের সহিত সমান হইবার বা শ্রেষ্ঠ হইবার আশায় তাঁহাদের প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাব আসিয়া যায়। ইহাই সর্ব্বনাশের মূল। নিজের শ্রেষ্ঠতা লইয়া ভক্তের পূজ্যতাকে বাধা দেওয়া উচিত নহে। বড় হইবার বিচার ছাড়িয়া ভাল হইবার বিচারই বরণীয়। তাহাতেই মঙ্গল আছে, নতুবা বড় হইবার বিচার আসিলে হরিভক্তি হইতে ছুটিলাভ হইবে। আমি ভাল হইব, গুরু-বৈষ্ণবে আমার আপনবুদ্ধি হউক, আমি দীন-হীন হইয়া যাহাতে তাঁহাদের সেবা করিতে পারি, এ যোগ্যতা আমার লাভ হউক—এই বিচারই ভাল। আমি যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, অধম—ইহা ভুল হয় কেন? আমার প্রত্যেক কার্য্যই স্বেন্দ্রিয়-তর্পণমূলক বা অভক্তিপর,—এ সকল কথা ভুলিয়া গিয়া যদি নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে দাম্ভিক হইয়া পড়িব, সেবা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইব। শ্রীগুরুদেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্ববন্দ্য, সর্ব্বপূজ্য হইয়াও কিরূপ দীনতা লাভ হইলে জীব মঙ্গললাভ করিতে পারে, তাহাই শিক্ষা দিয়াছেন,—

পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।
জগাই-মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ
মোর নাম যেই শুনে, তা'র পুণ্যক্ষয়।
মোর নাম যেই লয়, তা'র পাপ হয়॥
এমন নির্ঘৃণ্য মোরে কেবা দয়া করে।
একলা নিত্যানন্দ বিনা জগৎমাঝারে॥

(চৈঃ চঃ)

গুরুবর্গ দীন-হীন অমানি-মানদ হইবার জন্য এই সকল বাক্য আমাদের নিকট বলেন। তাঁহারা যেরূপ দৈন্য ও আনুগত্য শিক্ষা দেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, সেইরূপ অমানি-মানদ না হইলে ভগবান্ ও তদ্ভক্তের নিকট উপস্থিত হওয়া যায় না। ভক্তের নিকট হইতে সম্মান পাইবার বিচার পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের দ্বারা সংশোধিত হইবার বিচার আসিলেই ভগবানের অনুগ্রহ হইবে। তাই মহাজন বলেন,—

অহঙ্কার-অভিমান, অসৎসঙ্গ, অসজ্জ্ঞান,
ছাড়ি' ভজ গুরুপাদপদ্ম।

স্বতন্ত্রতা ছাড়িয়া—দাম্ভিকতা পরিহার-পূর্ব্বক অমানি-মানদ হইয়া গুরুবৈষ্ণব-চরণে শরণাগত জনেরই মঙ্গল হয়। তৃণাদপি সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু, অমানি ও মানদ হইতে না পারিলে সুবিধার পথে থাকিয়াও সুবিধা লাভ হয় না। অমানি-মানদ না হইলে প্রয়োজন-প্রাপ্তিতে অনেক অসুবিধা ঘটে। অমানি-মানদধর্ম্মই বৈষ্ণবধর্ম্ম। তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু না হইলে অমানি-মানদধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া যায় না। নিষ্কিঞ্চনেরই ইহাতে অধিকার। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা লাভাশা থাকিলে—স্বতন্ত্রতা থাকিলে, দাম্ভিকতা থাকিলে অমানি-মানদ হওয়া যায় না বা বৈষ্ণব-সেবা হয় না। অমানি-মানদধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারিলেই সেবায় অধিকার লাভ হয়। তাই শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥

গুরুবৈষ্ণবের নিত্যদাস্যপ্রার্থনাই ভক্তের কাজ। ভক্ত ভগবানের দাস্যকামনাই করেন। তাঁহারা নিজেকে গুরুবৈষ্ণবের পাদত্রাণবাহী মনে করেন। এই অভিমানটী তাঁহাদের নিত্য। তাঁহাদের স্বতন্ত্রতা নাই। স্বতন্ত্র হইয়া তাঁহারা কোন কাজ করেন না দাম্ভিকতা থাকিলেই স্বতন্ত্রতা আসিয়া যায়। আবার দীনতা জাগিলে শরণাগতি বা আনুগত্য আসা স্বাভাবিক। আনুগত্যই বৈষ্ণবধর্ম্মের—ভাগবতধর্ম্মের প্রাণ। গুরু বৈষ্ণবের অনুগত জনই বৈষ্ণব। যিনি যে পরিমাণে গুরুবৈষ্ণবের অনুগত হইয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে দম্ভের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন।

দাম্ভিকতা না গেলে দীনতা আসিবে না। বদ্ধজীব আমরা প্রত্যেকেই অল্প-বিস্তর দাম্ভিক। দাম্ভিকতা আছে বলিয়াই বহুদিন মঠবাস বা গুরুসেবাভিনয় করিয়াও মঙ্গললাভ হইতেছে না। এই দাম্ভিকতা বা স্বতন্ত্রতা না গেলে কোনকালেও মঙ্গল হইবে না। যদি আমরা এই অনর্থের জন্য গুরুবৈষ্ণব-চরণে ক্রন্দন করিতে করিতে কপাল কুটিয়া এই সকল দুর্দ্দৈবের কাহিনী নিষ্কপটে জানাই—যদি তাঁহাদের শিক্ষাগুলি

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে

শ্রবণ ও কীর্ত্তন

—:(০):—

বহু বহু জন্মের পর বহু সৌভাগ্যের ফলে মনুষ্য-দেহ লাভ করা যায়। শাস্ত্র এই মনুষ্যজীবনকে সুদুর্লভ বলিয়াছেন। এই সুদুর্লভ জীবনের সার্থকতা এই যে, ইহাতে বর্ত্তমান জীবন, ভবিষ্যৎ জীবন, ও নিত্য জীবনের কথা আলোচনা করা যায়। এই জীবনই মঙ্গললাভের একমাত্র উপায়। এই জীবনই হরিকথা শুনা, হরিকথা বলা ও হরিস্মৃতিলাভের একমাত্র উপায়। এই জীবনে হরির কথা আলোচনা না করিলে আর অন্য কোন জন্মে এ সুযোগ প্রাপ্ত হয় না। ভগবান দয়াময় বলিয়া আমাদিগকে মনুষ্যজন্ম প্রদান করিয়া ভগবৎ-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের অপূর্ব্ব সুযোগ দিয়াছেন এবং কখনও নিজে আসিয়া, কখনও বা নিজজনকে মনুষ্যের বেশে এ জগতে পাঠাইয়া মনুষ্য-দেহধারী আমাদিগকে তাঁহার কথা-শ্রবণের সুযোগ দিতেছেন। আমরা যাহাতে তাঁহার কথা শুনিতে ও বুঝিতে পারিয়া তদনুসারে সেবাময় জীবন যাপন করিতে পারি, সেইজন্য কৃপাময় ভগবান্ মনুষ্যের আকারে আসিয়া আচরণমুখে কীর্ত্তন বা প্রচার করেন। সুতরাং এই সুদুর্লভ সুযোগ যাহাতে আমরা পাইয়াও না হারাই, সে বিষয়ে মনুষ্যমাত্রেরই লক্ষ্য থাকা দরকার। এমন সুযোগ আর কোন জন্মে পাওয়া যায় নাই বা যাইবে না, সেইজন্য আয়ুঃসূর্য্য অস্তমিত হওয়ার পূর্ব্বেই আমাদের প্রচুর পরিমাণে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করা ও তদনুসারে জীবন যাপন করা উচিত; নতুবা পরকালে পুনরায় নানা ইতর যোনিতে ভ্রমণ করিতে হইবে। এমন দুর্লভ জীবন পাইয়াও যদি আমাদের বিন্দুমাত্রও মঙ্গললাভ না হয় বা তজ্জন্য যত্ন না হয়, তাহা হইলে এ জীবন পাওয়ার অপেক্ষা না পাওয়াই ভাল ছিল।

মনুষ্যজীবন পাইয়াও যদি আমরা কেবল আহার-নিদ্রা লইয়াই দিন কাটাই, নিত্য জীবনের কোন কথাই আলোচনা না করি, হরির কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন যদি না হয়, তাহা হইলে এ শ্রেষ্ঠ জীবনের সার্থকতা কি? 'খাবো দাবো নরকে যাবো'—এজন্য ত' মনুষ্য জীবন নহে, ইহা ত' এক-মাত্র পরমমঙ্গললাভেরই জন্য। সুতরাং এরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জন্ম পাইয়াও যদি হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন না করি, তাহা হইলে আমরা অন্যান্য নিকৃষ্ট জীবের চেয়েও নিকৃষ্ট নহি কি? তাহারা ত' এ সুযোগ পায় নাই, কিন্তু আমরা যে পাইয়াও হারাই-তেছি। তাই আর বৃথা কালক্ষয় না করিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকথার মধ্যে থাকাই কর্ত্তব্য।

জীবনে মরণে, কৃষ্ণের কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত আমাদের আর অন্য কোন গতি বা কৃত্য নাই। কীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া শ্রবণ করিলেই কীর্ত্তন হইবে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"যদি আমরা সত্য-সত্যই শ্রীগুরুমুখে হরিনাম শ্রবণ করি, তাহা হইলে শ্রীনামপ্রভু আমাদিগকে নিশ্চয়ই পাগল করিবেন। তিনি অকপটে কৃপা করিলেই শ্রীহরিকীর্ত্তন মুখ দিয়া প্রবল বেগে বহির্গত হইবেন। বৈকুণ্ঠনাম কর্ণে প্রবেশ করিলে সেবোন্মুখ জীব স্থির থাকিতে পারে না এবং তাঁহার যাবতীয় অনর্থ বা অজ্ঞান দূর হইয়া যায়। বৈকুণ্ঠনাম যাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে, তিনি বৈকুণ্ঠ-কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন, যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া নিরন্তর কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি যাজন করেন, তাঁহার কীর্ত্তন বা সেবাপ্রগতি কখনও স্তব্ধীভূত হয় না।" সুতরাং শ্রীগুরুমুখ হইতে হরিকথা শুনা ও তাহা নিজ জীবনে আচরণ করা ব্যতীত যে আমাদের অন্য কোন কাজ নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করিলে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়, কীর্ত্তন করিলে স্মরণ হয়। কীর্ত্তনকারী যখন কীর্ত্তন করেন, তখন হরির কথা স্মরণে আসে। হরিকথা আলোচনা না করিলে হরিপাদপদ্মে আকৃষ্ট হওয়া যায় না, আবার আকৃষ্ট না হইলে সেবাও হয় না। হরি আকর্ষক, হরিকথা আকর্ষক। হরিকথার আকর্ষণের মধ্যে পড়িলে মায়ার আকর্ষণ ছাড়িয়া যায়, প্রথমমুখে আমাদের হরিকথায় রুচি না হইলেও মনোযোগের সহিত হরিকথা আলোচনা করিতে করিতে তাহাতে রুচি জন্মে এবং পরে আর হরিকথা ছাড়িয়া থাকা যায় না। হরিকথার শরণাগত হইলে তাঁহার অনুগ্রহে আমরা অতি সহজেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারি।

হরিকথাই হরি। এ জগতে ভগবান্ শব্দরূপে জীবকে কৃপা করেন। শব্দের শরণাগত হওয়া ছাড়া মঙ্গলের দ্বিতীয় পথ নাই। এই হরিকথারূপী হরিই আমাদের মনকে নিয়মিত করিবে। তাই শরণাগত হইয়া শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে হরিকথা-শ্রবণই একমাত্র মঙ্গলের উপায়। যেখানে শ্রবণ-কীর্ত্তন ও শরণাগতি নাই, সেখানে সেবা নাই। সেখানে যাহা কিছু সেবার আড়ম্বর দেখা যায়, তাহা কর্ম্মেরই আর একটা দিক্। সেবা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণময়ী। যিনি সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করেন, তিনিই সেবক। শব্দরূপী ভগবানের সেবা শব্দ-শ্রবণ বা শব্দ-কীর্ত্তনমুখেই হয়। যিনি ভগবৎ-সেবক, তিনি ভগবানের সঙ্গ বা শব্দসঙ্গ ছাড়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারেন না। এই ভগবান্ কি একটী জড় পদার্থ? এই ভগবানের রূপ চেতন—বাণীই তাঁহার স্বরূপ। ভক্তগণ কীর্ত্তনমুখে তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে ধারণ করেন। কীর্ত্তনমুখে তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ সেবা করেন। শব্দরূপী ভগবানের সেবা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ ছাড়া অন্য উপায়ে হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই মহাজনগণ বলেন যে, হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ছাড়া মঙ্গলের আর দ্বিতীয় পথ নাই।

হরিকথাকে একমাত্র স্বার্থ বলিয়া যেখানে জানা হয় নাই সেখানে হরিকথা শ্রবণ করিয়াও মনে থাকে না, চিত্তবিক্ষেপ হইলেই শ্রবণে অন্যমনস্কতা, অমনোযোগ, অনবধান, প্রমাদ আসিয়া উপস্থিত হয়। হরিকথাই আমার মঙ্গলের একমাত্র পথ, ইহাই আমাকে নিত্যকাল শ্রবণ করিতে হইবে।

হরিকথা আলোচনা করিবার জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই সময় করিয়া লওয়া দরকার। সাক্ষাৎ সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ না হইলে আমাদের গ্রন্থরূপী সাধুর নিকট শরণাগত হইয়া হরিকথা শ্রবণ করা দরকার। হরিকথা আলোচনার ফল আত্মসংশোধন ও হরিগুরু-বৈষ্ণবচরণে আকৃষ্টি, প্রীতি বা আপনজ্ঞান। এই ফলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিয়মিতভাবে তাঁহাদের সঙ্গ করিলেই আমাদের মঙ্গল হইবে। এ বিষয়ে আমাদের উদাসীন হওয়া উচিত নহে। গ্রন্থের আদেশমত জীবন যাপন করা উচিত। হরিনাম ও হরিকথা প্রাণ হইলেই বাঁচিতে পারা যাইবে। হরিকথা ও হরিনাম জীবনসর্ব্বস্ব হইলে হরিকীর্ত্তনকারী গুরুপাদপদ্মের সঙ্গ ও সেবা সম্ভব হইবে। হরিকথা-শ্রবণই আচার ও তাহা নিজ জীবনে পালন করিয়া কীর্ত্তনই প্রচার। এই আচার প্রচারযুক্ত হইলে সেবা হইবে।

আচার-প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য॥

সাধুবাক্য, শাস্ত্রবাক্য ও গুরুবাক্য—একটাই জিনিষ। সাধু কখনও অশ্রৌত, অশাস্ত্রীয় কথা বলেন না। সুতরাং তাঁহার বাক্যই শাস্ত্রাজ্ঞা। সাধুর যে উপদেশ, তাহাই শব্দ বা শ্রুতি। বেদের বাক্য যেমন প্রমাণ, সাধুগণের প্রতিজ্ঞাবাক্যও তেমনি স্বতন্ত্র-প্রমাণ। সাধুর বাক্যই বেদবিধি। সাধু শ্রৌতবাণী-কীর্ত্তনকারী। সাধু বিধের নিয়ামক। সাধুর বাণীই আমাদের চালক। সাধুর আনুগত্যই আমাদের মঙ্গললাভের একমাত্র উপায়। কিন্তু আমরা যদি সাধুর আনুগত্য ছাড়িয়া যথেচ্ছাচারী হই, তাহা হইলে আমাদের কি লাভ হইবে? স্বেচ্ছাচারিতার অপর নাম ত' ইন্দ্রিয়তর্পণ। যেখানে আনুগত্যের পরিবর্ত্তে স্বেচ্ছাচারিতা বা ইন্দ্রিয়তর্পণ, সেখানে সেবার আর কি কথা আছে? আমরা সাধুর অনুগত হইলেই শ্রীগৌরকৃষ্ণতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব ও তাঁহাদের সেবা-সৌভাগ্য পাইব। সুতরাং গৌরসঙ্গী সাধুর সঙ্গই আমাদের নিত্য কৃত্য হউক।

আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ করি, তদনুসারে চলিতে আপ্রাণ যত্ন করি, তাহা হইলে ঐ জীবন শত্রুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে। দুঃসঙ্গ ও দুঃসঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক অনুক্ষণ সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তন-রূপ ভজনের যাবতীয় অনুকূল বিষয়-সমূহ স্বীকার করিলে জাগতিকতার হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া দীনতা লাভ করিতে পারা যাইবে। ভাগবতধর্ম্মের—হরিভজনের মূলকথা গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য,—ইহা যেন একমুহূর্ত্তও বিস্মৃত না হই। তাঁহাদের আনুগত্যেই দুষ্ট মনকে দমন করিয়া নিরভিমানী হওয়া যাইবে; স্বতন্ত্রতা থাকিলে মন দমিত হইবে না। গুরুবৈষ্ণবের বাণী আলোচনা ও তদনুসারে নিয়মিত হইতে যত্ন করিলেই মন দমিত হইবে। পূর্ণ শরণাগত ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'শরণাগতি' অনুক্ষণ আলোচনা করিলে শরণাগত হইবার সৌভাগ্য পাইব। শরণাগতিই সেবকের প্রাণ। শরণাগতই দীন-হীন নিষ্কিঞ্চন, অমানি মানদ। তিনিই কৃপার পাত্র।

"দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।"

আমরা বড় অভাবগ্রস্ত। আমাদের অভাব আর মিটিতেছে না। একটার পর একটা অভাব আছেই, তাই আমরা কাহারও না কাহারও নিকট সাহায্যপ্রার্থী না হইয়া পারিতেছি না। সেবাবঞ্চিত দরিদ্র জীব আমরা সাহায্য ও সহযোগিতার কাঙ্গাল হইয়া সর্ব্বদা আমাদের অপূর্ণতা ও আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্য চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু তথাপি আমাদের অপূর্ণতা ও আকাঙ্ক্ষা থাকিয়াই যাইতেছে। সর্ব্বপ্রকার সহায়তা-লাভের মূলকেন্দ্র—শ্রীভগবানের পাদপদ্ম। আমরা যদি সকলের একমাত্র আশ্রয় ও রক্ষক, সর্ব্বসাত্বপূর্ণ সেই ভগবানের নিকট নিত্য সাহায্য ও নিত্য কৃপার প্রার্থী হই, তাহা হইলে আমাদের আর কোন অসুবিধা থাকিবে না, স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারা যাইবে। স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত না হইলে কি অভাব যায়?

আমরা জড় নহি, আমরা চেতন; সুতরাং আমাদের আকাঙ্ক্ষা একটা থাকিবেই। তবে আমরা যে নশ্বর বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, সে আকাঙ্ক্ষার দ্বারা আকাঙ্ক্ষা মিটিবে না, বরং বৃদ্ধিই হইবে। যে আকাঙ্ক্ষার দ্বারা সমস্ত অভদ্র নষ্ট হয়, সেই সেবাকাঙ্ক্ষা বা কৃষ্ণস্মৃতিই আমাদের দরকার। সেই আকাঙ্ক্ষাই আমাদের চেতনের নিত্য আকাঙ্ক্ষা—তাহাই চেতনের বৃত্তি। সেই আকাঙ্ক্ষা যাঁহার জাগিয়াছে, তিনিই নিষ্কাম হইয়াছেন, তিনিই অকিঞ্চন ও শরণাগত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তিনিই ভক্তিমান্ হইয়াছেন। পরমশান্তিময়ী ভক্তি তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাওয়ায় তিনি বস্তুশূন্যাকাঙ্ক্ষা বা তুচ্ছাকাঙ্ক্ষার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের দয়া

—:(০):—

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত-প্রমুখ প্রভুগণ দ্বারা, শ্রীসনাতন-রূপাদি গোস্বামিষট্‌কের দ্বারা, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদ দ্বারা, শ্রীগদাধর, শ্রীনরহরি প্রভৃতি প্রেমিকভক্তগণ দ্বারা, চতুঃষষ্টি মহান্তদ্বারা শুদ্ধপ্রেমভক্তি-ধারা জগতে প্রবাহিত করিয়া আপামর সকলকেই সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই তাঁহার পার্ষদ ও অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় তাঁহার পার্ষদবর্গও মহা-মহাবদান্য, জীবদুঃখদুঃখী ও পতিত-পাবন। পতিতের উদ্ধারের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বপার্ষদে জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই লীলাস্থল শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডল। শ্রীনবদ্বীপান্তর্গত অন্তর্দ্বীপ-শ্রীমায়াপুরে শ্রীশচী-জগন্নাথ-গৃহে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তপ্রবর শ্রীবাস পণ্ডিতের শ্রীঅঙ্গনে কীর্ত্তনরাসস্থলীতে তিনি হরিসঙ্কীর্ত্তনে বিহার করিয়াছিলেন।

যুগধর্ম্মপালক, সংকীর্ত্তনপিতা, ত্রিকাল-সত্য, জগন্নাথসুত শ্রীগৌরসুন্দরের এই লীলা নিত্য এবং তাঁহার অবতারও নিত্য। লোকলোচনের বহির্ভূত হইলেও তাঁহার লীলার সমাপ্তি নাই। তিনি যুগপৎ সকল লীলার প্রকটকারী। ইহাই তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির অত্যদ্ভুত পরিচয়। আমরা যদিও তাঁহার এই মহাবদান্যতাময়ী লীলা আমাদের বিষয়-ধূলিতে অন্ধ চর্ম্মচক্ষুর দ্বারা দেখিতে পাইতেছি না, তাই বলিয়া তাহা আর বর্ত্তমান নাই, শেষ হইয়া গিয়াছে তাহা নয়। তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর সবই নিত্য ও অপরিচ্ছিন্ন।

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

ভোগময়-বিচারে তর্ক উপস্থিত হয়। নিত্য জড়ভোগে ব্যস্ত থাকিলে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের স্বরূপদর্শনের সৌভাগ্য হয় না। শ্রীগৌরসুন্দরের ভজনের ছলনা গৌর-সুন্দরের ভজন নয়। ভজনের নামে ভজনীয় বস্তুর নিকট হইতে নিজের ভোগ আদায় করিয়া লওয়া জড়প্রমত্ত কুভোগীর বিচার। ভজনীয় বস্তুর নিকট হইতে ইন্দ্রিয়তর্পণের বিধা করিয়া লইতে হইবে না। সর্ব্বান্তঃ-করণে, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে তাঁহার সুখের চেষ্টাই সেবা। ভজনকারী বা সেবকের নিজ-সুখবাঞ্ছা নাই। ভজনীয়ের বা সেব্যের সুখ-সন্ধানই সেবকের কৃত্য। শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের নিত্যপ্রভু, আমাদের অশেষ মঙ্গল-দাতা। তাঁহার ভজন আমাদের একমাত্র কৃত্য।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। শ্রীকৃষ্ণই গৌররূপে অবতীর্ণ। তিনি ভোগের বস্তু হন। তাঁহাকে ভোগের যোগানদার মনে করা চরমতম অপরাধময় নারকীয় বিচার। গৌরসুন্দর একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা হইয়াও ভক্তের সঙ্গের আশ্রয়বিগ্রহের লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। আশ্রয়ের নিখুঁত আচরণ দ্বারা তিনি হরিভজনের আদর্শ প্রকট করিয়াছেন। তিনি চিরদিনই ভজনশিক্ষা-দাতা আচার্য্যের ন্যায় ভোগময় চিত্তবৃত্তিকে গর্হণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে 'নাগর' কল্পনা করা কি অপরাধময় ব্যাপার নহে?

আজও শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দসহ এই নবদ্বীপে লীলাবিলাসে প্রমত্ত আছেন। তবে তাহা কেবল ভাগ্যবানেরই নয়নগোচরীভূত, সকলে দেখিতে পায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু যাঁহাকে কৃপা করেন, তিনিই তাঁহার লীলা-দর্শনে সমর্থ হন। আমাদের সকলের তাঁহার কৃপালাভের জন্য আর্ত্তিবিশিষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক

জগৎপিতা শ্রীগৌরসুন্দর যুগ-ধর্ম্মপালনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন কলিযুগের ধর্ম্ম। শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন উপায়—ধ্যান, যজ্ঞ, ব্রতাদি দুর্গত, কলিহত, পাপমলিন জীবের পক্ষে কার্য্যকরী হইতে পারে না বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিযুগোচিত নামপ্রেম প্রচার দ্বারা জীবের অশেষ মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। তাঁহার এই দয়ার তুলনা নাই। নামসঙ্কীর্ত্তন কলিকালের ধর্ম্ম হইলেও ইহা তাৎকালিক মাত্র নহে, সর্ব্বকালেই ভগবন্নামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে জীব ভবসাগর হইতে উদ্ধার পাইতে পারে। ভগবন্নামের এত মহিমা। কলিকালের জীবের পক্ষে নামসঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত ভবক্লেশ নাশের আর দ্বিতীয় পথ নাই। "নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।" কলিযুগে নামসংকীর্ত্তনই একমাত্র ধর্ম্ম। অন্য কোন যুগে এই নামপ্রেম বিতরিত হয় না। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ এবং দ্বাপরে পরিচর্য্যা দ্বারা জীব ভগবানের সেবালাভে সমর্থ হয়, কিন্তু কলিযুগে কালের প্রভাব এত দূষিত যে, তখন জীবের চিত্তবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা কলুষিত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখন ধ্যান-যজ্ঞাদি তাহার পক্ষে দুরূহ ও সুদুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য সর্ব্বমঙ্গল শ্রীভগবান্ কলিজীবের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা সহজ নামপ্রেমধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং তাহা বিতরণের জন্য স্বয়ংই স্বেচ্ছায় অপার করুণাবশতঃ পার্ষদবর্গসহ যুগে যুগে লীলাপ্রকাশ করিয়া থাকেন।

অন্য কোন যুগে এই নামপ্রেমধর্ম্ম প্রচারিত হয় না বলিয়া ইহার নাম অনর্পিতচর। শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহার একমাত্র প্রকটকারী। নামপ্রেমধর্ম্মের অনুশীলন ব্যতীত কাহারও নিস্তার নাই। শ্রীগৌর-সুন্দরের কৃপার ভিখারী হইয়া তাঁহার নিজ-জনগণের অনুসরণ করিলেই আমরা সেই প্রেমধর্ম্মের অধিকারী হইতে পারি। তদ্ব্যতীত সংসার-মোচনের আর দ্বিতীয় উপায়ও নাই। সুতরাং আমাদের সকলের সর্ব্বপ্রথমে শ্রীচৈতন্যজনগণের দাস্যলাভের আকাঙ্ক্ষা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। শ্রীচৈতন্য-দাসের দাস্যলাভ কম সৌভাগ্যের কথা নহে। বহু বহু জন্মের সুকৃতির ফলে শ্রীচৈতন্যের অহৈতুকী কৃপায় তাঁহার দাসের দাস্য আমাদের ভাগ্যে ঘটিতে পারে। শ্রীগৌরসুন্দরের দাসগণের দাস্য যে হাতে লাভ করিতে পারি, তজ্জন্য ব্যগ্রব্যাকুল হইয়া সর্ব্বদা তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করা আমাদের একমাত্র কৃত্য। তাঁহারা সকলেই পতিতপাবন অবতার, ইচ্ছা করিলে ব্রহ্মাও তারণ করিতে পারেন তাঁহাদের কৃপাকটাক্ষ লাভ হইলে সর্ব্বাধমও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইতে পারেন—অধমও উত্তম হইতে পারেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের কৃপা লাভ করিতে হইলে—একমাত্র নিঃশ্রেয়স্ শ্রীভগবৎপ্রেম লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে আমাদের সর্ব্বাগ্রে তদ্ভিন্নজনগণের দাস্যলাভ একান্ত প্রয়োজন।

বৈষ্ণবের লক্ষণ

—:(০):—

যাহার দ্বারা বস্তু লক্ষিত হয়, তাহার নাম লক্ষণ। সেই লক্ষণ দুইপ্রকার—স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ। যে লক্ষণ সর্ব্ব-কালে, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বাবস্থায় বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাই বস্তুর স্বরূপ-লক্ষণ। যে লক্ষণ অবস্থাবিশেষে বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহার নাম তটস্থ-লক্ষণ। সকল বস্তুরই যেমন দুইপ্রকার লক্ষণ আছে, সেইরূপ বৈষ্ণবেরও দুইপ্রকার লক্ষণ আছে। বৈষ্ণবের লক্ষণ ছাব্বিশটি,—

"সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণবশরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে॥
কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিতষড়্‌গুণ॥
মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥"

উক্ত ছাব্বিশটি লক্ষণ দ্বারা বৈষ্ণব লক্ষিত হন। উক্ত গুণগণমধ্যে কৃষ্ণৈকশরণতা-গুণটি বৈষ্ণবের স্বরূপলক্ষণ। অপর গুণগুলি তটস্থ-লক্ষণ। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদপ্রকাশ॥"

স্বরূপতঃ জীব চিদ্বস্তু এবং সূর্য্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অংশকিরণ-স্বরূপ। অতএব সূর্য্যকিরণ যেরূপ সূর্য্যমণ্ডল-বহির্গত হইয়া স্বরূপহীন হয়, সেইরূপ জীবও কৃষ্ণপাদপদ্ম-বিস্মৃত হইয়া বহির্ম্মুখ হইয়া পড়েন।

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসারাদি-দুঃখ॥"

জীবের উক্ত স্বরূপ-লক্ষণই জীবের নিত্য-ধর্ম্ম। তাহা কখনই জীবকে পরিত্যাগ করে না। কেবল মায়াবদ্ধ অবস্থায় তাহা বিলুপ্ত-প্রায় হইয়া থাকে। উপযুক্ত সময় হইলেই পুনরায় প্রকাশিত হয়।

জীবের মায়াবদ্ধ অবস্থায় যেরূপ স্বরূপ-ধর্ম্ম অনুদিতপ্রায় থাকে, সেইরূপ কতকগুলি মায়িক ধর্ম্ম জীবকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। সেই জীব মায়াত্যাগের একমাত্র উপায় যে সাধু-সঙ্গ, তাহা যখন ভাগ্যক্রমে আশ্রয় করেন, তখনই তাহার স্বরূপ-ধর্ম্ম পুনরুদিত হইতে আরম্ভ হয়। সাধুসঙ্গে সেই ধর্ম্ম যতই আলোচিত হইতে থাকে, ততই তাহার উন্নতিও ক্রমশঃ পূর্ণতা লাভ করে।

'কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।'

যে সময়ে সাধুসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাপত্তির কথা আলোচনা হইতে থাকে, সেই সময় মায়িকগুণবিনাশী পূর্ব্বোক্ত পঁচিশ প্রকার তটস্থগুণ বৈষ্ণব-শরীরে অবশ্য উদিত হয়। ঐ সমস্ত গুণ ক্রমশঃ মায়িকগুণ সকলকে বিনাশ করিয়া ফেলে। বৈষ্ণব-গণের কৃষ্ণৈকশরণতাই মাত্র স্বরূপ লক্ষণ।

ভক্তোন্মুখ জীব স্বভাবতঃ সর্ব্বজীবে কৃপা-বিশিষ্ট হন। তিনি কাহারও প্রতি দ্রোহ করেন না। সত্যতত্ত্বকে একমাত্র সার বলিয়া জানেন, সকল জীবে সমদৃষ্টি করেন, স্বয়ং নির্দ্দোষ, যথাশক্তি বদান্য, ধীর, পবিত্র ও দৈন্যবুদ্ধিসম্পন্ন হন, তিনি সকল জীবের যথাসাধ্য উপকার করিয়া থাকেন, ইন্দ্রিয়সুখ হইতে শান্তি লাভ করেন। নিজে ভুক্তিমুক্তিকামনা-শূন্য, জীবনযাত্রানির্ব্বাহাতি-রিক্ত উদ্যমরহিত ও হৃদয়বুদ্ধিসম্পন্ন হন। তিনি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মৎসরতাকে জয় করিয়া থাকেন, ভক্তি-আলোচনার অরি-রোধী ভোগমাত্র স্বীকার করেন। তিনি অত্যন্ত নিদ্রা, আলস্য ও মাদকসেবনাদি পরিত্যাগী, সর্ব্বজীবের প্রতি মানদ, নিজে সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইয়াও অভিমানশূন্য, অসার-আলোচনারহিত, অপরাধীর প্রতি ক্ষমাবিশিষ্ট হন। তিনি জগদ্বন্ধু ভগবল্লীলাদি-বর্ণনে কবি, সৎ-কাব্যপটু ও হন ও অকারণ বাক্য ব্যয় করেন না।

যেখানে যে পরিমাণে ভক্তির উদয় হইয়াছে, সেখানে সেই পরিমাণে এই পঁচিশ-প্রকার তটস্থগুণ অবশ্য উদিত হইবে। ভক্তি যত বৃদ্ধি হইবে, এই সকল গুণও তত বৃদ্ধি হইবে। যেখানে এই সকল তটস্থগুণের অত্যন্ত অভাব, সেখানে ভক্তিরও অত্যন্ত অনুদয় বুঝিতে হইবে। এই লক্ষণই বৈষ্ণব তারতম্যের একমাত্র পরিচয়। ভক্তিহীন ব্যক্তির উক্ত গুণসকল স্থায়ী হয় না ও উন্নতি লাভ করে না।

দৈনিক নদীয়া-প্রক

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দি'নয় ভঙ্গ,	পরবর্ত্তী দিনের ভঙ্গ	১ম ও দিনের ভঙ্গ,	পরবর্ত্তী দিনের ভঙ্গ
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।৵০	।৵০	।৵০	।০
	২৲	১৷৷০	১৷৷০	১৲
সিকি কলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধ কলম		৬৲		৫৲
এক কলম	১০৲	১০৲		৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ঢঁকি	৬৲	৪৷৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬০৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—ত্রিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

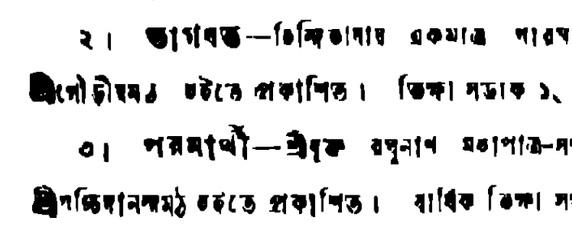

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত ভীর্ণ দীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৲০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা, পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

মহকুমা হাকিমের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা

চাঁদপুর ফৌজদারী আদালতের মোক্তার শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র নন্দী গত ১৭ই আগষ্ট তাঁহাকে বন্দুকের গুলীতে আহত করায় কুমল্লার তৃতীয় সাবজজের আদালতে মিঃ এস কে দেলতী আই সি এসের (বর্ত্তমানে চাঁদপুরের মহকুমা হাকিম) বিরুদ্ধে তিন হাজার টাকার খেসারতের দাবীতে এক দেওয়ানী মামলা রুজু করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, গত ১৭ই আগষ্ট তারিখে জ্ঞানেন্দ্রবাবু যখন মহকুমা হাকিমের বাংলোর দক্ষিণদিকস্থ ষ্ট্রাণ্ড রোড দিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময় তিনি মিঃ এস কে দেলতী আই সি এস-এর বন্দুকের দু টি গুলীতে আহত হন। একটি গুলী তাঁহার পা ঝাঁ-ড়াইয়া যায়। আরও দুইটি গুলী একজন ধাবরের মস্তকে বিদ্ধ হয়। ধীবর বাংলোর দক্ষিণ দিকস্থ নদীতে তাহার নৌকায় বসিয়াছিল। ধীবরের মস্তকে যে গুলীটি বিদ্ধ হইয়াছিল, চাঁদপুর হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার তাহা বাহির করেন. শ্রীযুক্ত নন্দীকেও সরকারী হাসপাতালে পাঠানো হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার পায়ে বিদ্ধ গুলীটি বাহির করা যায় নাই। অতঃপর তাঁহাকে ডাঃ ঘোষের হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু সেখানেও গুলীটি বাহির করা যায় নাই। পরে তাঁহাকে ঢাকায় প্রেরণ করা হয়, তথায় কোনও ফল না হওয়ায় গুলী বাহির করার জন্য অবশেষে তাঁহাকে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এখানেও তাঁহার শরীর হইতে গুলী বাহির করা যায় নাই। এই কারণে বাদী শ্রীযুক্ত নন্দী মিঃ দেলতীর নিকট তিন হাজার টাকা ক্ষতি পূরণের দাবী দিয়া উপরোক্ত মামলা রুজু করিয়াছেন।

ভারতের পরবর্ত্তী বড়লাট

ভারতের পরবর্ত্তী বড়লাট কে হইবেন তৎসম্পর্কে কিছুই জানা যায় নাই, তবে সকলে মনে করেন যে, লর্ড লিনলিথগোর কার্য্যকাল আর বৃদ্ধি করা হইবে না।

সিমলা ওয়াকিবহাল মহল মনে করেন যে, লর্ড লিনলিথগোর স্থানে মিঃ আর এ বাটলার ভারতের পরবর্ত্তী বড়লাট নিযুক্ত হইবেন।

তিনি স্যার স্যামুয়েল হোরের সহিত সহকারী ভারত সচিবরূপে পার্লামেণ্টে ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং পরে তিনি সহকারী পররাষ্ট্র সচিবের মত দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি শিক্ষামন্ত্রী। তাঁহার বয়স মাত্র ৩৯ বৎসর। তিনি পাঞ্জাবের আটক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ভারত সম্পর্কে কিছুটা উদার মনোভাব পোষণ করেন। লর্ড কার্জ্জনও ৩৮ বৎসর বয়সে বড়লাট নিযুক্ত হইয়াছিলেন

আমেরিকায় সোভিয়েট মিশন

গত ১২ই সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটন সোভিয়েট টেক্‌নিক্যাল মিশনের বিশিষ্ট সদস্যগণ প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত মঃ উমানস্কি প্রেসিডেণ্টের নিকট তাঁহাদের পরিচয় করাইয়া দেন।

জানা গেল মিঃ উমানস্কি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করার জন্য শীঘ্রই মস্কোতে যাইবেন।

মেক্সো আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদ্গীরণ

১৩ই সেপ্টেম্বরের খবরে প্রকাশ, মানিলা হইতে দুই হাজার মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত মেক্সো আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্নি উদ্গীরণ হইতেছে। নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলি বিপন্ন হওয়ায় পুলিশ প্রহরীরা দলে দলে নিকটবর্ত্তী অঞ্চল অভিমুখে ছুটিতেছে।

চলন্ত ট্রেণের নীচে পড়িয়া আত্মহত্যা

অমরেন্দ্র নারায়ণ দত্ত নামক এক ২০ বৎসর বয়স্ক যুবক টঙ্গী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে চলন্ত ট্রেণের তলায় পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। অমরেন্দ্র গাছার (ভদ্রদেবপুর) জমিদার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরীর ভাগিনেয়। আত্মহত্যার কারণ অজ্ঞাত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব

আগামী ২৫শে নবেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব হইবে। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ উৎসবে অভিভাষণ প্রদান করিবেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল মজুমদার ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ১৬ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৩রা আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২০শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪১, শনিবার | ১৬৪-৬৫ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিকাশিনী-টীকা ও আস্বাদন-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"যতদিন ভক্তি-বিপরীত বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

পদ্মনাভ অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

আমার হরিভজন হইল কৈ?

আমার হরিভজন হইল না, হৃদয়ের কপটতা গেল না। আমার দেহ, ইন্দ্রিয়—সকলই হরিজনের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইল। আমার ইন্দ্রিয়গুলি সেবোন্মুখ হইল না। সেইজন্য আমি সদ্গুরু ও শুদ্ধবৈষ্ণবের অযাচিত লাভ করিয়াও তাঁহাদের সঙ্গ করিতে পারিলাম না! ভোগোন্মুখ কর্ণে শুদ্ধ কীর্ত্তন প্রবেশ করিল না এবং তাঁহাদের কীর্ত্তিত কথা আমার জিহ্বায় উদিত হইল না। হরিভজনে আমার উৎসাহ নাই, হরিভজনই যে আমার নিত্যধর্ম্ম, তাহাতে নিশ্চয়তা জন্মে নাই, সেবাকার্য্যে ধৈর্য্য নাই। গুরুবৈষ্ণবের অনেক আদর্শ দেখিয়াও তাঁহাদের আচরণ অনুসরণ করিবার, রুচি নাই, দুঃসঙ্গ-ত্যাগে যত্ন ও দৃঢ়সঙ্কল্প নাই। সাধুগণের বৃত্তি অনুসরণ করিবার আগ্রহ আমার নাই, তাই আমার দুর্দ্দৈব কাটিল না। আমার ন্যায় দুর্ভাগা জগতে আর কেহ নাই। আমি কুকুর হইতেও ঘৃণ্য। কুকুর অমেধ্যভোজী, আর আমি মানুষ বলিয়া পরিচয় দিয়া, ভক্তের পোষাক পরিয়া গুরুবৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টে সেবা-বুদ্ধি না করিয়া কৃষ্ণভোগ্য বস্তুতে ভোগবুদ্ধি-পরায়ণ। আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর বস্তু পাইলে আমি গুরুবৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টে অনুরাগ দেখাইয়া থাকি, কিন্তু আমার প্রভুর আচরণের আদর্শ আমি একবারও হৃদয়ে স্থান দিই না। মহাপ্রসাদে "যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ"—এই বুদ্ধি আমার উদিত হইতেছে না। আমার প্রাকৃতবুদ্ধি গেল না, আমি কনিষ্ঠাধিকার হইতে আর উন্নত অধিকার লাভ করিতে পারিলাম না। বৈষ্ণবে আমার নিয়তই প্রাকৃতবুদ্ধি রহিয়াছে। শ্রীগুরুদেবে আমি সতত্ই মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিতেছি। আমি 'কাষ্ঠের ঠাকুর,' 'মাটীর ঠাকুর' বুদ্ধি লইয়া বিষ্ণুপূজা করিতে যাই, ফলে বিষ্ণুপূজার পরিবর্ত্তে শাক্ত-পূজা করিয়া ফেলি এবং শাক্ত হইয়া পড়ি। আমার পণ্ডশ্রমই সার হয়। অধোক্ষজ বিষ্ণু আমার প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন। আমার ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের প্রাকৃত চেষ্টা তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে না, কাজেই তিনি সাড়া দেন না।

আমি তুলসীকে বৃক্ষমাত্র, গঙ্গাকে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের অর্থাৎ আমার পাপ-নাশনের বা পুণ্যার্জ্জনের বস্তুমাত্র মনে করি। আমি ত্রিসন্ধ্যা গঙ্গাস্নান করি—লোকের নিকট হইতে ভক্তপদবী লাভের জন্য, কপটতাপূর্ব্বক ভাবের ঘরে চুরি করিয়া নির্জ্জনে থাকি লোকে আমাকে নির্জ্জনভজনানন্দী বলিবে বলিয়া, কিন্তু তাহার ফলে আমি মনোধর্ম্মের আগুনে পুড়িয়া মরি। তাই বলিতেছি, আমার হরিভজন হইল কৈ?

যদি হরিভজন হইত, তাহা হইলে আমার হৃদয়ে 'চৈতন্যের দয়া' ও সৎসিদ্ধান্ত-গুলি নিশ্চয়ই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইত, আমার কুরূপ মুছিয়া স্বরূপ হইত এবং তখন বৈষ্ণবগণ আমাকে শ্রীরাধাগোবিন্দের পাদপদ্মে অর্পণ করিবার জন্য কৃপা করিয়া আমাকে তাঁহাদের অনুগত, পাদ্য ও আশ্রিতবর্গের মধ্যে স্থান দিতেন।

আমার বড়ই দুর্দ্দৈব,—আমার হরিভজন হইল না। আমি কখন কর্ম্মপ্রবৃত্তি লইয়া শারীরিক পরিশ্রম করিয়া থাকি, কখনও বা মানসিক ইন্দ্রিয়ের চালনা করিয়া—'আমি বড় সেবা করিতেছি' দেখাইয়া থাকি, কখনও ভাবি, আমার যখন বৈষ্ণবগণের আনীত ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিতে হয়, তখন তদনুপাতে কিছু পরিশ্রম না করিলে বোধ হয়, বৈষ্ণবগণ আমার অন্ন বন্ধ করিবেন। কখনও ভাবি, বেশী শ্রমশীলতা দেখাইলে তাঁহারা আমাকে আদর করিয়া অধিক পরিমাণে চিঁড়া-চুণ্টাদি খাইতে দিবেন। এইরূপভাবে বৈষ্ণবগণের ভিক্ষান্নে পুষ্ট হইয়া আমার জীবনটা কাটিয়া যাইবে। কিন্তু কি করিতেছি, কোথায় আসিয়াছি, ইঁহাদের সঙ্গে আমার কতদূর কি লাভ হইতেছে, পর-উপদেশে পাণ্ডিত্য না দেখাইয়া নিজের জীবনে হরি-গুরুবৈষ্ণবের আদর্শ কতটুকু প্রতিফলিত হইয়াছে, আমার হৃদয়ে ভজনের সঙ্গে সঙ্গে ভজনীয় বস্তু সম্বন্ধে সৎসিদ্ধান্তগুলি কতটুকু স্থানলাভ করিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান একবারও করি না। দিন যায়, রাত্রি আসে, আবার রাত্রি চলিয়া যায়, পুনরায় দিন আসে, কিন্তু আমার হরিভজনে একটুও উন্নতিও দেখা যাইতেছে না। আমি হরিভজনের এমন দুর্লভ জন্ম হরিভজনের উপযোগী দেহ, গুরু-কর্ণধার, নিত্যপ্রবাহিত ভগবৎ-কৃপারূপ অনুকূল বায়ু প্রাপ্ত হইয়াও উহাদিগকে আমার হরি-ভজনের প্রতিকূল করিয়া ফেলিলাম। আমার দেহ হরিভজন না করিয়া মায়ার ভজন ও ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবার জন্য ব্যস্ত।

আমি গুরুপাদপদ্ম পরিহারপূর্ব্বক কাম-ক্রোধাদি রিপুবর্গকে আমার 'প্রভু' বলিয়া বরণ করিলাম, কিন্তু বহুকাল পর্য্যন্ত তাহাদের অসৎ দুর্নিদেশ পালন করিলেও তাহারা আমার প্রতি একবারও কৃপা-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল না।

আমি এতই নির্লজ্জ, নির্ঘৃণ যে, তথাপি আমি উহাদিগের দাস্য করিবার জন্যই লালায়িত। আমার 'লোক-দেখান গোরা-ভজা', দুই নৌকায় পা দেওয়ার প্রবৃত্তি গেল না। দুঃসঙ্গে আমার আত্মীয়বুদ্ধি ও সৎ-সঙ্গে পরবুদ্ধি হইতেছে। যেদিন আমার দুঃসঙ্গের প্রতি অনাদর, গৌরবিরোধী নিজ-জনের প্রতিও পরবুদ্ধি এবং সদ্গুরু ও শুদ্ধ-বৈষ্ণবে আপনবুদ্ধি ও তাঁহাদের প্রতি স্বাভাবিক টান হইবে, সেইদিন আমার হরিভজন আরম্ভ হইবে।

হরিভজনের মূলে শ্রদ্ধা। দম্ভ, অন্যাভিলাষ, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি থাকা শ্রদ্ধার লক্ষণ নহে। এইগুলি থাকিলে কেহ হরিভজনে উন্নতি করিতে পারে না। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের কৃপা না পাইলে ত' হরিভজন হয় না। কৃষ্ণই একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া যাঁহার দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছে, সেইরূপ দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিরই কৃষ্ণভজনে অধিকার। কিন্তু দুর্ভাগা আমার সে বিশ্বাস কোথায়? শুদ্ধভক্তি অব্যভিচারিণী অর্থাৎ নৈরন্তর্য্য-ময়ী, অন্তর বা ব্যভিচার তাহাতে নাই। আমি ত' অন্যাভিলাষী, আমার হৃদয় ত' ব্যভিচারময়, তাহাতে হরিস্মৃতি, হরিসেবা-নৈরন্তর্য্য বা কেবলা ভক্তি কি করিয়া সম্ভব?

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

—::(•::—

যাঁহারা বিষ্ণুসেবা করেন, তাঁহারাই বুদ্ধিমান্, আর যাহারা প্রভুত্বকামী, তাহারা মূর্খ। বিষ্ণুসেবকই ভক্ত, আর যাহারা ইতর বস্তুর প্রভু হইবার জন্য ব্যস্ত, তাহারাই অভক্ত বা অচেতন। শ্রীচৈতন্যদেব বিভুচিদ্-বস্তু। বিভুচিৎ-এর চেতনধর্ম্ম কখনও মায়াদ্বারা আচ্ছাদিত হয় না, অণুচিৎ জীবের চেতন আচ্ছাদিত ও অভিভূত হয়। মায়াধীশ, মায়াবশ—ঈশ্বরে জীবে ভেদ। শ্রীচৈতন্যদেব যখন শ্রীমায়াপুরে ভক্তরূপে আসিয়াছিলেন, তখন সাধারণ লোক তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। কিন্তু শুদ্ধা সরস্বতী দেবী তাঁহাকে 'বিশ্বম্ভর' নামে পরিচিত করিয়াছিলেন। তিনি যখন গয়া হইতে শ্রীমায়াপুরে ফিরিয়া আসিলেন, তখন আপামর সকলকেই তিনি চেতনের ধর্ম্মে জাগরিত করিয়াছিলেন। ভক্তগণ তখন চৈতন্যসেবায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল।

পঞ্চ গৌড়ে গৌড়ীয়ের অধীশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরের কথাই একসময়ে প্রচুর পরিমাণে প্রচারিত ছিল। সকলেই তখন বিভুচৈতন্যের শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অণুচৈতন্য জীব মাঝে মাঝে মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করিলে অন্য দেবতার পূজায় মতি হয় না। গৃহব্রতগণই ফলভোগ কামনায় অন্য দেবতার পূজা করেন।

আধ্যাত্মিকগণ পঞ্চোপাসক। তাহারা ধর্ম্মের জন্য সূর্য্যের, অর্থের জন্য গণেশের, কামের জন্য শক্তি এবং মোক্ষের জন্য শিবের উপাসনা করিয়া থাকে। গণেশের একটি নাম দণ্ডিরাজ (ঢুণ্ঢিরাজ), মহারাষ্ট্র ও মাদ্রাজেও দণ্ডিরাজের পূজা আছে। শক্তির উপাসকগণই কামকামী। শিব উপাসকগণই মোক্ষকামী। তাহাদের বিচার—'আমি শিব হইব, সমস্ত ধ্বংস হউক।' অণুচিৎ জীবগণ কৃষ্ণবিমুখ হইয়া বিভিন্ন কামনাবশে নানা দেবতার উপাসনা করিয়া দুর্দ্দশা লাভ করিতেছে। হৃষীকেশ দ্বারা হৃষীকেশের উপাসনাই জীবের একমাত্র নিত্য কর্ত্তব্য। জীব আধ্যক্ষিক ও চতুর্ব্বর্গের প্রয়াসী হইয়া চারি দেবতার উপাসনা করে, কিন্তু জীব মুক্ত হইলে আর ইতর দেবতার উপাসনা করেন না। মুক্ত হইলে জীব বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া বৈষ্ণব হন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গের উপাসনা কৃষ্ণপ্রেমের অর্থ বুঝে না। চতুর্ব্বর্গের অন্তর্ভুক্ত থাকিলে আর পঞ্চমবর্গ পরমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয় না। চতুর্ব্বর্গের জন্য যে উপাসনা, তাহাতে চারিপ্রকার ব্যক্তি উপাসনার নামে উপাস্যবস্তুকে চাকর করিতে চায়। কামিগণের ধারণা—গণেশাদি দেবতা যেন বদ্ধজীবের বাসনাপূরণার্থ পূর্ণ ডালি হাতে লইয়া বদ্ধজীবের চাকুরি করিবার জন্য ব্যস্ত। কামকামিগণের যে ঈশ্বর উপাসনা, তাহা 'আমার দাঁড়ে ছোল'—এই সকাম স্বার্থপর বিচারের অন্তর্গত। বিষ্ণুই একমাত্র প্রভু। বহির্ম্মুখ লোক বিষ্ণুকে দেবতার অন্তর্ভুক্ত করিয়া তুচ্ছ কামনা-পূরণের নিমিত্ত ভৃত্যরূপে পরিণত করিতে চায়। নিজের অপস্বার্থের জন্য ভগবান্‌কে ডাকা, আর ভগবান্‌কে চাকর করিয়া ফেলা একই কথা। শ্রীমদ্ভাগবতে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম মোক্ষরূপ সকৈতবধর্ম্ম নিরস্ত হইয়াছে। এইজন্য ভাগবতের প্রথমেই "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র" লিখিত হইয়াছে। শ্রীধরস্বামিপাদ এই 'প্রোজ্ঝিত কৈতব'-শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—'ন শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ'। শ্রীমদ্ভাগবতে অপরোক্ষ ও অধ্যক্ষজ বিচারে কৈতবধর্ম্ম নিরস্ত হইয়াছে।

অণুচিৎ জীবগণ শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগমন করিলে তাঁহারাও মুক্ত মহাপুরুষ, অণুচিৎগণ অণুচিৎস্বরূপ স্বভাব প্রাপ্ত না হইলে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্ম অনুসরণ না করিলে এবং তাঁহাকে বিস্মৃত হইলেই তাহাদের অমঙ্গল।

সাধারণ অজ্ঞলোক শ্রীচৈতন্যদেবের তত্ত্ব না জানিয়া তাঁহাকে অণুচৈতন্য জীবমাত্র মনে করে। মায়াধর্ম্মের ভিতরে অবস্থান করিয়া যে চিন্তার উদয় হইতেছে, তাহার ফলে বদ্ধজীবগণ মহাপ্রভুকেও মায়াধর্ম্মের অন্তর্গত জিনিষ বলিয়া মনে করে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি সকল বিষ্ণুতত্ত্বের মূল। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাতিদীয় জনের আনুগত্যে পাঠ করেন, তাঁহারাই শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে আকৃষ্ট ও চতুর্ব্বর্গ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। বিভুচৈতন্য শ্রীমহাপ্রভুর কথা যাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহারা চতুর্ব্বর্গফলকামনায় আর অসুবিধায় পড়েন না। অণুচিৎ জীবগণই স্বার্থগতি বিষ্ণুর সেবা করে না।

শ্রীচৈতন্যদেব তদীয় অনুগত জনের চৈতন্য সম্পাদন করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত জীবগণ অণুচিৎ হইলেও তাঁহাদের মূর্খতা নাই। জগতের আর বাদবাকী সকলেই ন্যূনাধিক মূর্খ। শ্রীচৈতন্যদেবের ভৃত্যেরাই প্রকৃত নানভজনকারী। অণুচিৎের ধর্ম্মই শ্রীচৈতন্যপাদ সেবা। জীবের পরমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমা অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রীতি উৎপাদন। চেতনধর্ম্মে শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় ব্যতীত অন্য কার্য্য নাই। শ্রীচৈতন্যদাসগণের অগ্রণী শ্রীগুরুপাদপদ্মকে আমরা বন্দনা করি।

যৎকিঞ্চিৎ

-::(•)::—

যাঁহারা এ জগতের কোন কিছু চাহেন না, তাঁহারাই অকিঞ্চন। অকিঞ্চন—নিষ্কাম। তাঁহার কোন কামনা নাই, কিন্তু সেবা-কামনা আছে। নিজ সুখ-দুঃখের প্রার্থী তিনি নহেন। তিনি সেবাপ্রার্থী—কৃপা-প্রার্থী—দীন, কাঙ্গাল। যিনি কৃপাপ্রার্থী, দীনহীন, অকিঞ্চন, তিনিই শরণাগত—তিনিই শিষ্য। কৃপাপ্রার্থীই কৃপা পায়। শরণাগতের আকুল ক্রন্দন গুরুকৃষ্ণের চিত্তকে দ্রবীভূত করে, বিচলিত করে। দীনের দুঃখ-দর্শনে গুরুকৃষ্ণ স্থির থাকিতে পারেন না।

দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান

দীনের সম্বল একমাত্র ক্রন্দন—আবেদন-নিবেদন। অর্থহীন অনর্থগ্রস্ত দরিদ্রের অর্থানুসন্ধানই একমাত্র কাজ। অর্থ ব্যতীত দরিদ্রের দারিদ্র্য যায় না এবং এই অর্থও পাওয়া যায় ধনীর নিকট। সুতরাং ধনীর শরণাগত হওয়া ও অর্থপ্রার্থনা ব্যতীত অর্থহীনের আর কি কাজ থাকিতে পারে? অর্থহীন, অনর্থগ্রস্ত হইয়াও যদি অর্থ-প্রাপ্তির জন্য হৃদয়ে ব্যাকুলতা না জাগে, দারিদ্র্যের উপলব্ধি যদি প্রতিমুহূর্ত্তেই হৃদয়কে উদ্বেলিত না করে, তাহা হইলে বড়ই দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। অর্থ-প্রাপ্তির লালসায় ধনীর নিকট আসিয়া যদি তিনি অর্থ দিতে পারিবেন কিনা, সন্দেহ হয়, যদি নিজ দারিদ্র্য-দুর্দ্দশার কথা ভুলিয়া গিয়া অর্থ-প্রার্থনাস্পৃহা কমিয়া যায়, তাহা হইলে অর্থাভাবে অবশেষে প্রাণ-পরিত্যাগই করিতে হইবে। গুরুবৈষ্ণব-ভগবান্—দীন দয়াময়। দীন-হীনের প্রতি তাঁহাদের প্রচুর কৃপা। যেখানে দীনতা, সেখানেই শরণাগতি। যিনি শরণাগত, তিনিই শিষ্য। শিষ্যই গুরুর কৃপাপাত্র—গুরুপাদপদ্মের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। গুরুপাদপদ্মের সম্পত্তি—কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেম। এই কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিতে আসিয়াছেন—মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, কৃষ্ণপার্ষদ শ্রীগুরু বৈষ্ণব ও শ্রীধামাদি। তাঁহারা অহৈতুকী কৃপাপরবশ হইয়া কৃষ্ণপ্রেমধনের পসরা লইয়া পরজগৎ হইতে এজগতে অর্থহীন দীন দুঃখী [illegible] কাঙ্গালের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন

যিনি অর্থবান্, তিনিই অনর্থগ্রস্তকে অর্থের সন্ধান প্রদান করেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি'।
স্বপার্ষদ স্বীয় ধাম সহ অবতরি'॥
অত্যন্ত দুর্ল্লভ প্রেম করিবারে দান।
শিখায় শরণাগতি ভকতের প্রাণ॥
ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার॥

চেতনের প্রতি চেতনের যে ক্রিয়া, তাহা রহিতাবস্থার নামই বিমুগ্ধতা। যে জন্য এই চেতনের ক্রিয়া স্তব্ধীভূত হইয়া অচেতনের ক্রিয়া চেতনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাহার নাম অনর্থ বা মায়া। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত এই মায়া বা অনর্থ দূরীভূত হয় না। গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় অনর্থগ্রস্ত পতিত জীবের অর্থস্পৃহা হৃদয়ে জাগরিত হয়। তাঁহাদের কৃপা ও আমাদের শরণাগতির পরিমাণানুসারে এই অর্থপ্রাপ্তির লালসা জাগে। যে পরিমাণে অর্থের অনুসন্ধান-স্পৃহা জাগে, সেই পরিমাণে দীনতার বৃদ্ধি হয়। অকুটিল শরণাগতকে তাঁহারাই সব সুযোগ দেন, কৃপা করিয়া হাত ধরিয়া তুলিয়া লন। সরল হইলে স্বাভাবিকভাবেই দীনতা, অকিঞ্চনতা সেবালাভাশা হৃদয়ে জাগে। তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মকে ভগবৎ-কৃপার মূর্ত্তবিগ্রহ বলিয়া দর্শন করিতে পারেন, প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেন। অযোগ্যের প্রতি শ্রীগুরুদেবের অপার করুণা দেখিয়া তখন আর তিনি চুপ্ করিয়া থাকিতে পারেন না, আপনা হইতেই তচ্চরণে নত হইয়া পড়েন। তিনি "করুণাময় শ্রীগুরুদেবের সেবা বিন্দুমাত্রও করিতে পারিলাম না এবং পারিতেছি না"—এই দুঃখাগ্নিতে সর্ব্বক্ষণ দগ্ধীভূত হইতে থাকেন। তখন আর তাঁহার বাজে কথায়—ইতর চিন্তায় একমুহূর্ত্ত সময়ও অতিবাহিত করিবার অবসর থাকে না। করুণাময়ের করুণা যতই উপলব্ধি হইতে থাকে, ততই নিজের অযোগ্যতার উপলব্ধি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শ্রীগুরুদেবের করুণা ও নিজের অযোগ্যতার কথা স্মরণমুখে শরণাগত শিষ্য অনুক্ষণ ব্যাকুলভাবে 'কৃপা করি' তোল মোরে বলে'—এই কীর্ত্তন-ক্রন্দনের মধ্যেই দিনাতিপাত করেন। তখন কেবল ক্রন্দন—কৃপা-প্রার্থনা—আর্ত্ত-আবেদনই তাঁহার জীবনের জীবাতু হয়। তখন আর তিনি প্রভুর কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ ব্যতীত এক মুহূর্ত্তকালকেও যুগযুগান্তর বলিয়া মনে করেন। তখন সমস্ত কার্য্যাবলীকেই তিনি প্রভুসেবার সঙ্গে adjust করিয়া লন, প্রভুসেবার—প্রভুসুখের জন্য সমস্ত জগৎ আলোড়ন করিতে পারেন—প্রভুর জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। তখন তিনি বিশ্ববাসী সকলের নিকট তাঁহার প্রভুর গুণাবলী কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলকে প্রভুপদতলে সমবেত হইতে কাতর আহ্বান করেন। তিনি জানেন,—কি করিলে, কিরূপে চলিলে প্রভুর সুখ হয়। নিজে সর্ব্বক্ষণ প্রভুসেবোন্মত্ত হইয়া সকলকে প্রভুসেবার জন্য অতি শীঘ্র সর্ব্বস্ব নিয়োগ করিতে বলেন। কাহাকেও একটু সেবোন্মুখ দেখিলে তিনি তাহাকে নানাভাবে সেবায় সাহায্য করেন—সেবার কৌশল বলিয়া দেন। তিনি বড় করুণ, বড় দয়াল! তাঁহার সঙ্গ হইলে বুঝিতে পারিব, তিনি কিরূপভাবে আমাদের চিত্তকে শ্রীগুরুপাদপদ্মে

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিবে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

আকর্ষণ করেন। তাঁহাদের সঙ্গই আমাদের সর্ব্বক্ষণ প্রার্থনীয় হউক।

মঙ্গলের পথে চলিয়া যিনি অমঙ্গলের কথা ভালভাবে জানেন যিনি সমূহ অমঙ্গলের হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া গুরুসেবায় সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন, গুরুসেবাগত-প্রাণ, গুরুদেবতাত্ম হইয়াছেন, গুরুর হইয়া গুরুপাদপদ্মের পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়াছেন, সেইরূপ গুরুসেবক কি কখনও শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের মহিমা কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কথা লইয়া থাকিতে পারেন? যিনি সত্যসত্যই মঙ্গল লাভ করিয়াছেন, তিনি অন্য জীবকে অমঙ্গলের পথে যাইতে দেখিয়া কখনও স্থিরভাবে অবস্থান করিতে পারেন না তিনি খাঁটি সত্য কথা অতি দৃঢ়তার সহিত প্রচার করিবেনই করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের কথা যদি না শুনি, যদি স্বেচ্ছামত জীবন-যাপনে ব্যস্ত হই, তাহা হইলে বিপদ্ হইতে আমাকে আর কে রক্ষা করিবে? ভগবান্ গুরুবৈষ্ণবের মধ্য দিয়াই জীবকে কৃপা করেন —মঙ্গলের কথা জানান। গুরুবৈষ্ণব ভগবানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। অঙ্গী ভগবান্ অঙ্গের দ্বারাই—গুরু-বৈষ্ণবের দ্বারাই জীবকে কৃপা করেন।

"কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥"

সেইরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মও তাঁহার অঙ্গস্বরূপ নিষ্কপট গুরুসেবক বৈষ্ণবের দ্বারাই জীবে কৃপা বিতরণ করেন। গুরুদেবতাত্ম, নিষ্কপট সেবাস্নিগ্ধ গুরুদাস বৈষ্ণবের কৃপা ও আনুগত্য ব্যতীত গুরুকৃপা লাভ অসম্ভব। যিনি শ্রীগুরু-দেবের মনোঽভিলাষ জানেন ও তৎপূরণে ব্যস্ত আছেন, তিনিই অন্যকে গুরুসেবা শিক্ষা দিতে পারেন। তাঁহার আনুগত্যেই গুরুসেবা লাভ হইবে। তিনি শব্দ দ্বারে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে বিতরণ করেন। সরল, সেবোন্মুখ হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মই তন্নিজজনের সন্ধান প্রদান করেন। যদি আমরা এইরূপ গুরুদাসের আদর্শে নিজ জীবন গঠিত না করি, তিনি কিরূপ ভাবে জীবন-যাপন করেন তাহা দেখিবার সৌভাগ্য যদি না হয়, তাহা হইলে বঞ্চিত হইব, গুরুসেবা লাভ হইবে না।

শুদ্ধবৈষ্ণবের বাণীই আমাদের রক্ষা-কর্ত্তা। এই রক্ষাকর্ত্তাকে কোন অবস্থায়ই ভুলিতে হইবে না। তাঁহাদের চেতনময়ী বাণীতে দৃঢ়বিশ্বাস হওয়া প্রয়োজন। আমরা যদি সাধুশাস্ত্র-গুরুবাণীতে দৃঢ়বিশ্বস্ত না হই, তাঁহাদের মঙ্গলময়ী বাণীতে উদাসীন থাকি, তাহা হইলে মঙ্গল হইবে না। রক্ষাকর্ত্তাকে যদি ভুলিয়া যাই, তাহা হইলে আর কে রক্ষা করিবে? যে অবস্থায় থাকি, নিরাশ্রিত হইলেই বিপদ্। তাঁহাদের বাণীর সেবা—বাণীর সঙ্গ ছাড়িলেই আর রক্ষা নাই। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"সকলেই এক হরি ভজনের উদ্দেশ্য এই দু'দিনের অনিত্য সংসারে কোনরূপে জীবন-নির্ব্বাহ ক'রে চ'ল্‌বেন। শত বিপদ্, শত গঞ্জনা, শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছা'ড়বেন না, নিজ-ভজন, নিজ সর্ব্বস্ব কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ছা'ড়বেন না।" কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনই ভজন—যথাসর্ব্বস্ব। কিন্তু আমি যদি তাঁহাদের এই আদেশ পালন না করি, তাহা হইলে আমার মঙ্গললাভ কি করিয়া হইবে?

কেন অপরাধ যায় না?

——::(•)::——

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মান্তিকে উপনীত হইবার পর আমরা তাঁহাদের শ্রীমুখে সর্ব্বপ্রথমেই যে উপদেশ বা শিক্ষাবাণীটী শ্রবণ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং এখনও যে বাস্তব সত্যের বাণীটীর নিকট আত্মসমর্পণ করিবার জন্য আমরা প্রতিনিয়তই নানাপ্রকারে আদেশ ও উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছি, তাহা হইতেছে এই যে,—অধোক্ষজ বস্তুকে কখনও মাপিবার চেষ্টা করিও না। মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নামব্রহ্ম ও বৈষ্ণব—অর্থাৎ বিষ্ণু ও তদীয় বস্তু সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব। সেই অসমোর্দ্ধ বস্তুকে তোমার আধ্যক্ষিক জ্ঞানের অধীন করিয়া ফেলিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিও না। গুরুকে শিষ্যের অথবা শিষ্য অপেক্ষা লঘু, শিষ্যনামের অযোগ্য অপস্বতন্ত্রতাকামী অক্ষজজ্ঞানীর শাসনযোগ্য করিতে যাইও না। বৃক্ষের যে শাখাটিকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছ, সেই শাখাটিই মূল কর্ত্তন করিবার মূর্খতাকে বহুমানন করিও না।

কি দুর্দ্দৈব! শ্রীগুরুবৈষ্ণবের এই বাণীর শাসন কতটুকু গ্রহণ করিতে পারিলাম, তাহার পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখি যে, শাসি হওয়া দূরে থাকুক, আমরা স্বয়ংই শাসক হইয়া পড়িয়াছি। শিষ্য পর্য্যন্ত হইতে পারি নাই, অথচ শাসনদণ্ড নিজেরাই গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছি। আবার সেই শাসন-দণ্ডটি যদি শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে, শ্রবণ-শাসিত কর্ণের নিয়ামকত্বে নিজের দুষ্ট মনের উপর প্রয়োগ করিতাম, তাহা হইলেও মঙ্গল হইত, কিন্তু সে চেষ্টায় সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া যাঁহাদিগকে শাসন করা যায় না, সেই গুরুবৈষ্ণবের প্রতিই উহা প্রয়োগ করিবার দাম্ভিকতা প্রদর্শন করিতেছি।

আমরা মনে মনে কল্পনার তুলিদ্বারা বহির্ম্মুখ, নিজেন্দ্রিয়-তোষণ-কামোন্মত্ত চিত্তরূপ চিত্রপটে গুরুবৈষ্ণবের যে মূর্ত্তিটি অঙ্কিত করিয়াছি, যদি তাঁহারা সেইরূপে আত্মপ্রকাশ না করেন, তাহা হইলে আমাদের নিকট তাঁহারা আর গুরু বা বৈষ্ণবপদবাচ্য থাকেন না। আমরা আমাদের মনোধর্ম্মের তাড়নায় অক্ষজজ্ঞানের গণ্ডী টানিয়া গুরুবৈষ্ণবের বিচরণভূমিকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহি, যখনই দেখি, সর্ব্বপ্রকারে স্বতন্ত্র, স্বেচ্ছাময় গুরুবৈষ্ণবের আচরণ সেই গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যাইতেছে, তখনই আমাদের শাসনদণ্ড উদ্যত হইয়া উঠে। মায়াপাদতাড়িত, ত্রিগুণাক্রান্ত, তুচ্ছাদপি তুচ্ছ, নগণ্য কীটানুকীট হইয়া আমরা পরব্রহ্মের পরা শক্তি-স্বরূপ গুরুবৈষ্ণবকে challenge করিতে চাই, সুতরাং কেন তাঁহারা তাঁহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিবেন? গুরুবৈষ্ণব আমাদিগকে শাসন করিতে গেলে আমরা তৎক্ষণাৎ অসহিষ্ণু হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া থাকি। পরমস্বতন্ত্র, স্বেচ্ছাময়, ষড়্‌বেগবিজয়ী গুরুবৈষ্ণবের শাসনক্ষমতা থাকিবে কেন? শাসনের অধিকার থাকিবে আমাদের, কারণ —আমরা কাম-ক্রোধের দাস, মায়ার গোলাম বদ্ধজীব। আমাদের এই প্রকার চিত্তবৃত্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই, আমরা যখন ভোগ্য শক্তিজাতীয় হইয়া সর্ব্বশক্তি-মানের অনুকরণে মায়াভোক্তা সাজিতে যাই, সতত মায়াবশ, অনুচিৎ, নিত্যাশ্রিত তত্ত্ব হইয়াও আশ্রয়তত্ত্বকে অস্বীকার করিয়া মায়াধীশ বিভুচেতনের সমপদবী-লাভের স্পর্দ্ধা করিতে পারি, তখন আমরা সবই করিতে পারি, অসাধ্য কিছুই নাই।

অনেক সময় আমরা আবার নিজদিগকে শ্রৌতপন্থী বলিয়া প্রচার করি। আমরা বলি,—আমরা যখন শাস্ত্র মানি, মহাজনের আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি, তখন কেনই বা আমরা সাধুশাস্ত্র বিরুদ্ধ কার্য্য করিব? আমরা আরোহ পন্থা অবলম্বন করিব না, নিজের বুদ্ধি বা বিচারের আবাহন করিব না, পরন্তু শাস্ত্র ও সাধুর অনুগমনে বাণী দ্বারাই স্বরূপবিচার করিব,—সূর্য্যালোকের দ্বারাই সূর্য্য দর্শন করিব। এইরূপ সাধু-শাস্ত্রানুগতাভিমানী হইয়া আমরা সিদ্ধান্ত করি, —শ্রীমন্মহাপ্রভু মায়াবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন, শ্রীরূপ সনাতন নীচ জাতি ছিলেন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু জগাই-মাধাই অপেক্ষাও পাপিষ্ঠ ছিলেন এবং যেহেতু তাঁহার নাম-শ্রবণে পুণ্যক্ষয় ও গ্রহণে পাপ হয়, তখন তাঁহার নাম শ্রবণ বা উচ্চারণ করিতে নাই, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অপরাধ ফলে ব্রজধাম হইতে বিতাড়িত হইতে হইয়াছিল ইত্যাদি। এই সকল বিচারের বিরুদ্ধে কোন প্রকার যুক্তির অবতারণা করিবার অবকাশ প্রদান করিতেও আমরা প্রস্তুত নহি। কারণ, আমরা ত' আর যুক্তিবাদী নহি, আমরা যে শ্রৌতপন্থী, আমরা বাণীর সাহায্যে বপু দর্শন করি। ভগবান বা ভক্তকে জানা যায় কি প্রকারে? একমাত্র বাণী দ্বারাই ত? আমরা সেই বাণী, এমন কি যাঁহার সম্বন্ধে বিচার হইতেছে, তাহা স্বমুখোক্তি শ্রবণ করিয়া উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, সুতরাং এ বিষয়ে আর যুক্তি-প্রদর্শনের অবসর থাকিতে পারে না। প্রত্যক্ষভাবে শব্দই যেখানে প্রমাণরূপে বিরাজমান, সেখানে আর যুক্তির সার্থকতা কোথায়?

এইরূপ শাস্ত্র বা সাধুর বাণীরূপ (?) অভিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা আমাদের মাপিয়া লইবার তৌলদণ্ডটী যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিয়া থাকি। শাস্ত্রে আমরা সাধুর যে-সকল তটস্থলক্ষণের বিষয় জানিতে পারিয়াছি, উহাই হইল আমাদের সাধুকে কষিয়া লইবার কষ্টি পাথর। আমরা শ্রীমদ্-ভাগবত শাস্ত্রে পাঠ করিয়াছি,—দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা ও কনক এই পাঁচটি কলির স্থান। আমরা সেই পুঁথিগত বিদ্যা বা আক্ষরিক জ্ঞানকে সম্বল করিয়া সাধু দেখিতে দৌড়াই। যখনই দেখিতে পাই বিবিক্তানন্দী পরমহংসের আচরণ অথবা কখনও আচার্য্যলীলাকারী মহাভাগবতের আচরণ উক্ত লক্ষণের সহিত আপাতবিষমরূপে প্রতিভাত হইতেছে, তখনই আমরা তাঁহাকে সাধুত্ব হইতে খারিজ করিয়া দিই। আমাদের আচরণ সমর্থন করিবার জন্য আমরা যুক্তি দেখাই—শাস্ত্রদ্বারেই যখন সাধুর লক্ষণ অবগত হওয়া যায়, তখন শাস্ত্রোদ্দিষ্ট লক্ষণের সহিত যাঁহার আচরণের মিল দেখা যায় না, তিনি নিশ্চয়ই সাধু নহেন।

মহামূর্খ আমরা, এই সার সত্য কথাটি ভুলিয়া যাই যে, সাধু শব্দব্রহ্মের সেবক বটে, কিন্তু শব্দদ্বারা পরিমেয় বস্তু নহেন। অপ্রাকৃতবাণী ও অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট সাধু উভয়েই অপরিমেয়। বাণী নিত্যকাল সশক্তিক শ্রীভগবানকে বর্ণন করেন, তথাপি শ্রীভগবানের সমগ্র অংশ বর্ণন হয় না, আবার বাণী বা শব্দও অনন্ত বলিয়া তাহারও শেষ নাই। সাধু বা ভগবান্ যেরূপ স্বতন্ত্র শব্দও সেইরূপ স্বতন্ত্র। অপ্রাকৃত শব্দ কখনও বদ্ধজীবকে অপ্রাকৃত ভগবান্ ও তদ্ভক্তকে মাপিয়া লইবার কার্য্যে সাহায্য করিয়া তাহার দাসত্ব করেন না। শব্দদ্বারা সাধুকে কখনও মাপিয়া লওয়া যায় না, সাধু ও শব্দকে অভিন্ন জানিয়া তৎপাদপদ্মে শরণাগত হইলে তাঁহাদের কৃপায় সাধুর স্বরূপ ও শব্দের তাৎপর্য্য অভিন্নরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সাধু স্বতন্ত্র, স্বেচ্ছাময়, পূর্ণ-চেতন বস্তু তিনি stereotyped বা ছাঁচে ঢালা অচেতন পদার্থ শেষ নহেন। আমাদের পুঁথিমস্তিষ্ক যতদিন মাপিয়া লইবার নেশায় মত্ত থাকে, ততদিন এই রহস্যটি আমরা উপলব্ধি করিবার যুক্তিযোগ লাভ করিতে পারি না।

অনেক সময় আমাদের এরূপ অভিমান হয় যে, শ্রীগুরুদেবের আদেশ, উপদেশের তাৎপর্য্য আমরাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বুঝিয়াছি। এইরূপ দম্ভের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা নিজ-দিগকে গুরুদেবের প্রিয় বৈষ্ণবগণ অপেক্ষাও অধিক বুঝ্‌দার মনে করিয়া থাকি। কোনও স্থানে স্বয়ং গুরুদেবের বাহ্যতঃ অনুপস্থিত কালে কোন বৈষ্ণব উপস্থিত থাকিয়া যদি

আমাদিগের পরিচালক ও নিয়ামকরূপে কোনও প্রকার বিধিব্যবস্থার নির্দ্দেশ দান করেন এবং ঐ প্রকার বিধিনিষেধ যদি আমাদের যথেচ্ছাচারের অনুকূল না হয়, তখনই আমরা সেই বৈষ্ণবের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকি। তিনি কেন এরূপ বিধান দিলেন? কই শ্রীল প্রভুপাদ বা শ্রীল আচার্য্যদেব ত' এরূপ ব্যবস্থা কখনও করেন নাই? আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে সাক্ষাদ্ভাবে তাঁহাদিগের নিকট হইতে অন্যপ্রকার ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি, সুতরাং আমরা গুরুদেবের সেই ব্যবস্থাই মানিয়া চলিব, বৈষ্ণবের আনুগত্য করিব না এইরূপ একটি বিচার তখন আমাদের চিত্তে স্থান পাইয়া থাকে। সেই বৈষ্ণব গুরুদেবের নিকট হইতে ঐরূপ ব্যবস্থা দানের নির্দ্দেশ পাইয়াছিলেন কি না, এ পর্য্যন্ত শুনিয়া লইবার ধৈর্য্য আমাদের থাকে না। হায়, আমরা এরূপ দুর্ব্বুদ্ধিকে কেন প্রশ্রয় দিই যে, বৈষ্ণব অপেক্ষা গুরুদেবের মনোভীষ্ট আমরা অধিক বুঝি? বৈষ্ণব যে গুরুদেবেরই আনুগত্যে আমাদিগকে পরিচালন ও নিয়মনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এই সহজ কথাটি আমরা কেন ভুলিয়া যাই?

অনেক সময় আবার আমরা বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ আদেশ পাইয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারি না। উহা গুরুদেবের অনুমোদিত কিনা, তাহা জানিবার জন্য অবৈধ অযথা কৌতূহল প্রদর্শন করি। এইরূপ চিত্তবৃত্তির মূলে প্রচ্ছন্নভাবে 'আমি ত' বৈষ্ণব' এই মিথ্যা দম্ভই লুক্কায়িত থাকে, আর থাকে, অপস্বতন্ত্রতাপ্রিয়তা। 'বড় আমি'র বিচার প্রবল থাকে বলিয়াই আমরা কোন মতে গুরুদেবের আনুগত্যের অভিনয় পর্য্যন্ত করিতে পারি, কিন্তু বৈষ্ণবের আনুগত্য করিতে গেলে আমাদের সেই অভিমানের মূলে আঘাত লাগে, সেইজন্য বৈষ্ণবের আনুগত্য আমরা করিতে চাহি না।

হরিকথা কীর্ত্তনকালে যদি বৈষ্ণব নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম হইয়া গেলেও তৎপ্রতি লক্ষ্য না করেন, তবে আমরা অত্যন্ত চঞ্চল ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠি। যাহাতে কীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবের তৎপ্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তজ্জন্য নানাপ্রকার ইঙ্গিত ও চেষ্টা করিয়া থাকি। আমাদের বিচার হয় যে, বৈষ্ণব আপনভোলা, তাঁহার কোন বাহ্যজ্ঞান (কাণ্ডজ্ঞান) নাই, তিনি না হয় হরিকথা লইয়া তন্ময় হইয়া রহিলেন, কিন্তু ঐ প্রকার কেবলমাত্র হরিকথা লইয়া থাকিলে অন্যান্য সেবাকার্য্য কি প্রকারে চলিবে? একথা আমরা বুঝিতে পারি না যে, আমাদের এই বিচারের অন্তরালে যে কপটতা বর্ত্তমান, তাহা সাধারণ নিরপেক্ষ ব্যক্তির নিকট আত্মগোপন করিতে সমর্থ হয় না। আমাদের ঐ প্রকার বিচারের মূলে থাকে প্রাণময়ী সেবাবৃত্তির পরিবর্ত্তে 'নিজেন্দ্রিয়তর্পণপর কর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বরের কৃত্রিমতা এবং নিজদিগকে কর্ম্মদক্ষ ও বুদ্ধিমান্ অভিমানে বৈষ্ণবকে নির্ব্বোধ ও কাণ্ডজ্ঞানহীনরূপে দর্শনরূপ শোচনীয়তম অপরাধ।

বৈষ্ণব যখন অবিশ্রান্ত কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করি আমাদের ইতরবাক্যব্যয়-স্পৃহা দূর [illegible] চাহেন, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ-ঘণ্টাই আমাদিগকে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণকার্য্যে নিয়োজিত করিয়া, ইতরকার্য্যে ব্যাপৃত হইবার [illegible] অবসর হইতে বঞ্চিত করিতে চাহেন, যখন তাঁহার [illegible] তিরস্কার করিয়া আমাদের মনোব্যাসঙ্গ-ছেদনে প্রয়াস করেন, তখন আমাদের আনুগত্যহীন অপস্বতন্ত্রতাপ্রিয় চিত্ত তাহাতে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে। নিজের ভোগসঙ্কোচ-সম্বন্ধে নিজেই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিলে আমাদের লোকচক্ষে একটু হীন [illegible] পড়িতে হয়, কাজেই বৈষ্ণবের শাসন যে আমার নিজেরই অসহ্য হইয়া পড়িতেছে, ইহা সহজভাবে প্রকাশ না করিয়া কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করি। আমরা নিজেরা নিরপেক্ষ বিচারক সাজিয়া যাঁহারা শাসিত হইতেছেন, তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া ওকালতি করিতে আরম্ভ করিয়া দিই। 'বৈষ্ণব যাহা করিতেছেন বা বলিতেছেন তাহা ত' যথার্থই। তবে সাধকের অনর্থ আছেই, যদি কেহ বৈষ্ণবের শাসনের তীব্রতা সহ্য করিতে না পারিয়া অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে তাহাকে ত' আর তজ্জন্য দোষ দেওয়া চলে না'- ইহাই হয় তখন আমাদের বিচার। মনোধর্ম্ম ও মিথ্যা দম্ভের তাড়নায় আমরা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোভীষ্টপ্রচারক সাধুর আচার ও প্রচার-বিষয়েও তাঁহাকে direction দিতে যাই। এই প্রকার বৈরাগ্যের আদর্শ দেখাইলে অনর্থযুক্ত সাধকগণ [illegible] অপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্তই বেশী হইবে। এইভাবে প্রচার করিলে mass এর পক্ষে উহার তাৎপর্য্যগ্রহণে অসুবিধা হইবে। এত কঠোর বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিলে কোমলশ্রদ্ধগণ হয় ভোগী, না হয় ত্যাগী হইয়া যাইবে ইত্যাদি। অর্থাৎ অনর্থযুক্ত সাধকের অনর্থকে সমর্থন করা চলে, কিন্তু সাধুর সাধুত্বকে যে কোনমতেই সমর্থন করা চলে না।

আমরা বাহিরে নিরপেক্ষের সজ্জা গ্রহণ করি বটে, কিন্তু এই নিরপেক্ষতার অন্তরালে সাধুর শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্গীরণই প্রকৃতপক্ষে আমাদের কর্ম্ম হইয়া পড়ে। হায়! এই প্রকারে সাধুকে নিয়মিত করিতে না গিয়া নিজেকে সাধুর দাসানুদাসের পাদত্রাণদ্বারা নিয়মিত করিবার সদ্বুদ্ধিকে বরণ করি না কেন? দীর্ঘকাল হরিকথা-শ্রবণে যখন ক্লান্তি বা নিদ্রা উপস্থিত হয়, তখন সাধুকে দোষ না দিয়া নিজেকে এই বলিয়া শত শত ধিক্কার দিই না কেন, যে হরিকথা বা হরিনামের মাধুর্য্যাস্বাদনে উন্মত্ত হইয়া আমাদের গুরুবর্গ গাহিয়াছেন,—"তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে" অথবা "জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারের্বিরমিতনিজধর্ম্ম-ধ্যানপূজাদিযত্নম্," যে হরিনামের ঔদার্য্যদর্শনে স্বয়ং নামী শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভভরে কীর্ত্তন করিয়াছেন, "নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা" যে হরিনামের ঐশ্বর্য্য বর্ণন করিতে গিয়া শাস্ত্র ও সাধুগণ মত্ত মুখর হইয়া উঠিয়াছেন, সেই হরিনাম বা তদভিন্ন হরিকথা শ্রবণ করিতে গিয়া কেন বা আমরা মায়াদ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ি? সাধুর প্রতি ক্রুদ্ধ হইবার পরিবর্ত্তে সাধুর বর্ত্মানুসরণে লোভ ও নিজ অনর্থের জন্য অকপট গ্লানি কেন আমাদের আসে না?

বৈষ্ণবকে শাসন, নিয়মন করিবার চেষ্টা করিয়া জঘন্যতম অপরাধের আবাহনে উৎসাহের অন্ত নাই, কিন্তু আমাদের এই শয়তানি কি বৈষ্ণব বুঝিতে পারেন না? তথাপি, তাঁহার এমনই স্বভাব যে, আমরা তাঁহার প্রতি দ্রোহাচরণে বদ্ধপরিকর হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাদের মঙ্গল করিবার জন্য পণ করিয়া বসিয়া আছেন। ঝড়ের বেগে তরী চঞ্চল হইয়া বন্ধন মুক্ত হইবার জন্য তাণ্ডব আরম্ভ করে বটে, কিন্তু সুদক্ষ নাবিক জানে যে, এই বন্ধনই তাহার বাঁচিবার একমাত্র উপায়। সেইজন্য নাবিক ঝড়ের বেগ ও তৎসহ তরণীর উদ্দাম নৃত্যকে অগ্রাহ্য করিয়াই সুদূর লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া হাল ধরিয়া বসিয়া থাকে। আমাদের সমস্ত বিদ্বেষ, বিদ্রোহ, উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়াও বৈষ্ণব উপেক্ষা করেন, নির্য্যাতিত হইয়াও আমাদের হিতসাধনে বিরত হন না। আমরা হরিবাসর দিবসে উপবাসের ক্লেশ সহ্য করিতে হইলে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠি, কিন্তু বৈষ্ণবের বিচার—উপবাস করুক্, যদি উপবাসে দেহপাতও হয়, তাহা হইলেও মঙ্গল হইবে। কৃষ্ণ যখন দেখিবেন, তাঁহারই প্রীত্যর্থে উপবাস করিয়া দেহপাত করিয়াছে, তখন তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। তাঁহার কৃপাদৃষ্টি কোথায় না নিবদ্ধ রহিয়াছে? এই অমন্দোদয়া করুণার মূল্য আমরা বুঝিলাম কই?

বৈষ্ণবকে শাসন করিবার প্রবৃত্তি, বৈষ্ণবের ছিদ্রানুসন্ধানে উৎসাহ আমাদের আসে কেন? ইহার কারণ মৎসরতা। বৈষ্ণবের অনাকাঙ্ক্ষিত সহজপ্রতিষ্ঠা আমাদের হৃদয়ে ঈর্ষানল প্রজ্বলিত করে। আমাদের ছিদ্রগুলি যখন লোক-সমক্ষে প্রকাশিত হইয়া দশের চক্ষুতে আমাদিগকে হেয় করিয়া তুলে, তখন আমরা সেই ছিদ্রগুলি নির্দ্দোষ বৈষ্ণবচরিত্রে আরোপ করিয়া গাত্রদাহ নিবারণের চেষ্টা করি। এই যে প্রচণ্ড মাৎসর্য্য—ইহা যায় কি প্রকারে? বৈষ্ণবের প্রতি আমাদের ঈর্ষা হয় কেন? অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, ইহার কারণ প্রীতির অভাব। সাধারণ জগতেও দেখা যায়, যাহারা "আমাদের শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী, তাহাদের প্রতিষ্ঠা দেখিলেই আমাদের চিত্ত মৎসরাক্রান্ত হইয়া পড়ে। অপর পক্ষে, যাহারা আমাদের আত্মীয়, স্নেহ, শ্রদ্ধা বা সম্মানের পাত্র, তাহাদের অভ্যুদয়ে আমাদের মাৎসর্য্যের উদ্রেক হয় না। প্রীতি মাৎসর্য্যের বিপরীত বস্তু। প্রীতি যেখানে থাকে, সেখানে মাৎসর্য্য থাকিতে পারে না। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে আমাদের আত্মীয়-জ্ঞান নাই, তাঁহাদিগকে আপন বলিয়া জানি না বলিয়াই আমরা তাঁহাদের মঙ্গলময় শাসন অবনতমস্তকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হই না। বৈষ্ণবকে আমাদের সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করি বলিয়াই তাঁহার প্রতিষ্ঠা-দর্শনে আমরা মাৎসর্য্যবিষে জর্জ্জরিত হইয়া পড়ি। বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে লেশমাত্র প্রীতি বা আপনজ্ঞান যদি আমাদের থাকিত, তাহা হইলে আর এইপ্রকার হিংসা বা বিদ্বেষভাব থাকিতে পারিত না। প্রীতিবিশিষ্ট হইলে তাঁহাদের শাসন ও নিয়মনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার দুষ্প্রবৃত্তিও হৃদয়ে আর স্থান পায় না; কারণ প্রীতির পাত্রের স্বতন্ত্রতার নিকট নিজ স্বতন্ত্রতা বিসর্জ্জন দেওয়াই প্রীতির ধর্ম্ম।"

অবশ্য এই রতি সহসা হয় না। যতদিন বৈষ্ণবের স্বরূপ ও তৎসহ নিজকে তৎপাদপদ্মধূলি জ্ঞান না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত এই প্রতিযোগিতা করিবার প্রবৃত্তি যাইবার নহে। এই প্রবৃত্তিটি যায় একমাত্র মহিমজ্ঞান-দ্বারা। এইজন্য বৈষ্ণবাপরাধ হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে সর্ব্বক্ষণ বৈষ্ণবের অসমোর্দ্ধ-মাহাত্ম্য শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণই একমাত্র উপায়। যখনই বৈষ্ণবের প্রতি কোন প্রকার মর্ত্ত্যবুদ্ধিমূলে বিদ্বেষভাব আসে, তখনই সেই বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা দরকার। আমরা মৎসরতার তাড়নায় তাঁহাকে নানাপ্রকারে হেয় করিতে চেষ্টা করিতেছি বটে, কিন্তু তাঁহার তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি কতটুকু হইতেছে? তিনি ত' সকল বাধা অতিক্রম করিয়া গুরুদেবের আনুগত্যে সংকীর্ত্তন-রাসের অনুসন্ধানে ছুটিয়া চলিতেছেন। এই বিষয়টি যখনই আমাদের উপলব্ধি হইবে, তখনই আমরা বুঝিতে পারিব,—বৈষ্ণব কত বড়, তাঁহার সমকক্ষ হইবার দুর্ব্বাসনা আমাদের পক্ষে কতখানি ধৃষ্টতা এবং তখনই বৈষ্ণবের সমান প্রতিষ্ঠা লাভের আশা ও তজ্জনিত মৎসরতা আপনিই দূর হইয়া যাইবে, বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করা সম্ভব হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর বুধবার, শ্রীবিশ্বকর্ম্মা-পূজা উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় গত ১৮ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রকাশিত হন নাই।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সদ্যস্থ কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ ১৮ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৫ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২২শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪১, সোমবার ১০৬ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিকাশিনী-টীকা ও আস্বাদন-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"যতদিন ভক্তি-বিপরীত বাসনা বিদূরিত না হয় ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ পদ্মনাভ, শ্রীল সঙ্কর্ষণ, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

নিদ্রায় আমার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু দৃশ্যের অস্তিত্ব নাই। জাগরণ-কালে আমারও অস্তিত্ব আছে, আবার দৃশ্য বস্তুরও অস্তিত্ব আছে। জগতে অবস্থান-কালে জাগরণের এই যে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের অনুভব, তাহা ক্ষণকালের জন্য। আত্মার জাগরাবস্থায় আমি, দৃশ্য ও দর্শন'—সকলই নিত্য। বদ্ধ সাক্ষ-প্রাপ্তিতে আমার অস্তিত্ব নিত্য, দৃশ্য নিত্য এবং দর্শনও নিত্য। নিদ্রাকালে জ্ঞানের বিপত্তি ঘটে।

কৃষ্ণকৃপায় ও নিজের শরণাগতি-ফলে জীবের স্বরূপসিদ্ধি হইলে তাহার অস্তিত্ব ও সকল কার্য্যই অবিনাশী ও নিত্য হয়। তখন আমি কৃষ্ণপাদপদ্মের সেবায় প্রতিষ্ঠিত হই, তখন জগৎ স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়। তখন নিত্য, চিন্ময়, রস-বিচিত্রতাময় অবিনাশি-জগতে নিরন্তর কৃষ্ণসেবা লাভ হয়।

জীবের চেতনময়ে অর্থাৎ সেবা-প্রবৃত্তিতে কোন দোষ প্রবেশ করিয়াছে কি না অর্থাৎ জীবের সেবা-বৈমুখ্য ঘটিয়াছে কি না, তাহাই দেখিতে হইবে, নিজের ও অপরের সেবা বৈমুখ্যরূপ দোষের নিরাকরণের জন্য যত্ন করিতে হইবে। দোষকেও গুণ বলিয়া দর্শন হইলে সেবার বাধা হইতে পারে না। ভগবান্ অসম্পূর্ণ বস্তু নহেন। আমি কোন বস্তুকে কলঙ্কিত করিয়া নিজে সেবা বা ভোগ নাও করিব—ইহা অসম্ভব বাধ্য। সেবা বিমুখতারূপ দুষ্টতা থাকিলে কখনই সুবিধা হইবে না। জগৎ জগন্নাথ ভগবানের ভোগ্য ভূমি, জীবের ভোগ্য ভূমি নয়। এই জগতের প্রত্যেক বস্তুরই একজন মালিক থাকেন, তাঁহার অনুমতি না লইয়া আমি কিছু ব্যবহার করিতে পারিব না। যদি মালিকের বস্তু স্বেচ্ছায় গ্রহণ করি বা নষ্ট করি, তাহা হইলে দণ্ড পাইতে হইবে। মালিক যদি অনেক থাকেন, তাহা হইলে অনর্থক অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। অনেক মালিকের অস্তিত্ব স্বীকারের মূলে ফাঁকি দেওয়ার বিচারটি নিহিত রহিয়াছে। কেহ মালিক নাই'—এই মনে করিয়া যদি দ্রব্যগুলি যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করি, তাহা হইলেও মালিক আমাকে ছাড়িবেন না। সকল জিনিষেরই মালিক একমাত্র ভগবান্। জিনিষগুলি আমার নিকট গচ্ছিত আছে মাত্র। ভগবানের জিনিষগুলি আমাকে ভগবানের সেবার জন্যই রাখিতে হইবে, অপর কার্য্যের জন্য নহে। ভগবানের বস্তু ভগবানের সেবায় অর্পণ না করিলে আমি কর্ত্তব্যচ্যুত হইয়া অসুবিধা বরণ করিলাম।

সচ্চিদানন্দ বস্তুর নিত্যত্ব উপলব্ধির বিষয় হইলে ভক্ত নিজের নিত্যত্বও উপলব্ধি করিয়া নিত্যকাল নিত্যপুরুষ আনন্দবিধান-সেবায় নিযুক্ত হন। দর্শনের জগৎ, শ্রবণের জগৎ ও ঘ্রাণাদি [illegible] তিনি সাক্ষাৎভাবে অনুভব করেন। নিজের বিষয়জ্ঞানে জগৎকে আশ্রয় বিচার করিয়া জীবাত্মার সেবা হয়, ভগবানের সেবা হয় না।

যখন অণুচৈতন্য জীব পূর্ণচৈতন্য ব্রহ্মের সহিত এক বা সমান হইবার জন্য আরোহপথে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করে, তখন সে নিজের স্থূল ও সূক্ষ্ম [illegible] ভোগ করিতে করিতে ক্রমশঃ অধঃপতিত হয়। নিজের অহঙ্কার বিনষ্ট হইয়া যে কাল পর্য্যন্ত না [illegible]। যে, সেই কাল পর্য্যন্ত স্বতন্ত্রভাবে সে যাহাই [illegible], তাহাকেই সত্য বস্তু ও একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করিতেছে।

জীবের প্রকৃতজন ব্যতীত অন্য কোন কথা [illegible]। কৃষ্ণ—অপ্রাকৃতনারায়ণ পুরুষোত্তম, তিনি সেবোন্মুখ জীবের শুদ্ধ ভক্তিবিনোদনের ভাষা দেন। তিনি নিজে অবতরণ করিয়াও প্রপঞ্চের কোন গুণে আবদ্ধ হন না। তিনি অধোক্ষজ বা ইন্দ্রিয়াতীত হইয়াও শুদ্ধভক্তের [illegible] গ্রাহ্য সমাধিযোগে স্বয়ং হইয়া [illegible]। ইহা তাঁহার নিত্য মানসিক স্বরূপ। কৃষ্ণের আধ্যাত্মিক স্বরূপের সাহচর্য্যে কৃষ্ণের বিভিন্ন রসের সেবকগণের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

আদিলীলায় শ্রীগৌরসুন্দরের নাম—'বিশ্বম্ভর', সন্ন্যাসলীলায় তাঁহার নাম—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। শ্রীগৌরসুন্দর [illegible] দান করিয়া কৃষ্ণের পাদপদ্মের প্রতি-নিজের শ্রবণসেবায় বিশ্বাসীকে চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। আমাদের চিত্ত অতি ক্ষুদ্র ও জড়কথায়—ভোগের ও ত্যাগের ব্যাপারে আবদ্ধ থাকায় দরুণ আমরা পঞ্চম পুরুষার্থ মহান কৃষ্ণপ্রেম [illegible]। শ্রীমহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম আস্বাদন [illegible] হইলে পরম সাধুর নিকট হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে হইবে।

গৌরসুন্দর—শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু গৌরহরি অর্থাৎ কান্তি ও গৌরবর্ণ এবং তাঁহার চিত্তবৃত্তিও রাধা ভাবময়। শ্রীরাধিকার কান্তি হরি। শ্রীরাধার ভাবকান্তি যোগান। অণুচৈতন্য শ্রীরাধিকার অন্তর্গত হইলেই প্রেম লাভ হইবে। যাঁহারা ভক্ত হইয়াছেন, শ্রীরূপ তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীরূপানুগ বা প্রয়োজক শ্রীগুরুপাদপদ্ম সকল শ্রেষ্ঠ ভক্ত, তাঁহারা একত্র কৃষ্ণ তাঁহার নিকট শিক্ষা হইয়া নটের ন্যায় শিক্ষা করেন অর্থাৎ [illegible] শ্রীরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগত হইলেই প্রেম লাভ হইবে। যাঁহারা ভক্ত হইয়াছেন, শ্রীরূপ তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীরূপানুগ বা প্রয়োজক শ্রীগুরুপাদপদ্ম সকল শ্রেষ্ঠ ভক্ত, তাঁহারা একত্র কৃষ্ণ তাঁহার নিকট শিক্ষা হইয়া নটের ন্যায় শিক্ষা করেন অর্থাৎ [illegible] শ্রীরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগত হইলেই প্রেম লাভ হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রেষ্ঠ শ্রীরূপের বিগ্রহস্বরূপ ও তাঁহার কৃষ্ণসেবার পরিশেষে মহাপ্রকাশরূপে সেবকস্বরূপ ও আকর-বিগ্রহ। শ্রীরূপদেহ—শ্রীনিত্যানন্দ, তিনিই বলরাম। তিনিই মূল বাসুদেব শ্রীরাধিকা-পুত্র শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী। শ্রীরূপদেহের দাসদেহে শ্রীরূপমঞ্জরী অর্থাৎ শ্রীরাধার কৃষ্ণসেবাই অর্থাৎ সেই সেবায় তাঁহারই সৌভাগ্য [illegible] শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীরাধাভাব ভাবিত [illegible]। তাঁহার কৃপাতেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকেই মাত্র [illegible]। শ্রীরূপদেব [illegible] দশদেহ ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের [illegible] তাঁহার মনঃকল্পনা। [illegible] শ্রীরাধার [illegible] শ্রীরাধাভাব। শ্রীরূপসুন্দর কৃষ্ণ-[illegible] [illegible] কথাও শ্রীরাধার অনুরূপ পরকীয়ার মাদুর্য্য বুঝিতে পারেন নাই। তাই শ্রীরূপের শ্রীরূপানুগ [illegible] শ্রীরূপ ভুল করিতে জগতের [illegible] সেই [illegible] করিবার জন্য শ্রীরূপ [illegible]।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

মায়া-জয়

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ—এই দুইটি মানুষকে আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু ধীর ব্যক্তি দুইটির তত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়া একটি মুক্তির কারণ, অপরটি—বন্ধনের কারণ, এইরূপ বিচার করেন। তাঁহারা প্রেয়ঃ পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃকে বরণ করেন, আর বিবেকহীন মন্দ ব্যক্তি যোগ অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর লাভ ও ক্ষেম অর্থাৎ লব্ধ বস্তুর সংরক্ষণ—এতদুভয়াত্মক প্রেয়ঃকে প্রার্থনা করেন।

অন্যাভিলাষশূন্য অনন্যচিত্ত ভগবদ্ভক্ত একমাত্র ভগবৎসেবার জন্যই তাঁহার কায়মনোবাক্য নিযুক্ত করেন বলিয়া ভগবান সেই ভক্তের যোগক্ষেম বহন করিয়া থাকেন।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ
পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং
বহাম্যহম্॥

ভক্তগণ কিন্তু ভগবৎসেবা প্রয়োজন ব্যতীত মুহূর্ত্তের জন্যও ঐ সকল আকাঙ্ক্ষা করেন না।

আমাদের একমাত্র ভগবৎসেবা ভিন্ন অন্য কামনা কোন্ সময় উদিত হয়? যখন আমাদের দ্বিতীয়াভিনিবেশ হয়—প্রকৃতি বা মায়াতে আমরা যখন অভিনিবিষ্ট থাকি।

ভগবদ্বৈমুখ্য-বশতঃ জীবের মায়াসঙ্গে স্বরূপের বিস্মৃতি ও তজ্জন্য দেহে আত্মাভিমান হইয়া থাকে। দ্বিতীয় অর্থাৎ কৃষ্ণেতর অনাত্মবস্তুতে অভিনিবিষ্ট হইলেই দেহাদি ও সুহৃদ্বর্গের নিমিত্ত ভয় হয়, অতএব তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি গুরুকে ঈশ্বর অর্থাৎ ভগবান্ হইতে অভিন্ন প্রভু এবং পরম শ্রেষ্ঠ জানিয়া ঐকান্তিকী ভক্তিসহকারে ভজনা করিবেন।

তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহ-সুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥
(ভাঃ ১১।৯।৬)

যে কাল পর্য্যন্ত লোক ভবদীয় অভয় পাদপদ্ম প্রকৃষ্টরূপে বরণ না করে, সেই কাল পর্য্যন্ত তাহার অর্থ, দেহ, আত্মীয়স্বজন ও সুহৃদ্বর্গ পাছে বিনষ্ট হয়, তজ্জন্য ভয়, উহাদের বিনাশে শোক, পুনরায় উহাদিগকে প্রাপ্ত হইবার জন্য স্পৃহা, তদনন্তর তিরস্কার, তথাপি উহাদের জন্য বিপুল পিপাসা, পুনরায় কোনপ্রকারে প্রাপ্ত হইলে অনাত্মবস্তুতে 'আমি ও আমার'—এইরূপ জড়াসক্তি বর্ত্তমান থাকে। উহাই সংসারের মূল কারণ।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—যে স্থানে এইরূপ শরণাগতির কথা, তথায় জাগতিক অভ্যুদয়, রাজ্যলাভাদির জন্য আগ্রহ থাকিতেই পারে না

যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষা মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥
(ভাঃ ২।৭।৪২

ভগবান অনন্তদেব যাঁহাদের প্রতি কৃপা করেন, যদি তাঁহারা কপটতারহিত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হন, তাহা হইলে তাঁহারা সেই দুস্তরা অলৌকিকী মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন। ঐ সকল শরণাগত ভক্তের কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য দেহে 'আমি ও আমার' বলিয়া অভিমান থাকে না।

দুর্গাদেবীর অকপট কৃপা পাইলে জীবের কুক্কুর-শৃগাল ভক্ষ্য দেহে 'আমি ও আমার' অভিমান থাকে না এবং ভগবৎসেবায় রতির উদয় হয়। দুর্গাদেবীর কপট কৃপায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং কখনও আত্মবিনাশকর মোক্ষাভিসন্ধি উদিত হইয়া থাকে। অব্যভিচারিণী বা অনন্যা ভক্তিই প্রয়োজন। কর্ম্মের অবান্তর ফল ভুক্তি ও জ্ঞানের অবান্তর ফল—মুক্তি এবং তদুভয়ের চরম ফল—ভক্তি। ভগবৎ-সেবা সুখই সুখের পূর্ণ অভিব্যক্তি। যখন ভগবৎ-সেবাসুখে সমগ্র বৃত্তি পর্য্যবসিত হয়, তখন কর্ম্মের মল বা কর্ম্মত্বদোষ থাকে না, উহা ভক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। যে কর্ম্মে ঐ চরম উদ্দেশ্য লক্ষিত হয় না, সেই কর্ম্ম ভগবদ্বহির্ম্মুখ, তাহাকেই কর্ম্ম বলা যায়। ভগবৎ সেবা পরায়ণ হইলে আর সেরূপ কর্ম্ম থাকে না। তাহার নাম তখন সাধনভক্তি হয়।

সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ একমাত্র যাঁহার মায়া সেই মূলপুরুষের শরণাগত হইয়া সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁহার আরাধনা করেন। গীতায় শ্রীভগবানের উপদেশে আমরা ইহাই জানিতে পারি,—

'দৈবী গুণময়ী মায়া আমারই আমি মায়ী অর্থাৎ মায়ার অধীশ্বর। দুর্ব্বল জীব নিজের চেষ্টায় এই মায়া অতিক্রম করিতে পারে না। যাহাকে ভূতে পাইয়াছে, সে যেমন নিজের ভূত নিজে ছাড়াইতে পারে না, যাহার ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি ভূতের শরণাগত হইলেও ভূত তাহাকে আরও অধিকতরভাবে আশ্রয় করিয়া থাকে, ভূত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে একমাত্র ভূতের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে যে "ওঝা" তাহারই শরণ গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই, তেমনি একমাত্র আমাতেই যাহারা প্রপন্ন হন, তাঁহারাই এই দুর্জ্জয়া মায়া হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারেন।'

যাঁহারা অনুক্ষণ দৃঢ়ব্রত হইয়া হরি কীর্ত্তন করেন, সমস্ত অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া সেবাবুদ্ধি-সহকারে নিত্যযুক্ত হইয়া উপাসনা করেন, পরস্পর ভাব-বিনিময়ে হরিকথার কথোপকথন করেন, সততযুক্ত হইয়া প্রীতি-পূর্ব্বক ভজনা করেন, তাঁহাদিগকেই কৃষ্ণ যদ্দ্বারা তাঁহারা কৃষ্ণের সেবায় সম্পূর্ণভাবে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবার যোগ্য হন, সেইরূপ বুদ্ধিযোগ দেন।

মায়ীর শরণাপন্ন না হইয়া মায়ার শরণাপন্ন হইলে মায়াই অধিক সময় আশ্রয় করিয়া বসে এবং বুদ্ধিকে বিপরীত দিকে চালিত করিয়া দেয়। আমরা যে জিনিষকে ছাড়িতে চাহি, যদি সেই জিনিষকেই আবার অধিকতর-ভাবে আশ্রয় করি, তবে তাহাকে ছাড়া হইল কোথায়? বরং আরও অধিকভাবে আঁকড়াইয়া ধরা হইল। রোগকে বিসর্জ্জন করিতে হইলে রোগের উপাসনা না করিয়া চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইতে হইবে—ইহাই সাধারণ যুক্তি। বিষ্ণুমায়ার হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে হইলে বিষ্ণুমায়ার হাতে আপনাকে অধিকতর গাঢ়ভাবে সমর্পণ করিলে অধিকভাবেই তাহার কবলে পড়িতে হইবে, আর বিষ্ণুর হাতে আত্ম-সমর্পণ করিলে তিনিই কৃপা করিয়া মায়াকে বিদূরিত করিয়া দিবেন। অবশ্য রোগী মনে করিয়া থাকে যে, রোগের হাতে পায়ে ধরিলেই বুঝি রোগ সারিবে। চিকিৎসকের তিক্ত ঔষধ অপেক্ষা রোগ যেসকল পরামর্শ দেয়, সেই পরামর্শ শুনিয়া রোগের ইন্দ্রিয়-তোষণ রোগীর তাৎকালিক বিচারে ও প্রাপ্তিতায় রুচিপ্রদ হইতে পারে, কিন্তু সেই-ভাবে রোগের সেবা করিলে—রোগের ইন্দ্রিয়-তোষণ করিলে রোগই বৃদ্ধি পাইবে, রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যাইবে না, কিন্তু আপাত তিক্ত বোধ হইলেও চিকিৎসকের ইন্দ্রিয়-তোষণ করিলেই অচিরে রোগ-মুক্ত হইয়া স্বাস্থ্য লাভ করা যাইবে। স্বাস্থ্য লাভ করিলে তখন আমরা বুঝিতে পারিব—রোগের সেবায় রোগমুক্ত হওয়া যায় না, চিকিৎসকের সেবায়ই রোগমুক্ত হওয়া যায়।

বহুরূপিণী বিষ্ণুমায়ার অনন্ত বিক্রমের মধ্যে একটি প্রধান বিক্রম এই যে, তাহা রোগিকুলকে বুঝাইয়া দেয়—বদ্ধজীবকে বুঝাইয়া দেয়—মায়ার শরণাপন্ন হইলেই মায়া হইতে মুক্ত হওয়া যাইবে। এইরূপ ব্যক্তি-গণের মধ্যে এমনই একটি ভোগময় দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে যে, তাঁহারা অনেকেই বলিয়া থাকেন,—"আমরা ভোগের মধ্য-দিয়া ত্যাগে যাইব, ভোগ করিতে করিতে নিবৃত্তি লাভ করিব।" ভোগের দ্বারা যখন ভোগে বিরক্তি আসিয়া পড়িবে, তখন তাহার প্রতিক্রিয়ারূপ ত্যাগ বলিয়া একটি ব্যাপার ভোগীর হৃদয়ে উদিত হয় বটে, কিন্তু সেই ত্যাগ ভোগেরই প্রচ্ছন্ন দ্বিতীয় স্বরূপ—সেই ত্যাগ ভোগেরই প্রায়শ্চিত্ত—সেই ত্যাগ ভোগেরই অতৃপ্ত লোলহান জিহ্বা বিস্তারিণী করালমূর্ত্তি। তাহা ভোগে অতৃপ্ত হইয়া ভোগের বিশ্বাসঘাতকতায় বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, জর্জ্জরিত হইয়া ত্যাগের এক শুষ্কমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, কিন্তু তাহার অন্তরে ভোগের আগ্নেয়গিরি সর্ব্বদা প্রজ্বলিত হইয়া রহিয়াছে, বাহিরে আপাত প্রকাশ নাই। যে দিন প্রকাশিত হইবে, সে দিন তাহা আত্মাকে পর্য্যন্ত পোড়াইয়া (?) ছারখার করিবে—অর্থাৎ ত্যাগের চরম ফল আত্মবিনাশ বা নির্ব্বিশেষ নির্ব্বাণগতি লাভ করিবে। নির্ব্বাণে আত্মাকে—চেতনের বৃত্তিকে পোড়াইয়া ফেলিবার যে অন্তর্নিহিত চেষ্টা রহিয়াছে, তাহাতে শরণাগতির কোন লক্ষণ নাই। শরণাগতি নিত্য বস্তু, তাহা কখনও শরণ্যকে পরিত্যাগ করে না।

বিষ্ণু-শরণাগতিই যদি বিষ্ণুমায়া জয় করিবার একমাত্র উপায় হয়, তবে কেন ঘরে ঘরে লোক গীতা পাঠ করিয়াও অর্জ্জুনের আদর্শে কৃষ্ণের শরণাগত হয় না? ইহার কারণ কি, তাহাও আমরা ভগবানের বাণীতেই পাই,—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—চারিপ্রকার ব্যক্তি আমাতে শরণাগত হয় না। তাহারা জগতে ধনে, মানে, অভিজ্ঞানে, বিজ্ঞানে, পাণ্ডিত্যে, পটুতায়, দক্ষতায় কৃতী হইতে পারেন, কিন্তু তাহাদের কৃতিত্ব দুষ্ট; এইজন্য তাহাদের নাম 'দুষ্কৃত'।

ইহারা চারিপ্রকার—(১) মূঢ় অর্থাৎ পশুতুল্য কর্ম্মী, তাহাদের হরিকথায় আদর নাই, তাহারা কেবল ঐহিক ও পারলৌকিক ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষায় আলেয়ার অনুসরণ করিয়াই ব্যস্ত। ইহারা আমার নরবপুত্বের কথা শুনিয়া আমাকে তাহাদেরই মত প্রাকৃত বলিয়া মনে করে। —"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।" দ্বিতীয় প্রকার—'নরাধম'। তাহারা 'নরতনু ভজনের মূল', 'নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভম্' —এইসকল কথা জানিতে না পারিয়া আমার অভিন্নতনু শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করে না। যে গুরুপাদপদ্ম জানাইয়া দেন যে, একমাত্র গুরু ও কৃষ্ণ-সেবার দ্বারাই মায়ার হাত হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়—"তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"—মায়াকে আশ্রয় করিয়া মায়া উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, সেইরূপ সদ্গুরুপাদপদ্ম তাহারা আশ্রয় করে না, কাজেই তাহারা নরোত্তম শ্রীগুরু-দেবের পাদপদ্ম আশ্রয় না করায় নরদেহ পাইয়াও 'নরাধম'। তৃতীয় প্রকার—মায়া-দ্বারা অপহৃতজ্ঞান ব্যক্তিসমূহ। শাস্ত্র অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করিয়াও ইহারা মায়াতেই অধিকতর লিপ্ত। চতুর্থ প্রকার,—আসুর-ভাবাশ্রিতগণ। জরাসন্ধ, দন্তবক্র, শিশুপাল, রাবণ, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি যেরূপ ত্রিলোকের বিস্ময়োৎপাদনকারিণী তপস্যা করিয়াও সমস্ত তপস্যার ফল আসুরকার্য্যে অর্থাৎ ভগবদ্-বিগ্রহের প্রতি হিংসাকার্য্যে, তাঁহার অঙ্গে বাণবিদ্ধকরণাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিল,

সেইরূপ নির্ব্বিশেষবাদিগণও তাহাদের সমগ্র তপস্যাকে ভগবানের নিত্যবিগ্রহ, ভগবানের নিত্য শ্রীঅঙ্গ বিনাশ (?) অর্থাৎ তাঁহাকে নিরাকার বা নির্ব্বিশেষ করিবার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করিয়া থাকে। অনেক অসুর মহামায়ার উপাসনা, ব্রহ্মার উপাসনা, শিবের উপাসনা প্রভৃতি করিয়া বিষ্ণুর বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য বর প্রার্থনা করিয়া তাহা লাভ করিয়াছিল। এরূপ প্রকৃতির ব্যক্তিগণ যে আকারেই অবস্থিত থাকুক না কেন, তাহারা আমাতে প্রপন্ন হইতে পারে না। তাহারা মহামায়াতেই প্রপন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু কাহারা আমার প্রতি প্রপন্ন হন, তাহাও বলিতেছি,—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ
সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥
(গীঃ ৭।১৬)

চারি প্রকার ব্যক্তি আমার শরণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা 'সুকৃতি' নামে অভিহিত হন। 'আর্ত্ত'—অর্থাৎ শত্রু-ক্লেশাদি আপদ্‌গ্রস্ত হইয়া তাহা বিনাশেচ্ছু, যেমন গজেন্দ্রাদি। 'জিজ্ঞাসু'—অর্থাৎ আত্মস্বরূপ-জ্ঞানেচ্ছু, যেমন শৌনকাদি। 'অর্থার্থী'—অর্থাৎ রাজ্যসম্পৎ প্রভৃতি লাভেচ্ছু যেমন ধ্রুবাদি, আর 'জ্ঞানী'—যেমন শুকদেবাদি।

পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ শ্রেণী—সকাম, কিন্তু জ্ঞানী—নিষ্কাম। সকামই হউক, নিষ্কামই হউক বা সর্ব্বকামই হউক, যদি তীব্রভক্তিযোগের সহিত একমাত্র পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করেন, যদি মায়ার ভজনা পরিত্যাগ করেন, তবেই মঙ্গল লাভ হয়, কারণ, বিষ্ণু এমনই বস্তু যে, কেহ তাঁহার নিকট হইতে কোন কিছু দোহন করিতে পারে না, সকলই তাঁহার নিকট বলি দিতে হয়। তিনি ত্রিবিক্রম। মায়ার বিক্রম একপাদবিভূতি লইয়া, কিন্তু ত্রিবিক্রমের ত্রিপাদ বিভূতি।

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥
(ভাঃ ২।৩।১০)

পূর্ব্বে অকামই থাকুক, সর্ব্বকামই থাকুক বা মোক্ষকামই থাকুক, উদারবুদ্ধি হইবামাত্র মানুষ তীব্র শুদ্ধ ভক্তিযোগে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন। ইহাই কৃষ্ণভজনের বিশেষত্ব যে, কৃষ্ণের নিকট কাম হইলে কাম পাওয়া যায় না, কারণ, তিনি যং কামদেব, কাম একমাত্র তাঁহার একটিয়া নিজস্ব সম্পত্তি। তাহা অপরের ভোগ করিবার উপায় নাই। মায়ার নিকট কাম হইলে মায়া এই জগতের কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া শোধন করিতে করিতে অবশেষে কৃষ্ণের কাছে লইয়া যান, আর শ্রীকৃষ্ণের কাছে কাম প্রার্থনা করিলে,—

কৃষ্ণ কহে,—"আমা ভজে, মাগে বিষয়সুখ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে' এই,—বড় মূর্খ॥
আমি—বিজ্ঞ এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব?
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥"
কাম লাগি' কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণ রসে
কাম ছাড়ি' দাস হৈতে হয় অভিলাষে॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৩৮-৪১)

তাই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় চতুর্ব্বিধ সুকৃতির মধ্যে নিষ্কাম জ্ঞানীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন—নিষ্কাম হইয়া যদি কামদেবকাম অর্থাৎ কৃষ্ণকাম না হয়, তাহা হইলে শরণাগতি সার্থক হইল না। কৃষ্ণকাম না হইয়া কেবল নিষ্কাম কথাটি বন্ধ্যার পুত্রলাভের ন্যায় নিরর্থক। এইজন্য অব্যবহিত পরবর্ত্তী শ্লোকেই বলিতেছেন,—

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ
মম প্রিয়ঃ
(গীঃ ৭।১৭)

জ্ঞানীর মধ্যে একভক্তি অর্থাৎ অব্যভিচারিণী ভক্তিযুক্ত জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ এবং আমিও তাহার অত্যন্ত প্রিয়। শ্রীশুকদেব-আদি জ্ঞানিগণ এইজন্য আত্মারাম নিষ্কাম হইয়া পররাম কৃষ্ণকামরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন।

যৎকিঞ্চিৎ

——::(*):-

বৈষ্ণবই একমাত্র দয়ালু ও পরদুঃখদুঃখী। জীবের দুঃখে তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা বিগলিত হয়। অপরে যে দয়ার ভাণ দেখায়, তাহাতে প্রকৃত পক্ষে দয়ার পরিবর্ত্তে কমবেশী হিংসাই হইয়া থাকে। মহাভাগবত বৈষ্ণব সর্ব্বত্র গুরুদর্শন করেন, কোথাও তাঁহার লঘুদর্শন বা ভগবদিতর দর্শন নাই। মহাভাগবত বৈষ্ণব তাঁহার মধ্যমাধিকারিণীয় ভগবৎসেবকগণের সহিত মিত্রতা, বালিশ অর্থাৎ অজ্ঞব্যক্তির প্রতি হরিকথাকীর্ত্তনাদির দ্বারা কৃপা এবং ভক্ত ও ভগবদ্বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা করেন। বস্তুতঃ বৈষ্ণবের প্রত্যেক কার্য্যই দয়া। তাঁহার প্রত্যেক আচরণই জীবমঙ্গলের জন্য সাধিত হয়। তিনি অজ্ঞকে যে অবজ্ঞা করেন, তাহাও দয়া। জীবের প্রতি দয়া করা তাঁহার সত্তা। জীবমঙ্গল ব্যতীত অন্য কোন অবান্তর উদ্দেশ্য তাঁহার নাই। মহাভাগবত বৈষ্ণব তাঁহার শিষ্যবর্গের এবং জগতের প্রত্যেকের পরম মঙ্গলের জন্য দয়া বিতরণ করিতে প্রস্তুত। তাঁহার ন্যায় জীবদুঃখদুঃখী আর নাই। তাঁহার দয়ার একটীমাত্র কণা লাভ করিতে পারিলে অনায়াসে পুরুদুঃখময় এই সংসার হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এত বড় তাঁহার করুণা!

ভক্তগণ তিনপ্রকার অর্থাৎ আচার-প্রধান ভক্ত, প্রচার-প্রধান ভক্ত ও আচার-প্রচারপ্রধান ভক্ত। উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ বিচার করিলে আচার-প্রচার সম্পন্নই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কেবল আচার-প্রধান ভক্ত—মধ্যম, কেবল প্রচার-প্রধান ভক্ত—কনিষ্ঠ। সাধুগণের ধর্ম্ম-আচরণের নাম—আচার। সেই ধর্ম্ম জগতে অন্য লোকের নিকট প্রচার করার নাম—প্রচার। আচার বা প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত হইতে গেলে প্রথমে সাধুগণের ধর্ম্মশিক্ষা করা আবশ্যক। শিক্ষা করত কেহ কেহ স্বয়ং আচার করিবার পূর্ব্বেই প্রচারকার্য্য করিতে থাকেন, তাহাতে যথেষ্ট ফল হয় না। স্বয়ং আচরণ না করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিলে জগতে নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত হয়।

গুরুব্রুবগণের আচরণ কিন্তু অন্যপ্রকার। তাঁহারা জগতের উপকারক না হইয়া অপকারক হন। তাঁহাদের কার্য্যাবলী জীবের মঙ্গলের জন্য না হইয়া জগন্নাশের কারণ হইয়া থাকে। তাঁহারা শিষ্যের সন্তাপহারক না হইয়া বিত্তাপহারক। যে কোন প্রকারই হউক, শিষ্যের নিকট হইতে অর্থশোষণ তাঁহাদের বৃত্তি শিষ্যের মঙ্গল হউক বা না হউক, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা ভোগের ইন্ধন সংগ্রহ হইলেই হইল। ইঁহারা নিজেদের মঙ্গল চান না, সুতরাং পরের মঙ্গলসাধন করিবেন কিপ্রকারে? বাস্তবিক পক্ষে অন্ধব্যক্তি কর্ত্তৃক পরিচালিত অপর ব্যক্তিগণ যেরূপ গর্ত্তে পতিত হইয়া প্রাণ হারায়, তদ্রূপ এই সকল গুরুর অভিনয়কারী মোহান্ধ ব্যক্তিগণের অনুবর্ত্তন করিয়া বহু ব্যক্তি ভীষণতম অসুবিধায় পতিত হয় এবং তাহার ফলস্বরূপ অনন্ত নরক লাভ হয়—সংসার মোচনের পরিবর্ত্তে সংসারবন্ধন আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এইপ্রকার গুরুব্রুবগণের দ্বারা যে কত লোকের সর্ব্বনাশ সাধিত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই।

শ্রীগুরুদেব জীবকে কৃষ্ণের সহিত মিলন করাইবার জন্য ব্যস্ত। তিনি চান সকলেই কৃষ্ণের সেবায় মিলিত হউক। এ দয়া যে সে দয়া নয়, দু'চার পাঁচ দিনের বা দু'লক্ষ, দশ লক্ষ বৎসরের কিংবা ব্রহ্মার পরমায়ু-কাল-পরিমিত সময়ের জন্য দয়া অথবা স্বর্গসুখ, ব্রহ্মলোক প্রদানরূপ দয়া নয় কিংবা নির্ব্বিশেষবাদীর জ্যোতির্দ্দর্শন, যোগীর ঈশ্বর-সাযুজ্যলাভরূপ ফল নয়, এই দয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দয়া। ইহারই অপর নাম—মহাবদান্যতা। শ্রীগুরুদেব জীবকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ প্রদান করিতে প্রস্তুত। শ্রীগুরুদেব নিত্যানন্দস্বরূপ। শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রকাশ করাই তাঁহার ধর্ম্ম—শ্রীচৈতন্যকে প্রদান করিয়া জীবের চৈতন্য উৎপাদন করাই তাঁহার লীলা। যিনি গৌরাঙ্গ ভজনা করিবেন, তাঁহার নিকট তিনি আত্মবিক্রয় করিতে প্রস্তুত। তিনি জীবের দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান, রোগ নিবারণ, আহার-পরিধেয়াদির সমাধান প্রভৃতির ব্যবস্থামাত্র করিয়া জীবে দয়ার ছলনায় প্রকৃতপক্ষে জীবহিংসা করেন না। জীবের ঐহিক সামান্য অভাব ও দুঃখ মোচন তাঁহার দয়ার কার্য্য নয়। এই সকল অভাব অসুবিধা দুঃখ-কষ্টের মূল কারণ যে অবিদ্যা এবং ভগবদ্বিস্মৃতি, তাহা দূর করা তাঁহার দয়ার মুখ্য ফল। ঐহিক অভাব-পূরণের দ্বারা জীবের প্রকৃত মঙ্গল হয় না, পরন্তু অভাবের মাত্রা আরও বাড়িয়া যায়—

তিনি সকলকে জানাইয়া দেন এবং অহর্নিশ অবিদ্যানাশিনী বৈকুণ্ঠকথা কীর্ত্তন করিয়া জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলবিধান করেন। তাঁহার এই দয়া অনাবিল অহৈতুকী ও অতুলনীয়া।

পরদুঃখদুঃখী মঙ্গলময় গুরুদাস বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা আমাদিগকে সাবধান করিয়া থাকেন। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তন করিতে—শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা নিয়মিতভাবে কীর্ত্তন করিতে উপদেশ করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী—গুরুবস্তু। বাণীই আমাদিগকে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আকৃষ্ট করিবেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বাণীর সঙ্গই তাঁহাদের সঙ্গ। এই গুরুবাণীর বা শব্দের শরণাগত হইতে হইবে—নিজকে শব্দের আশ্রিত বলিয়া জানিতে হইবে এবং শব্দকেই রক্ষক ও পালক বলিয়া তচ্চরণে আত্মনিবেদন করিতে হইবে। কৃপার পথে—শরণাগতির পথে দাঁড়াইয়া আর্ত্ত হৃদয়ে, ব্যাকুল-প্রাণে, সুদৃঢ় আশার সহিত শব্দের কৃপাপ্রতীক্ষায় জন্ম-জন্মান্তর সতৃষ্ণ-নয়নে সময় অতিবাহিত করিতে হইবে। হরিকথায় অরুচি বা শব্দসঙ্গ হইতে তফাৎ থাকা মানেই গুরুসঙ্গ হইতে তফাৎ থাকা। শব্দের নিকট হইতে কৃপা না চাওয়ার অর্থই গুরুকৃপাপ্রার্থী না হওয়া। সেইজন্যই তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনের মধ্যে থাকিতে বলেন—কাতর ক্রন্দনের মধ্যে গুরুবর্গের পঞ্চতত্ত্বের ও শ্রীনামের নিকট হইতে কৃপাভিক্ষা করিতে বলেন। কৃপাপ্রার্থনামুখে বলদেবের নিরন্তর স্মৃতিসঙ্গই অনর্থগ্রস্ত দুর্ব্বল আমাদের একমাত্র সম্বল—এ সকল কথা তাঁহার কৃপাপূর্ব্বক নিরন্তর জানাইয়া দেন।

জানি না, কবে এই গুরুদাস বৈষ্ণবে আমার প্রভুবুদ্ধি হইবে—আত্মীয়জ্ঞান হইবে, কবে তাঁহাকে আপনজ্ঞানে প্রভুবা তাঁহার মঙ্গলময় শাসনে শাসিত হইয়া তাঁহার আদেশপালনে যত্নবান হইতে পারিব—কবে তাঁহার বাণীতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইবে। সেদিন আমার কবে হইবে, যেদিন—

"বৈষ্ণব দেখিয়া, পড়িব চরণে,
হৃদয়ের বন্ধু জানি'।
বৈষ্ণব ঠাকুর, প্রভুর কীর্ত্তন,
[illegible]

[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধ কলম		৬৲	৬৲	
এক কলম	১২৲	১০৲	৭৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়া প্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫৲, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়** পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

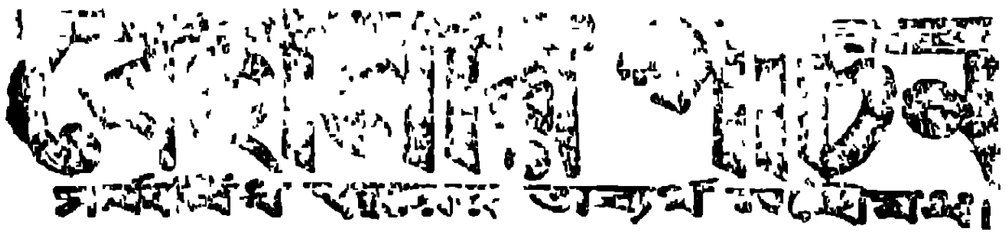

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা, পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

সার্ব্বিয়ায় চরম অশান্তি

বেলগ্রেড রেডিওতে গত ১৪ই সেপ্টেম্বর সার্ব্বিয়ার প্রধান মন্ত্রী জেনারেল মেদিচের এক বক্তৃতা উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাতে তিনি বলেন, "সার্ব্বিয়ায় যে অশান্তি দেখা দিয়াছে, তাহাতে গৃহযুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা আছে। সার্ব্বিয়ায় শান্তিমূলক অভিযানপ্রেরণ বন্ধের জন্য সার্ব্বিয়ার প্রত্যেক ব্যক্তিকে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে আমি বলিতেছি। অন্যথায় ঐ শান্তিমূলক অভিযানের পথে সার্ব্বিয়া ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইবে। সমস্ত রাজনৈতিক দলাদলি হইতে দূরে অবস্থান করিয়া যাহারা সার্ব্বিয়াকে বিপদের মুখে ঠেলিয়া দিতে চায়, তাহাদিগকে ধ্বংস করার জন্য যে বিশেষ দল গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতেছে, সার্ব্বিয়ার অধিবাসীরা যেন তাহাতে যোগদান করে। যাহারা বিপথগামী হইয়াছে, তাহারা যেন সেই পথ ছাড়িয়া দিয়া বনজঙ্গল ত্যাগ করিয়া পরিজনগণের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করে। বৃহৎ শক্তিপুঞ্জকে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করিতে দিতে হইবে। যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে এবং কোনরূপ অপরাধে অপরাধী নহে, তাহাকে থাকিতে দেওয়া হইবে। আর যে এই শেষ আবেদনেও কোনরূপ সাড়া দিবে না, সার্ব্বিয়ার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য তাহাকে ধ্বংসের পথে প্রেরণ করা হইবে।"

"নিউয়েজুয়েরচার গেইতুং" পত্রিকার বুডাপেষ্টের সংবাদদাতার সংবাদে প্রকাশ, সার্ব্বিয়ার দেশহিতৈষী ব্যক্তিবর্গের কার্য্যকারিতায় সেরাজেভো হইতে সার্ব্বিয়ার সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ৯০ কিলোমিটার রেলপথ বন্ধ হইয়াছে এবং মোষ্টার হইতে আড্রিয়াতিক সীমান্ত পর্য্যন্ত রেলপথটিতেও গাড়ী চলাচলে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে।

ঢাকায় পিটুনী ট্যাক্স ধার্য্যের ব্যবস্থা

পিটুনী ট্যাক্স নির্দ্ধারণের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মিঃ বি কে দাসগুপ্ত সহরের সমস্ত বাড়ীওয়ালাদের নিকট নোটিশ পাঠাইয়া ২০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাঁহাদিগকে স্ব স্ব বাড়ীর ভাড়াটিয়া বা দখলদারদের নাম তাঁহাকে জানাইতে বলিয়াছেন, অন্যথা তাঁহাদের সকল বাড়ীর ট্যাক্স তাঁহাদের নিকট আদায় করা হইবে বলিয়া নোটিশে জানান হইয়াছে। সরকারী কর্ম্মচারীরা যদি সাম্প্রতিক দাঙ্গাজনিত কোন ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট না থাকিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দখলভুক্ত বাড়ীর উপর ট্যাক্স বসান হইবে না বলিয়া জানা গিয়াছে।

কলিকাতায় ফার্ম্মেসী কলেজ

ডাঃ ডি, ই, এঙ্কেলসারিয়া নামক জনৈক অবসরপ্রাপ্ত মিলিটারী এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন এবং আহমদাবাদের প্রতিপত্তিশালী চিকিৎসক কলিকাতায় একটি ফার্ম্মেসী কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিগত ১৯৩৮ সনে বাঙলা সরকারের হাতে ২ লক্ষ টাকা প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বাঙলা সরকার তাঁহার দান গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া একটি ফার্ম্মেসী কলেজের পরিকল্পনা রচনা এবং সে সম্পর্কীত ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দানের জন্য লেঃ কর্ণেল স্যার আর, এন, চোপরা কে, টি, এম, এ, এম, ডি, এস-সি, ডি (ক্যাণ্টাব), এফ, আর, সি, পি (লণ্ডন), কে, এইচ, পি, আই, এম এস (অবসর প্রাপ্ত) কে চেয়ারম্যান করিয়া বিশেষজ্ঞগণের একটি কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটি ১৩৯ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন, উহার প্রতি সংখ্যা ১ টাকা মূল্যে খরিদ করিতে পারা যায়। ইহা নানা তথ্যে পরিপূর্ণ এবং এদেশে যাহারা ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী সম্পর্কীত জ্ঞানলাভের জন্য উৎসুক, তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান্।

১৯৪২ সালের বিভিন্ন পরীক্ষার তারিখ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪২ সালের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা ১০ই মার্চ্চ আরম্ভ হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

অন্যান্য পরীক্ষার তারিখ নিম্নলিখিতরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

আই এ এবং আই এস-সি—১১ই ফেব্রুয়ারী,

বি এ এবং বি এস-সি—১৯শে মার্চ্চ,

এল টি এবং বি-টি—২০শে এপ্রিল,

বি-কম—৪ঠা মে।

সাংহাইয়ে শ্বেতাঙ্গ নিহত

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে আন্তর্জ্জাতিক এলাকায় দুইজন চীনা দস্যুর গুলিতে প্রবাসী শ্বেত রাশিয়ান কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ এন এ আইভ্যানোফ নিহত হইয়াছেন। উক্ত আততায়িদ্বয় পলায়ন করিতে সমর্থ হয়। পূর্ব্বে আইভ্যানোফ ইম্পিরিয়াল রাশিয়ান কন্সাল আদালতের একজন জজ ছিলেন। এক বৎসর পূর্ব্বে মিঃ মেৎসনার নিহত হওয়ার পর তিনি মেৎসনারপদে নিযুক্ত হন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৶০

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ বর্ষ | ২০ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৭ই আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৪শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪১, বুধবার | ১৬৭-৬৮ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিকাশিনী-টীকা ও আস্বাদন-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ পদ্মনাভ, স্থাণু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৫

বৈরাগ্য

যাঁহারা গৃহে বাস করেন, তাঁহারাই যে কেবল সংসারী বা বিলাসী, আর যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাই যে বৈরাগী, এরূপ কোন কথা নয়। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টা যেখানে, সেখানেই বিলাস বা সংসার। এই আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু সাধারণতঃ গৃহেই প্রচুর-পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া গৃহাসক্ত, গৃহব্রত ব্যক্তিকেই সংসারী বলা হয়। কিন্তু এই গৃহী ব্যক্তিও যদি প্রকৃত সাধুর মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া অকপটচিত্তে তাহা পালনপূর্ব্বক সেবাময় জীবন যাপন করেন, তাহা হইলে তাঁহারও সংসারমুক্তি হইতে পারে, আর গৃহত্যাগ করিয়াও যদি কেহ হরিকথা-শ্রবণবিমুখ হয়, তাহা হইলে তাহাতে তাহার সুবিধা হয় না। জড়াসক্তিই জীবের সংসার। সাধুসঙ্গ ব্যতীত জড়াসক্তি যাওয়া অসম্ভব। সেইজন্যই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ করিয়া থাকেন।

বিষয়ের প্রতি যে বিতৃষ্ণা, তাহার নাম বিরাগ। সাধুসঙ্গফলে ভগবানের প্রতি অনুরাগ না হইলে বিষয়রাগ যায় না। কতকগুলি লোক জগদ্ভোগে ব্যস্ত হইয়া ভোগী এবং অপর কতকগুলি লোক জগতে সুখ নাই বলিয়া ত্যাগী হইয়া থাকেন। ইঁহাদের একজন বিলাসী ও আর একজন কৃত্রিম বৈরাগী। ইঁহারা উভয়েই বস্তুখণ্ডাশী, তবে একজন স্পষ্টভোগী, আর একজন প্রচ্ছন্ন-ভোগী। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত ভোগীও নহেন, ত্যাগী বা শুষ্ক বৈরাগীও নহেন। তাঁহারা ভগবচ্চরণে অনুরাগী যুক্ত-বৈরাগ্যবান্। বিষয়কে অনর্থজ্ঞানে তাহার নিবৃত্তি করিবার জন্য যে অস্বাভাবিক চেষ্টা দেখা যায়, তাহার নাম শুষ্ক বা ফল্গু বৈরাগ্য। ভক্তগণ তাদৃশ শুষ্ক-বৈরাগ্য স্বীকার করেন না। সহজ-স্বভাবের নিকট কৃত্রিমতার স্থান নাই। কৃত্রিমতা অল্পক্ষণস্থায়ী। কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া বিষয়নিবৃত্তি করিতে গেলে হৃদয় শুষ্ক হইয়া ভক্তিযাজনের অনুপযোগী হইয়া পড়ে। বাস্তবভাবে বিষয় পরিত্যাগ করিলেই বিষয় জীবকে ছাড়ে না। কারণ বিষয়রস অপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠ রস না পাওয়া পর্য্যন্ত জীবের বিষয়চেষ্টা অনিবার্য্য। বহু কষ্টে বিষয় পরিত্যাগ করিলেও মনে মনে বিষয় ভোগ হইয়া থাকে, তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স
উচ্যতে ॥

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥

যে মূঢ়ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক মনে মনে বিষয়চিন্তা করে, সে ব্যক্তি কপটাচারী। দুর্ব্বল, নিরাহারী বা সংযমী হইলেও তাঁহাদের হৃদয় হইতে বিষয়তৃষ্ণা বিগত হয় না। মনে মনে তাঁহাদের সেই সমস্ত বিষয়ের চিন্তা হয়। কিন্তু যখন বিষয়-রসাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্তিরস লাভ হয়, তখন সুখ-দুঃখপ্রদ বিষয় আপনা হইতে নিবৃত্ত হয়, তজ্জন্য কৃত্রিমভাবে চেষ্টা করিতে হয় না। ভগবদ্ভক্তগণ বিষয় পরিত্যাগ করেন না, পরন্তু বিষয়কে নিজভোগ্য না জানিয়া তাহাতে কৃষ্ণসম্বন্ধ স্থাপনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা ভগবদনুশীলন করিয়া থাকেন। ভগবানের সহিত যাহার সম্বন্ধ হয় নাই, এইরূপ ব্যক্তির যুক্তবৈরাগ্য সম্ভবপর নহে। তবে অকপট আমাদের হৃদয়ে এই সহজ বৈরাগ্যের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত ভক্তিপ্রতিকূল বিষয়গুলি অতি যত্নে পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে ভগবদনুশীলনে যত্নপর হইতে হইবে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবকৃপায় ভক্ত্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান বৈরাগ্য আপনিই উদিত হইবে।

আমরা সংসারী জীব, সাধুসঙ্গ ব্যতীত আমাদের আর গতি নাই। দেহ-গেহাসক্তি আমাদের সততই আছে। সৌভাগ্যক্রমে যদি ভগবচ্চরণে আত্মনিবেদনকারী শরণাগত সাধুর সঙ্গ হয়, তাহা হইলে নিরাশ্রয় আমরা আশ্রয় পাইতে পারি, নতুবা সংসার-মুক্তির আর অন্য কোনও উপায় নাই। যেমন সঙ্গ, তেমনই ফল লাভ হইবে। যদি বিলাসীর সঙ্গ করি, তাহা হইলে বিলাসী হইব, যদি ত্যাগী বা বৈরাগীর সঙ্গ করি তাহাতে শুষ্কবৈরাগী হইব, আর কৃষ্ণানুরাগীর সঙ্গ করিলে কৃষ্ণানুরাগ ও বিষয়বিরাগ সহজলভ্য হইবে। ইহা নিত্যস্থায়ী।

সদ্গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিলেই জীবের সংসারমুক্তি হয়। ইহারই নাম মন্ত্রগ্রহণ বা দীক্ষা। মন্ত্র আমাদিগকে মননধর্ম্ম হইতে রক্ষা করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণের পরে সংসারনিবৃত্তি হইলে আমরা ভগবানের শুদ্ধসেবা লাভ করিতে পারি। তখনই অনুকূলকৃষ্ণানুশীলন হয়—নিরন্তর ভগবৎ-কথারসসেবানুশীলনরূপা শুদ্ধা ভক্তি বাঞ্ছিত হয়। আমরা বর্ত্তমানে যে সাধন ভজন করি, তাহা অপ্রাকৃত তত্ত্বানুসন্ধানরূপা চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। সাধুর অনুগত হইয়া সাধন করিতে পারিলে সমল জীব নির্ম্মল হইতে পারে। এই সাধনকার্য্যে কৃষ্ণকৃপার প্রয়োজন। যখন আমরা সাধুর্য্য অনুসরণপূর্ব্বক শুদ্ধসেবার্থী হই, তখন অকিঞ্চন হইয়া নিষ্কপটে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের চরণে আত্মদুঃখ জানাইলে তাঁহাদের কৃপাতেই আমাদের হৃদয়ে ভগবৎস্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। এই ভয়ঙ্কর সংসারবন্ধনকে এক মুহূর্ত্তে ছেদন করা দুঃসাধ্য। সেইজন্য অসৎ-সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সদ্গুণসম্পন্ন হইয়া সাধুসঙ্গে ভজন করিতে হইবে। ভজন করিতে করিতে সংসার ক্ষয় হইলে আমরা কৃষ্ণোন্মুখ হইতে পারিব। কিন্তু যাহারা এই সংসার-বন্ধন ক্ষণেকে নাশ করিতে চেষ্টা করেন এবং শুভফল প্রসূত যত্ন না লইয়া উদ্যমশূন্য ও চঞ্চল হইয়া উঠেন, তাঁহারা ফল্গু-বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া শেষে নৈরাশ্যই ভোগ করিতে থাকেন।

কৃষ্ণচিন্তা না হইলে সংসারচিন্তা যায় না, সুতরাং কৃষ্ণস্মৃতিই একমাত্র প্রয়োজন। হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতেই ইহা সম্ভব হয়। এতদ্ব্যতীত বিষয়-বিরাগের অন্য কোনও উপায় নাই। সুতরাং জীবনে মরণে শয়নে-স্বপনে কৃষ্ণের কীর্ত্তন করা ছাড়া যে আমাদের আর অন্য কোন গতি নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

ফল্গুবৈরাগ্যের কোন মূল্য নাই, সেই জন্য শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু যুক্তবৈরাগ্যের শিক্ষা দিয়াছেন,—

অনাসক্তস্য বিষয়ান যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে ॥

অপরাধ

——::[•]::——

অপরাধফলে আমি আজ অত্যন্ত শোচনীয় দুর্দ্দশার চরমপ্রান্তে উপনীত হইয়াছি, তদুপরি আরও অধিক অনুশোচনার বিষয় এই যে, সেদিকে আমার আদৌ দৃক্‌পাত নাই। যখন শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তদাশ্রিত শ্রীবৈষ্ণববৃন্দ অপূর্ব্ব বিপ্রলম্ভময়ী কৃষ্ণানুসন্ধান লীলায় অনবদ্য, অসমোর্দ্ধ আদর্শ প্রকট করিতেছেন, কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণোদ্দেশ্যে সমগ্র জীবনীশক্তি অর্পণ করিবার ও করাইবার অনুপম আদর্শ স্থাপন করিতেছেন ঠিক সেই সময়ই আমি তাঁহাদের আনুগত্যের ছলনা প্রদর্শন করিয়া, তাঁহাদের আশ্রিতরূপে নিজের পরিচয় দিয়া সেবা বিরহের সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্তবৃত্তি আরাম-প্রিয়তাকে সগৌরবে অভিনন্দন করিতেছি। নিশ্চিন্তে, অলসভাবে জীবনযাপনের মোহ আমাকে একেবারে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। ইহা যে কত বড় দুর্ভাগ্য, তাহা ভাবিয়া দেখিবার মত উৎসাহও আমার অলসচিত্তে ক্ষণকালের জন্য জাগিতেছে না।

সমস্ত প্রকার অপরাধের মূলে আছে গুরুবৈষ্ণবাপরাধ। নামাপরাধ, ধামাপরাধ, সেবাপরাধ প্রভৃতি যাবতীয় অপরাধ এই গুরু-বৈষ্ণবাপরাধ- গুরু বৈষ্ণবাবজ্ঞা হইতে উদ্ভূত হয়। শ্রীগুরুবৈষ্ণব হইতে অভিন্ন তাঁহাদের বাণীকে অবহেলা, অশ্রদ্ধা করিলে, সেই বৈকুণ্ঠবাণীর স্বতঃকর্তৃত্ব অস্বীকার করিয়া তাঁহার শাসন ও নিয়মন সর্ব্বতোভাবে বরণ করিয়া লইতে পরাঙ্মুখ হইলে গুরু-বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধের আবাহন করা হয়। আবার শ্রীগুরুবৈষ্ণবের ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করিয়া, 'বিশেষকে না মানিয়া, শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মে অকপট, আন্তরিক প্রীতিযুক্ত না হইয়া কেবলমাত্র তাঁহাদের বাণী শ্রবণ করিবার আচরণেও অপরাধেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। অপ্রাকৃত বপুঃ ও অপ্রাকৃত বাণীতে যেখানে অভেদবুদ্ধি নাই, সেখানে নির্ব্বিশেষ-বিচারের আবাহনরূপ অপরাধ অপরিহার্য্য। অপ্রাকৃতকে প্রাকৃত-বুদ্ধি করাই অপ্রাকৃতের শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপরাধ স্বয়ং ভগবৎ স্বরূপ সর্ব্বদেবময় শ্রীগুরুদেবে মর্ত্যবুদ্ধি করাই তৎপাদপদ্মে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপরাধ।

এই অপরাধ—এই মহা-অনর্থ হইতে নিষ্কৃতি না পাইলে গুরুসেবা কখনই সম্ভব হইবে না। অপরাধ-মোচনের উপায়ও শ্রীগুরুবৈষ্ণব কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়াছেন,—অকপটে নিজের সমস্তপ্রকার অযোগ্যতা জ্ঞাপনপূর্ব্বক কৃপাপাত্রের জন্য আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন—ইহাই একমাত্র উপায়। যাঁহার পাদপদ্মে অপরাধ সঞ্চিত হইয়াছে তাঁহাকে প্রসন্ন করা ব্যতীত অপরাধ ক্ষয় হইবার অন্য কোন উপায় নাই। কিন্তু আমার অপরাধ কঠিন হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই,—এই ক্রন্দনও আমার আসে না। দম্ভ আমার হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে, সুতরাং অভিমান মদে মত্ত সম্পূর্ণ অন্ধ ও বধির আমার হৃদয়ে দীনতা দেবী কিপ্রকারে আসন গ্রহণ করিবেন? যদি সত্য-সত্যই বুকে হাত দিয়া নিষ্কপটভাবে নিজের পরীক্ষা করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাই, আমি প্রকৃতপক্ষে কৃপা চাই না। কৃপা পাইবার জন্য অকপট পিপাসা আমার নাই, সুতরাং কৃপাপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধকস্বরূপ অপরাধ মোচনের জন্য আর্ত্তি, দৈন্য বা ক্রন্দন কি প্রকারে আসিবে?

শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা যে কত বড় বস্তু, তাহার একটু আভাসও যদি আমার উপলব্ধির বিষয় হয়, তাহা হইলে তজ্জন্য ব্যাকুলতা না জাগিয়াই পারে না। আবার, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের স্বরূপ না জানিলে তাঁহাদের কৃপার স্বরূপই বা কিপ্রকারে অনুভূত হইবে? শ্রীগুরুবর্গের বাণীতে এই মহামূল্য উপদেশ পাইয়াছি,—

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস
চৈতন্য-নিত্যানন্দ নাহি এসব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমজ্ঞান হৈতে॥

'সিদ্ধান্ত' অর্থাৎ শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বাণীকে কায়মনোবাক্যে আশ্রয় করা ব্যতীত উপায় নাই। শ্রীগুরুবৈষ্ণব বাণীদ্বারেই দুর্গত জীবের প্রতি তাঁহাদের স্বতঃসিদ্ধা অহৈতুকী দয়া প্রকাশ করেন। সেই বাণীর নিকট যত শরণাগত হওয়া যাইবে অর্থাৎ সেই বাণীকে বিভু, শাসক, পালক ও নিয়ামক জানিয়া অকপটভাবে তাঁহার শিষ্যত্ব করিবার প্রবৃত্তি যে পরিমাণে উন্মেষিত হইবে, সেই পরিমাণে আমাদের যাবতীয় অসুবিধা কাটিয়া যাইবে। সকল অপরাধ অপেক্ষা শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধই গুরুতর, তন্মধ্যেও আবার ভক্তিসিদ্ধান্তের চরণে অপরাধ আরও অধিক—গুরুতম। গুরুদেব যখন প্রচারকার্য্য করেন না, তখন তাঁহার দেহেন্দ্রিয় ক্রিয়াবৃত্ত্যাদি-দর্শনে ভ্রান্ত, মূঢ় বদ্ধজীবের পক্ষে অপরাধ সঞ্চয় করা স্বাভাবিক। শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক স্বীয় আচরণের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিলে শিষ্য যদি অন্তশ্চক্ষুতে শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রপন্ন হন, তাহা হইলে তাঁহার ঐ অপরাধের ক্ষালন হইয়া থাকে, কিন্তু যখন শ্রীগুরুদেব শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিয়া অমায়ায় কৃপা বিতরণ করিতেছেন, তখন যদি কেহ সেই কৃপার বিরুদ্ধে স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করে তাহা হইলে সে জানিয়া শুনিয়াই আত্মঘাতী হইল, তাহার অপরাধ ক্ষয় আর কোনক্রমেই নিস্তার নাই। এই সিদ্ধান্ত আমাদিগকে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের স্বরূপ জানাইয়া দেয় এবং সেই স্বরূপজ্ঞান বা মহিমজ্ঞানই আমাদের চিত্তকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত দৃঢ়রূপে সংলগ্ন করিয়া দেয়। সেই মহিমজ্ঞান যাহাতে আমরা লাভ করিতে পারি, তজ্জন্য অকৈতব- চেষ্টা ও প্রযত্ন আমাদের হউক। শ্রীগুরুদেব কত বড় বস্তু, ইহার যতই উপলব্ধি হইবে ততই আমাদের চিত্ত তৎপাদপদ্মে আকৃষ্ট হইবে, তাঁহার কৃপাকণা-লাভের জন্য অনুক্ষণ আর্ত্তি ক্রন্দন আপনা হইতেই আসিবে। শ্রীল রামানুজাচার্য্য এক ঘণ্টাকাল শ্রীগুরুবৈষ্ণব-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনকে সাধকজীবনের দৈনন্দিন কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমি খুব ভাল, খুব বড়, আমি নির্দ্দোষ, আর সকলেরই খুঁত আছে—এই চিত্তবৃত্তিই আমাদিগকে বৃথা অহঙ্কারে উন্মত্ত করিয়া রাখে, গুরুর গুরুত্ব দেখিতে দেয় না, মহিমজ্ঞানোদয়ের পরিবর্ত্তে তুচ্ছজ্ঞান জন্মাইয়া অবশেষে নিরয়ে পাতিত করে। মহিমজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বোধ যখন আমাদের থাকে না, তখন আমরা মোহগ্রস্ত হইয়া মনে করি,—সঙ্ঘে কেহই নিখুঁত নহেন, কেবলমাত্র গুরুদেব ও বিশিষ্ট কয়েক-জন, যাঁহাদিগকে সকলেই একবাক্যে বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করেন, ইঁহারাই নিখুঁত এবং আমি নিখুঁত, আর সকলেই দোষযুক্ত। ক্রমে আমাদের ছিদ্রানুসন্ধিৎসু চক্ষু সেই বিশিষ্ট বৈষ্ণবগণের চরিত্রেরও দোষ দেখিতে আরম্ভ করে। তখন একমাত্র গুরুদেব ও স্বয়ং 'আমি' ব্যতীত আর কাহারও সবটুকু ভাল দেখিতে পাই না, ক্রমশঃ অপরাধের মাত্রা পূর্ণ হইলে গুরুদেবেও আর ষোল আনা ভাল দেখি না, তাঁহার মধ্যেও ছিদ্রান্বেষণে উদ্যত হই। কিন্তু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়া-ছেন,—সকলের নিকট, আব্রহ্মস্তম্ব যত প্রাণী জগতে বিদ্যমান রহিয়াছে, সকলের নিকট নত হইয়া সকলকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে হইবে,—'আমি যেন গুরুর কৃপা পাই, সকলে আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন।' দম্ভই যদি হৃদয়ে একাধিপত্য করিতে থাকে, তাহা হইলে এইপ্রকার চিত্তবৃত্তি কিপ্রকারে আসিবে?

দম্ভই আমাদের চিত্তকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে। শ্রীগুরুদেবের করুণার অসমোর্দ্ধত্ব, তাঁহার ঔদার্য্যের অসমোর্দ্ধত্ব, তাঁহার কৃষ্ণপ্রীতির গভীরতার অসমোর্দ্ধত্ব, তাঁহার কৃষ্ণকর্ষী মাধুর্য্যের অসমোর্দ্ধত্ব যতই আমাদের অনুশীলনের বিষয় হইবে, ততই এই মহিমজ্ঞানের উদয় হইতে থাকিবে। শ্রীগুরুদেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জড়জগতের বিতাপক্লিষ্ট জীবের প্রতি যে করুণাধারা নিত্য বর্ষণ করিতেছেন, অজস্র সমস্ত প্রকার করুণার সহিত তাঁহার তুলনা-মূলক বিচার হউক, শ্রীগুরুদেব যে মহামহা বদান্য লীলা প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহার মূলে কিপ্রকার ঔদার্য্যময়ী চিত্তবৃত্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহার বিচার হউক; তাঁহার সর্ব্বাত্ম-সর্ব্বস্বদ্বারা কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তির মাধুর্য্য তাঁহার কৃষ্ণানুরাগের প্রগাঢ়তা আমাদের শরণাগত, সেবোন্মুখ কায়মনোবাক্যে নিরন্তর অনুশীলিত হউক, তাহা হইলেই তাঁহার অসমোর্দ্ধ মহিমা আমাদিগকে চমৎকৃত করিবে, আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার অশোক-অভয়-অমৃতাধার শ্রীপাদপদ্মে দৃঢ়সংলগ্ন করাইবে

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::(•)::——

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের মূর্খতা, অসম্পূর্ণতা, অসদ্‌বিচারপ্রণালী, অস্থির সিদ্ধান্ত প্রভৃতিতে পূর্ণমাত্রায় অভিজ্ঞ; কাজে আমার যাবতীয় রোগের অবস্থানুযায়ী তিনি ব্যবস্থা করেন। যাঁ'র নিকট উপস্থিত হ'লে অন্য কা'রো কথা শুনবার আবশ্যক বোধ হয় না, অন্য কা'রো কাছে যেতে হয় না, তিনিই সদ্‌গুরু। সকল মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ ভগবান্ আমার জন্য সকল মঙ্গল যাঁ'র করে অর্পণ ক'রেছেন, আমি যদি তাঁ'র নিকট শতকরা শতপরিমাণে আমাকে সমর্পণ করি, তা' হ'লে তিনি সম্পূর্ণ মঙ্গল আমাকে প্রদান করেন। তিনি আমার জন্য অমায়ায় যে ব্যবস্থা করেন, তা' নতশিরে গ্রহণ করাই আমার কর্ত্তব্য, এটা হ'চ্ছে শরণাগতের লক্ষণ

শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট শ্রবণ করলে তাঁ'র শতকরা শতপরিমাণ অপ্রতিহত সেবাধর্ম্ম যদি সুষ্ঠুভাবে দেখবার সুযোগ ও সৌভাগ্য পাই, তা' হ'লে আমরাও সেবা করতে পারি। গুরুপাদপদ্ম ও তাঁ'র বন্ধুবর্গ বহির্জ্জগতের বস্তু ন'ন। আমি মূর্খ, যে ভাষায় ব'ল্লে আমার মূর্খতা যায়, তাঁ'রা সেই ভাষায় ব'লে আমার মূর্খতা অপনোদনের যত্ন করেন—আমাদিগের অন্তরে সাধুবুদ্ধির সঞ্চার করেন। সাধুদিগের সঙ্গদ্বারা সাধুবৃত্তি লাভ হয়। সাধুগুরু পৃথিবীতে সাক্ষাৎ আছে। সেবাপথে কিছুদূর অগ্রসর হ'লে তা' বুঝে পারা যায়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা হ' ভজনের বাধা বাস্তবিক অপসারিত হ' ভজনের বাধা বাস্তবিক অপসারিত হ' সুবিধা হয়।

গুরুমুখ হ'তে, সাধুগণের নিকট হ' শ্রবণ হয়। তাঁ'দের নির্দ্দেশ মত পাঠ কার্য্যও শ্রবণের অন্তর্গত। শ্রীগুরুপাদ হ'তে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচ্যুত হ' অসুবিধা অনিবার্য্য। শ্রবণ-কীর্ত্তন জন, সেচনকারী—শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রি বাড়ি। বিশ্রম্ভের সহিত সর্ব্ব শ্রীগুরুসেবনই একমাত্র কৃত্য। আর প অনর্থক জিজ্ঞাসা ক'রবার দরকার নেই

ভক্তিলতাকে সযত্নে পালন কর্‌তে হ'বে।

যাবে ভগবানের, দেবা কর্‌ব—এই বুদ্ধি হ'তে বিচ্যুত হওয়ায় যত অমঙ্গল আস্‌ছে। সাধুগুরুসঙ্গ লাভ করাই কর্ত্তব্য। তাঁ'রা কৃপা-পূর্ব্বক আমাদের কত সেবার সুযোগ দিয়েছেন। নিজেদের আদর্শ চরিত্র দেখিয়ে —আদর্শ চরিত্র বর্ণন ক'রে তাঁ'রা আমাদের কত মঙ্গল বিধান করেন। তাঁ'দের বর্ণনসমূহ অনুভব ক'রবার বুদ্ধি যদি হয়, তা'হ'লে সুবিধা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণলীলা প্রকাশ ক'রে পুরীতে আসলেন, আবার পুরী হ'তে আলালনাথে আস্‌লেন। সুতরাং আলালনাথ —বিগুণিত লঘু বাস বা বিগুণিত বিপ্রলম্ভ-রসের স্থান।

চতুর্ভুজ বস্তুটি অধোক্ষজ। ভগবৎসেবা-বিমুখ হ'লে বাহ্য চক্ষুকর্ণের বিষয়গুলির ভোগে আমাদের প্রয়োজন বৃদ্ধি হয়। আর 'আমিকে' যা'র ঠিক হয় নাই—আত্মপরীক্ষা হয় নাই, সে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে জ্ঞান সংগ্রহ ক'রে, সবই বিকৃত জ্ঞান। বিকৃত-জ্ঞানে বঞ্চিত হ'তে হয়। বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়-গুলি owner of the things কে (বস্তুর মালিককে) বঞ্চিত কর্‌ছে।

চেতনের proper use কি ক'রে হ'বে? চেতন যে molecular mass এর দ্বারা blunted হ'য়ে প'ড়ছে,—অচিৎ-লিপ্ত আটক ক'রে দিচ্ছে চেতনকে চিদিন্দ্রিয়ের গতি না হ'য়ে জড়োপ্রয়ের গতিতে অসুবিধা এসে যা'চ্ছে। যদিও চেতনের বৃত্তিতে আনন্দের বৃত্তির বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ-উদ্গমের ন্যায় একটা ব্যাপার আস্‌ছে তথাপি তা'র continuity (অবিচ্ছিন্নতা) রক্ষীভূত হ'চ্ছে না। যে পর্য্যন্ত 'বহির্ম্মুখগামী' থাক্‌ব, গৃ ... থাক্‌ব, সে পর্য্যন্ত 'হৃষীকেশ হৃষীকেশ-সেবনং' উপলব্ধি হ'বে না।

দুষ্ট আশার বশবর্ত্তী হ'য়ে এরূপ একটি ধি হ'য়েছে যে, এ জগৎটার সঙ্গে আমাদের ারী কাজ প'ড়ে গে'ছে। Original ountain Head হ'তে দূরে স'রে প'ড়ে রূপ অসদ্‌বুদ্ধি হ'য়েছে। চোরাবালির পর পা দিলে যেমন পা ব'সে যায়, সেইরূপ leacherous soil রূপ Phenomena র নির্ভর ক'রে আমরা ডুবে যা'চ্ছি। শেষবিশিষ্ট হ'য়ে, অন্তর্মুখী না হ'য়ে র্হিমুখ চেষ্টার দ্বারা সময় কাট'চ্ছি।

প্রহ্লাদ মহারাজ ব'লেছেন,—"অহো ঐকান্তিকীমমানাস্তেহপীশভিন্নামুরুদাম্নি বদ্ধা-ঃ সব দর্শন মানুষকে বিপন্ন ক'রবার জন্য ; সেইরূপ লোকের দর্শন বা উপদেশ যদি ন করি, তা'হ'লে অমঙ্গল বরণ কর্‌তাম। ন আপাত সুখেচ্ছার দ্বারা প্রলোভিত, রা কখনও মঙ্গলের উপদেশ ক'রতে পারে

দেহাত্মবোধ বা গৃহব্রতবুদ্ধি হ'তে ed question'এর প্রাবল্য জগতে ছে

ভগবান্ এখানে মায়ার দু'রকম- টানা পড়েনের অতি শক্ত দড়ি রে'খে দি'য়েছেন। বিষ্ণুমায়া জীবকে ভোগী বা কর্ম্মীর ক'রে আবদ্ধ ক'রে দিয়েছে। কর্ম্মফলের অবসাদ-গ্রস্ত হ'য়ে জীব জ্ঞানী বা নির্ভেদ-ব্রহ্মানু-সন্ধিৎসু হ'চ্ছে। সুতরাং We should be very cautious. We should require guidance at every step. আমরা খুব সাবধান হ'ব, আমাদের প্রতি-পদবিক্ষেপে নিয়ামক অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্য প্রয়োজন

আমরা অধোক্ষজ-সেবা পরিত্যাগ ক'রে, অক্ষজ ইন্দ্রিয়-তাড়িত হ'য়ে যদি সেবার কপটতা করি, তা'হলে সেবক হ'তে পার্‌লাম না, অহঙ্কারী হ'য়ে গেলাম, বহি-র্জ্জগতের চিন্তাস্রোতে আবদ্ধ থাক্‌লাম। এ বহির্দ্দশার হাত হ'তে মুক্ত হ'বার নামই "জীবন্মুক্তি।"

ভগবৎসেবার অনুকূলক্ষেত্রে বাস করা কর্ত্তব্য। পরোপদেশে পণ্ডিত হ'য়ে জগতের যে সকল অমঙ্গল উৎপাদন ক'রছি, সেই সকল লোকেরা ব'লছে,—"তোমরা ত' আমাদেরই মত"। তা'রা আমাদের সঙ্গে এসে প্রণয়বিশিষ্ট হ'চ্ছে—আমাদের সঙ্গে পেট পূজা ক'রবার জন্য। কিন্তু আমাদের বিচার তা' নয়। সকল জীব স্ববৃত্তিতে—স্বরূপতে নহে—প্রতিষ্ঠিত হউক।

যোগিপাল, মহীপালের গীত অথবা মুখে 'পুণ্ডরীকাক্ষ'-নাম উচ্চারণ ক'রে দৈহিক শুদ্ধি বা পাপবিনাশের চেষ্টা প্রভৃতিকে যাহারা ধর্ম্ম-কর্ম্ম মনে ক'রেছিল, সেই সকল লোকের বিচার ত্যাগ ক'রে যেসকল লোক হরিভজন ক'রছিলেন, সেই শ্রীযামুনাদি ভক্তগণের উপরে হরিকীর্ত্তনের ভার অর্পণ ক'রে শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরুষোত্তমে আস্‌লেন। পুরুষোত্তমধাম—পুরুষোত্তমবাদেরই(Personal God-head) ক্ষেত্র,—এখানে লীলা-পুরুষোত্তমের অর্চ্চামূর্ত্তির সার্ব্বকালিক অবতরণ রহিয়াছে। ক্লীবব্রহ্মের ক্ষেত্র কাশী, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি ত্যাগ ক'রে শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে আ'সলেন। আবার তথা হ'তে আলোয়ারনাথে অর্থাৎ ভগবৎ-পার্ষদ 'আলোয়ার'গণের আরাধ্যবস্তুর ক্ষেত্র—শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের নিত্য উপাস্য ক্ষেত্রে এ'সে লীলাপুরুষোত্তম যে তাঁ'র ভৃত্যগণেরই সম্পত্তি, তা' প্রচার ক'রলেন। বিষ্ণুর স্থান অপেক্ষাও বৈষ্ণবের স্থান অর্থাৎ গুরুগৃহ শুদ্ধভক্তের অধিকতর অনুকূল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায় বলিতে গেলে—'শুদ্ধভকত-চরণ-রেণু ভজন অনুকূল।' 'যথায় বৈষ্ণবগণ সেই স্থান বৃন্দাবন।"

কৃষ্ণের স্মৃতি কৃষ্ণের শ্রবণের দ্বারাই হইয়া থাকে। কৃষ্ণের শ্রবণের অভাবে কৃষ্ণের বিস্মৃতি ঘটে কৃষ্ণ যে জিনিষ, সেই জিনিষটি সম্পূর্ণ হ'তে বাতীত [illegible]

উপায় নাই। কৃষ্ণজ্ঞান লাভ না করিলে পরমাত্মাতে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে। কৃষ্ণজ্ঞান পরমাত্ম সান্নিধ্যাদি নহে। কৃষ্ণের সহিত আমার যে বৃত্তি আছে, তাহা প্রকাশিত হইয়া থাকে—কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞান-লাভে নিকটবর্ত্তী হওয়ার পরে আমার ক্রিয়াটী কিছু আরম্ভ হইবে না। এজন্য 'পরমাত্মভক্তি' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পরমাত্ম-শব্দে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, তাহাতে ভক্তি করা প্রয়োজন হয় না। সান্নিধ্যই আংশিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। এ জন্যই 'পরমাত্মপ্রাপ্তি' বলে। কিন্তু ভগবৎ-সেবা বা ভাগবতের নির্দ্দিষ্ট পরমাত্ম ভক্তিতে চেতনের বৃত্তির নিত্যস্বভাবের প্রগতি আরম্ভ হয়

জ্ঞান-অর্থে—ভগবজ্জ্ঞান। আর বিজ্ঞান-অর্থে পরিকরবৈশিষ্ট্যের সহিত ভগবানের জ্ঞান। কেবলজ্ঞানে নির্ব্বিশেষভাব আসিতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞান তাহা সংশোধন ও পরিপূরণ করিতে পারে

স্ব স্ব আশ্রমধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক অনন্যভাবে ভগবৎসেবামূলে সকল প্রাণীর প্রতি যথাযোগ্য দয়া প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণসেবোন্মুখ হইয়া বাস করিলে অনন্যভজনপ্রভাবে ভগবৎপ্রেমা লভ্য হয়। সকারণক সহিত বৃক্ষের সম্বন্ধ না জানিলে বৃক্ষভক্তিরাহিত্যের আনুষঙ্গিক্রমে জীবের ভগবদ্ভক্তিলাভে সম্ভাবনা থাকে না। প্রত্যেক প্রাণী ভগবৎসেবারত এবং ভগবান্‌ও তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিতেছেন—এরূপ উত্তমবৈষ্ণবাবচার থাকিলে ভোগদৃষ্টি হইতে জীবের কৃতমুক্তিলাভ ঘটে।

ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম—গুরু-সেবা, গৃহস্থের ধর্ম্ম—সামাজিক প্রীতি সেবা ও নিষ্পাপ জীবনে স্বীয় সংসারে ভগবদর্চ্চন-পালন, বানপ্রস্থের ধর্ম্ম—যদৃচ্ছালব্ধবাবশিষ্ট হইয়া তপস্যা এবং ভিক্ষুর ধর্ম্ম—কায়মনোবাক্যে প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ না দিয়া সর্ব্বদা ভগবৎ-সেবা-তৎপর থাকা।

হরিকথায় শ্রদ্ধা হইলেই সর্ব্বক্ষণ হরি-কীর্ত্তনে যোগ্যতা হয়, নতুবা হরিসম্বন্ধ-রহিত প্রাকৃত বস্তুর বা শব্দ শ্রবণে আনত ভোগ পরিলক্ষিত হয়। হরিকথায় আস্থা হইলে ইন্দ্রিয়-ভোগ-ব্যাপারে নির্ভরতা রহিত হয়। অতএব বৃক্ষের কথা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকথায় নিরত থাকিলে জীবের চরম মঙ্গল হয়। সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ কথা, শ্রবণাদিদ্বারা নিজস্বরূপজ্ঞানের আবির্ভাব, আনন্দের সহিত পূর্ণ, সাষ্টাঙ্গপ্রণতি, ভগবদ্ভক্তগণের অধিক-তর পূজা এবং সকল প্রাণিমাত্রে এই ভগবৎ সেবন সম্বন্ধযুক্ত—এইরূপ বিচার উদিত হইলেই সাধনভক্তির [illegible] হয়। সাধনভক্তির [illegible] ও বৈদিক কার্য্য, স্মার্ত্ত নিয়মন, তখনকার [illegible]

অপ্রীতিকর কর্ম্ম পরিত্যাগ অর্থাৎ ভোগের উদ্দেশে ধাবিত না হইয়া ভগবৎ প্রীতির জন্য জীবের ভোগসুখ পরিত্যাগ, ভগবদুদ্দেশে যজ্ঞ, ব্রত, তপঃ, জপ, হোম, দান এবং বৈদিক ও লৌকিক কার্য্যসমূহ সম্পাদিত হইলেই ক্রমশঃ জীবের আত্মবুদ্ধি কেবলা ভক্তি উদিত হয়। অনাত্ম-চেষ্টাগুলি ভগবদুদ্দেশে বিহিত হইলে জীবের কর্ত্তৃত্বা-ভিমানের অবসর নাশ ঘটে। সর্ব্বতোভাবে ভগবানে শরণাগত হইলেই মনুষ্য ভক্তিমান্ হয়। আত্মনিবেদন-প্রভাবে জীবের অন্য কোন কৃত্য অবশিষ্ট থাকে না।

এই পাঁচটি সংজ্ঞাবিশেষদ্বারে অভিভূত, অর্থাৎ ভবসংসারে বিচরণশীল ব্যক্তিগণ সন্তপ্ত। ভগবানের পরম সুশীতল পাদপদ্ম তদীয় সেবককে বৈমুখ্যের পাঁচটি তাপ হইতে সুশীতল ছত্রের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করে

সুতরাং বিমুখ বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়তোষণ করে। উহাই খণ্ডকারূপ সর্পের দংশন-জ্বালা। হরিকথা শ্রবণদ্বারাই এই অকিঞ্চিৎ-কর প্রলোভনীয় ব্যাপারসমূহ হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যায়। একমাত্র বদ্ধজীবকে ভগবৎ-কৃপা প্রাপ্ত ব্যক্তিই করুণা প্রকাশ করিতে সমর্থ।

দুই একটী কথা

আধ্যাত্মিকতা অর্থাৎ অক্ষ বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অতীন্দ্রিয় বস্তু শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণব, শ্রীধাম, শ্রীনাম প্রভৃতিকে মাপিয়া লইবার চেষ্টা। বহির্ম্মুখ জগতের শতকরা নব্বইজন লোকেরই এই প্রবৃত্তি আছে। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জগদ্বাসী সকলেই ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটবাদি দোষে দুষ্ট। এজন্য তাহার ঐ ধারণা লইয়া তাহারা গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্‌কে মাপিতে যায়। তাঁহাদিগকে জন্মস্থিতি-ভঙ্গ—দেশ কাল-পাত্র বা ভ্রম-প্রমাদাদি দোষের আধারী মনে করে। নিজেরা শত-সহস্র দোষে দোষী বলিয়া সেই দোষ অতীন্দ্রিয় বস্তুতেও আরোপ করিতে দুণ্ঠাবোধ করে না। নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, নির্দ্দোষ, নির্গুণ কোন বস্তু আছে —ইহাতে তাহারা সম্পূর্ণরূপে আস্থা স্থাপন করিতে পারে না। তাহারা এই [illegible] ছাড়িতে পারে নহে। [illegible] তাহারা নিজেদের কর্ত্তৃত্বের প্রতিবাদ করায় [illegible] তাঁহারা নিজেদের [illegible] করেন, [illegible] সমস্ত লোক [illegible] তাঁহারা [illegible] করিতে পারে, [illegible] করিতে-

'সাধুসঙ্গ', সাধুসঙ্গ, সর্ব্বশাস্ত্রে কয় [illegible] লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়

'গুরুরও ভ্রম হইতে পারে তাঁহার কোন কোন কার্য্যে ত্রুটী থা ।'ত পারে— সব বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান নাও থাকিতে পারে' —যেখানে গুরুর প্রতি এইরূপ ভাব, সেখানে গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ নাই। যেখানে গুরুকে লঘু-দর্শন – পরিপূর্ণ-বস্তুতে অসম্পূর্ণতা-দর্শন, ধর্ম্ম-দর্শন, সেখানে ভ্রান্তদর্শন বা বিবর্ত্তদর্শন। এই বিচার লইয়া গেলে শ্রীগৌড়ীয়, শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎকার হয় না। যেখানে গুরুবরণের মধ্যে এই প্রকার কোন দুর্ব্বলতা প্রবেশ করিয়াছে, সেখানে অবশ্য গুরুই হৃদয়াসন দখল করিয়া বসিবে। যেখানে গুরুত্ব ও শিষ্যত্বে সাময়িক চুক্তি, সেখানেই গুরুত্বে বা সাধুত্বে নানারূপ দোষ দর্শন হইয়া থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত গুরুবৈষ্ণব আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবেন ও ইন্দ্রিয়তর্পণে নানাভাবে সহায়তা করিবেন, ততক্ষণই তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ, আর যখন তাঁহারা বলিবেন - হৃষীকের দ্বারা হৃষীকেশের সেবাই প্রয়োজন, তাহা না করিলে অমঙ্গল হইবে, খুব বড় জিনিসের আশায় খুব বড় বস্তুর নিকট আসিয়া বঞ্চিত হইলে ভাল হইবে না', তখন হইতে তাঁহাদের সহিত আমাদের মতভেদ আরম্ভ হয়। তাঁহাকে তখন পিষিয়া মারিয়া ফেলিবার জন্য —শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীবাণীবীণার কণ্ঠরোধ করিবার জন্য প্রবল আয়োজন আরম্ভ হয়। কিন্তু তা' হইবে কি করিয়া? ইহা যে তাঁহাদের নিত্য স্বভাব। সরস্বতীপ্রভুর যে বাণীই একমাত্র সম্বল। তাঁহারা ত' বাণী বাদ দিয়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারেন না। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাণীর উপাসক। বাণীই তাঁহার প্রাণ, বাণীই তাঁহার জীবন, বাণীই তাঁহার ভূষণ, বাণীই তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব। বাণীদ্বারাই শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন বা সেবা সম্ভব। বাণীর আনুগত্য বাদ দিয়া বপুর সেবা হয় না। বাণীই বিশ্বকে চালিত করিতেছেন। বাণী যা শব্দ বন্ধ হইলে মানুষ মৃত, বাণী বন্ধ হইলে চেতন ও অচেতনে পার্থক্য থাকে না। মৃতের লক্ষণ—বাগ্‌রোধ। মৃত ব্যক্তি কথা বলিতে পারে না। বাণীদ্বারাই চেতন-অচেতন বুঝা যায়। বাণীর মত শক্তিশালী বস্তু আর নাই। বাণী ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের যুগদর্শন করাইতে পারে। বাণী তড়িতের চেয়েও দ্রুতগতিতে শক্তিসঞ্চার করে, ব্যক্তিকে শান্ত করে, শত্রুকে মিত্র করে, বিদ্বেষকে উন্মূলন করে, বদ্ধকে মুক্ত করে। অতএব শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিতগণ এই বাণী ছাড়িবেন কি করিয়া – এই বাণীকীর্ত্তনকারী আচার্য্য বা গুরুকে ছাড়িবেন কি করিয়া? তাঁহারা গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাই ছাড়িতে পারেন না। গৌড়ীয়মঠবাসি-গণের সহিত গুরু বা আচার্য্যের সম্বন্ধ সাময়িক নহে, নিত্য। তাঁহাদের সহিত গুরুর কখনও মতভেদ হয় না। তাঁহারা জানেন —"ভগবানের কায়ব্যূহ সকল বিভিন্ন-স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশিত হইয়া 'আচার্য্য' নামে অভিহিত হন।" গৌড়ীয়মঠ-বাসিগণ শ্রীআচার্য্যদেবকে ভগবানের অভিন্ন-বিগ্রহ বলিয়াই জানেন। তাঁহাতে অসূয়া বা মৎসরতা করিলে জীবের মহা সর্ব্বনাশ হইবে, তাহাও তাঁহারা জানেন। তজ্জন্য তাঁহারা 'তুমতি চুপ্ হামতি চুপ'-নীতি অবলম্বন না করিয়া সর্ব্বক্ষণ অকৈতব শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। তাঁহাদের কীর্ত্তনে কেহই বাধা দিতে পারেন না মুখ বন্ধ করিতে পারেন না। তাঁহারা জানেন, যদি কোন কীর্ত্তনবিরোধী মৎসর ব্যক্তি সত্যকথা-কীর্ত্তন বাধা দেয়, তাহাতে তাঁহাদের কোন কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবে না, দৈব-বাসনে সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। পাষণ্ডদলন হইবেই, কোন সন্দেহ নাই। সংকীর্ত্তনপিতা শ্রীগৌরসুন্দর কীর্ত্তন বিরোধ কখনই সহ্য করিতে পারেন না। সেইজন্যই গৌড়ীয়মঠ-বাসী সকলেই সর্ব্বত্র হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন 'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্' শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেই সকলের সকল মঙ্গল হইবে। যিনি গুরুপাদপদ্ম, তাঁহার প্রচারিত বিষয় সত্য – তাঁহার বাণী অভ্রান্ত। যাহার কথা ক্ষণস্থায়ী—প্রতি-বাদযোগ্য, যাহার বাণী অপরের দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয়ে ভীত, সেই বাণীবীর্ত্তন-কারী ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-পুরী-পাদাশ্রিত নহেন,আর সেই বাণী ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী নহে। বাস্তব-শ্রৌতসিদ্ধান্তে কোনও গোঁজামিল নাই। ইহাই গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়।

হরিকথা প্রচার করিতে হইলে আচার আবশ্যক। আচারহীনের প্রচার সাফল্য লাভ করিতে পারে না। সেই আচার শাস্ত্রীয় আচার হওয়াই আবশ্যক। যে সকল স্থানে কলি বাস করে, সেই দ্যূত, পান, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, পশুবধ, নিজ ভোগের জন্য অর্থ বা ধনের প্রতি প্রবল আসক্তি প্রভৃতি সকলই কলিসহচর। ইহাতে যাহারা আসক্ত, তাহাদের শ্রীগুরুবৈষ্ণবে আসক্তি হয় না, তাঁহাদের শ্রীচরণে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস থাকে না। তাহারা প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নভাবে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বিরোধই করিয়া থাকে। তাহার ভোগবুদ্ধিতে ঐ সব গ্রহণ করিয়া থাকে বলিয়া যোগিৎসঙ্গী। যাহারা ঐরূপে যোগিৎসঙ্গ করে, আর যাহারা প্রচ্ছন্ন-ভাবেই হউক বা প্রকাশ্যভাবেই হউক, শ্রীগুরুবৈষ্ণব-সেবা ব্যতীত অন্য অভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করে, তাহারা অসৎ। অন্যাভি-লাষীর ইন্দ্রিয়তর্পণ আর সেবকের সেবা এক নহে। যাহারা উভয়কে এক মনে করে, মুক্তি মিশ্রি, সাধু অসাধু, সেবা ও কর্ম্মকে সমান মনে করে, তাহারাও অসৎ। এই অসৎ-সঙ্গ হইতে কৌশলে তফাৎ থাকিয়া নিজের ও পরের মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

শ্রীগুরুদেব মর্ত্ত্য নহেন

—::(*)::.—

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ভুলিয়া যাওয়াই জীবের যত দুর্গতির কারণ। কৃষ্ণকে ভুলিয়া যাওয়ার ফলে তাহার কৃষ্ণেতর দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ হয়। কৃষ্ণস্মৃতি জীবের সকল মঙ্গলের একমাত্র কারণ, আর কৃষ্ণবিস্মৃতিই যত দুঃখ, অশান্তি ও অনর্থরাজির উদ্ভব করায়। তাই শাস্ত্র জগজ্জীবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিচারে জানাইয়া-ছেন—

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো
ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব
কিঙ্করাঃ॥"

সমস্ত বিধির মূলবিধি—শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-স্মরণ,আর সকল নিষেধের মূল-নিষেধ—শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম না ভুলা।

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম জাগতিক খণ্ড পরিণাম-শীল অনিত্য কোন বস্তুবিশেষ নহেন। তিনি সচ্চিদানন্দময়বিগ্রহ। তাঁহার নামরূপগুণ-লীলা—সকলই অবিনাশী, পরম চেতন এবং পরিপূর্ণ আনন্দের মূল-প্রস্রবণ। তাই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মস্মরণ জাগতিক কোন গুণজাত বস্তুর মনন বা ধ্যানরূপ কোন অনিত্য কার্য্যানুষ্ঠানের ন্যায় নহে। শ্রীকৃষ্ণ-নামস্বয় রূপ শ্রীকৃষ্ণের রূপ তাঁহার অপ্রাকৃত গুণ ও লীলা হইতে অভিন্ন। প্রাকৃত বস্তুর নাম-রূপ-গুণাদিতে যেরূপ ভেদ আছে, অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণনামাদিতে ঐরূপ কোন ভেদের আকাশ নাই। ভেদচিন্তা-প্রবল জগতে অপ্রাকৃত বস্তুর অভেদ-বিচার কল্পনামাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। পরিদৃশ্যমান জগৎ, যাবতীয় বস্তু এবং অনন্ত জীবনিচয় অবয়ভাবতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদসিদ্ধান্তে অবস্থিত, কিন্তু বিমুখ জীব মায়ার বিক্রমে আক্রান্ত বলিয়া দৃশ্য জগতে কৃষ্ণের এই সম্বন্ধ দর্শন করিতে পারিতেছে না, তাই জগৎকে ভোগ্য বলিয়া বিচার করিতেছে।

বিষয়বিগ্রহ বা প্রকৃত সম্ভোক্তার সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাববশতঃ নিজেকে সমস্ত বস্তুর প্রভু বা ভোক্তা বলিয়া অভিমান হইতেছে এবং তৎফলে সমস্ত বস্তুর প্রতি প্রভুত্ব-বিস্তারের ভদ্দমনীয় চেষ্টা চলিতেছে, এই প্রকার অসচ্চেষ্টার পরিণাম কি, তাহা বিচারের বিষয় হইতেছে না। প্রভুত্ব-বিস্তারের ফলেই জীবের চিত্ত কাম-ক্রোধাদি রিপুর বিক্রমে কলুষিত হইতেছে। শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অনুসরণে শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়াছেন,—

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মৎসরতাসহ
জীবের জীবনপথে বসি'।
অসচ্চেষ্টা রজ্জু কসে, পথিকের ধর্ম্মনাশে,
প্রাণ লয়ে করে কষাকষি॥

বাটপাড় ছয়জন, অসচ্চেষ্টা রজ্জুগণ
দিয়া গলে কুরিল বন্ধন।
প্রাণবায়ু গত প্রায় রূপরঘুনাথ হায়,
কর ভক্তিবিনোদে রক্ষণ॥

ভোগবাসনা বা প্রভুত্বকামনার ফলেই অসচ্চেষ্টারূপ ষড়রিপুর প্রাবল্য এবং তাহাদের দাসত্বের জন্য যত কৃষ্ণবিস্মৃত বদ্ধজীবের নিরন্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। এই প্রবল শত্রুর কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যত্ন করা আবশ্যক। যাঁহারা বুদ্ধিমান্, তাঁহারা রিপু-দাস্যে যত্ন প্রদর্শনের পরিবর্ত্তে প্রভুর দাস্যে বা গুরুদাস্যে রিপুজয়ের জন্য যত্ন করিয়া থাকেন। রিপুর দাসত্ব বা প্রভুত্ব আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-স্মৃতি বা তাঁহাদের দাস্যই জীবের প্রয়োজনীয় বিষয়। তাহাতেই প্রত্যেকের নিত্যমঙ্গল নিহিত আছে। এই সদ্‌বিচারের অনুসরণ করা নিতান্ত প্রয়োজন।

বিবেকবান্ বা বুদ্ধিমান্ জীবই সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যে বিশ্বাসী হন। তাঁহারাই শাস্ত্র এবং সাধুর বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তন্নির্দ্দেশানুসারে চলিবার জন্য যত্ন করিয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমেই শ্রীগুরুচরণাশ্রয়ের কথা অবগত হন। শ্রীগুরু-পাদপদ্মই সংসারসমুদ্রে জীবের একমাত্র কর্ণ-ধার, শ্রীগুরুদেবই পথভ্রান্ত বিশ্ব-পথিকের একমাত্র পথপ্রদর্শক। তিনিই সর্ব্বজীবের এক-মাত্র ব্যথার ব্যথী, জীবন-মরণে একমাত্র মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। যে সৌভাগ্যবান্ জীব শ্রীগুরুদেবকে সেইরূপে বরণ করিতে পারেন, সর্ব্বস্ব তাঁহার শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়া তাঁহার হইয়া যাইতে পারেন, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপালাভে কৃতকৃতার্থ হন। শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের কৃপাই সকলের মূল—একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরহরি কলি-জীবের কল্যাণবিধানের জন্য তাঁহার মহাবদান্য-লীলাময় শ্রীমূর্ত্তি জগতে প্রকট করিয়াছিলেন। বদান্যাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় জগজ্জীব অনর্পিতচর কৃষ্ণপ্রেমধনে ধনী হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রেমময়মূর্ত্তি শ্রীগৌরকে বিশ্বে কে জানাইলেন? কে তাঁহার অপ্রাকৃত সম্পদ্ দেবেন্দ্র-মুনীন্দ্রগুহ্য প্রেমধনের ভাণ্ডার জগতে উন্মুক্ত করিলেন? কে সেই প্রেমের পশরা মস্তকে লইয়া প্রতি জীবের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া যাচিয়া যাচিয়া বিলাইয়া-ছেন? তিনিই স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু—শ্রীগৌরপ্রেমের একমাত্র ভাণ্ডারী শ্রীগুরু-পাদপদ্ম। গৌরজন—শ্রীগৌরকৃষ্ণজন শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপাতেই শ্রীগৌরকৃষ্ণকৃপা লাভ হয়। শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপার কাঙ্গাল হইতে হইবে। শ্রীগুরু-কৃপাতেই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হয়।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সত্যার্থ কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে।

ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ২১ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৮ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৫শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার | ১৬৯ তম সংখ্যা

দশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিকাশিনী-টীকা ও আস্বাদন-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ পদ্মনাভ ভূতাদি কারণোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

যৎকিঞ্চিৎ

জীব স্বরূপতঃ নিত্যকৃষ্ণদাস। বদ্ধজীবের মধ্যে এই ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তির পরিচয়টি বর্ত্তমানে সুপ্ত থাকিলেও তাহা নিত্যসিদ্ধভাবেই তাহাতে অনুস্যূত আছে। যখন জীব ভগবদ্বহির্মুখ হয়, তখন এই স্বতঃসিদ্ধ পরিচয়টি-তাহাতে প্রকাশিত হয়। সাধন-ভক্তিদ্বারা সেই স্বতঃসিদ্ধ বৃত্তিটিকে প্রকটিত করা হয় মাত্র, পরন্তু নূতন কোন আগন্তুক বৃত্তি জীবহৃদয়ে সাধনভক্তির দ্বারা সঞ্চারিত করা হয় না। শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং
হৃদি সাধ্যতা॥"

জীব-হৃদয়ে যে নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-সেবন-ভাবটি রহিয়াছে, হৃদয়ে তাহারই সম্প্রকাশের নাম সিদ্ধি। সিদ্ধ ভগবৎ-সেবনবৃত্তিতে যে অন্তরে বাহিরে শ্রীহরির সার্ব্বকালিক আবির্ভাব-দর্শন ইত্যাদি আছে, তাদৃশ ভাবও জীবহৃদয়ে স্বতঃসিদ্ধভাবে নিহিত রহিয়াছে। বর্ত্তমানে আমরা শ্রীভগবানের এতাদৃশ আবির্ভাব বুঝিতে না পারিলেও আমাদের তাদৃশ ভগবৎ-সেবনবৃত্তিতে উন্মুখ হওয়াই পরমধর্ম্ম। জীবহৃদয়ে স্বতঃ-আবির্ভূত এই ভগবান্ শ্রীহরির ভজন করাই জীবের পক্ষে পরম মঙ্গলকর। এই শ্রীহরিই জীবের একমাত্র আত্মীয় ও পরমসুহৃৎ। কারণ তিনি পরমাত্মা। তাঁহার সেবাতেই জীব প্রকৃত পরম প্রীতি লাভ করিতে পারে। তাহাই জীবের পক্ষে পরমশ্রেয়ঃ ও পরমপ্রেয়ঃ। জীবের পক্ষে ভগবান্ই একমাত্র নিত্যবাস্তব প্রীতির পাত্র এবং প্রিয়বস্তুর সেবাধর্ম্মও পরম সুখস্বরূপ। ভগবৎ সেবায় উন্মুখ হইলেই ভগবৎ সেবাবিমুখতা বা আত্মধর্ম্মের প্রতি বিমুখ হইয়া আপাতক জড় দেহ-মনের প্রতি অভিনিবেশজনিত বদ্ধজীবের যাবতীয় অসুবিধা বা অনর্থ কাটিয়া গিয়া পরম মঙ্গলের উদয় হয়। নিত্যসত্যস্বরূপ ভগবান্ শ্রীঅনন্তের সেবায় জীবের অনিত্যবস্তুর সেবাচেষ্টাজনিত যাবতীয় অসুবিধার অন্ত হইয়া অক্ষয়-অব্যয়, নিত্য শাশ্বত অবস্থিতির উদয় হয়। সেই ভগবানের সেবাদ্বারাই আনুষঙ্গিকভাবে জীবের অবিদ্যাজনিত জন্মমরণমালারূপ সংসার হইতে বিরাম লাভ হয় ও তাহার পুনঃ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো
ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

যাহা দ্বারা বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত পরতত্ত্বে স্থান-কাল-পাত্রদ্বারা অপ্রতিহতা বা অব্যবহিতা, জীবের ভুক্তিমুক্তি-কামনাজনিত সর্ব্বপ্রকার হেতুরহিতা ভক্তি প্রযোজিতা হয়, তাহাই জীবের পক্ষে পরমধর্ম্ম। তাহা দ্বারাই জীবাত্মা সর্ব্বতোভাবে পরম সুখলাভ করিতে পারে।

ভগবানের প্রতি জীবের এতাদৃশ উন্মুখ ভাব যোজিত হইলে জীবের বিষয়ের প্রতি স্বতঃ বিরাগ আসিয়া যায়, যেহেতু এইপ্রকার ভগবৎসেবা বা ভক্তি স্বতঃই সুখস্বরূপা, সুতরাং বিষয়জনিত সুখাকাঙ্ক্ষা বা চেষ্টা স্বাভাবিকভাবেই নিবৃত্ত হয়।

ভুক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-
রন্যত্র চৈষ ত্রিকঃ এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু
স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥

যেপ্রকার ভোজনশীল ব্যক্তির প্রতি-গ্রাসে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধানাশ হয়, সেই প্রকার জীবের ভগবানের প্রতি উদিত ভক্তির সহিত সপরিকর ভগবদনুভব ও ভগবদিতর বিষয়-বৈরাগ্য স্বভাবতঃই উদিত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

এবং স্বচিত্তে স্বত এব সিদ্ধ
আত্মা প্রিয়োঽর্থো ভগবানননন্তঃ।
তং নিবৃতা নিয়তার্থো ভজেত
সংসার-হেতূপরমশ্চ যত্র॥

ভগবদিতর বস্তুর অভিনিবেশ হইতে জীবের সমূহ ক্লেশের উদ্ভব। তাদৃশ ক্লেশকর চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবের হৃদয়ে নিত্য-অবস্থিত বাসুদেবের সেবা করাই উচিত। তিনি আত্মসম্বন্ধে পরমাত্মা বলিয়া নিত্যই জীবের প্রেমপাত্র এবং সত্য-স্বরূপ বলিয়া জাগতিক অনাত্মা জড়বস্তুর ন্যায় ক্লেশদায়ক বা অনর্থময় নহেন, পরন্তু তিনি সর্ব্বশুভময় ও অধীর একমাত্র প্রার্থনীয় বিষয়। তিনি ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের সীমা। তিনি দেশ কাল-পাত্রের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বিভু বস্তু। তিনি পরম সুখস্বরূপ বলিয়া তাঁহার সেবায় জীবের তাদৃতর বিষয়বৈরাগ্য স্বতঃসিদ্ধ হয়। তিনি নিত্য শাশ্বত সনাতন অব্যয় পুরুষ। এই শ্রীভগবানের সেবাদ্বারা আত্মবিস্মৃতিরূপে জীবের সংসার বীজ অবিদ্যার মূল উৎপাটিত হয়।

দুই একটী কথা

কেহ যদি শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহাদের পাদপদ্মে শরণাগত হইয়া হরিভজন করেন, তবে মঠবাসিগণ প্রাণপণে তাঁহাদের সেবা করিবেন, আর যাঁহারা বহির্ম্মুখতা সংবরণে কৃতসঙ্কল্প, কেবল সাময়িকভাবে কোন না কোন অনাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া কিছু অর্থাদি প্রদান বা অন্য কোন উপায়ে মঠের সেবার আনুকূল্য করেন, তাঁহাদেরও নিকট হইতে কৌশলে তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব শ্রীগুরু-বৈষ্ণবসেবায় নিয়োগ করাইয়া তাঁহাদিগের প্রকৃত মঙ্গল বিধান করিবার চেষ্টার চেষ্টিত থাকিবেন। তাঁহাদিগের নিকট নির্ভীকভাবে সত্যকথা কীর্ত্তন করিয়া জানাইতে হইবে যে, কৃষ্ণকে সর্ব্বস্ব দিতে হয়, তাঁহার নিকট হইতে কোনপ্রকারে কিছু আদায় করিতে হয় না। যেহেতু বিষয়িগণ মঠের সেবানুকূল্য করেন, অতএব মঠবাসিগণ বিষয়ীর মুখাপেক্ষী, ইহা যেন বিষয়িগণ মনে করিয়া অধঃপাতিত না হন। পারমার্থিক মঠ জনসেবার স্থান নহে, জনগণের মনোমত বিধানের স্থান, তাহা পূর্ণ চেতনের অনুশীলনকারী অপ্রাকৃত শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবার স্থান—অপ্রাকৃত হরিজন-সেবাসদন।

অর্থপ্রবৃত্তি হইতে অনর্থ নিবৃত্ত হইবে। অনর্থনিবৃত্তি হইলে অর্থপ্রবৃত্তি নয়। স্বনামের সৃষ্টি ও গ্রহণ যত হইতে থাকিবে, ততই শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ে নামের সেবা হইবে। যতই নিজেকে অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-দাসোঽহং বলিয়া উপলব্ধি হইবে, ততই পুরুষাভিমান প্রকৃতি

আনুষঙ্গিকভাবে দূর হইবে। নির্ব্বিশেষবাদী ত্যাগিগণের ন্যায় স্ত্রীসঙ্গত্যাগের মন্ত্র জপ করিতে থাকিলে প্রকৃতিসঙ্গই হইতে থাকিবে।

মধ্যমাধিকারে অনর্থ থাকে, তাহার আবিষ্টার পর্য্যন্তও অনর্থ থাকে। মধ্যমাধিকারী দৃঢ় শাস্ত্রযুক্তি দেন না, কিন্তু শ্রদ্ধাবান্। মধ্যমাধিকারী শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা সমস্ত সমস্যার সমাধান করিতে পারেন না, কিন্তু উত্তমাধিকারী শাস্ত্রযুক্তিতেও সেরূপ সুনিপুণ, শ্রদ্ধায়ও সেইরূপ সুদৃঢ়, এজন্য তিনি সংসার পার করিতে পারেন।

নীলাপুরুষোত্তম রফের বাহির গ্রাহক এই পরার জগতে খুব কম এবং পরাঙ্মুখ বহির্জগৎ তাঁহার প্রতি নৈসর্গিক নাসিকাকুঞ্চক। অপরাধী শ্রীকৃষ্ণনামিরূপগুণচরিত্রাদির বর্ণন যেরূপ অতি সুনম্রভাবে আছে, শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট শুদ্ধাত্মা হইতে হইবে।

বাচ্য হইতে বাচক অধিক কৃপাময়। বাচকের স্বরূপে—স্বভাবে ঔদার্য্য বেশী। "হরিস্থানে অপরাধে তারে হরিনাম"। বাচ্য ও বাচক একই বস্তু হইলেও বাচ্যের চরণে অপরাধ বাচকের আশ্রয়ে দূরীভূত হয়—বাচক ক্ষমা করেন, কিন্তু বাচকের চরণে অপরাধ অর্থাৎ নামাপরাধ ভীষণ বস্তু। সাধুর চরণে অপরাধে দ্বারা বাচকের চরণে অপরাধ হয়। সাধুনিন্দা ধর্ম্মনাশক বাচকাপরাধ। বাচকের অর্থাৎ শ্রীহরিনামের গিরি বিলাসী অর্থাৎ শ্রীহরিনাম উচ্চারণ করিয়া শ্রীহরিনামকে সুখপ্রদ করেন, তাঁহার চরণে অপরাধ তিনিই ক্ষমা না করিলে তাহা হইতে উদ্ধারলাভের আর উপায় নাই। তিনি যদি indifferent (উদাসীন) থাকেন, তাহা হইলে আরও ভীষণ অবস্থা। অপরাধ দুই প্রকার—অজ্ঞানকৃত ও সজ্ঞানকৃত। অজ্ঞতাজনিত অপরাধ সাধুর নিকট হরিকথা শ্রবণের ফলে বিদূরিত হয়, কিন্তু জ্ঞানকৃত কৃত অপরাধ ক্ষমার্হ।

জগতের লোক ঐশ্বর্য্যবিগ্রহ শ্রীনারায়ণের পরমেশ্বরত্বের কথা কিছু কিছু বলিতে পারে। কেন না, নারায়ণ জগৎ হইতে বিলক্ষণ তত্ত্ব। নারায়ণের মায়া নাই, তিনি অজ্ঞ। কৃষ্ণনামরূপগুণচরিতাদি সমস্তই প্রাকৃত মানুষের মত হৈয় হেয়, কেবলমাত্র অপ্রাকৃতত্বে ও পরমচমৎকারিত্বে অত্যন্ত প্রভেদ। তাই কৃষ্ণরূপ মর্ত্ত্য ধারণার অতীত। মানুষের মত হইয়াও তিনি পূর্ণ, তাঁহাতে অচিন্ত্য ও অপ্রাকৃতত্ব থাকিতে পারে বলে, তাঁহার ধারণার অতীত। এজন্য কৃষ্ণতত্ত্বে মূঢ়গণও মোহ প্রাপ্ত হন।

অর্চ্চার বাচ্যা অপেক্ষা শব্দের অর্থাৎ শ্রীনামের সঙ্কীর্ত্তনের বাচ্য হওয়া বহুতর জীবের পক্ষে অধিকতর মঙ্গলপ্রদ। প্রত্যেক স্থান, প্রত্যেক কাল, প্রত্যেক পাত্র শ্রীনামের দ্বারা মুখরিত হইলেই বৈধ ভুবনমঙ্গল বিহিত হইবে। এতদ্দ্বারা অর্চ্চার বিরোধিতা করা হয় না। যাহাতে অর্চ্চার মর্য্যাদা নষ্ট না হয়, অর্চ্চার চরণে অপরাধ না হয়, তদ্বিষয়ে আচার্য্যগণ এই সকল সাবধানতার বাণী কীর্ত্তন করেন। স্থান, কাল ও পাত্রের যোগ্যতা বিচার না করিয়া অর্চ্চার অধিক ছড়াছড়ি করিলে ভক্তিভাগ শ্রবণ চক্ষুঃই তর্পণ হইয়া যায়। অর্চ্চা ত' আমাদের ভোগ্যবস্তু নহেন।

বৈষ্ণব কোন কুলের অন্তর্গত নহেন

—(*)—

বদ্ধজীবকে বহির্মুখতাই তাহার নিত্যধর্ম্ম হইতে পৃথক্ রাখিয়াছে। বদ্ধজীব তাহার নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। থাকে।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তি লতা বীজ॥

এই প্রকার জীবের পাঞ্চভৌতিক দেহেই জন্ম ও সুখদুঃখের ভোগাদি হয়। জনক-জননীর শুক্র-শোণিত হইতে স্থূল দেহ বাহীত পৃথিবীতে তাহাদের প্রকাশই হয় না। মায়াবাদী মানা যত পুরুষকারই করুন না কেন তাঁহার এই প্রকার জন্ম প্রবাহ হইতে উদ্ধারের কোন উপায় নাই। তবে তিনি সাধুসঙ্গ ক্রমে সাধন দ্বারা পুনরায় নিত্যধামে, হরিলোকে বা কৃষ্ণলোকে বা কৃষ্ণনামে আশ্রয়ই হইতে পারিবেন। তখন তাঁহার পরিবর্ত্তমান স্থূল ও তদন্তর্গত লিঙ্গদেহের প্রতি অভিনিবেশ নষ্ট হইয়া যাইবে। তিনি তখন আপনার নিত্য দেহে পরিষ্কৃত নিত্যা পূর্ণ সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের কৈঙ্কর্য্যে নিযুক্ত হন, তখন আর জন্ম হয় না। তাঁহার স্থূলদেহ হইতে উৎপন্ন শুক্র, শোণিত, জন্ম, মৃত্যু বা পুনর্জ্জন্মাদি তাঁহার আর হয় পায় না, কারণ স্থূল বা লিঙ্গ দেহ

নিত্যধর্ম্ম বৈষ্ণবতার কোন সম্পর্ক নেই না, সুতরাং বৈষ্ণবের পুত্রাদি বৈষ্ণব [illegible] স্বভাব উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য [illegible] গ্রহণের পূর্ব্বে কোন সময়ে বৈষ্ণবতার অধিকারে পৌঁছেই হয় না। তবে পিতা মাতা বৈষ্ণব হইলে তাঁহাদের দাসে নিরন্তর রত, বংশীয়ত পাঞ্চভৌতিক বৈষ্ণবতার পক্ষ [illegible] বিষয়বুদ্ধে আসক্তিযুক্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। [illegible] কেহ কোন বৈষ্ণবের গৃহে জাত হইলেও বৈষ্ণব হইতে পারেন। এই প্রকার সৌভাগ্যবান জীবের পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে অথবা বর্ত্তমান জন্মে সাধুসঙ্গ হয় মাত্র, কিন্তু তাহাকে বৈষ্ণব 'পিতার বৈষ্ণবপুত্র' এরূপ বলা একেবারে ভ্রমাত্মক, কারণ বৈষ্ণবতা দেহের ধর্ম্ম নহে, উহা আত্মার নিত্য স্বভাব। এক আত্মা অন্য আত্মার জনক নহে। জীবাত্মা নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ, তাঁহার দেহ যোগাই জন্মাদিরূপে আখ্যাত।

বিশ্ব ইহাও প্রত্যক্ষের বিষয় যে, কোন ডাক্তারের পুত্রই ডাক্তার নহে। ডাক্তারের তনয়গণের মধ্যে কেহ ব্যবসায়ী, কেহ দুগ্ধবিক্রেতা, কেহ শিক্ষক, অপর কেহ বা রসিক হইয়া থাকেন। উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির পুত্রকে অনেক সময় মূর্খ হইতে দেখা যাইতেছে। প্রাকৃতিক [illegible] হইয়া ভগবদ্ধামে মায়াদেবীর শাসনে যখন প্রত্যেক জীবকে জন্মগ্রহণ করিতে হইতেছে, তখন শৌক্রজগতে মাংসপিণ্ডের সহিত নিত্যত্বের সম্বন্ধ কিরূপে সম্ভব হবে? সূক্ষ্মদেহ ত' কেবল সংস্কাররূপে সুরভি ও দুর্গন্ধের কারণগুলি বহন করিয়া নব প্রকাশিত দেহের সহিত সংযোজিত করিয়া দেয়। এই উভয় দেহের দশা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার পূর্ব্বে বৈষ্ণবতা কোথায়? যেহেতু, মানব সৃষ্টির আরম্ভকাল হইতে ব্রাহ্মণাদি নৈমিত্তিক বর্ণাশ্রিত বর্ণাদিতেই সকলে কাল্পনিক [illegible] প্রতিষ্ঠিত পাইয়া [illegible] তখন এই [illegible] সঙ্গে জন্মের বা রক্তমাংসাদির [illegible] বা ভোগাদি সম্বন্ধের আদৌ সম্বন্ধ হয় [illegible] কিরূপে হইতে পারে কি?

"ন তস্য কর্ম্মকারণং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে"। 'অতএব বৈষ্ণবের জন্ম কর্ম্ম নাই। সঙ্গে আসেন, সঙ্গে যায়েন তথাই।' ভগবদ্ধাম-কর্ম্মে নিত্যসিদ্ধ মহাজনগণ মানব কল্যাণ সংসারগ্রস্ত জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ হইতে শুদ্ধ করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রকট আছেন। আবার ভগবানের সেই নিত্যপার্ষদগণ ভগবানের পৃথিবীতে আগমনের সঙ্গে তদীয় লীলাপুষ্টির জন্য পৃথিবীতে আসিয়া বদ্ধজীবের নিত্য ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ উপস্থিত করেন। তাঁহাদের জন্মাদিরও প্রতীতি বদ্ধজীবের মায়িক চাক্ষুষের গোচরীভূত বিষয়গুলি যে সমধর্ম্মক নয়, ইহা প্রতিক্ষণে অবকাশ হয় প্রত্যক্ষের মধ্যে আসিতেছে। ভগবানের প্রত্যেক লীলায় লোকের এই প্রান্তদর্শন নিরাকরণ করিতে মহাজনগণ অনেক সময় অন্তর, অন্তর্ধানের [illegible] হইয়া থাকেন। চন্দ্রাবলীর অপ্রকাশ্য গোপীপ্রেমের সাধ্য অন্য পরকীয়ার [illegible] প্রাপ্তিতে [illegible] হয়, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যবহারিক জীবনে অবাধস্তর সকলেই উপলব্ধি করিয়াছেন। আমরা [illegible] বৈষ্ণবধর্ম্মকে আমাদের স্থূল রক্তমাংসের জড়াসক্তিযুক্ত দেহে আমাদেরই ন্যায় উন্ন ভরণাদিতে চেষ্টাবান শৈশবযৌবনাদি কাল ক্রীড়াশীল দর্শন করিলাম, কিন্তু যথার্থতঃ [illegible] আমাদের প্রতি বঞ্চনামাত্র। তাহারা ত' ফলকল-বাধ্য হইয়া পৃথিবীতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মদেহ লইয়া আসেন না। জনক-জননীর শুক্র-শোণিতের বিকারস্বরূপ দেহ তাঁহাদের নাই। তাঁহাদের দেহ নিত্য চিদানন্দময়। তাহা আমাদের মাংসদৃষ্টির গোচরীভূত নহে। "ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।" পদ্মপুরাণ বলেন,—বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিলে নরকগমন অবশ্যম্ভাবী। "দেহদোহাদয়া চৈব নেশ্বর [illegible] কচিৎ" তাঁহারা ভগবৎসম হওয়ায় তাঁহাদের দেহ ও দেহী একই প্রকার—ভেদরহিত। সুতরাং তাঁহাদের জন্ম বা মরণ বলিয়া কোন কথাই হইতে পারে না, প্রাকৃত পদার্থমাত্রের সহিত তাঁহাদের কোন প্রকার সংস্পর্শই নাই। তবে যে আমাদের প্রতি তাঁহাদের এই প্রকার জন্মাদি-প্রদর্শনরূপ বঞ্চনালীলা, তাহা ত' কেবল মঙ্গলের জননী। তাঁহারা যদি আমাদেরই ন্যায়, সখা, পতি, প্রভুরূপে আসিয়া তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য গুলি আমাদের নিকট উপস্থিত না করেন, তবে আমরা তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিব কিরূপে বা আমাদের মঙ্গল বরণ করিব কিরূপে? এমন কি, অন্য কোন নিত্য দেহাদি রূপ লইয়া তাঁহারা যে মুহূর্ত্তে উপস্থিত হইবেন, মানব-ধারণার অতীত প্রাণিবিশেষ বলিয়া কারবিলম্ব না করিয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে সঙ্গে বা পরমুহূর্ত্তে সংগোপিত হইতে হইবে। ভগবান্ নৃসিংহাদি অবতারে এতাদৃশ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। সাধারণ মানবের সহজ ধারণার অতীত বলিয়া তাঁহাদের এই প্রকার চরিত্র অননুসরণীয় হওয়ায় মানব তাঁহাদিগের অনাদি বহির্ম্মুখতারূপ প্রাপ্ত অজ্ঞানোদনাশয়ে প্রত্যক্ষ সাহায্য পায় না। এই জন্যই ভগবান্ ও তৎপার্ষদবর্গকে মানবমধ্যে এতাদৃশ দেহাদি গ্রহণ ও ত্যাগ করিবার অনুকরণ করিতে হয়।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"বৈষ্ণব-বংশ বলিয়া কোন কথা হইতে পারে না। বংশ-পরম্পরায় যে কেহ, বৈষ্ণব হইবে, ইহার কোন স্থিরতা নাই। আমরা দেখিতেছি যে, অনেক বৈষ্ণব বংশে বহুতর কুলাঙ্গার জন্মগ্রহণ করিয়া অসুরের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, আবার চণ্ডাল ও যবনকুলে অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া শুদ্ধভক্তির বলে বৈষ্ণব হইয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের কুলেও বহুতর অবৈষ্ণবকে দেখা যায়! আবার নিত্যই অবাঙ্মিকদিগের বংশে অনেক বৈষ্ণব উৎপন্ন হইয়াছেন। সুতরাং বৈষ্ণবজাতি বা বৈষ্ণবাচার্য্য-বংশ বলিয়া যে সম্মান দেখিতে পাই, তাহাতে বৈষ্ণবধর্ম্মের গৌরব হয় না, বরং অবৈষ্ণবতার স্পর্দ্ধা বাড়িয়া যাইতেছে।"

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

দাস্য

(প্রাপ্ত)

এই জগতে 'দাস্য' বা দাসত্ব-কথাটী খুবই হেয় বা ঘৃণ্য বলিয়া পরিচিত। তাহার কারণ, জগতের প্রভু শ্রীভগবান্, কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র জীব হইয়া প্রভু সাজিয়াছি। প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা করিয়া আমরা জগতের প্রভু সাজিলেও আমাদের স্বরূপে প্রভুত্ব নাই বলিয়া আমরা মায়ার দাসত্বই করিতেছি। মায়ার দাসত্বই হেয়, কিন্তু কৃষ্ণদাস্য উপাদেয়। বদ্ধ জীবের স্বরূপে প্রভুত্ব বলিয়া কোন কথা নাই। "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।" ভুল করিয়া প্রভুর আসন গ্রহণ করিতে গেলে যে দুর্গতি লাভ হয়, আমাদের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছে। আমরা মনে করি, আমরা বেশ প্রভু সাজিয়া জগতের উপরে প্রভুত্ব করিতেছি, আর বোকা লোকগুলি কেবল 'আমি কৃষ্ণদাস',—'আমি বৈষ্ণবদাস', এইরূপ বলিয়া দাসত্ব বরণ করিতেছে। আমরা একটু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিতে পারি যে, আমরা প্রভুত্বের নামে বস্তুতঃ দাসত্বই করিতেছি। আমরা পিতা হইয়া পুত্রকন্যার দাসত্ব, স্বামী হইয়া স্ত্রীর দাসত্ব ভাতা হইয়া ভগ্নীর দাসত্ব, উকিল হইয়া মক্কেলের দাসত্ব, রাজা হইয়া প্রজার দাসত্ব, মনিব হইয়া ভৃত্যের দাসত্ব,—এক কথায় পারমার্থিক নয় অবস্থার মধ্যে আমরা কেবল দাসত্বই করিতেছি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা বস্তুতঃ যে নিত্যকৃষ্ণদাস, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। তাই কৃষ্ণসেবা, গুরুসেবা, বৈষ্ণবসেবা পরিত্যাগ করিয়া মায়ার সেবা করিতেছি। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"আমি নিত্য কৃষ্ণদাস—এই কথা ভুলি'। মায়ার বশে হঞা ভোগ করে জন্ম-মৃত্যু॥" ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা মায়ার দাসত্ব করিতেছি, অথচ নিজেকে জড়ের প্রভু বা মায়া মালিক করিতেছি। দাসত্বই জীবের ধর্ম্ম, কিন্তু তাহা কৃষ্ণদাস্য, গুরুদাস্য, বৈষ্ণবদাস্য। দাস্যভাবটী কৃষ্ণের চেতন জগতে অযুক্ত হয় বলিয়াই এই জগতে দাস্য বা দাসত্ব কথাটী এত ঘৃণ্য, এত হেয়। দাস্যভাবটী কৃষ্ণবস্তুতে চেতনবস্তুতে প্রযুক্ত হলেই তাহা পরম উপাদেয়। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দাম্বুধি।
কোটি ব্রহ্মসুখ নহে তার একবিন্দু॥

বড়রিপুর বশীভূত হইয়া আমরা জগতের উপর প্রভুত্ব করি বলিয়া যাহা মনে করি, তাহাতেও আমরা ইন্দ্রিয়ের দাসত্বই করিয়া থাকি। এইরূপে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতির দাস হইয়া তাহাদের নিকট যাই। এইরূপ মহা সঙ্কটে যদি আমাদের সাধুবৈষ্ণবের সহিত সাক্ষাৎকার হয় যে তাঁহাদের উপদেশ-মন্ত্রে মায়া পিশাচী মুগ্ধ করে। তখনই জীব নিকে লাভ করিয়া ভগবানের নিকট—"কামাদি রিপুগণের কত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-মিশন

(১৮৬০ সালের ২১ আইনমতে রেজেষ্ট্রীকৃত)

বিপুল-সম্মানপুরঃসর নিবেদন,—

আগামী ১৩ই আশ্বিন, ৩০শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার হইতে ১৮ই কার্ত্তিক, ৪ঠা নবেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীযুক্ত শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের পারমার্থিক আনুকূল্যে গৌড়ীয়-মিশনের 'গভর্ণিংবডি'র সেবোদ্যোগে ঢাকা-নগরীতে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে অখিল-ভারতীয় বার্ষিক উর্জ্জাব্রত (নিয়ম-সেবা) সময়ে বার্ষিক শ্রীহরিস্মরণ-মহোৎসব কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত প্রত্যহ উষঃকীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-ব্যাখ্যা, শ্রীভাগবতধর্ম্ম-বিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরিসংকীর্ত্তন, ইষ্ট গোষ্ঠী এবং নগরে প্রচার হইবে।

মহাশয়, কৃপা করিয়া সবান্ধবে মহোৎসবে যোগদান করিলে 'গভর্ণিংবডি'র সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। নিবেদন ইতি—

শ্রীশ্রীহরিজনকিঙ্কর—
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ
সেক্রেটারী—'গভর্ণিংবডি'

উৎসব-পঞ্জী

১৩ই আশ্বিন, ৩০শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার—শ্রীরাধাষ্টমীর বিজয়োৎসব ও শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাব।

১৪ই ১লা অক্টোবর বুধবার—পাশাঙ্কুশা-একাদশীর উপবাস।

১৫ই ২রা বৃহস্পতিবার—শ্রীল খোলবাস গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব।

১৮ই ৫ই রবিবার শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীমুরারিগুপ্ত প্রভুর তিরোভাব।

২৩শে ১০ই শুক্রবার—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব।

২৭শে ,, ১৪ই মঙ্গলবার—শ্রীবীর চন্দ্র প্রভুর আবির্ভাব।

২৯শে ,, ১৬ই বৃহস্পতিবার—রমা-একাদশীর উপবাস।

৩০শে ,, ১৭ই শুক্রবার—শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীরোষা তিরোভাব।

৪ঠা কার্ত্তিক ২১শে " মঙ্গলবার—শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের তিরোভাব। শ্রীরসিকানন্দদেব প্রভুর আবির্ভাব।

৫ই ২২শে " বুধবার—শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব।

১০ই ২৭শে " সোমবার—গোষ্ঠাষ্টমী, গোপাষ্টমী, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব।

১৩ই ৩০শে " বৃহস্পতিবার শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গোপালগোবিন্দদাস গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব। উত্থান-একাদশীর উপবাস।

১৪ই ৩১শে " শুক্রবার—সফলা-নিমা বহুলাদশীর উপবাস।

১৫ই " ১লা নভেম্বর শনিবার—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুর নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট-মহোৎসব।

১৬ই " ২রা " রবিবার ভূগর্ভ গোস্বামীর তিরোভাব।

১৮ই " ৪ঠা " মঙ্গলবার শ্রীলদাস গোস্বামীর আবির্ভাব। শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব। মহোৎসব।

কৃষ্ণদাস্য, গুরুদাস্য বা বৈষ্ণবদাস্যের এমনি মাধুর্য্য যে তাহাতে নিজের কখনই গুরু-অভিমান বা প্রভুত্ব-কামনার উদয় হয় না, আর মায়ার দাসত্বের একটী হেয়তা যে, প্রভুর উপরে পর্য্যন্ত প্রভুত্ব করিবার পিপাসা জাগ্রত হয়। যাঁহারা ভুল প্রভু সাজিয়াছে, তাঁহাদের ভগ্ন কোন দিন নিদ্রা উপস্থিত হয় এজন্য তাঁহারা আশঙ্কা করি, কিন্তু অনু[illegible] তাঁহারা কোনদিন পূর্ণানন্দ শান্তিলাভ বা তাঁহাদের অন্তরের শ্রেষ্ঠতম উদ্বেগ দূর করিতে পারেন না বলিয়া তাহা বড়ই কঠিন অপরাধ হইয়া পড়ে। মায়ার দাস্য অর্থাৎ [illegible] করিতে করিতে আমরা এরূপ শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছি, যেন আর শাস্ত্রগুরু বৈষ্ণবের নিকট আমাদের মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার স্থান নাই। ইহা বৈষ্ণব-দাস্য বা আমাদের নিজেন্দ্রিয়-প্রীতি বা লাভ কিছুই নয়, সুতরাং আমার দাস্যই করা চাই। [illegible] আমার দাস্যের পরিচয় দিয়াছি,—

আমি ত' পাপিষ্ঠ বর্ব্বর, তাতে পাপি কাম।
কৃষ্ণ [illegible] ধরে কেমনে॥

শাস্ত্রে ও আমরা কৃষ্ণভক্তে প্রেম ও মায়ার দাস্যে কাম লাভ হয় বলিয়া জানিতে পারি। কামের পরিণাম নিজ সম্ভোগ কেবল। কৃষ্ণময় পরিবর্ত্তনের [illegible] সাধু শাস্ত্র গুরু হইতে আমরা ইহাই জানিতে পারি যে, কৃষ্ণপ্রেম-লাভের একমাত্র প্রয়োজন, তাহাই জীবের [illegible] লাভ জীবের অন্য কোন [illegible] দ্বারা সম্ভব হইতে পারে না।

[illegible] লাভ করিতে হইলে [illegible] হইতে চাহিলে [illegible] ভগবানের দাসত্ব অন্তরে [illegible] করিতে হইবে। কৃষ্ণের নিত্যসেবাধিকার লাভের একমাত্র [illegible] হইতে [illegible] হইবে,—

[illegible]
'দাস' [illegible]

[illegible] যে প্রভু [illegible] নিকট [illegible] বিষয় [illegible], [illegible] গুরুদাস [illegible], গুরুসেবা বা [illegible] [illegible] বস্তু [illegible] বিষয় থাকে, তাহা [illegible] সেবা পাইবে।

প্রকার দুষ্ট আদেশ পালন করিয়াছি, তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা হইল না, লজ্জা ও উপশান্তিরও উদয় হইল না, হে যদুপতে, সম্প্রতি আমি বিবেক লাভ করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার অনন্য চরণে শরণাগত হইয়াছি, তুমি এখন আমাকে স্বীয় দাস্যে নিযুক্ত কর। —বলিয়া প্রার্থনা জানায়।

দৈনিক প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারের প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীপাঞ্চজন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

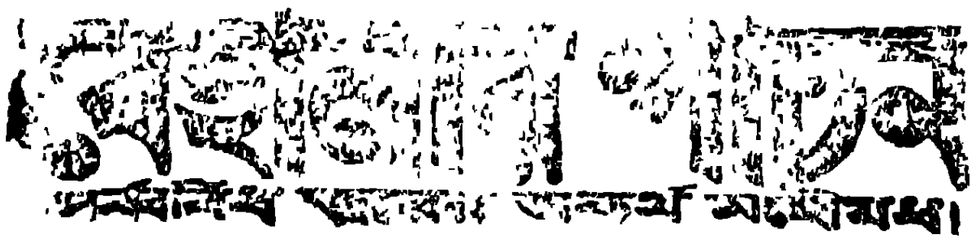

[illegible] প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা, পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

যুদ্ধের জন্য ব্যয়

যে সরকারী হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় এপ্রিল মাস হইতে আরম্ভ করিয়া আগষ্ট মাসের শেষ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ আয়কর আদায় হইয়াছে, তাহা ১৯৪০ সালের অনুরূপ সময়ের আয়ের প্রায় দ্বিগুণ। ১৯৪০ সালে এই পাঁচ মাসে মোট ৭৪,৯০০,০০০ পাউণ্ড আয়কর আদায় হইয়াছিল। তাহার স্থলে বর্ত্তমান বৎসরে ১৪৯,৫০০,০০০ পাউণ্ড আদায় হইয়াছে। এই সময়ে ১৯৪০ সালের মোট রাজস্ব ছিল ৩৯৫,০০০,০০০ পাউণ্ড, বর্ত্তমান বৎসরে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৬১৩,০০০,০০০ পাউণ্ড হইয়াছে।

গত কয়মাস ধরিয়া দৈনিক ব্যয়ের অঙ্ক ১২,৫০০,০০০ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। ট্যাক্সের হার এবং ব্যক্তিগত সঞ্চয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জিনিষপত্রের দাম বিশেষ বাড়ে নাই। গত পাঁচ মাস ধরিয়া দ্রব্যসমূহের মূল্যের প্রায় কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই বলা চলে।

বিমান আক্রমণে আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা

কলিকাতা এবং হাওড়ায় বিমান আক্রমণ আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণের কার্য্য অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে। বাঙ্গালা সরকারের যানবাহন বিভাগের তত্ত্বাবধানে দিবারাত্র এই সকল আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণের কার্য্য চলিতেছে। একমাত্র কলিকাতার বস্তী অঞ্চলের লোকদের জন্য ইটের গাঁথনী দেওয়া প্রায় ৩০০০ হাজার পরিখা খনন করা হইবে। যাহাতে বিমান-আক্রমণ সতর্কতামূলক বংশীধ্বনি করা হইলে ৫।৭ মিনিটের মধ্যেই জনসাধারণ আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণে সেদিকে দৃষ্টি রাখা হইবে।

"মাট্টানুর প্রতিবাদ দিবসে" দাঙ্গা

দায়রা জজ ১৬ই সেপ্টেম্বর কালিকটে, 'মাট্টানুর' প্রতিবাদ দিবস সম্পর্কিত মামলার রায় প্রদান করিয়াছেন। ঐ প্রতিবাদ দিবসের অনুষ্ঠানে যে দাঙ্গা হয়, তাহাতে একজন পুলিশ কর্ম্মচারী নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়। ৪৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা চলিতেছিল। হত্যার অপরাধে কোন আসামীই অপরাধী সাব্যস্ত হয় নাই। ৯ জনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। অন্য ৩৭ জনের প্রতি দুই বৎসর হইতে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। মুক্তিপ্রাপ্ত ৯ জন আসামীকেই পুলিশ তৎক্ষণাৎ ভারতরক্ষা-আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের চূড়ামণি যোগের জন্য ব্যয় মঞ্জুর

কলিকাতা কর্পোরেশনের গত বুধবারের অধিবেশনে চূড়ামণি যোগ ও সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে আবশ্যক ব্যবস্থাদি করার নিমিত্ত ১০,০০০৲ টাকার অনধিক ব্যয় মঞ্জুর করা হয় এবং এতদ-সম্পর্কে আরও নির্দ্দেশ দেওয়া হয় যে, উক্ত ১০,০০০৲ টাকার মধ্য হইতে ২,৭০০৲ টাকা কেবলমাত্র স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

কর্পোরেশন ইহাও সিদ্ধান্ত করেন যে, সূর্য্যগ্রহণ, দুর্গপূজা সম্পর্কে সপ্তমী, অষ্টমী, সন্ধি ও নবমী পূজা, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা এবং কালীপূজার আরম্ভ ও সমাপ্তি জ্ঞাপনের জন্য সময় নির্ঘোষের জন্য ব্যবহৃত তোপ দাগিবার নিমিত্ত কর্পোরেশন কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কেল্লার কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আবশ্যক ব্যবস্থা করিবেন। উপরোক্ত পূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর যাহাতে এইরূপ ব্যবস্থা হয়, তাহারও বন্দোবস্ত করা হইবে।

ভারতের পরবর্ত্তী বড়লাট

'ষ্টার' পত্রিকায় প্রকাশ, লর্ড লিন্‌লিথগোর কার্য্যকাল শেষ হইলে তাঁহার স্থলে আর্ল অব এলগিন ভারতের বড়লাট নিযুক্ত হইতে পারেন বলিয়া লণ্ডনের রাজনৈতিক মহলে বলা হইতেছে। স্কটল্যাণ্ডের বাহিরে বেশী লোকে লর্ড এলগিনকে জানে না। তবে সরকারী কর্ম্মচারীরূপে তিনি একজন আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। তাঁহার পিতা, পিতামহ ভাইসরয়-রূপে কার্য্য করিয়াছেন।

রেঙ্গুণের পুলিশ কমিশনারের চীনে যাত্রা

রেঙ্গুণের পুলিশ কমিশনার মিঃ আর জি বি প্রেসক্ট চীনের যুদ্ধকালীন রাজধানী চুংকিয়াং যাত্রা করিয়াছেন। এরূপ জানা গিয়াছে যে, ব্রহ্ম এবং চীনের মধ্যে ছাড়পত্র নিয়ন্ত্রণের যে নূতন ব্যবস্থা করা হইয়াছে তৎসম্পর্কেই তিনি চুংকিয়াং পরিদর্শন করিতে যাইতেছেন

ভারতে যুদ্ধবন্দীর সংখ্যা

ভারতে সাড়ে সাত হাজার অফিসার এবং ৩২ হাজারের অধিক সৈন্য যুদ্ধবন্দী হিসাবে আছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু
—১—০—
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে।
ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০
প্রাপ্তিস্থান।
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা
—*—
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'প্রকাশিনী' টীকা ও আস্বাদন ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা চৈতন্য-সম্প্রদায় ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ বর্ষ | ২৩ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৫৫ . ১০ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৭৮ , ২৭শে সেপ্টেম্বর, ইং ১৯৭১ শনিবার ১১০-৭১ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ পদ্মনাভ অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

ক্রমপন্থা

—ঃঃ[*]ঃঃ—

'নরতনু ভজনের মূল।' নরদেহ ভিন্ন অন্যান্য দেহধারী জীবের চেতনধর্ম্ম সঙ্কুচিত বা আচ্ছাদিত। জীব যে পরিমাণে ভগবদ্ বিস্মৃত, তাহার চেতনও সেই পরিমাণে সঙ্কুচিত। পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি দেহধারী জীবগণ সঙ্কুচিত-চেতন, আর বৃক্ষ ও লতা-গুল্মাদিপ্রাপ্ত বদ্ধজীবগণ আচ্ছাদিত-চেতন। মুকুলিত, বিকচিত ও পূর্ণবিকচিত ভেদে মনুষ্যের চেতনের প্রকাশ ত্রিবিধ। নীতিশূন্য, নিরীশ্বর-নৈতিক ও সেশ্বর নৈতিক জীবনে জীবের মুকুলিত-চেতনাবস্থা। নীতিশূন্য —অনৈতিক জীবন অত্যন্ত জঘন্য। যাহারা অনৈতিক, তাহাদিগকে নরপশু বলা যায়। নিরীশ্বর-নৈতিক জীবন তদপেক্ষা একটু উন্নত। ইঁহাদের ঈশ্বর-বিশ্বাস না থাকিলেও ইঁহারা সমাজের বিশৃঙ্খলা আনয়ন করেন না। সেশ্বর-নৈতিকগণ ইঁহাদের অপেক্ষা আরও উন্নত। নীতিশূন্য জীবনে ও নিরীশ্বর-নৈতিক জীবনে ঈশ্বরনিষ্ঠা নাই। সেশ্বর-নৈতিক জীবন আবার দুই রকম অর্থাৎ কল্পিত সেশ্বর-নৈতিক জীবন এবং বাস্তব সেশ্বর-নৈতিক জীবন। কল্পিত সেশ্বর-নৈতিক জীবনে ভগবদ্মুখতা নাই। সেখানে যুক্তিই সম্বল। বাস্তব সেশ্বর-নৈতিক জীবনে চেতন পুষ্পের প্রস্ফুটিত হইবার উন্মুখতা লক্ষিত হয় মাত্র। তাহাতে সকলের কর্ত্তা নিয়ন্তা পরমেশ্বর আছেন, এরূপ বিশ্বাস হয়। যাঁহাদের হৃদ্ভাবস্থা হইয়াছে, তাঁহাদের সাধন ভক্তিময় জীবন। ভাবভক্তিময় জীবনের পূর্ণাবস্থাই সাধন জীবন। সাধক-ভক্তিময় জীবনই বিকচিত চেতনের পূর্ণ বিকচিত অবস্থা। সাধু-সহকারে সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে ভজন-প্রভাবে অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি লাভ করেন। তৎপরে ভাব ও প্রেমের কথা।

মুখ্য আরম্ভাতেই কৃষ্ণভজন হয়। মুক্তজীবগণও ঐ নিত্যকাল হরিসেবা করিতেছেন। আর সাধনভক্তি জীবন্মুক্ত ও ভাবভক্তিময় নিত্যসিদ্ধ-প্রায় সেবকগণও শ্রীহরির নিত্য সেবায় সতত নিরত আছেন। সাধক জীবের যত্নে সাধন করা দরকার। শ্রদ্ধোদয়ে সাধুগুরু-পাদপদ্মে ভজন আরম্ভ করিয়া অভক্তিভোগ-বাসনা, কনিষ্ঠতারূপ নিকৃষ্টাবস্থা ভক্তি-বিরোধী জানিয়া সাবধানে ইহাই বর্জ্জনপূর্ব্বক ভজন।

হরিভজন করিতে হইলে প্রথমে হরিভজনে কি বাধা আছে, তাহা দেখা দরকার। ভজন বা সেবার বাধা ভোগেচ্ছা। যে অবস্থায় ভোগেচ্ছা হইতে পারা যায়, সেই অবস্থায় হরিভজন উপযোগী। যদি কেহ গৃহস্থ থাকিয়া ভোগেচ্ছারহিত হইতে পারেন, তাঁহার সেই অবস্থায় হরিভজন হইতে পারে। কিন্তু সাধনমার্গে গৃহস্থ অবস্থায় সাধুসঙ্গরহিত হইয়া ভোগেচ্ছা হইতে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন।

হরিভজনের জন্য আশ্রম বিশেষের আবশ্যকতা নাই। হরিভজন আশ্রমাতীত ব্যাপার। হরিভজন-ব্যাপারে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অপেক্ষা নাই। সেইজন্যই শাস্ত্র—"সব ছাড়ি' ভজ কৃষ্ণ লইয়া শরণ।"—এই উপদেশ দিয়াছেন। হরিভজনে ভোক্তৃ-অভিমান না থাকায় ভোগ-বুদ্ধির প্রশ্রয় নাই। যথার্থ বৈষ্ণব—জীবন্মুক্ত, তিনি বর্ণাশ্রমের অতীত। তাঁহার জাগতিক কোনও অভিমান নাই। তিনি সর্ব্বপ্রকার অভিমানের অতীত হন।

আমি বৈষ্ণবদাস, ইহাই আমার স্বরূপ। আমি বৈষ্ণবদাস, অর্থাৎ বিষ্ণুদাস বা নিত্য কৃষ্ণদাস, এতদ্ব্যতীত আমার অন্য কোন পরিচয় নাই। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, শূদ্র—এই সকল পরিচয় জাগতিক ও দিনের আলোর পরিচয়, এই সব নিত্য পরিচয় নহে। অতি সৌভাগ্যক্রমে কেহ আজই নিত্যরূপায় বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস বৈষ্ণবের সেবাধিকার লাভ করিতে পারেন, আবার দুর্ভাগ্যবশতঃ পতিত হইয়া সংসারী হইতেও পারেন। সুতরাং আমরা যে অবস্থাতেই থাকি সেই অবস্থা হইতে হরিভজন আরম্ভ করিয়া দিতে হইবে। যিনি হরিভজন করেন, আমাদের শিরোমণি। হরিভজন না করিলে ব্রহ্মচারীই হউন বা সন্ন্যাসীই হউন, ব্রাহ্মণই হউন বা শূদ্রই হউন, তাঁহাদের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। আমরা কাহাকেও বা অবজ্ঞা করিব না। সজ্জনসঙ্গে আলোচনা করিব। শ্রদ্ধা থাকিলে সাধুসঙ্গ হয়। এই ভক্তির [illegible] কথা নাই। শ্রদ্ধাবান্ হইয়া সাধুসঙ্গ করিতে করিতে জীব কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া থাকেন।

অকৃত না হইলে অপ্রাকৃতের সেবা হয় না। জড় চেতনে সেবা করিতে পারে না। জড়ে চেতনে মিল হয় না। জড়ে চেতনে প্রীতি হয় না, প্রীতির মত দেখা যায়, তাহা বস্তুতঃ প্রীতি নহে, তাহা কাম। চেতনের সঙ্গে চেতনের যে নিত্য সহজ প্রীতি আছে, সেই প্রীতিতে আবদ্ধ হইয়া অনুচ্চেতন জীবের বিভু চেতন ভগবানের সঙ্গে যে বিশ্বাস, তাহাই ভক্তি। এই ভক্তি চেতনের নিত্য, শুদ্ধ, সহজ, স্বাভাবিকী বৃত্তি। আত্মাই পরমাত্মার সেবক। 'আমিই 'পরম-আমি'র সেবা করিতে পারে। শুদ্ধ অনুচেতনই বিভু চেতনের সেবায় যোগ্য।

কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা-কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তির অনুশীলন করিতে হইবে। কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টারূপ ভক্তিই আত্মসমর্পণের লক্ষণ। আত্মনিবেদন না করিলে সেবা হয় না। আত্মনিবেদন অর্থে—'আমি ও তোমার, তুমি ও আমার,' এই জ্ঞানে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা। আত্মনিবেদন ফলে গুরুকৃষ্ণের কৃপায় জীবের এই জ্ঞান লাভ হয়। সর্ব্বক্ষণ এই জ্ঞান [illegible] সেবা করিতে পারা যায়। সম্বন্ধজ্ঞান ব্যতীত হইয়া সেবোন্মুখের কোন মূল্য নাই। সেবাসেবকভাব রক্ষিত হইলে সেবা সম্ভব নহে। তাই এই সেবা-অধিকারী দীক্ষা বা [illegible] আমি ও আমার' [illegible]

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিক্ষান আপনে॥

হইবে, তখন আর মন ভোগের দিকে যাইবে না। তখনই আমাদের বাস্তব সুবিধা হইবে।

সেবোন্মুখের নিকটই সেবাবস্তু স্ফূর্ত্তি লাভ করে। গুরুকৃষ্ণে প্রীতি প্রত্যেক জীবেরই আছে। ইহা নূতন করিয়া সৃষ্টি করিবার বস্তু নহে। জীবের এই স্বরূপের বৃত্তি বিরূপের দ্বারা আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এখন এই স্বরূপের বৃত্তি ভক্তির উদ্বোধনের জন্য জাগ্রত-চেতন উদ্বোধিতাত্মা সাধুর সঙ্গের প্রয়োজন। সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইলেই জীবের ঐ বৃত্তি জাগ্রত হইবে। ভগবদ্ভক্তজনসঙ্গে ভগবৎ-কথা রঙ্গে দিবানিশি যাপন করিতে পারিলেই সমস্ত অসুবিধা বিদূরিত হইবে। সাধুসঙ্গরূপ অর্থ-প্রবৃত্তি হইলেই অসৎসঙ্গ—দেহাত্মবুদ্ধিরূপ অনর্থ নিবৃত্ত হইবে—প্রমাদ ছাড়িয়া যাইবে। শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"সেবোন্মুখ হ'লে স্বরূপের ধর্ম্ম বাহিরের ইন্দ্রিয়ে গায়ের জোরে বে'রিয়ে প'ড়বে। তাহা প্রকাশ হয়—অনুকূল-অনুশীলনরূপে। যেখানে কৃষ্ণের শ্রবণ-কীর্ত্তন হ'চ্ছে, সেখানে জীবের শুদ্ধদেহ বাহিরে প্রকাশ হ'চ্ছে।"

সুখ ও দুঃখ

——::(*)::——

প্রাক্তন সুকৃতি বা দুষ্কৃতিফলে কর্ম্ম-ফলবাধ্য জীব সুখ বা দুঃখ ভোগ করে। সে সুখের সময় দুঃখের কথা ভুলিয়া যায়, আবার দুঃখের সময়ও সুখের কথা ভুলিয়া যায়। কিন্তু ভগবানের ভক্ত দুঃখ ও সুখ কোনটীতেই উদ্‌ব্যস্ত বা চঞ্চল হইয়া উঠেন না। তাঁহারা সুখ-দুঃখের সমস্ত বিচার ছাড়িয়া ভগবৎপাদ-পদ্মে নির্ভর করিয়া "যদ্যদ্ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্"-বিচারেই সন্তুষ্ট থাকেন। কৃষ্ণও সমর্পিতাত্মা তাঁহাকে আত্মসম করিয়া লন—তাঁহার সুখ দুঃখের সমস্ত চিন্তা নিজের বলিয়া জানেন। তাই ভগবদ্ভক্তের হৃদয় কোন অবস্থায়ই ক্ষুব্ধ হয় না। তাঁহারা "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ"।

ভগবান্ মঙ্গলময়। তিনি সর্ব্বক্ষণই আমাদের মঙ্গলচিন্তা করিয়া থাকেন। করুণাময়ের নির্দ্দয়তা বলিয়া কোন কথা নাই। তিনি সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষ। তাঁহার ইচ্ছায় চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহসমুদয় শুভাশুভ ফল দান করে। অতএব হৃষ্টচিত্তে তাঁহার ইচ্ছার অনুবর্ত্তনই জীবের কর্ত্তব্য—এই বিচারে ভক্তগণ সর্ব্বদাই পরমানন্দে মগ্ন থাকেন। জগতের ভোগ বা ত্যাগের বিচার আসিয়া তাঁহার চিত্ত চঞ্চল করিতে পারে না—ত্রিতাপ তাঁহার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। চিদানন্দময়-কলেবর ভক্ত সর্ব্বদা সেবানন্দে মগ্ন থাকেন। সুখ দুঃখরূপ জগতের ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া তাঁহারা সর্ব্বদা ভগবৎসেবানন্দে বিভোর। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-কামনা ব্যতীত অন্য কামনা তাঁহাদের লেশ-মাত্রও নাই। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মই জীবনে মরণে, শয়নে-স্বপনে—সর্ব্বাবস্থায়ই তাঁহাদের একমাত্র চিন্তনীয় বিষয়।

আমরা যাহাকে দুঃখ বলিয়া উপেক্ষা করি, ভক্তগণ তাহাকে ভগবানের পরমকৃপা বলিয়া পরমাদরে বরণ করিয়া থাকেন। তাই তাঁহারা অনন্ত দুঃখের মধ্যেও সুখে মাতোয়ারা। আর মাদৃশ বদ্ধজীবকে মনঃ-কল্পিত সুখের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়াও অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে কালযাপন করিতে হয়।

ভোগী আমরা আমাদের ভোগে বাধা পড়িলেই ক্রোধে অন্ধ হইয়া যাই, কিন্তু কৃষ্ণ-সুখে, গুরুপাদপদ্মের সুখে বাধা পড়িলেই ভক্ত ক্রোধে আত্মহারা হইয়া যান। যে সুখ ভগবৎ সুখে বাধা প্রদান করে, ভক্ত সে সুখ বলিয়াই জানেন। সেই সুখের প্রতি তাঁহার মহাক্রোধ উপস্থিত হইয়া থাকে।

নিজেন্দ্রিয়তর্পণমূলে যে সুখ, ভক্তগণ তাহাকে দুঃখ বলিয়াই জানেন, কিন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ করিতে গিয়া যে দুঃখ পাইতে হয়, তাহাকে তাঁহারা মহাসুখ বলিয়া পরমাদরে বরণ করিয়া থাকেন। যেখানে কৃষ্ণসেবারূপ স্বার্থগতি হইতে বিচ্যুত হইয়া দেহাত্মবোধ-মূলে সুখ-দুঃখের বিচারক হইতে যাই, সেখানেই নানাপ্রকার অশান্তি আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করে। কৃষ্ণ সর্ব্বতোভাবে আমাদের মঙ্গলবিধাতা। "যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ"—এই কৃষ্ণানুগ্রহ উপলব্ধির সৌভাগ্য যাঁহার হইয়াছে, তিনিই সম্পদে-বিপদে, সুখে-দুঃখে—সর্ব্বাবস্থায়ই তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া থাকেন।

প্রকৃত বন্ধু কে?

——::(*)::——

দুই ব্যক্তির পরস্পর আন্তরিক মিলনের নাম বন্ধুতা। বন্ধুতা প্রায়শঃ সমস্বভাব, সমমতাবলম্বী ব্যক্তির সহিতই হইয়া থাকে। মানুষ স্বভাবতঃ একা থাকিতে পারে না, পাঁচ জনের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া থাকিতে ভাল বাসে, নির্জ্জনবাসকে কঠোর সশ্রম কারাবাস হইতেও অধিকতর কষ্টকর বলিয়া মনে করে। বন্ধুতা মানবের স্বভাবগত। অতিশয় স্বজাতিপ্রিয় মানব সমস্বভাব ব্যক্তির সহবাস করিতে ইচ্ছুক হইবে এবং যে ব্যক্তির সহিত যাহার বিশেষ ঐক্য হয়, তাহার সহিত বন্ধুত্ববন্ধনে যে আবদ্ধ হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি?

প্রকৃত বন্ধু যেরূপ মহোপকারক, কপট বন্ধুও তদ্রূপ মহা অনর্থের মূল। কপট বন্ধু প্রথমতঃ লোকের সুসময়ে ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত থাকিয়া আনুগত্য ও সৌহার্দ্দ্য প্রকাশ করিতে থাকে, কিন্তু সুযোগ পাইলেই নিজ দুরভিসন্ধি সাধন করিয়া লয়। কপট বন্ধুর এইরূপ অসদ্ব্যবহারে যে কত লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা বলা যায় না। কপট বন্ধুকে প্রকৃত বন্ধু মনে করিয়া অনেকে অনেক সময় তাহাদের উপদেশানুসারে চলিয়া নরকের পথে অগ্রসর হয়। যিনি আমাদের কল্যাণ কামনা করেন, যিনি আমাদের বিপদে নিজেকে বিপদ্‌গ্রস্ত মনে করেন, আমাদের সম্পদে আনন্দিত হন, যিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য স্বার্থত্যাগে অকুণ্ঠিত, আপনাকে বিপদে ফেলিতেও প্রস্তুত, তাঁহাকেই নীতি-শাস্ত্র-বিদ্‌গণ প্রকৃত বন্ধু বলিয়া থাকেন। তাঁহারা আরও বলেন, মাতাপিতা অপেক্ষা প্রকৃত বন্ধু আর নাই। কারণ মাতাপিতার নিকট আমরা যেরূপ উপকার প্রাপ্ত হই, জগতে এরূপ কাহারও নিকট পাই না।

এই সকল উপকার জাগতিক ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইলেও পারমার্থিক ব্যাপারে অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তি-বিষয়ে গৌণ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নিত্য প্রভু, আমরা তাঁহার নিত্যদাস। তাঁহার শ্রীচরণ-সেবাই আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য। তাঁহাকে ভুলিয়াই আমরা এই নশ্বর জগতে আসিয়াছি। কিন্তু আমাদের আত্মার বিনাশ হইবে না, কর্ম্মবশতঃ নানা যোনিতে ঘুরিতে হইবে। যাহা প্রকৃত আমি, তাহা পঞ্চভূতাত্মক দেহ নহে, তাহাই আত্মা এবং সেই জীবাত্মা স্বরূপে কৃষ্ণের নিত্যদাস। পূর্ব্বোক্ত জাগতিক উপকারগুলি ক্ষণকালের জন্য, কিন্তু আমাদের সম্মুখে অসীম অনন্তকাল বর্ত্তমান, ইহার তুলনায় মানবজীবন অল্পকাল স্থায়ী। হরিভজন না করিলে অনন্তকাল ব্যাপিয়া পুনরায় চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া এই দুঃখময় সংসার-সাগরে আমাদিগকে হাবুডুবু খাইতে হইবে।

যিনি আমাদের হরিভজনের সহায়ক হন, সদুপদেশের দ্বারা মায়িক জড়াসক্তি কাটাইয়া দিয়া আমাদিগকে কৃষ্ণোন্মুখ করেন, তিনিই আমাদের প্রকৃত বন্ধু। যাহারা উপকার বা উপদেশের দ্বারা আমাদের জড়াসক্তি বৃদ্ধি করিয়া কৃষ্ণোন্মুখতা হ্রাস করিতে চেষ্টা করে, তাহারা আমাদের প্রকৃত বন্ধু নহেন। এমন কি, পিতা, মাতা, গুরুদেবতা প্রভৃতি কেহই আমাদের প্রকৃত বন্ধু নহেন—যদি তাঁহারা আমাদিগকে শ্রীহরির পাদপদ্মে ভক্তি করিতে উপদেশ না দিয়া হরিভজনে বাধা দেন।

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্॥

অসৎশিক্ষক মাত্রকেই বর্জ্জন করিতে হইবে। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন, যিনি সমুপেত-মৃত্যু হইতে মুক্ত করিতে না পারেন, তিনি গুরু, স্বজন, পিতা, জননী, দেবতা বা পতি-পদবাচ্য হইতে পারেন না। জন্ম-মৃত্যুরূপ ভীষণ সংসার-সাগরে পতিত জীবকে ভক্তিমার্গের উপদেশ দ্বারা উদ্ধার না করিয়া কেবল লৌকিক সম্বন্ধে গুরু, স্বজন, পিতা, মাতা এবং দেবতা বা পতিরূপে পরিচিত হওয়া কাহার উচিত নহে। অতএব যাঁহার উদ্ধার করিবার ক্ষমতা নাই, তাঁহার গুরু হওয়া উচিত নহে। তাদৃশ ব্যক্তির পুত্র-বাৎসল্যের প্রয়োজন নাই, যে ব্যক্তি পুত্রকে কেবল ভোগে নিরত রাখে, পরিণামের জন্য পুত্রকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে অসমর্থ। সে দেবতার বলি গ্রহণ করা উচিত নহে, সে পতিরও স্ত্রী গ্রহণ করা উচিত নহে, যাঁহারা তাহাদিগকে পরমার্থের পথ প্রদর্শন করিতে সমর্থ না হন। ব্যবহারেই শত্রু-মিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি পরমার্থ-বিষয়ে সাহায্য করেন, তিনিই যথার্থ বন্ধু এবং সেই বন্ধুরই সহবাসে থাকা উচিত।

ভগবান্ বামনাবতারে বলিরাজের সমীপে যখন ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করেন, তখন দৈত্য-গুরু শুক্রাচার্য্য বলিরাজকে তাদৃশ দানকার্য্যে নিষেধ করেন। কিন্তু বলিরাজ গুরুদেবকে উপেক্ষা করিয়া শ্রীবামনদেবকে সর্ব্বস্ব দান-পূর্ব্বক ভগবান্‌কে ভক্তিতে আবদ্ধ করিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের অনুরোধে বিভীষণ স্বজনাদি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবদ্দ্বেষী বলিয়া পিতা হিরণ্যকশিপুকে, খট্টাঙ্গ রাজা ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। গোচারণকালে শ্রীকৃষ্ণ যখন বয়স্য বালকগণের দ্বারা যজ্ঞক্ষেত্রে ব্রাহ্মণগণ সমীপে অন্ন প্রার্থনা করেন, তখন গোপজাতি বলিয়া ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ ভগবান্‌কে অন্ন প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে স্ব স্ব পতিগণকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা সকলে স্বয়ং অন্নাদিহস্তে সেই গোচারণ-স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

জড়বিদ্যা দ্বারা জীবের জড়াসক্তি প্রবল হয় এবং নিত্য পরমবন্ধু শ্রীকৃষ্ণ হইতে জীব দূরে পড়িয়া দুঃখময় সংসারে পতিত হইয়া হাবুডুবু খাইতে থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন 'সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া'। শ্রীকৃষ্ণের সেবায় মতিই প্রকৃত নিত্য বিদ্যা বা পরা বিদ্যা—উহাই অবিদ্যা-বিনাশকারিণী। এই শ্রীকৃষ্ণসেবায় মতি বা পরাবিদ্যার জীবনই আবার শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন। অতএব শুদ্ধসঙ্কীর্ত্তনকারীই প্রকৃত বিদ্বান্ অর্থাৎ নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত। সুতরাং নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তই প্রকৃত বন্ধু। তাঁহার সঙ্গ লাভ হইলেই জীবের চরম কল্যাণ সাধিত হয়। ভগবানে ভক্তিই জীবের একমাত্র আবশ্যক। এই উপকার ভক্তেরই নিকট পাওয়া যায়, ভক্ত সর্ব্বদা ভগবানের কথা বলিয়া থাকেন এবং জীবকে হরিভজন করিতেই উপদেশ দেন। এই প্রকার হরিভক্ত-বন্ধু অতি দুর্লভ। যাঁহার

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

—এইরূপ বন্ধু আছে, তিনিই ভাগ্যবান্। তাপিত প্রাণ জুড়াইতে, শোকের দীর্ঘ নিঃশ্বাস কমাইতে দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত করিতে বিপদের সময় হৃদয়ে ধৈর্য্য ও সাহস প্রদান করিতে এমন বন্ধু আর কেহ নাই। প্রকৃত বন্ধুর অভাবে জীবন ধারণ বৃথা। কারণ এরূপ ভক্তবন্ধুর সঙ্গ বা কৃপা ব্যতীত হরিসেবা লাভ করা যায় না। ভগবান্ ভক্তের অধীন। শাস্ত্রে ভগবানের অনেক নাম শুনা যায়। ভক্তের ডাকে তিনি কখনও না আসিয়া থাকিতে পারেন না। তাই প্রহ্লাদ, ধ্রুব, নারদ প্রভৃতিকে দর্শন দিয়া তাঁহার 'দীনবন্ধু', 'ভক্তবৎসল' প্রভৃতি নামের মাহাত্ম্য জগতে জানাইয়াছেন।

যেদিন আমাদিগকে এই ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, সেদিন পিতামাতা, অন্যান্য স্বজন, এ জগতের বন্ধু-বান্ধব—কেহই আমাদের সঙ্গে যাইবে না এবং কেহই আমাদিগকে এখানে রাখিতে পারিবে না, বন্ধুবান্ধব, ধনরত্নাদি—সমুদায় ফেলিয়া একাকী যাইতে হইবে। সে সময় এই দুস্তর ভবসাগর পারের কেহই সাহায্য করিবে না।

তাই বলি, যদি কাহারও ভবসমুদ্র পার হইবার বাসনা থাকে, তবে তাহার অসময়ের বন্ধু শ্রীহরির পাদপদ্ম একান্তভাবে শরণ গ্রহণ করা দরকার।

শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমাদিগকে এই দুস্তর ভবপারাবার পার করিয়া দিয়া তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় দিবেন, আর আমাদিগকে পুনরায় চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ফিরিতে হইবে না, ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া চিরশান্তি লাভ করিতে পারিব। যিনি শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের শ্রীচরণকমল আশ্রয় করেন, তাঁহার নিকট এই দুস্তর ভবসাগর গোষ্পদ-তুল্য প্রতীয়মান হয়।

স্বরূপধর্ম্ম

সনাতনধর্ম্ম মাত্র একটি, উহা বহু নহে। তাহা—

স বৈ পুংসাং পরধর্ম্মো যতো
ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

অধোক্ষজে অহৈতুকী, অপ্রতিহতা ভক্তিই পরমধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম, নিত্য-ধর্ম্ম ও সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম। বৈষ্ণব-ধর্ম্মই বিশ্ববাসী প্রত্যেক জীবের ধর্ম্ম। ভাগবতধর্ম্ম যখন সার্ব্বজনীন, তখন ভাগবত-ধর্ম্মবক্তৃগণও সর্ব্বজীবের গুরু। ভাগবত-বক্তা মাত্র দ্বাদশজন। শত শত মনোধর্ম্মীর মনগড়া বিভিন্ন মত ইতরধর্ম্ম—মায়িক ধর্ম্ম। ইহাই নিরপেক্ষ সত্য। যাঁহাদের এই নিরপেক্ষ সত্য শুনিবার কর্ণ হইয়াছে, তাঁহারা সৌভাগ্যবান্। সৌভাগ্যবঞ্চিত ব্যক্তির একথায় আস্থা নাই। স্বরূপধর্ম্মের একমাত্র শিক্ষক শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু প্রভৃতিকে যাহারা জগদ্গুরু বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহারাই বলিয়া থাকেন,—শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-বৈষ্ণবাচার্য্যের কথা কেবল তাঁহার শিষ্যগণই মানিবে। সকলেই ত' তাঁহার শিষ্য নহে এবং তিনিও সকলের গুরু নহেন।' কিন্তু পণ্ডিতগণ বলেন, শাস্ত্র বলেন,—বৈষ্ণব-জগতের গুরুই তিনি, যিনি শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ, এতদ্ব্যতীত আর কেহই স্বরূপধর্ম্ম-শিক্ষক গুরুপদবাচ্য নহেন। শ্রীস্বরূপরূপের কৃপা ত ব্যক্তিই লঘু—গুরু নহেন। তাঁহারা লঘু হইয়া গুরুর অভিনয়মাত্র করিতেছেন। শ্রীস্বরূপরূপানুগ ব্যতীত আর কেহ ভজনানন্দী হইতে পারেন না। বাদবাকী লোকের ভজনের অভিনয় মায়ার ভজন—মনোধর্ম্মের ভজন—কপটতার ভজন—আত্মবঞ্চনা পর বঞ্চনার ভজন—তাহা হরিভজন নহে; ইহাই শুদ্ধ ঐকান্তিকতা। হরিভজন নিজের খাম্‌খেয়াল, মনোধর্ম্ম বা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ নহে, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের নাম—ভজন।

সকলকেই একজনের মতে চলিতে হইবে—সকলকেই অদ্বয়জ্ঞান ভগবানের অনুগত হইতে হইবে—অদ্বয়জ্ঞানের সেবকের আনুগত্য করিতে হইবে, ইহাই শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত। আর নির্ব্বিশেষবাদিগণের সিদ্ধান্ত তাহা হইতে পৃথক্। শ্রীভগবান্—অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন। শ্রীগুরুদেবও অদ্বয়তত্ত্ব—পূর্ণ-বস্তুর পূর্ণ প্রকাশ। শ্রীগুরুদেব খণ্ডিত বা পরিচ্ছিন্ন বস্তু নহেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মই কৃষ্ণসেবার একচ্ছত্র অধিকারী। কৃষ্ণ তাঁহারই নিকট তাঁহার সর্ব্বতোমুখী সেবাগ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেব পরম দয়াল। কৃষ্ণ কাহারও নিকট হইতে সেবা না চাহিলেও শ্রীগুরুদেব অহৈতুক-কৃপা করিয়া তদনুগত সকলকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়া কৃষ্ণের সুখবিধান করেন। গুর্ব্বানুগত্য ব্যতীত জীবের স্বরূপে অবস্থিত হইবার অন্য উপায় নাই। গুরু-দাসই কৃষ্ণদাস, গুরু সুখবিধানই কৃষ্ণসুখ-বিধান। গুর্ব্বনুগত জনই স্বরূপধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীভগবানের পরমপ্রেষ্ঠ সর্ব্বোত্তম সেবক শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাই অনুচিৎ জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম। সুতরাং যাঁহারা এই স্বরূপের ধর্ম্মে অবস্থিত তাঁহারা জগতের বহু তথাকথিত মতবাদকে কখনই স্বরূপ-ধর্ম্মের সহিত একাকার করিতে পারেন না। শ্রীস্বরূপরূপানুগবর শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে ভগবানে যে অহৈতুকী ও স্থানকালপাত্রের দ্বারা অপ্রতিহতা বা অব্যবহিতা ভক্তি যাজিত হয়, তাহাই জীবের প্রকৃত স্বরূপ-ধর্ম্ম।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::(•)::——

বল্লভাচার্য্যের বাড়ী হইতে শ্রীরূপ-গোস্বামীর সহিত শ্রীগৌরসুন্দর নৌকাযোগে যমুনার পরপারে প্রয়াগে আসিয়া দশাশ্বমেধ-ঘাটে দশদিন শ্রীরূপকে সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব শিক্ষা বা উপদেশ দিয়াছিলেন। ভজনীয় বস্তুকে কিরূপে ভজন করা যায়, তাহা বলিতে গিয়া তিনি ভক্তির তিনটি অবস্থার কথা বলিয়াছেন,—সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। প্রেম লাভ হইলে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব প্রভৃতি ক্রমোন্নতি হয়। পূর্ব্বে ভাবভক্তি, পরে প্রেমভক্তি লাভ হয়।

সাধনভক্তির পরে ভাবের ঘন অবস্থায় প্রেমের উদয় হয়। 'কৃষ্ণ আমার, আমি সেবা না করিলে কৃষ্ণের বড়ই কষ্ট হইবে,' এই-রূপভাব পূর্ণরূপে বৃদ্ধি বা গাঢ়তা পাইলে প্রেমা হয়। স্থায়িভাবের সঙ্গে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই সামগ্রী চতুষ্টয়ের মিলনে রসের উদয় হয়।

সাধনভক্তি অতিক্রম করিলে ভাবোদয় হয়, তখন শ্রদ্ধা রতিরূপে পরিণত হয়। বিভাব দ্বিবিধ,—অবলম্বন ও উদ্দীপন। বিষয় ও আশ্রয়ই অবলম্বন, যাঁহাকে দেখিলে রসের উদ্দীপন হয়, তাহাই উদ্দীপন। অপ্রাকৃত চিন্ময় রসরাজ্যে বিষয় একই, কিন্তু আশ্রয় বহুর মধ্যে পঞ্চরসের আশ্রয়গণই প্রধান। সকল জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণপাদপদ্মে অবস্থান করে—সকল জীবের গতিই একমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্ম। জীব মায়াবদ্ধ হইয়া এই মায়িক জগতে বৃক্ষ, কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, পশু ও মনুষ্য ইত্যাদিরূপে বাহিরে মায়িক পোষাক লইয়া জন্মিয়াছে। অপ্রাকৃত রাজ্যে বিভিন্ন রসে এক একজন মুখ্য সেবক আছেন। অন্যান্য সেবকগণ সর্ব্বপ্রধান আশ্রয়জাতীয় সেবকের কেহ স্বাংশ কেহ বা ভেদাংশ। প্রত্যেক রসে মূল-আশ্রয়ের আনুগত্যে কায়ব্যূহ ও অসংখ্য সেবক আছেন। বৃন্দাবনে যথাক্রমে মূল আশ্রয়-বিগ্রহ—দাস্যরসে রক্তক ও পত্রকাদি, সখ্যরসে সুবল, শ্রীদাম, সুদাম, বলভদ্র (দাউজি) ও দেবপ্রস্থ, বাৎসল্যরসে শ্রীনন্দযশোদা, মধুর রসে পঞ্চবিধ গোপী-গণ, তন্মধ্যে সর্ব্বগোপীশ্রেষ্ঠা পরমশ্রেষ্ঠা প্রিয়-নর্ম্ম অষ্টসখী। তাঁহাদের বহু সেবিকাও আছেন।

ভক্তির উদয়ের পূর্ব্বে সম্বন্ধজ্ঞান একান্ত আবশ্যক। অপ্রাকৃত বস্তুতে সুদৃঢ় শ্রদ্ধাই ভক্তির মূল। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু প্রেম লাভের উপায়স্বরূপ আটটি সোপান বাঁধিয়া দিয়াছেন। সাধনভক্তির পদ্যের মধ্যে পূর্ব্বার্দ্ধে—শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থ-নিবৃত্তি—এই চারিটি এবং পরার্দ্ধে—নিষ্ঠা রুচি, আসক্তি ও ভাবোদয়—এই চারিটি, সর্ব্বশুদ্ধ আটটি স্তর আছে। বদ্ধাবস্থায় সাধনভক্তি ইন্দ্রিয়দ্বারে সাধিত হয়।

এ জগতে মায়াবদ্ধ মনুষ্যগুলি পশুবিচার-যুক্ত হইয়া পড়িয়াছে—অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি কার্য্যে সর্ব্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত আছে। কৃষ্ণপ্রেম পাইতে হইলে তাহাদের পক্ষে সাধন করা একান্ত প্রয়োজন। সাধনের দ্বারাই অনর্থ নিবৃত্তি করিতে হইবে—ইহাই ক্রমপথ। পরমেশ্বরের আনুগত্য-বিচার না থাকিলেই জীব পশুত্ব লাভ করে। যদিও originally (স্বরূপতঃ) জীবগণের ভগবদ্দাস্য ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য নাই, তথাপি তাহাদের শক্তির লঘুতাপ্রযুক্ত তাহারা মায়াচ্ছন্ন হইয়া সংসারে আহার-নিদ্রাদির চিন্তাযুক্ত। এইরূপ অনর্থযুক্ত অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইতে হইবে। মনুষ্য-জাতি অন্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিবার বিচারযুক্ত হইয়া মাৎসর্য্যদ্বারা চালিত এবং তৎফলে অত্যন্ত দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। অনর্থযুক্ত অবস্থায় সংসারের দুঃখকষ্ট এবং শারীরিক ও মানসিক ক্লেশাদি অত্যন্ত দুঃখ-কর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু অর্থলব্ধ প্রপন্ন শুদ্ধভক্তের বিচার এইরূপ নয়। তিনি বিচার করেন,—"বিরচয় ময়ি দণ্ডং" ইত্যাদি। চাতক যেরূপ মেঘের জল ব্যতীত প্রাণান্তেও অন্য জল পান করে না, চাতক কেবল 'ফটিক জল,' 'ফটিক জল' বলিয়া চীৎকার করে এবং মেঘ হইতে বারিপাত না হইয়া যদি বজ্রপাতও হয়, তাহা হইলেও চাতক যেমন একান্ত আশ্রয়জ্ঞানে মেঘের দিকেই তাকাইয়া থাকে, অন্য দিকে তাকায় না, আমাদের চিত্তের অবস্থাও তদ্রূপ হওয়া আবশ্যক। আমরা কৃষ্ণের শরণাগত হইব এবং বলিব,—হে দীনবন্ধো! তুমি দয়া করিয়া তোমার সেবা দিলে আমি সেবা পাইতে পারি। যদি তাহা না দাও তবে হয় ভোগ, নয় ত্যাগ অবলম্বন করিয়া বজ্রপাতরূপ তোমার দণ্ডের আহ্বান (আমার দুষ্কৃতির ফল ভোগ) করিব। হে প্রভো! তুমি যদি দয়া না কর, তাহা হইলে আর কাহার কাছে যাইব? আর ত' আমার কেহ নাই! সেই জন্যই তোমার পাদপদ্ম আশ্রয় করিলাম।

নৃত্য গান, বিলুণ্ঠন ও গাত্রমার্টন ইত্যাদি অস্থিভাব বা উদ্ভাস্বর, অশ্রুকম্প-পুলকাদি অস্থিত্বিক নির্ব্বেদ ও হর্ষদৈন্য প্রভৃতি ৩৩টি আগন্তুক ভাবই ব্যভিচারী—ইহারা স্থায়ী থাকে না,—কখনও কখনও আসে ও যায় মাত্র। স্থায়ীভাব বা রতিসহ সামগ্রীর মিলনেই রসোৎপত্তি হয়। রতিই (উল্লাসময় স্থায়িভাবই) রসের মূল। উহাই প্রেমের অঙ্কুর।

আদৌ শ্রদ্ধা। 'বহুধর্ম্ম আছে'—এরূপ বিশ্বাস বা যুক্তিতর্কপথ ছাড়িয়া শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের শ্রৌতকথায় শ্রদ্ধাই সর্ব্বপ্রথমে দরকার।

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ', সর্ব্বশাস্ত্রে বলে। সর্ব্বমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

গতানুগতিক ধর্ম ব্যতীত পৃথিবীতে যাহা কিছু ধর্ম বলিয়া চলিতেছে, সকলই ছল অর্থাৎ কৈতব বা কপটতা। অপর সমস্ত কথা পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে শ্রীবৈষ্ণবের কথায় পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে অনর্থ দূর হইবে না। সাধুর নিকটে যে সকল অর্থাৎ অন্য বাক্য বা কথা শুনিবে—উহাই দূর হইয়া যাইবে—শুদ্ধভক্তি লাভ হইবে।

আমি ভগবানকে realise করিব—ইহা নিতান্ত বিপদের কথা। জগতের লোক কাল্পনিক বিষয়ের গুরু হোন তথা আমি শুনিব না। কিন্তু আমার উদ্ধারের জন্য বৈকুণ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন যে শ্রীগুরুদেব, তাঁহার কথা শুনিব। অতএব আমরা বিদ্বচ্চৈতন্যের পাদপদ্মের নিকট যাইব—আমরা প্রাকৃত বিদ্যা দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া আমাদের নিত্যপ্রভুর নিকট যাইব। যদিও শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে ভগবান্ হইতে পৃথক্ ভেদাশ বলেন, তথাপি তাঁহাকে ভগবানের নিত্য দাস বলিয়া জানিব। আমাদের সমস্ত জাগতিক চেষ্টা অকৃত স্বার্থানুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত হওয়া দরকার। আমরা যখন প্রকৃত সদ্গুরুপাদপদ্ম সমীপে যাই, তখন তাঁহার নিকট শুনিতে যাই—'সকল প্রকার আশা-ভরসা ছাড়িয়া ভগবানের ভজন কর।' 'আমি বৈষ্ণব হইয়াছি' এই দাম্ভিক বিচারই আমাদের অধঃপতনের সর্বনাশের কারণ। নিজের account-এ ইন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশ্যে বিষয় কার্য করিতে গিয়াই বকা (বোকা) লোক যখন তাহাতে নিরাশ হইয়াছে, তখন তাহার সেই উপকার না করিলে হরিজন হয় না। সর্বক্ষণ গুরুবৈষ্ণবের কৃপাদি লাভ ও সঙ্গ করিবে—আমাদের মঙ্গল।

বৈষ্ণবের চিত্ত সর্বদাই পরোপকারের জন্য ব্যস্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বহুজন্মার্জিত প্রতি "কৃষ্ণে মতি হউক"—এইরূপ আশীর্বাদের জগতের মঙ্গলজনক। এক কৃষ্ণে মতি থাকিতে পারিলে উহাই সর্বোত্তম বড় লাভ হয়। বৃথা ভক্তিদান বলিয়া সন্দেহ। উহা উপকার—ইহা ভক্তি সাধনে অনেকটা সুবিধা হইবে।

যাহারা বিষ্ণুর সেবা করিতেছেন তাঁহাদের সেবা করা ব্যতীত না করিয়া যাহারা চতুর্বর্গের আশায় মত্ত, তাহারা মনুষ্যজীবনের পরমমঙ্গল লাভ করিতে পারে না। যাহারা জানে, তাঁহারা বলেন—'আমরা মুক্ত হইব' এই মধ্যমাঙ্গলে আমাদের অনেকটা কিছু হইবে। স্বার্থের আবার যে সকল কর্মী জগতের আপাত মঙ্গলের জন্য altruistic propaganda (অনিত্য উপকারের প্রচেষ্টা) করিতেছেন, তাঁহাদেরও বিচার অতি সঙ্কীর্ণ। এই সকল বিচার পরিত্যাগ করিয়া হরিভজনের পথ অনুসরণ করা দরকার।

জগতে কাহারও কোন কথায় চালিত হইয়া অন্যের হিংসা করিবে না। ভক্তি-সহকারে সাবধান হইয়া ভগবৎস্বরূপ ও তাঁহার সেবার জন্য সর্বক্ষণ যত্ন করিবে। স্বকপোলকল্পিত বাক্য ছাড়িয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট ভগবদ্-ভজন শিক্ষা হয়, তখন স্বয়ং মুক্ত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা মুখে দর্শন ভজনপ্রণালী হইতে নিত্যকাল ভজনরত থাকা যায়।

শ্রবণ

কলিকালে 'শ্রবণ কীর্তন' ধর্মের প্রাধান্যের সকল শাস্ত্রে বলা হইয়াছে। "শ্রোতব্যাদয়ো ভক্তৈঃ কর্তব্যা তদা কীর্তনাখ্যা ভক্তের প্রাণের কর্তব্য" বলিয়া মহাজনগণ ভগবৎসেবোপযোগী নির্দেশ করিয়াছেন। শ্রবণ ব্যতীত কীর্তন করিলে আমরা ভগবৎ-কথা কীর্তন করিতে পারিব না বলিয়া, বা আমরা ভগবদ্ সাধুগুরু বা আচার্যের নিকট হইতে শ্রবণযোগ্য কথা শ্রবণ না করিয়া? অতএব এই কীর্তনাখ্যা ভক্তির মূলেই শ্রবণ। শ্রবণহীন কীর্তন প্রাণহীন, তাহাতে আমার নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না। এজন্যই শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ সর্বপ্রথমেই বলিয়াছেন, "শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ"। শ্রবণদ্বারা নিত্যবস্তু বিষ্ণু ও আত্মস্বরূপবুদ্ধি উদিত হয়, সুবর্ণকার বলিল, আমার অনর্থ আছে, সাধুসঙ্গ-প্রভাবে দ্বারা অধোক্ষজ বিষ্ণুস্মরণ স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারি না বলিয়া জ্ঞান হয়। যখন শ্রবণ হয়, তখনই স্বরূপের ও অন্য কীর্তন ও অন্যকীর্তিত বিষয়ের স্মরণ হয়। শ্রবণমুখে অর্চন, বন্দন দাস্য ও সখ্যাদির উদয় জীব হৃদয় প্রকাশিত হয়। শ্রবণেরই অনন্তর অর্থাৎ নিরিন্দ্রিয় তর্পণরূপ বাস্তব মনোধর্ম নিবৃত্ত হয়।

দেহ আত্মবুদ্ধিরূপ বিকৃতগ্রস্ত মনোধর্মী অনর্থ আমরা মননধর্মের হাত হইতে উদ্ধার না পাইলে অপ্রাকৃত শ্রীভগবানের সেবোন্মুখ হইতে পারি না, আমাদের দুঃখকষ্টাদিও যাইবে না। মনের সমস্ত বিকল্প বা তাহা গড়ার হাত হইতে উদ্ধারের উপায় একমাত্র অধোক্ষজ ভগবৎকথা শ্রবণ। নির্গুণ হরিকথা শ্রবণ ব্যতীত এজগৎ হইতে উদ্ধারের অন্য কোন পন্থা নাই। আমরা অধোক্ষজ সেবোন্মুখ হইলেই এই নির্গুণ ভগবৎ-কথা আমাদের উন্মুখ কর্ণপথে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ের যাবতীয় অনর্থরাশিকে ভস্মীভূত করে। শ্রৌতপথাবলম্বনে আমাদের কর্ণে ভগবানের যে সকল কথা প্রবিষ্ট হয়, সেই শব্দের এমনই অলৌকিক শক্তি যে, তাহা আমাদের সুপ্ত চেতনকে উন্মুক্ত করিয়া দেয়। সেই শব্দ, বাণী বা ভগবদ্ গুণানুকীর্তন-শ্রবণই জীবকে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ এবং বিরজা ও ব্রহ্মলোক অতিক্রম করাইয়া পরব্যোম শ্রীবৈকুণ্ঠধামে লইয়া যায় এবং তদুপরি শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনধামে শ্রীকৃষ্ণপাদ-পদ্মে পৌঁছাইয়া দেয়। যে বাণী ব্রহ্মলোক-বিরজা ভেদ করিয়া চতুর্দশ ভুবনে অবতীর্ণ হন, সেই বাণীই আমাদের নিত্য শ্রবণীয়। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিমুখে সেই অপ্রাকৃত বাণীশ্রবণের দ্বারাই এই বহির্মুখ জগতের বৃত্তিসকল শুদ্ধীভূত হইয়া যায়। অপ্রাকৃত ভগবদ্বস্তুর সহিত সাক্ষাৎকারের অন্য কোনও উপায় নাই—একমাত্র শ্রবণ ব্যতীত।

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্যসম্বিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

এই শ্রবণের কথা শ্রবণ করিতে হইবে—একমাত্র কৃষ্ণের নিজজনের নিকট যিনি এ জগতের কেহ নহেন, যিনি পরজগৎ হইতে—গোলোক বৈকুণ্ঠ হইতে জীবের উদ্ধারের জন্য এই ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন সেই কৃষ্ণ পৃষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট। সর্বক্ষণ হরিকথানিরত ব্যক্তির নামই সাধু। সর্বক্ষণ শ্রীভগবানের সেবার জন্য ব্যস্ত যিনি, তিনিই সাধু। নিত্যকাল সকল চেষ্টার মধ্যেই যিনি গুরুসেবার জন্য ব্যস্ত থাকেন, সেই সাধুর নিকটই প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিমুখে ভগবৎ-কথা শ্রবণ করা উচিত। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ ব্যতীত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তীর্থাদি দর্শন, শ্রীবিগ্রহ দর্শন, ভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণ প্রভৃতি কিছুই প্রকৃত প্রস্তাবে হইতে পারে না। শ্রবণ বাদ দিয়া কীর্তন, স্মরণ ও সেবনাদির অভিনয়ে যাহা করা যাইবে, তদ্দ্বারা সেবা হইবে না। শ্রবণ বাদ দিয়া কীর্তন, স্মরণ ও সেবনাদির অভিনয়ে যাহা কিছু করা হয়, তাহা সকলই মনোধর্মযুক্ত। শ্রবণ ব্যতীত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মনের ক্রিয়া প্রভৃতি কিছুই নিয়মিত ও সুপথচালিত হইতে পারে না। যাঁহারা শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহাদের দর্শনেন্দ্রিয়ই প্রকৃত দর্শনের অধিকার পাইয়াছে, তাঁহারাই বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করেন। শ্রবণ-হীন দর্শন বস্তুর স্বরূপদর্শন হয় না, কিন্তু শ্রবণপ্রভাবেই সদসদ্বস্তু চেনা যায়।

ভগবান্ ও ভগবৎ-কথা একই বস্তু। কথারূপী শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই সাধুর শ্রীমুখ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেবোন্মুখ জীবের সেবোন্মুখ কর্ণ দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া জীবের হৃদয় সংশোধিত করেন—কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদাদি রিপুবর্গকে বশীভূত করেন

কর্ম-জ্ঞান-যোগাদির দ্বারা আমাদের চিত্তকে শান্ত করা যায় না। নিশার অন্ধকারকে বৈদ্যুতিক আলোকদ্বারা সম্পূর্ণ দূরীভূত করা যায় না, কিন্তু সূর্যোদয় হইলেই জগতের সমস্ত অন্ধকার চলিয়া যায়। সেইরূপ কর্মজ্ঞান যোগাদির দ্বারা হৃদয়ের অনর্থরাশি সাময়িকরূপ প্রশমিত হইলেও পরে তাহার ইন্ধন পাইলে পুনরায় দ্বিগুণিতভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠে। কিন্তু শ্রীভগবান্ শব্দব্রহ্মরূপে জীবহৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া জীবের পাপ, পাপবীজ এবং অবিদ্যা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত অন্যত্র এই হরিকথা-শ্রবণের অভিনয় করিলে মঙ্গল হয় না। আমরা যদি সেবোন্মুখ কর্ণে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করি, তাহা হইলেই হরিকথা-শ্রবণ বা হরিদর্শন সম্ভবপর।

সেবোন্মুখতার অভাব হইলে সাধুর নিকট হরিকথা শ্রবণের অভিনয় করিয়াও আমাদের সুবিধা হয় না। অনেক সময় দেখা যায়, কোন ব্যক্তির পূর্বে সদুদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু পরে সে অসদুদ্দেশ্যের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অধঃপতিত হইয়াছে। শ্রীগুরুপাদপদ্মকীর্তিত নির্গুণ হরিকথা শ্রবণে সময় না দেওয়া বা শুনিবার ছল করিয়া অন্যমনস্ক হওয়াই ইহার কারণ। একমাত্র কাণ ছাড়া বা শ্রবণ ছাড়া প্রকৃত মঙ্গললাভের অন্য কোনও উপায় নাই। কিন্তু হতভাগ্য আমরা সেই শুদ্ধশ্রবণ বিষয়েই উদাসীন, সুতরাং আমাদের মঙ্গল হইবে কি করিয়া? ভগবানের কথা শ্রবণ করিয়া তাহা সর্বক্ষণ হৃদয়ে জাগরিত রাখাই একমাত্র কর্তব্য। ইহাতে ধন-জন-পাণ্ডিত্যাদি থাকুক, আর নাই থাকুক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। ভগবদীয় বস্তুর সেবা করিবার জন্য যদি আমরা প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হই, তাহা হইলে হরিকথা শুনিবার মত কাণ আমাদের হইবে। যে মুহূর্তে আমরা প্রকৃত সাধুর নিকট হইতে হরিকথা-শ্রবণে বিরত হইব, সেই মুহূর্তেই মায়া আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলিবে। অতএব আমাদের একমাত্র কর্তব্য—কোথায় হরিকথা হইতেছে—সত্য সত্য চেতন হইতে চেতনময়ী হরিকথা প্রকাশিত হইতেছেন, সেই দিকে মনোযোগ রাখিয়া কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট হইয়া হরিকথা-শ্রবণ করা। এইরূপ শ্রবণের নামই হরিকথা-শ্রবণ এবং তদ্দ্বারাই ভগবৎ-সেবাপ্রাপ্তির সম্ভাবনা, নতুবা সত্যবস্তু ভগবানের উপলব্ধি বা সেবা লাভ কখনই হইবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

শারদীয় পূজা-উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় শ্রীনদীয়া-প্রকাশ আগামী ২১শে আশ্বিন বুধবার পর্যন্ত ৯ দিন প্রকাশিত হইবেন না।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সদ্যস্থ কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে।

ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ও ...র সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ ৪ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১২শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৯ই অক্টোবর, ইং ১৯৪১ বৃহস্পতিবার | ১৭২ তম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তি বিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিকাশিনী-টীকা ও আস্বাদন-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যান্ সন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তি স্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪ দামোদর ভূতাদি ৫৯৫৫শায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

::[•]::——

শরণাগতিই ভক্তের প্রাণ। যেখানে শরণাগতি নাই, সেখানে ভক্তিও নাই। শরণাগতি ভক্তির বীজ। শ্রদ্ধা শরণাগতিলক্ষণা এবং দৃঢ়বিশ্বাসপূর্ব্বক শরণাগতিই শ্রদ্ধার লক্ষণ। লৌকিকী শ্রদ্ধা ও শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা এক নহে। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা যাঁহার আছে, তিনি শুদ্ধভক্তির অধিকারী। শ্রদ্ধা শব্দে আদর বুঝায়। যেখানে অনাদর বা আনুগত্যাভাব, সেখানে শ্রদ্ধা নাই। যেখানে প্রকৃত শ্রদ্ধা, সেখানে কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠার আশা নাই। শ্রীকৃষ্ণই আমার একমাত্র প্রয়োজন, এই লক্ষ্য যাহার ঠিক হয় নাই, তাহার শ্রদ্ধাও হয় নাই। শ্রদ্ধা হইলে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-মূলে নির্জ্জোপ্সিততর্পণমূলা ক্রিয়া থাকিবে না, স্বসুখবাঞ্ছা থাকিবে না। শ্রদ্ধায় অশ্রদ্ধা বা সংশয় নাই, অন্যাভিলাষ নাই। 'ইনি আমার অভীষ্ট বস্তু দিতে পারেন'—এরূপ যে বিশ্বাস, তাহা কোমলশ্রদ্ধা। আর 'ইনি আমার অভীষ্ট বস্তু নিশ্চয়ই দান করিবেন',—এরূপ দৃঢ়বিশ্বাসই প্রকৃত শ্রদ্ধা। কোমল শ্রদ্ধাকে প্রকৃত শ্রদ্ধা বা দৃঢ়শ্রদ্ধারূপে পরিণত করিবার জন্য দৃঢ়শ্রদ্ধ সাধুর সঙ্গ করিতে হয়, সাধুসঙ্গফলেই শ্রদ্ধা দৃঢ় হয়। যেমন শ্রীনাম করিতে করিতে শ্রীনামের আরো পাওয়া যায়, সেরূপ সাধুসঙ্গ করিতে করিতে সাধুতে আনুগত্য হয়—নিজেকে সাধুর ভৃত্যজ্ঞান হয়—সাধুর আশ্রয় পাওয়া যায়। যেখানে কোমলশ্রদ্ধা বা লৌকিকী শ্রদ্ধা, সেখানে সংশয় আসা অসম্ভব নহে, কিন্তু প্রকৃত শ্রদ্ধা যেখানে, সেখানে সংশয়ের অবকাশ হইতে পারে না। শ্রদ্ধা না হইলে সাধুসঙ্গ হয় না। যাঁহার শ্রদ্ধা নাই, তাঁহারও সাধুর সঙ্গ ও সাধুর কৃপা ছাড়া মঙ্গল লাভের উপায় নাই। সেইজন্য সাধুশাস্ত্র বলেন, যদি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট অর্থাৎ দৃঢ়বিশ্বাসযুক্ত না হও, তবে কপটাচরণ করিয়া সাধু-শাস্ত্রের অর্থাৎ ভক্তভাগবত ও গ্রন্থভাগবতের সঙ্গ করিতে যাইও না। সরলভাবে তাঁহাদের প্রতি প্রণতি হইবার জন্য তাঁহাদের কথা শ্রবণ করিতে থাকে, তাহা হইলেই তোমার মঙ্গল হইবে।

শ্রদ্ধা লাভের জন্য সাধুসঙ্গ ও শ্রদ্ধোদয়ের পর সাধুসঙ্গ এক নহে। সংশয়াত্মার বাক্য অনুসরণীয়। 'রক্ষণে যাদৃশী রক্ষা ভক্ষণে তাদৃশী'—সংশয়াত্মার এরূপ বিশ্বাসময় হয় নাই। অনেকসময় দেখা যায়, কোন ব্যক্তি অশেষ সুকৃতিবলে, শুদ্ধভক্তবৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপার জন্য ভক্তিযুক্ত অর্থাৎ সেবা-প্রবৃত্তিযুক্ত হন, কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ সাধুগুরুশাস্ত্রবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত হইতে পারেন না, হৃদয়ে দৃঢ়তা বা বল পান না। ইহাদের উপায় কি? এরূপ নিষ্কপট সরল ব্যক্তিকে সাধু ও সাধুসেবা করিতে করিতে সঙ্গদোষে শ্রদ্ধা উদয় হইতে দেখা যায়। এরূপ ভক্তি বা ভক্তের না হইলেও, ভক্তি সম্বন্ধে কোন অপেক্ষা না করিলেও যেখানে ভক্তি, সেখানে শ্রদ্ধা আছেই।

যেমন [illegible] হরিজন হয়। [illegible] করিতে করিতে আর্য্য [illegible] ।...ভগবৎকথা শ্রবণে [illegible]

সাধুসঙ্গই আমার একমাত্র চরম শ্রেয়ঃ, এইরূপ বিশ্বাস যাহার হইয়াছে, তাঁহার প্রথমমুখে কিছু দুর্ব্বলতা থাকিলেও হতাশার কিছু নাই। অকপটে হরিজন করিতে করিতে নিবৃত্তানর্থ হইয়া তিনি শুদ্ধসেবা লাভ করেন। বিষয়ে আসক্তও নহেন, অথবা বিষয়ে বিরক্তিও আসে নাই, ভাগ্যবান্ তাঁহার এই অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়াই অনন্য-ভক্তিতে অধিকারী হইয়া থাকেন। হরিভজন করিতে করিতেই তাঁহার সকল অসুবিধা কাটিয়া যায়। জ্ঞানমার্গের ন্যায় সমাক্ বিরক্তি বা বৈরাগ্য না হইলে হরিভজন হইবে না, এইরূপ নিয়ম নহে। ভক্তির সঙ্গে সঙ্গেই সহজভাবে জ্ঞানবৈরাগ্যাদির উদয় হইবে। ভক্তি স্বয়ংই সর্ব্বশক্তিময়ী বলিয়া অন্যের অপেক্ষা করে না। অনন্যভক্তিতে যাঁহাদের শ্রদ্ধা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মহাসাধু কামকাঞ্চনকে পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ বলিয়া তাঁহাদিগকে ভোগ করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে দুঃখকর জানিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভগবৎ-প্রভাবে ক্রমশঃ শুদ্ধ ও হইবেন। তাঁহাদের এই কাম পাপময় নহে।

শ্রদ্ধা শাস্ত্রবাক্যবিশ্বাসরূপা, অনুষ্ঠানময়ী নহে। ভক্তি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠানময়ী। সুতরাং শ্রদ্ধা ভক্তি নহে। শ্রদ্ধা ও আদর মানসিক বৃত্তি মাত্র। শ্রদ্ধা ভক্তির সহায়। শ্রদ্ধা নিরপেক্ষ। তিনি কাহারও অপেক্ষা করেন না। শ্রদ্ধা বিনা কোন স্ত্রীপুরুষের অপরাপ্রতিম ভক্তি-লক্ষণের দ্বারাও ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে দেখা যায়। শ্রদ্ধায় দৃঢ় নিশ্চয়তা আছে, অর্থাৎ তাহাতে মনোবিসায় বা সাধনাগ্রহ নষ্ট হয় না। শ্রদ্ধালু সাধনে নিরুৎসাহ নাই, তিনি আরব্ধ সাধন [illegible] শ্রদ্ধা [illegible] তাঁহার শাস্ত্রনিষ্ঠ ভক্তগণের বিষয়ে স্থির নিশ্চয় ধারণা হইয়াছে। শাস্ত্রে বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। ভক্তসেবাপ্রবৃত্তিই উৎকৃষ্ট শ্রদ্ধার চিহ্নস্বরূপ। যাঁহার শ্রদ্ধা আছে, তিনি যাবজ্জীবন নরকে বাস হইলেও মুহ্যমান্ হন না, তিনি সে অবস্থায় হরিকে শরণাগত বলিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত সর্ব্বান্তরাত্মায় অবস্থিত থাকেন। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির শুদ্ধভক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস থাকায় তাঁহার কর্ম্মজ্ঞানাদি ও অধিকারের অভাব। কোন দরিদ্র ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার সম্পদ পাইতে কোনরূপ বিরত না হইয়া চেষ্টা করিতে থাকে এবং প্রাপ্তিতে হর্ষ হয়, তদ্রূপ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিও সাধুসঙ্গে নিজস্ব ভগবৎসম্বন্ধে জ্ঞানে অধিকারাবিশিষ্ট হন। সাধনজীবনে তাঁহার কিছুমাত্রও আলস্য, জাড্য, অনুৎসুকতা, বিরক্তি বা বিবৃতি দৃষ্ট হয় না। শ্রদ্ধাবান্ সাধকের স্বার্থসাধনের পথপ্রদর্শক গুরুর দণ্ড-প্রতিষ্ঠাদির লেশমাত্রও লোভ থাকে না। কোন্ বস্তু সত্য এবং কোন্ বস্তু মিথ্যা, ইহা স্থির করিয়া অসত্যকে [illegible] হইবে মহাসাধিনী শ্রদ্ধা [illegible] পুরুষের প্রারব্ধকর্ম্মাদি শত বিঘ্নসাধকের অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ আচরণ) হয়, তাহা বিঘ্নসাধকতা করিতে [illegible] পূর্ব্বক সাধনে [illegible] করিয়া থাকে।

[illegible] শ্রদ্ধাই [illegible] শ্রদ্ধা [illegible] অপরাধশূন্যতা [illegible] শ্রদ্ধা [illegible] না হয়।

[illegible] দেব [illegible] কাহারও [illegible] ভক্তির [illegible] তাঁহার [illegible] অনাদর নাই। কনিষ্ঠভক্তের শ্রদ্ধা [illegible] তাঁহার

ভিক্ষা যদি কথা ক [illegible] গুরু অন্তঃ নিত্যপাঠ্য। ৵০

শ্রদ্ধা কেবল [illegible] লোকপরম্পরা প্রাপ্তই হইয়া থাকে। সাধুশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা নাই অথচ যাঁহা শ্রদ্ধাকে সাধকের [illegible] কনিষ্ঠ বলিয়াছেন।

'ধ্রুব' [illegible] বেদজ্ঞ- তিনি শব্দের এই বিশ্বাস [illegible] নাম শ্রদ্ধাভক্তি আর আমি কিছু [illegible] পারি - ইহা দম্ভ বা অভিমান। শ্রীরূপ [illegible] প্রবন্ধে--এই বিশ্বাস যতক্ষণ না থাকে। তাহাদের [illegible] শ্রদ্ধাবান্ জনগণ শ্রীগুরুদেবের এই নিরঙ্কুশ [illegible] স্বীকার করেন। তাঁহারা কৃষ্ণেচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। শ্রদ্ধার অভাব নাই নির্ভরতা। [illegible] অন্য [illegible] অপরের উপর নির্ভর [illegible] আমরা আপন কর্ম না। নিরক্ষর বয়োবৃদ্ধ [illegible] ঠাকুর ভক্তি বিনোদ বলিয়াছেন,

তোমার ইচ্ছায় প্রভু সব কার্য্য হয়।
জীব বলে, 'করি আমি' সে ত' সংশয়॥
স্ত্রী কি কার্য্য করে যারে [illegible] না দেয়।
আপনার জীবন করে [illegible] ফলে॥
তবে ই [illegible] জীবের জনম মরণ।
সম্বন্ধি-নি [illegible] তঃখ সুখ-সংঘটন
মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশা [illegible] ফিরে।
তাহে [illegible] না বিচ্ছ করিতে [illegible] পারে॥

তুমি ত' মারিবে যা'রে,

কে [illegible] রাখিতে পারে
হাতে তাহা [illegible]।

ব্রহ্মা আদি দেবগণ [illegible] তব দাস সকলে,
করে তব আজ্ঞার পালন॥
তব ইচ্ছায় যত [illegible] অহিত
তাহা [illegible] করে দান।
রোগ শোক-[illegible] ভয় [illegible] তব ইচ্ছা হয়,
তব আজ্ঞা [illegible] বারণ॥

শত বিঘ্ন বিপদ আসিলেও শ্রদ্ধাবান্ [illegible] ছাড়েন না। তাঁহারা হরিভজন ছাড়েন। এই হরিভজনের নাম সাধুসঙ্গ। ভগবৎসাম্মুখ্যের নাম। ভগবদ্ভক্তই সাধু, উন্মুখই সাধু। যেখানে [illegible], সেখানে বিমুখ [illegible]। প্রবেশ আসক্তে অপরের আসক্তি [illegible] অনিবার্য্য।

[illegible] সাধুর লক্ষণ। সাধুর [illegible] -সর্ব [illegible] গা। সাধারণ লোক নিজের বিশ্বাস বা [illegible] দ্বারা তাঁহার আচরণ [illegible] বিচার করিয়া [illegible] সাধুত্বের [illegible] করিতে পারে না। তাঁহার [illegible] পুরুষাভিমান নাই। তাঁহার [illegible] প্রাণ আছে মৃতের [illegible] আছে। তাঁহার তীক্ষ্ণ বাণী [illegible] দূর [illegible] তাহাকে ছেদন উন্মূলন করিতে পারে। তাঁহার উপদেশ অব্যর্থ, ফলপ্রদ বলিয়া যায়। সেই সাধুর সঙ্গ করিতে করিতে তাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে [illegible] ভক্তি হয়, কুসংস্কার বিদূরিত বা পুরুষাভিমান নষ্ট হয়। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত [illegible] অনুসরণ করিবার প্রবৃত্তি, সাধুর ন্যায় এক চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইবার জন্য [illegible], সেবা বা দাস্য, সুখানুসন্ধান, আশ্রয় [illegible] বুঝায়। মধু অন্ধ নহে। শ্রদ্ধা, প্রীতি বা আত্মজ্ঞান [illegible] সঙ্গ হয় না। সাধুসঙ্গে কবির স্বপ্নদৃষ্টি-বাসনা আর থাকে না, [illegible] বোধ হৃদয়ে স্থান পায়

সাধু ভগবৎকৃপামূর্ত্তি। সাধুর কৃপা না হইলে ভগবানের কৃপা হয় না। সাধু মনঃকল্পিত বা গুণজাতীয় কোন বস্তু নন। 'সাধু' [illegible] যাঁর [illegible] -abstract জাতীয় [illegible]। তিনি কৃষ্ণের নিত্যসঙ্গী, কৃষ্ণের পরম-প্রিয়। তাঁহার রূপ আছে--ব্যক্তিত্ব আছে, তাঁহাতে বিশ্বাস হওয়া যায়, নতুবা আমাদের আশা নাই। সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। বিশ্বাস দূরে হইলে আর [illegible] থাকে না। [illegible] ভগবান্ মারিলে বা বিপদ্ সাগরের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির [illegible] হরিকথা [illegible] হইবে। শ্রদ্ধা ভক্তি কম থাকিলে যাঁহার শ্রদ্ধা-ভক্তি আছে, তাঁহার কথা মনোযোগের সহিত শুনিতে হইবে। সাধু বড় দয়ালু, তিনি কাহাকেও বঞ্চনা করেন না। সকলে কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করুক, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। এরূপ সাধুই প্রকৃত বন্ধু। আমরা যদি অজ্ঞতাবশতঃ আমাদের একমাত্র বান্ধব সাধু নিকট না যাই, তাহা হইলে মঙ্গল কি করিয়া হইবে?

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

যিনি যে অবস্থায় থাকুন না কেন, তিনি সেই অবস্থা হইতেই শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার অনুসরণে সুবিধা লাভ করিতে পারেন। অনন্তাগারে [illegible] হানে হিতাঃ'-লোকের practical use এমন মহাপুরুষ শিক্ষাতেই পাওয়া যায়। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। স্ব-স্ব স্থানে থেকেই সুবিধা করিয়া লইতে পারেন। যদি কেহ ইহা বলিয়া ত্যাগ করে যে, কৃষ্ণ জনই সর্ব্বস্ব বাসনার বস্তু, তাহা হইলে অন্য সব প্রয়োজন ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে [illegible] খুঁজিতে থাকিলে ঠিকটি মিলিবে কারণ [illegible] সব-কিছু [illegible] রহিয়াছে। আমার যা [illegible] তা [illegible] করব"—ইহা সব বিষয়ে বিষবৎ। আমার ভাল লাগা' জিনিষটি আমার মন্দ [illegible] হইতে পারে। বিশ্বগামী হয় [illegible] ফলই আমি আমার শ্রেয়ঃ বুঝিতে পারি না। 'আমার ভাল [illegible] তাহাদেরই [illegible] থাকে যায়, তখন তা আমাকে কৃষ্ণক্রোড় হইতে Drag Down করিয়া নিরয়ের দ্বারে দেয়—ত্রিগুণাতীত বিশেষের বাক্য। ভগবৎসেবা বিমুখ বাচনিশিষ্ট ব্যক্তি ভগবৎসেবার দিকেই টানেন, আর মায়ার সেবায় রুচিবিশিষ্ট ব্যক্তি মায়ার দিকেই টানেন। অনর্থযুক্ত ব্যক্তির রুচি ও অনর্থমুক্ত ব্যক্তির রুচি পৃথক্। যাঁর ভগবানে রুচি নাই, তাঁর রুচিকে পরিবর্ত্তিত এবং যাঁর অন্য রুচি আছে, তাঁকে পরিবর্দ্ধিত করবার জন্যই সাধন। সেই সাধনের দ্বারাই ভাব আসবে। ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব, স্থিতি,--অভাব নহে--minus নহে।

ভগবান বলেন,— বিপদ আপদ সাজিয়ে রেখেছি - তোমাদিগকে কষ্ট দিবার জন্য নহে, পরন্তু দুঃখটা অপ্রয়োজনীয় - ইহা শিক্ষা দিবার জন্য, নিত্য প্রার্থনীয় [illegible] নিত্য বরণীয় আনন্দ অনুসন্ধানের জন্য।"

যদি আমাদের মঙ্গলের প্রতি লোভ হয়, তা'হ'লে কৃষ্ণসেবায় [illegible] থাকব না। কেবল মুখে ব'ললে চ'লবে না, প্রাকৃত-অভিমান ছা'ড়বার জন্য যে প্রক্রিয়া আছে, তার অনুশীলন কর্‌তে হ'বে।

সংসার আছে, ভোগ্য পৃথিবী আছে, ভোগের একটি আকাঙ্ক্ষা আছে—এই বুদ্ধি থাকলে কৃষ্ণের আসনের জন্য আর হৃদয় মার্জ্জনা হ'লো না। মনোরথ যখন কামে বা লোভে আচ্ছন্ন হয়, তখনই বিচার হ'য়ে যায়—গৌড়ীয়মঠের সেবা ক'রব না, মিশনের সেবা করব না, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা করব না, নিজের বিষয়ের সেবা, মনোধর্ম্মের সেবা হয়। হৃদয়-শুদ্ধিচার বহুদূর টীকা অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধি ও অন্যাভিলাষাদি আবর্জ্জনা র'য়েছে। এইগুলিকে নামহট্টের ঝাড়ুদারের লীলাভিনয়কারী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আনুগত্যে পরিমার্জ্জন ক'রতে হ'বে।

হরিভজনই পরম প্রয়োজন—এইরূপ বিচারবুদ্ধি থাকলে অন্য অন্য ব্যক্তির চরিত্র বুঝতে পারেন। হরিভজন করলে নিত্য জীবনলাভ হয়। যাঁরা হরিভজন করেন, তাঁরা মরেন না! ভক্তের কাম ক্রোধাদি রিপু থাকে না। বাহ্যবস্তুগণ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতির জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে। হরিভজনের প্রবৃত্তি থা'কলে ইন্দ্রিয় ও বিষয়কে জোর ক'রে দমন করবার দরকার নেই। সেহেতু আপনে হরিভজন আরম্ভ হ'লে ভগবৎকৃপায় ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীত সহজেই কে'টে যায়। মায়াবদ্ধ আত্মার ও বিষয়ের মোহ আছে। হরিভজনকারীর নিকট "বিশ্ব পূর্ণসুখায়তে"—তিনি জগৎকে সুখ-পূর্ণ দেখেন না এবং তাঁহার নিকট "বিশ্ব সহস্রাদপি কীটাতে" অর্থাৎ হরিভক্তের দেব ঋষীন্দ্র হওয়া দূরের কথা, চতুর্মুখ ব্রহ্মা হ'বারও ইচ্ছা হয় না। এ জগতে কীট হ'তে উঁচায় না, কিন্তু হরিভজন হ'লে কীট হ'য়ে থাকাও ভাল। পুরাণে আছে—ইন্দ্র স্বর্গের রাজা হ'য়েও কর্ম্মফলে শূকর-যোনি লাভ ক'রেছিলেন। শ্রীচৈতন্য-দেবের ভক্তের কৃপা হ'লে দেবতারও মঙ্গল হ'বে। ভোগী বা ত্যাগী হ'বার চেষ্টা ক'রলে অন্ধকার হ'তে গভীরতম অন্ধকার-রাজ্যে পতিত হ'তে হ'বে। শুধু প্রাকৃত অভাবনিবৃত্তির জন্য চেষ্টা ক'রলে বদ্ধ হ'য়ে জীব অন্ধতম নরকে প্রবেশ ক'রবেন। অনর্থলের হাত হ'তে পরিত্রাণ পাওয়াই আমাদের প্রধান কার্য্য। নবধা ভক্তির আশ্রয়ে যখন শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের পাদপদ্ম আশ্রয় ক'রব, তখনই আমাদের বাস্তব মঙ্গলের উদয় হ'বে।

আমাদের যথাসর্ব্বস্ব শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে নিযুক্ত হউক। শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে হেলা করা উচিত নয়। অতিব্যতীত মঙ্গল নেই। শুদ্ধভক্তসঙ্গে নাম শ্রীহরির শ্রবণ-কীর্ত্তন স্মরণ সুচারু লাভ ক'রবে। আত্ম-নিবেদনকে কেন্দ্র ক'রে বৈদ্যুতিক চক্রের ন্যায় নবধা ভক্তি—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য চক্রাকারে নিরন্তর ক'রতে হ'বে। এরূপ নবধা ভক্তির current-এর মধ্যে পড়ে থা'কলে সকলেই অমঙ্গলের অবস্থা হ'তে মুক্ত হ'য়ে হরিসেবায় অধিকার লাভ করেন। যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গের কেন্দ্রে আত্মনিবেদনকে রা'খতে হ'বে। হৃদয় যখন ঐ আত্মনিবেদনের বিচারে ভরপুর হ'বে, তখন নবদ্বারবিশিষ্ট শরীর ভোগের দিকে আর যা'বে না, তখনই আমাদের বাস্তব সুবিধা হবে।

যৎকিঞ্চিৎ

——::(•)::——

ভগবদ্ভক্তগণ কৃষ্ণের সেবাসুখ ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করেন না। তাঁহারা কি সুস্থ কি অসুস্থ, কি সুখ, কি দুঃখ, কি ধনী, কি নিঃস্ব--সকল অবস্থাতেই ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। ভগবদ্ভজনে যাঁহাদের রুচি হইয়াছে, তাঁহারা কোন অবস্থাতেই ভগবৎ সেবা না করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। ভগবৎ সেবাই তাঁহাদের জীবন, প্রাণ, ধন ও ভূষণস্বরূপ। অর্থ শব্দে কৃষ্ণ। তাঁহারা সতত এই অর্থানুসন্ধান বা কৃষ্ণানুসন্ধানেই নিযুক্ত থাকেন বলিয়া তাঁহাদের অন্যাভিলাষাদি অনর্থ নাই। এই অর্থ বা পরমার্থের প্রতি বিমুখ হওয়াই অনর্থ বর্দ্ধিত হয়। অনর্থগ্রস্ত জীবই দরিদ্র — কৃষ্ণসেবাবঞ্চিত — অন্যাভিলাষী। অনর্থ বা ইন্দ্রিয়তর্পণই প্রেয়ঃ, কিন্তু কৃষ্ণসেবা-রূপ অর্থই শ্রেয়ঃ। সেবায় যাঁহাদের রুচি আছে, তাঁহাদের শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ একই।

ভগবদ্ভক্তগণ ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণের সেবা ব্যতীত আর কাহারও সেবা করেন না। তবে তাঁহারা কৃষ্ণসেবকজ্ঞানে সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন,—দেবতা ও অন্যান্য জীব সকলেই কৃষ্ণের ভৃত্য এবং কৃষ্ণই একমাত্র প্রভু। তাঁহারা দেবতাগণকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর মনে না করিয়া কৃষ্ণের দাস বলিয়াই জানেন। শাস্ত্রে বিষ্ণুর নৈবেদ্যদ্বারাই অন্যান্য দেবতা ও পিত্রাদি গুরুবর্গের পূজার ব্যবস্থা আছে।

বিষ্ণুর উচ্ছিষ্টই মহাপ্রসাদ; অন্য কোনও ইতর দেবতার উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ নহে। স্বতন্ত্রভাবে যে ইতর দেবতার উচ্ছিষ্ট, তাহা গ্রহণ করিলে চান্দ্রায়ণ-প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি শাস্ত্রে দেখা যায়। তবে কৃষ্ণনৈবেদ্য কৃষ্ণদাস দোষান্তরে নিবেদিত হইলে তাহাকে মহামহাপ্রসাদ বলা যাইতে পারে। এই মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্তশেষ হইলে হয় মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান॥

ভগবদ্ভক্তগণ বিষ্ণুর উচ্ছিষ্ট ব্যতীত আর অন্য কিছুই গ্রহণ করেন না বা ভগবৎসেবা ছাড়িয়া স্বতন্ত্রভাবে অন্য ইতর দেবতা-পূজায় রত হন না। তাঁহারা বিষ্ণুর একনিষ্ঠ সেবক। বৈষ্ণব অপর দেবতাকে অর্চ্চন করিবেন না, তাঁহাদিগকে দর্শন করিবেন না, তাঁহাদিগের কথা গান করিবেন না, তাঁহাদিগকে স্মরণও করিবেন না। অনন্যনিষ্ঠ বৈষ্ণব তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিবেন না, চেষ্টা করিয়া সেই সকল দেবতাদের সঙ্গও করিবেন না—ইহাই সাত্বত শাস্ত্রাদেশ। অন্যের দেবগণকে কৃষ্ণসম্বন্ধে অবহিত রক্ষকজ্ঞানে কার্ষ্ণ জানিয়া পোষণ ও ভগবন্নিষ্পাল্যদ্বারা সন্তর্পণ করিলেও তাহাতে অপরাধ হইবে না।

বৈষ্ণবো নাস্যবদ্ধানর্চ্চয়েৎ তাংশ্চ
নো নমেৎ।
ন পশ্যেৎ তান্ ন গায়েচ্চ ন নিন্দেৎ
ন স্মরেত্তথা॥
তেষাং ন ভক্ষেত্তচ্ছিষ্টমনন্যো
দেহি কা মুনিঃ
ন তজ্জনানাং দেবর্ষে সঙ্গং কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ
(পাদ্মে)

শ্রীধামে হরিকথা

—::(০)::—

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় শ্রীধাম সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-মুখরিত দেখিয়া সকলেই আনন্দিত। শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন পরমকরুণ আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক শ্রীধামে অবস্থান করিয়া সমাগত ভক্তগণের নিকট সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার শ্রীমুখে অনর্গল বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়া শ্রদ্ধালু ভক্তগণ পরমোল্লসিত ও পরমোপকৃত হইয়াছেন ও হইতেছেন।

গত ৯ই আশ্বিন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব অপরাহ্ণে গৌড়ীয়-সম্পাদক পরমহংসোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, রায় বাহাদুর ডি, সি সেন অবসরপ্রাপ্ত এসিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, শ্রীপাদ জগৎকারণ ভক্তিবান্ধব বি-এ, শ্রীপাদ ভবচ্ছিদ্‌দাস ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, কাব্য-পুরাণন্যায়তীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী, অবসরপ্রাপ্ত গভর্ণমেণ্ট ডাক্তার এন, সি রায়, শ্রীযুত ব্রজেশ্বরী প্রসাদ, এ্যাডভোকেট, পাটনা হাইকোর্ট, শ্রীযুত রায়কান্ত পাটী বি-এ, বিটি, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের সম্পাদক, শ্রীযুত রঘুনাথ মহাপাত্র ও শ্রীধামবাসী বহু ভক্তের নিকট সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য, শ্রদ্ধার স্বরূপ, ভগবৎসাম্মুখ্যের উপায় প্রভৃতি বিষয়ে অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মদর্শনার্থ বহু ভক্ত শ্রীধামে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণ সৌভাগ্য বরণ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতেছেন। পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপানির্দ্দেশানুসারে আদশাব্দে গত ২রা অক্টোবর হইতে শ্রীধামে ভক্তগণ শ্রীঊর্জ্জব্রত আরম্ভ করিয়াছেন। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্ণে ও রাত্রিতে পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে হরিকথা আলোচিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও তদনুগ বৈষ্ণবগণ সর্ব্বক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠীমুখে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীগৌরধামে শ্রীগৌরভজনের অঙ্গে তদানুগত্যে শ্রীঊর্জ্জব্রত পালনের সৌভাগ্য পাইয়া ভক্তগণ কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আমাদের পরম সৌভাগ্য ও পরমানন্দের বিষয় এই যে, শ্রীমায়াপুর-প্রেষ্ঠা শ্রীঊর্জ্জস্বতীর নিজজন শ্রীগৌরকরুণাশক্তি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব নিজগুণে দয়াপরবশ হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থানপূর্ব্বক প্রত্যহ অপরাহ্ণে অভিন্নব্রজনাটোদ্ধারে শ্রীরূপদয়িতা শ্রীরাধার নিজজন শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভু কৃত 'শ্রীভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থ আরম্ভ করিয়া পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া ভক্তানন্দ বর্দ্ধন ও মানুষী কলুষ হৃত জীবের হৃদয়কলুষ দূর করিয়া সকলকে শ্রীভগবৎপাদপদ্মে আকৃষ্ট হইবার সুযোগ প্রদান করিতেছেন। মৌলিকতথ্যসমৃদ্ধ ও সুসিদ্ধান্তপূর্ণ চিত্তাকর্ষিণী ভাষ্যবাণী শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমোপকৃত ও কৃতার্থ হইতেছেন। শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি শ্রীধামবাসী ভক্তগণও সর্ব্বক্ষণ হরিকথা আলোচনা করিতেছেন।

পরমদয়ার অবতার শ্রীনিত্যানন্দমূর্ত্তি শ্রীল আচার্য্যদেবের করুণার অন্ত নাই। তাঁহার অযাচিত কৃপার বর্ত্তমানে যে সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, এরূপ অপূর্ব্ব সুযোগ দেখা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা বরণ করিতে পারিতেছি না ইহাই দুঃখ। শ্রীগুরুবর্গ আমাদিগকে অমায়ায় কৃপা করিয়া এই দৌর্ভাগ্য সঙ্গ সুযোগবরণের বল প্রদান করুন, ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণে কাতর প্রার্থনা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যমঠে গুরুবর্গের বিরহ-মহোৎসব

গত ২রা অক্টোবর, বৃহস্পতিবার আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদভক্ত শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুত্রয়ের তিরোভাব মহোৎসব পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। ভক্তগণ প্রাতে ও রাত্রিতে গুরুবর্গের মহিমার কথা আলোচনা করিয়াছেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু গুরুবর্গের মহিমা, অনন্যোর্দ্ধ যুক্তিযোগ্য ও শিক্ষাদির কথা অনেকক্ষণ যাবৎ আলোচনা করেন এবং শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু কৃত মনঃশিক্ষা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত 'ভজনদর্পণ' ভাষ্যসহ অতি সুন্দরভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেন। পাঠান্তে 'এবে আনিল প্রেমধন' এই বিরহসূচক ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। ঐ দিবস অপরাহ্ণে শ্রীধামবাসী সকলকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

গত ৩রা অক্টোবর রবিবার গৌরপার্ষদ শ্রীল মুরারিগুপ্ত প্রভু ও পণ্ডিত কাশীশ্বর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব মহোৎসব পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীধাম মায়াপুর সংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠবাসী ভক্তগণ প্রাতে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীমুরারিগুপ্তভবন গৌরজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে অগ্রণী করিয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে গমনপূর্ব্বক শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। অনন্তর শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী ও পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দকুমার ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুদ্বয় যথাক্রমে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীল মুরারিগুপ্ত প্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে বিরহসূচক বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও গৌরাঙ্গবিষয়ক কীর্ত্তন করিয়া ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যার পর পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল মুরারিগুপ্ত প্রভু ও শ্রীল কাশীশ্বর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনা করেন। রাত্রে [illegible] শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত সহিত শ্রীল মুরারিগুপ্ত প্রভুর [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ৩রা অক্টোবর শুক্রবার বিদগ্ধমাধবাগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থগোস্বামী মহারাজ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে অপরাহ্ণে শ্রীধামে শুভাগমন করিয়া ভক্তগণের নিকট সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীল প্রবোধানন্দ প্রভু ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণ সর্ব্বক্ষণ শ্রীমন্দির ভজন ও শ্রীধাম দর্শনার্থ আগত ভক্তবৃন্দের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্যের আবির্ভাবোৎসব

[illegible] গত ৪ঠা আশ্বিন, মঙ্গলবার শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্যের আবির্ভাব দিবস শ্রীচৈতন্যমঠে ভক্তগণ প্রাতে ও অপরাহ্ণে শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্যের অলৌকিক [illegible] আলোচনা করেন। [illegible] শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ধ্যার [illegible] শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্যের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। [illegible] মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীচৈতন্যমঠে আহূত একটী সভায় শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্য সম্বন্ধে সুসিদ্ধান্তপূর্ণ একটী অভিভাষণ প্রদান করিয়া শ্রোতৃবর্গের চিত্তাকর্ষণ করেন। তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া সকলেই পরিতৃপ্ত হন। বক্তৃতান্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

শ্রীরুদ্রদ্বীপে গৌরপূর্ণিমোৎসব

[illegible] শ্রীচৈতন্যমঠের [illegible] কৃপাদেশে নবদ্বীপ-পরিক্রমা হইয়াছিল। রুদ্রদ্বীপ-গোডায় [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর বৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। অতঃপর পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীগৌরপূর্ণিমা তিথিকৃত্য হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ জয়ধ্বনিসহ মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর সমাগত ভক্তবৃন্দকে [illegible] দেওয়া হয়।

কুরুক্ষেত্রে প্রচার

[illegible] শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা [illegible] গত ৪ঠা আশ্বিন [illegible] গৃহে [illegible] শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্যের [illegible] শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্যের বিশিষ্ট স্থান [illegible] সকলের সমাগম হইয়াছিল। [illegible] শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্য-সম্বন্ধে [illegible] সকলের হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি পাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	২৷৷০	২৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম		৭৲		৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৮৲	৩০৲

শ্রীনদীয়া প্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক " ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার জন্য স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লানন্দ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য**—পণ্ডিত সৈয়দ মঞ্জুলাল বিদ্যাভূষণ কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজন-কৃত গ্রন্থসমূহের এক অপূর্ব সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব গ্রন্থ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য লাভ করিবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—অধ্যক্ষ, শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

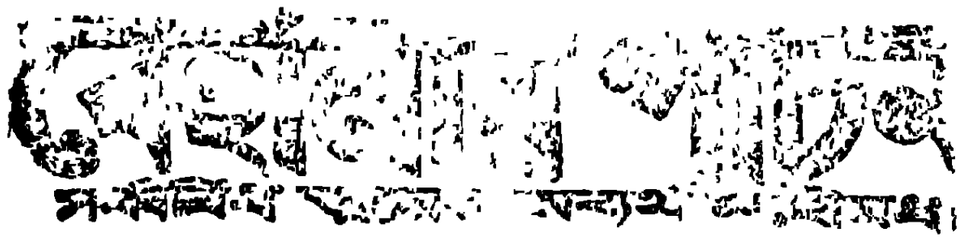

ম্যালেরিয়া প্রভৃতি দুর্বল শীর্ণকায় মনুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ইহাই। ইহার কাছে কুইনাইন অধিক। ইহার গুণে সংযুক্ত কাশাজুর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অনুমান সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৵০ বার আনা, ৩ বোতল ৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা, পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

ব্রহ্মে ভারতবাসীর প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ

ভারত-ব্রহ্ম 'মুমিগ্রেশন' চুক্তি-সম্পর্কে ব্রহ্ম-সরকার গত ৭ই আগষ্ট নিম্নলিখিত মর্ম্মে যে ইস্তাহার জারী করিয়াছেন, সিমলা হইতে ভারত সরকার ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে তাহা ভারতে প্রচারের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রেরণ করিয়াছেন :—

ব্রহ্ম ও ভারত সরকারের মধ্যে সম্প্রতি যে চুক্তি হইয়াছে, তাহার ১৭শ ধারা মতে ব্রহ্মপ্রবাসী যে সকল ভারতবাসী বিশেষ অধিকার দাবী করিতে পারেন, তাঁহাদের সেই দাবী সম্বন্ধে ব্রহ্ম সরকার ১৯৪১ সালের ১লা অক্টোবরের পূর্ব্বে বিবেচনা করিতে বাধ্য নহেন। কিন্তু সরকার জানিতে পারিয়াছেন যে উপরোক্ত ২১ ধারার সুবিধা পাইতে পারেন ব্রহ্মপ্রবাসী এরূপ বহু ভারতীয় ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে যাইতে পারেন এবং তাহাদের পক্ষে ১লা অক্টোবরের পূর্ব্বে এদেশে ফিরিয়া আসা সম্ভব হবে না। এই শ্রেণীর ভারতবাসীর পক্ষে যাহাতে ১লা অক্টোবরের পরেও বিনা পাসপোর্ট বা সার্টিফিকেটে ব্রহ্মদেশে ফিরিয়া আসিতে কোনরূপ অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য ব্রহ্ম সরকার ইঁহাদিগকে সাময়িক সার্টিফিকেট দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতবাসীরা উপযুক্ত প্রমাণসহ রেঙ্গুণে সেক্রেটারিয়েটে 'কন্ট্রোলার অব ইমিগ্রেশনের' নিকট দরখাস্ত করিলে তাঁহাদিগকে সাময়িক সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে।

"১৯৩২ সালের ১৫ই জুলাই হইতে ১৯৪১ সালের ১৫ই জুলাইয়ের মধ্যে যাঁহারা অন্যূন সাত বৎসর ব্রহ্মদেশে বসবাস প্রমাণ করিতে পারিবেন, তাঁহারা ২১ ধারা সম্বন্ধে বিশেষ অধিকার পাইতে পারিবেন। এই সাত বৎসর গণনাকালে ১লা জুলাই হইতে ৩১শে ডিসেম্বর হিসাবে যা ধারাবাহিক বসবাস হিসাবে গণনা না করিলে চলিবে, উপরোক্ত ১৯৩২ সালের জুলাই হইতে ১৯৪১ সাল জুলাইয়ের মধ্যে যে কোনও সময় ধরিয়া ব্রহ্মদেশে সাত বৎসর বাস পূর্ণ হইলেই চলিবে।

এই সাময়িক সার্টিফিকেট পাইবার জন্য দরখাস্ত আবেদনকারীদের যথাসম্ভব স্বয়ং উপস্থিত হইয়া দাখিল করিতে পরামর্শ দেওয়া যাইতে পারে। দরখাস্তের সহিত ইমিগ্রেশন এপ্লিকেশন ফরম এবং অন্যান্য প্রমাণ এবং পাশপোর্ট সাইজের তিনখানা ফটোগ্রাফ দাখিল করিতে হইবে।

লণ্ডনে বিজ্ঞান সম্মেলন

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর লণ্ডনে বৃটিশ (সায়েন্স) এসোসিয়েশন এর অধিবেশন আরম্ভ হয়। অধিবেশন তিন দিন ধরিয়া চলে পৃথিবীর নানা স্থান হইতে বৈজ্ঞানিকগণ এই অধিবেশনে যোগদান করে। বৃটিশ এসোসিয়েশনের সভাপতি স্যার রিচার্ড গ্রেগরি ২৬শে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "আজ পৃথিবীতে যে আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে, মার্জ্জিত বর্ব্বরতা দ্বারা জ্ঞানের অপব্যবহার এবং সমস্ত উচ্চ আদর্শ প্রত্যাখ্যানই তাহার কারণ। তিনি আরও বলেন, মানব সভ্যতার নূতন কাঠামো রচনার উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিকগণ এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছেন। মানবের সুখসমৃদ্ধ বৃদ্ধির কাজে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার পূর্ণ সুযোগ লওয়া হইবে।"

বার্কবেক কলেজের অধ্যাপক জে ডি বার্ণাল বলেন, বৈজ্ঞানিকগণের শুধু পরামর্শ দিয়া ক্ষান্ত হইলেই চলিবে না, তাঁহাদেরও প্রত্যক্ষভাবে কর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইবে।

স্বরাষ্ট্র সচিব মি. হার্বার্ট মরিসন মানবের প্রয়োজন ও বিজ্ঞান সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি তাঁহার প্রবন্ধে মানব কল্যাণের বৈজ্ঞানিক মানের উপর জোর দেন। তিনি বলেন, সমাজ ও রাজনীতিকে এরূপ একটি স্থান রক্ষা করা অত্যাবশ্যক। তাহার ফলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি তর্কের কুজ্ঝটি মুক্ত হইবে, গণতান্ত্রিক নেতৃবর্গ সমাজ-জীবনের মূলগত বিষয়গুলি এমনভাবে জনসাধারণের সম্মুখে ধরিয়া তুলিতে পারিবেন যে তাহারা উহা বুঝিতে পারিবে ও সমর্থন করিবে।

অধ্যাপক এ ভি হিল (পার্লামেণ্টের সদস্য) বলেন, বিভিন্ন সরকারী বিভাগের কাছে পরামর্শ দেওয়ার জন্য বৈজ্ঞানিক পরামর্শদাতা সমিতি গঠন করা আবশ্যক। ফুয়েল রিসার্চ বোর্ডের চেয়ারম্যান স্যার আলফ্রেড ফাটী জগতের বিভিন্ন দেশে কি পরিমাণ তৈল আছে তাহা আলোচনা করেন। তিনি বলেন তৈল পরিমিতভাবে ব্যবহার করা উচিত। কারণ, উহা ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িতেছে। কয়লা অপেক্ষা তৈল যে শক্তি নিহিত আছে, তৎপরিবর্ত্তে একদিন ফটো-কেমিক্যাল বা ফটো ইলেক্‌ট্রিক প্রক্রিয়া বা শক্তির সাহায্যে নিকৃষ্ট সৌরাংশু ব্যবহার করিয়া কাজ চালাইতে হইবে।

ডাঃ এগনেস্ ব্যাণ্টন "রন্ধনশালায় বিজ্ঞান" সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, রন্ধনশালায় কতকগুলি বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিষ্পন্ন হইলে নারীশক্তি অন্য কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে। বর্ত্তমানে হংকংয়ের কোনও কোনও ধনাঢ্য পরিবারের বাড়ীতে রান্নাঘরে যে সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় তাহা যাহাতে সর্ব্বসাধারণ ব্যবহার করিতে পারে, এমন ব্যবস্থা করা উচিত।

শ্রীমায়াপুর হইতে শ্রীযোগপীঠ মন্দির হইতে শ্রীনাগোপাল ভট্টাচার্য্য ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনবদ্বীপকিশোর ও হরিদাস বসুকর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সভ্যস্থ কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
THE DAILY NADIA PRAKASH
ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[illegible]
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৬শ বর্ষ } ৬ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৪শে আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১১ই অক্টোবর, ইং ১৯৪১ শনিবার ১৭৩-৭৪ তম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৬ দামোদর অবলা ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

সাধুতে আপনজ্ঞান হওয়া দরকার, নতুবা সঙ্গ হইবে না। সঙ্গের মধ্যে আকর্ষণ আছে। সাধু—ভগবন্মন্দির, তাঁহার হৃদয়েই ভগবানের নিত্য বাস। আমাদের প্রত্যেকেরই ভূতশুদ্ধি হওয়া দরকার—নিজেকে গুরুকৃষ্ণের দাস বলিয়া উপলব্ধি হওয়া আবশ্যক। সাধু অযোগ্যকে যোগ্য করিয়া দেন—এত তাঁহার দয়া। তবে আমাদের দিক্ হইতে তাঁহার দয়া গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকা চাই। সেবা করিবার জন্য ইচ্ছাও থাকা চাই, আবার সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুতও থাকা চাই। শুধু শুভ ইচ্ছা থাকিলেই কাজ হয় না।

ভক্তিতে ফল-কামনা নাই। যেখানে দীনতা, সেখানেই কৃপা, যেখানে কৃপা, সেখানেই ভক্তি। দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান লাভ করা দরকার। নিজেকে গুরুকৃষ্ণের দাস বলিয়া উপলব্ধিই দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান। রতির উদয় পর্য্যন্তই দীক্ষাকাল। যে প্রণালী অবলম্বন করিলে রতির উদয় হয়, সেই নিয়মানুবর্ত্তিতাই দীক্ষা। Whole course regulation and regularity বা strict unflinching followingই দীক্ষা। প্রেমে দীক্ষা is complete. Strict following ব্যাপারটা কঠোরভাবে বিচলিতচিত্তে নিয়মপালন।

অভিনিবেশ চেতনের বৃত্তি। একাভিনিবেশ বা কৃষ্ণাভিনিবেশ না থাকিলে দ্বিতীয়াভিনিবেশ বা মায়াভিনিবেশ নিশ্চয়ই আছে, জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণই অদ্বিতীয় বস্তু। ব্রহ্মাণ্ড বা দেহই কৃষ্ণেতর দ্বিতীয় বস্তু। ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিলে দ্বিতীয় বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ থাকে না। অভিনিবেশ না থাকায় তখন আর অসৎসঙ্গ হয় না। অনভিনিবেশই নিঃসঙ্গ। দেহাত্মবুদ্ধি নামাপরাধ। এই দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করাই ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করা। দেহাত্মবুদ্ধি বা দেহাভিনিবেশ ভক্তির প্রবল বাধা। বিশ্বকে বিশ্বনাথের সেবোপকরণরূপে বা বিশ্বনাথের সম্বন্ধে দর্শন করিলে কোন অসুবিধা বা বাধা হয় না। ভোগ্যবুদ্ধিতে দর্শন বা অভিনিবেশ হইলেই বিপদ্ বা সংসার। দেহাত্মবুদ্ধি বা দ্বিতীয়াভিনিবেশ না গেলে হৃদয় শুদ্ধ হইবে না। সাধুসঙ্গে নিরন্তর হরিকথা শুনিতে শুনিতে এই বিপদ্ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে।

বৈষ্ণব বা শিক্ষাগুরুকে আমার গুরুর শিষ্য বলা ঠিক নয়। গুরু গুরুই, তিনি কাহারও শিষ্য নহেন। জিনিষ ত' একটা। শিক্ষাগুরুও কৃষ্ণ, দীক্ষাগুরুও কৃষ্ণ। কৃষ্ণকে কৃষ্ণের শিষ্য বলা কি ঠিক? বৈষ্ণব-মাত্রেই গুরু। যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ, তিনিই গুরু। কৃষ্ণেরই স্বরূপশক্তির বৈভব—অন্তরঙ্গাশক্তির বৈভব বৈষ্ণব কৃষ্ণবস্তু। মায়ার সহিত তাঁহার কোন সংস্পর্শ নাই। তিনি কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন। কৃষ্ণ অঙ্গী, বৈষ্ণব অঙ্গ। বৈষ্ণব কৃষ্ণকে বশ করিয়াছেন। যিনি কৃষ্ণকে বাধ্য করিয়াছেন, তাঁহাকে যদি আদর না করি, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। আমার গুরু কৃষ্ণের প্রেষ্ঠ। আমার শ্রীগুরুদেবের মত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় আর কেহ নাই। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম উজ্জ্বলরসাচার্য্য। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রাণবন্ধু। কৃষ্ণসঙ্গী সাধুগুরুর সঙ্গই ভগবৎসঙ্গলাভের একমাত্র উপায়। যেখানে সাধুদর্শন বা সাধুর ব্যক্তিত্বের উপলব্ধি, সেইখানেই সাধুর সুষ্ঠু সঙ্গ। সাধু এই জগতের কোন ব্যক্তি নন, তিনি অপ্রাকৃত নিরপেক্ষ—কৃষ্ণের নিজজন। বৈষ্ণব কৃষ্ণের প্রিয়। তিনি সর্ব্বক্ষণ শতকরা শতভাগই ভগবানের সেবা করেন। সেই বৈষ্ণব যেন কখনও অবমানিত বা অনাদৃত না হন, সে বিষয়ে তীব্র লক্ষ্য রাখা দরকার। ভক্তিপথের পথিক কাহাকেও কায়মনোবাক্যে অনাদর করিতে হইবে না। শ্রীতুলসী গুরু, আবার শ্রীবার্ষভানবীও গুরুদেব। সুতরাং আমরা শ্রীতুলসীকে শ্রীবার্ষভানবীর শ্রীপাদপদ্মে দিবার ধৃষ্টতা করিব না। কৃষ্ণভক্ত বা গুরুবৈষ্ণবই আমাদের যথাসর্ব্বস্ব, ইহা অনুক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে। কৃষ্ণভক্তকে জগতের কোন বস্তু আকৃষ্ট করিতে পারে না। ভজনে অগ্রসর হওয়া দরকার। [illegible] কৃষ্ণকে পাইবার জন্য একটা জেদ থাকা উচিত। কেউ যদি কৃষ্ণকে না চায়, তাহাতে আমার কি? কেউ চায় না বলিয়া আমি চাইব না কেন? কেউ যদি ভাল জিনিষ না চায়, সকলেই যদি আইন ভঙ্গ করিতে চায়, তাহা হইলে আমিও কি তাহাই করিব? ভক্তিতে হতাশার কথা নাই। হতাশা মনের ধর্ম্ম। যাহার হতাশা আছে, তাহার সঙ্গ করিতে হইবে না। আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির সঙ্গ করিতে হইবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ কাহারও হতাশা আসিলে চুপ্ করিয়া বসিয়া না থাকিয়া কাতরভাবে গুরুবর্গের নিকট কৃপাভিক্ষা করিতে হইবে। অযোগ্য আমি কি কাঁদিতেও পারি না? অন্ধকারে আলো পাওয়া যাইবে না। দরজা বন্ধ করিয়া রাখিলে কি সূর্য্যের আলো পাওয়া যাইবে? আমাকে হৃদয়ের দরজা খুলিয়া রাখিতে হইবে—সরল হইতে হইবে, সাধুগুরুকে হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আমরা চেতন, উন্মুখ হইবার জন্য—কৃপালাভের জন্য আমাদিগকে যত্ন করিতে হইবে। আমরা ত' আর দরজা জাতীয় নই যে, তাঁহারা জোর করিয়া ভাঙ্গিয়া আসিবেন। চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখিলে সূর্য্যের আলো কার্য্যকরী হয় না। সাধুর দয়ার তুলনা নাই। তাঁহারা অনেক সময় নিজগুণে অযাচিতভাবে জোর করিয়া দয়া করিলেও যদি গ্রহণ না করি, তাহা হইলে তাঁহারা আর কি করিবেন?

কৃষ্ণের ভজনই আচার। আর ভজন-পরিত্যাগই অনাচার। ভোগ ত্যাগই অনাচার। ভক্তিই সদাচার। স্বসুখ-বাঞ্ছাই অনাচার। সাধুসঙ্গই আচার। এই আচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। নিরন্তর হরিভজন না করিলে ভজনের বাধা বা অন্তর কি করিয়া যাইবে? শ্রদ্ধা হওয়া চাই। ভক্তিই ভগবানের সহিত জীবের মিলনের যোগসূত্র। শরণাপত্তি না থাকিলে শ্রদ্ধা আছে, বলা যায় না। মায়াতীত বস্তুর সঙ্গে মায়াবদ্ধ জীবের মিলন একমাত্র দয়াদ্বারাই সম্ভব হইতে পারে। মায়াতীত বস্তু নিজ অচিন্ত্য শক্তিবলে যদি দয়া করিয়া এখানে আসেন, তবেই তাঁহার সহিত মায়াবদ্ধ জীবের মিলন হইতে পারে, নতুবা সসীম বস্তু অসীম বস্তুর সঙ্গে [illegible] হইতে পারে না। অসীম বস্তু দয়া করিয়া আসিলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের বা তাঁহার সেবা সঙ্গের সুযোগ হয়। শ্রদ্ধা থাকিলে তিনি দয়া করিয়া নিজেই আসিবেন। আমাদের দিক্ হইতে শ্রদ্ধা থাকিলেই হইল। বাস্তববস্তুর সঙ্গে যোগাযোগ শ্রদ্ধা ভক্তির দ্বারাই হয়। শ্রদ্ধা ব্যতীত বৈকুণ্ঠ বস্তুর

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে।

সহিত কুণ্ঠাবর্ম্মযুক্ত বস্তুর মিল হইতে পারে না। সাধুগুরু যখন কৃপা করিয়া এখানে আসেন, তখন যদি তাঁহাদের অনুগত হই, তবেই মঙ্গল হয়। স্বতন্ত্রতা থাকিলে কৃপা হয় না। স্বতন্ত্র হইলে parallel হইয়া গেল মিলন হইল না। প্রপঞ্চাতীত বস্তু দয়া করিবার জন্যই এখানে আসেন। আমরা যদি তাঁহাতে প্রপন্ন হই, তাহা হইলেই মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে। শ্রদ্ধা থাকিলে, সেবোন্মুখ হইলে ভগবান কৃপাপূর্ব্বক আসিতে থাকেন।

শ্রীনাম সেব্যবস্তু। তিনি সাক্ষাৎ ভগবান। তাঁহাকে কেবল দিতে হইবে, তাঁহার নিকট হইতে কিছু চাহিতে হইবে না। চাওয়া কৃষ্ণের কাজ, আর আমাদের কাজ কেবল দেওয়া। কৃষ্ণ কেবল সেবা চান, আর ভক্তগণ কেবল সেবা করেন। সমস্ত বিশ্বের লোক নাম বায়ু ভক্তকে ভাল বলিয়া প্রশংসা করিলেও তিনি তাহাতে ভুলেন না। তিনি সকল প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করেন। তিনি ভগবানকে সকল বস্তুর মালিক বা ভোক্তা বলিয়া জানেন। তাঁহার ভোগ্য-অভিমান থাকায় অন্য কোন কিছুর প্রতি তাঁহার লোভ হয় না। যিনি কৃষ্ণকে বশ করিয়াছেন সেই ভক্তের পদ ধূলিকেই অকপট হরিভজনকারী নিজের সত্তা বলিয়া জানেন। আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের ধূলি—ইহাই তাঁহার অনুভূতি। আমার গুরু কৃষ্ণকে বশ করিয়াছেন, এই অনুভূতি তাঁহার সর্ব্বক্ষণ আছে। তাঁহার এই অনুভূতি আবৃত বা দূর হয় না। যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের পদধূলিতে অভিষিক্ত, তাঁহাকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের জীব আর কতটুকু দিবে বা কতটুকু বড় করিবে? তাঁহার দাসাভিমান অত্যন্ত প্রবল, তাই তিনি এ সকল গ্রাহ্য করেন না। তিনি সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব সেবায় absorbed থাকেন।

কৃপা না হইলে কৃ[illegible] লোক দেখানই সার হইবে। স[illegible] কৃপা মিলিবে না। কৃষ্ণকে আমার [illegible] চাহিই, কোটি জন্মেও পাওয়া যাই, এ যে আমার সত্তা, এ ছাড়া আমার অন্য উপায় নাই, তিনি কষ্টই দিন, আর সুখই দিন, তাঁহার পাদপদ্মই আমার একমাত্র আশ্রয়—এই বিশ্বাস থাকা দরকার। এই বিশ্বাস যাহার নাই, তাহার মঙ্গল হইবে না। তিনি কৃপা করিয়া আমাকে আত্মসাৎ করুন, এইরূপ অকপট প্রার্থনা অনুক্ষণ থাকা দরকার। এটুকুও যদি না হয়, তবে সব বৃথা। প্রার্থনা অন্তর থেকে হওয়া চাই, ইহা যেন সাময়িক না হয়—মনের উচ্ছ্বাস না হয়। এই কৃপাপ্রার্থনার ইতি বা শেষ নাই। কৃপালাভ করিয়াও আরও কৃপালাভের জন্য প্রার্থনা থাকে। আমি কৃষ্ণকে পাইলাম না—এই বিরহ বা দৈন্য সর্ব্বক্ষণ ভক্তের হৃদয়ে আছে। আমি পাইয়া গিয়াছি, এইরূপ ভাগস্পৃহা ভক্তের নাই।

যে কোন পায় ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিতেই হইবে, ব্রহ্মাণ্ডে থাকা পর্য্যন্ত কিছুই হইবে না। দৈন্য থাকা বিশেষ দরকার। দৈন্যই ভক্তের ভূষণ। আমি তোমাদের জন, কিন্তু তোমাদের কৃপা পাইলাম না—এই বলিয়া দৈন্যভরে পঞ্চতত্ত্বের নাম ধরিয়া সর্ব্বক্ষণ কৃপা ভিক্ষা করিতে হইবে। শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থরূপী শ্রীগৌরসুন্দর। এই শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থখানি ভাল করিয়া পড়া দরকার। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা সব সময় স্মৃতিপথে রাখিতে হইবে। সিদ্ধিলাভে বিলম্ব হইলে অস্থির হইয়া উঠিতে হইবে না, অচল অটল থাকিয়া কৃপালাভের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। অনুক্ষণ সাধুসঙ্গ ও নিরন্তর হরিনাম করিতে করিতেই নিত্যমঙ্গল হইবে। যাঁহারা হরিনামের সেবা করেন, তাঁহাদের সেবা না করিলে হরিনামের সন্তোষ ও সুখ হইবে না। ভক্তের [illegible] ভগবান্ শ্রীনামের সুখ হয়। [illegible] সেবা বাদ দিয়া কেহ শ্রীনামের কৃপা ও সেবা পায় না। সেবোন্মুখ না হইলে, হরিনাম হয় না। যেখানে শ্রীনামে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তিজ্ঞান বা প্রীতি, সেখানে শ্রীনাম না করিয়া থাকা যায় না। শ্রীনাম বড় মধুর, সুখদ। একলক্ষ হরিনাম প্রত্যহ গ্রহণ করিবই, তাহাতে যত কষ্ট হয় হউক, নিজের দেহ, আত্মীয়স্বজন, সমস্ত জগৎ চুলায় যাউক, তথাপি প্রত্যহ একলক্ষ শ্রীনাম-কীর্ত্তন করিবই—এইরূপ সুদৃঢ় নির্ব্বন্ধ প্রত্যেকেরই থাকিবে। নিরপেক্ষ হইতে হইবে, জগতের আকর্ষণ বিকর্ষণের মধ্যে [illegible] প্রজল্পী কখনও হরিনাম করিতে পারে না। হরিনামে অরুচি হইতেই প্রজল্প ভাল লাগে। সর্ব্বক্ষণ—প্রতি সেকেণ্ডে হরিনাম করিতে হইবে, তবেই মঙ্গল হইবে। নিরন্তর হরিনাম করিতে [illegible] অনর্থ কাটিয়া গেলে নিষ্ঠা হইবে। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণনামে রুচি হইবে অর্থাৎ শ্রীনাম করিতে [illegible] লাগিবে। তারপর আসক্তি অর্থাৎ আঠা হইবে, তখন শ্রীনাম না করিয়া পারি না—এইরূপ অবস্থা আসিবে।

কৃপা ও সেবা চাওয়াই জীবের স্বভাব। যেখানে জীব কৃষ্ণকে চায় না, সেখানে হয় মোহ, না হয় কৌটিল্য আছে। গুরুকরণের মধ্যে বঞ্চনা বা অন্যাভিলাষ থাকিলে এইরূপ অবস্থাই হয়। সাধুকে আশ্রয় করিলে বা সাধুর সঙ্গ হইলে কি কেহ কৃষ্ণসেবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া থাকিতে পারে? সাধুর কাছে আসিয়াও যদি কৃষ্ণসেবাপিপাসা না জাগে, তাহা হইলে সাধুর কাছে আসাই হয় নাই। সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয় নাই, সুতরাং সাধুসঙ্গ বা সাধুর শিষ্যত্ব কি করিয়া হইবে? অভাববোধ হইলে ত' চাওয়া। অভাববোধ যেখানে নাই, সেখানে চাওয়াও নাই। 'আমার কৃষ্ণসাক্ষাৎকার হইল না'—এই অভাববোধ হইলে ত' কৃষ্ণকে পাইব এবং অকপটে চাহিলে গুরুদেব কৃষ্ণকে [illegible] দেন।

ধামে শ্রীউর্জ্জব্রত

——::(•)::——

কার্ত্তিকব্রতের অপর নাম উর্জ্জব্রত বা নিয়মসেবা। শ্রীবার্ষভানবীদেবী এই কার্ত্তিকমাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীরাধিকার অষ্টোত্তর-শতনামে শ্রীশ্রীবার্ষভানবীদেবীকে 'কার্ত্তিক দেবতা' এবং শ্রীরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু শ্রীমাধবদয়িতাকে 'কার্ত্তিকোৎকীর্ত্তিদেশ্বরী' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীরাধাগোবিন্দের সুখের জন্য এই শ্রীউর্জ্জব্রত কায়মনোবাক্যে নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে পালন করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরধামবাসী ভক্তবৃন্দ শ্রীরাধার নিজজন শ্রীগৌরকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে সংকীর্ত্তনমুখে দ্বাদশীপক্ষে শ্রীউর্জ্জব্রত আরম্ভ করিয়াছেন।

উর্জ্জ-শব্দের অর্থে বলও বুঝায়। শ্রীউর্জ্জব্রত শ্রীবলদেবেরই পূজাব্রত—শ্রীনিত্যানন্দের আরাধনা বা শ্রীব্যাসপূজা। যে সকল নিষ্কপট সজ্জন উর্জ্জব্রতে শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দের পূজা করিয়া—শ্রীগুরুদেবের সর্ব্বতোমুখী সেবার দ্বারা তাঁহার সুখবিধান করিয়া শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী বা শ্রীজাহ্নবাদেবীর কৃপালাভ করিবেন তাঁহাদেরই হৃদয়ে কার্ত্তিক-দেবতার স্বরূপমাধুর্য্য ও কৃপা উপলব্ধির বিষয় হইবে। অযোধ্যাদি বৈকুণ্ঠের প্রকাশ-ক্ষেত্রে শ্রীউর্জ্জব্রত পালন অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণজন্মস্থলী শ্রীমথুরায় শ্রীউর্জ্জব্রত পালন শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীউর্জ্জব্রত পালন শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা শ্রীগোবর্দ্ধনে শ্রেষ্ঠ এবং শ্রীরাধাকুণ্ডে উর্জ্জব্রত পালন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

দ্বাদশ মাসের মধ্যে কার্ত্তিকমাসই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। ঐ মাসে অল্পমাত্র উপায়নে পূজিত হইয়াও শ্রীভগবান্ পূজককে নিশ্চিতরূপে শ্রীহরিধামে কৃপাপূর্ব্বক আকর্ষণ করেন। এই মাস স্বল্পমাত্র সেবানুষ্ঠানকারীকে প্রভূত ফল দান করিয়া থাকেন। যিনি কার্ত্তিকমাসে শ্রীহরিমন্দির প্রদক্ষিণ করেন, তিনি মহামঙ্গল লাভ করিয়া থাকেন। এই উর্জ্জব্রত প্রত্যেকেরই আদরের সহিত দৃঢ়ভাবে পালন করা উচিত। যে ব্যক্তি বিনা নিয়মে কার্ত্তিকমাস বা চাতুর্ম্মাস্য ক্ষেপণ করে, সে ব্রহ্মা ও কুলাঙ্গার। শ্রীহরির প্রীতি-উদ্দেশ্যে সঙ্গীতচর্চ্চার দ্বারা কার্ত্তিক মাস যাপন করিলে আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। কার্ত্তিকমাসে শ্রীভগবানের সম্মুখে ভক্তির সহিত নৃত্য, গীত ও বাদ্য করিলে অক্ষয় শ্রীবিষ্ণুধামে গতি হয়। কার্ত্তিকমাসে শ্রীমথুরাপুরীতে শ্রীহরিসেবার ফল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরলীলার মথুরা শ্রীধাম-মায়াপুর আর শ্রীগৌরের শ্রীকৃষ্ণলীলার মথুরা অভিন্ন। শ্রী[illegible] শিশু হইয়াও কার্ত্তিকমাসে শ্রীমথুরাপুরীতে শ্রীহরির পূজা করায় অতি অল্পকালের মধ্যে (৫ মাসের মধ্যে) শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন।

এই মাসে সর্ব্ব ধর্ম্ম বিসর্জ্জনপূর্ব্বক শ্রীহরিধামে শ্রীহরিজনের নিকট শ্রীহরির কথা শ্রবণ করিতে হয়। কল্যাণবুদ্ধিতে বা লোভবুদ্ধিতে—যে কোনরূপেই হউক, কার্ত্তিকমাসে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিলে শতকুলের পরিত্রাণ হয়। যিনি প্রত্যহ শাস্ত্রচর্চ্চার দ্বারা কার্ত্তিকমাস অতিবাহিত করেন, তিনি সমস্ত পাপরাশি ভস্মীভূত করিয়া যজ্ঞায়ুতফল লাভ করিয়া থাকেন। কার্ত্তিকমাসে শাস্ত্রকথা-আলাপদ্বারা শ্রীহরি যেরূপ প্রীতিলাভ করেন, গজাদিদান ও যজ্ঞাদির দ্বারাও তিনি সেরূপ প্রীত হন না। যিনি কার্ত্তিকমাসে হরিকথা শ্রবণ করেন, তাঁহাকে শতকোটি জন্মে দুর্গতি প্রাপ্ত হইতে হয় না। কার্ত্তিকমাসে বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হইয়া হরিকথা-শ্রবণাদির দ্বারা দিন যাপনপূর্ব্বক উর্জ্জব্রত পালন করা উচিত।

কার্ত্তিকমাসে কলমীশাক, পটোল, বেগুন, বরবটী, সিম ও যাবতীয় আসব পরিত্যাজ্য। মৎস্য ও কূর্ম্মাদি সর্ব্বপ্রকারের মাংস সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। কার্ত্তিকমাসে মাষকলাই-গ্রহণ নিষেধ।

কার্ত্তিকমাসে শ্রীরাধাগোবিন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীরাধাদামোদরের সেবা করিতে হয়। তাহাতেই নিত্যমঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। এই কার্ত্তিকব্রত চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম। ফলকামনা বা নিজসুখবাঞ্ছা পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে অকপটে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সুখ বিধানই কার্ত্তিকমাসের মুখ্য কৃত্য। শ্রীরাধা-নিত্যজন শ্রীগুরুপাদপদ্মের রেণুকণায় স্ব-স্বরূপকে প্রবোধিত করিতে পারিলেই শ্রীউর্জ্জব্রত-পালন সুষ্ঠু হইবে এবং আমাদের জীবন সার্থক হইবে।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব গত শ্রীএকাদশী তিথি হইতে প্রত্যহ অপরাহ্নে নিয়মিতভাবে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীভক্তিসন্দর্ভ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। প্রত্যহ তিনি প্রায় দুইঘণ্টা শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। গত ৮ই অক্টোবর অপরাহ্নে তিন ঘণ্টাকাল শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যা করিয়া মাদৃশ বদ্ধজীবগণকে বহু অশ্রুতপূর্ব্ব অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীগৌরধামে শ্রীউর্জ্জব্রতোপলক্ষে শ্রীগৌর-নিজজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। এইরূপ পরমমঙ্গলময় অপূর্ব্বসুযোগ খুব কমই হয়। অতএব সকলেই এই অভূতপূর্ব্ব সুযোগ মস্তকে বরণ করিয়া ধন্য হউন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

ভীতি ও ভক্তি

ভীতি ও ভক্তি পরস্পর বিপরীত জিনিষ। ভক্তিতে ভীতি নাই, যেখানে ভীতি সেখানে ভক্তি নাই। আলো ও অন্ধকার, ভয় ও অভয়, ভগবান্ ও মায়া, ভীতি ও ভক্তি যুগপৎ একসঙ্গে থাকিতে পারে না। যেখানে দ্বিতীয়াভিনিবেশ, সেইখানেই ভয়। একাভিনিবেশ যেখানে, সেখানে ভক্তি। ভক্তের রক্ষক আছেন। ভগবান্ ভক্তের রক্ষক। ভক্ত সরল, একনিষ্ঠ ও ঐকান্তিক বলিয়া তাঁহার ভয় নাই। যেখানে সরলতা ও একনিষ্ঠতার অভাবে বহুমুখিনী চেষ্টা, সেইখানেই ভয়। যিনি ঈশাশ্রিত বা ভগবচ্চরণে প্রপন্ন, তিনি নির্ভীক। আর যিনি নিজেকে নিজের রক্ষক কল্পনা করেন, যাঁহার ঈশাভিমান বা ভোক্তৃ-অভিমান প্রবল, তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা না থাকায় তিনি ভীত ও সন্ত্রস্ত।

অভয়াশ্রিতের আবার ভয় কোথায়? যিনি অভয়পাদপদ্ম আশ্রয় করেন নাই, তাঁহারই যত ভয়। গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্—সকলেই অভয়। 'অভয়ের আমি' কি কখনও ভয়কে ভয় করে? ভয় ত' সেখানে যাইতেই পারে না। যাঁহারা অভয়-পাদপদ্ম আশ্রয় করেন, ভয়ের সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। ভয় মানে কাল বা মৃত্যু। হরিনামের ত্রিসীমানায় কালের গতায়াত নাই। শ্রীনাম অভয় ও অমৃত। সেই শ্রীনামের আশ্রয়ে বা হরিধামে বা হরিজনের ভয় বা মৃত্যু নাই। সুদর্শন তাঁহাদের রক্ষক। ভোগ্য-দর্শনেই ভয়। যেখানে সেব্যদর্শন বা গুরুদর্শন, সেখানে ভয় নাই। ভীত ভক্ত নহে। শরীরের প্রতি অত্যন্ত মমতা থাকিলেই মৃত্যু-ভয় আসিয়া উপস্থিত হয়। হরিবিমুখেরই মৃত্যুভয় থাকে। যমরাজ বৈষ্ণব, কাজেই তিনি বিষ্ণুর কৃপাভিখারী বা আশ্রয়-প্রার্থীর নিকট ভয়াবহ নহেন। দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতেই ভয় হয়। হরিনামের অনুশীলন ব্যতীত নিজভোগের ইচ্ছায় যাহা চিন্তা করা যায়, তাহাতেই দ্বিতীয়াভিনিবেশ উপস্থিত হয়। কৃষ্ণেতর বস্তু বা মায়াই দ্বিতীয় বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ অদ্বিতীয় ও অদ্বয়জ্ঞানবস্তু। জড়াভিনিবেশই ভোগবুদ্ধি। ভোগে অভিনিবেশ থাকিলে দেহে অভিনিবেশ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে থাকিবে। শ্রীগুরুনিত্যানন্দ ও শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপায় এই দ্বিতীয়াভিনিবেশ বা দেহাত্মবুদ্ধি দূর হয়। ভয় যাঁহাকে ভয় করে, সেই সর্ব্বভয়হর শ্রীভগবান্‌কে আশ্রয় না করিলে ভয়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই। যে কোন প্রকারে একের প্রতি—কৃষ্ণের প্রতি অভিনিবেশ হওয়া চাই। একাভিনিবেশ না হইলে দ্বিতীয়াভিনিবেশ কি করিয়া যাইবে? অসতে অভিনিবেশই দ্বিতীয়াভিনিবেশ। অসতে অভিনিবেশই সৎসঙ্গ। দ্বিতীয় বা জড়ের প্রতি অভিনিবেশই অসৎসঙ্গ। সৎসঙ্গের দ্বারাই এই অসৎসঙ্গের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। দাসাভিমানে নির্ভীকতা, আর প্রভু-অভিমানে ভয়। যেখানে দম্ভ, সেখানেই ভয়। গুরুবৈষ্ণবভৃত্যানুভৃত্যের—দীন হীন কাঙ্গালের ভয় নাই। ভগবান্ ভক্তকে সর্ব্বক্ষণ রক্ষা করেন। তাই প্রপন্ন ব্যক্তির ভয় নাই। প্রহ্লাদের ভয় ছিল কি? তাঁহার প্রতি এত অত্যাচার সত্ত্বেও তিনি কি ভগবান্‌কে ভুলিয়াছিলেন? সুদর্শন সর্ব্বদা ভক্তকে রক্ষা করিতেছেন। মহাতেজস্বী ব্রহ্মর্ষি দুর্ব্বাসার যোগবলজাতা জলদগ্নিরূপা অসিহস্তা কৃত্যা যখন কালানলের ন্যায় ভক্ত-প্রবর শ্রীঅম্বরীষের প্রতি ধাবিত হইল, তখন কৃষ্ণগতপ্রাণ শ্রীঅম্বরীষ ভীত হইয়াছিলেন কি? ভগবৎপাদপদ্মে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নির্ভীক শ্রীঅম্বরীষ স্বস্থান হইতে একটুও বিচ্যুত হন নাই। নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরের প্রতি যখন যবনগণের ভীষণ অত্যাচার হইয়াছিল, তখন তিনি ভীত হইয়াছিলেন কি? মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হইয়াও কি তিনি অচল অটল থাকিয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে এই কথা বলেন নাই?—

খণ্ড খণ্ড হই' যদি যায় দেহপ্রাণ।
তথাপি বদনে নাহি ছাড়ি হরিনাম॥

জগদ্গুরু শ্রীশিব বলিয়াছেন যে, নারায়ণ-পরায়ণ জন কাহাকেও ভয় করেন না। আর জগতে তাঁহারাই—কেবল তাঁহারাই নির্ভয়। কারণ তাঁহাদেরই আশ্রয় একমাত্র অভয়স্থল।

মৃত্যুকে ভয় করিবার কি আছে? একটা দেহ ছাড়িয়া আর একটা দেহ-গ্রহণ ত'। একটা কাপড় বা পোষাক ছাড়িয়া আর একটা পোষাক গ্রহণ,—ইহার জন্য চিন্তা কি আছে? নামাভাসেই জন্ম-মরণমালা নিবৃত্ত হয়। নামাভাস হইলে আর গর্ভে বাস করিতে হয় না। আর নামের ফল সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মলাভ। সুতরাং যাঁহারা শ্রীনামকে আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের আবার ভয় কোথায়? নিরন্তর হরিনাম করিতে করিতেই সমস্ত অসুবিধা কাটিয়া যাইবে। হরিনামকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিলে ভয় ভয় পাইয়া দূরে পলায়ন করিবে। এখন জীবন, প্রাণ, শক্তি, সম্পদ্—সমস্ত দিয়া শ্রীনামের কৃপার জন্য চেষ্টান্বিত হওয়া দরকার। সেবোন্মুখ হইয়া যত্নপর হইলে কৃপা নিশ্চয়ই হইবে।

সভয় সংসারে সম্পূর্ণ অনর্থমুক্ত ও অভয় হইবার উপায় সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন,—

মত্তেহকৃতাশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য
পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাদ্
বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ॥
(ভাঃ ১১।২।৩৩)

এই অনর্থবহুল অসুখ সংসারে শ্রীহরির চরণকমলসেবা অর্থাৎ তাঁহার সেবাবুদ্ধিতে বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই জীবের সর্ব্বথা অভয়স্থল। অনিত্য দেহাদিবিষয়ে 'আমি আমার' বোধ লইয়া শত-সহস্র আশঙ্কায় উদ্বিগ্নচিত্ত জীবগণ ঐ অভয়পদ-সেবা হইতেই সম্পূর্ণ ভয়শূন্য হইয়া থাকে। কোন বিঘ্ন বা ভয় ভক্তের গন্তব্যপথে বাধা জন্মাইতে বা তাঁহাকে লক্ষ্য-চ্যুত করিতে পারে না। ভক্ত কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছু চান না, আর কিছু জানেন না, আর কোন চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দেন না। তাঁহার অন্তর্বাহির কৃষ্ণময়। যে সর্ব্বক্ষণ অভয় চিন্তায় রত, তাঁহার ভয় থাকিবে কি প্রকারে?

আমরা শুনিলাম,—দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে ভয় হয়। সেই দ্বিতীয়াভিনিবেশটী কি? ভোগ্যের প্রতি অভিনিবেশই দ্বিতীয়াভিনিবেশ। ভোক্তৃ অভিমান বা পুরুষাভিমানে দ্বিতীয়াভিনিবেশ হয়, আর সেবকাভিমানে সেব্য ভগবানের প্রতি অভিনিবেশ হয়। থাকে। 'আমি কৃষ্ণদাস, আমার যাহা কিছু সমস্তই তৎসেবার জন্য, কৃষ্ণই আমার একমাত্র সেব্য প্রাণপতি, তিনিই আমার রক্ষক, পালক ও প্রিয়জন'—এইরূপ অভিনিবেশের অভাবই অভিনিবেশ। যেখানে কৃষ্ণবিস্মৃতি সেইখানেই চিন্তা বা ভয়। ভক্ত কখনও ভগবান্‌কে ভুলেন না, পরন্তু গুরুদেবতাত্মা হইয়া সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবায় রত থাকেন বলিয়া তাঁহারা সমস্ত ভয় ও দুঃখের অতীত।

জীব মন ও দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও ভিন্নজাতীয় বস্তু। স্বৈরধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম পরিবর্ত্তনশীল কল্পিত অনিত্য মনোধর্ম্ম নহে। জীব চেতন—জন্মমরণহীন, অশোক, অজর। তিনি কর্ম্মফলবশতঃ ব্রহ্মাণ্ডে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি পরিবর্ত্তনশীল দেহে প্রবেশ করিলেও কোন প্রকারে পরিবর্ত্তিত হন না, নিত্য অক্ষয় থাকেন। ইহার ক্ষয়, বৃদ্ধি, পরিণাম না থাকায় ইনি অব্যয়, অমর, অপরিণামী বা সৎ, কিন্তু দেহ ও মন ঠিক ইহার বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট, সুতরাং অ-সৎ।

সতের ধর্ম্ম এবং অসতের ধর্ম্ম এক হইতে পারে না। যাঁহারা দেহ ও মনে অভিনিবিষ্ট, তাঁহাদের ভয় খুব বেশী। কিন্তু যাঁহারা দেহ ও মনে অভিনিবিষ্ট নহেন, অর্থাৎ দ্বিতীয়-অভিনিবেশ না থাকায় যাঁহারা নিত্য স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত, তাঁহারা তাঁহাদের দেহ, মন, আত্মা ও এই সম্বন্ধে সম্পর্কিত যাবতীয় বস্তু, স্ত্রী পুত্র-বন্ধু, ধনাদি সবই শ্রীভগবানের শ্রীচরণে অর্পণ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের 'আমার' বলিতে আর কিছুই নাই। আমার বস্তু বা ভোগ্য বস্তু নাশ হইবে বলিয়াই তাঁহারা ভয় পায়। কিন্তু ভোক্তৃত্বের ভাব নাই, তিনি নিজেকে কৃষ্ণের নিত্যদাস বলিয়া জানেন, তাঁহার ভয় থাকিবার কোন কারণ নাই, তিনি ত' কখনও নষ্ট হইবেন না। সুতরাং যেখানে নাশ নাই, সেখানে ভয়ও নাই। ভক্তের নিজের কোন চিন্তা নাই, তিনি সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণচিন্তায় মগ্ন। তিনি ভগবানের আশ্রিত বলি। শ্রীভগবানই তাঁহার চিন্তা করিয়া থাকেন। শরণাগতের ভয় নাই, অশরণাগতেরই ভয়। যেখানে ভীতি, সেখানে শরণাগতি নাই, যেখানে শরণাগতি নাই, সেখানে ভক্তিও নাই। সেইজন্যই বলিতেছি, ভক্তি ও ভীতি যুগপৎ একসঙ্গে থাকে না।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

শ্রীনামকীর্ত্তন হইতেই তাঁহার কণ্ঠ কণ্ঠ-পরিকর-বীরের স্ফূর্ত্তি হইত। বৈষ্ণবনাম-কীর্ত্তনের নাম বৈষ্ণবগণ, বৈষ্ণব পরিকর, বৈষ্ণবাচার্য্য উদয় হইবে। [illegible] অবসরজ্ঞানেও হইয়া [illegible] ভগবদ্ধামের জন্য ৬৪ মূর্ত্তি প্রকটিত হন। [illegible] ভাগবতগুরুর তত্ত্ব নেন, আমার গৌরই বাঞ্ছাকল্পতরু তত্ত্ব। তিনি অধোক্ষজানুভূত অর্থাৎ তিনি বিপদভঞ্জন মধুসূদন, তাঁহার নামে সেবোন্মুখ কর্ণে কত হইলে অমৃত বর্ষণের ন্যায় স্পৃহা উদিত হইবে। হ্লাদিনী সার সমবেত [illegible] ভক্তি। অপ্রাকৃত বৈষ্ণব-নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনে যে নৈষ্ঠিকী রতি এবং তদনুশীলনে যে আত্মপর্য্যায়ী শুদ্ধ নিত্যসিদ্ধা ভক্তি। কৃষ্ণনাম করে, মুখে ও মনে অনুশীলন করিবার জন্য পাঠ, তপস্যা, ব্রতোপবাসাদি সাধনশ্রম আবশ্যক করে না। বৈকুণ্ঠনাম কর্ণে প্রবেশ করিলে সংসারে তাঁর স্থির থাকিতে পারে না এবং তাঁহার নিত্যসিদ্ধ অনর্থ ও অজ্ঞান দূর হইয়া যায়। এইজন্য শাস্ত্র বলেন,—বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।

[illegible] তিনি তাঁহার যাবতীয় ঐশ্বর্য্য ও [illegible] সকলের কৃষ্ণ ভোগের জন্য [illegible] করিয়া মায়িক আবরণের [illegible] ভাগ্যবান্ তাঁহার দর্শন হইলে [illegible] তিনি [illegible] হইয়া পড়েন।

[illegible] হইতে অসৎ গুরু [illegible] পুনঃ পুনঃ [illegible] নিকট [illegible] আশ্রয়ান্তর [illegible]

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ', সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে [illegible]

ব্যক্তি [illegible] প্রভৃতি [illegible] হইতে [illegible] শ্রীত-বাণীকে [illegible] অগ্রসর হইবেন।

[illegible] শ্রীনামই রূপ, গুণ, [illegible] পরিপূর্ণ বস্তু [illegible] পরিপূর্ণ।

শিশ্নোদর [illegible] কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে [illegible] কৃষ্ণনামে [illegible] অবস্থা [illegible] থাকে।

[illegible] বৈষ্ণবসেবায় [illegible] থাকিবেন। [illegible] নিত্য [illegible] বৈষ্ণবের [illegible]।

[illegible] আচার্য্যের [illegible] তিনি সর্ব্বদা [illegible] শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করেন।

বৈষ্ণবের জীবনপ্রণালী [illegible] অনুসরণ করিবে [illegible] ধারাবাহিক [illegible] দীনতার সহিত দর্শন করিবে [illegible] চিন্তা বা ত্যাগের চিন্তা লইয়া হরিনাম করিলে ভজন বা হরিনাম হয় না। কোন-রূপ [illegible] হরিনাম করিলে হরিনাম হইবে [illegible] সর্ব্বদা করিব—এইরূপ বিচারযুক্ত হইয়া নাম-পরায়ণের আনুগত্যে নাম করিলে [illegible] হয়। [illegible] মায়ার দাস্য করিয়া [illegible] হয়, আর রাধাদাস্যে [illegible] লাভ হয়। কামে [illegible] ইন্দ্রিয়ের সুখান্বেষণ আছে, আর [illegible] কৃষ্ণসুখান্বেষণ আছে। যে কার্য্যে নিজের [illegible] হয়, তাহা কাম। জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হরিনাম হয় না।

নির্য্যাণ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পিত শ্রীশ্রীআচার্য্যানুগ বর্ষীয়ান মঠবাসী ভক্ত শ্রীপাদ গোপকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভু গত ৯ই আশ্বিন শুক্রবার [illegible] ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীনাম শ্রবণ করিতে [illegible] অপ্রকট হইয়াছেন। ইনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া তচ্চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে শ্রীগৌরধাম ও শ্রীব্রজধামের সেবা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি শ্রীচৈতন্যমঠের বিভিন্ন শাখামঠেরও সেবা [illegible] তাঁহার সকলের [illegible] অদর্শনীয়। তাঁহার [illegible] সেবায় [illegible] শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকে [illegible] আকর্ষণ করিয়াছেন। আজ আমরা তাঁহার সঙ্গহারা হইয়া মর্ম্মাহত।

জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর দাস মহোদয় গত ৮ই আশ্বিন, ২৫শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার শ্রীভগবানের নাম করিতে করিতে স্বধামে গমন করিয়াছেন। ইনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সহিত বহুদিন যাবৎ শান্তিপুর স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন। শেষ বয়সে তিনি পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপা-শ্রীপাদ শিরে ধারণ করিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষকপদে নিযুক্ত থাকিয়া কিছুদিন যাবৎ শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের সেবাবিধানমুখে তাঁহাদের প্রীতি আকর্ষণ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি নানাভাবে যথাসাধ্য শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিয়াছেন। তাঁহার নির্য্যাণে আমরা দুঃখিত।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে বার্ষিক হরি-সংকীর্ত্তনমহোৎসব

গত ১৩ই আশ্বিন মঙ্গলবার শ্রীবিজয়দশমী ও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি হইতে ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক হরি-সংকীর্ত্তন মহোৎসব পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে আরম্ভ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে কীর্ত্তনমুখে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক ও শ্রীমন্দিরপরিক্রমা সম্পন্ন হয়। অতঃপর [illegible] শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হয়। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকা হইতে শ্রীগুরু-বৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ 'বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব' গ্রন্থ হইতে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব ও বাল্যলীলা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে শ্রীবিগ্রহের সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও কৃপাপ্রার্থনাসূচক বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপরে শ্রীল সাগর মহারাজ কিছুসময় 'বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব' গ্রন্থ হইতে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বৈকুণ্ঠবিজয় পর্য্যন্ত সমস্ত লীলা ও তাঁহার উপদেশাবলী পাঠ করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন। তৎপরে বিজয়া-[illegible] পাঠান্তে [illegible] হরিকথা কীর্ত্তন হয়। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইলে পর সমাগত ভদ্রব্যক্তি ও ভদ্রমহিলাগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

তৎপর-দিবস শ্রীহরিবাসরতিথিতে উষঃকীর্ত্তন, মঙ্গলারাত্রিক ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা হয়।

অপরাহ্ণে ইষ্টগোষ্ঠীতে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল যাবৎ মঠবাসিগণের কর্ত্তব্য ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের অমায়ায় কৃপা-সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তনান্তে শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ প্রায় দুই ঘণ্টাকাল শ্রীহরিবাসরতিথি-সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

গত ১৫ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুর অপ্রকট-মহোৎসব নিরন্তর সংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস প্রাতে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাস ভক্তি-শাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে কীর্ত্তনমুখে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা করা হয়।

অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইলে মহোপদেশক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু সন্ধ্যা পর্য্যন্ত 'গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস' গ্রন্থ পাঠ ও মধ্যে মধ্যে ব্যাখ্যা করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, কৃপাপ্রার্থনাসূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর কঠোর বৈরাগ্য, তাঁহার গৌরকৃষ্ণপ্রীতির পরাকাষ্ঠা, গৌড়ীয়-গুরুবর্গের শ্রীরূপরঘুনাথানুগত্যের বৈশিষ্ট্য, বিপ্রলম্ভ-ভজন ইত্যাদি বিষয় অবলম্বন করিয়া প্রায় ৩ ঘণ্টা যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পাঠের পর বিরহসূচক 'যে আনিল প্রেমধন করুণাপ্রচুর' গীতি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

হাওড়া জেলায় প্রচার

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরম-হংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদপুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে গৌড়ীয়মিশনের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কতিপয় মঠ-সেবকসহ [illegible] সেপ্টেম্বর, ৩১শে ভাদ্র, বুধবার দিন কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে [illegible] হইয়া হাওড়া জেলার [illegible] মৌড়ী-গ্রামে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শ্রীযুক্ত কালিদাস পাল মহাশয়ের বাসভবনে গমন করেন। তথায় ঐ দিবস বৈকাল ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীভক্তিসন্দর্ভ হইতে একাদশী তিথির মহিমা কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যায় শ্রীযুত পশুপতিচরণ পাল মহাশয়ের বাড়ীতে যথা-ক্রমে ২ দিন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। ভক্তিশাস্ত্রীজী প্রত্যহ বৈকালে শ্রীযুক্ত কালিদাস পাল মহাশয়ের বাটীতে শ্রীভক্তিসন্দর্ভ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

সারকথা

এক নহে

১। গুরু ও গুরুব্রুব।
২। শ্রীনাম ও নামাপরাধ।
৩। ভোগ ও যুক্তবৈরাগ্য।
৪। বৈষ্ণবের ভিক্ষা ও ভোগীর উদরায়ের চেষ্টা।
৫। কৃষ্ণার্থে চেষ্টা ও কর্ম্ম।
৬। কৃষ্ণপ্রীত্যে ভোগত্যাগ ও মর্কট-বৈরাগ্য।
৭। বৈষ্ণবের একাদশীপালন ও স্মার্ত্তের একাদশীপালন।
৮। দেহের সেবা ও আত্মার সেবা।
৯। দেহ ও জীব (আত্মা)
১০। শ্রীধাম ও গ্রাম।
১১। গঙ্গা ও জল।
১২। মূল উৎপাটন ও শাখাকর্ত্তন।
১৩। অরুচি ও আসক্তিহীনতা।
১৪। পুতুল ও শ্রীবিগ্রহ।
১৫। পৌত্তলিকতা ও শ্রীবিগ্রহ-সেবা।
১৬। মনঃকল্পনা ও যথার্থ অনুভূতি।
১৭। নাম ও প্রেম।
১৮। মন ও আত্মা।
১৯। বণিগ্‌বৃত্তি ও প্রীতিসেবা।
২০। জড়রাগ ও চিদ্‌রাগ।
২১। মাতার স্নেহ ও ধাত্রীর পরিচর্য্যা।
২২। পূতনা ও যশোদা।
২৩। উৎসাহদান ও প্রতিষ্ঠা-দান।
২৪। কৃপা ও বঞ্চনা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[illegible]তায় কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু [illegible] 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত [illegible]সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান --
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিকাশিনী-টীকা ও আস্বাদন ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপ অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৬শ বর্ষ } ৮ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৬শে আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১৩ই অক্টোবর, ইং ১৯৪১ সোমবার { ১৭২ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ দামোদর সর্ব্ব সঙ্কর্ষণ, গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

নবধা ভক্তির সর্ব্বপ্রথমেই শ্রবণনাম্নী ভক্তি। শ্রীভগবান্ ও শ্রীভগবদ্ভক্তের কথা শ্রবণ করিলেই মঙ্গল হয়। শ্রবণ সাক্ষাৎ ভক্তি, উহা অর্পণ নয়। অর্পণ বা আত্ম-নিবেদনের পর শ্রবণ হয়। হরিকথা শ্রবণ করিলে হরির সুখ হয়—আমার সুখ নয়। শ্রবণ কীর্ত্তনে ভগবানের সুখ হইলেই ভক্তি হইল। যে কার্য্যের দ্বারা ভগবানের সুখ হয় না, তাহা ভক্তি নহে। সাধুগুরুর কথা দিয়া জনগণ-মনোরঞ্জনপূর্ব্বক প্রশংসা পাওয়াটা ভক্তি নহে। আমার শ্রবণ দ্বারা কৃষ্ণ সুখ পাইতেছেন, এইরূপ লক্ষ্য করিয়া যে শ্রবণ, তাহাই প্রকৃত শ্রবণ। শ্রবণের ফলটা কৃষ্ণ পাইবেন, আমি নয়।

শ্রবণকারীই শিষ্য। আত্মনিবেদনের পর সাধুগুরুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে হয়। শ্রবণ ছাড়া গতি নাই। যদি কেহ মঙ্গল চায়, তবে তাহাকে শ্রবণের পথ বা শ্রৌতের পথ গ্রহণ করিতেই হইবে। এই শ্রবণ বা শ্রৌতপথই অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের পথকে নিয়মিত করিবে। শ্রবণ-পথেই ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। চক্ষুর পথ বা অন্যান্য পথে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। শ্রৌতপথেই [illegible]দর্শন পায়। শ্রৌতপথ ছাড়িলে আর নিস্তার নাই।

ভগবান শব্দরূপে এ জগতে আসেন। অপ্রাকৃত রাজ্যের কথা শব্দ, উপদেশ ও শিক্ষাকারে এখানে আসেন। গুরুর নিকট হইতেই সেই জিনিষ পাওয়া যায়। গুরু-পরম্পরাধারা বা নদীতে অমৃত আসিতেছে। সেই হরিকথামৃত শ্রবণপুটে পান করিতে হইবে। শ্রবণের সময় বিক্ষিপ্তচিত্ত হইলে শ্রবণ হইবে না, প্রণিপাত বা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতে হইবে। আনুগত্যময়ী শ্রদ্ধাই শ্রবণের যোগ্যতা। নতুবা শ্রবণ হইবে না। শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিতে হয়। শ্রদ্ধা না থাকিলে শ্রবণ বা সঙ্গ হয় না। চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে যদি সৌভাগ্য হয়, যদি ভগবানের কৃপাদৃষ্টি কাহারও উপর পতিত হয়, তবেই সে শ্রৌত-পথ বা বেদকে মানিতে পারে, তাহার গুরু-চরণাশ্রয় করিবার ইচ্ছা হয়, শাস্ত্রে বিশ্বাস হয়। শ্রবণকারীই শিষ্য—শাসনের যোগ্য পাত্রই শিষ্য। শ্রবণের দ্বারা শাসন হয়। যিনি শ্রবণ করিতে প্রস্তুত হন, তিনিই শিষ্য হইতে পারেন। শ্রবণাদি দ্বারা শোধিত চিত্তেই প্রেম উদিত হয়। 'আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের ধূলি'—ইহাই শুদ্ধ শিষ্যের অভিমান। এই শ্রবণ নিত্য, সিদ্ধির পরেও ইহা চলিবে। আমি গুরুর ভৃত্য—ইহাই শিষ্যের উপলব্ধি। ইহাতে দম্ভ নাই। শাসিত হওয়াই শিষ্যত্ব। নিজেকে শিষ্য বলিয়া [illegible] সম্বন্ধ।

ভগবানের নাম বা ভগবানের কথাই ভগবান্। শিষ্য হইয়া শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিলেই মঙ্গল হয়। যাঁহার শ্রদ্ধা হইয়াছে, তাঁহাকে কেহ অন্য দিকে লইয়া যাইতে পারে না, অন্য কথা তখন আর তাঁহার ভাল লাগে না—তুচ্ছবোধ হয়। যদি সাধুতে আমাদের মমতা বা আস্থা না হয়, তবে আমরা কি করিয়া রক্ষা পাইব? সাধুর অন্তরে প্রবেশ করা দরকার। তাঁহাকে আপন জানিয়া তাঁহার আনুগত্য করা উচিত। সাধুর অন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিলে কেবল বাহ্যানুষ্ঠানদ্বারা কিছু হয় না। এই অন্তরে প্রবেশ করিবার শক্তি সাধুর কৃপাসাপেক্ষ। সাধুর বাণী গ্রহণের জন্য যদি আমরা প্রস্তুত হই, তাহা হইলে সাধুর কৃপাশক্তিতে আমরা তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারিব। সাধু যে ভূমিকায় আছেন, আমাদেরও সেই ভূমিকায় যাওয়া দরকার এবং তাহা একমাত্র বাণী-শ্রবণদ্বারাই হইতে পারে। সঙ্গ করা অর্থ—অন্তরে প্রবেশ করা। সাধুসঙ্গ করিবার জন্য বাহিরের দৈহিক ও মানসিক দুঃখ আনন্দে মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। কৃষ্ণের জন্য কষ্ট স্বীকার করায় ক্ষতি নাই, বরং লাভ আছে। উহাই ভজন। সমস্ত কষ্ট স্বীকার করিয়াও সাধুসঙ্গ করা উচিত।

শব্দরূপী ভগবান কাণের রাস্তা দিয়া হৃদয়ে প্রবেশপূর্ব্বক মনকে শোধিত করেন। ভক্তির প্রথম রাস্তা—শব্দকে মানা—বেদকে মানা অর্থাৎ শাস্ত্র বা শ্রৌতপরম্পরা স্বীকার করা, গুরুচরণাশ্রয় করা। গুরুকরণ [illegible] হইবে। যে গুরুচরণাশ্রয় করিল না, যে শ্রৌতপথ অস্বীকার করিল, সুতরাং কি করিয়া তাহার মঙ্গল হইবে? [illegible] করিতে হইবে। আমাদের প্রথম প্রয়োজন—শ্রৌতপথ স্বীকার করা।

ভগবানে [illegible] মমতা বা আপনজ্ঞান যত বেশী হইবে, ততই মঙ্গল। ভগবানে ভক্তি বা প্রীতি হইলে চিত্ত আর্দ্র হইবে, প্রাকৃতাপ্রিয়তা নষ্ট হইবে, তখন কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু ভাল লাগিবে না। তখন মনই বৃন্দাবন, মন সর্ব্বক্ষণ বৃন্দাবনে [illegible]। এই মন ও বৃন্দাবন এক। যে মানুষের মন ভগবদ্ধাম ছাড়া আর কিছু নাই। তখন মন ও আত্মা একটাই জিনিষ। কিন্তু আমাদের মন এখন [illegible] বিশ্বাসঘাতক। সে কেবল প্রবৃত্ত করি[illegible] কোন কথাই শুনিতে [illegible] না। [illegible] মন, মনোধর্মী আমি ও ভগবদ্বাণী—কাহারও কথা না শুনিয়া আত্মধর্মী সাধুর কথা শ্রবণ করিতে হইবে। সাধুর কথাকে যদি আমাদের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া জানিতে পারিয়া সেই উদ্ধারকর্ত্তার সঙ্গ সর্ব্বক্ষণ করি, তাহা হইলে আর মায়ার সংসারে আসিতে হইবে না—কৃষ্ণের সংসারে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাইবে।

শাসিত হইবার জন্য শ্রবণ করিতে হইবে। বৈষ্ণবগণ [illegible]। অনেক [illegible] করিতে পারেন। [illegible] নিজকে শিষ্য দেখেন, তাঁহার গুরু অভিমান নাই। [illegible] শিষ্য [illegible] দরকার। শিষ্যের ভক্তিশাস্ত্র [illegible] শ্রবণ [illegible] শিষ্য হইবে। শাস্ত্রকর্ত্তা যখন বলেন,—কীর্ত্তন কর, তখন যে কীর্ত্তন বা পাঠ করা হয়, তাহা শ্রবণেরই নামান্তর। ভগবান [illegible] আকার আছে [illegible] করিতে [illegible]। এই [illegible] সাধুই [illegible] কীর্ত্তন করিতে [illegible] দান করেন। সুতরাং সাধুর [illegible]।

[illegible] আমি কর্ত্তা, না গুরু, তাহা শুদ্ধবৈষ্ণব[illegible]

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে

জানেন। অন্তর্যামীকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। যিনি অন্তরের অন্তঃস্থলে সর্ব্বক্ষণ বসিয়া আছেন এবং আমার প্রত্যেক কার্য্য প্রতি মুহূর্ত্তে লক্ষ্য করিতেছেন, সেই হৃদয়-দেবতাকে কি কেহ ফাঁকি দিতে পারে? হৃদয়ে অন্তর্যামীর অবস্থানের কথা ভুলিয়া গেলে ফাঁকি দিবার বুদ্ধি হয় এবং ভগবান্‌কে ফাঁকি দিতে গিয়া শেষে নিজেকেই ফাঁকিতে পড়িতে হয়।

সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, এই চক্ষু দিয়া ভগবান্‌কে দেখা যায় না, এই মন তাঁহার নাগাল পায় না, ইহাই ভগবানের ভগবত্তা। কান দিয়াই তাঁহাকে দেখিতে হয়, ভগবান কর্ণপথেরই পথিক হন। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা হইলে সাধুসঙ্গে শ্রবণ যখন কর্ণকে নিয়মিত করে, তখন সেই সেবোন্মুখ কর্ণ দিয়া ভগবদ্দর্শন হয়। শ্রবণ করিলে কি লাভ হইবে? শ্রবণের দ্বারা হৃদয়ের মল বা বহির্মুখতা, যাহা আমাদিগকে ভগবৎপাদপদ্ম হইতে তফাৎ করিয়া দেয়, সেই আবরণ বা পর্দ্দা সরিয়া যাইবে। শ্রবণের ফলে চিত্তবাসনারূপ ময়লা নষ্ট হইবে। শ্রবণ হৃদয়বিমুখতা বা দূরত্ব অপসারিত করিয়া ভগবৎ-সান্নিধ্য আনিয়া দিবে। শ্রবণ করিতে করিতে সম্বন্ধজ্ঞান হয়। তৎফলে ভগবৎপাদপদ্মে স্বাভাবিক প্রীতি বা টান হইয়া থাকে। শ্রবণ করিতে করিতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে সেই শুদ্ধচিত্তে ভগবানের আবির্ভাব হয়।

সর্ব্বক্ষণ ভগবানের কথা শ্রবণ করিতে হইবে, আলস্য করিলে হইবে না। শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবকৃপায় নিজের চেহারা দেখা যাইবে। সেই দেহ নিত্যস্থায়ী, কখনও ধ্বংস হয় না। তাহার জরা মৃত্যু বা হ্রাসবৃদ্ধি নাই, তাহা কখনও বিকৃত হয় না। সাধুগুরুকৃপায় মন স্থির হইলে আমার যে স্বরূপ দর্শন হইবে, তাহাই আমি। চেতনের দেহ ও দেহীতে ভেদ নাই। শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে তাহা আস্বাদন বা পান করিতে হইবে, তবেই মঙ্গল হইবে। আমাদের মত দুর্গত, পতিত, নরাধম জীবের উদ্ধারের কি কোন সহজ সরল উপায় নাই, যাহা দ্বারা এই অবস্থাতেও মঙ্গল লাভ করা যাইতে পারে? এইরূপ দুর্গত জীবকে এমন কোন বস্তু কি দেওয়া যাইতে পারে না, যাহা দ্বারা সে বাস্তব বস্তুর সন্ধান পাইতে পারে? আমাদের দুর্গতিরও শেষ নাই, আবার ভগ

অপরাধী দুর্গত জীবকে উদ্ধারের জন্যই বিশ্বে শ্রীনামের শুভাগমন। শ্রীভগবান্‌ই শব্দরূপে, নামরূপে, কথারূপে অবতীর্ণ। শ্রীনামকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিলে আর চিন্তা নাই। শ্রীনাম কৃষ্ণধাম হইতে এখানে আসিয়া জীব-গণকে কৃষ্ণের কাছে লইয়া যান, শ্রীনামের এত দয়া। অধমাধম জীবের প্রতি তাঁহার অপরিসীম দয়ার কথা কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে না।

অসাধুসঙ্গে হরিনাম হয় না

—::[•]::—

হরিনাম সাক্ষাৎ হরি। শ্রীনাম সাধুর নিত্যসঙ্গী। শ্রীনাম সাধুর সঙ্গ ছাড়া অপরের সঙ্গ করেন না। সাধুকে লইয়াই তাঁহার যতকিছু বিলাস। সাধুর হৃদয়েই তাঁহার সতত বাস। শ্রীনাম সাধুর প্রেমবাধ্য। অশরণাগত অসাধুর ডাক শ্রীনামের কর্ণে পৌঁছায় না। শ্রীনাম সাধুরই কথা শুনেন। শ্রীনামের কৃপা ও সঙ্গ পাইতে হইলে সাধুর কৃপা ও সঙ্গছাড়া গতি নাই। শ্রীনাম যে সাধুর নিত্যসঙ্গী, সেই সাধুসঙ্গ ব্যতীত হরিনাম হইবে না। সেইজন্যই পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"সকল সময়েই সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে, সাধুর সঙ্গের জন্য, সাধুর বাণী শ্রবণের জন্য আকাশ পাতাল আলোড়ন করিতে হইবে। একমুহূর্ত্ত সাধুর সঙ্গছাড়া হইলে আর হরিনাম হইবে না। সাধুসঙ্গে হরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন করাই একমাত্র কার্য্য, জীবের পক্ষে অন্য কোন কার্য্যই নাই। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই সাধুসঙ্গ ও হরিনাম করিতে হইবে।"

গৌরপার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন,—

অসাধুসঙ্গে ভাই, কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয়, সদা নাম-অপরাধ।
এসব জানিবে ভাই, কৃষ্ণভক্তির বাধ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর॥
কৃষ্ণ আমায় পাবে, রাখে, জান সর্ব্বকাল।
আত্মনিবেদন দৈন্যে ত্যজ জঞ্জাল॥
গৃহস্থ বৈরাগী দুঁহে বলে গৌররায়।
দেখ ভাই নাম বিনা যেন দিন নাহি যায়॥
বহু-অঙ্গ-সাধনে ভাই নাহি প্রয়োজন।
কৃষ্ণনামাশ্রয়ে শুদ্ধ করহ জীবন॥
বদ্ধজীবে কৃপা করি' কৃষ্ণ হৈল নাম।
কলিজীবে দয়া করি' কৃষ্ণ হৈল গৌরধাম॥
একান্ত সরল ভাবে ভজ গৌরজন।
তবে ত' পাইবে ভাই শ্রীকৃষ্ণচরণ॥

(শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত)

অসৎসঙ্গে হরিনাম হয় না, একথা শুনিয়া কোন কোন অত্যন্ত হরিবিমুখ জীব চমকিত হইয়া উঠিলেও সাধুশাস্ত্র তারস্বরে বলেন যে, অসাধুসঙ্গে কখনও হরিভজন হইতে পারে না। অসাধু হরিবিমুখ। হরি-বিমুখের সঙ্গে হরিবিমুখ জীব কি কখনও সেবোন্মুখ হইতে পারে? সুতরাং তাহার ইন্দ্রিয়রাবে শুদ্ধনামও কীর্ত্তিত হইতে পারে না। সেবোন্মুখ না হইলে বা সেবাপ্রবৃত্তি না দেখিলে সেব্য আসিবেন কেন? উন্মুখের সঙ্গেই উন্মুখতা হয় তখন সেবোন্মুখ জিহ্বাতেই হরিনাম আসেন

শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন। শুধু সর্ব্বশ্রেষ্ঠই বা বলি কেন, শ্রীনামকীর্ত্তনই একমাত্র ভজন। শ্রবণ-কীর্ত্তন-ফলেই কৃষ্ণ-প্রেমা উদিত হন। যথা—

"শ্রবণ কীর্ত্তন হৈতে হয় কৃষ্ণপ্রেমা।"

(চৈঃ চঃ)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু পুনরায় অন্যত্র বলিয়াছেন,—

বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তবু ত' না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥

একবার মাত্র কৃষ্ণনাম শ্রবণকীর্ত্তন হইতে কৃষ্ণপ্রেমা উদিত হন—এই কথা বলিয়া আবার বহুজন্ম শ্রবণকীর্ত্তন হইলেও প্রেমা লাভ হয় না—এইরূপ দুইবার দুইরকম কথার তাৎপর্য্য কি? ইহার দ্বারা কি স্পষ্ট বুঝা যাইবে না যে, বহু জন্ম 'শুদ্ধ-কৃষ্ণনাম' শ্রবণকীর্ত্তন হয় নাই, পরন্তু দেখিতে শুদ্ধ নামের মত 'নামাপরাধ' কীর্ত্তন হইয়াছে। যদি নামই কীর্ত্তিত হইত, তাহা হইলে তৎফলস্বরূপ প্রেমা অবশ্যই প্রকাশ পাইত। যথা—

এক কৃষ্ণনাম করে সর্ব্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহু বার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি তাহাতে অপরাধ প্রচুর।
কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥

(চৈঃ চঃ)

হরিনাম ভোক্তা, আর জীব ভোগ্য। ভোক্তার সহিত ভোগ্যের সংস্পর্শে চিত্তবিকার না আসিয়া পারে না। শুদ্ধনাম হইলে চিত্তবিকার নিশ্চয়ই হইবে। যে ভাগ্যবান পুরুষের সেবোন্মুখ জিহ্বায় শুদ্ধ হরিনাম উদিত হওয়ায় হৃদয়-বিক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে ক্ষান্তি অর্থাৎ জাগতিক কোন ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও অক্ষুব্ধচিত্ততা, অব্যর্থকালত্ব অর্থাৎ প্রতি মুহূর্ত্তে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘটা ভগবৎ-সেবাযুক্ততা, বিরক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বিষয়ে স্বাভাবিকী অরোচকতা, মানশূন্যতা অর্থাৎ উত্তম হইয়াও আপনাকে নিষ্কপট তৃণাধম জ্ঞান, আশাবন্ধ অর্থাৎ ভগবৎসেবা-প্রাপ্তি সম্বন্ধে দৃঢ়া সম্ভাবনা, সমুৎকণ্ঠা অর্থাৎ নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রীতিলাভের জন্য অত্যন্ত লুব্ধতা, নামগানে সদা রুচি, ভগবানের গুণকীর্ত্তনে আসক্তি এবং তদ্বসতিস্থলে অর্থাৎ শ্রীধামে প্রীতি- এই নববিধ লক্ষণ নিশ্চয়ই দেখা যাইবে। মৎসরতাযুক্ত বৈষ্ণবপ্রায় প্রাকৃত ব্যক্তিগণের চিত্তে অপরাধ থাকায় বহুবার নাম (নামাপরাধ) গ্রহণেও নাম-মাধুর্য্যানুভবের অভাবে তাহাদের চিত্ত দ্রব হয় না। এইরূপ ব্যক্তিগণের অশ্রুপুলকাদি বাহ্য-লক্ষণ থাকিলেও ইহাদিগের হৃদয় অপরাধহেতু পাষাণতুল্য কঠিন, সুতরাং নিস্তার। কিন্তু সাধুসঙ্গের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি হওয়ায় পর ইহাদেরও চিত্তে নিষ্ঠা, রুচি প্রভৃতি আসিলে চিত্ত দ্রব হইতে পারে এবং তখনই চিত্তের কাঠিন্য-রূপ অপরাধ বিদূরিত হয়। কিন্তু যাহাদের চিত্ত দ্রব হইলেও (অপরাধ-নিবন্ধন) চিত্তের কাঠিন্যই থাকিয়া যায়, তাহাদিগকে দুরারোগ্য জানিতে হইবে।

সাধুশাস্ত্র-পাঠে জানা যায়, অসাধুসঙ্গে কখনও কৃষ্ণনাম উদিত হন না। অসাধুসঙ্গে বহু জন্ম কীর্ত্তিত 'নামাক্ষর' দেখিতে নামের মত হইলেও নাম নহেন, নামাপরাধ মাত্র। শ্যামাঘাস ও ধান্য দেখিতে একরূপ হইলেও উভয়ে যে একবস্তু নহে, তাহা উভয় বস্তুর ফলপ্রাপ্তি হইতেই বুঝা যায়। জোনাকী পোকা দেখিতে আগুনের মত হইলেও উহা দগ্ধ করিতে পারে না, কিন্তু দিয়াশলাই বা সামান্য একটু স্ফুলিঙ্গ গৃহ দগ্ধ করিয়া দেয়। ফলপ্রাপ্তি হইতেই বুঝা যায়—কোন্‌টী সত্য সত্য আগুন।

নামাপরাধ ও নাম এক নহে। নামাভাস মধ্যে ছায়া-নামাভাস ও প্রতিবিম্ব-নামাভাস এক নহে, নামাভাস ও নামাপরাধ এক নহে, নাম ও নামাভাস এক নহে। অতএব ব্যক্তি ভজন হইতে অধিকদূরে অবস্থিত বলিয়া ভজনরাজ্যের এই সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলি বুঝিতে পারে না। সাধুর কৃপায় ইহা বুঝা যায়।

শ্রীকৃষ্ণনাম প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। সাধুসঙ্গে অর্থাৎ সদ্‌গুরুর আনুগত্যে যখন আমাদের জিহ্বা সেবোন্মুখ হয়, তখনই স্বতঃপ্রকাশ শ্রীকৃষ্ণনামাবতারস্বরূপ শুদ্ধনাম আমাদের সেবোন্মুখ-জিহ্বায় স্বয়ং প্রকাশিত হন। অপরাধশূন্য শুদ্ধস্বরূপজ্ঞানরহিত যে ভগবন্নামোচ্চারণ, তাহাই নামাভাস। আর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাঞ্ছারূপ কৈতব বা কপটের সহিত নামাক্ষর-উচ্চারণই নামাপরাধ। সম্বন্ধজ্ঞানরহিত, অপরাধ-বর্জ্জিত নামোচ্চারণের নাম নামাভাস। তদ্দ্বারা জীব বিষয়বাসনা হইতে মুক্ত হইয়া তটস্থভাব লাভ করেন। অজামিল নামাপরাধী ছিলেন না। তাঁহার সাঙ্কেত্যরূপ ছায়া-নামাভাস তাঁহাকে বিষয়-বন্ধন হইতে মুক্ত করাইয়া তটস্থভাব প্রদান করিয়াছিলেন। গৌরপার্ষদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"কেহ যদি বলেন যে, যে সকল ব্যক্তি গো-গর্দ্দভাদির ন্যায় বিষয়েই সর্ব্বদা ইন্দ্রিয় চরাইয়া বেড়ায় কে ভগবান্, ভক্তিই বা কি, কেহ বা গুরু—এই সকল কথা স্বপ্নেও জানে না, সেই সকল ব্যক্তিও যদি নামাপরাধশূন্য অজামিলাদির ন্যায় নামাভাসাদির রীতি অনুসারে হরিনাম গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাদেরও গুরু অর্থাৎ সাধুসঙ্গ ব্যতীতই উদ্ধার হইতে পারে; ভজনীয় বস্তু—শ্রীহরি, তৎপ্রাপ্তির উপায়ই ভজন এবং সেই ভজনের উপদেষ্টাই গুরু (সাধুশ্রেষ্ঠ), তদ্রূপশিষ্ট

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

ভক্তগণই পূর্ব্বে পূর্ব্বে শ্রীহরিকে লাভ করিয়াছেন,—এইরূপ বিবেকবান্ হইয়াও 'কৃষ্ণনামস্বরূপ মহামন্ত্র (সেবোন্মুখ) রসনা-স্পর্শমাত্রই ফলদান করে, দীক্ষা, সৎক্রিয়া বা পুরশ্চর্য্যাদি বিধিকে কিঞ্চিন্মাত্রও অপেক্ষা করে না'—এইমাত্র প্রমাণ দেখিয়া এবং অজামিলাদির গুরুকরণ ব্যতীতও নামাভাসে মুক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত দেখিয়া যাঁহারা মনে করেন যে, 'আমার গুর্ব্বানুগত্যরূপ শ্রমের আবশ্যকতা কি, নামকীর্ত্তনাদির দ্বারাই ত' আমাদের ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে?"—এইরূপ মননশীল ব্যক্তিগণ গুর্ব্ববজ্ঞালক্ষণরূপ মহাপরাধ বশতঃ ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু সেই জন্মে বা জন্মান্তরে তাহাদের অপরাধ ক্ষয় হইবার পর শ্রীগুরুর চরণাশ্রয় করিলেই (অর্থাৎ মহান্তগুরু বা সাধুসঙ্গানুগত্য হইলেই) তাহাদিগের ভগবৎপ্রাপ্তির সম্ভাবনা।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের উপদেশানুসারেও বুঝা যায় যে, সাধুসঙ্গের প্রতি অনাদর করিয়া কখনও শুদ্ধনাম হইতে পারে না। শ্রীঅজামিলের দৃষ্টান্তেও আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি সম্বন্ধজ্ঞানরহিত, অপরাধ-বর্জ্জিত সাঙ্কেত্যরূপ নামাভাসফলে বিষয়-বন্ধনমুক্ত হইয়া তটস্থভাব লাভ করার পর বিষ্ণুকিঙ্কর অর্থাৎ সাধু বা বৈষ্ণবসঙ্গলাভে তাঁহাদের শ্রীমুখে ভাগবতধর্ম্ম অবগত হইয়া সাতিশয় ভক্তিমান্ এবং ভগবন্নামে পরম-শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়াছিলেন। বিষ্ণুকিঙ্করগণের দর্শন ও তাঁহাদের শ্রীমুখে ভাগবত-ধর্ম্ম শ্রবণ এবং নমস্কারাদির দ্বারা তাঁহাদের সেবা করায় তাঁহার নিজ দুষ্কৃতির জন্য অনুতাপ ও নাম-কীর্ত্তনরূপ শুদ্ধভাগবতধর্ম্ম অনুশীলনের প্রতি ঐকান্তিকী রতি উদিত হইয়াছিল।

'জগতে আমার কিছু আছে' এইরূপ অস্মিতাযুক্ত ব্যক্তির মুখে হরিনাম কীর্ত্তিত হন না। অকিঞ্চন ব্যক্তির সেবোন্মুখ জিহ্বাতেই শ্রীনাম উদিত হন। সাধুসঙ্গ-প্রভাবে শ্রীঅজামিল তটস্থাবস্থায় স্ত্রীসঙ্গাদি অসৎসঙ্গ গর্হণপূর্ব্বক দেহসম্বন্ধীয় পুত্রাদির স্নেহরূপ সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণু-সম্বন্ধি তীর্থে শুদ্ধনামকীর্ত্তনাদিতে প্রবৃত্ত হন এবং স্বরূপসিদ্ধির পর বস্তুসিদ্ধি অবস্থা লাভ করেন।

নামকীর্ত্তনকারীই বৈষ্ণব। আর অসৎ-সঙ্গ-ত্যাগই সেই বৈষ্ণবের আচার। সুতরাং অসৎসঙ্গী যে কখনও নামকীর্ত্তনকারী নহেন, ভোগ মোক্ষাদিকামনায় নামাপরাধী মাত্র, তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীনামকীর্ত্তনই ভক্তি। ভক্তি, ভগবদুপলব্ধি, কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তি এই তিনটী যুগপৎই উদিত হয়। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শ্রীনামকীর্ত্তনকারীর অসৎসঙ্গে প্রবৃত্তি থাকিতেই পারে না। স্বয়ং-ভগবান্ প্রভুও বলিয়াছেন,—

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥
সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

(চৈঃ চঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

—- ::(*)::——

শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণনাম, মন্ত্র, শচীপুত্র শ্রীগৌর-সুন্দর, শ্রীস্বরূপদামোদর প্রভু, শ্রীরূপ প্রভু, তদীয় অগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু, পুরী-শ্রেষ্ঠা মথুরা, গোষ্ঠবাটী ব্রজভূমি, রাধাকুণ্ড, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন এবং শ্রীরাধামাধবের সেবাপ্রাপ্তির আশা—এই একাদশটি বস্তু যাঁহার প্রসিদ্ধ কৃপায় লাভ করিয়াছি, সেই শ্রীগুরুদেবকে আমি নমস্কার করিতেছি।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপালাভ না করার দরুণ এই এগারটি সম্পত্তি লাভ হয় না। শ্রীল রঘুনাথদাস প্রভু বলেন,—শ্রীগুরুদেবের পাদাশ্রয়ে আমার এই সকল লাভ হইয়াছে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রচুরপরিমাণে সেবার বিচার থাকিলে আমরা শ্রেষ্ঠনাম, মন্ত্র ইত্যাদি অনেক-গুলি বস্তু পাইতে পারি।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিশ্রম্ভসেবায় অধিকার না আসা পর্য্যন্ত এই বস্তুগুলির উপলব্ধি হয় না। গুরুদেবের কৃপায় এই অত্যন্ত দুর্ল্লভ বস্তুগুলি আমাদের লাভের বিষয় হয়। তাঁহার নিকট হইতে শ্রীনাম ও নামভজনের অনুকূলবিচারে আমরা মন্ত্রলাভ করিয়া থাকি। আমাদের মনে হইতে পারে—এগুলির জন্য গুরুর পদাশ্রয় করিব কেন? এগুলি কি নিজে নিজে চেষ্টা করিয়া পাওয়া যায় না? উত্তর—তাহা হইবে না। নিজের ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করিলে অপ্রাকৃত বস্তুর দর্শন হইবে না, ইতরদর্শন—ভোগময় দর্শন হইবে। বিশ্রম্ভভাবে গুরুকে আশ্রয় না করিলে, সাধুর পথে বিচরণ না করিলে আমাদের বাস্তবিক কোন মঙ্গল হয় না। কারণ আধ্যক্ষিকগণ তর্কপন্থী। সাধুর পথে বিচরণ না করিলে বুদ্ধির উপযুক্ত ব্যবহার হইবে না। তজ্জন্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"আদৌ গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষণম্। বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধু-বর্ত্মানুবর্ত্তনম্॥"

বাহিরের জিনিষগুলি, যথা—রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ—এই পঞ্চ বিষয় আমা-দিগকে সর্ব্বক্ষণ আকর্ষণ করিতেছে। সেইজন্য প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁহার পিতার দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"হে পিতঃ! কে আপনার চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিতেছে? আপনি রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধাদি বিষয় হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাইবেন?" হিরণ্যকশিপু জড়াহঙ্কারে প্রমত্ত বলিয়া ভক্ত প্রহ্লাদের উপদেশ শ্রবণ করে নাই। সে প্রহ্লাদের প্রতি গুরুবুদ্ধি না করিয়া তাঁহাকে অধীন ও অজ্ঞ মনে করিয়া অপরাধ করিয়াছিল। প্রহ্লাদ ভক্তের আদর্শ, আর হিরণ্যকশিপু অভক্তের আদর্শ। ইহ-জগতে স্ত্রী ও পুরুষ, যাহারা নিজদিগকে কর্ত্তৃ-অভিমানে গৃহব্রতধর্ম্ম চালাইতেছেন, তাঁহারা সকলেই অভক্ত।

হিরণ্যকশিপু বহিরর্থমানী ও দুরাশয় ছিল। হিরণ্যকশিপুর আদর্শটি গৃহব্রত ও নাস্তিকের আদর্শ। হিরণ্য-শব্দে ভোগ্য কাঞ্চন এবং কশিপু শব্দে উত্তম শয্যা বা ইন্দ্রিয়সুখ অর্থাৎ কনক ও কামিনীতে আসক্ত ভোক্তৃ-অভিমানী নাস্তিক জীবই হিরণ্যকশিপুর প্রতীক। হিরণ্যকশিপুর অনুগতগণ আধ্যক্ষিক ও জড়াহঙ্কারমত্ত। কিন্তু অক্ষজজ্ঞানে প্রমত্ত হইয়া হিরণ্যকশিপুর ন্যায় যাহারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে, তাহাদের কখনও মঙ্গল হয় না। যাহারা কৃষ্ণসেবাপরায়ণ নহে, তাহারা নিজেন্দ্রিয়-তোষণের জন্য ধাবিত হয়। শ্রেয়ঃপথে যে মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে, গৃহব্রতদিগের প্রেয়ঃপথে সে মঙ্গল লাভ হয় না।

ইন্দ্রিয়সকল অভক্তগণকে বিষয়ের প্রতি কেবল আকর্ষণ করিতেছে। ইন্দ্রিয়সকল যখন মানুষের কথা শোনে না বা কোন প্রকারেই অধীন হয় না, তখন সেই ব্যক্তি গোদাস বা ইন্দ্রিয়দাস হইয়া অস্থির হইয়া পড়ে। যাঁহারা হরিভজন করিবেন, তাঁহারা কোনপ্রকারেই যোষিৎ ও বিষয়ীর দর্শন করিবেন না। বিশেষতঃ যাঁহারা গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিভজনের জন্য প্রয়াসী, তাঁহাদিগের পক্ষে অসৎসঙ্গ বিষ-ভক্ষণের অপেক্ষাও ভয়াবহ।

নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ যাঁহারা ইহজগতের কোন বস্তু চাহেন না, তাঁহারাই বিচার করেন,—এই জগতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা আমাদিগকে চিরকাল সুখ দিতে পারে। এই পৃথিবীতে নিত্য সুখদ কোন বস্তু নাই। এই পৃথিবীটী বদ্ধজীবের কারাগার। আমরা কৃষ্ণবিমুখ হইয়া এখানে বন্দী হইয়া পড়িয়াছি তাই যত কষ্ট ও ত্রিতাপ আমাদের মস্তকের উপর স্থাপিত হইয়াছে। আমরা মনোরূপ জেলদারোগার হুকুমমত এই কষ্টগুলিকে সুখ বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। যে সকল মূর্খ মায়িক জগতের বিচিত্র বিষয়ভোগের প্রতি ধাবিত হইতেছে, তাহারা মায়ার ফাঁদে Entangled হইয়া যাইবে। How can we be free from worldly delusive atmosphere? ইহা চিন্তনীয় হউক। বিষ্ণুই যে একমাত্র স্বার্থগতি, ইহা বহির্ম্মুখ দুরাশয়গণ জানিতে পারে না।

যাহারা গৃহব্রত, তাহারা মনে করে—'আমাদের ভৃত্যের দরকার, আমরা গৃহব্রত হইয়া সুবিধা করিয়া লইব। আমরা নিজের ইন্দ্রিয়-পরিচালনাদ্বারা সকল বুঝিয়া লইব।' রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, পণ্ডিত, ধনী, পরার্থী প্রভৃতি হইবার আকাঙ্ক্ষা মায়ার প্রভু হইবার চেষ্টামাত্র। কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ বলেন,—'ইন্দ্রিয়গুলিকে বাহিরের দিকে পরি-চালনা করিও না, তোমরা বহিরর্থমানী হইও না। আমরা দেহাত্মব্রত বা গৃহব্রত হইয়া জগতে প্রভু সাজিয়াছি। আমরা জগৎকে ভোগনেত্রে দর্শন করিতে যাইয়া মনে করি, আমার ভোগ্যসকলই আমার সেবার জন্য সাজান রহিয়াছে। আমরা ভাবি—'আমি জগদ্ভোক্তা, জগতের সকলেই আমার সেবা করিবে।' তাই যখন যখনই আমার ইন্দ্রিয়চালনার দরকার হইতেছে, তখন-তখনই আমি ফল-জল আকাশ-বাতাস ইত্যাদি ভোগ করিতেছি। কিন্তু ভাবি না, এই জগৎ কাহার জন্য? বস্তুতঃ জগৎটা—বিষ্ণুবৈষ্ণবেরই। হরিভজন না করিলে জগতের একটি তৃণও গ্রহণ করিবার আমার অধিকার নাই।

মায়াবদ্ধ বঞ্চিত জীবগণ অন্ধ। তাহারা একে অপরকে যে পথ প্রদর্শন করে, তাহা বিপথ বা কুপথ। তাহাতে আত্মবিনাশ লাভ হয়। এই জগতের ধর্ম্ম-বক্তা, নৈতিক, যোগী, ভোগী, জ্ঞানী প্রভৃতি নিজদিগকে অভিজ্ঞ মনে করিয়া অপর জীবগুলিকে মূর্খ বা অনভিজ্ঞ মনে করিয়া যে উপদেশ করে, তাহাও লোক-বঞ্চনামাত্র। কারণ উহারা কেহই কৃষ্ণ-তত্ত্ববিৎ সুদার্শনিক নহে। তাই শাস্ত্র বলেন, 'অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ।' এই জগতে একজন নিজকে দার্শনিক বলিয়া প্রচার করিয়া নিজের মনগড়া কথা বলিয়া অন্যকে ভুল বুঝাইয়া দেয়, তাহাতেই জগতের যত অসুবিধা ঘটিয়াছে। এইরূপ বক্তা ও শ্রোতা নানারূপ বাধা ও মোহে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। ইহ জগতে যে পূর্ব্বমীমাংসক-গণ আছেন, তাঁহারা আধ্যক্ষিক মীমাংসক। যাহারা পরজগৎ বা চিজ্জগতের সন্ধান রাখে না, তাহারা নানা কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া যায়। পূর্ব্বমীমাংসকগণ কর্ম্মী। কিন্তু শ্রীব্যাসদেবের উত্তরমীমাংসায় বা বেদান্ত-দর্শনে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ব্রহ্মবস্তুর দর্শন পাওয়া যায়। কর্ম্মিগণ আপাতসুখের মোহে নানা দেবদেবীর নিকট বহু কামনাপূরণের বিষয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু কৃষ্ণের নিকট হইতে কোন কামনা ঘুষ দিয়া আদায় করা যায় না। কৃষ্ণ কামদেব। তিনি পূর্ণ ভোক্তা। যিনি কৃষ্ণের কামচরিতার্থ করেন, তাহার নিজের কোনরূপ কামনা থাকে না।

কৃষ্ণকে শুদ্ধভক্তি করিলেই সুবিধা ও মঙ্গল হইবে। নিরপরাধে নিরন্তর কৃষ্ণ-নামের সেবা করিলেই ভক্ত, ভক্তি ও ভগবানের স্বরূপ জানা যাইবে।

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ', সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:।:●:।:-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১॥০	
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	
" " এক কলম	১২৲	১০	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পো. শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

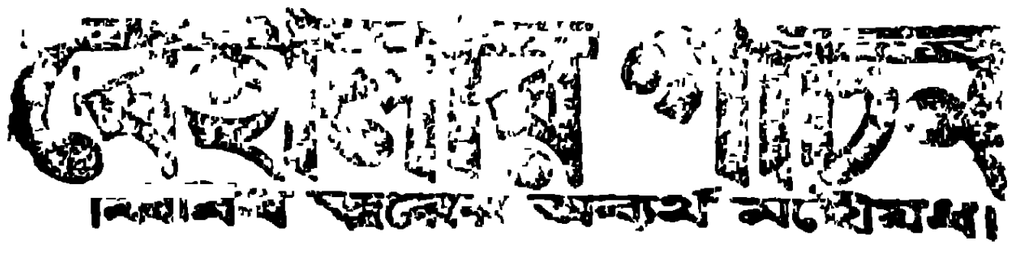

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি ও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা, পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

ইউক্রেণের রাজধানী কিয়েভ

ইউক্রেণের রাজধানী কিয়েভ নগরী নীপার নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। উহার বর্ত্তমান লোকসংখ্যা ৮৪৬২৯৩ জন। ৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কিয়েভ নগরীর পত্তন হয়। অতি প্রাচীনকাল হইতেই নীপার নদী তটবর্ত্তী এই নগরী কৃষ্টি ও সভ্যতা ও ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হয়। বহুকাল পর্য্যন্ত কিয়েভ একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল। রাজা ফ্লান্দিসির ৯৮৮ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং এইরূপে রাশিয়ায় সর্ব্বপ্রথম কিয়েভ গ্রীক চার্চ্চের প্রতিষ্ঠা হয়।

সমগ্র রাশিয়ায় তখন ঐক্যবদ্ধ ছিল না, স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। পরে মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যকল্পে মস্কোর নেতৃত্বাধীনে রাশিয়ান রাষ্ট্রসমূহ ঐক্যবদ্ধ হয়। ১২৪০ সাল হইতে ১৩০০ পর্য্যন্ত কিয়েভ তাহাদের অধীনে থাকে। অতঃপর ১৪৬৯ সাল পর্য্যন্ত লিথুয়ানিয়ার অধীনে থাকে এবং তৎপরে ১৬৫৪ সাল পর্য্যন্ত পোল্যাণ্ডের অধীন থাকে এবং ১৬৮৬ সালে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯০৫ সাল হইতে উহার শিল্পসম্পদ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শস্যশালিনী নদীমাতৃক ইউক্রেনের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ কিয়েভের পথে নীপার দিয়া আজও কৃষ্ণসাগরে চলাচল করিয়া উহার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিতে থাকে। ক্রমে উহা রাশিয়ার অন্যতম ও আধুনিক শিল্পপ্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। কিয়েভের পর্ব্বতগুহাস্থিত বিখ্যাত মঠ এককালে তীর্থক্ষেত্রের মধ্যে পরিগণিত ছিল। কিয়েভের নদীপথ ব্যতীতও উহা চারটি রেলপথের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত কিয়েভ খারকোভ, পালটাভ ও ওডেসার মধ্যে নিয়মিত বিমান চলাচলের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

জানা গিয়াছে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া তপশীলভুক্ত ৪।৫টি ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় কিনা তৎসম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য কিংবা উহাদের তপশীলভুক্ত হওয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী সর্ত্ত পূরণের জন্য উহাদের হিসাব দেখিবার ইচ্ছা জানাইয়া উহাদের নিকট "অনুরোধসূচক চিঠি" লিখিয়াছে। যাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের হিসাবের খাতাপত্র পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা দিবার জন্য আইন প্রণয়নের আবশ্যক না হয়, তজ্জন্য ঐ সমস্ত চিঠি লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

এক সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঐরূপ আইন প্রণয়ন করাইতে ইচ্ছুক ছিল কিন্তু পরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হিসাব দেখাইবার স্বেচ্ছামূলক ব্যবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রস্তাব করায় ঐ সমস্ত চিঠি লিখিত হইয়াছে। যদি কোন ব্যাঙ্ক হিসাবের খাতাপত্র দেখাইতে অসম্মত হয় কিংবা ইতস্ততঃ করে তাহা হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে যথাবশ্যক ক্ষমতা দিবার জন্য আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা হইবে।

ভাগলপুরে হিন্দু মহাসভার ২৩তম অধিবেশন

নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ২৩তম অধিবেশনের সহিত এখানে একটি স্বদেশী শিল্প ও সংস্কৃত প্রদর্শনীর আয়োজন হইতেছে। আগামী ডিসেম্বর মাসে এখানে হিন্দু মহাসভার উক্ত সম্মেলন হইবে। প্রদর্শনীর ভারপ্রাপ্ত কমিটি, কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য ও পশু সম্পর্কিত বিভাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহার সহিত হিন্দী কবি সম্মেলন কুস্তি এবং অন্যান্য বহু সংস্কৃতি শিক্ষামূলক আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইতেছে। ৫০ হাজার প্রতিনিধি ও দর্শকের স্থান সংকুলান হয় এইরূপ একটী বিরাট সভামণ্ডপ প্রস্তুত করা হইতেছে। এই সম্মেলন ও প্রদর্শনীর জন্য নির্দ্দিষ্ট সুবিস্তৃত জমির উপর আধুনিক রুচিসম্মত ও প্ল্যান অনুসারে প্যাণ্ডেলের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। জল, ইলেকট্রিক বাতি ও অন্যান্য স্বাস্থ্যানুমোদিত ব্যবস্থা করার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌ বিশ্ব বিদ্যালয়ের নূতন ভাইস চ্যান্সেলার

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কুণ্ডার স্যার মহারাজ সিংএর স্থানে কোটরার রাজা বিশ্বেশ্বরদয়াল শেঠকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন কথা ছিল, কিন্তু তিনি বা অপর কেহই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নাই। বৈঠকের প্রারম্ভেই ডাঃ ব্যাস কুণ্ডার স্যার মহারাজ সিংকে পদত্যাগ প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি অসম্মত হইলে রাজা বিশ্বেশ্বরদয়াল শেঠের নাম যথারীতি প্রস্তাবিত ও গৃহীত হয়

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননাগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিকাশিনী টীকা ও আস্বাদন-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপ অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৬শ বর্ষ } ৯ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৭শে আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১৪ই অক্টোবর, ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার { ১৭৬ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৯ দামোদর শিব প্রদ্যুম্ন, গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(*)::——

দাম্ভিকতা ছাড়িতে হইবে। জাগতিক অভিমানই দম্ভ। দাম্ভিক এ জগতের কোন কিছুর ভিখারী। সে সকিঞ্চন। দাম্ভিক অকিঞ্চন নহে। সাধু অকিঞ্চনকেই সঙ্গ দান করেন, দাম্ভিক তাঁহার সঙ্গ পায় না। কৃষ্ণের হইয়া কৃষ্ণসেবা করিতে হইবে। গুরুকৃষ্ণে যাহার আপনজ্ঞানই হইল না, তাহার সাধুগুরুতে রতি বা প্রীতি কি করিয়া হইবে? অভিমান একটা থাকিবেই—হয় জড়াভিমান, না হয় চিদাভিমান। 'গুরুদেবের আমি' বিচারে যিনি প্রতিষ্ঠিত, সেই দম্ভরহিত ব্যক্তিই হরিভজনের অধিকারী। আমি শ্রীগুরুবৈষ্ণবের দাসানুদাস, এই প্রতিষ্ঠা নিষ্ঠা আমাদের সর্ব্বক্ষণ বলবতী থাকা আবশ্যক। তাহা হইলে সুখে-দুঃখে অবিচলিত থাকা যাইবে, বিপদে পড়িতে হইবে না, ভক্তিবিনোদধারা ছাড়িতে বা কুপথে যাইতে হইবে না। শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষার অভিনয় করিলেই যে তিনি শিষ্য হইলেন, এরূপ নহে। নিজেকে গুরুর ভৃত্যানুভৃত্য বলিয়া জানাই প্রকৃত শিষ্যত্ব। গুরুদেবতাত্মা না হইলে হরিভজন কঠিন মনে হয়। কিন্তু ভক্তির পথ কঠিন নহে, অতি সহজ। যেখানে গুরুবৈষ্ণবে আপনজ্ঞান বা আত্মবৃত্তির উন্মেষ, সেখানে আবার কাঠিন্য কোথায়? আমার হৃদয় কঠিন বলিয়া ভক্তি কঠিন মনে হয়। ভক্তি ধার করা জিনিষ নহে, তাহা আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি। সাধুগুরুর ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছা মিশাইতে পারিলে আর কোন চিন্তা নাই।

শ্রীধামে বাস করিয়া শ্রীগৌরনিত্যানন্দের স্ফূর্ত্তি হয় ত'? যাঁহার এই স্ফূর্ত্তি হয়, তিনিই শ্রীধামবাসী। কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি, তাঁহার জনস্ফূর্ত্তি ও ধামস্ফূর্ত্তি যাঁহার যত হইবে, তিনি তত অমায়ায় কৃপালাভ করিতেছেন। যদি কেহ বলেন যে, ইনি শ্রীগুরুকৃষ্ণের অধিক কৃপাভাজন, কিন্তু যদি কার্য্যতঃ অনুকূলকৃষ্ণানুশীলন বা কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি না হয়, তাহা হইলে জানিতে হইবে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপা হয় নাই। শ্রীগুরুনিত্যানন্দই শ্রবণকারীর একমাত্র নিত্য বান্ধব। তাঁহার কৃপা ব্যতীত সুষ্ঠু জ্ঞান হয় না। পুরুষ-অভিমানটা বড় খারাপ। ভোগ্য-অভিমান না হইলে পুরুষাভিমান যায় না। শ্রীগুরুদেবের কৃপায়ই ইহা সম্ভব হইতে পারে। আমার দিক্ হইতে সাধুগুরুর শরণাগত হওয়া আবশ্যক। শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপা পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে হইবে। তাঁহার কৃপা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই।

শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গ যুগপৎ হয়। সংসার ক্ষয়োন্মুখ হইলে সাধুসঙ্গের সুযোগ লাভ হয়। সংসার ক্ষয়োন্মুখ না হইলে শ্রদ্ধা হয় না। অতি সৌভাগ্যবান্ জীবই শ্রীগুরুকৃষ্ণকৃপায় শ্রদ্ধা লাভ করেন। যেখানে শ্রদ্ধা নাই দেখা যায়, সেখানে ভাগ্য হয় নাই, জানিতে হইবে। ভাবের উদয় পর্য্যন্ত কনিষ্ঠভাগবত। কনিষ্ঠ তিন প্রকার—কনিষ্ঠ-কনিষ্ঠ, মধ্যম-কনিষ্ঠ, উত্তম-কনিষ্ঠ। উত্তম-কনিষ্ঠ বা মুখ্যকনিষ্ঠ অজাতপ্রেম অর্থাৎ তাঁহার রতির উদয় হয় নাই, কিন্তু তিনি শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাযুক্ত। তাঁহার ভক্তে বা অন্য জীবে ভগবদধিষ্ঠানহেতু আদর আছে। তিনি সাধকাবস্থা অতিক্রম করিতেছেন। মধ্যম-কনিষ্ঠের শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা হইতেছে, ভক্তে একটু আদর দেখা যাইতেছে। আর কনিষ্ঠ-কনিষ্ঠের লৌকিকী শ্রদ্ধা। ভগবানে রুচির অভাব, ভক্তমাহাত্ম্যজ্ঞানাভাব এবং সর্ব্বত্র ভগবদধিষ্ঠানহেতু সর্ব্বাদর-লক্ষণরূপ ভক্তগুণের অনুদয়বশতঃ এই কনিষ্ঠ-কনিষ্ঠ ভক্ত প্রাকৃত অর্থাৎ সম্প্রতি অল্পকাল যাবৎই তাঁহার ভক্তি আরম্ভ হইয়াছে। এই কনিষ্ঠ ভক্তের শ্রদ্ধা শাস্ত্রার্থাবধারণজাতা নহে। তাঁহার শ্রদ্ধা কেবলমাত্র লোকপরম্পরাজাতই হইয়া থাকে। ইহাই ভাগবতমার্গীয় কনিষ্ঠ-অধিকার

সাধু কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি। তিনি মায়াতীত বস্তু। কৃষ্ণের সেবোপকরণের নাম সাধু। সাধুদর্শন হইলে আর বাহিরের দর্শন থাকে না। অজ্ঞানক্রমে সাধুগুরুর সুখের জন্য যদি কিছু করা হয় এবং সেই ফল যদি তাঁহারা পান, তাহা হইলে সুকৃতি হয়। যেখানে সম্বন্ধ হয় নাই, সেখানেই সুকৃতি। এই অজ্ঞাত ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিই ভাগ্য। যেখানে সম্বন্ধ হয় নাই, সেখানে সুকৃতি, আর যেখানে সম্বন্ধজ্ঞান, সেখানে ভক্তি, তাহাই প্রকৃতসেবা।

সাধুসঙ্গ বিশেষ দরকার। যেখানে শরণাগতি, অকিঞ্চনতা ও দীনতা, সেইখানেই শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সঙ্গ। যেখানে সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ, সেখানে মাপিয়া লইবার দুর্ব্বুদ্ধি, পুরুষাভিমান বা প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা কমিয়া যাইতেছে, স্বসুখবাঞ্ছার হ্রাস হইতেছে এবং বন্ধনও কাটিয়া যাইতেছে। সাধুসঙ্গ করিতে করিতেই বন্ধন খুলিয়া যায়, সমস্ত অসুবিধা কাটিয়া যায় এবং কৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। তখন এই জগতের সহিত সম্বন্ধ [illegible] দেহাত্মবুদ্ধি শিথিল হইয়া আসে। সাধুসঙ্গ করিতে করিতে সেবকাভিমান জাগে বলিয়া সাধুর প্রতি তাঁহার অভিনিবেশ হয়। সাধুগুরুর প্রতি অভিনিবেশই রাগ। সৎসঙ্গফলে সতের প্রতি রাগ আসে বলিয়া অসতের প্রতি বিরাগ আপনা আপনিই আসিয়া থাকে রাগ বা অভিনিবেশ অনিত্য বস্তুর প্রতি হইলে বন্ধন, আর নিত্যবস্তু শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতি হইলে বন্ধননির্মুক্তি বা সম্বন্ধ।

বদ্ধজীব জগদ্দর্শন করে। তাহার ভোগ্যদর্শন আছে। মুক্তজীবের ভোগ্য-দর্শন নাই। মুক্তের সহিত মায়ার সঙ্গ বা সম্বন্ধ নাই। মুক্তজীব জগতে অবস্থান করিলেও তাঁহার জড়সঙ্গ হয় না। সেবকাভিমান থাকিলেই মঙ্গল। সেখানে গ্রহণ বা ত্যাগ নাই—ফলকামনা নাই। মাপিবার বুদ্ধি থাকিলে অন্তর্যামীর ইঙ্গিতে উপদেশ বুঝা যায় না। যদি নিষ্কপট হই, তাহা হইলে গুরুকৃষ্ণ চৈত্যগুরুরূপে আমাদিগকে সমস্তই বুঝাইবেন। দাম্ভিক না হইলে গুরুবর্গের কৃপা ও ইঙ্গিত সমস্তই বুঝা যাইবে। পৃথিবীর কোন জিনিষ যাঁহাকে টলাইতে পারে না, তাঁহার প্রতি গুরুবৈষ্ণবের দয়া হইয়াছে, জানিতে হইবে। [illegible] যাহার আছে, তাহাকে [illegible] যায় না। সাধু জীবমঙ্গলের [illegible] থাকেন, কিন্তু জগতের প্রতি তাঁহার অভিনিবেশ নাই। পদ্মপত্র যেমন জলে থাকে, কিন্তু জলে মিশে না, সাধুগণও তদ্রূপ। আমরা নিজের মঙ্গল নিজে না চাহিলে মঙ্গল হইবে না। আমাদের যদি শোধিত হইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সাধুগুরু আমাদিগকে [illegible] শোধন করিবেন। শরণাগত [illegible] দাস্যে নিযুক্ত কর' [illegible] গুরুবর্গ নিশ্চয় [illegible] সুযোগ দিবেন।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আ[illegible]

শরণাগতি নূতন করিয়া হয় না, তাহা আমাদের মধ্যেই আছে। অশরণাগতিটা বজায় রাখিয়া শরণাগত হইবার জন্য চেষ্টা যেখানে হয়, সেইখানেই শরণাগত কি করিয়া হইব, এই প্রশ্ন জাগে। একনিষ্ঠ না হইলে হরিভজন হয় না। শরণাগতি থাকিলে একনিষ্ঠ হইতে পারা যায়। কৃষ্ণে নিষ্ঠা না হইলে ইতর বস্তুতে নিষ্ঠা দূর হইবে না। শ্রীগুরুকৃষ্ণের কৃপা পাইবার জন্য উদগ্রীব হওয়া দরকার। হরিভজন করিতে আসিয়া অনেক বাধা আসে, মন অনিষ্ঠ হইয়া উঠে, চারিদিক্ হইতে [illegible] আসিয়া উপস্থিত হয়, এই সব [illegible] হরিভজনকারী বিচলিত হইবেন না। হরিভজন করিতে করিতে কোন দোষ বা [illegible] আসিয়া উপস্থিত হইলেও [illegible] কৃপাপূর্ব্বক ক্ষমা করেন। [illegible] দোষ দূর হইয়া যায়। [illegible] দয়ার উপর নির্ভর করিতে পারিলে আর চিন্তা নাই। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব অযাচিতভাবে মাদৃশ পতিত জীবকেও দয়া করিতে পারেন ও করেন। তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিলে মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে, এইরূপ বিশ্বাস থাকা দরকার। তাঁহারা আশ্রিতকে রক্ষা করিবেনই। সেইজন্যই বলিতেছি, খুব উৎসাহের সহিত শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিয়া যাইলে মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে। যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ সাময়িকভাবে মন এদিক্ ওদিক্ যায় বা পতনও হয়, তথাপি তাহাতে হতাশ হইবার কারণ নাই। কারণ অনন্য-ভক্তকে শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই দয়া করিবেন—রক্ষা করিবেন, ইহা তাঁহারই অভয়বাণী।

সাধুনিন্দা

—:(*):—

সাধু নির্ম্মৎসর। সাধুর স্বভাবে মৎসরতা নাই। সৎপথাশ্রয়িমাত্রেই শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগত। শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্মে মৎসরতার স্থান নাই। নির্ম্মৎসরই শ্রীমদ্ভাগবতপ্রদর্শিত ভক্তিপথে চলিতে পারেন। যাঁহাদের কৈতব—কপট পরিবর্জ্জিত হইয়াছে, তাঁহাদেরই শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের—হরিকথা-শ্রবণের—শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবায় যোগ্যতা লাভ হইয়াছে। হরিভজন ব্যতীত শ্রীগুরুকৃষ্ণের সুখবিধান ব্যতীত অন্য আশা ও আকাঙ্ক্ষা যাঁহার নাই এতদ্ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ যাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না, তিনিই নিষ্কপট। তিনিই সৎ বা সাধু। সাধুর কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্য কামনা নাই।

অসাধু কপটী। ছয়টি রিপু প্রবল হইলে বদ্ধজীব ভগবদ্বিমুখ হইয়া মৎসরধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া পড়ে। তখন মৎসরধর্ম্মাক্রান্ত সেই জীবের ভগবদ্বিদ্বেষই সাধনের অঙ্গ হইয়া পড়ে। ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাত হইলে জীব নিজের স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া, ভগবানে বিশ্বাসহীন হয়। ভগবানে বিশ্বাসহীন ব্যক্তি আত্ম-হত্যাকারী। ভগবানই সর্ব্বজীবের প্রাণ, ভক্তিই জীবের প্রাণধারণের উপায়। ভগবানে যাঁহার ভক্তি নাই, তিনি জীবন্মৃত। ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাসই ভক্তির মূল। এই মূল যাহার নাই, তাহার ভক্তিও নাই। আবার ভক্তি যাহার নাই, তাহার অভক্তি আছে অভক্ত—ভগবদ্বিমুখ, নাস্তিক। নাস্তিক ভগবান্ ও ভক্তিবিষয়ে নিরপেক্ষ। কিন্তু মৎসর ব্যক্তি অপরাধী। মৎসর অপরাধী—ভক্ত ও ভগবান্ উভয়েরই বিদ্বেষী। ভক্ত ও ভগবদ্বিদ্বেষফলে জীব নিজেকে অধঃপাতিত করে। সাধু বা ভক্তবিদ্বেষের শোচনীয় পরিণাম শাস্ত্র এইরূপ বলিয়াছেন,—

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং
মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-
সংজ্ঞিতে॥

হরিজনের নিন্দাকারী পূর্ব্বপুরুষসহ অনন্তকাল যাবৎ মহারৌরব-নামক নরকের অধিবাসী হয়। সাধুনিন্দকের মঙ্গল কোন-কালেই নাই। যাঁহা দ্বারা শ্রীনাম প্রচারিত হন, এরূপ সাধুর নিন্দা শ্রীনাম—শ্রীভগবান্ সহ্য করিতে পারেন না। তিনিই সাধু, যিনি মুক্তকুলোপাস্য শুদ্ধ শ্রীনামকীর্ত্তনে রত। যিনি শ্রীনামের মহিমা উপলব্ধি করিয়া—রস আস্বাদন করিয়া তাঁহার মহিমা প্রচারের জন্য চেষ্টিত হন, তিনিই সাধু, তিনিই বৈষ্ণব। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণবিমুখকে সাধু বলিয়া বরণ করিলে অসাধুকে সাধুর সমজ্ঞানে সাধুকেও অসাধুর সমজ্ঞান করা হইয়া যায়, ইহাও সাধুনিন্দা। সাধুকে অসাধু বলা যে প্রকার সাধুনিন্দা, অসাধুকে সাধু বলাও তদ্রূপ সাধুনিন্দা। ছয়প্রকারে বৈষ্ণবা-পরাধ হইয়া থাকে,—

হন্তি নিন্দন্তি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভি-
নন্দতি
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি
ষট্॥

বৈষ্ণবকে হত্যা করা, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা, বিদ্বেষ করা, বৈষ্ণবের নিন্দা করা, বৈষ্ণবকে দেখিয়া প্রণাম না করা, অধিক কি তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দানুভব না করা—এই ছয়টি অধঃপতনের কারণ। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"বৈষ্ণবকে হৃদয়ের সহিত আদর ক'রতে হ'বে, আর অবৈষ্ণবকে লৌকিক বাহ্য সম্মান দিতে হবে। বৈষ্ণবকে যদি হৃদয়ের সহিত আদর না করি, তা'হলে আমাদের পতন অনিবার্য্য।"

নিন্দা-শব্দের দ্বারা দ্বেষ ও দ্রোহকে লক্ষ্য করে। বৈষ্ণববিদ্বেষ পোষণ করিলেই অপরাধযুক্ত হইতে হয়। নামাশ্রয়ী এই অপরাধযুক্ত হইতে না পারিলে কোন ক্রমেই ভজনপথে অগ্রসর হইতে পারেন না। সাধু-শাস্ত্র তৎক্ষালনের জন্য উপদেশ দিয়াছেন,—দৈবাৎ যদি কেহ বৈষ্ণববিদ্বেষরূপ সাধুনিন্দা করিয়া বসেন, তাহা হইলে তিনি অনুতপ্ত হইয়া "অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তি যেমন অগ্নিতেই শান্তি পায়, সেইরূপ আমি যাঁহার চরণে অপরাধ করিয়াছি, তাঁহারই চরণে পতিত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিব" এই বুদ্ধিতে অনুতপ্ত-হৃদয়ে সেই সাধুর চরণে প্রণাম, স্তব ও সম্মানাদি করিয়া ঐ অপরাধ হইতে মুক্ত হইবেন, তবে নাম হইবে, নচেৎ অপরাধই হইতে থাকিবে। যে কোন প্রকারেই হউক, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতেই হইবে। অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া যদি কোনরূপে ক্রোধের শান্তি না হয়, তাহা হইলে 'হায়, হায়, আমার কি দুর্ভাগ্য! আমি বৈষ্ণবাপরাধ করিয়া বসিয়াছি! আমাকে নরকবাসই করিতে হইবে! আমাকে ধিক!' এইরূপ অনুতাপযুক্ত হইয়া অন্য সমস্ত কৃত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ব্বেদসহকারে নিরন্তর নামসংকীর্ত্তনে রত থাকিতে হইবে। এইরূপ অনুতপ্ত অন্তঃকরণে নাম করিতে থাকিলে মহাশক্তিধর নামসংকীর্ত্তন অবশ্যই তাঁহাকে অপরাধমুক্ত করিবেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—

বৈষ্ণবচরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ না সম্ভাষে তা'রে,
থাকে সদা মৌন ধরি'॥

মৎসরতার ফলে জীব সৎকে অসৎ, ভালকে মন্দ বলিয়া নিন্দা করে। সেইজন্যই সাধুশাস্ত্র হরিনামকারী সাধুর নিন্দা সর্ব্বাগ্রেই বর্জ্জন করিতে বলিয়াছেন। যে মৎসরতাক্রমে সাধুর নিন্দা করে এবং সেই নিন্দাদ্বারা আপনাকে প্রতিষ্ঠাযুক্ত করিবার যত্ন করে, তাহার মুখে হরিনাম উচ্চারিত হয় না—উচ্চারণকালে নামাপরাধই হয়। তাহার সাধুর চরণে অপরাধ থাকায় সাধুজনসেব্য শ্রীনাম তাহাকে কৃপা করেন না। মৎসর-গণের স্বভাব—সাধুর নিন্দা ও বিদ্বেষ করা। সাধু অসাধুর নিন্দা করেন না, অসাধুর সঙ্গও করেন না—অসাধুর সহিত দান, পরিগ্রহ, তাহাকে গোপনীয় কথা বলা ও শুনা, অসাধু-প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ, অসাধুকে ভোজন করান, বর্জ্জন করেন। অসাধুর সঙ্গ কোনক্রমেই করা উচিত নহে। এইজন্যই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তৎপ্রতি মৌন থাকার কথা বলিয়াছেন।

নির্ম্মৎসর সাধুর স্বভাব এই যে, তিনি পাপপরায়ণ জীবের পাপপুষ্ট অভদ্র ভাবসমূহ ছেদন করিবার জন্য সর্ব্বদা দয়াবিশিষ্ট। সাধু—জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণবসেবনব্রতে ব্রতী। নির্ম্মৎসর শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের প্রতি মৎসরতা করিয়া কোনই লাভ হইবে না। নিম্ন হইতে বহু ঊর্দ্ধস্থিত ব্যক্তির প্রতি নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিলে তাহা নিক্ষেপকারীর অঙ্গেই যেমন পতিত হয়, তদ্রূপ সাধুগুরুর প্রতি মৎসরতা করিতে গেলে নিজেরই সর্ব্বনাশ সাধিত হয়, তাহা সাধুকে বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করে না। ঘাতকের স্বভাব হত্যা করা, নিন্দুকের স্বভাব নিন্দা করা, কিন্তু সাধুর স্বভাব অসাধুকে শোধন করা। তাঁহাতে মৎসরতা নাই। অসাধুর ধর্ম্মই পরশ্রী-কাতরতা। সেইজন্যই সে অদোষদর্শী সাধুকে নিজের ন্যায় দোষী মনে করিয়া তাঁহাদের নিন্দা করিতে যায়।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

—::(*)::—

শ্রীচৈতন্যদেবের কথা যদি কেহ নিরপেক্ষ-ভাবে একটুকু সহিষ্ণুতার সহিত বিচার করেন, তাহা হইলে তাঁহার সব সুবিধা হইয়া যায়। জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণবসেবা—এই তিনটী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা। তৃণাদপি সুনীচতা অর্থে—কপটতা নহে, মুখে বা বাহ্য অভিনয়ে নীচতা প্রদর্শন নহে, কিন্তু তৃণাদপি সুনীচতার অর্থ—সত্য সত্য কীর্ত্তনে অধিকার অর্থাৎ নামে রুচি। বৈষ্ণবসেবাই নামে রুচির দ্বার-স্বরূপ, বৈষ্ণব-সেবাই তৃণাদপি সুনীচতা—অবৈষ্ণবের নিকট নীচতা নহে, বৈষ্ণবের নিকট নীচতা। গুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষী পাষণ্ডের নিকট—রাবণের নিকট কিম্বা ঢঙ্গবিপ্রের নিকট নীচতা বৈষ্ণব-সেবা বা তৃণাদপি সুনীচতা নহে, তাহাদ্বারা কখনও কীর্ত্তনে অধিকার বা নামে রুচি হয় না, উহাদ্বারা জীবের প্রতি হিংসা করা হয়। ইট, কাঠ, পাথরের মন্দির অপেক্ষা বৈষ্ণব—যে মন্দিরে ভগবান্ নিরন্তর পরমসুখে বাস করিতেছেন, সেই বৈষ্ণবের শ্রীঅঙ্গমার্জ্জনা, শুশ্রূষা প্রভৃতি করাই বিষ্ণুমন্দিরের সেবা।

জীবে দয়া অর্থে শ্রীচৈতন্যদেব প্রত্যেক জীবকে বৈষ্ণবসেবায় উদ্বুদ্ধ করার উপদেশ দিয়াছেন। ইহাই শ্রীচৈতন্যদেবের দয়ার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চমৎকারিতা। শ্রীচৈতন্য-দেবের জীবে দয়া বা পরোপকারের মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে কাহাকেও বিফলমনোরথ বা বঞ্চিত হইতে হয় না।

যাঁহারা বৈষ্ণব, তাঁহারা জগৎকে বৈষ্ণব করিতে চাহেন। তাঁহাদের পরোপকার-প্রবৃত্তি কত অতুলনীয় অনন্তগুণে অধিক, তাহা বদ্ধজীব বুঝিতে পারে না, কারণ কৃষ্ণবিস্মৃত বদ্ধজীবের বঞ্চনা করা ও বঞ্চিত হওয়ার বৃত্তিই স্বাভাবিক। শ্রীচৈতন্যদেব যে দয়ার কথা বলিয়াছেন, তাহা যদি মনুষ্যের মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হয়, তবে মনুষ্যজাতি দেখিতে পারিবেন যে, মহাপ্রভুর জীবের প্রতি দয়া বা পরোপকারের যে আদর্শ গৌড়ীয়মঠ আচার-প্রচার করিতেছেন, তাহা কত অতুলনীয়-গুণে শ্রেষ্ঠ। বন্যা বা দুর্ভিক্ষনিবারণে সাহায্য-কারিণী দয়ার সহিত মহাপ্রভুর দয়ার তুলনাই হইতে পারে না

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

বদ্ধজীবসম্প্রদায় যাহাকে তৃণাদপি সুনীচতা বুঝিয়া রাখিয়াছে, তাহা 'তৃণাদপি সুনীচতা' নহে, তাহা আলস্যের উদাহরণ—ভগবানের প্রতি আসক্তি ও অনুরাগের একান্ত অভাবের নিদর্শন তাহা জড়বাদী অভক্ত-সম্প্রদায়ের ভোগবৃত্তিবিশেষ। কিন্তু এত বড় সত্যকথা সাহস করিয়া ঘোষণা করিবার লোক জগতে নাই। অচৈতন্য-বাদিসম্প্রদায় চৈতন্যের দয়ার কথা বুঝেন না—আলোচনা করেন না। তৃণাদপি সুনীচতা-ধর্ম্মের শিক্ষক শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং কাজীকে কৃপা করিবার সময় কিরূপ আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সাধারণ লোকে আপাত দয়ার অভিনয় বুঝে, কিন্তু দয়ার উত্তরফল কি হইবে, তাহা দেখিবার দূরদর্শিতা তাহাদের নাই। কর্ম্মমার্গীয় দয়ামাত্রেই মন্দের উদয় করাইবে। একমাত্র বৈষ্ণবের দয়াই অমন্দের উদয় করায়।

বিষয়পিপাসা বা পাপপ্রবৃত্তিকে আদরের সহিত গ্রহণ কর্‌তে হ'বে না। পাপাচরণ দূরের কথা, নৈতিক পুণ্যময় আচরণকেও গ্রহণ কর্‌তে কর্‌তে শরণাগত হ'য়ে হরিভজন কর্‌লে মঙ্গল করতলগত হ'বে।

হরিভজনই পরম প্রয়োজন—এরূপ বিচারকারী ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির দুর্গতি বুঝ্‌তে পারেন। হরিভজন কর্‌লে নিত্যজীবন লাভ হয়। যাঁ'রা হরিভজন করেন, তাঁ'রা মরেন না। ভক্তের কাম-ক্রোধাদি রিপু থাকে না। হির্ম্মুখগণ রূপ-রস গন্ধ শব্দ-স্পর্শ ইত্যাদির জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে। হরিভজনের প্রবৃত্তি থাক্‌লে ইন্দ্রিয় ও বিষয়কে জোর ক'রে দমন করিবার চেষ্টার দরকার নেই, যেহেতু, কপটে হরিভজন আরম্ভ হ'লে ভগবৎকৃপায় ইন্দ্রিয়ের বিষদাঁত সহজেই ভেঙ্গে যায়।

ভগবানে full confidence অর্থাৎ হরিভজনে firm determination থাকা দরকার। I must receive His Grace, I must not go astray.

স্বরূপসিদ্ধিই আবশ্যক, নতুবা মৃত্যুর পূর্ব্বে জাগতিক চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে সংসার-বদ্ধই হ'বে। স্বরূপের সিদ্ধি হ'লেই বিদেহমুক্তি (বস্তুসিদ্ধি) হ'বে। ভগবদ্ভক্তের সহিত দেখা না হ'লে আমরা সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায় বা দল ক'রে বসি। Individually adjustment with the Absolute Person must be sought after. 'এত হরিকথা শ্রবণ, এত বিচার কি 'আমাদের হির্ম্মুখ চিত্তে স্থান পায়?' -এরূপ চিন্তা বা কথা যেন আমাদের না আসে। যদি আসে, তবে হয়ত' বল্‌ব—এত তুলো পিঁজ্‌বে কে? শ্রীগুরুপাদপদ্মে কান্তিক শরণাগতি হ'লে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হ'বে।

বদ্ধ অবস্থায় আমাদের সাধনের একান্ত আবশ্যকতা আছে। নববিধা ভক্তিই সাধন। নিরন্তর ভগবৎস্মৃতি শুদ্ধসত্ত্বহৃদয়ে নিত্যকাল উদয় করার জন্যই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-রূপা সাধন-ভক্তির আবশ্যকতা।

ভগবদ্ভক্ত যে পথে গমন করিয়া ভগবৎ-সেবা পাইয়াছেন, আমি সেই পথই নিরন্তর অনুসরণ করিব। আমি ভগবদ্ভক্তের অনুগমনের চেষ্টা করিব। মূল বস্তু ভগবানের সেবা অপেক্ষা তদীয় সেবকের সেবা অধিক লাভজনক। তদীয় সেবায়ই আমাদের অধিকতর সুবিধা হইবে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা করাই আবশ্যক। তাঁহাদের সেবা করিলে পতিত জীবের উদ্ধার হয়। বৈষ্ণবসেবা কি? বিষ্ণুসেবা ব্যতীত বৈষ্ণব আর কিছুই করেন না। তাঁহার সেবা করা অর্থ—তাঁহাকে কৃষ্ণসেবায় সহায়তা করা। বৈষ্ণবকে বাদ দিয়া নিজে নিজে কৃষ্ণসেবা করিবার দাম্ভিকতা কর্‌লে অসুবিধা হইবে। তদীয়কে অস্বীকার ও অবজ্ঞা করিলে সর্ব্বনাশ হয়। তৎসেবা কনিষ্ঠাধিকার, আর তদীয় সেবাই মধ্যমাধিকার। বিষ্ণুর সেবা অপেক্ষা তদীয়ের সেবা আরও বড়।

ভগবদ্ভক্ত কেবল ভগবানের সেবা করেন না, যাঁ'রা ভগবানের নিত্য সেবা করেন, ভগবদ্ভক্ত তাঁ'দেরও সেবা করেন। ভাগবতগণও ভগবদ্‌শব্দের সহিত সংশ্লিষ্ট। ভাগবতগণ ভগবান্ হ'তে পৃথক পদার্থ নন। ভগবান্ পূর্ণবস্তু—ভাগবতগণ তাঁ' ছাড়া ন'ন।

ভগবানের দ্বারা আমাদিগের আপাত ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ ভৃত্যগিরি করাইয়া লইতে না পারিলে আমরা 'ভগবানের দয়া নাই' প্রভৃতি বাক্য বলিয়া থাকি। কর্ম্মী বা বদ্ধজীবের ইহাই স্বভাব। আমাদের আপাত ইন্দ্রিয়তর্পণই ভগবান্ বা বৈষ্ণবের দয়া নহে, শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীচৈতন্যভক্তগণের দয়া—অমন্দোদয়দয়া। রোগীকে যখন বৈদ্য তিক্ত ঔষধ প্রদান করেন, রুগ্ন থাকাকালে রোগী বৈদ্যকে অত্যন্ত দয়াহীন নিষ্ঠুর বলে, কিন্তু রোগ নির্ম্মুক্ত হইলে বুঝিতে পারে যে, বৈদ্য তিক্ত ঔষধ প্রদান করিয়া কত দয়ার কার্য্য করিয়াছেন।

হরিভজনকারীর সঙ্গপ্রভাবে দুঃসঙ্গরূপ দুর্ব্বাসনাগুলিকে প্রশান্ত-মহাসাগরের তীরে বিসর্জ্জন করিতে হইবে। ভক্তসঙ্গে থাকিয়া খুব দৃঢ়চিত্ত হইয়া অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। ভক্ত ভক্তিবলে ভগবান্ ও তন্নিজজনকে চিনিতে পারেন।

যাহারা তুচ্ছ বিষয়ের বিচ্ছেদে শোককারী, তাহারাই শূদ্র। হরিভজনের শিক্ষা প্রণালীতে যাঁহারা অগ্রসর বা যাঁহারা ভজন করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেছেন, তাহাদিগের সৌভাগ্যের প্রশংসা না করিয়া আমি যদি মনে করি—'সরল বলিয়া ইঁহাদিগকে গুরুবৈষ্ণবগণ খুব পরিশ্রম করাইতেছেন, কিন্তু ইঁহাদিগকে কিছুই খাইতে দিচ্ছেন না', তাহা হইলে আমার মত শূদ্র কে আছে?

কর্ম্ম ও ভক্তি

—::[*]::—

কর্ম্ম বলিতে যে সকল কার্য্য লোকে ইহজন্মে বা পরজন্মে নিজ সুখভোগের আশায় করে কিংবা এই দেহকে 'আমি'-বুদ্ধি করিয়া ইহার সম্পর্কে যে সকল ব্যক্তিকে আপন-জ্ঞান করে, তাহাদের সুখের জন্য করে, সেগুলিকে বুঝায়। আর ভগবানের সেবা উদ্দেশ্য করিয়া যাহা কিছু করা যায়, তাহা ভক্তি। একই কার্য্য ক্ষেত্র-বিশেষে কর্ম্ম হইতে পারে অন্য ক্ষেত্রে ভক্তি হইতে পারে, কর্ত্তার চিত্তবৃত্তি অনুসারে তাহার কর্ম্মত্ব বা ভক্ত্যঙ্গত্ব। শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মসকল যখন পুণ্য লাভার্থ বা স্বর্গকামনার বশে কৃত হয়, তখন সেগুলি কর্ম্ম।

আমরা কর্ম্মফল ভোগ করিতে বাধ্য। কর্ম্ম আমাদের বন্ধন-যোগ্যতা বর্দ্ধন করিয়া আমাদিগকে সংসার ভোগ করায়। কর্ম্মে সুখের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখও অনুস্যূত আছে। সংসারে এমন কোন সুখ নাই, যাহার পশ্চাতে দুঃখ লুক্কায়িত থাকে না। সংসারে সুখভোগে শান্তি নাই। ভোগ করিতে করিতে কাম বর্দ্ধিত হয়। আর কামনার অতৃপ্তিতে দুঃখ আছেই। নিরবচ্ছিন্ন সুখ সংসারে থাকিতেই পারে না। স্বর্গসুখেও ত কামনার শেষ নাই। ইন্দ্র-চন্দ্রকেও পাপ-কর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। আবার পুণ্য সমাপ্ত হইলে স্বর্গচ্যুত হইয়া অধঃপতিত হয়।

'ভক্তিই আমাদের নিত্যবৃত্তি। ভগবান্ নিত্য চিদ্‌ঘনবিগ্রহ, জীবের স্বরূপও চিৎ। এই স্থলে ভগবানে ও জীবে নিত্য অভেদ। এ জগতে জীব অচিৎসংস্পর্শে স্থাবর-জঙ্গমত্ব প্রাপ্ত হইয়া সংসার ভোগ করিতেছে। নির্ম্মল চিৎকণ জীব হরিসেবারত।' এই জ্ঞানের সন্ধান পাইয়া যখন জীব শ্রদ্ধাসহকারে নিষ্কিঞ্চন ভক্তের পাদাশ্রয় করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গগুলি সাধন করিতে থাকে, তখন জীবের সংসার ক্ষয় হইয়া জড়মুক্তিক্রমে অনর্থনিবৃত্তি ঘটে। তখন নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাবক্রমে জীব ভগবৎপ্রেমের অধিকারী হয়। এই প্রেমই জীবের পরমপ্রয়োজন, পরমপুরুষার্থ। ভক্ত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গাত্মক কর্ম্ম এবং মোক্ষাভিসন্ধানরূপ অপবর্গ—এই চারি পুরুষার্থকে নরকসদৃশ জ্ঞান করিয়া অহৈতুকী ভক্তির যাজন করেন।

অনেকের ধারণা, কর্ম্ম করিতে করিতে তাহারই ফলরূপে ভক্তি আসিবে, যেহেতু কর্ম্মীরাও হরিপূজাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু ভাগবত-সিদ্ধান্ত তাহা নহে। কর্ম্ম করিতে করিতে কেবল কামনাই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সুতরাং কর্ম্মের ফল কিরূপে ভক্তি হইতে পারে? আর কর্ম্মে যে ভক্তির মত কিছু অনুষ্ঠান দেখা যায়, উহা কর্ম্মাঙ্গ, ভক্তি নহে। ভগবান আমাদের নিত্যসেব্য, সুতরাং আমাদের সকল ভোগবাঞ্ছা পরিহার করিয়া ভগবানেরই সেবা করা কর্ত্তব্য—এই বুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া কর্ম্মিগণ ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের চাই—নিজের ভোগ। সেই সাধনের জন্য আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ায় কিছু ভক্তির আভাস আছে। এই যে ভক্তি, ইহা ভক্তের অহৈতুকী ভক্তি নহে, ইহা কর্ম্মাঙ্গ। সুতরাং ইহা দ্বারা ভক্তিলাভ হইতে পারে না।

শ্রীধ্রুব মহারাজের কথা হইতে আমরা জানিতে পারি, যদিও তিনি রাজ্যলাভের জন্য ভগবানের আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও তিনি পদ্মপলাশলোচন অনাথনাথ ভগবান্ আছেন, এই বিশ্বাসে ভক্তির পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কর্ম্মাঙ্গের অন্যতম অনুষ্ঠান-রূপে অনিত্য ভক্তির আবাহন করেন নাই। ভগবানের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল, তবে রাজ্যলাভরূপ দুর্ব্বাসনা তাঁহার চিত্তে ছিল। পরে ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহাকে দেবর্ষি নারদের সঙ্গ করাইয়া তাঁহার দুর্ব্বাসনা দূর করিয়া তাঁহাকে শুদ্ধভক্তি প্রদান করেন। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের ভক্তি আদৌ মিশ্রা ছিল না। গর্ভবাস-কালেই তিনি দেবর্ষির সঙ্গ পাইয়াছিলেন। সুতরাং কোন কামনা তাঁহার চিত্তকে কলুষিত করিতে পারে নাই। সাধুসঙ্গের এমনই ফল। সাধুসঙ্গ ব্যতীত আমাদের শুদ্ধ ভক্তিলাভের আর অন্য উপায় নাই।

শ্রীধামে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের বিরহোৎসব

গত ১০ই অক্টোবর, শুক্রবার শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যসিদ্ধপার্ষদ গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের বিরহ মহোৎসব পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে নিরন্তর সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীচৈতন্যমঠে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে প্রাতে শ্রীপাদ অঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কিছুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অপরাহ্ণে গৌরজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীভক্তিসন্দর্ভ হইতে কনিষ্ঠ মধ্যম ও উত্তম বৈষ্ণবের স্বরূপের কথা প্রায় দুই ঘণ্টাকাল ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন। তাঁহার শ্রীমুখে অভিনব ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই পরমোপকৃত হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিরহসূচক গীতি কীর্ত্তন হইলে পর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের মহিমা ও কৃপার কথা বহুক্ষণ যাবৎ বক্তৃতা মুখে কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতার পর 'গারা পশু না ভজিয়া মৈনু' ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ', সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

প্রকা

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকি কলম		৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধ কলম		৬৲	৬৲	
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫৲, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

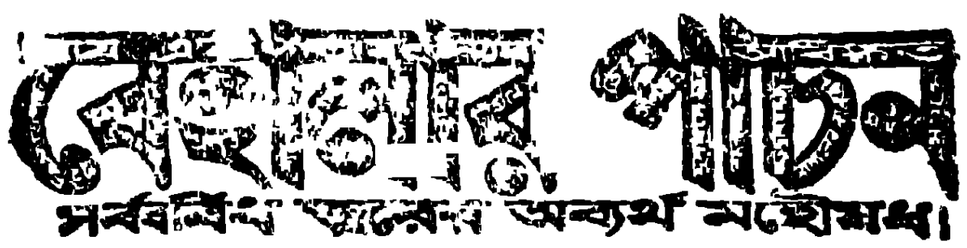

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা, পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

ভারতীয় নাবিকের কৃতিত্ব

গ্লাসগো হেরাল্ডের একটি সংবাদে প্রকাশ, আটলান্টিক মহাসাগরে টর্পেডোতে জাহাজ ডুবির পর জনৈক ভারতীয় নাবিক অপর একজন ভারতীয় ও অন্যান্য আটজন লোক লইয়া একটি খোলা নৌকায় তীরের আশায় যাত্রা করে। ১৯ দিন ধরিয়া চলিবার পর একটি জাহাজ তাহাদিগকে উদ্ধার করে। সম্প্রতি ইহারা স্কটল্যাণ্ডের একটি বন্দরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ভারতীয় নাবিকটির নাম বাবা বেগো, সে বোম্বাইয়ের অধিবাসী। বয়স প্রায় ৫৪। উদ্ধার-প্রাপ্ত লোকদের মধ্যে একমাত্র বাবা বেগোরই নৌবিদ্যা সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান ছিল। তাহার দক্ষতার ফলেই এতগুলি লোকের জীবন রক্ষা পাইয়াছে।

ইহাদের লাইফ বোটটিতে নৌযন্ত্রের মধ্যে একটি কম্পাস (দিক্‌নির্দ্দেশ যন্ত্র) মাত্র ছিল। ইহারই সাহায্যে বাবা বেগো দিক ঠিক করিত এবং যথাসাধ্য জাহাজ চলাচলের পথের নিকট দিয়া চলিতে চেষ্টা করিত, যাহাতে কোনও জাহাজ তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া উদ্ধার করে।

রাঁচীতে সশস্ত্র ডাকাতি

রাঁচীর সাদলং নামক স্থানের কোন বাড়ীতে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার এডভোকেট শ্রীযুত পি. এন ব্যানার্জ্জি সম্প্রতি তথায় বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া ঐ বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। এই ডাকাতির ফলে সহরে একটা বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রকাশ, ৬ জনেরও অধিক লোক ছোরা প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া শ্রীযুত ব্যানার্জ্জি ও তাঁহার পত্নী যে ঘরে নিদ্রা যাইতেছিলেন, কোনক্রমে সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করে এবং স্বামী ও স্ত্রী উভয়কে রিভলবারের ভয় দেখাইয়া তাঁহাদের নিকট বাক্সগুলির চাবী চাহে। গভীর রাত্রিতে কোন গত্যন্তর না দেখিয়া তাঁহারা বাক্সের চাবিগুলি ডাকাতদিগকে দিয়া দেন। প্রকাশ, ডাকাতদল প্রায় ২,২০০ টাকা মূল্যের গহনা-পত্র লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে, কিন্তু এই সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত কেহই ধরা পড়ে নাই।

সীমান্তে দস্যুদলের আক্রমণ

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর টাঙ্গীর খাঁ সাহেব মৈয়ালম খাঁর ভ্রাতা ফকির মহম্মদ খাঁ, অতি আশ্চর্য্যজনকভাবে সীমান্তের একদল দস্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। চারজন সশস্ত্র ভৃত্যের সহিত আসিবার সময় একদল সশস্ত্র দস্যু তাঁহাকে আক্রমণ করে উভয় পক্ষেই গুলী চলে; ফলে তাঁহা একজন ভৃত্য এবং একজন দস্যু নিহত হ এবং তাঁহার অপর একজন আহত ভৃত পরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঘটনার পরে সশস্ত্র পুলিশ এবং গ্রামবাসীরা দস্যুদলে অনুসন্ধান করে। কিন্তু তাহারা ইতোমধ্যে রাইফেলসহ পলায়ন করে। নিহত দস্যুর মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে।

চলন্ত ট্রেণে হত্যাকাণ্ডের জের

গত জুলাই মাসে চলন্ত ট্রেণে বিহার ব্যাঙ্কের মিঃ নলিনীরঞ্জন সিংহ ও পণ্ডিত গুণানন্দ ঝায়ের হত্যা সম্পর্কে সারণ জিলার দীর্ঘওয়ারার নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের দীনে প্রসাদ সিংহ নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে কিছুদিন পূর্ব্বে তাহার বাড়ীতে তল্লাসী হইয়াছে। তাহাকে গত ১৯শে সেপ্টেম্বর দারভাঙ্গায় আনিয়া মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে উপস্থিত করা হয়। তাহাকে হাজতে পাঠান হয়।

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে জলখাবার

সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চ ইং বিদ্যালয় এবং সিনিয়ার মাদ্রাসার ছাত্রীদের জল খাবারের জন্য বর্ত্তমান বৎস বাজেটে ৪৫,০০০ টাকা ব্যয়-বরাদ্দ আ এই অর্থ বণ্টনের জন্য গভর্ণমেণ্ট নিম্নে নিয়ম-প্রণালী বাঁধিয়া দিয়াছেন :—

(১) সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ইংরাজী বিদ্যালয় ও সিনিয়ার মাদ্রা শতকরা ১০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য প্রতি ।০ আনা হিসাবে ১০ মাস কাল উক্ত সা দেওয়া হইবে।

(২) বিদ্যালয়ের প্রধান শি ম্যানেজিং কমিটির সহিত পরামর্শের দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য হইতে শত ১০জন নির্ব্বাচন পূর্ব্বক তাহাদের জন্য বি মূল্যে জলখাবার মঞ্জুর করিবেন।

(৩) যে বিদ্যালয় বা মাদ্রা অবশিষ্ট শতকরা ৯০জন ছাত্র-ছাত্রীর উ বাধ্যতামূলকভাবে মাসিক ।০ আনা হিসা জল খাবার ফিঃ বসাইবেন, সে বিদ্যালয় মাদ্রাসার অর্থসাহায্য করা হইবে ফিজিক্যাল ডিরেক্টরকে এ ক্ষমতাও দে হইয়াছে যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উপরোক্ত হারের অতিরিক্ত অর্থ-সাহা করিতে পারিবেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ১১ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৯শে আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১৬ই অক্টোবর, ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার { ১৭৭-৭৮ তম সংখ্যা

অভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিকাশিনী-টীকা ও আস্বাদন-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপ অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ দামোদর, ভূতাদি কারণোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড

—::(*)::—

শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড আমাদের নিত্যোপাস্য বস্তু। উপাস্যবস্তু প্রথমেই শ্রবণ-পথের পথিক হন, শ্রুত হইয়া কীর্ত্তিত হন, কীর্ত্তনের পর সাক্ষাৎদর্শন, তারপর হৃদয়ে তাঁহাকে ধারণ করা যায়। প্রিয়বস্তু দূরে থাকিলে প্রথমে তাঁহার কথা শ্রবণ এবং পরে স্বয়ং কীর্ত্তনক্রমে প্রেমের উদ্দীপন হয়। তারপর দর্শন এবং স্মরণ। স্মরণ হইতে ধারণা, ধারণার পর ধ্যান, তারপর ধ্রুবানুস্মৃতি এবং অবশেষে সমাধি। কীর্ত্তিত বিষয় সামান্যাকারে স্মরণই স্মরণ। বিষয় হইতে চিত্তকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বিশেষভাবে স্মরণই ধারণা। রূপ-গুণ-লীলাদি-স্মরণ—ধ্যান। অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় স্মরণ—ধ্রুবানুস্মৃতি এবং হৃদয়ে সাক্ষাদ্দর্শনের নাম সমাধি।

অন্যান্য ধাম অপেক্ষা শ্রীবৈকুণ্ঠ শ্রেষ্ঠ। শ্রীবৈকুণ্ঠ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের জন্মনিবন্ধন শ্রীমথুরা শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণের রাসস্থলী শ্রীবৃন্দাবন শ্রীমথুরা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বচ্ছন্দবিহারস্থলী শ্রীগোবর্দ্ধন শ্রীবৃন্দাবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণপ্রেমামৃতের পূর্ণতম প্লাবনক্ষেত্র বলিয়া শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিতান্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরহরির হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চতম ভাব শ্রীরাধাকুণ্ড-সেবাকেই পরমপরাকাষ্ঠাসেবারূপে উপদেশ দিয়াছেন; কিন্তু একটা কথা এই যে, একমাত্র শ্রীরূপের পদধূলিত্বের অহৈতুক অভিলাষী ব্যতীত নিম্বার্কাদি সম্প্রদায়স্থ বৈষ্ণবের বা গৌরভক্তিহীন মধুররসাশ্রিত ভক্তগণেরও শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রবেশাধিকার নাই।

সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মী হইতে চিদনুসন্ধানকারী জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়। এই জ্ঞানী নির্ব্বিশেষ জ্ঞানী নহে। এখানে চতুর্ব্বিধ মুক্তিকামীকেই জ্ঞানীরূপে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই জ্ঞানিগণ আত্মারাম হইলেও নির্ব্বিশেষবাদীর ন্যায় সাযুজ্যকামী নহে। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানী অপেক্ষা জ্ঞানবিমুক্ত ভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার ভক্তগণ-মধ্যে প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার প্রেমভক্তমধ্যে ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। সর্ব্বগোপীমধ্যে শ্রীরাধিকা অত্যন্ত প্রিয়। যেরূপ শ্রীরাধিকা প্রিয়, সেইরূপ তদীয় কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। শ্রীরাধার নিত্যজন শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

"ভক্তিমান্ জন হৈতে প্রেমনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ।
প্রেমনিষ্ঠ হৈতে গোপী শ্রীহরির প্রেষ্ঠ॥
গোপী হৈতে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রিয়তমা।
সে রাধাসরসী প্রিয় হয় তাঁর সমা॥
সে কুণ্ড আশ্রয় ছাড়ি' কোন্ মূঢ় জন।
অন্যত্র বসিয়া চায় হরির সেবন॥

গৌরনিজজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—"শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রণয়বসতি এবং অন্য প্রিয়াগণ অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা। কেবল সাধকভক্তদিগের ত' কথাই নাই, যে প্রেম নারদাদি প্রেষ্ঠবর্গের পক্ষেও দুর্ল্লভ, তাহা অনায়াসে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান করিলে সেই কুণ্ড প্রদান করেন। সুতরাং শ্রীরাধাকুণ্ডই সমস্ত ভজনপরায়ণদিগের বাসযোগ্য স্থান অপ্রাকৃত ব্রজে অপ্রাকৃত জীব অপ্রাকৃত গোপীদেহ লাভ করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে স্বীয় গুরুরূপা সখীর কুঞ্জে পাল্যদাসীভাবে অবস্থিতি করত বাহ্যে নিরন্তর নামাশ্রয়পূর্ব্বক কৃষ্ণের অষ্টকালীয় সেবায় শ্রীমতী রাধিকার পরিচর্য্যা করাই শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত ব্যক্তির ভজন-চাতুরী।"

শ্রীবার্ষভানবীর নিজজনের আনুগত্য ব্যতীত শ্রীরাধাকুণ্ডের দর্শন বা শ্রীধামদর্শন হয় না। আমাদের নিষ্কপট ক্রন্দনে যদি শ্রীরূপ-রঘুনাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-পুরী প্রমুখ প্রভুপাদগণ আমাদের প্রতি অনুকম্পাযুক্ত হন, তাহা হইলে আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইতে পারে। তাঁহাদের অকপট সেবাদ্বারাই শ্রীরাধাকুণ্ডের সেবা সম্ভব। শ্রীগোবর্দ্ধন ও শ্রীরাধাকুণ্ড যেন কোন জন্মে আমাদের আশ্রয়স্থল হন, ইহাই শ্রীগুরুবর্গের শ্রীচরণে কাতর প্রার্থনা।

আমরা প্রস্তরের ন্যায় অনুভূতিশূন্য অচেতন হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া চেতনতার সর্ব্বোত্তম প্রকাশ যেখানে, সেই শ্রীগোবর্দ্ধনকে আমরা জড় অচেতন প্রস্তর মাত্র দেখিতেছি, আর যেখানে প্রেমের পরিপূর্ণ প্লাবন—flood, চেতনের তীব্রতম গতি, সেখানে স্পন্দনরহিত আমরা সেই শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রেমের মহাপ্লাবন বা তরঙ্গরঙ্গ দেখিতে পাইতেছি না। শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয়তমা শ্রীরাধাভিন্না সেই শ্রীরাধাসরসী আমাদের অচেতনাবৃত প্রেমশূন্য নেত্রে শৈবালপূর্ণ পুষ্করিণী মনে হইতেছে, এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য! ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। আমাদের শোচনীয় দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া আমাদের হৃদয়ে গুরুবর্গের কৃপালাভের জন্য আর্ত্তি জাগুক, ইহাই তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে আন্তরিক নিবেদন

শ্রীগোবর্দ্ধন হইতে প্রায় ৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব কোণে আরিট্‌গ্রাম বা শ্রীরাধাকুণ্ড অবস্থিত। এই শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের আবির্ভাব সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা দৃষ্ট হয়। কথিত হয় যে, একদা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চিদ্বিলাসময়ী কান্তলীলামাধুরী প্রকাশার্থ এইস্থানে বৃষরূপধারী অরিষ্টাসুরকে বধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ অরিষ্টাসুরকে বধ করিয়া কৌতুকে শ্রীরাধার অঙ্গস্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীরাধারাণী তাহাতে বাধাপ্রদান করিয়া বলিলেন যে যদ্যপি অরিষ্টাসুর একটী দৈত্যবিশেষ, তথাপি সে বৃষাকৃতি। বৃষ-বধ-হেতু শ্রীকৃষ্ণে গোবধের অপবিত্রতা স্পর্শ করিয়াছে। সুতরাং সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়া পবিত্র না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীমতী কিছুতেই তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে দিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর এই বাক্য শ্রবণে হাসিতে হাসিতে বলিলেন যে, এখনি তিনি এখানে সর্ব্বতীর্থ আনয়ন করিয়া স্নান করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ তথায় পদাঘাত করিবা-মাত্র সর্ব্বতীর্থের জলপূর্ণ একটী কুণ্ড প্রকটিত হইল। শ্রীমতী ও তৎসখীগণের বিশ্বাসের জন্য তীর্থসমূহ তাঁহাদের স্ব-স্ব পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধারাণীর সহিত তাঁহার সখীবৃন্দকে প্রদর্শন এবং সর্ব্বতীর্থসমূহকে সম্বোধনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ সেই তীর্থে স্নান করিলেন। কার্ত্তিক-মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথির অর্দ্ধরাত্রে এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। এইরূপে শ্রীশ্যামকুণ্ডের প্রকাশ হয়। এদিকে শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের [illegible] শ্রবণ করিয়া অতি শীঘ্র সখীগণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীশ্যামকুণ্ডের পশ্চিমদিকে আর একটী কুণ্ড খনন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কিন্তু শ্রীমতী নিজ সখীগণ সহ যে সরোবর খনন করিলেন তাহাতে জল

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

হইল না এবং কোন তীর্থেরও আগমন হইল না। তখন তাঁহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে চিন্তিত দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আমার এই কুণ্ড হইতে জলগ্রহণ করিয়া তোমরা তোমাদের সরোবর পূর্ণ কর।" তাঁহারা অভিমানভর-লীলা প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের কুণ্ডের জল বৃষাসুরের স্পর্শজনিত পাপদৌতহেতু পাতকযুক্ত, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের কুণ্ড হইতে জল আনিয়া তাঁহাদের সরোবর পূর্ণ করিলে তাহাও পাতকযুক্ত হইবে। সখীগণসহ শ্রীমতী বলিলেন যে, তাঁহারা সর্ব্বতীর্থময়ী শ্রীমানসী গঙ্গার জল আনয়ন পূর্ব্বক শ্রীরাধাসরোবর পূর্ণ করিবেন। শ্রীমতী রাধারাণী ও তৎসখীগণের এইরূপ ব্যঙ্গোক্তি শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ তীর্থসকলকে ইঙ্গিত করিবামাত্র তীর্থসমূহ শ্রীলবণানুনন্দিনীর সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীমতী তীর্থগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে নিজকুণ্ডে প্রবেশ করিতে আদেশ দিলেন। শ্রীমতীর আদেশপ্রাপ্তিমাত্র শ্রীশ্যামকুণ্ডের জলবেগ তীরভেদপূর্ব্বক শ্রীরাধা সরোবরে পতিত হইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডকে পরিপূর্ণ করিল। এইরূপে শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রকট হইল। অদ্যাপি শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্যভাগে তীরভেদ চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে এবং উহার দ্বারাই উভয় কুণ্ডের জল উভয় কুণ্ডে গমনাগমন করিয়া থাকে। যাঁহাদের শ্রীরূপানুগবর অপ্রাকৃত রসিকশ্রেষ্ঠ মুকুন্দ প্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে ভক্তিসিদ্ধান্তশ্রবণজনিত অপ্রাকৃত বিচার উদিত হইয়াছে, তাঁহারাই উপরিউক্ত লীলাকথার মাধুর্য্য ও তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন, নিজ বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা ইহা বুঝা যাইবে না।

শ্রীরাধাকুণ্ডের সকল দিকে ললিতাদি অষ্টসখীর মঞ্জুল কুঞ্জরাজি শোভিত। আবার শ্রীশ্যামকুণ্ডের সর্ব্বদিকেও সুবলাদি নর্ম্মসখাগণের কুঞ্জ বিরাজিত।

শ্রীরাধাকুণ্ড সর্ব্বদিকে নিরুপম।
ললিতাদি অষ্টসখীর কুঞ্জ মনোরম॥
সুবলাদি কুঞ্জ শ্যামকুণ্ড সর্ব্বদিকে।
দোঁহে বিলসয়ে অতি অশেষ-বিশেষে॥
অরিষ্টকুণ্ডাখ্যে শ্যামকুণ্ড সবে কয়।
এই দুই কুণ্ডের মহিমা অতিশয়॥

(ভক্তিরত্নাকর)

শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততনু স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবনভ্রমণলীলা প্রকট করিয়া নৃত্য করিতে করিতে আরিট্‌গ্রামে আগমনপূর্ব্বক আরিট্‌গ্রামবাসিগণকে লুপ্ত শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ডের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে কেহই উক্ত লুপ্তস্থানদ্বয়ের নির্দ্দেশ বলিতে পারিলেন না, এমন কি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে যে মাথুর বিপ্র আগমন করিয়াছিলেন, তিনিও সে সম্বন্ধে কোনও সন্ধান দিতে পারিলেন না। সর্ব্বজ্ঞচূড়ামণি শ্রীমন্মহাপ্রভু লুপ্ততীর্থদ্বয়ের কথা সকলই জানিতেন এবং তাহা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। শ্রীশ্যামকুণ্ড ও ও শ্রীরাধাকুণ্ড দুইটী ধান্যক্ষেত্ররূপে লুপ্ত হইয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু ধান্যক্ষেত্রের স্বল্পজলে স্নানপূর্ব্বক শ্রীকুণ্ডকে নানাপ্রকারে স্তব করিতে লাগিলেন এবং শ্রীকুণ্ডের মৃত্তিকা লইয়া সর্ব্বাঙ্গে তিলক করিলেন। তখন হইতেই গ্রামবাসী সকলেই লুপ্ত শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের বার্ত্তা জানিতে পারিলেন। গ্রামবাসী লোকসমূহ বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহারা এতকাল 'কালী' ও 'গৌরী' নাম দিয়া উক্ত ধান্যক্ষেত্রদ্বয় পালন করিতেছিলেন, এখন তাঁহারা এই অভ্যাগত মহাপুরুষের কৃপায় ইঁহাদের যথার্থ তথ্য অবগত হইলেন।

একদিন শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু কুণ্ডদ্বয়ের ঐরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া কুণ্ডদ্বয়কে জলপূর্ণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। কৃষ্ণ স্বীয় ভক্তের মনোবাসনা জানিতে পারিয়া অলৌকিকভাবে ইহার ব্যবস্থা করিলেন। কোনও এক শ্রেষ্ঠী বদরিকাশ্রমে গমনপূর্ব্বক শ্রীনারায়ণকে বহুসংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলে শ্রীনারায়ণ উক্ত শ্রেষ্ঠী মহোদয়কে স্বপ্নযোগে জানাইলেন,—"তুমি এই অর্থগুলি ব্রজস্থ আরিট্‌গ্রামে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর নিকট লইয়া যাও এবং আমার নাম করিয়া এই অর্থগুলি তাঁহাকে প্রদান কর। যদি তিনি এসকল অর্থ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রজস্থ কুণ্ডদ্বয়ের সংস্কারের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে।" উক্ত শ্রেষ্ঠীমহোদয় এই আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ আরিট্‌গ্রামের অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর সম্মুখে প্রণাম সহকারে উক্ত মুদ্রাসমূহের ভেট দিয়া শ্রীনারায়ণের আজ্ঞা তাঁহাকে জানাইলেন। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু শ্রেষ্ঠীকে পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিয়া অনতিবিলম্বে কুণ্ডদ্বয়ের পঙ্কোদ্ধার করিবার জন্য বলিলেন। উক্ত শ্রেষ্ঠী মহোদয়ও মহানন্দে শ্রীল দাস-গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে কুণ্ডদ্বয়ের সেবা করিলেন।

শ্রীরাধাকুণ্ডের পূর্ব্বদক্ষিণদিকে শ্রীশ্যামকুণ্ড বিরাজমান। শ্রীশ্যামকুণ্ডের মধ্যে শ্রীবজ্রনাভের আর একটি কুণ্ড আছে। প্রবাদ—যে সময় শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকটলীলা প্রকাশ করেন, সেইসময় তিনি শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছিলেন,—'শ্রীমথুরাপুরীতে বজ্রনাভকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া বদরিকাশ্রমে গমন কর।" তৎপরে বজ্রনাভ শ্রীমথুরা হইতে এখানে আসিয়া এই কুণ্ডকে অতি সুন্দরভাবে বন্ধন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্যামকুণ্ডের জল কমিলে এখনও শ্রীবজ্রনাভকুণ্ডটী শ্রীশ্যামকুণ্ডের মধ্যে দেখা যায়।

শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপবেশনঘাট, ভ্রমরঘাট, অষ্টসখীর ঘাট, গয়াঘাট, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর ঘাট, পঞ্চপাণ্ডব ঘাট, মানসপাবন-ঘাট, গোবিন্দঘাট, ঝুলনবট-ঘাট ও জাহ্নবা-ঘাট—এই কয়েকটী প্রসিদ্ধ ঘাটের কথা শুনা যায়।

শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর সমাধি ও ভজনকুটীর, শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুদ্বয়ের ভজনকুটীর এবং অন্যান্য গুরুবর্গের স্থানও আছে। তথায় গোবর্দ্ধনশিলাও আছেন। কথিত আছে যে, শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্যামকুণ্ডের পূর্ব্বভাগে গোপকূপনামে যে এক কূপ খনন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে এই শিলা উত্থিত হয় এবং সেই শিলা গোবর্দ্ধনের জিহ্বা বলিয়া স্বপ্নে বিদিত হওয়ায় গোবিন্দমন্দিরে তাহা নীত হয়। পরে শ্রীরাধাকুণ্ডের একস্থানে ঐ শিলা স্থাপিত হয়।

বৈষ্ণবধর্ম্ম

*)::-

পরিদৃশ্যমান জগতের সকলবস্তুর আকর 'বিষ্ণু'। সেই বিষ্ণুর মায়ার দ্বারা আবৃত ও বিক্ষিপ্ত লুপ্ত-বিষ্ণু-পরিচয়কেই বিষ্ণু ব্যতীত অন্যবস্তু বলিয়া প্রতীতি হয়। যাঁহাদের সকল বস্তুর অভ্যন্তরে ও আকররূপে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান উপলব্ধির বিষয় হয় এবং সেই বিষ্ণুর সেবকসূত্রে সেবাপ্রবৃত্তির উন্মেষ দেখা যায়, তাঁহারাই আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া জানিতে পারেন। যাঁহাদের দিব্যজ্ঞান নাই, তাঁহারা পাপে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদিগকে বৈষ্ণব' জানেন না, তজ্জন্য আবৃত বিষ্ণুবস্তুকে স্বীয় ভোগের উপাদান জানিয়া আপনাদিগকে অবৈষ্ণব' অভিমান করেন। বিষ্ণুসেবারত জনগণের বৃত্তিকেই 'বৈষ্ণব-ধর্ম্ম' বলে।

প্রকৃত বৈষ্ণবগণ দেহ ও মনের ধর্ম্মে আবদ্ধ না থাকিয়া জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম যাজন করেন। পূর্ব্বকালে রুদ্র ও চতুঃসন, লক্ষ্মী ও ব্রহ্মা বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ছিলেন। কলিকালে শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্বাচার্য্য বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারক। জীবের ভোগ্যধারণায় ঈশ্বরের অনুভূতি জড়-নির্ব্বিশেষবাদে আবদ্ধ। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সবিশেষ চিদ্বিলাসবাদী। দেহমনের দ্বারা প্রকৃত নিত্যসেবা হয় না। পরব্যোমে চিদ্বৃত্তির দ্বারা চিন্ময়বস্তু চিন্ময়ের সেবা করে।

শ্রীচৈতন্যদেব নিজচরিত্র ও লীলায় এই সকল কথা সুষ্ঠুভাবে দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার আচরিত ও প্রচারিত বিষয়টী কালপ্রভাবে বিকৃত হইয়া অন্যাকার ধারণ করিয়াছে। তাঁহার কথিত 'প্রেমে'র ধারণা কামে, 'অপ্রাকৃত-বিগ্রহ' অচিৎপিণ্ডে, 'সেবাপ্রবৃত্তি' ভোগপ্রবৃত্তিতে, 'পবিত্রতা' কুটিনাটীতে, 'স্বাধ্যায়' বণিগ্‌বৃত্তিতে, 'ভজন' ভোজনাদি ভোগে পরিণত অর্থাৎ সকল কথাই বিপরীত গতিলাভ করিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রচারিত সুনির্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম্মটী সংক্ষেপে এই,—

(১) মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের অপর নাম 'সনাতন-ভাগবত-ধর্ম্ম'। তাঁহা জীবমাত্রের অহৈতুকী আত্মবৃত্তি; অতএব একমাত্র সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম।

(২) তাঁহার প্রচারিত বিমলধর্ম্মে কোনপ্রকার ব্যভিচারাদি অসচ্চেষ্টা নাই। ছোট হরিদাসের প্রতি দণ্ডলীলাই তাহার সাক্ষ্য।

(৩) তিনি শ্রীবিগ্রহ ও ভাগবতকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীবিগ্রহ বা ভাগবতাদি দ্বারা জীবিকার্জ্জন মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম।

(৪) মহাপ্রভু ভক্ত ও ভগবান্‌কে অভিন্ন বলিয়াছেন এবং বৈষ্ণবকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদান করিতে বলিয়াছেন। যাঁহারা বৈষ্ণবকে কোনপ্রকারে অসম্মান করিবেন, তাঁহারা মহাপ্রভুর মতে নিরয়গামী। মহাপ্রভু বলেন, বৈষ্ণবনিন্দার মত অপরাধ আর নাই, সকল অপরাধের ক্ষমা আছে, কিন্তু যে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করা হইয়াছে, তিনি ক্ষমা না করিলে আর সেই অপরাধের ক্ষমা নাই।

(৫) মহাপ্রভু বৈষ্ণবকে ব্যবহারিক মনুষ্যমধ্যে গণ্য করেন না বলিয়া বৈষ্ণবকে ব্যবহারিক জাতিকুলের অন্তর্গত মনে করাকে তিনি অপরাধের চরমসীমা বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। তিনি ঠাকুর হরিদাসকে প্রচারকের আসন ও স্বয়ং রায়রামানন্দের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার লীলা-প্রদর্শন, শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে অদ্বৈতাচার্য্যকে ঠাকুর হরিদাস ও মুকুন্দের সহিত একত্র ভোজনের আজ্ঞাপ্রদান, ঠাকুর হরিদাসকে অদ্বৈতপ্রভুর পিতৃশ্রাদ্ধপাত্র প্রদান প্রভৃতি আচার দ্বারা স্বীয়বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন।

(৬) মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, দীক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার অদীক্ষিত অবস্থার পরিচয়ে পরিচিত হইতে পারেন না। বৈষ্ণবী দীক্ষাবিধানের দ্বারা নরমাত্রেই বিপ্রত্ব লাভ করেন।

(৭) মহাপ্রভুর ভক্তগণ সকলেই বৈরাগ্যপ্রধান। তাঁহার গৃহত্যাগী ভক্তগণই 'গোস্বামী' নামে পরিচিত। ষড়্‌গোস্বামী তাঁহার সাক্ষ্যস্থল। গোস্বামী উপাধিকে তিনি জাতিগত বা শৌক্রগত বিচার করেন নাই।

(৮) মহাপ্রভু জীবকুলকে বৈষ্ণব সদ্গুরুর পদাশ্রয় করিতে বলিয়াছেন। মহাকুলপ্রসূত পণ্ডিতও যদি অনন্যকৃষ্ণশরণ না হন, তাহা হইলে তিনিও গুরুপদবাচ্য

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ

নহেন। ঐরূপ কৌলিক, লৌকিক গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় বৈষ্ণবসদ্গুরুর চরণাশ্রয়ের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

(৯) মহাপ্রভু অসৎসঙ্গত্যাগকেই 'বৈষ্ণবাচার' বলিয়াছেন। মহাপ্রভুর উপদেশে অসৎসঙ্গ দ্বিবিধ, (১) স্ত্রীসঙ্গ ও (২) কৃষ্ণের অভক্তগণের সঙ্গ।

(১০) মহাপ্রভু মায়াবাদ নিরাস করিয়াছেন। মায়াবাদ শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের বিপরীত মতবাদ। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও প্রকাশানন্দের সহিত মহাপ্রভুর বিচারই তাঁহার সাক্ষ্যস্থল।

(১১) মহাপ্রভু বিষ্ণুকে জগৎকারণ বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। শক্তিকে জগৎকারণ বলেন নাই।

(১২) মহাপ্রভু দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন। তথাকথিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আদর করেন নাই। "চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥"—ইহাই বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে মহাপ্রভুর উপদেশ।

(১৩) মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকেই একমাত্র অমল প্রমাণ এবং শ্রীনামভজনকেই জীবের একমাত্র সাধ্য ও সাধন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

(১৪) মহাপ্রভু 'নামাপরাধ' ও 'নামাভাস' হইতে নামের পার্থক্য বিচার করিয়াছেন।

(১৫) মহাপ্রভু "জীবে দয়া" প্রচার করিয়াছেন এবং সর্ব্বপ্রকার জীবহিংসার নিষেধ করিয়াছেন।

(১৬) মহাপ্রভু সর্ব্বত্র হরিকীর্ত্তন প্রচারের আদেশ করিয়াছেন কিন্তু প্রচারের নামে অন্যাভিলাষ পোষণ বা ব্যবসায়াদি করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(১৭) মহাপ্রভুর উপদেশে 'প্রেম'ই জীবের একমাত্র প্রয়োজন এবং সেই প্রেম জীবের যাবতীয় ইন্দ্রিয়তর্পণ হইতে পৃথক্।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত এইরূপ সুনির্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম্মে বর্ত্তমানে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিবারণের জন্য ভগবানের ইচ্ছায় কতিপয় ভগবদ্ধর্ম্মপরায়ণ নিরপেক্ষ ভগবৎসেবক কলিকাতায় 'শ্রীগৌড়ীয়মঠ' শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানে 'শ্রীচৈতন্যমঠ' প্রভৃতি শুদ্ধভক্তি প্রচারকেন্দ্র এবং আচারবান্ ও আদর্শচরিত্র বৈষ্ণবগণের আবাসস্থান স্থাপন করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র সার্ব্বজনীন বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন। বেদান্ত-শ্রীভারতাদি শাস্ত্রের পঠনপাঠন, ছাত্রগণকে হরিসেবাময় আদর্শ জীবনযাপন করিবার সুযোগ প্রদানের সহিত হরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গ, বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে সুনিপুণ করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ইঁহারা সর্ব্বকালে হরিসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া জগতের অশেষ মঙ্গলবিধান করিতেছেন। কিন্তু প্রপঞ্চে প্রতিপক্ষের অভাব না থাকায় তাঁহাদের কার্য্যেও দোষারোপ করিবার জন্য কতিপয় ব্যক্তি চেষ্টার ত্রুটী করিতেছেন না। কেহ কেহ তাঁহাদিগকে অসম্মান তাঁহাদিগকে অপরের চক্ষে ঘৃণিত করিবার প্রয়াস প্রভৃতিও প্রদর্শন করিতে পশ্চাৎপদ হন না। যাঁহারা জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করেন, সর্ব্বসাধারণে তাঁহাদিগকে সহায়তা করিলে সমাজের উন্নতি ও সুখ সম্পাদিত হয়।

সাধুসঙ্গই কৃষ্ণভক্তির জন্মমূল

—::[*]::—

পরমদুর্ল্লভ এবং পরমদুর্ল্লভফল অকিঞ্চনাখ্য সাক্ষাৎ ভক্তিরূপ ভগবৎসাম্মুখ্য কিরূপে লব্ধ হইতে পারে, তাহাই বলিবার জন্য প্রথমতঃ সাম্মুখ্যমাত্রের কারণ প্রদর্শিত হইতেছে, যথা—"হে ভগবন্! ভ্রমণশীল জীবের যেকালে ভবাপবর্গ হয়, তখনই সৎসঙ্গ লাভ হয় এবং যেকালে সৎসঙ্গ লাভ হয়, সেই সময়েই স্থাবরজঙ্গমের অধিষ্ঠাতা সদ্গতি-স্বরূপ আপনার প্রতি তাহার রতি জন্মিয়া থাকে।"

যেকালে "ভ্রমণশীল" অর্থাৎ সংসারে যাতায়াতকারী জীবের "ভবাপবর্গ" অর্থাৎ উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়, তখনই সৎসঙ্গ লাভ হইয়া থাকে। এস্থলে "যখন সাধুসঙ্গ হয়, তখনই ভবাপবর্গ হয়" এইরূপ বলাই উচিত ছিল, যেহেতু ভবাপবর্গ অর্থাৎ ভববন্ধ-নাশের প্রতি সৎসঙ্গই কারণস্বরূপ বলিয়া তাহারই পূর্ব্বসত্তা আবশ্যক হয়, কিন্তু এস্থলে তাহা না বলিয়া "যখন ভবাপবর্গ হয়, তখন সৎসঙ্গ লাভ হয়" এইরূপ কার্য্যকারণের বিপর্য্যয়-কথনদ্বারা সৎসঙ্গটী অবশ্য অপেক্ষণীয়-রূপে জ্ঞাপিত হইয়াছে। এসম্বন্ধে শ্রীভগবান্ নলকূবর ও মণিগ্রীবকে বলিয়াছিলেন যে,—"সূর্য্যের দর্শনে যেরূপ লোকের নেত্রবন্ধন বিনষ্ট হয়, সেইরূপ সমচিত্ত, বিশেষতঃ আমার প্রতি অর্পিতচিত্ত সাধুগণের দর্শনে জীবের ভববন্ধন বিনষ্ট হইয়া থাকে।" অতএব আলঙ্কারিকগণ এই শ্লোকটিকে 'অতিশয়োক্তি'-নামক অলঙ্কারের চতুর্থভেদের উদাহরণরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

'অতিশয়োক্তি'-নামক অলঙ্কারের বিবরণ-প্রসঙ্গে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—"কার্য্যোৎপত্তি বিষয়ে কারণের ক্ষিপ্রকারিতা প্রতিপাদনের জন্য কারণের পূর্ব্বে কার্য্যের উক্তি হইলে, তাহা চতুর্থপ্রকার 'অতিশয়োক্তি' হইয়া থাকে।"

এবিষয়ে হেতু এই যে—যখন সৎসঙ্গ হয়, তখনই স্থাবর-জঙ্গমাধিষ্ঠাতৃস্বরূপ আপনার প্রতি জীবের মতি জন্মিয়া থাকে। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে—ভগবজ্জ্ঞানের অনাদিসিদ্ধ যে প্রাগ্ভাব জীবের ভগবদ্বৈমুখ্যজনক হয়, তাহার নাশ হইলে ভগবৎ-সাম্মুখ্যকারী ভগবজ্জ্ঞান হইয়া থাকে। অতএব শ্রীবিদুর বলিয়াছেন,—"দৈববশতঃ অধর্ম্মশীল, কৃষ্ণবিমুখ, অত্যন্ত দুঃখিত জনগণের প্রতি অনুগ্রহার্থ জনার্দ্দনের প্রিয়-মঙ্গলালয় সাধুগণ এই জগতে নিশ্চিতই বিচরণ করেন।"

এস্থলে "দৈববশতঃ অধর্ম্মশীল"—এই বাক্যে প্রাক্তন-কর্ম্মহেতু ভগবদ্ধর্ম্মরহিত পুরুষের উক্তি হইয়াছে। মূলশ্লোকে "যর্হি" (যেকালে) "তদৈব" (সেইকালেই) এইরূপ উক্তিহেতু কালবিলম্ব ব্যতিরেকেই তদ্বিষয়িণী মতির উদয় প্রতিপাদিত হইতেছে। "তদৈব" এই বাক্যে "এব" শব্দের প্রয়োগহেতু সেই কালেই হয়, পরন্তু অন্যকালে কদাপিও হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য জানিতে হইবে।

অতএব তদ্বিষয়িণী মতির হেতু বলিতেছেন—"সদ্গতিরূপ" অর্থাৎ যে যে স্থানে "সৎ"-পুরুষগণ সঙ্গত হন, সেই স্থানেই "গতি" অর্থাৎ প্রকাশ যাঁহার, তাদৃশ আপনার প্রতি মতি হইয়া থাকে।

এসম্বন্ধে ইতিহাস-সমুচ্চয়ে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—"হে নৃপতে! যেস্থানে বিষয়-রাগাদিশূন্য বাসুদেবপরায়ণ ভক্তগণ বাস করেন, সেইস্থলে বিষ্ণু সন্নিহিত থাকেন এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।" অথবা "সদ্গতিস্বরূপ"—এই বাক্যে "সজ্জনগণের গতি" এইরূপ অর্থ করিলেও তিনি অসদ্গণের গতি নহেন, এইরূপ অর্থ উপলব্ধ হইয়া থাকে।

অতএব সদ্ব্যক্তির সঙ্গদ্বারাই অন্যেরও ভগবৎপ্রাপ্তি যুক্তিযুক্ত হয়। সুতরাং এই ব্যাখ্যায়ও পূর্ব্ববৎ তাৎপর্য্য জ্ঞাতব্য।

পিঙ্গলা-নাম্নী বেশ্যারও যে সৎসঙ্গ হইয়াছিল, তাহা "এই বিদেহ-নগরীতে আমিই একমাত্র মন্দবুদ্ধি রমণী" ইত্যাদি বাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বামীর টীকাতেও উক্ত হইয়াছে,—"হায়! সৎসঙ্গতি-সত্ত্বেও আমার এইরূপ মোহ বর্ত্তমান রহিল"—এই অভিপ্রায়েই তৎকর্ত্তৃক "এই বিদেহনগরীতে" ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে (এই পর্য্যন্ত টীকার বাক্য)।

অতএব যেস্থলে সৎসঙ্গ উপলব্ধ হয় না, তথায়ও বর্ত্তমান জন্ম-সম্বন্ধী বা পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধী অথবা পরম্পরা-সম্বন্ধজাত সৎসঙ্গ অনুমেয় হইয়া থাকে, যেহেতু সৎসঙ্গ ব্যতীত শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে না। যাঁহারা শ্রীনারদাদি ভক্তগণকে দর্শন করিয়াছেন, তাদৃশ দেবতা প্রভৃতির শ্রীনলকূবরাদির ন্যায় স্থাবরত্বপ্রাপ্তি কুত্রাপি শ্রুত হয় না, অতএব এরূপ বিবেচনা করিতে হইবে যে, পুরুষের যদি অপরাধ থাকে, তাহা হইলে সেই অপরাধ-দোষবশতঃ মানবগণ সজ্জনগণের বিষয়ে অনাদরযুক্ত এবং সাধারণ পুণ্যাদি দৃষ্টিশীল হইয়া থাকে। এস্থলে তাদৃশ অপরাধের শান্তি এবং সৎসঙ্গের ভগবৎ-সাম্মুখ্য-জননবিষয়ে ভগবানের কৃপা-সাহায্য অপেক্ষণীয়। যদিও সৎসঙ্গই ভগবৎ-সাম্মুখ্যের কারণ বটে, তথাপি অপরাধ সেস্থলে প্রতিবন্ধক। এস্থলে ভগবৎ-কৃপা-সাহায্যে প্রতিবন্ধক বিদূরিত হয়। যাঁহারা নিরপরাধ তাঁহাদের সৎসঙ্গদ্বারাই পরমোত্তম দৃষ্টি লাভ হইবার পর অনন্তর চিত্ত সজ্জনগণের প্রতি সাবধান না থাকিলেও সৎসঙ্গমাত্রই ভগবৎ-সাম্মুখ্যবিষয়ে কারণ হইয়া থাকে। অতএব সাপরাধ পুরুষগণকে লক্ষ্য করিয়াই অজানজ দেবগণ এইরূপ বলিয়াছেন,—"যাহাদের অসদ্বৃত্তিযুক্ত ইন্দ্রিয়গণ অন্তর্মুখী চিত্তবৃত্তিকে বিদূরিত করিয়াছে, হে পরেশ! হে উরুগায়! আপনার পদবিন্যাস-লক্ষ্মী সম্বন্ধী পুরুষগণ নিশ্চিতই তাহাদিগকে দর্শন করেন না।"

"আপনার পদবিন্যাস-লক্ষ্মীসম্বন্ধী পুরুষগণ" অর্থাৎ তাদৃশ ভক্তগণ নিশ্চয়ই তাহাদিগকে "দর্শন" অর্থাৎ কৃপাদৃষ্টি-বিষয়ীভূত করেন না। কাহাদিগকে দর্শন করেন না, তাহা বলিতেছেন—যাহাদের "অসদ্বৃত্তি" অর্থাৎ সাপরাধ চেষ্টাশীল ইন্দ্রিয়সমূহ অন্তর্মুখী চিত্তবৃত্তিকে বিদূরিত করিয়াছে অর্থাৎ যাহারা বহির্ম্মুখ, তাহাদিগকে। এস্থলে "অসদ্বৃত্তি"-শব্দে সাধারণ অসদ্বৃত্তি গৃহীত হয় নাই। যেহেতু তাহা হইলে ভগবানের কৃপার পূর্ব্বে সকলেরই অসদ্বৃত্তির অস্তিত্ব নিবন্ধন "জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাৎ" ইত্যাদি বিদুরোক্ত শ্লোকে অসদ্বৃত্তিশীল জীবের প্রতি যে কৃপাদৃষ্টি হয়, তাহাও না হইতে পারে। অতএব সাধারণতঃ অপরাধের অসদ্ভাবে তাঁহাদের কৃপা হইয়াই থাকে। সাধুগণের কৃপালাভ-বিষয়ে নিজের মনোযোগ না থাকিলেও এমন কি, প্রবৃত্তির অভাবসত্ত্বেও সাধুসঙ্গমাত্র হেতুই তাহাদের ভগবানে মতি হইয়া থাকে।

যেস্থলে স্বাধীনতাপ্রযুক্ত সাধুগণ অপরাধীর প্রতিও দয়া প্রকাশ করেন, সেস্থলে সে দয়া কেবল নলকূবর বা সাধারণ দেবতাগণের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষের জন্যই জানিতে হইবে, পরন্তু সমস্ত অপরাধীর সম্বন্ধে নহে। যথা বিষ্ণুধর্ম্মে উপরিচরবসুর বৃত্তান্তে উক্ত হইয়াছে যে,—সেই উপরিচরবসু দেবগণের সাহায্যার্থ দৈত্যগণকে বধ করিয়া পরে বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে ভগবদ্ধ্যানহেতু, পাতালপুরে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে তিনি নিবৃত্তিপরায়ণ হইলে দৈত্যগণ তাঁহাকে বধ করিতে উপস্থিত হইয়াও তাঁহার প্রভাবে অস্ত্রহস্তে স্তম্ভিতভাবেই অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর দৈত্যগণ ব্যর্থোদ্যম হইলে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের উপদেশানুসারে উপরিচরবসুকে পাষণ্ডমার্গ-সম্বন্ধী উপদেশ প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইল। দৈত্যগণ তাঁহার কৃপায় ভগবদ্ভক্ত হইয়াছিলেন। অতএব [illegible] উক্ত হইয়াছে যে,—"বহুজন্মরূপ সংসার হইতে উৎপন্ন পাপরাশি বিনষ্ট [illegible]

হইলে জীবগণের শ্রীকৃষ্ণাভিমুখী মতি উদিত হয় না।" এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভক্তের কৃপায়ই যদি সংসার-বন্ধন নাশ হইয়া মুক্তি হয়, তাহা হইলে—"এই সংসারবদ্ধ দীনগণকে পরিত্যাগ করিয়া আমি একাকী মুক্ত হইতে ইচ্ছা করি না। হে দেব! সংসারে পরিশ্রমশীল ইহাদের আপনি ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় নাই"—এই বাক্যে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের সমস্ত সংসারিগণের প্রতিই যে কৃপা দৃষ্ট হইতেছে, সেই কৃপাবশতঃ সকলেরই মুক্তি হয় না কেন? ইহার উত্তর এই যে—জীব অনন্ত বলিয়া তৎকালে সকল জীবের কথা তাঁহার স্মরণ হয় নাই, পরন্তু তিনি যাঁহাদিগকে দর্শন বা যাঁহাদের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, কেবল তাঁহাদের কথাই তৎকালে স্মরণ হওয়ায় তদীয় অনুগ্রহবশতঃ তাঁহাদের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী জানিতে হইবে। তাঁহার উক্তিতে "নেতান্" এই পদস্থিত "এতৎ"-শব্দের প্রয়োগদ্বারা নির্দ্দিষ্ট কতিপয় জীবেরই প্রতিপাদন হইয়াছে। এইরূপ অন্য সংসারিগণের সম্বন্ধেও তৎকীর্ত্তন এবং তৎস্মরণদ্বারাই কৃতার্থতাপ্রাপ্তিরূপ বর শ্রীনৃসিংহদেব কৃপাপূর্ব্বক প্রদান করিয়াছেন। যথা "হে প্রহ্লাদ! যে মানব তোমাকে ও আমাকে স্মরণ করিয়া তোমার রচিত মদ্বিষয়ক এই স্তোত্র কীর্ত্তন করিবে, সেই ব্যক্তি কালক্রমে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে।" যে তোমাকে কীর্ত্তন করিবে, তাহারই মুক্তি হইবে, অতএব তুমি কৃপা-পূর্ব্বক যাহাদিগকে স্মরণ করিবে, তাহাদের বন্ধন-মুক্তিবিষয়ে আর আশঙ্কা কি?—ইহাই বাক্যের তাৎপর্য্য।

অতএব ভগবদ্বিষয়ক রতির প্রতি সৎসঙ্গই আদি কারণরূপে সিদ্ধ হইল। ইহা যুক্তিসঙ্গতও হয়, যেহেতু যাহাদের অনাদিসিদ্ধ ভগবদ্বিষয়ক অজ্ঞানাত্মক ভগবদ্বৈমুখ্য বর্ত্তমান, তাহাদের সৎসঙ্গ ব্যতীত ভগবদ্বিষয়ে মতি সম্ভবপর হয় না। অতএব উক্ত হইয়াছে যে,—"তর্ক অপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ স্থিরতারহিত, শ্রুতিগণও পরস্পর বিভিন্ন, এমন মুনি নাই, যাহার মত বিভিন্ন নহে; সুতরাং ধর্ম্মের তত্ত্ব অতীব গুপ্ত বলিয়া মহাজনগণ যে পথে গমন করিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত পথ বলিয়া জানিতে হইবে।" এইরূপ শ্রীপ্রহ্লাদ-মহারাজের বাক্যে "গৃহব্রতিগণের পর হইতে অথবা নিজ হৃদয়ে কিম্বা তাহাদের পরস্পর হইতে কখনও কৃষ্ণবিমুখে মতি জন্মিতে পারে না।"—এইরূপে উপক্রমপূর্ব্বক উপসংহারে উক্ত হইয়াছে যে—"যেকাল পর্য্যন্ত বিষয়াভি-নিবিষ্ট পুরুষ নিষ্কিঞ্চন মহাজনগণের পাদরজোহভিষেক বরণ না করেন, সে পর্য্যন্ত অনর্থ-নিবৃত্তিকারিণী মতির উদয় হয় না।"—এইরূপ কৃষ্ণবিমুখ-কর্ম্মাদিদ্বারাও ভগবৎ-সাম্মুখ্য লাভ হইবে না। স্তোত্রাদিতেও উক্ত হইয়াছে যে—"তুমি ধর্ম্ম হইতে দূরে, অধর্ম্ম হইতে দূরে, কৃতাকৃত (কার্য্যাকার্য্য) হইতে দূরে এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ হইতে দূরে অবস্থান করিতেছ।" "ব্রাহ্মণগণ সেই আত্মাকে বেদবাক্য, যজ্ঞ, দান ও দুষ্কর তপস্যাদ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন"—এই সকল শ্রুতি ভগবৎসাম্মুখ্যরূপে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসমূহেরই কীর্ত্তন করিতেছেন। অতএব সেই ভগবৎ-সাম্মুখ্য কিরূপে সংঘটিত হয়, এই প্রশ্নই পুনরায় উত্থিত হইতেছে। তাহার উত্তর এই যে—ভগবৎ-কৃপাই ভগবৎসাম্মুখ্য-বিষয়ে প্রাথমিক কারণস্বরূপ, পরন্তু তাহা গৌণ। যেহেতু ভগবদ্-বিমুখজনগণ অনন্ত দুরন্ত সাংসারিক সন্তাপ-তপ্ত হইলেও তাহাদের প্রতি ঐ ভগবৎকৃপা স্বতন্ত্ররূপে প্রবর্ত্তিত হয় না, কারণ তাহা অসম্ভব। যেহেতু পরের দুঃখ স্বকীয় চিত্তে আরূঢ় হইলেই কৃপারূপ চিত্তবিকার জন্মিয়া থাকে। কিন্তু ভগবান্ সর্ব্বদাই পরমানন্দরসযুক্ত ও নিষ্পাপ বলিয়া শ্রুতিতে জীব অপেক্ষা তাঁহার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব তেজোরাশি-বিশিষ্ট সূর্য্যের যেরূপ অন্ধকার-সংযোগ সম্ভবপর হয় না, সেইরূপ ভগবানের চিত্তে তমোময় দুঃখের সংস্পর্শ সম্ভব হইতে পারে না বলিয়া ভগবানের চিত্তে কখনও কৃপার উৎপত্তি হইতে পারে না। অতএব তিনি যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান, অননুষ্ঠান কিম্বা বিপরীত অনুষ্ঠানে সমর্থরূপে বিরাজমান থাকিলেও তদ্বিমুখ-পুরুষের কখনও তাঁহা হইতে সংসার-সন্তাপের শান্তি হয় না। অতএব অবশেষে সৎপুরুষগণের কৃপাই ভগবৎসাম্মুখ্যবিষয়ে মুখ্য কারণরূপে উপলব্ধ হইতেছে। যদিও সজ্জনগণও তৎকালে সংসার-দুঃখকর্ত্তৃক স্পর্শের অযোগ্য, তথাপি জাগ্রদবস্থাপন্ন পুরুষ যেরূপ স্বপ্ন-বিলাসভূত দুঃখের স্মরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ সাধুগণও তাহাদের পূর্ব্বকালীন সংসার-দুঃখ স্মরণ করিয়াই সাংসারিকগণকে কৃপা করিয়া থাকেন। যেরূপ শ্রীনারদের নলকূবর ও মণিগ্রীবের প্রতি কৃপা হইয়াছিল। অতএব প্রস্তাবিত বিষয়েও সাংসারিক দুঃখ ভগবৎ-কৃপার কারণ নহে, পরন্তু সেস্থলে—"তিনিই এসংসারে আমার একমাত্র শরণ" এইরূপ দৈন্যাত্মিকা ভক্তির সম্বন্ধ বর্ত্তমান, সেই স্থলেই ভগবৎকৃপা হইয়া থাকে! গজেন্দ্রাদির মোচনে তাহার অন্বয় দৃষ্টান্ত এবং নারকী প্রভৃতির উদ্ধারে ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত জ্ঞাতব্য। এই শক্তি দৈন্যসম্বন্ধ-অধিক উচ্ছ্বসিতা হয় বলিয়া দৈন্যস্থলে কৃপাধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব ভগবানের যে কৃপা সাধুজনে বিদ্যমান, তাহাই সৎসঙ্গকে আশ্রয় করিয়াই হউক অথবা সৎকৃপাকে আশ্রয় করিয়াই হউক অপর জীবে সংক্রামিত হয়, পরন্তু স্বতন্ত্রভাবে হয় না, ইহাই চরম সিদ্ধান্ত। ভাগবতেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—"হে দ্রুমন্! সর্ব্বভূতে প্রীতিসম্পন্ন সাধুগণ আপনার পাদপদ্ম-তরণী আশ্রয়পূর্ব্বক অনেক দুস্তর ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া ঐ তরণী ভবার্ণবপারে সংস্থাপনপূর্ব্বক নিজ নিজ স্থানে গমন করিয়াছেন। হে ভগবন! আপনি সদনুগ্রহশীল হইয়া থাকেন"। "হে দ্রুমন্!" অর্থাৎ হে স্বপ্রকাশ! আপনার পাদপদ্মরূপ যে তরণী ভবার্ণব-তরণযোগ্যা, তাহা ভবার্ণব-পারে "সংস্থাপনপূর্ব্বক" অর্থাৎ পরবর্ত্তী জন-গণের জন্য প্রকাশ করিয়া (গমন করিয়াছেন)। এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, উক্ত চরণ-তরণী ভগবান্ নিজেই প্রকাশ করেন না কেন? তদ্বিষয়ে ভক্তগণের অপেক্ষা করেন কেন? তাহাই বলিতেছেন—"আপনি সদনুগ্রহশীল" অর্থাৎ সজ্জনগণদ্বারাই অন্য পুরুষগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। অথবা সজ্জনগণই আপনার মূর্ত্তিমান্ অনুগ্রহ অর্থাৎ আপনার যে অনুগ্রহ প্রাপঞ্চিক জগতে বিচরণ করে, তাহা সাধুর আকার ধারণ করিয়াই বিচরণ করিয়া থাকে, অন্যরূপে নহে। স্কন্দপুরাণেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—"হে ভগবন্! আপনার চরণযুগল জীবগণের পাপ নাশ করিয়া থাকে। যাঁহারা ভবদীয় যশঃ-সলিলে এবং পাদপদ্মজাত গঙ্গা-সলিলে আভ্যন্তরিক ও বাহ্য স্নান করিয়া নিষ্পাপ হইয়াছেন, তাঁহারাই সুতরাং ভূতগণের প্রতি দয়াশীল, রাগাদিরহিত এবং সুশীল হইয়া থাকেন। আমাদের এতাদৃশ সাধুগণের সঙ্গলাভ হউক। এইরূপ সঙ্গলাভ আপনারই অনুগ্রহ

"সদনুগ্রহ" এই পদে সদ্গণের প্রতি অনুগ্রহ আছে যাঁহার, এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেও তদ্বিমুখ অসজ্জনের প্রতি অনুগ্রহের অভাবই প্রতীত হয় বলিয়া সেস্থলে সজ্জন-দ্বারাই উক্ত চরণের প্রকাশ উপলব্ধ হইয়া থাকে। অতএব "মধুসূদন যে জায়মান পুরুষকে দর্শন করেন, তিনি সাত্ত্বিক হইয়া নিশ্চিতই মোক্ষার্থ লাভ করেন"—এই মোক্ষ-প্রতিপাদক বাক্যও সৎসঙ্গের পর যে জন্ম হয়, সেই জন্মসম্বন্ধে জানিতে হইবে।

সজ্জনগণের স্বেচ্ছাচারিতাই সৎসঙ্গের হেতুরূপে জ্ঞাতব্য—অন্য কোন বস্তু তাহার হেতু নহে। এ বিষয়ে ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—"তাঁহারা একদা স্বেচ্ছায় ভ্রমণ করিতে করিতে নিমি রাজার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন।"

"তাঁহারা" এই পদের অর্থ সেই নব-যোগীন্দ্রগণ, "যদৃচ্ছায়" অর্থাৎ স্বাধীনভাবে পরন্তু অন্য কোন কারণে নহে। "যদৃচ্ছা" শব্দের অর্থ—স্বৈরতা। সদ্গণকে পরমেশ্বর যে নিয়োগ বা প্রেরণ করেন, তাহাও সদ্গণের ইচ্ছানুসারে জানিতে হইবে। এ সম্বন্ধে "স্বেচ্ছাময়স্য" (ইচ্ছা-ময়ের) ও "অহং ভক্তপরাধীনঃ" (আমি ভক্তের অধীন) ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

চিত্রকেতু মৃত-পুত্রের জন্য শোকে বিহ্বল হইয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে অঙ্গিরা ঋষি নারদের সহিত চিত্রকেতুর ভবনে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"হে রাজন্! তুমি দুস্তর পুত্রশোকে মগ্ন হইয়াছ জানিতে পারিয়া তোমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য শ্রীনারদ ঋষি এবং আমি এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি ব্রহ্মণ্য এবং ভগবদ্ভক্ত; সুতরাং তোমার ঈদৃশ শোকে মোহিত হওয়া উচিত নহে

সাধুগণের কৃপা জীবের দুরবস্থা-দর্শনে উৎপন্ন হয়, এ-বিষয়ে জীবের পক্ষে সাধুগণের উপাসনাদির অপেক্ষা নাই। যেরূপ—নল-কূবর এবং মণিগ্রীবের দুরবস্থা-দর্শনেই তাহা-দের প্রতি শ্রীনারদের কৃপা হইয়াছিল অতএব বলিতেছেন—যাঁহারা দেবতাগণকে যে ভাবে ভজন করেন, ছায়াতুল্য কর্ম্মসহায় দেবগণও ভজনকারীকে সেইরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু সাধুগণ সেরূপ নহেন, তাঁহারা দীন-বৎসল।"

সৎসঙ্গই জীবের পরমসংস্কারের হেতু বলিয়া তাহার জন্য অন্য কোন সংস্কার-হেতুর অপেক্ষা নাই। যেহেতু বলিয়াছেন—"পবিত্র জলময় স্থানসমূহই বস্তুতঃ তীর্থ নহে এবং মৃত্তিকা ও শিলাময়ী মূর্ত্তিসমূহই বস্তুতঃ দেবতা নহেন, যেহেতু তাঁহারা জীবকে দীর্ঘকালে পবিত্র করেন, পরন্তু সাধুগণ দর্শন-মাত্রই সকলকে পবিত্র করিয়া থাকেন।"

বোম্বেতে প্রচার

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরম-হংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী-শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে বোম্বে মহানগরীস্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবর্গ সহরের বিভিন্ন স্থানে পাঠ-কীর্ত্তনাদিমুখে হরিকথা প্রচার করিতেছেন

গত ৫ই অক্টোবর বোম্বের সহরস্থিত মাতুঙ্গা নামক স্থানীয় আর্য্যসমাজ হলের সদস্যবর্গের সাদর আহ্বানে আহূত হইয়া শ্রীমঠসেবকগণ তথায় উপস্থিত হন। শ্রীগুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীমঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু "The means and the goal of life" সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় ১॥ ঘণ্টা-কাল একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার ও শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবের প্রতি অর্পিত দয়া ও শিক্ষার কথা এবং আত্মধারার কথা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়া প্রতি সপ্তাহে হরিকথা শুনিবার আবেদন জ্ঞাপন করেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সত্যার্থ কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৶০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পো: শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

বিশ্ব বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈ

১৬শ বর্ষ ১৩ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১লা কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১৮ই অক্টোবর, ইং ১৯৪১, শনিবার ১৭২-৮০ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিকাশিনী-টীকা ও আস্বাদন ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পো: শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ দামোদর অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

যেখানে মাপিয়া লইবার বুদ্ধি, সেইখানেই মায়া, কৈতব বা ছলনা। অধোক্ষজ-বস্তু কখনও মেয় হন না। তিনি প্রকৃতির প্রমেয় বা তাহার আয়ত্ত হইতে পারেন না, ইহাই তাঁহার ধর্ম্ম। যাহারা মাপিতে যায়, তাহাদের চেষ্টা চিরকালই ব্যর্থ হয়। সমস্ত জগতের লোক তাহাদের প্রশংসা করিলেও তাহারা অপ্রাকৃত বস্তুকে স্পর্শ করিতে পারে না। যখন ভগবান্‌কে মাপিয়া লইবার চেষ্টা হয়, তখনই তিনি নিজেকে লুক্কায়িত রাখেন, মায়াদ্বারা আচ্ছাদন করেন। আর যাঁহারা নিজ-বলচেষ্টার প্রতি ভরসা ছাড়িয়া দীনচিত্তে ভগবানের চরণে প্রপন্ন হন, ভগবান্ সেই কাঙ্গাল অকিঞ্চনগণকে নিজের স্বরূপ দয়া করিয়া দেখান।

হরিকথা-প্রসঙ্গ-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখপদ্মের সহিত শ্রবণকারীর শ্রবণেন্দ্রিয়ের যদি যোগাযোগ হইলে তবে কৃষ্ণানুশীলন হয়, নচেৎ শ্রবণে অনেক বাধা আসিয়া শ্রবণকারীকে বিব্রত করিয়া তুলে। তত্ত্ব জানিতে হইলে ভগবানের নিজজনের নিকট সম্পূর্ণ শরণাগত হইতে হইবে। তাৎপর্য্য না হইলে শ্রবণ সুষ্ঠু হইবে না। অপ্রযুক্ত ব্যক্তিই প্রকৃত নিবৃত্তানর্থ। অর্থ-যে পরিমাণে হয়, অনর্থও সেই পরিমাণে নিবৃত্ত হইয়া থাকে। শ্রবণকারী যদি শ্রীগুরুনিত্যানন্দকে তাঁহার একমাত্র বান্ধব বলিয়া জানিতে না পারে, সাধুরূপী ভগবৎ কৃপার প্রতি নির্ভরতাই তাহার মঙ্গললাভের একমাত্র উপায়, ইহা বুঝিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে মঙ্গললাভ সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে। অকিঞ্চন ব্যতীত অপরে ভগবৎকৃপারূপী সাধুর প্রতি নির্ভর করিতে পারেন না। ভগবৎকৃপার প্রতি যাহার বিশ্বাস বা নির্ভরতা নাই, তাহার সাধুতে বিশ্বাস হয় না। যেখানে সাধুদর্শন, সেইখানেই হরিসঙ্গ বা হরিভজন। সাধুদর্শনের মধ্যে—গুরুদর্শনের মধ্যে ভোগ্যদর্শন নাই, সেখানে হরিসম্বন্ধি-দর্শন প্রবল। ইহাই ত্রিতাপ-তর্পণই সংসার বা মৃত্যু। ইহার মূলে ভগবদ্-বহির্ম্মুখতা। উন্মুখের কৃপা ও সঙ্গ ছাড়া এই বহির্ম্মুখতা যাইবে না। সেইজন্য সাধুগুরুর প্রতি নির্ভরতা ও অভিনিবেশ বিশেষ আবশ্যক। আবৃত অনাবৃতকে বুঝিতে পারে না। অনাবৃতই অনাবৃতের সন্ধান পায়। সুতরাং কি করিয়া সাধুর কৃপা পাইব, তজ্জন্য সর্ব্বক্ষণ উৎকণ্ঠা থাকা দরকার। কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ মৃত্যুর হস্ত হইতে একমাত্র সাধুগুরুই রক্ষা করিতে পারেন, অপরের সাধ্য নাই। সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের অসমোর্দ্ধ-কৃপা-শোভা তাঁহার কৃপায় উপলব্ধির বিষয় হইলে রুচিপরায়ণ হওয়া যায়; তৎপূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিচার-প্রধানমার্গে বিচরণ করা কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুনিত্যানন্দের নিকট কৃপা প্রার্থনা পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে, নতুবা মঙ্গলের আশা নাই।

সর্ব্বক্ষণ সংকীর্ত্তন করিতে হইবে। সংকীর্ত্তনই চেতনের বৃত্তি বা ধর্ম্ম। সংকীর্ত্তনের মধ্যে সম্ভোগের কোন কথা নাই, তাহা বিরহ-দ্যোতক। নিজেকে শ্রীনামের ভোগ্য-সেবক-দাস-দাস-জ্ঞান না হইলে হরিনামকীর্ত্তন কি করিয়া হইবে? যেখানে এই অপ্রাকৃত অভিমান আছে, সেখানে প্রাকৃত জাগতিক অভিমান থাকিতে পারে না। ভোগ-ত্যাগ-স্পৃহাই কদর্য্য, আর বিপ্রলম্ভই সৌন্দর্য্য। যিনি শুদ্ধ কীর্ত্তন করেন, তিনিই সুন্দর। সুন্দর না হইলে শ্রীশ্যামসুন্দর শ্রীনামের কীর্ত্তন সুষ্ঠুভাবে করা যায় না।

হরিগুরুবৈষ্ণব যদি সত্যসত্যই কাহারও সেবা গ্রহণ করেন এবং তিনি যদি ব্যক্তিগত-ভাবে আমার বিদ্বেষও করেন, তথাপি আমি যেন তাঁহার প্রতি বিন্দুমাত্রও কোন-ভাবে বিদ্বেষভাব পোষণ না করি। আমি যেন সর্ব্বক্ষণ দীন হীন কাঙ্গাল হইয়া আশ্রয়-বিগ্রহের নিত্য আশ্রিত থাকিতে পারি। যেখানে আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে নিত্যকাল বিষয়বিগ্রহের সেবার বিচার প্রবল, তাহাই নবদ্বীপাভিন্ন শ্রীব্রজধাম। যাঁহারা 'গোপ' অর্থাৎ কৃষ্ণ আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ পালন করেন, কৃষ্ণ আমাদিগকে রক্ষা করেন—এইরূপ শতকরা শত-পরিমাণ সহজাত বিশ্বাসে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, শ্রীনামের প্রতি যাঁহাদের রুচির উদয় হইয়াছে, তাঁহাদের নিত্য আনুগত্যে যদি নিষ্কপটে অহৈতুকী সেবা করিবার লোভ উপস্থিত হয়, তবেই শ্রীবৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীনবদ্বীপে অবস্থানের সৌভাগ্য হইয়া থাকে। গৌরধাম বড় দয়াল, মহাবদান্য। গৌরধাম ও ব্রজধাম অভিন্ন। গৌরধামের কৃপা না হইলে ব্রজে যাওয়া যায় না। গৌরজনের আনুগত্য বাদ দিয়া গৌরধাম ও ব্রজধাম কোন ধামেরই সেবা হয় না। সাধুগুরুর আনুগত্য বাদ দিয়া ভজনের আড়ম্বর ছলনা মাত্র।

গৌরধাম ও ব্রজধাম অভিন্ন। উভয়ের মধ্যে ভেদবুদ্ধি হইলে সর্ব্বনাশ হইবে। গৌরধামের দয়ার তুলনা নাই। দীন হীন কাঙ্গাল হইয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলে গৌরাভিন্ন শ্রীগৌরধামের কৃপা নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। গৌরধামের কৃপা হইলে গৌরসেবা মিলিবে। গৌরধাম চেতন—অমাটিয়া। ধামের কৃপা না হইলে ধামীর কৃপা পাওয়া যাইবে না।

বৈকুণ্ঠবস্তু কথা, শব্দ, উপদেশ ও শিক্ষাকারে এখানে আসেন। গুরুর নিকট হইতে সে জিনিষ পাওয়া যায়। গুরুদেব ভগবান্‌কে দেন। শ্রবণগুরু বা শিক্ষাগুরু হরিকথা উপদেশ করেন—ভজন শিক্ষা দেন। দীক্ষাগুরু মন্ত্রদান করেন। মন্ত্রগ্রহণ করিয়া গুরুর নিকট শ্রবণ করিতে হয়। শ্রবণের পর কীর্ত্তন হয়। শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে আচরণ হওয়া চাই, তবে কীর্ত্তন হইবে। আচার না করিলে প্রচার হয় না। শ্রবণ বা আচার না হইলে কীর্ত্তন বা প্রচার কি করিয়া হইবে? আচরণ শোধিত হয় শ্রবণের দ্বারা। সাধুগুরুর কথা যে উপদেশ নিজজীবনে আচরণ বা পরীক্ষা করিলেই মঙ্গল হয়। তখন সেবার বিচার ব্যতীত অন্য কোন বিচার আমাদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। তখন হৃদয়ে খুব দৃঢ়তা আসে। আচার যত সুষ্ঠু হইবে, কীর্ত্তনের অধিকারও তত হইবে। আনুগত্য না থাকিলে শ্রবণ হয় না, হইলেও নামাপরাধে আনুগত্যই ভক্তির স্বরূপলক্ষণ। হরিকথা শ্রবণ করিলে ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য প্রভুত্বকামনা বা অচেতনবস্তুর কামনামল দূর হইয়া যায়। ভগবানের অতি সুন্দর রূপ ও চেহারা আছে। মনোযোগের সহিত হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে অনুকূল ভাব হইলে বিশুদ্ধচিত্তে সেই আনন্দময় রূপের স্ফূর্ত্তি হয়—ভগবানের আবির্ভাব হয়।

কৃষ্ণসুখবাঞ্ছা ব্যতীত অন্য সুখাকাঙ্ক্ষাই মল। শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপা হইলে মল

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে।

নির্ম্মল হইবে, বিষয়মল তখন আর থাকিবে না। শ্রবণ করিতে করিতে সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হইবে। তৎফলে ভগবানের প্রতি স্বাভাবিক টান বা প্রীতি, যাহা আমাদের স্বরূপের বৃত্তি বা ধর্ম্ম, তাহা জাগরূক হইবে।

শ্রীধামে শক্তিমান্ ভগবান্ স্বরূপশক্তির সহিত সতত বিলাসবান্। চিল্লীলামিথুন গৌরহরি নিত্যকাল সংকীর্ত্তন-রাসে মত্ত। অদ্যাপি শ্রীগৌরসুন্দর গৌরধামে নিত্যলীলা করিতেছেন। আত্মনিবেদন করা হইলে তবে শ্রীধামবাস হইবে। যদি হৃদয়ে অকপট শ্রদ্ধা ও ব্যাকুল আগ্রহ জাগে, তবেই আমরা গৌরের নিজজন গৌড়ীয়, গুরু বা শুদ্ধ সাধু-ভক্তের পাদপদ্ম অনুসরণ করিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারিব। যদি পূর্ণ শরণাগতি লইয়া নিজেকে দৃঢ় অভিমান করিতে পারি আমি বড় দীন, অধম-কাঙ্গাল, পতিত, পামর, সম্পূর্ণ অযোগ্য ও সর্ব্বগুণ-বর্জ্জিত, এরূপ ভাব যদি হৃদয়ে জাগে, তবেই গৌরজনের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তখন তিনি কৃপা করিয়া সংকীর্ত্তন দেখাইবেন। যাঁহারা গৌরের সহিত সর্ব্বক্ষণ সংকীর্ত্তন করিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গবিচ্ছেদে যখন খুব অভাব উপলব্ধি হইবে, তখনই তাঁহাদের কৃপা হইবে। তখনই অপ্রাকৃত শ্রীধামদর্শন হইবে, তখনই গৌরধামে বাস বা সংকীর্ত্তনে যোগ-দানের সৌভাগ্য হয়। এই সৌভাগ্য যেন আমার কখনও লাভ হয়, ইহাই গুরুবর্গের শ্রীচরণে কাতর প্রার্থনা।

ভক্তিতে শ্রদ্ধাই প্রথম। যাহার শ্রদ্ধা নাই, এমন অশ্রদ্ধালু লোককে ভগবৎকথা বা নাম দিতে বা বলিতে নাই। অশ্রদ্ধালু লোককে হরিকথা বলিলে হরিকথার মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। সুতরাং আমাদের প্রথমে শ্রদ্ধালু হওয়া দরকার। অমুক ক্রিয়া করিলে শ্রদ্ধা হইবে, এমন নয়। শ্রদ্ধা জন্মান যায় না। শাস্ত্র বলেন—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে॥
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥

ভাগ্য না থাকিলে হয় না। ভক্তিমুখী সুকৃতিই ভাগ্য। সুকৃতিফলে শ্রদ্ধা হয়। হরিভজনের প্রথমেই শ্রদ্ধা ও সরলতা থাকিবে। যদি না থাকে, তবে মঙ্গলের আশা নাই। অশ্রদ্ধালুর সহিত তর্ক-অনুষ্ঠান করিতে নাই। শ্রদ্ধা ও সরলতা যাহার আছে, তাহার জন্য রক্ত খরচ করিতে হইবে—তাহাকে হরিকথা বলিতে হইবে। অপরাধ ও অসৎসঙ্গের ফলে অশ্রদ্ধা ও কুটিলতা আসে। আদর না থাকিলে সাধুসঙ্গ হয় না। শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার জীবের স্বধর্ম্ম হইলেও জীব বর্ত্তমানে সুপ্ত বা ঘুমন্ত। তাহাকে জাগান দরকার। দুইটী ঘটনা হইলে জাগিবে—একটী শ্রদ্ধা, অপরটি সাধুসঙ্গ। যেখানে সাধুসঙ্গ, সেইখানেই ভজনপ্রবৃত্তি। প্রীতির সহিত সাধুর ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তির অকপট অনুসরণই সাধুসঙ্গ। যেখানে সঙ্গ, সেখানে প্রীতি বা রুচি আছে। যেখানে শ্রদ্ধা বা রুচি নাই, সেখানে সঙ্গ হয় না। শ্রদ্ধা আত্মনিবেদনমূলা। শ্রদ্ধা থাকিলে আত্মনিবেদন হয়। যিনি ভগবানের সেবায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ, তিনিই সাধু। সেই সাধুর সঙ্গ ও সেবা দরকার। সেই সাধু শ্রবণগুরু, দীক্ষাগুরু, না হয় শিক্ষাগুরু। সাধুর চরণে আত্মসমর্পণ করা দরকার নতুবা গৌরধাম বা গৌরসুন্দরের সাক্ষাৎকার বা কৃপা পাওয়া অসম্ভব। ভক্তিলতা-বীজ শ্রদ্ধা বা লৌল্য এই দুইপ্রকারে জীবের হৃদয়ে উপ্ত হইলেও শ্রদ্ধাকে সাধারণ জীবের হৃদয়ে প্রকাশিত দেখা যায়। সাধুগুরুকৃপায় সহজ লৌল্য বা লোভ হইয়াছে, এইরূপ লোকের সংখ্যা খুব কম।

কৃষ্ণ যাঁহাকে লইয়া থাকেন, সেইরূপ ভক্তের নিকট হরিকথা শুনিয়া তাহা হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে। হৃদয়-সিংহাসনে যদি কৃষ্ণকে বসাইবার ইচ্ছা হয়, তবেই ইহা good luck কৃষ্ণকথায় যাঁহার রুচি আছে, তিনিই ভাগ্যবান্। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ব্যক্তির দেহাত্মবোধ থাকিবে না। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-কারী ব্যক্তিই প্রকৃত শ্রীচৈতন্যমঠবাসী। শ্রীচৈতন্যমঠবাসী ভোগীও নহেন, ত্যাগীও নহেন। তিনি গুরুদাস—বৈষ্ণবের কিঙ্কর। তিনি কৃষ্ণের সংসারের সংসারী। কৃষ্ণ তাঁহার সেবকগণকে লইয়া সংসার করেন—বিলাস করেন, সেই বিলাসের নিকট ব্রহ্মা-নন্দও থুৎকৃত। সেবকগণের নিকট সেবা গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণের যে সুখ হয়, সেই সুখই ভক্তের সুখ। ভক্ত পৃথগ্ভাবে নিজে সুখ চান না, কৃষ্ণসুখেই তাঁহার সুখ। যিনি কৃষ্ণমাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইতেছেন, এরূপ সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিই প্রকৃত শ্রীচৈতন্যমঠবাসী বা শ্রীগৌড়ীয়মঠবাসী।

শুদ্ধভক্তিমঠের ধর্ম্মই একমাত্র ধর্ম্ম। মঠের বাহিরে ধর্ম্মের নামে যাহা চলিতেছে, তাহাতে সর্ব্বনাশ হয়। মঠের ভিতরে যে সব কাজ চলিতেছে, মাত্র সেই কাজই হইল সেবা বা শ্রেষ্ঠ সঙ্গ। বৈষ্ণবের সঙ্গী হইতে হইবে। অসৎসঙ্গ ত্যাগ না করিলে হরিভক্তির চতুঃসীমায় প্রবেশলাভ হইবে না।

যাঁহারা সেবক, তাঁহারা নিত্যকালের জন্য প্রতিক্ষণ কেবল আচরণমুখে প্রচার করিবেন। যাহা ইহজগতে কখনও কেহ কোনদিন শুনে নাই, এরূপ অপ্রাকৃত কথায় ভরপুর থাকিবেন। যাঁহারা এইরূপ আচরণ দ্বারা সেবাই করেন, তাঁহারাই মাত্র শ্রীচৈতন্যমঠবাসী, অন্যে নহে, নিশ্চয় নহে—নিশ্চয় নহে—নিশ্চয় নহে।

শ্রীল বীরভদ্র প্রভু

—:(•):—

শ্রীবীরভদ্র প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র। শ্রীনিত্যানন্দ-পত্নী শ্রীবসুধাদেবী তাঁহার জননী। ইহাঁর মাতামহের নাম শ্রীসূর্য্যদাস সরখেল। তাঁহার দুই কন্যা—শ্রীবসুধা ও শ্রীজাহ্নবা। শ্রীভক্তিরত্নাকর-পাঠে জানা যায়,—

নবদ্বীপ হৈতে অল্পদূরে 'শালিগ্রাম'।
তথা বৈসে পণ্ডিত সূর্য্যদাস নাম॥
গৌড়ে রাজা যবনের কার্য্যে সুসমর্থ।
'সরখেল' খ্যাতি উপার্জ্জিল বহু অর্থ॥
সূর্য্যদাস চারিভ্রাতা অতি শুদ্ধাচার।
বসুধা-জাহ্নবা-নামে তাঁর কন্যাদ্বয়॥

নদীয়াজেলার অন্তর্গত বড়গাছি বা বরিয়-গাছি গ্রাম ই বি, আর লাইনে মুড়াগাছা ষ্টেশন হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত। ধর্ম্মদহ গ্রামের পরপারে 'গুড়গুড়ে' খালের তীরে ঐ স্থান। বড়গাছি গ্রামের নিকটেই শালিগ্রাম। এই শালিগ্রামে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ হয়। শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত শ্রীসূর্য্যদাস সরখেলের কনিষ্ঠভ্রাতা, তাঁহার আর এক ভ্রাতার নাম কৃষ্ণদাস।

সূর্য্যদাস সরখেল তাঁর ভাই কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দে দৃঢ় বিশ্বাস, প্রেমের নিবাস॥
(চৈঃ চঃ)

গৌরীদাস পণ্ডিত পরমভাগ্যবান্।
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দ যাঁর প্রাণ॥
সরখেল সূর্য্যদাস পণ্ডিত উদার।
তাঁর ভ্রাতা গৌরীদাস পণ্ডিত প্রচার॥
শালিগ্রাম হৈতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারে কহিয়া।
গঙ্গা-তীরে কৈলা বাস অম্বিকা আসিয়া॥

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ব্রজের দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম সুবল-সখা। তদগ্রজ মহাত্মা শ্রীসূর্য্যদাস কলুপির অবতার। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় দেখা যায়,—

শ্রীবারুণীরেবতোরুংশসম্ভবে
তস্য প্রিয়ে দ্বে শ্রীবসুধা চ জাহ্নবা।
শ্রীসূর্য্যদাসাখ্য-মহাত্মনঃ সুতে
কনু অরূপস্য চ সূর্য্যতেজসঃ॥
কেচিৎ শ্রীবসুধাদেবীং কলাবাণীং বিদুস্ততে।
অনঙ্গমঞ্জরীং কেচিৎ জাহ্নবাঞ্চ প্রচক্ষতে।
উভয়ন্তু সমীচীনং পূর্ব্বন্যায়াৎ সতাং মতম্॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয়াদ্বয় শ্রীবারুণী ও শ্রীরেবতীর অংশসম্ভূত এবং সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ককুদ্মির অবতার মহাত্মা শ্রীসূর্য্য-দাসের কন্যাদ্বয়। কেহ কেহ শ্রীবসুধাদেবীকে 'কলাবাণী' এবং শ্রীজাহ্নবাকে 'অনঙ্গমঞ্জরী' বলিয়া থাকেন। সাধুগণও পূর্ব্ববিচারে উভয়কেই সমীচীন মনে করেন।

শ্রীবীরচন্দ্র গোসাঞি শ্রীজাহ্নবামাতার শিষ্য। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় পাই—শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু শ্রীক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর অবতার। তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর হইয়াও আপনাকে বৈষ্ণব-অভিমান করিতেন। তিনি শ্রীচৈতন্যাভিন্নবিগ্রহ।

সঙ্কর্ষণস্য যো বূহঃ পদ্মোদ্ভিদাদিনামকঃ।
স এব বীরচন্দ্রোঽভূচ্চৈতন্যাভিন্নবিগ্রহঃ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি—বৃক্ষ মহাশাখা।
তাঁর উপশাখা যত, অসংখ্য তার লেখা॥
ঈশ্বর হইয়া কহায় মহা-ভাগবত।
বেদধর্ম্মাতীত হঞা বেদধর্ম্মে রত॥
অন্তরে ঈশ্বর-চেষ্টা, বাহিরে নির্দ্দম্ভ।
চৈতন্যভক্তি-মণ্ডপে তেঁহো মূলস্তম্ভ॥
অদ্যাপি যাঁহার কৃপা-মহিমা হইতে।
চৈতন্য-নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে॥
সেই বীরভদ্র গোসাঞির চরণ—শরণ।
যাঁহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট-পূরণ॥

শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু হুগলী জেলার অন্তর্গত ঝামটপুর গ্রামনিবাসী ইঁহারই শিষ্য শ্রীযদুনন্দনাচার্য্যের ঔরসে শ্রীলক্ষ্মীর গর্ভজাত কন্যা শ্রীমতীকে এবং তাঁহাদের পালিতা কন্যা নারায়ণীকে বিবাহ করেন। শ্রীজাহ্নবা-দেবী একদিন ঝামটপুরে তাঁহার এক ভৃত্যের মন্দিরে গমন পূর্ব্বক তথায় বিপ্র শ্রীযদুনন্দনাচার্য্যকে কৃপা করেন। যথা শ্রীভক্তিরত্নাকরে—

তথা বিপ্র যদুনন্দনাচার্য্য বৈসয়।
ঈশ্বরী-কৃপায় তেঁহো হইলা ভক্তময়॥
যদুনন্দনের ভার্য্যা লক্ষ্মী নাম তাঁর।
কহিতে কি, অতি পতিব্রতা ধর্ম্ম যাঁর॥
তাঁর দুই দুহিতা—শ্রীমতী, নারায়ণী।
সৌন্দর্য্যের সীমাদ্ভুত অঙ্গের বলনী॥
শ্রীঈশ্বরী-ইচ্ছায় সে বিপ্র ভাগ্যবান্।
প্রভু বীরচন্দ্রে দুই কন্যা কৈল দান॥
বিবাহ-সময়ে মহা কৌতুক হইল।
যদুনন্দনেরে বীরচন্দ্র শিষ্য কৈল॥
জাহ্নবা ঈশ্বরী অতি উল্লসিত হৈয়া।
শ্রীমতী, নারায়ণী দুঁহে শিষ্য কৈলা॥
বীরচন্দ্র-বিবাহ দেখিল ভাগ্যবানে।
বিবাহে যে শোভা তা' বর্ণিতে কেবা জানে॥
মহা-তেজোময় নিত্যানন্দের নন্দন।
চৈতন্য-অভিন্ন দেহ ভুবন-মোহন॥
বিবাহ করিয়া গৃহে আইলা বীরচন্দ্র।
পুত্রবধূ দেখি' বসু হইলা আনন্দ॥
খড়দহ গ্রামে হইল উল্লাস সবার।
দিলেন যৌতুক যত লেখা নাহি তার॥
ভ্রাতার বিবাহে গঙ্গাদেবীর হর্ষ অতি।
শ্রীগঙ্গাদেবীর গুণ কাহ কি শকতি॥
গঙ্গাদেবী বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা হয়।
তাঁর ভক্তা আচার্য্য মাধব ভক্তিময়॥

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় পাই,—

বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা যাসীৎ সা নিজনামতঃ
নিত্যানন্দাত্মজা জাতা মাধবঃ শান্তমূর্ত্তিঃ॥

যিনি শ্রীবিষ্ণুপাদসমুদ্ভূতা গঙ্গা, তিনি নিজনামেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কন্যারূপে

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

। রাজা শান্তনু তাঁহার পতি
...বাচার্য্য।

কিছুদিন পর শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু জননীর
...মতি গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে গমন
...রেন। তিনি শুভক্ষণে খড়দহ হইতে
...ত্রা করেন এবং সপ্তগ্রাম, শান্তিপুর,
...ম্বিকা, নবদ্বীপ, শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম, কণ্টক-
...গর, খেতরী প্রভৃতি স্থানে শুভাগমন করিয়া
...রে ব্রজাভিমুখে গমন করিলেন। তথায়
...য়া তিনি শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ও শ্রীভূগর্ভ-
...াস্বামী প্রভুপ্রমুখ গুরুবর্গের দর্শনলাভের পর
...াহাদের অনুমতি লইয়া ব্রজের বিভিন্নস্থান
...ন করিলেন। এসকল কথা শ্রীভক্তিরত্নাকর-
গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে।

কিংবদন্তী এই যে, শ্রীবীরভদ্র প্রভুর
অনুগতব্রুব বারশত নেড়া ও তেরশত নেড়ী
ছিলেন। শ্রীবীরভদ্র প্রভু বৈষ্ণবধর্ম্মে
প্রবেশেচ্ছুগণকে অভদ্রবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক
ভদ্রবেশ ধারণ করিয়া ভজনের উপদেশ
করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে ঐসকল
নেড়া-নেড়ী হরিভজন করিবার পরিবর্ত্তে
স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া একটী
অসদাচারী সম্প্রদায় গঠন করিয়াছে। জীব
যেরূপ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া নানা-
প্রকার অসন্মার্গে ধাবিত হইতেছে বলিয়া
বিষ্ণু তাহার জন্য দায়ী বা বিষ্ণুই তাহার
প্রশ্রয়দাতা—এইরূপ কথা বলা যায় না,
সেইরূপ যথেচ্ছাচারী নেড়া-নেড়ী সম্প্রদায়ের
নেতা অনিরুদ্ধবিষ্ণু শ্রীবীরভদ্র প্রভু—এইরূপ
বাক্যও বলা যাইতে পারে না। এই কল্পিত
স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের সহিত শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর
কোন সম্পর্ক নাই বা থাকিতে পারে না।

গোপীজনবল্লভ, রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র—
এই তিনজন শিষ্যই শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর পুত্র
বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কনিষ্ঠ রামচন্দ্র
'খড়দহে' বাস করেন। ইনি শাণ্ডিল্য-গোত্রীয়
শুদ্ধ-শ্রোত্রিয় বটব্যাল। জ্যেষ্ঠ গোপীজন-
বল্লভ বর্দ্ধমান জেলায় মানকরের নিকট
'লতা'-গ্রামে এবং মধ্যম রামকৃষ্ণ মালদহের
নিকট 'গয়েসপুরে' বাস করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের অভিন্নকলেবর শ্রীনিত্যানন্দ
প্রভু বীরভূম জেলার অন্তর্গত শ্রীধাম-শ্রীএক-
চক্রা বা শ্রীবীরচন্দ্রপুরে আবির্ভূত হন।
শ্রীনিত্যানন্দাত্মজ শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর নামানু-
সারেই এই স্থানের নাম বীরচন্দ্রপুর
হইয়াছে।

কর্ম্ম ভক্তির জনক নহে

——::(৯)::——

কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে॥

কাম বা কর্ম্ম কখনও ভক্তি বা প্রেমের
জনক নহে। কর্ম্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রে কর্ম্মের
উপদেশ ও প্রশংসা বহুস্থানে থাকিলেও
চরমে কর্ম্মের নিন্দা ও কর্ম্মত্যাগের ব্যবস্থাই
সর্ব্বশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণ-
দ্বারা কৃষ্ণে কখনই প্রেমভক্তি হইতে পারে
না। কর্ম্মার্পণের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত-
শুদ্ধ হইলে সৎসঙ্গবলে অনন্যকৃষ্ণভক্তিতে
শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধোদয় হইলে শ্রবণ-
কীর্ত্তনাদিরূপ সাধনভক্তি হয়। শ্রবণ-
কীর্ত্তনাদি-ভক্তি সাধন করিতে করিতে
অনর্থের যত নিবৃত্তি হয়, প্রেমের ততই
অভ্যুদয় হয়। সুতরাং কর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণ
হইতে অনিবার্য্যরূপে কৃষ্ণভক্তির উদয় হইবার
সর্ব্বত্র সম্ভাবনা নাই, কেন না, সৎসঙ্গজনিত
'শরণাপত্তি'-লক্ষণা শ্রদ্ধার অপেক্ষা করে।

শ্রীগীতা বলিয়াছেন,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা
শুচঃ॥
(১৮।৬৬)

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে
বলেন,—'সর্ব্ব'শব্দেন' নিত্য পর্য্যন্তা ধর্ম্মাঃ।
'পরি'শব্দেন তেষাং স্বরূপতোঽপি ত্যাগঃ
সমর্থিতঃ" অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য
শ্লোকের 'সর্ব্ব' শব্দের দ্বারা নৈমিত্তিককর্ম্ম ত'
দূরের কথা, নিত্য সন্ধ্যা-বন্দনাদি-ধর্ম্ম পর্য্যন্ত
পরিত্যাগের বিষয় উক্ত হইয়াছে। 'পরি'
শব্দের দ্বারা ধর্ম্মসকলের স্বরূপতঃ ত্যাগ সমর্থন
করিতেছেন। অর্থাৎ ধর্ম্মত্যাগ দুইপ্রকারে
সাধিত হয়—স্বরূপতঃ ত্যাগ এবং ফলতঃ
ত্যাগ। অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত পরিত্যাগের নাম
'স্বরূপতঃ ত্যাগ,' ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া
ধর্ম্মানুষ্ঠানের নাম 'ফলতঃ ত্যাগ'।

ভক্তি নিরপেক্ষা। ভক্তি কখনও কর্ম্মের
দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে না। ভক্তি
জীবের নিত্যসিদ্ধ আত্মবৃত্তি। সুতরাং
নিত্যসিদ্ধ, নিরপেক্ষ, শুদ্ধ, অনন্য, কেবল বা
অনুকূল অভিধেয় দ্বারাই নিত্যসিদ্ধ স্বপ্রকাশ-
বস্তুর উদয় হয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী
প্রভু বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভকর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞান তমোধর্ম্ম॥

শুভ বা অশুভ কর্ম্ম যদি ভক্তির অনুকূল
না হয়, তাহা হইলে তাহাও অজ্ঞানতমো ধর্ম্ম
মাত্র। ভোগময় প্রাপঞ্চিক দর্শনে জড়
অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কেহ কেহ জ্ঞানকে
ভক্তির জনক বলিয়া মনে করেন এবং কর্ম্মের
বিরক্তিকে ভক্তির প্রসূতি বলিয়া ভ্রান্তিতে
পতিত হন, কিন্তু জ্ঞান ও বিরক্তি ভক্তির
পূর্ব্বপুরুষ নহে। ভক্তি হইতেই শুদ্ধজ্ঞান
ও ভগবদিতর ব্যাপারে বিরক্তি উৎপন্ন
হয়।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥
(ভাঃ ১।২।৭)

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র
চৈষ ত্রিক এককালঃ।
(ভাঃ ১১।২।৪২)

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ সমাহিতঃ।
সধ্রীচীনেন বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ জনয়িষ্যতি॥
(ভাঃ ৪।২৯।৩৭)

বাস্তববস্তুর সহিত প্রতিবিম্বিত বস্তুর
কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিলেও বস্তু দুইটী যেমন
পৃথক্, ভক্তি ও কর্ম্ম তদ্রূপ বহির্দৃষ্টিতে
একইরূপে প্রতিভাত হইলেও কর্ম্ম ও ভক্তি
এক নহে। কর্ম্ম ও ভক্তির মধ্যে পার্থক্য
এই যে, একটী দেহ ও মনের নশ্বর কার্য্য-
বিশেষ, অপরটী আত্মার নিত্য ক্রিয়া।
একটীর ফল ইন্দ্রিয়তর্পণ বা কাম, অন্যটি
কৃষ্ণেন্দ্রিয়ভোগ্য প্রেম। একটী খণ্ডকালের
অন্তর্গত, অপরটী নিত্য। স্থূল-লিঙ্গ-দেহ-
দ্বারা কর্ম্ম কৃত হয়। কিন্তু ভক্তি প্রাকৃত
দেহ ও মনের দ্বারা সাধিত হইতে পারে না।
ভক্ত বা ভগবৎকৃপায় জীবের আত্মবৃত্তি
জাগরিত হইলে তিনি তদ্দ্বারা ভগবানের
প্রতি যে চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তাহাই
ভক্তি। ভক্তি এই প্রকার আত্মার বৃত্তি
হইলেও জীব যে কাল পর্য্যন্ত জড় জগতের
সহিত সম্বন্ধ রাখেন, তৎকালপর্য্যন্ত তাঁহার
আত্মার ক্রিয়া দেহে ব্যক্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ
আত্মা যখন ভক্তিযোগে ভগবানের উপাসনা
করিতে থাকেন, তখন বাক্য ঐ ভক্তির
সহবাসে স্তবরূপে ব্যক্ত হয়, মন ভগবদ্ভাবের
ধ্যান করিতে থাকে, দেহ হাস্য, পুলক,
অশ্রু প্রভৃতি ভাববিকার প্রকাশ করিতে
থাকে, ইন্দ্রিয়সকল তখন ব্যাকুল হইয়া
নিজ নিজ বিষয়ের মধ্যে ভগবান্‌কে দর্শন
করিতে থাকে, হস্ত যাহা কিছু আহরণ
করিতে পারে, তাহা ভগবান্‌কেই প্রদান
করিয়া তৃপ্ত হয়, পদ নৃত্য ও সাধু-
প্রতিষ্ঠিত স্থানসকলে বিচরণ করিয়া
তৃপ্তিলাভ করে। জিহ্বা, কর্ণ প্রভৃতি
ইন্দ্রিয়সকল ভগবৎকথা কীর্ত্তন ও শ্রবণাদি
করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। এই সমুদয় বাহ্য
ক্রিয়াকে 'ভক্তি' বলা যাইতে পারে না।
যাঁহারা সদ্গুরুচরণাশ্রয়পূর্ব্বক ভক্তির
যথার্থ তাৎপর্য্য ও অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি
করিতে না পারিয়া কেবলমাত্র বাহ্য আচরণ
লইয়া টানাটানি করেন, তাঁহাদের ক্রিয়া
ভক্তগণের আচরণের সহিত বহির্দৃষ্টিতে
প্রায় এক হইলেও 'এক' নহে। উভয়ের
মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বর্ত্তমান।
শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন —

"বিষ্ণৌ ভক্তিঃ ক্রিয়তে সা চার্পিতৈব
সতী যদি ক্রিয়েত নতু কথা সতী
পশ্চাদর্পিতা।" অর্থাৎ কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ
পূর্ব্বক শ্রবণকীর্ত্তনাদি নবধাভক্তির অনুশীলন
করিতে হইবে। কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাযুক্ত
হওয়াই আত্মসমর্পণের লক্ষণ। ভগবানের
প্রতি অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট হইয়া নামস্মরণ,
নামকীর্ত্তন, নামপ্রচার, ভগবচ্চিন্তা, ভাগবত-
পাঠ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করা কর্ম্ম
নহে। খোসা লইয়া টানাটানি করিলে
যেমন প্রকৃত বস্তু লাভে বঞ্চিত হইতে হয়,
তদ্রূপ ভোগপর বুদ্ধি লইয়া দাম্ভিকগণের
ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান 'কর্ম্ম' অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়-
প্রীতির প্রয়াসমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়।
শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

মৌনব্রত-শ্রুত-তপোঽধ্যয়নং স্বধর্ম্ম-
ব্যাখ্যারহোজপ-সমাধয় আপবর্গ্যাঃ।
প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং
বার্ত্তা ভবন্ত্যুত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্॥
(ভাঃ ৭।৯।৪৬)

অর্থাৎ হে পরমপুরুষ! মৌন, ব্রত,
পাণ্ডিত্য, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, ধর্ম্মব্যাখ্যা,
নির্জ্জনবাস, জপ, সমাধি, এই দশটী অপবর্গ
লাভের উপায় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু
ইহারা প্রায় অজিতেন্দ্রিয় দাম্ভিকগণের
জীবনোপায় হইয়া থাকে।

বস্তুদ্বয়ের সৌসাদৃশ্য প্রতীতি আর স্বরূপতঃ
সর্ব্বাংশে ঐক্য কখনও এক নহে। যেমন
বারবনিতা ও সতী সাধ্বী গৃহলক্ষ্মীর বেশ-
রচনায় সৌসাদৃশ্য আছে, কিন্তু উভয়ের
অন্তর্নিষ্ঠা এক নহে, যেমন রাস্তার খোয়ার
ও শ্রীশালগ্রামে বহির্ম্মুখদৃষ্টি সৌসাদৃশ্য দর্শন
করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ের স্বরূপ এক
নহে। তদ্রূপ কর্ম্ম ও ভক্তিতে বাহ্য
সৌসাদৃশ্য থাকিলেও উভয়ে স্বরূপতঃ আকাশ-
পাতাল ভেদ। একটী কাম বা জীবের
ভোগোত্থচেষ্টার পরিচয় আর একটী প্রেম বা
ভগবানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য
সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা—সেবার পরিচয়। তাই
ভাগবত-পাঠ, ভগবৎসেবা, নামপ্রচার ও
কর্ম্মকাণ্ড এক নহে। উপরিউক্ত ভাগবতীয়
শ্লোকে এই কথা ব্যক্ত হইয়াছে। তবে যদি
ভাগবত পড়া ধর্ম্মার্থকামের জন্য হয়, তাহা
হইলে উহা কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত।

কৃষ্ণসেবাতাৎপর্য্যবিশিষ্ট ভক্তগণের ভাগবত
পাঠ ও ব্যবসায়ীর ভাগবতপাঠে ভক্তি ও
কর্ম্মের ন্যায় বাহ্য সৌসাদৃশ্য থাকিলেও এক
নহে। শুদ্ধভক্তের ভাগবতপাঠে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-
তর্পণ হয় বলিয়া তাহা ভক্তি আর ব্যবসায়ীর
ভাগবতপাঠে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ হয় বলিয়া
তাহা গর্হিত কর্ম্মকাণ্ড। ভগবদ্ভক্তের
শ্রীবিগ্রহসেবা ও দেবতার শ্রীবিগ্রহার্চ্চনের
ছলে বাহ্য সৌসাদৃশ্য থাকিলেও উভয়ে এক
নহে। একটী ভক্তি—অপরটী কর্ম্মকাণ্ড।

কর্ম্মকাণ্ড সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত না হওয়া
পর্য্যন্ত জীবের ভক্তিরাজ্যের দ্বারদেশে ব্যক্ত
উপস্থিত হইবার সামর্থ্য নাই, প্রবেশ ত দূরের
কথা। অধিক কি ভগবানে সমর্পিত

কর্ম্মেরও অনাদর পূর্ব্বক কেবলা ভক্তি সাধক শাস্ত্রে উদ্দিষ্ট হ'য়াছে

নির্ব্বিশেষবাদিগণ অভক্ত সুতরাং কখনও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ অবগত নহেন। তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডের পরিবর্ত্তন করেন। কিন্তু ভক্তি দেহ ও মনের ক্রিয়া- শেষ নহে। ভক্তি আত্মার নিত্য অপরিহার্য্য স্বাভাবিকী বৃত্তি। ভক্তির ফল কৃষ্ণ-প্রেমা বা অপরোক্ষজ্ঞান। অপরোক্ষজ্ঞান ও নির্ব্বিশেষবাদিগণের নির্ভেদ জ্ঞান এক নহে। একটী জীবের পরম পুরুষার্থ আর একটী ভগবদ্বিমুখতারই দণ্ড।

ভক্তি ব্যতীত কখনও মুক্তি হইতে পারে না। এই কথাই সনাতনপুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতায় বলিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরও এই কথাই বলিয়াছেন। ভক্তিবলেই মুক্ত হয় এবং মুক্ত হইয়াও জীব কৃষ্ণভজন করেন।

ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি, তর্কে মুক্ত হয়
তবে মুক্তি পাইলে অবশ্য কৃষ্ণ ভজয়॥
তর্কে জীবন্মুক্ত, গুণাকৃষ্ট হঞা কৃষ্ণ ভজে।
শুষ্ক জ্ঞানে জীবন্মুক্ত অপরাধে অধো মজে॥
জ্ঞানী 'জীবন্মুক্ত দশা' পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥
কেবলজ্ঞানে মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে॥

একমাত্র নৈষ্ঠিকী ভক্তির দ্বারা হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইতে পারে। একমাত্র ভক্তিদ্বারাই নিঃশ্রেয়োলাভ হয়। কর্ম্ম-জ্ঞান যোগাদির দ্বারা কখনও আত্যন্তিক মঙ্গল হইতে পারে না।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ পরা ভক্তির উদ্দেশ্যে কৃত হইলে তাহাদের সার্থকতা। শ্রীহরি ভজন-ব্যতীত কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড, ও যোগকাণ্ডের কোন মূল্য নাই ইহা শাস্ত্র অসংখ্য প্রমাণ ও আদর্শের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন।

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান।
ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্ম্ম যোগ জ্ঞান॥

ভক্তির মুখ অপেক্ষা করিয়াই কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির ফলপ্রদান-কার্য্য হইয়া থাকে। ভক্তির আশ্রয়-ব্যতীত কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি কোন ফল দিতে পারে না। ভক্তির আশ্রয় পাইলেই কর্ম্ম ও হঠযোগ ভুক্তি-ফল এবং জ্ঞান ও রাজযোগ মুক্তি ও সিদ্ধি ফল প্রদান করিতে পারে।

শ্রীনবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীচমস ঋষি বিদেহরাজ শ্রীনিমিকে বলিয়াছেন,—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥

(ভাঃ ১১।৫।২)

পুরুষাবতার বিষ্ণুর মুখ, বাহু, উরু ও পাদদেশ হইতে চারিটী আশ্রম অর্থাৎ গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের সহিত স্বীয় স্বীয় গুণ-সহকারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটী বর্ণ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরকে ভজনা করেন না, কোন প্রকারে অবজ্ঞা করেন, তাঁহারা স্বীয় স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হন

শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকে বলিয়াছেন,-

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥

(চৈঃ চঃ)

বর্ণাশ্রমরূপ কর্ম্মযোগে অভয় ফল নাই। যাজ্ঞিক অর্থাৎ যজ্ঞ-পরায়ণ ব্যক্তি যজ্ঞদ্বারা দেবতাগণকে যজন করিয়া স্বর্গ পাপ হন। তথায় দেবতং নিমিত্তিত ভোগ্য-সকল ভোগ করেন। যে পর্য্যন্ত তাঁহার পুণ্য ক্ষয় না হয় সে পর্য্যন্ত স্বর্গে আনন্দ লাভ করেন, পুণ্য শেষ হইলে নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও কালপ্রেরিত হইয়া নীচে পতিত হন।

স্বদেশ

মানব যে স্থানে মাতৃকুক্ষি হইতে ভূমিষ্ঠ হয় যে স্থানের বায়ু গ্রহণপূর্ব্বক জীবনীশক্তি পোষণ হয় এবং যে স্থানের জল, বায়ু উত্তাপ, আলোক ও খাদ্যদ্রব্য তাহার প্রথম জীবন রক্ষিত ও সুখে অতিবাহিত হয়, উহাকেই তাহার জন্মভূমি মনে করে এবং সেই জন্মভূমি যে দেশের অন্তর্গত,তাহাকেই স্বদেশ মনে করে। কিন্তু বাস্তবিক জীবের স্বদেশ বলিয়া এ জগতে কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। কারণ, এখন যে ব্যক্তি এই ভারতবর্ষে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে মৃত্যুর পর হয় ত' সেই ব্যক্তিই আবার পাশ্চাত্যদেশে জন্মগ্রহণ করিতে পারে, তখন পাশ্চাত্যদেশই তাহার স্বদেশ হইবে। শাস্ত্রালোচনা করিলে জানা যায়—জীব পরিবর্ত্তনশীল নহে। জীব স্বরূপাবস্থায় একভাবে থাকে, তাহার বিকৃতি হয় না। তবে কর্ম্মফলানুযায়ী জীবের নানা-প্রকার দেহ ধারণ করিতে হয় এবং সেই দেহেরই পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন বা বিকৃতি হয়।

জীব স্বরূপে কৃষ্ণদাস এবং কৃষ্ণধামই তাহার স্বদেশ। জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস—এই স্বরূপজ্ঞানাভাববশতঃই জীব পুনঃ পুনঃ সংসারে গতায়াত করিতেছে ও বিভিন্ন জন্মে স্ত্রী-দেহধারী ও পুরুষ-দেহধারী জীবকে মাতাপিতা এবং বিভিন্ন দেশকে স্বদেশ মনে করিয়া প্রতারিত হইতেছে। স্বরূপবিস্মৃত জীব স্বদেশভ্রষ্ট হইয়া পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদি বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করিয়া থাকে। যখন যে স্থানে জীব এই দেহ লাভ করে, সেই স্থানকেই সে স্বদেশ বলিয়া মনে করে। স্বরূপবিস্মৃত জীবের সাধুগুরুকৃপায় স্বরূপজ্ঞানলাভ না করা পর্য্যন্ত এ দুর্ব্বুদ্ধি যায় না। যাঁহারা সদ্‌গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে, জীব-মাত্রই নিত্য কৃষ্ণদাস এবং ভগবদ্ধামই তাহার স্বদেশ, কৃষ্ণসেবাই তাহার ধর্ম্ম। নিজপ্রভু ভগবান্‌কে ভুলিয়াই সে এই সংসাররূপ বিদেশে আসিয়া পড়িয়াছে। এখন মায়া-মুগ্ধ হইয়া সাংসারিক উন্নতির চেষ্টায় জীবন অতিবাহিত না করিয়া কেবল নামাশ্রয়পূর্ব্বক তত্ত্বিজ্ঞজনের আনুগত্যে স্বদেশে যাওয়াই একমাত্র কর্ত্তব্য। তত্ত্বিজ্ঞজনের কৃপা ও আনুগত্য ব্যতীত কেহ এই বিদেশ হইতে স্বদেশে যাইতে পারে না। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

সাধুশাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে মায়া তাহারে ছাড়য়॥

সাধুশাস্ত্র কৃপাপূর্ব্বক সেই নিত্যধামের কথা কীর্ত্তন করেন, সকলকে ভগবদ্ধামের প্রতি আকৃষ্ট করেন। পরমকারুণিক ভগবান্ এই অনাদি-বহির্ম্মুখ সংসার কারাগারে নিক্ষিপ্ত জীবকুলকে দুইভাবে নিয়ত কৃপা করিতেছেন। যাহারা অত্যন্ত বহির্ম্মুখ, আচ্ছাদিত চেতন, তাহাদিগকে কপট-কৃপা, আর যাঁহারা কিঞ্চিদ্‌ন্মুখ তাঁহা-দিগকে নিষ্কপট কৃপা করিতেছেন। ভগবৎকৃপা-মূর্ত্তি সাধু জীবকে স্বদেশে লইয়া যাইবার জন্য এ জগতে কৃপাপূর্ব্বক প্রকটিত হইয়া জীবের একমাত্র উপায় ও উপেয়-স্বরূপ শ্রীনাম প্রচার করিতেছেন। শ্রীনামই জীবের একমাত্র সাধন ও সাধ্য। শ্রীনামাশ্রয় ব্যতীত পরমপ্রয়োজনলাভের অন্য কোন উপায় নাই—নাই—নাই। পতিতপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনাম ব্যতীত জীবের অন্য কোন আশ্রয়নীয়—সেব্যবস্তু নাই বলিয়া জগতে স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক শিক্ষাপ্রদান করিয়াছেন। শ্রীনামাশ্রয় করিলে জীবের অনায়াসে ভবক্ষয় ও কৃষ্ণপ্রেমলাভ হয়।

সাধুগুরুর কীর্ত্তিত বাণী শ্রদ্ধাসহকারে জীব শ্রবণ করিলে—নিত্যচিন্ময়ধামের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইলে তাহাকে আর সংসারক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। সেই চিন্ময়ধাম বড় সুন্দর। সেখানে হেয়তা, অবরতা বা ইতর কোন বস্তু নাই। সেই স্বদেশ নিত্যানন্দপূর্ণ। সেখানকার তরু, লতা, পত্র, পুষ্প, কানন, সরোবর, নদ নদী, পর্ব্বত, পশু, পক্ষী ও পতঙ্গাদি সকলেই ভগবৎসেবা-নন্দবিধান করিতেছেন। তথায় সকলই অপরিণামী ও নিত্য নব নব সুখপ্রদ। তথায় সকল বস্তুই চিন্ময় ও সচ্চিদাশ্রিত। সেস্থানে কালের প্রবেশাধিকার নাই। অনাদি-অনন্ত আনন্দমূর্ত্তি চিরস্থিরভাবে কৃষ্ণসেবায় তন্ময় হইয়া আছেন। তথায় সর্ব্বদাই বর্ত্তমানকাল, অতীত বা ভবিষ্যৎ সেখানে নাই। তথায় জন্ম-মৃত্যু, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, সুখ-দুঃখ, নিদ্রা-আলস্য প্রভৃতি কি নাই। সেখানে হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি অপ ধর্ম্মের অবকাশ নাই, সকলেই পরমপ্রীতি ভরে, একতানসহকারে পরমোত্তমের সহি নিত্যাভীষ্টদেবের সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছেন শ্রীব্রহ্মসংহিতা সেই ধামের কথা কীর্ত্ত করিয়াছেন—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ।
স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ স্রবতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্
নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি নহি যত্রাপিসময়ঃ॥

তথায় চিন্ময়ী লক্ষ্মীগণই কান্তারূপা, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই সকলের প্রাণকান্ত, তথায় তরুমাত্রেই চিন্ময়-কল্পতরু, ভূমি চিন্তামণি-ময়, জল—অমৃত, কথা—সুরলয়সম্বলিত সঙ্গীত, গমন—মনোহর নৃত্যকলাললিত নাট্য, সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের মুরলীনাদে প্রমোদিতা, তথায় আলোক—চিদানন্দজ্যোতিঃ, আস্বাদ্য —কৃষ্ণপ্রেম। সেই অচিন্ত্য অপ্রাকৃত ধামের বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। সাধুগুরু-কৃপায় আত্মজ্ঞান লাভ হইলে ভগবৎকৃপায় এই অপ্রাকৃত চিন্ময়ধাম অপ্রাকৃত চক্ষুতে দৃষ্ট হয়।

শ্রীগৌরবৈষ্ণবগণ এই নিত্যধামের অধিবাসী। তাঁহারা জীবকে সেই নিত্যধামে লইয়া যাইবার জন্য এ জগতে আসিয়াছেন। তাঁহারা পরদুঃখদুঃখী—পরম দয়াল। নিজকার্য্য না থাকিলেও জীবমঙ্গলের জন্য তাঁহারা বিশ্বে বিচরণ করেন। তাঁহারা সকলকে হরিজনের উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস হইলেই জীবের পরম মঙ্গলের সূত্রপাত হয়। কৃষ্ণকৃপারজ্জু গুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মে প্রীতিযুক্ত হইলেই এই বিদেশ হইতে স্বদেশে যাইতে পারা যায়।

পাটনায় প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের আনুগত্যে গত ৫ই অক্টোবর, রবিবার হইতে পূর্ণিমাপক্ষে ঊর্জ্জব্রত হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যহ প্রত্যূষে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত পাঠ, অপরাহ্ণে গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ আলোচনা ও রাত্রে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরূপশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে।

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার শ্রীমঠের শ্রবণসদনে শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে প্রাতে, অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে "বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব" গ্রন্থখানি পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। রাত্রে পাঠান্তে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ বর্ষ } ১৫ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৩রা কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২০শে অক্টোবর, ইং ১৯৪১, সোমবার ১৮১ তম সংখ্যা

সভার কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান -
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিকাশিনী-টীকা ও আস্বাদন-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপ অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ দামোদর শর্ব্ব সঙ্কর্ষণ, গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

—::(•)::—

অসৎসঙ্গ বা জড় বিষয়াভিনিবেশ-পরিত্যাগের নাম সন্ন্যাস। জড়াভিনিবেশ ও কৃষ্ণাভিনিবেশ একসঙ্গে থাকিতে পারে না। ভোগ্যের প্রতি অভিনিবেশই জড়াভিনিবেশ বা জগদ্দর্শন। সতের প্রতি অভিনিবেশ বা তন্ময়তা আসা দরকার, নতুবা অসচ্চিন্তা হৃদয় হইতে কিছুতেই যাইবে না। অনর্থই ঋণ এবং সাধুসঙ্গে ভজনই ধন। ধনে যত রুচি হইবে তত ঋণ কমিবে। জড়সঙ্গ, দেহাত্মবুদ্ধি বা পুরুষাভিমানই ঋণ, আর কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি বাঞ্ছাই ধন। সেই অপ্রাকৃত ধন যত বৃদ্ধি হইবে, ততই স্বসুখ-বাঞ্ছা বা পুরুষাভিমানরূপ ঋণ কমিতে থাকিবে। অর্থ বৃত্তি যত হইবে, ততই অনর্থনিবৃত্তি হইতে থাকিবে। অর্থের অনুশীলন না হইলে—ভগবানের নাম-রূপ গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্যের আলোচনা না হইলে অসদনুশীলন বা অসচ্চিন্তা কি করিয়া দূর হইবে? অন্বয়-অনুশীলন বিশেষ দরকার। প্রথমে ধনজাতীয় বস্তুর কৃপা বা বাস্তববস্তুর অবতরণ, আগে ঋণ দূর করিবার চেষ্টা নহে। পূর্ব্বেই কৃপার বরণ বা শরণাগতি। এইজন্য আদৌ গুরুপাদাশ্রয়।

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের [illegible] জন্য [illegible] চেষ্টাবিশিষ্ট হইতে হইবে [illegible] খিল বা ব্যবধানরহিত, নিরন্তর, সর্ব্বক্ষণ—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা। কৃষ্ণভক্তের পুরুষাভিমান নাই। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-যোষিৎ-অভিমান আছে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিলেই মঙ্গল হয়। সাধুর পরিচর্য্যা বলিতে কেবল তাঁহার শ্রীঅঙ্গসেবাকেই লক্ষ্য করে না। সর্ব্বতোভাবে সাধুর চিত্তবৃত্তির অনুসরণ করিলেই সাধুর সেবা হয়। সাধুর হরিভজনের যাবতীয় চেষ্টার আনুকূল্য-সম্পাদন বা মনোঽভীষ্টের সেবাই সাধুর সেবা। সাধুর ভোজন, শয়ন ও গমনাগমনের সহায়তা করাও সাধুসেবা। প্রণত হইয়া শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সহিত সাধুর শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণও সাধুগুরুর সঙ্গ ও সেবা। কায়মনোবাক্যে সাধুর অকপট আনুগত্য বা সুখানুসন্ধানই সাধুর সেবা। সাধুসেবায় সাধুর সুখানুসন্ধান ব্যতীত সেবকের অন্য কোন স্পৃহা নাই বা থাকে না। সাধুকে সহজ আপনজ্ঞানে প্রীতির সহিত প্রাণের টানে সেব্যবুদ্ধিতে যে সেবা, তাহাই শুদ্ধসেবা।

বৈষ্ণব জগতের বন্ধু বৈষ্ণব গোলোকের বস্তু, তাঁহাতে স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয় নাই। সেই গোলোকের বস্তু জীবের কল্যাণের জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণ—উভয়েই অধোক্ষজ সচ্চিদানন্দবস্তু। তাঁহারা কেবল শরণাগত, [illegible] সেবকের নিকটই অনুগ্রহপূর্ব্বক [illegible] স্বরূপ সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করেন। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের লীলাকথা শ্রবণ করিলেই জীবের স্বরূপবিচার উদিত হয়। [illegible] স্বরূপের বৃত্তিই কৃষ্ণভক্তি। [illegible] কৃষ্ণজ্ঞান লাভ হইলে জীবাত্মার [illegible] তিনি [illegible] দ্বারা শ্রীভগবানের সেবা করিতে থাকেন অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞানোদয়ে শুদ্ধভক্তিতে প্রবৃত্ত হন। কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত কেহ নিজ চেষ্টাদ্বারা কখনই কৃষ্ণজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে কৃপা করিয়া স্ব-স্বরূপের লীলা প্রদর্শন করেন, তিনিই তাঁহাকে ভজন করিবার সৌভাগ্য পান। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"বৈষ্ণবগণ জগদ্গুরু, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যভেদাভেদপ্রকাশ-বিগ্রহ এবং সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ ওঁকার-মূর্ত্তি চিদ্বিলাস বিষ্ণুপাদ। তাঁহাদের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ জড়ীয় বর্ণাশ্রম ও জাতিবুদ্ধিসম্বন্ধি হরিবৈমুখ্য হইতে মায়ামুগ্ধ জীবকুলকে উদ্ধার করেন। শুদ্ধবৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কেহই আচার্য্যের কার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করিতে পারেন না। শুদ্ধবৈষ্ণব ব্যতীত সকলেই কর্ম্মফলভোগী মায়াবদ্ধ জীব, আর বিষ্ণুসেবা-পরায়ণ বৈষ্ণবই কেবলমাত্র বৈকুণ্ঠবস্তু—মায়াজয়ী, সুতরাং বিষ্ণুসদৃশ, তিনিই ত্রিগুণাতীত, শুদ্ধসত্ত্ব বা মুক্ত, তিনিই বিষ্ণুর নিত্যপার্ষদ। একমাত্র তিনিই সাধনভক্তির উপদেশদ্বারা মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণীশক্তিদ্বয়ের পরাক্রম হইতে মায়াবদ্ধ জীবকে রক্ষা করিতে সম্যক্ সমর্থ।" শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবও বলিয়াছেন,—"পরতত্ত্বের বিলাসের বস্তুর নামই 'বৈষ্ণব'। যিনি কৃষ্ণকে দিতে পারেন, যাঁহাকে লইয়া ভগবানের ভগবত্তা অর্থাৎ কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব, তিনিই বৈষ্ণব'। যেখানে সেই বৈষ্ণবের আনুগত্য বা সেবা নাই, সেখানে কৃষ্ণও নাই। প্রত্যেক জীবকে কৃষ্ণের [illegible] উন্মুখ করার নামই বৈষ্ণব [illegible] কার্য্যই হইতেছে—বৈষ্ণ[illegible] কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ [illegible] হইয়া [illegible] কৃত্য। তাহাতেই সম্যক্ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ বিদ্যমান। বৈষ্ণবের পাদপদ্মের ধূলি—ব্রহ্মবস্তু। বৈষ্ণব—চিদ্বিলাস। 'ভাল আমি' হওয়া দরকার, 'ভাল আমি' হওয়া—বৈষ্ণবের অনুগত হওয়া, তাঁহাদের সহিত একচিত্তবৃত্তি হওয়া। ইহাতেই শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ অধিক হয়। শ্রীচৈতন্যের দয়া হইলে বৈষ্ণবের দয়া হইবে। বিভুচৈতন্যের কৃপা হইলে তাঁহার সেবাবিলাসের [illegible] উপকরণ বৈষ্ণবের পাদপদ্ম লাভ হইবে বা বৈষ্ণবের পদধূলি হওয়া যাইবে। বিভুচৈতন্যের কৃপায় বৈষ্ণবের সাক্ষাৎকার লাভ ঘটে। বৈষ্ণবের হৃদয়ই গোলোক [illegible]। বৈষ্ণব—আরাধক, তিনি সেবা করেন ও সেবা দেন।'

আমাদের হৃদয়েই ভগবান আছেন। সেই হৃদয়দেবতার সন্ধান [illegible] আবশ্যক। হৃদয়কে [illegible] দরকার এবং তথায় [illegible] গুরুবর্গের পূজা করা উচিত। [illegible] শরণাগত বা [illegible] না হইলে [illegible] সেবা গ্রহণ করেন না। [illegible] হৃদয়দেবতার সন্ধান পাওয়া যায়। [illegible] সাধুর সঙ্গদ্বারাই [illegible] হয়। [illegible] ঠাকুর অভিন্ন-নিত্যানন্দ। [illegible] সঙ্গ করা [illegible] বৈষ্ণবের কৃপা [illegible] কৃষ্ণের [illegible] বৈষ্ণবের ইচ্ছা। [illegible] তাঁহার আনুগত্য [illegible] সাধুর [illegible] করা [illegible]

করিতে হইবে। যদি নিষ্কপট সাধুর অভাব হয়, তবে শ্রীহরিনামের নিকট [illegible] প্রার্থনা করিতে হইবে যে, যেন নামাচার্য্যের অর্থাৎ হরিনাম [illegible] প্রকৃত বৈষ্ণবের সঙ্গ লাভ হয়। শ্রীনামপ্রভুর [illegible] সকাতরে প্রার্থনা জানাইলে তিনি [illegible] সাধু প্রদর্শন করিবেন এবং সাধুসঙ্গ থাকিয়া শ্রীনামপ্রভুর সেবা করিবার যোগ্যতা [illegible] দিবেন।

যিনি যতটা বৈষ্ণব চিনিতে পারেন, তিনি ততটা বৈষ্ণব [illegible] সাধুসঙ্গ হইলেই কনিষ্ঠ বৈষ্ণব অর্থাৎ বৈষ্ণবপ্রায় জীব শুদ্ধ-বৈষ্ণব হইতে পারেন। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব-প্রায় জীবগণকেও সম্মান করা কর্ত্তব্য। জীবমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান [illegible] বুদ্ধিতে সকল জীবকেই আদর করা উচিত। সাধারণ জীবের আদর, ধার্ম্মিক জীবের বিশেষ আদর এবং ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবপ্রায় জীবের সম্মান না করিলে পাপ হয়। বৈষ্ণবকে অনাদর ও অসম্মান করিলে অপরাধ হয়। যিনি লোকপরম্পরাপ্রাপ্ত শ্রদ্ধা সহকারে [illegible] হরিপূজা করেন, কিন্তু হরিভক্তের পূজা করেন না, তিনি কনিষ্ঠ বৈষ্ণব অর্থাৎ ভক্তিতত্ত্বে প্রবেশমাত্র করিতেছেন। পরম্পরাপ্রাপ্ত শ্রদ্ধা ও শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধায় ভেদ এই যে,—পরম্পরাপ্রাপ্ত শ্রদ্ধা কেবল লৌকিক শিক্ষা হইতে উদিত হয়, কিন্তু শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা ও শাস্ত্রবাক্যে গাঢ় বিশ্বাস ও তদ্বাক্যপ্রমাণ দ্বারা ভক্তের প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়। যে পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত সাধকের কর্ম্মাধিকার ক্ষয় হয় না। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা বা শুদ্ধশরণাগতির সহিত কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হইলে নাম হয়। এক শুদ্ধনাম যাঁহার জিহ্বায় উদিত হয়, তিনি বৈষ্ণব। যিনি সেই শুদ্ধনাম নিরন্তর উচ্চারণ করেন, তিনি বৈষ্ণবতর। যাঁহাকে দেখিলে মুখে কৃষ্ণনাম আসে, তিনি বৈষ্ণবতম। যেদিন হইতে এক কৃষ্ণনাম জিহ্বায় উদিত হয়, সেইদিন হইতে জীবের আর পাপপ্রবৃত্তি থাকে না। পাপে রুচি হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার পুণ্যতেও রুচি থাকে না। বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতম—সকলেই নির্ম্মল ও নিষ্পাপ।

ভগবানের হইয়া যাওয়াই শরণাগতির সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। 'আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার, কি কাজ অপর ধনে।'—ইহাই শরণাগতির বিচার, শরণাগতিতে স্বতন্ত্রতা, স্বেচ্ছাচারিতা বা ভোগোন্মুখতা নাই। শ্রীধামে বাস বা শ্রীমন্দিরে বাসও শরণাগতির মূল। শরণাগতের অহঙ্কার বা কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই। শরণাগতি না থাকিলে বৈষ্ণবতা লাভ বা ভগবানের সহিত সম্বন্ধ হইবে না। শরণাগতির দ্বারাই সর্ব্বসিদ্ধি হয়। ভগবজ্জ্ঞানপ্রদাতা বৈষ্ণব-গুরুকে যিনি ভগবত্তুল্য জানিয়া কায়মনো-বাক্যে তাঁহার সেবা করেন, তিনিই প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ, তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

—::(•)::—

যদি শ্রীহরির সেবা হয়, তাহা হইলে তপস্যার প্রয়োজন কি? আর যদি শ্রীহরি সেবিত না হন, তাহা হইলেই বা তপস্যার প্রয়োজন কি? Privation বা 'ত্যাগ' জিনিষটিকে ভোগের পর মোহপ্রাপ্তি বা মাতালের 'খোঁয়ারি'-অবস্থা বলা যাইতে পারে। ভোগ করিতে করিতে যখন ইন্দ্রিয় সকল শিথিল হইয়া যায়, খাইতে খাইতে যখন আর রুচি থাকে না, দেখিতে দেখিতে যখন বিতৃষ্ণা হয়, তখন সাময়িক অস্থায়ী বিরক্তি বা বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। সংসার ভোগ করিতে করিতে যখন জীব ক্লান্ত হইয়া পড়ে তখন আর সংসারের তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া কেহ কেহ ভগবদ্ভক্তি অনুসন্ধান করেন। কিন্তু যাহারা অন্তরে দুর্দ্দমনীয় ভোগ-পিপাসা সংরক্ষণ করিয়া ফল্গুবৈরাগীর বেশ ধারণ করে, তাহারা অত্যন্ত বহির্ম্মুখ ও শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

জাগতিক দরিদ্রতা দূর করিবার জন্যই যদি সংসার ত্যাগ করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে হরিভজন হইবে না। দারিদ্র্যবশতঃ সোনামুগের ডাল খাই না, কেন না অর্থাভাবে যোগাড় করিতে পারি না, অথচ যদি বলি,—'আমি মুগের ডাল খাই না,' তবে লোক দেখান কপটতা হইল। ত্যাগী, বৈরাগী, তপস্বী বা সাধুর ভাণ করা কলিকালের একটা প্রধান লক্ষণ হইয়া পড়িয়াছে।

কর্ম্মকাণ্ডে সর্ব্বদাই নশ্বর, অনিত্য লাভ-লোকসানের কথা আছে। আবার জ্ঞান-কাণ্ডেও অকাল-বৈরাগ্য অবশ্যই বড় বিপজ্জনক। কিন্তু যাঁহারা বুঝেন যে, কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড—সকলই অনিত্য, তাঁহাদের পক্ষে ভগবদ্ভজন ব্যতীত আর কি কর্ত্তব্য থাকিতে পারে? যাঁহাদের বিচার হইয়াছে—হে কৃষ্ণ, তুমি ব্যতীত আমাদের আর কেহ নাই, তাঁহাদের শুদ্ধ বিচার ও আচার অণ্ডকাণ্ড সংসারিগণ বুঝিতে পারে না। গৃহব্রতগণ কর্ত্তাহং-বুদ্ধিতে মায়ায় আবদ্ধ হইয়া পড়ে। কৃতকার্য্যের ফল আমি পাইব'—ইহাই কর্ম্ম, আর কর্ম্মের ফল আমিও পাইব না, ঈশ্বরও পাইবেন না—ইহাই জ্ঞানকাণ্ড।

মায়ার ভজনের বাজারে খুব ভিড়, কিন্তু হরিভজনের বাজারে লোক এত কম কেন, তাহা চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। হরিভজন না করিলে কি ভীষণ বিপদ হয়, তাহা মায়ামূঢ় কর্ম্মীরা বুঝিতে পারে না। হরিভজন-পরায়ণ চতুর জনগণ কর্ম্ম জ্ঞানকাণ্ডের ফল্গুত্ব বুঝিয়া হরি-ভক্তির পথ অবলম্বন করেন। কিন্তু অভক্ত-দিগের পক্ষে 'ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ'—এই বিচারটি প্রযোজ্য। পাষণ্ডী কর্ম্মিগণের বিচার—'বৈষ্ণব কেন পাকা ঘরে থাকিবেন? তাঁহাদের হরিভজন সৌকর্য্যের জন্য আবার নানা প্রতিষ্ঠানাদি কেন?' উহাদের বিচার—জগতের সমস্ত বস্তুই ভোগীদিগের ভোগের ও তৎফলে নরকে যাইবার জন্য, কিন্তু সাধুদের ভগবৎসেবার অনুষ্ঠানের জন্য নহে। 'বৈষ্ণব-গণকে পীড়ন করাই দরকার, তাঁহাদের হরিভজনের কোনই সুবিধা করিয়া দিতে হইবে না—কেন না, তাঁহারা ত' আমাদের ভোগের ইন্ধন যোগাইয়া হিংসা করিতে প্রস্তুত ন'ন। আমরা তাঁহাদের অনুগত হইয়া এমন সখের—সুখের, এমন ভোগের—এমন মধুর জীবনটা নষ্ট ক'রব কেন? আমরা ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করিব, আমরা দুর্নীতি আশ্রয় করিয়া জগৎ ভোগ করিব।'

কর্ম্মকাণ্ডী তথাকথিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত-মাত্রেরই বিচার—'আমরা কর্ম্মের ফল লাভ করিব।' কর্ম্মত্যাগী জ্ঞানীর বিচার—'মৃত্যুর পর আমি শিব হইব, জড়ীয় তর্ক বিচারের দ্বারা লোককে ঠকাইব, আর হরি-ভক্তির বা হরিগুরুবৈষ্ণবের নিন্দা করিব। সংসারের লোকগুলি ক্লেশ পাউক, আমি কেবল মুক্ত হইব।' পাষণ্ডী তামসিক ভোগীর বিচার—'বৈষ্ণবেরা কেন আমাদের [illegible] ভোগের ক্ষেত্র এ জগতে জীবন ধারণ করেন? তাঁহারা না খে'তে পে'য়ে মরিয়া যাউন, তা'হ'লেই আমরা নিরাপদে জগৎটাকে পূর্ণরূপে ভোগ ক'র্‌তে পার্‌ব।'

'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব' এস্থলে 'ভাগ্যবান' কাহাকে বলিব? অনন্তকাল ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে কোন জীবের সংসার ক্ষয়োন্মুখ হইলে তবে সেই জীবের ভক্তির প্রতি যে স্বল্পমাত্র রুচি হয় উহাই তাঁহার ভাগ্যবত্তার পরিচয়। শুষ্ক-জ্ঞানীর চিন্তাস্রোতঃ—ব্রহ্মের সহিত আমি একীভূত হইয়া যাইব, ভোগের সামগ্রী জগৎকে দিয়া যাইব, ভগবান্ বা ভোক্তা বলিয়া কেহই নাই।' ভগবদ্ভক্ত, ভগবদ্ভক্তি ও ভগবান্‌কে আক্রমণই নির্ব্বিশেষবাদীর চেষ্টা। ঐ প্রকার নির্ব্বিশেষবাদীর চিন্তা—কাশীতে বসিয়া দাবাই খেলি, আর যাই করি, মরিলেই 'শিব' হইব।' কুকর্ম্মীর চিন্তা—'অপরকে কষ্ট দিয়াও আমরাই সব ভোগ করিব।' সৎকর্ম্মীর চিন্তা—পুণ্য-সংগ্রহের জন্য আমরা দান, ধ্যান, পুণ্যাদি ও সাধুর সেবা করিব এবং নিজের বংশধর ও কুটুম্বাদির জন্য অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাইব।'

যতদিন আমাদের নিজের শক্তির উপর—নিজের আত্মম্ভরিতার উপর—নিজের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর ক'রবার বুদ্ধি থাকে, ততদিন আমরা ভগবচ্চরণে প্রপন্ন হ'তে পারি না। প্রপত্তি বা শরণাগতি বুদ্ধি না আসা পর্য্যন্ত আমরা আরোহবাদকেই বহুমানন ক'রে থাকি। যখন নিজের ধার করা শক্তির ক্ষুদ্রতা, নিজের আত্মম্ভরিতার অকিঞ্চিৎকরতা—নিজের চেষ্টার ব্যর্থতা বুঝ্‌তে পারি, তখনই আমরা শরণাগত হ'য়ে অবরোহবাদ স্বীকার করি। সাধুগণ প্রপত্তির কথাই ব'লে থাকেন। তাঁ'রা অধিরোহবাদের উপদেশ দেন না। যিনি যত বড়ই হউন না কেন, অধিরোহবাদকে মঙ্গলের পথ মনে ক'রলে তাঁ'র পতন অবশ্যম্ভাবী। শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাশ্রয়, অন্যাশ্রয়বুদ্ধি কখনও আমাদিগকে রক্ষা ক'রতে পারে না। আমরা যে যেখানে আছি, সেখান থেকে আরোহবাদী জ্ঞানী হওয়ার যত্ন না ক'রে—আরোহবাদী কর্ম্মী, যোগী হওয়ার দুর্ব্বুদ্ধি না ক'রে—বুভুক্ষা ও মুমুক্ষার দ্বারা তাড়িত না হ'য়ে যদি কায়মনো-বাক্যে প্রপন্ন হ'য়ে সাধুর কথা শ্রবণ করি, তা'হ'লেই অজিত আমাদের কাছে জিত হ'বেন। যতটা পণ্ডিত আছি বা মূর্খ আছি—যে যেখানে আছি, সেখানে থাকা-কালেই সাধুদিগের মুখদ্বারে অবতীর্ণ বৈকুণ্ঠবার্ত্তা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানে আমরা পরিচ্ছিন্ন ভূমিকায়—কুণ্ঠরাজ্যে বাস ক'রছি। আমরা যদি এখানে আমাদের mental speculation নিয়ে শাস্ত্রবিচার ক'রতে আরম্ভ করি, তা'হ'লে আমরা বঞ্চিত হ'ব।

শ্রীগোবর্দ্ধনপূজাবিধি

—::(•)::—

মথুরামণ্ডল ভিন্ন অপর স্থানে গোময়দ্বারা স্থূল পর্ব্বত প্রস্তুত করিয়া গিরি-গোবর্দ্ধনের পূজা করিবে।

মথুরাধামে সাক্ষাৎ শ্রীগোবর্দ্ধনগিরিকে প্রদক্ষিণ করতঃ বৈষ্ণবধাম প্রাপণান্তে শ্রীহরি সন্নিধানে যাইয়া আমোদিত হয়েন।

শ্রীগোবর্দ্ধনগিরি-পূজামন্ত্র

হে গোবর্দ্ধন! হে ধরাধর! হে গোকুলত্রাণকারক! তুমি কৃষ্ণের বাহুতে উদ্ধৃত হইয়া ছায়া করিয়াছিলে, অতএব তুমি কোটি গো প্রদান কর।

গোপূজা-মন্ত্র

স্কন্দপুরাণে—যিনি লোকপালদিগের লক্ষ্মী-ধেনুরূপে অবস্থিতি করিতেছেন এবং যজ্ঞের ঘৃত বহন করিতেছেন, তিনি যমের পাশ ছেদন করুন। আমার অগ্রে গোগণ অবস্থিত থাকুক, আমার পৃষ্ঠদেশে গোগণ অবস্থিত করুক, আমার পার্শ্বে গোগণ অবস্থিত থাকুক, আমি গোগণের মধ্যে বাস করি।

গোক্রীড়া

স্কন্দপুরাণেই তৎপর গো-মহিষী প্রভৃতিকে পরস্পর ক্রোধবিশিষ্ট করাইবে ও ধাবিত করাইবে এবং উক্তি প্রত্যুক্তি প্রভৃতি করাইয়া গোপগণদ্বারা আকর্ষণ করাইবে।

তৎপরে মহিষ্যাদির ভূষণ ও আকর্ষণাদি ক্রীড়া ও শব্দ করাইবে।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা-মহিমা

বিধি অনুসারে গোবর্দ্ধন ও গোগণের পূজা করিবে। ইহার নাম গোবর্দ্ধনযজ্ঞ। ইহা কৃষ্ণের তুষ্টিকারক।

বলিদৈত্যরাজ-পূজা

গোবর্দ্ধনগিরির পূজা-সম্পর্কীয় প্রতিপত্তিথির প্রদোষকালে বিন্ধ্যাবলীযুক্ত ভগবদ্ভক্ত শ্রীবলিকে পটে লিখিয়া আনন্দের সহিত পূজা করিবে।

বিন্ধ্যাবলীর সহিত এক আসনে উপবিষ্ট বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত দৈত্যরাজ বলিকে পঞ্চ রঙ্গবর্ণদ্বারা পটে লিখিবে।

কুষ্মাণ্ডময়, জম্ভ, উরু, মুরু ও দানবে আবৃত, পূর্ণ হৃষ্টবদন, মুকুট ও উৎকটকুণ্ডলযুক্ত দ্বিভুজ—এইরূপ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দৈত্যরাজকে পূজা করিবে

এই মহাত্মা বলি মিথ্যা ভয়ে ভীত হইয়া বিষ্ণুতে নিজদেহ অর্পণ করেন। তদ্রূপ ভগবান্ বামনদেব কঠোর যত্ন দ্বারা বলিকে বন্ধন করিয়াছিলেন। স্বর্গচ্যুত বলি বামনদেব কর্ত্তৃক বদ্ধ ও পাতালে নীত হইয়া বিমনা ও ক্লিষ্ট হইয়া অহঙ্কার ও মমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীহরির প্রতি অসূয়া পরিত্যাগ করিলেন। সেই সময় বিভাগকর্ত্তা শ্রীহরি প্রীত হইয়া দৈত্যরাজকে বলিতে লাগিলেন,—হে দৈত্যরাজ! যাহারা অশ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণে দান, মন্ত্রবিহীন হোম, দোষাশ্রিত ব্যক্তিকর্ত্তৃক জপ, কার্ত্তিকমাসের কৃষ্ণ প্রতিপদে তোমার পূজা না করে, সেই সকল ব্যক্তিদিগের পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্যফল তোমার হউক।

যখন শ্রীহরি দৈত্যরাজ বলিকে এই বর দান করিলেন, তখন ঐদিনে আনন্দের সহিত বলিরাজকে অবশ্য পূজা করিবে।

বলিপূজাবিধি

স্কন্দপুরাণে,—গৃহমধ্যে বিশাল, বিস্তীর্ণ [illegible]ন ভ্রাতা, মাতা ও বন্ধুজনগণের সহিত [illegible]ষ্ট হইয়া পদ্ম, কুমুদ, কহ্লার রক্তোৎপল, [illegible]ত, গুড়পিষ্টক, নৈবেদ্যদ্বারা বলিরাজার [অর্চ্চ]না করিবে।

পূজা-মন্ত্র

হে বলিরাজ! হে বিরোচনপুত্র! হে [illegible]! হে দেবশত্রো! আপনি ভবিষ্যৎ-[কাল]ে ইন্দ্র হইবেন। আপনি আমার এই [পূজা] গ্রহণ করুন। যে বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষেরা [উৎ]সবজাত আমোদবিশিষ্ট জনগণের [সহিত] বলিরাজের অর্চ্চনা করে, তাহাদের [illegible]পর্য্যন্ত দান, উপভোগ ও সুখ বৃদ্ধি এবং সকল বৎসর আনন্দে যাপিত [হইয়]া থাকে।

গুরুনিত্যানন্দ

——::(*)::——

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু—শ্রীবলদেব অর্থাৎ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ স্বয়ংপ্রকাশ-বিগ্রহ। তত্ত্বাদিমতে প্রাভবতত্ত্ব---শ্রীবাসুদেব এবং বৈভবতত্ত্ব---শ্রীসঙ্কর্ষণ। ভগবদ্বিভূতির তিনিই (শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই) মূলকারণের কারণ, তজ্জন্য তাঁহাকে 'প্রকাশ স্বরূপ' বলা হয়। সেই সঙ্কর্ষণরূপেরই অংশ কারণোদকশায়ী বিষ্ণু যাবতীয় বৈকুণ্ঠ এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশক ও সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি নৈমিত্তিক অবতার সমূহের কারণ এবং ভগবানের তটস্থা শক্তির শক্তিধর। সেই সঙ্কর্ষণের ত্রিবিধ পুরুষাবতার—কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী ভগবত্ত্রয়। পুরুষাবতারের উপলব্ধি হইলেই জীবের খণ্ড, অখণ্ড ও খণ্ডাখণ্ডের আকরবস্তু-জ্ঞানে সকল চিদচিদ্-বৈচিত্র্যের উপলব্ধি ঘটে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতধৃত শ্রীনিত্যানন্দ স্তোত্রমুখে যে পুরুষাবতারের লীলা প্রচারিত হইয়াছে, সেই সকল লীলার লীলাময় শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু। তিনি সন্ধিনী-শক্ত্যধিষ্ঠিত সম্বিৎ-শক্তিমান্ অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন এবং হ্লাদিনীসার-সমবেত হ্লাদিনী-শক্ত্যধিষ্ঠাত্রী শ্রীবৃষভানুরাজকুমারী—এই উভয়ের মিলনাকাঙ্ক্ষিণী শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী শ্রীবলদেবতত্ত্বরূপে কৃষ্ণের গৌরবপাত্র।

চন্দ্রের কিরণ স্নিগ্ধ—প্রচণ্ড সূর্য্য-কিরণের ন্যায় উগ্র নহে। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীচরণ-কমল কোটি চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না বিকাশ করে।

জগৎ দ্বিবিধ - চৈতন্যজগৎ ও গুণজাত জড়জগৎ। চৈতন্যজগতে চিদ্বৈশিষ্ট্যের সহিত জীবন পরিদৃষ্ট হয় আর গুণজাত জড়জগতে তাদৃশ জীবনরহিত ভাব উদ্ভাসিত হয়। চৈতন্যজগতের স্বভাব বিপর্য্যস্ত হইলে গুণসঙ্গক্রমে ন্যূনাধিক অচিৎ-প্রতীতির উদয় হয়। যে কালে বদ্ধ জীব অচিৎ-প্রতীতিময় হইয়া প্রভুত্ব বা ভোগবাসনার বশে জড়ের ক্রীড়া-পুত্তলিকা হন, তৎকালে তাহার অশান্তি ও নিরানন্দ লব্ধ হয়। তীব্র তাপতপ্ত হইয়া যে কালে জীব সুশীতল ছায়ার প্রার্থী হয়, সেইকালে চৈতন্যপ্রকাশ ভগবান্ বিষয় ও আশ্রয়ের সম্মিলনে স্নিগ্ধকিরণ-ছায়ায় তপ্ত জীবকুলের মনোঽভীষ্ট পূর্ণ করেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর-বিষয়ের আশ্রয়রূপে সেবা করেন। যাবতীয় আশ্রিত-তত্ত্বের মর্য্যাদাপথের কর্ণধাররূপে ভগবৎসেবায় জীবকুলকে অনর্থমুক্ত করেন। সঙ্কর্ষণাশ্রয় ছাড়িয়া দিয়াই জীব হ্লাদিনীশক্তি হইতে বিভিন্নাংশ হইয়াছে, সুতরাং অদ্বয়জ্ঞান শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবানন্দবিধানে পরাঙ্মুখ অনর্থযুক্ত জীব শ্রীনিত্যানন্দ-বিমুখ হইয়া অহঙ্কারবশে শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা করিতে গেলে তাহার মঙ্গলের পরিবর্ত্তে বিপরীত বিচারই লভ্য হয়, তজ্জন্য শ্রীনিত্যানন্দ-পাদপদ্ম-বিমুখ জনগণের শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবালাভের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণের পরামর্শ ছাড়িয়া দিয়া যিনি অহঙ্কাররাজ্যে ভ্রমণ করিলেন, তাঁহার ন্যূনাধিক অহংগ্রহোপাসনা হইয়া থাকে। বিভিন্নাংশ জীব কখনই স্বাংশতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দ অতিক্রম করিয়া আপনাকে আশ্রয়তত্ত্ব কল্পনা করিবে না। শ্রীনিত্যানন্দপাদপদ্ম ব্যতীত অনর্থযুক্ত জীবের আর উপায়ান্তর নাই।

যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম অবজ্ঞা করিয়া ভজনরাজ্যে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার নামভজনের পরিবর্ত্তে নামাপরাধ লভ্য হয়। তিনি বিবেক-রহিত পশু-সংজ্ঞা লাভ ও আচারভ্রষ্ট হন অর্থাৎ তাঁহার গুরু-বৈমুখ্য তাঁহার বুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত করে। হ্লাদিনী-সন্ধিনীর বিভিন্নাংশ জীব সম্বিতের সেবারহিত হইলেই সচ্চিদানন্দ বস্তু হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হন। সচ্চিদানন্দ সেবারহিত জীবের ভোগপ্রবৃত্তি অর্থাৎ মানব-জন্ম বিফল হয়। শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যরহিত হইয়া বদ্ধজীবের মুখে ভগবন্নাম উচ্চারিত হন না, তাহার চেষ্টা নামাপরাধে পর্য্যবসিত হয়। শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞাক্রমেই আমাদের সেবা-চেষ্টা। তদভাবে যে সেবার ভাণ, তাহা দম্ভ-সংস্কার সঞ্চিত। শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ই ভক্তির প্রথম সোপান। মর্য্যাদার পথেও সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুপূজার ব্যবস্থা। গুরুপূজা রহিত হইয়া যে কিছু চেষ্টা হয়, তাহা সাংসারিক ভোগ-চেষ্টা হইয়া পড়ে।

অবিদ্যাগ্রস্ত জীব হরিসেবাবঞ্চিত হইয়া স্বীয় ভোগচেষ্টার মূঢ়তাকে নিষ্ঠা বলিয়া মনে করে, তখন তাহার জড়পাণ্ডিত্য অভিজ্ঞতা আত্মবঞ্চনার কারণ হয়। পরহিংসা প্রবৃত্ত ব্যক্তি কখনই শ্রীগুরুদেবের শরণাপন্ন হইতে পারেনা। অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানাতিশয্য জীবকে 'আতবাড়ী' করিয়া ফেলে।

যেখানে শ্রৌতপথে গুরুদেবের আনুগত্য নাই, তথায় নশ্বর অনিত্য বর্ত্তমানভাবেই নিত্যজ্ঞান হয়। বদ্ধজীব স্বরূপানভিজ্ঞতা-ক্রমে ভগবদ্ বৈভব লাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া নিত্যানিত্য বিবেকরহিত হয়। যে কালে জীব নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধি করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-জগদ্গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করে, তখনই তাহার সেবা বিষয়ে সুবিধা হয়। শ্রীনিত্যানন্দপাদপদ্ম হইতেই হ্লাদিনী সার-সমবেত সম্বিৎ-সেবাসৌভাগ্য লাভ ঘটিবে। সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দচরণাবলম্বন ব্যতীত জীবের অন্য কোনও গতি নাই। শ্রীগুরু নিষ্কপট আশ্রয় করিলেই উপাস্যবস্তুর সেবা-সৌভাগ্য লাভ ঘটিবে। গুরুদ্রোহীর নিত্যানন্দ ভক্তি বিশ্রম্ভ গুরুসেবার দ্বারা প্রাপ্য হয়।

অভক্ত নির্ব্বিশেষবাদী মনে করেন,—গুরুবাক্য সম্পূর্ণ অনিত্য, কিন্তু গুরু-সম্প্রদায়ে সেরূপ নহে। নির্ব্বিবাদ পরিহার করিয়া শাস্ত্র-বিচারাদি বুঝিতে পারিলেই শ্রীগুরুদেব ও শ্রীগুরু নিত্য সেবকের আবির্ভাব নিত্য-কালাকালাতীত, ইহা উপলব্ধ হয়। তজ্জন্য জীবের একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুর শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয় অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুপাদপদ্মে সেবাসৌভাগ্য অভাবে জীবের দুর্গতি লক্ষ্য করিয়া বৈষ্ণবের শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম শ্রীনিত্যানন্দচরণ সেবাভিলাষী হইয়া গাহিয়াছেন,—

নিতাই পদ কমল, কোটি চন্দ্র-সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই,
রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায় ॥
সে সম্বন্ধ নাহি যা'র, বৃথা জন্ম গেল তা'র,
সেই পশু বড় দুরাচার।
'নিতাই না' বলিল মুখে, মজিল সংসার সুখে,
বিদ্যাকুলে কি করিবে তা'র ॥
অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া, নিতাই-পদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি' মানি'।
নিতাইর করুণা হ'বে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পা'বে,
ধর নিতাইর চরণ দু'খানি ॥
নিতাইর চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই-পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ ॥

ছাওরাল প্রচার

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে গৌড়ীয়মণ্ডলের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কতিপয় ভক্তসহ হাওড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়া গত ২৫ আশ্বিন সোমবার হুগলী জেলান্তর্গত ছাওরাল নামক স্থানে গমন করেন। পরদিবস হইতে যথাক্রমে সন্ধ্যায় নিকটস্থ শ্রীল [illegible]নের বাড়ীতে [illegible] ও ব্যাখ্যা হয়। [illegible] ২৬ আশ্বিন [illegible] দিবস [illegible] জেলার অন্তর্গত [illegible] [illegible] প্রধান [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] হইতে [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] হয়। [illegible] হরি-সংকীর্ত্তন হয়।

দৈনিক নদীয়া প্রকা

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় অন্ত,	পরবর্তী দিনের অন্ত	১ম ও দ্বিতীয় অন্ত,	পরবর্তী দিনের অন্ত
প্রতিবারে প্রতি পাইকে	৷৷০	৷৷০	৷৵০	৷০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷৷০	১৷৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৭৲	৬৷৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—দ্বিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক বার্ষিক পত্র। পুরী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৪৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নলিনাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৷৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব গ্রন্থ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া লব্ধপ্রায় ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

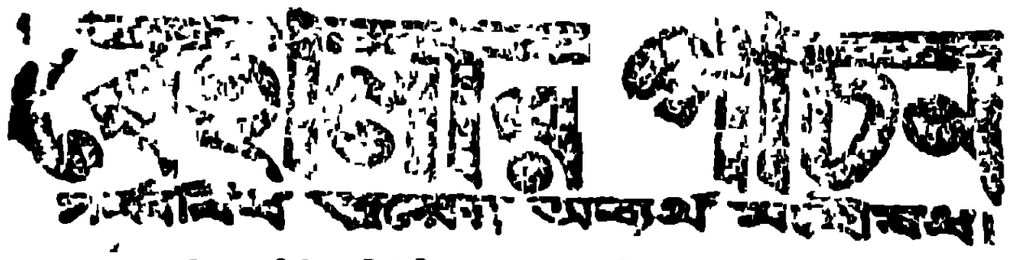

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত পল্লীর জীর্ণতার মূলীভূত, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অন্যান্য অপেক্ষা অধিক। কিডনি, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা, পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

বিবিধ সংবাদ

ভারতে থার্ম্মোমিটার নির্ম্মাণ

পূর্ব্বে বিদেশ হইতে আমদানী হইত, এইরূপ ২২২ প্রকার ঔষধ ও ডাক্তারী দ্রব্য বর্ত্তমানে ভারতের বিভিন্ন সরকারী অথবা বেসরকারী ঔষধ প্রস্তুতের কারখানায় উৎপন্ন হইতেছে। ইহার মধ্যে ২৮ রকমের ঔষধ এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে যে, এগুলি বিদেশে পর্য্যন্ত রপ্তানী করা চলে। সরবরাহ বিভাগ অনেকগুলি ঔষধের জন্য অর্ডারও দিয়াছে।

যে সকল ঔষধের কাঁচামাল ভারতে পাওয়া যায়, তাহার সবগুলি এখন দেশেই প্রস্তুত হইতেছে। বিদেশী কাঁচামাল দিয়াও নানা প্রকার ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে।

অস্ত্র চিকিৎসার যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের কারখানাগুলিতে জোর কাজ চলিতেছে। ফলে এই সকল দ্রব্যের ভারতবর্ষের সামরিক ও বেসামরিক চাহিদা মিটাইবার মত শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ জিনিষই ভারতে উৎপন্ন হইতেছে। বর্ষাতি কাপড়, গরম কলের থলে প্রভৃতি যে সকল রবার দ্রব্য হাঁসপাতালে ব্যবহৃত হয় তাহার অধিকাংশই এখন ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইতেছে।

ভারতের সমুদ্রাঞ্চল হইতে হাজার ধরিয়া তাহা হইতে কড্‌লিভার অয়েলের মত এক প্রকার ঔষধ তৈয়ারী হইতেছে। তাহাতে প্রস্তুত এই ঔষধটি কড্‌লিভারের ন্যায় কার্য্যকরী। সরকারী মেডিক্যাল ষ্টোর্স ডিপার্টমেণ্ট একার ৮ হাজার গ্যালনের উপর এই ঔষধের অর্ডার দিয়াছে।

দিনহুপুরে লুণ্ঠন

আমিরাবাদ নিবাসী শ্রীযুক্ত সনাতন সাহা রায়পুরা থানায় এই মর্ম্মে এক এজাহার দিয়াছে যে, সে ও তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ফসল সরকারী ঋণ আনিবার জন্য নরসিংদী গিয়াছিল এবং বাড়ীতে কেবল স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়ে ছাড়া আর কেহ উপস্থিত ছিল না। তখন শতাধিক ডাকাত গৃহ আক্রমণ করে। বাড়ীর স্ত্রীলোকগণ গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতে থাকে। কিন্তু ঋণের টাকা আনিতে হিন্দুরা গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়াতে গ্রামে প্রায় থানা ছিল। আক্রমণকারীগণ দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং সনাতনবাবুর স্ত্রীকে দা দ্বারা আঘাত করিয়া নগদ ২০০৲ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার ছিনাইয়া লয়। অতঃপর তাহারা বাড়ীর ও খানা টিনের ঘর ও জিনিষ ফেলে এবং ঘর খুঁজিয়া নিয়া প্রস্থান করে। প্রকাশ, আক্রমণকারীরা ঐ গ্রামেরই অধিবাসী। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একদল ডাকাত সমস্ত্র গভীর রাত্রে বাড়ীতে ডাকাতির চেষ্টা করে, কিন্তু সনাতন সাহা একাই ডাকাতদের সহিত লড়াই করিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করে। গত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও লুঠ তরাজের সময় মুসলমানগণ সনাতনবাবুর বাড়ী আক্রমণ করিতে আসিলে তিনি অসীম সাহসিকতার সহিত তাহাদিগকে বাধা দেন, ফলে তাঁহার গৃহ লুঠ বা অগ্নিদগ্ধ হয় না।

আটলান্টিকে দুইটি জাহাজ আক্রান্ত

উপকূলরক্ষী বিভাগের সংবাদে প্রকাশ যে, তাহারা একটি অপরিচিত মালবাহী জাহাজের বেতিওর বিপদবার্ত্তা ধরিয়াছে; ঐবার্ত্তায় জানা যায় যে নোঙ্গাডোরিয়া উপকূলের কিছু দূরে একটি সাবমেরিণ জাহাজটিকে টর্পেডো মারে। উপকূলরক্ষী বিভাগের সংবাদে আরও জানা যায় কলম্ব একটি অপরিচিত মালবাহী জাহাজ বেতিওযোগে জানাইয়াছে যে, ঐ জাহাজও একটি সাবমেরিণের মধ্যে গোলাবর্ষণ হইয়া গিয়াছে।

জল বিভাগের মতে সংবাদটি বুধবার অপরাহ্ণ ৫৫০ মিনিটে পাওয়া যায়। জাহাজটি তাহার অবস্থান এরূপ দিয়াছে। ৫২-৫০ উত্তর এবং ১৪-৪০ পশ্চিমে। ইহাতে মনে হয় ঘটনাটি আয়ল্যাণ্ডের কিছু দূরে।

উপকূলরক্ষীদের সংবাদ অনুসারে যে জাহাজটিতে টর্পেডো লাগিয়াছে তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই, মনে হয় উহা জলমগ্ন হইয়াছে।

পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ

বিভিন্ন পণ্যের মূল্য ক্রত-বৃদ্ধি পাইবার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তৎসম্পর্কে বিবেচনার জন্য ভারত সরকার আগামী ১৬ই অক্টোবর তারিখে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধি ও কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের লইয়া এক সম্মেলন করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, এই সম্মেলনে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয় আলোচিত হইবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনিতাইগৌর বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীমন্মথকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৫শ বর্ষ | ১৭ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৫ই কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২২শে অক্টোবর, ইং ১৯৪১, বুধবার | ১৮২ তম সংখ্যা

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিবাশিনী টীকা ও আস্বাদন-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপ অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ দামোদর স্থাণু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৫

জীব কি স্বতন্ত্র ?

—::[•]::—

স্বতন্ত্রতা চেতনের ধর্ম্ম এবং ইহা রত্ন-স্বরূপ। শ্রীভগবান্ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র, তাঁহার বিভিন্নাংশ জীবও স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার আছে। শ্রীগুরু-কৃষ্ণাধীনতাই জীবের প্রকৃত স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্রতা, ইহাই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার। যেখানে স্বেচ্ছাচারিতা, সেইখানেই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার। সেইরূপ স্বতন্ত্রতার অপর নাম ভোগোন্মুখতা। যেখানে ভোগোন্মুখতা বা স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার, সেইখানেই দুঃখ। জীব স্বতন্ত্র, সে অসৎ-পথে যাইতে পারে আবার সৎপথও অবলম্বন করিতে পারে। আমরা শাস্ত্রপাঠে জানিতে পারি, কতকগুলি জীব স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার করিয়া বদ্ধ হইয়া এজগতে আসিয়াছেন, আর কতকগুলি জীব স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিয়া মুক্ত হইয়া ভগবৎসেবা লাভ করিয়াছেন। এখানে জীব কেন স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার করিলেন, ইহার জবাব নাই। যে স্বতন্ত্র, সে যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারে।

বৈকুণ্ঠ হইতে জীবের পতন হয় নাই। তটস্থ জীব 'কারণবারি' হইতে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া ভোগেচ্ছাবশতঃ এই জগতে আসিয়াছে। স্বতন্ত্রতাযুক্ত জীব প্রথম হইতেই—হয় উন্মুখ, না হয় ভগবদ্বিমুখ। সেই কার্য্যই জীবের প্রথম কার্য্য। তদ্দ্বারা জীবেরই মুখ্য-কর্ত্তৃত্ব। সেই কার্য্যসময়ে ফলদান-ক্রিয়াতে ঈশ্বরের অনুষঙ্গ কর্ত্তৃত্ব। অবিদ্যাপ্রবেশের পর কর্ত্তৃত্ব আবার ত্রিবিধ হইয়া উঠে। (১) জীব যে কার্য্যটী করে, তাহাতে তাহার মূলকর্ত্তৃত্ব সর্ব্বকালেই থাকে। (২) প্রকৃতি সেই কার্য্যে যে সাহায্য করেন, তাহাতে তাঁহার গৌণকর্ত্তৃত্ব। (৩) ফল-দান-বিষয়ে ঈশ্বরের অনুষঙ্গ-কর্ত্তৃত্ব।

কৃষ্ণের অনুষঙ্গ-কর্ত্তৃত্বের কথা ও গীতার 'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং' শ্লোক শুনিয়া কেহ কেহ বলেন, তাহা হইলে কি জীবের বন্ধন কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই হইয়াছে? তদুত্তর এই যে, লোকে আইন ভঙ্গ করে বলিয়া আইন-কারিগণের দোষ নাই। বন্ধন কৃষ্ণের ইচ্ছায় হয় সত্য, কিন্তু স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারে ত' কৃষ্ণের দোষ নাই। পরমাত্মাই সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। জীবসকল যেরূপ কর্ম্ম করেন, ঈশ্বর তদনুরূপ ফল দান করেন। সর্ব্বভূতকে চালিতকরণে পরমেশ্বর সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্ব বিধান করেন না, পরন্তু মায়া বা নিজশক্তিদ্বারা পরিচালিত করেন। মায়া দুইপ্রকার—যোগমায়া ও জড়মায়া। বিমুখ জীব যখন বিমুখতা বরণ করে, তখন তাহার উপর জড়মায়ার কার্য্য, জীব তখন জড়মায়া দ্বারা ভ্রামিত হয়। আর উন্মুখ জীব যখন উন্মুখতা বরণ করেন, তখন যোগমায়া তাঁহাকে সাহায্য করিয়া থাকেন।

বিমুখতা বা উন্মুখতা-বরণই জীবের স্বতন্ত্রতা। বিমুখতা ও উন্মুখতা—এই উভয় দিকে জীব দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারে। যখন জীব বিমুখতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখন পরমেশ্বরের বহিরঙ্গা শক্তি জড়মায়া তাহাকে সংসারচক্রের ক্রীড়াপুত্তলি করিয়া সংসারে ভ্রামিত করায়। জীব এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া নিজস্বতন্ত্রতার জন্য নির্ব্বেদগ্রস্ত হইলে যখন উন্মুখ হইবার জন্য সচেষ্ট হয় অর্থাৎ স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিবার জন্য আনুগত্যময়ী স্বতন্ত্রতা বরণ করে, তখন পরমেশ্বরের যোগমায়া জীবকে উন্মুখতার দিকে চালিত করেন। ভগবান্ জীবের নিয়ন্তা হইলেও তিনি জীবের স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতা ধ্বংস বা তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন না। জীব জড় পুতুল নহে, যে তাহাকে যেদিকে চালনা করা যায়, সে সেদিকে যায়। যদি তাহাই হইত, তবে জীব ও জড়ে কোন পার্থক্য থাকিত না। জীব যখন স্বীয় নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্রতার ব্যবহার বা প্রয়োগ করিয়া কোন কার্য্য করে, ভগবান্ তখন স্বীয় মায়া বা স্বশক্তির দ্বারা সেই কার্য্যের ফল দান করিয়া থাকেন।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, জীবই যদি কর্ম্মের ও সুখদুঃখানুভবের কর্ত্তা হয়, তবে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব কোথায়? তদুত্তর এই যে, জীবসকল যে যে কর্ম্ম করিয়া থাকে, ঈশ্বর তদনুরূপ ফলই দান করেন এবং পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে জীবের প্রবৃত্তি [illegible] প্রেরণা দ্বারা কার্য্য করি[illegible]। জীব—হেতুকর্ত্তা বা প্রযোজ্য কর্ত্তা, আর ঈশ্বর—প্রয়োজক কর্ত্তা। জীব নিজকর্ম্মের কর্ত্তা হইয়া যে ফলভোগের অধিকারী এবং যে ভাবিকর্ম্মের উপযোগী হয় সেই সকল ফল-ভোগে ও কার্য্য-করণে প্রয়োজক-কর্ত্তৃরূপে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব আছে। ঈশ্বর—ফলদাতা, আর জীব—ফলভোক্তা।

জীব স্বতন্ত্র বলিয়াই ভগবান্ তাঁহাকে 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' শ্লোকে সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাহার [illegible] গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। জীব যদি অস্বতন্ত্র হইত, জীবের [illegible] স্বাধীনতা না থাকিত, ভাল মন্দ সমস্ত কর্ম্ম যদি ভগবান্ই জীবকে করাইতেন তাহা হইলে ভগবানের উপদেশ দেওয়ারও কোন আবশ্যকতা থাকিত না। জীব যদি যন্ত্রের ন্যায় বা কলের ন্যায় জড়পদার্থ হইত, তাহা হইলে তাহাকে ভগবান্ শরণ গ্রহণ করিবার উপদেশ দেন কেন? সুতরাং পরমমঙ্গলময় ভগবানের উপর দোষ চাপাইয়া নিজ নিজ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারে নিত অসৎকর্ম্মগুলি ভগবানেরই প্রেরণায় ও নিয়ন্তৃত্বে কৃত বলিয়া আত্মসমর্থনের যত্ন করিলে তাহাদ্বারা জীবের কোন মঙ্গল হইবে না। চেতনময়ী সর্ব্বোন্মুখতাক্রমে যিনি সমস্ত অসুবিধাগুলিকে ভগবানের অনুগ্রহ বা দয়া বলিয়া বিচার-পূর্ব্বক ভগবানের প্রতি আরও অধিকতর আকৃষ্ট হন, তিনিই অনায়াসে নিত্যমঙ্গল লাভ করেন।

জীব বিভুচৈতন্য পরমেশ্বরের অণু-অংশ। সমুদ্রে যে জলধর্ম্ম আছে, বিন্দুতেও সেই জলধর্ম্ম অণুপরিমাণে রহিয়াছে। বিভুচৈতন্য ভগবান্ পরমস্বতন্ত্র, [illegible] জীবেরও তদনুপাতে স্বতন্ত্রতা আছে। কোন সময় এক ব্যক্তি জীবের স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার কি ভগবৎপ্রেরণা হইয়া, [illegible] শ্রীল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তর শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—[illegible] 'লে ত' ভগবৎসেবাই হ'ত, [illegible] হ'ত না। আমরা যে পাপ করি, তা' ভগবানের দয়া বা প্রেরণায় হয় না। [illegible] প্রবৃত্তি আমরা হরিবিমুখ [illegible] স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করে [illegible] বরণ ক'রেছি। যেমন, শিশু [illegible] সময় মাতাপিতা শিশুর [illegible] জন্য শিশুর কাছে [illegible] শ্রীমদ্-[illegible] শিশু

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে

কচি-অশ্ব ও সেই ঃ গ্রহণ করে। ভগবান্। 'সচ্চিদানন্দ' বিগ্রহটী বাস্তবিক মানবজ্ঞানের অতীত হইলেও ভক্তের নিকট তিনি সর্ব্বদাই উপস্থিত হইতেছেন। তাঁহাকে দিবার মত কিছু আছে কি না সে বিচার ভগবানের আবশ্যক হয় না। তিনি সর্ব্বাশ্রয়, তাঁহার কাছে আশ্রয় পাইবার জন্য আশা করিতে হয় না। ভগবান্ সেই আশ্রয়পাত্রের প্রকৃতিগত পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকট অনেক অসুবিধা পেশ করেন। যেমন, কবিরাজের কাছে গেলাম, তিনি পথ্যাপথ্যাদির ব্যবস্থা করিলেন, ঔষধ দুইটিকা দিয়া গেলেন, তাহাতে যদি ডাক্তার-কবিরাজের পাঠ বিরুদ্ধ অনেক হইয়া তাঁহাদিগকে মারিতে যাই, তাঁহারা নিশ্চয়ই মকদ্দমা আনিবেন, বিচার করিবেন, তাহার আমার দিকে হইতে নিশ্চয়ই, দুই চারি প্রকৃত অপরাধীকে—দয়ালু ও অসদাচারী ও নিষ্ঠুর বলে ভুল করিয়াম্।"

এখানে একটী কথা এই যে, জীব স্বতন্ত্র সত্য, কিন্তু জীবের স্বতন্ত্রতা থাকিলেও জীব পরমেশ্বরের ন্যায় পূর্ণস্বতন্ত্র অর্থাৎ সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নহে। জীব যেরূপ অণু, তাহার স্বতন্ত্রতাও সেইরূপ সীমাবদ্ধ। জীবের স্বতন্ত্রতা সীমাবদ্ধ বলিয়াই তাহার স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার আছে, তাহা পরমেশ্বরের শক্তি মায়াদ্বারা গ্রস্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু পরমেশ্বরের স্বতন্ত্রতায় অপব্যবহার শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং পরমেশ্বর স্বতন্ত্রতার যেরূপভাবেই ব্যবহার করেন, তাহাই তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সুসমঞ্জস হয়।

লীলা নিত্যা

——::(•)::——

কর্ম্ম ও লীলা এক নহে, উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল-ভেদ আছে। কর্ম্ম ইন্দ্রিয়, প্রাণ-জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য, আর লীলা—সেবোন্মুখ-চিদিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের দ্বারা যাহাকে ভোগ্য জড়ের ন্যায় বুঝিয়া লইতে পারা যায়, লীলা এরূপ কোন কার্য্য প্রকাশ করেন না। কর্ম্ম—অনিত্য, লীলা—নিত্যা। কর্ম্মের স্থূলিকা—জগৎ, কর্ম্মের আধার-সূক্ষ্ম বা স্থূল উপাধি। কর্ম্ম—অনুস্বতন্ত্র জীবের ত্রিতাপ ভোগ বা দণ্ড, আর লীলা—সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুরুষের নিরঙ্কুশ ইচ্ছা প্রসূত আনন্দময় ক্রীড়া। লীলার ভূমিকা—চিদ্‌ব্রহ্মাণ্ডাতীত বিরজা-ব্রহ্মলোকেরও অতীত বৈকুণ্ঠ ও গোলোক। লীলা কৃষ্ণেচ্ছায় জগতে প্রকাশিত হইয়াও প্রাকৃতের সহিত লিপ্ত বা প্রাকৃতের অধীন নহে। শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা—সবই কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। সেই লীলাপুরুষোত্তমের লীলার সখী বা লীলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক—আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

শ্রীকৃষ্ণ নিত্য, তাঁহার লীলাও নিত্যা। কৃষ্ণের লীলা নিত্য প্রকটিতা। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বা ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে কারণ নিত্যলীলা প্রকটিতা হন। এক ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মার ১০০ বর্ষকাল পর্য্যন্ত লীলা প্রকটিত হইয়া সেই ব্রহ্মাণ্ডে লীলা অপ্রকট হয়। কৃষ্ণের লীলা অপরাপর এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হইয়া প্রথম ব্রহ্মাণ্ড দ্বিতীয় রূপ আরম্ভ হইলে পূর্ব্বক্ষণ প্রকাশিনী লীলা অন্য ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হয়। এইরূপ অসংখ্য অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রাক্‌ক্ষণ-প্রকাশিনী লীলা প্রকট হইয়া অন্য ব্রহ্মাণ্ডে আবার সেইক্ষণ প্রকাশিনী লীলার উদয় হয়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণের অসংখ্য লীলা ক্রমে ক্রমে উদিত হইয়া অপ্রকটিত হইতেছে। এমনকোন সেই অনন্তলীলার উপলব্ধির সম্ভাবনা নাই। গঙ্গাধারা যেরূপ নিরবচ্ছিন্ন, অথচ যেমন নিরন্তর ও ব্যাপক, তদ্রূপ কৃষ্ণলীলারও নিরবচ্ছিন্ন প্রাকট্য ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে উপলব্ধ হয়। কৃষ্ণের জন্ম বাল্য-পৌগণ্ড কিশোরাদি লীলা নিত্যকালই সংঘটিত হইতেছে। কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত জীবের কৃষ্ণলীলার প্রাকট্যের নিত্যত্ব উপলব্ধি না হইলেও তাহার নিত্যতা আছে। সকল লীলার এককালীন নিত্য-প্রাকট্যের নামই নিত্যলীলা, কিন্তু প্রাকট্য অনুক্রম লীলার প্রাকট্য ঘটে। তৎকালে অন্যান্য লীলা অপর ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট থাকে বলিয়া কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে একেকালীন নিত্যত্ব উপলব্ধ হয় না। বস্তুতঃ লীলা নিত্যা, তাহা মন্বন্তর অর্থাৎ কল্পের নির্দ্দিষ্ট কালে কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণ লীলা-মণ্ডল পুনরাবির্ভূত হয়। অন্য কোন ব্রহ্মাণ্ডের নিত্য লীলা পরিদৃশ্য হয় না বলিয়া এই প্রকাণ্ডের লোক 'নিত্যলীলা' উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। তজ্জন্য বেদ পুরাণাদি নিত্য লীলার কথাই বলেন। গোলোকের নিত্য বিহারস্থলী ক্রম ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয়। এই কথা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের 'অনুভাষ্যে' কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

শ্রীগুরুকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলার কথা আমাদের প্রত্যেকেরই শ্রবণ ও আলোচনা করা বিশেষ আবশ্যক। মহাপ্রভুর লীলাকথা শ্রবণ করিলেই জীবে নিত্যমঙ্গল উদিত হইবে। যেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার জনগণের শ্রীচরণাশ্রয়ের অভাববশতঃ তাঁহাদের কৃপার কথা ও লীলাদি আলোচনায় রুচি নাই, সেখানে মঙ্গলেরও আশা নাই। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন,—

গুরুগৌরী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয়।
অচিন্ত্য অগম্য—কৃষ্ণ-অবতার লীলা।
সেই ব্রহ্ম ভাগবতে আপনে কহিলা॥
হেন কৃষ্ণচন্দ্রের তত্ত্বজ্ঞের অবতার।
তাঁর কৃপা বিনে কা'র শক্তি জানিবার॥
গৌরাঙ্গ-আবির্ভাব শুন যেই জনে।
কভু দুঃখ নাহি তা'র জন্ম বা মরণে॥
শুনিলে চৈতন্যকথা শুদ্ধফল ধরে।
জন্ম জন্ম চৈতন্যের সঙ্গে অবতরে॥
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ভগবল্লীলার নিত্যত্ব-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

পূতনা-বধাদি যত লীলা ক্ষণে ক্ষণে।
সব লীলা নিত্য প্রকট করে অনুক্রমে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তা'র নাহিক গণন।
যেন্ লীলা যেন্ ব্রহ্মাণ্ডে হয় প্রকটন॥
এই মত সব লীলা—যেন গঙ্গাধার।
সে-সে লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্র কুমার॥
ক্রমে বাল্য-পৌগণ্ড কৈশোরতা-প্রাপ্তি।
রাস আদি লীলা করে, কৈশোরে নিত্য স্থিতি॥

নিত্যলীলা কৃষ্ণের সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
বুঝিতে না পারে লীলা কেমনে নিত্য হয়॥
দৃষ্টান্ত দিয়া কহি, তবে লোক সব জানে।
সূর্য্যতুল্য—নিত্য, জ্যোতিশ্চক্র-প্রমাণে॥
সূর্য্যচক্রে যৈছে দেখি রাত্রিদিনে।
সপ্তদ্বীপানুবি ভ্রমি' ফিরে ক্রমে ক্রমে॥
ঐছে কৃষ্ণের লীলামণ্ডল সৌদ্দ মন্বন্তরে।
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ব্যাপী ক্রমে ক্রমে ফিরে॥
সপ্তয়া শত বৎসর কৃষ্ণের প্রকট প্রকাশ।
তাহা যৈছে ব্রজপুরে করিলা বিলাস॥
অপ্রাকৃতক্রমপ্রায় সেই চক্র ফিরে।
সব লীলা ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে॥
কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান।
তা'তে লীলা 'নিত্য' কহে—নিগম-পুরাণ॥
গোলোক গোকুলধাম—'বিভু' কৃষ্ণসম।
কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম॥

শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃতে লিখিয়াছেন,—"প্রকৃষ্ণ যেমন আদি বা জন্মবিহীন, তাঁহার জন্মাদিলীলাও তদ্রূপ অনাদি, কেবল নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাক্রমে ভগবান্ মুকুন্দ প্রপঞ্চে পুনঃ পুনঃ ঐ জন্মাদি-লীলা প্রকট করাইয়া থাকেন। তিনি অজ অর্থাৎ জন্মবিহীন হইয়াও জাত হইয়াছিলেন অর্থাৎ জন্ম-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। যদি বলা যায়,—"একই জনের অজত্ব ও জন্মিত্ব ত' পরস্পর বিরুদ্ধ?" এই আশঙ্কা পরিহার করিয়া বলিতেছেন,—'শ্রীভগবান্ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য বৈভব শালী অর্থাৎ স্বরূপগুণ-বিভূতিশালী বৈকুণ্ঠবাসী। ভগবান্ ও ভক্তের মধ্যে লেশমাত্রও বিকার না থাকায় তাঁহাদের অজত্ব এবং প্রাকৃত ধাতুজ অর্থাৎ শুক্রশোনিত-সঙ্গম ব্যতিরেকে পূর্ব্বদিকে সূর্য্যোদয়ের ন্যায় শুদ্ধসত্ত্বহৃদয়ে আবির্ভাবহেতু তাঁহাদের জন্মিত্ব যুগপৎ সিদ্ধ। অনল যেমন সেই সেই স্থলে তেজোরূপে বর্ত্তমান থাকিয়াও কোন কারণ অবলম্বন করিয়াই মণি ও কাষ্ঠাদি হইতে উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও কোন কালবিশেষে কোন কারণ-বশতঃ অনাদি ও অদ্ভুত জন্মাদিলীলা প্রাদুর্ভূত করিয়া থাকেন। স্বীয় লীলাকীর্ত্তি-বিস্তারনিবন্ধন সাধক ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছাই তাঁহার জন্মাদি-লীলা-প্রাকট্যের মুখ্য কারণ, বিশেষতঃ ভীষণতম দানবগণকর্ত্তৃক নিপীড্যমান বসুদেবাদি প্রিয়তম ভক্তগণের প্রতি করুণাও তাঁহার আবির্ভাবের মুখ্য হেতু। অদ্যাপি পৃথিবীর ভারহরণার্থ ব্রহ্মাদি স্বর্গাধিপতি দেবগণের যে স্তুতি, উহা তাঁহার আবির্ভাবের আনুষঙ্গিক অর্থাৎ গৌণ কারণ। যদি তাঁহার কোন কোন নিজ প্রিয়জন উৎকণ্ঠার্ত্ত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলেও কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ সেই সেই লীলা তাঁহাদিগকে দেখাইয়া থাকেন। অদ্যাপি কোন কোন প্রেমভক্তিবিবশ ভাগ্যবান্ ভাগবতোত্তম শ্রীবৃন্দাবনে ক্রীড়াশীল শ্রীকৃষ্ণের দর্শনসুখ লাভ করেন। অতএব সেই ভগবান্ স্বেচ্ছায় প্রকাশমানা স্বয়ংপ্রকাশ-শক্তিদ্বারা নয়নের গোচরীভূত হন, কিন্তু জড়নেত্রের 'বিষয়' নন বলিয়া জড়নেত্রে অব্যক্ত হন না।"

তথৈব চ পুরাণেষু শ্রীমদ্ভাগবতাদিষু।
শ্রূয়তে কৃষ্ণলীলানাং নিত্যতা স্ফুটমেব হি॥

অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণসমূহে শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যতা স্পষ্টই শ্রবণ করা যায়। শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃতের এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু লিখিয়াছেন,—"এইস্থলে প্রতিপক্ষ হইতেছে যে, লীলাটী ক্রিয়াবিশেষ বলিয়া আরম্ভ ও পূরণদ্বারাই লীলার সিদ্ধি হয় বলা যাইতে পারে, তদ্ব্যতীত লীলার স্বরূপসিদ্ধি হইতে পারে না, বিশেষতঃ আরম্ভ ও সমাপ্তি-বিশিষ্ট বলিয়া বিনাশেরই নিশ্চয়তা-নিবন্ধন লীলা কি প্রকারে নিত্যা হইতে পারে? তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে,—'ভগবান্ বিষ্ণু এক হইয়াও বহুরূপে প্রকাশিত', 'ভগবান্ বিষ্ণু এক ও অনেক' ইত্যাদি গোপালতাপনী ও বিষ্ণুপুরাণাদির প্রমাণ-বাক্যদ্বারা ভগবদাকারের আনন্ত্য, আবার 'তিনি—একপ্রকার, তিনপ্রকার' ইত্যাদি ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌বাক্যদ্বারা ভগবৎপার্ষদ-গণেরও আনন্ত্য, আবার 'কৃষ্ণের সেই পরমপদ প্রচুররূপে প্রকাশ পাইতেছে,' এই ঋঙ্‌মন্ত্রদ্বারা ভগবল্লীলাস্থানেরও আনন্ত্য,—এই সব আনন্ত্যধর্ম্মনিবন্ধন লীলার অনিত্যতা ঘটিতেছে না। সেই সেই আকারগত ও প্রকাশগত সেই সেই লীলার আরম্ভ ও পূরণসত্ত্বেও এক এক স্থলে সেই সেই লীলাংশ যাবৎ-কাল পর্য্যন্ত সমাপ্ত বা অসমাপ্ত হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত অন্যত্র সেইসকল লীলা আরব্ধ হইতে থাকে; এইরূপ বিচ্ছেদ না

ঘটাতেই লীলার নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে। যদি বল লীলার অবিচ্ছেদ ঘটুক, আপত্তি নাই, কিন্তু পৃথক্ আরম্ভহেতু লীলার সমাপ্তিও ত' অবশ্যম্ভাবী? তাহার উত্তর এই যে, কালভেদে কথিত হইলেও একই-রূপবিশিষ্ট লীলাসমূহের ঐক্যই স্বীকৃত। যেমন, 'কোন ব্যক্তি পাক করিয়াছে, পাক করিয়াছে'—দুইবার বলা হইলেও একই পাকক্রিয়ার দুইবার অনুষ্ঠান ব্যতীত পাকদ্বয় বুঝা যায় না, অথবা 'গৌঃ' গৌঃ' বলিয়া দুইবার উচ্চারণ করিলেও একই গো-শব্দের দুইবার উচ্চারণ ব্যতীত দুইটি গরু বুঝা যায় না, তদ্রূপ তাঁহার চতুর্বিধ আকারাদিরও ঐক্যনিবন্ধন কোন আশঙ্কা নাই। 'একমাত্র সেই ভগবান্ বিষ্ণুই নিত্যলীলানুরক্ত ভক্তব্যাপক, এবং ভক্তগণের হৃদয়ে আত্মরূপে বিরাজ করেন' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও এইরূপই উদাহৃত আছে।"

শ্রীভগবানের লীলা—অলাতচক্রের ন্যায় পরিচ্ছিন্না ও অপ্রতিহতা—কর্ম্মফলভোগীর প্রকৃত-ধারণাপ্রসূত নশ্বরকালক্ষোভ্যা ক্রিয়া নহে। শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ নিত্যবস্তুর প্রপঞ্চে শুভাগমন ও প্রপঞ্চ হইতে অপ্রকাশ' প্রভৃতি শব্দদ্বারা বেদশাস্ত্র অনিত্যজগতে নিত্যলীলারই অভ্যুদয় হয় বলিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণের রজকবধলীলা

কংসসভায় উপস্থিত হইবার জন্য যখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলদেব ও বয়স্যগণের সহিত মথুরায় প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন রাজপথে কংসের এক বস্ত্ররঞ্জক অনুচরের সহিত তাঁহাদের দেখা হয়। সেই রজক কংসের বিবিধ সুন্দর বসন-ভূষণ পরিষ্কৃত ও রঞ্জিত করিয়া রাজবাড়ীর দিকে লইয়া যাইতেছিল। শ্রীকৃষ্ণ ঐ রজকের নিকট হইতে কতকগুলি উত্তম বস্ত্র চাহিলেন। ইহাতে ঐ রজক ক্রুদ্ধ হইয়া বিদ্রূপ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে বলিল—"তোরা গ্রাম্যলোক, পাহাড়ে ও বনে বিচরণ করিয়া থাকিস্, রাজার ন্যায় সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদ তোদের উপযুক্ত নয়। সুতরাং এই সকল রাজবস্ত্র প্রার্থনা করিছিস্ কেন? হে মূর্খগণ, তোদের এরূপ স্পর্দ্ধা ও নির্ব্বুদ্ধিতা পরিত্যাগ করা উচিত। যদি বাঁচিবার সাধ থাকে, তা' হলে সাবধান, পুনরায় ঐ কথা মুখে আনিস্ না, শীঘ্র পলায়ন কর্। জানিস্, রাজপুরুষগণ অহঙ্কারী ব্যক্তিগণকে বন্ধন, প্রহার ও তাহাদের সকল সম্পত্তি হরণ করেন।" কংসের ভৃত্য জানিত না যে, সে লোট পুরুষের সঙ্গে কথা বলিতেছে। কংসের ভৃত্য মনে করিতেছিল, আমার মালিক—কংস, বস্ত্রগুলির মালিক—কংস, মথুরানগরীর মালিক—কংস; কিন্তু আজ যে সকল মালিকের মালিক—কংসের মালিক—কংসের কারণের কারণ—স্বরাট্পুরুষ আসিয়াছেন, সেকথা নির্ব্বোধ অক্ষজজ্ঞানী, নীতিবাদী ও কর্ম্মজড়বাদের প্রতীক কংসের রজক বুঝিতে পারে নাই। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হস্তের আঘাতে রজকের দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন—রজককে বধ করিলেন। তাহার অনুচরগণ এই ব্যাপারদর্শনে বস্ত্র পেটকসমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিলে শ্রীকৃষ্ণ ঐসকল বস্ত্র গ্রহণ করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেব মনোরম বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধানপূর্ব্বক কতিপয় বস্ত্র ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন এবং অবশিষ্ট গোপগণের জন্য গ্রহণ করিলেন।

কর্ম্মজড় নীতিবাদিগণ কৃষ্ণই যে নিখিল বস্তুর মালিক, তাহা না জানিয়া নাস্তিকতা-ক্রমে মনে করে জীবগণ নিজেরাই সকল-দ্রব্যের মালিক—সকল অর্থের মালিক। বাহ্য গৌণদৃষ্টিতে ন্যায়তঃ কংসকেই বস্ত্রগুলির মালিক বোধ হয়। সাধারণ লোকে দৈহিক পরিশ্রম করিয়া যে অর্থাদি সঞ্চয় করে, কিংবা উত্তরাধিকারিসূত্রে যাহা পায়, কর্ম্মজড়নীতি-বাদীর বিচারে তাহা তাহারই অর্থ। কর্ম্ম-জড়স্মার্ত্ত মনে করেন, সেইরূপে লব্ধ অর্থের মালিক জীব, সুতরাং জীব নিজেই সেই অর্থ ভোগ করিবে, শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ করিতে দেওয়া হইবে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রজককে বধ করিয়া কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের—প্রাকৃত নীতিবাদীর ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধিকে হনন করেন। রজক সাধারণের মলিন বস্ত্রসমূহ পরিষ্কৃত করিয়া দেয়, ধূলি ও মলিনতাদ্বারা ঐসকল শুভ্র বস্ত্র পুনরায় মলিন হইলে রজক উহা পুনরায় পরিষ্কার করিয়া তদ্বিনিয়মে অর্থসংগ্রহ করে—প্রাকৃত মলিন বস্ত্রকে সাময়িকভাবে পরিষ্কার করে অর্থাৎ উহা যতবার মলিন হয়, ততবারই পুনঃ পুনঃ পরিষ্কার করে, এই ব্যবসায়—রজকের। কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদও তাহাই। এই কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদ কংস অর্থাৎ কৃষ্ণদ্বেষীর বা অহং গ্রহোপাসকের অনুচর। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বধ করেন। কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদ পরিত্যাগ না করিলে কখনই শুদ্ধভক্তি লাভ হইতে পারে না। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের রজকবধলীলার শিক্ষা।

ইহাতে আমরা আরও শিক্ষা পাই যে ভক্তিব্যতীত কেহ ভগবান্‌কে দর্শন করিতে পারে না। যদি আমাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি না থাকে, তাহা হইলে আমরা শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের সাক্ষাৎকার পাইয়াও তদ্দর্শন বা তদ্দর্শনফল পাইতে পারি না। এ কথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর আমাদিগকে জানাইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন,—

মুকুন্দের ভক্তি মোর বড় প্রিয়ঙ্করী।
যথা গাও তুমি, তথা আমি অবতরি॥
তুমি যত কহিলে, সকল সত্য হয়।
ভক্তি বিনা আমা' দেখিলেও কিছু নয়॥
ভক্তি না মানিলে হয় মোর মর্ম্মদুঃখ।
মোর দুঃখে ঘুচে তা'র দরশন-সুখ॥

রজকেও দেখিল,—মাগিল তা'র ঠাঞি।
তথাপি বঞ্চিত হইল,—যা'তে প্রেম নাঞি॥
আমা দেখিবারে সেই কত তপ কৈল।
কত কোটি দেহ সেই রজক ছাড়িল॥
পাইলেক মহাভাগ্যে মোর দরশন।
না পাইল সুখ, ভক্তিশূন্যের কারণ॥
ভক্তিশূন্য জনে মুই না করি প্রসাদ।
মোর দরশনসুখ তা'র হয় বাধ॥
ভক্তিস্থানে অপরাধ কৈলে ঘুচে ভক্তি
ভক্তির অভাবে ঘুচে দরশন শক্তি॥

ভগবদ্দর্শন অল্প ভাগ্যের ফলে ঘটে না। রজকেরও তপস্যা করিয়া কোটি কোটি জন্ম গিয়াছিল, কিন্তু ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়াও সে সেবাসুখ না হওয়ায় ভগবদ্গ্রহণ লাভ করিতে পারে নাই। যে সেবাপ্রবৃত্তি বঞ্চিত, তাহার ভগবদ্দর্শন বৃথা হয়। সেবাসুখ ব্যক্তি ব্যতীত অপরের ভগবদ্দর্শনে ভক্তিসুখোদয়ের সম্ভাবনা নাই। তাহারা ভগবানকে নিজের ভোগ্য জ্ঞান করায় সেবাবুদ্ধির অভাবে দর্শনশক্তির বাস্তবফল নিত্যসুখ লাভ করিতে অসমর্থ হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

বুভুক্ষা ও মুমুক্ষার দ্বারা তাড়িত হ'য়ে শাস্ত্র আলোচনা করা মানে—শাস্ত্রকে আমাদের অধীন ক'রে ফেলিতে চাওয়া, কিন্তু শাস্ত্র সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-কৃষ্ণের অবতার। প্রভুমদমত্ত হ'য়ে যে উপদেশ লাভ ক'র্‌বার অভিনয় করি, তা'তে আমরা বঞ্চিত হই, শাস্ত্র আমাদের কাছে প্রকাশিত হন না। যাঁর ভগবানে উত্তমা ভক্তি—পরাভক্তি অর্থাৎ কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি-শূন্য অহৈতুকী ভক্তি আছে, আবার যেমন ভগবানে, তেমনই শ্রীগুরুদেবেও শুদ্ধভক্তি আছে, তাঁ'র কাছেই শ্রুতির মর্ম্মার্থ প্রকাশ পেয়ে থাকে।

এই মনুষ্যজন্ম ক্ষণভঙ্গুর ও অতীব দুর্ল্লভ, কাজেই পাষণ্ডতা, অপরাধ বা বৃথাকার্য্যে সময় নষ্ট না ক'রে সকলেরই ছেড়ে হরিভজনেই মন দেওয়া উচিত। অনেক জন্মের পর এই মানবজন্ম লাভ হ'য়েছে, আর এ জন্ম সবচেয়ে দুর্ল্লভ শুধু দুর্ল্লভ নয়, সুদুর্ল্লভ। এই জন্ম অনিত্য হ'লেও পরমার্থপ্রদ। ধীর যিনি—প্রকৃত বুদ্ধিমান ও চতুর যিনি, তিনি এই সাধনের দেহটা পতিত না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যান্য বিষয়কর্ম্ম সব ছেড়ে দিয়ে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না ক'রে চরম কল্যাণ লাভের চেষ্টা ক'র্‌বেন।

চরমমঙ্গল লাভ ক'রতে হ'লে সদ্গুরু-পাদাশ্রয় ক'র্‌তে হ'বে—যে গুরু আমার প্রেয়ের কথা না ব'লে যা'তে ক'রে আমার নিত্যশ্রেয়ঃ লাভ হয়, সর্ব্বক্ষণ তা'রই কথা বলেন। প্রেয়ের কথা ব'ল্‌বার গুরুর অভাব জগতে নেই—রোগী আমি, আমার রুচি যেদিকে, সেই কুপথ্যের কথা—সেই রুচির অনুকূলে কথাই দুনিয়াশুদ্ধ সবলোক ব'ল্‌ছে। কিন্তু যিনি আমাকে ওরূপভাবে হিংসা ক'রতে চান না, সত্যি সত্যি আমার দুঃখ কাতর, আমার ব্যথায় ব্যথী যিনি, সেই দরদী পরম বান্ধবই শ্রীগুরুদেব। শ্রীনভীপ্সু আমাকে তিনি হাঁটু গেড়ে আমার ঠোঁট দুটি ফাঁক ক'রে আমাকে ওষধ খাইয়ে আমার মঙ্গল ক'রে ছাড়েন। ভাগবত এইরূপ মুক্ত গুরুদেবের কাছে শরণাগত—তাঁর কাছে কিছু সব ছেড়ে শরণাগত হ'তে ব'লেছেন।

শ্রীধামে হরিকথা

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বর্ত্তমানে শ্রীধামে অবস্থানপূর্ব্বক প্রত্যহ অপরাহ্ণে শ্রীচৈতন্যমঠে 'শ্রীভক্তি সন্দর্ভ'-গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সময়ও তাঁহার হরিকীর্ত্তনের বিরাম নাই। ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজও অধিকাংশ সময়ে সমাগত ভক্তগণের নিকট অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুও কখনও কথাপ্রসঙ্গে এবং কখন পাঠমুখে হরিকথা আলোচনা করিতেছেন। শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভু মধ্যে মধ্যে প্রাতে শ্রীযোগপীঠে 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। গত ১৮ই অক্টোবর, শনিবার শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীশ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের মহিমা ও তদ্রচিত 'শ্রীভজনামৃত'-গ্রন্থ হইতে বহু অমূল্য উপদেশ কীর্ত্তন করেন। শ্রীধামবাসী ভক্তগণ শ্রীধাম দর্শনার্থ আগত যাত্রিগণের নিকট অনুক্ষণ শ্রীধামের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভু কৃপাপূর্ব্বক পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের অমূল্য উপদেশাবলী সংরক্ষণ করিতে-ছেন। কৃষ্ণেচ্ছা ও গুরুবর্গের কৃপা হইলে আমরা হরিভজনের বিশেষ প্রয়োজনীয় এই সকল অমূল্য কথা সময়ান্তরে পাইবার আশা করিতেছি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

গত ২১শে অক্টোবর ৬ঠা কার্ত্তিক মঙ্গলবার শ্রীশ্রীল দীনপূজা উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় ঐ দিবস শ্রীনদীয়া প্রকাশ প্রকাশিত হন নাই।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকি কলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধ কলম		৬৲		
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৫

মাণ্মাসিক " ৫

প্রতি সংখ্যা ৫৲, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

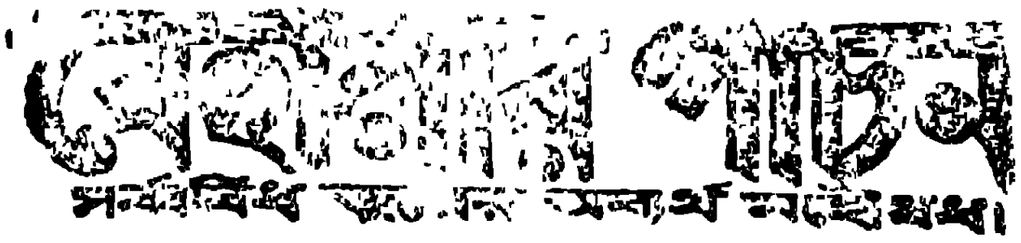

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ২৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা, পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

ধান চুরির মামলা

হরিপাল থানার কৃষ্ণবাটী গ্রামের সাধু ওরফে মুচিরাম পালের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১১ ধারায় যে মামলা শ্রীরামপুরের প্রথম শ্রেণীর সাব ডেপুটি মিঃ এন এন মজুমদারের আদালতে চলিতেছিল, সেই মামলায় বিচারক আসামীকে বেকসুর খালাস দিয়াছেন। ফরিদাবী ঝড়েশ্বর পালের অভিযোগ এই যে এক রাত্রে আসামী তাহার 'মরাই' হইতে ৫ বস্তা ধান্য চুরি করিয়া লইয়া উহা তাহার নিজের বাটীর খড়ের গাদার নীচে লুকাইয়া রাখে। পরদিন রাস্তায় ধান্য ছড়ান এবং সন্ধান করিয়া ৫ বস্তা ধান পাওয়া যায়। পুলিশ আসামীকে চালান দেয়। আসামী পক্ষের বক্তব্য হইল যে, মামলাটি একেবারে মিথ্যা। ফরিয়াদী পক্ষের সহিত ব্যবসা সংক্রান্ত ঝগড়া এবং ঋণ সালিশী বোর্ডের একটি মামলা সম্পর্কে মনোমালিন্য হওয়ায় এই মোকদ্দমায় উদ্ভব হইয়াছে। কোর্ট সাব ইনস্পেক্টার মিঃ আর এম সান্যাল ফরিয়াদী পক্ষে ও উকীল মিঃ জে সি সরকার ও এম বসু মামলা পরিচালনা করেন।

ফরিদপুরে নৃশংস হত্যাকাণ্ড

ফরিদপুরের ডাকিল বাবু মহেন্দ্রকুমার সান্যালের বাড়ীর পিছন দিকে বাসন্তী কুর্ম্মী নাম্নী ৬০ বৎসর বয়স্কা এক বৃদ্ধা তাহার কুঁড়ে ঘরে একা বাস করিত। গত ১০ই অক্টোবর কয়েক ব্যক্তি বাসন্তীকে বারংবার ডাকিয়া সাড়া না পাইয়া তাহার ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং বৃদ্ধাকে ঘরের মেজের উপর মৃত অবস্থায় দেখিতে পায়। বৃদ্ধার পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা তাহার গলা এবং হস্তদ্বয় দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। ঘরের বিছানা ত্রিমশারী, বাক্স এবং বিবিধ দ্রব্যাদি ঘরের চারদিকে ছড়ান ছিল। বাসন্তীর কতকগুলি ছাগল ছিল এবং ছাগদুগ্ধ বিক্রয় করিয়াই সে নিজের জীবিকা অর্জ্জন করিত। শবব্যাচ্ছেদের ফলে প্রকাশ পাইয়াছে যে, বাসন্তী শ্বাসরুদ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

আফগানিস্থানে পেট্রল ব্যবহার সম্পর্কে কড়াকড়ি

সরবরাহ সম্পর্কিত কারণে ভারত হইতে আফগানিস্থানে পেট্রল সরবরাহ শতকরা ২৫ ভাগ হ্রাস করা হইয়াছে। ভারতের জনসাধারণের জন্যও শতকরা ২৫ ভাগ কম পেট্রল সরবরাহ করা হইতেছে। আফগানিস্থান এতদিন উহার প্রয়োজনীয় পেট্রলের একতৃতীয়াংশ রুশিয়া হইতে এবং অবশিষ্টাংশ ভারত হইতে পাইত, কিন্তু অল্পদিন যাবৎ উহা ভারতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়াছে।

সরবরাহের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় আফগানিস্থানে পেট্রল ব্যবহার সম্পর্কে কঠোর বিধিনিষেধ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার ফলে ভারত ও আফগানিস্থানের মধ্যে বানিজ্যপথে যান চলাচল অনেক হ্রাস পাইয়াছে। ইহার প্রতিকারের জন্য আফগান গবর্ণমেণ্ট কাবুল ও পেশোয়ারের মধ্যে এক স্পেশ্যাল লরী সার্ভিস খুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পুঠিয়াতে অতিবৃষ্টি

৭২ ঘণ্টা অবিরত বারিপাতের পরে গত ১১ই অক্টোবর প্রাতে মাঝে মাঝে সূর্য্যের কিরণ দেখা গিয়াছে। আকাশ এখনও মেঘাচ্ছন্ন। চারঘাট অঞ্চলে বহু গৃহপতনের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে কিন্তু এযাবৎ কোন প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বিল অঞ্চলগুলিতে অকস্মাৎ জলবৃদ্ধির দরুণ আমন ধান একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে। কয়েক বৎসরের মধ্যে এরূপ প্রবল বারিপাত দেখা যায় নাই।

ভিখারিণী ছুরিকাহত

নন্দনগাছি রেল-ষ্টেশনের সন্নিকটে জনৈকা পৌঢ়া ভিখারিণী নিজগৃহে ছুরিকাহত হইয়া গুরুতর জখম হইয়াছে। স্মরণ থাকিতে পারে যে, কিছুদিন পূর্ব্বে নন্দনগাছি ষ্টেশনঘরে ষ্টেশন মাষ্টার রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় এই প্রকারই আহত হইয়া হাসপাতালে নীত হইয়াছিলেন। কিন্তু এযাবৎ দুষ্কৃতকারীর সন্ধান মিলে নাই।

বিনা টিকিটে ভ্রমণ

ই-আই রেলের তারকেশ্বর লাইনে গত ৪ঠা মার্চ্চ এস ৭৩ আপ ট্রেণে হাওড়া হইতে তারকেশ্বর পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীতে বিনা টিকিটে ভ্রমণ ও তারকেশ্বর ষ্টেশনের উল্টা দিকের প্লাট ফরম হইতে লম্ফ দিয়া পলায়ন করিবার সময় গ্রেপ্তার হওয়ায় এবং ভাড়া দিতে অক্ষম হওয়ায় ভারতীয় রেলওয়ে আইনের ১০২ ধারানুসারে হরিপাল থানার অন্তর্গত আমিনপুর গ্রামের শিবচন্দ্র সরকার (৩৬), শ্রীরামপুরের প্রথম শ্রেণীর সাব ডেপুটি মিঃ এন এন মজুমদারের আদালতে অভিযুক্ত হন। আসামী অপরাধ স্বীকার করায় বিচারক আসামীকে আট আনা জরিমানা ও ভাড়া বাবদ ৪৸৴৫ অনাদায়ে ১ সপ্তাহ বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সপ্তাহ কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিবাহিনী টীকা ও আস্বাদন-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপ অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৩শ বর্ষ } ১৮ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৬ই কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৩শে অক্টোবর, ই ১৯৪১, বৃহস্পতিবার } ১৮৩ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ দামোদর ভূতাদি কারণোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::[•]::——

ভগবান্ ও ভক্ত উভয়েই অপ্রাকৃত। মায়ার প্রতি তাঁহাদের উভয়েরই বৈরাগ্য। ভক্ত ও ভগবান্ সূর্য্য বা আলো, আর মায়া অন্ধকার। আলোর সহিত অন্ধকারের সংস্পর্শ যেরূপ অসম্ভব, অপ্রাকৃতের মধ্যে প্রাকৃতসংস্পর্শ না থাকাও সেইরূপ স্বাভাবিক। ভগবান্—বিষয়, ভক্ত—আশ্রয়। এই বিষয়-আশ্রয় উভয়েরই অবতার হয়। উভয়েই স্বেচ্ছায় প্রপঞ্চাতীত ধাম হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। ভগবান্—শক্তিমান্ ভক্ত—শক্তি। ভক্তশক্তি ভগবান্ ব্যতীত অন্য বস্তু নহেন। ভক্ত-ভগবান্ বা আশ্রয়-বিগ্রহ ভগবানেরই অচিন্ত্যভেদাভেদ-প্রকাশ, তিনিও ভগবান্ই, তবে তিনি সেবক-ভগবান্, ভোক্তা-ভগবান্ নহেন। ভক্ত ভগবানের অভিন্নবিগ্রহ হইলেও আশ্রয়-জাতীয় তত্ত্ব। ভক্তকে লইয়াই ভগবানের ভগবত্তা, ভক্তকে লইয়াই তাঁহার সুখ বা যত কিছু বিলাস। শ্রীকৃষ্ণ আকর্ষক, আর কৃষ্ণশক্তি শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণী-শক্তি। উভয়ের মধ্যে পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। অপ্রাকৃতের সহিত অপ্রাকৃতের সম্বন্ধ—শ্রীভগবানের সহিত ভক্তের সম্বন্ধ নিত্য। ভগবদ্ভক্তে একাধারে ভগবদ্ধাম, স্বয়ং ভগবান্, ভগবানের পরিকর ও ভগবল্লীলার সমাবেশ। ভগবদ্ভক্ত ভগবানের শ্রীমন্দির বা শ্রীধাম। সেই শ্রীধামে বা শ্রীমন্দিরে ভগবান্ আছেন, এবং ভগবানের সহিত তৎসেবক ভক্তও আছেন। তাই ভক্তদর্শন হইলেই জীবের নিঃশ্রেয়স লাভ হয়—জীবন সার্থক হয়। ভক্তসেবার দ্বারাই ভগবানের সেবা হয়। এই ভক্তগণের মধ্যে যিনি অগ্রণী, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীগুরুদেব অপেক্ষা অধিক সেব্যও কেহ নাই এবং তাঁহার সেবা অপেক্ষা আর অধিক ধর্ম্মও কিছু নাই। গুরুসেবার এত মাহাত্ম্য যে, গুরুসেবার দ্বারাই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয় এবং গুরুসেবা ব্যতীত অন্য ভগবদ্ভজনেরও অপেক্ষা থাকে না। গুরুর আদেশে গুরুসেবার অবিরোধে অন্য বৈষ্ণবের সেবাও শ্রেয়স্কর। ইহাতে অবহেলা দোষজনক।

ভগবান্ ও ভক্ত উভয়েই মহাবদান্য—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা। জগতের দানে ভয়, ভোগ ও হিংসা আছে—শোক, মোহ ও ভীতি আছে, কিন্তু ভগবান্ ও ভক্তের অতুলনীয় দান অভয়, অমৃত ও অশোক। কৃষ্ণই আনন্দ। এই আনন্দময় বস্তুকেও আনন্দ দান করেন যিনি, তিনি আমাদের নিত্যোপাস্য শ্রীনিত্যানন্দ। শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপাই ভগবৎকৃপালাভের একমাত্র উপায়। আনন্দানুসন্ধান আত্মার ধর্ম্ম। মনে যখন আনন্দানুসন্ধান হয়, তখনই ভোগ-ত্যাগস্পৃহা হৃদয়ে স্থান পায়। কিন্তু প্রপঞ্চ আমাদের ভোগ্য বা ত্যাজ্য বস্তু নয়। সাধুগুরুকৃপায় যেদিন চিদানন্দ নিরবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় উপস্থিত হয়, সেই দিনই কৃষ্ণপাদপদ্মে সম্যগ্ বন্ধন হয়। চেতনের বৃত্তির উন্মেষ না হওয়ার জন্যই আমরা কৃষ্ণানুসন্ধান ব্যতীত অন্য বিষয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হই। কৃষ্ণই যে আনন্দময় বস্তু এবং তিনিই একমাত্র অনুসন্ধানের বস্তু, ইহা চেতনের বৃত্তির উন্মেষ হইলে বুঝা যায়। মনের কল্পনা-প্রভাবে কৃষ্ণসেবা হইবে না। আত্মার নিত্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহার সেবা করিতে হইবে। অতএব সম্বন্ধ বা দিব্যজ্ঞান চাই। জড়াভিমান চেতনাভিমান নহে। সর্ব্বতোভাবে জাগতিক অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'আমি কৃষ্ণদাসানুদাস, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণসেবাই আমার ধর্ম্ম' এইরূপ অভিমান বা সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করার নামই—বৈষ্ণবী দীক্ষা প্রাপ্ত হওয়া বা দ্বিতীয় জন্ম লাভ করা বা বৈষ্ণব হওয়া। দীক্ষাদাতা ও দীক্ষিত উভয়েই অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃতের লক্ষণ এই যে, তাঁহার অস্মিতা প্রাকৃতরাজ্যের কোন বস্তুতে নাই। দেহ ও মনোধর্ম্মের কোনও প্রাকৃত অভিমানে অপ্রাকৃত ব্যস্ত নহেন। দীক্ষিত ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে প্রতিক্ষণ দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া যখন সেবা করিতে করিতে সম্বন্ধজ্ঞানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হন এবং প্রয়োজন-সম্পত্তি লাভ করিয়া ধন্য হন, তখনই তাঁহার সম্বন্ধ বা দিব্যজ্ঞানলাভের পরিপূর্ণতা সাধিত হয়।

কর্ম্মদীক্ষা ও জ্ঞান বা যোগদীক্ষার সহিত বৈষ্ণবী দীক্ষা এক নহে। কর্ম্মদীক্ষায় অপ্রারব্ধ পাপ কিয়ৎপরিমাণে ক্ষয় হইলেও পাপবীজ ও অবিদ্যা ধ্বংস না হওয়ায় পুনরায় পাপে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। জ্ঞান বা যোগদীক্ষায় অপ্রারব্ধ-পাপ পাপবীজের সহিত ধ্বংস হইলেও প্রারব্ধ পাপ ও অবিদ্যা ধ্বংস না হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে আত্যন্তিক ক্লেশের নিবৃত্তি হয় না। এইজন্যই জ্ঞানিগণের প্রারব্ধপাপভোগ ও পুনরাবৃত্তির কথা শুনা যায়। কিন্তু ক্লেশঘ্নী বৈষ্ণবী দীক্ষার প্রারম্ভ-মাত্রেই সমগ্র পাপমূল উৎপাটিত হইয়া থাকে। তবে যে অক্ষজনেত্রে বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির প্রারব্ধ কর্ম্ম বা পাপভোগ দৃষ্ট হয়, তাহা উৎপাটিতমূল বৃক্ষের সজীবতা-লক্ষণের ন্যায়। অর্থাৎ যেমন বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হইলেও কিছুকাল পর্য্যন্ত তাহাতে সজীবতা-লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ। অপ্রাকৃত অভিমান বা অপ্রাকৃত অনুভূতিই দিব্যজ্ঞান। সাধুসঙ্গফলে তৎকৃপায় ইহা লাভ হয়। কৃষ্ণই যাঁহাদের একমাত্র আরাধ্য, তাঁহারাই আমার একমাত্র আত্মীয়। 'কৃষ্ণই একমাত্র আরাধ্য'—এইরূপ প্রতিষ্ঠাই বৈষ্ণবের। ইহাই প্রয়োজন। ভোগবাঞ্ছা-ময়ী জড়প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছনীয় নয়।

সেবোন্মুখতায় অপ্রাকৃত উপলব্ধি, আর সেবাবিমুখতায় প্রাকৃতবুদ্ধি। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরাদি লীলা দেখিয়া বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ মনে করিতে পারে, ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত যদি অপ্রাকৃত বস্তুই হইবেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে শিশুত্বধর্ম্ম এবং ক্রমে বৃদ্ধি প্রভৃতি প্রাকৃত ব্যাপার কি করিয়া থাকিতে পারে? এরূপ হরিবিমুখ ব্যক্তিগণ মাংসদৃক্। তাহারা মাংসময় প্রাকৃত চক্ষুর দ্বারা অধোক্ষজ শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির বিলাস দর্শন করিবার ধৃষ্টতা করে বলিয়া শ্রীভগবানের মায়া তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকে। মাংসচক্ষু লইয়া স্বরূপশক্তির বিলাস দর্শন হয় না। তাই শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু সন্দর্ভে বলিয়াছেন যে, "শ্রীভগবান্ লীলাবিলাসের জন্য শিশুত্বাদি ধর্ম্মের আবিষ্কার করেন বলিয়া ভগবদ্রূপকে ষড়্বিকারযুক্ত কিংবা পরিণামশীল বলা যাইবে না। ভগবদ্বিগ্রহে শিশুত্বাদি বিচিত্রতাধর্ম্মসমূহ স্বভাবসিদ্ধরূপে বর্ত্তমান আছেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।১৪।২১) শ্লোকের ব্যাখ্যায় ২য় সন্দর্ভে এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে,—"হে ভূমন্ হে ভগবন্, হে

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে।

পরাৎপর, হে যোগেশ্বর, আপনি যখন যোগ[illegible] বস্ত্রহরণলীলা প্রদর্শন করেন, তখন [illegible] কোথায় [illegible] পারে? [illegible] আনন্দ [illegible] কারণ? [illegible] পরমেশ [illegible] নাই। [illegible] তাহাকে [illegible] লীলা [illegible] কেবল [illegible] আপনার [illegible] সমর্থ হন। [illegible] চাহিদার দৃষ্টি দূর হয়। শ্রীজয়দেব [illegible] 'পেয়াল, [illegible] আমোদিয়া' শ্লোক বাঁধিছেন,—"[illegible] করিয়া আপনাদের [illegible] বলিয়াছেন,—[illegible] ছায়া ([illegible]) নিষ্কপটভাবে মায়া [illegible] মায়া-প্রপঞ্চ [illegible] রূপের [illegible] পাঞ্চভৌতিক নহে, সুতরাং তাঁহাতে ষড়বিকারের প্রভাব আসিতে পারে না। [illegible] বলিয়া [illegible] সেই [illegible] কেহ [illegible] তখনই তাঁহাকে [illegible] স্নান করিতে হইবে এবং [illegible] করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে।'

[illegible] শ্রীজীব গোস্বামী [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া এ বিষয়ের সমাধান করিয়াছেন। [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] মহাভাগবতের [illegible] (১০।৬।১৯) [illegible] দর্শন [illegible] উপস্থিত [illegible]"

অতএব [illegible] ভগবান্ [illegible] দ্বারা [illegible] করেন।

কালিয়-দমন

—— .°(∗)°: ——

সমস্তকীয় আখ্যায়িকার আরম্ভ। [illegible] সৌভরি [illegible] ঋষি [illegible] তপস্যা [illegible] কালিয় গরুড়কে দমন করিতে লাগিল। কিন্তু [illegible] একদিন গরুড় যমুনায় আগমনপূর্বক মৎস্য ভক্ষণ করিতে থাকিলে সৌভরি ঋষি উঁহাকে নিষেধ করিলেন। কিন্তু ক্ষুধার্ত গরুড় ঋষির নিষেধ অগ্রাহ্য করিলে ঋষি গরুড়কে অভিশাপ প্রদান করিয়া বলিলেন যে, যদি গরুড় পুনরায় তথায় আগমন করে, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে। কালিয় নাগ ইহা শুনিয়া নির্ভয়ে ঐ যমুনাহ্রদে বাস করিত। কালিয়ের অতিতুল্য উগ্র বিষে তথাকার জল বিষাক্ত হইয়া গিয়াছিল। ঐ হ্রদের উপর দিয়া গমনশীল পক্ষিগণও বিষের তেজে তথায় পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিত। সেই হ্রদের তীরবর্তী স্থাবর জঙ্গম প্রাণিগণও [illegible] বিষাক্ত বায়ুর স্পর্শে তৎক্ষণাৎ পতিত হইত। গোপগণের এইরূপ দুর্দশা দেখিয়া করুণাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ [illegible] এই কালিয়কে এবং [illegible] দেখিয়া কটিভূষণকে দৃঢ়রূপে বন্ধনপূর্বক উর্দ্ধোত্থিত কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করেন এবং করতালি দিতে দিতে [illegible] বৃক্ষ হইতে সেই বিষময় হ্রদে ঝম্প প্রদান করিলেন। তাহাতে এক ভীষণ শব্দ হইল। সেই শব্দ শ্রবণে অতিক্রুদ্ধ হইয়া কালিয় নাগ [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে দন্তাঘাতপূর্বক দেহদ্বারা তাঁহাকে বেষ্টন করিল। শ্রীকৃষ্ণের সহচর গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] দেখিয়া অত্যন্ত আর্ত [illegible] হইয়া পড়িলেন। ধেনু, বৃষ এবং বৎসগণও ভীত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। তৎকালে ব্রজে ভূমিকম্প, আকাশে উল্কাপাতাদি, গোপীদের বাম অঙ্গ কম্পন প্রভৃতি নানা অমঙ্গলসূচক উৎপাত হইতে লাগিল। এই উৎপাত দর্শন করিয়া নন্দাদি গোপগণ শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে না লইয়াই গোচারণে গমন করিয়াছেন দেখিয়া ভয়ে অধীর [illegible] চরণচিহ্নদর্শনে যমুনাতীরে [illegible] গোপগণ। কৃষ্ণের নিধন স্থির করিয়া দুঃখ ও শোকে কাতর হইয়া পড়েন এবং [illegible] আবার [illegible] ব্রজ হইতে বাহির হইয়া যমুনাতটে গমন করিলেন। অতঃপর তাঁহারা দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে সর্পবেষ্টিত এবং গোপালকগণকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্মাহত হইলেন। [illegible] নন্দাদি গোপগণ এই দৃশ্য দেখিয়া স্থির থাকিতে না পারিয়া হ্রদমধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব বিদিত [illegible] বলদেব তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন। ব্রজবাসিগণকে অত্যন্ত দুঃখিত দেখিয়া কিয়ৎক্ষণপর শ্রীকৃষ্ণ কালিয়কে বিশেষ [illegible] পীড়িত করিলে কালিয় শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিল এবং পরে ফণা উন্নত করিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ক্রোধের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়াপর হইয়া কালিয়ের চতুষ্পার্শ্বে গরুড়ের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ঐ সর্পও তখন শ্রীকৃষ্ণকে দংশন করিবার অপেক্ষায় ভ্রমণ করিতেছিল। কিয়ৎক্ষণপর শ্রীকৃষ্ণ কালিয়-নাগের বৃহৎ মস্তকোপরি নৃত্য করিতে লাগিলেন। তৎকালে শতাধিক কালিয়ের ফণাসমূহের মণির স্পর্শে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল অরুণবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছিল। দুষ্টদমন শ্রীকৃষ্ণের চরণাঘাতে কালিয়ের মুখ ও নাসা হইতে রক্ত পড়িতে লাগিল। তৎকালে গন্ধর্বাদি দেবতাবৃন্দ পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিপীড়িত হইয়া কালিয় প্রচুর রক্তবমন করিতে করিতে নারায়ণকে স্মরণ করিয়া তাঁহার শরণাগত হইল। কালিয়ের পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিল,—"হে দেব, দুষ্টদমনের জন্যই আপনি ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব আমাদের পাপাচারী স্বামীর প্রতি এই শাস্তি যোগ্যই হইয়াছে। আপনার দণ্ড নিশ্চিতভাবে পাপিগণের পাপ নাশ করিয়া থাকে। সেইজন্য দণ্ডরূপে আপনি আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়াছেন। বিশেষতঃ আমাদের এই স্বামী যে পাপে সর্পত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই পাপ নাশ করায় আপনার ক্রোধকেও আমরা অনুগ্রহ বলে মনে করিতেছি। হে দেব! যে পদরেণু লাভের আশায় লক্ষ্মীদেবীও বিষয়াদি পরিত্যাগপূর্বক চিরকাল ব্রতশীলা হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, এই কালিয় কোন্ পুণ্যপ্রভাবে সেই চরণরেণুলাভে অধিকারী হইল, তাহা আমরা জানিতে পারিতেছি না। কি আশ্চর্য! তমোগুণোদ্ভূত এই সর্পযোনি ব্রহ্মাদির দুর্লভ সেই পদরজঃ লাভ করিল। যাহা হউক, কালিয় অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত যে অপরাধ করিয়াছে, ভগবান্ তাহা ক্ষমা করিয়া আমাদিগকে কালিয়ের প্রাণভিক্ষা প্রদান করুন।"

কালিয়পত্নীগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কালিয়কে পরিত্যাগ করিলেন। কালিয় ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয়শক্তি ও প্রাণলাভ করিল। পরে কাতরবচনে অপরাধ স্বীকারপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের অনেক স্তব করিয়া তাঁহার আদেশ-প্রতীক্ষায় রহিল। করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সপরিকরে সেই হ্রদ পরিত্যাগ করিয়া রমণকদ্বীপে গমন করিতে বলিলেন। কালিয়ও তাঁহার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করত স্ত্রী, আত্মীয় ও পুত্রগণসহ সমুদ্রের মধ্যবর্তী রমণকদ্বীপে গমন করিল। তৎকালে ভগবানের অনুগ্রহে যমুনা বিষহীনা হইয়া অমৃততুল্য জলবিশিষ্টা হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণলীলা দুই প্রকার—নিত্য ও নৈমিত্তিক। গোলোকে সর্বকালে নিত্যচরিত্র ও অষ্টকালীয় লীলা বর্তমান। ভৌমলীলায় সেই অষ্টকালীয় লীলার সহিত নৈমিত্তিক লীলা সংযুক্ত আছে। ব্রজ হইতে গতায়াত ও অসুরবধাদি নৈমিত্তিক লীলা। নৈমিত্তিক লীলা ব্যতিরেকভাবে গোলোকে আছে। কেবল প্রপঞ্চে সেই লীলা বাস্তবরূপে

প্রকাশিত হয়। সাধকগণের পক্ষে নিত্য-লীলার প্রতিকূল হওয়া ঐ নৈমত্তিক লীলাসমূহ পরিত্যক্ত হয়। সাধকগণ সেই সকল লীলায় বস্তু নিজ অনর্থনাশের চেষ্টা করেন। লীলাস্মরণ লীলা সেই সকল নৈমিত্তিক-লীলার অন্তর্গত। কিন্তু এই সকল লীলা নৈমিত্তিক অর্থাৎ কোন নিমিত্তকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইলেও কৃষ্ণলীলার ন্যায় অনিত্য নহে। এই সকল লীলার মধ্যে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তাহা সাধকগণ গ্রহণ করিবেন। এই সকল লীলা রূপক বা গাথা গল্প নহে, ইহা সত্য। কালিয়মর্দন-লীলা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে, অর্থাৎ জীবকে, মায়া কালিয়কে, দমন করিয়া, জীবকে দমন করেন অর্থাৎ তাহাকে দমন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

শ্রীকৃষ্ণে চতুঃষষ্টি কলা পরিপূর্ণরূপে নিত্যকালে বর্তমান থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণে তাহা নিত্য অভিব্যক্ত হইয়া বিরাজিত। আবার শ্রীকৃষ্ণে যে অপ্রাকৃত চারিটি কলার নায়ক, তাহা নারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণের কায়মোহিনী লীলার কথা অনন্ত নহে। এই কায়লীলার মধ্যে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তাহা সাধকগণ গ্রহণ করিবেন। এই সকল লীলা রূপক বা গাথা গল্প নহে, ইহা সত্য। কালিয়মর্দন-লীলা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে, অর্থাৎ জীবকে, মায়া কালিয়কে, দমন করিয়া, জীবকে দমন করেন অর্থাৎ তাহাকে দমন করেন।

এই জগৎ চিন্নামের বিকৃত প্রতিফলন। ইহাতে একজন সেব্য, একজন সেবক, আর অচিজ্জগতে সেব্য ও সেবকের অভাব নাই। চিজ্জগতের সুখতাৎপর্য্যই সেবকের কার্য্য।

এই চিজ্জগতের বিকৃত প্রতিফলন এই চিজ্জগতের প্রতিটি বস্তু সেব্য ও ভোক্তা পরিবেষ্টিত। এখানে ভোক্তা ও ভোক্তার মধ্যে পরস্পর ভেদ। এখানে প্রত্যেক নিজের সুখের বিঘ্নকর হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, অর্থাৎ একের আর এই স্থানে সেব্য ও সেবকের নিত্যত্ব নাই, এই স্থানে সব ব্যভিচারী। পত্নী পতির জন্য বা করিয়া থাকে নিজ সুখের জন্য। পত্নীর স্বার্থ ও পত্নীর স্বার্থ এক নহে। পতি পত্নীকে ভালবাসিয়া থাকে, নিজের ভোগ বা ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য। আত্মধর্ম্মে ইহাতে কোথায়ও অব্যভিচারিণী সেবা নাই। দেহ ও মনের রাজ্যে পরস্পর ভোক্তৃ ভোগ্য-ভাব ভিন্ন সেবা-সেবক-সম্বন্ধ নাই বা হইতে পারে না।

যেখানে স্বরূপজ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন একটিমাত্র শব্দকৃৎ বা বিষয়তত্ত্ব, যেখানে আর দ্বিতীয় পুরুষ নাই, সেখানে ব্যভিচার হইতে পারে না। সেখানে বিষয় এক, শক্তি অনন্ত—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" পরিণতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব অদ্বয়জ্ঞান বিষয় বা বস্তুর একত্ব আশ্রয় বা শক্তির অনন্ততা। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের এই দুইটি শক্তি বিষয় হওয়ায় শক্তি বিচারে বিশেষত্ব আসিল।

বহু অঙ্গ সাধনের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রেষ্ঠ। যেখানে শাস্ত্র একমাত্র সাধনের কথা বলিয়াছেন, সেখানেও এক কৃষ্ণকীর্ত্তনই লক্ষিত বস্তু। 'শ্রবণ-সংকীর্ত্তন' বাদ দিয়া মধুমাখা, 'সাধু' প্রভৃতি যেমন অর্থহীন পদসমূহ, সেইরূপ 'শ্রবণ-সংকীর্ত্তন' করিয়া' হইতে 'নাম-সংকীর্ত্তনের ফল, নামের ফল শ্রীমূর্ত্তি প্রভৃতি সেবনের ফল ও শরণাগত প্রাণের কথা, সমস্তই লাভ হয়। নামাশ্রিত জনের আশ্রয়ের একাঙ্গ নাম-কীর্ত্তনের দ্বারা সম্পন্ন হয়। 'পাপের অনলকে' যে কোন একটী হরিনাম সংকীর্ত্তনের কথা অন্তর্ভুক্ত আছে।

যদি আমরা বৈষ্ণব বা শ্রীমদ্ভাগবত সংকীর্ত্তনকারী-সঙ্ঘের বিহার অন্তর্জগতের অধিবাসিগণের সেবার বিনুন হয় কেন? অচ্চ্যের পথের পথিক হই, তবে আমাদের সঙ্গ সুদূর-পরাহত। চাঁদপাগলের পক্ষে মঠাধিপতির কর্ত্তব্য। বাস্তবিক এজগতে তাহা মঠের অস্তিত্ব নাই, অনুকরণ মাত্র আছে। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে কোন আত্মোন্নয়ন-চেষ্টার কথা আছে, কিন্তু তাহাতে ইন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টায়ই সকলে ব্যস্ত।

খাওয়ার কোন আবশ্যকতা নাই—পান করার কোন আবশ্যকতা নাই, যদি কৃষ্ণকে না করি। মনুষ্যজন্ম-লাভে যে যোগ্যতা হইবার, তাহা না হইলে তাহা ছিল, যদি হরিভজন না হইলো। যদি পশুর ন্যায় খাওয়া দাওয়া, বিলাস প্রভৃতিতেই মানুষের জীবন কেটে যায়, তাহলে যে-যোগ্যতা লাভ হইবার তাহা হইল, তাহা ছাড়া জন্মজন্মান্তরে অত্যন্ত অসুবিধার ভেতর পড়িতে হইলো। "কৃষ্ণ ভজিবার তরে। সংসার আইনু"। পশুরা মানুষ হয় হরিভজন করিবার জন্য।

হরিভজন ব্যতীত জীবের আর কোনও কর্ত্তব্য নাই। বাকি হউক, বৃদ্ধ হউক, যুবা হউক, স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, পণ্ডিত হউক, মূর্খ হউক, ধনী হউক, দরিদ্র হউক, জ্ঞানী হউক, কুৎসিত হউক, গুণবান্ হউক, পাপী হউক, যে যে অবস্থায় থাকে থাকুক, তাহাদের অন্য সাধন প্রণালী আর কিছুই নাই, 'সাধন'—একমাত্র 'শ্রবণ-সংকীর্ত্তন'।

যাঁরা শ্রৌতপথ আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁদের সহিত যদি কীর্ত্তন করি, তবেই 'হরি সংকীর্ত্তন' হইবে। ওপারে উঠার উপায় বা ব্যবসায় বৃদ্ধির জন্য যে কীর্ত্তন কিংবা গৃহপূজা-প্রতিষ্ঠার জন্য যে কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান তাহা হরিসংকীর্ত্তন নহে—উহা নাম কীর্ত্তন।

মায়ার পরিত্যাগ করিলে 'হরিনাম' করা যায়, নাম ও ব্যক্তিত্ব হারাইলে নাম করা যায়, কিন্তু যাঁরা 'হরিনাম' করে পাপ হরণ করা—এরূপ কপটতার আশ্রয় করে, তারা 'হরিনাম' করিতে পারে না। নামাপরাধ করিলে কখনও প্রকৃত 'হরিনাম' হয় না।

আমি গৌরবর্ণের নিকট হইতে তৃণাদপি সুনীচ' হইবার উপদেশ পাইলাম, আমাকে যদি কেউ আক্রমণ করে, তবে আমার তাহা সহ্য করে হরিনাম করা উচিত। কিন্তু তখন জানা উচিত যে, আমি ভগবান্ আমার কথা বলে 'তৃণাদপি সুনীচ' হইবার অবসর দিলেন কি? এমন কোন আমার হরিনামে আরও উৎসাহান্বিত হওয়া উচিত।

বৈষ্ণব নিন্দককে সমুচিতভাবে দণ্ডিত করিতে হইবে,—ইহাই 'তৃণাদপি সুনীচতা', সহিষ্ণুতা কিন্তু যখন কেউ ব্যক্তিগতভাবে আমাকে গালি গালাজ করতে থাকেন, তখন আমি জানবো,—তাঁর সঙ্গ লোভে অসুবিধা হচ্ছে, ভগবান্ তাঁদের দ্বারা আমার মঙ্গল বিধান করে দিচ্ছেন। ভগবান যখন আমাদের দয়া করেন, তখন অসংখ্য মুখে অসংখ্য প্রকারে কটু কথা বলিয়া আমাকে বহুতর শিক্ষা দেন। ভগবান্ আমাকে জানান, তাঁহার নিন্দা সহ্য করতে না শিখে 'হরিনাম' করবার অধিকার হয় না।

হরিকথা প্রবৃত্তি বৃদ্ধির জন্য যে সকল কথা আলোচনা করা যায়, তাহাই হরিকথা। ভোগ প্রবৃত্তির বৃদ্ধির জন্য যে সকল আলোচনা করা যায়, তাহা 'হরিকথা' নয় মায়ার কথা।

'হরিকথা' ব্যতীত জগতে আর অন্য কথা কিছু নাই। একমাত্র হরিকথা' দ্বারাই জীবের মঙ্গল হয়, তা' ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নাই, তা' নাই, নাই, নাই।

আমরা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ পাই, তাহা হইলে সেই সুযোগ করিয়ে দেওয়ার একমাত্র মালিক—শ্রীগুরুদেব। গুরুর হাত ধরে আমরা ভবসমুদ্রে ব্যাপারটাকে পার হই। যাঁদের কপালের জোর আছে তাঁরা এই সুযোগটা পান। যিনি সেই সুযোগ দান করেন তাঁর নিকট আমাদের সর্ব্বতোভাবে ঋণী হইয়া থাকা উচিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	৵০	৵০	১০
ইঞ্চি	২৲	১৷৷০	১৷৷০	২৲
সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲	৬৲	
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে পঞ্চি ইঞ্চি	৭৲	৪৲৬
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৩৲

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ১৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ সম্পাদিত মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগদাধরমঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীগঙ্গাবিহারমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর ভাগবতভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অল্পায়ু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মাথার চুল উঠিয়া যাওয়া, অকালে চুল পাকিয়া যাওয়া, খুস্কি, পুরাতন মাথাধরা ইহার কাছে কাটিতে বাধ্য। ইহার গুণে মাথা ঠাণ্ডা থাকে এবং নূতন চুলের জন্ম হয়। একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আমাদের কথা সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৷৵০ চারি আনা, বড় বোতল ১৵০ আট আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা, পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

কাঞ্চন নগরীর পরিচয়

খাস আসরাফে, সোভিয়েট রুশিয়ার রাজধানী মস্কো হইতে সম্প্রতি কাজানে স্থানান্তরিত হইয়াছে। কাজান মস্কো হইতে চারি শতাধিক মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত, তাহার অটোনমাস সোভিয়েট রিপাব্লিকের প্রধান নগরী ভলগা হইতে তিন মাইল দূরে কাজানকা নদীর তীরে ইহা অবস্থিত, এবার বসন্তের সঙ্গে ভলগার স্রোতাবেগে জল ২৫৩ পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছায়। কাজানের লোকসংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ ৩৭ হাজার। অধিবাসীদের অধিকাংশই রুশ ও তাতার।

নদীতীরে অবস্থিত হওয়ায় এই নগরী বিশেষ সমৃদ্ধ। পূর্ব্ব ও পশ্চিমে রেলপথ গিয়াছে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই তাতারের চর্ম্মশিল্প বিশেষ প্রসিদ্ধ। এখানে অনেকগুলি চামড়ার কারখানা আছে। তন্মধ্যে কয়েকটিতে উৎকৃষ্ট মরক্কো চামড়ার কাজ হয়। তাছাড়া সাবান, মিশরীয় ও প্রসাধন দ্রব্যের জন্যও কাজান প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত এখানে আরও কতকগুলি ছোট-খাট শিল্প আছে। একালে কাজানে যে বিরাট মেলা বসিত তাহা ছিল পশ্চিম রুশিয়া, পারস্য এবং তুর্কীস্থানের বাণিজ্য কেন্দ্র। সহরের বিপরীত দিকে ভলগার একটি চরে এই মেলা বসিত।

১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পর যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয় তাহাতে সিমবার্স্কের পতন হইলে কাজান উক্ত এলাকার বলশেভিক সৈন্যদলের প্রধান শিবিরে পরিণত হয়। ১৯১৮ সালের আগষ্ট মাসে চেক সৈন্যেরা ইহা দখল করে কিন্তু সেপ্টম্বর মাসেই উটাকা ইহা পুনরুদ্ধার করেন। ১৯১৯ সালে সোভিয়েট বিরোধী কোলচকের সৈন্যদল পুনরায় কাজান আক্রমণ করে। এই আক্রমণের ফলে কাজানের বিস্তর ক্ষতি হয়। তারপর ১৯২১ সালে রুশিয়ায় যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তাতার রিপাব্লিকে তাহা অতি ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করে। তাহার প্রভাবও কাজান সহরের উপর কম পড়ে না।

আজকাল যেখানে কাজান সহর, এক-কালে সেখান হইতে ত্রিশ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ছিল ইহা অবগত। এখনও সেখানে নগরীর চিহ্ন বিদ্যমান। কাজানের ৬০ মাইল দক্ষিণে বলগারীর ধ্বংসাবশেষ ঐতিহাসিক-দিগকে আজও সমভাবেই আকৃষ্ট করে। ১৪৩৮ সালে গোল্ডেন হোর্ডের খাঁ উলুগ মহম্মদ যে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন কাজান ছিল তাঁহার রাজধানী। ১৫৫২ সালে ইভান তাহা দখল করেন। ইহার ফলে ভলগার পথে রুশবাণিজ্য প্রসার লাভ করে।

দেশরক্ষা সম্পর্কে পরামর্শ সমিতি

কেন্দ্রীয় আইনসভায় দেশরক্ষা সম্পর্কিত সমিতির কার্য্যকলাপ পরিষদে প্রকাশ করিবার দাবী উত্থাপিত হইতেছে। জানা গিয়াছে যে, ভাই পরমানন্দ এবং মৌলানা আজাদের আলী উভয়েই এতৎসম্পর্কে প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছেন। তবে এই দাবী গৃহীত হইবার সম্ভাবনা নিশ্চয়ই কম; কেন না, দেশরক্ষা সম্পর্কিত প্রশ্নের প্রকাশ্য আলোচনায় গবর্ণমেণ্ট সম্মত হইবেন বলিয়া মনে হয় না।

ব্রহ্ম পরিষদের সদস্যদ্বয় ধৃত

ব্রহ্মরক্ষা আইন অনুসারে রেঙ্গুনের ভূতপূর্ব্ব মেয়র উবা উইন এবং ভূতপূর্ব্ব স্বরাষ্ট্র সচিব উবা পেকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। উ বা পে ও উ বা উইন উভয়েই ব্রহ্মপরিষদের বিশিষ্ট সদস্য।

আয়কর আইনের সংশোধন বিল

আয়কর আইন-সংশোধন বিলে যে সকল পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা গত ১৬ই অক্টোবর গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। সংশোধন বিলে বৃটিশ ভারতের অধিবাসীদের দেশীয় রাজ্য হইতে প্রাপ্ত আয়ের উপর কর ধার্য্য এবং ডবল কর বন্ধ করিবার জন্য দেশীয় রাজ্যসমূহের সহিত পারস্পরিক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। লোকসান এবং সম্পত্তি ইত্যাদির মূল্য হ্রাস বাবত করদাতাদিগকে কিছু কিছু সুবিধা দিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

বর্ত্তমান আইনের কোন কোন ধারার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং স্থলবিশেষে উহার যে সকল ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়িয়াছে, তাহা রহিত করিবারও ব্যবস্থা হইয়াছে। কামশনারের নিকট আপীল করিবার ব্যবস্থাও পুনঃপরিবর্ত্তনের প্রস্তাবে করা হইয়াছে।

দেশরক্ষা কার্য্য বিষয়ক প্রদর্শনী ট্রেণ

গত ১২ই অক্টোবর পাঞ্জাবের গবর্ণর স্যার বার্ট্রাণ্ড গ্লাব্বী দেশরক্ষা কার্য্যবিষয়ক একটি ট্রেণের উদ্বোধন করিয়াছেন। ঐ ট্রেণ সমগ্র ভারতে ১৫ হাজার মাইল ভ্রমণের জন্য পাঞ্জোর হইতে যাত্রা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ২০ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৮ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৫শে অক্টোবর, ইং ১৯৪১, শনিবার { ১৮৪-৮৫ তম সংখ্যা।

নিতান্ত কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিকাশিনী-টীকা ও আস্বাদন-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ দামোদর, অব্দ ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মলীলা

—::(•)::—

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে কলিকালে শ্রীমায়াপুরে শ্রীশচী-জগন্নাথ-গৃহে আবির্ভূত হন। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি আছে। তন্মধ্যে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি প্রধান। সর্ব্বকার্য্যে এই তিনটি শক্তির বিশেষ পরিচয় আছে। ইচ্ছাশক্তি-প্রধান—'শ্রীকৃষ্ণ', যাঁহার ইচ্ছায় সমস্ত ব্যাপারই হইয়া থাকে, জ্ঞানশক্তি প্রধান—'শ্রীবাসুদেব', আর ক্রিয়াশক্তিপ্রধান 'শ্রীসঙ্কর্ষণ'। এই তিনের ঐ তিনটী শক্তি লইয়াই প্রাকৃতাপ্রাকৃত জগৎ সৃষ্ট বা প্রকটিত হয়। শ্রীসঙ্কর্ষণ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় চিচ্ছক্তির দ্বারা চিচ্ছক্তিবিলাসাত্মক গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি ধাম প্রকট করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও নিজ ধামসহ নবদ্বীপে প্রকটিত হইয়াছিলেন। তিনি নবদ্বীপে শ্রীশচীগর্ভ-শুদ্ধদুগ্ধসিন্ধুতে প্রকটিত হন।

নবদ্বীপে শচীগর্ভ-শুদ্ধদুগ্ধসিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ—পূর্ণ-ইন্দু॥
(চৈঃ চঃ আ ৪।৪১)

গৌরচন্দ্র-আবির্ভাব শুনে যেই জনে।
কভু দুঃখ নাহি তা'র জন্মে বা মরণে॥
(চৈঃ ভাঃ আ ৩।৪৯)

শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মতিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমা শুদ্ধসত্ত্বময়ী অপ্রাকৃততিথি ও সাক্ষাৎ ভক্তিস্বরূপিণী; ইঁহার নাম শ্রীগৌরজয়ন্তী। উপোষণ প্রভৃতির দ্বারা এবং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-মহোৎসবাদির দ্বারা এই তিথির সেবা হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শ্রবণ করিলে জীবের সেবোন্মুখিনী চেষ্টার উদয় হয় এবং শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ হইবার সৌভাগ্য লাভ হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বপ্রকাশ বস্তু। তিনি কৃপা করিয়া যখন স্বয়ং অবতরণ করেন এবং সৌভাগ্যবান্ জীবের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন, তখনই জীব তাঁহার পরিচয় পাইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হয়। তাঁহার পরিচয় পাইলে জীবেরও তৎসঙ্গে আত্মপরিচয় বা স্বরূপানুভূতি হইয়া যায়।

শুনা যায়, শ্রীনারায়ণ-পরায়ণ শ্রীমধুকর মিশ্র নামক জনৈক পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ কোন কারণে শ্রীহট্টে আগমন করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। শ্রীমধুকর মিশ্রের মধ্যম পুত্র বৈষ্ণব, পণ্ডিত, ধনী ও সদ্গুণবান্ শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র। শ্রীউপেন্দ্র মিশ্রের সপ্ত পুত্র—কংসারি, পরমানন্দ, জগন্নাথ, সর্ব্বেশ্বর, পদ্মনাভ, জনার্দ্দন ও ত্রিলোকনাথ। শ্রীজগন্নাথ অধ্যয়নার্থ শ্রীহট্ট হইতে পরবিদ্যাপীঠ শ্রীনবদ্বীপে শুভাগমন করেন। তিনি নবদ্বীপে শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দুহিতা শ্রীশচীদেবীর পাণি-গ্রহণ করেন। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা-পাঠে জানা যায়, পর্জ্জন্য-নামক গোপ, যিনি শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ ছিলেন, তিনিই পরে শ্রীহট্টে শ্রীউপেন্দ্রমিশ্র-নামে অবতীর্ণ হন এবং যিনি বৃন্দাবনে মহামান্যা 'বরীয়সী'-নাম্নী শ্রীকৃষ্ণের পিতামহী গোপী ছিলেন, তিনি শ্রীউপেন্দ্র মিশ্রের পত্নী শ্রীকলাবতীরূপে অবতীর্ণা হন। আর পূর্ব্বে বৃন্দাবনে যাঁহারা প্রেমরসের আকরস্বরূপ শ্রীযশোদা ও ব্রজরাজ শ্রীনন্দ ছিলেন, তাঁহারাই পরে শ্রীশচীজগন্নাথরূপে জগতে আবির্ভূত হন।

শ্রীজগন্নাথ মিশ্র—শ্রীবসুদেব বা অপ্রাকৃত শুদ্ধসত্ত্ব। বৈকুণ্ঠ-ধামে কুণ্ঠাধর্ম্ম বা গুণত্রয়ের অবস্থান না থাকায় উহা অপ্রাকৃত নিত্যশুদ্ধসত্ত্ব তদ্রূপবৈভব। এই শুদ্ধসত্ত্বে বা বৈকুণ্ঠে শ্রীহরির নাম, স্বরূপ বা বিগ্রহ নিত্য বিরাজমান বা প্রকটিত। সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবে পূর্ব্বে শ্রীজগন্নাথ-মিশ্র-ভবনে শ্রীহরিনামের বা শ্রীহরির অভাবহেতু উহা বৈকুণ্ঠধাম ছিল না, পরে উহা বৈকুণ্ঠধামে পরিণত হইল—এইরূপ কল্পনা মনোধর্ম্মমাত্র। চিচ্ছক্তি-বিলাস নিত্যকালই চিচ্ছক্তিবিলাস, উহা অচিচ্ছক্তিবিলাস নহে। আর অচিচ্ছক্তিবিলাস নিত্যকালই অচিচ্ছক্তি-বিলাস। তাহা হরিবিমুখ জীবের অক্ষজ-জ্ঞান বা ভোগভূমিকা, উহা চিচ্ছক্তিবিলাস নহে।

শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণী শ্রীদেবকী যেরূপ গুরুরূপী শ্রীবসুদেবের নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন, তদভিন্না শ্রীশচী-দেবীও তদ্রূপ শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের হৃদয় হইতে নিজ হৃদয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ধারণ করিয়াছিলেন। শাস্ত্র বলেন,—

বসুদেব আরোপিলা দেবকীর মনে।
ধরিল দেবকী ধাম চিত্তসমাধানে॥
পূর্ব্বদিকে ধরে যেন পূর্ণ শশধর।
ধরিল দেবকী ধাম মনের ভিতর॥
তবে মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান্।
শচী-জগন্নাথদেহে হৈলা অধিষ্ঠান॥
জগন্নাথ মিশ্র কহে, স্বপ্ন যে দেখিল।
জ্যোতির্ম্ময় ধাম মোর হৃদয়ে পশিল॥
আমার হৃদয় হইতে তোমার হৃদয়ে।
হেন বুঝি, জন্মিবেন কোন মহাশয়ে॥

শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীশচীদেবী নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপরিকর। তাঁহাদের হৃদয় ও দেহ শুদ্ধসত্ত্বময়,—কখনই সাধারণ প্রাকৃত জীবের ন্যায় নহে। তাঁহাদের জড়াতীত সচ্চিদানন্দময় দেহ ভগবানের নিত্য বিলাস-স্থলী। জড়েন্দ্রিয়তর্পণময় স্ত্রীপুরুষের কামক্রীড়া ও গর্ভের ন্যায় শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশচীদেবীর মিলন বা শ্রীশচীদেবীর গর্ভসঞ্চার হয় নাই। সুতরাং তাহা মনে মনে চিন্তা করাও ভীষণাদপি ভীষণ অপরাধ। শুদ্ধসত্ত্বেই ভগবান্ শ্রীবাসুদেব আবির্ভূত হন। অজের এই জন্মলীলা পরমবিস্ময়কর। ভগবৎসেবোন্মুখ চিত্তে বিচার করিলে শুদ্ধসত্ত্বময়ী শ্রীশচীদেবীর অপ্রাকৃত গর্ভমাহাত্ম্য ও শ্রীগৌরজন্মলীলা-রহস্য হৃদয়ঙ্গম হয়।

আমরা শ্রীদেবকীদেবীর অষ্টম গর্ভের কথা শাস্ত্রে শুনিতে পাই। শ্রীদেবকীদেবীর সপ্তম গর্ভে শ্রীবলদেব ও অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। শ্রীদেবকীতে যেরূপ ষড়্গর্ভ-নামক অসুরের প্রবেশ ও কংসকর্ত্তৃক তাহাদের নিধন দেখা যায়, শ্রীশচীদেবীরও সেইরূপ একে একে অষ্ট কন্যার মৃত্যুর কথা জানা যায়। এতৎসম্বন্ধে সাধুশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, সাধক ভক্তের যে শ্রবণ-কীর্ত্তনলক্ষণা শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান, সেই শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠানের মধ্যে শব্দাদি বিষয়ভোগ আনুষঙ্গিকভাবে বর্ত্তমান থাকে। তখন ঐ ভক্তের "হায়! আমি এই সকল বিষয় ভোগ করিয়া সংসারাদিরূপে নিমজ্জিত হইব"—এইরূপ ভয়ের উদয় হয়। এইরূপ ভয়ের উদয়ে ভোগবাসনা ক্রমশঃ কালকর্ত্তৃক বিনষ্ট হয় এবং শ্রবণকীর্ত্তনকারী ভক্তের সেবাময়ী ভক্তি বর্দ্ধিতা হইতে থাকে। ভক্তি-বৃদ্ধির সহিত ক্রমে শ্রীভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা ভক্তিতেই ভগবান্ স্বতঃপ্রকাশিত হন। নবীচির ছয়টী পর শব্দস্পর্শাদি মনোভোগ্য

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে

[illegible]। ভয়ই যেন ভক্তিগর্ভগত ষড়্‌বিধ বিষয়নিবৃত্তির মূল, কংসই সেইরূপ দেবকীর গর্ভজাত ষড়্‌গর্ভ নামক অসুরের হন্তা। বিষয় নিবৃত্ত হইলে যেমন ভক্তিগর্ভে সেবানন্দী প্রেমভক্তির আবির্ভাব হয়, শ্রীদেবকীতে তদ্রূপ ষড়্‌গর্ভনামক অসুর বিনাশ হওয়ার পর সপ্তম গর্ভে নিবাস, শয্যা ও আসনাদিরূপ শ্রীঅনন্তদেবের আবির্ভাব জানিতে হইবে। প্রেমভক্তির উদয় হইলে ভগবৎসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। ইহাই শ্রীদেবকীদেবীর অষ্টম গর্ভে ভগবদাবির্ভাবের তাৎপর্য্য।

অষ্ট অপরা প্রকৃতির আবরণে অস্মিতা আবদ্ধ থাকা কাল পর্য্যন্ত শুদ্ধসত্ত্ব জীবাত্মস্বরূপের উদয় হয় না। অষ্ট প্রকৃতি স্ব-স্ব কারণে বিনাশপ্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহ ও মনোবুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধি বিগত হইলে শুদ্ধসত্ত্ব জীবাত্মস্বরূপ ও তৎসহচর পরমাত্মার উদয় হয়। সঙ্কর্ষণস্বরূপ শ্রীবিশ্বরূপ বা সেবাবিগ্রহের আবির্ভাবের অব্যবহিত পরেই সেব্য পরতত্ত্ব স্বয়ংভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্র শুদ্ধসত্ত্বে উদিত হন অর্থাৎ অষ্ট অপরা প্রকৃতির বিলয়ে যখন জীবহৃদয় শুদ্ধতত্ত্বভাব ধারণ করে, সেই সময় তাঁহার সেবোন্মুখিনী অস্মিতা অর্থাৎ সেবক-অভিমানেই সেবাবিগ্রহ শুদ্ধরূপী শ্রীসঙ্কর্ষণ সেব্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রদান করেন। ইহাই শ্রীশচীদেবীর প্রথম অষ্ট কন্যার মৃত্যু, তৎপরে শ্রীসঙ্কর্ষণ-বিশ্বরূপের আবির্ভাব এবং তদনন্তর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মলীলার রহস্য

সকল কলিতে শ্রীগৌরসুন্দর আবির্ভূত হন না। যে দ্বাপরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন, সেই দ্বাপরের পরবর্ত্তী কলিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়া থাকেন। সকল দ্বাপরেই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের অবতার হয় না। শ্রীকৃষ্ণাবতারের পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য দ্বাপর যুগে ভগবান শুকপদ্মবর্ণ অর্থাৎ হরিদ্বর্ণাদি গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন —ইহা শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীহরিবংশ ও মহাভারতাদিতে শুনা যায়। সাধারণ কলিতে ভগবান্ কৃষ্ণবর্ণ ও বিশেষ কলিতে পীতবর্ণ —ইহাই শাস্ত্রবাক্য। আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

পূর্ণ ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র কুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥
ব্রহ্মার এক দিনে তিঁহো একবার।
অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট-বিহার॥
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—চারি যুগ জানি।
সেই চারি যুগে দিব্য এক যুগ মানি॥
একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর॥
বৈবস্বত নাম এই সপ্তম মন্বন্তর।
সাতাইশ চতুর্যুগ গেল তাহার অন্তর॥
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিত হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥

(চৈঃ চঃ আ ৩।৫-১০)

হরিকথা-প্রসঙ্গ

—::[•]::—

শ্রীকৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি সাধারণ শব্দ নহেন। তিনি শব্দব্রহ্ম—শব্দরূপী ভগবান্। তাঁহার সঙ্গ ও সেবা সর্ব্বক্ষণ করা উচিত। কিন্তু তিনি ত' ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ন'ন, সুতরাং আমরা তাঁহার সেবা কি করিয়া করিব? জড়চক্ষু ত' তাঁহাকে দেখিতে পায় না, জড় কর্ণ ত' তাঁহাকে শ্রবণ করিতে পারে না, জড় জিহ্বা ত' তাঁহাকে কীর্ত্তন করিতে পারে না, মনেরও ত' তাঁহাকে স্পর্শ করিবার সাধ্য নাই। এমতাবস্থায় বদ্ধজীব আমাদের উপায় কি? উপায়—একমাত্র শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা না থাকিলে কিছুই হইবে না। যদি শ্রদ্ধা থাকে, আমরা যদি শ্রীনামকে আমাদের একমাত্র আত্মীয়—রক্ষকজ্ঞানে তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর করি, একান্তভাবে তাঁহাকে আশ্রয় করি, তাহা হইলে তিনি দয়া করিয়া নিজেই আসিবেন, আমাদিগকে দেখা দিবেন। আমাদের দিক্ হইতে শ্রদ্ধা বা লোভ থাকিলেই হইল। এই শব্দরূপী ভগবান্ শ্রীনামের শ্রীপাদপদ্মে প্রপন্ন হইলে প্রপন্ন জীব সেবনপ্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হইয়া শ্রদ্ধাযুক্ত কর্ণের দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে পায়, শ্রীনামের সহিত আলাপ করিতে পারে—তাঁহার সেবাধিকার প্রাপ্ত হয়। শ্রীনাম-ভোক্তা, আর জীব—ভোগ্য। শরণাগত না হইয়া স্বতন্ত্র বা parallel থাকিলে শ্রীনামের সহিত সঙ্গম বা মিলন হয় না। ভোগ্যের সহিত ভোক্তার মিলনে চিত্তবিকার স্বাভাবিক। কিন্তু হরিনাম করিয়াও যেখানে চিত্ত গলে না, সেখানে হরিনাম হইতেছে না, জানিতে হইবে।

শ্রীহরিনাম সৎ। এই সতের সঙ্গ সর্ব্বক্ষণ না হইলে অসতের সঙ্গ নিবৃত্ত হইবে না। সতের প্রতি অনুরাগ বা অভিনিবেশই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৎসঙ্গ। ভগবানের সহিত জীবের যোগাযোগ একমাত্র শ্রদ্ধা বা শরণাগতির দ্বারাই হইতে পারে। শরণাগতই শ্রদ্ধাবান্, শরণাগতই ভাগ্যবান্। শরণাগত বা শুদ্ধচিত্ত না হইলে যে দর্শন, তাহা প্রকৃত দর্শন নহে, তাহা কুদর্শন বা কুৎসিৎ-দর্শন।

যেখানে শরণাগতি, সেখানেই সাধুর আনুগত্য। এই অনুগতই দীক্ষিত। অনুগত অকিঞ্চন। এই অকিঞ্চনকেই সাধুগুরু গ্রহণ করেন—শ্রীচরণে স্থান দেন। 'আমি তোমার'—এই জ্ঞান লাভই দীক্ষা। যেখানে দীক্ষা নাই, সেখানে ভক্তির কিছু নাই। সেখানে সংসার বা আবৃত্তি হইবেই, সেখানে 'আমি পণ্ডিত, আমি মূর্খ, আমি ব্রহ্মচারী, আমি সন্ন্যাসী প্রভৃতি জড় অভিমান আসিবেই। যেখানে 'হরির আমি'—এই অভিমানের পরিবর্ত্তে অন্য জড়াভিমান প্রবল, সেখানে আবার হরিভজন কোথায়? নিজেকে সাধুগুরুর দাস না জানিয়া সদ্গুরুর চরণাশ্রিত বলিয়া অভিমান করা ছলনামাত্র। মঙ্গল ইহাতে হইবে না।

শ্রীধামই শ্রীনামের বাসস্থল বা গৃহ। এই শ্রীনামের দেশে নামাশ্রিত সকলেরই বাস করা দরকার। শ্রীগুরুপাদপদ্মের হৃদয়ে শ্রীনামের নিত্যবসতি। সুতরাং শ্রীগুরুদেবও শ্রীধাম, শ্রীগুরুপাদপদ্মে বাসই শ্রীধাম-বাস। গুরুদাসানুদাসাভিমানীই শ্রীধামবাসী। শ্রীধামবাসীই শ্রীধামেশ্বরের সেবা করিতে পারে। বৈকুণ্ঠবাসী না হইলে কি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের সেবা হয়?

শ্রীনাম চিন্ময়। শ্রীনবদ্বীপধাম ও শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র একটাই জিনিষ। শ্রীধামের কৃপা হইলে তাঁহার বিভু, সর্ব্বগ ও সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি দেখা যায়। মন যদি শরণাগত হয়, তবে শ্রীগৌর ও শ্রীগৌরধামের প্রতি আঠা হইবেই তখন মায়াবদ্ধতা আর থাকিতে পারে না। ভক্তি কত সহজসুলভ। বর্ত্তমান অবস্থায় তাহাও কঠিন মনে হইতেছে, এমনই আমাদের দুর্দ্দৈব। এখনও যদি অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া শ্রীধামকে সাষ্টাঙ্গে পূর্ণভাবে নমস্কার করি, শ্রীধাম ছাড়া গতি নাই, ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার নিকট প্রণত বা শরণাগত হই, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই কৃপা করিয়া আমাকে তাঁহার অপরূপ স্বরূপ দেখাইবেন; নতুবা মঙ্গল হইবে না।

যাঁহারা খুব আপনজ্ঞানে ঘরোয়াভাবে প্রাণের টানে সহজপ্রীতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তাঁহাদেরই পাদপদ্ম আশ্রয় করা দরকার। তাঁহাদের প্রতি প্রীতি বা আপনজ্ঞান না হইলে সাধুর প্রাণবন্ধু সাধুসঙ্গী শ্রীনাম কখনও আমাদিগকে দেখা দিবেন না। সাধু কৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। তাই সাধুকে যিনি ভালবাসেন শ্রীনাম তাঁহাকেই কৃপা করিয়া আত্মসাৎ করেন। সুতরাং যাঁহারা ভগবানকে চান, তাঁহারা সাধুর হইয়া যাউন্, তাহা হইলেই কৃষ্ণসংস্পর্শ, কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, কৃষ্ণসঙ্গম তাঁহাদের পক্ষে সহজলভ্য হইবে।

অনেকে সাধুর প্রতি নিরপেক্ষ থাকিতে চায়, কিন্তু নিরপেক্ষ থাকা ভাল নয়। চেতন কখনও নিরপেক্ষ হইতে পারে না। সে একটা না একটা পক্ষ গ্রহণ করিবেই। নিরপেক্ষ অবস্থাটা সন্ধ্যাতুল্য। ইহা অন্ধকারের পূর্ব্বাভাস বা সমান। হরিভজন করিতে আসিয়া যে সাধুর প্রতি—সতের প্রতি নিরপেক্ষ হইল, সে ত' কৃষ্ণপক্ষ ছাড়িয়া মায়ার পক্ষ গ্রহণ করিল। যেখানে ভক্তির প্রতি নিরপেক্ষতা বা উদাসীনতা, সেখানে ভোগ বা ত্যাগ ছাড়া আর কি থাকিবে? এই কথা শুনিয়া কেহ কেহ বলেন,—যদি নিরপেক্ষ হওয়াটা ভাল না হয়, তবে শ্রীমহাপ্রভু "নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম্ম শিখান না যায়" —একথা বলিলেন কেন? এখানে মায়ার প্রতি—ভোগ ও ত্যাগের প্রতি নিরপেক্ষতার কথা বলা হইয়াছে পরন্তু ভক্তির প্রতি নিরপেক্ষতার কথা উক্ত হয় নাই। জগতের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের মধ্যে না পড়িয়া সেবাকৃষ্ট হওয়াই প্রকৃত নিরপেক্ষতা। কৃষ্ণপক্ষ গ্রহণ করিয়া নিরন্তর সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া আচরণমুখে প্রচারই শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাক্যের তাৎপর্য্য।

আমরা দুর্ব্বল বলিয়া সতের প্রতি নিরপেক্ষ থাকিব না। আমরা দুর্ব্বল হইলেও 'তোমাদের কৃপা ছাড়া গতি নাই' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সাধুগুরুরই পক্ষ অবলম্বন করিব, তাহা হইলেই তাঁহারা রক্ষা করিবেন। সাধুর নিকট নত হইতে হইবে। সাধুর চিদ্বল খুব বেশী, আমাদিগকে প্রপন্ন দেখিলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে যথেষ্ট চিদ্বল দান করিবেন। তবে সাধুর প্রতি বিশ্বাস থাকা চাই। অন্যাভিলাষ থাকিলে সাধুর কাছে যাইতে সঙ্কোচ হয়, সাধুর কাছে থাকিয়াও সাধুসঙ্গ হয় না। আমাদের যদি শ্রদ্ধা ও সরলতা থাকে, তাহা হইলে আমরা চিনিতে না পারিলেও কৃষ্ণকার্ষ্ণ স্বাভাবিকভাবেই আমাদিগকে আকর্ষণ করিবেন। সরলের সরল মনটি যেন সহজভাবেই তাঁহাদের দিকে চলিয়া যায়।

প্রভু দেখি ভক্ত-মোহ স্বভাবেই হয়।
বিনা-অনুভবেও দাসের চিত্ত লয়॥

(চৈঃ ভাঃ)

ভক্তই ভগবানের সম্বন্ধ ও প্রীতি অনুভব করিতে পারেন। বদ্ধ জীব তাহা পারে না। সাধুসঙ্গে অনর্থসমূহ অপগত হইলে প্রপঞ্চে অবস্থানকালেও জীব বিষ্ণু-সেবাশ্রয়ে শুদ্ধ থাকিতে পারে। মধ্যম ভাগবত—মহাভাগবতের শুদ্ধ সেবক। মধ্যমাধিকার না হওয়া পর্য্যন্ত কনিষ্ঠ ভাগবত মহাভাগবতের সেবক হইলেও তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে মধ্যম ভাগবতের সেবক। কনিষ্ঠ ভাগবত নিঃশ্রেয়সার্থী হইয়া নিত্য সত্য বৈকুণ্ঠ-পথের পথিক হওয়ায় বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু বদ্ধ জীব অপেক্ষা উন্নত। তথাপি কেবল বিষ্ণুতত্ত্বে শ্রদ্ধাবান্ জীবের যে আদি বিদ্বৎপ্রতীতি অর্থাৎ অপ্রাকৃতানুভূতি, তাহা কনিষ্ঠাধিকারগত। কনিষ্ঠাধিকার লাভ করিবার পর তিনি গুরুতত্ত্বকে মধ্যমাধিকারে অবস্থিত বলিয়া জানিতে পারেন। আবার মধ্যমাধিকারে অবস্থিত হইয়া মহাভাগবতরূপে গুরুকে জানিলে তিনি শুদ্ধ ভক্ত হইবার অধিকার লাভ করিতে পারেন। একথা আমরা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শুনিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ

যেখানে নিরপেক্ষতা, সেখানে শান্তি-প্রয়াস আছে। নিরপেক্ষতা—শান্তের অবস্থা—ব্রহ্মজ্ঞানীর অবস্থা। শান্তি জিনিষটা আত্মসুখবাঞ্ছা। ভক্তের শান্তিকামনা নাই। যেখানে সেবাচাঞ্চল্য, সেখানে শান্তি লোপ পাইয়াছে। জাগতিক চাঞ্চল্য নষ্ট করে যে শান্তি, সেবাচাঞ্চল্য তাহাকেও ধ্বংস করে। সেবা নিজ শান্তিকেও চিরতরে জলাঞ্জলি দেয়। শুদ্ধভক্তিমূলক সেবাচাঞ্চল্য চেতনের বৃত্তি। সেখানে শান্তিকাম বা মোক্ষকাম থাকিতে পারে না। নিজ শান্তির জন্যই ত' আমার মোক্ষকামনা, ইহাতে আমার সুখ হইবে। সেইজন্য ভক্ত ইহা চান না। যাহার অশান্তি নাই, তাঁহার শান্তিকামনারই বা কি দরকার? অশান্তই শান্ত চায়। ভক্ত ত' সহজশান্ত। যাহার রোগই নাই, তাহার রোগনিবৃত্তির চেষ্টা কি করিয়া থাকিবে? ভক্তের অশান্তিও নাই, তাই শান্তি-কামনাও নাই, পরন্তু তাঁহার নবনবায়মান-ভাবে সেবার উদ্যম আছে।

ভক্তিপ্রদা সুকৃতি

সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে পুঞ্জীকৃত সুকৃতির ফলে অনাদি-বহির্মুখ জীবের যখন সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়, তখনই জীবের সাধুসঙ্গ হয় এবং সাধুসঙ্গ হইলেই জীব ত্রিতাপ-মুক্ত হইয়া ভগবানের অমল সচ্চিদানন্দ লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইতে পারে। সংসার-ভ্রমণ-স্থায় জীব যে সকল কার্য্য করে, তাহা দৈবাৎ যদি কোন ভক্ত বা ভগবৎসংস্পর্শে আসে, তাহা হইলে তাহাতে ভক্তিপ্রদা সুকৃতি লাভ হইয়া থাকে। একাদশী, জন্মাষ্টমী-তিথি প্রভৃতিতে উপবাস, ভগবল্লীলাতীর্থের দর্শন ও সংস্পর্শ, তিথিবোধে শুদ্ধভক্তের সেবা, নিষ্কিঞ্চন সাধুগণের শ্রীমুখ হইতে ভগবৎকথা-শ্রবণ প্রভৃতির কোনও একটী যদি অজ্ঞাতসারে ও নিষ্ক্রমে অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহাতে যদি অজ্ঞানকারীর কোন ভুক্তি-মুক্তি কামনাদি থাকে, তাহা হইলে তাহাতে তাহার ভক্তিপ্রদা সুকৃতির উদয় হইয়া থাকে। এই-রূপ বহু জন্মের সঞ্চিত সুকৃতিফলে জীবের গুরু-ভগবানে শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে। ঐ সকল কার্য্যে অন্য কোন ভোগ বা লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠাদির কামনা থাকে, তাহা হইলে তাহাতে ভগবানে বা শ্রদ্ধার উদয় হয় না।

অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা হইলে শুদ্ধভক্তগণের সেবা করিবার স্পৃহা জীবহৃদয়ে জাগরিত হয়। সাধুসঙ্গফলেই ক্রমশঃ কৃষ্ণের প্রতি রতি হইতে থাকে। সাধুসঙ্গক্রমে ভজন করিতে করিতে অনর্থসকল দূর হয়। অনর্থ নিবৃত্ত হইলে ভক্তিমুখী সুকৃতির ফলে যে শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে, তাহা ক্রমশঃ নির্ম্মল নিষ্ঠারূপে পরিণত হয় এবং ক্রমশঃ সেই নিষ্ঠা রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেমে পরিণত হইয়া জীবকে কৃষ্ণপ্রেমসমুদ্রে নিমজ্জিত করে।

এই সাধুসঙ্গ অতি দুর্লভ সহজে এই সাধুর সঙ্গ লাভ হয় না। "কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।" সাধুসঙ্গই কৃষ্ণ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। কৃষ্ণকৃপামূর্ত্ত সাধুগণ স্বেচ্ছায় কৃপাপূর্ব্বক এ জগতে নিত্য কাল বিচরণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্বতন্ত্র—কোনও বিধিরও বাধ্য নহেন। তাঁহারা স্বেচ্ছাবশতঃ জগতের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া থাকেন। যখন জীবের ভব-ভ্রমণের কাল শেষ হইয়া আসে তখনই এই সাধুর সহিত সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। যখনই এই সাধুর সাক্ষাৎকার বা সঙ্গ হইয়া থাকে, তখনই পরমেশ্বরের প্রতি জীবের রতি জন্মে।

সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে জীবের যখন ভোগ-ত্যাগের প্রতি সহজবিরক্তি উপস্থিত হয় এবং বৃথা দিন-যাপনের জন্য আত্মগ্লানি আসে, তখনই তাহার চিত্তে শরণাগতি স্থান পায়। জীব যখন ভগবৎ পাদপদ্মে কাতরভাবে আত্মদৈন্য জ্ঞাপন করিতে থাকে, তখনই তাহার সংসার ক্ষয়োন্মুখ হইয়াছে, জানা যায় এবং তখনই তাহার সাধুসঙ্গ লাভের সুযোগ হয়। শরণাগতি ব্যতীত সাধুদর্শন বা সাধুসঙ্গ সুষ্ঠুভাবে হয় না। সমস্ত ধর্ম্ম ছাড়িয়া একান্তভাবে সাধুর প্রপন্ন হইতে পারিলেই সাধুসঙ্গ হয়। 'কৃষ্ণই একমাত্র পরমেশ্বর, তাঁহার সেবাই জীবমাত্রের স্বরূপের ধর্ম্ম এবং ভগবৎসেবা-লাভবিষয়ে সাধুর সঙ্গ ও কৃপাই একমাত্র উপায় ও সম্বল' এই বিচারে অনন্য হইয়া সাধুর শরণাগত হইলেই সাধুসঙ্গ হয়। যাঁহার কৃষ্ণকৃপামূর্ত্তি সাধুর প্রতি যত শরণাগতি হইবে, তাঁহার সেই পরিমাণে পরাৎপরতত্ত্ব শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবালাভের যোগ্যতা বা অধিকার লাভ হইবে। শরণা-গতির পরিমাণানুসারে সেব্যবস্তুর প্রতি সম্বন্ধ বুঝা যায়। শরণাগতি স্থানাস্থান, কালাকাল বিচার করে না। একমাত্র তাহাই ভগবানের কৃপা আকর্ষণ করিতে পারে। দৈন্যমূলা শরণা-গতিই ভক্তির প্রাণ। দীন শরণাগতের হৃদয় কোমল-মসৃণ। তাহা কৃষ্ণভক্তি-বীজের অঙ্কুরোদ্গমের উপযুক্ত স্থান।

জীব যখন নিজেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী অভিমান করে, তখন তাহার অচিজ্জগতে অবস্থিতি। চিজ্জগতে এই অচিদাভিমান নাই, সেখানে—'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দ্দাসদাসানুদাসঃ'—এই অভিমান প্রবল দাসাভিমানের মধ্যে কৃষ্ণসেবা-ভিলাষ ব্যতীত অন্য কিছু থাকে না।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

—— ::(০)::——

যাহার শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই, সে ভগবদ্-ভজনরাজ্যে প্রবেশের দ্বারেও উপস্থিত হয় নাই 'শ্রদ্ধা'-শব্দে implicit confidence (শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাস) বুঝায়। যিনি শ্রদ্ধার সহিত অর্থাৎ 'কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়'—এই দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বিষ্ণুর অর্চ্চনে যত্নশীল হন, তাঁহারই অর্চ্চনাধিকার লাভ হইয়াছে, জানিতে হইবে। যিনি শ্রদ্ধার সহিত পূজা করেন অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মে যাঁহার অমলা ভক্তি আছে, তাঁহারই অর্চ্চন হইয়া থাকে।

বৈষ্ণবের বেষভূষা ও ক্রিয়াকলাপের অনুকরণ করিলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না। Formality (বাহ্য অনুষ্ঠানের) দ্বারা কিছুই হইবে না। Candid (সরল) না হইলে কস্মিন্ কালেও সুবিধা হইবে না।

সর্ব্বতোভাবে নিষ্কপট না হইলে হরি-সেবার গন্ধও পাওয়ার উপায় নাই। নিষ্কপটে অর্চ্চন করিতে করিতে তবে ভজনে উৎসাহ হইবে। যিনি জীবে-দয়াবিশিষ্ট হইয়া নিজে সর্ব্বপ্রকার ক্ষতি স্বীকার করিয়াও সকলকে হরিভজনে নিয়োগ করেন, তিনিই বৈষ্ণব। ভগবদ্ভক্ত কাহাকে বলে? যাঁহার দর্শনে কৃষ্ণস্মৃতি, যাঁহার সঙ্গফলে কৃষ্ণরতি লাভ হয় এবং যাঁহার পাদপদ্মসেবালাভে স্বতঃই হরিভজন হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবার অভিনয় করিয়া বা সেবা পরিত্যাগ করিয়া অন্য শান্তির আশায় দৌড়াইলে চির অশান্তি ও প্রচণ্ড ত্রিতাপকে বরণ করিতে হইবে।

ভগবান্ যাহাকে কৃপা করেন, তাহারই ভগবদ্ভক্তি আসিয়া যায়। যিনি গুরু, তিনি ভগবদ্ভক্তি-বিশিষ্ট, এবং যিনি প্রকৃত শিষ্য, তিনিও গুরুর শক্তিতে শক্তিমান্। সেইজন্য শ্রীগুরুচরণাশ্রয় ব্যতীত জীবের গতি নাই। আমরা শক্তিহীন, কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মে অনন্তশক্তি আছে। সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় না করিলে জীব পুনরায় মাতৃকুক্ষিতে গমন করিবে।

ইহজগতে কতকগুলি লোক সোণার খাঁচায় অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্মজনিত স্বর্গে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তাহাতে হরি-ভক্তির বাধা উপস্থিত হয়। হরিভজনের পথে বাধা অতিক্রম করিতে হইলে মহান্ত-গুরুর পাদপদ্ম ও শুদ্ধভক্তের পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হয়, সর্ব্বক্ষণ হরিকথা আলোচনা করিতে হয়, হরিকথা আলোচনা ও হরিভজনের সহায়তার জন্যই শ্রীগৌড়ীয় মঠ।

সদ্গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত আমাদের ভজনক্রিয়া বা অনর্থ-নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। অনর্থনিবৃত্তি না হইলে শ্রীকৃষ্ণসেবার নৈরন্তর্য্য ও রুচি প্রভৃতি উপস্থিত হইতে পারে না। যে দিন আমরা সেবকবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত অভিন্ন উপলব্ধি করিতে পারিব, সেই দিনই শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা লাভ হইবে। সেইদিন আমরা শ্রীরাধাগোবিন্দের নিভৃত সেবা আমাদের বিভিন্ন আত্মরতিতে করিতে থাকিব, তখন ব্রহ্মানুসন্ধান পর্য্যন্ত আমাদের নিকট অকিঞ্চিৎকর ও অপ্রয়োজ-নীয় বোধ হইবে। মহাগুরুদেবকে যখন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পার্ষদ বলিয়া উপলব্ধ হয়, তখনই শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাকথা আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়।

আত্মধর্ম্ম ব্যতীত কোথায়ও অব্যভিচারিণী সেবা নাই। এখানে পিতামাতার পুত্রের প্রতি যে স্নেহ পুত্রের মাতাপিতার প্রতি যে শ্রদ্ধা, তন্মধ্যেও ইন্দ্রিয়তর্পণ বা ব্যভিচার। দেহ ও মনের রাজ্যে পরস্পর ভোক্তৃ ভোগ্য-সম্বন্ধ, শুদ্ধসেব্য সেবক-সম্বন্ধ নাই বা থাকিতে পারে না।

আমরা যদি নিত্য-আশ্রয়জাতীয় বস্তুকে আশ্রয় করিতে পারি, তাহা হইলেই প্রকৃত প্রস্তাবে বিষয়ের সন্ধান পাইব। বৃষভানুনন্দিনীর চরণাশ্রয় বিভিন্নাংশ জীবের পক্ষে যে কত বড় জিনিষ, তাহা শ্রীগৌরসুন্দর পূর্ব্বে এরূপ সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয় নাই 'রাধা ভাব-দ্যুতি সুবলিত', 'অনর্পিতচরোন্নতোজ্জ্বলরসা' শ্রীগৌরসুন্দরই এই কথা জগজ্জীবকে সুষ্ঠু-ভাবে জানাইয়াছেন।

যাঁহারা শ্রীবার্ষভানবীর চরণাশ্রয়কে পরম লোভনীয় জ্ঞান না করেন, তাঁহাদের বিচারে ধিক্। শ্রীবার্ষভানবীর আশ্রিত জনগণ পরম-ধন্য। শ্রীবার্ষভানবীর আশ্রিত জনগণের আশ্রয় যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলেই আমাদের মঙ্গল হইবে।

কি কি ভাবে সেব্যের সেবা করিতে হইবে, তাহা বুঝিয়া লইয়া সেবা করার নাম অনুসরণ, অনুকরণে অসুবিধা, কেবল অনুসরণেই সুবিধা হইবে। সাধকগণের মধ্যে কনিষ্ঠাধিকারিগণ মধ্যমাধিকারীর এবং মধ্যমাধিকারিগণ মহাভাগবতের অনুসরণ করিবে—সেবা করিবে। বৈষ্ণবের নিকট দৈন্য-প্রার্থনা ও আত্মনিবেদন করিতে হইবে। সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত হরিভজন করিতে হইবে।

শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে মানদধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন। যদি আমাদের মানদধর্ম্মের অভাব থাকে, তাহা হইলে বাহ্যজগতের লোকের ন্যায় হৃদয় মৎসরতাযুক্ত থাকায় শ্রীহরিকীর্ত্তন বিস্তারে উদ্যত হন না। বৈষ্ণবগণ নির্ম্মৎসর। তাঁহারা মানদ, সুতরাং তাঁহারা অন্যের প্রতিষ্ঠা বা জাগতিক শ্রেষ্ঠত্বের বলোপযুক্ত সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হন না। তাঁহারা কৃষ্ণাধিষ্ঠান জানা সকল দেবতা ও জীবকেই সম্মান দিয়া থাকেন। তবে তাঁহারা কৃষ্ণকে বাদ দিয়া সম্মান দিবার পক্ষপাতী নহেন। তাই জগতের

কর্ম্মিগণ ঐরূপ তাৎকালিক সম্মান প্রদান করিলেও, উহা তাহাদের মৎসরতাযুক্ত হৃদয়ের সাময়িক উচ্ছ্বাস ও কপটতা।

শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা কথা যে পরিমাণে যাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণে শ্রীচৈতন্যের সেবায় লুব্ধ হইয়াছেন। যিনি পূর্ণভাবে সেই পরিপূর্ণ চেতন বিগ্রহের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার সেবায় পূর্ণভাবে নিজকে উৎসর্গ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র দোষাংশবিশিষ্ট পরিপূর্ণ বস্তু, সুতরাং তাঁহার চেতনময়ী কথা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে জীবকে যোলআনা তাঁহার পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিবেই করিবে। যিনি আংশিকভাবে তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে আংশিকভাবে নিজকে প্রদান করিয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত না জীব দেহ, গেহ, পুত্র, কলত্র, কামমনোবাক্য — যথাসর্ব্বস্ব দ্বারা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সেবায় নিরন্তর উন্মত্ত হইয়াছেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার যোলআনা শ্রীচৈতন্যের কথা শ্রবণ করা হয় নাই জানিতে হইবে।

স্বাস্থ্য

—::(*)::—

শরীর সুস্থ থাকার নাম স্বাস্থ্য। এই স্বাস্থ্যলাভের জন্য সকলেই ইচ্ছুক। স্বাস্থ্যহীনতার মত দুঃখ নাই। স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে জগতে কোন কর্ম্মেই উন্নতি লাভ করা যায় না। জগতের শতকরা শতজন লোকই এই স্বাস্থ্যলাভের জন্য সতত লালায়িত।

এ জগতের মনুষ্যগণকে কর্ম্মী, যোগী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী ও ভক্ত—এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। ইঁহাদের মধ্যে যে ভক্তের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা সাধক ভক্ত, সিদ্ধভক্ত তাঁহারা নহেন। সুতরাং এজগতের সকলেরই তাঁহাদের অভিলষিত কার্য্য করিবার জন্য সুস্থ শরীরের প্রয়োজন। কর্ম্মের বাহন শরীর। শরীর ভাল না থাকিলে কর্ম্ম করিতে পারা যায় না। সুস্থ শরীর ব্যতীত স্থূল সাধনকার্য্য করা যায় না। ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই মন বাহিরে তাহার ইচ্ছা প্রকাশ এবং কার্য্যাদি করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত মন তাহার বাসনারাশি কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না। শরীরের সঙ্গে মনের খুব সংশ্রব আছে। শরীর ও মন দুইই ধ্বংসশীল। সেইজন্য একের অসুস্থতায় অন্যের অপ্রসন্নতা দেখা যায়।

কর্ম্মী, যোগী ও অন্যাভিলাষী বিষয়ভোগের জন্যই দৈহিক সুস্থতার প্রার্থী। কর্ম্মী যদি অসুস্থ হয়, তবে সৎকর্ম্মাদি করিতে পারে না। কর্ম্মীর কর্ম্মই প্রাণ। তাহাতে তাহার দৈহিক ও মানসিক সুখ-স্বচ্ছন্দতা অনুভূত হয়। তাঁহার যে পরোপকারকার্য্য, তাহাতে স্বীয় মনের তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অপর দেহধারী জীবের দৈহিক ও মানসিক ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি হয়। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষিগণ কেহই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের 'চদিন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য ইন্দ্রিয় চালনা করে না। তাহাদের যাহা কিছু উদ্যম, চেষ্টা তাহা স্ব-পর ইন্দ্রিয়তোষণকে কেন্দ্র করিয়াই সাধিত হইতেছে।

জ্ঞান ও কর্ম্মের আবরণহীনা, অন্যাভিলাষিতাশূন্যা, নির্ম্মলা ও উত্তমা শ্রীকৃষ্ণভক্তির আরাধনাকারী নিষ্কিঞ্চনই শুদ্ধভক্ত ভক্ত নিষ্কিঞ্চন। তাঁহার নিজের জন্য কোন কামনা বাসনা নাই। তিনি নিজেকে সুস্থ বা অসুস্থ অবস্থায় রাখিতে চান না। তাঁহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু—ভগবানের সুখ। তাহা সুস্থ অসুস্থ—সকল অবস্থায় সাধিত হইতে পারে। ভগবানের ইচ্ছানুবর্ত্তী হওয়াই ভক্তের ধর্ম্ম। ভগবানের যাহা ইচ্ছা, তাহাতে ইচ্ছা মিশাইয়া চলিলেই ভগবানের সুখ। তাই ভক্ত ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া অন্যভাবে চলিতে চাহেন না বা অগ্রসরও প্রার্থনা করেন না। ভক্তের নিজের পৃথক্ কিছু অস্তিত্ব নাই। তাঁহার যাহা কিছু —সবই একমাত্র ভগবানের সুখকে কেন্দ্র করিয়া অবস্থিত। তাঁহার দেহ, মন, আত্মা — সমস্তই ভগবৎপাদপদ্মে অর্পিত। তাই তাঁহার স্বাস্থ্যাদি সমস্তই ভগবানের সেবার জন্য। ভক্তের যে শরীরের যত্ন বা শরীরচালনা, তাহা ভগবানেরই সেবার জন্য। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয়চালনা।
শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন-বাসনা॥
নিজসুখ লাগি' কিছু নাহি করি আর।
ভকতিবিনোদ বলে তব সুখসার॥

ভক্তের যাবতীয় কার্য্য ভক্তির অনুকূলে কৃত হয়। তাহাতে ভোগ বা ত্যাগের কোন কথা নাই। তাঁহারা জানেন,—সমস্ত বস্তুর মালিক একমাত্র ভগবান। সুতরাং কোন জিনিষ ভোগ বা ত্যাগ করিবার অধিকার কাহারও নাই। ভগবান্ তাঁহার ভোগের জিনিষগুলি কেবলমাত্র অন্য জীবের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছেন। যাহাতে ঐ সকল জীব ভগবদ্ভোগ্য বস্তুর দ্বারা ভগবানের সেবা করিয়া ভগবৎসুখবিধান-পূর্ব্বক নিজমঙ্গল লাভ করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যেই ভগবদ্ভক্তের যাবতীয় বিচার তাঁহাদের বিচার—

তুয়া ভক্তি-অনুকূল যে যে কার্য্য হয়।
পরম যতনে তাহা করিব নিশ্চয়॥
ভক্তি-অনুকূল যত বিষয় সংসারে।
করিব তাহাতে রতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে॥
শুনিব তোমার কথা যতন করিয়া।
দেখিব তোমার ধাম নয়ন ভরিয়া॥
তোমার প্রসাদে দেহ করিব পোষণ।
নৈবেদ্য, তুলসী-ঘ্রাণ করিব গ্রহণ
কর দ্বারে করিব তোমার সেবা সদা।
তোমার বসতিস্থলে বসিব সর্ব্বদা॥
তোমার সেবায় কাম নিয়োগ করিব।
তোমার বিদ্বেষী জনে ক্রোধ দেখাইব॥

ইহা আমরা ভগবদ্ভক্ত মহারাজ শ্রীঅম্বরীষের চরিত্রে দেখিতে পাই। ভক্তগণের স্বাস্থ্য-সম্পদাদিও ভগবানের সম্পত্তি। তাহা দ্বারা প্রতিনিয়তই শ্রীভগবানে ইন্দ্রিয়তোষণ হয়। ভক্ত দেহাত্মবুদ্ধিহীন হইলেও অনেক সময় তাঁহাদিগকে শরীরের যত্ন করিতে দেখা যায়। তাহাতে তাঁহাদের উদ্দেশ্য কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণবিধান এই দেহ সুস্থ থাকিলে ভালভাবে শ্রীভগবানের সেবা করিতে পারা যাইবে, এই বিচার। তাঁহারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও জীবনধারণ করিতে ইচ্ছুক নহেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে
প্রীত।
সেহো ত' কৃষ্ণের লাগি' জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈল আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁ'র ধন তাঁ'র এই সম্ভোগ কারণ॥
এ দেহ দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তোষণ।
এত লাগি' করে অঙ্গের মার্জ্জন-ভূষণ॥

ভক্তের দেহস্মৃতিই নাই। তাঁহার দেহ ভগবৎপাদপদ্মে আত্মনিবেদনফলে চিদানন্দময়তা লাভ করিয়াছে, সুতরাং তাহাতে ক্ষয়-বৃদ্ধিরূপ জড়বিকার লক্ষ্য করিতে গেলে অপরাধ হইবে। চিন্ময় দেহের ক্ষয়-বৃদ্ধি বা জরা-মরণাদি কিছু নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দসুখ॥
বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যা-ধন-কুল-মদে বৈষ্ণব না চিনে॥"

আত্মার স্বাস্থ্যই প্রকৃত স্বাস্থ্য। জীবের এই স্বাস্থ্য-ধন চিরকালের জন্য অটুট থাকে। এই স্বাস্থ্য লাভ না হইয়া দেহের স্বাস্থ্যলাভে জীবের বহির্ম্মুখতাই দিন দিন বর্দ্ধিত হয়। আত্মসম্পর্করহিত কেবল দেহের স্বাস্থ্য জীবের আত্মবিনাশের কারণস্বরূপ বহির্ম্মুখতা আনয়ন করে। সুবুদ্ধিমান্ জনগণ এইরূপ স্বাস্থ্য চাহেন না প্রকৃত স্বাস্থ্য হইতেছে—আত্মবৃত্তির উদ্বোধন। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসেবায় মত্ত থাকাই প্রকৃত স্বাস্থ্যবানের লক্ষণ। ইহা একমাত্র সাধুগুরু-কৃপায়ই সম্ভব হইতে পারে। যাঁহার এইরূপ আত্মবৃত্তি জাগ্রত হইয়াছে, তাঁহার দেহ মন কিছু ক্ষতি করিতে পারে না, তাঁহার কৃষ্ণসেবায় নবনবায়মান উদ্যমের হ্রাস হয় না। এইরূপ স্বাস্থ্য লাভ করা প্রত্যেক জীবেরই একমাত্র কর্ত্তব্য।

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা

—::(*)::—

শ্রীচৈতন্যমঠে

গত ২১শে অক্টোবর, ৪ঠা কার্ত্তিক মঙ্গলবার শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রাতে শ্রীঅনিন্তাহরণ-নাট্যমন্দিরে হরিকথা আলোচনা হইলে পর পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীহরিভক্তিবিলাস-মতে গোগণকে তিলক হরিদ্রাদির দ্বারা শোভিত করিয়া গো-পূজা করেন। অনন্তর নাট্যমন্দিরে একটি মহতী সভার অধিবেশন হইলে শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তনের পর শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা-প্রসঙ্গ, 'শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টক', শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদরচিত 'ভজনদর্পণ'-ভাষ্যসহ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর 'মনঃশিক্ষা', 'শ্রীগোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশকম্' প্রভৃতি পাঠ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা-প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক সভায় উপস্থিত হইয়া সকলকে কৃপোৎসাহিত করেন। অনন্তর বিবিধ বিচিত্র ভোগোপকরণদ্বারা শ্রীগোবর্দ্ধনের ভোগ সম্পন্ন হইলে ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে শ্রীধামবাসী সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে গৌরজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল শ্রীভক্তিসন্দর্ভ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার ভজন অনিন্দ্যে ভক্তগণকে বহু অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন। রাত্রে শ্রীপাদ অধোক্ষজ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রায় ১॥ ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীধামে হরিকথা

গত ২২শে অক্টোবর, বুধবার শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব-মহোৎসব-উপলক্ষে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু সন্ধ্যারাত্রিকের পর তাঁহার গুণ-মহিমার কথা প্রায় ১ ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনবীনগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ২২ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৫ . ১০ই কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৭শে অক্টোবর, ইং ১৯৪১, সোমবার ১৮৬ তম সংখ্যা

সভাস্থ কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান -
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিকাশিনী-টীকা ও আস্বাদন-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ দামোদর, শর্ব্ব সঙ্কর্ষণ, গৌরাব্দ ৪৫৫

"বিশ্বম্ভর" ও "নিমাই"

——::(•)::——

'বিশ্বম্ভর' ও 'নিমাই' শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাল্য-নাম। শ্রীভগবানের নাম প্রাকৃত নামের ন্যায় আভিধানিক সংজ্ঞামাত্র নহে। ভগবন্নাম ও ভগবান্ একই বস্তু,—নামীই নাম, নামই রূপ, রূপই গুণ, গুণই লীলা অর্থাৎ ভগবন্নামেই ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা, পরিকরবৈশিষ্ট্য—সমস্তই বিরাজিত। প্রাকৃত বালকের নাম অনিত্য। তাহার নামকরণকার্য্য কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত। এ জগতে বালকের যে নাম রাখা হয়, পূর্ব্বেও সেই-নামের অস্তিত্ব ছিল না এবং পরবর্ত্তিকালেও সেই নামের অস্তিত্ব থাকিবে না, বর্ত্তমান-কালেও সেই নাম ও নামীতে ভেদ আছে। কিন্তু শ্রীভগবন্নাম সেই জাতীয় নহে। ভগবন্নাম নিত্য। ভগবন্নাম পূর্ব্বে ছিলেন, এখন আছেন এবং পরেও থাকিবেন। তবে শ্রীভগবানের বাল্যলীলার নামকরণ-সংস্কার-ব্যাপারটি কি? সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবানের প্রাকৃত জীবের ন্যায় চরমধাতুতে প্রবিষ্ট হইয়া জন্মাদি ব্যাপার নাই, সুতরাং বীজগর্ভ সমুদ্ভূত পাপের শুদ্ধির জন্য নামকরণাদি সংস্কার তাঁহাতে আরোপিত হইতে পারে না। তবে যে শ্রীভগবানের নামকরণ লীলা দেখা যায়, তাহার তাৎপর্য্যই এই যে, শ্রীভগবান্ এই লীলার দ্বারা বাৎসল্য-রসাশ্রিত ভক্তবৃন্দকে একদিকে আনন্দ-দান, অপদিকে প্রপঞ্চাগত ভক্তগণের নিকট নিত্যকা নামরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলামাধুরী আস্বাদন করান।

ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ শ্রীগর্গাচার্য্যের বিশুদ্ধসত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনামরূপে নিত্য অবতীর্ণ। শ্রীগৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকার নির্দ্দেশানুসারে জান যায় যে, কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ সেই শ্রীগর্গমুনিই কলি যুগের দীনচিত্ত জীবগণের মঙ্গলেচ্ছু হইয়া অভিধেয়াধিদেবতা শ্রীগৌর-বিশ্বম্ভরের নাম জগতে প্রকাশার্থ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তিরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গৌরভক্তগণ সকলেই বিশুদ্ধসত্ত্ব। তাঁহাদেরই বিশুদ্ধ-সত্ত্বে শ্রীগৌর-বাসুদেব যে-যে নামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা সেই সেই নাম রাখিয়া হৃদয়ের অনুভব ব্যক্ত করিয়াছেন। কেহ যেন মনে না করেন যে, 'বিশ্বম্ভর' বা 'নিমাই' নামটি অনিত্য নাম বিশেষ, এই নাম পূর্ব্বে ছিল না বা পরে থাকিবে না অথবা এই সকল নাম বদ্ধজীবের হৃদয়ের ভোগোন্মুখী বৃত্তি হইতে রচিত বা কল্পিত হইয়াছে। 'বিশ্বম্ভর' বা 'নিমাই'-নাম সেবোন্মুখ ভক্তগণের নির্ম্মল হৃদয়স্থ চৈতন্যরসবিগ্রহ চিন্তামণিস্বরূপ। শ্রীমন্মহা-প্রভুর আবির্ভাবের পরে সমস্ত জগৎ প্রফুল্ল ও সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ বালকরূপী গৌর ভগবান্‌কে 'বিশ্বম্ভর'-নামে অভিহিত করেন। 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' আমরা পাই,—

"নাম থুইবারে সবে করেন বিচার।
স্ত্রীগণ বোলয়ে এক, অন্যে বোলে আর॥
ইহান অনেক জ্যেষ্ঠ কন্যা-পুত্র নাই।
শেষ যে জন্ময়ে, তা'র নাম লে 'নিমাই'॥
বলেন বিদ্বান্ সব করিয়া বিচার।
'এক নাম যোগ্য হয় থুইতে ইহার॥
এ [illegible] জন্মিলে মাত্র সর্ব্ব দেশে-দেশে।
দুর্ভিক্ষ ঘুচিল, বৃষ্টি পাইল কৃষকে॥
জগৎ হইল সুস্থ ইহান জনমে।
পূর্ব্বে যেন পৃথিবী ধরিলা নারায়ণে॥
অতএব ইহান 'শ্রীবিশ্বম্ভর'-নাম।
কুলদীপ কোষ্ঠীতেও লিখিল ইহান॥"
'নিমাই' যে বলিলেন পতিব্রতাগণ।
সেই নাম দ্বিতীয় ডাকিবে সর্ব্বজন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও আমরা পাই,—

"প্রথমলীলায় তাঁ'র 'বিশ্বম্ভর' নাম।
ভক্তিরসে ভরিল, ধরিল ভূতগ্রাম॥
'ডুভৃঞ্' ধাতুর অর্থ—পোষণ, ধারণ।
পুষিল, ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন॥
সর্ব্বলোকে করিবে এই ধারণ, পোষণ।
'বিশ্বম্ভর'-নাম ইহার— এই ত' কারণ॥"

'বিশ্বম্ভর'-নামটির দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের অভিধেয়-বিগ্রহত্ব কথিত হইতেছে। এই 'বিশ্বম্ভর'-নামের উল্লেখ আমরা বেদেও দেখিতে পাই। বেদ "বিশ্বম্ভর বিশ্বেন মা ভরস্য পাহি স্বাহা" প্রভৃতি মন্ত্রে বিশ্বম্ভর শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণার্চ্চন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে পৃথিবী জলমগ্ন হওয়ায় ভগবান্ শ্রীনারায়ণ বরাহাবতারে উহা উদ্ধার করিয়া বিশ্বের পালন করায়, তাহার নাম 'বিশ্বম্ভর' হইয়াছিল। আবার হয়গ্রীবাবতারের পূর্ব্বে অধোক্ষজ বস্তুর বিজ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ায় বেদ-শাস্ত্র অক্ষজজ্ঞানজলধিতে নিমগ্ন হইয়াছিল এবং ভগবান্ শ্রীহয়গ্রীব মধু ও কৈটভ দৈত্যের অক্ষজ জ্ঞানের অভিজ্ঞান ও নিসর্গবাদ সংহার করিয়া বেদতাৎপর্য্যরূপে অবতার বিচার-মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম 'বিশ্বম্ভর' হইয়াছিল। অসুরগণের দ্বারা দেব-মানবাদি বহুবার বিমর্দ্দিত হইলে শ্রীনারায়ণের বিভিন্ন প্রকাশসমূহ প্রপঞ্চে নিমিত্তমূলে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বকে রক্ষা করেন। [illegible] তাঁহাদের নাম 'বিশ্বম্ভর' হয়। অতএব বিষ্ণুর অবতার-গণের ন্যায় বিশ্বকে ধারণ ও পোষণ করিবেন বলিয়া পণ্ডিতগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম 'বিশ্বম্ভর' রাখিয়াছিলেন। 'বিশ্বম্ভর'-নামই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিদ্বজ্জনপ্রদত্ত আদি নাম। এই শ্রীগৌরবিশ্বম্ভর সমস্ত অবতারের মূল বীজস্বরূপ। তিনি অবতারী—যাবতীয় অবতারতত্ত্বের আকর স্বয়ংরূপবিগ্রহ।

শ্রীলক্ষ্মীস্বরূপিণী পতিব্রতাগণের সেবোন্মুখ-চিত্তে শ্রীগৌরসুন্দরের যে নিত্য নাম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তদনুসারে তাঁহারা শ্রীশচী-নন্দনকে 'নিমাই'-নাম প্রদান করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে তদীয় অনেক অগ্রজ ভগ্নী জন্মগ্রহণ করিয়া অল্পবয়সে দেহ ত্যাগ করায় শেষ পুত্রের অকালমৃত্যু না হয়, এজন্য বাৎসল্যরসরসিকগণ-কর্ত্তৃক যমের মুখে তিক্তবোধক নিম্ব-শব্দ হইতে প্রভুর 'নিমাই'-নামকরণ হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

"ডাকিনী-শাঁখিনী হৈতে শঙ্ক উপজিল চিতে,
ডরে নাম থুইল 'নিমাই'।"

পতিব্রতাগণের বিশুদ্ধসত্ত্বে অবতীর্ণ এই 'নিমাই'-নামটি নিত্য। অনেকে মনে করিতে পারেন, কর্ম্মকাণ্ডীর বিচারের বশবর্ত্তী হইয়াই বুঝি পতিব্রতাগণ 'নিমাই'-নাম রাখিয়াছিলেন। ভোগোন্মুখ ব্যক্তির চিত্তে এই প্রকার বিচার উপস্থিত হইলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখচিত্তের বিচার স্বতন্ত্র। তাঁহারা বলেন যে, শ্রীভগবান্ নিত্যবস্তু, তিনি জন্ম-মরণশীল জীববিশেষ [illegible]। তবে তাঁহার এইরূপ নামকরণ [illegible] কারণ কি? ইহার যথেষ্ট কার[illegible] সকল কারণ সেবোন্মুখ [illegible] বিষয় হয়। [illegible] ভক্তগণ [illegible]

হইয়া ভগবান্‌কে তাঁহাদেরই লাল্য-পাল্য মনে করেন। ভগবান্ তাঁহাদের কোলের শিশু, তাঁহারা রক্ষা না ক'রলে তিনি রক্ষিত হইবেন না, তাঁহারা পালন না করিলে তিনি পালিত হইবেন না—ইহাই তাঁহাদের বিচার। সেইজন্য ভগবানের প্রতি প্রীতির আধিক্যবশতঃ তাঁহারা ডাকিনী শাঁখিনী হইতে সর্ব্বরক্ষক ভগবান্‌কে রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া 'নিমাই'-নাম রাখেন। ইহা তাঁহাদের অভূতপূর্ব্ব শুদ্ধ বাৎসল্য-প্রেমপরাকাষ্ঠার নিদর্শন।

ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীপরীক্ষিৎ

——::(০).::——

পাণ্ডববংশধর ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীপরীক্ষিৎ অর্জ্জুনের অভিমন্যুর পুত্র। বিরাট্ রাজদুহিতা উত্তরা তাঁহার জননী। তিনি ভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। জগন্মঙ্গলের জন্যই তাঁহার এ জগতে শুভাগমন। মাদৃশ বদ্ধজীবের একমাত্র বান্ধব ও উদ্ধারকর্ত্তা গ্রন্থচক্রবর্ত্তী ভগবদাবিষ্ট শ্রীমদ্ভাগবতের সন্ধান তাঁহার কৃপাতেই বিশ্ববাসী পাইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় অমূল্য অতুলনীয় গ্রন্থ এজগতে আর নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তের সার, বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য, নিগমকল্পতরুর গলিত ফল। শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণের শাব্দিক অবতার—কৃষ্ণবিগ্রহ।

দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনের অধিকতর প্রিয় হইবার কল্পনায় নিদ্রিত দ্রৌপদীপুত্রগণকে হত্যা করিয়া তাহাদের ছিন্ন মস্তক দুর্য্যোধনকে উপহার প্রদান করে। তাহাতে মহাভাগবত শ্রীদ্রৌপদী বিহ্বল হইবার লীলাভিনয় করিলে অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি পুত্রহন্তা অশ্বত্থামার মস্তক নিশ্চয়ই দ্রৌপদীকে আনিয়া দিবেন। তদনুসারে শ্রীঅর্জ্জুন অশ্বত্থামাকে পরাজিত করিয়া বন্ধনপূর্ব্বক লইয়া আসেন। কিন্তু গুরুপুত্র ও ব্রহ্মবন্ধুকে (ব্রাহ্মণাধম) সম্পূর্ণরূপে প্রাণে বিনাশ না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে অর্জ্জুন খড়্গদ্বারা অশ্বত্থামার মস্তকস্থ মণি ছেদনপূর্ব্বক তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্বত্থামা ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যুর পত্নী উত্তরার গর্ভে যে কালশাসক পরীক্ষিৎ মহারাজ অবস্থিত ছিলেন, সেই পরীক্ষিৎ মহারাজকে গর্ভাবস্থাতেই বিনষ্ট করিবার কল্পনায় ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে। কিন্তু ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অভিজ্ঞাশক্তিবলে উত্তরার গর্ভস্থ শ্রীপরীক্ষিৎকে কৃপাপূর্ব্বক রক্ষা করিলেন। শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের মৃত্যু নাই। তিনি বিষ্ণুদ্বারা নিত্যরক্ষিত বৈষ্ণব। তিনি বিষ্ণুকর্ত্তৃক রক্ষিত হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার একনাম 'শ্রীবিষ্ণুরাত'। তাঁহার গুরু শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভুর নাম 'শ্রীব্রহ্মরাত'। শ্রীশুকদেব ব্রহ্মের—বৃহত্তের কীর্ত্তন করিতে করিতে সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিতেন—ব্রহ্ম তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম ব্রহ্মরাত। শ্রীশুকদেব—গুরু, আর পরীক্ষিৎ—শিষ্য। এই গুরুশিষ্যের সম্মিলনেই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাকট্য।

ব্রহ্মাস্ত্র উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করিলে সেই সময় মাতৃগর্ভস্থ ভক্তবীর পরীক্ষিৎ ব্রহ্মাস্ত্রানলে আক্রান্ত হইয়া একটি শ্যামবর্ণ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে বহুতেজঃ প্রশমিত করিতে দেখিতে পান এবং ভাবেন কে?' এইরূপ চিন্তা করেন। শ্রীহরি গর্ভস্থ শ্রীপরীক্ষিৎকে দর্শন দিয়া অন্তর্হিত হইলে শ্রীপরীক্ষিৎ তুষ্ট হন। এই বালক মাতৃগর্ভে যে পরমপুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে অনুধ্যান করিতে করিতে সংসারে যত লোক আছে, সকলকেই "ইনিই কি সেই পুরুষ?" এইরূপে পরীক্ষা করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম 'পরীক্ষিৎ'। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

স এষ লোকে বিখ্যাতঃ

পরীক্ষিদিতি যৎ প্রভুঃ।

গর্ভে দৃষ্টমনুধ্যায়ন্ পরীক্ষেত নরোত্তম॥

শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের সর্ব্বত্র ভগবদ্-দর্শন। তিনি দর্শনমাত্রেই প্রত্যেক বস্তুকে শ্রবণের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া লইতেন —"ইনিই কি সেই আমার আরাধ্য বিষ্ণু?' প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি পরীক্ষা করিতেন—প্রত্যেক দর্শনীয় বিষয়ে বা প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহার বিষ্ণুসেবা হইতেছে কি না। ভক্তের এইরূপই চিন্তাস্রোত।

শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ শুভক্ষণে বিশ্বে আবির্ভূত হইলে ধর্ম্মরাজ শ্রীযুধিষ্ঠির প্রফুল্লচিত্তে ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণ, গাভী, শ্রেষ্ঠ গ্রামসমূহ ও হস্তি ঘোটকাদি দান করেন। তখন ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীযুধিষ্ঠিরকে বলেন যে,—সর্ব্ববিষয়ে এই বালক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবেন। এই বালক সাক্ষাৎ মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুর ন্যায় প্রজারক্ষক, দশরথনন্দন শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় ব্রাহ্মণহিতকারী এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ হইবেন। এই শিশু পশুরাজ সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী, হিমালয়ের ন্যায় সাধুগণের অনঙ্গগতি, পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল এবং মাতা-পিতার ন্যায় স্নেহবশতঃ সহায়ভূতিশীল হইবেন। ইনি অসৎপথে ধাবমান লোকসমূহের শাসনকর্ত্তা, পৃথিবী ও ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য কালদণ্ডপ্রদাতা হইবেন। তাঁহারা আরও বলিলেন যে,—শমীকমুনির পুত্র শৃঙ্গী-প্রেরিত তক্ষকনাগ হইতে নিজ বিনাশ ঘটিবে জানিয়া বিরক্ত হইয়া এই বালক শ্রীহরির অভয় পাদপদ্ম ভজন করিবেন।

পৃথিবীতে কলির প্রবেশ লক্ষ্য করিয়া পরীক্ষিৎ হস্তে রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক শ্রীযুধিষ্ঠির স্বগণসহ স্বধামে গমন করেন। শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ কলিকে নিগ্রহ করিয়া দ্যূতক্রীড়া, মদ্যাদি আসব-পান, অবৈধ-স্ত্রীসঙ্গ বা স্ত্রীসঙ্গাসক্তি, প্রাণিবধ এবং স্বর্ণ—এই পাঁচটীর মধ্যে কলির বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন।

একদিন মহারাজ পরীক্ষিৎ মৃগয়ায় গমন করিয়া অত্যন্ত শ্রান্ত, ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ব্রাহ্মণ শমীক-মুনির আশ্রমে উপস্থিত হন, কিন্তু সমাধিস্থ মুনির নিকট হইতে কোনও অভ্যর্থনা না পাইয়া ধনুর অগ্রভাগদ্বারা একটি মৃত সর্পকে মুনির গলদেশে প্রদানপূর্ব্বক ঐ স্থান পরিত্যাগ করেন। মুনিপুত্র শৃঙ্গী পিতার ঐ প্রকার অবমাননার কথা জানিতে পারিয়া পরীক্ষিৎকে অভিশাপ প্রদান করিয়া বলেন যে, রাজাকে ঐ দিন হইতে সপ্তম দিবসে তক্ষক দংশন করিবে।

এদিকে মহারাজ পরীক্ষিৎ রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মুনির অবমাননার জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হন এবং অবিলম্বে ঐরূপ কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত হওয়া উচিত—এইরূপ আর্ত্ত কাতর প্রার্থনা করিতে থাকেন। এমন সময়ে শমীকমুনির জনৈক শিষ্য তথায় আগমন করিয়া পরীক্ষিৎকে মুনিপুত্র শৃঙ্গীর অভিশাপের কথা জানাইলে মহারাজ বিষণ্ণ হইবার পরিবর্ত্তে নিজের বিষয়াসক্তি পরিত্যাগের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া আন্তরিক সন্তুষ্ট হন। মহারাজ পূর্ব্বেই এই পৃথিবী ও স্বর্গাদি-লোকের নশ্বরতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এখন এই জগৎ পরিত্যাগের সাতদিন মাত্র বাকী আছে জানিয়া গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনের সঙ্কল্প করিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহারাজের এইরূপ অলৌকিক বিচার শ্রবণ করিয়া নানাদেশ হইতে সশিষ্য মহানুভব মুনিঋষিগণ সেই প্রায়োবেশনক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান্, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য সুবাল, দেবল, ভরদ্বাজ, গৌতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, অগস্ত্য, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, শ্রীনারদ এবং অন্যান্য দেবর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি প্রভৃতি মহামহিমগণ তথায় শুভাগমন করিয়াছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ সমবেত দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও মহর্ষিগণকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—সকল অবস্থায়, বিশেষতঃ মুমূর্ষু অবস্থায় মানবের কর্ত্তব্য কি, তাহা আপনারা আমাকে বলুন। রাজার ঐ প্রশ্নের উত্তরে মুনি ঋষিগণের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার মতভেদ করিয়া কেহ বা যাগ, কেহ বা যোগ, কেহ বা তপস্যা, ব্রত প্রভৃতি নানারূপ ব্যবস্থা প্রদান করিতে লাগিলেন এমন সময় পরমহংসকুলচূড়ামণি ষোড়শবর্ষীয় দিবাকান্তি, দিগম্বর শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভু হরিরসমদিরাপানে মত্ত হইয়া কৃপাপূর্ব্বক সেইস্থানে শুভাগমন করিলেন। তাঁহার শুভাগমনকে সকলে সসম্মানে সম্বর্দ্ধনা করিলেন এবং মুনিঋষিগণের পরস্পর বিবদমান মত, শাস্ত্রসমূহের আপাত বিরোধ—সকলই প্রশমিত হইল। তখন পরীক্ষিৎ মহারাজ সেবোন্মুখ হইয়া প্রণিপাতের সহিত শ্রীশুকদেবকে মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীশুকদেব 'শ্রীহরির ভুবনমঙ্গল অমৃতময়ী কথা নিরন্তর শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণই জীবের একমাত্র নিত্য কৃত্য'—এই কথা বলিয়া অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

গঙ্গাতটস্থ শুকতরুতলই পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রায়োপবেশনক্ষেত্র। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম অধিবেশনের স্থান—সরস্বতী নদীর পশ্চিমতটস্থ শম্যাপ্রাস-নামক স্থানের বদরীবৃক্ষ শোভিত ব্যাসস্থান। সেখানে বক্তা শ্রীব্যাসদেব, আর শ্রোতা—শ্রীশুকদেব। আর শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় অধিবেশন-স্থানই—শুকতরুতল। সেখানে বক্তা—শ্রীশুকদেব, আর শ্রোতা—শ্রীপরীক্ষিৎ। তৃতীয় অধিবেশনের স্থান—গোমতীতটান্তর্গত নৈমিষারণ্য। সেখানে বক্তা শ্রীসূত গোস্বামী, আর শ্রোতা—শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণ।

ভগবচ্চরণে সম্পূর্ণ শরণাগত শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ দ্বিজশাপের কোনপ্রকার প্রতীকার না করিয়া উহাকে ভগবদনুকম্পা বলিয়া বরণ করিলেন এবং তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া ঐরূপ বিপৎপাত যে গৃহব্রতগণের মঙ্গলের কারণ, ইহা জানাইয়া সমাগত মুনিগণকে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তনের প্রার্থনা জানাইয়া বলিলেন,—'হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা এবং গঙ্গাদেবী সম্প্রতি আমাকে ভগবদর্পিতচিত্ত ও শরণাগত বলিয়া জানুন। এখন ব্রাহ্মণবটু প্রেরিত তক্ষকই হউক বা কুহকই হউক, আমাকে যথেচ্ছ দংশন করুক, আপনারা কেবল হরিকথা কীর্ত্তন করুন। আর যদি কখনও জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে যেন আমার জন্মে জন্মে শ্রীকৃষ্ণে রতি এবং কৃষ্ণসঙ্গী মহানুভব সাধুগণের সহিত সঙ্গ ও সর্ব্বজীবে মৈত্রী হয়, ইহাই আমার প্রার্থনা।'

অনন্তর মহারাজ পরীক্ষিৎ এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া নিজপুত্র জনমেজয়ের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক ভাগীরথীর দক্ষিণকূলে প্রাচীনমূল কুশপত্র পাতিয়া তাহার উপর উত্তরমুখী হইয়া উপবেশন করতঃ নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে শ্রবণে সিদ্ধিলাভ করিলেন। শ্রবণের এমনই প্রভাব যে, তাহা আপনাকে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করাইবে। এইখানে শ্রীসূতগোস্বামী প্রভু শ্রীশুকদেবের শ্রীমুখে সুষ্ঠু শ্রবণ করিয়া পুনরায় তদনুকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীল

পরীক্ষিৎ মহারাজও শ্রবণ করিতে করিতে পরিপ্রশ্নমুখে শ্রবণীয় বিষয়ের পুনরাবৃত্তি বা অনুকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। একমাত্র শ্রবণ-দ্বারাই শ্রীপরীক্ষিৎ মহাশয়ের শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণের প্রেমভাব তদতিরিক্ত গোপীগণের অধিরূঢ়ভাব এবং গোপীশিরোমণি শ্রীরাধাভাবনীর মহাভাবময়ী বিপ্রলম্ভসেবায় বাস্তব উপলব্ধি হইয়াছিল। শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রবণ কিংবা শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভু কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া পৃথগ্‌ভাবে স্মরণ-প্রযত্ন দেখান নাই। কারণ স্মরণ শ্রবণ-কীর্ত্তনেরই অধীন ও তদন্তর্গত। শ্রীশুক-পরীক্ষিতের আদর্শে তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রবণ ও কীর্ত্তনের ধ্বনি লইয়াই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভ ও উপসংহার।

শ্রবণফলেই সিদ্ধি, শ্রবণফলেই প্রয়োজন অর্থাৎ হরিদর্শন লাভ হয়। আগে শ্রবণ, তারপর দর্শন। শ্রবণহীন বা শ্রবণবিমুখ দর্শনে গাছ, পাথর, মাটি, বাড়ী বা প্রাকৃত ভোগ্যসামগ্রী দর্শন হয়। কিন্তু শ্রবণ-ভাবেই দর্শন সম্ভব। তাহাই প্রকৃত দর্শন। সেইজন্য সাধুশাস্ত্র কাণ দিয়াই ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিতে বলেন। যাঁহারা বুদ্ধিমান্, তাঁহারা সাধুগুরুর শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিতে করিতে জগদীশ ও জগদীশের সেবোপকরণ অর্থাৎ কর্ণদ্বারা দর্শন করেন। কর্ণপথ বা শ্রৌতপথ ছাড়িয়া যেখানে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়পথে প্রাকৃত দর্শন-চেষ্টা সেখানেই সংসার, সেখানেই বন্ধন। শরণাগত শিষ্যই সেবোন্মুখ শ্রবণমূলে দর্শন করিয়া থাকেন। শ্রবণপথেই তিনি ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। শ্রবণফলেই প্রকৃত পারায়ণ হয়। শ্রবণের—কেবল মাত্র ভবপারের নহে, আনুষঙ্গিকভাবে ভবপার হইবার পরে চেতনের যাহা শ্রেষ্ঠ কাম্য যে পার (কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষ), তাহার অয়ন অর্থাৎ পথ—আশ্রয়, গতি লাভ হয়। অর্থাৎ শ্রবণ-পারায়ণফলে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীরূপশিক্ষার প্রকৃষ্টপল্লবকল্পবৃক্ষে আরোহণ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন।

প্রায়োপবেশন কথাটির অর্থ—শ্রীগুরুবর্গ যেরূপ করিয়াছেন,—'প্রায়োপবেশন—প্র-উপ, ই-ভাবে অল্—'প্রায়', প্র—প্রকৃষ্ট-রূপ অয়—গতি—সেবাগতি—প্রগতি, 'ই'-গতি, 'প্রায়'-শব্দের অর্থ উপবাসও আছে। সেবাপ্রগতির জন্য উপবেশন—'অহৈতুকী, অপ্রতিহতা আত্মপ্রসাদিনী ভক্তি বা অধোক্ষজ হরিকথা-শ্রবণ-ভক্তি-বাহিনীর নবনব বর্দ্ধমান প্রবাহ-রূপে বাস

বদ্ধজীব নিরাশ্রয়, তাই সে সর্ব্বদা ভয়ের ভিখারী। ভগবানই তাহার একমাত্র আশ্রয়, সে ইহা জানে না বলিয়া তাহার আজ এই দুরবস্থা। ভগবানের নিজজন শ্রীগুরুদেবই তাহাকে এই বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে পারেন, নতুবা তাহার ভোগকামিনী ও মোক্ষকামিনী ইন্দ্রিয়বৃত্তি-সমূহ কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারে না। গুরুশিষ্যপরম্পরায় অবতীর্ণ শব্দাবতারের পথে আত্মসমর্পণই জীবের রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম বা শ্রৌতপথ। সুতরাং মহাভাগবত-শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা-শ্রবণে জীবনের অবশিষ্ট মুহূর্ত্তগুলি যাপনই মানব জীবনের সর্ব্বোত্তম সার্থকতা—ইহাই শ্রীশুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদে আমাদের পরম শিক্ষণীয় বিষয়।

প্রভুপাদের হরিকথা

——::[*]::——

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলার পরমচমৎকারিতা ও পূর্ণতা প্রকাশিত হ'য়েছে। যাঁ'রা সাধারণ কাব্যামোদী বা দর্শনামোদী, তাঁ'দের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেষ্টায় আবদ্ধ না থেকে বৃন্দাবনে গোপী-নাথের ক্রীড়াগুলি আমাদের আলোচ্য হ'ক অগ্রজ শ্রীবলদেব ও শ্রীদামাদি সখাগণের সেবা-অধিকার যাঁ'র প্রতি বিহিত, রক্তক-পত্রক-চিত্রকাদির সেবাগ্রহাতিশয্য যাঁ'র জন্য, গো-বেত্রবিষাণ-বেণু, যামুনসৈকত, কদম্ব প্রভৃতির সেব্য যিনি, সেই নন্দ-নন্দনের ক্রীড়াগুলিই আমাদের একমাত্র আলোচ্য-বিষয় হ'ক। কৃষ্ণের লীলার অনুকূল মুকুন্দদয়িত বস্তুসকল আমাদের পরমপূজ্য হ'ক, প্রাকৃত তৃণ-গুল্ম বিচারের হেয়ত্ব আমাদিগকে গ্রাস না করুক্।

'বহির্জ্জগতের বস্তুদর্শনের দ্রষ্টা-হিসাবে তাহাদের ভোগকর্ত্তা আমি'—এই বিচারে যেসকল চেষ্টা আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ গ্রাস ক'রেছে, অহঙ্কারবিমূঢ় ক'রে যে দুর্দ্দৈবে আবদ্ধ রে'খেছে, তা হ'তে পরিত্রাণ নিজ-চেষ্টায় হয় না। ভগবান্ ও মায়া স্বতন্ত্র। ভগবান্ বাস্তব সত্য। মায়ারচিত জগতের নশ্বর ধর্ম্ম বদ্ধজীবকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়। লৌকিক-দর্শনে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মনের দ্বারা জ্ঞান সংগ্রহ ক'রে সেই সংগৃহীতজ্ঞানের উপর যে প্রত্যক্ষানুমান ও শব্দের বিচার করি, সে সবই আমাদের অমঙ্গলের হেতু।

যে বস্তু আমাদের বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হন না, তদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভ, তাঁ'র সান্নিধ্য প্রাপ্তি ও তাঁ'র সেবায় নিযুক্ত হওয়া এস্থান হ'তে কখনও সম্ভবপর হয় না। আমাদের যাবতীয় ঐহিক শক্তি তৎকার্য্যে নিযুক্ত ক'রলেও আমরা সফলমনোরথ হ'ব না। কারণ আমরা সীমাবিশিষ্ট ক্ষুদ্রজীব, অমঙ্গল ছাড়া মঙ্গলের পথ অনুসন্ধান ক'রতে পারি না। মঙ্গলের কথা নিজে নিজে আলোচনা ক'রতে গেলেও সেই অধোক্ষজ বস্তুর কথা অক্ষজজ্ঞানগম্য হয় না। তা' ছাড়া আমরা রোগ-শোকাদির দ্বারা প্রপীড়িত, পরাপেক্ষাযুক্ত। ইহজগতে অন্য কেহ নাই, যিনি আমাদের এ বিপদ্ হ'তে উদ্ধার ক'রতে পারেন। একমাত্র শ্রীহরির পরম প্রিয় নিজজন ব্যতীত মঙ্গলের পরামর্শ আর কেউ দিতে পারেন না। সুর ও অসুরগণ যে দেবতার সন্ধান পায় না, যোগিগণ ধ্যানাবস্থিতচিত্তে যাঁ'কে দর্শন করেন, বেদসকল সামগানে যাঁ'র অভ্যর্থনা করেন, ব্রহ্ম-বরুণ-ইন্দ্র-রুদ্র-মরুতাদি দিব্য স্তবে যাঁ'র স্তুতি করেন, ক্ষুদ্রজীব আমার পক্ষে কি তাঁ'র অনুসন্ধান সম্ভব? কিন্তু শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের কৃপায় তৎপ্রাপ্তি-সম্ভাবনা হ'য়েছে।

সকল ব্যাপারের একমাত্র শেষকথা—ভগবানের আরাধনা। ভগবান্ পূর্ণবস্তু। যে কাল পর্য্যন্ত আমরা অপূর্ণের দিকে আকৃষ্ট থাকি, যে কাল পর্য্যন্ত আত্মম্ভরিতা, অহঙ্কার, 'কর্ত্তাহং'-অভিমান প্রবল থাকে, ততদিন পূর্ণের দিকে অভিযান ক'রতে পারি না। আমরা ভ্রান্ত হ'য়ে নানা রূপ কল্পনা ক'রে এবং তদ্রূপরূপ আকৃষ্ট হওয়ায় অপূর্ণতারই ফল লাভ হয়। সুতরাং এ বিষয়ে শ্রীচৈতন্যদেবকে নির্ভর করাই একমাত্র উপায়। তিনি কোন লৌকিক বাদ প্রতিবাদ করেন নাই, পরমার্থ ব্যতীত অন্য কথায় সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। তিনি জীবের পরম-মঙ্গলের কথা ব্যতীত অন্য কথা বলেন নাই। তিনি বলেন,—সকল আরাধনার একমাত্র আরাধ্য বিষয় শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন। তা' মথুরেশ-দ্বারকেশ-বিচারে মাত্র আবদ্ধ নয়। তিনি ব্রজবাসীর উপাস্য—যাঁ'রা ব্রজে যেতে পে'রেছেন, তাঁ'দেরই উপাস্য। তাঁ'দের সেবা 'নেতি নেতি' বিচারে—স্বানুভবানন্দবিচারে প্রতিষ্ঠিত নয়। কৃষ্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত কোন অনিত্য বিচারই গ্রহণীয় নয়। ব্রজেন্দ্রনন্দনই একমাত্র আরাধ্য। যিনি সকল অবতারাবলীর মূল আশ্রয় অর্থাৎ বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি চতুর্ব্যূহ, কারণার্ণবশায়ী প্রভৃতি পুরুষাবতার এবং মৎস্যকূর্ম্মাদি বৈভবাবতারসমূহ যাঁ'র অংশকলা, ইঁহাদের সকলের ভগবত্তা যাঁ'হ'তে, সেই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র আরাধ্য বস্তু।

ভগবানের অনুগ্রহ না হ'লে প্রকৃত দর্শন হয় না। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের ক্রীড়াক্ষেত্র শ্রীধাম-বৃন্দাবন। সেই জিনিষটা কৃপা ক'রে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হ'লেই আমাদের মঙ্গল। সেখানে সেব্য বিষয় এক, আর তাঁ'র পাঁচ প্রকার আশ্রয়-জাতীয় সেবক। ইহজগতে সেবাবিমুখ হ'য়ে নিজে সেব্যভাবে বিরাজমানহেতু কর্ম্মাগ্রহীতা, কিন্তু তাঁ'র শূন্য অন্ধকূপসদৃশ। কর্ত্তৃত্বাভিমানে ইন্দ্রিয়পরিচালনায় নানা দোষযুক্ত অবস্থা এসে আমাদের সর্ব্বনাশ করে। যাঁ'দের করুণায় আমাদের সকলের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল ঘটে, তাঁ'দের করুণার আশ্রয় ব্যতীত আমাদের অন্য কোন উপায় নাই।

আমরা স্বজন পরিত্যাগ ক'রতে প্রস্তুত নই, ব্রজে যা'বার জন্য ব্যস্ত হই না। 'স্বজন' বলি যাঁ'দের, তাঁ'রা তাৎকালিক জন। স্বজনাখ্য ব্যক্তিগণকেও গোপীগণ পরিত্যাগ ক'রেছিলেন। তাঁ'রা আর্য্যপথ পর্য্যন্ত ত্যাগ ক'রে মুকুন্দপদবী গ্রহণ ক'রেছিলেন। ব্রজের গুল্মলতা ঋষিদম্পতির মধ্যে অবস্থান ক'রলে গোপীপদরেণুলাভ ঘটে। বৃন্দাবনের তৃণ-গুল্মাদি চিন্ময়; সে সব আত্মজগতের কথা, অনাত্মজগতের কথা নয়। তাঁ'দিগকে জড়ের বিচার দ্বারা আচ্ছাদিত ক'রে নষ্ট করা উচিত নয়। বৃন্দাবনের চিন্ময় ব্যাপারে ইহজগতের ব্যাপারের সাদৃশ্য থাকলেও উহা তা' নয়। ইহজগতের ভোক্তৃ-ভাগ্যাভিমানে যে জগদ্দর্শন হচ্ছে, তা'তে বৃন্দাবনের চিন্ময় বস্তুগুলিকে দর্শন ক'রতে গেলে প্রাকৃতসহজিয়ায় ধর্ম্ম হ'বে, অপ্রাকৃত সহজ ধর্ম্ম হ'বে না।

ভাগবতেই সকল শাস্ত্রের আলোচনা হ'য়েছে ভাগবত ব্যতীত অন্য শাস্ত্রের অধ্যয়ন প্রয়োজন নাই, ভাগবতেই সব আছে, তা'তেই সব পা'ব। জগতে যেসকল কথা নিত্য বস্তুসম্বন্ধে ব্যস্ত, সেই সমস্ত পরিচ্ছিন্ন পদার্থ গ্রহণাভিলাষী হ'য়ে 'ভাগবত'-কে পরিত্যাগ না ক'রে, 'ভাগবত' হ'য়ে যাওয়া দরকার। কিন্তু 'ভাগবত' হ'য়ে গেছি, 'ভাগবত' পড়ে ফেলেছি-মনে ক'রলে সর্ব্বনাশ। অনন্তকোটি জীবনেও ভাগবত পড়া হয় না। এটা পুতুলখেলা নয়—আভিনয়মাত্র নয়।

ভগবৎসান্নিধ্য—বাস্তবসত্যের সান্নিধ্য লাভ ক'রতে হ'বে। তাঁ'র সেবায় নিযুক্ত হ'তে হ'বে। আমি ভোক্তা, দ্রষ্টা, শ্রবণকারী, আস্বাদনকারী, চিন্তাকারী প্রভৃতি দুর্ব্বুদ্ধি হ'লে সীমাবিশিষ্ট পদার্থের আলোচনা হ'য়ে যায়। ভক্তির দ্বারাই ভগবান্ লভ্য হন। মায়ারচিত ব্যাপারকে ভক্তি ব'লে কর্ম্মাধিকার জ্ঞানাধিকার, কর্ম্মজ্ঞানমিশ্র যোগাধিকার বা অন্যাভিলাষিতায় বাস ক'রলে অমঙ্গলের হাত থেকে পরিত্রাণ হয় না, যতক্ষণ বুঝে নেবো মনে ক'রি, ততক্ষণ ভাগবতের কাছে যেতে পারি না। বৈয়াকরণ লিঙ্গবিচারোত্থ অনুস্বার বিসর্গযুক্ত ভাগবজ্ঞান-শব্দ শব্দাতে ভেদবুদ্ধি নিয়ে ভাগবত পড়া হ'বে না। যাঁ'রা ২৪ ঘণ্টা ভগবৎসেবা ক'চ্ছেন, তাঁ'দের কাছে গিয়ে ভাগবত পড়তে হ'বে—'আহা, ভাগবত-পড় বৈষ্ণবের স্থানে'। তাঁ'দের কাছে জান্‌তে হ'বে—ভাগবত কি জিনিষ, কোন্ কোন্ অক্ষরাত্মক হ'য়ে কোন্ কোন্ শাস্ত্রে ভাগবতের বিচার আছে, কোনগুলি ভাগবতের কথা নয়, তাও বুঝে নিতে হ'বে।

অভক্তিদ্বারা বিমুক্তি বা বিশেষ মুক্তি হ'বে না। সেবোন্মুখ হৃদয়ে শ্রবণ করতে হ'বে। সেবোন্মুখ জিহ্বায় অর্থাৎ ভক্তি-মানের জিহ্বায় ও ওষ্ঠে শ্রীনাম স্বয়ং প্রকাশিত হ'বেন। শ্রীহরির নামে কাণাকাণ্ড বিচার অর্থাৎ শব্দ ও শব্দার্থ বিচারে তাঁ'কে 'অধোক্ষজ' বলা হ'বে না। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা অপরোক্ষ বিচারের অতীত অধোক্ষজের কথা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য,	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য,	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।৹	।৵৹	।৵৹	
" " ইঞ্চি	২৲	১॥৹	১॥৹	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥৹
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥৹ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

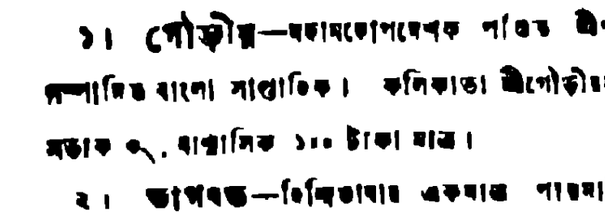

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার

সর্ব্ববিধ [illegible] মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার জাট্‌তিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ॥৵৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৵৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা, পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

ঢাকার পল্লী-উন্নয়ন-প্রচেষ্টা

ঢাকা জেলার কাপাসীয়া থানাধীন কাপাসীয়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মৌলভী মহম্মদ দৌলত খাঁন সাহেবের উদ্যোগে ও ঐকান্তিক চেষ্টায় স্থানীয় ১৫জন উপযুক্ত ব্যক্তিকে লইয়া একটী পল্লী-উন্নয়ন সমিতি গঠিত হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট সাহেবই এই সমিতিরও প্রেসিডেন্ট।

সম্প্রতি উক্ত প্রেসিডেন্ট সাহেবের চেষ্টায় "হিরামতী" নামীয় ভরাট খাল খনন করিয়া পার্শ্ববর্তী প্রায় ২৫।৩০ খানা জমি আবাদের উপযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

উক্ত খালটির পার্শ্ববর্তী জমির জোতদারগণ জমি চাষ করিতে করিতে খালটী প্রায় ভরাট করিয়া ফেলিয়াছিল।

গত ১০ই মার্চ তারিখে উক্ত "হিরামতী" খালের পার্শ্বে বর্জনা মৌজায় ঢাকা জিলার জুট প্রপাগাণ্ডা অফিসার মৌঃ এফ, করিম সাহেব, জয়দেবপুর জুট রেগুলেশন রেঞ্জের ইনস্পেক্টার মিঃ ডি, কে, দাস, কাপাসিয়া থানা জুট রেগুলেশন এসিষ্ট্যান্ট ইনস্পেক্টার মিঃ এম, দাস, কাপাসীয়া থানার স্যানিটারী ইনস্পেক্টার বাবু রমেশ চন্দ্র দাস, কাপাসিয়া পল্লী-উন্নয়ন সমিতির আট জন মেম্বার এবং স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সহযোগিতায় এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। নির্দ্দিষ্ট তারিখে প্রায় ৬০০।৭০০ শত লোক একত্র হইয়া পরম উৎসাহের সহিত খালটীর খনন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। দুই দিনে এক মাইল দৈর্ঘ্য, পাঁচ হাত প্রস্থ, দুই হাত গভীর করিয়া খালটীর খনন কার্য্য শেষ করা হইয়াছে।

উইণ্ডসর দম্পতির কক্ষে নাৎসী যুবক

গত ২২শে অক্টোবর উইণ্ডসরের ডিউক ও ডাচেস যখন সাংবাদিকগণের এক অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান হইতে তাঁহাদের হোটেলে ফিরিয়া আসেন, তখন এক যুবক তাঁহাদের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে, যুবকটির সঙ্গে যে কাগজপত্র ছিল তাহা হইতে বোঝা যায় যে, সে জার্ম্মাণ-আমেরিকান বুণ্ডএর একজন সদস্য।

যুবকটি তাহার নাম বলে গেবহার্ট। পুলিশ তাহাকে আটক করে। সে বলে যে, তাহার নিকট কিছু নাৎসী পুঁথিপত্র এবং জার্ম্মাণ কন্সালের নাম ও ঠিকানা ছিল।

প্রকাশ, গেবহার্ট উইণ্ডসর দম্পতির সহিত লিফ্‌টে উঠিয়া পড়ে এবং হট্টগোলের মধ্যে তাঁহাদের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে সে বলে যে, সাংবাদিকদের অনুষ্ঠানে সে গিয়াছিল এবং অভ্যাগতগণ যখন আসিতে থাকেন তখন সে তাঁহাদের নাম মিলাইয়া লওয়ার সাহায্য করিতেছিল। সে বলে, "আমি কোন অনিষ্ট করি নাই।" পুলিশ তদন্তের পর তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

পারস্য উপসাগরে ধৃত জাহাজ

গত ২২শে অক্টোবর অষ্ট্রেলিয়ান নৌ-বিভাগের এক ঘোষণায় জানা যায় যে, অষ্ট্রেলিয়ান স্লুপ 'ইয়াররা' এবং অস্ত্র-সজ্জিত বাণিজ্য ক্রুজার 'ক্যালিনব্লা' পারস্য উপসাগরে প্রতিপক্ষের সাতটি জাহাজ আটক করে। ঐ সব জাহাজ ২৭শে আগষ্ট হস্তগত করা হয়।

ঐসব জাহাজ এক্ষণে ভারতে পৌঁছিয়াছে। তন্মধ্যে তিনটি জাহাজ নিজেদের ইঞ্জিনের শক্তিতে আসিতে পারিয়াছে এবং অপর চারটিকে টানিয়া আনা হইয়াছে। ইরাণে জার্ম্মাণদের উপস্থিতি বিপজ্জনক বলিয়া বিবেচিত হওয়ার সময় এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়।

রেজেষ্ট্রীকৃত নার্সদের নূতন পদবী

বাংলা সরকার নার্সিং কাউন্সিলের প্রস্তাব অনুযায়ী রেজিষ্টার্ড নার্স, ধাত্রী এবং স্বাস্থ্য-পরিদর্শকদের তাঁহাদের নামের শেষে যথাক্রমে আর, এন, (বেঙ্গল), আর এম, (বেঙ্গল) এবং আর, এইচ, ডি (বেঙ্গল) ব্যবহার করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। ইহার ফলে আনরেজিষ্টার্ড ব্যক্তিবর্গের মধ্য হইতে তাঁহাদিগকে সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল।

সাংহাইএ জাপানীকে হত্যা

সাংহাইর জাপ নিয়ন্ত্রিত এলাকায় মঙ্গলবার প্রাতে একজন জাপানীকে চীনা সন্ত্রাসবাদীরা গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছে। অপর একজন জাপানী গুরুতর আহত হইয়াছে। চীনা সন্ত্রাসবাদীরা এই ৭ জন জাপানীকে গুলী করিল। চীনা-আমেরিকান 'ডেলী নিউজ' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের একজন লোককে পাওয়া যাইতেছে না। সম্ভবতঃ তাহাকে কোথাও লইয়া লুকাইয়া রাখা হইয়াছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আগামী ২৫শে নভেম্বর, মঙ্গলবার বেলা ১০ ঘটিকার সময় কার্জ্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসব হইবে। স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এই উৎসবে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিবেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ টিকা-টিপ্পনী, টীকা ও আস্বাদন-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যান্বেষিকারীমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

১৬শ বর্ষ | ২৩ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১১ই কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৮শে অক্টোবর, ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার | ১৮৭ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ দামোদর, শিব প্রেড্যম, গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

—— ঃ(*)ঃ ——

শুদ্ধজীবের স্বভাবের প্রাথমিক পরিচয়ই—শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাই জীবের নিত্য স্বভাব। শুদ্ধজীব-হৃদয়ে অশ্রদ্ধা নাই। বেদ ও গুরুবাক্যে বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। ইহাই শ্রদ্ধার সাধারণ অর্থ। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীআমায়সূত্রে বলিয়াছেন,—"শ্রদ্ধা স্বন্যোপায়জ্ঞান-ভক্ত্যনুমুখী চিত্তবৃত্তিবিশেষঃ।" অর্থাৎ শ্রদ্ধা কর্ম্মজ্ঞানাদি অন্য উপায়-পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্ত্যনুমুখী চিত্তবৃত্তিবিশেষ। শ্রদ্ধা শরণাপত্তিলক্ষণা অর্থাৎ শরণাগতি-লক্ষণই শ্রদ্ধার বাস্তবলক্ষণ। অনন্যভক্তির যাহা অনুকূল হয়, তাহাই করিব এবং যাহা প্রতিকূল হয়, তাহা বর্জ্জন করিব—এইরূপ প্রতিজ্ঞা, ভগবানই আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, আর কাহারও দ্বারা আমার রক্ষা নাই—এইরূপ বিশ্বাস, কৃষ্ণ ব্যতীত আর আমার কেহ পালনকর্ত্তা নাই, আমি নিজে আমাকে পালন করিতে পারি না, কৃষ্ণেচ্ছা ব্যতীত কেহ কিছুই করিতে পারে না—এইরূপ নির্ভরতা, আজ হইতে আমি আমার নহি, আমি কৃষ্ণের, তাঁহার ইচ্ছাতেই আমার রক্ষা—এইরূপ আত্মনিবেদন, আমি অকিঞ্চন দীন ও হীন—এইরূপ কার্পণ্যবুদ্ধি,—এইসব প্রতিজ্ঞা, বিশ্বাস, নির্ভরতা, আত্মনিবেদন ও দৈন্যচিত্তে অবস্থিত হইয়া যে বৃত্তির উদয় করায় তাহাই শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা যাঁহার উদিত হইয়াছে, তিনিই শুদ্ধ-ভক্তির অধিকারী।

শরণাগতই শ্রদ্ধাবান্। শরণাগতিই ভক্তির প্রাণ। শরণাগতির পর ভজন আরম্ভ হয়। কৃষ্ণানুকূল-শূন্যা শরণাগতির সঙ্গে বিরুদ্ধ। এই শরণাগতি ব্যতীত তদাময়ত্ব—ভগবানের সহিত সম্বন্ধ বা বৈষ্ণবতা লাভ হইতে পারে না।

আমাদের কৃষ্ণদর্শন কেন হইতেছে না বলিয়া আমরা অনেকে ব্যস্ত হইয়া পড়ি। শ্রবণ-কীর্ত্তন না হওয়ার জন্যই যে আমাদের কৃষ্ণের দর্শন হইতেছে না, তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না। শরণাগত না হইয়া কেবল শ্রবণ-কীর্ত্তনের আলস্য বা অনুষ্ঠান করিলেই কৃষ্ণদর্শন হয় না। আগে কৃষ্ণের হওয়া, তারপর শ্রবণ-কীর্ত্তনের কথা। 'আমি তোমার হইলাম',—ইহাই শরণাগতি, ইহাই গোপ্তৃত্বে বরণ। কৃষ্ণের হওয়া, যাওয়ার নাম শরণাগতি—ইহা ত শুনিলাম, কিন্তু শরণাগত বা আশ্রিত হওয়া যাইবে কি করিয়া? কপাল ভাল হইলেই সেভাগ্য লাভ হয়। গুরুবৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত দুর্ব্বল জীব কখনও বা লাভ করিতে পারে না। কৃষ্ণ বৈষ্ণবেরই একচেটিয়া সম্পত্তি, সুতরাং বৈষ্ণবই কৃষ্ণকে দান করিতে পারেন। শরণাগত ও বৈষ্ণবসেবার কাঙ্গাল হইয়া 'কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণ' বলিয়া বৈষ্ণবের অনুগমন করিলেই শরণাগতির সিদ্ধি হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি ছয় রিপুকৃত সংসারভয় প্রক্ষালনপূর্ব্বক ভাগ্যবান্ জীব অনন্যগতি হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাপন্ন হন। যাঁহার কেবল শুদ্ধভক্তিমাত্রই কামনা, তিনিও ষড়বর্গাদি-ঘটিত দুর্জ্জয় জগদৈমুখ্য আশঙ্কা করত ভগবানের শরণাগত হইয়া থাকেন। এই অনন্যগতি লাভ করিতে হইলে—আশ্রয়াভাব না পাইয়া কৃষ্ণের অভয়-পদে আশ্রয় গ্রহণ করা, আর কিঞ্চিৎ-জ্ঞানে বা কিঞ্চিৎ অজ্ঞানে অপর দেবতাদিকে আশ্রয় করিয়া সেই আশ্রয় পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎ পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করা।

শরণাগতির ছয়টি লক্ষণের মধ্যে গোপ্তৃত্বে বরণই অঙ্গী, আর অন্যান্য পাঁচটি তাহার পরিকর বা অঙ্গ। ভগবানের হইয়া যাওয়াই শরণাগতি। আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার, কি কাজ অপর ধনে?"—ইহাই শরণাগতির বিচার। ছয় প্রকার শরণাগতির প্রত্যেকটী আবার মানসিক বাচিক ও মানসিক-ভেদে তিন তিন রূপ। শরণাগত যদি আমি হইতে চাহেন না, তিনি সাধু গুরুর কৃপায় তাহা হন। যে ভক্তির যাহা অনুকূল ও প্রতিকূল, তাহাতেই আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্যের বিচার। শরণাগত নির্ব্বিচারতায়। তিনি স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ করিয়া সাধুগুরুর বশগত হইয়াছেন। তাঁহার অহঙ্কার নাই। তিনি প্রণত, তাঁহার নিজের জন্য স্থান চিন্তা নাই। তিনি ভগবানের প্রতি সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত। শাস্ত্র বলিতেছেন,—'যাঁহার অহঙ্কার নাই, ভগবান তাঁহার দূরবর্ত্তী নহেন, যাহার অহঙ্কার আছে—ভগবান্ ও তাহার মধ্যে পরিচ্ছিন্নতার ব্যবধান থাকে।" যাহারা স্বতন্ত্র, তাহাদের সহায় অনিবার্য্য। "যিনি 'হে ভগবান! আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি—এই বলিয়া শরণাগত হন, ভগবান্ তাঁহাকে সমস্ত ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। "যাঁহারা কায় মন ও বাক্যদ্বারা শ্রীহরিকে আশ্রয় করেন, যম তাঁহাদিগকে শাসন করিতে সমর্থ হন না এবং তাঁহারা মুক্তিফলভাগী হইয়া থাকেন।" "হে ভগবন, আমি তোমার হইলাম"—বাক্যদ্বারা এইরূপ উচ্চারণ, মনোদ্বারা তাদৃশ চিন্তা এবং শরীর দ্বারা তদীয় ক্ষেত্র শ্রবণ যাঁহারা আশ্রয় করেন, তাঁহারা নিতান্তানন্দ লাভ করেন।

শরণাগতির প্রথম লক্ষণ আনুকূল্য বা কায়িক। দৈন্য সেখানে নাই, সেখানে গর্ব্ব আসিয়াছে। যেখানে দীনতার সম্মান ও তাহার বাহুল্য। যেখানে যে শরণাগত, সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত, আর তাঁহার যে পরিমাণ শরণাগতি, তাঁহার সেই পরিমাণ ফল। যাঁহারা সমস্ত বিসর্জ্জন করিয়া ভগবানের শরণাগত হন, তাঁহারা ভক্তির জন্য কাঁদিয়া বৈষ্ণবপদ লাভ করিয়া ধন্য হন। কেহ শরণাগতির দ্বারাও ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে। তবে যদি কাহারও শরণাগতির কোন নিম্নস্তরে কণা, ওজন, পাঁচ সিকে ভাগ হয়, তবে তিনি বড়জোর শান্তভক্ত, নিষ্ঠাভক্ত বা দাস্যভক্তের সেবা-অধিকার লাভ করেন। [illegible] শরণাগত হইলে [illegible] বিশ্বাস করিতে পারেন না। [illegible] করিতে পারেন না। [illegible] বিশ্বাস জন্মিলে তিনি [illegible] প্রকৃত বৈষ্ণব। [illegible] চতুর্থাশ্রম উদ্দেশ করেন, তাঁহাদের সঙ্গ পূজনীয়। সুতরাং যে সেবাদের কৃষ্ণকে দান

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

করেন, তাঁহার সম্বন্ধে আর কথা কি? শ্রীগুরুতে যাঁহার অচলা শ্রদ্ধাভক্তি আছে, তাঁহাকেই শ্রীভগবান কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দান করেন। শ্রীগুরুসেবার দ্বারাই সর্ব্বার্থসিদ্ধি—কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়। তাহাতে অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গাদি-যাজনের প্রয়োজন নাই। গুরুর সেবা, সঙ্গ ও সান্নিধ্যবশতঃ শিষ্য বিষ্ণুময়—শ্রীধামবাসী বা বৈকুণ্ঠবাসী হন। শ্রীগুরু অপেক্ষা অধিক সেব্য আর কেহই নাই। সুতরাং তাঁহার সেবা অপেক্ষা অধিক ধর্ম্মও নাই। গুরুসেবার দ্বারা ভগবান্ যেরূপ সন্তুষ্ট হন, অন্য কোন কিছুর দ্বারা সেরূপ সন্তুষ্ট হন না। সুতরাং গুরুসেবা যে আমাদের নিত্যকাল অপরিহার্য্যরূপে নিত্যকৃত্য, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

গুরুসেবার দ্বারাই যখন কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়, তখন বৈষ্ণবসেবা করা কি দরকার, ইহাই কি সুসিদ্ধান্ত? না, তাহা নহে। শ্রীগুরুর আদেশে, তাঁহার সেবার অবিরোধে বৈষ্ণব-সেবা মঙ্গলকর, তাহা না করা দোষাবহ। তবে যিনি গুরুর সম্মুখে গুরুর বিনাদেশে অপরকে দণ্ডবৎ প্রণামাদিদ্বারা পূজা করেন, তাঁহার পূজা নিষ্ফল হয় এবং তিনি দুর্গতিপ্রাপ্ত হন। গুরু শিষ্যকে বৈষ্ণবসেবা করিতে ও তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান করিতে বলেন। যদি কোন শ্রবণগুরু বা শিক্ষাগুরুকর অন্যায়ভাবে মহাভাগবতাদি বৈষ্ণবগণের সেবা করিতে অনুমতি না দেন, নিষেধ করেন বা নিরপেক্ষ থাকেন, তাহা হইলে সেইরূপ গুরুকে দূর হইতে দণ্ডবৎ করিতে হইবে এবং তিনি বৈষ্ণববিদ্বেষী হইলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করাই উচিত।

কোন বিচার না করিয়া ভাগবতচিহ্নধারী সকলেরই যথাযোগ্য সেবা ও সম্মান করিতে হইবে। সৎ বা কনিষ্ঠ ভক্ত হইতেই যথাযোগ্য আদর করা বিধেয়, মহাভাগবতের ত' কথাই নাই। বৈষ্ণবমাত্রেরই যথাযোগ্য আদর করা দরকার। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"তস্মাদ্ বিষ্ণুপ্রসাদায় বৈষ্ণবান্
পরিতোষয়েৎ।
প্রসাদসুমুখো বিষ্ণুস্তেনৈব স্যান্ন সংশয়ঃ॥"

অর্থাৎ বিষ্ণুর প্রসন্নতা লাভের জন্য বৈষ্ণবগণকে সন্তুষ্ট করিবে। বিষ্ণু ইহার দ্বারাই অনুগ্রহ বিষয়ে সুমুখ হইয়া থাকেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

যে ভগবানের পূজা করে, কিন্তু বৈষ্ণবের পূজা করে না, সে দাম্ভিক। ভগবান তাহার পূজা গ্রহণ করেন না। বৈষ্ণবপূজক বৈষ্ণবের আচার সম্বন্ধে আদৌ বিচার করিবেন না। যাঁহার লৌকিকী শ্রদ্ধামাত্র হইয়াছে, শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা বা দৃঢ়তা এখনও হয় নাই, এমন সাধুরও আচার দেখিতে হইবে না। ভক্ত দুর্জ্জাতি বা দুরাচার হইলেও অবমাননীয় নহেন। বিষ্ণুভক্তিযুক্ত পুরুষ বাহ্যদর্শনে কাদাচারী মনে হইলেও উদিতসূর্য্যের ন্যায় সমস্ত লোককে পবিত্র করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ অপরাধী হইলেও তাঁহার প্রতি হিংসা করিবে না এবং তিনি হিংসা করিলে বা অভিশাপ প্রদান করিলেও সর্ব্বদাই তাঁহাকে প্রণাম করিবে—ইহাই ভগবদাজ্ঞা।

দন্তবক্র-বধ

——::(•)::——

দন্তবক্র শিশুপালের ভ্রাতা। শিশুপাল, পৌণ্ড্রক ও শাল্ব ভগবানের দ্বারা নিহত হইলে দন্তবক্র অত্যন্ত ক্রোধের সহিত গদা-হস্তে ভগবানের প্রতি ধাবিত হইয়াছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শাল্ববধের পর রথে আরূঢ় ছিলেন। দুর্ম্মদ দন্তবক্র ঐরূপ দুর্দ্দান্তমূর্ত্তিতে তাঁহার দিকে ধাবিত হইতেছে দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং স্বীয় গদাদ্বারা দন্তবক্রের গতিরোধ করিলেন।

দন্তবক্রের মাতা শ্রুতশ্রবা শ্রীবসুদেবের ভগ্নী ছিলেন। সেই সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়া দুরাত্মা দন্তবক্র শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিল,—'তুমি আমাদের মাতুলপুত্র হইলেও মিত্র-ঘাতী। তুমি ভ্রাতা হইয়াও আমাকে পর্য্যন্ত হত্যা করিতে প্রস্তুত হইয়াছ, অতএব তোমাকে আমার এই বজ্রতুল্য গদাদ্বারা বিনাশ করিব।' দন্তবক্র এইরূপ কর্কশ বাক্য বলিয়া গদাদ্বারা ভগবানের মস্তকে আঘাত করতঃ সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া নিজ কৌমোদকী-গদাদ্বারা দন্তবক্রের বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন। সেই প্রচণ্ড আঘাতে দন্তবক্রের হৃদয় ভগ্ন হইল। তখন সে রক্তবমন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইয়া দেহ ত্যাগ করিল। অনন্তর শিশুপালবধের ন্যায় দন্তবক্রের বধেও তাহার দেহ হইতে সূক্ষ্মতর বিচিত্র তেজঃ নির্গত হইয়া সর্ব্বভূতের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের দেহে প্রবিষ্ট হইল।

দন্তবক্রের বধের পর তাহার ভ্রাতা বিদূরথও ভ্রাতৃশোকে অভিভূত হইয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শ্রীকৃষ্ণকে বধ (?) করিবার নিমিত্ত অসিহস্তে তথায় উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুরধার চক্রের দ্বারা বিদূরথের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

দন্তবক্রবধ-প্রসঙ্গ পদ্মপুরাণে বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। তাহাতে দেখা যায়—দন্তবক্র শিশুপালের বিনাশবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য মথুরায় উপস্থিত হয়। কৃষ্ণও তাহা শ্রবণ করিয়া রথারোহণে মথুরায় আগমন করেন। মথুরার দ্বারে দন্তবক্র ও কৃষ্ণের অহোরাত্র যুদ্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ গদার আঘাতে দন্তবক্রের সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া তাহাকে ধরাশায়ী ও বিনাশ করেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৭৮।১৬ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—"শাল্ববধের পরে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রবেশ না করিয়াই রথে আরূঢ় থাকিয়া তৎক্ষণাৎই মথুরার নিকটে দন্তবক্রকে দেখিতে পাইলেন এইজন্য অদ্যাপি মথুরায় দ্বারকার দিগভিমুখী দ্বারস্থানে 'দন্তবক্র হা' এই সংস্কৃত শব্দের অনুগ লৌকিক ভাষায় 'দতিহা' নামে বজ্রের স্থাপিত এক গ্রাম দৃষ্ট হয়। পদ্মপুরাণে এইরূপ গদ্য বাক্য আছে,—শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় দন্তবক্রকে বধ করিবার পর যমুনা পার হইয়া নন্দ ব্রজে আগমন করেন। সেখানে উৎকণ্ঠিত নন্দ যশোদাকে অভিবাদন এবং আশ্বাসাদি প্রদান করেন। বিরহকাতর মাতাপিতা শ্রীকৃষ্ণকে অশ্রুসেকের সহিত স্নেহালিঙ্গন করেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ গোপগণকে প্রণাম এবং বহু বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা তাঁহাদিগের সন্তর্পণ করেন। যমুনার পুণ্যবৃক্ষপূর্ণ রম্য পুলিনে কেশব গোপনারীগণের সহিত অহর্নিশ ক্রীড়া করেন। এখানে গোপ-বেশধর শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্র প্রেমরসের সহিত রম্য কেলিসুখে দুই মাসকাল বাস করিয়াছিলেন। অনন্তর এখানকার শ্রীনন্দ-গোপাদি সকলেই শ্রীবাসুদেবের প্রসাদে পুত্রপরিজনের সহিত দেবরূপে বিমানে আরোহণপূর্ব্বক পরম বৈকুণ্ঠলোক লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ নন্দ-গোপাদি ব্রজবাসিগণকে পরমসুখদ নিজপদ দান করিয়া স্বর্গস্থ দেবগণের দ্বারা সংস্তুত হইয়া দ্বারকায় প্রবেশ করেন।

বৈকুণ্ঠের দ্বারী ভগবৎপার্ষদ জয়-বিজয়ই কৃষ্ণেচ্ছায় এ জগতে আসিয়া সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর—এই তিন যুগে হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্য-কশিপু, রাবণ-কুম্ভকর্ণ ও শিশুপাল দন্তবক্র-রূপে ভগবল্লীলার পুষ্টি করিয়াছিলেন। শুনা যায়, কোন কোন স্থলে শ্রীভগবান্ স্বেচ্ছা-বশতঃ সাযুজ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে লীলার জন্য নিজ শ্রীঅঙ্গ হইতে বাহিরেও নিষ্কাসিত করেন এবং পুনরায় পার্ষদরূপে সংযোজিত করিয়া থাকেন। সেইরূপ শিশুপাল-দন্তবক্র সাযুজ্যমুক্তি প্রাপ্ত হইয়াও পুনরায় পার্ষদত্ব লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

বৈরানুবন্ধতীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুতসাত্মতাম্
নীতৌ পুনর্হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতুর্বিষ্ণুপার্ষদৌ
(ভাঃ ৭।১।৪৭)

সেই দুইজন (দন্তবক্র ও শিশুপাল) বৈরানুবন্ধজনিত অর্থাৎ অভিনিবেশের সহিত শত্রুতাজাত তীব্র ধ্যানের দ্বারা অচ্যুতে সাযুজ্যপ্রাপ্ত হন। পুনরায় শ্রীহরির পার্শ্বে নীত হইয়া তাঁহারা বিষ্ণুর পার্ষদ হইয়াছিলেন।

এই সাযুজ্যমুক্তি ভক্তের কাম্য নয়। সাযুজ্য দূরের কথা, অন্যান্য চতুর্ব্বিধ মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও তাঁহাদের নাই। তাঁহারা কেবল সেবা-প্রার্থী।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::[•]::——

'হরি'-শব্দে মশুরের ডাল, সিংহ ইত্যাদি কোষোক্ত শব্দ ক'র্‌লে হ'বে না। "হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ"। শ্রীনৃসিংহ-মৎস্যাদিকে 'হরি' বলাই সঙ্গত। তা'দিগকে হরি ব'ললে ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের মল দূর হয়।

পুরুষের অর্থ—'প্রেমা'। মায়িক জগতের চিন্তাস্রোত, বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা নিয়ে যাঁ'রা ব্যস্ত, তাঁদের অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞানপন্থী সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ বিচারমাত্র পরমপুরুষার্থ নহে। পরমপুরুষার্থ বাস্তব, তাহা নশ্বর অবাস্তব ছায়াবাজী নয়। জড়জগতের দাম্পত্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম ইত্যাদি চিন্তাস্রোতে আবদ্ধ থাকা 'প্রেম'শব্দের লক্ষ্যীভূত বস্তু নয়, অখিলরসামৃতমূর্ত্তি 'ভগবদ্বস্তুর প্রীতি আকর্ষণ করাই প্রেম'।

ভাগবত শ্রবণ ক'রে নিজে পাঠ ক'র্‌তে হ'বে। অমুকে পাঠ ক'র্‌বে, আমি শু'নে কিছু পুণ্য সঞ্চয় ক'রবো, তা' নয়। শ্রীমদ্-ভাগবত অমল প্রমাণ। ইহাতে মলযুক্ত কথা প্রবেশ ক'রে পুরাণ হ'য়েছে, তা' নয়। ইহা বিষ্ণুভক্তের প্রিয়। জগতে অন্য কোন বস্তু তাঁ'দের প্রিয় নয়। শ্রীমদ্ভাগবতের আনুগত্যে বেদশাস্ত্র আলোচনা ক'র্‌তে হ'বে। ঈশ-কেনকঠাদি শ্রুতিসকল ব্রাহ্মণ-সংহিতাদি, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, জ্যোতিষাদি বেদাঙ্গ আলোচনা করা যা'বে—যদি ভগবান্ স্মরণ-পথে আসেন, নচেৎ সব অপরা বিদ্যা হ'য়ে যা'বে।

সমস্ত মনুষ্যজাতির চিন্তাস্রোতের জ্ঞান দ্বারা ভাগবত বিদিত হন না। তাহাতে অমলজ্ঞানের কথা আছে। ভগবানের সেবা ব্যতীত কিছু ক'র্‌ব না। ভক্তিতে, যদি নির্ব্বিশেষ রাহিত্য এসে যায়, তা'হ'লে চিৎসাহিত্য হ'ল না। অজ্ঞব্যক্তি যে ভক্তি করেন, তা'র কথা ভাগবতে বলেন নাই সর্ব্বাপেক্ষা সুচতুর ব্যক্তির যে সেব্যের উপলব্ধি, তাহাই ভক্তি। যিনি কৃষ্ণে আসক্ত, তিনি কৃষ্ণেতর পদার্থে বিরাগযুক্ত কিন্তু কোন জিনিষ প্রাপঞ্চিকবিচারে ছেড়ে দেন না। যেকাল পর্য্যন্ত না জ্ঞানবৈরাগ্য যুক্ত ভক্তি উদিত হ'বে, ততদিন কর্ম্মাগ্রহিতা যা'বে না। ভগবদিতর বস্তুর সেবাকে 'ভক্তি' বলে না। যে পরিমাণে ভক্তি হ'বে, সেই পরিমাণে জ্ঞানবৈরাগ্য স্বতই উদিত হ'বে। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষপ্রার্থী কপটতাযুক্ত। শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্বর্গাভিলাষীর পাঠ্য নহেন। তাহা পঞ্চমবর্গের সৌন্দর্য্যদর্শনে লোলুপ ব্যক্তির পাঠ্য। ভক্তির দ্বারা তা'র আলোচনা হ'বে। নচেৎ ভোগীর অনুভূতি আমাদের বিপন্ন ক'র্‌বে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ক'র্‌লে সেই বস্তুর অনুসন্ধান পাওয়া যায়। ব্রহ্মাবরুণেন্দ্রাদিও তাঁ'র অন্ত পান না। আর

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। দ্বাদশরসে তাঁ'র সেবা হ'য়ে থাকে-তাঁ'র অবতারগণ পূর্ণ-রসের সেবা নন; যিনি তাঁ'র সেবা করেন তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

আমাদের স্বার্থের হানি বা কামনার অতৃপ্তিতে ক্রোধের উদয় হয়। সেটা কখনও ব্যক্তভাবে, কখনও অব্যক্তভাবে প্রকাশিত হয়। আমার রাগ হ'য়েছে, কিন্তু আমি স্বরূপভাবে অথবা কপটতা ক'রে সেটা প্রকাশ ক'র্‌ছি না, সেটা অন্তরে অন্তরে পোষণ ক'র্‌ছি—এটা হ'চ্ছে অব্যক্ত রাগেরই অভিব্যক্তি। আর রাগটা চেপে না রেখে সঙ্গে সঙ্গেই তা'র প্রতিশোধ গ্রহণের যে চেষ্টা, তাহাই ব্যক্ত রাগবিশেষ। কেউ আমাদের স্বার্থে বাধা দিলে তা'কে ব্যতিরেকভাবে সমুচিত শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে অনেক সময় আমরা সুযোগাপেক্ষায় রাগ পোষণ করি। আমাদের প্রধান শত্রু ষড় রিপুর অন্যতম এই ক্রোধটি জয় ক'র্‌বার জন্য চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণে বাধা হইলেই যদি আমরা ক্রোধ প্রকাশ করি, তা' হ'লে তা'তে আমরা আমাদের কৃষ্ণদাস্য ভুলে ক্রোধের দাস হ'য়ে প'ড়্‌ব।

ভক্তদ্বেষী জনের প্রতি ক্রোধ ক'র্‌তে হ'বে, সেটি ভজনের অঙ্গবিশেষ। তা' না করাটাই অন্যায়। ভক্তদ্বেষী কে, এটার বিচার প্রথমেই করা দরকার। পরমানন্দময় সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীভগবানের সেবা যা'রা করে না, তা'রা নিজের মঙ্গল ত' করেই না, পরন্তু কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-বিদ্বেষদ্বারা নিজের অমঙ্গলকে আহ্বান করে, এমন যে সকল ব্যক্তি, তা'রাই কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তবিদ্বেষী। তা'দের প্রতি দয়া দেখা'তে হ'বে না। সেই অকৃষ্ণের উপাসনমত্ত ব্যক্তিগণের প্রতি উপেক্ষা বা ক্রোধ প্রদর্শন ক'র্‌তে হ'বে। কিন্তু আমিই ভক্ত-বিদ্বেষী কি না, সেইটাই এখন আলোচনার বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমি কৃষ্ণসেবা ক'র্‌ছি, বা কৃষ্ণসেবার ভাণ করে ব্যতিরেক-ভাবে কৃষ্ণের বিদ্বেষ ক'র্‌বার জন্য চেষ্টা ক'র্‌ছি, কৃষ্ণের প্রতি আমার কতটুকু অনুরাগ, আমি কৃষ্ণের ভোগ্য জিনিষ কৃষ্ণকে ফাঁকি দিয়ে ভোগ ক'র্‌তে যা'চ্ছি কিনা, সেটা পরীক্ষা করা দরকার। আমি দে'খ্‌ছি, আমার ভোগলোলুপ দেহ একজন ভয়ানক কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-বিদ্বেষী। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণপাদপদ্ম চিন্তা ও তাহার সুখ চিন্তা না ক'রে আমি নিজসুখ, পরানন্দ, পরচর্চ্চা ও লোকের ছিদ্রান্বেষণে ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছি। আমি আমার নিজের দিকে একেবারেই তাকা'চ্ছি না। এতবড় ভক্ত-বিদ্বেষী আমি, প্রথমেই আমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ ক'র্‌তে হ'বে। প্রাতঃকাল থেকে নিদ্রাকাল পর্য্যন্ত এবং নিদ্রাবস্থায়ও ভক্তবিদ্বেষী আমাকে জুতা মেরে সর্ব্বক্ষণই ক্রোধ দে'খাতে হ'বে—নিজেকে পবিত্র ক'র্‌তে হ'বে—নিজে যা'তে আদর্শচরিত্র হয়ে মঙ্গল লাভ ক'র্‌তে পারি, নিজে যা'তে নিষ্কপটে সর্ব্বক্ষণ গুরুবৈষ্ণব-সেবা ক'র্‌তে পারি, তজ্জন্য সচেষ্ট হ'তে হ'বে, তবেই মঙ্গল। সকলেই হরিভজন ক'র্‌ছেন, আমার হরিভজন হ'ল না—এই মুহূর্ত্তেই ম'রে যে'তে পারি—সর্ব্বক্ষণ এইসকল কথায় মনোযোগ দিতে হ'বে। প্রাণে নিজের মঙ্গলের জন্য নিজের দুষ্প্রবৃত্তিগুলির প্রতি, কৃষ্ণভজনের প্রতিবন্ধক লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠাদি কুটিনাটির প্রতি ক্রোধপ্রকাশ ক'রে তা'দের দমন ক'রতে হ'বে। আমার নিজের দিক্‌টা আগে দেখা দরকার। তা' না হ'লে অমঙ্গল এসে যা'বে। তারপর আমি ব্যতীত যা'রা আমার দেহসম্বন্ধীয় আত্মীয়স্বজন, যা'রা গুরুবিদ্বেষ বা কৃষ্ণকার্ষ্ণ-বিদ্বেষ ক'র্‌ছে এবং লোকগুরু সাজিয়া আমাকে মায়ার দিকে আকর্ষণ করা'চ্ছে, তা'দের প্রতি ক্রোধ দেখা'তে হ'বে।

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব

—— ::(*):: ——

শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ৪ঠা কার্ত্তিক, ২১শে অক্টোবর, মঙ্গলবার পরমারাধ্যতম আচার্য্যবর্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের অহৈতুক কৃপাশীর্ব্বাদ এবং গৌড়ীয় মিশনের গভর্ণিংবডির সেবোদ্যোগে ও ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রগণ্য শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের পরিচালনায় কলিকাতা-বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব নিরন্তর হরিকীর্ত্তনমুখে অপূর্ব্ব সাফল্য ও সুশৃঙ্খলার সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। অন্নকূট মহোৎসবটী শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশমত উষঃকালে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজিউর মঙ্গলারাত্রিকের পর মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণ শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, শ্রীগুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব, মহাজন-পদ ও শ্রীদামোদরাষ্টক-গীতি কীর্ত্তন করিলে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রীপ্রভু "শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতম্" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। 'উদিল অরুণ পূরব ভাগে', "শুদ্ধভকত-চরণ-রেণু" প্রভৃতি উষঃকীর্ত্তন ও মহামন্ত্র-কীর্ত্তনসহ শ্রীমন্দির-পরিক্রমা হয়। পরিক্রমার পর শ্রীসারস্বত-শ্রবণসদনে ১২॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত 'গীতাবলী' হইতে শিক্ষাষ্টক, নামাষ্টক ও 'শরণাগতি' হইতে ষড়ঙ্গ শরণাগতিবিষয়ক গীতি সুমধুর স্বরে উচ্চকণ্ঠে গীত হইলে পর শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গবিনোদানন্দজীউর ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন হয়। অতঃপর শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-বিরচিত "শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন বাস-প্রার্থনা-দশকম্" সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে গীত হইলে শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ দৈন্যোক্তি ও আবেগের সহিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ-প্রকটিত শ্রীগোপালদেবের অন্নকূট-মহোৎসব, শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ ও শ্রীগোপালদেবের পরস্পর প্রীতি এবং রেমুণার ক্ষীর চোরা গোপীনাথ প্রসঙ্গ প্রায় ১॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। নাটমন্দিরে পূর্ব্ব হইতে শত শত নরনারী অন্নকূট-মহোৎসব ও শ্রীবিগ্রহগণের ভোগারাত্রিক-দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত থাকিলেও সকলে নিঃশব্দে ও মনোযোগের সহিত শ্রীঅন্নকূট-প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠের পর শ্রীমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন হইলে সকলে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দজীউর অপূর্ব্ব শৃঙ্গার, বিপুল অন্নকূট ও বিচিত্র সেবোপকরণ দর্শন-সৌভাগ্য লাভে ধন্য হন। পরে শ্রীনাম মহামন্ত্র ও "যশোমতীনন্দন ব্রজবর-নাগর" গীতি কীর্ত্তনের সহিত শ্রীবিগ্রহের মধ্যাহ্ন-ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তন হয়। ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনকালে উচ্চসংকীর্ত্তন-রোল ও মৃদঙ্গ করতাল ধ্বনি দিগন্ত মুখরিত করিতেছিল। সহস্রাধিক প্রকারের সেবোপকরণ শ্রীঅন্নকূট-ভোগের সৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়াছিল। ভারতবর্ষের সুদূর প্রদেশসমূহ হইতেও নানা প্রকারের সেবো-পকরণ আসিয়াছিল। মধ্যাহ্ন হইতে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত অগণিত জনস্রোতঃ শ্রীবিগ্রহ ও অন্নকূট-মহোৎসব দর্শন এবং শ্রীমহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইয়াছিলেন। মধ্যাহ্ন ভোগা-রাত্রিকের পর শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ স্বহস্তে গো-পূজা করেন এবং গো-গণকে মহাপ্রসাদ ভোজন করান।

সন্ধ্যারাত্রিক ও বন্দনাদির পর শ্রীপাদ সংকীর্ত্তনদাসাধিকারী প্রভু মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। অতঃপর পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ২৪শ অঃ গোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূটমহোৎসব-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রোতৃবৃন্দ আগ্রহে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন। পাঠের পর মহাজনপদ ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। অনন্তর বহু ব্যক্তিকে অন্নকূটের বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তি শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ ও বৈষ্ণবগণের নিকট বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া ধন্য হন। অন্নকূট মহোৎসব-উপলক্ষে অনেক দূরদেশ হইতে গৃহস্থ ভক্তগণ আসিয়াছিলেন। অনেক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলা অন্নকূট ও শ্রীবিগ্রহদর্শনে তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন।

দর্শনার্থী ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্ এ প্রমুখ মহোদয়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ কন্ট্রাক্টর, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সিংহ (শালকাটী), ডাঃ শ্রীযুক্ত কালীপদ দাস এম্ বি, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সেন প্রভৃতি কয়েকজনের নাম প্রদত্ত হইল। গৌড়ীয়মঠ-সেবক শ্রীপাদ ভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ [illegible] দাসাধিকারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণভূষণ ব্রহ্মচারী [illegible], শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী প্রমুখ বৈষ্ণবগণ অক্লান্তভাবে সেবা করেন।

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে

গত ২১শে অক্টোবর, ৪ঠা কার্ত্তিক (১৩৪৮), [illegible] শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট-মহামহোৎসব শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ গৌড়ীয় সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক পরমহংসকুল-চূড়ামণি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদে ও আচার্য্যদেবের [illegible] অনুষ্ঠিত শাখা [illegible] বারাণসীস্থ শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে শ্রীমঠবাসী ভক্তগণ প্রত্যূষে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিকের পর পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা বিষয়ে উপদেশ ও শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টকাদি গৌড়ীয় হইতে পাঠ ও শ্রীগুরুবর্গ-বৈষ্ণব-কৃপাপ্রার্থনা-সূচক মহাজনপদাবলী গান পর্য্যন্ত কীর্ত্তিত হয়। তৎপরে ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত ও গৌড়ীয় হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজার তাৎপর্য্য ও মাহাত্ম্য তত্ত্ব পাঠ ও ব্যাখ্যা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

তদনন্তর দিবা ১১টা হইতে শ্রীমদ্-ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে গোবর্দ্ধনপূজা-মাহাত্ম্য ও এই পূজার অধিকারী কে, কি প্রকারে এই গোবর্দ্ধন পূজার যোগ্যতা লাভ করা যায়, এই পূজার সহিত কর্ম্মকাণ্ডী পৌত্তলিকের তথাকথিত পূজার পার্থক্য কি, শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ কৃপা করিয়া ভক্তের ভক্ত্যুপহৃত সেবোপকরণ কৃপা করিয়া কিরূপে গ্রহণ করেন, কর্ম্মীর পূজার সহিত [illegible] পূজার [illegible] সম্বন্ধে [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] শ্রীগোবর্দ্ধন সম্বন্ধে [illegible] করা হইয়াছিল।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷৷০	৷৵০	৷৵০	
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০		
" " সিকি কলম	৪৲		৩৲	
" " অর্দ্ধ কলম	৭৲		৬৲	
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬০৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ১৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ মহাশয়ের সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ মহাশয়ের সম্পাদিত বাংলা মাসিক পত্র। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উড়িয়া পাক্ষিক। কটক শ্রীভক্তিসদনমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনগণের গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অমূল্য রত্ন-সম্ভার। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকল ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার যৌক্তিকতা পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

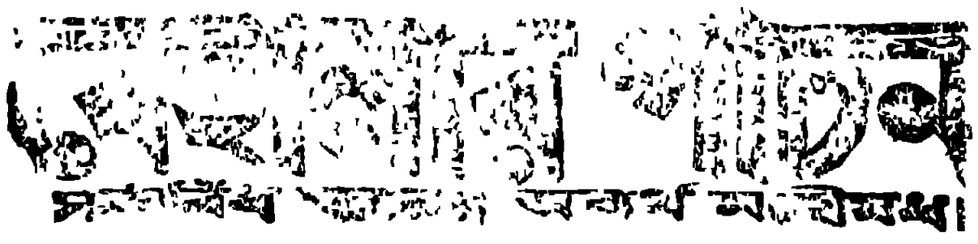

মালেরিয়া, কালাজ্বর ও ডেঙ্গু জ্বরের একমাত্র উপায় ম্যালেরিয়া-অরিষ্ট। ইহার কাটতি দেখিয়াই ইহার কার্য্যকারিতা অনুমেয়। ইহার গুণে সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৵০ বড় আনা, ৫৲ সাইজ ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা, পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

জন স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত কার্য্যাবলী

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনা মহকুমার যে সকল অঞ্চলে ইতঃপূর্ব্বেই পানীয় জলের অভাব দেখা দিয়াছে, সেই সকল স্থানে ৫৫টি নলকূপ খনন করিবার নিমিত্ত বাঙ্গলা সরকার অতিরিক্ত ভাবে ৫,৫০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। যাহাতে অতি সত্বর এই অসুবিধার উপশম হয়, তজ্জন্য স্থির করা হইয়াছে যে সাব্‌ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার সরকারের মনোনীত কোন প্রতিষ্ঠানের মারফৎ যথাসম্ভব স্বল্প মূল্যে নলকূপ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিবেন অতিরিক্ত নিম্নলিখিত কতকগুলি চুক্তিতে এই সুবিধা প্রদান করা হইতেছে :—

এই মহকুমার জন্য ব্যাপকভাবে পল্লী অঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে, যতদূর সম্ভব এই নলকূপ তাহার সহিত সমন্বয় রক্ষা করিয়া চলিবে এবং বর্দ্ধমান জেলা বোর্ডকে প্রস্তাবিত এই নলকূপের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় বহন করিতে হইবে।

চলতি আর্থিক বৎসরে জনস্বাস্থ্য বিভাগের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শিক্ষা এবং প্রচার কার্য্য পরিচালনার নিমিত্ত যথাক্রমে ৭৫৲ এবং ১০০৲ টাকা মাসিক মাহিয়ানাতে একজন কার্টুনের সম্পাদক ও একজন চিত্র-শিল্পীর পদ বজায় রাখার প্রস্তাব গভর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছেন।

উপরোক্ত পরিকল্পনার জিনযন্ত্র ও প্রাচীরপত্র ইত্যাদির ব্যয়ভার গভর্ণমেণ্ট স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন।

উপরোক্ত পরিকল্পনা-অনুসারে একটি সাপ্তাহিক স্বাস্থ্যবিষয়ক পত্রিকার মুদ্রণ-ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সরকার ৩,৩২৮৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

ইটালীতে ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তোষ

ডেলী টেলীগ্রাফের কায়রোস্থিত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন : দুইটি কারণে ইটালীতে চরম অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমতঃ আবিসিনিয়া সৈন্যের ঘাঁটীতে পুরণের জন্য জার্ম্মাণী ইটালীর নিকট হইতে সৈন্য দাবী করায় মুসোলিনী বুঝিয়াছেন যে, ইটালী বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে জার্ম্মাণী আর তাহার উদ্ধারে আসিতে পারিবে না এবং জার্ম্মাণীর বন্ধুত্ব লাভজনক না হইয়া ক্রমেই লোকসানের হইয়া উঠিবে। দ্বিতীয়তঃ আগষ্ট মাসের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইবে, এই আশ্বাস দিয়াই ইটালীয় জনসাধারণের উৎসাহ বজায় রাখা হইয়াছিল কিন্তু সেপ্টেম্বরও পার হইয়া গেল, অথচ শান্তি স্থাপিত হইবার লক্ষণ দেখা যায় নাই। জনসাধারণকে আবার শীতকালীন যুদ্ধের সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। কত ইটালীয় সৈন্যকে যে রাশিয়ার তুষারের মধ্যে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে তাহারও ঠিক নাই।

কায়রোর স্বাধীন ইটালীয়দের ধারণা এই যে, রাজপরিবার বা মার্শাল বোদাগ্লিয়োর হস্তক্ষেপের ফলে ইটালীর বর্ত্তমান নীতির পরিবর্ত্তনের বিশেষ সম্ভাবনা নাই।

পটকা বাজীতে নিহত

গত ১৮ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় কুষ্টিয়া মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের পেসকার শ্রীযুক্ত অজয় কুমার আচার্য্যের ভ্রাতা অজিত আচার্য্য (১৭) পটকা ফাটিয়া গুরুতররূপে জখম হইয়াছে। পুলিশের নিকট প্রদত্ত এজাহার জবানবন্দী হইতে জানা যায় যে ঐ দিন সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় তাহাদের বাড়ীতে সে যখন কতকগুলি পটকা লইয়া নাড়িতেছিল তখন চাপ লাগিয়া হঠাৎ একটি পটকা ফাটিয়া যায়। ফলে তাহার বাম হাতের তালুর এবং কয়েকটি আঙ্গুলের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে বাম হাত এবং বুকের কয়েক স্থানেও আঘাত পাইয়াছে। তাহাকে তৎক্ষণাৎ সরকারী হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। তাহার বাম হাতের [illegible] কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছে এবং হাতের তালু ও আঙ্গুলগুলি সেলাই করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ঢাকায় পুনরায় দাঙ্গা

কয়েকদিন সাম্প্রদায়িক অবস্থা শান্ত থাকিবার পর গত ২২শে অক্টোবর রাত্রে পুনরায় অশান্তির সূত্রপাত হইয়াছে। ঐ দিন রাত্রি অনুমান ১০ ঘটিকার সময় সূত্রাপুর অঞ্চলে ছোরার আঘাতে একজন নিহত হইয়াছে।

অনেকদিন পরে ঐ দিন সিনেমাগুলি খুলিয়াছিল। এই সংবাদ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঐগুলি বন্ধ হইয়া যায়।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে সার আবিষ্কার

রাশিয়া হইতে প্রেরিত সংবাদে জানা যায়, সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকগণ এক নূতন রকমের 'সার' আবিষ্কার করিয়াছেন। ম্যাগ্নেসিয়াম সল্ট হইতে এই 'সার' প্রস্তুত করা হইবে ও ইহা ব্যবহারে শতকরা ৩০ হইতে ৪০ ভাগ বেশী শস্য উৎপন্ন হইবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী- সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সদ্যস্থ কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিকাশিনী-টীকা ও আস্বাদন ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যান্বেষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ২৫ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৫ | ৩০শে কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৩০শে অক্টোবর, ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার | ১৮৮ ৮৯ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ দামোদর, ভৃতাদি কার্ত্তিকাদিশারী গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীল গৌরকিশোরপ্রভু

——::(০)::——

আজ শ্রীউত্থানৈকাদশীর উপবাস ও আমাদের পরমগুরুদেব পরমহংসকুলচূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী ঠাকুরের বিরহতিথিবাসর। এতদুপলক্ষে আজ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে ও অন্যান্য শাখামঠসমূহে—গৌড়মণ্ডল, ব্রজমণ্ডল ও ক্ষেত্রমণ্ডলে শ্রীল গৌরকিশোরের নিজজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে বিরহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে।

বাংলা ১৩২২ সালের ৩০শে কার্ত্তিক, ইংরাজী ১৯১৫ সালের ১৬ই নভেম্বর রাত্রির শেষভাগে অর্থাৎ উত্থানৈকাদশীতিথির ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে চাতুর্ম্মাস্যাবসানে কার্ত্তিকদেবতা শ্রীবৃকভানুদয়িতা শ্রীরাধার নিজজন শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরপ্রভু তাঁহার ঈশ্বরী শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর নিত্যসেবার জন্য নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

এ জগতের আকর্ষণ-বিকর্ষণ বা সংযোগ বিয়োগের মধ্যে থাকাকালে গুরুবর্গের অপ্রাকৃত বিরহ উপলব্ধির বিষয় হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া একান্তভাবে তাঁহার কৃষ্ণানুসন্ধানপরা চিত্তবৃত্তির অনুসরণ করিলে শ্রীগুরুকৃপায় এই অপ্রাকৃত বিরহের অনুভূতি হয়। এই বিরহের ন্যায় এত আকর্ষণ আর অন্য কোন কিছুতে হয় না। সাক্ষাৎ চেতনে চেতনে আকর্ষণ হইতে এই বিরহাগ্নি হৃদয়ে উদ্দীপিত হয়। জড়ে জড়ে আকর্ষণ যেখানে, সেখানে বিরহময় প্রেমের কোন কথা নাই। কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-বিরহী আপনাকে দীন বলিয়া জানেন। কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-বিরহরূপ ধনই তাঁহার অলঙ্কার। বিরহকাতর ভক্তগণ বিরহদৈন্যে দুঃখিত হইয়া অনুক্ষণ কীর্ত্তন-ক্রন্দন করেন। এই ভক্তগণের অগ্রণী শ্রীগুরুদেব ও তদনুগ বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণধূলি লাভ করিতে পারিলে বিরহ আমাদের হৃদয়ে স্থান পাইয়া আমাদিগকে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণের জন্য ব্যাকুল করিবে। এই বিরহই ভজন। বিরহকাতর ভক্তগণ অনুক্ষণ কৃষ্ণ-কার্ষ্ণকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও আলোচনায় রত। ভক্তের বিরহব্যথা প্রতি ঘণ্টা, প্রতি মিনিট ও প্রতি সেকেণ্ডে যাহার যত উপলব্ধি হয়, তিনি ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের সাক্ষাৎ সেবা ততটা উপলব্ধি করিতে পারেন। কৃষ্ণ-কার্ষ্ণের বিরহ যেখানে নাই, সেখানে ভক্তিরও কোন কথা নাই।

সম্ভোগমদমত্ত আমাদিগকে অমায়ায় কৃপা করিবার জন্য আজ এই পরমপবিত্রা বিরহতিথি সমাগতা হইয়াছেন। এই অপ্রাকৃত বিরহের এক কণা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করুক — ইহাই শ্রীগুরুবর্গের শ্রীচরণে আমাদের কাতর প্রার্থনা।

আজ যাঁহার বিরহবাসর, আমরা কি জানি, সেই শ্রীল গৌরকিশোরপ্রভু কে? তিনি যে-সে বস্তু নহেন। শ্রীরাধাগোবিন্দ যাঁহার প্রেমবাধ্য, যাঁহার সেবার মাধুর্য্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের নয়ন-মন মুগ্ধ ও আকৃষ্ট, যাঁহার হৃদয় শ্রীরাধাগোবিন্দের এত ঘনিষ্ঠ সেবক আর কেহ নাই, যিনি অনুক্ষণ নবনবায়মান সেবাদ্বারা সর্ব্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকেন, সেই নিত্যসিদ্ধ গৌরপার্ষদ, শ্রীরাধার নিজজনই আমাদের নিত্যোপাস্য আমাদের পরম গুরুদেব শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু। তিনি জগদ্গুরু। তাঁহার কৃপায় আমরা আমাদের একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে আমাদের নিত্যপ্রভুরূপে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি। তাই আজ আমরা শ্রীগৌরকিশোর পাদপদ্মে লাভের জন্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে কাতর প্রার্থনা জানাইতেছি।

আমাদের পরমগুরুদেব শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু যে-সে ভক্ত নহেন, তিনি ভগবানের স্বরূপশক্তি—কৃপাপুরুষবর। তিনি অবতার, তিনি মর্ত্ত্য নহেন,—তিনি অমর বস্তু—নিত্যবস্তু। তিনি ক্ষণবিধ্বংসী রক্তমাংসের পিণ্ডমাত্র নহেন,—তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। তিনি লীলাপুরুষোত্তমের লীলার নিত্যসঙ্গী। আমরা তাঁহার অযোগ্য কিঙ্করানুকিঙ্কর। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ নিত্য, জগদ্গুরু শ্রীগৌরকিশোরপ্রভুও সেইরূপ নিত্য। তিনি শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ। আমরা বদ্ধজীব, আর তিনি প্রভুতত্ত্ব তিনি শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ—আশ্রয়বিগ্রহ। তিনি নিত্য, তাঁহার সেবক নিত্য ও তাঁহার সেবা নিত্য। তিনি শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তি। তাঁহার কৃপা কর্ষণের মধ্যে পড়িতে পারিলে কৃষ্ণসাক্ষাৎকার অবশ্যম্ভাবী। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম যখনই আশ্রয় করা যায়, তাঁহার আশ্রিত অভিমান যখনই আমাদের হৃদয়ে স্থান পায়, তখনই বাস্তব সত্য আমাদের করায়ত্ত হয়। তিনি এত বড়! আমরা ছোট, আর ভগবান্ বড়, 'ছোট'ত 'বড়'র সেবক। 'বড়'র সেবা ছাড়া 'ছোট'র আর অন্য কোন কার্য্য নাই। এই 'বড়'র সেবা যিনি 'ছোট'কে দিতে পারেন, এই 'বড়' যাঁহার প্রেমাধীন, সেই শ্রীল গৌরকিশোরপ্রভু যে কত বড়, তাহা কি কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে? গুরুসেবার ন্যায় পরমমঙ্গলপ্রদ কার্য্য আর নাই। বিশ্বের প্রতি অণুপরমাণুতে গুরুর সম্বন্ধ পরিস্ফুট। ভগবদারাধনা অপেক্ষা গুরুপাদপদ্মের সেবা বড়—এই প্রতীতি সুদৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের প্রকৃত সৎসঙ্গ বা সদ্গুরুচরণাশ্রয় হয় না। দুর্ভাগ্য আমরা সে বাস্তববস্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্ধান পাইয়াও এইরূপ বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলাম না, তাঁহার মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্ব আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইল না, তাঁহার বৃন্দাবনসদৃশ শুদ্ধহৃদয়ই যে শ্রীকৃষ্ণবসতি— কৃষ্ণমন্দির, তিনিই যে সাক্ষাৎ শ্রীধাম, তৎপাদপদ্মেই যে সর্ব্বতীর্থ ও সমস্ত শ্রী আশ্রিত, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না, এমনই আমাদের দুর্দ্দৈব! এইরূপ দুর্দ্দৈবের মধ্যেও তাঁহার কৃপাই একমাত্র 'আশাভরসা'। তবে আমরা যেন তৎকৃপাভিখারী হইয়া তচ্চরণে শরণাগত থাকিতে পারি—ইহাই আমাদের সকাতর প্রার্থনা। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

অন্য আশা নাহি মোর তব পাদপদ্ম তাঁর
ছাড়িবার যোগ্য নাহি হয়।
তব পদাশ্রয়ে নাথ করে সেই দিনপাত,
তব পদে তাহার অভয়॥
গুরুপাদী শিশুজন, মাতা ছাড়ে কোনক্ষণ,
শিশু কভু নাহি ছাড়ে মায়।
যেহেতু তাহার আর, এ ভীষণ ধরিবার,
মাতা বিনা নাহিক উপায়॥

এ ভকতিবিনোদ কয়, তুমি ছাড় দয়াময়,
দেখিয়া আমার দোষগণ।
আমি ত' ছাড়িতে নারি,
তোমা বিনা নাহি পারি,
কখন ধরিতে এ জীবন ॥
(শ্রীগীতমালা)

শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্বপ্রকাশ-বস্তু। কর্তৃত্বাভিমানী ব্যক্তি তাঁহার সন্ধান পায় না। তিনি আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর কবল হইতে—পুরুষাভিমানরূপ সংসার হইতে রক্ষা করেন। তিনি ব্যতীত অন্য কেহ সংসার হইতে উদ্ধার করিতে পারেন না। তাঁহার মত দয়াল আর কেহ নাই। তিনি আমাদের একমাত্র বান্ধব। তিনি বিভুবস্তু। যেকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে মাপিয়া লইবার দুর্বুদ্ধি বা তর্কস্পৃহা থাকিবে, সেকাল পর্য্যন্ত তাঁহার দর্শনলাভ ঘটিবে না। তিনি আমার জন্য কৃপাপূর্ব্বক আমায় যে ব্যবস্থা করেন, তাহা নতশিরে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য—ইহাই শরণাগতের বিচার। যেখানে এইরূপ শরণাগতি নাই, সেখানে গুরুসেবাও নাই। আর যেখানে গুরুসেবা বা সাধুসঙ্গ নাই, সেখানে কৃষ্ণানুভূতিও অসম্ভব। শরণাগত শিষ্য অনুক্ষণ কৃষ্ণানুশীলনে ব্যস্ত। কৃষ্ণসম্বন্ধী বা কৃষ্ণার্থে অনুশীলনই কৃষ্ণানুশীলন। অনু অর্থাৎ মুহুর্মুহু,—যাহার বিরতি নাই অথচ নবনবায়মান। ইহাই অনুশীলনের স্বরূপ-লক্ষণ। এই অনুশীলন একমাত্র কৃষ্ণভক্ত ও কৃষ্ণের কৃপার দ্বারাই লভ্য। ইহা স্বরূপ-শক্তিবৃত্তিরূপ, স্বয়ং অপ্রাকৃত হইয়াও কায়িক, বাচিক ও মানসিক বৃত্তির অপ্রাকৃতত্বে সাধুগুরু-কৃপায় আবির্ভূত হয়। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। অনুশীলন-শব্দে 'অনুক্ষণ সেবা' বুঝায়। অনু-শব্দে—পশ্চাৎ পশ্চাৎ অর্থাৎ ব্যবধান-রহিত। 'শীল'-ধাতুর অর্থ—একান্ত প্রবৃত্ত হওয়া। অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনে অন্যাভিলাষ আদৌ নাই।" এই অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন যে চিচ্ছক্তির কৃপায় লাভ হয়, সেই শ্রীগৌরনিজজন হইতেছেন আমাদের পরম-গুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু।

শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু সর্ব্বক্ষণ অধোক্ষজ-সেবাবিলাসী। শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা ব্যতীত তাঁহার এক মুহূর্ত্তও অন্য কোন কার্য্য নাই। তিনি দয়ার সাগর—মহাবদান্য। তাঁহার দয়াসিন্ধুর এক বিন্দু আমাদিগকে আনন্দসাগরে নিমজ্জিত করিতে পারে। তাঁহার আনুগত্যময়ী সেবার দ্বারাই তিনি যাঁহার সেবা করেন, তাঁহার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত অন্যভাবে কৃষ্ণানুশীলন বা কৃষ্ণানুসন্ধান হয় না। ভগবৎপ্রাপ্তি সর্ব্বদাই শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবার অধীন। জগন্নাথ শ্রীহরি যে শ্রীগুরুরূপা মানুষী মূর্ত্তি প্রকট করিয়া কৃপাপূর্ব্বক শাস্ত্ররূপ হস্তদ্বারা সংসারপতিত জনগণকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন, দেবের দুর্লভ,ভুবনৈকবন্দ্য ও কেশ-সেবাভগমা শ্রীল গৌরকিশোরপ্রভু সেই বস্তু। তিনি ভগবৎকৃপায় মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ। তাঁহার কৃপালোকে তাঁহার মধ্য দিয়াই ভগবৎ সাক্ষাৎকার সম্ভব। এই শ্রীগুরুদেবের ভক্তই প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"ভক্তগণই নিখিল জগতের গুরু, আর আমি ভক্তজনের গুরু। যেরূপ আমি অখিল লোকের গুরু, ভক্তগণও তদ্রূপ। ভক্তগণ আমার বান্ধব, আমি ভক্তগণের বান্ধব। ভক্তগণ আমার গুরু এবং আমি ভক্তগণের গুরু। ভক্তগণ যথায় গমন করেন, আমিও তথায় গমন করি। যাহারা কেবল আমার ভক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদান করে, তাহারা প্রকৃত ভক্তপদবাচ্য নহে আমার ভক্তগণের ভক্ত বলিয়া যাহাদের অভিমান, তাহারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত। যাহারা আমার প্রতি আসক্ত, আমার জন্য স্ত্রী-পুত্র-পরিজন বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই সকল ভক্তের নিকট আমি সর্ব্বতোভাবে বিক্রীত হইয়াছি। ইহা ব্যতীত আমাকে ক্রয় করিবার অপরের সাধ্য নাই।"

শ্রীচৈতন্যবাণীর সদ্গুরুপারম্পর্য্যে শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরপ্রভু নবমাধস্তন। নবমাধস্তনাধস্তন দশমাচার্য্য মদীয়াভীষ্টদেব শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু এবং একাদশাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর। শ্রীশ্রীল আচার্যদেব ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপা ও সেবার দ্বারাই শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর কৃপা ও সেবা লাভ হইবে। আমার গুরু—জগতের সকলের গুরু। তাঁহার কৃপা ছাড়া কাহারও মঙ্গললাভের উপায় নাই—ইহা উপলব্ধির বিষয় না হইলে আমি তাঁহার আশ্রিত, তিনি আমার পালক—এ বিচার হয় না এবং প্রকৃত সদ্গুরু-চরণাশ্রয় না হওয়ার ফলে সেবাও হয় না। সেবার পরিবর্ত্তে প্রাণহীন অনুষ্ঠানমাত্র বা সেবা-বিমুখতা হওয়ায় চিত্তশুদ্ধি বা কৃষ্ণে রতি-মতি হয় না। সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্মে আমাদের অচলা শ্রদ্ধা-ভক্তি হউক, ইহাই শ্রীগুরুবর্গের নিকট নিবেদন।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ব্যাসাশ্রম মহারাজের সম্বন্ধে আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—"ফরিদপুরের অন্তর্গত পদ্মাবতী-নদীর নিকটস্থ কোন গণ্ডগ্রামে (শুনা যায়, টেপাখোলায় নিকটবর্ত্তী 'ঘাগজান'-পল্লীতে) শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাঁহার প্রকটলীলা আবিষ্কার করেন। এই মহাত্মা ২৯ বৎসর যাবৎ গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করেন। অনন্তর প্রসিদ্ধ ভক্ত শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের বেষের শিষ্য শ্রীভাগবতদাস বাবাজীর নিকট কৌপীন গ্রহণ করেন। তিনি গৃহস্থ-জীবনে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বংশে পাঞ্চরাত্রিকমন্ত্রে দীক্ষিত হন। বেষগ্রহণের পর ৩০ বৎসর কাল ব্রজমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে অবস্থান করিয়া অনুক্ষণ ভজন করিয়াছিলেন। এই সময় মধ্যে মধ্যে তিনি উত্তরভারতের এবং বিশেষতঃ গৌড়মণ্ডলের তীর্থসমূহ ভ্রমণ করেন।

যে বৎসর শ্রীগৌরহরি শ্রীমায়াপুরে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন অর্থাৎ বাংলা ১৩০০ সালে ফাল্গুন-মাসে এই মহাত্মা শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের আদেশানুসারে শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে গৌড়-মণ্ডলে আগমন করেন এবং তদবধি মহা-প্রস্থানকাল পর্য্যন্ত শ্রীধামনবদ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে বাস করিয়াছিলেন। ১৩১২ সালে তিনি যাযাবরের বিচরণ-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এক কুটীরে অবস্থান স্বীকার করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে তিনি শ্রীধামের বিভিন্ন গ্রামসমূহে ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা মাধুকরী-সংগ্রহ এবং নিজ পরিশ্রমদ্বারা সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। অপর কেহ কোন দিন তাঁহার সেবা করিবার অবকাশ পান নাই। তাঁহার কঠোর বৈরাগ্যের কথা শুনিলে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুকে মনে হয়। পরমহংস-বাবাজী মহাশয়কে কৃষ্ণেতর-বিষয়বৈরাগ্য আশ্রয়স্বরূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছিল। তাঁহার অকৃত্রিম কৃষ্ণসেবাফলে তিনি সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি শাস্ত্রে শিক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় অধিরূঢ় না থাকিলেও শাস্ত্রের মূল তাৎপর্য্যবিষয়ে পারঙ্গত ছিলেন।

এই পরমহংসদেব নিরন্তর কৃষ্ণভক্তিতেই অবস্থিত ছিলেন। তিনি অকিঞ্চন সুতরাং প্রতিষ্ঠার আশা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে কোন দিন সমর্থ হয় নাই। তিনি বলিতেন,—'আমার বিরাগভাজন বা প্রীতিভাজন জগতে কেহ নাই, সকলে আমার সম্মানের পাত্র।'

গৌরজন শ্রীশ্রীল আচার্যদেবও শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর অসমোর্দ্ধ বৈরাগ্য-সম্বন্ধে জানাইয়াছেন,—"শ্রীল রঘুনাথ বা শ্রীল গৌরকিশোরের বৈরাগ্য negative অর্থাৎ 'ঋণাত্মক' ব্যাপার নহে। উহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক positive অর্থাৎ 'ধনাত্মক' নিত্য-সিদ্ধ ব্যাপার। তাঁহাদের বৈরাগ্যের অপর-নাম—কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাময় বিপ্রলম্ভ। যে বৈরাগ্য ব্রহ্মজ্ঞানকে তুচ্ছাদপি তুচ্ছ জ্ঞান করে, যে বৈরাগ্য সাযুজ্যাদি মুক্তির প্রতি ঘৃণা, ভয় ও বিরাগ এবং সার্ষ্টি প্রভৃতি মুক্তি-চতুষ্টয়ের প্রতিও অনাদর প্রদর্শন করে, সেইরূপ কেবল-কৃষ্ণসুখবাঞ্ছাময়ী বা কৃষ্ণ-বিলাস-সহায়া বৈরাগ্যবিদ্যাই শ্রীল রঘুনাথ ও শ্রীল গৌরকিশোরে নিত্যসিদ্ধরূপে বিরাজিত। ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ বা শ্রীল গৌর-কিশোর সাধক জীব নহেন। তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ মুক্তকুল। সাধক জীবের পক্ষে "কৃষ্ণপ্রীত্যে ভোগত্যাগ"-বৃত্তিটি 'বৈরাগ্য' বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু মুক্তকুলের সর্ব্বোত্তম সহজ কৃষ্ণসেবা-পরায়ণত্বই তাঁহাদের বৈরাগ্য। শ্রীরূপের নিজজনগণের বৈরাগ্য বা বিপ্রলম্ভ আশ্রয়বিগ্রহের পক্ষাশ্রিত। সেস্থলে আশ্রয়বিগ্রহের একান্ত সেবানুগত্য নাই, সেস্থলে সখীত্ব-কামনায়, এমন কি, বিষয়বিগ্রহের প্রতিও তাঁহাদের বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তাঁহাদের বৈরাগ্য-ব্যাপারটি শুদ্ধভক্তিযুক্ত চিদ্বিলাসসাহিত্য। অচিদ্বিলাস-রাহিত্য বা চিদ্বিলাসরাহিত্যটি—নির্ব্বিশেষ-মূলক negative বা 'ঋণাত্মক' ব্যাপার, আর চিদ্বিলাসসাহিত্য positive পরম ধনাত্মক নিত্যপরিবর্দ্ধনশীল কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণমহোৎসব। ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্যের মধ্যে যে 'বৈরাগ্য'-শব্দটির প্রয়োগ, তাহা মায়াসংস্পর্শ-রাহিত্য। মায়াধীশ ভগববস্তু সর্ব্বদা স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত বা মায়ার সংস্পর্শ-পরিমুক্ত। অতত্ত্বজগতের নিকট বস্তুর স্থূল ত্যাগ 'বৈরাগ্য' বলিয়া মনে হয়, কিন্তু শুদ্ধভক্তির সহজ—অনুগ—আশ্রিত—পাল্য—পাল্য বৈরাগ্যটি অর্থাৎ বৈষ্ণব-মহাজনের 'বৈরাগ্য' বা 'বিপ্রলম্ভ' তাদৃশ ফল্গু-জাতীয় নহে। কৃষ্ণবিলাস-লালসার পরাকাষ্ঠার নাম 'বৈরাগ্য'। এই বিপ্রলম্ভ বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণরূপ 'বৈরাগ্য' সাধন ও সাধ্য—উভয়ই। নামকৃপাগণ এই বৈরাগ্য-বিপ্রলম্ভ-শ্রী দর্শন করিতে পারেন।"

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(*)::——

হরিকথায় রুচিই ভক্তি। যাঁহার হরিকথায় রুচি আছে, তিনিই ভাগ্যবান্। বিষয়াসক্তি বা কপট থাকিলে হরিকথায় রুচি হয় না। "কৃষ্ণকথায় রুচি যাঁ'র, সেই ভাগ্যবান্।" শ্রীচৈতন্যদেব যাঁহাকে দয়া করেন, তাঁহারই অকৈতব কৃষ্ণপ্রসঙ্গ-শ্রবণে রুচি হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের কথাশ্রবণে রুচি না হইলে অচৈতন্য-কথা-শ্রবণের মাদকতা যাইবে না। প্রজল্প করা উচিত নয়, 'আমি আজ হইতে প্রজল্প করিব না'—এইটুকু সংকল্পদ্বারা প্রজল্পের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। কৃষ্ণকথায় রুচি হইলেই মায়ার কথা আর ভাল লাগিবে না, নতুবা প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নভাবে প্রজল্পের প্রতি আকর্ষণ বা লোভ থাকিবেই। যাহাদের হরিকথা ভাল লাগে না, তাহারাই কেবল বাজে কথা বলে। শ্রীচৈতন্যকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত ভক্তিলাভের অন্য উপায় নাই। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের কথা শুনা, কৃষ্ণের কথা বলা ছাড়া আর বাঁচিবার কোন রাস্তা নাই। কৃষ্ণকথা-শ্রবণ ও কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনই যে আমাদের একমাত্র কৃত্য, ইহা জানাইবার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণকথা শুনিবার ও কৃষ্ণকথা বলিবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রবণের আগে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে। শিষ্যের ফলকামনা থাকিবে না। সে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সমস্তই গুরু-কৃষ্ণের সুখের জন্য করিবে। প্রথমেই প্রণত হইতে হইবে—নিজে প্রভু হইতে যাইবে। ইহার নাম আশ্রয়। যেখানে নিজের প্রভুত্ব

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥

যা পাণ্ডিত্য উপলব্ধি নাই, সেখানে আশ্রয়ও নাই। যিনি সদ্‌গুরুলাভের সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তিনি শ্রীগুরুদেব কিভাবে ভগবানের সেবা করেন, তাহা লক্ষ্য করিবেন, তাহা হইলেই সুবিধা হইবে। শ্রীগুরু গুরুরূপে সৌভাগ্যবান্ জীবের নিকট উপস্থিত হন—ভাগ্যহীন জীবের নিকট উপস্থিত হন না। ভগবানের ইচ্ছাক্রমে সদ্‌গুরু লাভ হয়। ভগবানের দয়া পাইলেই সব হইবে। তাঁহার দয়া না হইলে আমার শত চেষ্টায় বাহ্যতঃ কিছুই হইবে না। ভগবানের দয়াই মূল। যদি অন্তরে নিষ্কপট আর্ত্তি থাকে, যদি তাঁহাকে সত্য-সত্যই চাই, তবে নিশ্চয়ই দয়া হইবে। কৃপাপ্রার্থনা ব্যতীত অন্য কোন প্রার্থনা হৃদয়ে থাকিলে কৃপা হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। কৃপাপ্রাপ্ত বা কৃপাপ্রার্থী সাধুর সঙ্গপ্রভাবেই জীবহৃদয়ে অকপট কৃপাপ্রার্থনা জাগিতে পারে।

গুরুপাদপদ্ম দর্শন না হইলে কৃষ্ণসেবা হইবে না। যেখানে গুরুদর্শন নাই, সেখানে যোনিদর্শন বা বিষয়দর্শন আছেই। যদি কেহ বাস্তবিকই গুরুপাদপদ্মকে আশ্রয় করেন, আর যদি গুরু-সেবা করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কৃষ্ণসেবা লাভ হইবে—তাঁহার দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষালাভ হইবে। তখন তাঁহার আর যোষিৎ বা ভোগ্য-দর্শন থাকিবে না। যিনি সত্য-সত্যই গুরুর আশ্রিত, তাঁহার গুরুদাস বা কৃষ্ণভোগ্য-অভিমান না আসিয়া পারে না। গুরুসেবক বা কৃষ্ণভোগ্য-অভিমানই প্রকৃত শিষ্যত্ব, গুরুদর্শন বা সেবা-দর্শনই চেতনদর্শন, আর ভোগ্যদর্শনই জড়দর্শন। 'ভোগ্যের আমি'র ভোগ্য-দর্শন থাকে। 'ভোগ্যের আমি'ই ভোক্তা আমি বা 'বড় আমি'। 'গুরুর আমি'র ভোগ্য-দর্শন নাই, তাঁহার সর্ব্বত্র গুরুদর্শন। তিনি 'ভাল আমি' বা 'সেবক আমি'র বিচারে প্রতিষ্ঠিত। এই যে গুরুদর্শন বা সেবাদর্শন, ইহা কর্ণপথে বা শ্রৌতপথে দর্শন। শ্রৌতপথ ব্যতীত সমস্ত পথই ভোগ্যদর্শন বা জড়দর্শনের পথ, সেখানে গুরুদর্শনের কোন কথা নাই। শ্রৌত-দর্শনই শিষ্যের দর্শন। শ্রৌতপন্থী গুরুদাস বা বৈষ্ণবকিঙ্কর কৃষ্ণভোগ্য বা কৃষ্ণযোষিৎকে পরমপূজ্য গুরু মনে করেন। তখনই জীব নিজেকে গুরুপুত্র বা গুরুদাস বলিয়া বুঝিতে পারে। তখন এ জগতের পিতা-পুত্রের সহিত তাঁহার আর সম্বন্ধ থাকে না। তখনই প্রকৃত মঠবাস হয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপাধারায় নিষ্ণাত হইয়া যাঁহারা নিজের এই নিত্য-গুরুদাস সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই ভাগ্যবান্। তাঁহাদিগকেই ভগবান্ আত্মসাৎ করিয়াছেন ও করিবেন। যাহারা এই জ্ঞানলাভের যোগ্যতা বা সৌভাগ্যলাভ করে নাই, তাহারাও ভগবানের ব্যতিরেক কৃপায় শাসিত হইয়া একদিন এই সম্বন্ধজ্ঞান লাভের যোগ্যতা লাভ করিবেন।

শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর উপদেশামৃত

যাঁহার সত্য সত্য প্রেম হয়, তিনি কাহারও নিকট তাহা প্রকাশ করেন না। তিনি তাহা খুব গোপনে লুকাইয়া রাখেন। সতী স্ত্রীগণ যেমন কাহাকেও অকস্মাৎ তাঁহার অঙ্গ দেখাইতে অত্যন্ত লজ্জিতা হন এবং বাহিরে সর্ব্বক্ষণ স্বীয় দেহকে অতিশয় গোপনভাবে আবরণযুক্ত রাখেন, প্রকৃত প্রেমিক ভক্তও তদ্রূপ ভক্তির লক্ষণ অপরের নিকট প্রকাশ করিতে লজ্জিত হন এবং বিশেষ গোপনে সংরক্ষণ করেন।

যাহারা অন্য কোন অভিলাষ লইয়া মহাপ্রভুকে ভোগ দেওয়ার ছলনা করে, তাহাদের বস্তুতে মহাপ্রভুর ভোগ হয় না, তাহা প্রসাদই হয় না। যাহার প্রকৃত বৈষ্ণবে রতি নাই, যে বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব চিনিতে পারে না, সেরূপ ব্যক্তি মহাপ্রভুর কাছে ভোগ লইয়া গেলেও তাহা মহাপ্রভু গ্রহণ করেন না। নিজে মোচার ঘণ্ট খাইবার লোভে মহাপ্রভুকে মোচার ঘণ্ট ভোগ লাগাইবার ছল করিলে তাহা কখনও মহাপ্রভুর ভোগে লাগে না। ঐরূপ ব্যক্তি প্রকারান্তরে তাহার উচ্ছিষ্টই ঠাকুরকে ভোগ লাগাইবার চেষ্টা করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করে। কিন্তু মহাভাগবত বৈষ্ণবের যে জিনিষটি ভাল লাগে, তাহা তাঁহাকে প্রদান করিলে মহাপ্রভুর ভোগ হয়। কৃষ্ণ তাঁহার প্রকৃত ভক্তের মুখেই আস্বাদন করেন। বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করিলে মন মলিন হয়, তাহাতে ভজনের ব্যাঘাত হয়। 'আমার কৃষ্ণভজন হইল না, কি করিয়া আমি বৈষ্ণবের সেবা পাইব?'—এইরূপ অত্যন্ত আর্ত্তিপূর্ণ হৃদয়ে লোকের ফেলিয়া দেওয়া বেগুনের ছোবড়া, কলার ছোবড়া প্রভৃতি সিদ্ধ করিয়া লবণহীনই সর্ব্বাত্ম-সমর্পণের সহিত ভোগ দিলেও তাহা মহাপ্রভুর প্রসাদ হয়। মহাভাগবত বৈষ্ণবই ভাল ভাল দ্রব্য গ্রহণ করিবেন, আমার হরিভজন হইল না, ভাল খাইয়া পরিয়া আমার ভজন বিমুখতার আনুকূল্য করিলে কি হইবে?

সাধারণ লোকের অনুমোদনের দ্বারা হরিভক্তির পরিমাণ মাপা যায় না। যদি হরিভজনে কপট থাকে, তাহা হইলে বাহিরে অতিশয় বিরক্তি, অনাসক্তি ও অনেক কিছু ভাবমুদ্রা প্রকাশিত থাকিলেও তাহা প্রকৃত বিরক্তি বা ভাবভক্তি নহে। কোন বিশেষ পরীক্ষায় পড়িলেই সেই মুহূর্ত্তে ঐ কৃত্রিম বৈরাগ্য চলিয়া যাইবে। হরিভজনে যাহার অকপট রতি-মতি হইয়াছে, বিরক্তি তাঁহাকে আশ্রয় করিবার জন্য অবসর খোঁজে। আমরা লোককে ভাব দেখাইব না। আমরা এরূপ আচরণ করিব—যাহাতে অন্তরে হরিভজনের অনুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। হরিতে অকৃত্রিম আন্তরিক অনুরাগ না থাকিলে বাহ্যে শত অনাসক্তির ভাব দেখাইলেও কৃষ্ণ তাহাকে কৃপা করেন না, আরও দূরে সরিয়া থাকেন। অকপট অনুরাগ থাকিলে কৃষ্ণ আপনা হইতেই ঘনাইয়া ঘনাইয়া সেই অনুরাগী ভক্তের নিকট আসেন। যাহার শ্রীহরিতে অকপট অনুরাগের গন্ধ নাই, বিষয়ানুরাগে যাহার হৃদয় পূর্ণ, সেই ব্যক্তিই বিবিধ বাহ্য বেশভূষা ধারণ করে, কৃষ্ণও তাহাকে তত অধিক বঞ্চনা করিতে থাকেন। আর অপ্রাকৃত হরিতে অকৃত্রিম অনুরাগ থাকিলে তাঁহার অঙ্গে যদি বাহ্যদর্শনে কুষ্ঠব্যাধিও থাকে, তথাপি কৃষ্ণ তাঁহার অপ্রাকৃত সেবাময় অঙ্গগন্ধে বিমোহিত হন।

আমরা যদি উপবাস করিয়া দিবারাত্র হরিনাম করিতে পারি, আর লোককে না দেখাইয়া অন্তরের আর্ত্তির সহিত বৃষভানুনন্দিনীর সেবালাভের জন্য সর্ব্বক্ষণ কাঁদিতে পারি, তাহা হইলে রাধার প্রাণধন কৃষ্ণ আপনা হইতেই পাকড়াও হইয়া যাইবেন।

যে সকল গৃহ কেবল 'খাও দাও'—এই কথায় পরিপূর্ণ এবং যেস্থানে কেবল কামেরই কার্য্যসমূহই হইয়া থাকে, সেই সকল গৃহ বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিতে দেবালয় হইলেও সাধুগণের স্থান নহে। কামিলোক বাহ্যদৃষ্টিতে দেবালয়ে বাসের অভিনয় করিয়াও বিষয়-বিষ্ঠাকূপে বাস করে। আর যাহারা নিষ্কপটভাবে অপ্রাকৃত আশ্রয়বিগ্রহের সেবা করেন, তাঁহারা যে কোন স্থানে বাস করুন, তাহাই শ্রীরাধাকুণ্ড।

জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস, কিন্তু বদ্ধ জীব যাহা স্ত্রী পুত্ররূপে দর্শন করে, তাহাতে কেবল মায়ারই দর্শন হয়। ভক্তির চক্ষু না হইলে কেহ কৃষ্ণের নিত্যদাসের স্বরূপ দর্শন করিতে পারে না। স্ত্রী-পুত্রের প্রতি সর্ব্বদাই বদ্ধজীবের ভোগবুদ্ধি থাকে। আজকাল বদ্ধজীব হরিভক্তের সঙ্গ ও হরিকথা শ্রবণ না করিয়া, হরিনামের শক্তি লাভ না করিয়া কেহ বা স্ত্রী-পুত্রের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িতেছে, আবার কেহ বা স্ত্রী-পুত্র ও বিষয় ত্যাগের বাহ্য অভিনয় করিয়া মর্কট-বৈরাগী হইয়া পড়িতেছে। যাহারা মর্কটবৈরাগী, তাহাদের ত্যাগ—নাটকের অভিনয়মাত্র। যাঁহারা প্রকৃত বৈষ্ণব, তাঁহাদের পত্নীর প্রতি কোনপ্রকার ভোগবুদ্ধি থাকে না। তাঁহাকে কৃষ্ণদাস ও গুরু দর্শন করিয়া থাকেন, আর যাঁহারা নিষ্কপটে হরিভজন করিতে চাহেন, অথচ হৃদয়ে দুর্ব্বলতা আছে, স্ত্রী পুত্রাদির প্রতিও সম্পূর্ণভাবে ভোগবুদ্ধি যায় নাই তাঁহারাও মহাভাগবত বৈষ্ণবের নিরন্তর সঙ্গ ও হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতিও ভোগবুদ্ধি শীঘ্রই পরিত্যাগ করিতে পারেন।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

নিঃশ্রেয়স শব্দের অর্থ — ভগবানের অনুগ্রহ, ভগবানের কৃপা। উহাই জীবের নিত্যমঙ্গলের প্রসূতি। যাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারিলে সকল আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া যায়, এমন সর্ব্বোৎকৃষ্ট জিনিষটী পাইবার সৌভাগ্য একমাত্র মনুষ্যজন্মেই হইয়া থাকে। যখন আমাদের চেতনের বৃত্তি বহির্জগতের বিষয় ভোগ করিতে প্রমত্ত থাকে, তখনই ঐ বৃত্তিকে মন কহে। মনই জড়ের ভোক্তা। এই মন আত্মার সুপ্তাবস্থায় জাগ্রত থাকিয়া গোমস্তাস্বরূপে কর্ত্তৃত্বাভিমানে বিশ্ব ভোগ করে। এই মনই আত্মাকে বঞ্চিত করিয়া সুখদুঃখ ভোগ করে, পুণ্যপাপের বশবর্ত্তী হইয়া কখনও স্বর্গ কখনও নরক ভোগ করে, সুতরাং এই মনই আত্মার সর্ব্বপ্রধান শত্রু। এই মনকে নিগ্রহ করাই সর্ব্বশাস্ত্রের অভিপ্রায়।

যখন সাধুগুরু-কৃপায় আমরা আত্মস্থ বা স্বরূপস্থ হই অর্থাৎ আমাদের সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়, তখনই আমরা কৃষ্ণসেবায় ব্যস্ত হই, তখন আমাদের স্থূল-সূক্ষ্মদেহের প্রতীতি ক্রমশঃ শিথিল হইয়া যায়, জাগতিক কর্ত্তব্যবুদ্ধি হৃদয়ে ছুটি পাইয়া বিষয়গুলিকে কৃষ্ণসম্বন্ধে নিবদ্ধ করিবার সৌভাগ্য পাই। তখন আমরা বুঝিতে পারি,—আমরা শ্রীকৃষ্ণের দাস এবং 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং' অর্থাৎ জাগতিক সমস্ত বস্তুই ভগবানের সেবার উপকরণ বলিয়া আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়।

সাধুসঙ্গপ্রভাবে আমরা জড়াভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানের পাদপদ্মে উপনীত হইতে পারি। দেহমন ষড়েন্দ্রিয়-সাহায্যে জড়-ভোক্তা। আত্মার জড়েন্দ্রিয় নাই, আত্মা চিদিন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণকারী কৃষ্ণদাস। মুক্ত অবস্থা আর কিছুই নহে—স্বরূপে অবস্থিত হ'য়ে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন। যখন স্বরূপবিস্মৃত হই, তখনই আমরা মায়ার দাস্যোন্মুখ জগতের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ—এই পাঁচটি অনিত্য বিষয় ভোগে প্রমত্ত হই। কিন্তু জগতে নিত্যবস্তুর সুখ নাই। এ জগতে যে সুখের আভাস দেখা যায়, তাহা দুঃখেরই নামান্তরমাত্র।

জড়শব্দ আমাদিগকে জড়জ্ঞান ও জড়ানন্দ দিতে পারে, কৃষ্ণজ্ঞান বা কৃষ্ণানন্দ দিতে পারে না। কিন্তু শব্দব্রহ্ম কৃষ্ণনাম আমাদিগকে কৃষ্ণজ্ঞান ও কৃষ্ণপ্রেম দিতে পারেন। তৃণাদপি সুনীচ হইয়া তরুর ন্যায় সহিষ্ণুগুণসম্পন্ন হইয়া নিজে অমানী এবং সকলকে যথোচিত সম্মান দিয়া সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করাই জীবের একমাত্র শ্রেয়। যাঁহারা পরমানন্দ লাভ করিতে ইচ্ছুক, নিত্যানন্দধনে ধনী হইতে আকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনামকীর্ত্তন করিবেন।

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ', সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

কীর্ত্তন

শ্রবণ ব্যতীত কীর্ত্তন হইতে পারে না। ক্রম-শুদ্ধ-শ্রবণ না হইলে কীর্ত্তন সুষ্ঠু হয় না। শ্রীনাম-রূপ-গুণ ও লীলাদির পর পর শ্রবণ কীর্ত্তনই ক্রমপ্রাপ্ত বা ক্রম-শুদ্ধ শ্রবণ কীর্ত্তন। যাহা কীর্ত্তন করা হইবে, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজন কীর্ত্তন করিয়াছেন কিনা, তাহা সন্ধান করিতে হইবে। বক্তা বিদ্যমান থাকিলে তাঁহার নিকট হইতে সাধুগণ শ্রবণ করেন। শ্রোতা বিদ্যমান থাকিলে তৎসমীপে কীর্ত্তন করেন এবং বক্তা ও শ্রোতা না থাকিলে সাধুগণ নিজে নিজেই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

ভগবন্নাম কীর্ত্তনের দ্বারাই সমস্ত পাপ হইতে অনায়াসে মুক্তি পাওয়া যায়। যিনি হরিনাম কীর্ত্তন করেন ভগবান্ শ্রীহরি 'এই কীর্ত্তনকারী ব্যক্তি আমার সর্ব্বতোভাবে রক্ষণীয়'—এই-রূপ চিন্তা করিয়া থাকেন। ভগবন্নাম সাক্ষাৎ ভগবান্ এবং ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ তাঁহাতে আবিষ্ট থাকেন বলিয়া ভগবন্নাম কিঞ্চিৎ শ্রবণ করিলেও সাধুগণ তাহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া থাকেন। কপিল বলিতেছেন, 'হে দেবি, একবারও নামসমূহের শ্রবণকালে রামনাম-শব্দ আমার চিত্তে প্রীতির উদয় হইয়া থাকে।'

শ্রীনাম-কীর্ত্তনই পরম সাধন ও পরম সাধ্য। শ্রীনাম একটি অচেতন পদার্থ নন। শ্রীনাম সাক্ষাৎ মহাপ্রভু। হরিনাম কথা বলিতে পারেন। এই হরিনামের সঙ্গ ও সেবা যিনি করেন, তিনিও চেতনময় বস্তু। যিনি হরিনামপরায়ণ, তিনি হরিনামপ্রভুর ভৃত্য। শ্রীহরিনাম—প্রভু, আর শ্রীনামসেবক তদাশ্রিত। অকিঞ্চনগণই হরিনামকে আশ্রয় করেন। 'হে হরিনাম, আমি তোমার দাস। আজ হইতে আমি সকল ছাড়িয়া সম্পূর্ণরূপে তোমার হইলাম, তোমার পাদপদ্ম আশ্রয় করিলাম তোমার আনুগত্য স্বীকার করিলাম'—এই বলিয়া অনন্য ভক্তগণ শ্রীনামের চরণাশ্রয় করেন।

এই জগতে যাঁহাদের আর কোন গতি নাই, তাঁহারাই শ্রীহরিনাম করেন। শ্রীহরি-নাম অচেতন কিংবা কল্পিত পদার্থ নন। হরিনাম স্বতন্ত্র, স্বেচ্ছাময় ও স্বরাট। তিনিই একমাত্র ভোক্তা, আর সকলেই তাঁহার ভোগ্য। জগতে যতকিছু সামগ্রী দেখিতে পাওয়া যায়, সকলের ভোক্তা ও ভোগ্য হইতেছেন—আমাদের নিত্য উপাস্য শ্রীগোবিন্দ বা শ্রীহরিনাম। সেবোন্মুখ রসনা ও ইন্দ্রিয়ে-রই শ্রীহরিনাম গ্রহণীয়। নির্গুণ জগতে নির্গুণ শ্রীহরিনাম উদিত হন। শ্রীনাম পূর্ণ ও অখণ্ডাদ্বয়। এই জগতের কোন বস্তুর সহিত শ্রীনামের তুলনা হয় না। হরিনাম অখণ্ড, পূর্ণানন্দ ও পূর্ণজ্ঞানময়। তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, রসময়। হরিনাম গ্রহণ অশেষ অঘহর। হরিনাম তাপেই তাপক ও অপ্রাকৃত সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, সর্ব্বপাপবীজ অবিদ্যা অর্থাৎ স্বরূপভ্রম বিদূরিত হয়। নিজের বিদ্যাবুদ্ধির অকর্ম্মণ্যতা উপলব্ধি করিয়া শুদ্ধভক্তিলাভের জন্য সেবোন্মুখ কর্ণদ্বারা যিনি শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে অহরহঃ শ্রীহরিকথা পান করেন, শ্রীনামপ্রভু স্বয়ংরূপে সেই শুদ্ধভক্তের কর্ণরন্ধ্রপথে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার হৃদয়ের সর্ব্ববিধ অনর্থ দূর করত তথায় স্বরাজ বিস্তার করেন।

আমরা শাস্ত্রপাঠে জানিতে পারি,—যদি কিছুতেই ভগবানের প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট না হয়, তবে জীব নির্ভয়, জিতেন্দ্রিয়, মিতাহারী ও নিঃসঙ্গ হইয়া দিবারাত্র ভগবন্নাম মৃদু কীর্ত্তন করিবে। কোন মহাপাপী কৃতান্তের জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট নিজের চিত্তচাঞ্চল্য, সাধনানুষ্ঠানবিষয়ে নিজ সম্পূর্ণ অযোগ্যতা জানাইয়া নিত্য মঙ্গল প্রার্থনা করিলে ব্রাহ্মণ তাহার মঙ্গলের জন্য বলেন যে, তুমি উত্থান, নিদ্রা, স্নান ও চলি গমন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য এবং ক্ষুধাতৃষ্ণাদি যে কোন অবস্থায় সর্ব্বদা 'গোবিন্দ' এই নাম উচ্চারণ করিবে, তাহা হইলেই তুমি নিশ্চয়ই নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে পারিবে।

নামাপরাধ পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিনাম করিতে হইবে, নতুবা হরিনামমুখতা ঘুচিবে না। নিরন্তর অকিঞ্চনভাবে হরিনাম করিলে শ্রীনামের কৃপায় সমস্ত অপরাধ বিদূরিত হইবে। মহদপরাধ মহতের কৃপা অথবা জন্মজন্মান্তর সংসার-ভোগদ্বারা দূর হইয়া থাকে। নিরন্তর হরিনাম করিলে সমস্ত অপরাধ অনায়াসে বিদূরিত হয়।

আগে শ্রীনামের শ্রবণ কীর্ত্তন, তৎপরে রূপ-গুণাদির শ্রবণ কীর্ত্তন। শুদ্ধান্তঃকরণে ব্যতীত শ্রীনামাদির স্মরণ হয় না। শ্রীনামাদির শ্রবণফলে চিত্ত শুদ্ধ হয়। অতএব চিত্তে লীলাদি স্মরণ করিতে নাই বলিয়া তাহা শ্রবণ-কীর্ত্তন করাও অন্যায়—এইরূপ নহে তবে পুরুষাভিমানী অনর্থযুক্তের পক্ষে শ্রীব্রজ-গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রহস্য-লীলা শ্রবণ কীর্ত্তনীয় নহে মায়িক পরিচয় আমাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিলে আমাদের মুখে শ্রীনাম প্রকাশিত হইবেন না। লীলাগুণ কোন মানসিক বা শারীরিক ক্রিয়াবিশেষ নহে। ভুক্তিকামনা ও মুক্তিকামনারূপ ইন্দ্রিয়-তর্পণস্পৃহা থাকিলে শ্রীনাম মুখে উচ্চারিত হইবেন না। নাম-গ্রহণের জন্য অন্য কোন কৃত্রিম উপায়ের আবশ্যকতা নাই। শ্রীনাম পূর্ণশক্তিমান। যাহা যাহা আবশ্যক, শ্রীনাম-কীর্ত্তনই তাহার ব্যবস্থা করিবেন। অর্থাৎ শ্রীনাম-কীর্ত্তনেই সকল অপরাধ ও অনর্থের আবরণ করাইয়া তৎসঙ্গে সঙ্গে বাহ্য অসম্পূর্ণ বাসনার হস্ত হইতেও আমাদিগকে মুক্ত করিবেন।

শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই একমাত্র উপায়। এতদ্ব্যতীত অধোক্ষজ-রাজ্যে প্রবেশের অন্য উপায়ই নাই। নববিধা ভক্তির মধ্যে কীর্ত্তনই অঙ্গী আর শ্রবণাদি সবই তাঁহার অঙ্গ। কীর্ত্তনপ্রভাবে স্মরণ হয়। কীর্ত্তনের মধ্যে অন্যান্য অঙ্গগুলি অন্তর্ভুক্ত আছে। কীর্ত্তনের দ্বারাই কৃষ্ণসাক্ষাৎকার হয়। উচ্চকীর্ত্তনই বিধেয়। শ্রীরূপ-রঘুনাথাদির কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যদি কেহ শ্রীনামাদির শ্রবণকীর্ত্তনে অসমর্থ হইয়া অন্যত্র তাহার অনুমোদনও করেন, তাহা হইলেও তাঁহার নিত্য মঙ্গল হইয়া থাকে।

তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতে হয়। নিদ্রাকাল ব্যতীত দেহ-ব্যাপারাদি নির্ব্বাহকালে ও অন্য সময়ে সর্ব্বদা শ্রীনাম কীর্ত্তন করার নামই নিরন্তর শ্রীনাম কীর্ত্তন। শ্রীতুলসী হারিপ্রিয়া বস্তু, সুতরাং তৎসংস্পর্শে শ্রীনামের অধিক বল অনুভূত হয়। নাম করিবার সময় কৃষ্ণের স্বরূপ ও নামে অভেদবুদ্ধিপূর্ব্বক নাম করা উচিত। নাম অধিক সংখ্যা হইবে, এই চেষ্টা অপেক্ষা আদরের সহিত 'নিরন্তর স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া নাম-কীর্ত্তন করাই সাধুশাস্ত্রোপদেশ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম-মায়াপুরই শ্রীনামকীর্ত্তন প্রভুর জন্মভূমি। এই স্থান হইতে সংকীর্ত্তন পিতা শ্রীমন্মহাপ্রভু বিশ্বে শ্রীনাম-কীর্ত্তন প্রচার করিয়াছেন। সত্যাদি-যুগে ধ্যান যজ্ঞাদি দ্বারা যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে হরিসংকীর্ত্তন হইতেই সে সমস্ত সিদ্ধ হইয়া থাকে। হরিসংকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য সকল যুগেই সমান, কিন্তু অন্যান্য যুগে শ্রীনামকীর্ত্তনের প্রতি শ্রদ্ধার অভাববশতঃ সেই সেই যুগের লোকেরা তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। হরিকীর্ত্তনই একমাত্র সাধন ও সাধ্য—এ কথা অভাগ্যবান্ ব্যক্তি বিশ্বাস করিতে পারে না। ধ্যানাদির দ্বারাও যাহা অসাধ্য, সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রেমসেবা এই হরি-কীর্ত্তনের দ্বারা অনায়াসে লাভ করা যায় এবং তাহার আনুষঙ্গিকভাবে পুরুষাভিমান বা ভোগবুদ্ধিরূপ সংসার—নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তি চিরতরে বিনষ্ট হইয়া থাকে। কলির জীব সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য, সুতরাং চঞ্চলচিত্ত ও পাপরত বলিয়া পরমকরুণাময় ভগবান্ তাহাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া কলিতে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। কলি-জীবগণের কীর্ত্তনপ্রভাবে এইরূপ পরম ভগবল্লাভের কথা শ্রবণ করিয়া সত্যযুগাদির প্রজাগণও কলিতেই নিজ জন্ম প্রার্থনা করিয়া থাকেন। হরিনামে দেশ-কাল-নিয়মাদির বিচার নাই। নাম-কীর্ত্তন-প্রভাবে জীবের পরম ভগবৎপরায়ণত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। ম্রিয়মাণ পুরুষ পাতকী, অতি পতিত বা অবশভাবেও ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিলে সংসারমুক্ত হইয়া উত্তমা গতি লাভ করিয়া থাকেন। নিজ বৈষ্ণব, নিজাতীয়-বিজল্পি এবং স্তবপাঠও কীর্ত্তনের অন্তর্গত।

শ্রীকৃষ্ণের স্বধামগমনের পর কৃষ্ণমূর্ত্তি শ্রীমদ্ভাগবত জীবমঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ, সুতরাং তাঁহাতে যে সব ভগবন্নাম আছে, তাহাই আমাদের নিত্য কীর্ত্তনীয়। কলিকালে কীর্ত্তনযোগে অন্যান্য ভক্তি যাজন করিতে হইবে, নতুবা তাহা ফলপ্রদ হইবে না।

বহুলোক মিলিয়া যে কীর্ত্তন, তাহাই সংকীর্ত্তন। কীর্ত্তন অপেক্ষাও সংকীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

হর্ষে প্রভু কহেন,—"শুন স্বরূপ-রামরায়।
নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন।
সেই ত' সুবুদ্ধি, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

গয়ায় শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ২১শে অক্টোবর শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীহরিসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রাতে হরিকথা ও মধ্যাহ্নে শ্রীগ্রন্থের ভোগরাগ কীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্বনাম, শ্রীদামোদরাষ্টক ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের অন্নকূটমহোৎসব প্রসঙ্গ পাঠ হয়। তৎপরে সমাগত সজ্জন-গণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে শ্রীদামোদর-ব্রত

পরমারাধ্যতম পতিতপাবন জগদ্গুরু গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেব ও তদনুগ বৈষ্ণবগণের কৃপানির্দ্দেশ ও উপদেশমত কাশী শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে চাতুর্ম্মাস্য ও শ্রীদামোদরব্রত যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইতেছে। এতদুপলক্ষে প্রত্যহ শ্রীমঠে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতনশিক্ষা প্রত্যহ প্রত্যূষে ও অপরাহ্ণে ক্রমান্বয়ে পাঠমুখে আলোচিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত 'নদীয়া-প্রকাশ,' গৌড়ীয় প্রভৃতি হরিগোষ্ঠীমুখে আলোচিত হইতেছেন।

মঠবাসী ভক্তগণ সহরের বিভিন্ন স্থানেও শ্রদ্ধালু সজ্জনগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রেসিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনিতাইগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-এম্এ-দ্বারা
শ্রীমন্দকিশোর ভক্তিসুধাকর কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১২ই কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১লা নভেম্বর, ইং ১৯৪১, শনিবার | ১৯০-৯১ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ দামোদর, অব্যবহিত পরীবোদশায়ীগৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা

——:(•):——

শ্রীচৈতন্যের লীলা অনন্ত। তাহা অনন্তদেবও বর্ণিয়া শেষ করিতে পারেন না। আমরা মহাজনানুসরণে তন্মধ্যে দুইএকটি আলোচনা করিয়া আত্মশোধনে যত্নবান্ হইতেছি। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতের এক একটি বিন্দুকণে যে অমৃতের প্রস্রবণ রহিয়াছে, তাহা সেবোন্মুখচিত্তেরই উপলব্ধির বিষয়। সেবাবিমুখ ব্যক্তি অপ্রাকৃত শ্রীচৈতন্যলীলাকে প্রাকৃতের ন্যায় দর্শন করিয়া দৈবী মায়ায় মুগ্ধ হয়। তাই শ্রীচৈতন্যলীলা আস্বাদন করিতে হইলে নিত্য শ্রীচৈতন্যভক্তগণের সঙ্গ করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ নিজজন আমাদিগকে কৃপাদেশ করিয়াছেন,—

চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত' জানিবে সিদ্ধান্তসমুদ্রে তরঙ্গ॥
(চৈ. চ.)

বালকরূপী ভগবান্ শ্রীগৌরহরি শ্রীধাম-মায়াপুরে মিশ্রভবনে ভক্তানন্দদায়িনী যে কত বিচিত্র লীলা করিয়াছেন, তাহা অবর্ণনীয়। শ্রীগৌরগোপাল জানুচংক্রমণ-লীলা আবিষ্কার করিবার পর হইতে নির্ভয়ে শ্রীশচীর অঙ্গনে বিহার করিতেন। শিশু নিমাই কাহাকেও ভয় করিতেন না, সম্মুখে অগ্নি, সর্প প্রভৃতি যাহা দেখেন, তাহাই তাড়াতাড়ি ধরিতে যাইতেন। যাঁহার নামে স্বয়ং ভয়ও ভয়ে পলায়ন করে, সেই স্বয়ং ভগবানের কি ভয় থাকিতে পারে? ভগবান্ ভ' দূরের কথা, তাঁহার ভক্তগণেরও ভয় বা বিতাবাতিনিবেশ নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বাল্যলীলায় যখন মিশ্রভবনে বিহার করিতেন, তখন দেবতাগণ, ভক্তগণ ও ঋষিগণপ্রভৃতি তাঁহাদের নিত্যারাধ্য প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য গৃহে আসিতেন। সর্ব্বান্তর্যামী, ভক্তবৎসল, শিশুরূপী শ্রীভগবান্ও সেবকগণকে বাল্যলীলাচ্ছলে কৃপা ও তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিতেন। এদিকে আবার বাৎসল্যরসরসিক শ্রীশচীজগন্নাথ প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যশিথিল-শুদ্ধপ্রেমের স্বভাববশতঃ বালকরূপী ভগবানের ঐশ্বর্য্যকে আদর না করিয়া শ্রীগৌরগোপালকে নিজ অঙ্গনে ক্রীড়মান লাল্য শিশু বলিয়াই জানিতেন

যেরূপ সেবা করিতেন

একদিন একটি সর্প শ্রীশচীর অঙ্গনে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছিল। চপল-চঞ্চল শ্রীগৌরহরি ক্ষিপ্রগতিতে সেই সর্পটিকে হস্তদ্বয় ধারণ করিলেন। স্পর্শ করিবামাত্র সর্প কুণ্ডলাকৃতি ধারণ করিল এবং গৌরগোপাল তদুপরি শয়ন করিলেন। প্রভুকে সর্পের উপরে শায়িত দেখিয়া শ্রীশচী আদি সকলেই হায়! হায়! করিয়া ভয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সাধারণ সর্পজ্ঞানে তাহার কবল হইতে বালক নিমাইএর পরিত্রাণ-কামনায় হাহাকার গরুড়ের শরণাপন্ন হইলে সর্পটি তথা হইতে প্রস্থান করিল। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনরায় সেই সর্পটিকে ধরিবার জন্য উদ্যত হইলে নারীগণ তাহাকে ধরিয়া আনিলেন এবং 'চিরজীবী হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন, কেহ বা নিমাইএর বিষ্ণুপাদার্ঘ রক্ষাবন্ধন, কেহ বা স্বস্তি বাণী পাঠ, কেহ বা বিষ্ণুপাদোদক আনিয়া বালকের শিরে প্রদান করিলেন। কেহ বলিলেন,—'আজ বালকটা পুনর্জ্জন্ম হইল।' কেহ বলিলেন,—'সাতসর্প বাঁচিয়া দংশন করে নাই, অন্য সর্প হইলে দংশন করিত।' গৌরাঙ্গবিরহ বাৎসল্যরসাশ্রিত ভক্তগণের ভগবানে ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি না থাকায় এরূপ ঐক্য কিছু বিচিত্র নহে। যে শ্রীভগবানে একটীবার ব্রহ্মশিবাদি দেবতাগণ পর্য্যন্ত ভয়ে কম্পিত হন, সেই শ্রীভগবানের কি কখনও ভয় থাকিতে পারে? তথাপি ভগবানে গাঢ়প্রীতিবিশিষ্ট ভক্তগণ তাঁহাদের পোষ্য-প্রিয়তমের আশঙ্কা স্থান না করিয়া থাকিতে পারেন না। ইহাই প্রেমের স্বভাব। ভক্তগণের ভগবানের প্রতি যে মমতা তাহা নিত্য এবং তাহাই ভক্তি। ইহা প্রত্যেকের আকাঙ্ক্ষণীয় হওয়া উচিত। স্নেহ মমতার আস্পদ—একমাত্র শ্রীভগবান্। যে কোন উপায়ে শ্রীভগবানের প্রতি স্নেহ প্রীতি বা মনোনিবেশ হইলেই আর সব থাকে না।

এই সর্প আর কেহ নহেন, ইনি ভগবানের সেবকবর সর্পরাজ শ্রীঅনন্তদেব। ঈশ্বরের সেবা ব্যতীত এঁর ভক্তাবতারের অন্য অন্য কোন কৃত্য নাই। ইনি সহস্রবদনে নিরন্তর কৃষ্ণগুণ গান করেন। ইনি পরম বাগ্মী, অনুক্ষণ তাঁহার কথা কীর্ত্তন ইঁহার ধর্ম্ম। ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, ভূষণ, আবাস, (উপবেশন বা যান, আসন, যজ্ঞসূত্র ও সিংহাসন—এই দশ কৃষ্ণসেবাই তাঁহার নিত্য কৃত্য। শ্রীল তাঁহার আরাধ্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম ভবনে আগমন করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় ধারণপূর্ব্বক পেতৃক শয্যা রচনা করিয়া গৌরনারায়ণ সেই পেতৃশয্যায় শয়ন করিলে এক অলৌকিক লীলা তাঁহার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হইল। এই শ্রীশেষ দেব সম্বন্ধে শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—'ভগবৎ কলা শ্রীঅনন্তদেবও স্বরাট্। তিনি শ্রীহরির প্রিয়কার্য্য করিবার জন্য সর্ব্বদা সম্মুখে থাকেন। বসুদেব নন্দন বাসুদেবের প্রথম-অংশ—সঙ্কর্ষণ। তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হন বলিয়া স্বরাট্, অতএব তিনি অনন্ত অর্থাৎ অ-দেশ-কাল-বাহ্য।" শ্রীল ক্ষেপ-ভাগবতামৃতে রুদ্রতত্ত্ব-বর্ণন-প্রসঙ্গে (১৯ অধ্যায়) শ্রীবলদেবটীকা—"শেষস্তু শাঙ্গিণ শয্যাসিংহাসনাদারূপকঃ। অতএব ঈশ্বরকোটিঃ, ভূধারী তু তদাশ্রিতো জীবঃ।" অর্থাৎ শার্ঙ্গধনুর্দ্ধারী বিষ্ণুর শয্যা আধারস্বরূপ যিনি শেষ—ঈশ্বর-কোটি এবং ভূধারী 'শেষ'-শক্ত্যাবিষ্ট জীব-কোটির অন্তর্গত। পুনরায় রাম-তত্ত্ব-বর্ণন-প্রসঙ্গে (৮৪ সংখ্যায়)—'সঙ্কর্ষণো দ্বিতীয়ো যো মূর্ত্তে রামঃ স এব হি। পৃথ্বীধারণ শীলঃ সংভূয় ব্যক্তিমীয়িবান্। শেষো দিব্য-মহীধ্রশ্চ শার্ঙ্গিণঃ। তত্র সঙ্কর্ষণে বেশাদ্ দুরূহং সন্ধ্যাদ্যং মতং। অনাদ্যপঞ্চমো হ্যস্য সখাদ্যস্তাদ্যলাঙ্গলী।" অর্থাৎ যিনি দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের সঙ্কর্ষণ তিনি ভূধারী শেষ সহিত মিলিত হইলে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যিনি ভগবানের শয্যারূপে শেষ, তিনি ভূধারী 'শেষ' সর্পধর হইলেও, এজন্য তাঁহাকেও শেষ বলিয়া থাকেন। যিনি শয্যারূপ, তিনি আসন ও দাস এবং সখা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

ভূধারী শ্রীশেষদেব সর্পমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গৌরসুন্দরের বাল্যক্রীড়ায় সহায়তা করিতে আসিয়াছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বন্ধন করিয়াছিলেন। ভগবান্ ভক্তের এই লীলা কথা

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তি বিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিকাশি"-টীকা ও আস্বাদন ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা ভাষ্য সাধকমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে

বেদশ্রেষ্ঠ। যাঁহারা এই বেদশ্রেষ্ঠ কথা শ্রবণ [illegible] ও তদ্বার [illegible] পাবেন, [illegible] দর্শন [illegible] [illegible] হন। [illegible] শ্রী [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] 'গৌড়ীয় [illegible]' [illegible] [illegible] [illegible] হন। [illegible] পরন্ত [illegible] অবস্থান [illegible] আলোচনা করেন, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ স্বকে না [illegible] বলিয়া তাঁহার জ্ঞান [illegible] ভিত্তি আমাদিগকে [illegible] নিত্যসেবার [illegible] [illegible] হন।"

শ্রী মথুরা-ধাম

——::(•)::——

শ্রীমথুরা [illegible] নিবে [illegible] মথুরা [illegible] বিশ্রামঘাটের [illegible] ভূমণ্ডল, [illegible] বৈকুণ্ঠের অতীত স্থান। [illegible] জগতে আসেন না, কিন্তু মথুরা [illegible] আর মথুরা [illegible] তাহার স্বাংশ ধর্ম্ম রক্ষা করিবার [illegible] প্রেমাভক্তি দানে অবস্থান করেন। [illegible] ইহাতেও [illegible] বৈশিষ্ট্য আছে। মথুরা [illegible] রসাত্মানময় ভূমি। মথুরা [illegible] আগে পাইলেন, অথচ তাঁহার [illegible] নহেন। [illegible] [illegible] ও [illegible] থাকেন। মথুরা [illegible] সেবা [illegible] হয়। [illegible] বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ। এখানে [illegible] বাস করেন। তথায় [illegible] [illegible] ইহারা [illegible] [illegible] [illegible] ইহারা [illegible] আমার গুরু, [illegible] সেবক—[illegible] মথুরা [illegible] [illegible] না করিয়া [illegible] মথুরাবাসী

সকল হয়। মথুরার [illegible] করিবার [illegible] [illegible] সেবা গ্রহণ অর্থাৎ [illegible] [illegible] [illegible] না।

মথুরা [illegible] কাম। [illegible] ভগবান ও [illegible] লীলায় [illegible] বাস করেন। [illegible] [illegible] করা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোন [illegible] করিয়াছেন, [illegible] [illegible] [illegible] রাজাদিগকে [illegible] [illegible] থাকেন। [illegible] [illegible] তাহাদিগকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মথুরাবাসীর অনুরূপ বস্ত্র। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মথুরা [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] [illegible]।

মথুরা [illegible] রজকালিক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

(পদ্মপুরাণ)

অহো! [illegible] ধন্য। অতি ধন্য [illegible] [illegible] [illegible] বাস করে। হরিভক্ত [illegible] হইয়া [illegible]।

'মথুরার [illegible] [illegible] কুরুতে

[illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible]

(আদি বরাহ)

[illegible] পুরী [illegible] [illegible] [illegible] আমার মাথুর [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] আরও [illegible]—অন্য স্থানে [illegible] [illegible] নিশ্চয় [illegible] [illegible] [illegible] কেবল [illegible] করিতে পারে। মথুরার সমান [illegible] প্রিয় স্থান [illegible] নাই [illegible]

যে মধুবনে শত্রুঘ্ন মধুরাক্ষসের পুত্র মহা-[illegible] বধ করিয়া [illegible] নামক পুরী নির্মাণ করিয়াছিলেন, সেই মথুরাপুরী হরিপদরেণু [illegible] [illegible]। মথুরাধাম [illegible] [illegible] দ্বারা লিপ্ত হয় না, পরন্তু [illegible] [illegible] লভ্য হয়। [illegible] [illegible] কেহই [illegible] [illegible] স্থান [illegible] পারে না। যাঁহাদের [illegible] [illegible] তাঁহাদেরই [illegible] থাকে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] স্থানে [illegible] ব্যক্তি নিশ্চয় [illegible] করে; [illegible] কীট পতঙ্গাদির [illegible] হয়, তাহারাও [illegible] [illegible] [illegible] 'আমি [illegible]'—[illegible] যাহারা হয়, [illegible] সংসার [illegible] হইতে মুক্তি লাভ করে। [illegible] মথুরায় [illegible] [illegible] দর্শন করেন, তাঁহারা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] স্থান কোথাও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেন। [illegible] মথুরা ও মথুরার [illegible] করেন, [illegible] [illegible] করেন। [illegible] ব্যক্তি ভগবৎপ্রমুখ [illegible] [illegible] [illegible] মথুরার [illegible] করেন। যে জন মথুরা [illegible] করে, [illegible] দর্শনে লোক [illegible] পবিত্র হয়।

শ্রীমথুরামণ্ডল দ্বাদশ [illegible] [illegible] স্থান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] স্থান। [illegible] [illegible] [illegible] স্থান। [illegible] [illegible] স্থান। [illegible]—[illegible] প্রাণরক্ষাস্থান। [illegible]—[illegible] [illegible]-স্থান ও

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::(•)::——

শ্রীকৃষ্ণের নাম, স্বরূপ ও বিগ্রহ—শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। এই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, শ্রীনামের স্বরূপ ও নিজের স্বরূপ অবগত হওয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের উদ্দিষ্ট শ্রীনাম [illegible]।

যে [illegible] পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র দেহ মনের [illegible] থাকে, সে কাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণকীর্ত্তন হয় না। সাধু [illegible] বৈষ্ণবের কৃপায় সম্বন্ধজ্ঞানের [illegible] দেহমনঃস্মৃতির শৈথিল্যক্রমে শ্রীনামপ্রভু জীবহৃদয়ে উদিত হন। সরলতা-পূর্ণ [illegible], [illegible] নয়নে, সেবোন্মুখ জিহ্বায়, [illegible] কর্ণে, কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাময় [illegible] অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি [illegible]। শ্রীনাম-[illegible] কীর্ত্তনে সর্ব্বাভীষ্ট [illegible] হয়। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের আভাসে [illegible] ও সংসারবন্ধন শিথিল হয়। তখন [illegible] জীব শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের

[illegible] স্থান। খদিরবন—[illegible] সখাগণসহ গোচারণলীলা-স্থান এবং বকাসুরের বধস্থান। বৃন্দাবন—শ্রীকৃষ্ণ-[illegible] শ্রীবৃন্দাদেবীর বন ও শ্রীকৃষ্ণের [illegible] লীলাবিলাসস্থলী। ভদ্রবন—শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের বিবিধ ক্রীড়া ও গোচারণ-স্থান। ভাণ্ডীরবন—শ্রীব[illegible] প্রলম্ব-[illegible] [illegible]। বিল্ববন বা শ্রীবন—শ্রীরাম-কৃষ্ণের [illegible] সহ পক্কবিল্ব-ভক্ষণের স্থান ও কৃষ্ণপ্রাপ্তি জন্য লক্ষ্মীদেবীর তপস্যা-স্থান। লৌহবন—শ্রীরামকৃষ্ণের গোচারণস্থলী। মহাবন—শ্রীকৃষ্ণের [illegible] ও বাল্যলীলা-স্থলী, শ্রীনন্দ-যশোদার আলয়। ইহার নামান্তর [illegible] বা প্রাচীন গোকুল।

এই মাথুরমণ্ডলে গোকুল, গোবর্দ্ধন, বর্ষাণ, সংকেত, নন্দীশ্বর বা নন্দগ্রাম, পরমাদরা [illegible], শেষশায়ী, মাটবন, উঁচাগাও, খেলন-বন, আরিট্‌গ্রাম বা শ্রীরাধাকুণ্ড, গন্ধর্ব্ববন, [illegible], [illegible], [illegible], আদিবদ্রী, করালা, আজনখ, কোকিলাবন, পিয়াসো, দাবলাও, কোটবন ও রাভেল—এই ২৪টি [illegible]। শ্রীবৃন্দাবন পঞ্চক্রোশীর মধ্যে [illegible] ভাবে আরও দ্বাদশটি বন আছে, যথা, [illegible]বন, কেলিবন, বিহারবন, [illegible] কাম্যবন, গোপালবন, নিকুঞ্জ-[illegible], নিধুবন, রাধাবন, ঝুলনবন, গহ্বরবন ও পাপবন।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর সেবাবিগ্রহ 'শ্রীমদনমোহন' শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর সেবাবিগ্রহ 'শ্রীরাধাগোবিন্দ,' শ্রীমধু-পণ্ডিতের 'শ্রীগোপীনাথ', শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর 'শ্রীরাধা-দামোদর', শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর 'শ্রীরাধারমণ' শ্রীবিগ্রহগণ আছেন

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

অধিকারী হন। ভগবদ্ভক্তগণ অখিলরসামৃত-সিন্ধু শ্রীনামসংকীর্তনমুখেই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন।

[illegible] কৃপা ব্যতীত মানব [illegible] সেবা-লাভে অসমর্থ। শ্রী[illegible] স্বয়ংরূপ ভগবানের স্বয়ংপ্রকাশ-বিগ্রহ। তিনি আশ্রয়জাতীয় [illegible] অর্থাৎ বিষয়জাতীয় সেবা [illegible] স্বতন্ত্র নহেন। শ্রী[illegible] পুরুষোত্তম শ্রীনন্দনন্দন হইতে [illegible] গুণবিশিষ্ট। [illegible] দ্বারাই যেরূপ সূর্যদর্শন [illegible] আলোকে সূর্য দর্শন [illegible] নহে, [illegible] কৃপা [illegible] হইলে কৃষ্ণসাক্ষাৎকার লাভ [illegible] অধোক্ষজ [illegible] নহে। আমরা অধোক্ষজ বস্তুর [illegible] করি না কেন, [illegible] সমস্ত [illegible] শাস্ত্রজ্ঞানে [illegible] আলোকমাত্রে। [illegible] শাস্ত্রজ্ঞান [illegible] উপলব্ধি [illegible]।

[illegible] সাত্ত্বিক [illegible] নির্ভর [illegible] উচিত। [illegible] শ্রুতি [illegible] বা গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা নিহিত হওয়া আবশ্যক।

নামভজনকারী অষ্টপ্রকার [illegible] (১) শাস্ত্রবাক্যে এবং শাস্ত্র [illegible] বিশ্বাসই শ্রদ্ধা, (২) [illegible] সাধুসঙ্গ, (৩) সাধুসঙ্গপ্রভাবে [illegible] কীর্তনই ভজনক্রিয়া (৪) তৎপরে [illegible] অনর্থ নিবৃত্তি। সাধনরাজ্যে [illegible] ভজন [illegible] আবশ্যক। তৎপরে (৫) শ্রীনামভজন [illegible] নিষ্ঠা [illegible] নিষ্ঠার পরে রুচি। (৬) [illegible] নাম গ্রহণ, (৭) [illegible] আসক্তি, (৮) ভাব [illegible] অর্থাৎ [illegible] প্রাপ্ত হয়। ইহাকে স্থায়ী রতি [illegible] আছে, তাহার [illegible] লক্ষণ, যথা — ১। ক্ষান্তি, (২) অব্যর্থকালত্ব, (৩) বিরক্তি, (৪) মানশূন্যতা, (৫) আশাবন্ধ, (৬) সমুৎকণ্ঠা, (৭) নামগানে সদা রুচি, (৮) [illegible] আসক্তি, (৯) [illegible] প্রীতি।

ভাবভক্তের স্থায়ী [illegible] মিলিত সংযোগে রসের উৎপত্তি হয়। ঐ রস [illegible] আবির্ভূত হইলে [illegible] হইতে মুক্তি হয়। তখন [illegible] অবস্থা যে, সর্বক্ষণই কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলে [illegible] সহিত গুরুসেবা করিবার ইচ্ছা হয়। মন তখন ত্রিগুণতাড়িত না হইয়া কৃষ্ণসেবার অভিলাষী হয়।

শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্তন পূর্ণমাত্রায় নবধা ভক্তি হয়। [illegible] ভক্তির ধর্মই [illegible] ইহাই জীবের [illegible] প্রয়োজনীয় বস্তু। কৃষ্ণের নিকট কোন [illegible] [illegible] ভোগের জিনিস [illegible] চাওয়া [illegible] হইবে। সুতরাং শুদ্ধভক্ত [illegible] আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি [illegible] নিযুক্ত রাখিবেন। ইহাই [illegible] আদর্শ সেবা। [illegible] এই সেবা উদিত হইলে জীবের নিত্যমঙ্গল লাভ হয়। [illegible] অবস্থায় অবস্থিত হইয়া সর্বক্ষণ [illegible] সেবা [illegible] আমাদের চরম উদ্দেশ্য। [illegible] কৃপায় আমাদের [illegible] লাভ ঘটিবে।

হরিকথা-সাধুসঙ্গ

——*.(*):: ——

আত্মা শুদ্ধ চৈতন্য। আত্মার [illegible] সহজে জড়াশ্রয় সম্ভব হয় না। [illegible] অপরাধবশতঃ ভগবদ্বিমুখ [illegible] জড়সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়াছে। জড় [illegible] নামক বিগ্রহ। লিঙ্গদেহ থাকা [illegible] জড় সান্নিধ্য থাকে। সাধুসঙ্গ [illegible] করিলে তাহা ক্রমশঃ দূর হয়। [illegible] আবরণ [illegible] নাই। মুক্ত [illegible] ভগবদ্বহির্মুখ মুক্ত। আত্মার [illegible] সেবোন্মুখতা। [illegible] ভোগোন্মুখতা। [illegible] কর্তৃত্বাভিমানী মায়ামুগ্ধ বা [illegible] আর অন্তর্গত ব্যক্তি [illegible] সেবোন্মুখী। [illegible] জীবের [illegible] আশ্রয়, [illegible] অবস্থায় [illegible] দেখা যায়, [illegible] অর্থাৎ সূক্ষ্ম আশ্রয়, চিদাভাস-আশ্রয় অর্থাৎ [illegible] লিঙ্গগত আশ্রয় এবং ভৌতিক অর্থাৎ স্থূল আশ্রয়। স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের পার্থক্য এই যে, স্থূলদেহের দেহী-[illegible] এবং সেইটি [illegible] দেহ, অতএব দেহ ও দেহী [illegible] ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু সূক্ষ্ম [illegible] ভিন্ন নহে, তিনই দেহ, তন্মধ্যে পার্থক্য নাই।

[illegible] স্বরূপ-পরিচয় ও ক্রিয়া-পরিচয় এই দুইটি বিষয় আছে। [illegible] চিৎস্বরূপ [illegible] জ্ঞান। ভাব [illegible] জ্ঞানস্বরূপ। তাহার দেহ জ্ঞানময় — চিন্ময়। জ্ঞানরূপ পদার্থের তাহার কলেবর গঠিত। [illegible] তাহার ক্রিয়া-পরিচয়। অতএব মুক্তজীবের [illegible] কোন [illegible] জ্ঞানের। মুক্তজীবের শুদ্ধ অন্তঃকরণ, [illegible] চিত্ত, শুদ্ধ মন ও শুদ্ধ ইন্দ্রিয়সমূহ তাহা হইতে আত্মরূপে শুদ্ধ সত্তায় অবস্থান করে। [illegible] জীবকে চিদানন্দরূপে লক্ষ্য করা যায় এবং মায়িক সুখদুঃখরূপ আনন্দাকারই তাহার ক্রিয়া-পরিচয়।

জড়ের সহিত [illegible] নিত্য সম্বন্ধ নাই। [illegible] যে বাহ্য [illegible] আছে [illegible] অপসারিত। [illegible] হইতে [illegible] করিলে মুক্ত [illegible] হয় না, [illegible] হইতে [illegible] ভগবানের নিকট [illegible] সেবা [illegible] এইজন্য সাধুসঙ্গ [illegible] [illegible] মায়াবদ্ধ [illegible] অনাদিমায়া-সম্বন্ধ এবং [illegible] প্রভাব [illegible] বস্তুর ও মায়ামায়িক [illegible] নিত্য [illegible] জড়জগতের [illegible] না। [illegible] হয় [illegible] আর [illegible] নহে। এই [illegible] যদি [illegible] হয় [illegible] শোক, ক্রোধ, [illegible] হইতে [illegible] আদর্শে সেবক সম্বন্ধ [illegible] ও বস্তু [illegible] রূপে [illegible] আশ্রয়ে [illegible] নিত্যসেবা [illegible] বিষয়ে [illegible] রূপে [illegible] প্রদান করে, [illegible] হইয়া [illegible] প্রয়ত্ন করিয়া থাকে এবং [illegible] বস্তুতে [illegible] কোন এক আনন্দময়ী [illegible] প্রদান করে, [illegible] এখানে [illegible] ইহার [illegible] সহজ [illegible] নাই, [illegible] বর্তমান আছে, সেই দুঃখসম্বন্ধ [illegible] সুখপ্রাপ্তি তুল্য করে। [illegible] যে শোক বর্তমান আছে সেই শোক [illegible] আনন্দে [illegible] পুনঃ পুনঃ [illegible] থাকে, [illegible] প্রকৃতি পরমানন্দ পুষ্টিকারক।

[illegible] সাধুসঙ্গ [illegible] সেবা [illegible] তাহার [illegible] অনুশীলন [illegible] শ্রবণ [illegible] অনুশীলন [illegible] সাধুসঙ্গ [illegible] অস্বীকার [illegible] কপট [illegible]।

[illegible] উৎপন্ন [illegible] তাহার [illegible] অন্য [illegible] উদ্দেশ্য [illegible] আত্মা [illegible] সেবা [illegible] ভক্তমুখী [illegible] তাহাতে [illegible] সাধুসঙ্গ [illegible] ফলভোগ [illegible] তাঁহাদের ফল [illegible] নিজের [illegible] কর্তৃত্বাভিমান [illegible] একই [illegible] এবং [illegible] সাধু-[illegible] না। [illegible] অবলম্বন-[illegible] ভজনে [illegible] সমস্ত [illegible] চেষ্টা [illegible] বাধা হয়। [illegible] সাধুসঙ্গ [illegible] তাঁহাদের ভজনের [illegible] না।

[illegible] ফল [illegible] বিয়োগ [illegible] থাকায় [illegible] কিন্তু যখন [illegible] উদিত [illegible] উদয় হয়। [illegible] [illegible] এবং [illegible] জ্ঞান [illegible] উদাহ [illegible] সম্বন্ধ-[illegible] হরিকথা [illegible] সাধুসঙ্গ [illegible] হরি [illegible]-

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ', সর্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়।

Regd. No. C 1644

পরিমাণে শুদ্ধ হয়ে উদিত হয়, তখনই সাধুসঙ্গদ্বারা সংকোচ হইতে রক্ষা হয়। এই সংসার যাতনা সমুদ্রে পতিত কোটি কোটি জীবের মধ্যে কেহ বা সাধুসদৃশ সুকৃতিফলে তাঁহাদিগকে লাভ করে। পরে তাঁহারা কেহ আর্ত্ত হইয়া, কেহ জিজ্ঞাসু হইয়া, কেহ বা অর্থার্থী হইয়া, কেহ বা জ্ঞানী হইয়া সাধুসমীপে ভগবদ্ভক্ত অবগত হইয়া দৈন্য, জিজ্ঞাসা, অনুকূলতা ও জ্ঞানেচ্ছা মোহ বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধ ভজন করেন। সৌনক, ধ্রুব, রাজর্ষি পরীক্ষিৎ, তাহার উদাহরণ। সংসারক্লেশ নষ্ট হইয়াছে তাঁহারা আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু অর্থার্থী ও জ্ঞানী হন অর্থাৎ পড়া, শুনা ইত্যাদি দ্বারা আর্ত্ত, 'কিসে সংসার দুঃখ হতে উদ্ধার পাইব' —এই অনুসন্ধিৎসা হইয়া জিজ্ঞাসু, 'কিসে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে'—এই ভাবনায় অর্থার্থী এবং দর্শনাদির আলোচনায় 'নাস্তি একঃ, ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই, আমাদের মরণই সকল লাভ'—এই প্রকার চিন্তা করিয়া জ্ঞানাভিমানী হইয়া পড়ে। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা ভগবত্তত্ত্ব ও ভগবৎ স্বরূপ জানিয়া ভাল জ্ঞানী হন, তাঁহাদের ঐ চারি শ্রেণীর লোক ভগবানের অধিক প্রিয় হন। সুতরাং তাঁহারা সকলেই সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া অবশ্য হৃদয়ে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভগবদ্ভজন করেন। এই উপদেশ আমরা গীতায় দেখিতে পাই। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

তাবৎকর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥
তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন মুঞ্চেদ্যাবতা পৃথক্।
মচ্চিত্তঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি মদর্থং ভারয়েন্নরঃ ॥
নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্ ॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ নিৰ্ব্বিণ্ণঃ পুরুষো ভবেৎ।
ন তস্য কর্ম্মযোগো বা সিদ্ধির্ম্মে ভক্তিলক্ষণা ॥
তস্মাৎ কর্ম্মসু বিত্তেষু বয়সঃ স্বায়ুষো নরঃ।
কালে চোপরতং যুঞ্জ্যাদনিবিণ্ণো যথাবলম্ ॥
অথ মদ্ভক্তিযোগেন তাবদাত্মনিরীক্ষকঃ।
বিরক্ত আত্মবান্ লোকান্ নিষেবেত বিনির্ব্বিদ্যেত ॥

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—"ভগবানের কথা শ্রবণ করিবার বাসনা হইতে জীবের মুক্তি হয়। ভগবৎকথায় শ্রদ্ধাবান্ জনের ভগবদ্ভাগবতের [illegible] বিরক্তমনস্কত্ব হয়, সেই সাধুসঙ্গের দৃঢ়তা স্থাপন করিয়া একান্তকারে ভগবদ্ভজন করেন। এই ভাবিক ধারায় যেসকল দুঃখপ্রদ [illegible] উদ্ভূত হয়, উহাদিগকে নিন্দনপূর্ব্বক ঐ ভজনে [illegible] হইয়া ভক্তিসাধনে অসঙ্গ হইয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্তগণের প্রস্তুতপ্রস্তাবে অসঙ্গ নাই। ভোগপ্রবাহে সকলপ্রকার অসুবিধা বর্ত্তমান। ত্যাগ ও ভক্তি বিপরীতস্বভাবীয়। সুতরাং ভোগধর্ম্ম উন্নত হইবার পূর্ব্বে যে সকল 'বিপৎপাত' উপস্থিত হয়, উহাদিগকে অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানে তাদৃশ সঙ্গ করিলে [illegible] ভক্তি-অঙ্গ হইতে ক্রমশঃ সুযোগ প্রদান করে। ভাগ্যবৎকথায় শ্রদ্ধাবিশিষ্ট জনগণ ভক্তিযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক ভজন করিতে সর্ব্বপ্রকার ভোগবাসনা হইতে অবসর লাভ করেন। সেকালে তাঁহারা 'ভগবানই একমাত্র আনন্দের ভোক্তা'—এই প্রকার উপলব্ধি পোষণ করেন। ভগবদ্ভক্ত যদিচ অনর্থনিবৃত্তি হইলে ভগবানকে স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার সেবা করেন, তথাপি নিজ ভোগবাসনা তাঁহাকে সেকালে কেশ দিতে পারে না।"

এইপ্রকার লোকে অনেকে আরম্ভ করিয়াও তাঁহারা বিরত। ভাগ্যবান্ জীবের সুকৃতিফলপ্রসাদে ভগবদ্ধামাদিতে শ্রদ্ধা লাভ করিয়া ক্রমশঃ অঙ্গ লাভ করেন। এখানে একটি কথা সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে—না রাখিলে সমস্ত বিফল হইবে—'ভোগ বা কপট—যুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা দূর না হইলে আত্মধর্ম্মের বিকাশ হইতে পারে না। সাধুসুহৃৎ চিদ্ধনবনীত-চোর স্বরূপ স্বীয় কথা অকৈতব আলোচনা দ্বারা আমাদের চিত্তে প্রবেশপূর্ব্বক অনর্থসমূহ অচিরে দূর করেন। অনর্থগুলি নিত্য ভাগবতসেবার দ্বারা নষ্টপ্রায় হইলে কৃষ্ণ নিষ্ঠা ভক্তির উদয় হয়, তখনই ভোগ ও মুক্তি আর থাকে না। ভক্তি উদিত হয়, তখনই ভোগ ও মুক্তি [illegible] হইতে থাকে। চিত্ত শুদ্ধ হইয়া সর্ব্বান্তর আত্মা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আত্মপ্রকাশ আবির্ভূত হইতে দেখা যায়।

নমো নমঃ শ্রীগৌর-কিশোর

(১)

অনর্পিত চরীচিরাৎ, প্রেম নিবেদনোন্নত ধনি,
নমো নমঃ শ্রীগৌরকিশোর।
তীব্র অনুরাগময়, বিপ্রলম্ভ তন্ময়,
শ্রীচৈতন্যপদ অনুচর ॥
বিশুদ্ধ ভক্তিতত্ত্ব, রূপানুগ-প্রবর,
গৌর ধামাশ্রিত মহাশয়।
বৈরাগ্যের শ্রীমূরতি, যতিকুল অহরহঃ,
প্রীতি সেবা-ধামময় ॥
অসতের সঙ্গ, করি নিত্য পরিহার,
গৌর নাম-প্রচারে রত।
গৌড়বনে বসবাস, ভেদ নাই ভিন্নমনে,
তাঁতে তব অপ্রাকৃত প্রীত ॥
শ্বেতদাস মাধুপুরী, দিব্য গুণ ভরপুর—
যে আত্মায় কীর্ত্তন-মুখর।
(মহা) ভাগবত অগ্রগণ্য, সুবরেণ্য ধন্যধন্য,
নমো নমঃ শ্রীগৌরকিশোর ॥
পূত অবধূতবর, অতি গূঢ় সেবাপর
প্রকাশিলে বাগান্তরালে।
বিরহেতে উৎক্ষিপ্ত, বন্দি ব্রজভাবদীপ্ত,
শ্রীমানীর মনোরঙ্গ জনে ॥
বৈকুণ্ঠপ্রভাব রম্য, মূঢ়গণের অগম্য,
শরণাগতের প্রাপ্যধন।
উত্তম বিলাসাবলী,- অনুভব-কুতূহলী,
বন্দি গৌরকিশোর-চরণ ॥
ধর্ম্মধ্বজী যত ভণ্ড, পায় তা'রা চণ্ড দণ্ড,
সজ্জনের সঙ্গে মন্ত্র ধন।
গৌরপদ পরাগের, মধুমত্ত মধুপের,
বন্দি তা অভয় চরণ ॥
মাধব-উত্থান-চিতা পুণ্যবতী তনিস্থিতি,
কোল সুপবিত্র ধামে।
প্রপঞ্চে প্রকটলীলা, ইচ্ছাবশে সংবরিলা,
পূরাইতে গৌরেন্দ্রের কামে ॥
পূর্ণতম চিদ্বিলাস, তোমার 'দয়িতদাস'
সুসিদ্ধান্ত-প্রকাশ ভাস্কর।
কলিতম তিমিরনাশ ত, সমুদিয়া অবনীতে
কৃপালোক দিলা নিরন্তর ॥
শ্রীগুরুদাসের দাস পদধূলি যাঁর আশ
নগণ্য এ অধমের গুরুজন।
আশ্রয়ের কৃপা-বলে, তব দয়া পা'বে ব'লে
নিবেদি জানায় অনুক্ষণ ॥

গৌড়বনে বাসাধনে, ভেদ নাই কোনখানে
তব হৃদি বৈশিষ্ট্য আছে তাঁর।
গৌড়পুর অতিশয় উদার করুণাময়,
পতিতপাবন অবতার ॥
জানাইতে এই তত্ত্ব, আবির্ভাব তুমি নিত্য,
গৌড়বনে শ্রীমায়াতীর্থে বাস।
শ্রীদাস গোস্বামী-পায় নিবেদিতে দিন যায়
অহঙ্কার বর্জ্জন-বিলাস ॥
আকুল সে আর্ত্তনাদ, বিপ্রলম্ভ প্রেমোন্মাদ,
"রাধে, রাধে, রাধে, রাধে," বলি'।
শ্রবণের যোগ্যপাত্র, শ্রীদয়িত দাস মাত্র,
আর সেবাধিকার দুর্লভ ॥
তব অভিশাপ-বাণী 'শাপ' নহে আশীর্ব্বাণী
অবজ্ঞানাময়ী দয়া সেই।
অবিদ্যা, অনর্থ, পাপ, দূর যায় সর্ব্ব তাপ,
লভ প্রেম নিধি যে যেই ॥
কৃষ্ণ-গৃহব্রত যাঁরা এ বাণীতে আত্মহারা,
'সর্ব্বনাশে' তাঁ দের উল্লাস।
করিবারে বরষণ, কৃষ্ণকৃপা-শক্তিরাশি,
বিশ্ব ভরে কাড়ে নিজ পাশ ॥
ভোগ আর ত্যাগবাদ, দুইই ভক্তিবাধ,
সম্ভোগাশা স্থূল জ্ঞানরূপ।
বিশ্বাহুতি দিয়া ভিড়িয়া, উত্তর কৃধির পিয়া,
মায়াদাসী ডাকে অন্ধকূপে ॥
ভুক্তি মুক্তি, তুচ্ছ আশ চিরতরে হউ নাশ,
অমায়ায় কর কৃপাদান।
বাঁচুক জগজ্জন, বরি' পদরেণু কণ,
ভক্তি-রস সিন্ধু করি' পান ॥
লৌহজঙ্ঘ, পঙ্গু, অন্ধ, দেহদৃক্ অতিমন্দ,
আশ্রয় দিলে লভুক চেতনা।
স্পর্শমণি স্পর্শ করি', জাড্যধর্ম্ম পরিহরি',
ভক্তিপথ করুক ভাবনা ॥
সাক্ষা বৈরাগ্যমূর্ত্তি শ্রীগৌরকিশোর।
বিপ্রলম্ভরসার্ণব পদে নতি মোর ॥

সাময়িক প্রসঙ্গ

দিল্লীতে গোবর্দ্ধনপূজা

গত ২১শে অক্টোবর, মঙ্গলবার আদ্য মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা নিউদিল্লীস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শিরোমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপাশীর্ব্বাদে শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব ও শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা শ্রীহরিকীর্ত্তনমুখে সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। বৈকালে শ্রীবিগ্রহের আবাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-বন্দনা, ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনাত্মক গীতাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। তৎপরে গৌড়ীয় মিশনের প্রথম প্রচারক ও উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃতদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু ১৫ই কার্ত্তিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে 'গোবর্দ্ধনপূজা' প্রবন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকের পূর্ব্বে ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজার কথা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বিভিন্ন ও বিচিত্র প্রকারের দ্রব্যসামগ্রীদ্বারা শ্রীবিগ্রহাবীজীউর ভোগ প্রদান করা হইলে মধ্যাহ্ন ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন হয়।

অপরাহ্ণে স্থানীয় বহু ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলার সমাগম হইতে থাকে। সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনের পর একটি বহতী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্যলীলা ২৫শ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তদনন্তর মহামন্ত্র-কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বম্বে প্রচার

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের অনুগত্যে বম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ স্থানীয় সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন।

গত ১৮ই অক্টোবর, শনিবার সহরের চৌপাটী 'সি, ফেস', স্থিত সুবৃহৎ মলীবিল্ডিং-নিবাসী মিঃ মোহনলাল সাহা মহাশয়ের আন্তরিক ইচ্ছায় ও যত্নে তদীয় ভবনে একটি সভার আয়োজন হয়। মঠসেবকগণ সন্ধ্যায় উক্ত সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও 'যশোমতী-নন্দন' প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। অনন্তর উপদেশক ত্রিদণ্ডিপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু 'মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে হিন্দিভাষায় প্রায় দুই ঘণ্টাকাল একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ২৯ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৭ই কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৩রা নভেম্বর ইং ১৯৪১, সোমবার | ১৯২ তম সংখ্যা

ভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিকাশিনী-টীকা ও আস্বাদন ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯ দামোদর, শর্ব্ব সঙ্কর্ষণ, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীগোবর্দ্ধনধারণ-লীলা

——::(*)::——

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগোবর্দ্ধনধারণ-লীলা নিত্যা। ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম। ভক্তই তাঁহার মাতা-পিতা, কান্তা, বন্ধু-বান্ধব—সব। ব্রজবাসিগণকে লইয়াই তাঁহার যত লীলা। ব্রজবাসিগণ যাহা কিছু করেন, তাহাতে তাঁহাদের নিজের সুখবাঞ্ছার লেশমাত্রও নাই। তাঁহাদের শরীর-রক্ষা, ভয়-ভীতি যাহা কিছু, তাহা দ্বিতীয়াভিনিবেশযুক্ত ব্যক্তির ন্যায় নহে। তাঁহাদের দেহরক্ষা—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণের জন্য, তাঁহাদের ভয়ভীতি পাছে ভগবানের সেবা-সুষ্ঠুতায় কোন বিঘ্ন উৎপন্ন হয়, এই আশঙ্কায়, তাঁহাদের মমতা, মোহ, স্নেহ প্রভৃতি শ্রীভগবানের প্রতি পাল্যজ্ঞান-নিবন্ধন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের ঘরোয়া-ভাব। তাঁহারা অপ্রাকৃতবস্তু। সুতরাং তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপও অপ্রাকৃত।

কোন সময় কৃষ্ণগতপ্রাণ গোপগণ ইন্দ্রের আরাধনার জন্য নানাপ্রকার পূজা-সম্ভার আয়োজন করিতে থাকিলে ইন্দ্রের দর্প নষ্ট ও জগতে নিজের সর্ব্বেশ্বরেশ্বরত্ব প্রচারার্থ দর্পহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বান্তর্যামী হইয়াও অজ্ঞের ন্যায় অভিনয়পূর্ব্বক শ্রীনন্দাদি গোপগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে পিতঃ! আপনাদের এই পূজার আয়োজন কেন? এই পূজার দেবতাই বা কে?" শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীনন্দ বলিলেন—"আমরা আজ ইন্দ্রপূজার আয়োজন করিতেছি। পর্জ্জন্যাধিপতি ইন্দ্র বারিবর্ষণ করিয়া জীবগণের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। এই ইন্দ্রপূজা আমাদের পারম্পর্য্যাগত আচার। ইন্দ্রকর্ত্তৃক বারিবর্ষণে যেসকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহা দ্বারাই আমরা তাঁহার পূজা ও জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি।" এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"হে পিতঃ! ইহলোকে জীবগণ কর্ম্মবশতঃই জন্মমৃত্যু, সুখ-দুঃখ, ভয় ও শুভ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যদিও অপরের কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর একজন আছেন, তথাপি তিনিও কর্ম্ম প্রভৃতি অন্য কোন বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই ফল দান করেন, পরন্তু কর্ম্মশূন্য ব্যক্তিকে তিনি কখনও ফল দান করেন না। ইহলোকে জীবমাত্রই কর্ম্মানুবর্ত্তী, তাঁহাদের সেই প্রাক্তন সংস্কার-জন্য কর্ম্মের অন্যথা করিতে ইন্দ্রও সমর্থ নহে। তবে প্রাণিগণের ইন্দ্রপূজার প্রয়োজন কি? জীব কর্ম্মবশেই দেব-তির্য্যগাদি বিবিধ দেহ প্রাপ্ত হইয়া সেই কর্ম্ম-বশেই পুনরায় তাহা ত্যাগ করে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণই যথাক্রমে জগতে স্থিতি, সৃষ্টি ও বিনাশের কারণ। তন্মধ্যে রজোগুণেই বিশ্ব উৎপন্ন হয়, পশ্চাৎ স্ত্রী-পুরুষের সংযোগে বিবিধ প্রাণিজগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। মেঘরাশিও ঐ রজোগুণে চালিত হইয়াই সর্ব্বত্র জল বর্ষণ করিয়া থাকে এবং ঐ জলদ্বারাই প্রজাগণ জীবন ধারণ করিয়া থাকে, সুতরাং প্রজারক্ষণ-বিষয়ে ইন্দ্রের কিছুমাত্র কার্য্য নাই। হে পিতঃ! আমরা বনবাসী, সর্ব্বদা বন ও পর্ব্বতাদিতেই বাস করি। আমাদের নগর, জনপদ, গ্রাম কিংবা গৃহ মঙ্গলজনক নহে। অতএব ইন্দ্র পূজা না করিয়া ইন্দ্রযজ্ঞের উপকরণরাশির দ্বারা গো, ব্রাহ্মণ ও পর্ব্বতের উদ্দেশে যজ্ঞ আরম্ভ করুন।"

এই সকল কথার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বরূপ ও তাঁহার সর্ব্বপ্রকার ভক্তগণের স্বরূপ-ধর্ম্ম প্রকাশ করিলেন। কৃষ্ণ শুদ্ধমাধুর্য্যময়, কৃষ্ণের ধাম আনন্দময়। পরব্যোমের ঐশ্বর্য্য-প্রভাব বৃন্দারণ্যের মাধুর্য্যের নিকট পরাভূত। ফল, ফুল, কিশলয়ই ব্রজের সম্পত্তি, গোধনসমূহই ব্রজের প্রজা। তথাকার ব্রাহ্মণগণ ব্রজপুরের হিতকারিরূপে কৃষ্ণের সেবক। শৈলাদি শ্রীকৃষ্ণের বিচরণভূমি অর্থাৎ কৃষ্ণের সেবোপকরণ বলিয়া তাঁহার সেবাই গোপগণের যোগক্ষেমের কারণ। নবনীত, দধি, দুগ্ধই ব্রজের খাদ্য। সমস্ত কানন, উপবন, ভূধর কৃষ্ণপ্রেমময়। ব্রজের সমস্ত প্রকৃতি কৃষ্ণ পরিচারিকা, সুতরাং সেই অদ্বয় চিদ্-বিলাসধামে অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্যতীত দ্বিতীয় ভোক্তার অধিষ্ঠান নাই। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাঁহাদিগকে যে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া অভিমান করেন, তাহা তাঁহাদের অজ্ঞানতা বা দ্বিতীয়াভিনিবেশ প্রসূত ব্যাপার। তাই গোপগণ ইন্দ্রযজ্ঞের জন্য উদ্যোগ করিলে লোকশিক্ষক শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে ঐরূপ কর্ম্মযজ্ঞ করিতে নিষেধ করিয়া ইন্দ্রাদি বহু দেবতার পূজা বা স্বতন্ত্র পরমেশ্বরবুদ্ধিতে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণু ব্যতীত দেবতান্তরের পূজা পরিত্যাগ করিতে বলিলেন এবং ইন্দ্রগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজেরই পরমেশ্বরত্ব প্রকাশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোন দেবতাই স্বতন্ত্র পরমেশ্বর-পদবাচ্য হইতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার কোন একটি শক্তির আভাসের দ্বারাই দেবতাগণের পরিচ্ছিন্ন শক্তি দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণ শরণাগতপালক। শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরিরাজকে অন্যান্য পর্ব্বতের সহিত গিরিসামান্যবুদ্ধি করিতে হইবে না। পৌত্তলিকগণের পর্ব্বত-সাগরাদি-পূজার ন্যায় ব্রজবাসিগণের গোবর্দ্ধনপূজা নহে। গোবর্দ্ধন—সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু।

শ্রীমদ্ভাগবতের 'অনন্তগোপাল'-তথ্যে আমরা পাই—"নন্দপ্রমুখ গোপবৃন্দ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিত্য পরিকর। তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ জীবমাত্রকেই ঈশ্বর-ভ্রমে ইন্দ্রাদি নানা দেবদেবীর উপাসনার নিরর্থকতা প্রদর্শন করিতেছেন। কর্ম্মী বা স্মার্ত্তদিগের মধ্যে ঈশ্বর স্বীকৃত হইলেও বস্তুতঃ তিনি কর্ম্মের অধীন। যে ঈশ্বরের নিগ্রহানুগ্রহ-সামর্থ্য নাই, তাদৃশ কর্ম্মাধীন ইন্দ্রাদি দেবতার ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? জীব প্রকৃতির গুণে আবদ্ধ হইয়া যেসকল কর্ম্ম করে, সেই কর্ম্মই তাহাদিগকে ভাবি-কালে ফল ভোগ করায় ও জন্মমৃত্যুর হেতু হয়। অতএব কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। এস্থলে কর্ম্মাধীন ঈশ্বর করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যিনি কর্ম্মপরতন্ত্র নহেন, পরন্তু নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ স্বতন্ত্র ভগবান্, তাঁহার সেবা-পূজা বা আরাধনা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত—ইহাই তাৎপর্য্য।"

কৃষ্ণনিজজন ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিয়া পরমভোক্তা অদ্বয়তত্ত্ব শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দনের বিচরণভূমি গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনের পূজা আরম্ভ করিলেন। গোপগণ গোধনগণকে অগ্রে করিয়া শ্রীগিরিরাজকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। এই শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরিরাজ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের বিশ্রামস্থান। এই-স্থানে শ্রীকৃষ্ণ নিরন্তর বিহার করিয়া থাকেন। এই গোবর্দ্ধন শৃঙ্গারবসের সিংহাসনস্বরূপ। এই গোবর্দ্ধন গিরিরাজ হরিভক্তগণের অগ্রণী।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে

শ্রীগোবর্দ্ধন একাধারে অগ্নি-উদ্গারপর্ব্বত উদ্যানপ্রান্ত ও উদ্গারপর্ব্বত [illegible]। [illegible] শ্রীরাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড [illegible] সহিত [illegible], শ্রীগোবর্দ্ধন [illegible] সহিত অভিন্ন। [illegible] শ্রীগোবর্দ্ধনপুজা। [illegible] হরি ও গোবর্দ্ধনগণের নিকট পদাশ্রয় ব্যতীত জীবের [illegible] অধিকার হয় না। [illegible] 'ভোগ' অর্থে নিন্দা। [illegible] শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজার [illegible] — "[illegible]" [illegible] শ্রীরাধার [illegible] সহিত [illegible] ইহা ও [illegible] পাবন বা তাড়ন নাই। [illegible] গোলোক [illegible] শ্রেষ্ঠ। সেই বৃন্দাবন অপেক্ষা [illegible] শ্রেষ্ঠ, [illegible] শ্রীরাধার [illegible] অভিন্ন [illegible] অপ্রাকৃত [illegible] সেখানে [illegible]। [illegible] অত্যন্ত নিকটতা [illegible] শ্রীগোবর্দ্ধন কঠিন, আর [illegible] প্রাণনাথ, [illegible] একটি শিলাচার্য্য, আর একটি ভক্তচার্য্য।

[illegible] শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা [illegible] শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য [illegible] করিয়া "আমি শৈল, আমি [illegible]" — এইরূপ বলিতে বলিতে [illegible] বিশ্বাসপূর্ব্বক গোপগণ [illegible] ভক্ষণ করিলেন। অনন্তর [illegible] গণের সহিত [illegible] প্রদান করিলেন [illegible] গোপগণকে [illegible] লাগিলেন — "ঐ দেখ মূর্ত্তিমান গোবর্দ্ধন আমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। [illegible] রূপ গ্রহণ করি। [illegible] জীবগণকে বিনাশ করেন। [illegible] এ গোবর্দ্ধন [illegible] প্রণাম করি। [illegible] শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া গোপগণ [illegible] সহিত [illegible] প্রদক্ষিণ করিলেন।

[illegible] ইন্দ্র [illegible] হইয়া সম্বর্তক-নামক [illegible] প্রেরণ করিয়া [illegible] শিলাবৃষ্টি দ্বারা [illegible] করিতে লাগিলেন। [illegible] দেবী [illegible]

তখন ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহা ইন্দ্রের লীলা জানিতে পারিয়া [illegible] বলিলেন — "আমি [illegible] দিবার [illegible] ঈশ্বরাভিমানিগণের [illegible] বিনষ্ট করিব। [illegible] ঐশ্বর্যাভিমান প্রযুক্ত নহে। [illegible] অহঙ্কার নষ্ট হইলে [illegible] শান্ত হইবে। অতএব আমি আমার অনন্য রক্ষিত, [illegible] করিব। আমি [illegible] গ্রহণ করিয়াছি।" [illegible] শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া [illegible] গোবর্দ্ধনকে [illegible] ধারণ করিলেন [illegible] গোপগণকে [illegible] আমার হস্ত হইতে পর্ব্বত পড়িয়া যাইবে, এরূপ আশঙ্কা করিও না। [illegible] প্রবেশ [illegible] তোমাদের [illegible] থাকিবে না। তোমাদের পরিত্রাণের জন্য আমি এই উপায় বিধান করিয়াছি।" তখন গোপগণ [illegible] গোধন [illegible], ভৃত্য ও পুরোহিতাদির সহিত [illegible] সুখে [illegible] প্রবেশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুধা তৃষ্ণা [illegible] সুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক সপ্তাহ [illegible] গোবর্দ্ধনকে ধারণ করিয়া [illegible] ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করিলেন। ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক শক্তির প্রভাব দর্শন করিয়া বিস্মিত, সঙ্কল্পভ্রষ্ট ও গর্ব্বচ্যুত হইয়া [illegible] নিবারিত করিলেন। [illegible] ব্রজবাসিগণ বাহির হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও সকলের [illegible] সে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে পূর্ব্ববৎ স্থাপন করিলেন। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগোবর্দ্ধনধারণলীলা।

শ্রীগিরিধারী ও শ্রীগোবর্দ্ধনবিহারীর লীলা একই [illegible], উভয়ই নিত্য লীলা। [illegible] মনে করে যে, শ্রীগিরিধারীতে ঐশ্বর্য্যভাব বা ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত কোন ভাব [illegible] না। [illegible] গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া তিনি এক অদ্ভুত লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, [illegible]। [illegible] মাধুর্য্য [illegible] পালনের জন্য [illegible] যে নিত্যলীলা [illegible], তাহা সবই মাধুর্য্যময়। [illegible] ইহা [illegible] গোবর্দ্ধনবিহারী — উভয় লীলারই মাধুর্য্য-মর্য্যাদা রক্ষা [illegible] কৃপাপূর্ব্বক [illegible] ছেন — "[illegible] ঐশ্বর্য্যের প্রকাশে বা [illegible] মধ্যে লীলার ব্যতিক্রম ঘটে না, তাহার মাধুর্য্য লীলা — যেমন পূতনার প্রাণহরণ কালেও স্তনপানরূপ নরবালক ভাব, যেমন মহা[illegible] ভঞ্জন সময়েও অতিকোমল চরণ চঞ্চলশালী শৈশবের শিশুর [illegible] যেমন মহাদীর্ঘ রজ্জুদ্বারা বন্ধনের অশক্য-অবস্থাতেও জননীর ভয়ে বিকলতা, যেমন ব্রহ্মার ও বলদেবের মোহনলীলায় সার্বজ্ঞ্য-সত্ত্বেও বৎসগণ [illegible] লীলা, আবার ঐশ্বর্য্য থাকিলেও [illegible] অবস্থায় [illegible] চৌর্য্য ও গোপস্ত্রী-জন লাম্পট্য প্রভৃতি। ঐশ্বর্য্যবর্জ্জিত কেবল মনুষ্য লীলাগত মুগ্ধতাকেই যদি মাধুর্য্য বলা হয়, তবে ক্রীড়াচপল প্রাকৃত মনুষ্য-বালকের যে স্বাভাবিক [illegible], তাহাকেও মাধুর্য্য বলিতে হয়, কিন্তু তাহা বলিতে পারা যায় না। 'ইনি ঈশ্বর' — এইরূপ [illegible] হইলে তৎকর্ত্তৃক যে হৃৎকম্পজনক সম্ভ্রমবোধ ভক্তের হৃদয়বর্ত্তী ভাবের অতিশয়তা সম্পাদিত হয়, তাহাকেই ঐশ্বর্য্যজ্ঞান বলা হয়। 'ইনি ঈশ্বর' — এরূপ বুদ্ধি হইতেও যদি হৃৎকম্পজনক সম্ভ্রমের উদয় না হয়, কিন্তু ঐ ঈশ্বরজ্ঞান ভক্তের হৃদয়স্থিত [illegible] দিনের পরিবর্তে উহার [illegible], তবে তাহাকেই মাধুর্য্য-জ্ঞান বলা যায়। গোবর্দ্ধন-ধারণের পূর্ব্বে [illegible] ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হয় নাই, [illegible] পর [illegible] বুদ্ধিকে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান বলা যাইবে না [illegible] উহাকে শুদ্ধ, পূর্ণ মাধুর্য্যজ্ঞান বলিতে হইবে। [illegible] পূর্ণ মাধুর্য্যজ্ঞান পূর্ণ ছিল এবং পুরবাসিগণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্র মাধুর্য্যজ্ঞান পূর্ণ ছিল — ইহাই জানিবে [illegible]।"

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(•)::——

সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করা দরকার। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনই কৃষ্ণানুশীলন। সঙ্কীর্ত্তন হইলেই ভোগ বা ত্যাগাত্মকরূপ 'ভব' বা সংসার — ইন্দ্রিয়তর্পণ-স্পৃহা নির্ম্মূল হয়। যে পরিমাণে ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলার সংস্রবে সঙ্কীর্ত্তন ও সংস্মরণ হয়, সেই পরিমাণে ভোগ বা ত্যাগের অন্য সংসারের উদ্ভব হইয়া থাকে। পুরুষাভিমান বা ভোগবুদ্ধি-বিশিষ্ট [illegible] পরম পুরুষ বা পুরুষোত্তমের অন্তরঙ্গ সঙ্গ ও সেবা ব্যতীত [illegible] পুরুষাভিমান যাইতে পারে না। সেখানে নিজেকে কৃষ্ণ ভোগ্য অভিমান, সেখানে সংসার নাই। পুরুষাভিমান বিন্দুমাত্র থাকা পর্য্যন্ত সংসার আছে, জানিতে হইবে। যাহার যোষিৎ আছে — ভোগ্য আছে — স্ত্রী বা পত্নী আছে, সেই বস্তুতঃ [illegible] মানী যোষিৎসঙ্গীই সংসারী। অকিঞ্চনের এই সকল বালাই নাই। সেইজন্য সাধুগণ তাঁহাকে কৃপা ও সঙ্গ দান করেন। এ জগতে যাহার কিছু আছে, যে কিছু চায়, সে হরিভজন করিতে পারে না।

ভক্তের গৃহ বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়তর্পণাগার নহে, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহাদের গৃহ। সেই পরমহংসগণই প্রকৃত গৃহস্থ। কৃষ্ণকে লইয়াই তাঁহাদের সংসার। তাঁহারা কৃষ্ণের সংসারের সংসারী। পরমহংসগণের গৃহ কৃষ্ণাবাস-নিকেতন। পরমহংসগণ অধোক্ষজ-সেবাবিলাসী। এই পরমহংসগণের অন্তর্গতই হংস। হংসগণ অপরোক্ষজ্ঞান পর্য্যন্ত উপনীত হইয়াছেন, কিন্তু অপরোক্ষ জ্ঞানকে তাঁহারা চরমবিচার করেন না। পরমহংসগণের সেবাপ্রভাবে তাঁহারা ক্রমশ. অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত-জ্ঞান লাভ করিবেন। হংসগণ যদি অধোক্ষজ-সেবারূপ সারূপ সার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত না হন, তাহা হইলে তাঁহারা হংসত্ব হইতে চ্যুত হইয়া অদৈববর্ণাশ্রমে পতিত ও ভ্রষ্ট হইবেন।

পরমহংসের অপর নাম বিদ্বৎ বা নরোত্তম-সন্ন্যাসী। যিনি বিষয়াদিতে আসক্তি-রহিত হইয়া সাধুসঙ্গক্রমে ভোগায়তন দেহে অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক ভোক্তৃত্ব পরিহার করেন তিনি ধীরসন্ন্যাসী বা বিবিৎসা-সন্ন্যাসী বলিয়া কথিত। আর যে আত্মজ্ঞ ব্যক্তি স্বকীয় বিবেক বা পরকীয় উপদেশবশতঃ বৈরাগ্যবান্ হইয়া শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হন, তিনিই নরোত্তম-সন্ন্যাসী। ধীরপক্ষে স্বভাব হইতে বৈরাগ্যের উদয় হয় নাই, ঘটনাক্রমে পরকৃত তাহার বৈরাগ্য উদয় হইয়াছে। ধীর বৈরাগ্যযুক্ত হইলেও শ্রীহরিকে হৃদয়ে [illegible] করিতে পারেন নাই। ধীর [illegible] হইলেও ক্রমপন্থী। কিন্তু নরোত্তম [illegible] স্বভাবতঃই আত্মবিদ্। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন, — ধীর — আতুর-সন্ন্যাসী আর নরোত্তম — ভক্তিবিবেকী।

পরমহংস বর্ণাশ্রমাতীত। তাঁহাকে বিধির অন্তর্গত মনে করিতে হইবে না। পরমহংস নিজের কখন মাপিবার বুদ্ধি লইয়া বিশ্ব দর্শন ও তজ্জন্য বিশ্বকে ভোগ ও ত্যাগ করিবার স্পৃহায় চালিত হন না। দৈববর্ণাশ্রমী মুখ্য উদ্দেশ্য অধোক্ষজের সেবা বা ইন্দ্রিয়তোষণ অর্থাৎ অধোক্ষজের সেবকগণের সেবা। সেই অধোক্ষজ বস্তু পাইতে হইলে পরমহংস বা ভাগবতের সঙ্গে বিচার করেন।

প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা দেখা যায়, তাহাই প্রত্যক্ষ। অপরের অক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপনের নাম পরোক্ষজ্ঞান। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের অতীত বস্তুই অপরোক্ষ। এইজন্য ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুই অপরোক্ষজ্ঞানে

[illegible] তত্ত্বজ্ঞের দাস। তথাপি জানিনে স্বামি তাহার প্রকাশ ॥

থাকত হয়। কিন্তু তাহাতে বস্তুসত্তা কেবল ইন্দ্রিয়াতীত হইলেও তাহার সম্পূর্ণ পরিচয়, বিশেষত্ব ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত নাই। এই জন্য অধোক্ষজ জীবের ইন্দ্রিয়জ্ঞানকে তিরস্কার করেন এবং নিজ স্বতঃকর্তৃত্ব প্রকাশ করিয়া জীবের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপর পূর্ণ প্রভুত্ব স্থাপন করেন। কেবল অপরোক্ষানুভূতি নির্বিশেষ স্তরে পর্যবসিত হয়।

অধোক্ষজ ইন্দ্রিয়ের অধীন বা ইন্দ্রিয়ের অতীত মাত্র নহেন, তিনি ইন্দ্রিয়ের উপর নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাবিহিতা ও প্রভুত্ব বিস্তারকারী পরমেশ্বর। অধোক্ষজ শব্দে স্বতঃকর্তৃত্ব-ধর্ম্ম ব্যতীত ব্যক্তিত্ব ধর্ম্মও পরিস্ফুট। অধোক্ষজ—পুরুষোত্তম—সবিশেষ বস্তু। তিনি শক্তিমান ভোক্তা—পূর্ণ-ব্যক্তিক। শুকপাখীর বাণীতে পাই—"শকটাসুররূপ ইন্দ্রিয়ভারবাহিতা কালরূপকে তাহার অধোভাগে গমন করিয়াছিল। শকট বা শকটের ধুর—'অক্ষ' বলিয়া কথিত। শকট ভারবাহিতার প্রতীক। ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ ভারবাহিতা যখন বালকৃষ্ণকে নিজের আয়ত্ত বা অধীনস্থ মনে করে যখন তাঁহাকে মাপিয়া লইতে চাহে, তখন বালকৃষ্ণ নিজ স্বরূপকে আবৃত রাখেন। কিন্তু যখন কৃষ্ণ স্বতঃকর্তৃত্বধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া সেই শকটের ধুর ভাঙ্গিয়া দেন অর্থাৎ বদ্ধজীবের অক্ষজজ্ঞানকে নিরস্ত করেন, তখনই অধোক্ষজ তত্ত্ব আত্মপ্রকাশ করেন।

প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ এমন কি, অপরোক্ষেও অভিযোগের যোজনা হইতে পারে, কিন্তু অধোক্ষজে অভিযোগ ব্যতীত অন্য কোন যোগ সম্ভব নয়, কেন না, অধোক্ষজ কাহারও ইন্দ্রিয়ের প্রভুত্ব স্বীকার করেন না। মোক্ষ কামনা পর্য্যন্ত জীবের ঔপনিষদ-জ্ঞানের শেষসীমা। ভগবান্ কাহারও ভৃত্য নহেন। তাঁহাতে অহৈতুকী ভক্তিই অধোক্ষজ-ভক্ত।

অধোক্ষজ অপ্রাকৃতের অন্তর্গত। অধোক্ষজ-শব্দে ঐশ্বর্য্যের আভাস আছে, কিন্তু অপ্রাকৃত শব্দে মাধুর্য্যভাবপ্রচুর। প্রত্যক্ষের অতীত পরোক্ষ, পরোক্ষের অতীত অপরোক্ষ, অপরোক্ষের অতীত অধোক্ষজ এবং অধোক্ষজ হইতেও অধিকতর রসঘনবিগ্রহময় অপ্রাকৃত। ব্রহ্মলোক—অশোক, বৈকুণ্ঠলোক—অভয়, এবং কৃষ্ণলোক অমৃত। শ্রীনারায়ণ—অধোক্ষজ এবং শ্রীকৃষ্ণ—অপ্রাকৃত। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃতত্ব।। প্রাকৃতের দ্বারা মনে হইলেও তাহা প্রাকৃত নহে। অপ্রাকৃতের দ্বারা চিদ্বিলাসের পূর্ণতা বা বিচিত্রতা অধিক প্রকাশিত হয়। অধোক্ষজ শব্দের দ্বারা সাধারণী শুদ্ধভক্তি বুঝাইলে অপ্রাকৃত-শব্দের দ্বারা অসাধারণী পরমগুহ্য প্রেম ভক্তি বুঝাইয়া থাকে। অধোক্ষজ বিষ্ণুতত্ত্ব হইতে অপ্রাকৃত শ্রীরাধা-কৃষ্ণ তত্ত্বের অধিকতর চমৎকারিতা অনন্যমুগ্ধ হৃদয়ে উপলব্ধির বিষয় হয়।

প্রসাদ

বিশেষরূপে আনন্দিত হইয়া যাহা প্রদত্ত হয় তাহাই প্রসাদ। 'প্রসাদ' অর্থে কৃপা। বৈষ্ণবগ্রন্থের হইতে দেখিতে পাওয়া যে, তাঁহারা প্রসাদাভক্ষ শ্রীবিগ্রহবৃন্দের কৃপা-প্রসাদই ভক্তিপথের একমাত্র পাথেয়

ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল।
ভক্তভুক্তশেষ—এই তিন সাধনের বল
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণ-প্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥
তাঁতে বার বার কহি শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন॥
তিন হৈতে কৃষ্ণনাম-প্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ, তাতে 'সাক্ষী' হরিদাস॥
তাতে 'বৈষ্ণবের ঝুটা' খাও ছাড়ি'
দ্বিধা লাজ।
যাহা হৈতে পাইবা বাঞ্ছিত সব কাজ॥
কৃষ্ণের ভুক্তশেষ হয় মহাপ্রসাদ নাম।
'ভক্তশেষ' হৈতে মহা-মহা-প্রসাদাখ্যান॥

শ্রীভগবানের ভুক্তাবশেষের নাম মহা-প্রসাদ। ভক্তের দেহ গ্রহণ, ভক্তের পদ ও গ্রহণ এবং পাদামৃত গ্রহণ —এই তিনটীই সাধনাঙ্গের বলস্বরূপ। আমি ত্রৈবর্ণিকের নিত্য কিঙ্করাণুকিঙ্কর—এই অভিমান হৃদয়ে ধারণ করিয়া বৈষ্ণবের কৃপা-প্রসাদের দ্বারা জীবন-নির্ব্বাহ এবং তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট পরমাদরের সহিত গ্রহণ করিলে ভক্তিলাভ হয়। ভক্ত ও ভগবানের অহৈতুকী-কৃপা ব্যতীত জীবের মঙ্গলের অন্য উপায় নাই। শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন—

"মহাপ্রসাদ সেবা করিতে হয়
সকল পরাক্ষ জয়॥

"শরীর অবিদ্যাজাল জিয়ন্তে মরণ কাল,
জীবে কৃপা করি' দিলা গৌরায়।
তার মধ্যে দিলা অতি দুর্লভ মনুষ্যজাতি,
তাহে জন্ম কঠিন সংসারে॥
কৃষ্ণবেদ নামময় করিবারে দিলা জয়
স্বপ্রসাদ অন্ন দিলা ভাই।'

* * *

"হেন শাক আস্বাদনে কৃষ্ণপ্রেম আইসে মনে
লোভপোনে কর আস্বাদন।
ভবব্যাধি বিনাশিবে পরমাদর উপজিবে
হরিবাসরে এ সর্ব্বজন॥"

অপ্রাকৃতবুদ্ধি-সহকারে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইবে। জড়ভোগ্য বুদ্ধি থাকাকালে প্রসাদের মাহাত্ম্য উপলব্ধি হয় না। প্রসাদ ব্রহ্মবস্তু। গুরুবৈষ্ণবের অন্য ও ব্যতিরেক প্রসাদ ছাড়া কেহ নিজ অস্তিত্ব সংরক্ষণ করিতে পারে না। মহা-প্রসাদ পরমপাবন স্বয়ং বস্তু প্রসাদ যে কোন স্থানেই থাকুন না কেন তাঁহার পাবনত্বধর্ম্ম নষ্ট হয় না। কুকুরের পদস্পৃষ্ট হইলেও প্রসাদের মাহাত্ম্য খর্ব্ব হয় না। যে বস্তু অন্য বস্তুর সংস্পর্শে নিজের আ সংরক্ষণ করিতে পারে না, সেই বস্তু অপ্রাকৃত বা বিষ্ণুবস্তু নহে। কিন্তু মহাপ্রসাদ অপ্রাকৃত—বিষ্ণুবস্তু। তিনি বিকারগ্রস্ত হন অপ্রাকৃত মহাপ্রসাদে কখনও স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহাদের ভাগ্যে সাধন দর্শন মহাপ্রসাদ। এই দর্শন ধারণের অনুচ্ছ বহুবর্ষ যাবৎ মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়াও আমাদের হয় না। যাঁহারা প্রাকৃত ভক্ত, তাঁহারা কোন অন্য দেখিয়া সেখানেই চোখকে আটকা করিতে পারেন না, বিশ্ব মহাপ্রসাদে বৈষ্ণবগণ তত্তৎ সময়ে ভগবানের প্রসাদ দর্শন করেন। তাঁহাদের দর্শন ভগবানের নিকট পাঠাইয়া বিনিময়ে এ জগতে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহার দাতা একমাত্র প্রভুপাদ।

শ্রীভগবানের প্রসাদ লাভ করা অত্যন্ত সৌভাগ্যসাপেক্ষ। ভক্তের প্রসাদ লাভ না করিলে ভগবানের প্রসাদ পাওয়া যায় না। হরিজনের অনুগ্রহেই হরির প্রসাদ লাভ হয়। যাঁহারা সত্য সত্য হরিসেবক-অভিমান ভগবানের সেবা ছাড়া যাঁহারা অন্য কিছু করেন না, তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তিযুক্ত হইলে তাঁহাদের কৃপায় ভগবানের প্রসাদ পাইবার যোগ্যতা ও সুযোগ উপস্থিত হয়।

"বৈষ্ণবের কৃপা হ'লে, সন্দেহ যাইবে দূরে
তুমি পুনঃ হইবে তোমার

বৈষ্ণবের কৃপাতেই নিজেকে ভগবানের দাস বলিয়া উপলব্ধি হয়। তখনই প্রভুর প্রসাদ-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়। তখনই বুঝা যায়, ভগবানের প্রসাদ ব্যতীত এক মুহূর্ত্তও বাঁচা সম্ভব নহে। যাঁহারা নিজেকে ভগবানের দাস বলিয়া অভিমান করেন না তাঁহারা ভগবানের প্রসাদ লাভের অযোগ্য। ভগবানে অবিশ্বাস থাকায় তাঁহাদের প্রসাদের প্রতি ভোগবুদ্ধি আছে, সুতরাং তাঁহারা প্রসাদলাভে বঞ্চিত। বিশেষ সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহার প্রসাদে অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয় হয় না

শ্রীধামে বিরহ-মহোৎসব

গত ... অধিবেশন ... কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার শ্রীচৈতন্যমঠে ... দাস শ্রীযুক্ত ... শ্রীগৌরকিশোর দাস গোস্বামী ... বিরহোৎসব শ্রীগুরুবর্গের আনুগত্যে নিষ্পন্ন হইবার উদ্দেশ্যে ... শ্রীল গুরুপাদপদ্মের ... হইবার পর শ্রীগুরুদৈন্য ... পঞ্চতত্ত্ব, শ্রীগুরু ... শ্রীগৌর ... ও বিরহপ্রার্থনাসমন্বিত কীর্ত্তন হয়। অনন্তর পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভাগবতশাস্ত্রী প্রভু কিছুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করিলে শ্রীমায়াপুরবাসী ভক্তবৃন্দ ... আচার্য্যদেবকে অগ্রণী করিয়া বিরহবাসর নিশান ধ্বজ, করতাল, বীণা পটহ প্রভৃতি সহ ... সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া শ্রীপাদ ... শ্রীল গুরুদেব মহারাজের সমাধি-মন্দির পার্শ্বে ... স্থান, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীগুরুপূজা করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের ... শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের ... বন্দনা করেন।

অতঃপর ... শ্রীল নাট্যাচার্য্য ... একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়া বিরহোপযোগী শ্রীল গুরুপাদপদ্মের মহাভাব ও মহাত্মত্ব, দৈন্যক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রায় ... ঘণ্টা শ্রীল গুরুপাদপদ্মের মহাভাব কথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে বিভিন্ন মহাজনগণের বাণী ও মহিমা কীর্ত্তন হয়।

অপরাহ্ণ পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্য-দেবের বিরহাভিষিক্ত ... শ্রীল গুরুপাদপদ্মের মহাভাব ও ভজনরহস্য, বিরহাতুরতা আমাদের ... পঠিত হইবার পর ... কীর্ত্তন করিয়া সকলে বিরহগান করেন। তাঁহার পরমপূজ্য শ্রীল ... শ্রীগৌরকিশোর প্রভুর অপ্রাকৃত মহাভাবময় জীবন-কথা ... শ্রবণ করিয়া সকলে ... হন। তৎপরে ... শ্রীল গুরুপাদপদ্মের মহাভাব কথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে বিভিন্ন মহাজনগণের বাণী ও মহিমা কীর্ত্তন হয়।

অপরাহ্ণ পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্য-দেবের বিরহাভিষিক্ত ... শ্রীল গুরুপাদপদ্মের মহাভাব ও ভজনরহস্য, বিরহাতুরতা আমাদের ... পঠিত হইবার পর ... কীর্ত্তন করিয়া সকলে বিরহগান করেন। তাঁহার পরমপূজ্য শ্রীল ... শ্রীগৌরকিশোর প্রভুর অপ্রাকৃত মহাভাবময় জীবন-কথা ... শ্রবণ করিয়া সকলে ... হন। তৎপরে ... শ্রীল গুরুপাদপদ্মের মহাভাব কথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে বিভিন্ন মহাজনগণের বাণী ও মহিমা কীর্ত্তন হয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮	৬৲	৬	৫৲
" " এক কলম	১২৲		১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫৲, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

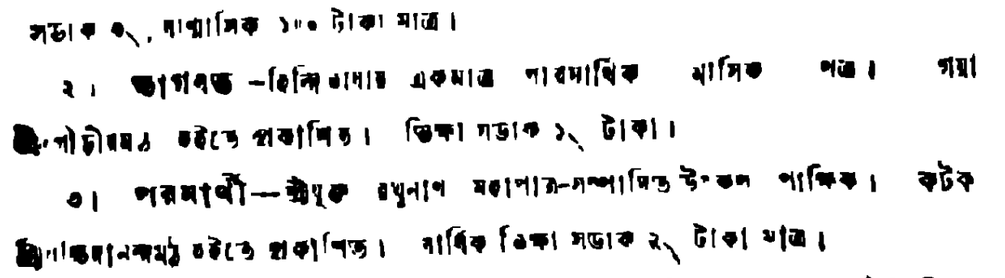

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বহুলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা, পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

ভারত-প্রবাসী জাপানীগণ

আগামী নভেম্বর মাসের প্রথম দিকেই ভারত প্রবাসী জাপানীদের অধিকাংশ ভারত ত্যাগ করিয়া জাপান যাত্রা করিতেছে। প্রথম দলে মোট ২১৫ জন জাপান যাইবেন তন্মধ্যে বোম্বাইয়ের ৯০ জন, করাচীর ১২ জন এবং মাদ্রাজের ৬ জন। অবশিষ্ট কয়েকজন কলিকাতার।

কলিকাতাস্থ জাপ কন্সাল জেনারেল মিঃ ওকা সাকি, করাচীস্থ অস্থায়ী জাপ কন্সাল এবং কূটনীতিক বিভাগের আরও কয়েকজন হাইমারু নামক জাহাজযোগে ভারত ত্যাগ করিতেছেন। জাহাজখানি এই মাসের প্রথম ভাগে জাপান হইতে ভারতে আসিয়াছিল। জাহাজখানি বন্দরসাপুর এবং মোম্বাসায় গিয়াছিল।

মধ্য প্রাচ্য হইতে প্রায় ৮০ জন জাপানীকে লইয়া জাহাজখানি পুনরায় যথাসময়ে বোম্বাইয়ে আসিয়াছে। প্রকাশ জাপান ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যসম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হওয়াতেই জাপানীগণ স্বদেশ যাত্রা করিতেছেন।

অষ্ট্রেলিয়ার বিপুল ব্যয়বরাদ্দ

গত ২৯শে অক্টোবর পার্লামেণ্টে শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের কোষাধ্যক্ষ মিঃ জে বি চিফলি ৩২ কোটি ৫০ লক্ষ অষ্ট্রেলিয়ান পাউণ্ডের বাজেট উত্থাপন করিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়ায় ইহার পূর্ব্বে আর কখনও এত অধিক ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় নাই। ইহার মধ্যে ২১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড সামরিক কার্য্যের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যদের বর্দ্ধিত বেতন বাবদ ৭৫ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইবে। জনসাধারণ ও কোম্পানীসমূহের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর বৃদ্ধি করা হইবে। নূতন কর ধার্য্যের ফলে ২ কোটি ২৪ লক্ষ নূতন আয়করে ৭৪ লক্ষ, কোম্পানীর ট্যাক্সে ৪৭ লক্ষ, বিক্রয় করে ১৯ লক্ষ, শুল্ক ও আবগারীতে সাড়ে ২৩ লক্ষ পাউণ্ড পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

দশ কোটি বালির বস্তা

জানা গিয়াছে যে, ভারত গভর্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়ান জুট মিলস এসোসিয়েশনের নিকট দশ কোটি বালির বস্তার অর্ডার দিয়াছেন। ১৯৪২ সালের জানুয়ারী হইতে অক্টোবর মাসের মধ্যে উক্ত অর্ডারের মাল ঘোষণেটের হস্তে দিতে হইবে।

মার্কিণ কারখানায় ধর্ম্মঘট

গত ২৯শে অক্টোবর রাত্রিতে কেস্‌লি হেস্ হুইল কোম্পানী নামক একটি সামরিক বিমানের মেসিনগান নির্ম্মাণের নূতন কারখানার রাত্রির সিফটের শ্রমিকগণ অকস্মাৎ ধর্ম্মঘট করিয়া বাহির হইয়া যাওয়াতে ঐ কারখানার কাজ বন্ধ আছে। শ্রমিক সমিতি শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির দাবী করিতেছিল, কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে এই ধর্ম্মঘট করা হইয়াছে, কারণ কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ শ্রমিকদের নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা চালাইতে ছিলেন।

যুগোশ্লাভিয়ায় অশান্তি

বেলগ্রাদের একটি সংবাদপত্রে যুগোশ্লাভিয়ায় সৈন্য ও কম্যুনিষ্টাদের মধ্যে অনবরত সঙ্ঘর্ষ চলিতেছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বেলানোভিচ গ্রামে দুই শত 'কম্যুনিষ্ট'এর সহিত সৈন্যদলের রীতিমত যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সারারাত্রি এবং তৎপরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলে। তদুপরি উক্ত পত্রিকায় অন্যান্য কয়েক স্থানের সঙ্ঘর্ষে ১৬৮ জন 'কম্যুনিষ্ট'কে গুলী করিয়া হত্যা করারও একটি তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

বৃটেনে সংরক্ষিত খাদ্য বিক্রয় নিষিদ্ধ

২৯শে অক্টোবর হইতে ১৬ই নবেম্বর পর্য্যন্ত খুচরা বিক্রেতাগণ কর্ত্তৃক ক্রেতা-বিশেষের কিম্বা হোটেলে রেঁস্তোরায় ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত কয়েকপ্রকার খাদ্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়া খাদ্য বিভাগের মন্ত্রী লর্ড উল্টন গত ২৯শে অক্টোবর একটি আদেশ দিয়াছেন।

গো-মহিষাদির বাজার দর

গত ৪ঠা অক্টোবর শনিবার যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় ৩৭২টি দুগ্ধবতী গাভী কলিকাতায় আনীত হইয়াছে; তন্মধ্যে পাঞ্জাব হইতে ২৮টি এবং বাদ বাকি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনা হইয়াছে।

উক্ত সময়েই ৬৭২টি মহিষ পাঞ্জাব এবং ১৪৪টি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানী করা হয়।

দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষের দর যথাক্রমে ৬৫৲ টাকা হইতে ১০৫৲ টাকা এবং ১১০৲ টাকা হইতে ১৫৫৲ টাকা পর্য্যন্ত ওঠানামা করে। গাভী ৬ সের হইতে ১০ সের এবং মহিষ ৮ সের হইতে ১২ সের পর্য্যন্ত দুধ দেয়।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

লভ্য কল্যাণকল্পতরু

=•=

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে।

ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,

পো: শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূল-শিক্ষা

=৫=

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিকাশিনী-টীকা ও আধুনিক ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,

পো: শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ৩০ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৮ই কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৯ঠা নভেম্বর, ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার | ১২৩ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩০ দামোদর, শিব প্রত্যূষ, গৌরাব্দ ৪৫৫

প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ দিতে হইবে না

"প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব।"—ইহা অসংখ্য বৈধ ভক্তাঙ্গের মধ্যে ৬৪টি ভক্তাঙ্গের অন্যতম। শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতেও শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু 'ভূতানুদ্বেগ-দায়িতা'র কথা বলিয়াছেন। প্রাণি-সমূহকে উদ্বেগ-প্রদান-বর্জ্জন ভক্তিমন্দিরে প্রবেশের অন্যতম দ্বারস্বরূপ। যাহারা প্রাণিসমূহকে কায়মনোবাক্যে তাপ বা উদ্বেগ-প্রদানরূপ মৎসর ও আত্মেন্দ্রিয়পর কার্য্য পরিত্যাগ না করিয়াছে, তাঁহারা কখনও ভজনমন্দিরের দ্বারেও প্রবেশ করিতে পারিবে না। এই 'প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ প্রদান'কে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণ সেবাপরাধ, নামাপরাধ, অবৈষ্ণবসঙ্গ ও বিষ্ণুবৈষ্ণবনিন্দার সহিত সমপর্য্যায়ে গণনা করিয়াছেন। প্রাণীর প্রতি অবজ্ঞা, দ্বেষ, হিংসা, নিন্দা, সেবাপরাধ, অসৎসঙ্গ, বিষ্ণু-বৈষ্ণবনিন্দা, গ্রাম্যবার্ত্তা-শ্রবণাদি যেরূপ ভক্তিপথের পরম হানিকর, প্রাণিমাত্রে কায়মনোবাক্যে উদ্বেগপ্রদানও সেইরূপ ভক্তিবিরুদ্ধ অমঙ্গলকর ব্যাপার। যাহারা সাধারণ প্রাণীকেও অবজ্ঞা করে, তাহাদের প্রতি দ্বেষ ও হিংসা করে, তাহাদিগকে উদ্বেগ প্রদান করে, সর্ব্বভূতান্তর্যামী শ্রীহরি সেই সকল ব্যক্তির পূজা, বন্দনা প্রভৃতি কিছুই গ্রহণ করেন না। শ্রীকপিলদেব মাতা শ্রীদেবহূতিকে বলিয়াছেন,—"আমি অন্তর্যামিরূপে সর্ব্বদাই সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থিত। যেসকল ব্যক্তি প্রাণিসমূহে আমার অধিষ্ঠান-দর্শনের অভাবে আমাকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক অর্থাৎ ঐ সকল প্রাণীর প্রতি অবজ্ঞার দ্বারা তাহাদের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়-স্বরূপ আমাকেই অবজ্ঞা করিয়া আমার অর্চ্চামূর্ত্তির পূজা করে, তাহাদের ঐ অর্চ্চনাদি বিড়ম্বনা মাত্র।"

তৃণ-গুল্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বতোভাবে শরণাগত জীব পর্য্যন্ত কাহারও অপমান বা নিন্দা করিলে অথবা কাহাকেও উদ্বেগ দিলে শ্রীল কোন দিনই সেইরূপ দাম্ভিকের পূজা গ্রহণ করেন না, করেন না, সর্ব্বভূতে শ্রীকৃষ্ণই অধিষ্ঠিত আছেন। বাহিরে শ্রীহরির অর্চ্চন করিয়া প্রাণিগণের অন্তর্যামী শ্রীহরিকে যাহারা অবজ্ঞা করে, তাহারা শ্রীহরির বিদ্বেষী। প্রতিজীবের অন্তর্যামি-রূপে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন না করিলে কোন ঘণ্টা বাজান বা উপচারাদি প্রদানের ছলনায় যে অর্চ্চন হয়, তাহাও পরিশ্রমই সার হয়। যাঁহারা সকলেই 'ভগবানের দ্বারা চালিত'—এই বিচারে সর্ব্বভূতে আদর করিয়া লোক-পরম্পরাজাত প্রকার সহিত শ্রীহরির অর্চ্চন করেন, তাঁহারাই কনিষ্ঠ-ভাগবত। সর্ব্বভূতে যাহার আদর নাই, সেইরূপ ব্যক্তি যে অর্চ্চনাদি করে, তাহা ভস্মে ঘৃত মাত্র।

যাঁহারা প্রাতিভিক উপাসক অর্থাৎ লৌকিক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অর্চ্চন করেন, তাঁহারা সর্ব্বভূতে আদর করিবেন। ইহা তাঁহাদের পক্ষে বিধি। এই বিধি লঙ্ঘনে তাঁহাদের কোনদিনই মঙ্গল হবে না। যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ সাধক, তাঁহাদের সর্ব্বত্রই ভগবান্ বিষ্ণুর বৈভব স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে বলিয়া তাঁহারা স্বাভাবিকভাবেই সর্ব্বভূতের প্রতি আদর করিয়া থাকেন। যাঁহাদের সচিদানন্দদৃষ্টি, সকল বস্তুকেই যাঁহারা ভগবানের সম্বন্ধে দর্শন করেন—ইষ্টদেবের সেবোপকরণ বলিয়া জানেন, তাঁহারা সকলকেই শুদ্ধজ্ঞানে সম্মান করিয়া থাকেন। "জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান" বোধে ভক্তগণ তৃণাদির করিয়া থাকেন। এই তৃণাদির মধ্যে কোনরূপ ভোগবুদ্ধি নাই বা থাকিবে না। সকল বস্তুতে কৃষ্ণসম্বন্ধ ও কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান দর্শন করিয়া কৃষ্ণের ভোগ বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণই তৃণাদির পূজা হইয়া থাকে।

সম্বন্ধজ্ঞান, স্ব-স্বরূপ ও পরস্বরূপ-জ্ঞানের অভাব হইতেই জীবমাত্রেরই উদ্বেগ-প্রদান বা পরপীড়নের প্রবৃত্তি উদিত হয়। যেখানে অন্যাভিলাষ নিজেকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান, নিজের কাম-ক্রোধ, মৎসরতা, হিংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা হয়, সেইখানেই এইরূপ দুষ্প্রবৃত্তির উদয় সম্ভব। যাহারা প্রাণিসমূহকে কায়মনোবাক্যে উৎপীড়ন করিয়া সুখ পায়, তাহাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধাশক্তি কিছুই নাই।

এই সকল কথা শুনিয়া কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, যদি ভক্তিবিরোধী কোন কার্য্য, সেবাবৈমুখ্য বা ভক্তির প্রবেশের অননুকূলী কাহারও হয়, তাহা হইলে কি তাহাকে শাসন করা হইবে না? নীতিবিরুদ্ধ দুরাচার বা দুষ্কর্ম দেখিলে, তাহা স্থূল বা সূক্ষ্ম দুই ব্যক্তির শাসন করাও কি ভক্তিহানিকর বলিয়া [illegible] হইবে, তাহা অবশ্য [illegible] হইলেও [illegible] ও শাসনাদি [illegible] নতুবা হিংসা-বিদ্বেষ [illegible]

কাহারও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত কাম-ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষায় কাহাকেও শাসন করিতে গেলে তাহা অভক্তিই হইবে। সাধুগণ বাক্যের দ্বারাই বহির্ম্মুখ জীবকে শাসন করিয়া থাকেন। ইহা জীবের প্রতি তাঁহাদের অপার কৃপার নিদর্শন। আচার্য্য অতি কঠোর ভাষায় তীব্রভাবে শাসন করিলেও আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণ তাহা সাদরে মাথা পাতিয়া লন, আর আমার একটী সামান্য কথা লোকে শুনিতে চাহে না। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ—আচার্য্যের সেবাময় আদর্শ আচরণ ও আচরণময় ব্যক্তিত্ব সকলকে তাঁহার চরণে প্রণত করায়। আচার্য্যের অন্তর বাহির পরদুঃখে কাতর, আর আমার অন্তর কপটপূর্ণ। আচার্য্যের হৃদয় স্নেহে পূর্ণ, আর আমার হৃদয়ে কাহারও প্রতি স্নেহ লেশমাত্রও নাই। আচার্য্য সকলকে আত্মজ্ঞান করেন, কিন্তু আমি তাহা করি না, পরদুঃখে দুঃখী, আর আমি [illegible] সুখী। আচার্য্যের প্রত্যেকটী কার্য্য ভগবানের সুখের জন্য কিন্তু আমার বিশেষতঃ ভগবৎ-সেবার জন্য বাহিত হয় কি? আচার্য্যের যে শাসন তাহা জীবের [illegible] রূপ ও আত্মজ্ঞানের পরিচয়। আচার্য্য আমার নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির [illegible] হিংসা বা কাম-[illegible] চক্ষু অবৈধ অনুকরণ-[illegible] শাসন করি, তাহা কি [illegible] হয়? তাহা আমার [illegible] মাত্র, — তাহা [illegible] ও [illegible] [illegible] অবৈধ আনুকরণিক চেষ্টায় কৃষ্ণের [illegible] হয় না, কিন্তু শ্রবণের চেষ্টায়

([illegible]) [illegible] গৌরসুন্দরের [illegible]।

[illegible] কথা কেহই শোনেন না। [illegible] যে শাসন করেন, [illegible] সেই [illegible] কাহার [illegible] না, কিন্তু [illegible] শাসন কেহ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে, কেন না, যেখানে অকৃত্রিম স্নেহ ও [illegible] স্থান নাই। [illegible] কিন্তু স্নেহহীন, আদরহীন, [illegible] কপটী, [illegible] সেবাবুদ্ধিহীন [illegible] শাসন [illegible] যায়, তবে তাহার মঙ্গল [illegible] হইবে না, পরন্তু সে ভীষণ অসুবিধায় পড়িবে।

সাধুগণ জীবের মঙ্গলের জন্য [illegible] শ্রেয়োবাক্য—[illegible] করিয়া [illegible] মনোধর্ম ছেদন করেন, ইহা জীবের প্রতি [illegible] আদর্শ [illegible] [illegible] উপদেশ [illegible] করিয়া [illegible] নিত্যশান্তি [illegible] তাহা [illegible]।

[illegible] দুর্বল ব্যক্তি [illegible] তাহাদিগকে [illegible] দ্বারা শাসনই [illegible]। [illegible] ব্যক্তি একমাত্র হরিসেবা-[illegible] শাসন করিতে [illegible]। তাঁহার [illegible] [illegible] ব্যক্তিগণ [illegible] না করে [illegible] তাহার [illegible] না হইয়া পড়ে, [illegible] দৃষ্টি রাখিতে হইবে। [illegible] হরিভজন [illegible] তাহাদের [illegible] পা পড়ে না।

[illegible] আচার্য্যগণের [illegible] আদর্শ [illegible] অনুসরণ [illegible] [illegible]

[illegible] পুনঃ পুনঃ [illegible] যদি কেহ সংশোধিত না হয়, তাহা হইলে তাহার সঙ্গ ত্যাগ করাই হরিভজনকারীর কর্তব্য। হরিভজনকারী [illegible] [illegible] সত্যবাদী [illegible] তাহাদের [illegible] অপরাধ [illegible] হরিভজন-কারীর [illegible] নহে।

যাঁহারা হরিভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা [illegible] না। [illegible] হয়। সুতরাং [illegible] বুদ্ধি [illegible] এবং [illegible] আবার ধারণ করে।

[illegible] বিবেক [illegible] ভক্তি [illegible] উপদেশদান [illegible] [illegible] করিবেন। [illegible] প্রতি [illegible] [illegible] তাহার [illegible] করিবার [illegible] না। [illegible] প্রকাশ করেন, [illegible] তাহার প্রতি [illegible] [illegible] মঙ্গলের আশা নাই।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

—(পূর্বানুবৃত্তি)—

'আমি কৃষ্ণের, কৃষ্ণ আমার'—এইরূপ ধারণা না হইলে কৃষ্ণ ভজনা হয় না। 'কৃষ্ণ আমার আমি কৃষ্ণের'—এইরূপ [illegible] তাঁহার আছে, তাঁহারই কৃষ্ণ [illegible]। [illegible] একমাত্র কৃষ্ণ এবং আমি কৃষ্ণের, [illegible] কৃষ্ণেতর স্বার্থে আমার কোন [illegible] নাই। তাঁহারা কৃষ্ণকে সর্বস্ব [illegible] তাঁহারাই কৃষ্ণের সর্বস্ব লাভ করিতে পারেন। [illegible] শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের সেবায় [illegible] আমাদের [illegible] অন্য স্বার্থ [illegible] হয়। শ্রীকৃষ্ণের সেবা ব্যতীত আমার [illegible] নাই—[illegible] প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে [illegible]।

[illegible] সকলেই চায়, কিন্তু আনন্দ [illegible] আনন্দ পাইবার [illegible] পাইতে চান না। [illegible] আনন্দের ভোক্তা [illegible] কৃষ্ণ। যাহাকে [illegible] তাহাকে [illegible] আনন্দ আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। আনন্দ পাইতে চায়—কৃষ্ণের আমি' ও 'আমার কৃষ্ণ'কে, তাহা না হইলে তাহার আশা পূর্ণ হয় না। যেখানে আনন্দের প্রতি ভোগবুদ্ধি, সেখানে আনন্দ নাই, যেখানে সেবাবুদ্ধি সেখানেই আনন্দের প্রকাশ। আনন্দ চান—'কৃষ্ণের আমি' আমাকে সর্বতোভাবে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণবিধান করাইতে। ঐ ইন্দ্রিয়তোষণতৎপর না হইলে আনন্দ [illegible] না। যে দিন হৃদয়ে কৃষ্ণের [illegible] হইবে, যে দিন 'কৃষ্ণ আমার, আমি কৃষ্ণের'—ইহা ছাড়া আর ইতর বিচার থাকিবে না, সেই দিনই আমাদের সত্য সত্য [illegible] সদ্গুরু পাদাশ্রয়ে সত্য সত্য কৃষ্ণকথা শ্রবণের সৌভাগ্য হইবে। সুতরাং 'আমি'র বিচার ঠিক হওয়া দরকার। আমি ঠিক থাকিলে সব ঠিক, আমি বেঠিক হইলে সব বেঠিক।

যাহারা গৌরভজনের [illegible] করিয়া গোপনে অত্যাচার করে, কপট করিয়া গৌর-নাম ও গৌরের সেবায় ফাঁকি দেয় [illegible], পুরুষোত্তম শ্রীগৌরহরি সেই [illegible]। অন্তর্যামী [illegible] কপটতা প্রকাশ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে [illegible] হইতে অপসারিত করেন। আমাদের শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সে ঠাকুর নহেন। সকলের সকল কথাই তিনি জানেন। তাঁহার [illegible] দান করিয়া কপটাচরণকারীকে তিনি [illegible] দেখিতে পারেন না। ভক্তগণ তাঁহার কৃপা পায়, কিন্তু কপটী তাঁহা[illegible] হইতে বঞ্চিত হয়।

[illegible] ও বিকল্প যেখানে হয়, সেইখানেই মনোধর্ম। যেখানে একটা accept করা হয়, আর একটা reject করা হয়। মনোধর্মী ব্যক্তিরই এইরূপ আকাঙ্ক্ষা। মনোধর্মে বহুমত ও বহুপথ দেখা যায়, কিন্তু আত্মধর্মের স্বাভাবিক পথ—একটীমাত্র, তাহা শরণাগতির পথ—প্রপত্তির পথ—কেবলা ভক্তির পথ। এই ভক্তিপথ ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় পথ কালক্ষেপণ এবং জন্মজন্মান্তর ক্লেশকর পরিভ্রমণের সেতু। সুতরাং আমরা প্রত্যেকেই শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত মানবজীবনের সর্বোত্তম বা একমাত্র প্রয়োজনীয় স্বার্থের—ভগবৎ সেবার অনুসন্ধান করিব। প্রত্যেক জন্মেই আমাদের [illegible] হইবে, কিন্তু অন্য জন্মে ভগবৎসেবার এরূপ সুযোগ হইবে না। অতএব আমরা হরিসেবা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যে এক মুহূর্তও নষ্ট করিব না—এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা [illegible] একটা জেদ্ আমাদের প্রত্যেকেরই থাকা দরকার।

বৈকুণ্ঠ-শব্দ সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। সুতরাং এই শব্দ সর্বদাই ভগবৎ শব্দ। এই বৈকুণ্ঠ শব্দ তাঁহার স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ করিয়া জীবের [illegible] ইন্দ্রিয়কে নিয়মিত করেন। শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করিলে পরমশক্তিশালী শব্দ আশ্রিতকে [illegible]ভাবে রক্ষা করিবেন, সুতরাং তর্কপন্থার পরিবর্তে শ্রৌতপন্থা বা শব্দাশ্রয়ই আমাদের [illegible]। তর্ক-পন্থায় কেবল সময় নষ্ট হয়। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রকেই বৈকুণ্ঠ শব্দের সম্মুখীন হইতে হইবে, তাঁহার প্রতি [illegible] হইতে হইবে না। যখন স্বরাট্ [illegible] আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন, তখনই আমরা বৈকুণ্ঠ শব্দ শ্রবণ করিতে পারি—বৈকুণ্ঠশব্দের প্রতি সেবোন্মুখ হইতে পারি। সর্বাগ্রে শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ না হইলে ভগবানের নাম-শ্রবণকীর্তনাদি হয় না। আমাদের প্রত্যেকেরই সমদর্শন হওয়া দরকার। দম্ভ [illegible] মায়া। যেখানে দম্ভ, সেখানেই [illegible]। স্বরূপশক্তি যোগমায়ার সহিত বর্তমান যে নন্দনন্দন, তাঁহাকেই 'সম' বলে। দাম্ভিকের এই সমদর্শন নাই। যেখানে সমদর্শন নাই, সেখানেই সংসার বা ভব। অকিঞ্চনই সমদর্শন লাভ করেন। সেবাপরায়ণই অকিঞ্চন। সেবাদর্শনই সমদর্শন—চেতনদর্শন। আমার মধ্যে যেরূপ শ্রীভগবান্ আছেন, সকলের মধ্যেও সেইরূপ শ্রীভগবান্ আছেন—এইরূপ উপলব্ধি করিয়া নিজের ন্যায় পরেরও মঙ্গল অনুসন্ধানকে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু সমদর্শন বলিয়াছেন। প্রত্যেক জীবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে হইবে, নিজের ন্যায় তাহারও উপকার করিতে হইবে। তবে ভগবানের ভক্তকে অধিক-আদর করিতে হইবে, কেন না, তাহাতে ভক্তি [illegible] বা ভগবৎ-সম্পর্ক অধিক পরিস্ফুট হইয়াছে। অন্য জীবকে যোগ্যতানুসারে যথাশক্তি আদর করিতে হইবে। শ্রীভগবান্ বিষ্ণুই অন্তর্যামী ঈশ্বররূপে জীবহৃদয় পরিদর্শনপূর্বক প্রবিষ্ট আছেন, ইহা জানিয়া সকল প্রাণীকেই মনে মনে প্রণাম করা উচিত,—ইহাও শাস্ত্রোপদেশ।

অর্চাবিগ্রহ সাক্ষাৎ ভগবান্। জড়বদ্ধ জীবের নিকট সর্বাপেক্ষা [illegible] করুণাময় শ্রীভগবৎস্বরূপমূর্তিই শ্রীঅর্চাবিগ্রহ। তিনি অবতার—অপ্রাকৃত রাজ্য হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ। শ্রীবিগ্রহ যে সাক্ষাৎ ভগবান্,—তাহার পরিপূর্ণ অবিমিশ্র প্রতীতি মহাভাগবতগণেরই হয়। মধ্যম ভাগবত ও কনিষ্ঠ ভাগবতগণ এই মহাভাগবতের অনুসরণ করেন মাত্র। কনিষ্ঠ ভাগবত শ্রীবিগ্রহের অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিলেও মহাভাগবতের প্রতীতিতে বিশ্বাস স্থাপন করেন বলিয়া তাঁহার কনিষ্ঠভাগবতত্ব। মধ্যম ভাগবতের উত্তম ভাগবতের সঙ্গ ও কৃপাফলে [illegible] আরোপবুদ্ধি অপগত হইলেও শ্রীবিগ্রহের পরিপূর্ণ অপ্রাকৃতত্ব তিনি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন না।

অপ্রাকৃত সেবক ব্যতীত অপ্রাকৃত সেবা বস্তুর অনুশীলন কেহই করিতে সমর্থ নহে। শ্রীভগবানের অর্চাবিগ্রহের সেবা অপ্রাকৃতবুদ্ধিতে করিতে হইবে। যাঁহার ভূতশুদ্ধি হয় নাই অর্থাৎ যিনি নিজেকে অপ্রাকৃত বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহার অর্চন অবিমিশ্র অর্চন নহে।

আধুনিক ব্যক্তিগণ শ্রীবিগ্রহকে তাঁহাদের [illegible] দেখিয়া কাঠ-পাথর বলিয়া স্থির করে, এবং [illegible] [illegible]। কিন্তু [illegible] প্রকাশ [illegible] তাঁহার দেহ ও [illegible] [illegible] কাহারও [illegible] না। [illegible] [illegible] তাহারা কি [illegible] [illegible] কাঠ-পাথর-প্রতিবিম্ব অপর কি [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] বস্তু : [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিরূপে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

অনেক [illegible] তাহারা [illegible] [illegible] নিরাকার রূপে বর্ণনা করে, [illegible] [illegible] আবার [illegible] [illegible] [illegible] প্রব-দানকারী। আবার যাহারা [illegible] [illegible]-পূজার আবাহন [illegible], তাহারাও [illegible] বস্তুর পূজা করা পৌত্তলিক।

ভক্তিবিনোদবাণী

[illegible]

জীবের কৃষ্ণনাম ব্যতীত আর [illegible] নাই, [illegible] নাই। [illegible] জীবগণ মুক্ত [illegible] [illegible] হরিনাম গান করিয়া [illegible]। [illegible] হইয়া হরিনাম [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কৃষ্ণনামময় [illegible] [illegible] উদ্দেশ্য। কৃষ্ণনাম [illegible] এ সংসারে আর কিছুই সত্তাবস্তু নাই।

কৃষ্ণনামের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তবেই তাঁহার [illegible] হয়।

[illegible] কৃষ্ণনাম [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীনাম কীর্তন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নামের অধিকার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়—ইহা [illegible] উচিত।

[illegible] [illegible] উপায় হইতেও [illegible] উপায়, অতএব হরিনামের [illegible] [illegible] কোন [illegible] তুলনা নাই। [illegible] অন্য [illegible] সহিত তার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয় না। যাঁহারা [illegible] [illegible], তাঁহারা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

চিন্ত [illegible] আর [illegible] নাম।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible]॥
এই [illegible] 'অনবধান' [illegible] [illegible]।
[illegible] হৃদয়ে প্রভু [illegible] [illegible] [illegible]॥

[illegible] [illegible] [illegible], [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

নাম [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীধামের [illegible] কথা

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আচার্য, শ্রী [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] 'শ্রী [illegible] শ্রেষ্ঠ' [illegible]

[illegible] নাটক ও শ্রীদামোদরাষ্টক কীর্তন হয়। অনন্তর উপদেশক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রভু পাদ এক [illegible] [illegible] কীর্তন করেন। মধ্যাহ্নে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রদান করা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কীর্তন করেন। [illegible] [illegible] [illegible] মহামন্ত্র কীর্তন হয়।

[illegible] প্রচার

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] বাহির হবেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সংকীর্তন [illegible] [illegible] করেন।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিতরণ [illegible] হয়।

[illegible] শ্রীগোপীনাথ শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা

[illegible] হয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	৵০	।৶০	
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	৲
" " সিকি কলম	৫৲	৩৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম		৬৲	৬	
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে পড়তা ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৬৮৲	৩৲

শ্রীনদীয়া প্রকাশের ভিঃ

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুধাকর বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৲ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রসময় মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীভক্তিসদনমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রী। লোকনাথ গোস্বামী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনকৃত বহু দুর্লভ গ্রন্থ আছে। ইহা এক অমূল্য রত্ন-ভাণ্ডার। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া কাহার শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য না হইবে। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ অশিক্ষিত কবিকণ্ঠাভরণের

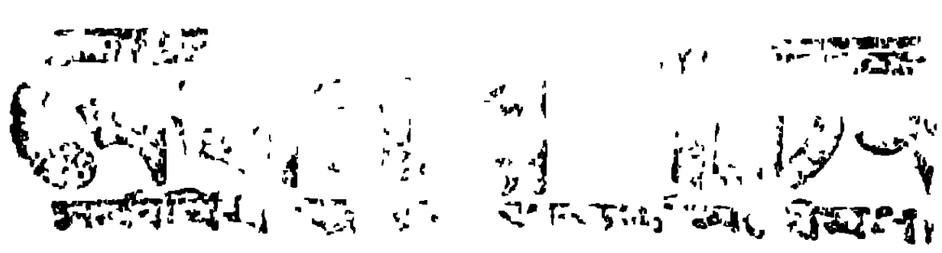

মাত্রেরই একবার উপকার করিয়াছে। ইহার ব্যবহারে কাহারও অপকার হয় নাই। ইহার গুণে মুগ্ধ হইয়া কলিকাতার এবং মফঃস্বলের বহু পুরাতন ভক্তে এবারও নূতন করিয়া লইয়াছেন যে, ইহার ব্যবহার সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ৵০ ডাকমাশুল আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা, পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

বিবিধ সংবাদ

রয়টার কোম্পানীর চেয়ারম্যানের পদত্যাগ

গত ২৯শে অক্টোবর রয়টার কোম্পানীর চেয়ারম্যান মিঃ ল্যানয়েল ষ্টরী তাঁহার পদত্যাগ ত্যাগ করিয়াছেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে কমন্স সভায় রয়টারের শেয়ার বিক্রয়ের প্রশ্ন ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা-সম্পর্কে আলোচনা হয়, এবং প্রেস এসোসিয়েশন লিমিটেড রয়টারের শেয়ার-সমূহের অধিকাংশ লণ্ডনের সংবাদসমূহের ট্রাষ্টি নিউজ পেপার প্রোপাইটরস এসোসিয়েশনের নিকট বিক্রয় করার প্রস্তাব হয়। ২৮শে অক্টোবরের সংবাদে জানা যায় যে, বৃটিশ প্যার্স সচিব ও অর্থ সচিবের সহিত আলাপ-আলোচনার পর ঘোষণা করা হইয়াছে যে, প্রেস এসোসিয়েশন ও নিউজ পেপার প্রোপাইটরস এসোসিয়েশন উভয় বাটারের তুল্য অংশীদার হইয়াছেন। রয়টার কোম্পানীর চেয়ারম্যান মিঃ ল্যানয়েল ষ্টরী এরূপ ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন। সম্ভবতঃ এই মতভেদের জন্যই তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন।

আমেরিকায় শ্রমিক ধর্ম্মঘটের অবসান

গত ৩০শে অক্টোবর রুজভেল্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইউনাইটেড ষ্টেটস্ স্টীল কর্পোরেশন ও অন্যান্য খনিসমূহের ধর্ম্মঘটী শ্রমিকগণ পুনরায় কার্য্যে যোগদান করিবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় খনি শ্রমিক এসোসিয়েশন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এর প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন এবং শ্রমিকগণ শীঘ্রই কার্য্যে যোগদান করিবে এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ৯ লক্ষ খনি শ্রমিক বহু দিন যাবৎ ধর্ম্মঘট করিয়া দেশব্যাপী ব্যবসা বাণিজ্য হানির সম্ভাবনা উপস্থিত করে। ধর্ম্মঘটের মীমাংসায় প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হয়। ওয়াশিংটনে ষ্টীল কর্পোরেশনের সভাপতি মিঃ বিলিয়ম ট্রেলর মিঃ মুরে এবং অন্যান্য আলোচনা চালাইয়াছিলেন। মিঃ মিলিং ট্রেবর্ণ, বুহল জাতীয় সঙ্কটের সময়ে শ্রমিকদের ত্যাগ ও সহযোগিতার জন্য আনন্দ প্রকাশ করেন।

কি হলে ভারতীয় সমস্যা

সম্প্রতি ভারত-সিংহল-অনুসন্ধান-সম্মেলনে যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, সিংহল-ভারতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে কলম্বো ও হিন্দুর ছয়টি স্থানে একই সময়ে আহূত ভারতীয়দিগের সভায় তাহার প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, সিংহল গবর্ণমেণ্টের প্রতিশ্রুতি অনুসারেই ভারত গবর্ণমেণ্ট সিংহলে ভারতীয় শ্রমিক প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্মেলনে তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হইয়াছে। এই সব সিদ্ধান্তের সংশোধন করা প্রয়োজন। অন্য একটি প্রস্তাবে আদালতে ডুমিসাইল প্রমাণের সিদ্ধান্তের নিন্দা করিয়া বলা হইয়াছে যে, সিংহলের প্রবাসী ভারতীয়গণ অনেকের দিন মজুর বলিয়া ইহা অসঙ্গত। আর একটি প্রস্তাবে দাবী করা হইয়াছে যে, যে দেশে গিয়া বসতিস্থাপন করিবে সেই দেশের কর্ত্তব্য বিদেশাগত লোকদিগকে নিজের মধ্যে মিশাইয়া লওয়া।

তিনজন বৃটিশ সৈন্যের কৃতিত্ব

তিনজন বৃটিশ সৈন্য তিন শত মাইল ব্যাপী মরুভূমি পদব্রজে পার হইয়া রেঙ্গাজি এটি নাৎসী বন্দীশিবির হইতে পলায়নপূর্ব্বক গত ২৭শে অক্টোবর পশ্চিম মরুতে অবস্থিত বৃটিশ হেড কোয়ার্টার্সে উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের নাম আর এইচ ওল্ডহ্যাম (২৭ বৎসর), আই এইচ হাসলার এবং কে কুপার।

সামান্য খাদ্য, একখানি জার্ম্মাণ পিস্তল হইতে ছিন্ন ম্যাপ ও উল্টন পেনের মাপ সন্নিবেশিত একটি পকেট নির্ণয় যন্ত্র লইয়া তাহারা সাতরেনাইকা হইতে সাতদিন ধরিয়া হাঁটিয়া আসে। দিক্‌নির্ণয় যন্ত্র হারাইয়া যাওয়ার পর তাহারা সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া দিক্ নির্ণয় করিয়াছিল। তাহারা বলে যে, শত্রুর বন্দীশিবিরের নাটক তিনশত বন্দীর মধ্যে দুই শত অষ্ট্রেলিয়ান রহিয়াছে।

সিংহলের শাসনতন্ত্র সংস্কার

ঔপনিবেশিক দপ্তর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সিংহলের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্পর্কে আরও বিবেচনা করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পূর্ণ স্বীকার করেন কিন্তু যে সংস্কার সম্বন্ধে ঐক্যের অভাব বিদ্যমান, উহার প্রস্তাব সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার পূর্ব্বে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা যে, কমিশন অথবা সম্মেলন সাহায্যে অবস্থাটা আরও খতাইয়া দেখিতে আলোচনা করিতে হইবে। ইহা যুক্তি করা যায় না, কিন্তু যুদ্ধের পর যথাসম্ভব শীঘ্র বিষয়টি গ্রহণ করা হইবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তি শাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ ৩ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৫ ২১শে কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৭ই নভেম্বর, ইং ১৯৪১ শুক্রবার { ১৯৮-৯৫তম সংখ্যা

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিকাশিনী টীকা ও আস্বাদন-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর [illegible] সত্যানুসন্ধিৎসু [illegible] এবং নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

কেশব, নিধি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীনন্দ

——::(*)::——

ব্রজরাজ শ্রীনন্দ বিশুদ্ধসত্ত্বময় আনন্দস্বরূপ। তিনি অপ্রাকৃত বাৎসল্যরসের মূর্ত্তিবিগ্রহ। শ্রীনন্দ যশোদা উভয়েই আশ্রয়-বিগ্রহ। পরব্রহ্ম সনাতনপুরুষ যিনি, জগন্নাথ [illegible]ন, সর্ব্বকারণকারণ যিনি, সকলের একমাত্র উপাস্য যিনি, ব্রহ্মাদি লোকপালগণ যাঁহার [illegible]নন্ত ভৃত্যের ভৃত্য, সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বের [illegible] আকর যিনি, যাঁহার সমান বা ঊর্দ্ধ কেহ [illegible]ই, সেই স্বয়ংরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার [illegible]ত্য-পুত্র—সেই পরব্রহ্ম যাঁহার গৃহের [illegible]রান্দায় হামাগুড়ি দিয়া খেলা করেন, [illegible]ন প্রেমে মুগ্ধ হইয়া—আসক্ত হইয়া [illegible]পালক-পালক শ্রীহরিকে তাঁহার পাল্য [illegible]লাল্য জ্ঞান করেন, যিনি পরব্রহ্মকে [illegible]শীর্ব্বাদ ও স্নেহের পাত্র মনে করেন, [illegible]হার কৃপায় জীব ভয়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি [illegible]য়, সেই শ্রীকৃষ্ণের অশুভের আশঙ্কা যিনি [illegible]রেন, তিনিই আমাদের পরমোপাস্য [illegible]জরাজ শ্রীনন্দ।

মথুরার কিছুদূরে নন্দীশ্বর পর্ব্বত। ঐ [illegible]র্ব্বতের উপত্যকায় শ্রীপর্জ্জন্য নামে এক [illegible]াপ বাস করিতেন। তিনি সকলগুণে [illegible]ণী ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার [illegible]র নাম—দেবমীঢ় [illegible]পর্জ্জন্য গোপের মাতা জাতিতে বৈশ্যা ছিলেন। এই জন্য যদুবংশে উদ্ভূত হইয়াও পর্জ্জন্য গোপ বৈশ্যজাতির অন্তর্গত হইয়াছিলেন। নন্দীশ্বরে 'কেশী' নামে এক দৈত্য বড় উৎপাত আরম্ভ করায় দৈত্যের উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া পর্জ্জন্য গোপ দেশ ত্যাগ করেন এবং পত্নী বরীয়সীর সহিত মহাবনের অন্তর্গত গোকুলে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারা শ্রীনারায়ণের উপাসনা করিয়া পাঁচটি পুত্র লাভ করেন। পর্জ্জন্য গোপ পরলোকে গমন করিলে তাঁহার মধ্যম পুত্র 'নন্দ' গোকুলের রাজা হন।

পর্জ্জন্য গোপের 'শূর' নামে এক [illegible]ত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন। শূরের মাতা ক্ষত্রিয়া ছিলেন। শূরের 'বসুদেব' নামে এক পুত্র হয়। শ্রীবসুদেব মথুরাতেই বাস করিতেন। শ্রীবসুদেব ও শ্রীনন্দের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব ছিল। শ্রীবসুদেব ও শ্রীনন্দ পরস্পর মিত্র হইলেও শ্রীবসুদেব অপেক্ষা শ্রীনন্দ আনন্দ বা ঐশ্বর্য্যশিথিল শুদ্ধ প্রীতি [illegible]কতর প্রকাশিত। বিশুদ্ধসত্ত্ব যখন আনন্দময়রূপে প্রকাশিত হয়, তখনই সেখানে সেই আনন্দের আনন্দস্বরূপ শ্রীনন্দ-নন্দন আবির্ভূত হ'ন। শ্রীযশোমতীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হ'ন নাই বলিয়া তাঁহাকে শ্রীনন্দ-নন্দন বলা হইবে না, এরূপ নহে। তিনি নিত্য-নন্দ-নন্দন। হিরণ্যকশিপুর স্তম্ভ হইতে শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীনরহরিকে স্তম্ভপুত্র বলা যায় না। ব্রহ্মার নাসিকা হইতে বরাহদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া ব্রহ্মাকে বরাহ-বিষ্ণুর পিতা বলা হয় না। উত্তরার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া উত্তরাকে শ্রীকৃষ্ণের মাতা বলা হয় না, সুতরাং ভগবান্ কাহারও গর্ভে প্রবেশ করিলেই যে তাঁহাতে মাতৃত্বের আরোপ হইবে, তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীযশোমতীর গর্ভে প্রবিষ্ট না হইয়াও নন্দ যশোমতীর নিত্যপুত্র। তবে শ্রীনন্দনন্দনের সম্বন্ধে শ্রীব্রজরাজের পারকীয় পিতৃত্ব।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বকারণকারণ—সকলের পিতা হইয়াও শ্রীনন্দের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ইহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ জানাইয়াছেন যে, তিনি সর্ব্বকারণকারণ হইলেও প্রেমিক ভক্তই তাঁহার প্রকাশের কারণ। ভক্ত প্রকাশ না করিলে কৃষ্ণ প্রকাশিত হন না। এইজন্য শ্রীনন্দের পূজা—ভক্তের পূজা আগে।

শাস্ত্র-পাঠে জানা যায়,—শ্রীনন্দ দ্রোণ বসুর অবতার। বসুশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ভার্য্যা ধরার সহিত ব্রহ্মার বরে জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দ্রোণ ও ধরা ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন যে, যখন তাঁহারা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবেন, তখন যে ভক্তিদ্বারা জগতে অনায়াসে দুর্গতি হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়, ভগবান শ্রীহরিতে তাঁহাদের যেন সেইপ্রকার ভক্তি হয়। ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বলিয়া এই বর অনুমোদন করিলে দ্রোণ 'নন্দ' নামে খ্যাত এবং ধরা 'যশোদা' নামে খ্যাত হইয়া ব্রজে আবির্ভূত হন। এই কথা শুনিয়া যেন শ্রীনন্দ যশোদাকে কেহ স্বর্গবাসী ব্যক্তিমাত্র মনে না করেন। ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য সম্বন্ধে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত বলিয়াছেন,—

"ইহা প্রসিদ্ধ যে, বৈকুণ্ঠবাসিগণ গোলোকবাসিগণের অবতার, আবার স্বর্গস্থ দেবতাগণ বৈকুণ্ঠবাসিগণের প্রতিরূপ। স্বর্গবাসিগণকে বৈকুণ্ঠবাসিগণের ন্যায় অবতার না বলিয়া 'প্রতিরূপ' বলিবার কারণ এই যে, বৈকুণ্ঠ মায়ার অন্তর্গত নহে, কিন্তু স্বর্গ [illegible] অন্তর্গত, [illegible] মায়িক [illegible] বিদ্যমান। স্বর্গস্থ দেবতাগণ বৈকুণ্ঠের অধিবাসিগণের প্রতি[illegible], অর্থাৎ বাস্তব অবতার নহেন, হেয়তামিশ্রিত প্রতিচ্ছবি [illegible]। যেরূপ লীলাময় বিষ্ণুর প্রীতির জন্য ধর তলে বারংবার দেবতাগণের অবতার হইয়া থাকে, সেইরূপ গোলোকে বর্ত্তমান নিত্যপ্রিয় গোপরাজ শ্রীনন্দেরই অবতার বৈকুণ্ঠে নন্দ-নামক নিত্যপার্ষদ, তাঁহারই প্রতিরূপ দেবসমাজে দ্রোণ নামক বসু। কদাচিৎ সেই গোলোকস্থ শ্রীনন্দ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যেরূপ গোলোকে শ্রীবলরাম, বৈকুণ্ঠে শেষ-নামক নিত্যপার্ষদ, দেবসমাজের [illegible] ধরণীধর, পৃথিবীতে সেই মূল বলরাম কদাচিৎ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যেরূপ গোলোকে শ্রীদামা, তাঁহারই অবতাররূপে বৈকুণ্ঠে নিত্যসিদ্ধ-পার্ষদ গরুড় ও দেবসমাজে বিনতা-নন্দন, পৃথিবীতে কদাচিৎ সেই শ্রীদামা অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যেরূপ গোলোকে শ্রীবসুদেব-দেবকী, বৈকুণ্ঠে সুতপা পৃশি, দেবসমাজে কশ্যপ অদিতি, সেই শ্রীবসুদেব-দেবকী কদাচিৎ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। কৃষ্ণের অবতারসমূহ যেরূপ অবতারীর সহিত অভিন্ন, [illegible] কৃষ্ণের নিত্যপ্রিয় গোপরাজ শ্রীনন্দের অবতারসমূহও অবতারী শ্রীনন্দের সহিত অভিন্ন, কারণ অংশ হইতে অংশী অভিন্ন। শ্রীনন্দের অবতারও কাল-অনুসারে কাল-অনুসারে, স্থান অনুসারে শ্রীকৃষ্ণেরই ন্যায় কখনও অংশরূপে, কখনও বা অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যেমন শ্রীকৃষ্ণ সত্য-যুগের আদিতে অংশরূপে বরাহমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আবার [illegible] শেষভাগে নিজপ্রেমভক্তি-বিস্তারের জন্য—সুখক্রীড়াবিশেষের জন্য শ্রীমথুরায় পূর্ণরূপে

উদিত হইলেন। শ্রীনন্দের সম্বন্ধেও সেই রূপ [illegible] হইবে। প্রাতঃস্নান নিত্য পারকীয় [illegible] শ্রীনন্দ [illegible] বলে আ[illegible] কোন [illegible] তখন [illegible] সহিত [illegible] অশ্ব [illegible] আনিতে হইল। [illegible] নন্দের আহারাদি [illegible] করেন, এই জন্য [illegible] দোষ নন্দরাজ [illegible] পারেন।'

[illegible] শুনিয়া [illegible] মনে [illegible] ব্রহ্মা [illegible] শ্রীনন্দের [illegible] অভিভূত হইয়া [illegible] শ্রীনন্দ [illegible] জন্ম লাভের [illegible] কোন [illegible] এমন কি, গোকুলের [illegible] তৃণ-গুল্মাদিরূপে [illegible] বাসনা [illegible], কিন্তু গোকুলে [illegible] গোকুলেন্দ্রকে [illegible] প্রেমাশ্রুধারায় [illegible] করিয়া [illegible]। [illegible] পরমতত্ত্ব [illegible], [illegible] সম্ভাবনা [illegible]। [illegible] পরে [illegible] হইয়াছিল, [illegible] সিদ্ধান্ত [illegible] হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মার দম্ভ চূর্ণ করেন, তখন ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে নন্দপ্রমুখ ব্রজবাসিগণের প্রেমের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন,—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপ-
ব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥
(ভা: ১০।১৪।৩২)

অহো! নন্দপ্রমুখ ব্রজবাসিগণের কি মহাভাগ্য! কি [illegible] ভাগ্য! তাঁহারা পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম [illegible] তাঁহাদের নিত্য [illegible] রহিয়াছেন।

শ্রীনন্দের [illegible] মধ্যে [illegible] কোন [illegible]। সেখানে আছে কেবল অহৈতুকী স্বাভাবিক প্রেম। তাই শ্রীনন্দ [illegible] পুত্রের [illegible]। [illegible] ব্রজের [illegible] চাহিতেছেন, আর [illegible] চাহিতেছেন। চাওয়ার মধ্যে—সেবার দম্ভ নয়, মমত্ব নয়, দেওয়ার ধর্মই সেখানে বড়। সেখানে চাওয়া, সেখানে নিজের [illegible], যা [illegible] সেখানে সব দেওয়া, সেইখানেই [illegible]—সেইখানেই প্রেম।

এই নন্দের মুখেই ব্রহ্মার কৃপালাভের [illegible]। নিত্যসিদ্ধ নন্দ সাধন [illegible], [illegible] হয় না। [illegible] অনুগত হইলে নন্দপ্রেম [illegible] পাওয়া যায়। [illegible] ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীনন্দ [illegible] বলিয়াছেন যে আমরা নন্দরাজ নিত্য [illegible]। [illegible]—নন্দরাজ নিত্য মহিমা কীর্তন [illegible]। [illegible] [illegible] বিনা [illegible] কৃষ্ণ [illegible] [illegible] গোপীগণের [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] করেন, [illegible] তাঁহাদের [illegible] ভগবান্‌ তাঁহাদের অধীন হন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্যে [illegible] নাহি মানে গোসাঞি মোর পীত॥
আমার [illegible], আমি [illegible]।
তার [illegible] [illegible] হয়েন অধীন॥
মোর পুত্র মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এত [illegible] [illegible] মোর [illegible]॥
আমি ঈশ্বর [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible]॥
[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible]॥
[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible]॥

শ্রীশুকদেব শ্রীকৃষ্ণের স্তবগান করিলে [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে আসন করিতে [illegible] শুনিয়া [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] পূর্বক [illegible] তাঁহার [illegible] শিশু, [illegible] মন। কৃষ্ণ [illegible] আর কিছুই [illegible]। [illegible] শ্রীনন্দ মহারাজের কথাই আমাদের [illegible] সম্বল হউক। তাই [illegible] শ্রীনন্দ মহারাজের পুনীত চরণের [illegible] প্রার্থনা করিতেছি,—

অতস্ত্বয়ি স্বীতমিত্রে পরানন্দে ভজন্তং
তবাত্মজাত্মা।
অয়ত্নতো ধীরমতে সনন্দ
মুকুন্দ নন্দাত্মজ মে গতির্ভূঃ॥

প্রণব কি?

—:[*]:—

পরব্রহ্মের শাব্দিক অবতার ওঁকার বা প্রণব। প্রণব সম্বন্ধে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু 'পরমাত্ম সন্দর্ভে' বলিয়াছেন,—"ওঁ পরব ব্রহ্মের [illegible] প্রাপেক্ষা [illegible] (মধুরতম) নাম। উচ্চারণ আরম্ভ হইতে যাহা জীবকে সংসার ভয় হইতে পরিত্রাণ করে। এই জন্য তিনি 'তার' নামেও কথিত, অতএব শ্রীনাম সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপই। অষ্টাক্ষর মন্ত্রকে উদ্দেশ করিয়া শ্রীনারদপঞ্চরাত্র স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—[illegible] আছে যে, ভগবান শব্দবাচ্য অষ্টাক্ষরকলে জীবের মুখে [illegible] [illegible] প্রণবকে উদ্দেশ করি। মাণ্ডুক্য-উপনিষদ বলিয়াছেন—'ছন্দসকল যাহা কিছু দৃশ্য সমস্তই ঐকার-ওঁ এই অক্ষর।' [illegible] আর [illegible] প্রণব, তিনি পরম বস্তু বলিয়া কথিত। তিনি অপূর্ব, অনাদি অদ্বিতীয়, পরম বৃহৎ অব্যয়, তিনি সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত। এভাবে প্রণবকে জানিয়া [illegible] ভাঁর অমৃত ভোগ করেন। সকলের হৃদয়ে অবস্থিত প্রণব ও ঈশ্বরস্বরূপ বলিয়া জানিবে। ওঁকারকে সর্বব্যাপী [illegible] [illegible] মনে করিবে [illegible] আর শোক করিতে হয় না। তাঁহার আর মৃত্যু থাকে না। তিনি [illegible] হইয়া অনন্তমাত্রাযুক্ত, তাঁহা হইতে [illegible] বৈতজ্ঞানের উপশম হয় অদ্বয়-জ্ঞান লাভ হয়। অতএব তিনি পরম মঙ্গলস্বরূপ। [illegible] মনে করিতে হইবে না যে, পরমেশ্বরের পক্ষে অবতাররূপে [illegible] [illegible] [illegible] একটি জড়ময় [illegible] [illegible] অক্ষরব্রহ্মের [illegible] তাঁহাতে প্রাকৃতসত্তা নাই উহা কেবল স্থূল ভক্তগণ মাত্র। [illegible] পরমেশ্বরের অন্যান্য অবতারের ন্যায় এই প্রণবও তাঁহার শাব্দিক অবতার। যেহেতু এই অর্থ পূর্বোক্ত শ্রুতিবচন সকলের স্বীকৃত হওয়ায় তাহা হইতে অভিন্ন বলিয়া তৎসম্ভাবনা হেতু এই অর্থই ঠিক। অতএব ভগবানের নাম ও নামী ভগবান্‌ পরস্পর অভিন্ন, ইহা [illegible] সন্দেহ নাই।"

অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্টঃ সর্বলোকৈক-
নায়কঃ।

উকারস্তদ্ধিতাকারো বীজং সকলবেদয়োঃ॥

অ-উ-ম—এই তিন অক্ষরের যোগে ওঁকার নিষ্পন্ন। অ'কারের দ্বারা সর্বলোকের নায়ক প্রথমাক্ষর শ্রীবিষ্ণু উদ্দিষ্ট হন, 'উ'-কারের দ্বারা শ্রীযাঁরা নির্দিষ্ট হ'ন এবং 'ম'কার [illegible], পাঁচক। অর্থাৎ ওঁকারে বিষয়বিগ্রহ, [illegible] আশ্রয়বিগ্রহ ও তাঁহাদের নিত্যসেবা আত্মা তাঁহাদিগে [illegible]।

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই ভজনীয় বস্তু। সেই ভগবান বিষয় ও আশ্রয়—দ্বিবিধরূপেই তদাশ্রিত জনের ভজনীয় বস্তু। বিষয়বিগ্রহ 'শ্রীশ' ও আশ্রয়বিগ্রহ 'শ্রী'—উভয়ই তদাশ্রিত ভক্তগণের সর্বাশ্রিয়। আশ্রয় বিষয়ের ভোগ্য, কিন্তু তদাশ্রিত সকলেরই নিত্য সেব্যবস্তু। আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবই সকলের একমাত্র আশ্রয়। তাঁহার আশ্রয় না পাইলে কেহ বিষয়ের সন্ধান পাইতে পারে না। এইজন্য শাস্ত্র প্রথমে আশ্রয়ের আশ্রিত হইবার কথা—আদৌ সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয়ের উপদেশ দিয়াছেন।

'ওঁকার' আদি মহাবাক্য, ঈশ্বরস্বরূপ, ও বেদকল্পতরুর বীজ। আমরা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে পাই,—

প্রণব সে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব—সর্ববিশ্ব ধাম॥
প্রণব সে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্ত্তি
প্রণব হইতে সর্ববেদ জগতে উৎপত্তি॥
প্রণবের সেই অর্থ, গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকী বিবরিয়া কয়॥

সপ্রণব ব্রহ্মগায়ত্রী ও কামবীজ পুটিত কামগায়ত্রীর মধ্যে তত্ত্বগত কোন ভেদ নাই, কেবল রসগত বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। শান্তরসের উপাসক ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্ম-গায়ত্রীদ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, আর মধুররসের উপাসক ভগবদ্ভক্তগণ কামবীজপুটিত কামগায়ত্রীদ্বারা অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া থাকেন। পদ্মপুরাণে [illegible] আছে যে, [illegible] গায়ত্রী মাধুর্যরস আস্বাদন ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম লাভের জন্য [illegible] হইয়া গোপী-উপনিষদের সহিত [illegible] জন্মগ্রহণপূর্বক কামগায়ত্রীরূপে [illegible]। অধয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে যেমন ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি অসম্যক্ ও আংশিক [illegible] তদ্রূপ কামগায়ত্রী ও কামবীজমধ্যে ব্রহ্ম-গায়ত্রী ও ক্রোড়ীভূত রহিয়াছে।

শ্রীগৌরাঙ্গের 'নিজজন ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—'প্রণব অর্থাৎ ওঁকারই শ্রীকৃষ্ণের গূঢ় নাম, বেদের আদি বীজ এবং সকলবেদ নয় শব্দব্রহ্ম। প্র-নু (স্তুতি করা) + অ —এই প্রকারেই প্রণব সাধিত হইয়াছে স্বয়ংনীয় পরব্রহ্মের শাব্দিক অবতারই ওঁকার। ওঁকার হইতে সমস্ত বেদ উদিত হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রণবই বেদবীজ মহাবাক্য এবং বেদের অন্যান্য সমস্তই প্রাপঞ্চিক বাক্য-বিশেষ।"

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

ওঁতৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ
বিহিতাঃ পুরা॥
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং
ব্রহ্মবাদিনাম্॥
(গীঃ ১৭।২৩-২৪)

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

পরব্রহ্ম বা ভগবানের ওঁ, তৎ, সৎ এই তিনটী বাচক (নাম) শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। পুরাকালে ব্রহ্মা এই তিনটির সাহায্যে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বেদবাদিগণের শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান, তপঃ ও ক্রিয়াদি সর্বদা ওঁ এই নাম উচ্চারণপূর্বক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ উপরি উক্ত শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন — 'ওঁ, তৎ, সৎ এই তিন প্রকার পরব্রহ্মের নামদ্বারা নির্দেশ, সাধুগণ স্মরণ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে 'তৎ' শব্দ '[illegible]' ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ থাকায়, উহা ব্রহ্মের নাম। কারণ উহা জগৎকারণরূপে [illegible] এবং অপরিচ্ছিন্নের বাচক হয়। পরমপ্রয়োজন রূপ, সাধুত্ব ও শ্রেষ্ঠতা হেতু 'সৎ' শব্দও ব্রহ্মেরই নাম। 'হে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্বে এই সৎই ছিল', ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যানুসারে 'সৎ'শব্দও ব্রহ্মেরই নাম। এই তিন প্রকার নামদ্বারা নির্দেশগুলিকে সম্যক্ [illegible], এই অভিপ্রায়ে প্রশংসা করিতেছেন। তিনি সেই তিনপ্রকার ব্রহ্মের নির্দেশের দ্বারা সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্টি করিয়াছিলেন অথবা গুণযুক্ত করিয়াছিলেন। অধুনা যাহার এই তিনপ্রকার নির্দেশ সেই পরমাত্মকর্তৃক ব্রাহ্মণাদি পাবন হইয়াছে [illegible] হইয়াছে। অতএব তাঁহার এই নির্দেশ অতি শ্রেষ্ঠ। একণে ওঙ্কারাদি [illegible] শ্রেষ্ঠতা দেখাইবার [illegible] বলিলেন—'তস্মাৎ ওঁ' ইত্যাদি। যেহেতু [illegible] এইরূপ নির্দেশ শ্রেষ্ঠ, অতএব 'ওঁ' শব্দ 'উচ্চারণ'- উচ্চারণ করিয়া বৈদিকগণের সম্পাদিত যজ্ঞাদি শাস্ত্রোক্ত ব্যাপার [illegible] অঙ্গহীন হইলেও [illegible] থাকে — সম্পূর্ণ হয়।"

প্রণব, ওঁ, সৃষ্টিশক্তি, পালনীশক্তি ও নাশিনীশক্তিত্রয়ের শক্তিমান্ অর্থাৎ যে শক্তিমান্ পরমেশ্বর [illegible] এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, পালিত হইতেছে ও ধ্বংস প্রাপ্ত হবে, তাহার [illegible] পরমেশ্বর।

ওঁ বা প্রণব বেদের নিদানস্বরূপ মহাবাক্য। শ্রুতি বৈদিকবাক্যের আদিতে ও অন্তে প্রণব নিহিত। [illegible], ঈশ্বরস্বরূপ, ঈশ্বর—বাচ্য, প্রণব বাচক। যাহা বেদের সর্বদেশব্যাপী তাহাই মহাবাক্য। সুতরাং প্রণব ব্যতীত আর কোনটাই মহাবাক্য হইতে পারে না। এই তত্ত্বকে আচ্ছাদন করিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্য 'তত্ত্বমসি'কে মহাবাক্য বলিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্র বলেন,—

সর্বাশ্রয় ঈশ্বরের করে প্রণব উদ্দেশ।
'তত্ত্বমসি' বাক্য হয় বেদের একদেশ॥

বিশেষ দ্রষ্টব্য

গত ১৮ই কার্ত্তিক, [illegible]বার শ্রীরাসযাত্রা উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় গত ১৯শে কার্ত্তিক, বুধবার শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রকাশিত হন নাই।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

শ্রীনামসংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন ও সাধ্য। এই শ্রীনাম নামী হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণনাম জড় দেশকালের অন্তর্গত কোন জড়শব্দ নহেন। কৃষ্ণনাম কৃষ্ণের শব্দাত্মক অবতার। কৃষ্ণ পরব্রহ্ম, আর নাম শব্দব্রহ্ম। শ্রীনামের অনুশীলনই আত্মার প্রণব। শ্রীনাম—[illegible] বিকশিত স্বরূপ। শ্রীনামকীর্ত্তনই [illegible] [illegible]।

কৃষ্ণানুশীলন এবং [illegible] [illegible] ও [illegible] সর্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র উপায়। কৃষ্ণনাম অনুক্ষণ, [illegible] [illegible] [illegible] হন। মহাপ্রভু [illegible] [illegible] হইতে কৃষ্ণকথা ও কৃষ্ণনাম শ্রবণ ও গ্রহণ করিতে হয়। [illegible] কীর্ত্তন করা কর্তব্য। কীর্ত্তনকারী হইতে হইলে পরম শ্রেষ্ঠ [illegible] প্রাণ করা [illegible] হওয়া আবশ্যক। এই কীর্ত্তন সার্বকালিক, সার্বদেশীন ও [illegible]। কীর্ত্তন করিতে হইলে তৃণাদপি সুনীচ তরোরিব সহিষ্ণু ও অমানী-মানদ হইতে হইবে। তৃণাপেক্ষা সুনীচ না হইলে [illegible] অর্থাৎ অভিমানশূন্য বিদূরিত হইবে না। তরুর ন্যায় সহিষ্ণু না হইলে আমাদের [illegible] [illegible] না ও বাসনায় [illegible] [illegible] অর্থাৎ [illegible] না। অমানী মানদ না হইলে [illegible] দূর হইবে না। চাঁদে [illegible] [illegible] আবশ্যক। সর্বতোভাবে [illegible] না হইলে নিরন্তর ভগবদনুশীলন সম্ভব হয় না। যে ব্যক্তি 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ মনে করে, তাহার কখনও মঙ্গল হয় না। আত্মার বৃত্তি উন্মেষিত করিতে হইলে—পুরুষাভিমানের হাত হইতে নিস্তার পাইতে হইলে অকৃত্রিম ভক্তের সঙ্গ [illegible] করা দরকার। যেখানে [illegible] [illegible] আছে, সেখানে ভক্তি নাই। [illegible] [illegible] ও [illegible] নহেন।

বৈষ্ণব গুরুর কার্য্য করেন, কিন্তু তাঁহার গুরু-অভিমান নাই। ভগবানের সুখের জন্য তাঁহার [illegible]। সেই মহাভাগবত [illegible] নিজেকে [illegible] ছোট মনে করেন। তাঁহার প্রভু-অভিমান লেশমাত্রও নাই। তিনি সর্বক্ষণ ভগবানের সেবা করেন। তাঁহার সেবা সর্বতোভাবে করিতে হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন— 'শতকরা একশত কার্য্য মহাভাগবতের জন্য করতে হ'বে, আর ৬৬৬ recurring কার্য্য মধ্যম-ভাগবতের জন্য করতে হ'বে, ৩৩৩ recurring কনিষ্ঠ ভাগবতের জন্য করতে হ'বে

কখনও বিষয় ও যোষিতের সঙ্গ [illegible] করিতে হইবে না, এমন কি, বিষয়ী [illegible] যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গও করিতে হইবে না। [illegible] হ'লে [illegible] নয়, সাধারণই যোষিৎ [illegible] যেখানে পরমপুরুষ কৃষ্ণের সঙ্গ সেখানে যোষিৎ সঙ্গ নাই। শ্রীনামই একমাত্র [illegible] বা [illegible]। শ্রীনাম সঙ্গীর [illegible] যোষিৎসঙ্গ জানিবে প্রাণ। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সঙ্গ ও সর্বার্থ [illegible] [illegible] [illegible] যোষিৎ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আর [illegible] সেখানেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যোষিৎ [illegible] [illegible] দর্শন। [illegible] দর্শন দেখেছেন। [illegible] হইলে [illegible] দর্শন হয় না। [illegible] [illegible] হয়না নিস্তার নাই।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব দয়ানিধি, তাঁর দয়া অনন্ত [illegible]। [illegible] [illegible] মন্দ উদয় হবার এবং [illegible] সম্পাদন [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিস্ত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়েছে [illegible] [illegible] পেয়েছেন [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] প্রাপ্ত, তাঁদের [illegible] [illegible] নাই। [illegible] [illegible] হৃদয়ে বর্তমান থাকে, [illegible] [illegible] স্থান পায় না।

উরুক্রম, পুরুষোত্তম, অধোক্ষজ ভগবানের [illegible] অবলোকন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয় না। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] পূর্ণনাম [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তখন বলেন—চতুর্দশ [illegible] তখন হৃদয়ে শ্রীচৈতন্য [illegible] [illegible]

প্রতিষ্ঠা নাম শ্রীবৈকুণ্ঠ শ্রীপুরুষোত্তমে [illegible] তাঁর নিকট ঐ অন্ন [illegible] পায়না [illegible] [illegible] প্রকারের উদ্দিষ্ট [illegible] (১) [illegible] (২) নিন্দা, (৩) [illegible], (৪) [illegible], (৫) [illegible], (৬) [illegible], (৭) [illegible], (৮) [illegible] এবং (৯) [illegible]।

[illegible] [illegible] বলবার [illegible] দ্বারা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] স্বভাবকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্বন্ধে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আরোপ না [illegible] ভগবন্নাম [illegible] [illegible] [illegible] হয়।

[illegible] পাওয়া যায়,—একটী [illegible] আর অপরটী [illegible]। [illegible] [illegible] আছে, তা' আবাহন [illegible] উপস্থিত হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তখন [illegible] [illegible] থাকে, কোনটী [illegible] [illegible] আত্মায় [illegible] [illegible] [illegible] বিবাহিত আত্মীয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পদার্থ

যে মুকুন্দ পদবী, তাঁ'কে ভজনা ক'রেছিলেন মহামহাবৈদান্তিকাগ্রগণ্যা, বিশুদ্ধচেতনে অবস্থিতা পরমসিদ্ধা, সর্ব্বোত্তমা গোপীগণ। ইন্দ্রিয়লোলুপ ব্যক্তিগণ নিজ নিজ জড়রস আস্বাদন জন্য যে বিচারমধ্যে প্রবিষ্ট হ'য়ে থাকেন, তাদৃশ প্রেয়ঃপন্থার অনুসরণ না ক'রে স্বজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগ ক'রে অধোক্ষজ-বিচারে আশ্রয়জাতীয় গোপীগণ আত্মাভিজ্ঞান লাভ ক'রেছেন। গুণজাত সত্ত্বপ্রধান বিচারে যেটা নির্ণীত হয়, তা'কে পরিত্যাগ করার শক্তি বিরাগে কোথায়? যাঁ'রা নৈসর্গিকী নিত্যা উৎকট প্রীতিচেষ্টার বশে ভগবৎকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হ'য়ে সেবার জন্য যত্নবিশিষ্ট, বাস্তববস্তুবিচারে যাঁ'দের বাস্তব রস হৃদয়ে প্রাকট্য লাভ ক'রেছে, রজস্তমঃ বাদ দিয়ে—সত্ত্বগুণের ভাল কথা পর্য্যন্ত বাদ দিয়ে কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় ক'রেছেন, তাঁ'রাই শ্রেয়ঃপন্থী। যাঁ'দের জ্ঞানটী অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত, যাঁ'রা বিবর্ত্তগ্রস্ত হ'য়ে 'ভগবজ্জ্ঞান ছোট এবং স্বকপোল-কল্পিত জড়সবিশেষ-রহিত নির্ব্বিশেষ জ্ঞানই বড়'—এই মায়ানরীচিকায় ঢুকেছেন, তাঁ'দের মঙ্গলের জন্য শ্রীচৈতন্যদেবের নিত্যদাস শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বাদিয়াকে অমন্দোদয়দয়া ব'লছেন। ভাগবতের অনুশীলন দ্বারাই সেই বস্তু প্রাপ্তব্য। এজন্য 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' আদি শ্লোকে সম্বন্ধজ্ঞানের কথা কীর্ত্তিত হ'য়েছে। জড়বিশেষ অপ্রয়োজনীয়। জড়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা হ'লে ভোগের বিচার হ'তে পরিত্রাণ জন্য 'নেতি নেতি' বিচার এসে ভোগ থেকে অবসর দেয়। যেহেতু সুখ ভোগে দুঃখ, প্রেয়ঃপন্থা গ্রহণ ক'রলে ত্রিতাপ-যন্ত্রণা পাই, সুতরাং বোধরাহিত্যই শেষ কথা বা বোধসাহিত্যের বিশেষানুসন্ধান রাহিত্যই চরমপদবী—এতাদৃশ বোধ যাঁ'দের তাঁ'রা অজ্ঞান-শ্রেণীরই অন্যতম ও অন্তর্ভুক্ত। সর্ব্বাপেক্ষা ভ্রান্ত ব্যক্তি বিবর্ত্তবাদ আশ্রয় ক'রে জড়তাকে বা জড়কে চিদ্ভ্রান্তিক্রমে গ্রহণ করেন। তা'তে বাস্তব বস্তু কিছুই নাই। তাঁ'রা মনে,- স্বল্প, সঙ্কীর্ণ, জড় ভোগ-জ্ঞানের চেষ্টার সঙ্গে জড়াতীত ভক্তিপূর্ণ পুরুষোত্তম জ্ঞানের চেষ্টা সমজাতীয় অজ্ঞতাবশে ভগবৎসেবাবঞ্চিত হ'য়ে, ভগবল্লীলাসুকুল বস্তুকে উপেক্ষা ক'রে নির্ব্বিশেষবাদকেই তাঁ'রা শ্রেষ্ঠত্বে স্থাপন ক'রেছেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁ'র অপ্রয়োজনীয়তা প্রকাশ ক'রে মনুষ্যজাতির যে মঙ্গল ক'রেছেন, তাহা আমাদের প্রার্থনীয়। পূর্ণকে অপূর্ণ ব'লে স্থাপনের কুপিপাসা যাঁ'দের, তাঁ'রা মহা অসুবিধায় প'ড়েছেন। দামোদরস্বরূপ নির্ব্বিশেষ-বিচার-প্রণালী, যাতে নির্ব্বিশেষ মোক্ষই প্রার্থনীয়, তা'তে মুক্তি ক'রে জড় সবিশেষে আসেন নাই। প্রাকৃতসহজিয়ার 'প্রকৃতিজাত জগতেই বিচিত্রতা আছে চিৎতত্ত্বে বৈচিত্র্য বিচার জড়শক্তিরই অন্তর্গত'—এই বিচারে যাঁ'রা প্রতিষ্ঠিত সেই সকল পোষ্য ভাগ্যহীন।

জড় সবিশেষে চিৎবিশেষের বিবর্ত্ত হ'লে অভীষ্ট লাভের পরিবর্ত্তে অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। জড়রসটা ধ্বংস ক'রে দিতে হ'বে, শুকিয়ে দিতে হ'বে, কিন্তু "রসো বৈ সঃ"—সেই সচ্চিদানন্দরসই ত' থাক্‌বে। তা' না হ'লে প্রকৃতিবাদীর বৌদ্ধবিচার বা মায়াবাদীর তর্কমাত্র হ'য়ে যা'বে। বুদ্ধকে সচ্চিদানন্দবস্তু বিচার না ক'রে বৌদ্ধগণ স্বতন্ত্র জড়ভোগ্য অবাস্তব বিচার বিশিষ্ট। জড় সবিশেষ ধর্ম্ম যে কাল পর্য্যন্ত নষ্ট না হ'চ্ছে, তৎকালাবধি প্রাণ ব্যক্তিতা নিয়ে বস্তু সান্নিধ্য হ'তে দূরে থাক্‌তে হ'বে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে চেতনের উন্মেষ হ'বে, চিৎসবিশেষ ব'লে যে ব্যাপার, তা' বুঝ্‌তে পারা তখনই ভাগবত শ্রবণে অধিকার হ'বে। লীলা ক্রিয়া-মাত্র উদ্দেশ্যপরা নহে, মানবলীলা বা দারুণনারায়ণ এরূপ বিচার যাঁ'দের, তাঁ'রা ঘুরে ফিরে Henotheism (পঞ্চোপাসনা) বা Impersonalism (নির্ব্বিশেষত্ব) প্রবিষ্ট হ'ন। জড়সবিশেষ হ'তে পার পা'বার পরে যে ধর্ম্মের কথা আছে, তা'র আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। কামদেব-কামনা উদিত হ'বার পূর্ব্ব পর্য্যন্তই বাসনা মাত্র। ন্যায়াচ্ছলে প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে বিচার যদি প্রত্যক্ষানুমানের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তা' হ'লে empiricism এসে গেল। আমাদিগকে জড়ের relativity আচ্ছন্ন ক'রে উরুদ্রাঘ্নি বদ্ধাঃ ক'রে রেখেছে। উরুক্রমের পাদস্পর্শ-যোগ্যতা হ'লে আধ্যক্ষিকগণের বিচারনৈপুণ্যের কল্পত্ব উপলব্ধি করিতে পা'রবো।

ভাগবত সম্প্রদায়ের সাংখ্যায়ন, সনৎকুমার প্রভৃতি বিভিন্ন বিচার ক'রেছেন। বহ্বীশ্বরবাদ, polytheism প্রভৃতি নানা বিরোধী সম্প্রদায়েরও অভাব নাই। যখন একায়ন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল (সত্যযুগে), তখন একমাত্র নারায়ণের পূজা ছিল। 'একায়ন' মানে—সংখ্যারহিত। যখন সে বিচার স্তব্ধ হ'ল, তখনই ত্রেতায় ধ্যাননিষ্ঠা বাধা প্রাপ্ত হ'য়ে জীবের দুর্গতি হ'য়েছে। তখন ত্রয়ী উৎপত্তি লাভ ক'রে কর্ম্মকাণ্ড সৃষ্ট হ'ল, পূর্ব্বে কাছ থেকে। বর্ত্তমান সময় হরিকীর্ত্তনই একমাত্র সম্বল, সত্যপ্রতিম বস্তুর সাহায্য গ্রহণ প্রয়োজন নয়।

কর্ম্মমার্গাশ্রিত ব্যক্তিদেরই যত কষ্ট। তদ্বিপরীত-বাদীর বিচার অব্যক্ত। কৃষ্ণচিতা যাঁ'রা নয়, তাঁ'দের দুঃখ অবর্ণনীয়, তাঁ'রা নিজের বিচারানুসারেই দুর্গতি লাভ ক'রছে। তা' থেকে অবসর পাওয়া দরকার। শ্রীচৈতন্যদেবের অমন্দোদয়দয়ার মধ্যে কর্ম্মকাণ্ডের প্রশ্রয় নাই। জীব যা'তে ঐহিক-আমুষ্মিক ভোগে রত না থাকে, তা'র জন্য তিনি চেষ্টা ক'রেছেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীধামে হরিকথা

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে কৃপাপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীদামোদরব্রত-উপলক্ষে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যমঠে একমাসকাল প্রত্যহ প্রায় তিন-ঘণ্টা করিয়া 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ'-গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীজীবের অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ যে কিরূপ পরমোপকৃত হইয়াছেন, তাহা বলিবার ভাষা আমাদের নাই। এরূপ অভূতপূর্ব্ব মৌলিকতথ্যপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণের সৌভাগ্য ইতঃপূর্ব্বে অনেকেরই হয় নাই। তাঁহার বীর্য্যবতী জ্বলন্ত হরিকথা সকলের হৃদয়েই একটা চেতনের স্পন্দন ও সেবোৎসাহ আনিয়াছে। যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে এই সুযোগ বরণ করিয়াছেন তাঁহারা ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। গত ৩রা ও ৪ঠা নভেম্বর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব অপরাহ্ণে শ্রীভক্তিসন্দর্ভ হইতে অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদনের কথা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়া শ্রদ্ধালু শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে রেখাপাত করিয়াছেন তাঁহার প্রত্যেকটি বাণীর মধ্যে যে কৃষ্ণাকর্ষিণী অসীমশক্তি নিহিত আছে, তাহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন করিতেছেন ও করিবেন, ইহা আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস। গৌরনিজজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সেই পরমমঙ্গলময় উপদেশাবলী যেন আমরা হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাহা নিজ জীবনে পালন করিতে পারি, ইহাই শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবচরণে আমাদের কাতর প্রার্থনা।

শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা-উপলক্ষে প্রত্যহ অসংখ্য যাত্রী শ্রীধামদর্শনার্থ আগমন পূর্ব্বক শ্রীধামবাসী ভক্তগণের নিকট শ্রীগৌর ও শ্রীগৌরধামের মহিমা শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন ও হইতেছেন। শ্রীধামবাসী ভক্তগণের যাত্রিগণের নিকট সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তনের বিরাম নাই।

ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান-পূর্ব্বক সকলের নিকট সর্ব্বক্ষণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর দয়ার কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। গত ৪ঠা নভেম্বর শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ সন্ধ্যা-রাত্রিকের পর শ্রীযোগপীঠে অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পাঠের পর বিভিন্ন মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হয়। ঐ দিবস রাত্রে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবও তাঁহার ভজনকুটীরের অলিন্দে কিছুক্ষণ যাবৎ বহু অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন।

শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে বিরহোৎসব

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা শ্রীসনাতন শিক্ষাস্থলী বারাণসীস্থ শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে গত ২২শে অক্টোবর পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী ঠাকুরের বিরহ-মহামহোৎসব পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীহরিসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে উক্ত দিবস প্রত্যূষে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী জিউর মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীগুরুবন্দনা, শ্রীগুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব, শ্রীদামোদরাষ্টক, 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর' প্রভৃতি সংকীর্ত্তন করা হয়। তৎপরে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে নামাচার্য্য শ্রীশ্রীল হরিদাস ঠাকুরের অপ্রকট লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ করা হয়। পাঠান্তে পুনরায় মহাজনপদাবলী সংকীর্ত্তন হইলে 'পরমগুরু শ্রীল গৌরকিশোর'-গ্রন্থ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত পারায়ণ হয়। তৎপরে আবার বেলা ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত গুর্ব্বষ্টক, পথ ও পরমগুর্ব্বষ্টক ও বিরহসূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামী ঠাকুরের অমূল্য উপদেশাবলী আলোচনা করা হয়।

গুনুপুরে প্রচার

গত ১৯শে অক্টোবর, রবিবার শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সেবক শ্রীপাদ যতিশেখর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ সত্যনারায়ণ দাসাধিকারীজী পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে বহরমপুর হইতে পারগাখেমরিতে গমন করিয়া তথাকার কলেজের ছাত্রবৃন্দের নিকট 'কলিযুগধর্ম্ম'-সম্বন্ধে বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ছাত্রগণ হরিকথা শ্রবণের বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। পরদিবস রাত্রে তাঁহারা গুনুপুরে পৌঁছিয়া সহরের বশিষ্ঠ লোকের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। নিকটবর্ত্তী ঝুলিগ্রামে কেহ উচ্চকীর্ত্তনে বাধা প্রদান করিলে ভক্তগণ বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে উচ্চকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন।

গত ২৬শে অক্টোবর, রবিবার উক্ত প্রচারকগণ গুনুপুর হইতে ৪ মাইল দূরে জগন্নাথপুর-নামক গ্রামে উপস্থিত হন। তথা হইতে বাতাল-নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত ভগীরথ সাহু মহাশয়ের বাড়ীতে গমন করিয়া মধ্যাহ্নে শ্রীগুরুতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন এবং সন্ধ্যায় জগন্নাথপুরে প্রত্যাগমন করিয়া নগরসংকীর্ত্তন করেন। প্রায় দুইশত লোক নগর-সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। রাত্রে স্থানীয় সীতারামজীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে একটি বিরাট সভা হয়। উক্ত সভায় শ্রীপাদ সত্যনারায়ণ দাসাধিকারী প্রভু 'মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে হিন্দি-ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিলে জনৈক স্কুল মাষ্টার তেলেগু ভাষায় তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীপাদ যতিশেখর প্রভু প্রায় ২ ঘণ্টাকাল শ্রদ্ধালু লোকের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীভাগবত 'কল্যাণকল্পতরু'

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে প্রেম ও রস-তত্ত্বের কথা আছে। ইহা সজ্জনকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই পাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান

শ্রী[illegible] প্রপন্নাশ্রম,

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীশ্রী[illegible] শিক্ষা

[illegible] এই [illegible] টীকা ও [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] ছাপা [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রী[illegible],

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৬শ বর্ষ নবদ্বীপ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২২শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৮ই নভেম্বর, ইং ১৯৪১, শনিবার ১৩৬৩শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

[illegible] কেশব [illegible], গৌরাব্দ ৪৫৫

শক্তিতত্ত্ব

—:০:(*):০:—

শক্তি একটী তত্ত্ব এবং শক্তিমান্ একটী তত্ত্ব। এই দুই তত্ত্ব পৃথক হইয়াও অপৃথক। শক্তি ও শক্তিমানের যে পরস্পর নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, তাহা বদ্ধজীব উপলব্ধি করিতে পারে না। বস্তুতঃ পৃথক হইয়াও তত্ত্ব ও তত্ত্বশক্তি অপৃথক। এখানে পার্থক্য ও অপার্থক্য যুগপৎ সিদ্ধ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কথিত আছে,—

রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান॥
দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্র-পরমাণ॥
মৃগমদ, তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি, জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলা রস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

শ্রীরাধা চিন্ময়ী, বদ্ধজীবের ন্যায় তাঁহার দেহ-দেহী ও জড়দেহ এবং লিঙ্গদেহরূপ [illegible] নাই। তাঁহার চিন্ময়স্বরূপে শুদ্ধ চিন্ময় চিত্ত, চিন্ময় ইন্দ্রিয় ও চিন্ময় শরীর আছে। তাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয়কায় কৃষ্ণপ্রেমদ্বারা পরিভাবিত। তিনি কৃষ্ণের নিজশক্তি, অতএব তাঁহার একমাত্র ক্রীড়ার সহায়। শক্তিমৎ-তত্ত্ব শক্তি হইতে পৃথক্ হইলে কোন ক্রীড়া হইতে পারেন না॥ স্বরূপশক্তি-সন্ধিনী শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় কলেবরকে প্রকট করিয়া-ছেন। কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি শ্রীমতী রাধা—কৃষ্ণময়ী—কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাত্রী।

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম।
অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সবার উপরে।
রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি'
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥
[illegible]।
স্বরূপশক্তি — হ্লাদিনী নাম যাঁর।
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ॥
সচ্চিদানন্দ পূর্ণ, কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ—যারে জ্ঞান করি মানি।

কৃষ্ণের একটি স্বরূপশক্তি বা পরাশক্তি আছে। তাহা নিত্যবিলাসময়ী ও চিৎ-আনন্দ-স্বরূপিণী। সেই শক্তির অনন্ত প্রকার শক্তি থাকিলেও জীবের নিকট তিনটি প্রভাবের পরিচয় মাত্র আছে। সেই প্রভাবত্রয়ের নাম চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। উক্ত তিন শক্তির প্রকাশ দ্বারা চিজ্জগৎ, জীব-জগৎ ও জড়জগৎ প্রকটিত হইয়াছে। স্বরূপশক্তি বা পরাশক্তিতে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীরূপা তিনটি প্রভাব দেখা যায়। চিচ্ছক্তির যে সন্ধিনী বৃত্তি তাহার কার্য্যরূপে চিন্ময় চিদ্ধাম, চিদুপকরণ ইত্যাদি সমস্ত প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণনাম, [illegible] গুণ ও কৃষ্ণলীলা—সমস্তই সন্ধিনীকার্য্য। চিচ্ছক্তির যে সম্বিদ্বৃত্তি, তাহার কার্য্যরূপে চিন্ময় সম্বন্ধজ্ঞান প্রকাশিত হইয়াছে॥ চিচ্ছক্তির যে হ্লাদিনী বৃত্তি, তাহার কার্য্যরূপ সমস্ত প্রেমানন্দ প্রকাশিত হইয়াছে। জীবশক্তি [illegible] অনন্ত জীব [illegible] নাম ও [illegible] [illegible] হইয়াছে।

[illegible] সেই জীবশক্তি অথবা মায়াশক্তি—এ উভয়ের যে কোন একটার অধীন না হইয়া থাকিতে পারে না। [illegible] সেবা [illegible] করিতে পারে না। [illegible] অবশ্যম্ভাবী [illegible] হয় না।

[illegible] বদ্ধ [illegible] [illegible] শক্তিপ্রতীক [illegible] [illegible] প্রকৃত [illegible] [illegible] নারায়ণ, আর [illegible] নাম—[illegible]।

[illegible] অপ্রাকৃত [illegible] সেবা [illegible] [illegible]।

[illegible] প্রাকৃত বিদ্যাবুদ্ধি-দ্বারা জীবের তাহাতে অধিকার [illegible] না॥ [illegible] চিন্তা ও কল্পনা [illegible] শুদ্ধ [illegible] [illegible] ভগবান [illegible] [illegible] উপাধিযুক্ত [illegible] [illegible] কৃষ্ণসেবা [illegible] সেই যোগমায়াই [illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible] জীব [illegible] [illegible] চিন্ময় [illegible] প্রভাব [illegible] অনুভব [illegible] করে।

[illegible] বিজ্ঞান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছেন [illegible] [illegible] [illegible] গোপীকান্তশক্তি

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

গোবিন্দ-মোহিনী, গোবিন্দ সর্ব্বস্ব ও সর্ব্ব-কান্তা-শিরোমণি। বহু কান্তা ব্যতীত রসের উল্লাস হয় না বলিয়া তিনিই বহুমূর্ত্তি হ'য়ে শ্রীবৃন্দের সেবা করিতেছেন। তিনি স্বয়ং দেবতা ও সর্ব্বদেবী। তিনি স্বয়ংরূপের স্বয়ংরূপা। তাঁহাকে তথাতত্ত্ব বলা যায়। তিনি পূর্ণাদ্বয় ব্রহ্মের পূর্ণতমা স্বরূপিণী, তিনি হ্লাদিনী।

শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু শ্রুতিমন্ত্রে বলিয়াছেন,—"ভগবৎ-সম্বন্ধে শ্রীভগবান্‌কে প্রেমতত্ত্বরূপে নিরূপণ করিয়া তাঁহার দুইটী শক্তি নিরূপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমটী শ্রীবৈষ্ণবগণের নিকট সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু ও তাঁহার যোগ্য তদীয় অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধিনী স্বরূপভূতা শক্তি, ভগবানের সাক্ষাৎ লক্ষ্মীও এই স্বরূপশক্তিময়ী। দ্বিতীয়টী শ্রীবৈষ্ণবগণের নিকট জগতের ন্যায় তাঁহার যোগ্য মায়া-লক্ষণা, ভগবানের শক্তি পরিণত জগদ্-রূপতায় এই বহিরঙ্গা মায়াশক্তিময়ী। এই দুইয়ের মধ্যে শক্তিমদ্বস্তু যেমন 'ভগবৎ' শব্দ প্রযুক্ত হয়, তদ্রূপ প্রথমা স্বরূপশক্তিতেও 'লক্ষ্মী' শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, ইহাও ভগবৎ-সন্দর্ভে প্রদর্শিত হইয়াছে। পুরীদ্বয়ে (মথুরায় ও দ্বারকায়) সেই স্বরূপশক্তিই 'শ্রীমহিষী'-সংজ্ঞা। তাঁহারা প্রকট প্রকাশে অপ্রকট-লীলায় মথুরায় শ্রীমহিষীগণের নিত্যাধিষ্ঠান প্রসিদ্ধ বলিয়া তৎপক্ষে অন্যান্য মহিষীগণেরও অধিষ্ঠান জানা যায়। শ্রীমহিষীগণের তদীয় ভগবৎস্বরূপশক্তিত্ব অর্থাৎ স্বরূপভূতত্ব স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং তাঁহাদের স্বরূপশক্তি ও লক্ষ্মীত্ব নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ হইতেছে। * * এইরূপ শ্রীমহিষীগণের তদীয় স্বরূপশক্তিত্ব স্বতঃ সিদ্ধ হইতেছে। ভাগবতে অন্যত্রও (১০।৬০।১ শ্লোকে) শ্রীশুক-দেবের এইরূপ বাক্য বর্ত্তমান, যথা—'লীলা-ক্রমে বিহারকারী শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ রূপ-ধারিণী মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীস্বরূপিণী রুক্মিণীদেবীকে' ইত্যাদি। অতএব স্বয়ং ভগবানের অনুরূপ রূপা রুক্মিণীদেবীর স্বয়ং লক্ষ্মীত্ব নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ হইতেছে। সুতরাং বৈকুণ্ঠেশ্বরী রূপে প্রসিদ্ধা লক্ষ্মীরও অন্তর্ভাবের (অর্থাৎ ঐ লক্ষ্মীও ইহাতে অন্তর্ভূতা) দ্বারা এই মহালক্ষ্মী মহিষী-সমূহে সেই পরিপূর্ণা। * * সেই কারণ পরা অথবা স্বরূপশক্তি ও শক্তিমানের অত্যন্ত ভেদাভাব (অর্থাৎ অভেদ) নিবন্ধন উভয়ের পরস্পর মধ্যে উনিশ ও বিশ প্রভেদ থাকিতে পারে না। সুতরাং সাদৃশ্যের মধ্যে (বাস্তবস্তু ও ছায়া অথবা বিম্ব ও প্রতিবিম্ববৎ বস্তুগতি পার্থক্য নিবন্ধন) সাদৃশ্যের অভাব অর্থাৎ অভেদরূপ দৃষ্টি হয় না। * * এইরূপ ভাগবতে অন্যত্রও (১০।৬০।৪৪ শ্লোকে) স্বয়ং রুক্মিণীদেবীর উক্তি দেখা যায়, যথা—'আপনি—আত্মারাম আমার অনতিরিক্ত (অভিন্ন) দৃষ্টিসম্পন্ন, এতাদৃশ আপনার চরণে আমার অনুরাগ নাই।' (ঐ শ্লোকে শ্রীধর স্বামিপাদ ব্রহ্মের ও আত্মার আপাত নিরাস করিতেছেন,—) যদি আপনি বলেন—আমি স্বয়ং আত্মারাম, তোমার প্রতি আমার রতি কিরূপে সম্ভবে? তদুত্তরে বলিতেছি, আপনি 'অনতিরিক্ত দৃষ্টি' অর্থাৎ শক্তিমান্ আপনি স্বয়ং আপনার প্রতি এবং স্বরূপশক্তিরূপা আমার প্রতি পৃথগ্‌ভাব রহিত দৃষ্টি সম্পন্ন, ভাবার্থ এই যে, স্বরূপশক্তি ও শক্তিমদ্বস্তু, উভয়ের অপৃথক্ (অভিন্ন) বস্তু বলিয়া অর্থাৎ বস্তুর অভিন্ন বলিয়া অথবা উভয়কে পরস্পর বিষয় ও আশ্রয় ভেদে বিশিষ্টরূপেই জানা যায় বলিয়া আমার আত্মারাম আপনার রতি সঙ্গতই বটে।"

বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়,—ভগবান বিষ্ণুর স্বরূপশক্তি 'শ্রী'—অগ্নিশিখা, নিত্যা এবং জগন্মাতা অর্থাৎ নিখিল আশ্রয়কোটী জগতের প্রসূত বা মূল-আকরস্বরূপা। ভগবান বিষ্ণু যেমন সর্ব্বগত, তাঁহার এই স্বরূপশক্তি মহালক্ষ্মীও তদ্রূপা। ভগবান্ বিষ্ণুর এই স্বরূপশক্তি 'শ্রী'ও ভগবল্লীলার সহায়-কারিণীরূপে। ভগবদ্বস্তুর অনুরূপ নিজ-তত্ত্ব প্রকট করিয়া থাকেন,—কখনও বিষ্ণুর দেবরূপ-ধারণের সঙ্গে দেব-দেহা দেবী, কখনও বা বিষ্ণুর মানব রূপ ধারণের সঙ্গে মানবদেহা মানবী রূপে লীলা সিদ্ধ করেন।

জড়জগতে যে দুর্গার পূজা হয়, সেই দুর্গা ভগবানের স্বরূপশক্তি নহেন, তিনি ভগবানের বিরূপশক্তি, বহিরঙ্গা-শক্তি, মায়া-শক্তি, জীব বিমোহিনীশক্তি, বহির্মুখতা-কারিণীশক্তি, ব্যাবহারিকভাবে ভগবানের সেবা-কারিণী শক্তি। তিনি অন্বয়ভাবে বা অন্যভাবে ভগবৎসেবিকা নহেন। এই দুর্গাকে যাঁহারা স্বতন্ত্র ঈশ্বর এক মনে করে, তাহারা ভ্রান্ত। ভগবৎকামের আবরণে যে মন্ত্রময়ী দুর্গার উল্লেখ আছে, তিনি চিন্ময়ী কৃষ্ণদাসী। ছায়া দুর্গা তাঁহার দাসীরূপে জগতে কার্য্য করেন। বহিরঙ্গা মায়া স্বরূপ শক্তির অপাশ্রিতা ছায়ারূপিণী। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু গৌতমীয় কল্পের বাক্য উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন,—

"তং স্বয়ং যোগ দুর্গা আদ্যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ।
অনন্যাবস্তুরদর্শী সংসারান্নো বিমুচ্যতে॥

অর্থঃ স্বয়ংই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি যোগমায়া দুর্গানামা, তস্মাদ্যেয় মায়াংশভূতা দুর্গাও তদ্রূপা। তথাচ শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রীশিব-দুর্গা-সংবাদে—

জানাত্যেকা পরা কান্তা সৈব দুর্গা তদাত্মিকা।
যা পরা পরমা শক্তির্মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী॥
যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাপারং পরাত্মনঃ।
মুহূর্ত্তাদেব দেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা॥

একেয়ং প্রেমসর্ব্বস্বভাবা শ্রীগোকুলেশ্বরী।
অন্যা সুরতভো ভেদে আদিদেবোঽখিলেশ্বরঃ॥
ভক্তিভজনসম্পত্তিভজতে প্রকৃতিঃ প্রিয়ম্।
ছায়াহরহঃ স্তুতঃপেন সেবং প্রকৃতিরাগুনঃ।
দুর্গা চ গগনস্থা সন্নিরথগুরসসঙ্গতা॥
অস্যা আবরিকা শক্তির্মহামায়াঽখিলেশ্বরী।
যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সংসৃতেরভিমানিনঃ॥"

'যিনি কৃষ্ণ, তিনিই দুর্গা, যিনি দুর্গা তিনিই কৃষ্ণ, ইঁহাদের মধ্যে ভেদদর্শনকারী সংসার হইতে মুক্ত হয় না।' ইত্যাদি বাক্যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই যে স্বরূপশক্তিরূপে দুর্গা, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই, এইজন্য ইঁহাকে 'মায়াংশস্বরূপা দুর্গা' বুঝিতে হইবে না। শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রেও উক্ত হইয়াছে—যিনি মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী পরাশক্তি, যিনি পরমা, একমাত্র পরাকাষ্ঠা বা মূল আশ্রয়-বিগ্রহস্বরূপা, তিনিই শ্রীকৃষ্ণাত্মিকা দুর্গা। সেই পরাশক্তির বিশেষরূপে জ্ঞানমাত্রেই পরাৎপরতত্ত্ব ভগবান মুহূর্ত্তেই লভ্য হ'ন, ইহাতে অন্যথা নাই। ইনি একমাত্র প্রেম-সর্ব্বস্বরূপা শ্রীগোকুলেশ্বরী। ইঁহার কৃপায় আদিদেব, অখিলেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সুলভরূপে বিজ্ঞেয়। ভক্তিই ভজনসম্পত্তি, সেই ভক্তিস্বরূপিণীই দুর্গা। সেই ভক্তিস্বরূপা বা প্রকৃতিস্বরূপা অত্যন্ত গুহ্যতম বলিয়া তাহা বহু-চর্চ্চিত জানা যায়, এইজন্য সাধুগণ ইঁহাকে ছায়া দুর্গা বলেন, ইনি অখণ্ডরসসঙ্গতা। এই স্বরূপভূতা দুর্গার আবরিকা-শক্তিই অখিলেশ্বরী মহামায়া—যাঁহার দ্বারা সমস্ত জগৎ মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে এবং সকলে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহাভিমানী হইয়াছে। কর্ম্মি-সম্প্রদায়ের স্থূল-দেহাভিমান প্রবল ও নির্ভেদব্রহ্মানি-সম্প্রদায়ের সূক্ষ্মদেহাভিমান প্রবল। জগৎ এই দুইপ্রকার ভোগী ও ত্যাগিসম্প্রদায়ে পরিপূর্ণ, তাঁহারা যে দুর্গার উপাসনা করেন, তাহা স্বরূপভূতা প্রেমসর্ব্বস্বরূপা শ্রীগোকুলেশ্বরী মায়ামায়া দুর্গা নহেন, তাহা সেই প্রেম-সর্ব্বস্বরূপা দুর্গার আবরিকা অখিলেশ্বরী—ভুবনেশ্বরী মহামায়া। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ভুবন-পূজিতা দুর্গার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"সা হি মায়াংশরূপা তদধীনে প্রাকৃতেঽস্মিন্ লোকে মন্ত্ররক্ষা-লক্ষণ সেবার্থং নিযুক্তা চিচ্ছক্ত্যাত্মক দুর্গায়া দাসীয়তে ন তু সেবাধিষ্ঠাত্রী।"

সেই ভুবনপূজিতা দুর্গা মায়াংশরূপা, চিচ্ছক্ত্যাত্মক দুর্গার অধীনে সেবাধিষ্ঠাত্রী না হইয়া প্রাকৃতরাজ্যে মন্ত্ররক্ষালক্ষণ সেবোদ্দেশে দাসীরূপে নিযুক্তা।

অপ্রাকৃত উপাদেয় গোলোকের হেয় প্রতিফলনস্বরূপ যেরূপ এজগতে হেয় শান্ত-দাস্যাদি ভাবযুক্ত প্রাকৃত জগৎ বিম্ব বা স্বরূপভূত নিত্যলোকের বাস্তবতা প্রচারের জন্য এখানে অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে, তদ্রূপ স্বরূপভূতা দুর্গার ছায়ারূপে ভুবনপূজিতা দুর্গারও অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়।

এই ছায়াস্বরূপিণী মায়াংশরূপা দুর্গার পূজার দ্বারা ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতারূপ প্রাকৃত ধন, জন, ধর্ম্মার্থ-কামাদি আক্ষেপ্রিয়-তৃপ্তি লাভ হয়, আর গোকুলেশ্বরী দুর্গার সেবার দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তিরূপ কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়।

শ্রীবিষ্ণুর পীঠাবরণ-পূজায় যে গণেশ, দুর্গা প্রভৃতি আছে, তাঁহারা বিষ্বক্‌সেনাদির ন্যায় ভগবানের নিত্য বৈকুণ্ঠসেবক। সেই বৈকুণ্ঠসেবক গণেশ-দুর্গাদি দেবতাগণ মায়াংশরূপাত্মক গণেশ-দুর্গাদির ন্যায় নহেন। তাঁহারা ভগবানের স্বরূপভূতশক্ত্যাত্মক।

মায়াংশরূপা বিমুখবিমোহিনী দুর্গার কথা ত' দূরের কথা, প্রেমসর্ব্বস্বস্বরূপা গোকুলেশ্বরী স্বরূপভূতা দুর্গা বা যোগমায়ার সেবাও কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্রভাবে বা স্বতন্ত্র পরমেশ্বর-বিচারে নাই। কারণ, শক্তিতত্ত্বের স্বতন্ত্র পরমেশ্বরত্ব সিদ্ধই হইতে পারে না। ইহা বেদান্তের উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণে প্রতিপন্ন হইয়াছে। শ্রীগীতাও বলিয়াছেন,—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি-
পূর্ব্বকম্॥

অন্য দেবতাগণে শ্রদ্ধান্বিত হইলে কি লাভ হইবে? তাঁহাদের পূজা ত' অবিধিপূর্ব্ব। জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামিপাদ বলিতেছেন,—"এজন্য তাঁহাদের গতাগতির নিবৃত্তি হয় না।" 'মামেব'—আমাকেই, কারণ আমিই পূর্ণবস্তু, আমিই সম্রাট্। সম্রাটের কোনও ভৃত্যকে পূজা করিলে সম্রাটের পূজা হয় বটে, কিন্তু ঐ ভৃত্যকে পূর্ণ সম্রাট্ বলিলে অর্থাৎ অন্য দেবতাকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর বলিলে তাহা অবৈধ হয়, তাহাতে কারাগার নিক্ষিপ্ত হইতে হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয়জ্ঞান।
যাঁর হয়, তাঁর নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান॥
চিচ্ছক্তি স্বরূপশক্তি অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভব অনন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎ-কারণ।
তাহার বৈভব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥
জীবশক্তি তটস্থাখ্য নাহি যাঁর অন্ত।
মুখ্য তিন শক্তি তার বিভেদ অনন্ত॥
এই ত স্বরূপগণ, আর তিন শক্তি।
সবার আশ্রয় কৃষ্ণ, কৃষ্ণে সবার স্থিতি॥

চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি—শ্রীকৃষ্ণের এই শক্তিত্রয়। চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তির নানান্তর অন্তরঙ্গা শক্তি। তাহা হইতে বৈকুণ্ঠাদি ধামে অনন্ত বৈভবপ্রকাশ। তটস্থাখ্য জীবশক্তি হইতে বদ্ধ মুক্ত অনন্ত জীব। বহিরঙ্গা মায়াশক্তি হইতে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডগণের অনন্তবৈভব।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

শ্রীনৈমিষারণ্যে শ্রীবলদেব প্রভু

এই বিষ্ণুতীর্থ শ্রীনৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সহস্রবর্ষব্যাপী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। নিগমকল্পতরুর গলিতফল শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্তনপীঠ এই শ্রীনৈমিষারণ্য। শ্রীনৈমিষারণ্যের অপর নাম অনিমিষ-ক্ষেত্র। 'অনিমিষ'-শব্দে বিষ্ণু। শ্রীবিষ্ণুর ঈক্ষণ প্রাকৃত চক্ষুর ন্যায় নিমেষ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় না। সমগ্র বিষ্ণু ও বৈষ্ণবতন্ত্রের মূলপুরুষ শ্রীবলদেব প্রভু দ্বাপর-যুগে এই স্থানে শুভাগমন করিয়া ধর্মধ্বজিন্ন সংহার ও বেদোক্ত বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে চিদ্বলের সঞ্চার করিয়াছিলেন। দ্বাপরযুগে শ্রীবলদেবপ্রভু পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবগণের যুদ্ধোপক্রম শ্রবণপূর্বক এ বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিতে ইচ্ছা করিয়া তীর্থভ্রমণচ্ছলে দ্বারকা হইতে প্রস্থান করেন। তিনি ব্রাহ্মণগণ-দ্বারা রক্ষিত হইয়া প্রভাসতীর্থে স্নান এবং দেব, ঋষি, পিতৃ ও মানবগণের তর্পণপূর্বক সরস্বতী-নদীর গমন করেন। অনন্তর তিনি পৃথূদক, বিন্দুসরোবর, ত্রিতকূপ, সুদর্শন, বিশাল, ব্রহ্মতীর্থ, চক্রতীর্থ, প্লাক্ষী, সপ্তসারস্বততীর্থ এবং গঙ্গা-যমুনার অন্তর্বর্ত্মগ বর্ত্তমান যাবতীয় তীর্থে গমনপূর্বক যে স্থানে ঋষিগণ দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, সেই নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইলেন। মুনিগণ সসম্ভ্রমে শ্রীবলদেব প্রভুকে দেখিতে পাইয়া উত্থান, প্রণাম ও আনন্দনপূর্বক যথাবিধি তাঁহার পূজা করিলেন। তৎকালে শ্রীবলদেব প্রভু অনুচরগণের সহিত পূজিত হইয়া আসনে উপবিষ্ট হইয়া সভাস্থ শ্রীবলদেবের শিষ্য রোমহর্ষণকে আসনে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। তখন শ্রীবলদেব প্রতি রোমজাত রোমহর্ষণকে প্রত্যুত্থান হইতে বিরত এবং ঋষিগণ অপেক্ষা উচ্চাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। শ্রীবলদেব প্রভু বলিলেন—'এই রোমহর্ষণ বিপ্রগণকে এবং যজ্ঞশালাকে আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া যে উচ্চাসনে উপবেশন করিয়াছে। সেই অপরাধে এই দুর্মতি নিশ্চয়ই বধযোগ্য। ভগবান্ শ্রীবলদেবের শিষ্য হইয়া বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও ইহার দাম্ভিকতা যায় নাই। সেইজন্য শাস্ত্রালোচনায় তাহার কোন ফল হয় নাই। আর এতাদৃশ, ধর্মধ্বজিগণের জন্যই ইহলোকে অবতীর্ণ হইয়াছি। ইহারা বিশেষভাবে আমার বধযোগ্য। যেহেতু সাক্ষাৎ পাপরত ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও ইহারা অধিক পাপানুষ্ঠান করিয়া থাকে।" ভবিষ্যৎ-নিয়মহেতু শ্রীবলদেব প্রভু তৎকালে দুষ্টবধরূপ কার্য্য হইতে বিরত হইয়াও দৈবতঃ পূর্ব্বোক্ত বাক্যসমূহ উচ্চারণ করিয়াই অগ্রভাগদ্বারা তাহাকে নিধন করিলেন।

ইহা দেখিয়া মুনিগণ বলিলেন,—"হে প্রভো! যতকাল যজ্ঞানুষ্ঠান হইবে, ততকালের জন্য আমরা ইহাকে ব্রহ্মাসন এবং যাহাতে পুরাণ-ব্যাখ্যা-কালে ইহার দৈহিক ক্লান্তি না আসে, সেইরূপ উত্তম আয়ুঃ প্রদান করিয়াছিলাম। আপনি এই সমস্ত বৃত্তান্ত না জানিয়া ব্রহ্মবধের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। যদিও আপনি যোগেশ্বর বলিয়া বৈদিক ধর্ম্মাধর্ম্ম-নিয়মের বশীভূত নহেন, তথাপি হে লোকপাবন, যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে লোকশিক্ষা সম্ভব হইতে পারে।" শ্রীবলদেব প্রভু বলিলেন,—"হে মুনিগণ! আমি লোকশিক্ষারূপ অনুগ্রহ কামনায় এই ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করিব। তজ্জন্য যে নিয়ম পালনীয়, তাহার উপদেশ প্রদান করুন। বিশেষতঃ এই রোমহর্ষণের যাদৃশ দীর্ঘায়ু বল, ইন্দ্রিয়পটুতা এবং অন্যান্য গুণ আপনাদের প্রার্থিত, তৎসমুদায় আদেশ করুন, আমি যোগমায়াবলে সমস্তই সম্পাদন করিব।" ঋষিগণ বলিলেন,—"হে রাম! যাহাতে আপনার অস্ত্র, বীর্য্য ও ইহার মৃত্যুর এবং আমাদের বাক্য এই সকলের সত্যতা রক্ষিত হয়, তাদৃশ অনুষ্ঠান করুন।" শ্রীবলদেব প্রভু বলিলেন,—"জীব স্বয়ংই পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়, এরূপ বেদের নির্দ্দেশ রহিয়াছে। অতএব এই রোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা অদ্যাবধি পুরাণবক্তা এবং আপনাদের ইচ্ছানুরূপ আয়ুঃ, ইন্দ্রিয়পটুতা প্রভৃতি গুণযুক্ত হইবেন। রোমহর্ষণ সাক্ষাৎ জীবিত না হওয়ায় অস্ত্র ও মৃত্যুর সত্যতা এবং পুত্ররূপে জীবিত থাকায় ও তাদৃশ আয়ুঃ প্রভৃতি গুণযুক্ত হওয়ার আপনাদের বাক্যেরও সত্যতা সিদ্ধ হইবে। হে মুনিগণ! আপনাদের কোন বিষয় অভিলাষ থাকিলে তাহা প্রথমতঃ আদেশ করুন। ঋষিগণ বলিলেন,—"হে বলদেব! বৃষলের পুত্র বল্বল নামক এক ভয়ঙ্কর দানব যজ্ঞের প্রতি পর্ব্ব দিবসে উপস্থিত হইয়া মলাদি নিক্ষেপপূর্ব্বক আমাদের যজ্ঞ দূষিত করিয়া থাকে। আপনি এই দুরাচারকে বধ করিলে আমরা আনন্দিত হইব।"

ঋষিগণের যজ্ঞের পর্ব্বকাল উপস্থিত হইলে একদিন সহসা অতি তীব্র বায়ু ও সর্ব্বত্র দুর্গন্ধ প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং বল্বল সূপহস্তে যজ্ঞশালায় উপস্থিত হইল। শ্রীবলদেব প্রভু সেই বিশালকায় বল্বলকে দর্শন করিয়া হলাগ্রভাগ দ্বারা বল্বলের মস্তকে আঘাত করিলেন। বল্বল মুষলাহতে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ভূপতিত হইল। ঋষিগণ শ্রীবলদেবের স্তুতিপূর্ব্বক তাঁহাকে দিব্য বস্ত্রাভরণাদি প্রদান করিলে শ্রীবলদেব প্রভু মুনিগণের অনুমতিগ্রহণপূর্ব্বক কৌশিকী নদীতে স্নান করিয়া বিবিধ তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে কুরুপাণ্ডব-যুদ্ধের সংবাদ অবগত হইয়া গদাযুদ্ধানিরত ভীম ও দুর্য্যোধনের সমীপে নিবারণার্থ কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন। শ্রীবলদেব প্রভু তাঁহাদিগকে সংগ্রাম হইতে বিরত হইতে আদেশ করিলেও তাঁহারা যুদ্ধ হইতে বিরত না হওয়ায় শ্রীবলদেব প্রভু উহা দৈবকৃত জানিয়া দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তৎপরে শ্রীবলদেব প্রভু পুনরায় নৈমিষক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে ঋষিগণ শ্রীবলদেবের দ্বারা বল্বলের হত্যার সমাধান করাইলেন। শ্রীবলদেব প্রভু ঋষিগণকে অপ্রাকৃত জ্ঞান প্রদান করিলে তাঁহারা শ্রীবলদেবের স্বরূপ অবগত হইলেন।

দ্বাপর যুগের রোহিণীনন্দন শ্রীবলদেবই কলিযুগে পদ্মাবতীসুত শ্রীনিত্যানন্দ রূপে অবতীর্ণ হইয়া তীর্থমণ্ডল শ্রীনৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীনৈমিষারণ্য শ্রীমদ্ভাগবতের তয় অধিবেশন স্থান। ঐস্থানে শ্রীগৌরগোস্বামী প্রভু শৌনকাদি ষষ্টিসহস্র ব্রাহ্মণ ঋষিগণের নিকট ব্যাসাসনে উপবিষ্ট হইয়া গুরুগোস্বামিরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রৌত সিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই স্থানে পারমহংসী সংহিতা কীর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া এই স্থানের নাম পরমহংস বা বৈষ্ণবক্ষেত্র।

কেহ কেহ বলেন,—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিমিষকাল মধ্যে এই অরণ্যে দানবদল নিহত করেন বলিয়া এই স্থানের নাম নৈমিষারণ্য হইয়াছে। মানবের কামনাদি শত্রুগণও দানব। তজ্জন্য ভক্তগণ এই স্থানে হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদির দ্বারা প্রাকৃত বিষয়ভোগবাসনা হইতে মুক্ত হন। শ্রীনৈমিষারণ্য ভাগবতসেবিগণের সেবাপীঠ। এই স্থানে ভাগবতবিরোধী চতুর্দ্দশ নিমেষের মধ্যে ধ্বংস হয়। শ্রীমধ্বসম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীবিদ্যাধিরাজতীর্থ বলেন, 'নিমিষ' বা 'নিমেষ' এক প্রকার ঋষিসেব্য ফল। তিনিষ বা নিমিষ ফল ভোজনকারী 'নিমিষ' নামক ঋষির তপোভূমি বলিয়া এই স্থানের নাম নৈমি হইয়াছে। 'নৈমি' শব্দে তিনিশ বৃক্ষও বুঝায়। তিনিশ-বৃক্ষপূর্ণ বনকেও সাধারণে নৈমিষারণ্য বলে।

শ্রীনৈমিষারণ্য গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত। এই নৈমিষারণ্য পুরাণ পঠন, শ্রীশাস্ত্র আচার্য্যদের ও অন্যান্য গুরুদেবের পদাঙ্কিত স্থান। ইহা অপ্রাকৃত বিষ্ণুক্ষেত্র। শ্রীনৈমিষারণ্যে বহু তীর্থ বিরাজিত। এখানে শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌর-নিতাই ও শ্রীভাগবতপীঠশালা আছে। তথায় শ্রীশ্রীরাধাদেবীর মন্দির, শ্রীচক্রতীর্থ, শ্রীকূর্মতীর্থ শ্রীসূতগাদি, শ্রীব্যাসগাদি শ্রীগোমতী, শ্রীনৃসিংহদেব ও শ্রীশঙ্করাচার্য্যের স্থানও আছে।

এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্য তীর্থাদির সমাবেশ বিরাজমান আছে। বস্তুতঃ একথায় শ্রীপরমহংসমঠ ব্যতীত অন্য কোথায়ও নবধা-ভক্তির প্রধান ও অঙ্গভূত নামকীর্ত্তনরূপা শ্রৌত শ্রবণ-ভক্তির অনুশীলন হয় না। 'শ্রবণ' ব্যতীত চক্ষুর ক্রিয়া দর্শন এবং নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, ও মনের ক্রিয়া যথাক্রমে আঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শন বা চিন্তনাদি কিছুই নিয়মিত, সুশৃঙ্খলিত হইতে পারে না। এ কথা শ্রীল প্রভুপাদ ভাগবত-প্রচারপীঠ শ্রীনৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা যত সত্বর সম্ভব সকল কাম পরিত্যাগ করিয়া বাস্তব-সত্য জানিতে হয়। সেই বাস্তবসত্য 'শ্রবণ' দ্বারা জানা যায়। বাক্য, মনঃ ও সেবোন্মুখ হইয়া শ্রবণ করিলেই মঙ্গল লাভ হয়। শ্রবণাভাবেই দর্শন হয়। বায়ুপুরাণ বলেন, ব্রহ্মার মুখ মনোময় চক্রের নেমি অর্থাৎ চক্রপরিধি যে দেশে পৃষ্ঠিত হয়, সেই মুনিপূজিত পবিত্র তপোময় বনস্থলীই নৈমিষ। যাঁহার অঙ্গজ্ঞানে সেই মহামনীষার হৃদয়োন্মেষ স্বাভাবিক-রূপে গোপের ন্যায় দিনপুঞ্জিক জগতে ঘূর্ণায়মান হইতে থাকুক না কেন সেই অক্ষজজ্ঞানগরিমার চক্রসীমা যে স্থানে গমন করিয়া 'ইতি' পায় হতে, তথায়ই অধোক্ষজের সেবাভূমিই—নৈমিষ। এখানে মনশ্চক্র-নাভিদণ্ডের ধ্বংস, নাভির অর্থাৎ প্রাকৃত জ্ঞান নষ্ট হইয়াছে। ঋগ্বেদোক্ত নাভিনাই নাভির সপ্ত মনোময় চক্রের পরিধি যে স্থানে ধ্বংস হয়, সেই স্থানই অধোক্ষজ ভাগবতদের [illegible] নৈমিষকল্পতরুর গলিত ফল শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তনের পীঠ প্রকাশিত হইয়া থাকে,—তাহাই নৈমিষ-ক্ষেত্র। [illegible] নৈমিষক্ষেত্রে সুদর্শনচক্রের নেমি নিত্য ঘূর্ণায়মান রহিয়াছেন, দর্শন বা মনোময়ের নেমি স্তব্ধ হইয়াছে।

শ্রীধামে হরিকথা

[illegible] শ্রীধাম-বাস পর শ্রীগৌর-[illegible] শ্রবণ করিতে [illegible] শ্রীধামবাসীর [illegible] শ্রীধামে [illegible] হইতেছে। [illegible] শ্রীধাম [illegible] অধিক। [illegible]

Regd. No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	এক বা দিনের জন্য, পরবর্তী দিনের জন্য	এক বা তিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারের প্রতি লাইনের	॥০	৸০	।৵০ ।০
" ইঞ্চি	২৲		১৲
" সিকি কলম	৭	৭৲	
" আধ কলম	৮	৯০	৫৲
" এক কলম	১২	১৫৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে পৌনঃপুনিক	৪৲০
" সিকি কলম	১২৲
" আধ কলম	২০৲
" এক কলম	

শ্রীনদীয়া প্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)

ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা দেখিবার জন্য নমুনা স্বরূপ।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ্ ডি মহাশয়ের সম্পাদিত বাঙ্গালা মাসিক পত্র। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ত্রিদণ্ডস্বামী একমাত্র পরমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। ধর্ম্মপ্রচারী—শ্রীযুক্ত রমানাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীগৌড়ীয়-মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাঙ্গালা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনগণের গ্রন্থাবলীর একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অমূল্য রত্নসম্পদ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই নবদ্বীপের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য লাভ করিবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় কবিকণ্ঠাভরণের

মাননীয়, শ্রীযুক্ত [illegible] নদীয়া কুলে শ্রীগৌড়ীয় প্রেসের একমাত্র উপায় [illegible] ইহার কাটতি [illegible] ভক্ত। [illegible] পুরাতন করে এইবার [illegible] দেখিবেন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৷০ দর আনা, বড় বোতল ৵০ ডাকমাশুল ৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

— [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা, পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

বিবিধ সংবাদ

রুশিয়ার সিবট রাশিয়ার প্রস্তাব

কিনল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী এবং রুমানিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ করিবার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন তুরস্ককে পরামর্শ দিয়াছে বলিয়া আঙ্কারা রেডিও সংবাদে প্রচার করিয়াছে। অভিযোগের কারণ এই যে, ঐ তিন ইউরোপীয় রাজ্য বাল্কান অঞ্চলে সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত সহযোগিতা করিতেছে। এই সংবাদের সত্যতা সকলে বিশেষ সন্দেহ করিয়া থাকেন।

চার্চিলের মুখের ঝাল ঝাড়া

চার্চিলের মুখের ঝাল ঝাড়া সম্পর্কে বলা হইতেছে যে, আমেরিকাকে বৃটিশ জনসাধারণ সম্পর্কে জানান হইতেছে। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, ইহাতে বিশেষ কোন ফল হইবে না। তবে ইহা সম্পর্কে কোন বিশেষ মতের সম্ভাবনা নাই।

গোরক্ষপুরে কিম্ভূত কদাকার শিশু

গত রবিবার, অক্টোবর মাসে এই সহরে একটি পরিবারে একটি কিম্ভূতকিমাকার জীব জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহার চারি পা, দুইটি মিলিত পুরুষাঙ্গ, দুইটি পেট, দুইখানি কান্ত, একটি মোটা ঘাড়, অসম্ভব বড় রকমের একটা মাথা, যাহা অন্য সকলের অপেক্ষাকৃত ছোট মুখ, স্বাভাবিক দুইটি চক্ষু দুইটা কান, একটা নাক, একটা মুখ, অল্প চুল আছে।

এই সংবাদ পাইয়া দলে দলে লোক ঐ বাড়ীতে সমবেত হয়, কিন্তু শিশুটী দেখিতে পায় নাই। অনেকে শুনিল শুধু প্রচুর অর্থ দান ও ভোজন করিয়াছিল, কিন্তু পিতামাতা তাহা গ্রহণ না করায় ইহা দান করে।

বঙ্গীয় আইন পরিষদ

বঙ্গীয় আইন পরিষদের আগামী ডেপুটেক অধিবেশন হইতে নূতন বৎসর আরম্ভ হওয়ার আশাকরা যায়—তিনটি সরকারী বিল, যথা সেকেণ্ডারী এডুকেশন বিল, কলিকাতা মিউনিসিপাল সংশোধন বিল এবং বঙ্গীয় বিক্রয় কর বিল পরিষদে আলোচনার্থ পেশ হইয়াছে। ইহা ছাড়া বঙ্গীয় ভূমিরাজস্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল এবং বঙ্গীয় টাউট বিল আসে সভা কর্তৃক সংশোধিত হইয়া পরিষদের শেষ মীমাংসার জন্য আছে। তারপর বঙ্গীয় পত্তনী তালুক বেঙ্গলেশন বিল, ওয়াকফেনাস কম্পেনসেশন (বঙ্গীয় সংশোধন) বিল, বেঙ্গল ম্যাটারনিটি (টেম্পোরেরী) বিল, কলিকাতা ও সুবারবান প্রপার্টি (সংশোধন) বিল, যাহা আইন পরিষদে পেশ হইয়াছে, তাহাও পরবর্তী অধিবেশনে উত্থাপিত হইবার আশা আছে।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের পৌত্রের বিপদাশঙ্কা

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কনিষ্ঠ পুত্র মিঃ জন রুজভেল্টের বাড়ীতে গোরক্ষা পাহারা বসানো হইয়াছে। মিঃ জন রুজভেল্ট তাঁহার স্ত্রী ও এক বৎসর চার মাস বয়স্ক শিশুপুত্র সহ ক্যালিফোর্ণিয়ার কোরো নাডায় বাস করেন।

স্থানীয় গোয়েন্দা বিভাগের কর্তৃকর্তা উক্ত সংবাদ জানাইয়াছেন।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের পৌত্রকে অপহরণের চেষ্টা হইতে পারে বলিয়া খবর প্রচারিত হওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি তাহা দিতে অস্বীকার করেন। তবে তিনি বলেন যে, দুইজন লোককে মিঃ জন রুজভেল্টের বাড়ীর জানালার দিয়া উঁকি মারিতে দেখা যায়। তাহাদের গ্রেপ্তার করিয়া জবানবন্দী লওয়া হইয়াছে।

ইরাণ-রুশ-ইরাণ সন্ধি

আমেরিকা হইতে মিঃ মার্টিন আগ্রেনস্কি সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে, এই সপ্তাহের শেষের দিকেই রুশ-ইরাণ-সন্ধি স্বাক্ষরিত হইবে। এই সন্ধিতে ইরাণকে পূর্ণমাত্রায় আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অনুকূল হইলেই বৃটিশ ও সোভিয়েট সৈন্য সরাইয়া লইবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। ইরাণের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও পূর্ণ স্বাধীনতাও মানিয়া লওয়া হইয়াছে। সন্ধি সর্ত্তে এই আশ্বাসও দেওয়া হইয়াছে যে, ইরাণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন কিছু করা হইলে পূর্ব্বাহ্নেই তাহা জানান হইবে। পক্ষান্তরে ইরাণ ইরাণের বন্দর দিয়া মালপত্র আনা নেওয়া বিষয়ে সকলকে সুবিধা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।

ভারতের জন্য স্বাস্থ্য

ভারত সরকারের জন স্বাস্থ্য বিভাগের কমিশনার ১৯৪০ সালের বাৎসরিক রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, যদিও যুদ্ধের জন্য ব্যাপক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষে বাস করিতে সক্ষম হওয়ার বিশেষ কোন স্বাস্থ্যহানি ঘটে নাই। আলোচ্য বর্ষে কোন কোন রোগ অস্বাভাবিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে নাই। ভারতীয় জেলের সাধারণ স্বাস্থ্য-সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, বন্দীদের মৃত্যুর হার হ্রাস পাইয়াছে। ১৯২১ সালে এক হাজারে ২১ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছিল, ১৯৭০ সালে মৃত্যু সংখ্যা হাজারে মাত্র ৮-৯ জন হইয়াছে।

শ্রীপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল মজুমদার ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দ কুমার ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভাস্ত কল্যাণকল্পতরু
=•=
ল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-
ত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু
য 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত
াসহ প্রকাশিত হইয়া-
ছে। ইহাতে চরম ও
রম মঙ্গলের কথা আছে।
হ' মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই
তাপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০
প্রাপ্তিস্থান -
ভযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
াঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা
=•=
শ্রীল ঠাকুর ভক্তি বিনোদ-ত
এই গ্রন্থ বিকাশিনী-টীকা ও
আস্বাদন ভাষ্য - প্রকাশিত
হইয়াছেন। প, ত ও ছাপা
অতি সুন্দর। ইহা ভাষা-
শিক্ষার্থী ব্যক্তিমাত্রেরই
নত্য পাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান —
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের বিশ্ব বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ৬ ৫ শা, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৪শে কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৪০৮, ১০ই নভেম্বর, ইং ১৯৯১, সোমবার { ১২৭তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

কেশব, শর্ব সঙ্কর্ষণ, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা

——::(•)::——

শ্রীকৃষ্ণলীলা জীবের নিত্য আলোচ্য এই লীলা যত আলোচনা করা , চিত্ত ততই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট ব। ইহাই অন্বয় অনুশীলন। ব্যতিরেক লন দ্বারা কেহ কখনও কৃষ্ণাকৃষ্ট হইতে না। সেইজন্য Negative অপেক্ষা itive sideটা বেশী আলোচনা হওয়া ার। 'নেতি', 'নেতি' অপেক্ষা 'ইতি', বিচারের দিকে বেশী লক্ষ্য দেওয়াই । যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা-সহকারে ভগবান্ র লীলাসমূহ শ্রবণ-কীর্ত্তন করেন, ন শীঘ্রই তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া —মুক্তিপ্রাপ্ত হ'ন। শ্রীমদ্ভাগবত ,—

অন্বয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
দীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥

কৃষ্ণকথা ও শ্রীকৃষ্ণ একই বস্তু। কৃষ্ণ মিরূপ জীবের হৃদয়ে সর্ব্বদা অবস্থান ও জীবের বদ্ধাবস্থায় তিনি উদাসীন থাকেন। সেবোন্মুখ দেখিলেই তিনি ক নিজেকে তাহার নিকট প্রকাশ করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সেবোন্মুখ জীবের হৃদয়ে প্রবেশ তাহার সমস্ত হৃদয়-মল সম্পূর্ণভাবে করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ-কথাই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনই জীবমাত্রেরই পরম সাধ্য ও সাধন। যাঁহারা সাধুমুখবিগলিত শ্রীহরিকথামৃত শরণাগত হইয়া শ্রবণ করেন, তাঁহারা অচিরে ভগবান্‌কে জয় করিয়া থাকেন। ভগবান তাঁহাদেরই নিকট নিজ নাম রূপ, গুণ ও লীলা প্রকটিত করেন। হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারাই শ্রীহরি হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকেন। শাস্ত্র বলেন,—

"যত্র ত্রি মহীপাল বৈষ্ণবী বর্ত্ততে কথা।
তত্র তত্র হরির্যাতি গৌর্যথা সুতবৎসলা॥
মৎকথা বাচকং নিত্যং মৎকথা-শ্রবণে রতম
মৎকথা প্রীতিমনসং নাহং ত্যজ্যামি
তং নরম্॥"

(স্কান্দে)

সন্তানবৎসলা ধেনু যেরূপ বৎসের নিকট গমন করে, সেইরূপ যে যে স্থানে হরিকথা হয়, ভগবানও তৎৎ স্থানে গমন করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, —যিনি সদা আমার কথা কীর্ত্তন করিবেন, আমার কথা শ্রবণে আসক্ত হইবেন ও তাহাতে সন্তোষ লাভ করিবেন, আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিব না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

যানীহ বিশ্ববিলয়োদ্ভবহেতুঃ
কর্ম্মাণ্যনন্যবিষয়াণি হরশ্চকার।
যত্তচ্ছ গায়তি শৃণোত্যনুমোদতে বা
ভক্তির্ভবেদ্ভগবতি হ্যপবর্গমার্গে।

(ভাঃ ১০।৬২।৪৫)

বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি সংহার কর্ত্তা ভগবান শ্রীহরি যে সকল অনন্যসাধ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, যিনি তৎসমুদায়ের কীর্ত্তন, শ্রবণ ও অনুমোদন করেন, তাঁহার অপবর্গ-মার্গ-স্বরূপ শ্রীহরির প্রতি ভক্তি হইয়া থাকে।

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,— গান করিবার শক্তি না থাকিলে অথবা নিম্ন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গায়ক পাওয়া গেলে, যদি কেহ ভগবানের কীর্ত্তন শ্রবণ করেন এবং তাহাতেও আসক্তি না থাকিলে যদি তাহার অনুমোদনও করেন, তাহা হইলেও ভগবানে ভক্তি হইয়া থাকে। শ্রীভগবান বলিয়াছেন,

'নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং
হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥
তেষাং পূজা দধে গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ ক্রিয়তে
নরৈঃ।
তেন প্রীতং পরং যামি ন তথা মম
পূজনাৎ॥
(পদ্মপুরাণ)

হে নারদ! আমি বৈকুণ্ঠ অথবা যোগিগণের হৃদয়ে বাস করি না, পরন্তু আমার ভক্তগণ যেখানে আমার কথা কীর্ত্তন করেন, সেই স্থানেই আমি বাস করিয়া থাকি মানবগণ গন্ধপুষ্পাদির দ্বারা মদীয় তাদৃশ ভক্তগণের যে পূজা করেন, আমি তাহাতে পরম প্রীত হইয়া থাকি, পরন্তু নিজ পূজাতে তাদৃশ প্রীত হই না।

যে সব সাধু অহৈতুকী উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নামাদি কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই সর্ব্বদা তত্ত্ব অহৈতুক-বান্ধব। এই সাধুগণ সাক্ষাৎ ভগবান্ নারদ বা ভগবদ্দাস যাদুর বৃন্দাবনসদৃশ হৃদয়ে ভগবানের নিত্যবাস। 'আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না'—ভগবানের এই উক্তি বৈকুণ্ঠে ভগবানের অনুপস্থিতি অবস্থানাভাব লক্ষ্য করেন না, পরন্তু ভগবানের প্রেমনা মূর্ত্তিটি বৈকুণ্ঠে নাই, ইহাই তা পাঠ, জানিতে হইবে। ভগবান ও তৎ কথা ব্যতীত সমস্তই অসৎকথা বা মিথ্যাকথা। অসৎকথা আলাপ-দ্বারা সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। সেই জন্য শাস্ত্র অনুক্ষণ ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদির কথা শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন।

অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের নাম পকট ও অপকটভেদে দুই প্রকার, এই উভয় লীলা একই তত্ত্ব। যখন শ্রীকৃষ্ণ নিজস্ব গোলোকধামে বিহার করেন, তখন সেই লীলা অপ্রকট লীলা নামে কথিত হয়। আর যখন শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের নিকট নিজ অপ্রাকৃত নাম ও স্বরূপাদি এই জগতে প্রকটিত হইয়া বিহার করেন, তখন তাহা প্রকট-লীলা। তখন গোলোকের সেই [illegible] নামে কথিত হন— [illegible] অতীত হইয়া অচিন্ত্য-শক্তি-প্রভাবে তিনি লোকাতীত স্বরূপ সংরক্ষণ করেন। [illegible] হইয়া স্বরোদরে যেমন [illegible] তদ্রূপ প্রাকৃত [illegible] হইয়া লোকে [illegible] অবস্থান করেন। যাহাদের চিত্ত সেবোন্মুখ নহে, তাহারা জগতে অবতীর্ণ নামের মহিমা [illegible] করিতে পারে না। [illegible] শ্রবণ-কীর্ত্তনে প্রীতি [illegible] স্থান, যাহা পাথিব [illegible] কল্পনা, আবোল তাবোল অবান্তর বর্ণ-মাত্র নহে। এই লীলা পরমার্থ-[illegible] নহে।

প্রকৃত [illegible] ও লীলাতত্ত্বের [illegible] হইবার [illegible] শ্রীকৃষ্ণ যে [illegible] নৈমিত্তিকলীলা, [illegible] দাসলীলা। আমাদের [illegible] যে লীলা আমাদের নিত্য প্রয়োজন তাহাই নিত্যলীলা। বদ্ধ অবস্থায় লীলাই নিত্যলীলা। শ্রীকৃষ্ণের [illegible] লীলা আমাদের পক্ষে শ্রবণকীর্ত্তনের [illegible] বহস্য-লীলা অর্থাৎ [illegible] সহিত [illegible] লীলা, [illegible] জীবের পক্ষে শ্রবণীয় ও কীর্ত্তনীয় নহে।

যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

ধনপতি কুবেরের নলকুবর ও মণিগ্রীব নামে দুইটী পুত্র ছিল। তাহারা ধনমদে অন্ধ হইয়াও, ধননদ-মত্ত হইয়া বৈশাখ পর্ব্বতস্থ সুরম্য উদ্যানে পারিষদাঙ্গনা বর্গের সহিত বিহার করিত। একদিন তাহারা অর্দ্ধোলঙ্গিনী যুবতীদিগের সহিত নিল্লজ্জভাবে জলকেলি করিতেছিল। এমন সময় মহাভাগবত শ্রীনারদ স্বেচ্ছাক্রমে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীনারদকে দেখিয়া নগ্না দেবকন্যাগণ লজ্জিতা ও শাপভয়ে ভীতা হইয়া তৎক্ষণাৎ জল হইতে উঠিয়া নিজ নিজ বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক শ্রীনারদের সম্মান করিলেন, কিন্তু নগ্ন কুবের পুত্রদ্বয় শ্রীনারদকে সাদরে অভিবাদন করিয়া উপেক্ষা করত বস্ত্র পরিধান করিল না। পরিচ্ছদহীনা স্ত্রীদের সহিত লাজুকতার ঐ ব্যবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং শাপচ্ছলে তাহাদিগকে কৃপা করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন,—"বিবেকী পুরুষের ধনগর্ব্বের দ্বারা যেরূপ বুদ্ধিনাশ হয়, সৎকুল কি বা বিদ্যা প্রভৃতি হইতে সেরূপ সর্ব্বনাশ হয় না। কারণ, ধনগর্ব্বে জীব স্ত্রী-সম্ভোগ, অক্ষক্রীড়া, মদ্যপান প্রভৃতিতে রত হইয়া থাকে। এইরূপ মদে জীবের জ্ঞানচক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। এই ধনমদান্ধ ব্যক্তির দর্পহারী মধুসূদন। নিত্যভগবদ্দাস জীব জন্ম ঐশ্বর্য্য শ্রুত-শ্রীর অহঙ্কারে মত্ত হইয়া শ্রীভগবানের সেবা ছাড়িয়া দেয়। তখন সে এই ক্ষুদ্র দেহে 'আমি' বুদ্ধি করিয়া ভোগে প্রমত্ত হয়। হায়! হায়! সে তখন জানে না যে, যে দেহের জন্য সে এত করিতেছে, তাহা দেব দেহই হউক অথবা নরদেহই হউক, সেই দেহ একদিন না একদিন কৃমি কীট, না হয় ভস্ম অথবা বিষ্ঠায় পরিণত হইবে দারিদ্র্য-দুঃখাদি দ্বারা ক্লিষ্ট হইলে ইহাদের জ্ঞানোদয় হইতে পারে। যে সর্ব্বদা অত্যন্ত ক্লিষ্ট, তাহার অহঙ্কার আসিতে পারে না। সাধুগণ দাম্ভিকের দিকে তাকান না। তাঁহারা দরিদ্র বা অকিঞ্চনকেই কৃপা করেন। নিরাভিমান ব্যক্তি সাধুকৃপা লাভ করিয়া ভগবানকে পাইতে পারেন। দরিদ্র সৎসঙ্গ-বশতঃ বিষয়ানিমুক্ত হইতে সমর্থ হয় এবং শীঘ্রই তাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব এই দুইজন দর্পান্ধ পাপী দেখিতেছি।" এই বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মপুত্র শ্রীনারদ কুবের পুত্রদ্বয়কে পৃথিবীতে বৃক্ষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে আদেশ দিলেন এবং বলিলেন—"আমার কৃপায় তোমাদের পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক থাকিবে ও তোমরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় পাপমুক্ত হইবে।" এই বলিয়া শ্রীনারদ শ্রীনারায়ণাশ্রমে গমন করিলেন। নলকুবর ও মণিগ্রীব ব্রজে যমল অর্জ্জুনবৃক্ষ হইলেন।

কুবের-পুত্রদ্বয়ের প্রতি মহাভাগবতের শ্রীনারদের যে ক্রোধাভিনয়, তাহা তাঁহার অপার করুণার নিদর্শন। পরদুঃখদুঃখী শ্রীনারদ আপাতদৃষ্টে তাহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণসান্নিধ্য দিলেন তাঁহার দয়া। জগতের লোক তাঁহার এই অমৃতময়ী করুণা বুঝিতে পারে না। শ্রীধর এই অনুগ্রহ সম্বন্ধে গৌরজন শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন,—"অনুগ্রহস্তু অত্র ফলং ভগবৎ-সাক্ষাৎকারস্তদর্থং শাপঃ দাস্যপ্রাপ্তিঃ, যথা, অতিবৎসলঃ বিপ্রোহয়ং ন কথঞ্চিদ্দুঃখং ক্ষীরাদকং ভোজয়ত্বমুং পুত্রাদিকমতিনিদ্রালমালস্য তন্নিদ্রাভঙ্গার্থং নগ্নয়শোদা করোতি তদ্বদিত্যর্থঃ।" সাধুগণ স্বেচ্ছাময়, দুঃখ ও পরমানন্দ দাতা। সাধুকৃপা জীবের দুঃখদর্শনেই উৎপন্ন হয়। বিষয়ে জীবকর্ত্তৃক সাধুগণের তাদৃশাদির অপেক্ষা নাই। নারদ ও মাধবীর সম্বন্ধেও তাহাদের প্রতি নারদের কৃপা হইয়াছিল। শুকদেবগোস্বামী বলেন — 'যাহারা দেবতাগণকে যে ভাবে ভজন করেন, তাঁহার তাহাকে সেইরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধুগণ সেইরূপ নহেন, তাঁহারা দীনবৎসল।"

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে নানা লীলা করিয়া ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন। তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা—সবই অনন্ত। শ্রীশুকদেবও অনন্যমুখ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার অন্ত পান না। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনন্দের গৃহে হামাগুড়ি দেন, কত কি খেলা খেলেন, অন্য কোন লোক দেখিলে ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি জননীর কাছে যান, শ্রীযশোমতী তখন আহ্লাদভরে তাঁহাকে স্তন পান করান, কখনও তিনি বৎসপুচ্ছ ধরেন, কখনও মাতা ও বৃষের শৃঙ্গ ধরেন, কখনও বনের ভিতর গিয়া জলে পড়েন, কখনও সর্প, অগ্নি কখনও অস্ত্র আগুন ধরিবার জন্য ছুটিয়া যান। চঞ্চলচপল শ্রীকৃষ্ণকে মা যশোদা বিশেষরূপ করিয়াও কিছুতেই স্থির রাখিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ কখনও গোপগণের বাছুর খসাইয়া দেন, কখনও দধি-দুগ্ধ চুরি করিয়া খান, লাগাইয়া না পাইলে ছিন্ন করেন, দধি-দুগ্ধ নষ্ট করিয়া দেন। একদিন তিনি মৃদ্-ভক্ষণ করায় মা যশোদা দুঃখিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে মুখের মধ্যে বিশ্বরূপ দর্শন করান। গোপীগণ নাচিতে ও গান করিতে বলিলে তিনি সানন্দে নৃত্যগীত করেন। বাল্যলীলায় তিনি পূতনা, তৃণাবর্ত্ত, শকটাসুর, বকাসুর, অঘাসুর প্রভৃতি অসুরগণকে বধ করেন। তাঁহার সেইসব অলৌকিক লীলা দেখিয়া ব্রজবাসিগণ বিস্মিত হইলেও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের আপনজ্ঞান প্রবল থাকায় তাঁহারা পুত্রজ্ঞানে সর্ব্বোপায়ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে পালন-পোষণ ও তাড়ন-ভৎর্সনাদি করিয়া থাকেন। তাঁহার এই মধুরলীলা সকলেরই চিত্তকে আকর্ষণ করে। তাঁহার লীলা জয়যুক্তা হউন।

একদিন গৃহপরিচারিকাগণ অন্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে শ্রীযশোমতী দধি-মন্থন করিতে লাগিলেন। দধিমন্থনকালে মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা স্মরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণগুণ গান করিতেছিলেন, এমন সময় কৃষ্ণ স্তনপান করিবার জন্য মন্থনরতা জননীর সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার আনন্দ উৎপাদনসহকারে মন্থন-দণ্ড ধারণপূর্ব্বক দধিমন্থন নিষেধ করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীযশোমতী অঙ্কে আরূঢ় তনয়ের বদন মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে করিতে স্তনপান করাইতে লাগিলেন। কিন্তু তৎকালে চুল্লীর উপর অরোপিত দুগ্ধভাণ্ড হইতে আয়তাপে দুগ্ধ উচ্ছলিত হইয়া পড়ায়, তিনি স্তনপানে অতৃপ্ত বালককে পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধ-রক্ষার জন্য গমন করিলেন শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া দধি-ভাজনের পাত্র ভাঙ্গিয়া দিলেন। তৎপরে গৃহমধ্যে গমন করিয়া নির্জ্জনে নবনীত ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। চুল্লী হইতে দুগ্ধ নামাইয়া রাখিয়া শ্রীযশোদা-দেবী গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক কৃষ্ণের কার্য্য কলাপ দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ নবনীত প্রভৃতি মাখন-রগণকে যথেচ্ছরূপে দিতে লাগিলেন। মা যশোদা যষ্টিহস্তে তথায় উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ মার্জ্জারীর ন্যায় পলায়ন করিলেন। শ্রীযশোমতীও কৃষ্ণকে ধরিবার জন্য তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন, কিছুক্ষণ পর তিনি কৃষ্ণকে ধরিয়া ফেলিয়া ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক তর্জ্জনা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহে ভীত হইলে মা যশোদা যষ্টি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তাঁহাকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিবার ইচ্ছা করিলেন। বন্ধন করিতে গিয়া কৃষ্ণেচ্ছায় রজ্জু দুই অঙ্গুলি কম পড়িল। পুনঃ পুনঃ নিজ গৃহের সমস্ত রজ্জু গ্রহণ করা সত্ত্বে দুই অঙ্গুলি কম পড়িল দেখিয়া মা যশোদা ও গোপীগণ বিস্মিত হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণকে বন্ধন করিতে গিয়া মা যশোদা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ায় শ্রীকৃষ্ণ কৃপা পূর্ব্বক স্বয়ং বন্ধন স্বীকার করিলেন। মা যশোদা কৃষ্ণকে উদূখলে বন্ধন করিয়া গৃহকার্য্যে ব্যস্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ যমলার্জ্জুন-বৃক্ষকে দেখিয়া নলকুবর ও মণিগ্রীবের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং শ্রীনারদের বাক্যের সত্যতা সম্পাদনের জন্য যেখানে যমলার্জ্জুন বৃক্ষ ছিল, ধীরে ধীরে তথায় গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনবৃক্ষদ্বয়ের মধ্যভাগে গমন করায় উদূখল বক্রভাবে তথায় সংলগ্ন হইলে উদরের রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ দামোদর শ্রীকৃষ্ণ উদূখলকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করায় বৃক্ষ দুইটী ভূমিসাৎ হইল, আর অমনি দিব্যরূপবান্ দুই জন পুরুষ সাক্ষাতে আসিয়া শিশুরূপী শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন। তাহারা নিজেদের অপরাধ দূর করিয়া ক্ষমাপ্রার্থনামুখে শ্রীভগবানের সেবায় উৎকণ্ঠা জানাইলে শ্রীবাল-কৃষ্ণ উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"আমি তোমাদের সব কথাই জানি। ধনমদমত্ত হইয়া তোমরা অন্যায় কার্য্য করায় শ্রীনারদ তোমাদিগকে বৃক্ষ-যোনি প্রাপ্তির অভিশাপ দেন। তোমরা শ্রীনারদের এই ব্যাপারটী অন্যায় ভাবিও না। কারণ সাধুরা সমদর্শন ও সূর্য্যের ন্যায়—তাঁহাদের শত্রুও নাই, মিত্রও নাই। সূর্য্যোদয়ে যেরূপ চক্ষুর অন্ধকার দূর হয়, সেইরূপ একান্তিক ভক্তদর্শনে জীবের সংসার-বন্ধন ছুটী হইয়া যায়। মদ্গতচিত্ত তোমরা নিজগৃহে গমন কর। আমার প্রীতি তোমাদের পরমভক্তির প্রেমাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ ভাব হইতে আর কখনও সংসার-দশা লাভ হয় না।" শ্রীভগবান্ এইরূপ বলিলে তাঁহারা দুইজন উদূখলে আবদ্ধ শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ, পুনঃ পুনঃ প্রণাম ও সম্ভাষণপূর্ব্বক স্বস্থানে গমন করিলেন।

শ্রীভগবান্‌কে ভুলিয়াই জীবের সংসার গতি হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে সাধুর চরণে অপরাধ হইলে সেই জীব নিকৃষ্ট বৃক্ষ ও প্রস্তরাদি যোনি লাভ করে। সাধুরা ভগবান্ ছাড়া অন্য কিছু জানেন না, শ্রীভগবান্‌ও ভক্ত ছাড়া জানেন না ভক্তের হৃদয়ে শ্রীভগবান্ সর্ব্বদা বিরাজ করেন। অতএব আমরা ভ্রমেও যেন প্রকৃত সাধুর চরণে অপরাধ না করি। তাহা হইলে আমাদের ভবনদীর পারপারে যাইবার সমস্ত চেষ্টাই তরীর কর্ণধারকে বাদ দিয়া নদী পার হইবার ন্যায় বিফল হইবে।

যমলার্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়ের পতনশব্দে বজ্রপাত আশঙ্কা করিয়া নন্দাদি গোপবৃন্দ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যমলার্জ্জুন বৃক্ষদ্বয় ভগ্ন হইয়াছে এবং কৃষ্ণ তথায় উদূখল বন্ধাবস্থায় বর্ত্তমান। তাঁহারা যমলার্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়ভঙ্গের কারণ-নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া ইহা শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট-প্রয়াসী কোন অসুরের কর্ম্ম বলিয়া স্থির করিলেন। গোপবালকগণ যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন-বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণন করিলেও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্য গোপবৃন্দ বালকদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বালকদিগের বাক্য যথার্থ হইলেও হইতে পারে,—এইরূপ সন্দেহযুক্ত হইয়াছিলেন। তারপর শ্রীনন্দ মহারাজ কৃষ্ণের উদূখলবন্ধন মোচন করেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ নিত্য নব-নব-বাল্যলীলা প্রদর্শন করিয়া ব্রজবাসী ভক্তগণকে নিরন্তর বাৎসল্য-রসাস্বাদন করান। একদিন এক ফল-বিক্রয়িণী ফলবিক্রয়ার্থ আগমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বালকোপম ক্ষুদ্র হস্তে ধান্য লইয়া তাহার নিকট গমন করিলেন। গমন কালে কৃষ্ণের হস্ত হইতে প্রায় সমস্ত ধান্যই চ্যুত হইয়া কয়েকটী মাত্র অবস্থিত ছিল। কৃষ্ণস্নেহে আর্দ্রচিত্ত ফলবিক্রয়িণী তাহা লইয়াই কৃষ্ণের হস্তদ্বয় ফল পূর্ণ করিয়া দিল এদিকে ফলবিক্রয়িণীর ভাণ্ডও রত্নাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মাধুর্যভীষ্ট স্থাপনকর্ত্তা। শ্রীরূপের ন্যায় শ্রীগৌরহরির প্রিয় আর কেহ নাই। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরূপের সেবারূপমাধুরীতে মুগ্ধ—আকৃষ্ট। শ্রীরূপের নিকট শ্রীগৌরের হৃদয়দ্বার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুদ্বারে অভিধেয়-ভক্তিতত্ত্ব জগতে বিতরণ করিয়াছেন। শ্রীল রূপপ্রভু অভিধেয়াচার্য্য। তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয়ানুগত ব্যতীত কেহ কোনদিন ভক্তি লাভ করিতে পারে না। প্রয়াগের দশাশ্বমেধ ঘাটে শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর নিকট শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু অভিধেয়-ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষাপ্রদান-লীলা করিয়াছেন। স্বয়ং অভিধেয়াধিদেব-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট অভিধেয় ভক্তি-শিক্ষা লাভ করিয়া শ্রীরূপপ্রভু স-কীর্ত্তন পিতা শ্রীগৌরসুন্দরের মনোহভীষ্ট সংকীর্ত্তনধর্ম্ম জগতে প্রচার করিয়াছেন। তিনি স্বকৃত বহু গ্রন্থে অনর্থযুক্ত ও অনর্থমুক্ত—উভয়ের অধিকারোচিত শিক্ষা প্রদান করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের মনোহভিলাষ পূর্ণ করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরূপের পাদপদ্ম সৌরভ-ভাবে সুবাসিত না হইলে সেইরূপ কদর্য্য, কুৎসিৎকে শ্রীগৌরসুন্দর গ্রহণ করেন না। শ্রীরূপের শ্রীপাদপদ্মাশ্রিত না হইলে কাহারও কুৎসিৎরূপ বিদূরিত হয় না। শ্রীরূপকে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ শক্তি অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার সেই কৃপাশক্তিতে উদ্ভাসিত না হইলে কাহারও ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানলাভে অধিকার হয় না।

কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্বপাত্র।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত-সিদ্ধান্ত॥
শ্রীরূপ-হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্ব্বতত্ত্ব নিরূপিয়া 'প্রবীণ' করিলা॥

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যস্বরূপ, দয়িতস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, সহজ-অভিন্নরূপ। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ, অন্তরঙ্গ নিজজন। তিনি শ্রীচৈতন্যের অন্তরের গূঢ় রহস্যবেত্তা। তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত শ্রীগৌরসুন্দরের সেবালাভের যোগ্যতা হয় না। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মই জীবের চরম কল্যাণের খনি। সেই পাদপদ্মের মালিক—শ্রীরূপ-প্রভু। ভক্তি কায়মনোবাক্যে নিষ্কিঞ্চন, দীন-হীন, অদ্য স্তুক না হইলে সেবা হয় না—ইহা তিনি জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

বিরচয়ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াং বা
বিতরিহ ন তদ্ধীঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটিঃ নির্ভরং বা নবাম্ভ-
স্তদপি কিল পয়োদস্তুণ্ডতে চাতকেন॥

'আমার প্রভু আমাকে দণ্ডই প্রদান করুন আর দয়াই প্রদর্শন করুন—উভয়ই তাঁহার কৃপা। আমার প্রভু ব্যতীত আমার আর অন্য কোন গতি নাই। পিপাসার্ত্ত চাতক যেমন মেঘের নিকট জলের প্রার্থনা করিয়া থাকে, তাহার প্রতি জল বর্ষিত হউক, আর বজ্রই পতিত হউক, তথাপি চাতক যেরূপ মেঘ ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট জলের প্রার্থী হয় না বা গ্রহণ করে না, তদ্রূপ আমরা ভগবদাশ্রিত, ভগবান্ আমাদের প্রতি যাহাবিধানই করুন, আর অনুগ্রহ প্রকাশই করুন—এই অনুগ্রহ নিগ্রহ সকলই তাঁহার কৃপা। তিনি ব্যতীত যখন আর অন্য কোন গতি নাই, তখন তাঁহার যাহাতে সন্তোষ হয়, তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই পূরণ হউক'—এইরূপ অনন্যশরণাগতি শিক্ষা দিয়াছেন—শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু।

হরিভক্ত কাঙ্গীর চরিত্র কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

পরমকারুণিকো ন ভবৎপরঃ
পরমশোচ্যতমো ন চ মৎপরঃ।
ইতি বিচিন্ত্য হরে ময়ি পামরে
যদুচিতং যদুনাথ তদাচর॥

হে প্রভো! তোমার তুল্য পরমকৃপাময় আর কেহ নাই, আর আমা হইতে শোচনীয় ব্যক্তিও আর কেহ নাই। ইহা বিবেচনা করিয়া এই পামর জনের প্রতি যাহা উচিত হয়, তাহা আচরণ কর

যোগী পতিস্তমথবৈকমকিঞ্চনত্বং
নিত্যং দদাসি বসমাশ্রিতপালনম্।
বৈকুণ্ঠবাসমথবা নরকে নিবাসং
হে বাসুদেব মম নাস্তি গতিস্ত্বদন্যা॥

তুমি আমাকে পৃথিবীর অধিপতিত্বই প্রদান কর অথবা অকিঞ্চনত্বই দান কর কিংবা আমার নিত্যকাল আদর কর বা আমার প্রতি দুর্ব্বাক্য বর্ষণ করিয়া অনাদরই কর, আমাকে বৈকুণ্ঠে বাস প্রদান কর কিংবা নরকেই স্থান দান কর, হে বাসুদেব, তোমা ভিন্ন আমার অন্য কোন গতি নাই।

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর শ্রীপাদপদ্মের ধূলিই আমাদের সত্তা। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর শ্রীপাদপদ্মের ধূলি অভিমান হইলেই শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা লাভ হইবে। আমরা যে কারণেই জন্ম গ্রহণ করি না কেন, তাহাতে আপত্তি নাই, যদি শ্রীরূপপাদপদ্ম-ধূলি অভিমান সর্ব্বদা থাকে। প্রতি জন্মে তাঁহার শ্রীচরণধূলিই আমাদের চরম আশা ও আকাঙ্ক্ষার বিষয় হউক, তাহা হইলেই শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা হইবে। এইজন্য শ্রীরূপানুগবর শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥

আবার শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও বলিয়াছেন,—

শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম॥

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——:::(০):::——

মানব হৃদয়ে যে সব অসুবিধা—তাপত্রয়াদিদ্বারা নিত্য উপস্থিত হচ্ছে, তা' হ'তে পরিত্রাণ পা'বার জন্য যত্ন করা দরকার। কেউ কেউ মনে করে,—'জড় জগতের অমঙ্গলের মধ্যেই থাকব, যদি জড়-জগতের অমঙ্গলের মধ্যেই ঘুরে ফিরে আসতে থাকি, তা' হ'লে তা'দের ভোগের সুবিধা হ'বে।' কিন্তু পরমমুক্ত পুরুষের নিকট তা' ভোগরূপ ঘুমের ঘোর ভেঙ্গে মানুষ যদি চেতনবিশিষ্ট হ'য়ে নিজের স্বরূপ, তত্ত্বের পরিচয় পায়, তা' হ'লে অনর্থপতীত্বের অসুবিধা থেকে অবসর লাভ করেন। যে সময় মায়া সৃষ্ট হয় নাই—আত্মৎপরিণাম প্রবৃত্ত হয় নাই, তখনও চিৎ-শক্তিদ্বারা প্রকটিত বৈকুণ্ঠের সকল বিচিত্রতা যে স্থিত ছিল, আছে এবং পরেও থাকবে। আধ্যক্ষিক বিচারেও আপেক্ষিকতা।

চৈতন্যের চরণ আশ্রয় করলে আসক্তিরূপ অন্ধকার বিচার উদ্ভাসিত হ'বে, তখন রূপবোধ হ'বে। জড়রূপ বোধ থাকলে চিদ্রূপমূর্ত্তি ভগবান্‌কে বুঝা যায় না। নির্ব্বিশেষ বিচারে জড়রস ধ্বংস হয় মাত্র। তা' থেকে অব্যাহতি নিয়ে যা'তে আবার জড়রস প্রবেশ না হয়, তজ্জন্য চিদ্রসের আলোচনা দরকার। সেটা নাম কীর্ত্তন হ'তেই সম্ভব।

রস-বিপর্য্যয়ে যে রস-দর্শন, জড় অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে রস, কাব্যপ্রকাশ, ভরতমুনি প্রভৃতির যে বিচার, উহা শুদ্ধ নহে। উজ্জ্বল-নীলমণি, অলঙ্কারকৌস্তুভ-পাঠে চিদ্রসের উপলব্ধি হয়। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হ'লে সকল অমঙ্গল দূর হ'বে। জড়নায়ক-নায়িকার বিচার থেকে আমরা পেতে হ'বে, দু'টীকে এক করতে হ'বে না। জড়ের সঙ্গে চিদ্রসের সাম্য বিচার যাঁ'রা করেন, তাঁরা অপরাধী। ভগবান্ তাঁ'দের রসরহিত নীরস ব্রহ্মবিচার ধ্বংস করে দিবেন, যেমন, কংস, জরাসন্ধ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির অবস্থা।

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ তাঁ'র রসের উৎকর্ষতা প্রকাশ করতে ক্ষুদ্র সত্ত্বা, ক্ষুদ্র মনুষ্যের মস্তিষ্কে যে আধ্যক্ষিকতা, মহাজ্ঞানী, মহাকর্ম্মীর যে অহঙ্কার—সব ধ্বংস যা'বে। শ্রীচৈতন্য বলেছেন—'যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে'। ২৭ ঘণ্টা ভগবানের আলোচনাকারীর নিকট ভাগবত শুনতে হবে। বিদ্বদ্গোষ্ঠী হ'লে প্রথমে নির্ব্বিশেষবাদী, তা'র পরে জড় সবিশেষ হ'য়ে অধঃপতন হ'বে।

সবই মায়াময় বলতে বলতে বৈকুণ্ঠকে পর্য্যন্ত মেপে নেওয়ার চেষ্টায় শেষে তিনটে dimensionএ প্রবিষ্ট হ'য়ে জড়তা লাভ ক'রে বিষ ক্লেশের মধ্যে পড়তে হয়। ক্লেশকরী ভক্তির আশ্রয় না করলে—ভাগবতের নিকট ভাগবত শ্রবণ না করলে সর্ব্বনাশ। ভোগী ভাগবত পাঠ ক'রতে পারে না। তা'র মুখে ভগবান্ (ভগবদ্বাক্য) শুনতে পাবেন না। পঞ্চোপাসকের ন্যায় ভক্তের পূতনার অনুগত জনের মুখে হরিকথা শুনতে নাই। কৃষ্ণ আঠার বৎসর অসুরকে যে-প্রকার গোকুলে ধ্বংস করেছিলেন, তদ্রূপ এই সমস্ত অর্থ ও পুতনার স্তন্যবর্ণের অনুরূপে কৃষ্ণকে বিনাশ করবার যেরূপ যে পায় সব কৃষ্ণতা' ধ্বংস ক'রে দেবেন। অসুরদের আগমন বা তাঁদের বেমানান কথা নয় তাঁদের অনুগ্রহ করিবার নহে। যেখানে নামে দেখা যায় ভগবানের অসুরও আছে। তা'রা মানুষকে লাভ ক'রে চেতনধর্ম্মরহিত ক'রে দেয়। সুতরাং ভগবদ্ভক্তের চরণরেণুই একমাত্র পরম প্রয়োজনীয় বস্তু।

ভাগবত শ্রবণ সকল লোকের ভাগ্যে ঘটে না। যাঁ'রা ভাবুক, ভাবের মাধ্যমে জানেন ভোগে ব্যস্ত নন, সেবা-ভাবে নিযুক্ত তাঁ'দেরই প্রয়োজন লাভ হ'য়ে থাকে, তাঁ'দের সুকৃতিফলে, অধিরোহ রুচি ও শ্রদ্ধা লাভ হয়। ভাগবতের প্রতি যে বিষয় থাকে তা'কে দেওয়া হয় না, অনর্থযুক্তকে দেওয়া হয় না। অপরোক্ষ-বিচারে যাঁ'রা সিদ্ধ, তাঁ'দের বিচার—"আমাদের কৃষ্ণভজনে রুচি নাই আমরা ভাববেষায় ব্যস্ত, রসলাভে রুচি নাই, প্রভুত্ব করতে আনন্দ পাই—অন্যের (ভগবানের) চাকরি করতে চাই না।" অনর্থযুক্ত-অবস্থায় আমাদের এইরূপ অভিমান থাকে। বালক পাঠাভ্যাসকালে অমনোযোগী হ'লে যেমন পাঠে সুবিধা করতে পারে না, সেইরকম অনর্থযুক্ত ব্যক্তি প্রয়োজনসম্বন্ধাভিধেয়ে ইতর বিষয়ে ধাবিত হয়। তাঁ'দিগকে ভাবুক বলা যায় না।

কর্ম্মযোগী জ্ঞানী লোকের প্রয়োজন সিদ্ধি হয় না। তাঁ'রা বলেন আমাদের এই সব বিষয়েই রুচি। তাঁ'রা ভগবদ্ভক্তির কথায় মন দেয় না, তাঁ'দের ভাগবত-শ্রবণে রুচি হয় না। কিন্তু ভাগবত-চরিতা বলেছেন—"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্।" ভাগবত কিরূপ? কল্পতরুর ফল। তা' আম, লিচু, বাঁটিরের যে রকম গাছ সে রকম গাছের ফল নয়, কিন্তু কল্পতরু—যে যা' চায়, তাঁকে তাই দেয়—অভিধিত ফল। বেদ কল্পতরু অর্থাৎ মুক্তস্বভাব—চেতনময়। ঐচেতনের উদ্গম স্থান ভাগবতে নাই। সেখানে ঐ বস্তুর অভিব্যক্তি। তা'তে মানবের স্বার্থ, শ্রীবন্ধ পর্য্যন্ত নষ্ট ক'রে। তাহার পাকার ব্যবস্থা প্রাপ্ত বয়স্ক, যুবা, তাকে ফিরতে হয় না, তাঁ'র দাঁতগুলি এত ধারে যেতে পারে, যখন তাঁর দাঁত যায়। ভাগবতবোধী বিচারে যে রস হোটা কথা তাহাই শুদ্ধ মুখ থেকে পাওয়া যায়। যে সংসারে অপ্রমত্ত, তাহাদের ক্লেশ পাবে না, তাঁরা তা' আস্বাদন করেন।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।৵০	।৵০	।৵০	।০
" " ½ কলম	২৲	১৷০	৷৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " আধ কলম	৮৲	৭৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে পাঁচ ইঞ্চি	৬৲	৷৷৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" আধ কলম	২৮৲	১৮৲
" এক কলম	৬০৲	৩০৲

শ্রীনদীয়া প্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাঃমাশুলসহ) ৩৲
ষাণ্মাসিক " ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপাধ্যায় ৺ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ও মাশুলাদি ৩৷০ টাকা।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় ভক্তির পারমার্থিক মাসিক। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ বেদান্তশাস্ত্রী-সম্পাদিত উড়িয়া পাক্ষিক। কটক শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রদক্ষিণা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে ৺ লোকনাথ শ্রীল ও নানানন্দ সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবি... ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গবেষণাপূর্ণ বহুতথ্যের একত্র সন্নিবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অপূর্ব্ব ব্রজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাশুলাদি আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ মায়াপুর, নদীয়া

৺ বিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

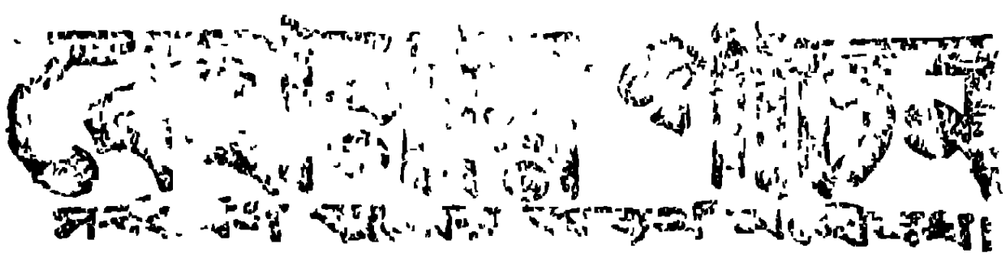

...ধারে হয় ... ঔষধি ... কায় মৃত্যু পর্য্যন্তের প্রাণরক্ষায় একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তি ... পুরাতন ভরে একবার বোতল কিনিয়া দেখুন যে, আপনার অভিপ্রায় সাধক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা ... বড় বোতল ১৷৵০ একটাকা আনা। পাইকারীর স্বতন্ত্র।

—১১নং ... লেন, কলিকাতা, পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

টি ম স্বিথ-ভায় রদবদল

বৃটিশ মন্ত্রি সভায় রদবদলের সম্ভাবনা

চলিতেছিল তৎসম্পর্কে জানা গিয়াছে যে, প্রধান মন্ত্রী বর্ত্তমানে মন্ত্রিসভার কোন প্রকার পরিবর্ত্তনে অনিচ্ছুক। বর্ত্তমানে তিনি রাশিয়ার সাহায্যকল্পে সর্ব্বোচ্চ উৎপাদন লাভের চেষ্টা করিতেছেন। তবে মন্ত্রিসভার কোন পরিবর্ত্তন হইলে বর্ত্তমান বৎসরের শেষ ভাগে তাহা হইতে পারে। হতিমধ্যে উৎপাদন মন্ত্রী মিনিয়ো ষ্টেটারের সমর্থকগণ কমন্স সভার অধিবেশনে শীঘ্রই এই প্রশ্নটি তুলিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

বহু জার্ম্মাণ জাহাজ ধ্বংস

ইউরোপের উপকূল ঘেঁষিয়া বিগত তিন দিনের মধ্যে আমাণ সমুদ্রের ২০ হইতে ৩০টি আহাজ বৃটিশ বিমান সমূহের আক্রমণে ধ্বংস হইয়াছে।

মধ্য ভূমধ্যসাগরে হটাশীয়ান বাণিজ্য-পোত গুলির উপর আকমণ চালানো হয়, ফলে একটী জাহাজে ছয়বার গোলার আঘাত লাগে এবং একটী ডেষ্ট্রয়ারকে জলমগ্ন হইতে দেখা যায়।

শুক্রবার রাত্রে নেপলসে ছয়টী বাণিজ্য বিমান আক্রমণ করে।

কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা

কলিকাতা কর্পোরেশনের ১নং সার্ভিস কমিটি সোমবার এক সভায় স্থির করিয়াছে যে, শ্রীযুক্ত জে সি গুপ্তের স্থানে অস্থায়ী প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা রায় সাহেব ভূপতি চট্টোপাধ্যায়কে স্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হউক, কিন্তু চাকুরীর মেয়াদ ও সর্ত্তাবলী নির্দ্ধারণ আগামী সোমবার পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জে সি মুখার্জ্জী আগামী ১৭।১৮ই নবেম্বর হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন।

শিল্প নিউ ইয়ম

১লা নবেম্বর হইতে বাঙ্গলা সরকারের শিল্প নিউ ইয়ম রবিবার বেলা ৪টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত এবং অন্যান্য দিন বেলা ২-৩০ মি হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত জন-সাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

দুইখানা মার্কিণ বিমান ধ্বংস

৩রা নবেম্বর মার্কিণ বিমান বাহিনীর দুটি বিমান সানআনসেলমেতে একটি পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লাগিয়া ধ্বংস হইয়াছে। দুইজন বিমান চালকই নিহত হইয়াছে। একটি বিমান নিখোঁজ হইয়াছে। যে ১৩টি সামরিক বিমান পোর্টল্যাণ্ড (অরিগণ) হইতে ফ্রেজনো (কালিফোর্ণিয়া) যাইতেছিল উক্ত বিমানগুলি সেই বিমান বহরেরই অন্তর্ভুক্ত। ইতিপূর্ব্বে দুইজন বৈমানিক ফ্রেজ টাউনে উপস্থিত হইয়া বলে যে, তাহারা একটি চার ইঞ্জিনযুক্ত বোমারু বিমান হইতে প্যারাসুটের সাহায্যে নীচে অবতরণ করে। বোমারু বিমানটী অবতরণের পূর্ব্বদিকে ৩৫ মাইল দূরে একটি পর্ব্বতশিখরে আঘাত করিয়া খবর পাওয়া যায় উক্ত বৈমানিকদ্বয় বলে যে বিমানটি আকাশেই খণ্ড খণ্ড হইয়া যাওয়ায় তাহাদের ৭জন সঙ্গীর নিহত হওয়াকে বলিয়াই তাহাদের ধারণা আছে। একটি উদ্ধার-কারী দল দুর্ঘটনার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে সন্ধান কার্য্য চালাইতেছে।

সংবাদে প্রকাশ যে, চারি ইঞ্জিন-যুক্ত যে বিমানটির ছয়জন আরোহীকে অদ্য নানকারবিল বন্য অঞ্চল হইতে উদ্ধার করিয়াছে। কেবলমাত্র পাইলট এখনও নিখোঁজ।

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েসনের অধিবেশন

সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েসনের কেন্দ্রীয় সভার এক অধিবেশনে গৃহীত একটি প্রস্তাবে পুনরায় এইরূপ অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, কয়েকটী বিশেষ চাকুরী ব্যতীত দেশের সমস্ত চিকিৎসা সম্পর্কিত চাকুরী যাবতীয় রেজিষ্টার্ড চিকিৎসা ব্যবসায়ীদের পক্ষে উন্মুক্ত থাকা উচিত এবং যুদ্ধের দরুণ জরুরী অবস্থা সৃষ্টি হওয়ায় যুদ্ধের উদ্দেশ্য নিযুক্ত ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের চিকিৎসকদিগের পদ অনুরূপভাবে সমস্ত রেজিষ্টার্ড চিকিৎসক ব্যবসায়ীর পক্ষে উন্মুক্ত থাকা উচিত। এসোসিয়েসনের সভাপতি ডাঃ কে এস রায় উক্ত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী ১লা নবেম্বর কলিকাতায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দ কিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সত্যায় কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিবৃত তাৎপর্য্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান -
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

[illegible] নামক এক গ্রন্থ বিকাশিনী-টীকা ও আস্বাদন-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা [illegible] [illegible]

প্রাপ্তিস্থান —
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৩শ বর্ষ | ৮ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৫ ২৬শে কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১২ই নভেম্বর, ইং ১৯৪১, বুধবার | ১৯৮-১৯৯তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ কেশব, স্বানু অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৫

প্রজল্প

—:০:(*):০:—

যেখানে হরিকথা ও হরিনামে রুচির অভাব, সেইখানেই প্রজল্প। হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তনই যাঁহাদের জীবাতু, তাঁহারা নিজেরা ত' প্রজল্প করেন-ই না, এমন কি, অপরের প্রজল্পের প্রশ্রয়ও কখনও দেন না। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু অত্যাহারাদি যে ছয়টী ভক্তিবাধক দোষের কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রজল্প অন্যতম। অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য—এই ছয়টী দোষ 'ঋণজাতীয়' এবং উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন, সঙ্গত্যাগ ও সাধুবৃত্তি এই ছয়টী গুণ 'ধনজাতীয়' বস্তু। কেবল ঋণ পরিশোধ করিলেই হইবে না, ধনও পাওয়া চাই। সৎসঙ্গের দ্বারাই ইহা সম্ভব হয়। কৃষ্ণোন্মুখ ব্যক্তিই সৎ। গুরু ও বৈষ্ণবে যাঁহারা একনিষ্ঠ, তাঁহাদেরই সঙ্গ সর্ব্বদা করিতে হইবে। দেহাভিমানী ব্যক্তির সঙ্গ করা উচিত নয়। কেবল বাহিরের দিক মেশামিশির নাম সঙ্গ নয়, আসক্তি না থাকলে সঙ্গ হয় না। যান-বাহনে, অতিথি-শালায় ও পরস্পর সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু ঐ সময় যদি প্রীতি, আসক্তি বা রুচি জন্মে, তবেই সঙ্গ হয়, নতুবা হয় না। জনসঙ্গ বা বহির্ম্মুখ-সঙ্গ করিলেই মৃত্যু, আর সাধুসঙ্গ করিলেই অশোক, অভয়, অমৃতধাম শ্রীগৌরহরির বা শ্রীরূপের পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ হয়।

ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের কথা ব্যতীত যত কথা, সবই অসৎকথা বা প্রজল্প। প্রজল্পী কখনও হরিভজন করিতে পারে না। প্রজল্পের দ্বারা কেবল বৃথা সময় নষ্ট হয়। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন —

"কৃষ্ণকথা ছাড়ি' জিহ্বা আন কথা কহে।
প্রজল্পী তাহার নাম, বৃথা বাক্য বহে॥"

যেখানে হরিকথা, সেখানেই হরি আর যেখানে প্রজল্প সেখানেই মায়া। প্রজল্পী একান্তনিষ্ঠ হইতে পারে না তাহার দ্বিতীয় ভোগ্য, জড়বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ প্রবল হয়। সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ও নিরন্তর হরিনাম না করিলে প্রজল্পের হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই। প্রজল্প—বাক্যবেগ, তাহা দমন করা বিশেষ আবশ্যক। প্রজল্পী নিরন্তর অসচ্চিন্তারত। যেখানে প্রজল্প, সেখানেই অসচ্চিন্তা, আর যেখানে হরিকথা, সেখানেই হরিস্মৃতি।

ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে পরস্পর কথোপকথনের নামই জল্পনা বা প্রজল্প। আমরা আহারে বিহারে শয়নে-উপবেশনে, গমনে—সর্ব্বক্ষণই প্রজল্প রত। আমাদের বহির্ম্মুখতা এত প্রবল হইয়াছে যে, অন্যের সহিত কথোপকথন করিতে গেলেই প্রায়ই বহির্ম্মুখ জল্পনা আসিয়া পড়ে। ভক্তিসাধকের পক্ষে উহা খুব মারাত্মক ব্যাপার ও অত্যন্ত অমঙ্গলকর। সুতরাং সাধকমাত্রেরই বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রজল্প পরিত্যাগ করা উচিত।

বৃথা গল্প, তর্ক-বিতর্ক, পরচর্চ্চা, বাদ'প্র বাদ, পরনিন্দা, পরদোষানুসন্ধান, মিথ্যা জল্পনা, সাধুনিন্দা, গ্রাম্যকথা প্রভৃতি সবই প্রজল্প। যিনি মঙ্গল চান, তিনি পেশলের ন্যায় কোন কালে বৃথা নষ্ট না করিয়া সর্ব্বদা ভক্তসঙ্গে হরিকথা আলোচনা ও হরিনামাদি করিবেন। যদি বহির্ম্মুখ লোকের সহিত আমরা বৃথা গল্পে দিবারাত্র কাটাই, তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই উপদেশ পালিত হইবে না। গ্রাম্য সংবাদ-পত্রে অনেক বাজে গল্প থাকে। ভক্তিসাধকগণের পক্ষে এইরূপ সংবাদপত্র পাঠ করা বড় অনিষ্টকর কার্য্য। প্রজল্প যাহাদের ভাল লাগে, তাহাদের হরিভজন হওয়া বড়ই কঠিন। বৃথা তর্কসমূহ ঈর্ষা, দম্ভ, দ্বেষ, বিবাদাগ্রহ, মূঢ়তা ও প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা হইতেই হইয়া থাকে। ভক্তিনিষ্ঠ জনগণ যখন হরিকথা আলোচনা করেন, তখন যেন বৃথা তর্ক হইয়া না পড়ে এই বিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন।

পরচর্চ্চা অত্যন্ত ভক্তিবাধক। কেহ কেহ বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া, আবার কেহ বা নিজ প্রতিষ্ঠা স্থাপনের জন্য পরচর্চ্চা করিয়া থাকেন। যাহারা পরচর্চ্চা করে, তাহাদের চিত্ত কৃষ্ণপাদপদ্মে কখনও স্থির হইতে পারে না। যেখানে গোবিন্দচর্চ্চা হয়, সেখানে পরচর্চ্চা থাকিতে পারে না। অকিঞ্চন কখনও পরচর্চ্চা করেন না। তিনি আত্মশোধনে সতত তৎপর। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"বাজে সম্প্রদায়ের লোকের আলোচনা না করাই ভাল। পরের স্বভাব ও কর্ম্মের নিন্দা ও প্রশংসা করিবে না" —ইহা শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতও বলিয়াছেন,—'পরনিন্দা'র পাপ নরক প্রাপিকা।' পর স্বভাবের নিন্দা না করিয়া আত্মসংশোধন করিবেন—ইহাই আমার উপদেশ।'

যাহাতে অধোক্ষজ ভগবানের কথা নাই সেই কথা মিথ্যা ও অসৎ। ভগবানের গুণকীর্ত্তনময় যেই তাহাই সৎকথা। [illegible] যে কথায় উত্তমশ্লোক ভগবানের যশঃ [illegible] হয়, তাহাই সত্য, শুভ ও [illegible] মহোৎসব। তাহাই নিত্য নব শোকার্ণব-শোষণস্বরূপ। আর যেখানে প্রজল্প, সেখানেই ভয় [illegible]।

সাধুনিন্দা অত্যন্ত অমঙ্গলকারক। যদি কেহ হরিভক্তিতে আশা করেন, তিনি যেন একটিও অপরাধ না করেন। সাধুনিন্দা অপরাধ করিলে আমি এই জীবনে কখনও কাহারও নিন্দা [illegible] ও নিন্দা মাত্র শ্রবণ করিতে পারিবে না। নিন্দা ও অপরাধ [illegible] সেই সম্বন্ধে কখনও [illegible] পরের বিষয় [illegible] নিরর্থক জল্পনা হয় [illegible] বলিয়াছেন, —

"পরস্বভাবকর্ম্মাণি [illegible]
[illegible]"

[illegible]

অনায়াসেই হইতে পারে। সাধুসঙ্গে জড়বিষয় কথার অবকাশ নাই। তাঁহারা নিরন্তর হরিকথামোদে কালক্ষেপ করেন। সাধুগণের সহিত আলাপাদির দ্বারা ভগবৎ কথারই আলোচনা হয়। সৎসঙ্গে যেরূপ বাক্যবেগ দমিত হয়, অসৎসঙ্গে ঠিক তাহার বিপরীত ঘটিয়া থাকে। বিষয়ের নানাস্তর মোহিৎ। ভোগাকাঙ্ক্ষীর হরিসেবাবিমুখ চেষ্টাই ভোগ বা বিষয় গ্রহণ। বিষয়ীর সঙ্গদ্বারা বিষয় কথাই প্রবল হয়। প্রজল্পী মোহিৎসঙ্গী। বিষয়ে যাহার লোভ আছে, সে-ই বিষয়-কথা আলোচনা করে। সুতরাং প্রজল্পিমাত্রই যে বিষয়ী, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রজল্পী পুরুষাভিমানী। যেখানে সেবকাভিমান বা সেবোন্মুখতা, সেখানে প্রজল্প থাকিতে পারে না। গ্রাম্যকথাই প্রজল্প। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু 'প্রেমবিবর্ত্তে' আমাদিগকে সাবধান করিয়াছেন—

'বৈরাগী ভাই, গ্রাম্যকথা না শুনিবে কাণে।
গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে যবে মিলয়ে আনে॥'

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় পার্ষদ শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

"গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা
না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥
অমানি-মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥
(চৈঃ চঃ)

প্রজল্প বদ্ধজীবের ভীষণ রোগ। এই রোগ থাকিলে হরিভজন হওয়া অসম্ভব। সুতরাং প্রত্যেকেরই প্রজল্পের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া দরকার। যেখানে প্রজল্প, সেখানে কৃষ্ণস্মৃতি থাকিতেই পারে না। এই প্রজল্প-রোগের একমাত্র অব্যর্থ ঔষধ —অবিশ্রান্ত হরিনামাদি-শ্রবণ কীর্ত্তন।

শরণাগতি ও আত্মনিবেদন

—::[•]::—

ভক্তির প্রথমেই শরণাগতি বা আত্মনিবেদনের কথা। নিবেদিতাত্মা বা শরণাগতের নিজের জন্য কোন চিন্তা নাই। আগে আত্মনিবেদন, তৎপরে শ্রবণাদি ভক্ত্যঙ্গযাজনের কথা। যেখানে শরণাগতি বা আত্মনিবেদন, সেখানে নিজ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার কোন কথা নাই। ভক্তির পাত্র বা ভজনীয় বস্তুর সুখানুসন্ধানই ভক্তি। ভক্তির ফল —ভক্তি—প্রেমভক্তি। এই তাৎপর্য্য বা মূল তত্ত্বকে লইয়া আগে আত্মনিবেদন, তৎপরে ভক্তি। অন্তরীপ-শ্রমাদিপূর্ব্বই আত্মনিবেদনের স্থান। এই স্থানে আত্মনিবেদন করিতে হইবে। আত্মনিবেদনের অপর নাম—শরণাগতি। শরণাগত ভগবান্ নিবেদিতাত্মাই বলী। অশরণাগত— দুর্ব্বল। ভগবানের সহিত সেবকের সম্বন্ধ বা প্রেমলাভের উপায়—ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ। ভক্তি শ্রীকৃষ্ণকে—সম্বন্ধকে দেয়, আর দেয় কৃষ্ণপ্রেমকে। অভিধেয়ই সম্বন্ধ ও প্রয়োজন —এই দুইটি প্রদান করে। শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি অনুসারে এই ভক্তি নয় প্রকার, কিন্তু সর্ব্বাগ্রে আত্মনিবেদন। অকিঞ্চন না হইলে আত্মসমর্পণ হয় না। যাঁহার ভোগ্য বলিতে এ জগতে কিছু নাই, তিনিই অকিঞ্চন। অকিঞ্চন বাহ্যদৃষ্টিতে নির্ধন হইলেও তাঁহার মত ধনী আর কেহ নাই, তিনি কৃষ্ণধনে ধনী। 'হে ভগবন্, আমি তোমার হইলাম।'—শরণাগতের এইরূপ বিচার। এই শরণাগতির দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হইতে পারে। শরণাগতির ছয়টি লক্ষণের মধ্যে আত্মনিক্ষেপ বা আত্মনিবেদন অন্যতম। আত্মনিবেদনের মধ্যে অহঙ্কার নাই। সেখানে কিঙ্করাভিমান প্রবল। নিবেদিতাত্মা প্রণত। ভগবানের হইয়া যাওয়াই শরণাগতি, 'আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার, কি কাজ অপর ধনে।'—ইহাই শরণাগতের চিত্তবৃত্তি। শরণাগতিতে স্বতন্ত্রতা বা কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই। নবধা ভক্তির অন্তর্গত আত্মনিবেদন ও শরণাগতির অন্তর্গত আত্মনিবেদন—উভয়ই সমজাতীয় হইলেও ইহাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। শরণাগত দাম্ভিক নহেন, তিনি দীনহীন কাঙ্গাল, তবে তাঁহার শুদ্ধ অহঙ্কার আছে। 'আমি-তোমার' ইহাই সেই শুদ্ধ অহঙ্কার। শরণাগতই ভক্ত, অশরণাগত ভক্ত নহে। শরণাগত শ্রৌতপন্থী। তাঁহার ভক্তিচক্ষু আছে। তিনি মাপিয়া লইবার ধর্ম্মে ব্যস্ত নহেন। তিনি আত্মধর্ম্মী। 'আজ হইতে আমি আমার নাহি, কৃষ্ণের'—এইরূপ বুদ্ধির নাম আত্মনিক্ষেপ। এই আত্মনিবেদন শরণাগতির পঞ্চম অঙ্গ

দেহ হইতে শুদ্ধ আত্মা পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তু সর্ব্বতোভাবে ভগবানে সমর্পণই আত্মনিবেদন। এই আত্মনিবেদন নবধা ভক্তির অন্যতম। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"নিজের জন্য চেষ্টাশূন্যতা নিজের সাধ্যসাধনসমূহ ভগবানে সমর্পণ করা এবং তাঁহার সেবার জন্যই একমাত্র চেষ্টাবিশিষ্ট হওয়া, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের ইচ্ছায় একান্ত অনুগত থাকা এবং স্বীয় ইচ্ছাকে তদধীন করা আত্মনিবেদনের লক্ষণ। বিক্রীত গো যেরূপ নিজের দেহাদিকে একমাত্র ক্রেতার সেবার জন্যই সমর্পণ করে, নিজের ভরণপোষণের চিন্তা করে না, আত্মনিবেদনকারী ব্যক্তিও সেইরূপ নিজের জন্য কোনই চেষ্টা করেন না, পরন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টাকে একমাত্র অদ্বিতীয় ক্রেতা ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণে নিয়োগ করেন। অথবা গো-বিক্রয়ের পর বিক্রীত গাভীর জীবিকার জন্য বিক্রয়কারীর যেরূপ চেষ্টা করিতে হয় না পরন্তু ক্রেতাই তৎকালে তাহার হিতসাধক হয় এবং উক্ত গাভীও তৎকালে ক্রেতারই কার্য্য করিয়া থাকে, বিক্রয়কারীর কোন কার্য্য করে না, তদ্রূপ ভগবানে আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তিও নিজের জন্য কোন চেষ্টা ও চিন্তা করেন না।" শাস্ত্র বলিতেছেন,—

চিন্তাং কুর্য্যান্ন রক্ষায়ৈ বিক্রীতস্য
যথা পশোঃ।
তথার্পয়ন্ হরৌ দেহং বিরমেদস্য
রক্ষণাৎ॥

অর্থাৎ বিক্রয়কারী পুরুষ যেরূপ বিক্রীত পশু-রক্ষণ-বিষয়ে কোন চিন্তা করেন না, সেইরূপ শ্রীহরির উদ্দেশ্যে দেহ সমর্পণ করিয়া ইহার রক্ষণ-ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইবে।

জড়পদার্থ হওয়ার নাম আত্মনিবেদন বা শরণাগত হওয়া নহে। নিবেদিতাত্ম ব্যক্তি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবার জন্য অখিল চেষ্টাবিশিষ্ট। তিনি সেবায় খুব পটু ও সজাগ। তিনি অশ্রান্ত। অদম্য সেবোৎসাহ তাঁহার হৃদয়ে সতত বিরাজমান। নিরুৎসাহের লেশমাত্রও তাঁহাতে নাই। সেবার জন্য তিনি সতত ব্যগ্র-ব্যাকুল। শ্রদ্ধাবান বা শরণাগতের সাধন-অধ্যবসায় নষ্ট হয় না। তিনি পূর্ণোদ্যমে অনুক্ষণ সেবারত—কৃপালাভের জন্য যত্নশীল। তাঁহার সেবায় আশা মিটে না; নিজের খাওয়া-পরার চিন্তা তাঁহার নাই। তাঁহাদের নিজের স্নান, বস্ত্রপরিধান, প্রসাদগ্রহণাদি কার্য্য ভগবৎসেবারই সহায়ক ও যোগাঙ্গ-সম্পাদক বলিয়া তাহাতে আত্মার্পণরূপ ভক্তির হানি হয় না,—ইহাই সাধুশাস্ত্র উপদেশ

'আত্মনিবেদন' বলিতে দেহ-নিবেদন ও দেহী-নিবেদন—উভয়ই বুঝায়। দেহ-নিবেদনে বিক্রীত পশুর বিচার এবং দেহীর নিবেদনে -'আমার আত্মা তোমার দাস,' 'আমি তোমার জন,' 'আমি তোমার পদধূলি—ইহাই আমার সত্তা'—এই বিচার প্রবল। আত্মনিবেদনরূপা ভক্তিতে কিঙ্করত্বের অনুভূতি আছে। নিবেদিতাত্মা নিজেকে কৃষ্ণভোগ্য বলিয়া বিচার করেন। তাঁহার নিজের ভোগ্য-বুদ্ধি না থাকায় তিনি সকলকে কৃষ্ণসেবক বা কৃষ্ণসেবোপকরণরূপে দর্শন করিয়া থাকেন।

আত্মনিবেদন ও সখ্য এই দুইটী অতিশয় দুষ্কর বলিয়া অতীব বিরল। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

দুষ্করত্বেন বিরলে দ্বে সখ্যাত্মনিবেদনে।
কেষাঞ্চিদেব ধীরাণাং লভেতে
সাধনার্হতাম্॥
(ভঃ রঃ সিঃ, পূঃ বিঃ ২।৯২)

সখ্য ও আত্মনিবেদন এই দুইটি অতিশয় দুষ্করত্বহেতু বিরল। কোন কোন ধীর পুরুষগণের নিকট এই দুইটি সাধনযোগ্যতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ দুর্লভ সেবোন্মুখ জনগণই সখ্য ও আত্মনিবেদনকে সাধনরূপে বরণ করেন।

উক্ত শ্লোকের 'দুর্গমসঙ্গমনী'-টীকায় শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শরণাগতি ও আত্মনিবেদনের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ও আত্মনিবেদনের প্রকারভেদ বিচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"এখানে কেবল আত্মনিবেদন দুষ্কর বলিয়া বিরল, কিন্তু ভাবশূন্যতাহেতু মহিমাধিক্য-প্রযুক্ত নহে। উহা ভাবযুক্ত হইয়া মহিমাধিক্য-হেতু ও সুদুষ্করত্বহেতু সখ্যেরও বিরলতা। যদি আত্মনিবেদন ভাবমিশ্র হয়, তাহা হইলে মহিমাধিক্যহেতু বিরল হইবে। কেবল আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত শ্রীবামনদেবকে ত্রিপাদ-ভূমি-দান-সময়ে শ্রীবলিরাজে দৃষ্ট হয়। শ্রীভগবান্‌কে স্বীয় রক্ষাকর্ত্তৃরূপে বরণই শরণাপত্তি, আর নিজের আত্মাকে শ্রীভগবানের আয়ত্ত বা অধীন করাই (আত্মসাৎ করানই) আত্মনিবেদন। ইহাই শরণাপত্তি ও আত্মনিবেদনের মধ্যে ভেদ-বৈশিষ্ট্য। ভাবমিশ্র আত্মনিবেদনের মধ্যে দাস্যভাবযুক্ত আত্মনিবেদন শ্রীমদম্বরীষ মহারাজে দৃষ্ট হয়। এই জন্যই উক্ত হইয়াছে,—'শ্রীমহারাজ অম্বরীষ মনকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে ও সঙ্কল্পকে শ্রীভগবানের দাস্যপ্রাপ্তির জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন' ইত্যাদি। তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, 'দাস্যের সহিত আত্মনিবেদন' ইত্যাদি। প্রেয়সীভাবে আত্মনিবেদন শ্রীরুক্মিণীদেবীতে দৃষ্ট হয়। শ্রীরুক্মিণী দেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,

'হে বিপ্রো হে কমললোচন আমি আপনাকে পতিরূপে বরণ এবং আত্মসমর্পণ করিয়াছি, অতএব আপনি এখানে আসিয়া আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করুন।' সখ্যাদিভাবযুক্ত আত্মনিবেদনবিষয়েও এইরূপ জানিতে হইবে।"

এই আত্মনিবেদন ভাবরহিতরূপে এবং ভাববিশিষ্টরূপে বিবিধভাবে দৃষ্ট হয়। ভাবশূন্য আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥
(ভাঃ ১১।২৯।৩৪)

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—যেকালে মরণশীল সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করে, তৎকালে বিশিষ্টকর্ত্তৃরূপে গণ্য হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার তুল্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ভাববৈশিষ্ট্যযুক্ত আত্মনিবেদন, যথা—

তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়া-
মাত্মার্পিতশ্চ ভবতোঽত্র বিভো বিধেহি।
মা বীরভাগমভিমর্শতু চৈদ্য আরাদ্-
গোমায়ুবন্মৃগপতের্বলিমম্বুজাক্ষ॥
(ভাঃ ১০।৫২।৩৯)

শ্রীরুক্মিণীদেবী বলিতেছেন—হে বিভো! হে কমললোচন! আমি আপনাকে পতিরূপে জানিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছি, অতএব আপনি এখানে আসিয়া আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করুন। শৃগালের সিংহের আহার্য্য গ্রহণের ন্যায় আপনার ভোগ্যা আমাকে যেন পশুপাল আসিয়া স্পর্শ না করে।

অকিঞ্চনতা ও শরণাগতি একই বৃত্তি। তবে শরণাগতির মধ্যে একটী লক্ষণ বেশী দেখা যায়, সেটি আত্মসমর্পণ। অকিঞ্চনতার পূর্ণ বিকাশিত অবস্থাই শরণাগতি। অকিঞ্চনই শরণাগত হইতে পারেন, সাকিঞ্চন কখনই শরণাগত হইতে পারে না। যিনিই অকিঞ্চন, ভোগাদর্শন বা প্রভুত্ব করিবার আকাঙ্ক্ষা যাঁহার নাই, তিনিই অকিঞ্চন। যিনি আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত, তিনিই অকিঞ্চন। ভগবান্ সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ অনুভূতির বিষয়। ভগবদনুভূতি বা শ্রদ্ধা-বিশ্বাস যেখানে, সেখানে আত্মনিবেদন না থাকিয়া পারে না। যে পর্য্যন্ত জীবের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অভিমান থাকে, সেকাল পর্য্যন্ত তাহার স্বরূপ উপলব্ধি এবং ভগবানে আত্মসমর্পণ হয় না। জীবের আত্মসমর্পণের চরমাবস্থায় দেহস্মৃতি একেবারেই লোপ পায়। তখন একমাত্র কৃষ্ণসুখেই জীবের সমস্ত সুখের পর্য্যবসান হয়। তখনই জীব মুক্ত—বৃন্দাবনবাসী হয়। নিবেদিতাত্মা ব্যক্তি শ্রীভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(*)::——

দেবতাগণের ভূমিকা ও ভগবদ্‌পার্ষদ-গণের ভূমিকা এক নহে। ভক্তগণ নিত্য অমর, কিন্তু দেবতাগণের অমরত্ব আপেক্ষিক। ভক্তের দেহ ও দেহীতে ভেদ নাই। ভক্তের মৃত্যু নাই, কিন্তু দেবতার মৃত্যু আছে। ভগবৎ-পার্ষদগণ শরণাগত দাস। তাঁহারা সর্ব্বতো-ভাবে ভগবৎ-কৃপাপ্রভাবে নিত্য অমর। দেবতা বা অসুরের অমরত্ব ধ্বংস হয়, কিন্তু ভগবদ্‌পার্ষদগণের অমরত্ব নিত্য নবনবায়মান বিচিত্রতাযুক্ত ও সেবা-প্রগতিময়। ভক্তের অমরত্ব ব্রহ্মা বা শিবাদির প্রদত্ত আপেক্ষিক অমরত্ব নহে। ভক্তের নিত্য দিব্য দেহের পরিবর্ত্তন নাই।

তপস্যা ও ভক্তি সম্পূর্ণ পৃথক্। তপস্যা জিনিষটা অভক্তি। আরোহবাদমূলে যে নাস্তিকতা, তাহা হইতেই তপস্যা করিবার আকাঙ্ক্ষা উদিত হয়। রাবণ, হিরণ্যকশিপু, শিশুপাল, দন্তবক্র, বিরোচন প্রভৃতি ভগবদ্-বিদ্বেষী অসুরগণেরও তপস্যা দেখা যায়। তপস্যার স্পৃহা পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত ভক্তির আরম্ভই হয় না। ভক্তি নিরপেক্ষা ও পরমস্বতন্ত্রা। ভক্তির আভাস মধ্যেই সমস্ত ব্রত, সমস্ত তপস্যা, সমস্ত জ্ঞান ও যোগ আনুষঙ্গিকভাবে অনুস্যূত আছে। ব্রত, তপস্যা, কর্ম্মজ্ঞানাদি ভক্তির অঙ্গ বা পরিপোষক নহে। অভক্তির দ্বারা কখনও ভক্তিকে পরিপূরণ করিতে পারা যায় না। মানুষের যে কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মাদিতে স্পৃহা থাকে, সেখান পর্য্যন্ত হরিকথা শ্রবণেই যে সমস্ত মঙ্গল নিহিত, ইহা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু তপস্যাদির নিরর্থকতা দেখাইয়া ভক্তিরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"দুই ভুজ তুলি' প্রভু অঙ্গুলি দেখায়
পয়ঃপানে কভু মোরে কেহ নাহি পায়॥
চতুরাননও মোহার শরণ যদি লয়।
সেহ মোর, মুক্তি তা'র, জানিহ নিশ্চয়॥
সন্ন্যাসীও মোর যদি না লয় শরণ।
সেহ মোর নহে সত্য, বলিনু বচন॥
গজেন্দ্র যাদব-গোপে কি তপ করিল।
বল দেখি,—তা'রা মোরে কেমতে পাইল॥
অসুরেও তপ করে, কি হয় তাহার।
বিনে মোর শরণ লইলে নাহি পার॥
প্রভু বলে,—তপ কা'র' না করহ বল।
বিষ্ণুভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানহ কেবল॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩।৪২।৪)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীউদ্ধবকেও বলিয়াছেন,—

ন যোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং
ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্॥
সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানা মৃগাঃ খগাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ॥
বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ
স্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ।
রজস্তমঃপ্রকৃতয়স্তস্মিংস্তস্মিন্ যুগে যুগে॥
বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ।
বৃষপর্ব্বা বলির্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ।
সুগ্রীবো হনুমান্ ঋক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্
পথঃ।
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্য-
স্তথাপরে॥
তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিত-মহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসঃ মৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ॥
কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা
মৃগাঃ।
যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ু-
রঞ্জসা।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে উদ্ধব! সৎসঙ্গ সর্ব্ববিষয়ের আসক্তি-বিনাশক বলিয়া উহা আমাকে যেরূপ বশীভূত করে, যোগ, সাংখ্য, অহিংসাদি সাধারণ ধর্ম্মানুষ্ঠান, স্বাধ্যায়, তপঃ, সন্ন্যাস, যাগাদি ইষ্টকর্ম্ম, কূপখননাদি পূর্ত্তকর্ম্ম, দক্ষিণা, ব্রত, দেবপূজা, সহস্র মন্ত্র, তীর্থ, নিয়ম অথবা যম—এই সকল তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না। প্রতিযুগে সৎসঙ্গপ্রভাবে রাজস-তামস-স্বভাবাপন্ন দৈত্য; রাক্ষস, খগ, মৃগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক, বিদ্যাধর, মনুষ্যমধ্যে বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী, অন্ত্যজগণ, বৃত্রাসুর, প্রহ্লাদ প্রভৃতি অনেক জন, বৃষপর্ব্বা, বলি, বাণ, ময়, বিভীষণ সুগ্রীব, হনুমান জাম্বুবান্, গজেন্দ্র, জটায়ু তুলাধার বণিক্ ধর্ম্মব্যাধ, কুব্জা, ব্রজগোপীগণ এবং যজ্ঞে দীক্ষিত বিপ্রভার্য্যাগণ—ইহারা আমার পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল তন্মধ্যে বৃত্রাসুর প্রভৃতি অন্যান্যের কথঞ্চিৎ সাধনান্তর থাকিলেও গোপীগণ, ব্রজের গো সমূহ যমলার্জ্জুন প্রভৃতি বৃক্ষগণ, মৃগগণ, কালিয় প্রভৃতি নাগগণ এবং বৃন্দাবনস্থ তরুগুল্মাদি অন্যান্য মূঢ়চিত্ত প্রাণিগণ কেবলমাত্র সৎসঙ্গলব্ধ অনন্য ভাবহেতুই কৃতার্থ হইয়া সত্বর আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

শাস্ত্র আরও বলেন,—

"ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা
গজেন্দ্রস্য কা
কুব্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিং তৎ
সুদাম্নো ধনম্।
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং
পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তি
প্রিয়ো মাধবঃ॥

ব্যাধের কি আচার ছিল, ধ্রুবেরই বা বয়স কত ছিল বিদুরের কি বংশমর্য্যাদা ছিল, যদুপতি উগ্রসেনেরই বা কি পৌরুষ ছিল, কুব্জার কি অধিক রূপ ছিল এবং সুদামা বিপ্রের বা কত ধন ছিল? অতএব ভক্তিপ্রিয় মাধব কেবল ভক্তি দ্বারাই তুষ্ট হন, অন্যথা গুণেই তুষ্ট হন না।

আত্মা বলিতে পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়ই বুঝা যায়। আত্মা পরম ও অধম-ভেদে দ্বিবিধ। পরম আত্মাই ব্রহ্ম, আর 'অধম' আত্মা—জীব। মুক্ত জীবাত্মা—বৈষ্ণব, পরমাত্মা—বিষ্ণু। পরমাত্মার সহিত আত্মার যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে, তাহা এবং উভয়ের স্বরূপ জানা দরকার। বিষয় ও আশ্রয়ের জ্ঞান না হইলে জ্ঞানের পূর্ণতা হয় না।

হিরণ্যকশিপু জাতীয় ব্যক্তিমাত্রই ভক্ত-দ্বেষী। প্রহ্লাদানুগ সজ্জনগণ সর্ব্বদাই তাহাদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকেন। 'হিরণ্য'শব্দের অর্থ—সুবর্ণ বা প্রাকৃত ধন। এবং কশিপু'শব্দের অর্থ—শয্যা। যাহারা প্রাকৃত ধন ও সুকোমল শয্যায় আসক্ত অর্থাৎ যাহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা বাদ দিয়া জগতের যাবতীয় দ্রব্য ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত, তাহারাই হিরণ্যকশিপু; আর প্রকৃতরূপে কৃষ্ণের আহ্লাদ উৎপাদন প্রহ্লাদের কার্য্য। আমার দেহ, আমার স্বজন—যে কেহ আমাকে ভগবদ্ভক্তির পথে বাধা প্রদান করে, সেই-ই ভক্তদ্বেষী। প্রকৃত মঙ্গললাভ করিতে হইলে ভক্তদ্বেষিগণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিতেই হইবে। আমার মন সব চেয়ে বেশী ভক্তবিদ্বেষী, সুতরাং তাহার প্রতি ক্রোধপ্রকাশ করা দরকার। মন দমিত না হইলে মঙ্গল হইবে না। আমি সাধুগুরুর অনুগত হইলেই মন দমিত হইবে, এতদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

সাধুগণের প্রথম সঙ্গ হইতে লীলা-পুরুষোত্তমের নাম, রূপ গুণ ও লীলায় পরিকল্পনার ঘটে। যাঁহারা সাধুসঙ্গ আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা অন্য কার্য্যে সময় দিতে পারেন না, তাঁহারা সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশকে আকর্ষণ করেন এবং নিজেও অপ্রাকৃত হৃষীকেশের আকর্ষণে আকৃষ্ট হ'ন। সৎসঙ্গের দ্বারা যেরূপ পরম মঙ্গল হয়, অসৎ সঙ্গের দ্বারা সেইরূপ মহা-সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। বিষয়ী, স্ত্রীসঙ্গী, মায়াবাদী, নাস্তিক ও কর্ম্মজড়—এই চারি প্রকার ব্যক্তি কৃষ্ণবিমুখ। ইহাদের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিতে হইবে। ভাব উদিত হইলে ভক্তি লাভ হয়। যে পর্য্যন্ত ভাবের উদয় না হয়, সেই পর্য্যন্ত ভক্তির বিরোধী সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত। ভাবোদয়ে বহির্ম্মুখ-সঙ্গ-স্পৃহা কখনই জন্মে না। 'সঙ্গ' জিনিষটা আসক্তি। কার্য্যগতিকে অন্যান্য ব্যক্তির সহিত যে সান্নিধ্য হয়, তাহাকে সঙ্গ বলে না। অন্যের সান্নিধ্যের স্পৃহা জাগিলে সঙ্গ হয়। ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তির সঙ্গ নিতান্ত বর্জ্জনীয়।

ভগবজ্জ্ঞান ভগবান্‌ই প্রদান করিতে পারেন। নিজ চেষ্টার দ্বারা লোক কখনও ভগবজ্জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। ভগবৎকৃপাই ভগবজ্জ্ঞান-লাভের একমাত্র উপায়। ভগবৎ কৃপার মূর্ত্তি-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক এজগতে অবতীর্ণ হইয়া বদ্ধজীবের চেতনতা সম্পাদন করেন। চৈতন্যলাভ না হইলে ভগবানের সেবাই যে আমাদের একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু, ইহা বুঝা যায় না। ভগবৎ কৃপা সাধুর আকারে বিশ্বে বিচরণ করেন। ভগবৎ-কৃপা শিক্ষাদীক্ষাদানে আমাদের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়। তিনি আমাদের নিকট জগতের কোন বস্তু গ্রহণ করিতে আসেন না। আমাদিগকে অভাব-অসুবিধার কবল হইতে রক্ষা করিয়া স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই তাঁহার এজগতে আগমন।

শ্রীভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান হইয়াও আমাদিগের ঐকান্তিক মঙ্গলবিধানের জন্য কৃপা পরবশ হইয়া আমাদের দ্বারে উপস্থিত হ'ন এবং ভগবৎসেবার দ্বারা আমাদের চিন্তবৃত্তি বিশুদ্ধতা-সম্পাদনার্থ আমাদের নিকট প্রার্থনা করেন। ইহাই অহৈতুকী কৃপার স্বরূপ। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, তন কৃষ্ণধন।
অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য কর ধ্যান॥
যাঁহার চরণে তুলসী-জল দিলে মাত্র।
কভু নহে যমের সে অধিকার-পাত্র॥

অঘ-বক-পূতনাদি যে কৈল মোচন।
ভজ ভজ সেই নন্দ নন্দন-চরণ।
অনন্ত যে লক্ষ্মী মহিমা গুণ গায়।
দন্তে তৃণ ধরি, ভক্ত হন প্রভু পায়॥
যাবৎ আছয়ে প্রাণ দেহে আত্ম শক্তি
তাবৎ নেহ প্রভু-পদে [illegible]
রক্ষ [illegible] ক্ষয় নাহি, প্রভু পাপ নাশে।
চরণে পড়িনু আমি,—'প্রভু দেহ' বলে।

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

জীব হায়, তীব্র কাল গ্রাসিতেছে তোরে।
কত নিদ্রা যাও আর, বিষয়ে বিভোরে।
ভক্তির [illegible] ক্ষয় [illegible]
ভুলিয়া [illegible] [illegible] আর ভয়॥
তোমারে লইতে আমি [illegible] এসেছি।
আমি [illegible] [illegible] আছে তোমার॥
[illegible] [illegible] [illegible]
হরিনাম মহামন্ত্র [illegible] [illegible]॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধা প্রেম শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে লিখিয়াছেন,—"সন্ধিন্যা দ্রাবয়ত্যুচ্চৈরানন্দমপি সম্বিদঃ। তদাকারতয়োল্লাসি নানির্বচনগোচরম্॥" শ্রীভগবান যদিও শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবাদি অষ্ট পুরুষভাবের প্রতি আগ্রহ করিয়া থাকেন। অথবা সচ্চিদানন্দই ভগবানের মূর্তিমান্ অনুগ্রহ। অর্থাৎ ভগবানের যে অনুগ্রহ প্রাকৃত বিচারে বর্ণন করে, তাহা শুদ্ধ আকার ধারণ করিয়াই বিচরণ করিয়া থাকে, অন্যরূপে নহে।

ভগবৎ-প্রকাশে নিত্য আলো সহ আলোর অবতার শ্রীগুরুপাদপদ্ম আর কৃষ্ণই 'কালো'। পরমবিজ্ঞতম শাস্ত্রজ্ঞ আচার্যদেব বলিয়া ছেন,—"আচার্যবান্ পুরুষো বেদ সাধনৈই আলো। এই আলোর পরাহি নিত্য, অনন্ত, অচ্ছেদ্য, অনাবৃত ও অপ্রতিহত। গোলোক হইতে ভূলোক এ আলো প্রকাশের নিত্য অবতার। এই আলো আলোকিতার মধ্য দিয়াই 'কালো'র অসমোর্দ্ধ, 'কালো'র লীলা অপরিকল্পিতপূর্ব ও নয়নাভিরাম সমধিকারিতায় স্ফূর্তি লাভ করে। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরম আলো, তাঁহার অনুগ্রহের রূপে আলো ও সুখ, আবার তিনি স্বরূপের আলো। জীবসমূহ আমার এক একটী ক্ষুদ্রতম কণা। আমরা 'আলো স্বরূপ' শ্রীগুরুপাদপদ্মের এক একটী রেণুমাত্র। যেখানে আলোকে বাদ দিয়া 'আলোর কণা' স্বরূপ জীব নিজেকে বড় 'আমি' বুদ্ধি করে, সেইখানেই জীব আঁধারে ঢুকিয়া পড়ে, লোপ পায়, আত্মবিনাশ সাধন করে। 'আলো'তেই 'কালো'র মাধুর্য প্রস্ফুটিত হয়। 'আলো' 'কালো'র সুখবিধানে নিত্যকাল তৎপর, উভয়ে উভয়কে আস্বাদন করিয়া অনুক্ষণ [illegible] চঞ্চল—ব্যগ্র-ব্যাকুল, উভয়কে উভয়ের অনুরূপ আলিঙ্গন করিবার আনন্দ-আবেশে মুহূর্তে অনন্ত কোটীগুণে [illegible] [illegible] [illegible] তৃপ্তি নাই, আশা মিটে না। পরস্পর বিভিন্নাংশ 'আলো' 'কালো'র একাধারে—অভিন্নভাবে অচিন্ত্য [illegible] সাধন করেন। 'আলো'র কণা [illegible] 'কালো'র কাছে যাইতে পারে। 'আলো'কে বাদ দিয়া 'কালো'র চলে। সমস্ত দন্দ্ব দ্বন্দ্বের আধার 'কালো' ও অখণ্ড 'আলো'।"

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

(৩)

বেদে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটি বস্তু বর্ণিত হইয়াছে। সম্বন্ধ-বিচারে অন্যান্য জ্ঞাতব্য আর কি, সম্বন্ধ-জ্ঞান লাভের [illegible] সহিত কোন এক তত্ত্বের সম্বন্ধ নির্ণীত হইবার পর অভিধেয়-বিচার কর্তব্য। তাঁহাদের মধ্যে ক্রিয়া এবং সেই ক্রিয়ার ফল প্রয়োজন। এই তিনটি বস্তু [illegible] আশ্রয় করিয়া আছে।

বেদশাস্ত্রের শ্রীমদ্ভাগবত বেদশাস্ত্রোক্ত এই তিনটির বিষয়ই বিশেষভাবে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধ-বিচারে এই অদ্বিতীয় বস্তুবিষয়ের আলোচনা, অভিধেয় বিচারে তাঁর প্রতি নিষ্ঠার কথা ও প্রয়োজন বিচারে প্রেমভক্তির প্রাপ্তিকে বিচার করিয়াছেন

সর্ববেদোপনিষদের শ্রীমদ্ভাগবত, আর সেই ভাগবত তাহার অর্থে ভগবন্নিষ্ঠ। ভাগবত-শাস্ত্রও তদনন্তর অভিধেয়-বিচারে নিপুণ। আর "কৈবল্যৈক-প্রয়োজনম্" অর্থাৎ প্রেম-ভক্তি একমাত্র লভ্য পদার্থ।

যিনি নিত্যকাল বর্তমান থাকেন, তিনিই সত্য—সত্যবস্তু। তিনি জ্ঞানময়—চেতনময় পদার্থ। আর তাঁর মিশ্র বিচার তাঁতে নাই। তিনি অনন্ত—যাঁর অন্ত নাই, সান্ত পদার্থ-সমূহের পূর্ণতা যাঁতে আছে। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে জীবসকলের উদ্ভব। সেই অনন্ত বহু সান্ত-সমষ্টি। ব্রহ্মেরই অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় জীব-সকল। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব যিনি, যাঁকে ব্রহ্ম আত্মা ও ভগবান্ বলা হয়, সেটিতে কোন পৃথক্ বিচার নাই। তাঁহারা তিনই হ'লেও বস্তুটি এক। যাঁরা পৃথক্ বিচার করেন, তাঁদের [illegible] ব্রহ্ম, আত্মা পৃথক্ ব'লে নির্ণীত হয়। যেমন, জীবাত্মা ক্ষুদ্রাত্মা, আর বৃহদাত্মা পরমাত্মা, কিন্তু উভয়ের লক্ষণ এক। ব্রহ্ম ও আত্মা একই লক্ষণাক্রান্ত। উভয়ের লক্ষণ এক, তাঁতে ভেদ নাই, কিন্তু বৃহত্ত্ব ও অণুত্ব ভেদ স্বীকৃত হয়। বস্তুটি অদ্বিতীয় হ'লেও তাঁর অংশের নানাত্ব স্বীকৃত, অংশ ও অংশী এরূপ বিচার আছে। বস্তুটি অখণ্ড, একবস্তু খণ্ডিত হ'বার যোগ্য নয়। খণ্ডিত হ'লে শক্তি হ'য়ে যায়। শক্তি ব্যতীত শক্তিমানের বিচারই হয় না। জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিচারে শক্তিবিচার আপনা থেকেই আসে। বস্তু অদ্বিতীয় হ'লে তাঁহাতে সেব্যসেবক বিচার সঙ্গে সঙ্গেই আসে। বহিরঙ্গা শক্তি কিছু অন্তরঙ্গা শক্তি নহে। বহিরঙ্গা শক্তি-বিচার সেব্যসেবকভাবের বিপথায়। অন্তরঙ্গা শক্তি শক্তিমত্তত্ত্বের সহিত নিত্যানন্দময় স্বভাববিশিষ্ট

একমাত্র কৈবল্য-অব্যভিচারিণী প্রেম-ভক্তিই প্রয়োজন প্রয়োজনতত্ত্বে সাধন-ভক্তি ও ভাবভক্তির বিচার নহে। প্রেমের দ্বারা যে সেবা, সেই কেবলাভক্তি—অব্যভিচারিণী ভক্তি—প্রেমভক্তিই প্রয়োজন।

সেবকের ও সেব্যের কার্য্য পৃথক্ হ'লে অদ্বয়জ্ঞানে পার্থক্য উপস্থিত। সেবকের ক্রিয়া আলাদা সেব্যের সেবাগ্রহণ আলাদা এরকম ধরণের কথা নয়। অদ্বয়জ্ঞানে ভাবে ব্যভিচার নাই। সেব্যসেবকের একটাই কাজ। প্রভু ভৃত্যের যে সেবা গ্রহণ করেন, তা' উভয়ে সমতাৎপর্যাপর হলেই সম্ভব হয়। অদ্বয়জ্ঞান না হ'লে সেবা হয় না। ইনি একদিকে গতিশীল উনি অন্যদিকে—এরকম বিচার নয়। বর্তমানে আমাদের চিদ্বৃত্তি জগদানন্দকে ছেড়ে মায়ার প্রভু হ'বার বাসনায় বিপরীত গতিবিশিষ্ট, কিন্তু মায়ার প্রভু হ'বার বাসনা ছেড়ে নিত্যপ্রভুর দাস্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এটিই শুদ্ধা প্রেমা। যাঁতে ভগবানের প্রীতি, সেবকের তাঁতেই প্রীতি। এতে কোন বৈষম্য নাই। এখানেই অদ্বয়জ্ঞান

'ঈশ্বর' পদার্থ হ'তে 'দাস' পদার্থের ভেদ উপস্থিত হ'লেই অসুবিধা। প্রভুর মনোঽভীষ্টপূর্তি ছাড়া যখন দাসের অন্যকার্য্য হ'য়েছে, তখনই তাঁর দুর্মতি এসে গেল—"বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ", "অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি" এই বিচারটার বিপর্য্যয় উপস্থিত হ'লো উল্টে গেল—তাঁর যে স্বভাব, তাঁর ব্যভার হ'লে গোলমাল হ'য়ে গেল। কৃষ্ণস্মৃতি-বিপর্য্যয় হ'তেই অস্মৃতি। তা'তে বল্ছেন—দ্বিতীয়-অভিনিবেশ হেতুই ভয়, অভয়ই ভক্তির ফল। 'আমাকে প্রভু রক্ষা করবেন, প্রভু ব্যতীত অন্য বস্তু নাই, তিনি আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা—পালনকর্ত্তা, তিনিই বড় তাঁর অংশ আমি, তিনি আমাকে রক্ষা ক'রবেন, আর অন্য রক্ষক আমার নাই,—এটী ভক্তির বিচার। যখন অন্যের নিকট থেকে ভীতি আস্ছে, তখনই জান্তে হ'বে, তাঁর দ্বিতীয়-অভিনিবেশ আছে। ভক্তি ব্যতীত অন্যপথ আছে—এটাই ব্যভিচার। অস্মৃতি আসার দরুণ গুরুদেবের সেবা করায় বুদ্ধিবিপর্য্যয় হ'য়েছে। নিজের প্রাভবশক্তির পরিচালনাফলে জড়ভোগ আমাদের দ্বিতীয়-অভিনিবেশ করায়। ভীতি হ'লেই স্মৃতি নাশ।

আমার নিত্য চেতনময়, আনন্দময়, জ্ঞানময় প্রভু তিনি, আমি তাঁর নিত্য আনন্দবিধানকারী চিৎকণ পদার্থ—একথা ভুলে তাঁর আনন্দবিধানের পরিবর্ত্তে নিজে স্বতন্ত্রভাবে আনন্দ খুঁজে বেড়াচ্ছি। জড়ে মগ্ন হ'য়ে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা এই ত্রিপুটী বিনাশ হওয়াই প্রয়োজন মনে ক'রছি। আমাদের সেবাবৈমুখ্য-প্রভাবে আনন্দের জ্ঞাতৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব-সূত্রে এই যে অমঙ্গল এসে প'ড়ছে, তা' বিনষ্ট হওয়া দরকার। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—এই তিনটী পদার্থের মধ্যে জ্ঞেয় ব্রহ্মাত্মৈক্যলক্ষণ না হ'লে ভেদ এসে উপস্থিত হ'লো। ভেদ-জগতে যে অবস্থা, জ্ঞেয় পদার্থ সেরূপ ভেদজাতীয় হ'লে অদ্বয়জ্ঞানের বিনিময়ে জড়ভোগাত্মক চিন্ত্য দ্বৈতবাদের অপকৃষ্টতা এলো। তা'কে শ্রেয়ঃ ব'লে গ্রহণ করব না। অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব মায়া বা বিকার-বাদ নহে। তা হ'লে ব্রহ্ম হ'তে পৃথক্ আর একটী বস্তু-কল্পনায় ব্রহ্মজ্ঞানাভাব উপস্থিত হয়। সেই জিনষটা ভীতিকারক ক্ষণ-ভঙ্গুর দ্বিতীয়বস্তু মিথ্যা হ'য়ে গেল। বিশ্বে ভয় আছে। যেকাল পর্য্যন্ত ভাগবত পাঠ না করি, অধোক্ষজ বস্তু ত্যাগ ক'রে অধঃজবস্তুর সেবা বা ভোগ করতে দৌড়াই ভাক্তমান না হ'য়ে নিজেকে সেব্যজ্ঞান করি, তৎকাল পর্য্যন্তই অসুবিধা দ্বিতীয়-অভিনিবেশ। ব্রহ্মে যে লক্ষণ, আমাতে সেই লক্ষণ আছে—এটা ছেড়ে দিলেই ভেদবিচার এসে যায়—ব্যভিচার অভক্তি এসে উপস্থিত হয়। পরমেশ্বর-বস্তু হইতে আমি পৃথক্—এই বুদ্ধি হ'লেই সর্ব্বনাশ হ'লো, ভক্তিরাহিত্য এনে ভোগী বা ত্যাগী হ'য়ে পড়্লাম। পরমেশ্বর ভোগ্য পদার্থ নন, তিনি সেব্য। তিনি অধোক্ষজ পদার্থ অধঃ কৃতম্ অক্ষজং জীবানাম্ ঈশ্বরজ্ঞানং যেন সঃ

বর্দ্ধমানে প্রচার

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরম-হংস ১০৮শ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী প্রভু কতিপয় মঠসেবকসহ গত ১৯শে আশ্বিন, সোমবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-প্রচারার্থ বর্দ্ধমান-সহরে গমন করেন। গত ২০শে আশ্বিন হইতে ২৪শে আশ্বিন পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান-সহরনিবাসী শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দে, মহাশয়ের বাটীতে 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ' ও 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন পরদিবস সন্ধ্যায় রাজবাটীর সন্নিকটস্থ শিব-মন্দিরে ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। গত ২৬শে আশ্বিন হইতে ধারাবাহিকভাবে ৩ দিবস স্থানী জমিদার শ্রীনগেন্দ্রনাথ পাল মহাশয়ের গৃহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরূপশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত,
ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ১০ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৮শে কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১৪ই নভেম্বর, ইং ১৯৪১, শুক্রবার | ১০০-১০১তম সংখ্যা

সত্যার্থ কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিকাশিনী-টীকা ও আস্বাদন-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ কেশব, নিধি গর্ভোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

আলো ও কালো

[শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

আলো আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে বহন করিয়া গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইয়া দেয়। আলোকের অভাবে আমাদের দৃষ্টিশক্তি চলচ্ছক্তিহীন হইয়া 'নিঃশক্তিক' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। দৃষ্টিশক্তি—আলোকাপেক্ষিণী। যে জগতে ত্রিগুণের তাড়নায় শক্তির গতি রুদ্ধ হয়, তাহাতে গমনশীলা শক্তি চতুর্দ্দিকে অনিত্য, অশুদ্ধ, অপূর্ণ, অমুক্ত ও নির্ব্বিশেষ অন্ধকারকেই গন্তব্যসীমারূপে নির্দ্দেশ করিয়া স্তব্ধ হয়—সবিশেষ-জ্ঞেয় নিত্য-শুদ্ধ-পূর্ণ-মুক্ত শ্রীচৈতন্যরসবিগ্রহ-চিন্তামণি দর্শন করিতে বিমুখ হয়।

আলোকের অপরিহার্য্য কার্য্য রূপদর্শন-ক্রিয়া। ইহা কিরূপ শক্তির পরিচয় দেয়, তাহা জন্মান্ধের নিকট অজ্ঞাত থাকিলেও অন্ধকারের যে একটী বিপরীত শক্তি আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

অন্ধকার-হ্রাসের ক্রমানুসারে আলোকের আধিষ্ঠানিক অস্তিত্ব দেখা যায়; অন্ধকার যতটা কমিতে থাকে, ততটা আলোকের প্রকাশ অথবা আলোক যতটা আত্মগোপন করিতে থাকে, ততটা অন্ধকারের নিবিড়তা প্রকাশিত হইতে থাকে।

ভোগীর আলোক-পিপাসু চক্ষু অন্ধকারের প্রতি বিতৃষ্ণা প্রদর্শন করে। যে আলোক সূর্য্যহীন লোকে লইয়া যায়, সেই আলোক অন্ধকারেরই প্রচ্ছন্নরূপ। সূর্য্যহীন লোক তামস-অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন বলিয়া তথায় দর্শনেন্দ্রিয়ও স্তব্ধ হইয়া পড়ে। তাই উপনিষদের একটী মন্ত্রে আমরা শুনিতে পাই—

"অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন
তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে
চাত্মহনো জনাঃ॥
(ঈশোপনিষৎ—৩)

আলোকের অণুত্বে যে অসম্পূর্ণতা আছে, তাহা পরিহার করিবার জন্য ব্রহ্মের আলোকে আলোকিত হইবার স্পৃহা উদিত হয়; কিন্তু তমোগুণাবৃত অন্ধকারের বৃহত্ত্বকে অবিদ্যাভিনিবেশময় বিচারের দ্বারা বাস্তব ব্রহ্মবস্তুরূপে নির্দ্দেশ করিলে আমাদের চক্ষু ময়ূরপুচ্ছের চক্ষুর ন্যায় নিরর্থক হয়। ময়ূরপুচ্ছে যেরূপ নানা বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত সুদৃশ্য নয়ন অঙ্কিত থাকে, কিন্তু উহারা রূপদর্শন করিতে পারে না, তদ্রূপ ব্রহ্মবস্তুকে নির্ব্বিশেষ বিচার করিলে আত্মার চক্ষুর দৃষ্টিশক্তিও বন্ধ্যা হইয়া পড়ে—অর্থাৎ উহা নিত্যরূপদর্শনফল প্রসব করে না।

তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন হইলে মায়াবাদ-মতান্ধকারে কাষ্ঠের সিংহকে অনেক সময় জীবন্ত সিংহ বলিয়া বোধ হয়; সেইরূপ ছলনাময় দর্শনের ভ্রান্তি যে চেতনের অপব্যবহার এবং সেইরূপ আধ্যক্ষিকতার দর্শন যে অন্ধকার-দর্শন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। অন্ধকারে বিচিত্রতা অর্থাৎ কোনটীর কি বর্ণ, কোনটীর কি গঠন, আকৃতি—এই সকল দর্শন হয় না, কেবলমাত্র ব্যাপক অন্ধকার বা নির্ব্বিশেষ অনুভবনীয় হয়। বৃহদ্বস্তু ও পালকবস্তুর অনুসন্ধানের পথে ঘনান্ধকারময়ী বিদ্যা অনেক সময় আলোকরূপে ছলনা করে। সেই বিদ্যা অনাথা। অধিরোহবাদ অর্থাৎ জীবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ও অহমিকাপূর্ণ চেষ্টাদ্বারা এই অচেতন জগৎ হইতে গৃহীত ছায়া বা অন্ধকারকে অনেক সময় আলোক বলিয়া মানিয়া লইয়া ভোগিগণ সকল আলোকের আলোক, জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মেরও আশ্রয় পরাৎপরতত্ত্বকে মাপিয়া লইতে চাহে। এইরূপ ছলনাময়ী বিদ্যার আশ্রয়েই লোকে অধিক অমঙ্গল লাভ করিয়া থাকে—এইরূপ বিদ্যাই অবিদ্যার কারণ হয়। তাই শ্রুতি গাহিয়াছেন—

"ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং
রতাঃ॥"
(ঈশোপনিষৎ—৯)

অমন্দোদয়দয়া-বিতরণকারী মহাবদান্য-শেখর শ্রীচৈতন্যচন্দ্র জড়বিদ্যাগর্ব্বে স্ফীত জীবের চিত্তগুহার অন্ধকার বিনাশের জন্য একটী পাণ্ডিত্যপ্রতিভাময়ী কবিতা রচনা করিয়াছেন। তাহাতে প্রেয়ঃপন্থীদিগের ভোগ-সর্ব্বস্ব অবিদ্যার বিপরীত ত্যাগপর বিদ্যাকেও বিপথে পরিচালনাকারিণী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনকেই বিদ্যাবধূর জীবাতু বলিয়াছেন। যেখানে বিদ্যাবধূ অনাথা অর্থাৎ ভজনীয় বাস্তব বস্তুর অব্যভিচারিণী সেবিকা নহেন, যেখানে বিদ্যাবধূর সেবক নিরীশ্বর, অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মতায় অভিভূত, জাগতিক কামপিপাসায় দগ্ধ, সেখানে অ[illegible]কময়ী বিদ্যাবধূ আত্মগোপন করিয়া তাঁহার বিনাশিনী-শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, সেখানে বিদ্যার "অনয়া রাধিতো" বৃত্তি অর্থাৎ অধোক্ষজ কৃষ্ণারাধনাময়ী বৃত্তি অন্তর্হিতা এবং তাঁহার ছায়াস্বরূপিণী মায়াশক্তি জীবকে জগতের নাট্যমঞ্চে 'কৃষ্ণ' সাজাইয়া তাহার সহিত লুকোচুরি-খেলা খেলিতেছে।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চিন্ময়-চরণচিন্তাচর্চ্চিত-চিত্ত দুস্তর বিশ্বগৃহে পতিত অবিদ্যাগ্রস্ত, মায়া-ভোগকামাতুর জীবকে নির্জ্জল মহাকূপ হইতে অমন্দ-উদয়কারিণী সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রা অহৈতুকী দয়ার রজ্জুদ্বারা উদ্ধার করিয়া স্বভজন-বিতরণ-প্রয়োজনের জন্য যে পরাৎপরতত্ত্ব জগতে অবতীর্ণ, তাঁহার চরণপ্রান্তকে একমাত্র চিন্তনীয় নিত্যবস্তুরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দ্বিতীয়স্বরূপ—শ্রীদামোদর স্বরূপ। তিনি আশ্রয়—গৌড়ীয়নাথ-বিগ্রহ। তাঁহার মিত্র নামকীর্ত্তন শিক্ষক শ্রীসনাতন, তাঁহার মিত্রবর শ্রীরূপ। শ্রীসনাতন শ্রীরূপকে পরম আলোকদায়িনীশক্তিরূপে এই জগতে প্রকাশিত করিয়াছেন। সেই শ্রীরূপের অনুগমণ্ডলীর মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহার দর্শনের অনুসরণ-পথে আমরা দেখিতে পাই যে, আলোকময়ীর চরণকমল-লক্ষার শোভা শ্রীরূপের পাদপদ্মে দর্শন করিবার পিপাসা উদিত হইলেই অপূর্ব্ব রূপানুগত্ব চিন্ময় নয়নকে চিচ্ছক্তির বিচিত্রতা-দর্শনের আলোক দেখাইয়া থাকেন। তবে সেই আলোকের আপাতদর্শনে বাধা দিবার জন্য বৈকুণ্ঠনাথের জয়বিজয় দ্বারপালদ্বয় অবস্থিত আছেন। জয়-বিজয়ের জড়দর্শন-ক্রমে ভগবদ্বিরোধের আকার প্রদর্শিত হয়, উহার বিক্রমের দ্বারা উরুক্রমের পাদপদ্ম-দর্শনের ব্যাঘাত ঘটে। এজন্য জাগতিক কৃষ্ণবর্ণ আচ্ছাদিত করিয়া অপ্রাকৃত আলোকময়ীর পদনখলাক্ষা কখনও জাগতিক ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের গ্রাহ্য হইতে পারে না।

ভজনীয় বস্তুর দর্শন ভজনালোকচ্ছটারূপা রূপানুগার বিচারেই পূর্ণ অভিব্যক্ত। ব্রজভূমিতে ভজনকারিগণের নিত্য অবস্থিতি।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যমানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শুদ্ধ নির্বিশেষবাদীর আলোচনায় আত্মহারা জীবগণের আত্মারামতার অন্তর্গত [illegible]। 'ব্রহ্ম'-ধাতু [illegible]-অর্থে [illegible] হয়। যেখানে [illegible], [illegible] অনাদি [illegible] [illegible] France-এ কারণের কোন [illegible] প্রদান [illegible] না। জড়বিশেষের [illegible] [illegible] মাত্র। [illegible] দুগ্ধ [illegible] ন্যায় [illegible] অবস্থা আছে। চিদ্বিশেষ [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] বৃক্ষকাণ্ডে [illegible] নিত্য [illegible]। সেই [illegible] বিকাশ [illegible]। [illegible] শোভাদর্শন [illegible]।

[illegible] পার্থিব দৃশ্য [illegible] মাখিয়া লইবার [illegible] অতিক্রম করার নামই উপক্রমণিকা। 'সাধনভক্তি' অনুক্রমণিকাকে 'ভাবভক্তি' [illegible] [illegible]ণিকাকে 'প্রেমভক্তি' [illegible] যায়। অতিক্রমণিকাকে [illegible] [illegible], [illegible] তদ্দ্বারা আমরা [illegible] হই।

আদিতে উপনয়ন, পরে [illegible] পাঠ। উপনিষদের প্রকৃত [illegible] [illegible] হয়। প্রভাব উদয় হয়। তখন [illegible] অনুসন্ধান হইতে [illegible], [illegible] শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ ভজনক্রিয়া আরম্ভ হয় [illegible] বিশ্রম্ভগুণাৎ শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন [illegible] হইতে থাকে, তাহা অনর্থ নিবৃত্তি [illegible] হয়। অনর্থনাশের পর্য্যায় সাধকজীবন, [illegible] ফল। অর্থাৎ সিদ্ধির পথে [illegible] 'নিষ্ঠা'। নিরন্তর হরিকীর্ত্তন [illegible] [illegible]। [illegible] রুচির উদয়, [illegible] আসক্তি ও তৎপরে স্থায়িভাব বা [illegible] পুষ্পাদি লাভ হইলে [illegible] গমন [illegible]। সেখানে [illegible] স্থান অধিকার করে ও সামগ্রী [illegible] সকল পরিদৃষ্ট হয়। [illegible] ভাবরাজ্যে ক্রমশঃ কেবল-প্রেমের উচ্চ স্তরের প্রেমসম্পদ প্রাপ্ত হয়।

[illegible] অতিক্রম করিয়া উপ-ক্রমণিকা, পরে অনুক্রমণিকা, [illegible] [illegible] আত্মস্বরূপের [illegible] [illegible] দর্শন হয়। তাহা দর্শন হইলে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উল্লিখিত [illegible] [illegible]।

যাঁহারা [illegible] প্রাণের [illegible] হইবার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], তাঁহারা [illegible] [illegible] পাবেন। তাঁহারা [illegible] 'পাপ-পুণ্য-প্রীতি-প্রাপ্তি'র [illegible] [illegible] প্রবঞ্চিত হন। তাই তোমরা জড়ের আপেক্ষিক প্রকৃ[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দর্শন [illegible] কৃতকৃতার্থ হইতে পারিবে। [illegible] "শ্যাম স্বরূপ [illegible], [illegible]" ([illegible]) মন্ত্র শ্রবণ কর। [illegible] [illegible] একান্ত হইয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "[illegible] [illegible] নিজ [illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অনেক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দর্শন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয় না, "[illegible] [illegible]"—এ কথার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],—

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] দর্শন [illegible] হয়।

"[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] হৃদয়ে ॥
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]"
([illegible])

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অবমাননা করে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কখনও [illegible], কখনও [illegible], কখনও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভোগী ও [illegible] আবার স্বরূপজ্ঞানের অভাব আছে বলিয়া তাহারা কৃষ্ণালোক দর্শনে বঞ্চিত। আলো ও কালোর [illegible] সম্মেলন হয়, তাহা তাহারা [illegible] করিতে পারে না। তাহারা কৃষ্ণকে অন্ধকার বা নিশেষ মনে করিয়া কৃষ্ণ-[illegible] নিজ ভোগ্য [illegible] বলিয়া দাবী করে। মায়ান্ধ জীবগণ [illegible] [illegible] স্বরূপ এই জগৎকে আলোর অন্ধকারের মনে করিয়া থাকে। তাহারা ভগবজ্জ্ঞানে [illegible] বা [illegible] কালোর সৌন্দর্য্যকে [illegible] ভোগ্যজ্ঞান করে। দিগ্‌ভ্রান্ত হওয়ায় অদ্বিতীয় [illegible] ভোগ্যজ্ঞান করিয়া [illegible] হইতে বঞ্চিত হয়। [illegible] আলো ও কালোর মহামিলনমাধুরী দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য ত্রিদণ্ডিস্বামী প্রবোধানন্দ সরস্বতী কাতরকণ্ঠে সমগ্র [illegible] নিকট যে গান গাহিয়াছিলেন, তাহা [illegible] [illegible] প্রচারকগণের নিত্য [illegible] হউক,—

হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

গৌরভজন

——:।+।:——

প্রথম হইতে আসক্তি পর্যন্ত যে ক্রম, [illegible] সাধন, আর স্থায়িভাব বা রতি হইতেই সাধ্য ভূমিকা, সাধন ভূমিকায় [illegible] বিদ্যমান। সাধনের উচ্চ হইতে উচ্চতরক্রমে উন্নীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অনর্থনিবৃত্তি ও ক্রমে এক দেশ-[illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ও [illegible] [illegible] হইয়া থাকে। কিন্তু [illegible] অনর্থের [illegible] নাই।

শ্রীকৃষ্ণের [illegible] সাধক অর্থাৎ অনর্থযুক্ত জীবের পক্ষে অধিক উপযোগিতা আছে। সাধকের দিক্ হইতে নবদ্বীপ [illegible] অধিক উপযোগিতা আছে বলিয়াই শ্রীগৌরলীলাকে [illegible] সাধনলীলা বলা যাইতে পারে। তদ্দ্বারা শ্রীগৌরলীলার মর্য্যাদা [illegible] কম করা হইল না, কারণ বিচারটী সাধকের দিক্ হইতে অর্থাৎ উহাতে সাধক জীবের সর্বাপেক্ষা অধিক উপযোগিতা আছে বলিয়াই নবদ্বীপ-লীলা সাধনলীলা হইল। উহা [illegible]-লীলাও বটে। নবদ্বীপ-লীলাকে কেবল সাধনলীলা বলা হয় নাই। [illegible] সাধন ও সাধ্য—উভয় লীলা। [illegible] প্রবিষ্ট জীবের নিকটেই [illegible] [illegible] প্রকাশিত। সর্ব্বোত্তম [illegible] অন্তরেই মাধুর্য্য অবস্থিত। [illegible] জীবের পক্ষে তাহারই অধিকতর উপযোগিতা আছে [illegible] বিচার নয় যে সাধক গৌরভজন করিতে করিতে গৌরভজন ছাড়িয়া দিয়া কৃষ্ণলীলায় চলিয়া যাইবে। জড়ভেদবাদীরই এইরূপ বিচার।

অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্তাভিজ্ঞগণ বলেন যে, [illegible] অনুগত্যে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের প্রতীতি হইবে অর্থাৎ [illegible] প্রবিষ্ট ব্যক্তিদিগেরই [illegible]-লীলায় প্রদর্শিত মাধুর্য্যে প্রবেশাধিকার। পতিত জীবের পক্ষে শ্রীগৌরলীলা, আর মুক্ত জীবের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণলীলা [illegible]। সম্ভোগের [illegible] বা [illegible] পুষ্টি করিতে গিয়াই [illegible] প্রকাশ। [illegible] ভাবময় অবস্থাই শ্রীগৌরলীলা—একটী সম্ভোগময়, আর একটী বিপ্রলম্ভময়। এই বিপ্রলম্ভময়ী গৌরলীলা [illegible] শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের সম্ভোগময়ী লীলারই উজ্জ্বলা এবং [illegible] প্রদর্শনকারিণী ও পুষ্টিকারিণী। সম্ভোগময়ী কৃষ্ণলীলা [illegible] যোগ্য জীবের পক্ষে [illegible]। আর অযোগ্য জীবের পক্ষে বিপ্রলম্ভ। গৌরলীলা অধিক উপযোগী হইয়াও যোগ্য জীবের একমাত্র আশ্রয়ণীয়, কারণ সিদ্ধির চরম বা সর্ব্বোত্তমাবস্থা শ্রীগৌরলীলাতেই প্রকাশিত।

শ্রীল [illegible] ঠাকুর জড়ভেদবাদীর [illegible] নিরাস করিয়া শ্রীগৌরকৃষ্ণের অচিন্ত্য ভেদাভেদ রহস্যটী "[illegible]" এই-ভাবে বর্ণন করিয়াছেন—

"কৃষ্ণ ও গৌরকিশোর ইঁহারা পৃথক্‌তত্ত্ব নহেন, উভয়েই মধুররসের আশ্রয়। একটু ভেদ এইমাত্র যে, মাধুর্য্যরসে দুইটী প্রকার আছে—অর্থাৎ মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য, তন্মধ্যে মাধুর্য্য যেখানে প্রবল, সেখানে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ এবং ঔদার্য্য যেখানে প্রবল, সেখানে শ্রীগৌর [illegible]। [illegible] [illegible] কৃষ্ণপীঠ [illegible] পীঠ—এই দুইটী পৃথক্ প্রকোষ্ঠ আছে। কৃষ্ণপীঠে যে সমস্ত নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্ষদ মাধুর্য্যপ্রধান ঔদার্য্য [illegible] করিয়াছেন, তাঁহারা কৃষ্ণগণ, শ্রীগৌরপীঠে সেইসকল নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্ষদগণ ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্য [illegible] করিতেছেন। কোনস্থলে উভয়পীঠে [illegible] দ্বারা তাঁহারা বর্ত্তমান। সাধনকালে যাঁহারা কৃষ্ণ ও গৌর—উভয়ের উপাসক, সিদ্ধিকালে তাঁহারা [illegible] অবলম্বনপূর্ব্বক উভয়পীঠে [illegible] বর্ত্তমান—ইহাই শ্রীগৌর-কৃষ্ণের অচিন্ত্য-ভেদাভেদের পরম রহস্য।"

শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্যেও শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"গৌর-কৃষ্ণে ভেদ যা'র, সেই জীব ছার।
শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ কভু না হয় তাহার॥
দাস্যরস পরাকাষ্ঠা গৌরের ভজনে।
মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible] সাধুজনে॥
মধুর প্রেমেতে যাঁ'র হয় অধিকার।
রাধাকৃষ্ণ-রূপে গৌর-ভজন তাঁহার॥
রাধাকৃষ্ণ ঐক্য [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
যুগলবিলাস ঐক্যে স্বতঃ নাহি ভায়॥
দাস্য পরিপক্ব যবে জীবের হৃদয়ে
শ্রীমধুর-রস উদে মূর্ত্তিমান হ'য়ে॥

সে সময় ভজনীয় তত্ত্ব গৌরহরি।
রাধাকৃষ্ণরূপ হয়ে ব্রজে অবতরি'॥
নিত্যলীলা রসে সেই ভক্তকে ডুবায়।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা-ব্রজধাম পায়॥
নবদ্বীপে, ব্রজে যেই নিগূঢ় সম্বন্ধ।
এক হ'য়ে দুই হয়, নাহি দেখে অন্ধ॥
সেই ত' সম্বন্ধ গৌরে কৃষ্ণ জ্ঞান সার।
মধুর রসেতে গৌর যুগল-আকার॥"

উপরি-উক্ত পদ্যে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'দাস্যরস পরাকাষ্ঠা গৌরাঙ্গভজনে', 'মধুর প্রেমেতে যা'র হয় অধিকার, রাধাকৃষ্ণ সহ গৌরভজন তাঁহার' এবং 'মধুররসেতে গৌর যুগল-আকার' প্রভৃতি বাক্যে গৌর-নাগরী জড়ভেদবাদ নিরাস করিয়াছেন। শুদ্ধ গৌরাঙ্গভজন দাস্যরস-পরাকাষ্ঠা। যাঁহারা মহেশ্বরী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে শ্রীসত্যভামা বা রুক্মিণী জানিয়া তদানুগত্যে গৌরভজন করিতে চান, তাঁহাদের গৌরাঙ্গভজনও দাস্যরস পরাকাষ্ঠা। কিন্তু যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে 'নাগরী লম্পট' সাজাইয়া কাল্পনিক ভজন-প্রণালী সৃষ্টি করিতে চান, তাহাদিগের চেষ্টা গৌরভজনের নামে গৌরবিমুখতা বা গৌরে ভোগবুদ্ধি, উহা মধুর রস নহে, শুদ্ধ ভক্ত হইতে তাহা দূরে দূরে পরিত্যক্ত হয়। যাঁহারা মধুর-রসের অধিকারী, তাঁহারা [illegible] শ্রীগৌরের পদাশ্রিত ও শুদ্ধ রাধানুগজনগণের অনুসরণে উন্নতোজ্জ্বলরসে কৃষ্ণ ভজন করেন।

শ্রীকৃষ্ণলীলা সর্ব্বদাই সম্ভোগময়ী, তদ্রূপ গৌরলীলা সর্ব্বদাই বিপ্রলম্ভময়ী। শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ গোকুল, দ্বারকা ও মথুরালীলা, তদ্রূপ গৌরসুন্দরেরও নবদ্বীপলীলা, [illegible] ও ক্ষেত্রাবস্থান লীলা। ঐশ্বর্য্যপ্রধান [illegible] নবদ্বীপের প্রাগত্য লীলা—দ্বারকেশ-[illegible], শ্রীঈশ্বরপুরীর সহিত সাক্ষাৎ [illegible] পর মাধুর্য্যমিশ্রিত ঐশ্বর্য্যবিচারে [illegible] শেষভাগের লীলা—মথুরেশ লীলা। [illegible] মাধুর্য্যপ্রধান-লীলাই বিপ্রলম্ভময়ী [illegible] ও নীলাচললীলা বা [illegible] গোপীভাবে সম্ভোগময়ী সুন্দরাচল গমন, জগন্নাথ মুখে মুরলীদর্শন এবং অশ্রুধারা [illegible] কথন। কিন্তু এই ত্রিবিধ বিভাগের [illegible] ঔদার্য্যময়ী লীলা অর্থাৎ তাঁহাতে [illegible] প্রতি করুণা, উদারতা বা দানরূপ [illegible] রহিয়াছে। কৃষ্ণান্বেষণ লীলা বা [illegible] ঔদার্য্য মধ্যে পর্য্যবসিত।

ঔদার্য্যলীলা অযোগ্য বা সাধক জীবের পক্ষে সর্ব্বাধিক উপযোগী আবার সিদ্ধের [illegible] ইহাতে উপযোগিতা নাই, তাহাও নহে। সিদ্ধগণ এই লীলার সহায়ক, পুষ্টিসাধক ও আস্বাদক, সুতরাং শ্রীগৌরলীলা সাধ্য ও সাধন সম্পত্তি উভয়ই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণলীলায় একমাত্র সিদ্ধগণেরই উপযোগিতা ও অধিকার আছে বলিয়া উহা সিদ্ধ-সম্পত্তি বা সাধন-ভক্তি অভিনয়কারী অনর্থপর ভোগীর দুষ্প্রাপ্য।

অতএব শ্রীগৌরভজন ও শ্রীকৃষ্ণভজন-বিচারে দেখিতে পাওয়া যায় যে অনর্থযুক্ত বৈষ্ণবের ও অভিমানিত্বযুক্ত ব্যক্তিগণের শ্রীরাধাকৃষ্ণভজনে সামর্থ্য নাই, অধিক কি অনর্থযুক্ত বৈষ্ণবের শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজনে যোগ্যতা নাই। তাঁহারা (অনর্থযুক্ত বৈষ্ণবগণ) যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজনের চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তাহার ফলে তাঁহাদের শ্রীনারায়ণ-প্রাপ্তি মাত্র হয়, শ্রীকৃষ্ণ সান্নিধ্য ঘটে না, সুতরাং তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের চেষ্টা প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ-ভজন না হইয়া শ্রীনারায়ণ ভজনই হইয়া পড়ে।

"গোপী অনুগত বিনা ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে।
ভজিলেও নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥"

অনর্থযুক্ত ব্যক্তি, যে [illegible] শ্রীরাধাকৃষ্ণ-ভজন করেন, তাহাই [illegible] গৌর ভজন। [illegible] কৃষ্ণ-ভজনকারীকে শ্রীনারায়ণ-[illegible] লাভ করিতে হয় না, শ্রীব্রজ কৃষ্ণ তাঁহার প্রাপ্য বস্তু হ'ন। আবার শ্রীগৌরক [illegible] মধুররসাশ্রিত সিদ্ধভক্তগণ রায় রামানন্দ-প্রমুখ [illegible] গৌরপার্ষদগণের ন্যায় বিপ্রলম্ভ-রসে যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন করে, তাহাই তাঁহাদের সিদ্ধাবস্থায় শ্রীগৌরভজন। অনর্থযুক্ত অবস্থায় শ্রীগৌরভজনে একান্তভাবে প্রপত্তি করিলে শ্রীগৌরসুন্দর সাধকের অনর্থ অপসারিত করিয়া সাধককে 'নব ভক্তমূর্ত্তি' প্রদান বা [illegible] তাহাতেই রসরাজস্বরূপ যে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, তাহা প্রদর্শন করেন।

পূজা ও সেবা

নিম্ন ও নিম্ন হইতে শ্রেষ্ঠস্থানে সম্মানের সহিত কোনও বস্তুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নাম "পূজা"। পূজক তাহা হইতে উচ্চ বস্তুকে পূজ্যস্থান করিয়া কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে যে সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহাই পূজা। পূজায় বিধি বা কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রবল। এই কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া জগতের লোক পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, গুরু, ব্রাহ্মণ সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ও দেবতাদিকে সম্মান প্রদর্শন করেন। এইসকল কার্য্যকে 'পূজা' বলা যায়। পূজাতে সকল থাকে, বাসনা থাকে ও পূজ্য-পূজকের মধ্যে আদানপ্রদানের ব্যাপার থাকে। জগতে যে দেবতাপূজাদির প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এইরূপ।

এই ত' গেল প্রাকৃত-জগতের কথা। অপ্রাকৃত-ধামে ও ঐশ্বর্য্যপুরীতে বিকুণ্ঠে পূজার প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ শ্রীনারায়ণের উপাসকগণ শ্রীনারায়ণের প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, তাহা 'পূজা'-পর্য্যায়ের। শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীনারায়ণের যে [illegible] করিয়া থাকেন, [illegible] পূজা। [illegible] সম্ভ্রমপূর্ণ [illegible]।

[illegible] 'পূজা'। পূজায় পূজ্য বড়, [illegible] ছোট, পূজায় পূজ্য [illegible] পূজক [illegible] পূজা গ্রহণ করা। পূজায় পূজক [illegible] পূজ্য [illegible] পূজার মর্য্যাদা [illegible] অপরাধের [illegible]।

[illegible] অপরাধী [illegible] অনুরাগ [illegible] শ্রীরাধাগোবিন্দের [illegible] অধিকারী [illegible] শ্রীগোবিন্দের সেবা করিতেছেন [illegible] অর্চ্চন করিয়া থাকেন, [illegible] সেবাই পূজা হয়। [illegible] গোবিন্দে মর্য্যাদার [illegible] বিরাজিত। সুতরাং [illegible] শ্রীরাধাগোবিন্দের [illegible] তাঁহার দ্বারা শ্রীনারায়ণের পূজা [illegible] অর্চ্চন [illegible] পাওয়া [illegible] সেবা। [illegible] শ্রীরাধাগোবিন্দ [illegible] প্রভুপাদ শ্রীগৌরকিশোর [illegible] কনিষ্ঠাধিকারীর [illegible] উহা সাক্ষাৎ শ্রীরাধাগোবিন্দের [illegible] সেবা হয় না—

"ব্রজবাসিগণের [illegible]
[illegible]"

নাই, [illegible] ঐশ্বর্য্য [illegible] [illegible] শ্রীশ্রীরাধা [illegible] দ্বারা আকৃষ্ট হন।

[illegible] তাহা [illegible] কি, নারায়ণ [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] অহৈতুকী সেবকগণের সেবায় [illegible]

হন। তাহাই নাম সেবা। সেবায় [illegible] বিষয় ও আশ্রয় [illegible] [illegible]

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে' কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

করিয়া তাঁহার সন্তুষ্টি বা সেবা করিতেছেন। সেখানে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের লেশমাত্রও নাই। ঐশ্বর্য্যের দ্বারা শিথিলীকৃত প্রেমে কৃষ্ণের প্রীতি নাই। ঐশ্বর্য্য সেবা ও সেবককে পরস্পর দূরে রাখিয়া থাকে। কিন্তু মাধুর্য্য সেবা ও সেবকের মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে ঘনিষ্টতা সম্পাদন করিয়া থাকে,—

"ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমাকে ঈশ্বর জ্ঞানে আপনাকে হীন।
তাঁর প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥
মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে, আমারে সমহীন।
সেইভাবে হই আমি তাহার অধীন॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন।
সখা শুদ্ধ-সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড়লোক, তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি' করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হইতে হরে সেই মোর মন॥
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে-যে লীলার প্রচার।
সে-সে লীলা করিব, যাতে মোর চমৎকার॥

(চৈঃ চঃ আদি, ৪র্থ পরিচ্ছেদ)

শুদ্ধপ্রেম সর্ব্বদেবায় কামগন্ধ-হীন।
কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্য এই তাঁর চিহ্ন॥
সর্ব্বোত্তম—শান্ত হইতে সর্ব্বভক্তি জিনি'।
অতএব কৃষ্ণ কহে—আমি তাঁর ঋণী॥

(চৈঃ চঃ অন্ত, ৭ম পরিচ্ছেদ)

সুতরাং পূজার অপর নাম যেমন 'অর্চ্চন', সেইরূপ 'সেবা'রও অপর নাম 'ভজন'। এই সেবা বা ভজনই পরম লোভনীয় শ্রেষ্ঠপদ। অনর্পিতচর-প্রেম-প্রদাতা শ্রীগৌরহরি তাঁহার স্বীয় ভজনমুদ্রা বা সেবা শিক্ষা দিবার জন্যই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পরদুঃখদুঃখী শ্রীসনাতনপ্রভু সেই সেবা শিক্ষা দিবার জন্য সম্বন্ধ-জ্ঞানের কথা জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। সেবার মূর্ত্তিমান্ শ্রীবিগ্রহ শ্রীল রূপপাদ এই সেবার কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন। অভিন্ন শ্রীরূপ-সনাতন শ্রীগুরুদেব জগজ্জীবকে সেই সেবায় অধিষ্ঠিত করিবার জন্য নিরন্তর ব্যাকুল। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় আমাদিগকে সেবা শিক্ষা দিবার জন্য আমাদিগের দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন,—

"কিরূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে রতি না হইল আমার॥"

প্রাকৃত অভিমান থাকিতে কখনও সেবা হয় না। সেবা আত্মার অপ্রাকৃত নিত্য ধর্ম্ম, সেবা—শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী, সেবাই—পো-বর্দ্ধা, সেবাই—শ্রীরূপ। তাই ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

"শ্রীরূপমঞ্জরীপদ সেবো নিরবধি।
তাঁর পাদপদ্ম মোর সম্পদ-অবধি॥"

শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু সেই সেবারূপিণী শ্রীরূপমঞ্জরীর কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—

"যদবধি মম কাচিন্মঞ্জরী রূপপূর্ব্বা
ব্রজভুবি যত নেত্রশ্রেণীদীক্ষিং চকার।
তদবধি তব বৃন্দারণ্যরাজ্ঞি প্রকামং
চরণ-কমল-লাক্ষা-সংদিদৃক্ষা মমাভূৎ।
যদা তব সরোবরং সরস-ভৃঙ্গ-সংঘোল্লসৎ
সরোরুহকুলোজ্জ্বলং মধুরবারি-সম্পূরিতম্।
স্ফুটৎ সরসিজাক্ষি হে নয়নযুগ্ম-সাক্ষাদভৌ।
তদৈব মম লালসাজনি তবৈব দাস্যে রসে॥
পাদাব্জযোস্তব বিনা বরদাঙ্গমেদ
নানাৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু সত্যম্॥"

হে বৃন্দাবনেশ্বরি যে দিন হইতে এই বৃন্দাবনে 'রূপ' এই কথাটি পূর্ব্বে যুক্ত কোনও একটী অনির্ব্বচনীয়া মঞ্জরী তোমার পরিচর্য্যাদির প্রকার শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য আমার প্রতি নেত্রদ্বয়ের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন সেই অবধি তোমার শ্রীচরণযুগের অলক্তক-দর্শনে আমার অভিলাষ জন্মিয়াছে। যে অবধি তোমার সরোবর "শ্রীরাধাকুণ্ড" শব্দায়মান ভৃঙ্গকুল-কর্ত্তৃক উল্লসিত কমলদলের দ্বারা বিশোভিত এবং সুমধুর বারি-পরিপূর্ণ হইয়া আমার নয়ন যুগলের সম্মুখে বিরাজমান হইয়াছেন, সেই অবধি তোমার পাদযুগলে আমার লালসা জন্মিয়াছে। হে দেবি, তোমার পদকমলের দাস্য ব্যতীত আমি কোনও কালে অন্য সখ্যাস্বাদ প্রার্থনা করি না। অতএব তোমার সখীত্বের প্রতি আমার নিত্য নমস্কার থাকুক, নমস্কার থাকুক, আর আমি শপথ করিয়া বলিতেছি তোমার বিশ্রম্ভ-দাস্যের প্রতি আমার অনুরাগ হউক অনুরাগ হউক।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——:(০):——

ভগবৎ-কৃপা যখন কৃপাপূর্ব্বক আমাদের নিকট আসেন, তখন তাহাকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার কৃপা প্রত্যাখ্যান করিলে ভগবচ্চরণে অপরাধী হইয়া ভীষণ বিপজ্জনক ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত হইতে হয়। এই ভগবৎ-কৃপার প্রতি শ্রদ্ধা বা নির্ভরতা থাকা দরকার। ভগবৎ-কৃপার প্রতি যাঁহার যত নির্ভরতা, শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-করুণাশক্তি শ্রীগুরু-পাদপদ্মে তাঁহার অচলা প্রেমাভক্তি তত-বেশী। যেখানে ভগবৎকৃপার প্রতি নির্ভরতা, সেখানে মোর চিন্তা নাই। ভগবানের কৃপা ও সেবার প্রতি উদাসীন হইলে অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। যিনি ভগবৎ-কৃপার প্রতি নির্ভরশীল, তিনিই চেতনের উদ্বুদ্ধ। যেখানে সত্যানুসন্ধিৎসা বা সেবোৎসাহ নাই, সেখানে ভগবৎকৃপার উপর নির্ভরতার অভাব আছে, জানিতে হইবে। যেখানে ভগবানের কৃপার প্রতি নির্ভরতা, সেখানে ভগবানের সেবা করিবার ঐকান্তিক ইচ্ছা স্বাভাবিকভাবেই আছে। 'নির্ভরতা' জিনিষটী জড়তা নহে। যাঁহারা শরণাগত বা শ্রদ্ধাবান্, তাঁহারা কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা, সেবায় অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ও অদম্য সেবোৎসাহ তাঁহাদের হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে।

ভগবৎ-সেবার দ্বারাই জীব ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়। ভগবানের সেবা বা চেতনতা-লাভ একই কথা। ভগবৎ-সেবাই জীবের ভগবদুপলব্ধি। ভক্ত ভগবানের নিত্য স্বেচ্ছাসেবক। কেবল শুষ্ক কর্ত্তব্য-জ্ঞানের দ্বারা ভগবানের সেবা করিয়া জীবাত্মা তৃপ্ত হইতে পারে না। প্রীতিপূর্ব্বক স্বেচ্ছায় ভগবৎ-কৃপায় তৎ-সেবা-লাভের সৌভাগ্য হইলে জীব প্রসন্ন হইতে পারে।

বর্ত্তমানে ভগবজ্-জ্ঞান লাভ করা অত্যন্ত কঠিন হইলেও ভগবান্‌কে জানিবার সহজ উপায়ও আছে। আমরা ভগবদ্-বহির্ম্মুখ হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া ভগবানের সন্ধান পাইব না, এইরূপ কোন কথা নয়। আমাদের দুরদেশস্থিত বান্ধবের সংবাদ পিয়ন আমাদের নিকট আনিয়া দেয়। পিয়ন যাহাদের চিঠি আনিয়া দেয় না, তাহাদের কপাল বড়ই মন্দ জানিতে হইবে। যাহারা সংবাদের জন্য আর্ত্ত, তাঁহাদের নিকট অবশ্যই পিয়ন সংবাদ আনিয়া দেয়। ভগবানের প্রিয় সাধুগণই সেই বৈকুণ্ঠ-সন্দেশ আমাদিগকে আনিয়া দেন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"ভগবানের নিকট হইতে পত্র পাওয়া যায় না। তাঁহার প্রতি অনুরক্ত জনগণের নিকট হইতেই তাঁহার সংবাদ পাওয়া যায় এবং আমাদের সংবাদও ভগবদ্ভক্ত দ্বারা তাঁহার নিকট পাঠান যায়।"

সত্য বস্তু জানিতে হইলে হৃদয়ে খুব বল চাই। কঠিন মনে করিয়া ভীত হইলে চলিবে না। সাঁতার শিখিতে হইলে প্রথমে জল দেখিয়া ভীত হইলে সাঁতার শেখা যায় না। শরণাগতি-ব্যাপারটী কঠিন নয়, উহা আত্মার পক্ষে অতি স্বাভাবিক ও সহজ। শরণাগতির বিপরীত যাহা কিছু, তাহাই অস্বাভাবিক ও ক্লেশকর। ভগবান্‌কে জানিতে হইলে নিজের বাহাদুরী প্রভৃতি ছাড়িয়া শরণাগত বা সরল হইতেই হইবে, দুর্ব্বল থাকিলে চলিবে না। দুর্ব্বল কখনও ভগবানের চাকুরী করিতে পারে না। মায়ার উপর মায়াধীশ হইতে না পারিলে অর্থাৎ খুব বুদ্ধিমান্ না হইলে এবং হৃদয়ে সরলতা না থাকিলে মায়া জয় করা যাবে না। 'আমি-মায়ার'-বুদ্ধি থাকিলে সেখানে দুর্ব্বলতা থাকিবেই। 'ভগবানের আমিই সকল', শরণাগত বা নিত্যানন্দানুগৃহীত ব্যক্তিই মায়াজয় করিতে পারেন। শ্রীভগবানের প্রতি যাহার নির্ভরতা নাই, সে দুর্ব্বল। যেখানে দুর্ব্বলতা, সেখানেই দ্বিতীয়াভিনিবেশ; যেখানে দ্বিতীয়াভিনিবেশ, সেখানেই ভয়

হরিভজন করিতে হইলে, দৃঢ়তা ও সাহস থাকা দরকার। কিন্তু মাদৃশ বদ্ধ-জীবের পক্ষে ইহা কি করিয়া সম্ভব? তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"ভগবানের কথা শুনিতে হইবে—ভগবানের এজেন্টের নিকট হইতে শুনিতে হইবে। যখন সেই কথা শুনিব, তখন জগতের সমস্ত অভিজ্ঞতা, কুতর্ক প্রভৃতিকে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। ভগবানের পরাক্রম-পূর্ণ বীর্য্যবতী কথা শুনিতে শুনিতেই হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যাদি অনর্থগুলি কাটিয়া যাইবে, হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব সাহস আসিবে; তখন শরণাগতি বা আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে উদিত হইবে। সেই শরণাগত হৃদয়ে অতীন্দ্রিয়-রাজ্যের স্বপ্রকাশ সত্য স্বয়ং প্রকাশিত হইবে। এই উপায়েই সত্য জানা যায়, অন্য কোন পন্থায় আর অদ্বৈতব সত্য জানিবার উপায় নাই। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবও বলিয়াছেন,—"একমাত্র শরণাগতি ব্যতীত অন্য কোন যন্ত্রের দ্বারা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-প্রিয়তম জনের কৃপার উপলব্ধি হয় না। ভক্তির পথ কঠিন নহে, অতি সহজ। আত্মবৃত্তির উন্মেষ হইলে আর কাঠিন্য থাকে না। ভক্তি acquired knowledge নহে, উহা আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি। অনেকে প্রশ্ন করেন,—শরণাগতি কি করিয়া হয়? এ প্রশ্ন নিরর্থক। শরণাগতি নূতন করিয়া হয় না, তাহা আছেই। কেহ যদি বলে—'আমার তরলতা-ধর্ম্ম কি করিয়া পাইব?' অথবা আগুন যদি বলে—'ছাই চাপা পড়িয়াছি, এখন কি করিয়া উত্তাপ দিব বা দগ্ধ করিব?' এইসকল প্রশ্ন নিরর্থক। শরণাগত কি করিয়া হইব, ইহা অশরণাগতের কথা। ঐ প্রশ্নে মনে হয়, অশরণাগতিটা বজায় রাখিয়াই শরণাগত হইবার জন্য চেষ্টা হইতেছে, প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না।"

হরিভজনের পথে আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ alert থাকিতে হইবে, নচেৎ যে মুহূর্ত্তে আমাদের অন্যমনস্কতা আসিবে, সেই মুহূর্ত্তেই মায়া আসিয়া আমাদিগকে বিপথগামী করিবে। এ বিষয়ে একমাত্র শ্রীবিশ্বানন্দ-প্রভুর কৃপা ব্যতীত গতি নাই। নিজের মায়িকী ইন্দ্রিয়ের কাছে ভগবানের—শ্রীনাম-প্রভুর স্বরূপ হইতেছে কিনা, তাহা সর্ব্বদাই পরীক্ষা করিতে হইবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনবীনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৷৵০

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

[illegible]

১৮শ বর্ষ ১১ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৯শে কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১৫ই নভেম্বর, ইং ১৯৪১, শনিবার { ১০১৬শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ কেশব, অব্যয় শ্রীগৌরাব্দশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

মহৎ-সেবা

—:০:(*):০:—

মহামায়ার কারাগারে আবদ্ধ জগতের জনগণের মহৎসেবা ব্যতীত মুক্তির অন্য কোনও উপায় নাই—একথা ন্যূনাধিক শতবার আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, তথাপি ভক্তসঙ্গ বা মহাজনসঙ্গের সন্নিকটে থাকিয়া সংস্পর্শ না আসিয়াও দিন দিন আরও কারাবদ্ধ হইতেছি এবং কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠার নিগড় একে একে বাড়িতেছে। ইহা কেন হয়?

শ্রীমদ্ভাগবত মহৎসেবাকে মুক্তির দ্বার এবং যোষিৎ ও যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গকে তমোদ্বার বলিয়াছেন। যদি মুক্তির পথে অগ্রসর না হইয়া থাকি, তাহা হইলে যোষিৎ বা যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গই করিতেছি, বুঝিতে হইবে। কখনও স্থূল গৃহমেধিত্ব বরণ করিয়া মহতের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিতেছি, আবার কখনও মহতের সেবার ছলনায় তাঁহার সন্নিকটে থাকিয়াও যোষিৎসঙ্গের আবাহন করিয়া বসিতেছি, ইহাই জানিতে হইবে।

সবিশেষ-বিচারে সেবার সহিত সেব্য ও সেবকের অঙ্গাঙ্গি-ভাব বর্তমান। পরস্পরের এই সম্বন্ধ নিত্য। মহৎসেবাতেও এই তিনটী বস্তুর বিচার আছে। সেব্য মহৎ ও তাঁহার সেবার বিচারে শ্রীভাগবত বলেন—

"মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে॥
যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে॥"

মহতের সেবা বিমুক্তির দ্বার। মহৎ দুই প্রকার,—ব্রহ্মোপাসক ও আত্মারামতা-প্রাপ্ত এবং ভগবদুপাসক। শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ সমচিত্তাঃ-শব্দে 'নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মোপাসক'-গণ নির্দেশ করিয়াছেন। শ্রীল ভগবত্-পাদগণের অন্য-সাধনের যে নির্দ্দিষ্ট পথ ধারণা, তাহাতে বুঝিতে হইবে, কারণ বিবর্ত্তবাদাশ্রিত নির্ব্বিশেষ চিন্তাপর মায়াবাদিগণ 'অসচ্ছাস্ত্র' আশ্রয় করায় তাহাদের পক্ষে কোন মহদ্গুণের সম্ভাবনা নাই। এখানে "সমচিত্তাঃ প্রশান্তাঃ" বলিতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি" প্রভৃতি শ্লোকের দ্বারা যে অবস্থার উল্লেখ হইয়াছে, তাহাই বুঝিতে হইবে। ইহাদের মহত্ত্বের কথা উল্লেখ করিয়া পরে বলিতেছেন,—যাঁহারা আমাতে অর্থাৎ ঈশ্বরে সৌহৃদ্য স্থাপন করিয়া তাহাই পরমার্থ জ্ঞান করেন এবং দেহাদি বিষয়ে প্রীতিনিষ্ঠজনগণে বা জায়াপুত্রাদিতে প্রীতিযুক্ত নহেন, দেহধারণের উপযোগী অর্থ মাত্র—এইরূপ লোকই শ্রেষ্ঠতর মহৎ। 'যে বা' শব্দে এই শ্রেষ্ঠতরত্বই উদ্দিষ্ট হয়। ভগবানে সৌহৃদ্যই মহতের প্রকৃত লক্ষণ, অন্যগুলি বাহ্যলক্ষণ মাত্র। মহতের তটস্থলক্ষণ এবং অন্বয়-ব্যতিরেক-বিচারে স্বরূপলক্ষণ সম্বন্ধে অন্য দুইটী শ্লোক পাইয়া থাকি :—

'মহাবিষ্ণুর পূজা [illegible]।
[illegible]॥
[illegible]
[illegible]।
[illegible]
[illegible]॥'

মহতের তটস্থলক্ষণ [illegible] তিনি নিজের অর্থাৎ [illegible] দান করেন এবং তাঁহার স্বরূপলক্ষণ—ভগবান তিনি অকিঞ্চন [illegible]। [illegible] বর্তমান থাকাতেই তিনি মহৎ। [illegible] বলেন,—'[illegible]' [illegible] বস্তুই শ্রীভগবান। [illegible] 'মহতো নষ্টাদিগের সেবা না করার জন্য [illegible] [illegible] মহত্ত্ব [illegible] নাই।

[illegible] সেবা [illegible] [illegible] সেবা। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নহে।

[illegible] [illegible] জানিতে পারি, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নহে,— [illegible] সেবার নিকট [illegible] সেবক নহে, [illegible]

[illegible] সেবককে [illegible] নহেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোন [illegible] [illegible] [illegible] হন।

[illegible]

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

কীর্তন-প্রদর্শনে সমর্থ হয়। সেবোন্মুখ গমন, বিচরণ, বিচার, ব্যবহার, মনের ভাবসমূহ এবং চিন্তাধারা—সকলই [illegible]। নিষ্ঠ [illegible], সমষ্টি [illegible] নহে। তথাপি তাঁহাতে [illegible] করিতে পারেন না। সেবক [illegible] [illegible] করিতে পারেন না। [illegible] তাঁহার অগ্রগণ্য, [illegible] অভিমান [illegible], তিনি সেবক-মহত্ত্বে তাঁহার নিজের লোক বলিয়া মনে করেন না। তিনি তাঁহার [illegible] শ্রীল অগ্রণীর [illegible] জানেন।

"কৃষ্ণ যে তোমার [illegible] তোমার শক্তি আছে" এই কথা [illegible] বিশ্বাসে প্রকাশ। [illegible] স্পৃহা [illegible] কারণ [illegible] সেবা। সেবা নিজের স্বার্থের [illegible] নহে। [illegible] সেবকের [illegible] যখন অপর [illegible] আকাঙ্ক্ষা আসিয়া উপস্থিত হয়, তখনই তাহাতে [illegible]। [illegible] আসিয়া [illegible] করে। প্রাকৃত বিচারপ্রবণতার জন্য সেবার ভাণ দেখাইয়া মহত্তের নিকট হইতে কিছু আদায় করিব—এই দুর্বুদ্ধি [illegible] পথ আবিষ্কার করে। তখন [illegible] হয়, 'আমার [illegible] সেবককে আত্মসাৎ করিয়া [illegible]'। [illegible] যে সর্বদাই আমার [illegible] আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন, তাহা [illegible] শোনা থাকিলেও [illegible] কোনরূপ কথার [illegible] বোধ হয়।

প্রকার অভাবের কথা [illegible] [illegible] আসিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করে। তখন [illegible] অনুগ্রহে [illegible] না হইতে পারে [illegible] হইয়া পড়ে—শাসিত, উপদিষ্ট বা শিষ্য হইবার পাত্র [illegible], শাসক বা গুরু হইবার বিচার উপস্থিত হয়। [illegible] বা সেবক আপনাকে [illegible] বিবর্ত্তক্রিয়া [illegible] হয়। নিজের প্রাকৃত বুদ্ধি সেবার প্রতি [illegible] বিবর্তবুদ্ধি বা '[illegible]'-মতের উদয় হয়। বিষ্ণুর [illegible] প্রত্যেক ঈশ্বরত্বে স্থাপন করিবার [illegible] চিন্তাধারা হইতে অবসর [illegible] নাই। মহত্ত্বের [illegible] সত্য [illegible] মহত্তের শিক্ষার [illegible] সিদ্ধান্ত। আচার, প্রচার এবং সিদ্ধান্ত দ্বারা মহত্ত্বের শিক্ষা বিস্তারিত হয়। মহত্ত্বের আচার অনেক সময় বড় [illegible] বোধগম্য হয় না। মন [illegible] কারণে [illegible] মহাজনের আচারকেও

নিজ ভোগ দর্শনমূলে ব্যবহার করিবার [illegible] থাকে। একমাত্র [illegible] কোন দিন [illegible] করিয়া [illegible] "[illegible]" [illegible] "[illegible]" [illegible] না হয়, তাহা [illegible]। [illegible] শিক্ষা [illegible] হয়, তখন '[illegible]'—এই [illegible] [illegible] অভিলাষিগণে [illegible]।

[illegible] আশ্রয় [illegible] সে [illegible] পুষ্প [illegible] [illegible] তাহাতে [illegible] এক তন্ত্র বিচার [illegible] ধরিয়া দিন। নিত্য সেই [illegible] "[illegible]" [illegible] আচরণ [illegible] প্রচার অর্থাৎ আচারনিষ্ঠ [illegible] বহন [illegible] করিতে হইবে। ইহার [illegible] [illegible] প্রয়োজন।

'আশ্রয় [illegible] করিবে না' [illegible] না [illegible] কৃষ্ণভজন করিতে [illegible] বিনাশ লাভ হয়। চলিত কথায় আছে '[illegible] যাহা [illegible] অর্থাৎ [illegible] হইতে পারে। [illegible] আশ্রয় গ্রহণ অর্থাৎ [illegible] মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতে [illegible] পাওয়া যায়' [illegible] আমার [illegible] অথবা [illegible] [illegible] তাহার আশ্রয়ে [illegible]?

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী [illegible] চন্দ্রপুরী ও [illegible] শ্রী পুরী প্রভু [illegible] অবস্থান করিয়াছেন। [illegible] মহাপ্রভু [illegible] প্রভু [illegible] গুরুস্থানীয় [illegible] পুরীগণের [illegible] প্রচার মুখে বিশ্রম্ভসেবকের আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। [illegible] ব্রহ্মচারী পুরী ও শ্রীঈশ্বর পুরীপাদ পুরীপ্রভুর সন্নিকটে থাকিয়া তাঁহার সেবায় ব্রতী হইলেন। তাহাতে

শ্রীঈশ্বরপুরী গুরুদেবের একনিষ্ঠ বিশ্রম্ভসেবক-রূপে ভজনের পরাকাষ্ঠা-লাভ প্রদর্শন করিলেন আর রামচন্দ্র [illegible] একান্ত [illegible] [illegible] যখন [illegible] শ্রীল পুরীপাদ [illegible] তাঁহাকে [illegible] শিক্ষা দিতে উদ্যত হইলেন।—

রামচন্দ্র পুরী উপদেশ তাঁরে।
শিষ্য হইয়া গুরুকে কহে ভয় নাহি করে॥
"[illegible] পুরী [illegible]।
[illegible] বলে কেনে না করে [illegible]?"
[illegible] [illegible]।
দুই [illegible] ভর্ৎসনা করিল।
"কৃষ্ণ না পাইনু, না পাইনু মথুরা"॥
[illegible]।
[illegible]।
[illegible]।
[illegible]॥

[illegible] নিজেই বলিয়াছেন, '[illegible] প্রাণপাখী, [illegible] আদৌ [illegible] নাই, [illegible] তাহার [illegible] আসে [illegible] তাহার [illegible] প্রদান করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠা [illegible]। অন্য দিক দেখিয়া [illegible] [illegible] শ্রীল পুরীপাদ [illegible] করিতে [illegible] যে জন্য [illegible] তাহার [illegible] কৃষ্ণনাম [illegible] [illegible] তাহার [illegible]।

শ্রীচৈতন্য [illegible] দাস ঠাকুর [illegible] রচনা [illegible] দর্শন করিবা [illegible] উহা [illegible] [illegible] তাহারা [illegible] [illegible]—এইরূপ বিচার বোধ হয় [illegible] ঐ [illegible] শ্রীনিত্যানন্দের সেবক [illegible] প্রভুর দর্শন পাইল। তাঁহারা বাহিরে প্রহরী অর্থাৎ [illegible] থাকিয়া [illegible] সেবা করিতেছেন, তথাপি তাঁহাদের বদনে [illegible] কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হইতেছে। ইঁহারা [illegible] প্রহরী নহেন। তাঁহারা প্রভুর চিত্ত জানেন [illegible] প্রভুর অনুরূপ কৃষ্ণ নাম সেবাতেই ব্রতী হইয়াছেন।

বল্লভাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীল গদাধর গোস্বামী-পাদের মন্ত্র-শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আনুগত্যাদিও [illegible] দেখাইয়াছেন, তবুও পণ্ডিতগোস্বামীর [illegible] গ্রহণ না করিয়া সমচিত্ততা লাভ না করার দরুণ অচ্যুত-গোষ্ঠীতে স্থান পান নাই।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::(*)::——

হরিনাম ছাড়া অন্য alternative আছে, ইহা [illegible]। হরিনামের আর অন্য কোন alternative নাই। alternative বলনা কথাই এই পৃথিবীর চিন্তাস্রোত। হরিনাম-গ্রহণকারীকে একটা Party মনে ক'রছেন যাঁ'রা, আর হরিনাম-শ্রবণকীর্ত্তনই একমাত্র পথ নয়, যাঁ'রা মনে ক'রছেন, তাঁ'রা অপ্রাকৃতকে মাপ্‌তে যা'চ্ছেন, তাঁ'রা মাপার বা মায়ার দল—অভক্তসম্প্রদায়।

[illegible] পণ্ডিতদের কথা সকল জাতি [illegible]। আমরা যদি Overpowered হ'য়ে যাই—তাঁ'দের চিন্তাস্রোতে, তা'হলে আমরা তাঁ'দের কথারই [illegible] টুবো—তাঁ'দের দল বাঁ'ধবার জন্য Nationality [illegible]। [illegible] লোক হ'য়ে গেছে [illegible] উদ্ধার ক'রতে পারেন।

[illegible] থা'কতে হ'বে। [illegible] ব্যভিচার [illegible] কোন কথা। [illegible] কথা হ'চ্ছে—হরির অনুশীলন ক'রতে হ'বে—অন্যাভিলাষের অনুশীলন নয়। "[illegible]দেবতা [illegible]" গীতার [illegible] প'ড়ে কেউ কেউ মনে ক'চ্ছেন,—যে কোন উপাসনা করুন না কেন, সেটাই হরির উপাসনা হ'য়ে যা'চ্ছে। কিন্তু তাঁ'রা কথাটা যে ভাবে বুঝ্‌ছেন, প্রকৃত কথা তা' নয়। সকল উপাসনা-প্রাপ্তর [illegible] একমাত্র [illegible] অর্থাৎ উপাস্য একমাত্র [illegible], কিন্তু সেবকের যে আশ্রয়ের বা উপাসনা, তা' যখন অন্যদেবতাতে প্রযুক্ত হ'চ্ছে, তখন সেবকের দিক দিয়ে সে কাজটা হ'য়ে যা'চ্ছে—অবৈধ। কৃষ্ণ-Conception ছাড়া অন্য Conception—eclipsed form of Conception—তাহাই অন্যদেবতা। [illegible] যদি পাক খাওয়া বায় বা [illegible] মিশান থাকে, তা' হ'লে [illegible] গুণ তা'তে পাওয়া যা'বে অর্থাৎ তদ্দ্বারা পুষ্টি-তুষ্টি হ'বে—এরূপ মনে ক'র্‌লে নিজেরই অসুবিধা হ'বে। "সম্মুখে দারিদ্র্য, [illegible] আর [illegible] পরিত্যাগ ক'রে কোথায় ঈশ্বর অন্বেষণ ক'র্‌ছ"—আজ-কাল ঐরূপ যেসকল প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্যমত লোকে আদর ক'রে লুফে নিচ্ছে, তা'র মূলে আছে—নির্বিশেষবাদ বা পরমেশ্বর-বস্তুকে আধ্যাত্মিকতার অন্তর্গত করা। যা'দের

এসকল বিচার, তাঁ'দের কৃষ্ণসেবার ছলনা কৃষ্ণঅঙ্গে বজ্রাঘাত-চেষ্টার ন্যায় বৃত্তি-বিশেষ,—

"ধিক তাঁ'র কৃষ্ণসেবা শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন॥"

ঐকান্তিকী ভগবদ্ভক্তি-আগ্রহবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পদধূলিকে যাঁ'রা মস্তকে ভূষণ ক'রতে পে'রেছেন, তাঁ'দেরই মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। দরিদ্রকে 'নারায়ণ', মানুষের 'জয়ন্তী', কর্ম্মফলবাদী বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণকে 'হরিজন' প্রভৃতি ব'লে ভগবদ্ভক্তের প্রতি কি আক্রমণই না করা হ'চ্ছে। অথচ লোকের বহির্ম্মুখতা কত প্রবল ও ঘনীভূত যে, ঐসকল কথায় কোথায় কোথায় দোষ প্রবেশ ক'রেছে, তা' তাঁ'রা বুঝে উঠতে পারছে না। একশ্রেণীর লোক বুঝেও বু'ঝতে চাচ্ছে না। মানুষের দৈহিক উপকার কর, লৌকিকতার ও আধ্যাত্মিকতার গোলামী কর, ওদিকে পশুগুলিকে খেয়ে ফেল বা পশুদিগের দেহের প্রতি অত্যভক্তি দেখা'তে গিয়ে মানুষের অপকার কর, ঈশ্বর-বিষয়ে উদাসীন থাক বা ঈশ্বরকে দিয়ে নিজের বাগানের মালীগিরি করিয়ে নেও — এগুলি সব গৃহব্রতের বিচার। এ সকল গৃহব্রতের কখনও গুরুর উপদেশ বা নিজের বিদ্যাবুদ্ধি কিংবা পরস্পর সাধুগণদ্বারা মঙ্গল লাভ হ'তে পারে না। উরুক্রমের অঙ্ঘ্রির সেবা না করা পর্য্যন্ত এসকল অসুবিধা যা'বে না। মনোধর্ম্মিগণ কখনই কাহারও অপ্রাকৃত পাদপদ্মের প্রতি চক্ষু বিস্তার ক'রতে পারে না।

এক শ্রেণীর লোক মনে ক'রেছেন,—যখন নানাপ্রকার মতবাদ আছে, তখন কোনটী গ্রহণ ক'রব, বু'ঝতে পারি না বা বুঝবার চেষ্টা করাও বৃথা। যে কোন একটা গ্রহণ ক'রে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ সাধন করে এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সিদ্ধিকেই সিদ্ধি মনে ক'রে নিয়ে 'সবই সমান'— এই মত প্রচার করি। নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের পাদপদ্মধূলিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক Preference (সমাদর) না দেওয়া পর্য্যন্ত আমাদের অসুবিধা কিছুতেই যা'বে না। যে কাল পর্য্যন্ত মহতের পাদপদ্মকে সর্ব্বতোভাবে বরণ না ক'রে নিতে পারি, সে কাল পর্য্যন্ত এ ভবসাগরে ডুবে যেতে হ'বে,— খুব ক্ষুদ্র গর্ত্ত ও আবর্ত্তে আটকে যেতে হ'বে।

গোপী সকল comfort hood-এর হিসাবে কৃষ্ণপাদপদ্মে সমস্ত বিসর্জ্জন ক'রেছিলেন। তাঁ'দের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শরণাগত যিনি, তাঁ'র কথা আলোচনা করা কর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তাই 'গোপী'-'গোপী' জপ ক'রেছিলেন। মুক্তপুরুষসকল গোপীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ ক'রে কৃষ্ণসেবা ক'রে থাকেন। মহামহা যোগিসকলের একমাত্র বাঞ্ছা, কাত্যায়নী প্রভৃতি দেবী ও লক্ষ্মীগণের একমাত্র বাঞ্ছা—গোপীগণের পদরেণু লাভ

Personality of Godhead-এর নিকট ব্রহ্মা এসে উপস্থিত হ'য়েছিলেন। ব্রহ্মা মনে ক'রেছিলেন,—তাঁ'র মত আর কেউ বুঝি Personality of Godhead প্রজ্ঞা হ'য়েছেন। কিন্তু ভগবান ব্রহ্মাকে জানিয়েছিলেন যে, কোটি কোটি ব্রহ্মা তাঁহার বাক্যের হুকুম তামিল ক'রবার জন্য ব্যস্ত আছেন।

আধুনিক মানবজাতি যেরকম মুক্তির বা ভুক্তির ধারণা ক'রে রেখেছে, সে ধারণা বিসর্জ্জনীয় বস্তুর হাত হ'তে পরিত্রাণ ক'রতে পা'রবে গৌড়ীয়মঠের প্রচারের কথা বুঝতে পারা যা'বে। নতুবা সেই সকল আধ্যাত্মিক মনুষ্যজাতি গৌড়ীয়মঠের প্রচারের বিরোধ ক'রবে, শুদ্ধ [illegible] ক'রেছে, ভবিষ্যতেও বিরোধ করতে পারবে। কেননা, গৌড়ীয়মঠের [illegible] লোক ও লোকের [illegible] র'য়েছে। কেননা [illegible] অনন্তকাল শ্রীগৌড়ীয়মঠকে রক্ষা ক'রবেন গৌড়ীয়ের Transcendental Construction (অপ্রাকৃত বাস্তব গঠনমূলক কার্য্য) আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন, আর অন্যান্য সকল আধ্যাত্মিক ব্যক্তি বা সম্প্রদায় Construction-এর নামে destructive work আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন। আধ্যাত্মিকতার [illegible] মসগুল থাকায় [illegible] একথার সত্যতা উপলব্ধি হ'বে না।

যে বস্তু নিজের আত্ম-সংরক্ষণ ক'রতে পারেন, মানুষ যাঁ'কে লোপ করতে পারে না, যিনি ভজনীয় বস্তু, সেবক [illegible] হন, তিনি বিষ্ণু—সেব্য বস্তু, সেবক নন। ভগবান্কে যাঁ'রা সেবা করেন, সেই সেবকগণও ভগবানের ন্যায়ই পূজ্য। কিন্তু যখনই সেব্য-সেবক-বিচারে ভেদজ্ঞান উপস্থিত হয়, তখনই অসুবিধা—দ্বিতীয় অভিনিবেশ এসে যায়। ভগবান্ ছাড়া আর একটি জিনিষ আছে, এটা থেকেই ভীতি আ'সছে। সমস্ত জিনিষই ভগবানের সহিত সংশ্লিষ্ট, ভগবদাতিরিক্ত পদার্থবোধ এলেই আত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তি নষ্ট হ'লো—'আমি নিত্যভক্ত, আমার ভজনীয় বস্তুর আনন্দ-বিধানই আমার ভজন এবং ভজনীয়ের প্রীতিই আমার নিষ্ঠা, শুদ্ধা, পূর্ণামুক্তা বৃত্তি,'—এই তিনটা তখনই ছেড়ে দেওয়া হ'লো। আমাদের বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হ'লে তাঁ'কে ভুলে যাওয়া হ'লো। জগতের যে সব বিভিন্ন মনোধর্ম্মের বিচারযুক্ত ব্যক্তি আছেন, তাঁ'দের সকলের এইরূপ অসুবিধা হ'বে।

কৃষ্ণ অক্ষজ বস্তু নন, তিনি অধোক্ষজ। বিষয় কথার মধ্যে তাঁ'র অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। মনুষ্যজাতি কৃষ্ণেতর কথার যথেষ্ট আলোচনা ক'রছে, কিন্তু কৃষ্ণকথার ভীষণ দুর্ভিক্ষ।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

নিজের সমস্ত জীবনীশক্তি [illegible] সম্যগ্‌ভাবে হরিভজন করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে। [illegible] জীবনীশক্তি অর্পণ না করিলে হরিভজন করা যায় না। [illegible] একটি হরিভজন [illegible] হইবে। মনপ্রাণ জীবনীশক্তি ও হরিভজনে অর্পণ করিতে হইবে। [illegible] কিংবা খানিক খানিক হরিভজন [illegible] বাস্তব হরিভজন হইবে না। [illegible] আমাদের সমস্ত কায়িক, বাচিক ও মানসিক [illegible] হউক। [illegible] হরিভজনে আমাদের এই সমস্ত উত্তম নিযুক্ত হইলেই ইহাদের সার্থকতা সম্পাদিত হইবে। [illegible] উত্তম নিয়োগ করিয়া যে সকল [illegible] হইতেছে, তাহা হইতে উহা [illegible] একবার [illegible] বাহ্যে উত্তম নিয়োগের [illegible] এইসকল উত্তমের মহাপ্রাণ [illegible] মনুষ্যের হস্ত হইতে নিস্তার [illegible] বলেন, তাঁহাদের [illegible] পর্য্যবসিত হয় মাত্র। [illegible] সুখস্বপ্ন নিমগ্ন তাহাদের [illegible] নিমেষের এক মুহূর্ত্তে কোথায় উড়িয়া যাইবে, তাহার ঠিক নাই। [illegible] হইবে, নচেৎ [illegible] আনাদি।

যাহাতে আমাদের সকল [illegible] বৈষ্ণব-ভগবানের সুখতাৎপর্য্যময় হয়, তজ্জন্য সতত চেষ্টাশীল থাকিতে হইবে। আমাদের সকল কার্য্যকলাপ, প্রচেষ্টা শ্রীভগবানের সুখসম্পাদনের জন্য কৃত হইবে, তাহা [illegible] বিষয়ে আত্মনিবেশ বা [illegible] না। আমার নিজের হরিভজনের জন্য যেপ্রকার আগ্রহশীল থাকিতে হইবে, অপরেও যাহাতে হরিভজন করে, তজ্জন্যও চেষ্টাশীল হইতে হইবে। নিজের [illegible] না থাকিলে [illegible] সাহায্য করিবার অবকাশ হয় না। নিজের হরিভজনের আদর্শ দেখাইয়া অনেক সাহায্য করা যায়। [illegible] লক্ষ্য না করিয়া কেবল [illegible] মৌখিক উপদেশ দানচারী [illegible] কল্পনা করে, [illegible] প্রকার চেষ্টাদ্বারা অনর্থই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আচরণহীন বাক্যাবলীশক্তি দ্বারা [illegible] মঙ্গল বিধান করা যায় না। সুতরাং আমাদিগকে আচারবান হইয়া নিজের ও অপরের মঙ্গলের জন্য সতত চেষ্টাশীল থাকিতে হইবে।

একটি কথা—[illegible] তবেই [illegible] কিছুই হইবে না।

পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিগ্রহোৎসব

গত [illegible] উত্থান একাদশী [illegible] শ্রীচৈতন্য-[illegible] পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে [illegible] গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী [illegible] হইয়াছে। [illegible] পাঠ হওয়ার পর [illegible] সাধারণ হয় [illegible] সন্ধ্যা [illegible] একটি সভার অধিবেশন হয়। [illegible] পণ্ডিত [illegible] মহোপদেশক [illegible] 'গৌড়ীয়' [illegible] হয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০		২৲
" " সিকি কলম	৫৲		৪৲	৩৲
অর্দ্ধ কলম	৭৲	৬৲	৬৲	
" " এক কলম	১২৲	১০৲	৭৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অর্দ্ধ কলম	২৭৲	১৮৲
এক কলম	৬৬৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫৲, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

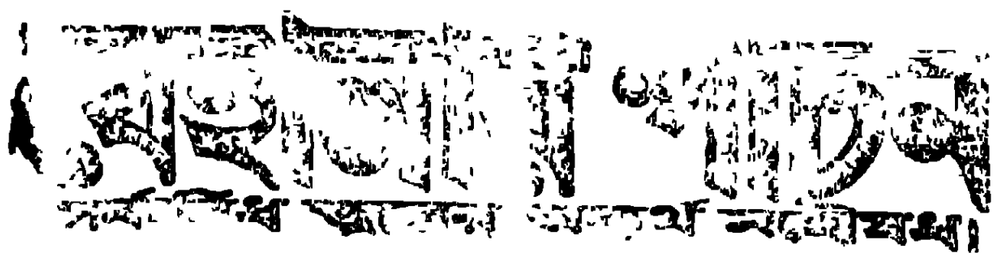

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

অন্ধদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স ট্রেণিং বিভাগে ১৯৭০ সনের জুলাই মাসে অন্ধদের শিক্ষার জন্য শিক্ষকদিগকে ট্রেণিং দেওয়ার যে শিক্ষাধারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা এক বৎসরে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করিয়াছে। গত বৎসর মোট ৪১ জন শিক্ষার্থী—৩৬ জন পুরুষ ও ৫ জন মহিলা এই শিক্ষাধারা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তন্মধ্যে ২৫ জন—২২ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলা—গত এপ্রিল মাসে পরীক্ষা দিয়াছিলেন। উভয়বিধ পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছিল—পুথিগত ও হাতেকলমে। পুথিগত পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদিগকে অন্ধদিগের শিক্ষার ঐতিহাসিক সূক্ষ্মানুসন্ধায়ী প্রশ্ন ও অন্ধত্বের দরুণ যে বিশেষ মনোবিজ্ঞানের উদ্ভব হয় তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইয়াছিল। হাতেকলমে পরীক্ষা বিভাগে শিক্ষার্থিগণকে ব্রেইল পদ্ধতিতে পঠন ও লিখনে ও অন্ধদিগের শিক্ষার জন্য অন্যান্য প্রচলিত পদ্ধতিতে উৎকর্ষতা প্রদর্শন করিতে হইয়াছে।

বর্ত্তমান বৎসরে এই শিক্ষা-পর্য্যায়ে ৫৫ জন শিক্ষার্থী—৩০ জন পুরুষ ও ২৫ জন মহিলা—ভর্ত্তি করা হইয়াছে। এই ছাত্রদলের সম্বন্ধে প্রধান বিশেষত্ব এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের সহিত ডেভিড্ হেয়ার ট্রেণিং কলেজের, স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ও লরেটো হাউসের ছাত্রগণও যোগ দিয়াছে এবং ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম একজন অন্ধ ছাত্র এই বিভাগে ভর্ত্তি হইয়াছে।

খাদ্য সরবরাহে সরকারের তৎপরতা

যুদ্ধের প্রথম বৎসর ইংলণ্ডের জনস্বাস্থ্যের যেরূপ বিশেষ উন্নতি দেখা গিয়াছিল, যুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসরেও তাহা অব্যাহত রহিয়াছে। এই বৎসর ইংলণ্ডের উপর তুমুল বিমান আক্রমণ চলায় জনসাধারণকে নানারূপ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহাদের স্বাস্থ্যের কোনও অবনতিই লক্ষিত হয় নাই। শিশু মৃত্যু এবং ক্ষয় রোগে মৃত্যুর হার পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় সামান্য কিছু বৃদ্ধি পাইলেও সংক্রামক ব্যাধি অত্যন্ত হ্রাস প্রাপ্ত হয়। খাদ্য দ্রব্যের বরাদ্দ অনেক ক্ষেত্রে বাধিয়া দেওয়া প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু ইহার দরুণ সুপুষ্টির যাহাতে অভাব না হয়, তাহারও বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। সরকারী প্রচেষ্টায় সর্ব্বত্র "ব্রিটিশ রেস্তোরাঁ" খোলা হইয়াছে। বিনা ব্যয়ে দুগ্ধ সরবরাহের বন্দোবস্ত হইয়াছে এবং স্কুলের ছাত্রদের বিনা ব্যয়ে আহারের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া জনসাধারণে খাদ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি করা হইতেছে যাহাতে তাহারা বাছিয়া উপযুক্ত খাদ্য খাইতে পারে।

ফ্রান্সে খাদ্যাভাব

ফ্রান্সে নাৎসীদের আলু, জলপাই, ময়দা গরু ভেড়া প্রভৃতি ক্রয়ের ফলে কি করিয়া ফ্রান্সে খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে তাহা "প্যারিস সয়ার" এর মৃতপূর্ব্ব সম্পাদক পিয়ারে লেজারেফ একটি বেতার বক্তৃতায় বিবৃত করেন।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভিশি হইতে প্রাপ্ত সরকারী কাগজপত্র হইতে জানা যায়, শ্রমিক, দোকানের কর্ম্মচারী সরকারী কর্ম্মচারী প্রভৃতি প্রায় প্রত্যেকের মাহিয়ানা এত কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহা দ্বারা পরিবার লইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা প্রায় অসম্ভব।

ভারতীয় সৈন্যদের প্রশংসা

কলম্বিয়া বেতার প্রতিষ্ঠানের মিঃ সেসিল ব্রাউন অন্যান্য সাংবাদিকদের সহিত উত্তর মালয়ে অবস্থিত ভারতীয় সৈন্যদের পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। একটি বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, "ভারতীয় সৈন্যেরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৈন্যদের মধ্যে গণ্য হইতে পারে"। ভারতীয় সৈন্যদের সবল দেহ, শিষ্টাচার, নিয়মানুবর্ত্তিতা, পরিচ্ছন্নতা এবং সজীবতা প্রভৃতি গুণ সাংবাদিকদের সকলকেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। ন্যাশন্যাল ব্রডকাস্টিং প্রতিষ্ঠানের মিঃ জন ইয়ং বলেন, "ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে শিখ, পাঠান, পাঞ্জাবী মুসলমান, জাঠ, দোগরা, দক্ষিণ ভারতীয় সকল জাতের ভারতীয়ই আছে। ইহাদের অধিকাংশই অভিজ্ঞ সৈনিক। উত্তর মালয়ের অরণ্য ভূমির প্রচণ্ড গরমের মধ্যে ইহারা আশ্চর্য্য কর্ম্মশক্তির পরিচয় দিতেছে। ইহারা জগতের সেরা সৈন্যদের মধ্যে গণ্য হইবার উপযুক্ত"।

ভারতে গ্যাস প্রতিরোধক বস্ত্র প্রস্তুত

অষ্ট্রেলিয়া সরকার গ্যাস-প্রতিরোধক বস্ত্রের জন্য ভারতবর্ষে একটি বড় রকম অর্ডার দিয়াছেন।

কারখানায় বিমান আক্রমণ সতর্কতার কার্য্যে ব্যবহারোপযোগী নূতন এক প্রকার তৈল-বস্ত্র সম্প্রতি কলিকাতায় প্রস্তুত হইতেছে। এই বস্ত্রের বিশেষ চাহিদা হইবে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'গীতমা'-নানক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়া-ছেন। ইহাতে চরম ও ধর্ম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত

এই গ্রন্থ বিবৃতি শব্দী টীকা ও

আবিষ্কার সহিত প্রকাশিত

হইল। মূল্য ১০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৩শ বর্ষ | ১৩ বেশ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১লা অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৫৮, ১৭ই নভেম্বর ইং ১৯৪৮ বুধবার ১০৩তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ কেশব, শক সম্বৎসর, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীমূর্ত্তিসেবা ও পৌত্তলিকতা

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

পরমেশ্বরের রূপ, গুণ ও লীলা একাধিক
য় তাঁহার স্বরূপকে উদয় করায়। তিনি
াকার বলিলে তাঁহার নিত্যসচ্চিদানন্দ-
ব বিপরীত বোধ হইয়া উঠে। অতীব
নই বলিয়া তিনি নিরাকার নন। তাঁহার
অচিন্ত্য। কেবল সর্ব্বব্যাপী বলিলে
ন্দ্রিয়-জ্ঞানবিশিষ্ট বলা হয়। মধ্যমাকার
নিও সর্ব্বত্র যুগপৎ পূর্ণরূপে বর্ত্তমান
ছেন,—এই গুণটী অলৌকিক ও অচিন্ত্য।
ক নির্ব্বিশেষ বলিলে একটী মাত্র
শেষতা-গুণ তাঁহাতে অর্পণ করিয়া
ক ক্ষুদ্র করা হয়। তিনি যুগপৎ
ণ ও নির্ব্বিশেষ বলিলে অলৌকিক
ব্য গুণের পরিচয় হয়। জীবমাত্রকে
তে সৃষ্টি করিয়া তাহাদের দ্বারা তাঁহার
ও সুখধাম জগৎকে আরও উন্নত করিয়া
ন এবং যে পর্য্যন্ত তাঁহার ঐ নিত্যকার্য্য
করিবে, ততদূর তাহাকে সুখ প্রদান
ন, এই কল্পনায় এই জগৎ ও জীব সৃষ্ট
ছেন বলিলে তাঁহার অচিন্ত্য লীলার
ব করা হয়। যে পুরুষ সিদ্ধসঙ্কল্প ও সর্ব্ব-
ন, তাঁহার যদি এইরূপ ইচ্ছা থাকিত
জগৎ ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ

হইয়া সর্ব্বত্র অসাধারণ হইত, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই জগতের উন্নতি হইত। কেহ কেহ আর কতক গুলির দোষ ধরিয়া বলিবেন—কেন তুমি বাহাদের অন্ধ, তাঁহারা ঈশ্বরকে নিত্য অপরিবর্ত্তনীয়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া স্বীকার করিবে কেন? অনেক অনাধিকার মত ভগবান্ ঐরূপ হইয়াছেন। সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ং ভগবান্ একতত্ত্ব হইয়াও যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহার অধিকারের সাধ্যে উচ্চ তত্ত্ব স্বীকার করেন। তাহাতে ভগবানের একতত্ত্বত্ব অস্বীকার করাও অবৈধ স্বতন্ত্রবিরোধকা। অচ্ছায় হইয়াও ভগবান্ ভক্তবাঞ্ছা পূরণে শক্তিমান্ প্রতিভাত হন, ইহা তাঁহার অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি। যেরূপ শক্তিতে সমুদয় জীব ও জড়ব্রহ্মাণ্ডের উদয় হইয়াছে, তাহা নিরাকার, তত্ত্বে নিরাকার তত্ত্ব পাইবার জন্য মিথ্যা আকৃতি সৃষ্টি করিয়া, যাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহারা নিতান্ত পৌত্তলিক। তাঁহাদের উপাসনার ফলও তথা। তথাপি কেহ যদি পৌত্তলিকতা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরম ব্রহ্মকে শব্দ ও বর্ণকে ভাবিয়া অধ্যাত্মযোগসাধনে প্রবৃত্ত হন, তিনি এই পরিত্যক্ত পৌত্তলিকতা হইতে কথঞ্চিৎ উন্নীত হইবেন, তাহাতে কোনই সংকাহ নাই। নিষ্ঠাসহ প্রতিমূর্ত্তি দেখেন, শুদ্ধ নির্জ্জীব বলিয়া যে প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া থাকিতেও সমস্ত প্রেম স্থাপন করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। তিনি একপ্রকার সত্য বলিয়াছেন, কিন্তু সকলেও তদনুরূপ আর একটী কথা বলিতে হইবেন।

যাঁহারা পরমেশ্বরের মূর্ত্তি দেখেন নাই, তাঁহারা যে তাঁহার সে মূর্ত্তি প্রস্তুত করেন, তাহা

অসত্য পুত্তলিকা। যেহেতু আমি যে ঈশ্বরকে দেখি নাই, এটী মনে করিলে তাহা ঠিক হইবে না। তুলসী তেঁতুল পেঁয়াজ ইত্যাদি বস্তুর স্বাদ কিরূপ তাহা আমি জানি। কিন্তু নিম্নলিখিত দাতা তাহার যে ঠিক (প্রত্যক্ষতঃ বিশেষ) জ্ঞান নাই, তাহা নিশ্চয় করিয়া কেহ বলিতে পারেন না। ভগবৎস্বরূপ দর্শন করিয়া, যে ব্যক্তি তাঁহার অনুকূল দান করেন, তাঁহার ভগবৎসম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান লাভে কোনই প্রতিবন্ধক হয় না। ফলতঃ যে পৌত্তলিকতা হইতে কোন ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তি ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়া স্বীকার করেন না। ফলতঃ পরমেশ্বরের মূর্ত্তি ও নামাদি যে কেবল কল্পনা-প্রসূত, তাহা নহে। তাহাতে সাধকদিগের উপকার হয় বলিয়া ভগবদ্ভক্ত দর্শন না হইলে, অন্যান্য কোন কোন পৌত্তলিক ক্রিয়া আছে তাহা অনাবশ্যক বলিয়া পরিত্যাগ করা উচিত। পরমেশ্বরের স্বরূপ-নির্ণয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। শাস্ত্রে যে সকল ভক্তের দর্শন পাওয়া যায়, তাঁহারা সকলেই ভগবানের মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন। ভগবান্ স্বয়ং অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা দেখিয়া অর্জ্জুন ভগবানের মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া পূজা করিতে উপদেশ দেন নাই। ভগবান্ বলিয়াছেন, "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন" ইত্যাদি। ভক্তিযোগে ভগবানের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভক্তগণ তাঁহার সেবা করিবেন, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। ভক্তিযোগে ভগবানের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভক্তগণ তাঁহার সেবা করিবেন, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। ভক্তিযোগে ভগবানের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভক্তগণ তাঁহার সেবা করিবেন, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়।

তাহা ভক্তগণ বিশুদ্ধভক্তি বুদ্ধিরূপ কষপাথরে অনুক্ষণ পরীক্ষা করিতেছেন। বিদ্যুৎপাতের সহিত বিদ্যুদ্ধের যে প্রকৃত সম্বন্ধ, তাহা কেবল বিদ্যুৎ-আলোকোৎপন্ন রূপ ফলদ্বারাই নির্ণীত হয়। অধিকন্তু যাহারা অনভিজ্ঞ, তাহারা বিদ্যুদ্ধ দেখিলে কি বুঝিবে? যাহাদের হৃদয়ে রুচি নাই, তাহারা শ্রীবিগ্রহকে পুত্তলিকা বই আর কি বলিতে পারে? ভক্তদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীবিগ্রহ সেবকেরা পৌত্তলিক নন। তবে পৌত্তলিক কে, ইহার সংক্ষেপ বিচার করা যাউক। ভগবৎ স্বরূপের সহিত সম্বন্ধহীনবস্তুকে যাহারা উপাসনা করে, তাহারা পৌত্তলিক, তাহারা পঞ্চ প্রকার (১) বস্তুজ্ঞানাভাবে যাহারা জড়কে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে, (২) জড়কে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া জড়-বিপরীত ভাবকে ঈশ্বর বলিয়া যাহারা পূজা করে, (৩) ঈশ্বরের স্বরূপ নাই স্থির করিয়াছে, কিন্তু স্বরূপ বলিতে চিন্তার বিষয় পাওয়া যায় না, অতএব যাহারা উপাসনা সুলভ করিবার উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের জড়ীয় রূপ কল্পনা করে, (৪) যাহারা চিত্তশুদ্ধির অপ্রাপ্তি ও উন্নতির জন্য ঈশ্বর কল্পনা করতঃ তাঁহার একটী কল্পিতমূর্ত্তি ধ্যান করে (৫) জীবকে যাহারা ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে।

অসভ্য মনুষ্যগণ অগ্নিপূজকগণ এবং জ্যোতঃ, সেমার্গ প্রভৃতি গ্রহণ ও গ্রীকদেশীয় ব্যক্তিগণ প্রথম শ্রেণীর পৌত্তলিক। যে সময়ে ঈশ্বরের স্বরূপজ্ঞান উদয় হয় নাই, অথচ জীবের ঈশ্বর বিশ্বাস স্বভাবতঃ থাকে, সেই সময় অজ্ঞান বশতঃ যে চাকচিক্যবিশিষ্ট বস্তুতে ঈশ্বর পূজা দেখা যায়, তাহাই ঐ শ্রেণীর পৌত্তলিকতা। অধিকার-বিচারে ঐরূপ পৌত্তলিকতার নিন্দা নাই। জড়ীয় জ্ঞানের অত্যন্ত আলোচনা-ক্রমে যুক্তিদ্বারা সমস্ত জড়ীয় গুণের বিপরীত নির্ব্বিশেষ-ভাবকে যখন ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস হয়, তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিকতা উপস্থিত হয়। নিরাকারবাদি-মাত্রই ঐ শ্রেণীর পৌত্তলিক। নির্ব্বিশেষভাব কখনও ঈশ্বরের স্বরূপ বা স্বরূপ-সম্বন্ধীয় ভাব হইতে পারে না। ঈশ্বরের অনন্ত বিশেষের মধ্যে নির্ব্বিশেষত্বকে একটী বিশেষ ধর্ম্মরূপে স্বরূপ সম্বন্ধীয় ভাব হইতে পারে। ঈশ্বরের স্বরূপ জড় বিলক্ষণ বটে, কিন্তু চিদ্বিপরীত নয়।

চরমে নির্ব্বিশেষকে যাঁহারা লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণু, শিব, কালী, গণেশ ও সূর্য্যের মূর্ত্তি নির্ম্মাণকরতঃ তাঁহাদের উপাসনা করেন তাঁহারা ঈশ্বরের নিত্যস্বরূপ জানেন না, অতএব কল্পিত দেবতা করত তৃতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিক মধ্যে পরিগণিত হন। আজকাল যাহাকে 'পঞ্চ উপাসনা' বলা যায় তাহা এই প্রকার পৌত্তলিকতা। কোন গুণকে অবলম্বন করত: তাহার চরম শুদ্ধতা তাহা কিরূপে লভ্য হইতে পারে, তাহা বোধগম্য হয় না।

যেসকলদিগের কল্পিত শ্রীমূর্ত্তি ধ্যানই চতুর্থশ্রেণীর পৌত্তলিকতা, তদ্দ্বারা অল্প কোন লাভ হইতে পারে, কিন্তু ভগবানের নিত্যস্বরূপ সাক্ষাৎকাররূপ পরম লাভ হয় না। যাঁহারা জীবকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করেন, তাঁহারা পঞ্চমশ্রেণীর পৌত্তলিক। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষামতে ইহা অপেক্ষা আর মহৎ অপরাধ নাই। যে-সকল জীব পূজ্য, তাঁহাদিগকে ভগবদ্ভক্ত বলিয়া পূজা করিলে আর জীবে ঈশ্বর বুদ্ধিরূপ অপরাধ করিতে হয় না। শ্রীরাম-নৃসিংহাদির স্বরূপ-ভজন যে পৌত্তলিক ব্যাপার নয়, তাহা মৎকৃত 'শুদ্ধভক্তিসংহিতা' পাঠ করিলে বুঝিতে পারেন।

উক্ত পাঁচ প্রকার পৌত্তলিকেরা যে কেবল ভগবৎ-স্বরূপের নিন্দা করিয়া থাকেন, তাহা নয়, তাঁহারা অকারণ পরস্পরের নিন্দা করে। প্রথম শ্রেণীর পৌত্তলিক জড়ীয় আকাশের সর্ব্বব্যাপিত্ব-গুণকে ঈশ্বরের প্রধান গুণ মনে করিয়া ভগবৎস্বরূপের অবজ্ঞা করে এবং কালিত ও পরিমিত দেবাকারবাদিদের নিন্দা করিতে থাকে। ইহার মূল তাৎপর্য্য এই যে, সমান অধিকারের মধ্যে ভাব ও তদ্ভাবিত বস্তুর অনাদর হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়শ্রেণীর পৌত্তলিকের নিন্দা করেন, তৃতীয়শ্রেণীর পৌত্তলিক ও স্বরূপজ্ঞানের কোন পৌত্তলিক-ধর্ম্মই বেদ নাই। ন এতন্মায়ি নবো বা যে, যে পর্য্যন্ত স্বরূপ জ্ঞান হয় নাই, সে-পর্য্যন্ত কল্পনা ছাড়া আর কি করিবে? বরং কল্পিত সাধুসঙ্গক্রমে কল্পনাকে হেয় জ্ঞান করিলে স্বরূপ জ্ঞানের উদয় হইবে তখন আর তাহার নিন্দা করিবে না।

প্রভু ও সেবক

শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণই প্রভু, সেবা বা আরাধ্য বস্তু, আর তাঁহাদের অনুগত জনগণই সেবক বা শিষ্য। এই প্রভু ও সেবকতত্ত্বের স্বরূপ বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুকে যাহা বলিয়াছিলেন,—

এই ভক্ত বন্ধু, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ
সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ জন
দুঁহের সেবক যদি যায় অন্য স্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য, তা'রে চুলে ধরি' আনে॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।৬৬-৬৭)

শ্রীরূপ সনাতনের কৃপাই যাহা শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ও শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীরামের প্রতি অনাদরকথা বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর নিকট উপরি-উক্ত কথাগুলি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরূপ সনাতন শ্রীমুরারিগুপ্তের ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শ্রীরামনিষ্ঠা পরীক্ষার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের ভজন ছাড়িয়া, শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে অনুরোধ করায় তাঁহারা উভয়েই এইরূপ বলিয়াছিলেন,—

রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাটিতে না পারোঁ মাথা, পাও বড় ব্যথা॥
কৃপা করি' মোরে আজ্ঞা দেহ দুই জন
জন্ম জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ॥
রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ান না যায়।
ছাড়িবার মন হ'লে প্রাণ ফাটি' যায়॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।৩০-৪২)

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীল রূপ-সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীমুরারিগুপ্ত ও শ্রীঅনুপম-বল্লভের উপরি উক্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা ভগবান ও ভক্তের, গুরু ও শিষ্যের, প্রভু ও সেবকের, উপাস্য ও উপাসকের, আশ্রয় ও আশ্রিতের মধ্যে পরস্পরের প্রীতি-বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

আমরা অনেক সময় শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়া থাকি "হে গুরুদেব! হে বৈষ্ণবঠাকুরগণ! আমরা হরিভজন করিতে চাহি, হরিভজন ছাড়া আমাদের জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই, আপনারা আমাদিগকে কৃপা করুন।" শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণ আমাদের এইরূপ প্রার্থনার কথা শুনিয়া যাহাতে আমাদের হরিভজন হয়, তাহাতে আমরা সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের নিকট নিযুক্ত থাকিতে পারি, সেইরূপ উপদেশ আমাদিগকে প্রদান করিয়া থাকেন। আমরাও তাঁহাদের উপদেশ শুনিয়া ও তদনুসারে কার্য্য করিয়া, শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে ক্রমশঃ শ্রদ্ধাবানাশ্রয় ও দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকি। এইরূপভাবে দশ, পনর, বিশ বা ততোধিক বৎসর যাবৎ শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণের সঙ্গলাভ, তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ তাঁহাদের উপদেশমত কার্য্য, শ্রীগুরুগৃহে বাস, শ্রীগুরুমাশ্রয়, দীক্ষামন্ত্র-গ্রহণ, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবা, হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ মুহু যাজন করিয়াও আমাদের অনেকের হরিভজন হইতে, শ্রীহরি গুরু বৈষ্ণব-সেবা হইতে বিচ্যুতি ঘটে অর্থাৎ আমরা আমাদের প্রভু শ্রীহরি গুরু বৈষ্ণবের শরণ ছাড়িয়া অন্যস্থানে অন্যকার্য্যে চলিয়া যাই,—এরূপ প্রায়ই দেখা যায়। ইহার কারণ কি?

আমাদের মধ্যে এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমাদের অনেকেরই মনে এরূপ চিন্তার উদয় হয়, শাস্ত্র ও মহাজনগণের মুখে শুনিতে পাই,—'ক্রমশঃ সাধুসঙ্গ সকলসিদ্ধি হয়', কিন্তু কোথায় শ্রীগুরুগৃহে, শ্রীগুরু বৈষ্ণবের নিকট এতকাল বাস করিয়াও, তাঁহাদের এত সঙ্গ করিয়াও, গুরুদীক্ষামাশ্রিত ও দীক্ষিত হইয়াও, এত হরিকথা শ্রবণ করিয়াও, তাঁহাদের এত সেবা করিয়াও যখন অনেকেই তাঁহাদের নিকট হইতে পলাইয়া যাইতেছে, চলিয়া যাইতেছে, যখন তাহারা হরিজন হইতে ছুটী লাভ করিতেছে, তখন সেখানে থাকিয়া, একা গুরু বৈষ্ণব-নামধারিগণের সঙ্গ করিয়া, সেবা করিয়া, তাঁহাদের উপদেশ-মত কার্য্য করিয়া, বা এরূপ হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিয়া আমাদের কোন মঙ্গল লাভ হইবে না। এইরূপ চিন্তা বা বিচার হইতে আমরা ইহাও মনে করি যে, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ যখন এত এত সেবককে আটকাইয়া রাখিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদের নিজ-জনগণকে ছাড়িয়া দিতেছেন ও দুর্দ্দৈববশতঃ সেবকগণ হরিভজন ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেও তাঁহাদিগকে আবার চুলে ধরিয়া তাঁহাদের নিকট আনিতে পারিতেছেন না, তখন ইঁহারা সদ্গুরু বা শুদ্ধ-বৈষ্ণব নহেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত—"সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ-জন" "সেই ঠাকুর ধন্য, তা'রে চুলে ধরি' আনে।"—এখনকার গুরু-বৈষ্ণব নামধারিগণ এরূপ 'ধন্য প্রভু' বা 'ধন্য ঠাকুর' নহেন, ইঁহারা যদি এইরূপ 'প্রভু' ও এইরূপ 'ঠাকুর' হইতেন, তবে তাঁহাদের অনুগত সেবক-শিষ্যগণ কখনও এরূপ দুর্দ্দৈবগ্রস্ত হইতেন না, বা দুর্দ্দৈবগ্রস্ত হইলেও তাঁহারা নিশ্চয়ই ইঁহাদের কৃপায় আবার ইঁহাদের নিকট না আসিয়া থাকিতে পারিতেন না। সুতরাং এই প্রকার গুরুগৃহ, এই প্রকার মঠবাস, এই প্রকার সাধুসঙ্গ, এইপ্রকার হরিভজন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক জগতের সাধারণ লোকের মত গৃহে থাকিয়া নিজেদের সুখ-ভোগের জন্য যত্ন করাই ভাল। এইরূপ চিন্তাও আমরা অনেকে সময় পোষণ করিয়া থাকি।

উপরি উক্ত বিষয়ের এরূপ সংশয় সমস্যার প্রকৃত সমাধান কি, এবিষয় সাত্বত শাস্ত্র ও মহাজনগণের প্রকৃত সিদ্ধান্ত ও বিচার আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগতের সকল জীবকে সর্ব্বক্ষণ তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-সেবায় নিযুক্ত রাখিয়া তাঁহাদের আত্মমঙ্গল, নিত্য মঙ্গল ও পরম-মঙ্গল বিধানের জন্য গুরুরূপে, বৈষ্ণবরূপে ও শাস্ত্ররূপে মন্ত্র ও শিক্ষা-প্রদানাদি দ্বারা সর্ব্বক্ষণ তাঁহার পাদপদ্মে আকর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু আমাদের পূর্ণ পূর্ণ জন্মার্জ্জিত ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি না থাকিলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্ম একান্তভাবে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের উপদেশমত নিষ্কপটভাবে কেবল হরিভজন করিবার প্রবৃত্তি আমাদের চিত্তে উদিত হয় না। কেবলমাত্র নিষ্কপট হরিভজন-প্রবৃত্তি না থাকিলেও একমাত্র শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের উপদেশমত সর্ব্বক্ষণ জীবন যাপন করিবার যত্ন না করিলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধা, তাঁহাদের দর্শন, সঙ্গ, শ্রবণ-কীর্ত্তন, অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, রতি, প্রেমভক্তি—এরূপ ক্রমপন্থায় প্রয়োজনীয় বস্তু লাভ হইবে না। আর শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মে দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে তাঁহাদের শুভদৃষ্টি বা কৃপাদৃষ্টি আমাদের উপর পতিত হয় না। তজ্জন্য শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

ব্যতীত ইতর-অভিলাষ আমাদের চিত্তে উদিত হয়, তখন তাঁহাদের পাদপদ্ম-সেবা ছাড়া কৃষ্ণেতর কার্য্য আমাদের ভাল লাগে। এরূপ অবস্থাই শ্রীগুরু বৈষ্ণবের সঙ্গ ও সেবা হইতে আমাদের বিচ্যুতি ঘটে, আমরা তাঁহাদের অপার মহিমা ও আমাদের প্রতি তাঁহাদের অসীম দয়ার কথা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই না।

ভগবান্ ও ভক্তের মধ্যে, গুরু ও শিষ্য মধ্যে, উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে এমনই দৃঢ় সম্বন্ধ যে, কেহই কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না।

বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ
সৎপতিং যথা ॥
মন্নিমিত্তৌ ভবেদ্যেষাং সাধবঃ সমদর্শনঃ।
সাধবো হৃদয়ং ত্বহং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং ভেভ্যো মনাগপি ॥
(ভাঃ ৯।৪।৬৩-৬৮)

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমা ব্যতীত আর কিছুই জানে না, আমিও তাঁহাদের ভিন্ন অন্য কাহাকেও আমার বলিয়া জানি না।

সতী স্ত্রী যেরূপ সৎপতিকে বশীভূত করিয়া থাকে, আমাতে আসক্তচিত্ত সমদৃষ্টি-সম্পন্ন সাধুগণ তদ্রূপ ভক্তিপ্রভাবে আমাকে বশীভূত করে।

ভক্তগণও বলিয়া থাকেন,—

আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ধনে।

ভগবান্ স্বরূপ ও তদাশ্রয় শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ নিত্যকাল জগতে আছেন এবং প্রত্যেক জগতের সকল জীবকে তাঁহাদের পাদপদ্মে আকর্ষণ করিতেছেন। জগতের সকল জীব সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের পাদপদ্ম [illegible], তাঁহাদের পাদপদ্মের সঙ্গে যুক্ত ও তাঁহাদের পাদপদ্মে দৃঢ়নিষ্ঠ থাকিয়া [illegible] করুক,—ইহাই তাঁহাদের একমাত্র ইচ্ছা এবং ইহাই তাঁহাদের একমাত্র চেষ্টার বিষয়। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রকৃত অনুগত সেবক-শিষ্যগণও তাঁহাদের পাদপদ্মে নিষ্কপটভাবে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক কায়মনো-বাক্যে সর্ব্বক্ষণ কেবল তাঁহাদের প্রীতি-বিধান করিয়া তাঁহাদের অশোক-অভয়-অমৃতাধার শ্রীপাদপদ্মের অসীম মহিমা ও দয়ার কথা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। [illegible] শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবই যে তাঁহাদের সর্ব্বস্ব ধন, তাঁহাদের নিত্যকালের পরম বন্ধু পরমাত্মীয় ইহা তাঁহারা চিত্তে দৃঢ় বিশ্বাস ও উপলব্ধি করেন। এজন্য প্রাণ [illegible] শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্ম এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহাদের ছাড়িবার ইচ্ছা হয় না, ছাড়িতে গেলে যেন প্রাণ ফাটিয়া যায় এইরূপ মনে হয়। কিন্তু কর্ম্মী, জ্ঞানী যোগী ও অন্যাভিলাষিগণের মত চিত্তবৃত্তি ও [illegible] বাহ্যদৃষ্টিতে সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের নিকট বাস, গুরুগৃহে বাস, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সঙ্গ, তাঁহাদের সেবা ও হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তনের অভিনয় করিলেও আমরা তাঁহাদের অসীম মাহাত্ম্য ও দয়া বিন্দুমাত্রও উপলব্ধি করিতে পারি না বলিয়া তাঁহাদের পাদপদ্মে দৃঢ়বিশ্বাসযুক্ত ও দৃঢ়নিষ্ঠ হইতে পারি না।

আমরা আমাদের প্রভু শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্ম ছাড়িয়া, তাঁহারা যে স্থানে আছেন, সে স্থান ছাড়িয়া অন্য স্থানে চলিয়া যাইবার প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট না হইয়া এবং একমাত্র তাঁহাদের উপদেশ ব্যতীত নিজ নিজ দুষ্ট মনের পরামর্শ বা খেয়াল-অনুসারে নিজেদের ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কার্য্যে নিযুক্ত হইবার চেষ্টা না করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণকে আমাদের নিত্যকালের পরম বান্ধব, পরম হিতাকাঙ্ক্ষী পরমাত্মীয়, অত্যন্ত আপনজ্ঞান করিলে এবং তাঁহাদের একান্ত আনুগত্যে থাকিয়া অন্তরে ও বাহিরে নিষ্কপটভাবে সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের উপদেশমত জীবন যাপন করিবার জন্য যত্নবান্ হইলে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণ কখনও আমাদিগকে তাঁহাদের পাদপদ্ম হইতে বিতাড়িত করেন না।

শ্রীহরি গুরু বৈষ্ণবগণ নিত্যকাল এই জগতে আছেন, এখনও তাঁহারা জগতে থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের অশোক-অভয় অমৃতাধার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের স্থান দিবার জন্য কতভাবে কত যত্ন চেষ্টা করিতেছেন, আমাদিগকে এক মুহূর্ত্ত তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্ম ছাড়া করিতে চাহিতেছেন না। অজ্ঞতা বা দুর্ব্দৈবাতিশয্যে দুর্দ্দৈবগ্রস্ত হইয়া কোন সময় আমরা তাঁহাদের সেবা পরিত্যাগে ইচ্ছুক হইলেও তাঁহারা আমাদের চুলে [illegible] সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের শ্রীচরণ-পার্শ্বে রাখিতে চাহিতেছেন, ইহা কেবলমাত্র একান্ত শরণাগত, নিষ্কিঞ্চন ও নিষ্কপট সেবকগণই প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণব-চরণে আন্তরিক প্রীতিবিশিষ্ট হন। কিন্তু আমার ন্যায় শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণব চরণে অপরাধী সেবাবিমুখ, অন্যাভিলাষী কপট ব্যক্তি ইহা কখনও উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না বলিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মে দৃঢ়নিষ্ঠ ও প্রীতিবিশিষ্ট হইতে পারে না। শ্রীগুরু-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণকারী, একান্ত শরণাগত, একমাত্র শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা-পরায়ণ সেবকের নিকটই শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ তাঁহাদের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য প্রকাশিত করেন ও তাঁহাদিগকে কখনও তাঁহাদের পাদপদ্ম-ছাড়া করেন না। আর অন্যাভিলাষী কপটি [illegible] গণের নিকট শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য প্রকাশিত করেন না। সেই জন্য তাঁহারা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া থাকে, নিষ্কপটভাবে তাঁহাদের উপদেশ পালনে যত্নবান্ হয় না, ফলে পরিণামে শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্ম হইতে তাঁহাদের বিচ্যুতি ঘটে

শ্রীগুরূপদেশ

(মঙ্গলারাত্রিক-সম্বন্ধে)

কেবল ঘড়ির কাঁটা দেখিয়াই অর্থাৎ ভোর ৬টার সময়, ৪।০ টার সময় কি বা ৬টার সময় শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক করিতে হইবে না। শ্রীবিগ্রহের অষ্টকালীয় সেবক যে সময়ে শ্রীবিগ্রহের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সুখের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া [illegible] জাগাইবেন। শরণাগত, নিষ্কপট সেবার [illegible] অষ্টকাল শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতুতে [illegible] যে সুখ দুঃখাদি অনুভব করিবেন, সেই অনুভূতি অনুসারে ভোর বেলা যে সময় শ্রীবিগ্রহের জাগাইলে শীত বা গরমে শ্রীবিগ্রহের কোন কষ্ট হইবে না বুঝিবেন, সেই সময় ঠাকুরকে জাগাইতে হইবে।

শ্রীগুরু-পাদপদ্মে একান্ত শরণাগত, একমাত্র আশ্রয়-কামী, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মে শ্রদ্ধাবান্ সেবোৎসাহপূর্ণ ও সেবা-প্রাণ অষ্টকালীয় সেবক শ্রীবিগ্রহের সুখের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ঠাকুরকে জাগাইলে তাহাতে ঘড়ির কাঁটার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় থাকিবে না। শীত-গ্রীষ্মাদি সকল ঋতুতেই মঙ্গলারাত্রিকের প্রত্যহ একটী নির্দ্দিষ্ট সময় ঠিক করা যাইবে না। পূর্ব্বোক্ত অষ্টকালীয় শ্রীবিগ্রহের সুখানুভূতি অনুসারে কোন দিন ভোর সোয়া ৫টার সময়, কোন দিন ৬।০টার সময়, কোন দিন ৬টার সময়, কোন দিন বা ৫॥ টার সময়,—এইরূপে মঙ্গলারাত্রিক হইতে পারে।

অষ্টকালীয় সেবক মঙ্গলারাত্রিক-কারী বা নগর-সঙ্কীর্ত্তনকারী সেবকগণের সুযোগ সুবিধা বা ইচ্ছা-মত ঠাকুর জাগাইবেন না, বা মঙ্গলারাত্রিক করিবেন না, অর্থাৎ অষ্টকালীয় মঙ্গলারাত্রিক দর্শনকারী বা গায়কগণের ইচ্ছার অধীন হইয়া চলিবেন না, অষ্টকালীয়ের ইচ্ছার অধীন হইয়াই অপরাপর সকল কার্য্য হইবে।

এইরূপ কোন শ্রীবিগ্রহের সুখানুসন্ধান-বিশিষ্ট হইয়া অষ্টকালীয় সেবক যখন কোন বেলায় ঠাকুরকে জাগাইবেন, তখনই নগর-সঙ্কীর্ত্তনকারী ও কীর্ত্তনকারী গণের মঙ্গলারাত্রিক করিবার জন্য ঠাকুর হইতে 'বেল' দেওয়া হইবে। সেই ঘণ্টা বাজান হইবে। তখনই সকল [illegible] ও কীর্ত্তনকারীগণ একত্রে সঙ্গে সঙ্গে [illegible] থাকিয়া [illegible] করিবেন। [illegible] ঠাকুরের [illegible] সকল করিবেন। [illegible] ঠাকুরের [illegible] আছে, তিনি মঙ্গলারাত্রিক দর্শনে উপস্থিত হইয়া, মঙ্গলারাত্রিক দর্শন ও কীর্ত্তনের সুযোগ বা সৌভাগ্য পাইবেন। [illegible] শ্রদ্ধা বা প্রীতি নাই, তাহার এইরূপ সুযোগ বা সৌভাগ্য না ঘটিতে পারে।

এখন অষ্টকালের [illegible] রাখিতে হইবে। যখন, অষ্টকালের [illegible] শ্রীবিগ্রহের সেবা ও প্রীতি না থাকে, তিনি যদি [illegible] সর্ব্বাপেক্ষা না করেন, তাহা হইলে শ্রীবিগ্রহের প্রকৃতপক্ষে সেবা বা প্রীতি কিসে [illegible] তাহা [illegible] করিয়া [illegible] শ্রীবিগ্রহের [illegible] স্থানে [illegible] করিতে সমর্থ হইবেন [illegible]

[illegible] অষ্টকালীয় সেবক [illegible] সেবা করিতে [illegible] হওয়ায় তাঁহার [illegible] সংঘটিত হইবে। অতএব অষ্টকালীয় শ্রীবিগ্রহের সুখানুসন্ধান, শ্রীবিগ্রহের [illegible] শ্রীবিগ্রহের প্রীতি, সেবোৎসাহ [illegible] সকলের [illegible] অপরাধ [illegible] মুহূর্ত্তের জন্য [illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠে হরিকথা

[illegible] শ্রীচৈতন্যমঠে পরমারাধ্য শ্রীল [illegible] ঠাকুর [illegible] করিতেছেন। [illegible] শ্রীধাম মায়াপুরের মহাপ্রভুর [illegible] করা ভক্তগণের [illegible] হইবে। [illegible] করিতেছেন। [illegible] [illegible] শ্রীল [illegible] ঠাকুর [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠের [illegible] হইবে বলিয়া [illegible] করিতেছেন। [illegible] শ্রীল [illegible] ঠাকুর [illegible] শ্রীল [illegible] ঠাকুর [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠে [illegible] হইবে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে হরিকথা

[illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠে [illegible] শ্রীল [illegible] ঠাকুর [illegible] শ্রীল [illegible] ঠাকুর [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠে [illegible] হইবে।

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে হরিকথা

[illegible] শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে [illegible] শ্রীল [illegible] ঠাকুর [illegible] শ্রীল [illegible] ঠাকুর [illegible] শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে [illegible] হইবে।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের চুটকি	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	৭ ও তদূর্দ্ধ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারের পাঁ০ লাইনের	।৵০	।৵০	।৵০	।০
" " ছোট কলম	২৲	১৷০	৷৷০	১৲
" " মাঝারি কলম	৫	৪৲	৪৲	৩৲
" " বড় কলম	৮৲	৬৲	৬	৫৲
" " এক কলম	১২	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে পাঁ০ চুটকি	৬৲	৬৷৷০
" মাঝারি কলম	১৫৲	১২৲
" বড় কলম	২১৲	১৮৲
" এক কলম	৩০৲	৩০৲

শ্রীনদীয়া প্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (অগ্রিম দেয়)	২৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫ পয়সা বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহাজনগণের অনুগত পারমার্থিক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাঙ্গলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ঐ সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে ত্রৈমাসিক ধর্ম্মপত্র। পুরী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পারম শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি এ সম্পাদিত বাঙ্গলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১০ টাকা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনগণের গ্রন্থ হইতে একত্র সঙ্কলিত এই গ্রন্থ আছে। ইহা এক আশ্চর্য্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া কোন ব্যক্তিরই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার যৌক্তিকতা থাকিবে না। ইহার কিছু বাঁধাই আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

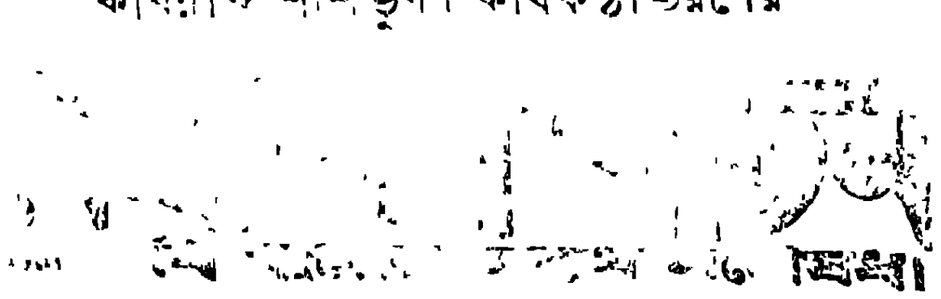

আয়ুর্ব্বেদ ও বিভিন্ন ঔষধ-প্রণয়নে অতুল সুনামধন্য প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠানের একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়া আটাত্তর বৎসর ধরিয়া ঐ একই কারখানায় এবং নূতন-পুরাতন সকল রোগের চিকিৎসা করিয়া আসিতেছি। আমাদের ঔষধ সাধক হইবে কি না। ছোট বোতল এক টাকা আট আনা, বড় বোতল তিন টাকা আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

ব্যবস্থা পরিষদের কার্য্য বিবরণ

গত ১৯৪০ সালের মে মাস হইতে ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত গত আর্থিক বৎসরে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের জন্য বাজেটে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় ১০ লক্ষ টাকা ধার্য্য হইয়াছিল। তাহার প্রায় ৫ লক্ষ টাকা পরিষদের সদস্যগণের বেতন বাবদ এবং ৩॥ লক্ষাধিক টাকা সেক্রেটরের বৈতনিক ভাতা ও কর্ম্মচারীর (সদস্যদের জন্য) বাবদ ব্যয় হইয়াছে। অবশিষ্ট অর্থ স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার ও বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণের বেতনের জন্য ব্যয় হইয়াছে। ১৯৪০ সালের মে হইতে ১৯৫১ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত পরিষদের কার্য্যবিবরণ সম্বন্ধে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট হইতে উপরোক্ত কথা পাওয়া গিয়াছে।

রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ঐ সময়ের মধ্যে পরিষদের তিনটি অধিবেশন হয় এবং এই তিনটির মোট ৯২ দিন পরিষদ বসে। স্পীকার ঐ তিনটির অধিবেশনের জন্য মোট ২৮৪টি প্রশ্ন, জনৈক সদস্য ৩টি প্রশ্ন, ডেপুটি স্পীকার ৬টি এবং ডেপুটি প্রতিনিধির ৫টি প্রশ্নের নোটিশ দান করেন। অন্যূন ১০৭ বার বিভিন্ন বিষয়ে পরিষদ ভোট গ্রহণ করে। মোট ১৩৮টি নূতন সরকারী বিল ও ১১৮টি সংশোধিত বিল পরিষদ কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। উক্ত সময়ের মধ্যে দৈনিক গড়পড়তা ৫৫৮ জন (মোট সদস্য সংখ্যা ৬০ জন) পরিষদে উপস্থিত থাকেন।

গণ-বিরোধী নূতন অর্ডিন্যান্স জারী

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট ৩৪ ধারা সম্বলিত ১৪ ধারা অনুযায়ী বঙ্গীয় উপদ্রুত অঞ্চল অর্ডিন্যান্স নামে একটি নূতন অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন।

এই অর্ডিন্যান্স ৭ই নবেম্বর হইতে কার্য্যকরী হইবে। ইহাতে উপদ্রুত অঞ্চলে হরতাল বা কারখানা জবরদখল করিবার এবং ঐ সকল অঞ্চলে বে-আইনী কার্য্যের ফলে যাহাদের বেহেদা বা সম্পত্তির ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণের ক্ষতিপূরণ করিবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টকে দেওয়া হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ এই অর্ডিন্যান্স ঢাকা সহরে প্রয়োগ করিয়াছেন। উপদ্রুত অঞ্চলে দমনের জন্য আরও কয়েকটি ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। যে সকল ব্যক্তিদের যত্নে শান্তিভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, সেই সকল কাজানি ও দণ্ডনীয় হইতে পারে, কোন কোন অপরাধের জন্য দণ্ড বর্দ্ধিত হইতে পারে এবং এইসকল অঞ্চলে অনুষ্ঠিত অপরাধসমূহের বিচারের জন্য স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের সাহায্যে বিচারের ব্যবস্থা হইতে পারে।

কাপড় ও সুতার মূল্য বৃদ্ধি

সম্প্রতি সরকারের চেষ্টায় চাহিদা বৃদ্ধি হওয়ায় সুতা ও কাপড়ের মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাধারণতঃ মূল্যের অবস্থার সমতা রক্ষার জন্য এবং যুদ্ধ-সরবরাহ প্রচুর পরিমাণে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য গভর্ণমেণ্ট মনে করেন যে, সুতা ও কাপড়ের কল ও কারখানায় উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য ফ্যাক্টরী আইনের বিধান মতে ৫৪ ঘণ্টার স্থলে সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা কাজ চালাইতে দেওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়। সুতরাং ঐ সমুদয় মিল ও কারখানাকে ফ্যাক্টরী আইনের ৩৪ ধারার বিধানের কবল হইতে মুক্ত হইবার আদেশ বিজ্ঞপ্তিপত্র পচার করা হইয়াছে। এই অর্ডিন্যান্স-আদেশের ফলে কারিগরগণের দৈনিক কার্য্যকাল দশ ঘণ্টাই থাকিবে। তাহারা পূর্ব্ববৎ সাপ্তাহিক ছুটিও ভোগ করিতে পারিবে এবং অতিরিক্ত কাজ করার জন্য পাঁচ ঘণ্টা সাধারণ বেতনের হারের দেড়া মজুরী পাইবে।

জি আই পি রেলওয়ের কারখানায় ধর্ম্মঘট

জি আই পি রেলওয়ের পারেল ও মাতুঙ্গার কারখানা দুইটির শ্রমিক ধর্ম্মঘটের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। প্রায় ১১০০০ শ্রমিক ধর্ম্মঘটে যোগদান করিয়াছে। যাহাতে শান্তিভঙ্গ না হয় তজ্জন্য কারখানা দুইটিতে পুলিশ প্রহরী নিযুক্ত করা হইয়াছে। মাগ্‌গী ভাতা বৃদ্ধির দাবী লইয়া গত ৭ই হইতে কুর্লার কারখানার শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট করিয়াছে। তাহাদের অবস্থাও পূর্ব্ববৎ।

পারেল ও মাতুঙ্গার শ্রমিকদের দাবী সমর্থন করিয়া কল্যাণের জি আই পি রেলওয়ে লকিন শেডের প্রায় ৫০০ শ্রমিকও ধর্ম্মঘট করিয়া রহিয়াছে।

ফ্রান্সের সমর সচিবের মৃত্যু

একটি বিমান দুর্ঘটনায় ফ্রান্সের সমর সচিব জেনারেল হুনট সিগার নিহত হইয়াছেন।

জেনারেল হুনটাসিগার সমর সচিব হিসাবে পোর্ত্তা মন্ত্রিসভায় যোগ দেন এবং পরে ফরাসী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নিত্যাম্ব কল্যাণকল্পতরু

—০—

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিকৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

—০—

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিকাশিনী-টীকা ও আস্বাদন ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ১৪ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২রা অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১৮ই নভেম্বর, ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার | ২০৩ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ কেশব, শিব প্রত্যূষ, গৌরাব্দ ৪৫৫

প্রকৃত শ্রীগুরুসেবকের স্বরূপ

——::(০)::——

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চিত থাকিলে শুদ্ধভক্তিরাজ্যে প্রবেশের সর্ব্বপ্রথম হইতেই সেই ভাগ্যবান্ জীবের চিত্তে এইরূপ কামনার উদয় হয়,—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

(শ্রীশিক্ষাষ্টক—৪র্থ শ্লোক)

অর্থাৎ হে জগদীশ (কৃষ্ণ), আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না। আমি এইমাত্র কামনা করি যে, জন্মে জন্মে আপনাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক।

এইরূপ কামনা হইতে সেই ভাগ্যবান্ জীবের চিত্তে "কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়"—এরূপ দৃঢ়বিশ্বাসযুক্ত শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয় হয়। তখন তিনি সরল-প্রাণে কাতরভাবে কৃষ্ণপাদপদ্মে পূর্ব্বোক্ত অহৈতুকী ভক্তি বা শুদ্ধভক্তি প্রার্থনা করিতে থাকেন। এইরূপ শুদ্ধভক্তি লাভ করিতে হইলে সদ্গুরু বা প্রকৃত সাধুসঙ্গের যে নিতান্ত প্রয়োজন, তাহাও সেই ভাগ্যবান্ জীব কৃষ্ণকৃপায় ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে পারিয়া তাহা লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন। কৃষ্ণ তখন কৃপা-পূর্ব্বক শ্রীগুরুবৈষ্ণবরূপে সঙ্গদান করিয়া সেই ভাগ্যবান্ জীবকে আত্মসাৎ করেন—পঞ্চম-পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমধনে ধনী করেন।

ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিশালী ভাগ্যবান্ জীব কি প্রকারে শুদ্ধভক্তি বা প্রেম-ভক্তিলাভের অধিকারী হন, তদ্বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ বলিয়াছেন,—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের
'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধনভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন'॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥
রুচিভক্তি হৈতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে
কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম'-নাম।
সেই প্রেমা—'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দধাম॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৩।৯-১৩)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপরিউক্ত বাণী এবং শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের উপদেশসমূহ আলোচনা করিলে আমরা স্পষ্টভাবেই ইহা বুঝিতে পারি যে, এইরূপ ভাগ্যবান্ জীব কৃষ্ণকৃপায় সদ্গুরু বা শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সঙ্গ প্রাপ্ত হইলে প্রথম হইতেই এইরূপ গুরু-বৈষ্ণবগণের প্রতি তাঁহার আন্তরিক স্বাভাবিক শ্রদ্ধার উদয় হয় ও তাঁহাদিগকে তাঁহার ইহপরকালের পরমহিতৈষী বন্ধু বলিয়া জ্ঞান হয়। তৎকালে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ সেই সরলপ্রাণ একমাত্র আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তিকে যত্নই আত্ম-মঙ্গলোপদেশ প্রদান করেন, সেই শ্রদ্ধালু-ব্যক্তি সেই সমস্ত উপদেশই শ্রদ্ধা ও মনো-যোগের সহিত শ্রবণ করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-গণের প্রত্যেক উপদেশ নিজ-জীবনে পালন করিবার জন্য আন্তরিক যত্ন করিয়া থাকেন। তৎফলে তাঁহার সর্ব্বপ্রকার অনর্থ অর্থাৎ শুদ্ধভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, বিচার-আচার, চিন্তাস্রোতঃ, সমস্তই ক্রমশঃ বিদূরিত হইয়া শুদ্ধভক্তিতে ক্রমে ক্রমে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, রতি ও প্রেমের উদয় হইতে থাকে।

এই প্রকার শুদ্ধভক্তিলাভে যত্নবান্ বা প্রেমভক্তিধনে ধনী ভাগ্যবান্ জীবই প্রকৃত গুরুসেবক-নামের যোগ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর শ্রীমুখ নিঃসৃত "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মা-দ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"—এই শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য অর্থাৎ অনুকূলভাবে কৃষ্ণ-বিষয় অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি, তাদৃশ ভক্তিতে কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ নাই, তাহা নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, নির্ভেদ-ব্রহ্মানু-সন্ধানপর জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতি ধর্ম্মদ্বারা আবৃত নহে, ইহা ভাগ্যবান্ শ্রীগুরুসেবক বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন। "যাদৃশী ভাবনাযস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"—এই শাস্ত্রবাক্য অনুসারে একমাত্র শুদ্ধভক্তি বা পূর্ব্বোক্ত উত্তমা ভক্তি লাভে যাঁহার একান্ত ইচ্ছা, কৃষ্ণ কৃপা-পূর্ব্বক তাঁহার সেই নিষ্কপট ও একান্ত ইচ্ছা পরিপূরণের জন্য শ্রীরূপানুগ গুরু-বৈষ্ণবগণের দুর্লভ সঙ্গ তাঁহাকে প্রদান করেন। শ্রীরূপানুগ গুরু-বৈষ্ণবগণ এইরূপ নিষ্কপট অনুগত জনগণকে কেবল আত্ম-মঙ্গলকামী দেখিয়া সর্ব্বক্ষণ শুদ্ধভক্তির অনুকূল বিষয় গ্রহণ ও প্রতিকূল বিষয় বর্জ্জনের উপদেশ প্রদান করেন। ভাগ্যবান গুরুসেবকগণকে নিষ্কপট শরণাগত ও কেবলমাত্র শুদ্ধভক্তিলাভের ইচ্ছুক দেখিয়া শ্রীরূপানুগ গুরু-বৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগকে যে কেবল উত্তমা ভক্তিধনের অধিকারী করিবার জন্যই সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতেছেন, আর শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের প্রদত্ত এই উত্তমা ভক্তি বা প্রেমধন শ্রদ্ধার সহিত আদরে গ্রহণ করিলে, শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ যে পরমপ্রীতি লাভ করেন, তাহা তদনুগ এই ভাগ্যবান্ নিষ্কপট সেবকগণ বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হ'ন।

আমি যে একমাত্র শুদ্ধভক্তি বা উত্তমা-ভক্তি লাভ করিতে চাই, তাহাই আমার হিতাকাঙ্ক্ষী পরমবন্ধু শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ আমাকে কৃপা-পূর্ব্বক প্রদান করিবার জন্য স্বীয় আচরণ ও কৃপোপদেশের দ্বারা—শুদ্ধ-ভক্তির অনুকূল বিষয় গ্রহণ ও প্রতিকূল বিষয় বর্জ্জন করিয়া সর্ব্বক্ষণ শিক্ষা দিতেছেন, নিষ্কপট আত্মমঙ্গলকামী শ্রীগুরুসেবক শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপায় ইহা যতই প্রাণে উপলব্ধি করেন, ততই সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে—শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে ও তদনুগ শুদ্ধবৈষ্ণবগণের পাদপদ্মে তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি ক্রমশঃ তাঁহার পরমাত্মীয় ও আপন-জ্ঞান অত্যন্ত প্রবল হইতে থাকে।

এইরূপে সেই ভাগ্যবান্ নিষ্কপট আত্ম-মঙ্গলকামী গুরুসেবকের শ্রীরূপানুগ গুরু-বৈষ্ণবগণের পাদপদ্মে আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রীতি, প্রাণের টান, অসক্তি যতই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রীতি ও সেবোৎসাহের সহিত কায়-মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের আদেশ পালনে, তাঁহাদের প্রীতিজনক কার্য্য করিতে প্রাণ-পণে যত্ন করিয়া থাকেন। তাহাতে শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণেরও স্নেহদৃষ্টি, শুভদৃষ্টি বা কৃপা-

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

কর্ম্মকাণ্ড ও সেবা-কার্য্য

কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডের সাধারণ ধারণা সকলেরই আছে, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তি-সাধনের উহা যে কিরূপ বিরোধী, তাহা অনেকে বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখেন না। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

"কর্ম্মানন্দ, কর্ম্ম-ধ্বংস, দুই—বিধর্ম্ম হয়।
দুই হৈতে হেলে শ্রদ্ধা, উপজয়ে সংশয়॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৫)

ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা,
শুনহ লম্পট হে মূঢ় দুরাচার।
বৈষ্ণব কভু না হয় আমার॥

—(শ্রীল নরোত্তম দাস প্রার্থনা)

প্রথমতঃ ও তাহা নিম্নলিখিত উদ্ধৃত-উক্তি বাক্যসমূহ আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, কর্ম্ম ও শ্রীহরি-ভক্তি-সেবা কখনই এক নহে। স্বর্গসুখ হইতে আরম্ভ করিয়া সেই দেহ-মনের বা দেহ-সম্পর্কিত পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, ভাই, বন্ধু, আত্মীয় স্বজনের পাঞ্চভৌতিক দেহ ও মনের সুখের জন্য কায়-মনোবাক্যে যে চেষ্টা বা সেবা, তাহাই কর্ম্মকাণ্ড। আর শ্রীহরি-ভক্তের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সুখের জন্য তাঁহাদের আজ্ঞানুযায়ী হইয়া কায়-মনোবাক্যে যে সেবা, তাহারই নাম সৎ-কার্য্য। একটীর নাম—কর্ম্ম আর দ্বিতীয়টী বা কার্য্য অর্থাৎ সেবারই নামান্তর, ব্রহ্মবাদীরা, শ্রীভক্তিবিনোদ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, ভক্তগণ সেবা। এই [illegible] কায়মনোবাক্যে সকল ও প্রেমের [illegible] গোস্বামী প্রভু পরিষ্কার বর্ণন করিয়াছেন,—

"কায়, বাক্যে,—নিজ চেষ্টার। নিজ মনের॥
সেই সব হয় কৃষ্ণের 'সাধন'। 'ভক্তি' করি করে তারে 'নাম'॥
কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তি-ইচ্ছা ধরে প্রেম 'নাম'॥
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য—নিজ সর্ব্বভাব ধর্ম্ম।

[illegible]
দেহ, গেহ, [illegible]
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ, নিজপরিজনপ্রীতি,
সমস্তই ত্যাগ করি' ভজে কৃষ্ণচরণ॥
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম-সেবন॥
[illegible]
[illegible]
কৃষ্ণ লাগি' আর সব করে পরিহার।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে সর্ব্ব ব্যবহার॥
কৃষ্ণ লাগি' আর সব করি' পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে যোগ যাগ॥

(চৈঃ আদি ৪র্থ প:)

তাৎপর্য্যে ভেদ হইলে ক্রিয়ার স্বরূপ একই রকম দেখিলেও, কার্য্য ও প্রেম এক ভাবাপন্ন হইতে পারে না। নিম্ন শ্লোকে কর্ম্মের নাম—কাম। বেদে চৌকিদারী, [illegible] দেবতা, দেবপূজা, দেবতার কর্ম্ম, [illegible] দেহ, দেহসুখ, মুক্ত্যাদিকে আত্মসুখ, আত্মপথ, আর্য্যপথ, নিজপরিজনপ্রীতি, স্বজন-তাড়ন ভর্ৎসন ও ভয়—এই সমস্তই কামরূপ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা, এ সমস্ত কার্য্যে কৃষ্ণ ইন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাই প্রবর্ত্তক। আমি কৃষ্ণ দাস,—এই বুদ্ধির অনুগত যে বাঞ্ছা, তাহাই কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা হইতে পারে, আর 'আমভোক্তা'—এই বুদ্ধি হইতে যে-সমস্ত বাসনার উদয়, সে-সমস্ত কামবাঞ্ছা। গোপী-গণের প্রত্যেক সেবকগণের কায়মনোবাক্যের সমস্ত চেষ্টা কেবল কৃষ্ণসুখের জন্য।

চিজ্জগৎ বা গোলোক বৈকুণ্ঠের হেয় প্রতিফলন এই জড়জগৎ বা মায়ার ব্রহ্মাণ্ড। গোলোক-বৈকুণ্ঠের অপর নাম—কৃষ্ণের সংসার, আর জড়জগতের অপর নাম—মায়ার সংসার। এই জড়জগৎ বা মায়ার সংসার চিজ্জগৎ বা কৃষ্ণের সংসার গোলোক-বৈকুণ্ঠের বিকৃত হেয় প্রতিফলন বলিয়া কৃষ্ণের সংসারে যাহা যাহা বা যে যে কার্য্য আছে, এই মায়ার সংসারেও সেই সমস্ত ও সেই প্রকার কার্য্যাদি হেয়ভাবে আছে। গোলোক-বৈকুণ্ঠে বা কৃষ্ণের সংসারে এক-মাত্র পুরুষ বা ভোক্তা—কৃষ্ণ, আর সকলেই সেই কৃষ্ণের ভোগ্য, শক্তি বা সেবক, সেই সেবকগণ সকলে একমাত্র ভোক্তা বা পুরুষ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে তাঁহার ইচ্ছায় অধীন হইয়া তাঁহার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য তাঁহাদের কায়মনোবাক্য ও সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত রাখেন। তথাকার গো, বেত্র, বেণু, বিষাণ, বৃক্ষ, লতা তৃণ, গুল্মাদি সমস্তই কৃষ্ণের বৈভব বা বিলাস-সহচর। সকলেই একমাত্র কৃষ্ণসেবোপকরণ-রূপ কৃষ্ণেরই আজ্ঞা ও ইচ্ছামত তাঁহার সেবার ইন্ধনরূপে নিযুক্ত আছেন। তথাকার সমস্ত সেবকগণের দ্বারা, সমস্ত উপকরণের দ্বারা, সমস্ত কার্য্যের দ্বারা কেবলমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধিত হয় বলিয়া তাহাতে কোনপ্রকার হেয়তা বা অবরতা নাই, তাহা অপ্রাকৃত চিদ্বিলাসময় ধাম—চিদানন্দ-ময় ধাম—প্রেমানন্দময় ধাম। কিন্তু এই জড়জগৎ উপরি উক্ত চিজ্জগতের বিকৃত হেয়-প্রতিফলন বলিয়া, এখানকার অধিবাসিগণ সকলেই স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্নভাবে ছোট-খাট কৃষ্ণ, পুরুষ বা ভোক্তা সাজিয়া এখানকার সমস্ত বস্তু ভোগ করিতে চায়। এইজন্য এস্থান হিংসা কলহ, বিবাদ বিসম্বাদ, অবিচার, অনাচার, ব্যভিচার, নানা প্রকার অভাব অনটন, দুঃখ-যাতনা প্রভৃতি হেয়তা বা অবরতাপূর্ণ।

এই জগতের অধিবাসী সেবাবিমুখ জীবগণ নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে কায়মনোবাক্যে যত্ন করিয়া পরিণামে কেবল দুঃখ-যাতনাই লাভ করে। তাহারা বিবর্ত্ত গ্রস্ত হয় অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধি করিয়া অজ্ঞান বা দেহাভিমানের আবরণ থাকায় এই প্রকার তাহাদের দুঃখের কার্য্যকেই প্রয়োজনীয় বা পরম-মঙ্গলময় কার্য্য বলিয়া বিচার করে।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

এই হেতু ঠাকুর বহিরঙ্গা শক্তি মহামায়া কৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে এই ভূতজগতের কর্ত্রীরূপে থাকিয়া এ স্থানের অধিবাসী সেবা বিমুখ জীবগণকে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপ যাতনা প্রদান করেন এবং এখানকার জীবগণও মায়ামোহিত হইয়া এই ত্রিতাপ যাতনার একটু কুলাঙ্গারকেই সুখ বা আনন্দ বলিয়া অনুভব করে। এজন্য এই ভূতজগৎ বা মায়ার সংসার দেবীধাম, অর্থাৎ দুঃখময় ভূমি বা ভূতানন্দপূর্ণ স্থান নামেও অভিহিত।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তদীয় নিত্য জন পার্ষদগণ বা ভক্তগণের সঙ্গে মাঝে মাঝে নানা ছলে লীলাবিলাসাদি করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন। ভক্তগণেরও নিত্য-স্বভাব এই যে, তাঁহারা অপনে দুর্লভ আকাঙ্ক্ষিত ইচ্ছা বুঝিয়া নানা-মতেরা বা প্রকারে কেবল প্রভুর সুখ-বিধানের জন্য যত্ন করিয়া থাকেন। এই ভক্ত জন্য কামমুক্ত, ভোগ মুক্ত বা সর্ব্বক্ষণ স্ব-স্ব ভাবের-ভাবিকার কার্য্যে নিরত সেবাবিমুখ জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য অর্থাৎ ভক্তসেবাভিমুখ করিয়া সম্বন্ধজ্ঞান দিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুগে যুগে এই জগতে অবতীর্ণ হন। শাস্ত্র ও ভক্তবিনোদের বাণীতেও আমরা ইহাই শুনিতে পাই, —

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি'।
সপার্ষদ নিজধাম সহ অবতরি॥
অতএব তাঁর দেহ কারণাব্ধি পার।
শিখায় শরণাগতি ভকতের প্রাণ॥
(শ্রীশরণাগতি)

শ্রীভগবানের মনোভীষ্টপূরণ বা লীলাবিলাসের সহচররূপে যেমন তাঁহার নিত্য-জনগণ —পার্ষদগণ — সঙ্গে আসেন, শ্রীভগবানের এই ভূতজগতে আবির্ভাব হইলে শ্রীভগবানের লীলাবিলাস স্থলী এই গোলোক বৈকুণ্ঠ-ধামের শ্রীভগবানের লীলাবিলাসের সাহায্যার্থরূপে এই প্রপঞ্চে বা মায়ার সংসারে অবতরণ করেন। এই প্রপঞ্চস্থিত শ্রীধাম বৃন্দাবন, শ্রীধাম-মথুরা, শ্রীধাম নবদ্বীপ, শ্রীধাম-পুরুষোত্তম, শ্রীধাম অযোধ্যা, শ্রীধাম-দ্বারকা, শ্রীধাম অযোধ্যা, শ্রীধাম-পুরুষোত্তম ইহার নিদর্শন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার নাম, তাঁহার পার্ষদগণ, তদ্ভিন্ন তাঁহার ধাম এবং তাঁহার [illegible] কৃষ্ণা, গঙ্গা, —ইহারা সকলেই মায়াতীত এবং মায়িক প্রপঞ্চের বা মায়ার সংসারের সহিত সম্পর্কশূন্য। ইহারা এই জগতের প্রাকৃত বস্তুর সহিত একত্র হইয়া যাইলেও ইহারা পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকেন,—ইহাই তাঁহাদের বিশেষত্ব।

এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ মথুরা বৃন্দাবন, নবদ্বীপ প্রভৃতি ধাম সাক্ষাৎ গোলোক বৈকুণ্ঠ হইলেও আমরা এই জগতের মায়াবদ্ধ অনর্থযুক্ত মোহাবৃতমুখ যে সমস্ত জীব এই সব ধাম বাস করিয়া শুদ্ধভক্তিবিরুদ্ধ সর্ব্বপ্রকার আচার-বিচার, কার্য্য-কলাপ ও স্থা-সোতে নিমগ্ন থাকি, অথচ 'আমরা বৃন্দাবনবাসী, আমরা মথুরাবাসী, আমরা নবদ্বীপবাসী' — এইরূপ পরিচয় দিয়া থাকি, আমাদের এই প্রকার পরিচয় প্রদান ভণ্ডামী বা প্রতারণা নহে—আমাদের এই প্রকার পরিচয় প্রদান নামবাসের অভিনয় বা ছলনা নহে। ধামবাসের অভিনয় করিয়াও আমরা প্রকৃতপক্ষে গ্রামবাসী, কারণ, ধামে বাস করিয়া নামাশ্রয় শুদ্ধভক্তি ও তদাশ্রিত ধামের সেবার জন্য যত্ন না করিয়া কেবল গ্রাম্যলোকের মত নিজ নিজ সুখ-শান্তি, আরাম সুবিধা, সুবিধা প্রভৃতি অন্বেষণ করিয়া থাকি। ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন, —

গৌরধাম যে শুনিতে মানে সাধ,
তার হয় ব্রজভূমে অনুরাগ।
গৌরধাম যে বুঝিতে করে মন,
সে জানে ব্রজের রস বৃন্দাবন॥

ঠাকুর শ্রীনরোত্তমও গাহিয়াছেন, —

যে ভাবে বৈষ্ণব নাই সে ভাবে নাহি যাই,
কি লাভ হাঁটিয়া দুইদশ।
যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ॥
বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ
সদা হয় কৃষ্ণের সঙ্গ।

মহাজনগণের উপরি-উক্ত বাণীসমূহের তাৎপর্য্য হইতে আমরা এই শিক্ষালাভ করি যে, শ্রীবৈষ্ণবগণ এই পৃথিবীর যে স্থানে অবস্থান করেন, সেই স্থানই মায়াতীত গোলোক-বৈকুণ্ঠধাম—এই দৃষ্টিতে এই মায়ার সংসারের কোন স্থানের কোন বস্তুকে স্পর্শ করিতে পারে না। কারণ, তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের নিত্যপ্রভু শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীপাদপদ্মে [illegible] সংযুক্ত রহিয়া তাঁহাদের মনোভীষ্ট [illegible] করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত রহিয়াছেন এবং আবির্ভূত হইয়া [illegible] জগতের সকল জীবকে [illegible] শিক্ষা দান করেন।

"অনাদিই হয় যারা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ।
কোন কোন ভাগ্যবানে গুরুবৈষ্ণব দেখা॥
উপাধি উন্মুক্ত মহাজন-বাণীময় হৃদয়ে
এখনও এই জগতে সাধুর আবির্ভাবে
যে সকল জীব ও পাষণ্ডগণ নীরব প্রকাশ করিতেছেন। সাধুশাস্ত্র
ভগবানের মনস্তুষ্টি বিধান করিতে
তব" দীক্ষা না লইলে যত অভক্তের ঘর
উদ্ধার না দেখি কৃষ্ণ ভক্তি বিনে॥
অভক্ত উদ্ধার হেথা না হয় কোনো।"—
এই সব মহাজন-বাণীও সত্য। অর্থাৎ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:।:০:।:-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০		

এক বৎসরের ভ

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক " ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

হের হিটলারের হেড কোয়ার্টার

হিটলারের যেসব বিশ্বস্ত অনুচর স্বয়ং ফুরারের হেড কোয়ার্টার পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন, তাহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত বিবরণে জানা যায় যে, রাশিয়ার এক গহন অরণ্যে অবস্থিত হিটলারের হেড কোয়ার্টার লোক-চক্ষুর অন্তরালে উত্তমরূপে লুক্কায়িত শিবির ও কুটীরশ্রেণী সমন্বিত একটি নগর-বিশেষ। তাহার হেড কোয়ার্টার স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন হইলে তাহা যাহাতে দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হইতে পারে, তজ্জন্য তাহার সাঁজোয়া ট্রেণ নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে প্রস্তুত রাখা হইয়াছে। হেড কোয়ার্টারের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া অধিবাসীদিগকে বিতাড়িত করা হইয়াছে। ভ্রমণের সুবিধার জন্য হেড কোয়ার্টারে বহু লরী এবং মোটরেরও সন্নিবেশ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলি শয়ন-কক্ষরূপে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। নাৎসী প্রচার কর্ত্তা ডিয়েট্রিক-এর জন্য রেডিও ও টেলিপ্রিণ্টার সমন্বিত একটি বিশেষ বাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং এই সবের সাহায্যে তিনি বহির্জগৎ ও বর্লিনস্থিত মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া থাকেন। একটি লরীতে চলচ্চিত্রের সাজ-সরঞ্জাম রক্ষিত আছে। এতদ্দ্বারা নাৎসী-নায়ক চলচ্চিত্রের সাহায্যে প্রচারকার্য্য ও জার্ম্মাণীর যুদ্ধ কিরূপ-ভাবে চলিতেছে তৎসম্পর্কে একটা ধারণা করিবার সুযোগ পান। ফুরার সব সময়ই তাহার পুরাতন সঙ্গী ও অনুচরগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত থাকিতে ভালবাসেন। সম্প্রতি তিনি এডলফ হিটলার রেজিমেণ্টের রণাঙ্গন-স্থিত হেড কোয়ার্টারে তাহার এডজুট্যাণ্ট সুলজ-এর নিকট এক তার প্রেরণ করেন, কিন্তু তার প্রেরণের পূর্ব্ববর্ত্তী দিনে তিনি নিহত হইয়াছেন বলিয়া জানেতে পারেন।"

সিংহলে স্বাধীনতার দাবী

সিংহল শাসনতন্ত্রের সংস্কার-সম্পর্কে কলোনি সচিব যে পার্লামেণ্টারী কমিশন প্রেরণের প্রস্তাব করিয়াছেন, উক্ত কমিশন সিংহলে আগমন করিলে উহাকে বর্জ্জন করিবার জন্য কংগ্রেসের আগামী ২২শে অধিবেশনের নিকট প্রস্তাব করিয়া নিখিল সিংহল কংগ্রেসের কমিটির অধিবেশনে এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

উক্ত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, সিংহলীদের এখনই স্বাধীন হওয়ার অধিকার আছে এবং যুদ্ধের পর শাসন-সংস্কার সম্পর্কে বৈঠক আহ্বান কিংবা পার্লামেণ্টারী কমিশন গঠনের প্রস্তাবের নিন্দাও ঐ প্রস্তাবে করা হইয়াছে। বৃটিশ সরকারের উক্ত প্রস্তাবের প্রতিবাদে সিংহলব্যাপী কমিশন বা বৈঠক বর্জ্জনের জন্য কংগ্রেসের আগামী ২২শের অধিবেশনের নিকট সুপারিশ করা হইয়াছে।

রাশিয়ায় বৃটিশ রাজদূত

স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে শীঘ্রই বৃটিশ মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা হইবে বলিয়া জোর গুজব রটিয়াছে। রাশিয়ায় বৃটিশ রাজদূত হিসাবে তাঁহার কর্ম্মপ্রচেষ্টা বিশেষ সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে। রাশিয়ার মৈত্রীলাভের জন্য তিনি মস্কো গিয়াছিলেন। উহা এক্ষণে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোন কোন মহলের ধারণা এই যে, রাশিয়ার মিত্রশক্তিবর্গের কর্ম্মপ্রচেষ্টার সহিত সামঞ্জস্য বিধানের কার্য্যভার সম্পূর্ণরূপে অপর এক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা যাইতে পারে। কারণ, তথায় এক্ষণে একটা ব্যবস্থা হইয়াছে এবং সুশৃঙ্খলার সহিত উহার কার্য্য চলিতেছে। এরূপ জানা গিয়াছে যে, অধুনা জনৈক বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি প্রধান মন্ত্রী মি. চার্চ্চিলকে বলেন যে, স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে মন্ত্রি-সভায় গ্রহণ করা হইলে ব্যবসায়ীমহল আনন্দিত হইবেন। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা হইলে ভারতীয়গণ আনন্দিত হইবে। কারণ ভারত সম্পর্কে তাহার মনোভাব অত্যন্ত সুপরিজ্ঞাত।

রাশিয়ার জন্য বৃটিশ বিমান

বৃটিশ বিমান সচিবের দপ্তরের সংবাদ সরবরাহ বিভাগ হইতে বলা হইয়াছে যে, রুশ রণাঙ্গনের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণের জন্য শত শত হ্যারিকেন বিমান সন্নিবেশ করা হইতেছে। বৃটিশ বিমান বিভাগের কর্ম্মচারিগণ রাশিয়ান বৈমানিকদিগের শিক্ষাদান কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন।

পাঞ্জাবী ভাষা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ১৯৪৪ সাল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন, ইণ্টার-মিডিয়েট ও বি-এ পরীক্ষার জন্য পাঞ্জাবী ভাষাকে অন্যতম দেশীয় ভাষারূপে গণ্য করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ ১৫ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৩রা অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১৯শে নভেম্বর, ইং ১৯৪১, বুধবার { ২০৫তম সংখ্যা

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিকাশিনী টীকা ও আস্বাদন ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ কেশব, স্থাণু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৫

সাধন

—:০:(*):০:—

হরিভক্তির সাধনই আমাদের একমাত্র কৃত্য—এই উপদেশ বদ্ধজীব আমরা সাধু-শাস্ত্রের নিকট হইতে সকল সময়েই পাইয়া থাকি। শ্রীগুরু বৈষ্ণবের এবং শাস্ত্রের নিকট হইতে এইরূপ উপদেশ পাইয়া বিভিন্ন রুচিবিশিষ্ট লোক আমরা বিভিন্ন প্রকারের ক্রিয়াকলাপে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকেই সাধন-ভক্তি মনে করিতেছি। সাধু ও শাস্ত্র কাহাকে সাধন বলিতেছেন, তাহা তাঁহাদের আনুগত্যে আমাদের জানিতে চেষ্টা-বিশিষ্ট হওয়া দরকার। যে ক্রিয়া-দ্বারা অভীপ্সিত উদ্দেশ্যের সিদ্ধি হয়, তাহাকেই সাধন বলা হয়, নিরর্থক কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহাকে সাধন বলা যায় না। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি নিরর্থক বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত তাহাদিগকে সাধন বলিয়া স্বীকার করেন না। ধর্ম্মজগতে যিনি যেপথই অবলম্বন করুন না কেন, ভগবদ্বস্তু লাভই প্রকৃত ধর্ম্মের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—একমাত্র ভক্তি-ব্যতীত অন্য সকল পথই সেই উদ্দেশ্য-সাধনে ব্যর্থতা প্রতিপন্ন করে।

ভক্তি আত্মার নিত্য সহজ বৃত্তি। দেহ-মনের দ্বারা কখনই ভক্তির অনুশীলন হয় না আমরা বদ্ধজীব, আত্মধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছি। দেহ ও মনের দ্বারা চালিত হইয়া আমরা যাহা কিছু করি না কেন, সকলই জড়ক্রিয়ামাত্র, আত্মার উপরে জড়ক্রিয়া কখনই প্রযুক্ত হয় না। এ কথা শুনিয়া বা কথঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করিয়া আমাদের একটা নৈসর্গিক চিন্তা-স্রোত আসে যে, কৃত্রিম উপায়ে মনোনিগ্রহাদির দ্বারা মন স্থির করিয়া বুদ্ধি বা চিত্ত শুদ্ধ করিতে পারিলে আত্মস্বরূপ জাগরিত হইবে, তখন ভক্তির অনুশীলন করিলে আমরা ভক্তির প্রকৃত সন্ধান পাইতে পারিব। সাধনকালে আমরা কর্ম্ম জ্ঞান-যোগাদির অনুশীলন করিয়া সত্ত্বশুদ্ধি করি, শুদ্ধসত্ত্বে ভক্তিবৃত্তির উদয় হইলে ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করিব। ভাগবত বলেন,—কর্ম্মজ্ঞানাদির অনুশীলন আমাদের অচিদ্বৃত্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু আত্মধর্ম্ম সম্পূর্ণ চিদ্বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, অচিদ্বৃত্তির দ্বারা কখনও চিদ্বৃত্তির জাগরণ হয় না, অধিকতর সুপ্ত হয় মাত্র।

'যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ', 'যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ', 'প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ', 'ন সাধয়তি মাং যোগঃ' প্রভৃতি শ্লোকে, যোগ, 'কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্' 'কর্ম্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে,' 'কর্ম্মণ্যকর্ম্মনির্হারো ন হ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে,' 'প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি 'নারায়ণপরাঙ্মুখম্' প্রভৃতি শ্লোকে কর্ম্ম, 'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য,' 'যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ,' 'জীবন্মুক্ত অপি প্রভৃতি অসংখ্য অসংখ্য শ্লোকে কর্ম্ম-জ্ঞানাদির প্রয়াস শ্রীমদ্ভাগবত নিরাস করিয়াছেন।

অনিত্যবস্তুর দ্বারা নিত্যবস্তুর উদ্বোধন হয় না, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি নিত্যবৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারিতেছি, ততক্ষণ আমার নিত্য অভিমান লইয়া নিত্যের সন্ধান আমি পাইতে পারি না, আবার অন্যদিকে নিত্যের অনুশীলন না হইলে অনিত্য অভিমানের হাত হইতে ছুটীই বা পাইব কি করিয়া?

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতি দীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥
প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্।
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ॥
ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।
মুক্ত-সর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্ব-শরণং যথা॥

যিনি শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীহরির কথা শ্রবণ করেন বা কীর্ত্তন করেন, অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হ'ন্। কর্ণরন্ধ্রের দ্বারা স্বীয় জনগণের ভাবরূপ নিলায়নে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের সকল প্রকার মলিনতা সম্পূর্ণরূপে দূর করেন,—যেমন শরদ্ঋতুর আগমনে নদী পুষ্করিণী সকলই নির্ম্মল হইয়া থাকে। এইরূপে যাঁহার হৃদয় ধৌত বা পরিশুদ্ধ হইয়াছে, তিনি আর কৃষ্ণপাদমূল পরিত্যাগ করেন না—যেমন কোন প্রবাসী পুরুষ সর্ব্বপ্রকারে ক্লেশমুক্ত হইয়া নিজভবনে আগমন করিলে আর তাহা ত্যাগ করিতে চান না।

শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারাই চিত্ত শুদ্ধ হয়। "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ" শ্লোকে শ্রবণ-কীর্ত্তন ভক্তিরই অঙ্গ বলিয়া জানাইয়াছেন। আমি দেহমনের দ্বারা শ্রবণ করিতে পারি না, শ্রবণ-কীর্ত্তন না হইলে আমার দেহ মনোধর্ম্মের ছুটীও হইবে না, তাহা হইলে আমার সাধন কিরূপে হইবে? অনেকে আবার বলিতে থাকেন যে, ভক্তিই জীবের সাধন, সিদ্ধাবস্থায় কেবল জ্ঞানদ্বারাই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। কিন্তু ভাগবতের বাণীতে আমরা পাই যে, যাহারা কেবল জ্ঞানের অনুশীলন করেন, তাহারা যথাশ্রম করেন মাত্র, কোন উদ্দেশ্য-সিদ্ধি অর্থাৎ ভগবদ্বস্তু লাভ তাহাদের হয় না। ভক্তি দ্বারাই ভগবৎসাক্ষাৎকার হয়। ভক্তি-যোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং'—এই বাক্যে ভক্তি দ্বারাই ভগবদ্বস্তুলাভের কথা বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

'ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ, ভক্তিরেব ভূয়সী।' ভক্তিই জীবকে ভগবৎসান্নিধ্যে লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান। সেই পরমপুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তিদ্বারাই বশীভূত হইয়া থাকেন। ভক্তিই শ্রেষ্ঠতম। যিনি লইয়া যান—ভগবদনুসন্ধানের পন্থাস্বরূপ হন, তিনিই ভগবদ্বস্তু লাভের উপায়। যাঁহার দ্বারা পূর্ণ পুরুষ ভগবান্‌কে বশীভূত করা যায়, তাহাই আমাদের প্রয়োজন বা উপেয়। সাধ্য ও সাধনরূপে আমরা ভক্তিই পাই। মহাজনগণ ভক্তিকে তিন প্রকার স্তরে বিভক্ত করিয়াছেন—সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। শাস্ত্র বলেন—নিত্যসিদ্ধ ভাবের প্রকটন-সাধন যাহার দ্বারা হয়, তাহা সাধন ভক্তি। আমার জড় দেহ মনের দ্বারা আমি যাহা কিছু অনুশীলন করিতে পারি, তাহা সকলই জড়। সেই সকল জড়ক্রিয়া দ্বারা কিরূপে চিন্ময় আত্মার নিত্যসিদ্ধ স্বভাবের প্রকটন-কার্য্য সিদ্ধ হইবে? সাধু মহাজনগণ আমাদিগকে বলেন—শ্রীমদ্ভাগবতে 'শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং' বলিয়া যে শ্রবণ-কীর্ত্তনের উপদেশ করিয়াছেন, তাহা জড়দেহ-মনের নহে, সেবোন্মুখ চিৎকর্ণ জিহ্বা

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে

ও মনের দ্বারাই এই শ্রবণ কীর্তন সাধিত হয়। আবার এই বেদোক্ততা লাভ করিবার জন্যও শ্রবণ কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গেরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এখানেও ভাষা আমাদের [illegible] কীর্তন যাদের হৃদ্‌গত ভাষা [illegible] পদদ্বারা হরিবোলাপ, মনে [illegible] ধ্যান-ধারণা—তাহা কিছু নহে, তাহার কিছুই আমাদের আছে [illegible] না হওয়া সত্ত্বেও, যাহাকে সাধনভক্তি বলা যাইবে না, [illegible] হইয়া, অথচ সম্পূর্ণ নির্দোষ হইবার আশায় চিত্তে [illegible] ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে সাধনভক্তি বলা যাইবে না। তাঁহাকে বৃথা আলস্য [illegible] হইলেও অন্ত [illegible] নয়ের প্রতি [illegible] বিস্তার করা [illegible] তাহাকে [illegible] মনে হইতে মুক্ত [illegible] জড়াভিমানে [illegible] আত্মধর্মের বিকাশে বাধা দেয়। যখন মনের উপর হইতে জড়াভিমানের আধিপত্য [illegible] তখনই চিদ্ধর্ম বা আত্মধর্ম মনে বিকসিত হয়। মনঃ ইন্দ্রিয়াদির [illegible] ছাড়িয়া মন আত্মাভিমুখ হইতে থাকিলে তাহার চঞ্চলতা [illegible] ইন্দ্রিয়ও তাহার অনুসরণ করে। এই আত্মাভিমুখ মনের [illegible] যে ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়, তাহাই আত্মবৃত্তি — ভক্তি। [illegible] অনুষ্ঠান করে, [illegible] ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে সাধন-ভক্তি বলা হইয়াছে। আত্মবৃত্তি দ্বারা চালিত মন ও ইন্দ্রিয় যে ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করে, তাহার দ্বারাই আত্মগত নিত্যসিদ্ধ ভাব প্রকটিত হয়, তাহাই সাধন ভক্তি। শ্রবণ কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ দেহধর্ম দ্বারা তাহা হউক বা আত্মধর্ম [illegible] দিগকে জানাইতে হইবে। দুই ভাবে আমাদের দর্পণ মুখ দেখা যাইবে না, তবে তাহার জন্য যে দর্পণ পরিষ্কার করিবার শক্তি নাই মনে করিব, তাহা নহে। দুই পাশে ফেলিয়া তাহার ধর্ম দেখিতে পাইবে। এই দুই ধারাই সাধন ভক্তি। আর একটী উদাহরণ দিলে হয় বলিয়া [illegible] আছে, কাহারও [illegible] মধুর পরিবার করিতে হইবে না, যাহার পায়ের [illegible] হইবে। [illegible] বাহ্য সাধন ভক্তি। [illegible] আমরা চিন্তার আশ্রয় [illegible] কাহার [illegible] মানসভক্তি বলিয়া উল্লেখ আছে—আমাদের স্পর্শ করে না, [illegible] এই মানসভক্তি দূর করিতে হইবে। মনের উপরে কাজ করিতে হইবে, অন্যত্র উহা নহে। তবে মানসভক্তি দূর করিতে হইবে। মনের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া চরিতার্থ হইবে, তাহা না হইয়া। আত্মধর্মের পরিচালন কখনই নিষ্ফল হয় না। আত্মধর্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে মনের [illegible] ভক্তি [illegible] মনে হইবে না। সাধনভক্তি এত জটীল নহে। তাহা আত্মধর্মের নিতান্ত আপন। [illegible] তাহার উদাহরণ দিয়াছেন, [illegible] তাহাতে [illegible] শক্তি সঞ্চিত আছে, কিন্তু [illegible] দেখিয়া আমি যদি মনে [illegible] তাহা হইবে। [illegible] ছোট ছোট দুইটী [illegible] তবেই [illegible] নাড়ি, [illegible] হইবে না। [illegible] অনুষ্ঠানের দ্বারা [illegible] হয়। সাধনভক্তি [illegible] নয়, কিন্তু সাধনভক্তি আত্মার [illegible] নিত্য নিত্যবৃত্তি। সাধনভক্তির [illegible] করে ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির প্রকাশ। যেমন একটী [illegible] তাহা ও [illegible] থাকা অবস্থা। একটী কৃষ্ণসেবার সম্পূর্ণ উপযোগী।'

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে 'শ্রবণ-কীর্তনাদি যখন জড়ীয় দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় সে সময়ে ঐ সকল ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান বলা যায় না, [illegible] অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সেই জড়ীয়তা দ্বারা মনঃশুদ্ধি করিয়া পরে আত্মধর্মের অনুষ্ঠান করিবার কথাই এখানে বলা হইতেছে। অচিদ্‌ শব্দের দ্বারা চিদ্ধর্মের উদ্দীপন হয় না, [illegible] বলা হইতেছে, কিন্তু [illegible] দ্বারা।' আমরা আদ্যন্তরহিত চিদ্‌বস্তুর সন্ধান লইতে চাই, জড়াভিমানের সেবাবৃত্তিকে জয় করিয়া ফেলিতে চাই বলিয়া জড়বস্তুর অসদ্‌বৃত্তির প্রতি আমাদের একটা নৈসর্গিকী প্রীতি আছে। সেই প্রীতির বশীভূত হইয়াই অর্থাৎ অসতের চলনা দেখিয়া চিদ্‌রাজ্য দেখিতে চাই, আর সেই বুদ্ধি লইয়া বিচার করি, প্রেমান্ধ হইয়া বিচার করিবার দোষে আমরা বাধিত না কর্ম্ম জ্ঞান-যোগাদি জড়কর্ম্মমাত্র, আত্মধর্ম্মের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধই নাই। কিন্তু ভক্তি ভক্তির অঙ্গমাত্র তাহা নহে। ভক্তি সর্ব্বদাই চিন্ময়ী, আর [illegible] জড়াভিমান থাকা পর্য্যন্ত তাহাকে আমরা নিরট জড় বা [illegible] মনে হয় বটে। আত্মধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মাদের আত্মগতা জড়াভিমানের ভিতর অনুষ্ঠান করিলেও ক্রমে ক্রমে আত্মবৃত্তি ভক্তি তদ্বারা প্রকাশিতা হন। আত্মায় যাহা নাই, তদ্দ্বারা আত্মগতা তাহার অনুষ্ঠান করিতে গেলে জড় মনোধর্ম্মের বাধাই প্রবল হইবে, আত্মবৃত্তি আসিবে না।

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নামাদি বা চতুঃষষ্টি প্রকারে ভক্তির অঙ্গসকল আছে, কর্ম্ম ও জ্ঞানানুশীলনেও তাহার অনুষ্ঠানাদি দেখা যায়। সুতরাং তাহাদিগকে ভক্তির অঙ্গ কোন সময় বলিব? ভক্তিপথের পথিক হইয়া যিনি সাধন করেন, তিনি যে কোন অবস্থায় অবস্থিত হইয়া সাধন করুন না কেন, তাঁহার অবস্থা অনিত্য নহে। আজ সাধনের উপায় বলিয়া যাহাকে একান্তভাবে আশ্রয় করিতেছেন, দুইদিন পরে সাধ্যবস্তু পাওয়া হইয়াছে মনে হইলে অনাবশ্যক বোধে কর্ম্ম ও জ্ঞান সেই সকল অনুষ্ঠানকে পরিত্যাগ করিবেন, কর্ম্ম ও জ্ঞান জড়াভিমানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া চিদ্বস্তুর প্রতি আকর্ষণ করেন। ভক্তিপথী সাধকই আত্মবৃত্তির অনুগতা হইয়া শ্রীগুরু-কৃষ্ণের প্রসাদাভিলাষী। তিনি প্রথম হইতেই আদি, মধ্য ও অন্ত গুরুকৃষ্ণের কৃপাদ্বারা চালিত হন। "ক্ষিতি ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরুকৃষ্ণ প্রসাদ পায় ভক্তিলতা-বীজ"॥ ভক্তিলতা বীজ আত্মাতে উপ্ত হয়। গুরু-কৃষ্ণের কৃপা কিছু দেহ বা মনের উপর হয় না। গুরুকৃষ্ণ পরিপূর্ণ চিদ্বস্তু, আত্মবস্তু, বা সর্ব্বস্ব অনিত্য নশ্বর জড় দেহমনের সহিত তাঁহার কোন পরিচয়ই নাই। জীবের পুঞ্জীভূত সুকৃতির ফলে যখন সে ভগবানের [illegible] হয়, তখন গুরুরূপে কৃষ্ণ স্বয়ংই তাহার কৃপা করিয়া থাকেন। জীবের আত্মায় গুরুকৃষ্ণের প্রসাদ নিহিত হইলে জীব তখন জড়াভিমান হইতে মুক্ত হইতে না পারিলেও আশে আত্মবৃত্তির আনুগত্য করেন, ইহা গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদেই সম্ভব হয়। জড়াভিমানে বশীভূত হইয়া অবশে যে ভক্তির অনুশীলন করেন, তাহাই তাহার সাধনভক্তি। গুরুকৃষ্ণের কৃপাই সাধন, তাহা কিছু জড় নহে, জড় কেবলমাত্র আমাদের অভিমান। জড়াভিমানই আমাদের নিকট গুরুকৃষ্ণ প্রসাদকে সাধনক্রিয়ারূপে প্রতিভাত করে। বস্তুতঃ ঐ সকল অনুশীলন কিছু জড় নহে। আমাদের জড়চেষ্টা আমাদের চিত্তশুদ্ধি করে না, গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদ বা ভক্তিদেবীই চিত্তশুদ্ধি করান' শয্যায় শায়িত ক্ষুদ্র শিশু হস্ত প্রসারিত করিয়া জননীর মস্তক ধরিতে গেলে মাতা নিজ মস্তক নমিত করিয়া তাহার নিকট ধরা দেন, অপর একটী অনভিজ্ঞ শিশু ইহা দেখিয়া মনে করিতে পারে যে, শায়িত শিশু নিজ চেষ্টাতেই জননীর মস্তক ধরিয়া ফেলিয়াছে। নিষ্কপট সদ্‌গুরু ও গুরুকৃষ্ণের প্রসাদ অভেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিবার জন্য যত্নপর হইলে যদিও সে চেষ্টা—সেখানে গুরুকৃষ্ণের প্রসাদ আগনগ্রহণ করিয়াছেন—সেই আত্মায় পৌঁছায় না, তবুও ভক্তিদেবী কৃপা করিয়া সে চেষ্টাকে ব্যর্থ না করিয়া তাহার দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়কে ভক্ত্যুন্মুখ করাইয়া লন।

হ্লাদিনীসার সমবেত সন্বিৎশক্তিই ভক্তি-শক্তি। অণুচিৎ জীবের হ্লাদিনীবৃত্তি যখন হ্লাদিনী বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব এবং সম্বিৎ-বিগ্রহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রসাদে বিভাবিত হয়, তখনই তাহাকে ভক্তি বলা হয়। জীব অণু হইলেও তাহার আত্মগত এই বৃত্তি অনন্তমুখিনী। গুরুকৃষ্ণের প্রসাদ ও ভক্তি ভিন্ন বস্তু নহে। "গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ" বলিতে ভক্তিলতার বীজ তখনই পাওয়া গেল, আত্মাতে তাহার একেবারেই অভাব ছিল, তাহা নহে। ভক্তি বীজ, যাহা ভাবরূপ জীবের বৃত্তিতে ছিল, গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদ তাহাতে রূপ দান করিয়া থাকেন। ভক্তিবৃত্তি বা সেবনবৃত্তি, যাহা জীবের চিদ্ধর্ম্মে অনুগত ছিল, গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে তাহারই অভিব্যক্তি হয়। জীবাত্মায় গুরুকৃষ্ণের কৃপাধিষ্ঠান নিত্যকালই আছে। যখন তাঁহারা জীবের সেবনবৃত্তিকে বিকসিত করিবার জন্য শক্তিসঞ্চার করেন, তখনই জীবহৃদয়ে ভক্তিবীজ উপ্ত হয়। গুরুকৃষ্ণের প্রসাদ ব্যতীত জীবের সেবনবৃত্তির অভিব্যক্তি বা প্রকাশ অথবা তাহার আশ্রয় কিছুই নাই অর্থাৎ গুরুকৃষ্ণের প্রসাদ ব্যতীত জীবের সেবাবৃত্তির অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। ভোগবুদ্ধির জন্য বদ্ধ জীবাত্মা জড়াভিনিবিষ্ট মনের দ্বারা এই প্রসাদের কোন সন্ধান পাইতে পারে না, তখন গুরুকৃষ্ণের প্রসাদ আমাতে নাই এবং তাহার অধিষ্ঠান আমাতে হইতে পারে না—এইরূপ বুদ্ধি হয়, এই বুদ্ধিই জড়াভিমান। এইরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট বদ্ধজীব অভক্ত। গুরুকৃষ্ণের প্রসাদাধিষ্ঠান আমাতে থাকিতেও থাকিতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমানে আমি যখন তাহার কোন সন্ধান পাই না, তখন আমি আমার নিজের জড়-চেষ্টা দ্বারা অর্থাৎ অচিদ্‌বৃত্তির দ্বারাই পরিচালিত হইতেছি—এই অভিমান আত্মগত গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদকে সাধনক্রিয়ার ভূমিকায় দর্শন করায়। তখন গুরুকৃষ্ণ কৃপাই যে সাধন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। গুরুকৃষ্ণপ্রসাদ যখন আমাদের অভিমান পরিশুদ্ধ হয়, তখন গুরুকৃষ্ণপ্রসাদ আমাদের শুদ্ধাত্মার বৃত্তিস্বরূপ বা চেতন ধর্ম্মের রূপ বলিয়া জানিতে পারা যায়। তখন গুরুকৃষ্ণের কৃপাপেক্ষা দ্বারা নিত্যসিদ্ধ সেবার ভাব প্রকটনের জন্য যে আত্মগত চেষ্টা হয়, তাহাই সাধনভক্তি।

কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি যদি ভক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তবে উহা-দিগকে সাধনক্রিয়া বলা যাইতে পারে, ভক্তির সাধন বা সাধনভক্তি কোনক্রমেই বলা যায় না, যদি পরিশেষে ভক্তির উদ্দেশ দান না করে, তাহা হইলে তাহা বৃথা জড়ক্রিয়া মাত্র। সাধনক্রিয়া নশ্বর। সাধনক্রিয়ার ভূমিকায় থাকিয়া ভক্ত্যঙ্গের অনুশীলনই জীবের পক্ষে পরম মঙ্গলদায়ক। ভক্ত্যঙ্গগুলি নশ্বর নহে, আমাদের জড়াভিমান প্রবল থাকিবার জন্য বা আত্মদর্পণে অনর্থ-ধূলি থাকিবার জন্য আমরা তাহার নিত্যতা উপলব্ধি করিতে

পারিতেছি না। গুরুকৃষ্ণের কৃপায় যতটা মনর্থমুক্ত হইব, ততটাই নশ্বর দর্শনের হাত ইতে ছুটী পাইব। কর্ম্ম-জ্ঞানাদির অনুশীলন রিলে যতটা অনর্থমক্ষির দিকে অগ্রসর ইতে পারিব, ততটাই কৃষ্ণজ্ঞানের নশ্বরতা

ক্ষ্য হইতে সাধন আত্যন্তিকরূপে বিচ্যুত ওয়ায় উদ্দেশ্যের সিদ্ধিলাভ অসম্ভব হইয়া ড়।

জড়বদ্ধ মন আমার গুরুকৃষ্ণপ্রসাদ াইবার নামে পিছু হাটিতে চায়। এই পিছু টাই আমার জড়তা। আমি পিছু হাটিতে টিতে যে সকল ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া ক্ত অনুশীলনের ভাণ দেখাই, তাহা ধনক্রিয়াও নহে, জড়ক্রিয়ার কপটতা-ত্র। আমি মনে করি—সাধন-ভক্তির দ্বারা াম ভাবের প্রকটন করিয়া ফেলিতেছি। াকের কাছে বাহাদুরী লইবার জন্য জড়-নৈপুণ্যে আমি দক্ষকে, রাবণকেও হারাই-র প্রয়াস করিতেছি। মনে করি ইহাই মার সেবা, কিন্তু আমি যে সেবার ছলনায় মার দম্ভপূর্ণ কর্ম্মাড়ম্বরের দ্বারা সেবা ত ক্রমেই দূরে সরিয়া যাইতেছি, তাহা রাবও ভাবিয়া দেখি না। গীতায় কর্ম্মযোগ ভানযোগ হইতে বলিয়াছেন। এই যোগ াগাতিক্রমে ভগবৎপাদপদ্মে যুক্ত হওয়া, ম কর্ম্ম ও জ্ঞানের আড়ম্বর করিয়াই গা বা ভক্তসজ্জা লইতে চাই, অনন্যভাব্ ত চেষ্টা করিতে চাই না, সুদুরাচারত্ব া করিয়া ভক্ত-নাম পাইতে চাই। মনে কিন্তু খতে হইবে—"লোক দেখান গোরা-ভজা াকমাত্র ধরি, গোপনেতে অত্যাচার া ধরে চুরি।" সর্ব্বদাই আত্মবিদের দ শ্রবণ লইয়া তাঁহার কৃপাপেক্ষায় ম কপটতা চালিত করিতে হইবে, া অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

চৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা

পরমারাধ্যতম পতিতপাবনশিরোমণি ল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যমঠে ান করিয়া মাদৃশ সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য কিঞ্চন দীনহীন কাঙ্গাল জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া আমাদের নিত্য-কল্যাণ প্রত্যহ নানাভাবে পরমমঙ্গল-দেশ ত' দিতেছেনই, এতদ্ব্যতীত ল আচার্য্যদেব গত ১৭ই নভেম্বর ার হইতে নিজগুণে অহৈতুক দয়া ইয়া অপরাহ্ণে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীভক্তি-ত্ত্ব ও ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন। বিদ্বান শ্রীগৌরাঙ্গজনের শ্রীমুখে ৎকথা-শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়া শ্রদ্ধান-ক্তগণ কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন ও ছেন। পতিতপাবন প্রভুর এই অপার করুণার তুলনা নাই। এই ুর একবিন্দু মাদৃশ হতভাগ্যকে ণ উদ্ধার করিয়া প্রভুদাস্যে নিযুক্ত — ইহাই প্রার্থনা।

মাৎসর্য্য

——:ঃ[•]ঃ:——

শ্রীমদ্ভাগবতে নির্ম্মৎসর সাধুর ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। মাৎসর্য্যহীনতাই সাধুর প্রধান লক্ষণ। ঈশ-শ্রুতি সর্ব্বপ্রথমেই "মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্' এই মন্ত্রে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত নির্ম্মৎসর সাধুর কৃত্যই উদ্দেশ করিয়াছেন। পরসুখ সহিষ্ণুতাই মৎসরতা। 'পরসুখ' বলিতে পরবস্তু শ্রীকৃষ্ণের সুখ বা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ সুখ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা কৃষ্ণ-কার্ষ্ণের সুখানুসন্ধানস্পৃহা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজসুখান্বেষণে ব্যস্ত হইয়া পড়েন, তাঁহারা স্বার্থগতি বিষ্ণুর পাদপদ্মসেবাকে পরম অর্থ বা পরম প্রয়োজন-জ্ঞানে বঞ্চিত হওয়ায় দুরাশয় বা দুষ্টাশয়যুক্ত হইয়া বহির্বিষয়কে বহুমানন করেন, ফলে স্বীয় অপস্বার্থান্ধতাবশতঃ মহাসংঘর্ষ উপস্থিত করিয়া জগতের পরম শত্রুরূপে পরিগণিত হন।

কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবাই আমাদের জীবনের একমাত্র প্রয়োজন জ্ঞান হইলে তদনুকূল অনুশীলন ব্যতীত অন্য চিন্তা আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না, সাধুসঙ্গে ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত মুহূর্ত্তমাত্র সময়ও বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিবার বিচার আসে না। যে পরিমাণে আমরা কৃষ্ণেতর বিষয়ে ব্যস্ততা প্রদর্শন করি, সেই পরিমাণে কৃষ্ণবিষয়ে উদাসীন হওয়া আমাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপটব—এই দোষচতুষ্টয় প্রত্যেক কৃষ্ণবহির্ম্মুখ বদ্ধ জীবে ন্যূনাধিক পরিমাণে বিদ্যমান। সর্ব্বদোষ-পরিমুক্ত ভজনীয় তত্ত্বজ্ঞ-সিদ্ধান্তনিপুণ সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ ব্যতীত উক্ত দোষচতুষ্টয়ের কবল হইতে পরিত্রাণ পাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। জাগতিক বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, চতুরতা প্রভৃতি যতই থাকুক না কেন, বদ্ধ জীব নিজেকে নিজে ভ্রমাদি-নিষ্মুক্ত বলিয়া কখনই গর্ব্ব করিতে পারে না। তাহার আধ্যক্ষিকতা প্রবল থাকায় সে তাহার ইন্দ্রিয়জজ্ঞানকে বহুমানন করিতে গিয়া আত্মম্ভরিতায় এত অধিক উন্মত্ত হইয়া পড়ে যে, বাস্তবসত্যের কোন কথায়ই কর্ণপাত করিবার সময় বা বিচার তাহার থাকে না। শ্রীগুরুদেবের চিন্ময়ী উপদেশ-বাণী আমি আমার আধ্যক্ষিক জ্ঞানদ্বারা যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই ঠিক,—এতদ্বিষয়ে দোষচতুষ্টয়ের একটুকুও আমাকে স্পর্শ করে নাই—এতাকার অহঙ্কার বিশুদ্ধ কপটতাই প্রসব করিয়া থাকে। ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়েই গুরুগৃহে গমন করিয়া শ্রীগুরুমুখে আত্ম-তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিরোচন অনাত্ম বস্তুকেই আত্মবস্তু বিচার করিয়া বঞ্চিত হইলেন। পরন্তু ইন্দ্র নিজ আধ্যক্ষিকজ্ঞানকে বহুমানন না করিয়া শ্রীগুরুকৃপায় শুদ্ধ আত্মজ্ঞান উপলব্ধি করিলেন। ফলে বিরোচন দেহাত্মবাদী হইয়া লোকসকলের উপদেষ্টা সাজিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন, আর ইন্দ্র শুদ্ধ আত্মজ্ঞান প্রচারপূর্ব্বক জগন্মঙ্গল সাধন করিলেন। সত্য অর্থাৎ যাহা অসত্য বা অসত্য সম্ভাবনাশূন্য, প্রমাদ বা অনবধান, বিপ্রলিপ্সা বা নিজে বঞ্চিত হইয়া অপরকে বঞ্চনা করিবার ইচ্ছা এবং করণাপটব বা ইন্দ্রিয়ের অপূর্ণতা-দোষাদি নাই। আমার নাই বা থাকিতে পারে না, শতসহস্র-মুখ-বাণী আমি এক মুখে বলিয়া ফেলিতে পারি না অথবা শ্রীগুরুদেবের বাণীসমূহকে বিকৃত করিয়া আমার অপস্বার্থানুকূল করিয়া লইতে পারি, কিংবা আত্ম-জ্ঞান-রহিত বিরোচন পক্ষ অবলম্বন করিয়া আমার অপস্বার্থের অনুকূল করিয়া যুক্তি করিয়া গুরুমুখে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করণাদিচেষ্টা বা শ্রীগুরুপাদপদ্মে অনুক্ষণস্থিতি প্রমাণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইব, আমি গুরুদেবের প্রিয়সেবক, আমা অপেক্ষা তাঁহার প্রিয়সেবক আর কেহই নাই—এই সকল কথা সাধারণে প্রচার করিয়া আমার কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সম্ভোগের নিরন্তরায় বন্দোবস্ত করিয়া লইব—এতাকার ন্যায় নারকীয় চিন্তা স্রোত আর কিছু থাকিতে পারে না। পর-সুখ বা কৃষ্ণকার্ষ্ণ-সুখে অসহিষ্ণু হইয়া আত্মসুখানুসন্ধানের ঘৃণিত অপচেষ্টাই ঐ সকল অনর্থের জননী।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ—এই বৈরী পঞ্চকের একত্র সম্মিলনই মাৎসর্য্য রূপেই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। মৎসরগণ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর অনুসরণে মুক্ত ও মুক্তকে সমান বলিয়া বাহ্যে [illegible] করিলেও শুদ্ধ গৌড়ীয়গণের অনুকরণে পাঠ কীর্ত্তন বক্তৃতা শ্রীবিগ্রহসেবাদি বিষয় মুদ্রা প্রদর্শন করিলেও পরমাহিতা বিদ্বদ্ একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক [illegible] গৌড়ীয়গণের অনুকরণে আত্মবঞ্চক প্রতিদ্বন্দ্বী পত্র প্রচার করিলেও তাহা পৈশাচিক বা আসুরিক বিদ্বেষ ব্যতীত কখনই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ প্রভুর পরিচয় নহে।

আমাদের নিত্যলীলা প্রবিষ্ট পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম শুদ্ধগৌড়ীয়গণের পক্ষে [illegible] বৈষ্ণবকে শুদ্ধ ভজনানন্দী বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাকে তাদৃশ [illegible] করেন নাই। আমরা সমস্ত ত্রিভুবন [illegible] পাদপদ্মে অর্পণ করিতে পারিলে, কিন্তু যে [illegible] আকাঙ্ক্ষা থাকে না, [illegible] আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে [illegible] গৌণ অভাবরূপে বুদ্ধিগম্য হইলে শুদ্ধ [illegible] শুদ্ধ বৈষ্ণব সেবার নাম করিয়া [illegible] আত্মেন্দ্রিয় তর্পণে নিযুক্ত হইয়া [illegible] শ্রীগুরু বৈষ্ণবের আচার ও প্রচারের [illegible] আনুকূল্যিক হইয়া [illegible]

করিয়া লোকভুবানবাক্যের যুক্তিজাল ছুটাইয়া বৈষ্ণবের আনুকরণিক বেশভূষায় সা [illegible] হইয়া, লোকের সহিত নানাপ্রকার দাক্ষিণ্যলীলা করিয়া, কিছু অর্থোপার্জ্জন করিয়া [illegible] সেবানন্দ আস্বাদন করিতে গিয়া [illegible] হইয়া যায় না। শাস্ত্রবাণী আমাদিগকে পুনঃপুনঃ [illegible] যে [illegible] পারে ইন্দ্রিয়জজ্ঞান করিয়া আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে [illegible] প্রদান করেন, তাহা অহৈতুকী করিয়া [illegible] উপযোগিতা [illegible] হইবার জন্য [illegible] গুরুপাদপদ্মাশ্রিত [illegible] আনুগত্যে [illegible] হইয়া থাকে। [illegible] বাহিরের বনে আবাহন করিও না"— [illegible] একেবারে ধূলি হইয়া "অহং ত্বং [illegible] অশুদ্ধ কপট বৈষ্ণব [illegible] মনে মনে বিচারই [illegible] হয়। নিজ সুবিধা যেখানে [illegible] হইয়াছে, সেই খানেই মৎসরতা-চক্ষুর [illegible] আবশ্যক হইলেই, সুতরাং সেখানে হইবার জন্য [illegible] দিয়া [illegible] করিতে হয়। [illegible] আবশ্যক হয় সেখানে [illegible] হইতে [illegible] বৈষ্ণব [illegible] হইয়া [illegible] হয়। তাহাদের [illegible]

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ 'সর্ব্বশাস্ত্রে' কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:।:•:।:-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	২৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "
প্রতি সংখ্যা ৫৲, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

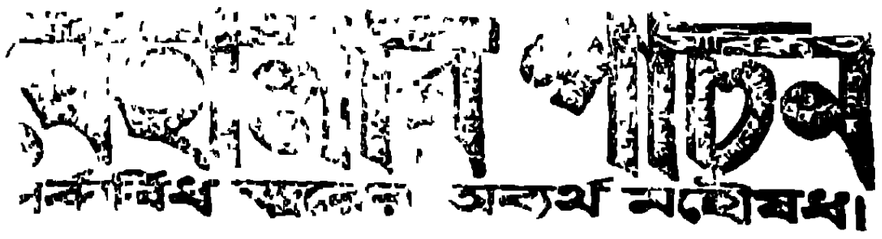
অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মর্ম্ম পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

আলিপুরে নূতন টাকশাল নির্ম্মাণ

আলিপুরে একুশ বিঘা পরিমাণ জমির উপর ভারতের নূতন টাকশাল নির্ম্মাণের কার্য্য অগ্রসর হইতেছে। স্বর্ণ, রৌপ্য ও তামের টাকা পয়সা প্রভৃতি মুদ্রা নির্ম্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি যে ইমারতটিতে স্থাপন করা হইবে, সেইটির নির্ম্মাণ ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হইয়াছে। অফিস প্রভৃতির জন্য প্রয়োজনীয় ইমারতটির নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। এই টাকশালটি আধুনিক স্থাপত্য অনুসরণ করিয়া খুব বড় ধরণের হইবে। ইহার পূর্ণ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার ব্যয় বাবদ প্রায় ২ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, কলিকাতায় বর্ত্তমানে যে টাকশাল আছে, উহা বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইবে। উক্ত টাকশাল সহরের একটা অত্যধিক জনবহুল অঞ্চলে অতি পুরাতন ইমারতে প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহার ইমারতাদি ও জমি বিক্রয় করিয়া প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডের প্রতিকৃতি যুক্ত টাকা

এক সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডের প্রতিকৃতিযুক্ত টাকা ও আধুলী ১৯৪২ সালের ৩১শে মের পর আর বাজারে চলিবে না।

ভারত গবর্ণমেণ্টের নীতি হইতেছে যে, মুদ্রা প্রস্তুত করিবার জন্য রৌপ্যের অনাবশ্যক ব্যবহার হ্রাস ও জালিয়াতী নিরুৎসাহিত করিবার জন্য প্রচলিত রৌপ্য-মুদ্রার স্থলে রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জের প্রতিকৃতিযুক্ত নূতন মুদ্রা প্রচলন করা। রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডের প্রতিকৃতিযুক্ত মুদ্রাসমূহ ১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সমস্ত সরকারী ট্রেজারী, পোষ্ট অফিস এবং রেল ষ্টেশনে গৃহীত হইবে। উহার পর ঐ সমুদয় কেবল বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্ ডিপার্টমেণ্টের অফিসে গৃহীত হইবে।

বিক্রয় কর আইনের মর্ম্ম

বঙ্গীয় বিক্রয়কর আইন সম্পর্কে সংবাদ-পত্রে যে সমালোচনা হইয়াছে, তৎপ্রতি বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, ব্যবস্থা পরিষদে বিক্রয়কর বিল উত্থাপনের সময় অর্থসচিব এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, এই কর ক্রেতাদের বহন করিতে হইবে না, বিক্রেতাকেই বহন করিতে হইবে। এই কথা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। অর্থসচিব এমন কোনও প্রতিশ্রুতি দেন নাই যে, এই কর ক্রেতাদের বহন করিতে হইবে না। বরং অর্থসচিব সুস্পষ্ট বলিয়াছিলেন, করভার ক্রেতাদের উপর পড়িবে—ইহাই বিক্রয়কর বিলের মূল্য কথা।

নোয়াখালি গ্রামে আশ্চর্য্য ঘটনা

আমিরাবাদ গ্রামে একটি টিউবওয়েল খনন করিবার সময় এক অস্বাভাবিক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়।

প্রকাশ, একটি গৃহ-প্রাঙ্গনে টিউবওয়েল বসান হইতেছিল। প্রায় ৫৬ ফিট নল বসান হইবার পর উহার মধ্য হইতে গ্যাসের ন্যায় এক প্রকার বাষ্প উঠিতে দেখা যায়। কিছু সময় পরেই উহা হইতে তীব্রবেগে আগুনের শিখা উপরের দিকে উঠিতে থাকে। বিপদের আশঙ্কা করিয়া তাড়াতাড়ি নলের মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিমান উৎপাদন

মিঃ ওয়েল্ডল উইলকী এক বেতার বক্তৃতায় বলেন, জার্ম্মাণী ও তাহার নিয়ন্ত্রিত দেশসমূহে যত বিমান নির্ম্মিত হইতেছে, বর্ত্তমানে ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিমান কারখানায় তাহার অধিক বিমান উৎপন্ন হইতেছে। এক বৎসরের মধ্যেই ইংলণ্ড ও আমেরিকা জার্ম্মাণদের তিন গুণ বিমান নির্ম্মাণে সমর্থ হইবে।

তৈলউৎপাদনে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের উদ্যম

নূতন তৈলকেন্দ্র আবিষ্কারের জন্য বাকু অঞ্চলে ব্যাপক অনুসন্ধান চলিতেছে। উপকূলের অদূরে জিওকসানি গ্রামে যে কূপ খনন কার্য্য চলিতেছে, উহার ফলে দেশে সংরক্ষিত তৈল প্রচুর বৃদ্ধি পাইবে। একটি কূপ ৩৯০০ মিটার গভীর হইবে এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা গভীর কূপ হইবে। অনেকগুলি নূতন কূপ খনন করা হইয়াছে এবং গত কয়েকদিনে এইগুলি হইতে তৈল উত্তোলিত হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল রপ্তানী

গত ১২ই নবেম্বর ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ব্রহ্মদেশীয় মন্ত্রী ও চাউল নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কর্ত্তার সহিত আলোচনা করিবার জন্য চাউল ব্যবসায়িগণের এক ডেপুটেশন রেঙ্গুণ অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সদ্যস্থ কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ১৬ বেশব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৮ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৪৮৮, ১০ই এপ্রিল ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দ | ২ টাকা সপ্তাহ

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল [illegible] ঠাকুর

এই গ্রন্থ বিদ্বদ্ভূষণ টীকা ও

[illegible] সহ প্রকাশিত

[illegible]

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—

[illegible]

[illegible], নদীয়া

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণ

[শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীগৌরকিশোর-বিরহ বাসর, ১৩৮৩]

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং [illegible]

শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ [illegible]

শ্রীরূপ সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং [illegible]

সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং [illegible]

কৃষ্ণচৈতন্যদেবং

শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-[illegible]

শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

অদ্য আমাদের পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ-তিথি। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব গুণকীর্ত্তনমুখে স্মরণের মধ্যে তাঁহাদিগকে পাওয়া যায়। তাঁহারা নিত্য পরস্পর-পর অভীষ্ট যুগলের সেবায় আবিষ্ট থাকিতেন, তাই তীব্র নিষ্কপট আবিষ্ট সহিত অনুসন্ধান করিলে তাঁহাদের অপ্রকট লীলাবিলাসের মধ্যেও তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মের সঙ্গ হয়। গত বৎসরের পূর্ব্ববৎসর এই সময়ে যখন শ্রীমঠে শ্রীগুরু-গৌর-কোন ভজনানন্দে অবস্থান করিতেছিলাম, তখন স্থানীয় ৮০ বৎসর বয়স্ক জনৈক 'হিবাসী (গৌড়ীয় মুনির বংশোদ্ভূত) ব্রাহ্মণের নিকট আমাদের পরমারাধ্যদেব শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের সম্বন্ধে কয়েকটি সত্য ঘটনা জানিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময় হইতে কিঞ্চিদ্ন্যূনাধিক ৫০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বহুকাল যাবৎ শ্রীব্রজমণ্ডলে বিভিন্ন বনে শ্রীব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের ভজন করিতেছিলেন। তখন শ্রীধামনবদ্বীপে তাঁহার অবস্থিতিকালে তিনি প্রত্যহ অতিপ্রত্যূষে তাঁহার অভীষ্ট যুগলকে বনফুলের মালা গাঁথিয়া দিতেন। তাঁহার গ্রথিত মালিকা পরিধান করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যখন কুঞ্জে কুঞ্জে বিহার করিতেন, তখন তাঁহার সখীগণ তাঁহাদের অভীষ্ট যুগলের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া [illegible] কোন অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যের আস্বাদন করিতেন, তাহা অপ্রকট লীলা আবিষ্কারের মধ্যে জানা যায়। তখনই এখানে তাঁহাদের [illegible] আছেন। তাঁহাদের এই ভাব [illegible] তাঁহাদের সেবা-সৌভাগ্যের [illegible] তীব্র আর্ত্তি উদ্গার করায় তাঁহাদের [illegible] সুবিধাই এখানে [illegible] প্রকাশ করায়। তদ্ব্যতীত অন্য [illegible]

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান তারেতে

গৌড়ীয়-মিশন কি পিজরাপোল ?

—(০)০—

আজকালকার কোন কোন শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ গৌড়ীয় মিশনের সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন যে, গৌড়ীয় মিশন যেন একটী পিজরাপোল। বৃদ্ধ বয়স যখন আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সেই বয়সের দ্বারা যখন কোন কার্য্য হয় না, তখন যেমন ঐ ব্যক্তিকে পরিবারস্থ লোকেরা অবজ্ঞা করে, সেইরূপ গৌড়ীয় মিশনও যখন কোন ব্যক্তি অথর্ব হইয়া পড়ে, তখন তাহাকে আশ্রয় দিয়া থাকে। অর্থাৎ যখন ঐ ব্যক্তি তাহার স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণ পোষণে অসমর্থ হইয়া পড়ে, তখন নিজ কর্ম্মদোষে যেমন বৃদ্ধ ব্যক্তিকে (পিতাকে) অযত্ন করে, সেইরূপ তাহার পুত্র-কলত্রাদিও ঐ গৃহস্থিত ব্যক্তিকে আর পূর্ব্বের ন্যায় আদর করেন না। কিন্তু ইহা হইতে তাহার সংসারের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হয় না, তখাগ্রস্থ বিকলেন্দ্রিয় ও রোগগ্রস্ত হইয়া যেমন প্রকৃতি ব্যক্তি সেই গৃহকে মনে করে এবং পূর্ব্বে পুত্র-পৌত্রাদিকে স্বয়ং পরিপালন করিয়াছিল, তাহারা অবজ্ঞা করিয়া তাহাকে যৎসামান্য যে-কিছু খাদ্যদ্রব্যাদি প্রদান করে, সে গৃহপালিত কুকুরের ন্যায় তাহাই ভক্ষণ করিয়া থাকে। তখন সে রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহার জন্যান্যের ন্যায় তাদৃশ ক্ষুধা থাকে না, তাহার আহারের অল্প হইয়া আসে, সে পরিশ্রমে অশক্ত হইয়া গৃহেই অবস্থান করিতে থাকে। তখন দেহস্থ বায়ুর উৎক্রমণনিবন্ধন বায়ুর গমনাগমনের নাসিকারন্ধ্র কফদ্বারা রুদ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং বায়ুর টানে চক্ষু বাহির হইয়া পড়ে, তাহাতে কাস কিম্বা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় তাহার অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং কণ্ঠদেশ ঘুর্ঘুর শব্দ হইতে থাকে।

শ্রীভগবান্ ও তদীয় নিজ-জনগণের উপরি-উক্ত বাক্যসমূহের যাথার্থ্য আমরা সহজেই বুদ্ধিবাদে বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারি। যাহারা হরিরস পান করেন, তাহারা যতক্ষণ পর্য্যন্ত হৃদয়ে রস থাকে, ততক্ষণ আদরের সহিত উহা চিবাইতে থাকেন, এবং চিবাইতে চিবাইতে যখন হৃদয় রসশূন্য হইয়া পড়ে, তখন তাহারা সেই ছোবড়া পরিত্যাগ করেন। তদ্রূপ এই সংসারে আমাদের দেহসম্পর্কিত পিতা-মাতা, স্ত্রী, পুত্র, ভাই, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজনগণ ততদিন পর্য্যন্ত আমাদিগকে খাবার দেন ও কাটাইতে থাকি। আমাদের এই সময়কার অবস্থা ভগবান্ শ্রীকপিলদেব জননী দেবহূতির নিকট এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

"ত্বঞ্চলক্ষণকর্ম্মা মন্দভাগ্যো বতাশ্মম্যঃ।
শ্রিয়া হীনঃ কৃপণো বায়ন ঋষিতি মূঢধীঃ॥
যেন স্বরূপণকাণ তাবল্লব্রাদয়স্তথা।
নাদ্রিয়ন্তে যথা পূর্ব্বং ক্ষীণাশা
ইব গোজরম্॥
তত্রাপ্যজাতনির্ব্বেদো ম্রিয়মাণঃ স্বয়ম্ভূতঃ।
অন্ধে তমসি মগ্নো বৈ ন বেদ ক্ষুদপাশ্রয়া॥
আস্তেঽনশনাদ্যাপন্নস্তং গৃধ্রাদয় ইত্যাহুরন্।
আমাবা যে চাদয়স্তত্র বিকসৎকর্ণাডিনা।
কামন্ত্যাস্য পরাসুং ক্ষ্ণ্ঠা বুবুরুবাণং ত॥
(ভা. ৩।৩১।১২-১৬)

অর্থাৎ (বার্দ্ধক্য হেতু) মূঢবুদ্ধি, হতভাগ্যতার বারংবার বৃদ্ধি করিয়াও যখন ইন্দ্রিয়গণ অশক্ত হয়, তখন হতশ্রী ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে। তখন ঐ ব্যক্তি তাহার স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণ পোষণে অসমর্থ হইয়া পড়ে, তখন নিজ কর্ম্মদোষে যেমন বৃদ্ধ ব্যক্তিকে (পিতাকে) অযত্ন করে, সেইরূপ তাহার পুত্র-কলত্রাদিও ঐ গৃহস্থিত ব্যক্তিকে আর পূর্ব্বের ন্যায় আদর করেন না। কিন্তু ইহা হইতে তাহার সংসারের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হয় না, ভগ্নাগ্রস্থ বিকলেন্দ্রিয় ও রোগগ্রস্ত হইয়া যেমন প্রকৃতি ব্যক্তি সেই গৃহকে মনে করে এবং পূর্ব্বে পুত্র-পৌত্রাদিকে স্বয়ং পরিপালন করিয়াছিল, তাহারা অবজ্ঞা করিয়া তাহাকে যৎসামান্য যে-কিছু খাদ্যদ্রব্যাদি প্রদান করে, সে গৃহপালিত কুকুরের ন্যায় তাহাই ভক্ষণ করিয়া থাকে। তখন সে রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহার জন্যান্যের ন্যায় তাদৃশ ক্ষুধা থাকে না, তাহার আহারের অল্প হইয়া আসে, সে পরিশ্রমে অশক্ত হইয়া গৃহেই অবস্থান করিতে থাকে। তখন দেহস্থ বায়ুর উৎক্রমণনিবন্ধন বায়ুর গমনাগমনের নাসিকারন্ধ্র কফদ্বারা রুদ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং বায়ুর টানে চক্ষু বাহির হইয়া পড়ে, তাহাতে কাস কিম্বা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় তাহার অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং কণ্ঠদেশ ঘুর্ঘুর শব্দ হইতে থাকে।

শ্রীভগবান্ ও তদীয় নিজ-জনগণের উপরি-উক্ত বাক্যসমূহের যাথার্থ্য আমরা সহজেই বুদ্ধিবাদে বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারি। যাহারা হরিরস পান করেন, তাহারা যতক্ষণ পর্য্যন্ত হৃদয়ে রস থাকে, ততক্ষণ আদরের সহিত উহা চিবাইতে থাকেন, এবং চিবাইতে চিবাইতে যখন হৃদয় রসশূন্য হইয়া পড়ে, তখন তাহারা সেই ছোবড়া পরিত্যাগ করেন। তদ্রূপ এই সংসারে আমাদের দেহসম্পর্কিত পিতা-মাতা, স্ত্রী, পুত্র, ভাই, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজনগণ ততদিন পর্য্যন্ত আমাদিগকে খাবার দেন ও

আদর-যত্ন করেন—যতদিন আমাদের দেহে বল বীর্য্য-ক্ষমতা বুদ্ধি-চাতুর্য্য, কর্ম্মদক্ষতা প্রভৃতি থাকে—যতদিন আমরা তাহাদের ভোগের ইন্ধন যোগাইতে পারি—ততদিন আমাদের নিকট হইতে তাহারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হন। যখন বল বুদ্ধি [illegible] যখন আমাদিগকে অকর্ম্মণ্য বা অশক্ত হইয়া পড়িতে দেখেন, তখন আমাদিগকে তাহারা আর পূর্ব্বের ন্যায় অন্ন বস্ত্র প্রদান বা আদর-যত্ন করেন না। আমরা তখন তাঁহাদের ভার বা বোঝা স্বরূপ হইয়া পড়ি। এমতাবস্থায় তাঁহারা আমাদিগকে উদ্বৃত্ত ভার জ্ঞানে পরিত্যাগ করেন [illegible] গৌড়ীয় মিশনরূপ পিঞ্জরাপোলে আশ্রয়গ্রহণ করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন।

আমরাও এই প্রকারে এই মায়ার সংসারের আত্মীয় স্বজন দ্বারা অনাদৃত ও পরিত্যক্ত হইয়া চিন্তা করিতে থাকি,—'শ্রীচৈতন্যমঠ, তদন্তর্গত কোন শাখামঠ বা গৌড়ীয়-মিশনই এখন আমাদের আশ্রয়স্থান। আমাদের জন্য এসব মঠ-মন্দির বা মিশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথায় কোন অসুবিধা নাই, বেশ খাওয়া পরা পাওয়া যায়, নিদ্রা-বিশ্রাম আদি করিবারও প্রচুর সময় ও সুযোগ পাওয়া যায়, কোন কষ্টই করিতে হয় না।' ইহা-দের [illegible] আমরা যুক্তি বাহির করিয়াছি যে, [illegible] হরি, রাম কৃষ্ণ, গোবিন্দ ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করা, মনে মনে আমাদের [illegible] করা, আর [illegible] করিতে হয় না। আমাদের আরও ধারণা এই যে, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ বা 'গৌড়ীয়-মিশন' সঙ্ঘসেবকগণের সাহায্যার্থে [illegible] সাধারণ লোকের এই উপকার করিবার জন্যই গৌড়ীয়-মিশন সাধারণ লোকের নিকট হইতে টাকা-পয়সা, চাউল ডাল প্রভৃতি ভিক্ষা করিয়া থাকেন। সুতরাং আমাদিগকে গৌড়ীয় মিশন কেন স্থান দিবেন না? আমরা তথায় থাকিয়া নিশ্চিন্তমনে বাস করিবার জন্য কেন দাবী করিতে পারিব না? গৌড়ীয় মিশন আমাদিগকে আশ্রয় বা স্থান দিতে বাধ্য। আমাদের ন্যায় অসহায়, অক্ষম লোককে যদি গৌড়ীয় মিশন স্থান না দেন, তাহা হইলে তাঁহারা জগতের কি উপকার করিতেছেন?

'গৌড়ীয়-মিশন' সম্বন্ধে লোকের এই প্রকার ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। 'গৌড়ীয়-মিশন' ঐ সকল লোকের আশ্রয়স্থল পিঞ্জরা-পোল বা [illegible] আর একটী নিকেতন নহে। 'জীবে দয়া, নামে রুচি বৈষ্ণব-সেবন' ইহাই গৌড়ীয়-মিশনের কৃত্য— [illegible] জীবকে কৃষ্ণভক্তিতে উন্মুখ করাই গৌড়ীয় মিশনের কার্য্য।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয়-আচরণং সদা॥
(ভাঃ ১০।২২।৩৫)

প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা পরের প্রতি নিরন্তর শ্রেয়ঃ আচরণ করাই দেহধারী জীবের জন্ম-সাফল্য।

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥
(চৈঃ চঃ আদি ৯।৪১)

অর্থাৎ পবিত্র ভারতবর্ষে মানবরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া জগতের পরম নিত্য-উপকার করাই মানবের পরম ধর্ম্ম ও মানবোচিত শ্রেষ্ঠ যোগ্যতা স্বরূপে শরীর ধারণ করার সফলতা।

প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ॥
(বিষ্ণুপুরাণ)

কর্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা ইহকাল ও পরকাল-সম্বন্ধে প্রাণিদিগের যাহা উপকারার্থ হয়, তাহাই বুদ্ধিমান্ লোক আচরণ করেন।

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥
(ভাঃ ১১।৯।২৯)

অনেক জন্মের পর এই মানব-জন্ম লাভ হইয়াছে, সুতরাং [illegible] এই জন্ম অনিত্য হইলেও পরমার্থদ। অতএব ধীর ব্যক্তি পুনরায় মৃত্যু নিকটস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া চরম কল্যাণ লাভের জন্য চেষ্টা করিবেন।

শ্রীচৈতন্যমঠ, তদন্তর্গত সমুদয় শাখামঠ বা গৌড়ীয়মিশনের শ্রীচৈতন্যবৈষ্ণবগণ জগতের জীবের এই নিঃশ্রেয়স বা পরম শ্রেয়ঃ চরম কল্যাণ বা আত্মমঙ্গল প্রদানের জন্যই এ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। গৌড়ীয়মিশন জগতের সমস্ত জীবের কায়, মনোবাক্য, প্রাণ অর্থ বাক্য বুদ্ধি চক্ষু নাসিকাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়, যাহার যাহা আছে, যথাসর্ব্বস্ব একমাত্র ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করিয়া সম্যগ্‌ভাবের উপাদেয় ভাব প্রদর্শন করিতেছেন—জীবের প্রতি প্রকৃত দয়ার আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন।

আমরা সারাজীবন ইন্দ্রিয়তর্পণ ভোগে, জড়ানন্দ ও জড়ভোগাস্বাদনে আমাদের শরীরের সমস্ত বল, বীর্য্য, রক্ত, মাংস, প্রাণ, অর্থ, বাক্য, বুদ্ধি প্রভৃতি যথাসর্ব্বস্ব খরচ করিয়া অবশেষে কেবল শরীরের কয়েকখানা হাড় আর চামড়া লইয়া—শূন্যগর্ভ অবস্থা লইয়া গৌড়ীয়মিশনে প্রবেশ করিতে চাহিলে সেই মিশনরূপী শুদ্ধবৈষ্ণবগণ আমাদের নিকট হইতে কোন্ জিনিষটী পান—যাহা তাঁহারা কৃষ্ণসেবায় নিয়োগ করিয়া শ্রেয়ঃ আচরণ করাইয়া আমাদের অবশ্য মঙ্গলবিধান বা আমাদের প্রতি অমন্দোদয়া দয়া প্রদর্শন করিতে পারেন? বৃদ্ধাবস্থায়, মুমূর্ষু অবস্থায়, যখন আমরা চোখে দেখি না, কাণে শুনি না, কথা বলিতে পারি না, চলচ্ছক্তিহীন, অত্যন্ত দুর্ব্বল, কর্ম্ম করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম, স্মরণশক্তিহীন হইয়া পড়ি, এমতাবস্থায় আমাদের দ্বারা কি সেবা থাকে—[illegible] সেবা করিতে পারি? [illegible]

[illegible]

নাম উচ্চারণ ও [illegible] যায়। [illegible] নহে।

[illegible]

নিত্যসিদ্ধ [illegible] উঁহারা [illegible] গৌড়ীয় মিশনের [illegible]

[illegible] জড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহে। [illegible] ইহাই আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

[illegible]

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়
	১ম ৩ দিনের জন্য, পরবর্ত্তী দিনের জন্য		১ম ৩ দিনের জন্য, পরবর্ত্তী দি
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "
প্রতি সংখ্যা ৫৲, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীপতিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রী প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত [illegible] একত্র সমাবেশ [illegible] গ্রন্থে আছে ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ [illegible] করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

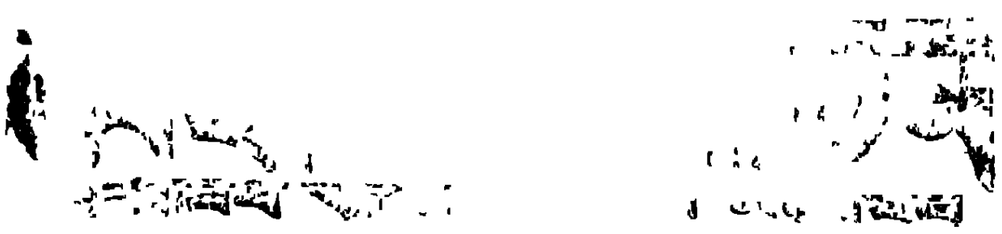

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। [illegible] সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

জনহিতকর কার্য্যে সরকারী সাহায্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্ট বর্দ্ধমান জেলায় কণ্টাবেল-বাহ্মণডাঙ্গা উচ্চ প্রাইমারী স্কুলের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ২৫০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। স্থানীয় চাঁদা নগদ আদায় লইবার পর এই টাকা দেওয়া হইবে।

দাদপুর দৌকি অনুপূর্ব্বক খাল খনন পরিকল্পনার জন্য ২৫০০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। তাহাতে সর্ত্ত করা হইয়াছে যে, জল নির্গম দ্বার ও খালটি সংরক্ষণের আর কোন ব্যয় এই তহবিল হইতে দেওয়া হইবে না।

রাজসাহী জেলার লালপুর ইউনিয়ন বোর্ড চিকিৎসালয়ের যন্ত্রপাতী ও বার গ্রাম ইউনিয়ন বোর্ড চিকিৎসালয়ের আসবাব সামগ্রী ক্রয় করিবার জন্য ৪০০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যদি মনে করেন যে, ইহার পৌনঃপুনিক ব্যয় বহন করিবার ব্যবস্থা নিশ্চিত হইবে, তাহা হইলেই এই টাকা দেওয়া হইবে।

বর্দ্ধমান জেলার সদর মহকুমার মণ্ডলগ্রাম উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের খেলা। মাঠের উন্নতির জন্য আরও ৩৩০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। আইনসঙ্গতভাবে এরূপ চুক্তি করিতে হইবে যে, কোন সময় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রয়োজন বা বিজ্ঞানীয় মনে করিলে এই খেলার মাঠের দখলী স্বত্ব গভর্ণমেণ্টের হাতে যাইবে।

যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালের সম্প্রসারণ জন্য ভূমি ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে বাঙলা গভর্ণমেণ্ট কলিকাতার রেডিক্যাল এইড ও রিসার্চ সোসাইটিকে এককালীন এক লক্ষ টাকা দান মঞ্জুর করিয়াছেন।

কয়লার সমস্যা

সম্প্রতি সংবাদে প্রকাশিত হইয়াছে, ভূতত্ত্ব বিভাগের জনৈক অনুসন্ধানকারী নাকি কিছুদিন পূর্ব্বে বিজ্ঞপ্তি দান করিয়াছেন যে ক্রমাগত খনি সকল আহরণের ফলে ভারতে কয়লার পরিমাণ দ্রুত হ্রাস পাইতেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে উহা দুর্ল্লভ হইতে পারে। প্রবলভূকম্পে অরণ্য সকল ভূপ্রোথিত থাকিলে তবে ধীরে ধীরে কয়লার স্তর গড়িয়া উঠে। সুতরাং একের পর আর নূতন নূতন কয়লার স্তর শীঘ্র গড়িয়া উঠা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সম্ভাবিত নয়। আধুনিক যুগে দেশ ত নানারূপ কবরজার প্রয়োজনে অজস্র কয়লার প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বদাই রহিয়াছে, তদ্ভিন্ন অধুনা কয়লা না হইলে আমাদের অনেকেরই রান্নাবান্নাই চলে না। এককালে অবশ্য বাঙ্গলায় প্রচুর কাঠ মিলিত আর তাহাতেই রন্ধন কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। সে দিন আর এখন নাই, এখন প্রায় সকলের কয়লাগত প্রাণ। এমতাবস্থায় দেশে কয়লা দুর্ল্লভ হইতে পারে, এ সংবাদে স্বতঃই একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু তাহারও বিশেষ কোন হেতু নাই। যে হেতু তাড়িত শক্তি ব্যবহারে পৃথিবীর বহু দেশ ঐ সঙ্কটের অবসান ঘটাইয়াছে।

বাঁকুড়া জেলায় নানা বিধ জনহিতকর কার্য্য

বাঁকুড়া জেলায় জনহিতকর বিভিন্ন কাজের জন্য বাঙলা গভর্ণমেণ্ট ৪৭৫৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১৫০৲ টাকা বঙ্কেশ্বর হাসপল্লী-উন্নয়ন সমিতির একটি গ্রাম্য সভাগৃহ নির্ম্মাণের জন্য, ২৫৲ টাকা বাগদহড়া উচ্চ প্রাইমারী মক্তবের মেরামতী কাজের জন্য, ৫০৲ টাকা সিহর পল্লী-মঙ্গল সমিতির খেলার মাঠ তৈয়ার করিবার জন্য, ১০০৲ টাকা কতুলপুর স্বাস্থ্য কমিটিকে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য এবং ১৫০৲ টাকা কতুলপুর ইউনিয়ন বোর্ডের জন্য গ্রাম্য হল নির্ম্মাণের জন্য দেওয়া হইয়াছে।

১০ লক্ষ গজ ক্যাম্বিসের অর্ডার প্রাপ্তি

ইদানীং বাঙলাদেশে যুদ্ধে প্রয়োজনীয় কয়েক প্রকার কাপড় ইত্যাদি বিশেষভাবে প্রস্তুত হইতেছে। প্রধানতঃ শণ, পাট প্রভৃতি দ্রব্য হইতেই এগুলি প্রস্তুত হয় বলিয়া বাঙলাদেশেই এগুলি প্রস্তুত করিতে সুবিধা।

আরেক দিক দিয়া বাঙলাদেশের বয়ন-শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে। চট প্রস্তুত করিবার তাঁতগুলিতে বর্ত্তমানে তুলার সূতায় প্রস্তুত ক্যাম্বিস প্রস্তুত হইতেছে। পাট বস্ত্র সম্পর্কীয় পরামর্শদাতার অনুরোধক্রমে দুইটি চট কল এরূপ ক্যাম্বিসের নমুনা উপস্থিত করিয়াছে। বর্ত্তমানে এই নমুনা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে।

মোটরের ছাদে ব্যবহারের উপযুক্ত ক্যাম্বিসও বর্ত্তমানে বাঙলাদেশে প্রস্তুত হইতেছে। সম্প্রতি কলিকাতায় কোন একটি মিলকে ১০ লক্ষ গজ ক্যাম্বিস সরবরাহের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে।

হস্তচালিত তাঁতে বোনা কম্বলও বাঙলাদেশে বহু পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। বাঙলার সরকারী শিল্প বিভাগের ডাইরেক্টার ১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাসের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী অর্ডার অনুযায়ী ৩০ হাজার ছাড়াও আরও ১৫ হাজার কম্বল সরবরাহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

[illegible]তান্ত কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পবিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০
প্রাপ্তিস্থান —
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিকাশিনী-টীকা ও আস্বাদন-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা [illegible] [illegible] নিত্যপাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৬শ বর্ষ } ১৮ [illegible] শব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৬ই অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৫৮, ১২শে নভেম্বর, ইং ১৯৫১, শনিবার { ২০৭৮তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণ

[২]

সুশৃঙ্খল সঙ্ঘবদ্ধভাবে বিষয়বিগ্রহ শ্রীনাম-প্রভুর সেবার এইরূপ প্রতিষ্ঠান-রচনার আদর্শ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরই সর্ব্বপ্রথম পরিকল্পনা ও প্রকটন করেন। ৩৯৯ শ্রীচৈতন্যাব্দে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চেষ্টার ফলে কলিকাতা মহানগরীতে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবসভা পুনঃসংস্থাপিত হওয়ায় সঙ্ঘবদ্ধভাবে শ্রীগৌরকৃষ্ণের ভজন লক্ষিত হইয়াছিল। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উত্তরাধিকারিসূত্রে শ্রীল প্রভুপাদ সেই সভার পাত্ররাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 'শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থ বহন করিয়া লইয়া যাইতেন এবং ঐ সভায় শ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা শ্রবণ করিতেন। এইভাবে তিনি শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিচার-ধারায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণের জন্য শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠ ও কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে ইংরাজী ১৯১৯ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীল ঠাকুরপ্রবরাদেবীর আবির্ভাব-বাসরে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। বহু লোক না হইলে সভা বা হট্ট হয় না। সভা, হট্ট প্রভৃতি সঙ্ঘেরই পর্য্যায়-শব্দ। শ্রীনামহট্ট শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার অথবা শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা শ্রীনামহট্টের অপর পর্য্যায় বা দ্বিতীয়রূপ।

অন্তর্দৃষ্টিতে বিবিক্তানন্দী ও গোষ্ঠ্যানন্দী একই তাৎপর্য্যপর, ইহাতে যেন কোন-ক্রমেই ভুল না হয়। আর আপাত স্থূলদৃষ্টি-প্রবণ হইয়া কেহ যেন ইহাও মনে না করেন যে, শ্রীল বাবাজী মহারাজের বিবিক্ত-ভজন-[illegible] সাধকের পক্ষে অধিক মঙ্গলকর। শ্রীল বাবাজী মহারাজ [illegible] একটি [illegible] কারণ, [illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ-[illegible] অবাং [illegible] বাক্যপূর্ণ [illegible] আহ্বান-পূর্ব্বক [illegible] শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সম্পাদিত 'শ্রীসজ্জন তোষণী'তে [illegible] অনর্থ-[illegible] [illegible] শ্রীল [illegible] [illegible] বলিয়াছেন। যদিও [illegible] মহারাজের [illegible] সঙ্গে [illegible] হরিভজন হয় না—ইহাই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিবিক্ত, [illegible] [illegible] [illegible] কারণে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আবাহন হইবেই হইবে। এজন্য শ্রীল প্রভুপাদ নানাভাবে [illegible] [illegible] করিতেন।

যদিও শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুবর শ্রীল প্রভুপাদকে প্রতি সাক্ষাৎ আদেশ 'ছিল— "কপাট বন্ধ করিয়া হরিনাম করিবেন, কাহাকেও শিষ্য করিবেন না", তথাপি শ্রীবার্ষভানবী-দয়িত শ্রীগুরুদেব [illegible] পূর্ব্বে [illegible] [illegible] জীবে অনুকম্পায় [illegible] শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা-পালন-ভাব দেখাইয়া শ্রীগুরু ও শ্রীল ঠাকুর [illegible] [illegible] মনোঽভীষ্টপরিপূরণ-সাধন করিয়াছিলেন। ইহা তিনি তাঁহার স্বাভাবিক দৈন্যের সহিত জানাইয়াছেন,—

'শ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] শ্রীল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিল।'

শ্রীধামমায়াপুরে [illegible] [illegible] ১৮ বার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উচ্চস্বরে [illegible] করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] একটা [illegible] হইল, উহা তাহার নয়শীল।

শ্রীল প্রভুপাদ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন, তাহা [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 'নাম [illegible] করেন—শ্রীনামের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয় না, যাহাকে 'নামের [illegible]' [illegible], [illegible] কলিকাতা নগরীতে [illegible] [illegible] [illegible] সেই স্থানে যাইবার [illegible] [illegible] [illegible] সেবা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ' (শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] [illegible]—[illegible] গৌর-[illegible])

শ্রীল প্রভুপাদের এই সকল উক্তির [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীল গৌর-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছিলেন, তাঁহার আজ্ঞালঙ্ঘন করেন নাই, ইহা [illegible] [illegible] [illegible] কীর্ত্তন-প্রচারের [illegible] [illegible] [illegible] হইবে, ইহাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মনোঽভীষ্ট। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] উৎসাহ [illegible] তাহা [illegible] ইহা [illegible] [illegible] অন্তর

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শ্রীগুরুদেব নিকট থাকিয়া আমাকে শাসন করিতেছেন না,—এই যৎপরোনাস্তি দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিয়া শত-কোটি বৃশ্চিক-দংশন-অনুভব যাঁহার না হয় তাঁহার চিত্ত কতটা পাষাণ? সংকর্ষণের হুঙ্কারনারূপ অহৈতুকী কৃপায় অপরাধ-দৃঢ়শকঠোর-কঠিন, কিল্বিষ-কল্মষ-কবাটাদি দূষিত পাষাণ চিত্তক্ষেত্রও যদি বিগলিত হয়, তবেই নিত্যমঙ্গল হইতে পারে, নতুবা অশ্রদ্ধা, কুটীনাটি, জড়াভিনিবেশ, জড়তা বা শিথিলতা, দাম্ভিকতা প্রভৃতি অন্তরে পোষণ করিয়া কেবল প্রাণহীন আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ বা বাগাড়ম্বরের দ্বারা শ্রীগুরুবর্গের বিরহোৎসব হয় না। যাহাদের হৃদয়ে ঐরূপ দুর্বাসনার লেশও আছে, তাঁহারা স্বপরবঞ্চক। সেইরূপ দুর্দৈববাধা হইতে যাহাতে আমরা উদ্ধার লাভ করিতে পারি, তজ্জন্য আমাদের কোটিজন্ম সুসেবনে ও সমগ্র ভাবনাশক্তির নিয়োগে যেন কোনপ্রকারেই কুণ্ঠতা প্রকাশ না পায়। নিষ্কপট দৈন্যবিগলিত চিত্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আর্ত্তনাদসহকারে অবশ্যভাবে আমাদের দুর্দৈবদুঃখের কথা জানাইলে তিনি অবশ্যই কৃপা করিবেন।

সর্ব্বভূতে সম্মান

শ্রীভাবিভজনেচ্ছু অর্থাৎ আত্ম-মঙ্গলকামী ব্যক্তিগণের পক্ষে কোন প্রাণীকে হিংসা করা বা উদ্বেগ দেওয়া মহাজনগণ ও সাত্বত-শাস্ত্র একবাক্যে নিষেধ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।" উহা ৬৪ প্রকার বৈধী ভক্তির অন্যতম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিতেছেন,—

আমার জীবন, সদা পাপে রত,
নাহিক পুণ্যের লেশ।
পরের উদ্বেগ দিয়াছি যে কত,
দিয়াছি জীবেরে ক্লেশ

নিজসুখ লাগি' পাপে নাহি ডরি,
দয়া-হীন স্বার্থপর।
পরসুখে দুঃখী, সদা মিথ্যাভাষী,
পর দুঃখ সুখকর॥

* * * *

এ হেন দুর্জ্জন, সজ্জন-বর্জ্জিত,
অপরাধী নিরন্তর।
শুভকার্য্যশূন্য, সদানর্থমনা,
নানা দুঃখে জর জর॥
সকলে সম্মান, করিতে শকতি,
দেহ নাথ যথাযথ।

(শ্রীশরণাগতি)

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽ-

হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।" অর্থাৎ সর্ব্বজীবের হৃদয়ে পরমাত্মরূপে ভগবানই অবস্থিত আছেন।

ভগবান্ শ্রীকপিলদেব জননী দেবহূতিকে বলিতেছেন,—

'অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা। তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চা-বিড়ম্বনম্ ॥'

(ভাঃ ৩।২৯।২১)

মাতঃ, আমি অন্তর্যামিরূপে নিখিল প্রাণীর অন্তরে অবস্থিত, যেহেতু প্রাণিসমূহ আমার অধিষ্ঠান ভূত প্রাণিসমূহকে [illegible] না করিয়া অর্থাৎ কৃষ্ণদাস বুদ্ধি না করিয়া [illegible] আমারই অবমাননা করেন, তাঁহারা [illegible] বুদ্ধিতে যে প্রতিমাদি পূজা করিয়া থাকেন, তাহার দ্বারা শ্রীঅর্চ্চার অবজ্ঞা [illegible] হয়।

ভগবান্ আরও বলিতেছেন,—

'[illegible] সর্ব্বেষু ভূতেষু পরমাত্মানমীশ্বরম্। [illegible] ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ ॥

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহুমানয়ন্। ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥'

(ভাঃ ৩।২৯।২২,৩৪)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে [illegible] [illegible] আমাকে উপেক্ষা করিয়া [illegible] কেবল লৌকিকী রীতি-অনুসারে [illegible] অর্চ্চার পূজা [illegible] [illegible] আহুতি প্রদান করিয়া থাকে। [illegible] অন্তর্যামী ঈশ্বররূপী, [illegible] [illegible] নিশ্চয় করি [illegible] [illegible] ভূতকে সম্মান প্রদানপূর্ব্বক প্রণাম [illegible]।

উক্ত শ্লোকের তথ্যে শ্রীল প্রভুপাদ [illegible],—

"[illegible] কৃষ্ণ-অন্ত করি'। [illegible] করিবে নাম্ভ করি ॥ [illegible] বৈষ্ণবধর্ম্ম—সবারে প্রণতি। [illegible] যাঁ'র তাথে নাহি রতি ॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।২৮-২৯

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হ'বে নিরভিমান। [illegible] সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০।২৫)

অতএব ভগবদুপাসকগণের পক্ষে [illegible] আদর বিহিত হইয়াছে। শ্রদ্ধাবান্ [illegible] সর্ব্বত্রই ভগবদ্বৈভব স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত [illegible] তাঁহারা জগতের যাবতীয় বস্তুই [illegible] সত্তার দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে, [illegible] করিতে পারেন। সুতরাং তাঁহারা [illegible] পূজা বিধান করিয়া থাকেন [illegible] ভগবৎসম্বন্ধী বস্তুমাত্রের অনাদর [illegible] করেন না। স্কন্দপুরাণেও উক্ত [illegible] যে, 'হে ব্যাধ, তোমার যে [illegible] গুণ হইয়াছে, তাহা অদ্ভুত নহে, [illegible], যাঁহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত হন, [illegible] অন্যের ক্লেশদ হন না। 'অহিংসা-যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ ॥' (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১৪১)—এই বক্ষ্যমাণ রীতি-অনুসারে শুদ্ধবন্ধুত্বাদিভাব বন্ধুভাবসিদ্ধ শ্রীগোকুলাদি ধামবাসী জনের শান্ত-স্বভাবানুসারে এবং তাদৃশ ভগবদ্গুণানুসারে [illegible] হইয়া থাকে অর্থাৎ শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দগণ ভগবানে বিশেষ অনুরক্ত [illegible] জীবের প্রতি [illegible]।

[illegible] কার্ত্তিক, সুতরাং [illegible] [illegible] ভাবযুক্ত হন। আর যাঁহারা [illegible] অহিংসা, [illegible] তাঁহাদের [illegible] [illegible] উক্ত হইয়াছে '[illegible] [illegible] আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক যে [illegible] [illegible], ভগবন্নিষ্ঠারূপ [illegible] [illegible] আপনার চরণ[illegible] [illegible] আশ্রয়কে প্রাপ্ত হইয়া [illegible]।' আর যাঁহারা পরমসিদ্ধ [illegible], [illegible] [illegible] শ্লোকোক্ত বাক্যানুসারে [illegible] ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে এবং আত্মার [illegible] [illegible] ভূতকে দেখিতে [illegible] 'মহাভাগবত' দেখে স্থাবর জঙ্গম। [illegible] তাঁ'র শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ ॥ [illegible] না দেখে তাঁ'র [illegible] [illegible] (চৈঃ চঃ মধ্য ৮), [illegible] মহাভাগবতের [illegible] অহিংসাদি [illegible] স্বভাবাদি।

[illegible] ৪।৩১।১২ শ্লোকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—'[illegible] প্রাণের তুষ্টিতে [illegible] [illegible] সেইরূপ [illegible] পূজা [illegible] সমস্ত জীবের পূজা হইয়া যায়'—এই উক্তি দ্বারা যাহারা [illegible] স্বতন্ত্র বুদ্ধিতে ভূতসেবা করেন, তাঁহাদের নিন্দা করা হইয়াছে অর্থাৎ কর্ম্মিদের ভূতসেবা নিন্দনীয়। সর্ব্বত্র কৃষ্ণের অধিষ্ঠান—এই জ্ঞানে জীবকে আদর-পরিচর্য্যাদি করা উচিত। ভগবৎসম্বন্ধ [illegible] জ্ঞানে সর্ব্বভূতে সম্মানাদি দেওয়া যাইতে [illegible]।

জড়ভরত জীবের প্রতি কেবলমাত্র দয়া প্রদর্শন করিতে যাইয়া ভগবদ্ভজন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সুতরাং ঐ পরোপকারবৃত্তি তাঁহার অসুবিধা-প্রদ হইয়াছিল। অতএব কর্ম্মিগণ যে জীবসেবা বা পরোপকারের ছলে ভগবদ্ভজন পরিত্যাগ করেন, তাহা তাঁহাদের মঙ্গল [illegible] স্বরূপ, কিন্তু যাঁহারা ভগবৎসম্বন্ধী বস্তুতে [illegible] [illegible] জীবগণকে আদর, সম্মান, পরিচর্য্যাদি করিয়া থাকেন, তাঁহারা কৃতার্থ। শাস্ত্রে রন্তিদেবাদি ভক্তগণের দৃষ্টান্তে ইহা প্রতিফলিত হইয়াছে। নৃপতি রন্তিদেব বাসুদেবপরায়ণ ছিলেন। তিনি ধর্ম্মার্থ-কাম, এমন কি, মুক্তি পর্য্যন্ত কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা করিতেন না। তিনি সর্ব্বত্র [illegible] [illegible] [illegible] (ভাঃ ৯।২১ [illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই'—এই উক্তিতে [illegible]।

অন্যের অনাদর করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু [illegible] [illegible] করা কর্ত্তব্য।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] থাকিলেও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিষয়, আমি [illegible] আশ্রয় গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি মহামূঢ়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। শ্রীভগবান্ ভিন্ন অন্য [illegible] আশ্রয় করিবার [illegible] [illegible] নহে। সুতরাং [illegible] জীবোপাসনা অকর্ত্তব্য।

সর্ব্বভূতে বা সর্ব্বজীবকে সম্মান [illegible] [illegible] [illegible] উপদেশ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারেন না। [illegible] [illegible] [illegible] সম্মান [illegible] [illegible] আত্মানাই। এই জন্যই 'ভাগবতধর্ম্ম' "[illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] "[illegible] সম্মান, করিতে [illegible], [illegible]'— শ্রীচৈতন্য [illegible] [illegible]।

অমানিনা [illegible] [illegible] হরিঃ'— [illegible] এই উপদেশ [illegible] নিজে অমানী হইয়া [illegible] যথাযথ সম্মান প্রদান পূর্ব্বক [illegible] [illegible] 'যথার্থ সম্মান' [illegible] শ্রীগুরু বৈষ্ণবকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্মান প্রদান [illegible]।

সর্ব্বভূতে [illegible] [illegible] [illegible] ঈশ্বর, আমিই [illegible] [illegible] কোন [illegible]—এরূপ [illegible] থাকেন। এই প্রকার মতবাদ হইতেই 'দরিদ্র নারায়ণ' প্রভৃতি কথার সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও সাত্বত শাস্ত্র এরূপ মতবাদকে মায়াবাদীর মতবাদ বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক ইহা নিতান্ত পাষণ্ড ও অপবাদের কথা জানাইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

'[illegible] কহে,—জীব অজ্ঞান হয় সম। [illegible] হয়, দণ্ড তারে যম ॥ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] ॥'

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।১১৫-১১৬)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি [illegible] দেবতার [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া দেখে, [illegible] [illegible]।

— —

"গৌড়ীয়-মিশন" কি আল্লে-খানা ?

— (৩) —

[illegible] [illegible] [illegible], তাঁহারাই গৌড়ীয়-মিশন [illegible] [illegible] [illegible]—এই [illegible] [illegible] [illegible] হরিভজন [illegible] [illegible]। অনেকেই [illegible] [illegible] [illegible] হরির নাম [illegible] [illegible], '[illegible]' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] আপন [illegible] গৌড়ীয়-মিশনে প্রবেশ [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হরিভজন [illegible] প্রদর্শন [illegible] [illegible]।

এই সকল ব্যক্তি যখন প্রথম গৌড়ীয়-মিশনে প্রবেশ করিতে আসে, তখন তাহাদের দিকে দেখা যায় যে, [illegible] আসক্তির বস্তু [illegible] আত্মীয় স্বজন, [illegible] পরিত্যাগপূর্ব্বক [illegible] কৃপণগণ তখন [illegible] চাও? তোমাদের [illegible] প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। তাহারা [illegible] — হরিভজন [illegible] হরি-ভজন ছাড়া আমাদের আর কোন [illegible] নাই, হরিভজনের [illegible] আত্মীয় স্বজন [illegible] অতএব আপনারা [illegible] স্থান দিন।

শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণ [illegible] প্রকার ইচ্ছা ও [illegible] মঠ বা মিশনে [illegible] পরে তাহারা [illegible] কাহাকেও কাহারও নিন্দন হইতে পাইয়া যাইতেও দেখা যায়। ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, "গৌড়ীয় মিশন" আসিবার প্রবেশের পাদানটী নহেন তাই আরোহণ এখানে আসন [illegible] পারেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] গোস্বামী প্রভুপাদ [illegible] —

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকের অর্থ [illegible] এইরূপ করিয়াছেন, —

আসক্তি-রহিত, [illegible] বিষয়ান্ [illegible]

অর্থাৎ [illegible] সেবার উপকরণ, [illegible] কৃষ্ণসেবায় [illegible] হইবে। ইহাই জীবের [illegible]

আমাদের [illegible] মনোবাক্য অর্থাৎ [illegible] আর পাঞ্চভৌতিক [illegible] ভোগ্য বস্তু—কৃষ্ণ [illegible] ইহাই জানাইয়া [illegible] —

[illegible]

(ভা: ৯।১৩।১০)

অর্থাৎ বৈষ্ণবরাজ মহারাজ অম্বরীষ শ্রীমন্ মুকুন্দপাদারবিন্দে, শ্রীল বাবা বৈকুণ্ঠ-[illegible], স্বীয় করদ্বয় হরিমন্দির-[illegible] শ্রীল কর্ণ [illegible] হরিকথা-শ্রবণে এবং [illegible] শ্রীল চক্ষুদ্বয়, কৃষ্ণদাসের [illegible] শ্রীল নাসিকা, কৃষ্ণার্পিত তুলসীর [illegible] শ্রীল রসনা, কৃষ্ণকে [illegible] শ্রীল মস্তক, বাসিত কৃষ্ণদাস্যে শ্রীল বাম [illegible] নিযুক্ত করিয়াছিলেন যে, তাহাতে [illegible] আশ্রয়ের যোগ্য বাতীত উদয় হয়।

[illegible] গোস্বামী প্রভু আরও জানাইয়াছেন,

মাদৃশো যাদৃশেভ্যস্তু তাদৃশেভ্যো নিবেদয়েৎ।
ন হি যোগ্যমযোগ্যেন সুখং যুক্তমুপৈতি॥

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

অর্থাৎ (অপ্রাকৃত) ইন্দ্রিয়ের দ্বারা (অপ্রাকৃত) চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের [illegible] অপ্রাকৃত ভক্ত প্রাকৃতিক অর্থাৎ দেহ ও [illegible] [illegible] কৃষ্ণানুশীলন-রহিত [illegible] আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ [illegible] নিয়ত অর্থাৎ জ্ঞান-[illegible] আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ আছেন নহে।

গৌড়ীয় মিশন বা গৌড়ীয়-মিশনরূপী [illegible] শ্রীল [illegible] শ্রীআচার্যদেব বা তদনুগ শ্রুতিধরগণের উপদেশ-মুখে সম্বন্ধ জগৎ তথা সমস্ত [illegible] কৃষ্ণের প্রেম ও বাক্য-বুদ্ধি [illegible]—সম্বন্ধে শ্রীহরিসেবায় শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন, তাহা বলা বা ভক্তির যথা প্রকারে কিরূপভাবে নিযুক্ত করিতে হয়, [illegible] বস্তুতঃ কিরূপে শ্রীহরির ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সহায় হয়, কাহা দেহধারণের বা নশ্বর জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে হয়, তাহা স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন।

এই প্রকারের নানাবিধ অনন্যভক্তি সেবা-বিমুখ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ ব্যাকুলগণ ত' গৌড়ীয়-মিশনের হরিজনপ্রণালী ধারণাই করিতে পারেন না, আমাদের মধ্যেও যাহারা [illegible] গৌড়ীয়-মিশনে বাস করিতেছি, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের সঙ্গ করিতেছি, হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতেছি, সেবা করিতেছি বলিয়া [illegible] করিয়া থাকি, তাহারা অনেক সময় শ্রীল ভক্তিবিনোদের [illegible] অর্থাৎ, স্বার্থান্ধ বিষয়', —বাক্যানুসারে মিশনের [illegible] অহর্নিশ হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন, শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের সঙ্গ ও সেবা প্রভৃতি কার্য্যের অভিনয় করিয়া নানা-অসৎ দুরভিসন্ধি দোষযুক্ত থাকায় সুযোগ্য অর্থাৎ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে ভালবাসি। শ্রীধামের বা শ্রীনবদ্বীপস্থ শুদ্ধভক্তিমঠের শ্রীগৌরকৃষ্ণের শান্তরসের সেবক গো-সমূহের সেবায়, শ্রীগৌরকৃষ্ণের সেবোপকরণ পুষ্পবাগানের সেবায়, বিভিন্ন ফল, শাকসব্জী প্রভৃতির উৎপাদনকার্য্যে, বাসনপত্রাদি বা শ্রীমঠের শ্রীমন্দির-সেবকপ্রভৃতির পরিধার-পরিচ্ছন্নতায়, ভোগ্যসামগ্রী রন্ধন, পরিবেশন প্রভৃতি শারীরিক পরিশ্রমজনক সেবাকার্য্যাদিতে শরীরের বেকমাংস খরচ না করিয়া, নিজ নিজ দৈহিক সুখ বা আরামের জন্য উহা জমা করিয়া রাখিতে চাই। শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের অভিলষিত ও তুষ্টিকর কার্য্যে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত না রাখিলে অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে দেহ বা ইন্দ্রিয়-সমূহ সেবোন্মুখ হয় না, সেবোন্মুখ দেহ বা ইন্দ্রিয় না হইলে উহা প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয় মাত্র-সুতরাং তদ্দ্বারা প্রাকৃত শ্রীহরিনাম, শ্রীহরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তন বা শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবসেবা কিপ্রকারে সম্ভব হইতে পারে?

অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।
বেদ-পুরাণেতে ইহা কহে নিরন্তর॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৯।১৯৫)

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

"গৌড়ীয়মিশন" বা শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ সর্ব্বক্ষণ উপদেশে ও আচরণে আমাদিগকে এই সমস্ত অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদান করিলেও আলসে [illegible] স্বভাবের বশীভূত থাকায় আমরা অনেক সময় ইহা বুঝিয়াও বুঝি না, দেখিয়াও দেখি না, জানিয়াও জানি না। এইজন্যই এসব সেবাকার্য্যে মনোনিবেশ করিবার ইচ্ছা হয় না, ভাল লাগে না, কোন সময় বা ইহা বিরক্তির বিষয়-কার্য্য বা কর্ম্মকাণ্ড বলিয়াও মনে হয়। তখন বিভুবাসনঠবাসের অভিনয় করিয়া অবশেষে মঠ পরিত্যাগ করি। অতএব গৌড়ীয় মিশন' শুদ্ধভক্তির প্রতিষ্ঠান বলিয়া আসলে, কুড়ে ব্যাকুলগণ তথায় স্থান পায় না, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

সাময়িক-প্রসঙ্গ

—০০(*)০০—

শ্রীধামে হরিকথা

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহ প্রাতে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ নাথজীবা কাব্যপুরাণ-রাগতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং সন্ধ্যায় ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর-মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। ত্রিদণ্ডস্বামীপ্রবর শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ও মঠোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যাবিনোদ প্রভুও মধ্যে মধ্যে শ্রীচৈতন্যমঠে পাঠমুখে ও প্রসঙ্গক্রমে হরিকথা আলোচনা করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত পরমকরুণাময় শ্রীশ্রীল আচার্যদেব অহৈতুক কৃপাপরবশ হইয়া প্রত্যহ অপরাহ্ণে দুই ঘণ্টা করিয়া শ্রীভক্তিসন্দর্ভ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় শ্রীধাম সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন-মুখরিত আছে। হরিকথা শ্রবণের এরূপ সুবর্ণসুযোগ দেখা যায় না।

বহরমপুর ও কড়ুরে হরিকথা

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃপাবিলাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ মহোদয় গত ১৫ই নভেম্বর বহরমপুর গৌড়ীয়-মঠ অফিসে উপস্থিত হইয়া তথায় তিন দিবস অবস্থানপূর্ব্বক মঠ-বাসী ভক্তবৃন্দ ও সমাগত সজ্জনগণের নিকট সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তথাকার সেবাকার্য্য পরিদর্শন ও হরিকথা-কীর্ত্তনমুখে ভক্তগণকে সেবোৎসাহিত করিয়া ভক্তি-শাস্ত্রীজী কড়ুর শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে গমনপূর্ব্বক তথায় পাঠ, ব্যাখ্যা ও ইষ্ট-গোষ্ঠীমুখে হরিকথা আলোচনা করেন।

ময়মনসিংহ জেলায় প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু ঢাকায় কিছুদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়া কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ ইতঃপূর্ব্বে ময়মনসিং জেলার বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার করেন। ভক্তিশাস্ত্রীজী ময়মনসিং জেলার অন্তর্গত সরিষাবাটি বন্দবস্ত জমিদারী কাছারীতে ডিহি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত সুধাংশুশেখর সেন মহাশয়ের আগ্রহে দুই দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে নিকটস্থ ডেরাহল গ্রামের শ্রীযুত কৃষ্ণচরণ ভৌমিক মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে উক্ত গ্রামের মহাপ্রভুর আখড়াবাড়ীর নাটা-মন্দিরে যথাক্রমে দুইদিবস শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। তথাকার প্রচারকার্য্য শেষ করিয়া ভক্তিশাস্ত্রীজী বর্ত্তমানে পাবনা জেলার বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন।

বোম্বেতে প্রচার

গত ৭ই নভেম্বর বম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু ডক্টর এ কে মৈত্র পি এইচ ডি (লণ্ডন) মহাশয়ের বোম্বাইস্থ বাসভবনে উপস্থিত হইয়া হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ডক্টর মৈত্র মহাশয় পরপ্রশ্ন মুখে মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে ঘণ্টাধিককাল অত্যন্ত আগ্রহের সহিত হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি মঠ সেবকগণকে পুনরায় আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছেন এবং মঠদর্শনের আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সদ্যস্ত কল্যাণকল্পতরু

=•=

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে।

ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

=•=

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিকাশিনী টীকা ও আস্বাদন ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। বাঁধাই ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যান্বেষু-সন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ ২০ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৮ই অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৪শে নভেম্বর, ইং ১৯৪১, রবিবার | ২৩৯ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ কেশব, সর্ব্ব সঙ্কর্ষণ, গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

ভগবান্ নিত্য, ভগবৎ সেবক নিত্য এবং ভগবানের সেবা নিত্য। শ্রীগুরুপাদপদ্মই শ্রীকৃষ্ণের সব চেয়ে বেশী প্রিয়। তিনি ভক্তগণের অগ্রণী—ভক্তরাজ। গুরুর সেবকগণ বৈষ্ণব। গুরু ও বৈষ্ণবের পূজা ব্যতীত জীবের মঙ্গলের আর দ্বিতীয় রাস্তা নাই। সাধুগুরুর অনুকরণের দ্বারা মঙ্গল হয় না, অনুসরণের দ্বারাই মঙ্গল হয়। গুরুবর্গের চিত্তবৃত্তির অনুসরণের দ্বারাই সঙ্গ ও সেবা হয়। সাধুর ভজনময় বাস্তব পূত জীবনচরিতের বাস্তবত্ব উপলব্ধি না হইলে নিজেকে কেহ সাধুর ভৃত্যানুভৃত্য বলিয়া জানিতে পারে না। যিনি সাধুর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়া সাধুর অন্তরে প্রবেশ করিবার সৌভাগ্য পান, সাধুর সেবাদর্শ দেখিয়া যাঁহার লোভ হয়, সাধু যে অকপটে কৃপাপূর্ব্বক আপনজ্ঞান করিয়া অন্তরের কথা বলেন এবং তাহা হৃদয়ে ধারণ করিবার শক্তি দেন, সেই সরল ব্যক্তিই কৃষ্ণের কৃপালাভ করিয়া ধন্য হন। তিনি গুরুকৃপায় জানিতে পারেন যে, শ্রীগুরুদেব ভগবান্ হইতে অভিন্ন হইলেও ভগবদ্ভক্তের প্রধান স্বরূপে গুরুতত্ত্বের অবস্থান।

দাসের কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই। দাস যাহা করে, তাহাই দাস্য বা সেবা। কর্ত্তৃত্বাভিমানে যাহা করা যায়, তাহা সেবা নহে। কৈঙ্কর্য্য, দাস্য বা সেবা কিঙ্করেরই একচেটিয়া সম্পত্তি। গুরুকিঙ্করই গুরু সেবার অধিকারী। এই কিঙ্করাভিমান উপলব্ধিমূলক, ইহা মনঃকল্পিত কোন ব্যাপার নহে। গুরুকৃষ্ণ কিঙ্করাভিমানে নিত্যানন্দ নাই, গুরুপদে এই নিত্যাভিমানে বর্দ্ধমান আনন্দ নিত্য বিরাজিত। অনিত্যানন্দ বা জড়ানন্দ জীবের ভোগ্য বলিয়া কথিত হইলেও নিত্যানন্দ বস্তুটী কাহারও ভোগ্য নহেন। নিত্যানন্দ প্রভুবস্তু। আনন্দের ভোক্তা—একমাত্র কৃষ্ণ, আর সকলেই নিত্যানন্দের কিঙ্কর। যেখানে গুরুকৈঙ্কর্য্যের উপলব্ধি, সেইখানেই নিত্যানন্দের আবির্ভাব। যেখানে কিঙ্কর সেইখানেই প্রভু। 'আমি কৃষ্ণদাস' এই বিশ্বাস করিলে আর দুঃখ থাকে না। ভোক্তৃ-অভিমান বা ভোগবুদ্ধিই দুঃখ। দুঃখই মায়া, আর কৃষ্ণই আনন্দ। ভোগবাঞ্ছাই ছিদ্র বা দোষ। এই দোষ যেখানে আছে, সেখানে দাসাভিমান নিশ্চয়ই নাই। যেখানে মায়ার নফর বা কিঙ্কর বলিয়া অভিমান, সেইখানেই দুঃখ, সেখানে নিত্যানন্দের অবস্থান নাই। স্বরূপের নিত্যানন্দ-কিঙ্করাভিমান ও বিরূপের কর্ত্তৃ-অভিমান যুগপৎ থাকিতে পারে না। সঙ্গের দ্বারা অনুমান হয়। যেখানে সৎসঙ্গ, সেখানে ভগবদ্দাস-অভিমান, আর যেখানে অসৎসঙ্গ, সেইখানে পুরুষোত্তমানরূপ সংসার।

ভগবৎ-সাম্মুখ্যই ভক্তি। সতী ভক্তি নিরন্তর সম্মুখিনী। ভক্তি আলোময়ী—আনন্দময়ী—কৃষ্ণসুখবাঞ্ছাময়ী ও কৃষ্ণাকর্ষিণী। ভক্তি কৃষ্ণকে বশ করেন। ভক্তি ব্যতীত কৃষ্ণকে বশীভূত করিবার সামর্থ্য আর কাহারও নাই। যিনি কৃষ্ণকে বশ করিতে পারেন, তাঁহার মহিমা কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে না। ভক্তি প্রেমময়ী, সেখানে স্বেচ্ছাচারিতারূপ কামের লেশমাত্রও নাই। যেখানে ভক্তি, সেখানে মায়া নাই। সেখানে ভক্তি সইথানেই কৃষ্ণ। কৃষ্ণানুরাগময়ী শ্রীভক্তিদেবীর কৃপা ব্যতীত জগৎকৃপাপ্রাপ্তি অসম্ভব। শ্রীগুরুপাদপদ্মই মূর্ত্তিমান শ্রীভক্তিদেবী। তাই শ্রীগুরুদেবে শ্রদ্ধাবতী শ্রদ্ধাই ভক্তি-আশ্রয়। যেখানে শ্রদ্ধাবতী নাই, সেখানে ভক্তিও নাই, সুতরাং সেখানে কৃষ্ণও নাই।

নিত্যদর্শনই সমদর্শন, ইহাই ভক্তিদর্শন। গুরুদর্শনই ভক্তিদর্শন। যেখানে গুরুদর্শন, সেইখানেই নিত্যানন্দাদি। গুরুদর্শন যাঁহার হইয়াছে, তাঁহার কুদর্শন নাই, তিনি নিত্যানন্দের আশ্রয় পাইয়াছেন। জড়ানন্দময় বাদ তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতে পারে না। নিত্যানন্দার্থী বা নিত্যানন্দের আশ্রিত ব্যক্তি কখনও নিজ সুখ চাহেন না। সেবা সুখ নিজ সুখকে জলাঞ্জলি দেয়। সেবা সেবককে সুখ দেয়। ভক্তি সকলের নিয়ন্ত্রক, তিনি কৃষ্ণাধীনা। ভক্তি নিয়ন্তা, স্বতন্ত্রতা বা মায়ার কোন কর্ত্তৃত্ব তাঁহাতে নাই। ভক্তি কৃপাবারাই ভক্তি লাভ হয়। ভক্তি প্রেমময়ের বৃত্তি, তাহা হৃদয়ে আসিলে সাধুর সঙ্গ লাভ হয়। কৃষ্ণকে ভোগ্য বস্তু মনে করা স্বভাব বলিয়া কৃষ্ণপ্রীতিময়ী ভক্তি কঠিন বস্তু।

সেবোন্মুখতাই ভগবৎ কৃপার লক্ষণ। যেখানে ভোগোন্মুখতা বা পুরুষাভিমান সেখানে কৃপা নাই। ভোগোন্মুখ স্বতন্ত্র বা স্বেচ্ছাচারী, সেবোন্মুখ অনুগত বা অধীন। ভক্তগণ সেবা করিবার জন্য যে আদেশ ও উপদেশ করেন, তাহাই কৃপা। যিনি সত্য সত্য কৃপা বা সেবা চান, সেই নিষ্কপট ব্যক্তি কৃপাদেবীকে সর্ব্বাগ্রগ্রহরূপে বা সেবা দেখাইবার জন্য সমাগতা দেখিতে পান। সেই কৃপা, কৃপার সেবা। একটী বাদ দিয়া অন্য একটী থাকে না। কৃপার ফল সেবা, সেবার ফল কৃপা। নিজসুখের জন্য ব্যস্ত থাকিয়া কৃপার স্বপ্ন দেখিলে চলিবে না। নিজসুখ বিসর্জ্জন দিয়া ভগবৎ সুখের জন্য ব্যস্ততাতেই কৃপা উপলব্ধি হইবে। সাধুকৃপা ব্যতীত কখনও বৈষ্ণবী বা কৈঙ্কর্য্যময়ী ভক্তির উদয় হয় না। যেখানে সাধনাগ্রহ, সেখানেই কৃপা। সাধনই কৃপা, কৃপাই সাধনাগ্রহ। কৃপা ও সাধন অন্যোন্যাশ্রিত একটী গণিত। একটী ব্যতীত অন্যটী হইতে পারে না। যেখানে অকৃত্রিম সাধনাগ্রহ, সেখানেই কৃপা আছে—জানিতে হইবে।

সাধনের প্রতি যেখানে শৈথিল্য, সেখানে কৃপা থাকিতে পারে না। সেবা স্পৃহার দৌর্ব্বল্য যেখানে উপলব্ধি হয়, সেইখানে ভগবদ্বিমুখতার জন্য দুঃখ আছে, জানিতে হয়। সাধক অন্ধ নহে। সেবা শৈথিল্য ভক্তির বিরোধী। শরণাগতিই কৃপা বা সেবা পায়। ভক্তি শুদ্ধবৈষ্ণবানুগতাময়ী, ভক্তিতে নাস্তিকতা নাই। ভক্ত অকিঞ্চন, তিনি কিঞ্চিৎজ্ঞ নহেন। সাধুগুরুর আনুগত্যে ভক্তি লাভ হয়। ভক্তি সেবোন্মুখী, ভক্তি নিত্য। ভক্তি কৃষ্ণকে বশীভূত করেন। ভক্তি কৃষ্ণকে বশীভূত করিবার সামর্থ্য আর কাহারও নাই। যিনি কৃষ্ণকে বশ করিতে পারেন, তাঁহার মহিমা কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে না। ভক্তি প্রেমময়ী, সেখানে স্বেচ্ছাচারিতারূপ কামের লেশমাত্রও নাই। যেখানে ভক্তি, সেখানে মায়া নাই। সেখানে ভক্তি সইথানেই কৃষ্ণ। কৃষ্ণানুরাগময়ী শ্রীভক্তিদেবীর কৃপা ব্যতীত জগৎকৃপাপ্রাপ্তি অসম্ভব। শ্রীগুরুপাদপদ্মই মূর্ত্তিমান শ্রীভক্তিদেবী। তাই শ্রীগুরুদেবে শ্রদ্ধাবতী শ্রদ্ধাই ভক্তি-আশ্রয়। যেখানে শ্রদ্ধাবতী নাই, সেখানে ভক্তিও নাই, সুতরাং সেখানে কৃষ্ণও নাই।

নিত্যদর্শনই সমদর্শন, ইহাই ভক্তিদর্শন। গুরুদর্শনই ভক্তিদর্শন। যেখানে গুরুদর্শন, সেইখানেই নিত্যানন্দাদি। গুরুদর্শন যাঁহার হইয়াছে, তাঁহার কুদর্শন নাই, তিনি নিত্যানন্দের আশ্রয় পাইয়াছেন। জড়ানন্দময় বাদ তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতে পারে না। নিত্যানন্দার্থী বা নিত্যানন্দের আশ্রিত ব্যক্তি কখনও নিজ সুখ চাহেন না। সেবা সুখ নিজ সুখকে জলাঞ্জলি দেয়। সেবা সেবককে সুখ দেয়। ভক্তি সকলের নিয়ন্ত্রক, তিনি কৃষ্ণাধীনা। ভক্তি নিয়ন্তা, স্বতন্ত্রতা বা মায়ার কোন কর্ত্তৃত্ব তাঁহাতে নাই। ভক্তি কৃপাদ্বারাই ভক্তি লাভ হয়। ভক্তি প্রেমময়ের বৃত্তি, তাহা হৃদয়ে আসিলে সাধুর সঙ্গ লাভ হয়। কৃষ্ণকে ভোগ্য বস্তু মনে করা স্বভাব বলিয়া কৃষ্ণপ্রীতিময়ী ভক্তি কঠিন বস্তু।

সেবোন্মুখতাই ভগবৎ কৃপার লক্ষণ। যেখানে ভোগোন্মুখতা বা পুরুষাভিমান সেখানে কৃপা নাই। ভোগোন্মুখ স্বতন্ত্র বা স্বেচ্ছাচারী, সেবোন্মুখ অনুগত বা অধীন। ভক্তগণ সেবা করিবার জন্য যে আদেশ ও উপদেশ করেন, তাহাই কৃপা। যিনি সত্য সত্য কৃপা বা সেবা চান, সেই নিষ্কপট ব্যক্তি কৃপাদেবীকে সর্ব্বাগ্রগ্রহরূপে বা সেবা দেখাইবার জন্য সমাগতা দেখিতে পান। সেই কৃপা, কৃপার সেবা। একটী বাদ দিয়া অন্য একটী থাকে না। কৃপার ফল সেবা, সেবার ফল কৃপা। নিজসুখের জন্য ব্যস্ত থাকিয়া কৃপার স্বপ্ন দেখিলে চলিবে না। নিজসুখ বিসর্জ্জন দিয়া ভগবৎ সুখের জন্য ব্যস্ততাতেই কৃপা উপলব্ধি হইবে। সাধুকৃপা ব্যতীত কখনও বৈষ্ণবী বা কৈঙ্কর্য্যময়ী ভক্তির উদয় হয় না। যেখানে সাধনাগ্রহ, সেখানেই কৃপা। সাধনই কৃপা, কৃপাই সাধনাগ্রহ। কৃপা ও সাধন অন্যোন্যাশ্রিত একটী গণিত। একটী ব্যতীত অন্যটী হইতে পারে না। যেখানে অকৃত্রিম সাধনাগ্রহ, সেখানেই কৃপা আছে—জানিতে হইবে।

সাধনের প্রতি যেখানে শৈথিল্য, সেখানে কৃপা থাকিতে পারে না। সেবা স্পৃহার দৌর্ব্বল্য যেখানে উপলব্ধি হয়, সেইখানে ভগবদ্বিমুখতার জন্য দুঃখ আছে, জানিতে হয়। সাধক অন্ধ নহে। সেবা শৈথিল্য ভক্তির বিরোধী। শরণাগতিই কৃপা বা সেবা পায়। ভক্তি শুদ্ধবৈষ্ণবানুগতাময়ী, ভক্তিতে নাস্তিকতা নাই। ভক্ত অকিঞ্চন, তিনি কিঞ্চিৎজ্ঞ নহেন। সাধুগুরুর আনুগত্যে ভক্তি লাভ হয়। ভক্তি সেবোন্মুখী, ভক্তি নিত্য। ভক্তি কৃষ্ণকে বশীভূত করেন। ভক্তি কৃষ্ণকে বশীভূত করিবার সামর্থ্য আর কাহারও নাই। যিনি কৃষ্ণকে বশ করিতে পারেন, তাঁহার মহিমা কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে না। ভক্তি প্রেমময়ী, সেখানে স্বেচ্ছাচারিতারূপ কামের লেশমাত্রও নাই। যেখানে ভক্তি, সেখানে মায়া নাই। সেখানে ভক্তি সইথানেই কৃষ্ণ। কৃষ্ণানুরাগময়ী শ্রীভক্তিদেবীর কৃপা ব্যতীত জগৎকৃপাপ্রাপ্তি অসম্ভব। শ্রীগুরুপাদপদ্মই মূর্ত্তিমান শ্রীভক্তিদেবী। তাই শ্রীগুরুদেবে শ্রদ্ধাবতী শ্রদ্ধাই ভক্তি-আশ্রয়। যেখানে শ্রদ্ধাবতী নাই, সেখানে ভক্তিও নাই, সুতরাং সেখানে কৃষ্ণও নাই।

নিত্যদর্শনই সমদর্শন, ইহাই ভক্তিদর্শন। গুরুদর্শনই ভক্তিদর্শন। যেখানে গুরুদর্শন, সেইখানেই নিত্যানন্দাদি। গুরুদর্শন যাঁহার হইয়াছে, তাঁহার কুদর্শন নাই, তিনি নিত্যানন্দের আশ্রয় পাইয়াছেন। জড়ানন্দময় বাদ তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতে পারে না। নিত্যানন্দার্থী বা নিত্যানন্দের আশ্রিত ব্যক্তি কখনও নিজ সুখ চাহেন না। সেবা সুখ নিজ সুখকে জলাঞ্জলি দেয়। সেবা সেবককে সুখ দেয়। ভক্তি সকলের নিয়ন্ত্রক, তিনি কৃষ্ণাধীনা। ভক্তি নিয়ন্তা, স্বতন্ত্রতা বা মায়ার কোন কর্ত্তৃত্ব তাঁহাতে নাই। ভক্তি কৃপাদ্বারাই ভক্তি লাভ হয়। ভক্তি প্রেমময়ের বৃত্তি, তাহা হৃদয়ে আসিলে সাধুর সঙ্গ লাভ হয়। কৃষ্ণকে ভোগ্য বস্তু মনে করা স্বভাব বলিয়া কৃষ্ণপ্রীতিময়ী ভক্তি কঠিন বস্তু।

সেবোন্মুখতাই ভগবৎ কৃপার লক্ষণ। যেখানে ভোগোন্মুখতা বা পুরুষাভিমান সেখানে কৃপা নাই। ভোগোন্মুখ স্বতন্ত্র বা স্বেচ্ছাচারী, সেবোন্মুখ অনুগত বা অধীন। ভক্তগণ সেবা করিবার জন্য যে আদেশ ও উপদেশ করেন, তাহাই কৃপা। যিনি সত্য সত্য কৃপা বা সেবা চান, সেই নিষ্কপট ব্যক্তি কৃপাদেবীকে সর্ব্বাগ্রগ্রহরূপে বা সেবা

থাকিয়া জগতের সমস্ত বস্তু ও ব্যক্তিকে ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করিয়া তাহারা ভগবৎ-সেবা করেন। [illegible]

[illegible]

পাত বা আত্মনিবেদন, তৎপরে পরিপ্রশ্নের কথা। অশরণাগতের পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন আধ্যক্ষিকতা মাত্র। তাহাতে মঙ্গল হয় না।

ভক্তিতে সান্দ্রানন্দ আছে, তাহাতে শুভানন্দ, জড়ানন্দ বা সঙ্কুচিতানন্দ কিছুই নাই। ভক্তি কৃষ্ণকে আকর্ষণ করে, ইহাই ভক্তির স্বরূপ। ভক্তিতে কৃষ্ণোপলব্ধি বা প্রবেশানুভব আছে। ভক্ত ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। অন্য কাহারও সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। ভগবান ও ভক্তের মধ্যে পরস্পর যে টান, তাহাই [illegible]। ভক্তের দৃষ্ট অভিমান নাই, তিনি নিজেকে ভগবানের দৃশ্য বা ভোগ্য [illegible] জানেন। ভক্ত সেবা করিয়া ভগবানকে আনন্দ দেন এবং সেবার দ্বারা ভগবানের আনন্দ হইতেছে, ইহা তিনি [illegible] পারেন। রুচি বা আসক্তি হইতে [illegible] আরম্ভ হইতে থাকেন। তখনই [illegible] শুদ্ধভক্তি আরম্ভ হয়। সাধুগুরুর কৃপায় [illegible] হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণবশকারিতা আরম্ভ হয়। অনর্থনিবৃত্ত হইলে পরে শুদ্ধ-ভজন আরম্ভ হয়। যেখানে নিজসুখবাঞ্ছার [illegible] আছে, সেখানে সেবা বা ভক্তি নাই।

মায়ার সংসার

[illegible] 'মায়ার সংসার' [illegible]

[illegible] সংসার [illegible] কি? তদুত্তরে শ্রীল ঠাকুর [illegible] বলিয়াছেন—

'জীবের দুইটী দশা স্পষ্ট দেখা যায়—[illegible] দশা ও [illegible] দশা। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত [illegible] যিনি কখনও মায়াবদ্ধ হন নাই বা কৃষ্ণ-[illegible] মায়িক জগৎ হইতে [illegible] তিনি 'মুক্তজীব' [illegible] তাঁহার [illegible] মুক্তদশা। কৃষ্ণ [illegible] হইয়া [illegible] মায়ার [illegible] যিনি পড়িয়াছেন [illegible] তাঁহার দশাই—সংসার-দশা। মায়ামুক্ত জীব চিন্ময় ও কৃষ্ণদাস [illegible] জড়জগতে তাঁহার অবস্থিতি [illegible] কোন [illegible] তিনি [illegible] সেই [illegible] নাম—গোলোক, [illegible] বৃন্দাবন [illegible] মায়ামুক্ত জীবের সংখ্যা অনন্ত।

'মায়ার জীবের সংখ্যাও অনন্ত। কৃষ্ণ-বহির্মুখতাদোষে কৃষ্ণের ছায়াশক্তি যে মায়া, তিনি তাহাকে নিজের সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণে আবদ্ধ করিয়াছেন। গুণের তারতম্যবশতঃ [illegible] অবস্থা বিচিত্র হইয়াছে। বিচিত্রতা [illegible] করিয়া দেখুন—জীবের শরীরের [illegible], ভাবের বিচিত্রতা, রূপের বিচিত্রতা, স্বভাবের বিচিত্রতা, স্থানের বিচিত্রতা ও [illegible] বিচিত্রতা।

'জীব সংসারে প্রবেশপূর্ব্বক একটী নূতন-রকম আমিত্ব বরণ করিয়াছেন। শুদ্ধাবস্থায় 'আমি কৃষ্ণদাস,' এইরূপ 'আমিত্বে'র অভিমান ছিল। এখন আমি মনুষ্য, আমি দেবতা, আমি পশু, আমি রাজা, আমি ব্রাহ্মণ, আমি চণ্ডাল, আমি পীড়িত, আমি ক্ষুধিত, আমি অপমানিত, আমি দাতা, আমি পতি, আমি পত্নী, আমি পিতা, আমি মাতা, আমি পুত্র, আমি শত্রু, আমি মিত্র, আমি পণ্ডিত, আমি রূপবান, আমি ধনী, আমি দরিদ্র, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি বীর ও আমি দুর্ব্বল—এইরূপ কতরকমের 'আমিত্ব' হইয়াছে। ইহার নাম—'অহংতা'। 'মমতা' বলিয়া আর একটী ব্যাপার হইয়াছে। আমার গৃহ, আমার দ্রব্য, আমার ধন আমার শরীর, আমার পুত্রকন্যা, আমার পত্নী, আমার পতি, আমার পিতা, আমার মাতা, আমার বর্ণ ও জাতি আমার বল আমার রূপ, আমার গুণ, আমার বিদ্যা আমার বৈরাগ্য, আমার জ্ঞান, আমার কর্ম্ম আমার সম্পত্তি, আমার অধীন জনগণ ইত্যাদি কতপ্রকারের 'আমার' হইয়াছে। 'আমি' ও 'আমার' লইয়া যে একটী প্রকাণ্ড ব্যাপার দেখা যাইতেছে, তাহার নাম—'সংসার'।"

বদ্ধাবস্থায় 'আমি' ও 'আমার' লইয়া একটী প্রকাণ্ড ব্যাপার উপস্থিত হয় বলিয়া [illegible] দশা লাভ হয়। কিন্তু মুক্তাবস্থায় কি 'আমি' ও 'আমার' এই প্রকার বিচার থাকে না? তদুত্তরে বলিতেছেন,—"মুক্তাবস্থায় 'আমি' ও 'আমার' সব চিন্ময় ও নির্দ্দোষ। কৃষ্ণ জীবকে যেরূপ করিয়াছেন, তাহারই শুদ্ধ পরিচয় তথায় আছে। সেখানেও 'আমি' হইবে। কৃষ্ণদাস হইলেও তথায় চিদ্রস ভঙ্গ বহুবিধ। [illegible] যতপ্রকার চিন্ময় উপকরণ আছে, সে সকল 'আমার'।"

তবে বদ্ধাবস্থায় আমি ও আমার বহুবিধ হওয়ার দোষ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন, "দোষ এই যে, শুদ্ধাবস্থায় যাহা সত্য 'আমি' ও 'আমার', তাহাই আছে। এই সংসারে যতপ্রকার আমি ও আমার আছে, তাহা আরোপিত, বস্তুতঃ জীব-সম্বন্ধে সত্য নয় অর্থাৎ জীবের পক্ষে মিথ্যা পরিচায়ক, সুতরাং সংসারের সমস্ত পরিচয়ই অনিত্য, অপরূপ [illegible] সুখদুঃখপ্রদ।

তবে কি এই মায়িক সংসার মিথ্যা? তদুত্তরে বলিতেছেন,—"মায়িক জগৎ মিথ্যা নয়, কৃষ্ণের ইচ্ছায় জগৎ সত্য। কিন্তু এই জগতে প্রবিষ্ট হইয়া যতপ্রকার মায়িক 'আমি' ও 'আমার' করিতেছি, তাহাই মিথ্যা। জগৎকে যাঁহারা মিথ্যা বলেন, তাঁহারা মায়াবাদী, সুতরাং অপরাধী।"

তাহা হইলে আমরা কেন এইরূপ মিথ্যা সম্বন্ধে আছি? তদুত্তরে বলিতেছেন,—'জীব চিৎকণ। জড়জগৎ ও চিজ্জগতের মাঝামাঝি জীবের প্রথমাবস্থান। সেখানে যে সকল জীব কৃষ্ণসম্বন্ধ ভুলিলেন না, তাঁহারা চিৎশক্তির বল লাভ করিয়া চিজ্জগতে আকৃষ্ট হইলেন—নিত্যপার্ষদ হইয়া কৃষ্ণ-সেবানন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া মায়ার প্রতি ভোগ-বাঞ্ছা করিলেন, মায়া স্বীয় বলে তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিল। সেই হইতেই আমাদের সংসার-দশা। সংসারদশা হইবামাত্র সত্য পরিচয় চলিয়া গেল ও 'আমি মায়ার ভোক্তা,—এই অভিমানে মিথ্যা পরিচয় আসিয়া বিচিত্ররূপে আমাদিগকে বেষ্টন করিল।"

অপ্রাকৃত রসিককুলচূড়ামণি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এই সংসারকে দাবানল-সদৃশ উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

সংসারদাবানল-লীঢ় লোক-
ত্রাণায় কারুণ্য-ঘনাঘনত্বম্।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ গুণার্ণবস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

সংসার দাবানল-সন্তপ্ত লোকসকলের পরিত্রাণের জন্য যিনি কারুণ্য বারিবাহরূপ প্রাপ্ত হইয়া কৃপাবারি বর্ষণ করেন, আমি সেই কল্যাণগুণনিধি শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করি।

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল সরোবরানন্দ সরস্বতী-পাদ এই সংসারকে দুঃখ-সমুদ্র বলিয়াছেন,—

সংসারদুঃখজলধৌ পতিতস্য কাম
ক্রোধাদি-নক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য।
দুর্ব্বাসনা-নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য
চৈতন্যচন্দ্র মম দেহি পদাবলম্বনম্॥

হে চৈতন্যচন্দ্র, আমি সংসার দুঃখার্ণবে পতিত, দুর্ব্বাসনার দৃঢ়শৃঙ্খলে আমার হস্ত-পদাদি বদ্ধ, আমি অবলম্বনহীন, কাম-ক্রোধাদি-নক্রমকরসমূহ আমাকে গ্রাস করিয়াছে, (হে প্রভো! এরূপ সঙ্কটে) তোমার পদতরণীতে আশ্রয় প্রদান করিয়া আমাকে রক্ষা কর।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসার-দুঃখ
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়
(চৈঃ চঃ)

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই সংসারের স্বরূপ আরও স্পষ্ট ভাষায় জানাইতে গিয়া বলিতেছেন,—

অনাদি করম ফলে, পড়ি ভবার্ণব-জলে,
তরিবারে না দেখি উপায়।
(গীতাবলী)

দুর্ল্লভ মানবজন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু দুঃখ কহিব কাহারে॥
'সংসার' সংসার' ক'রে মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু, ঘটিল জঞ্জাল॥
কিসের সংসার এই ছায়াবাজী প্রায়।
ইহাতে মমতা করি' বৃথা দিন যায়॥
এ দেহ পতন হ'লে কি র'বে আমার।
দেহসুখ নাহি দিবে পুত্র-পরিবার॥
গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম।
কা'র লাগি' এত করি, না ঘুচিল ভ্রম

দিন যায় মিছা কাজে, নিশা নিদ্রাবশে।
নাহি ভাবি, মরণ নিকটে আছে ব'সে॥
ভাল মন্দ খাই, হেরি পরি চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি, এ দেহ ছাড়িব কোন্ দিন॥
দেহ-গেহ-কলত্রাদি চিন্তা অবিরত।
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি' হত॥
হায়! হায়! নাহি ভাবি অনিত্য এ সব।
জীব-গতে কোথা যা'বে বৈভব॥
শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে।
বিহঙ্গ-পতঙ্গ তা'হে বিহার করিবে॥
কুক্কুর শৃগাল সব আনন্দিত হ'বে।
মহোৎসব করিবে আমার দেহ ল'য়ে॥
যে দেহের এই গতি, তা'র অনুগত।
সংসার-বৈভব, আর বন্ধুজন যত॥
অতএব মায়া-মোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান্।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥

(কল্যাণকল্পতরু)

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——(*)——

সেবাবুদ্ধি অপগত হইলেই জীবের ভগবান হইতে ভেদবুদ্ধি আসে। তখনই জীব ভোগী অথবা ত্যাগী হইয়া পড়ে। [illegible] [illegible]—[illegible] ও মুমুক্ষার পিশাচী-[illegible] [illegible]বেশে পুষ্ট হইয়া উহা-[illegible] আলিঙ্গন করিতে যাই না। অনিত্য [illegible]-পতির জন্য আমাদের গঙ্গাসাগরে স্নান [illegible]।

একমাত্র পরমপতি শ্রীকৃষ্ণের নখ-[illegible] যদি আমাদের হৃদয় আলোকিত [illegible], এ পথে ভাগ্য আসিয়া হয়, তাহা [illegible] আমরা কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের কিঙ্করী [illegible]। শ্রীরাধার বংশীধ্বনি শ্রবণ করিতে [illegible] রাসস্থলীতে দৌড়াইয়া যাইব। এথায় [illegible] আমাদের প্রাকৃত পুরুষ বা [illegible] পদচ্যুতে মিলিত হইবে। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের [illegible] ছটা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলে আর [illegible] থাকে না।

ভবানী, রুদ্রাণী, ইন্দ্রাণী রম্ভা, [illegible], সরস্বতী প্রভৃতি প্রকৃতিগণ [illegible] বাহ্যবিচারে মুগ্ধা, তখন তাঁহাদের [illegible]—আমার নশ্বর পতির নাম ব্রহ্ম, [illegible], ইন্দ্র বা অমুক দেবতা, কি মনুষ্য। [illegible] হরিবোন্মুখ হইলেই তাঁহারাও [illegible] পারেন যে—শ্রীহরিই একমাত্র পতি, [illegible] রাধারাণী কৃষ্ণের প্রিয়তমা, সেই [illegible] ও তাঁহার অন্তরঙ্গবৃন্দের কৈঙ্কর্য্যে [illegible] নিত্যপতি-সেবা।

যাহার যাহা আছে, তিনি যদি তাঁহার [illegible] ভগবানে অর্পণ করেন, তবেই তিনি [illegible]। সর্ব্বস্ব-অর্পণে কার্পণ্যই বঞ্চতা বা [illegible]।

বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণির কথা সকলেই [illegible]। চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলকে বলিয়া-ছিলেন "তুমি যদি আমার প্রতি এরূপ আসক্ত না হইয়া ভগবানের প্রতি এরূপ আসক্ত হও, প্রাকৃত বস্তুতে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া ঐ চেষ্টা অপ্রাকৃত কাম-দেবে নিযুক্ত কর, তাহা হইলে তোমার বড়ই না মঙ্গল হয়।" বিল্বমঙ্গলের প্রতি চিন্তামণির এই উপদেশের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমাদের প্রত্যেকেরই পুরুষ বা ভোক্তা এবং স্ত্রী বা প্রাকৃত ভোগ্য-অভিমান ত্যাগ করা উচিত।

নিষ্কপটে সেবোন্মুখ হইলে পাঁচপ্রকারের কোন একটি নিত্যসিদ্ধ স্বরূপগত রসে জীবের স্ব-স্ব অধিকার উন্মুক্ত হয়। মুক্ত না হইলে কৃষ্ণসেবার অধিকার হয় না। কৃষ্ণ ত' [illegible] বস্তু। শ্রীবার্ষভানবীর সেবা ব্যতীত কখনও শ্রীকৃষ্ণসেবায় অধিকার হইতে পারে না। হরিসেবোন্মুখ জীবশক্তি পুরুষ [illegible] দিয়া হরিসেবা করেন। যিনি কৃষ্ণভোগে অভিলাষী, তিনি শুষ্ক।

[illegible] যেরূপ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিতে হ'বে, কনকের দ্বারাও তদ্রূপ কৃষ্ণসেবা করিতে হইবে। কনক ভোগ করিতে হইবে না বা পরিত্যাগের বাসনায় মত্ত্যা বর্জ্জিত হইবে না। কনককে 'ভোগ্য' বা 'প্রাকৃত' না করিয়া 'চিন্ময়' করিয়া লও। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—যে বস্তু হরিসেবন করে, তাহা ব্রহ্মজাতীয় কনক। চিন্ময় কনক হরিভক্ত ব সাহায্য করে, হরিজন ও হরিসেবার আনুকূল্য বিধান করে। হরিসেবার অনুকূল বস্তুকে প্রাপঞ্চিক জ্ঞানে পরিত্যাগ করা ফল্গুবৈরাগ্য বা [illegible] ছাড়া আর কি?

শ্রেয়ঃকথা আমাদের নিকট বড়ই বিরক্ত, অশান্তিপূর্ণ ও অশান্তিজনক বোধ হয়। কিন্তু আমরা যদি মঙ্গল চাই, তাহা হইলে বৈষ্ণবের নিকট শ্রবণ করিব এবং শ্রেয়ঃপন্থা গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। কি বা আপাত রমণীয় প্রেয়ঃ-পরায়ণতা মানবজীবনের কর্ত্তব্য, তাহাও নিরপেক্ষভাবে বিচার করিব। যদি শ্রেয়ঃপন্থা চাই, তাহা হইলে অসংখ্য জনমত পরিত্যাগ করিয়াও শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিব। আমরা তাদৃশ এরূপ আশ্রয় গ্রহণ করিব যিনি শত-করা শতভাগই ভগবানের সেবায় নিযুক্ত আছেন, নতুবা আমি ত' তাঁহার আদর্শে শতকরা শতভাগ হরিসেবায় রত হইতে পারিব না।

[illegible] নিষ্কপট ব্যক্তির সমস্ত সময় সেবাময়। যিনি ভাগবত ব্যাখ্যাতা হইবেন তাঁহার নিজের 'ভাগবত' হওয়া চাই। অর্থলোভ, প্রতিষ্ঠার লোভ বা কোনরূপ অন্যাভিলাষ থাকিলে তিনি পেশা-[illegible] ভাগবত পাঠক হইবেন 'ভাগবত' হইতে পারিবেন। তাঁহার মুখে ভাগবত শ্রবণ করিয়া ভাগবতের বাস্তব সত্যের প্রতি লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে না। সেইজন্য তাঁহার কাছে, তিনি প্রত্যেক পদ-বিক্ষেপে, প্রত্যেক গ্রাসে, প্রত্যেক নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত হরিসেবা করেন। শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণবের স্থানে পড়িতে হইবে, যে ব্যক্তি নিজে শ্রীমদ্ভাগবত নয়, তাহার মুখে শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তিত হন না।

[illegible] ব্যক্তি নির্ব্বন্ধ সহ্য করিতে পারেন উহা লোকের আশ্রয় হয়, [illegible] আমি যদি সত্যকথা কীর্ত্তন পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে ত' আমি শ্রোতা পরিত্যাগ করিয়া অসত্যপন্থা গ্রহণ করিলাম, আমি অবৈদিক নাস্তিক হইলাম—সত্যস্বরূপ ভগবানে আমার বিশ্বাস নাই।

সত্য জানিবার জন্য আমার তাহাতে নিষ্ঠাযুক্ত হওয়া উচিত। আমাদের জীবনের সময় যাহার বড়টুকু আছে উহার [illegible] বিষয়বার্তায় নিযুক্ত না করিয়া হরিভজনে নিযুক্ত করা উচিত। [illegible] [illegible], অন্যান্য [illegible] হরিভজনে নিযুক্ত করিয়া অন্য [illegible] করিয়াছিলেন। আমরা বলিতে পারি, 'আমাদের কর্ত্তব্যকার্য্য বাকী আছে', কিন্তু আমাদের জানা উচিত যে, অন্যান্য কর্ত্তব্য গুলি সকল জন্মেও করা যাইবে, পরন্তু জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য হরিভজন এই [illegible] [illegible] অন্যান্য [illegible] হইবে না। আমাদের নিশ্বাসের বিশ্বাস নাই, সুতরাং আমার মঙ্গল এই দণ্ডেই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। আমি যদি প্রকৃত মঙ্গল চাই, তাহা হইলে আমার মঙ্গলের প্রতিকূল জগতের কাহারও কোন কথা শুনিব না।

নির্জ্জনে অনর্থ

[শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত]

(ওরে) মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব?
প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জ্জনের ঘরে,
তব হরিনাম কেবল কৈতব।
জড়ের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
জান না কি, তাহা মায়ার বৈভব।
কনক কামিনী, দিবস যামিনী,
ভাবিয়া কি কাজ, অনিত্য সে সব।
তোমার কনক, ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব॥
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম
তাহার মালিক কেবল যাদব।
প্রতিষ্ঠাশা-তরু, জড়মায়া-মরু,
না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঘব॥
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব।
হরিজন-দ্বেষ, প্রতিষ্ঠাশা-ক্লেশ,
কর কেন তবে তাহার গৌরব।
বৈষ্ণবের পাছে, প্রতিষ্ঠাশা আছে
তা'ত কভু নহে অনিত্য বৈভব।
সে হরিসম্বন্ধ, শূন্য-মায়া-গন্ধ,
তাহা কভু নয় জড়ের কৈতব॥
প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালী, [illegible]-ভালি
উভয়ে জানিহ মায়িক রৌরব।
কীর্ত্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মাখিব,
কি কাজ ঢুঁড়িয়া তাদৃশ গৌরব।
মাধবেন্দ্রপুরী, ভাব-ঘর চুরি,
না কারল কভু সদাই জানব।
তোমার প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
তার সহ সম কভু না মানব॥
মৎসরতা-বশে, তুমি জড়রসে,
মজেছ ছাড়িয়া কীর্ত্তন সৌষ্ঠব।
তাই দুষ্ট মন, নির্জ্জন ভজন,
প্রচারিছ ছলে কুযোগি-বৈভব॥
প্রভু সনাতনে, পরম যতনে,
শিক্ষা দিল যাহা, চিন্ত সেই সব।
সেই দুটী কথা, ভুল না সর্ব্বথা
উচ্চৈঃস্বরে কর হরিনাম রব॥
ফল্গু আর যুক্ত, বদ্ধ আর মুক্ত,
কভু না ভাবিহ—একাকার সব।
কনক কামিনী, প্রতিষ্ঠা বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে, সেই ত' বৈষ্ণব॥
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব।
যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ,
অনাসক্ত সেই, কি আর কহব॥
আসক্তি-রহিত, সম্বন্ধ-সহিত,
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।
সে যুক্ত-বৈরাগ্য, তাহা ত' সৌভাগ্য,
তাহাই জড়েতে হরির বৈভব।
কীর্ত্তনে যাহার, প্রতিষ্ঠা-সম্ভার,
তাহার সম্পত্তি কেবল কৈতব।
বিষয়-মুমুক্ষু, [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible]॥
[illegible], [illegible],
[illegible]।
[illegible], [illegible],
[illegible]।
[illegible], [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible], [illegible],
[illegible]।
[illegible], [illegible],
[illegible]।
[illegible], [illegible],
[illegible]।
[illegible], [illegible],
[illegible]।
[illegible], [illegible],
[illegible]।
[illegible], [illegible],
[illegible]।
[illegible], [illegible],
[illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible]॥

সাধুসঙ্গ নামকীর্ত্তন [illegible] [illegible]। সর্ব্বমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:•:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
সিকি কলম			৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম		৬৲	৬৲	
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
এক কলম	৬৬৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫৲, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত** হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়** পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

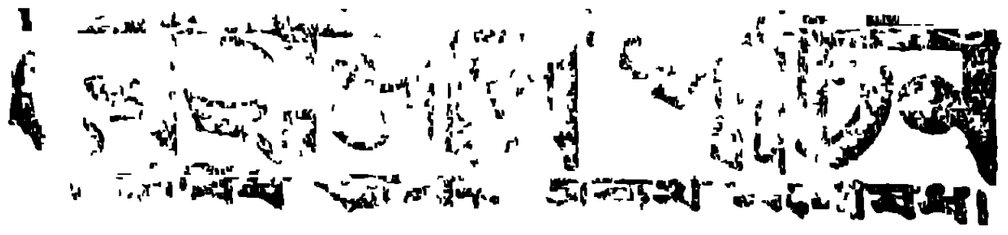

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অথবা। সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতায় গুণ্ডা বদমায়েস

কলিকাতায় লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রায় ত্রিশ হাজার বদমায়েস নানাবিধ অপরাধজনক কার্য্যে লিপ্ত থাকে বলিয়া গোয়েন্দা বিভাগ মনে করেন। পুলিশ বিভাগে প্রাপ্ত নানাবিধ অপরাধের সূত্র, সংবাদ ও অনুমান লইয়া আবশ্যক গবেষণা করিয়া এই সকল ব্যক্তির কর্ম্মপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে যথোপযুক্ত অনুসন্ধান করার উদ্দেশ্যে এক বৎসর হইল লণ্ডন গোয়েন্দা বিভাগের অনুকরণে কলিকাতার গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগে অপরাধীদিগের কার্য্যক্রমে নির্দ্ধারণ ব্যুরো নামে একটি উপ-বিভাগ গঠন করা হইয়াছে। এই বিভাগ প্রত্যহ বদমায়েসগণের আচরণ ও কার্য্যের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। এই সকল বদমায়েসের কার্য্যের ধারা ও কে কি কার্য্যে অভ্যস্ত তৎসম্বন্ধে তথ্যাদি শত শত খাতা ও নামাঙ্কিত কার্ডে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং প্রত্যহ এইগুলি সম্পর্কে তদন্ত করা হয়। কোন অপরাধ সম্পর্কে কোন তদন্ত আরম্ভ হইলে এই নবগঠিত বিভাগ তদন্তকারী পুলিশ কর্ম্মচারীকে সাহায্য করিয়া থাকে। কিন্তু মুস্কিল হয় তখনই, যখন সুপরিচিত কোন বিশেষ অপরাধে অভ্যস্ত কোন পুরাতন অপরাধী তাহার চিরাভ্যস্ত কর্ম্মপ্রণালী ত্যাগ করিয়া নূতন পন্থায় নূতন অপরাধ অনুষ্ঠানে মন দেয়।

যুদ্ধারম্ভের পরে কলিকাতার একটি বদমায়েসের দল কলিকাতার বহু গৃহের সম্মুখস্থ পিতলের নাম-ফলকসমূহ অপহরণ করিতে থাকে। অপর একটি দল মিথ্যা পরিচয়ে জলে অর্ডার দিয়া কোন কোন ফার্ম্ম হইতে মাল লইয়া আত্মসাৎ করিতে থাকে। প্রকাশ যে, এই নবগঠিত বিভাগের কার্য্যে ঐ সকল দল সায়েস্তা হইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধিবেশন

গত ১৭ই নবেম্বর প্রাতে অল্পক্ষণের জন্য রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধিবেশন হয়। অধিবেশনে ১৯২০ সালের আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন বিল এবং মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাষ্টের ট্রাষ্টি বোর্ড গঠনের বিশ্বতন্ত্র পরিবর্ত্তন সংক্রান্ত বিল—এই দুইখানি বিল পরিষদে যেভাবে গৃহীত হইয়াছে, তদনুরূপভাবে গৃহীত হয়।

রাষ্ট্রীয় পরিষদে বলা হয় যে, ২৫শে আগষ্ট হইতে ২৯শে অক্টোবরের মধ্যে ভারত হইতে প্রায় ১৬ হাজার টন গম, প্রভৃতি চিনি, মসলা, চা, ফল ও অপরাপর রসদপত্র ইরাণে প্রেরণ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আরও বলা হয় যে, আগষ্ট মাসের শেষভাগে আনুমানিক সাড়ে চারি হাজার ভারতীয় ও বৃটিশ রক্ষণাধীন প্রজা ইরাণে ছিল। ইহাদিগকে স্থানান্তরিত করিবার কোন পরিকল্পনা অনাবশ্যক ও অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচিত হয়।

১৯৪১ সালের আদমসুমারীর ফল

ভারতের আদমসুমারীর ফলপ্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে দেখা যায় ১৯৪১ সালের ১লা মার্চ্চ তারিখে ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ৩৮ কোটী ৮৮ লক্ষ। ১৯৩১ সালে লোকসংখ্যা ছিল ৩৩ কোটী ৮১ লক্ষ সুতরাং বৃদ্ধির হার শতকরা পনের জন হইয়াছে।

ব্রিটিশ ভারতে বৃদ্ধির হার শতকরা ১৫০২ এবং দেশীয় রাজ্য ও এজেন্সী সমূহে শতকরা ১৪০৩ হইয়াছে।

যে সব সহরে একলক্ষাধিক লোকের বাস, সেইসব সহরে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইরূপ সহরের সংখ্যা ১৯৩১ সাল অপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে এবং এইরূপ সহরের লোকসংখ্যা শতকরা প্রায় এগার হইতে কানপুরের ক্ষেত্রে শতকরা প্রায় একশত পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। গবর্ণরের প্রদেশগুলির মধ্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বৃদ্ধির হার সর্ব্বাধিক অর্থাৎ শতকরা পঁচিশ। দ্বিতীয় স্থান বাঙ্গালার, বাঙ্গালায় বৃদ্ধির হার শতকরা কুড়ি।

ভারতবর্ষের রাজধানী ও চীফ কমিশনারের প্রদেশ দিল্লীর লোক সংখ্যা শতকরা ৪৪ জন বাড়িতেছে।

ভারতের মোট ৩৮ কোটী ৮৮ লক্ষ লোকের মধ্যে ৪ কোটী ৭৩ লক্ষ ২২ হাজার জন অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। প্রদেশগুলির মধ্যে বাঙ্গালায় অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা সর্ব্বাধিক অর্থাৎ ৯৭ লক্ষ ২০ হাজার জন।

মাদ্রাজ তৎপরবর্ত্তী স্থান অধিকার করিয়াছে। মাদ্রাজ প্রদেশে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা ৬৪ লক্ষ ২০ হাজার। আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন লোকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম—মাত্র ছয় হাজার।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে।

ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিকাশিনী টীকা ও আস্বাদন-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা ভগবদনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ ২১ ৫ শ্রী, [illegible] ৪৫৫, ৯ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১৫ই নভেম্বর, ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার ২১০তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ কেশব, শিব প্রদ্যুম্ন, গৌরাব্দ ৪৫৫

নৃগরাজ

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্
ভবৌষধাচ্ছ্রোত্র-মনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোক-গুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥
(ভাঃ ১০।১।৪)

এই শ্লোকোক্ত পশুঘ্নের কথা বলিতে গিয়া শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তি-সন্দর্ভে বলিয়াছেন,—"পশুঘ্নো ব্যাধঃ, তস্য হি 'রাজপুত্র চিরং জীব মা জীব মুনি-পুত্রক। জীব বা মর বা সাধো ব্যাধ মা জীব মা মর॥'—ইতি ন্যায়েন বিষয়সুখেঽপি তাৎপর্য্যং নাস্তি। ন চ তদতিজ্ঞত্বমস্তি বিশেষতস্তু কথারসজ্ঞানে পরমগূঢ়ত্বাৎ সামর্থ্যং নাস্ত্যেব, যদ্বা দৈত্যস্বভাবস্য যস্য নিন্দামাত্র-তাৎপর্য্যং স এব হিংসকত্বেন পশুঘ্ন-শব্দেনোচ্যতে। পশুঘ্নো ব্যাধঃ, সোঽপি মৃগাদীনাং সৌন্দর্য্যাদিকং গুণমগণয়ন্নেব হিংসামাত্র-তৎপর ইতি। ততো রস গ্রহণাভাবাৎ যুক্তমুক্তং বিনা পশুঘ্নাদিতি উভয়থাপি তদ্বহির্মুখেভ্যো গালিপ্রদান এব তাৎপর্য্যম্, যথা তৃতীয়ে শ্রীমৈত্রেয় উবাচ—

কো নাম লোকে পুরুষার্থসারবিৎ
পুরাকথানাং ভগবৎ-কথা-সুধাম্।
আপীয় কর্ণাঞ্জলিভির্ভবাপহা-
মহো বিরজ্যেত বিনা নরেতরম্॥
(ভাঃ ৩।১৩।৫২)"

"পশুঘ্ন" অর্থাৎ ব্যাধ। 'হে রাজপুত্র! তুমি চিরকাল ইহলোকে জীবিত থাক (যেহেতু তুমি সর্ব্বদা ভোগেই আসক্ত হইয়া কোন পুণ্যানুষ্ঠান কর নাই, অতএব তোমার পরলোক সুখপ্রদ নহে), হে মুনিপুত্র! তুমি আর ইহলোকে জীবিত থাকিও না (যেহেতু ইহলোকে তোমার তপস্যাজ কষ্টই বর্ত্তমান, পরন্তু তপস্যাজনিত পুণ্যহেতু তোমার পরলোক সুখকর, অতএব তোমার সত্বর পরলোকপ্রাপ্তিই সঙ্গত), হে সাধো! তোমার জীবন, মরণ—উভয়ই সমান (অর্থাৎ চিরশান্তিনিবন্ধন তোমার উভয় লোকই সুখপ্রদ), হে ব্যাধ! তুমি জীবিত থাকিও না, কিংবা মৃত্যুমুখে পতিতও হইও না। (অর্থাৎ যেহেতু তুমি নিরন্তর হিংসারত অতএব ইহলোকেও তোমার বিষয়সুখের, অবসর নাই, সুতরাং জীবনে কোন ফল নাই। পক্ষান্তরে হিংসার পরিণামরূপে পরলোকও কষ্টকর বলিয়া তোমার মরণেও আবশ্যক নাই),—এই ন্যায়ানুসারে 'পশুঘ্ন' অর্থাৎ ব্যাধের বিষয়-সুখেও তাৎপর্য্য এবং তদ্বিষয়ক অভিজ্ঞতা নাই। বিশেষতঃ পরমনিগূঢ়ত্ব-নিবন্ধন কথা-রসজ্ঞানে একেবারেই সামর্থ্য নাই। অথবা দৈত্যস্বভাবাপন্ন যে পুরুষের শ্রীহরিগুণকীর্ত্তনবিষয়ে নিন্দা-মাত্রই তাৎপর্য্য, তাদৃশ পুরুষই হিংসকত্ব-হেতু এস্থানে 'পশুঘ্ন'-শব্দ উক্ত হইয়াছে। যেহেতু পশুঘ্ন ব্যাধও মৃগ প্রভৃতির সৌন্দর্য্যাদি গুণের গণনা না করিয়াই কেবল-মাত্র হিংসা-তৎপর হইয়া থাকে। অতএব রসগ্রহণাভাবহেতু—'পশুঘ্ন ব্যতীত' এই বাক্য সঙ্গতরূপেই উক্ত হইয়াছে।

"পশুঘ্ন"-শব্দের এই উভয়বিধ ব্যাখ্যা-পক্ষেই তদ্বহির্মুখগণের গালিপ্রদানেই তাৎপর্য্য জ্ঞাতব্য। যেরূপ তৃতীয় স্কন্ধে শ্রীমৈত্রেয় বলিয়াছেন যে,—"অহো! পশু ব্যতীত পুরুষার্থসারজ্ঞ কোন্ পুরুষ পুরাবৃত্তসমূহের অন্তর্গত এই ভববিনাশন ভগবৎকথামৃত কর্ণাঞ্জলিদ্বারা পান করিয়া তাহা হইতে বিরত হইতে পারে?"

শ্রীভগবানের লীলা দ্বিবিধা—সৃষ্টিপ্রভৃতি-রূপা এবং লীলাবতারবিনোদরূপা। এই দুইএর মধ্যে লীলাবতারবিনোদরূপা লীলাই মুখ্য ও প্রশস্ততর। এই ভগবল্লীলা-কথা শ্রবণ করিলে জীবের শ্রীভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা-রতি হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমৈত্রেয় শ্রীবিদুরের প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন,—'হে বীর, আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন। সেইজন্য মর্ত্ত্যগণের মৃত্যুভয়নাশিনী ভগবানের অবতারকথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। শ্রীনারদ-মুনিকীর্ত্তিত হরিকথা দ্বারা উত্তানপাদের পুত্র বালক ধ্রুব মৃত্যুর মস্তকে পদার্পণ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা-সহকারে ভগবান্ শ্রীহরির লীলা-সমূহ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, ভগবান্ অল্পকালেই তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া থাকেন।'

একদিন শাম্ব, প্রদ্যুম্ন, গদ প্রভৃতি যাদব-কুমারগণ বিহারার্থ উপবনে গমন করিয়া দীর্ঘকাল ক্রীড়োন্মত্ত হন। ক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহারা পিপাসার্ত্ত হইয়া জল অন্বেষণ করিতে করিতে কোন জলশূন্য কূপমধ্যে এক অদ্ভুত প্রাণীকে দেখিতে পান। তাঁহারা পর্ব্বততুল্য ঐ প্রাণীকে কৃকলাস বলিয়া জানিতে পারিয়া বিস্মিত ও কৃপাযুক্ত হইয়া তাহার উদ্ধারের জন্য যত্ন করিতে থাকেন। তাঁহারা রজ্জুদ্বারা সেই কৃকলাসটিকে উত্তোলন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইলে ঔৎসুক্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন কূপসমীপে উপস্থিত হইয়া সেই কৃকলাসটিকে বামহস্তে অনায়াসে কূপ হইতে উদ্ধার করেন। শ্রীকৃষ্ণকর-কমলস্পর্শে সে তখন বিচিত্র বসন ভূষণাদিতে বিভূষিত দেবরূপে পরিণত হয়। সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াও সকলকে তাদৃশ রূপ-প্রাপ্তির কারণ জানাইবার জন্য তাহার ইতিবৃত্ত জিজ্ঞাসা করিলে নৃগরাজ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে প্রণত হইয়া তাঁহার জীবনের ইতিহাস বলিতে লাগিলেন।

"আমি পূর্ব্বজন্মে ইক্ষ্বাকুর পুত্র এবং নৃগ-নামে একজন দানশীল প্রসিদ্ধ রাজা ছিলাম। পৃথিবীতে যত বালুকণা, আকাশে যত নক্ষত্র ও বৃষ্টিধারা আছে, আমি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদিগকে তত ধেনু দান করিয়াছি। তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, কঠোর-ব্রতাদি সম্বন্ধে উপাখ্যান, বেদপারগ, বেদাঙ্গবিৎ ও শুদ্ধবিদ্যা, বহু মায়াবিদ্যাবিৎ, সদংশ-জাত একপত্নী দেবী ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন পাত্রে আমি ব্রাহ্মণগণকে দান করি নাই। আমি বেদশাস্ত্রে সুনিপুণ, সচ্চরিত্র সদ্বিদ্বান্ উত্তম ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্রালঙ্কারাদির দ্বারা ভূষিত করিয়া গো, ভূমি, সুবর্ণ, গৃহ, হস্তী, অশ্ব, দাসীর সহিত ব্রাহ্মণকন্যা, মণি, মুক্তা, শয্যা, যান, রত্ন, পরিচ্ছদ এবং রথসমূহও প্রদান করিয়াছিলাম। বহুবিধ যজ্ঞ এবং বহুবিধ খননও করাইয়াছিলাম। কোন এক ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে পাদত্ত ধেনুসমূহ হইতে একটি ধেনু পলায়নপূর্ব্বক আমার ধেনুসমূহের সহিত মিশ্রিত হইলে আমি তাহা জানিতে না পারিয়া ঐ ধেনু অন্য এক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়াছিলাম। ধেনুর পূর্ব্বস্বামী আমাকে ঐ ধেনু লইয়া যাইতে দেখিয়া 'ইহা আমার ধেনু' এইরূপ বলিয়া উভয়েই স্বস্থানে প্রস্থান করেন। এই অবসরে যমদূতগণ আমাকে যমালয়ে উপস্থিত করিলে ধর্ম্মরাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে রাজন্! তুমি প্রথমে পাপফল, না পুণ্যফল ভোগ করিবে, তাহা বল। দান-ধর্ম্মের অনন্ত ফল তোমার অনন্ত দিবা লোক বর্ত্তমান রহিয়াছে। এ কথা শুনিয়া 'আমি প্রথমতঃ অশুভ ফলই ভোগ করিব' এইরূপ বলিলে 'তুমি এখান হইতে পতিত হও'—যমরাজ আমাকে এইরূপ আদেশ করেন।

আমি তখন পতনকালেই নিজের কৃষ্ণ সম্বন্ধে দেখিতে পাইলাম। হে কৃষ্ণ! আমি আপনার দর্শনমাত্র দানের ফল অক্ষয়রূপে আমার পুণ্যসমূহ নষ্ট হয় নাই। যোগেশ্বরগণ যাঁহাকে বিশুদ্ধ হৃদয়মধ্যে চিন্তা করেন, সেই অপ্রমেয় আপনি কিরূপে আমার সাক্ষাৎ নয়নগোচর হইলেন, তাহা বুঝিতে পারি না। এই জগতে যাহার সংসারদশা নাশ হয়, আপনি তাহারই গোচরীভূত হইয়া থাকেন। কিন্তু মাদৃশ অকৃতবুদ্ধি জনের পক্ষে আপনার দর্শন অতিশয় আশ্চর্য্যজনক। হে প্রভো! সম্প্রতি আপনি প্রসন্ন হউন, আমি স্বর্গলোকে গমন করি। আমি যেখানেই বর্ত্তমান থাকি, সেখানেই আমার চিত্ত যেন আপনার শ্রীপাদ-পদ্মচিন্তায় আসক্ত থাকে, ইহাই প্রার্থনা।"

করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ নৃগরাজের দৃষ্টান্ত-প্রদর্শনপূর্ব্বক শিক্ষাপ্রদানার্থ পরিজনগণকে বলিতে লাগিলেন,—"আত্মসদৃশ অতি তেজস্বী ব্যক্তিও অত্যল্পমাত্র ব্রহ্মস্ব ভোগ করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারে না, ঈশ্বরাভিমানী রাজগণের কথা আর কি বলিব? হলাহলকে আমি বিষ মনে করি না, পরন্তু ব্রহ্মস্ব 'বিষ' বলিয়া কথিত, যেহেতু পৃথিবীতে ইহার প্রতিবিধান নাই। বিষ কেবলমাত্র ভোক্তাকেই বিনষ্ট করে এবং অগ্নি জলদ্বারা প্রশান্ত হয়, পরন্তু ব্রহ্মস্ব-রূপ কাষ্ঠজাত অগ্নি বংশ ও বংশী বিনষ্ট করে। সম্যগ্‌রূপে অনুমতি না লইয়া ব্রাহ্মণ-ধন ভোগ করিলে উহা তিনপুরুষ নষ্ট করিয়া থাকে, কিন্তু বল-পূর্ব্বক ভোগ করিলে ভোক্তার পূর্ব্ববর্ত্তী দশ ও পরবর্ত্তী দশ পুরুষ বিনষ্ট হয়। যে সকল নরপতি রাজ্যমদে অন্ধ হইয়া ব্রাহ্মণের ধন গ্রহণ করে, তাহাদের অধোগতি অনিবার্য্য। সংকর্ম্মনিরত বিপ্রগণের অশ্রুবিন্দুসমূহ যত সংখ্যক ধূলিকণা স্পর্শ করে, একমাত্র ইহারা স্বেচ্ছাচারী মানবগণ বৎসর বৃত্তী নরক ভোগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিজপ্রদত্ত বা অন্যপ্রদত্ত ব্রহ্মস্ব হরণ করে, সে ষষ্টিসহস্র বৎসর যাবৎ বিষ্ঠামধ্যে কৃমিরূপে জন্মগ্রহণ করে। মানবগণ যে ব্রাহ্মণ-ধনের আকাঙ্ক্ষা করিয়া, অন্য দুঃখ, দারিদ্র্য ও ব্যাধি-গ্রস্ত হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করে, তাদৃশ ব্রাহ্মণধনে আমার যেন কখনও স্পৃহা না হয়। হে আত্মীয়গণ, তোমরা কোন অপরাধী ব্রাহ্মণকেও উৎপীড়ন করিও না। ব্রাহ্মণ কাহাকেও হনন বা অভিশাপ প্রদান করিলেও তাহা সর্ব্বদা সহ্য করিবে। আমার ন্যায় তোমরাও সর্ব্বদা সাবধানে থাকিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিবে। যে হও। অন্যথা করিবে, সে আমার নিকট দণ্ডভাগী হইবে।"

যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে ভগবদ্-ভক্তগণের আদর্শ দানশীল রাজা নৃগের যমালয়ে গমন কি করিয়া হইল? তদুত্তরে এই যে, শাম্ব-অম্বরীষাদি মহাভাগবতগণ ন্যায় 'নরস্তব ভগবৎসমাগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া নৃগরাজের নরক দর্শনের গ্রহ থাকা ভাগবত 'হলনা'। তাদৃশ অপরাধে ভক্তি স্তম্ভিত হয় শুনা যায়। তাহা ছাড়া ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণের ক্ষতি বা অপমান করিলে জীবের পতন অবশ্যম্ভাবী। অন্যের প্রতি উদাসীন রাজা কর্ম্মফলের গত্যন্তরপ্রাপ্তি ও নৃগরাজের কৃষ্ণলাভপ্রাপ্তি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। তবে তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে লঙ্ঘন করেন নাই বলিয়া পরজন্মে তাঁহাদের মঙ্গল হইয়াছিল। ব্রাহ্মণকে বাদ দিয়া ভগবানের পূজা হয় না—ইহা শিক্ষা দেওয়ার জন্য অগস্ত্যাদি ব্রহ্মতেজী ব্রাহ্মণগণের ক্রোধাভিনয়। তাঁহারা সাধ্যপক্ষে কৃপাই করিয়াছেন অর্থাৎ নৃগরাজ ও ইন্দ্রদ্যুম্নকে পর-জন্মে বিষ্ণুপদপ্রাপ্তির সুযোগ করিয়া দিয়াছেন।

দানাদি কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত। তাহাতে কর্ত্তৃ-অভিমান আছে। শুভাশুভ কর্ম্ম সবই কৃষ্ণভক্তির বাধক। যাঁহাদের শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা হইয়াছে, তাঁহাদের এই দানাদি কর্ম্মে অধিকার নাই, তাঁহারা ভগবৎসেবার জন্য সর্ব্বক্ষণ উদগ্রীব।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন,—

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ কামবাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞান-তমোধর্ম্ম॥
(চৈঃ চঃ আদি ১।৯০ ৯৪)

শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যসঙ্গী শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন,—

কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, সকলই বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যে-বা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে
তার জন্ম অধঃপাতে যায়

হরিকথা-প্রসঙ্গ

বস্তু দুই প্রকার—চিদ্বস্তু ও জড়বস্তু। ভগবান্ ও জীবই চিদ্বস্তু, আর মায়া জড়বস্তু। এই জড় জগতে চিৎ ও জড় দুই বস্তুই আছে, কিন্তু চিজ্জগতে ভগবান্, জীব ও শ্রীধামাদি সমস্ত উপকরণই চিন্ময়। আনন্দই জীবের বস্তু। এ জগতে যদি জীব না থাকে, তাহা হইলে জগৎ নিরানন্দময় হইয়া যায়। জড়ের মধ্যে আনন্দময়তা নাই। জীব আনন্দময়-কণিকা। জীবের চিদ্দেহ যেরূপ জড়সঙ্গক্রমে লিঙ্গ ও স্থূলদেহদ্বারা আচ্ছাদিত হয়, তাহার আনন্দরূপ ধর্ম্মও তদ্রূপ স্থূলাদি-গত হইয়া দুঃখরূপে পরিণত হয়। এ জগতে দুঃখনিবৃত্তিকেই আমরা সুখ বলি। বস্তুতঃ সুখ ও দুঃখ উভয়ই আনন্দের বিকারবিশেষ। জীবের দেহ চিৎপরমাণুস্বরূপ, জীবের স্বচ্ছ স্বাভাবিক-বিশেষ, জীবের আনন্দ হ্লাদিনীর অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশ

জীব স্বয়ং চিদ্বস্তু বলিয়া তাহার সহিত ভগবানের অত্যন্ত [illegible] সম্বন্ধ। ভগবানের যেরূপ নিত্য বিগ্রহ আছে, জীবেরও সেরূপ চিদ্দেহ নিত্যরূপে আছে। সেই চিদ্দেহ বৈকুণ্ঠে প্রকাশিত থাকে। 'আমি কৃষ্ণদাস' ইহা ভুলিয়া গিয়া যে নিজেকে বিষয়দাস বা মায়াদাস বলিয়া অভিমান, তাহাই বদ্ধতা। 'আমি কৃষ্ণের' ইহা ভুলিয়া যাওয়াই প্রথম অপরাধ বা অবিদ্যা॥ জীবের চিদ্দেহের প্রথমাবরণ লিঙ্গদেহ এবং দ্বিতীয় আবরণ স্থূলদেহ।

জড়সঙ্গই জীবের অধোগতি বা বিঘ্ন। জীবই নিজ বন্ধনের হেতুকর্ত্তা, আর ভগবান্ তাহার প্রয়োজক কর্ত্তা। এই জগৎ জীবের কারাগার-সদৃশ। জীব বদ্ধ হইলেও সে ত' ভগবানেরই। তাই দয়াময় ভগবান্ জীবের ক্লেশ দেখিয়া তাহাকে ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য স্বয়ং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরেন। ভগবদিচ্ছা হইলেই জীব অনায়াসে মুক্তি বা নিত্যানন্দ লাভ করিতে পারে। জীব নিজ স্বতন্ত্রতাবশতঃ এ জগতে আসিয়া বদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া ভগবান্ তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীধামরূপে, শ্রীনামরূপে, শ্রীবিগ্রহরূপে, সাধুরূপে, গুরুরূপে, শাস্ত্ররূপে বিশ্বে শুভাগমন করিয়াছেন। এসব কথা শুনিয়া যদি কেহ বলেন,—ভগবানের যদি এতই দয়া, তবে তিনি জীবগণকে নিজ অচিন্ত্য-শক্তিবলে উদ্ধার করিয়া দিতেছেন না কেন? তদুত্তরে ভগবৎ-পার্ষদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"জীবের নিজচেষ্টার দ্বারা তাহার যোগ্যতা উৎপন্ন করতঃ তাহাকে স্বীয় অনন্তলীলার অমৃত দান করিবেন, এইজন্য ভগবান্ সর্ব্বদা যত্নশীল। ভগবান্ ইচ্ছা করিলে সমস্ত উদ্ধার হইতে পারেন সত্য, কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্যলীলাক্রমে জীবের ভক্তিমার্গে যাহাতে যত্ন হয়, তাহাই তাঁহার অন্তরঙ্গ উপদেশ ও চেষ্টা। অযোগ্য পুত্রকে পিতা সমস্ত সম্পত্তি দিতে পারেন, কিন্তু পুত্রকে যোগ্য করিয়া তাহাকে সম্পত্তি দিতে অধিকতর আনন্দ লাভ করেন। ইহাই ভগবৎ-স্নেহের প্রতিফলন।"

অহঙ্কার, চিত্ত, মন ও বুদ্ধি লইয়া লিঙ্গ-দেহ। জড়ীয় অভিমানই অহঙ্কার। এই অহঙ্কারই জড় ও জীবের মধ্যে বন্ধনসূত্র। যখন জীব জড়ে অভিনিবেশ করে, তখন ঐ অহঙ্কার দুই হইয়া চিত্ত হয়। সাভিলাষ স্মরণই অভিনিবেশ। জীব যখন জড়ের বিচারমূলে চালনা করে, তখন উহা স্থূলরূপে বুদ্ধিনামে কথিত হয়। পরে ইন্দ্রিয়শক্তিদ্বারা যখন সাক্ষাৎ জড়কে আলোচনা করে, তখন তাহাকে মন বলা হয়। যেখানে জড়-অহঙ্কার, সেখানে দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল। শুদ্ধ জীবের 'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস' বলিয়া শুদ্ধ অহঙ্কার আছে। শুদ্ধ মুক্ত জীবের আত্মা, অহঙ্কার, চিত্ত, মন ইন্দ্রিয় ও শরীর—সবই চিন্ময়। অন্যসঙ্গস্পৃহা তাহার নাই। তাহার হৃদয় সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ-সেবা-পিপাসায় ভরপুর। মুক্তজীব নিত্যবৈকুণ্ঠবাসী। শ্রীধাম বা বৈকুণ্ঠ ব্যতীত শ্রীনামের অন্যত্র

অবস্থান নাই। সুতরাং যিনি শ্রীনাম করেন—শ্রীনামের সঙ্গ ও সেবা করেন, তিনি যে নিশ্চয়ই বৈকুণ্ঠবাসী তাহা বলাই বাহুল্য। শুদ্ধজীব বৈকুণ্ঠে চিৎকাল অবলম্বন করিয়া বাস করেন। বৈকুণ্ঠে যে কাল আছে, তাহা চিন্ময় অর্থাৎ সেই কালে ভূত ও ভবিষ্যৎ নাই। সেখানে কেবল বর্ত্তমান কাল আছে। সেখানে শোক নাই, ভয় নাই, মৃত্যু নাই, অভাব নাই। তথায় জড়দেহের ন্যায় স্ত্রীব্যবহার, সন্তানোৎপত্তি ও শারীরিক মলাদি বর্জ্জনের আবশ্যকতা নাই। শুদ্ধজীবের যদিও ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি নাই, তথাপি সেখানে ভগবৎ-প্রসাদসেবনদ্বারা প্রীতিধর্ম্মের পুষ্টি হইয়া থাকে। বৈকুণ্ঠ ভক্তির ভূমিকা। সেখানে কেবল সেবার কথা। সেখানে ভোক্তা মাত্র একজন, তিনি শ্রীকৃষ্ণ, আর সকলেই তাঁহার সেবক। কর্ম্ম অনাদি। জড়কালের মধ্যে কর্ম্মের আদি নাই, কিন্তু অন্ত আছে। ভক্তি পারাপারশূন্য, তাহার আদিও নাই, অন্তও নাই। ভক্তি নিত্য ও অনন্ত। সেই নবরা ভক্তির পীঠ বা আবাস শ্রীধাম-নবদ্বীপ। গৌরভক্তগণ নিত্য শ্রীধাম-মায়াপুরবাসী। প্রেমানন্দের প্লাবনক্ষেত্র এই শ্রীধামে বাসই প্রত্যেকের নিত্য কাম্য হওয়া উচিত।

জীবের পক্ষে সংসার করাই কঠিন ও ভয়াবহ। আর কৃষ্ণভক্তি অত্যন্ত সহজ। কারণ তাহাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। যে সংসার করা বা ভোগ করা একমাত্র কৃষ্ণকেই সাজে, যে সংসার জীবের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টপ্রদ ও কঠিন, তাহাই বর্ত্তমানে আমাদের পক্ষে সহজ ও সুখপ্রদ মনে হইতেছে। আর যে হরিসেবা সাধকের পক্ষেও অতিসহজ ও সুখময়, তাহাই আমাদের পক্ষে কঠিন ও দুঃখকর দেখা যাইতেছে। সুতরাং ইহা অপেক্ষা ভীষণ দুর্দ্দৈব আর কি হইতে পারে? জীবের জন্ম নাই, জীব নিত্য। সুতরাং জীবের বৃত্তি ভক্তিও যে নিত্যা ও জন্মরহিত, তাহাতে সন্দেহ কি? ভক্তি স্বতঃপ্রকাশিতা, সাধুসঙ্গেই তাঁহার প্রকাশ, ব্রহ্মজ্ঞানাদির ন্যায় তাঁহার জন্ম হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান দুইভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ভগবদুপাসকগণের আনুষঙ্গিকরূপে এবং ব্রহ্ম-উপাসকগণের স্বতন্ত্ররূপে ঐ জ্ঞানের উদয় হয়। এই ব্রহ্মজ্ঞানকে ভক্তগণ শুদ্ধভক্তির কিঙ্কর, দাস বা সন্তান বলিয়া জানেন। শ্রীমদ্ভাগবত-পরমহংসগণ শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানকে আদর করেন না। তাঁহারা ইহাকে ভগবানের পাদাভাস বলিয়া জানেন। আর ব্রহ্মোপাসকগণ ব্রহ্মজ্ঞানকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন মনে করেন। ভক্তির মধ্যেই ব্রহ্মজ্ঞান [illegible]ভাবে আছে।

সরলভাবে সাধুসঙ্গে কেবল নিরন্তর হরিনাম করিলেই মঙ্গল হয়। কৃষ্ণ-কৃপাই জীবের একমাত্র বাঞ্ছনীয় ধন হওয়া উচিত। বিশেষ সতর্ক হইয়া দৈন্য ও আত্মনিবেদন-দ্বারা হৃদয়ে কৃষ্ণকে আনিবার জন্য যত্ন করা সকলেরই উচিত। অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ ও সৎসঙ্গে আদর থাকিলে, শীঘ্রই জীবহৃদয়ে নিষ্ঠাদি উদিত হইয়া থাকে। কুটিলের প্রতি সাধুগণ দৃষ্টিপাত করেন না। যে কুটিল, তাহার পক্ষে ভগবানের শ্রীনামাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ অসম্ভব। সাধুগুরুর শ্রীমুখে পুনঃ পুনঃ হরিকথা শ্রবণ করিয়াও শ্রীভগবান্, শ্রীগুরুদেব, ভগবদ্ভক্ত ও গুরুভক্তগণের প্রতি অন্তরে অনাদর সত্ত্বেও বাহিরে তাঁহাদের প্রতি দণ্ডবৎ-প্রণাম ও সম্মান প্রদর্শনাদি দ্বারা পূজনাদি-গ্রহণ—সমস্ত কুটিলতা। এই কুটিলতা দশ সহস্র বাধার সমান। যদি কুটিলতা না থাকে, তাহা হইলে সরল ব্যক্তি মূর্খ হইলেও ভক্ত্যাভাসাদি দ্বারাও তাহার মঙ্গল হইয়া থাকে। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন, "কুটিলানাং ভক্ত্যাভাসোঽপি ন ভবতি। যথৈব ভগবদ্ভক্তা অকুটিলানামজ্ঞানবতামপি ন তু কুটিলানাং বিজ্ঞানবতামপি দৃশ্যতে।" অর্থাৎ ভক্তিসাধন ত' দূরের কথা কুটিল ব্যক্তিগণের ভক্তি আরম্ভই হয় না। ভগবদ্ভক্তগণও অকুটিল সরল অজ্ঞগণকে অনুগ্রহ করেন, কিন্তু কুটিল বিজ্ঞগণকেও কৃপা করেন না, এরূপ দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,

তং সুখারাধ্যমৃজুভিরনন্যশরণৈর্নৃভিঃ।
কৃতজ্ঞঃ কো ন সেবেত দুরারাধ্যমসাধুভিঃ॥
(ভা. ৩।১৯।৩৬)

একমাত্র অনন্যশরণ অর্থাৎ একান্ত, নিষ্কিঞ্চন, সরলচিত্ত জনগণের অনায়াস-সেব্য অথচ অসাধু দুর্জ্জন অভক্তগণের দুরারাধ্য সেই ভগবান্ শ্রীহরিকে কোন্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি সেবা না করিয়া থাকেন?

প্রারব্ধ কর্ম্ম দুর্ব্বল বলিয়া ভক্তিকে বাধা দিতে পারে না। অপরাধই ভক্তির বাধক। অপরাধ-হেতুই জড়াভিনিবেশ আসে। ভক্তিকে যদি বাধাপ্রাপ্ত হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে এ জন্মে বা পূর্ব্ব জন্মে কোন মহাজনের চরণে দুরন্ত অপরাধ আছে জানিতে হইবে। অকপটে নিরন্তর হরিনামই বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র অব্যর্থ উপায়।

কুটিলকে হরিকথা বলিতে হইবে না, সরলকেই হরিকথা বলিতে হইবে। অশ্রদ্ধালুর সহিত ভগবদ্-অনুশীলন করিতে নাই। তাহাতে নিজের ক্ষতি হয়। ভগবৎস্মরণই ভক্তের আচার, আর হরিকথাকীর্ত্তনই ভক্তের প্রচার-কার্য্য। কর্ম্মাধিকার নিবৃত্তি ও ভক্ত্যুদয় যুগপৎ জীবের হইয়া থাকে। অনর্থনিবৃত্তির পর নিষ্ঠা এবং নিষ্ঠার পর যখন কৃষ্ণে রুচি হয়, তখন সর্ব্বত্র অরুচি হইতে থাকে। রুচির সহিত অত্যাগ্রহ যোগ হইলে আসক্তি হয়। আসক্তি [illegible] সাধন। এই আসক্তিও শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ নয়। ভাবই শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ।

নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বা নিষ্কামিনী মতির সহিত সাধুসঙ্গে হরিনাম করিতে করিতে স্বল্পকালেই চিত্তশুদ্ধি ও অবিদ্যা ধ্বংস হয়। অবিদ্যা যত নষ্ট হয়, ততই যুক্তবৈরাগ্য ও সম্বন্ধজ্ঞান আসিয়া চিত্তকে নির্ম্মল করে। মিশ্রভক্ত বা ভক্ত্যাভাসের সঙ্গে ভজনশীল করিলে [illegible] হইয়া পড়ে। তাহাদের সঙ্গ ফলে ঐকান্তিক হওয়া যায় না। এ অবস্থায় অনর্থ সবল থাকিয়া শুদ্ধভক্তের প্রতি আদর করিতে দেয় না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা হইয়াছে, তাহা বড়ই কোমল, সর্ব্বদা [illegible] পরিচালিত। তাঁহাদের সেই প্রকার গুরু ও সাধুর সঙ্গ হয়। কেবল [illegible] সঙ্গ হইলে সাধকগণ প্রায়ই কনিষ্ঠাধিকারভাবে বহু জন্ম অতীত করেন। তাঁহাদের হৃদয়ের চাঞ্চল্য দূর করিবার জন্য আশ্রমমার্গে গুরুর নিকট হইতে অর্চ্চন শিক্ষা হইয়া থাকে। অনেককাল অর্চ্চন করিতে করিতে নামের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে। নামে শ্রদ্ধা হইলে শুদ্ধ সাধুসঙ্গে নামভজনের প্রবৃত্তি হয়। নানাদৃষ্ট ব্যক্তি রসজ্ঞ হইলে অনায়াসে মহাভাব পর্য্যন্ত প্রেমধন অর্জ্জন করিয়া কৃত-কৃতার্থ হন।"

কৃষ্ণপ্রীতিই প্রয়োজন [illegible] রতির গাঢ় অবস্থাই প্রেম [illegible]। সাধু-গুরুর সেবা করিতে করিতে তাঁহাদের কৃপায় রতি হয়। যদি কোন ব্যক্তিতে সাধন দেখা যায় না অথচ শুদ্ধরতির উদয় হইতে দেখা যায়, সে স্থলে পূর্ব্বজন্মের সুসাধন কোন কারণে স্থগিত ছিল, সেই নিমিত্ত [illegible] ফলোদয় হইয়াছে, জানিতে হইবে।

জীবের একই প্রবৃত্তি যখন জড় হইতে শুদ্ধভাবে কৃষ্ণোন্মুখী হয় তখনই কৃষ্ণপ্রীতি, আর যখন কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া বিষয়োন্মুখী থাকে, তখনই তাহার নাম জড়প্রীতি বা বিষয়াসক্তি। [illegible] হৃদয়ে রতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত [illegible] দেখা যায়। অনুচর শুদ্ধ জীবের পক্ষে [illegible] এত দয়া। রতি সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শিক্ষাষ্টকের স্বরচিত সম্মোদন ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"অপ্রাকৃত প্রীতি সাধনাবস্থায় কেবল উল্লাসময়ী। তখন তাহার নাম রতি। সেই রতি [illegible] মমতাযুক্ত হয়। রতি [illegible] কৃষ্ণ [illegible] অপেক্ষা [illegible] জ্ঞান হয়। সেই [illegible] যখন [illegible] আবির্ভাব হয়, তখন তাহার নাম প্রেম। [illegible] উপস্থিত হইলে [illegible] প্রীতিভঙ্গ-হেতু সকল বর্ত্তমান [illegible] না, সেই প্রেম বিশ্বাসময় [illegible] তাহা [illegible] লক্ষিত। [illegible] প্রিয়ত্বের অতিশয় অভিমান কৌটিল্যের একটু আভাসযুক্ত হইয়া প্রেমবৈচিত্ত্যরূপ স্পন্দমান হইয়া পড়ে। মান হইলে ভগবানও প্রেমময় ভয়কে স্বীকার করেন। চিত্তের অত্যন্ত দ্রবতাস্বরূপ প্রেমই স্নেহ। স্নেহ [illegible] বিকার, দর্শনে অতৃপ্তি, [illegible] মহাসামর্থ্য-সত্ত্বেও অনিষ্টাশঙ্কা [illegible]। স্নেহ অভিলাষযুক্ত হইলে রাগ হয়। রাগ [illegible] ক্ষণিক বিরহও অসহ্য হয়। [illegible] দুঃখও সুখ, বিয়োগ-[illegible] সুখও দুঃখ। সেই রাগ যখন নিজ-বিষয়কে নব নবভাবে সর্ব্বদা অনুভব করে ও নিজে নব-নবভাবে প্রকাশ পায়, তখন তাহার নাম অনুরাগ। অনুরাগ জন্মিলে পরস্পর অতিশয় বশীভাবরূপ প্রেমবৈচিত্ত্য-কর তাঁহার নিত্য-সম্বন্ধযুক্ত অপ্রাণীতেও জন্মলাভের লালসা দেখা যায়। বিপ্রলম্ভে বিস্ফূর্ত্তি হয়। অনুরাগ অসমোর্দ্ধ চমৎকারিতার সহিত উন্মাদন প্রাপ্ত হইলে তাহাকে মহাভাব বলে। মহাভাবে জাগ্রত যোগ-সময়ে নিমেষ সহ্য হয় না এবং কল্পও ক্ষণকালের ন্যায় বিগত হয়। বিয়োগ-সময় ক্ষণকালকে কল্প বোধ হয়। অনুরাগ ও মহাভাবে মহাদীপ্ত সহিত অশেষ সাত্ত্বিক বিকারাদি লক্ষিত হয়।"

শ্রীধামে কীর্ত্তন বন্যা।

[illegible] অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী [illegible] সাগর মহারাজ [illegible] শুক্লার শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] সন্ধ্যা-[illegible], পঞ্চতত্ত্ব ও [illegible] কীর্ত্তন হয়। প্রায় [illegible] ঘণ্টা-কাল [illegible], অসমোর্দ্ধ দান ও [illegible] হরিকথা কীর্ত্তন করেন। [illegible] মহাজন-[illegible] হয়।

[illegible] দিবস [illegible] সাগর মহারাজ সংকীর্ত্তন-[illegible] অঙ্গনে সন্ধ্যা-[illegible] হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

[illegible] মহাপ্রভুর [illegible] হইতে [illegible] কথা [illegible]।

[illegible] হইলেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	২৲
" " সিকি কলম	৫৲			৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮	৬৲		৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	১০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "
প্রতি সংখ্যা ৫৲, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীপতিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

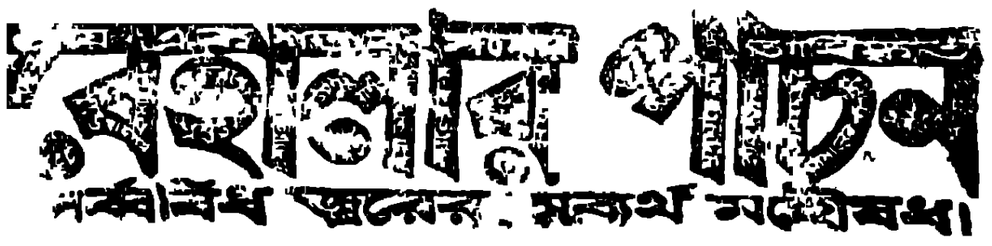
বহালার পাচন
সর্ব্ববিধ জ্বরের সব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়। [illegible] কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বর [illegible] অথবা সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় [illegible] আনা। [illegible]

—১১নং উল্টাডিঙ্গি [illegible] অথবা পো বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

বন্যাপীড়িত জলাগুলিতে রাজস্ব আদায় স্থগিত

বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা, নোয়াখালি এবং বীরভূম জেলায় চাষ-আবাদের বিশেষ ক্ষতি হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট কলেক্টারদের নিকট এই নির্দ্দেশ দেন যে, যে সকল জমিদারীতে আবাদের ক্ষতি হইয়াছে, রাজস্ব অনাদায়ে, আগামী বৎসরের ফসল না উঠা পর্য্যন্ত সেই সকল জমিদারী যেন নীলামে তোলা না হয়। এই নির্দ্দেশ দিবার সময় গবর্ণমেণ্ট আশা করিয়াছিলেন যে, যে সকল জমিদার এই সুযোগ পাইবেন, তাহারা তাঁহাদের অধীন তালুকদার বা জোতদারদিগকেও অনুরূপ সুযোগ দিবেন এবং খাজনা আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি করিবেন না। কিন্তু কোন কোন জমিদার খাজনা না দেওয়ার ওজুহাতে ১৮১৯ সালের পত্তনী তালুক রেগুলেশনের ৮ ধারা অনুসারে অধীন পত্তনী তালুক নীলামে দিবার জন্য কালেক্টারের নিকট আবেদন করেন এবং কালেক্টরও তদনুসারে নীলামের ইস্তাহার প্রচার করেন। পরে এই ব্যাপার অবগত হইয়া গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে, যে সকল জমিদার নীলাম রদে রাজী না হইবেন, তাঁহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত সুযোগ দেওয়া হইবে না। আশা করা যায় যে, ইহাতে সুফল হইবে এবং পূর্ব্বোক্ত জমিদারগণ পত্তনী-তালুক নীলাম করার দাবী প্রত্যাহার করিবেন।

খনি ধর্ম্মঘটের সম্প্রসারণ-প্রতিকারের জন্য রুজভেল্টের সিদ্ধান্ত

প্রকাশ যে, ডেট্রয়টে শ্রমিক সঙ্ঘ কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সম্ভবতঃ কয়লার খনির ধর্ম্মঘটের প্রতিকারের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন স্থগিত রাখিবেন। জানা গিয়াছে যে, ধর্ম্মঘট চলিতে থাকিলে খনিসমূহে কাজ চালাইবার জন্য ৫০ হাজার সৈন্য প্রস্তুত রাখা হইয়াছে। আয়োজন এরূপ সম্পূর্ণ হইয়াছে যে, খনি সমূহের ভার লইতে তাহাদের মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় লাগিবে।

ভলগা নদীতে যান চলাচল বন্ধ

শীতের জন্য কুইবিশেভ এলাকায় ভলগা নদীতে যান চলাচল বন্ধ রাখা হইয়াছে। নদীর জল সম্পূর্ণরূপে জমাট হয় নাই, তবে যান চলাচলের অযোগ্য হইয়াছে।

আমেরিকায় অস্ত্র উৎপাদন

বর্ত্তমানে আমেরিকায় মাসিক ২ হাজার বিমান পোত, দৈনিক ১০টি ট্যাঙ্ক ও পাঁচটা আন্দাজ মাঝারি ওজনের ট্যাঙ্ক তৈয়ারি হইতেছে। কারখানাগুলিতে ১৯৪০ সাল অপেক্ষা এবৎসর ২০ লক্ষ বেশী মজুর কাজ করিতেছে। ১৯৪২ সালের প্রথম তিন মাস দৈনিক একটি হিসাবে জাহাজ তৈয়ারি হইবে বর্ত্তমানেও প্রায় এই হারেই জাহাজ নির্ম্মিত হইতেছে।

১৯৪২ সালের জুন মাসের কাছাকাছি যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ প্রয়োজনীয় যুদ্ধাস্ত্র ও গোলা-গুলি যে পরিমাণে উৎপন্ন হইতে থাকিবে, তাহা ১৯৪০ সালের মে মাসের মোট উৎপন্ন পরিমাণের প্রায় ৩৬০ গুণ হইবে।

যখন ফ্রান্স জার্ম্মানী আক্রমণ করে তখন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাস্ত্র বিভাগ সৈন্যবিভাগকে মাসিক ১০ লক্ষ ডলার মূল্যের অস্ত্র ও গোলা-গুলি সরবরাহ করিতেছিল। ১৯৪১ সালের জুন মাসে ইহার পরিমাণ ৪০ গুণ, সেপ্টেম্বরে ৬০ গুণ এবং অক্টোবরে ৮০ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৪২ সালে ইহা ২৬৫ গুণ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হয়।

ভারত গবর্ণমেণ্টের শুল্ক আদায়

১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে শুল্ক বাদে বৃটিশ ভারতে মোট ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা আদায় হয়। সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় উহা ১ লক্ষ টাকা বেশী এবং পূর্ব্ব বৎসরের আদায়ের তুলনায় ৩৩ লক্ষ টাকা কম। আলোচ্য মাসে কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রল, কেরোসিন, চিনি, দেশলাই প্রভৃতি হইতে মোট ১ কোটি ২ লক্ষ টাকার উৎপাদন শুল্ক আদায় করিয়াছেন। ১৯৪০ সালে ঐ সময় উপরোক্ত খাতে মাত্র ৮৬ লক্ষ টাকা আদায় হয়।

ভারতে প্রস্তুত হ্যামিল্টন টিউব

কলিকাতার একটি কারখানায় সম্প্রতি হ্যামিল্টন টিউব প্রস্তুত করিয়াছে। টেলি-গ্রাফের তার খাটাইতে এই টিউব বা নলের প্রয়োজন হয়।

পোষ্ট অ্যাণ্ড টেলীগ্রাফ বিভাগের কার-খানায় এগুলি পরীক্ষিত হইয়া সন্তোষজনক বিবেচিত হইয়াছে। এই টিউবগুলিকে পেরেক দিয়া জোড়া লাগানই প্রথা, কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এগুলিকে পিটিয়া জোড়া লাগান হইয়াছে।

বিভিন্ন ধরণের হ্যামিল্টন টিউব সরবরাহ করিবার জন্য এই কারখানাটিতে বড় রকম একটা অর্ডার দেওয়া হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

...ল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে।

ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিকাশিনী-টীকা ও আস্বাদন-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ২২ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১০ই অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৬শে নভেম্বর, ইং ১৯৪১ | বুধবার | ১১৩তম সংখ্যা

প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্ন

——:::[*]:::——

কোন অজ্ঞাত বিষয় জানিবার ইচ্ছা হইতেই প্রশ্ন জাগে। পরমার্থ-জগতে যে প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা দেখা যায়, তাহাকে পরিপ্রশ্ন বলে। এই পরিপ্রশ্নের আগে প্রণিপাত এবং পরে সেবা—এই দুইটী কার্য্য আছে। এই দুইটীর অভাব যেখানে, সেখানে প্রশ্ন করিয়া সময়ক্ষেপ হয় মাত্র। প্রশ্নোত্তর-মুখেই শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছেন। এখানে প্রশ্নকারী—শিষ্য, উত্তরপ্রদানকারী—শ্রীগুরুদেব। যেখানে প্রণতি বা প্রপত্তি নাই, সেখানে প্রশ্নোত্তর করিয়া লাভ কি? সত্যানুসন্ধিৎসু জনগণ তত্ত্বজ্ঞান-লাভের জন্য প্রশ্ন করিয়া থাকেন। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥
(গীঃ ৪।৩৪)

অর্থাৎ তুমি তত্ত্বদর্শী সাধুগণকে প্রণিপাত-পূর্ব্বক ও অকৃত্রিম ভাবে সেবা করতঃ সন্তুষ্ট করিয়া তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। তাঁহারা তোমাকে সেই জ্ঞান উপদেশ করিবেন।

'প্রণিপাত' জিনিষটি শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন বা শরণাগতি। তৎপরে কেন আমার সংসার-বন্ধন হইল, কিরূপে তাহা দূর হইবে, নিত্যমঙ্গল লাভের উপায় 'কি?' প্রভৃতি আন্তরিক পরিপ্রশ্ন এবং তৎপরে গুরু-শুশ্রূষাময়ী সেবা। প্রকৃত শিষ্যের প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই তিনটী থাকিবেই। পরিপ্রশ্নকারী শ্রবণের জন্য উৎকর্ণ থাকিবেন। মনোযোগ না থাকিলে শ্রবণ হইবে না। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"হরি সকলের প্রভু, আর সকলেই তাঁহার সেবক। হরিকথা শ্রবণ করাও শ্রীহরির সেবা। হরিকথাকীর্ত্তনকারী—গুরু তাঁর শ্রবণকারী—শিষ্য। হরিকথা শুনবে কে?—শুদ্ধসত্ত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি। শ্রবণকারী submissive হইবে। যাহারা শুনিতে শুনিতে বোধাবোধ করিবে, তাহাদের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিলে তাহাদের কিছু মঙ্গল হইবে কিন্তু। বৃথা সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই, নতুবা অন্য চিন্তাস্রোত আসে। আমরা যদি অতি সৌভাগ্যবান্ হই, তবেই শুদ্ধ হরিকথার অনুসরণ করিব। তাহা হইলে আমরা better way pass করিব। যে স্থান ভগবৎকথা আলোচনার সুযোগ না হয়, সেখানে সহ্য করিবেন, মেঘাচ্ছন্ন দিন দিন নহে। কৃষ্ণানুশীলনের অভাবে জীবের অমঙ্গল হইতেছে। ভগবানের কথা আলোচনা করিতে আর অসুবিধায় পড়িতে হইবে না। মাপিয়া লওয়া ভাল টাই যত অসুবিধা করিতেছে। কিন্তু ভগবৎ-সেবক দেখিলে আর কোন দুঃখ থাকিবে না।"

ভক্তির পথ কঠিন নহে, তাহা অতি সহজ। সাধুসঙ্গে চেতনের বৃত্তি জাগরিত হইলে আর কোন অসুবিধা থাকে না। ভক্তি রসময়ী ও স্বতঃপ্রকাশতা। এই রস রসসমুদ্র, ইহাতে বিতর্করূপ গোমূত্র প্রদান করা উচিত নয়। যুক্তির দ্বারা যতই বিচার করা যাউক না কেন, তাহাতে সৎসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, বরং কুতর্কের ফলস্বরূপ কুতর্কেরই উদয় হয়। ভক্তকৃপায় ভক্তি উদিত হইলে আপনা হইতেই সকল মীমাংসা পাওয়া যায়। ভক্তিপথাশ্রিত ব্যক্তিমাত্রেই ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই সাধুশাস্ত্র-বাক্যে শ্রদ্ধা থাকা দরকার। সংশয়াত্মার মঙ্গলের আশা নাই। তাহার সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। যে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইয়াও পরমবিদ্বান্ সাধুশাস্ত্রকে মাপিয়া লইবার দুর্ব্বুদ্ধি ছাড়িতে পারিল না, সাধুতে যাহার মর্ত্ত্যবুদ্ধি অপসারিত হইল না, তাহাকে কে রক্ষা করিবে কে? ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীগৌড়ীয়ধর্ম্মে বলিয়াছেন—জিজ্ঞাসু দুই প্রকার—এক প্রকার জিজ্ঞাসু কেবল শুষ্ক যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া জিজ্ঞাসা করে, অন্যপ্রকার জিজ্ঞাসু ভক্তির সত্তাকে বিশ্বাস করিয়া স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয় যাহাতে সন্তুষ্ট হয়, সেইরূপ বিচার করে। শুষ্ক যুক্তিবাদীর জিজ্ঞাসায় কখনই উত্তর দিতে হইবে না, কেন না, তাহার সত্তা বিষয়ে কখনই বিশ্বাস হইবে না। তাহার যুক্তি মায়াবদ্ধ, সুতরাং অচিন্ত্যভাব-বিষয়ে চমচ্ছক্তিরহিত, অনেক লাঠালাঠি করিয়াও তাহার কিছুমাত্রও অচিন্ত্যবিষয় লাভ হইতে পারে না। পরমেশ্বরে বিশ্বাস-পরিত্যাগই তাহার চরম ফল।"

যেখানে কৃষ্ণ-কথায় রুচি বা লোভ নাই, সেখানে মঙ্গল হওয়া অসম্ভব। কৃষ্ণ-কথায় শ্রদ্ধা হইলেই জীবের বহির্ম্মুখ-দশা দূর হয়। তখন কৃষ্ণ-কথা-শ্রবণের লালসা হৃদয়ে স্থান পায়। তখন তিনি শ্রেষ্ঠ কোন ভক্তের নিকট কৃষ্ণ-কথা শ্রবণ করেন। যাঁহারা অকপটে আদরের সহিত কর্ণপুটে হরিকথা পান করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার পান। হরিকথা-শ্রবণ ব্যতীত হরিদর্শনের আর অন্য কোন উপায় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসঙ্গী শ্রীল ভাগবতাচার্য্য প্রভু তদ্রচিত 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'-গ্রন্থে জানাইয়াছেন,—

এক নদী তোমার অমৃত-কথাময়ী।
আর নদী পদ-নীর বহে গঙ্গা হই'॥
তিন লোক-পাপ হরে দোঁহার শকতি।
যেই তীর্থে স্নান করে ধন্য মহামতি॥
সুতিযোগে স্নান করি' এক তীর্থ-জলে।
সাধু-সঙ্গে আর তীর্থে স্নান-পান করে॥
এইরূপে দুই তীর্থে করে স্নান-পান।
তার ভাগবত হয় বিমল-গেয়ান॥
সাধু সঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন যদি করি।
যে নাথ, হেলে যাই ভবসিন্ধু তরি'॥

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

যত্র ভাগবতা রাজন্ সাধবো
বিশদাশয়াঃ।
ভগবদ্গুণানুকথন-শ্রবণ-
ব্যগ্রচেতসঃ॥
তস্মিন্ মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র-
পীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি।
তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈ-
স্তান্ ন স্পৃশন্ত্যশনতূড্ভয়-
শোকমোহাঃ॥
(ভাঃ ৪।২৯।৩৯ ৪০)

যে স্থানে সদাচারসম্পন্ন, শুদ্ধচিত্ত ও হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনে ব্যাকুলচিত্ত সাধুগণ অবস্থান করেন, হে নৃপ, সেই স্থানে মহতের শ্রীমুখবিগলিত শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃতধারাবাহিনী নদী চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। যাঁহারা অতৃপ্ত ও অভিনিবিষ্ট কর্ণপুটে সেই অমৃতবাহিনী স্রোতস্বিনীর সেবা করেন, তাঁহাদিগকে ক্ষুধা, পিপাসা, ভয় ও শোক-

মোহ প্রভৃতি অনর্থ কখনই স্পর্শ করিতে পারে না।

কৃষ্ণকথায় যাহার শ্রদ্ধা-রুচি আছে, তিনিই ভাগ্যবান্। তিনি নিশ্চয়ই নিত্য মঙ্গল লাভ করিবেন। যাঁহাদের ভক্তিকথায় রুচি নাই, তাঁহারাও যদি মনোযোগ দিয়া হরিকথা শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারাও সাধুসঙ্গে ক্রমশঃ মঙ্গল লাভ করিবেন। তবে এখানে একটা কথা এই যে,—বহির্মুখ অবস্থায় কৃষ্ণ কথাশ্রবণ এবং অন্তর্মুখ অবস্থায় কৃষ্ণ কথাশ্রবণ—এই দুইএর মধ্যে অনেক ভেদ আছে। বহির্মুখদিগের কৃষ্ণ কথা শ্রবণ কোনও টনিকের ন্যায় হয়, প্রাণ লাভ হয় না। সেই শ্রবণ ভক্তিমূলী সুকৃতি হইয়া কোনদিন শ্রদ্ধা উদিত করায়। শ্রদ্ধা হওয়ার পরে যে শ্রবণ, তাহাই সুষ্ঠুশ্রবণ। এই শ্রবণ আবার দুই প্রকার—নিরন্তর শ্রবণ ও ক্রমহীন শ্রবণ। ক্রমহীন শ্রবণ না হইলে মঙ্গল হয় না।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"আমার শ্রীগুরুদেব আমাকে যেসকল কথা বলেন, শ্রবণোন্মুখ ব্যতীত অপর ইন্দ্রিয়ের নিকট সেসকল কথা বলিয়া বুঝিয়া দিবার ক্ষমতা আমার নাই। বিষয়টি ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অতীত ব'লে সেরূপ চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। যদি সেই বস্তু অনুভবযোগ্য হ'ত, তা' আমার পক্ষে তদ্বিষয়ক যত্ন করা প্রয়োজনীয় ছিল। ঐপ্রকার অনর্থক চেষ্টার দ্বারা সময় নষ্ট করা অন্যায়। তদ্রূপ অবলম্বন ক'রে সেই বিষয়ের কোন সন্ধান কর্‌তে পা'রব না। সেসকল কথা 'প্রণিপাত', 'পরিপ্রশ্ন', ও 'সেবা' দ্বারা জেনে নিতে হ'বে। 'প্রণিপাত' মানে প্রণতি-বিষয়ে কোনপ্রকার অমনোযোগী না হওয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে কাণ দিয়া শোনা। যে বিষয়টী গুরুপাদপদ্ম হইতে শুনা ক'রেছি, তা' শ্রবণ ব্যতীত অন্য উপায়ের দ্বারা জানা সম্ভবপর নয়। প্রণিপাত ব্যতীত অন্য উপায়ে তা' জান্‌বার উপায় নাই। যে শব্দ আমার গুরুপাদপদ্মে পৌঁছিতে পারে, এমন শব্দদ্বারা যে আমার বিজ্ঞাপ্য বিষয়, তাহাই পরিপ্রশ্ন। যখন আমি প্রশ্ন করি, তখন আমার এরূপ অন্তর্নিহিত তৃপ্তি থাকা উচিত নয় যে, আমি আমার প্রশ্নের উত্তর শুনতে প্রস্তুত হ'ব না। সন্দেহাতীত হ'য়ে যে প্রশ্নের চেষ্টা, তা' পরিপ্রশ্ন নয়। যাবতীয় বস্তুর মাঝে একমাত্র আমার যে অহঙ্কার, সে অহঙ্কার রহিতাবস্থা হয়ে কোন যে প্রশ্নের ছলনা, তা' পরিপ্রশ্ন নয়। আর কেবা শ্রবণব্যতীত অবলম্বন করার চেষ্টা পরিত্যাগ করে যদি প্রশ্ন করি, তা' হলেও তাকে (আমার প্রশ্নের প্রাপ্তি সিদ্ধান্ত) আপাতঃদৃষ্টিতে আমার হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ যে প্রশ্নের সঞ্চার হবে, সেটীও পরিপ্রশ্ন নয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে ভগবৎ-কথা শ্রবণের সৌভাগ্য হ'লে তখনই আমাদের পরিপ্রশ্নের উদয় হয়। যে শব্দ কৃষ্ণ বক্তার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত ক'রেছিলেন এবং যে শব্দ শ্রবণ ক'রে সেই শব্দের অনুশীলন বা গানের দ্বারা প্রাণ লাভ করা হয়, সেই শব্দটী আমি গুরুমুখ হইতে শ্রবণ ক'রেছি। সেই শ্রবণটীর বিষয়ে পরিপ্রশ্ন মাত্র ক'রতে হয়, তদ্বিষয়ে আর কিছু অধিক ক'রবার সামর্থ্য আমার নাই। প্রণিপাত ব্যতীত অন্য কোনপ্রকারে সেই বিষয়ে অভিজ্ঞান লাভ হয় না। শ্রবণ অর্থাৎ সেবা-পদ্ধতি ব্যতীত সেই বস্তুর অভিজ্ঞান কোন দিনই হ'তে পারে না। প্রণিপাত দ্বারাই শ্রবণাধিকার লাভ হয়—শ্রদ্ধানুবিদ্ধ দ্বারাই শ্রবণের অধিকার। শ্রবণ করা ব্যতীত অন্যজ্ঞান বস্তুর সম্বন্ধে অন্য কোনপ্রকার চেষ্টা ক'রতে হ'বে না। অন্যাভিলাষ বস্তু যখন স্বয়ং চ'লে যা'বেন, তখনই সেবোন্মুখতা হ'বে। সেই-রূপ শুনার পর আমাদের জাগতিক মোহে মোহিত হবার ধর্ম্ম থেমে যায়।"

পরিপ্রশ্ন নানাকথাদের প্রথম ও প্রধান সূচনা। যাঁহাদের পরিপ্রশ্ন নাই, তাঁহারা বিষয়ের বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন বা জড়তা-প্রাপ্ত। কৌতূহল-নিবৃত্তিস্পৃহা ও পরিপ্রশ্ন এক নহে। সেখানে কৌতূহল, সেখানে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা বা ভোগোন্মুখতা, কিন্তু পরিপ্রশ্নের মূলে সেবোন্মুখতার উদয় হইয়াছে। পরিপ্রশ্নের ফল সেবা এবং সেবার ফল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত নিবৃত্তিস্পৃহা—নাস্তিকতা। কৌতূহল মনের সীমাকে উত্তেজনা দান, আর পরিপ্রশ্ন আত্মনিক্ষেপ বা প্রণিপাতেরই বাস্তব রূপ। পরিপ্রশ্ন করিবার অভিনয়ে অনেকে এই কৌতূহলনিবৃত্তির চেষ্টা সমগ্র জীবন ধরিয়াও করিয়া থাকে। যেখানে পরিপ্রশ্ন, সেখানে দম্ভ প্রতিষ্ঠাদির লেশমাত্রও নাই, সেখানে প্রণতি, নমস্কার বা শিষ্যত্ব আছে। যেখানে কৌতূহল, সেখানে দম্ভ বা আধ্যক্ষিকতা। যাঁহারা সেবার জন্য অকপটভাবে সেবোন্মুখ নহে, তাহাদের পরিপ্রশ্নের ছলনা মানসিক কৌতূহলনিবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। প্রণিপাতযুক্ত পরিপ্রশ্ন না হইলে অর্থাৎ সদ্‌গুরুপাদপদ্মের অকপট আত্মসমর্পণের সহিত শুশ্রূষা-সহ্যাবরণের জন্য সেবোন্মুখতা বৃদ্ধির প্রথম বিকাশস্বরূপ পরিপ্রশ্ন সেবোন্মুখতাকে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত না করিবে, তাহা ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িবে বা অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। পরমার্থরাজ্যে যে কত নিত্য নূতন ব্যাপার আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাই শুশ্রূষাপ্রণত শিষ্য পরিপ্রশ্ন-মুখে নিত্যজগতের নব নব সন্দেশ গ্রহণের জন্য উদ্‌গ্রীব হন। যেখানে পরিপ্রশ্ন, সেখানে শরণাগতি ও সেবোৎসাহ থাকিবেই। যে হৃদয়ে চেতনের কোন স্ফূর্ত্তি নাই, হৃদয়ে সহজ মীমাংসা নাই, সেখানে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা—এই তিনটীতেই কপট বা অন্যাভিলাষ আছে। ভোগোন্মুখতা বা ত্যাগোন্মুখতা লইয়া পরিপ্রশ্ন হয় না। সেবোন্মুখ ও শরণাগতই পরিপ্রশ্নের অধিকারী। নিবেদিতাত্মাই প্রণিপাত ও নমস্কার করিয়াছেন—কাণটী পাতিয়াছেন। অপরে অন্য চিন্তাস্রোত লইয়া ব্যস্ত আছে। আমরা যদি হরিভজন করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে প্রণিপাত অর্থাৎ সাষ্টাঙ্গভাবে আত্মনিক্ষেপ শিক্ষা করিতে হইবে। এই আত্ম-নিক্ষেপই পরিপ্রশ্নের আধার বা ভূমিকা। এই আধারেই হরিকথামৃত ধারণ ও সংরক্ষণ করিতে পারা যায়। তখন জীব সেবাবলে বলীয়ান্ হইয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্ম লাভ করিতে পারে। প্রণিপাত অর্থাৎ আত্মনিক্ষেপ পরিত্যাগ করিয়া পরি-প্রশ্নের অভিনয় কপট মাত্র। আবার পরিপ্রশ্ন করিবার পর সেবায় শিথিলতা প্রকাশ করাও অমঙ্গলজনক। প্রণিপাত-হীন পরিপ্রশ্ন অভিনয় দেহমনের কপট মাত্র। তাহার দ্বারা মানসিক শান্তিরূপ ফলপ্রাপ্তি হইলেও সেবা-লাভের আশা নাই। সেবা ব্যতীত অপরে পরিপ্রশ্ন করিয়া ধন্যবান্ হইতে পারে না। সেবালিপ্সুই ধন্য। তিনি নিত্য নব-নবভাবে সেবা দানের জন্য পরিপ্রশ্ন করেন। সেবার অন্তরায় ব্যতীত যে প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা, তাহা পরিপ্রশ্ন নহে। ইহাতে নিজসুখবাঞ্ছা থাকায় ইহা কাম, সুতরাং সেবার পরিপন্থী।

গৌড়ীয়-মিশন কি জড়-হাঁসপাতাল ?

——:*:——

এই জগতে বহুপ্রকার চিকিৎসাগার দেখা যায়। উন্মাদীয় রোগিগণের চিকিৎসার জন্য, ফিরিঙ্গিগণের চিকিৎসার জন্য, মাতোয়ালগণের চিকিৎসার জন্য, বিভিন্নগান-নগরবাসীর চিকিৎসার জন্য, দাতব্যপ্রার্থী দরিদ্রগণের চিকিৎসার জন্য, ট্রপিক্যাল ডিসিস চিকিৎসার জন্য, থাইসিস্ বা ক্ষয়কাশ চিকিৎসার জন্য, কুকুর-শিয়ালে কামড়ান রোগীর চিকিৎসার জন্য, কুষ্ঠাদি চর্ম্মরোগীর চিকিৎসার জন্য, শিশুচিকিৎসার জন্য, নারী-চিকিৎসার জন্য লেডি ডাফরিন্ হাঁস-পাতাল এবং অন্যান্য সাম্প্রদায়িক বিভিন্ন চিকিৎসাগার স্থাপিত আছে। কর্ম্মিমঠের সেবকগণ নানাপ্রকারে জড়জগতের ইট-কাঠ-পাথরের নির্ম্মিত জড় চিকিৎসাগার স্থাপন করিয়া জড় ঔষধ দিয়া মার্কিণ-চিকিৎসা মিশন, মেথডিষ্ট মেডিক্যাল মিশন, বাণাঘাট-মিশন, রামকৃষ্ণ-মিশন, নিত্যানন্দ-মাতৃমন্দির প্রভৃতি হাঁসপাতাল স্থাপন ও এই সব রোগিগণের চিকিৎসা-শুশ্রূষাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

সাধারণ লোক এবং উপরি-উক্ত রোগি-গণের মধ্যে অনেকেরই ধারণা এই যে, গৌড়ীয়-মিশনও ঐরূপ একটী হাঁসপাতাল-বিশেষ, তাই সাধারণ লোকের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কোন ব্যক্তি কোন-প্রকার দৈহিক ব্যাধিগ্রস্ত হইলে তাঁহারা সেই পীড়িত ব্যক্তিকে গৌড়ীয়-মিশন বা তদন্তর্ভুক্ত শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌড়ীয়-মঠ বা অন্য কোন মঠে থাকিয়া চিকিৎসিত ও পালিত হইবার জন্য পাঠাইয়া দেন। এই প্রকার রোগিগণের অনেকের ইহাও জানা আছে যে, গৌড়ীয়-মিশনে প্রথম প্রবেশ করিতে হইলে "আমি হরিভজন ক'রতে চাই, আমার সংসার ভাল লাগে না, হরিভজনই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য —ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি, আপনারা আমাকে কৃপা করুন, শ্রীচরণে স্থান দেন, কৃপাপূর্ব্বক মঠে থাকিয়া হরিভজন করিবার অনুমতি প্রদান করুন"—মুখে এই সব কথা মঠের বা মিশনের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট না বলিলে তাঁহারা কাহাকেও মঠে থাকিতে দেন না।

উপরি উক্ত রোগিগণ এজন্য মুখে এইপ্রকার হরিভজনের উদ্দেশ্যের কথা মঠ-কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রথমে মিশনে প্রবেশ করেন। তখন তাঁহারা নিজেদের কোনপ্রকার দৈহিক ব্যাধি বা পীড়ার কথা মুখে একটুকুও প্রকাশ করেন না, জিজ্ঞাসা করিলেও নিজেকে সুস্থ বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে চান, কিন্তু কিছুদিন পরে যখন তাঁহারা সেবাকার্য্যে বিরত হইয়া শয্যাশায়ী হন, তখন তাঁহাদের দেহের নানাপ্রকার কঠিন রোগ বা ব্যাধির কথা আপনা হইতেই সকলের নিকট প্রকাশিত হইতে থাকে এবং সর্ব্বক্ষণ কেবল দেহের চিন্তা, রোগের চিন্তা ও চিকিৎসার চিন্তায় তাঁহাদিগকে ব্যাকুল দেখা যায়।

সাধারণ লোক বা পূর্ব্বোক্ত রোগিগণ জানেন না যে, গৌড়ীয়মিশন ঐ প্রকার অসংখ্য রোগ বা ব্যাধির মূল যে ভবরোগ বা ভবব্যাধি তাহারই চিকিৎসাগার বা হাঁস-পাতাল। 'ভবরোগ' বা 'ভবব্যাধি' বলিতে অবিদ্যা-স্বরূপ ভগবদ্‌বিস্মৃতি বা অনাদি বহির্ম্মুখতারূপ ব্যাধি। তদ্দ্বারা জীব তাহার পিতা কৃষ্ণের সেবা ভুলিয়া যায় ও সেই দোষে কৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি মহামায়া বা মায়া-পিশাচী তাহার ঘাড়ে চাপিয়া বসে। তখন জীব মতিচ্ছন্ন হয় ও মায়া তাহাকে স্থূল-সূক্ষ্ম দুইটি আবরণের দ্বারা আবৃত করে। এই দুইটী আবরণের মধ্যে একটিকে স্থূলদেহ বা পাঞ্চভৌতিক দেহ এবং অপরটিকে সূক্ষ্মদেহ বা মন বলে। মায়াপিশাচীগ্রস্ত জীব তখন তাহার ঐ স্থূল বা সূক্ষ্মদেহকে 'আমি' বুদ্ধি এবং সেই দেহের সম্পর্কিত ও প্রীতি-উৎপাদক অপরাপর দেহ ও বস্তু-

সমূহকে 'আমার' বুদ্ধি করিয়া সংসার পাতিয়া বসে। এইরূপে জীব নিজসুখ বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-কামনায় নানাপ্রকার কার্য্য করিতে থাকে। তৎফলে মহামায়া তাহাকে জন্ম-জন্ম আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ যাতনা প্রদানে জর্জ্জরিত করে।

ভুবনমঙ্গলাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর ইহাই জানাইয়াছেন,—

জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম-জন্ম তাপ॥
(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসার-দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥
জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি, ভেদাভেদপ্রকাশ॥
তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়া-জাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥
(শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত)

সপার্ষদ শ্রীভগবান্, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীগীতা এবং সমস্ত সাত্বত শাস্ত্র একবাক্যে এই কথাই জানাইয়াছেন যে, পরমাত্মা কৃষ্ণ সকল জীবের পিতা বা প্রভু, আর সকল জীব কৃষ্ণের অনু-অংশ বলিয়া কৃষ্ণের সেবক বা দাস। আমরা এই কথাটী ভুলিয়া যাওয়ার দরুণই জন্ম-জন্ম ত্রিতাপ যাতনা ভোগ করিয়া থাকি। এই কৃষ্ণ-বিস্মৃতিরূপ আবস্থা-পীড়াই আমাদের সকল তাপ বা ব্যাধির মূল। এই আবস্থা-পীড়া বিনষ্ট হইলেই আর আধ্যাত্মিকাদি ক্লেশ বা শারীরিক ও মানসিক কোন রোগ আমা-দিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। এই আবস্থা-পীড়ারই অপর নাম—ভবব্যাধি। গৌড়ীয়-মিশন এই ভবরোগের চিকিৎসাগার বা চিকিৎসক।

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ বা গৌড়ীয়-মিশন বলেন,—আত্মার স্বাস্থ্যেই দেহের স্বাস্থ্য লাভ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণ-বিস্মৃত বা সুপ্ত জীবাত্মা জাগ্রত অর্থাৎ কৃষ্ণ-স্মৃতি-সম্পন্ন হইলেই তাহার স্থূল-সূক্ষ্মদেহ তদনুগ হইয়া প্রকৃত স্বাস্থ্য লাভ করে। তখন শুধু এই জীবনের নয়, জন্ম-জন্মান্তরের যতপ্রকার পাপ আছে,—যেসকল পাপকর্ম্মের ফলে এখন দেহে নানাপ্রকার কঠিন ব্যাধি হইতেছে, সে সমস্ত চিরতরে সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়। যে জীবাত্মা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা সময় কৃষ্ণভজন অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তির কার্য্য করেন, সেই জীবাত্মাই জাগ্রত, সেই আত্মারই স্বাস্থ্য লাভ হইয়াছে। এরূপ আত্মার বাহিরের স্থূল-সূক্ষ্ম দেহও সেই আত্মার বা চেতনের অনুগত হইয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তির কার্য্য করে; এজন্য সেইরূপ আত্মা, সূক্ষ্ম মন ও স্থূলদেহ—সকলই সেবাময়, চিদানন্দময়। ইঁহারাই মায়ামুক্ত, ভগবৎপার্ষদ, সাধু গুরু-বৈষ্ণব বা জীবন্মুক্তপুরুষ নামে অভিহিত। যথা,—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

অর্থাৎ যিনি যে-কোন অবস্থায় থাকিয়া কায়মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ হরিসেবায় নিযুক্ত রাখেন, তিনি জীবন্মুক্ত পুরুষ।

আর যে জীবাত্মা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর কার্য্য না করিয়া সর্ব্বক্ষণ নিজের বা আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছুক, সেই জীবাত্মাই নিদ্রিত বা অসুস্থ, এরূপ সুপ্ত সেবাবিমুখ বা অসুস্থ আত্মার বাহিরের স্থূল-সূক্ষ্ম দেহও সেই নিদ্রিত আত্মার সুপ্তাবস্থার সুযোগ লইয়া আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, এজন্য এরূপ অবস্থায় আত্মা তন্দ্রাবৃত, আর উহার বহিরাবরণ স্থূল-সূক্ষ্মদেহ 'জড়দেহ' নামে অভিহিত। তখনই জীব মায়াবদ্ধ, কৃষ্ণাভক্ত বা কর্ম্মী, জ্ঞানী যোগী, অন্যাভিলাষী প্রভৃতি। মায়ামুক্ত ও মায়াবদ্ধ এই দুইপ্রকার জীবের কথা গীতায়—"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥" 'দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন দৈব আসুর এব চ।" প্রভৃতি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদ-সেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

অর্থাৎ ইহসংসারে যে ব্যক্তির কার্য্য ধর্ম্মার্থ-কামরূপ ত্রৈবর্গিক ধর্ম্মের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হয়, যাহার সেই ধর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদন না করে, আবার যাহার সেই বৈরাগ্য তীর্থপাদ শ্রীহরির সেবাতে পর্য্যবসিত না হয়, সে ব্যক্তি জীবিত হইলেও মৃত অর্থাৎ তাহার প্রাণধারণ বৃথা।

গৌড়ীয়মিশন ও গৌড়ীয়-হাসপাতাল বা সাধুবৈদ্য শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ আমাদের এই কৃষ্ণসেবাবিমুখতারূপ জীবন্মৃতাবস্থা বা কৃষ্ণাস্মৃতিরূপ অবিদ্যা পীড়া, ভবরোগ—যাহা ত্রিতাপ বা সর্ব্বপ্রকার দৈহিক ও মানসিক ব্যাধির মূল, তাহা সমূলে উৎপাটিত করিয়া আমাদের ভবরোগ ও দেহরোগের মূল-বীজ নষ্ট করিয়া আমাদের আত্মার ও স্থূল-সূক্ষ্ম দেহের প্রকৃত স্বাস্থ্যলাভের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দিষ্ট শুদ্ধ হরিনাম ঔষধ ও শ্রীহরির উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ পথ্য সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আমরা সর্ব্বাগ্রে আত্মার স্বাস্থ্য লাভের যত্ন না করিয়া অর্থাৎ 'কায়মনোবাক্যে নিষ্কপটভাবে কেবল শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবা করিব'—এই উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া যদি কেবল স্থূলদেহের ব্যারাম দূর, তৎপরে ভোগে প্রমত্ত ও তৎফল-স্বরূপ জন্ম জন্মান্তর ত্রিতাপ-যাতনা ভোগ করিবার জন্য ভীষণ অমঙ্গল বরণ করিতে উদ্যত হই, তবে এইপ্রকার ভীষণ হিংসার কার্য্যের—ভীষণ অমঙ্গলের কার্য্যের প্রশ্রয় গৌড়ীয়মিশন কখনও দিবেন না; কারণ বিকারগ্রস্ত রোগী আমরা যাহা চাহিলেও গৌড়ীয়মিশনরূপী সদ্বৈদ্য তাহা কখনও প্রদান করিয়া আমাদের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করেন না।

যদি কেহ গৌড়ীয়মিশন বা শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের একান্ত আনুগত্যে তাঁহাদের উপদেশানুসারে সর্ব্বক্ষণ কায়মনোবাক্যে নিষ্কপটভাবে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত রাখিবার যত্ন করেন, আর হঠাৎ দৈহিক কোন ব্যাধিগ্রস্ত হন, তাহা হইলেও তিনি শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত সাধুবৈদ্যের 'তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো' "দায়ভাক্" শ্লোকের মর্ম্মানুসারে উহা তাঁহার স্বকৃত কর্ম্মফল জানিয়া ভোগ করিতে করিতে কায়মনোবাক্যদ্বারা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে নমস্কার বিধানপূর্ব্বক তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধভক্তিলাভের অধিকারী হন।

"আশ্রয় লইয়া ভজে, তা'রে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ।"—এই মহাজনবাণীর সার্থকতা গৌড়ীয়মিশন বা গৌড়ীয়-হাসপাতাল সর্ব্বক্ষণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অতএব যাহারা, দেহে আত্মবুদ্ধি করত "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং" এই দোহাই দিয়া যাহারা কেবল [illegible] মুক্ত, দেহের চিন্তা ও দেহের ব্যারাম দূর করিয়া ভালরূপে ভোগ-বিলাসে প্রমত্ত হইতে ইচ্ছুক ও তৎফলে জন্ম-জন্ম ত্রিতাপ-যাতনা লাভের দুর্ভাগাবিশিষ্ট, তাহাদের জন্যই কেবল দেহের রোগ-নিবারণের জন্য জগতের অসংখ্য জড়হাসপাতাল উন্মুক্ত আছে। আর সকল ব্যাধির মূল ভবব্যাধি দূর করিয়া পরিণামে নিত্য গোলোক বৈকুণ্ঠ ধামে শ্রীভগবানের সেবানন্দ বা প্রেমানন্দ লাভই যাঁহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য কেবল তাঁহারাই গৌড়ীয়মিশন বা গৌড়ীয়-হাসপাতালে আশ্রয় পাইবার অধিকারী।

বিশেষ-দ্রষ্টব্য—শ্রীনদীয়াপ্রকাশের গ্রাহকগণকে জানান যাইতেছে [illegible] শ্রীনদীয়াপ্রকাশ কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী সংখ্যা পাইবার পরই [illegible] শ্রীনদীয়াপ্রকাশ অফিসে পত্রদ্বারা জানান নতুবা তাহা পরে আর পাওয়া যাইবে না।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র পরতত্ত্বের নিকট জগতে আমরা সকলেই কৃপা প্রার্থনা করি। পরতত্ত্ব অনন্ত্য কৃষ্ণ এবং অপ্রাকৃতবিলাসবিশিষ্ট, এই [illegible]

[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:০:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৶০	।৶০	।০
		১॥০	১॥০	১৲
সিকি কলম		৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধ কলম		৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে পৃষ্ঠা টাকা	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৮৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	২৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনগণের গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব অভি-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

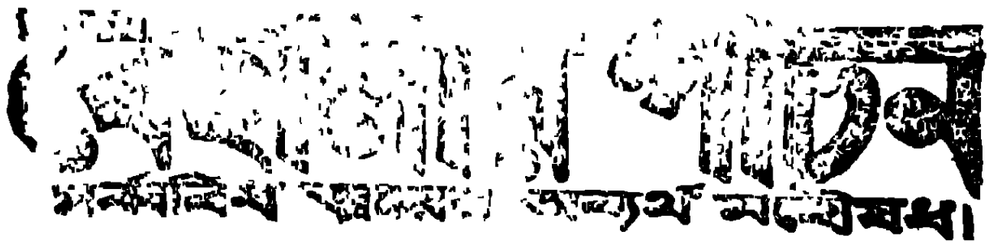

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণবায় মমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অত্যন্ত অধিক। নিত্যই প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ॥৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৲০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

৩০ হাজার ফুট উঁচু হইতে লম্ফ প্রদান

ডেলী টেলিগ্রাফের সিকাগোস্থিত সংবাদদাতার সংবাদে প্রকাশ, প্যারাশুট-যোগে উল্লম্ফন সম্পর্কীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য আর্থার ষ্টার্নস নামক জনৈক মার্কিণ বৈমানিক ৩০ হাজার ফুট উচ্চে উড্ডীয়মান একটা "উড়ন্ত দুর্গ" শ্রেণীর বিমান হইতে নীচে লাফ দেয়। প্রায় ২৮,৫০০ ফিট বা পাঁচ মাইলেরও অধিক পথ্যন্ত পড়িবার পর তবেই সে তাহার প্যারাশুট খোলে।

পতনকালে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস ও হৃৎস্পন্দনের দ্রুততা নির্ণয় করিবার জন্য ষ্টার্নসের দেহে উপযুক্ত পরিমাপক যন্ত্র বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বিদ্যুতের দ্বারা তাহার পোষাক গরম রাখিবার ব্যবস্থা ছিল এবং মুখে সে অক্সিজেন-ভরা মুখোস ব্যবহার করিয়াছিল। টুপিতে আঁটা একটি দ্বিমুখী রেডিয়ো যন্ত্রের সাহায্যে সে মাটিতে অবস্থিত পর্য্যবেক্ষকদের সহিত সংবাদ আদান প্রদানেও সমর্থ হইয়াছিল। উপর হইতে নীচে নামিতে আট মিনিটেরও কম সময় লাগে। ঘণ্টায় সে ১৮০ মাইল দ্রুত পড়িতে থাকে। মাটিতে অবতরণ করিবার পর সে বলে যে, নীচে পড়িবার সময় তাহার কোনও কষ্টবোধ হয় নাই।

আমেরিকার নিমজ্জিত জাহাজগুলির নাম

সম্প্রতি রুবেন জেম্‌স্ নামক মার্কিণ ডেষ্ট্রয়ার শ্রেণীর যুদ্ধ জাহাজটি জার্ম্মাণ সাবমেরিণ আক্রমণের ফলে নিমজ্জিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ৪ঠা সেপ্টেম্বরে গ্রীয়ার ও ১৭ই অক্টোবরে কিয়র্নি নামক আর দুইটী যুদ্ধ জাহাজও আক্রান্ত হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত ৯টি মার্কিণ সওদাগরি জাহাজ শত্রু আক্রমণের ফলে নিমজ্জিত হইয়াছে।

"চার্লস গ্রাট" নামক জাহাজটি ১৯৪০ সালের ২৮শে ডিসেম্বর ২২ জন মার্কিণ প্রজা সহ জলমগ্ন হয়।

"রবিন মুর" ১৯৪১ সালের ২১শে মে তারিখে জলমগ্ন হয়।

"ষ্টিল সী-ফেয়ারার" ৫ই সেপ্টেম্বর সুয়েজখালে বোমা বর্ষণের ফলে নিমজ্জিত হয়।

ইহা ছাড়া "মোণ্টানা" ১১ই সেপ্টেম্বর, "পিঙ্ক ষ্টার" ১৯শে সেপ্টেম্বর, "আই সি হোয়াইট" ২৭শে সেপ্টেম্বর, "বোল্ড ভেন্চার" ১৬ই অক্টোবর এবং "সে হাই" নামক জাহাজটি ১৯শে অক্টোবর শত্রু আক্রমণে জলমগ্ন হইয়াছে।

রাশিয়ায় প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণ

পূর্ব্ব রাশিয়ার অন্তর্গত কাজানের নূতন বেতারঘাঁটি হইতে গত ১লা নভেম্বর ঘোষণা করা হইয়াছে যে, কাজান ও মারীস জেলা দুইটিতে বর্ত্তমানে বিপুল পরিমাণে ট্যাঙ্ক, বিমানপোত, কামান, ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী কামান, মোসন গান ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মিত হইতেছে। প্রত্যেকটি কারখানাতে পুরাদমে কাজ চলিতেছে। ঘোষণাকারী আরও বলেন, আমাদের প্রিয় মস্কো আজ বিপন্ন। সুতরাং স্ত্রী পুরুষ প্রত্যেক কর্ম্মীর নিকট আমাদের আবেদন এই যে, শত্রুকে ব্যর্থকাম করিবার জন্য যেন আমরা চেষ্টার কোনও ত্রুটি না করি। সোভিয়েট ও ষ্ট্যালিন দীর্ঘজীবী হউক। অন্যান্য যাহারা দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়িতেছে, তাহারা দীর্ঘজীবী হউক।

নাৎসীদের অস্ত্র-নির্ম্মাণ প্রচেষ্টা

ডেনমার্ক, ফরাসী তাঁবেদার এবং কারখানা মালিকদের সহায়তায় হিটলার আগামী শীতকালে ইউরোপের সর্ব্বত্র বিপুল পরিমাণে যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছে। বর্ত্তমানে রিবেনট্রপ এই পরিকল্পনাটি লইয়া ব্যস্ত আছেন। অধিকৃত ফ্রান্স, হলাণ্ড, বেলজিয়াম, নরওয়ে, এমন কি পোল্যাণ্ডেও জার্ম্মাণী যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতেছে। খোদ জার্ম্মাণীতে উৎপন্ন অস্ত্রাদি তো আছেই।

এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য দুইটি। প্রথমতঃ পূর্ব্ব সমরে জার্ম্মাণীকে যে বিপুল পরিমাণ রণ-সম্ভার হারাইতে হইয়াছে, সেই ক্ষতি পূর্ণ করা ও দ্বিতীয়তঃ অস্ত্রনির্ম্মাণ কারখানাগুলিকে এমনভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া রাখা, যাহাতে রাজকীয় বিমান বাহিনীর পক্ষে এগুলিকে আক্রমণ করা কঠিনতর হইয়া উঠে।

ভারতে শণের দড়ি

ভারতবর্ষের বর্ত্তমানে যে পরিমাণ শণের দড়ি প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতে আশা হয়, এখন হইতে আর বিদেশ হইতে এই প্রকার দড়ি আমদানী করার প্রয়োজন হইবে না। এতদিন শণের দড়ির অধিকাংশই ব্রিটেন হইতে আমদানী করা হইত।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমদীগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীমদ্ভক্তিকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সত্যন্ত কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল' নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে।

ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

১৬শ বর্ষ | ২৩ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১১ই অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৭শে নভেম্বর, ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার | ২১২তম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিকাশিনী-টীকা ও আস্বাদন-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যান্বেষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ কেশব, ভূতাদি কারণে দশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

সরলতা ও কপটতা

—:::[*]:::—

'সরলতা'-শব্দে নিষ্কপটতা, কৈতব বা কপটশূন্যতা বুঝায়। 'কৈতব'-শব্দের ব্যাখ্যা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এইরূপ করিয়াছেন,—

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে 'কৈতব'।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা-আদি এইসব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞানতমো-ধর্ম্ম॥
(চৈঃ চঃ আদি ১।৯০,৯২,৯৪)

অর্থাৎ অন্তরে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষবাঞ্ছা থাকার নাম অজ্ঞানতমঃ বা কৈতব। এই কৈতব বা কপট না থাকার নাম নিষ্কপটতা বা সরলতা। সরলতা কৃষ্ণভক্তিলাভের সহায়ক, আর কপট কৃষ্ণভক্তিলাভের বাধক।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥

ভগবান্ অনন্তদেব যাঁহাদের প্রতি কৃপা করেন, যদি তাঁহারা কপট-রহিত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হন, তাহা হইলে সে-ই ভক্তরা অলৌকিক মায়া-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন। শরণাগত ভক্তের ঐসকল কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য দেহে "আমি ও আমার" বলিয়া অভিমান থাকে না।

যাঁহারা মায়ামোহ, অজ্ঞানতম বা উপরি-উক্ত ধর্ম্ম অর্থ-কাম মোক্ষবাঞ্ছা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক—অধম বা অনিত্যবস্তুসমূহ লাভের চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া পরমধন অর্থাৎ নিত্যবস্তু কৃষ্ণপাদপদ্ম, শুদ্ধভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেম-ধনে ধনী হইতে চান, তাঁহাদের এই সরলতা-গুণটি থাকা একান্ত প্রয়োজন, নতুবা কৃষ্ণভক্তি লাভ করা যাইবে না। উপরি-উক্ত মহাজন-বাণী হইতে আমরা এই উপদেশটি প্রাপ্ত হই।

আমরা অনেকেই গৌড়ীয়-মিশনে, শ্রীচৈতন্যমঠে বা শ্রীগৌড়ীয়মঠে বহুকাল অবস্থান করিয়াও বহুকাল শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সঙ্গ, তাঁহাদের সেবা ও হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজন করিয়াও আমাদের আচার-ব্যবহার, কার্য্য-কলাপ, কথাবার্ত্তা, চিন্তাধারা প্রভৃতিতে শুদ্ধভক্তি-যাজনের লক্ষণ প্রদর্শন করিতে পারি না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়—সরলতার অভাব অর্থাৎ কপটই ইহার কারণ।

'কৃষ্ণ, তোমার হও',—যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তা'রে করে পার॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৩৩)

ইহার 'অমৃতপ্রবাহভাষ্যে', শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিতেছেন,—"যাহারা প্রত্যহ কেবল মুখে অভ্যাস-ক্রমে 'কৃষ্ণ, আমি তোমার'—এই কথা বারংবার বলিয়া থাকে, তাহাদের কথা সহৃদয় (সরল) নয়, কিন্তু যিনি একবারও সহৃদয়ে (কায়মনোবাক্যে) 'হে কৃষ্ণ, আমি তোমার দাস'—এই কথা বলেন, তাঁহাকে কৃষ্ণ মায়াবন্ধ হইতে পার করেন।"

কৃষ্ণ যদি দুই ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন, রাখেন লুকাইয়া॥
(চৈঃ চঃ আদি ৮।৮)

অর্থাৎ ভক্তগণ যদি ভুক্তি-মুক্তি আশা করেন, কৃষ্ণ শুদ্ধভক্তিতত্ত্বকে লুকায়িত রাখিয়া তাঁহাদিগকে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া অবসর-লাভ করেন।

কপট ও অসরলতা এক জিনিষ নহে। কপট থাকিলে কৃষ্ণ দয়া করেন না, কিন্তু কপট যদি না থাকে, শুধু অসরলতা থাকে, তাহা হইলেও কৃষ্ণ-কৃপা লাভ করা যায়,—

কৃষ্ণ কহে—আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ।
অমৃত ছাড়ি' বিষয় মাগে,—এই বড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব?
স্বচরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৩৮-৩৯)

কৃষ্ণ কহিতেছেন, কোন ব্যক্তি আমার ভজন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে আমার নিকট হইতে বিষয় সুখ প্রার্থনা করিলে বুঝিতে হইবে, সেই ব্যক্তি মূর্খ। কেন না, সে আমার ভজনরূপ অমৃত ছাড়িয়া বিষয়-ভোগ-রূপ বিষ প্রার্থনা করিতেছে। আমি বিজ্ঞ, সুতরাং সেই অজ্ঞ ব্যক্তিকে বিষয় সুখ দিব না, আমার পাদপদ্ম বা চরণামৃত দিয়া তাহার বিষয় সুখের কথা ভুলাইয়া দিব।

সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের এই স্বয়ং শিক্ষা আলোচনা করিলে, ইহাই স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, কাহারও অন্তরে যদি স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন কোনপ্রকার ইন্দ্রিয় সুখ বাঞ্ছা থাকে, আর সে বাহিরে কেবল মুখে কৃষ্ণের কৃপা চায়, বা অঙ্গ-ভঙ্গীর দ্বারা ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজনের অভিনয় করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সে ব্যক্তি কপটী। কৃষ্ণ তাহাকে "যাদৃশস্য তাদৃশী"—এই বাক্যের মর্ম্মানুসারে তাহার অন্তরের প্রার্থিত বস্তু ভুক্তি মুক্তি তাহাকে দিয়া দেন, কিন্তু অন্তরে যে প্রেমভক্তি চায় না বলিয়া তাহাকে প্রেমভক্তি দেন না, তাহা লুকাইয়া রাখেন। আর যে ব্যক্তি মুখে ও অন্তরে 'হে কৃষ্ণ, আমি তোমার', "আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার, কি কাজ অপর ধনে", "আপনার জনে করিয়া এখন শ্রীচরণে দেহ স্থান'—একবার মাত্রও এইরূপ বলিয়া থাকে, তাহার মায়াবন্ধ ছুট হইয়া যায়—কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ হয়।

প্রকৃত মঙ্গল কি, অমঙ্গল কি, ভাল কি, মন্দ কি, লাভ কি, ক্ষতি কি,—এ সব বিষয় সদ্গুরু বা প্রকৃত সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া জানিবার সৌভাগ্য বা সুযোগ যাহার ঘটে নাই, যে ব্যক্তি জড়বিদ্যা-শিক্ষার ফলে বা সেবাবিমুখ সাধারণ লোকের সঙ্গ ক্রমে বিষয়সুখ বা এই জগতের সুখ-সম্পদকেই একমাত্র মঙ্গল, ভাল বা প্রয়োজনীয় বস্তু বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছে, আর কৃষ্ণ-কৃপায় ইহা পাওয়া যায়—ইহাও জানে, সেই ব্যক্তি এরূপ অজ্ঞতা-বশতঃ কৃষ্ণের নিকট নিজের সুখ-ভোগ চাহিলেও কৃষ্ণ তাহাকে তাহা না দিয়া, তাঁহার পাদপদ্ম সেবা-সুখ প্রদান করেন। সেই অজ্ঞ ব্যক্তি তখন মোহ-মুক্ত হইয়া নিজের ইন্দ্রিয় সুখের কথা ভুলিয়া যায়—'পূর্ব্ব-ইতিহাস, ভুলিনু সকল, সেবা-সুখ পেয়ে মনে।" এই কথা হৃদয় হইতে বলিতে পারে।

মায়াবদ্ধ সেবাবিমুখ জীবগণের স্বভাবই এই যে, ইহারা কেহ ভুক্তি, কেহ মুক্তি, কেহ বা সিদ্ধি সুখ কামনা করে। ধর্ম্ম অর্থ-কামরূপ ভুক্তি যাহারা চায়, তাহারা স্পষ্ট সুখকামী, আর

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে

মোক্ষসিদ্ধি যাহারা চায়, তাহারা প্রচ্ছন্ন সুখকামী। স্পষ্ট-সুখকামী অপেক্ষা এই প্রচ্ছন্ন সুখকামীর পরিণাম অধিক ভয়াবহ। ধর্ম্ম-অর্থ কাম, লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা, মুক্তিসিদ্ধি—সমস্তই আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তিমূলক বলিয়া অজ্ঞানতম, কৈতব বা কপটনামে অভিহিত। এই কৈতব বা কপট যাহার ভিতরে আছে, তাহাকে কপট বলে, আর এরূপ কপট যাহার ভিতরে নাই অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্তরে-বাহিরে বিন্দুমাত্র নিজের ইন্দ্রিয়সুখ চায় না, তাহাকেই সরল বলে। এই প্রকার ব্যক্তিই কৃষ্ণ দিপদ্ম আশ্রয় ও কৃষ্ণভজন করার অধিকারী। 'সর্ব্বাত্মনাশ্রিত-পদো যদি নির্ব্বাপীকম্', 'আশ্রয় লইয়া ভজে তা'রে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ' 'সরল হ'লে গোরার শয্যা বুঝিয়া লইবে'—এই সব শাস্ত্র মহাজনবাণীই ইহার প্রমাণ।

আমরা সেবাবিমুখ, অপরাধী জীব, তাই আমাদের মধ্যে ন্যূনাধিক আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিবাঞ্ছা আছে, সুতরাং আমরা কপটী। এইজন্যই সদ্গুরু, বৈষ্ণবাচার্য্য বা তদনুগ বিমল বৈষ্ণবগণের সঙ্গলাভ তাঁহাদের সেবা, তাঁহাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজন করিয়াও অন্তর-বাহির একরূপ দেখাইতে পারি না—বাক্য ও আচরণ এক করিতে পারি না—শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের আত্মমঙ্গলময়ী শিক্ষা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হই—কেবল বাহিরে শরীর ও বাক্যদ্বারা তাঁহাদের আনুগত্য, দণ্ডবৎ-প্রণাম, স্তব-স্তুতি, কৃপাপ্রার্থনা—সমস্তই করিয়া থাকি, কিন্তু আন্তরিক ইচ্ছা ও শ্রদ্ধার সহিত করি না বলিয়া নিজ নিজ আচার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা বা চিন্তাধারায় তাহা প্রদর্শন করিতে পারি না, কাজেই আমাদের এইসকল কার্য্য কেবল যাত্রার দলের নারদ সাজার মত হইয়া যায়।

আমরা অজ্ঞ নহি, অজ্ঞ হইলে শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা-লব্ধ সেবা সুখ পাইয়া নিজের ইন্দ্রিয়-সুখের কথা ভুলিয়া যাইতাম। প্রকৃত মঙ্গল কি, অমঙ্গল কি, অমৃত কি, বিষ কি, ভাল কি, মন্দ কি,—তাহা শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ অহৈতুক কৃপাগুণে তাঁহাদের উপদেশ ও আচরণে সর্ব্বক্ষণ আমাদিগকে জানাইতেছেন ও বুঝাইতেছেন, কিন্তু আমরা নিজ নিজ সুখ সুবিধা আরাম ছাড়িব না প্রতিজ্ঞা করায় জানিয়া শুনিয়া—বুঝিয়াও শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের উপদিষ্ট শুদ্ধভক্তি—প্রকৃত মঙ্গল গ্রহণ করিতে চাই না, যে কোন প্রকারে নিজের সুখ-সুবিধা আরামকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চাই। অতএব আমরা অজ্ঞমাত্র নাই, পরন্তু অত্যন্ত কপটী।

অনেক সময় আমরা সরলতার দোহাই দিয়া নিজের ভক্তির বিরুদ্ধ আচরণ, দোষ-ভুল ত্রুটি শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের নিকট জানাইয়া তাঁহাদের কৃপাপ্রার্থনা করি—শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ জিজ্ঞাসা করিলে কোন কথা গোপন না রাখিয়া নিজের সমস্ত অপরাধ, দোষ ত্রুটির কথা তাঁহাদের নিকট স্বীকার করিয়া ফেলি, কিন্তু শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ কৃপাপূর্ব্বক তাহা শোধনের জন্য যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহা জীবনে পালন করিতে যত্ন করি না; সুতরাং ইহা আমাদের সরলতার পরিচয় নহে,—সরলতার ছলে প্রচ্ছন্ন কপট মাত্র।

এই প্রকার কপট হইতেই দেহাত্মবোধ, জড়াভিনিবেশ, আত্মম্ভরিতা প্রভৃতি অনর্থ প্রবল হইয়া অন্তরে শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের প্রতি মর্ত্ত্যবুদ্ধি, অশ্রদ্ধা-অবজ্ঞার ভাব জন্মাইয়া দেয়। তৎফলে ক্রমে দুরন্ত বৈষ্ণব-অপরাধ, গুর্ব্বপরাধ, নাম-অপরাধ, ধাম অপরাধ সংঘটিত হইয়া থাকে। এই হেতু ১৫, ২০, ২৫ বৎসর কেন, কোটিজন্ম গুরু-গৃহে বাস, মঠবাস, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবা, হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তন ভৃতি ভক্ত্যঙ্গযাজনের অভিনয় করিয়াও পরিণামে আমরা হয় ভোগী, না হয় ফল্গুত্যাগী হইয়া পড়ি। কিন্তু একমাত্র সরল ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া শুদ্ধভক্তি, সেবামৃত, প্রেমামৃত, ভজনামৃত পানের সৌভাগ্য লাভ করেন, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা হইতে তাঁহার কখনও বিচ্যুতি ঘটে না।

"আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।"

সংসারাসক্তির পরিণাম

——::(*)::——

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

—(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১।২০২)

অর্থাৎ কৃষ্ণ হইতে চেতন জীব জগৎ ও অচেতন জড়জগৎ উদ্ভূত হয় বলিয়া কৃষ্ণই সমগ্র বিশ্বের একমাত্র জনক। কৃতজ্ঞ পুত্রের যেরূপ পিতার আনুগত্য ও পূজনই ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য-কর্ম্ম, তদ্রূপ প্রত্যেক জীবের, বিশেষতঃ মানবের কৃষ্ণপাদপদ্মকেই সর্ব্ববিশ্বের মূল-জনক অর্থাৎ আকর চেতন জানিয়া তাঁহাকে নিত্যকাল আনুগত্যের সহিত ভজন করা কর্ত্তব্য। যে সকল অকৃতজ্ঞ পুত্র-স্থানীয় জীব সেই কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি-রহিত, তাহারা জন্ম-জন্ম আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিতাপযাতনা ভোগ করে। এই পিতৃদ্রোহী পাতকী জীব আপন পিতা কৃষ্ণের ভজন অর্থাৎ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কার্য্য না করিয়া এই সংসারে কেবল আহার-নিদ্রা ভয়-মৈথুনাদি নিজ-নিজ ইন্দ্রিয়-সুখকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে পরিণামে কিরূপ অবস্থা লাভ করে, তদ্বিষয় ভগবান্ কপিলদেব (শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ ৩০শ অধ্যায়) জননী দেবহূতিকে এইরূপ জানাইয়াছেন,—

"মনুষ্য সুখের নিমিত্ত অতিশয় ক্লেশ স্বীকার করিয়াও যে যে প্রয়োজনীয় বস্তু উপার্জ্জন করে, শক্তিমান্ কাল সে সমুদয়ই বিনষ্ট করিয়া থাকে। দুর্ম্মতি জীব মোহবশতঃ কলত্রাদি-সমন্বিত অনিত্য দেহ-গেহ-ক্ষেত্র-বিত্তকে নিত্য বলিয়া মনে করে, সুতরাং ঐ সকল বস্তু নষ্ট হইলে, উহারা শোকে নিমগ্ন হয়। জন্তুসকল এই সংসারে যে যে যোনি পরিভ্রমণ করে, সেই সেই যোনিতেই সন্তোষ লাভ করিয়া থাকে, সুতরাং কিছুতেই বিরক্ত হইতে পারে না। দৈবী মায়া-বিমোহিত পুরুষ নরকযোনি লাভ করিয়াও নরক-যোগ্য আহারাদিতে সন্তুষ্ট থাকিয়া নারকী শরীর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। ঐ ব্যক্তি দেহ, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, পশু, ধন, বন্ধু প্রভৃতিতে নানা মনোরথ বন্ধন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। কুটুম্ব-দিগের পোষণবিস্তার-দুরাশায় সেই মূঢ় ব্যক্তির আপাদ মস্তক নিরন্তর দগ্ধীভূত হইতে থাকে, সুতরাং সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়।

ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি কাপট্য-ধর্ম্মবহুল সুখ-দুঃখ প্রধান গৃহে নিরলস হইয়া কলভাষ শিশু-গণের আধ-আধ আলাপে ও অসতী স্ত্রীগণের নির্জ্জনবিরচিত সম্ভোগাদিরূপ মায়ার দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত অভিভূত হইয়া থাকে, আর নিরন্তর দুঃখপ্রতিকারের যত্ন-করতঃ উহাকেই সুখ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। ঐ ব্যক্তি যাহাদিগের পোষণে অধোগতি হয়, গুরুতর হিংসার দ্বারা নানাস্থান হইতে অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক সেই পরিবার-বর্গকেই পোষণ করিয়া থাকে এবং স্বয়ং তাহাদিগের ভোজনাবশেষ যাহা পায়, তাহাই আহার করিয়া জীবনধারণ করিয়া থাকে। এইরূপে যখন সে জীবিকা-রহিত হইয়া পড়ে, তখন সে অন্য জীবিকা অবলম্বনের জন্য বারংবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইলে লোভে অভিভূত হইয়া পরের ধনে স্পৃহা করে। মূঢ়বুদ্ধি হতভাগ্য পুরুষ বারংবার যত্ন করিয়াও যখন কুটুম্ব-ভরণে অশক্ত হয়, তখন হতশ্রী ও দুঃখিত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে।

এইরূপে যখন সেই গৃহব্রত ব্যক্তি তাহার স্ত্রী পুত্রাদির-ভরণ-পোষণে অসমর্থ হইয়া পড়ে, তখন নির্দ্দয় কৃষকেরা বৃদ্ধ বলীবর্দ্দকে যেরূপ অযত্ন করে, সেইরূপ তাহার পুত্র-কলত্রাদি ঐ গৃহব্রত ব্যক্তিকে আর পূর্ব্বের ন্যায় আদর করে না, কিন্তু তাহাতেও তাহার সংসারের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হয় না, জরাগ্রস্ত, বিরূপাকৃতি ও মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া সেই গৃহব্রত ব্যক্তি সেই গৃহেই বাস করে এবং পূর্ব্বে যে পুত্র-কলত্রাদিকে স্বয়ং প্রতিপালন করিয়াছিল, তাহারা অবজ্ঞা করিয়া তাহাকে বৎসামান্য যে কিছু খাদ্যদ্রব্য প্রদান করে, সেই ব্যক্তি গৃহপালিত কুক্কুরের ন্যায় তাহাই ভক্ষণ করিয়া থাকে। তখন সে রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে; সুতরাং তাহার জঠরাগ্নির আর তাদৃশ বল থাকে না, তাহার আহারও অল্প হইয়া আসে; সে পরিশ্রমে অশক্ত হইয়া গৃহেই অবস্থান করিতে থাকে। তখন দেহস্থ বায়ুর ঊর্দ্ধগতি-নিবন্ধন বায়ুর গমনাগমন-মার্গরূপ নাড়ীসমূহ কফদ্বারা রুদ্ধ হইয়া যায়; সুতরাং বায়ুর টানে তাহার চক্ষু বাহির হইয়া পড়ে, তাহাতে কাশ কিম্বা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় তাহার অত্যন্ত কষ্ট এবং কণ্ঠদেশে 'ঘুর-ঘুর' শব্দ হইতে থাকে।

ক্রমে ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করে। তখন আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবেরা তাহার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া শোক করিতে আরম্ভ করে এবং বারংবার তাহাকে নানাকথা জিজ্ঞাসা করিতে থাকে, কিন্তু সে কাল-পাশের বশবর্ত্তী হইয়া ঐ বন্ধুগণের কোন প্রশ্নেরই উত্তর প্রদান করিতে পারে না। কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতচিত্ত, অজিতেন্দ্রিয়, গৃহব্রত ব্যক্তি এরূপ অবস্থাতেও ক্রন্দনরত আত্মীয়-স্বজনের অতিশয় দুঃখ সন্দর্শন করিয়া ব্যাকুল হয় এবং অবশেষে নষ্টবুদ্ধি হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। তাহার মৃত্যুসময়ে সক্রোধনেত্র ভয়ঙ্কর যমদূতদ্বয় আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন ঐ ব্যক্তি উহাদিগকে দর্শন করিয়াই ভীত হইয়া পুনঃ পুনঃ মল-মূত্র পরিত্যাগ করিতে থাকে।

অনন্তর ঐ যমদূতদ্বয় ঐ গৃহব্রত ব্যক্তিকে স্থূল দেহ হইতে যাতনা-দেহে নিরুদ্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহার গলদেশে পাশ বন্ধন করে এবং যেরূপ রাজপুরুষেরা দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে পাশবদ্ধ করিয়া লইয়া যায়, যমরাজের কিঙ্করগণও সেইরূপ তাহাকে লইয়া দীর্ঘ-পথে প্রস্থান করিতে থাকে। তখন যমদূত-গণের তিরস্কার-বাক্যে ঐ পুরুষের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে এবং সর্ব্বশরীরে কম্প উপস্থিত হয়। পথিমধ্যে কুক্কুরসকল তাহাকে ভক্ষণ করিতে থাকে, তাহাতে ঐ ব্যক্তি যাতনায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া আপন পাপ স্মরণ করিতে করিতে চলিতে থাকে। যমদূতেরা তাহাকে যে পথ দিয়া লইয়া যায়, তাহা উত্তপ্ত বালুকাপরিপূর্ণ, তথায় কোন বিশ্রামস্থল বা পানীয়জল নাই। ঐ ব্যক্তি ক্ষুধায় প্রপীড়িত এবং সূর্য্য ও দাবানলদ্বারা সন্তপ্ত হইয়া চলিতে নিতান্ত অসমর্থ হইলেও যমদূতেরা তাহার পৃষ্ঠদেশে কশাঘাত করিতে থাকে, সুতরাং সে অতিকষ্টে চলিতে বাধ্য হয়। শ্রান্তিবশতঃ সেই ব্যক্তি যাইতে যাইতে পথিমধ্যে পদস্খলিত ও বারংবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, আবার চেতনতা লাভ করিয়া দুঃখবহুল অন্ধকারময় পথদ্বারা যমালয়ে নীত হয়।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

যে পথে যম-গৃহে যাইতে হয়, তাহার পরিমাণ নিয়ানব্বই সহস্র যোজন। যম-দূতেরা কোন কোন ব্যক্তিকে দুই মুহূর্ত্তের মধ্যে ঐ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করাইয়া থাকে। সেই পাপী ব্যক্তি যখন যমসদনে উপস্থিত হয়, তখন সে দেখিতে পায়, 'কোথাও জলন্ত অঙ্গারদ্বারা বেষ্টিত হইয়া পাপীরা দগ্ধ হইতেছে, কোথাও বা একে অপরের, আবার কোথাও বা আপনার মাংস আপনি কাটিয়া সেই মাংস ভোজন করিতেছে। যমদূতেরা থাকিতেই যমালয়স্থ কুক্কুর, গৃধ্র প্রভৃতি জন্তুগণ তাহাদের নাড়ীসকল টানিয়া বাহির করিতেছে, কেহ বা সর্প, বৃশ্চিক ও দংশক প্রভৃতি জন্তুগণের দংশনে অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করিতেছে, যমদূতেরা কাহারও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিতেছে, কাহাকেও পর্ব্বত-চূড়া হইতে নিক্ষেপ করিতেছে, কাহাকেও জল ও গর্ত্তের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতেছে।' এই সকল যাতনা সে-ও পায়। কারও থাকে। অন্ধতামিস্র, রৌরব প্রভৃতি যতপ্রকার নরক-যন্ত্রণা পরস্পরের অসংসর্গ জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে, ঐ মৃত ব্যক্তি পুরুষই হউক, আর নারীই হউক, সেই সকল যাতনা ভোগ করিতে হয়।

এই স্থানেই নরক, এই স্থানেই যম—পণ্ডিতগণ ইহাই কহিয়া থাকেন। কে যে সকল যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহা এই জগতেও দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রী-পোষণেই নিযুক্ত থাকুক, বা স্বীয় গৃহ-ভবণেই ব্যস্ত থাকুক, পাপীদিগকে মরণের পর এই কুটুম্ব এবং স্বীয় দেহ—উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া স্বীয়কৃত ঐ সকল কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়। প্রাণিহিংসা-দ্বারা পরিপুষ্ট দেহ এবং সঞ্চিত ধন—এই উভয়কেই জগতে রাখিয়া পাপীরা পাপরূপ পাথেয় লয়া ঐ সকল নরক-ভোগের পর কুক্কুর-সূকরাদি যোনিতে যতপ্রকার যাতনা আছে, পুনঃ সেই সকল যাতনা ভোগ করিয়া পাপের দ্বারা ক্ষীণপাপ হইলে আবার মনুষ্য হইয়া এই নরলোকে আগমন করে।"

ঐ গৃহব্রত বা সংসারাসক্ত ব্যক্তি পুনরায় মানবকে আগমনকালে জননী-জঠরে গর্ভ-যন্ত্রণা নানাপ্রকার দুঃসহ যাতনা এবং জন্মের পর বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর এবং কোন-সময়ও ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য নানাপ্রকার কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। এতদ্‌সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এইরূপ গাহিয়াছেন,—

মায়া তোমারে, সংসারে আসিয়া
পেয়ে নানাবিধ ব্যথা।
বিধির চরণে আসিয়াছি আমি,
বলিব দুঃখের কথা॥
যবে জঠরে ছিলাম যখন
বিষম বন্ধন-পাশে।
একবার প্রভু, দেখা দিয়া মোরে
বঞ্চিলে এ দীন দাসে॥
তখন ভাবিনু, জনম পাইয়া
করিব ভজন তব।
জনম হইল, পড়ি মায়াজালে
না হইল জ্ঞান-লব॥
আদরের ছেলে, স্বজনের কোলে
হাসিয়া কাটানু কাল।
জনক-জননী- স্নেহেতে ভুলিয়া
সংসার লাগিল ভাল॥
ক্রমে দিন দিন বালক হইয়া
খেলিনু বালক সহ।
আর কিছুদিনে জ্ঞান উপজিল,
পাঠ পড়ি' অহরহঃ॥
বিদ্যার গৌরবে ভ্রমি' দেশে দেশে
ধন উপার্জ্জন করি'।
স্বজন-পালন করি' এক মনে
ভুলিনু তোমারে হরি॥
বার্দ্ধক্যে এখন ভকতিবিনোদ
কাঁদিয়া কাতর অতি।
না ভজিয়া তোরে দিন বৃথা গেল,
এখন কি হ'বে গতি॥

গুরু-পাদুকা

হরিভক্তি যদি গুরুসেবাময়ী না হয়, তাহা হইলে তাহা হরিভক্তিই নহে। শিষ্য সরল ও আর্দ্রহৃদয়ে কায়মনোবাক্যে, বুদ্ধি ও অর্থদ্বারা ভগবদ্‌বুদ্ধিতে সেবা করিয়া শ্রীগুরুদেবকে সন্তুষ্ট করতঃ তাঁহার নিকট কৃপাভিক্ষা করিবে। সর্ব্বদা শ্রীগুরুদেবের শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন, শ্রীঅঙ্গে চন্দন-লেপন গৃহ-মার্জ্জন ও শ্রীগুরুদেবের বস্ত্র-প্রক্ষালনাদি করিতে হয়। অনুক্ষণ শ্রীগুরুর প্রিয়-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কোথাও গমন করিতে হইবে না। গুরুর নিকটে বা গুরু-গৃহের দিকে কদাচ পাদপ্রসারণ করিতে হইবে না। গুরুর সম্মুখে জৃম্ভণ ও হাস্যাদি পরিত্যাগ করা উচিত। তাঁহার নিকট বস্ত্র-দ্বারা কণ্ঠ আচ্ছাদন এবং অঙ্গুলি প্রভৃতি স্ফুটন সর্ব্বদা বর্জ্জন করিবে। গুরু-পুত্র, গুরু-ভার্য্যা ও গুরুর বন্ধুর সহিত সর্ব্বদা গুরুবৎ ব্যবহার করিবে। ভুলক্রমেও কখনও গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করিবে না। সর্ব্বদা শ্রীগুরু-দেবের নামোচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহার জয়গান করিবে। পাষণ্ডগণের সভায় অথবা অভক্ত-সহকারে শ্রীগুরুদেবের নাম উচ্চারণ করিতে নাই। শিষ্য কেবল শ্রীগুরুদেবের নামোচ্চারণ করিবে না, কিন্তু নতশির ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া "ওঁ শ্রী অমুক বিষ্ণুপাদ"—এইভাবে শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত শ্রীগুরুদেবের নাম উচ্চারণ করিবে। শ্রীগুরুদেবের অনুমতি না পাইলে, শিষ্য নিজের জনকজননীকেও নমস্কার করিবে না, শ্রীগুরুকুলকে নিবেদন না করিয়া কোন দ্রব্য গ্রহণ করিবে না। শ্রীগুরুদেব আসিতেছেন দেখিয়া তাঁহার জন্য কিছুদূর অগ্রসর হইবে, শ্রীগুরুদেব গমন করিলে কিছুদূর তাঁহার পশ্চাদ্‌গমন করিবে। শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে আসনে বা শয্যায় বসিবে না। করুণা-ময় শ্রীগুরুকর্ত্তৃক তাড়িত ও পীড়িত হইলেও তাঁহার অপ্রিয় কার্য্য করিবে না এবং তাঁহার বাক্য অবহেলা বা তাঁহার অপ্রিয়-আচরণ করিবে না। যিনি সর্ব্বস্ব দিয়া গুরুর প্রিয় কার্য্য করিবেন, তিনিই পরমগতি লাভ করিবেন।

একমাত্র গুরুসেবার দ্বারাই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হইতে পারে; সেইজন্য গুরুসেবা ব্যতীত অন্য ভগবদ্ভজনের অপেক্ষা থাকে না। যিনি গুরু তিনিই হরি। শ্রীহরির জীবোদ্ধারের জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ, ভগবৎ-কৃপা-বস্তুটীই গুরু। গুরুর ন্যায় অধিক সেব্য আর কেহ নাই এবং তাঁহার সেবা অপেক্ষা আর কোন অধিক ধর্ম্মও নাই। যাঁহার নিষ্কপট গুরুসেবাবৃত্তি আছে, তিনিই হরিভজন করেন, তিনিই বৈষ্ণব, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নিষ্কপট গুরুসেবক বাহ্যে যতই সাময়িক অনর্থযুক্তরূপে প্রতিভাত হউন না কেন, তাঁহার মঙ্গল সুনিশ্চিত। আকস্মিক পতনেও শ্রীগুরু তাঁহাকে রক্ষা করেন। শ্রীগুরুদেবের কৃপা ও সেবাপ্রভাবে স্নিগ্ধ শিষ্য সমস্ত অনর্থের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া অনায়াসে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম লাভ করেন। গুরুতে যাহার মনুষ্য-বুদ্ধি আছে, তাহার মঙ্গল কোন কালেই হইবে না। সে সাধুগুরুর নিকট শ্রবণের অভিনয় করিয়া সাময়িক পবিত্র হইলেও তাহার শ্রবণ হস্তিস্নানের ন্যায় ব্যর্থ হইয়া যায়। যাঁহার গুরুসেবায় নিষ্কপটতা আছে, তাঁহার নিশ্চয়ই মঙ্গল লাভ করিবেন। গুরুসেবা ব্যতীত হরিসেবার আভাসও সম্ভব হইতে পারে না। ভাগ্য মন্দ হইলে দেবতাগণও সাধকের গুরুর প্রতি ভক্তি বা সেবাবৃত্তি অনেক সময় মন্দীভূত করিয়া দেন।

যে নিষ্কপট, শ্রীগুরুদেব তাহাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন। নিষ্কপটকে কেহ বিচলিত করিতে পারে না। নিষ্কপট একনিষ্ঠ। যাহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবে মর্ত্যবুদ্ধি করে, তাহাদের শ্রীগুরু-দেবের পাদুকাদিতে পূজ্যবুদ্ধি নাই। সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীগুরুদেব যে চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার করেন, তাহা শিষ্যমাত্রেরই শিরোদেশের একমাত্র শ্রেষ্ঠ ভূষণস্বরূপ। শ্রীহরিভক্তি-বিলাস বলেন,—

নাস্য নির্ম্মাল্যশয়নং পাদুকোপানহাবপি।
আক্রামেদাসনং ছায়ামাসনীং বা কদাচন॥
গুরোর্বাক্যাসনং যানং পাদুকোপানহৌ তথা।
বস্ত্রচ্ছায়াং তথা শিষ্যো লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন॥

অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের নির্ম্মাল্য, শয্যা, কাষ্ঠপাদুকা, উপানৎ (চর্ম্মপাদুকা), আসন, ছায়া, ভোজনপাত্রাধার কদাচ লঙ্ঘন করিবে না। শিষ্য কদাচ শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা, আসন, বাহন, কাষ্ঠপাদুকা চর্ম্মপাদুকা, বসন ও ছায়া অতিক্রম করিবে না।

জগদ্‌গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১ম বিলাস ৫৭ শ্লোকের টীকায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন—'কাষ্ঠ ও চর্ম্মভেদে পাদুকা জানিতে হইবে। কোথাও 'উপানৎ'-শব্দে চর্ম্মপাদুকা নির্দ্দেশ করেন।'

শিষ্য নিজেকে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদত্রাণ-বাহী বলিয়া জানেন। এই শ্রীগুরুপাদুকাকে পুষ্প-চন্দনাদি-দ্বারা পূজা করা যাইবে। তবে শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ বলিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে বা শ্রীগুরুপাদুকায় শ্রীতুলসী অর্পিত হইবেন না, তুলসী অর্পণ করিলে মহা অপরাধ ও পাষণ্ড হইবে। শ্রীগুরুদেবের পাদুকা ও ভগবানের বামে ভগবৎ সিংহাসনে সংরক্ষণ করিয়া নিত্যপূজা-বিধি আছে। নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—'পীঠপূজায় শ্রীভগবানের বামদেশে শ্রীগুরুপাদুকা-পূজনই সঙ্গত। কারণ যে ভগবান্ ইহলোকে ব্যষ্টি-ভাবে ভক্তাবতারদেশে শ্রীগুরুরূপে বর্ত্তমান, তিনিই সমষ্টিরূপে নিজ বামদেশে সাক্ষাৎ অবতাররূপে শ্রীপাদুকাকারে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।'

প্রকৃত শিষ্য নিজে সতত গুর্ব্বানুগত্যে কৃষ্ণসেবায় রত, তাই তিনি কাহাকেও তাঁহার প্রভুর সেবায় নিযুক্ত দেখিতে পাইলে সুখী হন। গুরুসেবা ব্যতীত শিষ্যের কোনরূপ আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির বাঞ্ছা নাই। যেখানে ইহার বিপরীত আচরণ দেখা যায়, সেখানে প্রকৃত গুরুভক্তি নাই, জানিতে হইবে। শ্রীমন্মহা-প্রভুর নিত্যসঙ্গী শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের ৪।২৮।৩৪ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—"গুরোঃ সেবায়াং প্রবৃত্তঃ শিষ্যঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদীন্যপি ভোগান্ তদুত্থান্ প্রেমানন্দানপি গৃহান্ তদুচিত-বিবিক্তস্থল-মপি নৈবাপেক্ষত। শ্রীগুরুসেবৈব সুখেন সর্ব্বসাধ্যসিদ্ধ্যর্থমিত্যুপদেশো ব্যঞ্জিতঃ।" অর্থাৎ গুরুসেবায় প্রবৃত্ত শিষ্য গুরুসেবার জন্য নিজের ব্যক্তিগত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ আত্মপ্রসাদ বা তদুত্থ প্রেমানন্দ অর্থাৎ নির্জ্জন-ভজনানন্দ এমন কি, তদুচিত নির্জ্জনবাসা-দিকেও কখন অপেক্ষা করে না। শ্রীগুরু-সেবারূপ সুখের দ্বারাই সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

বিশেষ-দ্রষ্টব্য—শ্রীনদীয়াপ্রকাশ কার্য্যালয় গ্রাহকগণকে জানান যাইতেছে যে, কেহ শ্রীনদীয়াপ্রকাশ কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী সংখ্যা পাইবার পরই যেন তিনি শ্রীনদীয়াপ্রকাশ অফিসে পত্রদ্বারা জানান। নতুবা তাহা পরে আর পাওয়া যাইবে না।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:●:):-

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম ৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধ কলম ৮৲	৬৲		
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক
প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

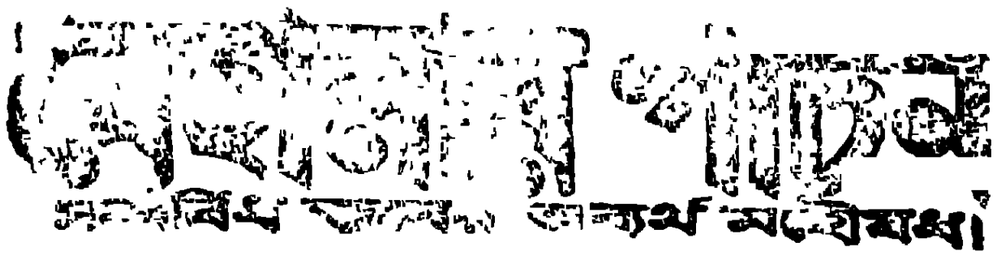

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

জনসভায় জার্ম্মাণীর মনোভাব

ব্রেম এবং ভস্ জাহাজ নির্ম্মাণ-কারখানার এক জনসভায় বক্তৃতা দিবার জন্য সম্প্রতি ডাঃ গোয়েবেলস্ হামবুর্গে আসিয়াছিলেন। তিনি সভায় দণ্ডায়মান হইয়া যেই বলিলেন, "আমাদের নেতা হিটলার এই সভায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না বলিয়া আমি অন্তরে দুঃখিত", অমনি ভীড়ের মধ্য হইতে কয়েকজন চীৎকার করিয়া উঠিল, "আমরা নেতাকে চাই না, আমরা রুটী (খাবার) চাই।"

বার্লিনের যুদ্ধাস্ত্রনির্ম্মাণ কারখানাগুলিতে ইচ্ছাকৃত ক্ষতিসাধনের এরূপ হিড়িক লাগিয়াছে যে, এই সকল কারখানার অপরাধী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ বন্দী-শিবির খোলা হইয়াছে। এই সকল বন্দী-শিবিরে শ্রমিক বন্দীদের সকলকেই খাটিতে হয়।

পাট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রচেষ্টা

ভোলা সাইক্লোন রিলিফ ফণ্ডে হুগলী ও হাওড়া জেলার জুট ক্রেণ্ডলেশন ও করাল রিকনষ্ট্রাকশন ষ্টাফ কর্ত্তৃক সর্ব্বমোট ৫০২৷৶০ (পাঁচ শত দুই টাকা সাত আনা) আদায় করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ৪৭৯৲ করাল রিকনষ্ট্রাকশন বিভাগের ডিরেক্টর এবং জুট রেগুলেশন বিভাগের চিফ্ কণ্ট্রোলার মহোদয়ের নিকট হইতে জমা দেওয়া হইয়াছে এবং বাকী টাকা আরও চাঁদা আদায় হইলে তাহার সহিত যোগ করিয়া পরে পাঠান হইবে। এই ফণ্ডে আরও চাঁদা আদায় হইবার সম্ভাবনা আছে। দুর্গত ভোলাবাসীদিগের দুঃখে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার জন্য এই বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের প্রশংসনীয় উদ্যম পরিলক্ষিত হইতেছে।

এই জেলায় জুট রেগুলেশন ও করাল রিকনষ্ট্রাকশন বিভাগের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। বর্ত্তমান এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অনুসারে পাটজাম নূতনভাবে রেকর্ড করাইবার জন্য দাখিল দরখাস্তসমূহের তদন্ত ও শুনানী হইতেছে এই আইনের দরুণ চাষীদের সমস্ত অভাব অভিযোগ অপসারিত হইয়াছে এবং এজন্য পাট চাষীরা গভর্ণমেণ্টকে অশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছে।

পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কে জোর প্রোপাগাণ্ডা চলিতেছে। এবং লোকে এ-সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইতেছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ

২৭শে নভেম্বর তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের শীতকালীন অধিবেশন আরম্ভ হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

কলিকাতায় বড়লাট

বড়দিনের সময় প্রতি বর্ষে মহামান্য বড়লাট বাহাদুর কলিকাতায় আসিয়া কিছুকাল অবস্থান করেন। এবারও সম্ভবতঃ বড়লাট বাহাদুর লর্ড লিন্‌লিথগো ঐ সময় সেখানে আসিয়া "বেলভেডিয়ার" ভবনে অবস্থান করিবেন। যুদ্ধের জন্য এবার উক্ত বড়লাট বাড়ীতে 'বলনাচ' হইবে না—সেখানে গার্ডেন্‌পার্টি বা উদ্যান সম্মিলন হইবে।

গো-মহিষাদির বাজার দর

গত ১লা নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সময়ে গৃহপালিত পশুর কলিকাতা বাজার দর :—

আলোচ্য সপ্তাহে ১৭৮টি দুগ্ধবতী গাভী কলিকাতায় আমদানী করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ১১৬টি পাঞ্জাব হইতে ও অবশিষ্টগুলি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনা হইয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে ১৪৪টি মহিষ পাঞ্জাব হইতে ও ২৩২টি মহিষ অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে। দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষের মূল্য প্রত্যেকটি যথাক্রমে ৮৫৲—১২৫৲ ও ১০৫৲—১৬০৲ টাকা। গাভীর দুগ্ধের পরিমাণ প্রতিদিন ৵৬ ছয় সের হইতে ৵৮ সের এবং মহিষের দুগ্ধের পরিমাণ ৵৮ সের হইতে ৷৷০ বার সের।

ডাঃ আর সি, মজুমদারের কার্য্যকাল ৬ মাস বৃদ্ধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় চ্যান্সেলার (বাঙ্গালার লাট বাহাদুর) বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অনুরোধ-ক্রমে বর্ত্তমান ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ আর, সি মজুমদারের কার্য্যকাল আগামী জুন মাস পর্য্যন্ত ছয়মাসের জন্য বর্দ্ধিত করিয়াছেন এবং আগামী জুলাই হইতে ডাঃ এম, হাসানের যথারীতিভাবে পাঁচ বৎসরের জন্য তাঁহার স্থলবর্ত্তী অর্থাৎ ভাইস চ্যান্সেলার নিযুক্ত করিয়াছেন।

ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট বিক্রয়ের পরিমাণ

গত সেপ্টেম্বর মাসে বাঙলা দেশে বিভিন্ন জেলায় যথাক্রমে ৫,২৫,১৪০৲ ১৪,২০৫।০ আনার 'ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট ও ষ্ট্যাম্প বিক্রীত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনবীনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভাস্ত কল্যাণকল্পতরু
=•=
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-
চিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু
গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত
ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়া
ছেন। ইহাতে চরম ও
পরম মঙ্গলের কথা আছে।
ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই
নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০
প্রাপ্তিস্থান -
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা
=•=
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত
এই গ্রন্থ বিকাশিনী-টীকা ও
আস্বাদন-ভাষ্যসহ প্রকাশিত
হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা
অতি সুন্দর। ইহা সত্যানু-
সন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই
নিত্যপাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ২৫ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৩ই অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৯শে নভেম্বর, ইং ১৯৪১, শনিবার | ১১৩-১৭তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ কেশব, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

—:•:(•):—

ব্রহ্মা, শিব, অগ্নি, ইন্দ্র, যম অথবা অন্য দেবগণ কেহই বৈষ্ণবগণকে নিগ্রহ করিতে সমর্থ নহেন। বৈষ্ণবগণ ব্যতীত সৃষ্ট প্রাণি-মাত্রেই দেবগণের ও যমের দণ্ড্য। শ্রীহরির গদাদ্বারা রক্ষিত ভক্তগণকে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও ন্যায়ান্যায়-বিচারের অধীন করিতে হইবে না। তাঁহারা আমাদের বা মহাকালেরও দণ্ড্য নহেন। বিষ্ণু ও বৈষ্ণব মায়াতীত বস্তু। মায়ার অন্তর্গত ব্রাহ্মণাদি পরিচয় ইঁহাদের পক্ষে গৌণ। কৃষ্ণদাস্য-পরিচয়ে মায়া থাকে না। কেহই নিজবলে মায়াতীত হইতে পারে না, কেবল বৈষ্ণবগণই ভক্তিবলে মায়াতীত ভগবানের সেবা করিতে সমর্থ। যাঁহারা নিষ্কপটচিত্তে ভগবানের আশ্রিত, ভগবান্ তাঁহাদিগকেই দয়া করিয়া অপ্রাকৃত বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করেন।

বৈষ্ণবগণের জন্ম ও কর্ম্মবন্ধন নাই। অগ্নি, সূর্য্য ও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈষ্ণব অধিক তেজস্বী। বৈষ্ণবগণ কর্ম্মফলভোগী মানব নহেন, তাঁহারা ভগবানের অবতার-বিশেষ। ভগবদিচ্ছাক্রমে ভগবানের অব-তারের ন্যায় তাঁহারা লোকমঙ্গলের জন্য আবির্ভূত হন। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥
জগতাং গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবো বয়ম্।
সর্ব্বত্র গুরবো ভক্তা বয়ঞ্চ গুরবো যথা॥

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ আমি সর্ব্বদা প্রচ্ছন্নবিগ্রহ হইয়া ভগবদ্ভক্ত-রূপে লোকসমূহকে রক্ষা করিয়া থাকি। বৈষ্ণবই জগতের গুরু, আমি বৈষ্ণবের গুরু। আমি যে প্রকার সকলের গুরু, ভক্ত-গণও তদ্রূপ সর্ব্বজনের গুরু।

বৈষ্ণব সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম আদর্শ। পাপী জীবের বৈষ্ণবে বিশ্বাস হয় না। নাস্তিকতাবশতঃ তাহারা বৈষ্ণব-দর্শনে বিমুখ হয়। ভগবদ্ভক্তি-সাধক গুণাতীত বস্তু কৃষ্ণ-কার্ষ্ণের সেবা করিতে করিতে সদ্বুদ্ধিক্রমে বৈষ্ণবতা লাভ করিয়া জড়ে স্পৃহা ও অভি-নিবেশ ত্যাগ করেন। সেবোন্মুখ জনগণ বৈষ্ণবের কৃপায় বৈষ্ণবকে চিনিতে পারিয়া ধন্য হন। শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম-স্পর্শাভিলাষিণী বুদ্ধি যাঁহার হইয়াছে, তিনি নিশ্চয়ই সংসাররূপ অনর্থের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। ঐকান্তিকী ভক্তি ব্যতীত শ্রীগুরুদেবের নিকট ভক্তিবিধায়িনী শিক্ষাদীক্ষাদি লাভ শিষ্যের ভাগ্যে ঘটে না। কৃষ্ণদাস্য কর্ম্মজাতীয় নহে। বৈষ্ণবতা দীন জনের একমাত্র সম্পত্তি। বৈষ্ণবের সম্পত্তি হরি। অহঙ্কার, প্রভুত্ব প্রভৃতি লইয়া অবৈষ্ণবই ব্যস্ত হয়, বৈষ্ণবের তাহাতে শোভা নাই। যিনি বাস্তব সত্যের সেবা করেন, তিনিই প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রেষ্ঠ। ভক্তগণ সর্ব্বদা হৃদয়ে শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করেন। ভগবানকে লাভ করা ব্যতীত ভক্ত আর কিছুই চান না—ইহাই তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণ। শ্রীহরি হরিজনেরই লভ্য ও প্রাপ্য বস্তু। অভক্তের মনোভাব ও ব্যবহার এবং ভক্তের ভাব ও ব্যবহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। একের হৃদয় কেবল মলিনতা ও শোকপরতায়ই পূর্ণ, আর একজন হরিসেবাময় আনন্দময়তা-হেতু নিরন্তর প্রফুল্ল।

ভগবৎ-সাম্মুখ্য ব্যতীত জীবের মায়ামুক্তি হইতে পারে না। ভগবদনুগত জীবই মুক্ত। ভজনশৈথিল্য ভক্তিবাধক। ভজনে যাহার শৈথিল্য আছে, তাহার নিজসুখের জন্য উৎসাহ থাকিবেই। শৈথিল্য জিনিষটী অবহেলা, অমনোযোগ বা উদাসীনতা। কৃষ্ণের সুখের জন্য নিজসুখে জলাঞ্জলি যেখানে নাই, সেইখানেই ভজনশৈথিল্য। যিনি ভগবৎ সুখের জন্য কোটী প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত, তাঁহার ভজন-শৈথিল্য থাকিতে পারে না। ভক্ত কখনও নশ্বর সুখ ও দুঃখে বিহ্বল হন না। তিনি তাহাতে উদাসীন থাকেন। সুখ ও দুঃখ—সর্ব্বাবস্থাতে অবিচলিতচিত্ত থাকিয়া তিনি সর্ব্বক্ষণ সেবাতৎপর। ভগবদ্ভক্তের কোন অশুভ বা অমঙ্গল থাকে না। তিনি ভগ-বানের সকল বিধানকেই তৎকৃপা বলিয়া বরণ করেন। তিনি জন্ম, মৃত্যু, ব্যাধি বা ব্যাধি দেখিয়া ভীত বা ব্যাকুল হন না। নিজের জন্য ভক্তের কোন চিন্তা নাই। তিনি সতত যোগযুক্ত ও ভগবচ্চিন্তারত। যদি কেহ বলেন,—ভক্ত যখন নিজের জন্য কোন চিন্তা করেন না, তখন তাঁহাকে শরীর রক্ষার জন্য যত্ন করিতে দেখা যায় কেন? তদুত্তর এই যে, ভক্তের দেহরক্ষার্থ যে চেষ্টা, তাহা আসক্তি-জনিত নহে, দেহকে ভগবৎ-সেবার যন্ত্র জানিয়া তদ্দ্বারা ভজনসিদ্ধি বা ভজন বৃদ্ধির জন্যই তাঁহার দেহরক্ষণ-প্রয়াস। দেহকে কেহ মঙ্গলের জন্য রক্ষা করেন, কেহ অমঙ্গলের জন্য রক্ষা করেন। এই দেহের দ্বারা ভগবৎ সেবা করিয়া কেহ ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ করেন, আবার এই দেহকে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণে লাগাইয়া জীবের নরক-গতিও হইয়া থাকে। ভগবৎ-সেবার জন্য ভক্তের যে দেহরক্ষণ, তাহাতে ভক্তির হানি হয় না, ভক্তির পোষণই হয়।

ভজনশৈথিল্য থাকিলে তাহা বিশেষ সতর্কতার সহিত দূর করা দরকার, নতুবা হরিভজন হইবে না। ইহা ভক্তির প্রধান অন্তরায়। অনেক সময় দেখা যায়, আদর ও যত্নের সহিত শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের সেবা করিয়াও আমাদের শিথিলতা যায় না, সুতরাং ইহার উপায় কি? সেবা করিয়াও যেখানে শিথিলতা দূর হইতেছে না, সেখানে গুর্ব্বজ্ঞা, সাধুনিন্দা প্রভৃতি অপরাধ আছে, জানিতে হইবে। দেহাত্মবুদ্ধি, অশ্রদ্ধা, ত্রুটিতা জড়াভিনিবেশ, লোভ প্রভৃতি থাকায় হৃদয় পাষাণ হইয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় দীন-হীন কাঙ্গাল হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে নিরন্তর হরিনাম করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

যাহার অপরাধ নাই, এইরূপ মূঢ় এবং সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য ও উপায়-বিহীন ব্যক্তিরও অল্প যত্নেই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। তবে তাহাকে দীন ও অকিঞ্চন হইতে হইবে, নতুবা হইবে না। কারণ, কাঙ্গাল, অকিঞ্চনের প্রতি ভগবানের অধিক কৃপা। অজ্ঞতাজনিত অপরাধ অপেক্ষা বিজ্ঞের অপরাধ অধিক দোষাবহ। যে জানিয়া-শুনিয়া অপরাধের আবাহন করে, সে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিতেছে। তাহার মঙ্গলের আশা সুদূর-পরাহত। বিজ্ঞের যদি অনুমনস্কভাবেও অপরাধ হইয়া যায়, তাহা হইলেও তাহাকে তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। নিরন্তর উপাসনারত বিদ্বান্ রাজা শতধনুর বেদ বৈষ্ণবনিন্দকের সহিত অল্প

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

সম্ভাষণ-ফলে কুক্কুর-যোনি-লাভের কথা শাস্ত্রে শুনা যায়। কিন্তু এক মূঢ়া স্ত্রী-মূষিকার অপরাধ-প্রতিম কোন ব্যাপারেও নিত্যমঙ্গল লাভের কথা শ্রুত হইয়া থাকে।

একদা একটি স্ত্রী মূষিকা শ্রীভগবৎ-মন্দিরস্থ দীপের তৈলপানকালে পলিতাটি মুখের দ্বারা টানিয়া তুলিতে গিয়া দীপটি দৈবাৎ সম্মুখভাগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে উহার মুখদাহফলে মৃত্যু ঘটে এবং সে পরজন্মে রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীভগবন্মন্দিরে দীপ প্রদানাদি লক্ষণাময়ী ভক্তিনিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া অন্তিমে বিষ্ণুপাদপদ্ম লাভ করে। এই অজ্ঞ মূষিকার কার্য্যটী অপরাধপ্রতিম হইলেও আলোকটী প্রজ্বলিত হওয়ার ফল ভগবান্ পাইয়া ছিলেন বলিয়া ভক্তি-আভাসের ফলে ঐ মূষিকার নিত্য মঙ্গল লাভ হইয়াছিল। আমরা যে কোন কার্য্য করি, তাহার ফলটা যদি কৃষ্ণ পান, তাহা হইলেই মঙ্গল হইবে। যদি দৌরাত্ম্য, কপট বা সয়তানি না থাকে, তবে ভক্তি অপরাধকে নষ্ট করিয়া তাঁহার বল দেখান, এত তাঁহার প্রভাব।

পাষাণে দাগ বসে না। আমাদের হৃদয় অপরাধের দ্বারা পাষাণ হইয়াছে বলিয়া সাধুর কথা আমাদের হৃদয়ে দাগ কাটিয়া বসিতেছে না, সাধুর মঙ্গলময়ী কথাগুলিকে আমরা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিতেছি না। যেখানে হৃদয় গলিয়াছে, সেখানে দৈন্য আছে। যেখানে দৈন্য, সেখানে কৃপা ও ভক্তি থাকিবেই এবং সেই হৃদয়ে ভগবান্‌কেও ধারণ করা যাইবে।

সেবা করিয়া যদি 'সেবা করিয়াছি' বলিয়া অহঙ্কার হয়, তবে তাহা ভক্তিবাধক। সেবার অভিনয়ে যে অহঙ্কার বা দম্ভময়ী চিত্তবৃত্তি, তাহা বৈষ্ণবাপরাধফলেই হইয়া থাকে। ইহা নরকে যাইবার রাস্তা। ভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তি। তাঁহার কৃপাতেই অপরে ভগবানের সেবা করিতে পারে। ভক্তি তটস্থশক্তির কার্য্য নয়। যেখানে সেবা, সেখানে স্বরূপশক্তির কার্য্য। স্বরূপশক্তির একটু কৃপা পাইলেই জীবের সেবোন্মুখতা জাগে ও সেবোৎসাহ দেখা যায়, আর পূর্ণ কৃপা হইলে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। সাধকের যে সেবোন্মুখতা, তাহা স্বরূপশক্তির কৃপার আভাস মাত্র। স্বরূপশক্তির কার্য্যকে নিজের কার্য্য মনে করিয়া অহঙ্কার করা অন্যায় ও অপরাধ। সেবার মধ্যে ভগবৎ-কৃপা উপলব্ধি না করিয়া তাহা আত্মসাৎপূর্ব্বক 'আমি করিয়াছি' বলিয়া অহঙ্কার করিলে অপরাধ হইল। তাহাকে ভক্তি বলা যায় না, তাহা কর্ম্মকাণ্ড। অন্তরঙ্গা শক্তিরই একটি চেষ্টা—ভক্তি। শ্রীগুরুদেব স্বরূপশক্তি। ভক্ত শ্রীগুরুর অধীন ও তাঁহার সহিত যোগযুক্ত। সেখানে কর্ত্তৃ অভিমান নাই, পরন্তু কিঙ্করাভিমানই প্রবল। ভক্ত প্রত্যেক সেবা-কার্য্যেই শ্রীগুরুর কৃপা উপলব্ধি করেন। তিনি কখনও স্বরূপশক্তি শ্রীগুরুদেবকে বাদ দিয়া নিজের বাহাদুরী দেখান না। তিনি সেবার প্রতিষ্ঠা সম্মানাদি সমস্তই গুরুর প্রাপ্য বলিয়া জানেন। সেবা করিয়া তাঁহার সুখ হয় বটে, কিন্তু 'আমি করিয়াছি' এই অভিমানে তিনি সুখী হন না। নিজের অযোগ্যতা ও গুরুর অপার কৃপার কথা চিন্তা করিয়া তিনি আনন্দে আপ্লুত হন।

পূর্ব্ব জন্মে কোন মহাজনের চরণে অপরাধ থাকিলে পরজন্মেও বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ সংঘটিত হইতে দেখা যায়। যেরূপ দক্ষের পূর্ব্বজন্মে শ্রীশিবের প্রতি সংঘটিত অপরাধ-হেতু তাহার প্রাচেতস-জন্মেও শ্রীনারদের প্রতি অপরাধ-সংঘটনের কথা শ্রুত হয়।

সেবার অভিনয় করিয়া যেখানে অহঙ্কার, সেখানে অপরাধ হইবেই। ভক্তি ভক্তিকে উদয় করায়। ভক্তির ফল ভক্তি। আর অপরাধ অপরাধই আনয়ন করে। যদি কেহ বলেন, একবার ভজন করিলে, এমন কি ভজনাভাসাদির দ্বারাই যখন মহামঙ্গল হয়, তবে এত শ্রবণ কীর্ত্তন করিয়াও আমাদের মঙ্গল হইতেছে না কেন? তদুত্তর এই যে, পূর্ব্বজন্মে বা এই জন্মে যদি কোন অপরাধ না থাকে, তবে একবার ভজন করিলেই নিত্যমঙ্গল হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অপরাধ থাকিলে বিলম্ব হইবে। গুরুবৈষ্ণব যতই কৃপা করুন, আমি সেই কৃপা কিছুতেই গ্রহণ করিব না—যদি এইরূপ প্রতিজ্ঞা থাকে অর্থাৎ সাধুগুরুর উপদেশ যদি আমরা হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক তদনুসারে জীবন গঠিত না করি, তাহা হইলে মঙ্গল কি করিয়া হইবে?

শ্রীনন্দমোচনলীলা

——::[•]::——

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা—সমস্তই অনন্ত। এই অনন্ত কৃষ্ণলীলার কোটাংশের এক অংশও কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে না। শ্রীঅনন্তদেব কৃষ্ণলীলা অনন্তমুখে অনন্তকাল বর্ণন করিয়াও তাহার কোন অন্ত পান না। এই লীলা লীলাময়ের সহিত অভিন্ন। শ্রীগৌরকৃষ্ণ-লীলাকথা-শ্রবণই চিৎকণ জীবের একমাত্র জীবাতু। এতদ্ব্যতীত মঙ্গললাভের অন্য উপায় নাই। তাই আজ আমরা শ্রীগুরুবর্গের পদানুসরণে যৎকিঞ্চিৎ কৃষ্ণকথা আলোচনা করিয়া আত্মশোধনের প্রয়াস পাইতেছি।

এক সময় শিব-পূজা-উপলক্ষে শ্রীনন্দাদি গোপগণ আত্মীয়গণ সহ শকটে আরোহণ-পূর্ব্বক অম্বিকাবনে গমন করেন। তাঁহারা তথায় সরস্বতী নদীর তীরে স্নান করিয়া পূজোপকরণ-দ্বারা ভক্তি-সহকারে বৈষ্ণবরাজ শ্রীসদাশিবের ও শ্রীঅম্বিকাদেবীর আরাধনা করিয়া নিরম্বু উপবাস করতঃ রাত্রিতে সরস্বতী-তীরেই অবস্থান করিলেন। সেই রাত্রে অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত এক মহাসর্প সকলের অলক্ষিতভাবে অকস্মাৎ ঐ বনে আগমন করিয়া নিদ্রামগ্ন শ্রীনন্দ-মহারাজকে গ্রাস করিল। তখন শ্রীনন্দ-মহারাজ 'হে কৃষ্ণ! হে তাত! আমাকে মহাসর্প গ্রাস করিতেছে, এই শরণাগত জনকে উদ্ধার কর', এইরূপ চীৎকার করিতে লাগিলেন। গোপগণ তাঁহার ঐ চীৎকারধ্বনি শ্রবণপূর্ব্বক সত্বর উত্থিত হইয়া তদ্দর্শনে ব্যাকুল-চিত্তে জলন্ত কাষ্ঠসকল দ্বারা সর্পকে তাড়না করিতে লাগিলেন।

এইরূপে জলন্তকাষ্ঠদ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াও ঐ সর্প যখন শ্রীনন্দমহারাজকে পরিত্যাগ করিল না, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার নিকটে গমনপূর্ব্বক পদদ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মস্পর্শে ঐ সর্প সর্পরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজরূপ প্রাপ্ত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ সেই অপূর্ব্ব-দর্শন পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি কারণে এই নিন্দিত সর্পগতি লাভ করিলেন?" তদুত্তরে সর্প বলিলেন,—"আমি সুদর্শন-নামে প্রসিদ্ধ একজন বিদ্যাধর। একদিন আমি বিমানে বিচরণ করিতে করিতে অঙ্গিরা গোত্রজাত কুরূপগ্রস্ত ঋষিগণকে দেখিয়া স্বীয় রূপদর্পবশতঃ হাস্য করিয়াছিলাম। তজ্জন্য ঋষিগণ আমার পাপের ফলে আমাকে সর্পযোনি-লাভের শাপ দিয়াছিলেন। এখন দেখিতেছি, পরমকারুণিক ঋষিগণ আমাকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, যেহেতু অদ্য ত্রিলোকগুরু আপনার শ্রীপদস্পর্শে আমি পাপমুক্ত ও কৃতকৃতার্থ হইলাম। আমি আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিয়া সদ্য ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত হইয়াছি। লোকে যাঁহার নাম-মাত্র উচ্চারণ করিয়া নিজকে ও বিশ্বকে পবিত্র করে, সেই আপনার শ্রীপাদপদ্ম-স্পর্শে যে আমি পবিত্র হইয়াছি, ইহাতে আর সন্দেহ কি?" পরমসুন্দর বিদ্যাধর এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণচরণে পূর্ণ শরণাগত নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী শ্রীনন্দও শ্রীকৃষ্ণকৃপায় বিপদ্ হইতে মুক্ত হইলেন।

ব্রজবাসী গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ প্রভাব দর্শন করিয়া অম্বিকাবনে ত্রিরাত্র বাস প্রভৃতি নিয়ম সমাপনপূর্ব্বক সাদরে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাববার্ত্তা কীর্ত্তন করিতে করিতে পুনরায় ব্রজে প্রত্যাগমন করিলেন।

ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ তচ্চরণে প্রপন্ন ব্রজবাসিগণকে সর্ব্বক্ষণ রক্ষা করিয়া থাকেন। ব্রজবাসিগণ নিজ রক্ষার জন্য আদৌ চিন্তা করেন না। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। শ্রীঈশার নিজজন নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—

আত্ম-সমর্পণে গেলা অভিমান।
নাহি করবুঁ নিজ রক্ষা-বিধান॥
তুয়া ধন জানি' তুহুঁ রাখবি নাথ।
পালা গোধন জানি' করি' তুয়া সাথ॥
অঘ-বক মারত রক্ষা বিধান।
করবি সদা তুহুঁ গোকুল-কান॥
রক্ষা করবি তুহুঁ নিশ্চয় জানি।
পান করবুঁ হাম যামুন পানি॥

একদিন গোপরাজ শ্রীনন্দ একাদশীর উপবাস করিয়া শ্রীজনার্দ্দনের পূজা করতঃ কলামাত্র অবশিষ্ট দ্বাদশীতে পারণ করিবার মানসে রাত্রিশেষে আসুরী বেলায় স্নানার্থ যমুনাতে প্রবেশ করিলেন। শাস্ত্রনিষিদ্ধ সময়ে আসুরী বেলায় রাত্রিতে জলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বরুণের ভৃত্য কোন এক অসুর শ্রীনন্দকে ধরিয়া বরুণের নিকট লইয়া গেল। শ্রীনন্দের অনুচর গোপগণ প্রাতে শ্রীনন্দকে দেখিতে না পাইয়া 'হে কৃষ্ণ! হে রাম!' এইরূপে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দূরে পুষ্পশয্যায় শায়িত থাকিলেও সেই আহ্বান শুনিতে পাইয়া পিতাকে বরুণ অপহরণ করিয়াছে জানিতে পারিলেন এবং গোপগণের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ যমুনা-তট হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক বরুণের নিকট গমন করিলেন। লোকপাল বরুণ শ্রীকৃষ্ণকে সমাগত দেখিয়া সানন্দে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেন এবং বলিলেন,—"হে প্রভো! অদ্য আমার দেহধারণ সার্থক হইল, আজ আমি পরমধন লাভ করিলাম। সমস্ত রত্নাকরের অধীশ্বর হইয়াও ইতঃপূর্ব্বে এইরূপ ধন আমি কখনও লাভ করি নাই। আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি, কর্ত্তব্য-বিষয়ে অনভিজ্ঞ এবং মূঢ় মদীয় ভৃত্য না জানিয়া আপনার পিতাকে এখানে আনয়ন করিয়াছে। আপনি কৃপাপূর্ব্বক এ অপরাধ ক্ষমা করুন এবং আপনার পিতা শ্রীনন্দ-মহারাজকে লইয়া যান। তদনন্তর পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বরুণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া পিতাকে লইয়া নিজগৃহে আগমন করিলেন। গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব দর্শন করিয়া বিস্মিত ও পরমানন্দিত হইলেন। করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিগণকে নিজজন জানিয়া একদিন তাঁহাদিগকে প্রকৃতির অতীত ব্রহ্ম-স্বরূপ বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করাইলেন। এখানে বৈকুণ্ঠ লোক বলিতে শ্রীবৃন্দাবনের মাধুর্য্যই বুঝিতে হইবে। কারণ, ব্রজবাসিগণ নিত্য গোলোক-বৃন্দাবনবাসী। তাঁহারা ঐশ্বর্য্যের কোন ধার ধারেন না। সেই স্থান চিন্ময়, সত্য, স্বপ্রকাশ, নিত্য ও ব্রহ্ম-স্বরূপ। পূর্ব্বে অক্রূর যে স্থানে নিমগ্ন হইয়া ব্রহ্মরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক শ্রীনন্দাদি গোপগণ সেই ব্রহ্মহ্রদে নীত এবং মগ্ন হইয়া ব্রহ্মের স্বরূপ দর্শন করিলেন। শ্রীনন্দাদি গোপগণ সেখানে দেখিতে পাইলেন যে

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

মূর্ত্তিমান বেদসমূহ তথায় শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতেছে। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"যে ব্রহ্মহ্রদে পূর্ব্বে শ্রীঅক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মহ্রদেই গোপগণ গোলোক দর্শন করিয়াছিলেন।"

স্বপ্ন

স্বপ্ন যে অলীক, বা মিথ্যা, ইহা আমরা বাল্যকাল হইতেই শ্রবণ ও প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি। ভোগী জীব যেসকল চিন্তা করে, সে সকল চিন্তাই একটী একটী রূপ ধরিয়া মানবের অবশাবস্থায় স্বপ্নরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। উহার আপাত-বাস্তবতা থাকিলেও একান্ত-বাস্তবতা নাই। স্বপ্নে অনেকে দেখিতে পান যে, তাহাকে বাঘে ধরিয়াছে, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে সেই বাঘে ধরার কোন অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং উহা অমূলক চিন্তা ছাড়া আর কি?

বদ্ধজীব বা মনোধর্ম্মীর স্বপ্নদর্শন সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনের কতকগুলি অস্থায়ী তরঙ্গায়িতভাব মাত্র। উহার কোনই বাস্তবতা বা নিত্যত্ব নাই। কিন্তু নিত্যসিদ্ধ বা স্বরূপ-সিদ্ধ মহাভাগবতগণের যে স্বপ্ন-দর্শনাদি ব্যাপার কিংবা ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তের অযাচিত কৃপাপ্রাপ্ত কোন বিশেষ পুরুষের স্বপ্নাদিতে যে মন্ত্রোপদেশাদি প্রাপ্তি, তাহা অমূলক চিন্তামাত্র নহে। তাহার বাস্তবতা আছে। ঐ বিশেষ দৃষ্টান্তের অবৈধ সুযোগ লইয়া যদি প্রত্যেক ব্যক্তি মনে করে, তাহার স্বপ্নাদি দর্শনও ঐ বিশেষেরই অন্তর্গত, তাহা হইলে তদ্দ্বারা আত্মবঞ্চনাই হইবে।

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের স্বপ্নদর্শন, ও স্বপ্নে শ্রীগোপালের আদেশ প্রাপ্তি, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর সত্যভামাপুরে স্বপ্নদর্শন ও শ্রীসত্যভামা দেবীর আদেশপ্রাপ্তি, প্রদ্যুম্নরাজ বিদ্যানিধি প্রভুর শ্রীজগন্নাথের নিকট হইতে স্বপ্নে দণ্ডপ্রাপ্তি, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্যের স্বপ্নদর্শন, শ্রীতপনমিশ্র ও শ্রীরাঘবপণ্ডিতের স্বপ্নদর্শন, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের স্বপ্নসমাধি প্রভৃতি অমূলক নহে। যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ বা স্বরূপসিদ্ধ, তাঁহাদের যে স্বপ্নদর্শন, তাহা অমূলক চিন্তা নহে। তাহা পরম বাস্তব। ভগবানের বিশেষ কৃপায় কোন কোন সাধারণ ব্যক্তিরও স্বপ্নে ভগবদ্-দর্শন হইয়া থাকে। ইহা স্বপ্নে ভগবানের কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বিশেষ বা আকস্মিকী কৃপা। ইহা সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত হইতে পারে না। এই সকল বিশেষ ঘটনা অনুকরণ করিয়া যদি কেহ স্বপ্নে মন্ত্রোপদেশ প্রাপ্তির ভাণে শ্রীভগবানের অর্চ্চনাদি করিতে যায়, তবে তাহা অপরাধেই পর্য্যবসিত হইবে। সুতরাং কোন মনো-কাল্পী জীব যেন লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ বা অন্য কোন অভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া স্বপ্নে ভগবানের সাক্ষাৎ পাইয়াছি, মন্ত্রাদি উপদেশ পাইয়াছি প্রভৃতি বলিয়া আত্মবঞ্চিত না হন। সদ্‌গুরুর পাদাশ্রয়ে ক্রম-ভজনের পথ বরণ করাই শ্রেয়ঃ।

স্বরূপসিদ্ধি-লাভ ব্যতীত সাধারণ জীবের স্বপ্ন দর্শনাদি ব্যাপার কখনই নিত্য সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। স্বরূপ-সিদ্ধের স্বপ্ন এইরূপ কাল্পনিক নহে। তাহা বাস্তব সত্য ও প্রত্যক্ষ ব্যাপার। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই স্বপ্ন-সম্বন্ধে শ্রীজৈবধর্ম্মে লিখিয়াছেন,—"জাগর ও স্বপ্নের স্বরূপ একই প্রকার। ঊষা ও অনিরুদ্ধের যেরূপ অবাধিত স্বপ্ন, তদ্রূপ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-প্রিয়াদিগেরও অবাধিত স্বপ্ন আছে। সুতরাং সিদ্ধভক্তদিগের পরমাদ্ভুত স্বপ্ন জাগরের ন্যায় ভূষণাদি-প্রাপ্তি দেখা যায়। স্বপ্ন দুই প্রকার—জাগরায়মান স্বপ্ন এবং স্বপ্নায়মান জাগর। সমাধিরূপ চতুর্থ অবস্থা অতিক্রম করিয়া প্রেমময়ী পঞ্চমাবস্থা-প্রাপ্ত গোপী-দিগের যে স্বপ্ন, তাহা রজোগুণজনিত স্বপ্নের ন্যায় নয়, অর্থাৎ তাঁহাদের স্বপ্ন অপ্রাকৃত, নির্গুণ, পরম সত্য।"

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

—:::(*):::—

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বাস্তব মঙ্গলবিধাতা। নাম-ভজনই একমাত্র ভজনপ্রণালী। শ্রীগুরু-দেবই ভজনপ্রণালী প্রদান করেন। সুতরাং আমাদিগের গুরুপাদপদ্ম পূজাই কর্ত্তব্য। যিনি প্রতিমুহূর্ত্তে আমাকে স্বীয় পাদপদ্মে আকর্ষণ ক'রে রাখেন, আমি সেই গুরুপাদপদ্ম হ'তে যে মুহূর্ত্তে ভ্রষ্ট হই—সে গুরুপাদপদ্ম বিস্মৃত হই, সে মুহূর্ত্তে আমি নিশ্চয়ই সত্য হ'তে বিচ্যুত হ'য়েছি। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে বিচ্যুত হ'লে অসংখ্য অভাবরাশি আমাকে অভিনিবিষ্ট করে। আমি তাড়াতাড়ি স্নান করিতে দৌড়াই, শীত-নিবারণের জন্য ব্যস্ত হই, গুরুপাদপদ্মের সেবা ছাড়া অন্য কার্য্যে ধাবিত হই। যে গুরুপাদপদ্ম আমাকে এইসকল দ্বিতীয়-অভিনিবেশের হস্ত হইতে অনুক্ষণ রক্ষা করেন, বর্ষপ্রবৃত্তি, মাস-প্রবৃত্তি, মুহূর্ত্ত-প্রবৃত্তির প্রারম্ভে যদি সেই গুরুপাদপদ্মের স্মরণ না করি, তবে আমি নিশ্চয়ই অসুবিধায় পতিত হ'ব। আমি তখন নিজে গুরু সা'জতে যা'ব—আমাকে অপরে গুরু ব'লে পূজা করুক—আমার এই দুর্ব্বুদ্ধি এসে উপস্থিত হ'বে। ইহাই দ্বিতীয় অভিনিবেশ।

নন্দ-গোবিন্দ যশোদা-গোবিন্দ, শ্রীদাম-সুদাম-গোবিন্দ, চিত্রক-পত্রক-গোবিন্দ, বংশী-গোবিন্দ, গো-গোবিন্দ, কদম্ব-গোবিন্দ প্রভৃতি চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য রসময় শ্রীরাধা-গোবিন্দের বিলাস-ব্যাপার। যদি চিত্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভ্রমণ-পর্য্যটন দেখ্‌তে পাওয়া যায়, হৃদয়ে যদি গুরুপাদপদ্মের দর্শন হয়, তবেই এইসকল কথা স্ফূর্ত্তি লাভ করে। যিনি প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদিগকে ভগবৎ-সেবা ক'র্‌বার জন্য প্রবুদ্ধ করেন তাঁ'র পূজা ব্যতীত পূর্ণবস্তুর সেবালাভ ক'র্‌বার আর উপায় নাই।

বলের অভাব হ'লেই আমরা বৈষ্ণব হ'তে চাই, কিন্তু বাস্তবিক বলবতী আত্ম-শক্তিই বৈষ্ণব। সেই বল পাশবিক বল বা শারীর বল নয়, তা' বৈষ্ণবের পদধৌত জল, বৈষ্ণবের পদরেণু ও বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট। বলদেব-নিত্যানন্দ-গুরুপাদপদ্মসেবক বৈষ্ণবের পদধূলিতে যাঁ'রা বলবন্ত হন, তাঁ'রাই প্রকৃত বলবন্ত। বৈষ্ণব পরম নির্ম্মল বস্তু, তাঁ'র পাদপদ্মে কোন ধূলা-কাদা বা মলিনতা নাই, কিন্তু তিনি কৃপা করে যে পাদপদ্মরেণু রেখে যান, সেই পদধূলি যদি আমরা আমাদের মাথার মুকুট ক'রে রাখ্‌তে পারি, তবেই কৃষ্ণসেবার সাম্রাজ্য বা স্বারাজ্য লাভ কর্‌তে পার্‌ব। আমরা যেন কাচ্‌সেবা হ'তে কখনও বঞ্চিত না হই।

সেবকের ধর্ম্ম—সেবা করা। সেবকের সেবা গ্রহণ করা না করা সেব্যের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। 'ভক্ত'-শব্দের অন্তম পর্য্যায়ে 'সেবক'-শব্দটী স্থিত। 'ভজ' ধাতু সেবায়াম্—'ভজ্'-ধাতু সেবার্থে প্রযুক্ত হয়। পূজাকে যিনি পূজা করেন তিনি 'ভক্ত', আর যিনি পূজ্য বা সেবা-সূত্রে ভক্ত, সেবক বা পূজকের সেবা গ্রহণ করেন, তিনিই ভক্তের একমাত্র সেব্য—'ভগবান'। ভগবানকে যাঁ'রা সেবা করেন, সেই সেবকগণের ভগবানের ন্যায় পূজ্য। পূজা দুইপ্রকার—সেব্য-ভগবানের পূজা, সেবক-ভগবানের পূজা। সেব্য-ভগবানের পূজা অনেক সময় সেব্যের নিকট না-ও পৌঁছ্‌তে পারে, কিন্তু সেবক-ভগবানের পূজার দ্বারে যে সেব্য-ভগবানের পূজা হয়, সেই পূজা অব্যর্থ—তাহা ভগবানের নিকট না পৌঁছে থা'কতে পারে না, কারণ, সেখানে সমস্ত ভার ভগবানের নিত্য সেবক গ্রহণ করেন—তাঁ'র নিত্য সেব্যের নিকট পৌঁছিয়ে দেন।

ভগবদ্ভক্ত কেবল ভগবানের সেবা করেন না, যাঁ'রা ভগবানের নিত্য সেবা করেন, ভগবদ্ভক্ত তাঁ'দেরও সেবা করেন। 'ভগবৎ'-শব্দে নাম রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা লক্ষিত হয়। ভাগবতগণও 'ভগবৎ'-শব্দের সহিত সংশ্লিষ্ট—ভগবৎ সম্বন্ধীয় ভগবত্তা ভগবৎ-শব্দের সহিত সংশ্লিষ্ট ভাগবতগণ ভগবান হ'তে পৃথক্ পদার্থ নন। ভগবান্ পূর্ণবস্তু—ভাগবতগণও তা' ছাড়া নন।

যাঁ'র ভগবদ্ভক্তি আছে, তিনি ভক্ত। 'ভক্ত' বল্লে ভজনীয় বস্তু সংশ্লিষ্ট থাকেন, যেমন 'পুত্র' বল্লে পিতা নিশ্চয়ই থা'কবেন। ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান্ এই তিনটী অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট।

———

গৌড়ীয়-মিশন কি আরাম-আবাস?

—:::(*):::—

এই জগতের মায়াবদ্ধ জীব, যথা—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকলেই একটী বস্তু চায়, উহার নাম—আনন্দ, সুখ, তৃপ্তি বা আরাম। সুখ চায় না, আরাম চায় না—এমন প্রাণী এই জগতে একটিও পাওয়া যাইবে না। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকল প্রাণীই আহার-নিদ্রা ভয়-মৈথুনাদি কার্য্যের দ্বারা অহর্নিশ সুখ বা আরামলাভের জন্য ব্যস্ত থাকে। এজগতের মানবজাতিকেও সুখ-শান্তি-আরামলাভের জন্য দিবারাত্র উপরি-উক্ত আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন—এই চারিটি কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে দেখা যায়। এজন্য সাত্বত শাস্ত্র ও মহাজনগণ এজগতের এই প্রকার মনুষ্যজাতিকে 'খরিড়-বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ' (ভাঃ ২।৩।১৯) অর্থাৎ কুকুর, বিষ্ঠা-ভোজী গ্রাম্যশূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভতুল্য পশু বা দ্বিপদ পশু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

মায়া-মোহিত মনুষ্যগণ তাহাদের পাঞ্চ-ভৌতিক স্থূল দেহ বা সূক্ষ্ম মনকে 'আমি' বুদ্ধি করিয়া সেই 'আমি দেহ মনে'র সুখশান্তি-আরামলাভের জন্য সেই দেহের চক্ষু কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক্—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্-পাণি পাদ-পায়ু-উপস্থ—এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, আর এই দশটি ইন্দ্রিয়ের রাজা মনকে সর্ব্বক্ষণ এজগতের নানাপ্রকার কার্য্যে ও চিন্তায় নিযুক্ত রাখিয়া সেই সুখ বা আরামের জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্থূল দেহটা আমি নহি বা সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনটা আমি নই, আমি সনাতন জীবাত্মা,—এই বাস্তব-সত্য কথাটি এজগতের মনুষ্যজাতি বুঝিয়া উঠিতে বা ধারণা করিতে সমর্থ হয় না। তাহারা মুখে সর্ব্বদা বলিয়া থাকে—'আমার দেহ', 'আমার মন', কিন্তু মনে মনে 'আমি দেহ', 'আমি মন'—এইরূপ দৃঢ়ধারণা করিয়া রাখিয়াছে।

'আমার দেহ', 'আমার মন'—এরূপ বলিলে দেহ ও মন হইতে 'আমি' একজন পৃথক্ বস্তু অর্থাৎ 'আমি দেহ', 'আমি মন', আর 'আমার দেহ,' 'আমার মন'—এক কথা নহে—ভেদ আছে, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়, কিন্তু এজগতের মায়ামোহিত মনুষ্যজাতি ইহা স্বীকার করিতে চায় না। যেমন 'আমার ঘর', 'আমার বাড়ী' বলিলে ঘর ও বাড়ী হইতে আমি অবশ্যই পৃথক্ বস্তু থাকি, 'আমি ঘর' বা 'আমি বাড়ী' হইয়া যাই না, এস্থলেও তদ্রূপ। এই দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিপর্য্যয় উপস্থিত হওয়াই মনুষ্যজাতির সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল, অশুভ অশান্তির মূল।

সপার্ষদ ভগবান্ ও সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্র এইপ্রকার মোহ-বিভ্রান্ত মনুষ্যজাতিকে

ব্রহ্মাণ্ডবাসী, দেবীধামবাসী বা মায়ার সংসার-বাসী কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষী, দেবতা যক্ষ-রক্ষ-কিন্নর, রাক্ষস-ভূত প্রেত-পিশাচ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন।

এইরূপ দেহাত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট, মোহ-বিভ্রান্ত মনুষ্যজাতি আমরা আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি বা স্বসুখকামী হইয়া মনে করি,—'আমরা এই মানবদেহটা পাইয়াছি—ভগবান্ এই মনুষ্য দেহটা আমাদিগকে দিয়াছেন—সুখ বা আরামলাভের জন্য, আর এই আরাম আহার নিদ্রা-ভয় মৈথুন-কার্য্য ও লাভ পূজা-কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি দ্বারা পাওয়া যায়, সুতরাং আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মনকে সর্ব্বক্ষণ এই সমস্ত কার্য্যে নিযুক্ত রাখিলেই আরাম পাইব। তাহাতেই আমাদের মনুষ্য-দেহ ধারণের সার্থকতা হইবে,—এই বিচারে দেহ মনটাকে অসংখ্যপ্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া আমরা কেবল দেহারামী হইয়া পড়ি।

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ চতুষ্টয়-নির্ম্মুক্ত তদীয় নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ মহাজনগণ ও বেদ-বেদান্ত, ভাগবত, গীতা, পুরাণাদি সমুদয় সাত্বত শাস্ত্র একবাক্যে জানাইয়াছেন যে, মনুষ্যদেহটী কেবল কৃষ্ণ-ভজনের জন্য—শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব সেবার জন্য আমরা লাভ করিয়াছি। হরিভজন ব্যতীত মনুষ্যজীবনের আর কোন কৃত্য ও উদ্দেশ্য নাই। আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদি ইন্দ্রিয়-সুখের কার্য্য পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি সকল যোনিতেই স্বভাবতঃ লাভ হয়; কিন্তু মনুষ্য-জীবন ব্যতীত অন্য কোন জীবনে পরম মঙ্গল লাভ—হরিভজন করা যায় না। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত," "এতাবজ্জন্মসাফল্যং," "নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং," "স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ", "জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্-গুণনামধেয়ং," "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ," "সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং," "নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায়" প্রভৃতি উপনিষদ্ ভাগবত-গীতাদি শাস্ত্রের অসংখ্য প্রমাণে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

হৃষীকে গোবিন্দ-সেবা,
না পূজিব দেবী-দেবা,
এই ত' অনন্য-ভক্তি কথা।
আর যত উপালম্ভ, বিশেষ সকলি দম্ভ,
দেখিতে লাগয়ে মনে ব্যথা॥
দেহে বৈসে রিপুগণ, যতেক ইন্দ্রিয়গণ
কেহ কারো বাধ্য নাহি হয়।
শুনিলে না শুনে কাণ,
জানিলে না জানে প্রাণ,
দঢ়াইতে না পারে নিশ্চয়॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ,
মদ, মাৎসর্য্য, দম্ভ-সহ
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি' হৃদয়, রিপু করি' পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব॥
'কাম' কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে, 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষি-জনে,
'লোভ' সাধুসঙ্গে হরিকথা।
'মোহ' ইষ্টলাভ বিনে, 'মদ' কৃষ্ণ-গুণ-গানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥
ছয় রিপু সদা হীন, করিব মনের অধীন,
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ॥
আপনি পলা'বে সব, শুনিয়া গোবিন্দ-রব,
সিংহরবে যেন করিগণ।
সকল বিপত্তি যাবে মহানন্দ সুখ পাবে,
যার হয় একান্ত ভজন॥

(শ্রীল ঠাকুর মহাশয়)

ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

এই প্রকার অসংখ্য মহাজনবাণী মনুষ্য-দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সমস্ত ইন্দ্রিয়, এমন কি, কাম-ক্রোধাদি রিপুবর্গ ও সকল ইন্দ্রিয়ের রাজা মনের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ ইন্দ্রিয়াধিপতি, প্রাণেশ্বর, আত্মার আত্মা পরমাত্মা শ্রীহরির ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর কার্য্য করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

সচ্চিদানন্দময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অণু-অংশ আমরা, ইহা "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ," "যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাঃ," "যথা সমুদ্রে বহবস্তরঙ্গাঃ," "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" প্রভৃতি উপনিষদ, গীতা ও অন্যান্য অসংখ্য শাস্ত্র-প্রমাণে অবগত হওয়া যায়। সকল জীবই কৃষ্ণের অণু অংশ বলিয়া, কৃষ্ণ সকল জীবের পিতা, আর সকল জীব কৃষ্ণের পুত্র। কিন্তু জীব নিজের সুখ বা আরামের জন্য প্রমত্ত হওয়ায় আপন পিতা কৃষ্ণকে ভুলিয়া গিয়াছে—কৃষ্ণের আনুগত্য বা সেবার কথা বিস্মৃত হইয়া জন্ম জন্ম ত্রিতাপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু তজ্জন্য জানাইয়াছেন,—

জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

জীব বিভুচেতন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের অণু অর্থাৎ ক্ষুদ্র অংশ বলিয়া অণুচেতন ও অণুসচ্চিদানন্দময়, সুতরাং জীবের স্বরূপে 'আনন্দ' বলিয়া একটি জিনিষ আছে। জীবের স্বরূপ কৃষ্ণের নিত্য-দাস বলিয়া কৃষ্ণের নিত্য দাসত্ব বা নিত্য সেবা জীবের নিত্য স্বভাবগত ধর্ম্ম। জীব-স্বরূপে অবস্থিত হইয়া যখন তাহার নিত্যস্বভাব বা ধর্ম্মবশতঃ তাহার নিত্য পিতা, প্রভু বা আরাধ্যবস্তু কৃষ্ণের দাসত্ব বা সেবা করে, তখন সেই নিত্য পিতা বা প্রভু কৃষ্ণের তাহাতে প্রীতি বা আনন্দ হয় বলিয়া জীবেরও তৃপ্তি বা আনন্দ হয়। এই তৃপ্তি বা আনন্দের নাম শুদ্ধা ভক্তি, সেবানন্দ, প্রেমরস বা প্রেমানন্দ, ইহাই জীবের একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু। কিন্তু মায়াবদ্ধাবস্থায় জীব কৃষ্ণ-সেবাবিস্মৃতিরূপ পিতৃদ্রোহিতা-অপরাধের ফলভোগের উদ্দেশ্যে মহামায়া হইতে প্রাপ্ত স্থূল-লিঙ্গ দেহদ্বয়ের যে সুখ বা আনন্দপ্রাপ্তির চেষ্টা করিতেছে, তাহার নাম জড়রস বা জড়ানন্দ, উহা প্রকৃতপক্ষে সুখ বা আনন্দ নয়, উহা দুঃখেরই রূপান্তর মাত্র। ইহাতে নিজ পিতা কৃষ্ণের তৃপ্তি বা আনন্দ হয় না, যেহেতু মঙ্গলময় পিতা কৃষ্ণের পুত্র জীবকে এরূপ আপাতসুখকর পরিণাম-দুঃখকর আনন্দ বা অমঙ্গল প্রদানের ইচ্ছা নাই। জীবের এই প্রকার আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির অপর নাম কাম। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন,—

কাম, প্রেম,—দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তা'রে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥
কামের তাৎপর্য্য—নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যমাত্র প্রেম ত' প্রবল॥
অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম—অন্ধতম, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

অনর্থযুক্ত মায়াবদ্ধ সেবাবিমুখ মনুষ্য-দেহধারী আমরা আমাদের দেহ-মনের সুখ বা আরামের জন্য কত ঘর-বাড়ী-দালান-কোঠা তৈয়ার করি, কত জায়গা-জমি ধন সম্পদ্ সংগ্রহ করি এবং দেহের সম্পর্কিত অপর কতকগুলি দেহকে পিতা-মাতা-স্ত্রী-পুত্রাদি আত্মীয় স্বজন জ্ঞানে তাহাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ পরস্পর নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কার্য্যে ব্যস্ত থাকি। এমতাবস্থায় আমরা দেখি—গৌড়ীয় মিশনেও কত মঠ-মন্দির দালান-কোঠা, জায়গা-জমি, ধন-সম্পদ্ আছে, আমাদের মত বহুলোক তথায় বাস করিয়া গৃহস্থগণের ন্যায় সকল কার্য্য করিতেছেন, সুতরাং বহির্দৃষ্টিতে "কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ"—এই ন্যায়ানুসারে গৌড়ীয়মিশনকে আমাদের গৃহ, ভোগাগার বা আরাম আবাসেরই অন্যতম মনে করিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা ভোগাগার, আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির স্থান বা আরামাবাস নহে।

গৌড়ীয়মিশন শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠান, শুদ্ধভক্তিমঠ, ভজনস্থান, অভিন্ন-বৃন্দাবন, কৃষ্ণের সংসার বা সাক্ষাৎ গোলোক-বৈকুণ্ঠধাম। তথাকার প্রভু, ভোক্তা বা মালিক—একমাত্র কৃষ্ণ, যিনি গীতায় শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ" অর্থাৎ আমিই (কৃষ্ণ) সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা, প্রভু ও মালিক। এই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনাম ও শ্রীবিগ্রহরূপে তথায় সর্ব্বক্ষণ বিরাজিত আর তথাকার সমস্ত সামগ্রী সেই নামরূপী কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি-মাহাত্ম্য জগতে প্রচার ও শ্রীবিগ্রহরূপী শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সেবার উপকরণ। এখানে যাঁহারা বাস করেন অর্থাৎ গৌড়ীয়মিশন বা তদন্তর্ভুক্ত মঠবাসিগণের কায়-মনো-বাক্য—সমস্ত অপ্রাকৃত কামদেব কৃষ্ণের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি বা ভোগের ইন্ধনস্বরূপ। গৌড়ীয় মিশন বা মিশনরূপী শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ সর্ব্বক্ষণ নিজপ্রভু কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য তাঁহাদের প্রাণ-অর্থ-বাক্য-বুদ্ধি—সমস্ত ব্যয় করে বলিয়া ইহা গোলোকধাম বা বৃন্দাবন হইতে অভিন্ন। "সে দিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়" "যথায় বৈষ্ণবগণ, সে স্থান বৃন্দাবন, সেই স্থানে আনন্দ অশেষ।" "বৈষ্ণব-সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ সদা হয় কৃষ্ণ-পরসঙ্গ।"—এই সব মহাজন বাণীই ইহার প্রমাণ। কিন্তু মায়ামুগ্ধ সেবা বিমুখ মনুষ্য-জাতির নিকট গৌড়ীয়মিশন তাহাদের ভোগাগার, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির গৃহ বা আরাম-আবাসের ন্যায় মনে হয়। এরূপ মনে হওয়া তাহাদের পক্ষে অস্বাভাবিক বা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কারণ,—

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।"
"চর্ম্মচক্ষে দেখে তা'রে প্রপঞ্চের সম
"দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ
উলুকে না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

অতএব গৌড়ীয়-মিশনরূপী সদ্গুরু পাদপদ্ম আশ্রয় করিবার বা গৌড়ীয়-মিশন রূপী গুরুগৃহে, মঠে, গোলোকে বা বৃন্দাবনে বাস করিবার যাঁহার নিষ্কপট আন্তরিক ইচ্ছা আছে, তাঁহাকে স্বীয় আত্মা, মন ও দেহে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শক্তি-সামর্থ্য—সকলই সর্ব্বদা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি কার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কেহই নিজের ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য প্রাণ-অর্থ-বাক্য-বুদ্ধি, শক্তি সামর্থ্য—কিছুই বিন্দুমাত্র ব্যয় করিতে পারিবে না অর্থাৎ একমাত্র কৃষ্ণসুখকামী নিষ্কপট সেবক বা শুদ্ধভক্ত ব্যতীত কর্ম্মী জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষী প্রভৃতি স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তিকামী বা স্থূল-সূক্ষ্ম দেহারামিগণ গৌড়ীয়মিশনে অবস্থান করিতে পারিবেন না, যেহেতু গৌড়ীয়মিশন এই জগতের মায়ামুগ্ধ মনুষ্যজাতির গৃহ ভোগাগার, 'গৃহান্ধকূপ' বা 'বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্ত' নহে, উহা কৃষ্ণের সংসার, বৃন্দাবন বা সাক্ষাৎ গোলোক-বৈকুণ্ঠধাম। এখানকার সেবকগণ সকলেই একমাত্র সেবানন্দ প্রেমানন্দ, সেবাধন, ভক্তিধন বা কৃষ্ণপ্রেমধন কাঙ্গাল।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ২৭ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৫. ১৫ই অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১লা ডিসেম্বর, ইং ১৯৪১, সোমবার | ২১৫তম সংখ্যা

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিকাশিনী টীকা ও আস্বাদন-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ কেশব, শর্ব্ব সঙ্কর্ষণ গৌরাব্দ ৪৫৫

—::•::—

শ্রীনাম স্বরাট্ লীলা পুরুষোত্তম। শ্রীনাম চিন্তামণি স্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, মায়াতীত সচ্চিদানন্দ বস্তু। শ্রীনাম সনাতন, চেতন ও আনন্দময়। শ্রীনামের জন্ম বা মৃত্যু অর্থাৎ সৃষ্টি বা ধ্বংস নাই। শ্রীনাম কথা বলিতে পারেন, দর্শন করিতে পারেন, শ্রবণ করিতে পারেন, আস্বাদন করিতে পারেন, ভোগ করিতে পারেন, তিনি মহাভোগী। শ্রীনামই একমাত্র ভোক্তা এবং সকলেই তাঁহার ভোগ্য। শ্রীনন্দনন্দনের শ্রীনামই মহামন্ত্র। এই নাম পরমসুন্দর। শ্রীনামই শ্রীশ্যামসুন্দর। মুক্তপুরুষগণ সর্ব্বক্ষণ এই মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। শ্রীনাম পুরুষোত্তম। শ্রীনামই রাধানাথ, যশোদাদুলাল ও সুবলসখা। ভগবান্ যেমন সৎ, তাঁহার নামও সেইরূপ সৎ। ভগবান্ই নাম, নামই ভগবান্। ভগবান্ যেরূপ চেতন, তাঁহার নামও সেইরূপ চেতন। ভগবান্ যেরূপ আনন্দলীলাময়বিগ্রহ, তাঁহার নামও সেইরূপ আনন্দলীলাময়বিগ্রহ। শ্রীনাম নিত্যবস্তু। শ্রীনাম ও শ্রীনামী একই বস্তু। ভগবানের প্রত্যেক অঙ্গ অন্যান্য যাবতীয় অঙ্গের কার্য্য করে। আমাদের চক্ষু ও কর্ণ হাঁটিতে বা কথা বলিতে পারে না, কিন্তু ভগবানের কর্ণ ও চক্ষু হাঁটিতে ও কথা বলিতে পারে। ভগবানের প্রত্যেকটী অঙ্গই পূর্ণ।

শ্রীনাম সকলেরই নিয়ামক। তিনি নিজেই স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-শক্তি পরিচালনা করিতে পারেন। শ্রীনামই আদি ও সর্ব্ববীজস্বরূপ। শ্রীনামই সকল উপাসনার মূল। শ্রীনাম যদি আমাদের পূর্ণ প্রপত্তি ও শরণাগতি দেখেন, তবেই নিজেকে আমাদের নিকট কৃপাপূর্ব্বক প্রকাশ করেন। শরণাগত, প্রপন্ন বা সেবোন্মুখ না হইলে শ্রীনামের সাক্ষাৎকার পাওয়া যায় না। শরণাগতই উন্মুখ, আর আত্মম্ভরী বা দাম্ভিক বিমুখ। শ্রীনাম দীনবন্ধু, দাম্ভিককে তিনি কৃপা করেন না। আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণকে প্রভু করিলে আর শ্রীনামপ্রভুর কৃপা পাওয়া যাইবে না। শ্রীনামসেবকের শ্রীনাম-সুখবাঞ্ছা ও তৎপ্রতি সম্পূর্ণ অহৈতুকী শরণাগতি ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের অভিসন্ধি নাই। শ্রীনাম প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। অপ্রাকৃত জিহ্বায় সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে শ্রীনাম উদিত হন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"প্রাকৃত জিহ্বায় কৃষ্ণনামের জন্ম হয় না। তবে যে, নাম জিহ্বাতে প্রকাশিত হয়, সে কেবল আত্মার অপ্রাকৃত আনন্দ, তত্তদুপযোগী ইন্দ্রিয়ে স্ফূর্ত্তি মাত্র। ভক্ত যে সময় আত্মার অপ্রাকৃত জিহ্বায় কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন, তখন ঐ উচ্চারিত পরমতত্ত্ব প্রাকৃত জিহ্বায় আবির্ভূত হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন।"

শ্রীনাম শক্তিমান্। শ্রীভগবানের দুইটী আবির্ভাব—একটী শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ, অপরটী শ্রীকৃষ্ণনাম। শ্রীনামই একমাত্র অদ্বিতীয় পুরুষ। শ্রীনামের কৃপাই পুরুষাভিমানের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায়। শ্রীপুরুষোত্তম ও শ্রীপুরুষোত্তমের নিজজনের কৃপা ব্যতীত পুরুষাভিমান—সংসার-ভোগবাঞ্ছা—নিজেন্দ্রিয়তর্পণ-স্পৃহা যায় না। সেবাই অমৃত ভোগই মৃত্যু। শ্রীনামই জীবের একমাত্র আশ্রয়। শ্রীনামাশ্রয় ব্যতীত কেহ সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে না। শ্রীনামাচার্য্যের শ্রীচরণাশ্রয়েই শ্রীনামাশ্রয় লাভ হয়। শ্রীনামই জীবের একমাত্র সম্বল—শ্রীনামই জীবের একমাত্র বন্ধু।

গোলোক-বৃন্দাবনবাসী জীবাত্মার শুদ্ধজ্ঞানময়—সেবাময় রূপ বড় সুন্দর। তাহা সৌন্দর্য্যময় আনন্দময় ও চেতনময়। শুদ্ধজীব চেতনময় ও আনন্দময় সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা শ্রীনামের সেবা করেন। যাঁহারা সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা শ্রীনামের সেবা করেন, শ্রীনাম তাঁহাদের প্রেমবাধ্য হইয়া তাঁহাদের কান্তরূপে প্রকাশ পান। অশ্রদ্ধা, কুটিলতা, দম্ভ, অসৎসঙ্গ, জড়াভিনিবেশ-দ্বারা হৃদয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিত্য-ভোগোন্মুখ শ্রীনামের কৃপাপূর্ব্বক শুভাগমনকে বন্ধ করিতে হইবে না। সেবোন্মুখ হইয়া কৃষ্ণভোগ্য-অভিমানে দেখিলে ভোক্তা শ্রীনাম কৃপাপূর্ব্বক হৃদয়ে উদিত হইবেনই। শ্রীনাম যাঁহার বশীভূত, সেই স্বরূপশক্তির কৃপা ব্যতীত কেহই শ্রীনামের কৃপা পায় না। শ্রীগুরুদেবই স্বরূপশক্তি। শ্রীগুরুদেবকে হৃদয়দেবতা জানিয়া যিনি তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করেন, শ্রীগুরুর নিত্যসঙ্গী শ্রীনাম তাঁহার হৃদয়েই প্রকাশিত হইয়া থাকেন। শ্রীনাম নিজজনের নিজজন ব্যতীত শ্রীনাম অপর কাহারও নিকট যান না।

শ্রীনাম—অবতার, মায়ার সহিত তাঁহার কোন সংস্পর্শ নাই। যিনি সেবার জন্য সেবা করেন, শ্রীনাম তাঁহাকেই সেবা দেন, আকর্ষণ করেন, তাঁহার সহিতই শ্রীনামের আলাপ-পরিচয় হয়। সেবকের সেবাই উপায়, সেবাই উপেয়। শ্রীনাম ও শ্রীনাম-সেবক উভয়েই নিরপেক্ষ। শ্রীনাম তাঁহার ভক্তগণের নিকট হইতে সম্মান, পূজা প্রভৃতি কিছুই চান না। কারণ, নিজ ভক্তের লাভেই তাঁহার লাভ, ভক্তের সুখেই তাঁহার সুখ। আরও একটী কারণ এই যে, তিনি করুণ অর্থাৎ পূজাদি-বিষয়ে ভক্তের যে কষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে তিনি অসহিষ্ণু। ভক্তও ভগবানের নিকট কিছু চান না। উভয়ে নিরপেক্ষ হইলেও পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতিবশতঃ উভয়ে উভয়ের সুখবিধান না করিয়া থাকিতে পারেন না। ভগবান্ নিরপেক্ষ হইলেও ভক্তবৎসল। ভক্ত নিরপেক্ষ হইলেও নিত্যকাল ভগবৎ পক্ষাবলম্বী। শ্রীনাম সেবককে ছাড়িতে পারেন না, সেবকও শ্রীনামকে ছাড়িতে পারেন না। পরস্পরের মধ্যে এত আকর্ষণ ও প্রীতি। শ্রীনাম আকর্ষক, জীব আকৃষ্ট। আকর্ষকের সহিত আকৃষ্টের যে যোগসূত্র, তাহাই ভক্তি। সেই ভক্তি শ্রবণ কীর্ত্তন-স্মরণাদিলক্ষণময়ী।

দ্রষ্টৃ-অভিমানে শ্রীনামদর্শন বা গুরুদর্শন হয় না। শ্রৌতপথে চেতনের দর্শন হইয়া থাকে। শ্রীনামসেবকের পুরুষাভিমান নাই। শ্রীনামই জীবের জীবন। কলিকালে নাম বিনা জীবের অন্য গতি নাই। বিভিন্ন শাস্ত্র বলিতেছেন,—"সিংহরবে ভীত মৃগগণ যেরূপ পলায়ন করে, তদ্রূপ পুরুষ যদৃচ্ছাক্রমেও নামোচ্চারণ করিলে সর্ব্বপাপশূন্য হইয়া তৎক্ষণাৎ মুক্ত হন। শ্রীনামের শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ হইতে যাবতীয় আধিব্যাধিসমূহ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। মহাপাপিষ্ঠও যদি নিরন্তর হরিকীর্ত্তন করে, তাহা হইলে তাহারও অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়। যাঁহারা নিত্যকাল হরি, কেশব, গোবিন্দ, বাসুদেব এই বলিয়া নামকীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের উপর কলির আধিপত্য থাকে না। জীব শ্রীভগবানের প্রিয় নাম মুমূর্ষু ও আতুর অবস্থায় এবং

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে ॥

পড়িতে পড়িতে, স্খলিত হইতে হইতে বা বিবশ হইয়া গ্রহণ করিলেও কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উত্তমাগতি লাভ করে। ঋক্, যজুঃ ও সামাদি বেদপাঠের কিছুই প্রয়োজন নাই, গোবিন্দাদি হরিনামই একমাত্র কীর্ত্তনীয়, তুমি তাহাই সর্ব্বদা গান কর। শতসহস্রকোটী তীর্থসেবার ফল নাম-কীর্ত্তন হইতেই লাভ করা যায়। সূর্য্যগ্রহণে কোটি গো-দান, প্রয়াগ ও গঙ্গাদিতে কল্পকাল বাস, অযুত যজ্ঞ ও পর্ব্বত-পরিমাণ সুবর্ণ-দান—এই সব গোবিন্দকীর্ত্তনাভাসের শতাংশের একাংশের সমও নহে। যাহারা 'নারায়ণ, জগন্নাথ, বাসুদেব, জনার্দ্দন' প্রভৃতি নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সর্ব্বত্র বন্দিত হন। যে সকল মানবের আর অন্য গতি নাই, যাহারা বিষয়ভোগী, পরদ্রোহী, জ্ঞান-বৈরাগ্যবিহীন, ব্রহ্মচর্য্যাদি তপোবর্জ্জিত, সর্ব্ব-ধর্ম্মাচারবিহীন, তাঁহারা একমাত্র বিষ্ণু-নামানুশীলন-দ্বারা যে গতি লাভ করেন, সমুদয় ধার্ম্মিক মিলিত হইয়াও সে গতি পান না। হরিনাম সর্ব্বত্র সেব্য। শ্রীনামগ্রহণে দেশ-কালের নিয়ম নাই, উচ্ছিষ্টাদি বিষয়েও নিষেধ নাই। যদি কেহ ভগবান্‌কে লাভ করিতে চান, তবে তিনি সর্ব্বক্ষণ গোবিন্দ-নাম কীর্ত্তন করুন। যিনি সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে পাপকর্ম্মাদিতে রত, তিনিও সঙ্কীর্ত্তনপ্রভাবে শুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন। হে বিপ্র! ক্ষুধা তৃষ্ণাদি দ্বারা ক্লিষ্ট হইয়াও বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তন করিলে শ্রীহরি তাঁহার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হন। শ্রীভগবন্নাম-কীর্ত্তনই একমাত্র মঙ্গল, একমাত্র নিত্যধন এবং জীবনের একমাত্র ফল। সত্যযুগে ভক্তির সহিত শ্রীহরির অর্চ্চন ও শত শত যজ্ঞাদির দ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, কলিযুগে গোবিন্দ কীর্ত্তন দ্বারা তাহা সমস্তই লাভ হয়।"

কৃষ্ণ-নাম ও কৃষ্ণস্বরূপের মধ্যে কোন ভেদ নাই। তবে তাহাতে রহস্য এই যে, 'স্বরূপ' অপেক্ষা 'নাম' অধিক কৃপা করেন। স্বরূপের প্রতি যে অপরাধ হয়, তাহা স্বরূপ কখনও ক্ষমা করেন না, কিন্তু স্বরূপের প্রতি অপরাধ ও নিজের প্রতি অপরাধ কৃষ্ণ-নাম কৃপা করিয়া ক্ষমা করেন।

জড় জগতে শ্রীহরিনামের জন্ম হয় নাই। চিৎকণ জীব শুদ্ধ-স্বরূপে অবস্থিত হইয়া চিন্ময় শরীরে হরিনাম করেন। এই শ্রীনাম-সাধনের পদ্ধতি-সম্বন্ধে নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"তুলসীমালায় বা অন্যভাবে করে সংখ্যা রাখিয়া নিরন্তর নিরপরাধে হরিনাম করিবে। শুদ্ধ নাম হইলে নামের ফল যে প্রেম, তাহা পাওয়া যায়। তুলসী হরিপ্রিয়বস্তু, সুতরাং তৎ-সংস্পর্শে নামের অধিক ফল অনুভব করা যায়। নাম করিবার সময় শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ও নামে অভেদ বুদ্ধি করিয়া নাম করিবে।"

নামাপরাধ থাকিলে নাম হয় না। নামোচ্চারণ করিবামাত্রই হয় নামাপরাধ, না হয় নামাভাস, না হয় শুদ্ধ নাম—এই তিনটীর একটী হইবেই। উচ্চারণকারী হয় অন্যাভিলাষী বা ভোগী অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ-কাম-কামী, না হয় ত্যাগী অর্থাৎ মুক্তিকামী, না হয় নামের অহৈতুক সেবক। যাঁহার নিজসুখবাঞ্ছা নাই, তিনিই শ্রীনামের অকপট সেবক। নিজসুখ-বাঞ্ছা বজায় রাখিয়া হরিনাম করিলে হরিনাম হয় না, তাহা নামাপরাধ মাত্র। যেখানে কাহারও নিকট হইতে সেবা-গ্রহণের পিপাসা, সেখানে শ্রীনামসেবা নাই। প্রভুত্ব-কামী কখনও শ্রীনামপ্রভুর সন্ধান পাইবে না। যাহার সেবক আছে, তাহার প্রভু নাই। যাঁহার প্রভু আছে, তাঁহার সেবক নাই। যিনি প্রভুর সেবক তিনি অন্য সেবকের প্রভু কি করিয়া হইবেন? সেবকের সেবক থাকে না। সেবকের প্রভু ছাড়া আর কেহ নাই। প্রকৃত প্রভুসেবক সকলকে প্রভুর সম্বন্ধে দর্শন করেন। প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা যেখানে আছে, সেখানে সেবা কি করিয়া থাকিবে? চেতনের একটা অভিমান থাকিবেই—হয় প্রভু-অভিমান না হয় সেবক-অভিমান। এই দুইটী অভিমান যুগপৎ থাকিতে পারে না। প্রভু-অভিমানই বদ্ধতা, আর সেবক-অভিমানই মুক্তি।

শ্রীনামে আপন-বুদ্ধি না হইয়া দেহে আত্মবুদ্ধি হইলে শ্রীনাম হইবে না। আমি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্র, আমি ব্রহ্মচারী, আমি সন্ন্যাসী, আমি বাঙ্গালী, আমি বিহারী, আমি পণ্ডিত, আমি মূর্খ, আমি মনুষ্য, আমি পশু, আমি এজগতের কোন একজন—এ সব অভিমান থাকিলে কোটি-জন্ম হরিনাম করিবার অভিনয় করিলেও হরিনাম হইবে না। শ্রীনামের সেবকাভিমানে দৃঢ় হইয়া নিজেকে শ্রীনামের নিজজন বা শ্রীনামাচার্য্যের উচ্ছিষ্টভোজী কুক্কুর জানিয়া নিরন্তর হরিনাম করিলে শ্রীনামের কৃপা পাওয়া যাইবে।

শ্রীনাম যে ক্ষণ যাঁহার সঙ্গ করেন, অথবা যিনি শ্রীনামের সঙ্গ নিরন্তর করেন, সেইরূপ সাধুর সঙ্গ সেবা, আনুগত্য ও তাঁহাতে আপন জ্ঞান ব্যতীত শ্রীনামের সেবা, সঙ্গ ও শ্রীনামের প্রতি আপন জ্ঞান হয় না। যে হরিনামকে চায়, সে হরিনামকে পায়। দেহাত্মবুদ্ধি বা নিজসুখ বজায় রাখিয়া যে মুখে হরিনামকে চায়, সেই কুটিল ব্যক্তি কখনও হরিনামকে পায় না। শ্রীনাম অন্তর্যামী, তাঁহার সহিত ভণ্ডামি চলিবে না। প্রত্যেক হৃদয়েই তিনি অন্তর্যামিরূপে বাস করিতেছেন। তাঁহার চক্ষে ধূলি দিবার সাধ্য কাহারও নাই।

নিজেকে শ্রীনামের ভোগ্য বলিয়া জানিতে পারিলেই শ্রীনামের ভোক্তৃত্ব উপলব্ধি হয়। তখনই "নাম বিনা কিছু নাহিক আর চৌদ্দ ভুবন মাঝে,"—ইহা বুঝা যায়। তখন জীবের হৃদয়ে আর ভোগ-ত্যাগস্পৃহা থাকে না। তখন সর্ব্বত্র গুরুদর্শন বা সেব্য-দর্শন হয়। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও বলিয়াছেন,—"সকল বস্তুকেই কৃষ্ণসম্বন্ধিরূপে দর্শন করা যায়। কেবল জীব নিজেন্দ্রিয়তর্পণাসক্তি পরি-ত্যাগ করিলেই তাদৃশ দর্শন সম্ভব হয়। কৃষ্ণ-সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত বস্তুনিচয়কে প্রাপঞ্চিক বস্তুজ্ঞানে পরিত্যাগ করিলে বৈরাগ্যের অপব্যবহার করা হয়। বস্তুতঃ জড়াভিনিবেশ ত্যাগ ও ভগবানে মনোনিবেশই বৈরাগ্যের উদ্দেশ্য।"

যুক্তবৈরাগ্যবান্‌ই হরিনাম ও হরিদর্শন করিতে পারেন। শ্রীনামাদি-শ্রবণ-কীর্ত্তন-দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। যিনি পূর্ব্ববর্ত্তী শতজন্ম শ্রীবাসুদেবের অর্চ্চন করিয়াছেন, তাঁহারই মুখে শ্রীহরিনাম বিরাজ করেন। সর্ব্বযুগে শ্রীহরিনামের সমানই সামর্থ্য, তবে কলিযুগে ভগবান্ স্বয়ং কৃপাপূর্ব্বক জীবকে ইহা গ্রহণ করাইয়া থাকেন বলিয়াই, কলিযুগে উহার প্রশংসা শুনা যায়। কলিযুগে অন্য ভক্তির অনুষ্ঠান করিলেও তাহা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-সংযোগেই করিতে হইবে। কলিযুগে একমাত্র হরিনামই গতি, এতদ্ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

সম্বন্ধ

——::[*]::——

আমরা জীব, চেতনতাই আমাদের জীবন। শরীরের অনুশীলন শরীরের পুষ্টি-সাধন করে এবং মনের অনুশীলন মনের পুষ্টিসাধন করে। শরীর ও মনের অনুশীলনের তাৎকালিক প্রয়োজনীয়তা আছে বটে, কিন্তু ইহাদের অনুশীলনের সার্থকতা আর কোন একটী বস্তুর অনুশীলনের উপর নির্ভর করে। দেহ ও মন চেতন নহে, তাহারা কোন বস্তুর আবরণস্বরূপ, সেই বস্তুকে রক্ষণই তাহাদের কার্য্য। চেতনতাই সেই বস্তু। চৈতন্যই দেহ ও মনের মালিক। এই চৈতন্যকে বাদ দিয়া দেহ ও মনের অনুশীলন অচেতন পুতুল সাজাইবার ন্যায় নিরর্থক।

এই চেতনতা কি? এই চেতনের কারণ কি? দেহ ও মনের সহিত যেরূপ চেতনতার সম্বন্ধ আছে, তদ্রূপ ঐ চেতনতার সহিতও আর কোন একটী বস্তুর সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধ আলোচনার ফলে 'ভগবান্' বলিয়া একটি বস্তুর স্বীকার অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। চেতনতার কারণ—ব্রহ্ম বা ভগবান্ এবং চেতন—জীবাত্মা। এই জীব বা আত্মা গৃহে রক্ষিত আলোর ন্যায়। আলোর সাহায্যে যেরূপ গৃহে কার্য্যানুশীলন সম্ভবপর হয়, তদ্রূপ চেতনতার সাহায্যে শরীর ও মনের অনুশীলন সম্ভবপর হয়। চেতনতা ব্যতীত বিদ্যাচর্চ্চা, বিজ্ঞানচর্চ্চা বা অন্য কোন চর্চ্চা সম্ভব হইত না। এক (১) সংখ্যার দক্ষিণে এক বা ততোধিক শূন্য (০) সমাবিষ্ট হইলেই উহার মূল্য থাকে, কিন্তু মূল এককে বাদ দিয়া এক বা ততোধিক শূন্য-সমাবেশের মূল্য কোথায়?

ঘোর দুরদৃষ্ট-বশতঃই এই সম্বন্ধজ্ঞানের আলোচনায় আমাদের যত শৈথিল্য। এই সম্বন্ধজ্ঞানের আলোচনার প্রয়োজন আমরা আদৌ বোধ করিতেছি না। চেতনের অনুশীলন বাদ দিয়া আমরা কেবল দেহ ও মন প্রভৃতি অচেতন বস্তুর অনুশীলনেই তৎপর। এই সম্বন্ধজ্ঞানালোচনার অভাব মানবসমাজে একপ্রকার সংক্রামক ব্যাধিরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে। আমরা সকলে গৃহীকে উপেক্ষা করিয়া গৃহকে সুসজ্জিত করিতে ব্যস্ত—আমরা দেহকে সাজাইতেছি, কিন্তু দেহীকে বাদ দিয়াছি, চেতনকে বাদ দিয়া অচেতন বস্তুর আলোচনায় দুর্ল্লভ মানব জন্মের অমূল্য মুহূর্ত্তগুলি অবলীলাক্রমে অতি-বাহিত করিতেছি। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকেরই ইহা আলোচনার বিষয়—ইহা প্রত্যেক পুরুষের, প্রত্যেক স্ত্রীর, প্রত্যেক বৃদ্ধের, প্রত্যেক যুবার, প্রত্যেক বালকের, হিন্দুর, মুসলমানের, খ্রীষ্টিয়ানের, সমস্ত সম্প্রদায়ের আলোচনার বিষয়—ইহাই সকলের একমাত্র নিত্যস্বার্থপ্রদ—ইহাই সার্ব্বজনীন প্রয়োজনীয় কথা।

অগ্নিপুঞ্জ হইতে যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তদ্রূপ অপরিমেয় পরমাত্মা হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত লোক, সমস্ত দেবতা ও সমস্ত প্রাণী উদ্গত হয়। স্ফুলিঙ্গ—ক্ষুদ্র, আর অগ্নিকুণ্ড—বৃহৎ। স্ফুলিঙ্গকে অগ্নি বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু অগ্নিকুণ্ড বলা যাইতে পারে না। স্ফুলিঙ্গ যতক্ষণ বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডে থাকে, ততক্ষণ ইহা পূর্ণ অবস্থায় থাকে। বাহিরে আসিলে ইহা বাতাসে নিবিয়া যায়, এমন কি, অঙ্গারে পরিণত হইতে পারে। তদ্রূপ জীব ক্ষুদ্র-চেতন এবং ভগবান্ বা ব্রহ্ম—বৃহৎ অপরি-মেয় চেতন। জীব এই বৃহৎ চেতনের অতি ক্ষুদ্রতম অণু-অংশ এবং তাঁহা হইতে উদ্গত। যতক্ষণ এই জীব ভগবানের সহিত সংলগ্ন থাকে, ততক্ষণ তাহার শুদ্ধতা, ততক্ষণই তাহার উপাদেয়তা। আজ আমরা সেই ভগবদ্রূপ বৃহৎ অপরিমেয় অগ্নি হইতে বাহিরে আসিয়া আমাদের শুদ্ধি হারাইয়াছি, অঙ্গারবৎ হইয়া গিয়াছি, আমরা আজ চেতনের ধর্ম্ম হারাইয়াছি,—আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনধর্ম্মাক্রান্ত পশুদিগের অন্যতম হইয়া দাঁড়াইয়াছি, নিজের স্বভাবকে হারাইয়া নিতান্ত অভাবে কাল কর্ত্তন করিতেছি। আমরা আজ জানিতে পারিতেছি না,—আমরা কে?

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

আমরা জানিতে পারিতেছি না—আমাদের কর্ত্তব্য কি? এ অজ্ঞতাই জড়ের ধর্ম্ম—এই অজ্ঞতাই চেতন-সংসর্গরাহিত্যের ফল—জাড্য।

কি প্রকারে আমরা পুনরায় আমাদের স্বরূপ—আমাদের স্বভাব প্রাপ্ত হইতে পারি? কি প্রকারে আমরা স্বভাবে স্থিত হইয়া 'দেহি' 'দেহি' রব হইতে চিরতরে মুক্ত থাকিতে পারি? সর্ব্বপ্রথমে কে আমাকে জানাইয়া দেয় যে, আমি—স্বভাবভ্রষ্ট? কে আমার ভিতরে আজ সহজ চেতনসত্তার উদ্বোধন করিয়া আমাকে জানাইয়া দেয় যে, আমি স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া—বিচ্যুত হইয়া এক অভাবের রাজ্যে আবদ্ধ রহিয়াছি, আর সেই অভাবের পূর্ণতা-সাধনের কোনরূপ আশা-ভরসা না থাকিলেও তাহা পরিপূরণের জন্য দিন দিন নূতন নূতন অভাব সৃষ্টি করিয়া ব্যাকুলভাবে ছুটাছুটী করিতেছি? কে আমাকে জানাইয়া দেয় যে, এ অভাবের শেষ কোথায়?—এ ব্যাকুলতার সমাপ্তি কোথায়? যিনি তাহা জানাইয়া দেন, তিনি সদ্‌গুরুরূপী ভগবান্। অন্তর্য্যামী সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়েরই একমাত্র আবশ্যকতা আছে। কয়লা যেমন জলন্ত অগ্নির সংস্পর্শে আবার জ্বলিয়া উঠে, তদ্রূপ বদ্ধ জীব—স্বরূপভ্রান্ত জীব—অভাবগ্রস্ত জীব নিত্যমুক্ত সদা স্ব-স্বরূপসংপ্রাপ্ত পূর্ণবস্তু গুরুদেবের সংস্পর্শে আসিয়া স্বীয় স্বভাব ফিরিয়া পায়। গুরুদেবই সম্বন্ধজ্ঞানরূপ অগ্নি সংযোগ করিয়া দেন, তবেই বদ্ধজীব অচেতনের সংসর্গ ছাড়িয়া—জাড্য ছাড়িয়া চেতনময় উপদেশ-বাতাসের সহায়তায় পুনরায় ভগবৎসেবা-চেষ্টায় জ্বলিয়া উঠে—শ্রীগুরুর সংস্পর্শে লুপ্ত স্বভাব ফিরিয়া পাইয়া স্বভাবের অনুবর্ত্তনে কেবলমাত্র অধোক্ষজের আলোচনা করিতে থাকে। শ্রীগুরুর সংস্পর্শ ব্যতীত চেতনতার উদ্বোধন অসম্ভব। জড় দেহ ও মনের দ্বারা জড়ের অনুশীলন সম্ভবপর হইলেও তাহাদের দ্বারা চেতনের অনুশীলন অসম্ভব। জড়ের অনুশীলন চেতনতার উদ্বোধন করিতে সমর্থ নহে। চৈতন্যই চেতনতার একমাত্র উদ্বোধক—চৈতন্যই চেতনতার একমাত্র নিয়ামক।

জীব ও ভগবান্ উভয়েই চেতন বটে, কিন্তু এক নয়,—ভেদ আছে। পার্থক্য—পরিমাণগত, জাতিগত নহে। আমরাও অণু, ভগবান্‌ও অণু—জাতীয়ত্বে আমরা এক, কিন্তু তিনি—অপরিমেয় আয়তনে, আর আমরা ক্ষুদ্রতম স্ফুলিঙ্গ; তিনি বিভু-চেতন, আর আমরা অণুচেতন—আমরা পরস্পর পৃথক্। এই পরিমাণ-গত পার্থক্য—নিত্য, এই পরিমাণগত পার্থক্যই উভয়ের স্বভাব-নির্দ্ধারক। স্ফুলিঙ্গ সামান্য ফুৎকারে নিবিয়া যায়, কিন্তু অগ্নিকুণ্ড নিবিয়া যায় না। বিভু-চেতন মায়াধীশ, কিন্তু অণুচেতন—মায়াবশযোগ্য। এই স্বভাববশে অণু-চেতনগণ নিত্য বিভুচেতনের অনুগত। ভগবানের আনুগত্যই জীবের স্বভাব। অতএব জীব ভগবানের নিত্য দাস, ভগবদ্দাসত্বই জীবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম।

শ্রীভগবান্ পরম দয়ালু। জীব যখন তাহার স্বভাব বিস্মৃত হয়, তখন তিনি তাহাকে উদ্ধার করিতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন—নিদ্রিত আমাদিগকে তিনি জাগাইতে আসেন—সুপ্ত চেতনের উদ্বোধন-ক্রমে তিনি আমাদিগকে নিজ স্বভাব জানিতে দেন। তখন আমাদের স্বভাবের ধর্ম্ম ভগবানের নির্ম্মল আনুগত্যে আমাদের মুক্তি—আমাদের সহজ-স্বভাবের প্রকৃত স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্ত হই। ভগবানের নিত্যদাসত্বেই জীব-চেতনের পূর্ণ বিকাশ। তিনি মানুষের নিকট মানুষের মতই হইয়া আসেন। সনাতন চেতনধর্ম্মের বৈজ্ঞানিকগণ ভগবানের অসংখ্য অবতারের কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার দশবিধ অবতার-বিষয়ে সকলেই একমত। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জীবের দেহ ও চিত্তবৃত্তিগত ঐতিহাসিক স্তরগুলির বিকাশ বা প্রতীতি-অনুসারে ভগবান্ তত্তদ্‌ভাবোপযোগী তাঁহার নিত্যস্বরূপ এই জগতে প্রকটিত করেন। এই দশ অবতার যথাক্রমে,—

(১) শ্রীমৎস্যাবতার—অদণ্ড অবস্থা।
(২) শ্রীকূর্ম্মাবতার—বল্গদণ্ড-অবস্থা।
(৩) শ্রীবরাহাবতার—মেরুদণ্ড অবস্থা।
(৪) শ্রীনৃসিংহাবতার—উত্থিত মেরুদণ্ড-অবস্থা।
(৫) শ্রীবামনাবতার—ক্ষুদ্র নর-অবস্থা।
(৬) শ্রীপরশুরামাবতার—অসভ্য নর-অবস্থা।
(৭) শ্রীরামাবতার—সভ্য নর-অবস্থা।
(৮) শ্রীকৃষ্ণাবতার—জ্ঞান-অবস্থা।
(৯) শ্রীবুদ্ধাবতার—অতিজ্ঞান অবস্থা।
(১০) শ্রীকল্ক্যবতার—প্রলয়-অবস্থা।

জীবের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের অদণ্ডাবস্থার স্তর হইতে প্রলয়াবস্থার স্তর পর্য্যন্ত এই দশবিধ স্তরের সহিত ভগবানের উপরি-উক্ত দশবিধ অবতারের প্রাকট্যলীলা প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

এই দশবিধ অবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণাবতার শ্রেষ্ঠতম। নিত্যমানবতনুধৃক শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানের পূর্ণ-বিকাশ—শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণতম স্বয়ং ভগবান্। তিনি নিখিল জ্ঞান বা চেতনের উৎসস্বরূপ। নরবপুই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। আমরা মানব, তাই তিনি অহৈতুকী অমন্দোদয়া দয়া প্রকাশ করিয়া তাঁহার এই মানবস্বরূপ আমাদের নিত্য-কল্যাণ-বিধানের জন্য প্রকটিত করেন। মানবই মানবের আদর্শ। নরের আদর্শ নর-দেবতা হইতে পারেন না। জীবের জ্ঞান বা চেতন যখন অজ্ঞান বা অচেতনের আক্রমণে রুদ্ধ ও জড়ীভূত হয়, তখন উহা নাস্তিকতায় পরিণত হয়। বুদ্ধদেব স্বয়ং পূর্ণজ্ঞানময় হইয়াও এই নাস্তিকতাকে মোহিত করিয়াছেন। তাঁহার পরের অবস্থায় জ্ঞানের ঘোর বিপ্লবাবস্থা, সেই অজ্ঞানের উচ্ছেদ-সাধনকল্পেই কল্কির অবতার।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

—— ::(০)::——

উত্তমরূপে বর্ণাশ্রম পালন করিবার পরও দেখি, আরও কিছু কর্ত্তব্য অবশিষ্ট আছে—তাহা পরতত্ত্বের ঐকান্তিকী সেবা। আত্মার কোনরূপ মলিনতার প্রয়োজন নাই। দৈহিক তাৎকালিক প্রয়োজনসমূহই আবর্জ্জনা। মন পুণ্যের অনুশীলন দ্বারা সাময়িকভাবে কথঞ্চিৎ নিয়মিত মনে হইলেও উহা স্বভাবতঃই বড় বিশ্বাসঘাতক, উহার উপর নির্ভর করা যায় না। বালকের ন্যায় চাপল্যপ্রিয় না হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদের যাবতীয় কৃত্য পরতত্ত্বের প্রতি প্রযুক্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। আত্মাদ্বারা পরতত্ত্বের সেবা সম্ভব। সেবালাভের উপায় শরণাগতি। আমরা নিজের উপর নির্ভর করিয়া বিপন্ন হইব না, তাঁহার উপর নির্ভর করিব। অকর্ত্তব্য না করার জন্য অর্থাৎ ইতর কার্য্য করিতে পারিলাম না বলিয়া শোক করিব না।

আত্মার উন্নত আকাঙ্ক্ষা শাস্ত্রবিধি-পালনমাত্র নহে কিংবা বৈদান্তিকক্রুবের ন্যায় নির্ভেদ-জ্ঞানানুশীলনমাত্রও নহে। আত্মার একমাত্র লক্ষ্য—একমাত্র নিত্য আকাঙ্ক্ষা—পরতত্ত্বের নিত্য সেবা। পরতত্ত্বের সেবাবিহীন হইলে জাগতিক পরোপকারে নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। জাগতিক ব্যাপারে তুলনা-মূলক বিচার দ্বারা এই সমুদয় লোকহিতকর কার্য্য প্রথমদৃষ্টিতে অত্যন্ত লোভনীয়, সন্দেহ নাই। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে পরতত্ত্বের সেবাই আচরণীয়।

যাঁ'রা কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা করেন, তাঁ'রা বিষয় ও আশ্রয়বিগ্রহের যুগপৎ সেবা ক'রে থাকেন। কার্ষ্ণসেবার সহিত আত্মপ্রতীতির সর্ব্বতোভাবে সংযোগ আছে। যাঁ'দের তা' নাই, তাঁ'রা গুরুপাদপদ্মসেবা বুঝ্‌তে পারেন না। শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা কর্‌বার পূর্ব্বে গুরুসেবা, সেই গুরুসেবা সপার্ষদ গুরুদেবের সেবা। সপার্ষদ গুরু-সেবা না হ'লে আত্ম-প্রতীতি উদ্বুদ্ধ হয় না। আত্মপ্রতীতির অভাবে—নিষ্কপট সপার্ষদ গুরুপাদপদ্ম-পূজার অভাবে তোতা-পাখী যেরূপ কথা শিখে বুলি আওড়ায়, আমরাও সেইরূপ শব্দ উচ্চারণ করি মাত্র। আমরা বড় লম্বা লম্বা কথা বলি, কিন্তু গীতার "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি", গীতার চরম শ্লোক "মামেকং শরণং ব্রজ"—একবারও স্মরণ করি না। আমরা নিজেরা আমাদিগকে খুব বড় মনে করি—প্রকৃতির অতীত রাজ্যের অপ্রাকৃত ভাব লাভ ক'রেছি কল্পনা করি। অপ্রাকৃত ভাব লাভ না কর্‌লে কোন মঙ্গললাভ হ'বে না, কিন্তু প্রাকৃত অবস্থায় থেকে যদি অপ্রাকৃত ভাব লাভ ক'রেছি মনে করি, তা' হ'লে সেরূপ মনে করা অবৈষ্ণবতা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

কলিকাতায় প্রচার

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরম-হংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে গৌড়ীয়-মিশনের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী কতিপয় মঠসেবক সহ কলিকাতা কালাকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের বাটীতে গত ২৩শে নভেম্বর, ৭ই অগ্রহায়ণ, রবিবার সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর দিবস ভক্তিশাস্ত্রীজী মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে টালিগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ সেন গুপ্ত মহাশয়ের বাটীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ২৫শে নভেম্বর, ৯ই অগ্রহায়ণ মঙ্গল-বার ডব্লিউ-সি-ব্যানার্জ্জি ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুত যতীন্দ্র-মোহন কুণ্ড মহাশয়ের বাটীতে এবং পরদিবস মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুত সাধনচন্দ্র কুণ্ড মহাশয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কপিল-দেবহূতি-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের সুসিদ্ধান্তপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমোপকৃত হন এবং আরও হরিকথা-শ্রবণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রত্যহ সভাতে বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। পাঠের আদ্যন্তে শ্রীহরিসংকীর্ত্তন হইয়াছিল।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে বিরহ মহোৎসব

গত ২৬শে নভেম্বর, ১০ই অগ্রহায়ণ, বুধবার ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল মধুসূদন দাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব নিরন্তর হরি-সংকীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে প্রাতে শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিরহসূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। তৎপরে কীর্ত্তনমুখে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক ও শ্রীমন্দির-পরিক্রমা হয়। মধ্যাহ্নে গৌরবিহিত কীর্ত্তন ও গৌড়ীয় হইতে শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের মহিমার কথা আলোচিত হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও কৃপাপ্রার্থনাসূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর গৌড়ীয়-সম্পাদক মহা-মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যা-বিনোদ প্রভু প্রায় ১ ঘণ্টা যাবৎ শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের কৃপা ও মহিমার কথা কীর্ত্তন করেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:::০:::-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তি এত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ॥৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশন

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আসন্ন অধিবেশনে ২৮টি বে-সরকারী প্রস্তাবের নোটিশ দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে জমিদারী প্রথার লোপ, ভারতরক্ষা আইনে দণ্ডিত ও আটক ব্যক্তিগণের ও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের বিনা সর্ত্তে সত্বর মুক্তির দাবী, বাঙ্গলার বর্ত্তমান পাব্‌লিক সার্ভিস কমিশনের স্থলে মুসলমান ও তপসীলভুক্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিসহ নূতন কমিশন গঠন-সম্পর্কিত প্রস্তাবের নোটিশ আছে।

একজন কংগ্রেসী সদস্যের নামে এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাবের নোটিশ দেওয়া হইয়াছে যে, জুট এ্যাক্ট অনুসারে বাঙ্গলা সরকার যে ২৫ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত পাইয়া থাকেন, তাহা এবং আদায়ী পাট শুল্কের দরুণ ভারত সরকার বাঙ্গলা সরকারকে যে টাকা দিয়া থাকেন তাহাও ১৯৪১ সালের বিক্রয় কর আইন অনুসারে যে রাজস্ব বাঙ্গলা সরকার পাট-উৎপন্ন দ্রব্য হইতে পাইয়া থাকেন, তাহা বাঙ্গলার পাট চাষী ও পাট-শিল্পের উন্নতির জন্য ব্যয় করা হউক। আর একটি প্রস্তাবে বঙ্গীয় বিক্রয় কর আইন (১৯৪১) বাতিল করিবার দাবী করা হয়।

পাঁচ মাস যুদ্ধের ফলাফল

সোভিয়েট প্রচার বিভাগের সংবাদে প্রকাশ, রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধে এ পর্য্যন্ত সোভিয়েটের ২১,২২,০০০ সৈন্য নষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে ৫,২০,০০৯ নিহত, ১১,১২ ০০০ আহত ও ৫,২০,০০০ নিখোঁজ হইয়াছে।

জার্ম্মাণদের প্রায় ৬০ লক্ষ সৈন্য হতাহত ও বন্দী হইয়াছে।

জার্ম্মাণদের ১৫,০০০ ট্যাঙ্ক, ১৩,০০০ বিমান ও ১৯,০০০ কামান খোয়া গিয়াছে।

সোভিয়েটের ৭৯০০ ট্যাঙ্ক, ৬৪০০ বিমান ও ১২,৯০০ কামান খোয়া গিয়াছে।

বঙ্গীয় পাট কর বিল

বঙ্গীয় আইন সভার গত অধিবেশনে যে বঙ্গীয় কাঁচা পাট বিক্রয় কর বিল (১৯৪১) গৃহীত হইয়াছিল, উহাতে বড়লাট মহোদয়ের সম্মতি পাওয়া গিয়াছে। অতঃপর ইহা পূর্ণাঙ্গ আইনে পরিণত হইল।

এই আইনের বলে রপ্তানিকারক ও পাট কল মালিকগণও কাঁচা পাট ক্রয় করিবেন, তাহার উপর মণ প্রতি দুই আনা হারে কর ধার্য্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই আইনের বিঘোষিত উদ্দেশ্য হইতেছে, বাঙ্গালার পাটের মূল্যের একটা সমতা আনয়ন, পাট-চাষীদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা ও বাঙ্গলার পাট শিল্পের উন্নতি সাধন। উক্ত কর ধার্য্যের দ্বারা বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা আয় হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পলাতক জার্ম্মাণ বৈমানিকদ্বয়

একটি বৃটিশ বন্দীনিবাস হইতে দুইজন বৈমানিক পলায়ন করে। উহারা জার্ম্মাণীতে যাইবার জন্য একখানা বিমানপোতও সংগ্রহ করিয়াছিল, পরে অবশ্য উহারা ধৃত হয়। ইহাদের বিমানপ্রাপ্তি সম্পর্কে তদন্ত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ যে, উহারা উক্ত বিমানে অনুমান এক শত মাইল যাইবার পর তেলের অভাবে নামিয়া পড়িতে বাধ্য হয়।

পলাতক ৪জন ইতালীয় বন্দী

ভারতের একটি বন্দীনিবাস হইতে যে ৪ জন ইতালীয় বন্দী পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা কলিকাতায় গ্রেপ্তার হইয়াছে।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন বিল

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল (দ্বিতীয়) সংশোধন বিল সম্পর্কে যে সিলেক্ট কমিটি গঠিত হইয়াছিল, গত সোমবার বঙ্গীয় পরিষদ গৃহে মন্ত্রী ঢাকার নবাব বাহাদুরের সভাপতিত্বে তাহার এক বৈঠক হয়। উক্ত সভায় মিউনিসিপ্যাল বিল সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু আলোচনা হওয়ার পর সভার কার্য্য ২৬শে নবেম্বর পর্য্যন্ত স্থগিত থাকে।

জানা গিয়াছে যে, উক্ত সিলেক্ট কমিটি মিউনিসিপ্যাল বিল সম্পর্কে পরিষদে রিপোর্ট দাখিল করার সময় বর্দ্ধিত করিয়া ১৮ই নবেম্বর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৪১) তারিখে স্থির করার জন্য অনুরোধ করিয়া পরিষদে এক প্রস্তাব উত্থাপিত করিবেন।

যুক্ত প্রদেশের যাদব সম্প্রদায়

জানা গিয়াছে যে, সম্প্রতি মিঃ চার্চ্চিল কমন্স সভায় যে দুইটি রাজাজ্ঞার উল্লেখ করিয়াছিলেন, উহার একটিতে যাদব সম্প্রদায়কে ভারত শাসন আইন অনুসারে তপশীলী সম্প্রদায়ভুক্ত করার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সম্প্রদায় যুক্তপ্রদেশে বাস করে। তাহারা তপশীলভুক্ত হওয়ার দাবী জানাইয়াছিল।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ২৮ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৬ই অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২রা ডিসেম্বর, ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার { ২১৬তম সংখ্যা

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ বিকাশিনী-টীকা ও আস্বাদন-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮ কেশব, শিব প্রদ্যুম্ন, গৌরাব্দ ৪৫৫

অন্তিমে নারায়ণ-স্মৃতিই পরমলাভ

——ঃঃ[*]ঃঃ——

ভগবৎ স্মৃতিই একমাত্র বিধি এবং ভগবদ্-বিস্মৃতিই অবিধি বা নিষেধ। শ্রীনারায়ণের স্মৃতিই জন্মলাভের পরম ফল। শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি ব্যতীত জীবের জীবন বৃথা। যেখানে ভগবৎ-স্মৃতি নাই, সেখানেই অসুবিধা। যদি সকল কার্য্যের মধ্যে ভগবৎ-স্মৃতি হয়, তবেই তাহা সার্থক। ভগবৎ-স্মরণ ব্যতীত যে সময়টুকু অতিবাহিত হয়, তাহা ব্যর্থ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ অন্তিমকালে ভগবৎ-স্মৃতি দ্বারা মহামঙ্গলের কথা শুনা যায়। ইহার মাহাত্ম্য বলিয়া শেষ করা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং স্বধর্ম্মপরিনিষ্ঠয়া।
জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ॥
(ভা ২।১।৬)

স্ব-ধর্ম্ম-নিষ্ঠা, সাংখ্য ও যোগদ্বারা মরণ-সময়ে যে নারায়ণের স্মরণ হইয়া থাকে, ইহাই পুরুষগণের জন্মের পরমলাভস্বরূপ।

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥
(গীতা ৮।৬)

হে অর্জ্জুন, মানব মৃত্যুকালে যেরূপ ভাবের স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করেন, তিনি সর্ব্বদা সেই ভাব-ভাবিত থাকায় সেই তত্ত্বকেই লাভ করিয়া থাকেন।

অন্তিমকালে একবার মাত্রও ভগবানের নাম শ্রবণ কীর্ত্তন-মুখে স্মৃতি-পথে উদিত হইলে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

যস্যাবতারগুণকর্ম্মবিড়ম্বনানি
নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি।
তেঽনেকজন্মশমলং সহসৈব হিত্বা
সংযান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপদ্যে॥
(ভাঃ ৩।৯।১৫)

মুমূর্ষু মানবগণ প্রাণত্যাগকালে কোন কারণবশতঃ বিবশ হইয়াও ভগবানের অবতার, গুণ ও লীলাসূচক নামসমূহ উচ্চারণ করিলে তৎক্ষণাৎ বহুজন্মসঞ্চিত সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া নিরস্তকুহক সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন। আমি (ব্রহ্মা) সেই জন্মরহিত ভগবানের শরণাগত হই।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিতেছেন, 'অসুবিগমে' শব্দে কেবলমাত্র তৎকালীন যে অশুদ্ধ বর্ণোচ্চারণ, তাহাই সূচিত হইতেছে। বিবশ হইয়া অর্থাৎ মুমূর্ষু ব্যক্তির নিজেচ্ছা ব্যতীত অন্য কোন কারণবশতঃ, ভগবানের নামসমূহ ভগবানের সেই সেই অবতারাদির তুল্য শক্তিসম্পন্ন। এস্থলে 'অবতার-বিড়ম্বনানি' পদে নৃসিংহ ইত্যাদি, 'গুণ-বিড়ম্বনানি' পদে ভক্ত [illegible] ও 'কর্ম্ম-বিড়ম্বনানি'-পদে গোবর্দ্ধন ধারণাদি ভগবল্লীল-সূচক নাম জানিতে হইবে।"

এই সব কথা শুনিয়া যদি কেহ সাধনে উদাসীনতা দেখান, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইবেন। যিনি সারাজীবন পাপ-পুণ্যাদিতে রত থাকিয়া হরিসেবায় বিমুখ থাকেন, তিনি অন্তিমকালে ভগবানের নাম গ্রহণ করিতে পারেন না। সমস্ত জীবনব্যাপী বিষয়চিন্তার ফলে মৃত্যুকালে তাঁহার বিষয়-চিন্তাই আসিয়া থাকে। তজ্জন্য অন্তিমে তাঁহার হৃদয়ে ভগবৎ-স্মৃতির স্থান হওয়া অসম্ভব। যাঁহার পূর্ব্বসুকৃতি নাই, সেইরূপ ব্যক্তির কখনও অন্তিমে ভগবৎ-স্মৃতির উদয় হইতে পারে না। তা' ছাড়া অপরাধ থাকিলে অন্তিমকালে একবার মাত্র হরিনাম-শ্রবণ বা হরিনাম গ্রহণের অভিনয় করিলে তদ্দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয় না। শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন, "অপরাধের অভাব-হেতু অপরাধ নাশের জন্য আর হরিনাম-আবৃত্তির অপেক্ষা করে না অর্থাৎ একবার মাত্র হরিনামের উচ্চারণেই জীবের সিদ্ধিলাভ হয়, যেমন অজামিলের সিদ্ধিলাভ হইয়াছে, কিন্তু তৎকালে বিষ্ণু দূতগণের সম্মুখে ভগবানের নাম-শ্রবণাদি করিয়াও যমদূতগণের তাহা হয় নাই। একবার মাত্র ভজনেই যেখানে সিদ্ধি উক্ত হইয়াছে, সেখানে প্রাচীন বা নূতন কোন অপরাধের অভাব-স্থলেই সঙ্গত হয়। যাঁহার পূর্ব্ব বা বর্ত্তমান জন্মের সিদ্ধ ভগবদুপাসনাদি মৃত্যুকালে স্বীয় প্রভাব প্রকাশদ্বারা মরণের পরেই ভগবৎ সাক্ষাৎকার উৎপাদন করিয়া থাকে, সেইরূপ পুরুষেরই মৃত্যুকালে ভগবৎ স্মৃতির উদয় হইয়া থাকে।"

কেহ কেহ বলিতে পারেন, আমরা এখন পাপ করিলেও আমাদের পূর্ব্ব সুকৃতিবশতঃ মৃত্যুকালে যে আমাদের হরিনাম বা হরিস্মৃতি হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? তদুত্তর এই যে, আমাদের সুকৃতি আছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। দ্বিতীয়তঃ যখন ঐরূপ কার্য্য স্বাভাবিক ও আকস্মিক না হইয়া কৃত্রিম ও আনুকরণিক হইয়াছে, তখনই অজামিলাদি বৈষ্ণবগণের চরণে অপরাধের উদয় করাইয়াছে এবং নাম বলে পাপ-প্রবৃত্তির স্পৃহাও হৃদয়ে গুপ্তভাবে রহিয়াছে, জানিতে হইবে। সেইরূপ অপরাধস্থলে অন্তিমে নারায়ণ-স্মৃতি বা নিরপরাধে ভগবন্নাম অর্থাৎ নামাভাসের উদয় হইবে না। সম্বন্ধজ্ঞান-রহিত হইয়া অপরাধ-শূন্য নাম গ্রহণই 'নামাভাস'।

যিনি আজীবন ভগবৎ সেবা করিয়াছেন, যাঁহার অন্তরে সেবাস্মৃতি বিরাজিত আছে, তিনি অন্তিমকালে বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য হইয়া বাহ্যে ভগবানের নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে না পারিলেও তাঁহার হৃদয়ে ভগবৎ স্মৃতি আছে, জানিতে হইবে। যে ব্যক্তি অপরাধী বা যাহার কোন সেবা-সুকৃতি নাই, সেরূপ ব্যক্তি মৃত্যুকালে হরিনামাদি শ্রবণ-কীর্ত্তনের অভিনয় করিলেও হরিস্মরণের অভাবে তাহার মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

এই মুহূর্ত্ত হইতে ভগবৎ-সেবা আরম্ভ করিয়া সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ স্মৃতিতে উদ্দীপিত থাকিবার যত্ন না করিলে মঙ্গললাভের আশা নাই। সে-জন্য বুদ্ধিমান্ জনগণ দম্ভ পরিহার-পূর্ব্বক অনলসভাবে সর্ব্বক্ষণ ভগবদ্ভজন করিবেন। তাহা হইলে তাঁহাদের কোন অসুবিধা হইবে না।

অন্তিমকালে ভগবন্নাম করিয়া শ্রীঅজামিল ও শ্রীভরতাদির ভগবৎ-প্রাপ্তির কথা শুনা যায়। তাঁহাদের অনুকরণে শ্রবণশৈথিল্য অপরাধজনক। শ্রীঅজামিল ও শ্রীভরত আমাদের ন্যায় সুকৃতিহীন জীব-বিশেষ নহেন। শ্রীঅজামিল, শ্রীভরত—উভয়েই ভগবদ্ভক্ত। শ্রীভগবানের সহিত শ্রীভরত ও শ্রীঅজামিলের যোগাযোগ ছিল। তাঁহাদের যে বিঘ্ন, তাহা মাদৃশ বদ্ধজীবের ন্যায় নহে। ভগবদ্-বিষয়ে ভক্তগণের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির জন্যই ভগবানের ইচ্ছানুসারে শ্রীভরতাদি ভক্তগণের বিঘ্নাদি দেখা যায়। পূর্ব্বজন্মের

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

পুঞ্জীভূত সুকৃতি না থাকিলে নামাভাস ও বিষ্ণুদূতের দর্শন হয় না। switch onএর অবস্থা ও switch offএর অবস্থা এক নহে। অনন্যভাবে ভক্তের ক্রিয়া ভর্জ্জিত-বীজ শস্যের ন্যায়। switch off হইয়া গেলেও electric fan এর কিছুক্ষণ ধরিয়া যেমনি ঘুরিতে থাকে, তাহার সহিত switch on এর অবস্থাকে একাকার করিয়া ফেলা উচিত নহে। অনন্যভাবে ভক্তের সুকৃতাদির সম্বন্ধে তদ্রূপই বুঝিতে হইবে। গুরুবর্গের বাণীর অনুসরণে এ সব কথা সময়ান্তরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

যৎকিঞ্চিৎ

পাপ ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকের অত্যন্ত ক্ষতিকারক। কর্ম্ম-মার্গে পাপ বিনাশের জন্য যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেখা যায়, তদ্দ্বারা পাপ বিনষ্ট হইলেও পাপবৃত্তি অনেক সময় নষ্ট হয় না। এইজন্যই প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও জীবগণকে পুনরায় পাপে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। কেবলমাত্র শ্রীনামসেবায় ভক্তিযোগ প্রভাবে পাপবৃত্তি অনেক সময় চিরতরে নষ্ট হইয়া থাকে। কর্ম্ম-প্রায়শ্চিত্ত ও জ্ঞানমার্গে অবিচ্ছিন্ন ব্রহ্মচিন্তা দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিলেও প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগ ব্যতীত নষ্ট হয় না, কিন্তু জিহ্বাগ্রে শ্রীনামস্ফূর্ত্তিমাত্রেই কর্ম্মবীজও সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেব-
পরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ।
(ভা: ৬।১।১৫)

সূর্য্য যেরূপ হিমরাশিকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বাসুদেব পরায়ণ ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তগণও ভক্তি বলে সমস্ত পাপকে সমূলে উৎপাটিত করেন। যেমন আলোকদানই সূর্য্যের মুখ্যকার্য্য এবং হিমাদি-বিনাশ আনুষঙ্গিক, তদ্রূপ ভগবৎ-সেবা বা প্রেমোন্মেষই ভক্তির মুখ্য সাধ্য এবং অঘ বা পাপাদি বিনাশ আনুষঙ্গিক। সূর্য্য উদিত হইলে যেমন আর কোথাও নীহার থাকিতে পারেনা, তদ্রূপ কেবলা ভক্তি উদিতা হইলে তাহার আর পাপাদিতে প্রবৃত্তি থাকে না।

কেবলা ভক্তি মোক্ষ বিদ্যুদ্বৎ, সুতরাং সাধন-ভক্তির এই ছয়টি গুণ। সাধনভক্তি ও ক্লেশঘ্নী ক্রিয়া ও শুভপ্রদা—এই দুইটি গুণ আছে। সাধ-ভক্তিতে চারিটি গুণ এবং প্রেমভক্তিতে ছয়টি গুণ আছে। সেখানে ভক্তি, সেখানে ক্লেশ নাই। ভক্তি ক্লেশদা নহে, পরন্তু ক্লেশঘ্নী। ক্লেশ তিনপ্রকার—পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা। অপারব্ধ ও প্রারব্ধ-ভেদে পাপ দুইপ্রকার। যাহা অদৃষ্ট-রূপে চিত্তে অবস্থিত থাকে এবং যাহার ভোগকাল আরম্ভ হয় নাই, তাহাই অপারব্ধ পাপ, উহা অনাদি। আর যাহা আরব্ধ বা ফলোন্মুখ হইয়াছে, তাহাই প্রারব্ধ পাপ। ভক্তিই অপারব্ধ এবং প্রারব্ধ—উভয়-বিধ পাপই বিনষ্ট করিতে সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন—"হে উদ্ধব, প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ মৎসম্বন্ধিনী ভক্তি নিখিল পাপকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া থাকে।" পদ্মপুরাণেও লিখিত আছে,—"যাঁহাদের চিত্ত বিষ্ণুভক্তিতে একান্তভাবে অনুরক্ত তাঁহাদিগের 'ফলোন্মুখ' 'বীজ', 'কূট' এবং 'অপারব্ধকর্ম'—এই পাপ-চতুষ্টয় ক্রমে ক্রমে বিলয়প্রাপ্ত হয়।" ফলোন্মুখ' অর্থ প্রারব্ধ, 'বীজ'-অর্থে বাসনাময় বা প্রারব্ধাদির উদ্বুদ্ধতা-কারণ, 'কূট'-অর্থে বীজের উদ্বুদ্ধতাকারণ, 'অপারব্ধ যা'—

কূটত্বাদিরূপ কার্য্যাবস্থা বিরুদ্ধ হয় নাই।

পাপ করিবার বাসনা-সমূহই পাপবীজ। ভক্তিকৃত হৃদয়ে সে সমস্ত বাসনা থাকিতে পারে না। জীবের স্বরূপাশ্রমের নাম—আত্মা। স্বরূপভক্তির উদয়ে 'আমি কৃষ্ণদাস' এই বুদ্ধি সহজে উদিত হয় বলিয়া স্বরূপ-ধর্ম্ম-রূপ অবিদ্যা থাকে না। ভক্তি দূরের কথা ভক্তির আভাসেই সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। শুকদেবের বাণীতে পাই—'ভক্তি দ্বিবিধা—গৌণী (সাধনা বস্তুনানা, নিষ্ঠাময়ী) ও কাদাচিৎকী (যাহা সর্ব্বদা বর্ত্তমান নহে, কখনও কখনও উদিত হয়)। গৌণী বা নৈরন্তর্য্যময়ী ভক্তি দ্বিবিধা—আসক্তি মাত্রযুক্তা এবং রাগময়ী। কাদাচিৎকী ভক্তি দ্বিবিধা—রাগাভাসময়ী, রাগাভাসশূন্য-ধর্ম্মভূতা ও আভাস রূপা। কাদাচিৎকী ভক্তির মধ্যে সর্ব্বনিম্না আভাসরূপা ভক্তির দ্বারাই যখন সমস্ত পাপ সমূলে নষ্ট হয়, তখন সন্ততা ভক্তির অন্তর্গত রাগময়ী বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠা আসক্তিময়ী ঐকান্তিক ভক্তির ত' কথাই নাই। হিমরাশিকে বিনাশ করিতে হইলে যেরূপ হিমের পরিমাণ হইতে সূর্য্যকিরণের সংস্পর্শের আধিক্য হয় না, সূর্য্যরশ্মির অল্প আভার সঙ্গেই হিমরাশি নিঃশেষরূপে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ পাপ বিনাশ করিবার জন্য আভাসরূপা ভক্তিই যথেষ্ট।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

নামাভাস হৈতে হয় সর্ব্বপাপনাশ।
নামাভাস হৈতে হয় সংসারের নাশ॥
নামাভাসে "মুক্তি" হয়, সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি।
শুক সনকাদি তাঁর অকাট্য সাক্ষী॥

শ্রী শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুও শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে লিখিয়াছেন,—

তৎ নির্ব্যাজং ভজ গুণনিধে
পাবনং পাবনানাং
শ্রদ্ধা-রত্যাতিরতিতরাম্উত্তমশ্লোকমৌলিম্

প্রোদ্যন্নস্তঃকরণকুহরে হন্ত যন্নামভানো-
রাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতক-
ধ্বান্তরাশিম্॥

হে গুণনিধে, তুমি পরমপাবন উত্তমঃ-শ্লোকমৌলি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধামূলা রতির সহিত অতিশয় শীঘ্র সর্ব্বতোভাবে ভজন কর, কেন না, তাঁহার নামরূপ সূর্য্যের আভাসও অন্তঃকরণে উদিত হইলে মহাপাতকরূপ অন্ধকাররাশিকে বিনষ্ট করে।

পরমকরুণাময় শ্রীভগবানের নাম-কীর্ত্তনের ফলে প্রেম হয়—ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হয়। ব্যবধানরহিত হইলে শ্রীনামের ফল নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। "নামৈকং যস্য বাচি"-শ্লোকে 'ব্যবহিতরহিতং'-শব্দটী শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর টীকার সহিত ভাল করিয়া আলোচনা করিলে জানা যায় যে, ব্যবধান দুইপ্রকার -(১) বর্ণ ব্যবধান বা শব্দ ব্যবধান এবং (২) তত্ত্ব-ব্যবধান। বর্ণ বা অক্ষরগত ব্যবধান এবং তত্ত্ব-ব্যবধান শ্রদ্ধাহীন জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা জড়ভোগপর প্রবৃত্তি হইতে জাত, সুতরাং তাহা শুদ্ধ নাম নহে, জড়ীয় শব্দ বা অক্ষরসমষ্টি মাত্র। সেখানে নাম-নামীর, শব্দ শব্দীর অভেদ কল্পিত হয়, উহা শুদ্ধনামোচ্চারণ-ফলের অর্থাৎ প্রেমপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক মাত্র, তাহাতে সেবোন্মুখ ব্যক্তির অস্ফুট বা খণ্ড আংশিক নামোচ্চারণরূপ ব্যবধানই যেখানে উদ্দিষ্ট, সেখানে সেইরূপ অস্ফুট বা খণ্ড আংশিক নামোচ্চারণরূপ ব্যবধান সত্ত্বেও শ্রীনামপ্রভু সেবোন্মুখ ব্যক্তির শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে আপন প্রভাব অর্থাৎ অনর্থক্ষয় ও প্রেমোদয়-রূপ ফলদানশক্তি প্রকটিত করেন। "রাজ-মাহিষী" ও 'হল বিক্ত" শব্দোচ্চারণের দৃষ্টান্তে যা 'হারাম" শব্দের দৃষ্টান্তে অক্ষরত্রুটি বা সাধারণ ত্রুটিতে যাহা বুঝা যায়, প্রকৃত বিদ্বদ্ত্রুটি তাহা নহে। সেবোন্মুখের পক্ষে যে কথা, অপরাধীর পক্ষে সে কথা নহে। রাজমাহিষী' 'হল বিক্ত' প্রভৃতি বর্ণব্যবহিত 'রাম' বা 'হরি' শব্দ দূরে থাকুক, বর্ণ-ব্যবধানরহিত 'হারাম' শব্দ অসংখ্যবার উচ্চারণের দ্বারা যদি 'শূকর' উদ্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা নামাভাস হইবে না, কেন না, সেখানে নাম-নামী বা শব্দ-শব্দীতে ভেদ আছে। 'হারাম' বা শূকর-শব্দটী ও তদুদ্দিষ্ট বস্তুতে ভেদ আছে—তাহাই ভেদের ধর্ম্ম। কিন্তু যখন 'হারাম' শব্দের দ্বারা সচ্চিদানন্দ রমণ 'রাম'—এই ভগবদ্-বস্তুর সঙ্কেত হয় অর্থাৎ যখন শব্দ ও শব্দীর অভেদের আভাস হৃদয়ে উদিত হয়, তখনই 'হারাম'-শব্দ উচ্চারণের দ্বারা নামাভাস এবং তৎফলস্বরূপ অনর্থমুক্তি হইতে পারে, নতুবা দুনিয়ার যাবতীয় লোক ভক্তিপূর্ণমূলে 'হারাম' উচ্চারণ করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই মুক্ত হইতে পারিতেন।

তত্ত্ব-ব্যবধান বা দেহ দ্রবিণ-জনতা-লোভ পাষণ্ডরূপ ব্যবধান অতীব গুরুতর। সেইরূপ ব্যবধান থাকিলে ভগবন্নাম উদিত হইতে বিলম্ব হয়। নিরন্তর নাম করিতে করিতে নামাপরাধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::(*)::——

'ভাল আমি' হইতে পারিলে বৈকুণ্ঠবাস, নতুবা মায়াবাসমাত্র লভ্য হইবে। জীবের সেবনধর্ম্ম, আর ভগবানের সেবা-গ্রহণ-ধর্ম্ম। একটী বস্তু পূর্ণ, বৃহৎ, আর একটি বস্তু সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। জড়বিলাস সর্ব্বাগ্রে নিরস্ত না হ'লে চিদ্বিলাসের ভূমিকা প্রস্তুত হ'তে পারে না। জড়ের বৈশিষ্ট্য নষ্ট করা ভাল কথা বটে, কিন্তু জড়বিনাশ বা ভোগবিনাশ করিলেই যে সকল সুবিধা হ'য়ে যা'বে, তা' নয়। পরমবাস্তবতা চিদ্বিলাসেই আছে। অত্যন্ত ভোগে আসক্ত বা বৈরাগী হ'য়ে গেলে ভক্তিযোগে সিদ্ধিলাভ হ'বে না। কুক্কুরে-শিয়ালে খেয়ে ফেলে যে দেহটা, তা'তে যে পর্য্যন্ত আত্মবুদ্ধি থাকবে, সে-কাল পর্য্যন্ত আত্মমঙ্গল সুদূরপরাহত। বদ্ধজীবের দুটো দেহ—স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ। তা'দের স্থূল দেহ কুক্কুরে-শিয়ালে খেয়ে ফেল্‌তে পারে, আর সূক্ষ্মদেহটা অসুরে খেয়ে ফেল্‌তে পারে। বহির্ম্মুখ জীবকে যখন অপরাধ ও পাষণ্ড আক্রমণ করে, তখন তা'দের সূক্ষ্ম দেহটাকে অসুরে খেয়ে ফেলে। নিষ্কপটে সর্ব্বতোভাবে শরণাগত ব্যক্তিগণের প্রতি ভগবানের দয়া প্রদত্ত হয়। 'অহং-মম'-ভাব যা কূলে কখনই ভগবানের কৃপাস্রোতের সম্ভাবনা নাই। কোটিবার বেদান্তবিৎ হওয়ার পর বিষ্ণুভক্ত হওয়া যায়, বিষ্ণুভক্ত এত বড় জিনিষ।

কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি-দ্বারা নারায়ণের কিছু-কিছু কথা আলোচনা হ'তে পারে, কিন্তু কৃষ্ণপাদপদ্মের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি অধিক দূর পর্য্যন্ত যা'বে না। বর্ণাশ্রমাচারবত্তা কনিষ্ঠাধিকারগত বৈষ্ণবধর্ম্ম-মাত্র, তাহা মধ্যমাধিকারগত বিচারও নহে, উত্তম অধিকারের বিচার ত' বহুদূরের কথা।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনারায়ণেরও পরমকারণ। শ্রীনারায়ণের কারণ—শ্রীবলদেব, শ্রীবলদেবের কারণ—শ্রীকৃষ্ণ। কর্ম্মপথ, জ্ঞানপথ বা যোগপথে শরণাগতি নাই। যা'দের কর্ম্ম-পথে অধিকার, তা'দের গীতাশ্রবণে অধিকার হয় না। ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্ত ভগবানের যাবতীয় বিধান অবনতমস্তকে স্বীকার করেন। ভগবানের ব্যবস্থায় চঞ্চলতা প্রকাশ করিলে তাহাতে শ্রদ্ধার অভাব ও নিজের অন্যাভিলাষ প্রমাণিত হয়। ভগবানের বিধানে অসন্তোষ বা চঞ্চলতা প্রকাশ করিলে নিজের অমঙ্গলই বরণ করা হয়। শরণাগত ব্যক্তির ভগবানের বিধানে সন্তুষ্ট হইয়া

অনুক্ষণ হরিসেবা ব্যতীত অন্য কোন বিচার নাই। সকলবিপদের মীমাংসা—ভগবানের বিধানের উপর নির্ভর করা

পতিত জীব প্রথমে বিরিঞ্চি হইয়াছে। মায়ার ভোক্তা বা কর্ত্তা হইতে গিয়া অনেক জীব ব্রহ্মার পুত্রও হইয়াছিল। কৃষ্ণভক্তের নিকট ব্রহ্মার পদ অতি তুচ্ছ। ভগবদ্বিমুখ জীবগণ প্রথমে ব্রহ্মা হয়, তৎপরে মানুষ হয়। জীবাত্মা স্বরূপতঃ স্ত্রী বা পুরুষ নয়। স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি দেহের পোষাক মাত্র। জীব জড় নহে,জীব চেতন। আত্মা পরমাত্মার দর্শন পায়, উহার সহিত কথা বলিতে পারে। আত্মাই আত্মাকে দর্শন করে। হরিসেবা-ফলে প্রাকৃত-অভিমান রহিত হইলে জীবের গোলোকপ্রাপ্তি হয়। জীব নিষ্কপট সেবাফলে মুক্তগণের এমন কি নিত্যমুক্তগণের সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারেন। তখন এই সংসারের কথা মনে থাকে না। জীব কৃষ্ণের তটস্থাংশ হইলেও জাগতিক খণ্ডিত ভেদাংশ নহে। ভূতশুদ্ধি না হইলে নারায়ণের অর্চ্চন ও হয় না। যাঁহারা হরিভজন করেন, তাঁহারা কদাপি বৈষ্ণবের ছিদ্রানুসন্ধান করেন না।

ভগবৎ-প্রসঙ্গ-বিমুখ হইলেই জীবের পতন অবশ্যম্ভাবী। জীব নিষ্কপট হইলে যে কোন আশ্রমে থাকিয়া হরিভজন করিতে পারেন। হরিভজন বাদ দিলে জীব গৃহমেধী হয়। অবনতমস্তকে শাসন স্বীকার না করিলে তাহাকে শিষ্য বলা যাইবে না। আদিগুরু বৈষ্ণব ও বিষ্ণু ইহজগতে অবতীর্ণ হইলে অজ্ঞ জনসাধারণের নিকট মানুষের ন্যায় প্রতীয়মান হন, তথাপি তাঁহারা কদাপি মানুষ নহেন।

যিনি হরিকথা শ্রবণ ক'রে তার পরে ভগবদ্দর্শন করেন, তাঁ'রই প্রকৃত দর্শন হয়। হরিকথা না শুনে যদি তাঁ'কে দর্শন ক'রবার চেষ্টা হয়, তা' হ'লে ভোগাদর্শন হ'য়ে যায়। আমি যদি আমাকে হাড়-মাংসের থলি জ্ঞান ক'রে তাঁ'র দর্শন চাই, তা'হ'লে ভোগাদর্শন হয়ে যা'বে। অপাকৃত বস্তুকে আমি প্রাকৃত চক্ষের দ্বারা দর্শন ক'রতে পারি না। গুরুপাদপদ্মের বাণী আমাদের চক্ষের প্রাকৃত আবরণ অপসারিত ক'রে দিয়া চক্ষু দান করলে, সেই সেবোন্মুখ চক্ষে—শ্রুতির দ্বারা নিয়মিত নেত্রে আমাদের বিগ্রহদর্শনের যোগ্যতা হয় অর্থাৎ ভগবানের [illegible] এখানে এসে উপস্থিত হ'ন।

যিনি ভগবদ্দর্শন করেন, তিনি জগতের কোন বস্তুর ধার ধারেন না। তিনি ধনী, মানী, নামজাদা লোক—কা'রও প্রণতপণ করেন না, তিনি কেবল সত্য কথা বলেন। যদি আমরা মনে করি তৃণাদপি নীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হ'য়ে সত্যকথা বলিলে কেহ ভিক্ষা দিবে না, সেরূপ পাপিগণের নিকট হইতে যেন আমরা ভিক্ষা না লই। যা'রা কিছুতেই সত্য নিবে না, সেইরূপ পাপিগণের কি সাধ্য আছে যে, তা'রা কৃষ্ণকে নৈবেদ্য প্রদান ক'রতে পারে? আর আমরাই বা কৃষ্ণের প্রকৃত উচ্ছিষ্ট না হ'লে তাহা গ্রহণ ক'রতে যা'ব কেন?

শ্রীধামে বিরহ-মহোৎসব

—::(*)::—

গত ২৬শে নভেম্বর, ১০ই অগ্রহায়ণ, বুধবার শুক্লাষ্টমীতিথিতে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে আমাদের পরম-পরাৎপর শ্রীগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল মধুসূদন দাস গোস্বামী ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব নিরন্তর হরিসঙ্কীর্ত্তন-মুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঙ্গলারাত্রিকের পর গুরু বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিরহসূচক পদাবলী কীর্ত্তন হইলে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য পুরাণ-রাগতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অপরাহ্ণে অতিথ্যাহরণ-নাটমন্দিরে আহূত এক মহতী সভায় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ গৌড়ীয় ১৯শ বর্ষ, ১৯শ সংখ্যা হইতে শ্রীল মধুসূদন দাস গোস্বামী প্রভুর পূত জীবনচরিত পাঠ করেন। অনন্তর পরমকরুণাময় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বিরহ-ব্যথিত চিত্তে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল মধুসূদনদাস গোস্বামী প্রভুর ভজনবৈশিষ্ট্য, বিরহ জিনিষটা কি এবং বিরহানলে জীবের কৃত্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় একঘণ্টাকাল অনর্গল শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিয়া তৎপরে আরও একঘণ্টাকাল শ্রীভক্তিসন্দর্ভ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার সহজ বিরহোত্থ উপদেশ শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ে রেখাপাত করিয়াছিল। জীবন্ত সাধুর শ্রীমুখে জীবন্ত বাণী-শ্রবণের সাক্ষাৎ ফল সকলেই সেদিন অল্প-বিস্তর উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃষ্ণাকর্ষিণী চেতনময়ী কথা শ্রবণ করিলে মৃতদেহেও প্রাণ আসে—হতাশপ্রাণে আশার সঞ্চার হয়। ভোগোন্মুখ আমরা জানিতাম। এরূপ বহুজনোদ্ধারের পর ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই। তাই পরম-দয়ালু গৌরজন শ্রীল আচার্য্যদেবের অহেতুকী কৃপা বিতরণেরও তুলনা নাই। তাঁহার যাচিত কৃপা বরণে সৌভাগ্য হইলে আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহকণা লাভ করিয়া ধন্য হইব। যে হৃদয়ে বিরহ নাই, সেখানে ভক্তও নাই। বিরহই ভক্ত-বিরহী-ই ভক্ত বা দাস। হৃদয় স্ব-সুখবাঞ্ছা থাকা কালে বিরহের অনুভব হয় না। যেখানে বিরহ, সেইখানেই ভজন-প্রগতি। আমার একমাত্র প্রয়োজন ভগবৎ-সাক্ষাৎকার আমার ভাগ্যে ঘটিল না, এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া ভক্ত ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের জন্য সর্ব্বক্ষণ বিরহকাতর। বিরহের মধ্যে ভগবৎ-স্মৃতি সর্ব্বক্ষণ থাকে। ভগবৎ-সাক্ষাৎকার দুই রকম—বহিঃসাক্ষাৎকার ও অন্তঃসাক্ষাৎকার। শুদ্ধভক্তগণ অন্তরে সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ-সাক্ষাৎকার করিয়াও বাহিরে ভগবান্ ও ভক্তের সাক্ষাৎকার না পাইয়া সর্ব্বক্ষণ বিরহ-ব্যথিত। বিরহ-কাতর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের বাণীতে আমরা দেখিতে পাই,—

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥
কাঁহা মোর স্বরূপ-রূপ, কাঁহা সনাতন?
কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিতপাবন?
কাঁহা মোর ভট্টযুগ, কাঁহা কবিরাজ?
এককালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ?
পাষাণে হৃদয় মোর কিসে নাহি যায়।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাই?
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈনু বিলাস।
সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরোত্তম দাস॥

শ্রীগুরুপাদের বিরহ তিথিতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের উক্তির অনুসরণই আমাদের কৃত্য। আমরা যদি তাঁহার ভাবে বিভাবিত হইতে পারি, তাহা হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহ আমাদের হৃদয়কে নিশ্চয়ই ভরোত্থ করিবে।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর ভক্তবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিরহগীতি কীর্ত্তন হইলে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল গুরুবর্গের বিরহের কথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে মহাজন গীতাবলী কীর্ত্তন হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীধামবাসী সকলকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যার পূর্ব্বে শ্রীল গোস্বামী মহারাজও মঠবাসী ভক্তগণের নিকট বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা করেন।

আমাদের পরমপরাৎপর শ্রীগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল মধুসূদন দাস গোস্বামী মহারাজের শিষ্য পরম ভাগবত শ্রীল জগন্নাথ দাস গোস্বামী মহারাজ। তদ্ব্যতীত শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীহরগোপাল দাস নামে তাঁহার আরও দুইজন শিষ্য ছিলেন। এই মহাপুরুষ ব্রজমণ্ডলে, বিশেষতঃ শ্রীগোবর্দ্ধনে সিদ্ধ-বাবাজী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি শ্রীগুরুভাবে শ্রীগুরুপূজা দিনে অপরাহ্ণে সূর্য্যপূজার ছলনা করিয়া তাঁহার অনুকরণের সহিত নিজে করিতেন। সূর্য্যপূজার পূর্ব্বে তিনি বেশে সেবা গ্রহণ করিতেন। স্বকীয় গোড়ায় বৈষ্ণবাগমন [illegible] অনুষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। তথায় শ্রীসূর্য্যকুণ্ডের নাম একটী দর্শনীয় আছে। শ্রীসূর্য্যকুণ্ডের তটে সিদ্ধ [illegible] শ্রীমালার শোভা পাইতেছেন। [illegible]

বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার শ্রীঅঙ্গে সকল দেবতাই আছেন। শ্রীসূর্য্যকুণ্ডের পূর্ব্বতটে একটী ছোট শ্যামমন্দিরে শ্রীমতীর শ্রীপাদপদ্ম আছেন। শ্রীসূর্য্যকুণ্ডের পশ্চিমতটে শ্রীশ্রীল মধুসূদন দাস গোস্বামী প্রভুর সমাধিমন্দির ও পূর্ব্বদিকে শ্রীশ্রীল বাবাজীমহারাজের সেবা। তাঁহার সমাধির সন্নিকটেই তাঁহার ভজন-কুটীর অবস্থিতি। পূর্ব্বদিকে কুটীর নিম্নে শ্রীযুগলকিশোর ও শ্রীহরিবোলা নামে দুইটী সেবা আছে। তথায় অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাষ্টমীতে শ্রীল বাবাজী মহারাজের অপর তিরোভাব মহোৎসব হইয়া থাকে। মাধুকরী ভিক্ষালব্ধ [illegible] মহারাজের নিত্য ভোগ ও চতুর্মাস্য সাগর দ্বারা শ্রীগিরি-রাজতটে ভোজ হইয়া থাকে।

শ্রীল মধুসূদন দাস গোস্বামী মহারাজ সুযোগ্য অনুষ্ঠান করিয়া ভজনানন্দীর ন্যায় পলায়ন করিতেও তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] ছিলেন। তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বেকফর-নিবাসিনী শ্রীমতী জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা বিশ্বে প্রচার করিয়া [illegible] দাস বাবাজী মহারাজ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপাতেই আজ বিশ্বে এই শুদ্ধভক্তির কথা শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়াছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও তাঁহার অন্যান্য গুরুবর্গের কৃপার কথা জানিতে পারিয়াছি।

শুনা যায়, শ্রীল মধুসূদন দাস গোস্বামী মহারাজ একবার ভজনাটীতে যান। শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] তখন তথায় একটী অভাব দেখিতে পান। তাহাই সেই সময় [illegible] পাঠ সমাপ্ত হইবার [illegible] করিয়া চলিয়া যাইতে। আর এই কিংবদন্তী [illegible] মানসগঙ্গার ঘাটে বকবৃন্দ একত্র হইত। তাঁর তাঁহার ছুটে [illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷৷০	।৵০		।৵০	।০
" " অর্দ্ধ কলম	২৲	১৷৷০		১৷৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲		৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲		৬	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲		১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি লাইন	৬৲	৫৷৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৬৲	১৮৲
" এক কলম	৪৮৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৬৲
অগ্রিম " ৫৲

প্রতি সংখ্যা দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের ভিক্ষা স্বরূপ।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ মাত্র। সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ সম্পাদিত পাক্ষিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস বি-এল সম্পাদিত ধর্ম্মমূলক পাক্ষিক। কটক শ্রীগৌড়ীয়কণ্ঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনগণের গবেষণার ফলস্বরূপ বহু গ্রন্থ আছে। ইহা হইতে অনেক নূতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরিক্রমাকারী শ্রীধামের প্রত্যেক স্থান ভালরূপে দেখিতে পারিবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় গ্রন্থমন্দির, পো. শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতায় শ্রীবিগ্রহ ভ্রমণ করিবার স্থান

[illegible]

মাত্র ৷৷০ [illegible] ছাত্রাবাসীর পাঠাগারের এবং ঔষধালয়ের উপকারার্থে [illegible] ছাত্রাবাসের অধিক। বিদ্যার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি কলেজের এবং নূতন-প্রবাহন করে এবারে দেখিতে হইবে যে, আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হয় কি না। ছাত্রি রোগে ৷৷০ [illegible] ১৲ আঠার আনা। পাঠকবর্গের [illegible]

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলি[illegible] ডাঃ অবলা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

ম্যাট্রিকুলেশনের সমপর্য্যায়ের পরীক্ষা

"বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সমপর্য্যায় ও মানসম্পন্ন অন্য কোনও পরীক্ষা পরিবর্ত্তনের প্রশ্ন সম্বন্ধে একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতিরিক্ত বাহিরের অন্য কোনও কমিটি গঠন-সম্পর্কে সিণ্ডিকেট সম্মতি দিতে পারেন না।"

—বাঙ্গলার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের প্রস্তাবের উত্তরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়াছেন। স্কুল ফাইনাল ও ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার মান ও পর্য্যায়-সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

স্পেনের তৈল প্রেরণ স্থগিত

মার্কিণ সরকারের ব্যবস্থা

অর্থনৈতিক দেশরক্ষা বোর্ডের এক ঘোষণায় প্রকাশ—স্পেন ও স্পেনীয় রাজ্যে সর্ব্বপ্রকার পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্য প্রেরণের সমস্ত লাইসেন্স এবং আলজিরিয়া, ফরাসী মরক্কো ও টিউনিসে যে কোন দ্রব্য প্রেরণের ব্যক্তিগত লাইসেন্স প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

যাহাতে স্পেন মারফৎ এক্সিসের নিকট তৈল না যায়, সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবার জন্য স্পেনে চালান স্থগিত করা হইয়াছে।

নিকট প্রাচ্য বিশেষ প্রতিনিধি

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সাংবাদিকদের এক বৈঠকে ঘোষণা করিয়াছেন যে, রুশিয়া ও ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব মার্কিণ দূত মিঃ উইলিয়াম বুলিট নিকট প্রাচ্যে তাঁহার বিশেষ প্রতিনিধি হইবেন। মিঃ বুলিট পূর্ব্ব ভূমধ্য-সাগরীয় অঞ্চলের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া রিপোর্ট দিবেন।

মিঃ বুলিট কোথায় প্রতিষ্ঠিত হইবেন, জিজ্ঞাসা করিলে প্রেসিডেন্ট ঠাট্টা করিয়া বলেন, "এক মিনিট।" তিনি আরও বলেন যে, মিঃ বুলিট সম্ভবতঃ লিবিয়া এলাঙ্গন, নীলনদ-বিধৌত অঞ্চল, লোহিতসাগর ও প্যালেষ্টাইন পরিভ্রমণ করিবেন

কাপড়ের কলের তথ্য সংগ্রহ

জানা গিয়াছে যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের গবর্ণমেণ্ট বড় বড় কাপড়ের কলের উপর সংবাদ সরবরাহের জন্য ভারতরক্ষা বিধানে আদেশজারী করিয়া অবিলম্বে ঐসকল মিলের উৎপাদন শক্তি সম্পর্কে তথ্যাদি নির্ভুলভাবে পেশ করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে দেশের প্রত্যেক মিলের উৎপাদন শক্তি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন; কাজেই ঐ সকল তথ্য নির্দ্দিষ্ট ফরমে নিশ্চিতভাবে ভারত গবর্ণমেণ্টকে জানাইতে হইবে। আদেশের সহিত মিলগুলির নিকট ফরমও পাঠান হইয়াছে।

স্যার মহম্মদ আজিজুল হক

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার স্যার মহম্মদ আজিজুল হককে লণ্ডনে ভারতের হাইকমিশনার পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। খুব সম্ভব তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করিবেন এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনের পর উক্ত পদের কার্য্যভার গ্রহণের জন্য আগামী মাসের শেষ ভাগে বিলাত যাইবেন। শীঘ্রই এই সম্পর্কে একটি সরকারী ঘোষণা প্রকাশিত হইবে।

মালয়ে ভারতীয় শ্রমিক প্রেরণের অনুরোধ

মালয়ে কাজ করিবার জন্য পাঁচ শত ভারতীয় শ্রমিককে তথায় প্রেরণের জন্য মালয় গবর্ণমেণ্ট যে অনুরোধ করিয়াছিলেন, ভারত গবর্ণমেণ্ট এখনও তাহাতে সম্মত হন নাই। সম্প্রতি মালয়ে ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যে যে বিক্ষোভ ঘটিয়াছিল, তৎসম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট যে দাবী করিয়াছেন, তাহা পূরণ করা না হইলে ভারত গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব সম্পর্কে বিবেচনা করিবেন না বলিয়া মনে হয়

থাইল্যাণ্ডের বস্তা খরিদ

জানা গিয়াছে যে, থাইল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক কার্য্যকলাপ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর দপ্তরের জনৈক প্রতিনিধি শীঘ্রই ভারতে আসিতেছেন। বস্তা খরিদের সুব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতার কোন চটের কারখানার কর্ত্তৃপক্ষের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইবেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সদ্যস্ত কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে।

ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈ

১৬শ বর্ষ | নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৮ই অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৪ঠা ডিসেম্বর, ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার | ২১৭-১৮তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীঅজামিল

কান্যকুব্জে শ্রীঅজামিল নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি বেদনিষ্ঠ, সদাচার সম্পন্ন, সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়, পবিত্র, কোমল-চিত্ত, নিরহঙ্কার, সাধু ও মিতভাষী ছিলেন। একদিন তিনি পিতার আদেশে ফল ও পুষ্পাদি সংগ্রহের জন্য বনে গমন করেন। ফলাদি সংগ্রহ করিয়া বন হইতে গৃহে প্রত্যাগমন-সময়ে পথিমধ্যে এক কামুক শূদ্রকে নির্লজ্জভাবে সাধারণ-ভোগ্যা এক শূদ্রাণীর সহিত হাস্য, গান ও বিহার করিতে দেখেন। ইহাতে ঐ ব্রাহ্মণ হঠাৎ বিমোহিত ও মদনের বশীভূত হইয়া পড়েন। শাস্ত্র-জ্ঞানের সাহায্যে ও নিজবুদ্ধিবলে তিনি চিত্তকে নানাভাবে সংযত করিতে চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থমনোরথ হন। তিনি সেই শূদ্রাণীকে অনুক্ষণ চিন্তা করিতে করিতে স্ব-ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হন এবং পিতার উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা সেই শূদ্রাণীর সন্তোষ-বিধান করিতে থাকেন। সেই বারাঙ্গনার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তিনি নবযৌবনা, সৎকুলোদ্ভবা বিবাহিতা ব্রাহ্মণপত্নীকে অবিলম্বে পরিত্যাগ করেন। অনন্তর তিনি পাপে প্রবৃত্ত হইয়া দীর্ঘকাল অন্যায়ভাবে জীবনযাপন করেন। ঐ শূদ্রার গর্ভে সেই বৃদ্ধ অজামিলের দশটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তিনি কনিষ্ঠ পুত্রের নাম 'নারায়ণ' রাখেন। এই কনিষ্ঠ পুত্রটী মাতাপিতার অতিশয় স্নিগ্ধপাত্র ছিল। অজামিল বৃদ্ধবয়সেও সর্ব্বক্ষণ স্ত্রী-পুত্রাদির সেবায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন, মৃত্যু যে ক্রমশঃ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতেছে, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। এরূপে কালাতিপাত করিতে করিতে অজামিলের মৃত্যুকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। তখনও তিনি 'নারায়ণ'-নামক বালক-পুত্রের কথাই ভাবিতে লাগিলেন। অজামিল সেই সময় দেখিতে পাইলেন, পাশহস্ত, বক্রমুখ, ঊর্দ্ধরোমা, অতি-ভীষণাকৃতি তিনজন পুরুষ তাঁহার জীবাত্মাকে লইবার জন্য আগমন করিতেছে। তাহাদিগকে দেখিবা মাত্রই অজামিল ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তৎকালে তাঁহার বালক-পুত্রটী দূরে ক্রীড়ায় ব্যস্ত ছিল। অজামিল সেই 'নারায়ণ'-নামক পুত্রকে উচ্চৈঃস্বরে 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। মুমূর্ষু অজামিলের মুখে নিজ প্রভুর নামকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া এবং উহাকে হরিকীর্ত্তন অর্থাৎ অপরাধশূন্য সাঙ্কেত্য নামাভাস বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে চারিজন বিষ্ণুদূত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এই তিনজন যমদূত ও চারিজন বিষ্ণুদূত-সম্বন্ধে শ্রীমদ্-ভাগবতের ৬।১।২৮-২৯ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—"ত্রীনিতি অজামিলেন কৃতা-নামনন্তানামপি পাপানাং কায়িক-বাচিক-মানসত্বেন ত্রৈবিধ্যাদ্ভয় এব যাম্যা আগতাঃ নারায়ণনাম্নশ্চতুরক্ষরত্বাচ্চত্বারো বিষ্ণুপার্ষদা আগতা ইতি জ্ঞেয়ম্।"

যমদূতগণ অজামিলের হৃদয় হইতে জীবাত্মাকে আকর্ষণ করিতেছে দেখিয়া বিষ্ণু-দূতগণ বলপূর্ব্বক তাহা নিবারণ করিলেন। এই বিষ্ণুপার্ষদগণ সকলেই চতুর্ভুজ ও শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী ছিলেন। ধর্ম্মরাজ যমের কিঙ্করগণ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বিষ্ণুদূতগণ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"যদি তোমরা ধর্ম্মরাজের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাক, তাহা হইলে আমাদিগকে ধর্ম্মের স্বরূপ, অধর্ম্মের লক্ষণ ও দণ্ডের যোগ্যপাত্র কে, তাহা বল।" যমদূতগণ বলিল,—"বেদে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত, তাহাই ধর্ম্ম, আর তদ্বিপরীতই অধর্ম্ম। আমরা শুনিয়াছি, বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণ এবং স্বয়ম্ভূ অর্থাৎ স্বতঃ-প্রকাশিত। সূর্য্য, অগ্নি, আকাশ, বায়ু, দেবতা, চন্দ্র, সন্ধ্যা, দিবা, রাত্রি, দিক্, জল, পৃথিবী ও স্বয়ং ধর্ম্ম—এই সকল জীবের কর্ম্মসমূহের সাক্ষী। এই সমস্ত সাক্ষী দ্বারা বিজ্ঞাত অধর্ম্মী দণ্ডের পাত্র। সকল কর্ম্মই কৃতকর্ম্মানুসারে দণ্ডের যোগ্য হয়। কর্ম্মিগণের পুণ্য ও পাপ—উভয়ই সম্ভব। দেহধারী ব্যক্তি কখনও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। ইহলোকে যিনি যেরূপ কর্ম্ম করেন, পরলোকে তিনি সেইরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। সর্ব্বজ্ঞ যমদেব স্বীয় পুরীতে অবস্থিত হইয়া জীবের পূর্ব্বকৃত সমস্ত আচরণ দেখিতে পান এবং তদনুসারে বিচার করিয়া থাকেন। এই অজামিল আজীবন কেবল পাপাচরণ করিয়াছেন। তিনি পাপের কোন প্রায়শ্চিত্ত করেন নাই। অতএব আমরা তাঁহাকে দণ্ডপাণি যমের নিকট লইয়া যাইব। সেই স্থানে তিনি পাপানুরূপ দণ্ড পাইয়া শুদ্ধি লাভ করিবেন।"

যমদূতগণের এই কথা শুনিয়া বিষ্ণুদূতগণ বলিতে লাগিলেন,—"অজামিল যে কেবল এক জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার কোটীজন্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে, যেহেতু তিনি বিবশ হইয়া, কেবল পাপের প্রায়শ্চিত্ত মাত্র নহে, মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ পরমমঙ্গল-ময় হরিনাম (নামাভাস) উচ্চারণ করিয়াছেন। এই অজামিল পূর্ব্বেও ভোজনাদি-সময়ে 'বৎস নারায়ণ, শীঘ্র এস'—এইপ্রকার পুত্রোদ্দেশে চতুরক্ষর 'নারায়ণ'-নাম (নামাভাস) উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তাহাতেই তাঁহার অশেষ জন্মার্জ্জিত পাপ-সমূহের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। মদ্যপান, চৌর্য্য, ব্রহ্মহত্যা, গো-হত্যা, স্ত্রী হত্যা ও পিতৃহত্যা প্রভৃতি যত মহাপাপ আছে, শ্রীবিষ্ণুর নামোচ্চারণই তাহাদের শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। কারণ, যে ব্যক্তি ঐ নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার সম্বন্ধে ভগবান্ বিষ্ণুর 'এই ব্যক্তি আমার নিজজন, ইঁহাকে সর্ব্বতোভাবে আমার রক্ষা করা কর্ত্তব্য'—এইরূপ মতি হইয়া থাকে। শ্রীহরির নামোচ্চারণের দ্বারা পাপমলিন হৃদয় যেরূপ নির্ম্মল হয়, ব্রত বা প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা সেইরূপ নির্ম্মলতা আসে না। প্রায়শ্চিত্তদ্বারা চিত্ত সম্যগ্রূপে নির্ম্মল হয় না। কারণ, প্রায়শ্চিত্ত করিলেও মন পুনরায় অসৎপথে ধাবিত হয়, কিন্তু শ্রীহরির নাম-গুণাদিকীর্ত্তন পাপমূল অবিদ্যাকে পর্য্যন্ত ধ্বংস করিয়া হৃদয়কে শুদ্ধ ও নির্ম্মল করিয়া থাকেন। এই অজামিল মুমূর্ষু-অবস্থায় শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহার অশেষ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে, সুতরাং তোমরা ইঁহাকে যমলোকে লইয়া যাইও না। অন্য বস্তুকে লক্ষ্য করিয়াই হউক, কাহাকেও উপহাস করিবার ছলেই হউক, গীতালাপপূরণের জন্যই হউক অথবা অশ্রদ্ধার সহিতই হউক, বৈকুণ্ঠবস্তু শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ করিলে

অশেষ [illegible] নষ্ট হয় —[illegible]

উচ্চস্থান হইতে পতিত, পথে যাইতে যাইতে স্খলিত, সর্পাদি দ্বারা দষ্ট, জ্বরাদি রোগে পীড়িত অথবা দণ্ডাদি দ্বারা আহত হইয়া অবশেও যে ব্যক্তি 'হরি' এই শব্দ উচ্চারণ করেন, তাঁহাকে কখনও নরকযাতনা ভোগ করিতে হয় না। ভগবানের নাম-স্মরণমাত্রেই পাপিগণ সর্ব্বপাপমুক্ত হয়। অগ্নি যেরূপ তৃণরাশিকে দগ্ধ করে, সেইরূপ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তন করিলে, তাহা ঐ নামোচ্চারণকারীর পাপসমূহ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। যেমন ঔষধের প্রভাব না জানিয়াও অতিশয় বীর্য্যবান্ ঔষধ সেবন করিলে ঐ ঔষধ সেবনকারীকে আপনার গুণ প্রদর্শন করিয়া থাকে, সেইরূপ অজ্ঞানে উচ্চারিত হইলেও সর্ব্বশক্তিমান্ হরিনাম উচ্চারণকারীকে নিজপ্রভাব দেখাইয়া থাকেন। কারণ, বস্তুশক্তি কখনও শ্রদ্ধাদির অপেক্ষা করে না, তাহা স্বতঃই স্বপ্রভাব প্রকাশ করে।"

ভগবৎ-পার্ষদগণ এইভাবে ভাগবতধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়া অজামিলকে যমপাশ হইতে মুক্ত ও মৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন। যমদূতগণ হতাশ হইয়া যমরাজ-সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিল। শ্রীঅজামিল মৃত্যুপাশ হইতে নির্ম্মুক্ত ও নির্ভয় হইয়া বিষ্ণুদূতগণকে বন্দনা করিলেন এবং তাঁহাদের দর্শনে পরমানন্দিত হইলেন। বিষ্ণুদূতগণ অজামিলকে কিছু বলিতে ইচ্ছুক দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন।

শ্রীঅজামিল যমদূত ও বিষ্ণুদূতগণের কথোপকথনে ভগবৎ-প্রণীত শুদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম ও শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে ভক্তিযুক্ত হইলেন এবং পূর্ব্বকৃত পাপের কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত অনুতাপের সহিত বলিতে লাগিলেন,—

"অথাপি মে দুর্ভগস্য বিবুধোত্তমদর্শনে।
ভবিতব্যং মঙ্গলেন যেনাত্মা মে প্রসীদতি॥
অন্যথা ম্রিয়মাণস্য নাশুচের্বৃষলীপতেঃ।
বৈকুণ্ঠ-নামগ্রহণং জিহ্বা বক্তুমিহার্হতি॥"

(ভাঃ ৬।২।৩২-৩৩)

দুর্ভাগা আমি দুশ্চরিত্র ও মহাপাপী হইলেও যাহার দ্বারা আমার চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছে, সেই বৈষ্ণবোত্তমগণের দর্শন বিষয়ে নিশ্চয়ই পূর্ব্বমঙ্গল কারণরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যদি আমার পূর্ব্বসুকৃতি না থাকিত, তাহা হইলে নীচজাতীয়া বেশ্যায় আসক্তিযুক্ত এই মরণোন্মুখ দুরাচারের জিহ্বা কখনও হরিনাম-গ্রহণে সমর্থ হইত না।

শ্রীধরস্বামিপাদ টীকায় 'পূর্ব্বমঙ্গল'-অর্থে পূর্ব্বকৃত মহাপুণ্যই বলিয়াছেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—"শ্রীভরতের মৃগশরীর-পরিত্যাগ-কালে হরিনাম গ্রহণ করিয়াও পুনরায় যে দেহপ্রাপ্তি হইয়াছিল, সেস্থলেও তাঁহার সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল, জানিতে হইবে। (মৃগশরীর পরিত্যাগকালে শ্রীভরত হরিনাম গ্রহণ করিয়াও দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই দেহেই তিনি 'জড়ভরত' নামে খ্যাত হন। কিন্তু তাঁহার এই দেহ—পারমহংস্য দেহ এবং এই দেহেই তাঁহার সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রাপ্তি হইয়াছিল।) যেহেতু তাদৃশ পুরুষগণের চিত্তে ভগবান্ সর্ব্বদা আবির্ভূত রহিয়াছেন। এইরূপ শ্রীঅজামিলের পূর্ব্বশরীরাবস্থানদশায়ও জানিতে হইবে। অতএব মরণকালে একবারমাত্র ভজনই যে মৃত্যুর পরেই কৃতার্থতা উৎপাদন করে, এ বিষয়ে কোন ব্যতিক্রম হয় না। শ্রীঅজামিল জীবদ্দশায় অন্য সময়ও পুত্রোপচারে নারায়ণ-নাম গ্রহণ করায় প্রথম নাম গ্রহণদ্বারাই সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত হইয়াছিলেন, তথাপি মরণকালীন তাঁহার যে নামগ্রহণ, তাহাতে কেবলমাত্র ভগবন্নামের প্রশংসাই শুনা যায়।"

পূর্ব্বজন্মে বা এই জন্মে যিনি সেবা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তিনিই পরে ভগবৎসাক্ষাৎকার পান। যদি আমাদের শ্রীনামের প্রতি অভিনিবেশ হয়, তবে মৃত্যুকালে নিশ্চয়ই ভগবানের স্মরণ হইবে। সেইজন্য প্রত্যেকেরই নির্ব্বন্ধ-সহকারে নিরন্তর হরিনাম করা উচিত। শ্রীঅজামিলের নামাভাসে মুক্তি হইয়াছিল। নামাভাসের পূর্ব্বে পূর্ব্ব-সুকৃতি থাকায় অজামিলের এই সৌভাগ্য হইয়াছিল। শ্রীভগবানের সহিত শ্রীঅজামিলের যোগাযোগ ছিল, নতুবা নামাভাস ও মহতের দর্শন সম্ভব হইত না। মহতের সেবা প্রেমের দ্বার, আর যোষিতের সঙ্গ নরকের দ্বারস্বরূপ। ফল দেখিয়া কারণ অনুমিত হয়। অন্তে ভগবৎস্মৃতি ও ভক্তি-ফল দেখিয়া ইহা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, শ্রীঅজামিল যোষিৎসঙ্গ করেন নাই। নামাভাসের মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য তাঁহার এই লীলা। ইহা ভগবদিচ্ছাতেই হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"বাস্তবিক পক্ষে অজামিল পুত্রের নামকরণ-সময় হইতেই আরম্ভ করিয়া পুত্রের আহ্বানাদি-ব্যাপারে শত শত বার যে 'নারায়ণ'-নাম উচ্চারণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথম উচ্চারিত নামেই তাঁহার সর্ব্ব পাপ নষ্ট হইয়াছিল। আর তৎপরে অন্যান্য যেসব 'নারায়ণ'-নাম উচ্চারিত হইয়াছিল, উহারা ভক্তির সাধকই হইয়াছিল—এইরূপভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। যদি বল—পুনঃ পুনঃ নামোচ্চারণের পরেও পুনঃ পুনঃ বেশ্যাভিগমন ও সুরাপানাদি পাপসমূহের প্রশমনার্থ অন্তিম সময়ে নামোচ্চারণের অপেক্ষা আছে—যে নামোচ্চারণের পর আর পাপ-উৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না;—তাহাও বলিতে পার না, কেন না, সাধুগণ বিষ্ণুর নামাভাস-গ্রহণকে অশেষ পাপনাশক বলিয়া জানেন। 'যে ব্যক্তি ভগবানের নাম একবার গ্রহণ করিবে, সে তৎক্ষণাৎ ভববন্ধন-মুক্ত হইবে।'—ইত্যাদি স্থলে 'বন্ধ'-শব্দের প্রয়োগ আছে, সুতরাং পুনঃ পাপোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। সেই সেই স্থলে সময়-বিশেষের কোন নিয়ম না থাকায় প্রথম নামগ্রহণেই সর্ব্বপাপ ও সর্ব্বপাপ-বাসনা এবং পাপের মূলবীজ অবিদ্যারও নাশ হয়, বুঝিতে হইবে। সুতরাং আর পাপাঙ্কুরোদ্গমের কোন সম্ভাবনা নাই। যদি বল, তাহা হইলে প্রথম নাম-গ্রহণের পরেই কেন অজামিল নির্ব্বেদ লাভ করিয়া পাপকার্য্য হইতে বিরত হইলেন না, প্রত্যুত পাপাঙ্কুর না হইলেও কেনই বা সেই দাসীতে আসক্ত হইয়া পুনরায় সেই পাপ তাবৎকাল পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় (অর্থাৎ প্রাক্তন-সংস্কারবশতঃ তাঁহারা কর্ম্ম করিলেও তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহ যেমন ফলজনক হয় না অর্থাৎ তাঁহারা যেমন স্বকর্ম্মফল ভোগ করেন না, তদ্রূপ) অজামিলেরও তাবৎকাল পর্য্যন্ত সেই সেই পাপ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতে থাকিলেও উৎপাটিত-দন্ত ভুজঙ্গের দংশনের ন্যায় তাঁহার সেই সকল পাপ ফলজনক হয় নাই অথবা মতান্তরেরও একেবারে উৎখাত না হয়, তজ্জন্য 'পাপবীজ না থাকিলেও ভগবান্ই পাপে পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন'—এইরূপ ব্যাখ্যা করাই কর্ত্তব্য, অন্যথা নামের স্তুত্যর্থবাদ বা অন্যরূপ কল্পনা করিয়া ব্যাখ্যা করিলে অপরাধ হয়।"

পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবশতঃ নামাভাস উচ্চারণে এবং সাধুর দর্শন ও সঙ্গফলে কৃতার্থ হইয়া শ্রীঅজামিল শ্রীভগবানে ভক্তিপরায়ণ হইলেন। সাধুসঙ্গপ্রভাবে তাঁহার সদ্বুদ্ধির উদয় হওয়ায় তিনি অবিলম্বে সমস্ত ত্যাগ করিয়া হরিদ্বারতীর্থে গমনপূর্ব্বক তথায় একটী দেবসদনে উপনীত হইয়া ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐকান্তিক ভক্তিযোগ-প্রভাবে তিনি শ্রীভগবৎপাদপদ্মে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া শ্রীভগবানের সমাধিযোগ প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীভগবানে অচলা ভক্তি হইলে একদিন শ্রীঅজামিল তাঁহার সম্মুখে পূর্ব্বদৃষ্ট বিষ্ণুদূত-চতুষ্টয়কে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদিগকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। তাঁহাদের দর্শনের পরই শ্রীঅজামিল অবিলম্বে সেই হরিদ্বার-তীর্থে দেহত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভগবৎপার্শ্ববর্ত্তী সেবকবৃন্দের স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন এবং সেই হরিকিঙ্করগণের সহিত স্বর্ণ-বিমানে আরোহণ করিয়া আকাশমার্গে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥

(ভাঃ ৬।২।৪৯)

মৃত্যু-যন্ত্রণায় ম্রিয়মাণ হইয়া পুত্রোপচারে হরিনাম গ্রহণ করিয়া অজামিলের মত ব্রহ্মবন্ধুও যখন ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হইলেন, তখন সেই হরিনাম নিরপরাধে শ্রদ্ধার সহিত কীর্ত্তন করিলে যে জীব তদ্ধাম প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণ-নাম।
অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণচরণ কর ধ্যান॥
যাঁহার চরণে দুর্ব্বা-জল দিলে মাত্র।
কভু নহে যমের সে অধিকার-পাত্র॥
অঘ-বক-পূতনারে যে কৈলা মোচন।
ভজ ভজ সেই নন্দনন্দন-চরণ॥
পুত্রবুদ্ধি ছাড়ি' অজামিল যে স্মরণে।
চলিলা বৈকুণ্ঠ, ভজ সে কৃষ্ণচরণে॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১।৩৩৬-৩৩৯)

আশা-ভরসা

——::(*)::——

'আশা'-শব্দের অর্থ—আকাঙ্ক্ষা, বাঞ্ছা, ইচ্ছা, বাসনা, আর 'ভরসা'-শব্দেও আশা, আকাঙ্ক্ষা বুঝায়। মায়াবদ্ধ মানবজাতি আমরা আমাদের স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া প্রথমতঃ স্থূল দেহটাকে আমি-বুদ্ধি করিয়া থাকি, তৎপরে এই দেহটাতে আমি পুরুষ, আমি কর্ত্তা, আমি প্রভু, আমি স্বামী, আমি পিতা, আমি মালিক, আমি ভোক্তা,—এই প্রকার বহু আমিত্বের অভিমান হইয়া থাকে। এই জগৎটাকে তখন আমাদের ভোগের বস্তু মনে করিয়া জগতের সমস্ত বস্তু ভোগ করিবার ইচ্ছা হয় এবং পাপে বা পুণ্যে—যে-কোন প্রকারে হউক, লাভ, পূজা, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ প্রভৃতি লাভের আশা বা আকাঙ্ক্ষা আমাদের চিত্তে উদিত হইতে থাকে।

এইরূপ আশা বা আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্য কায়-মনো-বাক্যে যত্ন করিতে করিতেই 'ভুঁই' ও 'ভুঁড়িকে' আমরা মনুষ্যজীবনের সার করিয়া তুলি। তখন ভোগের বস্তু ভুঁই অর্থাৎ জায়গা-জমি প্রচুর পরিমাণে লাভ করিয়া ভুঁড়ি অর্থাৎ উদর, পেট বা দেহের বল, স্বাস্থ্য, সুখ কিপ্রকারে বৃদ্ধি করিয়া ভোগ করিতে পারি, সেই চিন্তা ও চেষ্টাই আমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত হয়। এই-প্রকার বিচার, চিন্তা ও চেষ্টা হইতেই এই জাগতিক সুখ-সম্পদ্-বৃদ্ধির জন্য একটী আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা পূর্ণ হইতে না হইতেই আরও পাঁচটি আকাঙ্ক্ষা, সেই পাঁচটি আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে না হইতেই আরও দশটি আকাঙ্ক্ষা, সেই দশটী আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে না হইতেই আরও পঁচিশটি আকাঙ্ক্ষা,—এইপ্রকার কত যে আকাঙ্ক্ষা চিত্তে উদিত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই।

এই জগতের সমস্ত বস্তু অনিত্য ও হেয় বলিয়া কোন বস্তুই আমাদিগকে প্রকৃত সুখ

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিরে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

না আনন্দ প্রদান করিতে পারে না। ইহা আপাত-সুখকর হইলেও পরিণামে অত্যন্ত দুঃখ প্রদান করে। তবুও আমরা মায়া-মোহিত হইয়া ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগ-লালসায় সমস্ত বস্তু ভোগ করিবার জন্য চিত্তে এরূপ অসংখ্য আকাঙ্ক্ষা পোষণ ও কায়মনোবাক্যের দ্বারা সেইসব আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের যত্ন করিয়া থাকি। তৎফলে পরিণামে বা জন্ম-জন্মান্তর আমরা অধোগতি লাভ করি ও নানারূপ দুঃখ-যাতনা প্রাপ্ত হই। এবিষয়ে শ্রীভগবান্ বা সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য হইতে আমরা কি উপদেশ প্রাপ্ত হই, তাহাই এখন একটু আলোচনা করিতেছি। সর্ব্বজন-মান্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্‌গৃহীত্বাসদ্‌গ্রাহান্
প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥
আশাপাশ-শতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজাল-সমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং
গতিম্॥

(গীঃ ১৬।১০-১২,১৬,২০)

অর্থাৎ দুষ্পূর কামকে আশ্রয় করতঃ দম্ভ-মান-মদযুক্ত পুরুষগণ অশুচি কার্য্যে ব্রতী হইয়া মোহবশতঃ অসদ্‌বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় এবং প্রলয়পর্য্যন্তব্যাপী অপরিমেয় চিন্তাকে আশ্রয় করতঃ কামের উপভোগকে চরমকাম্য বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানে। শত শত আশাপাশে আবদ্ধ, কাম ও ক্রোধপরায়ণ সেই ব্যক্তিগণ অন্যায়রূপে কাম-ভোগের জন্য অর্থ সঞ্চয় করে। এইরূপে অনেক বিষয়ে বিভ্রান্ত-চিত্ত ও মোহজাল-দ্বারা আবৃত হইয়া কামভোগে প্রসক্তচিত্ত ঐ পুরুষেরা বৈতরণ্যাদি অশুচি নরকে পতিত হয়। অনন্তর সেই মূঢ়সকল আসুরীযোনি প্রাপ্ত হইয়া জন্মে-জন্মে আমাকে (কৃষ্ণকে) লাভ করিতে অক্ষম হয় এবং তাহা হইতেও অধম-গতি লাভ করে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

আশাপাশ শত শত, ক্লেশ দেয় অবিরত,
প্রবৃত্তি-ঊর্ম্মির তাহে খেলা।
আশাবশে ঘুরে ঘুরে, আর কোথা যাইরে,
(আশার শেষ নাই রে)
হায় ব'লে দেও ভাই, আশার মুখে ছাই রে
(নিরাশ ত' সুখ রে)।

গোপীনাথ।
আমি ত' কামের দাস।
বিষয়-বাসনা আমিছে হৃদয়ে,
ফাঁদিছে করম ফাঁস॥

গোপীনাথ।
হায় যে মেনেছি আমি।
অনেক যতন হইল বিফল,
এখন ভরসা তুমি॥
এই মাত্র আশা মম তোমার চরণে।
অহৈতুকী ভক্তি হৃদে জাগে অনুক্ষণে॥

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

গুরুমুখ-পদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরু-চরণে রতি, এই সে উত্তমগতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা॥
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে॥

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥
যে চরণ হইতে জাহ্নবী পরকাশ।
হেন পাদপদ্ম ভাই, সবে কর আশ॥
কর জোড় করি' বলে প্রভু হরিদাস।
মুই অধমভাগ্য প্রভু, করোঁ বড় আশ॥
তোমার চরণ ভজে যেসকল দাস।
তা'র অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস॥
(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,—

এক বাঞ্ছা হয় মোর বহুদিন হইতে।
লীলা সম্বরিবে তুমি, লয় মোর চিত্তে॥
হৃদয়ে ধরিমু তোমার কমল-চরণ।
নয়নে দেখিমু তোমার চাঁদ-বদন॥
জিহ্বায় উচ্চারমু তোমার 'কৃষ্ণচৈতন্য'-নাম
এই মত মোর ইচ্ছা,—ছাড়িমু পরাণ॥
মোর এই ইচ্ছা যদি তোমার প্রসাদে হয়।
এই নিবেদন মোর, কর দয়াময়॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণবিরহ-কাতর হইয়া বলিতেছেন,—

কৃষ্ণমালা-মণ্ডল, শুষ্কপদ্ম-কুণ্ডল,
গাড়িয়াছে শুক-কারিকর।
সেই কুণ্ডল কাণে পরি', তৃষ্ণা লাউথালী ধরি',
আশাঝুলি কান্ধের উপর॥

ইহার অমৃতপ্রবাহভাষ্যে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিতেছেন,—"সামান্য যোগীর অলাবুনির্ম্মিত কমণ্ডলু ও স্থালী (ভিক্ষা-পাত্র) থাকে, আমার মনোরূপ যোগী কৃষ্ণতৃষ্ণারূপ লাউর থালী করিয়াছে, 'কৃষ্ণ পাইব'—এই আশারূপ ঝুলি কাঁধের উপর ঝুলাইয়াছে।"

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণের উপরি-উক্ত বাণী বা উপদেশসমূহ হইতে আমরা এই শিক্ষা-প্রাপ্ত হইলাম যে, আশা, ভরসা, আকাঙ্ক্ষা, বাঞ্ছা, কামনা, বাসনা, ইচ্ছা বা অভিলাষ জিনিষটা খারাপ নয়, কেবল ব্যবহার-দোষেই তাহা সুফলের পরিবর্ত্তে কুফল প্রদান করিয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ, ভক্ত, গুরু, বৈষ্ণব, সাধু, মহাজনগণ বা তাঁহাদের অনুগত জনগণের আশা-ভরসা, আকাঙ্ক্ষা, বাঞ্ছা, বাসনা আছে, আবার যাহারা শ্রীকৃষ্ণের অভক্ত, সেই কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষী বা ইহাদের অনুগত জনগণেরও আশা-ভরসা, আকাঙ্ক্ষা, বাঞ্ছা বা বাসনা আছে। এই উভয়ের মধ্যে অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত ও কৃষ্ণাভক্তের মধ্যে আশা, ভরসা, আকাঙ্ক্ষা, বাঞ্ছা বা বাসনা আছে। এই উভয়ের মধ্যে অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত ও কৃষ্ণাভক্তের মধ্যে আশা, ভরসা, আকাঙ্ক্ষা, বাঞ্ছা যদিও উভয়ের আশা-ভরসা একপ্রকার নহে, উভয়ের আশা-ভরসার মধ্যে আকাশ পাতাল ভেদ আছে। ভক্তগণ জীবন্মুক্ত, মায়ামুক্ত, অনর্থ-মুক্ত, তাই তাঁহারা মায়া-দ্বারা অভিভূত হন না, আর অভক্তগণ মায়াবদ্ধ, অনর্থযুক্ত জীব বলিয়া মায়ার দ্বারা সর্ব্বদা অভিভূত হওয়ার যোগ্য। কাজেই মায়ামুক্ত ও মায়াবদ্ধের, অনর্থমুক্ত ও অনর্থ-যুক্তের, ভক্ত ও অভক্তের আশা ভরসা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনার মধ্যেও ভেদ থাকা স্বাভাবিক।

সাধুগুরুবৈষ্ণবগণ—মহাজনগণ সর্ব্বক্ষণ সম্বন্ধজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকায় জানেন যে, তাঁহারা জগৎ-প্রাণ, নিত্যবস্তু, বিভুচেতন, পরমাত্মা কৃষ্ণের নিত্যসেবক। সুতরাং আপন পিতা বা প্রভু কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, সুখ-প্রদান বা ইচ্ছা পরিপূরণই তাঁহাদের একমাত্র ধর্ম্ম। এই বিচারে সৎপুত্র যেমন আপন পিতার, বা সতী-সাধ্বী স্ত্রী যেরূপ আপন স্বামীর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সুখবিধানের উদ্দেশ্যে পিতার বা স্বামীর ইচ্ছার সঙ্গে আপন ইচ্ছা মিশাইয়া পিতা বা স্বামীর সেবার জন্য নানাপ্রকার আকাঙ্ক্ষা, বাঞ্ছা চিত্তে পোষণ করিয়া সেই সমস্ত ইচ্ছা পরিপূরণের জন্য প্রাণপণে যত্ন করেন, সাধুগুরুবৈষ্ণবগণও তদ্রূপ তাঁহাদের নিত্য পিতা, স্বামী বা প্রভু শ্রীকৃষ্ণের যাহাতে সুখ হয়, প্রীতি হয়, তাহা কৃষ্ণের বাণী বা উপদেশ হইতে জানিয়া অর্থাৎ কৃষ্ণের ইচ্ছার সঙ্গে নিজের আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছা মিশাইয়া কায়মনোবাক্যে সেই প্রকার কার্য্য করিবার যত্ন করেন। তৎফলে তাঁহারা নিত্যকাল নিত্য গোলোক-বৈকুণ্ঠধামে অবস্থান-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সেবানন্দ বা কৃষ্ণ-প্রেমরস-আস্বাদনের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন।

মায়ামোহিত সেবাবিমুখ মন্দভাগ্যগণ আমরা সম্বন্ধজ্ঞান-রহিত হইয়া স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহদ্বয়কে আত্মবুদ্ধি করতঃ সেই দেহ-মনের সুখের বা আরামের জন্য সর্ব্বক্ষণ নানাপ্রকার দুর্ব্বাসনা, দুরাকাঙ্ক্ষা, দুরাশা, ইতর-বাঞ্ছা, ইতর-অভিলাষ চিত্তে পোষণ ও তাহা পরি-পূরণের জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকি। তৎফলে আমরা এই ব্রহ্মাণ্ডে কখনও মনুষ্য, কখনও বা পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম-জন্ম আধ্যাত্মিক, আধি-ভৌতিক ও আধি-দৈবিক—এই ত্রিতাপ যাতনা পাই ও অধোগতি লাভ করি।

অতএব আত্মমঙ্গলকামী পরম মঙ্গল-লাভেচ্ছু বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ কলিযুগপাবন-অবতারী—ভুবনমঙ্গল-অবতার—মহাবদান্যাবতার সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের নিম্নলিখিত চারি উপদেশগুলির মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া তদ্রূপ আকাঙ্ক্ষা বা আশা নিষ্কপটে চিত্তে পোষণ করতঃ তাহা পরিপূরণে যত্ন করিবেন।

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

হে জগদীশ, আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না। আমি এইমাত্র কামনা করি যে, জন্মে জন্মে আপনাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক।

অতএব মায়ামোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান্।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্ত করুন সন্ধান॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম—এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই।

মানব-দেহধারী অসুর-দৈত্য

—:[*]:—

'অসুর', 'দৈত্য'—এইপ্রকার শব্দ উচ্চারণ করিলেই আমরা সাধারণতঃ মনে করিয়া থাকি, উহা কিম্ভূত-কিমাকার কোন প্রাণী বা জানোয়ার-বিশেষ হইবে। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পাঠ করিলে অসুর, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, যক্ষ, রক্ষ, ভূত, প্রেত, পিশাচ—এইপ্রকার বহু শব্দ পাওয়া যায়। দেবাসুর-সংগ্রাম, রাম-রাবণের যুদ্ধ, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ, অসুর-মারণ, অসুর-সংহার, দৈত্যবধ, রাক্ষস-বধ, অসুর-স্বভাব, অসুরে-গণন ইত্যাদি বহু কথাও শাস্ত্রাদিতে শুনা যায়। কিন্তু সর্ব্বত্রই যে কোন অদ্ভুত প্রাণীকে লক্ষ্য করিয়াই এরূপ নাম প্রদান করা হইয়াছে, তাহা নহে।

বেদ-বেদান্ত-ভাগবত-গীতা-পুরাণাদি শাস্ত্রপাঠে আমরা জানিতে পারি,—মনুষ্য-জাতির মধ্যে যেসকল ব্যক্তি জগৎপিতা, জগৎপ্রাণ, পরমাত্মা, পরমেশ্বর, কৃষ্ণ, গোবিন্দ হরি, নারায়ণ বা বিষ্ণুর ও তদীয় পার্ষদগণের আনুগত্য বা সেবা করেন, তাঁহাদিগকে দেবতা দিব্যসূরি, সাধু গুরু, বৈষ্ণব, মহাজন প্রভৃতি নামে, আর যাহারা শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য বা সেবা করে না, পরন্তু তাহাদের হিংসা, নিন্দা বা বিরোধাচরণ করে, তাহাদিগকে অসুর দৈত্য, দানবাদি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। 'অসুর'-শব্দের অর্থ দৈত্য—সুরবিরোধী, আর 'সুর'-শব্দের অর্থ—দেব, সুধী। দেব-শব্দে—বিষ্ণু, দেবতা প্রভৃতি বুঝায়, সুতরাং 'অসুর-দৈত্য'-শব্দে [illegible] গুরু-বৈষ্ণব-সাধু [illegible]

[illegible] সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ"

অর্থাৎ দেবগণ সর্ব্বদা বিষ্ণুর পরমপদ দর্শন করেন। (উপনিষদ্)

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥
(পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ এই লোকে দৈব ও আসুর ভেদে দুইপ্রকার ভূতসৃষ্টি। বিষ্ণুভক্তগণ দৈব এবং যাহারা বিষ্ণুবিরোধী, তাহারা তদ্বিপরীত অর্থাৎ আসুর-স্বভাব।

পূর্ব্বে যেন জরাসন্ধ-আদি রাজাগণ।
বেদ-ধর্ম্ম করি' করে বিষ্ণুর পূজন॥
কৃষ্ণ নাহি মানে, তা'তে দৈত্য করি' মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তা'রে জানি॥
হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্ব্বোত্তম হইলেও তা'রে অসুর গণন॥
(চৈঃ চঃ আদি ৮।৭-৮,১২)

অসুর স্বভাব কৃষ্ণে কভু নাহি জানে।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন-স্থানে॥
(চৈঃ চঃ আদি ৩।৮৯)

অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণু-দ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর-সংহারে॥
আনুষঙ্গ-কর্ম্ম এই অসুর-মারণ।
(চৈঃ চঃ আদি ৪।১৩-১৪)

এই অসুর, দৈত্য, দানবগণের স্বভাব কিরূপ, তাহাদের ধর্ম্ম কি, কার্য্য কি, তাহারা কিরূপ গতি লাভ করে এসব বিষয়ে সর্ব্বজন-মান্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-শাস্ত্র স্পষ্টভাষায় এরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু॥
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥
অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পর-সম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্॥
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ।
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥
আশাপাশ-শতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞান-বিমোহিতাঃ॥
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥
আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢা জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥
(গীতা ১৬।৬-২০)

অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,— হে পার্থ! এই জগতে দুই প্রকার ভূত সৃষ্টি —অর্থাৎ দৈব ও আসুর। দৈবসম্পৎসম্বন্ধে আমি তোমাকে বিশেষরূপে বলিয়াছি, এক্ষণে আসুর-সম্পদ্ বলিতেছি, শ্রবণ কর। অসুর-স্বভাব ব্যক্তিগণ প্রবৃত্তি নিবৃত্তিরূপ ধর্ম্মভেদ জানে না, শৌচ, আচার ও সত্য তাহাদের নিকট আদৃত হয় না। অসুর স্বভাব লোকেরাই জগৎকে অসত্য, আশ্রয়হীন ও অনীশ্বর বলিয়া থাকে। তাহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, কার্য্যকারণের পরস্পর সম্বন্ধ বিশ্বসৃষ্টির কারণ নয় অর্থাৎ কারণশূন্য কার্য্যসত্ত্ব আর ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা নাই, যদি কেহ ঈশ্বর বলিয়া থাকেন, তবে তিনি কাম-পরবশ হইয়া সৃষ্টি করিয়াছেন,—আমাদের উপাসনার যোগ্য নহেন।

এই প্রকার সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া আত্মতত্ত্বহীন, অল্পবুদ্ধি ও উগ্রকর্ম্মা আসুর-স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণ জগৎক্ষয়-কার্য্যে প্রভাব লাভ করে। দুষ্পূর অর্থাৎ দুঃখে পরিপূর্ণ কামকে আশ্রয় করতঃ দম্ভ, মান ও মদযুক্ত সেই পুরুষগণ অশুচি কার্য্যে ব্রতী হইয়া মোহবশতঃ অসদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা প্রলয়-পর্য্যন্ত-ব্যাপী অপরিমেয় চিন্তাকে আশ্রয় করতঃ কামের উপভোগকে পরম বা শ্রেষ্ঠ কার্য্য বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানে। শত শত আশা পাশে আবদ্ধ, কাম ও ক্রোধ দ্বারা আবিষ্ট সেই ব্যক্তিগণ অন্যায়রূপে কাম ভোগের জন্য অর্থ সঞ্চয় করে।

তাহারা মনে করে—'অদ্য আমি এই ধন লাভ করিলাম, এই মনোরথ আমার সিদ্ধ হইল, আমার এই আছে ও পুনরায় আমার এই ধন লাভ হইবে, এই শত্রুটিকে নাশ করিলাম এবং অন্যান্য শত্রুগণকেও শীঘ্র নাশ করিব, আমিই ঈশ্বর, আমিই সিদ্ধ, আমিই সুখী, আমিই আঢ্য অর্থাৎ ধনী, আমিই কুলীন, আমার ন্যায় আর কে আছে? আমি যাগ করিব, দান করিব ও স্ত্রীসঙ্গাদি আনন্দ ভোগ করিব',—অজ্ঞান-বিমোহিত হইয়া তাহারা এইরূপ বলে। অনেক বিষয়ে বিভ্রান্ত-চিত্ত ও মোহজাল-দ্বারা আবৃত হইয়া কাম-ভোগে প্রসক্তচিত্ত ঐ পুরুষেরা অবশেষে রৌরবাদি অশুচি নরকে পতিত হয়।

সেই স্বয়ং সম্মানলব্ধ, অনম্র ও ধন-মান-মদান্বিত পুরুষগণ অবিধিপূর্ব্বক দম্ভের সহিত নামে মাত্র যজ্ঞের দ্বারা যজন করে। তাহারা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া স্বীয় দেহ ও পরদেহে অবস্থিত পরমেশ্বর-স্বরূপ আমাকে দ্বেষ করে এবং সাধুদিগের গুণে দোষ আরোপ করে। সেই বিদ্বেষী, ক্রূর অর্থাৎ নিন্দ্য ও পরদ্রোহী নরাধমদিগকে আমি (শ্রীকৃষ্ণ) এই সংসার মধ্যেই অশুভ আসুরী-যোনিতে সর্ব্বদা ক্ষেপণ করি অর্থাৎ তাহাদের স্বভাবজনিত ক্রিয়ার দ্বারা তাহাদের আসুর-ভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়। আসুরী-যোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই মূঢ়সকল জন্মে জন্মে আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) লাভ করিতে অক্ষম হয় এবং তাহা হইতেও অধম গতি লাভ করে।

আমরা সকলেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শাস্ত্রকে মান্য করি, সুতরাং গীতার ভগবদ্বাক্যগুলি অবশ্যই আমরা সকলে স্বীকার করিতে বাধ্য হইব। শাস্ত্রের কথা প্রত্যক্ষ দর্শন করিলে সহজেই আমাদের বিশ্বাস হয়। এই বিচারে যদি আমরা গীতার উপরি-উক্ত বাণীসমূহের সঙ্গে বর্ত্তমান জগতের মানবজাতির স্বভাব, বিচার-আচার, চিন্তাধারা, কার্য্যকলাপ স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখি, তবে আলোচ্য-বিষয়ের সত্যতা সহজেই আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইবে।

মনুষ্যজাতির মধ্যে যাহারা সপার্ষদ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে মান্য বা উপাস্য-বস্তুরূপে স্বীকার করে না অর্থাৎ যাহারা ভগবান্ শ্রীগৌর কৃষ্ণ ও তদীয় নিজ-জন সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণের আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহাদের উপদেশমত জীবনযাপন করিতে চায় না, যাহারা 'ভুঁই' অর্থাৎ ভূমি বা মাটি আর 'ভুঁড়ি' অর্থাৎ উদর বা পেটকেই সারাৎ-সার জানিয়া 'ভুঁড়ি'র অভাব মোচন বা ভূমির উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া থাকে—যাহারা নাস্তিক হইয়া পাশবিক বল লাভ করতঃ হিংসা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতির দ্বারা কেবল নিজের দেহ-মনের ভোগ-সম্পদ্ বৃদ্ধির জন্য প্রাণ-অর্থ-বাক্য-বুদ্ধি ব্যয় করে—শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের অবমাননা, নিন্দা, অপবাদ প্রভৃতি কার্য্যই যাহাদের স্বভাব বা ধর্ম্ম, তাহারাই অসুর, দৈত্য বা দানব।

এতদ্ব্যতীত যাহারা স্থূল-দেহকে আমি-বুদ্ধি করিয়া ভগবান্, ঈশ্বর, নিয়ামক, কর্ত্তা বা প্রভু জগতে কেহ নাই, আমিই অর্থাৎ আমার স্থূল দেহটাই ঈশ্বর, আমিই ভগবান্, আমিই কর্ত্তা, আমিই পালিক, আমিই প্রভু—এইপ্রকার অভিমান-অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া দেহ-মনের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বা ভোগের উপকরণ জায়গা-জমি, ধন-সম্পদ্ প্রভৃতি পাপে বা পুণ্যে বৃদ্ধি করিবার যত্ন করিতে থাকে, তাহারাও স্বয়ং ভগবান্ ও শাস্ত্রকারগণ-কর্ত্তৃক অসুর, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, ভূত, প্রেত, পিশাচ ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছে।

অসুর, দৈত্য, দানবগণ বা তাহাদের স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আর একটি স্বভাব বা ধর্ম্ম এই যে, স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার পার্ষদগণসহ জগতে বিদ্যমান থাকিলেও ইহারা তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় না বা তাঁহাদের বিষয় কিছুই বুঝিতে পারে না

"দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলূকে না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ॥
অসুর-স্বভাব কৃষ্ণে কভু নাহি জানে।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন স্থানে॥"
(চৈঃ চঃ)—এইসব মহাজন বাক্যই ইহার প্রমাণ।

"দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।"—এই ভগবদ্বাক্যানুসারে দেবতা ও অসুর, ভক্ত ও অভক্ত, সাধু ও অসাধু, সৎ ও অসৎ নিত্যকাল এই জগতে থাকিবেই। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর-যুগে যেমন প্রহ্লাদ, হনুমান্, সুগ্রীব, উদ্ধব যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, অর্জ্জুন প্রভৃতি ভগবদ্ভক্তগণের নাম শুনা যায়, তদ্রূপ হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দন্তবক্র, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি অসুর, দৈত্য, দানব, রাক্ষসগণের নামও শুনা যায়। তদনুসারে এই কলিযুগেও শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণ জগতে থাকিয়া পরা শান্তি, আত্মমঙ্গল বা পরমমঙ্গল শুদ্ধভক্তির কথা কীর্ত্তন করিবেন, আর তদ্-বিরোধী অসুর-দৈত্য-দানবগণও জগতে থাকিয়া তাহাদের আসুরিক স্বভাবের পরিচয় প্রদান বা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণের বিরোধাচরণ করিবে,—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

অসুর, দৈত্য, দানবগণ পরিণামে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়া জন্ম জন্ম অধোগতি লাভ করতঃ ভীষণ দুঃখ-যাতনা প্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমান জগতের মানবদেহধারী অসুর-দৈত্যগণের ঐপ্রকার শোচনীয় পরিণাম-দর্শনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সাধুগুরুবৈষ্ণবগণ তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন,—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"
"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম—এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥"
"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।"—নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নবীন কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ২ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৯শে অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ৫ই ডিসেম্বর, ইং ১৯৪১, শুক্রবার | ২১৯।১ সংখ্যা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২ নারায়ণ, নিধি গর্ভোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

নামাভাস

——::(০)::——

নাম, নামাপরাধ ও নামাভাসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার সেবোন্মুখ-কর্ণে প্রত্যেকেরই শ্রবণ করা উচিত। অপ্রাকৃত শ্রীনামপ্রভু স্বয়ং কৃষ্ণবস্তু। শ্রীনামরূপী শ্রীকৃষ্ণ কখনও জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন না। অপ্রাকৃত শ্রীনামপ্রভুর ইন্দ্রিয়তর্পণ বা শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে যিনি প্রস্তুত হন অর্থাৎ যিনি সেবোন্মুখ হন, তাঁহার জিহ্বাতেই শ্রীনামপ্রভু নৃত্য করেন। শ্রীনাম সৎ। এই সত্যের প্রতি যাঁহার নিষ্ঠা নাই, তাঁহার অসতে অভিনিবেশ আছেই। সুদৃঢ় বিশ্বাসমূলে নৈরন্তর্য্যই নিষ্ঠা। অপ্রাকৃত বস্তুতে সুদৃঢ় বিশ্বাস অর্থাৎ 'শ্রীনাম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনামসাধনেই সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়'—এইরূপ সেবোন্মুখী পরিনিষ্ঠিতা বুদ্ধির সহিত সদ্‌গুরু-পাদাশ্রয়ে নিরন্তর শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে থাকিলে মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে।

রসময় চিন্তামণি-বস্তুই বৈকুণ্ঠনাম। জীবের বৈকুণ্ঠ-প্রতীতির অভাব দেখিয়া ভগবন্নাম কৃপাপূর্ব্বক এ জগতে অবতীর্ণ হন। শুদ্ধ চিন্ময় জীবই সেই শ্রীনামের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইতে পারেন। শুদ্ধ জীবাত্মা আত্মবিদের লক্ষণাক্রান্তভাবে স্বীয় স্বরূপের উপলব্ধি করিতে পারেন। একদিকে নাম, অপরদিকে অপরাধ, মধ্যে নামাভাস। প্রপঞ্চে নামাপরাধ, প্রপঞ্চ ও বৈকুণ্ঠের মধ্যবর্ত্তী স্থানে নামাভাস এবং বৈকুণ্ঠে নাম অবস্থিত। নামাপরাধ ও নামাভাস নাম-সেবা নহে। নামাপরাধের অভাব হইলে নামাভাস হয়, কিন্তু নামাভাসের পরপারে বৈকুণ্ঠধামে নাম-সেবা অবস্থিত। অনর্থযুক্ত-অবস্থায় নামাভাস বা নামের অবস্থিতি নাই। অপরাধমুক্ত-অবস্থায় এবং নামভজনের যোগ্যতারাহিত্যরূপ সম্বন্ধজ্ঞানা-ভাবে যে নামোচ্চারণ, তাহাই নামাভাস। নামাভাস করিবার যোগ্যতায় অপরাধ হয় না। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—বৈকুণ্ঠনাম সর্ব্বাগ্রে উচ্চারিত হইবামাত্রই সকল পাপ বিনষ্ট হয় এবং সর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হয়, তাহার পর নামগ্রহণে প্রেমোদয় হয়। নামোদয়ের পূর্ব্বে নামাভাস হয় অর্থাৎ নামাভাসের পরেই নামোদয় হয়, তবে যে নামাভাস হইবার পর জাগতিক-দর্শনে মুক্ত পুরুষের চরিত্রে বদ্ধভাব প্রাপঞ্চিক-নয়নে দৃষ্ট হয়, তাহা 'বাস্তব' নহে, তাহা ভক্তির পরিপোষক। উহা মুক্ত পুরুষের চরিত্রে যখন প্রতিভাত হইতেছে, তখন তাহাকে 'অপরাধের ফল' বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে না, কিন্তু তাই বলিয়া যাবতীয় নামাপরাধী তাহাদের প্রথম উচ্চারিত নামকেই 'নামাভাস'-জ্ঞানে আপনা-দিগকে 'মুক্ত-বৈষ্ণব অজামিল' মনে করিয়া স্ব-স্ব অপরাধকেই ভক্তির পরিপোষক জ্ঞান করিবেন না, করিলে নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি-হেতু নিশ্চয়ই নিরয়ে পতিত হইবেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—যদিও অজামিলের প্রথম নামোচ্চারণে সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্ত-কর, সর্ব্বানর্থনাশক নামাভাস-সম্বন্ধে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বিচারপ্রণালীতে পরিদৃষ্ট হয় এবং কাল-প্রভাবে বীজ হইতে বৃক্ষের ফলধারণ কাল পর্য্যন্ত যে ব্যবধান, তাহা অনন্তকাল-বিচারে নিতান্ত স্বল্প, তথাপি নামাভাসের অব্যবহিত-পরেই নামসেবা আরম্ভ না হইয়া আর কিছু সংসাধিত হইলে তাহাকে ভক্তির পরিপোষক বলিয়া স্বীকার করা হইবে না। সকলেই 'অজামিল' নহেন এবং অজামিলের বহির্দৃষ্টিতে কদর্য্যানুষ্ঠান অমুক্ত পুরুষের সমদর্শনে দৃষ্ট হইলে শুদ্ধ নামোচ্চারণে বিলম্ব হইয়া যাইবে, সুতরাং তাঁহার প্রথম নামোচ্চারণ নামাভাস হইলেও নামোচ্চারণের পূর্ব্ববর্ত্তী নামই ভগবৎ-সেবার স্মৃতি বা অনুভব উৎপাদন করিবে। যদিও অজামিলের আদি-নামোচ্চারণরূপ নামাভাস-ফলে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া অনুগ্রহ করিবার জন্য বিষ্ণুদূতগণকে প্রেরণ করিয়া-ছিলেন এবং অজামিলের দ্বারা ভগবৎপ্রেরণা-ক্রমে নানাবিধ পাপাচার নাম-ভজনের অন্তরায়রূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল, তথাপি অজামিল ব্যতীত অন্যান্য পরবর্ত্তী সাধকের সেই বিচার-ছলে আপনাদের সহিত অজামিলের সমতা-প্রয়াস এবং আপনাদিগের পাপাচারগুলিকে অপরাধোত্থ না জানিয়া ভক্তিপরিপোষক-রূপে উপলব্ধি-হেতু অমঙ্গল-প্রসূ না হয়, তজ্জন্য প্রথম নামোচ্চারণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেমোদয়-কালের পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত যে শেষ-নামোচ্চারণ, সেই শেষ নামোচ্চারণ-কেই 'নামাভাস'-সংজ্ঞা দিলে প্রাকৃত-সহজিয়াকুলের 'সহজ' বিচার-বিষয়ে অসুবিধা হয় না। নামাপরাধে ত্রৈবর্গিক ফললাভ ঘটে, নামাভাসে মোক্ষলাভ ঘটে এবং নাম-ভজনে কৃষ্ণপ্রেমার উদয় হয়।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যাহাকে 'আভাস' বলিয়াছেন, শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু তাহাকে 'যথা-কথঞ্চিজ্জন' অথবা 'সকৃৎ' অর্থাৎ 'একবার' ভজন বলিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও মহাজনগণ যেখানে একবার নাম-উচ্চারণের কথা বলিয়াছেন, সেখানে নামাভাসই উদ্দিষ্ট। নামাভাস জীবের প্রধান সুকৃতির মধ্যে গণ্য হয়। ধর্ম্ম ব্রত-যোগাদি সর্ব্বপ্রকার শুভকর্ম্ম অপেক্ষা নামাভাস শ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ। যে পর্য্যন্ত গুরুকৃপায় সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত জীবের অজ্ঞান-অনর্থ থাকে, সুতরাং সে পর্য্যন্ত যে নাম উচ্চারণ করা যায়, তাহা নামাভাসই হয় শুদ্ধ নাম হয় না। সঙ্কেত, পরিহাস, স্তোভ ও হেলা—এই চারিপ্রকার কার্য্যের সহিত নাম উচ্চারিত হইলে নামাভাস হয়। হেলা অপেক্ষা স্তোভ, স্তোভ অপেক্ষা পরিহাস এবং পরিহাস অপেক্ষা সঙ্কেত অল্প দোষাবহ। নামাপরাধের ফল—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা অধর্ম্ম, অনর্থ ও কামে অতৃপ্তি, আর নামাভাসের ফল—মুক্তি। নামাপরাধী যে ফল বাঞ্ছা করিয়া নামোচ্চারণ করে, নাম তাহাকে সেই ফল দিয়া থাকেন, কিন্তু কখনই তাহাকে প্রেমফল দেন না। নামাপরাধী শঠতাসহকারে যে নাম করে, তাহার ফল এইরূপ। অনেক সময় নামাপরাধী সরলভাবে যে নাম করেন, সেই নাম তাহার সুকৃতির মধ্যে গণ্য হয়। সেই সুকৃতি ক্রমে ক্রমে পুষ্ট হইলে শুদ্ধনামপরায়ণ সাধুর সঙ্গ হয়। তখন নামাপরাধী অবিশ্রান্ত নামগ্রহণপূর্ব্বক নামাপরাধ হইতে মুক্তিলাভ করেন।

বহুকষ্টে ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা যে মুক্তি হয়, নামাভাসে অনায়াসে সেই মুক্তি সকলেরই হইয়া থাকে। আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

কেহ বলে,—'নাম লৈতে হয় পাপক্ষয়।'
কেহ বলে,—'নাম হইতে জীবের মোক্ষ হয়॥'

হরিদাস কহেন,—নামের এই দুই ফল নয়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়॥
আনুষঙ্গিক ফল নামের—'মুক্তি','পাপনাশ'।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ॥
হরিদাস কহেন—যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভ—তমের হয় ক্ষয়॥
চৌর-প্রেত-রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ।
উদয় হৈলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-আদি পরকাশ॥
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ-আদি ক্ষয়।
উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়॥
'মুক্তি' তুচ্ছফল হয় নামাভাস হৈতে।
যে মুক্তি ভক্ত না লয়, সে কৃষ্ণ চাহে দিতে॥

শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন,—

অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকল-
লোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং
হরের্নাম॥

অর্থাৎ সূর্য্য যেরূপ উদিত হইয়া তিমির-সমুদ্র নাশ করেন, তদ্রূপ যে হরিনাম একবার উদিত হইলে সকল লোকের পাপ নাশ করেন, সেই জগন্মঙ্গল হরিনাম জয়যুক্ত হউন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুও সুবুদ্ধি রায়কে উপদেশ দিয়াছেন,—

প্রভু কহে,—"ইহা হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন॥
এক 'নামাভাসে' তোমার পাপ-দোষ যা'বে।
আর 'নাম' লৈতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥
আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি।
মহাপাতকের হয়—এই প্রায়শ্চিত্তি॥"

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও 'শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

নামাভাস-দশাতেও অনেক মঙ্গল।
জীবের অবশ্য হয় সুকৃতি প্রবল॥
নামাভাসে নষ্ট হয়—আছে পাপ যত।
নামাভাসে মুক্তি হয়, কলি হয় হত॥
নামাভাসে নর হয় সুপংক্তি-পাবন।
নামাভাসে সর্ব্বরোগ হয় নিবারণ॥
সকল আশঙ্কা নামাভাসে দূর হয়।
নামাভাসী সর্ব্বারিষ্ট হৈতে শান্তি পায়॥
যক্ষ, রক্ষ, ভূত, প্রেত, গ্রহসমুদয়।
নামাভাসে সকল অনর্থ দূরে যায়॥
নরকে পতিত লোক সুখে মুক্তি পায়।
সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্ম নামাভাসে যায়॥
নামাভাস সাক্ষাৎ সে প্রেম দিতে নারে।
নাম হয়ে প্রেম দেয় বিধি-অনুসারে॥

শাস্ত্রে যে দশটী নামাপরাধের কথা আছে, তাহা যদি সরলতা বা অজ্ঞতা হইতে হয়, তাহা হইলে সে সমস্তই নামাভাস মাত্র। অজামিল মরণসময়ে স্বীয় পুত্রকে 'নারায়ণ'-নামে আহ্বান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের নাম নারায়ণ বলিয়া অজামিলের সাঙ্কেত্য-নাম-গ্রহণের ফল লাভ হইয়াছিল। একজন শুদ্ধ বৈষ্ণব হরিনাম করিতেছেন, তখন একজন দুর্ত্ত আসিয়া কদর্য্য মুখভঙ্গী করতঃ বলিল, 'হোঁ, তোর হরি-ফেট সকলি করিবে।'—ইহাই তোতের উদাহরণ, ইহাতেই সেই পাষণ্ডীর মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে। হেলাতে নামোচ্চারণ করিলেও মুক্তি পর্য্যন্ত ফল লাভ হয়। এখানে একটী কথা এই যে, দুর্ত্ততার সহিত হেলা করিলে অপরাধ, আর অজ্ঞতার সহিত হেলা হইলে নামাভাস হয়। আমরা শ্রীহরিনাম চিন্তামণিতে পাই,—

বিষ্ণু লক্ষ্য করি' জড়বুদ্ধে নাম লয়।
অন্য লক্ষ্য করি' বিষ্ণুনাম উচ্চারয়॥
সঙ্কেতে বিবিধ এই হয় নামাভাস।
অজামিল সাক্ষী তা'র—শাস্ত্রেতে প্রকাশ॥
পরিহাসে কৃষ্ণনাম যেই জন করে।
অরাসন্ধ সম সেই এ সংসার তরে॥
অঙ্গ-ভঙ্গী চৈত্যসম করে নামাভাস।
তোত মা॥ হয়, তবু নাশে ভবপাশ॥
মন নাহি দেয়, আর অবজ্ঞা-ভাবেতে।
কৃষ্ণ, রাম বলে, হেলা-নামাভাস তা'তে॥

হরিনাম নির্ব্বন্ধ-সহকারে নিরন্তর করা দরকার। তাহাতেই জীবের নিত্য মঙ্গল হইবে। এই কথা শুনিয়া যদি কেহ বলেন,—'এক নামে যখন সমস্ত পাপ নষ্ট হয়, তখন অবিশ্রান্ত নামের প্রয়োজন কি?' তদুত্তর এই যে, বহির্ম্মুখ জীবের শ্রীনাম ও সৎসঙ্গে রুচি নাই, পরন্তু সর্ব্বদা অরুচিই দৃষ্ট হয়। অসদ্‌বিষয়ে তাহাদের নৈসর্গিক রুচি। অবিশ্রান্ত নাম করিলে আর সেরূপ অসৎসঙ্গ ও অসৎকার্য্যে অবসর হয় না। সুতরাং অসৎসঙ্গাভাবে ক্রমশঃ শুদ্ধ নাম হয়। শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর এই কয়েকটী কথা শ্রীনামাশ্রিত সকলেরই সর্ব্বক্ষণ মনে রাখা উচিত,—

অসাধু-সঙ্গে ভাই, কৃষ্ণ-নাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয়, সদা নাম-অপরাধ।
এ সব জানিবে ভাই, কৃষ্ণভক্তির বাধ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম, সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর॥
'দশ অপরাধ' ত্যজ, মান-অপমান।
অনাসক্তে বিষয় ভুঞ্জ, আর লহ কৃষ্ণনাম॥
বহু অঙ্গসাধনে ভাই, নাহি প্রয়োজন।
কৃষ্ণনামাশ্রয়ে শুদ্ধ করহ জীবন॥
বদ্ধ জীবে কৃপা করি' কৃষ্ণ হৈল নাম।
কলি-জীবে দয়া করি' কৃষ্ণ হৈল গৌরধাম॥
একান্ত সরলভাবে ভজ গৌর-জন।
তবে ত' পাইবে ভাই, শ্রীকৃষ্ণচরণ॥

(প্রেমবিবর্ত্ত)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"যাঁহারা শ্রীনাম-মাহাত্ম্যকে অর্থবাদ বলেন, তাঁহাদের নরকভোগের আর ক্ষয় হয় না। পরমভাগবত শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ প্রায়শ্চিত্তানন্তর লোকের পুনরায় পাপে প্রবৃত্তি দেখিয়া প্রায়শ্চিত্তকে নিন্দা বা গর্হণ করিলেও তিনি ভক্তিপ্রসঙ্গে (সাধন-কালে) ভক্তগণের মধ্যে কাহারও কাহারও পুনঃ পুনঃ পাপে প্রবৃত্তি দর্শন করিয়াও তাহাতে কোনই নিন্দা করেন নাই। আরও অজামিল যেরূপ দুরাচার হইলেও নামাভাস-প্রভাবে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন, সেরূপ আর্ত্তগণ সদাচার ও শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া বহুবার নাম গ্রহণ করিলেও শ্রীনামপ্রভুর অর্থবাদ-কল্পনাদি নামাপরাধ-প্রভাবে ঘোরতর সংসার-ক্লেশই লাভ করেন। অতএব নাম-মাহাত্ম্য দেখিয়া (নামে অর্থবাদ বা অর্থকল্পনা করিলেও নামাপরাধী প্রভৃতি) সকলেরই যে মুক্তি হইবে—এইরূপ আশঙ্কা করিতে হইবে না। অতএব ভগবানের নাম একবার উচ্চারিত হইয়াই তৎক্ষণাৎ পাপ সংহার করিলেও 'বৃক্ষ ফলিতে ফলিতে কালক্রমেই ফলিয়া থাকে'—এই ন্যায়ানুসারে শ্রীনাম সাধারণতঃ কিছু বিলম্বেই স্বীয় ফল-চিহ্ন জগতে দেখাইয়া, বহির্ম্মুখ-শাস্ত্রমতেরও একেবারে উচ্ছেদ না হয়, তজ্জন্য কোন কোন স্থলে ফল-চিহ্ন না দেখাইয়াই (নামে) অপরাধরহিত স্বীয় উচ্চারণকারী ব্যক্তিগণকে নিজ বৈকুণ্ঠধামে লইয়া যান—এই সিদ্ধান্তটী জানাইলেন। কোন কোন নিরপরাধ ব্যক্তির প্রেমবিশেষ সাধনেচ্ছা-নিবন্ধন ভগবৎ-প্রাপ্তিতে কিঞ্চিৎ বিলম্বও ঘটে; যেমন, আদি ভরতের তিনবার জন্ম হইয়াছিল। আরও অপরাধিগণের মধ্যে যদি কোন কোন ব্যক্তির ভজনাভ্যাসের অভাব-হেতু পুরাতন পাপ ক্ষয় না হইয়া থাকে, অথচ পাপ ও নামাপরাধ হইতে থাকে, তাহা হইলেও তাহাদিগকে দেহত্যাগানন্তর নরকে যাইতে হইবে না। যমুনা-ভ্রাতা যম আদরের সহিত তদীয় ভৃত্যগণকে পুনঃ পুনঃ ইহাই বলেন যে, 'যে মানব বিষ্ণুর ভজন করে, সেই বৈষ্ণবকে তোমরা পরিত্যাগ করিবে' এবং 'হে সখে উদ্ধব, আমার প্রতি এই নিষ্কাম ভক্তিধর্ম্মের অনুষ্ঠানারম্ভে কোন অঙ্গের বৈগুণ্যাদি-দ্বারা অণুমাত্রও ধ্বংস হয় না'—ভগবানের এই বাক্যানুসারে যৎকিঞ্চিৎ ভক্তির অঙ্কুরও স্বভাবতঃই অবিনশ্বর ও পাপাদির দ্বারা দুরতিক্রমণীয় বলিয়া এবং অমোঘ বলিয়া ভবিষ্যতে পত্রপুষ্পাদির জন্যই তাহাদের জন্ম হইবে, নশ্বর পাপ-পুণ্য-নিবন্ধন জন্ম হইবে না। অতএব তাহাদের প্রাক্তন-ভক্তি-সংস্কারোত্থ নাম-কীর্ত্তনাদি-প্রভাবে অপরাধ ক্ষয় হইলে পর শ্রীভক্তি-দেবীর প্রসাদে ভগবৎ-প্রাপ্তি ঘটে। ভগবদ্ভক্ত কোনপ্রকারে কুযোনি প্রাপ্ত হইলেও কর্ম্মীর ন্যায় আর সংসারলাভ করেন না। তাঁহারা পুণ্য-পাপফল-ভোগময় সংসার প্রাপ্ত হন না, তবে তাঁহারা ভগবদ্দত্ত সুখ-দুঃখময় সংসারই প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের মধ্যে যে পর্য্যন্ত নামাপরাধের ক্ষয় না হয়, সেই পর্য্যন্ত অবিনষ্ট পাপসকল অঙ্কুরাবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। ভক্তির বৃদ্ধিক্রমে ভক্তির অভ্যাসফলে নামাপরাধ ক্ষয় হইলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সমূলে পাপক্ষয়-হেতু ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন। অতএব বৈষ্ণবগণ [illegible] ক্ষেত্রে যে এক, দুই বা তিন [illegible], তাহাতে তাঁহাদের যে সকল বৈষয়িক সুখ দেখা যায়, তাহাও ভক্তিধর্ম্মোত্থ। বৈদ্য যেমন লঙ্ঘন ও কটু ঔষধাদি-দ্বারা রোগীকে কষ্ট দিয়া তাহার ক্ষুধা-বৃদ্ধি উৎপাদন করেন, তদ্রূপ নিজ ভক্তের ভক্তিবর্দ্ধনকৌশলজ্ঞ ভগবান্‌ও ভক্তকে কিছু কিছু দুঃখ দিয়া থাকেন; যেহেতু ঐ বিষয়ে ভগবানেরই উক্তি—'আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি, তাহার ধন ক্রমশঃ হরণ করি।"

নামাভাস দুইপ্রকার—ছায়া-নামাভাস ও প্রতিবিম্ব-নামাভাস। প্রতিবিম্ব-নামাভাসটী একটী প্রধান নামাপরাধ। সেইজন্য এই প্রতিবিম্ব-নামাভাসকে নামাভাস বলা যায় না। প্রতিবিম্ব নামাভাসে সাযুজ্যাদি ফল লাভ হইতেও পারে। নামের কেবল ছায়া-নামাভাসকে নামাভাস বলিয়া সাঙ্কেত্যাদি চারিপ্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে। অজ্ঞান-জনিত অনর্থ হইতে ছায়ানামাভাস এবং দুষ্ট-জ্ঞানজনিত অনর্থ হইতে প্রতিবিম্ব-নামাভাস-রূপ অপরাধ হয়। ভুক্তি-মুক্তি-ফল-কামীদের মধ্যে প্রতিবিম্ব-নামাভাস দেখা যায়।

নরকাসুর

——:::——

ভগবান্ শ্রীবরাহদেবের সংস্পর্শে ও পৃথিবীর গর্ভে নরকাসুরের জন্ম হয়। নরক শ্রীকৃষ্ণের পুত্র হইয়াও তাঁহার ভক্তের বিরোধাচরণ করায় শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত হয়। নরক বরুণদেবের ছত্র, অদিতির কুণ্ডলদ্বয় এবং মন্দর-পর্ব্বতস্থ মণিপর্ব্বত-নামক দেববিহারস্থলী হরণ করিলে ইন্দ্র দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া নরকাসুরের অত্যাচারের কথা জ্ঞাপন করায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীসত্যভামার সহিত নরকাসুরের রাজধানীতে গমন করেন। শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য-নামক শঙ্খের ধ্বনি করিলে তাহা শ্রবণ করিয়া জল মধ্যে শয়ান পঞ্চশতক 'মুর'-নামক অসুর জল হইতে উত্থিত হইল। অনন্তর দুর্দ্ধর্ষ মুরাসুর ত্রিশূল লইয়া শ্রীকৃষ্ণাভিমুখে ধাবিত হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে উক্ত ত্রিশূলকে বাণদ্বারা ত্রিখণ্ড করিয়া মুরাসুরের পঞ্চমুখে বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মুরও ক্রোধে তাঁহার প্রতি গদা নিক্ষেপ করিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ গদাদ্বারা তাহার গদাকে সহস্রভাগে ভগ্ন করিলেন। অনন্তর মুরাসুর পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে ধাবিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শনচক্র দ্বারা অনায়াসে তাহার মস্তক-সমূহ ছেদন করিলেন। মুরাসুর বিগত-প্রাণ হইয়া জলমধ্যে পতিত হইল। তখন মুরের তাম্র, অন্তরিক্ষ, শ্রবণ, বিভাবসু, বসু, নভস্বান্ ও অরুণ-নামক সপ্তপুত্র শোকাতুর হইয়া ক্রোধবশে পীঠ-নামক সেনাপতিকে অগ্রবর্ত্তী

করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আগমন করিল। তাহারা নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাণ, খড়্গ গদা ও শূলাদি নিক্ষেপ করিলে শ্রীকৃষ্ণ বাণের দ্বারা সেগুলিকে ছেদন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বাণাঘাতে সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সৈন্যকে নানাভাবে বিধ্বস্ত হইতে দেখিয়া নরকাসুর সক্রোধে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল এবং গরুড়ের উপর মহিষী শ্রীসত্যভামার সহিত বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সবলবলে একযোগে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণ বাণসমূহদ্বারা নরকাসুরের সৈন্য ও অশ্বসমূহ নিহত করিতে লাগিলেন। তৎকালে গরুড় স্বীয় পক্ষদ্বয়ের আঘাতে হস্তিসকলকে বিনাশ করিতেছিলেন। গরুড়ের চঞ্চু, পক্ষ ও নখসমূহে আহত হস্তিগণ পীড়িত হইয়া নগরে প্রবেশ করিলে নরকাসুর একাকী যুদ্ধ করিতে লাগিল। নরকাসুর প্রহারের দ্বারা গরুড়ের কিছুই করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সংহার করিবার জন্য শূল গ্রহণ করিল, কিন্তু তাহা নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুরধার চক্রদ্বারা গজস্থিত নরকাসুরের মস্তক ছেদন করিলেন। নরকাসুরের মৃত্যুতে তদীয় আত্মীয়গণ 'হাহাকার' এবং ঋষিগণ 'সাধু', 'সাধু' শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। দেবগণও শ্রীকৃষ্ণের উপরে মাল্যবর্ষণ-সহকারে স্তব করিলেন।

অনন্তর নরকজননী পৃথিবী শ্রীকৃষ্ণের সমীপে আগমনপূর্ব্বক অদিতির রত্নখচিত কুণ্ডলদ্বয় ও বৈজয়ন্তী-মালার সহিত বরুণের ছত্র তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন। পৃথিবী আরও বলিলেন—'হে শরণাগত-দুঃখবিনাশন, হে নাথ, আপনি যখন বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাকে উদ্ধার করেন, সেই সময় আপনার স্পর্শে আমার এই নরক-নামক পুত্র হইয়াছিল। আপনি যাহাকে দিয়াছিলেন, অদ্য আপনিই তাহাকে বিনাশ করিলেন। এখন আপনি নিজগুণে প্রসন্ন হউন এবং নরকৃত সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহার পুত্রগণকে পালন করুন। নরকের এই পুত্র ভীত হওয়ায় আমি তাহাকে আপনার পাদপদ্ম-সমীপে আনয়ন করিয়াছি। আপনি কৃপাপূর্ব্বক ইহাকে রক্ষা করুন এবং ইহার মস্তকে সর্ব্বপাপবিনাশন ভবদীয় করকমল অর্পণ করুন। ধরিত্রীর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নরকপুত্র ভগদত্তকে অভয়দান পূর্ব্বক নিখিল সমৃদ্ধি-সম্পন্ন নরকাসুরের গৃহে প্রবেশ করিলেন। নরকাসুরের গৃহে বিচরণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ নরকক্ষুণ্ণ রাজা এবং সিন্ধু প্রভৃতির নিকট হইতে আনিত ষোড়শ সহস্র রমণীকে দেখিতে পাইলেন। ঐসকল রমণী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া বিমোহিতচিত্তে মনে মনে তাঁহাকে দৈব-প্রেরিত অভীষ্ট পতিরূপে বরণ করিল। শ্রীকৃষ্ণ সেই রাজকন্যাগণকে এবং রথ, অশ্ব ও ধনরাশিসমূহ শিবিকাযোগে দ্বারকায় প্রেরণ করিলেন। ঐ সঙ্গে তিনি চতুর্দ্দন্তবিশিষ্ট মহাবেগশালী চতুঃষষ্টি সংখ্যক হস্তীও দ্বারকায় প্রেরণ করেন।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ মহিষী সত্যভামার সহিত ইন্দ্রালয়ে গমনপূর্ব্বক অদিতিকে কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিলে ইন্দ্র ও শচীদেবী তাঁহাদের যথাযোগ্য পূজা করিলেন। অদিতিও শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া বিশেষভাবে স্তবস্তুতি করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার সহিত নন্দনকানন পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়া সেই দেবোদ্যানে সমুদ্র-মন্থনকালে উদ্ভূত পারিজাত-বৃক্ষ দর্শন করিলেন। ঐ পারিজাত অতিশয় সুগন্ধিযুক্ত ও শচীর খুব প্রিয় ছিল। শ্রীসত্যভামা ঐ বৃক্ষকে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—এ বৃক্ষটী কি কারণে দ্বারকায় লইয়া যাইতেছেন না? যদি আপনার এই কথা সত্য হয় যে, 'সত্যভামা আমার অতিশয় প্রিয়া,' তাহা হইলে আমার গৃহোদ্যানের জন্য এই বৃক্ষটীকে লইয়া চলুন। শ্রীসত্যভামার এই কথা শুনিয়া শ্রীহরি হাস্যপূর্ব্বক গরুড়ের উপর সেই পারিজাত-বৃক্ষটীকে উঠাইয়া লইলেন। তখন উদ্যানরক্ষিগণ বলিল,—"এই পারিজাত-বৃক্ষ শচীর অতিশয় প্রিয়। ইহাকে হরণ করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ রুষ্ট হইবেন, কিছুতেই ইহা আপনাকে দিবেন না। তখন শ্রীসত্যভামা তাহাদিগকে বলিলেন,—"এই পারিজাত শচী বা ইন্দ্র—কাহারও নহে; ইহা সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি। তোমরা শচীকে গিয়া বল যে, হরিপ্রিয়া সত্যভামা স্বীয় পতির বলে বৃক্ষ হরণ করিতেছে।" দেবদূতগণ শচীর নিকট সেই কথা বলিলে শচী ইন্দ্রের নিকট সমস্ত কথা বলিল এবং ইন্দ্রও দেবসৈন্য-সহ পারিজাত আনয়নের জন্য শ্রীহরির সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। ইন্দ্রকে যুদ্ধার্থে আগমন করিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খধ্বনি করিলেন এবং ধনুষ্টঙ্কারে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া একসঙ্গে অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিলেন। দেবগণ তাঁহার বাণাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িলেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চক্রদ্বারা কুবেরের শিবিকাকে নষ্ট এবং দৃষ্টিদ্বারা সূর্য্যকে বিনষ্ট-তেজা করিলেন। শ্রীভগবানের বাণে অগ্নিও নিয়ন্ত হইলেন এবং বসুগণ নানাদিকে পলায়ন করিলেন। শ্রীভগবানের চক্রে আহত রুদ্রগণ ভূতলে পতিত হইলেন। তৎকালে গরুড় ঐরাবতের সহিত এবং শ্রীকৃষ্ণ একাই বহুদেবতা ও ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রকে বজ্র এবং শ্রীকৃষ্ণকে সুদর্শন চক্র ধারণ করিতে দেখিয়া ত্রিলোকবাসী সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করিলে শ্রীভগবান্ বজ্র-ধারণ করিয়া ইন্দ্রকে বিরত হইতে বলিলেন। অনন্তর নষ্টবজ্র ইন্দ্র যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বহু স্তব করিলেন। ইন্দ্রের স্তুতিতে তুষ্ট হইয়া শ্রীভগবান্ ইন্দ্রকে পারিজাত-বৃক্ষটী লইতে বলিলে ইন্দ্র বলিলেন,—"হে কৃষ্ণ, এই পারিজাত-বৃক্ষকে আপনি দ্বারকায় লইয়া যান্। আপনি মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিলে ইহা আর পৃথিবীতে থাকিবে না, এইখানেই চলিয়া আসিবে। ইন্দ্রের এই কথা শুনিয়া শ্রীহরি ঐ বৃক্ষ দ্বারকায় আনয়ন করিলেন। এই পারিজাত-তরুর নিকট গমন করিলে সকলেই নিজপূর্ব্বজন্মের বিষয় স্মরণ করিতে পারিত এবং ইহার গন্ধে তিন যোজন পর্য্যন্ত আমোদিত হইত। এই বৃক্ষটী শ্রীসত্যভামার গৃহসংলগ্ন পুষ্পোদ্যানে স্থাপিত হইয়াছিল। পারিজাত-বৃক্ষটী দ্বারকায় আনীত হইলে তদাসক্তচিত্ত ভ্রমরগণ স্বর্গ হইতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

ইন্দ্র প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের পদযুগল বন্দনা করিয়া নরকাসুরবধরূপ নিজ কার্য্য প্রার্থনা করিয়া পশ্চাৎ কার্য্যসিদ্ধি হইলে জ্ঞানী হইয়াও শ্রীভগবানের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ওহো! দেবগণেরও ঈদৃশ ক্রোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে! অতএব ঐশ্বর্য্যকে ধিক্।

অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ষোড়শ সহস্র মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া একই সময়ে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে সেই রমণীগণকে বিবাহ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যহ প্রত্যেকের গৃহে থাকিয়া কামিনীগণের সহিত গৃহস্থ-ধর্ম্মসমূহের আচরণ-সহকারে বিহার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শত শত দাসী থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা স্বয়ংই স্বহস্তে শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ সেবা করিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবান্ ভক্তের প্রতি দ্রোহ আদৌ সহ্য করিতে পারেন না। তিনি বলিয়াছেন—"অন্যলোক ত' দূরের কথা, আমার কোন পুত্রও যদি আমার ভক্তের বিদ্বেষ করে, তবে সেই পুত্রকেও আমি বিনাশ করিতে প্রস্তুত আছি। এমন কি, আমি ভগবদ্-ভক্তের জন্য আমার নিজের পুত্রকেও কাটিয়া ফেলিতে পারি। শ্রীভগবানের এই ভক্তের যাথার্থ্য নরকাসুর-বধবৃত্তান্তে আমরা দেখিতে পাই। ভক্তের সহিত ভগবানের এত প্রীতি। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

সেবকের দ্রোহ মুঞি সহিতে না পারোঁ।
পুত্র যদি হয় মোর, তথাপি সংহারোঁ॥
পুত্র কাটোঁ আপনার সেবক লাগিয়া।
মিথ্যা নাহি কহি—শুন, মন দিয়া॥
যে কালে করয়ে মুঞি পৃথিবী-উদ্ধার।
হইল ক্ষিতির গর্ভ পরশে আমার॥
হইল 'নরক'-নামে পুত্র মহাবল।
আপনি পুত্রের ধর্ম্ম কাহলুঁ সকল॥
মহারাজ হইলেন আমার নন্দন।
দেব-দ্বিজ-গুরু-ভক্ত করেন পালন॥
দৈবদোষে তাহার হইল দুষ্টসঙ্গ।
বাণের সংসর্গে হৈল ভক্তদ্রোহে ভঙ্গ॥
সেবকের হিংসা মুই না পারোঁ সহিতে।
কাটিয়া আপন পুত্র সেবক রাখিতে॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য অঃ ৫০)

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব গত ২৮শে নভেম্বর, শুক্রবার অবিষ্ঠাহরণ-নাট্যমন্দিরে বেলা ১ ঘটিকা হইতে ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীভক্তিসন্দর্ভ পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ প্রায় তিন ঘণ্টা করিয়া শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহার শ্রীমুখে নিত্যনূতন বৈকুণ্ঠসন্দেশ পাইয়া সকলেই পরমোপকৃত ও কৃতকৃতার্থ হইতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীধামে অবস্থানপূর্ব্বক পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে সন্ধ্যারাত্রিকের পর প্রত্যহ সংকীর্ত্তন-রাসস্থলী শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অবলম্বনে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

আগামী ২২শে অগ্রহায়ণ, ৮ই নভেম্বর, সোমবার কৃষ্ণচতুর্থীতিথিতে নবদ্বীপ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিরহ-তিথি-উপলক্ষে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিন্ন বিগ্রহ ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিপ্রাঙ্গণে ৫ম বার্ষিক সংকীর্ত্তন মহোৎসব শুদ্ধভক্তসঙ্গে অনুষ্ঠিত হইবেন। গুরুবর্গের পদাঙ্কানুসরণে যাহাতে আমরা শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহ-তিথির পূজা করিতে পারি, তজ্জন্য সগোষ্ঠী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে অহৈতুক কৃপাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি

কোরাপুট জেলায় প্রচার

গৌড়ীয় মিশনের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ ব্রহ্মচারী প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ উড়িষ্যাপ্রদেশে গঞ্জাম ও কোরাপুট-জেলার বিভিন্ন সহর ও পল্লীগ্রামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন। গত ৭ ভয়র-মাসে প্রচারকগণ কোরাপুট-জেলার পাপুর ও ওপুর প্রভৃতি সহরে নগরসংকীর্ত্তন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীহরিনাম চিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া তত্তৎস্থানীয় প্রভূত ব্যক্তিগণের নিকট গৌড়ীয়মঠ ও প্রচারকার্য্যের কথা কীর্ত্তন করেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫৲, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বা পাচ ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

বাঙলায় সংক্রামক ব্যধির প্রকোপ

গত ১৮ই অক্টোবর যে-সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে-সপ্তাহে ৬৩২ জন কলেরায় আক্রান্ত হয়, তন্মধ্যে কুচবিহার রাজ্যে ১০০ জন, ময়মনসিংহে ১৪১, বট্টগ্রামে ১১৯ এবং নোয়াখালিতে ১৩০ জন। ঐ সপ্তাহে কলেরায় মোট ২৯৪ জনের মৃত্যু হয়, তন্মধ্যে চট্টগ্রামে ৯৭, ময়মনসিংহে ৭০ এবং নোয়াখালিতে ৭০ জন।

ত্রিপুরা রাজ্যে ৫১ জন ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়। কলিকাতায় ইতস্ততঃ মেনিঞ্জাইটিজ দেখা গিয়াছিল। কেহ প্লেগে আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায় নাই।

প্রকৃতির খেয়াল

গত ১৬ই নবেম্বর পাটগ্রাম (ঢাকা) নিবাসী পাষাণচন্দ্র শীলের স্ত্রী ৮ মাসে একটি অদ্ভুত মৃত শিশু প্রসব করিয়াছে। শিশুটি দেখিতে কদাকার। তাহার হাত, পা সমস্তই মুখের বিপরীত দিকে। মস্তকে চুল মোটেই নাই। শিশুটির সর্ব্বাঙ্গ লোমাবৃত ছিল। ঐ শিশুটিকে দেখিতে ঐ দিন রাত্রিতে বহু লোক সমাগম ঘটে।

সরবরাহ বিভাগের অর্ডার সরবরাহ

ভারত গবর্ণমেণ্টের সরবরাহ বিভাগের অর্ডার অনুসারে কাপড় প্রস্তুত করিবার জন্য কাপড়ের কলগুলির যন্ত্রপাতি মেরামত বা পরিবর্ত্তন করিবার জন্য যে টাকা ব্যয় হইবে আয়-কর ও অতিরিক্ত মুনাফা কর ধার্য্যের সময় তাহা হইতে রেহাই দেওয়া হইবে। প্রকাশ যে, কেন্দ্রীয় রাজস্ব বোর্ড এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বোর্ড আরও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সরবরাহ বিভাগের অর্ডার শেষ হইবার পর এই সকল মিল পুনরায় পরিবর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় করিবার ব্যয় কলের ব্যয় বলিয়া বিবেচিত হইবে। যে সকল মিল ইতঃপূর্ব্বেই এরূপ পরিবর্ত্তন বা মেরামত করা হইয়াছে, তাহাদিগকেও এই সুবিধা দেওয়া হইবে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

আগামী ১০ই ডিসেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ হইবে। এই মরসুমে মাত্র চারিদিন অধিবেশন হইবে, তন্মধ্যে তিনদিন সরকারী এবং একদিন বে-সরকারী কাজ হইবে।

এই মরসুমে সিলেক্ট কমিটি কর্ত্তৃক বিবেচিত বঙ্গীয় ফৌজদারী আইন (কল-কারখানা অঞ্চল সম্পর্কিত সংশোধন বিল ও বঙ্গীয় শিল্পে সরকারী সাহায্য-বিষয়ক আইন সংশোধন বিল এবং ব্যবস্থা পরিষদ কর্ত্তৃক গৃহীত বঙ্গীয় বাজার নিয়ন্ত্রণ বিল আলোচিত হইবে। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সম্প্রতি প্রবর্ত্তিত বঙ্গীয় উপদ্রুত অঞ্চল অর্ডিন্যান্স ব্যবস্থাপক সভার প্রথম দিনের অধিবেশনে পেশ করা হইবে।

গোদাবরী নদীতে লঞ্চ ডুবি

গোদাবরী নদীতে রাজমুন্দ্রী ও ভদ্রাচলম নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে একখানি ষ্টীমলঞ্চ ডুবির ফলে ৪৯জন লোক জলমগ্ন হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঐ সময় লঞ্চে মোট ৫৯জন যাত্রী ছিল। লঞ্চখানি একখানি চাউল বোঝাই নৌকা টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। নৌকা-ডুবিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীসহ লঞ্চখানিও জলমগ্ন হয়।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নূতন প্রয়াস

গবর্ণমেণ্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থায় জাতীয় কার্য্যে যোগদান করিবার জন্য কেবলমাত্র জনসাধারণের নিকট অনুরোধ জানাইলেই হইবে না। এক্ষণে এমন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, যাহাতে সমর-প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করিবার জন্য কোন না কোন বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে এ সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী শীঘ্রই একটি ঘোষণা প্রচার করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। কোন নির্দ্ধারিত বয়সের পুরুষ এবং স্ত্রীলোককে বাধ্যতামূলকভাবে জাতীয় কার্য্যে যোগ দিতে হইবে এবং কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ অনুসারে সমরসম্ভার নির্ম্মাণের কারখানার কার্য্যেই হউক অথবা সেনাদলের কার্য্যেই হউক, নির্দ্ধারিত বয়সের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। স্ত্রীলোকদিগকে হাতে কলমে যুদ্ধ করিতে দেওয়া হইবে না। প্রধান মন্ত্রীর এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে শীঘ্রই ব্যবস্থা করা হইবে

লেবাননের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা

গত ২৬শে নবেম্বর রাজবাটীতে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে সিরিয়ার স্বাধীন ফরাসী ডেলিগেট জেনারেল কাত্রু লেবাননের রাষ্ট্র-স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়াছেন। যুদ্ধকালে দেশরক্ষার দায়িত্ব মিত্রপক্ষ গ্রহণ করিবেন এবং সেই উদ্দেশ্যে লেবাননের জাতীয় সৈন্যদল মিত্রপক্ষের পরিচালনাধীনে থাকিবে। বর্ত্তমান বৎসরের এপ্রিল হইতে লেবানন গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তারূপে আছেন আলফ্রেড ম্যাক্তাচে তিনি নূতন গণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট হইলেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রভাত কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে।

ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তি বিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ৫ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২২'শ অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৮৮, ৮ই ডিসেম্বর ইং ১৯৮১, সোমবার ২২০ ২১তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ নারায়ণ, শর্ব্ব সঙ্কর্ষণ গৌরাব্দ ৪৫৫

প্রভু আজ কোথায় ?

——::[•]::——

আজ মদীশ্বর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিরহতিথি। এই কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশীতিথিতে জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ব্রজবিজয় করিয়াছেন। তাঁহার বিরহ-কাতর শিষ্য পুত্রগণ তাঁহার কৃপা-স্মৃতি অনুক্ষণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহার বিরহে কালাতিপাত করিতেছেন, কিন্তু কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যাভিমান করিয়াও মাদৃশ হতভাগ্য আজ তৎসেবায় বঞ্চিত। ইহা অপেক্ষা অনুতাপ ও দুঃখের বিষয় আর কি থাকিতে পারে? অপরাধ-ফলে চিত্ত এত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে যে, বিরহী ভক্তগণের সঙ্গপ্রভাবে বা প্রভুকৃপায় সেই পরমদয়াল নিজনিত্য প্রভুর কথা সময় সময় হৃদয়ে উদিত হইলেও হতভাগ্য আমি সেই প্রভু-স্মৃতিকে আমার জীবনসর্ব্বস্ব করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না। প্রভু ছাড়া এ নগণ্য অধমাধম ভৃত্যের যে আর কেহ নাই, ইহা জানিয়া শুনিয়াও আবার যেন ভুলিয়া যাই। তথাপি প্রভু আমার কত দয়া করিয়া কতভাবে যে তন্নিজজনের দ্বারা মাদৃশ অপরাধীকেও রক্ষা করিতেছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। গুরুই একমাত্র দেবতা, গুরুই একমাত্র আত্মা বা প্রাণ, এই ভক্তির বিচারে যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত, সেই গুরুদেবতাত্মগণের পদধূলি হইবার ইচ্ছাও হৃদয়ে জাগে না, এমনি আমার দুর্দ্দৈব। তাই আজ বড় দুঃখে শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃপানুসরণে নিম্নলিখিত মঙ্গলময়ী বাণী অনুস্মরণ করিতে করিতে প্রভু ও প্রভুনিজজনগণের শ্রীপাদপদ্মান্তিকে উপনীত হইবার ধৃষ্টতা করিতেছি। তাঁহারা অমায়ায় এই নরাধমকে কৃপা করুন ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণে এ অযোগ্য দাসের কাতর প্রার্থনা। তাঁহাদের অমায়ায় কৃপা হইলে মাদৃশ হতভাগ্যের এই পাপময় জীবন সার্থক হইবে এবং পরমকরুণাময়ী, ভক্তিজননী প্রভুবিরহ তিথি এ দাসাধমের প্রতি শুভদৃষ্টি করিবেন। তাই গদ্গদীকৃতবাসে প্রভুপাদপদ্মে এই প্রার্থনা করিতেছি,—

তোমা ছাড়ি' আমি কভু, অনাথ না হই প্রভু,
তুমহান দাস নিরাশ্রয়।
আমাকে না নিলে সাথ,
কৈছে তুমি হবে নাথ,
দমনীয় কে তোমার হয়॥
অন্য আশা নাহি যা'র, তব পাদপদ্ম তা'র,
ছাড়িবার যোগ্য নাহি হয়।
তব পদাশ্রয়ে নাথ! করে সেই দিনপাত,
তব পদে তাহার অভয়॥
বিনোদ-সেবক কয়, তুমি ছাড় দয়াময়,
দেখিয়া আমার দোষগণ।
আমি ত ছাড়িতে নারি,
তোমা বিনা নাহি পারি
কখন ধরিতে এ জীবন।

তুমি প্রভু নাথ, মার, সব তব অধিকার,
আছি আমি তোমার কিঙ্কর।
বিনোদ-সেবক বলে, তব দাস্য কুতূহলে,
থাকি যেন সদা সেবাপর॥

শ্রীগৌড়ীয়গণের নিত্যোপাস্য শ্রীগোবিন্দ শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদনমোহন যাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে আত্মসাৎ করিয়াছেন, যিনি শ্রীরাধাগোবিন্দের সব চেয়ে বেশী প্রিয়, যাঁহার সেবা সৌন্দর্য্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের নয়ন মন আকৃষ্ট, যিনি সাক্ষাৎ শ্রীগৌরকরুণা-শক্তিস্বরূপ ও শ্রীরূপানুগবর, যিনি অবতার অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত ধাম হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ, যাঁহার হৃদ্বৃন্দাবন সদৃশ বিশুদ্ধতম হৃদয় শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্য বিলাসক্ষেত্র ও বসতিস্থল, যিনি শ্রীগৌরসুন্দরের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ও গোবিন্দদয়িতা শ্রীরাধার পরম-শ্রেষ্ঠ নিজজন, শ্রীরাধাভাবদীর নয়ন তারা, মদীশ্বর সেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কি পুনরায় মাদৃশ হতভাগ্যের নয়ন-গোচর হইবেন? শ্রীভগবানের অপার কৃপায় নিত্যপ্রভুকে পাইয়াছিলাম, কিন্তু নিজভাগ্যদোষে পুনরায় তাঁহাকে হারাইয়াছি, সেই হৃদয়দেবতাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিতে পারি নাই তাঁহার সুখবিধানের জন্য ব্যস্ত হই নাই, এমনি আমার দুর্দ্দৈব! এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। শ্রীভগবান্, শ্রীভগবদ্ভক্ত ও শ্রীগুরুভক্তগণ সকলেই অনায়াসে কৃপা করিয়া এ অযোগ্যকে শ্রীগুরুপাদপদ্মে অচলা শ্রদ্ধা-ভক্তি দান করুন, ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণে আমার কাতর নিবেদন,—

জয় জয় নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ।
সবে মিলি' কৃপা মোরে কর বিতরণ॥
আমি ত' দুর্ভাগা অতি, বৈষ্ণব না চিনি।
মোরে কৃপা করিবেন বৈষ্ণব আপনি॥
শ্রীগুরুচরণে মোরে ভক্তি কর দান।
যে চরণবলে পাই তত্ত্বের সন্ধান॥
প্রভু হে!
কি গতি হইবে কখন ভাবি না,
হরিভক্তের কাছেও যাই না।
তোমার দাসের কত দিন বা,
তোমা ছেড়ে প্রাণ বাঁচে॥

আজ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধিপ্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিজজন জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আগুগত্যে সঙ্কীর্ত্তনমুখে বিরহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। শ্রীগৌর রাধা-নিত্য-জন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও তন্নিজজনগণ বিরহব্যথিতচিত্তে সর্ব্বক্ষণ অখিলগুণনিধি নিত্যানন্দবিগ্রহ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দয়ার কথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের প্রীতিবিধানমুখে সকলের প্রতি কৃপাবর্ষণ করিতেছেন। আর এ হতভাগা আজ সেই অমৃতরাশির কোন সন্ধানই পাইতেছে না, প্রভু-বিরহ সমুদয় এক-বিন্দুও তাহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতেছে না। যাঁহার পদধূলি, যাঁহার কথা, যাঁহার কৃপা ও যাঁহার সেবাস্মৃতি এ দাসাধমের একমাত্র সহায়-সম্বল, প্রাণ, জীবন ও ভূষণস্বরূপ, হতভাগা আমি আজ তাঁহার শ্রীপাদপদ্মই বিস্মৃত হইয়াছি। এ মহাবিপদ নিত্যানন্দমূর্ত্তি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অযাচিত অকৃত্রিম করুণা ব্যতীত আর মঙ্গলের উপায় নাই, প্রভুকে প্রভুরূপে বরণ করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিবার আর অন্য কোন উপায় দেখি না। তাই আজ করযোড়ে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিন্নসুহৃদ্ অভিন্নমূর্ত্তি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে কৃপা প্রার্থনা করিতেছি এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে ইহাও নিবেদন করিতেছি যে, মায়ার নর্ত্তনায় সাময়িক উচ্ছৃঙ্খলতার না হয়, তাঁহার নিত্যকাল হৃদয়ে জাগরূক থাকে, এজন্য পুনরায় সকাতর আবেদন জানাইতেছি।

যাঁহার অলৌকিক মহিমার কথা স্বয়ং শ্রীঅনন্ত বর্ণনা শেষ করিতে পারেন না, সেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কথা নরকীট আমি আর কি বলিব? তবুও আত্ম-শোধন ও গুরুবর্গের অহৈতুকী কৃপালাভের আশায়

কৃষ্ণ যাঁরে কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শুরুবর্গের কথা অনুকীর্ত্তনের প্রয়াস করিয়া আজ এই বিরহ-বাসরে দীন হীন-কাঙ্গাল হই। পুনঃ পুনঃ কেবল কৃপাই ভিক্ষা করিতেছি। তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপাই আমার একমাত্র সম্বল। হউক, তাঁহাদের কৃপার পাত্র নিতান্ত আপন, প্রভু ও পতু নিজজন ছাড়া এ বিশ্বে আমার বলিতে আর কেহ নাই, ইহা উপলব্ধি হউক। সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদের হইয়া যাইবার সৌভাগ্য হউক, ইহাই সকলের নিকট আমার একমাত্র প্রার্থনা।

শ্রীশ্রী পতু-নিত্যানন্দের কথা কি কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে? তবে পতু-দর্শনে যাহা আমাদের মনে অনুভব হইয়াছে, তাহাই শ্রীগুরুবর্গের কৃপাশীর্ব্বাদে আলোচনা করিয়া পতুর কৃপালাভের জন্য যত্ন করিতেছি। শ্রীল প্রভুপাদ এ জগতের কোন বস্তু নহেন। তিনি শ্রীধামের অন্তরঙ্গ নিজজন। তিনি শ্রীমহাপতুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ নিত্যসিদ্ধ বজবাসী। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ঈশ্বর ছিলেন। এত বড় ঐশ্বর্য্য আর কাহারও দেখা যায় নাই। ঐশ্বর্য্য যাঁহার অঙ্গের, তিনিই ঈশ্বর, পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার সমান বা তিনি এত বড় বস্তু। যাঁহাকে লইয়া কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব বা ভগবানের ভগবত্তা, তিনিই আমাদের নিত্যোপাস্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ। যাঁহাদের সম্বন্ধে গৌরাঙ্গের ইঙ্গিত ভাগবতাচার্য্য প্রভু নিত্যানন্দের বাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন তাঁহাদের অন্যতম আমাদের নিত্যপতু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ। শাস্ত্রকার বলিতেছেন,—

নিজ পক্ষ, শাস্ত্র, দাস তৈর বিবর্জ্জিত।
সনাতন, প্রেমময়, পরহিত॥
তাঁর পাছে পাছে আমি সতত বেড়াই।
কোন রূপে তাঁর যেন দাস-বড় পাই॥

শ্রীল প্রভুপাদ সেবক ভগবান। তিনি স্বরূপশক্তির নিজজন, স্বয়ং কৃষ্ণ পর্য্যন্ত যাঁহার সুখের জন্য ব্যস্ত, যিনি সুখ না হইলে কৃষ্ণও সুখী হন না, তিনিই আমাদের জীবনদাতা ও ভবসিন্ধুর একমাত্র কাণ্ডারী শ্রীল প্রভুপাদ। এই সমস্ত সুবিবেচনা ব্যতীত পতুর অন্য কোন কৃপা নাই, আবার শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার সুবিধানের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। এমন দেবদুর্লভ বস্তু আমাদের ভাগ্যাকাশে উদিত হইয়াছিলেন, কিন্তু —

কর্ণধার বাস, মোর নিয়াস,
আপন করম ফের।

শ্রীশ্রীল পতু-নিত্যানন্দের অহৈতুকী কৃপার কথা কোথায়, কিরূপে বর্ণন করিয়া ব্যক্ত করা যায়? তাহা বর্ণনাতীত।

শ্রীল লোচনদাস বলিয়াছেন —

এমন দয়াল নিতাই বিনে হেন কে আছে সংসার।
না গুনিতে কারে ডাকে ধরে দেয় কোল॥

[illegible] জগতে আসিয়া তিনি আমাদের [illegible] সঙ্গ করেন না তিনিই ঈশ্বর। শ্রীল প্রভুপাদ যেই বস্তু, বিশ্ব আসিয়াও বিশ্বের অন্তর্গত কোন বস্তু তিনি নহেন। তাই তিনি নিজেও অধোক্ষজ বস্তু। ইহাই ঐশ্বর্য্য। শ্রীল প্রভুপাদ প্রকৃতির মধ্য—বিশ্বের মধ্যে আসিয়াও পার্থিব গুণের সঙ্গ করেন নাই। তিনি মায়াতীত বস্তু। তিনি প্রকৃতির বৈভব—তর্ক, বিচার, পাণ্ডিত্য অর্থ-সম্পদ, মঠ মন্দির পাথরের বাড়ী, বৈদ্যুতিক আলো, হাতীঘোড়া, বাঙ্ক, মোটরকার অর্থাৎ রাজা বলিতে যাহা বুঝায়, সেইরূপ বৈভব দেখাইয়াছেন, কিন্তু সঙ্গ করেন নাই। জগৎ সম্পর্কশূন্য হইয়া সরোবরে যেমন পদ্ম অবস্থান করে, তদ্রূপ প্রপঞ্চ-সম্পর্কশূন্য হইয়া শ্রীল প্রভুপাদ এ জগতে অবস্থান করিয়াছেন। গোলোক-বৃন্দাবন ব্যতীত তাঁহার অন্য অবস্থান নাই তিনি নিত্য শ্রীরাধাদাসী। পূর্ব্বে যে শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রকট প্রকাশে ছিলেন, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় তাহাই বিশ্বে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রকট হন, সুতরাং অধোক্ষজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ পার্থিব ইটা না কাঠের মধ্যে সৃষ্ট হইয়াছে, এরূপ নহে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সৃষ্টি হয় না, ধ্বংসও হয় না। শ্রীল প্রভুপাদের সহিত সমাধিস্থ-শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ হইতে পারিবে তাঁহার অসমোর্দ্ধ পাণ্ডিত্য, অপার্থিবত্ব, ঈশ্বরত্ব ও তাঁহার ভজননয় কার্য্যকলাপ ও কৃপার কথা আমরা বুঝিতে পারিব—সেবার চক্ষুই সেবাবিগ্রহের দর্শন হইবে।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপার করুণার কথা আলোচনা করিতে গিয়া, 'অধোক্ষজ'-শব্দের কথা স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে উদিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদের অধোক্ষজ-প্রকাশে ১৩৩১ সালে স্বয়ম্ভু অধোক্ষজ শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দমহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে নিজ ভবনে বেদীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রের গৃহে যে শ্রীবিগ্রহগণ ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এই অধোক্ষজ-শালগ্রামও ছিলেন, ইহাতে সন্দেহের কিছু নাই। আমরা অনেকেই ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। শ্রীল প্রভুপাদ অধোক্ষজ জ্ঞান-বাদ, মনস্তত্ত্ব, চিন্তাস্রোত ও বিতর্কমতকে এই 'অধোক্ষজ' শব্দের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নিরাস করিয়াছেন। এই 'অধোক্ষজ' শব্দ যেন তাঁহার প্রাণ ছিল। তিনি যখনই হরিকথা বলিতেন, তখনই এই অধোক্ষজ-শব্দ ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি বলিতেন,—"অধঃ কৃতম্ অক্ষজম্ জ্ঞানং যেন সঃ অধোক্ষজঃ।" মনোধর্ম্ম হইতে যত কিছু চিন্তা-স্রোত ও মতবাদ জন্মলাভ করিয়াছে, সেই সমস্ত যিনি নিরাস করিয়াছেন—বিধ্বস্ত করিয়াছেন, তিনিই অধোক্ষজ, তিনিই বিষ্ণু। ভক্তি ব্যতীত যতপ্রকার ধর্ম্ম ও মতবাদ আছে সব অক্ষজ অর্থাৎ 'অ' হইতে 'ক্ষ' পর্য্যন্ত অক্ষরসমূহ হইতে জাত। শ্রীল প্রভুপাদ 'অধোক্ষজ'-শব্দের দ্বারা এ সকল নিরাস করিয়াছেন, তৎফলে স্বয়ংপ্রকাশ অধোক্ষজ শ্রীবাসুদেব বিগ্রহ শ্রীমায়াপুরে আবির্ভূত হইলেন—১৩৪১ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে। যে স্থানে শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ বাস করিতেন, তাহার নীচেই শ্রীঅধোক্ষজ-বিগ্রহ ছিলেন। আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজও ঐ স্থানেই প্রেমানন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়া হুঙ্কারপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিতেন —'এই সেই স্থান' অর্থাৎ এই স্থানই শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমি। সকলেই সর্ব্বতোভাবে তাঁহারা সকলেই জানিতেন, এই স্থানে শ্রীঅধোক্ষজ বিগ্রহ আছেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, অধোক্ষজ-বিগ্রহ আমাদের শ্রীগুরুবর্গকে স্কন্ধেও বহন করেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই অধোক্ষজ শব্দ যত উল্লেখ করিতেন, আর কোন আচার্য্য এত শব্দ তত উল্লেখ করেন নাই। এই অধোক্ষজের সেবার নামই শ্রীগুরুসেবা। ভগবান্, ভক্তি ও ভক্ত—সকলই অধোক্ষজ। শ্রীমদ্ভাগবতে এই অধোক্ষজ-শব্দের যেরূপ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি ও উল্লেখ দেখা যায়, অন্য কোন শাস্ত্রে সেরূপ দেখা যায় না। ভক্তিবিরোধী মতবাদ 'অধোক্ষজ' শব্দদ্বারা নিরাস হইয়াছে। এই 'অধোক্ষজ' শব্দের আকর —মদ্ভাগবত। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট লীলা আবির্ভাবের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অধোক্ষজসেবার কথা বলিয়াছেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহে যাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা উদ্দীপিত, তিনিই প্রকৃত গৌরসেবক। বিরহই ভজন। যেখানে বিরহ, সেইখানেই সেবা-প্রগতি। শুদ্ধ নির্ম্মল অন্তরে বিরহাগ্নি প্রজ্বলিত হয়। বিরহব্যথা যত তীব্রতর হয় ভগবান ও ভগবদ্ভক্তগণের সান্নিধ্য ততই উপলব্ধি করা যায়। এই বিরহ যাহাতে তীব্র ভাবে উপলব্ধি হইতে হয়, তজ্জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই বিরহী ভক্তের সঙ্গ, সেবা ও তাঁহাদের গুণাদি শ্রবণকীর্ত্তন করা বিশেষ আবশ্যক। বিরহকাতর গুরুভক্তের হৃদয়ে অনুক্ষণ কৃষ্ণানুশীলন বা কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইবেই। যদি কোথাও তাহা না হয়, তবে তাঁহার প্রতি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপা হয় নাই, জানিতে হইবে।

শ্রীল প্রভুপাদের জন্য তীব্র বিরহব্যথা সর্ব্বক্ষণ হওয়া দরকার। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে যাইবার জন্য লোভ, আর্ত্তি ও তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগা উচিত। লোভ হইলেই বিরহবোধ হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ অন্যান্য গুরুবর্গের সহিত অপ্রকট প্রকাশে কিভাবে ভাবসেবা করেন, তাহা জানিবার জন্য আমাদের তীব্র আর্ত্তি হওয়া দরকার। সঙ্গোপনে অপ্রকট তীব্র আর্ত্তির সহিত কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিজের কথা শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] জানাইলে তাঁহার কৃপায় সঙ্গোপনে [illegible] প্রভুর দর্শন পাওয়া যাইবে, যেখানে শ্রীল প্রভুপাদ থাকেন, সেইখানেই শ্রীমন্মহাপতু থাকেন, ইহা উপলব্ধি হইবে, শ্রীভগবান্ সর্ব্বত্র থাকেন, ভগবৎসঙ্গী শ্রীল প্রভুপাদও সর্ব্বত্রই আছেন। প্রভু আমার হৃদয়েও আছেন। শ্রীল প্রভুপাদ বিভুবস্তু - এ সব কথা সেবা করিতে করিতে সাধুগুরু-কৃপায় ক্রমশঃ জানা যাইবে। শরণাগত হইলেই প্রভুকৃপায় পতুর স্বরূপ দর্শন হইবে। তখন নিজের রূপও দেখা যাইবে। শ্রৌত-পন্থাই সেবোন্মুখ কর্ণে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সাক্ষাৎকার পাইবেন। কীর্ত্তন ছাড়া প্রভুপাদকে দেখা যায় না কীর্ত্তনই সব। আজ বিরহকাতর ভক্তগণ নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তনে মগ্ন হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের সেবা করিতেছেন। তাঁহাদিগের সকলের পশ্চাতে থাকিয়া এই হতভাগারও সঙ্কীর্ত্তনে যোগদানের সৌভাগ্য হউক, ইহাই প্রার্থনা।

আমরা—বদ্ধজীব, শ্রীগুরুদেব—ঈশ্বর-তত্ত্ব, কিন্তু তিনি শক্তিমান্ বা ভোক্তা নহেন। তিনি গোপীনাথ নহেন—গোপী-স্বরূপশক্তি। মর্য্যাদামার্গে শ্রীগুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দ, আর রাগমার্গে তিনি শ্রীরাধিকা। এই শ্রীগুরুদেবের সেবা শ্রীভগবানের সেবার চেয়েও বড়—এই প্রতীতি সুদৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের সৎসঙ্গ বা আশ্রয় আসিত, শ্রীগুরুদেব আমাদের পালক' —এই বিচার হয় না। গুরুদাস প্রত্যেক রজঃপরমাণুতে গুরুসম্বন্ধ দর্শন করেন। যেখানে গুরু সেইখানেই কৃষ্ণ, যেখানে কৃষ্ণ, সেইখানেই গুরু। একজনকে বাদ দিয়া আর একজনের সেবা হয় না। শ্রীগুরুদেব অনাদি বস্তু। যুগের হাত তাঁহার জন্ম মৃত্যু নাই। তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। বিশ্ব তাঁহার আবির্ভাব-তিরোভাব হয় মাত্র। যিনি সত্য সত্যই শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন, অর্থাৎ সাধুর কৃপায় নিজেকে গুরুর অযোগ্য কিঙ্করানুকিঙ্কর বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার মরণ বলিয়া কোন কথা নাই। শ্রীগুরুদেবের পশ্চাতে থাকিয়া তিনি সর্ব্বক্ষণ নয়নরঞ্জনভাবে সেবা বৈচিত্র্যে আকৃষ্ট হইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার বশীভূত, যেই শ্রীগুরুদেব যাঁহার রক্ষক, তাঁহার আবার ভয় কিসের? যিনি অভয়কে আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি ত' নিজেও অভয়। যাঁহার প্রভু বা রক্ষক আছেন, তিনি নিশ্চয়ই রক্ষা পাইবেন। গুরুসেবকের এত আশাভরসা। কিন্তু মাদৃশ হতভাগা আজ সেই শ্রীগুরুদেবের প্রতি বিমুখ হইয়া বা তৎসেবা নিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া নিজসুখে পতিত। প্রভুকে পাইয়াও শিথিলতা করিয়া একবার তাঁহাকে হারাইয়াছি, এমনই দুর্দ্দৈব। আর যেন প্রভুর অভিসন্ধি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের পাদপদ্ম সেবা হইতে বিচ্যুত না হই, ইহাই প্রার্থনা।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহতিথিতে অনুক্ষণ তাঁহার অপার কৃপা, অনন্ত গুণ ও অনন্ত লীলাবলীর আলোচনাই আমাদের একমাত্র কৃত্য। গুরুবর্গের গুণকীর্তনমুখে স্মরণের মধ্যেই তাঁহাদের সঙ্গ, সেবা ও কৃপা পাওয়া যায়। সেইজন্য বিরহী ভক্তগণ অনুক্ষণ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কথা কীর্তন না করিয়া থাকিতে পারেন না। পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্যদেব বলিয়াছেন 'গুরুবর্গের বিরহোৎসবে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মের বিরহস্মৃতি পরম বাস্তবরূপে বোধ হওয়া চাই। কেবল পরোপদেশে পাণ্ডিত্য বা বাগ্‌বৈখরীর প্রদর্শনী বা বিষয়ভোগতুষ্ট চিত্তের প্রাণহীন কীর্তনদ্বারা প্রকৃত এই বিরহোৎসবের অনুষ্ঠান নহে। অনন্তকোটী জীবাত্মার একমাত্র নিত্য স্বাভাবিক ধর্মই সর্বকারণ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের জন্য মিলনের পরিপোষক তীব্র বিচ্ছেদের অনুভূতি। 'হায়! শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সাক্ষাদ্ভাবে আমার শাসক ও নিয়ামকরূপে এজগতে আর দর্শন করিতে পারিব না বা পাইতেছি না, তাহা কি দুর্ভাগ্যের পরাকাষ্ঠা! তাঁহার শাসনগণ্ডী থাকিবার সৌভাগ্য হইতে চিরদিন বঞ্চিত হইয়াছি' — এই দুঃখবোধের দ্বারা বাস্তব ভাবে যাঁহার হৃদয় স্ফুরিত হইবে, তিনি ততটা শীঘ্র [illegible] শ্রীগুরুদেবের নিজজন বা শ্রেষ্ঠ-সেবকরূপে ভজনসিদ্ধি লাভ করিবেন। অবশ্য বিসাক্ষাৎ শাসনগণ্ডী থাকিবার জন্য যাহাদের আন্তরিকতা নাই, তাহারা অন্য দাম্ভিকতায় পরিপূর্ণ, তাহারা কোন দিন হরিভজনের রাজ্যে প্রবেশ করে নাই বা করিতে ইচ্ছুক নহে। নিজের মাপকাঠিতে [illegible] আনুগত্যের [illegible] বা দুর্নিবার দাম্ভিকতা ও প্রতিষ্ঠালাভ ব্যাপারের পরাকাষ্ঠা ছাড়া আর কিছুই নহে। এই দাম্ভিকতা ও প্রতিষ্ঠাশার নিবৃত্তি হইলেই শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা বা ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের সম্ভাবনা যোগ্যতা হইবে।

শ্রীগুরুদেবের নিজজনের যিনি নিজজন, তাঁহারই ত' সর্বোত্তম বাধ্য আনুগত্যময়। [illegible] মায়াসঙ্গ, প্রতিষ্ঠাশা ও পুরুষাভিমান বিসর্জন দিয়া সম্পূর্ণভাবে অকপটে দীন হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজনগণের অনুগত সেবা সম্পত্তিকে [illegible] অগ্রসর হইবার সুযোগ ও [illegible] কোটি-[illegible] বিসর্জন করিতে প্রস্তুত থাকিলে [illegible] শ্রীগুরুদেব অকপটে নিশ্চিত করিবে হইবে, —ইহা সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।"

পরমকরুণাময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আশ্রিত পালন করিয়া নিজগুণে চরণে আশ্রয়-দান করিলেও মাদৃশ হতভাগ্য তাঁহার সেবা করিতে পারে নাই। এইরূপ দুরবস্থায় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের কৃপাই একমাত্র সম্বল। তাই আজ পুনঃ পুনঃ শ্রীশ্রীআচার্যপাদপদ্মে কৃপাভিক্ষা করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেবালাভের জন্য [illegible] জানাইতেছি এবং জগতের কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের আনুগত্যে নিত্যকাল আমাদের নিত্যপ্রভু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী চিদ্বিলাস শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথিতে গুণকীর্তন করিবার অধিকার বৈষ্ণবগণের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা করিতেছি।

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমৎপ্রভুপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি।

বিরহ-তিথিপূজায় দীনের উপায়ন

(শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণতীর্থ)

অদ্য কৃষ্ণচতুর্দশী তিথিতে অস্মদীয় [illegible] পরমারাধ্য [illegible] ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশ্বব্যাপী [illegible] বিরহতিথিপূজা [illegible] সমাগত। বিগত বর্ষের মধ্যে এই বিরহতিথিপূজায় [illegible] মাধুর্যপ্রধান লীলা-প্রকটনকারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নিজজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের [illegible] মনোভীষ্ট সংস্থাপন ও [illegible] পরিপূরণকারী, শ্রীগৌরসুন্দর [illegible] নিজজন [illegible] অচিন্ত্যভেদাভেদ [illegible] আচার্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল [illegible] গোস্বামী ঠাকুরের [illegible] হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলাম। [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের এই পঞ্চবিংশ বিরহতিথিতে পুনরায় [illegible] আনুগত্য [illegible] আমরা [illegible]। শ্রীগোপীজনবল্লভ বিরহ [illegible] শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটিত, [illegible] বিরহ [illegible] পরিকরগণের [illegible] বিপ্রলম্ভ [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] বিপ্রলম্ভ-লীলা প্রকটনকারী শ্রীগৌরসুন্দরের মনোভীষ্ট পরিপূরণকারী গৌড়ীয়াচার্যবৃন্দ সকলেই বিপ্রলম্ভভজনময় বিগ্রহ। শ্রীরূপানুগধারার গুরুবর্গ পরম্পরা [illegible] এবং [illegible] শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু [illegible] মিলন ও প্রেমপ্রচারকারী। তাঁহার আচার

গুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে সম্বন্ধ যত অধিক, তাঁহার শ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণকমলের বিচ্ছেদ বিরহও তত অধিক। সুতরাং, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের মদীয়প্রাণ-কোটিধন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহানুভব যে সর্বাধিক—ইহা শ্রুতি ও সহজানুভব। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম [illegible] আচার্যপাদপদ্মের [illegible] বিরহ [illegible] সম্বন্ধের গাম্ভীর্যের সহিত [illegible] বিরহ [illegible] আমার অপরাধ কলুষিত [illegible] [illegible] মাদৃশ [illegible] দেহাত্মাভিমানী বিরহ (?) কেবল [illegible] ও মৌখিক, তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। যদি গুরুবর্গ [illegible] আচার-প্রচার দ্বারা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপ্রলম্ভলীলা প্রকটিত না করিতেন, তবে শিক্ষা সনাতনাদির শ্রীগৌর-[illegible] নরোত্তম [illegible] শ্রীগৌরসুন্দর ও [illegible] বিরহ [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ও [illegible] গৌর-কিশোর প্রভুর [illegible] বিরহ [illegible] আমাদের কল্পনায় আসিত না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] অনুসরণ [illegible] ও [illegible] মনোভীষ্ট [illegible] [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহ সম্পাদিত হয়, [illegible] শ্রীগুরুবর্গের লীলায় সর্বদা দেখা যায়। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান অপ্রাকৃত [illegible] সচ্চিদানন্দ বস্তু। তাঁহাদের সহিত [illegible] বা মায়ামুগ্ধ বিমুখভাবের কোন সম্বন্ধ নাই। মায়ামুক্ত, সেবোন্মুখ, ভাগ্যবান জীবগণই স্বরূপোদ্বোধ [illegible] তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপাদৃষ্টি [illegible] [illegible] সচ্চিদানন্দ [illegible] অনুভব করিয়া [illegible] আবদ্ধ হইয়াই তাঁহাদের নিত্য বিরহ [illegible] সাক্ষাৎ [illegible] করেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বিরহ অধিকারীত [illegible] [illegible] কোনও ব্যাপার নহে, উহা [illegible] বা [illegible] শ্রীল [illegible] [illegible] জানাইয়াছেন, '[illegible] ভজন।"

[illegible] পুনঃ পুনঃ [illegible] [illegible] ক্রমশঃ স্বাভাবিক [illegible] [illegible] শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বিরহানলে [illegible] কেবল অর্থাৎ কেবলা [illegible] অধিকারী হয়। [illegible] বিরহ প্রাকৃত শোকমাত্র কোন [illegible] পর্যন্ত উহাতে [illegible] [illegible] লোকে দুঃখমান [illegible]

কিন্তু শ্রীগুরুবর্গের প্রকৃত বিরহ উদিত হইলে তাঁহাদের মনোভীষ্ট পরিপূরণের জন্য কোটিগুণ অধিক উৎসাহ ও উদ্যম জাগিয়া উঠে।

পতিতপাবনশিরোমণি শ্রীমন্নিত্যানন্দাভিন্ন [illegible] সুদীর্ঘ বর্ষ [illegible] আপনার [illegible] সঙ্গ ও [illegible] হইতে বঞ্চিত [illegible] নিজকৃত [illegible] ও [illegible] [illegible] কাম-[illegible] [illegible] বিরহে জড়কাম-[illegible] [illegible] প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা [illegible] সেইরূপ [illegible] উৎপাদন করিতে পারে না, আমার [illegible] [illegible] পারিতেছি না। [illegible] [illegible] [illegible] প্রাপ্ত [illegible] [illegible] প্রভুপাদ- [illegible] [illegible] [illegible] নিজকে মায়ামুক্ত ও ভক্তগণের অগ্রে অগ্রে গণনা করিতে [illegible] আমাকে [illegible] হইতে উহার [illegible] শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের মূর্তিতে [illegible] হরিকথা কীর্তন [illegible] [illegible] শ্রবণ [illegible] [illegible] [illegible] দিয়া [illegible] [illegible] শ্রী [illegible] [illegible] আমার নিত্য মঙ্গলের জন্য [illegible] [illegible] [illegible] তাহা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীচরণে [illegible]

বলিয়া যে দাম্ভিকতা ও মায়াগ্রস্ততা প্রকাশ করিতেছিলাম তাহা আপনার পরমকরুণাময়ী ব্রজবিজয়লীলাদ্বারা প্রশমিত হইতেছে। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মতামূলে কর্ম্মকাণ্ড এবং অদ্বয়জ্ঞানোপাসনা-জীবব্রহ্মৈক্যবাদমূলে জ্ঞানকাণ্ড যে দৈন্যাত্মনিবেদন-গোপ্তৃত্বে বরণাদি ষড়ঙ্গশরণাগতিময়ী সৎসঙ্গমূলা শুদ্ধা ভক্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারূপ কাম ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারূপ প্রেম যে অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় নিত্য বিরুদ্ধ, নামাপরাধ, নামাভাস ও শুষ্কনাম যে এক নহে, গুরুসেবা ও গুরুত্যাগ যে সম্পূর্ণ বিপরীত, শুষ্কভক্তি ও সিদ্ধভক্তি, যথার্থ গৌরজন ও লোকবঞ্চনা মূলে গৌরভজনের ভাণ যে এক নহে—তাহার সহজ সরল সুস্পষ্ট মীমাংসা আপনার অপকটলীলাবিষ্কার-করুণায় লাভ করিয়া আমরা পরমোপকৃত ও আপনার শ্রীপাদপদ্মে অধিকতর আকৃষ্ট।

পরমকরুণ কৃপাসুন্দর শ্রীল প্রভুপাদ! আপনি শ্রীরূপরঘুনাথাভিন্ন-বিগ্রহরূপে মাদৃশ নরাধমকেও শ্রীরাধাচরণকমল সেবা মাহাত্ম্য উপলব্ধি করাইবার জন্য ভজনরাজ্যের কত উচ্চস্তরের কথা না কীর্ত্তন করিয়াছেন! শ্রীগৌরসুন্দরের উপদিষ্ট শ্রীশিক্ষাষ্টকের শিক্ষা মন্ত্র ও শ্রীরূপপ্রভুর 'উপদেশামৃত' স্বয়ং আচার ও প্রচার করিয়া কত-ভাবেই না শিক্ষা দিয়াছেন! জানি না, কোন্ মহাসৌভাগ্যবলে আপনার ও আপনার নিজজনগণের শ্রীপাদপদ্মান্তিকে আসিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে! কুবিষয়ান্ধকূপে নিমজ্জিত থাকিলেও আপনি অপার করুণা করিয়া আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য কৃপাসূত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন। শ্রীরাধানিত্যজন আপনি শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিততনু শ্রীগৌর হরির নাম কামসেবার যে বিপুল সদন ইহ-জগতে প্রকটিত করিয়াছেন, যাহাতে আপনার শ্রেষ্ঠবিগ্রহের আনুগত্যে সেই শুদ্ধ-ভক্তসত্যাবাসের অতি নগণ্য সেবাতেও কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত থাকিয়া অনন্তকাল কৃপার কাঙ্গাল থাকিতে পারি, যাহাতে আপনার মনোহভীষ্ট পূরণ-সেবায় শ্রীরাম-চন্দ্রের সেতুবন্ধনকালে কাঠবিড়ালীর চেষ্টার ন্যায় নিষ্কপট সামান্য চেষ্টাও করিতে পারি, তজ্জন্য এই সুমেধস্তিমিতে আপনার অশোক অভয় অমৃত-আধার শ্রীচরণকমলদ্বন্দ্বে শরণ গ্রহণ করিতেছি। যাহাতে জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত হরিগুরুবৈষ্ণবসেবাসঙ্কল্প অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহাদের অহৈতুকী কৃপার জন্য নিষ্কপট আর্ত্তি ও একান্ত শরণাগতি লাভ করিতে পারি, ইহাই আপনার শ্রীচরণকমলে প্রার্থনা। আপনি শ্রীগৌরশক্তি, আপনার অনন্ত সদ্গুণরাশি অনন্তদেবও বর্ণিয়া শেষ করিতে পারেন না। সাক্ষাৎ শ্রীগোবিন্দও আপনার প্রেমবাধ্য, সুতরাং আপনার শ্রেষ্ঠ নিত্যজন পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিত্যানুগত্যে যাহাতে নিজকে আপনার শ্রীপাদপদ্মধূলিরূপে জানিয়া ক্রমশঃ হরিভজনরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারি, ইহাই মৎপ্রার্থনীয় বস্তু হউক। আপনি শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভরসপোষ্টারূপে সমগ্র জীবন যে কৃষ্ণানুসন্ধানলীলা প্রকাশ করিয়া-ছেন, তাহা যেন আমার হৃদয়ে নিত্যকাল অঙ্কিত থাকিয়া আমাকে ভোক্তৃ-অভিমান ও কর্ত্তৃ-অভিমান হইতে মুক্ত করিয়া শ্রীরূপকথিত ভজনানুকূল ষড়্ গুণে সংযুক্ত ও শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীধাম-শ্রীনাম-শ্রীকামসেবায় অনুক্ষণ পরোচিত করে, ইহাই আমার আশাবন্ধ। আপনি বলিয়া-ছেন—"শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা হইলেই কৃষ্ণ পাওয়া যায়। একমাত্র গুরুপাদপদ্মব্যতীত কার্য্য করিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। কৃষ্ণই প্রয়োজক কর্ত্তা, আর প্রযোজ্যকর্ত্তৃত্ব শ্রীগুরুপাদপদ্মের।" সুতরাং, এই বাণী যেন আমার হৃদয়ে পাষাণরেখার ন্যায় চিরাঙ্কিত থাকে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভুর ভাষায় আপনার শ্রীচরণে এই বিজ্ঞপ্তি জানাইতেছি: মাদৃশ অপরাধী পতিতাধমের প্রতি আপনি নিত্য প্রসন্ন হউন,—

গুরুদেব।

কৃপাবিন্দু দিয়া, কর এই দাসে,
তৃণাপেক্ষা অতি হীন।
সকল-সহনে, দেহ দিয়া কর,
নিজ ধামে স্পৃহাহীন॥
সকলে সম্মান, করিতে শকতি,
দেহ নাথ। যথাতথা।
তবে ত' গাইব হরিনাম সুখে,
অপরাধ হ'বে হত॥
কবে হেন কৃপা, লভিয়া এ জন
কৃতার্থ হইবে নাথ।
শক্তিবুদ্ধি-হীন, আমি অতি দীন,
কর মোরে আত্মসাথ॥
যোগ্যতা-বিচারে, কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
করুণা না হ'লে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
প্রাণ না রাখিব আর॥

বিজ্ঞপ্তি

(প্রাপ্ত)

অভিন্ন-শ্রীনিত্যানন্দ, কেবল করুণাকন্দ,
গুরুদেব পতিত-পাবন।
কবে চিত্ত ভাল হ'বে, শরণাগতিতে করে,
বন্দনা করিব শ্রীচরণ॥
করিয়া প্রকটলীলা কত জীব উদ্ধারিলা,
কৃষ্ণনাম করিয়া প্রদান।
আমি মূঢ় অভাজন, না লইনু হেন ধন
মায়ামোহে থাকিয়া অজ্ঞান
সাক্ষাতেও না সেবিনু, প্রাপ্ত নিধি হারাইনু,
হায়! হায়! দুর্দ্দৈব আমার।
না শুনিনু বাণী তব, এ'ব্যথা কাহারে ক'ব,
এখন চৌদিক অন্ধকার॥
কুটিলতা, কুটিলতা, কপটতা, দাম্ভিকতা
আমার হৃদয়-মাঝে বসে।
সরলতা একবিন্দু, লভিবারে কৃপাসিন্ধু,
না করিনু তব কৃপা রসে॥
মহাভাগবতোত্তম, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ নরোত্তম,
না নিলাম আশ্রয় তোমার।
পদাশ্রিত-অভিমানে, রহিয়া জড়ের ধ্যানে,
বাড়ে বৃথা অহঙ্কার-ভার॥
সাধুসঙ্গ-ছলনায়, সময় কাটানু হায়,
সাধু-পদে প্রীতিবিন্দু নাই।
কাপট্যের পরিণামে, ডুবিনু বিষয়-কামে,
গতি মোর কি হবে গোঁসাই॥
সতত অসত-সঙ্গে, মজিয়া মায়ার রঙ্গে,
যেতেছি ভাসিয়া ভবার্ণবে।
অপার-করুণাকর, ভুবনপাবনবর,
তুমি বিনা কেবা আকর্ষিবে॥
ভব মহাদাবদাহে, চিত্ত মম সদা দহে,
পড়িয়াছি বন্ধন-দশায়।
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, বিনে তব কৃপাবিন্দু
পতিতের কি হ'বে উপায়॥
তব পাদপদ্ম সত্য, তোমার সেবক নিত্য,
নিত্য সত্য তব কথামৃত।
ত্যজিয়া অমৃত-যোগে, কুবিষয় বিষ-ভোগে,
হায় হায়, কেন ধায় চিত॥
কোটি ইন্দু সুশীতল, তুয়া পাদপদ্ম-তল,
কবে তা'য় লইব শরণ।
জড়াভিনিবেশ করে, সত্য সত্য দূর হ'বে
পদ গুণ করিয়া কীর্ত্তন॥
অনন্ত গোচর যশঃ, যা'তে কৃষ্ণ নিত্য বশ,
গাহিবার শক্তি কিবা আছে।
কৃপা গাথা এক কণা, গায় যেন এ রসনা,
বর যাচি গুরুদাস-কাছে॥
'তুমি ত' সকলি পার', 'কে আছে
পাপীর আর,
বলদেব, তুমি বলবান্।
তুমি যদি উপেক্ষিবে, পতিতেরে কে রাখিবে,
কে করিবে অনাথেরে ত্রাণ?
অনন্ত ভুবনে প্রভু, মো সম না পা'বে কভু,
পতিত অধম দুরাচার।
মাগিতে করুণা-কণা, লজ্জা পায় ঘৃণ্য জনা,
স্মরিয়া অশেষ অনাচার॥
তোমার পাবনলীলা, শুনিলে গলয়ে শিলা,
গলিল না হৃদয়-পাষাণ।
ধিক্ মোর সমুদয়, ধিক্ ধিক্ অভিনয়,
শত ধিক্ ভক্ত-অভিমান॥
এ' হেন পামর জন, নাহি দেখি গতি-ধন,
কৃপা-আশে রহে যেন পড়ি'।
কর দেব! হেন দয়া, মায়া শক্তি দুরত্যয়া,
চিত্ত যেন নাহি লয় হরি'॥

ল প্রভুপাদের হরিকথা

——::•::——

ভক্ত বলেন,—'আমি আমার ভগবানের সেবাই করিব, তিনি গ্রহণ করিতে পারেন, নাও পারেন,' ইহাই ভক্তি। Bhakti is the function of the pure soul If we regain our real position, then we have the chance of dis-associating ourselves from the world.

পৃথিবীর কোন বস্তু আমাদের চিন্তনীয় বিষয় নয়। সপরিকর ভগবান্‌ই আমাদের চিন্তনীয় বিষয়। ভগবান্ স্বরাট্। He does not require any other help. He may come upon the scene of anybody and every body. এই ভগবানের যিনি সেবা করেন, সেই বৈষ্ণবের সেবক হওয়াই জীবের সাফল্য।

নিজ অহঙ্কারের কর্ত্তৃত্বের নামই মনোধর্ম্ম। ভক্তি মনোধর্ম্ম নহে, তাহা আত্মার ধর্ম্ম। সুখের জন্য বেড়াইতে দুঃখই আসে, সুতরাং ফলের আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়। ভোগবৃত্তিই আসক্তি। মনই ভোক্তৃরূপে কার্য্য করে। এই ভোগবৃত্তি ধ্বংসকারক। মনের কল্পনাপ্রভাবে কৃষ্ণসেবা হইবে না। সম্বন্ধ বা দিব্যজ্ঞান চাই। আত্মার নিত্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে হইবে। ভোগবাঞ্ছাময়ী জড়প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছনীয় নয়।

হরিনাম বদ্ধজীবদ্বারা কীর্ত্তনীয় নহেন। বদ্ধকুলের সঙ্গে হরিনাম হয় না। মুক্তকুলের বাণীশ্রবণে সেবোন্মুখতা উপস্থিত হইলে হরিনাম জিহ্বাতে উদিত হন। ভগবদ্ভজনই পূর্ণ সন্ন্যাসের অবস্থা। কৃষ্ণভক্তের সন্ন্যাস ভুক্তি ও মুক্তির সহিত। ভগবদ্ভক্ত অপ্রাকৃত জ্ঞানের অনুশীলনের প্রতি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন না। সমস্ত বিশ্বই ভগবানের সেবার উপকরণ, সমস্তই অদ্বিতীয় ভোক্তা ভগবানের ভোগের স্থান। তর্কপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রৌতপথ গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রবণ করিতে হইলে আগেই চোক দিয়া দেখিতে হইবে না, তাহা হইলে ফাজিল হইয়া পড়িতে হইবে। মহাজনের আচরণ আগেই চোক দিয়া দেখিতে গেলে আনুকরণিক হইয়া অসুবিধায় পড়িতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের চরণফল—শ্রীহরিনামে একান্ত রুচি। কৃষ্ণনাম করিতে করিতে জীবের চরমমঙ্গল হয়। নামই ভগবান্। শ্রীনামগ্রহণ ও ভগবানের সাক্ষাৎকার—দুই-ই একই বস্তু। সর্ব্বদা হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিলে জীব সংসার হইতে অবসর পায়, নতুবা বিষ আসিয়া গ্রাস করে। হরিসেবার নামই ভক্তি

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনবীনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নতায় কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে।

ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান -

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ৭ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৪শে অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১০ই ডিসেম্বর, ইং ১৯৪১, বুধবার ২২২ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৭ নারায়ণ, স্থাণু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৫

দুর্ব্বলতা ও অপরাধ

——::(*)::——

যাহারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রার্থী বা কোনপ্রকার অন্যাভিলাষী, তাহারা অভক্ত। অভক্ত কৃষ্ণের দর্শন পায় না। শতকরা শতভাগ ভগবানে অহৈতুকী সেবোন্মুখতা না হইলে কৃষ্ণের পূর্ণ কৃপা মিলে না। যেখানে পূর্ণ কৃপা, সেই খানেই ভগবৎসাক্ষাৎকার। আংশিক কৃপা বা আভাস যেখানে, সেখানে তল্লাভের জন্য আগ্রহতা দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণের দয়ার তুলনা নাই। শ্রীকৃষ্ণ সকাম ব্যক্তিকেও কৃপা করিয়া থাকেন। সকাম ভক্ত ভগবানের নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে ভগবান্ তাহাদের প্রার্থিত বিষয় প্রদান করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু যে অর্থ হইতে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনার ভয় হয়, সেই অর্থ দেন না। যাঁহারা ভগবৎ-পাদপদ্ম পাইবার ইচ্ছা না করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, তাঁহারা নিষ্কপট হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে স্বয়ংই নিজ পাদপদ্ম দিয়া থাকেন। শাস্ত্রও বলিয়াছেন,—

অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেহ কৃষ্ণ তা'রে দেন স্ব-চরণ॥
কাম লাগি' কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণরসে।
কাম ছাড়ি' 'দাস' হইতে হয় অভিলাষে॥
(চৈঃ চঃ)

ভক্তিতে নিজের জন্য কোন কামনা থাকে না। নিজের জন্য গ্রহণ বা ত্যাগ—কোনটির দ্বারাই ভজন হয় না বলিয়া ভক্তগণ কোন কিছু না চাহিয়া নিজের সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশেরই সেবা করিয়া থাকেন। কোন একনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ে যদি অজ্ঞাতসারেও কোন কামনা উপস্থিত হয় অথবা মুক্তিসুখ হইতেও অনন্তকোটীগুণে শ্রেষ্ঠ দাস্য-সুখের মহিমা না জানিয়া অজ্ঞতা-বশতঃ কোন ব্যক্তি যদি ঐকান্তিকতার সহিত তীব্রভাবে ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত থাকেন, তাহা হইলে ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া ঐ কামনার অকিঞ্চিৎকরতা তাহাকে বুঝাইয়া দেন অথবা কোন নিষ্কিঞ্চন সাধুকে পাঠাইয়া তাহা পরিহারের উপদেশ দেন। সাধক তখন অনুতপ্তচিত্তে অন্যাভিলাষ রহিত হইয়া কৃষ্ণকৃপা প্রার্থনা করিতে করিতে অহৈতুকভাবে হরি-ভজন করেন। এইরূপ অজ্ঞ সাধকের প্রতি ভগবানের কৃপা হয়। এই ভগবৎকৃপাই সম্বন্ধজ্ঞান অর্থাৎ 'কৃষ্ণই নিত্যসেব্য'—এই উপলব্ধি।

যাহারা কামকে প্রশ্রয় দেয়, তাহাদের মঙ্গল হয় না। যাঁহারা কামকে গর্হণ করিয়া ভজন করেন, তাঁহাদের মঙ্গল হয়। দুর্ব্বলের হরিভজন হয়, কিন্তু কপটীর হরি-ভজন হইবে না। কপটী কামকে লালন-পালন ও পোষণ করিয়া ভক্ত সাজিতে চায়। ভক্ত পাপ ত' দূরের কথা, পুণ্যও করেন না। দৈবক্রমে কোন পাপের উদয় হইলেও ভগবান্ তাঁহাকে রক্ষা করেন। এতৎসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তা'র কভু নহে মন॥
অজ্ঞানে বা হয় যদি 'পাপ' উপস্থিত।
কৃষ্ণ তা'রে শুদ্ধ করে, না
করায় প্রায়শ্চিত্ত॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১৩৮ ১৩৯)

ভগবদ্ভক্ত ভগবানের 'নিত্য দাস্য' ব্যতীত অন্য কিছু প্রার্থনা করেন না, কারণ তাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে যে বস্তু উপস্থিত হয়, তাহাকেই শ্রীহরির প্রসাদ জ্ঞান করিয়া সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর বৃহদ্-ভাগবতামৃতের 'ভক্ত্যা ভাগবতা যান্তি পদম্' শ্লোকের টীকার অনুসরণে লিখিয়াছেন,—"ভোগাভিলাষের জন্য যাঁহারা ভগবদ্ভজন করেন, তাঁহারা সকাম ভক্ত। তাঁহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বৈলোক্য, মহর্লোকাদিতে, অর্চ্চিরাদি মার্গে এবং প্রপঞ্চান্তর্গত শ্বেতদ্বীপ ও লক্ষ্মীপতির বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুলোকে যেসমস্ত ভোগ আছে, তাহা আস্বাদন করিতে করিতে বিশুদ্ধ ভগবৎ-সেবা-কাম হইয়া সবিশেষ পরমপদরূপ পরব্যোম নামক বৈকুণ্ঠে গমন করেন। অন্যাভিলাষিতা-শূন্য কর্ম্মজ্ঞানাদি-কর্ত্তৃক অনাবৃত, আনুকূল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি বা ভজন। সে-স্থলে ভোগাভিলাষের সহিত ভজনের কিরূপে সঙ্গতি হয়, এই আশঙ্কায় 'স্বেচ্ছাপূর্ব্বক' এই শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা স্বেন্দ্রিয়-তর্পণরূপ ভোগাভিলাষের দ্বারা চালিত হইয়া তত্তদ্-ভোগপ্রাপক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কর্ম্মনিষ্ঠ, সুতরাং কর্ম্মপরতন্ত্র, কিন্তু যাঁহারা ভোগাভিলাষরূপ অনর্থকে 'অনর্থ' জানিয়া তাহাকে নিন্দা করিতে করিতে শুদ্ধ-ভক্তির অনুষ্ঠান করেন এবং ত্যাগাক্ষমতা-বশতঃ ভোগ করেন, তাঁহারা ভক্ত। তাঁহাদের সেই সেই অনুষ্ঠান 'কর্ম্ম' নয়। ভক্তহৃদয় পবিত্র করিবার জন্য ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সেই সেই ভোগদ্বারা তাঁহাদিগকে শুদ্ধান্তঃকরণ করতঃ স্বপাদপদ্ম অর্পণ করেন, সুতরাং কর্ম্মপারতন্ত্র্যগত কর্ম্মভোগাদি তাঁহাদের নাই। তাঁহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ভোগ করিতে করিতে সাধন-বলে স্বীয় অনর্থরূপ অসদ্বৃষ্ণা দূর করেন। ইহাই ভক্তিতত্ত্বের এক রহস্য। শ্রদ্ধা-ক্রমে সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে শুদ্ধভজন এবং শুদ্ধভজন-ক্রমে ভক্তের চিত্তৈকদেশস্থিত অনর্থ দূর হয়, পরে নিষ্ঠা জন্মে। ভগবদ্ভক্তদিগের এইরূপ উন্নতিক্রমে চিদ্বিশেষরূপ বৈকুণ্ঠগমন হয়।"

দুর্ব্বলতা ও অপরাধ ঠিক একরূপ নহে। যদিও দুর্ব্বলতা কালে অপরাধে পরিণত হইতে পারে, তথাপি দুর্ব্বলের পাপ-পুণ্যকামনা ও অপরাধের প্রতি ঘৃণা আছে। দুর্ব্বল ব্যক্তি পাপ ও অপরাধ অত্যন্ত অন্যায় জানিয়াও তাহা পরিত্যাগে অসমর্থ, আর অপরাধী কখনও ঐসকলকে অন্যায় বিবেচনা করে না। সে নিজের বিচারটাকেই ভাল মনে করে। সাধুর কথা তাহার ভাল লাগে না। কিন্তু দুর্ব্বল ব্যক্তি সাধুর শাসন মানিয়া তাহা পালনের জন্য অকপটে যত্ন করেন। দুর্ব্বলের কপট নাই। দুর্ব্বল ব্যক্তি যদি কামনাকে আদর ও রুচির সহিত গ্রহণ না করিয়া তাহা প্রথমমুখে ত্যাগ করিতে না পারিলেও গর্হণ করে, তবে তাহার প্রতি কৃষ্ণের কৃপাদেশ হইতেছে, জানিতে হইবে। যে ভোগ-প্রবৃত্তিকে গর্হণ না করিয়া চালাইতে আরম্ভ করে, সে কৃষ্ণকৃপা পায় না।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

হরিকথা-প্রসঙ্গ

অনন্যভক্তি, সাক্ষাদ্‌ভক্তি, অকামা ভক্তি, কেবলা ভক্তি, শুদ্ধভক্তি, ঐকান্তিকভক্তি, অকিঞ্চনা ভক্তি ও অহৈতুকী ভক্তি এ সবই এক পর্য্যায়ের কথা। সাক্ষাদ্‌ভক্তিরূপ ভগবৎ-সাম্মুখ্যই একমাত্র অভিধেয়। জীব হরিবিমুখ। ভগবৎ-সাম্মুখ্য এই বৈমুখ্যের বিরোধী। যেখানে সাম্মুখ্য, সেখানেই বৈমুখ্যের অভাব। সাম্মুখ্য ব্যতীত বৈমুখ্য যাইতে পারে না, সেজন্য শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ভগবৎ সাম্মুখ্যকেই অভিধেয় বলিয়াছেন। এই ভগবদুপাসনলক্ষণাত্মক অভিধেয়-ভক্তি-প্রভাবেই সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয় এবং প্রয়োজন বা ভগবদনুভূতি হইয়া থাকে। অভিধেয়ই সম্বন্ধ ও প্রয়োজন দিতে সমর্থ। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নবধিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম,' 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি॥
ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয়।
প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হৈতে নয়॥
কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ-কীর্ত্তন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণপ্রেমধন॥

কৃষ্ণই সম্বন্ধ কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন। এই প্রয়োজনরূপ ভগবদনুভব অন্তরে বাহিরে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারময়। ভক্তি কাহারও অপেক্ষা করেন না। সেইজন্য তাহাকে অনন্যাও বলা হয়। ভক্তিতে নিজের জন্য কোন কামনা থাকে না। জ্ঞান বা কর্ম্ম সবই ভক্তির অধীন, ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত জ্ঞান কর্ম্ম ফল দিতে পারে না। শ্রীভগবান্‌ই ভক্তির একমাত্র প্রতিপাদ্য বস্তু। পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, দেশভক্তি প্রভৃতি বলা অপরাধ ও অন্যায়। ভক্তি ভগবান্ ব্যতীত অন্যত্র প্রযোজ্য হইতে পারে না। এইজন্যই তাহাকে অনন্যা বা কেবলা বলা হয়। কেবলা অর্থে এক, ভক্তি একমুখিনী—বিষ্ণুমুখিনী। সতী ভক্তিতে বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দৃষ্টি, অন্য চিন্তা বা অন্য পূজা নাই। অনন্যভক্তির অপর নাম কৈবল্য। কৈবল্য-অর্থে কেবল-প্রেম। সেখানে ভগবৎসুখ ছাড়া আর কিছু নাই। সেখানে ভগবানের ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিশিয়া গিয়াছে, সুতরাং দ্বিতীয় চিন্তা বা দ্বিতীয়াভিনিবেশের অবসর কোথায়?

দেবতাদি অন্য উপাসনা-রাহিত্যই অনন্যত্ব। যিনি দেবতাদির পূজা-রহিত হইয়া কৃষ্ণসেবাই একমাত্র কর্ত্তব্য জানিয়া কৃষ্ণভজনে নিযুক্ত, তিনিই অনন্যভক্ত। সাধনাবস্থায় কোন দোষ দেখা গেলেও সেইরূপ অনন্যভক্তের নিন্দা করিতে হইবে না। লৌকিক শ্রদ্ধা হইয়াছে, তখনও দৃঢ়তা হয় নাই, এরূপ ভক্তেরও আচার দেখিতে হইবে না। দোষ দেখিতে হইবে একমাত্র নিজের, অপরের নহে। অদোষদর্শনই ভক্তি। দোষ-দর্শন ভক্তি নহে। ভক্তগণ গুণগ্রাহী। বৈষ্ণবপূজকগণ বৈষ্ণবগণের আচার-সম্বন্ধে বিচার করিবেন না—ইহাই শাস্ত্রোপদেশ।

ভক্তি চেতনের বৃত্তি বলিয়া অতি সহজ। আবার শাস্ত্রে ভক্তিকে অতি দুর্লভ এবং অতি দুর্বোধও বলিয়াছেন। ভক্তির কথা শ্রীভগবান্ হইতে আসিয়াছে, সেইজন্য ঐকান্তিক ভক্তির কথা লোক সহজে বুঝিতে পারে না। অথচ আম্নায় ধারায় অপরিবর্ত্তিতভাবে অনন্যভক্তির কথা প্রচলিত আছে। আম্নায়ধরার আচার্য্যগণই ভক্তি-রহস্য জানেন। তাঁহাদের সঙ্গ না হইলে ভক্তির সন্ধান পাওয়া যাইবে না। এই ধারায় প্রবেশ না হইলেই ভক্তি দুর্বোধ ও দুর্লভ হয়। চেতন যেখানে আবৃত, সেই খানেই অতি সহজ ও সুখময়ী ভক্তিকে দুর্বোধ ও কষ্টকর বলিয়া মনে হয়। 'জীব কৃষ্ণদাস'—এই বিশ্বাস হইলেই ভক্তি আর দুর্বোধ থাকে না। দেহাত্মবুদ্ধিই যত নষ্টের মূল। এই-জন্যই অনন্যভক্তি দুর্বোধ মনে হইতেছে। আমি যাহা, ঠিক সেই জ্ঞান থাকিলে আর কোন অসুবিধা হয় না।

অনন্য ভক্ত গুরুবৈষ্ণবের ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিশাইয়াছেন। তাঁহার নিজের ভোগ-ইচ্ছা নাই। ভগবান্ কেবল ইচ্ছা করেন, আর ভক্ত কেবল ভগবদিচ্ছা পূরণ করেন। এইভাবেই ভগবানের সহিত ভক্তের লীলাবিলাস হইতেছে। ভক্ত নির্যোগক্ষেম। তিনি নিজের জন্য কোন চিন্তা করেন না। তিনি সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ-চিন্তায় মগ্ন থাকেন। ভগবৎ-সেবা-চিন্তায় এত সুখ আছে যে, তাহা ঐহিক সুখ, স্বর্গ সুখ, এমন কি, ব্রহ্মানন্দকে ও তুচ্ছ করে, সুতরাং ভক্তের সুপরমসুখময়া সেবাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত দুঃখকরী অন্য আকাঙ্ক্ষা থাকিবে কেন?

লৌকিকভাবেও যদি কেহ ভগবৎপূজা করেন এবং তিনি যদি অন্য দেবতার পূজা না করেন, তবে তিনি দুরাচার হইলেও সাধু। তিনি স্ত্রী হউন, বা পুরুষ হউন, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। এই দুরাচারত্ব থাকিবে না, ভক্তি-প্রভাবে উহা নষ্ট হইয়া যাইবে। কাহারও দুরাচার থাকিলে তাহার সঙ্গ করিতে হইবে না সত্য, কিন্তু তাহার নিন্দাও করিতে হইবে না। নিন্দা করিলে সর্ব্বনাশ হইবে। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলে আর দুরাচার সম্ভবপর হয় না। সাধু কখনও দুরাচারকে প্রশ্রয় দেন না, অন্তরে তাহা গর্হণ করেন।

ভগবানের সন্তোষকামনা ব্যতীত অন্য কামনা যেখানে আছে, তাহাকে ঐকান্তিকী সতী ভক্তি বলা যায় না। ভক্তির আভাসেই সমস্ত বাধাবিঘ্ন নষ্ট হইয়া যায়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা সাক্ষাদ্‌ভক্তির দ্বারা ভগ-বানের সুখ হয়। যাঁহার ভগবান্ আছেন, তাঁহার সবই আছে। তিনি দরিদ্র নহেন—তিনি সব চেয়ে বড় ধনী। সাক্ষাদ্‌ভক্তি সর্ব্ববিঘ্ন নিবারণপূর্ব্বক ভগবৎ-সাক্ষাৎকার করায়। অকিঞ্চনা ভক্তি ব্যতীত ভগবৎ-সাক্ষাৎকার করাইবার সামর্থ্য আর কাহারও নাই। ঐকান্তিক ভক্তগণ নিজের জন্য ভগবানের নিকট কিছুই প্রার্থনা করেন না। তাঁহারা ভগবৎ-পাদপদ্মে নির্ভরশীল। শরণা-গত সাধক যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া হরিভজন করেন। তিনি অনুকূল গ্রহণ ও প্রতিকূল বর্জ্জন করিয়া থাকেন। যুক্তবৈরাগ্য না হইলে শ্রদ্ধা নষ্ট হওয়ায় কৃতিসাধ্য সাধনভক্তি-যাজনে অসুবিধা হইবে। প্রাণ গেলেও ভক্ত ভক্তির বাধক কোন কিছু গ্রহণ করেন না। সিদ্ধ-গণের এ সব বালাই নাই। কৃষ্ণই তাঁহাদের সমস্ত ব্যবস্থা করেন। পূর্ণ শরণাগতের জন্য ভগবানের চিন্তা। তিনি তাঁহাদের যোগ-ক্ষেমাদির সমস্ত ভার বহন করিয়া থাকেন। পূর্ণতম বস্তু যাঁহাদের অধীন হইয়াছেন, সেই অকিঞ্চনগণের আর চিন্তা কি?

অভ্যাস

——::•::——

অভ্যাস-শব্দের অর্থ—আবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ কথন। এই অভ্যাস'-শব্দটি আর্থিক ও পারমার্থিক—উভয়ের মধ্যেই ব্যবহার করিতে দেখা যায়।

মায়াবদ্ধ, অনর্থযুক্ত মনুষ্যজাতি, যথা—কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অর্থাভিলাষিগণ তাহাদের স্থূল দেহ বা সূক্ষ্মদেহ মনকে 'আত্মা' বা 'আমি' বুদ্ধি করিয়া, সেই দেহ-মনের তৃপ্তি সাধনকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করেন। তখন তাঁহাদের মনোধর্ম্মোত্থিত অর্থাৎ সংকল্পবিকল্পাত্মক মনের চিন্তা বা বিচার দ্বারা স্থিরীকৃত সদসৎ, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, শুভ-অশুভ বা পাপ-পুণ্যকার্য্যে তাঁহারা নিযুক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করিতে ধাবিত হন। এই হেতু এই অভ্যাসও সৎ-অভ্যাস ও কু-অভ্যাস ভেদে দুই প্রকার।

কৃষ্ণাভক্ত ধর্ম্ম-অর্থাদি চতুর্ব্বর্গকামিগণ আত্মেন্দ্রিয়-সুখের উদ্দেশ্যে জড়বিদ্যা, কৃষি-শিল্প-বিজ্ঞান প্রভৃতির অনুশীলনে চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ ও সকল ইন্দ্রিয়ের রাজা মনকে পুনঃ পুনঃ নিযুক্ত রাখিবার চেষ্টা করেন। এরূপ অভ্যাসই তাঁহাদের বিচারে সদভ্যাস-নামে কথিত হয়। ইহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ অধর্ম্ম, অন্যায়, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা বা নানারূপ পাপাচরণের দ্বারা ইন্দ্রিয়-সুখলালসা চরিতার্থ করিতে চায়। সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা এই প্রকার কার্য্যের পুনঃ পুনঃ চেষ্টাকে অসদ্ অভ্যাস বা কু-অভ্যাস বলে।

পারমার্থিকগণ, শুদ্ধভক্তগণ, বিষ্ণুভক্তগণ, কৃষ্ণভক্তগণ, শ্রীহরি গুরুবৈষ্ণব-সেবা বা শ্রীহরি গুরুবৈষ্ণবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য তাঁহাদের আত্মা সূক্ষ্মদেহ ও স্থূলদেহকে—কায় মনোবাক্যকে—সকল ইন্দ্রিয়কে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত রাখেন।

আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিকামী অভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ মায়ামোহিত, তাই আপাতসুখকর ও পরিণাম-দুঃখকর সুখের লালসায় তাহাদের মোহবিভ্রান্ত বা অজ্ঞানোত্থিত চিন্তা ও বিচারের দ্বারা তাহারা সে সদভ্যাস বা কু-অভ্যাসের বশীভূত হয়, তৎফলে জন্ম-জন্ম কখনও স্বর্গে, কখনও বা নরকে থাকিয়া তাহারা আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপ-যাতনা ভোগ করে, পরা শান্তি বা নির্ম্মল আনন্দ কখনও লাভ করিতে পারে না।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় শ্রীঅর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥
(শ্রীগীতা ৬।৩৪)

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! বিবেকবতী বুদ্ধিকেও প্রকৃষ্টরূপে মথন করিতে সামর্থ্য মনেরই আছে। অতএব সেই বায়ুর ন্যায় নিতান্ত চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করা আমার পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর বোধ হইতেছে।

তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ
গৃহ্যতে॥
(শ্রীগী: ৬।৩৫)

হে মহাবাহো! তুমি যাহা কহিলে, তাহা সত্য বটে, কিন্তু দুর্নিগ্রহ চঞ্চল মনকে ক্রমশঃ আত্মানন্দস্বাদাভ্যাস ও বিষয়বৈরাগ্যের দ্বারা বশীভূত করা যায়।

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥
(শ্রীগী: ৮।৮)

অভ্যাসযোগযুক্ত অনন্যগামিচিত্তের দ্বারা পরম পুরুষের চিন্তা করিতে করিতে পরম পুরুষকে লাভ করিবে অর্থাৎ ক্ষরতত্ত্বাদিতে আর পুনরাবৃত্ত হইবে না।

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি
স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং
ধনঞ্জয়॥
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥
(শ্রীগীতা ১২।৯-১০)

যদি সহজ-অনুরাগ দ্বারা আমাতে চিত্ত স্থির করিতে না পার, তবে বৈধ অভ্যাস-যোগের দ্বারা আমাকে পাইবার যত্ন কর।

যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে মৎকর্ম্মপর হও। তাহা করিলে ক্রমশঃ অভ্যাস ও অবশেষে মদীয় সবিশেষ-তত্ত্বে চিত্তস্থৈর্য্যরূপা সিদ্ধি লাভ করিবে।...

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

শৈশব-যৌবনে জড়সুখসঙ্গে
অভ্যাস হইল মন্দ।
নিজকর্ম্ম-দোষে এ দেহ হইল
ভজনের প্রতিবন্ধ ॥

(শরণাগতি)

এ দেহের ক্রিয়া অভ্যাসে করিব
জীবন যাপন লাগি'।
শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে অনুকূল যাহা,
তাহে হ'ব অনুরাগী ॥

(কল্যাণকল্পতরু)

ভগবান্ ও তদীয় নিজজনগণের ঐসমস্ত বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষিগণ ঐহিক, পারত্রিক ইন্দ্রিয়সুখকামী হইয়া তাঁহাদের বিচারে যে সৎ বা অসৎ কিংবা ভাল বা মন্দ-অভ্যাস করেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণভক্তির বাধক বলিয়া অজ্ঞানতমোধর্ম্ম বা অমঙ্গলপ্রদ, যেহেতু "কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম। সেই জীবের এক অজ্ঞানতমোধর্ম্ম"—(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত)।

মানুষ সদভ্যাস হউক বা কু-অভ্যাস হউক, যেরূপ অভ্যাস করে, সেই অভ্যাসের দাস বা বশীভূত হইয়া পড়ে অর্থাৎ কোন বিষয় বিশেষরূপে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে সেই অভ্যাস আর সহজে ত্যাগ করা যায় না। অনেক সময় দেখা যায়, কোন একটী কার্য্য করার ইচ্ছা না থাকিলেও সেই কার্য্যে অভ্যস্ত থাকায় তাহা না করিয়া থাকা যায় না, কে যেন জোর করিয়া সেই কার্য্য করাইয়া লয়। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়—'অভ্যাস'ই ইহার কারণ। চোরের চৌর্য্যবৃত্তি, ডাকাতের ডাকাতি করার বৃত্তি, মিথ্যাবাদীর মিথ্যা কথা বলার বৃত্তি, প্রতারকের প্রবঞ্চনার বৃত্তি কদাচারীর কদাচারের বৃত্তি এতই অভ্যস্ত হইয়া যায় যে, অনেক সময় দেখা যায়, বহু শাসন বা দণ্ড-বিধানের দ্বারাও ঐ সকল ব্যক্তির সেই কুঅভ্যাস, সেই মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস, সেই ডাকাতি করার অভ্যাস, সেই প্রবঞ্চনার অভ্যাস কোনপ্রকারেই ছাড়ান যাইতেছে না। এই জাগতিক সদসৎ, ন্যায় অন্যায়, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, মঙ্গলামঙ্গল, সকলের মধ্যে অভ্যাস এইপ্রকার আপন প্রভাব প্রকাশ করিয়া থাকে।

পারমার্থিক রাজ্যেও দেখা যায়, যাঁহারা আত্মমঙ্গলকামী হইয়া অকিঞ্চনা ভক্তি, কেবলা ভক্তি, শুদ্ধভক্তি বা উত্তমা ভক্তি লাভ করিতে ইচ্ছুক—কৃষ্ণপ্রেমধনে ধনী হওয়াই যাঁহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাঁহারা শ্রীগুরু বা শুদ্ধবৈষ্ণব-সাধুগণের শ্রীপাদাশ্রিত হইয়া তাঁহাদের উপদেশানুসারে কায়মনোবাক্যে শুদ্ধভক্তির অনুকূল বিষয়-সমূহ গ্রহণ ও প্রতিকূল বিষয়-সমূহ বর্জ্জনের পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া থাকেন। ভাগ্যবান্ জনগণ এইরূপ শুদ্ধভক্তির অনুকূল বিষয়-সমূহ গ্রহণ ও প্রতিকূল বিষয়-সমূহ বর্জ্জনে অভ্যস্ত হইলে পরম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমধনে ধনী হন, দুর্লভ মনুষ্যজীবনের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদন করেন।

আমরা যাহারা হরিজনের উদ্দেশ্যে গৌড়ীয়মিশন শ্রীগুরুগৃহ বা শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণবের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছি, আমাদের পক্ষে শ্রীগৌরনিজজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপরি-উক্ত "শৈশব-যৌবনে, জড়-সুখ সঙ্গে, অভ্যাস হইল মন্দ। নিজ কর্ম্ম-দোষে এ দেহ হইল ভজনের প্রতিবন্ধ ॥ এ দেহের ক্রিয়া অভ্যাসে করিব, জীবনযাপন লাগি,। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে, অনুকূল যাহা তাহে হ'ব অনুরাগী ॥"—এই আত্মমঙ্গলপ্রদ উপদেশ সর্ব্বদা স্মরণ রাখা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর মহাশয় আমাদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া এই কথাগুলি জানাইয়াছেন।

দুর্দ্দৈববশতঃ শৈশবকাল হইতে আমরা সদ্‌গুরু বা শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য না পাওয়ায় ইন্দ্রিয়সুখকামী হইয়া চুরি মিথ্যা প্রবঞ্চনা প্রভৃতি নানাপ্রকার পাপাচরণ, পরপীড়ন, নির্দ্দয়তা, স্বার্থপরতা, বিষয়চিন্তা, হিংসা, গর্ব্ব, নিদ্রা, আলস্য, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা, শাঠ্য-আচরণ প্রভৃতি শুদ্ধভক্তিপ্রতিকূল বিচার-আচারে এতই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, এখন বহুকাল শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণের সঙ্গ, গুরুগৃহে বাস, গুরু-বৈষ্ণবগণের উপদেশ-শ্রবণ করিয়াও শৈশব-যৌবনকালের এইসকল কু-অভ্যাস ত্যাগ করিতে অসমর্থ হইতেছি।

সদ্‌বৈদ্যগণ বা সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণ আমাদের দেহরোগ ও ভবরোগের মূল-উৎপাটনের জন্য আমাদের কায়মনোবাক্যকে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তির কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে যতই শাসন বা উপদেশ করেন, আমরা কিছুতেই আমাদের মন্দ-অভ্যাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাদের প্রীতিভাজন হইতে পারি না। কাজেই আমাদের মঠে বাস, শ্রীগুরু বৈষ্ণবের সঙ্গ, হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন কেবল অভিনয় মাত্র হইয়া যায়—নিজ-কর্ম্মদোষে স্থূল-সূক্ষ্মদেহ ভজনের অনুকূল না হইয়া প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে।

"এ দেহের ক্রিয়া, অভ্যাসে করিব, জীবন যাপন লাগি'। শ্রীকৃষ্ণভজনে অনুকূল যাহা, তাহে হ'ব অনুরাগী ॥"—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই উপদেশের মর্ম্মানুসারে কৃষ্ণসেবার্থ দেহটী রক্ষার জন্য স্নান আহারাদি কার্য্য অভ্যাসবশতঃ সম্পন্ন করিয়া দেহটী রক্ষা করতঃ সেই দেহটীকে সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের উপদেশমত কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তির অনুকূল কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অনুরাগবিশিষ্ট হইলে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপা-ভাজন বা শুভদৃষ্টির মধ্যে পড়িতে পারিব—আমাদের ভক্তি-প্রতিকূল যাবতীয় বিচার-আচার, চিন্তাধারার অভ্যাস তখন অনায়াসে বিদূরিত হইবে এবং আমরা ক্রমশঃ ভজন-পথে, আত্মমঙ্গলের রাজ্যে অগ্রসর হইতে পারিব।

"শ্রীগুরু করুণাময়"

——::(*)::——

ভজ ওরে মন, পতিত পাবন,
শ্রীগুরু করুণাময়।
যাঁহার চরণ, করিলে বরণ,
না রহে ভয়ের ভয় ॥

জীবের লাগিয়া, সকরুণ হৈয়া,
যশোদা-নন্দন হরি।
আশ্রয়ের সাজে, অবনীর মাঝে,
দিলেন চরণতরী ॥

এমন করুণা, কি আছে তুলনা,
চৌদ্দ ভুবন পরে।
পতিতে তারিতে, আসিয়া মরতে,
কৃষ্ণ বিতরণ করে ॥

ভজ ওরে মন, শ্রীগুরুচরণ,
পরম কল্যাণনিধি।
অসাধনে হেন, চিন্তামণি ধন,
ভাগ্যে মিলাইল বিধি ॥

ওরে দুষ্টমন, কেন পুনঃ পুনঃ,
মায়ার কুহকে ধাও।
তেয়াগি' অমিয়া কি সুখে মাতিয়া,
বিষয়-গরল খাও ॥

আনন্দের আশে, দ্বিতীয়-আবেশে,
কেন হও অচেতন।
রক্ষিতে তোমায়, শ্রীগুরু সতত,
বিতরেন নাম-ধন ॥

মরণের দেশে, আছ বহু ক্লেশে,
মায়ারে সঁপিয়া মাথা।
ত্রিতাপ-যাতনা, অভাব-তাড়না,
অনন্ত আকারে পাতা ॥

দিনে দিনে হায়, মাস-বর্ষ যায়,
আয়ুঃসূর্য্য অস্তগামী।
কি আশে মজিয়া, র'হলে ভুলিয়া,
শ্রীকৃষ্ণ জগত স্বামী ॥

হ'য়ে জড়বশ, কুবিষয়-রস,
এত কি লাগিল ভাল।
শিয়রে শমন, বিকট-দর্শন,
পাতিছে করাল জাল ॥

মহা করুণার, উদার মূরতি,
ভুবনপাবনবর।
ভজ, মন ভজ, আর কেন ত্যজ,
গৌর-কৃপা-ধারা-ধর ॥

ভজ নিত্যানন্দ, করুণার কন্দ,
অনাথ-তারণ নাম।
ভজ একবার, দুলোনারে আর—
এমন শরণ-ধাম ॥

দিল্লীতে প্রচ

——::•::——

গত ২৭শে নভেম্বর গৌড়ীয়মিশনের অন্যতম শাখা নিউদিল্লীস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ পাহাড়গঞ্জাস্থিত সুপ্রসিদ্ধ হাকিম মিঃ জয়ন্তী প্রসাদ ভদ্রমহোদয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার বাসভবনে গমন করেন। মিঃ জয়ন্তী প্রসাদ গৌড়ীয়মিশনের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দের সহিত পরিচিত হইয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। প্রথমতঃ গুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইবার পর শ্রীপাদ সুদর্শন প্রভু হিন্দিভাষায় নামতত্ত্ব, নাম-মহিমা, শুদ্ধ নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ-সম্বন্ধে বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। মিঃ জয়ন্তী-প্রসাদ এই সকল প্রসঙ্গই শুনিবার জন্য পূর্ব্বে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং বর্ত্তমানে সেই সুযোগ লাভ করিয়া বিশেষ আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তথাকার কীর্ত্তনমণ্ডলের সেক্রেটারী ও অন্যান্য বহু ভদ্র-মহোদয় ও ভদ্রমহিলাও উপস্থিত ছিলেন। পাঠান্তে উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

গত ৩০শে নভেম্বর, রবিবার পাঞ্জাব-নিবাসী রায়বাহাদুর নারায়ণদাস, চিফ্ ডিষ্ট্রীক্ট জজ্‌নিয়ার, সি, পি, ডাব্লিউ, ডি কর্ত্তৃক কেরালবাগস্থিত তাঁহার বাসভবনে হরিকথা-কীর্ত্তনের জন্য আহূত হন। রায়বাহাদুর স্বয়ং সেবকবৃন্দকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া তাঁহার গৃহে লইয়া যান। কিছুকাল পরস্পর আলোচনার পর শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, 'যশোমতীনন্দন' ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী প্রভু হিন্দিভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধ, ৫ম অধ্যায় হইতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে সুদুর্লভ মানবজীবনের কর্ত্তব্য, গৃহব্রতগণের দুরবস্থা, উত্তমশ্লোক শ্রীহরির আরাধনাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, নবধা ভক্তির তাৎপর্য্য ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষণপূর্ব্বক বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপর মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করা হয়। সভায় বহু ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথিপূজা উপলক্ষে গত ২২শে অগ্রহায়ণ সোমবার প্রেস বন্ধ থাকায় গত ২৩শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রকাশিত হন নাই।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:o:-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	৵০	৵০	
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	
" " সিকি কলম	৫৲		৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲		
" " এক কলম	১২৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৯৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "
প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—ভক্তিসিদ্ধান্তের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভাগবতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

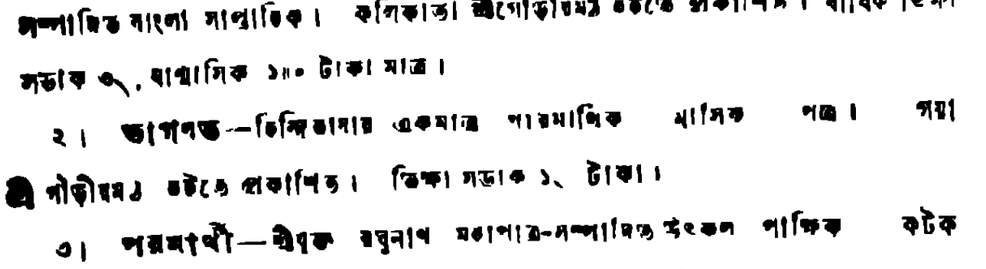

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

সেনা বিভাগে নূতন বিধি

একটি অর্ডিনান্স জারী করিয়া কতিপয় শ্রেণীর লোকদিগকে সৈন্যদল আইন, বিমান বহর আইন, ভারতীয় সৈন্যদল আইন এবং ভারতীয় বিমান বহর আইনে কার্য্যরত সৈনিক হিসাবে গণ্য করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধ যতদিন শেষ না হইতেছে, ততদিন যে সকল ব্যক্তি সম্রাটের সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত বা অংশস্বরূপ হইয়া অথবা তাহার সহিত অথবা তাহার অনুগামী হইয়া অথবা তাহাতে কার্য্যরত হইয়া থাকিবেন তাঁহারা সকলেই যুদ্ধরত সৈনিক বলিয়া গণ্য হইবেন।

চাউল নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা

এরূপ জানা গিয়াছে যে, চাউল নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনার কোনও পরিবর্ত্তন সাধন করা যায় কি না, তাহা নির্দ্ধারণকল্পে ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট ভারত, ব্রহ্ম এবং সিংহলের চাউল ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিগণ সম্প্রতি যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আরও বিবেচনা করিতেছেন।

গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

যক্ষ্মারোগ-সম্বন্ধে তদন্তের ব্যবস্থা

নিম্নোক্ত স্থানদ্বয়ে বঙ্গীয় জনস্বাস্থ্য বিভাগ কর্ত্তৃক যক্ষ্মারোগ-সম্বন্ধে আরো তদন্তকার্য্য উল্লিখিত তারিখ পর্য্যন্ত চালাইয়া যাওয়ার পরিকল্পনা বাঙলা সরকার মঞ্জুর করিয়াছেন :—

১। শ্রীরামপুর অঞ্চলের কারখানা শ্রমিকদের মধ্যে—আগামী ১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত।

২। বরিশাল অঞ্চলের মিউনিসিপ্যাল্ এলাকা ও গ্রাম্য জনসাধারণের মধ্যে—১৯৪২ সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত।

এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক স্থানের জন্য নিম্নোক্ত কর্ম্মচারিবর্গ এবং ব্যয়ও মঞ্জুর হইয়াছে :—

(১) মাসিক ৩০০৲ টাকা বেতনের একজন পুরুষ ডাক্তার। শ্রীরামপুরের মাসিক ১০৲ টাকা করিয়া এবং বরিশালের ডাক্তার মাসিক ২৫৲ টাকা করিয়া এলাউন্স পাইবেন।

(২) দুইজন পুরুষ যক্ষ্মা-বিশেষজ্ঞ গৃহ পরিদর্শক। প্রত্যেকে মাসিক ৬০৲ টাকা করিয়া বেতন ও ৫৲ টাকা করিয়া এলাউন্স পাইবেন।

(৩) দু'জন মহিলা যক্ষ্মা বিশেষজ্ঞ গৃহ পরিদর্শক। প্রত্যেকে মাসিক ৭৫৲ টাকা করিয়া বেতন ও যাঁহারা শ্রীরামপুরে কাজ করিবেন তাঁহারা মাসিক ৫৲ টাকা করিয়া এলাউন্স ও যাঁহারা বরিশালে কাজ করিবেন তাঁহারা মাসিক ১০৲ টাকা করিয়া এলাউন্স পাইবেন।

(৪) মাসিক ৬০৲ টাকা বেতনে একজন কেরাণী।

(৫) মাসিক ৪৫৲ টাকা বেতনে একজন টাইপিষ্ট।

(৬) মাসিক ১০৲ টাকা বেতনে একজন ঝাড়ুদার।

(৭) মাসিক ১৩৲ টাকা বেতনে একজন পয়ন।

(৮) অন্যান্য ব্যয় বাবদ মাসিক ২৫৲ টাকা।

(৯) বর্দ্ধিত সময়ের জন্য রঞ্জন-রশ্মি ফিল্মের ব্যয় বাবদ ১,০০০৲ টাকা।

ব্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলের নূতন বাসস্থানের ব্যবস্থা

লেডি ইলিয়ট হোষ্টেলে ক্যাম্বল মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রীদের স্থান সঙ্কুলান হয় না বলিয়া গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, নার্সদের নূতন কোয়ার্টারে তাঁহাদের এই সর্ত্তে অস্থায়ীভাবে থাকিতে দেওয়া হইবে যে, নার্সদিগের প্রয়োজনমত উপযুক্ত সময়ের মধ্যে তাঁহারা এই স্থান ত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। ছাত্রীগণ ইলিয়ট হোষ্টেলে যে আইনকানুন অনুসারে বসবাস করেন, নূতন নার্স কোয়ার্টারেও সেই নিয়মাবলীর অধীনে থাকিতে হইবে।

ধর্ম্মঘট নিয়ন্ত্রণ বিল

গত ৪ঠা ডিসেম্বর প্রতিনিধি সভায় ধর্ম্মঘট নিয়ন্ত্রণ বিল গৃহীত হয়। ভার্জ্জিনিয়া প্রতিনিধি মিঃ স্মিথ বিলটি উত্থাপন করেন। এই বিল দ্বারা উভয়পক্ষই ধর্ম্মঘটের সম্ভাবনা কালে ষাট দিনের জন্য চলিত অবস্থা বজায় রাখিতে বাধ্য হইবে; ঐ সময় দেশরক্ষা সালিশী বোর্ড মীমাংসার চেষ্টা করিবেন। যাহারা ষাট দিনের নোটিশ না দিয়া ধর্ম্মঘট করিবে এই আইনের ক্ষমতাবলে তাহাদিগকে বেকার ভাতা ও অন্যান্য সাহায্য হইতে বঞ্চিত করা হইবে।

বিলটি এবার সিনেটে প্রেরিত হইবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীরসিককিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সত্যার্থ কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে।

ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান -
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তি নোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ৯ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৬শে অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৯৮, ১২ই ডিসেম্বর, ইং ১৯৯১, শুক্রবার | ২২৩-২৪তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৯ নারায়ণ, নিধি গর্ভোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

নরক

——::[*]::——

আমরা বাল্যকাল হইতে স্বর্গ ও নরকের কথা শুনিয়া আসিতেছি। পাপ করিলে নরকে যাইতে হয়, আর পুণ্য করিলে স্বর্গলাভ হয়। কিন্তু এ নরক কোথায়? অনেকে এ জগতে সুখ-দুঃখ দেখিয়া 'এইখানেই নরক, এইখানেই স্বর্গ'—এইরূপ বলিয়া থাকেন, ইহার পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চান না। কিন্তু সাধু-শাস্ত্র এই নরক ও স্বর্গের অস্তিত্বের কথা আমাদিগকে জানাইয়া দেন। নাস্তিক চার্ব্বাকও তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা নরকের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াও এই জগতের প্রত্যক্ষ দুঃখরূপ নরককে অস্বীকার করিতে পারেন নাই, সেইজন্য 'কণ্টকাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখই নরক' বলিতে বাধ্য হইয়াছেন।

নরকের কোন বিশিষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে কি না, তদ্বিষয় মহারাজ শ্রীপরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"হে ভগবন্! নরকসকল পৃথিবীর কোন স্থানবিশেষে অথবা ত্রিলোকের কোন বহির্ভাগে বা অন্তরালে অবস্থিত, তাহা দয়া করিয়া আমাকে বলুন!" তদুত্তরে শ্রীল গুরুদেব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছিলেন,—"নরকসমূহ ত্রিলোকের অন্তরালে অবস্থিত। দক্ষিণদিকে ভূতলের অধোভাগে এবং জলের উপরিভাগে নরকসমূহের অবস্থান। ঐদিকে অগ্নিষ্বাত্তা প্রভৃতি পিতৃগণ পরম সমাধিযোগে ভগবানের ধ্যান এবং স্ব-স্ব-পাদোদ্ভূত ব্যক্তিগণের মঙ্গল কামনা করিয়া বাস করিতেছেন। ঐ স্থানে বিভুপুরুষ যম সপার্ষদে পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন করিয়া মৃত্যুর পর তাঁহার অধিকার মধ্যে আনীত প্রাণিগণের স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে দোষাদোষের বিচারপূর্ব্বক দণ্ড প্রদান করিতেছেন।

বিভিন্ন নরকের বিভিন্ন সংস্থান ও তাহাদের নাম এবং সেইসকল নরকে পাপিগণকে যে যে যাতনা প্রদান করা হয়, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম স্কন্ধে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নরক ও স্বর্গের যেরূপ নির্দ্দিষ্ট লোক বা স্থান আছে, তদ্রূপ এই পৃথিবীতেও নানা যাতনা ও ভোগসুখের মধ্যে সেইসকল নরক ও স্বর্গলোকের ক্লেশ ও সুখভোগাদির পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া কেহ কেহ 'এইখানেই স্বর্গ, এইখানেই নরক' বলিয়া থাকেন। নরকে যে যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহার আভাসমাত্র এখানে দেখা যায়। নরকে যে কি অসহ্য যাতনা আছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তথাপি এতৎসম্বন্ধে শাস্ত্র যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আজ আমরা আলোচনা করিব।

শ্রীমদ্ভাগবত আঠাইশটী নরকের কথা বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও বিভিন্ন নরকের বর্ণনা আছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থেও নরকের নাম ও বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ৮৬টী নরকুণ্ডের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে আমরা অশ্রুকুণ্ড, কৃমিকুণ্ড, কাককুণ্ড, পূয়কুণ্ড, লোমকুণ্ড ও মজ্জকুণ্ড—এই ছয়টী নরকের নাম উল্লেখ করিতেছি। হরিকীর্ত্তনে অকৃত্রিম রোদনকারী ও গদ্‌গদচিত্তে গানকারী ভক্তকে দেখিয়া হাস্য করিলে অশ্রুকুণ্ড, বিপ্রের মৎস্য-ভোজন ও হরির অনৈবেদ্য ভোজনে কৃমিকুণ্ড, কামদৃষ্টিতে পরস্ত্রীর বক্ষ দর্শন করিলে কাককুণ্ড, ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক শূদ্রের যাজন ও তাঁহার শ্রাদ্ধ-ভোজনে পূয়কুণ্ড, উপবাসাদি-দিবসে সংযম-ত্যাগীর লোমকুণ্ড এবং নিজ ভোজনের জন্য জীবহত্যা করিলে মজ্জকুণ্ড নামক নরকে গমন করিতে হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে যে আঠাইশটী নরকের কথা বলিয়াছেন, তাহা এই—তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভীপাক, কালসূত্র, অসি-পত্রবন, শূকরমুখ, অন্ধকূপ, কৃমিভোজন, সন্দংশ, তপ্তশূর্ম্মি, বজ্রকণ্টক-শাল্মলী, বৈতরণী, পূয়োদ, প্রাণরোধ, বিশসন, লালাভক্ষ, সারমেয়াদন, অবীচি, অয়ঃপান, ক্ষারকর্দ্দম, রক্ষোগণভোজন, শূল-প্রোত, দন্দশূক, অবটনিরোধন, পর্য্যাবর্ত্তন এবং সূচীমুখ প্রভৃতি অষ্টাবিংশতি নরক।

১। যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে অপরের ধন, স্ত্রী ও পুত্র অপহরণ করে, অতি ভয়ঙ্কর যমদূতগণ তাহাকে কালপাশে বন্ধন করিয়া পূর্ব্বোক্ত নরকসমূহের মধ্যে তামিস্র-নরকে বলপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিয়া থাকে। এই তামিস্র-নরক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, প্রাণিগণ উহাতে পতিত হইয়া ভোজ্য ও পানীয়ের অভাবে এবং দণ্ড, তাড়না ও তর্জ্জনাদির যাতনায় পীড়্যমান হইতে থাকে। তাহারা এইরূপ দুঃখে পতিত হইয়া মূর্চ্ছা-প্রাপ্ত হয়।

২। যে ব্যক্তি পতিকে বঞ্চনা করিয়া তাহার কলত্রাদি সম্ভোগ করে, সে অন্ধতামিস্র নরকে পতিত হয়। কোন বৃক্ষকে পাতিত করিবার পূর্ব্বে লোকে যেমন তাহার মূল ছেদন করিয়া থাকে, সেইরূপ ঐ নরকে নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে যমদূতগণ ঐ পাপীকে নানারূপ যাতনা প্রদান করে। ঐ যাতনায় পীড়িত হইয়া বেদনায় পাপীর বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়। এইজন্যই এই নরককে পণ্ডিতগণ 'অন্ধতামিস্র'-আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন।

৩। ইহ সংসারে যে ব্যক্তি দেহ ও দ্রবিণাদিতে 'আমি' বুদ্ধি করিয়া অপর প্রাণীর হিংসা দ্বারা অনুদিন নিজের ও নিজ-দেহ-সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনেরই ভরণপোষণ করে, সে ব্যক্তি দেহ ও কুটুম্ব এখানেই পরিত্যাগ করিয়া প্রাণিদ্রোহজনিত পাপফলে স্বয়ং রৌরব-নরকে নিপতিত হয়। ঐ পুরুষ যেসকল প্রাণীকে প্রপীড়ন করিয়া থাকে, মৃত্যুর পর যখন সে নিজের কৃতকর্ম্মদোষে যমযাতনা প্রাপ্ত হয়, তখন সেইসকল হিংসিত প্রাণী 'রুরু' হইয়া তাহাকে প্রপীড়ন করে। এইজন্যই পণ্ডিতগণ ঐ নরককে রৌরব-নরক বলিয়া থাকেন। 'রুরু' বলিতে একপ্রকার প্রাণীকে বুঝায়। উহারা সর্প হইতেও অত্যন্ত ক্রূরস্বভাববিশিষ্ট ('ভারভৃজ'-নামে একপ্রকার প্রাণী আছে, তাহাকেই 'রুরু' বলা হইয়া থাকে)।

৪। মহারৌরব নরকও ঐপ্রকার; ঐরূপ হিংসা-পরায়ণ জনগণেরই ঐ নরকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। তথায় 'ক্রব্যাদ'-নামক রুরুগণ ঐ সকল পর-মাংসে স্বদেহ-পোষণপর নরকস্থ ব্যক্তিকে মাংসগ্রহণার্থ নানাবিধ পীড়া প্রদান করিয়া থাকে।

৫। যে সকল নিষ্ঠুর ব্যক্তি এই সংসারে নিজ নিজ প্রাণ-পুষ্টির নিমিত্ত পশু বা পক্ষীদিগকে হত্যা করিয়া পাক করে, পরলোকে নরমাংসভোজী রাক্ষসদিগেরও ঘৃণিত সেই সকলনিষ্ঠুর ব্যক্তিকে যমদূতগণ 'কুম্ভীপাক'-নামক নরকে নিক্ষেপ করিয়া তপ্ত-তৈলে পাক করিয়া থাকে।

৬। ইহলোকে যে ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতী, সে 'কালসূত্র'-নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। ঐ নরকের পরিধি দশসহস্র যোজন। ঐ স্থান—তাম্রময় সমভূমি। নিম্নদেশ হইতে অগ্নি এবং ঊর্দ্ধদেশ হইতে সূর্য্যের প্রখর তাপে ঐ তাম্র অত্যন্ত উত্তপ্ত থাকে। ব্রহ্ম-হত্যাকারী ঐ স্থানে পতিত হইলে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় তাহার শরীরের বাহ্যাভ্যন্তর দগ্ধ হইতে থাকে। তাহাতে সে কখনও শয়ন, কখনও উপবেশন, কখনও দণ্ডায়মান এবং কখনও বা ছুটিয়া বেড়াইতে থাকে। পশুদেহে যত সংখ্যক রোম আছে, ঐ পাপীকে তত সহস্র বৎসর ঐরূপ যাতনা ভোগ করিতে হয়।

৭। এই সংসারে যে ব্যক্তি আপৎকাল উপস্থিত না হইলেও বেদমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পাষণ্ডধর্ম্ম অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ মার্গ অবলম্বন করে, যমদূতগণ তাহাকে 'অসিপত্র-বন'-নামক নরকে নিক্ষেপ করিয়া বেত্রাঘাত করিতে থাকে। পেহার-যন্ত্রণায় যেমন সে ঐ নরকে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে থাকে, অমনই উভয় পার্শ্বের অসিতুল্য তালপত্রের ঘায়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইতে থাকে। তখন সে "হায়, হায়! প্রাণ যায়, প্রাণ যায়,"—এই বলিতে বলিতে বিষম যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পদে পদে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে থাকে। স্বধর্ম্মত্যাগী এইপ্রকারে পাষণ্ড-মতাবলম্বনের ফল ভোগ করিতে থাকে।

৮। ইহলোকে যে রাজা বা রাজপুরুষ দণ্ডদানের অযোগ্য ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করে, কিংবা অদণ্ডনীয় ব্রাহ্মণকে শারীরদণ্ড বিধান করে, সেই পাপী পরলোকে যাইয়া 'শূকর-মুখ'-নামক নরকে নিপাতিত হয়। তথায় অতি বলশালী যমদূতগণ যখন ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় উহার অবয়বসকল নিষ্পেষণ করে, তখন সে আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে থাকে এবং এই সংসারে নির্দ্দোষ ব্যক্তি যেমন দণ্ডিত হইলে মোহগ্রস্ত হইয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হয়, সেও সেইরূপ মোহপ্রাপ্ত হইয়া কখনও কখনও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে থাকে।

৯। ঈশ্বর মৎকুণাদি প্রাণিগণের মনুষ্য-রক্তপানরূপ বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, উহাদিগকে বিবেক দেন নাই, তাই উহারা অন্যের দুঃখকষ্ট জানিতে পারে না। কিন্তু তিনি মনুষ্যদিগের ব্রাহ্মণাদি স্বভাবানুসারে বিধি ও নিষেধপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদিগকে বিবেকও দান করিয়াছেন, তৎশক্তিদ্বারা তাহারা অন্যের বেদনা জানিতে পারে। অতএব বিবেকী হইয়াও যে মনুষ্য ঐসকল বিবেক-হীন জীবকে পীড়ন করে, সে সেই হিংসা-জনিত পাপে পরলোকে 'অন্ধকূপ নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। ঐ পাপী পশু, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ, মশক, যূক (উকুন), মৎকুণ (ছার'পোকা) ও মক্ষিকাদি যেসমস্ত জীবকে পূর্ব্বে হিংসা করিয়াছিল, তাহারা সকলেই তখন চতুর্দ্দিক্ হইতে তাহাকে পীড়ন করিতে থাকে। তাহাতে তাহার নিদ্রা-সুখ একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে কোথাও বিশ্রাম-স্থান পায় না। জীব যেমন তির্য্যগাদি কুৎসিৎ যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া কষ্ট পায়, সেও সেইরূপ অন্ধকারে পড়িয়া কষ্ট পাইতে থাকে।

১০। যে ব্যক্তি কোন ভক্ষ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে অতিথি, বাল-বৃদ্ধদিগকে তাহার যথাযথ অংশ না দিয়া আপনি ভোজন করে অথবা যে ব্যক্তি পঞ্চবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করে, সে বায়সতুল্য বলিয়া বর্ণিত হয় এবং পরকালে 'কৃমিভোজন'-নামক অতি নিকৃষ্ট নরকে পতিত হয়। সেই নরকে লক্ষযোজন-বিস্তৃত এক কৃমিকুণ্ড আছে। সে সেই কুণ্ডের কৃমি হইয়া কৃমি ভক্ষণ করে এবং তথাকার কৃমিরাও তাহাকে ভক্ষণ করে। এইরূপে যেসমস্ত লোক অপরকে ভাগ না দিয়া সমস্ত বস্তুটীই নিজে ভোগ করে অথবা যজ্ঞাবশিষ্ট দ্রব্য গ্রহণ না করে, তাহাদের যতকাল পর্য্যন্ত সেই পাপক্ষয় না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত তাহারা অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত থাকিয়া স্ব-স্ব আত্মাকে নানা যন্ত্রণা ভোগ করায়।

১১। ইহলোকে যে ব্যক্তি প্রাণসঙ্কট উপস্থিত না হইলেও ব্রাহ্মণ কিংবা অপর ব্যক্তির হিরণ্য-রত্নাদি ধন চৌর্য্যবৃত্তি কিংবা বলপ্রয়োগদ্বারা অপহরণ করে, পরলোকে যমদূতগণ সেই ব্যক্তিকে 'সন্দংশ'-নামক নরকে নিক্ষেপ করিয়া লৌহময় অগ্নিপিণ্ড ও সাঁড়াশী দ্বারা তাহার ত্বক্ ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়।

১২। ইহলোকে যে ব্যক্তি অগম্যা-স্ত্রীতে কিংবা যে স্ত্রী অগম্য-পুরুষে অভিগমন করে, পরকালে যমদূতগণ সেই পুরুষ বা স্ত্রীকে 'তপ্তশূর্ম্মি'-নামক নরকে লইয়া গিয়া কশাঘাত করে এবং পুরুষকে তপ্ত লৌহময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি ও স্ত্রীকে তদ্রূপ পুরুষ-মূর্ত্তি দ্বারা আলিঙ্গন করায়।

১৩। যে ব্যক্তি ইহলোকে পক্ষাদিতেও অভিগমন করে, পরকালে যমকিঙ্করগণ তাহাকে 'বজ্রকণ্টকশাল্মলী'-নামক নরকে নিক্ষেপ করে। ঐ নরকে এক শাল্মলী বৃক্ষ আছে, উহার কণ্টক বজ্রতুল্য। যমদূতগণ পাপীকে তাহাতে চড়াইয়া টানিতে থাকে।

১৪। ইহলোকে যেসকল রাজন্য বা রাজপুরুষ সৎকুল-জাত হইয়াও ধর্ম্মসেতু ভেদ করে, সেইসকল ব্যক্তি অবমানিত হইয়া পরলোকে 'বৈতরণী'-নদীতে নিপতিত হয়, ঐ নদী নরকের পরিখা-স্বরূপ। তাহাতে যেসকল হিংস্র জলজন্তু আছে, তাহারা ঐ পাপীকে ভক্ষণ করিতে থাকে, তথাপি ঐ পাপীর দেহনাশ বা প্রাণ বহির্গত হয় না, নিজের পাপজনিত কর্ম্ম-বিপাক স্মরণ করিতে করিতে সেই ব্যক্তি বিষ্ঠা, মূত্র, পূয়, শোণিত, কেশ, নখ, অস্থি, মেদ, মাংস ও বসা-বাহিনী নদীতে পড়িয়া ভীষণ-যন্ত্রণা ভোগ করে।

১৫। যে-সকল লোক এই সংসারে শূদ্র-পতি হইয়া শৌচ, আচার ও নিয়ম হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং লজ্জা বিহীন হইয়া পশুর ন্যায় স্বেচ্ছাচার করে, মৃত্যুর পরে তাহারা 'পূয়োদ'-নামক নরকের পূয়, বিষ্ঠা, মূত্র, শ্লেষ্মা ও লালাপূর্ণ সাগরে পতিত হইয়া সেইসকল অতি ঘৃণিত পদার্থ ভক্ষণ করে।

১৬। ইহলোকে ব্রাহ্মণাদি যেসকল লোক কুক্কুর ও গর্দ্দভপালক হইয়া তদ্দ্বারা বিহিত কাল ব্যতীত অন্য সময়েও মৃগয়ায় বহির্গত হয় এবং পশুহনন করে, মৃত্যুর পরে যমদূতগণ তাহাদিগকে 'প্রাণিবিরোধ'-নামক নরকে নিক্ষেপ করে এবং তথায় উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বাণ-দ্বারা বিদ্ধ করিতে থাকে।

১৭। যেসকল দাম্ভিক ব্যক্তি ইহলোকে কেবল দম্ভ প্রকাশ করিবার জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে এবং সেই যজ্ঞে পশু বধ করে, পরলোকে তাহারা 'বৈশস' নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। যমদূতগণ তাহাদিগকে অশেষ যাতনা দিয়া বধ করে।

১৮। ইহলোকে যে দ্বিজ কামান্ধ হইয়া তাহার সবর্ণা ভার্য্যাকে বশীকরণার্থ স্বীয় শুক্র পান করায়, পরলোকে যমানুচরগণ তাহাকে 'লালাভক্ষ'-নামক নরকে নিক্ষেপ করে। তথায় তাহারা শুক্র-নদীর মধ্যে তাহাকে শুক্রপান করায়।

১৯। ইহলোকে যে সকল ব্যক্তি দস্যুবৃত্তি করে, পরগৃহে অগ্নি দেয় অথবা পর-প্রাণ-বিনাশার্থ বিষ প্রদান করে কিংবা যেসকল রাজা বা রাজদূত গ্রামবাসী বা বণিগ্‌গণকে হিংসা করে, মৃত্যুর পর তাহারা 'সারমেয়াদন'-নামক নরক প্রাপ্ত হয়। তথায় সপ্তশতবিংশতি-সংখ্যক যমানুচর কুক্কুর তাহাদের বজ্রতুল্য দংষ্ট্রাদ্বারা অত্যন্ত আনন্দের সহিত সেইসকল পাপীকে ভক্ষণ করিতে থাকে।

২০। যেসকল ব্যক্তি ইহলোকে সাক্ষ্য-প্রদান-সময়ে বা ক্রয়-বিক্রয়কালে কিংবা দান-সময়ে কোনপ্রকার মিথ্যা কথা বলে, পরলোকে যমদূতগণ তাহাদিগকে শত-যোজন-উন্নত পর্ব্বত-শিখর হইতে অধঃশিরা করিয়া 'অবীচিমৎ'-নামক নরকে নিক্ষেপ করে। উহাতে কোন অবলম্বন স্থান নাই। প্রস্তর-পৃষ্ঠস্থ জলের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে, সুতরাং বীচি অর্থাৎ তরঙ্গ নাই, এইজন্যই উহাকে 'অবীচি' বলে। উহাতে পতিত হইয়া পাপিগণের শরীর তিল তিল করিয়া বিশীর্ণ হইতে থাকে, কিন্তু একেবারে মৃত্যু হয় না। যমদূতগণ পুনরায় তাহাদিগকে ঐরূপ উচ্চ-প্রদেশ উঠাইয়া তথা হইতে ঐ নরকে নিক্ষেপ করে,—এইরূপে নানা যাতনা প্রদান করে।

২১। ইহলোকে যে ব্রাহ্মণ ভ্রূণহত্যে ব্রাহ্মণী সুরা পান করে কিংবা যে কেহ ব্রতস্থ হইয়া অথবা যে কোন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য প্রমাদ-বশতঃ সোমরস পান করে, যমদূতগণ তাহাদিগকে 'অঃপান'-নামক নরকে লইয়া গিয়া পদদ্বারা তাহাদের বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরে এবং মুখে অত্যন্ত উত্তাপ-সংযোগে দ্রবীকৃত কৃষ্ণবর্ণ লৌহ সেচন করে।

২২। এই সংসারে যে আত্ম-সম্ভাবিত ব্যক্তি নিজে অধম হইয়াও 'আমি বড়' বলিয়া মিথ্যা-অহঙ্কারপূর্ব্বক তদপেক্ষা জন্ম, তপস্যা, বিদ্যা, আচার, বর্ণ ও আশ্রমাদির পদবীতে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে বহুমানন করে না, সে ব্যক্তি জীবদ্দশাতেই মৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আবার মৃত্যুর পর যমদূতগণ তাহাকে অধোমুণ্ড করিয়া 'ক্ষার-কর্দ্দম'-নামক নরকে নিক্ষেপ করে। তথায় সে অত্যন্ত দুঃখ-যাতনা ভোগ করিতে থাকে।

২৩। ইহ সংসারে যেসকল পুরুষ হত্যালক্ষণ যজ্ঞদ্বারা ভৈরব ও ভদ্রকালী প্রভৃতি দেবতার পূজা করিয়া নররূপী পশু ও স্ত্রীগণকে ভক্ষণ করে, মৃত্যুর পর সেই সকল হিংসিত পশু যমালয়ে রাক্ষস হইয়া সৌনিকের (ঘাতকের) ন্যায় সুতীক্ষ্ণ খড়্গ-দ্বারা তাহাদিগকে বধ করে। ইহলোকে পুরুষ-মেধ-যজ্ঞকারী ব্যক্তি যেমন নররূপী পশুর রক্তপান করিয়া আনন্দে নৃত্যগান করিতে থাকে, সেই সকল হিংসিত পশুও তদ্রূপ পরলোকে হিংসাকারীর রক্ত পান করিয়া আনন্দে নৃত্যগান করিতে থাকে।

২৪। ইহলোকে যে-সকল নিরপরাধ পশু জীবনরক্ষার্থ ব্যাকুল হইয়া গ্রাম বা অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে, সেইসকল নিরীহ প্রাণীকে যাহারা নানাবিধ বিশ্বাসোপায়-দ্বারা বিশ্বাস জন্মাইয়া শূল অথবা সূত্রাদিতে বিদ্ধ করে, এবং ক্রীড়াসামগ্রীর ন্যায় ক্রীড়া করিয়া যাতনা দেয়, তাহারা পরলোকে 'শূলপ্রোত'-নামক নরকে নীত হয়। তথায় তাহাদের দেহ শূলাদিতে প্রোথিত হইয়া ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হয়। চারিদিক্ হইতে কঙ্ক ও বট প্রভৃতি তীক্ষ্ণচঞ্চু পক্ষী আসিয়া তাহাদিগকে পীড়ন করিতে থাকে। এইরূপে যম-যাতনায় অস্থির হইয়া তখন তাহারা স্বকৃত পাপরাশি স্মরণ করিতে থাকে।

২৫। যেসকল মনুষ্য ইহলোকে সর্পাদি খল-স্বভাব প্রাণীর ন্যায় ক্রোধপরায়ণ হইয়া প্রাণিগণকে পীড়ন করে, তাহারা পরলোকে 'দন্দশূক'-নামক নরকে পতিত হয়। ঐ নরকে পঞ্চমুখ ও সপ্তমুখ দন্দশূক-গণ উহাদিগকে মূষিকের ন্যায় ধরিয়া গ্রাস করিতে থাকে।

২৬। যেসকল লোক ইহলোকে প্রাণিগণকে অন্ধকূপে, কুম্ভে (গোলা বা তুষানল) এবং গুহাদিতে রুদ্ধ করিয়া পীড়ন করে, তাহারা পরলোকে 'অবট-

বিরোধন'-নামক নরক প্রাপ্ত হয়। তথায় তাহারা ঐরূপ অন্ধকূপাদিতে বিষমিশ্রিত বহ্নি ও ধূমদ্বারা শ্বাসরোধ জনিত যন্ত্রণা ভোগ করে।

২৭। যে সকল গৃহপতি ইহলোকে অতিথি-অভ্যাগত দেখিলে যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে এবং পাপ-কুটিল দৃষ্টিদ্বারা যেন তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হয়, তাহারা 'পর্য্যাবর্ত্তন' নামক নরকে পতিত হয়। তথায় বজ্রের ন্যায় কঠিন চঞ্চুবিশিষ্ট গৃধ্র, কাক ও বটাদি পক্ষী ঐ পাপদৃষ্টি ব্যক্তির চক্ষুর্দ্বয় সহসা বলপূর্ব্বক উৎপাটন করে।

২৮। যে ব্যক্তি ইহলোকে ধনমদে মত্ত হইয়া 'আমি শ্রেষ্ঠ'—এইরূপ অহঙ্কারে বক্রদৃষ্টি হয় ধনাপহরণের আশঙ্কায় গুরু-জনের প্রতিও সন্দিগ্ধমনা হয়, ধনক্ষয়ভাবনায় যাহার হৃদয় ও বদন শুষ্ক হইতে থাকে, (সুতরাং সে কোনপ্রকারেই শান্তিলাভ করিতে পারে না—পিশাচের ন্যায় কেবল অর্থের রক্ষাদি মাত্র করিয়া থাকে) সে ব্যক্তি ঐ প্রকার অর্থের উপার্জ্জন, বর্দ্ধন ও রক্ষণাদি-বিষয়ে চিত্ত সন্নিবেশ করায় পরলোকে 'সূচীমুখ'-নামক নরকে নিপতিত হয়। যমদূতগণ ঐ ধন পিশাচ পাপীর সর্ব্বাঙ্গে তন্তুবায়ের ন্যায় সূত্রবয়ন করে।

পাপের যে কি ভীষণ পরিণাম, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত হইতে আমরা অল্পবিস্তর আলোচনা করিলাম। শাস্ত্রের এত কথা শুনিয়াও যদি আমরা এখনও সাবধান না হই, তাহা হইলে আমাদের ইহকাল ও পরকাল যে কিরূপ ভয়াবহ, তাহা সহজেই অনুমেয়। ভগবদ্ভক্ত কিন্তু স্বর্গ বা নরকের কোনই ধার ধারেন না। তাঁহারা সব ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন। ভক্তিপ্রভাবে আর তাঁহাদের কোন অসুবিধা থাকে না। যাঁহারা ভগবৎপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন ও করিবেন, তাঁহাদের আর কোন চিন্তা নাই, নতুবা কষ্টভোগ অনিবার্য্য। আমরা এ জন্মে বা পূর্ব্বজন্মে যে কত করিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। এখনও যদি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করি, তাহা হইলে উদ্ধারের আশা আছে, নতুবা পাপ-মলিনচিত্ত আমাদের সকলকেই নরক ভোগ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। আমাদের এই দুর্দ্দশা দেখিয়াই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো
মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥

—হে অর্জ্জুন! তুমি লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। ঐসকল ধর্ম্ম-ত্যাগের জন্য অনুশোচনা করিও না, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব।

যাহারা হরিভজন করে না, তাহাদের অধোগতি বা নরকপ্রাপ্তির কথা শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে,—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি' মজে॥

উচ্চকীর্ত্তন

——::(০)::——

মনে মনে শ্রীনামগ্রহণ করিলে যে ফল লাভ হয়, উচ্চৈঃস্বরে নাম-কীর্ত্তন করিলে তাহা অপেক্ষা শতগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্‌কে মনে মনেও ডাকা যায় এবং উচ্চৈঃস্বরেও ডাকা যায়। তবে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে বহু ব্যক্তি ভগবানের নাম শ্রবণ করিতে পারে এবং তদ্ধেতু বহু লোকের মঙ্গল লাভ হয়। নামশ্রবণকার্য্য নবধা ভক্তির প্রধান অঙ্গ। সাধুগণ উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্ত্তন না করিলে কাহারও শ্রবণভক্তিতে অধিকার হয় না। যাহারা উচ্চ কীর্ত্তনের বিরোধী, তাহারা পাষণ্ডী। নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—

উচ্চ করি' লৈলে শতগুণ পুণ্য হয়।
দোষ ত' না কহে শাস্ত্রে, গুণ সে বর্ণয়॥
শুন বিপ্র, সকৃৎ শুনিলে কৃষ্ণ-নাম।
পশু-পক্ষী-কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম॥
পশু পক্ষী কীট-আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তা'রা সব তরে॥
জপিলে শ্রীকৃষ্ণনাম আপনে সে তরে।
উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে পর-উপকার করে॥
জপকর্ত্তা হৈতে উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনকারী।
শতগুণ অধিক সে পুরাণেতে ধরি॥

শাস্ত্র বলিতেছেন,—

জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতূন্
পুনাতি চ॥

যিনি হরিনাম জপ করেন, তাঁহা হইতে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনকারী ব্যক্তি যে শতগুণে শ্রেষ্ঠ, ইহা সঙ্গতই বটে, যেহেতু জপকর্ত্তা কেবলমাত্র নিজেকেই পবিত্র করেন, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্ত্তনকারী ব্যক্তি নিজেকে এবং শ্রোতৃগণকে অর্থাৎ সকলকেই পবিত্র করিয়া থাকেন।

ভক্তের শ্রীমুখে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিলে শুশ্রূষু জীবমাত্রেরই মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি-লাভ হইয়া থাকে। বৈকুণ্ঠনাম জীবকে ভোগবুদ্ধি হইতে রক্ষা করিয়া সেবা-বুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করে। ভক্ত-জিহ্বারূপ বৈকুণ্ঠধামে জড়াকাশের ন্যায় কোন ভোগ্য বস্তু নাই। সেইজন্য বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণ করিলেই জীব মুক্ত হয়। শ্রীনাম যে-কোন মুহূর্ত্তে শুদ্ধভাবে উচ্চারণকারী যে-কোন ব্যক্তিকে সম্যগ্‌ভাবে পবিত্র করিতে সমর্থ।

হরিনামজপকারী অপেক্ষা উচ্চনাম-সঙ্কীর্ত্তনকারী শতগুণ অধিক ফল লাভ করেন। মূর্খ গুরুক্রবের নিকট গোপনে হরিনামের ছলনায় যদি অন্য কিছু শব্দ-শ্রবণ করিয়া জপকারী ব্যক্তি ভোগময়-বুদ্ধিবশে সকাম উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহার কখনই নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না। আর মহাভাগবত-শিরোমণি শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে শ্রুত শুদ্ধ-হরিনাম কীর্ত্তন করিলে অপরাপর শ্রোতৃ-বৈষ্ণবগণ সেই হরি-নামের মহিমা পরস্পরকে বুঝাইয়া দেন। তাহাতে জপকারী অপেক্ষা উচ্চনাম-কীর্ত্তন-কারীর মঙ্গল লাভই হয়। নামাপরাধ, নামাভাস ও শুদ্ধ-শ্রীনামগ্রহণ—এই বিবিধ বিচার-বৈশিষ্ট্য যাহাদের উপলব্ধির বিষয় হয় না, তাহারা অনেক সময়েই দশাপরাধের মধ্যে প্রথমতঃ নামৈকনিষ্ঠ নামাশ্রিত সাধু বা বৈষ্ণবের নিন্দা করে এবং গুরুদেবের অবজ্ঞা-রূপ ভীষণতম অপরাধ করিয়া বসে,—গুরুকে মর্ত্ত্যজীব-বুদ্ধি করিয়া অসূয়া বা অবজ্ঞা করে। প্রাকৃত বস্তুকে দেবজ্ঞান করিয়া তাদৃশ দেবগণের সহিত সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর সমতা-দর্শনে তাহাদের অপরাধ ঘটে, তৎফলে তাহারা ঐকান্তিক বৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া বৈষ্ণবাপরাধী হইয়া পড়ে। তাহাদের শ্রীনাম-প্রভুর সেবায় অনবধান এবং নাম-মহিমায় অর্থবাদ-কল্পনারূপ অপরাধ আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা অন্য শুভ-ক্রিয়ার সহিত নামগ্রহণকে তুল্য বলিয়া জ্ঞান করে এবং নামবলে পাপ প্রবৃত্তিক্রমে পাপাসক্ত হয়। তাহারা দ্রবিণ-লোভের বশবর্ত্তী হইয়া গুরুর সজ্জা গ্রহণপূর্ব্বক অশ্রদ্ধধানে পণ্যদ্রব্যবিক্রয়ের ন্যায় নামোপদেশাদি প্রদানের ছলনা করিয়া জগতের অমঙ্গল সাধন করে এবং 'অহং-মম'-ভাবপ্রমত্ত হইয়া ক্রমশঃ বেদশাস্ত্রে ও বেদানুগ ব্রাহ্মণগণের প্রতি বিরোধী হইয়া পড়ে। এইপ্রকার দশবিধ অপরাধ জপকর্ত্তাকে অধঃপতিত করে, কিন্তু শ্রীনামকীর্ত্তনকারী সৎসঙ্গপ্রভাবে ঐসকল অপরাধ বুঝিতে পারিয়া নির্জ্জনভজনের অসুবিধা হইতে অবসর লাভ করিতে পারেন।

মানুষ ব্যতীত অন্য প্রাণীরও জিহ্বা আছে। তাহারা নানা-প্রকার ধ্বনি উচ্চারণ করিতে পারে বটে কিন্তু মানব ব্যতীত আর কোন প্রাণীই কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে পারে না। তবে কেহ কেহ বলিতে পারেন,—'পক্ষিগণও ত' কৃষ্ণনামোচ্চারণের ন্যায় শব্দের অনুকরণ করে, তাহাতে তাহাদেরও ত' উত্তমগতি অর্থাৎ মুক্তিলাভ ঘটিতে পারে?' তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, 'অনুকরণ' ও 'অনুসরণ' সম্পূর্ণ পৃথক্ কার্য্য। অনুকরণ-কারী কৃষ্ণনামের ন্যায় জড়াকাশের ইন্দ্রিয়-ভোগ্য শব্দগুলি উচ্চারণ করিলেও তাহার সেবোন্মুখ জিহ্বায় চিদিন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিদাকাশ বিরাজিত কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হন না। কৃষ্ণেতর বিষয়-ভোগের উদ্দেশে সকামভাবে যে উচ্চারিত নাম-প্রতিম শব্দ, তাহা বৈকুণ্ঠ-নাম নহে। উহা তুচ্ছ ফল প্রদান করিতে সমর্থ বলিয়া নামাপরাধ-শব্দেই কথিত, উহা শুদ্ধ নামের ফল কৃষ্ণপ্রেমা উদয় করাইতে পারে না।

প্রাণিমাত্রেই বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণ করিতে না পারিলেও ভগবদ্ভক্তের নিকট হইতে তাহারা কর্ণদ্বারা বৈকুণ্ঠ-নাম শ্রবণ করিতে পারে। বৈকুণ্ঠ-নাম শ্রবণে যাহার যোগ্যতা হইল না, তাহার জীবন সত্যসত্যই বৃথা। যে বৈকুণ্ঠ-নামকীর্ত্তনের শ্রবণে অধিকার পাইয়া তৎপ্রভাবে যে-কোন প্রাণী জীবন্মুক্ত হইতে পারে, সেই উচ্চ-হরিনাম-কীর্ত্তন কখনও দোষের বা তর্কদ্বারা সমালোচনার বিষয় হইতে পারে না।

এক ব্যক্তি স্বার্থপর হইয়া নিজেকে পোষণ করে, আর অপর ব্যক্তি নিজেকে পোষণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজ ব্যতিরিক্ত অপর সহস্র ব্যক্তিকেও পোষণ করে, —এই দুইজনের মধ্যে কাহার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতে হইবে? ইহা বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, উচ্চ-নামকীর্ত্তনকারী কেবলমাত্র স্বার্থপর নহে, পরন্তু নিঃস্বার্থ ও পরার্থপর, সুতরাং কেবলমাত্র জপকারী অপেক্ষা উচ্চ নামকারী শ্রেষ্ঠ। অতএব কেবলমাত্র নামজপ অপেক্ষা উচ্চনাম-সঙ্কীর্ত্তন শত-সহস্র-গুণে শ্রেষ্ঠ।

দ্বিবিদ

——::০::——

নরকাসুরের সখা মৈন্দবানরের ভ্রাতা দ্বিবিদ-নামক এক মহাবলশালী বানর ছিল। শ্রীকৃষ্ণ দ্বিবিদ-বানরের মিত্র নরকাসুরকে নিহত করিলে দ্বিবিদ তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য অগ্নি দিয়া নগর, গ্রাম ও গোপ-গণের আবাসস্থান-সমূহ দগ্ধ করিতে লাগিল। এক'দন সেই বানর পর্ব্বতসমূহ উৎপাটিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেখানে বাস করিতেন, সেই আনর্ত্তদেশ বিশেষভাবে ক্ষতি করিয়াছিল। সে সমুদ্র-বায়ু হইয়া নাসিকাদ্বারা সমুদ্রজল নিক্ষেপপূর্ব্বক দেশসমূহকে প্লাবিত করিতে লাগিল। সেই দুরাচার মহর্ষিগণের আশ্রম-তরুসমূহ ভগ্ন এবং মলমূত্র নিক্ষেপদ্বারা যজ্ঞীয় অগ্নিসমূহ দূষিত করিত। ঐ গর্ব্বিত বানর নর-নারীগণকে পর্ব্বতকন্দরে প্রস্তর-দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিত। এইরূপ দৌরাত্ম্য করিয়া সে সুমধুর ধ্বনি শ্রবণপূর্ব্বক রৈবতক-পর্ব্বতে গমন করিল। তথায় শ্রীবলদেব প্রভু রমণীগণের সহিত বিরাজ করিতেছিলেন। সেই দুষ্ট বানর তথায় বৃক্ষ-শাখায় আরোহণপূর্ব্বক মুখভঙ্গী-সহকারে কিল-কিল শব্দ করিতে লাগিল। রমণীগণ তাহার ধৃষ্টতা দর্শন করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। ঐ বানর শ্রীবলদেবকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার সম্মুখেই রমণীগণকে উপহাস করায় শ্রীবলদেব প্রভু কুপিত হইয়া তৎক্ষণাৎ মেষলাঙ্গলদ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন। তথাপি সেই গর্ব্বিত বানর নিজের দুর্ব্যবহার পরি-ত্যাগ করিল না। তখন শ্রীবলদেব প্রভু তাহাকে হত্যা করিবার জন্য হস্তে মুষল গ্রহণ করিলেন। মহাবল দ্বিবিদ স্বহস্তে শালবৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া তদ্দ্বারা শ্রীবলদেব

প্রভুর মস্তকে আঘাত করিল। শ্রীবলদেব প্রভু মস্তকোপরি পতনোন্মুখ ঐ শাল বৃক্ষকে স্বহস্তে ধারণপূর্ব্বক মুসলদ্বারা দ্বিবিদকে আঘাত করিলেন, সেই আঘাতে রক্তাক্তকলেবর হইয়াও সে পুনরায় অন্য এক বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া তদ্দ্বারা শ্রীবলদেব প্রভুকে প্রহার করিল। শ্রীবলদেব প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ বৃক্ষকে শতভাগে বিভক্ত করিলেন। তখন সে ক্রোধে অন্য এক বৃক্ষদ্বারা আঘাত করিলে শ্রীবলদেব প্রভু তাহাও ছেদন করিলেন। অনন্তর দ্বিবিদ অসহিষ্ণু হইয়া শ্রীবলদেব প্রভুর উপর শিলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে তিনি অনায়াসে সমস্ত শিলা চূর্ণ করিলেন। তখন দ্বিবিদ তালবৃক্ষ পরিমাণ স্বীয় ভুজযুগল মুষ্টিবদ্ধ করিয়া শ্রীবলদেব প্রভুর বক্ষোদেশে প্রহার করিলে শ্রীবলদেব প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া ভুজদ্বয়ে মুষল ও লাঙ্গল নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহার কণ্ঠ ও বাহুমূলে আঘাত করায় সে রক্তবমন করিতে করিতে ভূপতিত হইল। এই দুরাচার বানরের নিধনে দেবর্ষি, সিদ্ধ ও দেবতাগণ সকলেই আনন্দিত হইয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। শ্রীবলদেব প্রভু দ্বিবিদকে বধ করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন।

যদি কেহ প্রশ্ন করেন, 'দ্বিবিদ বানর ভগবান্ রামচন্দ্রের এত সেবা করিয়া পরে ভাগবদ্‌বিদ্বেষী কি করিয়া হইল?—শুনিয়াছি, দ্বিবিদ ত' রামোপসাক।' তদুত্তরে ভগবৎ-পরম শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু 'শ্রীভক্তি-সন্দর্ভে' জানাইয়াছেন,—"শ্রীরামাদির উপাসনায় মৈন্দ দ্বিবিদ প্রভৃতি যেসকল আবরণ-দেবতা বর্ত্তমান, তাঁহারা তদীয় নিত্য ধামগত এবং নিত্য ও শুদ্ধস্বরূপে বিরাজিত। মৈন্দ-দ্বিবিদ প্রভৃতি ভাগবতবর্ণিত ভগবদ্-বিদ্বেষী বানরগণ উক্ত নিত্যধামগত পার্ষদগণ হইতে ভিন্ন। উক্ত জীবগণ নিজ নিজ লোকে নিত্যপ্রাকট্যবিশিষ্ট শ্রীরামচন্দ্রাদির প্রপঞ্চ-প্রাকট্য-কালে তাঁহার সাহায্যার্থ নিত্যপার্ষদ-স্বরূপ মৈন্দ দ্বিবিদ প্রভৃতির শক্ত্যাবেশবিশিষ্টরূপে উৎপন্ন হইয়া তৎকালে সুগ্রীবাদি ভাগবতগণের প্রতি বিদ্বেষশীল বালি প্রভৃতির সংসর্গে এবং পরবর্ত্তিকালে ভগবদ্‌বিদ্বেষী নরকাসুর প্রভৃতির সঙ্গবশতঃ দুষ্টভাবাপন্ন হইয়াছে।

সারকথা

যে দুষ্কৃতিজন বৈষ্ণবের নিন্দা করে।
জন্ম-জন্ম নিরবধি সে-ই দুঃখে মরে॥
বৈষ্ণবের ঠাঞি যা'র হয় অপরাধ।
কৃষ্ণকৃপা হইলেও তা'র প্রেম-বাধ॥
যে বৈষ্ণবস্থানে অপরাধ হয় যা'র।
পুনঃ সেই জন্মিলে সে ঘুচে, নহে আর॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২২শ)

শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব

বিগত ২২শে অগ্রহায়ণ, ৮ই ডিসেম্বর, সোমবার কৃষ্ণচতুর্থী-তিথিতে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট জগদ্‌গুরু ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পঞ্চম-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিন্ন-বিগ্রহ ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভাগবতপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীধাম-মায়াপুরে শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ঐ দিবস উষঃকীর্ত্তন ও মঙ্গলারাত্রিকের পর পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেব ও তদভিন্নবিগ্রহ পরমারাধ্য শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজকে অগ্রণী করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে একটী বিরাট্ নগর সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। সঙ্কীর্ত্তন যাহিনী পথে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দিরে উপস্থিত হয়, তথায় দণ্ডবৎ-প্রণাম ও সমাধিমন্দির পরিক্রমার পর উহা শ্রীগৌড়ীয় ভবন ও শ্রীবাস-অঙ্গনের শ্রীবিগ্রহ-দর্শন ও প্রণামের পর শ্রীযোগপীঠে উপস্থিত হয় এবং তথায় শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও দণ্ডবৎ-প্রণামান্তর শ্রীমন্দির-পরিক্রমা করিয়া তৎপরে শ্রীমুরারি-গুপ্তের ভবনে উপস্থিত হইয়া তথাকার শ্রীমন্দির পরিক্রমার পর শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত ভক্ত ও সজ্জনমণ্ডলী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ এবং শ্রীধামবাসী সমস্ত বৈষ্ণব এই নগর-সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের কৃপাদেশানুসারে "যে আনিল প্রেমধন করুণা-প্রচুর" —এই গীতিটী নগর-সঙ্কীর্ত্তনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করা হইয়াছিল।

অনন্তর শ্রীঅবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে সমাগত ভক্ত ও সজ্জন-মণ্ডলীর সভায় পরমারাধ্য শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-অনুভূতি কিপ্রকারে আমাদের চিত্তে উদিত হইতে পারে, তদ্বিষয় আবেগময়ী ভাষায় প্রথমে আধ ঘণ্টা যাবৎ কীর্ত্তনের পর শ্রীবিরহসংখ্যা-গৌড়ীয় হইতে "শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ"-শীর্ষক প্রবন্ধটীর কতকাংশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে সমাগত সজ্জনমণ্ডলী, শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দ ও সর্ব্বসাধারণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় পুনরায় শ্রীঅবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে ভক্তবৃন্দ ও বিদ্বজ্জনমণ্ডলী-সমন্বিত একটী সভায় পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্যদেব কৃপাপরবশ হইয়া যোগদানপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করেন। শ্রীপাদ সত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীল আচার্যদেবের কৃপাদেশে "শ্রীরূপ-মঞ্জরীপদ, সেই মোর সম্পদ" গীতিটী কীর্ত্তন করিলে পর শ্রীল আচার্যদেবের ইচ্ছানুসারে পরমারাধ্য শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ গৌড়ীয়ের ১৬।১৭শ সংখ্যায় প্রকাশিত "গৃহব্রতধর্ম্মে অপরাধ"-শীর্ষক প্রবন্ধটী সভায় দণ্ডায়মান হইয়া পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে শ্রীশ্রীল আচার্যদেব উপরি-উক্ত গীতিটীর শেষোক্ত "তুয়া অদর্শন-অহি গরলে জারল দেহী"—এই বাক্যটীর প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রায় ২ ঘণ্টাকাল সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীগুরুবর্গের বিরহোৎসব জিনিষটী কি, তাহা সকলকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেন।

তদনন্তর সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে শ্রীঅবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে সমবেত ভক্ত ও সজ্জনমণ্ডলীর সভায় মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু ও শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী প্রভু রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত বিরহসংখ্যা-গৌড়ীয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করা হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যমঠের আশ্রিত বিভিন্ন শাখামঠ-সমূহেও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথি-পূজা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

কয়েকটী জ্ঞাতব্য-বিষয়

পরস্পর বিপরীত

কাম ও প্রেম। দৈবী ও আসুরী সৃষ্টি। অনুকরণ ও অনুসরণ। শুদ্ধা ভক্তি ও বিদ্ধা ভক্তি। যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্য। বদ্ধ ও মুক্ত। ভক্তিগতি ও ভক্তিস্তম্ভ। অপ্রাকৃত-সহজিয়া ও প্রাকৃত-সহজিয়া। চিদ্রস ও জড়রস। বিলাস ও বিবাগ, শ্রীধাম ও গ্রাম। শ্রীকৃষ্ণ ও মায়া। সেবা ও ভোগ। সেব্য ও ভোগ্য। নাম ও নামাপরাধ। পুতুল ও শ্রীবিগ্রহ। জল ও গঙ্গা।

ক্লেশ ও তাপ

পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা—ইহাই ক্লেশ। আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—ইহাই ত্রিতাপ।

দশা

শ্রবণ-দশা, বরণ-দশা, স্মরণ-দশা, আপন-দশা ও সম্পত্তি দশা।

পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত

দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময় ও গোমূত্র—পঞ্চগব্য, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও চিনি—পঞ্চামৃত।

অষ্টাঙ্গ প্রণাম

পদ, হস্ত, জানু, বক্ষ, বুদ্ধি, মস্তক, বাক্য ও দৃষ্টি দ্বারা অষ্টাঙ্গ প্রণাম।

নবেজ্যা

অর্চ্চন, মন্ত্রপাঠ, যোগ, যাগ, বন্দন, নামসঙ্কীর্ত্তন, সেবা, চিহ্নদ্বারা অঙ্কন ও বৈষ্ণব-আরাধন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

গয়ায়

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা গয়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে প্রাতে শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি, অপরাহ্ণে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত মঠসেবকগণ মধ্যে মধ্যে সহরের বিভিন্নস্থানে শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের গৃহে পাঠ-কীর্ত্তন ও হরিকথা প্রচার করিতেছেন। গত ২৭শে নভেম্বর মঠসেবকগণ সন্ধ্যারাত্রিকের পর রায়বাহাদুর শ্রীযুত কালীনাথ সিংহ জমিদার মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে তাঁহার বাড়ীতে গমনপূর্ব্বক প্রায় ১ ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। গত ২৮শে নভেম্বর তাঁহারা কবিরাজ শ্রীযুত গঙ্গাধর বৈদ্য মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

পাটনায়

গত ৩০শে নভেম্বর সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম শাখা পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের কতিপয় সেবক পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের আনুগত্যে স্থানীয় গৃহস্থভক্ত শ্রীযুত প্রভুনাথ সাহাই হেড্ ট্রেণ এক্সামিনার মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার গৃহে গমন করেন। গুরুবন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য খণ্ড ১ম অধ্যায় হইতে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় মাতার শচীদেবী প্রতি উপদেশ-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পাঠান্তে কীর্ত্তন হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

দিল্লীতে

গত ২৬শে নভেম্বর দিল্লী-শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার বিশিষ্ট কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত আশুতোষ ব্যানার্জ্জি মহোদয়ের স্থানীয় পার্ষিং স্কোয়ারস্থিত কোয়ার্টারে গমন করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তনান্তে গৌড়ীয়মিশনের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী প্রভু আস্তিকতার প্রথম সোপানস্বরূপ চেতনসত্তায় বিশ্বাস হইতে আরম্ভ করিয়া ভগবদ্ভক্তির এবং যোগমায়া-প্রভাবে চিদ্‌বিলাসের বিভিন্ন রহস্যের বিষয় অতি সুন্দরভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ ও শ্রীগোপীনাথে উপাখ্যান পাঠ ও উহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা হয়। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমণীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীনন্দকিশোর-ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ১০ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৭শে অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১৩ই ডিসেম্বর, ইং ১৯৪১, শনিবার { ২২৫তম সংখ্যা

সভার কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ নারায়ণ, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

—::০::—

ভক্ত ভগবদ্ভক্তিমান্ এবং ভগবান্ ভক্ত-ভক্তিমান্। উভয়েই উভয়ের অনুগত। ভক্ত ভগবানের চিন্তা করেন, ভগবান্ও ভক্তের চিন্তা করিয়া থাকেন। ভক্ত স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকায় তাঁহার কোন অভাব নাই। যেখানে কামনা, সেইখানেই অভাববোধ ও তৎপূরণের চেষ্টা। ভক্ত অন্যমনস্ক নহেন, তিনি কৃষ্ণমনা বলিয়া সর্ব্বক্ষণ সজাগ। ভক্ত ভুলক্রমেও কৃষ্ণকে ভুলেন না। ভগবানের সুখেই ভক্তের সুখ এবং ভক্তের সুখেই ভগবানের সুখ হয়। ভক্ত ও ভগবান্—উভয়ের মধ্যে দেনা-পাওনা কিছু নাই। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে যে টান, তাহা সহজ ও স্বাভাবিক। চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে এইটী তাহার স্বভাব। ভক্ত ও ভগবান্ পরস্পর পরস্পরকে স্বাভাবিকভাবে আকর্ষণ করিতেছেন। ভক্ত ও ভগবান্—উভয়েই কামনাশূন্য, উভয়ে উভয়ের নিকট হইতে কিছু চান না, অথচ পরস্পর পরস্পরের সুখবিধান না করিয়া থাকিতে পারেন না। ভক্ত যে ভগবানের সেবা করেন, তাহা খাজনা বা ঘুষ দেওয়ার মত নয়। সেখানে ভক্ত প্রাণের টানে প্রিয়ের সুখবিধানের জন্য ব্যস্ত। সেখানে সেবা সুখময়ী, সেবা না করিলে কষ্ট হয়, সেবা না করিলে প্রাণ বাঁচে না। সেবাই ভক্তের জীবন। যে প্রভুর নিকট হইতে কিছু আদায় করিতে চায়, সে ভৃত্য নয়, আর যিনি ভৃত্যের নিকট হইতে কিছু চান, তিনিও প্রভু নহেন।

আশাসানো ন বৈ ভৃত্যঃ স্বামিন্যাশিষ আত্মনঃ।
ন স্বামী ভৃত্যতঃ স্বাম্যমিচ্ছন্ যো রাতি চাশিষঃ॥
অহং ত্বকামস্ত্বদ্ভক্তস্ত্বঞ্চ স্বাম্যনপাশ্রয়ঃ।
নান্যথেহাবয়োরর্থো রাজসেবকয়োরিব॥
(ভাঃ ৭।১০।৫,৬)

শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীনৃসিংহদেবকে বলিতেছেন,—"যিনি স্বামীর নিকট স্বার্থ কামনা করেন, তিনি বস্তুতঃ সেবক নহেন এবং যে স্বামী সেবক হইতে প্রভুত্বলাভ-কামনায় তদীয় কামনা পূরণ করেন, তিনিও বস্তুতঃ প্রভু নহেন। পরন্তু আমি আপনার কামনাশূন্য ভক্ত এবং আপনিও প্রভুত্বলাভে নিস্পৃহ, অতএব আমাদের প্রয়োজন রাজা ও ভৃত্যের প্রয়োজনের ন্যায় পরস্পরের স্বার্থস্বরূপ নহে।"

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"প্রভু নিজভক্তের নিকট হইতে পূজা পাইতে ইচ্ছা করেন না, যেহেতু তিনি নিজের ভক্তের লাভেই পূর্ণ অর্থাৎ পরম সন্তুষ্ট। আরও একটী কারণ এই যে, তিনি করুণ অর্থাৎ পূজাদি-বিষয়ে ভক্তের যে কষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে অসহিষ্ণু অর্থাৎ ভক্তের কষ্ট তিনি সহ্য করিতে পারেন না। তাহা হইলে কি ভক্তগণ ভগবানের পূজা করেন না? তদুত্তরে বলিতেছেন,—'সেই তদীয় ভক্ত ভগবানের উদ্দেশে যে যে পূজার অনুষ্ঠান করেন, তাহা সমস্তই নিজের জন্যই হইয়া থাকে, অর্থাৎ ভগবানের সম্মানকেই নিজ সম্মানজ্ঞানে সুখ অনুভব করিয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন।' ভগবদ্গতপ্রাণ পুরুষের পক্ষে ভগবানের সম্মানেই যে নিজের সম্মান সঙ্গত হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—'মুখে যে যে শোভা করা হয়, কেবলমাত্র তাহাই যেরূপ প্রতিমুখের (প্রতিবিম্বের) শোভার জন্য হয়, পরন্তু অন্য কোনবস্তু তদ্রূপ প্রতিমুখের শোভাজনক হয় না,।"

শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন,—

নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো
মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।
যদ্যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং
তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ॥
(ভাঃ ৭।৯।১১)

এই করুণ প্রভু নিজলাভপূর্ণ বলিয়া অবিদ্বজ্জন হইতে কখনও নিজের মান অর্থাৎ পূজা ইচ্ছা করেন না। পরন্তু মুখে অঙ্কিত চিত্রাদির শোভা যেরূপ প্রতিমুখে লক্ষিত হয়, সেইরূপ মানবগণ ভগবানের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত পূজাদি করিয়া থাকে, তাহা নিজের আত্মারই সন্তুষ্টির কারণ হইয়া থাকে।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিতেছেন,—"'অবিদ্বান' অর্থাৎ পিতৃ সমীপে পুত্র যেরূপ অজ্ঞ, সেইরূপ তৎসমীপে যিনি অজ্ঞ, তাদৃশ ভক্তজন হইতে অথবা যিনি ভগবদাবেশ-বশতঃ অন্য কোন বিষয় অবগত নহেন, তাদৃশ ভক্ত হইতে।" যেখানে আবেশ, অভিনিবেশ, প্রীতি বা আপন-জ্ঞান অধিক থাকে, সেখানে মর্য্যাদা দিতে ভুলিয়া গেলেও দোষ হয় না। ভগবানের তাহাতেই সুখ। ভক্তের কোন ত্রুটী প্রভু ধরেন না। ভক্তকে লইয়াই ভগবানের সুখ, আবার ভগবানের সুখেই ভক্তের সুখানুভব। ভক্তের পৃথক্ তহবিল বা অন্যাভিলাষ নাই ভগবান্ অনন্যা ভক্তিতেই সন্তুষ্ট হন। কামনাই মল। ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ ময়লা থাকিলে ভগবানে প্রীতি হইবে না। যাত্রার দলের নারদ-সাজার ন্যায় অনুকরণ করিলে চলিবে না। অনুসরণ করিলেই মঙ্গল হয়। যেখানে নিষ্কামা ভক্তি নাই—ভগবানের সুখের জন্য ভগবৎ-সেবা করিবার প্রবৃত্তি নাই, সেখানে সবই অভিনয় মাত্র। অন্তরে ভোক্তৃ-অভিমান রাখিয়া বাহিরে বিরহের কাচ কাঁদিলে তাহাকে কি বিরহ বলা যাইবে?

কামনাই সংসার। যেখানে কামনা নাই, সেখানে সংসারও নাই, সেখানে পরমা শান্তি। সেইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী—সকলই অশান্ত॥

অমলা ভক্তি ব্যতীত ব্রাহ্মণত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, বহু শাস্ত্র জ্ঞান, দান বা তপস্যাদির দ্বারা ভগবান্‌কে সন্তুষ্ট করা যায় না। ভক্তির বাধা যে আমার নিজসুখ-কামনা, তাহা যেন না আসে, যেহেতু তাহা হইলে আমি সর্ব্বতোভাবে তোমার স্বার্থ বা সুখ বিধান করিতে পারিব—ইহাই ভক্তের প্রার্থনা।

ভোগ-পথ ও ত্যাগ-পথ—কোন পথেই মঙ্গল হয় না। ভোগ করা ও ত্যাগ করা—দুইটীই অন্যায়। কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিয়া সমস্ত কার্য্য করাই বুদ্ধিমত্তা। বৈষ্ণব-সঙ্গে বাসই নির্জ্জনবাস। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই সর্ব্বদা হরিকথা শুনিবার সুযোগ করিয়া লওয়া আবশ্যক এবং এইজন্যই সাধুর সঙ্গে থাকা বা সাধুর কাছে আসা—ইহা সর্ব্বক্ষণ মনে রাখা উচিত। সংসার ত্যাগ করিলেই যে মঙ্গল হইবে, তাহা নহে; যিনি যেখানে আছেন, সেইখানে থাকিয়াই যদি হরিভজন করেন, তবেই মঙ্গল হইবে।

সদ্গুরুর দর্শন পাইবা-মাত্রই তাঁহার কৃপা লাভ করিতে হয়, তাহাতে ক্ষণকালও বিলম্ব

"কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে॥

করা উচিত নহে। মৃত্যুর কালাকাল বিচার নাই। মানুষ সুপ্তই থাকুক, ভোজনই করুক, পথে চলিতে থাকুক, যুবাই হউক আর শিশুই হউক, মৃত্যু সকল স্থানে ও সকল কালে সকল প্রাণীকেই গ্রাস করিয়া থাকে, তাই কোন্ সময় মৃত্যু হয়, জানা নাই। সুতরাং হরিভজনে বিলম্ব করিয়া লাভ নাই।

পত্নীর আসক্তি ত্যাগ করা জাগতিক লোকের পক্ষে খুবই কষ্টকর, কিন্তু যে পত্নী কেবল আত্মভোগের জন্য পতির সেবা করিয়া গুরুবৈষ্ণবের সেবাবিমুখ থাকে, সেইরূপ পত্নী কখনই সহধর্ম্মিণী-পদবাচ্যা নহে। তাহার সঙ্গ—দুঃসঙ্গ, ইহ-জগতে শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীরামানুজাচার্য্য হরিবিমুখ জামাতার ন্যায় রূপবতী ও পতি-সেবাপরায়ণা যুবতী ভার্য্যাকেও অসৎসঙ্গ-জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহা প্রত্যেকেরই আদর্শ হওয়া উচিত। যিনি স্ত্রী-সেবা করেন, তিনি স্ত্রৈণ। স্ত্রৈণ কখনও হরিভজন করিতে পারে না। পুরুষাভিমানী স্ত্রৈণ পরমপুরুষ শ্রীনামের সেবা কি করিয়া করিবে?

শ্রীহরিনামেই সর্ব্বশক্তি নিহিত আছে, কিন্তু তথাপি আমাদের অনাদি-বহির্ম্মুখতা সেই স্বরূপশক্তিমান্ শ্রীনামের ভজন ব্যতীত অন্যান্য কার্য্যে বা অন্যান্য সাধনে মনোনিবেশ করাইতেছে। বস্তুতঃ সাধুসঙ্গে নাম-ভজনেই আমাদের সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

শ্রদ্ধার সহিত হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে হয়। কৃষ্ণসেবা করিলে পিত্রাদির ঋণ-শোধনাদি কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের আবশ্যক হয় না। ভক্তি অনুষ্ঠানাপেক্ষা। কর্ম্ম বদ্ধজীবের ভোগপর অনুষ্ঠান-মাত্র, ভক্তুদয়-নিমিত্ত কর্ম্মচেষ্টার প্রয়োজন নাই। কর্ম্মফলের উত্তম লভ্য বস্তু বৈরাগ্য ভক্তের হৃদয়ে সর্ব্বদা আনুষঙ্গিকভাবে অবস্থান করে। ভোগ বা ত্যাগে ভগবদ্ভজনের কোন কথা নাই। আমরা সাধু-সঙ্গ ব্যতীত আর কাহারও সঙ্গ করিব না. অপরের সঙ্গ করা মানে তাহার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করা বা আদায় করা। আমি শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে যাহা পাইয়াছি, তদ্ব্যতীত কাহারও নিকট হইতে কিছুই গ্রহণ করিব না, অপর কাহারও কথানুসারে কোন কার্য্য করিব না—এইরূপ দৃঢ়তা গুরুসেবকমাত্রেরই থাকা উচিত। যিনি কৃষ্ণপ্রীতির জন্য ভোগ ত্যাগ করেন এবং নিরন্তর কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারেন, তাঁহারই মঙ্গল হয়। কৃষ্ণকে যোষায় পরিণত করিতে হইবে না, নিজেকে কৃষ্ণযূথ বলিয়া জানিতে পারিলেই কৃষ্ণসেবা হইবে। ভগবান্ যাহা পছন্দ করেন, সেইরূপ পোষাকেই তাঁহার নিকট যাইতে হইবে। আমার প্রত্যেক কার্য্যের ফলটা ভগবান্ পাইবেন—ইহাই ভক্তি। নতুবা ভক্তি হইবে না। সকল বস্তুকেই গুরুরূপে দর্শন কর,—ইহাই ভক্তির বিচার। বাহ্যদৃষ্টিতে বিষ্ণু-সেবা বাদ দিয়াও ২৪ ঘণ্টা বৈষ্ণবসেবা করিতে হইবে। বৈষ্ণবের সুখ হইলেই বিষ্ণুর সুখ হইবে।

এ জগতে মায়াবাদী ও বৈকুণ্ঠবাদী—এই দুইরকমের লোক দেখা যায়। যাঁহারা ভগবানকে মাপিয়া লইতে চান, তাঁহারা মায়াবাদী, আর যাঁহারা নিজের অহমিকা ছাড়িয়া দিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক ভগবানের সেবা করেন, তাঁহারাই বৈকুণ্ঠবাদী। শ্রীভগবানের দয়ার তুলনা নাই। তিনি প্রতিমুহূর্ত্তে কৃপা করিয়া আমার নিকট আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত। আমাকে কেবল তৎপর ও নির্ম্মল হইয়া আত্মবৃত্তির দ্বারা সেই কৃপা বরণ করিতে হইবে। তাঁহার ইচ্ছার সহিত আমার ইচ্ছা এক হইলে ফল প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী।

ঐকান্তিক কে?

——:::[•]:::——

ভক্তগণ একায়নপন্থী। তাঁহাদের বাসনা-সঙ্গ নাই। বাসনাসঙ্গ থাকিলে হরিভজন হয় না। ভোগবাসনাই ছিদ্র। এই ছিদ্র পাইয়াই মায়া অন্তরে প্রবেশ করে। কৃষ্ণানুশীলনময়ী সেবা-বাসনা যেখানে নাই, সেখানে অন্য বাসনা বা ছিদ্র আছেই। অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবায় ব্যস্ত থাকিলে আর বাসনাময় অসঙ্গ ভাল লাগে না। সৎসঙ্গই অসৎসঙ্গ-দূরীকরণরূপ নিঃসঙ্গ বা অসঙ্গ। যেখানে বহু দেবদেবীর সেবা, সেখানে অব্যভিচারিণী কৃষ্ণভক্তি নাই। দেবপূজা ভোগেরই প্রকারভেদ। সেখানে দেবতার সুখের জন্য ব্যস্ততা নাই। নিজসুখের জন্যই জীব দেবতা-পূজা করে। হৃষীকের দ্বারা হৃষীকেশের সেবাই অব্যভিচারিণী ভক্তি। সরলই ঐকান্তিক হইতে পারেন। কপটী—ব্যভিচারী। যেখানে ঐকান্তিকতা, সেখানে ব্যভিচার থাকিতে পারে না। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

একান্তেন সদা বিষ্ণৌ যস্মাদেব পরায়ণাঃ।
তস্মাদেকান্তিনঃ প্রোক্তাস্তদ্ভাবগতচেতসঃ॥
(গারুড়ে)

একান্তভাবে নিরন্তর পরমেশ্বর বিষ্ণুর শরণাগত ও একনিষ্ঠ বলিয়াই সেই ভক্তগণ 'ঐকান্তিক'-নামে কথিত।

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো
বিশিষ্যতে॥
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো
বিশিষ্যতে॥
(গারুড়ে)

সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ। সহস্র যাজ্ঞিক অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্তপারগ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। সর্ব্ববেদান্তবিদ্ কোটী ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন ঐকান্তিক ভক্ত শ্রেষ্ঠ।

ঐকান্তিক ভক্ত একনিষ্ঠ; তিনি একের সুখের জন্য ব্যস্ত। তিনি অদ্বয়জ্ঞানের উপাসক। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা
হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্॥
(ভাঃ ১১।২০।৩৪)

ঐকান্তিক ভক্তগণ খুব বুদ্ধিমান্। তাঁহারা ভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত বলিয়া ভগবৎ-কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইলেও কৈবল্য গ্রহণ করেন না। সুতরাং তাঁহাদের যে মোক্ষ-কামনাই নাই, তাহাতে আর সন্দেহ কি? শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ঐ শ্লোকের বিবৃতিতে লিখিয়াছেন,—

"যাঁহাদের আত্মবৃত্তিতে ভক্তি পরিলক্ষিত হয়, তাঁহারাই সাধু, পরমশান্ত ও ঐকান্তিক ভক্ত। ভগবদ্বস্তু ব্যতীত তাঁহাদের অন্য কোন প্রার্থনীয় ও অনুশীলনীয় বস্তু নাই বা থাকে না। জন্মান্তর রাহিত্যরূপ কৈবল্য ভগবৎ-কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইলেও তাঁহারা সেবাবাধক ঐসকল মুক্তি-প্রসাদ গ্রহণ করেন না। অনৈকান্তিক ভক্তব্রুবগণ 'সাধু', 'অচ্যুত' বা 'ভক্ত'-আখ্যা লাভ করিতে অসমর্থ। তাঁহাদের স্বভোগবাসনা প্রবল থাকায় চতুর্ব্বর্গ-লাভকেই তাঁহারা 'প্রয়োজন' বলিয়া মনে করেন। ভগবৎ-প্রেম-স্বরূপের অনবগতিই জীবহৃদয়ে চতুষ্কর্গকে 'প্রয়োজন' বলিয়া মনে করায়। তৎকালে তাঁহাদের মনের সমাধি না হওয়ায় চতুর্ব্বর্গাভিলাষও অনৈকান্তিকতা।"

জগদ্গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু চারিপ্রকার ঐকান্তিকতার কথা বলিয়াছেন—(১) ধর্ম্মে অনাদর, (২) কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-ব্রত-তপস্যাদির প্রতি অশেষ নিরপেক্ষতা, (৩) বহু বিঘ্নদ্বারা আচ্ছন্ন হইলেও ভক্তির প্রতি একান্ত রতি, (৪) প্রেমৈকপরতা।

ধর্ম্মে অনাদর কিরূপ, তৎসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতায় বলিয়াছেন,—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেত স চ সত্তমঃ॥
(ভাঃ ১১।১১।৩২)
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥
(গীতা ১৮)

[ধর্ম্মশাস্ত্রে আমি যাহা ধর্ম্ম বলিয়া আদেশ ক'রয়াছি, তাহার দোষগুণ বিচারপূর্ব্বক সেই-সকল ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া যিনি আমাকে একান্তভাবে ভজনা করেন, তিনিই উৎকৃষ্ট সাধু।

সর্ব্বপ্রকার নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম-লক্ষণযুক্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণগ্রহণ কর, তাহা হইলে ঐসকল ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে বিরতিজনিত কোনপ্রকার প্রত্যবায়ই তোমার হইবে না, আমি তোমাকে রক্ষা করিব।]

অন্যসর্ব্বনিরপেক্ষতা-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
নির্ম্মমা নিরহংকারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ॥
(ভাঃ ১১।২৩।২৭)
ত এতে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।
সঙ্গস্তেষথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে॥
(ভাঃ ৩।২৫।২৪)

নিরপেক্ষ, মঙ্গলমনা, প্রশান্ত, সমদর্শী, মমতা-বুদ্ধিরহিত, নিরহঙ্কার, নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ সাধুগণই সৎ।

সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত মহাপুরুষগণই সাধু। সাধুসঙ্গই প্রার্থনীয়। কেন না, সাধুগণই সঙ্গদোষ বিদূরিত করেন, অতএব সাধুসঙ্গই নির্জ্জনসঙ্গ বা সর্ব্বসঙ্গনিরপেক্ষতা।

বিঘ্নাদিদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও হরি-সেবায় যে দৃঢ়মতি, তাহাই ঐকান্তিকতার তৃতীয় লক্ষণ। যাঁহারা ঐকান্তিক নহেন, তাঁহারা ভক্তিপথে বাধা দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়েন, কিন্তু ঐকান্তিক ভক্ত জানেন, একান্তভাবে শ্রীভগবানের ভজন করিবার জন্য জগতের বিচার হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে দেবতাগণ পর্য্যন্ত বাধা দিতে আরম্ভ করেন। দেবতাগণ অনেক সময় স্ত্রী-পুত্রাদিরূপে উদ্ভূত হইয়াও ভক্তের ভক্তিপথে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকেন।

যাঁহারা কৃষ্ণকেই একমাত্র নিত্য রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া মনে করেন, সেইরূপ শরণাগত ব্যক্তিই ঐকান্তিক হইতে পারেন। বিঘ্নসমূহ তাঁহাদিগকে সেবা হইতে বিচ্যুত করা দূরে থাকুক, তাঁহাদের আর্ত্তি আরও বাড়াইয়া দেয়। ভগবৎ-সেবায় যত বাধা আসে, ভক্ত কৃষ্ণসেবার জন্য তত অধিক আর্ত্ত ও চেষ্টান্বিত হন। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

আপদ্গতস্য যস্যেহ ভক্তিরব্যভিচারিণী।
নান্যত্র রমতে চিত্তং স বৈ ভাগবতো নরঃ॥

আপন্ন হইলেও হরির প্রতি যাঁহার অব্যভিচারিণী ভক্তি বিদ্যমান, যাঁহার চিত্ত হরি ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে আসক্ত নহে, তাঁহাকেই 'ভাগবত' বলা যায়।

প্রেমৈকপরতা-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

যে বা মদীয়ে কৃতসৌহৃদার্থা
জনেষু দেহম্ভর-বার্ত্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু
ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে॥
(ভাঃ ৫।৫।৪)

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

যাঁহারা সর্ব্বেশ্বর আমাতে সৌহৃদ্য স্থাপন করিয়া আমার প্রীতিকেই একমাত্র পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন অর্থাৎ ভগবৎ-প্রীতি ব্যতীত অন্য বস্তুকে পুরুষার্থ বলেন না, যাঁহারা ভোজন পানাদিতে রত বিষয়িগণের অসম্বার্ত্তায় এবং ধন-জন-স্ত্রী-পুত্র গৃহাদিতে প্রীতি করেন না, যাঁহারা ইহলোকে দেহ-নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ ব্যতীত অধিক ধনে স্পৃহা করেন না, তাঁহারাই মহৎ।

যেখানে ঐকান্তিকতা নাই, সেখানে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষবাঞ্ছারূপ কপট আছে জানিতে হইবে। তাঁহাদের ভগবদ্রঞ্জন-স্পৃহা অপেক্ষা লোকরঞ্জনের প্রতি নজরই বেশী আছে। একমাত্র ভগবান্ই অন্ত যাঁহার, তিনিই ঐকান্তিক ভক্ত। সে হৃদয়ে প্রভুমাত্র একজন, সে হৃদয়ে দুইজন প্রভু নাই। ঐকান্তিকতার অভাবে জীব বহু বিষয়ে আসক্ত হইয়া ব্যভিচারী হয়। ঐকান্তিকতাই আচার, তদভাবে ব্যভিচার বা অনাচার অনিবার্য্য। ঐকান্তিকের লক্ষ্য বস্তু—এক। তিনি বহু লক্ষ্যের পশ্চাতে ধাবিত হন না। যাঁহারা ঐকান্তিক বা একনিষ্ঠ না হইয়া দুই নৌকায় পা দেন, তাঁহাদের অমঙ্গল হয়। লক্ষ্য বস্তু এক না হইয়া বহু বা দুই হইলে জীবের এইরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। যে বহুর পশ্চাতে ছুটিতেছে, সে কোন বস্তুই লাভ করিতে পারিবে না, কিন্তু সরল ঐকান্তিক ব্যক্তি কৃষ্ণের কৃপা পাইবেই। একজন সেবক যেরূপ বহু প্রভুর সেবা করিতে পারে না, তদ্রূপ ঐকান্তিক বহ্বীশ্বরবাদের প্রশ্রয় দেন না। ঐকান্তিকতা বা একাভিনিবেশের অভাব হইতেই ভয় আসে। ঐকান্তিকের ভয় নাই, তিনি নির্ভয়। দ্বিতীয়াভিনিবেশই জীবকে অভয়পদ বিস্মরণ করাইয়া ঐকান্তিকতা হইতে বিচ্যুত করিয়া ভয়রূপ ব্যভিচারের হস্তে নিক্ষেপ করে।

কৃষ্ণভক্তই ঐকান্তিক ও শান্ত। আর ভক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী—সকলেই অশান্ত। যেখানে মায়িক কোন বস্তুতে জীবের স্বাভাবিক অনুরাগ দেখা যায়, সেখানে কৃষ্ণভক্তি নাই। প্রত্যেকেরই ঐকান্তিক হওয়া উচিত। ঐকান্তিকতাই সতীত্ব, ঐকান্তিকই সৎ। ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিই ঐকান্তিক।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন,—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥
(গীঃ ২।৪১)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—"মম শ্রীমদ্গুরূপদিষ্টং ভগবৎকীর্ত্তনস্মরণচরণপরিচরণাদিকমেতদেব মম সাধনমেতদেব মম সাধ্যমেতদেব মম জীবাতুঃ সাধন-সাধ্য-দশয়োস্ত্যক্তমশক্যমেতদেব মে কার্য্যমেতদেব মে কার্য্যমেতদন্যৎ ন মে কার্য্যং নাপ্যভিলষণীয়ং স্বপ্নেঽপীত্যত্র সুখমস্তু, দুঃখং বাস্তু, সংসারো নশ্যতু, বা ন নশ্যতু, তত্র মম কাপি ন ক্ষতিরিত্যেবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরকৈতব-ভক্তাবেব সম্ভবেৎ।"

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির অপর নাম নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। সুদৃঢ় বিশ্বাস বা শ্রদ্ধাই নিশ্চয়তা নিশ্চয়তা যেখানে আছে, সেখানে উৎসাহ ও ধৈর্য্য না থাকিয়া পারে না। এই নিশ্চয়তাই ভজনের মূল। 'অবশ্যই কৃষ্ণের কৃপা কোন না কোন দিন হইবেই, কারণ কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত ত' আর গতি নাই',—এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস বা নিশ্চয়তা লইয়া যিনি অকপটভাবে ভজনে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহার ফলপ্রাপ্তি নিশ্চয়ই হইবে। কিন্তু এইরূপ নিশ্চয়তা, দৃঢ়তা বা ঐকান্তিকতার অভাব থাকিলে হতাশা মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত জীবকে বিব্রত করিবে। কৃষ্ণ-কৃপালাভের সম্ভাবনা না দেখিয়া যদি কেহ হতাশ হইয়া হরিভজন ছাড়িয়া দেন, তবে তাঁহার সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। আমাদের সকলেরই ঐকান্তিকতা লাভ হউক,—ইহাই শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবচরণে প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-স্মৃতি

(প্রাপ্ত)

মানবদেহধারী জীবের নিত্যকল্যাণ-বিধানের জন্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে প্রপঞ্চে প্রকটলীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রকট-লীলার ন্যায় অপ্রকট-লীলাও জীবের অশেষ কল্যাণ বিধান করিয়া থাকে। অনাদি বহির্ম্মুখ জীবের পক্ষে বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবা বা কৃষ্ণসাক্ষাৎকার-লাভ অতীব দুঃসাধ্য ব্যাপার। সেবক-ভগবান্ আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেই দুঃসাধ্য ব্যাপারকে সুসাধ্য বা অতি সুলভ করিয়াছেন—তাঁহার প্রকট ও অপ্রকট উভয় লীলার দ্বারা। বহির্দৃষ্টিতে কোন খণ্ড কালের মধ্যে আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় বলিয়া মনে করি, বস্তুতঃ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব ও তিরোভাব—উভয় লীলাই নিত্য। সুকৃতিশালী জীবের অন্তরে ও বাহিরে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্যপ্রাকট্য উপলব্ধি হইয়া থাকে এবং সেই সুকৃতিশালী জীব যেরূপ সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া ধন্য হন, তদ্রূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রকটলীলাও অধিকতর-ভাবে শ্রীগুরু-সেবকের বিপ্রলম্ভ-সেবার সহায়তা করে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চমবার্ষিক বিরহ-তিথি-উপলক্ষে লিখিত

অদ্যকার তিথিতে আমাদের পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। জাগতিক খণ্ড অনিত্য বস্তুর অভাবজনিত যে শোক বা দুঃখ সাময়িক-ভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়, আবার কালের গতিতে তাহা অপসারিত হয়। কিন্তু শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অপ্রকটলীলায় যে বিরহ-ব্যথা, তাহা ঐরূপ সাময়িক বা কালের দ্বারা পরিবর্ত্তনশীল হয় না বা হইতে পারে না। জীবের একমাত্র প্রয়োজনই যে শ্রীশ্রীগুরুকৃষ্ণের বিচ্ছেদগত-ভাব বিরহ বা বিপ্রলম্ভ-সেবা, তাহার বিন্দুমাত্র সন্ধানও আমি পাই নাই। তাই শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-স্মৃতি আমাকে উদ্বেলিত করে না, আমার সম্ভোগের দেউল শ্রীল প্রভুপাদের বিরহে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় না। তাই শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-স্মৃতিতে আমার জ্বালা-বোধ হয় না, বিচ্ছেদের অনুভূতি হয় না। পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন—"অনন্ত কোটী জীবাত্মার একমাত্র নিত্য স্বাভাবিক-ধর্ম্মই সপরিকর শ্রীলীলা-পুরুষোত্তমের জন্য মিলনের পরিপোষক তীব্র বিচ্ছেদের অনুভূতি। 'হায়! শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সাক্ষাদ্ভাবে আমার শাসক ও নিয়ামকরূপে এই স্থানে আর দর্শন করিতে পারিব না বা পারিতেছি না। হায়! কি দুর্ভাগ্যের পরাকাষ্ঠা!—তাঁহার শাসনগর্ভে থাকিবার সৌভাগ্য হইতে চিরদিন বঞ্চিত হইয়াছি',—এই দুঃখ-বোধের জ্বালা বাস্তবভাবে যাঁহার যতটা সুতীব্র হইবে, তিনি ততটা শীঘ্র মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের নিজজন বা প্রেষ্ঠ সেবকরূপে ভজনসিদ্ধি লাভ করিবেন।" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের পুরঞ্জন ও বিদর্ভনন্দিনী-সংবাদে "আত্মানং শোচতী দীনমবন্ধুং বিক্লবাশ্রুভিঃ। স্তনাবাসিচ্য বিপিনে সুস্বরং প্ররুরোদ সা"-শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—"পতির বিচ্ছেদে পতিব্রতা রমণীর ন্যায় গুরুর অপ্রকটে শিষ্য তদ্বিচ্ছেদ-কাতর হইয়া এই বলিয়া বিলাপ করিতে থাকেন—'আমাকে এখন হইতে কে শাসন ও রক্ষা করিবেন?'" সম্ভোগমদমত্ত আমাদের নিকট শ্রীশ্রীগুরুকৃষ্ণের বিরহের অনুভূতি অজ্ঞাত হইলেও শ্রীমদ্ভাগবতের এই বাক্যের সহিত শ্রীল আচার্য্যদেবের বাণীর ঐক্য দেখিয়া আমাদের প্রাণে বড়ই আশার সঞ্চার হয় যে, আমরা শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটে নিরাশ্রয় বা রক্ষকশূন্য হই নাই। শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপা ব্যতীত কেহই শ্রীল প্রভুপাদের বিরহের অনুভূতি লাভ করিতে পারে না, ইহা ধ্রুবসত্য। বিরহের স্বরূপ কি? বিরহের পাত্রের অভাবজনিত বিপ্রলম্ভের উদয় হইলে বিরহীর চিত্তবৃত্তি কিরূপ ভাব ধারণ করে, তাহা ভক্তলীলা-অভিনয়কারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা, ভক্তপ্রবর শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের বিপ্রলম্ভ-পরাকাষ্ঠা, আম্নায়-পারম্পর্য্যে শ্রীশ্রীগুরুবর্গের আচরণ আমার ন্যায় সম্ভোগবাদী জীবের উপলব্ধির বিষয় হয় না, তাই করুণাময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম, আচার্য্যপাদপদ্ম সেই বিরহস্মৃতি অনুক্ষণ আমাদের সম্ভোগমদমত্ত হৃদয়ে জাগাইয়া দিতেছেন, কিন্তু আমাদের অন্তর এরূপ পাষাণ, কঠিন হইয়া গিয়াছে যে, তাহা কিছুতেই গলে না, প্রাণ কাঁদে না।

বিরহ বা বিপ্রলম্ভই সেবা। বিরহীই ভক্ত, ভক্তই বিরহী। যাহার চিত্তবৃত্তি বিরহের অনুভূতি লাভ করিয়াছে, সে কখনই লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবা পরিত্যাগ করিতে পারে না। জাগতিক দৃষ্টান্তেও দেখা যায়, কোন পুত্র বিরহাতুরা মাতা বা পতি বিরহিণী পত্নীকে যদি কেহ ভাল-ভাল ভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন ও উত্তম উত্তম পরিচ্ছদাদির দ্বারা ভূষিত করিতে চায়, তাহা সেই বিরহিণী ত' গ্রহণ করিতেই পারে না, পরন্তু তাহার সমস্ত বস্তুর বিনিময়ে এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াও সেই প্রিয় বস্তুর সেবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়। আজ আমাদের পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথি সমাগতা হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-স্মৃতি আমাদিগকে এ কয় বৎসরে কতটা সেবার পথে অগ্রসর করিয়াছে, আজ তাহার হিসাব-নিকাশের দিন। শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিলে আমাদের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা কোন্ পথ অবলম্বন করিল, তাহাই আজ বিশেষভাবে স্মরণের দিন। বিরহ কাহার? বিরহী কে? ভক্তিই বিরহ, বিরহই ভক্তি, সুতরাং ভক্তিরস-পাত্র ব্যতীত বিরহের স্বরূপ উপলব্ধি করাইবে কে? শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধ, শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মবোধ, শ্রীগুরুপাদপদ্মের ধূলিই আমার বাস্তব সত্তা বলিয়া আমার জ্ঞান হইয়াছে কি? সম্বন্ধ-জ্ঞান না হইলে অভিধেয়-যাজন হয় না। অভিধেয় যাজন না হইলে প্রয়োজন-সিদ্ধি হয় না। সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত আমার সম্বন্ধ-জ্ঞান হয় নাই, তাই আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মবোধ হয় নাই, তাই বিরহেরও অনুভূতি হয় না।

জাগতিক মিছাভক্ত-সম্প্রদায়ের ন্যায় গুরুদেবের অপ্রকট তিথিতে রুটিন্-বাঁধা শ্রবণ-কীর্ত্তনের অভিনয় ও কতকগুলি লোককে ভূরিভোজন করাইয়া তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করাটাই কি শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহ-তিথি-পূজা অথবা অনুভূতিহীন লেখন বা বাগ্-বৈখরীই কি বিরহ তিথি পূজা? প্রকৃত বিরহীই বিরহ তিথিপূজার পূজারী। শ্রীল প্রভু-পাদের বিরহতিথিতে আমাদের সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাই প্রার্থনার বিষয় হউক, যেন আমরা শ্রীল আচার্য্যদেবের অমায়ায় কৃপা বা শাসন আমাদের পরম মঙ্গলের সেতু বলিয়া বরণ করিতে পারি। তাহা হইলেই শ্রীশ্রীগুরু-কৃষ্ণের বিরহ আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইবে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(১০১):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম তিন দিনের জন্য, পরবর্ত্তী দিনের জন্য		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য, পরবর্ত্তী দিনের জন্য	
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
এক কলম	৩৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীভক্তিবান্ধব মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

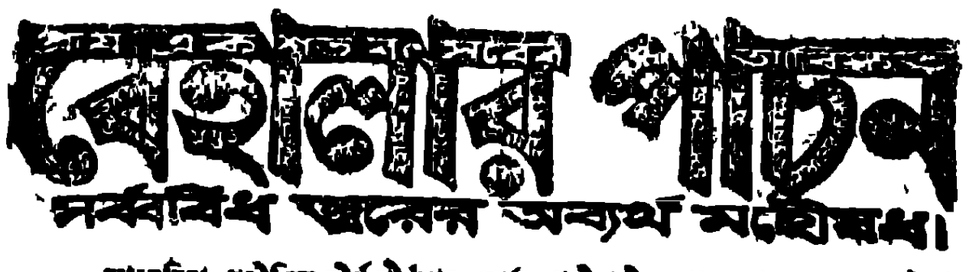

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। নিতান্ত, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ।৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৲০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

যুদ্ধে ভারতীয় জিনিষ সরবরাহ

ইষ্টার্ণ গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি গত অক্টোবর মাসে ভারতবর্ষে সুতী সার্ট, খাকী হাফশার্ট, প্যাণ্ট, খাকী ড্রিল বস্ত্র, তুলার সুতার প্রস্তুত দড়ি, সবুজ রাঙ্গা ড্রিলের কোর্ট, খাকী জাল-কাপড়, খাকী পাইজামা, টুপি, ডোরা কাট ফ্লানেল, সবুজ ও সাদা রঙ্গের মসলিন, সুতী মোজা, সিল্কানার চাদর ও টেবলের চাদর, তোয়ালে, মশারির কাপড় প্রভৃতি বহু দ্রব্যের অর্ডার দিয়াছে উহা ছাড়া রবার ক্লথ, বর্ষাতি কাপড়ের ঢাকনি, দ্রব্য বহন করিবার জন্য "হ্যাভার থলে", হ্যাণ্ড-আক্স, তাঁবু, দড়ির সতরঞ্চি, বালু ভরিবার থলে, সেলাই করিবার সুতা প্রভৃতিরও অর্ডার পাওয়া গিয়াছে। অন্যান্য জিনিষের মধ্যে জুতা ও বুট, জুতার ফিতা, চুলের ব্রাস, বকলস্, রিপু করিবার জন্য সুচ, আঠা, তিসির তৈল, তার্পিন তৈল, বিভিন্ন প্রকারের বার্নিশের রং, ধাতুদ্রব্য পরিষ্কারের পালিশ, সিমেণ্ট, টেবিল, তাঁবু খাটাইবার খুঁটি ও অন্যান্য খুঁটিনাটি ও কাঠের তক্তার অর্ডার পাওয়া গিয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়া, সিংহল, দক্ষিণ এবং মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলি হইতেই বেশী অর্ডার আসিয়াছে।

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পরিচয়

প্রকাশ,হাওয়াই ও কিনিপাহন দ্বীপপুঞ্জে জাপ-বিমান-আক্রমণ হইয়াছে। হাওয়াইয়ান অথবা স্যাণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জ উত্তর প্রশান্ত মহা-সাগরে অবস্থিত এবং ইং। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। প্রায় কুড়িটি দ্বীপ লইয়া এই দ্বীপপুঞ্জ গঠিত। এই দ্বীপপুঞ্জের মোট আয়তন ৬৪৩৫ বর্গ মাইল। ১৯৩৯ সালে এখানকার অধিবাসী সংখ্যা ছিল ৪,১৪,৯৯১, তন্মধ্যে ৮০,৩৩৪ জন ছিলেন বিদেশী। শাসনকার্য্য পরিচালনার সুবিধার জন্য হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জকে চারিটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হইয়াছে। ওআহু দ্বীপটি হনলুলু নগর বলিয়া পরিচিত।

১৭৭৮ সালে ক্যাপ্টেন জেমস কুক এই দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন। প্রথমে দেশীয় শাসকগণ এখানকার রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। অবশেষে ১৮৯০ সালে রাণী লিলিউও কালানীকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়। ১৮৯৪ সালে এখানে সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করা হয় এবং এই দ্বীপপুঞ্জকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট এখানকার গবর্ণর নিযুক্ত করিয়া থাকেন। এখানে পলেরজন সদস্য লইয়া গঠিত একটি সিনেট ও ৫০ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি প্রতিনিধি-পরিষদ আছে। এই দ্বীপপুঞ্জে অনেকগুলি আগ্নেয়-গিরি আছে।

ভারতীয় সিভিল সার্ভিস

নয়াদিল্লীর ২৯শে নবেম্বরের এক সরকারী ইস্তাহারে জানান হইয়াছে যে, ১৯৪১ সালের নির্ব্বাচনে নিম্নলিখিত ইউরোপীয় ও ভারতীয় প্রার্থীগণ ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে গৃহীত হইয়াছেন :—

ইউরোপীয় প্রার্থীগণ :—জে এফ প্লাণ্ট, জে এ বিগস্ ডেভিসন, জে মান. ডাব্লিউ এল ডোনাল্ডসন।

ভারতীয় প্রার্থীগণ :—এ এস রাম, জে জি ক্রাম্মার্শ, এম জি মেনন, কে এস রুস্তমজী

ইরাণী মন্ত্রিসভা পুনর্গঠিত

তেহারাণ হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, ত্রয়োদশ ইরাণীয়ান পার্লামেণ্ট মিঠার আলি ফারোগ কে ইরাণের প্রধান মন্ত্রী মনোনীত করিয়াছে। বিভিন্ন পার্লামেণ্টারী সাব-কমিটির সভাপতির সহিত ফারোগী মুক্তন করিয়া তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করেন। শাহের অনুমোদনের পর ঐ মন্ত্রিমণ্ডলের সদস্যদের নাম পার্লামেণ্টে পেশ করা হইয়াছে।

রষ্টোভ রণাঙ্গনে সোভিয়েট অগ্রগতি

লাল-ফৌজ দল রষ্টোভ রণাঙ্গনে প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ চালাইতেছে বলিয়া ২৫শে নভেম্বর সংবাদপত্রের রিপোর্টে প্রকাশ। রষ্টোভের নিকটে রাশিয়ান সৈন্যদল প্রতি ঘণ্টায় এক মাইল করিয়া অগ্রসর হইতেছে। ডন নদীতীরে রষ্টোভের পশ্চিম সোভিয়েট সেনা ৬০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে।

সরকারী টাস নিউজ এজেন্সীর এক সংবাদে প্রকাশ, লেনিনগ্রাড রণাঙ্গনের একটি সেক্টরে মোট ৩ হাজার সৈনিকসহ ২টি জার্ম্মাণ পদাতিক রেজিমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়াছে।

প্রাভদার বিশেষ সমর-সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, মস্কো রণাঙ্গনে সোভিয়েটের অবস্থার অপেক্ষাকৃত উন্নতি হইয়াছে। এই রণাঙ্গণের উত্তর বাহুর দিকেই লড়াই প্রচণ্ডতর হইয়াছে। তোলোকোলামস্ক সাব-সেক্টরে লালফৌজ দল প্রবলভাবে খাঁটি-রক্ষা কারিয়া প্রবল পাল্টা আক্রমণ চালাইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং এসোসিয়েশন হইতে শ্রীনবীনগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সত্যার্থ কল্যাণকল্পতরু

=•=

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

=•=

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ ১২ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৯শে অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১২ই ডিসেম্বর, ইং ১৯৪১, সোমবার } ২২৬তম সংখ্যা

"যতদিন ভক্তি-বিপরীত বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।"

— শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ নারায়ণ, সর্ব্ব সঙ্কর্ষণ, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীগুরুবর্গের বিরহ-দুঃখ

—::০::—

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় অন্তরঙ্গ-পার্ষদ শ্রীরায় রামানন্দকে প্রশ্ন করিয়া শ্রীরায় রামানন্দের মুখে আপনার অন্তরের কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামরায়কে প্রশ্ন করিলেন,—"দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর?" তদুত্তরে শ্রীরামানন্দ রায় প্রভু বলিলেন,—"কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর।" অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত বিচ্ছেদই তীব্রতম দুঃখ। এই ভক্ত-বিরহের তীব্রতম বিচ্ছেদ দুঃখের স্বরূপ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় আমরা এইরূপ জানিতে পারি,—

বাহিরে বিষ-জ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত চরিত॥
এই প্রেমা-আস্বাদন, তপ্ত-ইক্ষু চর্ব্বণ,
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন॥
শ্রীডাভিন্নাকা কুটিকুটিতাগরিস্থ নির্বাসনো
নিস্যন্দেন মুদাং সুধা-মধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
আয়ত্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনা বিকাস্যয়ঃ॥
(চৈঃ চঃ ম ২।৫০-৫২)

হে সুন্দরি, নন্দনন্দন-সম্বন্ধীয় প্রেমা যাঁহার হৃদয়ে জাগিয়াছে, তাঁহার বক্রমধুর ভাববিক্রমসকল স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সেই প্রেম দুইরূপে কার্য্য করে,—নূতন সর্পবিষের কটুতার ন্যায় স্বজাত পীড়ার দ্বারা নিষ্পীড়িত করে অর্থাৎ তীব্রতম দুঃখের উদয় করায়, আবার আনন্দের অমৃত-মাধুর্য্যের যে অহঙ্কার, তাহার সঙ্কোচনকারী পরমসুখ প্রদান করে।

এই বিরহ দুঃখ জিনিসটী কি, তৎসম্বন্ধে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব আরও বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া আমাদিগকে এইরূপ জানাইয়াছেন,—

"শ্রীশ্রীগুরুবর্গের বিরহ-তিথি আমাদের শ্রীরূপানুগবর পূর্ব্বগুরুদেব শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় যেভাবে সম্মান করিয়াছেন, যাঁহারা প্রকৃত সেবা—বিশ্রম্ভসেবা লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারাও শ্রীশ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের পদাঙ্কানুসরণে সেই ভাবেই শ্রীগুরুবর্গের বিরহ-তিথির সেবায় লোভবিশিষ্ট হইবেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

পাষাণে কুটিব মাথা, অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পা'ব॥
সে-সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে-সঙ্গ না পাঞা কান্দে নরোত্তমদাস॥

এইভাবে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় তাঁহার যে প্রাণের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই চিন্তাও শ্রীগুরুদেবের বিরহসন্তপ্ত শিষ্যের অন্তরের বৃত্তি হইবে। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপের অন্তরঙ্গ-শিষ্যবর শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপাদি গুরুবর্গের বিরহে কিরূপ চিন্তাভাবিশিষ্ট ছিলেন, তাহা আমরা তাঁহারই শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্য হইতে এইরূপ প্রাপ্ত হই,—

শুনায়তে মহাগোষ্ঠং গিরীন্দ্রোহজগরায়তে।
ব্যাঘ্রচুম্বায়তে কুঞ্জং জাতা তুর্বাহতস্য মে॥
ন পতামি যদি দেহস্থেন কিং তস্য দোষঃ
স কিং ক্রকচসাহস্রৈর্যন্ত্রৈর্ন ব্যদার্য্যতে।
অয়মদ্য পরন্তুর্গাদুচ্চকৈঃ কুতঃ
প্রকটকদনভাবং কো বহত্বনথা বা॥
গিরিবর তটরঙ্গে নন্দনন্দানুগেশা-
সরসি চ বচসান্ শ্রীরাধিকারুষ্ণ-কর্ম্ম।
মৃদুবপুরনণায়ং সংস্মরন্ত্যুৎপতন্তং
বজদবিকলমন্ত্রন্ সর্ব্বকালং বসামি॥

আমার জীবনস্বরূপ শরীরের সহিত বিচ্ছেদ হওয়ায় আমার নিকট মহাগোষ্ঠ শূন্য বোধ হয়, গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন অজগরের ন্যায় এবং শ্রীরাধাকুণ্ড ব্যাঘ্রতুণ্ডের ন্যায় প্রতীত হইতেছে। যদি আমার দেহ তৃণপাতের দ্বারা পতিত না হয়, তাহাতে দেহের কোন দোষ নাই, কারণ, আমার এই দেহকে বিধাতা বজ্রাঘাতের দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া হন অথবা আমি গাঢ়তরের দ্বারা অন্য একটী কারণ দেখিতে পাইয়াছি যে, আমা ভিন্ন অন্য আর কে এরূপ দুঃখভার বহন করিবে? আমি যেন শ্রীশ্রীরাধাশ্যামের কীর্ত্তি প্রচার করিতে করিতে শ্রীরাধানাথের অনুরাগ-বর্দ্ধক রমণীয় পাদাব্জ স্মরণ করিতে করিতে এবং শ্রীব্রজের দধি ও ফল ভোজন করিতে করিতে শ্রীগোবর্দ্ধনতট স্থ কুঞ্জে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর যে সরোবর, তাহাতে সর্ব্বকাল বাস করিতে পারি।

এইরূপ বিপ্রলম্ভ না হইলে শ্রীগুরুদেবের শিষ্যপদবাচ্য হওয়া যায় না। শ্রীগুরুদেবের প্রকটলীলায় অপ্রকট-লীলায় প্রকৃত শিষ্যের অন্তর্দাহ সহস্রগুণিত হইয়া পড়ে। আমাদের শ্রীগুরুবর্গ—নিত্যসিদ্ধ, তাঁহারা অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াও আমাদের প্রতি নানা আকারে কৃপাবর্ষণ করেন। শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর ও শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রকটের পর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ স্বপ্নযোগে শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীযোগপীঠে সদা তিনবার সে শ্রীগৌর-গিরিধররূপে শ্রীশ্রীগুরুবর্গের দর্শনপ্রাপ্ত হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

অথাপি হে সেই লীলা বলে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

শ্রীগুরুদেব ব্যতীত শ্রীগৌরাঙ্গ থাকেন না, আবার শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যতীত শ্রীগুরুদেব থাকেন না। আশ্রয়বিগ্রহ ব্যতীত বিষয়-বিগ্রহ ও বিষয়বিগ্রহ ব্যতীত আশ্রয়বিগ্রহ থাকিতে পারেন না। ক্ষুধার্ত্ত বা তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির যেরূপ আহার্য্য, তাহা অপেক্ষা কোটীগুণ প্রাণের আর্ত্তি ব্যাকুলতা শ্রীগুরুদেবের বিরহে অকপট স্নেহপ্রাপ্ত শিষ্যের হৃদয়ে নিশ্চয়ই উদিত হয়। যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপানুশাসনে ভাগ্যমন্ত লাভ করিয়াছি, যিনি সর্ব্বক্ষণ আমাকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-অনুসরণে শ্রীব্রজের পথে পরিচালনা করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইলাম। শুধু শ্রীগুরুদেবের বিরহে নহে, শ্রীবৈষ্ণবের বিরহেও সেবকের চিত্তে এইপ্রকার বিরহ-কাতরতা জাগিবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বিরহে কিরূপ লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে।

'পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গগুণের নিধি কোথা গেলে পা'ব॥'—

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

ইহাই হইল ভজন, পরতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভের প্রধান অবলম্বন। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইলে তজ্জন্য যে দুঃখ-পরাকাষ্ঠা বা তীব্র আলাবোধ, তাহাই ভজনকে পরিপুষ্ট করে। তাহা বহির্দৃষ্টিতে বিষজ্বালা-ময় মনে হইলেও ভিতরে অমৃতময়, অর্থাৎ বাহিরে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সঙ্গাভাববোধে আর্ত্তি-ক্রন্দন, হায়-হুতাশ, আক্ষেপ-অনুশোচনা প্রভৃতি দেখা গেলেও শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের নাম-রূপ-গুণাদির চিন্তায় চিত্তের তন্ময়তা-হেতু অন্তরে সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের পাদপদ্ম-দর্শন ও সঙ্গ-সৌভাগ্য ঘটে। তৎফলে আত্মা বা শুদ্ধ মনে নির্ম্মল বিশুদ্ধ প্রেমানন্দের সঞ্চার হইতে থাকে। 'বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ,' 'যে স্থানে বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন, সেই স্থানে আনন্দ অশেষ।' শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় ইহাই 'বাহিরে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে অমৃতময়'---ইহাই 'বিষামৃতে একত্র মিলন।'

অভক্তগণের জড়ীয় অভাব-বোধ ও দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য যে চেষ্টা, তাহা মর্ত্ত্য-বুদ্ধিজাত চেষ্টা-বিশেষ। পরতত্ত্বের সেবার অভাবহেতু মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া নিজ স্বরূপের প্রতি অজ্ঞানতা উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্য দুঃখ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের অভাব যতটা হইবে, দুঃখ-যাতনাও ততটা বৃদ্ধি হইবে।

সমস্ত মানবজাতিকে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটীর মধ্যে ফেলিয়া দিতে হইবে। শ্রীভগবান্‌কে দেখিলে নিজেকেও দেখা যাইবে। 'ত্বং' অর্থাৎ 'তুমি জীব' 'তৎ' অর্থাৎ 'তিনি ভগবানের' সাহায্য ছাড়া নিজকে দেখিতে পায় না। অদ্বয়জ্ঞানকে জানিলে অজ্ঞান ও দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইবে। কৃত্রিম পোষাকের সহিত সম্পর্ক করিয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম-দেহ দুইটীতে 'আমি'-বুদ্ধি করিতেছে—দেহের সহিত নিজের সত্তাকে একীভূত করিয়াছে। আত্মাই—প্রিয়, সুখময়, প্রেমাস্পদ, প্রীতির বিষয়,—'দেহটা' নহে। দেহ যদি প্রীতির বিষয় হইবে, তবে দেহটাকে জীব ছাড়িয়া দেয় কেন? জরাজীর্ণ অবস্থাতেও নিজের প্রতি—আত্মার প্রতি প্রীতি থাকে। যাহারা দেহাত্মবাদী, তাহাদিগকে এই যুক্তি দেওয়া হইতেছে। আত্মাই প্রিয়, আত্মাতে প্রীতি আছে বলিয়াই সমস্ত জগৎ দেহে আত্মবোধ করিয়া তাহাতে প্রীতি স্থাপন করিয়াছে।

জ্ঞানী অদ্বয়জ্ঞানের ব্রহ্ম-প্রতীতির, যোগী পরমাত্ম-প্রতীতির ও ভক্ত ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। জ্ঞানীর ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের মধ্যে শক্তির লীলা-বিচিত্রতা নাই। যোগী পরমাত্মার নিজস্ব বিচিত্রতা দেখিতে পায় না। সেখানে জীবশক্তি ও [illegible] পরিচয় বেশী, স্বরূপ-শক্তির পরিচয় নাই। কেবল ভক্তই পরতত্ত্বের স্বরূপ, স্বরূপশক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার পরিচয় যাহাতে আরও পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হইতে পারেন, তজ্জন্য ব্যাকুল হন, ইহাই বিরহ। ইহা ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের বা মিলনের অত্যন্ত পুষ্টি করে—বিলাসের পুষ্টি করে।

স্বরূপশক্তির ভজন—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ বা প্রেম। আব্রহ্মস্তম্ব সকলেরই বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের যাহা কিছু কার্য্য, তাহার মূলে দুঃখ-নিবৃত্তি ও সুখ-প্রাপ্তির কথা আছে। সর্ব্বাবস্থায় যে নিত্যসুখ, তাহা একমাত্র ভজনের দ্বারাই পাওয়া যায়। সূর্য্যের উদয় যে পরিমাণে হইবে, সেই পরিমাণেই অন্ধকার দূর হইতে থাকিবে। সুখ প্রাপ্তি বা সাক্ষাৎকার হইলে প্রেমভক্তি লাভ হইবে, দুঃখ আর থাকিবে না। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় তাই গাহিয়াছেন,—'প্রেম ভক্তি যাহা হৈতে, আনন্দ-বিনোদ যাতে'। অনুরাগমার্গে স্মরণ ও আবেশ আছে। এই আবেশ বা গতিশীলতার কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রয়াগে ও কাশীতে শ্রীসনাতন-হরিদাস-ঘাটে—যেখানে দশটি ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হয়, তথায় কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই রাগমার্গের ভজন-কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতে শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপ সনাতন-রঘুনাথ-শ্রীজীবের দ্বারায় আমাদের গুরুবর্গ বিস্তার করিয়াছেন। পথ চলিতে কেহ শ্যামুকের গাড়ী, কেহ বা মাহুষের গাড়ী, কেহ বা ঘোড়ার গাড়ী, কেহবা মোটর-গাড়ী, কেহ বা বাষ্পীয় যান, কেহ বা এরোপ্লেনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। যেখানে বাধা নাই, সেরূপ সীমাহীন আকাশের মধ্যে এরোপ্লেন চলে। 'শচীসুনু, নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং মুকুন্দ প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমতত্ত্বং নতু মনঃ'—ইহাই লোভ বা আবেশের কথা।

শ্রীধামে এহসকল শাক-সব্জী, ফলাগাছ, আমগাছ প্রভৃতি কিজন্য রোপণ করা হইতেছে? শ্রীশ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীশ্রীপাত, শ্রীঈশান ঠাকুর, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য, শ্রীমুরারিগুপ্ত, শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীধর—ইঁহারা সকলেই ঐসকল শাকশব্জী কৃপা-পূর্ব্বক পাঠাইয়া দিবেন—তাঁহাদের কৃপারূপে, যদি আমরা আমাদের সেবাবৃত্তি প্রদর্শন করি। 'সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস। সে সঙ্গ না পাঞা কাঁদে নরোত্তম-দাস।'—এই লোভ বা আবেশ প্রকৃত বিরহীর চিত্তবৃত্তিতে থাকিবে।

যেখানে 'তাঁহারই আমি', সেখানেই আমার প্রকৃত সত্তা। পরতত্ত্ববস্তু অদ্বয়-জ্ঞানের সঙ্গেই আমার নিত্য সংসার। কোটি জন্ম পরে হইলেও আমাকে সেই সংসারে প্রবেশ করিতে হইবে। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের সংসারে আমার প্রভু থাকেন, আমি সেই প্রভুর সংসারে থাকি,—ইহাই আমার সত্তা। সাক্ষাদ্ভাবে সেই সংসার ও সঙ্গ না পাওয়ার দরুণ সুতীব্র আলাবোধই বিরহানুভূতি মিলন হয়—চিন্তার আবেশে, প্রীতিতে, বিরহে। 'পরতত্ত্ববস্তুর সংসার ও সঙ্গলাভ হইতে আমি বঞ্চিত হইয়াছি, আমি সেই গন্তব্য স্থানে যাইতে পারিতেছি না। আমাকে আশ্রয় দিবার—আলোক দেখাইবার—পথ দেখাইবার—উপায় দেখাইবার পাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সাক্ষাতে পাইতেছি না।'—এইরূপ চিত্তের স্থায়িভাবই শ্রীগুরুপাদপদ্মের জন্য বিরহানুভূতি।

'তুয়া অদর্শন অহি, গরলে জারল দেহি', 'করুণা না হৈলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখির আর।', 'কেন বা আছয়ে প্রাণ, কি সুখ পাইয়া। নরোত্তমদাস কেন না গেল মরিয়া 'পাষাণে কুটির মাথা অনলে পশিব' —এইরূপ চিত্তের ভাব হইলে আবেশ ও অভিনিবেশ উপস্থিত হয়। এই আবেশ ও অভিনিবেশেই প্রীতি বা মিলন হয়। শ্যামুকের গাড়ীর মত চলিলে হইবে না। শ্যামুকের গাড়ীতে চড়িলে সাক্ষাৎকার নাও হইতে পারে। এরোপ্লেনের মত চলিতে হইবে। বিরহের মধ্যে গতিশীলতা থাকে। গতিশীলতার কারণ—লোভ, আবেশ। চিত্ত যত নির্ম্মল হইবে, ততই গতিশীলতা বাড়িবে।

এরোপ্লেনের পথে—রাগপথে নববিধা ভক্তির অনুশীলন একপ্রকার, আর পুলিশ, আদালত, নোটীশ, আইন প্রভৃতির দ্বারা বিধিপথে চলা আর একপ্রকার। লোভমার্গ—রাগমার্গ—আবেশমার্গ—ভাবমার্গ—নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানমার্গ,—ইহাই আমার সত্তা, ইহাই আমার সমস্ত ক্রিয়া-কলাপের জীবন হইবে, আমার যা' কিছু, ইহা লইয়াই। ইহা থামিবে না—নিরবচ্ছিন্ন প্রগতিতে অবিরাম চলিবে। এই বিরহই আমাকে গতিশীল করাইবে।

আমি ত' শ্যামুকের গাড়ীতে চলিতেছি। আমাকে মোটর-গাড়ীতে, এরোপ্লেনে কে লইয়া যাইবেন? আমার সঞ্জীবনী-সুধা, আমার পাথেয় যে সেবারস, কে তাহার আস্বাদন করাইবেন? শ্রীগুরুদেব বিভু—সর্ব্বব্যাপক। তিনি অপ্রাকৃতাষয়রহিত, নিত্যসিদ্ধ শিষ্যকে চৈত্যগুরুরূপে অন্তরে সর্ব্বক্ষণ সঙ্গ দান করেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন প্রভৃতি গুরুবর্গকে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় সুতীব্র বিরহ-বিধুরতার মধ্যে দর্শন করিয়াছেন। 'পাষাণে কুটির মাথা, অনলে পশিব'—এইরূপ দৈন্য-আর্ত্তিতে সিক্ত হৃদয়ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিগলিত থাকে বলিয়া তথায় শ্রীশ্রীগুরুবর্গের কৃপালতার বীজ সহজেই অঙ্কুরিত ও ফল-ফুলে সুশোভিত হয়।

শ্রীগুরুবর্গ যখন প্রকট থাকেন, তখন তাঁহারা সাক্ষাদ্ভাবে উপদেশাদির দ্বারা আমাদিগকে গতিশীল হইবার সুযোগ প্রদান করেন। তাঁহাদের অপ্রকট লীলাকালে আমাদিগকে কে গতিশীলতায় রাখিবে?—এই-জন্যই অকপট হরিভজনেচ্ছুর বিরহ উপস্থিত হয়। [illegible] ও আশ্রয়বিগ্রহের জন্য বিরহের মধ্যে কিছুটা বৈশিষ্ট্য আছে। আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব জীবকে বিষয়-বিগ্রহের সহিত মিলন করাইয়া দেন। বিষয়-বিগ্রহের সেবাপ্রাপ্তির জন্য যে আবেশ বা লোভ, তাহা অধিকতর গতিশীল হয়—আশ্রয়-বিগ্রহগণের কৃপা-প্রাপ্তির জন্য আর্ত্তি বা বিরহের দ্বারা। অতএব আশ্রয়-বিগ্রহগণের জন্য যে বিরহ, তাহা বিষয়-বিগ্রহের সেবার প্রতি লোভ ও আবিষ্টাবেশকেই সুতীব্র গতি-শীল করাইয়া দেয়।

শ্রীগুরুবর্গ সম্পত্তিদশাতে লীলাপ্রবেশ করিয়া বিষয়-বিগ্রহের যে সেবায় অভিনিবিষ্ট আছেন, সেই সেবার কৈঙ্কর্য্যের প্রতি লোভ শ্রীগৌরসুন্দরের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত লাভ হয় না। বিরহ বিধুর হৃদয় সুতস্বরে কেবল সম্বোধন করিবার জন্য ব্যাকুল হয়। এজন্য বিরহময় চিত্তবৃত্তিতে একমাত্র কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিই মুখ্যা। শ্রীগুরুবর্গের সঙ্গ—তাঁহাদের নাম, গুণ ও লীলার শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদির মধ্যে লাভ হয়। লোভ হইলেই স্রোতের মধ্যে আসিয়া গেল, তখন গতিশীলতা কেবল বাড়িতে থাকে।

লোভ কাহাকে বলে? অভীষ্টদেবের প্রতি সর্ব্বক্ষণ অভিনিবেশ ও আবেশ ব্যতীত কিছুই ভাল লাগে না,—ইহা লোভের ব্যতিরেক লক্ষণ, আর অন্বয় লক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরাদি ভাবের রাগাত্মিক সেবকগণের যে-কোন একটী সেবার প্রতি হৃদয়ের স্বাভাবিক গতি বা আকর্ষণ।

প্রত্যেক কার্য্যে যদি ভগবৎ-স্মৃতি না আসে, চিত্তটী যদি দৈন্য ও আর্ত্তিতে বিগলিত না হয়, সেবাতে উৎকণ্ঠার আবেশ, অভি-নিবেশ, শোভ ও প্রীতি যদি না আসে, তবে সমস্তই বৃথা। স্মৃতি না হইলে জানিতে হইবে—তথায় বাধা আছে। যেখানে প্রীতি নাই, সেখানে স্মৃতিও নাই। বিষয়ীর বিষয়ে প্রীতি আছে বলিয়া হৃদয়টী সর্ব্বদা বিষয়স্মৃতিতে ভরপুর। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বিষয়-বিগ্রহ শ্রীনন্দ-নন্দনের নিজ-জনগণের প্রতি যাঁহার প্রীতি আছে, তাঁহাদের স্মৃতি আঠার ন্যায় সর্ব্বদা তাঁহার অন্তরে লাগিয়া রহিয়াছে। কুটিলতা, অশ্রদ্ধা, জড়-অহঙ্কার, জড়-অভিনিবেশ প্রভৃতি কোন বাধা থাকিলে পরতত্ত্বের প্রতি প্রীতি ও স্মৃতির উদয় হয় না। একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় সেই বাধা দূর হইতে পারে। শ্রীনিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মে ইহাই প্রার্থনা যে, তিনি কৃপা করিয়া এই স্মৃতি-রাহিত্য বিদূরিত করুন—শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতির একটী কণিকা যেন তাঁহার কৃপায় আমাদের লাভ হয়।"

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাহার প্রকাশ॥

প্রশ্নোত্তর

——::(*)::——

প্রশ্ন—"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ" প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যে সর্ব্বক্ষণ উপাস্য বস্তুর স্মরণ বা ধ্যানের কথা শুনা যায়, আর মনের দ্বারাই ত' উপাস্যবস্তুকে স্মরণ করিতে হয়। তাহা হইলে এই ধ্যানযোগ্য বা উপাস্য বস্তুকে 'অচিন্ত্য' বলা হয় কিরূপে?

উত্তর—আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥

অর্থাৎ বিশুদ্ধসত্ত্ব বৃত্তির দ্বারাই সেই পরমসত্যস্বরূপ বাসুদেবের ধ্যান বা চিন্তা হয়। রজঃ ও তমের অন্তর্বর্ত্তী অধিষ্ঠানরূপ মিশ্রসত্ত্ব বিশুদ্ধসত্ত্ব নহে। বিশুদ্ধসত্ত্ব ইহজগতের কোন বস্তু নহে।

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥

অধোক্ষজ শব্দে জড়েন্দ্রিয়ের অতীত। তাঁহাকেই ভগবান্ বলা যায়। তিনি কখনও মনুষ্য বা প্রাণিজগতের ভোগোন্মুখ জড়েন্দ্রিয়ের অধীন হন না। তিনি এই অধিকারটী সম্পূর্ণরূপে নিজের করায়ত্ত রাখিয়াছেন।

প্রঃ—ভগবান্ যদি এইরূপ বস্তুই হন, তাহা হইলে উক্তশ্লোকে 'মনসা'-শব্দের প্রয়োগ কেন?

উঃ—ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্
প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥

অর্থাৎ ভক্তিযোগপ্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সম্পূর্ণরূপে সমাহিত হইলে শ্রীব্যাসদেব কান্তি, অংশ ও স্বরূপশক্তি সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিত মায়াকে দর্শন করিলেন।

সঙ্কল্প-বিকল্প-ধর্ম্মবিশিষ্ট হৃদয়ই প্রাকৃত লোকের মন, আর প্রাকৃত ভোগবুদ্ধি ও ত্যাগবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরন্তর কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত চিত্তই পূর্ণপুরুষের বিহারস্থলী শুদ্ধমন। শ্রীগৌরসুন্দর এইজন্য বলিয়াছেন—

অন্যের হৃদয়—মন, মোর মন—বৃন্দাবন,
'মনে' 'বনে' এক করি' জানি।
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণকৃপা মানি॥

আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও বলিয়াছেন,—

বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম্ হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥

জড় রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের নাম বিষয়, এইগুলির ভোক্তৃ অভিমানকারী মনই বিষয়াবিষ্ট অশুদ্ধ মন। সেই মনে কখনও পূর্ণপুরুষের আবির্ভাবের উপলব্ধি হয় না। নিত্য-ভজনীয় সচ্চিদানন্দ বস্তুর সহিত অনুসন্ধিৎ-নিত্যানন্দ-বস্তুর নিত্যসেবন প্রথায় চঞ্চল মনের অনুপাদেয়তা মার্জ্জিত করিয়া ভক্তিচিত্তে সমাধি আনয়ন করিতে পারে। নিত্য-সেবোন্মুখ জীব ইন্দ্রিয়জ ভোগ বা নিরিন্দ্রিয় ত্যাগের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া নির্ম্মল আত্মার নিত্যসেবাপ্রবৃত্তি ক্রমে সুদর্শন-প্রভাবে পূর্ণপুরুষের দর্শন লাভ করেন। শ্রীসরস্বতী-নদীর তটে 'শম্যাপ্রাস'-নামক স্থানে বদরিকাশ্রমে শ্রীব্যাস শ্রীনারদের শিক্ষা-অনুসারে এইরূপ শুদ্ধভক্তিযোগ-সমাহিত নির্ম্মলচিত্তে স্বরূপশক্তি-সমন্বিত পূর্ণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, তৎপরাঙ্মুখী বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং স্বরূপতঃ চিন্ময় কৃষ্ণদাস জীব আপনাকে জড়ভোক্তা মনে করিয়া যে অনর্থের আবাহন করিয়া থাকে, আর অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিযোগ অবলম্বন-দ্বারা কিরূপে তাহার সেই অনর্থের উপশম হইতে পারে, তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন। 'পূর্ণপুরুষ' শব্দে সর্ব্বশক্তিমান ভগবান্‌কে বুঝায়। কর্ম্ম বা জ্ঞান-চেষ্টায় পূর্ণপুরুষের দর্শনলাভ হয় না। কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মভূমির প্রাপ্যবস্তু পাওয়া যায়, সেই ভূমিকার অতীত বস্তু পাওয়া যায় না নির্ভেদ-জ্ঞানের দ্বারাও পূর্ণপুরুষের দর্শনলাভ হয় না। সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিতে সেব্য ও সেবক-সম্বন্ধ থাকে, কিন্তু সাযুজ্যে তাহা থাকে না। "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।"—অর্থাৎ নির্গুণা ভক্তি উদিত হইলে জীব ভগবানের স্বরূপ ও স্বভাব বিশেষরূপে জানিতে পারে।

প্রঃ—মায়া জিনিষটি কি?

উঃ—"মায়তে অনয়া ইতি মায়া"—যাহাকে মাপিয়া নেওয়া যায় তাহাই মায়া। ভগবান্—মায়াধীশ, তাঁহাকে মাপা যায় না যেখানে ভগবান্‌কে মাপিয়া নেওয়ার চেষ্টা দেখা যায়, তাহাই মায়া—ভগবান্ নয়। মা—যা=মায়া। এই মায়া পূর্ণপুরুষ ভগবানে গর্হিতভাবে আছে—মায়াবশযোগ্য অণুচিৎ জীবের প্রতি বিশেষরূপে দণ্ডবিধান করিবার জন্য।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

এই অপরা শক্তিই মায়াশক্তি। অপরা-শক্তি নিরীশ্বর কপিলের চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, কখনও বা বৈশেষিকের পরমাণু, কখনও জৈমিনীর অভ্যুদয়বাদ, কখনও গৌতমের ষোড়শ পদার্থ, কখনও পাতঞ্জলির বিভূতি-কৈবল্যাদি, কখনও বা ব্রহ্মানুসন্ধানের ছলনায় অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবকুলকে বাহ্য জগতের ক্রিয়ায় মুগ্ধ করিতেছে—বুঝিতে ভুল করাইতেছে।

প্রঃ—এরূপ কেন হয়?

উঃ—জীবের স্বতন্ত্রতা আছে বলিয়া।

প্রঃ—তাহা হইলে "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া"—গীতার এই বাক্যের সার্থকতা কি?

উঃ—গীতার এই বাক্য ত' ঐ কথাই সমর্থন করেন। বিষ্ণুই সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা, ঈশ্বর। জীব-সকল যে-যে কর্ম্ম করিয়া থাকে, ঈশ্বর তদনুরূপ ফল বিধান করেন, পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে জীবের প্রবৃত্তি ঈশ্বরের প্রেরণার দ্বারা কার্য্য করিতে থাকে। জীব—হেতুকর্ত্তা, আর ঈশ্বর—প্রয়োজক-কর্ত্তা। জীব নিজকর্ম্মের কর্ত্তা হইয়া যে ফল-ভোগের অধিকারী এবং যে ভাবিকর্ম্মের উপযোগী হইতেছে, সেই-সকল ফলভোগে ও কার্য্য-করণে প্রয়োজক কর্ত্তৃরূপে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে। ঈশ্বর—ফলদাতা, আর জীব—ফলভোক্তা।

প্রঃ—জীবের স্বতন্ত্রতা থাকিল কেন?

উঃ—জীব বিভুচৈতন্য পরমেশ্বরের অণু-অংশ। সমুদ্রে যে জলধর্ম্ম আছে বিন্দুতেও সেই জল-ধর্ম্ম অণুপরিমাণে রহিয়াছে। বিভু ভগবান্—পরম স্বতন্ত্র, সুতরাং তদীয় অণু অংশ জীবেও তদনুসারে স্বতন্ত্রতা রহিয়াছে।

প্রঃ—জীবের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার বা অসদ্ব্যবহার কি ভগবানের প্রেরণার দ্বারা হইয়া থাকে?

উঃ—ভগবানের প্রেরণায় হইলে ত' তদ্দ্বারা ভগবানের সেবাই হইত, ভগবদ্-বিস্মৃতি হইত না।

প্রঃ—তাহা হইলে ভগবানের ইচ্ছার উপর সমস্ত নির্ভর করে—এই সিদ্ধান্ত কিরূপে হয়? আমাদের কর্ম্মই যদি আমাদিগকে উদ্ধার করে, তাহা হইলে আর ভগবানের দরকার কি?

উঃ—শ্রীমদ্ভাগবত এই কথার জবাব দিয়াছেন,—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥

ইহ জগৎ হইতে যাঁহার ছুটী পাওয়ার যোগ্যতা হইয়াছে, তিনি বিচার করেন, পরম মঙ্গলময় ভগবানের উপর যদি দোষগুলি চাপাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেবা বৃত্তির অভাব হয়, কোন দিনই মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে না। কিন্তু চেতনময়ী সেবোন্মুখতা ক্রমে যিনি সমস্ত অসুবিধা-গুলিকে ভগবানের অনুগ্রহ বা দয়া বিচার করিয়া ভগবানের প্রতি আরও অধিকতর আকৃষ্ট হন, তিনি অনায়াসে মুক্তিপদের অধিকারী।

শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব

——:.•.——

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে

বর্ত্তমান গৌড়ীয়াচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও শুভেচ্ছায় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহতিথি-পূজা মহোৎসব কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে গত ৮ই ডিসেম্বর, সোমবার-দিবস সংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে সর্ব্বক্ষণ পাঠ, কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইয়াছিল। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরে একটী মহতী সভায় অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠের সেবকগণ শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য ভুবনপাবনলীলা ও অসীম কৃপার কথা কীর্ত্তন করেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইলে পর উপস্থিত সজ্জনবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠে

পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের অহৈতুকী কৃপায় গত ৮ই ডিসেম্বর, সোমবার বোম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পঞ্চম-বার্ষিক বিরহ-তিথিপূজা নিরন্তর হরি-সংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐদিবস প্রত্যূষে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা, গুরুপরম্পরা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনগীতি কীর্ত্তন হইলে পর 'শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ' গ্রন্থ পাঠ হয়।

দ্বিপ্রহরে শ্রীবিগ্রহগণের ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হয়।

অপরাহ্নে মঠসেবকগণ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাপ্রার্থনা-মুখে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপার কথা আলোচনা করেন। তৎপরে যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর-গীতিটী কীর্ত্তন হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, গুরুদেব রূপা বন্দু দিয়া প্রভৃতি কৃপাপ্রার্থনা-সূচক গীতি কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রাজী [illegible] শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও শিক্ষার কথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে উপস্থিত শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে শ্রীমহাপ্রসাদ [illegible] করা হয়।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ৮ই ডিসেম্বর হইতে [illegible] শ্রীশ্রীকীর্ত্তন-[illegible] শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহতিথি-পূজা [illegible] পূর্ণ [illegible] আলোচনা-[illegible] হইয়াছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম তিন দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
		১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲		৪৲	
" " অর্দ্ধ কলম	৮	৬৲	৬	
" " এক কলম	১২	১০৲	১০৲	

এক বৎস

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	১০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীপাচ্ছিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় লিয়া ... কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-রাত। ... রে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অথবা সার্থক হয় কি না। ... ।৵০ দশ আনা বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

-১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

ফ্রান্সে নাৎসী আধিপত্যের পরিণাম

জার্ম্মাণীর সহিত "সহযোগিতার নীতি" অবলম্বনের ফলে বর্ত্তমান শীতকালেই ফ্রান্সে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে বলিয়া আশঙ্কা হয়।

জার্ম্মাণরা সর্ব্বদাই ফ্রান্সে খাদ্যদ্রব্যের অর্ডার দিতেছে। যে সকল ক্ষেত্রে খাদ্যদ্রব্য সবাসরি জার্ম্মাণীতে রপ্তানী হয় না, সে সকল ক্ষেত্রেও তাহা দ্বিবিধ প্রকার ধাতুদ্রব্যের মূল্য হিসাবে স্পেনে প্রেরিত হয়। জুতা একবার ছিঁড়িয়া গেলে এখন ফ্রান্সে জুতা মেরামত করাও মুস্কিল। কয়লা প্রায় নাই বলিলেই চলে। বন হইতে কাঠকুটা কুড়াইয়া আনাও ফরাসীদের পক্ষে নিষেধ, কারণ এই সকল জ্বালানি কাঠ জার্ম্মাণদের জন্য মজুত করা হইতেছে। শীতের প্রকোপ এড়াইবার জন্য সন্ধ্যা বেলায় বাড়ীর সমস্ত লোক আসিয়া একটি মাত্র ঘরে জড় হয়।

কতকগুলি খাদ্যদ্রব্য কেবল নির্দ্দিষ্ট দিন বা নির্দ্দিষ্ট সময় ছাড়া বিক্রয় করিতে দেওয়া হয় না। আধ সের ... দুই সের আলু, এক সের মাংস এবং এক পোয়ারও কম চাউলে চার সপ্তাহ চালাইতে হইবে। ছোট-খাট মাছ ছাড়া সকল মাছই জার্ম্মাণদের জন্য বাঁধা আছে। রেস্তরাঁগুলিতে কাঠবিড়ালী ও কাকের মাংস দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে। কয়েক মাস আলু এবং মাংস মোটেই পাওয়া যায় নাই। সুতরাং এ অবস্থায় যে প্যারিসের মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাইবে, ইহা বিস্ময়কর নহে। ১৭ই নভেম্বর হিসাবে দেখা যায়, প্যারিসের মৃত্যুর হার শতকরা ২১ জন হিসাবে বাড়িয়া গিয়াছে।

ফ্রান্সে এখন জামাকাপড় ক্রয় করা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। বিশেষ খোঁজখবর না করিয়া কাহাকেও জামাকাপড় কিনিবার অনুমতি-পত্র দেওয়া হয় না। সম্প্রতি এক নিয়ম প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে যে, একটি নূতন সুটের বদলে দুইটি পুরান সুট না দিলে নূতন সুট কিনিবার অনুমতি পত্র দেওয়া হয় না।

লিবিয়ায় বৃটিশ বাহিনীর আরো অগ্রগতি

মধ্যপ্রাচ্যের একটি ইস্তাহারে আজ্ঞইলা অধিকারের সংবাদ ২৫শে নভেম্বর ঘোষিত হইয়াছে।

উক্ত ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে যে, তোব্রুক হইতে প্রচণ্ডবেগে ধাবিত হইয়া বৃটিশ বাহিনী ২০ হাজার শত্রু-সৈন্যকে বন্দী করে।

সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, ১৮ই নভেম্বর হইতে ২৩শে নভেম্বর মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত ১৯০টী শত্রুপ্লেন ধ্বংস করা হইয়াছে।

৬০ লক্ষ জার্ম্মাণ সৈন্য হতাহত

সোভিয়েট বেতারে ২৬শে নভেম্বর ঘোষণা করা হইয়াছে যে, রুশ-যুদ্ধে জার্ম্মাণীর নিহত আহত অথবা বন্দী সৈন্যের সংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ।

সোভিয়েট ইনফর্ম্মেশন ব্যুরোর হিসাবের উল্লেখ করিয়া মস্কো বেতার ঘোষণাকারী বলেন, সোভিয়েটের প্রায় ২১ লক্ষ ২২ হাজার সৈন্য ক্ষয় হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪ লক্ষ ৯০ হাজার নিহত, ১১ লক্ষ আহত ও ৫ লক্ষ ২০ হাজার নিখোঁজ হইয়াছে।

জার্ম্মাণদের ১৫ হাজারের অধিক ট্যাঙ্ক, ১৩ হাজার প্লেন ও ১৯ হাজার কামান ধ্বংস হইয়াছে। পক্ষান্তরে সোভিয়েটের ৭ হাজার ৯ শত ট্যাঙ্ক, ৬ হাজার ৪ শত প্লেন ও ১২ হাজার ৯ শত কামান খোয়া গিয়াছে।

রষ্টোভে লালফৌজের সাফল্য

সরকারী টাস জেন্সির একটি সংবাদে বলা হইয়াছে যে, গত কয়েকদিন রোষ্টভ এলাকার যুদ্ধে বহুসংখ্যক জার্ম্মাণ সৈন্য পর্য্যুদস্ত হইয়াছে। দশ সহস্র জার্ম্মাণ হতাহত এবং ৫০টির অধিক ট্যাঙ্ক ও ১৩০টি কামান খোয়া গিয়াছে বলিয়া বলা হইয়াছে।

বৃটিশ অভিযানের সাফল্য

গত ২৮শে নভেম্বরের একখানা ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ এবং নিউজিল্যাণ্ড-বাহিনী শত্রুপক্ষীয়দের দৃঢ় প্রতিরোধ সত্ত্বেও তোব্রুকের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতেছে।

লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষীয় মহল বলিয়াছেন যে, লিবিয়া যুদ্ধের অবস্থা উন্নতির পথেই চলিতেছে। জানা গিয়াছে যে, জার্ম্মাণ আক্রমণকারী দল বার্দ্দিয়া হালফায়া এবং সিদি আজেজের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে শত্রুপক্ষীয়দের একটী ক্ষুদ্র সেনাদলের সহিত যোগদান করিতে অক্ষম হইয়াছে।

বৃটিশবাহিনী কর্ত্তৃক ১৫ হাজার ইটালীয়ান বন্দী

বৃটিশ বাহিনী গাম্বুট দখল করিয়াছে।

১৫ সহস্র ইটালীয়ানকে বন্দী করিয়া লিবিয়ায় আনয়ন করা হয়। উক্ত ১৫ সহস্র ইটালীয়ানদের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যদল ৮ হাজার ইটালীয়ানকে বন্দী করে।

লিবিয়া যুদ্ধ-সম্পর্কিত একটি জার্ম্মাণ এশ্‌তেহারে বলা হইয়াছে যে, বার্দ্দিয়া সোল্লাম রণাঙ্গনে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সভায় কল্যাণকল্পতরু

=•=

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ১৪ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২রা পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১৭ই ডিসেম্বর, ইং ১৯৪১, বুধবার | ২২৯-২৮তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

=•=

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদরত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"যতদিন ভক্তিবিপরীত বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ নারায়ণ, স্থাণু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৫

বিষয়-প্রীতি ও কৃষ্ণ-প্রীতি

——::•::——

'বিষয়'-শব্দে—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ প্রভৃতি ভোগ্য-বস্তু, জ্ঞেয়বস্তু, সম্পত্তি, ধন ইত্যাদি বুঝায়। মায়াবদ্ধ জীব আমরা যে-দিন হইতে আমাদের নিত্য পিতা কৃষ্ণকে ভুলিয়া গিয়াছি, সেই দিন হইতে আমরা কৃষ্ণেরই বহিরঙ্গা শক্তি মায়া-দ্বারা মোহ-বিভ্রান্ত হইয়া আমাদের স্থূল-লিঙ্গ-দেহে 'আত্ম' বা 'আমি'-বুদ্ধি, আর সেই দেহমনের সম্পর্কিত সকল বস্তুকে 'আমার'-বুদ্ধি করিতেছি। তৎফলে সেই দিন হইতে ভোক্তৃ-অভিমানে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ, উপস্থ—এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়ের রাজা মনের দ্বারা দৃশ্য জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ ভোগ করিবার প্রবৃত্তি আমাদের চিত্তে জাগিয়াছে। সর্ব্বক্ষণ ইন্দ্রিয়-দ্বারা এইপ্রকার বিষয়চিন্তা বা বিষয়ভোগ করিতে করিতে বিষয়ের সঙ্গ ফলে বিষয়ের প্রতি আমাদের প্রাণের বা মনের এত বড় একটা আসক্তি, এত বড় একটা অনুরাগ, এত অধিক প্রীতি জন্মিয়াছে যে, প্রাণনাশের আশঙ্কা হইলেও বিষয়ের প্রতি এই আসক্তি বা প্রীতি পরিত্যাগ করিতে পারি না—অতি প্রিয় প্রাণটুকু পর্য্যন্ত ছাড়িতে পারি, তবুও বিষয় ছাড়িতে পারি না।

এই বিষয়ের প্রতি কি প্রকারে আমাদের এত অধিক প্রীতি জন্মে এবং তৎফলে পরিণামে আমাদের কি প্রকার অবস্থা ঘটে, এতদ্বিষয়ে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে জানাইতেছেন,—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ
ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি-
বিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥
(গীতা ২।৬২,৬৩)

অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ বিষয়ের ধ্যান বা চিন্তা করিতে করিতে লোকের বিষয়ের সঙ্গ হয় বা ভোগ করার স্পৃহা জন্মে, সঙ্গ হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতি-বিভ্রম, স্মৃতি-বিভ্রম হইতে বুদ্ধি-নাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।

এখানে 'সর্ব্বনাশ'-শব্দে—জীবাত্মা বা অণুচেতনের স্বভাব বা ধর্ম্ম লোপ হইয়া যাওয়াকে বুঝায়। শ্রীভগবানের উপরি-উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, আমরা সকলেই স্বরূপে বিভুচেতন বা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অণু-অংশ। এই শ্রীকৃষ্ণই গীতার ১৫শ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকে বলিয়াছেন "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" অর্থাৎ সনাতন বা নিত্য জীবসকল আমারই (শ্রীকৃষ্ণের) বিভিন্নাংশ। সুতরাং কৃষ্ণ হইতে আমাদের উৎপত্তি বলিয়া, আমরা কৃষ্ণের অণু-অংশ বলিয়া আমাদের স্বরূপের অর্থাৎ আত্মার, অণুচেতনের স্বাভাবিক বৃত্তি বা ধর্ম্ম—কৃষ্ণকে পিতা বা প্রভু মনে করা, কৃষ্ণের অধীন থাকা, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয় তৃপ্তিবিধান করা। কৃষ্ণ—সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র, আমরা সেই কৃষ্ণের পুত্র বা অণু অংশ বলিয়া আমাদের স্বরূপেও সেই স্বতন্ত্রতা ধর্ম্ম আছে। 'স্বতন্ত্রতা' বলিতে নিজের ইচ্ছামত চলা অর্থাৎ 'আমার ইচ্ছা হইলে এই কার্য্য করিব, ইচ্ছা না হইলে করিব না'—এইরূপ প্রবৃত্তির নাম স্বতন্ত্রতা।

জগৎপিতা কৃষ্ণ তাঁহার পুত্র আমাদিগকে উপদেশ করিলেন,—"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্বে বিধি-নিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥" (পদ্মপুরাণ) অর্থাৎ বিষ্ণুকে সর্ব্বদাই স্মরণ করিবে—ইহাই বিধি, কখনও তাঁহাকে ভুলিবে না—ইহাই নিষেধ। অন্যান্য যাবতীয় বিধি ও নিষেধ উক্ত দুইটী বিধি ও নিষেধদ্বয়ের অনুগামী কিঙ্কর। "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" (শ্রীমন্মহাপ্রভু)—সর্ব্বক্ষণ হরি-কীর্ত্তন করিতে হইবে। আমরা আমাদের পিতার এইসমস্ত বিধি বা আদেশ পালন না করিয়া অর্থাৎ "সর্ব্বক্ষণ পিতা কৃষ্ণকে স্মরণ করিতে হইবে, তাঁহার নাম-গুণ কীর্ত্তন করিতে হইবে, 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' অর্থাৎ লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইতে হইবে—পিতার এই বিধি বা আদেশ লঙ্ঘন করিয়া "কখনও পিতাকে—কৃষ্ণকে ভুলিবে না।"—এই নিষেধসূচক বাক্যই পালন করিতেছি, অর্থাৎ কৃষ্ণকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছি।

পিতা কৃষ্ণের এইসমস্ত আদেশ পালন করাকে আমাদের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার, আর লঙ্ঘন করাকে আমাদের স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার বলে। অণুচেতন জীবাত্মা আমরা, আমাদের চেতনের, স্বরূপের বা স্বাভাবিক ধর্ম্মের লক্ষণ বা পরিচয় হইল—সার্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা কায়মনোবাক্যের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ পিতা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি-বিধান বা সেবা করা। ইহাই আমাদের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার। কিন্তু আমরা পিতার কুপুত্র বলিয়া পিতার পূর্ব্বোক্ত আদেশ লঙ্ঘন করিয়া পিতার অধীনে থাকিয়া তাঁহার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সেবা করিবার পরিবর্ত্তে —যে পিতা বলিলেন,—"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।" (গীতা) অর্থাৎ আমিই (কৃষ্ণই) সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু, সেই পিতার আসনে বসিয়া অর্থাৎ আমরা নিজে ছোটখাট কৃষ্ণ সাজিয়া সমস্ত জগৎকে আমাদের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুজ্ঞানে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অহর্নিশ তাহা ভোগ করিবার চেষ্টা করিতেছি। ইহার নাম—আমাদের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার।

এইরূপভাবে ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় ধ্যান করিতে করিতে আমাদের কোন কারণে অসংখ্য কামনা বা আশার উদয় হয়, সেই কামনা-পরিপূরণে বাধা উপস্থিত হইলে ক্রোধ হয়, সেই ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিবিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে সর্ব্বনাশ হয় অর্থাৎ আত্মা বা চেতনের যে নিত্যধর্ম্ম বা স্বভাব সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের ও শ্রীগুরুবৈষ্ণবের স্মরণ, তাঁহাদের পাদপদ্ম চিন্তা, তাঁহাদের সেবা তাঁহাদের নাম-গুণ-কীর্ত্তন—এইসব কথা সম্পূর্ণরূপে

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

ভুলিয়া যাই। আমরা তখন আচ্ছাদিত-চেতন অর্থাৎ বৃক্ষ-লতা, তৃণ-গুল্ম, পাহাড়-পর্ব্বত ইত্যাদির ন্যায় জড়-অবস্থা লাভ করি। তখন আমাদের মধ্যে চেতনের ধর্ম্মের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। ইহারই নাম চেতন-বৃত্তিলোপ, আত্মবিনাশ বা সর্ব্বনাশ। বিষয়-প্রীতির এইরূপ শোচনীয় পরিণাম।

যাঁহারা পিতা কৃষ্ণের সুপুত্র—যাঁহারা কৃষ্ণকে আপনার পিতা বলিয়া জানেন—যাঁহারা ঔরস-সন্তানের ন্যায় যাঁহাকে তাঁহাকে পিতা বলিয়া স্বীকার করেন না—যাঁহারা পিতা কৃষ্ণের বাধ্য ও স্নেহের পাত্র, সেই সাধু-গুরু-বৈষ্ণব ও তাঁহাদের দাসানু-দাসগণ নিজেরা ভোক্তা সাজিয়া, পিতার আসনে বসিয়া ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়ভোগ বা জগৎ ভোগ করিতে ধাবিত হন না, তাঁহারা বিষয়-ভোগীর যেরূপ বিষয়েতে প্রীতি, সেইরূপ কৃষ্ণবিষয়ে প্রীতি কামনা করেন। শ্রীগৌরকৃষ্ণের সুপুত্র, নিজ-জন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তদীয় পিতা নিত্যারাধ্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন,—

বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।
সেই মত প্রীতি হউক চরণে তোমার॥

(গীতাবলী)

মায়াবদ্ধ, বিষয়াসক্ত আমাদের জড়-বিষয়ের প্রতি যেপ্রকার প্রাণের টান, অনুরাগ আসক্তি, আঠা বা প্রীতি আছে আপন পিতা বা নিত্যারাধ্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি—শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রতি সেইপ্রকার প্রীতি-লাভের আকাঙ্ক্ষা আমাদের চিত্তে জাগুক,—আমরা শ্রীকৃষ্ণের নিকট এইপ্রকার প্রীতির কাঙ্গাল হই,—উপরি-উক্ত বাক্যে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইহাই আমাদিগকে উপদেশ করিয়াছেন।

জড়বিষয়ে প্রীতি এত বড় একটা নিদারুণ যে, আমরা কেহ কর্ম্মী, কেহ জ্ঞানী, কেহ বা যোগী হইয়া ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী সাজিয়া মঠে বাস, গুরুগৃহে বাস, সাধুসঙ্গ, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা, হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অভিনয় করিয়া এই বিষয়-প্রীতি পরিত্যাগ করিতে পারি না। স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্নভাবে সকলেই ন্যূনাধিক ইন্দ্রিয়-সুখভোগে এতদূর নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছি যে, চিত্তকে কোনপ্রকারে এই বিষয় হইতে ছাড়াইতে পারি না। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতি এইপ্রকার প্রীতি উদিত হইলেই আমাদের জীবনের সার্থকতা সম্পাদিত হইবে। নিত্যপিতা কৃষ্ণের প্রতি, নিত্যসেব্যের প্রতি নিত্যপুত্র বা নিত্যসেবক আমাদের স্বরূপে এইপ্রকার স্বাভাবিক প্রাণের টান বা প্রীতি আছে যে প্রীতিকে কোন প্রকারে ছাড়ান যায় না। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা স্বরূপবিস্মৃত হইয়া বিরূপে অবস্থিত থাকায় আমাদের স্বরূপের স্বাভাবিক প্রীতি বা টান—যাহা একমাত্র কৃষ্ণে প্রযোজ্য, তাহা বিকৃত হইয়া কৃষ্ণেতর বিষয়ে প্রধাবিত হইয়াছে।

শ্রীমুরারিগুপ্ত ও শ্রীঅনুপম-বল্লভের নিজ-নিজ সেব্যবস্তু ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি কিপ্রকার প্রাণের টান বা প্রীতি আছে, তাহা পরীক্ষার জন্য যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরূপ-সনাতন তাঁহাদিগকে রাম-উপাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণভজনের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা উভয়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইয়াছিলেন,—

কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ।
আজি রাত্র্যে প্রভু মোর করাহ মরণ॥
এইমত সর্ব্ব রাত্রি করেন ক্রন্দন।
মনে সোয়াস্তি নাহি, রাত্রি করেন জাগরণ॥
প্রাতঃকালে আসি' মোর ধরিল চরণ।
কাঁদিতে কাঁদিতে কিছু করে নিবেদন॥
রঘুনাথের পায় মুঞি বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাড়িতে না পারি মাথা মনে পাই ব্যথা॥
শ্রীরঘুনাথ চরণ ছাড়ান না যায়।
তব আজ্ঞা-ভঙ্গ হয়, কি করি উপায়॥
তা'তে মোরে এই কৃপা কর দয়াময়।
তোমার আগে মৃত্যু হউক, যাউক সংশয়॥

(চৈঃ চঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন বিষয়ী রাজা বলিয়া মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রকে কোনপ্রকারে দর্শন দিবেন না জানাইলেন তখন শ্রীপ্রতাপ-রুদ্র অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিলেন,—

শুনিয়া রাজার মনে দুঃখ উপজিলা।
বিষাদ করিয়া কিছু কহিতে লাগিলা
পাপী, নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার
জগাই মাধাই করিয়াছেন উদ্ধার॥
প্রতাপরুদ্র ছাড়ি' করিবে জগৎ নিস্তার
—এই প্রতিজ্ঞা করি' করিয়াছেন অবতার॥
তাঁর প্রতিজ্ঞা—মোরে না
করিবে দরশন।
মোর প্রতিজ্ঞা—তাঁহা বিনা
ছাড়িব জীবন॥
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন।
কিবা রাজ্য, কিবা দেহ—সব অকারণ॥
প্রভু কৃপা বিনা মোর রাজ্য নাহি ভায়॥
যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি।
রাজ্য ছাড়ি' যোগী হই' হইব ভিখারী॥

(চৈঃ চঃ)

ঠাকুর শ্রীহরিদাসকে ম্লেচ্ছগণ যখন বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত করিতে করিতে হরিনাম-ত্যাগের কথা বলিতে লাগিল, তখন তিনি বজ্রগম্ভীর-স্বরে বলিলেন,—

খণ্ড খণ্ড হই' যদি যায় দেহ প্রাণ।
তবু না ছাড়িব বদনে হরিনাম॥

(চৈঃ ভাঃ)

এই সব জলন্ত দৃষ্টান্তই একমাত্র সেব্যবস্তু আরাধ্যবস্তু শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতি আন্তরিক প্রীতির লক্ষণ। আমরা—যাহারা শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের পাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক কেহ ব্রহ্মচারী, কেহ গৃহস্থ, কেহ বানপ্রস্থ, কেহ বা সন্ন্যাসীর বেশে গৃহস্থ-ভক্ত বা মঠবাসী-নাম ধারণ করিয়া একমাত্র হরিজন, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা ব্রত বলিয়া জানাইতেছি, সেই আমাদের শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতি এইপ্রকার প্রীতির উদয় হইয়াছে কি?—না, এই প্রকার প্রীতি-উদয়ের জন্য আমরা নিষ্কপটভাবে যত্ন-চেষ্টা করিতেছি? বিষয়ী-লোকের বিষয়ের প্রতি এতদূর প্রাণের টান, আসক্তি বা প্রীতি যে, তাঁহারা প্রাণ ছাড়িতে পারে, তবুও বিষয়-ভোগ বা বিষয়াসক্তি ছাড়িতে পারে না। শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের নিজ-জনগণ—শ্রীসাধু গুরু-বৈষ্ণবগণ ও তাঁহাদের অনুগত দাসানুদাস-গণেরও স্বীয় অভীষ্টদেবের প্রতি তাঁহাদের প্রাণের স্বাভাবিক টান, আসক্তি বা প্রীতি এত গাঢ় বা এত অধিক যে, তাঁহারা অনায়াসে প্রাণ ছাড়িয়া দিতে পারেন, তবুও তাঁহাদের একমাত্র নিত্যারাধ্যদেবের পাদপদ্ম ছাড়িতে পারেন না। বিষয়ী বিষয় ছাড়িতে পারে না, বিষয়ও তাহাকে ছাড়িতে চায় না। তদ্রূপ প্রকৃত গুরুসেবকগণ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্ম ছাড়িতে পারেন না, আবার শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবগণও তাঁহাদিগকে ছাড়িতে পারেন না। ঐকান্তিক ভক্ত ও ভগবানের, সেব্য ও সেবকের, প্রভু ও ভক্তের মধ্যে ইহাই পরস্পরের প্রীতিবৈশিষ্ট্য।

সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ-জন॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৪।৪৬)

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণের প্রতিও আমাদের এই প্রকার প্রাণের টান বা স্বাভাবিক প্রীতির উদয় না হইলে—তাঁহাদিগকে আমাদের ইহ-পরকালের একমাত্র পরম-হিতাকাঙ্ক্ষী, পরমবন্ধু বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাস না হইলে আমাদের গুরুগৃহে বাস, শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের সঙ্গ, সেবা, হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তন—সমস্তই বৃথা বা কেবল অভিনয়-মাত্র হইয়া যাইবে। অতএব আমরা আমাদের নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের "বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার। সেই মত প্রীতি হউক চরণে তোমার"—এই আত্মমঙ্গলময়ী উপদেশটী সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিয়া ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের অভিন্নবিগ্রহরূপে বিদ্যমান পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব অহৈতুক কৃপাগুণে শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবের প্রতি আমাদের এইরূপ স্বাভাবিক অনুরাগ বা প্রীতি-বর্দ্ধনের জন্য অনুক্ষণ আমাদিগকে স্বীয় আচরণ ও উপদেশ প্রদানের দ্বারা যে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন, তাহা যেন আমরা সাদরে অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়া আত্মমঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে পারি, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ কৃপা-পূর্ব্বক আমাদিগকে এরূপ সুবুদ্ধি প্রদান করুন,—তাঁহাদের শ্রীচরণে ইহাই প্রার্থনা।

প্রশ্নোত্তর

(২)

প্রশ্ন শ্রীমদ্ভাগবতের "তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো"-(১০।১৪।৮) শ্লোকে জীব-সকল যে কর্ম্মফল বা সুখ-দুঃখ ভোগ করে, ঐসকল নিজ-কৃত কর্ম্মফলকে বা সমস্ত অসুবিধাগুলিকে ভগবানের অনুগ্রহ বা দয়া বিচার করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। তাহা হইলে আমরা যে পাপ করি, তাহাও কি ভগবানের দয়া?

উত্তর না, তাহা নয়। পাপের প্রবৃত্তি দিয়াছেন—আমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য, যেমন—শিশুর অন্ন-প্রাশনের সময় পিতা-মাতা শিশুর রুচি পরীক্ষা করিবার জন্য শিশুর কাছে পয়সা, কড়ি, খৈ, ধান ভাগবত-পুঁথি প্রভৃতি রাখিয়া থাকেন, আর শিশু তাহার রুচি-অনুসারে সেইগুলি গ্রহণ করে,—উপনয়নের সময় যেমন আচার্য্য মানবকের বৃত্তি পরীক্ষা করিয়া থাকেন। আমরা সেবাবিমুখ থাকাকালে শ্রীভগবানের দয়ার কার্য্যকে নিষ্ঠুরতা বা নির্দ্দয়তা বলিয়া মনে করিয়া থাকি। 'অনুগ্রহ' বা 'কৃপা'কে দণ্ড বলিয়া গ্রহণ করিলে আমাদের সেবোন্মুখতা বা ভগবানের প্রতি আনুরক্তির অভাব হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়। যিনি সেই ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া তাঁহার সেবা বা কৃপা লাভ করিতে ইচ্ছুক, ভগবান্ সেই আশ্রয়প্রার্থীর ঐকান্তিকতা পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার (আশ্রয়-প্রার্থীর) নিকট অনেক বিপদ্ আপদ্, অসুখ-অশান্তি, অসুবিধা আনিয়া ফেলেন, যেমন—ব্যাধি-নিরাময়ের জন্য ডাক্তারের নিকট গেলাম, তিনি অত্যন্ত তিক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন বা ছুরিকা দিয়া ফোঁড়ার মুখ খুলিয়া দিলেন। তাহাতে আমার যে কষ্ট অনুভব হয়, তজ্জন্য আমি ডাক্তারের প্রতি বিরক্ত—অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যদি মারিতে যাই, ডাক্তার নির্দ্দয়, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নহেন বলিয়া বিচার করি, তাহা হইলে আমার দিক্ হইতে বিচারটা ভুল হইয়া গেল। প্রকৃত মঙ্গলকারীকে—দয়াবান্‌কে অমঙ্গলকারী ও নির্দ্দয় বলিয়া ভুল করিয়া বসিলাম।

ভগবানের মায়া প্রলোভনের জিনিষগুলি এই জগতে সাজাইয়া রাখিয়া দিয়াছেন। কত রকম টোপ, বঁড়শী, খাতা,-কল, জাল, শিকল, আমার কাছে এরূপভাবে রহিয়াছে যে, আমি যাহাতে পৃথিবীর জালে বা মায়া-জালে আরও বেশী করিয়া জড়াইতে পারি। এই সকল বঁড়শীর প্রলোভনে পড়িয়া কখনও আমি যথেচ্ছাচারী অসৎকর্ম্মী হইতেছি, কখনও বা খাঁতা-কলের প্রলোভনে পড়িয়া লোকহিতকর কার্য্য করিবার নামে সৎকর্ম্মী হইতেছি। কখনও নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানকে ভাল মনে করিতেছি, শাঁকাসিংহ, কপিল ও

ঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির মতকে আদর করিতেছি। ধর্ম্মবাদ ও নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞানবাদ —এই দুইপ্রকার অন্যাভিলাষময় বিচারে প্রতারিত হইয়া যাহারা ধর্ম্মজগতে অগ্রসর হইতেছে, তাহাদের যোগ্যতা বুঝিয়া মায়াদেবী তাহাদের প্রলোভনের জন্য সেই-রকম বিচিত্র টোপ সাজাইয়া রাখিয়াছেন।

ভগবানের কথায়—ভগবানের নাম-গুণ-কীর্ত্তনে, শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত হইলেই জীবের প্রকৃত মঙ্গল লাভ হইবে, মঙ্গলের অন্য রাস্তা নাই। ভগবান্ কাহারও স্বতন্ত্রতায় বাধা দেন না, তিনি চেতনধর্ম্মের হন্তারক নহেন। চেতনতার বৈশিষ্ট্যে বাধা দিলে তাঁহার নির্দ্দয়তারই পরিচয় হইত। তিনি চেতন-বৃত্তির নিকট চেতনবৃত্তির সৎ ও অসদ্ব্যবহারগুলি জানাইতেছেন মাত্র। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—জৈমিনী-ঋষির অভ্যুদয়বাদের কথা বা দত্তাত্রেয় শঙ্করাদির নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানের কথায় নিরত হইও না। উহা চেতনতা বা স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার নয়। ভগবানের সেবারূপ কর্ম্ম কর—ভগবানের সেবা যাহাতে না হয়, ঐরূপ কর্ম্ম করিও না। শ্রীচৈতন্যদেব অচিদ্-অনুভূতিযুক্ত জীবের মঙ্গলের জন্য—চেতনতা উৎপন্ন করিবার জন্য এইসব কথা বলিয়াছেন।

এই জগতের কেহই দুঃখলাভের উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন না। পুত্রশোককাতরা জননী বক্ষে করা-ঘাত করেন, মাথা কুটেন—দুঃখ বিনাশের জন্য, রোগী গলায় আঙ্গুল দিয়া বমি করে—আশু প্রতিকার পাওয়ার জন্য, ফলাকাঙ্ক্ষী কর্ম্মি-সম্প্রদায় বিভিন্ন ব্যবস্থাদ্বারা আশু প্রতিকারেরই চেষ্টা করিতেছেন। আমার তাৎকালিক উপশম পাওয়া দরকার—ইহাই ফলাকাঙ্ক্ষী কর্ম্মি সম্প্রদায়ের অন্তর্নিহিত অভিলাষ। তাহারা আপাতসুখকর ব্যাপারে প্রলুব্ধ হইয়া মায়ামরীচিকার প্রতি ধাবিত হইতেছেন। আপাতসুখলাভ বা আশু-প্রতিকার-প্রণালী হইল—পৃথিবীর বাদশাহ হইব স্বর্গের ইন্দ্র হইব—জগতের বহুসুখের ভোক্তা বা প্রদাতা হইব—এইসকল। ইহা ঈশাবিমুখতা মাত্র। নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানও আশুপ্রতিকার-প্রাপ্তির চেষ্টারই আর একটা দিক্, আমার কিছু শুল্ক, পারিশ্রমিক দরকার—কোন না কোন আকারে। আমরা যে ভগবানের অবিচ্ছিন্ন অংশ, তাহা হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত মনে করিলেই ভোগ করিতে ধাবিত হই। তখন মনে করি, আমার কুক্কুর দন্তের সদ্ব্যবহার করা আবশ্যক—যুবধর্ম্মে প্রমত্ত হওয়া আবশ্যক—পাঁচটা লোককে সামাজিক সভ্যতায় আনা কর্ত্তব্য ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব চেষ্টা ভগবদ্ বিস্মৃতির ফলমাত্র এই সকল প্রবৃত্তি ভোগপ্রবৃত্তি।

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ
কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"
(গীতা)

জীবাত্মা—গুণাতীত বস্তু, জীব মায়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি ভগবদুপাসনা করেন। কিন্তু মায়ার ক্ষমতা অনেক অধিক। বহির্ম্মুখ জীবের প্রবৃত্তি বা অভিলাষ হইয়াছে—মায়াতে আবদ্ধ হওয়া, মৎস্য হইয়া টোপ খাওয়া, স্ত্রী পুত্র-কন্যা পৌত্র প্রপৌত্র-বৃদ্ধপ্রপৌত্র—যাহাদের সঙ্গে কোনও কালে দেখা হইবে না তাহাদের ভোগের জন্য অমূল্য জীবন নষ্ট করা—মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া ভোগের ইন্ধন যোগাড় করিয়া রাখিয়া যাওয়া। তালগাছ পুতিলাম, তাহার ফল পাইবে অন্যে—যাহার সঙ্গে আমার কখনও দেখা হইবে না, আমার বহুকষ্টের সঞ্চিত ধন দৌলত যে একদিন উড়াইয়া দিবে, তাহার জন্যই আমার সব চেষ্টা, এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রে একটী শ্লোক আছে,—

কামাদীনাং কতি না কতিধা
পালিতা দুর্নিদেশা
জাতা তেষাং ময়ি ন করুণা ন
ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং
নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

অর্থাৎ হে ভগবন্, আমি কামাদি রিপুগণের কতপ্রকার দুষ্ট-আদেশ পালন করিয়াছি, তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা হইল না, লজ্জা ও উপশান্তিরও উদয় হইল না। হে যদুপতে! সম্প্রতি আমি বিবেক লাভ করিয়াছি, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমি তোমার অভয় চরণে শরণাগত হইয়াছি। তুমি এখন আমাকে তোমার দাস্যে নিযুক্ত কর।

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্জ্ঞানাবলম্বকাঃ
বয়ন্তু হরিদাসানাং পদাত্রাণাবলম্বকাঃ।

অর্থাৎ কর্ম্মপ্রধান ব্যক্তিগণ ঈশ্বরকে গৌণভাবে স্বীকার করেন, জ্ঞানিসম্প্রদায় ঈশ্বরের সহিত একীভূত হইয়া যাইবার বাসনা করেন, কিন্তু আমরা সেরূপ কোন দুরাশা পোষণ করি না। আমাদের আশা, যেন আমরা চিরকাল হরিদাসগণের জুতাবরদার হইতে পারি।

গ্রন্থ ভাগবত ও ভক্তভাগবতের—সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপায় যে দিন আমাদের এই প্রকার সুবুদ্ধির উদয় হইবে—যে দিন তাঁহাদের এইসব উপদেশ অবনতমস্তকে স্বীকারপূর্ব্বক জীবনে পালন করিবার জন্য আমরা যত্নবান্ হইব, সেই দিনই বিপদ্-আপদ্, দুঃখ-কষ্ট-অসুবিধাকেও ভগবানের অনুগ্রহ বা কৃপা বলিয়া উপলব্ধির বিষয় হইবে। নতুবা ভগবানের অতি দয়ার কার্য্যকেও আমরা নির্দ্দয়তা বা নিষ্ঠুরতা বলিয়া বিচার করিব।

আমার জীবন

——::(•)::——

আমি একজন সেবাবিমুখ ব্যক্তি। স্বরূপ-বিস্মৃতি, অসত্তৃষ্ণা, হৃদ্দৌর্ব্বল্য ও অপরাধ—এই চারিপ্রকার অনর্থের দ্বারা সর্ব্বদা আমি কবলিত। আমি বহির্দৃষ্টিতে গুরুগৃহে বাস, শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের সঙ্গ তাঁহাদের সেবা, হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ইত্যাদি ভক্ত্যঙ্গ-যাজনের অভিনয় করিতেছি। গৃহস্থ ও মঠবাসী গুরুসেবকগণ আমাকে 'বৈষ্ণব'-বুদ্ধি করিয়া দণ্ডবৎ প্রণামাদির দ্বারা সম্মান করেন, আমার প্রশংসা করেন, আমাকে 'প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করেন, আমার কত সেবা করিবার জন্য উদ্গ্রীব থাকেন।

শ্রীগুরু-সেবকগণের নিকট হইতে এই প্রকার সম্মান-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়া ও সর্ব্বদা তাঁহাদের সেবাগ্রহণ করিয়া আমিও মনে মনে দৃঢ়রূপে স্থির করিয়াছি যে, আমি খুব বড় একজন বৈষ্ণব হইয়া পড়িয়াছি, মঠের অন্যান্য গুরুসেবকগণ সকলেই আমা অপেক্ষা বুদ্ধি, বিচার, যোগ্যতা ও ভজনে হীন। অপর সকলেরই কত দোষ, ভুল, ত্রুটী-বিচ্যুতি, অপরাধ প্রভৃতি ভক্তি-প্রতিকূল বিচার-আচার, চিন্তাস্রোত আছে, কিন্তু আমাতে কোনপ্রকার দোষ, ভুল, ত্রুটী নাই বা থাকিতে পারে না। কারণ, আমি বহুকাল যাবৎ গুরুগৃহে বাস করিতেছি—শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের মুখে কত হরিকথা শুনিয়াছি—তাঁহাদের কত সেবা করিতেছি, সুতরাং আমাতে কোন প্রকার দোষ, ভুল ত্রুটী-বিচ্যুতি, অপরাধের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। আমি এতদিন হরিভজন করিয়া এখন কনিষ্ঠ-অধিকার হইতে মধ্যম-অধিকারে উপনীত হইয়াছি—মধ্যম-অধিকারী বৈষ্ণবের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছি। আর কিছু দিন গুরু গৃহে বা মঠে বাস করিতে পারিলেই উত্তম-অধিকারী বা মহাভাগবত বৈষ্ণবের পদবী লাভ করিব।

আমার ন্যায় একটী পতিতাধম, সেবা-বিমুখ জীবকে এইপ্রকার দুর্ব্বুদ্ধিযুক্ত, দুর্দ্দৈব-গ্রস্ত, এইপ্রকার মায়া-মোহিত—এই প্রকার অনর্থসমূহের দ্বারা অভিভূত দেখিয়া শ্রীগৌর-নিজ-জন, পরদুঃখদুঃখী, পরমকরুণাময় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এ হেন নরাধমের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া আমার জীবনের কথা আমাকে এইরূপ স্মরণ করাইয়া দিতেছেন,—

আমার জীবন সদা পাপে রত,
নাহিক পুণ্যের লেশ।
পরেরে উদ্বেগ দিয়াছি যে কত,
দিয়াছি জীবেরে ক্লেশ॥
নিজ সুখ লাগি' পাপে নাহি ডরি,
দয়া-হীন, স্বার্থপর।
পর সুখে দুঃখী, সদা মিথ্যাভাষী,
পরদুঃখ সুখকর॥
অশেষ কামনা হৃদি-মাঝে মোর,
ক্রোধী, দম্ভপরায়ণ।
মদমত্ত সদা, বিষয়ে মোহিত,
হিংসা গর্ব্ব-বিভূষণ॥
নিদ্রালস্য-হত, সুকার্য্যে বিরত,
অকার্য্যে উদ্যোগী আমি।
প্রতিষ্ঠা লাগিয়া শাঠ্য-আচরণ,
লোভহত, সদা কামী॥
এ হেন দুর্জ্জন, সজ্জন-বর্জ্জিত,
অপরাধী নিরন্তর।
শুভকার্য্যশূন্য, সদানর্থমনা,
নানা দুঃখে জরজর॥
বার্দ্ধক্যে এখন উপায়-বিহীন,
তা'তে দীন-অকিঞ্চন।
ভক্তিবিনোদ প্রভুর চরণে,
করে দুঃখ নিবেদন॥
(শ্রীশরণাগতি)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপরি-উক্ত কথাগুলি আমি একটুকু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলাম,—শ্রীল ঠাকুরের প্রত্যেকটী কথা আমার জীবনের সঙ্গে একমিল হইয়া যাইতেছে। আমি সত্য-সত্যই সর্ব্বক্ষণ নানা পাপাচরণে রত, প্রকাশ্যে ও গোপনে কত সময় যে কতপ্রকার পাপাচরণ, বিগর্হিত কার্য্য করিতেছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। জীবনে কোন দিন কোনপ্রকার পুণ্য-কার্য্যও করি নাই। দেহ-সম্পর্কীত পিতা-মাতা, ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন এবং ইহ-পরকালের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীগুরু-বৈষ্ণব ও তদনুগ জনগণকে কত সময় কত বিষয়ে কত উদ্বেগ দিয়াছি ও দিতেছি, হিংসার বশীভূত হইয়া কত জীবকে কত ক্লেশ দিয়াছি, নিজের স্থূল-সূক্ষ্মদেহের সুখ-সুবিধা-আরামের জন্য পাপ-কার্য্যকে ভয় করি নাই অর্থাৎ নানা প্রকার পাপাচরণের দ্বারা নিজের দেহ-মনের সুখ-সুবিধা-আরাম লাভ করিয়াছি ও করিতেছি। আমি নিতান্ত নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, সর্ব্বক্ষণ নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলক লাভ পূজা, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির জন্য লালায়িত। অপর কেহ সুখে আছে দেখিলে আমি দুঃখী হই, সর্ব্বক্ষণ মিথ্যা কথা বলি, নানাপ্রকার প্রবঞ্চনা করি, কাহাকেও দুঃখে পতিত দেখিলে আমার তাহাতে আনন্দ হয়। আমার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের উদ্দেশ্যে মনের মধ্যে সর্ব্বক্ষণ অসংখ্য প্রকার ইচ্ছা, অভিলাষ, কামনার উদয় হইতেছে, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ব্যাঘাত হইলেই আমি ক্রোধে অন্ধ হইয়া পড়ি। স্থূল দেহটাতে আত্মবুদ্ধি করিয়া আমি সকলের প্রভু, কর্ত্তা, মালিক, স্বামী, আমি সকল অপেক্ষা অধিক বুঝি, আমি এই মুহূর্ত্তে সব ধ্বংস করিয়া দিতে পারি, আমি রক্ষা কর্ত্তা আমি পালন-কর্ত্তা, আমি রক্ষা না করিলে কে রক্ষা করিবে?—আমি মিশনের কত কার্য্য করিতেছি, আমি না থাকিলে মিশন কিরূপে চলে দেখিব!

মিশন বা মঠকে আমি ধ্বংস করিয়া দিব। মিশনের সব লোককে বিতাড়িত করিয়া দিয়া কেবল আমি আমার বন্ধুবর্গসহ তথায় থাকিব,—এইপ্রকারের কত দাম্ভিকতা আমি সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে পোষণ করিতেছি। আমি উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমার কত প্রভাব, কত পাণ্ডিত্য, কত রূপ-লাবণ্য আছে, এইরূপ চিন্তায় আমি সর্ব্বক্ষণ মোহিত, হিংসা-গর্ব্ব প্রভৃতি আমার শরীরের অলঙ্কার স্বরূপ।

আমি সর্ব্বক্ষণ নিদ্রা ও আলস্যদাসী হইয়া অর্থাৎ কোন সেবাকার্য্য বা হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে গেলেই ঘুম আসে, অন্যাভিলাষবশতঃ সুকার্য্য অর্থাৎ শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণব-সেবার কার্য্য ক'রতে চাই না। যে কার্য্য শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবের অপ্রীতিকর, কিন্তু আমার নিজের সুখ সুবিধা আরামদায়ক, সেইপ্রকার কার্য্য আমি আগ্রহান্বিত হইয়া করিতে চাই। সকলে আমার গুণ মাহাত্ম্য প্রশংসার কথা কীর্ত্তন করুক, আমাকে শ্রেষ্ঠ বা বড় বলিয়া পূজা করুক, এমনি দিক্-এরূপ আশায় নানারূপ প্রতারণার দ্বারা সকলের নিকট হইতে ইহা লাভ করিতে চাই। এইপ্রকারের একজন দুজন ব্যক্তি আমি বাহিরের দিকে সজ্জন অর্থাৎ সাধুগুরুবৈষ্ণবের সঙ্গে আছি, নিকটে আছি, এইরূপ দেখাইলেও আমি সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের সঙ্গ-বর্জ্জিত। যেহেতু আমি সাধুগুরু-বৈষ্ণবগণকে আমার ইহ-পরকালের একমাত্র পরমহিতাকাঙ্ক্ষী জেনে, আত্মীয় বা আপনজ্ঞানে "দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি। ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥"—এই ছয়টি প্রীতির কার্য্যের দ্বারা সঙ্গ করিতে অসমর্থ হইতেছি অর্থাৎ শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দান, তাঁহাদের প্রদত্ত বস্তু প্রতিগ্রহণ, আপন গুপ্ত কথা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট ব্যক্ত করা, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের গুপ্ত বিষয়ের জিজ্ঞাসা করা, শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পদত্ত অন্নাদি ভোজন করা এবং শ্রীগুরু বৈষ্ণবকে প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করান---এই ছয়টি সৎপ্রীতির লক্ষণ প্রদর্শন বা ভক্তিপোষক সঙ্গ করিতেছি না। কাজেই বহির্দৃষ্টিতে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের নিকটে বাস, তাঁহাদের সঙ্গ—সকলই ব্যর্থ হইতেছে—অভিনয় মাত্র সার হইয়া পড়িতেছে। আমি সর্ব্বক্ষণ গুর্ব্বপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ, নামাপরাধ, ধামাপরাধ ও সেবাপরাধ করিতেছি। তদ্ফলে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের উপদেশ আত্মমঙ্গল বা পরমঙ্গলের কথা আমার আদৌ রুচি দেখা যায় না, কৃষ্ণ-দাস্য-চিন্তা, কৃষ্ণসেবার কথা চিন্তা ব্যতীত নিজের ইন্দ্রিয় সুখ-জনিত নানাপ্রকার ইতর চিন্তায় আমার মন সর্ব্বক্ষণ নিবিষ্ট, সেবোৎসাহ নাই, মনমরাভাব, ভোগাভাবে চিত্ত জর্জ্জরিত—দুঃখিত অন্তর।

এরূপ অবস্থায় আমার এখন জীবনের শেষ সময়—বার্দ্ধক্য কাল উপস্থিত। এখন আমার উপায় কি?—এ হেন দুর্ভাগা পতিতাধম, নরাধমের এখন কি গতি হইবে, তদুত্তরে শ্রী। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জানাইয়াছেন,—"তা'তে দীন অকিঞ্চন। ভকতিবিনোদ প্রভুর চরণে করে দুঃখ নিবেদন॥" এরূপ দুর্দ্দৈবগ্রস্ত, আমার ন্যায় পতিতাধমও যদি এখনও একমাত্র আত্মমঙ্গল লাভের উদ্দেশ্যে কপটতা অশ্রদ্ধা, জড় অহঙ্কার, জড় অভিনিবেশ প্রভৃতি ভক্তির বাধা বা কপটতা-সমূহ পরিত্যাগে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া, দীনহীন অকিঞ্চন হইয়া নিজের এরূপ দুর্দ্দৈব বা দুঃখের কথা নিষ্কপটভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে নিবেদন করে, তাহা হইলে এখনও এরূপ নিরাশার মধ্যেও আশার সঞ্চার হইতে পারে অর্থাৎ আত্ম-মঙ্গলাভের সৌভাগ্য পাইতে পারি

এতদিন পতিতপাবন আমি কিপ্রকারে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের চরণে আমার এইরূপ দুর্দ্দৈবের কথা—দুঃখের কথা নিবেদন করিব, কিরূপভাবে নিবেদন করিলে জানাইলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের পাদপদ্মে আমার সেই আবেদন নিবেদন পৌঁছিবে—কিরূপে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি বা শুভদৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, তদ্বিষয়ে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পুনরায় অসীম কৃপা-পূর্ব্বক আমাকে এইরূপভাবে জানাইতেছেন —

গুরুদেব, কৃপাসিন্ধু বৈষ্ণব নিকটে।
দন্তে তৃণ করি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার-অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম॥
জানিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর।
আমা লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর॥
বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এ হেন পামর প্রতি হবেন সদয়॥
বিনোদের নিবেদন বৈষ্ণব-চরণে।
কৃপা করি' সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে॥

(কল্যাণকল্পতরু)

হে পতিতপাবন, অদোষদর্শি, পতিত-জনার বন্ধু, দয়ারসাগর বৈষ্ণব ঠাকুরগণ! এই সেবাবিমুখ পতিতাধম বাহিরের দিকে সর্ব্বক্ষণ গৌড়ীয় মিশনে বাস, গুরুগৃহে বাস, আপনাদের পাদপদ্মের নিকটে বাস, আপনাদের সঙ্গ, আপনাদের সেবা, আপনাদের নিকট হইতে হরিকথা শ্রবণ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ-সমূহ যাজনের অভিনয় করিতেছে মাত্র, প্রকৃত পক্ষে সে উপরি উক্ত শুদ্ধভক্তিবিরুদ্ধ —শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের অপ্রীতিজনক সর্ব্ব-প্রকার বিচার-আচার ও চিন্তাস্রোতে সর্ব্বক্ষণ অত্যন্ত দুর্দ্দৈবগ্রস্ত আছে। এমতাবস্থায় আপনাদের শ্রীপাদপদ্মে তাহার সকাতর প্রার্থনা এই যে, আপনারা সকলে এই পতিতাধমকে অহৈতুকী কৃপাগুণে এরূপ সুবুদ্ধি প্রদান করুন, যাহাতে সে জীবনের বাকী কয়টি দিন এইপ্রকার ভক্তিবিরুদ্ধ কোন কার্য্য না করিয়া সর্ব্বক্ষণ নিষ্কপটভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের অতি অন্তরঙ্গজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপরি উক্ত উপদেশসমূহ শিরে ধারণ করত আকুলপ্রাণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিজের এইসব দুর্দ্দৈবের কথা—দুঃখের কথা শ্রীগুরুবৈষ্ণব-গণের শ্রীচরণে নিবেদন করিতে পারে এবং তৎফলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের কৃপাভাজন হইয়া এ হেন সেবাবিমুখ ঘৃণ্য জীবনকে সত্য সত্যই ধন্য করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

ভোগবার্ত্তা প্রচারকের কোন বিপদ্ নাই, অসুবিধা নাই। কিন্তু ভগবানের সেবার কথা—আত্মার নিত্যবৃত্তির কথা—জীবের জীবনসর্ব্বস্ব ভক্তির কথা প্রচার করিতে গেলে প্রতি পদে বিপদ্‌সঙ্কুল হইবে পদে পদে অসুবিধা আসিয়া নিরুৎসাহিত করিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু জানিতে হইবে,—সে বিপদ্, সে অসুবিধা আমাদিগের প্রভুভক্তির, প্রভুসেবাবুদ্ধির পরিমাণ পরীক্ষা করিতে আসিয়াছে এবং আমাদিগকে উত্তরোত্তর সেবাপথে অগ্রসর হইবার সহায়তা করিতেছে এই সময় নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস, ভক্তরাজ প্রহ্লাদের সেবা-সহিষ্ণুতা-সুমেরুর আদর্শ সাঁকড়াইয়া থাকিতে হইবে। মানুষ মোহগ্রস্ত হইয়া অনিত্যবস্তু লাভ করিবার জন্য শত শত জন্ম বঞ্চিত হইতেছে। বিকলতার সহস্র সহস্র উদাহরণ দেখিয়াও মানুষ যদি একঘেয়েভাবে তুচ্ছ জিনিষের জন্য বাধা-বিপত্তিতে বিহ্বল না হইয়া জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে কি বুদ্ধিমান্ জনগণ আদি, মধ্য, অন্ত সত্য—ত্রিকাল সত্য—নিত্য সত্যের জন্য নিত্য জীবনের নিশ্চয় চেষ্টা নিযুক্ত করিতে পারিবেন না?

ভগবানের সেবা করেন যাঁহারা—ভগবানের ভক্ত যাঁহারা, তাঁহাদের সঙ্গেই ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়। ভক্তগণ ভগবানের সেবা সার করিয়াছেন। তাঁহারা ভগবানের নাম, ভগবানের রূপ, ভগবানের গুণ এবং ভগবানের লীলা-কথাকেই জীবনসর্ব্বস্ব করিয়া সর্ব্বদা সেই সকলের আলোচনা করেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে ভগবানের যে আলোচনা হয়, আর ভক্তমণ্ডলীতে যে আলোচনা, তাহার মধ্যে প্রার্থক্য ত' আছেই, বরং একেবারেই বিপরীত। সাধারণ্যে অনেকেই ঐহিক ও পারলৌকিক সুখের জন্য ভগবান্‌কে সুখদাতা জানিয়া ভজন করেন, আবার বেশী বুদ্ধিমান্ অর্থাৎ বাহিরে ত্যাগী, অন্তরে ভোগি-শ্রেষ্ঠ সর্ব্বভোক্তা ভগবানের সমান হইয়া তাঁহার সহিত মিশিবার জন্য ভগবদুপাসনার ভাণ করেন, আর মধ্যম লোকেরা অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির সিদ্ধি-উদ্দেশ্যে উপাসনা করেন। ইহাতে উপাসনার অভিনয় থাকিলেও উপাস্য ভগবানের নিত্য নামরূপাদি স্বীকৃত হয় নাই, তাঁহারা সর্ব্বপ্রভু পরমেশ্বরকে কর্ম্মাধীন জ্ঞান করেন। বিশেষতঃ এই শ্রেণীর উপাসকগণ (?) ভগবানের সেবার জন্য—সুখের জন্য সেবা করেন না, প্রভুকে দিয়া নিজেদের সেবা করাইয়া লন

ভক্তগণের ভাব পৃথক্। তাঁহারা ইহ-লোকের, পরলোকের দেহ-গেহাদির সুখের, সিদ্ধির, এমন কি, মনুষ্যের মহামূল্য মুক্তিরও অপেক্ষা রাখেন না প্রয়োজন মনে করেন না। তাঁহারা স্বভাবে—ভাবে ভাবে হৃদয়-ভবনে ভগবানেরই সেবা করেন। সেই সেবাবৃত্তে কোন বাধা মানে না, সাগরের সম্মুখে অতিক্রান্ত পর্ব্বতাহিনী গঙ্গাধারার ন্যায় উঁচু নীচু সব স্থান ডুবাইয়া—সম্মুখের সব বাধা বিদূরিত করিয়া ছুটিতে থাকে। সে ভক্তিস্রোতের বাধা নাই—বিপত্তি নাই—বিরাম নাই, তাহা পাণারা'মের রমণের জন্য—নয়নাভিরামের নয়নে নব নবায়মান রমণীয়রূপে স্বরূপধারণ করিয়া তাঁহারই কোটিচন্দ্র-সুশীতল পাদতল বিধৌত করিয়া সেই পদতলেই অবস্থান করে। ভক্তগণ ভগবানের সেবায় সতত-যুক্ত; অন্যত্র—অন্যবিষয়ে—অন্যকার্য্যে নিযুক্ত চিত্ত সেই নিত্যযুক্ত যোগিগণের বিক্ষেপাত্মক-স্বরূপে বৃত্ত-রচনার সুযোগ পায় না। ভগবানের ভক্তগণ -সেবকগণ ভগবানের সেবায়, ভগবানের ভক্তের সেবায় প্রীতিযুক্ত -নিত্যপ্রীতিযুক্ত। দেহে, দৈহিক স্ত্রী পুত্রাদিতে, দেহসম্বন্ধীয় আত্মীয় স্বজনে, পাল্য পশু-পক্ষী প্রভৃতিতে প্রীতি-প্রয়োগের প্রাণ তাঁহাদের নাই। প্রাণের প্রাণ—সর্ব্ব-প্রাণপ্রাণ—পরেশের প্রীতিতে পড়িয়া তাঁহারা প্রাণপণে প্রপন্ন। এহেন ভক্তগণ—ভাগবতগণ ভগবান্‌কেই সার করিয়াছেন এবং ভগবান্‌ও ভক্তগণের প্রেমে আবদ্ধ হইয়া সারাৎসার হইয়াও তাঁহাদিগকেই সার করিয়াছেন।

দিল্লীতে প্রচার

গত ৩রা ডিসেম্বর, বুধবার গৌড়ীয়-মিশনের অন্যতম শাখা দিল্লী-শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ নিউদিল্লীর রণজিৎসিংহ-রোডস্থিত বিশিষ্টসজ্জন ও লেজিস্লেটিভ এসেম্বলির উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্র মোহন বন্দোপাধ্যায় মহোদয়ের সাদরাহ্বানে তাঁহার কোয়ার্টারে হরিকথা-কীর্ত্তনের জন্য গমন করেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর গৌড়ীয়-মিশনের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ছাত্রাদিগকে অধ্যাপনার প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সভায় সহরের বহু বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সত্যার্থ কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ১৫ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৫ : ৩রা পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১৮ই ডিসেম্বর, ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার | ২২৯ তম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ নারায়ণ, ভূতাদি অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৫

অজ্ঞাত ও জ্ঞাত অপরাধ

——::(*)::——

আমরা অনেকেই বহুকাল যাবৎ শুদ্ধ-ভক্তিমঠে, গুরুগৃহে বাস করিয়াও ভজনোন্নতি লাভ করিতে পারিতেছি না, দেখা যায়। ইহার কারণ কি? সদ্‌গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা, তাঁহাদের সঙ্গ, তাঁহাদের নিকট হইতে হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন ইত্যাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ বাহিরের দিকে সর্ব্বক্ষণই যাজন করিতেছি, দেখা যায়, অথচ শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা, তাঁহাদিগকে আমাদের পরম হিতৈষী বন্ধু-জ্ঞান, আপন-বুদ্ধি, তাঁহাদের সঙ্গ ও সেবা করিবার আন্তরিক ইচ্ছা, শুদ্ধভক্তির অনুকূল বা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অনুমোদিত ও প্রীতিকর কার্য্যসমূহ আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত করিবার এবং শুদ্ধভক্তির বিরুদ্ধ বা শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের অননুমোদিত অপ্রীতিকর কার্য্যগুলি না করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে নিষ্কপটভাবে যত্ন-চেষ্টা করিবার স্বাভাবিক বা আন্তরিক একটা প্রবৃত্তি আমাদের চিত্তে উদিত হইতেছে না কেন? শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের চরণে অজ্ঞাত ও জ্ঞাতভাবে আমরা যেসমস্ত অপরাধ ক'রতেছি, সেই অপরাধই ইহার মূল বা একমাত্র কারণ।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যাকালে আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—কুটিলতা, অশ্রদ্ধা, শ্রীভগবন্নিষ্ঠা হইতে বিচ্যুতিকারক কুক্ষেত্রের বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ, হরিভজনে শিথিলতা, বিহ্বলতা, সেবার অভিনয় করিয়া তদ্বিষয়ে অহঙ্কারিতা, দাম্ভিকতা ও সেবাভিনয়ের বিনিময়ে অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিবার বাসনা প্রভৃতি মহা-অনর্থগুলি যদি নিষ্কিঞ্চন মহতের সঙ্গ ও তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বীর্য্যবতী বাণীসমূহ শ্রবণ করা সত্ত্বেও নিবারণ করা দুঃসাধ্য হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, ঐসকল দোষ দুরন্ত অপরাধের কার্য্য এবং পূর্ব্ব অপরাধের সূচক বা কারণ। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"আধুনিকানাঞ্চ শ্রুতশাস্ত্রা নামপ্যপরাধদোষেণ শ্রীভগবতি শ্রীগুরৌ তদ্ভক্তাদিষু চাস্তরানাদরাদাবপি সতি বহিস্তদর্চ্চনাদ্যারম্ভঃ কৌটিল্যম্। অতএবা-কূটিনমূঢানাং ভজনাভাসাদিনাপি কৃতার্থত্ব-মুক্তম্।" অর্থাৎ শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াও আধুনিক কোন কোন লোকের অপরাধ-দোষে কুটিলতা যায় না। তাহারা শ্রীভগবান্, শ্রীগুরুদেব ও শ্রীভগবদ্ভক্তগণের প্রতি অন্তরে অনাদর ও অপরাধ পোষণ করিয়া বাহিরে যে পূজনাদি প্রদর্শন করে, তাহা সমস্তই কুটিলতা। দুই চারিটা সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণাম বা জয়ধ্বনি, কিংবা উত্তম খাদ্যদ্রব্য, আসনাদি উৎকোচরূপে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণকে প্রদান করিয়া স্ব স্ব অপরাধময় চিত্তবৃত্তি গোপন করিবার চেষ্টা আন্তরিক অশ্রদ্ধা, কুটিলতা ও অপরাধেরই পরিচায়ক। এই সকল অপরাধ-কুটিল ব্যক্তি-গণের শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ বা নবধা-ভক্তি যাজনের চেষ্টা কোনটী তত্তদ্ ভক্তিসাধক হয় না।

ন হ্যপুণ্যবতাং লোকে মূঢ়ানাং কুটিলাত্মনাম্।
ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে কীর্ত্তনং স্মরণং তথা॥
(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ১৫৩ অনুচ্ছেদধৃত স্কান্দবাক্য)

অর্থাৎ এই পৃথিবীতে মূঢ়, কুটিলচিত্ত, অপরাধী ব্যক্তিগণেরই শ্রীগোবিন্দের প্রতি কীর্ত্তন ও স্মরণাদি ভক্তি হইতে পারে না।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ চেষ্টা সামান্য বিঘ্নের দ্বারা প্রতিহত হয়, কিন্তু শ্রীভগবান্ মোক্ষাদি প্রদান করিলেও যে শুদ্ধা ভক্তিকে কিছুতেই দান করেন না, সেই পরম গুহ্যা নিষ্কিঞ্চনা ভক্তির বাধা অসংখ্য বিঘ্ন এবং সেই অসংখ্য বিঘ্নের জনকই অপরাধ।

সত্যং শতেন বিঘ্নানাং সহস্রেণ তথা তপঃ।
বিঘ্নাযুতেন গোবিন্দে নৃণাং ভক্তির্নিবার্য্যতে॥
(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ১৫৩ সংখ্যাধৃত বিষ্ণুধর্ম্ম-বচন)

অর্থাৎ শত বিঘ্নের দ্বারা সত্য, সহস্র বিঘ্নের দ্বারা তপস্যা আর অযুত অযুত অর্থাৎ অসংখ্য বিঘ্নের দ্বারা শ্রীগোবিন্দের প্রতি মনুষ্যগণের ভক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

প্রারব্ধ কর্ম্ম—তপস্যা, যোগ, সৎকর্ম্ম অথবা মোক্ষাদির বিঘ্নজনক হইতে পারে, কিন্তু অদ্ভুত পরাক্রমশালিনী ভক্তির বিঘ্ন জন্মাইতে প্রারব্ধ কর্ম্মের সাধ্য নাই, পরন্ত বলীয়সী ভক্তির নিকট তাহা অতিশয় দুর্ব্বল। একমাত্র পূর্ব্বজন্মের প্রবল অপরাধই ভক্তিবিঘ্নকর-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "ভগবদ্ভক্ত্যন্তরায়কং সামান্যমারব্ধকর্ম্ম ন ভবিতুমর্হতি দুর্ব্বলত্বাৎ। ততঃ প্রাচীনাপরাধাত্মকমেব তল্লভ্যত ইন্দ্র-দ্যুম্নাদীনামিবেতি। (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ১৫৭ অনুচ্ছেদ)

অর্থাৎ সাধারণ প্রারব্ধকর্ম্ম দুর্ব্বল বলিয়া ভগবদ্ভক্তির বিঘ্নজননে সমর্থ হইতে পারে না। অতএব ইন্দ্রদ্যুম্নাদির ন্যায় পূর্ব্বজন্মের প্রবল অপরাধই বিঘ্নজনকরূপে পাওয়া যাইতেছে। ইন্দ্রদ্যুম্নরাজা তাঁহার ইষ্টদেব শ্রীবিষ্ণুর শ্রীমূর্ত্তির সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। অগস্ত্য-ঋষি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁহাকে সম্ভাষণ করেন নাই। অগস্ত্য-ঋষি অক্ষুব্ধচিত্ত হইলেও লোকশিক্ষার জন্য অর্থাৎ যে অচ্চার ধ্যানে ইন্দ্রদ্যুম্ন নিযুক্ত ছিলেন, সেই শ্রীবিগ্রহ যিনি নিত্য সাক্ষাৎকার ও সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন, সেই মহাভাগবত-বরকে রাজা আদর করেন নাই, অতএব তদ্দ্বারা ভক্তাপরাধ হইয়াছে—ইহা সাধারণ জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য অগস্ত্য-ঋষি অভি-শাপ-প্রদান লীলার দ্বারা ইন্দ্রদ্যুম্নের সাধন-প্রগতিতে বাধা-দান করিলেন। সেই অভি-শাপের ফলে ইন্দ্রদ্যুম্ন ক্ষুদ্রচক্ষু, বৃহৎকায় গজরাজ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। হস্তীর বিরাট্ দেহ থাকিলেও তাহার চক্ষু অর্থাৎ দর্শনেন্দ্রিয় অতিশয় ক্ষুদ্র। বিষ্ণুকে পূজা করিয়া যে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্তের অনাদর করে, তাহার দর্শনও অতিশয় সঙ্কীর্ণ,—ইহাই অগস্ত্যের অভিশাপ-প্রদানচ্ছলে লোক শিক্ষা। কেবল বৈষ্ণবাপরাধেরই বহ্নিকে বাধা প্রদান করিবার ক্ষমতা আছে, সাধারণ কর্ম্মকাণ্ড কখনও বাধা দিতে পারে না।

অপরাধ বহুরূপী। কত রূপ ধরিয়া, কত-প্রকার সজ্জায় সজ্জিত হইয়া, কত ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া, কতভাবে আত্মগোপন করিয়া, কত চাতুরী ও মায়া সৃষ্টি করিয়া, কতপ্রকার প্রলোভন ও আকর্ষণের লীলাবিলাস দেখাইয়া যে এই অপরাধ সাধক জীবের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহা কেহ বর্ণনা ও গণনা করিতে পারে না। সেবোন্মুখ হইয়া একমাত্র মহতের সঙ্গ করিবার কালে, তাঁহাদের বাণী ও উপদেশ শ্রবণ ও অনুধাবনের স্বচ্ছ দর্পণে ঐ-সকল অপরাধের বহুরূপী মূর্ত্তি-সমূহ প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ,

অপরাধসমূহ কতরূপে ও কত ছদ্মবেশে আমাদের হৃদয়ে বসতি স্থাপন করিয়াছে, তাহা মহতের বাণীর সাহায্যে অনুভব করিতে পারা যায়। নিষ্কিঞ্চন মহদ্গণ যখন আচার্য্য-লীলা প্রকট করিয়া আমাদের মনোব্যাসঙ্গচ্ছেদনকারিণী বাণী কীর্ত্তন করেন, তখনই আমাদের মুখোস খুলিয়া যায়,—হৃদয়ে কিরূপ অশ্রদ্ধা, কুটিলতা, অনাদররূপ অপরাধ লইয়া তাঁহাদের প্রতি বাহ্য পূজাদির প্রহসন ও তাঁহাদের নিকট শ্রবণ-কীর্ত্তনের অভিনয় করিতেছিলাম, তাহা ধরা পড়িয়া যায়।

এইসকল ছদ্মবেশী বহুরূপী অপরাধ ভোগব্রত ও ত্যাগব্রতের হৃদয়কোষে যে-সকল বিভিন্নরূপ লইয়া অবস্থান করিতেছিল, তাহা আচার্য্যের সুতীব্র বাণীবাণে বিদ্ধ হইয়া উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। যাঁহারা 'জ্ঞান-লব দুর্বিদগ্ধ' অর্থাৎ জ্ঞানলেশ লাভ করিয়াই সমস্ত বুঝিয়া লইয়াছি, এই প্রকার দুর্বুদ্ধি পরিচালিত ও উদ্ধত দাম্ভিক, সেইরূপ বিবেক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের অপরাধ অত্যন্ত কঠিন। তাহা অতিশয় দৌরাত্ম্যের ফল স্বরূপ ও অচিকিৎস্য অর্থাৎ সেই সেই অপরাধ কিছুতেই বিনষ্ট হয় না। "জ্ঞান লবদুর্বিদগ্ধাস্ত্বচিকিৎস্যত্বাদুপেক্ষ্যাঃ" (শ্রীভক্তি সন্দর্ভ, ১৫৪ অনুঃ,) অর্থাৎ জ্ঞানলেশলাভের উদ্ধত দাম্ভিকগণ চিকিৎসার অতীত বলিয়া উপেক্ষার পাত্র। তাহাদের আর ভাল হইবার আশা নাই।

ভোগী ও ত্যাগীর অভিমানভেদে অপরাধের প্রকার নানারূপ, কোথায় বা সমরূপ হইয়া থাকে। ন্যূনাধিক ভোগ ও বণ চিত্তবৃত্তি বা নিজের ভোক্তৃ-অভিমান হইতে বহির্ম্মুখ জীবের গৃহব্রতধর্ম্মে রুচি হয়। গৃহব্রতের প্রধান লক্ষণ এই যে, সে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত দেহ-সম্পর্কিত দেশ, সমাজ, জাতি, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতির সহিত সর্ব্বক্ষণ প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চায়। শ্রীব্রহ্মার শূকররূপী ইন্দ্রের প্রতি মঙ্গলময় উপদেশের ন্যায় যখন কোন মহৎ দেহ-গেহাসক্ত জীবকে তাহার স্বরূপ উদ্বোধনের উপদেশ প্রদান করেন, তখনই দেহাসক্ত ব্যক্তি তাহা অত্যন্ত তিক্ত ও অপ্রিয় বলিয়া অনুভব করে এবং ভোগে বাধা-প্রদানকারী মহৎকে তাহার ভোগের পথে কণ্টকস্বরূপ মনে করিয়া নানাভাবে তাঁহার চরণে অপরাধ করিয়া থাকে।

অপ্রাকৃত গৃহব্রত-ধর্ম্মের আদর্শ প্রদর্শন ও প্রাকৃত গৃহব্রতগণকে অপরাধ হইতে সাবধান করিবার জন্য একদিন প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শ্রীশচীদেবী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর চরণে অপরাধ-আভাসের লীলাভিনয় করিয়াছিলেন। পুত্র গৃহব্রত-ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে মাতাপিতার জড়াসক্তি বা ভোগবাসনার ব্যাঘাত হয় এবং সেই ব্যাঘাতকারক বৈষ্ণবাচার্য্যের প্রতি অসূয়াবুদ্ধি উপস্থিত হয়। দক্ষের পুত্রগণকে শ্রীনারদ যখন একটী একটী করিয়া গৃহব্রত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইয়াছিলেন, তখন দক্ষ শ্রীনারদকে অভিশাপ প্রদান করিয়া মহাভাগবতবরের শ্রীচরণে অপরাধ করিয়াছিল। দক্ষের পূর্ব্বজন্মে শ্রীশিবের প্রতি অপরাধ-হেতু তাহার প্রাচেতস-জন্মেও শ্রীনারদের প্রতি এইরূপ অপরাধ হইয়াছিল।

এইরূপ অপরাধ কয়েকটী কারণে ঘটিয়া থাকে। প্রথমতঃ আত্মমঙ্গলবরণে আমাদের ঐকান্তিকতার অভাব, দ্বিতীয়তঃ নিজের বিচারকে বহুমানন করা, অহঙ্কারিতা ও প্রকৃত বিষয়-বোধে অসমর্থতা, তৃতীয়তঃ অন্যাভিলাষ পোষণ করিবার প্রবৃত্তি, চতুর্থতঃ শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের চরণে প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা, কুটিলতা ও প্রতিষ্ঠাশা এবং পঞ্চমতঃ পূর্ব্ব-জন্মকৃত অপরাধ। যাঁহাদের শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সুতীব্র কর্কশ বাক্য-শ্রবণে নিজের প্রতি গ্লানি বা ধিক্কার না আসে এবং তাঁহাদের সেইসকল অবঞ্চনাময় মঙ্গলোপদেশ অনুসরণ করিবার জন্য বল ও শক্তি প্রার্থনার্থ চিত্ত আর্ত্ত না হয়, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে অবঞ্চনাময়ী কৃপাবিতরণকারী শ্রীশ্রীগুরুবর্গের প্রতি অন্তরে অনাদর, তাঁহাদিগকে শত্রু বা ইন্দ্রিয়তর্পণের বিঘ্নকারক ও তাঁহাদের উপদেশ অযৌক্তিক, এবং ঘেয়ে ও অশাস্ত্রীয় প্রভৃতি বলিয়া মনে হয়, তাহাদের আর অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় নাই।

প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি কোনদিনই শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব কেন, সাধারণ ব্যক্তিও যদি তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে নিন্দা বা তিরস্কার করে, তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হন না, বরং নিজেকেই ধিক্কার দিয়া সেই নিন্দাকারীকে শিক্ষাগুরু বলিয়া বিচার করেন। 'শ্রীভগবানই কৃপা-পূর্ব্বক আমার কষায়গুলি দূর করাইবার জন্য নিন্দাকারীর দ্বারা আমাকে এইরূপ তিরস্কার করাইতেছেন,'—এইরূপ বিচার করিয়া থাকেন। অতএব নিত্য শাস্তা শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণ সুতীব্র বাক্যের দ্বারা শাসন করিলে তাহা যে সমূহ মঙ্গলের জন্য, ইহাতে আর কি সন্দেহ আছে? তবে কি করিয়া শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণের উপদেশ সর্ব্বক্ষণ কায়-মনোবাক্যে জীবনে পালন করিবার বল লাভ করা যায়, এইজন্য তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা সকাতর ও অকপট কৃপা প্রার্থনায় নিযুক্ত থাকে।

অপরাধ অজ্ঞাতভাবে ও জ্ঞাতভাবে—এই দুইপ্রকারে সংঘটিত হইয়া থাকে। অজ্ঞানতা-বশতঃ বা না জানার দরুণ হঠাৎ যে অপরাধ হয়, সেই অপরাধ শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের কৃপায় দূর হইয়া যায়। কিন্তু জানিয়া-শুনিয়াও যে অপরাধ করা যায়, তাহার ফল অতি ভীষণ, তাহা সহজে দূরীভূত হয় না। আমাদের শুদ্ধভক্তিবিরুদ্ধ কোনপ্রকার কথাবার্ত্তা, বিচার-আচার বা চিন্তাস্রোত শ্রবণ বা দর্শন করিলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ কখনও স্নেহ, কখনও বা তিরস্কারের সহিত তাহা শোধনের জন্য যে-সমস্ত উপদেশ প্রদান করেন, আমরা তাহা ভালরূপে জানিয়া, শুনিয়া, বুঝিয়াও যদি সেই সমস্ত অপরাধের কার্য্য পরিত্যাগের যত্ন না করি, উদাসীন থাকি, তাহা হইলে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের প্রতি অবজ্ঞা করা হয়, ইহাই আমাদের জ্ঞাত অপরাধ।

এ বিষয়ে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"তদেবং বিবেকসামর্থ্যযুক্তস্যাপি ভক্তিতাৎপর্য্যব্যতিরেকগম্যং তচ্ছৈথিল্যং মধ্যে মধ্যে রোচমানয়া ভক্ত্যা যন্ন দূরীক্রিয়তে তদপরাধালম্বনমেবেতি গম্যতে।"—(শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ ১৫৯ অনুচ্ছেদ) অর্থাৎ বিবেকশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিরও যে ভক্তিশৈথিল্য মধ্যে মধ্যে অনুষ্ঠিত ভক্তিদ্বারা দূরীভূত হয় না, অপরাধই তাহার কারণ। যাঁহারা ভক্তিশাস্ত্রের কিছু কিছু কথা বোঝেন এবং অপরকেও উপদেশ করেন, যাঁহাদের বিবেক জন্মিয়াছে, এইরূপ ব্যক্তিরও মধ্যে মধ্যে ভক্তির ন্যায় ক্রিয়া ও মধ্যে মধ্যে শৈথিল্য দৃষ্ট হয়। তাঁহারা মনে করেন,—'একটু কামনা পরিপূরণ করিয়া লই, পরে আর না করিলেই হইবে।' অপরাধ-বীজ থাকায় মধ্যে মধ্যে কামনা পূরণ করিবার ইচ্ছা হয়, শৈথিল্য আসিয়া যায়। সেই শৈথিল্যতা অপরাধকেই আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান।

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রীতি বিধানই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন এবং অপরাধই সেই প্রীতির একমাত্র প্রতিবন্ধক। অপরাধই সকল অনর্থের নিদান। নিদান নির্ণীত হইল, কিন্তু মূল ব্যাধির চিকিৎসা কিরূপ হইবে? সাধুসঙ্গ, শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীভাগবত শ্রবণ, শ্রীমথুরাবাস, শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির সেবন—এই পাঁচটী ভক্ত্যঙ্গের যে-কোন একটীর অল্প সেবাসঙ্গফলেই জীবের মঙ্গল লাভ হয়, কিন্তু সাধুসঙ্গ করিতে গেলে সাধুর চরণে অজ্ঞাত অপরাধ হইয়া পড়ে, শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনেও প্রতিনিয়তই নামাপরাধের আশঙ্কা আছে। শ্রীভাগবত শ্রবণ করিতে গেলেও নানা প্রকার অপরাধ উপস্থিত হইতে পারে, শ্রীমূর্ত্তির সেবা করিতে গেলে বহুবিধ সেবা-অপরাধ ঘটিতে পারে, শ্রীধামবাস করিতে গেলে শ্রীধামাপরাধ উপস্থিত হইতে পারে। ভক্তিযাজন করিতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে অপরাধ আছে। এমতাবস্থায় আমরা যুক্তি দেখাইয়া বলিতে পারি, তাহা হইলে ভক্তিযাজন না করিলেই ত' অপরাধের আর আশঙ্কা থাকে না।

এইরূপ যুক্তির অনুসরণ করিলে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, শিশু যখন দাঁড়াইতে বা হাঁটিতে চেষ্টা করিলেই ভূমিতে পতিত হয়, তখন তাহাকে ঐরূপ চেষ্টা করিতে না দিয়া হাত-পা বাঁধিয়া রাখিলেই তাহার আর পতনের আশঙ্কা থাকিবে না। এইরূপ স্থির করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিলে তদ্দ্বারা শিশুকে চিরতরে পঙ্গু অর্থাৎ ভূমিতে পাতিত করিয়া রাখিবার চেষ্টা হইবে। ভক্তি-যাজন করিলেই যখন অপরাধের আশঙ্কা আছে, তখন ভক্তিযাজন না করাই শ্রেয়ঃ—এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া যদি ভক্তি-যাজন হইতে বিরত থাকা যায়, তবে অনন্ত অপরাধের সাগরেই অনন্তকাল পতিত থাকিতে হয়। অতএব আত্মমঙ্গলকামীর কি করিয়া এইসব ভীষণ আত্মবিনাশকারী অপরাধ হইতে দূরে থাকিতে পারা যায়, তাহারই উপায় মহাজনগণের, শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের উপদেশ হইতে অবশ্যই অবগত হওয়া কর্ত্তব্য।

অপরাধ-নিষ্কৃতির উপায়

শ্রীসাধু-গুরু বৈষ্ণব-চরণে কৃত অপরাধ হইতে পরিত্রাণের তিনটী প্রধান উপায় মহাজনগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথমতঃ,—সর্ব্বসাধারণের উপযোগী মঙ্গলের উপায়—দুষ্ট-মনকে সর্ব্বদা জুতা মারিতে মারিতে অকপট-চিত্তে ক্রন্দন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও তৎভৃত্যগণের নিকট সর্ব্বক্ষণ অপরাধ-কঠিন হৃদয়ের দুরবস্থার কথা জানাইতে হইবে। হৃদয় এরূপ পাষাণ হইয়া গিয়াছে যে, কিছুতেই শ্রীহরিনামে, বৈষ্ণবসেবায় রুচি হয় না, শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণবে প্রীতির উদ্রেক হয় না। জন্ম-জন্মান্তরের দুরন্ত অপরাধের কথা কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে জানাইলে প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায় এবং "আর নারে বাপ"—এইরূপ প্রতিজ্ঞা থাকিলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অপরাধ হইতে অব্যাহতি দেন। যাহার নামবলে আবার অপরাধ করিবার গুপ্ত অভিসন্ধি আছে, তাহাকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কৃপা করেন না। তবে যদি কেহ সেই অভিসন্ধিটী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় বুঝিতে পারিয়া তজ্জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন করেন, তাহা হইলে দয়ার সাগর পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা হয়। তবে এই ক্রন্দন যেন হস্তি-স্নানের ন্যায় ক্ষণিক না হয়।

দ্বিতীয়তঃ,—জন্মজন্মান্তর শাস্তি ও দণ্ড ভোগ করিতে করিতে অপরাধের ক্ষয় হয়। ইহাতে বহু জন্ম অপেক্ষা করিতে হয়। কোটী কোটী জন্ম ক্লেশে সন্তপ্ত হইবার পর কোন মহতের সাক্ষাৎকার ও তাঁহার অহৈতুক কৃপাবলে কখনও অপরাধ দূরে যায়।

তৃতীয়তঃ,—শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপার ফলে যে কোন মুহূর্ত্তে অপরাধ নষ্ট হইতে পারে। যেমন কোন অপরাধীর প্রতি ফাঁসির হুকুম হইয়াছে, সেই ব্যক্তি সম্রাটের নিকট আবেদন করিলে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র সম্রাট্ ইচ্ছা করিলে ফাঁসির হুকুম রদ করিতেও পারেন, আবার না-ও করিতে পারেন;—ইহা সম্রাটের

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ।

সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ ইচ্ছাধীন। ইহাতে সকলেরই যে ফাঁসির হুকুম রদ হইবে,—ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অতএব ইহা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে অনিশ্চিত। এইজন্য সর্ব্বক্ষণ দুষ্ট মনকে শাসন করিয়া অপরাধের কথা সর্ব্বক্ষণ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে আন্তরিক কাতর ক্রন্দনের সহিত বিজ্ঞপ্তি ও পুনরায় আর অপরাধে যাহাতে পতিত হইতে না হয়, তজ্জন্য শ্রীশ্রীবলদেব নিত্যানন্দের—শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের বল প্রার্থনা করাই দুর্ব্বল জীবের পক্ষে সহজ পথ।

আমি অপরাধী জন, সদা দণ্ড্য দুর্লক্ষণ,
সহস্র-সহস্র দোষে দোষী।
ভীম-ভবার্ণবোদয়ে পতিত বিষম ঘোরে,
গতিহীন, গতি-অভিলাষী॥
যোগ্যতা-বিচারে কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
করুণা না হৈলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
প্রাণ না রাখিব আর॥
অপরাধ ফলে মম, চিত্ত ভেল বজ্র-সম,
তুয়া নামে না লভে বিকার।
হতাশ হইয়ে হরি, তব নাম উচ্চ করি'
বড় দুঃখে ডাকি বার বার॥
মৎসমো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে
পুরুষোত্তম॥

অর্থাৎ হে পুরুষোত্তম! তোমার শ্রীচরণে আমার নিবেদন এই যে, আমি যে নিতান্ত পতিত অধম, তাহা ত্রিভুবনে সকলেই জানেন। জগতের মধ্যে আমার মত এমন পাপী আর কেহ নাই—এমন অপরাধী আর কেহ নাই। সেই সব পাপ আর অপরাধের কথা আপনার নিকট নিবেদন করিতেও আমার লজ্জা-বোধ হইতেছে।

এস্থলে—"আমি অপরাধী, সহস্র সহস্র দোষে দোষী", "করুণা না হৈলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব আর," "অপরাধ-ফলে মম চিত্ত ভেল বজ্রসম," 'আমার মত পাপী ও অপরাধী আর কেহ এজগতে নাই', —এই সমস্ত কথাগুলি নিষ্কপট দৈন্য ও পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত হইলে শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেব প্রভু—শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণ অবশ্যই সঞ্চার করিয়া কৃপা বিতরণ করেন।

মহাবদান্য-অবতার, পতিতপাবন-শিরোমণি ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর এই অপরাধ মোচনের কি উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা এস্থলে আমরা একটু আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইতেছি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতের নিন্দাকারী—শ্রীবাসের চরণে অপরাধী কোন ব্যক্তি বৈষ্ণবাপরাধ-হেতু কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া যাহা নিবেদন করিয়াছিল এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু তদুত্তরে তাহাকে যাহা বলিয়াছিলেন বা যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের ভাষায় আমরা এইরূপ জানিতে পারি,—

হেনই সময়ে কুষ্ঠরোগী একজন।
প্রভুর সম্মুখে আসি' দিল দরশন॥
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল আর্ত্তনাদে।
দুইবাহু তুলি' মহা আর্ত্তি করি কাঁদে॥
সংসার-উদ্ধার লাগি' তুমি কৃপাময়।
পৃথিবীর মাঝে আসি' হইলা উদয়॥
পরদুঃখ দেখি তুমি স্বভাবে কাতর।
এতেকে আইলুঁ মুঞি তোমার গোচর॥
কুষ্ঠরোগে পীড়িত, জ্বালায় মুঞি মরি।
বলহ উপায় মোরে, কোন মতে তরি॥

কুষ্ঠরোগীর এইপ্রকার কথা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ক্রোধে বলিতে লাগিলেন,—

শুনি' মহাপ্রভু কুষ্ঠরোগীর বচন।
বলিতে লাগিলা ক্রোধে করিয়া তর্জ্জন॥
ঘুচ ঘুচ, মহাপাপি, বিদ্যমান হৈতে।
তোরে দেখিলেও পাপ জন্ময়ে লোকেতে॥
পরম-ধার্ম্মিক যদি দেখে তোর মুখ।
সে দিবসে তাহার অবশ্য হয় দুঃখ॥
বৈষ্ণব-নিন্দক তুই পাপি দুরাচার।
ইহা হৈতে দুঃখ তোর কত আছে আর॥
এই জ্বালা সহিতে না পা'র দুষ্টমতি।
কেমতে করিবা কুম্ভীপাকেতে বসতি॥
যে বৈষ্ণব-নামে হয় সংসার পবিত্র।
ব্রহ্মাদি গায়েন যে বৈষ্ণব চরিত্র॥
যে 'বৈষ্ণব' ভজিলে অচিন্ত্য কৃষ্ণ পাই।
সে বৈষ্ণব-পূজা হৈতে বড় আর নাই॥
শেষ রমা, অজ, ভব, নিজদেহ হৈতে।
বৈষ্ণব—কৃষ্ণের প্রিয়, কহে ভাগবতে॥
ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥
(ভাঃ ১১।১৪।১৫)

হে উদ্ধব, তুমি অর্থাৎ ভক্ত আমার যেরূপ প্রিয়তম, ব্রহ্মা পুত্র হইয়াও, শঙ্কর স্বরূপভূত হইয়াও, সঙ্কর্ষণ ভ্রাতা হইয়াও এবং লক্ষ্মী ভার্য্যা হইয়াও সেরূপ প্রিয়তম নহেন। অধিক কি, মদীয় শ্রীবিগ্রহও সেরূপ প্রিয়তম নহে।

হেন বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই জন।
সে-ই পায় দুঃখ—জন্ম জীবন-মরণ॥
বিদ্যা কুল, তপ সব বিফল তাহার।
বৈষ্ণব নিন্দয়ে যে পাপী দুরাচার॥
পূজাও তাহার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ।
বৈষ্ণবের নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন॥
যে বৈষ্ণব নাচিতে পৃথিবী ধন্য হয়।
যাঁর দৃষ্টি-মাত্র দশদিকে পাপক্ষয়॥
যে বৈষ্ণবজন বাহু তুলিয়া নাচিতে।
স্বর্গে রা সকল বিঘ্ন ঘুচে ভালমতে॥
হেন মহাভাগবত শ্রীবাস-পণ্ডিত।
তুই পাপি নিন্দা কৈলি তাঁহার চরিত
এতেকে তোমার কুষ্ঠজ্বালা কোন্ কাজ
মূলশাস্তা পশ্চাতে আছেন ধর্ম্মরাজ।
এতেকে আমার দৃশ্যযোগ্য নহ তুমি
তোমার নিষ্কৃতি করিবারে নারি আমি॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই কথা শুনিয়া সেই কুষ্ঠরোগী বলিল,—

সেই কুষ্ঠরোগী শুনি' প্রভুর উত্তর।
দন্তে তৃণ করি' বলে হইয়া কাতর॥
কিছু না জানিলুঁ মুঞি আপনা খাইয়া।
বৈষ্ণবের নিন্দা কৈলুঁ প্রমত্ত হইয়া॥
অতএব তার শাস্তি পাইনু উচিত।
এখনে ঈশ্বর তুমি, চিন্ত মোর হিত॥
সাধুর স্বভাব ধর্ম্ম দুঃখীরে উদ্ধারে।
কৃত অপরাধীরেও সাধু কৃপা করে॥
এতেকে তোমারে মুঞি লইনু শরণ।
তুমি উপেক্ষিলে উদ্ধারিবে কোন্ জন॥
যাহার যে প্রায়শ্চিত্ত—সব তুমি জ্ঞাতা।
প্রায়শ্চিত্ত বল মোরে—তুমি সর্ব্বপিতা॥
বৈষ্ণব-জনের যেন নিন্দন করিলুঁ।
উচিত তাহার এই শাস্তি যে পাইলুঁ॥

কুষ্ঠরোগীর এই কথা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—

প্রভু বলে,—বৈষ্ণব নিন্দয়ে যেই জন।
কুষ্ঠরোগ কোন্ তার শাস্তিয়ে লিখন॥
আপাততঃ শাস্তি কিছু হইয়াছে মাত্র।
আর কত আছে যম-যাতনার পাত্র॥
চৌরাশী সহস্র যমযাতনা প্রত্যক্ষে।
পুনঃ পুনঃ করি ভুঞ্জে বৈষ্ণব-নিন্দকে॥
চল কুষ্ঠরোগি, তুমি শ্রীবাসের স্থানে।
সত্বরে পড়হ গিয়া তাঁহার চরণে॥
তাঁ'র ঠাঞি তুমি করিয়াছ অপরাধ।
নিষ্কৃতি তোমার তিঁহো করিলে প্রসাদ॥
কাঁটা ফুটে যেই মুখে, সেই মুখে যায়।
পা'য়ে কাঁটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহিরায়?
এই কহিলাঙ তোর নিস্তার-উপায়।
শ্রীবাস-পণ্ডিত ক্ষমিলে সে দুঃখ যায়॥

* * * *

সেই কুষ্ঠ-রোগী শুনি' প্রভুর বচন।
দণ্ডবৎ হইয়া চলিলা ততক্ষণ॥
সেই কুষ্ঠরোগী পাই শ্রীবাস প্রসাদ।
মুক্ত হৈল—খণ্ডিল সকল অপরাধ॥
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪র্থ অধ্যায়)

পাঠক শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশ হইতে আমরা কি শিক্ষা প্রাপ্ত হইলাম? শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে জানাইলেন,—সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণকে হনন, তাঁহাদের নিন্দা, তাঁহাদের বিদ্বেষ, তাঁহাদিগকে দেখিয়া অভিনন্দন না করা, তাঁহাদিগকে দেখিয়া ক্রোধ প্রদর্শন করা তাঁহাদিগকে দেখিয়া আনন্দিত না হওয়া—এই ছয়প্রকারে কৃত বৈষ্ণবাপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের—যে শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের বা তদীয় নিজজন শুদ্ধবৈষ্ণবের শ্রীচরণে এই ছয়প্রকারের অপরাধের মধ্যে যে কোন একটী বা একাধিক অপরাধ হইয়া থাকে, সেই অপরাধের নিষ্কৃতির জন্য সেই গুরু বৈষ্ণবের নিকটেই কাঁদিয়া কাঁদিয়া এইরূপ সকাতর প্রার্থনা জানাইতে হয়। পায়ে কাঁটা ফুটিলে যেমন যে মুখে কাঁটা ফুটে সেই মুখেই কাঁটাকে বাহির করিতে হয়, পায়ে কাঁটা ফুটিলে সেই কাঁটা স্কন্ধ দিয়া বাহির করা যায় না, পায়ের যে স্থানে কাঁটা ফুটিয়াছে, ঠিক সেই স্থান দিয়াই পুনরায় কাঁটা বাহির করা যায়, তদ্রূপ যে গুরুর নিকট বা যে বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ হয়, সেই গুরুবৈষ্ণবের নিকটেই কৃত-অপরাধের জন্য নিষ্কপটভাবে, আকুলপ্রাণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিষ্কৃতিলাভের প্রার্থনা করিলে পরম করুণাময়, কৃপা-অবতার, দয়ার সাগর শ্রীসাধু গুরু-বৈষ্ণবগণ সেই অপরাধ নিশ্চয়ই ক্ষমা করেন। এতদ্ব্যতীত সাধু গুরু-বৈষ্ণবচরণে অপরাধের নিষ্কৃতির অন্য কোন উপায় নাই। মহাতপস্বী শ্রীদুর্ব্বাসা মহাভাগবত মহারাজ শ্রীঅম্বরীষের চরণে অপরাধ করিয়া ব্রহ্মা, শিব, এমন কি, বৈকুণ্ঠপতি ভগবান্ শ্রীনারায়ণের নিকট গিয়াও সেই অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। অবশেষে ভগবান্ শ্রীনারায়ণের উপদেশানুসারে যে অম্বরীষের চরণে তিনি অপরাধ করিয়াছিলেন, পুনরায় সেই অম্বরীষ মহারাজের শ্রীচরণে পতিত হইয়া সকাতর প্রার্থনা করার পর অম্বরীষের কৃপায় সেই ভীষণ অপরাধ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন।

ময়মনসিংহ প্রচার

গৌড়ীয় মিশনের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের উৎসব সমাপ্ত হইলে পর কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ তথা হইতে রওনা হইয়া ভৈরববাজার, ব্রাহ্মণবেড়িয়া প্রভৃতি সহরে ও ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন পল্লীগ্রামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন।

ব্রহ্মচারীজী বিভিন্নস্থানে সভা-সমিতিতে পাঠ, কীর্ত্তন, ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতাপ্রদান ও নগরসংকীর্ত্তনাদির দ্বারা তত্তৎস্থানীয় শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। গত ৩০শে নভেম্বর তারিখে ভক্তিশাস্ত্রীজী মজলিসপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র সাহা মহাশয়ের বাসভবনে উপস্থিত হইয়া তথায় গত ৩রা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রত্যহ পাঠের পূর্ব্বে ও পরে বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

রংপুরে প্রচার

গৌড়ীয়-মিশনের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ পাবনা-জেলার বিভিন্ন সহরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়া বর্ত্তমানে রংপুর-জেলার ইটাখোলা প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিতেছেন। গত ১০ই অগ্রহায়ণ ভক্তিশাস্ত্রীজী ইটাখোলা-নিবাসী শ্রীযুত ক্ষেত্রমণ্ডলেশ্বর দাসাধিকারী মহোদয়ের বাসভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:|:০:|:-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম তিন দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে পতি লাইনে	॥০	।৶০	।৶০	
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬	
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক " ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেও ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

মস্কো রণাঙ্গনে জার্ম্মাণদের সুনিশ্চিত পরাজয়ের আশঙ্কা

একটী বিশেষ সোভিয়েট ইস্তাহারে মস্কো-রণাঙ্গনে জার্ম্মাণদের সুনিশ্চিত পরাজয়ের সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে।

তদুপরি উক্ত বিশেষ ঘোষণায় ইহাও বলা হইয়াছে, গত ১৬ই নবেম্বর হইতে ৬ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মস্কো রণক্ষেত্রে ৬৫ সহস্র জার্ম্মাণ নিহত হইয়াছে। 'প্রভাদা' পত্রিকার প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে, রাশিয়ানরা মস্কো চউক্রেন এলাকার ওরেল-এর পূর্ব্বে গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে কেন্দ্র এলেট দখল করিয়া যে বিরাট সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে তাহা অব্যাহত আছে। সোভিয়েট অশ্বারোহী বাহিনী 'এস' নদীর নিকট পৌঁছিয়া। তাহাদের আক্রমণে আর এক জার্ম্মাণ রেজিমেণ্ট পর্য্যুদস্ত করে এবং তাহারা ২০টি কামান হস্তগত করে। প্রত্যহ গ্রামের পর গ্রাম দখল করা হইতেছে। এলেট দখলকারী সোভিয়েট সেনাপতি জেনারেল কষ্টেকোর নিকট হইতে জানা যায় যে, একজন জার্ম্মাণ অশ্বারোহী দূত আক্রমণ চালাইবার আদেশপত্র লইয়া যাইবার সময় বন্দী হইলে পর সোভিয়েট অশ্বারোহী বাহিনী আক্রমণ শুরু করে। জার্ম্মাণদের পরিকল্পনা পূর্ব্ব হইতে প্রকাশ হইয়া পড়ে। মেসিনগানের গুলীবৃষ্টি করিয়া সোভিয়েট অশ্বারোহী বাহিনী অগ্রসর হইতে থাকে এবং সোভিয়েট অশ্বারোহী বাহিনীর একটি হুউনিটের আক্রমণে একটি জার্ম্মাণ ব্যাটালিয়ন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়। পলায়নপর জার্ম্মাণদের পশ্চাদ্ধাবনকালে জেনারেল কষ্টেকোর অশ্বারোহী সৈন্যদল তিন শত গ্রাম পুনর্দখল করে।

ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, কুইবেশিভ হইতে 'নিউ ইয়র্ক টাইমস্' পত্রিকায় প্রেরিত এক খবরে প্রকাশ, মস্কো রণাঙ্গনে জার্ম্মাণ বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক জেনারেল ফন বক সেনাপতি পদ হইতে অপসারিত হইয়াছেন।

দক্ষিণ রণাঙ্গনে জার্ম্মাণদের পশ্চাদপসরণ

ইতালিনোগোরস্ক এলাকায় (তুলার দক্ষিণে) সোভিয়েট সৈন্যদল ছয়টি বসতিপূর্ণ অঞ্চল দখল করে এবং সংস্রাধিক জার্ম্মাণ অফিসার ও সৈন্য হতাহত হয়। সোভিয়েট ইস্তাহারে এক ক্রোড়পত্রে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। টিকভিন এলাকায় সোভিয়েট বাহিনী আরও ১৫খানি গ্রাম পুনর্দখল করিয়াছে। জার্ম্মাণদের পশ্চাদ্ধাবন করা হইতেছে। তদুপরি সোভিয়েট ইস্তাহারের ক্রোড়পত্রে ইহাও বলা হইয়াছে যে, জেনারেল স্মিডটএর ২৯ সংখ্যক আর্ম্মি কোর-এর হতাবশিষ্ট সৈন্যদল যে সব পথ দিয়া পলায়ন করিতেছে সেই সব পথের উপর সোভিয়েট গোলন্দাজ বাহিনী প্রবল গোলা বর্ষণ করিতেছে। সোভিয়েট বাহিনীর একটিদল একটা গ্রাম দিয়া প্রতিপক্ষের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ চালায়। একশত হতাহীয়ান নিহত হয়। দক্ষিণ রণাঙ্গনে জার্ম্মাণ জেনারেল সুইডলারের পাল্টা-আক্রমণ সাফল্যের সহিত প্রতিহত করা হইতেছে। জেনারেল ক্লাইষ্টের সৈন্যদল পশ্চাদপসরণ করিতেছে এবং তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হইতেছে। তদুপরি সোভিয়েট গরিলা বাহিনীর অতর্কিত নৈশ আক্রমণে তাহারা বিব্রত হইতেছে।

রাশিয়ার সাফল্য

রাশিয়া প্রতিপক্ষকে সমগ্র রণাঙ্গনে বাধা দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই তাহাদের যুদ্ধোপযোগী ক্ষতসাধন করিয়াছে। নীমাস্তের অনেক অঞ্চলেই রাশিয়ানগণ এক্ষণে বিমান-শক্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করিয়াছে। কিন্তু এখন শীতের সূচনামাত্র। রাশিয়ার বিরুদ্ধে নাৎসী অভিযান একটা মারাত্মক ভুল হইয়াছে। তবে অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের বহু কারখানা যাহা জার্ম্মাণদের হস্তগত হয় নাই এবং রাশিয়াকে সাহায্যের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা ভুলিলে চলিবে না।

৬টি জার্ম্মাণ জাহাজ জলমগ্ন

উত্তর রণাঙ্গনে শত্রু-উপকূলের নিকট পরিক্রমণের সময় সোভিয়েট সাবমেরিনসমূহ শত্রুপক্ষের একটি তৈলবাহী জাহাজ এবং পাঁচটি সৈন্য ও সমরসম্ভারবাহী জাহাজ ডুবাইয়া দেয়।

আমেরিকায় একতা বৃদ্ধি

ইতিপূর্ব্বে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে যে বিবাদ লক্ষিত হইয়াছিল জাপানের যুদ্ধ ঘোষণার ফলে তাহা তিরোহিত হইয়াছে। শান্তি হিসাবে নির্লিপ্তবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আত্মরক্ষার ব্যবস্থার পক্ষে ক্ষতিজনক ধর্ম্মঘটগুলির অবসান হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের কংগ্রেস এবং শ্রমিক ইউনিয়নগুলির ফেডারেশন-চালিত এবং আসন্ন সমস্ত ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করিয়াছে এবং ফেডারেশনের অন্তর্গত ইউনিয়নগুলি গবর্ণমেণ্টের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে। যাহাতে না থামিয়া দিবারাত্র আত্মরক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় যুদ্ধাস্ত্র তৈয়ারি হইতে পারে সে জন্য যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকেরা পালাক্রমে ২৪ ঘণ্টারই কাজ করিতে রাজী হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনলীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীসচ্চিদোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সভাস্থ কল্যাণকল্পতরু

=•=

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

=•=

শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ১৬ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৪ঠা পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১৯শে ডিসেম্বর, ইং ১৯৪১, শুক্রবার | ২৩০ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ নারায়ণ, নিধি গর্ভোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন সর্ব্ববেদান্তের সার শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাদধর্ম্মশীলস্য
সুদুঃখিতস্য।
অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং ভূতানি
ভব্যানি জনার্দ্দনস্য॥
(ভাঃ ৩।৫।৩)

অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ বহির্ম্মুখ, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা-বিমুখ, নানাপ্রকার অধর্ম্ম, পাপকার্য্য প্রভৃতিতে নিরত ও অত্যন্ত ক্লেশতপ্ত জনগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় ভক্তপুরুষগণ মর্ত্ত্যলোকে পরিভ্রমণ করেন।

উপরি-উক্ত ভাগবতের বাণী হইতে আমরা জানিতে পারি যে, আমাদের মত মায়াবদ্ধ, অনর্থযুক্ত, সেবাবিমুখ মনুষ্যজাতি—যাহারা নানাপ্রকার পাপ ও অপরাধের কার্য্য করিয়া অহর্নিশ ত্রিতাপ-যাতনায় ক্লিষ্ট হইতেছি, এ হেন দুর্দ্দৈবগ্রস্ত জীব আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া পরম মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণের পরম মঙ্গলময় ভক্তগণ—সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের নিত্যবসতিস্থল শ্রীগোলোক বৈকুণ্ঠ হইতে আগমনপূর্ব্বক জগতে বিদ্যমান থাকিয়া সর্ব্বত্র পরিভ্রমণচ্ছলে আমাদিগকে এই সংসার-দুঃখ সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করেন। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টী অচিন্ত্য গুণ যে ভগবানে অঙ্গাঙ্গিভাবে সর্ব্বক্ষণ বিদ্যমান আছে, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের হৃদয়ের ধন, যাঁহারা সেই ভগবানকে সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, সেই পরম ধনে যাঁহারা ধনী, তাঁহাদের আবার গোলোক-বৈকুণ্ঠ-ধামের বিকৃত বা হেয়-প্রতিফলন এই নশ্বর জড়জগতে বা মর্ত্ত্যলোকে কোন্ বস্তুর প্রার্থী হইয়া আগমন করার প্রয়োজন হইতে পারে? গোলোক-বৈকুণ্ঠ এমন কি বস্তু নাই,—যে বস্তুর জন্য তাঁহাদিগকে কাঙ্গাল হইয়া এই জগতে আসিতে হয়?

"মহান্ত-স্বভাব এই—তারিতে পামর। নিজকার্য্য নাহি, তবু যান তার ঘর॥" সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণের এ জগতে আসার নিজের কোন কার্য্য নাই, কেবল আমাদের উদ্ধারের জন্যই কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহারা এ জগতে আসেন ও শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিয়া আমাদের আত্মমঙ্গল বিধান করেন। বর্ত্তমান জগতের শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল-পুরুষ শ্রীগৌরনিজ-জন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, তদীয় দ্বিতীয়বিগ্রহ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও তদভিন্নবিগ্রহ বর্ত্তমান জগদ্গুরু বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী মহারাজ আমাদিগকে ভীষণ দুর্দ্দৈবগ্রস্ত, ভীষণ অমঙ্গলের মধ্যে পতিত দেখিয়া কিরূপ দুঃখভারাক্রান্ত-হৃদয়ে অহর্নিশ কত উপায়ে আমাদের পরম মঙ্গল-বিধানের যত্নচেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহার লেশমাত্র আমার ন্যায় দুর্ভাগা পতিতাধম অপরাধী জীবের অনুভবের বিষয় হয় না।

বর্ত্তমান জগতের কি সভ্য জাতি, কি অসভ্য জাতি—সকলেই কিপ্রকারে একমাত্র ভুঁই ও ভুঁড়ির জন্য—মাটি ও তাহার ভোগের উপযোগী দৈহিক বল, সুখ সুবিধা, দেহারামতা, গেহারামতা-বুদ্ধির মোহে কিপ্রকার মস্‌গুল্ হইয়া পড়িয়াছে। অধিকে সুখের বস্তু-জ্ঞানে পতঙ্গের ন্যায় ঝম্পপ্রদানপূর্ব্বক জ্বলিয়া-পুড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করার ন্যায় আজ সমগ্র পৃথিবীর কত লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি লোক কিরূপভাবে সমরানলে দগ্ধীভূত হইতেছে। একদিকে এ জগতের ভোগপ্রমত্ত, মায়া-মোহিত মনুষ্যজাতির জীবে দয়ার, পর-উপকারের, জগতের সুখশান্তি-স্থাপনের কত গবেষণা, কত বিচার-আচার, কত চিন্তা, কত কার্য্যকলাপের এই পরিণাম। আর অন্য দিকে—পারমার্থিক রাজ্যে জগদ্গুরু ভুবনমঙ্গল-অবতার শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের জগতের পরা-শান্তির—পরম মঙ্গলের জন্য কত কোটি কোটি ঝঞ্ঝাবাত, বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া একই সময়ে অসংখ্যপ্রকারের চেষ্টা। দুই দিকে যুগপৎ এই দুইপ্রকার কার্য্য ও উহার পরিণাম বর্ত্তমান জগতের মানবজাতি মুহূর্ত্ত সময়ও স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবার, বুঝিবার অবকাশ বা সুযোগ লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইবে কি?

আমরা প্রত্যক্ষ দেখি যে, অসংখ্য পতঙ্গ প্রজ্বলিত আলোর চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতে করিতে যখন সেই আলো বা অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ-বিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হয়, তখন তাহাদিকে কোন প্রকারেই সেই মৃত্যুর আলিঙ্গন কার্য্য হইতে বিরত করা যায় না। কুকুরের লেজকে যতই টানিয়া সোজা করিবার চেষ্টা করা যাউক না কেন, কিছুতেই তাহাকে সোজা করা যায় না। বিষ্ঠাভোজী শূকরের সম্মুখে রসগোল্লার ভাণ্ড, অমৃতপরিপূর্ণ ভাণ্ড রাখিলেও সেই গ্রাম্য শূকর পুনঃ পুনঃ বিষ্ঠাতেই মুখ দিবে, রসগোল্লা বা অমৃতের ভাণ্ড-মধ্যে কিছুতেই সে মুখ দিতে চাহিবে না। বর্ত্তমান জগতের মানবজাতি আজ ঐপ্রকার তুচ্ছ-ইন্দ্রিয়ভোগে প্রমত্ত হইয়া কেহ ভীষণ সমরানলে প্রাণত্যাগে প্রধাবিত, কেহ বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তে পতিত, আবার কেহ বা পরিণামে বন্ধনির্ম্মাণ-লাভে আত্মবিনাশসাধনে কৃত-সঙ্কল্প, সুতরাং এমতাবস্থায় আজ গোলোক-বৈকুণ্ঠ-দূত, ভুবনমঙ্গল-অবতার শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অযাচিতভাবে বিতরিত গোলোকের এই প্রেমধন—শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীহরিনামরস শুদ্ধভক্তি বা কৃষ্ণ-প্রেমরসের গ্রাহক কে হইবে?

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারিযুগই এই জগতে দুইপ্রকার লোকের অবস্থানের কথা আমরা শাস্ত্রাদিতে শুনিতে পাই। দৈব ও আসুর, আরোহপন্থী ও অবরোহপন্থী, শ্রৌতপন্থী ও তর্কপন্থী। দৈব বা অবরোহপন্থীর মধ্যে সত্য প্রভৃতি চারিযুগে স্বয়ম্ভু, নারদ, শম্ভু, কুমার, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনকরাজা, বলিরাজা, শুকদেব, যমরাজ, বজ্রাঙ্গজী, পঞ্চপাণ্ডব ও উদ্ধব প্রভৃতি মহাজন বা সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। আবার অসুর বা আসুর, আরোহপন্থী ও তর্কপন্থীর মধ্যে অপর তিনযুগে হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, অরিষ্টাসুর, বকাসুর, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শিশুপাল, জরাসন্ধ, দন্তবক্র ও তাহাদের অনুগত অসংখ্য রাক্ষসের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। উপরি-উক্ত দৈব, আরোহপন্থী বা তর্কপন্থিগণ অসুর দৈত্য,

দানব, রাক্ষস, যক্ষ, রক্ষ, ভূত, প্রেত, পিশাচ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত দৈব, অবরোহপন্থী বা শ্রৌতপন্থী মহাজন, সাধুগুরুবৈষ্ণবগণ ও তাঁহাদের আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীহরি, শ্রীগোবিন্দ শ্রীনারায়ণ, বিষ্ণুর বিরোধাচরণ করিয়াছে। ইহারা শ্রৌতপন্থী মহাজনগণের আনুগত্য কিংবা কোন উপদেশ বা শিক্ষা গ্রহণ করে নাই। তাহারা প্রভু সাজিয়া জন্ম-ঐশ্বর্য্য শ্রুত-শ্রীমদে গর্ব্বিত বা প্রমত্ত হইয়া নিজেরা ঈশ্বর, কর্ত্তা, ভোক্তা অভিমানে এই জগৎ ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় পরিণামে বিষ্ণুবিদ্বেষ সাংঘাতিক ধ্বংসে পতিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি শাস্ত্রপাঠে আমরা সহজে ইহা অবগত হইয়া থাকি।

এই কলিযুগেও বর্ত্তমান জগতের মানব-জাতিকে অসুর দৈত্য দানবগণের বিচার আচার কার্য্য-কলাপ ও চিন্তাস্রোতে ভরপুর দেখা যাইতেছে। ভগবান্ শ্রীহরির কৃপায় ও ইচ্ছাক্রমে এই কলিযুগে শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক নামে চারিটি সৎসম্প্রদায় ও শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বার্ক-নামক সৎসম্প্রদায়ের আচার্য্যচতুষ্টয় জগতে আবির্ভূত হইয়া জগৎকে শ্রৌতপন্থায় শুদ্ধভক্তির কথা উপদেশ করিয়াছেন। কলির জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল-বিধানের জন্য বর্ত্তমান সময় হইতে ৪৫৫ বৎসর পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীশচীনন্দন শ্রীগৌরহরিরূপে শ্রীনবদ্বীপধামে সপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণ-প্রেমবন্যায় জগৎ প্লাবিত করিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু এবং ইঁহাদের অপ্রকটের পর বর্ত্তমান জগতে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল-পুরুষ ঠাকুর শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, তদনন্তর বর্ত্তমানকালে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ শ্রৌতপন্থায়—অবরোহপন্থায় সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের অনুসরণে, শ্রীরূপাভিন্ন বিগ্রহরূপে যে সনাতনধর্ম্ম, শুদ্ধভক্তি বা বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক জগৎকে শিক্ষা দিতেছেন, তাহা অদৈব, আরোহপন্থা বর্ত্তমান জগতের মানবজাতি কিছুতেই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে।

"বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে। ধন-জন-বিদ্যামদে বৈষ্ণব না চিনে॥" "দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্। কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান॥" কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা—পরম মঙ্গলের কথা—পূরা শাস্ত্রিয় কথা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে গৌড়ীয় মিশন, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা শ্রীল আচার্য্যদেব আজ স্বয়ং আচার-প্রচারের দ্বারা জগতের জীবকে জানাইয়া তাহাদিগকে এই জগৎ হইতে সাক্ষাৎ গোলোকবৈকুণ্ঠধামে—পূর্ণসুখময় ধামে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু জন্ম ঐশ্বর্য্য শ্রুত শ্রীমদে মত্ত বর্ত্তমান মানব-জাতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণবাচার্য্যের এই ভুবনমঙ্গল অবদান কিছুতেই জানিবার, বুঝিবার বা গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য পাইতেছে না। পরন্তু তাঁহারা সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীগৌড়ীয়মঠ বা শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রতি বিদ্বেষ ও বিদ্রোহ আচরণ করিয়া ভীষণ অমঙ্গলের দিকে —আত্মবিনাশ বা ধ্বংসের দিকে প্রধাবিত হইতেছে।

কলির জীবের, বিশেষতঃ বর্ত্তমান জগতের এইপ্রকার বিষম শোচনীয় পরিণাম দর্শন করিয়া শ্রীগৌরকরুণাশক্তি, মহাবদান্যাবতার, জগদ্গুরু আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ তদীয় অনুগত—আশ্রিত জনগণকে জগতের বহির্ম্মুখ, মায়া-মোহিত মানবজাতির সর্ব্বপ্রকার গবেষণা, বিচার আচার, চিন্তাধারার কথা ও তৎফল-স্বরূপ পরিণামের এই প্রকার ভীষণ অবস্থার কথা জানাইয়া ও প্রত্যক্ষ করাইয়া, বহির্ম্মুখ মানবজাতি আজ যে প্রকার দ্রুতগতিতে —প্রবল উদ্যমে ভীষণ অমঙ্গলের দিকে প্রধাবিত হইয়া আত্মবিনাশ সাধন করিতেছে, তদ্রূপ গৌড়ীয়-মিশনের অন্তর্ভুক্ত শুদ্ধভক্ত-মঠের আশ্রিত ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী প্রভৃতি আমাদের সকলকেই এইরূপ দ্রুতগতিতে প্রবল উৎসাহ-উদ্যমের সহিত শ্রদ্ধা ভক্তিধন, কৃষ্ণপ্রেমধন-লাভের উদ্দেশ্যে আত্ম-মঙ্গলের রাজ্যের দিকে—আমাদের স্বদেশের দিকে—গোলোকবৈকুণ্ঠের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য স্বয়ং সর্ব্বক্ষণ আচরণপূর্ব্বক শ্রীমুখে কত উপদেশ আমাদিগকে প্রদান করিতেছেন!

শ্রীল আচার্য্যদেব অহৈতুক কৃপাগুণে আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ বলেন যে,—বর্ত্তমান জগতের মানবজাতির যেপ্রকার আসুরিক বা নাস্তিকতাপূর্ণ বিচার-আচার, কার্য্যকলাপ ও চিন্তাধারা দেখা যাইতেছে, তাহাতে একমাত্র শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপালাভের জন্য আন্তরিক যত্ন চেষ্টাবিশিষ্ট না হইলে এই জগতে থাকিয়া কিছুতেই মঙ্গল লাভ করা যাইবে না। আমাদের জীবন একে ত' অনিত্য, তদুপরি আবার মায়া বিভিন্নরূপে বিভিন্ন প্রলোভন দেখাইয়া আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ অমঙ্গলের দিকে লইয়া যাইতেছে। এমতাবস্থায় জীবন থাকিতে থাকিতেই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা লাভ করা একান্ত প্রয়োজন। বৈধী ভক্তিতে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না, অপ্রাকৃত রাগের অনুসরণ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণভজন, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের প্রতি গাঢ় প্রীতি বা অভিনিবেশ হয় না। আবেশ ও অভিনিবেশেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রীতি বা মিলন হয়।

হরিভজনের পথে আমরা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে চাহি না দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব আমাদিগকে বলেন যে, শামুকের গাড়ীর মত চলিলে হইবে না, শামুকের গাড়ীতে চড়িলে কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার না-ও হইতে পারে। এরোপ্লেনের মত চলিতে হইবে। এরোপ্লেনের পথে—রাগপথে নববিধা ভক্তি বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পঞ্চপ্রকার ভক্তির অনুশীলন করিতে হইবে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও তদীয় নিজ-জনগণ এই জন্যই আমাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অমন্দোদয়া দয়া বিতরণের জন্য ইচ্ছুক, কিন্তু আমরা দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ব্যাঘাতকারী মনে করিয়া ইহ-পরকালের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী এইপ্রকার পরম বন্ধুবর্গকেও আপন বা আত্মীয়জ্ঞান করিতে পারি না। এজন্য কোথায় হৃদয়ে আত্মধিক্কার উপস্থিত হইবে—তাঁহাদের নিকট সদ্যে অকপট-প্রার্থনা করিব, তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাদের শ্রীচরণে অপরাধই করিতেছি! শ্রেষ্ঠ বান্ধবগণকে পরম শত্রু বলিয়া মনে করিতেছি। ইহা অপেক্ষা আমাদের দুর্ভাগ্য বা দুর্দ্দৈবের লক্ষণ আর কি হইতে পারে? "অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু। আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু।"

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন—ভক্তি জিনিষটা কি?

উত্তর—ভক্তি -আত্মার স্বাভাবিকী নিত্যবৃত্তি, ইহাই জীব-স্বরূপের একমাত্র নিত্য ও স্বাভাবিক ধর্ম্ম। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, দাসত্ব বা সেবার নামই ভক্তি। জীবের স্বরূপে অন্য কোন ধর্ম্ম নাই। ইতর বৃত্তি-সমূহ জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম নহে, ঐ সকল বিরূপের ধর্ম্ম, তাহা পরিবর্ত্তনশীল ও অনিত্য। এই ভক্তি—শোক-মোহ-ভয়াপহা। দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে ভয়-শোক-মোহ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বস্তু ভিন্ন অন্য প্রতীতিই দ্বিতীয়-অভিনিবেশ।

তাবদ্ভয়ং দ্রবিণ-দেহ সুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥

যে কাল পর্য্যন্ত লোক ভবদীয় (শ্রীকৃষ্ণের) অভয় পাদপদ্ম প্রকৃষ্টরূপে বরণ না করে, সেকাল পর্য্যন্ত তাহার অর্থ দেহ, আত্মীয়-স্বজন ও সুহৃদ্বর্গ হইতে ভয়, উহার বিনাশে শোক, পুনরায় উহাদিগকে পাইবার জন্য স্পৃহা, অনন্তর তিরস্কার, তথাপি উহাদের জন্য বিপুল পিপাসা, পুনরায় কোনপ্রকারে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ হইলে অনাত্ম বস্তুতে 'আমি' ও 'আমার'—এইরূপ জড়াসক্তি বর্ত্তমান থাকে। উহাই সংসারের মূলকারণ।

এইপ্রকার বিচার-বুদ্ধি হইতে যে প্রভুত্ব-বাসনার উদয় হয়, তাহা ভক্তিবিরোধী ব্যাপার। যেমন শরীরে কৃমি আশ্রয় করিলে যত পুষ্টিকর খাদ্যই খাওয়া যাউক না কেন, তাহাতে শরীরের পুষ্টি হয় না, সেইরূপ কর্ম্মজ্ঞানের বৃত্তি প্রবল হইলে আত্মার বৃত্ত ভক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

প্রঃ—কি উপায়ে কৃষ্ণে ভক্তি উদিত হয়?

উঃ—যাঁহাদের অনুক্ষণ কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন ছাড়া—শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা ছাড়া অন্য কোন প্রকার কার্য্য নাই, সেইরূপ নিষ্কপট ও নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভজনপরায়ণ-গণের নিকট মনোযোগ-সহকারে সেবাবৃত্তির সহিত ভগবানের কথা শ্রবণ করিলেই পরম-পুরুষ কৃষ্ণে ভক্তি উদিত হয়। সত্ত্ব-প্রধান-বৃত্তিদ্বারা যিনি সমগ্র বিশ্বকে পালন করিতেছেন, তিনি বিষ্ণু। জগৎকে কৃষ্ণ-বিষয়ে চেতনবিশিষ্ট করিয়াছেন বলিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অচৈতন্য জীবের চৈতন্য-উৎপাদনের জন্যই বিশ্বস্তরের সন্ন্যাসলীলা। কিন্তু তবুও আমাদের চেতনতা হইল না। অহৈতুকী সেবাচেষ্টা ব্যতীত ইতর চেষ্টা শুদ্ধ চেতনের ধর্ম্ম নহে। শুদ্ধ চেতনবৃত্তিতে অনর্থের সেবা নাই। সেখানে কেবল অর্থের সেবা। আমাদের পূর্ব্ব গুরুদেব শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গান করিয়াছেন,—

গোরা পঁহু না ভাজিয়া মৈনু।
প্রেমরতন-ধন হেলায় হারাইনু॥
অধনে যতন করি ধন তেয়াগিনু।
আপন করম-দোষে আপনি ডুবিনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস।
তে-কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধফাঁস॥
বিষয়-বিষম-বিষ সতত খাইনু।
গৌর-কীর্ত্তনরসে মগন না হৈনু॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া।
নরোত্তমদাস কেন না গেল মরিয়া॥

ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি বাহ্য বিষয়-বিচারে ব্যস্ত থাকেন, ব্রহ্মজ্ঞগণের সে সকল কার্য্য নহে। হরিসেবাই তাঁহাদের একমাত্র কৃত্য। ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদিও ব্রাহ্মণের সেবার অনুকূলেই যাবতীয় চেষ্টা করিবেন। ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হওয়াই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন—ভগবৎ-সেবাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য হইলে এই কার্য্যে লোকের রুচি দেখা যায় না কেন?

উত্তর—"কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধু-সঙ্গ", আর এই সাধুসঙ্গ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বহু সুকৃতি সঞ্চিত না থাকিলে লাভ করা যায় না।

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ
পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ
(বৃহন্নারদীয়-পুরাণ)

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গপ্রভাবে ভক্তি-বৃত্তি উদিত হয়। পুরুষসকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত সুকৃতির ফলে শুদ্ধভক্তের সঙ্গ প্রাপ্ত হন।

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্প-পুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব
জায়তে॥
(মহাভারত)

অর্থাৎ অল্প সুকৃতিবান্ ব্যক্তির ভগবানের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদে, শ্রীগোবিন্দে, শ্রীনাম-ব্রহ্মে ও শ্রীবৈষ্ণবে দৃঢ় শ্রদ্ধা হয় না।

অতএব বহু লোকের যে হরিভজনে রুচি দেখা যায় না, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? গীতায়ও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি
তত্ত্বতঃ॥

অসংখ্য জীবের মধ্যে-কদাচিৎ কেহ মনুষ্য হয়, সহস্র সহস্র মনুষ্য মধ্যে কেহ কেহ কল্যাণসিদ্ধির জন্য যত্ন পায়, আর সহস্র সহস্র সিদ্ধদিগের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) তত্ত্বতঃ অবগত হন। শ্রীচৈতন্যদেবও বলিয়াছেন,—

তা'র মধ্যে 'স্থাবর', 'জঙ্গম'—দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যগ্-জল-স্থলচর বিভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্য-জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর॥
বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ 'মুখে' মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মাচারী-মধ্যে বহু ত' 'কর্ম্মনিষ্ঠ'।
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ॥
কোটি জ্ঞানী-মধ্যে হয় 'একজন' মুক্ত।
কোটি মুক্ত-মধ্যে 'দুর্ল্লভ' এক কৃষ্ণভক্ত॥
কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী—সকলি 'অশান্ত'॥
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥

অর্থাৎ হে মহামুনে! কোটি কোটি মুক্ত ও সিদ্ধদিগের মধ্যে নারায়ণপরায়ণ প্রশান্তাত্মা পুরুষ অত্যন্ত দুর্ল্লভ।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥
(চৈঃ চঃ)

ল প্রভুপাদের হরিকথা

কোথায় কৃষ্ণানুশীলনে আমাদের দেরী পড়িয়া যাইতেছে, তাহা প্রত্যেকের অনুধাবন করা দরকার, নতুবা ভজনে অগ্রসর হওয়া যাইবে না, একটা স্তব্ধভাব বা শৈথিল্য আসিয়া হরিভজন হইতে পাতিত করিবে। যিনি আকর্ষণ করেন, তিনি কৃষ্ণ, জীবের সেবা প্রবৃত্তির তারতম্যানুসারে স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ অংশ, কলা, বিকলা প্রভৃতি মূর্ত্তিতে উদিত হন। স্থূল ও সূক্ষ্ম অচিদ্বস্তুকে কৃষ্ণ কখনও আকর্ষণ করেন না, তাহা কৃষ্ণ-মায়ার দ্বারা আকৃষ্ট হয়।

'সাধু' মানেই হচ্ছে,—তিনি একটা খড়্গ হাতে নিয়ে যূপকাষ্ঠের নিকট দণ্ডায়মান র'য়েছেন—মানুষের যে ছাগের ন্যায় বাসনা, সেই বাসনাকে পরুষ ভাষারূপ তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা বলি দিবার জন্য দণ্ডায়মান আছেন। সাধু যদি আমার তোষামুদে হ'ন, তা' হ'লে আমরা প্রেয়ঃপন্থা গ্রহণ ক'র্‌লাম, শ্রেয়ঃ চাইলাম না।

ভাগবত-জীবন যা'র নয়, তা'র কাছে ভাগবত শোনা উচিত নয়। নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুরই সঙ্গ করা কর্ত্তব্য। যদি আমাদের এমন সৌভাগ্য হয় যে, আমরা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ পাই, তা' হ'লে সেই সুযোগ করিয়ে দেওয়ার একমাত্র মালিক—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। গুরুর হাত দিয়ে তিনি বরাভয়পদ ব্যাপারটাকে প্রদান করেন। যাঁ'দের কপালের জোর আছে, তাঁ'রা এ সুবিধাটা পান। যিনি যেরূপভাবে শরণাগত হন, তাঁ'র নিকট তদুপযোগী গুরুপাদপদ্ম উপস্থিত হ'ন।

ব্যভিচার বৃত্তির দ্বারা কখনও সেবা হয় না। সেবা জিনিষটা—অব্যভিচারিণী, অহৈতুকী, অপ্রতিহতা আত্মবৃত্তি। বেদান্ত-বোধই হ'তে পারে না—শ্রীগুরুপাদপদ্মের অব্যভিচারিণী সেবা ব্যতীত। ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত কেহ গুরু হ'তে পারেন না,—এটা গোঁড়ামীর কথা নয়, বাস্তব সত্য।

অচিৎএর সহিত যে সংস্রব, তা'র নামই দুঃসঙ্গ। দেহ ও মনের দ্বারা সেই দুঃসঙ্গ হয়। এই দুঃসঙ্গ ছে'ড়ে দিলে আমাদের আকর্ষণীয় স্বরূপ আকর্ষক শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ আকর্ষণের সহিত মিলিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ কেবল চেতনকে আকর্ষণ করেন।

'আমি ভগবান্‌কে দেখিব'—ইহার নাম সম্ভোগবাদ বা অভক্তি, আর 'আমি ভগবান্‌কে দেখাইব,—যে রূপ দেখিতে তাঁহার ভাল লাগে',—ইহার নাম সেবা। আমার মনগড়া সৌন্দর্য্য তিনি দেখেন না, কিন্তু যে সৌন্দর্য্য তাঁহার ভাল লাগে, তিনি তাহা দেখেন।

ভক্তি আশ্রয় করিলে—ভগবানের উপর নির্ভর করিলে সমস্ত দায়িত্ব কাটিয়া যায়। ভগবান্ সুখ-দুঃখ—যাহা প্রদান করেন, তাহাতেই অধোক্ষজ-সেবকগণ ভগবৎ-সেবা করেন। ভগবানের সেবা করিলেই তদন্তর্ভুক্ত সকল বস্তুর প্রকৃত সেবা হইয়া যায়।

শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা ব্যতীত আর যত কথা, সব আত্মার নিত্য বৃত্তিকে ঢাকিয়া ফেলিবার কথা। হরি সব হরণ করিয়া থাকেন। কি হরণ করেন? চামড়া, মাংস তিনি হরণ করেন না, তিনি চান 'আমাকে'—আত্মাকে, সেই আত্মা পাঁচ প্রকার রসে তাঁহার সেবা করেন। রাধারমণের অভিলাষ পরিপূরণ করাই আত্মার নিত্য ধর্ম্ম।

ল প্রভুপাদের বিরহ-তিথিপূজা-মহোৎসব

-..(*)..:

দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ৮ই ডিসেম্বর, সোমবার গৌড়ীয়-মিশনের অন্যতম শাখা দিল্লী-শ্রীগৌড়ীয়মঠে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পঞ্চমবার্ষিক বিরহ-তিথিপূজা-মহামহোৎসব শ্রীহরিকীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

এতদুপলক্ষে প্রাতে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গল আরাত্রিক কীর্ত্তনের পর শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব শ্রীগুরুপরম্পরা, বিরহ-দৈন্য-মূলক মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইলে গৌড়ীয়-মিশনের অন্যতম সেবক উপদেশক শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু 'গৌড়ীয়' প্রথম-বার্ষিকী বিরহতিথি পূজা সংখ্যা পাঠমুখে শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের প্রকট ও অপ্রকটের তাৎপর্য্য, তাঁহার অবদানবৈশিষ্ট্য ও করুণার কথা কীর্ত্তন করেন।

মধ্যাহ্ন-ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনের পর অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত উক্ত সংখ্যা 'গৌড়ীয়' পাঠ ও হরিকথা আলোচনা হইতে থাকে। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র-কীর্ত্তনান্তে উপদেশক শ্রীপাদ অপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা ও তাঁহার কৃপাপূর্ণ 'উপদেশাবলী' উক্ত সংখ্যা 'গৌড়ীয়' হইতে পাঠমুখে ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার পর গৌড়ীয়-মিশনের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী প্রভু হিন্দি ভাষায় ঘণ্টাধিককাল শ্রীগুরুতত্ত্ব, প্রকট ও অপ্রকট লীলার তাৎপর্য্য ইত্যাদি বহু বিষয়ে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাবৃন্দকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

———

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে

গত ২২শে অগ্রহায়ণ, ৮ই ডিসেম্বর, সোমবার গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের অহৈতুক কৃপাশীর্ব্বাদে ও আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা কাশী-শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ৫ম বার্ষিক বিরহ-তিথিপূজা-মহামহোৎসব নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

উক্ত দিবস প্রাতে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব, যে আনিল প্রেমধন করুণাপ্রচুর' ও অন্যান্য বিরহসূচক মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে গৌড়ীয় হইতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলা-প্রাক্কালীন উপদেশাবলী পাঠ করা হয়। তৎপরে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকান্তে 'শ্রীসরস্বতী-সংলাপ' গ্রন্থ পারায়ণ হয়। বেলা ১১টার সময় কীর্ত্তনমুখে মধ্যাহ্ন ভোগারাত্রিক হয়। তৎপরে অপরাহ্ণ ১টা হইতে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ-প্রসঙ্গ পাঠমুখে মহাভাগবতের অপ্রকট ও প্রকটলীলার জীবকল্যাণময় তাৎপর্য্য বিশেষভাবে আলোচিত হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুরুবৈষ্ণব বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রচারবৈশিষ্ট্য ও পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অপার করুণার কথা আলোচিত হয়। তৎপরে সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীধামে কীর্ত্তন

গত ২৮শে অগ্রহায়ণ শ্রীধামবাসী ভক্তগণ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপানির্দ্দেশে শ্রীশ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীশ্রীহরিবাসর তিথি কীর্ত্তনমুখে পালন করেন। ঐ তিথিতে সন্ধ্যারাত্রিকের পর বহুক্ষণ যাবৎ মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপরে ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও তৎপরদিবস মঙ্গলারাত্রিক পর্য্যন্ত অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

গত ২৯শে অগ্রহায়ণ তারিখে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপানির্দ্দেশে নিত্যানন্দপার্ষদ শ্রীল মহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের বিরহমহোৎসব নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে অপরাহ্ণে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ [illegible] প্রভু প্রায় ২॥ ঘণ্টা যাবৎ শ্রীল মহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের গুণ ও বিরহ [illegible] কীর্ত্তন করেন। উপদেশক পণ্ডিত [illegible] ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণ [illegible] মহাদেব শ্রীশ্রীবাসঅঙ্গনে সন্ধ্যারাত্রিক [illegible] শ্রীল মহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের [illegible] কৃপার কথা কীর্ত্তন করেন।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে হয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়			বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
১ম তিন দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য		১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲		৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীপণ্ডিতানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

[illegible]

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

যুদ্ধ তহবিলে বাঙলার এক কোটী টাকা দান

বঙ্গীয় যুদ্ধসংক্রান্ত তহবিলে এ পর্য্যন্ত মোট এক কোটি টাকা সংগৃহীত হইয়াছে এতদুপলক্ষে মহামান্য বড়লাট বাহাদুর নিম্নলিখিত বাণী প্রেরণ করিয়াছেন :—

"বাঙলার জনসাধারণ স্বেচ্ছা-প্রণোদিতরূপে যুদ্ধ সংক্রান্ত তহবিলে এক কোটি টাকা দান বা সাহায্য প্রদান করিয়াছেন বলিয়া আমি বাঙলার অধিবাসী এবং প্রাদেশিক যুদ্ধ কমিটি এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফাণ্ডের কমিটিকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এই উল্লেখযোগ্য কার্য্যের জন্য বাঙলার জনসাধারণ বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করিতে পারেন। আপনারা এ বিষয়ে স্থির নিশ্চয় হইবেন যে, আপনাদের প্রচেষ্টার ফলে সকলের সমভাবে প্রয়োজনীয় "জয়লাভ" আমাদের আরও নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। এই প্রচেষ্টা বর্ত্তমান বলিয়া উহার পরিমাণ চতুর্গুণ করিয়া তুলুন, যতদিন না জয় আমাদের করতলগত হয়।"

বাঙলার জনসাধারণকে উদ্দেশ করিয়া মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর নিম্নলিখিত বাণী প্রদান করিয়াছেন :—

"কঠোর পরিশ্রম, সৌজন্য এবং যুদ্ধের বাস্তবরূপ হৃদয়ঙ্গম করার ফলে বাঙলার জনসাধারণের সাফল্যমণ্ডিত প্রচেষ্টায় আমি সত্যই গর্ব্বিত। এই সাফল্য কলিকাতার "ন্যাশন্যাল ডিফেন্স এণ্ড সেভিং" সপ্তাহের সহিত অঙ্গাঙ্গিভূত হইয়া যুদ্ধজয় সম্পর্কে আমাদিগকে নূতন প্রেরণা প্রদান করুক। এখন হইতে প্রাপ্ত প্রতিটি মুদ্রা আমাদিগকে আর একটি কোটি টাকা সংগ্রহের সাহায্য করিবে" (কমিউনিক)

ঋণ-সালিসী বোর্ডের স্পেশাল অফিসার দল

গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি ঋণ-সালিসী বোর্ডের ৩০ জন স্পেশ্যাল অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন। এই নব-নিযুক্ত অফিসারগণ প্রেসিডেন্সী বিভাগের ঋণ-সালিসীর ডেপুটি ডিরেক্টর মিঃ সি, সি, সেনের তত্ত্বাবধানে দমদম কো অপারেটিভ ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে ট্রেনিং লাভ করিয়াছেন। পুঁথিগত বক্তৃতা ব্যতীত এই সকল যুবক অফিসারগণকে বিভিন্ন দলে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে অবস্থিত ঋণ-সালিসী বোর্ডগুলি পরিদর্শন করিতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এই অফিসারগণের নিজ নিজ কর্ম্মস্থল চলিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে গত ৭ই নভেম্বর মাননীয় মিঃ মুকুন্দ বিহারী মল্লিক সেক্রেটারী মিঃ বি, সরকার, আই, সি, এস, সমভিব্যাহারে উপরোক্ত কো-অপারেটিভ ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে উপস্থিত হইয়া নব-নিযুক্ত অফিসারগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। মাননীয় মন্ত্রীর চিত্তাকর্ষক বক্তৃতায় অনুপ্রাণিত হইয়া শিক্ষাধীন অফিসার দল তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

কো-অপারেটিভ ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের ভারপ্রাপ্ত অফিসার খান সাহেব জয়নাল আবেদীন এই সম্পর্কে সকল ব্যাপারের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কাঁচ ও পিতলের উপর ফটো খোদাই

পিতল বা কাঁচের স্কেল, মোট স্কায়ার প্রভৃতির গাণিতিক যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে কলের সাহায্যে ধাতু দাগ খোদাই করিতে হয়। যাহাতে ফটোগ্রাফিক প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে ধাতু বা কাঁচের উপর দাগ কাটিয়া ঐ সকল যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারা যায়, সে বিষয়ে গাণিতিক যন্ত্র নির্ম্মাণ অফিসে গবেষণা ও পরীক্ষা চলিতেছে। এ পর্য্যন্ত যে ফল পাওয়া গিয়াছে, তাহা বিশেষ উৎসাহজনক। ইহা পুরাপুরি সাফল্যলাভ করিলে ভারতবর্ষে ঐ ধরণের যন্ত্র নির্ম্মাণের বিশেষ সুবিধা হইবে।

তোব্রুকে নূতন সৈন্য আমদানী

বৃটিশ নৌবহর চক্রশক্তির মরু অঞ্চলে স্থিত সেনাবাহিনীর চোখের সামনেই সমগ্র তোব্রুকের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া নূতন সৈন্য আমদানী করিয়াছে। দীর্ঘ বিশ মাইল স্থান জুড়িয়া যখন সংঘর্ষ চলিতেছে এবং ঊর্দ্ধে আকাশে যখন চক্রশক্তির রণ বিমানসমূহ হানা দিয়া বেড়াইতেছে, তখনই বৃটিশ স্থল, নৌ এবং বিমান বাহিনীর পারস্পরিক সহযোগিতায় এই বিরাট কার্য্য সাধিত হইয়াছে।

কলিকাতার বিরাট দান

দান ও বিবিধ প্রকার যুদ্ধ ঋণে যে টাকা দান করা হইয়াছে, তাহা মিলাইয়া বিগত ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত যুদ্ধ-ভাণ্ডারে কলিকাতার মোট দানের পরিমাণ ৭,৮১,৬৬,০৬৪৲ টাকা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সত্তার কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে ধর্ম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ১৭ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৫ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৭৮, ২০শে ডিসেম্বর ইং ১৯৪১, শনিবার | ২০১তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ নারায়ণ, অব্যয় ক্ষী বাদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

সেবানন্দ

—::(*)::—

শাস্ত্রে আমরা দুই প্রকার জীবের কথা শুনিতে পাই—মুক্তজীব ও বদ্ধজীব। সকল জীবেরই স্বরূপে আনন্দ বলিয়া একটী জিনিষ আছে। মুক্তজীব সর্ব্বক্ষণ স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া যে আনন্দ উপভোগ করেন, সেই আনন্দের নাম—সেবানন্দ বা প্রেমানন্দ, আর বদ্ধজীব স্বরূপ-বিস্মৃত হইয়া বা বিরূপে অবস্থিত থাকিয়া যে আনন্দ উপভোগ করেন, তাহাকে আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি বা জড়ানন্দ বলে। জীবমুক্ত পুরুষগণ তাঁহাদের নিত্য আরাধ্য বস্তু শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনারায়ণ, শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের যাহাতে প্রীতি হয়, কায়মনো-বাক্যে সর্ব্বক্ষণ সেইপ্রকার কার্য্য করিয়া তাঁহাদের প্রীতি বিধান করেন। ইহার নাম শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা, আর যাঁহারা এইরূপ সেবা করেন, তাঁহাদের নাম শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবক। নিত্য সেব্যবস্তু শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের আনন্দে তাঁহাদের নিত্যসেবকের চিত্তে স্বাভাবিকভাবে যে আনন্দের সঞ্চার হয়, তাহাই সেবানন্দ বা প্রেমানন্দ-নামে অভিহিত।

ভগবান্ ও ভগবৎসম্বন্ধী বস্তু ভিন্ন নহেন অর্থাৎ উভয়েই এক বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রীকৃষ্ণধাম, শ্রীবৈষ্ণব, শ্রীমহাপ্রসাদ, শ্রীচরণামৃত, শ্রীভাগবত, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা, শ্রীভগবদ্ভক্ত—ইঁহারা সকলেই অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দময় বস্তু। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো
নৈব জায়তে॥
(মহাভারত)

অর্থাৎ স্বল্প সুকৃতিবান্ ব্যক্তির ভগবানের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ, অর্চ্চা শ্রীগোবিন্দ, নামব্রহ্ম ও বৈষ্ণবে দৃঢ় শ্রদ্ধা হয় না।

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারিসনে॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১।৮১)

উপরি উক্ত পদ্যের ভাষ্যে শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন,—শ্রীকৃষ্ণ চারিমূর্ত্তিতে প্রপঞ্চে স্বীয় বিগ্রহ প্রকাশ করেন। যদিও এই চারিমূর্ত্তি সহসা দর্শন করিলে ভগবান্ বলিয়া জানা যায় না, তথাপি এই চারিটী ভগবৎ সম্বন্ধী বস্তু ভগবানের প্রকাশবিগ্রহরূপে পূজিত হন। বৈষ্ণব, তুলসী, গঙ্গা ও শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ—এই চারিটী শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ।

যাঁহারা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবক, তাঁহারা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণাভিন্ন কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণধাম, কৃষ্ণকাম, কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ বৈষ্ণব, তুলসী, গঙ্গা, শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ, মহাপ্রসাদ, চরণামৃত—এই সমস্ত অপ্রাকৃত বস্তুকে একমাত্র সেব্য বা আরাধ্য বস্তু জানিয়া সর্ব্বক্ষণ ইঁহাদের সেবা করেন। সেই সেবাজনিত উৎসাহ, হর্ষ বা আনন্দ তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বক্ষণ পরিলক্ষিত হয়।

ভগবান ও ভগবৎসম্বন্ধী বস্তুর দর্শনে বা সেবায় যাহাদের চিত্তে স্বাভাবিক আনন্দের সঞ্চার না হয়, তাহাদের ভগবান্ বা ভগবৎসম্বন্ধী বস্তুর চরণে অপরাধ ঘটে ও তৎফলে তাহাদের পতন হয়।

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া
বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং
মহারৌরব-সংজ্ঞিতে
হন্তি নিন্দন্তি বৈ দ্বেষ্টি
বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি
কুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্
(স্কন্দপুরাণ)

—অর্থাৎ যেসকল মূঢ় ব্যক্তি বৈষ্ণবগণের নিন্দা করিয়া থাকে, তাহারা পিতৃবর্গের সহিত মহারৌরব-সংজ্ঞক নরকে পতিত হয়। যে বৈষ্ণবকে হনন করে, যে নিন্দা করে, যে দ্বেষ করে, যে বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া প্রণাম (বা পূজা) না করে, যে বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ করে এবং বৈষ্ণব দর্শনে যে আনন্দিত না হয়, এই ছয় জনই অধঃপতিত হয়।

সে দিন শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক দর্শন ও কীর্ত্তনকালে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব আমাদের সকলকেই সুস্থিরভাবে আসীন দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—"শ্রীগুরুদেব আরাধ্যতম, ভগবানের শ্রীবিগ্রহ ও ভগবৎসম্বন্ধী শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা প্রভৃতি অপ্রাকৃত বস্তুদর্শন বা তাঁহাদের নাম-গুণ-কীর্ত্তনে অনেকের মধ্যে হর্ষ বা আনন্দ লক্ষিত হয় না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। ভীষণ অপরাধের দ্বারা চিত্ত অত্যন্ত মলিন বা বজ্রসম কঠিন না হইলে এরূপ দুরবস্থা, দুর্দ্দৈব লক্ষিত হইতে পারে না।"

শ্রীল আচার্য্যদেবের উপরি-উক্ত কথাগুলি একটু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলাম,—আমার মত দুর্ভাগা, পতিতাধম শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবচরণে অপরাধী ব্যক্তি জগতে আর কেহ নাই। ইহা দৈন্যের কথা নহে, বাস্তব

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যান্বেষী সুধী ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সমস্তকথা কাণের উপরিস্থিত কথা। ১৫।১৬ বৎসর বা তদতোধিক কাল যাবৎ মঠে বাস করিবার—শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট থাকিবার—তাঁহাদের সঙ্গ করিবার—তাঁহাদের সেবা করিবার—কত হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তন করিবার প্রয়াস প্রদর্শন করিয়াছি ও করিতেছি, কিন্তু ফলে দেখিতেছি,—এই সকল কেবল অভিনয়-মাত্র সার হইতেছে। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ জানাইতেছেন,—

গৌর-বিহিত কীর্ত্তন শুনি'
আনন্দ হৃদয় নাচে॥
চরণ-রজঃ দেখিয়া গঙ্গা,
সুখ না সীমা পায়॥
তুলসী দেখি' জুড়ায় প্রাণ,
মাধব তোষণী জানি'।

কোথায় আমার এই স্ফূর্ত্তি—এই হর্ষ—এই আনন্দ! আমি বাহিরের দিকে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকে ও জগতের অপর সকলকে জানাইতেছি যে, আমি লৌকিকী, বৈদিকী—সমস্ত ন্যায় পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র কৃষ্ণ পাদপদ্ম—শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছি, শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের সেবা, শ্রীহরিনাম গ্রহণ ও শ্রীহরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত আমার জীবনের অন্য কোন কৃত্য নাই। যদি তাহা বাস্তবিকই সত্য হয়, তাহা হইলে কলেবরের কোন্ শ্রীহরি হইতে অভিন্ন শ্রীবিগ্রহ তদীয় শ্রীনাম, তদীয় নিজ জন শ্রীগুরু বৈষ্ণব, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা, শ্রীগ্রন্থ-ভাগবত এই সব আমার একমাত্র আরাধ্য বস্তু—প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয়তম বস্তুর দর্শন, সঙ্গ, সেবা ও তাঁহাদের নাম গুণ-কীর্ত্তনের ইহাই কি লক্ষণ? এই মুহূর্ত্তে কোন ভগবান ও ভগবৎসম্বন্ধী এই সমস্ত বস্তুর দর্শন, তাঁহাদের সঙ্গ-লাভ, তাঁহাদের সেবা [illegible]

দেখিতে পাইতেছি, আমার চিত্ত পাষাণ হইতেও কঠিন, একটুকও দ্রবীভূত হয় নাই।

"ফলেন পরিচীয়তে" অর্থাৎ ফল দেখিয়াই কার্য্য বুঝা যায়—কার্য্য দেখিয়াই কারণ জানা যায়। যেমন পরীক্ষার সময় আমি যদি সাহসে পবন ভর করিয়া পরীক্ষায় পাশ করিতে পারি, তাহা হইলে বুঝা যায়, আমি শিক্ষকের কথা বা পাঠ্য পুস্তকসমূহের কথা ভালরূপে মনোযোগ সহকারে জানিয়াছি, শিখিয়াছি বা বুঝিয়াছি। তাহা না হইলে পরীক্ষাতে [illegible] হইতে পারিব না।

সুতরাং এখানে ভালরূপে পরীক্ষা পাশ করাটা হইল আমার মনোযোগসহকারে পড়া শুনার ফল। তদ্রূপ পরীক্ষায় পাশ করিতে পারিলে এইরূপ যে [illegible] আমি [illegible] মনোযোগসহকারে পড়া শুনার ফল পাইয়াছি, তাহা কি পাওয়া গেল। আমার পরীক্ষার পাশের উপরে কারণ কি? কারণ হইল—আমার স্মরণশক্তি আছে ও আমি পাঠ্য পড়াশুনা করিয়াছি। আমি যদি কোনও কারণ বশতঃ বা আমি মনোযোগসহকারে পড়াশুনা করি নাই। এক্ষেত্রে যদি হয়—তবে কি কার্য্যকারী কারণ বুঝা যায়।

এইরূপ বিচারে স্পষ্টই হইল, [illegible] বিষয় হয় যে, আমি যত না [illegible] সংসারকার্য্যে ব্যস্ত, শাস্ত্রবিষয়ের অধ্যয়ন, অধ্যাপন, আপনজন বৈষ্ণব বাবাজী সকলের নিকট পরিচিত থাকি—তত সেবোন্মুখ [illegible] ভক্তি সমূহের নিদর্শন আমি দেখাইতে পারিব না কেন, ভগবান্ [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ বস্তুসমূহকে আমি বিন্দুমাত্রও আমি বা আত্মেন্দ্রিয়জ্ঞান করিতে পারি নাই, তাঁহাদের প্রতি আমার প্রাণের বা অন্তরের প্রেমময় অনুরাগ, আসক্তি বা টান নাই। প্রকৃত সতী-সাধ্বী স্ত্রীর স্বামী স্বামীর দর্শন স্বামীর সঙ্গ যেরূপ ও নাম ভালরূপ কীর্তনে হয়, উহারা আনন্দের উদয় না হইয়া থাকিতে পারে কি? যে বস্তুর প্রতি অন্তরের টান, অনুরাগ, আসক্তি প্রভৃতি অন্তরিক থাকে, সেই বস্তুর দর্শন বা সঙ্গ পাইলে তাহার [illegible] কিছুতেই আনন্দের সঞ্চার না হইয়া [illegible]

[illegible] বলিয়াছেন,—"গৌর বিহনে যে মোর জনম গেল", "চরণ-সেবা দেখিয়া গঙ্গা স্তব না সীমা পায়।", "তুলসী দেখি' জুড়ায় প্রাণ, মাধব-তোষণী জানি'।" অর্থাৎ সম্পদ শ্রীগৌরসুন্দরের নাম-রূপ-গুণাদি বীর্ত্তন শুনিলে তদীয় অনুগ জনগণের হৃদয় স্বতঃ

হরিকথা-প্রসঙ্গ

এ জগতের বহির্ম্মুখ মানবজাতিকে শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়াদেবী নানা-প্রকার প্রলোভনে ভুলাইয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা হইতে বিমুখ রাখিয়াছে। আমরা, যাহারা হরিভজনে দীক্ষিত হইয়া গৌড়ীয় মিশনে গুরুগৃহে বাস করিতেছি, সেই আমাদিগকেও মায়াদেবী বিভিন্নরূপে, বিভিন্নভাবে, যাহাতে শুদ্ধভক্তি-পথে আমরা অগ্রসর না হইতে পারি, যাহাতে শ্রীহরি ও তদ্বৈষ্ণব সেবা হইতে আমাদের বিচ্যুতি হয়, সেই প্রকার কত চেষ্টা করিতেছে। তাই মায়া মোহিত বহির্ম্মুখ জগতের লোক অর্থাৎ নশ্বর পঞ্চভৌতিক মায়িক দেহে আত্মবুদ্ধি কথা কোনপ্রকারে বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হয় না, আর আমরা শুদ্ধ-বৈষ্ণব-

---

নিন্দা নাচিতে থাকে, শ্রীবিষ্ণুর চরণাশ্রিত শুদ্ধভক্তদিগকে দেখিয়া যেরূপ চিত্তে সুখের ভাব থাকে না, শ্মশানে গিয়া শ্রুতুপটী-দাকে দেখিয়া যেরূপ প্রাণ শীতল হয়। আর আমি সত্য সেবক, বড় ভক্ত, অবধূত ভক্ত, একান্ত ভক্ত, একান্ত শরণাগত ইত্যাদি নাম ধারণ করিয়া বাহিরে ও কার্য্যতঃ কঠিন হৃদয় হইতেছি। এই সমস্ত ভগবান ও ভগবৎসম্বন্ধী বস্তু দর্শনে আমার চিত্তে কোনরূপ ভাবান্তর বা আনন্দ হয় না। শাস্ত্র বৈষ্ণব-ভগবান্ বা ভগবৎ-সম্বন্ধী যে কোন বস্তু দর্শনে চিত্তে বিন্দুমাত্রও আনন্দ বা ভাবের সঞ্চার হইলে বাহিরের দিকেও [illegible] শুনিয়া আমাদের [illegible] সেবন [illegible] মুখ, অন্ন-ফলাদি বা পুষ্পাদি বহিত, নিরন্তর [illegible] হরিসেবন করিতে লাগিয়া হইতে পারে কি? সুতরাং "অবিফলে মন ঠিকে তোর সেবন, তুয়া নামে না লভে বিরাম। —এই মহাজনবাণীর সার্থকতা আমাতেই সম্পাদিত হইতেছে। অতএব ইহা [illegible] আর [illegible] ঠিকে আবার হইতে পারে?

অতএব হে অদোষদর্শি, পতিতপাবন, দয়ার সাগর বৈষ্ণবগণ! আপনারা সকলে একত্রিত হইয়া এই হেন [illegible] আপনারা আমার প্রতি নিজগুণে কৃপাপূর্ব্বক [illegible] সুবুদ্ধি প্রদান করুন যাহাতে সে পরিশ্রম নিষ্কপটে কায়-মনো-বাক্যে আমি নিজেকে ও আপনাদের প্রাণেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরকে "তুমি ত' আমার, আমি ত' তোমার কি কাজ অপর ধনে।"—এইরূপ জ্ঞানে আপনাদের শ্রীপাদপদ্মে দৃঢ়নিষ্ঠ ও বিশ্বাসী হইয়া সর্ব্বক্ষণ আপনাদের প্রীতি-বিধানে যত্নবান্ হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে,—ইহাই আপনাদের শ্রীচরণে সকাতর প্রার্থনা।

গণের অসীম কৃপায়—অম্ব আদর-দয়ার মায়ার বিচিত্রতা বা বিমুখমোহন কার্য্যগুলি বুঝিয়া তাহা হইতে সাবধান থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করি।

আমরা যাহাতে নিরন্তকুহক বাস্তব-সত্যবস্তু শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-পাদপদ্ম, শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম, শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা, শুদ্ধভক্তি, কেবলা ভক্তি, বা কৃষ্ণপ্রেমধনে ধনী হইতে পারি—যাহাতে এই দুর্ল্লভ অথচ অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্যদেহ থাকিতে থাকিতে, আত্মমঙ্গল, পরম মঙ্গল, আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ লাভ করিয়া এই জীবনের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারি—যাহাতে আমাদের প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ কর্ম্মফলজনিত এই জন্মের বা জন্মজন্মান্তরের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক সর্ব্বপ্রকার দুঃখযাতনার মূল অবিদ্যা বা স্বকৃত-বিস্মৃতি সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত হয়, —যাহাতে আমরা সেবানন্দ বা কৃষ্ণপ্রেমানন্দ সাগরে নিমজ্জিত হইয়া কৃষ্ণভোগের ইন্ধন বা সামগ্রীরূপে পরিণত হই, তজ্জন্য ভুবন মঙ্গল অবতার পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেব সর্ব্বক্ষণ কতভাবে যে কত চেষ্টা করিতে-ছেন, তাহা ভাষাদ্বারা বর্ণনাতীত।

কলিযুগ-পাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দর ও তদীয় অন্তরঙ্গ-নিজজনগণ কলিহত-জীব আমাদের প্রতি অত্যন্ত সদয় হইয়া আমাদের নিত্যমঙ্গল বা পরম মঙ্গলের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, ষট্‌সন্দর্ভ ও অন্যান্য শুদ্ধভক্তিগ্রন্থে যেসমস্ত শিক্ষা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ যখন তাহা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগকে শ্রবণ করাইতে যান, তখন আমরা মায়ার তমোগুণের কার্য্য নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য প্রভৃতি দ্বারা অভিভূত হইয়া সেইসমস্ত আত্মমঙ্গলের কথা মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ ও তদনুযায়ী জীবন গঠনের জন্য আন্তরিক যত্নবিশিষ্ট হই না। শ্রীল আচার্য্যদেব পাঠের সময় আমাদের এইরূপ নিদ্রালস্য, হরিকথা-শ্রবণে বিরতি, অমনো-যোগিতা, ঔদাসীন্য প্রভৃতি দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রায়ই বলেন যে, ইহা শ্রীনামপ্রভু ও সেই শ্রীনামপ্রভুকে বিতরণ কারী শ্রীগুরুবৈষ্ণবের চরণে ভীষণ অপরাধের নিদর্শন, তজ্জন্য শুদ্ধভক্তিপথে ত' অগ্রসর হওয়া যাইতেই না, পরন্তু উহা দ্বারা আমাদের সেবা-বিমুখতা বৃদ্ধি হইয়া অবশেষে চেতনের বৃত্তি একেবারে লোপ হইয়া যাইবে।

গৌড়ীয়-মিশনের সকল সেবকই শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের নিকট হইতে একটা মহাবিপ্লবময়ী কথা শ্রবণ করিয়াছেন, সেই কথাটী এই,—অপ্রাকৃত বস্তুকে দেখিতে হইবে, জানিতে হইবে, বুঝিতে হইবে ও তাহার সেবা লাভ করিতে হইবে—একমাত্র কাণ দিয়া অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য একমাত্র কাণ দিয়া করিতে হইবে, যেমন, চক্ষুর দেখা-কার্য্যটী, কর্ণের শ্রবণ-কার্য্যটী, নাসিকার আঘ্রাণ লওয়ার কার্য্যটী, জিহ্বার আস্বাদন বা কথা বলার কার্য্যটী, ত্বকের স্পর্শন-কার্য্যটী, শিরের কার্য্যটী, হাতের কার্য্যটী, পায়ের কার্য্যটী, মনের কার্য্যটী —সমস্তই কাণ দিয়া করিতে হইবে। এই কথাটী সমস্ত জগতের নিকট অত্যন্ত বিপ্লব-ময়ী মনে হইবে। আমাদের নিকটও প্রথম প্রথম উহা অত্যন্ত বিপ্লবময়ী কথা বলিয়া মনে হইত। এই কথাটী শুনিলে আমাদের সকলেরই স্বভাবতঃই মনে হয়,—কাণ দিয়া দেখা যায়, কাণ দিয়া ভোজন করা যায়, কাণ দিয়া আঘ্রাণ করা যায়, কাণ দিয়া স্পর্শ করা যায়, কাণ দিয়া দণ্ডবৎপ্রণাম করা যায়, কাণ দিয়া হাটা যায়, কাণ দিয়া হাতের কাজ করা যায়—কি প্রকারে? জগতের লোকের নিকট এইসব কথা পাগলের প্রলাপ মনে হইবে। এইজন্য জগতের লোক গৌড়ীয়-মিশনকে 'জগৎ ছাড়া' বলিয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণনাম, শ্রীকৃষ্ণধাম, শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ, তাঁহার নিজ জন শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণ, কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা, শ্রীভাগবত, শ্রীমহাপ্রসাদ, শ্রীচরণামৃত—এই সকল অপ্রাকৃত বস্তু, ইঁহারা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন। "হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং"—এই শাস্ত্রবাক্যানুসারে হৃষীক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-দ্বারা হৃষীকেশ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের বা তৎসম্বন্ধীয় উপাধি-যুক্ত অপ্রাকৃত বস্তুসমূহের সেবা করাই আমাদের একমাত্র কৃত্য। এখানে 'ইন্দ্রিয়'-শব্দে সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের কথা বলিয়াছেন। "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।" অর্থাৎ অপ্রাকৃত বস্তুসমূহ সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য হয়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বপ্রথমে শ্রীব্রহ্মাকে যে সনাতন-ধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম, চেতনধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম, ভাগবত ধর্ম্ম বা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা উপদেশ করিয়াছেন ব্রহ্মা কৃষ্ণের প্রথম শিষ্যত্বে যে সনাতন-ধর্ম্মের কথা কৃষ্ণের নিকট হইতে কাণ দিয়া শ্রবণ করিয়াছেন, সেইসমস্ত উপদেশ তিনি নিজে আচরণপূর্ব্বক পুনরায় শ্রীনারদকে উপদেশ করিয়াছেন, শ্রীনারদ শিষ্যত্বে ব্রহ্মার শ্রীমুখে সেই সমস্ত উপদেশ কর্ণদ্বারা শ্রবণ করিয়া স্বীয় জীবনে আচরণপূর্ব্বক পুনরায় শ্রীব্যাসদেবকে তাহা উপদেশ করিয়াছেন, শ্রীব্যাসদেবও শিষ্য-রূপে গুরু শ্রীনারদের নিকট হইতে কর্ণদ্বারা তাহা শ্রবণ করিয়া স্বীয় জীবনে আচরণপূর্ব্বক শ্রীমধ্বাচার্য্যকে তাহা উপদেশ করিয়াছেন। এইপ্রকার শ্রৌত-পন্থায় বা শ্রীগুরু পরম্পরায় যে সনাতন বা পরমধর্ম্মের কথা বর্ত্তমান জগদ্গুরু পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ পর্য্যন্ত আসিয়াছে, সেই চেতন-ধর্ম্মের কথা আমরা তাঁহার আশ্রিত, অনুগত বা শিষ্য-সূত্রে সেবোন্মুখ বা চেতন-

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

কর্ণ দিয়া তাঁহার বা তদনুগ জনগণের নিকট হইতে শ্রবণ ও জীবনে তাহা সর্ব্বতোভাবে পালন করিলেই নিরন্তকুহক বাস্তব-সত্যবস্তু আত্মধর্ম্ম বা শুদ্ধভক্তির কথা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব।

৮-সেবা—শ্রীগুরু-বৈষ্ণবসেবা

—কেবলা ভক্তি, অকিঞ্চনা-ভক্তি শুদ্ধা ভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেমই আমাদের জীবনের একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু। কাহাকে কৃষ্ণ বলে, কাহাকে গুরুবৈষ্ণব বলে, শরণাগতি, আনুগত্য, সেবা জিনিষটী কি, ভক্তি জিনিষটী কি, প্রেম জিনিষটী কি, যিনি সেই সেবা বা ভক্তি চান, তিনি কে, তাঁহার স্বরূপ কি, এই সমস্ত আত্মমঙ্গলের কথা—চেতনধর্ম্মের কথা আমরা শ্রৌতপন্থায় সেবোন্মুখ কর্ণে শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখ হইতে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সহিত শ্রবণ করিলেই সেই সেবোন্মুখ কর্ণের ভিতর দিয়া তাহা আমাদের হৃদয় বা মর্ম্ম স্পর্শ করিলে আমাদের মনঃ-প্রাণকে আকুল করিয়া তুলে। তখনই সেই সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা আমরা হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ও শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হই।

মহাজনগণ চৌষট্টিপ্রকার বৈধী ভক্তির অঙ্গ, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির অঙ্গ, তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ সাধুসঙ্গ, ভাগবত শ্রবণ, নামসঙ্কীর্ত্তন, ব্রজে বাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবা—এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পঞ্চ ভক্ত্যঙ্গ সাধন ও আমাদের প্রাণ অর্থ-কড়ি-বুদ্ধি, সমস্ত ইন্দ্রিয় সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসেবায়—শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত রাখিবার উপদেশ করিয়াছেন। কৃষ্ণসেবা কিভাবে করিতে হয়, তাহা একমাত্র শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণই জানেন, যেহেতু কৃষ্ণ তাঁহাদের হৃদয়ের ধন। সুতরাং তাঁহাদের শ্রীমুখ নিষ্কপটভাবে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির দ্বারা তাঁহাদের শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা, কৃষ্ণসম্বন্ধের কথা সর্ব্বক্ষণ সেবোন্মুখ কর্ণে পান করিয়া দৃঢ়রূপ হৃদয়ে ধারণ না করিলে প্রকৃত আমরা কায়মনোবাক্যের দ্বারা তাঁর ভক্ত্যঙ্গ যাজন বা শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণব-সেবা করিতে সমর্থ হইব? সাক্ষাৎ শ্রীহরি বা সাক্ষাৎ শ্রীভক্তদেবীকে আমাদের সকল কার্য্যের ভাক্তাজ্ঞানের নিয়ামক বা পরিচালক করিয়া দুষ্ট বা শয়তান মনকে নিয়ামক, পরিচালক বা পরামর্শদাতার পদে নিযুক্ত করিলে কায়মনোবাক্যের দ্বারা যে সমস্ত কার্য্য করিতে যাইব, তাহা সমস্তই ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সেবার পরিবর্ত্তে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা ভোগ হইয়া যাইবে।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ পাঠ, কীর্ত্তনাদিতে যাঁদিগকে শ্রীহরিকথামৃত বিতরণ করেন। আমরা যদি তাহা কর্ণপুটে পান না করিয়া নিদ্রা যাই বা অন্যমনস্ক থাকি, তাহা হইলে সেই হরিকথারূপী হরির, আর সেই হরি বা ভক্তিদেবীকে বিতরণকারী শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অবমাননা করত শয়তান মনকে আমরা নিয়ামক করিয়া ফেলি। তৎফলে যুগপৎ নামাপরাধ, গুর্ব্বপরাধ ও বৈষ্ণবাপরাধ ঘটে। এই অপরাধের ফল পরিণামে আত্মার বা চেতনের বৃত্তি সম্পূর্ণরূপ সুপ্ত হইয়া যায়। এইজন্যই শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম ও তদনুগ শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ সেবোন্মুখকর্ণে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-শ্রবণের উপদেশ ও শ্রবণকালে নিদ্রা না যাইতে আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ বিশেষ সাবধান করেন। সুতরাং আত্মমঙ্গলকামী শ্রীসেবকগণের এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন, নতুবা পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।

প্রভুপাদের হরিকথা

শ্রীকৃষ্ণ পরম চেতনময়, শ্রীচৈতন্যদেব সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। যদি জড়ের কথা কাণে নিয়ে কৃষ্ণকথা শুনতে না পাই, শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের কথাকে ভিন্ন বলিয়া মনে করি, তাহলে কোন দিনই অনঙ্গলের হাত হ'তে উদ্ধার পাব না। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে গ্রাম্যকথারত ব্যক্তিগণ গ্রাম্যকথাদির পরিত্যাগ করে কৃষ্ণকথা। রত হ'য়েছিলেন।

অন্য কেহ যদি দয়া ক'রে কৃষ্ণকথা না বলে, তাহলে আমাদের কর্ণের বধিরতা দূর হ'তে পারে। অপ্রাকৃত শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত শব্দের ঝঙ্কার সেবোন্মুখ কর্ণে প্রবেশ করা পর্য্যন্ত তাঁর বধিরতা দূর হয় না।

আমরা কৃষ্ণকথা ভিন্ন আর কথা শুনি না। ভোগোন্মুখ কর্ণে আর নাম শুনা যায় না। কৃষ্ণবৈমুখ্য সংগ্রহ ক'রে জড়বুদ্ধিতে অপ্রাকৃত রাধাকুণ্ড বলা হয় না এবং তাতে শ্রীকৃষ্ণের চরণে অপরাধ হ'য়ে যায়।

জড়বুদ্ধিতে শ্রীরাধাকুণ্ড আগমন হ'তে পারে না। ভোগোন্মত্ত ব্যক্তি মনে করতে পারে যে, সে শ্রীরাধাকুণ্ডে এসেছে, শ্রীরাধাকুণ্ড দেখছে, তাঁর জল স্পর্শ করছে, তাতে স্নান করছে, কিন্তু তাঁর মনো ও অপ্রাকৃত শ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্যে একটা মস্ত ব্যবধান রয়েছে যাঁরা অপ্রাকৃত শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় ক'রে অপ্রাকৃত-বুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ হ'তে পেরেছেন, তাঁরা যেখানেই থাকুন, তাঁদের হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ শ্রীরাধাকুণ্ড বিরাজিত থাকেন, তাঁদেরই প্রকৃত শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস ও স্নান হয়।

শ্রীমতী বার্ষভানবী সর্ব্বতোভাবে কায়মন সেবা করেন, তাঁর মত শ্রীরাধার সেবা আর কেহই হ'তে পারেন না। শ্রীবার্ষভানবীর সমস্ত বিচার চেষ্টার মূলে পূর্ণ সেবার ভাব পূর্ণভাবে রয়েছে

শ্রীরসভাগুনন্দিনী অতি তরল পদার্থ, তাই শ্রীরাধাকুণ্ডরূপে প্রকাশিত। শ্রীরাধাকুণ্ডের অপ্রাকৃত বারি ও শ্রীরাধাকুণ্ড একই বস্তু। সেই জিনিষ যেন mother tincture এর (মূল আসব বা অরিষ্টের) ন্যায়। সেই জন্য যে সকল পরম সৌভাগ্যবান ব্যক্তি অবগাহন করেন তাঁরা পরম মঙ্গল লাভ ক'রতে পারেন। জীবের পরম প্রাপ্য—জীবের আকাঙ্ক্ষার শেষ সীমা—প্রয়োজনের পরম প্রয়োজন—চেতনরাজ্যের শেষ কথা—শ্রীরাধাকুণ্ড স্নান

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথিপূজা-মহোৎসব

—— (৯) ——

পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ পাদ-পদ্মের অন্যতম শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয় মঠে গত ৮ই ডিসেম্বর সোমবার পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও আমাদের জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদের বার্ষিক বিরহ-তিথিপূজা মহোৎসব নিরবচ্ছিন্ন হরিকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাতঃ ৬ ঘটিকায় উষঃকীর্ত্তন ও মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীমঠের শ্রবণসদন একটী সুসজ্জিত উচ্চ মঞ্চে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সুবৃহৎ আলেখ্যচিত্র স্থাপিত হয়। তদ্দর্শনে বার্ষিকোচিত গুরুবন্দনা, শ্রীগুরুপ্রণাম, শ্রীগুরুদেব তত্ত্বতত্ত্বজ্ঞ, পরতত্ত্ব, গুরুদেব, কৃপা করি' দিয়া কর এই দাসে' প্রভৃতি মহাজন-গীতি কীর্ত্তনান্তে গৌড়ীয় হইতে শ্রীল প্রভুপাদের পরমবার্ষিক বিরহ-তিথি-পূজা প্রবন্ধ পাঠ হয়। তৎপরে তাঁহার শ্রীমুখ বাণী ও শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের মহিমা-বিষয়ক নানা-দীর্ঘ একটী বক্তৃতা প্রদান করা হইলে "জয় জয় নিতাই গৌর" ও মহানন্দ কীর্ত্তন হয়। সভা ভঙ্গ হয়। অতঃপর উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ৮ই ডিসেম্বর রবিবার শ্রীল আচার্য্যদেবের পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পুণ্য মহোৎসব নিরবচ্ছিন্ন হরিকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে ৬ ঘটিকায় [illegible] পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের [illegible] ও হরিকথামৃতপূর্ণ সুসম্পন্ন [illegible] হইয়াছে। প্রাতে ৬ ঘটিকায়, [illegible] পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের [illegible] ও বিশেষ মহাজন-পদাবলী [illegible] বিশেষরূপে শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] হয়। পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকায় [illegible] বক্তৃতা, পরতত্ত্ব, গুরুদেব, কৃপা করি' দিয়া কর এই দাসে' প্রভৃতি মহাজন-গীতি কীর্ত্তনান্তে উপদেশক শ্রীপাদ নেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী সমাগত সজ্জনবৃন্দের নিকট হিন্দিভাষায় শ্রীগুরু প্রভুপাদের অপ্রাকৃত গুণাবলী কীর্ত্তন করেন। তৎপরে বেলা ১১০ ঘটিকায় সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় হইতে পুনরায় রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত বিরহ-তিথিপূজা-সভা সংকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর কীর্ত্তনাদি হইলে ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্য-[illegible] ও ব্যাখ্যানুযায়ী শ্রীগুরু-[illegible] গুণাবলী কীর্ত্তন করেন।

[illegible] প্রত্যহ প্রাতে শ্রীচৈতন্য ভাগবত, অপরাহ্ণে [illegible] গীতা, রাত্রিকালে ও [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ হয়। [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের [illegible] কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীরায়ঙ্গতগৌড়ীয়মঠে

[illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] শ্রীরায়ঙ্গত গৌড়ীয়-[illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] বিরহ-তিথিপূজা-[illegible] নিরবচ্ছিন্ন হরিকীর্ত্তনমুখে [illegible] হইয়াছে। [illegible] আরতিক ও [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত-[illegible] আরতিক ও [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত-[illegible] বক্তৃতা, পরতত্ত্ব, গুরুদেব, কৃপা করি' দিয়া কর এই দাসে' প্রভৃতি মহাজন-গীতি কীর্ত্তনান্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] পূজা, [illegible] ও [illegible] শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের [illegible] কীর্ত্তন করিতেছেন।

লক্ষ্ণৌতে প্রচার

গত [illegible] স্থানীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীমল্লিকানাথ টনান মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার শ্রীমহানন্দাশ্রমের [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত-[illegible] মহোপদেশক শ্রীপাদ নেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তথায় শুভাগমনে [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত-[illegible] বক্তৃতা, পরতত্ত্ব, গুরুদেব, কৃপা করি' দিয়া কর এই দাসে' প্রভৃতি মহাজন-গীতি কীর্ত্তন করেন।

দেরাদুনে প্রচার

গত [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] গীতা-[illegible] শ্রীমদ্ভাগবত-[illegible] শ্রীগুরু-[illegible] শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের [illegible] কীর্ত্তন করিতেছেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়
১ম তিন দিনের জন্য, পরবর্ত্তী দিনের জন্য		১ম ৩ দিনের জন্য, পরবর্ত্তী দিনের জন্য	
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	
" " এক কলম	১২৲	১০	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "
প্রতি সংখ্যা ৫৲, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভাঙ্গা অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসিদ্ধানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়** পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

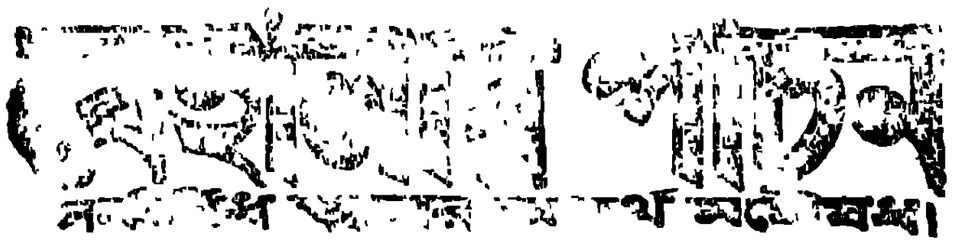

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

বাঙ্গলার নূতন মন্ত্রিসভা

প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হকের নেতৃত্বে বাঙ্গলার নূতন মন্ত্রিসভা মোট ৯জন মন্ত্রী লইয়া গঠিত হইয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে ইহাতে আরও কয়েকজন মন্ত্রী লওয়ার সম্ভাবনা আছে। বর্ত্তমানে এই নয়জন মন্ত্রীর মধ্যে ৫জন মুসলমান এবং ৪জন হিন্দু। গত ১৭ই তারিখে মন্ত্রীগণ মন্ত্রীত্ব ও মন্ত্রীসুপ্তর শপথ গ্রহণ করিয়াছেন।

খরিদমূল্যে খাদ্য দ্রব্যাদি বিক্রয়

জানা গিয়াছে যে, কলিকাতা কর্পোরেশনের ফাইনান্স কমিটির সদস্যগণের এক বৈঠকে এবং পরে বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ ও সদস্য দের এক বৈঠকে কর্পোরেশনের পরবর্ত্তী সভায় গ্রহণ করিবার জন্য নিম্নোক্ত মর্ম্মের একটি প্রস্তাব পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে :—

(ক) কর্পোরেশনের মাসিক ৩০৲ টাকার কম বেতনভোগী শ্রমিক ও অন্যান্য সমস্ত কর্ম্মচারীকে সাময়িকভাবে ৬ মাসের জন্য মাসিক ১৲ টাকা করিয়া ভাতা মঞ্জুর করা হউক।

(খ) কর্পোরেশনের কর্ম্মচারীদের নিকট ও অপরাপর জনসাধারণের নিকট যাদ্যাদি, জ্বালানি কাঠ, কয়লা প্রভৃতি এবং জীবন-ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সমস্ত দ্রব্য খরিদমূল্যে বিক্রয় করার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনকে নিজস্ব ডিপো বা ষ্টলসমূহ খুলিবার অধিকার দিবার জন্য কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ৪০৪ ধারা অনুযায়ী কলিকাতা কর্পোরেশন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করুন।

(গ) বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টকে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিতে দৃঢ়তর ব্যবস্থাদি অবলম্বন করার জন্য কর্পোরেশন অনুরোধ করুন।

উক্ত প্রস্তাবে নাকি ২জন ইউরোপীয় কাউন্সিলর সহ কর্পোরেশনের প্রায় ২৫জন কাউন্সিলর তাঁহাদের নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। উহা কর্পোরেশনের আগামী বুধবারের সভায় উত্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ভারতে টর্চ্চ লাইটের ব্যাটারী নির্ম্মাণ

বিজ্ঞান ও শ্রমশিল্প সম্পর্কীয় গবেষণার অধ্যক্ষ "ড্রাই সেল নির্ম্মাণ" নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে ড্রাই সেল (টর্চ্চ লাইটের ব্যাটারী) প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া এবং উহার প্রয়োজনীয় বিভিন্ন মাল মশলা সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির নাম গবেষণাগারের বৈজ্ঞানিকদের উদ্ভাবিত কতকগুলি বিশেষ যন্ত্রপাতির বিশদ বর্ণনা এবং তৈয়ারী সেলগুলিকে পরীক্ষা করিবার বিভিন্ন প্রক্রিয়াও এই পুস্তিকায় দেওয়া হইয়াছে। ড্রাই সেল নির্ম্মাণের খরচ-পত্র ও ব্যবসায়ের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কেও আলোচনা করা হইয়াছে।

অপেক্ষাকৃত অল্পদিন হইল ভারতবর্ষে বৈদ্যুতিক ড্রাই সেল নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। অধিকাংশ কারখানাই এ পর্য্যন্ত কাঁচামাল বিদেশ হইতে আমদানী করিত। সুতরাং তাহাদের অংশ জোড়া লাগাইবার কারখানা ছাড়া আর বেশী কিছু বলা চলে না।

শ্রমশিল্প সম্পর্কীয় রিসার্চ্চ প্রতিষ্ঠানে (ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ্চ ব্যুরো) ১৯৩৫ সালে ড্রাই সেল নির্ম্মাণ সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ হয়। এই সঙ্গে ড্রাই সেল নির্ম্মাণের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সম্পর্কেও গবেষণা করা যাহাতে বিদেশ হইতে আমদানী করা দ্রব্যের স্থলে দেশী জিনিষ ব্যবহার করা সম্ভব হইতে পারে।

যে সকল ড্রাই সেলের কারখানার নিজেদের আলাদা গবেষণাগার রাখিবার সামর্থ্য নাই এমন কয়েকটি কারখানাকে সাধারণ বৈজ্ঞানিক বিষয়ে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ্চ ব্যুরো হইতে কিছু সহায়তাও করা হইয়াছে।

হাওড়ায় নিষ্প্রদীপের মহড়া

গত সোমবার রাত্রি ১০টার সময় হাওড়ায় রাস্তার সমস্ত আলোক নির্ব্বাপিত করা হয় এবং সহর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। রাস্তায় যানবাহনের চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। রাত্রি সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত সমস্ত গাড়ীঘোড়া রাস্তার এক পাশে দাঁড়াইয়া থাকে।

ঐ সময় হাওড়া রেল ষ্টেশনের কাজকর্ম্ম নিয়মিতভাবে চলিতে থাকে। ষ্টেশনের সমস্ত আলো আবৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। উহার ফলে সমস্ত আলোক নির্ব্বাপিত হইলে যেরূপ অন্ধকার হয়, প্রায় সেইরূপ অন্ধকার হইয়াছিল। বিভিন্ন কারখানা এবং মিলের আলোগুলিও ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সিভিল গার্ড ও এ আর পির স্বেচ্ছাসেবকগণ তাহাদের যথানির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধনে নিযুক্ত ছিল।

জবার কর্ত্তৃপক্ষ বিমানপোতে সহরের উপর দিয়া উড়িয়া যায়। হাওড়ার নিষ্প্রদীপের এই মহড়া সম্পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল এবং জনসাধারণ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিতা করিয়াছিল।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নতান্ত কল্যাণকল্পতরু
—০—
ল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-
চিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-
র 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত
টীকসহ প্রকাশিত হইয়া-
ছেন। ইহাতে চরম ও
রম মঙ্গলের কথা আছে।
ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই
নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা
—০—
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত
এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও
'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত
হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা
অতি সুন্দর। ইহা সত্যানু-
সন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই
নিত্যপাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ২০ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৮ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৩শে ডিসেম্বর, ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার | ২২-৩৩তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ নারায়ণ, শিব প্রপন্ন, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীগৌর-কৃষ্ণ

——::(০)::——

বেদ-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, তদনুগ সমস্ত সাত্বত শাস্ত্র, বৈষ্ণব-মহাজনগণ—সকলেই একবাক্যে তারস্বরে জানাইয়াছেন যে, ব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই কলিকালে শ্রীধাম-নবদ্বীপ-শ্রীমায়াপুরে শ্রীশচীনন্দন শ্রীগৌরসুন্দররূপে কলিহত জীবের আত্যন্তিক ক্ষেম, পরম মঙ্গলের পথ বা উপায় প্রদর্শনের জন্য স্বপার্ষদে ধামসহ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহাজনগণের কৃপায় আমরা ইহাও জানিতে পারিয়াছি যে, যদিও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরে লীলা-বৈশিষ্ট্য নিত্যকাল বিদ্যমান আছে। শ্রীগৌরকৃষ্ণ অচিন্ত্য-ভেদা-ভেদ-তত্ত্ব। এই জগতের বহির্ম্মুখ মনোধর্ম্মী মানবজাতি তাহাদের মাটিয়া-বুদ্ধি বা মাপিয়া নেওয়ার বুদ্ধি-দ্বারা শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যে ভেদ-বিচার প্রদর্শন করিয়া থাকে, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অভেদবাদিগণের সেইসব মনোধর্ম্ম নিরাস করিয়া শ্রীগৌরকৃষ্ণের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-রহস্যটী এইভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

"কৃষ্ণ ও গৌরকিশোর—ইঁহারা পৃথক্ তত্ত্ব ন'ন; উভয়ে মধুর রসের আশ্রয়। একটু ভেদ এই মাত্র যে, মাধুর্য্যরসের দুইটী প্রকার আছে অর্থাৎ মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য, তন্মধ্যে মাধুর্য্য যেখানে বলবৎ, সেইখানে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ এবং ঔদার্য্য যেখানে বলবৎ, সেইখানে শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপ। মূল বৃন্দাবনেও শ্রীকৃষ্ণপীঠ ও শ্রীগৌর-পীঠ—এই দুইটী পৃথক্ প্রকোষ্ঠ আছে। কৃষ্ণপীঠে যে-সমস্ত নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্ষদ মাধুর্য্য-প্রধান ঔদার্য্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কৃষ্ণগণ, শ্রীগৌরপীঠে সেইসকল নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্ষদগণই ঔদার্য্য-প্রধান মাধুর্য্য ভোগ করিতেছেন। কোন স্থলে উভয় পীঠে স্বরূপব্যূহদ্বারা তাঁহারা বর্ত্তমান। ০ ০ সাধনকালে যাঁহারা কৃষ্ণ ও গৌর—এই উভয়ের উপাসক, সিদ্ধকালে তাঁহারা কায়দ্বয় অবলম্বনপূর্ব্বক উভয় পীঠে যুগপৎ বর্ত্তমান,—ইহাই গৌর-কৃষ্ণের অচিন্ত্য-ভেদাভেদের পরম রহস্য" (বৈষধর্ম্ম)।

'শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্যে' ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"গৌর-কৃষ্ণে ভেদ যা'র সেই জীব ছার।
শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ কভু না হয় তাহার॥
দাস্যরস-পরাকাষ্ঠা গৌরাঙ্গ-ভজনে।
মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ—বলে সাধুজনে॥
মধুর প্রেমেতে যা'র হয় অধিকার।
রাধাকৃষ্ণরূপে গৌর-ভজন তাঁহার॥
রাধাকৃষ্ণ-ঐক্য মোর শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
যুগল-বিলাস-ঐক্যে স্বতঃ নাহি ভায়॥
দাস্য পরিপক্ক যবে জীবের হৃদয়ে।
শ্রীমধুর রস উদে মূর্ত্তিমান হ'য়ে॥
সে সময় ভজনীয় তত্ত্ব গৌরহরি।
রাধাকৃষ্ণরূপ হয়ে ব্রজে অবতরি'॥
নিত্যলীলারসে সেই ভক্তকে ডুবায়।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা, ব্রজধাম পায়॥
নবদ্বীপে, ব্রজে যেই নিগূঢ় সম্বন্ধ।
এক হয়ে দুই হয়, নাহি দেখে অন্ধ॥

সেই ত' সম্বন্ধ গৌরে-কৃষ্ণে জান সার।
মধুর রসেতে গৌর যুগল-আকার॥

যাহারা গৌরাঙ্গকে 'নাগর', 'লম্পট' সাজাইয়া কাল্পনিক ভজন-প্রণালী সৃষ্টি করিতে চায়, তাহাদিগের চেষ্টা গৌর-ভজনের নামে গৌরবিমুখতা বা গৌরে ভোগবুদ্ধি। উহা মধুর রস নহে, তাহা শুষ্ক ভক্ত হইতে 'দূর'-'দূর'-শব্দে অতিহিত হয়। উপরি-উক্ত পদ্যসমূহের 'দাস্যরসপরাকাষ্ঠা গৌরাঙ্গভজনে", "মধুর প্রেমেতে যা'র হয় অধিকার" প্রভৃতি বাক্যে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ শ্রীগৌরকৃষ্ণে জড়ভেদ-বাদ নিরাস করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণলীলা সর্ব্বদাই সম্ভোগময়ী, তদ্রূপ শ্রীগৌর লীলাও সর্ব্বদাই বিপ্রলম্ভময়ী। শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ গোকুল, দ্বারকা ও মথুরা-লীলা, তদ্রূপ শ্রীগৌরসুন্দরেরও নবদ্বীপ-লীলা, ভ্রমণ-লীলা ও ক্ষেত্রাবস্থান লীলা। ঐশ্বর্য্যপ্রধান বিচারে নবদ্বীপের প্রাগভাব-লীলা—দ্বারকেশ-লীলা, শ্রীঈশ্বরপুরীর সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর মাধুর্য্যমিশ্রিত ঐশ্বর্য্যবিচারে নবদ্বীপের শেষ-ভাগ লীলা—মথুরেশ লীলা, আর মাধুর্য্য-প্রধান লীলাই বিপ্রলম্ভময়ী ব্রহ্মগিরি ও শ্রীনীলাচল-লীলা বা শ্রীকুরুক্ষেত্র-লীলা এবং গোপীভাবে সম্ভোগময় সুন্দরাচল গমন, শ্রীজগন্নাথমুখে মুরলী-দর্শন ও অন্তর্দ্দশা-লীলা-কথন প্রভৃতি। কিন্তু এই ত্রিবিধ বিভাগের লীলাই ঔদার্য্যময়ী লীলা অর্থাৎ তাহাতে জীবের প্রতি করুণা, উদারতা বা দানরূপ কার্য্য রহিয়াছে। কৃষ্ণান্বেষণলীলা বা বিপ্রলম্ভই ঔদার্য্য মধ্যে পর্য্যবসিত।

ঔদার্য্যলীলা অযোগ্য বা সাধক জীবের পক্ষে অধিক উপযোগী, আবার সিদ্ধের যে ইহাতে উপযোগিতা নাই, তাহাও নহে। সিদ্ধগণ এই লীলার সহায়ক, পুষ্টিসাধক ও আস্বাদক। সুতরাং শ্রীগৌরলীলা সাধ্য ও সাধন-সম্পত্তি—উভয়ই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণলীলায় একমাত্র সিদ্ধগণেরই উপযোগিতা ও অধিকার আছে বলিয়া উহা সিদ্ধসম্পত্তি বা সাধ্য-ভক্তা-ভিনয়কারী অনর্থপর ভোগীর দুষ্প্রাপ্য।

অতএব গৌর-ভজন ও কৃষ্ণভজন-বিচারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনর্থযুক্ত ও অচিদাশ্রিত বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের শ্রীরাধাকৃষ্ণ-ভজনে সামর্থ্য নাই, অধিক কি, অনর্থযুক্ত বৈধভক্তের শ্রীরাধাকৃষ্ণভজনে যোগ্যতা নাই। তাঁহারা (অনর্থযুক্ত বৈধভক্তগণ) যে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ভজনের চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তাহার ফলে তাহাদের নারায়ণ-সামীপ্য লাভমাত্র হয়, কৃষ্ণসামীপ্য ঘটে না। সুতরাং তাহাদের কৃষ্ণভজনের চেষ্টা প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণভজন না হইয়া নারায়ণভজনই হইয়া পড়ে

গোপী-আনুগত্য বিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

অনর্থযুক্ত ব্যক্তি যে শ্রীগৌরানুগত্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন করেন, তাহাই বাস্তবিক শ্রীসাধন-ভূমিকায় শ্রীগৌরভজন। গৌরানুগত্যে রাধাকৃষ্ণভজনকারীকে নারায়ণসামীপ্য লাভ করিতে হয় না, শ্রীরাধাকৃষ্ণই তাহার প্রাপ্যবস্তু হন। আবার গৌরকৃপাসিক্ত মধুর-রসাশ্রিত সিদ্ধভক্তগণ শ্রীরায় রামানন্দপ্রমুখ নিত্যসিদ্ধা গৌরশক্তিগণের ন্যায় বিপ্রলম্ভরসে যে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ভজনা করেন, তাহাই তাঁহাদের সিদ্ধা-বস্থায় গৌরভজন। অনর্থযুক্তাবস্থায় শ্রীগৌর-ভগবানে একান্তভাবে প্রপন্ন হইলে শ্রীগৌর-সুন্দর সাধকের অনর্থ অপসারিত করিয়া সাধককে নিজভজন মুদ্রা প্রদান ও তাঁহারই রসরাসস্বরূপ যে স্বয়ং গোপরূপ, তাহা প্রদর্শন করেন।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শ্রীকৃষ্ণই বিপ্রলম্ভ-স্বরূপে শ্রীগৌর বা মহাভাবচিত্ত, আবার শ্রীগৌরই তাঁহার সম্ভোগময়-স্বরূপে নাগর বা রসরাজ। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরলীলায় সাধক অর্থাৎ অনর্থমুক্ত জীবের অধিক উপযোগিতা আছে। সাধকের দিক্ হইতে নবদ্বীপ-লীলায় অধিক উপযোগিতা আছে বলিয়াই শ্রীগৌরলীলাকে করুণামূলে সাধন লীলা বলা যাইতে পারে। তদ্দ্বারা গৌরলীলার মর্য্যাদা কিছু কম করা হয় না, কারণ বিচারটী সাধকের দিক্ হইতে অর্থাৎ উহাতে সাধকজীবের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগিতা আছে বলিয়াই নবদ্বীপ লীলা সাধনলীলা হইয়া উহাই সাধ্য-লীলাও বটে। নবদ্বীপ লীলাকে কেবল সাধন-লীলাও বলা হয় নাই। শ্রীগৌরলীলা সাধন ও সাধ্য -উভয়-লীলা। ঔদার্য্য-লীলায় প্রবিষ্ট জীবের নিকটেই মাধুর্য্য-লীলার সৌন্দর্য্য প্রকাশিত। সর্ব্বোত্তম ঔদার্য্যের অভ্যন্তরেই মাধুর্য্য অবস্থিত। অধিকন্তু জীবের পক্ষে তাহারই অধিকতর উপযোগিতা আছে। এরূপ বিচার নয় যে, সাধক গৌরভজন করিতে করিতে শ্রীগৌরভজন ছাড়িয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণ লীলায় চলিয়া যাইবে। জড়ভেদবাদীর এইরূপ বিচার।

অচিন্ত্য-ভেদাভেদসিদ্ধান্তবিদ্‌গণ বলেন যে, শ্রীগৌরের আনুগত্যে শ্রীগৌর-সুন্দরের শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের প্রতীতি হইবে অর্থাৎ ঔদার্য্যে প্রবিষ্ট ব্যক্তিদিগেরই ঔদার্য্যলীলায় প্রদর্শিত মাধুর্য্য প্রবেশাধিকার। পতিত জীবের পক্ষে শ্রীগৌরলীলা আগে, আর মুক্তজীবের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণলীলা আগে। সম্ভোগের সৌন্দর্য্য বা ঔজ্জ্বল্য পুষ্টি করিতে গিয়াই ঔদার্য্য-লীলার প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণলীলার ভাবময় অবস্থাই শ্রীগৌরলীলা। একটী—সম্ভোগময়, আর একটী—বিপ্রলম্ভ-ময়। এই বিপ্রলম্ভময়ী গৌরলীলা শ্রীগৌরের শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের সম্ভোগময়ী লীলারই ঔজ্জ্বল্য ও চমৎকারিতা প্রদর্শনকারিণী ও পুষ্টিকারিণী। সম্ভোগময়ী শ্রীকৃষ্ণলীলা ঔদার্য্যপরানুগ যোগ্য জীবের পক্ষে উপযোগী, আর অযোগ্য জীবের পক্ষে বিপ্রলম্ভময়ী শ্রীগৌরলীলা অধিক উপযোগী হইয়াও যোগ্য জীবের একমাত্র আশ্রয়ণীয়। কারণ, সিদ্ধির চরম বা সর্ব্বোত্তমাবস্থা শ্রীগৌর-লীলাতে প্রকাশিত। এইজন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্ব্বোত্তম হইলেও তা'রে অসুরে গণন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পা'বে চমৎকার॥
যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত' জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র তরঙ্গ॥

(শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত)

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় জানাইয়াছেন,—

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন,—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ। সকলমেব বিহায় দূরাদ্
গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্)

অর্থাৎ হে সাধুগণ, আমি (ত্রিদণ্ডী ভিক্ষুক) দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক আপনাদের পদযুগলে নিপাতিত হইয়া শত শত কাকুতি-সহকারে এই মাত্র বলিতেছি, (ভিক্ষা চাহিতেছি) —আপনারা সমস্তই অর্থাৎ শুদ্ধভক্তিবিরুদ্ধ সমস্ত বিচার-আচার, চিন্তা-স্রোত দূর হইতে পরিত্যাগপূর্ব্বক—দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে বর্জ্জন করিয়া মহাবদান্যাবতারী শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণে অনুরাগবিশিষ্ট হউন।

প্রশ্নোত্তর

——::•::——

প্রশ্ন—স্মার্ত্তদের মধ্যে অনেকেই বিষ্ণুপূজা করেন, দেখা যায়, তাঁহাদিগকে কি বৈষ্ণব বলা হইবে না?

উত্তর—স্মার্ত্তের বিষ্ণুপূজা গণেশ, সূর্য্য বা শাক্তপূজাদির একটা রূপান্তর, তাহাতে বিষ্ণুর পরমপদের পূজা হয় না। বিষ্ণুকে পঞ্চ-দেবতার অন্যতম করিয়া যে পূজা, তাহাতে বিষ্ণুর অসমোর্দ্ধ পদকে অন্যান্য দেবতার সমান করিয়া ফেলা হয়—বিষ্ণুকে ইতর দেব-পর্য্যায়ে গণনা করা হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥"

অর্থাৎ যে ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবতার সহিত শ্রীনারায়ণকে 'সমান' করিয়া দেখে, সে নিশ্চয়ই 'পাষণ্ডী'।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু 'পাষণ্ডী' হিন্দুর কথা বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ—আদি, ১৭।২০৩)। তাহারা কৃষ্ণনামকেই একমাত্র সাধ্য ও সাধন বলিয়া বিচার করে না, কৃষ্ণকে অন্য দেবতার সহিত ও কৃষ্ণনামকে যোগ-তপস্যা-ধ্যান ব্রতাদি ইতর সাধনের সহিত সমান মনে করেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন,—

কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণনাম সম।
যেই কহে, সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তা'রে যম॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে যে অমূল্য বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত গ্রন্থটি উদ্ধার করিয়াছেন, সেই 'ব্রহ্মসংহিতা'-গ্রন্থে এইসকল কথার খুব বিচার আছে। পঞ্চোপাসনায় যে বিষ্ণুর উপাসনা, তাহাতে বিষ্ণুর সন্তোষ নাই, তাহা দেবতা-পূজা মাত্র, সুতরাং অবৈধ।

প্রঃ—অবৈধ বলেন কেন?

উঃ—গীতায় স্বয়ং ভগবান্‌ই ইহাকে অবৈধ বলিয়াছেন,—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

অর্থাৎ যাহারা স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবতার উপাসনা করে, হে কৌন্তেয়, তাহারা অবিধিপূর্ব্বক আমারই পূজা করে। অবিধি বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাদৃশ উপাসনা-দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ নিত্যফল প্রাপ্তি হয় না, সুতরাং তাহা অনিত্য-কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত তুচ্ছ ফলপ্রদ।

প্রঃ—অবৈধ পূজা হইলেও ত' তাহাতে কৃষ্ণেরই পূজা হয়?

উঃ—কৃষ্ণই একমাত্র সমগ্র বিশ্ব ও বিশ্বের অতীত গোলোক-বৈকুণ্ঠের একচ্ছত্র সম্রাট্, সুতরাং তাঁহার ভোগে কেহই বাধা দিতে পারে না। তাঁহার পূজা সকলেই করিতেছেন, কিন্তু অবিধিপূর্ব্বক পূজা হইলে পূজাকারীর কোন সুবিধা হয় না। যাঁহারা সূর্য্য, গণেশ, শক্তি প্রভৃতির পূজা করেন, তাঁহারাও কৃষ্ণেরই ছায়াশক্তির পূজা করিতেছেন, কারণ কৃষ্ণ হইতে কাহারও স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান নাই। কিন্তু ছায়ার পূজা হইয়া যাওয়ায় তাহাদের স্বরূপজ্ঞান হইতেছে না, সম্বন্ধজ্ঞান বিকসিত হইতেছে না। যেদিন সম্বন্ধজ্ঞান হইবে, সেইদিন তাঁহারা জানিতে পারিবেন যে, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র প্রভু, জীবমাত্রই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস এবং শ্রীকৃষ্ণসেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। "একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য। যা রে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥", "কেহ মানে, কেহ না মানে—সব তাঁ'র দাস। যে না মানে, তা'র হয় সেই পাপে নাশ॥"

প্রঃ—পঞ্চোপাসনা-সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতার কি বিচার আছে?

উঃ—ব্রহ্মসংহিতা পঞ্চোপাসনাকে নিরাস করিয়াছেন। সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ভজনই জীবের নিত্য কর্ত্তব্য। অন্যান্য দেবতাগণ সকলেই বিষ্ণুর কিঙ্কর। গোবিন্দের আদেশ-বহনই তাঁহাদের কার্য্য। যাঁহারা দেবতা-গণকে বিষ্ণুর কিঙ্কর না জানিয়া বিষ্ণুরই নামান্তর বা রূপান্তর বলিয়া কল্পনা করেন, তাঁহারা কোন কালেও মুক্ত হইতে পারেন না। ব্রহ্মসংহিতায় এই পাঁচটী শ্লোকে পঞ্চদেবতার স্বরূপ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

"যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকল গ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্ত্তিরশেষতেজাঃ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সম্ভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

—অর্থাৎ গ্রহসকলের রাজা, অশেষ তেজোবিশিষ্ট, সুরমূর্ত্তি সবিতা অর্থাৎ সূর্য্য জগতের চক্ষুঃস্বরূপ। তিনি যাঁহার আজ্ঞায় কালচক্রারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করেন, সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভ-
দ্বন্দ্বে প্রণাম-সময়ে স গণাধিরাজঃ।
বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জগত্ত্রয়স্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

—অর্থাৎ গণেশ ত্রিজগতের বিঘ্ন বিনাশ করিবার উদ্দেশে তৎকার্য্যকালে শক্তিলাভের জন্য যাঁহার পাদপদ্ম স্বীয় মস্তকের কুম্ভযুগলের উপর নিয়ত ধারণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

—স্বরূপশক্তি অর্থাৎ চিচ্ছক্তির ছায়াস্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়সাধনী মায়াশক্তিই ভুবনপূজিতা দুর্গা। তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

ক্ষীরং যথা দধিবিকারবিশেষযোগাৎ
সংজায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।

—অর্থাৎ দুগ্ধ যেরূপ বিকার-বিশেষ-যোগে দধি হয়, তথাপি কারণরূপ দুগ্ধ হইতে পৃথক্‌তত্ত্ব হয় না সেইরূপ যিনি কার্য্যবশতঃ শম্ভুতা প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

—অর্থাৎ একটী দীপের জ্যোতিঃ যেরূপ অন্য বর্ত্তি বা বাতিগত হইয়া বিবৃতহেতু সমান-ধর্ম্মের সহিত পৃথক্ প্রজ্বলিত হয়, যিনি সেইরূপে চরিষ্ণুভাবে প্রকাশ পান, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

প্রঃ—কৃষ্ণ ও বিষ্ণুতে পার্থক্য কি?

উঃ—কৃষ্ণ যে স্বরূপ, বিষ্ণুও সেই স্বরূপ; উভয়েরই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপতা আছে। বিষ্ণু-বিবৃতহেতু অর্থাৎ প্রকটিত-হেতুরূপে কৃষ্ণের সহিত সমানধর্ম্মবিশিষ্ট, মূলহেতুরূপ কৃষ্ণের স্বীয় প্রকরণরূপী বিষ্ণু। কৃষ্ণের সমস্ত ঐশ্বর্য্য তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি নারায়ণের ষষ্টিসংখ্যক গুণরূপে পূর্ণভাবে রহিয়াছে। বিষ্ণু হইতেও চারিটী গুণ অধিকরূপে এবং নারায়ণের বাটটী গুণ অত্যদ্ভুতরূপে শ্রীকৃষ্ণে বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ মূলদীপ-স্বরূপ; তাঁহা হইতে অসংখ্য বিষ্ণুতত্ত্বরূপ দীপ প্রজ্বলিত হইয়াছে। মহাদীপ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি হইতে মহাবিষ্ণু কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী, ক্ষীরোদক-শায়ী এবং রামাদি অংশ-অবতারসকল পৃথক্ পৃথক্ বর্ত্তিগত দীপস্বরূপ।

"নিশ্চিন্ত ব্যক্তি পশু অপেক্ষাও অধম"

(শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাস ভক্তিশাস্ত্রী)

শ্রৌতপন্থিগণের আপন ভজনে তৃপ্ত হইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার কোনও কথা নাই। ভজনে অভাবানুভবজনিত অতৃপ্তিই প্রয়োজন। একান্ত শরণাগত অভাবানুভব-যুক্ত, অতৃপ্ত সেবক নিরভিমান ও দৈন্যযুক্ত হইয়া কৃপালাভের উদ্দেশ্যে প্লুতস্বরে কৃপাময় শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণকে আহ্বান করেন। তাঁহাদের আহ্বানেই কৃপাময়গণ সাড়া দেন। ভজনোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাধকের এইপ্রকার কৃপাভিক্ষা ও চিচ্ছক্তিবলের অবতরণ যুগপৎ চলিতে থাকে। চিত্তে এইপ্রকার অভাবোদ্দীপ্ত বিরহ-ব্যাকুল-ভাব না থাকিলে ভক্তির ভাণে অভক্তির পথে চলিবার অধিক সম্ভাবনা।

যাহারা শ্রৌতপন্থীর অভিমান করিয়া 'গুরুপাদপদ্মে নিয়ত যুক্ত আছি'—এইপ্রকার বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করিয়াও শ্রীগুরুদেবের অমায়ায় কৃপার ফলস্বরূপ এই ভজন-অভাব-বোধ হৃদয়ে অনুভব করিয়া ভজনে ব্যাকুলতা প্রদর্শন করে না, তাহাদের ভজনোন্নতির আশা খুব কম। 'অন্যাভিলাষ পুষিয়া রাখিবই'—এই ধরণের দৌরাত্ম্য-মূলক বা মারাত্মক চিন্তাস্রোতও হয় ত' তাহারা হৃদয়-কোটরে সযত্নে পুষিয়া রাখিতে চাহে। ইহা কিছু অসম্ভব নহে। অভাবানুভূতি লাভ করিবার একটা নিষ্কপট আকাঙ্ক্ষা বা লোভও থাকিলে একদিন ভক্তিদেবীর কৃপালাভ হইতে পারে। কিন্তু লোভটুকু পর্য্যন্ত না থাকিলে আর মঙ্গলের আশা কোথায়? অভাবানুভূতি-সম্পন্ন ব্যক্তিই প্রয়োজনীয় বস্তু লাভ করিবার জন্য লোভী হইয়া পড়েন। তৃপ্ত ব্যক্তির লোভ হয় না। অভাবানুভূতির অনল-দহনেই কৃষ্ণেতর বিষয় ভোগ-স্পৃহা, কুটিলতা, দাম্ভিকতা প্রভৃতি অনর্থরাজি দগ্ধ হইয়া যায় ও তৎস্থলে পুনরায় সুশীতল কৃপাবারি সম্পাতে সরলতা, দীনতা প্রভৃতি শরণাগতির শুভ্র সুঘ্রাণযুক্ত প্রসূন-সমূহ বিকশিত হয়।

ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রেমের ভূমিকাতেও এই ভাবটী আরও বৈশিষ্ট্যময়। প্রেমিক ভক্তগণ দারুণ কৃষ্ণ-বিরহানলে দগ্ধ হইয়া অস্বস্তির জ্বালায় জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে চাহেন, কিন্তু কৃষ্ণেচ্ছায় তাঁহাদের জীবন থাকে। এই অনল দহনের ভিতরেই কৃষ্ণ-কৃপা বা গুরুকৃপার অবতরণ—এই অনলদহনের ভিতরেই আনন্দসিন্ধুর উদ্বেলন, এই অগ্নিজ্বালার ভিতরই পদে পদে পরিপূর্ণ-অমৃতের আস্বাদন—এই নিদারুণ অস্বস্তির ভিতরেই আত্মার স্নিগ্ধতা, প্রসন্নতা, শান্তি, অমৃত, আনন্দ—সমস্তই। এই প্রেমামৃত-আস্বাদন ক্রম বর্দ্ধমান ও পরম চমৎকারিতা-ময় ব্যাপার। এই প্রেমামৃত-আস্বাদনের ও উহার আস্বাদক প্রেমিক ভক্তের অবস্থা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ বর্ণিত আছে,—

এই প্রেমামৃত সদা যেই পান করে।
তৃষ্ণা-শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে॥

* * *

প্রেম-ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে।
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, সেহ না পারে মরিতে॥
গাঢ়ানুরাগের বিয়োগ না যায় সহন।
তা'তে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ॥

এই প্রেমামৃতের এক কণিকা আস্বাদন করাইবার জন্য—সুখময়, শান্তিময়, মধুময়, অমৃতময় ভূমিকায় আরোহণ করাইবার জন্য—গোকুলের মহোৎসবে নিত্য অতিথি করাইবার জন্যই আমাদের গুরুবর্গের অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার। তাঁহাদের প্রকট অপেক্ষা অপ্রকট লীলায় আরও গভীর, সুস্পষ্ট ও তীব্রতরভাবে এই অভাব-জ্বালা অনুভব হয়। কাজেই করুণাময় প্রভুবর্গের অপ্রকট লীলাতেও করুণাঘনত্বের চমৎকারিতা প্রকাশিত। এই অভাব দহনের ভিতর দিয়াই নিষ্কপট সেবকের নিত্য প্রগতি। এই অভাব-দহন বা সুতীব্র জ্বালা বোধ সেবকের স্বরূপভূত লক্ষণে নিত্য প্রকাশিত।

যেখানে সেবার জন্য জ্বালা নাই, যন্ত্রণা নাই, অভাববোধ নাই, জ্বালাময়ী তৃষ্ণা নাই, উৎকণ্ঠা নাই, অথচ সেবাচেষ্টা (?) আছে, উৎসাহ আছে, সেখানে নিশ্চয়ই ঐ সেবার বিনিময়ে শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে কিছু দোহন করিয়া লইবার দুষ্প্রবৃত্তি রহিয়াছে—নিশ্চয়ই ঐ সেবকাভিমানীর অন্তরের অন্তঃস্থলে বণিগ্‌বৃত্তি ও বিভিন্ন আকারের অন্যাভিলাষ প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত আছে—শ্রীগুরুদেবের নিকট বহুল পরিমাণ প্রতিদান বা পুরস্কারের আশা, একটু আদর-আপ্যায়ন, অন্ততঃপক্ষে স্মিতহাস্যযুক্ত মিষ্ট কথাটীও পুরস্কার পাওয়ার লোভ আছে—ঢাক পিটাইয়া নিজের সেবার কাহিনী প্রচার করিবার অভিলাষ আছে, সুখ-শান্তি-স্বস্তি-আরাম-আয়াস-কামনা আছে। আপাততঃ গোচরীভূত না হইলেও ঐ সমস্ত কিছু না কিছু আছেই, নতুবা শরণাগতির ছয়টী লক্ষণের একটিরও কিঞ্চিৎ লক্ষণও কেন না প্রকাশিত হইবে? ঐ ধরণের উৎসাহী, পরিতৃপ্ত সেবকগণকেই পরবর্ত্তিকালে অন্যাভিলাষ চরিতার্থ বা আচার্য্যবিদ্বেষ ও আচার্য্য-দ্রোহাচরণে নিযুক্ত হইতে দেখা যায়। কাজেই কেবল বাহিরে ক্ষণস্থায়ী উদ্যম উৎসাহ, কর্ম্মকুশলতা, বাক্‌চাতুর্য্য বা লিখন-পটুতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলে চলিবে না। উহার সঙ্গে ভজনে অভাবানুভূতি, জ্বালাবোধ, উৎকণ্ঠা, ব্যাকুলতা নিজের নির্ঘৃণত্ব-উপলব্ধি, শয়নে-ভোজনে তৃপ্তির পরিবর্ত্তে—অস্বস্তি, সকলকে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-দর্শন, কৃপাভিক্ষার জন্য নিষ্কপট প্রার্থনাদি স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে কি না, দেখিতে হইবে। যদি এসমস্ত লক্ষণের একটীও না থাকে, তাহা হইলে ঐ উদ্যম, উৎসাহ, সেবাচেষ্টা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে ইতর বিষয়ে বিরক্তি ও পরেশানুভূতি স্বাভাবিকভাবেই হইবে।

অনেক সময় আবার অনুকরণ-পটু ব্যক্তিগণও লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার আশায় কৃত্রিমতা করিয়া সাময়িকভাবে ঐপ্রকার ক্রিয়া মুদ্রা প্রদর্শন করিলেও উহা বেশীক্ষণ রক্ষা করিতে পারে না। ঐপ্রকারের কপটনাট্য আরও মারাত্মক ব্যাধিবিশেষ। দাঁড়কাক কখনও ময়ূরপুচ্ছ গুঁজিয়া ময়ূর সাজিতে পারে না। ভক্তির বৃত্তি সহজ ও সরল। পূজনীয় শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর অত্যদ্ভুত উৎসাহময়ী সেবাচেষ্টার ভিতর এই সরল, সহজ, বণিগ্‌বৃত্তি বিহীন অস্বস্তি ও উৎকণ্ঠাপূর্ণ জ্বালাময় ভাব ছিল। তিনি তাঁহার নিজ দিন-পঞ্জীতে নিজের অবস্থা এইরূপ জানাইয়াছেন,—"শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধার লেশমাত্র হইল না, প্রীতি ত' অনেক বড় কথা। * * * ইহাও সত্য যে, শ্রীগুরু পাদপদ্মে প্রীতিশূন্য-জীবন আমার পক্ষেও ক্রমশঃই দুর্ব্বহ হইতেছে। নিজেকে বরাবরই ভক্ত বলিয়া অভিমান করিতে শিক্ষা করিয়াছিলাম। এখনও গোপনে নিজেকে ভক্ত বলিয়া অভিমান করিবার চেষ্টার ত্রুটী করি না। কিন্তু এখন ক্রমশঃ প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিতেছি। পূর্ব্বেই কি এত খারাপ ছিলাম? অন্যকে কত গালাগালি করিয়াছি ও করিতেছি। কিন্তু নিজের অবস্থা তাহাদের অপেক্ষা যে কত শোচনীয়, তাহা একবারও ভাবিবার অবসর ইতঃপূর্ব্বে হয় নাই। এখন ক্রমেই সেই অবসর উপস্থিত হইতেছে। কুম্ভীপাক-নরক এই কষ্টের তুলনায় কিছুই নহে। এমন কষ্টও মানুষের হয়। খাওয়া-দাওয়া, শয়ন-নিদ্রা ক্রমেই অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। এ অবস্থাগুলিও কি ক্রমে গা-সওয়া হইয়া যাইবে?'

অনেক সময় আবার আমরা মহাভাগবতগণের সহজ-সরল বিরহ বিভাবিত ভাব অনুকরণ করিয়া সর্ব্বক্ষণ পেচকবদন হইয়া থাকিতে ভালবাসি—যেন কত বিরহ কত যন্ত্রণা, কিন্তু মূলে 'শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন।' অন্যাভিলাষিতাশূন্য শুদ্ধভক্তির উদয় যদি না হয়, তাহা হইলে উহা লাভ করিবার জন্য সহজ-সরল পন্থায় উৎসাহভরে চলিলে মঙ্গলের আশা থাকে। আনুকরণিক দুষ্ট পন্থা অবলম্বন করিয়া লোক ঠকাইয়া প্রতিষ্ঠা কুড়াইবার চেষ্টা করিলে প্রাকৃত সহজিয়া-গণের ন্যায় "না উঠিয়া বৃক্ষোপরি টানাটানি ফল ধরি' দুষ্টফল করিলে অর্জ্জন"—এইমাত্র লাভ হইবে। সুতরাং নিষ্কপট সেবকের এই সমস্ত উৎপাত ও দৌরাত্ম্যের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিয়া ভজনোন্নতির পথে—শুদ্ধভক্তির ক্রম-মঙ্গলের পথে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

আবার 'মনমরাভাব', উৎসাহশূন্যতা, অন্যমনস্কতা, জড়তা, শিথিলতা—এগুলিও ভক্তি বরোধী সেবারাহিত্য অবস্থা। এগুলিকেও অঙ্গের ভূষণ করিতে হইবে না বা প্রশ্রয় দিতে হইবে না। সেবাতে শিথিলতা, জড়তা বা 'মনমরাভাব' নাই। এসমস্ত বিষয় ভাল করিয়া অনুধাবনপূর্ব্বক ঠিক ঠিক সেবার পথে চলিলে আমাদের মঙ্গল লাভ করিবার আশা থাকে। নতুবা চিন্তা-বিহীনভাবে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া এক-টানা স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া মৃত মৎস্যের মত ভাসিয়া চলিলে মঙ্গল হইবে না। কাজেই এসমস্ত বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করা দরকার। এস্থলে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীআচার্য্য-দেবের এই সতর্কবাণী আমাদের নিত্যকাল স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—"নিশ্চিন্ত ব্যক্তি পশু অপেক্ষা - অধম। 'ভাল মন্দ খাই, হেরি, পর চিন্তাহীন' - এইরূপ ভাব অত্যন্ত জড়াসক্ত, আচ্ছাদিত চেতনের ধর্ম্ম। চিত্তে শ্রীগুরু-বর্গের সেবার পথে লোভ ও হৃদয়-ফলক শ্রীগুরুবর্গের, শ্রীগৌরহরির ভজন চেষ্টারূপ গুণাবলীর রেখাপাত হওয়া একান্ত আবশ্যক; নতুবা ভজনসিদ্ধি লাভ সুদূর-পরাহত।"

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

শ্রীগৌরসুন্দর মানবের মঙ্গলের জন্য বেদ-শাস্ত্রের তাৎপর্য্য 'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়' ও 'প্রয়োজনে'র বিচার ক'রেছেন। চরম কল্যাণের একমাত্র সেতু পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। যেকালে আমরা বুঝিতে পারি নাই, সেকাল পর্য্যন্ত মনে হ'য়েছিল তিনি একজন ভক্ত বা অন্যান্য মহাপুরুষের অন্যতম কিংবা একজন আচার্য্য-বিশেষ, ধর্ম্মপ্রচারক মাত্র, কিন্তু তাঁহার অন্তরঙ্গপার্ষদ শ্রীরূপপাদ বলেন,—শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুই—শ্রীকৃষ্ণ, পরমেশ্বরবস্তু; তিনি সকলের মূল আশ্রয়। তিনি সচ্চিদা-নন্দবস্তু, ঐতিহাসিক বা পরিণামশীল কোন বস্তুবিশেষ ন'ন। তিনি নিত্যকাল অবস্থিত; তিনি কালের অভ্যন্তরে আবির্ভূত ন'ন, তিনি কালের অধীন ন'ন, তিনি কালের পূর্ব্বে ছিলেন, কালের অভ্যন্তরে তিনি আছেন, কালের পরেও তিনি থাকবেন। তিনি সকল কারণের কারণ-বস্তু। তাঁহার নাম—শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব তাঁহার রূপ—গৌরকান্তি, তাঁহার গুণ—মহাবদান্যতা, তাঁহার লীলা—কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান, তাঁহার স্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণ। জগতে যে দান পাওয়া যায় না যা' অন্যত্র সম্ভব হয় না, সেই দানের প্রকৃষ্টরূপে একমাত্র দাতা—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাঁহার মহাবদান্যতা গুণের বিষয়ই আমাদের আলোচ্য।

যখন স্বর একত্ব থাকে, তখন সম্বন্ধ হ'লে কোন শব্দের আবশ্যকতা থাকে না বস্তুর

বৈচিত্র্য বা একের অধিক হ'লেই 'সম্বন্ধ'-শব্দের প্রয়োগ হয়।

পরাৎপর বস্তুর সহিত দৃশ্যজগতের কি সম্বন্ধ? সেই পরাৎপর বস্তুটী কি? সর্ব্বান্তঃকরণে শরণাগত হ'লে জীব জান্‌তে পারেন যে, সেই বস্তু—শ্রীকৃষ্ণ। সকল বস্তুই কারণ-চেতনের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা ও ব্রহ্মেরও মূল আকরবস্তু, ইহা যিনি বিশেষ ক'রে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণের সহিত বিচ্ছিন্ন হ'য়ে কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাক্‌তে পারে না, এমন কি অনস্তিত্বও কৃষ্ণের আকর্ষণ ব্যতীত থাক্‌তে পারে না।

এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তুর সম্বন্ধ নির্ণীত হ'বার পর তা'দের পরস্পর কৃত্য স্থির হয়। ভক্তি—জীবাত্মার ধর্ম্ম। একমাত্র বিশুদ্ধ, অবিমিশ্র চেতন, পরম নির্ম্মল আত্মার (জীবাত্মার) নিত্যসেব্য—কৃষ্ণবস্তু। শ্রীকৃষ্ণই সাধারণ বিচারে 'পরমাত্মা' ব'লে উক্ত হ'ন। শ্রীকৃষ্ণ পরমব্রহ্ম, "বৃহত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ ব্রহ্ম।" কৃষ্ণ অপেক্ষা বৃহদ্বস্তু আর নাই, তিনি অসমোর্দ্ধতত্ত্ব "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।" কৃষ্ণ—ভজনীয় বস্তু, জীব—ভজনকারী বস্তু, উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ক্রিয়া—'ভজন'।

সম্বন্ধ জানার পর ক্রিয়া, যেমন ঘড়ি দেখ্‌লাম ক'টা বেজেছে, সে সময় আমার কি কৃত্য আছে, তা জেনে সেই সময়ের আবশ্যক কার্য্য কর্‌লাম। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার পর 'ব্রহ্ম' নিরূপিত হ'লে—ব্রহ্মের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ জান্‌লে তাঁ'র প্রতি আমার কি কৃত্য আছে, সেই কৃত্য কর্‌তে হবে।

মানবজাতির বিচার তিনভাগে বিভক্ত—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। গীতাশাস্ত্রে ত্রিবিধ বিচারের কথা আছে। গীতার আদর সর্ব্বত্র। গীতার পঠন-পাঠন সর্ব্বত্র হ'লেও 'প্রণিপাত', 'পরিপ্রশ্ন' ও 'সেবা'—গীতার ভাষায় যে তিনটী বৃত্তি গীতার তাৎপর্য্য-উপলব্ধির প্রবেশপথের কুঞ্চিকাস্বরূপ, সেই বৃত্তিত্রয়ের অভাবে আমরা অনেকেই গীতার প্রকৃত উদ্দেশ্য ধর্‌তে পারি না—গীতার অর্থকে আমাদের মনগড়া ক'রে নিয়ে এক একজন এক এক মতবাদ বা চিজ্জড়-সমন্বয়-বাদের সংকীর্ণতা ও বিশৃঙ্খলতা এনে ফেলি।

গীতাশাস্ত্রে কর্ম্মবিষয়ে ছয়টী অধ্যায়, ভক্তিবিষয়ে ছয়টী অধ্যায়, আর জ্ঞান-সম্বন্ধে ছয়টী অধ্যায় র'য়েছে। কর্ম্ম ও জ্ঞান—দু'টী ললাটের মত, তা'র মধ্যে গ্রন্থ—প্রকৃত প্রতিপাদ্য বিষয় বা শ্রীগীতার উদ্দিষ্ট বিষয়-সারাংশ। যেমন দু'টী খোসার ভিতরে শস্য কি বা শিশির ভিতর ঔষধ অথবা খামের মধ্যে চিঠি।

কেহ মনে করেন, কর্ম্মবীর হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কেহ বা মনে করেন, জ্ঞানবীর হওয়াই ভাল, আবার কেহ কেহ বিচার করেন, সুনীচতা বা ভগবদ্দাস্যই আমাদের মৃগ্য। অনেকে গীতা পাঠ ক'রে বলেন,—"গীতায় কর্ম্মের বিচারেরই প্রাধান্য রহিয়াছে", কেহ গীতা পাঠ ক'রে বলেন—"গীতায় জ্ঞানবীর হওয়ার উপদেশ র'য়েছে", কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনুগত-সম্প্রদায় গীতাশাস্ত্র বিচারে জানেন যে, শ্রীগীতায় সর্ব্বত্র ভক্তির বিচারই র'য়েছে। কর্ম্ম-জ্ঞানাদিও ভক্তির আনুগত্য পরিহার ক'রে স্বতন্ত্রভাবে চল্‌লে কর্ম্মবন্ধন ও জ্ঞানবন্ধ উৎপাদন ক'রে জীবের ঔপাধিক-বিচারের প্রবলতা ঘটায়।

কর্ত্তার বৃত্তির দ্বারা ক্রিয়মাণ ব্যাপারই—কর্ম্ম। কর্ত্তৃত্বাভিমানী ব্যক্তি যে যে কর্ম্ম করেন, তাহা তাঁহার বন্ধনের হেতু—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

যিনি বিচার-ভ্রান্ত, তাঁ'রই 'আমি কর্ত্তা'—এইরূপ অভিমান, তিনি 'বিমূঢ়'। শ্রীচৈতন্যদেব বিমূঢ় লোকদের জন্য ব'লেছেন,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

তৃণাদপি সুনীচ হও—কর্ত্তৃত্বাভিমান আদৌ থা'ক্‌বে না। কর্ম্মী ভোগী সেজে' বসে থাকেন। তিনি জানেন না যে, প্রকৃতি-উপাদানেই কর্ম্মসমূহ সাধিত হয়। কর্ম্ম আর কিছুই নয়—পরের জিনিষ নিয়ে ফবর্‌দালালি করা মাত্র। কর্ত্তার কর্ম্মের কাল-প্রসব কতক্ষণ থা'কতে পারে? ঘড়ি ধ'রে যদি দেখা যায়, তা' হলেও বুঝা যায়। তাই গীতা ব'লেছেন,—"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" চন্দ্রের কলা যেমন বৃদ্ধি হ'য়ে আবার ক্ষয় হ'তে থাকে—ক্ষয় হ'তে হ'তে অমাতে উপস্থিত হয়, কর্ম্মের অভ্যুদয় নিয়ে যাঁ'রা বড়াই করেন, তা'দের অবস্থাও তেম্‌নি। ঠাকুর মশায় এরূপ ব'লেছেন,—

"কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড কেবল বিষের ভাণ্ড
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানাযোনি-সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥"

অহো! ঠাকুর মশায়—যিনি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্কে, বক্ষে, মস্তকে থা'ক্‌বার বস্তু—ব্রাহ্মণগণেরও পরম উপাস্য ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণ যাঁ'কে অনুক্ষণ নিজ স্কন্ধে, মস্তকে রাখেন, সেই ঠাকুর মহাশয় জগতে 'তৃণাদপি সুনীচতা' শিক্ষা দিবার জন্য ব্রাহ্মণানুগ কুলে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন। বেদান্তের চরম, পরম সত্য—বহু শাস্ত্রের তাৎপর্য্য—সারসিদ্ধান্ত ঠাকুর মহাশয়ের এই সরল ত্রিপদীটীতে আছে। কর্ম্ম—"প্রাগভাববদনাদি বিনাশি চ।" বৈকুণ্ঠে অবস্থিত জনগণের সেবাধর্ম্ম বিনাশশীল নহে কৃষ্ণোপাসকগণের কর্ম্ম সাধারণ কর্ম্ম নহে। কর্ম্মকাণ্ডের সহিত ভক্তির পার্থক্য এতদূর—অন্ধকার ও আলোর মধ্যে যেরূপ পার্থক্য, দুধের শ্বেতবর্ণে ও চূণগোলার শ্বেতবর্ণে যেরূপ পার্থক্য, সেইরূপ। দুগ্ধের গুণে শরীরের পুষ্টি, তুষ্টি এবং ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয়, আর চূণগোলায় গলা জ্বলে যায়, শরীর নষ্ট হয়। সুবর্ণ ও কেমিক্যাল সোণা যেরূপ, ভক্তি ও কর্ম্মের সাদৃশ্যও তদ্রূপ।

গীতা বলে'ছেন,—"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদ্ অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।" কর্ম্মিগণ—অজ্ঞান। চঞ্চল বা ক্রিয়ামোদী বালককে যদি খেলাধূলো ছাড়িয়ে স্কুলে পাঠান যায়, তা' হ'লে যেমন সে সন্তুষ্ট হয় না, বৈদ্য রোগীকে কুপথ্য খেতে নিষেধ আর তিক্ত ঔষধ খেতে উপদেশ কর্‌লে রোগীর যেমন তা'তে সুখ হয় না, চঞ্চল বালক স্কুল থেকে পালিয়ে খেলা-ধূলো ক'রেই সময় কাটাতে চায়, আর রোগীও কুপথ্যই খেতে চায়, প্রেয়ঃকামী অজ্ঞানকর্ম্ম-সঙ্গী কর্ম্মি-সম্প্রদায়ও সেরূপ কুপথ্যই চায়। কর্ম্মিকে বেহেস্ত, স্বর্গ হ'তে বঞ্চিত ক'র্‌তে চাইলে সে তা' বুঝ্‌বে না। সে মনে ক'র্‌বে আমার অমঙ্গল ক'চ্চে।

শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথিপূজা-মহোৎসব

——::(*)::——

শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ৮ই ডিসেম্বর, সোমবার বাগ্‌বাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাশীর্ব্বাদে ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের নেতৃত্বে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চমবার্ষিক-বিরহ-তিথিপূজা মহোৎসব পাঠ-কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণ মুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

উৎসবোপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চাকে সারস্বত-শ্রবণসদনে সুসজ্জিত আসনে বসান হয়। প্রাতে শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনার পর শ্রীমন্দির পরিক্রম হয়। অনন্তর মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত "শ্রীসরস্বতী-সংলাপ"-পারায়ণ হয়। অপরাহ্নে শ্রীল সাগর মহারাজ "গৌড়ীয়" বিরহ-সংখ্যা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পুনরায় সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীল সাগর মহারাজ "শ্রীল প্রভুপাদের দয়া ও প্রকৃত বিরহ"-সম্বন্ধে বহুক্ষণ যাবৎ মর্ম্মস্পর্শিনী হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। বহু ভদ্র-পুরুষ ও মহিলা বিরহোৎসবে যোগদান করিয়া কৃতকৃতার্থ হন। প্রাতে ও সন্ধ্যায় পাঠের আদিতে ও অন্তে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যপুরাণ-রাগতীর্থ প্রভু বিরহ-গীতি কীর্ত্তন করেন।

গয়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ৮ই ডিসেম্বর, সোমবার পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদে গয়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পঞ্চমবার্ষিক বিরহ-তিথিপূজা শ্রীহরিসংকীর্ত্তনমুখে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। এতদুপলক্ষে ঐদিন মঠবাসিগণ প্রাতে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, গুরুপরম্পরা, কৃপাপ্রার্থনাসূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনানন্তর পাঠ ও শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক সম্পন্ন করেন। মধ্যাহ্নে বিরহসংখ্যা গৌড়ীয় পাঠ হয়।

সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনের পর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের গুণাবলী ও তাঁহার কৃপার কথা আলোচনা হয়। হরিকথা কীর্ত্তনের পূর্ব্বে ও পরে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। অতঃপর উপস্থিত সজ্জনবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

———

চাকদহে শ্রীল মহেশপণ্ডিত ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব

গত ১৫ই ডিসেম্বর, সোমবার শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপানির্দ্দেশে শ্রীল ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের সেবা-চেষ্টায় নদীয়াজেলাস্থ চাকদহের শ্রীল মহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটে তদীয় বিরহ-মহামহোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। বিরহ-উৎসবের দিন শ্রীল সাগর মহারাজ দিবারাত্র "গুরুবর্গের মহিমা ও বিরহের স্বরূপ" বিষয়ে কীর্ত্তন করিয়াছেন। মধ্যাহ্ন হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রায় ৫ শত লোক মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ ও কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে বহু সেবক উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

———

শ্রীযোগপীঠে কীর্ত্তন

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীযোগপীঠে প্রত্যহ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে নিয়মিতভাবে পাঠ-কীর্ত্তন হইতেছে। প্রত্যহ প্রাতে শ্রীপাদ হরি-বিনোদ দাসাধিকারী ও সন্ধ্যায় শ্রীপাদ নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু যথাক্রমে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ মধ্যে মধ্যে গিয়া তথায় হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। গত ৩রা পৌষ, বৃহস্পতিবার অমাবস্যাতিথিতে শ্রীল তীর্থ মহারাজ তথায় সন্ধ্যারাত্রিকের পর হইতে রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সত্যান্ত কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুলপ্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ২২ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৫; ১০ই পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৫শে ডিসেম্বর, ইং ১৯৪১, বৃহস্পতিবার | ২৫৪ ৩৫তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"যতদিন ভক্তি-বিপরীত বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ নারায়ণ, ভূতাদি কারণোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু

——::(•)::——

পৌষী শুক্লা তৃতীয়া-তিথিতে শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ অপ্রকট লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—"শ্রীজীব গোস্বামীর নাম শুনিবামাত্রই বৈষ্ণব-হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে।" (শ্রীসজ্জনতোষণী—২য় বর্ষ)। শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—"শ্রীচৈতন্যদেবকে 'মহাপ্রভু' বলিয়া সকলেই জানেন। মহাপ্রভুর প্রেমভাজন, গৌরবপাত্র শ্রীনিত্যানন্দকে ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে প্রভু বলিয়া অনেকে জানেন। শ্রীচৈতন্যের অতিপ্রিয় ত্যক্তগৃহ প্রেমিক কবিগণ 'গোস্বামী' বলিয়া অভিহিত হন। শ্রীবৃন্দাবনবাসী গোস্বামিগণের সংখ্যা অনেক হইলেও ছয়জনের কথা সর্ব্বত্র গীত হয়। ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল শ্রীজীব প্রভু। তিনি শ্রীরূপের অনুগ বলিয়া স্বীয় পরিচয়-প্রদানে উন্মুখ। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীজীবের পরমগুরুদেব। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র তাঁহার উপাস্য। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র গৌড়ীয়গণের নির্ম্মল দর্শনে সাক্ষাৎ, অভিন্ন ব্রজেন্দ্র নন্দন। শ্রীজীব বৃহদ্ব্রতী অর্থাৎ আকুমার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর লীলা প্রকটকারী। চির-জীবন চিদ্বিলাস-সরস্বতীর সহিত তাঁহার বাস। তিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-শিরোমণি।" (গৌড়ীয়—১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সম্পাদিত 'শ্রীসজ্জনতোষণী'তে "তোষণীর কথা"-শীর্ষক প্রবন্ধেও লিখিয়াছেন,—"শ্রীজীব গোস্বামীর অপার করুণাবলে আজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত কৃষ্ণপ্রেম-স্বরূপ শ্রীরূপানুগ ভক্তিধর্ম্ম জগতে সকল জীবের অনন্ত কল্যাণ প্রদান করিতেছে। শ্রীজীব প্রভু বাংলা-ভাষায় কোন গ্রন্থ লিখেন নাই। তাঁহার 'সন্দর্ভ'-নামক গ্রন্থ হইতেই শ্রীরূপানুগবর পূজ্যপাদ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কতিপয় সিদ্ধান্ত উদ্ধার করিয়া ভক্তি-ধর্ম্মের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। শ্রীরূপানুগ গণের মূলগুরু শ্রীল শ্রীজীব ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুদ্বয়। রুচি-প্রধান মার্গের আচার্য্যস্বরূপ হইয়া প্রভু শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ভজনমার্গের সুগম পথে সুকৃত জীবগণকে আকর্ষণ করিয়াছেন। অজাতরুচিগণের মঙ্গলের জন্য কৃপাময় অপ্রাকৃত রসিকশেখর শ্রীজীবপাদ ঐ বৈধ-মার্গীয় ব্যবহারদ্বারা সম্প্রদায়বৈভব সংরক্ষণ করিয়াছেন এবং নিজ গুরুদেবের অপ্রাকৃত মহত্ত্বের অধিষ্ঠানে কাহারও যাহাতে সন্দেহ উৎপত্তি না হয়, তাহার নিরাকরণ করিয়াছেন।" (শ্রীসজ্জনতোষণী—১৮বর্ষ, ৫ম সংখ্যা)

শ্রীল সনাতন ও শ্রীল রূপপ্রভু অত্যন্ত দৈন্যবশতঃ আপনাদিগকে 'নীচবংশজাত', 'নীচজাতি', 'নীচসঙ্গী' প্রভৃতি বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। "সনাতন কহে,—নীচবংশে মোর জন্ম। অধর্ম্ম, অন্যায় যত আমার কুলধর্ম্ম॥ (—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।২৮) নীচজাতি, নীচসঙ্গী করি নীচকাজ। তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ॥ (—চৈঃ চঃ মধ্য ১।১৮৯) মূলবুদ্ধি পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণ জগদ্গুরুগণের এই দৈন্যলীলার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে যেমন মায়াবাদী সন্ন্যাসী বলিয়া ভ্রান্ত হইয়াছে, তদ্রূপ নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকেও নীচকুলোদ্ভূত বা নীচজাতি মনে করিয়া অপরাধ-পঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছে। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার স্ব-লেখনী মধ্যে তাঁহার পূর্ব্বগুরুবর্গের ও বংশের প্রকৃত পরিচয় প্রদান না করিলে বহির্ম্মুখ মনুষ্যজাতি এই অপরাধ-পঙ্কেই নিমজ্জিত থাকিত। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধের স্বকৃত 'লঘুতোষণী'-টীকার উপসংহারে যে স্বীয় বংশ-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সেই বিবরণ হইতে আমরা এইপ্রকার জানিতে পারি,—

"শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর উদ্ধতন পুরুষের নাম 'শ্রীসর্ব্বজ্ঞ'। কর্ণাটদেশীয় বিপ্রগণের মধ্যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বপূজ্য ছিলেন। তিনি 'জগদ্গুরু' নামেও খ্যাত ছিলেন। তিনি সেই দেশের রাজা ছিলেন। সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ, ভরদ্বাজ-গোত্রীয় যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ ও অলৌকিক পাণ্ডিত্যপ্রতিভা-গুণাবলীতে বিভূষিত থাকায় বঙ্গদেশ হইতেও বিদ্যার্থীরা আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। সেই সর্ব্বজ্ঞ জগদ্গুরুর পুত্র 'শ্রীঅনিরুদ্ধ'। ইনিও যজুর্ব্বেদে অসামান্য সুপণ্ডিত ও জগৎপূজ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার দুই মহিষী ও দুই পুত্র ছিলেন। পুত্রদ্বয়ের নাম—'শ্রীরূপেশ্বর' ও 'শ্রীহরিহর'। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম জন শাস্ত্রে ও দ্বিতীয় জন শস্ত্রে দক্ষ ছিলেন। হরিহর রূপেশ্বরের রাজ্য আত্মসাৎ করেন। রূপেশ্বর নিরুপায় হইয়া ৮টী ঘোটক ও স্বীয় ভার্য্যা-সহ পৌরস্ত্যদেশে আগমন করিয়া তত্রত্য রাজা শিখরেশ্বরের সহিত সখ্যস্থাপনপূর্ব্বক তথায় বাস করেন। রূপেশ্বরের পুত্রের নাম—'শ্রীপদ্মনাভ'।

পদ্মনাভ গঙ্গাতীরে নৈহাটী-গ্রামে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। পদ্মনাভের ১৮জন কন্যা ও পাঁচ জন পুত্র ছিল। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম—'শ্রীমুকুন্দ'। ইঁহার পুত্র 'শ্রীকুমারদেব'। নৈহাটীতে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইলে সদাচার-নিষ্ঠ কুমারদেব বাকলা-চন্দ্রদ্বীপে গিয়া বাস করেন। নৈহাটী ও বাকলার মধ্যদেশে তদানীন্তন যশোহর-প্রদেশের অন্তর্গত ফতেয়াবাদেও তিনি এক বাসস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীকুমারদেবের অন্যান্য পুত্রগণের মধ্যে 'শ্রীসনাতন', 'শ্রীরূপ' ও 'শ্রীবল্লভ'—এই তিন জনই বিশ্ববৈষ্ণবের প্রাণস্বরূপ। এই তিন ভ্রাতার মধ্যে শ্রীসনাতন জ্যেষ্ঠ ও শ্রীবল্লভ কনিষ্ঠ। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীবল্লভের একমাত্র পুত্র। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বাকলা চন্দ্রদ্বীপে আবির্ভূত হন। এইরূপ উক্ত হয় যে, কুমারদেবের স্বধামপ্রাপ্তির পর শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ গৌড় রাজধানীর সাকুয়া-নামক এক ক্ষুদ্র পল্লীতে মাতুলগৃহে থাকিয়া বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং তৎপরে শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ—দুইজন গৌড়েশ্বর হুসেনসাহের মন্ত্রিত্ব স্বীকারপূর্ব্বক যথাক্রমে 'সাকর মল্লিক' ও 'দবিরখাস' উপাধি লাভ করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট-লীলাকালে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু দশ বৎসর-বয়স্ক বালকের লীলা করিয়াছিলেন, জানা যায়। 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে' লিখিত আছে, যে সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ-সনাতনকে অঙ্গীকার করিবার জন্য শ্রীরামকেলি গ্রামে গমন করেন, তখন শিশুবুদ্ধি শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু গোপনে গোপনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীজীবপ্রভু শৈশব-কালে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের নিকট শ্রীরামকেলি-গ্রামেই অবস্থান করিতেন। "শ্রীজীবাদি সংগোপনে প্রভুরে দেখিল। অতি প্রাচীনের মুখে এ সব শুনিল।" (শ্রীভক্তিরত্নাকর—১ম তরঙ্গ, ৬৩৮ সংখ্যা)

বাল্যকাল হইতে শ্রীজীব শ্রীমদ্ভাগবতে অনুরাগী ছিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যে তিনি ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার অপরূপ রূপমাধুরী, অতিমর্ত্ত্য গুণ-গরিমা দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইত। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের শ্রীব্রজবাসলীলা ও শ্রীগৌর-সুন্দরের অপ্রকট-লীলার পর শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর হৃদয় অত্যন্ত বিরহবিধুর হইয়া উঠে, তিনি শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন ও শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম-চিন্তায় দিবারাত্র প্রেমাশ্রু-সিন্ধুতে ভাসিতে থাকেন। একদিন শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীনাম-কীর্ত্তন শ্রীজীব প্রভু ক্রন্দন করিতে করিতে অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়েন। রাত্রিশেষে স্বপ্নযোগে নিত্যপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীজীবপ্রভুকে দর্শনদানপূর্ব্বক তাঁহাকে শ্রীনিত্যানন্দের চরণে সমর্পণ করেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও শ্রীজীবকে বলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুই শ্রীজীবের সর্ব্বস্ব হউন। শ্রীজীবপ্রভু খাকৃনা-চন্দ্রদ্বীপ হইতে ফতেয়াবাদ হইয়া শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপে আগমন-পূর্ব্বক শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অনুগমনে শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমা করেন।

অনন্তর শ্রীজীব কাশীতে গমনপূর্ব্বক শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির নিকট কিছুকাল সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিংবদন্তী এই যে, নীলাচলে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের নিকট যেসকল চিদ্বিলাসময় বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই সকল বেদান্ত-বিচার শ্রীসার্ব্বভৌম নিজ-শিষ্য শ্রীমধুসূদনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যা-নন্দের আদেশে শ্রীজীব শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির নিকট গমন করিয়া ন্যায়-বেদান্তাদি-শাস্ত্র অধ্যয়নকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত সেই বিষয় শ্রবণ করিয়াছিলেন।

শ্রীজীব শ্রীকাশীধাম হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গমনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীরূপসনাতনের একান্ত আশ্রিত হইয়া তাঁহাদের নিকট সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত ও ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তদবধি শ্রীব্রজমণ্ডলেই বাস করিয়া-ছিলেন। শ্রীজীবের অতিমর্ত্ত্য স্বাভাবিক পাণ্ডিত্য ও স্বতঃসিদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিচার-দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীরূপসনাতন গুরুবর্গ পর্য্যন্ত নিজকৃত গ্রন্থাদি শ্রীজীবের দ্বারা শোধন করাইতেন। "শ্রীরূপ 'শ্রীহংসদূত' আদি গ্রন্থ কৈলা। সনাতন 'ভাগবতামৃতাদি' বর্ণিলা॥ 'শ্রীবৈষ্ণবতোষণী' করিয়া সনাতন। শ্রীজীবেরে আজ্ঞা দিলা করিতে শোধন॥" (—শ্রীভক্তিরত্নাকর, ১।৭৯১-৭৯২)

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্য শ্রীরুষ্ণদাস অধিকারী সংস্কৃতপদ্যে শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীজীবপ্রভুর রচিত গ্রন্থের তালিকা প্রদান করিয়াছেন। 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে'র ১ম তরঙ্গে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর ২৫টী গ্রন্থের এইরূপ তালিকা পাওয়া যায়,—

শ্রীজীবের গ্রন্থ পঞ্চবিংশতি বিদিত। (১) 'হরিনামামৃত'-ব্যাকরণ দিব্যরীত॥ (২) 'সূত্রমালিকা', (৩) 'ধাতুসংগ্রহ' সুপ্রকার। (৪) 'কৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা'-গ্রন্থ অতি চমৎকার॥ (৫) 'গোপালবিরুদাবলী', (৬) 'রসামৃতশেষ'। (৭) 'শ্রীমাধব-মহোৎসব' সর্ব্বাংশে বিশেষ॥ (৮) 'শ্রীসঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ'-গ্রন্থের প্রচার। (৯) 'ভাবার্থসূচক চম্পূ' অতি চমৎকার॥ (১০) 'গোপালতাপনী-টীকা', (১১) 'টীকা ব্রহ্মসংহিতার'। (১২) 'রসামৃত-টীকা,' (১৩) 'শ্রীউজ্জ্বল-টীকা' আর॥ (১৪) 'যোগসার স্তবের টীকা'তে সুসঙ্গতি। (১৫) অগ্নিপুরাণস্থ 'শ্রীগায়ত্রী-ভাষ্য' তথি॥ (১৬) পদ্মপুরাণোক্ত 'শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন'। (১৭) 'শ্রীরাধিকা-কর-পদস্থিত চিহ্ন' ভিন্ন॥ (১৮) 'গোপালচম্পূ'—পূর্ব্ব-উত্তর-বিভাগেতে। বর্ণিলেন কি অদ্ভুত, বিদিত জগতে॥ (১৯-২৫) সপ্তসন্দর্ভ বিখ্যাত ভাগবতরীতি। তত্ত্ব-ভগবৎ-পরমাত্ম-কৃষ্ণ-ভক্তি-প্রীতি॥ এই ছয়, 'ক্রমসন্দর্ভ'—সপ্ত হয়। (শ্রীভক্তিরত্নাকর—১ম তরঙ্গ, ৮৩৩—৮৪২)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্যে জানাইয়াছেন,—"অনভিজ্ঞ প্রাকৃত-সহজিয়া সম্প্রদায়ে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত তিনটী অপবাদ প্রচলিত আছে। তদ্দ্বারা কৃষ্ণবৈমুখ্যহেতু শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-বিরোধমূলে অবশ্যই তাহাদের অপরাধ বর্দ্ধিত হয় মাত্র।

(১) জড়প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষু এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নিষ্কিঞ্চন শ্রীশ্রীরূপসনাতনের নিকট হইতে জয়পত্র লিখাইয়া গুরুবর্গের (শ্রীরূপ-সনাতনের) মূর্খতা স্থাপন করিয়া শ্রীজীবকেও জয়পত্র লিখিয়া দিতে বলে। শ্রীজীবপ্রভু তাহা শুনিয়া দিগ্বিজয়ীকে পরাজিত করিয়া গুরুর অপবাদকারীর জিহ্বা স্তম্ভিত করিয়া গুরুদেবের পদনখ-শোভার মর্য্যাদা প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রকৃত "গুরুদেবতাত্ম" শিষ্যের আদর্শ প্রদর্শন করেন। ঐসকল সহজিয়া বলেন,—শ্রীজীবের এতাদৃশ আচরণে তাঁহার তৃণাদপি সুনীচতা ও মানদ-ধর্ম্মের বিরোধহেতু শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে তীব্র ভর্ৎসনাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করেন। পরে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর ইঙ্গিতে পুনরায় শ্রীজীবপ্রভুকে গ্রহণ করেন। ঐ গুরুবৈষ্ণব-বিরোধিগণ কৃষ্ণ-কৃপায় যে দিন আপনাদিগকে গুরুবৈষ্ণবের নিত্যদাস বলিয়া জানিবেন, সেইদিন শ্রীজীব প্রভুর কৃপালাভ করিয়া প্রকৃত 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'মানদ' হইয়া হরিনাম-কীর্ত্তনে অধিকারী হইবেন।

(২) কোন কোন অনভিজ্ঞ বলেন,—কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর 'চরিতামৃত' রচনায় স্বীয় প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কায় শ্রীজীবের হিংসায় উদয় হওয়ায় তিনি মূল 'চরিতামৃত' খানা কূপমধ্যে নিক্ষেপ করেন। কবিরাজ গোস্বামী তাহা শ্রবণ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। তাঁহার শিষ্য 'মুকুন্দ'-নামক এক ব্যক্তি পূর্ব্বে মূল পাণ্ডুলিপি নকল করিয়া রাখিয়া-ছিলেন বলিয়া পুনরায় চরিতামৃত প্রকাশিত হইলেন। নতুবা চরিতামৃত-গ্রন্থ জগৎ হইতে লুপ্ত হইত।

এরূপ হেয় বৈষ্ণববিদ্বেষমূলক কল্পনা নিতান্ত মিথ্যা ও অসম্ভব।

(৩) অপর কোন কোন ইন্দ্রিয়তর্পণপর ব্যভিচারী বলেন,—শ্রীজীব প্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীর মতানুযায়ী ব্রজগোপিগণের 'পারকীয় রস' স্বীকার না করিয়া 'স্বকীয় রসে'র অনুমোদন করায় তিনি রসিক ভক্ত ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার আদর্শ গ্রাহ্য নহে।

প্রকটকালে স্বীয় অনুগতগণের মধ্যে কোন কোন ভক্তকে স্বকীয়-রসে রুচিবিশিষ্ট দেখিয়া তাঁহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত তাঁহাদের অধিকার বুঝিয়া এবং পাছে অনধিকারী ব্যক্তিগণ অপ্রাকৃত পরম চমৎকারময় পারকীয় ব্রজরসের সৌন্দর্য্য ও মাহাত্ম্য বুঝিতে না পারিয়া স্বয়ং তাদৃশ অনুষ্ঠান করিতে গিয়া ব্যভিচার আনয়ন করে, তজ্জন্য বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীবপ্রভু স্বকীয়বাদ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহাকে অপ্রাকৃত পারকীয় ব্রজরসের বিরোধী বলিয়া বুঝিতে হইবে না। কেন না, তিনি স্বয়ং শ্রীরূপানুগবর—সাক্ষাৎ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শিক্ষাগুরুবর্গের অন্যতম।"

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর সিদ্ধান্ত যে শ্রীশ্রীরূপসনাতনের শাসনগর্ভে সর্ব্বদা বর্ত্তমান, তাহা বহু সুযুক্তিপূর্ণ শ্রৌতবিচারের দ্বারা শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'শ্রীব্রহ্মসংহিতা'র 'প্রকাশিনী'-বৃত্তিতে প্রদর্শন করিয়াছেন। তন্মধ্যে "শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ—আমাদের তত্ত্বাচার্য্য, সুতরাং শ্রীশ্রীরূপসনাতনের শাসনগর্ভে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান, অধিকন্তু তিনি আবার শ্রীকৃষ্ণলীলায় মঞ্জরীবিশেষ, অতএব সকল তত্ত্বই তাঁহার পরিজ্ঞাত"—ঠাকুর ভক্তি বিনোদের এই কথাটী সকলের বিশেষ প্রণি-ধানযোগ্য।

"তাতেও না, মাতেও না"

——::•::——

কাহাকেও কোন কার্য্য করিতে বলিলে বা কার্য্যে মনোনিবেশের জন্য তিরস্কার, শাসন-বাক্য-প্রয়োগ, দণ্ডপ্রদানাদি করিলেও সেই ব্যক্তির তদ্বিষয়ে কোনপ্রকার উদ্যম, নড়া-চড়া বা সাড়া-শব্দ না দেখিলে বা না পাইলে তাহার প্রতি 'তাতেও না, মাতেও না'—এই বাক্যটী প্রয়োগ করা হয়। নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে আমাদের সম্বন্ধে অনেক সময় এই কথাটী বলিতে শুনিয়াছি। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিন্ন-বিগ্রহ বর্ত্তমান আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজও আমাদিগের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া অনেক সময় এই কথাটী আমাদিগকে বলিয়া থাকেন।

আমরা, যাহারা একমাত্র হরিভজন করিবার উদ্দেশ্যে গুরুগৃহে বা শুদ্ধভক্তিমঠে বাস করিতেছি, যদি সত্যসত্যই হরিভজন বা শুদ্ধভক্তিলাভের নিষ্কপট আন্তরিক ইচ্ছা আমাদের থাকে, তাহা হইলে হরিভজন অর্থাৎ শুদ্ধভক্তিলাভের অনুকূল বা সাহায্য-কারী যত বিচার-আচার, কার্য্যকলাপ বা চিন্তাস্রোত, তাহা সমস্তই সাদরে গ্রহণের এবং হরিভজন বা শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল বা বাধক যত বিচার-আচার, কার্য্য-কলাপ, চিন্তাস্রোত, তাহা সমস্তই দৃঢ়রূপে পরিত্যাগের জন্য অন্তর-বাহ্যে একটা আন্তরিক যত্ন বা চেষ্টা অবশ্যই প্রদর্শন করিব।

এই জগতের ধন-সম্পদ্, স্ত্রী-পুত্র, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অনিত্য বস্তু লাভের জন্য একটা আন্তরিক প্রবল ইচ্ছা যখন আমাদের চিত্তে উদিত হয়, তখন আমরা কি করি? তখন কি আমরা স্থির-ধীর, অচল-অটলভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকি? কি প্রকারে বা কি উপায় অবলম্বনের দ্বারা এই সমস্ত বস্তু লাভ করিতে পারি, তজ্জন্য তখন আন্তরিক কত উদ্যম, কত অনুরাগ, কত অনুসন্ধান, কত যত্ন, কত চেষ্টা প্রদর্শন করিয়া থাকি—ভোর ৪টা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া আহার-নিদ্রা ভুলিয়া কত পরিশ্রম, দুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, ভর্ৎসনা-তিরস্কার প্রভৃতি অবনত-মস্তকে স্বীকার করিয়া থাকি! অনেক সময় এই জন্য অতি প্রিয়তম প্রাণকে পর্য্যন্ত অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হই না কি?

একদিকে হরিভজন, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা, শুদ্ধভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেম-ধন, আর অন্য-দিকে এই জগতের ধন-সম্পদ্, স্ত্রী-পুত্র, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি। এই উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল-ভেদ আছে। একটী —আলো বা সূর্য্য, অপরটী—অন্ধকার বা

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

যায়া ; একটী—দিন, অপরটী—রাত্রি , একটী —নির্ম্মল ভাস্কর, আর একটী—অজ্ঞানতমঃ ; একটি—নিত্য, বিশুদ্ধ পরমোপাদেয়, নির্ম্মল আনন্দদায়ক, অপরটী—অনিত্য হেয়, অবরতাপূর্ণ, তুচ্ছ সুখদায়ক ; একটী—দিব্যরত্ন, অপরটী –ছাই-ভস্ম। অর্থাৎ হরি-ভজন বা শুদ্ধভক্তি-জিনিষটি আলো, সূর্য্য, দিন বা দিব্যরত্নসদৃশ, নির্ম্মল আনন্দ বা প্রেমানন্দপ্রদানকারী, আর এই জগতের ধন সম্পদ্, সুখ-ঐশ্বর্য্য, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি —মায়া, অন্ধকার, অজ্ঞানতমঃ, রাত্রি বা ছাই-ভস্মসদৃশ—আপাত-সুখকর ও পরিণাম-দুঃখকর। এইজন্যই হরিভজন বা শুদ্ধভক্তি-লাভ—দুর্ল্লভ হইতেও সুদুর্ল্লভ, আর এই জগতের ধন-সম্পদাদি অনিত্য, হেয়, তুচ্ছ বস্তু লাভ অতি সহজ।

প্রাকৃত, অনিত্য, ঘৃণ্য, হেয়, অবরতা-পূর্ণ, ছাই-ভস্মতুল্য এই জগতের বস্তু লাভ করিতে হইলে আমাদের যতটা উদ্যম, অনুসন্ধান, পরিশ্রম, যত্ন-চেষ্টা করার প্রয়োজন হয়, তদপেক্ষা কত অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ, অতুলনীয় বিশুদ্ধ, পরম উপাদেয় অপ্রাকৃত বস্তু হরিভজন, শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবা, কেবলা ভক্তি, অকিঞ্চনা ভক্তি, শুদ্ধভক্তি বা প্রেমভক্তি লাভ করিতে হইলে আমাদের তদপেক্ষা কত অধিক উদ্যম, অনুসন্ধান, পরিশ্রম, আন্তরিক যত্ন-চেষ্টা, উৎকণ্ঠা, ব্যাকুলতা থাকার প্রয়োজন, তাহা আমরা কখনও নীরবে, স্থিরচিত্তে একটুকু চিন্তা করিয়া বুঝিতে চাই কি ?

মহাবদান্য অবতারী, অমন্দোদয়-দয়ানিধি ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় নিজ-জনগণ—শ্রীরূপানুগ গুরুবৈষ্ণবগণ আমাদের প্রতি কত কৃপাপরবশ হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণেরও দুর্ল্লভ পঞ্চম-পুরুষার্থ কৃষ্ণ-প্রেমধন অযাচিতভাবে আমাদিগকে প্রদান করিতে চাহিতেছেন, অনাদি-বহির্ম্মুখতা-নিবন্ধন আমরা এ হেন সুদুর্ল্লভ বস্তু গ্রহণে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক হইলেও শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ অহৈতুক কৃপাগুণে ইহা আমাদিগকে প্রদানের জন্য অহর্নিশ কত গ্যালন-গ্যালন চিদ্রক্ত খরচ করিতেছেন—কত ছলে-বলে-কৌশলে এই প্রেমামৃত আমাদিগকে পান করাইবার চেষ্টা করিতেছেন ! কিন্তু হায়। দুর্দ্দৈব-বশতঃ আমরা আমাদের এই পরম হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণকে আপন-আত্মীয়-বন্ধুজ্ঞানে তাঁহাদের প্রদত্ত এই মহাদান কোনপ্রকারেই গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক বা অভিলাষী নহি।

সেবাবিমুখ জীব আমরা—অনর্থযুক্ত জীব আমরা—সাধক জীব আমরা, আমাদের শুদ্ধ-ভক্তি-বিরুদ্ধ নানাপ্রকার বিচার-আচার, কার্য্যকলাপ, চিন্তাস্রোত থাকিতে পারে—নানাপ্রকার দোষ-ভুল, ত্রুটী বিচ্যুতি ঘটিতে পারে, ইহা আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নয়, সত্য। আবার ইহাও বাস্তবসত্য যে, সদ্বৈদ্যের নিকট বিভিন্ন প্রকারের রোগী উপস্থিত হইলে তিনি প্রত্যেক রোগীর রোগের মূল বা নিদান ধরিয়াই চিকিৎসা করেন। রোগীদের মধ্যেও যাহাদের নিরাময় হওয়ার একান্ত ইচ্ছা আছে, তাহারা সদ্বৈদ্য বা ভাল ডাক্তারের ব্যবস্থাপিত ঔষধ ও পথ্যাদি যথাবিহিত, আদর-যত্নের সহিত গ্রহণপূর্ব্বক সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ায় জন্য আন্তরিক যত্নবান্ হন।

আমরা জন্ম-জন্মান্তর বিভিন্ন যোনিতে থাকিয়া যে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিতাপ-যাতনা ভোগ করিয়াছি, আবার এই জন্মে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া অহর্নিশ আধ্যাত্মিকাদি তাপের দ্বারা যে জর্জ্জরিত হইতেছি, আমাদের বিচার-আচার, হাব-ভাব, কার্য্য-কলাপ, কথাবার্ত্তা, চিন্তাস্রোতে হরিভজনের বা শুদ্ধ-ভক্তির বিরুদ্ধে যাহা যাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে ছিল ও বর্ত্তমানে আছে, তাহার মূল কারণ—আমাদের স্বরূপ-বিস্মৃতি, কৃষ্ণ-বিস্মৃতি বা অবিদ্যা-পীড়া। এই মূল-ব্যাধি অবিদ্যা দূরীভূত হইলেই—উহা সমূলে উৎপাটিত হইলেই আমাদের আত্মা স্বাস্থ্য লাভ করিবে—আত্মার উপরের আবরণ স্থূল-সূক্ষ্ম দেহদুইটী তখন প্রকৃত সুস্থ হইবে। এই অবিদ্যা-পীড়ায় পীড়িত আমাদিগকে সাত্বতশাস্ত্র ও সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণ 'ভবরোগী'-আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

এই ভবরোগী আমরা বহুজন্মের সুকৃতির ফলে ভবরোগের চিকিৎসাগার গৌড়ীয়-মিশন বা গৌড়ীয়-হাঁসপাতালে ভর্ত্তি হইয়াছি। এই হাঁসপাতালের সদ্বৈদ্যগণ অর্থাৎ সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণ কৃপাপূর্ব্বক আমাদের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়া আমাদের সকল ব্যাধির মূল এই ভবরোগ নিবারণের উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন ও করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও এই ভবব্যাধি—স্বরূপ-বিস্মৃতি, অসদ্তৃষ্ণা, দুর্দ্দৈবল্য ও অপরাধ কিছুতেই দূরীভূত হইতেছে না, দেখা যায়। ইহার কারণ কি ? ডাক্তারগণকে—শ্রীগুরুবৈষ্ণব-গণকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া ও অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম,—সদ্বৈদ্য বা সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণের ব্যবস্থাপিত ঔষধ ও পথ্য ভবরোগী আমাদের কাহারও কাহারও নিকট বড় তিক্ত ও অপ্রীতিকর হয় বলিয়া আমরা তাহা সাদরে গ্রহণ করিতে নারাজ। ইহাই আমাদের ভবব্যাধি দূরীভূত না হওয়ার একমাত্র কারণ।

গৌড়ীয়-মিশনের বা গৌড়ীয়-হাঁসপাতালের সদ্বৈদ্যরাজ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ভবরোগী আমাদের মূল ব্যাধি অবিদ্যা সমূলে বিনাশ করিয়া আমাদিগকে সম্পূর্ণ নিরাময় করিবার জন্য অহর্নিশ শ্রৌতবাণী—হরিকথামৃত আমাদের কর্ণপুটে ঢালিয়া দিতেছেন, কিন্তু আমরা অনেকেই যেন কাণে তুলা দিয়া কাণ বন্ধ করিয়া রাখিয়া তাহা ভিতরে প্রবেশ করিতে দিতেছি না। কৃপা-অবতার শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া কঠোর শাসনদণ্ড-প্রদানের দ্বারাও আমাদিগকে হরিকথামৃত বা সেবামৃত প্রদান করিতে চাহিলে আমরা যেন তৎক্ষণাৎ আমাদের পীঠকে কুলার দ্বারা আবৃত করিয়া রাখি। কথায় বলিয়া থাকে—"বক আর ঝক, কাণে দিয়েছি তুলো। মার আর ধর, পিঠে দিয়েছি কুলো।" আমাদের অবস্থাও ঠিক এইরূপ।

সদ্বৈদ্যরাজ – অর্থাৎ মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও তদনুগ সদ্বৈদ্যগণ বা গুরুবৈষ্ণবগণ, আমাদিগকে বাহ্যদৃষ্টিতে আত্মমঙ্গলকামী বা ভাবভঞ্জনেচ্ছু দেখিয়া আমাদের আত্মমঙ্গল, শুদ্ধভক্তি বা হরিভজনের অনুকূল সমস্ত বিচার-আচার, কার্য্যকলাপ, চিন্তাধারা আমাদিগকে গ্রহণ করিতে উপদেশ করেন, কিন্তু আমরা তাহা গ্রহণ করিবার জন্য আন্তরিক অনুরাগ, উদ্যম, অনুসন্ধান বা যত্নচেষ্টা প্রদর্শন করি না। আবার তাঁহারা হরিভজন বা শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল বা বাধক যে সমস্ত বিচার-আচার, কথাবার্ত্তা, কার্য্যকলাপ, চিন্তাধারা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে উপদেশ করেন, সেই সমস্ত দুঃসঙ্গও বর্জ্জন করিবার জন্য আন্তরিক উদ্যম, অনুরাগ, রুচি, দৃঢ়তা, যত্ন বা চেষ্টা প্রদর্শন করি না। তজ্জন্য আমাদের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী, আমাদের নিত্যকালের বান্ধব, শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম বা তদনুগ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে তাঁহাদের আপনার জনজ্ঞানে তিরস্কার ভৎর্সনাদি দণ্ডপ্রদান করিলেও আমাদের চিত্তে দাগ বসে না—আমরা তজ্জন্য বিন্দুমাত্র ব্যথিত বা অনুতাপগ্রস্ত হই না, তজ্জন্য একটুকুও নড়াচড়া বা সাড়াশব্দ করি না অর্থাৎ কাঠ-পাথরের কাছে কোন কথা বলা যে প্রকার, আমাদের নিকট বলাও সেইপ্রকার, —এইরূপ অবস্থা আমরা প্রদর্শন করি। আমাদের এইরূপ স্তব্ধীভূত জড় অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই গভীর দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে বলিয়া থাকেন,—"ইহারা তাতেও না, মাতেও না।"

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বা ইহজন্মের কত কত ভীষণ অপরাধের দ্বারা চিত্ত এইপ্রকার পাষাণ মর্ম্মভেদী উপদেশবাণী বা কথা কাণের ভিতর দিয়া প্রবেশপূর্ব্বক হৃদয়, অন্তর বা মর্ম্ম স্পর্শ করে না - চিত্তে দাগ বসে না —চিত্ত বিন্দুমাত্রও দ্রবীভূত হয় না—পাষাণ গলিয়া যায়, তবুও আমাদের মন-পাষাণ গলে না। মহাজন গাহিয়াছেন,—'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মনপ্রাণ।" কোথায় আমাদের সেই কাণ ?—কোথায় আমাদের সেই মর্ম্ম স্পর্শ ? কোথায় আমাদের সেই মন-প্রাণের আকুলতা ?

আমাদের এইপ্রকার কাঠ পাথর পাষাণের ন্যায় অবস্থাটা—আত্মবিনাশের লক্ষণটা কত বড় অপরাধের ফল, তাহা কি আমরা একবারও স্থিরচিত্তে একটুকু ভাবিবার বা চিন্তা করিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিয়া থাকি ?

যাহা হউক, আমরা এইপকার দুর্দ্দৈব-গ্রস্ত হইলেও ভুবনমঙ্গল অবতার দয়ার-সাগর সাধুগুরুবৈষ্ণবগণের অহৈতুক বা অযাচিত কৃপাবারি আমাদের উপর অনুক্ষণ অবিরল-ধারে বর্ষণের বিরাম নাই। তাহাতে বুঝিতে পারিতেছি,—

তুয়া দয়া ঐছন পরম উদার।
অভিলষ মঙ্গ নাথ, ভাগ হামারা ॥

হে পতিতপাবন, অদোষদর্শি, বৈষ্ণব-ঠাকুরগণ! এ হেন দুর্ভাগা, দুর্দ্দৈবগ্রস্ত আমার প্রতি একমাত্র অহৈতুক কৃপাগুণে আপনারা শুভদৃষ্টিপাত না করিলে আমার আত্মমঙ্গলের অন্য কোন বল ভরসা বা সম্বল দেখি না। আপনারা কৃপা করুন, যাহাতে আপনাদের ইচ্ছায় ইচ্ছা মিশাইয়া প্রবল উৎসাহ উদ্যমের সহিত সজ্জনগণ নিষ্কপটভাবে আপনাদের উপদেশসমূহ পালনে কায়-মনো-বাক্যে যথাসাধ্য যত্ন করিয়া আত্মমঙ্গল বরণের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি।

শ্রীগৌরলীলা-শিক্ষামৃত

[১]

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার দীন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন,—

চৈতন্যচরিত প্রকাশ শুনে যেই জন।
অল্পেক বিচারে, তত পায় প্রেমধন ॥

* * * *

শ্রীচৈতন্যলীলা —এই অমৃতের সিন্ধু।
জগৎ ভাসাইতে পারে যাঁ'র একবিন্দু ॥
চৈতন্যচরিতামৃত যেবা করে পান।
তার, চৈতন্য প্রেমানন্দ', 'তত্ত্ব' জ্ঞান ॥
(চৈঃ চঃ আ ৯ ২৩৭, অন্ত্য ৫।৮৮ ৮৯)

শ্রীগৌর-নিজজন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় জানাইয়া গেলেন —

গৌরাঙ্গের মধুর লীলা যাঁ'র কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তা'র।
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তা'র হয় প্রেমোদয়,
তা'র মুঞি যাঙ লো বলিহার।
গৌরাঙ্গ গুণে ঝুরে,
নিত্য লীলা তাঁরে স্ফুরে,
সে জন ভকতি অধিকারী ॥

* * * *

গৌরপ্রেমরসার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।
আমরা সে চৈতন্যের গণের যে সঙ্গে যেবা মরে
কহিলা তাহাদের ইচ্ছা ও উপদেশ অনুসারে
তথায় শ্রীগৌরসুন্দর চারিপাত্র বিচার

করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি। আমাদের উপর শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণের অমায়ায় কৃপা-বর্ষিত হউক, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুর

যে স্থানে গোলোকপতি শ্রীগৌরসুন্দর উদিত হইয়া সমগ্র বিশ্বকে স্বচরিতামৃত-তরঙ্গিণী প্লাবনে প্লাবিত করিয়াছেন, সেই শ্রীনবদ্বীপান্তর্গত শ্রুতিস্মৃতি-বন্দিত অন্তর্দ্বীপাখ্য শ্রীধাম-মায়াপুরকে আমরা বন্দনা করি। সেই শ্রীগৌরলীলা-নিকেতন শ্রীমায়াপুর ধাম কৃপা করিয়া আমাদের চিত্তকে শুদ্ধ ও সেবোন্মুখ করুন।

শ্রুতিশ্ছান্দোগ্যাখ্যা বদতি পরমং ব্রহ্মপুরকং
স্মৃতির্বৈকুণ্ঠাখ্যং বদতি কিল যদ্বিষ্ণুসদনম্।
সিতদ্বীপঞ্চান্যে বিরলরসিকোঽয়ং ব্রজবনং
নবদ্বীপং বন্দে পরম-সুখদং তং চিদুদিতম্॥

ছান্দোগ্য-(৮।১।১) উপনিষদে যাহা পরব্রহ্মপুর নামে উক্ত হইয়াছে, স্মৃতি যাঁহাকে 'বিষ্ণুসদন বৈকুণ্ঠ' বলিয়া কীর্ত্তন করেন, অপরাপর মহাজন যাঁহাকে 'শ্বেতদ্বীপ' এবং বিরল-রসিকভক্ত যাঁহাকে 'ব্রজবন'-নামে অভিহিত করেন, সেই চিচ্ছক্তি-প্রকটিত পরমসুখদ শ্রীনবদ্বীপ-ধামকে বন্দনা করি।

ভূমির্যত্র সুকোমলা বহুবিধ-
প্রদ্যোতিরত্নচ্ছটা
নানাচিত্রমনোহরং খগমৃগাদ্যাশ্চর্য্য-
রাগান্বিতম্।
বল্লীভূরুহজাতয়োঽদ্ভুততমা যত্র প্রসূনাদিভি-
স্তন্মে গৌরকিশোর-কেলিভবনং
মায়াপুরং জীবনম্॥

যেস্থানে ভূমি সুকোমলা এবং বিবিধ উজ্জ্বলরত্নে দীপ্তিমতী, যে ধাম বিচিত্র মনোহর শোভাযুক্ত, যেখানে পশুপক্ষিগণ পরস্পর আশ্চর্য্যপ্রীতিতে আবদ্ধ অথবা যে ধাম পশু-পক্ষিকুলের আশ্চর্য্যনিনাদে মুখরিত, যেস্থানে ফুলফলে তরুলতারাজি পরমাদ্ভুতা শোভা ধারণ করিয়াছে, সেই শ্রীগৌর-কিশোরের ক্রীড়াবিলাস-ভূমি শ্রীমায়াপুরই আমাদের জীবন হউক।

[২]

শ্রীগৌরজন্মলীলা

গৌড়দেশের পূর্ব্বশৈলে সর্ব্বসেবা-সম্ভার সুষমাসমন্বিত শ্বেতদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরশশধর সমুদিত হইলেন। অপ্রাকৃত-চন্দ্রের উদয়ে পাপ-তাপ-তিমির তৎক্ষণাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হইল, ত্রিজগৎ উল্লসিত হইল, অচৈতন্য বিশ্বে চৈতন্যের সঞ্চার হইল, মায়ামরুতে অমৃত-মন্দাকিনী প্রবাহিতা হইল, অবিরল ধারায় হরিকীর্ত্তন-সুধা-সঞ্জীবনী বর্ষিত হওয়ায় বিশ্বের শুদ্ধকীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ-দুঃখ বিদূরিত হইল। বিশ্বের উপাদান কারণান্তর্যামী মহাবিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য অকস্মাৎ নিজভবনে উল্লাসনৃত্য করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে ব্রহ্মহরিদাসও বিস্মিত হইয়া নাচিয়া উঠিলেন। সর্ব্বত্রই ভক্তগণের আনন্দনৃত্য হইতে লাগিল।

এদিকে নরনারী বিচিত্র উপহারের সহিত মিশ্রসদনে আগমন করিয়া শ্রীগৌরশশীর আবির্ভাবের অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। সরস্বতী, সাবিত্রী, শচী, গৌরী, রুদ্রাণি, অরুন্ধতি প্রভৃতি দেবাঙ্গনাগণ নারীবেশে এবং সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, চারণ ও দেবগণ প্রচ্ছন্নভাবে মিশ্রভবনে আগমনপূর্ব্বক শ্রীগৌরদ্বিজরাজের শ্রীচরণবন্দনা করিতে লাগিলেন। নর্ত্তক, গায়ক, বাদক, ভাট -সকলেই মিশ্রাগারে সমুপস্থিত হইয়া জন্মোৎসবের অভিনন্দন করিতে লাগিল। আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর, পণ্ডিত শ্রীশ্রীবাস মিশ্রনন্দনের জাতকর্ম্মসংস্কার-লীলা সমাধান করিলেন। শ্রীপুরন্দর মিশ্র শুভকর্ম্মোপলক্ষে নিজ-নন্দনের অভিনন্দন-কারিগণকে যথাযোগ্য দ্রব্য দান করিলেন।

শান্তিপুর হইতে আচার্য্যেশ্বরী শ্রীসীতা-ঠাকুরাণী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আজ্ঞায় বিবিধ উপহারের সহিত বালকশিরোমণিকে দর্শনার্থ শ্রীমায়াপুরে শ্রীশচীগৃহে আগমন করিলেন। শ্রীবাসগৃহিণী শ্রীমালিনীদেবীও আচার্য্যরত্নের পত্নীর সহিত বিবিধ উপায়নসহ আসিয়া শ্রীগৌর-শশীর মুখচন্দ্র দেখিয়া সেবোন্মুখ নয়নচকোরকে সার্থক করিলেন। মিশ্রবর দ্বিজবর্গকে প্রভূত ধন দান করিতে লাগিলেন। প্রাকৃত বিষয়িগণ যেরূপ স্ত্রী-পুত্রাদির কথায়, ধনাদি-ভোগের অভিমানে ব্যস্ত থাকে, শুদ্ধ-ভক্তবর শ্রীজগন্নাথমিশ্র সেরূপ ছিলেন না। তিনি সমস্ত দ্রব্যই ভগবানে নিবেদন করিয়া তাহা ব্রাহ্মণাদি যোগ্যপাত্রে ভগবদ্-অবশেষ-স্বরূপে প্রদান করিলেন,—

মিশ্র—বৈষ্ণব, শান্ত, অলম্পট, শুদ্ধ, দান্ত,
ধন ভোগে নাহি অভিমান।
পুত্রের প্রভাবে যত, ধন আসি মিলে তত,
বিষ্ণু-প্রীতে দ্বিজে দেন দান॥

এদিকে শ্রীশচীদেবীর পিতা শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী বালক-রত্নের জন্ম-লগ্নাদি গণনা করিয়া গোপনে মিশ্রকে কহিলেন,—

মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্নে অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন,
দেখি,- এই তারিবে সংসার।

[৩]

বাল্যলীলা

শ্রীমায়াপুরে যোগমায়াপতি শ্রীগৌরশশী আবির্ভূত হইয়া বৎসল-রসিকশিরোমণি শ্রীশচী-মিশ্রের আনন্দের সহিত চন্দ্রকলার ন্যায় দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইবার লীলা প্রদর্শন করিলেন। মূলে সর্ব্বপিতা হইয়া নিত্য-বৎসল রসিক দম্পতিকে সেবাসুখ প্রদানার্থ তাঁহাদিগের স্নেহবাৎসল্য-সেবা অঙ্গীকার করিয়া নিজেকে তাঁহাদের লাল্য ও পাল্যরূপে প্রকাশিত করিলেন। প্রাকৃত জগৎ অপ্রাকৃত ধামেরই হেয় প্রতিফলন। প্রাকৃত রসসমূহ পরম চমৎকারময় ও অপ্রাকৃত রস-কদম্বেরই হেয়তাময় বিকৃত প্রতিবিম্ব প্রাকৃত জনের ফলভোগময়ী স্বসুখপরা কর্ম্মচেষ্টা বা অপস্বার্থ, স্বার্থগতি শ্রীভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা সেবাসুখতাৎপর্য্যময়ী ভক্তিচেষ্টারই বিকৃত রূপান্তর, তাহা স্বচরিতে জগজ্জীবকে শিক্ষা-দানার্থ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার শৈশবলীলায় আপ্তবর্গের দ্বারা বিষ্ণুরক্ষা, দেবীরক্ষা প্রভৃতি স্তোত্র পাঠ করাইয়া আপ্তবর্গের বাৎসল্যময়ী সেবা স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কৃপা করিয়াছিলেন।

এইরূপ লীলায় একদিকে তাঁহার নিজ-নিত্যসেবকগণের রসসিন্ধুবিবর্দ্ধন-কার্য্য, অপরদিকে জগজ্জীবের প্রতি শিক্ষারূপ গূঢ় তাৎপর্য্য নিহিত রহিয়াছে। ইহার দ্বারা বালক-শিরোমণি শ্রীগৌরচন্দ্র জগজ্জীবকে জানাইলেন, প্রাকৃত পিতা-মাতা বা আত্মীয় স্বজনের জড়মায়ামুগ্ধতা এবং তন্নিবন্ধন নিরয়-প্রাপণী কর্ম্ম-চেষ্টা, আর অপ্রাকৃত ভক্ত-রসিকগণের চরিত্রে প্রকাশিতা বিশুদ্ধসত্ত্বময়ী চিচ্ছক্তি যোগমায়া-বিরচিতা চেষ্টা বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের নিকট জড়মায়ামুগ্ধতার ন্যায় প্রতীয়মানা হইলেও কখনই এক নহে। সেবা ও কর্ম্মচেষ্টা বাহ্যাকারে দেখিতে এক হইলেও একটীর অবস্থান বিরজা-ব্রহ্মলোকের অতীত-বৈকুণ্ঠ-ভূমিকায়, আর একটীর অবস্থান দেবীধামে। একটী নিরয়প্রাপণী, আর একটী পরমপুরুষার্থ-প্রদায়িনী, একটী—কাম, আর একটী - প্রেম।

ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষার ফল

——::(*)::——

(৪৫৫ বর্ষপূর্ত্তি)

মধ্যম বিভাগ

১। শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী
২। শ্রীরাঘবচৈতন্য ব্রহ্মচারী

সাধারণ বিভাগ

৩। শ্রীসজ্জনসঙ্গ ব্রহ্মচারী
৪। শ্রীউপেন্দ্রশরণ দাসাধিকারী
৫। শ্রীসাধনভজন দাসাধিকারী

আসানসোলে প্রচার

গৌড়ীয়-মিশনের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ বর্দ্ধমান-জেলার বিভিন্ন পল্লীগ্রামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়া গত ২৫শে অক্টোবর আসানসোলে উপস্থিত হন। ব্রহ্মচারীজী তথায় দুই সপ্তাহ যাবৎ শ্রীযুত মুরারিমোহন ঘোষ, শ্রীযুত শরৎচন্দ্র রায় কাব্যতীর্থ ও শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী বি-এ প্রমুখ সজ্জন-গণের বাসভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং সমাগত শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের নিকট প্রশ্নোত্তর-প্রদানমুখে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ভক্তিশাস্ত্রীজী তথায় গত ১০ই নভেম্বর পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়া তথা হইতে রওনা হইয়া বর্ত্তমানে ধানবাদ-সহরে প্রচার করিতেছেন।

———

চট্টগ্রামে প্রচার

গৌড়ীয়-মিশনের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু বর্ত্তমানে চট্টগ্রাম-জেলার বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিতেছেন।

———

শ্রীধামে বিরহ-মহোৎসব

—— ::(*): ——

গত ৬ই পৌষ, ২১শে ডিসেম্বর, রবিবার শুক্লা তৃতীয়া-তিথিতে শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-উৎসব শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে পরমারাধ্যতম আচার্য্য-বর্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও নির্দ্দেশানু-সারে যথাবিহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ঐ দিবস প্রাতে যথাসময়ে উষঃকীর্ত্তন, শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক-কীর্ত্তন, শ্রীমন্দির-পরিক্রমা প্রভৃতি ভক্তাঙ্গসমূহ অনুষ্ঠানের পর ৭টা হইতে প্রায় ৮॥০টা পর্য্যন্ত উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-রাগতীর্থ প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর" প্রভৃতি বিরহ-সূচক গীতি কীর্ত্তন করা হয়। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকের পর শ্রীধাম-মায়াপুরবাসী গৃহস্থ ভক্ত পুরুষ ও মহিলাগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অনন্তর অপরাহ্ণ প্রায় ২॥০ ঘটিকার সময় শ্রীঅবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে সমবেত ভক্ত ও সজ্জনমণ্ডলীর সমক্ষে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া শ্রীভক্তিসন্দর্ভ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং "শ্রীশ্রীজীবপ্রভু সংখ্যা" 'গৌড়ীয়' হইতে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর সম্বন্ধে লিখিত সমস্ত কথা সন্ধ্যারাত্রিকের পর পাঠ ও আলোচনা করিবার জন্য কৃপাদেশ করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছা ও কৃপাদেশানুসারে উক্ত সংখ্যা গৌড়ীয়ে প্রকাশিত "শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু"-শীর্ষক প্রবন্ধটী প্রায় ২॥০ ঘণ্টাকাল পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন। পাঠের আদি ও অন্তে গৌরবিহিত কীর্ত্তন করা হয়।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অভাষ্ট কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

১৬শ বর্ষ ২৩ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১১ই পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৬শে ডিসেম্বর, ইং ১৯৪১, শুক্রবার } ২৩৬তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ নারায়ণ, নিধি গর্ভোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

আমার দুর্দ্দৈবের কথা

(১)

আমি অনেক সময় বলিয়া থাকি,—"হে গুরুদেব! হে বৈষ্ণবঠাকুরগণ! আমার অনেক দোষ ভুল-ত্রুটি-অপরাধাদি দুর্দ্দৈব আছে, কিন্তু আমি সেগুলি ছাড়িতে পারিতেছি না, আপনারা আমাকে কৃপা করুন—আমাকে এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার করুন—আমার মঙ্গল বিধান করুন।" আমি এই কথা বহুবার বলিলেও সত্যসত্যই আমার ভক্তির বাধক বা প্রতিকূল কথাগুলি শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে শুনিতে চাই কি? কিংবা শুনিয়া তাহা বর্জ্জনের জন্য আন্তরিক যত্ন-চেষ্টা প্রদর্শন করি কি? যদি অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য নিরপেক্ষ হইয়া আমার মনোবৃত্তিটী—চিন্তাস্রোতগুলি তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করি, তাহা হইলে বেশ বুঝিতে পারিব যে, ঐপ্রকার কথাটা বলিতে হয়, তাই বলি। কিন্তু বাস্তবিক শ্রীগুরুবৈষ্ণব-গণের নিকট হইতে আমার দুর্দ্দৈবের কথা শুনিতে চাহি না ও শুনিয়া নিজে শোধিত হইতে প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হই না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি শুনিতে চাই ও শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা গ্রহণ করিতে চাহা না থাকে, তবে ওরূপ কথা শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের নিকট বলি কেন? তদুত্তরে এই যে,—সরলতা ও কপটতা—এই দুই রকমের চিত্তবৃত্তি লইয়া আমি ঐরূপ কথা বলিয়া থাকি। আমি বহু জন্ম-জন্মান্তরে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির ফলে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজন-ক্রিয়া করিয়া থাকি। আমার হৃদয়-গুহাচায় বহুপ্রকারের অনর্থ-মল আছে, তাহার মধ্যে কোন কোনটী বুঝিতেও পারি এবং সেগুলিকে হেলাও করিতে থাকি—আমার ইচ্ছা নয় যে, ঐ অনর্থগুলি থাকুক, কিন্তু অভ্যাসবশতঃ সেইগুলি আসিয়া পড়ে, ছাড়িতে পারি না। সেইজন্য পরে কিছু কিছু অনুতাপও হয়, তখন বলিয়া থাকি,—"হে গুরুবৈষ্ণবগণ! আপনারা কৃপা করুন—আমার দুর্দ্দৈবগুলি বলিয়া দিন, কি উপায়ে ঐ অনর্থ দূর হইবে, তাহা বলুন" ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে যে কয়টী অনর্থ আমার নজরে পড়ে, তাহা ছাড়া আরও যে অসংখ্য অনর্থ আছে, সে-কথা আমার মাথায় ঢোকে না, তাই আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীগুরুদেব, শ্রীআচার্য্য-দেব ও তদনুগ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কৃপাপূর্ব্বক আমার অজানা দোষগুলি বলিয়া দিলেও আমি তাহা শুনিতে চাই না। কারণ, তখন আমি মনে করি, আমার যেসব অনর্থ আছে, সেগুলি ত' আমি নিজেই বেশ বুঝিতেছি, কিন্তু তাঁহারা যে দোষের কথা বলিতেছেন, সে বিষয়ে ত' আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ আছি।

এরূপভাবে আমি আমার নিজের ক্ষুদ্র ভ্রমপূর্ণ বিচারকে বহুমানন করিয়া থাকি। আমার দৃষ্টির অগোচরে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে অসংখ্য মলিনতা জমাট বাঁধিয়া আছে, সে সব যে আমার দেখিবার ক্ষমতা নাই, বুঝিবার শক্তি নাই। ঐগুলি কেবল শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের দিব্যদর্শনরূপ সার্চ্চলাইটে ধরা পড়ে, তাহা আমার বুদ্ধিতে আসে না, দৈবী মায়া আমাকে বুঝিতে দেয় না। তাই শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ আমার অনর্থের কথা—দুর্দ্দৈবের কথা আমাকে বলিলে কিংবা সঙ্গের বা অবস্থানের পরিবর্ত্তন করিয়া অনর্থের হাত হইতে আমাকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিলে সেই কথাটী কিংবা ঐপ্রকার ব্যবস্থা বা ব্যবহার আমার প্রীতিপ্রদ হয় না, কারণ, আমার অন্তরের গভীর প্রদেশে লুক্কায়িত যে ক্ষীণ আকারের ভোগপ্রবৃত্তি, (যাহা আমি কিছুতেই জানিতে পারি না—যেটী ইন্ধন পাইলে ক্রমে ক্রমে বিকসিত হইয়া অট্টালিকায় বটবৃক্ষ উৎপন্ন হওয়ার মত ভবিষ্যতে বিশেষ অনিষ্ট করিবে) তাহার ব্যাঘাত ঘটে। তখন আমি মনে করি, কোন নিন্দাপ্রিয় ব্যক্তি নিশ্চয়ই আমার বিরুদ্ধে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের নিকট মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছে, তাহার ফলে এই ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহার কথা শুনিয়া শ্রীল আচার্য্য-দেব ও বৈষ্ণবগণ আমার সম্বন্ধে খারাপ ধারণা করিয়াছেন এবং সেইজন্য আমি তাঁহাদের অপ্রীতিভাজন হইয়া পড়িয়াছি অথবা বলিয়া থাকি,—তিলকে তাল করিয়া বলার মত সামান্য দোষ (এই তিল পরিমাণ সামান্য দোষটীও অন্তরে স্বীকার করি না) অতিশয় বিস্তৃত হইয়া পৌঁছানর দরুণ আমি তাঁহাদের ঘৃণার পাত্র হইয়াছি, সুতরাং আমার এখানে না থাকাই ভাল।

এইরূপ বিচারের বশবর্ত্তী হইয়া আমি কখনও মনে করি,—শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণব-গণের প্রীতির কাজই যখন করিতে পারিতেছি না, তখন এখানে (শ্রীগুরুগৃহে বা মঠে) থাকিয়া লাভ কি? এখানে বাস করিয়া বরং অপরাধ সঞ্চয় করিতেছি, অতএব বাড়ী যাওয়াই ভাল বা নির্জ্জনভজন করাই ভাল, সেখানে অসৎসঙ্গে থাকিলেও আর কিছু হউক বা না হউক, অপরাধ ত' হইবে না। আর আমার কপাল মন্দ, হরিভজন আমার দ্বারা হইল না।

আবার সময় সময় ভক্তগণের বলিবার প্রণালীর দোষ বিচার করিয়া বলি যে, তাঁহারা আমার দোষের কথা কটাক্ষ করিয়া বা ঠারে-ঠুরে এরূপভাবে বলিবার দরকার কি? ইহা অপেক্ষা সোজাসুজি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়াই ত' ভাল। তখন সময় সময় আমার এরূপ অবস্থা হয় যে—আমার মানের লাঘব হইতেছে মনে করিয়া অভিমানে আমি এত মত্ত হইয়া পড়ি যে, অসংযত হইয়া ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে শ্রীগুরুবৈষ্ণব বা তদনুগ জনের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া ফেলি, নিজে অমানী হইয়া মানদধর্ম্ম বজায় রাখিতে পারি না। তাঁহাদিগকে আমা অপেক্ষা ছোট মনে করি, কত রকমের কত অন্যায় কথা বলি—অপরাধজনক ব্যবহার করি। আবার বিপথগামী কপটীদের আদর্শ দেখাইয়া বলি যে, অমুক অমুক ব্যক্তিরও ত' ঐ সব দোষ আছে, তবে আমার পাকাটাই কি এত দোষের হইল? তখন আমার অবস্থাটী ঠিক ভূতে-পাওয়া লোকের মত হয়, এইপ্রকার আমার আর কত দুর্দ্দৈবের কথা প্রকাশ করিব? এমতাবস্থায় আমার আত্মরক্ষার জন্য কি প্রকার বিচার অবলম্বন করা প্রয়োজন, তদ্বিষয়ে এখন একটুকু আলোচনা করা যাউক। আমি মনে করি, আমার দোষগুলি যখন নিজে নিজে বুঝিতে পারি, তখন অন্যে যাহা বলিয়াছেন, সে-সব মিথ্যা বা অতি সামান্য। আমার এইপ্রকার ধারণাটা হওয়া মঙ্গলজনক নহে; কারণ ইহাতে দাম্ভিকতা বাড়িয়া যায়—নিজের হৃদয় শুদ্ধি মার্জ্জন করিবার চেষ্টাটা ক্রমে ক্রমে লোপ পায়, আমি অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিতে থাকি। সেই সময় আমার বিচার করা উচিত যে, আমি

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা প্রত্যেক শ্রদ্ধালু-সন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বন্ধুজীব, সুতরাং সম-সম্পাদ-বরণা-টীব ও বিপেক্ষা—এই চারিটী দোষ আমাতে থাকিবেই থাকিবে। বাহাতে নিজের দোষ-গুণের নিরপেক্ষ বিচার করিবার অনতা আমার নাই। তাই আমার অনর্থ বা তাহাদের কথা কেহ দয়া করিয়া বলিয়া দিলেও তাহা স্বীকার করিতে চাহে না। এমন কি, নিজে ঐ সব চিত্তাকর্ষণী বিপদের বন্ধুকেও শত্রু মনে করিয়া থাকি। হায় হায়! ইহা অপেক্ষা আমার দুর্দৈবের বিষয় আর কি হইতে পারে? হে দুর্দৈব মন! তবে পাবণ মন! আমি আমার এই-সকলের পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, আমার মন-প্রাণ আমার পরি সর্ব্বক্ষণ অকপটে নিবেদনকারী শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণকে আপন, আত্মীয় ও পরম বান্ধব জ্ঞান না করিয়া বেদান্তে আনি, শাস্ত্রে, পরমার্থজ্ঞানে বোলিবেন ও আদেশ ও উপদেশ পালন ও গ্রহণ করিয়াছি, তাহারই আজ আমার এই দুরবস্থা—আজ আমি এইরূপ দুর্দৈবগ্রস্ত। ভাবুককে মন্দজ্ঞান, উপকারককে অপকারজ্ঞান, মঙ্গলকে অমঙ্গলজ্ঞান, সৌভাগ্যকে দুর্দৈবজ্ঞান, প্রকৃত বন্ধুকে পরম শত্রু জ্ঞান, আমারকে ভক্তকারজ্ঞান, অমৃতকে মন্দজ্ঞান, দুর্দৈব বা দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যজ্ঞান, অত্যন্ত অহিতকারী পরম শত্রুকে অত্যন্ত হিতৈষী পরম বন্ধুজ্ঞান,—এ প্রকার ভ্রম, বুদ্ধি-বিপর্য্যয় বা কিসের উদয় হইয়াছে—তোমাকে অনায়াস হাসনে বসাইয়া—তোমার নিমানিক কালা-তোমার খেয়াল বা পাগলামতমত কার্য্য করিয়া। অতএব আর না! আর না! এখন হইতে এ বিষয়ে দৃঢ়রূপে সাবধান হইব। আর এই ভণ্ড পাষণ্ড মনের কথা শুনিব না। কেহ আমার দোষ ধরিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি রুষ্ট, মনঃক্ষুণ্ণ বা অসন্তুষ্ট হইব না, তাহাকে শত্রু মনে করিব না অথবা তাহা নিন্দা ভাবিব না, সামান্য দোষ ধরিব না।

অন্তর্যামী ও শ্রীগুরুবৈষ্ণবদোষী শাস্ত্রজ্ঞানিগণ যখন আমার সঙ্গের কিংবা অবস্থানের পরিবর্ত্তন করেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, তাঁহারা শনী বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা করিলেন, এইরূপ না করিলে আমার অনিবার্য্য পতন হইত হারভজন হইতে চ্যুতি হইত। আর একটী কথা,—শাস্ত্রজ্ঞানী শ্রীআচার্য্যদের ও বৈষ্ণবগণ কোন নিন্দুক ব্যক্তির মিথ্যা অভিযোগ শুনেন না, বরং তাঁহারা যে অন্যায় কার্য্য করিতে পারেন—তাহা হইয়াছে তাহা সত্য ও যাহা হয় সবই তাঁহারা জানিতে পারেন। তাঁহারা ত' বন্ধুভাব নহেন। তাঁহাদের সম্মুখে যে স্থানে যাইতে পারে, আমাদের কোথায় কি দোষ আছে, ত্রুটী আছে, কপটতা আছে, অপরাধ আছে তাহা সমস্তই শ্রীগুরুবৈষ্ণব সম্পূর্ণরূপে বিদিত আছেন। আমাদের কি উদ্দেশ্য আমরা কখন কিভাবে কি কথা বলি, কিভাবে কি কার্য্য করি, আমাদের ভাব-ভাব, চাল-চলন, বিচার আচার, কার্য্য-কলাপ, চিন্তাধারা, নাড়ী-নক্ষত্র প্রভৃতি কিছুই তাঁহাদের অবিদিত নহে। তাঁহাদের বিচার সম্পূর্ণ নির্ভুল। তাঁহাদের চোখে ধূলি দিয়া কেহ নিদোষকে দোষী, আবার দোষীকে নির্দ্দোষ খাড়া করিতে পারে না সামান্য দোষকেও অত্যন্ত বিস্তৃত করিয়া তাঁহাদের কাছে পৌঁছাইতে পারে না। আবার তাঁহাদের শত্রু বা অপ্রীতিভাজনও কেহ নাই অথবা ঘৃণার পাত্রও কেহ নাই। জীবমাত্রই তাঁহাদের প্রিয়, তাই আজ তাঁহারা ভাবের দুঃখে অধিক হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন, ভাবের দুঃখ দূরে উৎপাটিত করিবার জন্য অহর্নিশ তাঁহাদের কত চিন্তা, কত চেষ্টা। তাঁহাদের ঘৃণার পাত্র কোন জিনিষটা? এ বে আমার হিতৈষীগণের অন্যায় দোষ-দর্শন-রূপ কলঙ্ক কালিমা শ্রীগুরুরূপ পূর্ণশশধরে আরোপ করি, তাঁহারা ঘৃণা করেন তাহা করিতে উপদেশ দেন

ক্রমশঃ

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন—বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণে পার্থক্য কি?

উত্তর—সাধারণে বিষ্ণু উপাসকই বৈষ্ণব, আর নিগুণ বিষ্ণু উপাসকই ব্রাহ্মণ। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও বিষ্ণু অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের আবির্ভাবত্রয়, বস্তুতত্ত্বের নাম—ব্রাহ্মণ এবং বস্তুতত্ত্ব ভগবদুপাসকের নাম 'বৈষ্ণব'। পূর্ণাবির্ভাব তত্ত্ব ভগবান্ এবং অসম্যক্ আবির্ভাব তত্ত্ব বস্তু। সুতরাং সম্বন্ধজ্ঞানময় ব্রাহ্মণই ভক্তি করিয়া বৈষ্ণব হইতে পারেন। নির্ব্বিশেষবাদিগণ বিবর্ত্তবাদ-অবলম্বনে ব্রহ্মের যে পাঁচপ্রকার সগুণ-উপাসনা বর্ণনা করিয়া থাকেন, তাহা অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বের নিদেশক নয়। বিবর্ত্তবাদী ব্রাহ্মণ অভিমান করিতে গিয়া সকাম অশুদ্ধ তেই ব্রাহ্মণেতর আবদ্ধ, স্থির করেন, কিন্তু জীবের স্বরূপে ব্রহ্মজ্ঞ-ধর্ম্মই নিত্য-বর্ত্তমান। শুষ্ক কথায় মায়াবাদের হাত হইতে নিস্তার পাইলে ব্রাহ্মণ আর মশ্র ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব হইতে পারেন। শ্রীল শঙ্কর গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া আমাদিগকে শিখাইয়াছেন,—

বাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোটা বিষ্ণুভক্তো
বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্তেকো
বিশিষ্যতে॥

অর্থাৎ সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, সহস্র যাজ্ঞিক অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্ত-শাস্ত্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ববেদান্ত-শাস্ত্রজ্ঞ কোটী ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন একান্তী ভক্ত শ্রেষ্ঠ।

প্রশ্ন—বৈষ্ণবেরাও কি ব্রাহ্মণ?

উত্তর—বৈষ্ণবেরাও ব্রাহ্মণ। উপরি-উক্ত শ্লোকেই ত' প্রমাণিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণতা বৈষ্ণবতার সর্ব্বনিম্ন সোপান, বৈষ্ণবতা ব্রাহ্মণতা অপেক্ষা অনেক বড় জিনিষ, বৈষ্ণবের দাসই ব্রাহ্মণ। যেমন—একলক্ষ টাকা যাঁহার আছে, তাঁহার সহস্র টাকাও আছে, সেরূপ যিনি বৈষ্ণব, তিনিও 'ব্রাহ্মণ'। বৈষ্ণবতার অন্তর্ভুক্তই ব্রাহ্মণতা।

প্রশ্ন—বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণতা ও বৈষ্ণবতার এইসব বিচার ত' কেহ করে না। বৈষ্ণব বলিলেই যেন লোকে অন্য কি রকম ভাবিয়া থাকে। ইহার কারণ কি?

উত্তর—শাস্ত্রের বা মহাজনগণের বিচার লোকে ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়াই এই বৈষ্ণবতার সর্ব্বোচ্চ আসন আলোচনা ও আচার-প্রচারের অভাবে জগতে হেয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে বলিয়াই ভগবদিচ্ছায় জগতে গৌড়ীয় মিশন বা গৌড়ীয়মঠের আবির্ভাব হইয়াছে। যে-সকল মনুষ্য ব্রাহ্মণতা বিস্মৃত হইয়াছে—'বৈষ্ণবের দাস্যই জীবের ধর্ম্ম' ইহা ভুলিয়া যাহারা শূদ্র, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজবৃত্তিতে ধাবিত হইতেছে, সেই সকল মনুষ্যকে ব্রাহ্মণ বৃত্তিতে পুনরায় উদ্বোধন করিবার জন্য—দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপন করিবার জন্য গৌড়ীয়মঠ চেষ্টা করিতেছেন। গৌড়ীয়মঠ জগতে প্রকৃত দেববর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপন করিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥

অব্রাহ্মণ কখনও গুরু হইতে পারে না গুরু মানেই—ব্রাহ্মণ। যিনি শোক করেন, কিংবা যিনি ভবের চেষ্টায় ধাবিত, তিনি গুরু নহেন। লোকে পরিচিত থাকুন শূদ্র বলিয়া, সন্ন্যাসী বলিয়া, তথাপি তিনি কৃষ্ণ-তত্ত্ববিদ্ হইলে ব্রাহ্মণ—গুরু। যিনি কৃষ্ণ-তত্ত্ববিদ্ অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞানের পূর্ণপ্রতীতি-বিষয়ে আতঙ্ক, তাঁহাতে আনুষঙ্গিকভাবে ব্রাহ্মণতা আছে, তিনি নিশ্চয়ই অব্রাহ্মণ নহেন। শ্রীমদ্ভাগবতে এই সব কথার বিচার আছে,—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো
বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব
বিনির্দ্দিশেৎ॥

শ্রীধরস্বামী টীকায় বলিয়াছেন,—"শমাদিভবের ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো মুখ্যো ন জাতিমাত্রাৎ। তদাদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তত্তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেন-ত্যর্থঃ।" অর্থাৎ শমাদি গুণ দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্থির করাই প্রধান ব্যবহার। সাধারণতঃ জাতি দ্বারা যে ব্রাহ্মণত্ব নিরূপিত হয়, কেবল সেটাই নিয়ম নহে,—ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্যই ভাগবত 'যস্য যল্লক্ষণং' শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। যদি শ্রৌক্ত-ব্রাহ্মণ ব্যতীত অর্থাৎ যাহার 'ব্রাহ্মণ' সংজ্ঞা নাই, এইরূপ ব্যক্তিতে শমাদি-গুণ দেখা যায়, তাহা হইলে তাহাকে জাতি-নিমিত্ত বাধা না করিয়া লক্ষণ দ্বারা অবশ্য তাহার বর্ণ নিরূপণ করিতে হইবে, অন্যথা প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য যে সময় নদীয়ায় বাস করিতেন, সেই সময় সেখানে অসংখ্য কুলীন ব্রাহ্মণের বাস ছিল। নবদ্বীপে মিশ্র, চক্রবর্ত্তী, ভট্টাচার্য্যের অভাব ছিল না, তাহার সাক্ষ্য আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যেই দেখিতে পাই। কিন্তু আচার্য্যের অগ্রণী শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান করিবার একটীও প্রকৃত ব্রাহ্মণ খুঁজিয়া পাইলেন না। শেষে যবনকুলে আবির্ভূত ঠাকুর হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান করিয়া পিতৃপুরুষের সম্মান করিলেন, আর হরিদাস ঠাকুরকে বলিলেন,—"তুমি খাইলে হয় কোটী ব্রাহ্মণ ভোজন।"

প্রশ্ন—কিন্তু বর্ত্তমান কালে বৈষ্ণবসমাজে এইরূপ আচার নাই কেন?

উত্তর—সবই কালপ্রভাবে লুপ্ত হইয়া যায়। মহাপ্রভু যেসকল শিক্ষা দিয়াছিলেন, আজকাল তাহা কিরূপ বিকৃত হইয়া গিয়াছে। আজকাল ধর্ম্মের নামে ব্যবসায়, ব্যভিচার, কপটতা, লোকঠকানটাই বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিয়া বাজারে চলিতেছে। এই সকল সত্যকথা বলিতে গিয়া একজনে শ্রীচৈতন্যভাগবতের লেখক ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন, এমন কি ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের আরাধ্যদেব স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পর্য্যন্ত কিরূপ নির্য্যাতিত হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার আভাস আমরা ঠাকুর বৃন্দাবনের লেখনীতে দেখিতে পাই। লেখার ভিতরে সব কথা বিস্তৃতরূপে—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে থাকে না, অনেক সময় অনেক ঘটনার ভিতরে কতকগুলোর কিছু কিছু আভাসমাত্র থাকে। নিত্যানন্দপ্রভু এই সব কথা প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া নিত্যানন্দকে নিন্দা করিবার পর্য্যন্ত লোকের অভাব ছিল না। তাই প্রতি-কথায় ঠাকুর বৃন্দাবনকে বলিতে হইয়াছিল,—

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তা'র শিরের উপরে॥

কতদূর নির্য্যাতিত হওয়ার পর ঠাকুর বৃন্দাবনকে চৈতন্যচরিত লিখিতে গিয়া গ্রন্থ মধ্যে লিখিতে হইয়াছিল,—"রাক্ষসাঃ কলি-মাশ্রিতা,' "শ্বপাকমিব নেক্ষেত" ইত্যাদি। এমন কি, ঐসকল লোক ঠাকুর বৃন্দাবনের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অমূলক গল্প রচনা করিয়াছিল। ঠাকুর হরিদাস যবনকুলে

আবির্ভূত হইলেও ভগবদ্ভক্তগণ তাঁহাকে ব্রাহ্মণের গুরুসম্ভারে সম্মান করিতেন। তাই অদ্বৈতনন্দন আচার্য্য, রামানন্দ বসু প্রভৃতি অত্যুচ্চকুলে উদ্ভূত ব্যক্তিগণও হরিদাসের সঙ্গ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই—অদ্বৈতাচার্য্য হরিদাসকে পিতৃ-পুরুষের শ্রাদ্ধ-পাত্র প্রদান করিতে—শান্তিপুরে নিজগৃহে হরিদাসের সঙ্গে এক পংক্তিতে মহাপ্রভুর প্রসাদ ভোজন করিতে কোন দ্বিধা বোধ করে নাই। মহাপ্রভু স্বয়ং হরিদাসের নির্য্যাণকালে হরিদাসকে কোলে করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, সকল ভক্তকে হরিদাসের পাদোদক পান করাইয়াছিলেন। যাহাদের এই সব আচরণ দেখিবার চক্ষু নাই, তাহারাই বৈষ্ণবকে অবাহ্মণ-জ্ঞানে বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি করিয়া স্ব-স্ব নরকের পথ পরিষ্কার করিতেছে।

শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত গোস্বামী

——::(*)::——

পৌষী শুক্লা তৃতীয়া-তিথি শ্রীল জগদীশ গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-তিথি বলিয়া খ্যাত। গত ৬ই পৌষ, ২১শে ডিসেম্বর, রবিবার উক্ত তিথিতে শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীল পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-উৎসব যথাবিধি সম্পন্ন হইয়াছে।

'শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'য় শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে,—"আসীদ্ ব্রজে চন্দ্রহাসো নর্ত্তকো রসকোবিদঃ। সোঽহং নৃত্যবিনোদী শ্রীজগদীশাখ্যপণ্ডিতঃ॥" "অপরে যজ্ঞপত্ন্যৌ শ্রীজগদীশ-হিরণ্যকৌ। একাদশ্যাং যথোল্লঙ্ঘ্য প্রার্থয়িত্বাঽঽঽহৃতং প্রভুঃ॥" (গৌঃ গঃ—১৪৩, ১৯২)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন,—

জগদীশ পণ্ডিত, আর হিরণ্য মহাশয়।
যাঁরে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময়॥
এই দুই-ঘরে প্রভু একাদশী-দিনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি' খাইলা আপনে॥
শ্রীজগদীশ পণ্ডিত হয় জগৎপাবন।
কৃষ্ণ-প্রেমামৃত বর্ষে, যেন বর্ষা ঘন॥
ব্যাবিচ্ছলে জগদীশ-হিরণ্য সদনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য খাইল একাদশী-দিনে॥
(চৈঃ চঃ আদি ১০।৭০ ৭১,১১।৩০,১৪।৩৯)

শ্রীজগদীশ পণ্ডিত পূর্ব্বদেশে গৌহাটী-নগরে আবির্ভূত হন। মাতাপিতার অপকটের পর তিনি গঙ্গাতীরে বাস ও বৈষ্ণব-সঙ্গে কাল কাটাইবার জন্য শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ-গৃহের নিকট আসিয়া বাস করেন। গৌরসুন্দর বাল্য-লীলায় শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের গৃহ হইতে একাদশী দিবস শ্রীবিষ্ণু-নৈবেদ্য আনাইয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌর-সুন্দর শ্রীজগদীশকে শ্রীহরিনাম প্রচারের জন্য শ্রীজগদীশক্ষেত্র শ্রীনীলাচলে গমন করিতে আদেশ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীজগদীশ পণ্ডিত নীলাচলে শ্রীনামপ্রচারের কালে শ্রীজগন্নাথদেবের নিকট প্রার্থনা করায় বলে শ্রীজগন্নাথ-শ্রীমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন এবং তাহা লইয়া আসিয়া চাকদহ-থানার অধীন গঙ্গাতীরস্থ যশড়া-গ্রামে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীব্রজে যিনি চন্দ্রহাস-নামে প্রসিদ্ধ রসজ্ঞ নর্ত্তক ছিলেন, তিনিই গৌরলীলায় নৃত্যবিনোদী শ্রীজগদীশ পণ্ডিত। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীজগদীশ পণ্ডিত-সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

আদি খণ্ডে জগদীশ-হিরণ্যের ঘরে।
নৈবেদ্য খাইলা প্রভু শ্রীহরিবাসরে॥
নিগূঢ়ে অনেক আর বৈসে নদীয়ায়।
পূর্ব্বে সবে জন্মিলেন ঈশ্বর-আজ্ঞায়॥
শ্রীচন্দ্রশেখর, জগদীশ, গোপীনাথ।
শ্রীমান্, মুরারি, শ্রীগরুড়, গঙ্গাদাস॥
প্রভু বোলে,—যদি মোর প্রাণ রখা চাহ।
তবে ঝাঁট দুই ব্রাহ্মণের ঘর যাহ॥
জগদীশ পণ্ডিত, হিরণ্য ভাগবত।
এহ দুই স্থানে আমার আছে অভীষ্ট॥
পরম বৈষ্ণব সেই বিপ্র দুইজন।
জগন্নাথ মিশ্র সহ অভেদ-জীবন॥

* * *

শুনিয়া শিশুর বাক্য দুই বিপ্রবর।
সন্তোষে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব কলেবর॥
দুই বিপ্র বোলে, বহা অদ্ভুত কাহিনী।
শিশুর এমত বুদ্ধি কভু নাহি শুনি॥
কেমতে জানিল আজি শ্রীহরিবাসর।
কেমতে বা জানিল নৈবেদ্য বহুতর॥
বুঝা যাউ,—এ শিশু পবন কারণ্য।
অতএব এ দেহে গোপাল-অধিষ্ঠান॥
এ শিশুর দেহে ক্রীড়া করে নারায়ণ।
হৃদয়ে বসিয়া সেহ বোলায় বচন॥
মনে ভাবি' দুই বিপ্র সকরুণ ভাব।
আনিয়া দিলেন করি' হরিষ অপার॥
দুই বিপ্র বোলে,—বাপ, খাও উপহার।
সকল কৃষ্ণের স্বার্থ হই। আমার॥
কৃষ্ণকৃপা হইলে এমত বুদ্ধি হয়।
দাস বিপ্র অন্যের এ বুদ্ধি কভু নয়॥
(শ্রীচৈঃ ভাগবত)

এস্থলে গৌড়ীয়-ভাষ্যে শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন,—'জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য-পণ্ডিত নামে দুইজন ব্রাহ্মণ গোক্রম-দ্বীপে বাস করিতেন। প্রভুর গৃহ হইতে হিরণ্য জগদীশ পণ্ডিতদ্বয়ের গৃহ একটু দূরে অবস্থিত ছিল। তাঁহারা হরিবাসরে (একাদশী দিবসে) প্রচুর পরিমাণে ভগবন্নৈবেদ্যের আয়োজন করিয়াছিলেন। একাদশী-দিবসে উপবাস-বিধি—কেবলমাত্র তাঁহাদের পক্ষে বিহিত, পরন্তু স্ব স্ব ইষ্টদেবোদ্দেশে নিখিল সেবোপকরণের একমাত্র উপভোক্তা অদ্বিতীয় ভোক্তা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পক্ষে উপবাসবিধি নাই বলিয়া ভগবান্‌কেই সেই দিবস নৈবেদ্য অর্পণ করিতে হয়। বৈষ্ণবগণ হরিবাসরে সর্ব্বপ্রকার ভোগ পরিহারপূর্ব্বক, অপর দিবসের ন্যায় গ্রহণ বা সেবনদ্বারা প্রসাদ সম্মানের বিধি স্বীকার করেন না, কিন্তু ভক্তপতি ভগবান শ্রীহরি তদীয় বাসরে ভক্তগণের প্রদত্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরনারায়ণও সেই সকল নৈবেদ্য ভোজন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন আরও জানাইয়াছেন—

জয় রূপসনাতনপ্রিয় মহাশয়।
জয় জগদীশ গোপীনাথের হৃদয়॥
জয় জগদীশ-গোপীনাথের ঈশ্বর।
জয় তড়ুক যত গৌরচন্দ্র-অনুচর॥
জগদীশ, গোপীনাথ কান্দেন নন্দন।
শ্রীধর, গরুড়-কান্দায়ে সর্ব্বজন॥
হরিদাস, মুরারি, শ্রীগর্ভ, নারায়ণ।
জগদীশ, গোপীনাথ, আদি ভক্তগণ॥
জগদীশ পণ্ডিত, হিরণ্য ভাগবত।
দুঁহারে চলিলা দুই কৃষ্ণরসে মত্ত॥
জগদীশ পণ্ডিত—পরম জ্যোতির্ধাম।
সপার্ষদে নিত্যানন্দ যাঁর ধন-প্রাণ॥
(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

ভক্তিটী একটি ক্রিয়া। নিষ্কপট হরি-ভজনপরায়ণ পুরুষ বা ভগবদ্ভক্ত প্রসাদ সেবা করেন ভোগ করেন না, আর ভাল ভাল খায় তাহা নয়। ভাত-ডাল খাওয়াটা কর্ম্ম। ভগবদ্ভক্তের প্রসাদ সম্মান বাহ্যদৃষ্টে কর্ম্মের মত দেখাইতে পাওয়া গেলেও তাঁহার দেহ-প্রাণ আত্মা ভগবৎসেবায় সমর্পিত বলে সেটা কর্ম্ম নয়, সেবা। মনোধর্ম্মিগণ ভজনীয় বস্তুর ও ভজনকারীর স্বরূপ-নির্ণয়ে অসমর্থ হ'য়ে ভক্তিকে কর্ম্মের সহিত এক মনে করেন।

ভগবদ্ভক্ত নৈষ্কর্ম্মবাদী, তাঁরা কর্ম্মের ধার দিয়াও যান না। ফুটা হাঁড়ীতে সব্জী রাখার ন্যায় কর্ম্মফলের দশা হয়। বাড়ীর দশ বার ছেলেদের খেলিবার তরিতরকারীর দামের নাম, চাষ্টকরা বাটীরির মত কর্ম্মের ফল। কর্ম্ম অপূর্ণজ্ঞানের উচ্চ প্রাপ্তি।

কতকগুলি কর্ম্মী মূর্খতাবশতঃ ভগবদ্-ভক্তের ও ভগবদ্ভক্তির নিন্দা করে থাকে, আর কতকগুলি কর্ম্মী জন্মজন্মান্তরে নরক ভোগ করিবার জন্য ইচ্ছাবশতঃ ভগবদ্ভক্তের নিন্দা কার্য্যে ধাবিত হয়। যেমন হরিতকী আর মিষ্টি, তেমন প্রেম আর ভোগ, ভক্তি আর কর্ম্ম। হরিতকী আপাতে কষায়, কিন্তু পরিণামে সুখ-প্রসবকারী—নজরানী, কিন্তু মিষ্টি আপাতে মধুর বোধক, পরিণামে কুধা উদ্রেকের মূলীভূত।

শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ একমাত্র কৃত্যসার। যাঁরা শান্ত, যাঁরা অপস্বার্থকে স্বার্থ মনে করেন, তাঁরাই প্রেয়ঃপথাবলম্বীকে শত্রু মনে করেন। যখন কেহ কৃষ্ণভজনে মনোনিবেশ করিতে অগ্রসর হ'ন, সত্যি সত্যি শ্রেয়ঃপথে চলিবার জন্য উন্মুখ হ'ন, তখন জগতের সৎকর্ম্মী, সুকর্ম্মী, বিকর্ম্মী, দেবতাগণ পর্য্যন্ত সকলে তাঁহাকে বাধা দেন।

আমরা গীতার ৩য় ষট্‌কে জ্ঞানের কথা পাই। জ্ঞানের অবতারস্বরূপে আদিদেব বিবস্বান্‌কে উপদেশ করে দেহ সম্বন্ধে বলা হয়েছে "দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবাহের স্থান। স্থূল দেহ মাতা পিতা হ'তে পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম দেহ নষ্ট হ'য়ে গেলেও সূক্ষ্মদেহ বাসনার প্রবৃত্তি বা বাসনা অনুসারে অন্যত্র গমন করে—ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, আবার বাসনানুযায়ী স্থূল দেহ গ্রহণ করে। যোগিসঙ্গী হ'লে যোগিং চিন্তা ক'রতে ক'রতে জীব মাতৃকক্ষিতে গিয়ে প্রবিষ্ট হয়।

বিষয়—এক শ্রীকৃষ্ণ—অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্র নন্দন, আর আশ্রয়—পাঁচপ্রকার। বিষয়ের অদ্বয়ত্ব, আর আশ্রয়ের বহুত্ব। বস্তু—একটী, তিনি—শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন। তিনি স্বয়ংরূপ, বাহিরের কোনরূপ তাঁর রূপ প্রকাশ করে নাই বা ক'রতে পারে না। তিনি নিরুপাধিক সত্তাকর,—যত রূপ, তাঁ' থেকে নির্গত। তিনি মূল বস্তু—সর্ব্বকারণ কারণ। শ্রীবলদেব—স্বয়ং-প্রকাশ। শ্রীবলদেব প্রভু সেই জিনিষ, নারায়ণও সেই জিনিষ—কারণার্ণবশায়ীও সেই জিনিষ। মায়ার অন্তর্গত স্বপ্নে যেরূপ ভেদ কল্পিত হয়, শ্রীবলদেব ও কৃষ্ণে, শ্রীনারায়ণ ও সেরূপ কোন ভেদ নাই। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামদেবে কোন ভেদ বস্তুতঃ কেহ দেখে নাই, কেবল লীলাগত বিচিত্রতা আছে মাত্র। মধুর রসে যে পার্থক্য, তাহা কেবল কৃষ্ণপাদপদ্মে আবদ্ধ। বৈকুণ্ঠে আছে প্রকার রস। বর্ত্তমানকালে, 'ভক্তি' কর্ম্মীদের অন্তর্গত বিবর্ত্তরূপে কল্পিত বা গৃহীত হ'চ্ছে। বর্ত্তমানে যাঁরা ভক্তির বাধক বা 'ভক্ত' বলে, নিজদিগকে মনে করেন, তাঁদেরও নিস্তার,—মনঃ-কল্পিতা ভাবনাময়ী তপ্ত অকপট স্মরণ (?) বা ঘটা বাঁচিয়ে দিবেই অনন্যময়ী ভক্তি হ'লো। আত্মার নিত্য উন্মেষিতা হ'লে ভক্ত মুক্ত যাঁরে না।

সাধারণ নৈতিক কর্ম্মিসমূহ নিস্তারের নিদান দিয়ে থাকে, ব্রহ্মসত্তার সন্ধান করে থাকে। যাঁরা বেদোক্ত কর্ম্মপদ্ধতিকে পূর্ণ [illegible] মনে করেন, [illegible] শ্রেণীর বিচার নাই, [illegible] দাবিবিচার নাই, [illegible] আনিয়া [illegible] করেন, [illegible] নিজের [illegible] বিচার করেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:০:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম তিন দিনের জন্য,	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৶০	।৶০	।০
" " টক্কি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি টক্কি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীভক্তিসরস্বতীমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর ভাগবতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব ধাম-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

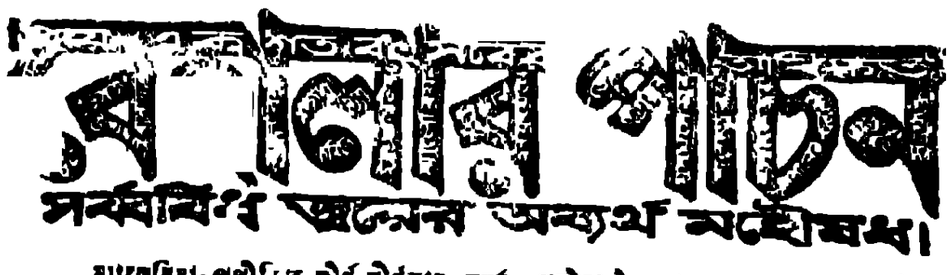

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

Regd. No. C 1544

পাক্ষিক পত্র

ভারত ও মালয়ের মধ্যে প্রাচীন সম্পর্ক

জাপান বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে, আমেরিকার তার দূতের সাহায্যে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে আলোচনা চালানোর অবস্থায় প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ, টাইল্যাণ্ড এবং মালয় উপদ্বীপের ব্রিটিশ ঘাঁটিগুলো হঠাৎ আক্রমণ করে বসেছে। মালয় উপদ্বীপ ভারতবর্ষের পূর্ব্ব দরের দুর্গ। ভারতবর্ষ রক্ষা করতে হ'লে আগে এই জায়গাটাই রক্ষা করা চাই। মালয় উপদ্বীপের প্রধান ঘাঁটি সিঙ্গাপুর কিছুদিন ধরেই জাপানের আক্রমণ আশঙ্কায় বিশেষভাবে প্রস্তুত হয়েছিল। যুদ্ধ এখন প্রায় সমস্ত মালয় সীমান্তেই চলেছে।

এজন্য মালয় উপদ্বীপ এখন আমাদের সবারই কাছে বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু মালয়ের বিশেষ পরিচয় আমাদের সবার জানা নেই. সুতরাং কিছু কিছু পরিচয় পাঠকদের দিচ্ছি।

মালয়ের উৎপন্ন জিনিষের মধ্যে কৃষিজ এবং খনিজ জিনিসই প্রধান। সব চেয়ে বেশি পাওয়া যায় রবার। রবার হয় ১৬-১৩৮০০ একর জমিতে। নারিকেল হয় ২৫১৮০০ একর জমিতে, ধান হয় ১৭৭০০০ একর জমিতে, তেলের জন্য পাম গাছ হয় ৩৬৭০০ একর জমিতে, তা ছাড়া অনেক জমিতে আনারস, চা, কফি, তামাক এবং অনেক রকম ফল উৎপন্ন হয়। খনির কাজ খুব ব্যাপকভাবে হয়ে থাকে। ১৯৩৮ সা.ল ৪১০৭৯ টন টিন, ৪০২০৯ আউন্স সোনা, ৬০২ টন টাংস্টেন. এবং ৪৭৭৯০৮ টন কয়লা খনি থেকে পাওয়া গিয়েছিল। খনিতে ৫৭৬৩৩ জন মজুর নিযুক্ত আছে। মালয়ের জঙ্গলে ভাল ভাল কাঠ জন্মে। এই কাঠ ক্রমেই বেশি বেশি পরিমাণে হউরোপে চালান যাচ্ছে। এ ছাড়া গাটা পার্চা, আঠা, তেল, রেজিন এবং বেতও এইখানে প্রচুর উৎপন্ন হয়।

ভারতীয় অফিসার এবং সৈন্যগণ মালয় এবং সিঙ্গাপুর রক্ষায় প্রধান অংশ গ্রহণ ক'রেছে। মালয় এবং সিঙ্গাপুর রক্ষা করতে তারা এটা বুঝেছে যে আসলে তারা স্বদেশকেই রক্ষা করছে। পাঁচ ছয় লাখ ভারতবাসী বর্ত্তমানে মালয়ে নানা বিভাগে কাজ করছে। জমি চাষে তারা আছে—খনির কাজেও তারা আছে। মালয়ে যে রবার এবং টিন উৎপন্ন হয় তার বেশির ভাগ বিক্রি হয় আমেরিকায়। এর জন্য আমেরিকাকে যে টাকা দিতে হয়—সেই টাকার তারা নগদ দামে আমেরিকার বিমান এবং গোলা-বারুদ কিনতে সক্ষম হয়েছে।

মালয় দ্বীপে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর বাস। কাজেই ভারতীয় সৈন্যেরা সেই সব ভারতবাসীকেও রক্ষা করার কাজে লেগেছে। মালয়ে যে সব ভারতীয় বাস করে, তাদের অধিকাংশই মাদ্রাজী। মালয়ের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধ প্রাচীন কাল থেকে। তারপর ব্রিটিশদের প্রভাব বিস্তারের পর থেকে দুই দেশের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠেছে। ঐতিহাসিকরা বলেন, রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থেকে, এমন কি তারও আগে ঋগ্বেদের যুগ থেকে মালয়ের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে।

মালয়ে হিন্দু-সংস্কৃতি সম্বন্ধে মালয়ের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মিঃ রোল্যাণ্ড ব্রাডেল বলেন, মালয় উপদ্বীপে প্রথম সভ্যতা বিস্তার করে ভারতবর্ষ। তখন যে সব জাহাজ মালয়ে আসত তার নাবিক ছিল দক্ষিণ ভারতের তামিলরা। এখন যেসব দক্ষিণ-ভারতীয় লোকেরা সেখানে আছে, তাদের মালয়বাসীরা বলে "ওয়াং ক্লিং"। 'ওয়াং ক্লিং' কথাটার উৎপত্তি যে খ্রীঃ পূঃ ৮০০ শতকের স্থাপিত কলিঙ্গ রাজ্য থেকেই হয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মালয়ে বর্ত্তমানে যে ইসলামীয় প্রভাব দেখা যায় সেটাও ভারতবর্ষ থেকেই পাওয়া।

ভারতীয় বণিকেরা মালয়ে উপনিবেশ স্থাপন করলে। তারা প্রথমে বসে গেল মলক্কায়। মালয়ের এই অংশই পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসে। এখনও মলক্কাতে ভারতীয়েরা বাস করছে। এইখানে একটি হিন্দু মন্দির আছে। মলক্কায় সেইটিই সব চেয়ে প্রাচীন মন্দিরসমূহের একটি।

পেনাং এবং সিঙ্গাপুরের যে সব প্রাচীন দলিল পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, ভারতীয় বাসিন্দা এবং ভারতীয় বণিকদের কথার খুব উল্লেখ আছে। অনেকেরই জানা নেই যে, ১২০ বছর আগে ভারতবর্ষ থেকে সিঙ্গাপুরে এবং মালয়ে অন্যান্য জায়গায় অপরাধীদের পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত। এটা অবশ্য গৌরবজনক নয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর সাহায্যে তাদের বিশেষ উপকারও হয়েছে। যে সব ভারতীয় অপরাধীরা সিঙ্গাপুরে এসেছে, তারা কালক্রমে সেখানকার সমাজের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে পড়েছে—এবং সেখানে কাজে নিযুক্ত হয়ে গেছে। সিঙ্গাপুর সহরের উন্নতির মূলে আছে তারাই। সিঙ্গাপুরের আধুনিক ছুটো ইমারত—গভর্ণমেণ্ট হাউস ও সেণ্ট অ্যান্ড্রুজ ক্যাথড্রাল এরাই তৈরী করেছে। এরা অপরাধী-শ্রেণীভুক্ত হলেও অপরাধী বলতে আমরা এখন যা বুঝি এরা ঠিক সে রকম নয়।

প্রথম যে সব ভারতীয় অপরাধী সিঙ্গাপুরে যায়, তাদের মধ্যে মদ্রাজী ছিল ৮০ জন এবং বাঙ্গালী ছিল ১২০ জন। সিঙ্গাপুরে মজুর পাওয়া সহজ ছিল না। ক্রমে এরাই গিয়ে মজুরের কাজ আরম্ভ করে। এরা পথঘাট তৈরী করে, বাড়িঘর তৈরী করে—প্রকৃতপক্ষে সিঙ্গাপুর সহরটিকেই গড়ে তোলে। এখন অবশ্য মালয় এবং ভারতবর্ষের সম্পর্ক আর সেরকম নেই। এখন ভারতবর্ষকে রক্ষা করছে মালয়। জাপানের অন্যায় আক্রমণের ফলে মালয়-ভারতবর্ষের মধ্যে আর কোনো দূরত্ব নেই—আমরা পরস্পর অতি কাছে এসে পড়েছি।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনবীনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সদ্যস্ত কল্যাণকল্পতরু
=•=
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা
=•=
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনি

১৬শ বর্ষ | ২৪ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১২ই পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৭শে ডিসেম্বর, ইং ১৯৪১, শনিবার | ২৩৭তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৪ নারায়ণ, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

সমসাময়িক জগৎ

——::(*)::——

আধুনিক সভ্য জগতের অনেককে এতদিন গৌড়ীয়-মিশনকে প্রায়ই বলিতে শুনা গিয়াছে, "মহাশয়! শুধু হরিনাম প্রচার করিয়া বেড়াইলে কি দেশ উদ্ধার হইবে? চতুর্দ্দিকে যে দুঃখ-বহ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে—জীবকুল 'পরিত্রাহি' 'পরিত্রাহি' চীৎকার করিতেছে, তাহাদের সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য আপনারা বদ্ধপরিকর হউন—কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যাদির উন্নতিবিধান করুন—দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করুন—পীড়িতের শুশ্রূষা করুন—অন্নবস্ত্রহীন দরিদ্রগণকে প্রচুর অন্ন-বস্ত্র বিতরণ করুন—দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার জন্য যত্নবান্ হউন—দেশের রাস্তা ঘাট ভাল করুন—সকলের স্বাস্থ্য ভাল হউক, তবেই না দেশের উপকার করিতে পারিবেন, শুধু হরিকথা বলিয়া সময় নষ্ট করিলে দেশ আপনাদের দ্বারা আর কতটুকু লাভবান্ হইবে? তাহাদের এইসকল কথার উত্তর সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র 'গৌড়ীয়' ও 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে' বহুবার প্রদান করা হইয়াছে। অদ্য এ সম্বন্ধে সামান্য কয়েকটী মাত্র কথা বলিবার প্রয়াস করিতেছি।

সর্ব্বাগ্রে বর্ত্তমান জগতের মানবজাতিকে জিজ্ঞাসা করিতেছি,—হে ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনারা সকলেই ত' দশের বা দেশের ভীষণ দুঃখ-কষ্ট দেখিয়া তাহা নিবারণের জন্য এতাবৎকাল অহর্নিশ কায়মনোবাক্যে কতভাবে কত যত্ন-চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন— কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যাদির কত উন্নতি বিধান করিয়াছেন ও করিতেছেন—কত দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ও করিতেছেন—কত পীড়িতের শুশ্রূষা করিয়াছেন ও করিতেছেন—অন্ন-বস্ত্রহীন দরিদ্রগণকে কত প্রচুর অন্ন-বস্ত্র বিতরণের আয়োজন করিয়াছেন ও করিতেছেন—দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার জন্য কতপ্রকারের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন ও করিতেছেন—দেশের কত রাস্তা-ঘাট ভাল করিয়াছেন ও করিতেছেন, কত ভাল ভাল স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন, আপনাদের এত প্রাণপাত পরিশ্রম, অধ্যবসায়, যত্ন-চেষ্টার শেষ ফল কি পাইতেছেন বা প্রত্যক্ষ করিতেছেন?—আজ সমস্ত জগতের কি অবস্থা লক্ষ্য করিতেছেন? কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যাদির এত উন্নতি, এত দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন, পীড়িতগণের শুশ্রূষা, অন্ন-বস্ত্রহীন দরিদ্রগণকে প্রচুর অন্ন-বস্ত্র প্রদান, দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করা, দেশের রাস্তাঘাট ভাল করা, সকলের স্বাস্থ্যলাভের ব্যবস্থা করার ইহাই কি শেষ ফল?—পরিণামে বা শেষে এই ফললাভের জন্যই কি আপনাদের এত মেধা, এত বুদ্ধি, এত পাণ্ডিত্য, এত বিচার, এত যুক্তি, এত চতুরতা, এত কৌশল, এত বল, এত পরিশ্রম-যত্ন-চেষ্টা? এইপ্রকার সুযোগ, সুবিধা, সুখ-শান্তি পাইবার জন্যই কি আপনাদের এত উদ্যম—এত উৎসাহ? ইহাই কি আপনাদের এত ভদ্রতা, এত সভ্যতা, এত বাহাদুরী, এত গুণ-গরিমার শেষফল। একই সময় এক হাতে একটা রোগীর প্রাণরক্ষার জন্য তাহার কত সেবা-শুশ্রূষা করিতেছেন, আর অপর হাতে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা হাজার হাজার সুস্থ, সবল ব্যক্তির শিরশ্ছেদ করিতেছেন। ইহাই কি আপনাদের পরোপকারের বা জীবে দয়ার নিদর্শন? ইহাই কি আপনাদের বিশ্বপ্রেমের চেষ্টা?

———

হে ভ্রাতৃবৃন্দ! আজ আপনারা সকলে এত অভাবগ্রস্ত কেন?—সকলের মুখে হাহাকার-শব্দ শুনা যায় কেন? সকলের মুখ এত বিষণ্ণ—সকলকে এত ভীত, সন্ত্রস্ত, উদ্বিগ্ন দেখার কারণ কি? এখন ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রাণ লইয়া পলাইবার এত উদ্যম-চেষ্টা কেন? এখন আপনাদিগকে কেবল কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যাদির উন্নতি, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, পীড়িতের শুশ্রূষা, অন্নবস্ত্রহীন দরিদ্রগণকে অন্নবস্ত্র বিতরণ, দেশের রাস্তা-ঘাট ভাল করা প্রভৃতি কার্য্যের জন্য পূর্ব্বের ন্যায় উদ্যম-উৎসাহ, যত্ন-চেষ্টা করিতে দেখা যাইতেছে না কেন? এখন কেবল প্রাণরক্ষার জন্য এত ব্যস্ততা কেন? ইহার কারণ কি? আমাদের এই প্রশ্নগুলির প্রকৃত উত্তর এখন আপনাদের নিকট হইতে পাইবার আশা করা যায় কি?

———

সমসাময়িক জগৎ বা উহার চিন্তাধারা ও কার্য্য-প্রণালীর সঙ্গে চলিতে না পারিলে জগতে কাহারও প্রতিষ্ঠা নাই—এ কথা সকল অভিজ্ঞতাবাদীই স্বীকার করেন। জগতে যখন যে একটা ঢেউ উঠে, তাহাতে গা ভাসাইয়া দেওয়াই জগতের লোকের স্বভাব। কিন্তু যাঁহারা জগৎছাড়া রাজা হইতে এই জগতে আসেন—এ জগতের লোককে একটা শাশ্বতী শান্তি-স্বাধীনতা-সরণী দেখাইতে—অবশ্য তাঁহাদের সংখ্যা খুব বেশী নহে—যুগে যুগে সেই দুই এক জনের হিমাচল-সদৃশ অচল-অটল আসন জগতের কোনপ্রকারের ঢেউ কিছুতেই বিচলিত করিতে পারে না। তাঁহারাই সত্য-সত্য যুগপ্রবর্ত্তক—যুগাচার্য্য, তাঁহাদের কথা সমসাময়িক জগৎ তখন-তখনই গ্রহণ করিতে না পারিলেও তাঁহারা যে বাণী জগৎকে বিতরণ করিয়া যান, তাহা বিশ্বমানব সংসারচক্রে ঠোকিতে ঠোকিতে, প্রতিপদে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত হইতে হইতে বুঝিতে পারেন। তবে সময় থাকিতে বুঝিলে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত হইতে হয় না, কিন্তু জগতের লোক আমরা মহামায়ার প্রবোচনার সময়ে আত্মমঙ্গলের কথা—পরম মঙ্গলের কথা শুনিতে বা বুঝিতে চাই না। সেই অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ জগৎকে এমন এক চিৎচিন্তামণি, এমন এক সুদুর্ল্লভ ধন দিয়া যান, যাহার কদর হয় ত' মানুষ পাঁচ শত, সহস্র বা ততোধিক বৎসর পরে বুঝিতে পারেন। তখন মানুষের সংসারচক্রে ঠোকিতে ঠোকিতে মহামায়ার দ্বারা ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত হইতে হইতে হুস্ হয়।

———

এখানে কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে বাণী—যে সত্য সহস্র বা ততোধিক বর্ষ পরে সমাদৃত হইবে, তাহার সহিত বর্ত্তমানের কি সম্বন্ধ রহিল? তাহা বর্ত্তমানের কি উপকারে আসিল? তদুত্তর এই যে, ইহাতে মহাবদান্য দাতার দোষ নাই, গ্রহীতৃগণের যোগ্যতার অভাবই এখানে অপরাধী। স্বাধীনতা জীবের নিজ সম্পত্তি,—নিজ সম্পত্তি বলিয়া জগজ্জীব আজ সমসাময়িক জগৎ স্বতন্ত্রতা,

স্বাধীনতার জন্য এত উন্মত্ত—স্বাধীনতার জন্য অপরিমিত ধন-সম্পদ, এমন কি, কোটী-কোটী জীবন অনায়াসে বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত,—কেবল আজ নয়—সর্ব্বযুগেই এই জগতের লোক এইপ্রকার স্বাধীনতা চাহিয়াছে, চাহিয়া থাকে ও চাহিবে। কিন্তু জগদ্বাসী আজ মায়ামোহিত হইয়া বিকৃত স্বাধীনতা বা যাহাকে শাস্ত্রীয় পরিভাষায় স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার বলা হয়, সেই বিকৃত স্বাধীনতার আপাত-উত্তেজনায় প্রমত্ত। কিন্তু জগদ্গুরু যুগাচার্য্য চা'ন—অবিকারী বস্তুর অধিকারী কারণ—অবিকৃত নিত্যবস্তুর সন্ধান দিতে। বিকৃত স্বভাব উত্তেজনার বুদ্বুদ্ লুপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের অবিকৃত স্বতন্ত্রতার জন্য শোভ হয় না। কিন্তু পরম কারুণিক যুগাচার্য্য আমাদের এরূপ দুর্দ্দিনে বা দুঃসময়েও মহা দানের পসারা লইয়া আমাদের কাণের কাছে হাঁকিতে থাকেন, যদি কাহারও হুঁস্ হয়। যদি কাহারও বিকৃত স্বতন্ত্রতার উত্তেজনা কমিয়া থাকে, সেই ভাগ্যবান্ অবিকৃত স্বতন্ত্রতার ক্রেতা হইবে—শাশ্বতী শান্তি-স্বাধীনতা বরণ করিয়া কৃতাকৃতার্থ হইবে।

যখন আমরা দুনিয়ার সব সমস্যা ব্যক্তি এইপ্রকার হেয়, বিকৃত বস্তুর জন্য পাগল হই, তখন অবিকৃত বাস্তব-বস্তুর কথাগুলি আমাদের নিকট 'উল্টা', 'অভিনব', 'নূতন', 'জগৎ-ছাড়া' 'বিপ্লবময়', বলিয়া মনে হয়, হইবারও কথা, কারণ, 'বিকার' আর 'অবিকার', 'অন্ধকার' আর 'আলো', 'অমা' আর 'পূর্ণিমা'—ইহারা যে ঠিক বিপরীত। কিন্তু ইহাদের প্রতীতি বিপরীত হইলেও সর্ব্বজনাকাঙ্ক্ষিত পরমবস্তুর বহু অধিষ্ঠান না থাকায় প্রতীতি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বস্তু অতি সহজ-লভ্য হয়। যেমন আলোক অন্ধকারের নিকট সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিপ্লবময় হইলেও অন্ধকার-নাশের সঙ্গে সঙ্গে আলোর মাত্রার বৃদ্ধি, অন্ধকারের সম্পূর্ণনাশে পূর্ণালোক, আবার পূর্ণিমা অমাবস্যার সম্পূর্ণ বিপরীত, এমন কি, সম্পূর্ণ বিপ্লবময়ী, কিন্তু অমার মাত্রা প্রতিকলায় যত কমিতে থাকে, ততই উহার পূর্ণিমার দিকে গতি হয়, অমার পূর্ণহ্রাসে চন্দ্রিকা-হাস্যময়ী পৌর্ণমাসীর বিলাস সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে

সমসাময়িক জগতের চিন্তাধারা প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্টভাবে যেরূপ আচার, রীতি নীতি ব্যবহার, লেখনী, সাহিত্য, কাব্য, কলা-কৌশল, বিজ্ঞানে বা সভা-সমিতির বক্তৃতার ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠে, তাহা হইতে জানা যায়, জগৎ বর্ত্তমানে এমন একটা বিকৃত স্বতন্ত্রতার মোহনমন্ত্রে উত্তেজিত যে, অবিকৃত স্বতন্ত্রতার কথা শুনিবার অন্ততঃ তাহার অস্তিত্বটুকু—মৌলিকতার অধিষ্ঠানটুক পর্য্যন্ত স্বীকার করিবার বুদ্ধি, বিবেচনা, মনীষা, বিচার, অনুধাবন—যাহা মানুষের মনুষ্যত্বের দাবীর একমাত্র সম্বল, তাহারও অবকাশ নাই। সমসাময়িক জগতের অনেকের অভিমত এই যে,—জগতে ধর্ম্মের কোন স্থান নাই। ভারতবর্ষ 'ধর্ম্ম' 'ধর্ম্ম' করিয়া অবসন্ন ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছু চাহে না।

সম সাময়িক জগতের মনীষিগণের এই চিন্তাধারাসম্বন্ধে অন্য কিছু বলিবার নাই—বলিবার মাত্র একটী কথা এই যে, 'ধর্ম্ম'কে স্বাধীনতা—পূর্ণস্বাধীনতা—অবিকৃত পরিপূর্ণ-স্বতন্ত্রতা হইতে খারিজ করিতে যাওয়ায় তাহাদের ধর্ম্মের ধারণাটী ধৃত হইয়া পড়িয়াছে। 'ধর্ম্ম' অর্থে—যাহা সকলের আশ্রয়,—এক দিনের দু'দিনের নহে—এই বিংশ শতাব্দীর জন্য-মাত্র নহে—ভারতবর্ষের জন্যমাত্র নহে—ভারতের লোকমাত্রের জন্য নহে, তাহা সর্ব্বকালের—সর্ব্বদেশের—সর্ব্বপাত্রের একমাত্র আশ্রয়। স্বাধীনতাই জীব চেতনকে ধারণ করে—আশ্রয় প্রদান করে, আর পরাধীনতা আশ্রয় প্রদানের পরিবর্ত্তে পীড়ন করে—ক্লেশ দান করে। আমাদের যাহা স্ব-ভাব অর্থাৎ নিজ-সত্তা, অধিষ্ঠান, অবস্থান বা অস্তিত্ব অর্থাৎ যাহা 'স্ব'-(নিজের) 'অভাব' (অনস্তিত্ব) নহে, তাহাই ধর্ম্ম। সেই স্বভাবটী আর কিছুই নহে—স্বতন্ত্রতা, স্বাধীনতা। আমাদের যাহা স্বভাব, তাহাই আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি। স্বতন্ত্রতা আমাদের স্ব-ভাব বলিয়া তাহা আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি। যাহা আমাদের নিজস্ব, তাহা কখনই আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে পারে না—পূর্ণমাত্রায় আমরা তাহার দখলকার। কিন্তু আমরা আজ যে স্বতন্ত্রতার জন্য পাগল, যে স্বতন্ত্রতা একদিন এই ভারতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পাইয়াছিলেন, সেই স্বতন্ত্রতা তাঁহারা রাখিতে পারিলেন কৈ? অসব এক জাতি আসিয়া তাঁহাদের স্বতন্ত্রতা কাড়িয়া লইয়া গেলেন—তাঁহাদিগকে পীড়ন করিয়া ধনে-জনে প্রাণে বিনাশ করিয়া। আশা করি, পাঠকগণ বর্ত্তমান জগতের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া এই কথাগুলির বাস্তবতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

চেতনের ধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম—আমাদিগকে অবিকৃতা স্বতন্ত্রতা, শাশ্বতী স্বাধীনতা, অব্যভিচারিণী স্বাধীনতা-লক্ষ্মীর সন্ধান দেন। ভারতবর্ষ চিরদিনই সেই স্বাধীনতার সামগান গাহিয়াছেন। সেই স্বাধীনতার উদ্গান ভারতকে যদি আবার উজ্জীবিত করে, তবেই জগতের যাবতীয় সমস্যার সমাধান হইবে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলা-দলি বিবাদ বিসম্বাদ হইতে আরম্ভ করিয়া ভীষণ যুদ্ধ-বিগ্রহাদি পর্য্যন্ত যাবতীয় অশান্তি সম্পূর্ণ-রূপে থামিয়া যাইবে। অচঞ্চলা স্বাধীনতা-লক্ষ্মী ঘরে ঘরে বরণীয়া, বন্দনীয়া হইয়া সকলকে প্রকৃত-সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিবে। ইহা কবির কল্পনা নহে, পরন্তু ইহাই বাস্তবসত্য—ইহাই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের একমাত্র উপায়

জড়ের সকল জিনিষই পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া, অধিক কি, 'জগৎ'-শব্দটীই যখন পরিবর্ত্তনশীলতা-বাচক, তখন জড়ের ধর্ম্ম বা জগতের ধর্ম্মও পরিবর্ত্তনশীলতা-ধর্ম্মযুক্ত, কিন্তু চেতনের ধর্ম্ম অর্থাৎ চেতনকে যাহা ধারণ করে, আর চেতন যাহাকে ধরিয়া রাখেন, সেইরূপ ধর্ম্মে চঞ্চলতা নাই, সেখানে অবিচলতা, সহিষ্ণুতা। জগতে—পরিবর্ত্তনশীলতা-ধর্ম্মযুক্ত রাজ্যে কত কত ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া যাইতেছে—কত স্রোতঃ আসিতেছে, যাইতেছে, —কত গ্রহ-নক্ষত্র খসিয়া পড়িতেছে, আবার উঠিতেছে—কত প্রলয়-মহাপ্রলয়, যুগ যুগান্তর সংঘটিত হইতেছে, কিন্তু চেতনকে যিনি ধরিয়াছেন, আর চেতন যাঁহাকে ধরিয়াছেন, সেখানে অতিমর্ত্ত্য অচঞ্চলতা, ধীরতা সহিষ্ণুতা।

নিখিল চেতনের সম্রাট্ যিনি, সেই বিশ্বম্ভর শ্রীচৈতন্যদেব যে সময় আত্মার—চেতনের ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, তখনকার সমসাময়িক ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা আলোচনা করুন—গোস্বামিগণ যে সময় চেতনের ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন,—শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর, শ্রশ্যামানন্দপ্রভু প্রভৃতি আচার্য্যগণ যে-সময় চেতনের ধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময় রাজনৈতিক-গগন কিরূপ ধূমায়িত, কিরূপ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন ছিল, তাহা আলোচনা করুন, —শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু, প্রভৃতির সময় পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে জগতের লোক-হৃদয়ে কিরূপ আতঙ্ক আনিয়াছিল? তখন রাজনৈতিক আকাশ কিরূপ ভয়াবহ ছিল? অথচ তাঁহারা সেই সমসাময়িক জগতের চিন্তাস্রোতে—উচ্ছ্বাসে—উত্তেজনায়—রঙ্গিন-নেশায় কোনপ্রকারে বিচলিত, উত্তেজিত বা অভিভূত না হইয়া—তাঁহাদের অবিমিশ্র চেতনের ধর্ম্মকে কোনপ্রকারে মিশ্র-কথার সঙ্গে না মিশাইয়া, শাশ্বতী স্বাধীনতা—পরিপূর্ণ চিৎস্বাধীনতার বাণী জগৎকে বিলাইয়াছিলেন। জগতের সকল লোক বিচলিত হইলেও তাঁহারা সম্পূর্ণ অবিচলিত, সহিষ্ণু থাকিয়া চেতনের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন

মহামায়া তাঁহার রাজ্যে জীবকে এমন করিয়া আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন দেখিবার জন্য ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছে, কখনও বা এমনভাবে জগতের বৈচিত্র্য দেখাইতেছে যে, আমরা মনে করি আছি, ইহাই বাস্তবতা। অবাস্তব। যখন আমাদের কাছে 'বাস্তবতা' বলিয়া মনে হইতেছে, আর সত্য-সত্য পরম বাস্তবতা—যাহা একমাত্র বাস্তবতা, তাহাই আমাদের কাছে অবাস্তবতা, অসত্যতা—বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনা। মহামায়ার ক্রীড়নক হইয়া আমরা অবিকারকে বিকার আর বিকারকে অবিকার ভাবিতেছি। যুগে যুগে স্বাধীনতার সম্রাট যিনি, সেই বিশ্বম্ভর বিশ্বম্ভরা শাশ্বত স্বাধীনতা-সম্পদ বিতরণের জন্য তাঁহার চিহ্নিত নিজ-জনকে পাঠাইয়া থাকেন,—যাঁহার এক-একটী চেতনময়ী বাণী এক-একটী মহাযুগ রচনা করে—যে বৈকুণ্ঠ দূতের এক একটি কীর্ত্তনাস্ত্র প্রক্ষেপে জগতের চিন্তাধারায় মহা-বিপ্লব ঘটায়।

যাহাতে বিশ্বমানবের—বিশ্বচেতনের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ হয়, সেই চেতনের ধর্ম্মই কি "গৌড়ামীর ধর্ম্ম"?—"সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম"? আর যাহা কোন বিশেষ দেশ, স্থান, বিশেষ কাল, বিশেষজাতি বা সম্প্রদায়ের তাৎকালিক ভোগের সহিত বিজড়িত, যাহাতে দলাদলি—একের সুবিধায় অপরের অসুবিধা—একের অধিকারে অপরের অধিকারের ব্যাঘাত—একের সুখ-শান্তিতে অপরের দুঃখকষ্ট-অনুতাপ, হিংসা উপস্থিত হয়, তাহাই কি সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম? ইহাই কি বিশ্বমানবের বিশ্বপ্রেম-স্থাপনের নিদর্শন? মোহিনীর মোহন-মন্ত্রে এই জগতের লোক আমরা এমনি মুগ্ধ যে, মানুষ হইয়াও—বিচারকের আসনের দাবী করিয়াও কার্য্যকালে আমরা ঠিকে ভুল করি, শূন্য-গ্রাম্য অঞ্চলে বাঁধিতে যাই। আর তাহা লইয়া পরস্পর কাঁড়া-কাড়ি, মারামারি ও রক্তনদী প্রবাহিত করি।

আজ সমসাময়িক জগদ্-বৈচিত্র্যের একটুকু দিগ্‌দর্শন করা হইল মাত্র। জগন্নাথ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার বাহ্য অঙ্গের হেয় বিক্রম-প্রভাব হইতে উদ্ধার করিয়া কবে আমাদিগকে তাঁহার অন্তঃ-অঙ্গের উপাদেয় বিক্রম-বৈচিত্র্য দর্শনে শক্তি প্রদান করিবেন? কবে আমরা বিকৃত স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতার গোলাম না হইয়া "মন্নাথো জগন্নাথঃ মদ্‌গুরুঃ জগদ্‌গুরুঃ"র আনুগত্য করিতে শিখিব?—কবে বর্ত্তমান যুগাচার্য্য, শ্রীবিশ্ব বৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজ, শ্রীগৌর-নিজ জন, সর্ব্বক্ষণ শ্রীগৌরমনোহভীষ্ট-পারপূরণ-সেবা কার্য্যরত শ্রীরূপানুগবর আচার্য্যবর্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের মহাদান পঞ্চম-পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমধন-লাভের আকাঙ্ক্ষায় আমাদের আন্তরিক অনুরাগ, প্রবল উদ্যম-যত্ন-চেষ্টা প্রদর্শন করিবে? "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"—ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের এই বাণীর সার্থকতা কবে আমরা দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিব?—সেইদিন আমাদের কবে আসিবে?

আমার দুর্দ্দৈবের কথা

(২)

আমার দোষের কথাগুলি আমাকে কি প্রণালীতে জানান বা বলা দরকার, তাহা শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণই জানেন—তাঁহারাই আমা অপেক্ষা ভাল বোঝেন, কারণ আমি রোগী, আর তাঁহারা চিকিৎসক। যতক্ষণ আমার দুর্ভাগ্য থাকে, ততক্ষণ শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ স্নেহবাক্যে, অথবা তীব্রভাবে শাসন-বাক্যদ্বারা আমার দোষের কথাগুলি আমাকে জানাইয়া বা বলিয়া দিলেও আমি তাহা শুনিতে চাই না—বুঝিতে ইচ্ছা করি না কিংবা জানিয়াও জানি না, বুঝিয়াও বুঝি না—এরূপ ভাব বা অবস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকি। আবার যদি কেহ ভাগ্যক্রমে নিষ্কপটভাবে কৃষ্ণান্বেষণের জন্য ব্যাকুল হন—'হা কৃষ্ণ', 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া ক্রন্দন করেন, তবে তিনি শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের শাসনের অধীনে থাকিয়া তাঁহাদের শাসনবাক্য শুনিবার জন্য সব সময়েই উৎসুক থাকেন, কাণ খাড়া করিয়া রাখেন এবং নিজে সর্ব্বতোভাবে শোধিত হইবার জন্য আন্তরিক যত্ন-চেষ্টা প্রদর্শন করেন। তখন শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কথাগুলি তিনি ঠারে-সুরে বুঝিয়া লইতে পারেন। তখন কটাক্ষকারীর বা দোষ ভুল-প্রদর্শনকারীর প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট হন না, বরং তাঁহাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধারকারী বন্ধু বলিয়া জানেন।

"আমি যখন শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিতেছি না, বরং অপরাধ করিতেছি, এমতাবস্থায় আমার বাড়ী চলিয়া যাওয়া, অন্য কোন মিশনে প্রবেশ করা বা নির্জ্জনে ভজন করা ভাল, সেখানে অসৎসঙ্গে থাকিলেও অপরাধ ত' হইবে না"—এরূপ বিচার আমার পরিণামের পক্ষে ভীষণ অমঙ্গলদায়ক—আমার আত্মবিনাশের হেতু-স্বরূপ। আমার হৃদয় যতই দুর্ব্বল হউক, রোগ যতই প্রবল বা কঠিন হউক না কেন, অসৎসঙ্গ বা দুঃসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম, শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবা ছাড়া আমার উদ্ধারের আর অন্য কোন উপায় নাই। "অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার," "সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই। সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই।", "সংসারের পার হওয়া ভক্তির সাগরে। যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাই-চাঁদেরে"—এই সব শ্রৌতবাণী—মঙ্গলের কথা ভুলিয়া গেলেই ঐ প্রকারের উল্টা বিচার হয়। "এক্ষণে জন্মিতে কোন ভাগ্যবান্। গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ। সুতরাং আমার কপাল মন্দ বলিয়া অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য—এই ছয় দোষকে টানিয়া আনিয়া হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। যখন সদ্গুরুর আশ্রয় পাইয়াছি—শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের সঙ্গ পাইয়াছি, তখন আমি ভাগ্যবান্—আমার কপাল ভাল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এখন উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা, দুঃসঙ্গ-ত্যাগ ও সাধুবৃত্তি—এই ছয়টী গুণ লাভের জন্য যত্ন করিলে আমি শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের প্রীতি-ভাজন হইতে পারিব।

যে-সকল কপটী, অন্যাভিলাষী, প্রতিষ্ঠা-লোলুপ বৈষ্ণবাপরাধী ব্যক্তি অবান্তর উদ্দেশ্যে দিনকতক বা কিছুকাল গুরুগৃহে বা মঠে বাস বা সাধুসঙ্গের অভিনয় করিয়া নরকের পথে চলিয়া গিয়াছে বা চলিয়া যাইতেছে, তাহাদের আচরণটী আমার আদর্শ নয়। যে যে দোষ বা অপরাধের জন্য তাহারা হরিভজন হইতে ছুটী লাভ করিয়াছে—শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের পাদপদ্ম হইতে তাহাদের বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, সেই সব দোষ বা অপরাধ যাহাতে আমি কখনও না করি—পরিণামে আমারও যাহাতে এরূপ দুর্দ্দৈব উপস্থিত না হয়, সে বিষয় আমাকে বিশেষ সাবধান থাকিতে হইবে, ব্যতিরেক-ভাবে এই শিক্ষাই আমি ইহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি বা হইতেছি,—এরূপ বিচারই আমার পক্ষে মঙ্গলদায়ক, আর যাঁহারা সত্য-সত্য সব সময়েই কায়মনোবাক্যের দ্বারা নিষ্কপটে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা করিতেছেন, তাঁহাদের জলন্ত আদর্শই আমাকে অনুসরণ করিতে হইবে। ইহাই আমার ভজনোন্নতির উপায়।

অহো! হরিভজনের বা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার অনুকূল সুবুদ্ধির উদয় আমার হয় না, আমার কি দুর্দ্দৈব উপস্থিত! হায়! হায়! আমি যে ভীষণ পাষণ্ডী—অপরাধী হইয়া পড়িয়াছি! নাস্তিক হইয়া গিয়াছি! শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণকে সর্ব্বক্ষণ মর্ত্যবুদ্ধি করিয়া তাঁহাদের আত্মমঙ্গলময় উপদেশ-সমূহকে অনাদর-অবজ্ঞা করিতেছি। হে দয়ার সাগর শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ! আপনারা আদোষদর্শী, অধমতারণ, পতিতপাবন, আর আমি সর্ব্ব-দোষে দোষী, কত অপরাধে অপরাধী আমার মত সত্য-সত্যই এমন পতিত, অধম, কপটী, অপরাধী এ জগতে আর কেহ নাই। শুনিয়াছি, যে যত অধিক অধম বা পতিত, তাহার প্রতি আপনাদের কৃপাদৃষ্টি তত অধিকরূপে পতিত হয়। ইহাই আমার একমাত্র ভরসা—আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পতিত বলিয়া আপনাদের কৃপাদৃষ্টিও আমার উপর অধিক-ভাবে পতিত হইবে,—এই আশায় এই পতিতাধম আপনাদের শ্রীচরণে অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করিতেছে। আপনারা কৃপাপূর্ব্বক নিজগুণে এ হেন নরাধম দুর্দ্দৈবগ্রস্ত আমার অনন্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আমাকে সর্ব্বক্ষণ আপনাদের অশোক-অভয়-অমৃতাধার কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীপদকমল-ছায়ার আশ্রয় প্রদান করুন—আমার কায়মনোবাক্যকে সর্ব্বতোভাবে আপনাদের সেবায় নিযুক্ত রাখিবার সুবুদ্ধি প্রদান করুন,—ইহাই প্রার্থনা।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন—জীব ত' স্বরূপে শুদ্ধ চিৎপদার্থ, তথাপি তাহার এই সংসাররূপ-দুর্গতি কেন দেখা যায়?

উত্তর—স্বরূপার্থেহীনান্ নিজসুখপরান্
কৃষ্ণবমুখান্
হরের্মায়া দণ্ড্যান্ গুণনিগড়জালৈঃ
কলয়তি।
তথা দুষ্টৈর্লিঙ্গৈর্বিবিধবরণৈঃ ক্লেশনিকরৈ-
র্মহা-কর্ম্মালানৈর্নয়তি পতিতান্ স্বর্গ
নিরয়ৌ॥

অর্থাৎ জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণানুগত দাস। সেই রূপহীন, নিজ-সুখপর, কৃষ্ণবিমুখ দণ্ড্য জীবসকলকে কৃষ্ণের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি মায়িক সত্ত্ব-রজস্তমোগুণরূপ নিগড়সমূহদ্বারা কবলিত করেন। তৎপরে স্থূল ও লিঙ্গ-দেহরূপ দুইপ্রকার আবরণ ও ক্লেশসমূহ-পরিপূর্ণ কর্ম্মবন্ধনের দ্বারা তাহাদিগকে নিপতিত করিয়া স্বর্গ ও নরকে লইয়া বেড়ান।

গোলোক-বৃন্দাবনস্থ এবং পরব্যোমস্থ শ্রীবলদেব ও সঙ্কর্ষণ-প্রকটিত নিত্যপার্ষদ জীবসকল অনন্ত। তাঁহারা উপাস্য-সেবায় রসিক, সর্ব্বদা স্বরূপার্থবিশিষ্ট, উপাস্য-সুখান্বেষী, উপাস্যের প্রতি সর্ব্বদা উন্মুখ, জীবশক্তিতে চিচ্ছক্তির বল লাভ করিয়া তাঁহারা সর্ব্বদা বলবান্, মায়ার সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই, মায়াশক্তি বলিয়া কোন শক্তি আছেন, তাহাও তাঁহারা অবগত নন, যেহেতু, তাঁহারা চিন্মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী এবং মায়া তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক দূরে, তাঁহারা সর্ব্বদাই উপাস্য সেবা-সুখে মগ্ন, তাঁহারা দুঃখ, জড়সুখ ও নিজসুখ ইত্যাদি কখনই জানেন না। তাঁহারা নিত্যমুক্ত, প্রেমই তাঁহাদের জীবন, শোক, মরণ ও ভয় যে কি বস্তু, তাহা তাঁহারা জানেন না। কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর মায়ার প্রতি ঈক্ষণরূপ কিরণগত অণুচৈতন্যগণও অনন্ত, তাঁহারা মায়াপার্শ্বস্থিত বলিয়া মায়ার বিচিত্রতা তাঁহাদের দর্শন-পথারূঢ়। তাঁহারা অত্যন্ত অণুস্বভাবপ্রযুক্ত, সর্ব্বদা তটস্থভাবে চিজ্জগতের দিকে ও মায়া জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকেন। এ অবস্থায় জীব অত্যন্ত দুর্ব্বল, কেন না, তাঁহারা সেব্যবস্তুর কৃপা লাভ করত চিন্ন লাভ করেন নাই। ইহাদের মধ্যে যেসব জীব মায়াভোগ-বাসনা করেন, তাঁহারা মায়িক বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া মায়াতে নিত্যবদ্ধ, যাঁহারা সেব্যবস্তুর চিদনুশীলন করেন, তাঁহারা সেব্যতত্ত্বের কৃপার সহিত চিন্ন লাভ করিয়া চিদ্ধামে নীত হন। আমরা দুর্ভাগা, তাই কৃষ্ণের নিত্যদাস্য ভুলিয়া মায়াভিনিবেশ দ্বারা মায়াবদ্ধ আছি, অতএব স্বরূপার্থহীন হইয়াই আমাদের এই দুর্দ্দশা।

প্রভুপাদের হরিকথা

ভোগ্য দর্শনে যোষাকে—বাহ্য চেহারাটাকে—প্রকৃতিকে—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়াবশেষ বা নির্ব্বিশেষ ভোগ্য-পদার্থটাকেই যাঁরা বিষ্ণু ব'লে ভ্রান্ত হয়, তাঁরা কখনও বিষ্ণুকে দেখ্‌তে পাবে না—বিষ্ণুর সেবা ক'র্‌তে পা'র্‌বে না, অধিকন্তু ক্লেশ—ত্রিতাপ ভোগ ক'র্‌তে থা'ক্‌বে। ডাকঘরের চিঠি বিলি ক'র্‌বার পিয়ন যদি বলে,—"আমি যখন চিঠি বিলি ক'র্‌ছি, আমি যখন চিঠির দাতা—চিঠি নিয়ে নাড়া-চাড়া ক'র্‌ছি, চিঠির ওপরটা দেখেছি, তখন খামের ভেতরকারগুলিও আমার দেখা হ'য়ে গিয়েছে,"—এরূপ পিয়নের কথাগুলি যেরূপ, বিষ্ণুর বাহ্য-অঙ্গ অর্থাৎ জগৎ দর্শন করে—প্রকৃতিকে—পোষাককে—ভোগ্যবস্তুকে যাঁরা বিষ্ণু ব'লতে চায় তাঁদের কথাগুলিও সেইরূপ, নির্ভেদ জ্ঞানীর বিচারও সেইরূপ, তাঁরা দূর হ'তে দেখেই 'সব দেখে ফেলেছি, সব জান্‌তে পেরেছি, জ্ঞানী হয়েছি, মুক্ত হয়েছি' ইত্যাদি মনে ক'রে থাকে।

জ্ঞানী জীবমুক্ত দশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

যোগী আংশিক দে'খ্‌তে পায় বা না পায়, তাতেই মনে করে, আমার সবটা দেখা হ'য়েছে। ভক্ত পরম বস্তুর সর্ব্বদেশ দে'খ্‌তে পান সম্মুখ গিয়া কৃষ্ণের নিরন্তর সেবা করেন।

স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে কর্ম্মের ফল লাভ হয়, আর চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের গণ্ডীর ভিতরে সে ফলটা-মাত্র উপযুক্ত হয়, আত্মায় তাহা লাভ হয় না—নিত্যধামে তাহা পাওয়া যায় না। একমাত্র ভক্তির দ্বারা জ্ঞান কর্ম্ম-যোগ-তপস্যাদির সব ফল না চাইলেও আনুষঙ্গিকভাবে অনায়াসে লাভ হয়

ভগবদ্-বিমুখ অনুচানমানি-সম্প্রদায়কে মোহন করবার জন্য শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য যে বেদান্তের ভাষ্য ক'রেছেন, তা' পাঠ ক'রে—আত্মবঞ্চনাকামি-সম্প্রদায়। তাঁরা ভগবৎ-সম্বন্ধজ্ঞান, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ব হ'তে বিচ্যুত হয়। সম্বন্ধজ্ঞানই শুদ্ধজ্ঞান—প্রকৃতজ্ঞান, নির্ভেদজ্ঞান—সম্বন্ধজ্ঞান বা শুদ্ধজ্ঞানের বিকৃত অবস্থা বা সর্ব্বনাশকারী। সাঙ্কর্ষণ-সূত্র "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"-সূত্রে 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ 'বিষ্ণু' নিত্যোদ্দিষ্ট ও ব্যক্ত হ'য়েছেন; বিষ্ণুকে সেবা কর্‌তে হ'লে আমার দ্বারা—চেতনের দ্বারা সেবা ক'র্‌তে হ'বে। বিষ্ণু প্রাকৃত বস্তু ন'ন। বিষ্ণুকে ইতর দেবতা-সামান্য দেখতে হ'বে না, বিষ্ণুসম্বন্ধে শ্রীব্যাসদেব একথা পুনঃ পুনঃ [illegible] "বিষ্ণো সর্ব্বেশ্বরেশ্বরে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।"

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
প্রতিবারে	১ দিনের জন্য,	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে	প্রতি লাইনে	॥০	।৶০	।৶০	।০
"	" ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
"	" সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
"	" অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬	
"	" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲

প্রতি সংখ্যা ।৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—ত্রিদণ্ডিস্বামী একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীভক্তিবান্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

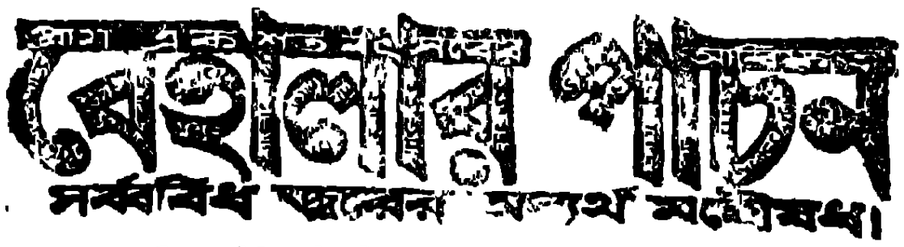

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষায় একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি ও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

ভারতের ভেষজ শিল্প

পূর্ব্বে বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইত এমন ৩৫০ প্রকারের ডাক্তারী দ্রব্য বর্ত্তমানে ভারত সরকারের ডাক্তারি দ্রব্য তৈয়ারির কারখানাগুলিতে দেশীয় কাঁচামাল হইতে প্রস্তুত হইতেছে। প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্রের বড়ি বা টাবলেট এবং ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার দ্রব্যাদিও এই সকল কারখানায় প্রস্তুত হইতেছে। ইহা ছাড়া ভারতের বিভিন্ন ঔষধ প্রস্তুত কারখানাগুলিতেও বর্ত্তমানে এমন বহু ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে, যাহা পূর্ব্বে বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইত।

ভারতে দূরবীণ নির্ম্মাণ

কলিকাতার গাণিতিক যন্ত্র অফিস দেশরক্ষাবাহিনীর জন্য ক্রমেই অধিক পরিমাণ যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতেছে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে দূরবীণ তৈয়ারি হইত না। বর্ত্তমানে কিন্তু গাণিতিক যন্ত্র অফিস বহু পরিমাণ দূরবীণ তৈয়ারি করিতেছে। ইহা ছাড়া সৈন্যবাহিনীর জন্য প্রিজম্যাটিক কম্পাস ও দূরদর্শন সম্পর্কীয় বিবিধ প্রকার যন্ত্র এবং গাণিতিক ও জরিপের যন্ত্রাদিও এখানে বহুপরিমাণে তৈয়ারি হইতেছে। চশমার কাঁচ এ দেশেই তৈয়ারি করা যায় কিনা সে বিষয়েও এইখানে কিছুকাল ধরিয়া গবেষণা চলিতেছে।

মস্কো রণক্ষেত্রে ব্রিটিশ ট্যাঙ্ক

ডেইলী টেলীগ্রাফের ইকবলমাস্থিত বিশেষ সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, মস্কো-রণাঙ্গনে বর্ত্তমানে বহু ব্রিটিশ ট্যাঙ্ক যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছে। এগুলি ভালকা শ্রেণীর এবং অতিশয় শক্ত ও দ্রুতগামী।

মস্কো হইতে একটি বেতার বক্তৃতায় রণাঙ্গনে ইহাদের প্রথম আবির্ভাবের একটি চমকপ্রদ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। মস্কো রণাঙ্গনের কোনও একটি অঞ্চলে রুশীয় গোলন্দাজেরা জার্ম্মাণদের পাঁচ পাঁচটি ট্যাঙ্ক ঘায়েল করিয়া দিলে অবশিষ্ট ট্যাঙ্কগুলি একযোগে একটি রুশীয় কামানের ঘাঁটির উপর গোলা বর্ষণ আরম্ভ করে। ইহাতে একটি ছাড়া সেই ঘাঁটির আর সমস্ত কামানই নষ্ট হইয়া যায় এবং অবশিষ্টটিও অকর্ম্ম হয়। অবস্থা যখন এইরূপ তখন রুশীয় সৈন্যেরা সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, নূতন ধরণের এক ট্যাঙ্কবাহিনী পশ্চাৎদিকের বন হইতে বাহির হইয়া জার্ম্মাণদের আক্রমণ করিতে চলিয়াছে। এইগুলি সকলই ছিল সদ্য আমদানী করা ব্রিটিশ ট্যাঙ্ক। সমরমত ইহারা আসিয়া পড়ায় সকট নিবারিত হয় এবং জার্ম্মাণদের শাঁজোয়া বাহিনী পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়।

সরকার কর্ত্তৃক কয়লার দর নিয়ন্ত্রণ

বাঙ্গলা সরকারের প্রধান মূল্য নিয়ন্ত্রক গত ১১ই ডিসেম্বর নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন :—

কলিকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলে—গৃহস্থালীর কার্য্যে ব্যবহৃত কয়লার সর্ব্বোচ্চ পাইকারী ও খুচরা দর নিম্নলিখিতরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই দর অবিলম্বে কার্য্যকরী হইবে :—

পাইকারী—মণপ্রতি ৸৶০ আনা (ডিপোতে)। খুচরা—মণপ্রতি ১৲০ আনা (কুলী খরচ সহ)।

১৯৪২ সালের জানুয়ারীর জন্য অতিরিক্ত পেট্রোল

কলিকাতা অঞ্চলের পেট্রোল নিয়ন্ত্রণ কর্ত্তৃপক্ষ মিঃ পি ডি এস কেলী জানাইতেছেন :—

"১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে অতিরিক্ত পেট্রোল পাইতে হইলে ১৯৪১ সালের ২৯শে ডিসেম্বর হইতে ১৯৪২ সালের ২রা জানুয়ারী পর্য্যন্ত উদ্দেশ্য আবেদনপত্র প্রেরণ করিতে হইবে। আবেদনপত্র ডাকে পাঠান হইলে উহা ১৯৪২ সালের ২রা জানুয়ারী অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার মধ্যে আমার নিকট পৌঁছান প্রয়োজন। ২রা জানুয়ারীর পরে প্রাপ্ত কোনও আবেদনপত্র সম্পর্কে কোনরূপ বিবেচনা করা হইবে না। আবেদনপত্রের সাথে ষ্ট্যাম্প ও ঠিকানাযুক্ত খামও দিতে হইবে। কিন্তু এর সাথে রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট পাঠান প্রয়োজন নাই।"

মধ্য প্রদেশে বন্দিমুক্তি

ভারত গবর্ণমেণ্টের ইস্তাহার অনুযায়ী গত ৪টা হইতে ১২ই ডিসেম্বরের মধ্যে মধ্যপ্রদেশ সরকার কর্ত্তৃক দুইশত ছয়জন সত্যাগ্রহীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ অপরাধের জন্য তিনজন সত্যাগ্রহী নহেন এরূপ বন্দী এখনও কারারুদ্ধ ভোগ করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সদ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৶০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ২৬ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৫; ১৪ই পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ২৯শে ডিসেম্বর, ইং ১৯৪১, সোমবার | ২৩৮তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৬ নারায়ণ, শর্ব্ব সর্ষপ, গৌরাব্দ ৪৫৫

"গৌড়ীয়-মিশন জগৎছাড়া"

——::•::——

এই জগতের শতকরা প্রায় শতজন লোকই আমাদিগকে অনেক সময় বলিয়া থাকেন,—"মহাশয়! আপনারা ত' জগৎ-ছাড়া, আপনাদের মিশন জগৎ ছাড়া, আপনাদের আচার-ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, কার্য্যকলাপ, চিন্তাধারা—সমস্তই জগৎ-ছাড়া। আপনারা দশের বা দেশের কি কার্য্য করেন?—কি উপকার করিতেছেন? আপনাদিগকে আমরা কিজন্য অর্থাদি ভিক্ষা দিব?" জগতের লোকের এই প্রকারের প্রশ্ন শুনিয়া আমরা যে জগৎ-ছাড়া, গৌড়ীয়-মিশন যে জগৎ-ছাড়া,—এই কথা আমরা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন বা স্বীকার করিয়া থাকি এবং আমাদের উদ্দেশ্য, বিচার-আচার, কার্য্য-কলাপ প্রভৃতির কথা তাঁহাদিগকে জানাইয়া থাকি। কিন্তু এইরূপ প্রশ্নকারিগণ আমাদের কথাগুলি ঠিক ঠিকভাবে ধরিতে বা বুঝিতে পারেন বলিয়া মনে হয় না। তবে যাঁহারা গৌড়ীয়-মিশনের সঙ্গে যথাযথ সংশ্রব রাখিয়া স্থির-ধীরচিত্তে আমাদের কথাগুলি শ্রবণ ও বিচারের সহিত বুঝিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা ন্যূনাধিক গৌড়ীয়-মিশনের কথা ধরিতে বা বুঝিতে সমর্থ হন, দেখা যায়।

গৌড়ীয়-মিশন-সম্বন্ধে এই জগতের উপরি-উক্ত প্রশ্নসমূহের সমাধান বা সুমীমাংসা প্রাপ্ত হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে গৌড়ীয়-মিশন জিনিষটী কি, আর এই জগৎ জিনিষটা কি, গৌড়ীয়-মিশনের স্বরূপ কি, আর এই জগতের স্বরূপ কি, গৌড়ীয়-মিশনের উদ্দেশ্য কি বা গৌড়ীয়-মিশন কি চান, আর এই জগতের উদ্দেশ্য কি বা এই জগৎ কি চান, গৌড়ীয় মিশন যে কার্য্য করেন, তাহার শেষ ফলটা কি, আর এই জগৎ যে কার্য্য করেন, তাহার শেষ ফলটা কি,—এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। কেবল প্রশ্ন করিয়া খালাস হইলেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না বা বুঝা যায় না। প্রশ্নের দায়িত্ব বুঝিয়া সেই প্রশ্নের দায়িত্বপূর্ণ উত্তর জানিবার বা বুঝিবার জন্য তদুপযোগী সময়, মনোযোগ-প্রদান ও যত্ন-চেষ্টা-প্রদর্শনের আবশ্যকতা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গৌড়ীয়-মিশন-সম্বন্ধে যাঁহারা এইপ্রকার প্রশ্ন করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই এই প্রশ্নগুলির প্রকৃত উত্তর শুনিবার বা বুঝিবার মত উপযুক্ত সময়-প্রদান বা যত্ন-চেষ্টা করিতে বিরত দেখা যায়। তাহাতে মনে হয়, তাহারা কোন-প্রকার কৌতূহলের বা অপস্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া, এইপ্রকার প্রশ্ন করিয়া থাকেন,—প্রকৃত উত্তর শুনিবার বা বুঝিবার উদ্দেশ্যে নহে। বিশেষতঃ এই প্রশ্নগুলি পরমার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সুতরাং ইহার প্রকৃত উত্তর জানিতে বা বুঝিতে হইলে গীতায় অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া"-- এই উপদেশ শ্রবণ-পূর্ব্বক "যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্"—অর্জ্জুনের এই আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে।

গৌড়ীয়মিশন জিনিষটী কি? তদুত্তর এই যে, গৌড়ীয়মিশন জিনিষটী—চিজ্জগৎ বা সাক্ষাৎ গোলোক-বৈকুণ্ঠধাম—কৃষ্ণের সংসার—গুরুগৃহ—শুদ্ধভক্তিমঠ-- ভবরোগের চিকিৎসা-গার, - শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব—শ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম—মহান্ত বা মহাজন। আর এই জগৎ জিনিষটী কি? উত্তর—এই জগৎ চিজ্জগৎ বা গোলোকবৈকুণ্ঠের হেয় প্রতিফলন। জড়জগৎ—মায়িক ব্রহ্মাণ্ড - দেবীধাম—মায়ার সংসার—বা ভবরোগীর বাসস্থান—কয়েদীদের শাস্তি-ভোগের স্থান জেলখানা। সুতরাং গৌড়ীয়মিশন জিনিষটী নির্ম্মল ভাস্কর, পূর্ণিমা বা দিনসদৃশ, আর এই জগৎ জিনিষটী—গাঢ় অন্ধকার, অমাবস্যা বা রাত্রিসদৃশ।

গৌড়ীয়-মিশনের উদ্দেশ্য কি বা গৌড়ীয়-মিশন কি চান? তদুত্তর এই যে,—গৌড়ীয়মিশন আপন পিতা কৃষ্ণের "যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপ-শাখাঃ। প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥", "স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ", "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ", "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ", "শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস। সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥ প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।—'বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥' ইহা বই আর না বলিবা, বলাইবা। যা'রে দেখ, তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥ কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ। পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥"—এই আদেশ ও উপদেশ অবনতমস্তকে স্বীকারপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে সাদরে উহা পালন ও সর্ব্বতোভাবে পিতার প্রীতিবিধানে যত্ন করিয়া থাকেন। পিতার এই আদেশ পালন করিলেই প্রকৃত মঙ্গল হইবে—জন্ম-জন্মান্তরের বা ইহজন্মের আমাদের যত শোক, মোহ, ভয়, ত্রিতাপ-যাতনা, দুঃখ-কষ্ট, অসুখ-অসুবিধা, অভাব-অনাটন, অশান্তি, তাহা সমস্তই চিরতরে সমূলে উৎপাটিত হইবে—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌর কৃষ্ণপাদপদ্ম-সঙ্গলাভে আমরা নিত্যকাল পরা শান্তি বা নির্ম্মল আনন্দলাভের অধিকারী হইব,—পিতার এই সমস্ত কথা গৌড়ীয়-মিশন দৃঢ়বিশ্বাস করেন বলিয়াই পিতার এই মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণ-সেবাকার্য্যই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহাই গৌড়ীয়-মিশনের জীবাতু, গৌড়ীয়-মিশন কেবল ইহাই চান। আর এই জগতের উদ্দেশ্য কি?—এই জগৎ কি চান? এই জগৎ আপন পিতা কৃষ্ণকে সত্যসত্যই পিতা বলিয়া স্বীকার-পূর্ব্বক পিতা কৃষ্ণের অধীনে থাকিয়া তাঁহার উপরি-উক্ত আদেশ-পালনে বা ইচ্ছা-পরিপূরণে কোনপ্রকার আন্তরিক যত্ন-চেষ্টা প্রদর্শন করেন না। মূলে পিতাকেই যখন এ জগৎ স্বীকার করেন না, তখন পিতার কথায় বা বাণীতে বিশ্বাস-স্থাপন ও পিতার আদেশ পালন করিয়া তাঁহার প্রীতিবিধানের যত্ন-চেষ্টা কিরূপে প্রদর্শন করিতে পারেন? কাজেই জারজ-সন্তানের ন্যায় যাহাকে-তাহাকে পিতা বলিয়া পাপে-পুণ্যে, স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্নভাবে কেবল নিজের ভোগ সুখ সুবিধা আরাম লইয়াই এই জগৎ ব্যস্ত—নিজের দুষ্ট, শয়তান মনের খেয়াল বা পরামর্শ-অনুসারে কেবল 'ভুঁই' ও 'ভুঁড়ি' বৃদ্ধি করিয়া জড়রস বা জড়ানন্দ লাভ করাই এই জগতের একমাত্র উদ্দেশ্য, এই জগৎ কেবল ইহাই চান।

পাঠক! আপনারা বোধ হয় এখন গৌড়ীয়-মিশন ও এই জগতের স্বরূপ অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

[illegible] রকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ-নাম, শ্রীকৃষ্ণধাম, শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা, গ্রন্থ ভাগবত, ভক্ত-ভাগবত, শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণব, গৌড়ীয়-মিশন গৌড়ীয়মঠ - ইঁহারা প্রত্যেকে ভিন্ন-ভিন্ন বস্তু নহেন,—সকলেই একবস্তু অর্থাৎ অপ্রাকৃত, মায়াতীত, পূর্ণ-চেতন সচ্চিদানন্দময় বস্তু, আর এই জগৎ সেই সচ্চিদানন্দময় বস্তুর ঠিক বিপরীত প্রাকৃত, মায়িক, অচেতন বা জড়বস্তু। এই জগতের মায়াবদ্ধ, মায়ামোহিত জীব এই মায়া বা জড়ের সঙ্গে তাহাদের সত্তা মিশাইয়া পরিণামে আচ্ছাদিত-চেতন বৃক্ষ-লতা পাহাড় পর্ব্বত অবস্থা লাভের জন্য সর্ব্বদা উন্মত্ত। কাজেই এই জগৎ বা এই জগতের জীব আর গৌড়ীয় মিশন বা শ্রীহরি গুরু বৈষ্ণবের মধ্যে অচেতন-চেতন ভেদে উভয়ের উদ্দেশ্য, আচার বিচার, কার্য্য কলাপ, বিচার ধারা ও চিন্তা-স্রোতে আকাশ পাতাল ভেদ থাকা স্বাভাবিক হইবে না কি?

কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
শাস্ত্র-গুরু আত্মরূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—
জীবের হয় জ্ঞান॥
বেদশাস্ত্র কহে—'সম্বন্ধ,'
'অভিধেয়,' 'প্রয়োজন'।
'কৃষ্ণ' প্রাপ্য-সম্বন্ধ, 'ভক্তি'
প্রাপ্যের সাধন॥
অভিধেয় নাম—'ভক্তি',
'প্রেম'—প্রয়োজন।
পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম—মহাধন॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

তাৎপর্য্য এই যে, জীব মায়ামুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইলেন দেখিয়া অপার করুণাময় কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ শাস্ত্র প্রকাশ-পূর্ব্বক সেই শাস্ত্ররূপে এবং শাস্ত্রার্থ-প্রদর্শক গুরু ও অন্তর্য্যামী আত্মরূপে জীবকে নিজতত্ত্ব অবগত করান। সর্ব্ববেদশাস্ত্রে 'সম্বন্ধজ্ঞান', 'অভিধেয়জ্ঞান' ও 'প্রয়োজন-জ্ঞানে'র শিক্ষা আছে। জীবের প্রাপ্য কৃষ্ণ যেই তত্ত্ব, তাহা সম্বন্ধজ্ঞানে পাওয়া যায়। সেই কৃষ্ণ প্রাপ্তি-সাধনের নাম—ভক্তি, তাহাকে 'অভিধেয়' বলে। আর কৃষ্ণ-প্রাপ্তিতে 'প্রেম' নামে একটী বিচিত্র-ব্যাপার আছে, তাহার নাম—'প্রয়োজন'।

বেদশাস্ত্র ও ভগবান্ শ্রীগৌরহরির উপরি-উক্ত উপদিষ্ট সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটী বিচারের মধ্যে সমস্ত মানব জাতিকে ফেলিয়া দিলে তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে—ধরা পড়িয়া যায়। জহুরী যেমন কষ্টিপাথর-দ্বারা ঘষিয়া মেকি ও খাঁটী সোনা বাছিয়া বা বুঝিয়া লয়, শ্রীহরি গুরু বৈষ্ণবগণ ও তদ্ভিন্ন বেদ-ভাগবত প্রভৃতি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহ সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনরূপ কষ্টিপাথরের দ্বারা মায়িক ব্রহ্মাণ্ড বা চতুর্দ্দশ ভুবনে অবস্থিত মায়াবদ্ধ জীবসমূহের কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগি-অন্যাভিলাষিগণের প্রকৃত স্বরূপ অর্থাৎ তাঁহাদের অন্তর-বাহিরের প্রকৃত উদ্দেশ্য, চিন্তাধারা, আচার-বিচার, কার্য্য-কলাপ প্রভৃতি স্পষ্টভাবে প্রকাশপূর্ব্বক তাহাদের মুখোস্ খুলিয়া দেন।

উপরি-উক্ত সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনরূপ কষ্টিপাথর দ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, গৌড়ীয়-মিশন, গৌড়ীয়মঠ বা সাধুগুরু-বৈষ্ণবগণ জানেন যে, আত্মা বা অণুচেতন বস্তু বিভুচেতন বা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অণু-অংশ বলিয়া সেই অণুচেতন জীবাত্মা কৃষ্ণের নিত্যদাস বা নিত্যসেবক। কাজেই নিত্যকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার নিত্য-সম্বন্ধ। কৃষ্ণ—নিত্য-পিতা, নিত্য প্রভু, নিত্যারাধ্য-বস্তু, আর 'গৌড়ীয় মিশন' সেই কৃষ্ণের নিত্য পুত্র, নিত্যদাস বা নিত্যসেবক। "একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য। যা'রে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥" "কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁ'র দাস। যে না মানে, সেই পাপে তা'র হয় নাশ॥" "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস, কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥" "জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥" "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম: "অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণ সম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥" অর্থাৎ "আসক্তি রহিত, সম্বন্ধ-সহিত, বিষয়-সমূহ সকলি মাধব।"—এই সব বিষয়ে গৌড়ীয় মিশন সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ থাকিয়া এইসব উপদেশের মর্ম্ম নিজের জীবনে আচরণ-পূর্ব্বক জগতের সমস্ত জীবকে কৃষ্ণদাস ও জগতের সমস্ত বস্তুকে কৃষ্ণের চৈতন্য বা সেবোপকরণ-বুদ্ধিতে সকল জীব ও সকল বস্তুকে 'অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।"—গীতায় শ্রীভগবানের এই বাক্যানুসারে একমাত্র পুরুষোত্তম অদ্বিতীয়-ভোক্তা কৃষ্ণের ভোগে বা সেবায় লাগাইবার যত্ন করেন। ইহাই গৌড়ীয়-মিশনের সম্বন্ধজ্ঞান। নিত্যপিতা বা নিত্য-প্রভু কৃষ্ণের যাহা ইচ্ছা বা যাহাতে প্রীতি হয়, পিতা বা প্রভুর একান্ত আনুগত্যে থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ কায়মনোবাক্যে সেইরূপ যত্ন করার নামই—গৌড়ীয়মিশনের 'অভিধেয়-জ্ঞান', আর নিত্য-পিতা বা প্রভু কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করিয়া, কৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিয়া বা তাঁহার পাদপদ্ম সেবালাভ করিয়া যে সেবানন্দ বা 'প্রেম'-নামে একটি বিচিত্র ব্যাপারের উদয় হয়, ইহাই গৌড়ীয়-মিশনের 'প্রয়োজন জ্ঞান'।

এখন এই জগতের মনুষ্য জাতির সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন জ্ঞানের কথা একটুকু আলোচনা করা যাউক। এই জগতের মনুষ্য-জাতিকে প্রধানতঃ কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী—এই তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগিগণ কৃষ্ণদাস অণুচেতন জীবাত্মাকে 'আত্ম' বা 'আমি'-বুদ্ধি না করিয়া পাঞ্চভৌতিক অনিত্য-স্থূলদেহ বা সূক্ষ্মদেহ মনকে 'আত্ম' বা 'আমি'-বুদ্ধি করিয়া থাকেন। তাঁহারা এই স্থূল-সূক্ষ্ম দেহ-মনের সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়া ভোক্তৃ-অভিমানে সেই দেহ মনের সম্পর্কিত ও তৃপ্তিবিধানকারী দৃশ্যাদৃশ্য অন্যান্য বস্তুসমূহ নিজের ভোগের বা ত্যাগের বস্তু—এরূপ বিচার করেন,—ইহাই তাঁহাদের 'সম্বন্ধজ্ঞান'। এই সম্বন্ধজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্থূল-সূক্ষ্ম দেহ-মনের স্থূল-সূক্ষ্ম বা স্পষ্ট-প্রচ্ছন্ন সুবিধা-আরাম লাভ করাই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া পড়ে। যে উপায় অবলম্বনের দ্বারা এই ভোগ বা আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি তাঁহারা পাইতে চান, তাহাই তাঁহাদের 'অভিধেয়জ্ঞান'। আর ঐ দেহ-মনের সুখভোগ-শান্তিলাভই তাঁহাদের 'প্রয়োজন জ্ঞান'।

উপরি-উক্ত বিচার হইতে আমরা এই প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম,—গৌড়ীয়-মিশনের সম্বন্ধ বিভুচেতনে আর অণুচেতনে—পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার অর্থাৎ কৃষ্ণের সহিত জীবের, অভিধেয়—শুদ্ধভক্তি বা হরিনাম, আর প্রয়োজন—কৃষ্ণপাদপদ্ম—কৃষ্ণসেবাসুখ—কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেমধন। তাঁহাদের সাধন ও সাধ্য—এক। তাঁহাদের সাধ্যবস্তু কৃষ্ণ নিত্য, সাধক অণুচেতন বা জীবাত্মা নিত্য, আর নিত্যসেব্য কৃষ্ণের নিত্য-সেবক জীবাত্মার কৃষ্ণপ্রীতিবিধান বা সেবাকার্য্যটীও নিত্য। আর এই জগতের মানবজাতির যথা—কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগিগণের সম্বন্ধ—জড়ে জড়ে অর্থাৎ জড় বা অনিত্য স্থূল-সূক্ষ্ম দেহমনের সঙ্গে। তাঁহাদের প্রয়োজনীয় বস্তু—ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি অর্থাৎ অনিত্য দেহ-মনের সুখ, আর অভিধেয় হইল ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিলাভের উপায়—কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ। অতএব তাঁহাদের সম্বন্ধ-বস্তুও অনিত্য, প্রয়োজনীয় বা প্রাপ্য বস্তুও অনিত্য—নিত্যের ভাণ, আর সেই বস্তুপ্রাপ্তির উপায় বা অভিধেয়ও অনিত্য। এইজন্য গৌড়ীয়-মিশনের শেষফল—পরা শান্তি বা কৃষ্ণ-প্রেমানন্দসাগরে সন্তরণ, আর এই জগতের শেষ ফল—ভীষণ অশান্তি—দুঃখসমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাওয়া, অসহ্য দুঃখ-যাতনা ভোগ করা। ইহা আজগুবি, মিথ্যা বা গল্পের কথা নহে, ত্রিকাল সত্যকথা। চক্ষুষ্মান্ মানবজাতি বর্ত্তমানে অবশ্যই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শন করিতেছেন।

হে আমার এই জগতের ভ্রাতৃবৃন্দ! এতক্ষণে আপনারা গৌড়ীয়-মিশনের স্বরূপ ও আপনাদের স্বরূপ কিছু উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন কি? আপনাদের গোড়ায়ই গলদ। আপনারা সর্ব্বপ্রথমে মূল পিতাকেই বাদ দিয়াছেন, আর অণুচেতন জীবাত্মাকে [illegible]-বুদ্ধি না করিয়া যাহা আত্মা, অণুচেতন বা 'আমি' নহে, সেই জড় স্থূল-দেহ বা জড় সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনকে 'আত্ম' বা 'আমি'-বুদ্ধি করিয়া বিবর্ত্ত গ্রস্ত হইয়াছেন—'দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান।' এই প্রকারে মূলেই আপনারা ভ্রমে বা ভ্রান্ত ধারণায় পতিত হওয়ায় আপনাদের অন্যান্য যাবতীয় কার্য্যই ভ্রমপূর্ণ হইয়া পড়িতেছে। গৌড়ীয়-মিশন আত্ম-মঙ্গলের জন্য মহাজন-পথ, শ্রৌত-পন্থা বা অবরোহ-পথ অবলম্বন করিয়াছেন, আর এই জগতের লোক আপনারা অনিত্য দেহ-মনের তাৎকালিক আপাত-সুখকর ও পরিণাম-দুঃখকর সুখ-ভোগের জন্য অসৎপথ, তর্কপন্থা বা আরোহ-পথ অবলম্বন করিয়াছেন। গৌড়ীয়-মিশন বলেন,—'অণুচেতন জীবাত্মা আমি', আর এই জগতের লোক আপনারা বলেন,—'স্থূল-দেহ বা সূক্ষ্ম মনটা 'আমি', গৌড়ীয়-মিশন বলেন,—'সচ্চিদানন্দময়-বিগ্রহ কৃষ্ণই আমাদের (জীবাত্মা সকলের) 'পিতা', আর আপনারা বলেন,—একটা স্থূল-দেহ বা চামড়াটাই আমাদের পিতা। গৌড়ীয়-মিশন বলেন,—কৃষ্ণ-দাস্যই আমাদের প্রয়োজনীয় বস্তু বা পূর্ণস্বাধীনতা, আর আপনারা বলেন,—মায়ার দাস্যই আমাদের প্রয়োজনীয় বস্তু বা স্বাধীনতা, গৌড়ীয়-মিশন বলেন,—'দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞানালোকে অজ্ঞানতমোরূপ গাঢ় অন্ধকার দূর হইবে', আর আপনারা বলেন,—অজ্ঞান-অন্ধকারের দ্বারাই অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইবে, গৌড়ীয়-মিশনের গতি গোলোক-বৈকুণ্ঠের দিকে, আর আপনাদের গতি অধোলোক বা নরকের দিকে, গৌড়ীয়-মিশন—জাগ্রত, আর আপনারা নিদ্রিত। গীতার "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।" শ্লোকই ইহার প্রমাণ। কাজেই 'গৌড়ীয়-মিশন' আর এই জগৎ—উভয়ই এক হইবে কি প্রকারে? "গৌড়ীয়-মিশন জগৎ-ছাড়া"—এই কথা সত্যই।

"গৌড়ীয়-মিশন জগৎছাড়া" হইলেও বহির্দৃষ্টিতে সর্ব্বদা এই জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেখা যায়, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়? যেমন অপ্রাকৃত বস্তু ভগবান্ শ্রীগৌরকৃষ্ণ, তাঁহার নাম, তাঁহার ধাম, তাঁহার পার্ষদবৃন্দ, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা প্রভৃতি অপ্রাকৃত বস্তুসমূহ এই জগতের মঙ্গলের জন্য কৃপাপূর্ব্বক এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াও—এই জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিয়াও সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকেন,—নিজের অপ্রাকৃতত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন, গৌড়ীয়-মিশনকেও তদ্রূপ জানিতে হইবে। "আমি ত' জগতে বসি, জগৎ আমাতে। না আমি জগতে বসি, না আমা জগতে।" (চৈঃ চঃ আদি ৫।৮৯)—এই মহাজন-বাক্যই ইহার প্রমাণ।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

শ্রীগৌরলীলা-শিক্ষামৃত

[৪]

অপ্রাকৃত বাৎসল্যরসের মূল আশ্রয় আলম্বন শ্রীশচী-পুরন্দর পুত্রমুখ দর্শন করিয়া অনুক্ষণ আনন্দ-পাথারে ভাসিতে লাগিলেন। অগ্রজ বিশ্বরূপ ভ্রাতাকে দর্শন করিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে ক্রোড়ে স্থাপনপূর্ব্বক সুখানুভব করিতে লাগিলেন। মায়িক রাজ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যেরূপ কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি স্নেহাসক্ত হয়, আবার স্বার্থের ব্যাঘাত হইলে পরমুহূর্ত্তে পরস্পরের মধ্যে যেরূপ অহি-নকুল-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, বিশ্বরূপ ও শিশুরূপী গৌরসুন্দরের চরিত্রে সেইরূপ কোন ভোগবুদ্ধি-জাত হেয়তা নাই। বিশ্বরূপ শ্রীবলদেবের বিলাসমূর্ত্তি সঙ্কর্ষণ, তিনি সখা, ভাই, ব্যজন, শয়ন, আবাহন, ছত্র, ভূষণ, বসন, আসন, সিংহাসন, আবাস, যজ্ঞসূত্র প্রভৃতি বহুরূপে শ্রীগৌর-কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। অতএব ভগবান্ শ্রীবলরামের অবতার চিদানন্দাশ্রয় বিশ্বরূপ স্বয়ংরূপ ভ্রাতা বিশ্বম্ভরকে দর্শন করিয়া প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকে ক্রোড়ে বহনরূপ সেবা করিতেন।

[৫]

পাড়া-প্রতিবেশিগণ দিবারাত্র বালকবরকে বেষ্টন করিয়া থাকিতেন। বালক ক্রন্দন করিতে থাকিলে স্ত্রীগণ নানাভাবে বালককে ক্রন্দন হইতে নিবৃত্ত করাইবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু কোন উপায়েই বালকের রোদন-নিবৃত্তি হইত না। কেবলমাত্র যখন কেহ উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতেন, তখন বালক নীরব হইতেন,—

পরম সঙ্কেত এই সবে বুঝিলেন।
কান্দিলেই হরিনাম সবেই লয়েন॥
(চৈঃ ভাঃ)

বালোচিত ক্রন্দনচ্ছলে বিষয় প্রজল্পরত জনগণের মুখে হরিনাম আদায় করিয়া বালক-রূপী প্রভু তাৎকালিক ক্রন্দননিবৃত্তির লীলা দেখাইতেন। 'হরিনাম' না করিলেই তাহাদের স্নেহকন্দ পরাণ-পুতুলীর অসন্তোষের কারণ হয়,—এইরূপ ইঙ্গিত সকলেই বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক হরিনাম করিতেন। ইহার দ্বারা -"যাঁহারে দেখিলে মুখে আইসে হরিনাম। তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান।"—এই মহাভাগবত-লক্ষণ, যাহা শ্রীগৌরসুন্দর পরে শ্রীরামানন্দ বসুকে লক্ষ্য করিয়া স্পষ্টভাবে জগতে জানাইয়াছিলেন, তাহা তিনি তাঁহার বাল্যলীলায়ই ইঙ্গিতে প্রচার করিলেন। আবার স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও এই অবতারে নিজে আচরণ করিয়া অপরকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে নিজকে মহাভাগবত-লীলাভিনয়কারী জগদ্-গুরুরূপে অবতীর্ণ বলিয়া প্রদর্শন করিলেন,—

সর্ব্ব-লীলা-লাবণ্য বৈদগ্ধী করি' সঙ্গে
কৃষ্ণরূপে বিহর' গোকুলে বহুরঙ্গে॥
এই অবতারে ভাগবতরূপ ধরি'।
কীর্ত্তন করিবে সর্ব্বভক্তি পরচারি'॥
সঙ্কীর্ত্তনে পূর্ণ হৈবে সকল সংসার।
ঘরে ঘরে হৈবে প্রেমভক্তি-পরচার॥
(চৈঃ ভাঃ আদি ২।১৭৭-১৭৯)

আবার বালকরূপী গৌরহরি সর্ব্বদা বহুলোক-বেষ্টিত হইয়া থাকিবার ব্যবস্থা দ্বারা বহু লোকের সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ শৈশবলীলায়ই প্রবর্ত্তন করেন। দেবতাগণ তাঁহার সহিত কৌতুক করিবার জন্য স্ব-স্ব রসের নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন।

প্রশ্নোত্তর

——::•::——

প্রশ্ন—তটস্থ-স্বভাবস্থিত সন্ধিস্থান হইতে কতকগুলি জীব কেন মায়াভিনিবিষ্ট হইল, আবার কতকগুলিই বা কেন চিজ্জগতে আরূঢ় হইলেন?

উত্তর—কৃষ্ণ-স্বরূপের লক্ষণগুলি জীব-স্বরূপে অণুরূপে আছে। কৃষ্ণের স্বেচ্ছাময়তার অণুলক্ষণ যে স্বতন্ত্র-বাসনা, তাহা জীবের স্বতঃসিদ্ধ। সেই স্বতন্ত্রবাসনার সুব্যবহার করিলে কৃষ্ণ সাম্মুখ্য বজায় থাকে। তাহার অপব্যবহার করিলে কৃষ্ণবৈমুখ্য হয় এবং সেই বৈমুখ্যক্রমে জীব মায়াকে ভোগ করিতে চায়। তখন জীবের "অহং জড়ভোক্তা" এই তুচ্ছ অভিমান আসিয়া উপস্থিত হয়, 'অবিদ্যা', 'অস্মিতা' প্রভৃতি পঞ্চপর্ব্বা অবিদ্যার গুণ (তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র—এই পঞ্চপর্ব্বা অবিদ্যা) আসিয়া জীবের শুদ্ধ চিৎকণস্বরূপকে আবরণ করে। স্বতন্ত্র-বাসনার সুব্যবহার ও অপব্যবহারই আমাদের মুক্ত ও বদ্ধ হওয়ার একমাত্র হেতু।

প্রঃ- কৃষ্ণ পরমকরুণাময় হইয়াও তিনি জীবকে এরূপ দুর্ব্বল করিয়া কেন স্থাপন করিয়াছেন, যে দুর্ব্বলতা-ক্রমে জীব মায়াভি-নিবেশে পতিত হয়?

উঃ—কৃষ্ণ করুণাময় বটে, তথাপি তিনি লীলাময়। নানা অবস্থায় জীবের সহিত নানারূপে লীলা হইবে এই ইচ্ছায় তিনি জীবকে আদি তটস্থাবস্থা হইতে পরম উচ্চ মহাভাবাদি ব্যাপিয়া অনন্ত উন্নত পদের উপযোগী করিয়াছেন এবং উপযোগিতার সুবিধা ও দৃঢ়তার জন্য অতি নিম্নে মায়িক জড়ের সহিত অভেদ-'অহঙ্কার' পর্য্যন্ত পরমানন্দ-লাভের অনন্তবাধাস্বরূপ মায়িক অধোমান সৃষ্টি করিয়াছেন। অধোমানগত জীবসকল—স্বরূপার্থহীন, নিজসুখপর ও কৃষ্ণবিমুখ, এই অবস্থায় জীব যত অধোগমন করিতে থাকে, পরম কারুণিক কৃষ্ণ সপার্ষদে স্বধামের সহিত তাহাদের সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে তত উচ্চগতির সুবিধা প্রদান করেন। যে জীব সেই সুবিধা গ্রহণপূর্ব্বক উচ্চগতি স্বীকার করেন, তাঁহার ক্রমশঃ 'চিদাম-পর্য্যন্ত গমন ও নিত্য-পার্ষদদিগের অবস্থা-সাম্য সম্ভব হয়।

প্রঃ—ঈশ্বরের লীলার জন্য জীবসকল কেন কষ্ট পায়?

উঃ—স্বতন্ত্রবাসনা-লাভ জীবের পক্ষে বিশেষ অনুগ্রহ-লাভ বলিতে হইবে, কেন না, স্বতন্ত্র বাসনাহীন জড়বস্তু নিতান্ত হেয় ও তুচ্ছ, জীব সেই স্বতন্ত্র বাসনা লাভ করিয়া জড়জগতের প্রভুতা লাভ করিয়াছে। 'ক্লেশ' ও 'সুখ' মনের গতি। যাহাকে আমরা 'ক্লেশ' বলি, তদাসক্ত ব্যক্তি তাহাকে 'সুখ' বলে। সমস্ত বিষয় সুখের চরমফল দুঃখ বৈ আর কিছুই নয়। সেই দুঃখ কঠিন-তর হইলে অমিশ্র সুখের বাসনা জন্মায়, সেই বাসনা হইতে বিবেক, বিবেক হইতে জিজ্ঞাসা, জিজ্ঞাসার সময় সাধুসঙ্গ ও শ্রদ্ধার উদয়, শ্রদ্ধার উদয় হইলে জীব ক্রমশঃ ঊর্দ্ধমানে আরূঢ় হয়, অতএব ক্লেশটী চরমে শুভপদ। মলযুক্ত কাঞ্চনকে দগ্ধ ও পেষণ করিলে তাহা নির্ম্মল হয়, জীবও সেইরূপ মায়া-ভোগ ও কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতারূপ মলযুক্ত হইলে মায়িক জগৎরূপ পীঠের উপর তাহাকে নিপীড়িত করিয়া সংস্কৃত করা হয়। অতএব বহির্ম্মুখ জীবের যে ক্লেশ, তাহা সুখদ এবং করুণার ব্যবহার, এই-হেতু কৃষ্ণলীলায় জীবের যে ক্লেশ, তাহা দূরদর্শীর নিকট মঙ্গলপ্রসূ, আর অদূরদর্শীর নিকট ক্লেশমাত্র।

প্রশ্ন—জীবের বদ্ধাবস্থায় ক্লেশ যদিও চরমে শুভদ, তথাপি বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষ কষ্টদ, এই কষ্টপদ পথ না করিয়া সর্ব্ব-শক্তিমান্ কৃষ্ণ কি অন্য কোন পথ করিতে পারিতেন না?

উত্তর—শ্রীকৃষ্ণলীলা বহুবিধ ও বিচিত্র, ইহাও একপ্রকার বিচিত্রলীলা। স্বেচ্ছাময় পুরুষ যখন সর্ব্বপ্রকার লীলা করিতেছেন, তখন এইপ্রকার লীলাই বা কেন না হইবে? সর্ব্বপ্রকার বিচিত্রতা বজায় রাখিতে হইলে কোনপ্রকার লীলা পরিত্যক্ত হইতে পারে না, আবার অন্যপ্রকার লীলা করিলেও লীলার উপকরণদিগের কোন-না কোনপ্রকার কষ্ট স্বীকার অবশ্য করিতে হইবে। কৃষ্ণ পুরুষ ও কর্ত্তা, আর উপকরণসকল পুরুষের ইচ্ছার অধীন এবং কর্ত্তৃরূপ পুরুষের কর্ম্মরূপ বিষয়। কর্ত্তার ইচ্ছার অধীন হইতে গেলেই কিছু না কিছু কষ্ট পাওয়া স্বাভাবিক, সেই কষ্ট যদি চরমে সুখ দেয়, তবে সে কষ্ট কষ্টই নয়, তাহাকে তুমি কষ্ট কেন বল? কৃষ্ণলীলা-পোষণের জন্য জীবের ক্লেশই সুখময়। কৃষ্ণ লীলার যে সৌখ্যাংশ, তাহা পরিহার করিয়া স্বতন্ত্র-বাসনাময় জীব মায়াভিনিবেশ-জনিত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছে,— ইহাতে যদি কোন দোষ থাকে, তাহা জীবেরই দোষ, কৃষ্ণের কিছু দোষ নাই।

প্রশ্ন—জীবকে স্বতন্ত্র বাসনা না দিয়া থাকিলে কি ক্ষতি হইত? কৃষ্ণ সর্ব্ব অতএব তিনি জানিতেন যে, জীবকে স্বতন্ত্রতা দিলেই সে কষ্ট পাইবে; এ স্থলে জীবের কষ্টের দরুণ কি কৃষ্ণের কিছু দোষ নাই?

উত্তর—স্বতন্ত্রতা একটী রত্ন-বিশেষ, জড়জগতে অনেক বস্তু আছে, সে-সকল বস্তুকে ভগবান্ এ রত্ন দেন নাই, এই হেতু তাহারা তুচ্ছ ও হেয়। জীবকে যদি স্বতন্ত্রতা না দেওয়া হইত, তাহা হইলে জীব জড়বস্তুর ন্যায় তুচ্ছ ও হেয় হইত। বিশেষতঃ জীব চিৎকণ, সুতরাং চিদ্বস্তুতে যে ধর্ম্ম আছে, তাহা জীব অবশ্যই লাভ করিবে। চিদ্বস্তুতে স্বতন্ত্রতারূপ একটী ধর্ম্ম নিহিত আছে। নিত্যধর্ম্ম হইতে বস্তুকে বিচ্ছেদ করা যায় না, অতএব জীব যে পরিমাণ অণু, তাহার স্বতন্ত্রতা ধর্ম্ম সেই পরিমাণ অবশ্য থাকিবে। এই স্বতন্ত্রতা ধর্ম্ম-প্রযুক্ত জীব জড়জগৎ হইতে উচ্চ পদার্থ এবং জড়জগতের প্রভু হইয়াছেন। এরূপ স্বতন্ত্রতা ধর্ম্মবিশিষ্ট জীব কৃষ্ণের প্রিয় সেবক সেই জীব যখন তাহার স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া মায়াতে অভিনিবেশ করে, তখন করুণাময় কৃষ্ণ জীবের অমঙ্গল দেখিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে জীবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উদ্ধার করিতে যান। জীব কৃষ্ণের অমৃতময় লীলা জড়জগতে পাইবে না বলিয়া কৃষ্ণ দয়া করিয়া স্বীয় অচিন্ত্য লীলা প্রপঞ্চে উদয় করেন, আবার জীব সেই লীলাতত্ত্ব তদ-বস্থায় বুঝিতে পারে না দেখিয়া কৃষ্ণ শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইয়া পরম উপায়স্বরূপ তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলা গুরুরূপে ব্যাখ্যা করেন এবং নিজভক্ত-চরিত্র-দ্বারা শিক্ষা দেন। এমন দয়াময় কৃষ্ণে কি কোনপ্রকার দোষারোপ করা যাইতে পারে? তাঁহার করুণা অগাধ কিন্তু আমরা অত্যন্ত দুর্দ্দৈবগ্রস্ত বা অতিশয় শোচনীয় অবস্থায় পতিত।

প্রশ্ন—তবে কি মায়াশক্তিই আমাদের দুর্দ্দৈবের কারণ ও শত্রু? সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ কৃষ্ণ মায়াকে দূর করিলে ত' জীবের কষ্ট হইত না?

উঃ—মায়া স্বরূপশক্তির ছায়া, অতএব শুদ্ধ শক্তির বিকার তাহা অনুপযুক্ত জীবকে সংশোধন করিবার হাপর অর্থাৎ উপযুক্ত করিবার উপায়। মায়া কৃষ্ণদাসী, কৃষ্ণবিমুখ জীবকে দণ্ড দিয়া ও চিকিৎসা করিয়া শুদ্ধ করেন। 'কৃষ্ণের নিত্যদাস আমি'—এই কথাটী ভুলিয়া যাওয়া চিৎকণস্বরূপ জীবের পক্ষে অনুচিত ও দোষ সেই দোষে দুষ্ট হইলে জীব মায়া পিশাচীর দণ্ড্য হইয়া পড়ে। মায়িক জগৎটী দণ্ড্য জীবের কারাগার। রাজা যেমন প্রজাদিগের প্রতি দয়া করিয়া কারাগার স্থাপন করেন [illegible] জীবের প্রতি [illegible] জড়জগৎরূপ [illegible] কারাকর্ত্তা স্থাপন করিয়াছেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:০:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারের প্রতি লাইনে	॥০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৭৲	৬॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৪৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক " ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ত্রিদণ্ডিস্বামী একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীভক্তিরাজমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

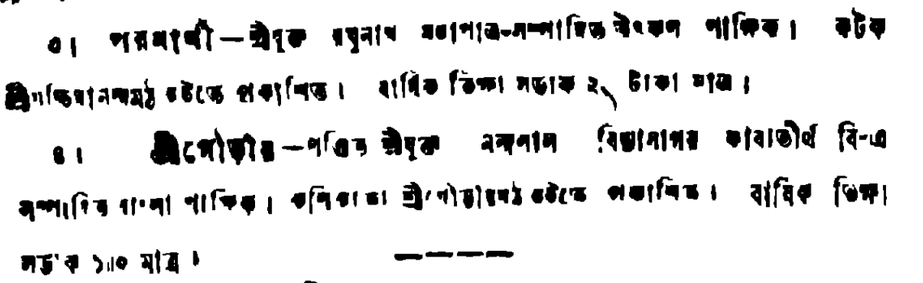

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত ভীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেও ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। নিত্য, প্লীহা সংযুক্ত বালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ।৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

সমগ্র বাঙ্গলার জরুরী অবস্থা

কলিকাতা গেজেটে এক আদেশ প্রচার দ্বারা বাঙ্গলার গবর্ণর সমগ্র বাঙ্গলা প্রদেশকে জরুরী অবস্থাধীন এলাকা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, গত কয়েক মাস হইতে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি আদেশ ও নির্দ্দেশ দিয়াছেন—ঐগুলি প্রদেশে "জরুরী অবস্থা" ঘোষিত হইলে কার্য্যকরী হইবার কথা ছিল। বর্ত্তমানে ঐ সকল আদেশ নির্দ্দেশ কার্য্যকরী হওয়া বাঞ্ছনীয় বিধায় এতদ্বারা সমগ্র বাঙ্গলা প্রদেশ জরুরী অবস্থাধীন এলাকা বলিয়া ঘোষিত হইল।

জরুরী অবস্থায় সরকারী কর্ম্মচারী নিয়োগ

গত ২৪শে ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের অধীনে কর্ম্মচারী নিয়োগ সম্পর্কে ভারত-রক্ষা-বিধান অনুযায়ী দুইটি নূতন নির্দ্দেশ জারী হইয়াছে। এই নূতন ব্যবস্থা অনুযায়ী সরকারী কর্ম্মচারী নিয়োগের বর্দ্ধমতা বিশিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন বিভিন্ন পদে একের অবর্ত্তমানে অপর কোন ব্যক্তি তৎস্থলাভিষিক্ত হইবেন। পূর্ব্ব হইতে তাঁহার তালিকা স্থির করিয়া এক বা একাধিক কেন্দ্রে রাখিয়া দিবেন। কোনও কর্ম্মচারীর মৃত্যু হইলে বা অন্য কোন কারণে তিনি কর্ত্তব্য সম্পাদনে অক্ষম হইলে ঐ তালিকা অনুযায়ী পর্য্যায়ক্রমে শূন্য পদ পূরণ হইবে এবং ঐ নিয়োগ আইন-সঙ্গত বলিয়া গণ্য হইবে।

বিভিন্ন প্রদেশের কোনও জিলায় কোনও সরকারী কর্ম্মচারীর মৃত্যু হইলে বা অন্য কোনও কারণে কর্ত্তব্য সম্পাদনে অক্ষম হইলে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট যদি মনে করেন, ঐ পদে কর্ম্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা বিশিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সামরিক বা কোন বিশিষ্ট কারণে নির্দ্দেশ প্রার্থনা করা সময়সাপেক্ষ, তাহা হইলে তিনি যে কোন সরকারী কর্ম্মচারীকে নিজ বিবেচনা মত ঐ পদে নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং এই নিয়োগ আইন-সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

কিন্তু উপরোক্ত জরুরী ব্যবস্থায় ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে যে সকল পদে কর্ম্মচারী নিয়োগ সম্বন্ধে বিশেষ নির্দ্দেশ রহিয়াছে, তৎসম্পর্কে প্রযোজ্য নহে।

রাজপথে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ

গত ২৪শে ডিসেম্বর ভারতরক্ষা বিধানাবলীর আর এক দফা সংশোধন করিয়া এক আইন জারী করা হইয়াছে। উহার দ্বারা যে কোন রাজপথে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ বা নিষিদ্ধ করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে দেওয়া হইয়াছে।

বৃটেনে ভারত সরকারের ঋণ

বৃটেন হইতে সংগৃহীত ভারতীয় ঋণ (রেলপথ দায়াবদ্ধ রাখিয়া সংগৃহীত ঋণ ও বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধ্য ঋণ বাদে) পরিশোধের জন্য ভারত সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারীর মধ্যে উক্ত ঋণ পরিশোধের জন্য ঋণপত্র গ্রহীতাদিগকে ভারত-সচিব এক বৎসরের নোটীশ দিতেছেন। শতকরা ৩ ও ২৷৷০ হারে সুদের পাউণ্ড মুদ্রায় পরিশোধ্য। ভারতীয় কোম্পানীর কাগজের মালিকদিগকে ৯ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ঐ সকল কোম্পানীর কাগজ ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ভারতে ঐ সকল কোম্পানীর কাগজের ক্রেতাদিগকেও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট উহা প্রেরণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট মূল্য লইতে বলা হইয়াছে।

চীনা মন্ত্রীসভায় অদল-বদল

চীনা পররাষ্ট্রসচিবের পদে মিঃ কুংয়ের তাইচির স্থলে মিঃ টি সুংয়ের নিয়োগের এখানে চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছে। মিঃ কুংয়ে তাইচি জাতীয় উর্দ্ধতন দেশরক্ষা পরিষদের বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। চীনা মন্ত্রিসভায় আরও কয়েকটি পরিবর্ত্তনের সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছে। গত (বুধবার) অপরাহ্ণে সাংবাদিকদের বৈঠকে গভর্ণমেণ্টের জনৈক মুখপাত্র বলিয়াছেন, সর্ব্বা পক্ষা অধিক কার্য্যক্ষমতা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ-দ্বারা গভর্ণমেণ্টের শক্তি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যেই এই সমস্ত অদল-বদল করা হইয়াছে"। আরও প্রকাশ, মিঃ সুং আরও কিছুকাল ওয়াশিংটনে অবস্থান করিবেন এবং মিত্র শক্তির আলাপ আলোচনায় আরও কার্য্যকরী অংশ গ্রহণ করিবেন।

বৃটেনে নাগরিকদের উপর পুস্তিকা বর্ষণ

বৃটিশ বিমানবহর গত ২৪শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণে মাঞ্চেষ্টারে অতর্কিতে হানা দিয়াছিল। বড়দিন উপলক্ষে বহু নর-নারী ঐ সময় রাস্তায় ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। রাস্তায় দাঁড়াইবার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক বাণী জ্ঞাপক পুস্তিকা বিমান হইতে জনতার উপর নিক্ষেপ করা হয়।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনগেন্দ্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সভায় কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৶০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের

১৬শ বর্ষ | ২৭ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৫ই পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৩০শে ডিসেম্বর, ইং ১৯৪১, মঙ্গলবার | ২৫৯তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ নারায়ণ, শিব প্রহ্লায়, গৌরাব্দ ৪৫৫

"কল টিপেন—কৃষ্ণ"

——::(*)::——

জগদ্গুরু বৈষ্ণবাচার্য্য-শিরোমণি পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজকে আমরা অনেক সময়ই শ্রীমুখে এই কথাটী উচ্চারণ করিতে শুনি,—"কল টিপেন কৃষ্ণ।" কোন দৈব-দুর্ব্বিপাক বা বিপদ্-আপদ্ উপস্থিত হইলে যখন আমরা ভীত, সন্ত্রস্ত বা ব্যাকুল হইয়া পড়ি, তখনই শ্রীল আচার্য্যদেব এই কথাটী আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন; জীবন কোন বিপদ্-আপদ, এমন কি, প্রাণ-সঙ্কটকালেও শ্রীল আচার্য্যদেবকে স্থির-ধীর-অচল-অটলভাবে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-চিন্তা ও শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তনে তন্ময়চিত্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অপ্রকট-লীলাবিস্তারের পর যখন গুরুদ্রোহী, গুরুদ্রোহী ব্যক্তিগণ দলবদ্ধ হইয়া গৌড়ীয়মিশন বা মিশনরূপী শ্রীল আচার্য্যদেবের উপর ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল—যখন শ্রীল আচার্য্যদেব ও তদনুগ জনগণকে নির্য্যাতিত করিয়া অস্তিত্ব লোপ করার জন্য অসংখ্যপ্রকারের ষড়যন্ত্র, উদ্যম, কল-কৌশল, যত্ন-চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছিল, তখন মিশনের সকলেই শ্রীল আচার্য্যদেবকে কিরূপ লক্ষ্য করিয়াছিলেন? আমরা সকলেই তখন ন্যূনাধিক ভীত, সন্ত্রস্ত বা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেও শ্রীল আচার্য্যদেবকে তখন সকলেই স্থির-ধীর, অচল-অটল দেখিতে পাইয়াছি এবং তখনও শ্রীমুখে "কল টিপেন কৃষ্ণ", "কল টিপেন—একজন" —এই কথাটী সর্ব্বদা উচ্চারণপূর্ব্বক আমাদিগকে "কৃষ্ণ একজন আছেন, তিনি মঙ্গলময়, তাঁহার ইচ্ছায়ই সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হয়, তিনিই সমস্ত করিয়া থাকেন, তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহা অবশ্যই পূর্ণ হইবে, কৃষ্ণের ইচ্ছায় যাহা সংঘটিত হয়, তাহাই আমাদের মঙ্গলদায়ক, সুতরাং তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া থাকিয়া তাঁহার ইচ্ছাক্রমে যাহা সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহাই আমাদের মঙ্গলদায়ক-বিচারে অম্লান বদনে অবনতমস্তকে ভীত, অস্থির বা উদ্বিগ্ন না হইয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য" —এই সব আত্মমঙ্গলময়ী শিক্ষা প্রদান করিতেন।

সর্ব্বজনমান্য গীতাশাস্ত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন,—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন
তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি
মায়য়া॥
(গীতা ১৮।৬১)

তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বজীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে কৃষ্ণই অবস্থিত। পরমাত্মাই সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। জীবসকল যে-যে কর্ম্ম করেন, ঈশ্বর তদনুরূপ ফল দান করেন। যন্ত্রারূঢ় বস্তু যেমন ভ্রামিত হয়, জীব-সকলও তদ্রূপ ঈশ্বরের সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব-ধর্ম্ম হইতে জগতে ভ্রামিত হন। পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে জীবের প্রবৃত্তি ঈশ্বর-প্রেরণার দ্বারা সহজে কার্য্য করিতে থাকে।

বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূলপুরুষ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

তোমার ইচ্ছায় প্রভু, সব কার্য্য হয়।
জীব বলে, 'করি আমি', সে ত' সত্য নয়॥
জীব কি করিতে পারে, তুমি না করিলে।
আশামাত্র জীব করে, তব ইচ্ছা ফলে॥

* * *

তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রকুমার।
তোমার ইচ্ছায় বিশ্বে সৃজন-সংহার॥
তব ইচ্ছামত ব্রহ্মা করেন সৃজন।
তব ইচ্ছামত বিষ্ণু করেন পালন॥
তব ইচ্ছামত শিব করেন সংহার।
তব ইচ্ছামত মায়া সৃজে কারাগার॥
তব ইচ্ছামতে জীবের জনম-মরণ।
সমৃদ্ধি-নিপাত, দুঃখ-সুখ-সংঘটন॥
মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশা-পাশে ফিরে।
তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে॥
তুমি ত' রক্ষক আর পালক আমার।
তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর॥
নিজবল-চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া॥
ভকতি-বিনোদ অতি দীন-অকিঞ্চন।
তোমার ইচ্ছায় তা'র জীবন-মরণ॥
তুমি ত' মারিবে যা'রে,
কে তা'রে রাখিতে পারে,
তব ইচ্ছাবশ ত্রিভুবন।
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ
তব দাস অগণন,
করে তব আজ্ঞার পালন॥
তব ইচ্ছামতে যত
গ্রহগণ অবিরত
শুভাশুভ ফল করে দান।
রোগ-শোক-মৃতি-ভয়
তব ইচ্ছামতে হয়,
তব আজ্ঞা সদা বলবান॥
তব ভয়ে বায়ু বয়,
চন্দ্র-সূর্য্য সমুদয়
স্ব-স্ব নিয়মিত কার্য্য করে।
তুমি ত' পরমেশ্বর,
পরব্রহ্ম, পরাৎপর,
তব বাস ভকত-অন্তরে॥
সদা শুদ্ধ, সিদ্ধকাম,
ভকত-বৎসল-নাম,
ভকত-জনের নিত্য-স্বামী।
তুমি ত' রাখিবে যা'রে,
কে তা'রে মারিতে পারে,
সকল বিধির বিধি তুমি॥
তোমার চরণে নাথ, করিয়াছি প্রণিপাত,
ভকতিবিনোদ তব দাস।
বিপদ্ হইতে স্বামি, অবশ্য তাহারে তুমি
রক্ষিবে, তাহার এ বিশ্বাস॥
(শরণাগতি)

* * * *

দেয় কৃষ্ণ, নেয় কৃষ্ণ, পালে কৃষ্ণ সবে।
রাখে কৃষ্ণ, মারে কৃষ্ণ, ইচ্ছা করে যবে॥
(গীতামালা)

অনাদি-বহির্ম্মুখ, মায়ামোহিত, অনর্থযুক্ত, সেবা-বিমুখ জীব আমরা শ্রীভগবানের —তদীয় নিজ জন সাধু গুরু বৈষ্ণবগণের উপরি-উক্ত বাণী বা উপদেশ-সমূহের মর্ম্ম উপলব্ধি ও তদনুসারে আদর্শ জীবন প্রদর্শনের পরিবর্ত্তে শ্রীভগবানের "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" (গীতা ৩।২৭)—এই বাণীর সার্থকতা প্রদর্শন করিয়া থাকি। এই শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন,—অবিদ্যাদ্বারা জড়া প্রকৃতিতে আবদ্ধ হইয়া জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবশতঃ প্রকৃতির গুণদ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্য্যকে স্বীয় কার্য্য মনে করিয়া 'আমি কর্ত্তা'—এইরূপ অভিমান

করে। অর্থাৎ আমরা স্বরূপ-বিস্মৃত হইয়া জীবাত্মাতে 'আমি' বুদ্ধি না করিয়া স্থূল দেহ বা সূক্ষ্ম দেহ মনে 'আমি' বুদ্ধি করত 'আমি কর্ত্তা'—এইরূপ অভিমানে জগৎকে ভোগ্যরূপে দর্শন করি ও নিজে ভোক্তা সাজিয়া "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ"—কৃষ্ণের [illegible] নিজে ছোট-খাট কৃষ্ণ [illegible] সমস্ত জগৎ ভোগ করিতে [illegible]।

এইরূপে আমরা যখন দেহটাতে আমি-বুদ্ধি করিয়া নিজেরা 'কর্ত্তা', 'প্রভু', 'মালিক', 'স্বামী' প্রভৃতি অভিমানে দৃশ্যজগৎকে নিজ ভোগ্যবস্তুরূপে দর্শন করিয়া ভোগ করিতে প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হই, তখন আমাদের বুদ্ধি আচার-বিচার, কার্য্য কলাপ কিপ্রকার হয় এবং তৎফলে আমাদের পরিণামে কি অবস্থা ঘটে, তৎসম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে জানাইতেছেন,

"অসুরস্বভাব ব্যক্তিগণ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ ধর্ম্মভেদ জানে না। শৌচ আচার ও সত্য তাহাদের নিকট আদৃত হয় না। তাহারা এ জগৎকে অসত্য, আশ্রয়হীন ও অনীশ্বর বলিয়া থাকে। এইরূপ বিচারে আত্মতত্ত্বহীন, অল্পবুদ্ধি ও উগ্রকর্ম্মা আসুরস্বভাব-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ জগৎক্ষয়-কার্য্যে প্রভাব লাভ করে। তাহারা দম্ভ মান মদযুক্ত এবং মাহবশতঃ অসদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। অপরিমেয় চিন্তাকে আশ্রয় করতঃ কামের উপভোগকে চরমকার্য্য জানিয়া শতশত আশা পাশে আবদ্ধ, কাম ও ক্রোধদ্বারা আবিষ্ট সেই ব্যক্তিগণ অন্যায়রূপে কামভোগের জন্য অর্থ সঞ্চয় করে। তাহারা মনে করে যে,—'আমি অদ্য এই ধন লাভ করিলাম, আমার এই মনোরথ সিদ্ধ হইল, আমার এই আছে, আমার পুনরায় এই ধন লাভ হইবে, এই শত্রুদিগকে নাশ করিলাম, অন্যান্য শত্রুগণকে শীঘ্র নাশ করিব, আমিই ঈশ্বর আমিই ভোগী, আমিই সিদ্ধ, আমিই সুখী, আমিই আঢ্য, আমার অনেক জন আছে, আমার ন্যায় আর কে আছে? আমিই যজ্ঞানুষ্ঠান করিব, ধন ও আনন্দভোগ করিব।'—এই সব কথা তাহারা অজ্ঞান-বিমোহিত হইয়া বলিয়া থাকে। অনেক বিষয়ে চিত্ত বিভ্রান্ত ও মাহজাল দ্বারা আবৃত হইয়া কাম ভোগে প্রসক্ত চিত্ত এইসমস্ত [illegible] অশুচি নরকে পতিত হয়। সম্মানলব্ধ, অনম্র, ধন মান মদান্বিত, অহঙ্কার-বল দর্প কামক্রোধের বশীভূত এইপ্রকার ব্যক্তিগণ স্বীয় দেহ ও পরদেহে অবস্থিত পরমেশ্বর-স্বরূপ আমাকে হিংসা করে এবং সাধুদিগের [illegible] দোষ আরোপ করে। এই সমস্ত বিদ্বেষী ক্রূর নরাধমদিগকে আমি (কৃষ্ণ) এই সংসার মধ্যে অশুভ আসুরী যোনিতে সর্ব্বদা ক্ষেপণ করি অর্থাৎ তাহাদের স্বভাব জনিত ক্রিয়ার দ্বারা তাহাদের আসুর ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। এইরূপে আসুরী-যোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই মূঢ়সকল জন্মে জন্মে আমাকে লাভ করিতে অক্ষম হইয়া তাহা হইতেও অধম গতি লাভ করে।"

(গীতা ১৬।৭।২০)

পাঠক! আমরা শ্রীভগবান্ ও তদভিন্ন সাধু গুরু বৈষ্ণবগণের উপরি উক্ত বাণীসমূহ আলোচনা করিলে কি বুঝিতে পারি? ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতিপ্রিয় 'শ্রীব্রহ্মসংহিতা'-গ্রন্থে আমাদের আদিগুরু ব্রহ্মার শ্রীমুখ-নিঃসৃত এই শ্লোকের মর্ম্মানুসারে আমরা কৃষ্ণকে পরমেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, একমাত্র কর্ত্তা, সর্ব্ব-কারণকারণ, নিত্য-প্রভু, স্বামী বা ভোক্তা বলিয়া জানি বা বিশ্বাস করি কি? হায়! হায়! কি দুর্ভাগ্য! কি দুর্দ্দৈব আমাদের! আমরা মূল পিতা কৃষ্ণকে পিতা বলিয়া স্বীকার না করিয়া কৃষ্ণকে একমাত্র কর্ত্তা, ভোক্তা, প্রভু বা মালিক না জানিয়া পিতার আসন হইতে পিতা কৃষ্ণকে চিরতরে বিতাড়িত করিয়া দেওয়ার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি এবং নিজেরা পিতার আসনে বসিয়া পিতার ভোগ্যা মহামায়া বা জড় জগৎকে ভোগ করিতে বসিয়াছি। ইহা অপেক্ষা আমাদের পিতৃদ্রোহিতা, পাষণ্ডিতা, দুর্ব্বুদ্ধি বা আসুরিক চিত্তবৃত্তি আর কি হইতে পারে? আমরা কি হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু, রাবণ-কুম্ভকর্ণ, কংস-জরাসন্ধ, শিশুপাল দন্তবক্র, অঘাসুর-বকাসুর,-অরিষ্টাসুর-প্রলম্বাসুর দুর্য্যোধন-দুঃশাসন প্রভৃতি অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন আছি? ইহাদের উদ্দেশ্য, বুদ্ধি, চিন্তাধারা, আচার-বিচার, কার্য্য কলাপ, আর আমাদের উদ্দেশ্য, বুদ্ধি, চিন্তাধারা, আচার বিচার, কার্য্য কলাপের মধ্যে কোন তফাৎ আছে কি? সজ্জন-গণ! বর্ত্তমান জগতের লোক আমরা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা, বিচার আচার, চিন্তা স্রোতঃ ও কার্য্যকলাপের দিকে লক্ষ্য করিয়া একটু স্থির ধীর ও সহিষ্ণুতার সহিত চিন্তা ও বিচার করিয়া দেখুন,—ভগবান ও সাধুগণের [illegible] উক্ত বাক্যগুলি বাস্তবসত্য কি না? আমাদের [illegible] অবস্থার দিকেও তাকাইয়া দেখুন, আমরা বাঁচিবার দিকে, না ধ্বংসের দিকে [illegible] হইতেছি?

ভুবনমঙ্গল [illegible] বর্ত্তমান [illegible] আচার্য্যদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত "কর্ত্তা টিপ্পনী কৃষ্ণ"—এই সার বাণীটার মর্ম্ম আমরা উপলব্ধি করিতে চাহি না। একমাত্র সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র, স্বেচ্ছাময় কৃষ্ণের ইচ্ছাতে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, কৃষ্ণের ইচ্ছা ব্যতীত কোন কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। সর্ব্বশক্তিমান্ কৃষ্ণ শক্তি প্রদান না করিলে কাহারও কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে না। কৃষ্ণ যন্ত্রী, আর সকলেই যন্ত্রসদৃশ, যন্ত্রী না হইলে যন্ত্র পরিচালন-কার্য্য চলিতে পারে না,—এই সব কথার মর্ম্ম দুর্ভাগ্য বা দুর্দ্দৈববশতঃ আমরা বুঝিতে বা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক না হইয়া "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্" অর্থাৎ নিজ নিজ কর্ম্মফলই ভোগ করিতে থাকি।

কেনোপনিষদে বর্ণিত আছে যে, দেবরাজ ইন্দ্র ও অগ্নি, পবন, বরুণাদি অন্যান্য দেবগণ এক সময় যুদ্ধে অসুরগণকে পরাস্ত ও ধ্বংস করিয়া "আমিই অসুরগণকে পরাস্ত করিয়াছি, ধ্বংস করিয়াছি, আমি না থাকিলে কখনও যুদ্ধে জয়লাভ করা যাইত না"—এই প্রকারে প্রত্যেকেই নিজ-নিজ গর্ব্ব বা বড়াই'র আস্ফালন করিতেছিলেন। অবশেষে এই কথা লইয়া পরস্পরের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হওয়ায় পরব্রহ্ম ভগবান্ ছদ্মবেশে তথায় উপস্থিত হইয়া একটি তৃণ তাঁহাদের প্রত্যেকের সম্মুখে ধারণপূর্ব্বক উহা নষ্ট করিতে অনুরোধ করিলে দেবগণের প্রত্যেকেই নিজ নিজ সম্পূর্ণ বল প্রয়োগ করিয়াও সেই তৃণটিকে নষ্ট করিতে ব্যর্থ-মনোরথ হইলেন। এইরূপে তাঁহাদের সমস্ত দর্প চূর্ণ করত ভগবানের ইচ্ছা বা শক্তি-প্রদান ব্যতিরেকে কাহারও, এমন কি, দেবগণেরও পর্য্যন্ত কিছুমাত্র করিবার শক্তি নাই,—উহার জ্বলন্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

যখন পাষণ্ডী হিন্দুগণ শ্রীবাসাদি ভক্ত-গণের উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্ত্তন বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে "শীঘ্রই কাজির লোক নৌকায় আসিয়া তাঁহাদিগকে বাঁধিয়া লইয়া যাইবে"—এইরূপ ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"ওহে শ্রীনিবাস! কিছু মনে ভয় পাও?
শুনি', তোমা' ধরিতে আইসে রাজ-নাও॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে যত জীব বৈসে।
সবার প্রেরক আমি আপনার রসে॥
মুঞি যদি বলাউ সেই রাজার শরীরে
তবে সে বলিবে সেই ধরিবার তরে।"

—এইরূপ বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা চারিবৎসরের বালিকা নারায়ণীকে কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিতে আদেশ করায় নারায়ণী [illegible] 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া উন্মত্ত হইয়া ক্রন্দন করেন। তখন

—হাসিয়া হাসিয়া বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
'এখন তোমার কি ঘুচিল সব ডর?"

যখন শ্রীরামানন্দ রায়ের ভ্রাতা শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ককে বাকী কৌড়ী আদায়ের জন্য মহারাজ প্রতাপরুদ্রের পুত্র 'বড়জানা' চাঙ্গে চড়াইয়া খড়্গ-উপরি ফেলিয়া প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং বহু লোক তাহাতে ব্যাকুল হইয়া যখন তাহার প্রাণরক্ষার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট পুনঃ পুনঃ সকাতর প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—"প্রভু কহে,—আমি ভিক্ষুক, আমি হৈতে কিছু নয়॥ তা'তে রক্ষা করিতে যদি হয় সবার মনে। সবে মিলি' যাহ জগন্নাথের চরণে॥ ঈশ্বর জগন্নাথ,—যাঁর হাতে সর্ব্ব অর্থ। কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা করিতে সমর্থ॥" অর্থাৎ স্বয়ং জগন্নাথ শ্রীমন্মহাপ্রভু জানাইলেন,—কিছু করিতে, কিছু না করিতে বা কিছু অন্যথা করিতে শ্রীজগন্নাথেরই সামর্থ্য আছে অপর কাহারও সামর্থ্য নাই, অতএব সকলে পরমেশ্বর শ্রীজগন্নাথের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার কাছে তোমাদের আবেদন নিবেদন জানাও।

হে ভ্রাতৃবৃন্দ! স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌর-হরি ও তদীয় নিজ জন সাধু-গুরুবৈষ্ণবগণের এই সমস্ত আত্মমঙ্গলময়ী বাণী, শিক্ষা ও লীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য বুঝিয়া অর্থাৎ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণকে একমাত্র কর্ত্তা, প্রভু, যন্ত্রী, রক্ষক, পালক, ইহপরকালের এক-মাত্র হিতৈষী বন্ধু বা পরম আত্মীয় এবং নিজকে তাঁহাদের পদরেণু, শ্রীচরণাশ্রিত দাসানুদাস, যন্ত্র বা লাল্য পাল্য জানিয়া তাঁহাদের কোটি-চন্দ্র সুশীতল অশোক অভয়-অমৃতাধার শ্রীপাদপদ্ম একান্তভাবে আশ্রয়পূর্ব্বক তাঁহাদের ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিশাইয়া কেবল তাঁহাদের প্রীতি বিধানের জন্য নিষ্কপটভাবে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ আন্তরিক যত্ন-চেষ্টা করাই আমাদের আত্মমঙ্গল বা পরম মঙ্গলের একমাত্র হেতু, আমরা দ্বিতীয়াভিনিবেশে যন্ত্রেতে, জড়ে বা জগতে আসক্ত না হইয়া সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত যন্ত্রীতে, বিভুচেতনে বা শ্রীজগন্নাথে আসক্ত বা প্রীতিবিশিষ্ট হইলেই নিত্য পরা শান্তি বা পরানন্দলাভের অধিকারী হইব, আমাদের সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল সমূলে দূরীভূত হইবে।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(•)::——

জীব যে মুহূর্ত্তে কৃষ্ণবিস্মৃত হইয়া এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডরূপ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার দুর্ভাগ্য লাভ করিয়াছে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে কারা অধিষ্ঠাত্রী মায়াদেবী তাহাদিগকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণ-নিগড়ে বদ্ধ করিয়া ত্রিতাপে দগ্ধীভূত করিতেছেন। জীবগণ কেবল যে বর্ত্তমান সময়ে নানাপ্রকার অভাব-অনাটন, দুঃখ-অসুখ-অশান্তি ভোগ করিতেছে, পূর্ব্বে আর এরূপ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে নাই বা ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও তাহাদের দুঃখ-নিবারণের যত্ন হয় নাই, তাহা নহে। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীবগণ অনাদিকাল হইতে এই মায়িক সংসার-কারাগারের নানা অভাব-অসুবিধা, দুঃখ-কষ্ট, অসুখ-অশান্তি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, আর করুণাবারিধি ভগবান্ শ্রীগৌরহরিও স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া, অথবা তাঁহার পার্ষদ ভক্তগণকে এই জগতে পাঠাইয়া নিরন্তর তাঁহাদের সেই দুঃখ দূর করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। যেসকল জীব শ্রীভগবান্ ও তাঁহার ভক্তকে একমাত্র বিপদুদ্ধারণ বান্ধবজ্ঞানে তাঁহাদেরই পাদপদ্মে শরণাগত হইয়া তাঁহাদের প্রদত্ত ব্যবস্থা অবনত-মস্তকে মানিয়া চলিতেছেন, তাঁহারাই

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

ত্রিতাপের ক্লেশমুক্ত হইতেছেন, কিন্তু যাঁহারা সেই ব্যবস্থায় বিশ্বাস স্থাপন করিবার ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া নিজেদের দুঃখ নিজেরাই নিবারণের ভার লইতেছেন, তাঁহারা দুঃখমুক্ত হওয়া দূরে থাকুক পুনরায় আরও বহুতর দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইতেছে, এক দুঃখ দূর করিতে গিয়া শত-সহস্র দুঃখ আসিয়া তাঁহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিতেছে। ইহারই নাম আরোহ-পন্থা।

এই জগতের জীবগণ উপরি-উক্ত সর্ব্বনাশকর আরোহপন্থানুসরণে অহঙ্কার ও বিমূঢ়াত্মা হইয়া প্রকৃতির গুণদ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্য্যকে 'আমার কার্য্য' জ্ঞানে 'আমি কর্ত্তা'—এইরূপ অভিমান করে। ইহাতে সর্ব্বযজ্ঞের কর্ত্তা ও ভোক্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যে অসূয়া করা হয়, তাহা ভাগ্যহীন জগতের লোক কিছুতেই বুঝিতে চাহিবে না। তাই শ্রীভগবান্ বড় দুঃখের সহিত তাঁহাদিগকে জানাইয়া দেন,—

অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥
(গীতা ১৬।১৮-২০)

যাহারা আমার নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া পরমেশ্বর-স্বরূপ আমাকে (কৃষ্ণকে) দ্বেষ করে এবং আমার ভক্তদিগের গুণে দোষারোপ করে, সেই বিদ্বেষী ও নরাধমদিগকে আমি এই সংসারে নিরন্তর আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি অর্থাৎ তাহাদের ভক্তদ্বেষী আসুরস্বভাব কখনও যায় না। আসুরী-যোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই ব্যক্তিরা জন্মে জন্মে অধিকতর অধম-গতি লাভ করে।

"সর্ব্বজীবপ্রভু শ্রীভগবানই জীবকুলকে উদ্ধার করিতে পারেন"—এই ধারণাবশতঃ মুষ্টিমেয় ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীর নামই নাস্তিকতা বা ভগবদ্বিদ্বেষ নহে। এই বিদ্বেষী যাঁহার হৃদয় যত বেশী ইহা লাভ করিতেছে, তিনি ততই ভগবৎসেবা হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। শ্রীভগবান্ ও ভাগবত ও ভক্তভাগবতগণ জীবের ত্রিতাপক্লেশ নিবারণের যে সকল উপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহা স্বীকার না করিয়া জীবগণ যতই স্বকপোলকল্পনাপ্রসূত উপায়াবলম্বনে প্রবৃত্ত হইতেছে, ততই মায়া দিয়া তাহাদিগকে আরও অধিক পীড়া প্রদান করিতেছে। অনেকে বলিতে চাহেন, —"পূর্ব্বের লোকের এখনকার মত এত অভাব-অসুবিধা ছিল না।" যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলে আমরাও বলিব,—পূর্ব্বে লোক এত কৃষ্ণবিমুখও ছিল না। কৃষ্ণবিমুখতা দিন দিন যত বেশী বাড়িতেছে, জীবের অসুবিধাও ততই বাড়িতেছে। সুতরাং মূল অসুবিধা কৃষ্ণবিমুখতা দূর না হইলে অর্থাৎ কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রপত্তি স্বীকারপূর্ব্বক কৃষ্ণসেবোন্মুখ না হইলে জগতের কোন অসুবিধাই দূর হইবে না। সমস্ত অসুবিধার প্রসূতি যে দৈবী গুণময়ী মহামায়া, তাহার আনুগত্যে জীবগণ কখনই অসুবিধার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না।

বেদ, উপনিষদ, শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ, ইতিহাসাদি শাস্ত্রে শ্রীভগবান যে ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যে ব্যবস্থা নারদ-ঋষি বীণাযন্ত্রে উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়া কহিতেছেন—"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"—যাহার ব্যাখ্যা কলিযুগপাবনাবতারী ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর আরও উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়া জগজ্জীবকে শুনাইয়া বলিলেন,—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ নিস্তার॥
দার্ঢ্য লাগি' 'হরের্নাম'-উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ এব-কার॥
কেবল-শব্দে পুনরপি নিশ্চয় করণ।
জ্ঞান-যোগ তপ আদি কর্ম্ম নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে, তা'র নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি, তিন ডঙ্ক এবকার॥"

আবার শ্রীমহাপ্রভুর এই কথায় জগজ্জীবকে আরও দৃঢ়রূপে আকৃষ্ট করিবার জন্য অমন্দোদয়দয়াময় রসিকভক্তাগ্রণী কবিরাজাধিপতি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু জগদ্বাসী সকলকেই অনুরোধ করিয়া কহিতেছেন,—"উদ্ধবাদি করি' কহে শুন সর্ব্বলোক। নাম-সূত্রে গাঁথি' পর কণ্ঠে এই শ্লোক॥ প্রভুর আজ্ঞায় করো এই শ্লোক আচরণ। অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥"—সেই কথাই অদ্যও শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পারিষদরাজ জগদ্গুরু পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ ও তদন্যগ ভক্তবৃন্দ সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়', 'দৈনিক নদীয়া প্রকাশ', 'পরমার্থী', 'ভাগবত' পত্রিকা পাক্ষিক-পত্র এবং শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, জৈবধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত মহাপ্রভুর শিক্ষা, হরিনামচিন্তামণি প্রভৃতি অসংখ্য ভক্তিগ্রন্থ-উপযোগে লোকের দ্বারে দ্বারে পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতাদি নানা উপায়-অবলম্বনে প্রচার করিতেছেন।

সেই হরিকথার সুমহান্ প্রচার হইতেই জগজ্জীবের সর্ব্বপ্রকার অনর্থ দূরীভূত হইবে। হরিকথাতেই সর্ব্বজীবের সর্ব্বসুমঙ্গল নিহিত। হরিকথা শ্রবণ হইতে জীবের সর্ব্বানর্থের মূল যে অবিদ্যা, তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে জীব পরবিদ্যা পাঠের নিত্য অন্তেবাসী হইয়া লোক মোহ ভয়াপহ পরাবিদ্যা-পূত জীবন পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে আত্মারাম হন—সেই নামসঙ্কীর্ত্তন হইতেই সঙ্কীর্ত্তনপিতা মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দরের মহাদান কৃষ্ণপ্রেমধন-লাভে আদরযুক্ত হন। কৃষ্ণ যাঁহার কণ্ঠে শব্দব্রহ্মরূপে কীর্ত্তিত হন, তাঁহার হৃদয়ে মায়িক ভোগপর অভদ্রসমূহ কিছুতেই অবস্থান করিতে পারে না। অবিদ্যা হইতেই জীবহৃদয়ে ভোগবাসনার উদয় হয়, আবার ভোগবাসনা হইতেই নানা অভাব-অসুবিধার সৃষ্টি হয়, কিন্তু কৃষ্ণনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারা সেবিত হইলে নামী কৃষ্ণ অন্তর্যামী চৈত্যগুরুরূপে উদিত হইয়া জীব হৃদয়ের সমুদয় পাপ-বাসনা সমূলে বিনষ্ট করেন। "শৃণতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ। হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥ (ভাঃ ১।২।১৭) শ্রীমদ্ভাগবত তাই কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনকারীকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বদান্য বলিয়াছেন, কেন না জগতের অন্যান্য কথা কীর্ত্তনকারী দাতা জীবের তাৎকালিক অভাব দূরীকরণে সমর্থ হইলেও নিত্য অভাব দূর করিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্। শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥ (ভাঃ ১০।৩১।৯)—অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, সংসারে যাঁহারা ত্রিতাপাক্রান্ত ব্যক্তিগণের জীবনপ্রদ, বৈষ্ণবগণ-পূজিত সকল কল্মষনাশক, শ্রবণমঙ্গল, সর্ব্বশক্তিসমন্বিত ও সর্ব্বব্যাপক তোমার কথামৃত বর্ণন করেন অর্থাৎ তোমার গুণগান করেন, তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বদান্য—সর্ব্বাপেক্ষা জীবহিতে রত।

অতএব হে ভাগ্যবন্ত। আপনারা মায়াবিমোহিত নিরীহ জীবকুলের তাৎকালিক কতকটা অভাব-মোচন করিয়া পরিদর্শিত হেতু নিজের পরোপকারী অভিমান করিয়া নিত্যতার সর্ব্বপ্রকার অভাব মোচন-কারী পারদর্শী, রসকীর্ত্তনকারী, ভুবনমঙ্গল-আচার্য্য বর্ত্তমান যুগাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ ও তদন্যগ সাধুবৈষ্ণবগণের কৃষ্ণকথা বা শুদ্ধভক্তির কথা কীর্ত্তনের অপ্রয়োজনীয়তা-বিচারপরায়ণ প্রাকৃত তাহাদের কথা শ্রবণ না করিবার জন্য তাঁহাদিগকে কোনপ্রকারে অপমান করিয়া দুষ্কৃতি অর্জ্জন করিবেন না। ভাগবতাদি শাস্ত্রকারী ভগবান্ একমাত্র নামসঙ্কীর্ত্তনকে জীবের কলিকলুষনাশনের পরমা ও একমাত্র উপায় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন সাধু শাস্ত্র মহাজনবাক্য কখনও অন্যথা হইবার বিষয় নহে—ইহা সকলেই স্থিরচিত্তে পুনঃ পুনঃ বিচার করুন। জগতে কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের প্রচুর আয়োজন হউক। দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে-গ্রামে, গৃহে-গৃহে, শুদ্ধভক্তগণের অবস্থানস্থলে তাঁহাদের নিকট বেদাধ্যয়ন বা ভাগবতকণ্ঠ সংস্থাপিত হইয়া পরাবিদ্যা-পূত জীবন শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হউক কৃষ্ণকীর্ত্তন-গগন-পবন মুখরিত হউক। কোটি-কোটি শঙ্খ ঘণ্টা, মৃদঙ্গ ধ্বনিত হইয়া বাদ্যের সহিত কোটি-কণ্ঠের কৃষ্ণ-কীর্ত্তনধ্বনি সৃষ্টি করুক—কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-বন্যায় জগৎ ভাসিয়া যাউক, তবেই জগতের সুদিন আসিবে—জগদ্বাসীর সকল দুঃখ কষ্ট চিরতরে ঘুচিবে—জগৎ প্রকৃত শান্তির সুশীতল ক্রোড়ে বিশ্রাম-লাভ করিবে, নতুবা অশান্তির অনল—ভীষণ সমরানল জগতের বক্ষে দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া জগৎকে এক মহাশ্মশান-ক্ষেত্রে পরিণত করিবে। হে ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনারা এখনও কি গাঢ়-নিদ্রায় অভিভূত থাকিবেন? একবার জাগিয়া—চক্ষু খুলিয়া বর্ত্তমান জগতের দিকে দৃষ্টি করুন, তাহা হইলে এতসব মহাজন বাণীর সত্যতা অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। হে বন্ধুগণ! এখনও সময় থাকিতে সাবধান হউন। অহর্নিশ কৃষ্ণ-কীর্ত্তনই সময়ের প্রকৃত সদ্ব্যবহার। দেশ-উদ্ধারে, পৃথিবী-উদ্ধারে একমাত্র কৃষ্ণকথা কীর্ত্তনেরই সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয়তা আছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সকল কথার দ্বারা দেশ, পৃথিবী উদ্ধার না হইয়া দেশ ও জগৎ আরও অধিক বন্ধন-গ্রস্ত হইবে—অধঃপতিত হইবে—দেশের, পৃথিবীর সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে।

শ্রীযোগপীঠে কীর্ত্তন

গত রবিবার ভোরবেলা শনিবার রাত্রি ১২টা ১মিনিটে শ্রীযোগপীঠে সন্ধ্যারতি একেবারে বন্ধ করিয়া মঙ্গলারতি, প্রাতঃকৃত্য ও নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া ৭টায় শ্রীযোগপীঠে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। তৎপরে বেদান্তসরস্বতী শ্রীল গোস্বামী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্লোক নির্ণয় পাঠ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত দশম-স্কন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। শ্রীল গোস্বামী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে করিতে ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] শ্রীকৃষ্ণকে মাধুকরী ভিক্ষা [illegible] হয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে		।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "
প্রতি সংখ্যা ৫৲, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীপতিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

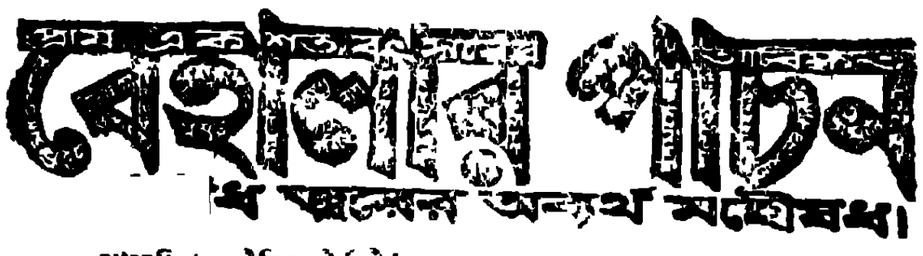
বেহালার পাঁচন
ধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপ বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০, আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

দামোদরের বন্যায় বাঁকুড়ায় ক্ষতির পরিমাণ

নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটি সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে :—

গত অক্টোবর মাসের দামোদরের বন্যায় বাঁকুড়া জেলার ক্ষতির ভয়াবহতা সম্পর্কে সংবাদ-পত্রাদিতে অনেক ভ্রান্তিকর খবর বাহির হইয়াছে।

প্রকৃত ঘটনা এই যে, গত ৯ই অক্টোবর রাত্রিতে দামোদরে বান ডাকে এবং ফলে সন্নিহিত কতকগুলি অঞ্চল প্লাবিত হয়। ইহার কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই প্রবল বারিপাত হইতেছিল। সুতরাং এই ব্যাপারটা আকস্মিক নয়। জনসাধারণ তাহাদের ধন-সম্পত্তি পূর্ব্বেই নিরাপদ স্থানে সরাইয়া লইয়া গিয়াছিল এবং বন্যার জন্য একরূপ প্রস্তুতই ছিল। তিন চারিশত গবাদি পশু অবশ্য জলমগ্ন হয়, কিন্তু কাহারও প্রাণহানি হয় নাই। নদীতে নয়টি মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু অনুমান হয়, আসানসোলের ভাঁটিতে নৌকায় নদী পার হওয়ার সময় নৌকাডুবির ফলেই ইহারা জলমগ্ন হয়। তাহা ছাড়া সমগ্র জেলায় কাহারও প্রাণহানি ঘটে নাই। বন্যার ফলে প্রধানতঃ চাষীদের কাঁচা বাড়ীগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহাদের অধিকাংশের ঘর পড়িয়া গেলেও জিনিষপত্র কিছু নষ্ট হয় নাই। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার আয়তন প্রস্থে এক মাইল ও দৈর্ঘ্যে ত্রিশ মাইলের মত। জেলার অবশিষ্ট অঞ্চলে বন্যায় ক্ষতি হওয়া দূরের কথা অতি রক্ত বৃষ্টিপাতে আমন ধানের প্রভূত উপকারই হইয়াছে। বন্যাক্লিষ্টদের জন্য অবিলম্বে সরকারী সাহায্য প্রেরিত হইয়াছিল। তিন দিনের মধ্যে খয়রাতী দান হিসাবে ২৭৫৲ টাকা বিতরিত হয়। এবং দশ দিনের মধ্যে আরও ৯২৫৲ টাকা সাহায্য দান করা হয়। ইহা ছাড়া বাড়ী-ঘর নির্ম্মাণে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের অনেককে ঋণও দেওয়া হয়। প্রায় কুড়ি মণ রবি-শস্যের বীজ বিনামূল্যে কৃষকদের মধ্যে বিতরিত হয়।

টেলিগ্রাফ লাইনে অত্যন্ত চাপ

জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করার পর উত্তর ভারতাভিমুখী টেলিগ্রাফ লাইনে কিরূপ চাপ পড়িয়াছে তাহার একটি উদাহরণ এখানে পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, গত ১৯শে ডিসেম্বর কলিকাতা হইতে নয়াদিল্লী ইউনাইটেড প্রেসের সম্পাদক শ্রীযুক্ত পি ডি শর্মাকে একটি তার করা হয়। তারটি পঁয়ষট্টি ঘণ্টা (সাধারণ ডাকে চিঠি অপেক্ষাও অধিক সময়) পরে গত ২২শে তারিখে তাহাকে ডেলিভারী দেওয়া হইয়াছে।

নবদ্বীপে লোকের ভিড়

গত ২৩শে ডিসেম্বর হইতে যুদ্ধের বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য আতঙ্কগ্রস্ত বহু ব্যক্তি স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে লইয়া নবদ্বীপে আসিতেছেন। প্রতিদিন অসংখ্য লোকসমাগম হইতেছে। কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত হরিচরণ প্রামাণিক ও শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য, কংগ্রেস ও সারস্বত মন্দিরের স্বেচ্ছাসেবকগণ সহ ষ্টেশনে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গত মঙ্গলবার একটি স্ত্রীলোক প্ল্যাটফরমের উপর একটি সন্তান প্রসব করেন। তাঁহাকে প্রাথমিক সাহায্য দানের পর গন্তব্যস্থানে পাঠান হয়।

রাজসাহী জেলায় হাটলুট

গত ২৩শে ডিসেম্বর রাজসাহী জেলার আত্রাই থানার অধীন ভাঙ্গা-জাঙ্গাল হাটে ঐ দিবস লুঠতরাজ হইয়াছে। যুদ্ধের দরুণ মফঃস্বলে মহাজন ও দোকানদারগণ জিনিষের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি দরে বিক্রয় করা এই লুঠের কারণ। এই লুঠের দরুণ জনসাধারণের মধ্যে একটা ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে

জাপানী বিমানের চিহ্ন

জাপানী বিমানপোতগুলি কিরূপ ধরণের এবং এগুলিতে কোন্ চিহ্ন আঁকা থাকে তাহা জানিতে বর্ত্তমানে ভারতবাসী মাত্রই কৌতূহল বোধ করিবেন। এ বিষয়ে বাংলা দেশের জনসাধারণের আগ্রহ আরও বেশী হওয়াই স্বাভাবিক।

জাপানী নৌবাহিনী সাধারণতঃ মিৎসুইবিশি ৯৬ নং বোমারু বিমান এবং সৈন্যবাহিনী মিৎসুইবিশি ৯৭ নং বোমারু ব্যবহার করিয়া থাকে

৯৬ নং মিৎসুইবিশিগুলি ১০ হাজার ফুট উঁচুতে ঘণ্টায় ২৩০ মাইল বেগে যাইতে পারে। ৯৭ নং মিৎসুইবিশিগুলি ১,৫০০ ফুট উঁচুতে ঘণ্টায় ২৪৫ মাইল যাইতে পারে। এগুলিতে কি পরিমাণ বোমা বহন করা চলে তাহা স্বভাবতই পোতগুলির পেট্রোলের পরিমাণের উপর নির্ভর করে, তবে এগুলি না থামিয়া মোট ১,৫০০ মাইল পর্য্যন্ত উড়িতে পারে।

জাপানী বিমানপোতগুলির পাখায় এবং গায়ের পাশে লাল রঙের বৃত্তাকার রেখা আঁকা থাকে। ব্রিটিশ বিমানপোতগুলিতে লাল রঙের বর্ত্তুলের ভিতর সাদা এবং সাদার ভিতর নীল বর্ত্তুল আঁকা থাকে। সুতরাং এই দুই প্রকার বিমানের মধ্যে তফাৎ সহজেই ধরিতে পারা যায়।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশপ্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে।

ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ২৮ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৫; ১৬ই পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ৩১শে ডিসেম্বর, ইং ১৯৪১, বুধবার | ২৪০তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮ নারায়ণ, স্থাণু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৫

দুর্দ্দৈব যায় না কেন?

—::•::—

আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক একান্তভাবে শ্রীগুরুগৃহে বা শুদ্ধভক্তিমঠে ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসীর বেশে বাস করিয়া, আবার কেহ বা গৃহস্থের বেশে গৃহে বা সংসারে থাকিয়া বহুকাল যাবৎ হরিভজন করিতেছি, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের উপদেশ ও শাস্ত্রাদেশ-মত শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবা, তাঁহাদিগকে প্রণতি, তাঁহাদের চরণামৃত সেবন, তাঁহাদের প্রসাদ-সেবা, তাঁহাদের প্রয়োজনীয় অর্থ ও দ্রব্যাদি প্রদান, তাঁহাদের আনুগত্য, তাঁহাদের সঙ্গ, তাঁহাদের মুখে হরিকথা-শ্রবণ ও পুনরায় তাহা আলোচনা, কীর্ত্তন ইত্যাদি ভক্ত্যঙ্গ-সমূহ সর্ব্বক্ষণ যাজন করিতেছি, এমন কি, বৈষ্ণব-প্রধান, মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ, মহাভাগবতবর, পরমহংস শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্ম—শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের দর্শন, নিকটে বাস, সঙ্গ, সেবা, তাঁহার শ্রীমুখে আত্মমঙ্গলের কথা শ্রবণ ও সেই শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন প্রভৃতি আত্মোন্নতি বা ভজনোন্নতিরও প্রচুর সুযোগ বা সুবিধা প্রাপ্ত হইতেছি, কিন্তু নিজেদের আচার-ব্যবহার-চিন্তাধারার দিকে তাকাইলে দেখি যে, স্বরূপ-বিস্মৃতি, অসত্ত্বকা, স্বদৌর্ব্বল্য ও অপরাধ,—এই চারিটী অনর্থ, যাহা আমাদের আত্মোন্নতি বা ভজনোন্নতির পথে প্রবল বাধক বা কণ্টক-স্বরূপ এবং যাহা একমাত্র উপরি-উক্ত ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজনেই সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়, সেই অনর্থগুলি এখনও দূরীভূত হয় নাই। কেন আমাদের এই অনর্থ বা দুর্দ্দৈব দূর হইতেছে না?—ইহার কারণ কি? এই প্রকার প্রশ্ন বা চিন্তা সময় সময় আমাদের মনে উদিত হয়।

যখন আমরা এইপ্রকার একটা অবস্থায় উপনীত হই—এইরূপ প্রশ্ন, চিন্তা বা আলোচনা যখন আমাদের মনের মধ্যে চলিতে থাকে, তখন, আমরা কেহ কেহ মনে মনে বিচার করিয়া ইহার কারণ নির্দ্দেশ করি—"আমি যখন এত বৎসর যাবৎ শ্রীগুরুদেবের, শ্রীআচার্য্যদেবের নিকট হইতে হরিনাম ও দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি—এতকাল যাবৎ তাঁহার ও তদনুগ শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সঙ্গ, তাঁহাদের কত আদেশ পালন, তাঁহাদের কত সেবা, কত হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতেছি, ভক্তির সকল অঙ্গই যাজন করিতেছি, তখন আমার দিক্ দিয়া ত' কোন বিষয়ে বিশেষ কোন দোষ-ভুল ত্রুটী দেখিতেছি না—আমি ঠিকই আছি, তাহা হইলে শ্রীগুরুদেবের, শ্রীআচার্য্য-দেবের বা তদনুগ বৈষ্ণবগণের দিক্ দিয়া নিশ্চয়ই কোন ত্রুটী-দোষ-ভুল-গলদ ইত্যাদি আছে, নতুবা তাঁহাদের এত সঙ্গ, এত সেবা, তাঁহাদের নিকট এত হরিকথা-শ্রবণ করিয়াও আমার এই সব অনর্থ বা সংসারাসক্তি দূরীভূত হইতেছে না কেন? অতএব ইহাই একমাত্র কারণ।" আমাদের এইপ্রকার বিচার বা ধারণার অনুকূলে আরও অনেক দৃষ্টান্ত তখন আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। মনে করি,—"মিশনের বা মঠের এত বড় বড় হোমড়া চোমড়া, এত খ্যাতনামা, এত সাধু-বৈষ্ণব-নামধারী, এমন কি, শ্রীল প্রভুপাদের এত প্রিয়, প্রেষ্ঠ, অনুগত বা অন্তরঙ্গ পার্ষদ-নামধারী বৈষ্ণবগণ (?) পর্য্যন্ত যখন 'মিশন' বা 'মঠ' পরিত্যাগ-পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন, আরও কত বৈষ্ণব বা সেবক-নামধারী ব্যক্তি এইভাবে প্রায়ই মঠ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন, মঠে থাকিতে পারিতেছেন না, দেখিতেছি, তখন আমি যাহা মনে করিয়াছি, বুঝিয়াছি বা চিন্তা-দ্বারা ঠিক করিয়াছি, তাহাই ঠিক। আমার এই বিচার বা ধারণার বিরুদ্ধে যে যাহাই বলুন না কেন বা আমাকে বুঝাইতে চান না কেন, আমাকে কেহ টলাইতে বা নড়াইতে পারিবেন না। এইপ্রকার 'মিশনে' বা 'মঠে' থাকিলে আমার কোন মঙ্গল লাভ হইবে না, বুঝিতে পরিতেছি। সুতরাং শীঘ্রই এখান হইতে সরিয়া পড়া ভাল। তবে যে কয়দিন এখানে থাকিতে হয়, কৌশলে বাহিরের দিকে গুরু-বৈষ্ণবের আদেশ যতদূর সম্ভব পালন করিয়া চলিতে হইবে, নতুবা তাঁহারা আমাকে এখানে থাকিতে দিবেন না।"

পক্ষান্তরে এইপ্রকার চিত্তবৃত্তি বা বিচার-সম্পন্ন মঠাশ্রিত গৃহস্থগণ মনে করেন—"সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক একেবারে মঠে চলিয়া না যাওয়াটাই আমাদের পক্ষে খুব ভাল হইয়াছে, দেখিতেছি। গৃহে থাকিয়া যেরূপ হরিভজন ও গৃহস্থালী—দুই-ই করিতেছি, তাহাই আমাদের পক্ষে পরম মঙ্গলজনক। বিশেষতঃ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—প্রবৃত্তি যখন পূর্ণরূপে অন্তর্ম্মুখী হয়, তখনই গৃহ-ত্যাগের অধিকার জন্মে। তৎপূর্ব্বে গৃহত্যাগ করিলে পুনরায় পতন হইবার বিশেষ আশঙ্কা। গৃহস্থ-অবস্থাটী জীবের আত্মতত্ত্ব উদিত ও শিক্ষা করিবার পক্ষে চতুষ্পাঠী-বিশেষ। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে চতুষ্পাঠী ত্যাগ করিতে পার (শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম)। অতএব আমাদের প্রবৃত্তি যখন পূর্ণরূপে অন্তর্ম্মুখী হয় নাই এবং আত্মতত্ত্ব উদিত ও শিক্ষা সমাপ্ত হয় নাই, তখন গৃহত্যাগ করিয়া একান্তভাবে মঠে বাস আমাদের পক্ষে মঙ্গল-কর নহে।"

হে আমার ভ্রাতৃবৃন্দ! আমাদিগকে এইপ্রকার দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট, অনর্থগ্রস্ত বা দুর্দ্দৈবগ্রস্ত দেখিয়া শ্রীগৌরকরুণাশক্তি শ্রীরূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে কি জানাইতেছেন, তাহা কৃপা-পূর্ব্বক একটুকু মনোযোগ দিয়া শুনুন,—

"অনেকে মনে করেন যে, যাঁহাকে 'সাধু' বলিয়া স্থির করা যায়, তাঁহার পদসেবা, তাঁহাকে প্রণতি, তাঁহার চরণামৃত সেবন, তাঁহার প্রসাদ সেবা এবং তাঁহাকে কিছু অর্থদান করিলেই সাধুসঙ্গ হয়। সেই সমস্ত কার্য্যদ্বারা সাধুর সম্মাননা হয় বটে এবং তাহাতে কোন-না-কোনপ্রকার লাভও আছে। কিন্তু তাহাই যে, সাধুসঙ্গ, তাহা নয়। • • • কেবল ভক্ত সাধুগণের স্বভাব ও চরিত্র বহুযত্নে অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাহা নিষ্কপটে অনুকরণ করিতে পারিলে বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। বিষয়িগণ সাধুর নিকট প্রণতিপূর্ব্বক বলিয়া থাকেন,—'হে দয়াময়! আমাকে কৃপা করুন, আমি অতিশয় দীনহীন, আমার সংসার বৃদ্ধি কিরূপে দূর হইবে?' বিষয়ীর এই বাক্যগুলি কপটবাক্যমাত্র, তিনি মনে মনে জানেন যে, কেবল অর্থ-লাভই লাভ ও বিষয়-সংগ্রহই জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁহার হৃদয়ে শ্রীমদ অহরহঃ জাগ্রত আছে। কেবল প্রতিষ্ঠা লাভের বাসনা ও 'সাধুগণের শাপের দ্বারা আমার বিষয় ক্ষয় না হয়',—এই ভয় হইতে তাঁহার নিকট কপট-দৈন্য ও কপট ভক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি ঐ সাধু

তাঁহাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন—'ওহে, তোমার বিষয়-বাসনা দূর হউক এবং ধন-জন তোমার ক্ষয় হউক', তখনই ঐ বিষয়ী বলিবেন,—'হে সাধু মহারাজ'! আপনি আমাকে এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিবেন না। এরূপ আশীর্ব্বাদ কেবল শাপ-মাত্র, সর্ব্বদা অহিত-জনক বাক্য।'

এখন দেখুন, সাধুগণের প্রতি বিষয়িগণের রূপ ব্যবহার নিতান্ত কপটতা-মাত্র। জীবনে অনেক সাধুজনের সহিত সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু আমাদের কপট ব্যবহারে আমরা সাধু-সঙ্গের কোন ফললাভ করি না। অতএব সরল শ্রদ্ধার সহিত আমরা সংপ্রাপ্ত সাধু-মহাত্মার সচ্চরিত্র নিরন্তর যত্নপূর্ব্বক অনুকরণ করিতে পারিলে সাধুসঙ্গের দ্বারা আত্মোন্নতি লাভ করি, এই কথাটী সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিয়া প্রকৃত সাধুর সন্নিকটস্থ হইয়া তাঁহার স্বভাব-চরিত্র অবগত হইব এবং যাহাতে আমাদের স্বভাব-চরিত্র তদ্রূপ গঠন করিতে পারি, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিব। ইহাই শ্রীমদ্-ভাগবত-শাস্ত্রের শিক্ষা।"—('সাধুসঙ্গের প্রণালী বিচার',—সসজ্জনী সজ্জনতোষণী, ১২।২)।

বন্ধুগণ। আমাদের যতপ্রকার দুর্ব্বুদ্ধি, যতপ্রকার অনর্থ, যতপ্রকার অপরাধ, যতপ্রকার দুর্দ্দৈবরূপ রোগ আছে, তাহার মূলে কোন্ ব্যাধি, তাহা এখন কিছু কিছু বুঝিতে বা ধরিতে পারিতেছেন কি? ভবরোগের চিকিৎসক, আমাদের প্রতি অযাচক কৃপালু, অত্যন্ত শুভদৃষ্টি-সম্পন্ন সাধু-বৈদ্যরাজ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উপরি-উক্ত সারগর্ভ বাণীতে আমাদিগকে কি জানাইলেন বা কি শিক্ষা দিলেন, তাহা একমাত্র আত্মমঙ্গল-কামী হইয়া স্থিরধীরচিত্তে সহিষ্ণুতার সহিত আলোচনা করিয়া বুঝিবার ও তদনুযায়ী জীবন গঠন করিবার জন্য যত্নবান্ হওয়া আমাদের আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ বা ভজনোন্নতি-লাভের একমাত্র উপায় নয় কি?

বর্ত্তমান জগতের শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূল-পুরুষ শ্রীগৌরনিজ-জন, মহাভাগবতবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম গ্রহণ ও দীক্ষা-প্রাপ্ত হইয়া এবং ঠাকুরের একান্ত অনুগত ও শিষ্যাভিমান করিয়া—তদভিন্ন-বিগ্রহ মহাভাগবতবর পরমহংসকুল-চূড়ামণি শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের নিকটে বাস, তাঁহার সঙ্গ ও সেবা করিয়া—তদাশ্রয়বিগ্রহ মহাভাগবতবর জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের একান্ত অনুগত বা শিষ্য-নাম ধারণ করিয়া—তদভিন্ন বিগ্রহ বর্ত্তমান যুগাচার্য্য, বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজ, মহাভাগবতবর শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের আশ্রয় গ্রহণ বা সঙ্গ করিয়াও বহু ব্যক্তি ইঁহাদের প্রকৃত শিষ্য, অনুগত বা আশ্রিত জনগণের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন নাই বা পারিতেছেন না, ইহা আমরা লক্ষ্য করিতেছি। এইপ্রকার পরম-হংসকুল চূড়ামণি মহাভাগবতবরগণের সঙ্গ পাইয়াও আমাদের পতন হয় কেন?—আমরা ভজনোন্নতি লাভ করিতে পারি নাই বা পারিতেছি না কেন?—আমাদের অনর্থ বা দুর্দ্দৈব দূর হয় নাই বা হইতেছে না কেন? এমন কি, স্বয়ং ভগবান্ সপার্ষদ শ্রীগৌর-রঙ্গের প্রকটকালে তাঁহাদের সাক্ষাৎ দর্শন, সঙ্গ, তাঁহাদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়াও অসংখ্য ব্যক্তি তাঁহাদের প্রকৃত অনুগত বা শিষ্য-সেবক-নামের যোগ্য হইতে পারেন নাই কেন? ইহার মূল কারণ কি আমরা ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের উপরি-উক্ত উপদেশ-বাণীর মধ্যে প্রাপ্ত হইতেছি না?

"বিষয়িগণ সাধুর নিকট প্রণতিপূর্ব্বক বলিয়া থাকেন,—'হে দয়াময়, আমাকে কৃপা করুন, আমি অতিশয় দীনহীন, আমার সংসার-বুদ্ধি কিরূপে দূর হইবে?' বিষয়ীর এই বাক্যগুলি কপটবাক্যমাত্র। তিনি মনে মনে জানেন যে, কেবল অর্থ-লাভই ও বিষয়-সংগ্রহই জীবনের উদ্দেশ্য। * * কেবল প্রতিষ্ঠা লাভের বাসনা ও 'সাধুগণের শাপের দ্বারা আমার বিষয় ক্ষয় না হয়'—এই ভয় হইতে তাঁহার নিকট কপট দৈন্য ও কপটভক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি ঐ সাধু তাহাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন,—'ওহে। তোমার বিষয়-বাসনা দূর হউক এবং ধনজন তোমার ক্ষয় হউক', তখনই ঐ বিষয়ী বলিবেন—'হে সাধু মহারাজ। আপনি আমাকে এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিবেন না। এইরূপ আশীর্ব্বাদ কেবল শাপ-মাত্র, সর্ব্বদা অহিতজনক বাক্য।" শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই বাক্যগুলি আমাদের বিশেষ মনোযোগ ও বিচারের সহিত আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। এই স্থানে "কেবল অর্থ-লাভই লাভ ও বিষয়-সংগ্রহই জীবনের উদ্দেশ্য", "সাধুগণের শাপের দ্বারা আমার বিষয়ের ক্ষয় না হয়", "কপট-দৈন্য ও কপট-ভক্তি", "আশীর্ব্বাদ কেবল শাপ-মাত্র"—ঠাকুরের এই উক্তিরূপ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র-প্রয়োগ আমাদের নিকট ফোঁড়ায় সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র উপচারের ন্যায় অত্যন্ত অপ্রীতিকর বা মর্ম্মান্তিক ব্যথা-দায়ক বলিয়া মনে হইলেও ইহাই আমাদের দূষিত রক্ত-পূজপরিপূর্ণ প্রাণ নাশকর ফোঁড়া-ব্যাধি—অনাদি কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতারূপ অবিদ্যা-পীড়া সম্পূর্ণ নিরাময় করিয়া জীবন্মৃত অবস্থা হইতে আমাদিগকে পূর্ণ জীবন-দান বা আমাদের আত্মার স্বাস্থ্য লাভ করাইবে।

যে কেবল মায়ার সংসারে থাকিয়া গৃহস্থ জীবন যাপন, অর্থ বা বিষয়-সংগ্রহের চেষ্টা দেখিলেই বিষয়ী বলা যাইবে, আর বহির্দৃষ্টিতে স্ত্রী পুত্র, পিতা-মাতা, ভাই-বন্ধু, আত্মীয় স্বজন, ধন সম্পদ্ প্রভৃতি সমস্ত ভোগ্য বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তিমঠে বাস করিলেই অর্থলাভ কিংবা বিষয়-সংগ্রহের প্রবৃত্তি বা চেষ্টা থাকিতে পারে না বা পারিবে না,—এমন কথা নয়। 'সর্ব্বক্ষণ মঠে বাস করিতেছি, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সাক্ষাৎ সঙ্গ করিতেছি, সেবা করিতেছি'—এইরূপ আদর্শ সকলকে দেখাইয়াও অন্তরে আমরা ঘোর বিষয়াসক্ত থাকিতে পারি। বহির্দৃষ্টিতে মায়ার সংসারে থাকিয়া অন্তরে বিষয়াসক্তি বা বিষয়ানাসক্তি—দুইই থাকিতে পারে, আবার বহির্দৃষ্টিতে মঠে বা শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের নিকটে বাস করিয়াও অন্তরে বিষয়াসক্তি ও বিষয়ানাসক্তি থাকা অসম্ভব নয়। স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহটাকে 'আত্ম' বা 'আমি'-বুদ্ধি করিয়া সেই দেহটাই ভোক্তা—এরূপ বিচারে পুরুষ স্ত্রী, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, ব্রহ্মচারী গৃহস্থ-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাসী, হিন্দু-মুসলমান-ব্রাহ্ম-খৃষ্টান-বৌদ্ধ-জৈন, ধনী-দরিদ্র, রাজা প্রজা, সুখী-দুঃখী, সুস্থ-রোগী, সবল-দুর্ব্বল, পণ্ডিত-মূর্খ-কুলীন, ভারতবাসী, ইউ-রোপবাসী, আমেরিকাবাসী প্রভৃতি অসংখ্য-প্রকার অভিমানে জগৎকে ভোগা-দর্শনে ভোগ বা ত্যাগের দ্বারা যে স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির চেষ্টা, উহারই নাম ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের ভাষায়—"অর্থলাভ ও বিষয়-সংগ্রহের চেষ্টা।"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে জানাইলেন,—আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে এইরূপ দুষ্প্রবৃত্তি ন্যূনাধিক আছে বলিয়া আমরা বাহিরের দিকে গৃহস্থ বা মঠবাসীর বেশে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের নিকট 'আমি দীনহীন, পতিতাধম, নরাধম, আমাকে কৃপা করুন, আপনাদের কৃপা ব্যতীত আমার আর গতি নাই, আপনারা নিজগুণে আমাকে কৃপা না করিলে আমার কি উপায় হইবে?'—এইরূপ যে-সমস্ত কথা বলিয়া থাকি, তাহা সমস্তই ঠাকুরের ভাষায় আমাদের "কপটবাক্য মাত্র", —"কপট দৈন্য ও কপটভক্তি"—কপটতামাত্র। এরূপ বলিবার কারণ এই যে, সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণ যখন "যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ"—এই ভগবদ্বাক্যানুসারে আমা-দিগকে অমায়ায় কৃপা বিতরণ করিবার উদ্দেশ্যে আমাদের এই সংসারের অনিত্য স্ত্রী-পুত্র, পিতা-মাতা, ভাই-বন্ধু আত্মীয়-স্বজন, ধন সম্পদ প্রভৃতির প্রতি আপন-বুদ্ধি বা আসক্তিরূপ নোঙ্গর উঠাইতে চান, যখন আমাদের সর্ব্বপ্রকারের ইন্দ্রিয়সুখ-চেষ্টা সমূলে উৎপাটিত করিতে চান, যখন সাধুগুরু-বৈষ্ণবগণ আমাদের পূর্ব্বোক্ত কৃপা-প্রার্থনার কথা শুনিয়া আমাদিগকে বলেন,—"ওহে। তোমার বিষয় বাসনা দূর হউক এবং তোমার ধন-জন ক্ষয় হউক," তখনই আমরা অনেক সময় মুখে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিয়া না বলিলেও মনে মনে সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের এইরূপ বাক্যে রুষ্ট হইয়া বলিয়া থাকি,—"হে সাধু মহারাজ। আপনি আমাকে এরূপ আশীর্ব্বাদ করিবেন না। এরূপ আশীর্ব্বাদ কেবল শাপমাত্র, সর্ব্বদা অহিতজনক বাক্য।"

পূর্ব্বে অনেক সময় আমার মনে এরূপ চিন্তার উদয় হইত যে, ঠাকুর শ্রীল ভক্তি-বিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্য-দেবের ন্যায় মহাভাগবতবরগণের আশ্রয়গ্রহণ, সঙ্গ, সেবা ও তাঁহাদের নিকট হরিকথা-শ্রবণ করিয়াও বহুলোকের হরিভজন হইতে বিচ্যুতি বা বহু লোককে বিপথগামী হইতে দেখা যায় কেন? ইহাদের মধ্যে অনর্থনিবৃত্ত হইয়া ভজনোন্নতি লাভ করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্তও খুব বিরল দেখা যায়; ইহার কারণ কি? আজ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপার করুণায় তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত উপরি-উক্ত বাক্যসমূহ ইহার কারণ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত দেখিতে পাইতেছি। ঠাকুর জানাইলেন,—গৃহে থাকিয়াই হউক বা মঠে থাকিয়াই হউক, অন্তরে ভোক্তৃ-অভিমান, ভোগ্য-নেত্রে জগদ্দর্শন ও জগৎকে ভোগ-ত্যাগের দ্বারা স্থূল-সূক্ষ্মভাবে আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিতে বা ভোগে লাগাইবার চেষ্টা, তজ্জন্য জড়াসক্তি বা সংসারাসক্তি, অন্যাভিলাষ, লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠাশা, নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটি, থাকা-কাল-পর্য্যন্ত এইসব 'বিতথদলনী' শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদ বা অমায়ায় কৃপা আমরা বরণ করিতে চাই না। আমরা জড়াসক্তি, সংসারাসক্তি, দেহারামতা, গেহারামতা, অন্যাভিলাষ-চরিতার্থতা বজায় রাখিয়া কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, আত্মোন্নতি, ভজনোন্নতি লাভ করিতে চাই অর্থাৎ আমরা যুগপৎ মায়াকেও চাই, কৃষ্ণকেও চাই। কিন্তু বৈষ্ণব-মহাজন বলেন,—'যেখানে মায়া, সেখানে কৃষ্ণ নাই, আর যেখানে কৃষ্ণ, সেখানে মায়া নাই।' আমরা চাই—আলো ও অন্ধকার একত্র থাকুক, শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ বলেন,—'আলো ও অন্ধকার একত্র থাকিতে পারে না। হয় আলো চাও, না হয় অন্ধকার চাও—হয় কৃষ্ণ চাও, না হয় মায়া চাও।' স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্নভাবে ভোগ-প্রবৃত্তি বা ভোগ-চেষ্টা থাকিলে বাহিরের দিকে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-গণের সঙ্গ, সেবা, হরিকথা-শ্রবণ, দৈন্য, কৃপা-ভিক্ষা—সমস্তই অভিনয়মাত্র বা কপট হইয়া পড়িবে।

"অতএব সাধু-মহাত্মার সচ্চরিত্র নিরন্তর যত্নপূর্ব্বক অনুকরণ করিতে পারিলে সাধু সঙ্গের দ্বারা আত্মোন্নতি লাভ করি,—এই কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া প্রকৃত সাধুর সন্নিকটস্থ হইয়া তাঁহার স্বভাব-চরিত্র অবগত হইব এবং যাহাতে আমাদের স্বভাব-চরিত্র তদ্রূপ গঠন করিতে পারি, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিব।"—ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের উপরি-উক্ত এই উপদেশ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া তদনুসারে ভজনোন্নতির যত্ন করা প্রত্যেক

নিষ্কপট আত্মমঙ্গলকামীর একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই আমরা শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের প্রকৃত আশ্রিত, অনুগত, শরণাগত, শিষ্য বা সেবক-নামের সার্থকতা-সম্পাদনে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের অমায়ায় কৃপা-লাভে কৃতকৃতার্থ হইতে পারিব।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(*)::——

অধয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণপাদ-পদ্ম-সেবাই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও বিষেয়—এই বিষয়টী যতদিন পর্য্যন্ত না আমাদের প্রকৃষ্টরূপে উপলব্ধি হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রকৃত সাধুসঙ্গে ভগবৎ-কথা শ্রবণ, সাধুপদিষ্ট বাক্য কীর্ত্তন, সাধুনির্দ্দিষ্ট সাম্বত শাস্ত্রসমূহের পঠন-পাঠন ও সাধু-সেবনাদি কোন ব্যাপারেই আমাদের আন্তরিক স্পৃহা ও ইচ্ছা বিদ্যমান থাকা কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানে আমরা বাহিরে যতই আন্তরিকতা প্রদর্শন করি না কেন, অনিত্য-জগতের অনিত্য-দেহ ও মনোধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে আগ্রহ থাকায় আমাদের সেই আন্তরিকতার কপটতা স্বতঃই প্রমাণিত হইয়া পড়ে। যে ব্যক্তি পশ্চিমদিকে দ্রুত-গতিতে ধাবমান, তিনি মুখ না ফিরাইলে তদ্বিপরীত পূর্ব্বদিকে কেমন করিয়া ঠিক সেই সময়ে অগ্রসর হইতে পারিবেন? অর্থাৎ একই সময় এক ব্যক্তির পক্ষে পূর্ব্ব ও পশ্চিম—উভয়দিকে ধাবিত হওয়া অসম্ভব, একদিকে চলিলে অপর দিক পশ্চাতে পড়িবেই। সেই-রূপ কৃষ্ণেতর বিষয়ে অভিনিবেশ থাকা অবস্থায় কৃষ্ণ-বিষয়ে আত্মনিবিষ্ট হওয়া কখনই সম্ভবপর হয় না। কৃষ্ণ-বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইতে হইলে কৃষ্ণেতর অর্থাৎ কৃষ্ণব্যতীত অপর যাবতীয় বিষয়ে অভিনিবেশ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহা হইলেই জীবনের মুখ্য বা একমাত্র উদ্দেশ্য কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ হইয়া কৃষ্ণভজনের পথে—স্বদেশের দিকে—গোলোক-বৈকুণ্ঠের দিকে জীব অগ্রসর হইতে পারিবেন।

কৃষ্ণকেও পাওয়া চাই, আবার মায়াকেও সন্তুষ্ট রাখা চাই—এইরূপ দোদুল্যমান অবস্থায় থাকিয়া কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-প্রীতি-লাভ কখনই সম্ভবপর হয় না। কৃষ্ণ-সেবাকে আমরা জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিতে পারি না বলিয়াই আমাদের বহুকাল ধরিয়া কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গযাজন অভিনয়-মাত্র হইয়া যায়, তাহাতে আমরা লাভবান্ হইতে পারি না। শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণবকে একমাত্র আপন বা আত্মীয়জ্ঞানে তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ বা প্রীতি বিশিষ্ট হইতে পারি না। গোড়ায় গলদ রাখিয়া অর্থাৎ বিষয়-বাসনা বা মায়ার সংসারের প্রতি আসক্তি, অনুরাগ বা প্রীতি রাখিয়া আমরা যতচিন্তই করি না কেন, সে সমস্তই যেন শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি উপহাস-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়—ভস্মে ঘৃতাহুতির মত ব্যর্থ হইয়া যায়। অতএব "মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম পায়॥ আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে। সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে॥ বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন। কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥ অতএব মায়ামোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান্। নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥"—এই সব মহাজন-বাণী সর্ব্বক্ষণ স্মৃতিতে রাখিয়া সুবুদ্ধি-মান্ ব্যক্তির একমাত্র নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তির অনুসন্ধান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

প্রশ্নোত্তর

——::(*)::——

প্রশ্ন—জড়জগৎ যদি কারাগার হইল তবে তদুচিত নিগড় কাহাকে বলা যায়?

উত্তর—মায়ার নিগড় তিনপ্রকার—সত্ত্ব-গুণ-নির্ম্মিত-নিগড়, রজোগুণ-নির্ম্মিত নিগড় ও তমোগুণ-নির্ম্মিত নিগড়, মায়া দণ্ড্য জীব-সকলকে যথাযথ ঐ তিন নিগড়ে আবদ্ধ করেন। জীব সাত্ত্বিকই হউন, রাজসিকই হউন বা তামসিকই হউন—সকলেই নিগড়বদ্ধ। স্বর্ণনিগড়, রৌপ্যনিগড় ও লৌহনিগড়—ইহারা ধাতুতে ভিন্ন হইলেও সকলেই নিগড় বৈ আর ভাল দ্রব্য নয়।

প্রঃ—চিৎকণবিশিষ্ট জীবকে মায়িক নিগড় কিপ্রকারে বাঁধিতে পারে?

উঃ—মায়িক বস্তু চিদ্বস্তুকে স্পর্শ করিতে অক্ষম। জীব 'আমি মায়াভোক্তা'—এই অভিমান করিবামাত্র জীবের জড়াহঙ্কার-রূপ লিঙ্গাবরণ হইয়া পড়ে, সেই লিঙ্গাবৃত জীবের পদদ্বয়ে মায়িক নিগড় প্রযুক্ত হয়। সাত্ত্বিক-অহঙ্কারবিশিষ্ট জীবসকল উচ্চলোকবাসী দেবতা, তাহাদের পদদ্বয়ে সাত্ত্বিক বা স্বর্ণ-নিগড় প্রযুক্ত হয়, রাজস-জীবসকল দেবতা ও মনুষ্যভাব-মিশ্র, তাহাদের পদে রৌপ্য বা রাজস-নিগড়, তামস-জীবসকল পঞ্চ-মকারীয় জড়ানন্দে মত্ত, তাহাদের পদে তামসিক বা লৌহনিগড় প্রযুক্ত আছে। সেই নিগড়বদ্ধ-জীবসকল কারাগারের বাহিরে যাইতে পারে না—বহুপ্রকার ক্লেশসমূহের দ্বারা আবদ্ধ থাকে।

প্রঃ—মায়ার কারাগারে বদ্ধজীব কি-কি কার্য্য করিয়া থাকেন?

উঃ—আদৌ জীব মায়িক বিষয়-ভোগ-বাসনানুসারে সেই ফললাভের উপযোগী যে-সকল কর্ম্ম, তাহা করেন। দ্বিতীয়তঃ নিগড়বদ্ধ হইলে যে-সকল ক্লেশ উদিত হয়, তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা করেন।

প্রঃ—মায়াবদ্ধ জীব যে দুইপ্রকার কর্ম্ম করেন, উহা কিরূপ?

উঃ—প্রথম প্রকার কার্য্যটী এই,—জীবের স্থূল আবরণটী জড়ীয় স্থূল শরীর, তাহার ছয়টী অবস্থা—জড়শরীরের জন্ম, তাহার আস্তত্ব, তাহার হ্রাস, তাহার বৃদ্ধি, তাহার পরিণাম ও তাহার অপক্ষয়—এই ছয়টী বিকার স্থূলদেহের ধর্ম্ম, ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতি জড়দেহস্থিত জীব ভোগবাসনাদ্বারা চালিত হইয়া আহার, নিদ্রা, সঙ্গ ইত্যাদির বশীভূত। বিষয় ভোগ করিবার জন্য তিনি নানাবিধ কাম্যকর্ম্ম করেন—দেহের জন্ম হইতে চিতারোহণ পর্য্যন্ত দশবিধ কর্ম্ম করেন, বেদবিহিত অষ্টাদশ প্রকার অবর যজ্ঞস্বরূপ কর্ম্মাচরণ করেন, আশা করেন এই যে, এই স্থূল শরীরে কর্ম্ম মার্গীয় পুণ্য সঞ্চয় করত স্বর্গে দেবভোগ্য বিষয় লাভ করিবে এবং মর্ত্ত্যলোক-প্রবেশের সঙ্গে ব্রাহ্মণাদির গৃহে জন্মগ্রহণ করত সর্ব্বপ্রকার সুখ লাভ করিবে অথবা বদ্ধজীব অধর্ম্ম আশ্রয় করত পাপাচরণদ্বারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করেন। প্রথমোক্ত ধর্ম্ম-কার্য্যের দ্বারা স্বর্গাদি লাভ করত তথায় ভোগ-সমাপ্তির পর পুনরায় মর্ত্ত্যদেহ লাভ করেন, শেষোক্ত পাপাচরণদ্বারা বহুবিধ নরকে প্রবেশ করত ভোগান্তে মর্ত্ত্যদেহ লাভ করেন। এইপ্রকার কর্ম্মচক্রে পড়িয়া মায়াবদ্ধ জীব অহরহঃ বিষয়ভোগচেষ্টায় ও আস্বাদনে অনাদিকাল হইতে ভ্রমণ করিতে-ছেন, মধ্যে মধ্যে পুণ্যকর্ম্মফলে ক্ষণিকসুখ ও পাপকর্ম্মফলে ক্ষণিক দুঃখ ভোগ করিতেছেন।

দ্বিতীয় প্রকার কর্ম্মটী এই,—"স্থূলদেহ স্থিত জীব স্থূলদেহের অভাবজনিত কষ্ট পাইয়া তন্নিবারণে অনেক প্রকার কর্ম্ম করিয়া থাকেন—ক্ষুধাতৃষ্ণা-নিবারণের জন্য আহার্য্য ও পেয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবার যত্ন করেন, সেই সেই দ্রব্য সহজে সংগ্রহ করিবার জন্য বহু পরিশ্রম দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করেন, শীত নিবারণের জন্য বস্ত্র সংগ্রহ করিতে থাকেন, ইন্দ্রিয়-সুখ-পিপাসা নিবৃত্তির জন্য বিবাহাদি কার্য্যে নিযুক্ত হন, কুটুম্ব ও সন্তানাদির সুখ সমৃদ্ধি ও অভাবাদি নিবারণের জন্য যথাবিধি পরিশ্রম করেন, স্থূলদেহ রোগাক্রান্ত হইলে তন্নিবৃত্তি করিবার উপায়ে ঔষধ-পাচনাদি প্রয়োগ করেন, বিষয়-রক্ষার জন্য রাজদ্বারে বাদ বিবাদে প্রবৃত্ত হন, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য—এই ছয় রিপুর বশীভূত হইয়া যুদ্ধ, বিবাদ, পরহিংসা, পর-পীড়ন, পরধনগ্রহণ, ক্রূরতা, বৃথা অহঙ্কার প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, স্বচ্ছন্দে থাকিবার জন্য গৃহাদি নির্ম্মাণকার্য্য করিয়া থাকেন,—এই সমস্ত অভাবনিবৃত্তির কার্য্য। ভোগ-প্রবৃত্তির কার্য্যে ও অভাবনিবৃত্তির কার্য্যে মায়াবদ্ধ জীবের দিবারাত্র অতিবাহিত হয়

শ্রীশ্রীবাস অঙ্গনে কীর্ত্তন

গত ১৪ই পৌষ, সোমবার, শ্রীহরিবাসর-তিথিতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু সংকীর্ত্তন-রাসস্থলী শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীব্যাসপূজা প্রসঙ্গ পাঠমুখে রাত্রি প্রায় ১১॥টা পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

বেঙ্গুণে ৺ চাঁদা

অকৈতব মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা বেঙ্গুণ-শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক ও পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথি-পূজা জিয়াগাঞ্জ ও বেঙ্গুণে পাঠকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

ঐ তিথিতে জিয়াগাঞ্জে একটী মহতী সভায় শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত গুণমহিমার কথা আলোচিত হয়। সভায় তথাকার বহু শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনার পর সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

নির্য্যাণ

বিগত ১২ই পৌষ, ২৭শে ডিসেম্বর, শনিবার-দিবস শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীগোপীমোহন দাস স্বধামপ্রাপ্ত হইয়া-ছেন। শ্রীগোপীমোহন অল্পবয়সেই মায়ার সংসারের পিতামাতা, ভাই-বন্ধু প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত একান্তভাবে হরি-ভজনের উদ্দেশ্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের একান্ত আনুগত্যে থাকিয়া তাঁহাদের আদেশানুসারে প্রথমে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে, তৎপরে অম্বিকা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে ও চাকদহে শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে অবস্থানপূর্ব্বক উৎসাহের সহিত মঠের বিভিন্ন সেবাকার্য্য করিয়াছেন। শ্রীহরিকথা-শ্রবণেও তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ও আগ্রহ ছিল।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের আনুগত্য, নিষ্কপট সেবোন্মুখতা বৃদ্ধি ও হরিকথা-শ্রবণে রুচি প্রদর্শনপূর্ব্বক ভক্ত শ্রীগোপীমোহন বিষ্ণু-কার্য্যের ফলেই পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম গ্রহণের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বধাম গমনের কয়েকমাস পূর্ব্ব হইতে তিনি শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীগৌড়ীয়-গৌড়ীয়মঠ, শ্রীমায়াপুর হইতে ও তদনন্তর শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থানপূর্ব্বক মঠের ও বাগানের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকায় শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের স্নেহ ও প্রী-ভাজন হইয়াছিলেন। [illegible] একজন নিষ্কপট, সেবোন্মুখ ও শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় সর্ব্বদা উৎসাহী ও আমরা সকলেই তাহার

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:০:-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি পাংক্তি	॥০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম		৬৲	৬৲	
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৮৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
এক কলম	৬০৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৬৲
ষাণ্মাসিক " ৩৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—ত্রিদণ্ডিস্বামী একমাত্র পারমার্থিক দ্বাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত যদুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীভক্তিবান্ধবমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজসংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

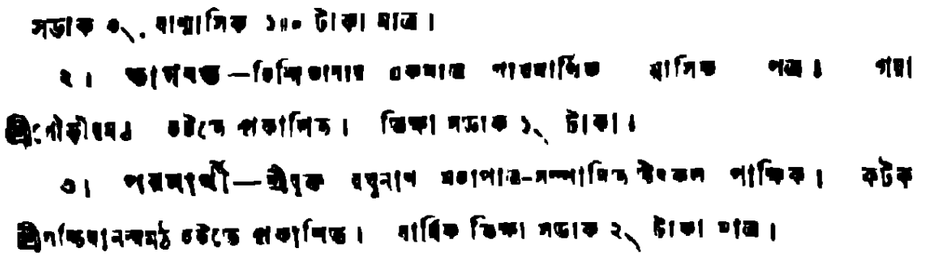

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। শিশুর প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং ষ্টুয়ার্টডিজি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

পরীক্ষা-কেন্দ্র পরিবর্ত্তনের আবেদন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার সংবাদ-পত্রে নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিয়াছেন :—

"বর্ত্তমান জরুরী অবস্থার জন্য বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী ম্যাট্রিকুলেশন ও ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থীদিগকে কলিকাতা হইতে মফঃস্বলের কোন স্থানে পরীক্ষা কেন্দ্র পরিবর্ত্তন করিতে দেওয়া হইবে। এতদুদ্দেশ্যে ১৯৪২ সালের ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের মারফৎ পরীক্ষাসমূহের কণ্ট্রোলারের নিকট আবেদন দাখিল করিতে হইবে। প্রাইভেট এবং নন-কলেজিয়েট পরীক্ষার্থীদের নিকট হইতে এরূপ পরীক্ষা কেন্দ্র পরিবর্ত্তনের আবেদন সেই সব ব্যক্তিদের দ্বারা স্বাক্ষরিত হইবে, পরীক্ষাদানের আবেদনে যাঁহাদের স্বাক্ষর করিবার অধিকার আছে।

কেন্দ্র পরিবর্ত্তনের জন্য যথারীতি যে ফি লওয়া হইয়া থাকে, এই সব ক্ষেত্রে তাহা লওয়া হইবে না।

বর্ত্তমান নিয়মানুযায়ী অনুমোদিত স্কুল ও কলেজ হইতে যে সব নিয়মিত ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রবেশলাভের জন্য আবেদন দাখিল করিবেন, প্রাইভেট অথবা নন-কলেজিয়েট প্রার্থীদের অপেক্ষা তাঁহাদের ব্যবস্থা ভিন্নতর হইবে, এই সব অনুমোদিত স্কুল ও কলেজের প্রার্থীদিগকে তাঁহাদের সংশ্লিষ্ট হেডমাষ্টার অথবা অধ্যক্ষের উপস্থিতিতে আবেদন স্বাক্ষর করিতে হইবে।

বর্ত্তমান জরুরী অবস্থার জন্য জানান যাইতেছে যে, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কোন কলেজের অধ্যক্ষ অথবা সেনেটের সদস্য অথবা স্কুলসমূহের কোন সরকারী পরিদর্শক অথবা কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারের কোন গেজেটেড অফিসারের উপস্থিতিতে প্রার্থিগণ-কর্ত্তৃক আবেদন স্বাক্ষরিত হইলেও হেডমাষ্টার এবং অধ্যক্ষগণ এইরূপ প্রার্থীদের আবেদন বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ করিতে পারেন।

এই সব ক্ষেত্রে যিনি আবেদনে স্বাক্ষর করিয়া দিবেন, তাঁহাকে তাঁহার পুরা নাম, ঠিকানা এবং পদমর্য্যাদা উল্লেখ করিতে হইবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ যিনি আবেদন পেশ করিবেন - তাঁহার নিকটই প্রবেশ-পত্র প্রেরণ করা হইবে।

চুংকিংএ জেনারেল ওয়াভেল

গত ২৬শে ডিসেম্বর মার্শাল চিয়াং কাইশেক ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিমান কোরের অধ্যক্ষ মেজর জেনারেল ব্রেটন সহ ভারতের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওয়াভেল তিন দিন আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা গেল। বৃটিশ দূতাবাস হইতে এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, জেনারেল ওয়াভেল গত ২২শে ডিসেম্বর তিন দিনের জন্য জেনারেল ওয়াভেল চুংকিং-এ আসেন এবং সেই সময় মার্শাল চিয়াং কাইশেক ও মেজর জেনারেল ব্রেটের সঙ্গে আলোচনা করেন। সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধ পরিচালনা নীতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া মেজর জেনারেল ব্রেট চুংকিংএ আসেন। মার্কিণ ও বৃটিশ সামরিক প্রতিনিধি দলের প্রধানগণ এবং চীনা হাইকমাণ্ডের কয়েকজন কর্ত্তাও এই আলোচনায় যোগদান করেন। সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সর্ব্বাঙ্গীন আলোচনা হয় এবং আলোচনায় সকলেই সম্পূর্ণ একমত হন।

জেনারেল ওয়াভেল ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

সোফিয়ায় ১১জনের প্রাণদণ্ড

গত ২৫শে ডিসেম্বর সোফিয়া বেতারে প্রকাশ, এক বৃহৎ গুপ্তচর মামলায় ঐ দিবস ১১ জনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। ৫০ দিন ধরিয়া এই মামলার শুনানী হইয়াছে।

দণ্ডিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ডাঃ জর্জ্জ ডিমিট্রভ অন্যতম। ইনি পূর্ব্বে সোফিয়ার যুগোস্লাভ দৌত্য-বিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন। আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে, তাঁহারা "বৃটিশ ও যুগোস্লাভ দৌত্য বিভাগের সহায়তায়" বুলগেরিয়ান রাষ্ট্রের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন।

রেঙ্গুণ হইতে যাত্রীসহ জাহাজ

গত ২৩শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণে একখানা যাত্রীবাহী ষ্টীমার রেঙ্গুণ হইতে প্রায় ২১০০ জন যাত্রী লইয়া চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছিয়াছে। যাত্রীদের মধ্যে প্রায় অনেকেই অবাঙ্গালী এবং বাঙ্গালী এবং উহাদের মধ্যে অনেক নারী ও শিশু আছে। যে সকল যাত্রী আসিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে শোনা গিয়াছে প্রায় ৭০০০।৮০০০ যাত্রী এ ষ্টীমারে স্থান না পাইয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশপ্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সদ্যঃ কল্যাণ
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিবল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ২৯ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৫; ১৭ই পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১লা জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার | ২৪১তম সংখ্যা

"যতদিন ভক্তিবিপরীত-বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯ নারায়ণ, বৃহাদি কায়গোবশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥" (শ্রীভাঃ ১১।২।৪৭)—অর্থাৎ লৌকিক-শ্রদ্ধানুসারে যিনি শ্রীঅর্চ্চা-মূর্ত্তিতে শ্রীহরির পূজা করেন, কিন্তু হরিভক্ত এবং হরির অধিষ্ঠান-স্বরূপ অন্য জীবকে শ্রদ্ধা ও ইজ্যা করেন না, তিনি প্রাকৃত বা কনিষ্ঠভক্ত। এই কনিষ্ঠভক্তের লক্ষণে জানা যায়,—ভগবানের শ্রীবিগ্রহের প্রতি তাঁহার লৌকিকী শ্রদ্ধা আছে। লৌকিকী শ্রদ্ধা বলিতে ইহাই বুঝায় যে, অপর পাঁচজন লোকের দেখা-দেখি জুতা-খড়ম প্রভৃতি দূরে রাখিয়া ঠাকুর দর্শন করিতে যাওয়া, অপর লোকের দেখা-দেখি ঠাকুরের কাছে করযোড় বা দণ্ডবৎপ্রণামাদি করা, অপর লোকের দেখা-দেখি ঠাকুরের পূজা-অর্চ্চন-ভোগ-[illegible] কার্য্য করা [illegible]। শ্রীবিগ্রহের প্রতি অপ্রাকৃত-বুদ্ধি, শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময় বস্তু, স্বয়ং ভগবান্, নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ। তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দরূপ।"—এইসব বুদ্ধি-বিচার চিত্তে উপস্থিত হয় নাই, কেবল অপর পাঁচজন লোক শ্রীবিগ্রহকে দণ্ডবৎ-প্রণাম, শ্রীবিগ্রহের আরাত্রিক দর্শন, পূজা-অর্চ্চনাদি করিতেছেন দেখিয়া নিজেরও তত্তৎকার্য্য করিবার যে প্রবৃত্তির উদয় হয়, তাহাই লৌকিকী শ্রদ্ধা।

এই প্রাকৃত ভক্তের লক্ষণে জানা যায়,—ভগবানের শ্রীমূর্ত্তির প্রতি তাঁহার প্রকৃত বিশ্বাস বা নিষ্ঠা হয় নাই—শ্রীবিগ্রহের প্রতি তাঁহার শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই। তাই হরিভক্তের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা এবং শ্রীহরির অধিষ্ঠানস্বরূপ অন্য জীবের প্রতি তাঁহার দয়ার পরিচয় পাওয়া যায় না। যে সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণ অপেক্ষাও বড়—কৃষ্ণ যাঁহাদের হৃদয়ের ধন, আর যাঁহারা কৃষ্ণের হৃদয়ের ধন—কৃষ্ণ ছাড়া যাঁহারা আর কিছু জানেন না—কৃষ্ণের প্রাণতুল্য যাঁহারা—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা কৃষ্ণের মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণ বা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কার্য্য করাই যাঁহাদের একমাত্র স্বভাব বা ধর্ম্ম—যাঁহারা জগতের সকল জীবকেই একমাত্র কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-ভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেমধনে ধনী করিতে চাহেন,—এইরূপ সাধুগুরুবৈষ্ণবের প্রতি প্রাকৃত ভক্তের শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা নাই অর্থাৎ "শ্রদ্ধা-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব-কর্ম্ম কৃত হয়॥"—শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিলাভ হইলেই—একমাত্র শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিলেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইবে, পৃথগ্‌ভাবে অন্য কোন কার্য্য করার প্রয়োজন হইবে না,—এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহার নাই। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রতি তাঁহার প্রাকৃত-বুদ্ধি বা মর্ত্যবুদ্ধিও আছে। তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা, অনুরাগ, প্রীতি বা আপন-বুদ্ধি নাই। তাঁহারা কেবল অপরের দেখা-দেখি বাহিরের দিকে শ্রীগুরুবৈষ্ণবকে দণ্ডবৎপ্রণাম বা তাঁহাদের আদেশ পালনের চেষ্টা করিয়া থাকেন।

———

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতি শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই বলিয়া প্রাকৃত ভক্ত শ্রীহরির অধিষ্ঠান-স্বরূপ অন্য জীবকে সম্মান প্রদান বা অন্য জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন না। 'জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান'—'প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে'—এইসমস্ত লক্ষণ প্রাকৃত ভক্তের মধ্যে দেখা যায় না। কোন প্রাণী বা জীবকে দেখিলেই তাঁহার চিত্তে হিংসার উদয় হয়—'দূর দূর' করিয়া তাড়াইয়া দেওয়ায়, তাহাদের প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্য-ভাব প্রদর্শন করিবার অথবা লাঠিদ্বারা প্রহার করিবার ইচ্ছা জন্মে। যে কোন লোক দেখিলেই 'এই ব্যক্তি বহির্ম্মুখ, পতিত, অধম, অসৎ, ব্যভিচারী, অনাচারী, পাপিষ্ঠ, অবজ্ঞার পাত্র, ঘৃণার পাত্র, দুঃসঙ্গ, মায়াবাদী',—এইরূপ বিচার করিয়া সেই ব্যক্তির প্রতি রূঢ় বা কর্কশ বাক্য প্রয়োগ, তাহাকে বিদায় করিয়া বা তাড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা, সেই ব্যক্তি কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিলেও ঘৃণা বা অবজ্ঞার পাত্র-বোধে তাহার সহিত বাক্যালাপ না করা, প্রসাদাদি কিছু চাহিলে যাহাতে না দিয়া কোনপ্রকারে বিদায় করিয়া দিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা—এই প্রকারের বিচার-আচার, কার্য্য-কলাপ, চিন্তাস্রোত, কথাবার্ত্তা প্রাকৃত ভক্তের মধ্যে দৃষ্ট হয়।

———

আমাদের মধ্যে অনেকেই বহুকাল যাবৎ সদ্গুরু-পদাশ্রিত হইয়াছি—সদ্গুরুর বা বৈষ্ণবাচার্য্যের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম ও দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি—মঠে বা গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক একান্ত ভক্ত বা গৃহস্থ ভক্ত, শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহত্যাগী বা গৃহস্থ সেবক-শিষ্য-নামেও খ্যাতি লাভ করিয়াছি—'আমি শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রিয়, অন্তরঙ্গ জন, বহুকাল পূর্ব্ব হইতে কনিষ্ঠাধিকার অতিক্রমপূর্ব্বক মধ্যম অধিকারে উপনীত হইয়াছি, আমি এখন মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণব, আর কিছুকালের মধ্যেই উত্তমাধিকারী বৈষ্ণবের মধ্যে পরিগণিত হইব'—এইরূপ অভিমান আমি চিত্তে পোষণ করিয়া থাকি, কিন্তু শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভু ও তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপায় এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, উপরি-উক্ত প্রাকৃত ভক্ত বা কনিষ্ঠাধিকারীর মধ্যে আমি এখনও পরিগণিত হইতে পারি নাই। আমার যে-প্রকার আচার-বিচার বা চিন্তাধারা, তাহাতে প্রাকৃত ভক্তের স্থান হইতেও শীঘ্রই আমার অধঃপতন ঘটিবে,—শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের ইঙ্গিতে ইহাই এখন আমার আশঙ্কার বিষয় হইয়াছে।

———

বন্ধুবর্গ! আপনারা আমার এইপ্রকার কথা শুনিয়া হয় ত' আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিবেন,—'ইহা কেমন কথা? যিনি নিজেকে মধ্যমাধিকারী বিচার করেন, আর দুই দিন পরে যিনি উত্তমাধিকারী বৈষ্ণবের মধ্যে পরিগণিত হইবেন, আমরাও যাঁহার সম্বন্ধে ন্যূনাধিক এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকি, তিনি এখনও প্রাকৃত ভক্তের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন নাই, এমন কি প্রাকৃত ভক্তের স্থান হইতেও তাঁহার চ্যুতি ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, এইরূপ কথা কিপ্রকারে সম্ভব বা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে? কিন্তু আমি এখন নিজে

সঙ্গে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের বাক্যগুলি মিলাইয়া দেখিতেছি,—বাস্তবিকই আমি এখন পর্য্যন্ত প্রকৃত কনিষ্ঠাধিকারীও হইতে পারি নাই।

———

শ্রীমন্মহাপ্রভু জগজ্জীবকে জানাইয়াছেন,—'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব-কর্ম্ম কৃত হয়॥ শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী। 'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ',—শ্রদ্ধা অনুসারি'॥ শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁ'র। 'উত্তম-অধিকারী' সেই তারয়ে সংসার॥ শাস্ত্র-যুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্। 'মধ্যমাধিকারী' সেই মহাভাগ্যবান্॥ যাঁহার কোমল শ্রদ্ধা, সে 'কনিষ্ঠ' জন। ক্রমে ক্রমে তেঁহ ভক্ত হইবে 'উত্তম'॥ (শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ২২শ পঃ)। এখানে কনিষ্ঠাধিকারীর লক্ষণে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীঅমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে জানাইয়াছেন,—"যাঁহার শ্রদ্ধা দৃঢ় হয় নাই, তিনি কনিষ্ঠাধিকারী। 'কনিষ্ঠশ্রদ্ধ' কেবল 'কৃষ্ণভক্তি—ভাল', এইটুকু বিশ্বাস করেন, কিন্তু শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি যে কি এবং ভক্তির তটস্থ-লক্ষণদ্বারা সিদ্ধ প্রক্রিয়া যে কি, তাহা জানেন না। এইজন্য কোমলশ্রদ্ধদিগের হৃদয়ে জ্ঞান-কর্ম্মের মিশ্রভাব পাওয়া যায়, সেইটুকু তিরোহিত হইলেই সাধক 'মধ্যমাধিকারী' হন। * * যিনি লৌকিক ও পারিবারিক-প্রথাক্রমে পরম্পরাগত শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চা-মূর্ত্তিতে হরিকে পূজা করেন, অথচ শাস্ত্রানুশীলনদ্বারা শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব অবগত না হওয়ায় হরিভক্তজনকে পূজা করেন না, তিনি—'প্রাকৃত ভক্ত' অর্থাৎ ভক্তিপথে আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র। তাঁহাকে 'ভক্তপ্রায়' বা 'বৈষ্ণবাভাস'—এইসকল শব্দে উক্তি করা যায়।"

যাঁহার উপরি-উক্ত শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই, তাঁহাকে 'প্রাকৃত ভক্ত', 'ভক্ত-প্রায়', 'বৈষ্ণবাভাস' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। এই প্রাকৃত ভক্তের শ্রীমূর্ত্তির প্রতি যে লৌকিকী শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে—যাহা দ্বারা তাঁহাকে 'প্রাকৃত ভক্ত' বলা হয়, সেই লৌকিকী শ্রদ্ধাটুকুও থাকিবে না—তাঁহার সে কনিষ্ঠাধিকারটুকুও থাকিবে না,—যদি তিনি শ্রীবিগ্রহের সেবার কার্য্যে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে শরীরটাকে না লাগাইতে চান। সর্ব্বক্ষণ অত্যন্ত পরিশ্রমের সহিত শরীরটাকে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত না রাখিয়া কোনপ্রকারে বিনা-পরিশ্রমে শরীরটাকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে শ্রীঅর্চ্চা বিগ্রহের প্রতি তাঁহার যে লৌকিকী শ্রদ্ধাটুকু আছে, তাহাও ক্রমশঃ লোপ পাইয়া তাঁহাকে চিরতরে অধঃপাতিত করিবে।

———

প্রাকৃত ভক্তের শ্রীমূর্ত্তির প্রতি শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই বলিয়া অন্যান্য জীবকে দেখিলেই তাঁহাদের প্রতি তাঁহার হিংসা, উৎপীড়ন, অত্যাচার করিবার প্রবৃত্তি বা চেষ্টা কিরূপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সমস্ত জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস, এই ধারণাও তাঁহার নাই। এই প্রাকৃত ভক্তের ভগবদ্ভক্তের প্রতিও আন্তরিক শ্রদ্ধা বা প্রীতি নাই। যেখানে ভগবদ্ভক্তের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা বা প্রীতি নাই, সেখানে ভগবানের প্রতিও আন্তরিক শ্রদ্ধা, আদর বা প্রীতি নাই, বুঝিতে হইবে। আর ভক্তের পূজা যে ভগবানের পূজা অপেক্ষাও বড়, ইহাও প্রাকৃত ভক্ত জানেন না কিংবা জানিলেও ইহা তাঁহার উপলব্ধির বিষয় হয় না। ভক্ত—নির্ম্মৎসর, তাঁহার ভিতরে কোনপ্রকার হিংসাবৃত্তি থাকিতে পারে না। কারণ, তিনি জানেন, তাঁহার উপাস্যবস্তু, তাঁহার প্রাণারাম তাঁহার প্রাণেশ্বর, তাঁহার প্রাণপতি শ্রীনামরূপী বা শ্রীবিগ্রহরূপী ভগবান্ সর্ব্বপ্রাণীর মধ্যেই আছেন, এমন কি, বৃক্ষ-লতা-তৃণ-গুল্মাদিতেও সেই ভগবান্ আছেন, নতুবা তাঁহাদের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, সুতরাং 'আমি যেমন কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণের ভোগের বস্তু, তদ্রূপ স্থাবর-জঙ্গম—সকলেই কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণের সেবোপকরণ বা কৃষ্ণের ভোগের বস্তু, এই-হেতু কেহই বা কোন বস্তুই আমার অবজ্ঞার পাত্র বা ঘৃণ্য বস্তু নহে, ইহাই ভক্তের বিচার—ইহাই ভক্তের একমাত্র লক্ষণ।

———

চেতন-অচেতন সমস্ত বস্তুকে এইরূপ কৃষ্ণ-সম্বন্ধে দর্শন করিয়া সেই সব জীব বা বস্তুর প্রতি প্রাকৃত ভক্তের সম্মান বা আদর লক্ষিত হয় না। প্রকৃতির অন্তর্গত ব্রহ্মাণ্ড বা স্থূল-সূক্ষ্ম লইয়া, প্রকৃতির সঙ্গে, দেবীধামের সঙ্গে, স্থূল-সূক্ষ্মের মধ্যে তাঁহার সমস্ত চিন্তা ও ক্রিয়া-কলাপ, এইজন্যই তাঁহাকে 'প্রাকৃত ভক্ত' বলা হইয়াছে। শ্রীমূর্ত্তির প্রতি যে মুহূর্ত্তে লৌকিকী শ্রদ্ধা আরম্ভ হয়, সেই সময় হইতেই ভক্তির প্রথম আরম্ভ বা উদ্গম ধরা হয় অর্থাৎ ইহাই ভক্তির অঙ্কুরাবস্থা। শ্রীমূর্ত্তির প্রতি শ্রদ্ধা বা আদর না থাকিলে ভগবদ্ভক্তের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রীতি ত' দূরের কথা, আদরই আরম্ভ হয় নাই, বুঝিতে হইবে। এমতাবস্থায় সকল জীবের প্রতিও ইষ্টদেবের সম্বন্ধে যে আদর, তাহাও দেখা যাইতে পারে না।

শাস্ত্রের কথাই একমাত্র সত্য, ইহা দৃঢ়-বিশ্বাস করিয়া - সাধু মহাজনের নিকট হইতে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বা অর্থ জানিয়া বা বুঝিয়া শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতি—সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যের প্রতি যে শ্রদ্ধা, তাহাকে 'শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা' বলে—'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥' ইহা বুঝাইয়া থাকে। অর্থাৎ 'একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি লাভ হইলেই সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়—সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হইয়া যায়, পৃথগ্‌ভাবে পুনরায় দেবদেবীর পূজা-অর্চ্চন, পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি, দান-ধর্ম্ম বা পুণ্য-কর্ম্মাদি করিবার আবশ্যক হয় না; দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিত্রাদির ঋণ সম্পূর্ণরূপে শোধ হইয়া যায়'—এই সব কথার নিশ্চয়াত্মিকা, সুদৃঢ়বিশ্বাস ও তদনুযায়ী জীবন গঠনে যত্নবান্ থাকিলেই শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে, বুঝা যাইবে। যাঁহার শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে, তাঁহার ছয়টি লক্ষণ আছে। তন্মধ্যে প্রথমটি শরণাপত্তি। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—এই ভগবদ্বাক্যের মর্ম্মানুসারে তিনি লৌকিকী, বৈদিকী প্রভৃতি দেহ-মনোধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া শুদ্ধভক্তির অনুকূল বিষয় গ্রহণ, প্রতিকূল বিষয় বর্জ্জন প্রভৃতি শরণাগতির ছয়টি লক্ষণ-জনিত কার্য্য করিবার জন্য প্রবৃত্ত হন। দ্বিতীয়টি—ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ "অন্নে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদন-সাধনে। অবিক্লবমতির্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ॥"—এই শাস্ত্রবাক্যের মর্ম্মানুসারে ভক্ষ্য বা আচ্ছাদনের বস্তুর অভাবে, কিংবা প্রাপ্ত বস্তুর বিনাশে তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে না, সুখে-দুঃখে, লাভ-ক্ষতিতে চিত্ত ক্ষোভিত না হইয়া সমভাবাপন্ন থাকে। প্রয়োজনীয় বস্তুর অলব্ধে-বিনষ্টে, সুখে দুঃখে যাঁহার এইরূপ সমভাব দেখা যায় না, তাঁহার শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই, বুঝিতে হইবে।

———

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥" (শ্রীভাঃ ১০।৮৪।১৩)—অর্থাৎ এই স্থূল শরীরে যাহার আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী ও পরিবারাদিতে মমত্ব-বুদ্ধি, মৃন্ময়াদি জড়-বস্তুতে ঈশ্বর বুদ্ধি এবং জলাদিতে তীর্থ বুদ্ধি, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের প্রতি আত্মবুদ্ধি, মমতা, পূজ্যবুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির মধ্যে কোনটিই নাই, সেই ব্যক্তি গো গর্দ্দভ, নিতান্ত নির্ব্বোধ অর্থাৎ খাজা-বোকা। প্রাকৃত ভক্তের ঐ প্রকার স্থূলশরীরে আত্মবুদ্ধি, দেহের সম্পর্কিত স্ত্রী-পুত্র-পরিবারাদিতে মমত্ব-বুদ্ধি, মাটি-কাঠ-পাথর প্রভৃতিতে পূজ্যবুদ্ধি, জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি থাকে, কিন্তু শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের প্রতি আত্মবুদ্ধি, মমতা, পূজ্যবুদ্ধি ও তীর্থ-বুদ্ধির মধ্যে কোনটিই থাকে না অর্থাৎ এই সমস্ত অপ্রাকৃত বস্তুর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নাই, কেবল প্রাকৃত বস্তুর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ থাকে—এই সমস্ত অপ্রাকৃত বস্তুকে আত্মীয় বা আপন-জ্ঞানে তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক প্রীতি, মমতা, অনুরাগ, তাঁহাদের পূজা, আনুগত্য বা সেবা করিবার প্রবৃত্তি নাই, কেবল প্রাকৃত বা জড়বস্তুর প্রতি আন্তরিক প্রীতি, মমতা, অনুরাগ ও আসক্তি রাখিয়া নিজের দেহমনের সুখ-শান্তি-সুবিধা আরাম প্রভৃতির প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ বা প্রীতি দেখা যায়। এইরূপ কেবল প্রাকৃত বা জড়বস্তুর সঙ্গে তাঁহার দেহমনের সম্পর্ক দেখা গেলেও ভগবানের শ্রীমূর্ত্তির প্রতি তাঁহার যে লৌকিকী শ্রদ্ধাটুকু দেখা যায়, কেবল এইটুকুর জন্যই তাঁহাকে 'প্রাকৃত ভক্ত' বলা হইয়াছে। তাঁহার এই লৌকিকী শ্রদ্ধাকে 'ভক্তির আভাস' বলা হয়। ভক্তির আভাস দেখা যায় বলিয়াই প্রাকৃত ভক্তের অপর নাম 'ভক্তাভাস' বা 'বৈষ্ণবাভাস'। প্রাকৃত ভক্তের শ্রীবিগ্রহের প্রতি 'কাঠের গৌরাঙ্গ', 'সোনার গৌরাঙ্গ', অমুক মিস্ত্রী গড়িয়াছে, এত টাকা দিয়া ক্রয় করা হইয়াছে ইত্যাদি দোষজনক বা অপরাধ-জনক বিচার-বুদ্ধি আছে—শ্রীভগবানের 'নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ। তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দরূপ॥'—শ্রীভগবানের নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপের প্রতি এই-প্রকার অপ্রাকৃত-বুদ্ধি নাই বলিয়া প্রাকৃত ভক্তের শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই, বুঝিতে হইবে। শ্রীবিগ্রহকে ভোগ না দিয়া দ্রব্যাদির অগ্রভাগ গ্রহণ বা ভোগের পূর্ব্বেই নিজে আহার করিয়া ফেলা—এই সব অপরাধময়ী আচার-বিচারও প্রাকৃত ভক্তে লক্ষিত হইয়া থাকে।

কনিষ্ঠ ভক্তের মধ্যে কনিষ্ঠ-কনিষ্ঠ, মধ্যম-কনিষ্ঠ ও উত্তম-কনিষ্ঠ—এই তিনপ্রকার অধিকারের লোক আছেন। এখানে যাঁহার কথা বলা হইল, তিনি কনিষ্ঠ-কনিষ্ঠ ভক্ত। যাঁহার শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা কিছু হইয়াছে, শরণাপত্তি কিছু কিছু আছে, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ খাওয়া-পরার অভাবে দুঃখ-ক্রন্দনাদি করা, ভোগ্যসামগ্রী নষ্ট হইয়া গেলেও ব্যাকুল হইয়া পড়া প্রভৃতি দোষ কমিয়া আসিতেছে, সাধনভক্তি কিছু কিছু যাজন করিতেছেন, এরূপ লক্ষণ যাঁহাতে দেখা যায়, তিনি মধ্যম-কনিষ্ঠ। আর তদপেক্ষা অধিক শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা, শরণাপত্তি, ব্যবহারে অকার্পণ্য প্রভৃতি হইয়াছে এবং যিনি রতি বা প্রেমের দিকে কিছু কিছু অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহাকে উত্তম-কনিষ্ঠ বলা হয়।

———

মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণবের মধ্যে এইপ্রকার কনিষ্ঠ-মধ্যম, মধ্যম-মধ্যম ও উত্তম মধ্যম এবং উত্তমাধিকারী বা মহাভাগবতের মধ্যেও ঐপ্রকার কনিষ্ঠ-উত্তম, মধ্যম-উত্তম ও উত্তম-উত্তম ভাগবত-ভেদ আছে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের ইচ্ছা ও কৃপাশীর্ব্বাদে তাহাও ক্রমশঃ আমরা আলোচনা করিবার সৌভাগ্য পাইতে পারি, এরূপ আশা পোষণ করিতেছি।

———

হে সতীর্থ ভাতৃবৃন্দ! আমি ইতঃপূর্ব্বে আপনাদের নিকট নিবেদন করিয়াছি যে, আমার এতকাল দৃঢ় ধারণা ছিল, কনিষ্ঠাধিকার অতিক্রমপূর্ব্বক বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই আমি মধ্যমাধিকার লাভ করিয়াছি, এখন উত্তমাধিকারের দিকে অগ্রসর হইতেছি, শীঘ্রই আমি উত্তমাধিকারী বৈষ্ণবের মধ্যে পরিগণিত হইব। কিন্তু এখন শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু

ও তদ্ভিন্নবিগ্রহ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় উপলব্ধি ক'রতে পারিতেছি যে, আমার এই প্রকার ধারণা বা বুদ্ধি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক; বিশেষতঃ ইহা আমার দুর্ব্বুদ্ধি, পাষণ্ডিতা বা দুর্দ্দৈবের পরাকাষ্ঠা। শুদ্ধভক্তিরাজ্যে প্রবেশের সর্ব্বপ্রথম সোপান বা সর্ব্বপ্রথম আরম্ভের মধ্যে যে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা, শরণাপত্তি, ব্যবহারে অকার্পণ্য প্রভৃতি লক্ষণের কথা শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপায় জানিতে পারিলাম, তাহা বিন্দুমাত্রও এ সেবাবিমুখ দুর্ভাগা এখনও লাভ করিতে পারে নাই—এইপ্রকার লক্ষণ আমার আচার-বিচার, কার্য্য-কলাপ ও চিন্তাস্রোতের মধ্যে বিন্দুমাত্রও পরিলক্ষিত হয় নাই, অথচ আমি নিজেকে সম্পূর্ণ 'শুদ্ধ-বৈষ্ণব'-বুদ্ধি, বিশেষতঃ 'আমি মধ্যমাধিকারী-বৈষ্ণব', 'শীঘ্রই উত্তমাধিকারী বৈষ্ণব হইয়া পড়িব'—এইপ্রকার বহু ভীষণ নিরয়-প্রাপক বিচার-বুদ্ধি সর্ব্বক্ষণ চিত্তে পোষণ করিয়া আত্মম্ভরিতা বা দাম্ভিকতা-প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে জ্ঞাত-অজ্ঞাত-ভাবে কত অপরাধ করিতেছি। ইহা অপেক্ষা আমার দুর্দ্দৈবের বা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?

হে পতিতপাবন বৈষ্ণবঠাকুরগণ! আপনারা সকলে কৃপা-পূর্ব্বক আমাকে এরূপ সুবুদ্ধি প্রদান করুন,—যাহাতে এ পতিতাধম নিজেকে সর্ব্বক্ষণ সত্যসত্যই নিষ্কপটে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের দাসানুদাসের একটি পদরেণু অভিমান করিতে পারে।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::(*)::——

অনেক জন্মের পর এই মানবজন্ম লাভ হ'য়েছে, আর এই জন্ম সবচেয়ে দুর্ল্লভ—শুধু দুর্ল্লভ নয়, সুদুর্ল্লভ। এই জন্ম অনিত্য হ'লেও পরমার্থপ্রদ। ধীর যিনি—প্রকৃত বুদ্ধিমান্ ও চতুর যিনি, তিনি এই সাধনের দেহটা পতিত না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যান্য বিষয়-কর্ম্ম সব ছেড়ে দিয়ে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না ক'রে চরম কল্যাণ লাভের চেষ্টা ক'রবেন।

চরম মঙ্গল লাভ ক'রতে হ'লে সদ্গুরু পদাশ্রয় ক'রতে হ'বে—যে গুরুদেব আমার শ্রেয়ের কথা না বলে যা'তে ক'রে আমার নিত্যশ্রেয়োলাভ হয়, সর্ব্বক্ষণ তা'রই কথা বলেন। শ্রেয়ের কথা ব'লবার গুরুর অভাব জগতে নাই—রোগী আম, আমার রুচি যেদিকে, সেই কুপথ্যের কথা—সেই রুচির অনুকূলের কথাই দুনিয়াশুদ্ধ সবলোক বলছে। কিন্তু যিনি আমাকে স্বরূপভাবে হিংসা ক'রতে চান না, সত্যি সত্যি আমার দুঃখে কাতর, আমার ব্যথায় ব্যথী যিনি, সেই দরদী পরম বান্ধবই শ্রীগুরুদেব। অনতীক্ষ্ণ আমাকে তিনি হাটুগেড়ে আমার ঠোঁট দু'টী ফাঁক ক'রে আমাকে ঔষধ খাইয়ে আমার মঙ্গল ক'রে ছাড়েন। ভাগবত ঐরূপ গুরু-দেবের কাছে শরণাগত—তাঁ'র কাছে যা' কিছু সব ছেড়ে একান্তভাবে শরণাগত হ'তে ব'লেছেন।

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জিজ্ঞাসু পুরুষ উত্তম শ্রেয় অবগত হ'বার জন্য সদ্গুরুর চরণাশ্রয় ক'রবেন। যিনি শব্দব্রহ্মে অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্র-সিদ্ধান্তে সুনিপুণ এবং পরব্রহ্মে নিষ্ণাত অর্থাৎ যিনি অধোক্ষজ-অনুভূতি লাভ ক'রেছেন এবং তজ্জন্য যিনি প্রাকৃত কোন ক্ষোভের বশীভূত নন, তিনিই সদ্গুরু।

জগতে অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-তপের পরামর্শদাতা গুরু অনেক আছেন। অন্যাভিলাষি-সমাজে তাঁ'রাই প্রিয়, কেন না, তাঁ'রা অন্যাভিলাষীর রুচির অনুকূল কথা ব'লতে পারেন। কিন্তু তা'তে ফললাভকালে কি হয়? গুরুক্রব ও শিষ্যক্রব—উভয়ে হিংসক-হিংসিত, বঞ্চক-বঞ্চিত-সম্বন্ধবিশিষ্ট হ'য়ে উপযুক্ত প্রাপ্যফল লাভ করে। যাঁ'রা কেবল শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরূপের চরণ আশ্রয় করেন, তাঁ'রাই "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"—এই উত্তমা ভক্তি-যাজনের পরামর্শ দেন।

কৃষ্ণকে রাজনীতিজ্ঞ সাজিয়ে কৃষ্ণের দ্বারা কিছু রাজনীতির কাজ করিয়ে নেওয়া হ'লে ভক্তি হ'লো না। গৌরনাগরী, গৌর-ভজাদের কৃষ্ণে ভক্তি নাই—গৌরে ভক্তি নাই। তা'রা গৌর-ভোগী।

কৃষ্ণই এক অদ্বয়বস্তু। একই ব্যক্তি যেমন কা'রো পিতা, কা'রো মাতুল, কা'রো শ্বশুর, কা'রো ভ্রাতা, কা'রো ঠাকুরদাদা, কা'রো মেসো, কা'রো ডাক্তার, কা'রো উকিল ইত্যাদি, সেইরূপ কৃষ্ণ। যদি নারায়ণকে কৃষ্ণ বলা না গেল, তা' হ'লে মায়াবাদ হ'য়ে গেল, বিষ্ণুতত্ত্বে ভেদ করা হ'লো। নারায়ণ ও কৃষ্ণে বস্তুগত কোন ভেদ নাই, কেবল রসের বিচিত্রতা—লীলাবৈচিত্র্য মাত্র আছে। কৃষ্ণ ছাড়া আর দ্বিতীয় বস্তুর অধিষ্ঠান না থাকায় সকলেই কৃষ্ণের উপাসনা ক'রছে—বিধিপূর্ব্বক আর অবিধিপূর্ব্বক। কৃষ্ণই স্বতন্ত্র পরমেশ্বর, আর সব তাঁ'র অনুচর—"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য। যা'রে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥"—এই বিচারে কৃষ্ণ-উপাসনার নাম বিধিপূর্ব্বক উপাসনা। গীতা সেই কথাই ব'লেছেন,—

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি-পূর্ব্বকম্॥

অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবতার পূজা কর্ম্মেরই অঙ্গবিশেষ। তাই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তদীয় ভক্ত ও সখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য ক'রে সর্ব্বজীবকে উপদেশ ক'রে-ছেন,—যাঁ'রা স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবতার উপাসনা করেন, হে কৌন্তেয়, তাঁ'রা অবিধিপূর্ব্বক আমাকে উপাসনা ক'রে থাকেন। 'অবিধি' ব'লবার তাৎপর্য্য এই যে, তাদৃশ উপাসনার দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ নিত্যফল লাভ হয় না, সুতরাং তা' আনিত্য কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত তুচ্ছ-ফলপ্রদ।

কর্ম্মিগণ—ফলভোগবাদী, জ্ঞানিগণ—ফলত্যাগবাদী, কিন্তু ভক্তগণ - নৈষ্কর্ম্ম্যবাদী। শ্রুতিশাস্ত্র কর্ম্মী ও জ্ঞানী উভয়েরই পরিণাম ব'লতে গিয়ে ব'লেছেন,—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

যাঁ'রা অবিদ্যা অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডের সেবা করেন, তাঁ'দের তমোলোক-প্রাপ্তি ঘটে, আর যাঁরা নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানরূপা অতিবিদ্যায় রত হ'ন, তাঁ'দের তা' অপেক্ষা অধিক তমোময় স্থান লাভ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতও ব'লেছেন,—

"শ্রেয়ঃ স্মৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥

অর্থাৎ হে বিভো, পরম কল্যাণস্বরূপ আপনাকে লাভ ক'রতে হ'লে ভক্তিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়। যেরূপ জলাশয় হ'তে নির্ঝরসমূহ প্রবাহিত হ'য়ে থাকে, সেরূপ ভক্তি হ'তেই মোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়। ভক্তি হ'তে জ্ঞান আপনা হ'তেই হ'য়ে থাকে, তজ্জন্য পৃথক্ চেষ্টা ক'রতে হয় না। যা'রা ধান্য পরিত্যাগ ক'রে স্থূল ধান্যাভাস তুষ (আগড়া) হ'তে তণ্ডুল পা'বার জন্যে তা'তেই আঘাত করে, তা'দের যেমন কেবল কষ্টই সার হয়, তেমনি ভক্তি পরিত্যাগ ক'রে কেবল জ্ঞানলাভের চেষ্টায় ক্লেশ-মাত্রই সার হ'য়ে থাকে।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

অর্থাৎ হে পদ্মলোচন, আপনার ভক্ত ব্যতীত অন্যে—যাঁ'রা আপনাদিগকে বিমুক্ত ব'লে অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্তি না থাকায় তা'দের বুদ্ধি শুদ্ধ নয়। তা'রা শম-দমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা আপনাদিগকে জীবন্মুক্ত অভিমান ক'রেও পরম আশ্রয়স্বরূপ আপনার পাদপদ্মকে অনাদর করা-নিবন্ধন অধঃপতিত হয় অর্থাৎ পুনরায় অধিকতর হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

হে মাধব! আপনার ভক্তগণ আপনাতেই বদ্ধসৌহৃদ অর্থাৎ সুদৃঢ়প্রীতিযুক্ত। তা'রা কখনই স্থানভ্রষ্ট হন না অর্থাৎ মুক্তাভিমানী-দিগের ন্যায় অধঃপতিত হন না। তাঁ'রা আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হ'য়ে বিঘ্নকারীদিগের মস্তকে পদক্ষেপ ক'রতে ক'রতে নির্ভয়ে বিচরণ করেন।

যে মুহূর্ত্তে জীব ভগবানের সেবা ক'রবে না, সেই মুহূর্ত্তে ভোগ এসে তা'কে গ্রাস ক'রবে। কৃষ্ণ সর্ব্বদা কৃপা ক'রবার জন্যে—আমাদিগকে আকর্ষণ ক'রবার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু অন্ধকূপে পতিত আমরা তাঁ'র ফেলা দড়িগাছা যদি স্বতন্ত্রবুদ্ধিহেতু না আঁকড়ে ধরি, তাঁ'র প্রতি পেছন দিয়ে দি, তা' হ'লে পতিতই থাকলুম ভগবৎসেবাবিমুখ হ'য়ে অন্ধকূপে পড়ে' রইলুম। এ জগতে কৃষ্ণের প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেব জীবকে এই অন্ধকূপ হ'তে উঠা'তে আসেন, যাঁ'রা তাঁ'র কৃপা-রজ্জুগাছা হাত দিয়ে ধরেন, তাঁ'রাই মঙ্গল লাভ ক'রতে পারেন—পরা শান্তির ধামে যেতে পারেন।

ভক্ত কা'কে বলে? জগতের লোককে জান্তে দেবেন না, কি পরিমাণে তাঁ'র কৃষ্ণের প্রতি সেবাবৃত্তি জাগরূক আছে, এঁরই নাম ভক্ত। এঁরাই চতুর ও সুবুদ্ধি, আর বাদ বাকী সকলেই কুবুদ্ধি ও নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মার'বার জন্য ধাবিত হচ্ছে। সুতরাং "সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই। সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই।"

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥

বৈষ্ণবের ইহাই বিশেষত্ব যে, তাঁ'রা প্রসাদ-ভিক্ষুক—'প্রসাদ' অর্থাৎ অনুগ্রহ। মহাভাগবত বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ সমগ্র জগৎকে ভগ-বানের প্রসাদরূপে দর্শন করেন, প্রসাদরূপে গ্রহণ করেন। যাঁ'র সম্পত্তি আছে তিনিই আমাদিগকে সম্পত্তি দান ক'রতে পারেন। যে ভগবানের সমস্ত সম্পত্তি, সেই ভগবানের সেবা ব্যতীত যাঁ'দের অন্য কোন কৃত্য নাই—সমগ্র জগৎ যাঁ'দের নিকট 'প্রসাদ' সেইরূপ ভগবদ্ভক্তগণ সমগ্র জগৎকে প্রসাদ-রূপে প্রদান ক'রতে পারেন। সমগ্র জগৎ ভগবদ্ভক্তগণের অন্ন পাবার যোগ্য।

কে ভগবানের প্রসাদন, কে ভগবানের প্রসাদের মালিক—এ বিষয় আমাদের ভাগ্যহীনতা ও ভাগ্যযুক্ততার উপরে নির্ভর করে। যদিও ভগবানের প্রসাদ আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়, ভগবানের প্রসাদ যাঁ'রা লাভ করেন—ভগবদ্ভক্ত যাঁ'দের সম্পত্তি, তাঁ'দের প্রসাদও আমাদের অপেক্ষণীয় নয়। ভগবৎপ্রসাদ ও 'মহাপ্রসাদ' [illegible] ভগবানের [illegible] যাঁ'রা মহান্ হ'য়েছেন, তাঁ'দের প্রসাদই 'মহা-মহা-প্রসাদ'।

——

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:০:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি পাইকে	॥০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

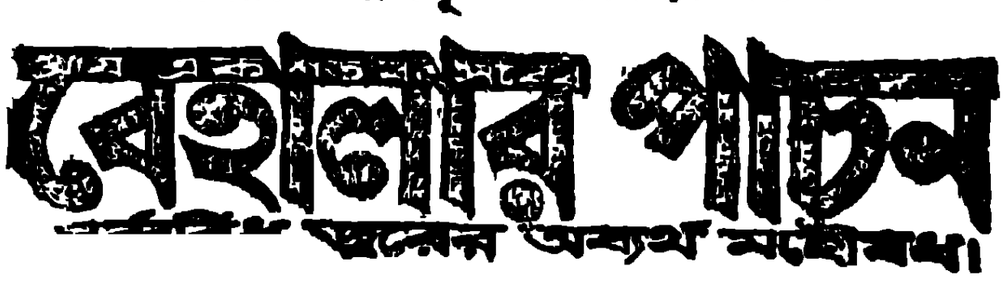

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। নিজার, শ্লীপদ সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৸৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

বিমান-আক্রমণে সতর্কতা

কলিকাতার পুলিশ কমিশনার মিঃ সি ই এস ফেরার ওয়েদার জানাইতেছেন :—

রাত্রিতে বিমান আক্রমণ সতর্কতার সঙ্কেত ধ্বনি করা হইলে বাড়ীর আলোগুলি আচ্ছাদিত করার সাথে সাথে রাস্তার আলোগুলিও অবিলম্বে নির্ব্বাপিত করা একান্ত প্রয়োজন।

রাস্তার বাতি জ্বালার কার্য্যে স্থায়িভাবে নিযুক্ত লোকদের এই সম্পর্কে যথাসাধ্য সাহায্য করার জন্য পুলিশ ও সিভিক গার্ডদের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কলিকাতার রাস্তাগুলিতে প্রায় ২০,০০০ গ্যাসের আলো ও ৭০০০ বৈদ্যুতিক আলো আছে। বৈদ্যুতিক আলোর সুইচগুলি বাক্সে তালা বন্ধ থাকে বলিয়া জনসাধারণ এইগুলি নির্ব্বাপিত করা ব্যাপারে সাহায্য করিতে পারে না। কিন্তু গ্যাসের আলো নির্ব্বাপিত করা ব্যাপারে জনসাধারণ সাহায্য করিতে পারে। এই সম্পর্কে জনসাধারণের সুবিধার জন্য গ্যাসের আলোগুলিই বন্ধ করার সুইচে দড়ি বাঁধিয়া রাখা হইবে (এই কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে)। দড়িগুলি মাটি হইতে প্রায় সাত ফুট উপরে ঝুলিবে।

জনসাধারণকে অনুরোধ করা যাইতেছে, সতর্কতার ধ্বনি করা হইলে তাঁহারা যেন তাঁহাদের নিকটস্থ সমস্ত বাতিগুলি নিভাইয়া দেন। যাহাতে দড়িগুলি খুঁজিয়া পাইতে অযথা সময় নষ্ট না হয়, তজ্জন্য জনসাধারণ এখনই তাঁহাদের বাড়ীর নিকটস্থ ল্যাম্প পোষ্টগুলি দেখিয়া রাখুন।

বিমান আক্রমণের সময় পশুদের সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করা বিষয়ে বাঙ্গলা সরকার বন্দোবস্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। পশুদের সাধারণভাবে অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। কুকুর, বিড়াল, ধর্ম্মের ষাঁড় প্রভৃতি যে সমস্ত পশু অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে, তাহাদের সম্পর্কে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে উহা গবর্ণমেণ্ট এক অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া সম্প্রতি জনসাধারণকে জানাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ঘোড়া, গরু, বলদ প্রভৃতি অবশ্য-প্রয়োজনীয় পশুদের সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, বিমান আক্রমণের সময় ইহাদের গাড়ী হইতে খুলিয়া পা বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। এই সকল অপরিহার্য্য পশুদের জন্য খাদ্য মজুদ রাখা এবং আহত হইলে তাহাদের চিকিৎসা করা সম্পর্কেও ব্যবস্থা করা হইতেছে। বিমান আক্রমণের ফলে নিহত পশুদের মৃতদেহ অপসারিত করা সম্পর্কেও বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

রাত্রে যে সমস্ত পশু চরিয়া বেড়ায়, বিমান আক্রমণের সময় একজন বা দুইজন রাখালের পক্ষে তাহাদের পা বাঁধিয়া দেওয়া সম্ভব নহে বলিয়া এখন হইতে মাঠে আর কোন পশু চরিতে দেওয়া হইবে না।

বিমান আক্রমণের সময় হিংস্র পশুসমূহ যাহাতে পশুশালার বাহিরে না আসিতে পারে, তদ্নিমিত্ত আলীপুর পশুশালার কর্তৃপক্ষ যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। এই সকল ব্যবস্থা-কার্য্যে এবং বিমান আক্রমণের সময় পশুশালায় পাহারা দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছাসেবক চাহিয়াছেন। ঐ সকল স্বেচ্ছাসেবকের কর্ত্তব্য হইবে বিমান আক্রমণের সময় পশুগুলি খাঁচা হইতে বাহিরে আসিয়া পড়িবার পূর্ব্বেই উহাদের গুলী করিয়া হত্যা করা। স্বেচ্ছাসেবকদের ১২ বোরের বন্দুক ও উপযুক্ত গুলী দেওয়া হইবে।

চট্টগ্রামে অব্যবহার্য্য ধাতু-দ্রব্যাদি

কিছুদিন পূর্ব্বে চট্টগ্রাম জেলায় যে অব্যবহার্য্য লৌহ, তাম্র, পিত্তল, কাংস ইত্যাদি সংগ্রহের সপ্তাহ পালিত হইয়াছে, তাহাতে চট্টগ্রাম জেলা হইতে যুদ্ধ কমিটিতে ২,০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এই উপলক্ষে যে সকল দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই ভাঙ্গা বাসনপত্র, ঘরের কোণে কিংবা বাড়ীর পিছনে পড়িয়া থাকিয়া গৃহকার্য্যের অসুবিধা ও বিরক্তি উৎপাদন করিতেছিল।

সাধারণ সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় ও জনগণের নিকট হইতে সাড়া পাওয়ার ফলে এই গুলি সংগৃহীত হইয়া ও বাছাই করিয়া ২,০০০৲ টাকায় বিক্রীত হয়।

অনেকেই বলিতে পারেন—ইহার ফলে কি হইবে? ইহার ফলে চট্টগ্রাম জেলা কতকগুলি অব্যবহার্য্য জিনিষ হইতে মুক্ত হইয়া প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা—৪০টি পিস্তল অথবা ২০টি রাইফেল অথবা ৩,২০০ বুলেট সহ একটি মেশিনগান ক্রয় করিতে পারে।

আমাদের দেশে এই ধরণের বহু অব্যবহার্য্য জিনিষ পড়িয়া আছে এবং উপযুক্ত সংগঠন ও সহযোগিতার ফলে চট্টগ্রামের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া এই সকল অকেজো জিনিষের পরিবর্ত্তে মাতৃভূমি রক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সত্যার্থ কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে।

ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ১ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৯শে পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ৩রা জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, শনিবার | ২৪২-৪৩তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যার্থ-সন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১ মাধব, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

সেবা ও কৃপা

——::(*)::——

সাধুগুরু-কৃপা ব্যতীত সংসার ক্ষয় ও শুদ্ধভক্তি বা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবা লাভের সৌভাগ্য হয় না। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু জানাইয়াছেন,—

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥
কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রত উপজয়॥
সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
সাধুশাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

যখন ভক্তকৃপা ব্যতীত কৃষ্ণসেবা লাভ হয় না, তখন কি আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিব? কিংবা কৃষ্ণসেবা ব্যতীত ইতর কার্য্যে নিযুক্ত হইব? অনেকেই এই প্রশ্নের সমাধান করিতে না পারিয়া কৃষ্ণ-সেবানুকূল বিষয় অনুসন্ধান করিবার পরিবর্ত্তে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিকর কার্য্যেই গা ঢালিয়া দেন এবং নিজ-ভোগপর কার্য্যাবলীর সমর্থনপূর্ব্বক ভগবান্ ও ভক্তের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া বলিয়া থাকেন—'আমার প্রতি ভগবৎকৃপার অভাব, তাই আমি বিষয়-মগ্ন রহিয়াছি—ভগবানের কৃপা হইলে ত' তাঁহাতে আমার সেবা-বুদ্ধি উদিত হইতে পারে।' শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ যদি কৃপাপূর্ব্বক ঐসকল ব্যক্তিকে কৃষ্ণসেবানুকূল কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার জন্য উপদেশ প্রদান করেন, তখন তাঁহারা বলিয়া থাকেন,—'প্রভো, আপনাদের কৃপা হইলে ত' সেবা করিতে পারি, আপনারা কৃপা করিতেছেন না, তাই আমার দুর্দ্দৈবও কাটিতেছে না।'

হায়। আমরা কি মূঢ়। সাধুগণ—বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে অযাচিতভাবে সর্ব্বক্ষণ কত কৃপা বিতরণ করিতেছেন, আমরা দূরে চলিয়া যাইতেছিলাম বলিয়া তাঁহারা কৃপা-সুরধুনী-বন্যা আনয়ন করিয়া আমাদিগকে ভাসাইয়া নিতে চাহিতেছেন, আর আমরা বিমুখতার উচ্চ মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া সেই বন্যা যাহাতে আমাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে, তজ্জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছি। ভগবান্ ও ভক্তের কৃপা ত' অবিরত শতধারে বহিতেছে। আমরা তাহা গ্রহণ করিতেছি কৈ? সাধুবৈদ্য জোর করিয়া আমাদিগকে ঔষধ গলাধঃকরণ করাইয়া দিতেছেন, আমরা সঙ্গে-সঙ্গে গলায় অঙ্গুলি প্রদান-দ্বারা উদ্গার আনয়নপূর্ব্বক উহা ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছি, আর সাধুর ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া বলিতেছি—'ঔষধটী আমাকে সেবন না করাইয়া তিনিই কেন উহা আমার হইয়া সেবন করেন না? আমি সেবন করিবার কষ্ট নিব না, কেবল ঔষধ-সেবনের আরোগ্য বা স্বাস্থ্যলাভরূপ প্রস্তুত করা সুফলটী বিনা-আয়াসে গ্রহণ করিব।'

এইরূপ বিচার কপট ও তৎফলস্বরূপ আত্মবঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সেবোন্মুখতাই ভগবৎকৃপা। ভগবদ্ভক্তগণ আমাদিগকে যে সেবায় নিযুক্ত করেন, সেটীই তাঁহাদিগের অযাচিত কৃপা। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-ভক্তে অশ্রদ্ধাবান্, ভোগবুদ্ধি ও মর্ত্ত্যবুদ্ধিযুক্ত কপটী ব্যক্তিই ভক্তের সেবায় নিয়োগ-ব্যাপারকে কৃপা মনে না করিয়া অন্য কিছু মনে করেন এবং কপট করিয়া পুনরায় কৃপা যাচ্ঞার ভাণ দেখাইয়া থাকেন। যিনি সত্যসত্যই নিষ্কপট, তিনি কৃপাদেবীকে সেবা-বিগ্রহরূপে কৃপা বিতরণ করিবার জন্য সমাগতা দেখিতে পান। নিষ্কপট কৃপাভিখারী তখন কৃপাদেবীকে সেবারূপে প্রাপ্ত হইয়া উত্তরোত্তর উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, সেবানুকূল কর্ম্ম-প্রবৃত্তির সহিত অন্তরে সেবাবিরোধী ও মুখে কপট-কৃপা-ভিখারী ব্যক্তির সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক অনুক্ষণ সেবা-পরায়ণ ও সেবায় অতৃপ্ত হইয়া কেবল-মাত্র নবনবায়মান সেবার জন্য কৃপাপ্রার্থী সাধুগণের সঙ্গে নিত্যকাল সেবায় নিযুক্ত থাকেন।

সেবাই—কৃপা, আবার কৃপাই—সেবা। কৃপার উত্তর ফল—'সেবা', আবার সেবার উত্তর ফল—'কৃপা'। সেবানুকূল কার্য্য-দ্বারাই ভগবান্ ও ভক্তের কৃপা লাভ বা সেবোন্মুখী সুকৃতি সঞ্চিত হয়, আর সেবাবিমুখ-কর্ম্মের দ্বারা সেবাবিমুখী দুষ্কৃতি অর্জ্জিত হয়। সুতরাং যিনি সেবাবিমুখ-কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া কপটতাপূর্ব্বক ভাবী কৃপার সুখ-স্বপ্ন দর্শন করেন, তিনি নিত্যকাল বঞ্চিত হন—তাঁহার ভাগ্যে ভগবৎকৃপা লাভ হয় না।

শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যের তিরোভাবের কিছুকাল পরে তদীয় অধস্তন শাখা 'বড়গলই' ও 'তেঙ্গলই' নামে দুইটী সম্প্রদায় 'সাধন' ও 'কৃপা' লইয়া পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করেন। বড়গলইগণ সাধনকে ভগবৎ-সেবালাভের একমাত্র উপায় বলিয়া তেঙ্গলই-গণের সহিত বিবাদ করেন, আবার তেঙ্গলই-গণ একমাত্র ভগবৎকৃপাদ্বারাই ভগবৎ-সেবা লাভ হয়, সাধনের কোন আবশ্যকতা নাই বলিয়া বড়গলইগণের সহিত মতভেদ স্থাপন করেন। এইরূপে দুই সম্প্রদায়ে ভীষণ বাদ-প্রতিবাদ উপস্থিত হয়। অবশেষে শ্রীপাদ রামানুজের ৯ম অধস্তন 'শ্রীবরবর'-মুনি উভয় মতের সামঞ্জস্য করিয়া দেন, তথাপি ঐ ধারাদ্বয় ভিন্ন নামে পরিচিত আছে।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর উক্ত উভয়বিধ একদেশদর্শী বিচারের সুষ্ঠু মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। তিনি জীবকে দেখাইয়াছেন যে, সদ্গুরুর আনুগত্যে গুরু-বৈষ্ণব-সেবা ব্যতীত বদ্ধজীবের কৃষ্ণ-কৃপা লাভ হয় না,—"তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥" লৌকিক, বৈদিক বা যে-কোন ক্রিয়াই হউক না কেন, উহা হরিসেবানুকূল হইলে কৃষ্ণ-কৃপা বা ক্রমশঃ কৃষ্ণের ঐকান্তিকী সেবাপ্রাপ্তির কারণ হয়। আবার কৃষ্ণভক্ত-কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণসেবায় নৈষ্ঠিকী রতির উদয় হয় না। সুতরাং 'কৃপা' ও 'সাধন' পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত, একটী ব্যতীত অপরটী সম্ভব হয় না। যাঁহাতে সাধন বা সেবোন্মুখী বৃত্তি লক্ষিত হইতেছে, তিনিই কৃষ্ণকৃপা প্রাপ্ত হইতেছেন, জানিতে হইবে। সেবোন্মুখ সুকৃতিসঞ্চয় বা সাধনই পরা সেবা লাভের প্রাগবস্থা, উহা সেবাবিমুখ কর্ম্মচেষ্টা নহে। সুতরাং সাধন বা সেবানুকূল জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কর্ম্মই ভগবৎকৃপা-সঞ্চারিত ব্যাপার। ভগবৎসেবানুকূল চেষ্টা ও কৃপা পৃথগ্ বস্তু নহে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-পার্ষদ শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থে, সাধনাভিনিবেশজ, আর কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-প্রসাদজ ভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। সাধন-দ্বারা যে ভাব উদিত হয়, তাহাই সাধন-

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে

অভিনিবেশ ভাব এবং সাধন ব্যতীত সহসা যে ভাব উৎপন্ন হয়, তাহাই কৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণ-ভক্তের প্রসাদজনিত ভাব বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কৃষ্ণ-প্রসাদজনিত ভাব ত্রিবিধ। বাচিক, আলোকদান ও হার্দ্দভেদে শ্রীহরির প্রসন্নতা তিনপ্রকারে হয়। বাচিক-প্রসাদজ ভাবের উদাহরণ শ্রীনারদ-পুরাণে শ্রীনারদের প্রতি ভগবদ্বাক্যে এইরূপ দৃষ্ট হয়—'হে নারদ, আমাতে তোমার পূর্ণানন্দময়ী সর্ব্বমঙ্গল-শিরোমণি অব্যভিচারিণী সেবা উদিত হউক।' স্কন্দপুরাণের কোন একটী বাক্যে আলোক-দানজ ভাবের দৃষ্টান্ত এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় 'জাঙ্গলদেশবাসী ব্যক্তিগণ অদৃষ্টপূর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া আর্দ্রচিত্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং কৃষ্ণ হইতে আর নয়ন ফিরাইতে পারেন নাই।' আর অন্তরগত যে প্রসন্নতা, তাহাকে 'হার্দ্দ প্রসাদ' বলা হইয়াছে, 'শুক-সংহিতা'-গ্রন্থে তাহার উদাহরণ এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়,—'হে বাদরায়ণ তোমার একটী মহাভাগবত পুত্র আবির্ভূত হইয়াছে, সাধন ব্যতীত হইতে বহু বহু সাধনলভ্য বিষ্ণুভক্তির উদয় হইয়াছে।'

আবার কৃষ্ণভক্তপ্রসাদজ ভগবদ্রতির উদাহরণ শ্রীপ্রহ্লাদের চরিত্রে আমরা দেখিতে পাই (ভাঃ ৭।৪।২৬)। শ্রীল শ্রীধরপাদ এই স্থানে বলিয়াছেন,—'ভক্তরাজ নারদের প্রসাদোত্থ প্রহ্লাদের প্রতি যে শুভবাসনা, তাহাই এই স্থানে নিসর্গ, সেই নিসর্গ বা স্বভাবজনিত রতিই—নৈসর্গিকী বা স্বাভাবিকী রতি বলিয়া বিবেচিত।' সাক্ষাৎ ভগবান ও ভক্ত-প্রসাদজ ভগবদ্রতিও বিচার করিয়া দেখিলে ভগবৎসেবোন্মুখের উপরেই হয়। শ্রীনারদের প্রতি যে ভগবানের প্রসাদ, তাহার কারণ শ্রীনারদের সেবোন্মুখতা বৃত্তি বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা সাধু-বৈষ্ণব সেবোন্মুখী সুকৃতি। জাঙ্গল দেশবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিমুখ না হইয়া হৃদয়ে যে আনন্দানুভূতি, ইহাই তাহাদের সেবোন্মুখ সুকৃতি-উদয়ের লক্ষণ এবং কৃষ্ণরতির পূর্ব্বাভাস। শ্রীপ্রহ্লাদের সেবোন্মুখতা-দর্শনে শ্রীনারদের যে প্রসাদ, তাহাই প্রহ্লাদের প্রতি তাঁহার কৃপা।

শ্রীভগবান সর্ব্বদাই আমাদিগকে কৃপা-কর্ষণ করিতেছেন। বৃহৎ ভূখণ্ড যেমন ক্ষুদ্র লোষ্ট্রখণ্ডকে সর্ব্বদাই আকর্ষণ করিতেছে, সূর্য্যদেব যে-প্রকার নবগ্রহ উপগ্রহগণকে অনুক্ষণ আকর্ষণ করিতেছেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও অণুচৈতন্য বিভিন্নাংশ জীব-কুলকে নিয়তই আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি শ্রৌতপন্থায় বেদবাণীর দ্বারা, সাধু-মুখনিঃসৃত বাক্যদ্বারা অনন্ত জীবগণকে নিত্যই আকর্ষণ করিতেছেন। 'ভগবানের কৃপাকর্ষণ নাই,'—ইহা অসম্ভব কথা। তবে কৃপা-পারাবার শ্রীভগবান্ তদীয় তটস্থশক্তিপ্রসূত জীবগণকে স্বতন্ত্রতারূপ যে একটী অমূল্য রত্ন প্রদান করিয়াছেন, কতকগুলি জীব সেই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করাতেই ভগবানের কৃপা হইতে ইচ্ছা করিয়াই দূরে পড়িয়া রহিয়াছে, আবার যে-সকল জীব সেই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিতেছেন বা করিয়াছেন, তাঁহারাই ভগবানের নিত্য-কৃপায় নিত্যকাল অভিষিক্ত হইয়া নিত্যসেবা ও উত্তরোত্তর নিত্যকৃপা লাভ করিতেছেন।

শ্রীভগবান্ সর্ব্বদাই জীবকে অন্বয়ভাবে সাক্ষাৎ কৃপা করিতে ইচ্ছুক। তটস্থ জীব সেই অযাচিত কৃপা-গ্রহণে একান্ত পরাঙ্মুখ হইলে মায়াশক্তি অপরাধী তাদৃশ জীবকে নানাবিধ ত্রিতাপদ্বারা ভগবদুন্মুখ করিবার চেষ্টা করেন। ঐসকল জীবকে কৃপা করিবার জন্য ভগবান কখনও নিজে আসেন, কখনও ভক্তগণকে প্রেরণ করেন, আবার সচ্ছাস্ত্র প্রভৃতির দ্বারা উহাদিগকে উন্মুখী করিবার চেষ্টা করেন। সাধুসাধুগণ আমাদিগের দুরবস্থা দর্শন করিয়া পরম কারুণিক ভগবান্ আমাদিগের জন্য সর্ব্বদাই কৃপারজ্জু লম্বমান রাখিয়াছেন। সাধুগণ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের গৃহাঙ্গনের সম্মুখে আসিয়া পুনঃ পুনঃ আমাদিগের কর্ণে উচ্চ ধ্বনিতে ভগবৎকৃপার কথা জানাইয়া দিতেছেন, এমন কি, ভগবৎকৃপারজ্জু আমাদিগের অঙ্গে পুনঃ পুনঃ স্পর্শ করাইতেছেন। কিন্তু আমরা এত পাপী, এতই সেবাবিমুখ হইয়াছি যে আমরা হস্তদ্বারা ঐ কৃপা রজ্জুটি একবারের জন্যও ধরিতেছি না, সাধুগণ এতই রজ্জুটি আমাদিগের হস্তের সম্মুখে আনিয়া ধরিয়া দিতেছেন, আমরা ততই জড়সড় হইয়া হস্তটি গুটাইয়া লুকাইয়া রাখিতেছি। যিনি কৃপা-রজ্জু হস্তদ্বারা ধরিবার পরিশ্রমটিও স্বীকার করিবেন না, সেইরূপ নিতান্ত ঈশবিমুখ ব্যক্তি বঞ্চিত হইবেনই।

শ্রীগীতার "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু লিখিয়াছেন,—"শরণাগতং মোক্ষয়িষ্যামীতি মিথঃ কর্ত্তব্যতা দর্শিতা" অর্থাৎ "শরণাগতকে আমি সর্ব্ববিধ অনর্থের হস্ত হইতে মুক্ত করিব,"—ইহার দ্বারা ভগবান্ ও জীব পরস্পরেরই কর্ত্তব্যতা দেখান হইয়াছে। জীবের দিক্ হইতে শরণাগতি, ভগবানের দিক হইতে সেবা প্রদান। সুতরাং শরণাগতিই সেবা বা কৃপা প্রাপ্তির উপায়। যেখানে জীবের শরণাগতি বা সেবোন্মুখী বৃত্তি নাই, সেখানে ভগবৎকৃপাও উপলব্ধি হয় না। অতএব 'সাধনভক্তি' ও 'কৃপা' যুগপৎ মিলিত হইলেই ভগবানের নিত্যসেবা লাভ করাইয়া থাকে। ভক্ত, ভাগবত ও শ্রীগুরুর আনুগত্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধনের কোনও মূল্য নাই, আবার কৃপার আশায় কপটতাপূর্ব্বক সাধনভক্তিকে বাদ দিলেও শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা লাভ করা অসম্ভব। সুতরাং সেবোন্মুখতাই ভগবৎকৃপার মূল, আবার ভগবৎকৃপাও সেবোন্মুখী বৃত্তি ক্রম বিকশিত ও পরিস্ফুট করিবার কারণ। অতএব 'সেবা' ও 'কৃপা' পরস্পর একসূত্রে গ্রথিত। একটীকে বাদ দিয়া অপরটি সিদ্ধ হইতে পারে না।

জীব ও ভগবান্

—::০::—

আমরা জীব,—চেতনতাই আমাদের জীবন। শরীরের অনুশীলন শরীরের পুষ্টি সাধন করে এবং মনের অনুশীলন মনের সাধন করে। শরীর ও মনের অনুশীলনের তাৎকালিক প্রয়োজনীয়তা আছে বটে, কিন্তু ইহাদের অনুশীলনের সার্থকতা আরও কোন বস্তুর অনুশীলনের উপর নির্ভর করে। দেহ ও মন চেতন নহে, তাহারা কোন বস্তুর আবরণ-দ্বয়, সেই বস্তুকে রক্ষণই তাহাদের কার্য্য। চেতনতাই সেই বস্তু। চৈতন্যই দেহ ও মনের মালিক। এই চৈতন্যকে বাদ দিয়া দেহ ও মনের অনুশীলন অচেতন পুতুল সাজাইবার ন্যায় নিরর্থক।

এই চেতনতা কি? এই চেতনতার কারণ কে? দেহ ও মনের সহিত যেরূপ চেতনতার সম্বন্ধ, তদ্রূপ ঐ চেতনতার সহিতও আরও কোন একটি বস্তুর সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধ আলোচনার ফলে 'ভগবান্' বলিয়া একটি বস্তুর স্বীকার অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। চেতনতার কারণ—ব্রহ্ম বা ভগবান্ এবং চেতনতা—জীবাত্মা। এই জীব বা আত্মা গৃহের রক্ষিত আলোর ন্যায়। আলোর সাহায্যে যেরূপ গৃহে কার্য্যানুশীলন সম্ভবপর হয়, তদ্রূপ চেতনতার সাহায্যে শরীর ও মনের অনুশীলন সম্ভবপর হয়। চেতনতা ব্যতীত বিদ্যাচর্চ্চা, বিজ্ঞান চর্চ্চা বা অন্য কোন চর্চ্চা সম্ভব হইত না। এক (১) সংখ্যার দক্ষিণে এক বা ততোধিক শূন্য (০) সমাবিষ্ট হইলে উহার মূল্য আছে, কিন্তু মূল এককে বাদ দিয়া এক বা ততোধিক শূন্যসমূহের সমাবেশের মূল্য কোথায়?

ঘোর দুরদৃষ্ট-বশতঃই এই সম্বন্ধজ্ঞানের আলোচনায় আমাদের যত শৈথিল্য। এই সম্বন্ধজ্ঞানের আলোচনার প্রয়োজন আমরা আদৌ বোধ করিতেছি না। চেতনের অনুশীলন বাদ দিয়া আমরা কেবল দেহ ও মন প্রভৃতি চেতনরহিত বস্তুর অনুশীলনেই তৎপর। এই সম্বন্ধজ্ঞান আলোচনার অভাব বর্ত্তমান মানব সমাজে একপ্রকার সংক্রামক ব্যাধিরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে। আমরা সকলে গৃহীকে উপেক্ষা করিয়া গৃহকে সুসজ্জিত করিতে ব্যস্ত। আমরা দেহকে সাজাইতেছি, কিন্তু দেহীকে বাদ দিয়াছি, চেতনকে বাদ দিয়া অচেতনবস্তুর আলোচনায় দুর্ল্লভ মানব-জন্মের অমূল্য মুহূর্ত্তগুলি অবলীলাক্রমে অতিবাহিত করিতেছি। প্রত্যেক আত্ম-মঙ্গলকামী ব্যক্তিরই এ বিষয় আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। ইহা প্রত্যেক পুরুষের, প্রত্যেক স্ত্রীর, প্রত্যেক বৃদ্ধের, প্রত্যেক যুবার, প্রত্যেক বালকের, হিন্দুর, মুসলমানের, খৃষ্টিয়ানের—সমস্ত সম্প্রদায়ের আলোচনার বিষয়। ইহাই সকলের একমাত্র নিত্য স্বার্থপ্রদ—ইহাই সার্ব্বজনীন একমাত্র প্রয়োজনীয় কথা।

শ্রুতিতে ভগবান্ ও জীবের সম্বন্ধের কথা এইরূপ কথিত হইয়াছে,—'যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি॥" (বৃহদারণ্যক-উপনিষৎ)—অগ্নিপুঞ্জ হইতে যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তদ্রূপ অপরিমেয় পরমাত্মা হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত লোক, সমস্ত দেবতা ও সমস্ত প্রাণী উদ্গত হয়। স্ফুলিঙ্গ—ক্ষুদ্র, আর অগ্নিকুণ্ড—বৃহৎ। স্ফুলিঙ্গকে অগ্নি বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু অগ্নিকুণ্ড বলা যাইতে পারে না। স্ফুলিঙ্গ যতক্ষণ বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডে থাকে, ততক্ষণ ইহা পূর্ণ অবস্থায় থাকে। বাহিরে আসিলে ইহা বাতাসে নিভিয়া যায়, এমন কি, অঙ্গারে পরিণত হইতে পারে। তদ্রূপ জীব—ক্ষুদ্র চেতন এবং ভগবান্ বা ব্রহ্ম—বৃহৎ, অপরিমেয় চেতন। জীব এই বৃহচ্চেতনের অতি ক্ষুদ্রতম অণু-অংশ এবং তাঁহা হইতে উদ্গত। যতক্ষণ এই জীব ভগবানের সহিত সংলগ্ন থাকে, ততক্ষণ তাহার শুদ্ধতা, ততক্ষণই তাহার উপাদেয়তা। আজ আমরা সেই ভগবদ্রূপ বৃহৎ অপরিমেয় অগ্নি হইতে বাহিরে আসিয়া আমাদের শুদ্ধি হারাইয়াছি, অঙ্গারবৎ হইয়া গিয়াছি, আমরা আজ চেতনের ধর্ম্ম হারাইয়াছি—আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদি-ধর্ম্মাক্রান্ত পশু-দিগের অন্যতম হইয়া পড়িয়াছি, নিজের স্বভাবকে হারাইয়া নিতান্ত অভাবে কাল কর্ত্তন করিতেছি। আমরা আজ জানিতে পারিতেছি না,—'আমরা কে?' আমরা জানিতে পারিতেছি না,—'আমাদের কর্ত্তব্য কি'? এই অজ্ঞতাই জড়ের ধর্ম্ম, এই অজ্ঞতাই চেতন-সংসর্গরাহিত্যের ফল—জাড্য।

কি প্রকারে আমরা পুনরায় আমাদের স্বরূপ আমাদের স্বভাব প্রাপ্ত হইতে পারি? কি প্রকারে আমরা স্বভাবে স্থিত হইয়া 'দেহি দেহি'-রব হইতে চিরতরে মুক্ত থাকিতে পারি? সর্ব্বপ্রথমে কে আমাকে জানাইয়া দেন যে, আমি স্বভাব-ভ্রষ্ট? কে আমার ভিতরে আজ সহজ চেতনতার উদ্বোধন করিয়া আমাকে জানাইয়া দিতেছেন যে, আমি স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া—বিচ্যুত হইয়া এক অভাবের রাজ্যে আবদ্ধ রহিয়াছি, আর সেই অভাবের পূর্ণতা-সাধনের কোন-রূপ আশা ভরসা না থাকিলেও তাহা পরিপূরণের জন্য দিন দিন নূতন নূতন অভাব সৃষ্টি করিয়া ব্যাকুলভাবে ছুটাছুটি করিতেছি? কে আমাকে জানাইয়া দেন

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

যে, এ অভাবের শেষ কোথায়?—এ ব্যাকুলতার, এ অসুখ-অসুবিধা-অশান্তি দুঃখ-কষ্টের সমাপ্তি কোথায়? যিনি তাহা কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়া দেন, তিনি সদ্‌গুরুরূপী ভগবান্‌। অন্তর্যামী সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়েরই একমাত্র আবশ্যকতা আছে। কয়লা যেমন জ্বলন্ত অগ্নির সংস্পর্শে আবার জ্বলিয়া উঠে, তদ্রূপ বদ্ধজীব—স্বরূপভ্রান্ত জীব অভাবগ্রস্ত জীব আমরা নিত্যমুক্ত, সদা স্বস্বরূপ-সংপ্রাপ্ত পূর্ণবস্তু শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের স্বীয় স্বভাব পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণই আমাদের সম্বন্ধজ্ঞান-রূপ অগ্নি সংযোগ করিয়া দেন, তবেই বদ্ধজীব অচেতনের সংসর্গ ছাড়িয়া, জাড্য ছাড়িয়া চেতনময় উপদেশ বাতাসের সাহায্যে পুনরায় ভগবৎসেবাচেষ্টায় জ্বলিয়া উঠে, শ্রীগুরুর সংস্পর্শে লুপ্ত স্বভাব ফিরিয়া পাইয়া স্বভাবের অনুবর্ত্তনে কেবলমাত্র অধোক্ষজ ভগবানের আলোচনা করিতে থাকে। গুরুর বা আচার্য্যের সংস্পর্শ ব্যতীত চেতনতার উদ্বোধন অসম্ভব। জড় দেহ ও মনের দ্বারা জড়ের অনুশীলন সম্ভবপর হইলেও তাহাদের দ্বারা চেতনের অনুশীলন অসম্ভব। জড়ের অনুশীলন চেতনতার উদ্বোধন করিতে সমর্থ নহে। চৈতন্যই চেতনতার একমাত্র উদ্বোধক—চৈতন্যই চেতনতার একমাত্র নিয়ামক।

জীব ও ভগবান—উভয়েই চেতন বটে, কিন্তু এক নয়—ভেদ আছে। পার্থক্য—পরিমাণগত, জাতিগত নহে। আমরাও অগ্নি, ভগবান্‌ও অগ্নি—জাতিঅংশে আমরা এক। কিন্তু তিনি—অপরিমেয় অগ্নিকুণ্ড, আর আমরা—ক্ষুদ্রতম স্ফুলিঙ্গ, তিনি—বিভুচেতন, আর আমরা অণুচেতন, আমরা—পরস্পর পৃথক্‌। এই পরিমাণগত পার্থক্য নিত্য, এই পরিমাণগত পার্থক্যই উভয়ের স্বভাব-নির্দ্ধারক। স্ফুলিঙ্গ সামান্য ফুৎকারে নিভিয়া যায়, কিন্তু অগ্নিকুণ্ড নিভিয়া যায় না। বিভুচেতন মায়াধীশ, কিন্তু অণুচেতন-মায়াবশযোগ্য। এই স্বভাববশে অণুচেতনগণ নিত্য বিভুচেতনের অনুগত। ভগবানের আনুগত্যই জীবের স্বভাব। অতএব জীব ভগবানের নিত্য-দাস, ভগবদ্দাস্যই জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

শ্রীভগবান্‌ পরম দয়ালু। জীব যখন তাহার স্বভাব বিস্মৃত হয়, তখন তিনি তাহাকে উদ্ধার করিতে প্রপঞ্চে স্বয়ং বা শ্রীগুরুবৈষ্ণবরূপে অবতীর্ণ হন—নিদ্রিত আমাদিগকে তিনি জাগাইতে আসেন—সুপ্ত চেতনের উদ্বোধন-ক্রমে তিনি আমাদিগকে নিজ-স্বভাব জানিতে দেন। তখন আমরা আমাদের স্বভাবের ধর্ম্ম—ভগবানের একান্ত আনুগত্যে আমাদের মুক্তি—আমাদের সহজ স্বভাবে প্রকৃত স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্ত হই। ভগবানের নিত্যদাস্যেই জীব-চেতনের পূর্ণ বিকাশ। তিনি মানুষের কাছে মানুষের মতই হইয়া আসেন। সনাতন চেতনধর্ম্মের বৈজ্ঞানিকগণ ভগবানের অসংখ্য অবতারের কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার দশবিধ অবতার-বিষয়ে সকলেই একমত। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জীবের দেহ ও চিত্তবৃত্তির ঐতিহাসিক স্তরগুলির বিকাশ বা পরিণতি অনুসারে ভগবান্‌ তত্তদ্ভাবোপযোগী তাঁহার নিত্য-স্বরূপ এই জগতে প্রকটিত করেন। এই দশাবতার যথাক্রমে,—(১) মৎস্যাবতার—অদণ্ডাবস্থা, (২) কূর্ম্মাবতার—বক্রদণ্ডাবস্থা, (৩) বরাহাবতার—মেরুদণ্ডাবস্থা, (৪) নৃসিংহাবতার—অর্দ্ধনরেতরদণ্ডাবস্থা, (৫) বামনাবতার—ক্ষুদ্র নরাবস্থা, (৬) পরশুরাম—অসভ্য নরাবস্থা,—(৭) রামাবতার—সভ্য নরাবস্থা, (৮) কৃষ্ণাবতার—জ্ঞানাবস্থা, (৯) বুদ্ধাবতার—আত্মজ্ঞানাবস্থা, (১০) কল্কি-অবতার প্রলয়াবস্থা।

জীবের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের অদণ্ডাবস্থার স্তর হইতে প্রলয়াবস্থার স্তর পর্য্যন্ত এই দশবিধ স্তরের সহিত ভগবানের উপরি-উক্ত দশবিধ অবতারের প্রাকট্য-লীলা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

এই দশবিধ অবতারের মধ্যে কৃষ্ণাবতার শ্রেষ্ঠতম। নিত্যমান দেহধারী কৃষ্ণেই জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ। কৃষ্ণই পূর্ণতম স্বয়ং ভগবান্‌। তিনি নিখিল জ্ঞান বা চেতনের উৎস-স্বরূপ। নরবপুই কৃষ্ণের স্বরূপ। আমরা মানব, তাই তিনি অহৈতুকী অনুকম্পাভরে প্রকাশ করিয়া তাহার এই স্বরূপ আমাদের নিকট চিরবিধানের জন্য প্রকটিত করেন। মানবই মানবের আদর্শ। নরেতর আদর্শ নরের হইতে পারেন না। জীবের জ্ঞান বা চেতন যখন অজ্ঞান বা অচেতনের আক্রমণে রুদ্ধ ও জড়ীভূত হয়, তখন উহা নাস্তিকতায় পরিণত হয়। বুদ্ধদেব স্বয়ং পূর্ণজ্ঞানময় বস্তু হইয়াও এই নাস্তিকতাকে পোষিত করিয়াছেন। তাহার পরের অবস্থায় জীবের ঘোর নিদ্রাবস্থা, সেই অজ্ঞানের উচ্ছেদ সাধনকারীই কল্কীর অবতার।

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই কলির সুপ্ত ও অজ্ঞানহত জীবগণের চেতনতার পূর্ণভাবে উদ্বোধনের জন্য বর্ত্তমান সময় হইতে চারিশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে গৌড়দেশে শ্রীধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি অভিন্ন নন্দনন্দন। তাঁহার বাণীই বেদের বাণী—ভাগবতের বাণী। একমাত্র তিনিই জাতিধর্ম্মের নিত্য শাশ্বত সনাতন-ধর্ম্মের সর্ব্বোত্তম বিকাশের কথা জগতে জানাইয়াছেন। তাঁহার বাণীতে কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা নাই—দেশ-কাল-পাত্র-গত সংকীর্ণতা বা কোন প্রাদেশিকতা নাই। তিনি কেবলমাত্র বাঙ্গালীদের নহেন বা তিনি কেবলমাত্র বাঙ্গালীর নহেন, তিনি—সমস্ত জগতের হিন্দু, মুসলমান, জৈন, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল জাতিকে আত্মধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। তাঁহার বাণী—চেতনাম্বেষিণী ও চেতন-রাজ্যের অনন্ত বৈচিত্র্য প্রকাশিনী বাণী। উহাই সার্ব্বজনীন কথা—সর্ব্বমঙ্গলী কথা—সার্ব্বভৌমিক কথা। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত পান করিলে জগতের জনসাধারণের সর্ব্বপ্রকার অসুখ অসুবিধা, অশান্তি অনটন, অশান্তি দুঃখ যাতনা চিরতরে সমূলে দূরীভূত হইয়া জীবকে নিত্য গোবিন্দসেবায় সমর্পণ করাইবে—জীব তখন যথার্থ কৃতার্থ বা স্বস্থিত হইবে।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

—:(*):—

ভগবদ্ভক্তের প্রসাদ সম্বন্ধে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। এমন কি, আমরা ভারতীয় সামাজিক বিচারে দুই প্রকারের মতভেদ লক্ষ্য করি—(১) যাহারা কর্ম্মফলপ্রভাবে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহারা পারমার্থিক পন্থায় শ্রেষ্ঠতা লাভ না করিলেও তাহাদিগকে অবৈষ্ণব প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাদেরই প্রসাদ বাঞ্ছনীয় বলিয়া স্বীকৃত হয়, (২) আর যাঁহারা প্রকৃত স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত, শ্রেষ্ঠ, তাহাদের প্রসাদ-[illegible] বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। প্রথম প্রকার বিচার এই যে, হাজার হাজার বিদ্বান লোক যেরূপ মত পোষণ করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে, তাহাদের সেই মত [illegible] উচিত নহে। দ্বিতীয় প্রকার বিচার এই যে, মতভেদের দিকে লক্ষ্য না করিয়া পরম সত্য বিচার করা আবশ্যক। ভগবানের প্রসাদ ও ভগবদ্ভক্তের প্রসাদই গ্রহণীয়। ভগবদ্ভক্তের অনুগ্রহ যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কোন অভাব নাই।

সত্য হউক, অসত্য হউক—তাহা বিচার করিব না, জনকতক লোক যাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিবে না—তদ্রূপ জনসাধারণের অনুমোদন করিতে গিয়া আমরা যেন নিত্য মঙ্গল বা মুক্তি হইতে বঞ্চিত না হই। ভগবদ্ভক্তি প্রয়োজনীয়তা—[illegible] —পরম সত্যবস্তু। [illegible] ভগবৎপ্রসাদের [illegible] অন্য বস্তু গ্রহণ করিব, [illegible] তাহাতে আমাদের অবজ্ঞা ও [illegible] আমাদের [illegible] ভগবানের দুর্জ্ঞেয় [illegible] 'ভগবান্‌' [illegible]

যাহা অর্থাৎ যাহা অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানের প্রসাদের জন্যই আমরা লালায়িত হই। আমরা তখন 'মৎস্যাদ' হইয়া পড়ি, পশু-হিংসা করি। ঐগুলি (মৎস্য মাংস-অন্নাদি) ভগবানের ভোগ্য নহে, কারণ উহা হিংসামূলে উৎপন্ন।

[illegible] কোনপ্রকার হিংসার প্রশ্রয় দেন না। যদি পুষ্টিকর হয়, [illegible] পাওয়া যায়? [illegible] শাস্ত্র বলেন, [illegible] উদ্দেশ্য। [illegible] ভগবৎ-প্রসাদ' বলিয়া গৃহীত হয় না।

ভগবানের প্রসাদ ভগবদ্দাসগণ গ্রহণ করেন। 'ভগবানের দাস' বলিয়া যাহারা অভিমান করে না অর্থাৎ যাহারা [illegible] বস্তু [illegible] করিয়া বসে, তাহাদের বিচার—[illegible] খাড়া করিয়া [illegible] লোককে ভোগী [illegible] ভগবান ও [illegible]—তাহারা 'ভগবান্‌ ও ভক্তের [illegible]'। একটি 'বিশেষ অনুগ্রহ', আর একটি—[illegible] অনুগ্রহ। [illegible] স্বীকার করা হয় না।

ভগবানের কি [illegible] পারেন? আর কেহ [illegible] (১৮৯৫) [illegible]

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন মায়া যার জীবকে কেবল লিঙ্গ-আবরণ দিয়া রাখিতেন, তাহা হইলেই কি তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না ?

উত্তর--লিঙ্গদেহ, সূক্ষ্মদেহ বা শুধু মনের দ্বারা কার্য্য সাধিত হয় না, এইজন্য স্থূলাবরণের বা পাঞ্চভৌতিক দেহের প্রয়োজনীয়তা আছে। স্থূলদেহের কার্য-ফলে লিঙ্গদেহে বাসনা নির্ম্মিত হয় এবং সেই বাসনাক্রমে তদুপযোগী স্থূলদেহ পুনঃপ্রাপ্ত হয়।

প্রঃ—কর্ম্ম ও ফল কিরূপে সংযুক্ত আছে ? মীমাংসকেরা বলেন, —'ফলদাতা ঈশ্বর নাই, যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহা 'অপূর্ব্ব'-নামে একটি তত্ত্ব উৎপন্ন করে, সেই 'অপূর্ব্ব' কৃতকর্ম্মের ফল দান করেন' -ইহা কি সত্য ?

উ.—কর্ম্ম মীমাংসকগণ বেদের প্রকৃত জ্ঞান-সিদ্ধান্ত অবগত নহেন। তাঁহারা কেবল মোটামুটী যজ্ঞাদিরূপ কর্ম্মের ভাব দেখিয়া একটী যে-সে সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। বস্তুতঃ বেদ সিদ্ধান্তস্থলে তাহা স্বীকার করেন না। বেদ বলেন, —(শ্বেঃ ৪।৬ ও মুণ্ডক ৩।১।১) —"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য নশ্নন্নোঽভিচাকশীতি ॥" অর্থাৎ সর্ব্বদা সংযুক্ত সখিভাবাপন্ন দুইটী পক্ষী এক দেহরূপ বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছে, তন্মধ্যে একটি পিপ্পল ফল (কর্ম্মফল) ভোগ করে, অন্য পক্ষীটী (পরমেশ্বর) ভোগ না করিয়া সাক্ষি-স্বরূপে দর্শন করে।

এই বেদ-বাক্যের দ্বারা বুঝিতে হইবে — এই সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষে দুইটী পক্ষী আছে, - একটী বদ্ধজীব, আর একটী তাঁহার সখা ঈশ্বর, বদ্ধজীব-পক্ষী সংসাররূপ পিপ্পল ফল আস্বাদন করিতেছেন এবং ঈশ্বররূপ পক্ষীটী পিপ্পল ফল আস্বাদন না করিয়া অপর পক্ষীর আস্বাদন দেখিতেছেন। তাৎপর্য্য এই যে, জীব মায়াবদ্ধ হইয়া কর্ম্ম করিতেছেন এবং কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছেন। মায়াধীশ্বর তাঁহার কর্ম্মানুরূপ ফল দিয়া যে-পর্য্যন্ত জীব ভগবৎসান্মুখ্য লাভ না করেন, তাবৎ তাঁহার সহিত তদ্রূপ লীলা করিতেছেন। মীমাংসকের অপূর্ব্ব এস্থলে কোথায় গেল ? নিরীশ্বর-সিদ্ধান্তের সর্ব্বাঙ্গ-সৌষ্ঠব হয় না।

প্রঃ—কর্ম্মকে অনাদি বলা হয় কেন ?

উঃ—সমস্ত কর্ম্মের মূল -কর্ম্মবাসনা, আর কর্ম্মবাসনার মূল —অবিদ্যা। 'কৃষ্ণের দাস আমি'—এই কথাটী ভুলিয়া যাওয়ার নাম—'অবিদ্যা'। সেই অবিদ্যা জড়কালের মধ্যে আরম্ভ হয় নাই—তটস্থ সন্ধিস্থলে জীবের সেই কর্ম্মমূল উদিত হইয়াছিল। অতএব জড়কালে কর্ম্মের আদি পাওয়া যায় না, সুতরাং কর্ম্ম অনাদি।

প্রঃ—'মায়া' ও 'অবিদ্যা'র মধ্যে কি পার্থক্য আছে ?

উঃ—মায়া কৃষ্ণের শক্তি, সেই শক্তি-দ্বারা কৃষ্ণ এই জড়ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বহির্ম্মুখ জীবকে সংশোধন করিবার অভিপ্রায়ে মায়া শক্তিকে ক্রিয়াবতী করিয়াছেন। মায়ার দুইটী বৃত্তি—'অবিদ্যা' ও 'প্রধান', 'অবিদ্যা' বৃত্তি —জীবনিষ্ঠ, আর 'প্রধান'—জড়নিষ্ঠ, 'প্রধান' হইতে জড়-জগৎ এবং 'অবিদ্যা' হইতে জীবের কর্ম্ম-বাসনা। মায়ার আর দুইপ্রকার বিভাগ আছে -'বিদ্যা' ও 'অবিদ্যা', তদুভয়ই জীবনিষ্ঠ। 'অবিদ্যাবৃত্তি' ক্রমে জীবের বন্ধন, আর বিদ্যা-বৃত্তিক্রমে জীবের মুক্তি। দত্তা জীব আবার কৃষ্ণোন্মুখ হইলেই 'বিদ্যাবৃত্তির' ক্রিয়া আরম্ভ হয় যে পর্য্যন্ত জীব কৃষ্ণকে ভুলিয়া থাকে, তত্দিন অবিদ্যার ক্রিয়া। ব্রহ্মজ্ঞানাদি বিদ্যাবৃত্তির ক্রিয়া বিশেষ। বিবেকের পরমাংশ জীবের শুভচেষ্টা ও চরমাংশ জীবের সুজ্ঞান-লাভ। অবিদ্যাই জীবের আবরণ এবং বিদ্যাই আবরণ-মোচন।

প্রঃ—প্রধানের ক্রিয়া কিরূপ ?

উঃ- মায়া-প্রকৃতি ঈশ্বরচেষ্টারূপ কাল-দ্বারা ক্ষোভিত হইলে প্রথমে মহত্তত্ত্ব হয়। মায়ার যে বৃত্তির নাম প্রধান, তাহাই ক্ষোভিত হইয়া দ্রব্য সৃষ্টি করে। মহত্তত্ত্বের বিকার উৎপন্ন হইলে 'অহঙ্কার' হয়। অহঙ্কারের তামস বিকার হইতে 'আকাশ' হয়, আকাশ। দ্বারা 'তেজঃ' উৎপন্ন হয়, তেজের বিকার 'জল' এবং জল বিকৃত হইয়া 'ক্ষিতি' হয়, --জড় দ্রব্যসকল এইরূপে সৃষ্ট হয়, ইহাদের নাম—পঞ্চ মহাভূত। এখন পঞ্চ তন্মাত্রের সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার কথা বলা হইতেছে, 'কাল' প্রকৃতির অবিদ্যারূপ বৃত্তিকে ক্ষোভিত করিয়া মহত্তত্ত্বের 'জ্ঞান' ও 'কর্ম্ম'-ভাব উৎপন্ন করে। মহত্তত্ত্বের কর্ম্মভাব বিকৃত হইয়া সত্ত্ব ও রজোগুণ হইতে জ্ঞান ও ক্রিয়াকে সৃষ্টি করে, মহত্তত্ত্ব এইরূপে বিকৃত হইয়া 'অহঙ্কার' হয়, অহঙ্কার বিকার-প্রাপ্ত হইয়া 'বুদ্ধি' হয়। বুদ্ধি বিকৃত হইয়া আকাশের 'শব্দ'-গুণ উপলব্ধি করে, শব্দগুণ-বিকারে 'স্পর্শগুণ', তাহাতে বায়ু ও আকাশের স্পর্শ ও শব্দগুণ দুইই থাকে, ইহাতে 'প্রাণ', 'ওজঃ' ও 'বল' সৃষ্টি হয়, সেই গুণ বিকৃত হইলে তেজঃ পদার্থে রূপ, স্পর্শ ও শব্দগুণ উদিত হয়, সেই গুণের কালবিকারদ্বারা জলের রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ-গুণ উদিত হয়; তাহার বিকার-ক্রমে পৃথিবীর গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ গুণ অনুভব হয়। এইসকল বিকার-ক্রিয়ায় চৈতন্যরূপ পুরুষের আনুকূল্য থাকে।

অহঙ্কার তিন প্রকার—'বৈকারিক', 'তৈজস' ও 'তামস'। বৈকারিক অহঙ্কার হইতে দ্রব্যাদি এবং তৈজস অহঙ্কার হইতে দশটী 'ইন্দ্রিয়' জাত হয়। ইন্দ্রিয় দুইপ্রকার— জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়, চক্ষু, কর্ণ নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়। এইপ্রকারে মহাভূত ও সূক্ষ্মভূতসকল সঙ্গত হইলেও যেপর্য্যন্ত চৈতন্যকণ জীব তাহাতে প্রবিষ্ট না হইলেন, সে-পর্য্যন্ত কোন কার্য্য চলিল না। ভগবদ্-ঈক্ষণরূপ কিরণকণস্থিত জীব যখন মহাভূত ও স্থূলভূত-নির্ম্মিত দেহে সঞ্চারিত হইল, তখনই সমস্ত কার্য্য হইতে লাগিল। বৈকারিক তৈজসগুণ 'প্রধান'-বিকৃত তামস বস্তুতে সংযুক্ত হইয়া কার্য্যোপযোগী হয়। মায়িক-তত্ত্ব চতুর্ব্বিংশতি অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম—এই পাঁচটী মহাভূত এবং গন্ধ, রূপ, রস, স্পর্শ, শব্দ—এই পাঁচটী 'তন্মাত্র', পূর্ব্বোক্ত দশটী জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন, চিত্ত, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই চারিটী একত্র হইলে চব্বিশটী প্রাকৃত-তত্ত্ব হয়। জীব-চৈতন্য এই শরীরে পঞ্চবিংশতি-তম তত্ত্ব এবং পরমাত্মা-ঈশ্বরই ষড়্বিংশতি-তম তত্ত্ব।

প্রঃ—এই সপ্তবিতস্তি মানবদেহে লিঙ্গ ও স্থূল-পদার্থ কতটা এবং জীব চৈতন্য এই দেহের কোন অংশে আছেন ?

উঃ—পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র ও দশটী ইন্দ্রিয়—এই সমস্ত স্থূলদেহ। মন, চিত্ত, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই চারিটী লিঙ্গ-দেহ [illegible] এই দেহে 'আমি' ও 'আমার'—এই মিথ্যা অভিমান করেন এবং ঐ অভিমান-বশতঃ স্বরূপার্থ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন, তিনি জীবচৈতন্য, তিনি অতিশয় সূক্ষ্ম - জড়ীয় দেশকাল ও গুণের অতীত। এই হেতু তাঁহার সূক্ষ্মতা-সত্ত্বেও সমস্ত দেহব্যাপী সত্তা আছে। যেরূপ 'হরিচন্দনবিন্দু' শরীরের একদেশে দিলে দেহের সর্ব্বদেশে সুখ-ব্যাপ্তি হয়, তদ্রূপ অণুমাত্র জীবও দেহের ক্ষেত্রজ্ঞ ও সুখ দুঃখের অনুভব-কর্ত্তা।

প্রঃ—জীব যদি কর্ম্মের ও সুখদুঃখানুভবের কর্ত্তা হয়, তাহা হইল ঈশ্বরের কর্তৃত্ব কোথায় রহিল ?

উঃ—জীব হেতুকর্ত্তা, আর ঈশ্বর প্রয়োজক-কর্ত্তা। জীব নিজকর্ম্মের কর্ত্তা হইয়া যে ফলভোগের অধিকারী হন এবং যে ভাবী কর্ম্মের উপযোগী হন, সেই সকল ফলভোগে ও কার্য্যকরণে প্রয়োজক-কর্ত্তা হইয়া ঈশ্বরের কর্তৃত্ব আছে। ঈশ্বর—ফলদাতা, আর জীব—ফলভোক্তা।

প্রঃ—মায়াবদ্ধ জীবের কতপ্রকার অবস্থা ?

উঃ—মায়াবদ্ধ জীবগণ পাঁচপ্রকার অবস্থায় অবস্থিত অর্থাৎ ঐ অবস্থাক্রমে স্থূলবিশেষে জীব 'আচ্ছাদিত-চেতন, 'সঙ্কুচিত-চেতন', 'মুকুলিত-চেতন', 'বিকচিত-চেতন' ও 'পূর্ণবিকচিত-চেতন।'

প্রঃ—কোন্ কোন্ জীব আচ্ছাদিত-চেতন ?

উঃ—বৃক্ষ, তৃণ ও প্রস্তরগতিপ্রাপ্ত জীব-সকল আচ্ছাদিত চেতন, ইহাদিগের চেতন-ধর্ম্মের পরিচয় লুপ্তপ্রায়; কৃষ্ণ-দাস্য ভুলিয়া মায়ার জড়ত্বগুণে তাহারা এতদূর অভিনিবিষ্ট যে, স্বীয় চিদ্ধর্ম্মের পরিচয়মাত্র নাই। জন্ম, অবস্থান, বর্দ্ধন, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ —এই ষড়্বিকার দ্বারা তাহাদের একটু-মাত্র পূর্ব্ব-পরিচয় আছে; ইহাই জীবের পতনের পরাকাষ্ঠা। অহল্যা, যমলার্জ্জুন ও সপ্ততাল প্রভৃতির পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে ইহা প্রতীত হইবে। বিশেষ অপরাধে সেরূপ গতি হয় এবং কৃষ্ণ-কৃপাক্রমে তাহা হইতে পুনরুদ্ধার হয়।

প্রঃ—সঙ্কুচিত-চেতন কাহারা ?

উঃ—পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, মৎস্যাদি জলচর, কীট-পতঙ্গ—ইহারা সঙ্কুচিত চেতন। আচ্ছাদিত-চেতনের চেতনত্ব-পরিচয় প্রায়ই উপলব্ধি হয় না, সঙ্কুচিত-চেতনের কিয়ৎ-পরিমাণে চেতনত্ব আছে --আহার, নিদ্রা, ভয়, ইচ্ছাপূর্ব্বক গমনাগমন, নিজের স্বত্ব-বোধে পরের সহিত বিবাদ, অন্যায় দেখিলে ক্রোধ—এসকল লক্ষণ সঙ্কুচিত-চেতনে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের পরলোক-জ্ঞান হয় না। বানরের দুষ্ট বুদ্ধিতে স্বল্প পরিমাণে বিজ্ঞানবিচারও আছে; পরে কি হইবে, না হইবে—এসকল বিষয়ও তাহারা ভাবনা করে, কৃতজ্ঞতাদি চিহ্নও তাহাদের মধ্যে দেখা যায়। দ্রব্যগুণের জ্ঞানও কোন কোন জন্তুর বেশ আছে, কিন্তু ঈশ্বরকে তাহারা অনুসন্ধান করে না, অতএব তাহাদের চেতনধর্ম্ম সঙ্কুচিত। ভক্ত ভরতের মৃগ-শরীর-প্রাপ্তিসত্ত্বেও ভগবন্নাম-জ্ঞান থাকা শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহা বিশেষ স্থলে—সাধারণ বিধি নয়।

প্রঃ—মুকুলিত-চেতন কাহারা ?

উঃ—নরদেহে বদ্ধজীবের তিনটী অবস্থা লক্ষিত হয়—মুকুলিত-চেতন, বিকচিত-চেতন ও পূর্ণবিকচিত চেতনাবস্থা। মানব-গণকে পাঁচপ্রকারে বিভাগ করা যাইতে পারে--'নীতিশূন্য' মানব, 'নিরীশ্বরনৈতিক' মানব, 'সেশ্বর নৈতিক' মানব, 'সাধনভক্ত' মানব ও 'ভাবভক্ত' মানব।

যেসব মানব অজ্ঞানক্রমে বা জ্ঞান-বিকারক্রমে নিরীশ্বর, তাহারা হয় নীতিশূন্য, নয় নিরীশ্বর-নৈতিক মানব, নীতির সহিত একটু ঈশ্বর বিশ্বাস উপস্থিত হইলে সেশ্বর-নৈতিক, শাস্ত্র-বিধিক্রমে সাধনভক্তিতে যাহাদের মতি হইয়াছে, তাহারা সাধন-ভক্ত, আর যাঁহারা ঈশ্বর-সম্বন্ধে একটু অনুরাগবিশিষ্ট, তাঁহারা ভাবভক্ত। নীতিশূন্য ও নিরীশ্বর-নৈতিক—এই দুইপ্রকার মানব মুকুলিত-চেতন, সেশ্বর-নৈতিক ও সাধন-ভক্ত—বিকচিত-চেতন, আর ভাবভক্ত মানবই—পূর্ণবিকচিত-চেতন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক-মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ৩ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২১শে পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৫ই জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, সোমবার { ২৪৪তম সংখ্যা

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ মাধব, শর্ব্ব সঙ্কর্ষণ, গৌরাব্দ ৪৫৫

'কায়-শাঠ্য'

—::০::—

'কায়'-অর্থে দেহ বা শরীর। দেহ বা শরীরের দ্বারা যতটা কার্য্য বা পরিশ্রম করা সম্ভবপর, ততটা কার্য্যে দেহ বা শরীরটাকে না লাগান কিংবা দেহ-দ্বারা ততটা পরিশ্রম করিতে কুণ্ঠিত হওয়ার নাম—'কায়শাঠ্য' বা 'দেহশাঠ্য'।

স্বয়ং শ্রীভগবান্, শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ সাধু-গুরু বৈষ্ণব বা মহাজন, আর বেদ-বেদান্ত, ভাগবত-গীতাদি সাত্বতশাস্ত্র যাহা বলেন, তাহাই একমাত্র নিরস্তকুহক বাস্তব সত্যকথা, কারণ, তাঁহাদের ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা—এই চারিটি দোষ নাই। এই জগতের লোক আমরা অনাদি-বহির্ম্মুখ বা মায়া-মোহিত বলিয়া উপরি-উক্ত চারিটি দোষ আমাদের মধ্যে ন্যূনাধিক বর্ত্তমান আছে। এক মায়াবদ্ধ বা অনর্থযুক্ত লোক অপর মায়াবদ্ধ বা অনর্থযুক্ত লোককে উপদেশক বা গুরু করিয়া তাহার কথামত চলিলে বা আচার-ব্যবহারের অনুসরণ করিলে কখনও মায়ামুক্ত হইতে বা আত্ম-মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। এই জন্যই স্বয়ং ভগবান্ বা তদীয় পার্ষদগণ গোলোক-বৈকুণ্ঠ হইতে কৃপাপূর্ব্বক এই জগতে অবতরণ করিয়া এই জগতের লোককে বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তা জ্ঞাপন করেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ লোক যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তদনুসরণ করেন, তিনি যাহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, অন্য লোক তাহারই অনুবর্ত্তী হয়।

আমরা স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া বর্ত্তমানে বিরূপে অবস্থিত, তাই আমাদের অপেক্ষা শারীরিক বল, ধন দৌলত, বিদ্যা-বুদ্ধি পাণ্ডিত্য প্রভৃতি যাঁহার অধিক, তাহাকেই আমরা শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাঁহার কথা শুনি বা তাঁহার আচার-ব্যবহারের অনুসরণ করিয়া থাকি, কিন্তু যাঁহারা এই মায়াবদ্ধ বা বিরূপাবস্থা হইতে মায়ামুক্ত বা স্বরূপাবস্থা লাভ করিতে চাহেন—নিদ্রিত অবস্থা হইতে জাগ্রত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে চাহেন—অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া পূর্ণচন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত হইতে চাহেন—সংসার দুঃখসমুদ্র হইতে চিরতরে উদ্ধার লাভ করিয়া নিত্য কৃষ্ণ-প্রেমানন্দসাগরে সন্তরণ করিতে ইচ্ছুক—এই জগতের অনিত্য, হেয়, অরবতাপূর্ণ বস্তুর আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরম উপাদেয় নিত্য বস্তু কৃষ্ণপাদপদ্ম বা কৃষ্ণপ্রেমধন লাভের অভিলাষী, তাঁহাদের পক্ষে 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ' অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা সর্ব্বারাধ্য শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আচার-বিচার ও শিক্ষাই শিরোধার্য্য বা একমাত্র অবলম্বনীয়—সাধু-গুরুবৈষ্ণবগণ যে পথে গমন করিয়াছেন, সেই পথের আশ্রয় গ্রহণই একমাত্র কর্ত্তব্য।

মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? মনুষ্যদেহটা আমরা লাভ করিয়াছি কি জন্য? এই দেহ বা দেহস্থিত ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা, সকল ইন্দ্রিয়ের রাজা মনের দ্বারা, বাক্য-বুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা আমরা কি কার্য্য করিব?—এই প্রশ্নগুলির উত্তর আমাদের মত মায়াবদ্ধ, মায়ামোহিত, ভ্রম প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব দোষচতুষ্টয়যুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলে প্রকৃত উত্তর পাওয়া যাইবে না। তাহাতে এক অন্ধ আর এক অন্ধকে পথ দেখাইতে গিয়া পরিণামে উভয়েই যেপ্রকার গভীর কূপে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে প্রাণ ত্যাগ করে, আমাদেরও পরিণামে তদ্রূপ অবস্থা লাভ হইবে। যে বিষয়ে যে ব্যক্তি নিজেই ভ্রমে পতিত, অজ্ঞান-বিমোহিত, সেই ব্যক্তি কিপ্রকারে তদ্বিষয়ে অপরের ভ্রম বা অজ্ঞান দূর করিতে সমর্থ হইবে? এই জগতের লোক, যথা—কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষী কিংবা সাধু গুরু বৈষ্ণব-বেশধারী কপট, ভণ্ড, ধূর্ত্ত প্রভৃতি সকলেই পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তরে একবাক্যে বলিবেন,—'পাপ বা পুণ্যে, ভোগ বা ত্যাগে স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে এই জগতের জড়রস বা জড়ানন্দ ভোগ করিবার জন্যই এই মানব-দেহ আমরা লাভ করিয়াছি।" শুধু মুখে বলা নহে, তাহাদের আচরণেও সর্ব্বক্ষণ ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে, কিন্তু মায়াতীত রাজ্য গোলোক বৈকুণ্ঠপতি ভগবান্ শ্রীহরি ও তদীয় পার্ষদ গোলোক-বৈকুণ্ঠদূতগণ মনুষ্যজীবনের বা মানবদেহ ধারণের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তৎসম্বন্ধে আমাদিগকে কি জানাইয়াছেন, শুনুন,

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥
(শ্রীভাঃ ১১।২০।১৭)

অর্থাৎ, এই নৃদেহটি সকল ফললাভের মূল, অতএব আদ্য। ইহা সুলভও বটে, সুদুর্লভও বটে। ইহাই সংসার সমুদ্র উত্তরণের পটুতর নৌকা, শ্রীগুরুদেবই ইহার কর্ণধার-স্বরূপ। কৃষ্ণ কৃপারূপ অনুকূল বায়ুর দ্বারা চালিত এইরূপ দেহ নৌকাখানি প্রাপ্ত হইয়াও যিনি এই সংসারসমুদ্র পার হইতে চেষ্টা করেন না, তিনি আত্মঘাতী।

লব্ধ্বা সুচিরং ভ্রমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥
(শ্রীভাঃ ১১।৯।২৯)

অর্থাৎ, অনেক জন্মের পর এই মানবজন্ম লাভ হইয়াছে, সুতরাং ইহা অত্যন্ত দুর্লভ। এই জন্ম অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ। অতএব, ধীর ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত মৃত্যু পুনরায় নিকটস্থ না হয়, তৎকাল মধ্যে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া চরমকল্যাণ-লাভের জন্য চেষ্টা করিবেন। বিষয়সমূহ সকল জন্মেই পাওয়া যায়।

নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥
(শ্রীভাঃ ৩।২।১৫৬)

অর্থাৎ ইহ সংসারে যে ব্যক্তির কর্ম্ম ধর্ম্মার্থকামরূপ ত্রৈবর্গিক ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হয়, যাহার সেই ধর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদন না করে, আবার সেই বৈরাগ্য যাহার তীর্থপদ শ্রীহরির সেবাতেই পর্য্যবসিত না হয়, সে ব্যক্তি জীবিত হইলেও মৃত অর্থাৎ তাহার প্রাণধারণ বৃথা।

"তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ
কিং ন শ্বসন্ত্যুত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামপশবোঽপরে॥

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে

[illegible]
নমৎসরাণামসতাং দুরত্যয়া-
বিশেষতোঽন্তর্হৃদি তাংস্ত্বমক্ষিণোঃ
যে নাম শৃণ্বন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ কর্ণপুটৈর্নরস্তব।
জিহ্বাসতীর্দার্দুরিকেব সূত
ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ॥
তাবঃ পরং পট্টিকেরীচতুষ্পথ-
প্রাগুন্মাদং নমেয়ুকুন্দম্।
শ্বাবৌ করে নো রুরুতুঃ সপর্যাং
হরের্লসৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা॥
বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং
লিঙ্গানি বিষ্ণোর্নিরীক্ষতো যে।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ॥
জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণূন্
ন জাতু মর্ত্যোঽভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ
শ্বসঞ্ছবো যস্ত ন বেদ গন্ধম্॥
(শ্রীভাঃ ২।৩।১৮-২৩)

অর্থাৎ বৃক্ষসকল কি বাঁচিয়া থাকে না? ভস্ত্রা কি শ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করে না? ইতর প্রাণিপশুসকল কি আহার ও স্ত্রী-সম্ভোগ করে না? যাহার কর্ণকুহরে কখনও কৃষ্ণ-নাম প্রবেশ করে নাই, সেই মানব কুক্কুর-বিষ্ঠাভোজী গ্রাম্য শূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভতুল্য পশু বলিয়া নিন্দার্হ হইয়াছে। যে ব্যক্তি কর্ণপুটে ভূরিশ্রুত-সম্পন্ন শ্রীভগবানের বিক্রমের কথা শ্রবণ না করে, তাহার কর্ণদ্বয় বৃথা ছিদ্রমাত্র। যে জিহ্বা শ্রীভগবানের বিক্রম কীর্ত্তন না করে, সেই জিহ্বা ভেকজিহ্বাতুল্যা ও দুষ্টা। পট্টবস্ত্রের উষ্ণীষ এবং কিরীটদ্বারা উত্তমাঙ্গ মস্তক শোভিত থাকিলেও তাহা যদি শ্রীমুকুন্দচরণে প্রণত না হয়, তবে উহা কেবল ভারমাত্র। যে করদ্বয় সুবর্ণকঙ্কণে দীপ্তিমান্ হইয়াও শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চন-কার্য্যে নিযুক্ত না হয়, সেই করদ্বয় মৃত ব্যক্তির হস্ত-সদৃশ। যে সকল পুরুষের নয়ন শ্রীবিষ্ণুর শ্রীবিগ্রহ দর্শন করে না, তাহাদের নেত্র ময়ূর-পুচ্ছে অঙ্কিত চক্ষুর ন্যায় নিরর্থক। যে-সকল মনুষ্যের পদদ্বয় শ্রীহরির লীলাক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করে না, তাহাদের পদসমূহ বৃক্ষতুল্য স্থাবর। যে ব্যক্তি কখনও ভগবদ্ভক্তের চরণরেণু সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করে না, সেই ব্যক্তি জীবিত থাকিলেও তাহার অঙ্গ শবতুল্য। যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণসংলগ্ন তুলসীর ঘ্রাণ লইয়া আনন্দিত না হয়, সে ব্যক্তি নিঃশ্বাস থাকাসত্ত্বেও মৃতের তুল্য।

শ্রীমদ্ভাগবত-সপ্তম স্কন্ধে শ্রীঅজামিল-উপাখ্যানে যমরাজ তাঁহার দূতগণকে বলিতেছেন,—

তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ-
র্জুষ্টাদ্ গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্॥
জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় নো দদতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্॥
(শ্রীভাঃ ৬।৩।২৮-২৯)

—অর্থাৎ, মুকুন্দপদারবিন্দের যে মকরন্দরস অসৎসঙ্গবর্জ্জিত, নিষ্কিঞ্চন পরম-হংসকুল নিরন্তর পান করিয়া থাকেন, তাহাতে বিমুখ হইয়া যে-সকল অসদ্ব্যক্তি নরকের দ্বারস্বরূপ গৃহেই একান্ত আসক্ত, হে দূতগণ, তাহাদিগকেই তোমরা আমার সমীপে আনয়ন করিবে। যে-সকল পাপীর জিহ্বা একবারও কৃষ্ণনাম-গুণাদি কীর্ত্তন করে না, যাহাদের চিত্ত একবারও তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করে না, যাহাদের মস্তক একবারও তাঁহার চরণে প্রণত হয় না, যাহারা কখনও বৈষ্ণব-ব্রতাদির অনুষ্ঠান করে না, তাহাদিগকেই তোমরা আমার নিকট লইয়া আসিবে।

শ্রীকবিরাজগোস্বামিপ্রবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জানাইয়াছেন,—

শৈশব-যৌবনে জড়সুখ-সঙ্গে
অভ্যাস হইল মন্দ।
নিজকর্ম্মদোষে এ দেহ হইল
ভজনের প্রতিবন্ধ॥
শরীর অবিদ্যা-জাল, জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল,
জীবে ফেলে বিষয়-সাগরে।
তা'র মধ্যে জিহ্বা অতি লোভময়, সুদুর্ম্মতি,
তা'কে জেতা কঠিন সংসারে॥
কৃষ্ণ বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বা জয়
স্বপ্রসাদ-অন্ন দিল, ভাই।
সেই অন্নামৃত পাও, রাধাকৃষ্ণ-গুণ গাও,
প্রেমে ডাক চৈতন্য-নিতাই॥
এমন দুর্ল্লভ মানব-দেহ
পাইয়া কি কর, ভাবনা কেহ।
এবে না ভজিলে যশোদা সুত,
চরমে পড়িবে লাজে॥
দুর্ল্লভ মানব-জন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজনু, দুঃখ কহিব কাহারে॥
এ দেহ-পতন হ'লে কি হ'বে আমার।
কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র পরিবার॥
ভাল-মন্দ যাই, হেরি, গতি চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি, এ দেহ ছাড়িব কোন দিন॥
দেহ-গেহ-কলত্রাদি চিন্তা অবিরত।
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি' হত॥
শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে।
বিহঙ্গ-পতঙ্গ তায় বিহার করিবে॥
কুক্কুর-শৃগাল সবে আনন্দিত হ'য়ে।
মহোৎসব করিবে আমার দেহ ল'য়ে॥
যে দেহের এই গতি, তা'র অনুগত।
সংসার বৈভব আর বন্ধুজন যত॥
অতএব মায়ামোহ ছাড়' বুদ্ধিমান্।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় আমাদিগকে আরও জানাইতেছেন,—

শরীরের সুখে মন, দেহ জলাঞ্জলি।
এ দেহ তোমার নয়, বরঞ্চ এ শত্রু হয়,
সিদ্ধদেহ-সাধন-সময়ে।
সর্ব্বদা ইহার বলে রহিয়াছ বলী॥
যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

কিন্তু নাহি জান, মন এ শরীর অচেতন,
প'ড়ে রয় জীবন-বিলয়ে॥
দেহের সৌন্দর্য্য, বল—নহে চিরদিন।
অতএব তাহা ল'য়ে না থাক গর্ব্বিত হ'য়ে,
তোমা প্রতি এই অনুনয়।
শুদ্ধজীব সিদ্ধদেহে সদাই নবীন।
জড়ীভূত দেহ যোগ, জীবনের কর্ম্ম ভোগ,
জীবের পতন ধর্ম্মাশ্রয়॥
যে পর্য্যন্ত এ দেহেতে জীবের সঙ্গতি।
চক্ষু-কর্ণ নাসা-জিহ্বা ত্বগাদির জড়স্পৃহা
জীবে ল'য়ে করে টানাটানি।
দেখ, দেখ, ভয়ঙ্কর জীবের দুর্গতি।
জীব চায়, কৃষ্ণ ভজি, দেহ জড়ে যায় মজি',
শেষ জীব পাসরে আপনি॥
আর কেন জীব জড়ে করিবে সময়।
জড়ে দেও বিসর্জ্জন, শুদ্ধজীব-প্রবোধন,
সহজসমাধি-যোগে সাধ'।
ক্রমে ক্রমে জড়সঙ্গ হ'বে অবসর॥
সিদ্ধদেহ অনুগত কর দেহ জড়াশ্রিত,
পরমার্থ না হইবে বাধ॥
(শ্রীশরণাগতি, শ্রীগীতাবলী ও
শ্রীকল্যাণকল্পতরু)।

বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ মহাভাগবতবর শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ এই মনুষ্যদেহটার কি কার্য্য, তাহা স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক এইভাবে শিক্ষা দিয়াছেন,—"স বৈ মনঃ কৃষ্ণ-পদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে। করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু শ্রুতিঞ্চ-কারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥ মুকুন্দলিঙ্গা-লয়দর্শনে দৃশৌ তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্। ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥ পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে। কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥" (শ্রীভাঃ ৯।৪।১৮-২০) অর্থাৎ শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ স্বীয় মন শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে, স্বীয় বাক্য—বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে, করদ্বয়—শ্রীহরিমন্দির-মার্জ্জনাদিতে, কর্ণ—কৃষ্ণকথোদয়ে, চক্ষুর্দ্বয়—কৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে, অঙ্গ—কৃষ্ণদাসগণের গাত্রস্পর্শে, নাসিকা—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম-সৌরভ আঘ্রাণে, রসনা—শ্রীকৃষ্ণার্পিত তুলসীর আস্বাদনে, পাদদ্বয়—কৃষ্ণক্ষেত্রানুগমনে, মস্তক শ্রীহৃষীকেশের শ্রীচরণে প্রণাম-কার্য্যে, আর কাম—কাম-রহিত দাস্যে এরূপ নিযুক্ত করিয়াছিলেন যে, তাহাতে কৃষ্ণভক্তগণের আশ্রয়যোগ্য রতির উদয় হইয়াছিল।

"হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে"
(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

—অর্থাৎ (অপ্রাকৃত) ইন্দ্রিয়ের দ্বারা (অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াধিপতি) শ্রীকৃষ্ণের সেবাই ভক্তি। "তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্। হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥" (শ্রীভাঃ ১০।১৪।৮)—অর্থাৎ, জীব স্বীয় কর্ম্মফলে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। যাঁহারা ঐসকল নিজকৃত কর্ম্মফল 'শ্রীভগবানেরই কৃপা' এইরূপ বিচার করিয়া তাহা ভোগ করিতে করিতে কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নমস্কার-বিধানপূর্ব্বক জীবনধারণ করেন, তাঁহারাই মুক্তির আশ্রয়স্বরূপ ঐ পাদপদ্মপাত্রের অধিকারী।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় জানাইতেছেন,—"নরতনু ভজনের মূল।
হরি! হরি! বিফলে জনম গোঙাইনু।
মনুষ্য-জনম পাইয়া, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া,
জানিয়া-শুনিয়া বিষ খাইনু।
'কাম' কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে, 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষি-জনে,
'লোভ' সাধুসঙ্গে হরিকথা।
'মোহ' ইষ্টলাভ বিনে, 'মদ' কৃষ্ণ-গুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥"

হে সজ্জনবৃন্দ! সর্ব্বোপরি কলিযুগ-পাবনাবতারী সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রত্যেক আচার-বিচার ও শিক্ষা, তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তভাগবত, গ্রন্থ-ভাগবত ও সাত্বতশাস্ত্রের উপরি-উক্ত বাক্যসমূহ পাঠ ও আলোচনা করিলে আমরা কি বুঝিতে পারি? এই দুর্ল্লভ মনুষ্যদেহটার একমাত্র কৃষ্ণভজন ব্যতীত আর কোন কৃত্য বা কর্ত্তব্য আছে বলিয়া আমরা জানিতে পারিলাম কি? মানবদেহের সমস্ত অংশ, সমস্ত ইন্দ্রিয়সহ মন, বুদ্ধি, বাক্য, এমন কি, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ প্রভৃতি যাহাদিগকে আমরা রিপু বা শত্রু বলি, সেই রিপুগণের পর্য্যন্ত একমাত্র কৃষ্ণভজন ব্যতীত আর কোন কৃত্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কি?

হায়! হায়! আমি কি দুর্ভাগা! বহু জন্মের পর এই দুর্ল্লভ মানবদেহ পাইয়াছি। জানি না, কোন্ জন্মের কোন্ সুকৃতির ফলে সদ্গুরু বা শুদ্ধবৈষ্ণব-মহাজন-গণের সুদুর্ল্লভ সঙ্গ পাইয়া সর্ব্বক্ষণ পরম-মঙ্গলের কথা শ্রবণ—২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা মনুষ্য-জীবনের প্রকৃত সার্থকতা-সম্পাদনের—শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় বা শ্রীহরিভজনে কায়মনোবাক্যকে নিযুক্ত রাখিবার পূর্ণতম সুযোগ-সুবিধা লাভ করিয়াছি, কিন্তু দুর্দ্দৈববশতঃ এত বড় সুযোগটীও হেলায় হারাইয়া ফেলিতেছি।

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণের ইচ্ছা পরিপূরণ বা তাঁহারা যাহাতে প্রীতি লাভ করেন, সেই কথাগুলি তাঁহাদের নিকট হইতে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তির সহিত জানিয়া ও বুঝিয়া লইয়া তত্তৎকার্য্যে নিষ্কপট-ভাবে কায়মনোবাক্যকে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত না রাখিলে কায়শাঠ্য, মনঃশাঠ্য বা বাক্‌শাঠ্য-দোষ ঘটে। ইহা আমাদের ভজন বা সেবার পথে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে প্রবল অন্তরায়। এইজন্য শ্রীগৌরকরুণাশক্তি, মহাবদান্য-অবতার, পরদুঃখদুঃখী, শ্রীরূপানুগবর পতিত-পাবনশিরোমণি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব অহৈতুক কৃপা করিয়া সর্ব্বক্ষণ ভগবান্ শ্রীগৌরকৃষ্ণের

নাম, ধাম ও কামসেবায় আমাদের কায়মনোবাক্যকে নিযুক্ত রাখিবার জন্য স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক অহর্নিশ কতভাবে কত উপদেশ আমাদিগকে প্রদান করিতেছেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের স্বহস্তে শ্রীধামের সেবা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাগানের সেবা, শ্রীগৌর-কৃষ্ণের প্রিয় গো-পালন-সেবা, গৌড়ীয়-মিশনরূপী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদের সেবার জন্য অহর্নিশ কায়মনোবাক্যে এত চেষ্টা, এত ভাবনা-চিন্তা, এত শিক্ষা-উপদেশ কি ইহার জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে না? হায়! আমি উলূক সদৃশ, তাই আজ আমি "দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ। উলূক না দেখে যেছে সূর্য্যের কিরণ॥"—এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি।

আমরা ত' সকলেই একমাত্র কৃষ্ণভজনের উদ্দেশ্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসীর বেশে একান্তভাবে গুরুগৃহে বা মঠে বাস করিয়া হরিভজন করিতেছি, কেহ কেহ বা গৃহস্থ-অবস্থায় থাকিয়া হরিভজন করিতেছি বলিয়া সকলকে জানাইতেছি, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের একান্ত অনুগত শিষ্য, সেবক প্রভৃতি নামও আমরা ধারণ করিয়াছি, আবার উপদেশকরূপে পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতাদিতে জগতের সমস্ত লোককে এই বলিয়া উপদেশ প্রদান করিতেছি,—"হে পুরুষসকল, হে মহিলাগণ, কৃষ্ণভজন ছাড়া মনুষ্যজীবনের আর কোন কৃত্য নাই, আপনারা সকলে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণভজন করুন।" কিন্তু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে কি মনে হয় যে, আমাদের নিজেদের দেহটাকে, দেহের ইন্দ্রিয়রাজকে, মনো-বুদ্ধি-বাক্যকে আমরা সর্ব্বক্ষণ একমাত্র কৃষ্ণসেবায়—শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবায় লাগাইবার জন্য আন্তরিক আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছি?

এই দুর্ল্লভ মনুষ্য দেহটা একমাত্র কৃষ্ণভজনের জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার আত্মা, স্থূল-সূক্ষ্ম দেহ—যাহা কিছু, সমস্তেরই ভোক্তা একমাত্র কৃষ্ণ। সেই কৃষ্ণ-ভোগ্য, আত্মা, সূক্ষ্ম দেহ মন ও পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহটা আমি কি ষোলআনা সেই একমাত্র ভোক্তা কৃষ্ণের ভোগে প্রদানের জন্য আন্তরিকভাবে ইচ্ছুক ও যত্নবিশিষ্ট আছি? আমি পরকে উপদেশ-প্রদানের বেলায় বেশ পণ্ডিতের মত উপদেশ প্রদান করিতেছি, কিন্তু অপরকে যাহা উপদেশ করি, তাহা নিজের জীবনে কতদূর পালন করিতেছি, সে বিষয়ে কিছু লক্ষ্য রাখি কি?

শ্রীল আচার্য্যদেব আমার সেবা-বিমুখতা, সেবা-শৈথিল্য, সেবায় জড়তা, আলস্যতা, উদাসীনতা প্রভৃতি দুর্দ্দৈব দর্শন করিয়া কৃপাপূর্ব্বক প্রায়ই উপদেশ করিয়া থাকেন,—কায়মনোবাক্যকে ষোলআনা কৃষ্ণসেবায়, শ্রীকৃষ্ণচিন্তায়, শ্রীকৃষ্ণগুণানুগান সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত রাখিলে কৃষ্ণের পূর্ণকৃপা পাওয়া যাইবে—কৃষ্ণ সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিবেন। যিনি কায়মনোবাক্যকে এক-আনা পরিমাণ কৃষ্ণসেবায় লাগাইবেন, তিনি এক-আনা পরিমাণ কৃষ্ণের কৃপা পাইবেন এইভাবে যিনি দুই-আনা পরিমাণ বা ততোধিক, অথবা এক আনা অপেক্ষাও কম, অর্থাৎ যিনি যত পরিমাণ আত্মা ও স্থূল-সূক্ষ্ম দেহকে কৃষ্ণসেবায় নিয়োগ করিবেন, তিনি তত পরিমাণই কৃষ্ণ কৃপালাভের অধিকারী ও তত অধিক লাভবান্ হইবেন বা ততোধিক ভজনোন্নতি লাভ করিবেন। আর এই কার্য্য যিনি যত কম করিবেন, তিনি ততই ক্ষতিগ্রস্ত ও অধোগামী হইবেন।

হে ভ্রাতৃবৃন্দ! আমি নিতান্ত দুর্ভাগা ও দুর্দ্দৈবগ্রস্ত, তাই শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণবগণের ইসব আত্মমঙ্গলময়ী বাণী অবজ্ঞা করিয়া নিজের দেহ, মন ও বাক্যকে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায়, তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্ম-চিন্তায় ও তাঁহাদের নাম গুণাদির মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে যত কম লাগাইয়া নিজের ব্যক্তিগত তহবিলে জমা রাখিতে পারি—নিজের ব্যক্তিগত সুখ ভোগ-আরামে নিয়োগ করিতে পারি, সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে এইরূপ চেষ্টা করিতেছি অর্থাৎ প্রকৃত মঙ্গলকে অমঙ্গল, অধিক লাভকে অধিক ক্ষতি ও পরম হিতৈষী বন্ধুকে পরম-অহিতকারী শত্রু জ্ঞান করিতেছি। ইহা অপেক্ষা আমার পাষণ্ডতা ও অপরাধের কার্য্য আর কি আছে?—ইহা অপেক্ষা আমার মহাদুর্ভাগ্য বা মহাদুর্দ্দৈবের লক্ষণ আর কি হইতে পারে?

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(*)::——

গীতা-পাঠকগণ সকলেই জানেন, ধর্ম্ম-তনপ্রকার মতভেদ অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান। কর্ম্মপথের পথিকগণ সুখদুঃখভোগী, জ্ঞানপথের পথিক সুখদুঃখ-ত্যাগ এবং ভক্তিপথের পথিক ভোগী বা ত্যাগী না হইয়া ভগবানের নিত্যসেবাপর। ভগবানের সেবায় কর্ম্ম ও জ্ঞানের সাহায্য লইতে হয় না।

———

কর্ম্ম যে ফল প্রদান করে, তাহা স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর-দুইটির দ্বারা ভোগ্য, তাহা আত্মার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট নহে। অনাত্ম-প্রতীতিতেই সুখদুঃখের ভোগ। নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান যে ফল প্রদান করে, তাহা স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরদ্বয়ে ভোগের বিষয় নহে। তাহা উপাধিবিশিষ্ট শরীরধারীর সংসার ভোগ-চেষ্টার প্রতিক্রিয়াবিশেষ। তাহা অনাত্ম প্রতীতিতেই জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সমন্বয়তায় পর্য্যবসিত। ভক্তির পথটি তাদৃশ নহে ভক্তি হরিপ্রেমা প্রকট করাইয়া থাকেন। ইহা শুদ্ধ জীবাত্মার সুনির্ম্মলা বৃত্তি। ঔপাধিক শরীরধারীর অনাত্মবৃত্তিতে কর্ম্ম ও জ্ঞানপথের প্রয়োজনীয়তা হয়। ঔপাধিক শরীরীর অনাত্মবৃত্তিতে ভক্তিই সুপ্তভাবে বিরাজমান। কর্ম্ম ও জ্ঞানপথের পথিকের যেরূপ স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধিকে বস্তু জ্ঞান করিয়া ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ও প্রত্যক্ষাদি বিচারমাত্র সম্বল ভক্তি সেইরূপ ভোগ ত্যাগপর বিচারে আবদ্ধ নহেন।

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ যে কালে গৌড়-দেশে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিতেছিলেন, সেকালে অনেক কর্ম্মী ও জ্ঞানী শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মকে কর্ম্ম ও জ্ঞানের অধীন মনে করিয়া ভ্রান্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা ভ্রান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জ্ঞাতসারে কোন দোষ নাই। তাঁহাদের ভজনযোগ্যতার অভাবে দৈবী মায়া তাঁহাদের সেবাময়ী ধারণাকে আচ্ছন্ন করিয়া ঠাকুর মহাশয়ের ভক্তিপ্রচারের কোন অংশ গ্রহণ করিবার যোগ্যতা দেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী তাঁহার নিজজন ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ স্বয়ং আচরণ করিয়া জগৎকে জানাইয়াছিলেন। তাহা আর কিছুই নয়, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর ভাষায় উহা ব্যক্ত হইয়াছে,—"ভারতভূমিতে হইল মনুষ্য জন্ম যাঁ'র। জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার।"

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীগৌরহরির এই আদেশ পালন করিতে গিয়া স্বয়ং তাহাই প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের অলৌকিক চরিত্রের আদর্শ মৌখিকভাবে গ্রহণপূর্ব্বক কর্ম্মী ও জ্ঞানি-সম্প্রদায় তাঁহার অনুকরণ করিতে গিয়া ভ্রান্ত হয়। পরোপকার বলিতে ধনি-সম্প্রদায় বুঝিলেন, টাকা-কড়ি সাহায্য করিয়া দুঃস্থ ব্যক্তিগণের অবস্থা পরিবর্ত্তন করাই প্রভুর অভিপ্রেত। ক্ষুধিতকে অন্নদান, বসনহীনকে বস্ত্র-দান, চিকিৎসাগার স্থাপন করিয়া লোকের ভগ্নস্বাস্থ্যের প্রতিকার করাই পরোপকার। দুর্ব্বলকে বল প্রদান করা অর্থাৎ বলহীন দেহকে সবল করার নামই উপকার, ইহাতেই মনুষ্যজন্মের সার্থকতা হয়,—ইহাই তাঁহাদের ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু এইসকল ক্ষণ-স্থায়ী আংশিক ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকে 'উপকার' বলা ভক্তিপথের কথা নহে। যাহাতে আত্মা বিরূপ ধারণামূলে বঞ্চিত না হয় যাহাতে জীবাত্মা বা অণুচেতনের স্বাস্থ্য লাভ হয়—সুপ্ত আত্মা যাহাতে জাগ্রত হইয়া প্রয়োজনীয় বস্তু পঞ্চমপুরুষার্থ শুদ্ধভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেমধনে ধনী হন, তজ্জন্য শুদ্ধভক্তির কথা জগতে প্রচার করাই 'পরোপকার'-শব্দে উদ্দিষ্ট।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——:(*):——

ভজনশীল সেবা প্রাপ্ত ব্যক্তির শোক-ভয়-মোহ নাই। যখন 'অহং মম'-বুদ্ধির দ্বারা নামাপরাধ করিবার মত্ততা এবং হরিনাম (?) যেমন-তেমন করিয়া লইলেই হইল—এইরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক বিচার উপস্থিত হয়, তখন শোক-ভয় মোহদ্বারা জীব আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। অপরাধযুক্ত নামের ফল ত্রিবর্গ লাভ। শ্রীগুরুর নিকট হইতে যাঁহারা দিব্য-জ্ঞান লাভ করে নাই, তাহারা নামাপরাধকে নাম বলিয়া ভ্রম করে। 'দেবদারু পত্র' এই নামটি ও দেবদারু পত্রের পত্রদ্বয়ের মধ্যে মায়িক ব্যবধান আছে, কিন্তু শ্রীভগবান্ এইরূপ ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান গম্য মায়িক বস্তু নহেন। যাহারা শ্রীনামের দ্বারা ওলাউঠা নিবারণ প্রভৃতি সাংসারিক মঙ্গলাদি করাইয়া লইতে ইচ্ছুক, তাহারা নামাপরাধী। তাহাদের মুখে শ্রীনাম উচ্চারিত হন না, তাহাদের কোন সময় নামাভাস পর্য্যন্ত হইতে পারে। শাস্ত্রে দশবিধ নামাপরাধের উল্লেখ আছে। নামাপরাধী যে ফলভোগ করে, তাহা আত্মা কখনও গ্রহণ করেন না, উহা দ্বারা দেহ ও মনের তর্পণ হয়। সেইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—"যয়াত্মা সুপ্রসীদতি"। সুতরাং নামাপরাধ ভগবন্নাম নহে।

শুদ্ধ-নামাশ্রয়ী ব্যক্তির প্রাকৃতাভি-নিবেশ বা জাড্য নাই। শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদ্য নিরস্ত কুহক বাস্তব সত্যের কথা মানবজাতি জানে না। মূর্খতা অপনোদন করিবার জন্যই ভাগবতের কীর্ত্তন ও সুপঠন হয়। ভক্ত-ভাগবত মুখে গ্রন্থ-ভাগবত কীর্ত্তিত হইলে সৎসঙ্গপ্রভাবে বের যাবতীয় কুহক ও মনোধর্ম্ম বিদূরিত হয়। ভাগবতেতর নানা শাস্ত্র জগতে প্রচারিত আছে কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র প্রচারের প্রয়োজন এই যে, মানবজাতি প্রত্যক্ষাদি ইন্দ্রিয় জ্ঞানে চালিত হইয়া যে অসুবিধায় পড়িয়াছে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের নিষ্কপট কৃপায় দূরীভূত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বিচারপর হইয়া সুষ্ঠুভাবে পাঠ করিতে করিতে কৃষ্ণানুশীলন স্পৃহা বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু আমরা যদি পুনরায় অর্থাদির প্রাপ্তি বা প্রতিষ্ঠাদি লাভরূপ অন্যাভিলাষ আনিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মকে আবরণ করি, তাহা হইলে আমাদের অনর্থ বা অমঙ্গল দূরীভূত হয় না, নামাপরাধ ফলমাত্র আমাদের লাভ হয়।

পারমার্থিক কাল—ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত অন্য দ্রব্য স্থূল' বলিলে—'বিষ্ঠা', 'তরল' হইলে—'মূত্র' বলিয়া জানেন।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়

নিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮	৬৲		
" " এক কলম	১২	১০৲	১০৲	

এক বৎস

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫৲, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

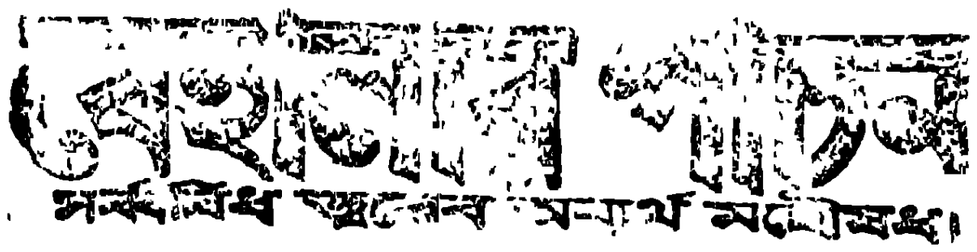

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপ বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের বিবৃতি

কলিকাতা পুলিশ কমিশনার সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য নিম্নোক্ত হস্তাহার জারী করিয়াছেন :—

"অভিজ্ঞতার ফলে রেঙ্গুণে দেখা গিয়াছে যে, জনসাধারণ যদি বিমান-আক্রমণের সময় আশ্রয়স্থলে থাকিত, তাহা হইলে হতাহতের সংখ্যা এত অধিক হইত না। যখন একটি বোমা ফাটে, তখন ইহার টুকরা চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়ে। এই সকল টুকরা অসাধারণ বেগে ছোটে ও বহুদূরে অবস্থিত লোকদিগের ইহার ফলে মৃত্যু ঘটিতে পারে। প্রাণরক্ষার জন্য ইটের দেওয়াল ও দুই ফিট পুরু বালির বস্তার আশ্রয়স্থল বিশেষ উপযোগী। গভীর ভূগর্ভ আশ্রয়স্থলগুলি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। যাঁহার একখণ্ড জমি আছে এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি এতদ্দ্বারা জানাইতেছি যে, কেবলমাত্র তাঁহাদিগের জন্য নহে উপরন্তু বিমান আক্রমণের সময় পথিকগণের প্রাণরক্ষার জন্য তাঁহারা যেন যতগুলি সম্ভব ততগুলি ভূগর্ভ আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণ করেন। এরূপ বিষয়ে প্রত্যেক অঞ্চলস্থিত অধিবাসিগণের দায়িত্বশীল প্রতিনিধিগণের কর্ত্তব্য আছে। কলিকাতার বহুস্থানে অনেক উপযুক্ত জমি আছে এবং ঐ সকল জমি আত্মরক্ষামূলক কার্য্যের জন্য যাহাতে সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা উক্ত অঞ্চলের অধিবাসিগণের দেখা আবশ্যক। কর্পোরেশনের, অন্য প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তিবিশেষের জমি হইলে আশ্রয়স্থল খননের জন্য তাঁহারা সেই অনুমতি লাভের ব্যবস্থা করিবেন। অঞ্চলের ছোট ছোট বালকগণকে খনন কার্য্যে নিয়োগ করা যাইতে পারে। আশ্রয়স্থলের মাপ কিংবা গভীরতা সম্বন্ধে পরামর্শের প্রয়োজন হইলে স্থানীয় বিমান আক্রমণের ওয়ার্ডেন অথবা সিভিক গার্ড কর্ম্মচারীরা উক্ত বিষয়ে পরামর্শ দিবেন। যুদ্ধের সূচনায় যুদ্ধজয়ের জন্য গ্রেট-ব্রিটেনের জনসাধারণকে ভূগর্ভ-আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণ করিবার কথা বলা হইয়াছিল। সেইরূপ কলিকাতাবাসিগণকে নিরাপত্তার জন্য ভূগর্ভ-আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণের জন্য বলা হইতেছে।

চৌত্রিশ হাজার টাকা উধাও

গত ৩০শে ডিসেম্বর সোমবার মুঙ্গের বড় ডাকঘরের ডবল তালা লাগানো তোষাখানা হইতে নগদ চৌত্রিশ হাজার টাকা ও কতকগুলি মূল্যবান ইনসিওরেন্স কভার রহস্যজনকভাবে উধাও হইয়াছে। তোষাখানার পাঁচটি তালা অবিকল অটুট ছিল। এবং ঐ দিবস রাত্রি ও পূর্ব্ববর্ত্তী দুই রাত্রি ধরিয়া দুইজন কনষ্টেবল ডাকঘরে বিশেষ পাহারায় নিযুক্ত ছিল এবং ডাক বিভাগের চারজন কর্ম্মচারীকে রাত্রিকালে তোষাখানার নিকটে ডাকঘরের মধ্যেই শুইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ সি এম ঝার তত্ত্বাবধানে জোর পুলিশ তদন্ত সুরু হইয়াছে। বিহারের পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল ও তাঁহার সহকারী ডাকঘরসমূহের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই সম্পর্কে ঘটনাস্থলে আসিয়াছেন।

স্থানীয় কতকগুলি বাড়ীতে খানাতল্লাসী হইয়াছে, কিন্তু কোনরূপ সন্ধান হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই, এ পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

এই একই ডাকঘর হইতে গত তিন বৎসরের মধ্যে ইতিপূর্ব্বে আরও দুইবার এই ধরণের রহস্যজনক চুরি হইয়া গিয়াছে এবং তাহাতে সরকারের প্রচুর অর্থ ক্ষতি হইয়াছে, কিন্তু কাহাকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই বা অপহৃত দ্রব্যের সন্ধান হয় নাই। উপর্য্যুপরি এই ধরণের ঘটনায় এখানে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সকলে এই ঘটনার ফলাফল জানিতে উৎসুক রহিয়াছে।

ব্রহ্ম হইতে চাউল রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ

ব্রহ্ম হইতে চাউল রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে ভারত সরকার ব্রহ্ম সরকারের সহিত প্রস্তাবিত এক পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা শেষ করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, আলোচনার ফলে ব্রহ্ম সরকার, ভারতীয় ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের অভিমত অনুযায়ী কার্য্য করার জন্য তাঁহাদের পরিকল্পনার অনেকখানি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সন্তোষজনক উত্তর পাইয়াছেন। এক্ষণে পরিকল্পনাটি কার্য্যকরী হইলে কি অবস্থা হয়, উহা না দেখা পর্য্যন্ত ভারত গবর্ণমেণ্টের এ সম্পর্কে আর কিছুই বক্তব্য নাই।

রেঙ্গুণ হইতে আশ্রয় প্রার্থী

গত ৩১শে ডিসেম্বর বুধবার অপরাহ্নে রেঙ্গুণ হইতে একখানি জাহাজ কলিকাতায় পৌঁছিয়াছে। এই জাহাজে প্রায় আটশত যাত্রী আসিয়াছেন। ইঁহাদের অধিকাংশই হিন্দুস্থানী। জাহাজখানিতে আটজন ইউরোপীয়ও আসিয়াছেন। জাপান যুদ্ধে যোগদানের পর হইতে এ যাবৎ কলিকাতায় রেঙ্গুণ হইতে প্রায় তিন হাজার আশ্রয়প্রার্থী আসিয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক-মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ৪ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫; ২২শে পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ৬ই জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার { ২৪৫তম সংখ্যা

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"যতদিন ভক্তিবিপরীত-বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪ মাধব, শিব প্রদ্যুম্ন, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীধাম

—::•::—

প্রাপঞ্চিক বিচারে শ্রীধাম ও শ্রীধামের অধিবাসী স্বতন্ত্র তত্ত্ব। কিন্তু অপ্রাকৃত তত্ত্ব শ্রীভগবানের তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম ও তিনি স্বয়ং অভিন্ন তত্ত্ব। তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্য, তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম, পার্ষদভক্ত, লীলোপকরণ—সকলই এক তত্ত্ব। যেই নাম, সেই নামী। রূপ ও রূপী, গুণ ও গুণী, লীলা ও লীলাময়, ধাম ও ধামী একই তত্ত্ব, অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সহিত এইগুলির লীলাবৈচিত্র্য ব্যতীত অন্য কোন পার্থক্য নাই। তাই তদ্ধাম শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীনবদ্বীপ ও তিনি—একই বস্তু। যদি কেহ কায়মনোবাক্যে শ্রীধামের সেবা করিতে পারেন, তিনি ধন্য।

ভগবৎসেবাই জীবের স্বরূপধর্ম্ম। যিনি শ্রীভগবানের সেবা করেন, তাঁহাকে আর স্বরূপবিস্মৃতির তাড়নায়—মায়ার সেবায় দিন কাটাইতে হয় না—মায়ার নফর হইতে, মায়ার দূত ষড়্‌রিপুর ও ষড়্‌বেগের অধীন হইতে, জাগতিক জড় ভোগের মত্ততায় ব্যস্ত হইতে তাঁহার চিত্ত আর প্রধাবিত হয় না। তিনি নিষ্কিঞ্চন, নিরহঙ্কার, মমতাবুদ্ধিশূন্য ভগবদ্দাস। একজন ধাম-সেবা করিতেছেন, অথচ ভগবৎসেবা-তৎপর না হইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত আছেন,—এরূপ বলিলে "সোনার পাথর বাটী"র ন্যায় অসমঞ্জস উক্তি হইয়া যায়। যদি দেখা যায়,—কেহ ধাম-সেবা করিতেছেন, অথচ স্বীয় জড়-ইন্দ্রিয়-সেবায় ব্যস্ত, সেখানে বুঝিতে হইবে, তিনি ধাম-সেবা করেন না, কিন্তু ধামকে ইন্দ্রিয়সেবার সামগ্রী করিয়া বসিয়া আছেন। এরূপ কপটী ব্যক্তিকে কেহ যেন ভক্ত মনে করিয়া তাহার সঙ্গ না করেন, কেন-না, তাহাতে অসৎসঙ্গ হইয়া যাইবে। কিন্তু অসৎ-সঙ্গ-ত্যাগ না হইলে বৈষ্ণবাচারের আরম্ভই হয় না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া সজ্জনের সহিত সঙ্গ করিয়া থাকেন। কেন না, সাধুগণ নিরপেক্ষ, তাঁহারা কাহারও মুখাপেক্ষা করিয়া প্রিয় বাক্য বলিবার জন্য ব্যস্ত নহেন। তাঁহারা উক্তিদ্বারা শ্রোতার বিষয়াসক্তিরূপ হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিয়া সুচিকিৎসকের ন্যায় পরিণাম-মঙ্গলকর আপাত ক্লেশ প্রদানে বিমুখ নহেন। সাধু কাহারও মনের মত কথা বলিয়া প্রীতিভাজন হইবার যত্ন করেন না। কপট সমন্বয়বাদিরূপে উদারতার প্রশংসা-প্রাপ্তি তাঁহার উচ্চাভিলাষ বলিয়া মনে হয় না। তিনি জিজ্ঞাসু, অজিজ্ঞাসু—প্রত্যেককেই অমঙ্গলের পথ বর্জ্জন-পূর্ব্বক মঙ্গলের পথ অবলম্বন করিতে উপদেশ দেন। ইহাতে লোকে তাঁহার সম্বন্ধে কি ধারণা করিবে, না করিবে, তিনি তাহার অপেক্ষা রাখেন না। এরূপ চিত্তবৃত্তির সহিত যিনি ধাম-সেবা করেন, তাঁহারই যথার্থ ধাম-সেবা হয়, নচেৎ সকলই বিড়ম্বনা।

ধামসেবীর আকারে অনেক অবান্তর উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কপটী ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া যায়। স্বীয় ভক্তাগ্রণীদিগের সাহায্যে গুপ্ত শ্রীবৃন্দাবন-ধামকে প্রকাশিত করিয়া ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবান্ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার অনুবর্ত্তনে তদীয় পার্ষদচূড়ামণি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভগবৎপ্রেরণায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের লীলাস্থলীগুলি প্রকাশ করিয়া আধুনিক যুগে শ্রীধামসেবার আদর্শ স্থাপনপূর্ব্বক মানববৃন্দের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া সকলের বরেণ্য হইয়াছেন।

শ্রীধাম অপ্রাকৃত বস্তু। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর"। প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত গ্রাম, নগর, দেশাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু। যতদিন ইন্দ্রিয়দ্বারে ভোগবুদ্ধি প্রবল থাকিবে, ততদিন অপ্রাকৃততত্ত্ব শ্রীনবদ্বীপ-বৃন্দাবনাদি ধামের উপলব্ধি হইবে না। নিজচক্ষুতে মায়াজালের আবরণ থাকায় যাহা কিছু দেখা যায়, সবই যেন জালে ঢাকা থাকে। আমরা ধাম দেখি না, মায়ার জাল দেখিয়া তাহাকে ধাম মনে করি, শ্রীধাম ও ভৌগোলিক স্থানের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখিতে পাই না। তাই মনে হয়, ভোগদ্বার ইন্দ্রিয়-সহযোগে স্থানের জ্ঞান যেরূপ উপলব্ধি হয়, চক্ষু, কর্ণ বা মনের সাহায্যে ধামেরও সেইরূপ উপলব্ধি হইবে। কিন্তু এরূপ ধারণা যে ভ্রমাত্মক, তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না। যাঁহারা যথার্থ ভগবদ্ভক্ত, মহীয়ান্ সাধু, তাঁহাদের যদি কৃপা হয়, তবে শ্রীধাম নিজে দর্শন দিলে জীব শ্রীধামদর্শনের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়, নচেৎ নহে। এস্থলে উপনিষদের "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্"—এই উক্তি পরমাত্ম-তত্ত্বাভিন্ন শ্রীধাম-সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। যাঁহাকে শ্রীধাম নিজে কৃপা করিয়া দর্শন দিবেন, তিনিই দেখিবেন, অন্যে নহে।

শ্রীগৌরনিজজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভগবৎ-প্রেরণায় শ্রীধামদর্শনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন ও তাঁহার অনুগমনে শুদ্ধভক্তগণ অবরোহমার্গ আশ্রয় করিয়া শ্রীধামের কৃপা-লাভে সমর্থ হইয়াছেন। সাহিত্যিকের চক্ষু, প্রত্নতত্ত্ববিদের গবেষণা, ঐতিহাসিকের প্রযত্ন, ভৌগোলিকের বিচার—এ সমস্তই শ্রীধাম-দর্শনে পরাঙ্মুখ। তাহা হইলেও শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয় বৈষ্ণবোচিত জীবে দয়া-প্রবৃত্তিদ্বারা প্রণোদিত হইয়া তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, রাজসরকারের কাগজপত্র ও মানচিত্র-দর্শনে সুযোগ ও যোগ্যতা, প্রত্নতত্ত্বের বিচার প্রভৃতি আরোহমার্গের অস্ত্রগুলিরও প্রয়োগ দ্বারা তদবলম্বী জনগণের নিকটও শ্রীধামতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন, তাঁহারা একমুখে স্বীকার করিয়াছেন যে, সাধারণ লুপ্তস্থান উদ্ধারের জন্যও তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল, বিদ্যা, বুদ্ধি, অধ্যবসায়, অন্তর্দৃষ্টি—এ সকলই তাঁহার অলৌকিক পরিমাণে ছিল, অথচ সেগুলি তাঁহার অবলম্বন ছিল না, তাঁহার অবলম্বন-ভক্তের অবলম্বন, "যমেবৈষ বৃণুতে" অনুসারে ভগবদানুগত্যই তাঁহার অবলম্বন ছিল। তাঁহার যে-সকল জাগতিক মনীষা প্রভৃতি দেখা যাইত, সেগুলিকে তিনি অপ্রাকৃত অনুভূতিময় ভক্তিচক্ষুর অনুগত করিয়া শ্রীধাম-দর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অনুগত্য রহিত মনীষা কেবল ভ্রম [illegible] পাটব ও বিপ্রলিপ্সা। [illegible] শ্রীধাম

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে

উদ্ঘাটনে তিনি ভগবৎপ্রেরণাক্রমেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি পার্থিব উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য, কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের নিমিত্ত শ্রীধাম-সেবার ভাণ করেন নাই।

অক্ষজ দৃষ্টিবলে শ্রীভগবানের তদ্রূপ-বৈভব শ্রীধাম-দর্শন হয় না। ঐরূপ দৃষ্টিতে কাঠ, পাথর, গাছ, মাটি, স্ত্রীলোক, পুরুষ, মানুষ, গরু প্রভৃতি দর্শন হইয়া থাকে। কিন্তু জীবের যখন নিষ্কিঞ্চন সেবাধিষ্ঠিত সাধুগণের কৃপায় ও ভগবৎকৃপায় দ্বিতীয়াভিনিবেশ দূর হইয়া সেবাবৃত্তি ফুটিয়া উঠে, তখন জীব সেবোন্মুখ নেত্রে শ্রীধামের অপ্রাকৃতত্ব ও চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন। তখন সেবোন্মুখ নেত্রে জীব এইরূপ দর্শন করেন,—

"সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল-ব্রজলোকধাম।
শ্রীগোলোক-শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম॥
সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু, কৃষ্ণতনু-সম।
উপর্য্যধো-ব্যাপি আছে, নাহিক নিয়ম॥
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তা'র কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তাঁ'র, নাহি দুই কায়॥
চিন্তামণি-ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তাঁ'রে প্রপঞ্চের সম॥
প্রেমনেত্রে দেখে তা'র স্বরূপ-প্রকাশ।
গোপগোপী সঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস॥

সুতরাং একমাত্র সেবোন্মুখ হরিজনই শ্রীধাম দর্শন করিতে পারেন। অপরে ঐ সকল হরিজনের আনুগত্য স্বীকার করিয়া যোগ্যতা লাভ করিলে শ্রীধাম দর্শন-সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইতে পারেন।

ভক্তকুলচূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তদীয় "শ্রীনবদ্বীপভাব-তরঙ্গ"-গ্রন্থের প্রথমে লিখিয়াছেন,—

"যোগ্যতা লভিয়া সব জীবেন্দ্রিয়গণ।
চিন্ময় বিশেষ সুধা করে আস্বাদন॥
অযোগ্য ইন্দ্রিয় তাহা আস্বাদিতে নারে।
ক্ষুদ্র জড় ব'ল' তা'রে নিন্দে বারে বারে॥
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্ত-কৃপা যোগ্যতাকারণ।
জীবে দয়া সাধুসঙ্গে লভে ভক্তজন॥
জ্ঞান কর্ম্ম-যোগে সেই যোগ্যতা না হয়।
শ্রদ্ধাবলে সাধুসঙ্গে করে জড় জয়॥
জড় জাল জীবেন্দ্রিয়ে ছাড়ে যেইক্ষণ।
জীব-চক্ষু করে ধাম-শোভা দরশন॥

একমাত্র নিষ্কিঞ্চন হরিজনের নিষ্কপট আনুগত্যেই শ্রীধামের শোভা সন্দর্শন ও শ্রীধামবাস সম্ভব। নিষ্কিঞ্চন হরিজনের নিষ্কপট আনুগত্য ব্যতীত শ্রীধাম-দর্শনের বা শ্রীধাম বাসের প্রয়াস মক্ষিকার কাল্পনিক ভাণ্ডারস্থিত মধু হইতে মধুগ্রহণের চেষ্টার ন্যায় অথবা রাবণের সীতাহরণের চেষ্টার ন্যায় বৃথা প্রয়াসমাত্র। শ্রীধাম ঐসকল জড় লোকগণের নিকট তাঁহার স্বরূপ আচ্ছাদন করিয়া রাখেন।

অধোক্ষজসেবা

——::•::——

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ বৈদিক অনুষ্ঠান বা শ্রুতিপথ অবলম্বন করিয়া যদিও ভগবৎসেবায় উন্মুখতা লাভ করেন, তথাপি ভগবদ্বিস্মৃতিক্রমে আম্নায়বাদী হইয়াও তাঁহাদের অধঃপতন ঘটে। শ্রৌতপথে অধোক্ষজসেবাই পরম মুখ্যা। যাঁহারা অধোক্ষজসেবাবঞ্চিত হইয়া আপনাদিগকে গুর্ব্বভিমানে শ্রৌত বলিয়া পরিচয় দিয়াও হরিভজনে উদাসীন হন, তাঁহারা এই অনিত্য সংসারে আপনাদিগকে অন্তরে প্রকৃতি-ভোক্তা প্রাকৃত জানিয়া মূঢ়তা লাভ করেন। যদিও শ্রৌতজন্মে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর সেবা-সৌভাগ্য তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে, তথাপি সেবা-বৈমুখ্য তাঁহাদিগকে শ্রুতিপথ হইতে বিপথে লইয়া যায়। তখন তাঁহারা বিষ্ণু ব্যতীত অন্যান্য দেবগণের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া নিজ অমঙ্গল বরণ করেন। দেবগণই তাঁহাদের সেবাধর্ম্মে উন্নতির বিঘ্ন ও ব্যাঘাত উৎপাদন করেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের "জন্মাদ্যস্য" শ্লোক ও শ্রীচরিতামৃত কথিত সনাতন-শিক্ষায় শ্রীগৌরসুন্দরের বাক্য আলোচ্য,—

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসার-দুঃখ॥"

অনর্থযুক্ত বদ্ধজীব প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে শ্রৌতপথ অপেক্ষা প্রাধান্য দিতে গিয়া এই বিপৎপাত আবাহন করে, কিন্তু যাঁহারা তর্কপথ পরিহার করিয়া কেবল শ্রৌতপথে বিচরণ করিবার মানস করেন, তাঁহারা গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন। যথা—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

[প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা সেই তত্ত্ব-বস্তু অবগত হও। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমার প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া কৃপাপূর্ব্বক তোমাকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিবেন।]

শাস্ত্রাধ্যয়নার্থ শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ-গুরুর নিকট সর্ব্বতোভাবে গমন করিতে হইবে। তথা হইতে ফিরিয়া লঘুকে পুনরায় গুরু-জ্ঞান করিতে হইবে না, যেহেতু সদ্গুরুই শ্রেয়ঃ-পথের উপদেষ্টা। লঘুতে গুরুবুদ্ধি হইলে সেবা-বিস্মৃতি অবশ্যম্ভাবী এজন্য বিষ্ণুভক্তি-রহিত মায়াবাদীকে গুরুর আসন প্রদেয় নহে। তাদৃশ দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিলেই জীবের সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে উত্তমাধিকার পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে। আর অহংগ্রহোপাসনা ও ফলভোগস্পৃহা-দ্বারা চালিত হইলে প্রাকৃত 'অহং, মম'-ভাবযুক্ত নামাপরাধ প্রবল হইয়া ভগবৎ-সেবোন্মুখতার পরিবর্ত্তে জড়জগতে প্রভুত্ব করিবার প্রয়াস হইয়া থাকে। উহা আত্মবিস্মৃতি-জনিত মূঢ়তামাত্র। এজন্যই ভক্তিপথের পথিকগণ অন্যাভিলাষিতাশূন্য, কর্ম্মজ্ঞানাদি আবরণশূন্য কৃষ্ণানুশীলনকেই উত্তমা ভক্তি বলিয়া থাকেন। উহাই আত্ম-ধর্ম্ম বা ভাগবত-ধর্ম্ম।

বাস্তবসত্যে শরণাগতির অভাব-প্রযুক্ত যে-সকল বদ্ধজীব ত্রিবিধ অহংকারের কোন একটী অবলম্বন করিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমানে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির প্রশংসা করা যাইতে পারে না। নিত্যলীলাময়ের নিত্য-সেবাকার্য্যে প্রবৃত্ত নির্ম্মল আত্মা প্রাপঞ্চিক কর্ত্তৃত্বাভিমানীর ন্যায় মূঢ় নহে। কর্ম্মকাণ্ডই বেদের একমাত্র তাৎপর্য্য এবং শ্রৌতসূত্র-কথিত নশ্বর অনুষ্ঠানসমূহ যে ফল প্রসব করে, সেই ফলই হরিসেবা—এরূপ মোহ উপস্থিত হইলে অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। এতৎপ্রসঙ্গে 'শ্রীউপদেশামৃতে'র এই শ্লোকটী আলোচ্য,—

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া
ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ
প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশ-
স্তাভ্যোপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী
তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥

জগতে যতপ্রকার সাধক আছে, সর্ব্ব-অপেক্ষা রাধাকুণ্ড তটবাসী ভজনকারী শ্রেষ্ঠ ও কৃষ্ণপ্রিয়, তাহা এই শ্লোকে দেখাইতে-ছেন। সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মী হইতে চিদনুসন্ধান-কারী জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার ভক্তগণ মধ্যে প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার প্রেমভক্তমধ্যে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। সর্ব্বগোপী মধ্যে শ্রীরাধিকা অত্যন্ত প্রিয়। যেরূপ শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়, সেইরূপ তদীয় কুণ্ডও তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়। সুতরাং যাঁহার পরমসুকৃতি থাকে, তিনি অবশ্য শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করত শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকাল ভজন করিবেন।

বাস্তবসত্য পরমেশ্বর-বস্তু অপরিচ্ছিন্ন। দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে ভয়'-নামক বৃত্তিটি অনাত্ম-প্রতীতিতে সেবোন্মুখতা রহিত জনগণের চিত্তে উদিত হয়। অকুতোভয় ভগবৎপাদপদ্মসেবনে কোন প্রকার ভীতির কারণ নাই। যাহারা ভগবৎসেবাবিমুখ হইয়া অনিত্য ভোগ পিপাসায় রত, তাহাদের চাঞ্চল্য নিত্যত্বের ব্যাঘাত করে। দেহ, গেহ, কুটুম্ব প্রভৃতিতে আসক্ত হইয়া যে নশ্বর ভোগপ্রবৃত্তি বদ্ধজীবকে উদ্বেগ প্রদান করে, কৃষ্ণানুশীলনে ঐ-সকল অমঙ্গল সর্ব্বতো-ভাবে বিনষ্ট হয়। একমাত্র সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে আনুকূল্যময় অনুশীলনদ্বারাই জীব অধোক্ষজবস্তুর দর্শন ও সেবা লাভ করিয়া থাকেন

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(•)::——

ভক্তি বলিয়া সংসারে ভোগি ও ত্যাগি-সম্প্রদায় যে পথের ধারণা করেন, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ভক্তি নহে; তাহা অভক্তি-সংজ্ঞালাভের যোগ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তি কাহাকে বলে, তাহা জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন—শাস্ত্রের বচন উল্লেখ করিয়া ভক্তি ও অভক্তির মধ্যে যে পার্থক্য আছে, ভক্তির বৈশিষ্ট্য কি, তাহা বিশেষভাবে বর্ণন করিয়া-ছেন। কিন্তু অবিদ্যাগ্রস্ত মায়ামোহিত জীব কর্ম্ম ও নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানের পথকেই ভক্তি বলিয়া চালাইতে চায়। তাহারা ভক্তিশাস্ত্রের পরিভাষার বৈশিষ্ট্য বুঝিতে না পারিয়া ভক্তি-পথকে কর্ম্মপথের অন্যতম বলিয়া বসে, আবার কেহ বা ভক্তিকে নির্ব্বিশেষবাদের পূর্ব্বাঙ্গ মনে করিয়া আপনাদিগকে অজ্ঞানা-বস্থায় ভক্তমাত্র মনে করে। মোট কথা, কর্ম্ম ও জ্ঞান ভগবদ্ভক্তির স্বরূপ-নির্ণয়ে সম্পূর্ণ অসমর্থ।

——

অর্থাভাবক্লিষ্ট দেবল, মন্ত্রজীবী, ভাগবত-পাঠক, শৌক্রাভিজাত্যপর লুব্ধ ব্যক্তিসকল নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে পরোপকারের নামে অর্থ সংগ্রহ করিয়া নিজ উদরাদি-ভরণরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণকেই জন্মের সার্থকতা বুঝে। কেহ বা অর্থবিনিময়ে ইন্দ্রিয়-তর্পণাদির লালসায় ভক্তিপ্রচার-কার্য্যে ভক্তের সহায়তা করিব, মনে করে; কিন্তু বিধির কঠিন নিয়তিবলে তাহারা অন্যাভিলাষিতাকে ভক্তি বলিয়া ভ্রম করিয়া বসে—বহির্জ্জগতে মর্কট বা শুষ্ক-বৈরাগ্য একটি অলৌকিক জিনিষ জানিয়া তাহাদের মধ্যে মর্কটবৈরাগ্য ও বিরক্ত-বেষের আদর বাড়িয়া যায়। বিমুখ জগতের বাহ্যরস নির্ব্বোধ জীবকে ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে দেয় না।

অনাদিবহির্ম্মুখ জীবকে কৃষ্ণভজন-শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং শ্রীগৌরকৃষ্ণই তাঁহার দ্বিতীয়-বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীবলদেবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জগতের জীবকে কৃষ্ণভজন শিক্ষা দিয়া থাকেন। শ্রীবলদেব—সন্ধিনী-বিগ্রহ। তিনিই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের তদ্রূপ-বৈভব প্রকাশ করেন, আবার স্বয়ং প্রাভব-প্রকাশরূপে সেবা গ্রহণ করেন। এজন্য শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তিনিও রাসাদিক্রীড়ার নায়ক। কৃষ্ণলোকে তিনিই মূল-সঙ্কর্ষণ ও কৃষ্ণলীলার সহায়। তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি পরব্যোম-বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ। সেই মহাসঙ্কর্ষণের চিচ্ছক্তিক্রমে পরব্যোমস্থ সমস্ত শুদ্ধসত্ত্বের প্রকাশ। তাঁহারই অংশ কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষাবতার প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা ও মহতের স্রষ্টা এবং তাঁহার অংশ গর্ভোদকশায়ী পুরুষাবতার। তিনি সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডগত পুরুষ। তাঁহারই অংশে বিরাট্ কল্পনা করা হইয়াছে।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ।

তাঁহার অংশ পরোক্ষিণী মহাবিষ্ণু তৃতীয় পুরুষাবতার। তিনি ব্যষ্টি জীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা; প্রত্যেক রেণু, ত্রাসরেণু প্রভৃতিতে তিনি পরমাত্মরূপে বিরাজিত। 'দ্বা সুপর্ণা'-প্রতিমন্ত্র তাঁহাকেই লক্ষ্য করিতেছেন। তাঁহারই অংশ শেষরূপে অনন্ত-শয্যাতে শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার সহস্র মস্তক, সহস্র বদন, তিনি পদ্মযোনি ব্রহ্মার পিতা। পঞ্চাশৎ কোটি যোজনবিস্তৃত পৃথিবী তাঁহার সহস্রফণার একটি ফণায় সর্ষপাকারে বিরাজমান। তিনি অনন্তকাল সহস্রবদনে কৃষ্ণগুণ গান করিয়াও কৃষ্ণের গুণের অন্ত পান না। সনকাদি ঋষিগণ তাঁহারই শ্রীমুখে ভাগবত শ্রবণ করেন। তিনিই ছত্র, শয্যা, উপাধান, বসন, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র ও সিংহাসন—এই দশবিধ মূর্তিতে কৃষ্ণের সেবা করেন। সেই শ্রীবলদেব-অভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা-ব্যতীত আমর কৃষ্ণসেবায় অধিকার পাইতে পারিব না। "হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই, দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়।"

'পর'-অর্থে—শ্রেষ্ঠ এবং 'পর'-অর্থে—আমি ছাড়া অন্য জীব। পরোপকারের আদর্শ শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে দেখাইয়াছেন—তিনি দক্ষিণদেশে দ্বারে দ্বারে যাইয়া সেবা-বিমুখ জীবগণকে কৃষ্ণ-সেবোন্মুখ করিয়া যথার্থ পরোপকার করিয়াছেন। শ্রীরূপ-সনাতনকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়া উত্তর-পশ্চিম-ভারতবাসীর পরোপকার সাধন করিয়াছেন, আবার শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকেও শ্রীগৌড়দেশে প্রেরণ করিয়া 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত ও বিষহরির পূজায় রত' এবং ক্ষুদ্র সামাজিক উন্নতি ও অবনতির চিন্তায় ব্যস্ত ব্যক্তিগণের পরম উপকার সাধন করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী শ্রবণে মহারাজ প্রতাপ-রুদ্রের ন্যায় বিষয়িগণ স্ত্রী-পুত্রাদির কথা পারত্যাগ করিয়াছিলেন, কত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শাস্ত্রের বৃথা আস্ফালন ত্যাগ করিয়াছিলেন, যোগিকুল অষ্টাঙ্গ-যোগাদি ত্যাগ করিয়াছিলেন, কত কত 'পয়ঃপায়কারী' তপস্বী কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রত-নিয়মাদি ত্যাগ করিয়াছিলেন, শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর ন্যায় অদ্বিতীয় বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান-বা'দ-সকল "বেদান্ত-বাক্যেষু সদা রমন্তঃ। কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥" প্রভৃতি বাক্য-প্রতিপাদ্য জ্ঞান-গরিমা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যচন্দ্রচরণে অনুরাগ-বিশিষ্ট হইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ বস্তু। তিনিই পরমেশ্বর। তিনি সর্ব্বাদি ও সর্ব্বকারণের কারণ। তিনি সর্ব্বজীবের প্রভু, ব্রহ্মা-শিবাদি গুণাবতারের প্রভু, নৈমিত্তিকাবতারগণের প্রভু, ত্রিবিধ ঐশ্বর্য্যাবতারের প্রভু, বলদেবের প্রভু। ভগবৎ-পর্য্যায়েও তিনি পরতত্ত্ব। তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। তিনি অধয়জ্ঞান শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন। শ্রীগৌর-সুন্দর সেই অব্যক্তমাধুর্য্য ব্যক্তঔদার্য্য শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ নিত্যবস্তু, সুতরাং পার্থিবজ্ঞানে 'জন্ম' বলিলে যাহা বুঝায়, তিনি তাহার অন্তর্গত নহেন। আরোহপন্থী অক্ষজবাদী তাঁহাকে ঐতিহাসিক পুরুষরূপে দর্শন করিতে যাইয়া বঞ্চিত হয়। উহা তাহাদের দুর্ভাগ্যের ফলমাত্র। পুঞ্জ-পুঞ্জ দুষ্কৃতির দ্বারা তাহারা ঐরূপ যোগ্যতা লাভ করিয়াছে ও অনাদিকাল কৃষ্ণসেবা-বঞ্চিত হইয়া অসুর-বুদ্ধিতে পরিচালিত হইতেছে। বদ্ধজীব যে কালে কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ হন, সেই কালে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন। একমাত্র সেবোন্মুখ জীবই তাঁহার ভৌম-লীলা ও নিত্যলীলা উপলব্ধি করিতে পারেন। তখন সেই জীবের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ উদিত হন। তখন সেই সম্বন্ধজ্ঞান তত্ত্ব সচ্চিদ্-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের উদয়ে জীব আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন। তিনি তখন কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আর কিছু করেন না। কৃষ্ণসেবাই যে তাঁহার ও জীবমাত্রের নিত্যধর্ম্ম, তাহা তিনি তখন বুঝিতে পারিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত "যা'রে দেখ, তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ"—এই আদেশ প্রতিপালন করেন। ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত 'পর-উপকার'।

শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃতসাগর। তিনিই স্বয়ং রস। জীবকুল তাঁহারই সেবা লাভ করিলে পূর্ণানন্দ লাভ করিতে পারে। জগতে যাহা কিছু রসযুক্ত মনে হয়, তাহা সেই রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের হেয় প্রতিফলন। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী রস বিশুদ্ধ ও চিন্ময়। ভগবানের সেবা করিয়া ভক্তের যে আনন্দ হয়, সেই অপ্রাকৃত পূর্ণানন্দের সহিত জগতের বিকৃত জড়ানন্দের তুলনা হইতে পারে না। যোগি-ঋষি-জ্ঞানিগণের মৃগ্য কৈবল্যসুখ বা ব্রহ্মানন্দ পর্য্যন্ত কৃষ্ণসেবানন্দ বা কৃষ্ণপ্রেমানন্দের নিকট অতি তুচ্ছ—

"পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যা'র নহে একবিন্দু॥
কৃষ্ণ-নামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তা'র আগে খাতোদক সম॥"
(চৈঃ চঃ)

এই জগতের প্রাকৃত বা জড়রস অপ্রাকৃত চিদ্রসেরই বিকৃত বা হেয় প্রতিফলন। কৃষ্ণসম্বন্ধি-রসে বিচিত্রতা বর্ত্তমান। ঐ রসে নবনবায়মান মধুরতা বিরাজিত। ব্রহ্মানন্দ-রসে বিচিত্রতা নাই, সুতরাং ঐ আনন্দ অপূর্ণ।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

শ্রীকৃষ্ণে পরম পরিপূর্ণতা বিরাজিত। শ্রীসঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নাদি এবং প্রকাশ বিগ্রহ শ্রীবলদেব হইতে প্রকটিত সকলেই শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রে অবস্থিত। মায়াও কৃষ্ণে অবস্থিত। তবে অসুরমোহনার্থ শাক্যসিংহ 'ভগবান্‌ও প্রকৃতিতে অবস্থিত' বলিয়া যে নাস্তিক্যবাদ প্রচার করিয়াছিলেন বা ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্যকারিকা'-গ্রন্থে লিখিত 'প্রকৃতি লয়' প্রভৃতি কথা কুদার্শনিকের মতবাদ। মায়া পূর্ণপুরুষত্বের হানি করিতে পারে না, কিন্তু মায়া বলিতে পূর্ণপুরুষকে লক্ষ্য করা হয় না। পূর্ণপুরুষ কখনও জীবকে সম্মোহন করেন না। মায়া তাঁহার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণা-বৃত্তিদ্বয়দ্বারা জীবকে আচ্ছন্ন করেন। পূর্ণ-পুরুষ সর্ব্বদা প্রসাদ প্রদানার্থ প্রস্তুত, কিন্তু যাহারা পূর্ণপুরুষের নিষ্কপট প্রসাদগ্রহণে অনিচ্ছুক, মায়া তাহাদিগকে অভিভূত করিতেছেন।

নিত্যকৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন চেষ্টা নাই। কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা হইতেই জীবের দেহাত্মাভিমান উদিত হয়। জীব তখন 'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস'—এই কথা ভুলিয়া গিয়া স্থূল ও লিঙ্গদেহে আমিত্বের আরোপ করিয়া মায়ার দাস্য করিতে ধাবিত হয়। জীব স্বরূপতঃ বৈষ্ণব হইলেও নিজকে অবৈষ্ণব অর্থাৎ 'আমি বিষ্ণুদাস বা কৃষ্ণদাস নাহি'—এইরূপ বুঝি করিবার যোগ্যতা-যুক্ত।

হৃদয়ের গুপ্ত সিদ্ধভাবকে উন্মুখ ইন্দ্রিয়-দ্বারা সাধন করিয়া সিদ্ধভাবে পরিস্ফুটিত করিতে হয়। জাতরতি ব্যক্তি পাঁচপ্রকার রাগাবাপ্ত হইয়া স্বারসিকী রতির দ্বারা বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম-অর্থ-কামাদি লাভের জন্য যে ঈশ্বরারাধনার অভিনয়, তাহা কৃষ্ণসেবা নহে। অর্থকামী ব্যক্তি গণেশের সেবা, ধর্ম্মকামী ব্যক্তি সূর্য্যের উপাসনা, কামকামী ব্যক্তি শক্তির উপাসনা এবং মোক্ষকামী ব্যক্তি শিবোপাসনা করিয়া থাকেন। দেবগণকে ঋজুভাবে করিয়া তাঁহাদের দ্বারা সেবা করাইয়া লইবার চেষ্টা হইতেই পঞ্চোপাসনার উৎপত্তি, কিন্তু কৃষ্ণ সেবা তাদৃশ নহে। কৃষ্ণসেবা অপ্রাকৃত কামদেবের সেবা—শুদ্ধচৈতন্যের আত্মভাব দ্বারা শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মের নিত্যা, অহৈতুকী, অপ্রতিহতা সেবা। শ্রীকৃষ্ণসেবা অপ্রাকৃত দেহের কার্য্য।

বহু পূর্ব্বে জনসাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, পৃথিবীর চতুর্দ্দিক সূর্য্য পরিভ্রমণ করে। কোন কোন ধর্ম্ম-শাস্ত্রও এইরূপ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। পাশ্চাত্যদেশের জনৈক মনীষী যখন সমস্ত লোকের বিশ্বাস ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সত্য প্রচার করিলেন যে, 'সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবী পরিভ্রমণ করে', তখন এইরূপ জনসাধারণের মতবিরোধী সত্যকথা প্রচারের ফলে তাহাকে জলন্ত অগ্নিতে দগ্ধীকৃত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। সত্যকথা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে অনেক সময় 'অসত্য' বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু সত্যকথা প্রকাশিত হইবার পরেও 'জনপ্রিয়তার জন্য অসত্যই গ্রহণ করিব'—এইরূপ বিচার নীতি-বিগর্হিত।

মহামহোপাধ্যায় হরিদাস বিদ্যার শুষ্ক-তর্ক বিচার করিয়াছেন, ভগবৎপ্রসাদ হউক, আর না-ই হউক, তাহাতে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন, "দর্শনের এতাদৃশ শুষ্কতর্কের বিচার ভোগোন্মুখ মনের বিচার।" শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় সত্যপালনকারী ব্রহ্মচারী, ভক্তপ্রবর শ্রীধর প্রভৃতির 'নরি এ আমর' উক্ত বাক্যের সার্থকতা দেখিতে পাই।

আচার্য্যবর্য্য শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু 'শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস'-নামক বৈষ্ণবস্মৃতি-নিবন্ধ-গ্রন্থের সহিত মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের স্মৃতি নিবন্ধ মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। এক জনের বিচার সম্মত বিধি, আর একজনের দণ্ডবিধি। একজন বলেন,—'ঈশ্বর-পরায়ণ হইয়া ঈশ্বর-সেবার অনুকূল বস্তু গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য সর্ব্বদা বিষ্ণুর স্মরণই 'বিধি', বিষ্ণুর বিস্মরণই 'নিষেধ', বিষ্ণুর স্মৃতির প্রতিকূল কর্ত্তব্যগুলি দেশ, সমাজ বা সংসারের কার্য্যনির্ব্বাহের অনুকূল হইলেও উহা নিষেধ।' আর একজন বলেন,—'ঈশ্বর কেহ মানুক, আর নাই মানুক, দেশজ-পদ্ধতি মানিয়া চলাই বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার।' 'vox populi vox dei"—এই ভাবে সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহের সুবিধা হইলেও তাহাতে নিত্যের অপলাপ হইতে পারে। 'অনেকগুলি লোক বিচারে ভুল করিয়াছে বলিয়া সকলেই তাহা গ্রহণ করিব'—এইরূপ ন্যায় মনোধর্ম্ম-রাজ্যে আদরণীয় বা প্রচলিত থাকিলেও উহা আত্মবঞ্চনার প্রকার ভেদ মাত্র।

কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, হঠযোগ, রাজ-যোগ প্রভৃতি অষ্টযোগ। উহা অপ্রাকৃতেন্দ্রিয়ের, অহৈতুকী নিত্য কৃষ্ণ-সেবা নহে। [illegible] কর্ম্মযোগ [illegible] জ্ঞানযোগ [illegible] ভক্তিযোগ [illegible] শ্রীভগবানের [illegible] শ্রীশচীনন্দন পূর্ণপুরুষোত্তমরূপে দর্শন করিতে পারেন। পূর্ণ-পুরুষ সম্বন্ধে যাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস, তিনি স্বকল্পিত অন্য দেবতার পূজা করেন না। তিনি "যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ" [illegible] শ্রীভাগবতীয় বাক্যটির তাৎপর্য্য জানেন। অন্য কোন [illegible] বাধা অপূর্ণ বস্তুর ঈষা [illegible] হয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:।:০:।:-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে		।৵০	।৵০	
" " ইঞ্চি		১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম		৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম		৬৲	৬৲	
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৻৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষায় একমাত্র উপ বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

স্যার আলফ্রেড ওয়াট্‌সনের বিবৃতি

স্যার আলফ্রেড ওয়াটসন (ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক) "গ্রেট-বৃটেন এণ্ড দি ইষ্ট" নামক একখানি সাময়িক পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন :—ভারতবর্ষ এখন জানিতে পারিয়াছে যে, সে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে; কারণ যুদ্ধ তাহার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ বুঝিতে পারিয়াছে যে, আগামীকল্য অথবা আগামী সপ্তাহে জাপানী বোমারু বিমান কলিকাতার উপর আবির্ভূত হইতে পারে এবং বঙ্গোপসাগরে আসিয়া আক্রমণকারী জাপানী বিমান জাহাজ ধ্বংস করিতে পারে। জাপানের বিস্তৃতি-সাধনের পরিকল্পনায় জাপানীরা ভারতবর্ষকে যে একটি লাভের জিনিষ বলিয়া বিবেচনা করে—এই কথা জাপানের অগ্রগামী দেশপ্রেমিকেরা কখনও গোপন করে নাই। এই কথা স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের প্রবেশপথ-সম্বন্ধে জাপানের সামরিক কর্ত্তারা যে সমস্ত বিষয় জানিতে চাহেন, সেই সমস্ত বিষয়ই টোকিওতে বেশ ভাল করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া রাখা হইয়াছে। পূর্ব্বে সামরিক কর্ত্তারা সামান্ত রক্ষার জন্য পাহাড়-পর্ব্বত এবং জলাভূমির উপর নির্ভর করিতেন। বর্ত্তমান যুগের বিমান যুদ্ধে ইহাদের আর কোনও অস্তিত্ব নাই বলিলেই চলে। এখন যে কোনও সময়ে জাপানী বিমানসমূহ ভারতবর্ষের সহরগুলির উপর উড়িয়া আসিতে পারে, অথচ এই সময়েই রাজনীতিবিদ্‌গণ নিজেদের মধ্যে বাদানুবাদ করিতেছেন এবং ইংলণ্ডে সদিচ্ছা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ সমস্যার সমাধানকল্পে নূতন পথ উদ্ভাবনের জন্য চীৎকার করিতেছেন। যাঁহারা ভারতবর্ষের বর্ত্তমান নিরাপত্তা এবং ভাবী স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা রাজনীতিবিদ্ নহেন, তাঁহারা হইতেছেন জেনারেল ওয়াভেল, ভারতবর্ষের উৎকৃষ্ট সৈন্যদল এবং সমরসম্ভার উৎপাদনে নিযুক্ত কর্ম্মিগণ। রাজনীতিবিদ্‌গণের বাধাদানের লজ্জাজনক কাহিনী যখন সকলে ভুলিয়া যাইবে, তখন ইহাদের কথা সকলের মনে পড়িবে।"

ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার বন্যা

গত ৫ই জানুয়ারী কলিকাতায় ভারত গবর্ণমেণ্টের শ্রম সচিব স্যার ফিরোজ খাঁ নুনের সভাপতিত্বে বাঙ্গলা ও আসাম গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণ, স্বাধীন ভুটান রাজ্যের এবং ভারতীয় করদ রাজ্য ত্রিপুরা, মণিপুর কুচবিহার ও সিকিমের প্রতিনিধিগণের এক সম্মিলিত বৈঠকে ব্রহ্মপুত্র নদ ও মেঘনা নদীর জন্য একটি 'নদী কমিশন' নিযুক্ত করার প্রস্তাবটি আলোচিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীতে বন্যার দরুণ যে ভয়াবহ ধ্বংসকর অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহা নিবারণকল্পে অথবা অন্ততঃ তাহার প্রকোপ হ্রাসকল্পে এবং এই দুইটি নদী ও উহাদের অববাহিকা নদীগুলির রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে যে সব মতবিরোধ দেখা দেয় সেইগুলির মীমাংসার উদ্দেশ্য লইয়া উপরোক্ত প্রস্তাব করা হইয়াছে।

বিভিন্ন স্থানের তাপের হিসাব

গত ৩০শে ডিসেম্বর সকাল ৮টা হইতে ৩১শে ডিসেম্বর সকাল ৮টা পর্য্যন্ত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিভিন্ন স্থানে সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন তাপ কত ডিগ্রী ছিল, তৎসম্পর্কে আলীপুর আবহাওয়া অফিস হইতে প্রদত্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

	সর্ব্বোচ্চ	সর্ব্বনিম্ন
কলিকাতা (আলিপুর)	৮৪	৬৪
দার্জ্জিলিং	৪৭	৩৪
শিলং	৫৯	৪০
পাটনা	৭৮	৫৫
রাঁচী	৮০	৫৬
কটক	৮৬	৬১
লক্ষ্ণৌ	৭৯	৪৭
নয়াদিল্লী	৭৬	৪৮
নাগপুর	৮৭	৬১
পাঁচমারী	৭৬	৪৬
ভিজাগাপট্টম	৮০	৬৪
মাদ্রাজ	৮৩	৬৪

মধ্যপ্রদেশে খনি-শ্রমিকদের মাগ্‌গী ভাতা

গত ৩০শে ডিসেম্বর ছিনদোয়ারা জিলার কয়লার খনির মালিকগণ গত ১লা জানুয়ারী হইতে প্রায় ৪০,০০০ খনির শ্রমিকদিগকে শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে মাগ্‌গীভাতা দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

নিউটন চিক্‌লী কোলিয়ারীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার আগামী ১লা এপ্রিল হইতে শতকরা আরো ৫৲ টাকা হারে মজুরী বৃদ্ধি করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

মধ্যপ্রদেশ খনি শ্রমিক সঙ্ঘের সভাপতি মিঃ আর এস রুইকর এক বিবৃতিতে খনির মালিকদের সিদ্ধান্তের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, অদূর-ভবিষ্যতে তাঁহারা মাগ্‌গী ভাতার হার আরও বাড়াইয়া দিবেন, কারণ জীবন ধারণের ব্যয় আরও বাড়িয়া যাইবে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক-মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সত্তার কল্যাণকল্পতরু
=•=
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০
প্রাপ্তিস্থান -
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা
=•=
শ্রীল ঠাকুর ভক্তি বিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন' ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ৫ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫; ২৩শে পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ৭ই জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, বুধবার | ১৫৬তম সংখ্যা

"যতদিন ভক্তিবিপরীত-বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ মাধব, স্থাণু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীনাম-গ্রহণ

——::•::——

যাঁহারা শুদ্ধনামতত্ত্ববিৎ সদ্গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় করেন নাই—যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদয়ানিধির অমন্দোদয়া দয়া, ভক্তিবিনোদা দয়ার ভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রবণ করেন নাই অর্থাৎ যাঁহারা 'নাম' 'নামাপরাধ' ও 'নামাভাসের' সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার সেবোন্মুখ কর্ণে গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের নাম সম্বন্ধে মনোধর্ম্মপর ধারণা—"'যেন তেন প্রকারেণ'—হেলায়ই হউক বা শ্রদ্ধায়ই হউক—সকামভাবেই হউক, আর নিষ্কামভাবেই হউক, ভগবানের নাম করিলে শ্রেয়ঃ লাভ হয়, যেমন-তেমন করিয়া নাম করিতে করিতে নিষ্ঠা হয়,—বাল্মীকি তাহার প্রমাণ।" এই প্রকার বিচার সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। শুদ্ধনামৈকপরায়ণ সাধুগণের শ্রীমুখবিগলিত বাণীতে জানা যায়,—

'যেমন-তেমন করিয়া' বা 'হেলায়-শ্রদ্ধায় নাম-গ্রহণ'-অর্থে যদি অপরাধ করিয়া বা অপরাধই করিতে থাকিব - অপরাধই রক্ষা করিব—এইরূপ কপটতার সহিত নামগ্রহণ (?) বুঝায়, তাহা হইলে সেইরূপ কোটিজন্ম নাম-গ্রহণের অভিনয়েও অর্থাৎ অপরাধ করিতে করিতে কখনও অপরাধমুক্ত শ্রীনামের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। সকামভাবে নাম-গ্রহণ—'নামগ্রহণ'-পদবাচ্য হইতে পারে না, উহা 'নামাপরাধ' মাত্র।

অপ্রাকৃত শ্রীনামপ্রভু—স্বয়ং কৃষ্ণ বস্তু। তিনি কখনও জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন না। অপ্রাকৃত শ্রীনামপ্রভুর ইন্দ্রিয়তর্পণ বা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ যিনি করিতে প্রস্তুত হন অর্থাৎ যিনি সেবোন্মুখ হন, তাঁহার জিহ্বাগ্রে শ্রীনাম প্রভু নৃত্য করেন। কলেরা চিকিৎসা করাইয়া লইবার জন্য নামগ্রহণ (?), মোকদ্দমা জয় করাইয়া লইবার জন্য নামের (?) আশ্রয়, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম বা মোক্ষ পিপাসার ভৃত্যগিরি করাইবার জন্য নামগ্রহণ (?) অর্থাৎ যাহাকে 'সকামভাবে নামগ্রহণ' বলা হইয়াছে, তাহা নামাপরাধমাত্র। নামাপরাধের ফল—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা অধর্ম্ম, অনর্থ ও কামের অতৃপ্তি। যাঁহারা ধর্ম্মার্থকামকেই তাঁহাদের পুরুষার্থ বিবেচনা করেন, সেইরূপ বিদ্ধসম্প্রদায় তাঁহাদের অভীষ্টসিদ্ধির সাধক জানিয়া নামাপরাধকেই নাম বলিয়া মনে করেন। মনোধর্ম্মিগণের সেইরূপ 'মনে করা' ব্যাপার বাস্তবতা নহে অর্থাৎ তাহা 'নাম' নহে। এই 'নামাপরাধ' ও 'নামে' বিবর্ত্ত-বুদ্ধি—হৈতুক, অন্যাভিলাষি সম্প্রদায়ের মধ্যে দৃষ্ট হয়।

'নিষ্ঠা' শব্দ—সুদৃঢ়বিশ্বাসমূলে নৈরন্তর্য্য। অপ্রাকৃত বস্তুতে সুদৃঢ়বিশ্বাস অর্থাৎ শ্রীনামই—শ্রীনামী শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনাম-সাধনেই সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়, শ্রীনাম ধর্ম্ম-ব্রত-ত্যাগ-যজ্ঞাদি বা কর্ম্ম-জ্ঞান যোগাদি সাধনের অপেক্ষা করে না—এইরূপ অহৈতুক সেবোন্মুখী পরিনিষ্ঠিতা বুদ্ধির সহিত নিরন্তর শ্রীনাম-তত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ে হরিনাম গ্রহণ করিতে থাকিলে আমাদের মঙ্গল লাভ হইবে। আর 'যেন তেন প্রকারেণ' বাক্যের ছল প্রদর্শন করিয়া নামাপরাধই করিতে থাকিব - এইরূপ কপট থাকিলে কখনই 'নাম' হইবে না। 'হেলায় নাম-গ্রহণ'—নামাভাস। মতলব করিয়া বা কপট করিয়া কিংবা 'হেলায় নামগ্রহণেও মঙ্গল হয়'—এই শাস্ত্রবাক্যের অবৈধ সুযোগ লইয়া যদি আমরা নামের প্রতি কেবল তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা হেলাই প্রদর্শন করিতে থাকি, তাহা হইলে 'নাম-বলে পাপবুদ্ধি' রূপ অপরাধ আসিয়া আমাদিগকে নামাভাস হইতেও পতিত করিবে এবং নামাপরাধে লিপ্ত করাইয়া দিবে। 'হেলায় নাম গ্রহণে মঙ্গল হয়'—এই বাস্তব আকস্মিক প্রথা উল্লেখ করিয়া জীবের শ্রীনামের প্রতি রুচি উৎপাদন এবং শ্রীনাম সাধনের সর্ব্বোত্তমত্ব প্রদর্শন করা হইয়াছে। আকস্মিক প্রথাকে আমাদের কপটতাময় অবৈধ সুযোগের মধ্যে আনয়ন করিয়া জড় ইন্দ্রিয়তর্পণের অধীন করিতে গেলে তাহা শ্রীনামপ্রভুর উপর 'পাটোয়ারী-বুদ্ধি' প্রয়োগ করিবার চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

"মরা-মরা" উচ্চারণ করিতে করিতে বাল্মীকির মুখে 'রাম'-নামের স্ফূরণ-সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী কোন কোন ভাষা-রামায়ণকারের রচিত আধুনিক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, তাহা মহর্ষি বাল্মীকিকৃত প্রাচীন মূল সংস্কৃত রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায় না। ভাষা-কারগণ অনেকপ্রকার কিংবদন্তী এবং গল্প আহরণ ও সৃষ্টি করিয়া অতভ্রজ্ঞ সাধারণের মধ্যে ঐ সকল পেয়ালাবিচারানুকূল গল্পের প্রতি রুচি বর্দ্ধন করাইয়াছেন এবং উহা প্রবাদের মত, কোথায়ও বা স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মত প্রচারিত হইয়াছে।

'মরা'-শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে 'রাম'-নাম স্ফূর্তির আধুনিক প্রসিদ্ধ উদাহরণটি নামতত্ত্ববিৎ আচার্য্যগণ কিন্তু কেহই উদ্ধার করেন নাই, এবং তাঁহারা 'হারাম' শব্দের উচ্চারণে স্বাভাবিকে নামাভাসের উদাহরণ, অজামিলের 'নারায়ণ'-নামোচ্চারণে সাঙ্কেত্য-নামাভাস প্রভৃতির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন।

ভক্ত-ব্যবধান তো দূরের কথা, বর্ণ ব্যবধান থাকিলেও নাম ফলের প্রতিবন্ধক হয়। 'মরা'-শব্দে ব্যবধান রহিয়াছে, কিন্তু 'হা-রাম'-শব্দে সেরূপ নাই।

নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস প্রভু বলিয়াছেন,—

'রাম' দুই অক্ষর, ইহা নহে ব্যবহিত।
প্রেমাদি 'হা'-শব্দ তাহাতে ভূষিত॥
নামের অক্ষর সবের এই ত' স্বভাব।
ব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন প্রভাব॥
নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং
শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং
তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্ছেদ্দেহদ্রবিণজনতা লোভ-পাষণ্ড মধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥

যাঁহার মুখে একটি হরিনাম উদিত, স্মরণপথগত বা শ্রোত্রমূলপ্রাপ্ত হয় তাহা শুদ্ধবর্ণেই উক্ত হউক, বা বাশুদ্ধবর্ণেই উক্ত হউক, ব্যবধান রহিতই হউক অথবা খণ্ডোচ্চারিতও হউক নাম-গ্রহীতাকে অবশ্যই উদ্ধার করিবে। হে বিপ্র,

---

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে

নামের এইরূপ মাহাত্ম্য বটে, কিন্তু যদি সেই নামাক্ষর দেহ, দ্রবিণ, জনতা, লোভ ইত্যাদি পাষাণ স্বরূপ অপরাধমধ্যে পতিত হয়, তাহা হইলে শীঘ্র ফলজনক হয় না অর্থাৎ নামাপরাধ নিবৃত্তির যে উপায় আছে, তাহা অবলম্বন না করিলে নামাপরাধ দূর হয় না।]

ব্যবহিত-রহিত শুদ্ধ বা অশুদ্ধবর্ণাত্মক নাম নিশ্চয়ই নামগ্রহণকারীকে উদ্ধার করেন যেমন শুদ্ধ উচ্চারণে কেহ 'কৃষ্ণ' বা অশুদ্ধ উচ্চারণে কেহ কেষ্ট', 'কিষ্ট', 'ক্রষ্ণ', 'কিষণ', 'কহ্লাই', 'কণ্‌হো', 'কানু','কান'— যাহাই উচ্চারণ করুন না কেন, ইহাদের মধ্যে বর্ণ-ব্যবধান না থাকায় নাম গ্রহণের ফল পাওয়া যাইবে। কিন্তু কেহ যদি 'ক্ষ্ণ', 'ষ্টকে', কিংবা, 'ক্রয়াক্ষম','ইনকো', 'নাইকা', 'নাক', প্রভৃতি উচ্চারণ করেন, তাহা হইলে বর্ণ-ব্যবধান হওয়ায় নাম-ফলের প্রতিবন্ধক হইবে। 'হা রাম'-শব্দ উচ্চারণে সেইপ্রকার প্রতিবন্ধক নাই। 'মরা মরা' উচ্চারণ করিতে করিতে 'রাম'-নামের ফল পাওয়া যাইবে না, তবে জিহ্বার জড়তা অপগত হইলে যখন সাঙ্কেত্যের সহিত রাম'-নাম জিহ্বাগ্রে উপস্থিত হইয়া পড়িবে, তখন 'নামাভাস' সম্ভব। বাল্মীকির সম্বন্ধে কিংবদন্তীমূলক উদাহরণ গ্রহণ করিলেও যখন বাল্মীকির বর্ণ ব্যবধানরহিত 'রাম-নাম জিহ্বাগ্রে উপস্থিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং সেই নামের দ্বারা ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের সংকেত হইয়াছিল, তখনই বাল্মীকির নামাভাস সম্ভব হইয়াছিল, নতুবা 'মরা'-শব্দ 'রাম-নামের জনক—এরূপ বিচার প্রাকৃত-সহজিয়া-মত-পুষ্ট ও অশাস্ত্রীয়। দ্বিতীয়তঃ বাল্মীকি দেহ দ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষণ্ড প্রভৃতি ব্যবধানের সহিত 'রাম-নাম গ্রহণ করেন নাই। তিনি পরম নির্বেদগ্রস্ত হইয়া এবং জগতের সকল বিচার পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে নিরন্তর সেবোন্মুখ জিহ্বায় 'রাম'-নাম গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সুতরাং বাল্মীকি-সম্বন্ধীয় কিংবদন্তীর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া যদি কেহ ভোগবুদ্ধি-সহকারে নামগ্রহণের কপট করেন অর্থাৎ 'নামাপরাধ' করিতে করিতেই নাম উদিত হয়—এরূপ প্রাকৃত সাহজিক বিচারে ধাবিত হন, তাহা হইলে অপ্রাকৃত শ্রীনামপ্রভুও "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"-প্রতিজ্ঞানুসারে ঐরূপ কপটী বঞ্চনাকামী ব্যক্তির সহিত কপটই করিবেন অর্থাৎ 'নামাপরাধ'কেই 'নাম' বলিয়া ধারণা করাইয়া অপরাধীকে বিবর্ত্ত-বুদ্ধিতে পরিচালিত করিবেন কিংবা নামাপরাধকে ধর্ম-অর্থ-কামরূপ প্রাকৃতফল বা অধর্ম, অনর্থ ও কামের অতৃপ্তিরূপ প্রাকৃত ফলের বিপর্য্যয় দ্বারা প্রতারণা করিবেন।

স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব

——::(*)::——

জীব যখন দেহ ও মনে আত্মবুদ্ধি করত নিজে ফলভোগকামী হইয়া নানাবিধ কর্ম্মের আবাহন করে, তখন সে স্মার্ত্ত নামে অভিহিত হয়। যে-সকল জীব ভগবানে শরণাপন্ন নহেন বা সাধুসঙ্গে প্রপন্ন নহেন, কেবলমাত্র নিজ-নিজ দৈহিক চেষ্টাতেই ব্যাপৃত, তাহাদিগকে শাসন করিবার জন্য স্মৃত্যুক্ত বিধানসমূহ রচিত হইয়াছে। তাহারা সর্ব্বদাই নিজ স্বার্থসাধনের জন্য মিথ্যা-কথা, প্রবঞ্চনা, অসদাচার, পরদ্রব্যে লোভ, পরহিংসা প্রভৃতি অসৎকার্য্যে নিযুক্ত, তাহাদিগের ঐসকল কুপ্রবৃত্তি সঙ্কুচিত করিবার জন্য স্মৃতির কঠোর আদেশ। সুতরাং স্মৃত্যুক্ত কার্য্যসমূহ নিত্য নহে—নৈমিত্তিক মাত্র অর্থাৎ কোন নিমিত্তকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ভগবৎ-কার্য্যসমূহ নিত্য। কারণ, সেখানে কার্য্যের ফলভোক্তা শ্রীভগবান্। তাহা একমাত্র ভগবদুদ্দেশ্যেই কৃত হয় এবং পরেও নিত্যকাল কৃত হইবে। ভগবানে শরণাপন্ন বৈষ্ণবগণের নৈমিত্তিক কর্ম্মের আবাহন নাই। তাঁহারা সর্ব্বদাই ভগবানের উদ্দেশ্যে ভগবান্‌কেই একমাত্র সৎফল-ভোক্তা জানিয়া নিত্য ভগবন্তাকে যাজন করিয়া থাকেন।

স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবের ব্যবহারিক জীবনে বাহ্য দৃষ্টিতে অনেক সময় আকারগত ভেদ দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু উদ্দেশ্যগত সম্পূর্ণ ভেদ রহিয়াছে। বৈষ্ণবের ব্যবহার—একান্ত পরমার্থের অনুকূল, আর স্মার্ত্তের ব্যবহার—অর্থের অনুগত। স্মার্ত্তের ব্যবহারে পরমার্থের ভাণ আছে বটে, কিন্তু তাহা অর্থপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কপটময়-আচরণমাত্র। বৈষ্ণবের ব্যবহারে অজ্ঞদৃষ্টিতে অর্থপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য লক্ষিত হইলেও তাহা কপটশূন্য কৃষ্ণসেবোন্মুখতাৎপর্য্যময়ী চেষ্টা। বৈষ্ণবের সমস্ত কার্য্য, সমস্ত চেষ্টা, আচার-ব্যবহার, ব্রত, শরীর রক্ষা, বর্ণাশ্রম-বিধি, সমস্ত জীবন—কৃষ্ণসেবার অনুকূল, আর স্মার্ত্তের কার্য্য, সমস্ত চেষ্টা, ধর্ম্মানুষ্ঠানের অভিনয় ইত্যাদি বর্ণাশ্রমবিধি, সমস্ত জীবনের আচার-ব্যবহার—কৈতবযুক্ত ধর্ম্মার্থকামাদি ফলাভের উদ্দেশ্যমূলক।

স্মার্ত্ত প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া যে দন্তধাবন, কেশসংস্কার, স্নান ইত্যাদি ক্রিয়া করেন, সে-সমস্তই তাঁহার কোন না কোন (স্থূল বা সূক্ষ্ম) ভোগের অনুকূল। স্মার্ত্তের শয়ন, গমন, আহার, দেহযাত্রানির্ব্বাহ, সংসার—সমস্তই তাঁহার ভোগের সাধক, কিন্তু পরমার্থি-বৈষ্ণবের ঐসমস্ত কার্য্যই হরিভজনের অনুকূল। বৈষ্ণব যে শৌচাদি কার্য্য করেন, দন্তধাবন, কেশ-সংস্কার করেন, দেহের মার্জ্জনভূষণ করেন, শয়ন, গমন, ভোজন করেন—তাহার মূলে একমাত্র উদ্দেশ্য—শ্রীভগবানের সেবা। হরিপ্রীতির জন্যই তাঁহার শরীর সুস্থ রাখিবার আবশ্যকতা, নতুবা তাঁহার বাঁচিবার কোন বাসনা নাই। হরিসেবার জন্যই তাঁহার শয়ন, ভোজন, পরিব্রজ্যাদির আবশ্যকতা, নতুবা তিনি আত্মভোগানুকূল বৃথা কার্য্যের জন্য গমনাগমন করিবার কোনও অভিলাষ রাখেন না। মোট কথা, যে কার্য্যে হরিসেবা বা হরিসেবার কোনপ্রকার আনুকূল্য হয় না, সেরূপ কোন কার্য্যের জন্য তাঁহার লেশমাত্রও উদ্যম নাই। তিনি হরিসেবানুকূল কার্য্য-ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে কোন কার্য্য, এমন কি, নিজ অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সংরক্ষণ করেন না। মহাজনের ভাষায় বলিতে গেলে তাঁহার বিচার এইরূপ,—

তুয়া ভক্তি-প্রতিকূল ধর্ম্ম যাতে রয়।
পরম যতনে তাহা ত্যজিব নিশ্চয়॥
তুয়া ভক্তি-বহির্ম্মুখ সঙ্গ না করিব।
গৌরাঙ্গ-বিরোধি-জন-মুখ না হেরিব॥
ভক্তিপ্রতিকূল স্থানে না করি বসতি।
ভক্তির অশ্রয়কার্য্যে নাহি করি রতি।
ভক্তির বিরোধী গ্রন্থ পাঠ না করিব।
ভক্তির বিরোধী ব্যাখ্যা কভু না শুনিব॥
গৌরাঙ্গবর্জ্জিত স্থান তীর্থ নাহি মানি।
ভক্তির বাধক জ্ঞান-কর্ম্ম তুচ্ছ জানি॥
ভক্তির বাধক কালে না করি আদর।
ভক্তি-বাহির্ম্মুখ নিজজনে জানি পর॥
ভক্তির বাধিকা স্পৃহা করিব বর্জ্জন।
অভক্ত-প্রদত্ত অন্ন না করি গ্রহণ॥
যাহা কিছু ভক্তি-প্রতিকূল বলি' জানি।
ত্যজিব যতনে তাহা,—এ নিশ্চয় বাণী॥

আবার হরিভক্তির অনুকূল-বিষয়ে তিনি বিচার করেন,—

তুয়া ভক্তি-অনুকূল যে যে কার্য্য হয়।
পরম যতনে তাহা করিব নিশ্চয়॥
ভক্তি-অনুকূল যত বিষয় সংসারে।
করিব তাহাতে রতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে॥
শুনিব তোমার কথা যতন করিয়া।
দেখিব তোমার ধাম নয়ন ভরিয়া॥
তোমার প্রসাদে দেহ করিব পোষণ।
নৈবেদ্য-তুলসী ঘ্রাণ করিব গ্রহণ॥
কর-দ্বারে করিব তোমার সেবা সদা।
তোমার বসতিস্থলে বসিব সর্ব্বদা॥
তোমার সেবায় কাম নিয়োগ করিব।
তোমার বিদ্বেষিজনে ক্রোধ দেখাইব॥
এইরূপে সর্ব্ববৃত্তি, আর সর্ব্বভাব।
তুয়া অনুকূল হ'য়ে লভুক প্রভাব॥
তুয়া ভক্ত-অনুকূল যাহা যাহা করি।
তুয়া ভক্তি-অনুকূল বলি' তাহা ধরি॥

আর স্মার্ত্তের ব্যবহারিক কার্য্যের ত' কথাই নাই, যাহাকে তিনি 'পারমার্থিক' কার্য্য বলিয়া প্রচার করেন, তাহাও তাঁহার ভোগেরই অনুকূল হওয়ায় তাহা ভগবৎ-সেবার বিরোধী কার্য্য। স্মার্ত্তের সন্ধ্যা-বন্দনা, শাস্ত্র-পাঠ, শাস্ত্র-ব্যাখ্যা প্রভৃতি পারমার্থিকতার ভাণযুক্ত কার্য্যগুলিও ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছারূপ ফলাভিসন্ধিযুক্ত কপটময়। স্মার্ত্তের ফলার্পণ-চেষ্টার অভিনয় বা "উত্তো যই—গোবিন্দায় নমঃ"-চেষ্টার আবাহনও কপটতাযুক্ত আত্মভোগ-চেষ্টানুসন্ধান। স্মার্ত্ত সন্ধ্যা-বন্দনা করেন—ধর্ম্ম-প্রাপ্তির জন্য, শাস্ত্র পাঠ করেন—পুণ্যের জন্য, শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন—অর্থাদিপ্রাপ্তির জন্য। কাজেই স্মার্ত্তের পারমার্থিক-কার্য্যও অর্থ-প্রাপ্তির চেষ্টামাত্র। আর বৈষ্ণব শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, শাস্ত্র পাঠ করেন—কৃষ্ণপ্রীতির জন্য—কৃষ্ণসেবা-সুখ-সমৃদ্ধির জন্য। তিনি ধর্ম্মার্থ-কামবাঞ্ছাযুক্ত সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়াকে "সন্ধ্যা-বন্দনং ভদ্রমস্তু ভবতো ভো স্নান তুভ্যং নমঃ" বলিয়া ঐ সকল কপটতাময়ী চেষ্টার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন। বৈষ্ণব অর্থ-চেষ্টা করেন,—ভগবানের কথা প্রচার এবং ভগবদ্ভক্তের সেবার জন্য। যাহারা হরি-সেবাবিমুখ, সেই সকল দেহ-সম্বন্ধীয় আত্মীয়-স্বজন-নামধারী ব্যক্তিগণকে 'ভগবজ্জন' বলিয়া তাঁহারা আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা করেন না—'কর্ত্তব্যে'র দোহাই দিয়া তাঁহারা বিমুখগণের সেবায় আত্মনিয়োগ ও আত্মভোগের আবাহন করেন না। যেসকল সুকৃতিবান্ ব্যক্তি সত্য সত্য নিষ্কপটে হরিসেবা করেন, তাঁহাদের জন্যই বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশানুসারে সকলপ্রকার চেষ্টা করিয়া থাকেন—তাঁহাদের জন্যই অর্থোপার্জ্জন করেন, তাঁহাদিগের সর্ব্ববিধ পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন। কাজেই স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবের ব্যবহারিক জীবনে আকর-উদ্দেশ্য-গত আকাশ-পাতাল-ভেদ বর্ত্তমান। স্মার্ত্তের জীবন—হরিবিমুখতায় পুষ্ট, আর বৈষ্ণবের জীবন—হরিসেবায় সমৃদ্ধ।

ওঁ বিষ্ণুপাদ ঠাকুর শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ 'জৈবধর্ম্মে' লিখিয়াছেন,—কৃষ্ণে ভক্তিশূন্য ব্যক্তি বিষয়ী, স্ত্রী সঙ্গী (অর্থাৎ বিষয় ও স্ত্রীলোক-সঙ্গে আসক্তি যাহাদের), মায়াবাদ ও নাস্তিক্যদোষে দূষিত-হৃদয় এবং কর্ম্মজড়—এই চারিপ্রকার ব্যক্তি কৃষ্ণবিমুখ, ইহাদের সঙ্গ দূরে পরিত্যাগ করিবে। ভাব উদিত হইলে ভক্তি গাঢ় হয়। যে পর্য্যন্ত ভাবের উদয় হয় নাই, সে পর্য্যন্ত ভক্তির বিরোধী সঙ্গ পরিত্যাগ করা আবশ্যক। 'সঙ্গ'-শব্দে আসক্তি, কার্য্যগতিকে অন্যান্য ব্যক্তির সহিত যে সন্নিকর্ষ হয়, তাহাকে 'সঙ্গ' বলে না, অন্যের সন্নিকর্ষে স্পৃহা জন্মিলে সঙ্গ হয়। ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তির সঙ্গ নিতান্ত বর্জ্জনীয়। ভাবোদয়ে বহির্ম্মুখসঙ্গ-স্পৃহা কখনই জন্মে না। বৈধী-ভক্তি-অধিকারীর পক্ষে সেরূপ দুঃসঙ্গ যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করা চাই। বৃক্ষলতা যেরূপ মন্দ বায়ুতে ও বিশেষ উত্তাপে বিনষ্ট হয়, কৃষ্ণবিমুখতাক্রমে সেইরূপ ভক্তিলতা শুষ্ক হইয়া পড়ে, সুতরাং স্মার্ত্ত প্রভৃতির সঙ্গ করা ভক্তের ভক্তিবৃদ্ধির হানিকারক বলিয়া তাঁহারা তাহা হইতে বিরত হন।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

—:(*):—

আরোপের দ্বারা বা অন্তশ্চিন্তিত কাল্পনিক মনোময় দেহদ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবার কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু বা গোস্বামিপাদগণ বলেন নাই। আমরা যে আবহাওয়ায় আছি, তাহাতে লোককে বুঝান যায় না বলিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারে "মনে মনে সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। নিশিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের চরণ॥"—প্রভৃতি বাক্য বলা হইয়াছে। ইহ জগতের স্থূল ও লিঙ্গদেহের দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তুর সেবা হয় না। যখন আমাদের অপ্রাকৃত দেহদ্বারা অপ্রাকৃত বস্তুর সেবা হইতে থাকে, তখনই বাহ্যদেহে তাঁহার স্পন্দনক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়।

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

সম্বন্ধজ্ঞান বিশিষ্ট অপ্রাকৃত দেহের দ্বারা যখন আমরা শ্রীকৃষ্ণসেবা করিবার জন্য লুব্ধ হই, তখন আমাদের বাহিরের দেহও মায়ার পূজা না করিয়া সদা বৈকুণ্ঠনামগ্রহণে উৎকণ্ঠিত হয়। তখন—"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে দুর্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে। বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভবতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥" (শ্রীচৈতন্যমতামৃত), তখন "বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ। প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম॥" (শ্রীভাঃ ১০।৩৫৫) —অর্থাৎ পুষ্পফলাঢ্য বনলতা-বিটপসকল এবং তরাবনত কৃষ্ণপ্রেমোৎফুল্লতনু বনস্পতিরাজি আত্মগত শ্রীকৃষ্ণকে প্রকট করিয়া মধুধারা বর্ষণ করিয়াছিল,—"স্থাবর-জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি। সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥"—এইসব কথার মর্ম্ম উপলব্ধির বিষয় হয়।

এইরূপ মহাভাগবত মনে করেন,—'সকলেই বিষ্ণু উপাসনায় মত্ত, কেবল আমিই বিষ্ণু-বিমুখ, আমি প্রাণপ্রভুর সেবা করিতে পারিলাম না।' যেমন শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছিলেন,—"ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশতুম্। বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা বিভর্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা॥" - অর্থাৎ কৃষ্ণে আমার লেশমাত্র প্রেমগন্ধ নাই। তবে যে আমি ক্রন্দন করি, তাহা কেবল নিজের সৌভাগ্যাতিশয্য প্রকাশ করিবার জন্য। বংশীবদন-শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রানন-দর্শন বিনা আমার প্রাণপতঙ্গ-ধারণ বৃথা। "প্রেমের স্বভাব এই প্রেমের সম্বন্ধ। সেই মানে কৃষ্ণ মোরে নাহি ভক্তি-গন্ধ॥"

শ্রীবল্লভাচার্য্য যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 'আড়াইল'-গ্রামে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, তখন শ্রীবল্লভভট্টের বিচার-প্রণালী দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় ভাব সংবরণ করিলেন—"ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু সম্বরণ কৈল। দেশপাত্র দেখি' মহাপ্রভু ধৈর্য্য হৈল॥" আবার একদিন রায় রামানন্দের সহিত মিলনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমোল্লাস হইলে বৈদিক ব্রাহ্মণগণের বিচারপ্রণালী দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাব সম্বরণ করিয়াছিলেন,—"বিজাতীয় লোক দেখি' প্রভু কৈল সম্বরণ।" "আপন ভজন কথা না কহিব যথা তথা"—ইহাই আচার্য্যগণের আদেশ ও উপদেশ।

অত্যন্ত গুহ্যকথা রাই-কানুর রসগান যদি আমাদের মত লম্পট ব্যক্তি হাটে-বাজারে যা'র তা'র কাছে গান করেন বা বর্ণন করেন তবে কি উহার দ্বারা জগজ্জাল উপস্থিত হয় না? বাহ্যজগতের প্রতীতি প্রবল থাকিতে আমরা যে ভক্তি যাজন করিতেছি বলিয়া অভিমান করি, তাহা নিরর্থক। আমার কি লেশমাত্র ভগবানের জন্য অনুরাগ হইয়াছে? একবার নিষ্কপটে অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে হয়। ইহাদ্বারা বলা হইতেছে না যে, ভজনের ক্রিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে। বলা হইতেছে যে, অধিকার-অনুযায়ী ক্রম-পন্থানুসারে অগ্রসর হইতে হইবে। শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামি প্রভু ভজনের ক্রমপন্থা আমাদিগকে এইরূপভাবে জানাইয়াছেন—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো
নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানামিয়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে
ভবেৎ ক্রমঃ॥"

সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত আমাদের ভজনক্রিয়া বা অনর্থনিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। অনর্থনিবৃত্তি না হইলে শ্রীকৃষ্ণসেবায় নৈরন্তর্য্য ও রুচি প্রভৃতি উপস্থিত হইতে পারে না। যেদিন আমরা সেবক-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত অভিন্ন বলিয়া জানিতে পারিব, সেই দিনই শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা লাভ হইবে। সেই দিন আমরা শ্রীরাধাগোবিন্দের নিভৃত সেবা আমাদের বিভিন্ন আত্মরতিতে করিতে থাকিব। তখন ব্রহ্মানুসন্ধান পর্য্যন্ত আমাদের নিকট অকিঞ্চিৎকর ও অপ্রয়োজনীয় বোধ হইবে। মহান্ত শ্রীগুরুদেবকে যখন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পার্ষদ বলিয়া উপলব্ধি হয়, তখনই শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা কথা আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। তখন শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর চম্পকাভাদ্বারা উদ্ভাসিত, শ্রীমতীর উদ্ঘূর্ণা-প্রজল্পাদি চেষ্টা-প্রফুল্লিত শ্রীগৌরসুন্দরের স্বরূপ দর্শন আমাদের অগ্রে ঘটিবে। প্রেমদাতা শ্রীগৌরসুন্দরের পরিকর-মধ্যে গণিত হইলে জীবের আর প্রেমপ্রদান কার্য্য ব্যতীত অন্য কোনও কার্য্য থাকে না। তখন জীব শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী—"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"—এই বাণী স্মরণ করিয়া শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসের প্রতি যে আজ্ঞা—সেই আজ্ঞাবাহক 'পিয়নে'র কার্য্য করিতে থাকে। আমরা সকল জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া বলিব "ভজ কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ॥ দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য, কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি। হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরাৎ চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

হরিকথা-প্রসঙ্গ

—:(*):—

শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী একটি পরা শক্তি আছে। সেই পরাশক্তির তিনটি প্রভাব—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি, আবার প্রত্যেক প্রভাবে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীরূপা তিনটি বৃত্তি লক্ষিত হয়। হ্লাদিনীর কার্য্যই আনন্দপ্রদান। চিচ্ছক্তির হ্লাদিনী-কার্য্যস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমানন্দের উদয় হয়। জীবশক্তির হ্লাদিনী বৃত্তি হইতে ব্রহ্মানন্দ বা কৈবল্য-সুখাদি লাভ হয় এবং মায়াতে যে হ্লাদিনী-বৃত্তি বর্ত্তমান, তাহার দ্বারা জড়জগতের আহার-নিদ্রা-মৈথুনাদির স্থূল জড়ানন্দ বা স্বর্গাদিধামের সূক্ষ্ম-জড়ানন্দ পাওয়া যায়। মায়াতে দ্বৈতা, অদ্বৈতা ও বিকৃতভাব থাকাতে মায়িক আনন্দ অত্যন্ত নিন্দনীয়। জীবশক্তিতেও অণুত্ব নিবন্ধন অপূর্ণতা থাকাতে জীবশক্তিগত হ্লাদিনীর কার্য্য যে ব্রহ্মানন্দ, তাহাও অপূর্ণ, কিন্তু চিচ্ছক্তি পরিপূর্ণ, তাহাতে কোন অপূর্ণতা নাই। সুতরাং চিচ্ছক্তিগত হ্লাদিনী-সংযোগে যে আনন্দের উদয়, তাহাই পূর্ণানন্দ। ভক্তগণ সেই আনন্দের পিপাসু। তাঁহারা ভগবানের সেবানন্দ বা প্রেমানন্দ লাভ করিয়া সেই সেবানন্দ বা প্রেমানন্দ কেবল যে নিজেরাই আস্বাদন করেন, তাহা নহে। তাঁহারা সকলকে সেই কৃষ্ণসেবানন্দ বা প্রেমানন্দ বিতরণ না করিয়া থাকিতে পারেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সেবানন্দ, নামানন্দ, প্রেমানন্দ বা প্রেমফল মালাকাররূপে সর্ব্বজীবকে একাকী বিতরণে অতৃপ্ত হইয়া ভক্তগণকে উহা অবিচারে বিতরণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন,—

একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যা'ব।
একলা কত ফল পাড়িয়া বিলা'ব॥
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায়, কেহ না পায়, রহে মনে ভ্রম।
অতএব আমি আজ্ঞা দিনু সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যাঁরে তাঁরে॥
একলা মালাকার আমি কত ফল খা'ব।
না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব॥
অতএব সব ফল দেহ যারে তা'রে।
খাইয়া হউক লোক অজর-অমরে॥
জগত ব্যাপিয়া মোর হ'বে পুণ্যখ্যাতি।
সুখী হইয়া লোক মোর গাহিবেক কীর্ত্তি॥
ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥
(চৈঃ চঃ)

ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ শিরে ধারণ করিয়া অবিচারে যাহাকে তাহাকে কৃষ্ণপ্রেমানন্দ বা কৃষ্ণপ্রেমফল প্রদান করিয়াছিলেন,—

"এই আজ্ঞা কৈলা যদি চৈতন্য-মালাকার।
পরম আনন্দ পাইল বৃক্ষ-পরিবার॥
যে যাহাঁ তাহাঁ দান করে প্রেমফল।
ফলাস্বাদে মত্ত লোক হইল সকল॥
মহামাদক প্রেমফল পেট ভরি' খায়।
মাতিল সকল লোক—হাসে, নাচে, গায়॥
কেহ গড়াগড়ি যায়, কেহ ত' হুঙ্কার।
দেখি' আনন্দিত হঞা হাসে মালাকার॥
এহ মালাকার খায় এই প্রেমফল।
নিরবধি মত্ত রহে, বিবশ-বিহ্বল॥
সর্ব্বলোকে মত্ত কৈলা আপন-সমান।
প্রেমে মত্ত লোক বিনা নাহি দেখি আন॥
যে যে পূর্ব্বে নিন্দা কৈল বা' 'না' মানোয়াল।
সেই ফল খায়, নাচে, বলে—ভাল, ভাল॥"

কৃষ্ণপ্রেমের এইরূপ অপূর্ব্ব চমৎকারিতা যে, তাহা গুরুব্যক্তিকেও লঘুর ন্যায় আচরণ করায়। কৃষ্ণের পিতামাতাদি গুরুজন, কৃষ্ণের সমবয়স্ক সখাবৃন্দ, কৃষ্ণের স্নেহের পাত্র—এই ত্রিবিধ জনই কৃষ্ণপ্রেমে বিবশ হইয়া কৃষ্ণদাস্যই করিয়া থাকেন।

"অন্যের কা কথা, ব্রজে নন্দ মহাশয়।
তাঁ'র সম 'গুরু' কৃষ্ণের আর কেহ নয়॥
গুরুবাৎসল্যে ঈশ্বর জ্ঞান নাহি তাঁর।
তাঁহাকেই প্রেমে করায় দাস্য-অঙ্গীকার॥
পিতা-মাতা-গুরু-সখা-ভাবে কেনে নয়।
কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবে দাস্যভাব সে করয়॥
এক কৃষ্ণ সর্ব্ব-সেব্য, জগৎ-ঈশ্বর।
আর যত সব,—তাঁর সেবকানুচর॥"

অন্নকে দু'মুঠো খেতে দেওয়া বা famine relief করা কখনই পরোপকারের আদর্শ হইতে পারে না। এইপ্রকার পরোপকার-প্রণালী বানর, মধুমক্ষিকা প্রভৃতি ইতর প্রাণীতেও দেখা যায়। উহাতে কেবল জড় স্বার্থের পূতিগন্ধ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এইরূপ ক্ষুদ্র ও অপ্রাকৃত পরোপকারের কথা বলেন না। তিনি সর্ব্বজীবকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন,—"ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যা'র। জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥" শ্রীমদ্ভাগবতও (১০।২২।৩৪) জানাইয়াছেন—"এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু। প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥"—অর্থাৎ প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা জীবের প্রতি নিরন্তর শ্রেয়ঃ আচরণ করাই দেহধারী জীবের জন্মসাফল্য।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।৵০		।৵০	
" " টিকি	১৷৷০		১৷৷০	
" " সিকি কলম	৪৲		৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৭৲		৮৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি টিকি	৬৲	৪৷৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৯৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীগঙ্গিরানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাভ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

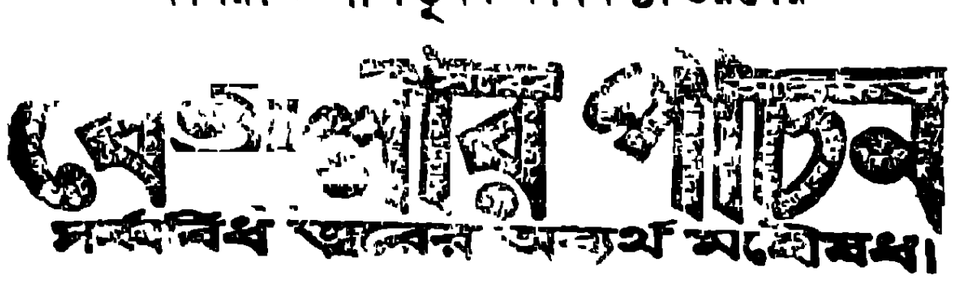

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপযোগিতায় ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

বিভিন্ন পরীক্ষার তারিখ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের এক জরুরী অধিবেশন হইবার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার-কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে,—

কলিকাতার ও উহার সন্নিহিত অঞ্চলসমূহের এবং প্রদেশের আরও কোন কোন অঞ্চলে অনিশ্চিত অবস্থা-হেতু বড়দিনের ছুটির পর স্কুল ও কলেজসমূহের খোলার তারিখ অন্ততঃ একপক্ষকালের জন্য পিছাইয়া দিতে বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করা হইয়াছিল।

পরিস্থিতি-সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিবেচনা করিবার পর ভাইস-চ্যান্সেলার ও সিণ্ডিকেট পরামর্শ দিয়াছেন যে, কলিকাতা, চট্টগ্রাম ও আসানসোল এবং এই সকল স্থানের ৩০ মাইল ব্যাসার্দ্ধের মধ্যে অবস্থিত অনুমোদিত কলেজ ও স্কুলসমূহের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি আগামী ১৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত বন্ধ রাখিতে পারেন।

ভাইস-চ্যান্সেলার ও সিণ্ডিকেট আরও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইণ্টারমিডিয়েট, ম্যাট্রিকুলেশন এবং বি-এ ও বি-এস-সি পরীক্ষা পূর্ব্ব ঘোষিত তারিখের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত তারিখসমূহে আরম্ভ হইবে,—

আই-এ ও আই-এস-সি—১৬ই মার্চ্চ।

ম্যাট্রিকুলেশন—১৫ই এপ্রিল।

বি এ ও বি-এস-সি—১লা মে।

তবে পূর্ব্ব বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী তারিখে পরীক্ষার ফী দিতে হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ও ল ক্লাসগুলি ৭ দিনের ছুটির সহিত আগামী ১৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে।

ব্রহ্মে বিমান-আক্রমণে হতাহতের সাহায্য

ব্রহ্মে বিমান আক্রমণের ফলে হতাহত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ বড়লাট তাঁহার যুদ্ধ তহবিল হইতে ৫ লক্ষ টাকা দিবার অনুমতি দিয়াছেন। অবিলম্বে ব্রহ্মের গবর্ণরের নিকট এই টাকা প্রেরণ করা হইবে।

এক্সিস বিরোধী রাষ্ট্র সঙ্ঘ

হোয়াইট হাউস হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃটেন, রাশিয়া, চীন, নেদারল্যাণ্ড ও অপর ২১টি এক্সিস বিরোধী রাষ্ট্র এই মর্ম্মে এক যুক্ত অঙ্গীকার-পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন যে, এক্সিস শক্তির বিরুদ্ধে তাঁহারা নিজেদের সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিবেন এবং কেহ পৃথগ্‌ভাবে এক্সিসদের সহিত সন্ধি করিবেন না।

এক্সিস বিরোধী অঙ্গীকার-পত্রে স্বাক্ষরকারীদের মধ্য ভারতও আছে।

থাইল্যাণ্ড শত্রুরাজ্য বলিয়া ঘোষিত

এক সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, থাইল্যাণ্ড শত্রুরাজ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

সন্ধ্যা ৬টায় দোকান বন্ধের সিদ্ধান্ত

গত ২৪শে জানুয়ারী মাড়োয়াড়ী চেম্বার অব কমার্স, স্বদেশী বস্ত্র ব্যবসায়ী সঙ্ঘ, ব্যবসায়ী সমিতি এবং দালালদের প্রতিনিধিবর্গের এক যুক্ত বৈঠকে বর্ত্তমান জরুরী অবস্থা বিবেচনায় সমস্ত দোকান এবং গদি বেচল টাইম সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

বর্ম্মারোডে সামরিক সরবরাহ

ওয়াশিংটনস্থিত চীনা দূতাবাস হইতে বলা হইয়াছে যে, গত কয়েক মাসে বর্ম্মা রোড দিয়া চীনের অভ্যন্তরে সমরসম্ভার সরবরাহ চারি গুণেরও বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে।

জাতীয় আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ যুদ্ধ ব্যয়ের তোড়জোড়

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বলেন যে, তিনি জাতীয় আয়ের শতকরা ভাগ যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ব্যয় করিবার উপায় দেখিতেছেন।

কাগজের সর্ব্বোচ্চ মূল্য

প্রকাশ যে, জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট কাগজের সর্ব্বোচ্চ মূল্য বাঁধিয়া দিবেন।

ব্রহ্মে প্রচলিত ব্যাঙ্ক নোট

গত ৩রা জানুয়ারী কলিকাতা বর্ত্তমান সঙ্কটে ব্রহ্মদেশে প্রচলিত ব্যাঙ্ক নোট যাহাতে অনধিক আট আনা কমিশনে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে কোনও শাখায় ভাঙ্গাইতে পারা যায়, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে—এই মর্ম্মে এক সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক-মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সত্যার্থ কল্যাণকল্পতরু

=•=

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ৬ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৪শে পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৮ই জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার | ২৫৭তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

=•=

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"যতদিন ভক্তিবিপরীত-বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

মাধব, ভূতাদি কারণোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

প্রাকৃত লোকের বিচারে—"যিনি যেভাবেই ভজন করুন, তিনি তাহাতে ভগবান্‌কেই পাইয়া থাকেন, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা—যে উপায়েই ভগবান্‌কে ভজন করা যাউক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। যেমন, কোন স্থানে যাইতে হইলে তাহার বিভিন্ন পথ আছে, তদ্রূপ ভগবানের নিকট যাইবারও এইগুলি বিভিন্ন পথ। ভগবান্‌কে কালী, দুর্গা, শিব, গণেশ, রাম, হরি, ব্রহ্ম—যে-কোন নামেই ডাকা হউক্ না কেন, একই কথা. অথবা, যেমন এক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকে এবং তাঁহাকে যে কোন নামে ডাকিলে তিনি উত্তর প্রদান করেন, তদ্রূপ ভগবৎ-সম্বন্ধেও জানিতে হইবে।"

এইসকল কথা বাহ্যতঃ মনোধর্ম্মী ব্যক্তিগণের মনোরঞ্জক হইলেও সারগ্রাহী ব্যক্তিগণ উহা কুসিদ্ধান্তপূর্ণ বলিয়া মনে করেন। যিনি স্বর্গাদিকামী হইয়া আধিকারিক দেবতার উপাসনা করিবেন, ভগবদ্বহির্ম্মুখিনী মায়াশক্তি তাঁহাকে ঐসকল আধিকারিক দেবতাদ্বারাই স্বর্গাদিরূপ ফল প্রদান করিয়া তাঁহাকে আত্যন্তিক মঙ্গলরূপ ফল হইতে বঞ্চিত করিবেন এবং জন্ম মরণমালার কর্ম্মচক্রে কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে ভ্রমণ করাইবেন। আর যাঁহারা নিত্য ভগবৎ-সেবাপ্রার্থী হইবেন, ভগবান তাঁহাদিগকে তাঁহার নিত্যসেবা প্রদান করিবেন। সুতরাং যিনি যেভাবেই ভজন করুন না কেন, তিনি তাঁহার ভজনানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইবেন, সত্য, কিন্তু ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত যে, সকল ফল সমান নহে। ধর্ম্ম অর্থ কাম-মোক্ষ-কামীর ফল এবং নিত্য অহৈতুক কৃষ্ণসেবা-প্রার্থীর ফল এক নহে। ধর্ম্মার্থীদের ফল—নশ্বর স্বর্গাদি, সাযুজ্য মোক্ষাদির ফল—আত্মবিনাশাদি, অহৈতুকী হরিসেবার উত্তর ফল—নিত্য নবনবায়মান হরিসেবা-লাভ বা ভগবৎপ্রেমা। সুতরাং ধর্ম্মার্থকামী, নির্ব্বিশেষ মুক্তিকামী ও হরিসেবাতৎপর ব্যক্তির ফলে 'আকাশ-পাতাল'-ভেদ বর্ত্তমান, সন্দেহ নাই।

জড়জগদধিষ্ঠাত্রী জগজ্জননী মহামায়া ও অন্যান্য আধিকারিক দেবতাগণ—শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তি ও বিরূপবৈভব। তাঁহারা ভগবানের আদেশে জগৎ সৃষ্টি, রক্ষণ ও ধ্বংস-কার্য্যের বিভিন্ন অংশ পরিচালনা করিতেছেন। জগৎসৃষ্টি কার্য্যটী ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির কোনও ব্যাপার নহে। চিদ্ধামে যেসকল কার্য্য হইয়া থাকে, তাহাই অন্তরঙ্গা শক্তির কার্য্য, তাহা যোগমায়া-দ্বারা সাধিত হয়। যোগমায়া—ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি বা চিচ্ছক্তি। যাঁহারা চিদ্ধামে ভগবানের সেবা-প্রার্থী হন, তাঁহারা যোগমায়ার নিষ্কপট কৃষ্ণ সেবোন্মুখিনী কৃপা লাভ করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা জড়ব্রহ্মাণ্ডে অনুক্ষণমূলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম প্রভৃতি অনিত্য বস্তু বাঞ্ছা করেন বা ভগবদ্বহির্ম্মুখিনী নির্ব্বিশেষ গতি ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহা মায়া বা রুদ্রাদি দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন। তাই দেখিতে পাওয়া যায়—ব্রহ্মবাদিগণ শ্রীনন্দগোপ কুমারকে পতিত্বে বরণ করিবার জন্য অর্থাৎ চিদ্ধামে তাঁহার নিত্যসেবা লাভের জন্য চিচ্ছক্তি যোগমায়ার আরাধনা করিয়াছিলেন। আর সপ্তশতীতেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজা সুরথ ও সমাধি-নামক বৈশ্যদ্বয় নিজদিগকে বর্ণাশ্রমান্তর্গত কোন অভাবগ্রস্ত জীব মনে করিয়া জড়াধিষ্ঠাত্রী মহামায়ার আরাধনা তৎপর হইয়াছিলেন। সুতরাং যেখানে 'যোগমায়া' ও 'জড়মায়া'কে এক করিয়া 'মুড়ি ও মিছরী' সমান দরে চালাইবার প্রয়াসের ন্যায় 'সমন্বয়বাদ' প্রচার করা হয়, সে স্থানে অজ্ঞানতা, মূর্খতা ও ভগবৎ-স্বরূপোপলব্ধির অভাবই জানিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, ইহ জগতে দেখা যায়,—'কাণা' ছেলের নাম 'পদ্মলোচন' হইয়া থাকে, কিন্তু ভগবানের সম্বন্ধে সেরূপ নহে। ভগবানের নাম-নামীতে কোন ভেদ নাই, ভগবানের কোন নামই নিরর্থক বা ভগবানের বাস্তবসত্তা হইতে ভিন্ন নহে। শ্রীভগবানের নাম বহুবিধ, যথা, পরমাত্মা, ব্রহ্ম, সৃষ্টি-কর্ত্তা নারায়ণ, রুক্মিণীরমণ, গোপীনাথ, কৃষ্ণ প্রভৃতি। কিন্তু যিনি ভগবান্‌কে 'সৃষ্টিকর্ত্তা' বলিয়া ডাকিবেন, তিনি 'নারায়ণ'-নামের রসাস্বাদন করিতে পারিবেন না। কারণ সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভৃতি নামসমূহ জগতের বিষ্ণুবহির্ম্মুখ জীবের সৃষ্ট অক্ষজ-জ্ঞানপ্রসূত নাম। 'সৃষ্টিকর্ত্তা' বলিলে ভগবানের পরিপূর্ণ সত্তার উপলব্ধি হয় না। কারণ, সৃষ্টি-কার্য্যটী ভগবানের স্বরূপশক্তির কার্য্য নহে, তাহা তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তির পরিচায়ক। আবার 'ব্রহ্ম' বলিলে ভগবানের বড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। কারণ, ভগবানের নির্ব্বিশেষ ভাবই 'ব্রহ্ম'-নামে খ্যাত, সুতরাং উহাও ভগবানের সম্যক্ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের দ্যোতক নাম নহে। 'পরমাত্মা' বলিলেও ভগবানের সম্পূর্ণ পরিচয় হয় না, কারণ, ব্যষ্টি জীবের অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে ভগবানের আংশিক পরিচয়ই 'পরমাত্মা' বলিয়া খ্যাত। আবার নারায়ণ-ভজনকারী ব্যক্তিও কৃষ্ণের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। কৃষ্ণভক্তও আবার এক কৃষ্ণতেই মাধুর্য্যের দ্বারা নারায়ণের ঐশ্বর্য্য আচ্ছাদিত হইয়া সম্পূর্ণ পরম চমৎকারিতা বর্ত্তমান দেখিয়া নারায়ণ-ভজনে স্পৃহা করেন না। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কখনও 'রুক্মিণীরমণ' বলিয়া সম্বোধন করেন না। 'রুক্মিণীরমণ' ও 'শ্রীকৃষ্ণ' জাগতিক অভিধানে প্রতিশব্দ বা সমপর্য্যায়ভুক্ত শব্দ হইলেও একটীর পরিবর্ত্তে আর একটী ব্যবহৃত হইতে পারে না। যদি মূর্খতাবশতঃ কেহ তাহা ব্যবহার করেন, তাহা হইলে 'রসাভাস দোষ' উপস্থিত হয়। যাঁহারা ভগবৎস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা অনভিজ্ঞ-সমাজের মত এরূপ রসাভাস বা সিদ্ধান্তবিরোধ করেন না। কিন্তু তথাপি কলির প্রাবল্য-হেতু উচ্ছৃঙ্খলতাপূর্ণ কুসিদ্ধান্তই উদারতা বা মহাসমন্বয়বাদ এবং সৎসিদ্ধান্তই মূর্খলোকের দ্বারা গোঁড়ামি বা সঙ্কীর্ণতা নামে প্রচারিত হইতেছে।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(*)::——

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়—নিরস্ত-কুহক বাস্তবসত্য এবং তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে গ্রথিত হইয়াছে। "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র"-বাক্যের টীকায়ও শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—"'প্র' শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।" শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু 'কৈতব'-শব্দের এইরূপ অর্থ জানাইয়াছেন,—

"অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তা'র মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥"

শ্রীমদ্ভাগবত জানাইয়াছেন,—

"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং ন শোভতে
জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং
কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥"
(শ্রীভাঃ ১।৫।১২)

"ধর্ম্মাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাত্মাত্মা ন শাম্যতি॥"
(শ্রীভাঃ ১।৬।৩৬)

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্ত-
ভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"
(শ্রীভা. ১০।২।৩২)

"শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥"
(শ্রীভাঃ ১০।১৪।৪)

——

শ্রীমদ্ভাগবত আমাদিগকে জানাইলেন,—নিষ্কর্ম্মের ভাবই নৈষ্কর্ম্ম্য। উহাতে কর্ম্মকাণ্ডের বিচিত্রতা নাই, সুতরাং উহা একাকারস্বরূপ। ঐরূপ কর্ম্মবিচিত্রতাহীন নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ ব্রহ্মজ্ঞান স্থূল-লিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধিরূপ ঔপাধিক-ধর্ম্মের নিবর্ত্তক হইলেও উহা অচ্যুত-ভাববর্জ্জিত অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি রহিত হইলে শোভা পায় না, তখন সাধন ও সিদ্ধিকালে দুঃখরূপ কামাকর্ম্ম, এমন কি, অকামাকর্ম্মও যদি শ্রীভগবানে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে সেসকল কর্ম্ম কিপ্রকারে শোভা পাইতে পারে? অর্থাৎ তাহা যে শোভা পায় না, তাহা বলা বাহুল্য। সদা কামলোভাদি রূপু-বর্শীভূত অশান্ত মন মুকুন্দ-সেবারূপ সহজে নিয়ন্ত্রিত হয়, যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ-যোগমার্গ অবলম্বন দ্বারা তাহা সেরূপ নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না।

—

শ্রীভগবদ্ভক্ত ব্যতীত অন্যে যাহারা আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করে, শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তি না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। তাহারা শম-দমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে নিজদিগকে জীবন্মুক্ত বোধ করিয়াও একমাত্র আশ্রয়-স্বরূপ ভগবৎপাদপদ্মকে অনাদর করিয়া অধঃপতিত হয়। চরমকল্যাণস্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিতে হইলে ভক্তিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়। যেরূপ জলাশয় হইতে নির্ঝর-সমূহ প্রবাহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভক্তি হইতেই মোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়। ভক্তি হইলে তদনুকূল সম্বন্ধজ্ঞান -ভগবজ্জ্ঞান আপনা হইতেই লাভ হইতে থাকে, তজ্জন্য পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না। যাহারা ধান্য পরিত্যাগ করিয়া স্থূল ধান্যাভাস তুষ (আগড়া) হইতে তণ্ডুল পাইবার জন্য তাহাতেই আঘাত করে, তাহাদের যেমন কেবল কষ্টই সার হয়, সেইরূপ ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানলাভের চেষ্টায় ক্লেশমাত্রই লাভ হইয়া থাকে।

——

শ্রীমন্মহাপ্রভু কৈবল্য, ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা সাযুজ্য মুক্তিকে "ভগবদ্ভক্তিবিমুখের দণ্ড" বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, যথা—

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান।
ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান॥
এইসব সাধনের অতি তুচ্ছ বল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল॥
কেবল-জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনা।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় জ্ঞান-বিনা॥
জ্ঞানী জীবন্মুক্ত-দশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥
দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব, আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥
'এই স্থানে আছে ধন', বলি দক্ষিণে খুদিবে।
ভীমরুল, বরুণী উঠিবে, ধন না পাইবে॥
পশ্চিমে খুদিবে, তাহা যক্ষ এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে, ধনে হাত না পড়য়॥
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ-অজগরে।
ধন নাহি পা'বে, খুদিতে গিলিবে সবারে॥
পূর্ব্বদিকে তা'তে মাটি অল্প খুদিতে।
ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥
ঐছে শাস্ত্র কহে, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ ত্যজি'।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁ'রে ভজি॥
পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গু করি' ভক্তি দেখে নরকের সম॥
সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা-ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে, তবু সাযুজ্য না লয়॥
ব্রহ্মে, ঈশ্বরে, সাযুজ্য—দুই ত' প্রকার।
ব্রহ্ম সাযুজ্য হৈতে ঈশ্বর সাযুজ্য ধিক্কার॥"
(চৈঃ চঃ)

মায়াবাদি বৈদান্তিকগণের মতে ব্রহ্মসাযুজ্য পরম প্রাপ্যবস্তু। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—ব্রহ্ম-সাযুজ্য হইতে রাজযোগিগণের ঈশ্বর-সাযুজ্য আরও গর্হণীয়।'

"মুক্তি ভুক্তি বাঞ্ছে যেই কাঁহা দোঁহার গতি?
স্থাবর-দেহ, দেব-দেহ, যৈছে অবস্থিতি।
অরসজ্ঞ কাক চুম্বে জ্ঞান-নিম্বফল।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুল॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক-জ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্॥"

—এইরূপ শ্রীচরিতামৃত প্রভৃতি হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অসংখ্য বাক্য উদ্ধার করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, কর্ম্মী, জ্ঞানী বা রাজযোগিগণের প্রাপ্য ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-লাভ প্রভৃতিকে শ্রীমন্মহাপ্রভু কিরূপ গর্হণ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত শ্রীমদ্ভাগবতে লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই ভাগবত-প্রতিপাদ্য অমল, অহৈতুকী, কেবলা, নিষ্কিঞ্চনা বা শুদ্ধা ভক্তির কথাই প্রচার করিয়াছেন; ইহা ব্যতীত শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত বলিয়া জগতে অন্য যত কিছু মত প্রচারিত আছে বা ভবিষ্যতে প্রচারিত হইবে, সে-সকলই পাষণ্ড-কল্পিত মতবাদ বলিয়া জানিতে হইবে।

অনেকেই বলিয়া থাকেন,—'আমরা শ্রীচৈতন্যদেবকে মানি।' সেই মানা কিরূপ? —নিজ নিজ মনোধর্ম্মের ছাঁচে ফেলিয়া মানার নাম 'মানা' নহে। এইরূপে অনেকে অনেকভাবে শ্রীচৈতন্যদেব (?) গড়িয়াছেন বা গড়িতেছেন। অনেকে আবার 'চৈতন্যদেব ও চৈতন্যদেবের শিক্ষা বুঝিয়া ফেলিয়াছি'—বলিয়া দাম্ভিকতা প্রকাশ করিতেও ত্রুটি করেন না। কর্ম্মী, রাজ-যোগী বা নির্ব্বিশেষবাদিগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,—'শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ম্ম, রাজযোগ বা ফল্গুবৈরাগ্যের সমর্থন করিয়াছেন।' তাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধে এই-প্রকার ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া তাহাদের সেই ভ্রান্ত মত সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ম্মিগণের প্রাপ্য ভুক্তি, রাজ-যোগীদিগের প্রাপ্য মুক্তি বা কৈবল্য ও নির্ব্বিশেষবাদিগণের প্রাপ্য ব্রহ্মনির্ব্বাণ, সাযুজ্য-মুক্তি প্রভৃতিকে নরকতুল্য বলিয়া গর্হণ ও প্রচার করিয়াছেন।

——

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার একটি শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা। শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥" —অর্থাৎ ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র আরাধ্য। তিনি অন্বয়-জ্ঞান-সম্বন্ধতত্ত্ব। তাঁহারই সন্ধিনীশক্তি-প্রকটিত তদ্রূপ-বৈভব—শ্রীধাম বৃন্দাবন। ব্রজবধূবর্গ যে রাগানুগা ভক্তিদ্বারা তাঁহার উপাসনা করেন, তাহাই অভিধেয়। তদ্বিষয়ে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদি-অভিসন্ধিরূপ কপটতা-নির্ম্মুক্ত অমল শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতই প্রমাণ। পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমাই প্রয়োজন। ইহাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত। তাহাতেই গৌড়ীয়গণের আদর; অপর মতে তাঁহাদের আদর নাই।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::•::——

যাঁ'রা বিষ্ণু-কথা ব্যতীত ইতর কথা শ্রবণ বা বিষ্ণুস্মৃতি ব্যতীত ইতর চিন্তা করেন, জগতে খাওয়া-দাওয়া-থাকাকেই 'ধর্ম্ম' মনে করেন, তাঁ'রা—'অবৈষ্ণব'। বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য, বিষ্ণুর প্রসাদ, বিষ্ণুভক্তের উচ্ছিষ্টই আমাদের নিত্য গ্রহণীয় বস্তু। বিষ্ণুর কথা শুনা ও বলাই আমাদের নিত্য কৃত্য। বৈষ্ণবের অনুগত থাকাই আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য।

বৈষ্ণব—নিষ্কিঞ্চন। তাঁ'কে কোনও বস্তু লুব্ধ করতে পারে না। পরজগতে বা এ জগতে লোভের এমন কোনও বস্তু নাই, যা' শ্রীকৃষ্ণপদনখাগ্রের শোভা হ'তে অধিক লোভনীয় হ'তে পারে। যেখানে আমরা ভগবানের সেবায় লুব্ধ না হই, সেখানেই জান্‌তে হ'বে, মায়া বহুরূপিণী হ'য়ে আমাদিগকে জাপটে ধ'রেছে—আক্রমণ করছে।

বৈষ্ণবের সেবা সকলেরই কৃত্য। বিষ্ণুর সেবা অপেক্ষা বৈষ্ণবের সেবার মাহাত্ম্য-অধিক। বৈষ্ণবের সেবার দ্বারাই বিষ্ণুর সেবা হয়।

শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত খণ্ড ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে—তিনি যে একমাত্র অখণ্ড বস্তু, তা'ই জানিয়ে 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' এ' কথা বল্লেন। কিন্তু মহাবদান্য শ্রীগৌর-সুন্দর কৃষ্ণ হ'য়েও জীবের মৎসরতা দূর ক'রবার জন্য নিজকে 'কৃষ্ণ' না ব'লে এক-জন কৃষ্ণের ভক্তমাত্র ব'লে পরিচয় দিলেন। দ্বাপর-যুগের শ্রীকৃষ্ণ ব'ল্লেন,—'আমার শরণাগত হও'। এ'তে কোন কোন মৎসর তর্কপন্থী কৃষ্ণকে বুঝ্‌তে ভুল করল। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর যখন ব'ল্লেন,—'আমি কৃষ্ণ নই, আমি তোমাদেরই মত একজন; তোমরা মনে ক'রো না যে, কৃষ্ণকে ভজন ক'র্‌লে কৃষ্ণেরই স্বার্থসিদ্ধি হ'বে, এতে তোমাদেরই ষোলআনা স্বার্থসিদ্ধি হ'তে পার্‌বে।' তাই তিনি কখনও বা ব'ল্লেন, 'আমি ক্ষুদ্র জীব, জীবকে বিষ্ণু বল্‌তে নাই।' কেউ তাঁ'কে বিষ্ণু ব'ল্‌লে আচার্য্যরূপী লোক-শিক্ষক শ্রীকৃষ্ণ কাণে হাত দিতেন। শ্রীগৌর-সুন্দর মৎসর জগতের জীবের উপকার ক'র্‌বার জন্য—তা'দের কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি দূর ক'র্‌বার জন্য কতপ্রকার অভিনয় ক'র্‌লেন। তাই এখনও জগতের তর্কপন্থি-সম্প্রদায় নত-শিরে শ্রীগৌরসুন্দরের চরণার্চ্চন ক'র্‌ছেন। শ্রীগৌরসুন্দর জগতে গুরুদেবের যে কার্য্য ক'র্‌লেন, তা'র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ হ'তেও আমাদের নিকট গুরুর যে অধিক প্রয়োজনীয়তা—তা'ই জানিয়েছেন। স্বয়ং কৃষ্ণ নিজেকে 'ভক্ত' ব'লে প্রচার ক'র্‌লেন। তা'তে অন্য ভক্তগণও জান্‌তে পার্‌লেন; 'আমিও ভক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণই আমার আরাধ্য।' কৃষ্ণ ভক্তরূপে কৃষ্ণান্বেষণ শিক্ষা দিয়ে 'জীবের কৃষ্ণান্বেষণ ব্যতীত অন্য কোন কর্ম্ম নাই' তা'ই শিক্ষা দিলেন।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

সম্বন্ধজ্ঞান ও শ্রীভক্তি-বিনোদ-ধারা

(শ্রীমহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী

শুদ্ধভক্তিমার্গে সম্বন্ধ-জ্ঞান বলিয়া একটী কথা আছে। সম্বন্ধ না হইলে ভজন সহজ ও স্বাভাবিক হয় না। 'টান'ই সম্বন্ধের মূল। ভজন স্বাভাবিক না হইলে প্রয়োজন-লাভের আশা সুদূরপরাহত। যেখানে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের সঙ্গে সম্বন্ধ হয় নাই, সেখানে গোড়াতেই গলদ রহিয়াছে—সেখানে 'শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন' হইয়া গিয়াছে। অনেক সময় মন্দ ক্ষুধাকে আমরা ক্ষুধা মনে করি, কিন্তু প্রকৃত ক্ষুধা বোধ হইলে তবে মন্দ ক্ষুধার হেয়ত্ব বুঝিতে পারা যায়। মনে মনে 'মনকলা' খাইলেই প্রকৃত কলা খাওয়া হয় না। অনেক ভাগ্যের ফলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সঙ্গে প্রকৃত সম্বন্ধ হয়। সম্বন্ধ-জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত ভাগ্যবান্ ব্যক্তির সহজ ভজনফলে আত্মা সুপ্রসন্ন হয়। শ্রীব্যাসদেব যেমন ভক্তির অসমোর্দ্ধ মহিমা উল্লাসভরে কীর্ত্তন করিতে না পারায় অবসন্ন হইবার অভিনয় করিয়াছিলেন, কি যেন অসুবিধা ঘটিয়াছে অনুভব করিতেছিলেন, শান্তি পাইতেছিলেন না—আত্মার সুপ্রসন্নতা অনুভব করিতে পারিতেছিলেন না, তদ্রূপ নিষ্কপট সাধকেরও সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবে ঐ প্রকার অতৃপ্তি, জ্বালা-বোধ, দুঃখ, ক্ষোভ অনুভব হওয়া প্রয়োজন। তাহা হইলে কৃষ্ণকৃপায় সম্বন্ধের বিষয়ের সঙ্গে যোগাযোগ হইবে। কিন্তু আমরা তৎপরিবর্ত্তে যদি সম্বন্ধ-জ্ঞানশূন্য জীবনে উৎকট তৃপ্তি লাভ করিয়া নিজেদের লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠা-লাভে বা সংগ্রহে মজ্‌গুল বা ব্যস্ত হইয়া পড়ি, তাহা হইলে আর শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সঙ্গে সম্বন্ধ হইবার আশা কোথায়? তৃষ্ণার্ত্তকেই জল দেওয়া হয়; তৃষ্ণা যাহার জাগিল না, তাহাকে জল দেওয়া হইবে কেন? যাহার তৃষ্ণা নাই, তাহাকে জল দিয়াই বা কি হইবে?

অনেক ভাগ্যের ফলে আমাদের সদ্‌গুরুর শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হইবার সৌভাগ্য হয়—দীক্ষা-লাভের সুযোগ হয়—হরিনাম-সেবা-লাভ ঘটে। আমরা অনেকে মঠের একজন হইয়া পড়ি, লাল কাপড় পরিধান করি, বহুদিন থাকিয়া seniority দাবী করি, বক্তৃতার তুবড়ী-বাজী ছুটাই, বিধিমার্গীয় অনেক কিছু কঠোর আচরণ প্রতিপালন করি, পরস্পর কত ইষ্টগোষ্ঠী, কত হরিকথা আলোচনা করি। কিন্তু তাহার কিছুকাল পরেই আবার সকলকে নির্ম্মমভাবে ছাড়িয়া দিয়া, শুদ্ধভক্তি-সঙ্ঘারাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মায়ার টানে চলিয়া যাই কেন? তাহার একমাত্র কারণ,—শ্রীগুরুদেব ও তদেকাত্ম শ্রীবৈষ্ণব—কাঁহারও সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ হয় নাই, কাঁহারও প্রতি স্বাভাবিক মমতা জাগে নাই, কাঁহাকেও আপন-বোধ হয় নাই। শ্রীগুরুদেবে ও বৈষ্ণবে বা বৈষ্ণবে ও বৈষ্ণবে যে সহজ-সরল-অমিয়বর্ষী বিশ্বাসময়ী পরম নির্ম্মৎসরা, পরম সুনির্ম্মলা প্রীতি, যাহা আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম—যাহা বৈকুণ্ঠবস্তু, তাহার প্রকাশ হৃদয়ে অনুভূত না হইলে সম্বন্ধ-জ্ঞান হয় নাই, বুঝিতে হইবে। সম্বন্ধ-জ্ঞান হয় নাই, অথচ 'সম্বন্ধ জ্ঞান লাভ করিয়াছি'—এই ভ্রান্ত অভিমান মহামোহ উৎপন্ন করিয়া আমাদিগকে অভাব বোধ করিবা—উৎকণ্ঠা অনুভব করিবার—তৃষ্ণার্ত্ত হইবার সুযোগই দিতেছে না তাই বিমল বৈষ্ণবে রতি, মমতা বা আপন-বোধও হইতেছে না।

সম্বন্ধ জ্ঞানের ইহাই লক্ষণ যে, সেখানে ভয় নাই—সঙ্কোচ নাই, কেবল ভরসা আছে—পরম নির্ভরতা আছে—বিশ্বাস আছে—প্রাণকোটী সর্ব্বস্ব-জ্ঞান আছে। সম্বন্ধের বস্তু না দেখিয়া প্রাণ ফাটিয়া যায়—সর্ব্বক্ষণ তদীয় স্মৃতি হৃদয়কে দগ্ধ করে—পুনর্মিলনের জন্য দারুণ উৎকণ্ঠা জাগে,—আবার দেখা হইলে প্রাণ জুড়াইয়া যায়, সব দুঃখের অবসান হয়—সেবা-সুখের উদয় হয়, সেবোৎসাহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়, সম্বন্ধ-জ্ঞানের আলোকে যাঁহাদের হৃদয় উদ্ভাসিত, তাঁহাদের জীবন মধুময়—অমৃতময়—উল্লাসময়। তাঁহাদের হৃদয়ে মাৎসর্য্য নাই—নিজসুখ-চেষ্টায় প্রমত্ততা নাই, কুতর্কে হৃদয় শুষ্ক করিবার অবসর নাই—প্রজল্প করিয়া আত্মবিনাশ করিবার সুযোগও নাই। তাঁহারা দু'দিন লম্ফ ঝম্প করিয়া "Grapes are sour' বলিয়া সৎসঙ্ঘারাম পরিত্যাগপূর্ব্বক 'জড়ের মজা' লুটিতে ধাবিত হন না। তাঁহারা অসীম ধৈর্য্যশালী। তাঁহাদেরই ভক্তি আরম্ভ হইয়াছে। কাজেই কৃষ্ণের পরীক্ষা তাঁহাদেরই উপর আসিয়া উপস্থিত হয়। সর্ব্বগুণগণ তাঁহাদেরই হৃদয়ে প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। সম্বন্ধজ্ঞান-বস্তুটী কি অনেক সময় আমরা গম্ভীরভাবে চিন্তা না করিয়া—সম্বন্ধ-জ্ঞানযুক্ত ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণের ভাব ও চিন্তা-ধারার সঙ্গে নিজেদের ভাব ও চিন্তাধারা সম্যগ্‌ভাবে মিলাইয়া না দেখিয়া তরল হাস্য লাস্য ও অন্যাভিলাষ-দুষ্ট ভাবকেলির নিকট নিজেকে বলি দিয়া দিই, নিজের স্বাধীন চিন্তা-স্রোতকে কিছুকাল যাবৎ স্তব্ধ, অবরুদ্ধ ও বিপরীতমুখে প্রচালিত রাখিয়া বহুল পরিমাণে গুরু বৈষ্ণবের জয়গান করিয়া অতিরিক্ত আনুগত্যের ভাণ দেখাইয়া থাকি। কিন্তু তাহার কিছুদিন পরেই আবার 'কিছুতেই কিছু হয় না', তখন মনে হয়—সকলেই বোধ হয় আমার মত 'মনকলা' খাইতেছেন। 'শ্রীভক্তিবিনোদধারার লোক দেখিলে স্বাভাবিক ভাবে হৃদয় উল্লসিত হইবে, ইহা কথার কথা মাত্র, মহাপ্রভুর পার্ষদগণের ভিতর—শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীগৌরকিশোর প্রভুতে যে বিমল প্রীতি, উহা কি আর সকলেরই হইবে? শ্রীঅনুপমের ও শ্রীমুরারি গুপ্তের যে রঘুনাথ-নিষ্ঠা, উহা কি নরলোকে সম্ভব?' ইত্যাদি অনেক কথা বলিয়া 'পুনর্মূষিকো ভব'-মন্ত্রে দীক্ষিত হই

কিন্তু "শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারার আশ্রিত বৈষ্ণববৃন্দের ভিতর স্বাভাবিক প্রীতি থাকিবে, পরস্পরের দর্শনে চিত্ত উল্লসিত হইবে।" পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের এই বাণী কি মিথ্যা? ইহা কি শ্রীভক্তিবিনোদ ধারাশ্রিত অভিমানী আমাদিগকেই নিজ-নিজ ভাবধারা পরম বাস্তবতার সঙ্গে মিলাইয়া লইবার ইঙ্গিত ও উপদেশ নহে? কিন্তু এসব বিষয় আমরা চিন্তাও করি না, চিন্তা করিবার প্রয়োজনও বোধ করি না,—তাই ফলোদয়ও হয় না, তাই আত্ম বিনাশ করিতে একটু দ্বিধা-বোধও করি না।

কুটিলতা, অশ্রদ্ধা, দম্ভ—যাহা ভক্তিবাধক মারাত্মক অনর্থ, বর্ত্তমানে তাহাই আমাদের গলার হার ও অঙ্গের ভূষণ হইয়াছে। যাঁহাকে সম্মুখে আদরে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবার অভিনয় করি—আমাদেরই শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারার লোক বলিয়া উল্লাস দেখাইবার অভিপ্রায়ে প্রসন্ন-হাস্য-লাস্যযুক্ত-ভাবে আদর-অভিনন্দন দেখাই, অন্তরালে গিয়া তাঁহারই নিন্দা ও সমালোচনা করিয়া উৎকট আনন্দ উপভোগ করিতে একটুও দ্বিধাবোধ করি না—একজন আর একজনের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরব্য-উপন্যাস রচনা করিয়া প্রচার করিতে একটুও সঙ্কোচ বোধ করি না, বরং উহাতে উৎসাহ কোটী-গুণে বর্দ্ধিত হয়। পরস্পর পরস্পরকে পারমার্থিক-ব্যাপারে কোনই সাহায্য করি না, বরং তাঁহাদের সঙ্গে প্রজল্প, পরচর্চ্চা, পরকুৎসায় প্রমত্ত হইয়া আসর গুজ্জার করি এবং দৈবী মায়ায় বিমোহিত হইয়া নিজের ঘৃণ্যতম অবস্থা উপলব্ধি করিতে না পারায়—উহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া—নরকে পাঠাইয়া সুচতুরভাবে আমি আমার নিজের ভজন করিয়া লইতেছি মনে করিয়া মনে মনে 'মনকলা খাইতে থাকি। একজনের পতনে দুঃখিত ও সহানুভূতি-বিশিষ্ট হইবার পরিবর্ত্তে উৎকট আনন্দ ভোগ করিয়া নিজের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য বাহাদুরী প্রকাশপূর্ব্বক 'দেখ, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, এরূপ ঘটিবে, এখন মিলিল ত'?'—এইপ্রকার প্রাণহীন দম্ভ-প্রকাশ করি। তথাকথিত বন্ধুবর্গের মিলন আমরা বাজে কথা, প্রজল্প, গোপন-সমালোচনা, পরচর্চ্চা, পরকুৎসা, প্রাণহীন উৎকট উল্লাস—এই সমস্ত লইয়া কাল যাপন করি। অথচ গুরুবর্গের সম্মুখে আসিয়া সুগম্ভীরভাবে বৈষ্ণব সাজিয়া বসি, অত্যন্ত স্নিগ্ধ, শান্ত, অনুগত সভ্যতার ভাব গ্রহণপূর্ব্বক কৃত্রিম উল্লাসসহ গুরুবর্গের খুব জয়ধ্বনি দিতে থাকি। এইপ্রকার এক সর্ব্ব-নাশকর কপটতা আমাদিগকে গ্রাস করে—মোহাচ্ছন্ন করে, কাজেই আমরা সরল সহজ ভাবের সন্ধান পাই না। যে কুটিলতা মাৎসর্য্য, পরপীড়ন, পরচর্চ্চা, দৌরাত্ম্য পরকুৎসা, মিথ্যাচার, প্রাণহীনতা সংসারেও দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহার তাণ্ডব-নৃত্য কখনও শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারায় থাকিতে পারে না। যেখানে ঐসমস্ত ভাব দেখা যাইবে, নিশ্চয়ই তাহা অভক্তিবিনোদ ধারা—ভক্তি-বিনোদ ধারা নহে—নহে—নহে। ভয়ে ভয়ে সঙ্কোচে সঙ্কোচে অত্যন্ত মর্য্যাদার সঙ্গে যে গুরুবৈষ্ণবের সঙ্গে মিলন, তাহাও শ্রীভক্তি-বিনোদ ধারার লোকের পরস্পরের সহজ-মিলন নহে। তবে সরলতা থাকিলে উহা বস্তুলাভের জন্য নিষ্কপট প্রয়াস-মাত্র বলা যাইতে পারে কিন্তু কুটিলতা থাকিলে তাহাও বলা যাইতে পারে না। ভক্তিতে সম্বন্ধ-জ্ঞানের প্রকাশে ভয় নাই—ভুল নাই—সঙ্কোচ নাই, পরন্তু অত্যন্ত আপন-বোধ—মমতা-বোধ—বিশ্রম্ভভাব প্রাণকোটী সর্ব্বস্ব-জ্ঞান আছে এবং উহা থাকিবেই। যদি ইহার অন্যথা হয়, তবে সম্বন্ধ-জ্ঞান জাগে নাই—স্বাভাবিক মিলনের পথে কঠিন প্রস্তরবৎ অবান্তর বস্তু নিদারুণ বাধা জন্মাইয়াছে, ইহাই নিষ্কপটে বুঝিতে হইবে। ব্যাধি ধরা পড়িলে তারপর ব্যাধি-নিরাময় করিবার চেষ্টা আসিবে, তাহার বহু পরে স্বাস্থ্য লাভ করিবার কথা। যেখানে ব্যাধিই ধরা পড়িতেছে না, সেখানে স্বাস্থ্য-লাভের আশা কোথায়? সুতরাং 'শ্রীগুরু-পাদপদ্মে আছি, বৈষ্ণবের পক্ষে আছি, বাছাইতে পড়ি নাই' ইত্যাদি অভিমান করিয়া নিশ্চিন্ত তৃপ্তিময় জীবন যাপন করিলেও চলিবে না, পরন্তু গুরুতর দায়িত্ব স্কন্ধে ন্যস্ত হইয়াছে, অথচ সময় অত্যন্ত সংক্ষেপ, ইহা বুঝিতে হইবে। বৈষ্ণবের সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ হইয়াছে কি না, ইহা বুকে হাত দিয়া বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। মঙ্গল-প্রার্থীর ইহা অনিবার্য্য ও অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। এস্থলে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কয়েকটী অমূল্য উপদেশ বিশেষভাবে স্মরণীয় ও আলোচ্য "(১) হ্লাদিনীর আশ্রিত-গণের মধ্যে পরস্পরে ঘনিষ্ঠ প্রীতি থাকিবেই থাকিবে, তাহা স্বতঃপ্রকাশিত। (২) ভক্তির পথ কঠিন নহে, অতি সহজ আত্মবৃত্তির উন্মেষ হইলে আর কাঠিন্য থাকে না। ভক্তি—acquired knowledge নহে, উহা আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি। (৩) ভক্তি সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা, শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী, তাহা ভক্তিবিনোদ-ধারার লোক চিনিয়া লইবে নিজের লোক বলিয়া টানিয়া লইবে। (৪) ভক্তিবিনোদ ধারায় আশ্রিত যাঁহারা, তাঁহাদের ভক্তিবিনোদ ধারাশ্রিত লোক দেখিলেই আপনা হইতেই প্রীতির উদয় হইবে। দূরস্থিত ভগ্নী তাহার ভ্রাতাকে না দেখিলেও পিত্রালয়ে আসিয়া তাহার ভ্রাতৃসাহায্য যেরূপ স্বতঃস্ফূর্ত্তি লাভ করে—নিজের লোক দেখিলেই প্রীতির উদয় হয়, সেইরূপ সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ সাধুতে প্রীতি স্বাভাবিক। যেখানে তাহার অভাব সেখানে আত্মীয়তা বিচারে কোন বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।"

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:০:০:-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৮৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীপতিতানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

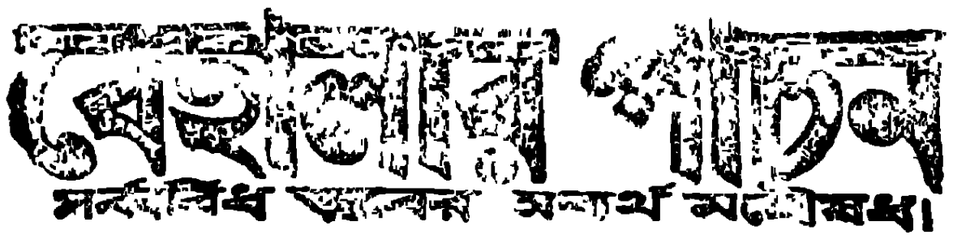

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের সদ্যার্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপ বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

বিমান-আক্রমণে বাহিরে থাকার বিপদ

ভারত সরকারের সিভিল ডিফেন্স বিভাগের একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, গত ২৩শে ডিসেম্বর রেঙ্গুনে বিমান-আক্রমণের ফলে দেখা গিয়াছে যে, যে সকল অঞ্চলে জনসাধারণ রাস্তায় বাহির হইয়া আসিয়াছিল, সেইখানেই হতাহতের সংখ্যা অত্যধিক হয়। অথচ যে সকল স্থানে জনসাধারণ গৃহ, পরিখা বা রক্ষাশ্রয়গুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, সে সকল স্থানে হতাহতের সংখ্যা অতি সামান্য। একটি অঞ্চলে জনসাধারণ কর্ত্তৃপক্ষের উপদেশ যথাযথ ভাবে পালন করিয়া ঘরের ভিতরে অবস্থান করায় একজনও নিহত হয় নাই এবং সামান্য কয়েকজন অল্প আহত হয় মাত্র।

রেঙ্গুনের এই অভিজ্ঞতা হইতে সঙ্কেতধ্বনি হওয়া মাত্র আশ্রয়গ্রহণের গুরুত্ব বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। সঙ্কেত হওয়া মাত্র যদি রেঙ্গুনের জনসাধারণ আশ্রয় গ্রহণ করিত, তবে বোমার টুকরাগুলির আঘাতে এত লোককে হতাহত হইতে হইত না।

বিমান-আক্রমণ কালে গৃহের ভিতরে অবস্থান এবং রাস্তায় থাকিলে তাড়াতাড়ি আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে ভারত সরকার জনসাধারণকে বিশেষভাবে অবহিত করিতেছেন। সম্ভব হইলে গৃহ বা উঠানের মধ্যে অগভীর পরিখা খুঁড়িয়া তাহার উপর তক্তোপোষ বা টেবিল চাপা দিয়া থাকিতে পারিলে তাহাও বিমান আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে সাহায্য করিবে।

বিভিন্ন রণাঙ্গনে উপযুক্ত সেনাপতি নিয়োগ

গত ৩রা জানুয়ারী প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও মিঃ চার্চ্চিল ঘোষণা করিয়াছেন যে, জেনারেল ওয়াভেল দক্ষিণ পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় সম্মিলিতভাবে সৈন্য পরিচালনায় প্রধান সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। মেজ জেনারেল জি এইচ ব্রেট সহকারী প্রধান সেনাপতি হইলেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এশিয়াস্থিত নৌবাহিনীর সেনাপতি এডমিরাল হার্ট জেনারেল ওয়াভেলের অধীনে উক্ত এলাকায় সম্মিলিত নৌবাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিলেন।

সিঙ্গাপুরের বৃটিশ প্রধান সেনাপতি জেনারেল স্যার হেনরী পাওনাল জেনারেল ওয়াভেলের চীফ-অফ ষ্টাফ হইবেন। জেনারেল ওয়াভেল শীঘ্রই প্রধান সেনাপতি পদ গ্রহণ করিবেন।

উত্তর-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর এলাকা বলিতে সিঙ্গাপুর, মালয়, ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে বুঝাইবে।

চীনের রণাঙ্গনে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিচালনায় মার্শাল চিয়াং কাইসেক সম্মিলিত জাতিসমূহের স্থল ও বিমান-বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ করিবেন।

ব্রহ্ম রাজপরিবারের ভাতা

ব্রহ্মের ভূতপূর্ব্ব রাজ-পরিবারের লোকজনের পেন্সন-সম্পর্কে বর্ত্তমান বৎসর যে অর্ডিনান্সে জারী হইয়াছিল, তাহা স্থায়িভাবে আইনে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্ম আইন সভার আগামী বৈঠকে এক বিল আনয়ন করা হইবে।

প্রস্তাবিত আইনের সর্ত্ত অনুযায়ী কেবলমাত্র রাজপরিবারের বংশানুক্রমে পুত্রসন্তানের ধারাকেই গণ্য করা হইবে, বিশেষ ক্ষেত্রে এই বিধান পরিবর্ত্তন করা চলিবে। ব্রহ্মরাজের প্রধানা মহিষী ব্যতীত অন্যান্য মহিষীদের পুত্রসন্তানেরা অর্দ্ধেক পেন্সন পাইবেন। কেবলমাত্র যাঁহারা ১৯৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নামই দানপ্রাপক তালিকায় স্থান পাইবে।

১৯৪০ সালের মে মাসে ব্রহ্ম দেশের পলিটিক্যাল পেন্সনস আইন কার্য্যকরী হয়। অতঃপর দেখা যায়, পূর্ব্বে যে স্থলে মাসে আধুনিক ৫ হাজার টাকা পেন্সন দেওয়া হইত, এই আইন প্রবর্ত্তনের পর পেন্সনের পরিমাণ সে স্থলে ৯ লক্ষ ৭০ হাজার ৮৭৫৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে। এই বিপুল ব্যয় নিয়ন্ত্রণ উদ্দেশ্যে ব্রহ্ম সরকার অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছিলেন। প্রস্তাবিত বিল স্থায়িভাবে এই পেন্সন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থায় পরিকল্পিত হইয়াছে।

জাপানীদের দ্বীপ-অবতরণ কৌশল

গত ৩রা জানুয়ারী সিঙ্গাপুর-বেতারে ঘোষিত হইয়াছে যে, নিউইয়র্কের সংবাদানুসারে জাপানীগণ কোন দ্বীপে অবতরণ করার সময় ৪টি বিমানবাহী জাহাজ এবং বিমান ঘাঁটি বহন যোগ্য জাহাজ ব্যবহার করিতেছে। সাধারণতঃ বড় ধরণের যে সকল বিমানবাহী জাহাজ ব্যবহৃত হয়, এগুলি তদতিরিক্ত কাজে লাগান হইয়া থাকে।

ওয়াশিংটনে ষ্ট্যালিনের আগমন সম্ভাবনা

গত ২রা জানুয়ারী মিঃ ষ্ট্যালিন আলোচনার জন্য ওয়াশিংটনে আসিতেছেন, এই সংবাদের উল্লেখ করিয়া সাংবাদিক সম্মেলনে সংবাদদাতারা "আবার ষ্ট্যালিনের গল্প উঠিয়াছে" এই কথা বলিলে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ঈষৎ হাস্য সহকারে আভাষ দেন যে, এরূপ সংবাদের কোন ভিত্তি নাই।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক-মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ৭ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫; ২৫শে পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ৯ই জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, শুক্রবার { ২৫৮তম সংখ্যা

সত্যানুকল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৭ মাধব, নিধি গর্ভোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

—::•::—

শ্রীভগবানের দয়ার অভাব বা দয়া-বিতরণে কুণ্ঠা নাই। তাঁহার দয়া গ্রহণ করিবার জন্য আমাদের ইচ্ছা হইলেই হইল। যদি তাঁহার কৃপালাভের বা কৃপাবরণের ইচ্ছা না হয়, তাহা হইলে সেখানে হতাশা অনিবার্য্য। যেখানে কৃপা-ভিক্ষার ইচ্ছা নাই, সেইখানেই হতাশা। এই ইচ্ছা কম থাকিলে হইবে না, ইহা তীব্র হইতে তীব্রতর হওয়া দরকার। চিত্তবৃত্তি যদি শ্রদ্ধা-শরণাগতিময় না হয়, তাহা হইলে সব গোলমাল হইয়া যাইবে। কৃপা বিশেষ আবশ্যক। যেখানে চেতনের স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার, সেখানে জগৎ-ভ্রমণ, আর যেখানে সদ্ব্যবহার, সেইখানেই ভক্তি। গুরু দয়া করিবেন, আর আমি তাহা গ্রহণ করিব। তাঁহার দিক্ হইতে দয়া, আর আমাদের দিক্ হইতে ভক্তি বা দাস্য। নিত্যগুরুদাস-অভিমান হইলেই মঙ্গল হয়। নিজেকে শ্রীগুরুর কিঙ্করবুদ্ধি না হইলে সুবিধা হইবে না? 'আমি শ্রীগুরুদেবের জন বা ভৃত্য, ইহা জানিতেই হইবে। 'আমি সাধুগুরুর কথা ছাড়া আর কাহারও কথা শুনিব না, কাহাকেও বিশ্বাস করিব না', —এইরূপ দৃঢ়তা যদি না আসে এবং হৃদয়-দৌর্ব্বল্যবশতঃ যদি মনোধর্ম্মী নিজেকে ও বিশ্বকে বিশ্বাস করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঠকিতে হইবে।

ব্রহ্মাণ্ডে সেবানন্দ নাই; এখানে জড়ানন্দ, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মানন্দ, আর বৈকুণ্ঠে সেবানন্দ। যেখানে কুণ্ঠাধর্ম্ম আছে, সেখানে সেবানন্দ নাই। সেবক বৈকুণ্ঠবাসী। সেবা বৈকুণ্ঠে থাকেন, সেবককেও সেখানে যাইতে হইবে। যাঁহার বৈকুণ্ঠ-প্রতীতি আছে, তিনিই শুদ্ধ সেবা করিতে পারেন। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের নিকট যাইবার জন্য খুব ব্যগ্র হইতে হইবে। আমাদের ব্যগ্রতা দেখিলে তাঁহাদের কৃপা হইবে। স্বরূপ-শক্তির সহিত স্বরূপ-শক্তিমানের অর্থাৎ শ্রীগুরুর সহিত শ্রীগৌরের স্মৃতি যাঁহার যত বেশী, তাঁহার তত মঙ্গল হয়।

অভিনিবেশ, সরলতা ও দৃঢ়তা—এই তিনটী থাকিলে মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে। যাহার একটীও কম, তাহার সুবিধা হইবে না। এই তিনটীর যে-কোন একটী না থাকিলেই অসুবিধা। প্রকৃতির পার হইলে অশোক-রাজ্যে যাওয়া যায়। ব্রহ্মলোকই অশোক-রাজ্য। বিরজাও অশোক। অশোক-রাজ্যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়গ্রহণ বা ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ নাই। সেখানে বিষয়-পিপাসাও নাই। তথায় কোন রূপাদিও নাই। বৈকুণ্ঠই অভয়-রাজ্য। তথায় চিদ্‌বিলাস ও আনন্দ আছে। ব্রহ্মলোকে আশ্রয় নাই। অভয়-রাজ্যে মর্য্যাদা-জ্ঞান বেশী। ব্রজই অমৃতলোক। সেখানে ব্রজবাসিদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত খুব ঘরোয়া-ভাব।

নিজসুখবাঞ্ছা যাঁহার নাই, তিনিই অকিঞ্চন। শুদ্ধ জীবমাত্রই অকিঞ্চন, ইহা তাঁহাদের সত্তা। কিঞ্চনতা বা সকিঞ্চনতা জিনিষটী স্বসুখ-বাসনা। বৈকুণ্ঠে কিঞ্চনতা নাই, সেখানে সকলেই অকিঞ্চন। ভগবান্ বিষ্ণুর কৃপাকটাক্ষ হইলেই সেবার সুযোগ লাভ হয়। এ জগৎ ছাড়িতেই হইবে; সুতরাং জীবন থাকিতে থাকিতে ভগবদ্দর্শনের জন্য ব্যগ্র হওয়া উচিত। কেবল মুখে সেবক-অভিমান করিলে চলিবে না, সেবা কতটা হইতেছে, চিত্ত কতটা গুরুকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে, আশা আছে না নাই, তাহা সর্ব্বক্ষণ দেখিতে হইবে। এই আশাই দরকার, কৃষ্ণকে পাইবার আশা যেখানে নাই, সেখানে সর্ব্বনাশ। এইজন্য যাহাতে আশা বাড়ে, তজ্জন্য সাধন করিতে হইবে।

শরণাগতি না থাকিলে সাধুসঙ্গ হইবে না। কপাল ভাল হইলে সাধু-গুরুতে শ্রদ্ধা হয়। বদ্ধজীব কখনও একাকী থাকিবে না, একা থাকিলেই বিপদ্। একা থাকিলে দুষ্ট মনের সঙ্গে অসৎসঙ্গ হইবে। সর্ব্বক্ষণ সৎসঙ্গে থাকা দরকার; অন্তরে গলদ থাকিলে সাধুগুরুর নিকট যাওয়া যায় না, যেখানে সঙ্কোচ, সেখানে পরভাব আপন-জ্ঞানের অভাব। সাধুর সঙ্গ হইতে—সাধু-গুরুর নিকট হইতে যাঁহারা তফাৎ বা দূরে থাকিতে চান, সুযোগ পাইয়াও তাহা প্রত্যাখ্যান করেন, তাঁহাদের অন্তরে অন্যাভিলাষ প্রবেশ করিয়াছে। দুর্ব্বল আমরা মনকে নিজে নিজে শাসন করিতে পারি না। সাধু বা শাস্ত্রই তাহাকে শাসন করেন। কিন্তু আমরা যদি তাঁহাদের সঙ্গ ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলে কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে? যেখানে সাধুর প্রতি অবহেলা, সেখানে নিশ্চয়ই অসতের প্রতি আদর আছে অথবা অসৎ দেহাদির প্রতি আসক্তি হইয়াছে। সাধুসঙ্গ বাদ দিলে অনর্থযুক্ত মনের সঙ্গ হইবেই। সকল সময় উন্নত অধিকারীর সাক্ষাৎ-সঙ্গ না পাওয়া গেলে তাঁহাদের বাণীর সঙ্গ করিতে হইবে। তাঁহাদের বাণীর মধ্যেই তাঁহাদের সঙ্গ পাওয়া যাইবে।

চেতনই চেতনক চিনিতে পারে ও চিনাইতে পারে। দেবতা হইতেও শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বৈষ্ণবদাস হইতে হইবে, তবেই বৈষ্ণবকে চেনা যাইবে। দেবতাগণ ব্রহ্মাণ্ডে থাকিতে চান, তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিতে চান না। কিন্তু শুদ্ধভক্ত ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করেন। তাঁহার ফলকামনা নাই। দেবতাগণ ফলকামী। কিন্তু যে দেবতা ফলকামী নন, যিনি বিষ্ণুর সেবা করেন, তিনি বৈষ্ণব। 'প্রভু আমার, আমি প্রভুর,'—এই সম্বন্ধটী দৃঢ় হইলে মঙ্গল হইবেই।

যেখানে এরূপ দৃঢ়তা, সেইখানেই শ্রীকৃষ্ণের দিকে গতি। যেখানে সম্বন্ধ নাই সেখানে গতিও নাই। সম্বন্ধ ঠিক না হইলে কিছুই হয় না। আগুন জল হইয়া যায়, বিষ নিবিষ হয়—যদি সম্বন্ধ ঠিক্ থাকে। যাহার সংসারের প্রতি টান আছে, তাহার যেমন সংসারের কথা শুনিতে ভাল লাগে, সেইরূপ হরিকথা ও হরিনামে যাঁহার টান হইয়াছে, তাঁহার হরিকথা শুনিতে ভাল লাগিবেই। যেখানে হরিকথায় রুচি বা টান নাই, হরিকথা ভাল লাগে না, ঘুম আসে, সেখানে কপাল খুব মন্দ জানিতে হইবে। শ্রীহরিকথা-রূপী শ্রীহরি যখন আমাকে কৃপা ও উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে আগমন করেন, তখন আমি যদি উদাসীন বা অন্য-মনস্ক হই অর্থাৎ আমার নিদ্রা আসে, তাহা হইলে আমি যে কৃপা চাই না বা আমি কৃপোন্মুখ বা সেবোন্মুখ নহি, ইহাই কি প্রমাণিত হয় না? কৃপণ ও লম্পটের কি কনক ও কামিনী দেখিয়া ঘুম আসে? ভোগীর ভোগের সময় ত' ঘুম পায় না, কিন্তু সেবকের সেবা অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির সময় ঘুম আসে কেন? এ সব বিষয়ে খুব সাবধান

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে

হওয়া দরকার। সময় থাকিতে সাবধান না হইলে সেবার পরিবর্ত্তে ভোগ্যবস্তুই লাভ হইবে—আমি যাহা চাই, আমার ভাগ্যে তাহাই মিলিবে।

প্রকৃতি-কবলিত জীব

——::•::——

শ্রীভগবান্ শ্রীঅর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন,—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

ভগবৎস্বরূপ নিত্য, সেই শক্তিমান্ ভগবানের শক্তির দুইপ্রকার পরিচয় আছে। সেই শক্তির একটি পরিচয়ের নাম 'বহিরঙ্গা' বা 'মায়াশক্তি'। জড়-জননী বলিয়া তাঁহাকে 'অপরা শক্তি'ও বলা যায়। ভগবানের এই অপরা বা জড়সম্বন্ধিনী শক্তির মধ্যে আটটী তত্ত্ব-সংখ্যা লক্ষিত হয়। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ—এই পাঁচটি মহাভূত ও শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই পাঁচটি তন্মাত্র,—এইপ্রকার দশটি তত্ত্ব এবং অহঙ্কার ও তাহার কার্য্যভূত একাদশ ইন্দ্রিয়, 'বুদ্ধি'-শব্দে মহত্তত্ত্ব এবং 'মনঃ' শব্দে প্রধান,—এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, এই সমুদয়ই ভগবানের বহিরঙ্গ-শক্তিগত। এতদ্ব্যতীত ভগবানের অপর একটি তটস্থা শক্তি আছে—যাহাকে 'পরা প্রকৃতি' বলা যায়। সেই প্রকৃতি—চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা। সেই শক্তি হইতে সমস্ত জীব নিঃসৃত হইয়া এই জড়জগৎকে ভোগ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে। ভগবানের অন্তরঙ্গ শক্তি-নিঃসৃত চিজ্জগৎ ও বহিরঙ্গ-শক্তি-নিঃসৃত জড়জগৎ—উভয় জগতের উপযোগী বলিয়া জীবশক্তিকে 'তটস্থশক্তি' বলা হয়।

বাস্তব বস্তু জীব, শ্রীভগবানের পরা বা শ্রেষ্ঠা প্রকৃতি-পরিণত। এই জীব নিত্য, শুদ্ধ ও সনাতন। শ্রীভগবান্ নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়। তাহার অংশ বলিয়া জীবও চিন্ময় এবং তাহার স্বাতন্ত্র্যও কিছু আছে।

কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ।

অর্থাৎ একটি কেশাগ্রকে শতভাগ করিয়া পুনরায় তাহার এক অংশকে শতভাগ করিলে, তাহার যে পরিমাণ হয়, সেইরূপ শ্রীভগবানের সহিত তুলনায় জীবের সূক্ষ্মত্ব। সুতরাং শ্রীভগবানের স্বেচ্ছাময়ত্বের তুলনায় তাহার স্বেচ্ছাময়ত্বও তদ্রূপ। এইরূপ সূক্ষ্মতা-প্রযুক্ত জীব শ্রীভগবানের মায়াদ্বারা বশযোগ্য। সেই জীব যখন শুদ্ধস্বরূপে অবস্থান করে, তখন সে নিত্যকাল শ্রীভগবানের সহিত বৈকুণ্ঠে বাস করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যখন সে তাহার ক্ষুদ্র স্বেচ্ছাময়ত্বের অপব্যবহার করিয়া শ্রীভগবান্‌কে ছাড়িয়া 'আমি ভোক্তা'—এই বুদ্ধি করিয়া শ্রীভগবানের গুণময়ী মায়ার প্রতি নিরীক্ষণ করে, তখনই তাঁহার দৈবী মায়া অর্থাৎ শ্রীভগবানের উপরি উক্ত অষ্টপ্রকার মায়িক প্রকৃতি, যথা,—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

"কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তা'রে জাপটিয়া ধরে॥"

মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মক একটি সূক্ষ্ম আবরণ—যাহাকে লিঙ্গদেহ বলে, তৎপরে ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোমাত্মক একটি স্থূল আবরণ—যাহাকে জড়দেহ বলে, এই দুইপ্রকার দেহদ্বারা সেই জীবস্বরূপটি আচ্ছাদিত হইয়া যায় এবং সেই জীব এই মায়িক জগতে আসিয়া ভোগসুখপ্রাপ্তির লালসায় ইতস্ততঃ ধাবিত হয়।

'আমি সিদ্ধ কৃষ্ণ দাস,'—এই কথা ভুলে'।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট-ক্ষুদ্র।
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু॥

প্রথমতঃ জীব এই জড়ীয় স্থূল দেহে 'আমি'-বুদ্ধি করে,—মনে করে 'আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি বৈশ্য, আমি শূদ্র, আমি অন্ত্যজ, আমি ব্রহ্মচারী, আমি গৃহস্থ, আমি বানপ্রস্থ, আমি সন্ন্যাসী, আমি পশু, আমি পক্ষী, আমি কীট, আমি পতঙ্গ, আমি পণ্ডিত, আমি ধনী, আমি মানী, আমি দরিদ্র, আমি কাঙ্গাল,' ইত্যাদি—ইহাই হইল অহঙ্কার।

দ্বিতীয়তঃ সে মনের দ্বারা সংকল্প করে,—'রাজা হইলে, ধনী হইলে, মানী হইলে বা কামিনী পাইলে আমার বেশ সুখ হইবে' অথবা 'রাজা না হইলে, ধনী না হইলে, মানী না হইলে বা কামিনীর অভাব হইলে আমার দুঃখ হইবে'—এইরূপ বিকল্প করিতে থাকে। এইপ্রকার সংকল্প ও বিকল্পই মনের ক্রিয়া।

তৃতীয়তঃ সে বুদ্ধির দ্বারা ঐসমস্তের প্রাপ্তি বা ত্যাগের উপায় উদ্ভাবন অথবা 'ইহার দ্বারা এইজন্য আমার সুখলাভের সম্ভাবনা নাই, উহার দ্বারা ঐকারণে আমার লাভের সম্ভাবনা কম, সুতরাং ঐ তৃতীয়টীর দ্বারা এই কারণে আমার যথেষ্ট লাভ ও সুখ হইবে',—এইরূপ নানাপ্রকার বিচার করিয়া থাকে। ইহাই হইল বুদ্ধির ক্রিয়া।

এইরূপে সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহের কার্য্য সম্পন্ন হইলে জীব বাহ্য স্থূলদেহকে চালিত করিয়া নানারূপ দেহসুখ বা জড়েন্দ্রিয়তৃপ্তিলাভের জন্য সর্ব্বদা মতিচ্ছন্নের ন্যায় রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়।

পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥

কিন্তু হায়! দুর্ভাগা জীব বুঝে না যে, এই জগৎ মায়িক বা অনিত্য। এখানে নিত্য সুখ—নিত্য আনন্দ বলিয়া কোনও জিনিষ নাই, যাহা আছে, তাহা ক্ষণিক এবং পরে নিরানন্দই আনয়ন করে। বদ্ধ জীব এই নিরানন্দকে নিত্যানন্দজ্ঞানে ধাবিত হয় বলিয়া সাধুগণ ইহাকে 'মায়া-মরীচিকা'-আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তৃষ্ণার্ত্ত মৃগ যেরূপ জলপানের ইচ্ছায় মরীচিকা দেখিয়া জলভ্রমে তাহা পান করিতে ধাবিত হয়, কিন্তু জলপান দূরে থাকুক, ছুটিতে ছুটিতে তাহার পিপাসাই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, জল আর মিলে না, সেইরূপ মায়ামুগ্ধ জীব মায়া-মরীচিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সুখলাভের ইচ্ছায় অনবরত ছুটিতে থাকে এবং অবশেষে ঐ তৃষ্ণার্ত্ত হরিণের দশাই প্রাপ্ত হয়। কখন সে মনে করে, 'জগতে এই জিনিষটি আমাকে সুখ প্রদান করিবে', আবার কখনও মনে করে, 'ইহা হইতে সুখ না পাওয়া গেলেও ঐ জিনিষটি আমাকে নিশ্চয়ই সুখ দিবে'। সুখের আশায় এইরূপ এক ছাড়িয়া আর এক ভোগ করিতে দৌড়ায়, কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তি পায় না। কারণ, এই মায়িক জগৎ জীবের নিত্যস্থান নয়। তজ্জন্য জীবের তৃপ্তির বস্তু এ জগতে নাই। যেরূপ পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী স্বর্ণ পিঞ্জর বা নানাপ্রকার সুস্বাদু আহার্য্য পাইলেও বন ব্যতীত তৃপ্তি পায় না, সেইরূপ মায়াবদ্ধ জীবকে নানাপ্রকার জড়ীয় ঐশ্বর্য্য তৃপ্তি প্রদান করিতে পারে না। যেমন, প্রবাসী ব্যক্তি বিদেশে নানাপ্রকার মনোহর দ্রব্য পাইলেও স্বগৃহ-অভাবে কিছুতেই সুখ লাভ করে না, সেইরূপ জীব এই মায়িক জগতে প্রবাসী হইয়া শান্তির বিষয় অহর্নিশ খুঁজিয়া বেড়ায় বটে, কিন্তু শান্তি পায় না, আবার মায়িক সুখ লাভ করিলেও তাহাতে তাহার তৃপ্তি হয় না।

প্রকৃতি কবলিত জীব এই জগতে নানা-যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিতাপে নিরন্তর দগ্ধ হইতে থাকে।

জীব এই স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহ নয়। জীব এতদতিরিক্ত একটি ভিন্ন বস্তু। আমরা কথায়ও বলিয়া থাকি, 'আমার দেহ, আমার মন। সুতরাং 'আমি' বস্তুটি এই দেহও নহি বা মনও নহি। 'আমি'-বস্তুটি আত্মা—আত্মাই জীব। সেই জীবের একটি নিত্য স্বভাব আছে, তাহাই তাহার নিত্য ধর্ম্ম। জলের যেমন শৈত্যের সংস্পর্শে কাঠিন্যধর্ম্ম উপস্থিত হয়, সেইরূপ জীবের মায়ার সঙ্গলাভ হইলে তাহার নিত্যস্বরূপের ধর্ম্ম বিকৃত হইয়া পড়ে।

স্বরূপার্থৈর্হীনান্নিজসুখপরান্ কৃষ্ণবিমুখান্
হরের্মায়াদণ্ড্যান্ গুণনিগড়জালৈঃ কলয়তি।
তথা স্থূলৈর্লিঙ্গৈর্দ্বিবিধাবরণৈঃ ক্লেশনিকরৈ-
র্মহাকর্ম্মালানৈর্নয়তি পতিতান্ স্বর্গ-নিরয়ৌ॥

অর্থাৎ স্বরূপতঃ জীব কৃষ্ণানুগত দাস। সেই স্বরূপবিস্মৃত, নিজ সুখপর, কৃষ্ণবিমুখ, দণ্ড্য, পতিত জীবসকলকে শ্রীহরির মায়াশক্তি মায়িক সত্ত্বরজস্তমো গুণ-নিগড়সমূহ-দ্বারা কবলিত করেন। মায়া স্থূল ও লিঙ্গদেহরূপ দ্বিবিধ আবরণ ও ক্লেশসমূহপরিপূর্ণ কর্ম্মবন্ধনের দ্বারা তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া স্বর্গ ও নরকে লইয়া বেড়ান। তাহাদের উদ্ধারের উপায় মহাজন এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

যদা ভ্রামং ভ্রামং হরিরসগলদ্বৈষ্ণবজনং
কদাচিৎ সংপশ্যংস্তদনুগমনে স্যাদ্রুচিযুতঃ।
তদা কৃষ্ণাবৃত্ত্যা ত্যজতি শনকৈর্মায়িকদশাং
স্বরূপং বিভ্রাণো বিমলরস-ভোগং স কুরুতে॥

উচ্চাবচ যোনিসমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন হরিরসবিগলিত বৈষ্ণবের দর্শন হয়, তখন যদি মায়াবদ্ধ জীবের বৈষ্ণবানুগমনে রুচি জন্মিয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার কৃষ্ণনামাদির আবৃত্তি-ক্রমে অল্পে অল্পে মায়িক দশা দূর হইতে থাকে। জীব তখন ক্রমশঃ স্ব-স্বরূপ লাভ করত বিমল কৃষ্ণসেবারস ভোগ করিবার যোগ্য হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::•::——

জগতে যা' কিছু আমার ভোগের চক্ষে সুন্দর—ভালো, সেগুলি সব বড়শী। যে ভোগী হ'বে, সে বঞ্চিত হ'বে—বিদ্ধ হ'বে। খা'বো-দা'বো, নরকে যা'বো—এইরূপ বুদ্ধি-বিচার সমস্ত মানবজাতিকে গ্রাস ক'রেছে—এর চেয়ে আর লজ্জার কথা কি! এই বুদ্ধির হাত হ'তে রক্ষা ক'র্‌বার জন্যে sugar coating দিয়ে quinine খাওয়াবার ন্যায় গৌরসুন্দর ব্যবস্থা ক'রেছেন। ইতর ব্যোমের অসৎ-শব্দ মানুষকে সর্ব্বদা ইতর-বিষয়ে টেনে নিচ্ছে—এই শব্দটাই যত গোলমাল ক'র্চ্ছে। মানুষ এই শব্দে আকৃষ্ট হ'য়ে মৃগের ন্যায় মায়াবী ব্যাধের বাণে বিদ্ধ হ'চ্ছে। তাই শ্রীগৌরসুন্দর হরিকথার সঙ্গে তাল-মান-লয় সংযোগ ক'রে জিলেটিং দিয়ে কুইনাইন খাওয়াবার ব্যবস্থা ক'র্লেন। তৌর্য্যত্রিক—যাহা পাপের আকর—মহাপাপিষ্ঠদের কার্য্য, তাহা কামদেবের সেবায় নিযুক্ত না হ'লে বিষ উদ্গীরণ ক'র্‌বেই ক'র্‌বে।

কপটতা ও দুর্ব্বলতা আলাদা জিনিষ। কপটতারহিত ব্যক্তিরই মঙ্গল হয়। আচার্য্যকে ঠ'কাব—বৈদ্যের চোখে ধূলি দে'বো—আমার অসৎপ্রবৃত্তি-কালসাপকে কপটতার কোটরে লুকিয়ে রেখে দুধ-কলা দিয়ে পু'ষ্‌ব—লোককে জা'ন্‌তে দে'বো না—লোকের কাছে 'সাধু' বলে প্রতিষ্ঠা নে'বো—এসকল বুদ্ধি দুর্ব্বলতামাত্র নহে, কিন্তু ভীষণ কপটতা; এ'দের কোন কালেই মঙ্গল হয় না। মঙ্গলের পথটাকে যা'রা প্রথমমুখেই রুদ্ধ ক'রেছে, তা'দের মঙ্গল হ'বে না। সাধুদের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হ'তে—নিষ্কপট হওয়ার প্রবৃত্তি নিয়ে, বিনীতভাবে সাধুদের শ্রীমুখ-বিগলিত

কথা শু'নতে শু'নতে ক্রমপথে মঙ্গল হয়। যদি আমরা লোক-দেখান সাধুসঙ্গ করি, তা'হ'লে আমাদের অসৎ-প্রবৃত্তিই দিন-দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'তে থা'কবে। গৌরসুন্দর যে আদর্শ দে'খিয়েছেন, তা'তে কপটতার স্থান নাই। লক্ষ-লক্ষ জন্ম যদি আমাদের দুর্ব্বলতা থাকে, তা'তে বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু একবার যদি কপটতা আশ্রয় করি, সাধুর বেশ, সাধুর নাম নিয়ে সীতাহরণের প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হই, তা'হলে অসুবিধা-সর্পিণীকে চিরতরে গলায় জড়িয়ে ফে'ল্লাম। পশু,পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি—লক্ষ-লক্ষ যোনিতে থাকা ভাল,তথাপি কপটতা আশ্রয় করা ভাল নয়। কপটের প্রতি কখনও গৌরসুন্দরের কৃপা হয় না।

প্রত্যেক মানুষের 'ধীর' হওয়া আবশ্যক—প্রাকৃত চাঞ্চল্য যাহাতে না আসে, সে বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। শ্রেয়ঃ যাহাতে লাভ হয়, মরণের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জগতের সমস্ত কথা ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র তাহাই ক'র্‌ব—এইরূপ বিচারবিশিষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

অবৈষ্ণবধর্ম্ম-গ্রহণকারীর মঙ্গল নাই। সর্ব্ববিধ মঙ্গল—বৈষ্ণবের পাদপদ্মাশ্রয়কারীর হস্তামলক। অবৈষ্ণব জন্ম-মরণ-মালা গলায় ধারণ করিয়াছে। হরিপরায়ণগণের কখনও মাতৃকুক্ষিতে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। বৈষ্ণবের কথা দূরে থাকুক, যাঁহার বৈষ্ণবের অলৌকিক অসামান্য শ্রীপাদপদ্মদর্শনের সুযোগ হইয়াছে, তাঁহারও পুনর্জ্জন্ম নাই।

'গুরু' যে-সে ব্যক্তি নহেন। ২৪ঘণ্টার মধ্যে ভগবানের ২৪ঘণ্টারই উপাসক ছাড়া কেহই 'গুরু' নহেন। সাজান ব্যক্তি গুরু নহে। প্রকৃত-প্রস্তাবে যদি কেহ শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র অনুশীলন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র আলোচনা করেন, তবে তিনি মায়া হইতে অবশ্যই উদ্ধার পাইবেন। শ্রীচৈতন্য-দেবের চরিত্র আলোচনা ব্যতীত জড়তা যায় না, চৈতন্য হয় না।

আমরা তাদৃশ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিব, যিনি শতকরা শতভাগই ভগবানের সেবায় নিযুক্ত আছেন। নতুবা আমি ত' তাঁহার আদর্শে শতকরা শতভাগ হরিসেবায় রত হইব না। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'কারও বলিয়া-ছেন,—

"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥

যিনি 'ভাগবত-ব্যাখ্যাতা' হইবেন, তাঁহার নিজের 'ভাগবত' হওয়া চাই। অর্থের লোভ, প্রতিষ্ঠার লোভ বা কোনরূপ পশ্চাৎটান থাকিলে তিনি লোকচিত্তরঞ্জক ভাগবত-পাঠক হইয়াও 'ভাগবত' হইতে বহু দূরে। তাঁহার মুখে ভাগবত শ্রবণ করিয়া ভাগবতের বাস্তব-সত্যের প্রতি লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে না।

লোকের কাছে 'নিরপেক্ষ সত্য' বলিলে পাছে উহা লোকের অপ্রিয় হয়,—এই ভয়ে, আমি যদি সত্য কথা কীর্ত্তন পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে ত' আমি শ্রৌত-পন্থা পরিত্যাগ করিয়া অশ্রৌত-পন্থা গ্রহণ করিলাম, আমি অবৈদিক - নাস্তিক হইলাম - সত্যস্বরূপ ভগবানে আমার বিশ্বাস নাই— ইহাই প্রমাণিত হইল।

যিনি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করেন, তাঁ'রই মায়া হ'তে উদ্ধার লাভ হয়। জীবের অন্য কোনও কৃত্য নাই—কৃষ্ণারাধনা ব্যতীত, অন্য কোনও উপাস্য বস্তু নাই—কৃষ্ণনাম ব্যতীত।

'শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-পরিচর্য্যা ব্যতীত অন্য কোনও কৃত্য নাই'—আত্মার যখন ইহা উপলব্ধির বিষয় হয়, 'ভগবানের পাদপদ্ম-সেবাই একমাত্র ধর্ম্ম—সর্ব্বজীবের ধর্ম্ম—সর্ব্বকালের ধর্ম্ম'—ইহা যখন উপলব্ধির বিষয় হয়, তখন দুষ্ট মন কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার মোহে আচ্ছন্ন হ'য়ে তাণ্ডবনৃত্য দেখায় না।

ব্যাসের আনুগত্য ব্যতীত আমরা অন্য কথার মধ্যে থা'কবো না। যে স্মৃতিতে বিষ্ণুভক্তির বাধা হ'চ্ছে, সেরূপ স্মৃতিকে আমরা গঙ্গাজলে নিক্ষেপ ক'র্‌বো। স্মার্ত্তের অনুগমন ক'র্‌লে বিষ্ণুসেবা হয় না।

যখন আত্মা হরিসেবা করে, তখন আত্মার হরিসেবাধর্ম্মক্রমে মন ও দেহও হরিসেবা ক'র্‌তে বাধ্য হয়। যখন 'নামাভাস' হয়, তখন জীব এই জগৎ হ'তে মুক্ত হয়। নামাপরাধ-দ্বারা ধর্ম্মার্থকাম লাভ হয়, কখনও বা অধর্ম্ম, অনর্থ ও কামনার অতৃপ্তিও লাভ হয়।

ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী মায়াদেবী জীবকে জাগতিক নশ্বর অভাব-অসুবিধার হাত হইতে কিছুকালের জন্য রক্ষা করেন, আর মহামায়ার মূল স্বরূপা যোগমায়া জীবকুলকে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি-শ্রবণে যোগ্যতা দিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়া মহাপ্রেম প্রদান করেন। মহামায়াদেবী বাসনাযুক্ত বিদ্ধ শাক্তসমূহকে প্রার্থিত ফলদান করেন, আর যোগমায়াদেবী শুদ্ধ শাক্তগণকে সুনির্ম্মল ভাব-বিশিষ্ট করাইয়া রাসস্থলীতে কামদেবের সেবায় নিযুক্ত করেন। যাঁহাদের জগৎ-ভোগের প্রবৃত্তি নাই, অন্যাভিলাষ, জ্ঞান-কর্ম্মাদির বাসনা নাই,তাঁহারাই চিৎকর্ণে সেই অপ্রাকৃত বংশীধ্বনি শুনিতে পারেন,—যোগমায়ার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইতে পারেন। যোগমায়া উন্মুখপালনী চিৎশক্তি, আর মহামায়া—যাঁহার উপাসনা জগতে প্রচলিত, তিনি বিমুখমোহিনী অচিৎশক্তি বা মায়াশক্তি। শুদ্ধ শাক্তগণ চিচ্ছক্তির উপাসক। যোগমায়া নিষ্কিঞ্চনগণকে বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট করাইয়া কামদেবের সেবায় নিযুক্ত করেন॥

পতিতপাবন বৈষ্ণব ব্যতীত ইহজগতে আমার পবিত্রতাকারক আর কেহই নাই।

এখানে একজনের সহিত আর একজনের ঈর্ষামূলে প্রতিযোগিতা চলে—একজন অপরকে নিজাপেক্ষা নীচ, ক্ষুদ্র, দরিদ্র, মূর্খ, কুৎসিৎ ইত্যাদি রূপে দর্শন করে, কিন্তু বৈষ্ণবঠাকুর সেরূপ নহেন। আমি পতিত, কৃষ্ণ ভুলিয়া বিষয়ভোগে প্রমত্ত,—চক্ষু আমার পরম শত্রু, সে সর্ব্বক্ষণ রূপজ মোহে প্রমত্ত, কর্ণ নিজের প্রশংসা শুনিতে ব্যস্ত. রসনা সুস্বাদু দ্রব্য-সংগ্রহে, নাসিকা সুগন্ধ-গ্রহণে, ত্বক্ কোমল বস্তুর স্পর্শে এবং মন বিষয় চিন্তায় মত্ত—আমি সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্ বহির্ম্মুখ হইয়া আছি, আমি আমার বর্ত্তমান অবস্থা যখন বিচার করি, তখন দেখি যে, আমি উর্দ্ধে ছিলাম, অধঃপতিত হইয়াছি, নারকী আমি, পাপিষ্ঠ আমি—এ হেন জীবকে তিনি উদ্ধার করিতে ব্যস্ত। জীবে দয়া ব্যতীত তাঁহার অন্য কার্য্য নাই। তাঁহার আশ্রয় ছাড়া আমার আর কর্ত্তব্য নাই—তাঁহার আশ্রয় ছাড়া আমার আর গতি নাই।

বৈষ্ণবগণ বাঞ্ছাকল্পতরু। জগতে কল্পবৃক্ষ যেমন প্রার্থীর প্রার্থনানুযায়ী ফল দান করে, সেইরূপ অপার্থিব বৈষ্ণব ঠাকুরের নিকট যাহা প্রার্থনা করা যায়, তিনি তাহা পূরণ করেন। তবে প্রাকৃত জগতে কল্পবৃক্ষ অস্থায়ী আগতিক ফল দান করে, আর বৈষ্ণব ঠাকুরের কৃপা অখণ্ড পরম ফল বা নিত্য প্রয়োজন দান করেন। বৈষ্ণব ঠাকুর কৃপার সমুদ্র। তিনি সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে দয়া করেন। তাঁহার ভাণ্ডার অল্প নহে, সে ভাণ্ডারে অভাব হয় না। প্রাকৃত জগতে সমুদ্রের শুকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও বৈষ্ণবের কৃপা-ভাণ্ডার কখনও শূন্য হয় না।

পরিকর-বিশিষ্ট শ্রীগৌরসুন্দরই আমাদের পূজার সামগ্রী। পরিকর বাদ দিয়ে গৌর-সুন্দরের পূজা হয় না। বৈষ্ণবের পূজা ব্যতীত জীবের মঙ্গলের আর দ্বিতীয় রাস্তা নাই। বৈষ্ণবের অনুকরণদ্বারা জীবের মঙ্গল হয় না—'অনুসরণ' দ্বারাই মঙ্গল হয়। কৃষ্ণের অনুকরণ জীবের পক্ষে সম্ভবপর নয়। কৃষ্ণের অনুকরণ ক'র্‌তে গিয়ে আউল-বাউলাদি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হ'য়েছে—মায়া-বাদের সৃষ্টি হ'য়েছে—শুদ্ধাদ্বৈতবাদের নামে বিদ্ধাদ্বৈত বা কেবলাদ্বৈতবাদের সৃষ্টি হ'য়েছে।

শ্রীগৌরসুন্দরের অন্য উপদেশ নাই—বৈষ্ণবের অন্য কোন কৃত্য নাই—ভগবান্‌কে ডাকা ছাড়া অন্য কোনও কথা নাই। যাঁ'রা কৃষ্ণকে আহ্বান করেন, তাঁ'দের সেই কৃষ্ণকে ডাকাকার্য্যটা স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরের কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত নহে। কৃষ্ণের যে চিন্ময় শরীর—তাঁ'র সেবা ক'র্‌বার জন্যই তাঁরা কৃষ্ণকে ডাকেন।

শ্রীশ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

শ্রীমথুরা-গৌড়ীয়মঠে

গত ১৮ই পৌষ, ২রা জানুয়ারী, শুক্রবার পূর্ণিমাতিথিতে শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক-যাত্রা-দিবস পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপানির্দ্দেশ ও ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের উপস্থিতিতে শ্রীমথুরাগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীজিউর শ্রীবিগ্রহ প্রকট-মহোৎসব নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীপাদ শচীনন্দন ভক্তিপ্রমোদ প্রভু-প্রমুখ কতিপয় মঠসেবকসহ গত ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৪১) কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে রওনা হইয়া গত ১লা জানুয়ারী তারিখ তথায় উপস্থিত হন।

শ্রীবিগ্রহপ্রকটের অধিবাস-তিথিতে সন্ধ্যার পর শ্রীপাদ নেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিসুন্দর প্রভু ও পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু পঞ্চতত্ত্বনাম ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিবার পর শ্রীল তীর্থ মহারাজ 'শ্রীবিগ্রহপ্রাকট্যমাহাত্ম্য ও শুদ্ধভক্তের কর্ত্তব্য'-সম্বন্ধে বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

তৎপরদিবস উষঃকাল হইতে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনার পর শ্রীগুরুবৈষ্ণব, শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীরাধা-মাধবের কৃপাপ্রার্থনা ও মাহাত্ম্য-সূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। শ্রীল তীর্থ-গোস্বামী মহারাজ উপস্থিত ভক্তগণের নিকট অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিতে থাকেন। শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলা ১৭শ ও ১৮শ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিতবিগ্রহ বিপ্রলম্ভ-ভাবাঢ্য শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমথুরানগরীতে শুভবিজয় এবং শ্রীব্রজমণ্ডলের দ্বাদশ বন-ভ্রমণ-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। শ্রীপাদ নেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিসুন্দর প্রভু শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন করেন। শ্রীপাদ অপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু ও শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীবিগ্রহপ্রকটোপলক্ষে নৈবেদ্যাদি কার্য্য সম্পাদন করেন। বিচিত্র সেবোপকরণ-দ্বারা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর ভোগরাগ সম্পন্ন হইলে বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত মঠাশ্রিত ভক্তগণকে এবং মথুরাবাসী সুকৃতিমান্ শ্রদ্ধালু সজ্জনগণকে বিচিত্র শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরিত হয়।

উৎসবোপলক্ষে দিল্লী হইতে পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রমেয় ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবোকোবিদ্ প্রভু, শ্রীপাদ সত্যব্রত দাসাধিকারী প্রভু, সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত টি, আর, কৃষ্ণ পন্থুলু এবং ব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন মঠ হইতে বহু সেবক আগমন করিয়াছিলেন।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:।:০:।:-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫৲, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীপদ্মিনানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

প্রায় এক শতাব্দীর অভিজ্ঞতা

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ডাঃ বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

বিমান-আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায়

গত ৩রা জানুয়ারী "বিমান আক্রমণের ফলে কিরূপ বিপদ ঘটিতে পারে, তাহা জানা না থাকিলে নৈতিক শক্তি অটুট রাখা সম্ভবপর হইতে পারে না।" বৃটেনের নিরাপত্তা রক্ষা বিভাগের মন্ত্রী মিঃ হার্ব্বার্ট মরসিন লণ্ডনের এক সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে উক্তরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "বিমান আক্রমণের ফলে চারিদিকের সবকিছু ভাঙ্গিয়া চুরমার হইলেও জনসাধারণের নৈতিক শক্তি বহুক্ষণ যাবৎ দৃঢ় থাকিতে পারে। তবে সেই সময়ের মধ্যে তাহাদের তত্ত্বাবধান ও সাহায্যদানের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। বিমান-আক্রমণ হইতে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য প্রত্যেক দেশকে তাহার নিজের মত উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এই বিষয়টির উপর জোর দিয়া মিঃ মরসিন তাঁহার অভিজ্ঞতা হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এণ্ডারসন আশ্রয়স্থল বিশেষ নিরাপত্তা বিধায়ক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। টেবিলের নীচে যাঁহারা আশ্রয় গ্রহণ করেন, সরাসরি আঘাত ব্যতীত অন্য সকল প্রকার বিপদ হইতে তাঁহারা আত্মরক্ষা করিতে পারেন। ইস্পাতের কাঠামোর কংক্রীট করা যে সব ইমারত সেগুলি সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। পক্ষান্তরে লোকের ধারণা এই যে, কোনও ইমারতের প্রথম দুইতলা ও উপরিতলাগুলি পরিত্যাগ করাই ভাল। তাঁহাদের এই ধারণা কতকটা যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, ইমারতগুলি যদি খুব উচ্চ হয়, তাহা হইলে সে ইমারতের নীচতলায় কিংবা ত্রিতল অথবা চারিতলায় থাকিলে কিছুই আসে যায় না। দেখা গিয়াছে যে, উন্মুক্ত আশ্রয়স্থলগুলি অনেকটা নিরাপদ এবং সুদূর ইমারতের নীচের তলাগুলিও যথেষ্ট নিরাপত্তা বিধায়ক। কাঁচা ট্রেঞ্চগুলি অবশ্যই ভালো, কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, সরাসরি আঘাতের ফলে ক্ষতি হইয়াছে, ভূকম্পনের ফলেও ঠিক তদনুরূপই ক্ষতি হইয়াছে। গভীর আশ্রয়স্থলগুলি অপেক্ষাকৃত কম নিরাপত্তাসূচক বলিয়া মনে হয়। কারণ এমনও দেখা গিয়াছে যে, ৬০ ফিট নীচের টিউবগুলি বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে।" উপসংহারে মিঃ মরসিন বলেন যে, বিপদ আসিবার পূর্ব্বে সময় থাকিতে তজ্জন্য প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক।

ভারতীয় বৈমানিকের কৃতিত্ব

বৃটিশ উপকূল রক্ষী বিমান-বহরের একখানি বিউ-ফোর্ট টর্পেডোবাহী বোমারু বিমানের জনৈক ভারতীয় চালক তাঁহার তৃতীয় বারের অভিযানে ফ্রিজিয়ান দ্বীপের অদূরে গোলাবারুদ বোঝাই প্রতিপক্ষীয় একখানি জাহাজ বোমার আঘাতে ডুবাইয়া দিয়াছেন। জাহাজখানি ৪ হাজার হইতে ৫ হাজার টনের মধ্যে

বৈমানিকের নাম মীর্জ্জা মেহদী খাঁ। তিনি ১৯২১ সালে বোম্বাইয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বিচারপতি মীর্জ্জা খাঁ ১১ বৎসর কাল যাবৎ বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন।

পেট্রোল ছাড়া মোটর চালাইবার চেষ্টা

যদি কর্ণেল জুলিয়ান এস লিয়াং'এর আবিষ্কার সাফল্য লাভ করে তাহা হইলে ব্রহ্ম রোড হইতে চীন পর্য্যন্ত যে সমস্ত মোটর গাড়ী যাতায়াত করে সেগুলি পেট্রোলে না চালাইয়া ঘন তেলে চালানো সম্ভব হইবে। তাহা হইলে যান চলাচলের জন্য যে খরচা হয় তাহা অনেক কম পড়িবে।

কর্ণেল লিয়াং পূর্ব্বে চীনা বিমান-বাহিনীর একজন অফিসার ছিলেন। এখন তিনি রেঙ্গুণে তাঁহার গবেষণা—দি-জ-এল গ্যাস-ডিসেল কনভার্টার লইয়া ব্যাপৃত আছেন।

কর্ণেল লিয়াং সম্প্রতি ব্রহ্ম রোড বরাবর ঐরূপ একটি আমেরিকান মোটরগাড়ী করিয়া লাসিও হইতে চুংকিং পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই ভ্রমণে তিনি পেট্রোলের বদলে কেরোসিন তেল মোটরগাড়ীতে ব্যবহার করিয়াছিলেন

ঢাকার বাস সার্ভিস বন্ধ

আরও পেট্রোল নিয়ন্ত্রণের ফলে কর্ত্তৃপক্ষ মোটর বাস, ভাড়াটিয়া মোটরগাড়ী এবং প্রাইভেট এবং ভাড়াটিয়া লরীর নিকট পেট্রোল বিক্রয় বন্ধ করায় গত ১লা জানুয়ারী হইতে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ মোটরবাস সার্ভিস সহ সমস্ত বাস সার্ভিস বন্ধ হইয়াছে।

আসামে মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা

আসাম গবর্ণরের এডভাইসরদের নাম এখনও ঘোষিত হয় নাই, তবে বিদায়ী মন্ত্রিদলভুক্ত সদস্যগণ গত কয়েকদিন ধরিয়া স্যার মহম্মদ সাদুল্লার নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। সরকার বিরোধী দলের পাঁচজন সদস্য উক্ত দলে ভিড়িয়াছেন বলিয়া প্রচার করা হইতেছে।

ওয়াকিবহাল রাজনৈতিকমহল মনে করেন যে, আসাম লাট শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখিয়া যে ঘোষণা করিয়াছেন, উহা প্রত্যাহৃত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক-মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সত্যার্থ কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চিত্ত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে।

ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ৮ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৬শে পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১০ই জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, শনিবার | ২৫৯তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যান্বেষু সজ্জনমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

মাধব, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীগঙ্গা

——::(*)::——

শ্রীগঙ্গা পতিতপাবনী, সর্ব্বপাপবিনাশিনী। গঙ্গার মাহাত্ম্য ভারতবর্ষে কাহারও অবিদিত নাই। কি শাক্ত, কি শৈব, কি সৌর, কি গাণপত্য, কি কর্ম্মী, কি জ্ঞানী, কি যোগী, কি পাপী, কি পুণ্যবান্—সকলেই সমস্বরে গঙ্গার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বেদ, পুরাণ, উপনিষৎ, ইতিহাস প্রভৃতি সকল প্রাচীন গ্রন্থেই 'গঙ্গা'-নামের উল্লেখ দেখা যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে গঙ্গাদেবীকে সৃষ্টির আদিতে গোলোকস্থ রাসমণ্ডলে গোপ-গোপীগণাকীর্ণ শুভ রাধামহোৎসবে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতিথিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-অঙ্গদ্রবসম্ভূতা বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণে গঙ্গাদেবীকে গিরিরাজ হিমালয়ের মেনকা-নাম্নী পত্নীর গর্ভজাতা কন্যা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। দেবগণ দেবকার্য্য-সাধন করিবার জন্য হিমালয়ের নিকট হইতে গঙ্গা-দেবীকে ভিক্ষা করিয়া লন, পরে কপিলের শাপে সগর-বংশ ধ্বংস হইলে বিনতানন্দন সুপর্ণের উপদেশানুসারে গঙ্গাকে মর্ত্ত্যলোকে আনিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ঐ বংশে দিলীপ-পুত্র রাজর্ষি ভগীরথ গোকর্ণে সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া গঙ্গাদেবীকে ভূতলে আনয়ন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও গঙ্গার উৎপত্তি-বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে—শ্রীবিষ্ণু বলিরাজের যজ্ঞে ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক দুইপদে ত্রিভুবন অধিকার করেন। তৎকালে তাঁহার বাম পদাঙ্গুষ্ঠের আঘাতে ব্রহ্মাণ্ড-কটাহের ঊর্দ্ধভাগ বিদীর্ণ হইয়া একটি ছিদ্র হয়, ঐ ছিদ্রপথে একটি জলধারা উদ্গত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম বহিয়া সহস্রযুগ পরিমিতকাল স্বর্গ-শিরোভাগে প্রবাহিতা ছিলেন। ঐ ধারা শ্রীভগবানের পাদপদ্ম হইতে উদ্ভূতা বলিয়া 'বিষ্ণুপদী'-নামে কীর্ত্তিতা হন। তৎকালে তাঁহার জাহ্নবী, ভাগীরথী প্রভৃতি সংজ্ঞা ছিল না। বিষ্ণুপদে অবস্থিতা গঙ্গাকে ধ্রুব এবং সপ্তর্ষি-প্রমুখ ভক্তগণ সর্ব্বদা মস্তকে ধারণ করিতেন।

দ্রষ্টার প্রতীতিভেদে একই বস্তু বিভিন্ন-রূপে প্রতীত হয়। দ্রষ্টৃভেদে প্রতীতিভেদ হয় বলিয়া কর্ম্মিগণের প্রতীতির সহিত জ্ঞানী বা যোগিগণের প্রতীতির, আস্তিকগণের প্রতীতির সহিত নাস্তিকগণের প্রতীতির ভেদ আছে, আবার অপ্রাকৃত জ্ঞানিভক্তের প্রতীতি এবং প্রাকৃত জ্ঞানীর বা কর্ম্মীর অথবা প্রাকৃত নির্ব্বিশেষবাদীর কিংবা আস্তিক-কবি ও নাস্তিকের ধারণা কখনই এক নহে।

কর্ম্মিগণ প্রাকৃত সলিলে তীর্থ অর্থাৎ পবিত্র-বুদ্ধিবিশিষ্ট। তাহাদের ধারণা,—প্রাকৃত দেশ-কাল-পাত্র-সংযোগে এই জড় শরীরটি অপবিত্র হয় এবং গঙ্গাজলে স্নান করিলেই সেই অপবিত্রতা দূরীভূত হয়। স্থূল-দেহে আত্মবুদ্ধি হইতেই এইরূপ বিচার হয়। বস্তুতঃ সুরাকুম্ভ জলে ধৌত করিলে যেরূপ শুদ্ধ হয় না, অঙ্গার যেরূপ শত-সহস্রবার বিধৌত হইয়াও স্বীয় মলিনত্ব পরিত্যাগ করে না, মায়িক রজোনির্ম্মিত এই দেহটিও সেইরূপ শতসহস্রবার স্নানাদি-দ্বারা সলিলে ধৌত করিলেও কখনই পবিত্র হইতে পারে না। কর্ম্মিগণের ধারণার প্রতিকূলে শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের নিম্নলিখিত শ্লোকটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ
কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু
স এব গোখরঃ॥

যিনি বাত-পিত্ত-কফাত্মক শবতুল্য জড়-শরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী পুত্র-পরিবারাদিতে 'আমার'-বুদ্ধি, পার্থিব প্রতিমাদিতে পূজ্যবুদ্ধি এবং জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি করেন, কিন্তু তীর্থপাদ শ্রীভগবানে ও তদ্ভক্তে তীর্থ-বুদ্ধি, পূজ্যবুদ্ধি বা আত্মবুদ্ধি করেন না তিনি গবাদি পশুগণের মধ্যে গর্দ্দভতুল্য অর্থাৎ অত্যন্ত নির্ব্বোধ। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ ও তৎসম্বন্ধী বস্তুসকলই চিন্ময়, সুতরাং নিত্য ও পবিত্র ভগবৎ-সম্বন্ধজ্ঞান বা চিন্ময়-বুদ্ধি-রহিত হইয়া প্রতিমাদিতে ঈশ্বরবুদ্ধি বা জলে তীর্থবুদ্ধি পৌত্তলিকতার অন্তর্গত, তাহাই মায়া।

শ্রীগঙ্গা বিষ্ণুপাদপদ্মোদ্ভূতা বলিয়াই তাঁহার মাহাত্ম্য শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সেই বিষ্ণু জড় বা জড়দেশ কালান্তর্গত বস্তু নহেন, তিনি বিশুদ্ধ চিন্ময় বস্তু। বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবগণও তাদৃশ। বৈষ্ণবের বিশুদ্ধ চিন্ময় হৃদয়ে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর অবস্থান। ভক্তের জিহ্বায় বিষ্ণু শব্দব্রহ্মরূপে নিরন্তর নৃত্য করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবদর্শন বা বৈষ্ণবদেবাই বিষ্ণুদর্শন বা বিষ্ণুসেবা, অতএব বৈষ্ণবের মুখে হরিকথা-শ্রবণরূপ বৈষ্ণবসেবা অপেক্ষা অধিকতর শ্রেয়স্কর জীবের আর কি থাকিতে পারে? পৌত্তলিকগণ বৈষ্ণবের মুখে হরিকথা-শ্রবণ অপেক্ষা গঙ্গাস্নানাদিকে যে বহুমানন করেন, তাহা তাঁহাদের চিন্ময়-বুদ্ধির অভাব বা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় মাত্র। শ্রীগঙ্গাদেবীও ভক্তের মজ্জন বাঞ্ছা করেন। দেবতাগণ ভক্তগণের অঙ্গ স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করেন। কারণ, ভক্তের হৃদয়ে ভগবান্ নিত্য অবস্থান করেন। গঙ্গা স্পৃষ্ট হইলে পবিত্র করেন, কিন্তু ভক্তের দর্শনমাত্রেই জীবের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মপাশ ছিন্ন হইয়া যায় এবং জীবমাত্রই ভগবদ্ভজনের উপযোগী হয়, কেননা, ভক্তের প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়াধিপতি ভগবান—যাঁহার পাদপদ্ম হইতে গঙ্গার উৎপত্তি, তিনি নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ারূপে অনুক্ষণ বিরাজ করিয়া থাকেন। এইজন্য শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"হরিদাস-স্পর্শ বাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন॥
স্পর্শের কি দায়, দেখিলেই হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্ব্বজীবের অনাদি কর্ম্ম পাশ॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ—আদি, ১৬।২৪২-৪৩)

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, তবে কি ভক্তগণ গঙ্গাস্নানাদি করেন না? শ্রীমন্-মহাপ্রভুর অনুগত শ্রীবাস-প্রমুখ ভক্তবৃন্দ সকলেই ত গঙ্গাতীরে বাস, গঙ্গাস্নান প্রভৃতি কার্য্য করিয়াছেন, এমন কি, শ্রীমন্-মহাপ্রভুর পিতা বসুদেব প্রতিম শ্রীজগন্নাথ মিশ্রও গঙ্গাবাসের উদ্দেশে নিজ পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া নদীয়াতে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বাক্যের যথার্থ সিদ্ধান্ত কি? ইহার উত্তর এই যে, [illegible] বাস, গঙ্গাস্নান প্রভৃতি ব্যাপার নিন্দনীয় বা অকর্ত্তব্য—এরূপ নহে, তবে পৌত্তলিক বা প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আনুগত্যে ঐসকল কার্য্য নিতান্ত হেয় বা তুচ্ছ।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শ্রীগঙ্গা বিষ্ণুবস্তু, তাঁহাতে প্রাকৃত বুদ্ধি বা হেয় ভোগ্যবুদ্ধি বা আমাদের স্পর্শে সামান্য জলবুদ্ধি গঙ্গার চরণে অপরাধ মাত্র। বিষ্ণু বৈষ্ণব, গঙ্গা প্রভৃতি ভগবৎ সম্বন্ধী চিন্ময় বস্তুর সম্বন্ধ-জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। সম্বন্ধ জ্ঞানহীনের অচিদ্বস্তুর ন্যায় এ-সকলের সেবাদ্বারা কখনই নিত্য কল্যাণ লাভের সম্ভাবনা নাই, যদি তাহা হইত, তাহা হইলে গঙ্গার নক্রাদি জলজন্তুসমূহও মুক্ত হইয়া পরা গতি লাভ করিত।

প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বলেন — 'জ্ঞানে হউক বা অজ্ঞানে হউক, অগ্নিতে হস্ত দিলে যেমন উহা দগ্ধ হইবেই হইবে, তদ্রূপ জ্ঞানে হউক বা অজ্ঞানে হউক, গঙ্গাস্নান করিলেই হইল, তাহাতে জীবের মুক্তিলাভের সম্বন্ধে কোনপ্রকার বিঘ্ন হইতে পারে না।' এইরূপ বিচার গঙ্গার প্রতি প্রাকৃত জলবুদ্ধি হইতেই হইয়াছে, কেন না, অগ্নি জড় বস্তু, উহার ইচ্ছাশক্তি নাই, প্রকৃতির অধীন হইয়া পাত্রাপাত্র নির্বিশেষে দহন করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণনাম, শ্রীগঙ্গা—এসকল চেতনময় বস্তু, অচেতন নহে, তাঁহাদের ইচ্ছা শক্তি আছে। তাঁহারা পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া অনুগ্রহ-নিগ্রহ করিতে পারেন। অতএব গঙ্গা-সম্বন্ধে ঐপ্রকার জড়ীয় উদাহরণ কার্যকরী নহে।

বৈষ্ণবগণ গ্রহণকালে গঙ্গাস্নান করেন না অর্থাৎ কালাকাঙ্ক্ষী হইয়া স্নানের অনুগমনে তাঁহারা কোন কর্ম করেন না। তবে যে ভক্তগণের গ্রহণাদি-সময়ে গঙ্গা স্নানের কথা শুনা যায়, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দর যতদিন ভক্তির কথা জগতে প্রচার করেন নাই, ততদিন ভক্তগণ গ্রহণের সময় গঙ্গাস্নানাদি করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম প্রচারের পর সকল সময়ই শ্রীহরি সংকীর্তন বিহিত হইয়াছে।

গঙ্গার মহিমা হইতে শ্রীকৃষ্ণের বা তদভিন্ন শ্রীকৃষ্ণনামের মহিমা তথা নামোচ্চারণকারী ভক্তের মহিমা অনেক বেশী। শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটি বিচার করিলে উক্ত সিদ্ধান্ত-বিষয়ে আর কোনপ্রকার সন্দেহ থাকিবে না।

'যৎপাদ-সংশ্রয়াঃ সূত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ।
সদ্যঃ পুনন্ত্যুপস্পৃষ্টাঃ স্বর্ধুনীাপোঽনুসেবয়া॥'
(ভাঃ ১।১।১৫)

শ্রীকৃষ্ণের পদাশ্রিত মুনিঋষিগণ সেবাদ্বারা যে সদ্য পবিত্র করেন, আর গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া যাঁহারা সেই গঙ্গার অনুসেবা অর্থাৎ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে স্নান, পান, ভোজনাদিদ্বারা বারংবার সেবন করিলে তিনিও ভক্তগণের ন্যায় শোধন করেন, কিন্তু সান্নিধ্যমাত্রে শোধন করিতে পারেন না—সাক্ষাদ্ভাবে সেবিত হইলেও সদ্য শোধন করিতে পারেন না, অতএব গঙ্গা হইতেও কৃষ্ণাশ্রিতগণের উৎকর্ষ লক্ষিত হইতেছে।' শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রার্থনার মধ্যে বলিয়াছেন,—

গঙ্গার পরশ হইবে পশ্চাতে পাবন।
দরশনে পবিত্র কর—এই তোমার গুণ॥

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবতবিবৃতির (১।১।১৫) মধ্যে অন্যত্রও এইরূপ বলিয়াছেন,—"ভগবানের নামোচ্চারণকারী ভক্ত গঙ্গাদির জল অপেক্ষা বদ্ধজীবের পক্ষে অধিক উপযোগী।"

এই বাক্যটীর তাৎপর্য্য এই,—গঙ্গা ও মহাবৈষ্ণব—উভয়েই অপ্রাকৃত ও অভিন্নতত্ত্ব হইলেও নামকীর্তনকারী মহান্ত বৈষ্ণব বদ্ধজীবের যোগ্যতার পক্ষে অধিক উপযোগী অর্থাৎ মহান্ত বৈষ্ণব বীর্য্যবতী কীর্তনবাণীদ্বারা জীবের প্রাকৃতবুদ্ধি নাশ করিয়া তাহার অপ্রাকৃত-বুদ্ধি উদয় করাইতে পারেন। অনর্থযুক্ত জীব যখন তাহার বিরূপাবস্থার সহজধর্ম-নিবন্ধন বিষ্ণু বৈষ্ণব, ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা প্রভৃতি প্রপঞ্চাবতীর্ণ বৈকুণ্ঠ বস্তুতে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া থাকে, তখন শ্রীবৈষ্ণব ঐ প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট বৈকুণ্ঠবস্তুর স্বরূপের কথা পুনঃ পুনঃ কীর্তন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে অপ্রাকৃত-বুদ্ধির উদয় করান। অপ্রাকৃত-বুদ্ধি উদিত হইলে জীবের ভোগবুদ্ধি বিদূরিত হইয়া সমস্ত বস্তুতে বিষ্ণুসেবোপকরণবুদ্ধি হয়। কিন্তু শ্রীগঙ্গাদেবী অনর্থযুক্ত জীবের নিকট তাদৃশ লীলা অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে হরিকথা-কীর্তনদ্বারা জীবের হৃদয় কল্মষ বিনাশ করিবার লীলা প্রদর্শন করেন না। যেমন অপ্রকটলীলাস্থিত নিত্যধাম অপেক্ষা প্রেম নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, জীবের বর্ত্তমান রোগনাশের পক্ষে অধিক উপযোগী, তদ্রূপ [illegible] শ্রীগঙ্গাদেবী অপেক্ষা মহান্ত বৈষ্ণব অনর্থযুক্ত জীবের বর্ত্তমান রোগাতুর অধিকতর উপযোগী। এই বর্ত্তমান রোগাতুর অধিকতর উপযোগিতার বিচার হইতে বিচার করিয়াই শাস্ত্র ও মহাজন-বাক্যে গঙ্গা হইতেও মহান্ত বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য অধিক বর্ণিয়া কীর্তিত হইয়াছে।

কশ্মিগণের ধারণা,—'গঙ্গা বিষ্ণুপাদ-সম্ভূতা, সুতরাং বিষ্ণুর স্নান, আচমন, পানাদির ন্যায় গঙ্গাদেবীর ব্যবহার কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?'

'ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধ-বিগ্রহ কৃষ্ণ—এই চারি সনে॥'
(শ্রীচৈঃ ভাঃ —মধ্য, ২১৮০)

লীলাপুরুষোত্তম স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহারই দ্বিতীয়দেহ বৈভবপ্রকাশ শ্রীবলদেব। তিনি বিষ্ণুতত্ত্বের মূল হইয়াও বৈষ্ণবলীলা প্রকাশপূর্বক ছত্র, পাদুকা, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন প্রভৃতি বিবিধ উপকরণরূপে বিস্তৃত হইয়া কৃষ্ণসেবা করেন। সন্ধিনীশক্তি-অধিষ্ঠিত বিগ্রহ শ্রীবলদেব হইতেই ত্রিপাদবিভূতি নিত্যকাল প্রকাশমান। বলদেবই কারণার্ণবশায়িরূপে একপাদবিভূতির কারণ। শ্রীবলদেবই যখন নিত্যকাল কৃষ্ণসেবোপকরণ ত্রিপাদবিভূতিরূপে বিস্তৃত, তখন ত্রিপাদবিভূতির অন্তর্গত গোলোক-বৈকুণ্ঠ নিত্য প্রবহমানা গঙ্গা যে সেবাবিগ্রহ বলদেবেরই বিস্তৃতিরূপ নিত্য কৃষ্ণ-সেবোপকরণ, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? সেই নিত্যা কৃষ্ণসেবোপকরণরূপা গঙ্গাই আবার বলদেবাভিন্নবিগ্রহ কারণার্ণবশায়ীর স্বেদাম্বুজল কারণসমুদ্রের বিন্দুরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ, সুতরাং উহা নিত্য কৃষ্ণ-সেবোপকরণ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণাদিতে যে গঙ্গা শ্রীরাধা-অঙ্গজা বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়াছেন, সেই সিদ্ধান্তের সহিতও উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তের কোন বিরোধ নাই। মর্য্যাদামার্গে শ্রীবলদেব এবং রাগমার্গে শ্রীবার্ষভানবীই আশ্রয়তত্ত্বের আদি। অতএব শ্রীগঙ্গাকে শ্রীবলদেব-কারণার্ণবশায়ীর অঙ্গসম্ভূতা বলিয়াই সিদ্ধান্ত করা হউক কিংবা সর্ব্ব-অংশিনী শ্রীরাধার অঙ্গজাই বলা হউক—উভয় সিদ্ধান্তেই শ্রীগঙ্গা নিত্য কৃষ্ণসেবার উপকরণ। বিষ্ণুর প্রত্যেক অঙ্গই পূর্ণবিষ্ণু। বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ—সকলই যখন সত্ত্বতনু বিষ্ণু, তখন বিষ্ণু ব্যতীত অন্য অধিষ্ঠানের অভাববশতঃ 'গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা'র ন্যায় বিষ্ণুবস্তুর দ্বারাই বিষ্ণু-সেবা হইয়া থাকে।

গঙ্গাকে বিষ্ণুবস্তু জানিয়া ভক্তগণ যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করেন, অন্য কেহই তাদৃশ সম্মান প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন না। গঙ্গাকে বিষ্ণু হইতে অভিন্নবোধে ভক্তগণ সর্বদা তাঁহাকে উত্তমাঙ্গে স্থান প্রদান করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবপদব্রজ তাহার প্রমাণ। আবার বর্ত্তমান যুগে শ্রীগৌরলীলায় ভক্তগণের গঙ্গার প্রতি আচরণ বিশেষভাবে আলোচ্য।

ভক্তপ্রবর শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি পাদস্পর্শভয়ে গঙ্গাস্নান করিতেন না, এমন কি, লোকসকল গঙ্গায় প্রাকৃত জলবুদ্ধি করিয়া কুল্লোল, দন্তধাবন, কেশসংস্কার করিত বলিয়া দিবাভাগে গঙ্গা দর্শন পর্য্যন্ত করিতেন না। কর্ম্মিগণের একদিকে গঙ্গায় পূজ্যবুদ্ধি, অন্যদিকে সামান্য জলজ্ঞানে দন্তধাবনাদি অনাচার দেখিয়া ভক্তগণের হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখের উদয় হয়, কিন্তু মহাপ্রভুর অনুগত ভক্তগণ যে গঙ্গাস্নানাদি কার্য্য করিতেন, তাঁহাদের আচরণ ঐসকল কর্ম্মীর অপরাধপূর্ণ আচরণের সহিত কখনই এক নহে, তাহা কখনও পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির দৃষ্টে কারণ হইতে পারে না। এস্থলে সংশয় হইতে পারে—'পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি অপ্রাকৃত-জ্ঞানে গঙ্গাস্নানাদি করিতেন না, আবার অন্যান্য ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে গঙ্গাস্নান প্রভৃতি কার্য্যে রত থাকিতেন। ইহাদের আচরণ পরস্পর যেন বিরুদ্ধ। ইহার সমাধান কি?' ইহার একমাত্র সমাধান এই যে, ভক্তগণের আচরণ প্রাকৃত চক্ষে পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইলেও বস্তুতঃ বিরুদ্ধ নহে, একতাৎপর্য্যপর। ভক্তগণ বিভিন্নপ্রকার আচরণের দ্বারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির আচরণে গঙ্গা যে অপ্রাকৃত বিষ্ণু বস্তু, তাহাতে কর্ম্মিগণের ন্যায় প্রাকৃতবুদ্ধি অপরাধ—ইহাই জানা যায়, আবার অন্য দিকে ভক্তের আনুগত্যে চিন্ময়-বুদ্ধির সহিত স্নান পানাদিদ্বারা গঙ্গাসেবাই কর্ত্তব্য এবং তাহাতেই বিষ্ণুর সন্তোষ হয়, ইহাই বুঝা যায়। অতএব উভয়েরই আচরণ একতাৎপর্য্যপর। গঙ্গাস্নানাদি যাবতীয় কার্য্য ভক্তের আনুগত্যেই করিতে হইবে, তাহা হইলেই সেইসকল কার্য্য ভগবানের সন্তোষ উৎপাদনে সমর্থ হইবে।

বিষ্ণুপাদ-জলে সামান্য জলবুদ্ধি, নামে প্রাকৃত শব্দবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণুর সহিত অন্য দেবদেবীর সাম্যবুদ্ধি অনন্ত নরকলাভের মূল কারণ। অপ্রাকৃত সেবাপর ভক্ত ব্যতীত ভক্তকুল বা অন্যান্য যাবতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণের মধ্যে ঐসকল দোষ পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান।

ভক্তগণ কিরূপ চক্ষে গঙ্গাকে দেখিয়া থাকেন, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ লীলায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে গঙ্গাস্নান ও স্তবমুখে আচরণপূর্বক সর্বজীবকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, যথা, —

নিত্যানন্দ সঙ্গে করি' গঙ্গায় মজ্জন।
'গঙ্গা গঙ্গা' বলি' বহু করিল স্তবন॥
পূর্ণ কার' কলিলেন গঙ্গাজল পান।
পুনঃ পুনঃ স্তুতি করি' করেন প্রণাম॥
প্রেমরস-স্বরূপ তোমার দিব্য জল।
শিব সে তোমার তত্ত্ব জানেন সকল।
সকৃৎ তোমার নাম করিলে শ্রবণ।
তার বিষ্ণুভক্তি হয়, কি পুনঃ ভক্ষণ॥
তোমার প্রসাদে সে শ্রীকৃষ্ণ হেন নাম।
স্ফুরয়ে জীবের মুখে, ইথে নাহি আন॥
(শ্রীচৈঃ ভাঃ —অন্ত্য, ১১।৩-১১৭)

গঙ্গোদক পান করিলে যে পরম-মঙ্গল হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। একবার মাত্র 'গঙ্গা'—এই শব্দ শুনিলেই জীবের ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তির উদয় হয়। গঙ্গার কৃপায় জীবের শ্রীকৃষ্ণনাম স্ফূর্তি পায়।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

বৈষ্ণব অন্য জীবের মত নহেন। তিনি চৈতন্যাশ্রিত, কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত। প্রত্যেক কার্য্যে, জীবনে মরণে তিনি চৈতন্যচরণ ছাড়িয়া অন্য কার্য্যে ব্যস্ত নহেন। যখন মানুষ নিজের চশমায় বৈষ্ণবকে দেখিতে যায়, তখন ঠিকভাবে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। একমাত্র তাঁহার কৃপালোকে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেব যখন নীলাচলে আসিলেন, তখন জগন্নাথকে 'মুরলীবদন কৃষ্ণ' দেখিলেন। জড়লোক 'জগন্নাথ' না দেখিয়া ভগবদ্দর্শনে বঞ্চিত হয় বা চেতন রহিত কাষ্ঠ দেখে, আবার কেহ বা তাঁহাকে জীবিকা-বিশেষরূপে দর্শন করে।

সর্ব্বপ্রথমে সম্বন্ধজ্ঞান লাভের আবশ্যকতা আছে। সম্বন্ধ-জ্ঞানাভাবে—পরিচয়ের অভাবে প্রাপ্যবস্তুলাভে আমাদের বড়ই অসুবিধা হয়। আমরা ঐ সম্বন্ধজ্ঞান লাভের জন্য যদি শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ না করি, ভজনের অছিলায় বাহ্য বেষ ধারণ করি, অসংখ্য হরিনামোচ্চারণের ছল করি, তবে কেবল-মাত্র পিত্তবৃদ্ধি হইবে—নামাপরাধ হইবে। শ্রীগুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত হরিনাম হয় না। নামাপরাধ ও নামের পার্থক্য-জ্ঞানাভাবে অনেকে ক্ষীরের বদলে পঙ্ক গ্রহণ করেন। সুতরাং ভজনীয় বস্তুর জ্ঞান থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কেন ভজন করি, কি ভজন করি,—এসমস্ত কথা জানার নামই শ্রীগুরু-দেবের নিকট দীক্ষা-গ্রহণ, দীক্ষা কার্য্যটাই -সম্বন্ধজ্ঞানপ্রদানলীলা।

সমগ্রজীবের ভবরোগ-চিকিৎসক হ'য়ে যে-সকল ভগবৎ পার্ষদ জীবের মঙ্গল-চেষ্টা ক'চ্ছেন, তাঁদের কথা শুনলেই জীবের মঙ্গল হ'বে। অনন্ত কোটি বৎসরব্যাপী প্রাণায়াম দ্বারা মন নিগৃহীত হ'বে না, ও'-সকল চেষ্টা কুঞ্জর-শৌচবৎ।

জগতের সমস্ত লোকের প্রতিষ্ঠা থাকে, থাকুক, তাঁদিগকে সে-সকল প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত রেখে—নিজের প্রতিষ্ঠা কিছুই নাই জেনে, ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের সেবা ক'রবার জন্য আমরা যেন অনন্ত কাল প্রস্তুত থাকি। সকল অবৈষ্ণব-বিচার ছেড়ে আমরা বৈষ্ণব-মহাজনের অনুসরণপূর্ব্বক ভগবৎ-সেবায় যেন নিযুক্ত থাকি, তদ্ব্যতীত অন্য চেষ্টায় আমাদের নরকপাতের ও দণ্ডের আশঙ্কা নিবারিত হয় না। সহজজ্ঞ বৈষ্ণবের সেবক হওয়াই জীবের জীবনের সাফল্য।

শ্রীবলদেব প্রভুর বল যদি সঞ্চয় ক'রতে পারি, তবেই আমাদের মঙ্গল হ'বে—তবেই আমাদের প্রকৃত প্রস্তাবে বর্ণাশ্রম ও নারায়ণহৃৎস্থধর্ম্মের সার্থকতা হ'বে, বাহ্য-জগতে নিষ্কিঞ্চনতা-ধর্ম্ম এ'সে প'ড়বে, এই জগতের কোনও মর্য্যাদা বা কোনও কথার মধ্যে আমি সংশ্লিষ্ট নাই—এইরূপ বুদ্ধির উদয় হ'বে। যাঁ'রা সর্ব্বক্ষণ ভগবানের সেবা করেন, সেইসকল সাধুর প্রসঙ্গ হ'তেই আমরা ভগবানের শক্তিসমূহ অবগত হ'তে পারি। কামমনোবাক্যে বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ ক'রতে ক'রতে আমাদের আত্মায় ক্রমশঃ শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির আবির্ভাব হয়। তখন বাহ্য জগতের বিক্রমসমূহ আমাদিগকে আর পরাভূত ক'রতে পারে না।

আমরা যদি মঙ্গল চাই, তাহা হইলে ধৈর্য্যের সহিত শ্রবণ করিব এবং শ্রেয়ঃপন্থা গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য কিংবা আপাতরমণীয় প্রেয় পন্থা-গ্রহণই মানবজীবনের কর্ত্তব্য, তাহাও নিষ্কপটভাবে বিচার করিব। যদি শ্রেয়ঃপন্থা চাই, তাহা হইলে অসৎসঙ্গ জনমত পরিত্যাগ করিয়াও শ্রৌতপন্থাই অবলম্বন করিব।

শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তগণ শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের পাদোদক পান ক'রেছিলেন। মহাপ্রভু ব'লেছিলেন, আজ সমুদ্র মহাতীর্থ হো'ল। যাঁ'রা নরকে যা'বার জন্য প্রস্তুত, তাঁ'রাই ব'লে থাকে, 'যবনের মৃতদেহ যখন অস্পৃশ্য, তখন ব্রহ্ম-হরিদাসের নির্য্যাণের পর তাঁ'র পাদোদক-পানে শ্রীচৈতন্যভক্তদের জাত গিয়েছে।' কিন্তু সাক্ষাৎ কৃষ্ণ যেরূপ পবিত্র বস্তু, বৈষ্ণবের দেহও সেইরূপ পবিত্র। তাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেই চিদানন্দ দেহ ক্রোড়ে স্থাপন ক'রে নৃত্য ক'রেছিলেন।

নির্গুণ বস্তু স্বেচ্ছায় গুণজাত জগতে আস্‌তে পারেন, তিনি প্রাকৃতে অবতীর্ণ হ'ন। তা'তে নির্গুণ বস্তুর নির্গুণত্বের কোন অপলাপ হয় না। আমার হায় গুণজাত জড়পণ্ড যে কথা বলে, সে সকল গুণজাত, কিন্তু শ্রৌতপথাবলম্বনে আমাদের কর্ণে যে সকল কথা প্রবিষ্ট হয়, এমন অলৌকিকী শক্তি সেই শব্দের ভেতরে আছে যে, সে শব্দ হৃদিপথে গেলে মানবের চেতনতা প্রস্ফুটিত করিয়ে দেয়। যে শব্দ বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদ ক'রে বৈকুণ্ঠে পৌঁছাতে পারে, সে শব্দ বৈকুণ্ঠ হ'তে ব্রহ্মলোক বিরজা ভেদ ক'রে চতুর্দ্দশ ভুবন অতীত হন, সেই শব্দই আমাদিগকে বৈকুণ্ঠ নিয়ে যান, আর যে শব্দ জড়াকাশ হ'তে উৎপন্ন হ'য়ে কিছুক্ষণ জড়াকাশে থেকে জড়াকাশেই লয়প্রাপ্ত হয়, সেই শব্দ আমাদিগকে নরকে পরিণত করিয়ে যায়।

আমরা আমাদের সৌভাগ্যক্রমে যদি ভজনীয় বস্তুর সেবা ক'রবার জন্য প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হই, তা'হলেই আমাদের কাণে কথা যা'বে—আমরা কথা শুনতে পা'রব ব'লতে পা'রব যা'র যে অবস্থা, সে অবস্থা হ'তে উন্নত হ'তে হ'বে। ঘুম ছা'ড়বে না—গায়ে বিষ্ঠা মাখলেও। প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে দৈবী মায়া ভগবদ্বিমুখতার রাজ্যে টেনে দিচ্ছে। যে মুহূর্ত্তে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা থা'কবে না, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের পারি-পার্শ্বিক সকল বস্তু শত্রু হ'য়ে আমাদিগকে আক্রমণ ক'রবে। যে মুহূর্ত্তে আমরা প্রকৃত সাধুর কাছে হরিকথা না শুনব, নিষ্কপটে সাধুর সেবা না ক'রব, সেই মুহূর্ত্তটুকুর সুযোগ পেয়েই মায়া আমাদিগকে গ্রাস ক'রবে

প্রশ্নোত্তর

——:০:——

প্রশ্ন—গৃহস্থ বৈষ্ণবগণের পক্ষে অবৈষ্ণব বা অভজনশীল মাতা পিতার প্রদত্ত বা তাঁহাদের হস্তপাচিত দ্রব্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কিনা?

উত্তর—কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমদ্ভাগবত হইতে মধ্যমাধিকারীর চতুর্ব্বিধ পরমার্থানুকূল ব্যবহারের কথা জানাইয়াছেন,—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥

পরমেশ্বরের প্রতি প্রেম, ভগবদ্-ভক্তের প্রতি মিত্রতা, অতজ্ঞ বিষয়ীর প্রতি কৃপা ও বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা—এইরূপ ব্যবহারের দ্বারা মধ্যমাধিকারী ভক্তের জীবন পরিচালিত হয়।

সঙ্গের ছয় প্রকার লক্ষণ, যথা—

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥

ভোজন করা ও ভোজন করান—উক্ত ষড়্‌বিধ সঙ্গের প্রকারদ্বয়। বৈষ্ণব গৃহস্থ মধ্যমাধিকারী হইলে বিচার করিবেন,—তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ মাতাপিতা যদি অভজনশীল হন তবে তাঁহারা কি বালিশ না বিদ্বেষী? বালিশ হইলে তাঁহাদের প্রতি একপ্রকার ব্যবহার, আর বিদ্বেষী হইলে অন্যপ্রকার ব্যবহার করা আবশ্যক, নতুবা তাঁহারা পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে। বালিশকে এবং বিদ্বেষীতে উপেক্ষা, ইহাই শাস্ত্রের শাসন অর্থাৎ জীবের দেহ-সম্বন্ধ সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হওয়া পূর্ণ শরণাগতি লক্ষণে স্থাপিত না হওয়া। পূর্ব্বপুরুষের জনক জননীর প্রতি তাঁহার দেহ ও মনের আসক্তি খুব স্বাভাবিক। সুতরাং মাতাপিতার বালিশ হইলে যদি অনাসক্ত জীব তাঁহাদের কৃত্য করিতে অগ্রসর হন, তবে তাঁহাকে অধিকাংশ অনর্থগ্রস্ত হইতে হয়। বৈষ্ণবগণই বলিতে পারেন, শ্রীবার্ষভানবী দেবী সম্বন্ধে —এই বিচারে তিনি মাতৃপক্ষকে শ্রীল বৈষ্ণবপাদপদ্ম আশ্রয় করাইতে যান নাই, কিন্তু আকৃষ্ট করাইবার ছলনায় নিজে সুদূর বর্ষের মাতাপিতার দেহ মনোগত ভাবে আকৃষ্ট না হইয়া পড়েন—তাঁহাদের দ্বারা অভিভূত না হইয়া পড়েন, সে বিষয়ে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন। যদি ঐরূপ আত্মীয়-স্বজন-নামধারী ব্যক্তিগণ শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে আকৃষ্ট না হন, তবে তাঁহাদিগকে ন্যূনাধিক প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষী জানিয়া উপেক্ষা বা তাঁহাদের সঙ্গ ত্যাগ করাই তাঁহার পক্ষে মঙ্গলজনক। তাঁহাদের হস্তপাচিত দ্রব্যাদি গ্রহণ তাঁহাদের প্রদত্ত দ্রব্যাদি ভোজন প্রভৃতি তাঁহারা বাহ্যমুখ বা বিদ্বেষী সঙ্গ হইতে থাকিলে, একদিনে না হউক, ক্রমে ক্রমে হরিভজন শিথিল হইতে থাকিবে ও অবশেষে একেবারে পতিত হইতে হইবে। তবে এইরূপ বিধি বা বিচারের দ্বারা কোন সমর্থ অধিকারীকেও যে বলপূর্ব্বক নিয়মিত করিতে হইবে, তাহা নহে। বৈষ্ণব একদেশীয় বিচার বা অনুশাসনদ্বারা কাহারও যোগ্যতা পরিমাপ করেন না। সাধারণ অধিকারিগণের সেইরূপ সুযোগ্য নাই। শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষার এইরূপ তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন,—

"অন্যায় ও অযথার মধ্যে যে ব্যবহার, তাহা ত্যাগ করার নাম উপেক্ষা—এরূপ নয়। দ্বেষী ব্যক্তি কোন বিপদে বা কোন অভাবে পড়িলে তাহার দুঃখ-বিমোচনের যত্ন পরিত্যাগ করিতে হইবে, এরূপ নয়। গৃহস্থ বৈষ্ণবের অন্যান্য লোকের সহিত বহুবিধ সম্বন্ধ—বিবাহের দ্বারা অনেকের সহিত বান্ধবতা জন্মে, দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের জন্য অনেকের সহিত অনেক সম্বন্ধ হয়, বিষয়-সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধানাদিতে অনেকের সহিত সম্বন্ধ হয়, পীড়া উপশমের চেষ্টা সম্বন্ধেও অনেকের সহিত সম্বন্ধ জন্মে, রাজা-প্রজার পরস্পর ব্যবহার সম্পর্কেও অনেকের সহিত সম্বন্ধ জন্মে। এইসমস্ত সম্বন্ধ সম্পর্কে দ্বেষী বা বহির্ম্মুখের সহিত লৌকিক ব্যবহারিক কার্য্য কর, কিন্তু পারমার্থিক সম্বন্ধ করিবে না। কখনও কখনও স্থান বিশেষের মধ্যে কেহ যদি বৈষ্ণবের প্রতি অত্যাচার করেন, তাহাদিগকে কি পুরস্কার দেওয়া হয়? তাহা নহে। ব্যবহারিক সম্বন্ধ রহিত করা। অনাসক্ত হইয়া তাঁহাদের প্রতি ন্যায়াচার কর, কিন্তু পার-মার্থিক সম্বন্ধ না করিয়া উপেক্ষা করিবে। পরমার্থ সম্বন্ধীয় কথা কখন, পরস্পর উপকারও করা—এরূপ কার্য্যসকল পারমার্থিক সম্বন্ধ। সে সঙ্গ না করার নাম উপেক্ষা। যদি কোন বিদ্বেষী ব্যক্তি অত্যাচার প্রভৃতি করিয়া তাহার সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে চায়, তাহাতে সম্মত হইয়া তাহার কোন ক্ষতি করিবে না। যে সঙ্গ না করার মধ্যে উপেক্ষা, সে বিদ্বেষী ব্যক্তি অত্যাচার প্রভৃতি করিয়া তাহার সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিলে, তাহাকে নিবারক ভিক্ষা দিয়া কিংবা অন্য কোন উপায়ে তাহার কোন ক্ষতি করিবে না। যে সঙ্গ না করিয়া তাহার সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিবে, তাহাকে কোনরূপ অভিশাপ বা অমঙ্গল প্রার্থনা করিবে না।"

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(১০:):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫৲, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীবিজ্ঞানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতার রাস্তার আলো নিয়ন্ত্রণ

গত ৮ই জানুয়ারী হইতে কলিকাতা ও সহরতলীর বিভিন্ন রাস্তা ও গলীর ১৮ হাজার গ্যাস ও ৬ হাজার ইলেক' ট্রক লাইট প্রত্যহ রাত্রি এক ঘটিকার সময় নিভাইয়া দেওয়া হইতেছে।

কলিকাতা ও সহরতলী শেষরাত্রে সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারাচ্ছন্ন রাখিবার উদ্দেশ্যে এ আর পি কর্ত্তৃপক্ষ পাকা ব্যবস্থাস্বরূপ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহারা এই সম্পর্কে আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করিবার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনকে ইতোমধ্যেই অনুরোধ করিয়াছেন।

এই সম্পর্কে কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে গত "৮ই জানুয়ারী রাত্রি হইতে রাস্তার সমস্ত আলো রাত্রি একটার সময় নিভাইয়া দেওয়া হইবে। পুনরাদেশ পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা চলিবে।"

ঢাকায় বিমান-আক্রমণ সম্পর্কে সতর্কতা

জেলা কর্ত্তৃপক্ষ স্থানীয় রেডিও মারফৎ জানাইয়াছেন যে, সৈনিকদিগের বসবাসের জন্য ঢাকা সহরের কোন কোন অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে তাঁহাদের স্ব স্ব বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে বলা হইবে—এই মর্ম্মে যে গুজব প্রচারিত হইয়াছে, ইহার কোনই ভিত্তি নাই। কর্ত্তৃপক্ষ নাগরিকদিগকে গুজব প্রচারকারীদিগকে বিশ্বাস না করিতে এবং সন্ত্রস্ত না হইতে বলিয়াছেন। কারণ আতঙ্কই সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু।

ঘোষণায় আরও বলা হইয়াছে যে, বিমান-আক্রমণের সময় বে-সামরিক নাগরিকদিগের কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে। বিমান আক্রমণের সময় তাঁহারা কেহ যেন রাস্তায় বাহির না হন। আরও বলা হইয়াছে যে, সম্প্রতি রেঙ্গুণে বিমান আক্রমণের সময় যাহারা বিমানযুদ্ধ দেখিতে গিয়াছিল, সাধারণতঃ তাহারাই হতাহত হইয়াছে। ঢাকার নাগরিকদিগকে এ আর পি কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সহযোগীতা করিতে বলা হইয়াছে।

মফঃস্বল অঞ্চলে বাড়ী ভাড়া

কলিকাতা হইতে সম্প্রতি বহুলোক মফঃস্বল অঞ্চলে চলিয়া যাওয়ায় ঐ সকল অঞ্চলে বাড়ী ভাড়া অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল অঞ্চলে বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য একটা ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন।

আরও জানা গিয়াছে যে, প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় জেলা, মহকুমা প্রভৃতি প্রত্যেক সহরে স্থানীয় বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ কমিটি গঠিত হইবে এবং ঐ কমিটিতে সরকারী অফিসার, জেলা বোর্ড মিউনিসিপ্যালিটি ও লোক্যাল বোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানগণ থাকিবেন। স্ব-স্ব এলাকায় এই সকল কমিটিকে বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইবে।

মোটর যানে কেরোসিন তৈল ব্যবহার নিষেধ

একখানি সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, মোটর স্পীরিট ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের আদেশ প্রবর্ত্তিত হইবার পর অনেক ক্ষেত্রে মোটর যানগুলিতে কেরোসিন তৈল পেট্রোলের সহিত মিশাইয়া অথবা অন্য কোন উপায়ে ব্যবহার করিবার চেষ্টা চলিতেছে। বলা বাহুল্য এই কার্য্য মোটর স্পীরিট নিয়ন্ত্রণ আদেশের বিরোধী ত' বটেই, অধিকন্তু ইহাতে আবগারী বিধানও লঙ্ঘন করা হয়। এইভাবে যে কেরোসিন তৈল ব্যবহৃত হয়, তজ্জন্য মোটর স্পীরিট ডিউটি পুরাপুরি দিতে হইবে। নতুবা যাহারা এই কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহাদের সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের সম্ভাবনা আছে।

কয়লার অভাবে ট্রেণ চলাচল হ্রাস

বি-বি-এণ্ড সি-আই রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ একটি ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে, সাময়িকভাবে কয়লার ঘাটতি হওয়ায় উক্ত রেলের কতিপয় যাত্রী এবং মালগাড়ীর চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ করা হইয়াছে।

যুদ্ধের জন্য সাময়িকভাবে শ্রমিকের অভাব হওয়ায় কয়লা পূর্ব্বাপেক্ষা কম পরিমাণে তোলা হইতেছে। আশা করা যায় যে, শীঘ্রই স্বাভাবিকভাবে কয়লা উত্তোলন সুরু হইবে এবং ফলে ট্রেণ চলাচল হ্রাস বাতিল করিয়া দেওয়া হইবে। মিটার গজেরও কতকগুলি ট্রেণ একই কারণে বন্ধ করা হইয়াছে।

কার্য্যে নিয়োগের জন্য নাম

লণ্ডনে যেসকল স্ত্রীলোক ১৯২১ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে কার্য্যে নিয়োগের জন্য নাম রেজিষ্টারী করিতে হইবে। চাকুরীর জন্য নাম রেজিষ্টারীর যে আদেশ জারী করা হইয়াছে, তদনুসারেই তাহাদের নাম রেজিষ্টারী করা হইবে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক-মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ১০ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৮শে পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১২ই জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, সোমবার | ২৫০তম সংখ্যা

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ মাধব, শর্ব্ব সঙ্কর্ষণ, গৌরাব্দ ৪৫৫

নিয়মাগ্রহ

—— ::(*)::——

'নিয়মাগ্রহ' বলিতে 'নিয়ম-অগ্রহ' এবং 'নিয়ম-আগ্রহ'—উভয়ই বুঝায়। 'গ্রহ' শব্দের অর্থ—স্বীকার, গ্রহণ, নির্ব্বন্ধ, অধ্যবসায়, আগ্রহ ইত্যাদি। সুতরাং 'অগ্রহ'-শব্দে—অস্বীকার, অগ্রহণ, অনির্ব্বন্ধ, অনধ্যবসায় বা আগ্রহের অভাব বুঝাইয়া থাকে। 'আগ্রহ'-শব্দে অতিশয় স্বীকার, অতিশয় গ্রহণ, মর্য্যাদা অতিক্রমকারী নির্ব্বন্ধ বা অধ্যবসায় বুঝায়। নিয়ম বা নির্ব্বন্ধ অস্বীকার যেরূপ ভক্তিবাধক, নিয়ম বা নির্ব্বন্ধ-বিষয়ে অত্যাসক্তিও তদ্রূপই ভক্তির আনুকূল্যের বিঘ্নকারক। বৈরাগ্য-জিনিষটী ভাল, যদি উহা যুক্তবৈরাগ্য হয় বৈরাগ্যের অভাব—জড়বিলাস কিংবা অত্যধিক বৈরাগ্য ভক্তির প্রতিকূল। অত্যধিক বৈরাগ্য ভগবদ্বস্তুর প্রতিও বৈরাগ্য আনয়ন করে, এইজন্য উহা পরিত্যাজ্য।

আলস্য, জাড্য ও যথেচ্ছাচারিতা নিবারণ এবং ভক্তির অনুকূল কার্য্যে অধ্যবসায় ও অভিনিবেশের জন্য সাধকের পক্ষে নিয়ম বা নির্ব্বন্ধের একান্ত আবশ্যকতা আছে, কিন্তু অত্যধিক নিয়ম, অযুক্ত নিয়ম ভক্তির আনুকূল্য করিবার পরিবর্ত্তে ভক্তির প্রতিকূল আচরণই করিয়া থাকে। কোন কোন ভক্তি-সাধক নিয়ম করিয়া প্রতিদিন কোন ভক্তি-গ্রন্থের নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক অধ্যায় পাঠ, নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক মন্ত্র-গায়ত্রী বা সংখ্যানাম জপ করেন। সাধকের পক্ষে এইরূপ নির্ব্বন্ধের বিশেষ উপযোগিতা আছে, কেন না, প্রাথমিক বৈধ সাধক যদি এইরূপ নিয়ম-শাসনের দ্বারা পরিচালিত না হন, তাহা হইলে তিনি ভক্তি অনুকূল কার্য্যে অধ্যবসায়রহিত হইয়া জাড্য, আলস্য বা যথেচ্ছাচারিতার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়িবেন। যদি তিনি নাম-গ্রহণে নির্ব্বন্ধ না রাখেন, তাহা হইলে হয় ত' একদিন এক লক্ষ নামকীর্ত্তন করিলেন, আর একদিন পঁচিশ হাজার নামকীর্ত্তন করিলেন, আর একদিন আলস্য বা কার্য্যান্তরের ব্যপদেশে একেবারেই নামগ্রহণ করিলেন না। ক্রমে তাঁহার নাম-ভজনে একান্ত শৈথিল্য ও নাম-গ্রহণের অপ্রয়োজনীয়তার বিচার হৃদয়ে আসিয়া তাঁহাকে শ্রীগুরুদেবের উপদেশ এবং ভক্তির অনুকূল কার্য্য হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত করিয়া সাধারণ জাগতিক ব্যক্তির ন্যায় করিয়া তুলে। পক্ষান্তরে নাম গ্রহণাদি ভক্তির অনুকূল কার্য্যে নির্ব্বন্ধ থাকিলে এইরূপ নির্ব্বন্ধ ক্রমশঃ তত্তদ্বিষয়ে অধ্যবসায়, অনুরাগ, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি বৃদ্ধি করাইয়া সাধককে স্থায়ী ভাব রতিতে আরূঢ় করাইয়া থাকে। কিন্তু ঐরূপ সাধক যদি ভক্তিসেবায় নির্ব্বন্ধ না করিয়া নিয়মমাত্রের নির্ব্বন্ধ করিয়া বসেন, তাহা হইলে তাহা তাঁহার ভক্তির বিরোধী কার্য্য হইয়া যাইবে—তাহা লোক-দেখান ভজনের অভিনয়, প্রতিষ্ঠাশা কিংবা কোন প্রকার আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির ইচ্ছা-প্রসূত ব্যাপার হইবে

কেহ নির্ব্বন্ধ করিয়া নির্দ্দিষ্ট কোন ভক্তিগ্রন্থের এক অধ্যায় পাঠ করিতেছেন, নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যায় মন্ত্র ও গায়ত্রী জপ কিংবা শ্রীমালিকায় হরিনাম করিতেছেন, এমন সময় কোন মহাভাগবত বৈষ্ণব ভগবৎকথা-কীর্ত্তনের জন্য তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন কিংবা শ্রীগুরুদেব ভগবৎকথা কীর্ত্তন করিতেছেন, তখন যদি সেই নিয়মের সেবা-কারী ব্যক্তি 'আমার নির্দ্দিষ্ট ও নির্ব্বন্ধিত মন্ত্র গায়ত্রী বা নাম জপ শেষ হয় নাই বা ভক্তিগ্রন্থ পাঠ হয় নাই, সুতরাং আমি আমার নিয়ম-সেবা ছাড়িয়া শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎসেবা, শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখবিগলিত হরি-কীর্ত্তন শুনিতে পারি না।' বিচার করেন বা কোন মহাভাগবত বৈষ্ণবকে 'আমি মন্ত্র-জপে বসিয়াছি, এখন আমার সহিত দেখা হইবে না' বলিয়া বাড়ী হইতে ফিরাইয়া দেন, তাহা হইলে তাহা সম্পূর্ণ অভক্তির কার্য্য হইল।

হয় ত' কোন সদ্গুরুর শিষ্য শ্রীমালিকায় হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় সেই শ্রীগুরুদেবের প্রসাদ সেবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, শিষ্যকে সেই ভোগ শ্রীগুরুদেবের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। শিষ্য যদি সেই সময় বিচার করেন,—'আমার নির্দ্দিষ্টসংখ্যক হরিনাম-জপ শেষ হয় নাই, আমি এখন গুরুদেবের ভোগ পৌঁছাইতে পারিব না, তিনি না হয় একটু বিলম্বেই ভোজন করিবেন, কিছুতেই আমার নিয়ম ব্যতিক্রম হইতে পারে না' তাহা হইলে ঐরূপ বিচার নিয়মাগ্রহের উদাহরণ হইবে, উহা সম্পূর্ণ ভক্তিবিরোধী কার্য্য।

আর একটি উদাহরণের দ্বারা বলা যাইতে পারে, যেমন, আমি শ্রীমালিকায় নির্ব্বন্ধ-সহকারে হরিনাম করিতেছি বা নির্ব্বন্ধ সহকারে ভক্তি-গ্রন্থ পাঠ করিতেছি, এমন সময় শ্রীগুরুদেব আদেশ করিলেন,—"তুমি আমার আদেশে সমাগত ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন কর।" তখন যদি আমি বলি,—"প্রভো, আমি নিয়মসেবায় ব্যস্ত আছি, এখন আপনার আদেশ পালন করিতে পারিব না' অথবা মনে মনে বিচার করি, 'গুরুদেব কিরূপ অবিচারক, আমার হরিসেবায় বিঘ্ন করিতে-ছেন,' কিংবা বিচার করি,—'গুরুদেবই স্বয়ং যখন নির্ব্বন্ধের আদেশ করিয়াছেন, তখন আমি তাঁহার উপস্থিত আদেশটি পালন না করিয়া পূর্ব্ব আদেশটী পালন করিলে গুরুদেবের আদেশই ত' পালন করা হইল, অধিকন্তু নিয়ম-নিষ্ঠাও হইল।' তাহা হইলে এইরূপ বিচার ভক্তির সম্পূর্ণ প্রতিকূল ও কপটতাময় আত্মভোগপর বিচারমাত্র হইবে। এইপ্রকার নিয়মে আগ্রহই বিশেষভাবে নিন্দিত হইয়াছে। ইহা আস্তিকতা বা সেবা-বৃত্তির সম্পূর্ণ অভাবদ্যোতক। সেবাবিষয়েই নিয়ম থাকিবে,

গোবিন্দ কহে,—আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক, কি বা নরকে গমন॥

মহাভাগবতের সাক্ষাৎসেবা, শ্রীগুরুদেবের সেবা বরণ, শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা প্রতিপালন কিংবা তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ না করিয়া যদি আমি নিজে নিজে আমার নিয়ম-নিষ্ঠার বা নিয়মাগ্রহের অত্যধিক চেষ্টা দেখাই, তাহা হইলে তাহা কর্ম্ম-চেষ্টা বা ভক্তির একান্ত অভাবই জানিতে হইবে। ঐরূপ কর্ম্ম-চেষ্টা বা নিয়মাগ্রহই পরিত্যাজ্য। সেবাতেই নিয়ম থাকিবে, সেবা লঙ্ঘন করিয়া নীতিপালনে নিয়ম সম্পূর্ণ অভক্তি-চেষ্টা। শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎ পরিচর্য্যার জন্য যদি আমাকে কোটি কোটিবার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ভক্তিগ্রন্থ পাঠ পরিত্যাগ করিতে হয়, নির্ব্বন্ধিত মন্ত্রজপ পরিত্যাগ করিতে হয়, নরক বরণ করিতে হয়, তথাকথিত অপরাধ স্বীকার করিতে হয়, তাহাও আমি করিতে প্রস্তুত,—সেবাবিষয়ে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট নিষ্ঠা বা নিয়মই প্রকৃত যুক্ত নিয়ম বা নির্ব্বন্ধ।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শ্রী। গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে ক্ষেত্র-সন্ন্যাসের নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"ক্ষেত্র সন্ন্যাস না ছাড়িহ।" কিন্তু তখন,—

পণ্ডিত কহে,—"যাহা তুমি, সেই নীলাচল।
ক্ষেত্র-সন্ন্যাস মোর বাটিক বসাইল॥"

শ্রী। রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর নিয়ম—যুক্ত-বৈরাগ্য বিধি পাষাণের রেখার ন্যায় সুদৃঢ়। কিন্তু সেই নিয়ম কৃষ্ণসেবার প্রতিবন্ধক নহে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি কেবল কতকগুলি আনুষ্ঠানিক নিয়ম পালনে ব্যস্ত থাকেন নাই। বিপ্রলম্ভময় পরাবাষ্ঠা স্বাভাবিক, সেবা-নিয়মরূপে তাঁহার বাহ্য আচরণে ব্যক্ত হইয়াছিল।

দুঃসঙ্গ-পরিবর্জ্জন ও সৎসঙ্গসেবায় নিষ্ঠার জন্যই নিয়মের আবশ্যকতা। কিন্তু সেই নিয়ম যদি সৎসঙ্গ-পরিবর্জ্জনের জন্যই নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে উহাই নিয়মাগ্রহ বা নাস্তিকতা ছাড়া আর কি? ঠাকুর শ্রীহরিদাস নিরপরাধ করিয়া তিন লক্ষ হরিনাম গ্রহণ করিতেন। যখন মায়াদেবী বা রামচন্দ্র খাঁর প্রেরিত বেশ্যা ঠাকুর শ্রীহরিদাসের গোফায় উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তিনি বেশ্যার গ্রাম্যকথা-নিরোধ বা অসৎসঙ্গ-পরিবর্জ্জনের জন্য তাঁহার নাম-নিষ্ঠার উদাহরণ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"সংখ্যা-নাম সংকীর্ত্তন—এই 'মহাযজ্ঞ' মম।
তাহাতে দীক্ষিত আমি হই প্রতিদিনে॥
যাবৎ কীর্ত্তন সমাপ্ত নহে, না ক'র অন্য কাম।
কীর্ত্তন সমাপ্ত হৈলে হয় দীক্ষার বিশ্রাম॥
যাবে বসি' শুন তুমি নাম সংকীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে করিমু তব প্রীতি-আচরণ

ঠাকুর শ্রীহরিদাস বেশ্যার গ্রাম্যকথা ও ভোগের প্রস্তাব নিরোধের জন্য নিয়মের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন বৈষ্ণব বা স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে বলিতেন না যে, 'আপনারা আমার নিয়ম-সেবা সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বারে অপেক্ষা করুন'। কারণ, যেখানে স্বয়ং নামী ও নাম-ভক্ত নব সাধ্য স্বয়ং উপস্থিত অথবা যাঁহাদের মুখে শুদ্ধ শ্রীনামকীর্ত্তন সর্ব্বদা প্রকাশিত, তাঁহারাই সমুপস্থিত, সেখানে সাধ্যবস্তু পরিত্যাগ করিয়া অথবা তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে নামনামীর সহিত ভেদবুদ্ধি করিয়া আনুষ্ঠানিক বাহ্যের নিষ্ঠার অভিনয় আত্ম-ভোগপর হেয় মাত্র। যাহাদের সেবানিষ্ঠার পর ও বাহ্য অনুষ্ঠানের প্রতি অনুরাগ অত্যধিক, সেখানেই কর্ম্মমার্গীয় বিচার-পরায়ণ ব্যক্তিগণের চেষ্টার নামই নিয়মাগ্রহ। শ্রী। গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার জন্য "ক্ষেত্রসন্ন্যাস ছাড়িলেন তা'পায়" প্রভৃতি বিচারের আদর্শ নিয়মাগ্রহ-পরিত্যাগের নিদর্শন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় সেবানিষ্ঠা বা প্রেমনিষ্ঠার বিচারই প্রবল, নিয়মাগ্রহের বিচার বিশেষ শিথিল। আস্তিকতার পরিমাণ যেখানে যতদূর সমৃদ্ধ, নিয়মাগ্রহের বিচার সেখানে ততদূর শিথিল—এতদূর শিথিল যে, তাঁহারা মুক্তাবস্থায় আধ্যপথ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া একান্ত সেবায় পরিনিষ্ঠিত। তবে নিয়মাগ্রহের ন্যায় নিয়ম অগ্রহও ভক্তির প্রতিকূল। নিয়মাগ্রহ ও নিয়ম-অগ্রহ—উভয়কে নিয়মিত করিবার জন্যই শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে "নিবন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে"-শ্লোকের অবতারণা।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

—::•.:—

ভগবানের পাদপদ্ম যদি আশ্রয় করি, তা'তে লেখাপড়া শিখি বা না শিখি, বল থাকুক বা নাই থাকুক, কিছুতেই অসুবিধা নাই। জীব নির্গুণ বস্তু। জীব যখন নিজেকে গুণবদ্ধ বস্তু মনে করে, তখনই তা'র সগুণ জগতের প্রতি আসক্তি হয়। ভগবানের দাস সমূহ মানবগণের উপকারের জন্য ইহ-জগতে আগমন করেন। তাঁ'দের জগতে কোন কর্ত্তব্য নেই—এ জগতে আ'সবার কোন আবশ্যকতা নেই—জীবের বিপরীত রুচিকে পরিবর্ত্তিত করা ব্যতীত। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা দয়াময়দের একমাত্র কর্ত্তব্য।

জগন্নাথের দর্শন পৌত্তলিকতা নয়। আকার-দর্শনে প্রথমে পাদপদ্ম দর্শন ক'রতে গিয়া কোথায় তাঁ'র পাদপদ্ম অবস্থিত, তা' দেখ্‌তে পাই না। আমাদিগকে এই অসুবিধার হাত হ'তে রক্ষা ক'রবার জন্য তিনি পাদদ্বয়ের দর্শন দিচ্ছেন না। তাঁ'র পাদপদ্ম-শোভার দর্শন হ'লে অন্যবস্তু দর্শনে বিরক্তি আস্‌বে, এজন্যই তিনি পাদদ্বয় দেখা'চ্ছেন না। বদ্ধজীবকে তাঁ'র যোগ্যতানুসারে নব্যব্রাহ্মবাদের দ্বারা আক্রান্ত করাবার জন্য তিনি পাদযুগল দেখান না। বৈষ্ণবেরা কিন্তু তাঁ'কে মুরলীধর ও তাঁ'র পাদনখ-শোভা দর্শন করেন। শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাৎ মুরলীবদন দেখ্‌লেন—'প্রণব' পুটিত মুরলী দেখ্‌লেন না।

শ্রীজগন্নাথ দেব মানবের মঙ্গলের জন্য খণ্ড বিগ্রহে—অর্চ্চা-বিগ্রহে এসেছেন। তিনি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন—কাষ্ঠময় ন'ন। যাঁ'রা তাঁ'কে কাঠ দেখ্‌বে, তা'রা শান্তিবারি-হীন সংসার-কূপে মীনের ন্যায় থাক্‌বে। সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত জগন্নাথকে দেখা উচিত। আমি নরাধম, তিনি সর্ব্বজগতের পতি, সমগ্র দেবলোকের পতি—তিনি দেবদেব। তাঁ'র পাদপদ্মসেবা-বঞ্চিত আমাদের আর কোনও গতি নাই। বিশিষ্ট জ্ঞানময়—বিজ্ঞানময় চক্ষুর্দ্বারা সেবাবুদ্ধিতে তাঁ'কে দর্শন করা উচিত।

তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ,—অচিদ্‌বিগ্রহ ন'ন। এ জগৎ—যা' দেখা যাচ্ছে, তা' সব অচিৎ। মানুষ দেবতা, পশু, পক্ষী, গাছ-পালা—সব অচিদ্‌বিগ্রহ—নিরানন্দপ্রদ—অসৎ। ভগবান্ নিত্যকাল অবস্থান করেন, তাঁ'র বিগ্রহ আছেন। তিনি সৎ—নিত্য চিৎ—চেতন, আর আনন্দ, তাঁ'র আনন্দ আছে, তাঁ'র আকৃতি আছে। নিজে হরিভজন ক'র্‌লে এসব কথা বুঝ্‌তে পারা যায়।

জগতের সবই মায়া হ'তে উদিত হ'য়েছে, মেপে নেওয়া ধর্ম্ম হ'তে উদিত হ'য়েছে। এই পৃথিবীতে গাধা, গরু, গাছ-পালা, সমুদ্র—যা' দেখ্‌ছি, তা' মায়া হ'তে উদ্ভূত। মনে হয়, এসব থা'ক্‌বে। প্রত্যেক জিনিষ সত্য, স্থায়ী মনে হ'চ্ছে—'সৎ'এর মত দেখা'চ্ছে, কিন্তু এ সব পরিবর্ত্তনশীল।

এ জগতে যা' দেখা যাচ্ছে, আর যা' দেখা যাচ্ছে না, তা' সব কর্ম্মের বিকার-হেতু। যিনি জগৎ সৃষ্টি ক'রেছেন, সেই ব্রহ্মা হ'তে আরম্ভ ক'রে সকলই পরিবর্ত্তনশীল। যে জিনিষ অনুভব ক'র্‌ছি, সত্য ব'লে গ্রহণ কর্‌ছি, তা' দু'দিন পরে ছেড়ে দিব। এসব মায়া হ'তে উদ্ভূত হ'য়েছে ব'লে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যা'চ্ছে। ভগবান্ এইসব বস্তুতে আছেন, কিন্তু বস্তুগুলি ভগবান্ ন'ন। জগতের লোক এইসকল বস্তুকে নিত্য মনে ক'র্‌ছে। এ জগৎ নিত্যকাল বর্ত্তমান থাকে না। আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই জগৎ-সম্বন্ধে যা' ধারণা কর্‌ছি, তা' সবই পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যায় এখানকার অভিজ্ঞতাবাদিগণের ৫০ বৎসর বয়সের যে ধারণা, তা' ৪০ বৎসর বয়সে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যা'চ্ছে, আবার ৫০ বৎসরের ধারণা ৬০ বৎসর-কালে পরিবর্ত্তিত হ'চ্ছে, এখানকার অভিজ্ঞতা ফুটবলের মত। ২০০০ বৎসরের সঞ্চিত জ্ঞানেরও পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে। অভিজ্ঞতার দ্বারা যত অগ্রসর হওয়া যা'বে, দু'দিন পরে সব বাদ হ'য়ে যা'বে। এ জগতের স্বরূপ অসৎ অর্থাৎ অনিত্য, আর ভগবানের লীলা বা ক্রিয়া—নিত্য।

আমাদের জাগর-কালের অভিজ্ঞতা সব স্বপ্ন-সদৃশ—পরিবর্ত্তনশীল। 'স্বপ্নে যেমন সিংহ দর্শন ক'রছি, লক্ষ টাকার অধিপতি হ'য়ে তুষ্ফেননিভ শয্যায় শুয়ে আছি, মনে করছি, কিন্তু যেই স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়, তখন দেখি সিংহাদি কোন জন্তু নাই, আমি নিতান্ত দরিদ্র—ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে র'য়েছি। এ জগতের বল, অর্থ, ঐশ্বর্য্য—যা' কিছু আমরা সংগ্রহ করি, সবই 'স্বপ্নবৎ' অর্থাৎ স্বপ্নবৎ। আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার বিদ্যা, বল, বুদ্ধি, মূর্খতা—সব ছেড়ে দিয়ে চ'লে যেতে হ'বে। স্বপ্নে সব সংগ্রহ ক'র্‌লাম, কিন্তু জাগ্‌লে সব চ'লে গেল। একমাত্র বৈকুণ্ঠ বস্তু—সচ্চিদানন্দ বস্তু থাক্‌বেন, আর সব ধ্বংস হ'য়ে যা'বে

হরিকথা-প্রসঙ্গ

—::•::—

মঠ বলিয়া যে বস্তুটী বাহিরের দৃষ্টিতে গৃহস্থালীর ন্যায় প্রতীত হয়, তাহা বস্তুতঃ গৃহস্থালী নহে। যাঁহারা কায়মনোবাক্যে বিষয়ভোগ ও বিষয়-ত্যাগবৃত্তিরহিত হইয়া বৈষ্ণবের আনুগত্যে অহর্নিশ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবায় নিরত, তাঁহারাই মঠে বাস করেন। মঠবাসী হৃষীকেশকে হৃদয়সিংহাসনে বসাইয়া নিত্যকাল সংগৃহীত বস্তু দ্বারা সেবা করিতেছেন। শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের আনুগত্যে অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাই মঠবাসীর একমাত্র কৃত্য।

ভোগ ও সেবা—বিরুদ্ধ ব্যাপার। সেবা—আত্মার ধর্ম্ম, আর ভোগ—দেহ ও মনের ধর্ম্ম। ভোগের ধর্ম্মই আমাদিগকে বদ্ধ করিয়াছে। যখন ভজনবলে ভোগ-প্রবৃত্তি আমাদিগকে ত্যাগ করিবে, তখনই আমরা ভগবৎসেবায় অধিকার পাইব। সেবা-বৃত্তি বর্দ্ধিত হইলেই ভোগের নেশা কাটিয়া যাইবে। ভোগপ্রবৃত্তি হ্রাস করার নামই সংযম। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম এই সংযমশিক্ষার ভূমিকা।

ভক্ত-ভাগবতগণ ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের নিমিত্তস্বরূপ জ্ঞানচক্ষুঃ প্রদান করিয়া থাকেন, অতএব ভক্তিমার্গে বিচরণকারী ব্যক্তিগণের সাধুগণই দেবতা, তাঁহারাই তাঁহাদের বান্ধব, পরমপ্রিয়বস্তু। তাঁহারা ভগবান্ হইতে অভিন্ন। গ্রন্থ-ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়—প্রোজ্ঝিতকৈতব নিম্মৎসর সাধুগণের পরম-ধর্ম্ম যিনি ভক্ত-ভাগবত, তাঁহার পরিচয় এই যে, তিনি কখনও অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপ প্রভৃতি কৈতবযুক্ত মনোধর্ম্ম প্রচার করেন না, কিন্তু সর্ব্বদাই নিম্মৎসর সাধুজনপ্রিয় শুদ্ধভক্তি প্রচার করিয়া থাকেন।

ভগবানের নিত্যদাস্য ভুলিয়া জীব যখন মায়ার কবলে কবলিত হইবার জন্য সংসার-কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয় তখন কর্ম্মফলের তারতম্যানুসারে কেহ সত্ত্বগুণরূপ স্বর্ণ-শৃঙ্খলে, কেহ রজোগুণরূপ রৌপ্য-শৃঙ্খলে, কেহ বা তমোগুণরূপ লৌহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়। বৈষ্ণব সেইরূপ বদ্ধজীব নহেন। এইজন্য সাত্বত-শাস্ত্র বৈষ্ণবকে কোন প্রাকৃত জাতি বা বর্ণের অন্তর্গত বলিয়া বিচার করেন নাই। বৈষ্ণবগণের জন্ম ও কর্ম্মবন্ধন নাই।

নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের সঙ্গ ব্যতীত বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা অসম্ভব, কারণ, একজন অন্ধ আর একজন অন্ধকে কি করিয়া পথ দেখাইতে পারে? অতএব যত্নপূর্ব্বক যাহাতে শুদ্ধভক্তের সঙ্গ লাভ হয়, তদ্বিষয়ে প্রত্যেকেরই মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। যিনি শুদ্ধ-ভক্তের সঙ্গ যে-পরিমাণে করিবেন

তাঁহার তন্মাত্রায় ধারণা সুমার্জ্জিত, ভগবৎকথায় রুচির বৃদ্ধি ও ইতর-নিষ্ঠায় বিরক্তির উদয় হইবে।

কলির প্রাবল্যে এই জগৎ কেবল শুদ্ধ-ভক্তিবিরুদ্ধ আচার-বিচার, কার্য্য-কলাপ, কথাবার্ত্তা ও চিন্তাধারায় প্লাবিত হইতেছে—সমস্ত জগৎ কেবল আসুরিক বল, আসুরিক কার্য্যকলাপ, পাষণ্ডতা ও নাস্তিকতায় পরিপূর্ণ দেখা যাইতেছে। এইজন্যই "শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ"—অর্থাৎ শ্রীভগবান্ তাঁহার বৈকুণ্ঠধামে যাইবার পথকে এইপ্রকার অসুর-স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট কোটি-কোটী কণ্টকের দ্বারা রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। মায়া-বিমোহিত জীব দুর্দ্দৈব বা দুর্ভাগ্যবশতঃ শুদ্ধভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেমধন লাভ করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক বা নারাজ বলিয়াই এই জগতে সেবানন্দ, প্রেমানন্দ বা পরা শান্তির পথ চিরদিনই কণ্টকাকীর্ণ, আর হেয়, আপাত-সুখকর, পরিণাম দুঃখকর জড়রস বা জড়ানন্দের পথ যেন পুষ্পাস্তরণে সুশোভিত।

অতএব নিরন্তর কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যপরা সেবাই জীবের নিত্য ধর্ম্ম। যাহারা কৃষ্ণ-সেবাকে জগতের গোলামির সঙ্গে তুলনা করিয়া কৃষ্ণের আসনে বসিতে অগ্রসর হয়, তাহারা কৃষ্ণচরণে অপরাধী অসুরকুল। কৃষ্ণসেবকের যাহা কিছু আনন্দ, সকলই ভগবৎসুখপর। যেখানে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছারূপ জড়ানন্দ, সেখানে পরম রসস্বরূপ কৃষ্ণানন্দ বা প্রেমানন্দের অনুভূতি নাই।

প্রকৃত সঙ্ঘ ও কাল্পনিক সঙ্ঘ

[শ্রীমহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী]

হরিভজন পুষ্ট হইবে বলিয়া আমরা সৎসঙ্ঘারামে—গুরুবৈষ্ণব-সান্নিধানে অবস্থান করিতেছি, নির্জ্জনে যাই নাই, কারণ নির্জ্জনে অনর্থ আসিবার সম্ভাবনা অধিক। সঙ্ঘে সুযোগ বেশী—সঙ্ঘে থাক" ইহা শ্রীআচার্য্যবাণী। কিন্তু কাল্পনিক সঙ্ঘ ও প্রকৃত সঙ্ঘকে একাকার করিতে হইবে না। আমাদের প্রকৃত সঙ্ঘে থাকাই কর্ত্তব্য। কল্পিত সঙ্ঘে থাকিলে মঙ্গল হইবে না। যাহাকে সঙ্ঘ বলে এবং কিভাবে জীবন যাপন করাকে সঙ্ঘে থাকা বলে,—সঙ্ঘে থাকার ফলে আমাদের হরিভজনের কিছু উন্নতি সাধিত হইতেছে অথবা ঘটনার স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছি—এ সমস্ত বিষয় চিন্তা না করিলে সঙ্ঘে বাস করা সার্থক হইবে কি? মৌমাছি যেমন কাঁচের পরে বসিয়া ভিতরের মধু আস্বাদন করিতে পারে না, সেইপ্রকার সঙ্ঘে আছি—ইহা কেবল মুখে বলিলেই সঙ্ঘে থাকা হয় না। সঙ্ঘে থাকিয়াও যদি সঙ্গ নির্ব্বাচন করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে 'নির্জ্জন ভজন'কে 'সহজিয়ার সম্মিলন'কে গালাগালি দিয়াও অসৎসঙ্গফলে প্রাকৃত-সহজিয়া ও নির্জ্জন-ভজনকারী অপেক্ষাও অধিক অনর্থগ্রস্ত হইয়া যাইতে হইবে। চিন্তাবিহীন-ভাবে এক টানা স্রোতে গা ঢালিয়া দিলে সুবিধা হইবে না।

শ্রীল প্রভুপাদের সময়েও কি সঙ্ঘ ছিল না—শ্রীআচার্য্যভাস্করের উদয়ে উলূক-সদৃশ যাহারা পলাইয়া গেল, তাহারাও কি 'সঙ্ঘে বাস করিতেছি' বলিয়া অভিমান করে নাই? আবার তাহাদের দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া যাহারা দিবারাত্র তাহাদের সমালোচনা, পরচর্চ্চা, পরনিন্দা ও প্রজল্পাদি করিয়া 'নিজে খুব ঠিক আছি', অভিমান করিয়া তরল হাস্যলাস্যের স্রোতে চিন্তাবিহীনভাবে গা ঢালিয়া দিয়া উৎকট আনন্দ ও তৃপ্তিময় জীবন যাপন করিয়াছে, তাহারাই বা আজ কোথায়? দ্বিতীয়বারে তাহারাও কি চলিয়া যায় নাই বা উপর্য্যুক্ত দলের সহিত সাযুজ্য লাভ করে নাই? আবার তৎপরবর্ত্তী কালেও যাহারা পূর্ব্বোক্ত উভয় দলের কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করিয়া দম্ভভরে নিজের বাহাদুরী প্রচার-পূর্ব্বক উৎকট আনন্দ ও গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া 'দুঃশাসনের বক্ষরক্ত পান করিব' বলিয়া আস্ফালন করিত, তাহারাই বা আজ কোথায়? তাহারা প্রথম ও দ্বিতীয়দলের মিলন মহোৎসবে যোগদান করে নাই কি? ইহারাও ত' সঙ্ঘে বাস করিয়াছিল, উচ্চৈঃস্বরে গুরুবৈষ্ণবের জয়দান করিয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও সঙ্ঘে থাকার ফল ফলিল না কেন? এসমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া প্রকৃত পক্ষে সঙ্ঘে বাস না করিলে আমরাও ভাবিকালে যে ঐপ্রকার জঘন্য আদর্শ প্রকাশ করিব না, তাহারই বা কি তাম্র-শাসন আছে? চিন্তা করিলে দেখা যায়, পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ নিজের ব্যক্তিগত ভজনের দিকে—প্রাত্যহিক উন্নতি-অবনতির অনুভূতিময় ফলের দিকে লক্ষ্য রাখে নাই। 'কল টিপেন কৃষ্ণ, আর ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত হয় এখানে',—তাহারা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করে নাই। তাহারা অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা' হইয়া চিন্তাহীন তৃপ্তিময় জীবন যাপন করিয়া—প্রজল্প, পরচর্চ্চা, আত্মপ্রশংসা, আত্মগৌরব, আত্মপ্রচার প্রভৃতি করিয়া সুখের, শান্তির, সোয়াস্তির ও সখের দিনগুলি তথাকথিত সমজাতীয় বন্ধুবর্গের সহিত মিলিয়া বেশ 'হৈ হৈ' করিয়া কাটাইয়া দিয়াছে এবং তাহাদেরই সমশীল বন্ধুবর্গকে সঙ্ঘের লোক ও বৈষ্ণব-বন্ধু মনে করিয়া অজস্রভাবে অসৎ-সঙ্গ করিয়াছে। তাই সঙ্ঘে থাকিয়াও তাহাদের ঐপ্রকার জঘন্য পরিণাম ঘটিয়াছে। আমাদের ভিতর আবার ঐ একই-প্রকারের ব্যাধি দেখা দিলে অচিরাৎ আমাদেরও যে ঐপ্রকার দুর্দ্দশা ঘটিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? সুতরাং এখনও যদি আমরা সতর্ক না হই, 'সময় মোটেই নাই' বুঝিয়া নিজ-ভজনের দিকে সুতীব্র মনোনিবেশ না করি, তাহা হইলে আমাদের পরিণামও ভয়াবহ হইয়া উঠিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

গুরুবর্গ বলেন—"খুব কম লোক কৃষ্ণ-ভজন করিতে আসিয়াছে।" সেই কম সংখ্যক লোক কাঁহারা—হ্লাদিনীর কৃপাপ্রাপ্ত ভাগ্যবান্ কৃষ্ণরসামৃতলোভী ভৃঙ্গকুল কাঁহারা প্রকৃত সঙ্ঘের লোক কাঁহারা কাঁহাদের মধ্যে পরস্পর ভক্তিবিনোদ-ধারাশ্রিত ব্যক্তিগণের সহজ সরল, অকুটিল, নির্ম্মৎসর সহানুভূতিপূর্ণ স্বাভাবিক স্বারসিকী প্রীতির সম্বন্ধ প্রকাশিত আছে—কাঁহাদের পরস্পর দর্শনে বিমল প্রীতির উদয় হয়—কাঁহারা সেই অনুরাগী ভক্তবৃন্দ, তাহা সর্ব্বক্ষণ অন্তরে অন্তরে, প্রতি কার্য্যকলাপে, প্রতি চিন্তাধারায় অনুসন্ধান করিতে হইবে। সঙ্ঘে বাস করিলেও সজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধ ভক্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সরস কৃষ্ণকথা আলোচনা না করিলে হরিভজন পুষ্ট হয় না। অনুরাগী ভক্তসহ সরস কৃষ্ণভজনে নিযুক্ত থাকিলে প্রাণে একটা নবনবায়মান আনন্দের হিল্লোল আসিবে, তাহাতে ভজনের অনর্থ অচিরাৎ খর্ব্ব হইয়া নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাবের রাজ্যে উপস্থিত হওয়া যাইবে। তখন ভজন সহজ ও সরল অনুভব হইবে। "স্বকুলদ্ধ্যৈ ততো ধীমান্ স্বযূথান্যেব সংশ্রয়েৎ"—শ্রীরূপের এই পরামর্শানুসারে সজাতীয়াশয় স্বযূথের আশ্রয় লইতে হইবে'—এই শ্রীআচার্য্য-বাণী সার্থকতা-মণ্ডিত করা প্রয়োজন। তাহা হইলেই সঙ্ঘে বাস হইবে—তাহা হইলেই ভক্তিবিনোদ-ধারা যথার্থ আশ্রয় করা হইবে—অনুরাগী, দৃঢ়নিষ্ঠ, ঐকান্তিক সঙ্গিগণের সঙ্গপ্রভাবে নিজেরও ভজন-অনুরাগ সুদৃঢ় ও একান্ত হইবে। তখন "ভক্তি-বিনোদ-ধারাশ্রিত যাঁহারা, তাঁহাদের ভক্তি-বিনোদ ধারাশ্রিত লোক দেখিলেই প্রীতির উদয় হইবে—হ্লাদিনীর আশ্রিত ব্যক্তি-গণের মধ্যে পরস্পর ঘনিষ্ঠ প্রীতি থাকিবেই থাকিবে। তাহা স্বতঃপ্রকাশিত শ্রীআচার্য্যবাণীর মর্ম্ম অনুভূতির বিষয় হইবে। কৃষ্ণ ভজনেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেই সঙ্ঘের ভিতর এই সজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধ ভক্তের সঙ্গ অনুসন্ধান করিয়া লইবেন। নিজের নিত্যবান্ধবগণকে চিনিয়া লইতে হইবে—নিজের লোক বলিয়া টানিয়া লইতে হইবে। অনেক সময়ে আবার সঙ্ঘের ভিতর থাকিয়া আমরা অনেকের সঙ্গে বন্ধু ভাবাপন্ন হইয়া পড়ি। কিন্তু তাহাদের আচার-ব্যবহারে দেখা যায়, তাহারা কেহ কেহ ঐকান্তিক-ভাবে হরিভজন করিতে চায় না—সর্ব্বতোভাবে হরিভজন করিতে আসে নাই, কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রলোভন তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে—অবান্তর বস্তুই তাহাদিগের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের হরিভজন-পিপাসা কম পড়িলেই ভাগ্যদোষে ঐসব বন্ধুর প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হয়। কারণ, 'সমশীলা ভজন্তি বৈ'। তাহাদিগের সঙ্গে থাকিলে পরচর্চ্চা, পরনিন্দা, গোপনে সমালোচনা, আত্মপ্রচার, আত্ম-প্রশংসা আর উৎকট আনন্দ-উপভোগ করিবার সুবিধা হয়। তাহারা যে হরিভজনের পথের পথিক নহে, ইহা সময়ে সময়ে অনুভবও হয়। আবার তাহাদিগের নিন্দা-সমালোচনাদিও অন্য তথাকথিত বন্ধুবর্গের কাছে গোপনে করিয়া আনন্দ পাই, তথাপি তাহাদের সঙ্গের নেশা কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। ইহা মদ্য অহিফেনের নেশা অপেক্ষা অধিক মাদকতা পূর্ণ। শিথিলতার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া এইপ্রকার দুর্দ্দশাই জীবের ঘটিয়া থাকে তখন দৃঢ়তাকে গোঁড়ামি গোয়ার্ত্তামি ও দাম্ভিকতা বলিয়া মনে হয়। কৃত্রিমভাবে সকলের প্রিয় হইতে যাইয়া সকলের নিকট 'Popular', 'খাঁটী সঙ্ঘের লোক', 'সকলের প্রতি আপনভাব আছে', খুব ভাল লোক'—এই সমস্ত প্রতি সংগ্রহ করিতে গিয়া সকলের নিকট নিজের প্রশংসা শুনিবার লোভে মোহাচ্ছন্ন হওয়ার দরুণ অনেক সময়ে সঙ্ঘে বাস করিয়াও আমরা অসৎসঙ্গ কই 'সজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ ভক্ত' নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদের সঙ্গে প্রাণহীন ইষ্টগোষ্ঠী, কৃত্রিম আনন্দ উল্লাস করিয়া জীবনের মূল্যবান্ সময় বৃথা অতিবাহিত করি। এইপ্রকার 'সঙ্ঘে বাস' এবং গুরুবর্গের অভিপ্রেত 'সঙ্ঘে বাস' একজাতীয় নহে। উপরি উক্ত-ধরণের সঙ্ঘে বাস নরকবাস-তুল্য। তাহাতে আত্মা সুপ্রসন্ন হয় না—ভজনের বল-বৃদ্ধি হয় না—অনর্থ খর্ব্ব হয় না—রতির উদয় হয় না—কিছুতেই কিছু হয় না—জীবনের অমূল্য দিনগুলি বৃথা কাটিয়া যায় মাত্র। কাজেই পরবর্ত্তী-কালে কেহ গৃহব্রত গো গর্দ্দভ' কেহ স্বেচ্ছাচারী 'পশুবৎ' কেহ ঘোর দুরাচারী 'গুরুবৈষ্ণব-দ্রোহী' হইয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত সঙ্ঘে বাস হইলে কৃষ্ণভক্তির প্রবাহ জীবনে প্রবাহিত হইয়া জীবনকে সরস ও মধুময় করিবে—দিন-দিন অভীষ্ট বস্তুতে আবেশ ও অভিনিবেশ আসিবে—ভক্তিলতা ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা, ব্রহ্ম-লোক অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধপথে প্রবল-গতিতে ধাবিত হইবে সজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধ বন্ধুবর্গের সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা-শুনা হইবে—তাঁহাদের সঙ্গে মিলনে কৃষ্ণকথা রসোল্লাস কোটীগুণ বর্দ্ধিত হইবে ভজনের প্রগতি-শীলতা অনুভব হইবে, জীবন ধন্যাতিধন্য হইয়া যাইবে। তখন কোনটী প্রকৃত কৃষ্ণ-ভক্তি সঙ্ঘারাম এবং কোনটী তাহার বহিরা-বরণ কাল্পনিক সঙ্ঘ—সমস্তই শুদ্ধচিত্তে অনুভব হইবে, তখন কৃষ্ণের শতসহস্র [illegible] অনায়াসে উদ্ভাস হইয়া যাইবে। অতএব যাহাতে আমরা কাল্পনিক সঙ্ঘবাসের দৌরাত্ম্য হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া প্রকৃত সঙ্ঘে বাস করিবার সুযোগ পাই, ঠিক ঠিক ভাবে শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারায় আশ্রয় লাভ করিয়া জীবন ধন্য তরঙ্গ করিতে পারি, তাহার জন্য শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নিকট নিরন্তর ব্যাকুল ক্রন্দন করা একান্ত প্রয়োজন।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:o:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি পাঠনে	॥০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬০৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৭৲ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—চিন্নিকাবাদ একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

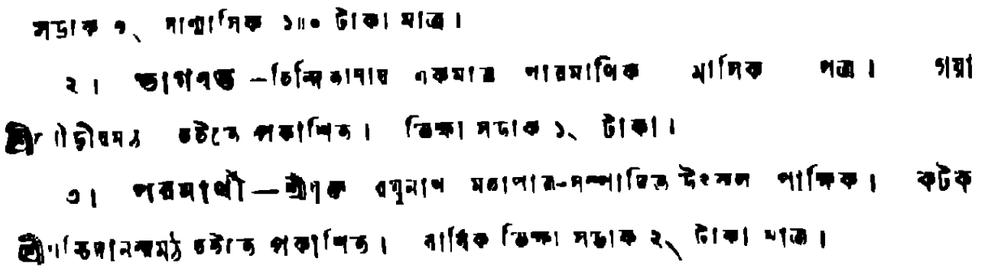

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মমুষ্য পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেও ইহার কোটিতেও অত্যুক্তি অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বর একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মূল্য-নিয়ন্ত্রণ

দ্রব্যাদির মূল্য-নিয়ন্ত্রণ-সম্বন্ধে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন এবং ঐ নীতি প্রচলন করিতে যে অসুবিধা ও বাধা আছে, তাহা গবর্ণমেণ্ট অতীতে কতিপয় কমিউনিক প্রচার করিয়া জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা এই ব্যাপারে সীমাবদ্ধ ছিল—শুধু কতিপয় তালিকা-ভুক্ত দ্রব্যাদি সম্বন্ধে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অধিকার ছিল—কিন্তু বর্ত্তমানে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হওয়ায় প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ করিবার ও নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ মজুত রাখা নিবারণ করিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন, প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকায় অতিরিক্ত লাভ নিবারণের জন্য যথোপযুক্ত ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারেন না বলিয়া জনসাধারণের মনে যে ধারণা ছিল তাহা ভ্রমাত্মক। গভর্ণমেণ্ট নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ-পত্রসমূহে অত্যধিক লাভের পথ। সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন।

ব্যবসায়ী ও মজুতকারীদের প্রতি সতর্ক-বাণী

নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি সম্পর্কে বর্ত্তমানে বাঙ্গালা সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন :—ময়দা, আটা, সরিষার তৈল, মটর, কলাই প্রভৃতি ডাল, লবণ, কয়লা (বাড়ী ও ব্যবসায়ে) কতিপয় শ্রেণীর মশলা, কেরোসিন তৈল ও দিয়াশলাই। কিছুদিন যাবৎ এই সকল জিনিষের দাম সামান্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কয়লার দর অত্যধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। মালগাড়ীর অভাবে কয়লার সরবরাহ কমিয়া যাওয়ায় দর বিশেষ বৃদ্ধি পায়। কয়লার এই অভাব দূর করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। ভারত সরকারের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা চলিতেছে। আশা করা যায় শীঘ্রই কয়লার দর স্বাভাবিক অবস্থায় নামিয়া যাইবে। মালগাড়ীর অভাবই দর বৃদ্ধির প্রধান কারণ। পাঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশে গমের দর বৃদ্ধিতে কিছুকাল পূর্ব্বে আটা ও ময়দার দর বৃদ্ধিরও লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। সমগ্র ভারতের গমের পাইকারী ও খুচরা সর্ব্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দিয়া এই সমস্যার সমাধান করা হইয়াছে। সরকার যতদূর খবর পাইয়াছেন তাহাতে এই সকল পণ্যের জন্য ব্যবসায়ীরা কোন প্রকার অতিরিক্ত লাভ দাবী করে নাই। এখনও চাউল, চিনি, মোটা কাপড়, ঘী, আলু ও শাক-সব্জীর দর নিয়ন্ত্রণ করা হয় নাই। উহার মধ্যে কয়েকটি জিনিষের দর নির্দ্ধারণের কথা বর্ত্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। প্রয়োজন অনুযায়ী দর বাঁধিয়া দেওয়া শাসন ব্যবস্থা ও জনসাধারণের প্রয়োজন এবং উহা এই দিক দিয়া বিশেষ সুবিধাজনক।

উন্মুক্ত স্থানে পরিখা খনন

কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান মিঃ সি ডব্লিউ গার্ণার এক ইস্তাহারে জানাইয়াছেন যে, ভারতরক্ষা বিধানাবলীর ৭৮ সংখ্যক বিধানে, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান এবং কর্ম্মচারীদিগকে পরিখা খনন এবং আশ্রয় স্থান নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে কলিকাতার যে কোন খোলা জায়গায় প্রবেশ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

উক্ত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, "এই ক্ষমতার বলে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট সাধারণতঃ উত্তর কলিকাতায় কাঁচা পরিখা খনন কার্য্য সুরু করিবেন। সম্ভবপর ক্ষেত্রে জমির মালিকগণের স্বামিত্ব এবং দখলী স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই পরিখা খনন করা হইবে। ৭৮ সংখ্যক বিধান অনুসারে ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্ব্বে মালিকগণকে জানান হইবে, খোলা জায়গায় পরিখা বা আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণের ফলে যে সকল ক্ষেত্রে ক্ষতি হইবার প্রত্যক্ষ প্রমাণ উত্থাপন সম্ভবপর, সে সকল ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দাবী করিবার কার্য্যক্রম, ট্রাষ্টের চীফ ভ্যালুয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিয়া লওয়া যাইতে পারে।

হংকং শত্রুরাজ্য বলিয়া ঘোষিত

একটী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে :—"হংকং বর্ত্তমানে ভারত রক্ষা বিধান অনুসারে "শত্রু রাজ্য" বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং উক্ত রাজ্যের সহিত ব্যবসা বাণিজ্য করা হইলে, তাহা শত্রুর সহিত ব্যবসাবাণিজ্য করা হইবে ও সেই জন্য দণ্ডনীয় হইবে।"

য়ুনান-ব্রহ্ম রেলপথ

কর্ত্তৃপক্ষ মার্কিণ বিশেষজ্ঞদিগের সাহায্যে প্রস্তাবানুযায়ী য়ুনান-ব্রহ্ম রেলপথ বসাইয়াছেন। চীনের সহিত যোগাযোগ রচনায় ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিবে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক-মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ১১ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৯শে পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১৩ই জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার | ২৫১তম সংখ্যা

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"যতদিন ভক্তিবিপরীত-বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ মাধব, শিব প্রদ্যুম্ন, গৌরাব্দ ৪৫৫

ভগবৎ-প্রসাদ

চতুর্ব্বিধ-শ্রীভগবৎপ্রসাদ-স্বাদ্বন্নতৃপ্তান্
হরিভক্তসঙ্ঘান্।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব বন্দে গুরোঃ
শ্রীচরণারবিন্দম্॥

যিনি হরিভক্তসঙ্ঘকে নিরন্তর সুস্বাদু অন্নসমন্বিত চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয়—এই চতুর্ব্বিধ মহাপ্রসাদ অথবা অনর্থনির্ম্মুক্ত হরিভক্তসঙ্ঘকে তাঁহাদের স্ব-স্ব স্বরূপসিদ্ধ ভাবানুযায়ী দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চতুর্ব্বিধ ভগবদ্রস পরিতৃপ্তরূপে আস্বাদন করাইয়া পরমানন্দ লাভ করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের চরণকমল বন্দনা করি।

ভগবৎপ্রসাদ-অর্থে শ্রীভগবানের অনুগ্রহ, প্রসন্নতা কিংবা তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট বুঝায়। তত্ত্ববিচারে শ্রীভগবানের অনুগ্রহ, তাঁহার প্রসন্নতা ও ভুক্তাবশিষ্ট একই বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া থাকে। ভগবান্ অনাদিবহির্ম্মুখ জীবের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া কখনও শ্রীগুরুরূপে, কখনও সাধুরূপে, কখনও শ্রীনামরূপে, কখনও শাস্ত্ররূপে, কখনও বা প্রসাদরূপে জীবকুলকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। যেরূপ নামের সেবা করিতে করিতে নামই স্বয়ং নাম-সাধকের নিকট নিজস্বরূপ প্রকাশ করেন, সেইরূপ প্রসাদের সেবা করিতে করিতে অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রসাদ প্রতিদিন সেবনের দ্বারাই প্রসাদের কৃপায় শ্রীভগবান্ স্বয়ং তাঁহার প্রসাদ সেবকের নিকট প্রকাশিত হন। শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার-লাভের জন্য যাঁহাদের ইচ্ছা আছে,—তাঁহাদের মহাপ্রসাদ সেবন করিলেই অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। কেবল মাত্র মহাপ্রসাদ ও মহামহাপ্রসাদ-সেবনই শ্রীভগবান্‌কে পাইবার একমাত্র সহজ উপায়। ভগবানের প্রসাদকে 'মহাপ্রসাদ' এবং বৈষ্ণবের ভুক্তাবশেষকে 'মহামহাপ্রসাদ' বলে।

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ'-নাম।
'ভক্তশেষ' হৈলে 'মহামহাপ্রসাদা'খ্যান॥
ভক্তপদধূলি, আর ভক্তপদজল।
ভক্তভুক্তশেষ,—এই তিন সাধনের বল॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥

(শ্রীচৈঃ চঃ—অন্ত্য, ১৬।৫৯-৬১)

একমাত্র প্রসাদ ভক্ষণের দ্বারাই যে, ভগবানের কৃপা লাভ হয় এবং তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাহা শ্রীমদ্-রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর জ্ঞাতি-খুড়া শ্রীকালিদাসের [illegible] আলোচনা করিলে উপলব্ধির বিষয় হয়। কালিদাস কেবলমাত্র বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-ভোজনের দ্বারাই অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যখন যেখানে কোনও বৈষ্ণব আছেন, শুনিতেন, তখনই তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। যদি বৈষ্ণবঠাকুর প্রসাদ দিতে অস্বীকার করিতেন, তবে কালিদাস লুকাইয়াও তাঁহার প্রসাদ সেবা করিতেন।

রঘুনাথদাসের তেঁহো হয় জ্ঞাতি-খুড়া।
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইতে তেঁহো হৈল বুড়া
গৌড়দেশে হয় যত বৈষ্ণবের গণ।
সবার উচ্ছিষ্ট তেঁহো করিল ভোজন॥
ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, যত ছোট, বড় হয়।
উত্তম বস্তু ভেট লঞা তাঁ'র ঠাঞি যায়॥
তাঁ'র ঠাঞি শেষ-পাত্র লয়েন মাগিয়া।
কাঁহা না পায়, তবে রহে লুকাঞা॥
ভোজন করিলে পাত্র ফেলাঞা যায়।
লুকাঞা সেই পাত্র আনি' চাটি' খায়॥
শূদ্র বৈষ্ণবের ঘরে যায় ভেট লঞা।
এই মত তাঁ'র উচ্ছিষ্ট খায় লুকাঞা॥

(শ্রীচৈঃ চঃ—অন্ত্য, ১৬।৮-১৩)

বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের প্রসাদে জাতিবুদ্ধি করা অপরাধজনক। ইহা ব্রাহ্মণের স্পৃষ্ট প্রসাদ, ইহা শূদ্রের স্পৃষ্ট প্রসাদ, ইহা অন্ন প্রসাদ, সুতরাং শূদ্রস্পৃষ্ট বলি। গ্রহণ-যোগ্য নহে, ইহা শুষ্ক পীঠাপানা বা ফল-প্রসাদ, সুতরাং শূদ্রস্পৃষ্ট হইলেও স্মার্ত্ত-সমাজের আইন-কানুন-অনুসারে গৃহীত হইতে পারে, এইসকল বিচার ভগবৎপ্রসাদে আনয়ন করিলে কোনও দিন কৃষ্ণকৃপালাভ বা শ্রীনাম কৃপালাভ হইবে না। কালিদাস 'ব্রাহ্মণ বা শূদ্রকুলোদ্ভূত বৈষ্ণব'- এইপ্রকার কোন বিচার করিতেন না, বৈষ্ণব হইলেই তিনি তাঁহার প্রসাদ ভক্ষণ করিতেন। অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের কোনও প্রকার প্রাকৃত জাতি-বিচার আছে, তাহা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই, কারণ, তিনি জানিতেন, যিনি জাত্যভিমান পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে শ্রীভগবানের সেবা করেন, তিনিই বৈষ্ণব এবং তিনিই সর্ব্ববর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, যাহারা কৃষ্ণের অভক্ত, তাহারাই কেহ শূদ্র, কেহ বা শূদ্রাধম শ্বপচমধ্যে গণ্য।

নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত হীন, ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি-বিচার॥

একদিবস শ্রীকালিদাস শুনিলেন যে, শ্রীঝড়ুঠাকুর-নামে একজন পরম বৈষ্ণব আছেন, কিন্তু তিনি কখনও তাঁহার ভুক্তাবশেষ পান নাই।

কালিদাস কিছু আমফল ভেট লইয়া শ্রীঝড়ুঠাকুরের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং যথাযথ শ্রীঝড়ুঠাকুরের ও তাঁহার পত্নীর শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া অত্যন্ত দৈন্যের সহিত কহিতে লাগিলেন,—"ঠাকুর, আমাকে কৃপা করুন, আপনার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ ও আপনার শ্রীচরণ দর্শনের জন্যই আপনার গৃহে আসিয়াছি। আমার জীবন সফল ও ধন্য হইয়াছে, কিন্তু আমার একটি বাঞ্ছা আছে, যদি আপনি কৃপা করিয়া সে বাঞ্ছা পূরণ করেন, - আমি অদ্য এখানে প্রসাদ পাইতে ইচ্ছা করি। আমার আর একটি বাঞ্ছা যে,—আমাকে আপনার শ্রীচরণযুগলের ধূলি দান করুন এবং আপনার পদযুগল আমার মস্তকে স্থাপন করুন।' কালিদাসের এইরূপ বৈষ্ণবোচিত দৈন্য শ্রবণ করিয়া শ্রীঝড়ুঠাকুর দৈন্য সহকারে বলিলেন- 'আপনার মুখে এইরূপ কথা শোভা পায় না। আপনি সুসজ্জন ও আভিজাত্য-সম্পন্ন, আমি অত্যন্ত নীচজাতি [illegible] দাস তখন উচ্চকণ্ঠে শ্লোক [illegible] বলিলেন —

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ[illegible]
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ [illegible]

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

চতুর্ব্বেদ পাঠী (চৌবে ব্রাহ্মণ) হইলেও অভক্ত ব্যক্তি শ্রীভগবানের প্রিয় নহে, আর কুক্কুরভোজী চণ্ডালের কুলে অবতীর্ণ ব্যক্তিও যদি ভক্ত হন, তবে তিনিই শ্রীভগবানের পরম-প্রিয়। সেইরূপ ব্যক্তিকেই দান করিতে হইবে, তাঁহারই প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীভগবান্ যেরূপ পূজ্য, তিনিও সেইরূপই পূজ্য।

শ্লোক শুনিয়া ঝড়ুঠাকুর বলিলেন—"এই শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা নহে, যিনি কৃষ্ণভক্ত তিনি নীচ নহেন। কিন্তু আমি নীচ, আমাতে কৃষ্ণভক্তির লেশমাত্রও নাই।" কালিদাস শ্রীঝড়ুঠাকুরকে নমস্কার করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলে—ঝড়ুঠাকুর কিছুদূর পর্য্যন্ত কালিদাসের অনুগমন করিয়া তাঁহাকে পথে পৌঁছাইয়া দিয়া ঘরে ফিরিলেন। কালিদাস ঝড়ুঠাকুরকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে যে-যে-স্থানে তাঁহার পদচিহ্ন পড়িয়াছিল, সেইসকল স্থান হইতে ধূলি গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলেন এবং ঝড়ুঠাকুরের গৃহ-পথের নিকটবর্ত্তী একটি স্থানে লুকাইয়া রহিলেন।

ঝড়ুঠাকুর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বৈষ্ণবের প্রদত্ত উপহার আম্রফল দেখিতে পাইলেন। সেই আম্রফলগুলি ভগবানে নিবেদন করিয়া তিনি পত্নীর সহিত প্রসাদ গ্রহণান্তর আঁঠি ও খাষা বাহিরে উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তে নিক্ষেপ করিলেন। এখন তাঁহার প্রকৃত প্রসাদ প্রাপ্তির সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, দেখিয়া শ্রীঝড়ুঠাকুর ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী আম্রের যে-সকল চোষা-আঁঠি ও বাকল আস্তাকুড়ে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, কালিদাস সেইসকল আহরণ পূর্ব্বক সম্মান করিতে করিতে আনন্দভরে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কালিদাস গৌড়দেশে যত বৈষ্ণব বাস করিতেন, সকলের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছিলেন। এই কালিদাস যেদিন নীলাচলে আসিয়াছিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি অমায়ায় প্রচুর কৃপা করিয়াছিলেন।

"এইমত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌড় দেশে।
কালিদাস ঐছে সবার নিল অবশেষে॥
সেই কালিদাস যবে নীলাচলে আইলা।
মহাপ্রভু তাঁর উপর মহাকৃপা কৈলা॥"

বৈষ্ণববর শ্রীকালিদাস আমাদের অনেক সংশয়-গ্রন্থি ছেদন করিয়াছেন। আমরা অনেক সময় আত্মভোগের জন্য প্রসাদের ভক্ত সাজিয়া থাকি, কিন্তু বস্তুতঃ সেখানে আমাদের অপ্রাকৃত প্রসাদে সেবাবুদ্ধি নাই। শ্রীকালিদাস তাহার আদর্শে দেখাইলেন,—যে জিনিষ প্রকৃত শুদ্ধবৈষ্ণব গ্রহণ করেন না, তাহা যদি নানাপ্রকার নৈবেদ্যের মুদ্রা এবং অর্চ্চনের বিধি অনুসারে বাহ্য দৃষ্টিতে তুলসী প্রভৃতি সংযোগেও শ্রীগ্রহের নিকট উপস্থিত করা যায়, তাহা হইলেও তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীভগবান গ্রহণ করিয়াছেন, কি না, সন্দেহ থাকে। কিন্তু বৈষ্ণব শ্বপচকুলে বা অস্পৃশ্য ভুঁইমালিকুলে আবির্ভূত হউন, তিনি বাহ্য দর্শনে পুরুষ বা স্ত্রী হউন, গৃহস্থ বা সন্ন্যাসী হউন, তিনি নৈবেদ্যের বিধি-অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণে ভোগ নিবেদন করুন, আর নাই করুন, অকৃত্রিম অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবক বৈষ্ণব যাহা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই সুনিশ্চিতরূপে ভগবান্ গ্রহণ করিয়াছেন, জানিতে হইবে, কারণ, ভগবানের বাণী—"ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ।"—হে ব্রহ্ম! আমি ভক্তের রসনার দ্বারাই রস গ্রহণ করিয়া থাকি।

শ্রীকালিদাসের আদর্শে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। অনেক সময় আমরা ভূরিভোজন ও উত্তম ভোজনের জন্য মহা-মহা প্রসাদের দোহাই দিয়া জিহ্বালাম্পট্য চরিতার্থ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করি। কিন্তু কালিদাস আস্তাকুড় হইতে যে চোষা আঁঠি ও চোষা বাকল সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে উত্তম বা ভূরি-ভোজ্যদ্রব্য কিছু অবশেষ ছিল না। ইহার দ্বারাও শ্রীকালিদাস প্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিলেন—যতকিছু ভাল দ্রব্য গুরুবৈষ্ণবের ভোগেই প্রদান করিতে হইবে, সর, মাখন, ঘি তাঁহাদের ভোগেই লাগাইতে হইবে। আমরা তাঁহাদের দ্বারা নিঃশেষিত, অবশিষ্ট স্বল্প দ্রব্য মহামহা-প্রসাদরূপে গ্রহণ করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণভজনের জন্য জীবন ধারণ করিব। 'সারভাগ গ্রহণ না করিলে আমার শরীর টিকিবে কি প্রকারে?'—এই দুর্ব্বুদ্ধিও অনর্থযুক্ত বদ্ধ-জীবের হৃদয়ে উদিত হয় বলিয়াও বৈষ্ণববর শ্রীকালিদাসের এই শিক্ষা বিস্তার। দুর্ব্বুদ্ধি-তাড়িত আমরা বুঝিতে পারি না—'ভাল খাইলে, ভাল পরিলে আমাদের যে শরীর পুষ্ট হইবে, তাহার ফল মায়ার দাস্যই চুষিয়া খাইয়া ফেলিবে।' যাহাদের ঐরূপ দেহারামতার বুদ্ধি দূরীভূত হয় নাই, তাহারা শরীর পুষ্টির ফলকে কখনও ভগবৎসেবায় নিয়োজিত করিতে পারে না। অনুক্ষণ অকৃত্রিম সেবাপরায়ণ বৈষ্ণবগণ যদি উত্তম সারবান্ বস্তু গ্রহণ করেন, তাহাতে তাঁহাদের আসক্তি থাকে না। তাঁহারা অনর্থযুক্ত আমাদের মত কৃষ্ণাভিন্ন মহাপ্রসাদের দ্বারা ভোগের শরীর পোষণ করাইতে চাহেন না। তাঁহাদের বিচার,—'প্রসাদকে আমরা ভোজন করিতে পারি না। ভগবৎপ্রসাদ—মহামহাপ্রসাদ যাঁহাদিগকে আত্মসাৎ করিয়াছেন ও করেন, তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে চতুর্ব্বিধ, রসসমন্বিত উত্তম-উত্তম প্রসাদ সেবনে অধিকারী।'

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো
নৈব জায়তে॥"

স্বল্প পুণ্যবান অর্থাৎ পাপাত্মা ব্যক্তির শ্রীমহাপ্রসাদ শ্রীগোবিন্দ, শ্রীনাম ও শ্রীবৈষ্ণবে অপ্রাকৃত-বুদ্ধির উদয় হয় না। শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস' কর্ম্মজড় অবৈষ্ণবদিগকে মহা-প্রসাদরূপ অমূল্য বস্তু দিবার পরিবর্ত্তে প্রাকৃত দ্রবিণাদির দ্বারা বঞ্চনা করিতেই আদেশ করিয়াছেন।

"প্রসাদ সেবা করিতে হয়
সকল প্রপঞ্চ জয়।"

শ্রীরূপানুগ শ্রীগুরুদেব জীবের অধিকার-অনুসারে বিচিত্র প্রসাদ হরিভক্তসঙ্ঘকে আস্বাদন করাইয়া থাকেন। কিন্তু অধিকার বিচার না করিয়া যদি সকলেই কেবল চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় বিচিত্র উত্তম উত্তম প্রসাদের জন্য ব্যস্ত হন, তাহা হইলে মহাপ্রসাদ সম্মান ও মহাপ্রসাদ সেবার পরিবর্ত্তে ইন্দ্রিয়তর্পণই হইয়া পড়িবে। ভোগ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সেব্যবস্তুকে সর্ব্বদা সেবাই করিতে হইবে।

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র
কালবিচারণা॥
ন দেশ-নিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং
হরিরব্রবীৎ॥
(শ্রীপদ্মপুরাণ)

মহাপ্রসাদ শুষ্কই হউক, পর্য্যুষিতই হউক বা দূরদেশ হইতে আনীতই হউক, প্রাপ্তি-মাত্রেই ভক্ষণ করা বিধি, ইহাতে কালবিচারের প্রয়োজন নাই। শ্রীকৃষ্ণের অন্নপ্রসাদ প্রাপ্তি-মাত্রেই শিষ্টলোক ভোজন করিবেন, ইহাতে দেশ ও কালের কোন নিয়ম নাই। ভগবান্ এই আজ্ঞা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু তাঁহার শ্রীউপদেশামৃত-নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, বাক্য, মন, ক্রোধ, জিহ্বা, উদর এবং উপস্থ—এই ছয়টির বেগ ভক্তির অতিশয় প্রতিকূল। তন্মধ্যে জিহ্বা বেগ-দমনের একমাত্র সহজ উপায় শ্রীভগবৎপ্রসাদ সেবা।

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্টমাত্রেই শ্রীমহাপ্রসাদ। জগতের নাথ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বত্রই শ্রীঅর্চ্চাবতাররূপে বা ভক্তগণের হৃদয়মন্দিরে বিরাজিত; সুতরাং সর্ব্বত্রই 'মহাপ্রসাদে'র আবির্ভাব হয়।

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধ-বাসোঽলঙ্কার-চর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব
মায়াং জয়েম হি॥
(ভাঃ ১১।৬।৪৬)

হে দেব! আপনার সেবক আমরা আপনার উপভুক্ত মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কারে বিভূষিত এবং উচ্ছিষ্টভোজী হইয়াই ভবদীয় মায়াকে জয় করিতে সমর্থ।

ভগবৎপ্রসাদ বা ভগবদনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ভক্তপ্রসাদ বা ভক্তানুগ্রহ লাভ করিতে হইবে। সুতরাং আমাদের ভক্তপ্রসাদ-লাভের জন্য সর্ব্বক্ষণ কায়মনোবাক্যে ভক্তসুখানুসন্ধানতৎপর হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

অসৎচরিত্র, দাম্ভিক ব্যক্তিসকল সমাজের কলঙ্ক। বৈষ্ণববিদ্বেষরূপ বিসূচিকাবীজ তাহা-দিগের দ্বারাই সরল মানবহৃদয়ে রোপিত হয়। যাহারা তাহাদিগের পদাঙ্কানুসরণে প্রবৃত্ত হইতেছেন বা হইবেন, দেহান্তে তাহারা ভীষণ মহারৌরব নামক নরকে নীত ও যমকিঙ্করগণ-কর্ত্তৃক নিদারুণভাবে দণ্ডিত হইবেন। অতএব "অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার"—মহাজনগণের এই আদেশ শিরে ধারণপূর্ব্বক তাহাদিগের সঙ্গ কালবিলম্ব না করিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে।

———

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিত্য আনুগত্যই 'সেবা' বা 'বৈষ্ণবধর্ম্ম'—আর স্বতন্ত্রতাই কর্ম্মমার্গ বা জ্ঞানমার্গ। জীব যখন সাধু-গুরু ও শাস্ত্রের কৃপায় কৃষ্ণোন্মুখ হন—যখন জীবের সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়, তখনই তিনি ভগবচ্চরণে আত্মনিবেদন করিয়া বলিতে থাকেন,—

"আমি তব নিত্যদাস জানিনু এবার।
আমার পালনভার এখন তোমার॥
বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্রজীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ও-পদ বরণে॥"

ভগবান্‌কে এইভাবে গোপ্তৃত্বে বরণ করিয়া জীব যখন শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে কৃষ্ণভজন করিতে আরম্ভ করেন, তখনই তাহার মঙ্গলোদয় হইয়া থাকে।

হরিভজনপরায়ণ ভক্ত গুরুর নিত্যদাস, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। ভক্ত নিত্যকাল শ্রীগুরু-দেবের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। যেখানে গুরু ও বৈষ্ণবের আনুগত্য বাদ দিয়া হরিভজনের প্রয়াস, সেখানে প্রকৃত হরিভজন নাই—তাহা মায়ার ভজন। কোনও ব্যক্তি যদি গুরুর আনুগত্য ব্যতীত নিজ মতানুযায়ী সদাচার, তীর্থভ্রমণ, ভগবদ্ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ যাজন, ত্যাগ, তপস্যাচরণ, নাম-সংকীর্ত্তন, জপ, ধ্যান প্রভৃতি যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গানুশীলন(?)ও করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেও তিনি একটুকুও হরিভজন করিতে পারেন না, পরন্তু নিজেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছারূপ কাম চরিতার্থ করিয়া থাকেন।

প্রতিষ্ঠাশা, কনক বা কামিনী সংগ্রহেচ্ছায় হরিভজনের কপট অভিনয় 'হরিভজন' নহে, তাহা কেবল কৈতবযুক্ত আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা-মাত্র। হরিভজনের মূলই গুরু ও বৈষ্ণবের আনুগত্য। শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য ব্যতীত হরিভজনের ছলনা "গোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়া"র ন্যায় কুচেষ্টা। বদ্ধাবস্থায় ত' শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য ব্যতীত হরিভজনে প্রবেশলাভই করা যাইতে পারে না—সিদ্ধাবস্থাতেও যে সিদ্ধদেহে হরি-ভজন প্রণালী, তাহাতেও শ্রীগুরুদেবের নিত্য আনুগত্য বর্ত্তমান। শ্রীহরির নিত্য আশ্রয়-

বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব ও তদনুগজনের আনুগত্য না থাকিলে অহংগ্রহোপাসনা-রূপ অপরাধ-মাত্র সার হয়।

অনর্থযুক্তাবস্থায় নির্জ্জনভজনের চেষ্টা—প্রতিষ্ঠাশার আশা বা আলস্যমাত্র, তাহা হরিভজন নহে। অনর্থযুক্তাবস্থায় আমাদের ইন্দ্রিয়সকল বহির্ম্মুখতা-বৃত্তিসম্পন্ন, সুতরাং ঐসকল ইন্দ্রিয় সর্ব্বদা মায়িক ব্যাপারে ধাবিত হইতে ইচ্ছা করে। এইরূপ অবস্থায় যাহারা উহাদিগকে নির্জ্জনে রোধ করিতে চেষ্টা করে, তাহারা হরিভজনকারীর নামে "মিথ্যাচারী" মাত্র। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীহরিনাম-সাধনকালে যে নির্জ্জনতার বিধান উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য সর্ব্বতো-ভাবে পরিহারপূর্ব্বক ঐকান্তিকতার আবাহন। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া নিজানর্থ-বর্দ্ধনোদ্দেশে নির্জ্জনে নামগ্রহণ বিহিত নহে। জন-সঙ্গ ত্যাগ না করিলে হরিভজন হয় না বা জনসঙ্গদ্বারা ভক্তিবৃদ্ধি হয় না। এইস্থলে 'জনসঙ্গ'-অর্থে ভজন-প্রতিকূল বহির্ম্মুখজন-সঙ্গ জানিতে হইবে। জাতরতি ব্যক্তির প্রেমচেষ্টার যে নির্জ্জনতা, তাহা স্মরণমূলা। তাহা সাধনকালীন নির্জ্জনতা জাতীয় নহে।

শ্রীগুরুদেবের উপদেশক্রমেই অনুগ্রহ বা দীক্ষালাভ ঘটে। স্বয়ং কল্পনা করিয়া স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র প্রভৃতির রচনা গুর্ব্বজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। বৈষ্ণবের উহা বন্দ্য হইতে পারে না। উহা অধ্রোতপন্থা, তর্কপন্থা বা ব্যতিরেক পন্থা, উহা ভক্তির প্রতিকূল বিচার। বৈষ্ণবের বেশ ধারণ করিয়া—ভগবন্নামাদিতে বিভূষিত হইয়া হরিভজনের পরিবর্ত্তে অন্য কিছুকে কৃত্য বোধ করা উচিত নহে।

ভক্ত্যুন্মুখ জীব স্বভাবতঃ সর্ব্বজীবে কৃপাবিশিষ্ট হন। তিনি কাহারও প্রতি দ্রোহ করেন না। তিনি সত্যতত্ত্বকে একমাত্র সার বলিয়া জানেন এবং সকল জীবে সমদৃষ্টি করেন। তিনি নির্দ্দোষ, বদান্য, ধীর, পবিত্র ও দৈন্যবুদ্ধি-সম্পন্ন। তিনি সকল জীবের যথাসাধ্য উপকার করিয়া থাকেন। তিনি ইন্দ্রিয়সুখ-বাঞ্ছারহিত, ভুক্তি মুক্তিকামনাশূন্য এবং, জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহাতিরিক্ত উদ্যম-রহিত। তিনি স্থিরবুদ্ধি হইয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মৎসরতাকে জয় করিয়া থাকেন। তিনি ভক্তি-আলোচনার অবিরোধী ভোগমাত্র স্বীকার করেন। তিনি অত্যধিক নিদ্রা, আলস্য ও মাদক-সেবনাদি পরিত্যাগী। সর্ব্বজীবের প্রতি মানদ, নিজে সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইয়াও তিনি অভিমানশূন্য। তিনি অসার আলোচনারহিত, অপরাধীর প্রতি ক্ষমাবিশিষ্ট। তিনি জগদ্বন্ধু, ভগবল্লীলাদি বর্ণনে কবি, সৎকার্য্য পটু। তিনি অকারণ বাক্যব্যয় করেন না।

প্রশ্নোত্তর

—→::(•)::←—

প্রশ্ন—প্রণবের অর্থ কি? ব্রহ্মগায়ত্রী ও কামবীজ, কামগায়ত্রীর মধ্যে তত্ত্বগত পার্থক্য কি?

উত্তর—প্র—স্তু (স্তুতি করা) + অল্—এই প্রকারে 'প্রণব' সাধিত হইয়াছে। স্তবনীয় পরব্রহ্মের শাব্দিক অবতারই ওঁ-কার বা প্রণব। যাঁহার দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে স্তব করা যায়, তাহাই 'প্রণব'।

'ওঁ' ইহাই পরব্রহ্মের সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ (মধুরতম) নাম। তিনি উচ্চারণ আরম্ভ হইতেই জীবকে সংসার ভয় হইতে পরিত্রাণ করেন, এইজন্য তিনি 'তার'-নামেও কথিত। শ্রীধর স্বামিপাদ ভাগবতের নিজকৃত টীকার প্রারম্ভে ওঁকারমুখে আরম্ভ বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতকে 'তারাঙ্কুর' সংজ্ঞা দিয়াছেন। অতএব শ্রীনাম সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎস্বরূপই। অষ্টাক্ষর মন্ত্রকে উদ্দেশ করিয়া শ্রীনারদপঞ্চরাত্র স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন,—"ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, ভগবান্ শ্রীনারায়ণ স্বয়ং অষ্টাক্ষর স্বরূপে জীবের মুখে সাক্ষাৎ উদিত হন।" প্রণবকে উদ্দেশ করিয়া মাণ্ডুক্যোপনিষদেও কথিত আছে —"চিদ্দর্শনে যাহা কিছু দৃশ্য, সমস্তই ওঁকার—'ওঁ' এই অক্ষর।"

ব্রহ্মের আর একটি আবির্ভাবই—প্রণব। তিনি পরম বস্তু বলিয়া কথিত। তিনি অপূর্ব্ব, অবাধ, অবাহ্য পরম এবং অব্যয়, তিনি সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত। এইভাবে প্রণবকে জ্ঞাত হইয়া জীব অমৃতত্ব লাভ করেন। সকলের হৃদয়ে অবস্থিত প্রণবকে ঈশ্বর-স্বরূপ বলিয়া জানিতে হইবে। ওঁকারকে সর্ব্বব্যাপী বিভু অর্থাৎ বিষ্ণুস্বরূপ বলিয়া মনে করিলেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে আর শোক করিতে হয় না অর্থাৎ তাঁহার আর শূদ্রত্ব থাকে না। তিনি জড়মাত্রাহীন হইয়াও অনন্ত-মাত্রাযুক্ত। তাঁহা হইতেই জড়ীয় দ্বৈতজ্ঞানের উপশম হইয়া অদ্বয়জ্ঞান লাভ হয়, অতএব তিনি পরম মঙ্গলস্বরূপ। এস্থলে মনে করিতে হইবে না যে, 'পরমেশ্বরের পক্ষে অবতাররূপে ঐসকল মঙ্গলবিধান অসম্ভব বলিয়া একটী জড়ীয় বর্ণ বা অক্ষর মাত্রের সম্বন্ধে ঐরূপ উক্তিতে প্রকৃত সত্য নাই,—উহা কেবল স্তুতিরূপমাত্র।' প্রকৃত পক্ষে, পরমেশ্বরের অপরাপর অবতারের ন্যায় এই প্রণবও তাঁহার বর্ণরূপী অবতার, যেহেতু এই অর্থ পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবচন-বলেই স্থির হওয়ায়, তাঁহা হইতে অভিন্ন বলিয়া তৎ সম্ভাবনা-হেতু এই অর্থই ঠিক। অতএব ভগবানের নাম ও নামী ভগবান্—পরস্পর অভিন্ন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

অকারেণোচ্যতে কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকৈকনায়কঃ।
উকারেণোচ্যতে রাধা মকারো জীববাচকঃ॥

অ + উ + ম—এই তিন অক্ষরের যোগে ওঁকার নিষ্পন্ন। 'অ'কারের দ্বারা সর্ব্ব-লোকের একমাত্র নায়ক শ্রীকৃষ্ণ অভিহিত হন, 'উ'কারের দ্বারা শ্রীরাধা নির্দ্দিষ্ট হন এবং 'ম'কার জীববাচক। অর্থাৎ ওঁকারে বিষয়বিগ্রহ, মূল আশ্রয়বিগ্রহ এবং তাঁহাদের নিত্য সেবক আত্মা বা জীব পরিপুষ্টিত।

সপ্রণব ব্রহ্মগায়ত্রী ও কামবীজপুষ্টিত কামগায়ত্রীর মধ্যে তত্ত্বগত কোন ভেদ নাই, কেবল রসগত বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে শান্তরসের উপাসক ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্ম গায়ত্রীর দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, আর মধুররসের উপাসক ভগবদ্ভক্তগণ কামবীজপুষ্টিত কামগায়ত্রীদ্বারা অপ্রাকৃত নবীনমদন অখিল রসামৃতমূর্ত্তি রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া থাকেন। পদ্ম-পুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বেদ মাতা গায়ত্রী মাধুর্য্যরস আস্বাদন ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম লালসায় গোপীজন্ম লাভের জন্য ব্যাকুলা হইয়া গোপাল-উপনিষদের সহিত ব্রজে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক কামগায়ত্রীরূপে প্রকাশিতা হন। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে যেমন ব্রহ্ম, পরমাত্মাদি অসম্যক্ ও আংশিক প্রতীতিসমূহ ক্রোড়ীভূত, তদ্রূপ কামগায়ত্রী বা কামবীজ-নিষ্ঠই ব্রহ্মগায়ত্রী ও প্রণব ক্রোড়ীভূত রহিয়াছে। কামগায়ত্রী ও কাম বীজ ব্রহ্মগায়ত্রী অপেক্ষা অধিকতর রস-মাধুর্য্যে সমুদ্ভাসিত হইয়াছে

প্রশ্ন—শ্রীগুরু গায়ত্রী ও শ্রীগৌরগায়ত্রীর বিভিন্ন অবস্থানের বৈশিষ্ট্য কি? ব্রহ্ম-গায়ত্রীর সঙ্গেই বা উহাদের পার্থক্য কি?

উত্তর—শ্রীগুরু ও শ্রীগৌরসুন্দরের অব-স্থানের মধ্যে যেমন বৈচিত্র্য, শ্রীগুরু শ্রীগৌর-গায়ত্রীর মধ্যেও সেইরূপ বৈচিত্র্য বর্ত্তমান। শ্রীগুরুদেব—শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশ —আশ্রয়বিগ্রহ, আর শ্রীগৌরসুন্দর বিষয় বিগ্রহ। চিদ্বিলাসরাজ্যে আশ্রয় ও বিষয় বিগ্রহের মধ্যে যে লীলা-বৈচিত্র্য আছে, তাহা সর্ব্বব্যাপারেই মুখ্য। যাঁহারা চিদ্বিলাস বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য স্বীকার করেন, তাঁহারাই ভক্তিসিদ্ধান্তনিপুণ। যেরূপ কৃষ্ণগায়ত্রীর কৃষ্ণ-গায়ত্রী আছে, তদ্রূপ গৌরগায়ত্রীর গৌর গায়ত্রী এবং গুরুগায়ত্রীর গুরু গায়ত্রীও আছে। গৌরগায়ত্রী ও গুরুগায়ত্রীর বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য গুরু ও গৌরের অবস্থান ও লীলার ন্যায়ই নিত্য। চিদ্বিলাসে ঐসকল নিত্য বৈচিত্র্যের নিত্য অবস্থান স্বীকার অর্থাৎ গুরু, 'কৃষ্ণ' ও 'গৌরের নিত্য অবস্থান ও নিত্যলীলা বৈচিত্র্যের ন্যায় তাঁহাদের আরাধনাপ্রণালীর মন্ত্র ও গায়ত্রীসমূহ স্বীকার না করিলে মায়াবাদ অপরাধ আবাহন করা হয়। যাঁহারা কৃষ্ণগায়ত্রী ও কৃষ্ণ মন্ত্র মুখে স্বীকার করিয়া গৌরগায়ত্রী ও গৌরমন্ত্র, গুরু গায়ত্রী ও গুরুমন্ত্রের নিত্য লীলাবৈচিত্র্য ও নিত্যাবস্থান স্বীকার না করেন, তাঁহারা প্রচ্ছন্ন মায়াবাদ-বন্ধু।

ব্রহ্ম, ভগবান্, রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগুরুদেবের অবস্থানে যে লীলাবৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান, ব্রহ্মগায়ত্রী ও কামগায়ত্রীর সহিত গৌরগায়ত্রী ও গুরু-গায়ত্রীরও সেইরূপ বৈশিষ্ট্যই বর্ত্তমান। ভক্তিসিদ্ধান্তবিচারে গুরু, কৃষ্ণ ও গৌরসুন্দরের নিত্যলীলা বৈচিত্র্য-হেতু তাঁহাদের আরাধনা-প্রণালীরও নিত্যবিভিন্নতা রহিয়াছে।

প্রচার-প্রসঙ্গ

—→::(•)::←—

এলাহাবাদে

আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ পরমারাধ্য-তম শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে এলাহাবাদ সহরের বিভিন্ন স্থানে পাঠ-কীর্ত্তন ও বক্তৃতাপ্রদানমুখে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

গত ১৫ই পৌষ, ৩০শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জজ্‌কোর্টস্ এক্‌স্টেন্‌সনস্থিত হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট মিঃ এ, পি, পাণ্ডে মহাশয়ের সাদর আহ্বানে মঠসেবকগণ তদীয় বাসভবনে উপস্থিত হইয়া পাঠ কীর্ত্তনাদি করেন প্রথমে গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ পদ্মনাভ পঞ্চদ্রবিড় প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে বহুক্ষণ হরিকথা আলোচনা করেন। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। সভায় বহু ভদ্র মহোদয় ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

গত ১৬ই পৌষ, ৪ঠা জানুয়ারী, রবিবার সন্ধ্যায় মঠসেবকগণ সিভিল লাইনস্থিত ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসভবনে হরিকথা কীর্ত্তনের জন্য গমন করেন।

প্রথমে গুরুবৈষ্ণব বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ পদ্মনাভ পঞ্চদ্রবিড় প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরূপ শিক্ষার সম্বন্ধ ও আশ্রয় তত্ত্বের ব্যাখ্যা-মুখে বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পাঠান্তে বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী ও মহানাম কীর্ত্তন হয়।

চট্টগ্রামে

গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিবরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী পদু চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন।

গত ১৫ই পৌষ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের সারোয়াতলী-নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত নিরঞ্জনচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের বাসা আলকরণ তাঁহার বাটী ও উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের ১৮৯ উপস্থিত বহু শ্রীভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং ভাগবত-যোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা প্রদর্শনমুখে বক্তৃতা দান করেন।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাসী। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
টঙ্কি	২৲	১॥০	৫॥০	১৲
সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	[illegible]	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি টঙ্কি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮
" এক কলম	৬৬৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "
প্রতি সংখ্যা ৫৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীযতিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃন্ময় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। পিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছাঁ বোতল ॥৵০ দশ আনা বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

ভারত গবর্ণমেণ্টের নূতন অর্ডিন্যান্স

ডিফেন্স কো-অর্ডিনেশন ডিপার্টমেণ্টের একটি প্রেস নোটে প্রকাশ, বড়লাট একটি অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলিকে নির্দ্দিষ্ট এলাকায় কতকগুলি অপরাধে বর্ত্তমানে চলিত শাস্তির পরিবর্ত্তে প্রাণদণ্ড অথবা বেত্রাঘাতের হুকুম দিবার অধিকার দিয়াছেন। যথা:—লুটতরাজ, আগুন লাগান, সাংঘাতিক অস্ত্র দ্বারা মারাত্মক রকমের আঘাতপ্রদান, গোপনে ক্ষতি সাধন, নারী হরণ ও অত্যাচার প্রভৃতি অপরাধ।

তাহা ছাড়া দাঙ্গা-করণ ও গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীকে সরকারী কার্য্য সাধনে বাধা দান করার অপরাধে বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, শত্রু-আক্রমণের ফলে দেশে অনেক সময়ে বিশৃঙ্খল অবস্থা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে এবং সে সময় পূর্ব্বোক্ত অপরাধগুলিও বেশী করিয়া দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা। সে সময়ে এই অপরাধগুলির গুরুত্বও অধিক। এই ধরণের অপরাধীদের যাহাতে এমন শাস্তি দেওয়া উচিত যে, যাহা দেখিয়া অন্য লোকে উহা করিতে ভয় পাইবে। সে জন্যই প্রাদেশিক সরকারগুলিকে এই অর্ডিন্যান্স সহ দ্বারা এই ক্ষমতা দেওয়া হইল। শুধু শত্রু-আক্রমণের দ্বারা বিশেষ জরুরী অবস্থা উদ্ভব হইলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে গুণ্ডা ও দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা যেন তাহার সুযোগ লইয়া জনসাধারণের উপর অত্যাচার না করিতে পারে—এই অর্ডিন্যান্সদের ইহাই উদ্দেশ্য।

প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক মূল্য-নিয়ন্ত্রণ

সরকারের নিয়ন্ত্রিত মূল্য যথাযথভাবে কার্য্যকরী হইতেছে কি না, তাহা লক্ষ্য করিবার জন্য মূল্য নিয়ন্ত্রণের ইন্সপেক্টরবৃন্দকে ধরা বাঁধা কাজ ছাড়িয়া অবাধে বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিতে বলা হইয়াছে এবং অহেতুক লাভের যে কোন ঘটনার কথা জানাইতে বলা হইয়াছে। জনসাধারণ যদি এই ব্যাপারে সরকারের সহিত যথাসম্ভব সহযোগিতা করে এবং কেহ যাহাতে অতি মাত্রায় লাভ করিতে না পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখে, তাহা হইলে সরকার বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ থাকিবেন।

খাদ্যদ্রব্য ও জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার পক্ষে প্রয়োজনীয় অপরাপর দ্রব্যের মূল্য শতকরা ১০৲ টাকার বেশী লইলেই তাহাকে অতিরিক্ত লাভ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

জনসাধারণকে অবশ্য এ কথা মনে রাখিতেই হইবে যে, জিনিষের দর কতক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবেই। কেন না, যুদ্ধ সুরু হইবার পর যে সকল অর্থনৈতিক কারণে দরবৃদ্ধি পাইতেছে তাহার উপর প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের কোনই হাত নাই।

মধ্য এশিয়ায় তুষারপাত

সমগ্র মধ্য এশিয়া ব্যাপিয়া যে তুষারপাত হইতেছে, তাহার ফলে বহু লোক হতাহত হইয়াছে এবং চলাচলের পথ বন্ধ হইয়াছে। আফগানিস্থানেও ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে। কাবুল ও কান্দাহার এবং নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে বহু গৃহ ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। বহু লোক হতাহত হইয়াছে এবং রাস্তাঘাট, টেলিগ্রাফ তার ইত্যাদির ক্ষতি হইয়াছে। ইতোমধ্যে কাবুলে দুইবার ভূমিকম্পও হইয়াছে, তবে তজ্জন্য কোন ক্ষতি হয় নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যপ্রার্থনা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের সম্পর্কে এবং সহরের অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে এ-আর-পি কার্য্য সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বন করার জন্য বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তদুত্তরে বিমান-আক্রমণের হাত হইতে রক্ষামূলক ব্যবস্থাদি অবলম্বনের জন্য এবং সহর ও সহরতলীতে বিমান-আক্রমণ হইলে সে ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাধীন সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সাহায্যদান করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে গবর্ণমেণ্ট হইতে এক লক্ষ টাকা সাহায্যদান করার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন।

ভারতীয়দের ব্রহ্ম ত্যাগ

ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের প্রচার-বিভাগের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, ভারতীয় বন্দরের উদ্দেশ্যে পুরুষ ডেকযাত্রীদিগকে টিকিট বিক্রয় সম্পর্কে যে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছিল, তাহা প্রত্যাহার করা হইয়াছে। ইস্তাহারে অবশ্য আরও বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় বন্দরাভিমুখী পরবর্ত্তী চারিখানি জাহাজের ডেকের শতকরা ৭০ ভাগ স্থান শিশু ও নারীদিগের জন্য সংরক্ষিত রাখা হইয়াছে।

রেঙ্গুনের গবর্ণমেণ্ট গৃহ হইতে এরূপ ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম গবর্ণর বিমানহানার ফলে দুর্গতদিগকে সাহায্যার্থ বড়লাটের নিকট হইতে পাঁচ লক্ষ টাকা এবং নয়াদিল্লীর যুদ্ধ তহবিল হইতে পাঁচ হাজার টাকা পাইয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক-মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সত্যার্থ কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ১২ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৩০শে পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১৪ই জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, বুধবার | ২৫২তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ মাধব, স্থাণু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৫

অত্যাহার

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী স্বকৃত 'উপদেশামৃত'-গ্রন্থে এই শ্লোকটি লিখিয়াছেন,—

"অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ॥"

এই শ্লোকের গূঢ়ার্থ বিচার করা নিতান্ত প্রয়োজন। যিনি বিশুদ্ধ ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহার এই শ্লোকের উপদেশ পালন করা বিশেষ আবশ্যক। যিনি এই উপদেশ পালনে যত্ন করিবেন না, তাঁহার পক্ষে হরি ভক্তি নিতান্ত দুর্লভ। শুদ্ধভক্তি লাভের জন্য যাঁহাদের স্পৃহা বলবতী, তাঁহাদের উপকারের জন্য আমরা এই শ্লোকের তাৎপর্য্য পরিষ্কার করিয়া লিখিতেছি। এই শ্লোকে অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য—এই ছয়টি ভক্তিবাধক বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই ছয়টি বিষয় আমরা পৃথক্-পৃথক্‌রূপে বিচার করিব। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কেবল 'অত্যাহার'-শব্দটীর অর্থ আলোচিত হইতেছে। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, 'অত্যাহার'-শব্দে এস্থলে অধিক ভোজনমাত্র উদ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা নয়। 'উপদেশামৃত'-গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥

যিনি ধৈর্য্যের সহিত বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ সহ্য করিতে সক্ষম হন, সেই ধীর পুরুষ সমস্ত পৃথিবীকে শাসন করেন। এস্থলে জিহ্বার বেগই—ভোজ্য-বস্তুর আস্বাদন স্পৃহা এবং উদরের বেগই—অধিক ভোজন স্পৃহা। দ্বিতীয় শ্লোকে 'অত্যাহার'-শব্দে অধিক ভোজন বুঝিলে সংক্ষিপ্তসার সংগ্রহ গ্রন্থে দ্বিরুক্তিদোষ আসিয়া পড়ে। সুতরাং পরম গম্ভীর শ্রীরূপ গোস্বামীর 'অত্যাহার'-শব্দের অন্য তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করাই পণ্ডিত পাঠকবর্গের কর্ত্তব্য।

ভোজনই আহার শব্দের মুখ্যার্থ বটে, কিন্তু ভোজন শব্দে পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় ভোগকেও বুঝায়। চক্ষুর দ্বারা রূপ, কর্ণের দ্বারা শব্দ, নাসিকাদ্বারা গন্ধ, জিহ্বার দ্বারা রস এবং ত্বকের দ্বারা মৃদুতা, কাঠিন্য, উষ্ণ, শীতাদি অনুভব ইত্যাদি বিষয়পঞ্চকের ভোগ বা ভোজন হয়। এরূপ প্রাকৃত বিষয়ভোগ দেহধারী জীবের পক্ষে অনিবার্য্য। বিষয়ভোগ ব্যতীত জীবের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। বিষয়-ভোগ ত্যাগ করিবামাত্র জীবের দেহ ত্যাগ হয়। সুতরাং 'বিষয়ত্যাগ'—এই পরামর্শ কেবল কল্পনারূঢ় হইতে পারে, কখনই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। ভগবান্ অর্জ্জুনকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ
প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ
স উচ্যতে ॥

[কোন অবস্থায়ই জ্ঞানী বা অজ্ঞানী -কেহই ক্ষণমাত্রকাল কর্ম্মশূন্য হইয়া থাকিতে পারে না, প্রকৃতিজাত গুণসমূহ সকলকেই বাধ্য করিয়া কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করাইয়া থাকে। যে কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহকে নিগৃহীত করিয়া ভগবদ্-ধ্যানস্থলে মন মনে বিষয়সকল স্মরণপূর্ব্বক অবস্থান করে, সেই বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি কপটাচারী বলিয়া কথিত হয়।]

কর্ম্ম ব্যতীত যখন দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, তখন জীবন রক্ষক কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই কর্ম্ম যদি বহির্ম্মুখভাবে করা যায়, তবে মনুষ্যত্ব পরিত্যক্ত হয় এবং পশুত্ব উদয় হয়। অতএব শারীর কর্ম্মসকলকে ভগবদ্-ভক্তির অনুকূল করিয়া লইতে পারিলে ভক্তিযোগ হয়। ভগবান্ আবার বলিয়াছেন,—

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো
মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্
গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥

[হে অর্জ্জুন, অতি ভোজন-পরায়ণের যোগ হয় না, আবার একান্ত অনাহারীরও যোগ হয় না। অতি নিদ্রালু ও অতিশয় জাগরণশীল ব্যক্তিরও যোগ হয় না। যিনি নিয়মিত আহার ও বিহার করেন, কর্ম্মসমূহে যাঁহার নিয়মিতা চেষ্টা থাকে, যিনি পরিমিত-ভাবে নিদ্রিত ও জাগরিত থাকেন, তাঁহারই যোগ দুঃখনিবারক হয়। যুক্ত অর্থাৎ কর্ম্মযোগ দ্বারা সমাহিত ব্যক্তি ক্রমে তত্ত্ববিৎ অর্থাৎ আত্মদর্শী হইয়া পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম—দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আঘ্রাণ ও ভোজন, বুদ্ধির কর্ম্ম—নিদ্রা, প্রাণের কর্ম্ম—শ্বাস-প্রশ্বাস ও চক্ষুর উন্মীলন, নিমীলন (পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম-বাচ্য), গান, কথোপকথন, মলমূত্রত্যাগ ও বিষয়াদি গ্রহণ করিয়াও ইন্দ্রিয়সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে প্রবর্ত্তিত হইতেছে, এইরূপ ধারণা করিয়া 'আমি কিছুই করি না'—এইরূপ মনে করেন, সুতরাং অভিমান থাকে না বলিয়া ব্রহ্মবিৎ কর্ম্মে লিপ্ত হন না।]

অতি ভোজন, অত্যল্প ভোজন, অতি নিদ্রা বা অল্প নিদ্রাদ্বারা যোগ হয় না। কিন্তু যুক্তভোজী, যুক্তচেষ্ট, যুক্তনিদ্র, যুক্তজাগরণ-শীল ব্যক্তির পক্ষে যোগ সিদ্ধ হয়। তাহার প্রকার এই যে,—'আমার ইন্দ্রিয়সকল ইন্দ্রিয়ার্থে বিচরণ করিতেছে, কিন্তু আমি শুদ্ধ আত্মা, এইসকল কার্য্য করি না', এইরূপ বুদ্ধির সহিত বিষয়সকল গ্রহণ করিবে।

এই উপদেশ যদিও জ্ঞান-পক্ষে অধিক কার্য্যপ্রবৃত্তি দেখায়, তথাপি ইহার তাৎপর্য্য ভক্ত্যনুকূল হইতে পারে। গীতার চরম শ্লোকে যে শরণাগতির উপদেশ আছে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থকে ভগবৎ-প্রসাদ বলিয়া কর্ম্মের ও জ্ঞানের ত্যাগ করত ঐসকল আচরণ করিলে শুদ্ধ-ভক্তিযোগ সিদ্ধ হয়। অতএব শ্রীরূপ 'রসামৃতসিন্ধু'তে বলিয়াছেন,

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণ-সম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরত্যাগো বৈরাগ্যং
ফল্গু কথ্যতে ॥

এই দুই শ্লোকের যে তাৎপর্য্য, তাহাই আবার উপদেশামৃতে 'অত্যাহার ত্যাগ' শব্দের

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে ॥

দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, বিষয় ভাল বলিয়া বিষয় গ্রহণ করিলে অত্যাহার হইবে, কিন্তু ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া যথা-প্রয়োজন ভক্তির অনুকূলরূপে যে বিষয় গ্রহণ করা যাইবে, তাহা অত্যাহার নয়। ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া ইন্দ্রিয়ার্থ সরলতার সহিত স্বীকার করিলে ভক্তিপর্ব্বে যুক্তাহার হইবে। তাহাতে যুক্তবৈরাগ্য অনায়াসে সাধিত হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা এই যে, অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ কর ও কৃষ্ণনাম কর। ভাল ভাল ভক্ষ্য দ্রব্য ও আচ্ছাদনাদির জন্য যত্ন করিবে না। স্বল্পায়াসলব্ধ পবিত্র ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ কর। ইহাই ভক্তদিগের জীবনযাত্রার বিধি। যাহা প্রয়োজন, তাহাই আহরণ কর। অধিক বা অল্প আহরণে শুভ ফল হইবে না। অধিক আহরণ বা সংগ্রহ করিলে সাধক রসের বশ হইয়া পরমার্থ হারাইবেন এবং উপযুক্তরূপে সংগ্রহ না করিলে ভজনোপায় স্বরূপ শরীর রক্ষা হইবে না।

প্রথম শ্লোকে জিহ্বা ও উদরের বেগ সহন করিতে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রাকৃত মানব সহজেই উত্তম রস-সেবনে লালসাযুক্ত এবং ক্ষুধায় কাতর হইয়া প্রাপ্ত ভোজ্য দ্রব্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া সেবনোৎসুক হন। তাহা একটি প্রাকৃত বেগ। যখন যেরূপ উঠিবে, তখন তাহা ভক্তি-অনুশীলনের দ্বারা দমন করিবেন। দ্বিতীয় শ্লোকে যে অত্যাহার ত্যাগের বিধান করিয়াছেন, তাহা একটী ভক্তিসাধনের নিত্য নিয়ম। পূর্ব্বটি নৈমিত্তিক, শেষটী নিত্য।

ইহাতে আর একটী কথা আছে। গৃহী ও গৃহত্যাগী ভেদে এই সমস্ত উপদেশের দুই প্রকার প্রবৃত্তি। কুটুম্ব ভরণের জন্য গৃহী সঞ্চয় করিতে পারেন এবং ধর্ম্ম-সঞ্চিত ও ধর্ম্মোপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া ভগবৎসেবা ভাগবতসেবা, কুটুম্বভরণ, অতিথিসেবা ও নিজের জীবন নির্ব্বাহ করিতে পারেন। গৃহী সঞ্চয় ও উপার্জ্জনে অধিকার লাভ করিয়াও প্রয়োজনের অধিক অর্থ সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহার ভক্তিসাধনে ও কৃষ্ণকৃপা-লাভে ব্যাঘাত হয়। সেরূপ অধিক সঞ্চয়ও অত্যাহার এবং অধিক উপার্জ্জনও অত্যাহার —ইহাতে সন্দেহ নাই। গৃহত্যাগী সাধক সঞ্চয়মাত্রই করিবেন না। প্রতিদিন যে ভিক্ষা লাভ করিবেন, তাহাতে তুষ্ট না হইলে তাঁহার অত্যাহার দোষ হয়। ভাল বস্তু [illegible] আবশ্যক অপেক্ষা অধিক ভোজন করিলেও তাঁহার অত্যাহার দোষ হয়। অতএব গৃহী ও গৃহত্যাগী সাধক বৈষ্ণবগণ এইরূপ বিচার করিয়া অত্যাহার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কৃষ্ণভজন করিলে কৃষ্ণ-কৃপা লাভ করিবেন।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::•::——

এই বিশ্ব আমাদের সম্মুখে উপস্থিত, আমরা দ্রষ্টা হ'য়ে চোখ দিয়ে এই বিশ্ব দে'খ্‌ছি, কাণ দিয়ে বিশ্বের কথা শ্রবণ ক'র, নাক দিয়ে বিশ্বের ঘ্রাণ নিচ্ছি, জিহ্বা দিয়ে বিশ্বের জিনিষ আস্বাদন ক'রছি, ত্বক দিয়ে বিশ্বকে স্পর্শ ক'র্‌ছি, শীতোষ্ণ বুঝ্‌ছি, এইভাবে আমাদের বিশ্বকে ভোগ ক'রবার চেষ্টা হ'চ্ছে। বিশ্বনাথ কিন্তু আর একটি পৃথক্ বস্তু। বিশ্বনাথকে বিশ্ব লা উচিত নয়। জগন্নাথ, বিশ্বনাথ—সচ্চিদানন্দময় বস্তু, তিনি নিত্যকাল অবস্থান করেন। তিনি চেতনময়, আর তিনি আনন্দময়। তিনি নিত্য বিগ্রহরূপে প্রকাশিত। অবুঝ লোকেরা জগন্নাথ দেখ্‌ছে না—জগন্নাথবিগ্রহ দে'খ্‌ছে না, তা'রা যা' দেখ্‌ছে, তা' ভুল—তারা জগৎ দে'খ্‌ছে।

তিনি অনন্ত, তাঁ'র অন্ত নাই। তাঁ'র আর এক নাম বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ তা'তে কুণ্ঠা ধর্ম্ম নাই। এ জগতে যা' কিছু দে'খ্‌ছি,—সব সান্ত, কিন্তু তিনি অনন্ত। তিনি নিত্যসুখবোধতনু অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ। তিনি অনন্ত, সত্যবস্তু, সচ্চিদানন্দবস্তু জগতে খণ্ড বস্তু আমরা বুঝে নিতে পারি,—যেহেতু তাহা limited, সেই হেতু বুঝে নিতে পারি, কিন্তু তিনি তা' নন, তাঁ'তে সব নিয়ম আছে।

যা' কিছু চিন্তা ক'র্‌ব, তা' কিছু দিন পরে মিথ্যা জান্‌তে পারব। দু'হাজার বৎসরে যা' স্থাপন ক'র্‌ব, তা' পরে সব বাদ দিব। এখানকার যা' কিছু, সব পরিবর্ত্তনশীল। ভগবান্ নিত্যানন্দ—নিত্য আনন্দময়। কিন্তু এ জগৎ—পুরু-দুঃখ-দুঃখম্।' জগতে আমাদের দিন কেটে যা'চ্ছে, কিন্তু আনন্দ পাচ্ছি না। আলেয়ার পেছনে দৌড়া'চ্ছি শেষ দে'খতে পাচ্ছি না। এস্থানে কেবল ক্লেশভোগ—মাধব, হাম্ পরিণাম নিরাশা।" এখানে যা' কিছু সংগ্রহ কর্‌ব, সব মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রেখে যেতে হ'বে। এসব জিনিষ সংগ্রহের সময়, রক্ষার সময় ও ছেড়ে দিয়ে চলে যাবার সময় আমাদের দুঃখ ভোগ করতে হয়। এখানকার পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা—সব আগমাপায়ি-ধর্ম্মযুক্ত—আ'সছে আর যা'চ্ছে। জগৎ আর জগন্নাথ—আলাদা আলাদা বস্তু, জগৎ—জগন্নাথ ন'য়, আবার জগন্নাথ জগৎ ন'ন, কিন্তু জগতের প্রত্যেক বস্তুতে জগন্নাথ অবস্থান ক'রছেন। ঈশ্বর—বৈকুণ্ঠ বস্তু, আর জগৎ কুণ্ঠ বস্তু, যেমন, আলো আর অন্ধকার।

জীব যখন নিষ্কপটে শ্রীভগবানে আত্মনিবেদন করেন তখন শ্রীভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক মহান্তগুরুরূপে তাঁহার নিকট আবির্ভূত হন। মহান্তগুরুর নিকট দিব্যজ্ঞান লাভ না করিলে কেহ অধোক্ষজ সেবাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারেন না। আবার অধোক্ষজ-সেবা ব্যতীত আত্মপ্রসাদ লাভও অসম্ভব। অক্ষজ বস্তুর সেবায় দেহ-মনের তৃপ্তি হয়, তাহাতে আত্মপ্রসাদ লাভ হয় না।

মহাভাগবত সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাব দর্শন করেন, কিন্তু ভূত দর্শন করেন না। "স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তা'র মূর্ত্তি, সর্ব্বত্র স্ফুরয়ে তাঁ'র ইষ্টদেব-মূর্ত্তি।"

শ্রীবিষ্ণুর সুদর্শন চক্রের অনুগ্রহ যাঁহারা লাভ করেন, তাঁহাদিগকে কুদর্শন আচ্ছন্ন করিতে পারে না। বৈষ্ণবের দাস না হইয়া অবৈষ্ণবকে গুরুরূপে গ্রহণ করিলে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশের সেবা হইবার পরিবর্ত্তে হৃষীকের সেবা হয়। তাহাতে ভক্তি প্রতিহতা হন।

আচার্য্য গুরু পাঞ্চরাত্রিক-মন্ত্র প্রদান করিলে সেই মন্ত্র-প্রভাবে শিষ্যের পুনর্জ্জন্ম হয়। আচার্য্য বিনীত শিষ্য-পুত্র-দিগকে বৈদিক দশ, ষোড়শ, চত্বারিংশৎ বা অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া তাহাদিগকে ব্রহ্মচারী করাইয়া মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দিবেন—ইহাই দীক্ষাবিধি।

যে কোন দেবতাই আসুন না কেন, বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের অন্তর্যামিসূত্রে বিষ্ণু-পর-তত্ত্ব শ্রীভগবান্‌কেই দর্শন করেন, যেমন, আকাশে সূর্য্যের উদয়, সূর্য্যের অন্তর্ভুক্ত সূর্য্যদেবতা, তদন্তবর্ত্তী শ্রীবলদেব প্রভু, বলদেব প্রভুর হৃদ্দেশে মহালক্ষ্মী, মহালক্ষ্মীর হৃদ্দেশে চিল্লীলামিথুন শ্রীরাধাগোবিন্দ। আমরা দেবতার মূর্ত্তি দর্শন করি, দেবতা দর্শন করি, কিন্তু তদন্তর্ভুক্ত বলদেব-কৃষ্ণকে দর্শন করি না। অণু-পরমাণুতে এইরূপ পঞ্চতত্ত্ব আছে। ভূতশুদ্ধি হয় না বলিয়া আমাদের পঞ্চতত্ত্ব দর্শন হয় না। আমাদের যদি এই বিচারের অভাব হয়, তবে পুতুল-পূজা হইয়া যাইবে।

মুক্তকুল শ্রীভগবানের উপাসনা করেন—কীর্ত্তন-পদ্ধতিতে, মন্ত্রাদিতে,—যাহা শব্দাত্মক, যাহা জড়াতীত বস্তুর বাচক, তাহাতে শব্দ ও শব্দের উদ্দিষ্টবিষয়ে ভেদ নাই। 'আদৌ শ্রদ্ধা' প্রভৃতি ক্রমপন্থা অবলম্বন করিলে আমাদের হৃদয়ে ভগবৎপ্রীতির উদয় হয়।

শ্রবণ করা ব্যতীত অদ্বয়জ্ঞান বস্তু সম্বন্ধে অন্য কোনপ্রকার চেষ্টা ক'রতে হ'বে না। অদ্বয়জ্ঞান-বস্তু যখন স্বয়ং এসে যা'বেন, তখনই অদ্বয়জ্ঞানের সেবা করতে হ'বে। কেবল আমার পরিপ্রশ্ন করবার অধিকার মাত্র আছে,—"কি ক'রে অদ্বয়জ্ঞান সিদ্ধ হয়?"

প্রশ্নোত্তর

——::(•)::——

প্রশ্ন—মহামন্ত্র ও গায়ত্রীর মধ্যে কি পার্থক্য? যে কোনও একটি গ্রহণ করিলে প্রয়োজন লাভ হয় না কি?

উত্তর—মহামন্ত্র ও গায়ত্রীর মধ্যে তত্ত্বগত ভেদ নাই, তবে মহামন্ত্র বিপ্রলম্ভার্ত্তিসূচক সম্বোধনাত্মক এবং গায়ত্রী আত্মনিবেদনাত্মক চতুর্থ্যন্তপদ ও 'ধীমহি', 'বিদ্মহে' প্রভৃতি শব্দ-পরিপুটিত। অপ্রাকৃত কামদেবে নিবেদিতাত্ম সহজ ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির যখন অপ্রাকৃত সহজ বিপ্রলম্ভের উদয় হয়, তখন তিনি সম্বোধনাত্মক মহামন্ত্রে গোপী-নাথের ভজন করেন। মহামন্ত্র ও গায়ত্রী পরস্পর অভিন্ন। মহামন্ত্রে গায়ত্রী ক্রোড়ী-ভূত রহিয়াছে। যে-কোন একটি গ্রহণ করিলে প্রয়োজন লাভ হইলেও অর্চ্চনপথের পথিক উপাসনা-প্রণালীর বিপর্য্যয় বা যথেচ্ছভাবে একের সহিত অপরের ভেদ কল্পনা করিয়া যদি স্বতন্ত্র পথ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে কোনও দিন প্রয়োজন বা মঙ্গল-লাভ করিতে পারেন না। অর্চ্চন পথে মন্ত্র ও গায়ত্রী-উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া প্রয়োজন আশা করা যাইতে পারে না। যে ব্যক্তি অনিবেদিতাত্ম বা মনোধর্ম্ম ও সংসার হইতে যে ত্রাণ পায় নাই, তাহার মুখে শুদ্ধ মহামন্ত্র উচ্চারিত হয় না, সর্ব্বদাই নামাপরাধ হইয়া থাকে। অনর্থযুক্ত জীবকে মননধর্ম্ম হইতে ত্রাণ বা গানকারী ব্যক্তিকে সংসার হইতে ত্রাণ করিবার জন্যই মন্ত্র ও গায়ত্রীর কৃপাবতার, সুতরাং যাঁহারা মনোধর্ম্ম হইতে ত্রাণ লাভ করেন নাই বা যাঁহারা সংসার হইতে পরিত্রাণ পান নাই, তাঁহারা যদি মন্ত্র বা গায়ত্রীকে লঙ্ঘন করিয়া কেবলমাত্র মহামন্ত্র গ্রহণের ছলনায় বা মুক্ত ভাগবত-গণের ভজনানুকরণ করিয়া 'নামাপরাধ' বা আলস্যের প্রশ্রয় দেন, তবে তাঁহাদের মঙ্গল লাভ হইতে পারে না।

প্রশ্ন—শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি শক্তি-পূজা কি বৈষ্ণবধর্ম্মানুমোদিত?

উত্তর—বহ্বীশ্বরবাদী, নিরীশ্বরবাদী, মায়াবাদী প্রভৃতি পৌত্তলিকগণ যেরূপ প্রতি-বিম্বিত শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতির পূজা করেন, সেইরূপ অবৈধ পূজা বা পৌত্তলিকতা বৈষ্ণবধর্ম্মানুমোদিত নহে। কিন্তু একমাত্র বৈষ্ণবধর্ম্মেই প্রকৃত স্বরূপগত শিব, দুর্গা প্রভৃতি শক্তিগণের নিত্যপূজা রহিয়াছে। অন্যাভিলাষি-সম্প্রদায় বিভিন্ন অন্যাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া আপনাদিগকে অবৈষ্ণব বা বিদ্ধ বৈষ্ণব (?) অভিমানপূর্ব্বক যে বিষ্ণু (?), শিব, দুর্গাদির পূজার ছলনা করেন, তাহাতে তত্তৎ দেবতার বা স্বরূপ-শক্তির পূজা হয় না, তাহা ছায়াশক্তি বা বিরতপ্রতিফলনের অবৈধপূজা মাত্র। অন্যাভি-লাষি-সম্প্রদায় পূজার নামে দেবতাগণের চরণে

অপরাধ করে - পূজার বিপরীত পূজা-বিনাশ-কার্য্যই করিয়া ফেলে। যাঁহাকে পূজা করা যায়, তাঁহাকে বিসর্জ্জন করা যায় না, তাঁহাকে বরং সর্ব্বদা সংরক্ষণ করিবার যত্নই পূজকের বৃত্তি। কল্পিত বস্তুর পূজক অভিমানে সেই অবাস্তব বস্তুকে পৌত্তলিকগণ বিসর্জ্জন করিতে দ্বিধাবোধ করেন না। বৈষ্ণবগণের শিব, দুর্গা প্রভৃতি শক্তি বাস্তব বস্তু স্বরূপগত শিব দুর্গাদি দেবতাগণ নিত্যকাল অপ্রাকৃত বিষ্ণুর পীঠাবরণ দেবতারূপে গোলোক বৈকুণ্ঠে বর্ত্তমান। তাঁহারা বিষ্ণুশক্তি - বৈষ্ণব। শিব বৈষ্ণবোত্তম, দুর্গাদেবী — মহাবৈষ্ণবী, শিব ও দুর্গাদেবীর প্রসাদে শতশত লোক শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাস্পদতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তবে বৈষ্ণবগণের পূজিত বিষ্ণুর পীঠাবরণ দেবতাগণ বা কৃষ্ণপ্রিয়তম শিব জগতের অন্যাভিলাষি সম্প্রদায়-কর্ত্তৃক আরাধিত ছায়া-শিব বা ছায়া শক্তি নহেন। বৈষ্ণবগণ সেই নিত্যসিদ্ধ স্বরূপশক্তি শিব ও দুর্গার আরাধনা করিয়া তাঁহাদের এক-পরমেশ্বর-সিদ্ধান্তেরই প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করেন। শিব বা শক্তির প্রতি তাঁহাদের প্রার্থনা এইরূপ,—

বৃন্দাবনাবনীপতে জয় সোম সোম-
মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।
গোপেশ্বর ব্রজাবিলাসিযুগাঙ্ঘ্রি পদ্মে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে॥
(শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর)

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ
(ভা ১০।২২।৪)

হে গোপেশ্বর, তুমি বৃন্দাবন-নামক ভূমির একমাত্র অধীশ্বর (ক্ষেত্রপাল) এবং উমার সহিত বর্ত্তমান, তোমার ললাটে চন্দ্রাকৃতি তিলক, সনন্দন-সনাতন-নারদাদি বৈষ্ণবগণ তোমার পূজা করিয়া থাকেন। তুমি ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলে আমার নিরুপাধিকা ঐকান্তিকী প্রীতি প্রদান কর।

অয়ি মহামায়া, মহাযোগিনী, অধীশ্বরী কাত্যায়নী দেবি, তুমি নন্দসুত শ্রীকৃষ্ণকে আমার পতি কর, তোমাকে প্রণাম করিতেছি।

এক-পরমেশ্বর-বাদী বৈষ্ণববর ব্রহ্মা জগতের লোকের শক্তিপূজার স্বরূপ বর্ণন করিয়া এক পরমেশ্বর গোবিন্দকে স্তব করিতেছেন,—

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥
(ব্রহ্মসংহিতা)

স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তির ছায়া-স্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিনী মায়াশক্তিই ভুবন-পূজিতা 'দুর্গা', তিনি

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——:১০::——

বদ্ধ জীব হরিভজনের রহস্য অবগত নহে। ভগবানের সেবকবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব জীবকে হরিভজন শিক্ষা দিবার জন্য নিত্যকাল প্রপঞ্চে অবতীর্ণ। তিনিই একমাত্র হরিভজনের রহস্য অবগত আছেন। তাঁহারই অনুকম্পায় জীব হরিভজনের প্রণালী অবগত হইতে পারে। যিনি সেই সদ্গুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে হরিসেবোদ্দেশ্যে যাবতীয় ইন্দ্রিয় চালনা করিয়া থাকেন, তিনিই হরিভজন আরম্ভ করিয়াছেন - তিনিই চক্ষুর্দ্বারা হরিভজন করিতেছেন, কর্ণদ্বারা হরিভজন করিতেছেন, তাহারই নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, মন, আত্মা—সকলই হরিভজনে নিযুক্ত এবং তিনিই ভজন-পরিপক্কাবস্থায় সিদ্ধদেহে লীলায় প্রবিষ্ট হইয়া নিত্য হরিভজনানন্দ লাভ করেন।

সুকৃতিমান্ জীব ব্যবহারিক দারিদ্র্য বা সমৃদ্ধিতে, দুর্ভিক্ষে, বন্যায়, পরাধীনতায়, যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

সুতরাং ভুবনপূজিতা কামদাত্রী ছায়াশক্তি কিংবা বিষ্ণুভক্তেতর শিব (?) বৈষ্ণবগণের পূজিত দেবতা নহেন। অন্যান্য দেবতার স্বতন্ত্র পূজা 'অবৈধ পূজা' বলিয়া গীতাদি শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে,—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥
(শ্রীগীতা ৯।২৩)

হে কৌন্তেয়! যেসকল ব্যক্তি শ্রদ্ধা-সহকারে অন্য দেবতার উপাসনা করেন, তাঁহারাও অবিধিপূর্ব্বক আমারই পূজা করেন।

তন্ত্রবাক্যে আরও কথিত হইয়াছে,—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥

যে ব্যক্তি একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর শ্রীনারায়ণের সহিত ব্রহ্মা, রুদ্র, শক্তি প্রভৃতিকে সমান জ্ঞান করে অর্থাৎ তাঁহাদিগকে পরমেশ্বর বিষ্ণুর ন্যায় স্বতন্ত্র ঈশ্বর কল্পনা করে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই পাষণ্ডী।

সুতরাং এক-পরমেশ্বর উপাসনা স্বীকারকারী বৈষ্ণবধর্ম্মে একমাত্র ভগবান্ নারায়ণের পরমেশ্বরত্ব ও শিবদুর্গাদির তদধীনত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম্মে পরমেশ্বরের আজ্ঞাবহনকারী দাস সূত্রে শিব দুর্গাদির নিত্যস্বরূপের নিত্য আরাধনা অনুমোদিত। বিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মে পঞ্চদেবতার অন্যতমরূপে যে কল্পিত বিষ্ণুর উপাসনা হয়, তাহাও ছায়াশক্তিরই উপাসনা বা পৌত্তলিকতা বিশেষ। শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মে ঐরূপ কল্পিত বিষ্ণুপাসনার (?) অনুমোদন নাই।

মৃত্যুশয্যায় বা তদিতর যে কোনও অবস্থায় থাকুন্ না কেন—বস্তুদ্বয়ের পরস্পর ঘর্ষণমাত্রই যেমন অগ্নির প্রাদুর্ভাব হয়, তদ্রূপ সেই জীবেরও হরিকথা শ্রবণমাত্রেই নিত্য সেবা-ধর্ম্মের উন্মেষ হইয়া থাকে। হরিকথা-শ্রবণদ্বারাই জীবের বহু জন্মের সঞ্চিত অবিদ্যা-রাশি বিদূরিত হয় এবং আগন্তুক অনর্থরাশির অপগমে নিত্যসিদ্ধ স্বাভাবিকধর্ম্ম ভগবৎ-সেবাবৃত্তি ফুটিয়া উঠে। ভগবৎসেবাকে অভ্যাসদ্বারা বা বাহিরে কোনও নিজকৃত উপায়ে লাভ করা যায় না। নিত্যসিদ্ধ ভাবের প্রকট করিবার চেষ্টাই সাধন।

———

ভক্তই যথার্থ পণ্ডিত, কেন না তিনি বেদোজ্জ্বলবুদ্ধিবিশিষ্ট। তিনি জানেন যে, বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয় এবং কৃষ্ণপ্রেমাই প্রয়োজন। যাঁহারা ভারবাহী, -যাঁহারা পেচকসদৃশ অন্ধ, তাঁহারা বেদের মধ্যে কৃষ্ণসূর্য্যকে দেখিতে পান না, তাঁহারা মনে করেন, কৃষ্ণ বুঝি তাঁহাদের মাপিয়া লইবার বস্তু—ভোগের বস্তু -তাঁহাদের অক্ষজ জ্ঞানগম্য বস্তু কিংবা আভিধানিক বা ব্যাকরণ নিষ্পন্ন কোন শব্দবিশেষ। সুতরাং তাঁহারা বেদ পড়িয়াও বেদের উদ্দিষ্ট, বেদের অধীশ্বর নিখিল শ্রুতিমৌলি নীরাজিত-পাদ-পঙ্কজান্ত-নামস্বরূপ অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে পারেন না।

যাঁহারা আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিয়া থাকেন, তাঁহারা পণ্ডিত-শব্দবাচ্য নহেন। কারণ, শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, জগতে লৌকিক ও বৈদিক যে কোনও কার্য্য যদি কৃষ্ণতোষণপর না হয় তাহা হইলে সেইসকল কার্য্য কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র। যে ব্যক্তি ঐসকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তিনি কখনও পণ্ডিত নহেন —তিনি মূর্খ।

গৌরভক্তগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট পণ্ডিত, তাঁহাদের ন্যায় পণ্ডিত আর কোথায়ও নাই। তাঁহাদের গৌরদাস্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাণ্ডিত্য বিরাজিত রহিয়াছে, কেন-না, তাঁহারা গৌর পাদপদ্মনখ-শোভায় উদ্ভাসিত হইয়া ব্রহ্মকৈবল্যকে নরকের ন্যায় ইন্দ্রপুরীর সুখকে আকাশকুসুমের ন্যায়, ব্রহ্মাদির প্রতিভাকে খদ্যোতের আলোকের ন্যায় বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন।

এই বিশ্বের জীবগণ তাঁহাদের স্বরূপ-বিস্মৃতিক্রমে অচেতনপ্রায় হইয়াছেন। বিশ্বের এই চৈতন্যবিমুখ জীবসকল শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে যদি ভজনা না করেন এবং ইঁহারা যদি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ মহাপণ্ডিত বলিয়াও নিজদিগকে মনে করেন, তাহা হইলেও তাঁহারা অচেতনের ন্যায় বৃথাই সংসার ভ্রমণ করিতেছেন, জানিতে হইবে।

যিনি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সুখোৎপাদনকেই নিজের সুখ বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, যিনি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতিষ্ঠাকেই নিজ প্রতিষ্ঠা বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, যিনি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতিষ্ঠাকেই নিজ প্রতিষ্ঠা বলিয়া বরণ করিতে পারিয়াছেন, যাঁহার শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব হইতে পৃথক্ অবস্থান নাই, যিনি নিজেকে শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের সহিত ভিন্ন না করিয়া তাঁহাদের সুখই নিজেকে সুখী মনে করেন, তিনিই প্রকৃত নির্ম্মৎসর সাধুগণের অনুমোদিত হরিভক্তি লাভ করিতে পারেন।

———

মথুরায় প্রচার

গৌড়ীয়-মিশনের প্রচারক ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ গত ২১শে পৌষ, ৫ই জানুয়ারী, সোমবার মধ্যাহ্নে শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ অপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ শচীনন্দন ভক্তিপ্রমোদ, শ্রীপাদ ননীগোপাল ব্রজবাসী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দসহ শ্রীমথুরা-গৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীবৃন্দাবন-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে শুভবিজয় করেন।

শ্রীল মহারাজ তথায় অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন বিষয়ে বীর্য্যবতী হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া তথাকার সেবকগণকে উৎসাহিত করেন। সেবকগণ শ্রীল তীর্থ মহারাজের অনুসরণে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমন্দির দর্শন করেন। তৎপরে সকলে পঞ্চতত্ত্বনাম, মহামন্ত্র ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিতে করিতে সন্ধ্যায় শ্রীমথুরা-গৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

গত ৬ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার প্রাতে শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ভক্তগণসহ শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন ও শ্রীশ্রীহরিদেব-শ্রীবিগ্রহ দর্শনান্তে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড তীরে গমন করিয়া সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ড পরিক্রমা করেন। শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর সমাধির সম্মুখে ভক্তগণ বৈষ্ণব মহাত্মা সূচক মহাজনপদাবলী ও পঞ্চতত্ত্বনাম কীর্ত্তন করেন। শ্রীব্রজবানন্দসুন্দর ও শ্রীকুঞ্জবিহারী মঠে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীধামবাসী ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইলে শ্রীল তীর্থ মহারাজের সহিত ভক্তগণ হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে রাত্রি ৮ টিকায় শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের	পরবর্ত্তী দিনের	১ম ৩ দিনের	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।৵০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲			৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲		৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲		

এক বৎস

প্রতিমাসে প্রতি টঙ্কি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৮৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ভক্তিবেদান্ত একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। উহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। উহার ভিক্ষা মাত্র ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেও উহার কোটিও অত্যুক্তি হইবে। নিত্যার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নতন-পুরাতন জ্বর একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। ছোট বোতল ৸৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

রেঙ্গুনে ভারতীয়দের সাহায্য

ভারত গবর্ণমেণ্টের বিদেশীয় ভারতীয় বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ব্রহ্মদেশে জাপানীদের বোমা বর্ষণের ফলে যে বিশেষ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, ভারত গভর্ণমেণ্ট তাহার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। এজেন্টের সাহায্য তহবিল হইতে ইতিমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্যার্থ পাঁচ লক্ষ টাকা দান করা হইয়াছে। ব্রহ্ম দেশ হইতে যে সকল লোক এদেশে চলিয়া আসিতেছে, সেই সকল ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য কোন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট যদি অর্থ প্রার্থনা করেন, তবে ঐ ভাণ্ডার হইতেই অর্থ মঞ্জুরের চেষ্টা করা হইবে। ব্রহ্ম সরকার রেঙ্গুনের যে সকল এলাকায় বিমান আক্রমণের সম্ভাবনা নাই এমন স্থানে আশ্রয় প্রার্থীদের জন্য ক্যাম্প খুলিতেছেন এবং তাহাদের বিনা ব্যয়ে আহার্য্য ও অন্যান্য সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করিতেছেন। অনেক নিযাগবারীরা তাহাদের কর্ম্মচারীদের নিরাপদ বাসস্থান ও যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতেছেন। ঐ সকল কর্ম্মচারীদের মধ্যে যাহারা অন্যত্র চলিয়া আসিয়াছে তাহাদিগকে বিনা ব্যয়ে রেঙ্গুনে ফিরিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্রহ্মে ভারত গভর্ণমেণ্টের যে প্রতিনিধি আছেন, তিনি ভারতীয় ব্যক্তিদের লইয়া একটি পরামর্শ সমিতি গঠন করিয়াছেন এবং তাহাদের পরামর্শ অনুযায়ী বোমা বর্ষণ অঞ্চল ব্রহ্ম-প্রবাসী ভারতীয়দের যথাযথ ব্যবস্থা করিতেছেন। শিশু এবং স্ত্রীলোকদের ভারতবর্ষে পেরণ এবং সেজন্য জাহাজের ব্যবস্থা সম্পর্কেও ভারত সরকার বিবেচনা করিতেছেন। বেসামরিক দেশরক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী মঃ হটেটসন ব্রহ্ম দেশে গিয়াছেন এবং তিনি ফিরিয়া আসিলে সেখানকার আরও বিস্তৃত সংবাদ জানা যাইবে।

কর্পোরেশনে শ্রমিকদের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ সমস্যা

কলিকাতা কর্পোরেশন উহার অধীনস্থ ১৮ হাজার শ্রমিকের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ব্যবস্থা সচল রাখার ব্যাপার লইয়া বর্ত্তমানে একটি সমস্যায় পড়িয়াছেন। সুদূর প্রাচ্যের অবস্থার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে।

কর্পোরেশনের শ্রমিক সাধারণ এতদিন তাহাদের নিকট স্থা মুদী দোকান গুলি হইতে ধারে খাদ্যদ্রব্যাদি লইত এবং প্রতি মাসে বেতন লইবার তারিখে মুদীওয়ালাগণ তাহাদের নিকট হইতে বাকী টাকা আদায় করিত। কিন্তু এক্ষণে মুদীখানার দোকানদারগণ আশঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে বং কেহ কেহ দোকান উঠাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ফলে শ্রমিকরা আর ধারে মালপত্র পাইতেছে না। ইহাতে এমন একটি অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যাহা ক্রমে সহরের কয়েকটি অঞ্চলে গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে এবং 'এই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা অনতিবিলম্বে সারা সহরে পরিব্যাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে।'

এই বিষয়টি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীদের সম্মিলিত কয়েকটি বৈঠকে আলোচিত হইয়াছে। ঐ সময় এরূপ প্রকাশ পাইয়াছে যে, বাজারে পাইকারী বিক্রেতাগণ খুচরা বিক্রেতাগণের নিকট ধারে মালপত্র দিতে অস্বীকার করিতেছেন। তাহার ফলে সমস্যাটি আরও ঘোরাল হইয়া উঠিতেছে এবং এমন কি 'ব্যবসা একেবারে নষ্ট হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।'

এই সমস্যার সম্মুখীন হইবার জন্য উক্ত বৈঠকগুলিতে কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার নিকটে এইরূপ সুপারিশ করা হইয়াছে যে, কর্পোরেশনের শ্রমিকগণকে প্রতি সপ্তাহে মজুরী ঘটাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হউক এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শ্রমিক বস্তী কেন্দ্রসমূহে বিশেষ নির্ব্বাচিত ব্যবসায়ীদের দ্বারা মুদীখানা খোলা হউক। উক্ত ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই যেন কর্পোরেশন বাজারগুলির ব্যবসায়ীদের মধ্য হইতে বাছাই করা হয় এবং ঐসব ব্যবসায়ীকে যেন বিনা ভাড়ায় মুদীখানার ঘর পাইবার, ক্রেতাদের নিকট হইতে নিয়মমত প্রদত্ত ধারের অর্থ শোধ পাইবার এবং রাহাজানি ও অগ্নিকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় রক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের আশ্বাস দেওয়া হয়। বৈঠকসমূহে আরও প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, কর্পোরেশনের সমস্ত শ্রমিকের ১৫ দিনের প্রয়োজনানুরূপ খাদ্যদ্রব্যাদি যেন কর্পোরেশন বাজারগুলির গুদামে মজুত রাখার ব্যবস্থা করা হয়। মুদীওয়ালাদের নিকট হইতে শ্রমিকরা যখন আর মাল সরবরাহ পাইবে না কেবল তখনই শ্রমিকদিগকে উক্ত গুদামজাত মাল সরবরাহ করা হইবে। উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী খাদ্যদ্রব্যাদি মজুত করিতে ৪০ হাজার টাকা ব্যয় পড়িবে বলিয়া হিসাব ধরা হইয়াছে।

ব্যাঙ্ককে বৃটিশ-বিমানের হানা

গত ৮ই জানুয়ারী বৃটিশ বিমানবহর ব্যাঙ্ককের সামরিক লক্ষ্যস্থানের উপর প্রবল হানা দেয়। বিরাট অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হয় এবং প্রত্যাবর্ত্তনকারী বিমান হইতে অগ্নি দৃষ্ট হয়। সমস্ত বৃটিশ বিমান নিরাপদে ফিরিয়া আসে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক-মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সত্যার্থ কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে।

ইহা মনস্কাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৶০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ১৩ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১লা মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১৫ই জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার | ২৫৩তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ মাধব, ভূতাদি কারণোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীহরিকথা

——::০::——

শ্রীহরিকথা বলিতে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সম্বন্ধিনী কথা বুঝাইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন "হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ"। শ্রীহরি সাক্ষাৎ নির্গুণ বস্তু, সুতরাং হরিসম্বন্ধী বা হরিজনসম্বন্ধী কথাও নির্গুণ কথা। সারগ্রাহী, অধোক্ষজ-সেবোন্মুখ হরিজনগণ জানেন যে, শ্রীহরি ভোগোন্মুখ জড়েন্দ্রিয়ের কীর্ত্তনীয় বিষয় নহেন; শ্রীহরি চিদিন্দ্রিয় সেবোন্মুখ জিহ্বাদির সাহায্যে কীর্ত্তনীয় হন। শ্রীহরি তাঁহার অনন্ত, অসীম, অচিন্ত্য শক্তি-প্রভাবে পরম নির্গুণ বস্তু হইয়াও সেবোন্মুখ শুদ্ধ জীবের চিদাত্মায় তাঁহার নির্গুণস্বরূপ প্রকাশ করিতে পারেন এবং সেই শরণাগত সেবোন্মুখ জীব সেবোন্মুখ চিদিন্দ্রিয়ের সাহায্যে নির্গুণ হরিকথা কীর্ত্তনে সমর্থ হন।

ভগবানের অবিচিন্ত্য শক্তিকে মাপিয়া লইবার প্রয়াস করে বলিয়া, অক্ষজজ্ঞানবাদি সম্প্রদায় সাত্বতগণকর্ত্তৃক মায়াবাদি-সম্প্রদায় নামে অভিহিত হন। তাঁহারা অনন্তশক্তি-সম্পন্ন ভগবান্‌কেও নিজনিজ ক্ষুদ্র অক্ষজজ্ঞান-মাপকাঠির দ্বারা মাপিয়া ফেলিয়া তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির কার্য্যাবলীতেও মায়ার বিবাদ উঠাইয়া থাকেন। এইরূপ বিচারের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহারা বলিয়া থাকেন—'নির্গুণ ব্রহ্মের সম্বন্ধে কোনও কথা নাই—তাহার সম্বন্ধে কোনও কথা বলিলে তাহা সগুণ ব্রহ্মের কথা হইয়া পড়িবে।' কিন্তু সাত্বতশাস্ত্র বলেন—'নির্গুণ হরিই সর্ব্বদা কীর্ত্তনীয়।'

তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ
নিত্যদা॥
আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ।
(শ্রীভাঃ ১।২।১৪,৭।১০)

[সর্ব্বক্ষণ একান্তভাবে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-বাঞ্ছাশূন্য হইয়া ভক্তজনপালক ভগবান্ শ্রীহরির শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ও পূজা করা কর্ত্তব্য।]

ব্রহ্মানন্দসুখমগ্ন এবং ব্রহ্মচিন্তারত মুনিগণ ক্রোধাহঙ্কার-মুক্ত হইয়াও অমিতবিক্রম শ্রীহরির ফলাভিসন্ধানরহিতা নিষ্কামসেবা করিয়া থাকেন, কেননা, ভগবান্ শ্রীহরি এতাদৃশ গুণসম্পন্ন যে, তিনি আত্মারাম-গণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকেন।]

অপরদিকে কর্ম্মজড়গণ বা প্রাকৃতসাহ-জিকগণ মনে করেন,—'শ্রীহরির অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, লীলা আমাদের জড়েন্দ্রিয় গোচর হইতে পারে। জড়েন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে-যে অক্ষর উচ্চারণ করা হয়, তাহাই 'নাম', জড়েন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে সকল কথা কীর্ত্তন বা শ্রবণ করা হয়, তাহাই হরিকীর্ত্তন বা শ্রবণ।' কিন্তু তাঁহারাও বিষ্ণু-মায়া মোহিত হইয়া শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করিতে পারেন না।

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।"
"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ ও লীলা বদ্ধজীবের জড়েন্দ্রিয়ের গোচর নহে, কিন্তু সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত চিদিন্দ্রিয়ে সেই স্বপ্রকাশবস্তু স্বতঃই কৃপাপূর্ব্বক স্ফুরিত হইয়া থাকেন। যদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হরিকথা শ্রবণ বা কীর্ত্তনে ফলোদয় হইত, তাহা হইলে গ্রামোফোনে কোনও হরিবিষয়ক কথার রেকর্ড লাগাইয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে গ্রামোফোনের বা ঐসকল কথা শ্রবণকারীর মঙ্গল হইয়া যাইত। কিন্তু ঐরূপ—"কোটি-জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন। তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"

দেহাত্মাভিমানের সহিত বা ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে-সকল কথা হয়, তাহাতে 'হরি'—এই অক্ষরের বারংবার উল্লেখ থাকিলেও বা তাহা শাস্ত্রের কথা হইলেও প্রজল্প বা কাব্য, ইতিহাস, সাহিত্যের কথার ন্যায় হইয়া পড়িবে। নির্গুণ হরিকথা ভোগোন্মুখ ব্যক্তির নিকট তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করেন না। এইজন্য দেখা যায়, ঐসকল বদ্ধজীব হরিকথার সেবা না করিয়া তাহার সাহায্যে কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া থাকে। এইজন্যই শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ"-শ্লোকে শরণাগত ব্যক্তিই হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের যথার্থ অধিকারী বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন।

আধুনিক কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণের ধারণা,—"হরিকথার দ্বারা জীবের উপকার হওয়া সুদূর পরাহত, তাহা কেবল কথার কথা। আগে বাঁচিয়া না থাকিলে হরিকথা শুনিবে কে? রোগ শোক-কাতর ব্যক্তির কর্ণে কি হরি-কথা পৌঁছে? সুতরাং হরিকথাদি আলোচনা কমাইয়া দরিদ্রের সেবা, দেশের-দশের সেবা, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, পীড়িতকে ঔষধ দান ইত্যাদি সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।"

আজ-কাল দেশময় এইরূপ নাস্তিক্য-বাদের রোল উঠিয়াছে। সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায়,—এইসকল কথার মূলে অসীম, অতৃপ্ত ভোগাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নাই। খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় থাকিলেই হরিকথা শুনিবার কাণ হয় না, যদি তাহাই হইত, তবে বহু লোকই হরিকথা শুনিত। ভগবদ্‌বিমুখতারূপ মূল রোগের চিকিৎসা না করিয়া দেশের দশের অভাব-অনাটনরূপ উপসর্গগুলি দূর করিবার চেষ্টা বৃথা পরিশ্রম মাত্র। সারগ্রাহী সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ঐরূপ পণ্ডশ্রমের কার্য্যে অমূল্য মনুষ্য-জীবন ব্যয় করেন না। তাঁহারা বলেন,—

নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে।
যদ্‌যদ্ ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্ব কর্ম্মানুরূপম্॥
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি॥
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥
(মুকুন্দমালাস্তোত্র)

হে ভগবন্, আমার পুণ্যকর্ম্মে বিশ্বাস নাই, ধনরত্নসমূহ আস্থা নাই এবং বিষয়-ভোগেও আকাঙ্ক্ষা নাই। আমার প্রাক্তন কর্ম্মফলে যাহা হইবার হউক। আমার একান্ত প্রার্থনীয় বিষয়,—জন্মজন্মান্তরেও যেন তোমার পাদপদ্মে নিশ্চলা ভক্তি থাকে।

তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন
শ্বসন্ত্যুত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে
পশবোঽপরে॥
(শ্রীভাঃ ২।৩।১৮)

হরিকথাবিমুখ হইয়া বাঁচিয়া থাকিয়া কি লাভ? অশ্বত্থ-বৃক্ষাদি কি মানুষের অপেক্ষা অধিক দিন বাঁচিয়া থাকে না? কামারশালার ভস্ত্রা কি মানুষের চেয়েও অধিক শ্বাস প্রশ্বাসাদি গ্রহণ করে না? গ্রাম্য শূকরগুলি কি মানুষের চেয়েও অধিক-

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

যার খাদ্যাদি গ্রহণ ও স্ত্রী-সংসর্গাদি ইন্দ্রিয়-তর্পণ করে না ?

ভগবদ্ভজনকারীর সামান্য খাওয়া-দাওয়ার অভাব ত' দূরের কথা, ত্রৈলোক্যাধিপত্য, সার্ব্বভৌমত্ব, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও পঞ্চবিধ মুক্তি ভক্তের শ্রীচরণে বিলুণ্ঠিত হইবার জন্য—ভক্তের সেবার জন্য সময় প্রতীক্ষা করিতে থাকে।

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং
বহাম্যহম্॥"
(শ্রীগীঃ ৯।২২)

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—অনন্যভাবযুক্ত যেসকল ব্যক্তি আমাকে চিন্তা করিতে আমা ব্যতীত 'ভজনযোগ্য অপর দেবতা নাই'—এইরূপ বিচার করিয়া আমার আরাধনা করেন, আমি সেইসকল সর্ব্বদা মদেকনিষ্ঠগণের যোগক্ষেম বহন করি।

আমরা এতদূর নাস্তিক যে, বেদবাণীতে পর্য্যন্ত আমাদের আস্থা নাই। যে পর্য্যন্ত আমাদের হরিকথায় শ্রদ্ধা না হইবে, ততদিন আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম বৃথা পরিশ্রম মাত্র।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি
কেবলম্॥
(শ্রীভাঃ ১।২।৮)

পুরুষের উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যদি কৃষ্ণকথায় রতি উৎপন্ন না করে, তাহা হইলে সেই ধর্ম্মও পণ্ডশ্রমমাত্র। বহু বহু জন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতিফলে জীবের হরি-কথায় রুচি হয়।

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ॥
(শ্রীভাঃ ১।২।১৬)

প্রভাসাদি বিষ্ণুতীর্থ পরিক্রমা অথবা সদ্গুরুর সেবাদি এবং মহতের সেবার দ্বারাই সাধু গুরু শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধালু এবং ভগবৎকথা-শ্রবণাভিলাষী জনের শ্রীহরিকথায় রুচি হয়। একমাত্র হরিকথায় রুচি হইলেই জীবের যাবতীয় অনর্থবীজ উৎপাটিত হয় এবং শ্রীভগবান্ জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া যাবতীয় কামাদির বাসনা বিনষ্ট করেন।

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাং॥
(শ্রীভাঃ ১।২।১৭)

যাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন পরমপাবন, সাধুদিগের হিতকারী এবং বিশ্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অপ্রাকৃত কথা বা নামগুণ-শ্রবণকারী মানবগণের অন্তর্যামী চৈত্যগুরুরূপে হৃদয়ের পাপবাসনাসমূহ সমূলে ধ্বংস করেন।

হরিকথা মুমূর্ষু ব্যক্তিগণেরও মৃতসঞ্জীবনী। একমাত্র শ্রীহরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারাই জীবের ঐকান্তিক মঙ্গল সাধিত হয়। যোগ, যাগ, ধ্যান, ইজ্যা প্রভৃতির দ্বারা জীবের নিত্য কল্যাণ হইতে পারে না, কারণ, ঐসকল আত্মার স্বরূপধর্ম্ম নহে; শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ নানা মুনির নানা ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভুর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া মুমূর্ষু অবস্থায়ও নিত্য মঙ্গল লাভ করিয়াছিলেন। পরীক্ষিৎ মহারাজ হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভুকে বলিয়াছিলেন,—

'নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি
বাধতে।
পিবন্তং ত্বমুখাম্ভোজচ্যুতং হরিকথামৃতম্॥"
(শ্রীভাঃ ১০।১।১৩)

হে বন্ধন্, যদিও আমি প্রায়োপবেশন করিয়া জল পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছি, তথাপি আপনার শ্রীমুখপদ্মবিনিঃসৃত শ্রীহরিকথামৃত পান করাতে এই দুঃসহ ক্ষুধা আমাকে কিঞ্চিন্মাত্রও ক্লেশ দিতে সমর্থ হইতেছে না।

ক্ষুধা প্রতিদিন সকল লোকেরই আয়ুঃ হরণ করিতেছেন, কিন্তু যাঁহারা হরিকথায় কালযাপন করেন, তাঁহাদেরই আয়ুঃ বৃথা নষ্ট হয় না,—অক্ষয় হইয়া থাকে। হরিকথা মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী—সকলেরই আশ্রয়ণীয় বস্তু। ইহা একমাত্র ভবৌষধি। যিনি এই হরিকথা হইতে বিরত হন, তিনি আত্মঘাতী বা পশুঘাতী।

হরিকথাই অনন্যভক্তগণের প্রাণ। শ্রীভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
(শ্রীগীঃ ১০।৯,১০)

ভগবদ্ভক্তগণ চিত্ত ও প্রাণকে শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়া পরস্পর ভাববিনিময় ও হরিকথার কথোপকথন করিয়া থাকেন। তাঁহারা সেইরূপ শ্রবণকীর্ত্তনদ্বারা সাধনাবস্থায় ভক্তিসুখ এবং সাধ্যাবস্থায় আত্মারাম হইয়া রাগমার্গে প্রেমানন্দসুখ লাভ করেন। যিনি এইরূপ হরিকথা কীর্ত্তন করিতে করিতে সতত শ্রীভগবানের সহিত যুক্ত থাকিয়া প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার ভজনা করেন, ভগবান্ তাঁহাকেই নির্ম্মল বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। সেই নির্ম্মল সম্বন্ধ-জ্ঞানের সাহায্যে তিনি ভগবানের নিত্যসেবা লাভ করেন।

হরিকথা কীর্ত্তনকারীর ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা আর নাই, যিনি হরিকথা কীর্ত্তনদ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গল বিধান করেন, তিনিই মহা-বদান্যবর। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীগৌরপার্ষদগণ—সকলেই মহামহাবদান্য।

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥"
(শ্রীভাঃ ১০।৩১।৯)

হরিকথা সংসার-ত্রিতাপক্লিষ্ট জনগণের পক্ষে অমৃতস্বরূপ, মুক্তকুলেরও উপাস্যবস্তু যাবতীয় কল্মষবিধৌতকারী, কর্ণরসায়ন, ও সর্ব্বশক্তিসমন্বিত। যাঁহারা সংসারে এই হরিকথা বিস্তার করেন, তাঁহাদের মত মহাদানশীল আর দ্বিতীয় নাই। অন্নদান, বস্ত্রদান, ঔষধদান—যত দানই হউক না কেন, তাহা তাৎকালিক নৈমিত্তিক ক্ষুদ্র দানমাত্র, কিন্তু হরিকথাদানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান; তাহার দ্বারাই জীবের নিত্যমঙ্গল হইয়া থাকে। সাধুগণ, সাত্বতগণ হরিকথাদান ব্যতীত অপর ক্ষুদ্র দান বা নৈমিত্তিক দান করেন না। এই জন্যই শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

"যা'রে দেখ, তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥"

সুতরাং যাঁহারা হরিকথা প্রচার করেন, তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা, তাঁহারাই জীবের মূল ব্যাধি নিরাময় করিতে চেষ্টাযুক্ত, তাঁহারাই জীবের নিত্যমঙ্গলপ্রদাতা।

"প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্।
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ॥"

শ্রীহরি কথারূপে কর্ণরন্ধ্রদ্বারা শ্রবণকারীর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া কামক্রোধাদি বিদূরিত করিয়া থাকেন—যেমন শরৎঋতুর আগমনে নদী তড়াগাদির জলের মলিনতা তিরোহিত হইয়া যায়। হরিকথা জীবের সাধন ও সাধ্য। শ্রীনারদ, শুকদেবাদির ন্যায় মুক্তকুলও নিয়ত হরিকথাসুধাসরিতে স্নান করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

তাবদ্ ব্রহ্মকথা বিমুক্তপদবী
তাবন্ন ভিক্তীভবেৎ
তাবচ্চাপি বিশৃঙ্খলত্বময়তে নো
লোকবেদস্থিতিঃ।
তাবচ্ছাস্ত্রবিদাং মিথঃ কলকলো
নানাবহির্ব্বর্ত্মসু
শ্রীচৈতন্যপদাব্জপ্রিয়জনো
যাবন্ন দৃগ্‌গোচরঃ॥

জীব যতদিন পর্য্যন্ত না প্রকৃত নিষ্কিঞ্চন হরিজনের সাক্ষাৎকার পায়, ততদিনই তাহার সামাজিক কথা, দেশের কথা, নৈতিক কথা, সাহিত্য ও কাব্যের কথা, বহির্ম্মুখ শাস্ত্রবিদ্-গণের পরস্পর বিবাদের কথা, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসুগণের ব্রহ্মকথা বা মুক্তির কথায় রুচি থাকে। প্রকৃত হরিজন শুদ্ধ হরিসেবার কথা ছাড়া অন্য কোনও কথার আদর করেন না হরিকথাই জীবের স্বরূপধর্ম্ম বা পরমধর্ম্ম।

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং
ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥
(শ্রীভাঃ ৬।৩।২২)

শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনাদিদ্বারা ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে যে ভক্তিযোগ, তাহাই এই জগতে জীবসকলের 'পরমধর্ম্ম' বলিয়া কথিত হয়।

প্রয়াস

——::(*)::——

'প্রয়াস' বলিতে অন্যাভিলাষিতা, কর্ম্মকাণ্ড ও নির্ভেদ-জ্ঞানকাণ্ডে বদ্ধজীবের যে বিবিধ চেষ্টা, তাহাই বুঝায়। ভক্ত্যঙ্গ-সাধনে যে যত্ন ও তৎপরতা, তাহা কখনও ভক্তিচ্যুতিকারক প্রয়াস-মধ্যে গণ্য হইতে পারে না, বরং ভক্ত্যঙ্গসাধনে উৎসাহই একান্ত আবশ্যক।

তামসবৃত্তিবিশিষ্ট মানবের বেদবিধিবিরুদ্ধ উচ্ছৃঙ্খলতামূলক নানাপ্রকার চেষ্টা দেখা যায়। বদ্ধজীব নানাপ্রকার অসৎকামনায় আবাহন করিয়াই এই দেবীধামের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। যাঁহাদের সংযম-শক্তি একেবারে বিনষ্ট হয় নাই, তাঁহারা কখনও তমোবৃত্তির প্রশ্রয় দেন না; বরং উহাকে সম্পূর্ণ অনর্থের মূল জানিয়া সাবধানে প্রশমিত করিতে যত্ন করেন। যখন চিত্তে কোনপ্রকার অসংযত বাসনার আবির্ভাব হয়, তখন তাহাকে স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ করিতে দিলে জীবের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। বুদ্ধিবৃত্তির যথাযোগ্য চালনার দ্বারা বহির্ম্মুখ দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তি-গুলিকে যদি বশে না রাখা যায়, তাহা হইলে তাহারা যে সর্ব্বনাশ সাধন করিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? বদ্ধজীবের উদ্দাম ইন্দ্রিয়সমূহ কেবল কলির স্থানগুলিতেই বিচরণশীল—অধর্ম্মেই তাহাদের স্বাভাবিক রুচি। অন্যাভিলাষিগণ সর্ব্বদাই বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করিবার প্রয়াস করিয়া উন্মার্গগামী হয়, স্বীয় মঙ্গলচিন্তায় আদৌ মনোনিবেশের অবসর পায় না। এইসকল প্রয়াসী ব্যক্তির সঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

রাজসিক-বৃত্তিবিশিষ্ট কর্ম্মিগণের ভোগ-পর কর্ম্ম-চেষ্টাসমূহও জীবের ভক্তিবৃত্তির উচ্ছেদ করে। পুণ্যফলভোগকামনার বশবর্ত্তী ব্যক্তিগণ নানাবিধ শুভকর্ম্মের আবাহনে যত্নশীল হয়। তাহারা পুষ্করিণী ও কূপ খনন-দ্বারা সাধারণের জলাভাব দূরীকরণ, ক্ষুধা-পীড়িত ব্যক্তিকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান প্রভৃতি নানা লোকহিতকর কার্য্যে ব্রতী হইয়া সামাজিক ক্লেশের অপনোদনে ব্যস্ত হয়। তামসবৃত্তিবিশিষ্ট অন্যাভিলাষিগণের উচ্ছৃঙ্খলতার তুলনায় এগুলি অবশ্যই খুব উচ্চ-অঙ্গের। উচ্ছৃঙ্খল-চেষ্টার ফল নরক, পুণ্যকর্ম্মের ফল ঐহিক জীবনে শ্রীবৃদ্ধি এবং পর জন্মে স্বর্গ-সুখ ভোগ। কিন্তু স্বর্গে এইরূপ সুখ-ভোগ বা নরকে যন্ত্রণানুভব—উভয়ই সমান, কারণ, উভয়েই ভক্তির প্রতিকূল।

ভুক্তিবাঞ্ছেচ্ছু ব্যক্তিগণের মধ্যেও অনেক সময় কর্ম্মীর প্রয়াস কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নাধিকারিগণ অর্চ্চনমার্গে আবদ্ধ থাকিয়া কর্ম্মজড়বুদ্ধিবশতঃ কর্ম্মাঙ্গের প্রয়াসেই অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁহাদের ভক্তি শুদ্ধা নহে—কর্ম্মমিশ্রা। তাঁহারা একেবারে কর্ম্মবশ না হইলেও

তাঁহাদের কর্ম্মের ভাবই প্রবল থাকে। ক্রমে তাঁহারা এই কর্ম্মভাবকে ভক্তিদ্বারা শুদ্ধ করিতে থাকেন এবং ক্রমশঃ শুদ্ধ-ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিবার যোগ্যতা লাভ করেন। ভক্তিপথে প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষা না হইলে শুদ্ধা হয় না। সাধুগুরু কর্ম্মের উপদেশ দেন না, তবে কর্ম্মভাবযুক্ত শিষ্যগণকে ক্রমে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির মধ্য দিয়া শুদ্ধভক্তির দিকে পরিচালিত করেন। কর্ম্মভাব ভক্তির সহিত মিশ্রিত হইয়া ভক্তির পরিমাণের বৃদ্ধিতে ক্রমশঃ বিদূরিত হয়।

যাঁহাদের সাত্ত্বিক প্রকৃতি, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে জ্ঞান-প্রয়াসী। তাঁহারাও শুদ্ধা ভক্তিদেবীর সন্ধান পান না। বিশুদ্ধসত্ত্বে অধিষ্ঠিত হইয়া জ্ঞানকর্ম্মাদির প্রয়াস-শূন্য ভক্তিযোগীই শুদ্ধভক্তি যাজন করিতে সমর্থ। অষ্টাঙ্গ-যোগাদির প্রয়াসও ভক্তির অন্তরায়। ভগবন্নামাশ্রয়ই ভক্তির মূল। নাম ও নামী অভিন্ন—এইসকল বিশ্বাসের অভাবজনিত যে কিছু ধারণা, তদুপ প্রয়াস-মাত্রই ভক্তি-বৃত্তিকে খর্ব্ব করিয়া ফেলে। নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানীর যে প্রয়াস, তাহা ভক্তি নহে, ভক্তির অভিনয় মাত্র। ভক্তি এস্থলে অনিত্য উপায়-স্বরূপে গৃহীত হয়, ভক্তির নিত্যত্ব স্বীকৃত না হওয়ায় তাহাদের প্রয়াসসমূহ মায়াবাদদুষ্ট, ঈশ্বর-বিশ্বাসবিরুদ্ধ। তবে যেখানে ভক্তিই প্রবলা, সেখানে কিছু কিছু জ্ঞানের ভাব থাকিলেও তাহা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, তাহা ক্রমে সাধু-গুরুপদেশে শুদ্ধভক্তিতে পরিণত হইতে পারে। তবে জ্ঞানের প্রয়াসসমূহ ত্যাগ না করিলে শুদ্ধভক্তির প্রাপ্তির আশা দুরাশা মাত্র। ভক্তগণ জ্ঞানের প্রয়াস ত্যাগ করিয়া অকিঞ্চনচিত্তে ভগবৎপ্রেম লাভ করিয়া থাকেন,—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি
তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥
(শ্রীভাঃ ১০।১৪।৩)

নির্ভেদ-ব্রহ্মচিন্তারূপ জ্ঞানচেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া যে ভক্তগণ সাধুমুখবিগলিত ভগবৎকথা শ্রবণ করেন এবং কায়মনোবাক্যে সাধুপথে স্থিত হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, ত্রিলোকের মধ্যে ভগবান্ দুর্ল্লভ হইয়াও তাঁহাদের নিকট সুলভ হইয়া থাকেন।

ভগবান্ অজিত হইয়াও কর্ম্মজ্ঞান-প্রয়াসহীন ভক্তগণকর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছেন,—ইহাই তাঁহার মহিমা। তিনি কেবল ভাক্তগীরাই গ্রাহ্য।

শাস্ত্রে জ্ঞান কর্ম্মের প্রয়াস বিশেষভাবে গর্হিত হইয়াছে। কিন্তু ভক্তিসেবার জন্য যে প্রয়াস, তাহা সর্ব্বতোভাবে আদৃত হইয়াছে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

যে কর্ম্ম করিলে হয় ভক্তির উল্লাস।
সে কর্ম্ম জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহে প্রয়াস॥

প্রশ্নোত্তর

——::(০)::——

প্রশ্ন—কেহ যদি চুরি, ডাকাতি, কপটতা প্রভৃতি অসৎপ্রবৃত্তি লইয়াও মহাপ্রভুর শরণ গ্রহণ করে, তবে তাহার মঙ্গল হইবে কি? মহাপ্রভুর বা নিত্যানন্দ প্রভুর অলঙ্কার-অপহারক ব্যক্তিগণ কি ভাগ্যবান্ নহেন?

উত্তর—শ্রীমন্মহাপ্রভুর অলঙ্কার-অপহরণ-প্রয়াসী চৌর বা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অলঙ্কার-অপহরণ-অভিলাষিণী দস্যু-সেনাপতি ও দস্যুদলকে শ্রীচৈতন্যভাগবতকার 'ভক্ত' বলেন নাই বা তাহাদের ঐরূপ চেষ্টাকে 'ভক্তি' বা ভক্তির অনুকূল কোন আচরণ বলেন নাই, বরং উহাকে অপরাধময়ী চেষ্টাই বলিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বলেন যে, ঐরূপ চেষ্টারিপিষ্ট কেবল ঐ বিশেষ ব্যক্তিরই বা কোন ব্যক্তিই ভাগ্যবান্ হইয়াছিলেন। এখানে 'ভাগ্য'-অর্থে—'সুকৃতি।' তাহারা ব্যবহারতঃ চৌর বা দস্যু হইলেও পরমার্থে সুকৃতিসম্পন্ন। কেন-না, তাহারা চৌর্য্যকার্য্য বা দস্যুকার্য্য করিতে গিয়া তাহাদের অজ্ঞাতসারে কেহ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্কন্ধে ধারণ করিয়াছিল এবং কাহারও বা শ্রীনিত্যানন্দের প্রভাব-দর্শনে অকস্মাৎ নির্ব্বেদ ও শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমার আদর উপস্থিত হইয়াছিল। আমরা শ্রীভক্তিসন্দর্ভে একটী দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই,—কোন মূষিকা বিষ্ণুমন্দিরের প্রদীপের ঘৃত ভক্ষণ করার লোভে কোনও নির্ব্বাপিত-প্রায় প্রদীপের নিকট উপস্থিত হইয়া ঘৃতসিক্ত পলতা' গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে, অমনি প্রদীপটী অধিকতর প্রজ্বলিত হওয়ায় মূষিকার মুখদগ্ধ হইয়া মূষিকার প্রাণনাশ হয়। মূষিকার ঘৃত-অপহরণ আর হইল না, বরং তাহাতে প্রদীপটী উজ্জ্বলতর হইয়া উঠায় উহা দ্বারা তাহার বিষ্ণুমন্দিরে আলোকদানরূপ কার্য্যদ্বারা অজ্ঞাত সুকৃতি হইল। সে পরজন্মে রাণী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া হরিভজনের সুযোগ লাভ করিল। এই অজ্ঞাত সুকৃতিই মূষিকার 'ভাগ্য'—এখানে মূষিকা ব্যবহারতঃ বিষ্ণু-গৃহের প্রদীপের ঘৃত অপহরণে-চেষ্টাবিশিষ্টা হইয়াও পরমার্থে 'ভাগ্যবান্' বলিয়া গণ্যা হইয়াছিল। চৌরদ্বয়ের বা দস্যু-সেনাপতিরও তাহাই ঘটিয়াছিল। তাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অলঙ্কার চুরি করিতে গিয়া তাহা আর করিতে পারে নাই, বরং শ্রীমন্মহাপ্রভু'কে স্কন্ধে বহনের অজ্ঞাত সুকৃতি লাভ করিয়াছে।

নবদ্বীপের জনৈক দস্যুসেনাপতি শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কার অপহরণ করিতে আসিয়া শ্রীনিত্যানন্দের প্রভাব ও মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া নিজ কার্য্যের প্রতি নির্ব্বেদ গ্রস্ত হইয়াছিল। অজ্ঞাত সুকৃতির দ্বারা তাহাদের যে দুষ্কার্য্য-পরিত্যাগ ও সৎসঙ্গে হরিসেবার যোগ্যতা হইয়াছিল অথবা পরজন্মে মূষিকার মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া যে শ্রীহরির অর্চ্চনাকালে বিষ্ণুমন্দিরে দীপদানের যোগ্যতা হইয়াছিল, সেই যোগ্যতার সদ্ব্যবহার যদি তাহারা না করিত, তবে তাহাদের চৌর্য্যকার্য্য বা লোভাদি সাধারণ ব্যক্তিগণের ন্যায় বুদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে পাপী ও অপরাধী করিয়া তুলিত। এখানে অপহরণ-প্রবৃত্তি, দস্যুপ্রবৃত্তি বা ঘৃত ভোজনের লোভ কিছু ভক্তি উদয়ের কারণ নহে। অসত্য কখনও সত্যের কারণ হয় না—অভক্তি কখনও ভক্তির কারণ হয় না। অজ্ঞাতভাবে অকস্মাৎ শ্রীগৌরসুন্দরকে স্কন্ধে গ্রহণ বা শ্রীনিত্যানন্দের প্রভাব অবধারণ, বিষ্ণু-মন্দিরের প্রদীপের প্রজ্বলনরূপ বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক কার্য্যগুলিতে যে সুকৃতি, তাহাই ভক্তির যোগ্যতা-বিধায়ক।

কেহ যদি উপরি-উক্ত উদাহরণসমূহের অবৈধ সুযোগ লইয়া মনে করে যে, যখন ঐরূপ চৌর্য্যবিদ্যা, দস্যুবৃত্তি বা ঘৃতাপহরণ প্রভৃতি দ্বারা অতি সহজেই সুকৃতির উদয় হয় বা ভক্তির উদ্রেক হয়, তখন 'আমিও ঐরূপ ঠাকুরের সেবার ঘৃত ও ভোজ্যাদিতে লোভ করিয়া আমার ভক্তিবৃত্তি উদয় করাইব', তাহা হইলে তাহার ঐরূপ বিচার সম্পূর্ণ ভক্তিবিরুদ্ধ হইবে।

মতলব করিয়া পাপ বা অপরাধের দ্বারা যদি মঙ্গলের পন্থা আবিষ্কার করা যাইত, তাহা হইলে দুনিয়াতে যত অসদ্বৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি আছে, তাহারাই ধার্ম্মিকের সংখ্যা ও ভাগ্যবানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিত। অন্তরে প্রচ্ছন্ন-ভোগানুসন্ধিৎসু প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় এইসকল বিষয় বুঝিতে না পারায় তাহারা তাহাদের অসদ্বৃত্তি, পাপ, অপরাধ প্রভৃতিকে কল্পিত ভক্তি বা হরিপ্রয়তর্পণের উপায়রূপে অবধারণ করিয়া থাকে। অপ্রাকৃত শ্রীনামের আভাসে যাবতীয় পাপ-প্রবৃত্তি বিনষ্ট হয় বলিয়া পাপপ্রবৃত্তি চালাইবার জন্য শ্রীনামের আশ্রয়-গ্রহণ-ছলনারূপ 'নামাপরাধ' কিন্তু 'নামাশ্রয়' নহে। কোন ব্যক্তিবিশেষের কোনও পাপকার্য্য করিতে গিয়াও অজ্ঞাতসারে অকস্মাৎ সুকৃতির উদয় হইয়াছে বলিয়া তাহা সকল দৃষ্টান্তে কার্য্যকরী হইবে না। শ্রীবিল্বমঙ্গলের বেশ্যার সঙ্গ করিতে গিয়া অকস্মাৎ নির্ব্বেদগ্রস্ত হওয়ার লীলাদর্শনে যদি কেহ বারবনিতার আশ্রয় গ্রহণকেই ভক্তি-উদয়ের কারণ মনে করে, তাহা হইলে তাহার হৃদয়ে প্রচ্ছন্নভাবে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের আগ্নেয়গিরি ও পাপপ্রবৃত্তির পাহাড় লুক্কায়িত রহিয়াছে, জানিতে হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অলঙ্কার চুরি করিতে গিয়া যদি কেহ তাঁহাকে স্কন্ধে বহন করিবার পরিবর্ত্তে আঘাত করিয়া বসে, তখন সুকৃতির পরিবর্ত্তে তাহার দুষ্কৃতির উদয় হইবে। আবার কেহ যদি নকল করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহকে দণ্ডবৎ প্রণতিপূর্ব্বক তাঁহাকে স্কন্ধে স্থাপন করিয়া তাঁহার অলঙ্কার হরণ করে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির দুষ্কৃতিই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সুকৃতির উদয় হয় না। এইরূপ চেষ্টার জন্য ঐ ব্যক্তিকে মহা-অপরাধে নিমজ্জিত হইয়া জন্ম জন্মান্তর নরক ভোগ করিতে হইবে।

যে ব্রাহ্মণ দস্যু-সেনাপতি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অলঙ্কার হরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহত্ত্ব-উপলব্ধিতে যে অজ্ঞাত সুকৃতির উদয় হইয়াছিল, তাহাতে নির্ব্বেদ উপস্থিত ও শ্রীনিত্যানন্দে ঈশ্বরবুদ্ধির উদয় হওয়াতেই মঙ্গল হইয়াছিল,—

কতোক্ষণে দস্যুসেনাপতি যে ব্রাহ্মণ।
অকস্মাৎ ভাগ্যে তা'র হইল স্মরণ॥
মনে ভাবে' বিপ্র—"নিত্যানন্দ নর নহে।
সত্য এহো ঈশ্বর,—মনুষ্য কভু নহে॥
একদিন মোহিলেন সভারে নিদ্রায়।
তথাপিহ না বুঝিনু ঈশ্বর মায়ায়॥
আরদিন যম-অদ্ভুত পদাতিকগণ।
দেখাইল তবু মোর নহিল চেতন॥
যোগ্য মুঞি পাপিষ্ঠেরে এসব দুর্গতি।
হরিতে প্রভুর ধন যেন কৈনু মতি॥
এ মহাসঙ্কটে মোরে কে করিবে পার।
নিত্যানন্দ বই মোর গতি নাহি আর॥"

—এইরূপ বিচার করিয়া দস্যু-সেনাপতি একান্তভাবে শ্রীনিত্যানন্দ-চরণে শরণ গ্রহণ ও অশেষরূপে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন,—

এত ভাবি' দ্বিজ নিত্যানন্দের চরণ
চিন্তিয়া একান্তভাবে লইল শরণ॥
সে চরণ চিন্তিলে আপদ্ নাহি আর।
সেইক্ষণে কোটি অপরাধীরও নিস্তার॥
দ্বিজ বলে,—"প্রভু এবে আমার বিদায়।
এ দেহ রাখিতে আর মোর নাহি দায়॥
যেন মোর চিত্ত হৈল তোমার হিংসায়।
সেই মোর প্রায়শ্চিত্ত—মরিনু গণায়॥"

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ঐ ব্রাহ্মণ দস্যু-সেনাপতির ঐরূপ কপট রাহিত্য নির্ব্বেদ-বাক্য শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—

"শুন দ্বিজ, যতেক পাতক কৈলি তুই।
আর যদি না করিস, সব নিমু মুঞি॥
পরহিংসা, ডাকা, চুরি—সব অনাচার।
ছাড় গিয়া, ইহা তুমি না করিহ আর॥
ধর্ম্মপথে গিয়া তুমি লহ হরিনাম।
তবে তুমি অন্যের করিবা পরিত্রাণ॥
যত সব দস্যু চোর ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্ম্মপথে সবারে লওয়াও তুমি গিয়া॥
এত বলি' আপন গলার মালা আনি'।
তুষ্ট হই' ব্রাহ্মণেরে দিলেন আপনি॥
নিত্যানন্দ প্রভুর করুণা-সাগর।
পাদপদ্ম দিলা তা'র মস্তক উপর॥
চরণারবিন্দ পাই' মস্তকে প্রসাদ।
ব্রাহ্মণের খণ্ডিল সকল অপরাধ॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ—অন্ত্য ৫ম)

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের	পরবর্ত্তী দিনের	১ম ও দিনের	পরবর্ত্তী দিনের
	ডজ,	ডজ	ডজ,	ডজ
প্রতিবারে প্রতি পাইকে	।৹	।৶৹	।৶৹	।৹
" " ইঞ্চি	২৲	১॥৹	১॥৹	২৲
সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲		
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥৹
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক " ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১॥৹ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—ভিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীভক্তিবান্ধবমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

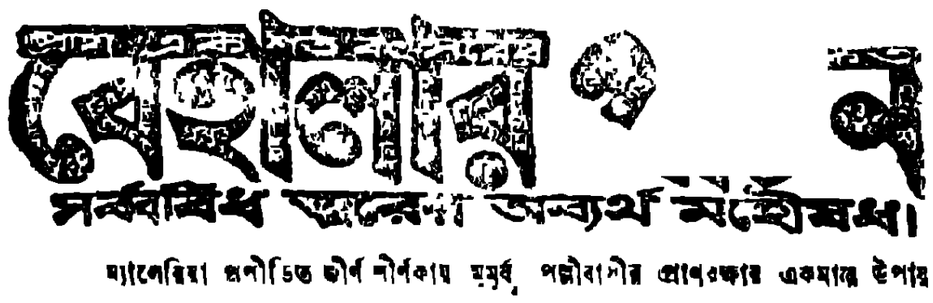

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় করিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। পিত্তার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন-পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না। 'ছা' বোতল ৷৶৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৶৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

বিমান-আক্রমণ সতর্কতা

বাঙ্গলা সরকারের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, —রেঙ্গুনের অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায়— কোথাও অধিকসংখ্যক লোক সমবেত হইলে বিমান-আক্রমণ ঐ জনতার উপরই অধিক হয় এবং হতাহতের সংখ্যাও অনুরূপ অধিক হইয়া থাকে। এই কারণে সরকার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন, যে সকল স্থানে বিমান-আক্রমণের সতর্কতাসূচক ব্যবস্থাসমূহ বিশেষভাবে প্রযোগ করা হইতেছে সেই সকল অঞ্চলে বর্ত্তমানে তাঁহারা যেন সভা ও শোভা-যাত্রার জনসংখ্যা এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন, যাহাতে প্রয়োজন উপস্থিত হইলে সহজেই জনতা ছত্রভঙ্গ হইতে পারে।

কলিকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলে বালির বস্তা বিতরণ

প্রকাশ, আগুনে বোমার প্রকোপ যাহাতে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হয়, তদুদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকার কলিকাতা কর্পোরেশন, চব্বিশ পরগণা, হুগলী ও হাওড়া জিলার প্রায় এক লক্ষ বালির বস্তা বিতরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কর্পোরেশন ও বিভিন্ন জিলা-কর্ত্তৃপক্ষ এই সকল বস্তায় বালি ভরিয়া প্রতি ৫০ গজ দূরে ল্যাম্প-পোষ্টের নিকট এই সকল বস্তা এমনভাবে সাজাইয়া রাখিবেন, যাহাতে রাজপথে আগুনের বোমা নিক্ষিপ্ত হইলে আগুন নিয়ন্ত্রণ করিতে এই সকল বালির বস্তা কাজে লাগান চলে।

কর্পোরেশনকে দোকান খুলিবার অনুমতি দান

বাঙ্গলা সরকার ১৯২৩ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ৪০৪ ধারামতে কলিকাতা কর্পোরেশনকে বর্ত্তমান জরুরী অবস্থায় প্রয়োজনমত খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্য বিক্রয়ের কেন্দ্র ও দোকান খুলিবার অনুমতি দিয়াছেন। গত মাসে কর্পোরেশনের এক বৈঠকে সরকারের নিকট এই অনুমতি প্রার্থনা করা হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে সরকার জানাইয়া দিয়াছেন, জরুরী অবস্থার অবসানে কর্পোরেশনের এই মঞ্জুরী প্রত্যাহার করা হইবে।

খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সরকারী প্রচেষ্টা সম্পর্কে জানা গিয়াছে যে, এ বিষয়ে সরকার এখনও বিবেচনা করিতেছেন এবং শীঘ্রই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হইবে।

মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিণ পরিকল্পনা

গত ১০ই জানুয়ারী যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত মিঃ উইলিয়াম বুলিট ভারত পরিদর্শনের অভিপ্রায় করিয়াছেন। তেহরাণে এই মর্ম্মে এক সংবাদ রাষ্ট্র হওয়ায় গভীর ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। কবে তিনি আসিবেন এবং তাঁহার ভারত পরিদর্শনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সঠিকভাবে জানা না গেলেও, বলা হইতেছে যে, যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগদান করায় ইরাক ও ইরাণের পথে রাশিয়াকে সাহায্যদান এবং তুরস্ককে মালপত্র সরবরাহ এবং মধ্যপ্রাচ্য এলাকায় মিত্রশক্তিবর্গের ব্যবহারের জন্য সমরসম্ভার প্রেরণ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে যে বিরাট পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহার পুনর্বিবেচনা করা আবশ্যক হইয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কাজের অনুমান হয় যে, তারতকে দানের জন্য যুক্তরাষ্ট্র যে পরিকল্পনা স্থির করিয়াছে, তৎসম্পর্কিত আলোচনাই মিঃ বুলিটের এ দেশে আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে।

আমেরিকা যুদ্ধে যোগদান করায় ইহারা ও ঋণদান আইনে সাহায্যপ্রেরণের কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে না বলিয়া প্রেসিডেন্ট রুজ-ভেল্ট যে বিবৃতি দিয়াছেন, এতৎপ্রসঙ্গে তৎ-প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করা হইতেছে

আমেরিকার ঘড়ি

গত ৯ই জানুয়ারী প্রতিনিধি পরিষদ দিবালোক সংরক্ষণ বিল পাশ করিয়াছেন। ইহাতে যুক্তরাষ্ট্রের ঘড়িগুলিকে সাধারণভাবে এক ঘণ্টা আগাইয়া দিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

মিঃ ডাফ কুপারের ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন

গত ১০ই জানুয়ারী ডাউনিং ষ্ট্রীট হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সুদূর প্রাচ্যের ভার-প্রাপ্ত সচিব মিঃ ডাফ কুপার সিঙ্গাপুর হইতে ইংলণ্ডে চলিয়া আসিতেছেন। উক্ত ঘোষণায় আরও বলা হইয়াছে যে, ওয়াশিংটনে আলো-চনার ফলে জেনারেল ওয়াভেল দক্ষিণ পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে প্রধান সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ায় এখন আর মিঃ ডাফ কুপারের সিঙ্গা-পুরে থাকার কোনও প্রয়োজন নাই। তাই তিনি ফিরিয়া আসিতেছেন।

মালয় ও অষ্ট্রেলিয়ায় চিঠিপত্রাদি প্রেরণ

গত ১ ই জানুয়ারী একখানি প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, সুদূর প্রাচ্যের পরি-স্থিতি বিবেচনায় ডাক ও তার বিভাগ, ভারতবর্ষ হইতে মালয় ও অষ্ট্রেলিয়ায় বিমান-যোগে নিয়মিত চিঠিপত্র প্রেরণ করা সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিতে পারেন না। তবে বিমান চিঠিপত্রাদি প্রেরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রীকর্ত্তৃক-মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অত্যন্ত কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৶০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ ১৫ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫ ৩রা মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১৭ই জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, শনিবার { ২৫৪-৫৫তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ মাধব, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীমদ্ভাগবত

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ]

শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে কৃষ্ণকথার বর্ণন আছে। সেই কৃষ্ণকথাকীর্ত্তন কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে সাক্ষাৎ কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হয়; তখন জড়কথারূপ আবর্জ্জনা—কর্ণমল—মধুকৈটভ-নামক অসুরদ্বয় বিনষ্ট হয়। ইহাই 'কর্ণবেধ'-সংস্কার। চিন্ময় কর্ণ জড়াবৃত আছে, বিচার করিলে ভোগপর বাক্যসমূহ আমাদিগের হৃদয়কে চঞ্চল করায়। তখন কৃষ্ণেতর ব্যাপারই আমাদের লক্ষ্যের বিষয় হয়। বৈকুণ্ঠ-নাম-গ্রহণ, বৈকুণ্ঠ-গুণ-শ্রবণ, বৈকুণ্ঠ-পরিকর-কীর্ত্তন-শ্রবণ, বৈকুণ্ঠ-লীলাকথা-শ্রবণ—শ্রীমদ্ভাগবতের স্থূল শ্রবণ হইতেই শুদ্ধসত্ত্ব নির্ম্মল জীবহৃদয়ে উদিত হয়। তখন হৃদয়কে বৃন্দাবনের সহিত অভিন্ন জানিতে পারা যায়। সেখানেই শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের অবস্থিতি।

যাঁহারা 'পল্লবগ্রাহিতা'-নীতি অবলম্বন করিয়া বহু গ্রন্থের কদাভ্যাস করেন, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থকে বহু শাস্ত্রের অন্যতম-জ্ঞানে কেবল-ধর্ম্মরহিত হইয়া তৎপ্রতি বস্তুবিহীন হন; তৎফলে তাঁহারা ভাগবতের তাৎপর্য্য ও শ্রীভগবানের লীলা কোনও কালে বুঝিতে পারেন না। তাঁহাদের জন্ম-জন্মান্তরীণ অসদ্বাসনা তাঁহাদিগকে ভাগবতের তাৎপর্য্য বুঝিতে দেয় না। তাঁহারা ভাগবত পাঠ করিয়াও কৃষ্ণেতর-বাসনাক্রমে ভক্তিহীনতা-দোষে দুষ্ট থাকেন। যাহারা ভাগবতের তাৎপর্য্যে প্রবিষ্ট না হইয়া, জড়-বাসনায় আবদ্ধ হইয়া কেবল শব্দোদ্দিষ্ট ব্যাপারসমূহকে বিচার করেন, তাঁহাদের ভগবৎ-সম্বন্ধিনী কথায় কোনপ্রকারে প্রবেশ-লাভ ঘটে না।

সকল বেদশাস্ত্র এবং শ্রীমদ্ভাগবত 'প্রেম'কেই প্রয়োজনতত্ত্ব বলিয়া গান করেন। প্রয়োজন-বিচারে সাধারণতঃ ভোগিসম্প্রদায় ধর্ম্মার্থকামকে লক্ষ্য করেন, ত্যাগি-সম্প্রদায় মোক্ষকে পুরুষার্থ বলিয়া ধারণা করেন, কিন্তু ভোগী ও ত্যাগি-সম্প্রদায়ের অতীত সুনির্ম্মল আত্মা ভগবদ্ভজনে পারঙ্গত হইয়া চারিবেদ হইতে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্গ-বিচার পরিহার করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণ-প্রেমাকেই প্রয়োজন বলিয়া জানেন। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, স্বাধ্যায় প্রভৃতি অভিধেয়সমূহ যথার্থ পুরুষার্থ-সংগ্রহে উৎকণ্ঠিত হইলে ঐগুলি অধিষ্ঠান-বিলুপ্ত হইয়া ভক্তিতেই পর্য্যবসিত হয়।

বেদশাস্ত্রকে দধির সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। শুকদেব সেই দধির মন্থনকারী, তাহা হইতে বেদতাৎপর্য্য-নবনীত শ্রীমদ্ভাগবত-রূপে উদিত হইলেন। শ্রীপরীক্ষিৎ বিষয়-নিবৃত্ত হইয়া সকল বেদতাৎপর্য্য শ্রীশুকদেবের উপদেশ হইতে লাভ করিলেন।

মিরাট-জেলার প্রান্তভাগে হস্তিনাপুর অবস্থিত। বর্ত্তমান মজঃফরনগর-জেলার প্রান্তভাগে তোপা-থানার অধীন ভুখাড়হেড়ি-জনপদের নিকটবর্ত্তী শূকরতল-গ্রামে গঙ্গাতটে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ প্রায়োপবেশন করিয়া শ্রীশুকদেবের নিকট হইতে সমগ্র বেদতাৎপর্য্য সপ্তাহকাল মধ্যে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দধির মন্থনে যেরূপ তৎসারাংশ নবনীত বাহির হয়, সেইপ্রকার বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডরূপ অসার অংশের অকিঞ্চিৎ-করতা ও প্রেমভক্তির সারত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। পরীক্ষিৎ অন্যান্য সকল কথা পরিবর্জ্জন করিয়া সেই সার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাগবতগণ সকলেই "সারগ্রাহী"। বিদ্ধ ভাগবতগণ অসৎসংসর্গে ফলভোগবাদ ও ফলত্যাগবাদের বিচারসংশ্লিষ্ট হইয়া ভারবাহিরূপে আত্মগ্লানি উপস্থিত করিয়াছেন। অসারমিশ্রিত কিঞ্চিৎ সার অপেক্ষা অসাররহিত বিশুদ্ধ সার বা নির্য্যাসই গ্রহণীয়, তাহাই আত্মবিদ্গণের ভোজ্য ও পেয়। অসারগ্রাহিগণ ফলভোগবাদে স্থূলভাবে ভারবাহী এবং ফলত্যাগবাদে বাহ্যে 'ভারহীন' হইবার ভাণ করিলেও সূক্ষ্মভাবে অধিকতর গুরুভারবাহী—উভয়েই সারগ্রহণে পরাঙ্মুখ।

ভগবান্ ও ভক্তে যাঁহারা ভেদবুদ্ধি করিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণবতত্ত্ব অবগত হন না, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে নিজের অমঙ্গল আবাহন করেন। লীলাপ্রবিষ্ট না হইলে ভগবানের সকল কথা সুষ্ঠুভাবে বলা যায় না। ভগবৎ-কথাময় ভাগবত শ্রীশুকদেবই জানেন, অন্যে জানে না। একটী কিংবদন্তী আছে যে, শ্রীমহাদেব এক সময় বলিয়াছিলেন,—"আমি ভাগবত জানি, শুকদেব ভাগবত জানেন, ব্যাসদেব ভাগবত জানুন, আর না জানুন, ভক্তিদ্বারাই ভাগবত গ্রাহ্য হন, বুদ্ধি বা টীকার দ্বারা গ্রাহ্য হন না।" লেখক শ্রীব্যাসদেব শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিয়া বিশুদ্ধ গুরুসেবার অভাবযুক্ত হইবার অভিনয় করিয়া কিছুদিন ধর্ম্মার্থ-কাম মোক্ষের সেবকগণের উপকারার্থে শাস্ত্রগ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি সচ্ছাস্ত্রসমূহের একমাত্র তাৎপর্য্য শ্রীমদ্ভাগবত-রচনাকালে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-বিকারিণী বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতেও শ্রীবার্ষভানবীদেবীর কথার প্রাধান্য না দেওয়ার এবং সাধারণের যোগ্যতার অভাবহেতু বর্ণনবিষয়ে সাবহিত-চিত্ততা প্রকাশ করায় তিনি কতক অবগত এবং কিছু পরিমাণে অনবগত প্রভৃতির পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু নৃসিংহের উপাসক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীধর ভগবৎ-কৃপাক্রমে সেবোন্মুখ হওয়ায় ভাগবতের তাৎপর্য্য সুষ্ঠুভাবে জানিয়া গোপীজনবল্লভের সেবার কথা বুঝিতে পারিয়াছেন। ভক্ত্যেকরক্ষক শ্রীধর ও তৎ-সহোদর-ভ্রাতা লক্ষ্মীধর নামভজনপ্রভাবে ভগবৎ-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলায় যে অধিকার দেখাইয়াছেন, শ্রীধরবিরোধী শ্রীধর-টীকা-পাঠকারী বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু-সম্প্রদায় অভক্ত হওয়ায় সেই কৃপালাভ হইতে চিরতরে বঞ্চিত আছে। কনিষ্ঠাধিকারগত চেষ্টায় ভগবানের সেবার কিছু কথা থাকিলেও ভক্তের অমর্য্যাদা করিলে ভগবৎসেবায় কনিষ্ঠাধিকার হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়। সুতরাং পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও বিষয়-আশ্রয়-বিচারে যাঁহাদের মধ্যে ভেদজ্ঞানজনিত অমঙ্গল প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহারা প্রেমভক্তিকে সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজন বলিয়া জানেন না। তাঁহারা মানবজীবন লাভ করিয়াও আত্মঘাতী মাত্র।

যে-স্থলে অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানীর জ্ঞেয়, সেস্থলে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—এই অবস্থাত্রয়ের নির্ব্বৈশিষ্ট্যই চরম আরাধ্য ব্যাপার হয়। যোগিগণ গর্ভোদ-শায়ী বিষ্ণুর সহিত সংযুক্ত হইবার প্রয়াস করিয়া কৈবল্যলাভের যত্ন করেন। ভগবদ্ভক্ত-গণ সেরূপ নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে ভগ-বানের লীলা, পরিকর-বৈশিষ্ট্য, অখিল সদ্গুণ, ভগবদ্রূপ এবং ভগবানের নামাদির উল্লেখ আছে। নিত্যমুক্ত ভগবদ্ভক্ত এবং

সাধনসিদ্ধ ভক্তগণ তথা ভক্তিপরায়ণ সেবকগণ নিত্যকাল ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য কিছুই প্রয়োজন বোধ করেন না। নিত্যসেবকের এই সেবা-বিচার ব্যতীত অন্য কথা ভাগবতের মধ্যে নাই। যাঁহারা ভাগবতে ভগবানের নিত্য সেবা ব্যতীত আর কিছু অনুসন্ধান করেন, তাহারা নিতান্ত অর্ব্বাচীন, জানিতে হইবে। অভক্তগণ সেবাধর্ম্মবর্জ্জিত হওয়ায় অন্যাভিলাষময় কর্ম্ম-ফল-লাভ, নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান প্রভৃতি করিতে যাইয়া উদ্দেশ্য-নষ্ট হওয়ায় ভাগবতের উদ্দেশ্য গ্রহণে অসমর্থ। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাগবতের অভক্তিপর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"যে ভাগবত (?) অভক্তির কথা পাঠকের হৃদয়ে উদ্দীপনা করায়, সেই বঞ্চনায় ভাবযুক্ত ভাগবতের কোন আবশ্যকতা নাই। সুতরাং সেই ভাগবত-গ্রন্থকে ভগবদ্বিগ্রহ না জানিয়া উহা পার্থিব পদার্থবিশেষ-জ্ঞানে রুদ্রের বিনাশ যোগ্য দ্রব্য জানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিব।" যাহারা শ্রীমদ্ভাগবতকে ভোগ্য জ্ঞান করে, তাহাদের সেইরূপ মায়িক দর্শন তাহাদের উত্তরোত্তর কামবৃদ্ধিই করায়। সুতরাং বিষয়ীকে যোষিৎ-বোধে ভাগবত পাঠ হইতে নিবৃত্ত করানই ভগবানের উদ্দেশ্য।

সকল শাস্ত্রই প্রমাণ করেন যে, জড়জগতের ভোগ ও ত্যাগবুদ্ধি থাকাকালে শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার কখনই কাহারও উপলব্ধি হন না। সুতরাং জড়বিদ্যা, জড়তপস্যা, জড়বস্তুতে প্রতিষ্ঠাশা থাকাকাল পর্য্যন্ত চিন্তার অতীত রাজ্যে অবস্থিত ভগবৎকথা কাহারও বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা জাগতিক ভোগ্যবস্তুর অন্যতম জানিয়া ভাগবতে অধিকার লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা ভাগবতের কোন অংশই বুঝিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবত যাহা প্রমাণ করিতে বসিয়াছেন, সেই প্রমেয়-বস্তু কখনই জড়েন্দ্রিয়ের অধিকারের বস্তু হইতে পারেন না। যিনি শ্রীমদ্ভাগবতকে সাক্ষাদ্-ভগবদ্বিগ্রহ জানেন, ভাগবতকে প্রাকৃত গ্রন্থ-মাত্র জ্ঞান করেন না এবং শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারের দ্বারা স্বীয় জড়াশ্রিত বুদ্ধি-দোষকে নিয়মিত করেন, তিনি সর্ব্বসার ভগবদ্ভজনই শ্রীমদ্ভাগবতের একমাত্র প্রয়োজন বুঝিতে পারেন। অতিশয় প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি সর্ব্ব-গুণান্বিত জ্ঞানবান্ পণ্ডিত হইয়াও শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ-গ্রহণে ভ্রান্ত হইতে পারেন। এরূপ পণ্ডিতগণের গৌরববর্দ্ধনের জন্য তাঁহাদের প্রয়াস, ন্যায় ও অন্যায়ের বিচারকর্ত্তা বা পুরস্কার তিরস্কারদাতা যম তাঁহাদের দণ্ড বিধান করেন। ভক্তিরহিত পণ্ডিতগণ 'ভাগবতে অধিকার লাভ করিয়াছি' মনে করিলেও ভক্তির মূল আশ্রয়বস্তুকে নিন্দা করিলে তাঁহাদের কখনও ভাগবতে অধিকার হয় নাই, জানিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থখানি ভগবৎকথাময়, সুতরাং অপরাপর গ্রন্থ হইতে সর্ব্বতোভাবে ভিন্ন। ঋগ্‌মন্ত্রে আমরা 'ভগ'-নামক আলোকময় দেবতার কথা প্রাপ্ত হই। সেই 'ভগ'-দেবতাবিশিষ্ট বস্তুকে ভগবজ্জ্ঞানে যে একটী আংশিক বিক্রমবিশিষ্ট বস্তু বলিয়া মনে করি, 'ভগবৎ'-শব্দে তাহাই উদ্দিষ্ট হইয়াছে কি না, তাহাই আমাদের আলোচনার বিষয়। অর্য্যমা, বিবস্বান্, সবিতা প্রমুখ দেবগণ সদৃশ 'ভগ'-দেব দেব-পর্য্যায়ে গণনযোগ্য এবং তৎসম্পর্কিত ভগবানের কথা শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে, এরূপ মনে হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থখানি সেরূপ আংশিক-প্রতীতিপূর্ণ ভজনীয় বস্তুর দেবপরত্বে পর্য্যবসিত মাত্র হয় নাই।

বদ্ধজীবের মনে হইতে পারে যে, ভগবদ্বস্তু প্রাকৃত জ্ঞেয়-বস্তুরই অন্যতম। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য স্বয়ংরূপ ভগবদ্বস্তু, অপ্রাকৃত অতীন্দ্রিয় ও অধোক্ষজ। পাঠকের আরও মনে হইতে পারে যে, 'অপরা'-বিদ্যা-পর্য্যায়ে পরিগণিত ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব এবং শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ প্রভৃতি বেদাঙ্গ ও বেদকল্প বেদানুগ শাস্ত্রবিশেষ। বাস্তবিক এইগুলি অপরা-বিদ্যা-পর্য্যায়ে ক্ষরজ্ঞানযুক্ত অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু ভগবদ্বস্তু কাল-ক্ষোভ্য ক্ষরজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নহেন। অক্ষর ও অচ্যুত বস্তুর বিষয় যে শাস্ত্রে আলোচিত হয়, তাহা পরা বিদ্যার অন্তর্গত শাস্ত্র। এই গ্রন্থখানি সেই পরবিদ্যা শাস্ত্রসমূহের শিরোমণি। আধুনিক তর্কপন্থিগণ মনে করিতে পারেন যে, মানব-সভ্যতার আদিম-গ্রন্থই ভারতীয় ঋগ্‌বেদসংহিতা। সেই সর্ব্বপ্রাচীন আদিম-গ্রন্থের পরবর্ত্তী সময়ে যেসকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত নব্য বা আধুনিক-গ্রন্থ, আবার তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, ইহা পৌরাণিক-গ্রন্থপর্য্যায়ে গণনীয় শাস্ত্রবিশেষ এবং বৌদ্ধ ও জৈন-শাস্ত্রের কথা যখন এই গ্রন্থে সমালোচিত হইয়াছে, তখন বৌদ্ধ ও জৈন-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের পরবর্ত্তি কালে ইহা লিখিত। আবার কেহ কেহ মনে করিতে পারে যে, তাম্রপর্ণী, কৃতমালা বা পয়স্বিনী-নদী তীরবাসী কোন লেখক স্বীয় স্বদেশের মহিমা-কীর্ত্তনাভিপ্রায়ে শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছেন, সুতরাং অপরাপর পুরাণের প্রাচীনতা ও লিখনপ্রণালীর উৎকর্ষ-বিচারে এই গ্রন্থখানি সমুন্নত বলিয়া অপর পুরাণ অপেক্ষা পরবর্ত্তিকালে রচিত। যাহা হউক অশ্রৌত-পন্থিগণের অসংখ্য পরস্পর বিবদমান্ মতসমূহ শ্রীমদ্ভাগবতকে সুদূর প্রাচীনকালের লিখিত গ্রন্থ হইতে আধুনিক বা মধ্যযুগের লিখিত গ্রন্থবিশেষ বলিয়া মনে করিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ঐরূপ ধারণার বিরুদ্ধে কতিপয় নিম্নলিখিত বিচারের গবেষণা পৃথক্ ফল প্রসব করিবে।

শ্রীমদ্ভাগবত যে বিষয় বর্ণন করিতে বসিয়াছেন, তাহার প্রতিপাদন-প্রণালী হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মানব-সভ্যতাকালের সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থের প্রতিপাদ্য দেবগণ—ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য দ্বিতীয়াভিনিবেশের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত-মাত্র। এই ঋগাদি-সংহিতার প্রতিপাদ্য-বিষয়ে অলৌকিকতার অধিক অবকাশ নাই। তৎ-পরবর্ত্তী সূত্রগুলিও, বর্ত্তমান সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত হইলেও সংক্ষিপ্তভাবে উহাদিগের রচনাপ্রণালী হইতে পরবর্ত্তী কালের মধ্যযুগীয় সংস্কৃত-ভাষা নানাপ্রকারে অধিক পল্লব বিস্তার করিয়াছে। দার্শনিক সূত্রসমূহ, শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্রসমূহ, বৌদ্ধাদি সম্প্রদায়ের সূত্র-গ্রন্থ-সকল প্রত্যক্ষ বিচারে ভগবদ্দিতর দ্বিতীয়াভি-নিবেশের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়া থাকে, কিন্তু অপরোক্ষ, অধোক্ষজ বা অপ্রাকৃত বিচার ও অলৌকিক ঐতিহ্যের পরিচয় দেয় না। শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচ্য-বিষয়ে দ্বিতীয়াভি-নিবেশজ যুক্তি, তর্ক ও বিচারাদির বিনাশ-মূলে প্রাগ্‌বৌদ্ধযুগের ঐতিহ্য-বর্ণনে যেসকল কথা প্রচলিত হইয়াছে দেখা যায়, তাহাতে মানবের ইন্দ্রিয়লৌল্য বিরোধী ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানাদির অতীত কথাই অতি প্রাঞ্জলভাবে আলোচিত হইয়াছে। যদিও সংস্কৃতভাষায় লিখিত গ্রন্থকে সংহিতাকালের ভাষাগত বৈষম্যে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়, তাহা হইলেও বিষয়বিচারে শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত ভাবসমূহ বিচারযুগের পূর্ব্বে সহজভাবে অলৌকিক সত্যের সহজ আবাহনই প্রমাণিত করে। যে কালের ঐতিহ্য শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমুখ পুরাণাদিতে সন্নিবিষ্ট আছে, তাহারই সামান্য নির্দ্দেশ বৈদিক-সংহিতাদি গ্রন্থে সংক্ষিপ্তভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণের আকর গ্রন্থগুলি যে ভাষায় লিখিত হইয়াছে, সেইসকল বৈদিক-গ্রন্থের মধ্যে অনেক গুলিই কালবশে তিরোহিত হইয়াছেন। সেইগুলি পুরাণ-রচনাকালের পরবর্ত্তিকালে অনাদৃত হওয়ায় ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের আকর-গ্রন্থগুলি সম্প্রতি দুর্ল্লভ হইয়াছে বলিয়াই যে পুরাণ-প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি আধুনিক, তাহা নহে। আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, পুরাণলিখিত বিষ্ণুসম্বন্ধীয় প্রাচীন ইতিহাসে যেসকল কথার অবতারণা হইয়াছে, তাহা নবন্যাস বা উপন্যাসের ন্যায় আধুনিক বা কাল্পনিক নহে। শ্রীমহা-ভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ-গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি ঋক্‌সংহিতা-প্রকাশ-কালের বহু পূর্ব্বের কথা, তজ্জন্যই সংহিতা-কালের পরবর্ত্তিকালে লিখিত পুরাণাদি বৈদিক-কালের পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয়ের আলোচনায় পরিপূর্ণ। সূত্রগ্রন্থের মধ্যে আমরা শাণ্ডিল্য ও ভরদ্বাজাদি ঋষি-প্রণীত কতিপয় সূত্রগ্রন্থের সন্ধান পাই। ভিক্ষুসূত্র, কর্ম্মন্দী ও পারাশরীয় সূত্র ব্যাসসূত্রের বহু পূর্ব্বে রচিত। ভক্তি-সূত্রসমূহ বর্ত্তমান সাত্বত-পঞ্চরাত্র রচনাকালেই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। গৃহ্যসূত্রাদি কর্ম্মকাণ্ডীয় স্মার্ত্তগণের হস্তে যেরূপ বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে পর্য্যবসিত হয়, সেইপ্রকার সূত্রগ্রন্থাদি ও পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রে সংস্কৃত ভাষায় স্থান লাভ করিয়াছে। সাত্বত সূত্র-গুলি রাজস ও তামস-সূত্র হইতে বিভিন্ন প্রণালীতে রচিত। ভাগবত, বৈষ্ণব, নৈষ্কর্ম্য, বৈখানস, পাঞ্চরাত্রিক প্রভৃতি বিচার-প্রণালী প্রাগ্‌বৈদিক-যুগে প্রবল ছিল। তৎপরে জড়বিচারপর তর্কদর্শনে ভগবদ্ভক্তির বিচার মন্দীভূত হইলেও পৌরাণিক রচনাপ্রণালীতে পূর্ব্ব ঐতিহ্য পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। ভাগবত-পাঠের পূর্ব্বে সুধী নিরপেক্ষ পাঠকগণ নিগম-কল্পতরু গলিত ফল রসময় ভাগবতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিয়া তর্কহত বিচারকে বহুমানন করিলে নিরন্তকুহক সহজ সত্যে উপনীত হইতে অসমর্থ হইবেন। আনুগত্যরূপ ভক্তিধর্ম্মই শ্রৌতবিচারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতাজ্ঞাপক। তদভাবে কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গদ্বয় প্রকৃত সত্য-প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক মাত্র।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, এই শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থকেই কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর অমলপ্রমাণশিরোমণি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং প্রত্যেক দৈশিক ও কোবিদেরই চিদ্ধর্ম্মানুগত্য অনিবার্য্য। শ্রীমদ্ভাগবতবিরোধি-দলকে আমরা তদপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান্ বলিয়া আদর করিতে পারি না।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

মহাভাগবতগণ কর্ম্মফলবাধ্য জীব নহেন তাঁহারা জগতের মঙ্গলের জন্যই জগতে বিচরণ ও অবস্থান করেন। মহাভাগবতের যে অসুস্থ-তাদির অভিনয়, তাহা ত্রিতাপভোগের অন্যতম নহে।

মহাভাগবত অত্যন্ত বিমুখ ও অপরাধী ব্যক্তিগণকে বঞ্চনা করিয়া বিপ্রলম্ভময় ভজনের আদর্শ প্রকাশ করেন এবং সেবোন্মুখ ব্যক্তিগণকে সেবা-সুযোগ-দান ও জাগতিক ক্লেশের মধ্যেও হরিসেবার উদ্দেশ্যে তীব্র চেষ্টা ও উৎসাহ-প্রদর্শনের শিক্ষায় প্রত্যক্ষ আদর্শ প্রচার করিয়া থাকেন। প্রেমকল্প-তরুর মধ্যমূল নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ মহা-ভাগবতকুলশিরোমণি শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীপাদের অসুস্থাভিনয়ে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের সেবাবুদ্ধিই সম্প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু গুরু ও ভগ-বানের চরণে অপরাধী মৎসর রামচন্দ্রপুরীর তাহাতে অন্যরূপ বুদ্ধির উদয় হইল। রামচন্দ্রপুরী শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর বিপ্রলম্ভ-বিলাপ ও ক্রন্দন শুনিয়া বিচার করিয়াছিলেন—"ব্রহ্মবিদ্ গুরুদেব কেনই বা ক্রন্দন করিবেন? হয় ত' রোগের যন্ত্রণায় বা সাধারণ দেহাসক্ত জীবের ন্যায় ক্রন্দন করিতেছেন।"—

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

"তুমি—পূর্ণব্রহ্মানন্দ, করহ স্মরণ।
ব্রহ্মাবিদ্ হঞা কেন করহ রোদন ?"
(চৈঃ চঃ - অন্ত্য, ৮।১৯)

রামচন্দ্রপুরী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রাকৃত জীবের ন্যায় জিহ্বালম্পট মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরপুরীর সেইপ্রকার বুদ্ধি হয় নাই—ইহাই শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্যব্রুব রামচন্দ্রপুরীর সহিত শ্রীল মাধবেন্দ্রের প্রকৃত বিশ্রম্ভ শিষ্য শ্রীল ঈশ্বরপুরীর বৈশিষ্ট্য।

ঈশ্বরপুরী করে শ্রীপাদসেবন।
স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি মার্জ্জন॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করয়ে স্মরণ।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ॥
তুষ্ট হঞা পুরী তাঁ'রে কৈলা আলিঙ্গন।
বর দিলা,—'কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন'॥
সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী—'প্রেমের-সাগর'।
রামচন্দ্রপুরী হৈল সর্ব্বনিন্দাকর॥
মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের 'সাক্ষী' দুইজনে।
এই দুই দ্বারে শিখাইলা জগজনে॥
(চৈঃ চঃ - অন্ত্য, ৮।২৬ ৩০)

ঈশ্বরপুরীপাদ শ্রীগুরুপাদপদ্মের শিক্ষানুসরণ করিয়া ইহাই জানাইয়াছিলেন যে, মহাভাগবতগণ যে অসুস্থাভিনয় প্রদর্শন করেন, তাহা কর্ম্মফলবাধ্য বদ্ধজীবগণের কর্ম্মফলভোগ বা দেহেতে আবদ্ধ হইয়া ভগবৎসেবা হইতে বিচ্যুতি নহে। পূর্ণভাবে ভগবদনুশীলন করিয়াও তাঁহারা বিচার করেন,—'আমি ভগবৎসেবা করিতে পারিলাম না"—মথুরা না পাইনু বলি' করেন ক্রন্দন"। কৃষ্ণের পূর্ণতম ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য তাঁহাদের যে এইরূপ উৎকট ও তীব্র লালসা, তাহাই ভজন-পরাকাষ্ঠা বা বিপ্রলম্ভ। তাই শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস বলিয়াছেন,—

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ—সেই পরানন্দ-সুখ॥
বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যা-কুল ধন-মদে বৈষ্ণব না চিনে॥"
(চৈঃ ভাঃ - মধ্য, ৯।২৪০-২৪১)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জ্বর-রোগে অসুস্থ হইবার অভিনয়, শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর খুরসা-রোগগ্রস্ত হইবার অভিনয়, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর জরাতুর হইবার অভিনয় প্রভৃতিকে যেসকল আধ্যক্ষিক ব্যক্তি প্রত্যক্ষের বঞ্চনায় পরিত হইয়া কর্ম্মফলবাধ্য জীবের প্রাক্তন কর্ম্মফল-ভোগসদৃশ মনে করে, তাহারা ভোগ ও বঞ্চিত। জীব রোগ-শোকের মধ্যে জীবনের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া যাহাতে ভগবৎসেবায় অধিকতর সমাহিত ও প্রবৃত্ত হয়, তজ্জন্যই মহাপুরুষগণ রূপ করিয়া থাকেন। ভগবানের জনগণ যদি নীচকুলে আবির্ভূত হইবার নানা বিপদ্ আপদ্, ক্লেশ-সঙ্কট, রোগশোকের মধ্যে অবস্থিত হইবার লীলা করিয়া হরিসেবার জন্য তীব্র চেষ্টা প্রদর্শন করিতেন, তাহা হইলে এই ত্রিতাপের কারাগারে পতিত কয়েদী বিমুখ জীবসমূহ কিছুতেই নিজের মঙ্গলের প্রতি উন্মুখ হইত না। শ্রীমদ্ভাগবতের 'শ্রীউদ্ধব-গীতা'য় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

সমাহিতঃ কঃ করণৈর্গুণাত্মভি-
র্গুণো ভবেন্মৎসুবিবিক্তধাম্নঃ।
বিক্ষিপ্যমাণৈরুত কিং নু দূষণং
ঘনৈরুপেতৈর্বিগতৈ রবেঃ কিম্॥
(ভাঃ ১১।২৮।২৫)

অর্থাৎ আমার স্বরূপ যাঁহার নিকট সুব্যক্ত হইয়াছে, এইরূপ মুক্ত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সকল সমাহিতই হউক, আর বিক্ষিপ্তই হউক, তাহাতে তাঁহার গুণ-দোষ আর কি হইবে? যেমন মেঘ উপস্থিতই হউক, আর বিগতই হউক, তাহাতে সূর্য্যের কিছুই হয় না, তদ্রূপ মুক্ত মহাভাগবতের ইন্দ্রিয়সকল বাহ্য দৃষ্টিতে বিক্ষিপ্ত দৃষ্ট হইলেও তদ্দ্বারা তাঁহারা অভিভূত নহেন। অজ্ঞলোক সূর্য্যকে মেঘের দ্বারা আবৃতপ্রায় দেখিয়া মনে করে, সূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা নহে। তাহাদের চক্ষুই মেঘের দ্বারা আবৃত হইয়াছে, স্বপ্রকাশ সূর্য্য নিরন্তরই নির্ম্মল আছেন। মুক্তপুরুষগণের ইন্দ্রিয় বিক্ষিপ্ত হয় না, আমরাই বিক্ষিপ্ত-ইন্দ্রিয় হওয়ায় অনুক্ষণ হরিসেবাপরায়ণ মুক্তপুরুষগণকে রোগশোকাদিতে আচ্ছন্ন ও ক্লিষ্ট মনে করিতেছি।

আবার যদি আমরা দুর্ব্বুদ্ধিবশে মনে করি,—'যখন মহাভাগবত বস্তুতঃ রোগশোকাদির দ্বারা ক্লিষ্ট নহেন, তখন আমরা তাঁহাদের সেবাশুশ্রূষা করিব না, কারণ, ক্লিষ্ট ও আর্ত্তের জন্যই সেবার প্রয়োজনীয়তা, যিনি বস্তুতঃ ক্লিষ্ট নহেন, তাঁহার শুশ্রূষার কি প্রয়োজন', তাহা হইলে আমরা হরিগুরু-বৈষ্ণবাপরাধী রামচন্দ্রপুরীর দ্বিতীয় সংস্করণ হইব। শ্রীল ঈশ্বর পুরীপাদ নিজ গুরুদেবকে রোগশোকাদির অতীত বিপ্রলম্ভ-ভজন-তৎপর জানিয়াও স্বহস্তে শ্রীগুরুদেবের মলমূত্রাদি মার্জ্জন করিয়াছিলেন, শ্রীল ঈশ্বরপুরী লোকশিক্ষার জন্য জানাইয়াছিলেন,—শ্রীগুরুদেবের রোগের অভিনয় করিয়া শিষ্যকে বর্ত্তমানে যে সেবাসুযোগ দিতেছেন, সেই সুযোগ বরণ না করিলে শিষ্যের পক্ষে সর্ব্বনিরপেক্ষ মহাভাগবতের সেবা করিবার আর অন্য সুযোগ নাই। দেহাসক্ত জীবের জন্য শ্রীঅর্চ্চাবতার পূর্ণকাম হইয়াও সাপেক্ষ প্রায়, সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞপ্রায়, সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন হইয়াও অশক্ত-প্রায়, রক্ষক হইয়াও রক্ষ্যপ্রায়ের লীলা প্রদর্শন করেন। সেই লীলা প্রদর্শন না করিলে দেহাসক্ত জীবের সেবানুষ্ঠানের সুযোগ হয় না। মহাভাগবতগণ জগতের সর্ব্ববিধ অপেক্ষারহিত হইয়াও, ত্রিগুণের সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে পরমমুক্ত থাকিয়াও সেবোন্মুখ জীবের সেবানুশীলনের সুযোগদানের জন্য ঐরূপ রোগিপ্রায়, সাপেক্ষপ্রায় রূপ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহাদের জগতের প্রতি করুণার নিদর্শন। জগতের অনর্থগ্রস্ত আর্ত্ত বদ্ধজীবের শুশ্রূষায় বৃথা শ্রম না করিয়া যাহাতে মহাভাগবতগণের শুশ্রূষার সুযোগ পাইয়া জীব ফলাকাঙ্ক্ষা বা ফলত্যাগের বিচার হইতে মুক্ত হইতে পারে, তজ্জন্যই মহাভাগবতগণ ঐরূপ সুযোগ প্রদান করিয়া থাকেন। মহাভাগবতগণের শুশ্রূষা ও সেবা-দ্বারাই জীবের পরম মঙ্গল সাধিত হয়। এইজন্য শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীউপদেশামৃতে বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ, প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা॥

অর্থাৎ যাঁহার মুখে একবারও কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়, তাঁহাকে স্ব-সম্পর্কবোধে মনে মনে আদর করিতে হইবে। যদি ঐ ব্যক্তি দীক্ষিত হন এবং হরিভজনে প্রবৃত্ত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রণামাদির দ্বারা আদর করিতে হইবে, আর যিনি কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য প্রতীতিরহিত হওয়ায় নিন্দাদিভাবশূন্য ভজনবিজ্ঞ, সেইরূপ মহাভাগবতকে সজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সঙ্গযোগ্য জানিয়া শুশ্রূষাদ্বারা আদর করিতে হইবে।

কিন্তু ঐরূপ ভগবদ্ভক্তের স্বাভাবিক বা দেহগত কোনপ্রকার দোষ প্রাকৃতদৃষ্টিতে দর্শন করিয়া যদি অবজ্ঞা করা যায়, তবে বৈষ্ণবসেবা লাভ হইবে না। তাই শ্রীউপদেশামৃতে শ্রীরূপপাদ উপদেশ করিয়াছেন,—

স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥

এই প্রপঞ্চে অবস্থিত অনুক্ষণ হরিসেবাপরায়ণ ভগবদ্ভক্তের স্বভাবজনিত দোষ এবং দেহদোষসমূহের দ্বারা তাঁহাকে প্রাকৃতদর্শনে দেখিবে না যেরূপ গঙ্গাজল বুদ্বুদফেনপঙ্ক প্রভৃতি মিশ্রিত হইলেও গঙ্গাজলের ব্রহ্মদ্রবত্ব নষ্ট হয় না, তদ্রূপ অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবাপরায়ণ ভগবদ্ভক্তের বাহ্যদৃষ্টিতে শারীরিক ব্যাধি, জরাদিজনিত কুদর্শন, নীচবর্ণ, কর্কশতা প্রভৃতি দৃষ্ট হইলেও তিনি কখনও প্রাকৃতবুদ্ধির বিষয়ীভূত নহেন।

মহাভাগবত বা মুক্তপুরুষের যাবতীয় চেষ্টাই কৃষ্ণসেবাপর। তিনি ভোগ বা ত্যাগবুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া কোন কর্ম্ম করেন না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের মলমূত্রাদি বিসর্জ্জনের কথা শ্রবণ করিয়া কেহ যদি "মহাভাগবতের ঐরূপ চেষ্টা কেন থাকিবে" বিচার করেন, তাহা হইলে তাহা পাষণ্ডিতা হইবে। ভগবান্ শ্রীউদ্ধবগীতায় জানাইয়াছেন,—

করোতি কর্ম্ম ক্রিয়তে চ জন্তুঃ
কেনাপ্যসৌ চোদিত আনিপাতাৎ।
ন তত্র বিদ্বান্ প্রকৃতৌ স্থিতোঽপি
নিবৃত্ততৃষ্ণঃ স্বসুখানুভূত্যা॥
তিষ্ঠন্তমাসীনমুত ব্রজন্তং
শয়ানমুক্ষন্তমদন্তমন্নম্।
স্বভাবমন্যৎ কিমপীহমান-
মাত্মানমাত্মস্থমতির্ন বেদ॥
(ভাঃ ১১।২৮।৩০ ৩১)

প্রাণিসকল কোন সংস্কারদ্বারা প্রেরিত হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত কর্ম্ম করে এবং অবশেষে বিকৃত হয়, কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি বন্ধমোক্ষবিৎ মুক্তপুরুষ, তিনি শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়াও ভগবৎসেবাময় সুখানুভব-দ্বারা তৃষ্ণা হইতে নিবৃত্ত হন এবং কখনও কর্ম্মদ্বারা সংসার-গতি প্রাপ্ত হন না। যাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা ভগবৎসেবায় অধিষ্ঠিত, তিনি উপবেশনই করুন গমনই করুন, আর শয়নই করুন, শৌচাদিই করুন, আর অন্নভোজনই করুন কিংবা অন্য যে কোন স্বাভাবিক কার্য্যই করুন, কোন সময়েই দেহেতে আসক্ত হন না।

দুই একটী কথা

—::০::—

চেতনময় শ্রীগুরুদেবের চেতনময়ী বাণী বা কৃষ্ণকীর্ত্তন কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তিনি জীবহৃদয়ের কল্মষ বা অভদ্র অর্থাৎ যাবতীয় ভোগপ্রবৃত্তিকে বলপূর্ব্বক ধ্বংস করিয়া সেই হৃদয়কে নিজের সাম্রাজ্যরূপে পরিণত করিয়া তাহাতে নিজের বিহার-ক্ষেত্র রচনা করেন। চেতনময়ী কীর্ত্তন-বাণীর এতই অদ্ভুত প্রভাব!

যতদিন পর্য্যন্ত জীব সাধনরাজ্যে বর্ত্তমান, ততদিন পর্য্যন্ত জীবের বিষ্ণুর দিকে গতি বা চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য, নতুবা শ্রেয়োলাভ অসম্ভব। অনুক্ষণ প্রতি বস্তুকে হরি-সম্বন্ধী বা চিদ্বৈভবজ্ঞানে শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে, কায়মনোবাক্যে ভগবৎ-সেবা-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে বিষ্ণুস্মৃতির সঙ্গে-সঙ্গে বিষ্ণু সেবা লাভ হইবে এবং তাহা হইলেই আমরা সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারিব তখন অনুক্ষণ বিষ্ণুস্মৃতিতে ব্যবধান বা বাধা না থাকায় সেবার সুষ্ঠুতার সঙ্গে-সঙ্গে দর্শনের সুষ্ঠুতা লাভ হইবে

সাধনরাজ্যে যে পর্য্যন্ত না রুচি বা আসক্তি লাভ হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত সাধকের এই বিষ্ণুপথে চেষ্টা থাকিলে। রুচি বা আসক্তি হইতে কৃষ্ণ ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইতে থাকেন; তখনই সুষ্ঠু শুদ্ধভক্তি আরম্ভ হয়। হ্লাদিনীর কৃপায় রুচিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণবশকারিতা আরম্ভ হয়। তখন জীবস্বরূপের যে সৌন্দর্য্য, সেই সৌন্দর্য্যবলে সকল সুন্দরসেবক-শিরোমণি শ্রীরূপের আনুগত্যে জীব শ্রীরাধাগোবিন্দচরণকল্প ক্ষেত্রে নীত হন। তখনই শুদ্ধ ও সুষ্ঠু হরিভজন আরম্ভ হয়।

জীবের নিরন্তর হরিভজন ব্যতীত অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই থাকিতেও পারে না।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

'হরিভজন ব্যতীত অপর কর্ত্তব্য আছে'—এইরূপ জ্ঞান বা কল্পনাই মায়া।

———

শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতে দুইপ্রকার পার্ষদ-ভক্ত প্রকটিত করিয়া কৃষ্ণতোষণরূপা সেবা শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ-ভক্তগণের মধ্যে একপ্রকার 'বৈষ্ণব-গৃহস্থ', আর এক-প্রকার কৃষ্ণভজনার্থ 'ত্যাগী পুরুষ'। বৈষ্ণব-গৃহস্থগণের জীবন নিরন্তর হরিসেবাময়, সুতরাং 'বৈষ্ণব-গৃহস্থ' 'গৃহস্থ সাধক-ভক্ত' হইতে পৃথক্। 'বৈষ্ণব-গৃহস্থ'গণ—পরমহংস, তাঁহাদিগের গৃহে বা বনে থাকার মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। তাঁহারা যে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালনের লীলাভিনয় করেন, তাহা আসুরবর্ণাশ্রমী গৃহস্থের কথা দূরে থাকুক, দৈববর্ণাশ্রমী গৃহস্থের তুল্যও নহে। ঐপ্রকার পরমহংসবৈষ্ণবের জীবন বাহ্যদৃষ্টিতে বর্ণাশ্রম-স্থিত 'গৃহস্থ-সাধকে'র তুল্য প্রতিভাত হইলেও উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য বর্ত্তমান। 'বৈষ্ণব-গৃহস্থ'কে বর্ণাশ্রমী গৃহস্থের সহিত সমান জ্ঞান করিলে 'বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি'-নামক মহদপরাধ হইয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ-ভক্তগণের মধ্যে শ্রীবাসাদি বৈষ্ণব-গণ 'বৈষ্ণব-গৃহস্থ'।

'গৃহস্থ-সাধক' কখনও জগদ্গুরু বলিয়া বৃত হইতে পারেন না। 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থে যে, কোনও স্থলে গৌণভাবে গৃহস্থ ব্যক্তিকে গুরুপদে বরণ করিবার কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত নিম্নাধিকারীকে কথঞ্চিৎ-পরিমাণে উন্নত করিবার জন্য। বস্তুতঃ উহা ঐকান্তিক ভজনাভিলাষিগণের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। আচার্য্যগণের আচরণ এবং শ্রুতিস্মৃতি-সমূহের বিচার তাহা সমর্থন করে না। ভগবৎসেবাপরায়ণ ত্যাগিকুলই চিরকাল জগদ্গুরুপদে বৃত হইয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই, বৈষ্ণবাচার্য্যচতুষ্টয়ের মধ্যে চারি-জনই কৃষ্ণসেবাপরায়ণ ত্যাগী। শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরী-প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে সকলেই ত্যাগী। ত্যাগিকুল গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী—এই চারিবর্ণেরই গুরুর কার্য্য করিতে পারেন, কিন্তু গৃহস্থ কখনও সন্ন্যাসী বা বানপ্রস্থকে শিষ্যত্বে বরণ করিতে পারেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদভক্তগণের মধ্যে তিনপ্রকার ত্যাগিকুল দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা সকলেই জগদ্গুরু। বৈষ্ণব-গৃহস্থগণ যে-প্রকার কায়, মন এবং বাক্যকে দণ্ডিত করিয়া সর্ব্বদা হরিসেবাতৎপর, তদ্রূপ বৈষ্ণবত্যাগিকুলও কায়মনোবাক্যের দ্বারা নিরন্তর কৃষ্ণতোষণে নিযুক্ত। তদ্ভিন্ন শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবগৃহস্থকুল এবং শ্রীরূপাদি ত্যাগী গোস্বামিকুল—সকলেই বাহ্যে বা অন্তরে ত্রিদণ্ডী।

যাঁহারা কায়, মন এবং বাক্যকে দণ্ডিত করিয়া হরিসেবায় নিযুক্ত করেন, তাঁহারাই বস্তুতঃ ত্রিদণ্ডী অর্থাৎ যাঁহারা এই দেহকে ইতর-বিষয়ে নিযুক্ত না করিয়া কৃষ্ণসেবায় ক্রোড় নিয়োগ করেন, যাঁহারা শুদ্ধমনের দ্বারা কৃষ্ণচিন্তা করেন, যাঁহারা কৃষ্ণভক্তদ্বেষী জনে প্রদর্শন করেন, যাঁহারা বাক্যের দ্বারা সর্ব্বদা হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই 'ত্রিদণ্ডী'।

আচার্য্যগণ সকলেই ত্রিদণ্ডী,—কেহ বা বাহ্যে ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ বা অন্তরে ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া কায়মনোবাক্যের দ্বারা হরিসেবা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ, ২৩শ অধ্যায়ে যে ত্রিদণ্ডের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেই ত্রিদণ্ড গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার বৈষ্ণব-সন্ন্যাস-বিধি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হয় নাই। শ্রীল সনাতন ও শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর পরমহংস-বেষ দৈববর্ণাশ্রমী বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর জন্য নহে।

———

মহাভাগবতাগ্রগণ্য সদ্গুরু ও 'বৈষ্ণবাভিমানী গুরুক্রবের আচরণ লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রথমোক্ত মহাপুরুষ পরদুঃখদুঃখী দয়ার্দ্র-হৃদয় এবং শেষোক্ত ব্যক্তি পরহিংসক ও পরপীড়াদায়ক। সদ্গুরু তাঁহার মহাভাগবতলীলায় শিষ্যের সেবকাভিমানী ও তাঁহার মধ্যমাধিকারলীলায় ভগবৎসেবকগণের সহিত মিত্রতা, বালিশ অর্থাৎ অজ্ঞব্যক্তির প্রতি হরিকথা কীর্ত্তনাদির দ্বারা কৃপা এবং ভক্ত ও ভগবদ্দ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তিনি শিষ্যগণকে অজস্রভাবে কৃপা করিয়া থাকেন, পরন্তু কখনও নিজেকে শিষ্যের ভোক্তা এবং শিষ্যগণকে নিজের ভোগ্য জ্ঞান করেন না। গুরুক্রবগণ উদ্ধর্ত্তন ও অধস্তন বংশপরম্পরায় শিষ্যের ভোক্তা বলিয়া নিজদিগকে অভিমান করেন। তাঁহারা শিষ্যের দ্রবিণাদিতে লোভ করিয়া উহাদের দেহ ও মনের হিংসা করিয়া থাকেন।

———

ভজনমার্গে শ্রীগুরুদেব বিষয়তত্ত্ব শ্রীভগবানের প্রিয়তম আশ্রয়বিগ্রহ এবং মর্য্যাদা-মার্গে শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্নবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপ। উভয়স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি জীবকে কৃষ্ণের সহিত মিলন করাইবার জন্য ব্যস্ত। তিনি চা'ন, তাঁহার আশ্রিত সকল সেবক কৃষ্ণের সেবা লাভ করুক। আবার আশ্রিতবর্গও চান,—শ্রীবার্ষভানবীকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন করাইয়া কৃষ্ণমনোমোহিনীর,—কৃষ্ণ-নেত্রোৎসবকারিণীর অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তোষণ করিতে। যদি শ্রীবার্ষভানবী ও তাঁহার আশ্রিতবর্গের সহিত এইরূপ নিত্য-সম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে উহা 'অহংগ্রহোপাসনা' হইত।

মহাভাগবতাগ্রগণ্য শ্রীগুরুদেবের কারুণ্যামৃতধারা তাঁহার আশ্রিতগণের উপর নিত্য-কালই বর্ষিত হয়। তিনি শিষ্যের সেবকাভিমান করিয়াও শিষ্যের প্রতি এইরূপ দয়াশীল। এ দয়া যে সে দয়া নয়, দু'চার পাঁচ দিনের বা দু' লক্ষ, দশ লক্ষ বৎসরের কিংবা ব্রহ্মার পরমায়ুষ্কাল পর্য্যন্ত অথবা স্বর্গসুখ বা ব্রহ্ম-লোক-প্রদানরূপ দয়া নয় কিংবা নির্ব্বিশেষ-বাদীর জ্যোতির্দ্দর্শন যোগীর ঈশ্বর-সাযুজ্য লাভরূপ ফল নয়। এই দয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দয়া।

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

——::(০)::——

শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের অধিকারী সকলেই। কৃষ্ণে ত' সর্ব্বশক্তি আছে—নামেও সর্ব্বশক্তি আছে। পুরুষে হরিভজন ক'রবে, স্ত্রী ক'রতে পা'রবে না, সুস্থ ব্যক্তি হরিভজন ক'রবে, রুগ্ন ব্যক্তি ক'রতে পা'রবে না, যে তিন বেলা স্নান ক'রতে পারে না, সে হরিভজন ক'রতে পা'রবে না, যা'র গায় খুব জোর নাই, সে হরিভজন ক'রতে পা'রবে না, নীচকুলে জাত ব'লে হরিভজন ক'রতে পা'রবে না—এইরূপ বিচার শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনে নাই। 'ও বালক, আমি বৃদ্ধ হ'য়ে ও'র সঙ্গে হরিকীর্ত্তন ক'রব না, আমি পণ্ডিত, মূর্খের সঙ্গে হরিকীর্ত্তন ক'রব না, আমি কুলীন, নীচকুলে জাত ব্যক্তির সঙ্গে হরিভজন ক'রব না'—এইরূপ মনোধর্ম্ম ও দেহধর্ম্মের বিচার আত্মধর্ম্ম কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে নাই। মল-মূত্র-পরিত্যাগকালেও হরিনাম করা যায়। পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও হরিনাম ক'রতে পারে, কিন্তু যা'রা 'হরিনাম ক'রে পাপ হজম ক'রব'—এরূপ কপটতার আশ্রয় করে, তা'রা হরিনাম ক'রতে পারে না।

হরি-কীর্ত্তন ক'রতে হ'লে মানদ হ'তে হ'বে—সকলকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ক'রতে হ'বে। মায়াকে হরি সাজা'তে হ'বে না। আমার ভোগের উপাদানকে, 'আমার খাবার দৈ'কে ভগবান্ ব'লতে হ'বে না—ভগবানের প্রসাদকে ভগবান্ ব'লতে হ'বে।

অমানি-মানদ, তৃণাদপি সুনীচ না হ'লে কীর্ত্তন হয় না। আমাকে যদি কেউ আক্রমণ করে, তখন আমার তা' সহ্য ক'রে হরিনাম করা উচিত। আমার তখন জানা উচিত যে, আজ ভগবান্ আমাকে কৃপা ক'রে তৃণাদপি সুনীচ হ'বার অবসর প্রদান ক'রেছেন। এরূপ জেনে আমার হরিনামে আরও উৎসাহান্বিত হওয়া উচিত।

বৈষ্ণবনিন্দককে সমুচিতভাবে দণ্ডিত ক'রতে হ'বে—ইহাই তৃণাদপি সুনীচতা, সহিষ্ণুতা, কিন্তু যখন কেউ আমাকে ব্যক্তিগতভাবে গালি-গালাজ ক'রতে থা'কবেন, তখন আমি জা'নব—যেসকল লোক অসুবিধায় প'ড়বেন, ভগবান্ তাঁ'দের দ্বারা আমার মঙ্গল বিধান ক'রে দিচ্ছেন। ভগবান্ যখন আমাকে দয়া করেন, তখন তিনি অসংখ্যমুখে অসংখ্যপ্রকার কটুকথা বলিয়ে আমাকে সহিষ্ণু শিক্ষা দেন। ভগবান্ আমাকে জানান, দুনিয়ার সহ্য ক'রতে না শি'খ্‌লে হরিনাম ক'রবার অধিকার হয় না।

কপটতা ক'রে আঁকুপাকু-ভাব দেখানটা তৃণাদপি সুনীচতা নহে। চৈতন্যচরণে নিষ্কপট অনুরাগবিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত অপরের তৃণাদপি সুনীচ হওয়া সম্ভব নহে।

কৃষ্ণভক্তির সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধন—সংকীর্ত্তন। আর সব সাধন যদি কৃষ্ণকীর্ত্তনের অনুকূল বা সহায় হয়, তবেই তা'দিগকে সাধন বলা যা'বে, নতুবা ঐসকলকে কু-যোগিবৈভব বা সাধনের ব্যাঘাত মাত্র জা'নতে হ'বে।

———

মথুরায় প্রচার

গত ৭ই জানুয়ারী, বুধবার প্রত্যূষে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গি রি ধা রী জীউ মঙ্গলারাত্রিকদর্শন ও কীর্ত্তনান্তে ভক্তগণ শ্রীল তীর্থ মহারাজের অনুসরণে শ্রীমথুরাধাম হইতে যাত্রা করিয়া কোসি-ষ্টেশনে অবতরণ করত তথা হইতে মধ্যাহ্নে শ্রীনন্দগ্রামে শ্রীনন্দালয়ে শ্রীশ্রীকৃষ্ণবলদেব ও শ্রীশ্রীনন্দযশোদার শ্রীবিগ্রহ ও ভোগারাত্রিক দর্শন করিয়া শ্রীসঙ্কেত বিহারী-মঠে গমন করেন। তথায় মঠবাসী ও ব্রজধামবাসী ভক্তগণের নিকট শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ভক্তগণ শ্রীসঙ্কেতবিহারীজী ও শ্রীমতীজীর মধ্যাহ্ন-ভোগারাত্রিক, শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর ভজনস্থলী ও শ্রীরাসমঞ্চ-দর্শনান্তে মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। ব্রজবাসী সজ্জনগণকেও মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অতঃপর শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ভক্তবৃন্দসহ দিল্লী-অভিমুখে রওন হইয়া রাত্রি ৮ ঘটিকায় নিউ-দিল্লীস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে পৌঁছিয়া রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীযুক্ত ভোগীলাল, শ্রীযুক্ত এস্ এন্ ব্যানার্জ্জি, শ্রীযুক্ত জে এন্ সরকার, মিঃ টি, আর, কৃষ্ণ, শ্রীযুক্ত ইউ সি মজুমদার, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি প্রভৃতি ভদ্রব্যক্তি গণ কয়েকজন ভদ্রমহিলাও খুব আগ্রহের সহিত হরিকথা শ্রবণ করেন।

গত ৮ই জানুয়ারী উষঃকালে যমুনা রাত্রিক সেব হইলে শ্রীল তীর্থ মহারাজ প্রাতঃ ৮॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত এস্ এন্ ব্যানার্জ্জি ও শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতির নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন মধ্যাহ্ন হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত তিনি কয়েকজন ভদ্রমহিলার নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তিনি সন্ধ্যার পর স্থানীয়গণের নিকটও হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সদ্যস্ত কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান -
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ১৭ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫; ৫ই মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১৯শে জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, সোমবার | ২৫৬তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ মাধব, শর্ব্ব সকর্ষণ, গৌরাব্দ ৪৫৫

বাক্‌পাঠ্য

——::(*)::——

'বাক্' শব্দে—'বাক্য' বা 'কথা', আর 'বাক্‌পাঠ্য'-শব্দে—যেরূপ বাক্য বা কথা বলা বিহিত, সেইরূপ বাক্য বা কথা যথাশক্তি না বলা কিংবা তাহাতে কোনপ্রকার ত্রুটী বা শৈথিল্য প্রদর্শন করা,—এরূপ বুঝায়। জিহ্বা আছে বলিয়াই আমরা কথা বলিতে পারি, যাহার জিহ্বা নাই, সে কথা বলিতে পারে না বলিয়া তাহাকে 'বোবা' বলা হয়। চোষ্য-লেহ্যাদির রসাস্বাদনও জিহ্বার অন্যতম কার্য্য।

আমরা জিহ্বা পাইয়াছি যে প্রকার কথা বলিবার জন্য, উহার ব্যতিক্রম কি দোষ ঘটে বা আমরা কিরূপ লাভ করি, ইহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। এ সম্বন্ধে শ্রীভগবান্, তদভিন্ন সাধু-গুরু-বৈষ্ণব বা সাত্বত শাস্ত্র কি বলিয়াছেন, তাহাই আমরা সর্ব্বাগ্রে আলোচনা করিতেছি। শ্রীমদ্ভাগবত ষষ্ঠ স্কন্ধে অজা মতোপাখ্যানে দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম শ্রীযমরাজ তাঁহার দূতগণকে বলিতেছেন,—

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্‌গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্॥
(শ্রীভাঃ ৬।৩।২৯)

অর্থাৎ, যে সকল পাপীর জিহ্বা একবারও শ্রীকৃষ্ণনাম গুণাদি কীর্ত্তন করে না, যাহাদের চিত্ত একবারও তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করে না, যাহাদের মস্তক একবারও তাঁহার শ্রীচরণে প্রণত হয় না, যাহারা কখনও বৈষ্ণব-ব্রতাদির অনুষ্ঠান করে না, হে দূতগণ, তাহাদিগকেই তোমরা আমার নিকট লইয়া আসিবে।

জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্বচ কর্ম্মশক্ত-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি॥
(শ্রীভাঃ ৭।৯।৪০)

অর্থাৎ হে অচ্যুত, জিহ্বা তৃপ্ত না হইয়া এক দিকে অর্থাৎ যে দিকে মধুরাদি রস, সেই দিকে আমাকে আকর্ষণ করিতেছে, এইরূপ শিশ্ন অন্য দিকে, ত্বক্ আর এক দিকে আকর্ষণ করিতেছে। উদর ক্ষুধায় সন্তপ্ত হইয়া যে কোন আহারের প্রতি এবং শ্রবণ, ঘ্রাণ ও চঞ্চল চক্ষু ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রতি, কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল বিভিন্ন কর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ করিতেছে। সপত্নীগণ যেমন গৃহপতিকে আকর্ষণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করে, এইসকল ইন্দ্রিয় সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে আকর্ষণ করিয়া আমাকে বিব্রত করিতেছে।

তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ
পুমান্।
ন জয়েদ্রসনং যাবজ্জিতং সর্ব্বং জিতে রসে॥
(শ্রীভাঃ ১১।৮।২১)

যে কাল পর্য্যন্ত রসনেন্দ্রিয়কে জয় না করিতে পারা যায়, সে-কাল পর্য্যন্ত সর্ব্বেন্দ্রিয় জয় করিয়াও পুরুষ জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে না। রস জিত হইলে সকলই জিত হয়।

বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥
(শ্রীউপদেশামৃত, ১ম শ্লোক)

অর্থাৎ বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ,—যে ব্যক্তি এই ছয়টি বেগ বিশেষরূপে সহ্য করিতে সমর্থ হন, তিনিই এই নিখিল পৃথিবী শাসন করিতে পারেন অর্থাৎ তিনিই ষড়্‌বেগজয়ী গোস্বামী।

উপরি উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জানাইয়াছেন,—"কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মৎসরতা—এইসকল উৎপাত মানবের মন সর্ব্বদা উদিত হইয়া বাক্যের বেগ অর্থাৎ ভূতোদ্বেগকারী বচন, রূঢ় বাক্যাদি প্রয়োগদ্বারা এবং জিহ্বার বেগ অর্থাৎ মধুর-অম্ল কটু-লবণ-কষায়-তিক্ত-ভেদে ষড়্‌বিধ-রস লালসাদ্বারা মনকে অসদ্‌বিষয়ে আবিষ্ট করে।" শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এস্থলে জানাইয়াছেন,—"কৃষ্ণেতর কথা বাগ্‌বেগ তা'র নাম। * * * 'বাক্যের বেগ' বলিতে নির্ব্বিশেষবাদীর শাস্ত্রীয় জল্পনাসমূহ, কর্ম্মকাণ্ড নিরতের কর্ম্মফলের শাস্ত্রযুক্তি ও কৃষ্ণেতর অভিসারীর যথেচ্ছাভোগপর অনুভব জন্য বাক্যাবলী। শ্রীভগবানের সেবনোপযোগী বাক্‌সমূহের প্রবৃত্তিই কেবল বেগসমূহের ফল, উহা বাক্‌বেগ নহে। অব্যক্ত বাগ্‌বেগ উচ্চার্য্যমাণ না হইলেও কৃষ্ণেতর-বিষয়ক অনুভব-জন্য বাক্‌চেষ্টাবিশেষ।"

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥
(শ্রীভাঃ ১০।৩৩।৩৯)

অর্থাৎ যে-ব্যক্তি শ্রীভগবানের ব্রজবধূগণের সহিত বিক্রীড়িত শ্রবণ করে, তাহার হৃদ্‌রোগ কাম অচিরে দূরীভূত হয়।

যখন মহাপ্রভু কাজী ও তাঁহার অনুগত জনগণ শ্রীবাসাদি ভক্তগণের উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরিকীর্ত্তনে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন, আর তজ্জন্য নৃসিংহদেব স্বপ্নে কাজীকে সবংশে নাশ করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন এবং কাজীর বক্ষে নখরাঘাত করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে কাজী ও তাঁহার অনুগত জনগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া আর কীর্ত্তনে বাধা প্রদান করেন নাই। তখন তাঁহারা শ্রীহরিকীর্ত্তনকারী হিন্দুগণকে পরিহাস করিলেও তাঁহাদের জিহ্বায় কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হইত, যথা—

"ম্লেচ্ছ কহে, হিন্দুর আমি করি পরিহাস।
কেহ কেহ 'কৃষ্ণদাস' কেহ 'রামদাস'॥
কেহ 'হরিদাস' সদা বলে হাঁর 'হরি'।
জানি কাঁহা ধরে যবন করিবেক চুরি॥
সেহ হৈতে জিহ্বা মোর বলে 'হরি হরি'।
ইচ্ছা নাহি তবু বলে, কি উপায় করি॥
আর ম্লেচ্ছ কহে, 'শুন,—
আমি ত' এইমতে।
হিন্দুকে পরিহাস কৈনু সেদিন হইতে॥
জিহ্বা কৃষ্ণনাম করে, না মানে বর্জ্জন।
না জানি, কি মন্ত্রৌষধি জানে হিন্দুগণ॥"
(চৈঃ চঃ)

শ্রীল ঠাকুর হরিদাস অপ্রকটলীলা-প্রকাশের কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

"হৃদয়ে ধরিনু তোমার কমল চরণ।
নয়নে দেখিনু তোমার চাঁদ বদন॥
জিহ্বায় উচ্চারিনু তোমার
'কৃষ্ণচৈতন্য'-নাম।
এই মত মোর ইচ্ছা ছাড়িনু পরাণ॥
মোর এই ইচ্ছা যদি তোমার প্রসাদে হয়।
এই নিবেদন মোর কর, দয়াময়॥"

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শ্রীবলদেব নিত্যানন্দ-প্রভুর চরিত্র ও মাহাত্ম্যকীর্ত্তনকারী ব্যক্তির জিহ্বায় শুদ্ধা সরস্বতী স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন,—

হলধর মহাপ্রভু একা ও শরীর।
চৈতন্যচন্দ্রের যশোমত্ত মহাধীর॥
তাঁহাথেকে চৈতন্যের প্রিয় নাহি আর।
নিরবধি সেই দেহে করেন বিহার॥
তাঁহার চরিত্র যেবা জনে শুনে, গায়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য - তাঁ'রে পরম সহায়॥
মহাপ্রীত হয় তাঁ'রে মহেশ পার্ব্বতী।
জিহ্বায় স্ফুরয়ে তাঁ'র শুদ্ধা সরস্বতী॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি
ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ
স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

অতএব শ্রীকৃষ্ণনামাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তু হইতে পারেন না। সেবোন্মুখ অবস্থায় তদীয় শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলাদি ভক্তের অপ্রাকৃত জিহ্বা চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে আপনা হইতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের মুখে উচ্চনাম-কীর্ত্তন-শ্রবণে অসহিষ্ণু হইয়া হরিনদী-গ্রামের এক দুর্জ্জন নামাপরাধী নাস্তিক বিপ্র ঠাকুর হরিদাসকে বলিয়াছিল,—"অরে হরিদাস, এ কি ব্যভার তোমার? ডাকিয়া যে নাম লহ, কি হেতু ইহার? মনে মনে জপিবা,—এই সে ধর্ম্ম হয়। ডাকিয়া লৈতে নাম কোন্ শাস্ত্রে কয়?" তদুত্তরে শ্রীল ঠাকুর হরিদাস বলিলেন,—

"উচ্চ করি লৈলে শতগুণ পুণ্য হয়।
দোষ ত' না কহে শাস্ত্রে, গুণ সে বর্ণয়॥
উচ্চৈঃ শতগুণ, ভবেৎ'।
শুন বিপ্র, সকৃৎ শুনিলে কৃষ্ণনাম।
পশু, পক্ষী, কীটদায় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম॥
পশু-পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তা'রা সব তরে॥
জপিলে শ্রীকৃষ্ণনাম আপনে সে তরে।
উচ্চ সংকীর্ত্তনে পর-উপকার করে॥
অতএব উচ্চ করি' কীর্ত্তন করিলে।
শতগুণ ফল হয়, সর্ব্বশাস্ত্রে বলে॥
শুন, বিপ্র, মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি' আপনারে সবে করয়ে পোষণ॥
উচ্চ করি' করিলে গোবিন্দ-সংকীর্ত্তন।
জন্তুমাত্র শুনিলেই পায় বিমোচন॥
জিহ্বা পাইলাও নর বিনা সর্ব্বপ্রাণী।
না পারে বলিতে কৃষ্ণনাম—হেন ধ্বনি॥
ব্যয়জন্মা হইয়া নিস্তরে যাহা হৈতে।
বল দেখি, কোন্ দোষ সে কর্ম্ম করিতে?
কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন॥
দুইতে কে বড়, ভাবি' বুঝহ আপনি।
এই অভিপ্রায়, গুণ উচ্চসংকীর্ত্তনে॥"

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌর সুন্দর স্বয়ং শ্রীমুখে আদেশ করিয়াছেন,—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" আবার শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে কৃপাদেশ-দ্বারা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

"শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
—'বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা॥'
ইহা বই আর না বলিবা, বলাইবা।
দিন-অবসানে আসি' আমারে কহিবা॥"

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

"যা'রে দেখ, তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হৈয়া তার
এই দেশ॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

"স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি
বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে"

(শ্রীভাঃ ৯।৪।১৮)

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণ ও সাত্বতশাস্ত্রসমূহ এইরূপ অসংখ্য বাক্যে তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন যে, শ্রীভগবান্ ও তদীয় পার্ষদ সাধুগুরুবৈষ্ণবগণের নাম-গুণ লীলা বিলাসাদি—তাঁহাদের ভুবনমঙ্গল চরিত্র ও শিক্ষার বিষয় সর্ব্বক্ষণ আলোচনা বা কীর্ত্তন করাই জিহ্বার একমাত্র কৃত্য। মহাজনগণ, সাধু-গুরুবৈষ্ণবগণ বা জীবন্মুক্ত পুরুষগণের চরিত্রে এইরূপ আদর্শই সর্ব্বক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহারা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণের নাম-গুণাদি কীর্ত্তন, আলোচনা বা কৃষ্ণকোলাহল ব্যতীত এক মুহূর্ত্ত সময়ও কৃষ্ণেতর কথায় বা গ্রাম্য-কোলাহলে অতিবাহিত করেন না।

শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় আমরা জানিতে পারি—"কৃষ্ণেতর কথা বাগ্‌বেগ তা'র নাম।" * * বাক্যের বেগ বলিতে নির্ব্বিশেষ-বাদীর শাস্ত্রীয় জল্পনাসমূহ, কর্ম্মকাণ্ডনিরতের কর্ম্মফলের শাস্ত্রযুক্ত ও কৃষ্ণেতর-অভিলাষীর যথেচ্ছ ভোগপর অনুভব জন্য বাক্যাবলী।" মায়াবদ্ধ, অনর্থযুক্ত, সেবাবিমুখ মনুষ্যজাতি অহর্নিশ কৃষ্ণেতর কথায় প্রমত্ত; সুতরাং তাহারা বাক্যবেগের বশীভূত। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও অন্যাভিলাষিগণ ধর্ম্ম-অর্থ কাম-মোক্ষাভিলাষী হইয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোভী বা ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী হইয়া জিহ্বাদ্বারা যে-সমস্ত শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকেন কিংবা তাঁহারা যে শাস্ত্রযুক্তি প্রদর্শন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, পরস্পর আলাপ-আলোচনা প্রভৃতি করিয়া থাকেন, তাহা সমস্তই তাহাদের বাক্যবেগ, ইহাকে বাক্-শাঠ্যও বলা যায়। একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপাদপদ্ম, কৃষ্ণসেবা বা কৃষ্ণপ্রেমধন-লাভের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা বা হরিকথা কীর্ত্তন, আলোচনা করিবার জন্যই আমরা জিহ্বা পাইয়াছি, সুতরাং ইহার ব্যতিক্রম করিলে বাক্‌শাঠ্য-দোষ ঘটে।

শ্রীহরিকথা বা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা-সম্বন্ধীয় কথা সর্ব্বক্ষণ বলিলে, আলোচনা করিলে বা কীর্ত্তন করিলেই বাক্যের বেগ বা বাক্‌শাঠ্য-দোষ হইতে নির্ম্মুক্ত হওয়া যায়। উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করা, হরিকীর্ত্তন করা, হরিকথা আলোচনা করা, সেবা-সম্বন্ধীয় বা সেবানুকূল কথা প্রভৃতি বলা—বাক্যবেগ নহে। হরিনাম-কীর্ত্তন, হরিকথা-আলোচনা বা হরি-গুরু বৈষ্ণবসেবা-সম্বন্ধীয় কথা না বলিয়া এবং বাহ্যতঃ কৃষ্ণেতর কথা, বিষয়-কথা বা গ্রাম্যকথা না বলিয়াও কেহ মৌনব্রত অবলম্বন করিলে মনে মনে কৃষ্ণেতর বিষয়-চিন্তা হইতে থাকে, এইজন্য ইহা অব্যক্ত বাক্যবেগ নামে অভিহিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদ ইহাই জানাইয়াছেন,—"অব্যক্ত বাগ্‌বেগ উচ্চার্য্যমাণ না হইলেও কৃষ্ণেতর-বিষয়ক অনুভব-জন্য বাক্‌চেষ্টা-বিশেষ।" এইরূপ অব্যক্ত বাগ্‌বেগও বাক্‌শাঠ্যেরই প্রকার-বিশেষ।

বর্ত্তমান জগতের শতকরা প্রায় শত জন লোকই বাক্‌শাঠ্যদোষে দোষী। তাঁহারা অহর্নিশ জিহ্বার দ্বারা জিহ্বার একমাত্র কৃত্য—হরিনাম উচ্চারণ, হরিনাম-সংকীর্ত্তন, হরিকথা বা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা-সম্বন্ধীয় কথা আলাপ-আলোচনা অর্থাৎ কৃষ্ণ-কোলাহল ব্যতীত কৃষ্ণেতর গ্রাম্যকথা বা বিষয়কথা আলাপ-আলোচনায় সর্ব্বক্ষণ প্রমত্ত। বর্ষাকালে প্রচুর জল প্রাপ্ত হইয়া ভেকগণ যেরূপ আনন্দে উচ্চরব বা কোলাহল করিতে থাকে, আর বিষধর সর্পগণ তাহাদের সেই কলরব শুনিয়া আনন্দের সহিত তাহাদিগকে গ্রাস করে অর্থাৎ তাহাদের প্রাণনাশ করে, তদ্রূপ এই জগতের বহির্ম্মুখ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা-বিমুখ জীবগণ জড়রসে বা জড়ানন্দে মত্ত হইয়া অহর্নিশ যে কৃষ্ণেতর গ্রাম্যকোলাহলে প্রমত্ত থাকে, তৎফলে তাহারা পরিণামে কালসর্পসদৃশ যমের করাল কবলে পতিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত, সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্র ও সাধুগুরু-বৈষ্ণবগণ একবাক্যে ইহাই আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

আমাদের মধ্যে যাহারা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের-পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া গৃহে বা শুদ্ধভক্তিমঠে অবস্থান-পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ হরিভজন বা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিবার প্রয়াস করিতেছি, তাঁহাদের যাহাতে বাক্‌শাঠ্য-দোষ না ঘটে, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা বৃত্তির সহিত শ্রৌত-পন্থায় বা সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্যে আমরা যে-সমস্ত আত্ম-মঙ্গলের কথা সর্ব্বক্ষণ শ্রবণ করিতেছি, তাহাই শ্রদ্ধাবান্ জনগণের নিকট কীর্ত্তন করিলে স্ব-পরমঙ্গল সাধিত হয়। মিশনরূপী শ্রীগুরুপাদপদ্মের—শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের অর্চ্চ বা সেবাসম্বন্ধীয় কথা, তাঁহাদের নাম-গুণ লীলাদির মাহাত্ম্যসূচক কথা বা শুদ্ধভক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল-বিচারের কথাকে যদি বিষয়কথা বা গ্রাম্যকথার মত মনে করিয়া আমরা সেইসমস্ত কথা আলোচনা বা কীর্ত্তন হইতে বিরত থাকি—গম্ভীরভাব অবলম্বন-পূর্ব্বক মুখ বন্ধ করিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহা বাক্‌শাঠ্য দোষ-মধ্যে পরিগণিত হয়।

পাঠ, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, প্রচার, সেবানুকূল্য-সংগ্রহ, মাধুকরী ভিক্ষা প্রভৃতি সেবা-কার্য্যেও আমাদিগকে হরিকথা—শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের নাম-গুণ-লীলাদি-মাহাত্ম্য কিংবা তাঁহাদের চরিত্র বা শিক্ষার কথা কীর্ত্তন বা আলোচনা করিতে হয়, শ্রীহরি-সংকীর্ত্তনে, মূল গায়ক বা কীর্ত্তনকারীর দোহার করিতে হয়—সেবা-সম্বন্ধীয় বহু কথা জিজ্ঞাসা বা আলোচনা করিয়া সেবা-কার্য্যাদির সুপরিচালন বা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের ব্যবস্থা করিতে হয়। যদি এইসব হরিকথা বা সেবা-সম্বন্ধীয় কথাকে আমরা কৃষ্ণেতর কথা, গ্রাম্যকথা বা বিষয়-সম্বন্ধীয় ব্যাপার মনে করিয়া এইসব কীর্ত্তন, আলোচনা করিতে উদাসীনতা, জাড্য বা শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়া থাকি, তবে তাহা বাক্‌শাঠ্য-দোষে আত্মমঙ্গলের বা ভজনোন্নতির পক্ষে প্রবল অন্তরায় হইয়া উঠে, তৎফলে আমরা কৃষ্ণকোলাহলের পরিবর্ত্তে ইতর কোলাহল, পরস্পর ঝগড়া, বিবাদ-বিসম্বাদ, প্রজল্প বা গ্রাম্যকথা কীর্ত্তন-আলোচনা প্রভৃতি ভক্তিবিরুদ্ধ কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া ব্যক্ত বা অব্যক্ত বাক্‌বেগের বশীভূত হইয়া চিরতরে অধঃপতিত হই।

অতএব নিষ্কপট আত্মমঙ্গলকামী বা হরিভজনেচ্ছুর পক্ষে শুদ্ধভক্তিপথের প্রবল কণ্টক বা অন্তরায়স্বরূপ বাক্‌শাঠ্য-দোষ হইতে সর্ব্বদা সতর্ক থাকা একান্ত কর্ত্তব্য।

ভক্তি

—— ::•:: ——

ভক্তি আত্মার বৃত্তি। আত্মা ভগবৎ-সেবক। মন ও দেহ আত্মা হইতে দুইটী পৃথক্ বস্তু। মন পৃথিবীর জিনিষগুলির সহিত মাঝে দালালের কার্য্য করে। মন যদি ভগবানের সেবা করিবার জন্য বুদ্ধিবিশিষ্ট হয়, তবে কাজ ঠিক হইল; কিন্তু তৎ-পরিবর্ত্তে নিজেই যদি সেবাগ্রহণের চেষ্টা করে, তবে তাহা দুষ্ট মন হইল, যে পর্য্যন্ত না মন আত্মধর্ম্মের অনুকূল হয়, সে পর্য্যন্ত উহা বহির্জ্জগতের বস্তুভোগের জন্য লালায়িত হইয়া থাকে।

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"

(পঞ্চরাত্র-বাক্য)

(অপ্রাকৃত) ইন্দ্রিয়ের দ্বারা (অপ্রাকৃত) ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবাই ভক্তি। তাদৃশী ভক্তি ঔপাধিক অর্থাৎ দেহ ও মন-ধর্ম্মের ব্যবধানরহিত, কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাপর

এবং নির্ম্মল অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্মরূপ আবিলতা-দ্বারা আচ্ছন্ন নহে।

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

অনুকূলভাবে কৃষ্ণবিষয়ক অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি। তাদৃশী ভক্তিতে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ নাই, তাহা নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতি ধর্ম্মের দ্বারা আবৃত নহে।

মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥
সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥
(শ্রীভাঃ ৩।২৯।১১-১৩)

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—"আমার গুণ শ্রবণমাত্র সর্ব্বচিত্তনিবাসী যে আমি, আমাতে সমুদ্রপ্রবিষ্ট গঙ্গাজলের ন্যায় যে মনের অবিচ্ছিন্ন অবস্থার উদয় হয়, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। পুরুষোত্তমস্বরূপে আমাতে সেই ভক্তি অহৈতুকী ও অব্যবহিতা। অহৈতুকী—হেতুরহিতা, স্বতঃসিদ্ধা, অব্যবহিতা—বিধানী বা অবান্তর-ফলানুসন্ধান-রহিতা। সালোক্য (বৈকুণ্ঠবাস), সার্ষ্টি (ঐশ্বর্য্য-সংযুক্ত), সারূপ্য (চতুর্ভুজাকার), সামীপ্য (নৈকট্যলাভ), একত্ব (সাযুজ্য বা অভেদ-প্রাপ্তি) প্রদত্ত হইলেও ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না; যেহেতু আমার অপ্রাকৃত সেবা ব্যতীত তাঁহাদের আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই।

অধোক্ষজ কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যবস্তু-লাভের চেষ্টাই অভক্তি। কর্ম্ম ও জ্ঞানের মিশ্রভাবের নিবরণ যেস্থানে আছে অথচ ভক্তির ভাণ আছে, তাহা অভক্তি। ইহা যেন ভগবানের নাম এক হাত ও পায়ে আর এক হাত দেওয়ার মত। যদি ভগবানের গলাটা কাটিয়া দিতে পারি, তবে পায়ে হাত আপনি পড়িয়া যাইবে। যেখানে ভক্তির নিতান্ত অভাব, সেখানে নিশ্চয়ই পায়ে হাত ও গলায় হাত দিবার প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধি আছে, নতুবা তাঁদের ভক্তি চিরকাল থাকে না কেন?

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষবিমুক্তমানি-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥
(শ্রীভাঃ ১০।২।৩২)

কৃষ্ণানুশীলন বা ভক্তি সকাম হইলে তাহা কৃষ্ণানুশীলন বা ভক্তি-পদবাচ্য হয় না। গীতার 'চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং' শ্লোকে সুকৃতি, অর্থার্থিতা, জিজ্ঞাসা ও জ্ঞানবাদরূপ চতুঃপ্রকার সুকৃতির কথা বলা হইয়াছে, সুতরাং ঐ চারিপ্রকার সুকৃতিরূপ কর্ম্ম বা নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তিকাম ছাড়িলেই তখন কৃষ্ণানুশীলন হয়। উহাদিগকে সুকৃতি বলিবার কারণ এই যে, আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী হইয়া পরমার্থের চেষ্টা করিতে করিতে তাঁহারা যখন সাধুর কৃপায় একান্ত পরমার্থরসের সন্ধান পান, তখন তাঁহারা আর আর্ত্তি, অর্থার্থিতা প্রভৃতি নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তিকে বহুমানন করেন না, তাঁহারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তিই নিখিল আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম বুঝিতে পারেন। আর্ত্তের উপমান—গজেন্দ্র, অর্থার্থী—ধ্রুব, জিজ্ঞাসু—শৌনকাদি, জ্ঞানী—সনকাদি। গজেন্দ্র, ধ্রুব, শৌনক ও সনক-সনাতনাদি সকলেই আর্ত্তি, অর্থার্থিতা, কেবল-জ্ঞানলাভের জন্য জিজ্ঞাসা ও মুমুক্ষা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবার পর ভগবদ্ভক্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন। ঐগুলি না ছাড়িলে সুনির্ম্মলা ভগবদ্ভক্তি উদিতা হন না। কোন বস্তু-লাভের জন্য যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করি, তিনি যদি অনেক বেশী দাতা হন, তাহা হইলে আমাদের প্রার্থনার প্রকারটীও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

ভুক্তি-প্রাপ্তির চেষ্টাই ভক্তি প্রাপ্তির উপায়। ভগবদ্ভক্তিরাজ্যে প্রাপ্তির উপায় ও প্রাপ্তি ভিন্ন নহে। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, অন্যাভিলাষ প্রভৃতি বিষয়ে বস্তুর প্রাপ্তির উপায় ও প্রাপ্তি অর্থাৎ উপেয় ভিন্ন। নির্ব্বিশেষবাদিগণের মতে 'মই' দিয়া ছাদে উঠিবার পর 'মই'এর আর কোন দরকার থাকে না, একবার ছাদে উঠিয়া পড়িলে 'মই' চিরতরে ভাঙ্গিয়া ফেলিতেও কোন আপত্তি নাই অর্থাৎ সাধ্য ও সাধন পৃথক্, কিন্তু ভক্তিরাজ্যের সিঁড়ি—পাকা-সিঁড়, ছাদের সহিত নিত্য সংযুক্ত। ঐ সিঁড়ি কখনও ভাঙ্গা যায় না। সিঁড়ি ভাঙ্গিলে ছাদও পড়িয়া যায় অর্থাৎ অনন্য উপায়ে কর্ম্মজ্ঞানযোগাদির দ্বারা নিত্য উপেয়-ভক্তি লাভ হয় না। একমাত্র কেবলা ভক্তির দ্বারাই ভক্তি লাভ হয়। 'উপায় ভক্তি'ই—'সাধনভক্তি', আর 'প্রাপ্য বা উপেয়-ভক্তি'ই—'প্রেমভক্তি'।

সন্দেশ কি করিয়া তৈয়ার করিতে হয়, যাহারা সন্দেশের ক্রেতা, তাঁহাদের সকল সময় জানিবার বিশেষ দরকার হয় না, কারণ, তাঁহারা ময়রার দোকান হইতে ready-made সন্দেশ পাইতে পারেন। কিন্তু ময়রার সন্দেশ প্রস্তুত করিবার প্রণালী জানিতে হয় অর্থাৎ আচার্য্য ভগবদ্ভক্তি-লাভের প্রণালী জানেন, নিজে আস্বাদন করেন ও সকলকে শিক্ষাদান করেন। সাধারণে আচার্য্য বা বৈষ্ণবের কৃপালাভে পরিতৃপ্ত হয়, সাধারণের দিক হইতে কেবল হরিকথার সন্দেশ-লাভের জন্য লোভ থাকা আবশ্যক। তবে অকৃত্রিম আচার্য্যের সন্ধান না পাইলে মিছাভক্তি ও প্রকৃত ভক্তিতে বিবর্ত্ত উপস্থিত হয়, মাটির সন্দেশকে 'সন্দেশ' বলিয়া ভ্রান্তি হয়। মিছাভক্তিতে লোভ বা ভক্তির ভাণ, যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিতে পারে, তাহার ভক্ত হইলে সত্যবস্তু পাওয়া যাইবে না, ঐরূপ ঠকিতে হইবে।

কৃষ্ণপ্রসাদজ ও সাধনাভিনিবেশজ কৃপা হইতে ভক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। কৃষ্ণপ্রসাদজ বলিতে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত—উভয়েরই কৃপা বুঝায়। ইঁহাদের কৃপায় কোন কারণ নাই। যদি ইঁহারা কোন সুকৃতিমান্ ব্যক্তির প্রতি হঠাৎ প্রসন্ন হইয়া পড়েন, তবে তাঁহাদের ভক্তিলাভ অতি সুলভ হইতে পারে। বাহ্য বিচারে তাঁহাদের কোন পুণ্য, আভিজাত্য, পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য বা নিপুণতা প্রভৃতি না থাকিলেও হয় ত' অকস্মাৎ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-ভক্তের কৃপা লাভ হইতে পারে। আর সাধনের দ্বারাও ভগবৎকৃপা লাভ হয়। ভাগবত-শ্রবণ বা হরিকথা শ্রবণাদি হইতে সাধনবল লাভ হয়। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-ভোজনাদি হইতেও সাধনবল পাওয়া যায়। যথা,—

"ভক্ত-পদধূলি, আর ভক্তপদ-জল।
ভক্তভুক্তশেষ,—তিন সাধনের বল॥"

ইঁহার সাক্ষ্য—শ্রীনারদ। সাধনের প্রণালী এই—

গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষণম্।
বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্॥
সদ্ধর্ম্ম-পৃচ্ছা ভোগাদি-ত্যাগঃ
কৃষ্ণস্য হেতবে।
নিবাসো দ্বারকাদৌ চ গঙ্গাদেরপি সন্নিধৌ॥
ব্যবহারেষু সর্ব্বেষু যাবদর্থানুবর্ত্তিতা।
হরিবাসর-সম্মানো ধাত্র্যশ্বত্থাদি গৌরবম্॥
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

সাধুর কথায় যদি শ্রদ্ধা ও সুদৃঢ় বিশ্বাস হয়, তবে ভগবদ্ভক্তিতে প্রবেশ লাভ হইয়া থাকে। ভক্তি লাভ করিতে হইলে তন্নিষ্ঠ ঐকান্তিক মহাজনের অভিগমন করিতে হইবে।

প্রশ্নোত্তর

——::(*)::——

প্রশ্ন—পরমেশ্বরের স্বরূপ কি?

উত্তর—স্ব = নিজ, রূপ = বিগ্রহ। পরমেশ্বর—স্বয়ংরূপ। স্বয়ংরূপই তাঁহার স্বরূপ। 'স্বয়ংরূপ'-শব্দে শাস্ত্র অধোক্ষজ 'কৃষ্ণ'কে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তজ্জন্য কৃষ্ণই পরমেশ্বর।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥
(ব্রহ্মসংহিতা ৫।১)

পরমেশ্বর ব্যতীত আর সকলেই তাঁহার বশ্য, অধীন, তাঁবেদার। তাঁহার রূপের অংশ ও বিভিন্নাংশ হইতে অন্যত্র রূপসমূহ (আকারসমূহ) উদ্ভূত হইয়াছে। ঐসকল আকার নিত্য নহে, কালক্ষোভ্য। স্বয়ং-রূপের বিলাস ভিন্নাকারে প্রকাশিত হইলে তাঁহাকে 'স্বয়ংপ্রকাশ' বলা হয়। তদধিষ্ঠিত মূর্ত্তি—শ্রীবলদেব। তিনি সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর—পরমেশ্বর। বলদেব স্বয়ংপ্রকাশ পরমেশ্বর, আর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ পরমেশ্বর অর্থাৎ তিনি সর্ব্বকারণের কারণ, সকল আদির আদি, অনাদি, অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, অধোক্ষজ, স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম। বদ্ধজীবের অনর্থনিবৃত্তি হইলে যে মুক্তি লাভ হয়, তাহাই স্বরূপে অবস্থিতি। তখন দৃশ্যরূপ—স্বয়ংরূপ, তজ্জন্য ভাগবত বলেন,—"মুক্তির্হিত্বা অন্যথা-রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ" অর্থাৎ অন্যথারূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থানই 'মুক্তি'-পদবাচ্য।

প্রঃ—পরমেশ্বরের স্থান কি?

উঃ পরমেশ্বরের স্থান—পরব্যোম। জড় জগতের বৈচিত্র্য সেই স্থানের অসম্পূর্ণ বিকৃত ছায়ামাত্র। পরব্যোম ভূতাকাশ হইতে পৃথক্। ভোগময় জড়শব্দসমূহের যেরূপ আকাশাধারে প্রকট হয়, ত্যাগময় শব্দের যেরূপ ভূতাকাশে বিরাম ঘটে, পরব্যোমের শব্দ তদ্রূপ নহে। উহা ভগবদভিন্ন হওয়ায় নিত্য ও কালাতীত। পরব্যোম হইতে ভেদাবস্থিত স্থানসমূহ যে শাক্তর পরিচয় দেয়, সেই শক্তি পূর্ণাভিব্যক্তি অর্থাৎ স্বরূপশক্তি নহে। পরব্যোমে যে বিচিত্রতা-গত স্থানভেদ আছে, সেই বিচিত্রতা অবর ভেদ-জগতে অভেদের সহিত ভিন্ন হওয়ায় পৃথক্। পরব্যোম পরিবর্ত্তনশীল আধার নহে।

প্রঃ—তাহা প্রাপ্তির যত্ন কি প্রকার?

উঃ—বিভিন্নাংশ জীব বর্ত্তমান সময়ে অন্যথারূপে অবস্থিত হওয়ায় স্বরূপ হইতে বিচ্যুত ও পরব্যোম হইতে ভূতাকাশে নীত হইয়াছে। স্বরূপের উপলব্ধিতে সেই নিত্য স্থিতিস্থান পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব স্বরূপোপলব্ধির যত্ন করিতে হইবে। স্বতঃকর্ত্তৃত্ব পাইবার শক্তি অণুচিৎএ বর্ত্তমান থাকায় স্বরূপপ্রাপ্তি ও স্বরূপস্থান-প্রাপ্তির চেষ্টাও তাহাতে অনুস্যূত আছে। কেবল-চেতনের ধর্ম্ম—চিন্মাত্র পরব্যোমের বৈচিত্র্য সন্দর্শন ও তথায় নিত্যাবস্থিতি। জড়জগতে 'শান্তি' বলিলে যাহা বুঝায়, নিত্যাবস্থিতি তাহা নহে। নিত্যাবস্থিতিতে পরা শান্তি অর্থাৎ যাহাতে পূর্ণ বিচিত্রতাময় অপ্রাকৃত বৈচিত্র্য আছে, তাহাই বুঝায়। সেই স্থানের প্রাপ্তির চেষ্টাই চেতনের ধর্ম্ম এবং সেই স্থান প্রাপ্তিই স্বরূপ-লাভ। নিষ্কিঞ্চন মহাজনগণের পদধূলিতে অভিষেক অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের চরণাশ্রয়ই অনর্থনাশ ও স্বরূপাবস্থিতির উপায়।

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥
(শ্রীভাঃ ৭।৫।৩২)

প্রাপ্তির উপায় ও প্রাপ্য উপেয় ভিন্ন নহে। ভক্তিই স্বরূপাবস্থিতি ও স্বরূপস্থান-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। ভক্তি—'সাধন-ভক্তি', 'ভাবভক্তি' ও 'প্রেমভক্তি'—ভেদে ত্রিবিধ। সাধন-ভক্তিতে শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া ও অনর্থনিবৃত্তি। অনর্থমুক্তাবস্থায় নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও স্থায়িভাব। এ স্থায়িভাব-ভক্তির পরিপক্কাবস্থাই প্রেমভক্তি।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:।:০:।:-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	[illegible]	১৲
" " সিকি কলম	[illegible]	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	[illegible]	[illegible]	৫৲
" " এক কলম	১২৲	[illegible]	[illegible]	[illegible]

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫৲, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীভক্তিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না ছাড়া বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

মালয়ে ভারতীয় সৈন্যদের প্রশংসা

দেশরক্ষা-বিভাগের একটি প্রেস নোটে প্রকাশ, মালয়ের ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ লেফ্‌টেন্যান্ট জেনারেল স্যার লুইস হিথ্ সম্প্রতি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, শত্রু সৈন্যের সহিত প্রত্যেক সম্মুখ-সংগ্রামেই ভারতীয় সৈন্যেরা বিশেষ শৌর্য্যের পরিচয় দিতেছে। প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই জাপানী সৈন্যেরা পাশ দিয়া আক্রমণ চালাইতেছে। সম্মুখ যুদ্ধকে তাহারা যথাসম্ভব এড়াইয়া চলে।

স্যার লুইস্ বলেন যে, মালয়-আক্রমণকারী জাপানী সৈন্যদের অর্দ্ধেকেরও কম সৈন্যদের ইউনিফর্ম্ম (পোষাক) পরিহিত বলিয়া মনে হয়। অবশিষ্টে আজে-বাজে পোষাক পরিয়া যুদ্ধ করিতেছে। কেহ হয় ত মালয়ীদের পোষাক পরিয়াছে, কাহারও মুটের সাজ, কেহ বা হাফ্ প্যাণ্ট্ ও হাত কাটা গেঞ্জি গায়েই যুদ্ধ করিতেছে। জাপানী সৈন্যদের মধ্যে সীমান্তের উপজাতি-সুলভ শঠতার সহিত আধুনিক সৈন্যদের নিয়মানুবর্ত্তিতার সমাবেশ লক্ষিত হয়।

রেঙ্গুনের বিমান-আক্রমণে আহত ব্যক্তিগণকে ভারতবর্ষে আনার ব্যবস্থা

রেঙ্গুনের বিমান-আক্রমণে আহত লোকদের কিছু কিছু ভারতবর্ষে লইয়া আসা হইতেছে। ব্রহ্মের রেড ক্রস প্রতিষ্ঠান ইহাদের প্রত্যেককেই নগদ ১০৲ টাকা করিয়া দিয়াছেন। ইহাদের জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইতেছে।

ভারতে প্যারাসুট্ প্রস্তুত

ভারতবর্ষে ক্রমেই অধিক পরিমাণে প্যারাসুট্ ও স্থির-ছত্র (ষ্ট্যাটিসুট) তৈয়ারি হইতেছে। রেশমের গুটি হইতে প্রস্তুত যেসকল সিল্কের থান কাশ্মীর সরকারের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা দ্বারা প্যারাসুট্ সিল্ক তৈয়ারি হইতেছে। প্যারাসুট্ প্রস্তুতে প্রয়োজনীয় কাপড়, দড়ি, ফিতা, শেলাইয়ের সূতা প্রভৃতি দ্রব্য দেশীয় সিল্কের দ্বারাই পরীক্ষামূলকভাবে প্রস্তুত করা হইতেছে। রাজকীয় বিমান বাহিনীর নির্দ্দিষ্ট নিয়ম-অনুসারে বিশদভাবে পরীক্ষা করিবার পর ভারতে প্রস্তুত প্যারাসুট্ ও ষ্ট্যাটিসুটের কতকগুলি নমুনাকে সর্ব্বাংশে সাফল্যজনক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

১৯৪১ সনে বিমান-ধ্বংসের খতিয়ান

১৯৪১ সালে পশ্চিম ইউরোপে ও মধ্য-প্রাচ্যে এক্সিস প্লেনের মোট ১৩০০০ খানি ও ব্রিটিশের ২,১৮৯ খানি বিমানপোত বিনষ্ট হইয়াছে।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত এক্সিস পক্ষের প্রায় ৯,০৩৫ খানি প্লেন ও ব্রিটিশের মোট ৩,৯৬১ খানি প্লেন ধ্বংস হইয়াছে। রাশিয়ান রণক্ষেত্রে বিমান-ক্ষতির হিসাব ইহাতে ধরা হয় নাই। সোভিয়েটরা দাবী করিতেছে যে, তাহারা ৫০০০ হাজার জার্ম্মাণ প্লেন ধ্বংস করিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ১৩,০০০ হাজার এক্সিস প্লেন ধ্বংস হইয়াছে।

দুই কোটী বালির বস্তা

ভারত-সরকারের মারফৎ ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েশন ২ কোটি বালির বস্তার অর্ডার পাইয়াছেন। দুই কিস্তিতে এই বস্তাগুলির ডেলিভারী দিতে হইবে। ফেব্রুয়ারী মাসে ১ কোটী এবং মার্চ্চ মাসে ১ কোটী বস্তা দিতে হইবে। প্রতি ১০০ বস্তার মূল্য ধার্য্য হইয়াছে ১১৸০ আনা।

বিভিন্ন স্থানের তাপের হিসাব

গত ১৫ই জানুয়ারী সকাল ৮টা হইতে ১৬ই জানুয়ারী সকাল ৮টা পর্য্যন্ত ২৪ ঘণ্টার বিভিন্ন স্থানে সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন তাপ কত ডিগ্রী ছিল, তৎসম্পর্কে আলিপুর আবহাওয়া অফিস হইতে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।

স্থান	সর্ব্বোচ্চ	সর্ব্বনিম্ন
কলিকাতা (আলিপুর)	৮২	৫৬
দার্জ্জিলিং	৫২	৪০
শিলং	৬৪	৪০
পাটনা	৭৮	৫৬
রাঁচী	৭৮	৫৪
কটক	৮৬	৬৩
লক্ষ্ণৌ	৬০	৫৩
নয়াদিল্লী	৬৮	৫১
নাগপুর	৮৬	৬০
পাঁচমারী	৭১	৫৬
ভিজাগাপট্টম্	৮১	৬৭
মাদ্রাজ	৮৪	৬৯

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ

জানা গিয়াছে যে, আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইবে

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সদ্যস্ত কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে।

ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ১৮ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫; ৬ই মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ২০শে জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার | ২৫৭তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ মাধব, শিব প্রদ্যুম্ন, গৌরাব্দ ৪৫৫

সেবা ও হরিকথা-শ্রবণ

——::•::——

বেদ-বেদান্ত, ভাগবত ও গীতাদি সমস্ত সাত্বত শাস্ত্র, সাধুগুরুবৈষ্ণব বা মহাজনগণ একবাক্যে আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, যাঁহারা পরম মঙ্গল বা আত্মমঙ্গল-লাভেচ্ছু, তাঁহাদের পক্ষে সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়-পূর্ব্বক বা সাধুগুরুবৈষ্ণবগণের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদের একান্ত আনুগত্যে সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের সেবা ও হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করা একান্ত কর্ত্তব্য। "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥" (গীতা), "তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥" "প্রভু কহে,—বৈষ্ণবসেবা, নাম-সংকীর্ত্তন। দুই কর, শীঘ্র পা'বে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥" "কু-বুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ-কীর্ত্তন। অচিরাৎ পা'বে তবে কৃষ্ণপ্রেমধন॥" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত), "হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে", "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।", "স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ" প্রভৃতি অসংখ্য সাত্বত-শাস্ত্র বা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণীই ইহার প্রমাণ।

আমাদের মধ্যে যাহারা একমাত্র হরি-ভজনেচ্ছু হইয়া ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসীর বেশে গুরুগৃহে বা শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহে বাস করিতেছি, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই ন্যূনাধিক ধারণা বা বিচার এই যে, 'হরিভজন' বলিতে কেবল বসিয়া বসিয়া হরিনামের মালা টানা, সন্ধ্যা-আহ্নিক বা পূজা-অর্চ্চনাদি করা কিংবা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া তাহা অপরের নিকট বলা বা কীর্ত্তন করাকে বুঝায়। এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হওয়ায় হরিনাম, হরিকথা ও হরিসেবা পরস্পর পৃথক্ বলিয়া আমাদের মনে হয়। তজ্জন্য আমরা মনে করি—যিনি সেবার কার্য্য করিতেছেন, সেই সময় তাঁহার হরিনাম-গ্রহণ বা হরিকথা-শ্রবণ হইতেছে না, যিনি হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন, তাঁহার সেই সময় হরিসেবা বা হরিনাম-গ্রহণ হইতেছে না, আর যিনি হরিনাম গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহার হরিসেবা বা হরিকথা-শ্রবণ বাদ পড়িয়া যাইতেছে। এই প্রকারের বিচার বা ধারণা ন্যূনাধিক আমাদের অনেকের মধ্যে বর্ত্তমান আছে।

"স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে। করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুত-সৎকথোদয়ে॥ মুকুন্দ-লিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্। ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥ পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশ-পদাভিবন্দনে। কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমঃশ্লোক-জনাশ্রয়া রতিঃ॥" (শ্রীভাঃ ৯।৪।১৬-১৮)

শ্রীমদ্ভাগবতের উপরি-উক্ত শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে,—মহাভাগবত মহারাজ অম্বরীষ স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, যাঁহারা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় পূর্ব্বক তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে দৃঢ়-নিষ্ঠা বা অনুরাগ লাভ করিয়া আত্মমঙ্গল বরণ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা তাঁহাদের মনকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে, বাক্যকে—বৈকুণ্ঠ গুণানুবর্ণনে, করদ্বয়কে—শ্রীহরিমন্দির-মার্জ্জনাদিতে, কর্ণদ্বয়কে—কৃষ্ণকথা শ্রবণে, চক্ষুর্দ্বয়কে—শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে, অঙ্গকে—কৃষ্ণদাসের গাত্রস্পর্শে, নাসিকাকে—কৃষ্ণের পাদপদ্ম সরোজাঘ্রাণে, রসনাকে—কৃষ্ণার্পিত তুলসীর আস্বাদনে, পাদদ্বয়কে—কৃষ্ণক্ষেত্রানুগমনে, মস্তককে—হৃষীকেশের চরণে প্রণতিকার্য্যে, কামকে—কামরাহিত দাস্যে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত রাখিতেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়—'কাম'—কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে, 'ক্রোধ'—ভক্তদ্বেষিজনে, 'লোভ'—সাধুসঙ্গে হরিকথা। 'মোহ'—ইষ্টলাভ বিনে, 'মদ'—কৃষ্ণগুণগানে নিযুক্ত করিব যথা তথা॥" প্রভৃতি বাক্যে দেহের রিপুগণকে পর্য্যন্ত সেবাকার্য্যে ও হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে নিযুক্ত রাখিবার উপদেশ করিয়াছেন।

এই প্রকার অসংখ্য শাস্ত্র প্রমাণ ও মহাজন-বাক্যে আমরা জানিতে পারি যে, স্থূল-সূক্ষ্মদেহ ও অণুচেতন জীবাত্মাকে সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবায়, তাঁহাদের নাম-গুণ-কীর্ত্তনে ও তাঁহাদের পাদপদ্ম-চিন্তায় নিযুক্ত রাখিলেই শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণ প্রীতি লাভ করেন,—আমাদের প্রতি ইহাই তাঁহাদের কৃপাদেশ। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণের এই কৃপাদেশ পালন বা মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণ-কার্য্যের নামই—শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-ভজন, শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের নামগুণাদি কীর্ত্তন, শ্রীহরিকথা আলোচনা, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে শ্রদ্ধা-ভক্তি।

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবাকার্য্য, শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য, শরণাগতি, শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি, শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের নামগুণাদি-কীর্ত্তন, মালিকার-শ্রীহরিনাম-জপ, পরস্পর হরিকথা আলোচনা, ইষ্টগোষ্ঠী, শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ বা পারমার্থিক পত্র পাঠ, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের নামগুণাদির মাহাত্ম্যসূচক গীতিসমূহ কীর্ত্তন—এইসকল কার্য্য এক নহে, পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য,—এইপ্রকার ভেদবুদ্ধি উপস্থিত হইলেই আমাদের মন চঞ্চল হয়, বাস্তবসত্যে মন সর্ব্বক্ষণ দৃঢ়নিষ্ঠ থাকে না, নানাপ্রকার দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে, তৎফলে আমরা হরিভজন বা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবা হইতে ছুটি লাভ করি।

আমাদের চক্ষু কর্ণ নাসিকা-জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়বর্গকে বা কায়মনোবাক্যকে যে-যে কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবার জন্য শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণবগণ কৃপাদেশ করিয়াছেন অর্থাৎ যে-যে ইন্দ্রিয়কে যে-যে কার্য্যে নিযুক্ত রাখিলে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণ তৃপ্তি লাভ করেন, আমরা যদি সেই-সেই ইন্দ্রিয়কে বা কায়মনো-বাক্যকে সেই সেই কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে ত্রুটি করি বা নিযুক্ত রাখিতে না চাই, তাহা হইলে তাহাতে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপাদেশ লঙ্ঘন হয়, তজ্জন্য তাঁহাদের প্রীতি উৎপাদিত না হওয়ায় তাহা অভক্তি বা ভক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণ অপ্রাকৃতত্ব। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরিই জীবকুলকে শ্রীহরির সেবা-শিক্ষা-প্রদানের জন্য শ্রীগুরুবৈষ্ণবরূপে এ জগতে অবতীর্ণ হন। এইহেতু আমাদের কায়মনোবাক্যের যে-যে কার্য্য-কলাপ, বিচার-আচার, চিন্তাস্রোত ও কথাবার্ত্তার দ্বারা শ্রীহরি প্রীতি লাভ করেন সাধুগুরুবৈষ্ণবগণও তাহাতেই প্রীতি লাভ করেন। পক্ষান্তরে আমাদের কায়মনোবাক্যের যে-যে কার্য্য-কলাপ, বিচার আচার, চিন্তাস্রোত বা কথা-বার্ত্তার দ্বারা শ্রীহরি অসন্তুষ্ট হন, তাহাতে

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। আবার শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ আমাদের যে যে কার্য্যে প্রীত হন, শ্রীহরিও তাহাতে প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা যাহাতে অসন্তুষ্ট হন, শ্রীহরিও তাহাতে প্রীতি লাভ করিতে পারেন না। আমাদের আত্মমঙ্গলের জন্য আমাদের প্রতি শ্রীহরির যাহা আদেশ বা উপদেশ, শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণেরও সেই আদেশ ও উপদেশ, আবার আমাদের আত্মমঙ্গলের জন্য আমাদের প্রতি শ্রীসাধু গুরু-বৈষ্ণবগণের যে আদেশ বা উপদেশ, শ্রীহরিরও তাহাই অর্থাৎ শ্রীহরি ও সাধুগুরুবৈষ্ণব—এই উভয়ের মধ্যে একের সন্তোষে অপরের সন্তোষ, আবার একের অসন্তোষে অপরের অসন্তোষ হইয়া থাকে।

ভগবান্ শ্রীগৌরহরি শ্রীনামরূপে, শ্রীধামরূপে, শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহরূপে, গুরুরূপে, সাধুরূপে, ভক্তভাগবতরূপে, গ্রন্থভাগবতরূপে, শ্রীতুলসীরূপে, শ্রীগঙ্গারূপে, শ্রীচরণামৃতরূপে, শ্রীমহাপ্রসাদরূপে, শ্রীমহামহাপ্রসাদরূপে, শ্রীহরিকথারূপে বা শব্দব্রহ্মরূপে এই প্রপঞ্চে নিত্যকাল বিদ্যমান থাকিয়া আমাদের মত সেবাবিমুখ জীবগণকে সর্ব্বক্ষণ কায়মনোবাক্য ও জীবাত্মার দ্বারা তাঁহার নাম-গুণ-কীর্ত্তন, তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-চিন্তা ও তাঁহার বিভিন্ন সেবাকার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া মনুষ্যজীবনের প্রকৃত সার্থকতা-সম্পাদনের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এইসব কার্য্যে আমাদের ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কোন কথা থাকিলে তাহা 'ভক্তি,' 'নামকীর্ত্তন', 'হরিকথা-শ্রবণ', 'হরিভজন' বা 'হরিসেবা' প্রভৃতি নামে অভিহিত হইতে পারে না, তাহা স্বেন্দ্রিয়তৃপ্তি, কাম বা ভোগ-নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এইসমস্ত কার্য্যের প্রত্যেকটি একমাত্র শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবেরই ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলক। সুতরাং ইহাদের মধ্যে যে কোন একটিতে সত্য সত্যই আমাদের শ্রদ্ধা, রুচি বা অনুরাগ উৎপন্ন হইলে অপরগুলিতেও শ্রদ্ধা, রুচি বা অনুরাগ না হইয়া থাকিতে পারে না।

সেবোন্মুখ কর্ণের কার্য্য—হরিকথা শ্রবণ, আবার সেবোন্মুখ হস্তপদের কার্য্য—সেই হরির মন্দির মার্জ্জন বা হরির ভোগ-সামগ্রী-আহরণ চেষ্টা। কাহারও যদি শ্রীহরিকথা-শ্রবণে রুচি দেখা যায়, আর হরিমন্দির-মার্জ্জনে বা হরির ভোগসামগ্রী রন্ধন বা আহরণে রুচি না দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাঁহার কর্ণ, হস্ত-পদ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ সেবোন্মুখ হয় নাই। তাঁহার সেই হরিকথা-শ্রবণের মধ্যে তাঁহার ব্যক্তিগত কোনপ্রকার স্বার্থ বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলক কার্য্য আছে। সুতরাং তাঁহার সেই শ্রবণ-কার্য্যটী প্রকৃতপক্ষে ভক্তির অঙ্গবিশেষ নহে। আবার কাহারও যদি হস্তপদাদির দ্বারা অনুষ্ঠিত সেবাকার্য্যাদিতে রুচি দেখা যায়, কিন্তু হরিনাম-গ্রহণ বা হরিকথা-শ্রবণে রুচি না দেখা যায়, তবে তাঁহারও সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে সেবাকার্য্যাদি হইতেছে না, সেইসব সেবাকার্য্যাদিতে স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহার ব্যক্তিগত কোনপ্রকার স্বার্থ বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কার্য্য আছে, বুঝিতে হইবে। সুতরাং তাঁহার সেই কার্য্যও সেবা বা ভক্তির মধ্যে পরিগণিত হইবে না।

কৃষ্ণ আমাদের সকলের পিতা। সুতরাং তদীয় পুত্র আমাদের সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য—কায়মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ পিতা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিধান বা সেবা করা। আমরা যদি সেই পিতার নাম-গুণ-কীর্ত্তনে, তাঁহার কথা আলোচনা বা তাঁহার মাহাত্ম্য-শ্রবণে রুচি প্রদর্শনপূর্ব্বক পিতার আদেশ পালন করি, কিন্তু পিতার আহার্য্য-দ্রব্যাদি পিতাকে প্রদান বা পিতার জন্য সংগ্রহ-কার্য্যে যত্ন প্রদর্শন না করি, পিতার পরিধানের উপযোগী বস্ত্রাদি প্রদান বা পিতার অন্যান্য সেবাকার্য্যে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করি, পিতার এক আদেশ-পালনে আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া অপর আদেশ-পালনে নারাজ হই, তাহা হইলে সর্ব্বক্ষণ যে আমরা পিতার নাম-গুণ কীর্ত্তন করি, পিতার মাহাত্ম্যের কথা আলোচনা ও শ্রবণ করি, কেবল তাহাই দেখিয়া-শুনিয়া কি পিতা তৃপ্তি লাভ করিবেন বা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন? আর ইহাকেই কি পিতৃভক্ত পুত্র বা সৎপুত্র, আমাদের পিতার আনুগত্য বা পিতার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি ও অনুরাগের নিদর্শন বলা যাইবে? ইহা কখনও প্রকৃত পিতৃভক্ত বা সৎপুত্রের লক্ষণ নহে।

গৌড়ীয়-মিশন—শ্রীভগবানের অর্চ্চাবিগ্রহতুল্য, আর সেই অর্চ্চাবিগ্রহই আবার শ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম বা তদনুগ শুদ্ধবৈষ্ণবরূপে আমাদের নিকট প্রকটিত আছেন। সুতরাং গৌড়ীয়-মিশনের সেবা বা তদন্তর্ভুক্ত যাবতীয় শুদ্ধভাগবতমঠের সেবা আর সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা, ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের সেবা, শ্রীল প্রভুপাদের সেবা, শ্রীল আচার্য্যদেবের সেবা বা তদনুগ শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সেবা—পৃথক্ বস্তু নহে। মিশনের সেবাই শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের সেবা, আবার শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের সেবাই মিশনের সেবা। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের ব্যক্তিগত সেবা কিংবা শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে গিয়া যদি আচার্য্যের আভ্যন্তরিগ্রহ মিশনরূপী আচার্য্যের সেবাকার্য্যে ঔদাসীন্য, শৈথিল্য বা অমনোযোগ প্রদর্শিত হয়—মিশনের সেবার ক্ষতির কারণ হইয়া উঠে, তাহা হইলে তাহা প্রকৃতপক্ষে আচার্য্যের ব্যক্তিগত সেবা বা আচার্য্যের নিকট হরিকথা-শ্রবণরূপ সেবা-নামে অভিহিত হইতে পারে না, কারণ, এইপ্রকার কার্য্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বা শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের তৃপ্তি-লাভ হয় না। আবার মিশনরূপী অর্চ্চাবিগ্রহের সেবাকার্য্যে রুচি প্রদর্শন করিয়া তদভিন্ন শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের সেবা বা তাঁহাদের নিকট হইতে হরিকথা-শ্রবণরূপ সেবা-কার্য্যে রুচি প্রদর্শন না করিলে তাহাতেও প্রকৃতপক্ষে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণ প্রীতি লাভ করেন না।

আমরা যে শ্রীহরির ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উদ্দেশ্যে তাঁহার দর্শন, তাঁহার নাম-জপ, নাম-কীর্ত্তন ও তাঁহার কথা শ্রবণাদি করি, সেই শ্রীহরির অর্চ্চাবিগ্রহরূপী গৌড়ীয়-মিশনের বিভিন্ন সেবা-কার্য্যাদির সুযোগ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের আরাধ্যবস্তু একই শ্রীহরির বা শ্রীনামপ্রভুর নাম-কীর্ত্তন, নাম-জপ, কথা-শ্রবণ ও সেবাকার্য্যের সৌভাগ্য আমরা শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের অসীম কৃপায় লাভ করিয়াছি অর্থাৎ একই প্রভু আমাদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের বিভিন্নপ্রকার সেবাগ্রহণ করিতেছেন। মনের দ্বারা তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-চিন্তা, বাক্যের দ্বারা তাঁহার গুণানুবর্ণন, করদ্বয়দ্বারা তাঁহার বিভিন্নপ্রকার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর কার্য্যসম্পাদন, কর্ণদ্বয়দ্বারা তাঁহার কথা-শ্রবণ, চক্ষুর্দ্বয়দ্বারা তাঁহার বা তদভিন্ন শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন, অঙ্গদ্বারা ভক্তিজনগণের গাত্র-স্পর্শ, নাসিকার দ্বারা তদীয় পাদসরোজাঘ্রাণ, রসনার দ্বারা তদীয় শ্রীপাদপদ্মার্পিত তুলসীর আস্বাদন, পাদদ্বয়দ্বারা তদীয় ক্ষেত্রানুগমন, মস্তকের দ্বারা তদীয় চরণে প্রণতিরূপ সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া সেই নাম-প্রভুই কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে কৃতকৃতার্থ করিতেছেন।

এইহেতু নববিধা ভক্তির অঙ্গ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি এবং অর্চ্চন দাস্যাদি-সেবাকার্য্য একই তাৎপর্য্যপর নববিধা ভক্তির এক-একটি অঙ্গ যাজন করিয়াই এক একজন মহাভাগবত বৈষ্ণব নামে অভিহিত হইয়াছেন। মহারাজ পরীক্ষিত শ্রীবিষ্ণুর কথা-শ্রবণে, শুকদেব তৎকীর্ত্তনে, প্রহ্লাদ তৎস্মরণে, লক্ষ্মী তৎপাদপদ্মসেবনে, পৃথুরাজ তৎপূজনে, অক্রূর তদভিবন্দনে, কপিপতি হনুমান্ তদ্দাস্যে, অর্জ্জুন তৎসহ সখ্যে এবং বলি মহারাজ সর্ব্বস্ব ও আত্ম নিবেদনে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীবাসের 'দুঃখী'-নামক দাসী সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের সেবার জন্য বহিয়া আনা, বাসন-পত্র মাজা, বাড়ীঘর রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা প্রভৃতি বিভিন্ন সেবাকার্য্য করিয়াও অনুক্ষণ শ্রীগৌরহরির কথা-শ্রবণ ও গৌরহরির নাম-কীর্ত্তনকারী ভক্তগণের ন্যায় সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের পরম কৃপাভাজন হইয়াছেন। এইরূপ সেবা-কার্য্যের ফলে তিনি শ্রীগৌরপার্ষদরূপে সর্ব্বক্ষণ শ্রীগৌরসুন্দরের নামকীর্ত্তন, তাঁহার কথা শ্রবণ ও তাঁহার বিভিন্ন প্রকার সেবা লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন।

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের এইসব সূক্ষ্ম বিচার আমরা জানি না বা বুঝিতে চাহি না বলিয়াই একই প্রভুর ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ও সেবাকার্য্যাদি ভক্ত্যনুষ্ঠানে আমাদের ভেদবুদ্ধি উপস্থিত হয়। তজ্জন্য সেবাকার্য্যে ও হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে আমরা সমভাবে শ্রদ্ধাযুক্ত, অনুরাগবিশিষ্ট বা দৃঢ়-নিষ্ঠ হইতে পারি না। এইহেতু সর্ব্বক্ষণ সেবাকার্য্যে ও হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে নিযুক্ত থাকিলেও কখনও সেবাকার্য্যে, কখনও বা হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে আমাদের নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে হরিভজন বা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবা হইতে ছুটি লাভ করায়।

অতএব আমরা নিষ্কপটে কেবল আত্মমঙ্গলকামী হইয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবসেবা, হরিনাম-গ্রহণ ও হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ও আলোচনার সুযোগ-লাভের জন্য শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে সকাতর প্রার্থনা জানাইব। তাহাতে তাঁহাদের কৃপায় সেবাকার্য্য বা শ্রীহরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে যখন যে ভক্ত্যঙ্গ-যাজনের সুযোগলাভ ঘটিবে, তাহাই আমাদের আত্ম-মঙ্গলের একমাত্র হেতু—এরূপ বিশ্বাসের সহিত তাহা অবনত মস্তকে স্বীকারপূর্ব্বক পরম উৎসাহ ও যত্নের সহিত সম্পাদন বা অনুশীলনের চেষ্টা করিব। সেবাকার্য্যে ও হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা, দৃঢ়নিষ্ঠা, অনুরাগ ও প্রীতি দর্শন করিলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম, শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম ও তদনুগ শুদ্ধবৈষ্ণবগণ পরম প্রীতি লাভ করিবেন—প্রসন্ন হইবেন—আমাদের প্রতি শুভদৃষ্টি পাত করিবেন। ইহাই আমাদের আত্মমঙ্গল বা ভজন-উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায়। ইহার কোনপ্রকার ব্যতিক্রমে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ প্রীত হইবেন না এবং তৎফলে আমরা কখনও আত্মমঙ্গল বা ভজন-উন্নতি-লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইব না।

সঙ্গের প্রভাব

(শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী)

এই জগতে আমরা দেখিতে পাই, চেতনমাত্রই সঙ্গ ব্যতীত থাকিতে পারে না। সঙ্গ ধার্ম্মিককে অধার্ম্মিক, বিবেকী পুণ্যবান্ মানুষকেও পাপী প্রভৃতি করিয়া তুলে। সঙ্গের এমনই প্রভাব যে, তাহা রাজচক্রবর্ত্তীকে পথের ভিখারী করিতে পারে, বহু জন্মকাল তপস্যায় নিরত ব্যক্তিকে মহা জড়বিষয়ী করিয়া দেয়। তাহার উদাহরণ শাস্ত্রেও পাওয়া যায়। সৌভরি-ঋষি প্রভৃতি তাহার প্রমাণ। তিনি বহু বৎসর যাবৎ জলের মধ্যে অবস্থান করত তপস্যা করিয়াও সঙ্গের প্রভাবেই ঘোর বিষয়ী হইয়াছিলেন।

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ," যে কোন প্রাণী নিজ

চার ব্যক্ত করিতে সমর্থই হউক, অথবা অসমর্থই হউক, সঙ্গের প্রভাব অনুভব করিতে পারিবেই পারিবে। মনুষ্য সকল প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সঙ্গের প্রভাবও সে বেশী অনুভব করিতে পারে।

সাত্বত শাস্ত্র এই সঙ্গকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—সৎ ও অসৎ। সদ্বস্তু পূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান্। শ্রীভগবান্ বলিতে—তাঁ'র শ্রীনাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর—সকলকেই বুঝায়। শ্রীভগবানের সেবায় যাহা নিযুক্ত হয় না, তাহাই অসৎ। সকল নিত্যবস্তুর মধ্যে যিনি পরম নিত্য, সমস্ত চেতন পদার্থের মধ্যে যিনি পরিপূর্ণ চেতন, সদসৎ যাবতীয় বস্তুর পূর্ব্ব হইতেই যিনি বর্ত্তমান—সেই সর্ব্বাদি, সর্ব্ব-কারণ-কারণ, সর্ব্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই পরম সত্য বস্তু। তাঁহার অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের প্রীতি-বিধানে যাঁহারা নিযুক্ত, তাঁহারাও সত্য। যে স্থানে নিত্যসেবকগণ নিত্য সেব্যের আনন্দবিধান করিতেছেন, সেই স্থানও সত্য। এই পরম সদ্বস্তুর সংস্পর্শে যিনি বা যাঁহারা যে পরিমাণে আসিবেন, তিনি বা তাঁহারাই সেই পরিমাণে সৎসঙ্গী বা সৎ। যেখানে প্রীতি আছে, সেখানেই সঙ্গ হয়। যেখানে প্রীতি নাই, সেখানে বাহ্যানুষ্ঠান সঙ্গের মত দেখাইলেও তাহা প্রকৃত সঙ্গ নহে। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রীতিটী যখন অসতে হয়, তখনই জীব শোক, ভয় ও মৃত্যুর কবলে কবলিত হয়, আর সৎ-এ প্রীতি হইলে অশোক, অভয়, অমৃতরাজ্যে—গোলোকে বাস করিতে পারে। প্রীতির লক্ষণ শ্রীগৌরপ্রেষ্ঠ শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব
ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥
(শ্রীউপদেশামৃত)

অর্থাৎ প্রীতি যেখানে আছে, সেখানে পাওয়া, দেওয়া,—হৃদয়ের সকল কথা খুলিয়া বলা ও প্রীতির পাত্রের নিকট হইতে সকল কথা অতি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করা, সুখবিধানার্থ ভোজন করান ও তৎপ্রদত্ত দ্রব্য আদরের সহিত গ্রহণ করা প্রভৃতি লক্ষণ থাকিবেই। যেখানে তাহা নাই, সেখানে নিশ্চয়ই জানিতে হইবে,—সঙ্গ অর্থাৎ সম্যক্ অনুগমন বা অনুসরণ হয় নাই—প্রীতি হয় নাই। কিন্তু মায়ামুগ্ধ জীবের সদ্বস্তুতে প্রীতি সহজে হয় না, অসতে প্রীতিই সহজে হয়। এইজন্যই সমস্ত শাস্ত্রে অসতের, অনিত্য পদার্থের প্রতি প্রীতি বা সঙ্গ করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং জীব যাহাতে সৎসঙ্গ করে, তজ্জন্য বহু উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। প্রমাণ-চক্রবর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥
(শ্রীভাঃ ১১।২৬।২৬)

অর্থাৎ দুঃসঙ্গ বা অসৎসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ করিবে, কেন না, সাধুগণ সদুপদেশ দ্বারা জীবের সমস্ত ক্লেশের মূল যে ভগবদ্বিমুখতা, তাহা দূর করিয়া অসৎ-সঙ্গে আসক্তিরূপ বন্ধন ছেদন করিয়া জীবকে বাস্তব বস্তু শ্রীভগবানে উন্মুখ করিয়া দেন জগদ্গুরু-আচার্য্যলীলাভিনয়কারী ভগবান্ শ্রীগৌরহরিও কৃপাপূর্ব্বক এইপ্রকার মহোপদেশ দিয়াছেন।

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রী সঙ্গী এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর॥
এত সব ছাড়ি', আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈক শরণ॥

আমরা শ্রীগুরু-শ্রীমুখবিগলিত শাস্ত্রবাণীতে জানিতে পারি, জীবের নিত্যমঙ্গল লাভ হইতে পারে—যদি ভাগ্যক্রমে তাহার ভক্ত মহাভাগবতের দর্শন-সৌভাগ্য লাভ হয়। 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভে' এতৎসম্বন্ধে আমরা শ্রবণ করিতে পাই,—"পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ হেতোর্লব্ধা যদৃচ্ছয়া যা মহৎসেবা, তয়া বাসুদেব-কথারুচিঃ স্যাৎ। কার্য্যান্তরেণাপি তীর্থে ভ্রমতো মহতাং প্রায়স্তত্র ভ্রমতাং তিষ্ঠতাং বা দর্শনস্পর্শনসম্ভাষণাদিলক্ষণা সেবা স্বত এব সম্পদ্যতে। তৎপ্রভাবেণ তদীয়াচরণে শ্রদ্ধা ভবতি। তদীয়-স্বাভাবিক-পরস্পর ভগবৎ-কথায়াং কিমেতে সংকথয়ন্তি তচ্ছৃণোমীতি তদিচ্ছা জায়তে। তচ্ছ্রবণেন চ তস্যাং রুচির্জায়তে।"

কোন কারণ বিনাও লব্ধ যে মহৎসেবা, তাহার দ্বারা শ্রীবাসুদেবকথায় রুচি হয়। কোন সাধারণ অজ্ঞ, কিন্তু অপরাধশূন্য ব্যক্তি যদি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম প্রভৃতির কামনা লইয়াও গঙ্গা, যমুনা এবং শ্রীভগবল্লীলাক্ষেত্রে—যে স্থানে প্রেমিক ভক্তগণ ভগবল্লীলা উদ্দীপক বলিয়া প্রায়শঃ বাস করিয়া থাকেন, ভ্রমণকালে মহতের সঙ্গ লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারেন। কারণ, যখন সাধুগণ স্বেচ্ছায় পরস্পর ভগবৎকথা কীর্ত্তন করিতে থাকেন, তৎকালে ঐ ভ্রমণ-কারী ব্যক্তিগণ মহতের দর্শন, স্পর্শন, সম্ভাষণ ও তাঁহাদের শ্রীমুখবিগলিত বাণী শ্রবণরূপা সেবা লাভ করিতে পারেন। তৎফলে তাঁহাদের ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের কথায় রুচি উৎপন্ন হয়। শ্রীহরিকথায় রুচিই জীবের নিত্যমঙ্গলের প্রথম ও প্রধান লক্ষণ। মহা-ভাগবতগণের বৃন্দাবনসদৃশ অপ্রাকৃত হৃদয়ে ভগবান্ সুখে বাস করিয়া থাকেন এবং নিষ্কপট শুশ্রূষু ব্যক্তির হৃদয়ে শব্দব্রহ্মরূপে কর্ণদ্বারে প্রবেশ করিয়া শ্রবণকারীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনন্ত জন্মের পাপ, পাপ-বাসনা, পাপ-বীজ ও তন্মূল অবিদ্যারূপ অনর্থরাশি সমূলে বিধ্বংস করেন। তখন সেই মহৎকৃপালব্ধ অনর্থনির্ম্মুক্ত ব্যক্তির অন্তরে ও বাহিরে ইষ্ট-দেবের দর্শন লাভ হয়।

সঙ্গই একদিকে যেরূপ জীবকে স্বর্গ-নরকে ভ্রমণ করায়, তদ্রূপ আবার অপরদিকে সঙ্গই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা, ব্রহ্মলোক প্রভৃতি অতিক্রম করাইয়া জ্ঞানসিদ্ধ ও যোগ-সিদ্ধ ব্যক্তিগণেরও অগম্য ঐশ্বর্য্যপ্রধান ধাম শ্রীবৈকুণ্ঠ, ঐশ্বর্য্য-মিশ্র দ্বারকা, মথুরা প্রভৃতি শ্রীভগবদ্ধামেরও উন্নত শিখরে অবস্থিত কেবল মাধুর্য্যময় ব্রজধামে ভাগ্যবান্ জীবকে অধিকার-ভেদে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের বিভিন্ন প্রেমসেবায় অধিকার প্রদান করে সঙ্গের প্রভাব এত বেশী। অসৎসঙ্গ পরিবর্জ্জন করিয়া সৎসঙ্গে শ্রীভগবন্নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানই সাধন। এইপ্রকার শ্রবণ-কীর্ত্তন-লক্ষণা ভক্তিযাজনদ্বারাই ভাব-ভক্তি, পরে প্রেমভক্তি—যাহা জীবের একমাত্র প্রয়োজন, তাহা লাভ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে আমরা দেখিতে পাই—

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু
বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥

অর্থাৎ মূঢ় ব্যক্তিগণ অজ্ঞানতাবশতঃ যে অসতের বা অনিত্যবস্তুর সঙ্গ করে, তাহা সংসার-বন্ধনের কারণ, সেই সঙ্গই আবার যখন সজ্জনের সহিত কৃত হয়, তখন তাহাই বিমুক্তির কারণ হয়। এই হেতুই সমস্ত শাস্ত্র ও সাধু-গণ সৎসঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন,—"হে জীব, যদি আত্মমঙ্গল চাও, যদি নিত্যকল্যাণ লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে সৎসঙ্গ কর। তদ্ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই।"

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::(*)::——

কৃষ্ণের সংকীর্ত্তন হ'লেই লোকে জানতে পার্‌বে—'মায়ার কীর্ত্তন কৃষ্ণের সংকীর্ত্তন নয়, সেবার অনুকূল যেসকল কার্য্য—তাহাই 'ভক্তি', কর্ম্মের সঙ্গে তা' গোলমাল ক'রে ফেলা উচিত নয়। হরি-সেবাপ্রবৃত্তি বৃদ্ধির জন্য যেসকল কথা আলোচনা করা যায়, তাহা মায়ার কথা নহে—হরিকথা।

কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন হ'লে আমাদের সংসারের উন্নতি ক'রবার বুদ্ধি হ'তে—লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদির প্রাকৃত চেষ্টা হ'তে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি হয়। কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন চন্দ্রিকা হ'তে জীবের মঙ্গল-কুমুদ প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠে। একমাত্র নামকীর্ত্তনকারীরই সর্ব্বপ্রকার পাণ্ডিত্যে অধিকার আছে, নাম-ভজনকারী ব্যক্তিরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাণ্ডিত্য লাভ হয়। চৈতন্য-রসবিগ্রহের আনন্দ প্লাবনে হৃদয় পূর্ণ হ'য়ে গেলে বাহ্য জগতের চিন্তা স্রোতে ব্যস্ত নশ্বর সুখে মত্ত থাকবার [illegible] হ'তে অনায়াসে মুক্ত হওয়া যায়।

মহাপ্রভু শ্রীনাম সাধন-প্রণালীর কথা ব'লে নামকীর্ত্তনকারীর সর্ব্ববিধ কৈতব বা অন্যাভিলাষ বর্জ্জনের কথা জানালেন। ভাগবতধর্ম্ম বা 'পরধর্ম্ম' একমাত্র নাম সংকীর্ত্তনমুখেই সাধিত হয়, তা প্রোজ্ঝিত কৈতব ধর্ম্ম। ধর্ম্মার্থকাম বা কর্ম্মফলবাদ এবং মোক্ষ—যা'র জন্য জগতের তথাকথিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের শতকরা শতজনই লালায়িত, শ্রীমন্মহাপ্রভু ব'ল্‌লেন সেসকল কৈতব বা ছলনা। যা'দের ঐসকলের প্রয়াস আছে, তা'দের মুখে হরিনাম বেরো'বে না। ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষের জন্য আমরা যেন নামাশ্রয়ের অভিনয় দেখি'য়ে নামের চরণে অপরাধ না করি। ভোগের বা শান্তির প্রার্থনা ক'রে ভগবানের চরণে অপরাধ ক'রতে হ'বে না।

আমরা যদি হরির সত্যি সত্যি সেবক বা কীর্ত্তনকারীর সঙ্গে যোগ দিই, তবে আমাদেরও সংকীর্ত্তন হ'বে। সম্যগ্‌রূপে কীর্ত্তন করাই আমাদের আবশ্যক। কৃষ্ণের সম্যক্-কীর্ত্তনকারীর সহিত যে কাল পর্য্যন্ত কীর্ত্তন না করি, সে কাল পর্য্যন্ত মায়া আমা-দিগকে নানাপ্রকারে বঞ্চনা ক'রে থাকে। যাঁ'রা শ্রোতপন্থা আশ্রয় ক'রেছেন, তাঁ'দের সহিত যদি কীর্ত্তন করি, তবেই হরি-সংকীর্ত্তন হ'বে।

ব্রহ্মদেশে প্রচার

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা রেঙ্গুন শ্রীগৌড়ীয়মঠের কতিপয় সেবক গত ১লা জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার ব্রহ্মদেশের টাঙ্গু-জিলার অন্তর্গত জীয়াবাড়ীর সুপ্রসিদ্ধ চিনিকলের কেমিষ্ট লক্ষ্ণৌনিবাসী বাবু টী এন শ্রীবাস্তবজী মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় ভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ব্রহ্মা শিবাদি দেবগণের উপাসনা অপেক্ষা বিষ্ণুভক্তি-যাজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ও সর্ব্ব-উপাদেয়তা-সম্বন্ধে হিন্দীভাষায় প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল পর্য্যন্ত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সভায় বহু উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

হাতুয়ায় প্রচার

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের কতিপয় সেবক গত ২৫শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার হাতুয়ায় (সার বিহার) [illegible] শ্রীযুক্ত মধুসূদন [illegible] হরিকথা কীর্ত্তনার্থ গমন করেন।

[illegible]

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:|:০:|:-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অৰ্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫৲ বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মতামতোপদেষ্টক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীভক্তিবান্ধবমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভাগবতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব গ্রন্থ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

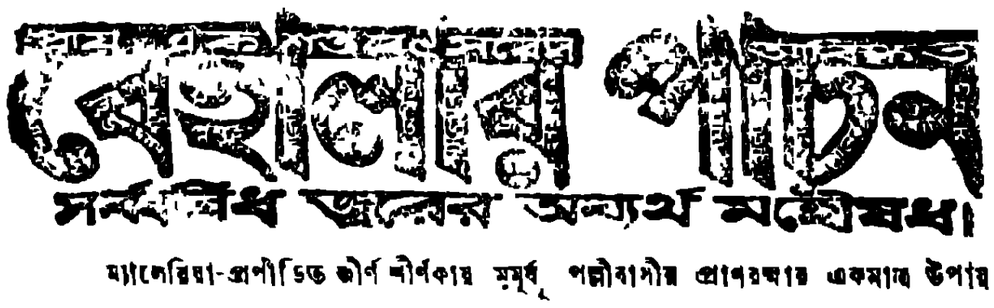

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেও ইহার কোটিতে অত্যুক্তি অধিক। সিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বর একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না ছা. বোতল ৸৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

ভারতীয় সৈন্যের হাতে জার্ম্মাণ অফিসার বন্দী

জনৈক জার্ম্মাণ সামরিক অফিসারকে বন্দী করিয়া মধ্যভারতীয় অশ্বারোহী বাহিনীর (সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া লাইট হর্স) ল্যান্স (দফাদার) রাম ভজ যে বীরত্ব প্রদর্শন করেন, তাহার জন্য সম্প্রতি তাহাকে আই, ও, এম্ (ইণ্ডিয়ান অর্ডার অব মেরিট) পদক দান করা হইয়াছে।

একরাত্রে রাম ভজ ব্রিটিশ পক্ষের অগ্রগামী বাহিনীর ঘাঁটি হইতে এক মাইল দূরে অন্যান্য চারজন সঙ্গীসহ শত্রুর গতিবিধি-সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহের জন্য চুপ করিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে। সহসা তাহাদের ঘাঁটি হইতে প্রায় ৭০ গজ দূরে একটি শত্রু টহলদার বাহিনী আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই দলে ৩০ জন সৈন্য ছিল। কিন্তু রাম ভজ তাহাতে ভয় না পাইয়া টহলদারবাহিনীর নেতাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছোঁড়ে। লোকটা তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হয়। তখন অবশিষ্টেরা সামান্য কিছু দূরে সরিয়া গিয়া গুলি ছুঁড়িতে আরম্ভ করে। রাম ভজ কিন্তু টলাতে দমে নাই। সে আগাইয়া গিয়া ধরাশায়ী জার্ম্মাণ অফিসারটিকে বন্দী করিয়া ফেলে এবং শত্রুপক্ষের গোলা বর্ষণের পাল্টা জবাব আরম্ভ করে। অতঃপর সে ও তাহার সঙ্গীরা শত্রুর গোলা-বর্ষণ উপেক্ষা করিয়া বন্দী অফিসারটিকে লইয়া পশ্চাদপসরণ করিতে থাকে এবং সাহায্যের জন্য হাঁক দিতে থাকে। টমি গান এবং হাল্কা মেসিন গানের ভয় দেখাইয়া কৌশলপূর্ব্বক তাহারা নিজ ঘাঁটিতে ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হয়। অতঃপর জার্ম্মাণ সৈন্যাধ্যক্ষকে কর্ত্তৃপক্ষের হাতে জিম্মা করিয়া রাম ভজ আবার নিজ ঘাঁটিতে ফিরিয়া যায়।

ভারতে যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণ বৃদ্ধি

গত নভেম্বর মাসে ভারতবর্ষে বন্দুক এবং রাইফেল ছাড়া এত অধিক পরিমাণ সঙ্গীণ এবং কর্ডাইট বা ধূমবিহীন বারুদ উৎপাদন করা হইয়াছে যে, তাহা পূর্ব্বের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছে। নূতন নূতন প্রকারের সেল, কার্তুজ এবং গুলি তৈয়ারি হইতেছে। ভারী হাউইৎজার কামান এবং বিমান বিধ্বংসী কামানের ব্যবহারের উপযোগী গোলার জন্য আধার তৈয়ারি সম্পর্কেও চেষ্টা চলিতেছে। ইস্পাতের ডাণ্ডা তৈয়ারি করিবার জন্য একটি অস্ত্র নির্ম্মাণ কারখানায় একটি নূতন শাখা খোলা হইয়াছে। অতি বিস্ফোরক দ্রব্য, ধূমহীন বারুদ এবং ছোট ছোট বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্রের গুলি প্রস্তুত করিবার জন্য অস্ত্রনির্ম্মাণ কারখানাগুলি প্রসারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অধিক পরিমাণে জাল নির্ম্মাণের জন্য চারটি নূতন কারখানা নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কারখানা মালিকেরা ইহাদের জন্য ইমারতের ব্যবস্থা করিবেন এবং গবর্ণমেণ্ট কলকব্জার খরচ বহন করিবেন। আকাশ হইতে প্যারাশুট-যোগে ট্যাঙ্ক ধ্বংসী রাইফেল হাল্কা আগ্নেয়াস্ত্র এবং বেতার যন্ত্র নিক্ষেপ করিবার জন্য ভারতবর্ষে বিশেষ ধরণের আধার তৈয়ারির ব্যবস্থাও হইতেছে।

ব্রহ্ম হইতে চিঠিপত্র

প্রকাশ, ব্রহ্ম-প্রবাসী ভারতীয়গণ যে খাম বা পোষ্টকার্ডে আত্মীয় স্বজনের নিকট চিঠিপত্র লেখেন। ভারতে ডাক নিয়মিত ভাবে যাইতেছে, কেবলমাত্র তারের আদান প্রদানে বিলম্ব হইতেছে।

মার্কিণের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি

গত ১৫ই জানুয়ারী সমর সচিব মি ষ্টীমসন ঘোষণা করেন যে, মার্কিণ বিমান ও সেনাবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া সৈন্য ও অফিসার সমেত ৩৬ লক্ষ (বর্ত্তমান সংখ্যার দ্বিগুণের অধিক) করার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

নোটীশ

লেবার ডিপার্টমেণ্টের টেক্‌নিক্যাল ট্রেণিং স্কিম অনুযায়ী নদীয়া জেলা কর্ম্মী যাহাদিগের দরখাস্ত এ যাবৎ মঞ্জুর করিয়াছেন এবং যাহারা এখনও গ্রাস্‌সাল সার্ভিস ট্রিবিউন্যাল-কর্ত্তৃক কোন নিয়োগ-পত্র পান নাই, তাহাদিগের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, যদি তাহারা বাঙ্গলার বাহিরে যাইবার কিংবা মধ্য-প্রদেশে টেক্‌নিক্যাল ট্রেণিংএর জন্য যাইতে ইচ্ছুক থাকেন, তবে তাহাদিগকে অতি সত্বর কার্য্যে বহাল করার সম্ভাবনা আছে। খাওয়া ও থাকার ও সেখানে কোন অসুবিধা হইবে না; হোষ্টেলে বন্দোবস্ত আছে।

যোগদানেচ্ছুক ব্যক্তিগণ অবিলম্বে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের অফিসে তাহাদে স্বাক্ষরিত পত্রযোগে কিংবা নিজে আসিয়া যে জানান।

এম্, ইস্‌লাম
জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, নদীয়া।
কৃষ্ণনগর।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমন্মথকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সত্তার কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান:
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ১৯ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫; ৭ই মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ২১শে জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, বুধবার | ২৫৮তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৯ মাধব, স্থাণু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী

— ::•:: —

আজ মাঘী শুক্লপঞ্চমী-তিথি। এই তিথিতে শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভরসের সহায়কারিণী ভু-শক্তিস্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও এই তিথিতে আবির্ভূতা হইয়াছেন।

হুগলী-জেলার অন্তর্গত ই, আই, আর, লাইনের ত্রিশবিঘা ষ্টেসনের নিকটস্থ সরস্বতী-নদীর তটে অবস্থিত সপ্তগ্রাম এককালে বাংলার প্রসিদ্ধ বন্দর ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন বিশিষ্ট নগর ছিল। এই নগরের অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণপুর-গ্রাম। 'এই গ্রামে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন-নামক জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সহোদরদ্বয় বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বররূপে বাস করিতেন। বর্ত্তমানকালে এই স্থানে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহ একটি মন্দিরাভ্যন্তরে বিরাজিত আছেন। যে গৃহে শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত, তাহারই সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র গৃহে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর ভজনাসন বলিয়া একটি নাতি-উচ্চ প্রস্তর-আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিংবদন্তী, এই আসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু ভজন করিতেন।

হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনদাসের বংশগত উপাধি বিশেষরূপে জানা না গেলেও ইঁহারা যে কায়স্থকুলোদ্ভূত সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য ছিলেন, তাহা জানা যায়। ইঁহাদের রাজপ্রদত্ত উপাধি 'মজুমদার'। ইঁহাদের বাৎসরিক খাজনা-আদায় তদানীন্তন বারলক্ষ মুদ্রা ছিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু জাগতিক জাতি-কুলের নিরর্থকতা ও বৈষ্ণবের আবির্ভাবের সহিত শৌক্র বা যৌনসম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা জানাইবার জন্য যে হিরণ্য-গোবর্দ্ধন দাসকে 'বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তের কীড়া', 'শুদ্ধবৈষ্ণব নহে, বৈষ্ণবের প্রায়' প্রভৃতি বলিয়াছেন, তাঁহাদেরই গৃহে বিষয়বৈরাগ্যের আদর্শ প্রতি-মূর্ত্তি বৈষ্ণবাচার্য্য-সম্রাট্ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন আনুমানিক ১৪১৬ শকাব্দায় হিরণ্য মজুমদারের কনিষ্ঠ সহোদর গোবর্দ্ধন মজুমদারের গৃহে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আবির্ভাব হয়। কাহারও কাহারও মতে রঘুনাথের আবির্ভাব-কাল ১৪১৮ শকাব্দা, প্রকটস্থিতি ৭৬ বৎসর, বৃন্দাবন বাস ৪৯ বৎসর, গৃহে স্থিতি ১৯ বৎসর, নীলাচলে বাস ৮ বৎসর এবং অন্তর্ধান-কাল ১৫০৪ শকাব্দা। (শ্রীসজ্জনতোষণী —২য় খণ্ড, ২৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

কায়স্থ ও বিষয়ী গোবর্দ্ধনের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রভুবর দাস গোস্বামী শ্রীরঘুনাথকে কায়স্থ বা কর্ম্মনিপুণ ব্রাহ্মণাদি জাতিসমূহের অন্তর্গত মনে করিলে স্বপ্রকাশ সূর্য্যকে 'পূর্ব্বাদ্রকের পুত্র' বা শ্রীনৃসিংহদেবকে 'স্তম্ভপুত্র' কিংবা শ্রীবরাহদেবকে 'ব্রহ্মনাসারন্ধ্র-পুত্র,' 'জল-পুত্র' ও 'শূকরজাতি' বিচার করিবার ভ্রমে পতিত হইতে হয়। ঐরূপ মহাভ্রান্ত বিচারকে শাস্ত্র ভীষণাদপি ভীষণ অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও সেই আদর্শই প্রচার করিয়াছেন। যাঁহার বাপ-জেঠা 'বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তের কীড়া,' তিনিই আবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচারে আচার্য্য শিরোমণি —নিখিল ব্রাহ্মণকুলের উপদেষ্টা। ইহা হইতেই জানা যায়, মহা-প্রভু শৌক্র বা যৌন বিচার অবলম্বন করেন নাই, তিনি বৃত্তবিচার অবলম্বন করিয়াছেন— 'বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তের কীড়া' প্রভৃতিকে 'গোস্বামী' বলেন নাই অথবা গোস্বামীর শৌক্র(?)-পুত্রকে 'গোস্বামী' বলেন নাই। তিনি রঘুনাথে কায়স্থবুদ্ধিরও আদর্শ প্রদর্শন করিলে রঘুনাথকে নিখিল ব্রাহ্মণগণের গুরু, আচার্য্য বা উপদেষ্টা-স্বরূপ 'গোস্বামি'-পদে অভিষিক্ত করিতেন না।

বালক শ্রীরঘুনাথ বাল্যকালে ঠাকুর শ্রীহরিদাসের দর্শন ও সঙ্গ লাভ করিয়া ঠাকুরের কৃপাভাজন হইলেন। নিত্যসিদ্ধ গৌরজন রঘুনাথ যে মুহূর্ত্তে শ্রীগৌরসুন্দরের নাম শুনিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই গৌরাঙ্গ-চরণে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। রঘুনাথের এই আত্ম-সমর্পণ নূতন বা সর্ব্বপ্রথম নহে, তিনি নিত্য-কালই গৌরাঙ্গ-চরণে প্রণত। গৌরাঙ্গের নিত্য ভৌমলীলায় জগজ্জীবকে গৌরাঙ্গচরণে আত্মসমর্পণ শিক্ষা দিবার জন্য নিত্যকাল তিনি এইপ্রকার আত্মসমর্পণ-লীলা আবিষ্কার করিয়া থাকেন। যেদিন হইতে রঘুনাথ মহাপ্রভুর কথা শুনিলেন, সেইদিন হইতেই তাঁহার অনুরাগানল তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। গৃহ, দ্বার, হস্তী, অশ্ব, রথ, নিখিল ঐশ্বর্য্য, অধ্যয়ন—সকলই তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠিল। তখন নীলাচলে কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা-প্রকাশকারী বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরহে উন্মত্ত হইয়া রঘুনাথ নীলাদ্রি যাইবার জন্য কয়েকবার পলায়নের চেষ্টা করিলেন। গোবর্দ্ধন মজুমদারও বারবার রঘুনাথকে পথ হইতে বাঁধিয়া আনিয়া গৃহে রাখিলেন ও যাহাতে রঘুনাথ আর পলাইতে না পারেন, তজ্জন্য পুত্র রঘুনাথের নিকট ৫ জন প্রহরী এবং তাঁহার সেবাদি করিবার জন্য ৪ জন সেবক ও ২ জন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিলেন।

রঘুনাথ নিত্যসিদ্ধ বৈরাগ্যাদর্শে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার বহির্ম্মুখ সংসারে উদাসীনতা ও মহাভাগবত বৈষ্ণবের মুখে হরিকথা শ্রবণাদিতে অনুরাগ লক্ষ্য করিয়া বিষয়াসক্ত মাতা-পিতা একমাত্র সন্তান ও বিপুল ঐশ্বর্য্যের ভাবী অধিকারী রঘুনাথকে সংসার-শৃঙ্খল শৃঙ্খলিত করিবার আশায় একটি পরম রূপলাবণ্যবতী অপ্সরাতুল্যা সুলক্ষণা কন্যার সহিত রঘুনাথের বিবাহ দিলেন। উত্তম বসন ভূষণ-অগুরুচন্দনাদি যেরূপ ক্ষুধানল-সন্তপ্ত পুরুষকে তৃপ্তিদানে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য ও অপ্সরাতুল্যা ভার্য্যা প্রভৃতিও বিপ্রলম্ভ-বৈরাগ্যানলে অনুক্ষণ দগ্ধচিত্ত রঘুনাথের তৃপ্তি আনিতে পারিল না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-গৃহে আসিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া বিরহব্যাকুল রঘুনাথ পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া শ্রীচৈতন্য-চরণে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইলেন। মহাপ্রভুও রঘুনাথকে পদরজঃ প্রদানপূর্ব্বক কৃপা করিলেন। রঘুনাথ শান্তিপুরে মহাপ্রভুর পাদ-সমীপে সপ্তদিবসকাল অবস্থান করিয়া অহোরাত্র নিজ মনোব্যথা প্রভুর চরণে জানাইয়া বলিলেন,—"প্রভো, আমি কেমন করিয়া বিষয়ী পিতার নিযুক্ত প্রহরিগণের হস্ত হইতে মুক্ত হইব? পিতা, কেমন ক'রে নীলাচলে আপনার পাদপদ্ম-সন্নিধানে অবস্থান করিতে পারিব?" সর্ব্বান্তর্য্যামী মহাপ্রভু — নিত্যসিদ্ধ প্রভুকুলের প্রভু মহাপ্রভু জানিতেন যে, নিত্যসিদ্ধ প্রভু রঘুনাথ—তাঁহার নিত্য-কিঙ্কর রঘুনাথ কৃষ্ণবিরহে বিপ্রলম্ভবিধিতে নিত্য অভিষিক্ত, তথাপি জগতে অযুক্ত-

অস্থির, ক্রমিক, কষ্ট, অস্থায়ী, খণ্ড, লোক-দেখান তথাকথিত বৈরাগ্য-প্রদর্শনের বিকট ও ব্যর্থ আতনয় হইতে লোকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য নিত্যসিদ্ধ যুক্তবৈরাগ্যবান্, বৈরাগ্যবপু রঘুনাথকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—

"স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ' অনাসক্ত হৈঞা॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোকব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥"

—মহাপ্রভুর এই উপদেশ-রত্নটি সাধনযানে যাত্রিগণের পক্ষে সংসার-সাগরের মধ্যস্থিত মহাসতর্কালোক স্তম্ভস্বরূপ। যাঁহারা সত্য-সত্যই সাধনরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারাই এই উপদেশের প্রতিবর্ণের গুরুত্ব কত অধিক, তাহা অনুভব করিতে পারিবেন। প্রত্যেক সাধকের হৃদয়ফলকে মহাপ্রভুর এই কয়টি কথা আদর্শ ও নীতিবাক্যরূপে হীরক-অঙ্কিত করিয়া রাখা উচিত। এই উপদেশ-বাক্য হইতে একটুক বিচলিত হইলেই হয় "ভোগী", না হয় 'ফল্গুত্যাগী' অথবা 'প্রাকৃত সহজিয়া' হইয়া পড়িতে হইবে। মহাপ্রভু রঘুনাথকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, 'প্রভু যখন বৃন্দাবন দর্শনপূর্ব্বক নীলাচলে আসিয়া অবস্থান করিবেন সেই সময় রঘুনাথ কোন ছলে নীলাচলে আসিয়া প্রভুর নিকট অবস্থান করিতে পারিবেন। কৃষ্ণের সেবার জন্য যাঁহার নিষ্কপট আর্ত্তি, প্রাণের আকুলতা, তাঁহাকে কেহ রাখিতে পারে না, তাঁহার জন্য কৃষ্ণই সকল সুযোগ করিয়া দেন। যাঁহাদের কৃষ্ণভজনের প্রকৃত আর্ত্তি নাই, লোক-দেখান অভিনয়-মাত্র আছে, কৃষ্ণমায়া তাঁহাদিগকেই বঞ্চনা করেন।' ইহা বলিয়া মহাপ্রভু রঘুনাথকে বিদায় দিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন জানিয়া রঘুনাথ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপস্থিত হইবার জন্য গৃহ হইতে পুনঃ পুনঃ পলাইয়া যাইতে লাগিলেন। অবশেষে গোবর্দ্ধনপন্থী পুত্রকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য পতির নিকট জানাইলেন। গোবর্দ্ধনদাস পুত্রের প্রেমোন্মাদ জানিতে পারিয়া পত্নীকে বলিলেন,—

"ইন্দ্রসম—ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী—অপ্সরা-সম।
এসব বাঁধিতে নারিলেক যাঁ'র মন॥
দড়ির বন্ধনে তাঁ'রে রাখিবা কেমতে?
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হঞাছে ইহারে।
চৈতন্যপ্রভুর বাতুল কে রাখিতে পারে?"

এইরূপে প্রভুপ্রেমে আত্মহারা রঘুনাথ প্রভুচরণ-লাভের উদ্দেশ্যে ব্যাকুল হইয়া গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রশস্তপথ ছাড়িয়া উপ-পথ ও বিভিন্ন কুগ্রামের মধ্য দিয়া নীলাচলাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। সারাদিন উপবাসী—ক্ষুধাতৃষ্ণা বোধ নাই, রৌদ্রবৃষ্টি জ্ঞান নাই, রঘুনাথ নিরন্তর চলিতেছেন—সমস্ত চিত্ত চৈতন্যচরণপ্রাপ্তির জন্য তৃষ্ণাতুর। পথে রঘুনাথ কোনদিন কিছু চর্ব্বণ করিয়া থাকেন, কোনদিন বা সারাদিন উপবাসের পর কিছু দুগ্ধ পান করেন, কোন দিন বা কোন অতিথিবৎসল, করুণহৃদয় সুকৃতিশালী মহাত্মার অনুরোধে কিছু রন্ধন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন, এইভাবে দ্বাদশ দিনে রঘুনাথ শ্রীপুরুষোত্তমে উপনীত হইলেন। পথে রঘুনাথের তিন দিন মাত্র অন্নভোজন হইয়াছিল।

রঘুনাথ নীলাচলে উপস্থিত হইয়া দেখেন, তাঁহার প্রাণপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীস্বরূপাদি ভক্তগণের সহিত উপবিষ্ট আছেন। রঘুনাথ দূরে থাকিয়া প্রভুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন, মহাপ্রভুও আনন্দিত হইয়া রঘুনাথকে নিকটে ডাকিলেন। রঘুনাথ তাঁহার ক্ষুধার অন্ন—পিপাসার জল—জীবনের জীবাতুস্বরূপ প্রভুর শ্রীচরণ স্পর্শ করিলেন। প্রভু উঠিয়া রঘুনাথকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। রঘুনাথ ক্রমে ক্রমে স্বরূপাদি ভক্তগণের চরণ বন্দন করিলে সকলেই প্রীতির সহিত রঘুনাথকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। নিত্যসিদ্ধ নিজ-জন রঘুনাথের গৃহত্যাগ উপলক্ষ করিয়া মহাপ্রভু অনর্থযুক্ত ভক্তিসাধককে শিক্ষা দান করিলেন,—"প্রভু কহে,—কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে। তোমারে কাড়িল বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্ত হৈতে॥" এদিকে ঐকান্তিক গৌরকৃষ্ণৈকনিষ্ঠ রঘুনাথ মনে মনে ভাবিলেন,—"* * কৃষ্ণ নাহি জানি। তব কৃপা কাড়িল আমা,—এই আমি মানি॥"

মহাপ্রভু রঘুনাথকে দেখিয়া ভক্তগণের নিকট হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের চরিত্র সম্বন্ধে বলিলেন যে, যদিও হিরণ্য-গোবর্দ্ধন ব্রাহ্মণে যথেষ্ট শ্রদ্ধাযুক্ত এবং ব্রাহ্মণের প্রতি প্রচুর বদান্য, তথাপি ঐরূপ দেহাত্মবুদ্ধিপ্রসূত অন্নাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানমিশ্র অথচ অপ্রতিকূল বিষ্ণুবৈষ্ণব-আনুগত্যাভাস বা লৌকিকী শ্রদ্ধা শুদ্ধভক্তি নহে। উহা কনিষ্ঠাধিকার-মাত্র—

"যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে, ব্রাহ্মণের সহায়।
'শুদ্ধবৈষ্ণব' নহে, 'বৈষ্ণবের প্রায়'॥
তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা-অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায়, যা'তে হয় ভববন্ধ॥
হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিলা তোমা'।
কহন না যায় কৃষ্ণকৃপার মহিমা॥"

যে মহাপ্রভু একদিন তপনমিশ্র-নন্দন শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুকে "বৃদ্ধ মাতা-পিতার যাই' করহ সেবন।" (চৈঃ চঃ অন্ত্য, ১৩।১১৩)—এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, আজ তিনিই আবার শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর ব্রাহ্মণ-সহায় পিতা-মাতা ও সুন্দরী ভার্য্যা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কৃষ্ণানুসন্ধানের আদর্শকে কৃষ্ণকৃপার মহিমা বলিয়া স্থাপন করিলেন কেন? পুত্রের কাছে তাহার সম্মাননীয়, পূজনীয় পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতকে 'বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তের কীড়া' বলা প্রাকৃত নীতিবাদীর চক্ষে অতি গর্হিত, কিন্তু মহাপ্রভু এ আদর্শ দেখাইলেন কেন? আর পতিপ্রাণা-ভার্য্যার প্রাণে নিরতিশয় কষ্ট প্রদান করিয়া রঘুনাথের গৃহত্যাগকেই বা মহাপ্রভু অনুমোদন করিলেন কেন?

মহাপ্রভু তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পার্ষদভক্ত রঘুনাথের দ্বারা আমাদের ন্যায় অনর্থগ্রস্ত জীবকে বহু বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন। যাঁহারা মাতা-পিতার সদাচার, দেব-দ্বিজে ভক্তি, দান-ধ্যান, পূর্ণকর্ম্ম প্রভৃতির দোহাই দিয়া বিষয়াসক্ত মাতাপিতার সেবার ছলে বিষয়ভোগকেই 'কৃষ্ণসেবা' বলিয়া আত্মবঞ্চনা ও লোক-বঞ্চনা করিতে চাহেন, অথবা ভার্য্যার কামে মুগ্ধ হইয়া ভার্য্যার ভক্তির কল্পনা করেন এবং ঐরূপ কল্পিতা ও আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণময়ী মিথ্যা ভক্তিতে ভার্য্যাকে অবস্থিত করিয়া ভার্য্যার অকপটভক্ত হইয়া পড়েন, সেইসকল অনর্থযুক্ত কপট ভক্তগণকে কৃপা করিবার জন্যই নিত্যসিদ্ধ নিজ-জন রঘুনাথের প্রতি মহাপ্রভুর এইসকল উপদেশ।

রঘুনাথ ভট্টকে বৃদ্ধ মাতাপিতার সেবা করিবার নিমিত্ত মহাপ্রভুর উপদেশ প্রদান—'বিষয়াসক্ত, অন্যাভিলাষযুক্ত বা বৈষ্ণবপ্রায় মাতাপিতার সেবাশিক্ষা প্রচার নহে। তপন-মিশ্র মহাপ্রভুর একান্ত দাস ছিলেন। তিনি মহাভাগবত, তপনমিশ্রের সহধর্ম্মিণীও মহা-প্রভুতে ঐকান্তিক ভক্তিবিশিষ্টা ছিলেন; মহা-প্রভুর কাশীতে অবস্থানকালে তাঁহারা উভয়েই সর্ব্বপ্রযত্নে মহাপ্রভুর সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিত্যকাল মহাপ্রভুর সেবা করেন। তাঁহারা শ্রীল রঘুনাথ দাস প্রভুসরের মাতা-পিতৃনামধারিগণের ন্যায় পুত্রে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট, বিষয়াসক্ত বা 'বৈষ্ণবের প্রায়' নহেন। তপন-মিশ্র সপরিবারে মহাপ্রভুর নিত্যভক্ত—মহাভাগবত। সুতরাং শ্রীরঘুনাথ ভট্টের প্রতি মাতাপিতার সেবার জন্য আদেশ—গৌরভক্ত, মহাভাগবত বৈষ্ণবসেবার ফলে গৌরচরণসেবা লাভের আদর্শই জগতে স্থাপন। মহাপ্রভু ফলের দ্বারাই কারণ জানাইয়াছেন

বহির্ম্মুখ বা ছলভক্ত জগতে ভক্তাভাস মাতাপিতার সেবার নামে বিষয়-ভোগ-প্রবৃত্তির অনুশীলন-ফলে—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥" প্রভৃতি লৌকিক নীতিবাক্যের আচরণ ফলে স্বর্গাদি পুণ্যময় অনিত্য কুবিষয় ভোগ লাভ করিতে পারে, কিন্তু মহাপ্রভু রঘুনাথ ভট্টকে সেরূপ শিক্ষা দেন নাই—রঘুনাথ ভট্টের দ্বারা মাতাপিতার সেবা ফলে অধিকতর বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। মহাপ্রভু রঘুনাথভট্টকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং মাতাপিতার শ্রীধামপ্রাপ্তির পর বৃন্দাবন যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস প্রভুর আদর্শদ্বারা মহাপ্রভু অভক্তি-নীতিবাদি-গণকে জানাইলেন,—

"'কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি'।
দেব-ঋষি-পিতৃদিগের ঋণী নহে তিঁহো॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথকে নিজ দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীল স্বরূপের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সেই দিন হইতে শ্রীল রঘুনাথ দাস প্রভু 'স্বরূপের রঘু' বলিয়া খ্যাত হইলেন। একদিন রঘুনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে তাঁহার কর্ত্তব্য কি জানিবার জন্য প্রার্থনা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু রাগানুগা ভক্তিধারীয় আচার উপদেশমুখে কহিলেন,—

"গ্রাম্য কথা না শুনিবে,
গ্রাম্যবার্ত্তা না বলিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥
অমানি মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

প্রভুর শ্রীমুখ হইতে রঘুনাথ এই উপদেশামৃত কর্ণাঞ্জলিপুটে পান করিলেন এবং হৃৎস্বর্ণসম্পুটে ধারণপূর্ব্বক মহাপ্রভুর চরণে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইলেন। মহাপ্রভু রঘুনাথকে কৃপালিঙ্গন-পূর্ব্বক পুনরায় শ্রীল স্বরূপের হস্তে সমর্পণ করিলে রঘুনাথ শ্রীল স্বরূপের আনুগত্যে একান্তভাবে শ্রীগৌরকৃষ্ণ-সেবা করিতে লাগিলেন।

আর একদিন মহাপ্রভু রঘুনাথকে শিক্ষা করিয়া সাধক বা আমাদের ন্যায় অনর্থযুক্ত জীবকে উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন,—

"বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হইলে, নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥
বিষয়ীর অন্ন হয় রাজস-নিমন্ত্রণ।
দাতা, ভোক্তা—দোহার মলিন হয় মন॥"

মহাপ্রভু রঘুনাথকে শিলারূপী শ্রীগিরিধারী-বিগ্রহ ও মালারূপিণী শ্রীগান্ধর্ব্বা প্রদান করিয়া বলিলেন,—"রঘুনাথ, এই গোবর্দ্ধন-শিলা সাক্ষাৎ কৃষ্ণবিগ্রহ, তুমি পরম আদরের সহিত ইঁহার সেবা কর।" সেবার প্রণালী-সম্বন্ধে জানাইলেন,—

"এক কুঁজা জল, আর তুলসী-মঞ্জরী।
সাত্ত্বিক সেবা এই—শুদ্ধভাবে করি'॥
দুইদিকে দুইপত্র, মধ্যে কোমল-মঞ্জরী।
এইমত অষ্টমঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি'॥"

রঘুনাথ স্বয়ং মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে প্রদত্ত শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী পাইয়া প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া ভাবসেবা করিতে লাগিলেন—সেবাকালে তিনি শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলাকে সাক্ষাৎ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে দর্শন করিতে লাগিলেন।

নিখিল ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকুলের গুরু, নিজ-শ্রেষ্ঠ মহাভাগবতবর রঘুনাথকে মহাপ্রভু কনিষ্ঠাধিকারোচিত অর্চ্চন প্রদান করেন নাই, পরন্তু শ্রীরাধাগোবিন্দের শুদ্ধসাত্ত্বিক ভাবসেবা প্রদান করিয়াছিলেন,—"এই শিলায় কর

তুমি সাত্ত্বিক সেবন। অচিরাৎ পা'বে তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন॥" গুণার্ণবমিশ্রের শালগ্রামবিষ্ণু-অর্চ্চন, আর রঘুনাথের পরমশ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধন-গিরিধারীর ও গুঞ্জামালারূপিণী স্বীয় ঈশ্বরী গান্ধর্ব্বা'র ভাবসেবা—এক নহে। গুণার্ণব-মিশ্র প্রাকৃত-বুদ্ধিবিশিষ্ট, শুদ্ধবৈষ্ণব নহেন। গুণার্ণব-মিশ্রের শালগ্রামে শিলাবুদ্ধি অথবা শ্রীশালগ্রামকে ভূমিজাত বস্তুজ্ঞানেই তাহাতে লৌকিকী পূজ্যবুদ্ধিমাত্র ছিল, কিন্তু মহা-ভাগবত রঘুনাথ ভাবসেবা করিতে করিতে,—

"পূজাকালে দেখে শিলায় ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
প্রভুর স্বহস্ত দত্ত গোবর্দ্ধন-শিলা।
এই 'স্তম্ভি' রঘুনাথ প্রেমে ভাসি' গেলা॥
জলতুলসীর সেবায় যত সুখোদয়।
ষোড়শ উপচার-পূজায় তত সুখ নয়॥
আনন্দে রঘুনাথের বাহ্য-বিস্মরণ।
কায়মনে সেবিলেন গৌরাঙ্গ-চরণ॥"

—এইরূপে রঘুনাথ মহাপ্রভুর সেবিত গোবর্দ্ধন-গুঞ্জামালা—রাগময়ী সেবার চিন্নীলা-মিথুনবিগ্রহের ভাব-সেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিলেন।

শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু বৈরাগ্য-যুগ-ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে নিত্য অভিষিক্ত—বৈরাগ্য-বিপ্রলম্ভপ্রীতে নিত্য বিভাবিত। তাঁহার বৈরাগ্য অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভের পরাকাষ্ঠা। তাঁহার বৈরাগ্যবিচার তিনি স্বরচিত 'বিলাপ কুসুমাঞ্জলি'তে এইরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন,—

"আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈর্ব্রজেন চ বরোরু বকারিণাপি॥"

অর্থাৎ হে বরোরু, মৃদীশ্বরী গান্ধর্ব্বিকে, আমি এতদিন আশা-প্রাচুর্য্যের অমৃতসিন্ধুতে অতি কষ্টে কালাতিপাত করিয়াম, ইহা নিশ্চয় জানিও। এখনও তুমি যদি আমাকে কৃপা না কর, তবে এ পোড়া প্রাণ, ব্রজবাস এবং অধিক কি, বকশত্রু শ্রীকৃষ্ণেও আমার প্রয়োজন নাই।

এরূপ বৈরাগ্যবিবেক নৃলোকে হয় না। বায়ু-ভক্ষণকারী বিজিতনিদ্র যোগি-তপস্বিগণ অনাহারে অনিদ্রায় যুগ-যুগান্তর কাটাইলেও তাহার সহিত বিপ্রলম্ভ-বপু রঘুনাথের অনুক্ষণ এইপ্রকার কৃষ্ণভজন-আদর্শের কোটাংশের একাংশেরও তুলনা হইতে পারে না। শ্রীল রঘুনাথের বৈরাগ্য—অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভের পরাকাষ্ঠা। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

অনন্তগুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম,—যেন পাষাণের রেখা॥
বৈরাগ্যের কথা তাঁ'র অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না দিলা জিহ্বায় রসের স্পর্শন॥
ছেঁড়া-কানি, কাঁথা বিনা না পরেন বসন।
সাবধানে প্রভুর যৈছে আজ্ঞার পালন॥
প্রাণরক্ষা লাগি' যে-যা করেন ভক্ষণ।
তাঁহা খাঞা আপনারে করে নিবেদন॥
সাড়ে সাত প্রহর যায় কীর্ত্তন-স্মরণে।
সবে চারিদণ্ড আহার-নিদ্রা কোন দিনে॥"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু স্বীয় প্রভু রঘুনাথের বৃন্দাবনীয় দৈনিক কৃত্য সরল,-মধুর ছন্দে এইরূপ গাহিয়াছেন,—

"অন্নজল ত্যাগ কৈল অল্প কথন।
পল দুই-তিন মাঠা করেন ভক্ষণ॥
সহস্র দণ্ডবৎ করে, লয় লক্ষনাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবের নিত্য পরণাম॥
রাত্রি-দিনে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন॥
তিন-সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে পতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবেরে আলিঙ্গন দান॥
সার্দ্ধসপ্তপ্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারিদণ্ড নিদ্রা, সেহ নহে কোন দিনে॥
তাঁহার সাধনরীতি শুনিতে চমৎকার।
সেই রূপ-রঘুনাথ প্রভু যে আমার॥"

(চৈঃ চঃ আ ১০।৯৮-১০৩)

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব

প্রশ্ন—শ্রীগৌরাঙ্গের যুগল কি প্রণালীতে হয়?

উত্তর—গৌরাঙ্গের যুগল দুইপ্রকার—অর্চ্চন-মার্গে একপ্রকার ও ভজনমার্গে অন্যপ্রকার। অর্চ্চনমার্গে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া পূজিত হন, আর ভজনমার্গে—শ্রীগৌর-গদাধর।

প্রঃ—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীগৌরাঙ্গের কোন্ শক্তি?

উঃ—ভক্তগণ সাধারণতঃ তাঁহাকে 'ভূ-শক্তি' বলিয়া জানেন, তত্ত্বতঃ তিনি হ্লাদিনীর সার সমবেত সম্বিৎশক্তি অর্থাৎ ভক্তিস্বরূপিণী—শ্রীগৌরাবতারের শ্রীনামপ্রচারের সহায়স্বরূপে উদিতা হইয়াছিলেন। শ্রীনবদ্বীপধামের নয়টি দ্বীপ যেরূপ নববিধা ভক্তিস্বরূপ, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীও তদ্রূপ নববিধা ভক্তি-স্বরূপা।

প্রঃ—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া কি লক্ষ্মী? না—শ্রীমতীর অংশ?

উঃ—শ্রীগৌর বিষ্ণুর লীলায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর অংশাবতাররূপে মূর্ত্তিমতী প্রেমভক্তিস্বরূপিণী হইয়া শ্রীবার্ষভানবীর (শ্রীমতী রাধারাণীর) আনুগত্যে শ্রীরাধাভাববিভাবিত ব্রজেন্দ্রনন্দনের বিপ্রলম্ভ-লীলার পুষ্টিকারিণী। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-লীলায় বাধাপ্রদান-জনিত সম্ভোগময়ী কোন ধারণার লেশমাত্র তথায় নাই। শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া দেবীর প্রতি অতি ভক্তি দেখাইতে গিয়া যাঁহারা তাঁহাকে নীলাচলে কাশীমিশ্র-ভবনস্থ গম্ভীরার মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত মিলন করাইবার জন্য ব্যস্ত, তাঁহারা শ্রীগৌর-সুন্দর ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া—উভয়েরই শ্রীপাদপদ্মে মহাপরাধী—শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধী, রসাভাস দুষ্ট, অত্যন্ত নিন্দনীয় প্রাকৃত-সহজিয়া। শ্রীগৌর-নারায়ণ ও শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয় বস্তুতঃ এক অন্বয়জ্ঞান হইলেও উভয় প্রাকট্যের মধ্যে লীলাগত বৈশিষ্ট্য আছে,—লীলার পৃথক্ প্রকোষ্ঠও আছে। তাঁহাদের সেই লীলা বৈশিষ্ট্যের উপর হস্তক্ষেপ করিবার মূর্খতা ও ধৃষ্টতা সম্পূর্ণরূপে গর্হণীয়।

প্রঃ—শ্রীসত্যভামাই কি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী?

উঃ—কেহ কেহ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে বহুবল্লভ দ্বারকেশ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া পত্নী বাম্যস্বভাববিশিষ্টা শ্রীসত্যভামা বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু তাঁহাতে বৈশিষ্ট্য এই যে পূরমহিষী শ্রীশ্রীরুক্মিণী-সত্যভামার গর্ভে যেমন শ্রীকৃষ্ণের ঔরসজাত সন্তানের আবির্ভাব হইয়াছিল, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সম্বন্ধে তাদৃশ কোন লীলার প্রাকট্য না থাকায় তিনি মর্য্যাদামার্গে শ্রীগৌরনারায়ণের লীলার লক্ষ্মীস্বরূপেই বিচার্য্য হইয়া থাকেন। শ্রীগৌর-নারায়ণের লীলায় পূরের ন্যায় বহুবল্লভত্ব দৃষ্ট হয় না।

প্রঃ—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীরাধাতত্ত্বে পার্থক্য কি?

উঃ—'শ্রীচৈতন্যভাগবত'কার (চৈঃ ভাঃ-আদি, ১০।৪৮) ও শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'কার (৪৩ সংখ্যায়) শ্রীবল্লভাচার্য্যকে একাধারে জনক ও ভীষ্মক এবং তাঁহার কন্যা শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীকে জানকী ও রুক্মিণীর একত্র-স্বরূপে লক্ষ্মী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আবার শ্রীচৈতন্যভাগবতে (আদি ১৫।৫৯) শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীরুক্মিণীরূপেও বর্ণিতা আছেন, যথা—"যেন কৃষ্ণে, রুক্মিণীত অন্যোন্যে উচিত। সেই মত বিষ্ণুপ্রিয়া, নিমাঞি পণ্ডিত॥"

'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় শ্রীসনাতন মিশ্রকে কৃষ্ণলীলার সত্রাজিৎ নৃপরূপে এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে জগন্মাতা ভূ স্বরূপিণী সত্যভামাস্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন। সত্যভামা ও রুক্মিণী শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর অবতার হওয়ায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকেও শ্রীবার্ষভানবীর অবতার বলা যাইতে পারে। শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়াকে অংশিনী রাধা বলিয়া শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াকে যাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণ বর্ণিত চাহেন, তাঁহারা উভয় লীলার বৈশিষ্ট্য-ধ্বংস-প্রয়াস-হেতু উভয় স্থলেই ঘোরতর অপরাধী হন। শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীগৌর-সুন্দরের নাগরত্ব কোথাও নাই।

"অতএব যত মহামাহেশ্বর-সকলে।
গৌরাঙ্গ-নাগর, হেন তত্ত্ব নাহি বলে।"

—ইহাই শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীমুখের কথা।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টকালীয় লীলাস্মরণ-প্রসঙ্গে যে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তোন্যে সম্ভাষণ বর্ণন করিয়াছেন, বলিয়া কথিত হয়, তাহাতেও শ্রীস্বামী-গৌর-নারায়ণ লীলাবৈশিষ্ট্য উল্লঙ্ঘিত হইবার কোন কথা নাই। শ্রীরুক্মিণীর পণ্ডিত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে শ্রীরাধা' বলিয়াছেন বলিয়া একটি কথা গৌরনাগরী-সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে। শুদ্ধগৌরভক্তগণ জানেন—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদ্বারা কখনও শ্রীমন্মহাপ্রভুর গার্হস্থ্যলীলা ও সন্ন্যাস লীলার বৈশিষ্ট্য উল্লঙ্ঘিত হইতে পারে না। অংশিনী শ্রীরাধারই বিষ্ণুপ্রিয়ারূপ অংশাবতার, ইহাতে তিনি শ্রীরাধা ব্যতীত আর কে? কিন্তু শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলার সহিত শ্রীরাধা-ভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণচন্দ্রের বিপ্রলম্ভলীলার ও শ্রীগৌরনারায়ণ লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া-লীলার চিন্ময় বিচিত্রতা ও বৈশিষ্ট্য নিত্য বিদ্যমান।

প্রঃ—বিষ্ণুপ্রিয়া কি আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন?

উঃ—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর, শ্রীবাসাদি সকলেই আচার্য্য—শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গবিগ্রহ—স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দরই। তবে বৈশিষ্ট্য এই যে—শ্রীগৌরসুন্দর আচার্য্য হইলেও আচার্য্যগণের প্রভু। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈতাদির (প্রকৃতত্ত্ব হইয়াও) সর্ব্বক্ষণ 'দাস'-অভিমান প্রবল। শ্রীগৌরবিষ্ণুস্বরের প্রেমভক্তি স্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়ার কৃপায় লেশমাত্র লাভ হইলে জীব ধন্যাতিধন্য হয়, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবানুগত্যে জীবের নামভজননিষ্ঠা বর্দ্ধিত হয়। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীই শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভলীলায় নামভজন-শিক্ষাদাত্রী আদর্শ আচার্য্যা। শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য ঠাকুর যখন নীলাচলে মহাপ্রভুর অন্তর্ধান লীলার অব্যবহিত পরে শ্রীগদাধর গোস্বামী প্রভুর দর্শন পাইয়া তাঁহার আদেশে শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করেন, তখন শ্রীল আচার্য্য ঠাকুর শ্রীধাম মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ও বৃদ্ধবৈষ্ণব শ্রীঈশান প্রভুর দর্শন পাইয়াছিলেন। 'ভক্তি-রত্নাকর' (৬ষ্ঠ তরঙ্গ) ও 'প্রেমবিলাস'-গ্রন্থে এইসকল ঘটনা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তণ্ডুলে সংখ্যা রাখিয়া নাম করিতেন। (অর্থাৎ ষোলনাম বত্রিশ-অক্ষর উচ্চারণান্তে একটি তণ্ডুল রক্ষণ করিতেন। দুইটি নূতন মৃৎপাত্রের একটি শূন্য, অপরটিতে তণ্ডুল থাকিত। যে কয়টি তণ্ডুল হইত, তাহা তিনি রন্ধন করিয়া মহাপ্রভুকে ভোগ দিয়া, তাহার কিয়দংশ মাত্র প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। প্রসাদগ্রহণকালেও বিপ্র-লম্ভের সহিত নাম গ্রহণ করিতেন। এইরূপে তাঁহার দিবারাত্র নামভজনে অতিবাহিত হইত।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'খেতরী'তে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় 'প্রিয়া'-সহ ছয়বিগ্রহ (গৌরাঙ্গ, বল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজমোহন, রাধাকান্ত, রাধারমণ) স্থাপনের কথা 'ভক্তি-রত্নাকর' (১০ম ও ১২শ তরঙ্গ), 'প্রেমবিলাস' (১৯শ বিলাস), নরোত্তম বিলাস' (৬ষ্ঠ বিলাস) প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে। শ্রীখণ্ডের শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের আজ্ঞাক্রমে শ্রীরঘুনন্দন-নন্দন

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

শ্রীল ঠাকুর কানাই শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তির বামে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সেবা প্রকট করেন বলিয়াও শুনা যায়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও ১৩০০ বঙ্গাব্দের ৯ই চৈত্র, (ইং ১৮৯৪, ২১শে মার্চ্চ) বুধবার ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা প্রকট করেন।

প্রঃ—শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব-সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন?

উঃ—শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার গয়া-গমনের পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত যে লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পরম ঐশ্বর্য্যপর অধোক্ষজ নারায়ণ-লীলাই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর গার্হস্থ্য লীলায় তিনি তাঁহার নারায়ণস্বরূপই প্রকাশ করিয়াছেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া ও গৌরের গার্হস্থ্যলীলাকে বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীনারায়ণ-লীলা বলিয়াই জানিতে হইবে। যিনি পূর্ব্বে মিথিলাধিপতি রাজা জনক ছিলেন, তিনিই গৌরাবতারে বল্লভাচার্য্য, সেই বল্লভাচার্য্যের কন্যাই লক্ষ্মীপ্রিয়া। জানকী ও রুক্মিণী—এই দুই একত্রে মিলিয়া লক্ষ্মীনাম্নী তাঁহার এক কন্যা হন। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তি-স্বরূপ প্রকাশিত হইবার প্রাক্‌কালে শ্রীলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইলেন অর্থাৎ প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া যখন পরিবর্দ্ধিতা হইতেছিলেন, তখন শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া শ্রীগৌরনারায়ণের সেবিকা-রূপে বিরাজিতা ছিলেন, ক্রমে সেই প্রেম-ভক্তি যখন পরিবর্দ্ধিতা হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাযোগ্যা হইলেন, তখন শ্রীলক্ষ্মীদেবী অন্তর্হিতা হইলেন।

তত্ত্ববিচারে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী—ভূ-শক্তি-স্বরূপিণী। 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশে' শ্রীকবিকর্ণপুর লিখিয়াছেন যে, পুরাকালে যিনি সত্রাজিৎ রাজা ছিলেন, তিনি গৌরাবতারে রাজপণ্ডিত সনাতন-নামে অভিহিত হইয়াছেন। ভূ-শক্তি-স্বরূপিণী জগন্মাতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ইঁহারই কন্যা। 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়'-নাটকে শ্রীকবি-কর্ণপুর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে পৃথিবীর অংশরূপা বলিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তির সহায়তাকারিণী। শ্রীগৌরসুন্দর রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তনু, সুতরাং ভক্তবাৎসল্য-বিধায়িনী জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবিকা বলা যাইতে পারে। তাঁহাকে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর একজন ভক্তা বা সহচরী বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। শ্রীগৌরসুন্দর আদি-লীলায় অর্থাৎ গয়া-গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নারায়ণ-স্বরূপ। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি বৈধপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। গয়া হইতে প্রত্যাগত হইবার পরও তিনি যে লীলা দেখাইয়াছেন, তাহাও অনেকটা মিশ্রভাবাপন্ন অর্থাৎ তাহাতে ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ বর্ত্তমান রহিয়াছে।"

প্রঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্যের বৈশিষ্ট্য কি?

উঃ—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সাক্ষাৎ প্রেম-ভক্তিস্বরূপিণী। তাঁহার কৃপা ব্যতীত প্রেম-ভক্তি লাভ হয় না। শ্রীগৌর নারায়ণ-লীলায় তিনি গৌরনারায়ণের ভূ-শক্তি-স্বরূপিণী। গৌরনারায়ণে তাঁহার মর্য্যাদা-বুদ্ধি, তথায় দাস্যভাবই প্রবল—অপ্রাকৃত বৈধপত্নী-ভাব। প্রাকৃত পতি-পত্নীভাবের কোন কথা সেখানে নাই। তিনি শ্রীগৌর-গৃহের গৃহিণী। তাঁহার আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেই জীবের প্রাকৃত স্ত্রী-পুং-বিচারজনিত জড়ীয় ভোগ্য-ভোক্তৃ প্রধান সংসার দূরীভূত হইয়া শ্রীগৌরগৃহে প্রবেশাধিকার হয় এবং তথায় শ্রীনামহট্টের সম্মার্জ্জনীরূপে সেবালাভের আকাঙ্ক্ষা চিত্তে উদিত হইয়া থাকে।

বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তির সহায়কারিণী বিপ্রলম্ভ-রসপরিপোষণকারিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে সন্ন্যাস-লীলা প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বে শ্রীগৌরসুন্দর উপদেশ করিয়াছিলেন,—"তোমার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, সার্থক করহ ইহা, মিছা শোক না করিহ মনে। এ তোরে কহিলু কথা, দূর কর আন চিন্তা, মন দেহ কৃষ্ণের চরণে॥" (শ্রীচৈতন্যমঙ্গল) জগন্মাতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী এই উপদেশ সাদরে গ্রহণ করিয়া বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণান্বেষণ চেষ্টার এইরূপ অনুসরণ করিয়াছেন,—

"কদাচিৎ নিদ্রা [illegible] শয়ন ভূমিতে॥
কনক জিনিয়া অঙ্গ, সে অতি মলিন।
কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর শশীর প্রায় ক্ষীণ॥
হরিনাম-সংখ্যা পূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
সে তণ্ডুল পাক করি' প্রভুরে অর্পয়॥
তাঁহারই কিঞ্চিন্মাত্র করেন ভক্ষণ।
কেহ না জানয়ে, কেনে রাখয়ে জীবন॥
(শ্রীভক্তিরত্নাকর—৪র্থ তরঙ্গ)

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আনুগত্য করিতে হইলে এইরূপ বিপ্রলম্ভভাবের অনুসরণ করিয়া নিষ্কপট হরিভজন করিতে হইবে।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী-প্রদর্শিত ভজনাদর্শ-অনুসরণে নিষ্কপট দৃঢ়তার উদয় হইলে আমরা শ্রীগৌরধামে শ্রীগৌরজনসঙ্গে শ্রীগৌরস্মরণ-মহোৎসবে যোগদান করিবার সৌভাগ্য বরণ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর-প্রকটিত সংকীর্ত্তনরাস-স্থলীর সংকীর্ত্তন-মহাযজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদান-পূর্ব্বক তৎসন্নিহিত-প্রদেশে শ্রীচৈতন্যসরস্বতী-প্রকটিত অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগারের নিয়ামক শ্রীল আচার্য্য-পাদপদ্মে সেবকানু-সেবক হইবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুভাবসর লাভ করিব। শুদ্ধভক্তি-স্বরূপিণী জগন্মাতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী দীনাতিদীন আমাদের প্রতি তাঁহার অহৈতুক কৃপাশীর্ব্বাদ প্রদান করুন—অদ্যকার শুভবাসরে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে যুক্তকরে ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বিবিধ সংবাদ

বিমান-আক্রমণ-সঙ্কেত

সাইরেণ ও বংশী-ধ্বনির সাহায্যে জনসাধারণকে বিপদের আশঙ্কা জ্ঞাপন করা হইবে। ওয়ার্ডেন, পাহারাদার ইত্যাদি স্ব-স্ব উপ-অঞ্চলে হুইসেল ধ্বনি করিবেন। বিমান-আক্রমণ সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য দুই মিনিট কাল স্থায়ী সঙ্কেতজ্ঞাপক শব্দ করা হইবে। শব্দের উঠা-নামা হইবে। প্রত্যেকটা স্তর ৩ হইতে ৮ সেকেণ্ড স্থায়ী হইবে অথবা ৩ সেকেণ্ড পর পর ৫ সেকেণ্ড অবিরাম ধ্বনি করা হইবে। অনেক ক্ষেত্রে সঙ্কেতধ্বনি পরিষ্কারভাবে শোনা যাইবে না বলিয়া দৃশ্যমান সঙ্কেত ব্যবহৃত হইবে, যথা উভয় হাত মাথার উপরের দিকে তুলিয়া নাড়াচাড়া করা হইবে।

আগুনে বোমার আক্রমণের সময় হুইসেল পর পর শব্দ করা হইবে।

আক্রমণকারীদের প্রস্থানে একটা স্থির মাত্রায় দুই মিনিট কাল স্থায়ী অবিরাম সঙ্কেত-জ্ঞাপক ধ্বনি ও ৫ সেকেণ্ড পর পর হুইসেল-ধ্বনি হইবে।

গ্যাস সতর্কতার জন্য হাতের সাহায্যে এক মিনিট কাল ঠক্ ঠক্ শব্দ করা হইবে। মিলিটারী ইউনিটের জন্য একটি পালি ১৮ পি আর কার্ত্তুজের খাপে প্রায় ১ মিনিট কাল শব্দ করা হইবে।

নিরাপত্তা-জ্ঞাপনের জন্য হাতে ঘণ্টা-ধ্বনি করা হইবে। মিলিটারী ইউনিটের জন্য "আক্রমণকারীদের প্রস্থানে" যে হুইসেল ধ্বনি করা হয়, এ ক্ষেত্রেও উহার পুনরাবৃত্তি হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কণ্ট্রোলারের অফিস

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কণ্ট্রোলারের অফিস বহরমপুরে স্থানান্তরিত করা সম্ভব কিনা, উহা পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহকারী কণ্ট্রোলার ডাঃ এ পি দাশগুপ্ত এবং ডাঃ নলিনাক্ষ স্যান্যাল বহরমপুর গিয়াছিলেন। তাঁহারা গত শনিবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। সিণ্ডিকেট শীঘ্রই প্রশ্নটি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। প্রকাশ, বহরমপুরে কণ্ট্রোলারের অফিস স্থানান্তরিত করা সম্ভব হইবে। অফিস স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা করা গেলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহ আর স্থগিত রাখার প্রয়োজন হইবে না।

রেঙ্গুণ হইতে দুই হাজার আশ্রয়প্রার্থী

গত ১৫ই জানুয়ারী রেঙ্গুণ হইতে আর প্রায় ২০০০ হাজার আশ্রয়প্রার্থী লইয়া এক জাহাজ চট্টগ্রামে আসিয়াছে। আশ্রয়প্রার্থীদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। ১৩ই জানুয়ারী তারিখে জাহাজখানি রেঙ্গুণ পরিত্যাগ করিয়াছিল।

আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে প্রায় ১৮০০ জন চট্টগ্রাম পৌঁছিয়াই বোম্বাই ও পাঞ্জাবের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

ব্রহ্ম হইতে আকিয়াব ও কক্সবাজার হইয়া প্রত্যহই বহু আশ্রয়প্রার্থী চট্টগ্রামে আসিতেছে।

ঢাকার পিউনিটিভ ট্যাক্স

দীর্ঘস্থায়ী সাম্প্রদায়িক গোলযোগের জন্য ঢাকা নগরীতে নয়মাসের জন্য অতিরিক্ত পুলিশ স্থাপনের নির্দ্দেশ দিয়া যে আদেশ হয়, তাহা গত ৯ই জানুয়ারী শেষ হইয়াছে এবং উহা আর নবীভূত করা হয় নাই।

ঐ আদেশ গত বৎসর ১০ই এপ্রিল তারিখে তিন মাস কালের জন্য প্রথম বলবৎ করা হয়, কিন্তু পরে আরও দুইবার সমান নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নবীভূত করা হয়।

এই আদেশমূলে নগরে স্থাপিত অতিরিক্ত পুলিশের বাবত তিনলক্ষ টাকা ব্যয় পড়িবে উহা পিউনিটিভ ট্যাক্সরূপে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নাগরিকদের নিকট হইতে আদায় হইবে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট সমর-সজ্জা

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, মিঃ উইলিয়াম নুডসেনকে সমরোপকরণ উৎপাদন-বিভাগের ডিরেক্টার নিযুক্ত করা হইল। মিঃ নুডসেন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন পরিচালনা বিভাগের জয়েণ্ট ডিরেক্টার ছিলেন। তাঁহার উপর সমরোপকরণ উৎপাদনের বিরাট পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার ভার থাকিবে, বিশেষভাবে বিমান ট্যাঙ্ক, কামান ও গোলাগুলি উৎপাদনের জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

সমর বিভাগ হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্র আক্রান্ত হইবার পর মোটর গাড়ীর কারখানাসমূহকে ৩৫০ কোটি ডলার মূল্যের সমরোপকরণ সরবরাহের কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হইয়াছে। সাব কণ্ট্রাক্টর ও মোটর গাড়ীর অংশাদি প্রস্তুতকারীদের নিকট আরও বহু অতিরিক্ত অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বেই বহু অর্ডার-অনুযায়ী জিনিস তৈয়ারী আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীনাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সভায় কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ২১ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৯ই মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ২৩শে জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, শুক্রবার | ২৫৯তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ মাধব, নিদিগর্ভোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভু

অদ্য মাঘী শুক্লা সপ্তমী তিথি। এই তিথিতে 'গৌর-আনা' ঠাকুর ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু ভগবানের আদ্য পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু অর্থাৎ যে মহাবিষ্ণু মায়ার দ্বারা এই জড়-জগৎ সৃষ্টি করেন, যিনি জগৎকর্ত্তা, তাঁহারই অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু। শ্রীহরির সহিত অভেদ-তত্ত্ব বলিয়া তাঁহার নাম—'অদ্বৈত,' আর কৃষ্ণভক্তি উপদেশ করেন বলিয়া তিনি—'আচার্য্য'। সেই ভক্তি-শিক্ষক জগদাচার্য্যের শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত জীবগণের গৌরকৃষ্ণ-ভক্তিলাভের অন্য কোন উপায় নাই।

কারণার্ণবশায়ী পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু 'নিমিত্ত' ও 'উপাদান'—এই দুই মূর্ত্তিতে বিশ্বসৃষ্টি-কার্য্য করেন। তিনি 'নিমিত্তাংশে' মায়াতে ঈক্ষণ করেন এবং 'উপাদান' অদ্বৈতরূপে বিশ্বের সৃষ্টি-কার্য্য সম্পন্ন করেন। সত্ত্বতনু বিষ্ণু সকলের আদি ও স্বয়ং অনাদি। তাঁহার আদি বা জনক কেহ নাই, তথাপি তিনি বাৎসল্য-রসপুষ্টি ও বাৎসল্যরসের ভক্তগণের স্নেহরস বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত মূলে সকলের পিতা হইয়াও নিম্নভক্তের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন। কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু নিমিত্তরূপে এবং মহাবিষ্ণুর অবতার সদাশিব উপাদানরূপে মায়াতে বিরাজমান থাকিয়া জগৎসৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিলেও মায়াধীশত্ব-বশতঃ মায়াধীনত্ব স্বীকার করেন না। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা হইয়াও কখনও মায়ামুগ্ধ হন না। শ্রীহট্টের নিকট-বর্ত্তী নবগ্রামবাসী কুবের মিশ্রের গৃহে তদীয় পত্নী নাভাদেবীর গর্ভসিন্ধু হইতে মাঘমাসের এই শুক্লা সপ্তমী তিথিতে অতি শুভক্ষণে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু জগজ্জীবের নয়নগোচর হইয়াছিলেন।

কথিত আছে, বৈষ্ণবপ্রবর মহাদেবের মিত্র গুহ্যকেশ্বর কুবের কোন সময় শিবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। মহাদেব তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। কুবের মহাদেবের নিকট "আপনি আমার পুত্র হউন"—এই বর প্রার্থনা করেন। সেই গুহ্যকেশ্বর কুবেরই সদাশিবাবতার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর জনকাভিমানী শ্রীকুবের মিশ্র। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ভগবান্ হইতে 'অভিন্ন' বলিয়াই তিনি 'অদ্বৈত' এবং ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তি উপদেশ করেন বলিয়া তিনি 'আচার্য্য'। তাই ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য নিখিল ভক্ত বা বৈষ্ণব-জগতের গুরু। জগৎকে ভক্তি উপদেশ করাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য। আচার্য্য-প্রভু গৃহস্থ ভক্তের লীলাভিনয় করিয়াছেন এবং চতুর্থাশ্রমীর লীলা প্রদর্শন-কারী পরমহংসকুলরাজ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদকে গুরুরূপে অঙ্গীকার করিয়া জীবকে মহাভাগবত শুদ্ধবৈষ্ণব-গুরু-অঙ্গীকারের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু 'ভক্তিকল্পতরু'র একটী 'প্রধান স্কন্ধ।' তাঁহার আরও দুইটী নাম আছে। জগতের মঙ্গল বিধান করেন বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতের একটী নাম 'মঙ্গল', যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

"জগৎ-মঙ্গল অদ্বৈতমঙ্গল গুণধাম।
মঙ্গল-চরিত্র সদা 'মঙ্গল' তাঁ'র নাম॥"

তাঁহার অন্য নাম—'কমলাক্ষ', যথা,—

"কমল-নয়নের তিঁহো যা'তে 'অঙ্গ'-অংশ।
'কমলাক্ষ' বলি' ধরে নাম-অবতংস॥"

পিতামাতার গঙ্গাপ্রাপ্তির পর তিনি শ্রীবৃন্দাবন গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণারাধনায় নিমগ্ন হন, পরে নবদ্বীপে তাঁহার আবাধ্য বস্তু শ্রীরঙ্গের প্রকট-সময় জ্ঞাত হইয়া তৎপূর্ব্বেই শান্তিপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শান্তিপুরবাসীরা পরমানন্দে তাঁহার আবশ্যক গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং তাঁহার সম্মতিক্রমে বিশিষ্ট লোকেরা বিপ্রবর শ্রীনৃসিংহ ভাদুড়ীর 'শ্রী'ও 'সীতা'-নাম্নী দুইটী সর্ব্বগুণযুতা সুতার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে পরম যত্নে তথায় রক্ষা করেন। যোগমায়া ও তদীয়া প্রকাশমূর্ত্তি 'সীতা' ও 'শ্রী'রূপে অবতীর্ণা হইয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণী হন।

এই সময় প্রায় সর্ব্ব স্থানে শ্রীকৃষ্ণভক্তের অভাব এবং বহির্ম্মুখ জনগণের প্রভাব, তথা বাহ্যমুখী বিদ্যার বৃথা আড়ম্বর প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীঅদ্বৈতের অন্তর অত্যন্ত ব্যথিত হয়। তৎকালে নদীয়ায় শ্রীবাস পণ্ডিতাদি মাত্র দুই একজন একান্ত ভগবৎপরায়ণ ছিলেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভাক্তশাস্ত্রের সুষ্ঠু আলোচনায় কালাতিপাত করিতেন। আচার্য্য-প্রভু সন্ধান জানিয়া অমনি তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীবাসের আবাসের সন্নিকটে তিনি একটি বাসস্থান করিলেন, উহা শ্রীঅদ্বৈতের 'টোল বাড়ী'-নামে প্রসিদ্ধ। সেই টোলে শ্রীঅদ্বৈত কেবল শুদ্ধভক্তির কথা ব্যাখ্যা করিতেন এবং শ্রীবাস-ভবনে গিয়া গোপনে শ্রীকৃষ্ণরস-আস্বাদনে পরমানন্দ উপভোগ করিতেন, কিন্তু এমন অতুল অমূল্য নিধি এভাবে গোপন রাখিয়া আর তৃপ্তি হইল না, ভগবদ্বিমুখ জীবগণের দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। এদিকে যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভাগমনেরও যুক্তকাল উপস্থিত জানিয়া শ্রীঅদ্বৈত অবিলম্বে স্বীয় প্রভুর আগমন আকাঙ্ক্ষা করিয়া অহরহঃ তাঁহার শ্রীচরণ-উদ্দেশে গঙ্গাজল ও তুলসী দিয়া ব্রহ্মাণ্ডভেদী গভীর হুঙ্কারে তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপে শ্রীমায়াপুরে পরম শুভক্ষণে শ্রীজগন্নাথমিশ্র-ভবনে শ্রীশচীমাতার কোলে অভিন্ন ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীগৌরসুন্দর আবির্ভূত হইলেন।

এই সময় শ্রীঅদ্বৈত শান্তিপুরে ছিলেন, আমাদের 'নামাচার্য্য' ঠাকুর শ্রীহরিদাসও তখন তথায় উপস্থিত। প্রভুর প্রকট-রজনীতে ফাল্গুনী পূর্ণিমার পূর্ণালোকে উভয়ে অনুগত ভক্তগণসহ মহানন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তনে সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন। পরমোৎসাহে সকল বিঘ্ন-বিপত্তির মস্তকে পদাঘাত করিয়া আচার্য্যপ্রবর পরমার্থ ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি জনসমাজে সুদীর্ঘকাল পোষিত দুর্ব্বুদ্ধি-দ্বন্দ্বাহের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া আচারে ও প্রচারে সর্ব্বত্র নিরন্তকুহক বাস্তবসত্যের মহিমা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। ইতঃপূর্ব্বে যবনকুলে আবির্ভূত ঠাকুর শ্রীহরিদাসকে কোটি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ-জ্ঞানে পরম আদরে পিতৃশ্রাদ্ধ-পাত্র অর্পণ করিয়া তিনি (আচার্য্যপ্রভু) ভক্তি-প্রচারক আচার্য্যের নিরপেক্ষতা ও সদাচার প্রচার করিয়াছিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু অল্পদিনের জন্য শ্রীগৌর-সুন্দরের গৃহত্যাগোন্মুখ অগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপকে সহকারিরূপে প্রাপ্ত হইলেন। তিনি শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সজ্জনানুমোদিত বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত শিক্ষা দিয়া বহু পাষণ্ডী পণ্ডিত ও অজ্ঞজনকে পরমভাগবত করিলেন।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

অগ্রজের গৃহত্যাগের পর শ্রীগৌরসুন্দরও স্বীয় শৈশব ও কৈশোরলীলা প্রকট করিয়া অলৌকিক গুণগরিমায় সকলকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি একদিন ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর চরণে শ্রীশচীমাতার বৈষ্ণব-নিন্দারূপ অপরাধ হইয়াছে বলিয়া প্রেমাবিষ্ট অদ্বৈতের অজ্ঞাতসারে তাঁহার চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করাইয়া মাতার বৈষ্ণবাপরাধ-ক্ষালন-রূপ এক লীলা প্রদর্শন করিলেন। হরিনাম-সংকীর্ত্তনে চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল, সাগরসঙ্গমে সহস্র দিগ্‌দেশাগত নদনদীসমূহের সম্মিলনের ন্যায় শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসাদি অঙ্গোপাঙ্গগণ আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-পাদপীঠে একত্র হইলেন। সঙ্কল্পের সংসিদ্ধি প্রত্যক্ষ করিয়া আচার্য্যের আনন্দ আর ধরে না। তিনিও শুভযোগে শ্রীগৌরপাদপদ্মে মিলিত হইলেন। তাঁহার আবাসে গদাধরসহ শ্রীগৌরহরি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ধরা দিলেন, পূজা গ্রহণ করিলেন এবং নিরন্তর দর্শন দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া গেলেন।

আচার্য্য-ঠাকুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরকে ভক্ত ও সাধারণ লোক-সমাজে জানাইবার জন্য নানারূপ ছল করিতেন। একদিন তিনি নবদ্বীপ হইতে পলাইয়া শান্তিপুরে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন, তখন শ্রীগৌরহরি শ্রীবাস-ভবনে স্বীয় ঈশ্বরভাব প্রকাশ করিয়া শ্রীশ্রীবাস-ভ্রাতা শ্রীরামাইকে শান্তিপুর হইতে শ্রীঅদ্বৈতকে আবলম্বে আনয়ন করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। রামাইএর সঙ্গে তিনি সস্ত্রীক আসিলেন, কিন্তু 'আসে নাই'—এইরূপ বলিয়া পাঠাইয়া নবদ্বীপে শ্রীনন্দনাচার্য্যের ঘরে লুকাইয়া রহিলেন, আর মনে মনে স্থির করিলেন,—"প্রভু যদি আজ আমাকে লইয়া গিয়া আমার মাথায় শ্রীপাদপদ্ম দান করেন, তবেই জানিব, তিনি আমার প্রাণনাথ, তিনি সত্যই আসিয়াছেন।"

অচিরেই তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তাঁহাকে লইয়া গিয়া মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম দান করিলেন। তখন তিনি প্রভুর নিকট হইতে বর লইলেন যে, প্রভু যেন বিদ্যা-ধন-কুল তপস্যাদির অহঙ্কারে যাহারা মত্ত, তাহাদিগকে ত্রিতাপে দহ্যমান রাখেন এবং অহঙ্কারশূন্য স্ত্রী শূদ্র, মূর্খ ও অধম-চণ্ডালাদি, কিংবা যাঁহারা যথার্থ উত্তম হইয়াও সেইরূপ অভিমানশূন্য ও দীনহীন, তাঁহাদিগকেই স্বভক্তি দান করিয়া কৃতার্থ করেন, অতি অধম ব্যক্তিও যেন তাঁহার বিশুদ্ধ নাম-প্রেমে মগ্ন হইয়া নৃত্য করে। প্রভু ইহা সকলসমক্ষে অঙ্গীকার করিলেন। শত-শতকণ্ঠের একতান জয়ধ্বনিতে ভূতল ও গগন পূর্ণ হইল। শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গে ও শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে তাঁহাদের অভিন্নবিগ্রহ এই আচার্য্য-প্রবরের কত রঙ্গ, কত লীলা হইল। নিতাইএর সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধ, গৌরের সঙ্গে পরস্পরের পূজা ও পদরজঃ গ্রহণ লইয়া দ্বন্দ্ব,—কি অপূর্ব্ব প্রেমতরঙ্গ উত্থিত হইল।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বারা জগতে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও নির্ভেদজ্ঞান-চেষ্টার অকিঞ্চিৎকরত্ব কৌশলক্রমে প্রচার করাইবার জন্য একদিন 'যোগবাশিষ্ঠ'-ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নিজ অস্ত্রের ভাব লুকাইয়া ভক্তি অপেক্ষা মুক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপাদন করিলে মহাপ্রভু অদ্বৈতপ্রভুর প্রতি ক্রোধলীলা প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে দণ্ডপ্রসাদ প্রদান করিলেন। আহা! তাহাতেও কি আনন্দ-প্রবাহ বহিল! মহাপ্রভু অদ্বৈতপ্রভুকে খুব মর্য্যাদা করিতেন, অদ্বৈতের তাহা মনঃপূত না হওয়ায় তিনি ঐরূপ ভঙ্গী অবলম্বন করিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নদীয়ার ভক্তগণকে কাঁদাইয়া গৃহত্যাগ করিলেন। তিনি শ্রীঅদ্বৈতের গৃহেই প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া শ্রী-সীতা ও শ্রীশচীমাতার শুশ্রূষায় কয়েকদিন তথায় অবস্থানপূর্ব্বক নীলাচলে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার বিরহে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া আচার্য্য-প্রভুও তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিলেন, কিন্তু স্নেহ উদ্যমে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে ক্ষান্ত রাখিয়া সময়োচিত কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া গৌড়দেশেই থাকিয়া বিশুদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম-প্রচারদ্বারা লোকমঙ্গল সাধন করিতে নিযুক্ত রাখিলেন। সীতানাথ তাঁহারই আদেশ পালন করিতে লাগিলেন। তবে রথযাত্রার সময় প্রতিবৎসর গৌরভক্তগণ সকলেই শ্রীক্ষেত্রে গিয়া তাঁহাদের সর্ব্বস্ব ধন শ্রীশচীনন্দনের সেবানন্দে চারিমাস যাপন করিবার সুযোগ লাভ করিতেন। তখন তাহাই সকলের পরম সান্ত্বনা ও আশাস্থল হইত।

অনন্তর প্রতিবৎসর রথযাত্রার সময় কয়েক মাস তাঁহাদের একত্র মিলনে বিবিধ প্রেমানন্দ হইতে লাগিল। একদা শ্রীনীলাচলে আচার্য্য আপন-বাসায় প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া মনে মনে ভাবিতেছিলেন,—"প্রভু যদি আজ একাকী আসেন, তবে বড় ভাল হয়, নিরুদ্বেগে প্রাণ ভরিয়া তাঁহার সেবা করি।" ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু প্রভু ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন, মধ্যাহ্নে তিনি একাকী অদ্বৈত-গৃহে উপস্থিত হইলেন। অমনি ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি ও শিলাপাত আরম্ভ হইল, আর কেহ তথায় আসিতে পারিলেন না। আচার্য্য তখন পরমানন্দে মেঘবাহন ইন্দ্রের স্তব করিয়া পত্নীর সাহায্যে প্রাণপ্রভুর মনোমত সেবা করিলেন। প্রভু শ্রীমুখে শ্রীঅদ্বৈতের কত মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। তিনিও উত্তরে বলিলেন,—"আমার সকল শক্তি একমাত্র তোমার কৃপায়ই লাভ হইয়াছে। তুমি আমাকে বর দাও,—'মোরে না ছাড়িবা কোন কালে'।"

এই শ্রীক্ষেত্রে একবার শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার প্রিয়ভক্ত শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপ বৈষ্ণব তুমি বাস অদ্বৈতের?" তদুত্তরে শ্রীবাস বলিলেন,—"শুক-প্রহ্লাদের মত।" অমনি প্রভু, পুত্রের শাসনে পিতার মত শ্রীবাসকে ক্রোধভরে এক চড় দিয়া বলিলেন,—"কি বলিলি শ্রীবাসিয়া,—কালিকার বালক শুক-প্রহ্লাদ, তা'দের সঙ্গে তুলনা অদ্বৈতের? আমার 'নাড়া'কে তুই এত বড় বাক্য বলিলি? আজ আমাকে তুই বড় দুঃখ দিলি।" এই বলিয়াই তিনি শ্রীবাসকে আবার মারিতে উদ্যত হইলেন। আমাদের আচার্য্য গোঁসাই তখন নিকটেই ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া প্রভুর হস্ত ধরিয়া নিবারণ করিলেন এবং বালক শ্রীবাসকে ক্ষমা করিতে প্রার্থনা করিলেন। মহাপ্রভু তখন স্থির হইয়া বসিয়া দৃঢ়স্বরে অদ্বৈতের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে বলিলেন,—"শুকাদি সকলেই অদ্বৈতের কাছে বালকসদৃশ, তাঁহার পাছে সকলেরই জন্ম। তাঁহার জন্যই আমার এই অবতার। তাঁহার মহিমা জানে কে?" শ্রীবাস তখন প্রভুর শ্রীচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, আর বলিলেন,—"প্রভো! তুমি কৃপাপূর্ব্বক না জানাইলে তোমার অদ্বৈতের তত্ত্ব কে জানিতে পারে? আর আমি শিক্ষা লাভ করিয়া ধন্য হইলাম।'

একবার রথযাত্রা-পরিসমাপ্তির পর শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুকে পুষ্প তুলসী দিয়া পূজা করিলেন, মহাপ্রভুও তখন পূজাপাত্রের শেষ পুষ্প তুলসী দিয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে "যোহসি সোহসি"-মন্ত্রে পূজা করিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের ছয়টী পুত্র। তাঁহাদের নাম—শ্রীঅচ্যুতানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগোপাল, বলরাম, স্বরূপ ও জগদীশ। তন্মধ্যে প্রথম তিনজনই বাল্যাবধি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ও তাঁহার সেবায় রত ছিলেন। অপর তিনজন অন্য মতাবলম্বী হইয়া পিতার এবং গৌরজনসমূহের বিরাগভাজন হয়। পরম-ভাগবত, আশৈশব শ্রীগৌরপদসেবানুরত শ্রীঅচ্যুত বৃহদ্‌ব্রতীর লীলাভিনয় করেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু অদ্বৈতগণ-সম্বন্ধে (চৈঃ চঃ আ ১২।১০-১২) লিখিয়াছেন,—

"আচার্য্যের যেই মত, সেই মত সার।
তাঁ'র আজ্ঞা লঙ্ঘি' চলে, সে ত' অসার॥
অসারের নামে ইঁহা নাহি প্রয়োজন।
ভেদ জানিবারে করি একত্রে গণন॥
ধান্যরাশি মাপি যৈছে পাতনা সহিতে।
পশ্চাতে পাতনা উড়াঞা সংস্কার করিতে।"

অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈতানুগত জন সারগ্রাহী ও অসারগ্রাহিভেদে দুইপ্রকার। সারগ্রাহি-গণকে ধান্যের সহিত এবং অসারগ্রাহিগণকে পাতনা অর্থাৎ শস্যশূন্য ধান্যের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। যাঁহারা সারগ্রাহী, অচ্যুতসেবানন্দী অচ্যুতানন্দানুগতা করেন, তাঁহারাই মহাভাগবত—তাঁহারাই শ্রীচৈতন্য-কৃপা-ভাজন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তি প্রচারের প্রধান সহায় শ্রীঅদ্বৈতকে যাহারা জীববুদ্ধি করিয়া হীনজ্ঞান করে, তাহাদিগকে মহাপ্রভু

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়

——::(•)::——

মূর্ত্তৈব ভক্তিঃ কিময়ং কিমেষ
বৈরাগ্যসারস্তনুমান্ নৃলোকে।
সংভাব্যতে যঃ কৃতিভিঃ সদৈব
তস্মৈ নমঃ শ্রীলনরোত্তমায়॥

"'এই মহাপুরুষ কি মূর্ত্তিমতী ভক্তি অথবা বৈরাগ্যের সার বিগ্রহ ধারণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।'—কৃতি পুরুষগণ যাঁহাকে দর্শন করিয়া সর্ব্বদা এইরূপ বিচার করেন, সেই শ্রীল নরোত্তম প্রভুকে আমি প্রণাম করি।"—আচার্য্যবর্য্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এইরূপে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে প্রণাম করিয়াছেন।

পদ্মাবতী নদী হইতে প্রায় ২ মাইল দূরে, বোয়ালিয়া হইতে প্রায় ৬ ক্রোশ উত্তরদিকে শ্রীখেতুরী বা শ্রীখেতরী অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দিতে আবির্ভূত হন। আধুনিক রাজসাহী-অঞ্চলে একজন রাজো-পাধিক বড় জমিদার শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্ত ও তাঁহার

কমলাকান্ত বিশ্বাসের দৃষ্টান্তের দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন যে, আচার্য্যকে ঈশ্বর বলা কিছু অন্যায় হয় নাই, কিন্তু সেই ঈশ্বরকে সামান্য অভাবগ্রস্ত জীবজ্ঞানে দরিদ্রবুদ্ধি করিয়া বিদেশীয় বিষয়ী রাজার নিকট অর্থভিক্ষা—মায়াবাদ বা বাউলমত। আবার আচার্য্য ঈশ্বর হইলেও তাঁহার জগৎ-শিক্ষকতারূপ মানবলীলাই প্রসিদ্ধ বলিয়া তিনি মহাপ্রভুর লীলাবৈশিষ্ট্য ধ্বংস করার পক্ষপাতী নহেন, আর হরিনাম উপদেশের বিনিময়ে অর্থ-গ্রহণকার্য্যে নামোপদেষ্টা আচার্য্যের লোকলজ্জা ও ধর্ম্মহানি হয়। সুতরাং একমুখে তাঁহাকে অপ্রাকৃত 'নারায়ণ' বলিয়া আবার সেইমুখেই প্রাকৃত অর্থভিক্ষু বলা সম্পূর্ণ তত্ত্ববিরুদ্ধ।

শ্রীঅদ্বৈতের আচরিত ও প্রচারিত শ্রীচৈতন্যদাস্যের অনুশীলনই আমাদের যথার্থ অদ্বৈতানুগত্য। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তাঁহার আচার্য্য-লীলায় ভক্তিবিরোধী কেবলাদ্বৈতবাদ, কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদ, আসুরবর্ণাশ্রমবাদ প্রভৃতি যাবতীয় অসম্মতবাদ সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া যে কৃষ্ণ-কাঙ্ক্ষার 'অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' বা অন্যাভিলাষ কর্ম্ম-জ্ঞানাদি ভক্তিপ্রতিকূল চেষ্টারহিত শুদ্ধ কৃষ্ণানুশীলনপর ভক্তিসিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার সেই শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর একান্ত আনুগত্যই আমাদের পরম মঙ্গলের হেতু। অতএব শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে তাঁহার এরূপ আনুগত্যের সুবুদ্ধি প্রদান করুন—অদ্যকার শুভবাসরে শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মে ইহাই আমাদের সকাতর প্রার্থনা।

ভাগ্যবতী সহধর্ম্মিণী শ্রীনারায়ণীকে পিতা ও মাতৃরূপে অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় মাঘী শুক্লা পঞ্চমতে অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব-দিবস অথবা কোন কোন মতে মাঘী পূর্ণিমা-তিথিতে অবতীর্ণ হন।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবাদেবীর নিয়ামকত্বে শ্রীশ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের স্থাপিত "শ্রীগৌরাঙ্গ, বল্লবীকান্ত, শ্রীব্রজমোহন। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকান্ত, শ্রীরাধারমণ॥"—এই ছয় শ্রীবিগ্রহ এখনও খেতুরী গ্রামে শুদ্ধভক্তগণের নয়নাভিরামরূপে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের বামে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও দক্ষিণে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী বিরাজিতা। সর্ব্বদক্ষিণে শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধারমণ ও শ্রীরাধাকান্ত। শ্রীব্রজমোহন শ্রীবিগ্রহের পরিবর্ত্তে এখন শ্রীগোপীনাথ-শ্রীবিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন। এই পঞ্চ শ্রীবিগ্রহই শ্রীমতী-সহ বিরাজিত। শ্রীমন্দিরের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে প্রায় সার্দ্ধ দুইহস্ত-কিংবদন্তী, এই স্থানে বসিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীহরিনাম করিতেন।

শ্রীনরোত্তমের আবির্ভাবে শ্রীখেতরীতে সর্ব্বমঙ্গলের আবির্ভাব হইল। পুত্রের অন্ন-প্রাশন উৎসবের দিবস এক পরম ভাগ্যবান্ দৈবজ্ঞ সেই অতিমর্ত্ত্য শিশুর দর্শন লাভ করিয়া দিব্যজ্ঞানে বিভাবিত হইলেন এবং শিশুর 'শ্রীনরোত্তম'-নাম রাখিলেন, কারণ, ইনি মনুষ্য নহেন, মনুষ্যকুলের উদ্ধারকর্ত্তা জগদ্গুরু মহাপুরুষ। মুখে অন্ন প্রদানকালে শিশুরূপী মহাভাগবতবর শ্রীকৃষ্ণানন্দের গৃহে প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের প্রসাদ ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করিলেন না। এইভাবে শিশুর অন্নপ্রাশন-উৎসব সম্পন্ন হইল।

বাল্যকাল হইতে রাজকুমার শ্রীনরোত্তমের বৈরাগ্যের ভাব এবং শ্রীকৃষ্ণভক্ত, শ্রীমহাপ্রসাদ, শ্রীহরিনাম ও শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে স্বাভাবিকী প্রীতি দর্শন করিয়া খেতুরী-বাসিগণ চমৎকৃত হইলেন। রাজকুমারের বৈষয়িক কার্য্যে উদাসীনতা ও শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবে স্বাভাবিক আসক্তি লক্ষ্য করিয়া রাজা শ্রীকৃষ্ণানন্দ ও পুত্রগতপ্রাণা শ্রীনারায়ণী চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। পুত্রকে সর্ব্বক্ষণ সন্নিকটে রাখিলেও তাঁহাদের হৃদয়ের আশঙ্কা দূর হইল না। মাতাপিতা পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

এদিকে শ্রীল নরোত্তম নির্জ্জনে প্রেমাবিষ্টচিত্তে ব্যাকুল-অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের নিকট সেবা প্রার্থনা করিতে করিতে অশ্রুগঙ্গায় স্নাত হইতেন। কখনও বা তিনি বিষয়িগণদ্বারা পরিবৃত হইয়া বন্দি-প্রায় আছেন, এইরূপ মনে করিয়া—"হা গৌরাঙ্গ! হা নিতাই! হা অদ্বৈত!"—এইরূপে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে করিতে তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিতেন।

শ্রীখেতরী-গ্রামবাসী শ্রীকৃষ্ণদাস-নামক কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ একজন বিপ্রের নিকট শ্রীনরোত্তম প্রত্যহই গমন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার পার্ষদবৃন্দের অদ্ভুত চরিতকথা শ্রবণ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীনরোত্তমকে শ্রীগৌরসুন্দরের আদি, মধ্য ও অন্তলীলা, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের অদ্ভুত চরিত, শ্রীগদাধর-প্রমুখ পার্ষদগণের শ্রীচৈতন্য-প্রীতির কথা প্রভৃতি শ্রবণ করাইতেন, প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর কথাও বলিতেন। "শ্রীরূপ-সনাতনাদিসহ ভুবনমঙ্গল কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গলাভ হইল না।—তাঁহাদের সেবা করিতে পারিলাম না,"—এইভাবে খেদ করিতে করিতে অশ্রুগঙ্গায় স্নাত হইয়া শ্রীনরোত্তম আপনাকে শত-শত ধিক্কার প্রদান ও বিরহ-সন্তপ্তহৃদয়ে আর্ত্তি ক্রন্দন করিতে করিতে অনাহারে, অনিদ্রায় দিবারাত্র অতিবাহিত করিতেন।

এমতাবস্থায় দয়ানিধি শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছাক্রমে একদিন শ্রীল নরোত্তম নিদ্রাবিষ্ট হইলেন। তখন শ্রীগৌরবায় স্বপ্নচ্ছলে সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইলে শ্রীনরোত্তম নিজ মস্তকে শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদযুগল ধারণ করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর বিস্তৃত বাহুযুগলের দ্বারা শ্রীনরোত্তমকে গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া স্নেহময় মধুর বাক্যে বলিলেন, "নরোত্তম! তোমার আর্ত্তি ক্রন্দনে আমি ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না। তুমি চিন্তা করিও না, অচিরেই তুমি তোমার আকাঙ্ক্ষিত শ্রীব্রজে গমন করিতে পারিবে ও তথায় আমারই নিজজন, আমার অভিন্নবিগ্রহ, বিরক্তশিরোমণি শ্রীলোকনাথের শিষ্যত্ব লাভ করিয়া তোমার অভীষ্ট-ফল লাভ করিতে পারিবে। তোমার দ্বারা আমার অনেক কার্য্য আছে। তুমি আমার অন্তর্দ্ধানের পর জগতে উজ্জ্বলরসময়ী ভক্তি প্রচার করিয়া আমার মনোঽভীষ্ট পূর্ণ করিবে। আমার অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীসনাতন-শ্রীরূপাদি গোস্বামিগণের অন্তর্দ্ধানের পর তাঁহাদেরই প্রচারিত শুদ্ধভক্তি তোমার দ্বারা জগতে পুনরায় বিস্তারিত হইবে।"

শ্রীগৌরসুন্দরের এইসকল বাণী শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীনরোত্তম স্বপ্নসমাধি হইতে উত্থিত হইলেন। প্রভুর অদর্শনে শ্রীনরোত্তমের বিরহসিন্ধু আরও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তিনি অধিকতর ব্যাকুল হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইলেন এবং 'শ্রীগৌর', 'শ্রীনিত্যানন্দ', 'শ্রীঅদ্বৈত', 'শ্রীগদাধর', 'শ্রীশ্রীবাস', 'শ্রীগোস্বামিবৃন্দ'—এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন।

ভক্তবৎসল শ্রীগৌরহরি পুনরায় স্বপ্নসমাধিতে আবিষ্ট শ্রীনরোত্তমের নিকট উপস্থিত হইলেন। এবার শ্রীনরোত্তম শ্রীমায়াপুরে শ্রীনবদ্বীপের গঙ্গাতটে শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর, শ্রীশ্রীবাস, শ্রীহরিদাস, শ্রীস্বরূপ, শ্রীনরহরি, শ্রীবক্রেশ্বর, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীমুরারি প্রভৃতি গোষ্ঠীর সহিত সংকীর্ত্তনবাসের মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন লাভ করিলেন। এই অদ্ভুত রঙ্গ দর্শন করিয়া শ্রীনরোত্তমের নয়নযুগল হইতে গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। শ্রীগৌরহরি বাৎসল্যভরে শ্রীনরোত্তমকে ভূমি হইতে উঠাইয়া শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ অদ্বৈতের শ্রীচরণে সমর্পণ করিলেন।

সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছানুসারে শ্রীনরোত্তমের স্বপ্নসমাধি ভঙ্গ হইল। তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। শ্রীনরোত্তম চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার মঙ্গলের চিহ্নসমূহ দর্শন করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, সর্ব্বমঙ্গলের মঙ্গল-স্বরূপ সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর যখন তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তখন অচিরেই তিনি শ্রীব্রজধামে গমন করিয়া শ্রীগৌরপার্ষদগণের কৃপা লাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীব্রজমণ্ডলে গমন করিয়া শ্রীগৌরপার্ষদগণের সঙ্গ ও তাঁহাদের শ্রীমুখ বিগলিত উপদেশামৃত পান করিবার জন্য শ্রীল নরোত্তমের চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি কৌশলে মাতা নারায়ণীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীনরোত্তম আর্ত্তিক্রন্দন করিয়া ব্রজের পথে চলিতে চলিতে বহু স্থান অতিক্রম ও বহু তীর্থ দর্শন করিয়া অল্পদিনের মধ্যে শ্রীমথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে শ্রীযমুনা-দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে আর্ত্তি উদ্বেলিত হইল। তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া "চিদানন্দভানোঃ সদানন্দসূনোঃ পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী। অঘানাং লবিত্রী জগৎ-ক্ষেমধাত্রী পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী" অর্থাৎ চিদানন্দসূর্য্যস্বরূপ নন্দনন্দনের সর্ব্বদা প্রেমের পাত্রী, দ্রবব্রহ্মস্বরূপিণী পাপনাশিনী জগতের মঙ্গলকারিণী সূর্য্যপুত্রী যমুনা আমাদের শরীরকে পবিত্র করুন—এই স্তব উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীযমুনায় স্নান সমাপন করিয়া বিশ্রামঘাটে অবস্থানপূর্ব্বক প্রেমাবেশে শ্রীনাম সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তখন অতি শুদ্ধাচারী এক পরম বৈষ্ণব মাথুরবিপ্র শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদসহ শ্রীনরোত্তমের নিকট উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত বাৎসল্যের সহিত শ্রীনরোত্তমকে প্রসাদ গ্রহণ করাইলেন।

অনন্তর ঐ বৈষ্ণববিপ্রের মুখে শ্রীসনাতন শ্রীরূপ, শ্রীকাশীশ্বর ও শ্রীরঘুনাথ ভট্টের লীলা সঙ্গোপন বার্ত্তা শ্রবণমাত্র শ্রীল নরোত্তম 'শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন'-নাম উচ্চারণ করিয়া আপনাকে পুনঃ পুনঃ ধিক্কার প্রদানপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে করিতে অশ্রুগঙ্গায় অবগাহন করিলেন, কখনও বা শ্রীব্রজের ধূলিতে লুণ্ঠিত হইয়া শ্রীরূপসনাতনাদি গোস্বামিগণের কৃপাভিক্ষা করিতে লাগিলেন, কখনও বা 'হায়! হায়! ইঁহাদের দর্শন ভাগ্যে ঘটিল না'—এই বলিয়া শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন, কখনও বা অতিশয় দৈন্যাত্মক বিরহ-বিলাপ করিতে করিতে অচৈতন্যপ্রায় হইয়া রহিলেন।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে, এরূপ সময় শ্রীনরোত্তম স্বপ্নসমাধিতে শ্রীশ্রীরূপ সনাতন, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত—এই কয়েকজন শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদের দর্শন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে বিলুণ্ঠিত হইলেন। তাঁহারাও পরমস্নেহে শ্রীনরোত্তমের প্রতি কৃপা বর্ষণ করিয়া অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইলেন।

তখন শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্রবাজরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব বিশ্ব পালন করিতেছিলেন। অন্তর্যামী শ্রীশ্রীজীবপ্রভু শ্রীনরোত্তম বিশ্রামঘাটে উপস্থিত হইয়াছেন, জানিয়া তথায় শ্রীনরোত্তমকে আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। এইরূপে তৎকালে শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমন্দিরে বিরাজিত শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর সহিত শ্রীল নরোত্তমের মিলন হইল। শ্রীনরোত্তম শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলে শ্রীল শ্রীজীব প্রভুও নরোত্তমকে স্নেহ-আলিঙ্গন করিলেন। এদিকে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুও তখন শ্রীগোবিন্দজীর শ্রীমন্দিরে উপনীত হইলেন। শ্রীশ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তমের মিলনে অপূর্ব্ব-প্রেমতরঙ্গ উদ্বেলিত হইল। উভয়ের মধ্যে যে নিত্যসিদ্ধা স্বাভাবিকী প্রীতি, তাহা পরস্পরের মিলনে বৈষ্ণবসমাজে ব্যক্ত হইয়া পড়িল। শ্রীনরোত্তম শ্রীগোবিন্দদেবকে দেখিয়া প্রেমে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং শ্রীরূপের শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী'-দ্বারা স্তব করিলেন।

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভু তখন শ্রীব্রজমণ্ডলের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতে করিতে সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধান করিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থান মুহ দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে মগ্ন থাকিতেন। শ্রীনরোত্তম শ্রীলোকনাথ প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন এবং ব্যাকুল চিত্তে তাঁহার কৃপা প্রার্থনা ও সেবা করিতে লাগিলেন। শ্রীনরোত্তমের প্রতি শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভুর কৃপার কথা শ্রীভক্তিরত্নাকর (প্রথম তরঙ্গ) এইরূপে বর্ণিত আছে,—

'হেনই সময়ে নরোত্তম তথায় গিয়া।
গুরুসেবা যথোচিত কৈলা হর্ষ হৈয়া॥
সেবায় প্রসন্ন হৈয়া দীক্ষামন্ত্র দিল।
নরোত্তম কৃপার অবধি প্রকাশিল॥
"শ্রীগোপাল ভট্ট আদি যত বিজ্ঞবর।
নরোত্তম জানে সবে প্রাণের দোসর॥
তথা শ্রীঠাকুর মহাশয়' নাম হৈল।
শ্রীজীবের স্নেহ যত বর্ণিতে নারিল॥
শ্রীনিবাসাচার্য্য মিলিয়া সেই সাঞি।
তেঁহ যত সুখ পাইল তা'র অন্ত নাই॥
শ্যামানন্দসহ তথা হইল মিলন।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ।

ঠাকুর মহাশয় তাঁহার স্বরচিত "প্রার্থনা" ও "শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা" এই দুইখানি গীতিগ্রন্থে বেদ-বেদান্ত, ভাগবত, পুরাণ, গীতাদি-শাস্ত্রের সারকথা—সর্ব্বজীবের আত্ম-মঙ্গলের চরম উপদেশসমূহ অতি সহজ পয়ার-ছন্দে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সমস্ত ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের আবাল বৃদ্ধ-বনিতা ঠাকুর মহাশয়ের উক্ত দুইখানি গীতগ্রন্থের কথা জানেন ও পাঠ করিয়া থাকেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সদ্‌গুরু বা শুদ্ধবৈষ্ণবগণের দুর্লভ সঙ্গ তাঁহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ লাভ না করায় উক্ত গীতি-গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত আত্মমঙ্গলের কথাগুলি উপলব্ধি ও নিজ-নিজ জীবনে তাহা আচরণ করিয়া পরম মঙ্গললাভে অসমর্থ হন।

শ্রীগৌরনিজজন শ্রীরূপানুগবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের ভুবনমঙ্গলময় অতিমর্ত্ত্য অগাধ চরিত্র ও শিক্ষার কথা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সামান্যমাত্রও প্রকাশিত হইল না, একটুকু দিগ্‌দর্শন-মাত্র করা হইল। 'শ্রীভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থের প্রথম তরঙ্গে—শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীলোকনাথ প্রভুর জী নচরিত, শ্রীনরোত্তমের খেতরীতে ছয়বিগ্রহ প্রকাশ, পঞ্চম তরঙ্গে—শ্রীনিবাস-নরোত্তমের শ্রীমাথুরমণ্ডল দর্শন, শ্রীরাঘব গোস্বামীর শ্রীনিবাস ও ঠাকুর শ্রীনরোত্তমকে বিভিন্ন স্থান প্রদর্শন ও মহিমা বর্ণন, ষষ্ঠ তরঙ্গে—শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর আদেশে গ্রন্থ লইয়া শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর গৌড়দেশ যাত্রা, অষ্টম তরঙ্গে—শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের গৌড়দেশ ও উৎকলদেশ ভ্রমণ, দশম তরঙ্গে—ঠাকুর শ্রীনরোত্তমের সংকীর্ত্তনে মহাপ্রভুর সগণে প্রকটাপ্রকট বিলাস ও চতুর্দ্দশ তরঙ্গে—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের গুণের কথা বর্ণিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়'-পত্রের সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু 'গৌড়ীয়' ২০শ খণ্ড ১ম তরঙ্গ, ৯ম-১০ম ও ১১শ সংখ্যা-সমূহে ধারাবাহিকভাবে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের জীবনচরিতের কথা আংশিক প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার কৃপায় গৌড়ীয় পত্রে আমরা ক্রমশঃ ঠাকুর মহাশয়ের অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিতের সমস্ত কথা অবগত হইয়া কৃতকৃতার্থ হইব—এইরূপ দৃঢ় আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর বিশেষ কৃপা ও স্নেহভাজন হইয়া তাঁহাদের একান্ত আনুগত্যে শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু-সহ উৎকল প্রদেশ ও গৌড়মণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণাচার্য্য, শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বহু ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত বিদ্বান্ ব্যক্তি শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীধামে শ্রীশ্রীগৌরগণ-আবির্ভাব-উৎসব

——::(*)::——

বিগত ৭ই মাঘ, ২১শে জানুয়ারী, বুধবার মাঘী শুক্লা পঞ্চমী-তিথিতে বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভ-রসের সহায়কারিণী দৃশক্তি স্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী এবং শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ-পার্ষদ শ্রীরূপানুগ-বর শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের আবির্ভাব-তিথি-পূজা ও শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত-পঞ্চমী-উৎসব পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের নির্দ্দেশানুসারে যথাবিহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস উষঃকীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিকের পর একটী সংকীর্ত্তন-বাহিনী শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে বাহির হইয়া যথাক্রমে শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ও শ্রীবাসঅঙ্গনে শ্রীবিগ্রহ-দর্শন ও দণ্ডবৎ-প্রণামান্তর শ্রীযোগপীঠে উপস্থিত হন পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেব ও পরমারাধ্য শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ দৈন্যভরে যেনরূপেই সংকীর্ত্তন-বাহিনীর অগ্রণীরূপে গমন না করিয়া সকলের পাছে পাছে কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীযোগপীঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

অনন্তর শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্দির-পরিক্রমা সমাপ্ত হইলে তথায় সমাগত ভক্ত ও সজ্জনমণ্ডলীর একটী সভা হয়। শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু ও শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী প্রভুর মুখ-গায়কত্বে বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করা হয়। তৎপরে শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ ২৫৮তম সংখ্যা দৈনিক নদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত "শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী" ও "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব" প্রবন্ধ দুইটি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

অতঃপর শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিকের সময় উপস্থিত হইলে পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্যদেব স্বয়ং ভোগারাত্রিকে যোগদান করিয়া যথাবিধি ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তন সমাপন করিলে পর সমাগত ভক্ত, সজ্জনমণ্ডলী, সর্ব্বসাধারণ ও মহিলাবৃন্দকে শ্রীভগবৎপ্রসাদ বিতরণ করা হয়

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ গৌড়ীয়ে প্রকাশিত "শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়" প্রবন্ধ রাত্রি প্রায় ২টা পর্য্যন্ত পাঠ, ব্যাখ্যা ও হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

———

বিশেষ দ্রষ্টব্য

গত ৭ই মাঘ বুধবার, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাবতিথিপূজা-উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় গত ৮ই মাঘ বৃহস্পতিবার শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রকাশিত হয় নাই

বিবিধ সংবাদ

মিত্রশক্তিবাহিনীর নব সর্ব্বাধ্যক্ষ

চীন এবং পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যগুলিতে মার্শাল চিয়াং-কাইশেক মিত্রশক্তিবাহিনীর প্রধান অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। এই নিয়োগ অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। চিয়াংকাইশেক এক সময়ে লিখিয়াছিলেন যে, এখনও পদাতিক সৈন্যেরাই যুদ্ধের চরম জয়-পরাজয় নির্দ্ধারণ করে। জগতের চারভাগ মানুষের একভাগই যে দেশে বাস করে, সেখানে তিনি একতা স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যুদ্ধ জয়ের জন্য তাঁহার পদাতিকের অভাব হইবে না।

সৈনিক-বৃত্তিকে চিয়াংক ইশেক গৌরবের আসন দিয়াছেন। মেয়েদের রাইফেল ছুঁড়তে শিখান উচিত কিনা, ইংলণ্ডে এখনও সে বিষয়ে আলোচনা চলিতেছে, অথচ চার-পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেই চীনা-মেয়েদের হাত-বোমা পর্য্যন্ত ছুঁড়িতে শিখান হইয়াছে।

জার্ম্মাণ সৈন্যদের পশ্চাদ্‌ভাগে রুশ গরিলা বাহিনী সম্প্রতি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। অথচ তাহার চার বৎসর পূর্ব্ব হইতেই চিয়াংকাইশেক গরিলা যুদ্ধ-পদ্ধতির উৎকর্ষসাধনে নিযুক্ত ছিলেন।

ইন্দোচীন এবং থাইল্যাণ্ডে জাপানীদের বিরুদ্ধে যে সকল রণ-কৌশল কার্য্যকরী হইবার সম্ভাবনা, সে সমস্তই চিয়াংকাইশেক ইতোমধ্যেই আয়ত্ত করিয়াছেন। থাইল্যাণ্ডের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ চীনা। ইন্দোচীনেও প্রায় পাঁচ লক্ষ চীনা আছে। ইহাদের মধ্যে কে যে মার্শাল চিয়াংকাই-শেকের চর এবং কে যে নয়, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা সহজ নহে।

যতক্ষণ রেঙ্গুন বন্দর এবং ব্রহ্ম পথটি খোলা থাকিবে, ততক্ষণ ব্রিটেন এবং আমেরিকার পক্ষে চিয়াংকাইশেকের অগণিত পদাতিক সৈন্যের জন্য অস্ত্র-শস্ত্র প্রেরণ করা প্রয়োজন। অস্ত্র শস্ত্র পাইলে চীনা সৈন্যেরা নিজ দেশে জাপানীদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিতে পারিবে এবং থাইল্যাণ্ড হইতে সিঙ্গাপুরের সহিত যোগাযোগের পথ বন্ধ করিতে পারিবে।

আর একটি কারণেও মার্শাল চিয়াং কাইশেকের এই নিয়োগ অতিশয় যুক্তি-যুক্ত মনে হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের অভিযানকে আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য জেনারেল ষ্টোল্‌ওয়েল চীন হইতে সৈন্য সরাইয়া আনিতে চাহিবেন। এইজন্য তাঁহার পক্ষে চীনের নিকট লোভনীয় সর্ত্ত দিয়া সন্ধি প্রস্তাব করা অসম্ভব ছিল না। এ অবস্থায় চিয়াংকাইশেকের ন্যায় একজন দৃঢ়-চেতা ব্যক্তির পক্ষে মিত্র পক্ষের হইয়া সৈন্যদের অধ্যক্ষতা গ্রহণ বিশেষ আশ্বাসের কথা। তিনি ঐ প্রলোভন অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

ভাঙ্গা চুরা অকেজো জিনিষ সংগ্রহ

বর্ত্তমান বৎসরের গোড়া হইতেই ব্রিটেনে আজেবাজে ভাঙ্গা চুরা জিনিষপত্র সংগ্রহের আন্দোলনটিকে আরও তীব্রতর করিয়া তোলা হইয়াছে। ধাতু-নির্ম্মিত ভাঙ্গা-চুরা জিনিষ, কাগজের টুকরা, পুরানো বই, খাতা এবং রান্না ঘরের যাবতীয় বাতিল জিনিষ সংগ্রহের জন্য জোর প্রচার-কার্য্য চালান হইতেছে। আজেবাজে জিনিষ সংগ্রহ-বিষয়ে বিভিন্ন সহরের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আন্দোলনের ফলে বিস্তর বাজে জিনিষ সংগ্রহ হইতেছে। এই সমস্ত বাতিল জিনিষ বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়।

মস্কো দখলে বিফলতার শাস্তি

ডেইলী হেরাল্‌ডের ষ্টকহলমস্থিত সংবাদ-দাতার তারে প্রকাশ, মস্কো জয় করিতে অসমর্থ হওয়ায় ঐ অভিযানের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি ফন বক্‌কে হিটলার পদচ্যুত করিয়াছে। বার্লিনের উপকণ্ঠে নিজ গৃহে তাহাকে আটক রাখা হইয়াছে। জার্ম্মাণ গুপ্তচর পুলিশ তাহার উপর কড়া নজর রাখিয়াছে। রোষ্টভের যুদ্ধে পরাজিত জার্ম্মান সৈন্যাধ্যক্ষ ফন ক্লেইষ্টকেও বার্লিনে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছিল। অতঃপর তাহার সম্বন্ধে আর কোনও সংবাদই পাওয়া যাইতেছে না।

সম্প্রতি জনৈক জার্ম্মাণ সামরিক মুখপাত্র নাৎসী সামরিক পরিষদে অদল-বদলের গুজবটির সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। ষ্টকহলমের ধারণা এই যে, এ পর্য্যন্ত রুশ যুদ্ধ পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত ২০ জন জার্ম্মাণ সেনাধ্যক্ষকে পদচ্যুত করা হইয়াছে।

২৫ জন ভারতীয় নিহত

ভারত সরকারের এক ইস্তাহারে প্রকাশ মৌলমিনে গত ৭ই জানুয়ারী জাপানীদের বিমান-আক্রমণের ফলে ২৫ জন ভারতী মারা গিয়াছে। গুরুতর আহতদের সংখ ২৫ এবং অন্যান্য আহতদের সংখ ৪৩ জন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনবীনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীব্রজকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী

সদ্যস্ত কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ২২ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১০ই মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ২৪শে জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, শনিবার | ২৬০তম সংখ্যা

"যতদিন ভক্তিবিপরীত-বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের বর্ণপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ মাধব, অব্যয় শ্রীবোধশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর

শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর মাঘী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব বাসরে শ্রীখণ্ডে শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীমুকুন্দদাসের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর-সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরি দাস, চিরঞ্জীব, সুলোচন॥
এইসব মহাশাখা—চৈতন্য-কৃপাধাম।
প্রেম-ফল-ফুল করে যাঁহা-তাঁহা দান॥
(চৈঃ চঃ - আদি, ১০।৭৮ ৭৯)

অনুভাষ্যে শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—"মুকুন্দদাস—নারায়ণদাসের পুত্র এবং নরহরি সরকার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ইঁহার মধ্যম ভ্রাতার নাম মাধবদাস। মুকুন্দের পুত্র—রঘুনন্দন। রঘুনন্দনের বংশাবলী আজও কাটোয়া হইতে চারি মাইল পশ্চিম শ্রীখণ্ডগ্রামে বাস করিতেছেন। রঘুনন্দনের পুত্র কানাই, তাঁহার দুই পুত্র মদনরায় (নরহরি ঠাকুরের শিষ্য) ও বংশীবদন। এই বংশে অদ্যাবধি কিঞ্চিদধিক চারিশত ব্যক্তি জাত হইয়াছেন। তাঁহাদের ধারা-বাহিক বংশ পণালী শ্রীখণ্ডে আছে। * * রঘুনন্দন শ্রীগৌরবিগ্রহ সেবা করিতেন (ভক্তিরত্নাকর ৮ম তরঙ্গ দ্রষ্টব্য)। শ্রীগৌরগণোদ্দেশে ৭০ শ্লোক—"বৃহদ্ভানবীয়ঃ পদ্মাম্ প্রিয়নর্ম্মসখোঽভবৎ। চক্রে লাপা-সহায়ং যো রাধামাধবয়োর্ব্রজে॥ ইনি তৃতীয় ব্যূহ প্রদ্যুম্ন বিষ্ণু।"

শ্রীভক্তিরত্নাকর ৮ম তরঙ্গে শ্রীখণ্ডের শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর-কর্ত্তৃক শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের নিকট সমর্পণ প্রসঙ্গে এইরূপ বর্ণিত আছে,—

নরোত্তম কহে স্থির হৈয়া ক্ষণেক।
—'ত্বরায় আইলা, তোঞি দেখিলুঁ নয়নে॥
প্রভু অভিলাষ পূর্ণ করিব তোমার।
হইয়া চিরায়ুঃ ভক্তি করিবা প্রচার॥'
ঐছে কত কহি' রঘুনন্দনে সঁপিলা।
তেঁহো মহাপ্রভুর অঙ্গনে লইয়া গেলা॥
ভুবনমোহন গৌরচন্দ্রের দর্শনে।
প্রেমাবেশে নরোত্তম প্রণমে প্রাঙ্গণে॥
তথা প্রভুগণ-সহ হইল মিলন।
যাজিগ্রামে পাঠাইলা শ্রীরঘুনন্দন॥

শ্রীভক্তিরত্নাকর ৯ম তরঙ্গে ভক্তগণের কাটোয়ায় গমন-প্রসঙ্গে লিখিত আছে,—

শ্রীরঘুনন্দন গণসহ খণ্ড হৈতে।
যাজিগ্রামে আইলেন রজনী-প্রভাতে॥
কতক্ষণ রহিয়া শ্রীআচার্য্যের ঘরে।
আচার্য্যাদিসহ গেলা কণ্টকনগরে॥
কণ্টকনগরে সর্ব্ব মহান্তের গতি।
দেখিতে যায়েন লোক হৈয়া হর্ষ অতি॥
কণ্টকনগর হৈতে শ্রীরঘুনন্দন।
সবা লৈয়া শ্রীখণ্ডেতে করয়ে গমন॥
গমন-সময়ে যে ব্যাকুল সর্ব্বজন।
তাহা একমুখে কভু না হয় বর্ণন॥
* * *
শ্রীরঘুনন্দন যদুনন্দনে কহয়।
'শীঘ্র খণ্ডে যা'বে, যেন বিলম্ব না হয়'॥

ঠাকুর শ্রীল নরহরির তিরোভাবোৎসব-প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে,—

একাদশী-প্রাতঃকালে শ্রীরঘুনন্দন।
প্রভু-পরিকরে কৈল আত্মনিবেদন॥
গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে আসি' মনের উল্লাসে।
করাইলা শয্যা চারু অশেষ-বিশেষে॥
কিবা সে অঙ্গনের শোভা কহনে না যায়।
যে দেখে বারেক, তা'র নয়ন জুড়ায়॥
* * *
শ্রীসরকার ঠাকুরের জীবন গৌরাঙ্গে।
দেখিতেই বিপুল পুলক ভরে অঙ্গে॥
শ্রীরঘুনন্দন যা'রে লাড়ু খাওয়াইল।
তাঁ'রে দেখি' মনে মহা কৌতুক বাড়িল॥
কতক্ষণ কৈল দুই শ্রীমূর্ত্তি দর্শন।
হইল যে প্রেমচেষ্টা, না হয় বর্ণন॥
বিপ্র বাণীনাথ অতি মধুর বচনে।
সর্ব্ব মনোবৃত্তি কহে শ্রীরঘুনন্দনে॥
শ্রীমদ্ভাগবত পড়িবেন শ্রীনিবাস।
শুনি' রঘুনন্দনের অধিক উল্লাস॥
শ্রীরঘুনন্দন অতিশয় স্নেহাবেশে।
সর্ব্ব মহান্তের আগে নিল শ্রীনিবাসে॥
নরহরি রঘুনন্দনের প্রেমাধীন।
এ দুহার গুণে মত্ত হয় রাত্রি দিন॥
'ভক্তিরস সায়রে ডুবাও হীন জনে'।
ঐছে কত কহে, অশ্রু ঝরয়ে নয়নে॥
সর্ব্ব-মহান্তের মহা আনন্দ জন্মিল।
শ্রীরঘুনন্দন গুণে বিহ্বল হইল॥
রঘুনন্দনেরে প্রশংসয়ে বার বার।
সে সব সুযশঃ বর্ণিবারে শক্তি কা'র॥
রঘুনন্দনের দৈন্য শুনি' সর্ব্বজন।
হৈলা বিহ্বল অশ্রু ঝরয়ে নয়নে॥
শ্রীরঘুনন্দনে কা'র দৃঢ় আলিঙ্গন।
কতক্ষণে স্থির হৈলা প্রভু-প্রিয়গণ॥
* * *
শ্রীরঘুনন্দনে সর্ব্ব মহান্ত কহয়।
তুমি না বৈসহ, ইথে সুখ না জন্ময়॥

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা গৌরাঙ্গ-সাধকস্থ ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শুনি' দৈন্য করি' কহে শ্রীবসুনন্দন।
করিতে না দেখি' সুচারু নয়ন॥
হাতে ধরি' সবে পুছয়ে বারেক বারেক।
দাঁড়াইয়া শচীর অঙ্গনে দেখে সবে॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনন্দন ও শ্রীবসুনন্দনের দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে শিক্ষা দিতেছেন যে, যাহা যেভাবে শিক্ষা দিতেছেন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় আমরা তাহা এইরূপ জানিতে পারি,—

খণ্ডের মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীনরহরি—এত মুখ্য ভক্তগণ॥
মুকুন্দদাসের পুত্র শ্রীরঘুনন্দন।
'তুমি—পিতা, পূর্ব্ব নাম—শ্রীরঘুনন্দন?
কিবা রঘুনন্দন—পিতা, তুমি তাঁর তনয়?
নিশ্চয় করিয়া কহ, বাহুক সংশয়॥'
মুকুন্দ কহে—"রঘুনন্দন আমার পিতা হয়।
আমি তাঁর 'পূর্ব্ব'—নাম আমার নিশ্চয়॥
আমার শরীর রঘুনন্দন হৈতে।
অতএব পুত্র—রঘুনন্দন আমার নিশ্চিতে॥"
শুনি' হয়ে কহে প্রভু "কহিলা নিশ্চয়।
যাঁহা হৈতে রঘুনাথ, সেই তিঁহ হয়॥"

(শ্রীচৈ. চ. মা. ১৫।১৩২-১৩৬)

জাগতিক বিচারে শ্রীমুকুন্দ শ্রীরঘুনন্দনের পিতা আর শ্রীরঘুনন্দন শ্রীমুকুন্দের পুত্র, কিন্তু রঘুনন্দনকে কৃষ্ণভক্ত জানিয়া শ্রীমুকুন্দ তৎক্ষণাৎ পুত্রবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া গুরুবুদ্ধি করিতেন। মুকুন্দের এইরূপ বিচার ঠিক—কৃষ্ণভক্তের মধ্যে সাত্ত্বিক শাস্ত্র ও মহাজনানুশীলিত—ইহা জগতে জানাইবার জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু মুকুন্দের এইপ্রকার বৃদ্ধ বা বিচারের কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচন্দ্রশেখর ও শ্রীবসুনন্দনের দ্বারা ব্যবহারিক ও পারমার্থিক বিচারের মধ্যে যে কি প্রভেদ আকাশ-পাতাল, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। জাগতিক বিচারে যে পুত্র কনিষ্ঠ নাতি, ছাত্র—এইপ্রকার বয়োলঘু অধিকারের কিংবা বয়সে ছোট, বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি কোন অংশে অথবা জন্মাদি শূদ্র জাতে হীন অধিকারের হইলে যে শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করেন—এইরূপ দাসানুদাস ভক্তের সৌভাগ্য লাভ করেন, তবে তাহাই ভগবদ্ভক্ত—সাধুগুরু—বৈষ্ণব আর যে [illegible] তাহাকে দূরের [illegible] বৈষ্ণবের কৃপা তাঁহার নিকট কৃপাপ্রার্থী না হন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট তাঁহাদের অপরাধ হওয়ায় ভীষণ অনর্থ সাধিত হইবে।

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তদীয় শিক্ষাগুরুবর্গকে পরম শ্রদ্ধাভরে বৈষ্ণব-সেবায় ও শ্রীহরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তনে নিযুক্ত দেখিয়া তাঁহাদিগের প্রতি শিষ্যযুক্ত পরিচালন পূর্ব্বক স্বয়ংবুদ্ধিতে তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবোচিত সম্মান প্রদান ও 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিতেন, ইহা আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তদ্ভিন্ন বিগ্রহ পরমারাধ্যতম শ্রীগুরু। আচার্য্যদেবের সর্ব্বক্ষণ এই আদর্শ আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি।

শ্রীল প্রভুপাদের নিকট দীক্ষিত ও শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে নিষ্কিঞ্চন-ব্রহ্মপ্রাপ্ত স্বধামগত শ্রীল বাবাজী মহারাজের আচার প্রচারের আমরা এ বিষয়ের জ্বলন্ত আদর্শ সর্ব্বক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। শ্রীল বাবাজী মহারাজ পূর্ব্বাশ্রমে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও তদ্ভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ জীবিত থাকিলেও শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ কে শ্রী শ্রী ভক্তিসর্ব্বস্ব-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ অনুকম্পিত নিজজন—শুদ্ধভক্তিবারিধির নিত্যবাসী জানিয়া পূর্ব্বাশ্রমপূর্ব্বক স্বয়ংবুদ্ধিতে তাঁহাদিগকে যাহাদের যে দণ্ডবৎ দেয়, তাহাদের নিকট হইতে উদ্দেশ গ্রহণ ও তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট মহামহাপ্রসাদি গ্রহণ করিতে শ্রীল সহজ গ্রহণ করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার [illegible] দেখিয়া সাদরে, দর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন,—তাহার আমাদের নিকটে বিবৃত হইয়াছে।

আমাদের বিচারে শ্রীল তীর্থ মহারাজ পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইলেও তিনি সর্ব্বদা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে শ্রী শ্রীল প্রভুপাদের অভিন্নবিগ্রহ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ জানিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণাম ও সর্ব্বদা ভক্তিসর্ব্বস্ব মহামহাপ্রসাদ [illegible] সাদরে ও প্রণয়ের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহাও আমরা সকলেই বর্ত্তমানে প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীমুকুন্দ ও শ্রীরঘুনন্দনের ন্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তাহার লাভ অনুভব করিবার সৌভাগ্য পাইতেছি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঘুনন্দনের কৃষ্ণসেবার বর্ণন করিয়াছেন,—

রঘুনন্দন সেবা করে কৃষ্ণের মন্দিরে।
চারিদণ্ড রাত্রি তাঁর গোঙায় উঠিতে॥
নিজগণ করি' কৃষ্ণ করেন সেবনে।
দুই প্রহর কৃষ্ণ অন্ন করে॥
রঘুনন্দনের সেবা—কৃষ্ণের সেবন।
প্রসাদ [illegible] অন্ন নাহি মন॥

(শ্রীচৈ. চ. মধ্য. ১৫।১২৮, ১২৯, ১৩১)

শ্রীসরস্বতী-পূজা

——::(*)::——

আমরা দেখিতে পাই, এই জগতের বহু জীবগণ প্রতিবৎসর মাঘী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে শ্রীবসন্ত-পঞ্চমীতে সরস্বতী-পূজা করিয়া থাকেন। আবার মায়ামুক্ত ভাগবতগণের মধ্যেও শ্রীসরস্বতীপূজার প্রথা দেখা যায়। এই উভয়ের উপাস্য দেবতা সরস্বতী এবং সেই সরস্বতীর উপাসনাপ্রণালী এক, না পৃথক্?—ইহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু তত্ত্বসন্দর্ভে (১৭শ অনুঃ) লিখিয়াছেন যে, পরাতত্ত্বজনপূজ্যা সরস্বতীদেবী সংকীর্ণ শাস্ত্রাদির প্রতিপাদ্য দেবতা যথা—"সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ বিভূনাঞ্চ নিগদ্যতে।" 'সঙ্কীর্ণ'-শব্দের অর্থ শাঙ্করভাষ্যকার এইরূপ করিয়াছেন,—'সঙ্কীর্ণেষু তত্তদ্বস্তুবোধনেষু', 'সরস্বতী' শব্দের তাৎপর্য্য—নানা "বর্ণাত্মক-তত্তদ্বাচিকায়া নানা দেবতায়া ইত্যর্থঃ" অর্থাৎ বিবিধ বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ইহার দ্বারা নানা দেবদেবীও উপাসিত হইতেছেন। তাৎপর্য্য এই যে, সরস্বতী বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তদ্দ্বারা তিনি নিজের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া বিবিধ বাক্যের দ্বারা বিভিন্ন দেবতার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এজন্য শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু 'সরস্বতী' বাক্যে নানা দেবদেবী লক্ষ্য করিয়াছেন। সরস্বতী বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া নানা দেবদেবী উপাসিত হইলেও বস্তুতঃ সরস্বতী বাক্যে কোন একটী পৃথক্ দেবতাই বুঝাইয়া থাকে। শ্রীসরস্বতীকে বিদ্যা বা জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলা যায়।

জড়জগতে মায়াদেবী 'দুর্গা'-নামে পরিচিতা। তাহার আবরণের মধ্যে আমরা সরস্বতীকে দেখিতে পাই, তাহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণও সরস্বতী দেবীকে ভগবচ্ছক্তি বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন, ইহাও জানিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মহাভাগবতবর শ্রীল ব্রহ্মগোস্বামী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত-আরম্ভের মঙ্গলাচরণে পরাবিদ্যারূপিণী সরস্বতীকে এইরূপ প্রণাম করিয়াছেন—'দেব্যৈ সরস্বত্যৈ ব্যাসং তন্মৈ ভগবতে নমঃ' (ভা. ১।২।৪)। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধ মুনিগণের গুরু শ্রীশুকদেব গোস্বামী "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" (১।২।২০)—এই বাক্যে বেদদেবী বাণী শ্রীসরস্বতীর ভগবদ্ধামের আদিগুরু শ্রীব্রহ্মার [illegible] বলিয়া আচার্য্যের পাদপদ্মে বন্দনা করিয়া থাকেন,—ইহাও জানাইয়াছেন। "সরস্বতী কথম্ভূতা?—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাতে উদ্দীপন করিয়াছেন তাদৃশী" (শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ)।

উপরি উক্ত শাস্ত্রবাক্য হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, মায়াযুক্ত ও মায়ামুক্ত জীবের উপাস্যা সরস্বতী এক নহেন। একটী স্বরূপ-শক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তির বৃত্তি, অপরটী মায়া শক্তি বা বহিরঙ্গা শক্তির বৃত্তিবিশেষ। একটী—কৃষ্ণভজন প্রদর্শিনী বেদাত্মিকা বাণী বা ব্রহ্মকৃপারূপিণী শ্রুতিগর্ভা ঋষ্যবতী কৃষ্ণ-কীর্ত্তন সরস্বতী, আর একটী—বহির্ম্মুখবিমোহিনী, বৃক্ষের বাগ্‌বিলাসিনী। মায়াশক্তি ও চিচ্ছক্তি শক্তিবিচারে অভিন্ন হইলেও বস্তু ও বস্তুর ছায়া যেরূপ পৃথক্, তদ্রূপ মায়া ও চিচ্ছক্তি স্বজাতীয় ও বিজাতীয়-বিচারে পরস্পর ভিন্ন। মায়াশক্তি শক্তিমান্ ভগবানেরই শক্তি হইলেও দুষ্টা পত্নী যেরূপ স্বামীর সন্নিধানে গমন করিতে লজ্জাবোধ করে, সেইরূপ মায়াশক্তিও "বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া" (ভাঃ ২।৫।১৩)—এই ভাগবতবচনানুসারে ভগবৎসম্মুখে গমন করিতে পারেন না, আর চিচ্ছক্তি ভগবৎ-সন্নিধানে নিরন্তর অবস্থান করিয়া তদীয় সেবাসুখ লাভ করেন।

মায়াশক্তিগত সরস্বতীর উপাসকগণের মধ্যে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ কবি কালিদাসের নাম আমরা পুরাকালের ইতিবৃত্ত হইতে জানিতে পারি। পরবর্ত্তী সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে কেশবকাশ্মীরী নামে জনৈক বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের নামও দেখিতে পাওয়া যায়। এই কেশবকাশ্মীরীও সরস্বতীর আরাধনাপ্রভাবে কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াছিলেন। আবার নবদ্বীপের তাৎকালিক অবস্থা বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীবাসাঙ্গনের ভাবাবেশ ছন্দে দুই হয় "সরস্বতী-প্রসাদে সবেই মহাদক্ষ" (চৈঃ ভাঃ - আদি, ২৫৮) পরবিদ্যারূপিণী শ্রীসরস্বতী পতি শ্রীগৌর নারায়ণ শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলে মায়াবদ্ধ ব্যক্তিগণের উপাস্যা সরস্বতীর বরপুত্র-গণের যাবতীয় পাণ্ডিত্য-পাতিত্য মলিনতা-প্রাপ্ত হইয়াছিল। দিগ্বিজয়ী কেশবকাশ্মীরীর প্রতি সরস্বতীর উপদেশ-বাক্য 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবত' কার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

কৃপাদৃষ্টে ভাগ্যবন্ত ব্রাহ্মণের প্রতি।
কহিতে লাগিলা তাঁর গোপ্য সরস্বতী॥
সরস্বতী কহেন,—'শুনহ দ্বিজবর।
বেদগোপ্য কাহ এই তোমার গোচর॥
কা'র স্থানে কহ যদি এসকল কথা।
তবে তুমি শীঘ্র হৈবা অল্পায়ু, সর্ব্বথা॥
যাঁর স্থানে তোমার হইল পরাজয়।
অন্য ব্রহ্মাণ্ডনাথ সেই সুনিশ্চয়॥
আমি যাঁর পাদপদ্মে নিরন্তর দাসী।
সম্মুখ হইতে আপনারে লজ্জা বাসি॥

(চৈ. ভাঃ - আদি ১৩।১২৭-৩১)

প্রাচীন বৈষ্ণব শ্রীবলদেবপ্রভুপাদ শ্রীমদ্-ভাগবতের টীকার প্রারম্ভে তাঁহার ইষ্ট শ্রীনৃসিংহদেবের স্তব করিতে গিয়া নৃসিংহ-শক্তি শ্রীসরস্বতী দেবীকে শ্রীনৃসিংহদেব বরদ বদনে অর্থাৎ সম্মুখে আসীনতা বাক্যে বর্ণন করিয়াছেন।

বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সংবিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে॥

কালিদাস, কেশ্রকাশ্মীরী-প্রমুখ ব্যক্তি-
র উপাস্যা সরস্বতীদেবী ভগবান্ শ্রীনৃসিংহ-
দেব বদনে অবস্থান করা দূরে থাকুক,
তাঁর সম্মুখে গমন করিতেও আপনাকে
অক্ষম বোধ করেন। শ্রীমদ্ভাগবত
(৭।৯।১৩) ও শ্রীচৈতন্যভাগবত (আ ১০
।১১) বাক্যই তাহার প্রমাণ। পরা অপ্রা-
কৃতা শ্রীসরস্বতী দেবী শুদ্ধ-কীর্ত্তনময়ী,
ভক্তিপ্রিয়া, তিনি শুদ্ধভক্তগণের জিহ্বাগ্রে
অবস্থান করিয়া নিরন্তর ভগবৎসেবানিরতা।
ভক্ত ও ভক্তব্রুবগণ কেহ যদি তাহার
(শ্রীসরস্বতীর) স্বামীর প্রতি কোন বক্র
সিদ্ধান্তের বাক্য প্রয়োগ করেন,
তথাপি বাগাধিষ্ঠাত্রী দেবতা তদ্দ্বারা নিজ
পতির স্তুতি করিয়া থাকেন,—ইহা শ্রীমদ্ভাগ
বত ১০।২৭।৫ শ্লোকে ইন্দ্রের বাক্যে
দর্শিত হইয়াছে। দুর্ব্বুদ্ধিবশে ইন্দ্র
কৃষ্ণকে তিরস্কার করিলেও শ্রীসরস্বতী দেবী
তাহারই মুখে নিজ প্রভু শ্রীকৃষ্ণের স্তব
করিয়াছেন, কিন্তু ইন্দ্র তাহা জানিতে
পারেন নাই।

কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির নামান্তরই শুদ্ধা
সরস্বতী। তিনি কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়া।
মন্দাকিনী শুদ্ধা সরস্বতী স্বরূপশক্তির
বৃত্তি। শুদ্ধভক্তগণ সেই সরস্বতীর নিত্য
পূজা করিয়া থাকেন। শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখেই
তাঁহার পূজা সাধিত হয়। আবার অপ্রাকৃত
কবিকুলরাজ শ্রীজয়দেব গোস্বামীকে 'শ্রুতি
[illegible] সরস্বতীর্ন্' —এই বাক্যে
[illegible] সরস্বতীদেবীর একজন প্রধান পূজকরূপে
দর্শিত হয়। 'জয়'-শব্দের অর্থ—সর্ব্বোৎ
কৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণ, 'দীব্'-ধাতু নিষ্পন্ন 'দেব'-
শব্দ দ্বারা—যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে
ক্রীড়াপ্রভাবে পরাজিত করেন, তাঁহাকেই
বুঝায় থাকে অর্থাৎ যিনি নিজ ভক্তি-
ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে পরাজিত করেন, তিনিই
জয়দেব। 'জয়দেব' বলিতে শুদ্ধ কৃষ্ণ-
কীর্ত্তন-পরায়ণ ভক্তমাত্রই উদ্দিষ্ট হইয়া
থাকেন।

সেবোন্মুখ ভক্তগণের জিহ্বায় যে শুদ্ধা
দেবী স্ফুরিতা হন, ভগবান্ [illegible]
[illegible] দ্বারা তাঁহারই সেবা করিয়া
থাকেন। শুদ্ধা সরস্বতী দেবীও ভগবান্
[illegible]র কর্ণরন্ধ্র দ্বারা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া
তাঁহার হৃদয়কে নির্ম্মল ও শান্ত [illegible] শীতল
[illegible] করিয়া সেই সৌভাগ্য-
বান ভক্তের জিহ্বায় নৃত্য করিতে করিতে
তাঁহার স্বামীর তুষ্টি বিধান করিয়া থাকেন।
[illegible] আবার এই শুদ্ধা
সতীকে পুরাণাদি শাস্ত্র [illegible]
[illegible] বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।
এ ব্রহ্মগীত-তাৎপর্য্যপরা বাণী ব্যতীত
[illegible] ইন্দ্রিয়তোষণপরা [illegible] বাণীর
[illegible] দুষ্টা সরস্বতী, কৃষ্ণপ্রিয়তোষণে
প্রবৃত্তা শ্রীজয়দেবের সরস্বতী হইতে ভিন্ন
বস্তু।

আত্মপ্রিয়তর্পণ পরায়ণ মায়াবদ্ধ ভগবৎ-
সেবাবিমুখ ব্যক্তিগণ 'গায়ক', 'বাদক',
'কবি', 'সাহিত্যিক', 'চিত্রকর', নানা
'কলাবিদ্যাবিশারদ' প্রভৃতি নামে জগতে বিদিত
হইয়া স্ব স্ব বিদ্যার পারদর্শিতা-অর্জনার্থ
সরস্বতী দেবীর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।
ইহাদের মধ্যে—বালক, কামিনী ও অতপ্রাকৃত,
একেকবার আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ বা
বঙ্গদেশের বহু স্থানে—বারবনিতাভবনে,
সাধারণের [illegible], শিক্ষায়তনাদি সম্প্রদায়ে সরস্বতী-
পূজা একটী প্রধান পর্ব্ব বলিয়া পরিগণিত
আছে। কোন কোন স্থানে তাহাদের [illegible]
পূজায় শ্রীসরস্বতী দেবীর সম্মুখে বারবনিতার
নৃত্য, [illegible], সিগারেট ও গাঁজাদি সেবন,
সুরাপান, গ্রাম্য বাদ্যোদ্যম ও নানা প্রকার
বর্বরোচিত [illegible]। [illegible] সম্মুখে এরূপ
[illegible] হইয়ে নাম কি
[illegible] শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ কখনও বাগ্-
দেবীর এরূপ অসম্মান করেন না, মায়ামোহিত
হইয়া লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীসরস্বতী
দেবীর পূজা করিবার ছলে তাঁহার
সহিত বণিক্ বৃত্তি ব্যবহার করেন না কিংবা
স্বার্থসাধন [illegible] দেবীর আহ্বান
ও পরে তাঁহাকে বিসর্জ্জন করিয়া "ভোগ
[illegible]" [illegible] পূজা [illegible]
[illegible] তাঁহারা
[illegible] শ্রীসরস্বতী দেবীর—[illegible]
[illegible]
[illegible] পূজা [illegible] শ্রবণ
[illegible] বরেন। [illegible]
[illegible] দ্বারা নিরন্তর [illegible]
কীর্ত্তন করিতে অনর্থযুক্ত জীবের অনর্থনিবৃত্তি
হয় এবং তখন তাঁহার হৃদয়ে [illegible]
সরস্বতী [illegible] প্রতিষ্ঠিতা
হন। [illegible] ও শাস্ত্র
যুক্তিতে সুনিপুণতা লাভ করিয়া উজ্জ্বলরূপে
প্রকট হন। অতএব ভগবদ্ভক্তগণের ন্যায়
আর শ্রেষ্ঠ সরস্বতীপূজক কে?

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

শ্রৌতবাক্য শু'নবার পর আমাদের
যাবতীয় ক্লেশ নেওয়ার দায় থেমে যায়—
শ্রীগুরুপাদের সেবা ক'রবার পর যাবতীয়
[illegible] অনুমান প্রত্যক্ষ থেমে যায়।
গুরুপাদপদ্ম হ'তে যে শব্দব্রহ্ম আমাদের
শ্রুতিগোচর হন, যদি আমরা অকপটে তা
গ্রহণ করি, তা হ'লে শব্দব্রহ্ম বা বৃহদ্বস্তুতে
খণ্ডত্ব আরোপ করার দরুণ শব্দ ও শব্দিত
বস্তুতে ভেদবুদ্ধি এসে উপস্থিত হ'বে।
কিন্তু অবাঙ্মান বস্তুতে কোনপ্রকার ভেদ
নাই, কেন না, তা' বৃহদ্বস্তু।

বিষয়োজনিতটা আমাদিগকে কষ্ট দেয়—
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ তরঙ্গায়িত হ'য়ে
আমাদিগকে ধাক্কা দেয় এজন্য বিষয়ী
হওয়া উচিত নয়।

ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হবার
যাঁ'দের ইচ্ছা, এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ
নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিগণের পক্ষে বিষয়িদর্শন, স্ত্রী-
সন্দর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু।

যিনি ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হ'তে চান,
তিনি যেন বিষয়কে দর্শন না করেন। বাহ্য
জগতের আলোক দর্শনে ভগবদ্দর্শন
আচ্ছাদিত। বিষয় বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু
যখন এসে উপস্থিত হয়, তখনই ভগবদ্বিস্মৃতি
হয়, ভগবদ্ভক্তগণকে 'ছোট' মনে হয়।
যিনি ভগবানের সেবার জন্য [illegible]
অগ্রসর হ'চ্ছেন, তিনি বিষয়ীর দর্শন
ক'রবেন না—যোষিৎকে দর্শন করবেন না।
'যোষা—বিষয়, আর [illegible] হ'চ্ছে
[illegible]। [illegible] বা [illegible]
সঙ্গীকে দর্শন করবে না। [illegible]
[illegible] আমাদিগকে ব'লে দিয়েছেন—
যোষিৎ-সঙ্গীর সঙ্গ ক'রো না—ক'রো না।

মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান হ'তে অভিন্ন
ভগবানের প্রকাশবিগ্রহ না বললে কখনও দিন
ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হবে না।
তিনি প্রাকৃত নয় [illegible] হ'তে পারেন, যাঁ'র হস্ত
ও ভগবানে অভিন্ন আছে।

সচ্চিদানন্দ ভগবানের সেবার হাত আছে,
সেই হাত দিয়ে তিনি [illegible]
[illegible]ছেন। ভগবানের [illegible]
ভগবান নিজেই নিজের সেবা ক'রতে না।
ভগবান নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য
গুরুরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। আমার [illegible]
[illegible] ভগবান হ'তে অভিন্ন—[illegible]
সহিত এক-দেহ—'[illegible] ভগবান্' আর
'সেবক-ভগবান' বিষয়-ভগবান আর
'আশ্রয়-ভগবান'। যিনি সেব্য ভগবান—
বিষয়-ভগবান্ আর যিনি সেবক—
সেবক ভগবান—আশ্রয় ভগবান্।

বিষয়িগণ—মহাদস্যু—[illegible]—
স্বার্থপরগণ [illegible]
ভক্তগণ [illegible]
করে ভগবানের আশ্রয় [illegible]
[illegible] ও ভগবানের [illegible] হ'তে
[illegible] হন না।

অনন্তকোটি জীব আমার [illegible]
বিমুখ হয়ে [illegible]
[illegible]
এটা [illegible]
অনন্তকোটি [illegible]
[illegible]
[illegible] সাত্তবার [illegible]
বিতরণ ক'রেছেন।

গৌড়েশ্বর বলেন,—যা'র কাছে যা'
কিছু [illegible] আছে [illegible]
[illegible] পূর্ণ
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

যদ্যপি আ[illegible] তথাপি [illegible] তাঁহার [illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:●:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি পাঠনে	।৵০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷৷০	১৷৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক " ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মতামতোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি ও অন্যান্য অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

ভারতীয় ডাক্তারদের প্রশংসা

ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের একটি প্রেস-নোটে মালয়ে দুইজন ভারতীয় বেসামরিক ডাক্তারের অসাধারণ সাহস ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

কুয়ালালামপুরে সাধারণ হাঁসপাতাল হইতে যখন রোগীদের সরাইয়া লওয়া হইতে থাকে, তখন দুইজন ভারতীয় ডাক্তারের ১৫টি শিশু এবং ১৫৪ জন বেসামরিক রোগীর তত্ত্বাবধান করিবার জন্য সেই হাঁসপাতালে নিযুক্ত রাখা হয়। জাপানীদের আক্রমণে তাঁহারা একটুও বিচলিত না হইয়া নিজেদের কাজ করিয়া যাইতে থাকেন। পেনাং হইতে অপসারিত একজন অষ্ট্রেলিয়ান ডাক্তার বলেন যে পেনাংএ জাপানীদের তড়িৎগতি বিমান-আক্রমণের মধ্যেও ভারতীয় ডাক্তারেরা বিশেষ ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন।

ভারতে বাইসাইকেল প্রস্তুত

বর্ত্তমানে ভারতীয় কারখানা হইতে সম্প্রতি যে সাইকেল বাহির হইতেছে, তাহা হইতে মনে হয়, ফ্রি হুইল, চেন, এবং হাব্ (চাকার মধ্যস্থ) ছাড়া অন্যান্য সকল অংশ শীঘ্রই ভারতে প্রস্তুত হইতে পারিবে। সাইকেলগুলিকে সম্প্রতি পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। মোটের উপর এগুলি বেশ সন্তোষ-জনক বলিয়া গণ্য হইয়াছে। অবশ্য ছোট-খাট সামান্য কয়েকটি অংশ এখনও একেবারে ত্রুটিহীন নহে। কিন্তু যাহাতে এগুলির উন্নতি হয় এবং সৈন্যনিভাগে এই সাইকেল-গুলি ব্যবহার করা চলে, শীঘ্রই তাহার ব্যবস্থা হইতেছে।

ভারতের কয়েকটি কারখানায় সাইকেলের কল-কব্জাও প্রস্তুত হইতেছে। ভারতে প্রস্তুত সাইকেলগুলি সৈন্যদের ব্যব-হারের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

কর্পোরেশন-স্কুলসমূহ ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বন্ধ রাখার অনুরোধ

কলিকাতা কর্পোরেশনের এ আর পি স্পেশ্যাল ক'মটী গত সোমবার এক সভায় এরূপ সুপারিশ করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, কলিকাতা কর্পোরেশনের সমস্ত বিদ্যালয় আগামী ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বন্ধ রাখা হউক। উক্ত স্কুলগৃহগুলির ভাড়ার ব্যবস্থা পূর্ব্বের ন্যায় ঠিকই থাকিবে।

উক্ত কমিটী আরও সুপারিশ করিয়াছেন যে, কর্পোরেশনের যে সব শিক্ষক সাময়িক-ভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে কার্য্য হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া হউক। আর স্থায়িভাবে যেসব শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের মোট মাসিক বেতনের শতকরা ৫০ ভাগ বেতন (প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের দেয় অর্থ বাদ দিয়া) পাইবেন। তাঁহারা যদি এ আর পি কার্য্য কোন চাকুরী লাভ করিতে পারেন, তবে উক্ত এ আর পি চাকুরীর বেতন ও কর্পোরেশন হইতে তাঁহাদের বেতন বাবদ প্রাপ্য টাকাটা একসঙ্গে তাঁহাদের পূর্ব্ব বেতনের পরিমাণ হইতে বেশী হইতে পারিবে না। কর্পোরেশনের স্কুলগুলির শিক্ষয়িত্রীগণ ইচ্ছা করিলে কলিকাতা সহরে থাকিয়া যাইতে পারেন এবং কোনরূপ সেবাকার্য্য গ্রহণ করিতে পারেন। কর্পোরেশন স্কুলগুলির ইন্‌স্পেক্টিং বিভাগের কর্ম্মচারিগণ ও টিচার্স ট্রেণিং বিভাগের কর্ম্মচারিগণকে তাঁহাদের বেতনের অর্দ্ধেক দেওয়া হইবে। কর্পো-রেশনের স্কুলসমূহ ও শিক্ষাবিভাগের নিম্নতন কর্ম্মচারিগণ ইচ্ছা করিলে সহরের মধ্যেই থাকিতে পারে এবং কর্পোরেশনের অন্য কার্য্য গ্রহণ করিতে পারে, অন্যথা তাহাদের ক্ষেত্রে 'কাজ না করিলে, বেতন পাইবে না' —এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে। এখনকার মত অবশ্য কর্পোরেশনের শিক্ষাবিভাগের আফিস পূর্ব্বের ন্যায়ই চালু থাকিবে।

বিভিন্ন দেশের জাতীয় ফুল

বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপ ফুল পাওয়া যায়, সকলের নিকট যে একরকমের ফুল প্রিয় তাহা নহে, কারণ ফুল নানাদেশে নানা রকম, হইয়া থাকে, এক একটি দেশের এক একটি ফুল সে দেশীয় লোকের নিকট প্রিয় হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে পদ্ম, ক্যানেডাতে ম্যাপল, চায়নায় নারসিসাস্, ইংল্যাণ্ডে গোলাপ (লাল), জার্ম্মাণীতে কর্ণফ্লাওয়ার, গ্রীস্এ বিগোনিয়া ফুল, স্কটল্যাণ্ডে থিসাস্, ওয়েল্স্এ লিক, সুইডেনে এমারান্থ, সুইজারল্যাণ্ডে এডেল উইস্, স্পেনে ডালিম ফুল বা কম ফ্লাওয়ার, ফ্রান্সিয়ায় লিনডেন্, পেরুতে সান ফ্লাওয়ার, স্যাকনিতে মিগনোনেট্, মেক্সিকোতে প্রিকলি পিয়ার ক্যাক্টাস্, নোভাস্কটিয়ায় ট্রেলিং আর্বিউটাস্, পার্শিয়ায় গোলাপ, ইটালীতে শ্বেতপদ্ম বা ডেজী, আয়ারল্যাণ্ডে শ্যামরক্ হাওয়াইতে লেহয়া প্রভৃতি প্রিয় ও জাতীয় ফুল বলিয়া বিবেচিত।

মাদ্রাজ সরকারের গ্রীষ্মকালীন দপ্তর

জানা গিয়াছে যে, বর্ত্তমান যুদ্ধ-পরিস্থিতি বিবেচনায় মাদ্রাজ সরকার এ বৎসর গ্রীষ্ম কালে উৎকামণ্ডে তাঁহাদের দপ্তর স্থানান্তরিত করিবেন না। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে মাদ্রাজ-সরকারের দপ্তর তিনমাসের জন্য উৎকামণ্ডে স্থানান্তরিত করা হইয়া থাকে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সত্যার্থ কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

১৬শ বর্ষ | ২৪ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫; ১২ই মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৬শে জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, সোমবার | ২৬১তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৪ মাধব, শর্ব্ব সঙ্কর্ষণ, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহানুভূতি

——::৭::——

শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহে প্রকৃত শিষ্যের চিত্তবৃত্তি কিরূপ হয়, তাহা শ্রীরূপানুগবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় "তুয়া অদর্শন-অহি, গরলে জারল দেহী, চিরদিন তাপিত জীবন" অর্থাৎ 'হে শ্রীরূপ! তোমার বিচ্ছেদ-রূপ সর্পের বিষে আমার দেহী অর্থাৎ জীবাত্মা জর্জ্জরিত হইয়াছে। সেই বিষের জ্বালায় আমার জীবন দীর্ঘকাল যাবৎ সন্তপ্ত'—এই বাক্যের মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই বিরহ-সূচক গীতিটী শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহবাসরে কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপযোগী। শ্রীগুরুপাদপদ্ম মুকুন্দপ্রেষ্ঠ। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুরপরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥

(শ্রীমনঃশিক্ষা, ২য় শ্লোক)

হে মন, তুমি বেদবিহিত ধর্ম্ম বা বেদ-নিষিদ্ধ অধর্ম্ম—কোনটীরই অনুষ্ঠান করিও না, পরন্তু ইহলোকে শ্রীব্রজধামে বাস করিয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা প্রচুর-পরিমাণে বিস্তার কর। তুমি শ্রীশচীনন্দনকে শ্রীনন্দনন্দন ও শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমজন-জ্ঞানে নিরন্তর স্মরণ কর।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়জাতীয় ভগবান্—নিজাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, তাঁহার অদর্শনই বিচ্ছেদ বা বিরহ। বর্ত্তমানকালে ইন্দ্রিয়ের অগোচরের নামই অদর্শন, কিন্তু সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের অদর্শন বা বিচ্ছেদের মধ্যে নিত্য চেতনবস্তুর সান্দ্র সন্দর্শন হইয়া থাকে। অনিত্য বস্তুর বিনাশ হয়, আর নিত্যবস্তুর অন্তর্দ্ধান বা অপ্রকট হইয়া থাকে। অপ্রকট-অর্থে সম্পত্তিদশায়, বস্তুসিদ্ধিতে কুণ্ঠধর্ম্মরহিত অবস্থানে অবস্থিতি বা নিত্য সচ্চিদানন্দ পার্ষদ তনুতে অবস্থান। অনিত্যবস্তুর অদর্শনের ন্যায় নিত্যবস্তুর অদর্শন বা অন্তর্দ্ধান নহে। তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন যে, অপ্রাকৃত বস্তুর অদর্শন ব্যাপারটীও সত্য ও নিত্য—'চিরদিন তাপিত জীবন', কারণ, শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু নিত্য শ্রীভগবৎপার্ষদ, শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণপৃষ্ঠে,—

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং
যেন ভূতলে।
সোঽহং রূপঃ কদা মহ্যং
দদাতি স্বপদান্তিকম্॥

যিনি শ্রীচৈতন্যের অন্তরের অভীষ্ট এই ভূতলে স্থাপন করিয়াছেন, সেই শ্রীরূপ কবে আমাকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের সমীপে স্থান প্রদান করিবেন—আমাকে 'অন্তেবাসী' অর্থাৎ শিষ্য বলিয়া আত্মসাৎ করিবেন।

কোনও যুগে, কোনও অবতারে যাহা প্রদত্ত হয় নাই, সেই অনর্পিতচর শ্রীকৃষ্ণপ্রেম স্বয়ং পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রদান করিয়াছেন। সেই স্বয়ংরূপের নিজরূপ ও অন্তরঙ্গজনই শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু। তাঁহার অদর্শন বা বিরহ ইন্দ্রিয়াতীত ভূমিকায় অবস্থিত।

পেপঞ্চস্থিত জীবগণ শিষ্যাভিমানী হউক বা না-ই হউক, যিনি শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট স্থাপন করিতে আসেন, তিনি বিদ্যুদ্বেগে যে অভিসারের পথে চলিয়াছেন, যাঁহারা সেই পদাঙ্কের অনুগমন করিতে পারেন, তাঁহারাই শ্রীগুরুদেবের সঙ্গী হন, আর যাহারা শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অভীষ্ট সচ্চিদানন্দ বস্তুর প্রীতির বিরুদ্ধে কার্য্য করে, তাহাদের বহির্ম্মুখতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিত মহাজন স্ব-স্থানে চলিয়া যান। ইহাই শ্রীগুরুপাদপদ্মের অদর্শন। এই অদর্শন বহির্ম্মুখের হৃদয় স্পর্শ করে না কিংবা জাগতিক শোকমোহাদির ন্যায় ইন্দ্রিয়তর্পণের অভাব বা আশঙ্কা নিবন্ধন যে ক্ষণিক অনুভূতি হয়, তদ্দ্বারাও সম্ভোগবাদ বা সংসারের ক্ষয় হয় না। বিরহীর হৃদয়ে সংসার নাই। তাঁহার দেহস্মৃতিই নাই, কিরূপে সংসার থাকিবে? দেহারামতাই সংসার।

"দেহস্মৃতি নাহি যাঁ'র,
সংসারকূপ কাঁহা তাঁ'র,
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহ-সমুদ্রজলে, কাম-তিমিঙ্গিল গিলে,
গোপীগণে নেহ তা'র পার॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ ম ১৩।১৪২)

শ্রীগুরুপাদপদ্মের অদর্শন-অর্থে সাধারণ প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় প্রকৃতিতে বা মহাভূতে লয়-প্রাপ্তি নহে। 'যে বস্তুর অদর্শন হয়, তাহার নিত্যত্ব কিরূপে হইতে পারে? সৃষ্টি ও ধ্বংস, জন্ম ও মৃত্যু ত' প্রাকৃত-জাত বস্তুর ধর্ম্ম।' ইহার উত্তর এই যে,—শ্রীভগবানের আবির্ভাব-শক্তি নিত্যসিদ্ধ লীলাপরিকরগণকে এই জগতে আনয়ন করেন, আর তিরোধান-শক্তি তাঁহাদিগকে নিত্যধামে লইয়া যান।

যখন অভীষ্টদেবের প্রীতির সহায়তা—তাঁহার সংকীর্ত্তনের দোহার করিবার সুযোগ হইতেছে না, তখন সেই দুঃখে শিষ্য আত্মহত্যা করিতে চাহেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু সর্ব্বদা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে পারিবেন না, এই বিচারে রথের চাকার নিম্নে নিজের দেহ বিসর্জ্জন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন,—

নির্ব্বেদ হইল পথে, করেন বিচার।
নীচজাতি, দেহ মোর অত্যন্ত অসার॥
জগন্নাথে গেলে তাঁ'র দর্শন না পাইমু।
প্রভুর দর্শন সদা করিতে নারিমু॥
মন্দির নিকটে শুনি' তাঁ'র বাসা স্থিতি।
মন্দির নিকটে যাইতে মোর নাহি শক্তি॥
জগন্নাথের সেবক ফেরে কার্য্য-অনুরোধে।
তাঁ'র স্পর্শ হইলে মোর হ'বে অপরাধে॥
জগন্নাথ রথযাত্রায় হইবেন বাহির।
তাঁ'র রথ চাকায় ছাড়িমু এই শরীর॥
মহাপ্রভুর আগে, আর দেখি' জগন্নাথ।
রথে দেহ ছাড়িমু, এই পরম পুরুষার্থ॥

(শ্রীচৈঃ চঃ অ ৪র্থ পঃ)

নিজাভীষ্টের অদর্শনের আশঙ্কা করিয়া এইরূপ আত্মধিক্কার ও আত্মদৈন্য উপস্থিত হয়। যদিও শ্রীমন্মহাপ্রভু বলাৎকারে নিজ প্রেষ্ঠ শ্রীসনাতনকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন এবং শ্রীসনাতনের শ্রীঅঙ্গের কণ্ডুরস (?) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিয়া তাঁহার সুখ উৎপাদন করিয়াছিল, তথাপি শ্রীসনাতন তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। আবার দেহত্যাগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দুঃখ হইতে এজন্য শ্রীসনাতনের হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে বলিয়াছিলেন,—

"তোমার দেহ আমার নিজ ধন, আমি তাহা আত্মসাৎ করিয়াছি, তুমি পরের দ্রব্য কি করিয়া বিনাশ করিতে পার?' বস্তুতঃ প্রেমিক অনুরাগী ভক্ত যে কোন বিপদ্ভয়ে নিজের দেহত্যাগে ইচ্ছা করেন, তাহা সম্পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণেচ্ছা-দ্বারা চালিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি-চেষ্টাময়, তাহাতেই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

"প্রেমিক ভক্ত বিয়োগে চাহে
দেহ ছাড়িতে।
প্রেমিক কৃষ্ণ মিলে, সেহ না পায় মরিতে॥
গাঢ় অনুরাগের বিয়োগ না যায় সহন।
তা'তে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ অ ৪।৬১-৬২)

শ্রীরুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে পতিত্বে বরণ করা সত্ত্বেও যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিদ্বেষী রুক্মী শিশুপালকে শ্রীরুক্মিণীর বররূপে নির্ব্বাচন করিয়াছেন, শুনিতে পাইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের বিরহে দেহত্যাগ পূর্ব্বক শত শত জন্ম পরেও তাঁহার অনুগ্রহ লাভের কামনা করিয়া এইরূপ এক লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন, —

"যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃস্নপনং মহান্তো
বাঞ্ছন্তু নাপতিরিবাত্মতমোঽপহত্যৈ।
যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং
জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশাঞ্ছতজন্মভিঃ স্যাৎ॥"

(শ্রীভাঃ ১০।৫২।৪৩)

হে অম্বুজাক্ষ! আত্মতম বিনাশের জন্য শিবের ন্যায় মহান্তসকল যাঁহার শ্রীপাদ-পদ্মরজে স্নান বাঞ্ছা করেন, সেই তোমার প্রসাদ আমি যদি না পাই, তাহা হইলে তোমার প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রতকৃশ হইয়া জীবন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শতজন্মের পরেও তোমার প্রসাদ লাভ করিব।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু নিজেশ্বরীর সেবাবিরহে উৎক্ষিপ্ত হইয়া শ্রীগোবর্দ্ধনের প্রান্তে বসিয়া এইরূপ বিলাপ করিয়াছেন,—"হে দেবি! তোমার অদর্শনরূপ কালসর্পের দংশনে এই ব্যক্তি মৃতপ্রায় হইয়াছে। আমি তোমার শ্রীচরণ-পদ্মের অতি ক্ষুদ্র দাসী। তোমার বিয়োগ দাবানলে আমার তনুলতা সাতিশয় দগ্ধ হইতেছে। তুমি ক্ষণকাল দর্শনদানে আমাকে জীবিত কর।"

শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু বিরহবিধুর জনের চিত্তের অবস্থা বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন,—

পীড়াভির্নবকালকূট-কটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কার-
সঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দ নন্দনপরো জাগর্ত্তি
যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব
বিক্রান্তয়ঃ॥

(শ্রীবিদগ্ধমাধব, ২ অ ১৮)

হে সুন্দরি! শ্রীনন্দ নন্দন সম্বন্ধীয় প্রেমা যাঁহার হৃদয়ে জাগিয়াছে, তাঁহার বক্রমধুর ভাব-বিক্রমসকল স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সেই প্রেম দুইরূপে কার্য্য করে অর্থাৎ নূতন সর্পবিষের কটুতার গর্ব্বকে স্বজাত পীড়ার দ্বারা নির্ব্বাসিত করে অর্থাৎ যার-পর নাই দুঃখের উদয় করায়, আবার আনন্দের অমৃতমাধুর্য্যের যে অহঙ্কার তাহার সঙ্কোচনকারী পরম সুখ প্রদান করে।

বাহিরে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত চরিত।
সেই প্রেমা আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ,
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যাঁ'র মনে,
তা'র বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন॥

(শ্রীচৈঃ চঃ ম ২ ৫০-৫১)

একদিন 'গৌড়ীয়-সম্পাদক' মহা-মহোপদেশক শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর সঙ্গে আমরা আরও দুই তিনজন মহা-ভাগবতবর পরমহংস শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। আমরা তথায় উপস্থিত হওয়ার কিছুক্ষণ পরে শ্রীল বাবাজী মহারাজ "যা'রে না দেখিলে মনে বড় তাপ। অনলে পশিব, কিংবা জলে দিব ঝাঁপ"—আকুলপ্রাণে, গদ্গদ-কণ্ঠে ক্রন্দন করিতে করিতে আবেগের সহিত পুনঃ পুনঃ এই কথাগুলির উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। আমরা ইহা প্রত্যক্ষ দর্শন ও শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। শ্রীনন্দনন্দনের প্রতি—তদভিন্নবিগ্রহে সাধু-গুরুবৈষ্ণবের প্রতি যাঁহাদের একান্ত আন্তরিক অনুরাগ ও প্রীতি উদয় হইয়াছে,—তাঁহাদেরই বিরহানুভূতির এইপ্রকার লক্ষণ।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য

——::(•)::——

গত কল্য ১১ই মাঘ, রবিবার মাঘী শুক্লা নবমী তিথি আমাদের পূর্ব্বগুরু মুখ্য বায়ুর অবতার শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের তিরোভাব-বাসর ছিল।

পুরাকালে ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম-প্রান্তে অবস্থিত পাজকা ক্ষেত্রস্থ উড়ুপী-গ্রামে মধ্যগেহ কুলোৎপন্ন বেদ-বেদাঙ্গকুশল সদাচার-রত জনৈক নিঃস্ব ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার নাম ছিল—শ্রীনারায়ণ ভট্ট। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণী বেদবতী (বা বেদ-বিদ্যা) দেবীর সহিত পাজকাক্ষেত্রে বাস করিয়া পরশুরাম পীঠস্থ স্ব কুলদেবতা ভগবান্ শ্রীশেষশায়ী বিষ্ণুর আরাধনা করিতেছিলেন। বেদবতীর গর্ভে একে একে দুইটী পুত্র উৎপন্ন হইয়া অচিরকাল মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ দম্পতি পুত্র-সুখে বঞ্চিত হইয়া অমরপুত্র-প্রাপ্তি-কামনায় দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত দুগ্ধ মাত্র পান করিয়া অতীব কঠোর তপস্যা করিলে শ্রীশেষশায়ী ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের এই তপস্যার সমুচিত ফল প্রদানে উন্মুখ হন।

এই সময় সনাতনধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র শুদ্ধ ভগবদুপাসনার ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদরূপ নাস্তিকবাদ জীবকুলকে জীবের নিত্যধর্ম্ম বিষ্ণুভক্তি হইতে দূরে পাতিত করিয়া তমো-রাজ্যের প্রতি ধাবমান করাইতেছিল। যখন-যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন-তখনই সত্ত্বতনু বিষ্ণু স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া বা কোন মহত্তম জীবে স্বীয় শক্তি আবিষ্ট করিয়া তদ্দ্বারা জগতের কল্যাণ সাধন করেন। প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদ-কুজ্ঝটিকাকে ভারত-গগন হইতে অপসারিত এবং জীবন্মৃত জীবকুলের পুনরায় প্রাণসঞ্চার করিবার জন্য বিষ্ণুর ইচ্ছায় মুখ্য বায়ু জগতে অবতীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। যেমন পূর্ব্বে সপ্তদশীয় ত্রেতাযুগে কেশরি-পত্নী অঞ্জনাকে আশ্রয় করিয়া মহাবীর শ্রীবজ্রাঙ্গজী জগতে শ্রীরামচন্দ্রের মাহাত্ম্য-প্রচারার্থ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যেমন অষ্টাবিংশীয় দ্বাপরযুগে পাণ্ডু-পত্নী কুন্তীকে আশ্রয় করিয়া বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীভীমসেন জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ অষ্টাবিংশীয় কলিযুগে বেদাদি নিখিল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য যথার্থ তত্ত্ব সজ্জনগণকে উপদেশ করিবার জন্য পাজকা-ক্ষেত্রবাসী মধ্যগেহ-কুলোৎপন্ন নারায়ণ ভট্টের সহধর্ম্মিণী বেদবতীকে আশ্রয় করিয়া মুখ্য বায়ুর অবতার শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ১০৪০ শকাব্দে, মতান্তরে ১১৬০ শকাব্দে জগতে আবির্ভূত হইলেন।

শ্রীনারায়ণ ভট্ট পুত্রের নাম 'বাসুদেব' রাখিলেন। বাসুদেবের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। বাসুদেব অতি শৈশবকালেই বিচিত্র লীলাবলী প্রকাশ করিয়া বন্ধু-স্বজন-বর্গের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বাসুদেব বর্ণমালা অভ্যাস করিয়া অষ্টমবর্ষে উপনয়ন-সংস্কার লাভ করেন। উপনীত বালক বেদাধ্যয়নের জন্য পাজকা-ক্ষেত্র হইতে প্রায় ৩ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত দণ্ডতীর্থ নামক স্থানে জনৈক বেদজ্ঞ বিপ্রের নিকট উপস্থিত হন। কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া সহাধ্যায়িগণের সহিত নানাবিধ ক্রীড়াতেই প্রমত্ত থাকিতেন। বেদাদি অভ্যাসে আদৌ তাঁহার কোনপ্রকার মনোযোগ দৃষ্ট হইত না। অধ্যাপক বাসুদেবকে সর্ব্বসময়ে ক্রীড়াদিতে প্রমত্ত দেখিয়া একদিন তাঁহাকে বিশেষভাবে ভর্ৎসনা করিলে বাসুদেব তৎক্ষণাৎ অধ্যাপকসমীপে অধীত অনধীত—সমস্ত বেদ-বেদাঙ্গ অনর্গল আবৃত্তি করিয়া অধ্যাপকের পরম বিস্ময় উৎপাদন করেন।

একদিন বাসুদেব হস্তে একখানি যষ্টি ধারণপূর্ব্বক পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"পিতঃ, আমি অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াছি, এখন মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত প্রচার করিব।" নারায়ণ ভট্ট বালকের এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"যদি তোমার ন্যায় একটি সামান্য বালক মায়াবাদ নিরাস করিয়া জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তোমার হস্ত-ধৃত শুষ্ক যষ্টি-খণ্ডের পক্ষেও মহদ্বৃক্ষরূপে পরিণত হওয়া অসম্ভব নহে।" অর্থাৎ যেমন শুষ্ক যষ্টিখণ্ডের পক্ষে বিশাল সজীব বৃক্ষরূপে পরিণতি সম্পূর্ণ অসম্ভব, তদ্রূপ বালক বাসুদেবের পক্ষেও প্রবল মায়াবাদ নিরাস করিয়া জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত প্রচার সম্পূর্ণ অসম্ভব,—ইহাই নারায়ণ ভট্টের অভিপ্রায়। পিতার এই কথা শ্রবণ করিয়া বাসুদেব বলিলেন,—"পিতঃ! ভগবচ্ছক্তিপ্রভাবে এই যষ্টিখণ্ডের যেরূপ মহান্ বৃক্ষরূপে পরিণতি কিছুমাত্র অসম্ভব নয়, তদ্রূপ আমার ন্যায় বালকের পক্ষেও মায়াবাদ খণ্ডনপূর্ব্বক জগতে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত স্থাপন কোনরূপে অসম্ভব হইতে পারে না।" বাসুদেব ইহা বলিয়া তাঁহার হস্তধৃত যষ্টিখণ্ড মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রোথিত করিলে উহা মহান্ বটবৃক্ষরূপে পরিণত হইল। এখনও পাজকাক্ষেত্রে সেই মহান্ বটবৃক্ষরাজ বিরাজিত থাকিয়া শ্রীমন্মধ্বা-চার্য্যের অলৌকিক প্রভাবের স্মৃতি দর্শক-বৃন্দের হৃদয়ে জাগরূক করিয়া দিতেছে।

নারায়ণ ভট্ট বাল্যকাল হইতেই বাসুদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার ও পরমত খণ্ডনে অসামান্য উৎসাহ ও প্রবল আত্মপ্রত্যয় দর্শন করিয়া পুত্র পরবর্ত্তী কালে গৃহধর্ম্মে আসক্ত হইবেন না, বুঝিতে পারিলেন। তিনি বাসুদেবকে বিবাহবন্ধনদ্বারা গৃহে আবদ্ধ করিবার জন্য মনে মনে সংকল্প করিলেন। বুদ্ধিমান বাসুদেব কিন্তু মাতা-পিতার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন। যাঁহার হৃদয় জগতের বন্ধন মোচন করিবার জন্য সর্ব্বদা সমুৎসুক, যিনি নিখিল অসৎ-শাস্ত্রকে তিরস্কার করিয়া জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-স্থাপনার্থ বিষ্ণু-কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট, বিষ্ণুশক্তি-দ্বারা আবিষ্ট সেই পুরুষ-কেশরীকে বন্ধন করিতে পারে, জগতে এমন কে আছে?

সাধারণ লোকের বিচার এই যে, পুত্রের সর্ব্ববিষয়েই মাতাপিতার অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, মাতাপিতার অনুমতি ব্যতীত ধর্ম্মাদি যাজন বা সন্ন্যাসাদি আশ্রমান্তর গ্রহণ বিশেষ দোষাবহ। এইরূপ বিচারসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বলেন যে, শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি লোকমান্য পুরুষগণও যে-কোন-প্রকারেই হউক মাতা-পিতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস-বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ বিচার যে সম্পূর্ণ প্রাকৃত ও কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ভোগি-সম্প্রদায়ের ভোগোত্থ-ধারণাপুষ্ট, তাহা আমরা বাসুদেবের আদর্শে দেখিতে পাই। আব্রহ্ম-স্তম্ব কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবমাত্রই নিজের হরি-ভজনহীনতা, মাৎসর্য্য ও ভোগবুদ্ধি নিবন্ধন অপরের হরিভজন-বিরোধী। মাতাপিতা ও পুত্রে, স্বামী ও স্ত্রীতে, ভ্রাতা ও ভ্রাতার মধ্যে, স্বজন-স্বজনে, বন্ধু বন্ধুতে পরস্পর ভোগবুদ্ধি প্রবল স্রোতোধারার ন্যায় সর্ব্বদা অবিচ্ছিন্ন। সুতরাং যখনই ইহাদের মধ্যে কেহ হরি-ভজনের জন্য অগ্রসর হইবার প্রয়াস দেখায়, তখনই তন্মধ্য হইতে আর একজন তাহার ভোগ্যবস্তু চিরকালের জন্য ভগবানের ভোগে

ংসর্গীকৃত হইবে ভাবিয়া—তাহার মুখের
স অপরের কাড়িয়া লইতেছে ভাবিয়া হরি-
জনোন্মুখ ব্যক্তিকে যে হরিভজনে বাধা
দান করিবে, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয়
।

মাতাপিতা যখন বুঝিতে পারেন যে, পুত্র
খন হইতে তাঁহাদের ভোগের বস্তু না হইয়া
ষ্ণের ভোগ্য, কৃষ্ণের নৈবেদ্য, কৃষ্ণসেবার
পকরণ হইবার জন্য অগ্রসর হইতেছে, তখন
াহারা সেইরূপ পুত্রের হরিভজনে বাধা
দান করিবার জন্য স্বর্গ-মর্ত্ত্য আলোড়ন
রিতেও পশ্চাৎপদ হন না। ইহা যে
কবল পুত্রের প্রতি মাতাপিতার ব্যবহারে
ক্ষিত হয়, তাহা নহে, যেখানে পুত্র
ষ্ণের স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া আপনাকে
াহারও পুত্র বলিয়া অভিমান করে,
খানে সেইরূপ পুত্রও হরিভজনোন্মুখ মাতা-
তার হরিভজনে বাধা প্রদান করিবার জন্য
তমুখী চেষ্টা দেখাইয়া থাকে। স্বামী স্ত্রী,
ন্ধু-স্বজন-অভিমানেও এইরূপ ভোগবিলাস-
াচিত্র্যের তাণ্ডব নৃত্য জগতে দৃষ্ট হইয়া
কে। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন বাসুদেব এইসব
থা উত্তমরূপে জানিতেন, তাই তিনি
াপিতা, স্বজন-বন্ধু—কাহারও কোনপ্রকার
নুমতির অপেক্ষা না করিয়া কিংবা তাহাদের
কট নিজ সংকল্প না জানাইয়া একাদশ বর্ষ
সে শ্রীরজত-পীঠপুরে শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষের
কট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক আনন্দতীর্থ
তৎপর্য্যায় 'মধ্ব'—এই সন্ন্যাস-নাম প্রাপ্ত
লেন।

অদ্যাপি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের অধ-
নগণ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের পরিচয় প্রদানকালে
রূপ লিখিয়া বা উচ্চারণ করিয়া থাকেন
"খাণ্ড শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-
্যাদ্যনেকগুণগণালঙ্কৃত-পদবাচ্য- প্রমাণ-
ারাবার-পারঙ্গত-সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীমদ্বৈষ্ণবী-
ীতাভাষ্য-সমেত-শ্রীগোপালকৃষ্ণপাদপদ্মা-
ক শ্রীমদ্বৈতসিদ্ধান্তপ্রাতিষ্ঠাপনাচার্য্য-শ্রীমদা-
-তীর্থপরনামক শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যঃ।"

উডুপীর অষ্টমঠের ও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অনু-
। সমস্ত মঠের আচার্য্যের নামের পূর্ব্বে এই-
া সম্প্রদায়-বৈভব লিখিবার পদ্ধতি অদ্যাপি
ালিত আছে। সন্ন্যাস-গ্রহণান্তর শ্রীমন্মধ্ব
াচার্য্যের কার্য্য 'আচার' ও 'প্রচার' করিতে
গলেন। তিনি অচিরেই 'বাদিসিংহ','যুক্তি-
র' প্রভৃতি প্রচণ্ড মায়াবাদী কুতার্কিকগণের
দ্ধান্তকে শাস্ত্রযুক্তিবলে ছেদন করিয়া
ষ্ণবগণের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইলেন।
নি পয়ঃস্বিনী নদীতটে সাঙ্গ-বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-
ায় বৈষ্ণববিরোধী স্মার্ত্তমত ও মায়াবাদ
ন করিয়া সর্ব্বত্র যতি' এই খ্যাতি লাভ
রলেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য একদিন সমুদ্রতটে উপবিষ্ট
য়া দেখিলেন যে, একখানি নৌকা বালুকায়
গ্নথিত-প্রায় হইয়া বিপন্ন হইয়াছে, নাবিক
হার বহু চেষ্টাসত্ত্বেও দ্রব্যপূর্ণ নৌকাটীকে
ঞ্চমাত্র বিচালিত করিতে পারিতেছে না।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ইহা দর্শন করিয়া নৌকা-সঞ্চালনের জন্য হস্ত-দ্বারা মুদ্রা প্রদর্শন করিলেন, মুদ্রা-প্রদর্শনমাত্র নাবিকের নৌকাটি ভাসিয়া উঠিল। নাবিক সমুদ্র-তীরস্থ সন্ন্যাসিবরের এইরূপ অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য-দর্শনে বিস্ময়ান্বিত ও পরমোপকৃত হইয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনার্থ তাঁহাকে স্বীয় নৌকা হইতে কিঞ্চিৎ দ্রব্য গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য দ্বারকার গোপী-সরোবর হইতে আনীত একটী বৃহৎ গোপী চন্দন-খণ্ডমাত্র অভিলাষ করিলেন। ঐ গোপীচন্দন খণ্ড প্রাপ্ত হইয়া তাহা আনিতে আনিতে পথে ভাঙ্গিয়া যায় এবং তন্মধ্য হইতে একটী অপূর্ব্ব ভুবনমোহন বালকৃষ্ণ-মূর্ত্তি আবির্ভূত হন। মূর্ত্তির একহস্তে দধিমন্থন-দণ্ড, অপর হস্তে মন্থন-রজ্জু। ত্রিশজন বলবান্ লোক ঐ কৃষ্ণমূর্ত্তিকে তুলিতে অক্ষম হওয়ায় হনুমান, ভীমসেন বা পরব্যোমস্থ সর্ব্বব্যাপী বায়ুর অবতার শ্রীমন্মধ্ব স্বয়ং সেই বালকৃষ্ণ-মূর্ত্তিকে স্বীয় মঠে লইয়া গেলেন এবং গোপীচন্দনলিপ্ত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিকে উড়ুপীস্থ বৃহৎ সরোবরে স্নান করাইয়া তথায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত এই শ্রীবালকৃষ্ণ-পূজা-প্রবর্ত্তন ও স্বসিদ্ধান্ত-প্রচার-কাম হইয়া স্বীয় আটজন ব্রহ্মচারী শিষ্যকে সন্ন্যাস প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের উপর শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির সেবাভার ও শাস্ত্র-অধ্যাপনার ভার ন্যস্ত করিলেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অপর নাম—'শ্রীপূর্ণ-প্রজ্ঞ'। শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞের শারীরিক বলের সীমা ছিল না। 'কডঞ্জরী'-নামক এক বলবান্ পুরুষ ত্রিশজন পুরুষের বলধারী বলিয়া নিজে আস্ফালন করিত, আচার্য্য স্বীয় পদাঙ্গুষ্ঠ ভূমিতে সংলগ্ন করিয়া তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে আদেশ করিলে সেই অসামান্য বলী তাহার অমিত বল প্রয়োগ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য জগতে 'দ্বৈতসিদ্ধান্ত'-প্রচারের জন্য বহু গ্রন্থ-প্রণয়ন, মঠাদি-স্থাপন ও তথায় সেবাপূজাদির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তিনি শুদ্ধদ্বৈতবাদ প্রচারপূর্ব্বক (১) জীবে ঈশ্বরে ভেদ, (২) জীবে জীবে পরস্পর ভেদ, (৩) ঈশ্বরে জড়ে ভেদ, (৪) জীবে জড়ে ভেদ ও (৫) জড়ে জড়ে পরস্পর ভেদ—এই পঞ্চ ভেদ স্বীকার করিয়াছেন।

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যা ভূষণ প্রভু তাঁহার স্বরচিত "প্রমেয় রত্নাবলী"-গ্রন্থে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-সম্বন্ধে একটী শ্লোকে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—"আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা যতিস্তীয়াৎ। সংসারার্ণবতরণীং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥" অর্থাৎ সুখময়ধামস্বরূপ আনন্দতীর্থ মধ্বমুনি জয়যুক্ত হউন। পণ্ডিতগণ তাঁহাকে সংসার-সাগর-উত্তরণের তরণী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(•)::——

শ্রীধামে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব

গত ৯ই মাঘ, ২৩শে জানুয়ারী শুক্রবার শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সংকীর্ত্তন সেনাধ্যক্ষতায় শ্রীশ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর আবির্ভাব মহোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস প্রাতে উষঃকীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপানির্দ্দেশে শ্রীচৈতন্যমঠবাসী সেবকগণ ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজকে অগ্রণী করিয়া পঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীঅদ্বৈতভবনে উপস্থিত হন। অতঃপর পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা-প্রার্থনাসূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর লীলা-প্রসঙ্গ পাঠ ও তাঁহার কৃপার কথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীবিগ্রহের ভোগ নিবেদন হইলে ভক্তগণ ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তন করেন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক সেই সময় তথায় শুভাগমন করেন। ভোগারাত্রিক সম্পন্ন হইলে শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ কৃপাপূর্ব্বক তথায় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রসাদপাবধেশনাদি পর্য্যবেক্ষণ করেন।

অপরাহ্নে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ তথায় প্রায় ২॥ ঘণ্টা যাবৎ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর গুণমহিমা কীর্ত্তন করেন।

অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ পাঠ ও ব্যাখ্যা কালে 'অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতং'-শ্লোক ব্যাখ্যা-মুখে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর তত্ত্ব, তাঁহার মহিমা ও কৃপার কথা এবং 'গৌর আমা' ঠাকুর শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর কৃপা ব্যতীত শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা পাওয়া যায় না প্রভৃতি বিষয়-অবলম্বনে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর পরমপূজ্যপাদ মহামহোপদেশক পণ্ডিতবর শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীশ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত অন্ত্য ৯ম অধ্যায় হইতে 'শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতকে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর স্বরূপ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত তাঁহাকে শুক-প্রহ্লাদের মত' বলিয়া অভিমত প্রকাশ করায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর ক্রোধলীলা প্রকাশ, শ্রীবাস পণ্ডিতকে চপেটাঘাত দ্বারা কৃপাশাসন ও শ্রীমুখে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর তত্ত্ববর্ণন',-প্রসঙ্গ আলোচনা-মুখে রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যপুরাণ তীর্থ প্রভু মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন।

———

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব-মহোৎসব

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে গত ৭ই মাঘ, ২১শে জানুয়ারী, বুধবার দুর্গাশক্তি স্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণু-প্রিয়াদেবী এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুর ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের আবির্ভাব তিথিপূজা কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস উষঃকীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীমন্দির পরিক্রম হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিমুখ প্রভু শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া তত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রায় ১॥০ ঘটিকা যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তনের পর সমাগত ভক্ত, সজ্জনমণ্ডলী সকলকেই শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া তত্ত্ব ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুর ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের পূত চরিত্রের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

———

বিশেষ দ্রষ্টব্য

এতদ্দ্বারা শ্রীচৈতন্যমঠের অনুগত মঠ-সেবকগণকে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, শ্রীশ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকায় ১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ (১৯৪২) তারিখের তারকা-চিহ্নিত ফুট-নোটের বিধানানুসারে নিম্নলিখিত স্থান-সমূহের মঠে আগামী ১৮ই ফাল্গুন ২রা মার্চ্চ সোমবার তারিখে শ্রীশ্রীগৌরজয়ন্তীর উপবাস ও উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে, এতদ-ব্যতীত অন্যান্য মঠসমূহে ১৯শে ফাল্গুন ৩রা মার্চ্চ মঙ্গলবার ঐ উপবাস ও উৎসব পালিত হইবে।

যে সমস্ত স্থানের মঠসমূহে ২।৩।৪২ তারিখে উপবাস ও উৎসব পালিত হইবে, নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল—

১। পাটনা, ২। গয়া, ৩। বেনারস, ৪। এলাহাবাদ, ৫। নৈমিসার, ৬। দিল্লী, ৭। মথুরা, ৮। শ্রীবৃন্দাবন, ৯। রাধাকুণ্ড, ১০। সঙ্কেত, ১১। শেষশায়ী, ১২। কুরুক্ষেত্র, ১৩। হরিদ্বার, ১৪। আলমোড়া, ১৫। বোম্বে, ১৬। মাদ্রাজ।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:০:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। ৷০ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

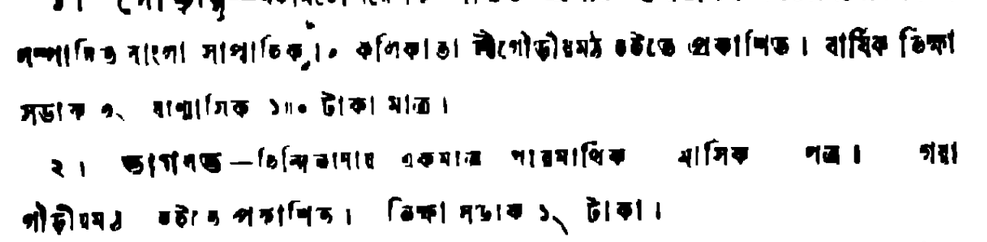

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় কুনিয়াট ইহার কাটতি তিক্ত অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি না ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাচকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

রাশিয়ায় নাৎসী-বর্ব্বরতা

রাশিয়ার সহিত যে সকল রাষ্ট্রের কূট নৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান আছে, তাহাদের প্রত্যেকের নিকটই রাশিয়ার পররাষ্ট্র সচিব মিঃ মলোটভ একটি নোট প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাতে রাশিয়ায় নাৎসী-বর্ব্বরতার একটা মোটামুটি বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

প্রতি-আক্রমণের ফলে জার্ম্মাণদের হাত হইতে যে সকল রুশ সহর এবং গ্রাম উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহা হইতে প্রতিদিন জার্ম্মানদের বর্ব্বরতার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। দস্যু-বৃত্তি, লোক-হত্যা, সম্পত্তি-ধ্বংস এবং সর্ব্বপ্রকার বৈরাচারের যথেচ্ছ লীলা জার্ম্মান-অধিকৃত স্থানগুলিতেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পাশবিক-অত্যাচার এবং ব্যাপক নরহত্যার বহু প্রমাণ সোভিয়েট সরকারের হাতে আসিয়াছে। অধিকৃত স্থানগুলির বেসামরিক জনসাধারণের উপর নাৎসীদের এই বর্ব্বরতা যে জার্ম্মান সৈন্যাধ্যক্ষ বিশেষের খেয়াল মাত্র নহে, পরন্তু ইহা যে জার্ম্মান সরকার ও সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ-সমর্থিত একটি পূর্ব্ব-স্থিরীকৃত পরিকল্পনা অনুসারেই করা হইয়াছে, তাহারও অখণ্ডনীয় প্রমাণ আছে। জার্ম্মান-কর্ত্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিয়াই সৈন্য এবং সৈন্যাধ্যক্ষের পাশবিক বৃত্তিগুলির উস্কাইয়া দেয়। উক্রেন, মোলডাভিয়া, বায়েলো রুশিয়া, এস্টোনিয়া প্রভৃতি প্রত্যেকটি অধিকৃত অঞ্চলেই আক্রমণকারীরা যথেচ্ছ ধ্বংস সাধন করিয়াছে। ইহারা শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের সম্পত্তি হরণ করিয়াছে, বাধ্যতামূলক শ্রমিক বৃত্তির প্রবর্ত্তন করিয়াছে এবং জনসাধারণের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।

জাপানের যুদ্ধ প্রচেষ্টা

উত্তর মালয়ের জাপানী খনি এবং রবার বাগানের মালিকেরাও জাপানী সৈন্যদের কম সহায়তা করে নাই। এইসকল মালিকদের অনেকে বহু বৎসর ধরিয়া জাপানের হইয়া গুপ্তচরের কাজ করিতেছিল বলিয়াও জানা গিয়াছে। জাপানী সৈন্যেরা অগ্রসর হইয়া আসা মাত্র ইহারা তাহাদের হাতে নিজ নিজ অঞ্চলের মানচিত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংবাদ পৌঁছাইয়া দেয়। সারওয়াক এবং বোর্ণিও জাপ পঞ্চম বাহিনীর লোকে পূর্ণ ছিল।

ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজে বহু জাপানী বাস করিত। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেখানে অন্ততঃ ৭ হাজার 'স্থায়ী' জাপানী বাসিন্দা ছিল। যুদ্ধারম্ভের পর অনেককে অন্তরীণ করা হইলেও কিছু কিছু পালাইতে সমর্থ হইয়াছে। ইহারাই নিকট মূল্যবান খবর পৌঁছাইয়া দিতে মৎস্য-ব্যবসায়ী সাধারণ ব্যবসাদার, চা, র ও রবার বাগানওয়ালা প্রভৃতি বহু জাপ নানা ব্যবসায় উপলক্ষ করিয়া বহুদিন যা মালয় ও ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজের বিভিন্ন গোয়েন্দাগিরি করিয়া আসিতেছিল। ইহা মারফতে জাপান গোপনে বর্ত্তমানে যু আয়োজন অনেক আগে হইতেই সম্ করিয়া রাখিয়াছিল।

বাঙ্গালা সরকারের বিজ্ঞপ্তি

বাঙ্গালা সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে জা হইয়াছে যে, এ, আর, পি কাজের সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূ বহুল পরিমাণে ইটের প্রয়োজন হও জানান হইয়াছে যে, মূল্য নিয়ন্ত্রণ-বিভাগে প্রধান কণ্ট্রোলারের বিশেষ অনুম ব্যতিরেকে ২৪-পরগণা, বারাকপুর বারাসত মহকুমার সদরে, হাওড়ার সদর ম কুমার এবং হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকু ১ম ও ২য় শ্রেণীর কোন ইটের ক্রয় বি হইতে পারিবে না। মাঠ হইতে ডেলিভা সর্ত্তে এই সকল ইটের সর্ব্ববিধ দর যথাক্র ২৩ টাকা ও ২১ টাকায় বাঁ দেওয়া হইয়াছে।

গমের সর্ব্বোচ্চ পাইকারী মূল্য

বাঙ্গলা সরকারের প্রধান মূল্য-নিয়ন্ত্র গত ৬ই জানুয়ারী নিম্নলিখিত বিজ্ঞ প্রকাশ করিয়াছেন :—

গত ১৮ই ডিসেম্বরের কলিকাতা গেজে প্রকাশিত গত ৯ই ডিসেম্বরের একটি অর্ডা নোটে গমের সর্ব্বোচ্চ পাইকারী মূল্য প্রতি ৫৸০ আনা করিয়া ধার্য্য ক হইয়াছিল। তাহার আংশিক পরিব সাধন করিয়া জানানো যাইতেছে যে, উ "চান্দৌসী" সহ সর্ব্বপ্রকার মিহি ও মে গমের উপরই প্রযোজ্য হইবে।

মন্ত্রিসভার রদবদল সম্পর্কে খবরাখব

গত ১৮ই জানুয়ারী জানা গিয়াছে ওয়াশিংটনে মিঃ চার্চিল ও প্রেসিডেন্ট রু ভেল্টের মধ্যে যে মতৈক্য হইয়াছে তাহা মন্ত্রিসভার রদবদলের প্রয়োজন বর্ত্তমানে হইতে পারে, তবে ইহাতে মন্ত্রি-সভার দা ও কর্ত্তব্যভার পুনর্বণ্টনের ব্যবস্থা অবল হইতে পারে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশপ্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

১৬শ বর্ষ | ২৫ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫; ১৩ই মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ২৭শে জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার | ২৬২তম সংখ্যা

মহাত্মা কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ মাধব, শিব প্রদ্যুম্ন, গৌরাব্দ ৪৫৫

সাধকের দৈনন্দিন জীবন

আমরা অনেক সময় ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশার্থীর মুখে প্রথমেই এই প্রশ্নটী শুনিতে পাই,—"আমার কর্ত্তব্য কি? আমি চলিব কিরূপে?" অর্থাৎ ধর্ম্মোন্মুখ ব্যক্তি ধর্ম্মজীবন-যাপনের প্রারম্ভেই প্রাত্যহিক জীবনের অনুষ্ঠানাবলীর একটি তালিকা ঠিক করিয়া তদনুসারে চলিতে সঙ্কল্প করেন। এরূপ সঙ্কল্প উত্তম, কিন্তু এতৎপূর্ব্বে কয়েকটী জানিবার কথা আছে।

আমরা জাগতিক ব্যাপারে দেখিতে পাই যে, বালিকা বিবাহের পূর্ব্বেই পতি-গৃহের দৈনন্দিন কৃত্যগুলির তালিকার জন্য ব্যস্ত হয় না। পতির সহিত কিরূপে সম্বন্ধ হইবে, সর্ব্বাগ্রে বালিকার ও বালিকার অভিভাবকগণের তদ্বিষয়েই চেষ্টা ও যত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। আগে পতির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন, পতি গৃহে গমন, তারপর পতি ও পতির সম্পর্কীয় আত্মীয়বর্গের সেবোপযোগী জীবনযাপনের জন্য চেষ্টা। পতির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া অর্থাৎ পতি ঠিক না করিয়া যদি কেহ বারবনিতার ন্যায় উদ্দেশ্যবিহীন গৃহকার্য্যগুলি সযত্নেও সম্পাদন করিতে থাকে, তবে সেইরূপ অনুষ্ঠানাবলী সুখ-শান্তি বা মঙ্গলের হেতু না হইয়া অনুষ্ঠান কারিণীকে ইন্দ্রিয়লালসারূপ পাপ ও তজ্জন্য নরকেই নিমগ্ন করে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে আমাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া আবশ্যক।

ভগবান্‌ই আমাদের নিত্য পতি। শ্রীগুরুদেব সেই পতির সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ করিয়া দেন। এইজন্য শ্রীগুরুদেবকে "সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা" বলে। সম্বন্ধজ্ঞানের নামই 'দীক্ষা' বা 'দিব্যজ্ঞান।'

পতির সহিত সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বে বালিকা যে কিছু গৃহকার্য্যের অভিনয় করে, তাহা পুতুল-খেলা বা লক্ষ্যবিহীন অনুকরণ-মাত্র। বালিকার পুতুলখেলার দ্বারা সত্য সত্য পতির সেবা হয় না, কেবল জ্ঞানহীনা বালিকার সাময়িক মানসিক সন্তোষ হয় মাত্র। আবার পতি সম্বন্ধবিমুখিনী ব্যভিচারিণী বারবনিতার গৃহকার্য্যগুলিও উহার নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু পতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত সাধ্বী গৃহলক্ষ্মীর দৈনন্দিন গৃহকার্য্যগুলির প্রত্যেকটীই পতির সুখান্বেষণ-উদ্দেশ্যে সাধিত হওয়ায় উহা সুশৃঙ্খল, মঙ্গলজনক ও সমগ্র গৃহ-পরিবারের শান্তিবিধায়ক হইয়া থাকে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকায় (ভাঃ ১১।২।৩৪) ভগবৎ-সম্বন্ধযুক্ত ভক্তের দৈনন্দিন অনুষ্ঠান এবং বিষয়ী ও অভক্তের ঠিক সেইরূপ আচরণের মধ্যে কিরূপ আকাশ পাতাল-প্রভেদ বর্ত্তমান, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন, যেরূপ বিষয়িগণ প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মূত্র-পুরীষোৎসর্গ, মুখপ্রক্ষালন, দন্তধাবন, স্নান, দর্শন, শ্রবণ ও কথনাদি ব্যাপার বিষয় সুখ-ভোগের জন্যই করিয়া থাকেন এবং কর্ম্মকাণ্ড-রত ব্যক্তিগণও দেবপিত্রাদি পূজার জন্যই তত্তৎ কার্য্য করেন, ভগবদ্ভক্তগণ তদ্রূপ সেই সেই কার্য্য সেইভাবে ভগবৎসেবার জন্যই করেন। তাহাতে তাঁহাদের মূত্র-পুরীষোৎসর্গ হইতে শ্রবণ-কথনাদি যাবতীয় দৈনন্দিন ব্যাপার ভক্ত্যঙ্গরূপেই পর্য্যবসিত হয়।

মূল কথা এই যে, সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত ভগবদ্ভক্ত বিষয়ী ও কর্ম্মকাণ্ডরত ব্যক্তির ন্যায় যাবতীয় কার্য্যই করিয়া থাকেন। ভক্ত, বিষয়ী ও কর্ম্মীর বাহ্যানুষ্ঠানে কোন পার্থক্য নাই, কেবলমাত্র অন্তর্নিষ্ঠায় ও উদ্দেশ্যে ভেদ। সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত ব্যক্তি সকল কার্য্যই ভগবানের প্রীতি বা সেবার উদ্দেশ্যেই করেন, আর বিষয়ী ও কর্ম্মকাণ্ডরত ব্যক্তি স্ব স্ব ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ-সুবিধার জন্যই তৎ-তৎ কার্য্য করেন,—যেমন, সাধ্বী স্ত্রী কেশবিন্যাস, বেশ-রচনা, গৃহসংস্কার ও রন্ধন কার্য্য প্রভৃতি যাবতীয় অনুষ্ঠান পতি-সুখের জন্যই করেন, আর সর্ব্বদা নিজসুখ-তাৎপর্য্যপরা বারবনিতাও তৎ তৎ কার্য্যগুলিই অর্থাদি সংগ্রহ ও নিজসুখেচ্ছামূলেই করিয়া থাকে।

অতএব আমাদের সর্ব্বাগ্রে সম্বন্ধযুক্ত হওয়াই আবশ্যক। সম্বন্ধের পরে 'অভিধেয়' অর্থাৎ আমাদের যাহা কর্ত্তব্য, তাহার নির্ণয় ও তদনুষ্ঠান। 'সম্বন্ধ' ও 'অভিধেয়' পরস্পর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধবিশিষ্ট। 'সম্বন্ধ' ব্যতীত 'অভিধেয়' নির্ণয় হয় না, আবার 'অভিধেয়'-যাজন ব্যতীত সম্বন্ধ দৃঢ় হয় না,—যেমন, কোন বালিকা বিবাহের পরে যদি পতিগৃহে গমন না করে এবং তথায় গমন করিয়াও পতিসেবা না করে, তাহা হইলে তাহার পতির প্রতি আসক্তি বা সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয় নাই, জানিতে হইবে। যখন ভার্য্যা পতি-গৃহের কার্য্যগুলি অত্যন্ত আপনার বোধে প্রাণপণে করিতে থাকে, নানা প্রকার অভাব-অসুবিধা, রোগ-শোক অগ্রাহ্য করিয়াও পতিগৃহের যাবতীয় কার্য্য দৃঢ়তা, আসক্তি ও রুচির সহিত অনুষ্ঠান করিতে থাকে, তখনই বালিকার অভিভাবকগণ এবং অপর সকলেও জানিতে পারে যে, ঐ বালিকার পতির সঙ্গে যথার্থ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। অভিধেয়ের পরই 'প্রয়োজন' সিদ্ধ হয়।

সাধ্বী পত্নী কি চান্? তিনি কখনও অপরের প্রশংসা-প্রাপ্তির জন্য পতি-সেবা করেন না। তিনি চান—পতির সুখের জন্যই পতির সেবা, পতির প্রীতিই তাঁহার প্রয়োজন। পতির সুখেই তাঁহার সুখ; নিজের সুখ তাঁহার প্রয়োজনীয় বস্তু নহে। এইরূপ সর্ব্বতোভাবে নিজস্বার্থ বর্জ্জন করিয়া ভগবৎ-প্রীতির অনুসন্ধানই ভক্ত-জীবনের মূলমন্ত্র। ইহাই সম্বন্ধযুক্ত ভক্তের প্রয়োজন।

ভক্তি-লাভেচ্ছুর প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য—'সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়।' আচার্য্যগণ বলিয়াছেন,—"আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ।" শ্রুতি বলেন,—"ভগবদ্বস্তুর বিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে 'সমিৎপাণি' হইয়া বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ ভগবত্তত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর সমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করিবে" (মুণ্ডকোপনিষৎ ১।২।১২)। "আচার্য্য হইতে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তি পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন" (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬।১৪।২)। "যাঁহার ভগবানে পরা ভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমনই শ্রীগুরুদেবেও ঐকান্তিকী ভক্তি বর্ত্তমান, সেই মহাত্মাই শ্রুতির মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬।২৩)। শ্রীমদ্ভাগবতেও কথিত হইয়াছে, "কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যজিজ্ঞাসু ব্যক্তি উত্তম মঙ্গল জানিবার জন্য সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় করিবেন। যিনি শ্রুতিশাস্ত্র সিদ্ধান্তে সুনিপুণ, কৃষ্ণৈকশরণ এবং প্রাকৃত লোভাদির বশীভূত নহেন, তিনিই সদ্‌গুরু।"

কৃষ্ণ ... করেন কোন ভাগ্যবানে গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান ...

গুরুর [illegible] করিবেন। [illegible] বরণকালে ব্যবহারিক [illegible] আনিলে প্রকৃত সত্য লাভ হয় না। আচার্য্যগণ বলিয়াছেন,—'ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক অযোগ্য গুরু পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে' (ভক্তিসন্দর্ভ—২১০ অনুচ্ছেদ)। বিষ্ণু-স্মৃতি বলেন, "শিষ্যের নিকট হইতে যিনি পরিচর্য্যা বা যশোলাভের বাসনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই গুরুপদবাচ্য নহেন।" "স্নেহ-বশতঃ বা লোভবশতঃ যে গুরু দীক্ষা দেন এবং ভালবাসার খাতিরে বা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া যিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাঁহারা উভয়েই দেবতার অভিশাপ প্রাপ্ত হন" (হরিভক্তি-বিলাস ২।৫)। "কেহ যদি এইসকল শাস্ত্রের আদেশ না জানিয়া কৌলিক বা লৌকিক প্রথানুসারে কোনও 'অগুরু'কেই 'গুরু' বলিয়া ঠিক করেন, তবে তিনি ঐরূপ গুরূপদিষ্ট মন্ত্রদ্বারা নরক লাভ হয় জানিয়া পুনরায় যথাশাস্ত্র বৈষ্ণব গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিবেন" (হরিভক্তিবিলাস ৪।১৪৪)।

যাঁহাদের সত্যানুসন্ধিৎসা অত্যন্ত কম, তাঁহারা অনেক সময় মনে করেন,—অসদ্গুরু ত্যাগ করিয়া সদ্গুরু গ্রহণ করিলে গুরুত্যাগ-রূপ অপরাধে পতিত হইতে হইবে। কিন্তু আচার্য্যগণ ও নিখিল সাত্বত স্মৃতি শাস্ত্র বলেন,—"এইরূপ অসদ্গুরু-পরিত্যাগই বিধি" (ভক্তিসন্দর্ভ ২১০ ও ২৩৮ অনুচ্ছেদ)। "যে ব্যক্তি আচার্য্যবেশে অন্যায়-ভাবে কীর্ত্তন করেন ও যিনি শিষ্যরূপে তাহা অন্যায়ভাবে শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অনন্তকালের জন্য ঘোর নরকে গমন করিয়া থাকেন" (হরিভক্তিবিলাস ১।৬২)। পূর্ব্বাচার্য্যগণের আচরণও এইসকল শাস্ত্র-সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করেন। অনেকে আবার বলিয়া থাকেন—"দুগ্ধ যেরূপই হউক না বা গুরু যাহাই থাকুন না কেন, বিষপ্রদ বিক্রেতা হইতে বা গুরু-ব্রুব হইতে দুগ্ধ বা লব্ধমন্ত্র (?) ত' আর কিছু খারাপ হয় নাই। আর শিষ্যের যদি ভক্তি (?) থাকে, তাহা হইলে শিষ্যের কল্পনার বলে অসদ্গুরুও শিষ্যের নিকট 'সৎ' বলিয়া প্রতিভাত হইবেন'—এইসকল কথা সমর্থন করিবার জন্যও বহু বহু মনঃকল্পিত গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্র এইসকল মনোধর্ম্মোত্থ কথার সমর্থন করেন না। শ্রুতির কথা ছাড়িয়া দিয়া স্বার্থপর ব্যক্তিগণের মনঃকল্পিত কথার কখনই আদর হইতে পারে না। 'গুরু যাহাই থাকুন না কেন'—এইরূপ দুঃসঙ্গ বিচার সংরক্ষণ করা কল্যাণেচ্ছু পারমার্থিকের বিচার নহে।

পরমার্থানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি তাঁহার প্রাত্যহিক জীবন শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্যের আদর্শে পরিচালিত করিয়া ক্রমশঃ ভজনরাজ্যে অগ্রসর হন। শাস্ত্রও বলিয়াছেন,—"যিনি স্বয়ং শাস্ত্রানুযায়ী আচরণ করিয়া শিষ্যদিগকে আচারে স্থাপন করেন, তিনিই আচার্য্য। [illegible] 'আচার্য্য' নহেন। অর্থলোভী, অভাবগ্রস্ত শোককারী, আচারহীন, স্ত্রীসঙ্গী ও ভগবানে শরণাপত্তি-রহিত ব্যক্তি কখনই 'গুরু'-পদবাচ্য হইতে পারে না। যে গুরু অর্থলোভী এবং যে শিষ্য সংসারসুখে একান্ত অভিলাষী, ইঁহারা দুইজন যদি একত্র পরামর্শ করিয়া ভবসাগর-অভ্যন্তরে পাষাণের ন্যায় দৃঢ় জ্ঞান-নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক খেয়া লইয়া যান, তাহা হইলেও দুইজনই নিশ্চয়ই ডুবিয়া মরিবেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহই ভবসাগরের পরপারে যাইতে সমর্থ হইবেন না।

শিষ্যের ভক্তি-বলে গুরুর দোষও গুণে পরিণত হয়, এইরূপ কথা নিতান্ত অসিদ্ধান্ত-পর। যাঁহার দোষ আছে, তিনি লঘু, তিনি গুরু-পদবাচ্যই নহেন। গুরুর কোনই দোষ থাকিতে পারে না। আর 'শিষ্য' বলিতে শাসনযোগ্য ব্যক্তিকে বুঝায়। যিনি শাসিত হন, তিনি 'শিষ্য', আর যিনি শাসন করেন, তিনি 'গুরু'। গুরু যদি শিষ্যের দ্বারাই শাসিত হইলেন, তাহা হইলে তাঁহার আর গুরুত্ব কোথায়? অতএব ব্যবহারিক জাতি-কুল, প্রাকৃত পাণ্ডিত্য বা লৌকিক আচার অপেক্ষা না করিয়া পরমার্থ-পিপাসু ব্যক্তি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ পারমার্থিক শ্রীগুরুপাদপদ্মে উপনীত হইবেন

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ
শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥
তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্
গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥
(ভাঃ ১১।৩।২১ ২২)

বেদশাস্ত্রের তাৎপর্য্যজ্ঞ, কৃষ্ণসেবৈকনিষ্ঠ, লোভাদির অবশীভূত সদ্গুরুতে আত্মসমর্পণ করিয়া শিষ্য তাঁহার নিকট হইতে যাহাতে আত্মপ্রদ হরি পরিতুষ্ট হন, সেইরূপ অনুবৃত্তিদ্বারা গুরুসেবা করিতে করিতে ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করিবে। গুরুদেবকে ভগবান্ হইতে অভিন্ন অর্থাৎ ভগবানেরই আশ্রয়জাতীয় প্রকাশবিগ্রহ জানিবে। অতত্ত্বজ্ঞ হইয়া কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, 'শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস' 'অবৈষ্ণব কখনই গুরু হইতে পারেন না',—এইরূপ কথা বলিয়া অত্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলেই ইহার মর্ম্মার্থ বোধগম্য হইবে। ইহা বোধ হয় সকলেই জানেন যে, একমাত্র শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায় ব্যতীত অপর কেহই ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগি-সম্প্রদায়ের মতে ভক্তির নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় না। তাঁহারা ভক্তিকে অভীষ্টলাভের উপায় বলিলেও, কেহই 'উপেয়' বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, মুক্তিলাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্তই ভক্তির আবশ্যকতা। মুক্ত হইলে যখন ভগবানের সহিত একীভূত হইয়া যাইতে হয়, তখন কে কাহাকে ভক্তি করিবে? ভক্তি স্বীকার করিতে হইলে 'ভক্তি', 'ভক্ত' ও 'ভগবানে'র পৃথক্ অবস্থান ও নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ভক্তি-শাস্ত্র 'মুক্তির পরই প্রকৃত ভক্তি আরম্ভ হয়', ইহাই সিদ্ধান্ত করেন। ভাগবতশাস্ত্র বলেন, আত্মারাম মুনিগণও শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি যাজন করিয়া থাকেন। মুক্ত পুরুষই নিত্য স্বেচ্ছায় শরীরী থাকিয়া ভগবান্‌কে ভজনা করেন। তাঁহারা মুক্তির পরও ভগবান্, ভগবানের অভিন্ন শ্রীগুরুদেব, ভগবৎপার্ষদ ও বৈষ্ণবগণের নিত্যত্ব, ভগবদ্-ধামের নিত্যত্ব, ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলার নিত্যত্ব স্বীকার করেন। অতএব একমাত্র শুদ্ধভক্তসম্প্রদায়ই গুরুকে যথার্থই স্বীকার করেন। যে গুরু আজ আছেন, কাল থাকিবেন না, যে প্রতিমার আজ আবাহন ও পূজা হইতেছে, কাল আবার বিসর্জ্জন হইয়া যাইবে অর্থাৎ যাঁহাদের নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় নাই, তাঁহারা কিরূপে নিত্য হইতে পারেন? নিত্য পদার্থকে আশ্রয় করিয়া নিত্য ফলপ্রদ পদার্থই লাভ হয়। অনিত্য-বস্তুকে আশ্রয় করিয়া কেহ নিত্যবস্তু লাভ করিতে পারে না। শ্রীগুরুদেব নিত্য পদার্থ। তিনি নিত্যকাল ভগবানের আলিঙ্গিত বিগ্রহ-রূপে অবস্থান করেন, শিষ্য নিত্যকাল তাঁহার আনুগত্যে কৃষ্ণসেবা করেন। অতএব এইরূপ নিত্য পদার্থ বা বৈষ্ণব-গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করাই কি সকলের কর্ত্তব্য নহে? আবার 'বৈষ্ণব' বলিতে কেহ কেহ যেন বৈষ্ণবের বাহ্য বেশকেই 'বৈষ্ণব' মনে না করেন। 'রামাবাগ্দী' অভিনয়কালে 'নারদ-ঋষি' সাজিলেও সে প্রকৃত 'নারদ' নহে। যিনি সর্ব্বক্ষণ নারদ অর্থাৎ নারদের আনুগত্যে হরিসংকীর্ত্তনকারী নিষ্কপট শুদ্ধভক্ত, তিনিই বৈষ্ণব।

আমরা প্রাত্যহিক জীবনের প্রথম উষায় সর্ব্বপ্রথমে সদ্গুরুর পদাশ্রয় লাভ করিবার জন্য ভগবানের সমীপে ব্যাকুলভাবে নিষ্কপটে কাতর প্রার্থনা জানাইব। শ্রীভগবান্‌ই আমার আর্ত্তি ও শুভেচ্ছা দেখিয়া আমাকে শুদ্ধপথে চালিত করিবার জন্য আমার নিকট মহান্ত-গুরু প্রেরণ করিয়া দিবেন, নতুবা আমরা নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধি, বিমুখ-বৃত্তি ও নিরন্তর আত্মবঞ্চনার প্রচ্ছন্ন প্রবল ইচ্ছায় ভরপুর থাকিয়া কখনও ভোগচক্ষে সদ্গুরুর দর্শন লাভ করিতে পারিব না। যে ব্যক্তি আমার মন যোগাইয়া চলিতে পারেন, আমার বঞ্চনাপরা বুদ্ধি আমাকে যাহা 'ধর্ম্ম' বা 'সত্য' বলিয়া ধারণা করাইয়া দিয়াছে অথবা প্রচলিত জনমত বা গতানু-গতিক ব্যক্তিগণ যাহাকে 'ধর্ম্ম-কর্ম্ম' বলে, সেইরূপ ব্যাপারে যে ব্যক্তি আরও ইন্ধন প্রদান করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই সদ্গুরু মনে করিয়া আমি আমার জীবন বিপথে পরিচালিত করিব। তখন 'আমার ভিতরে কোন দুষ্টবুদ্ধি বা কপটতা নাই'—বাহ্যজ্ঞানে আমি এইরূপ ভাবিলেও আমাকে বঞ্চিতই হইতে হইবে। আমি হরিসেবার পরিবর্ত্তে প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়তর্পণ খুঁজিতে গিয়া কোন প্রাকৃত সহজিয়ার কণ্ঠস্বর, কৃত্রিম হাবভাব, লোকমুগ্ধকর চরিত্র, প্রাকৃত পাণ্ডিত্য, বক্তৃতা, কথকতা, ব্যাখ্যা-প্রণালী প্রভৃতি লোক-বঞ্চনাপর বাহ্য বিষয় দেখিয়াই তাহাকে মহাভাগবত, পরম বৈষ্ণব মনে করিব এবং ঐরূপ প্রচ্ছন্ন অবৈষ্ণবকে গুরুপদে বরণ করিয়া শুদ্ধভক্তিপথ হইতে চিরতরে চ্যুত হইব। যিনি নিষ্কপটে সত্য সত্য শ্রীভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ চান, শ্রীভগবান্ তাঁহারই নিকট মহান্তগুরুরূপে আবির্ভূত হন। কৃষ্ণৈক-নিষ্ঠাই মহান্তগুরুর স্বরূপ-লক্ষণ। অন্যান্য লক্ষণগুলি তটস্থ বা আগন্তুক। অনেক সময় কপট অবৈষ্ণব-ব্যক্তিও লোক-বঞ্চনা করিবার জন্য কৃত্রিমভাবে ঐসকল লক্ষণ বাহ্যে প্রকাশ করিতে পারেন।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

——::•::——

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরম পরিপূর্ণ চেতনবস্তু। যিনি এই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে ভজনা না করিবেন, তাঁহার উপদেশ যাঁহার কর্ণদ্বারে প্রবিষ্ট না হইবে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই অচেতন বস্তু। বর্ত্তমানে মনুষ্য-সমাজ শ্রীচৈতন্যের চেতনময়ী বাণী শ্রবণ না করাতে বহু বাহ্য বিষয়ে অভি-নিবিষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া যিনি বিচার করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া-ছেন, তাঁহার নিরন্তর চৈতন্যচরণ-কমল-সেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ মুহূর্ত্তের জন্যও হৃদয়ে উদিত হইতে পারে না। তাই শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পা'বে চমৎকার॥

চৈতন্যচন্দ্রের কৃপার কথা যে পরিমাণে যাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণে চৈতন্যের সেবায় লুব্ধ হইয়াছেন। যিনি পূর্ণভাবে সেই পরিপূর্ণ চেতন-বিগ্রহের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার সেবায় পূর্ণভাবে নিজকে উৎসর্গ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ষোলকলা বিশিষ্ট পরিপূর্ণ বস্তু; তাঁহার চেতনময়ী কথা জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে জীবকে ষোল আনা তাঁহার পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিবেই করিবে। যিনি আংশিক-ভাবে তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে আংশিকভাবে নিজকে প্রদান করিয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত না জীব দেহ, গেহ, পুত্র, কলত্র কায়মনোবাক্য—যথাসর্ব্বস্ব-দ্বারা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সেবায় নিরন্তর উন্মত্ত হইয়াছেন ও ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার ষোল আনা শ্রীচৈতন্যের কথা শ্রবণ করা হয় নাই, জানিতে হইবে।

নিত্যানন্দের পদকমল-আশ্রয় ব্যতীত গৌরসুন্দরের কৃপা লাভ হয় না। নিত্যানন্দের পদাশ্রয় হইলে জীবের বিবর্ত্তবুদ্ধি দূর হয়। তখন জীব আর অসত্যকে সত্য বলিয়া অনুমানন করে না।

গৌরসুন্দর ভৃত্য-বর্গের সহিত, নিজ পাল্যবর্গের সহিত এবং শক্তিবর্গের সহিত অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বরূপে নিত্য বিরাজিত। তিনি নিত্য বস্তু, ত্রিকালসত্য বস্তু, সুতরাং তাঁহার ভৃত্যবর্গ, পাল্যবর্গ ও শক্তিবর্গও নিত্য। ভৃত্য-শব্দের দ্বারা তাঁহার সেবকগণকে বুঝাইতেছে। আর যাঁহারা তাঁহার সেবা-দ্বারা তাঁহার অন্তরঙ্গ পাল্যবর্গ-মধ্যে গণিত হইয়াছেন, তাঁহারা—তাঁহার পুত্র। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"—শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার পাল্যবর্গের পিতা। তিনি তাঁহার পাল্যবর্গের বিশুদ্ধ চিত্তে উদিত হইয়া নাম প্রেম প্রচার করিতেছেন। ইঁহারাই তাঁহার পুত্র, ইঁহারাই শ্রীগৌরাঙ্গের নিজবংশ, ভগবানের এই অচ্যুতগোত্রীয় বংশ্যগণই জগতে শ্রীগৌরসুন্দরের নাম-প্রেম-প্রচার-কার্য্য রক্ষা করিয়াছেন, করিতেছেন, আর যাঁহারা অপ্রাকৃত বিষ্ণুবস্তুতে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া চ্যুতগোত্রের পরিচয়ে নিত্যানন্দাদ্বৈত-বংশের কণ্টকবৃক্ষস্বরূপ হইয়া জগতের মহা-মঙ্গল সাধন করিতেছেন, তাঁহারা 'নিত্যানন্দ-দ্বৈতের বংশ' বলিলে যাহা উদ্দিষ্ট হয়, তাহা নহে। যাঁহারা শ্রীগৌরনিত্যানন্দাদ্বৈতের অন্তরঙ্গ-সেবাধিকার লাভ করিয়া নিরন্তর তাঁহাদের মনোঽভীষ্ট প্রচার করিতেছেন, তাঁহারাই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও প্রভুদ্বয়ের পাল্য বংশ পুত্র। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ তাঁহাদের পিতা আত্মায় উদিত হইয়া সুকৃতিমান্ জনগণের নিকট জগতে বিস্তার লাভ করিতেছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন। বৈধ-বিচারে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁহার কলত্র, আর প্রস্তাবে ভজন বিচারে শ্রীস্বরূপ-দামোদর, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীনরহরি ঠাকুর, শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীরায় রামানন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাঁহার উজ্জ্বল-মধুর-প্রভৃতি ত্রিকালসত্য কলত্র। শ্রীগৌরসুন্দর অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন হইলেও বিপ্রলম্ভাবতার। কৃষ্ণ সম্ভোগময়-বিগ্রহ, আর শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভময়-বিগ্রহ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত 'তৃণাদপি-সুনীচেন'-শ্লোকের তাৎপর্য্য যাঁ'রা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁ'রাই হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে পারেন, নতুবা মানুষ হরিকথা শু'ন্‌বার অবসর ছেড়ে দেয়। 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-বিচার একদিকে, আর 'তৃণাদপি সুনীচেন' আর একদিকে, 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি'-বিচার একদিকে আর 'তরোরপি সহিষ্ণুণা'-বিচার একদিকে। গরু, গাধা, ঘোড়া, এমন কি, তৃণাপেক্ষাও ছোট হ'তে হ'বে; তৃণেরও জগতে একটা position আছে, আমার তাও থা'ক্‌বে না। এ জগতের কোন position এর মূল্য নাই, মানুষ কখনও রাজা, কখনও প্রজা, কখনও ভোগী, কখনও ত্যাগী সাজে—এরকম দ্বন্দ্বধর্ম্মের ঘাত-প্রতিঘাতে প'ড়ে তা'কে চিরকালই অস্থির থা'ক্‌তে হয়। মহাপ্রভুর কথা শু'ন্‌বার বিচার হ'লে ও-সকল দ্বন্দ্বময় অবস্থার অভিমান সম্পূর্ণরূপে ছা'ড়তে হ'বে, নিজে অমানী হ'য়ে ব্রহ্মা থেকে স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলকেই মান দিয়ে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের বিচার বরণ ক'র্‌তে হ'বে, তবেই জীবের মঙ্গল হ'বে। চৈতন্যবাণী না শু'ন্‌লে চৈতন্যোদয় হয় না, নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না। যদি আমরা নিজের মনকে প্রতিনিয়ত সহস্র সহস্র শতমুখী দিয়ে মার্জ্জনা ক'র্‌তে পারি, তবেই শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবণের যোগ্যতা অর্জ্জিত হ'তে পারে।

অনর্থযুক্তাবস্থায় অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম কীর্ত্তিত হন না, অপরাধময় কৃষ্ণনাম বা নামাপরাধ কোটীজন্ম কীর্ত্তন করিলেও আমাদিগকে কৃষ্ণপদে প্রেমদান করেন না। কিন্তু গৌরনিত্যানন্দের নামে অপরাধের বিচার নাই। অনর্থযুক্তাবস্থায় জীব যদি নিষ্কপটে ভগবদ্‌বুদ্ধিতে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নাম গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার অনর্থ দূরীভূত হয়। কিন্তু যদি গৌরনিত্যানন্দে ভোগবুদ্ধি লইয়া অর্থাৎ গৌরনিত্যানন্দ আমার উদরভরণ, প্রতিষ্ঠাসংগ্রহ বা আমার মনোধর্ম্মের ছাঁচে গড়া আমার ইন্দ্রিয়ভোগ্য কোন বস্তু—এই বিচারে "গৌর গৌর" করি, তাহা হইলে আমাদের গৌরনাম কীর্ত্তন হইবে না, ভোগের ইন্ধন-স্বরূপ মায়ার নামকীর্ত্তন হইবে মাত্র। 'গৌর'-নাম কীর্ত্তিত হইলেই নাম লইতে প্রেমের উদয় হইবে, সর্ব্ব অনর্থ দূরীভূত হইয়া যাইবে।

প্রশ্নোত্তর

——::(*)::——

প্রশ্ন—ভক্ত ও অভক্তের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর—যে বিষয়ে পৃথিবীর সকল লোক নিদ্রাভিভূত, একমাত্র ভগবদ্ভক্ত তথায় জাগ্রত। চলচ্চিত্র, রঙ্গমঞ্চ, যুদ্ধবিগ্রহ, সম্ভোগ ও বিরাগ—এই সমস্ত ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক ব্যাপারে দুনিয়ার লোক খুবই জাগ্রত, আর এই ইন্দ্রিয়তর্পণ-ব্যাপারে ভক্তগণ নিদ্রিত। ভক্তগণ এইসব কার্য্যে কখনও মনোনিবেশ করেন না। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ-সেবায় জাগ্রত অর্থাৎ ভক্তগণ কায়মনোবাক্যে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবায় বা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। দুনিয়ার লোক এই কার্য্যে নিদ্রিত অর্থাৎ তাঁহারা কায়মনোবাক্যে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবায় বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন না। ভক্তের সহিত ভগবানের নিরন্তর প্রেমসেবা হইতেছে। অভক্তলোক দেহে আত্মবুদ্ধি করত চর্ম্মচক্ষু দিয়া জগৎকে [illegible] দর্শন করে এবং নিজে ভোক্তা সাজিয়া সমস্ত জগৎকে স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্নভাবে ভোগ করিতে চায়, আর ভক্তগণ নিজ-দিগকে অণুচেতন জীবাত্মা বা শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণবের দাসানুদাস-অভিমানে জগৎকে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবোপকরণরূপে দর্শন করেন—সেবোন্মুখ কর্ণ দিয়া সেব্য শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিজদিগকে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবার ইন্ধন স্বরূপ জানিয়া কায়মনোবাক্যকে সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত রাখেন এবং জগতের সকল দৃশ্যবস্তুকেও শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবার ইন্ধনরূপে তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত করিতে যত্ন করেন। ভক্ত ও অভক্তের মধ্যে ইহাই পার্থক্য।

প্রঃ ভগবান্‌কে লাভ করিবার সহজ উপায় কি?

উঃ—শ্রীমদ্ভাগবত ও ভক্তভাগবতের দ্বারা সমর্থিত একমাত্র রাজকীয় পথ—শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন, আর সবই ন্যূনাধিক বঞ্চনা-ময়। শ্রীনাম—সর্ব্বশক্তিমান্। সর্ব্বাপেক্ষা অতুলনীয় দয়াময় শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ অত্যন্ত পতিতকে—দুর্গতকে সেই সর্ব্বশক্তিমান্ অমূল্য ধন বিতরণ করিয়াছেন। চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—প্রকৃতি-প্রদত্ত এই জ্ঞানেন্দ্রিয়-চতুষ্টয় একসঙ্গে সংলগ্ন আছে, কিন্তু কর্ণেন্দ্রিয়টি পৃথক্ ও দূরে অবস্থিত থাকিয়া যেন ইহার বৈশিষ্ট্য নির্দ্দেশ করিতেছে। ইহাতে শিক্ষণীয় এই যে, শ্রদ্ধা যুক্ত শ্রবণ বা কর্ণেন্দ্রিয়দ্বারা শ্রৌতপন্থা সাধুর নিকট শ্রুতি বা চেতনময়ী ভগবৎকথা বা শব্দব্রহ্মকে বরণ করিতে হয়—শুনিতে হয়—শিষ্য হইতে হয়।

প্রঃ—রাম ও কৃষ্ণের ভজনের মধ্যে কি বৈশিষ্ট্য আছে?

উঃ—শাস্ত্র বলিয়াছেন "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" অর্থাৎ কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান—স্বয়ংরূপ। তিনি সকল অবতারের অবতারী, মূল অংশী, আর সকলেই তাঁহার অংশ বা অবতার। কৃষ্ণের চৌষট্টিটি গুণ, আর শ্রীরামচন্দ্রের ষাটটি গুণ। ভগবানের বিভিন্ন স্বরূপের উপাসক ভক্তগণের মধ্যেও তারতম্য আছে। দেবতাগণ অপেক্ষা ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্র অপেক্ষা ব্রহ্মা, ব্রহ্মা অপেক্ষা শিব, তদপেক্ষা প্রহ্লাদ, তদপেক্ষা হনুমান, তদপেক্ষা পাণ্ডব—যাঁহারা কৃষ্ণকে স্বজন জ্ঞান করেন, তদপেক্ষা যাদবগণ, তদপেক্ষাও উদ্ধব। এমন যে উদ্ধব, তিনিও মথুরাবাসীর পাদপদ্মের ধূলি আকাঙ্ক্ষা করেন। অতএব যাদবগণ হইতে মথুরাবাসী শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা বৃন্দাবনবাসী শ্রেষ্ঠ। ব্রজ-বাসিগণের মধ্যে শান্ত দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য-রসের সেবকগণ উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। তদপেক্ষা মধুর রসের সেবিকা গোপীগণ শ্রেষ্ঠা, গোপীগণের মধ্যে কৃষ্ণের মূল পরাশক্তি শ্রীরাধারাণী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

প্রশ্ন দুনিয়ার লোকের দর্শন ও ভক্ত-লোকের দর্শনে কি পার্থক্য আছে?

উত্তর—দুনিয়ার লোক—মাংসদৃক্; আর ভক্তই—বেদদৃক্, নামদৃক্। ভক্ত সর্ব্বদাই ভগবৎসম্বন্ধী দর্শন করেন—কৃষ্ণের সম্বন্ধে যাবতীয় বস্তু দর্শন করেন, যেরূপ, দুইটি পৃথক্ স্থানের পুরুষ ও স্ত্রী পতি-পত্নী-সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলে ঐ স্ত্রী স্বামীর সম্বন্ধে তাঁহার সকল সম্বন্ধ ঠিক করেন। চেতনদর্শনে পরস্পর response দেয়,—যেমন স্তম্ভের সহিত প্রহ্লাদের response হইয়াছিল। প্রহ্লাদ জড়দর্শন করেন নাই, বিভুচিদ্দর্শন বা সেব্য-দর্শন করিয়াছিলেন। ভক্তের সর্ব্বত্র গুরু-দর্শন, কোথাও ভোগ্যদর্শন নাই, সর্ব্বত্র প্রেম দর্শন, আনন্দময় দর্শন—ইহাই পূর্ণ বিদ্বদ্দর্শন পরমহংস দর্শন আত্মদর্শন বা চিদ্দর্শন।

প্রশ্ন হরিনাম কীর্ত্তন কিরূপে শুদ্ধভাবে হইতে পারে?

উত্তর—শ্রীগৌর নিত্যানন্দের কৃপায় শুদ্ধ হরিনাম হয়। সর্ব্বদা তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে, তাঁহাদের নিকট ক্রন্দন করিতে হইবে—লোক দেখান নহে—কপটতা করিয়া নহে। "হে গৌর-নিত্যানন্দ, আমি দীন দরিদ্র, অযোগ্য, আপনারা পরম কৃপাময়, অতএব আপনারা নিশ্চয়ই আমাকে দয়া করিবেন, ইহাই আমার একমাত্র আশা, আমার নিজের কোন যোগ্যতা নাই, একটি তৃণ উঠাইবারও শক্তি নাই, আমি কি করিয়া প্রভুত্ব করিতে পারি? আমার চক্ষুর পাতা ও তৎসংলগ্ন জিনিষটিকেও ত' আমার দেখিবার সামর্থ্য নাই, এমন কি তৎসংলগ্ন পক্ষ্মগুলিও যে আমি দেখিতে পারি না, অপর জিনিষ দেখা দূরে থাকুক্—এই ত' আমার শক্তি। আমি সর্ব্বাপেক্ষা পতিত, আপনারা জগন্মঙ্গল, এই অত্যন্ত পতিত জীবকে কৃপা করুন।"—এই বলিয়া অনুক্ষণ শ্রীগৌরনিত্যানন্দের চরণে আত্ম নিবেদন করিতে হইবে। দরজা বন্ধ করিয়া রাখিলে কি সূর্য্যের কিরণ আসিবে? হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার খুলিয়া দিলে, নির্ব্যলীক হইয়া সর্ব্বাত্ম সমর্পণ করিলে ত' তাঁহাদের কৃপারশ্মি অজস্রধারে প্লাবনের ন্যায় আসিতে থাকিবে। যেরূপ যে ব্যক্তি দ্বার খুলিয়া দেয়, তাহার ঘরেই সূর্য্যরশ্মি বর্ষিত হয়। রাজা-প্রজা, ধনী, নির্ধন, সতী, অসতী-নির্ব্বিশেষে সকলকেই আলোক প্রদত্ত হয়, শ্রীগৌর নিত্যানন্দের কৃপাও তদ্রূপ, যাঁহারা হৃদয়ের ধর্ম্ম অর্থ কাম-মোক্ষবাসনারুদ্ধ দ্বারা খুলিয়া দেন, তাঁহাদের উপরই শ্রীগৌর নিত্যানন্দের কৃপাবারি বর্ষিত হয়।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:।:●:।:-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৬৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক " ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৭৲ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

মাৎসী-বর্ব্বরতার তালিকা প্রণয়ন

সোভিয়েট সরকার হিটলারী সৈন্যদের সকল বর্ব্বর অপরাধের একটি বিস্তৃত তালিকা প্রণয়ন করিতেছেন। জগতের সভ্য এবং শান্তিকামী সকল জাতির সকল লোক যাহাতে রুশীয়ার অধিকৃত স্থানগুলির উপর হিটলারের সৈন্যদের পৈশাচিক কার্য্য-কলাপের সম্পূর্ণ বিবরণ জানিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা সোভিয়েট সরকার নিজের কর্ত্তব্য মনে করেন।

মিন্স্ক, কিয়েভ, নভগোরোড খারকোভ, রোষ্টভ, কালিনিপ প্রভৃতি সহরগুলিতে জার্ম্মাণ সৈন্যেরা দালান-কোঠা, কারখানা প্রভৃতি বেপরোয়াভাবে ধ্বংস করিয়াছে। মস্কো অঞ্চলের ইস্ত্রা, ক্লিন, টুলা অঞ্চলের ইয়েলনিয়া প্রভৃতি সহর সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। টুলা অঞ্চলের দেদলাভো নামক গ্রামটির ৯৯৮টি বাড়ীর মধ্যে নাৎসীরা ৯৬০টিই পোড়াইয়া দিয়াছে। কুরস্ক অঞ্চলের আর একটি গ্রামের ৬০২টি বাড়ীর মধ্যে ৩৮টি বাড়ী মাত্র এখন দাঁড়াইয়া আছে। মস্কো অঞ্চলের কয়েকটি গ্রাম ত্যাগ করিবার সময়ে স্বয়ংক্রিয় রাইফেলধারী জার্ম্মান সৈন্যদের ঘর বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দিবার আদেশ দেওয়া হয়। অধিবাসীরা আগুন নিভাইতে চেষ্টা করিলে তাহাদের উপর গুলি ছোঁড়া হয়। কত গ্রামে যে এইরূপ অত্যাচার হইয়াছে, তাহার সীমা নাই। ভাইসোকোভো নামক গ্রামটির ৭৬টি বাড়ীর মধ্যে তিনটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। এই গ্রামের ৭০ বৎসরের এক বৃদ্ধ জার্ম্মাণদের নিকট তাহার বাড়ীতে আগুন না লাগাইতে অনুরোধ করিলে তাহাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলা হয়। সর্ব্বত্রই জার্ম্মাণরা রুশীয়দের প্রতি তাহাদের তীব্র বিদ্বেষের পরিচয় দিয়া গিয়াছে।

দেশী কাগজের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ

একখানি সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, দেশী কাগজের কলগুলির সহিত আলোচনার পর ভারত-গবর্ণমেণ্ট ভারতের সর্ব্বত্র সাধারণ শ্রেণীর দেশী কাগজের পাইকারী মূল্য নিম্নোক্তরূপ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন :—

সাদা এম্-এফ লিখিবার ও ছাপিবার কাগজ মায় পাল্প বোর্ড ১৪ পাঃ বা তদূর্দ্ধ ওজনের ডিমাই কাগজ প্রতি পাউণ্ড ৵৬ পাই [ব্লটিং কাগজ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না]। মুড়িবার কাগজ ও কার্টিজ পেপার ২২ × ২৯ সাইজ ৩০ পাউণ্ড বা তদূর্দ্ধ প্রতি পাউণ্ড ।/৯ পাই। সাধারণ বাদামী ডিমাই ১৪ পাউণ্ড বা তদূর্দ্ধ প্রতি পাউণ্ড ।/১১ পাই।

অতিরিক্ত মূল্য :—[ক] রঙ্গীণ এম-এফ ছাপিবার কাগজ এবং পাল্প বোর্ড—পাউণ্ড প্রতি /০ অতিরিক্ত। [খ] পাতনা কাগজ—পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর কাগজ কিন্তু ওজন ডিমাই ১৪ পাউণ্ডের কম প্রতি পাউণ্ড /০ অতিরিক্ত।

পূর্ব্বে যে সর্ব্বোচ্চ পাইকারী মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট গুলিকে তদনুসারে স্ব-স্ব এলাকায় খুচরা মূল্য বাঁধিয়া নিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

সাধারণ শ্রেণীর কাগজের চাহিদা বৃদ্ধি মূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বলিয়া কাগজের মূল্য ঠিক রাখিবার জন্য চাহিদা কমা বিশেষ আবশ্যক।

নূতন ধরণের আনী ও অর্দ্ধ আনা

একখানি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে :—যুদ্ধ সম্পর্কিত কার্য্যকলাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় অ মূল্যের মুদ্রা বিশেষতঃ পয়সার সংখ্যা অত্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। টাকশাল হইতে দ্বিগু সংখ্যক পয়সা ছাড়া হইয়াছে। এই কারণে ধাতুর ব্যবহার লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে গ মেণ্ট নিকেল ও পিতল মিশ্রিত অর্দ্ধ আ প্রচলনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই অ আনা বা ডবল পয়সা চতুষ্কোন হইবে। নূ ধরণের যে আনী বাহির হইয়াছে, ত নিকেল ও পিতলের মিশ্রণে প্রস্তুত হইবে ইহাতে টাকার ব্যবহার অনেক বাঁচিয়া যাইবে।

এই নূতন ধরণের মুদ্রা প্রস্তুতের একটী অর্ডিনান্স জারী করিয়া ভারতীয় আইনের আবশ্যক সংশোধন করা হইয়াছে

নিজ নিজ গৃহের আবর্জ্জনা পোড়া হইবে

জানা গিয়াছে যে, পেট্রোল খরচা অ কমাইবার উদ্দেশ্যে, কলিকাতা কর্পোরে আবর্জ্জনা ফেলিবার লরী চলাচল-নিয় করিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা গবর্ণমে অনুরোধ করিয়াছেন যে, নাগরিকগণ যা নিজ-নিজ গৃহে আবর্জ্জনা রাস্তায় আবর্জ্জনা ফেলিবার আধারে না যে নিজ গৃহেই পোড়াইয়া ফেলে, এই একটী অর্ডিন্যান্স জারী করা হউক।

সৈন্যদের যোগদান বাধ্যতামূল করার ব্যবস্থা

সৈন্যদের যোগদান বাধ্যতামূলক সম্পর্কে কানাডায় গণভোট গ্রহণ হইবে। পার্লিয়ামেণ্টের উদ্বোধন এই কথা ঘোষণা করা হয়।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশপ্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নভ্যন্ত কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত টীকাসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৶০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ২৬ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫; ১৪ই মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ২৮শে জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, বুধবার | ২৬৩তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৬ মাধব, স্থাণু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৫

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(*)::——

ধর্ম্মের নামে ব্যবসায়, পাষণ্ডতা, ব্যভিচার, লোকপ্রবঞ্চনা প্রভৃতি শুদ্ধভক্তি-বিরুদ্ধ বিচার-আচার, কার্য্য-কলাপ নিবারণের জন্য গৌড়ীয় মিশন—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা নিয়ন্তৃকুহক বাস্তবসত্যকথা-প্রচারে নিযুক্ত আছেন। কিন্তু তাহাতে অনেক কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষী, ধর্ম্মব্যবসায়ী, মন্ত্র-ব্যবসায়ী, ব্যভিচারী লোকবঞ্চকের নিজ নিজ ভোগমূলা স্বার্থের ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। তাহারা নিজ নিজ বিগর্হিত আচরণগুলি কোন শাস্ত্র-প্রমাণ বা যুক্তি-যুক্ত বাক্যদ্বারা সমর্থন করিতে না পারিয়া কৃষ্ণৈকশরণ শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের আচরণে অনেক সময় নানা প্রকার দোষারোপ করিয়া নিজের ও অপরের অমঙ্গল সাধন করিয়া থাকে।

——

পতিব্রতা একমাত্র স্বামীর একনিষ্ঠ-সেবিকা। স্বামীর সেবার জন্য তাঁহার বেশ-ভূষা, আহার-বিহার, যাবতীয় ইন্দ্রিয়চালনা। (প্রাকৃত উদাহরণ শাখাচন্দ্রের ন্যায় একদেশী মাত্র; উহার হেয়ত্ব ত্যাগ করিয়া সারগ্রাহী ব্যক্তিগণ ভাবটি-মাত্র গ্রহণ করিবেন, প্রাকৃত উদাহরণ অপ্রাকৃত বস্তুতে সর্ব্বতোভাবে কার্য্যকরী নহে।) পতিব্রতা যদি সাধারণের মঙ্গলের জন্য বারবনিতার কদর্য্য বৃত্তি, কপট ভালবাসা, হেয় ব্যবসায়ের কথা লোকের নিকট উদ্ঘাটন করেন, তাহাতে ইন্দ্রিয়পরায়ণা বারবনিতাকুলের ব্যবসায়ের অসুবিধা হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহারা নিজেদের হেয় কার্য্য সদ্যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিতে না পারিয়া পতিব্রতাগণের মুখ বন্ধ করিতে পারে কি না—এই আশায় সরল লোকদিগকে বঞ্চনা করিবার জন্য বলিয়া বেড়ায় যে, পতিব্রতাগণও তাহাদের মত অলঙ্কার ও বেশভূষা পরিধানাদি করে, ইত্যাদি। তদ্রূপ ধর্ম্মব্যবসায়িগণ ও অভক্ত কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষিগণ অনেক সময় শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণকে কটাক্ষ করিয়া বলিয়া থাকেন, 'তাঁহারাও ত' আমাদেরই মত টাকা নেন, আমরা ভাগবত-ব্যাখ্যা করিয়া টাকা নিই, সদ্বৃত্তি (?) (অর্থাৎ শালগ্রাম-দ্বারা বাদাম ভাঙ্গিয়া 'নজে খাই') দ্বারা টাকা নিই, আর তাঁহারাও ভিক্ষা করিয়া টাকা নেন। আমাদের স্ত্রী-পুত্র আছে, তাহাদিগকে ভরণ-পোষণ করি, তাঁহারা স্ত্রী পুত্র ত্যাগ করিয়া-ছেন, সুতরাং সংগৃহীত অর্থ তাঁহারা তাঁহাদের আত্মতরণ পোষণে লাগান।

যাহারা একনিষ্ঠ নহে, যাহারা নানা-প্রকার ব্যভিচার অনাচারে অভ্যস্ত, যাহারা বারজনের মনোরঞ্জন করিয়া নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধন-সংগ্রহে ব্যস্ত, তাহারা কি করিয়া অনন্য-ভজনপরায়ণ, কৃষ্ণার্থে-অখিলচেষ্ট, চব্বিশ ঘণ্টা কেবলমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত শুদ্ধভক্ত-গণের চরিত্র বা ক্রিয়াকলাপ বুঝিতে পারিবে? তাহাদিগের নিকট ঐরূপ আশা করাও বৃথা। তাহারা জানে না যে,—হরিভক্তিপরায়ণ জনগণ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের অর্থে, বিলাস-সম্ভারে,—তাদৃশ সর্ব্ববিধ বস্তুতে মূত্রপুরীষ বিসর্জ্জন করেন, কিন্তু তাঁহারা জগজ্জীবের—বিষয়িগণের মঙ্গলের জন্য তাহাদের তুল্যভাব-গ্রহণচ্ছলে তাহাদের ভয় দূর করিয়া তাহাদের দ্বারা হরিসেবা করাইয়া লইতে চাহেন। তাঁহারা এইজন্য ধনমদান্ধ ব্যক্তিগণের দ্বারে যাইয়া বলেন,—"তোমার কনক, তোমার জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব," স্ত্রীতে অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তিগণকে বলেন,—"কামিনীর কাম নহে, তব ধাম, তাহার মালিক কেবল যাদব।" তাঁহারা জড়ীয় অভিমানে মত্ত ব্যক্তিগণকে বলিয়া থাকেন—"বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তা'তে কর নিষ্ঠা, তাহা না ভ'জলে লভিবে রৌরব।"

সাধুগুরুবৈষ্ণবগণ নিজেরা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা ভোক্তৃ-অভিমানে ভোগ করিবার জন্য লালায়িত নহেন। বারবনিতার ন্যায় ভোগিকুল ভগবদ্ভক্তগণকে নিজের সহিত সমান মনে করিয়া তাঁহাদিগের চরিত্রে বা কার্য্য-কলাপে দোষারোপ করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করে মাত্র। কিন্তু গুরুবৈষ্ণবগণ কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা, সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ—সকলের দ্বারাই কৃষ্ণসেবা করেন—তাঁহারা 'কাম'—কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে, 'ক্রোধ'—ভক্তদ্বেষিজনে, 'লোভ'—সাধুসঙ্গে হরিকথা। 'মোহ'—ইষ্টলাভবিনে, 'মদ'—কৃষ্ণগুণগানে নিযুক্ত করেন যথা তথা।"

বৈষ্ণবের সেবা করিবার জন্য বৈষ্ণবের পাছে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, প্রতিষ্ঠা—সব ধাবিত হয়। "প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত। যে না বাঞ্ছে, তা'র হয় বিধাতা-নির্ম্মিত॥" কিন্তু বৈষ্ণবের সেবাচাতুর্য্যের নিকট ঐসকল বস্তু হেয়ত্ব-বর্জ্জিত হইয়া কৃষ্ণসেবোপকরণরূপে পারগণিত হয়।

——•

ভোগিকুলের চক্ষে ভোগের ব্যতিরেক অবস্থা ফল্গুত্যাগের আদর্শ বিস্ময় উৎপাদন করে, কিন্তু তাহারা সেবার সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। সেবাকেও তাহারা কর্ম্ম-মার্গীয় অন্যতম ব্যাপার-মাত্র মনে করিয়া ফেলে। লৌকিক রীতিতে তাহারা মুখে 'সেবা'-কথাটি স্বীকার করিলেও সদ্গুরুর নিকট শিক্ষা লাভ না করাতে বা প্রকৃত সাধুগুরুবৈষ্ণবের সৎসৌভাগ্য লাভ না করায় কার্য্যতঃ তাহারা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কর্ম্মময় ব্যাপারের অন্যতম মনে করিয়া থাকে।

——

অনেক সময় সহরের রাজপথে দেখিতে পাওয়া যায় যে, নিরপরাধ সাধু ব্যক্তিগণ যখন কোন পরদ্রব্য-অপহরণকারী পলায়নপর ব্যক্তিকে 'চোর, চোর' বলিয়া চীৎকার করিয়া তৎপ্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য চেষ্টা করে, তখন ঐ তস্কর ব্যক্তিও 'ঐ চোর, ঐ চোর' বলিয়া চীৎকার করিয়া নিজকে রক্ষা করিবার ঐরূপ উপায় উদ্ভাবন করে। এস্থলে সাধুগণের 'চোর, চোর' বলিয়া চীৎকার - জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য আর প্রকৃত চোরের তদ্রূপ চীৎকার লোককে ঠকাইয়া নিজের চৌর্য্যবৃত্তি বজায় রাখিবার জন্য। তদ্রূপ অনেক ধর্ম্মব্যবসায়ী কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপ ব্যক্তিগণ ভাগবত-ব্যাখ্যাকালে (?) শিষ্যদের গৃহ বা বক্তৃতার ভিতরে নিজদিগের ভাগবত-ব্যবসায়, মন্ত্র-ব্যবসায়, শিষ্যব্যবসায়, কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠাসংগ্রহ-ব্যবসায়রূপ অবৈষ্ণব-বৃত্তিকে রক্ষা করিবার জন্য প্রকৃত সাধুগুরুবৈষ্ণবের স্কন্ধেও তত্তৎদোষ চাপাইবার মতলব করে। বোকা লোকসকল উহাতেই ভুলিয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ ঐসকল ধর্ম্মধ্বজী কপট ব্যবসায়ীর বাক্চাতুর্য্যে মুগ্ধ না হইয়া খাঁটি বস্তুর অনুসন্ধান করেন।

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

ইহ জগতে যেমন আমরা অর্চ্চাতে অচিৎ-মিশ্র দৃষ্টিতে চেতনধর্ম্ম দে'খতে পাই না, তেমনই মুক্ত হ'লে পরজগতে অপরতা, হেয়তা প্রভৃতির অস্তিত্ব দে'খতে পাওয়া যায় না। ভগবানের প্রীতিসম্পাদক পাঁচপ্রকার ভৃত্য সেখানে পূর্ণচেতনাবস্থায় আছেন। এখানে পাঁচপ্রকার মিশ্র চেতনধর্ম্মবিশিষ্ট ব্যক্তি কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে অবস্থান ক'রছে, কিন্তু সেখানে শুধু ভগবান্ ও তদাশ্রিত ব্যাপার। এখানে অনুপাদেয়তা, সেখানে উপাদেয়তা। অবিমিশ্র চেতনরাজ্যে ও মিশ্রচেতনরাজ্যে পার্থক্য আছে। মিশ্রচেতনরাজ্যে চেতনধর্ম্ম থা'কলেও স্বতঃকর্ত্তৃত্বধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালন ক'রতে পারে না। এখানে ইলেক্‌ট্রিক্ পাখাতে আর একটা শক্তি না এলে তা'র নড়বার ক্ষমতা হয় না, শরীরে চেতনধর্ম্ম না এলে সেটা খোসা মাত্র,—এখানে অচেতনের ভিতরে চেতনের বিকাশ—চিদ্‌চিন্মিশ্র-ভাব, এখানকার অচিৎ স্থূল-সূক্ষ্মভাব সেবা সৈমুখ্যবশতঃ পরব্যোমে যেতে পারে না যেমন দয়া ব'লে যে শব্দটি, তা'তে আমরা আলোচনা ক'রতে পারি, একজন দান ক'রছেন, একজন গ্রহণ ক'রছেন। চিত্তে দয়া বস্তুটীর মূর্ত্ত থাকলেও চিত্তে উদিত ভা'বের দ্বারা জান্‌তে পাচ্ছি, বাহির্জগতের সংগৃহীত ভাব স্থায়ী নয়, তা' পরিবর্ত্তিত বা বিকৃত হয়, কিন্তু সেখানে পরিবর্ত্তনশীলতা নাই, নিত্যধর্ম্ম বিরাজমান। নিত্যবস্তুর মালিক ও তদ্ধাম সম্পাত—সব চেতনময়, তা'তে অচেতনতা, অপরতা বা অসম্পূর্ণতা নাই। এখানে পূর্ব্বাপর স্মৃতির পর্য্যন্ত উদয় নাই, বর্ত্তমান-টাই কেবল জানি, বর্ত্তমান নিয়েই বিচার ক'রতে পারি। সেখানে সব জিনিষ নিত্য-কাল আছে, জ্ঞান সংগ্রহ ক'রে নিতে হয় না। এখানে শিশুকে ক্রমে ক্রমে জ্ঞান লাভ ক'রে নিতে হয়, শিশু অপেক্ষা যুবক অধিক জ্ঞান সংগ্রহ ক'রে থা'ক, তদপেক্ষা বৃদ্ধ আরও অধিক জ্ঞান সংগ্রহ করে, সেখানে সেরূপ নয়, সমগ্র জ্ঞানের পূর্ণসাবেশ আছে, কোন অভাব নাই, আর অভাব ব'লে যা' আছে, তাতে পূর্ণতার—আনন্দের অভাব নাই, অভাব ও পূর্ণতা সাধিত হ'চ্ছে। এখানকার বাস্তব বিচিত্রতা এবং এখানকার বিচিত্রতার সৌসাদৃশ্য থাক্‌লেও দু'টা এক নয়। এদেশের অবরতা ধর্ম্ম, ক্লেশ, অসম্পূর্ণতা সমস্তই নিয়ে যেতে হ'বে না। বিচিত্রতাপূর্ণ ভাবসমূহ সেখানে পূর্ণমাত্রায় আছে এতদ্দেশীয় সাহিত্য, অলঙ্কার শাস্ত্রে যে রসের আলোচনা, পঞ্চ মুখ্য রস ও সপ্ত গৌণ রস এখানে যেমন বাধা প্রাপ্ত হয়, সেখানে তা' নয়, প্রত্যেক রসের নিত্যতা আছে, অজ্ঞান প্রবেশ ক'রতে পারে না একের সাহায্যে অন্যের কিছু ক'রতে হয় না। ইতর ব্যোমের হেয়তা, অপরতা বা অপ্রার্থিত (দুঃখ কষ্ট প্রভৃতি) ব্যাপারগুলির দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করে সেখানে যেতে হয়। সেখানে পূর্ণতা ও পরম চমৎকারিতা আছে, কিন্তু আমরা তা' দে'খতে পাচ্ছি না—যেমন মেঘে আবৃত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, আবরণকারী আবৃত বস্তুর সান্নিধ্য লাভ করে না, কিন্তু আমরা আবরণকারীর কথা নিয়ে ব্যস্ত থাকি, আবৃত বস্তুকে দে'খতে পাই না।

সেবা চেষ্টার ব্যাঘাত হ'লে, অহঙ্কার-বিমূঢ়তা-বশে প্রভু হ'বার যত্ন হ'লে গুণজাত জগতে বাস হয়। রজঃসত্ত্বাদি গুণ-দ্বারা আচ্ছন্ন হ'লে হ্লাদিনী সন্ধিনী-সম্বিতের কারুণ্য উপলব্ধির বিষয় হয় না। শক্তিত্রয়ের কথা বর্ণন ক'রতে গিয়ে মিশ্রগুণবিচারে বিচিত্রতাকারিণী শক্তিকে একই পর্য্যায়ভুক্ত করি। কিন্তু নিঃসৎসর সাধুগণ এ সকল অসুবিধায় পড়েন না, তাঁ'রা পরমধর্ম্মে অবস্থিত। তাঁ'রা পরশ্রীকাতর নন, সকলেই ভগবৎসেবা-পরায়ণ। ভগবৎস্মৃতিরহিত ব্যক্তিগণের মধ্যেই পরশ্রীকাতরতা-ধর্ম্ম অবস্থিত। কামাদি পঞ্চবিধ অমঙ্গলের ভৃত্যধর্ম্মে নিযুক্ত হ'লেই পরশ্রী-কাতরতা আসে

প্রশ্নোত্তর

——::•:.——

প্রশ্ন—বৈষ্ণবধর্ম্ম কি পৃথিবীর সকলের পক্ষে গ্রহণীয়? ইহাতে কি সকলেরই কল্যাণ হইতে পারে? জগতের তাহাতে কি উপকার হয়?

উত্তর—বৈষ্ণবধর্ম্মই নিখিল চেতনের একমাত্র ধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মই প্রত্যেক জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম। খৃষ্টান থাকিয়া কাজ নাই—মুসলমান থাকিয়া কাজ নাই—হিন্দু থাকিয়া কাজ নাই, সব বৈষ্ণব হইয়া যাউক। পশু-পক্ষী থাকিয়া কাজ নাই—গাছ-পাথর থাকিয়া কাজ নাই—দেবতা-দৈত্য মানব থাকিয়া কাজ নাই, সকলেই বৈষ্ণব হইয়া যাউক অর্থাৎ স্বরূপের নিত্যধর্ম্ম গ্রহণ করুক, তাহা হইলে মঙ্গল হইবে।

কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁ'র দাস।
যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ॥
(শ্রীচৈ. চঃ - আ'দি, ৬।৮৩)

মহাপ্রভু তাহাই ক'রয়াছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে প্রবাসকালে উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে যাহাকে দেখিয়াছিলেন, তাহাকেই বৈষ্ণব করিয়া যাইতেছিলেন—যা'বপ্ত পথে তৃণ-গুল্ম লতা, পশু-পক্ষী-গাছ-পাথর আর তাহাদের সেই সেই বিকাশের অভিমান লইয়া থাকিতে পারে নাই, সকলেই বৈষ্ণব হইয়া গিয়াছিল শৈব, শাক্ত, 'পাষণ্ডী হিন্দু', পাঠান, বৌদ্ধ, মায়াবাদী, মুমুক্ষু, বুভুক্ষু, যোগী, তপস্বী, পণ্ডিত, মূর্খ, রুগ্ন, সুস্থ—সব বৈষ্ণব হইয়া গিয়াছিল। মহাপ্রভুর অস্ত্র ছিল—একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তন। আবার যাহারা বৈষ্ণব হইতেছিলেন, তাঁহারাও মহাপ্রভুর আদেশে কীর্ত্তনকারী গুরুর কার্য্য করিয়া পরম্পরায় চতুর্দ্দিকে সকলকে বৈষ্ণব করিতেছিলেন। মহাপ্রভু সকলকে বলিয়া যাইতেছিলেন,—

যা'রে দেখ, তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তা'র এই দেশ॥
ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥
• • •
কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন॥
দুইতে কে বড়, ভাবি' বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায়—গুণ উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে॥
পশু পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তা'রা সব তরে॥
জপিলে সে কৃষ্ণ নাম আপনি সে তরে।
উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনে পর-উপকার করে॥

মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকারী আর কেহ হয় নাই—হইবে না। অন্যান্য সমস্তই উপকারের প্রস্তাব ও ছলনা মাত্র, উপকারের নামে মহা-অপকার, আর মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের উপকার সত্য-সত্য নিত্য পরম-উপকার। তাহা দুই-দশ-দিনের উপকার নহে—তাৎকালিক উপকার নহে—যে উপকারের প্রস্তাব কিছুক্ষণ পরেই অপকার উৎপন্ন করিবে—যে উপকারের দ্বারা আর একপক্ষের অপকার হইবে। যেমন আমার দেশের উপকারে অন্য দেশের অপকার অনিবার্য্য—আমি গাড়ী-ঘোড়ায় চড়িয়া উপকৃত হইলে ঘোড়াগুলির অসুখ অনিবার্য্য,—আমার তাৎকালিক সুখে আর একজনের দুঃখ, আবার অপরের সুখে আমার ভোগের অভাব। এরূপ উপকারের কথা বলিয়া মহাপ্রভু বা মহাপ্রভুর ভক্তগণ কখনও লোকবঞ্চনা করেন নাই। শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার ভক্তগণ এমন উপকারের কথা বলিয়াছেন—এমন জিনিষ দান করিয়াছেন ও করিতেছেন, যে উপকার সকলের পক্ষে—সর্ব্বকালে—সর্ব্বাবস্থায় পরম উপকার। মহাপ্রভুর উপকার সকল দেশে—সকল পাত্রে সকল কালে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার। এই উপকার কোন দেশবিশেষের উপকার, অন্য দেশের অপকার নহে, এই উপকার সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উপকার। সুতরাং সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক নশ্বর উপকারের প্রস্তাব মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণ কখনও করেন না। মহাপ্রভুর উপকার কোনও দিন কাহারও অমঙ্গল প্রসব করে না। তাই মহাপ্রভুর দয়া অমন্দোদয়া দয়া তাই মহাপ্রভু মহাবদান্য—তাই মহাপ্রভুর ভক্তগণ মহা মহাবদান্য। এইসকল গল্পের কথা নয়, কাব্য-সাহিত্যের কথা নয়,—সব চেয়ে বড় সত্যকথা

প্রশ্ন—তাহা হইলে কি অন্যান্য সব কাজ ছাড়িয়া দিতে হইবে?

উত্তর—না, বৈষ্ণব হইয়া সব কার্য্য করিতে হইবে। বৈষ্ণবতা ছাড়িয়া কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিতে হইবে না। আমাদের শ্রীগুরুদেব শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু ইহাই বলিয়াছেন,—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্ত স উচ্যতে॥
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণ-সম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

অবজ্ঞা ও অভিবাদন

(প্রাপ্ত)

জাগতিক সভ্যতাই হউক বা নিয়ম-প্রচলন-পরম্পরাই হউক, এই জগতে পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে পরস্পর প্রত্যুত্থান, অভিবাদন ও বন্দনাদি করিয়া থাকেন। এই কার্য্যগুলিকে সম্মানসূচক ক্রিয়া বা প্রতিষ্ঠার আদান-প্রদান বলা চলে। ব্যবহারিক-সম্বন্ধে যিনি বড়, তিনি ছোটর নিকট হইতে পূজা লইতে চাহেন, আর যিনি ছোট, তিনিও বড়র নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিয়া থাকেন। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবাবিমুখ জীব-মাত্রেই একে অপরের নিকট হইতে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা লইবার জন্য ব্যস্ত। এই জগতে যে নিজকে বড় বলিয়া অভিমান করে সে'ও যেরূপ ছোটর নিকট হইতে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তির আশা করে, আবার যে ছোট বলিয়া পরিচিত, সেও বড়র নিকট বড় হইবার আশায় আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে। এই জগতে যদি কোন দেহাত্মবাদী বড়-অভিমানী ব্যক্তি ছোটর নিকট হইতে অভিবন্দনাদি প্রাপ্ত না হয়, সে যেরূপ তাহাতে চটিয়া যায়, তদ্রূপ ছোট ব্যক্তিও বড়র নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ-আপ্যায়নাদি প্রাপ্ত না হইলে নিজকে অবজ্ঞাত মনে করিয়া অত্যন্ত মন-ক্ষুণ্ণ হয়। এইরূপে জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহাত্মাভিমান হইতে লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠাদি প্রাপ্তির জন্য স্পৃহা উদিত হয়। জড় জগতে ছোট ও বড়—উভয় ব্যক্তিই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহকেই সম্মানার্হ বলিয়া মনে করে। এইরূপ মনে করা বা ধারণা করা দেহাত্মাভিমানী অজ্ঞ জীব আমাদের পক্ষে কিছু অসম্ভব নহে।

জড় জগতের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা লইয়া বা স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহাত্মাভিমানের পাহাড়-পর্ব্বত অন্তরে লুকাইয়া রাখিয়া আমরা আমাদের স্থূল দেহকে যে যত অধিক সম্মান দিতে পারে, সে তত অধিক বৈষ্ণব, আর যিনি বা যাঁহারা এই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ ও মনকে অভিবাদন করেন না, তিনি তত অধিক অবৈষ্ণব, এইরূপ

ধারণা করিয়া বসি। আমরা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকটে গিয়াও যে আমাদের স্থূল-সূক্ষ্ম দেহ-মনের অভিবাদনাদির দাবী করি, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এবং আমাদের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার বিষয়ও বটে। শ্রীশম্ভু ও দক্ষ-সংবাদে আমরা দেখিতে পাই যে, দক্ষ অজ্ঞতাবশে শ্রীশম্ভুকে দর্শন করিতে গিয়া কিরূপ অপরাধী হইয়াছিল। দক্ষ শ্রীশিবের নিকট বাহ্য অভিবাদনাদি প্রাপ্ত না হইয়া নিজেকে অবজ্ঞাত মনে করিয়া শ্রীশিবের উপরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। বস্তুতঃ শ্রীগুরুবৈষ্ণব কাহারও স্থূল-সূক্ষ্ম দেহকে সম্মান বা অভিবাদন করেন না। আমরা আমাদের স্থূল-সূক্ষ্ম অনুভূতির দ্বারা বৈষ্ণবের তৃণাদপি-সুনীচতা লক্ষ্য করিয়া থাকি। যিনি বা যাঁহারা আমাকে অধিক সম্মান, অধিক দণ্ডবৎ, অধিক অভিবাদন করিতে পারেন, তিনি বা তাঁহারাই বড় বৈষ্ণব, আর যিনি বা যাঁহারা আমার স্থূল-সূক্ষ্ম দেহকে বহুমাননা করেন না, দণ্ডবৎ প্রণাম বা অভিবাদনাদি করেন না, তাঁহার বা তাঁহাদের বৈষ্ণবতা ও তৃণাদপি-সুনীচতার অভাব লক্ষ্য করিয়া থাকি। সাধু গুরু-শাস্ত্র-বাণী হইতে আমরা ইহাই জানিতে পারি যে, আমাদের স্থূল-সূক্ষ্ম দেহাভিমান হইতেই এইরূপ বিচার আসিয়া থাকে। যাহা হউক এবিষয়ে আমরা পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের মঙ্গলময়ী বাণী হইতে প্রকৃত বিষয়টী বুঝিতে চেষ্টা করিব। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"প্রত্যক্ষবাদিগণ অনেক সময়ে অধোক্ষজ-সেবাপরায়ণের প্রকৃত চেষ্টা বুঝিতে অসমর্থ হন। বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা অন্তরিন্দ্রিয়ের ভাব সকল সময়ে সুষ্ঠুভাবে প্রতীত হয় না। মহা-ভাগবত সর্ব্বদাই ভগবানের অনুগত ও সেবোন্মুখ হইয়াই অবস্থান করেন। প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-পরায়ণগণ ভগবদ্ভক্তের তাদৃশ অন্তর্ভাব লক্ষ্য করিতে অসমর্থ। অক্ষজবাদী বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহাভিমানেই ব্যস্ত ও অভ্যস্ত থাকে। সুতরাং তাহারা ভগবদ্ভক্তের স্থূল-সূক্ষ্মানুভূতির প্রতি ঔদাসীন্যই লক্ষ্য করে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে অধোক্ষজ-সেবাপরায়ণগণ স্থূল-সূক্ষ্ম সকল বস্তুর বাহ্য দর্শনে নিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্বদা পরতত্ত্বসেবায় প্রবৃত্তি-নিপুণ। বাহ্যিক অভিবাদনাদি স্থূল-দেহপর। অনেক সময়ে ভগবদ্ভক্তের বাহ্য ক্রিয়া-কলাপ দর্শন-ফলে স্থূল-সূক্ষ্ম দেহাভিমানিগণের তাঁহাদের চরণে অপরাধ ঘটে। বদ্ধজীব এইসকল কারণেই বৈকুণ্ঠ-বৈষ্ণব-বস্তুতে দুরাচার দেখিয়া থাকেন, উহা তাহাদের ভ্রান্তি-মাত্র। ভগবদ্ভক্ত প্রত্যেক অধিষ্ঠানেই ভগবৎসম্বন্ধ আলোচনা করেন। সুতরাং মূঢ় জনের ভক্তের দোষ-দর্শন তাহাদের অর্ব্বাচীনতার পরিচয় মাত্র। যাহারা ভগবদ্ভক্তি-রহিত, তাহারাই অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অপরকে অসম্মান করিয়া থাকে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ জগতের প্রত্যেক-কেই সর্ব্বক্ষণ অধিক সম্মান দিয়া থাকেন, যেহেতু ভগবৎসম্বন্ধ ব্যতীত তাঁহাদের ইতর দর্শন নাই। সাধারণতঃ মুক্ত পুরুষগণের বাহ্য অভিবাদনাদি নিষিদ্ধ। "নিরাশীর্নির্নমস্ক্রিয়ঃ" ত্রিদণ্ডিগণ বৈষ্ণব ব্যতীত কাহাকেও বাহ্য অভিবাদন করেন না বলিয়া কেহ যেন অসম্মানিত-বোধ না করেন। বাহ্য-দেহের উচ্চাবচ-প্রতীতি মুক্ত-পুরুষগণের নাই। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ হরিসেবা করিয়া থাকেন, ভোগবুদ্ধিতে আপনাদিগকে অন্যের পূজ্য কখনই মনে করেন না।

"ভগবান্ বাসুদেব বদ্ধজীবগণের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু নহেন। নিত্য স্বরূপ-শক্তিতে নিত্য অধিষ্ঠিত বলিয়া কোনপ্রকার জাড্য অর্থাৎ হেয়তা ও অনুপাদেয়তা বা পরিচ্ছেদ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। বদ্ধ জীব যে কালে ত্রিগুণের বশীভূত থাকেন, সেই সময় তিনি বাসুদেবের সুনির্ম্মলতা উপলব্ধ করিতে অসমর্থ। পুরুষোত্তম বাসুদেব বসুদেব হইতে বসুদেব প্রকটিত, সুতরাং ত্রিগুণদ্বারা আবৃত হইবার অযোগ্য। ত্রিগুণ-মুক্তাবস্থায় বিমুক্ত দর্শনে বাসুদেব চিদ্বিলাস-মাত্রে পরিলক্ষিত হন। বাসুদেবের আকর বসুদেব'-শব্দে বিশুদ্ধসত্ত্বকে বুঝায়। সত্ত্ব-গুণ রজস্তমোমিশ্রগুণের সম্বন্ধে ন্যূনাধিক অবস্থিত। বিশুদ্ধসত্ত্ব তাদৃশ মিশ্রভাবাপন্নতার দ্যোতক নহে। বাসুদেবকে কেহ যেন প্রকৃতির অন্তর্গত সগুণ, সসীম, পরিচ্ছিন্ন বস্তু বলিয়া ভ্রান্ত না হন। গুণাতীত বিশুদ্ধ সত্ত্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণজাত বস্তুর অন্যতম নহেন—বাসুদেব-প্রকটকারী 'বসুদেব' গুণজাত বস্তু নহেন। মহাভাগবত মহাদেব গুণাধীশ তত্ত্ব, প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়াও প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্যতা অতিক্রম করিয়া তিনি ঈশ্বরতত্ত্ব। সুতরাং তাদৃশ মহা-ভাগবতের বসুদেব-তনয় বাসুদেব-দর্শনে ও তাঁহার প্রণতিতে কোনও প্রকার গৌণ অনুষ্ঠানের কল্পনা করা যাইবে না। মহা-দেবের হরিসেবনোন্মুখ অপ্রাকৃত চেষ্টায় ভগবানের বিশেষ সেবাবিধানে গুণজাত ক্রিয়া উদ্দিষ্ট হয় নাই। বিশুদ্ধসত্ত্বের আধিষ্ঠানে কোনওপ্রকার মিশ্রগুণের সংস্পর্শন-চেষ্টা বিহিত নহে। বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভু তাঁহার আধিকারিক প্রাকৃত জগতের ক্রিয়ায় এস্থলে আবদ্ধ নহেন। প্রাকৃত জগৎসংহার-কার্য্যের পরিবর্ত্তে তাঁহার নিজ নিত্যবৃত্তি নিরন্তর বাসুদেবপূজা-বিধানহেতু, দক্ষাদি পূজ্যবর্গের বাহ্য সমাদর অযুক্ত বলিয়া সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবার নৈরন্তর্য্যবশতঃ তিনি শ্বশুর মহাশয়ের অবজ্ঞা করেন নাই। ভোগময় প্রতীতির অভাবে বৈকুণ্ঠ-পুরুষের পূজ্য ও অপূজ্যভেদ সম্ভবপর নহে। সেজন্য সর্ব্বদা হরিসেবারত সতীকান্তের সতী-পতিকে অবজ্ঞা করা অভিপ্রেত ছিল না। পরন্তু সর্ব্বদা বাসুদেবচরণে প্রণতি-হেতু বাসুদেব-জীব দক্ষের প্রণতিও তদন্তর্ভুক্ত বলিয়া শিবের স্বতন্ত্রভাবে দক্ষপূজার আবশ্যকতা ছিল না। ভগবান্ বাসুদেবের পূজায় সকল দেবতার, সকল পিতৃলোকের এবং সকল পূজ্যবর্গের পূজা ও অভিবাদনাদি হইয়া যায়। সুতরাং ভেদবুদ্ধিতে তাদৃশ অভিবাদনাভাবেও শম্ভু কখনও দক্ষের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন নাই।

"অধোক্ষজ-সেবানিরত মহাভাগবত প্রাকৃত কোনও বস্তুকে পূজা বা অবজ্ঞা করেন না, সকল বস্তুকেই সর্ব্বদা সম্মান প্রদান করেন। এজন্য শ্রীগৌরসুন্দরের একমাত্র শিক্ষার মধ্যে বৈকুণ্ঠ-পুরুষের নিষ্ঠা ও কৃত্যাবিবেকে 'তৃণাদপি সুনীচ'-শ্লোকের আবাহন।

"বস্তু ও তাহার প্রতিফলন বা প্রতিবিম্ব বস্তুসদৃশ হইলেও প্রতিফলন বা প্রতিবিম্ব বস্তু নহে। দর্পণে প্রতিবিম্বিত বস্তুর দর্পণান্তর্গতত্ব সিদ্ধ, কিন্তু বস্তুর দর্পণান্তর্গতত্ব সত্য নহে। জীবের অভাবময় এবং পরিমিত জ্ঞানোদ্রেক বাসুদেবের উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। যে কালে তিনি নির্গুণাবস্থায় বাসুদেবকে দর্শন ও তাঁহার সেবা করিবার জন্য প্রবৃত্ত, তৎকালে প্রতিবিম্বিত আচিদ্বৈচিত্র্যমাত্রে অবস্থিত হন না। চিদ্বিলাস বিচিত্রতা অচিৎ দৃশ্য জগতে প্রতিবিম্বিত হইয়া যে গোলোক-বৈকুণ্ঠাদির সাদৃশ্য প্রদর্শন করে, উহা বিশুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত না হওয়ায় ত্রিগুণান্তর্গত বলিয়া বিম্ব-প্রতিবিম্ববাদ লক্ষিত বিচারান্তর্গত। এ জন্যই বৈকুণ্ঠ পুরুষগণ জড়জগৎকে চিদ্বৈচিত্র্যের বিকৃত নশ্বর প্রতিফলন মাত্র বলেন। কেহ যেন মনে না করেন, বসুদেব কর্ম্মফলাধীন প্রাকৃত বদ্ধ জীবমাত্র। তিনি কৃষ্ণজনক, সুতরাং স্বয়ং অপ্রাকৃত বস্তু। তাঁহার দর্শনকারী নিত্য-মুক্ত বৈকুণ্ঠজীবকে বিদ্ধসত্ত্ব বা অশুদ্ধ সত্ত্বগুণাশ্রিত জ্ঞান করা উচিত নহে।"

শ্রীগুরু ও বৈষ্ণবগণ ভোগ ও ত্যাগ —উভয় বৃত্তিকেই গর্হণ করিয়া থাকেন। জীবের স্বরূপ বা সুরূপকেই তাঁহারা বহুমাননা করেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবান সেই স্বরূপ বা সুরূপেরই দ্রষ্টা। শ্রীল প্রভুপাদকে আমরা দেখিয়াছি, কেহ তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেই তিনি প্রত্যভিবাদন করিয়াছেন। এস্থলে আমরা যদি মনে করি যে, যে কেহ প্রভুপাদকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেই শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদিগকে দণ্ডবৎ বা অভিবাদন করিয়াছেন, আর বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীশম্ভু দক্ষকে দণ্ডবৎ বা অভিবাদন না করিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন, তবে আমাদের দিক্ হইতে বিচারের ভুল হইবে। কারণ প্রাকৃত বৈষ্ণবগণ সর্ব্বক্ষণ স্বরূপানন্দে নিমগ্ন থাকেন। তাঁহারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই অধোক্ষজ শ্রীগুরুদেবের প্রণতি করেন। সুতরাং তাঁহাদের আচরণ বুঝিবার বোধগম্য হয় না।

নিখিল জগতের সকল প্রাণীই কৃষ্ণদাস, সুতরাং সকলেই সকলের সম্মানের পাত্র। কৃষ্ণসম্বন্ধে অর্থাৎ সেব্য সেবক-সম্বন্ধে সকলেরই সকলকে সম্মান করা উচিত। কিন্তু যে স্থলে মায়াবদ্ধজীব কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিস্মৃত, সেই স্থলে যদি কেহ নিজেই সেব্য,—এই অভিমানে অপরকে সেবক-জ্ঞানে অপরের নিকট হইতে সম্মানাদির প্রার্থী হয়, তাহার মূল্য অষ্টকপর্দ্দক মাত্র। এক বদ্ধজীব অপর বদ্ধজীবের প্রতি প্রচুর-ভাবে সম্মানাদি প্রদান করিলে তাহা আমার ন্যায় বদ্ধজীবের নিকটেও অত্যন্ত উদারতা, সভ্যতা বা তৃণাদপি সুনীচতা বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু পারমার্থিকগণ তাহার কোনই মূল্য দেন না। আবার তাঁহারা কাহাকেও অবজ্ঞা করিবার শিক্ষাও প্রদান করেন না। তাঁহাদের অনুগত হইলে তাঁহারাই প্রকৃত তৃণাদপি সুনীচতা শিক্ষা দিয়া থাকেন। একমাত্র শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবই সকল জীবের পূজ্য, সেব্যবস্তু। সেই পূজ্য বা সেব্যের সহিত সেবকবর্গের সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয় হইলে পৃথক্‌ভাবে জীবের অন্যের নিকট হইতে মান, পূজা, প্রতিষ্ঠা, সম্মানাদি প্রাপ্তির স্পৃহা বিদূরিত হয়,—শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট হইতে সম্মানাদি প্রাপ্তির স্পৃহা ত' দূরের কথা।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট হইতে আমরা খুব প্রতিষ্ঠা, সম্মান, দণ্ডবৎ, অভিবাদনাদি পাইলেই যদি আমাদের মন প্রফুল্ল হইয়া উঠে, আর তাহা না পাইলেই মন খারাপ হইয়া যায়, তবে সেইরূপ দুষ্ট মনকে আমাদের শতমুখী শলাকার দ্বারা শাস্তি প্রদান করা উচিত। অচেতন মনকে শাসন না করিয়া যদি আমরা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হই, তবে আমাদের নিরয় লাভ অবশ্যম্ভাবী। শ্রীগুরুবৈষ্ণব আব্রহ্মস্তম্ব কাহাকেও কখনও অবজ্ঞা করেন না, আবার আমাদের দুশ্চরিত্রকেও কখনই আদর করেন না। আমাদের দুশ্চরিত্রের প্রতি যে তাঁহাদের অবজ্ঞা-প্রদর্শন ভাব, তাহা আমাদের শোধনের নিমিত্ত। তাই আমরা যেন সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে প্রার্থনা করিতে পারি যে, আমাদের প্রতি তাঁহাদের যে করুণা, তাহা বিপরীত ভাবে গ্রহণ না করিয়া আমরা যেন তাঁহাদের চরিত্রাদির অনুসরণ করিতে পারি।

—

শ্রীধামে শ্রীমদ্ভাচার্য্যের তিরোভাব-তিথিপূজা-মহোৎসব

গত ১১ই মাঘ [illegible]

—

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:।:০:।:-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	
সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক " ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫৲, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

আমেরিকা হইতে ভারতে লরীর কাঠামো আমদানী

একটি প্রেস-নোটে প্রকাশ, গত ডিসেম্বরের শেষভাগে ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থা অনুযায়ী আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে কয়েক-শত মোটর-লরীর কাঠামো আসিয়াছে। ইহা প্রথম কিস্তিমাত্র, ভবিষ্যতে আরও আসিবে। এই সমস্ত লরীই দেশরক্ষা বাহিনীগুলির ব্যবহারের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে।

এদিকে ভারতের অস্ত্র-নির্ম্মাণ কারখানা-গুলিও ক্রমেই অধিক পরিমাণ অস্ত্র শস্ত্র উৎপাদন করিতেছে। গত ডিসেম্বর মাসে এত অধিক পরিমাণ হাউৎজার কামানের গোলার খাপ এবং দূরবীণ তৈয়ারি হইয়াছে যে, পূর্ব্বে কখনও এত অধিক পরিমাণ তৈয়ারি হয় নাই। অন্য একটি কারখানা হইতে সর্ব্ব-প্রথম কামানের গোলার খাপ এবং কার্ত্তুজ তৈয়ারির সংবাদ আসিয়াছে। আর একটি কারখানায় ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী মাইনে আগুন ধরাইবার জন্য এক বিশেষ প্রকার "ফিউজ" তৈয়ারির ব্যবস্থা হইয়াছে।

ভারতবর্ষে আরও অধিক পরিমাণ সামরিক বুট তৈয়ারি করা যায় কি না, সে-সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করা হইতেছে। উপযুক্ত চামড়া পাওয়া সম্ভব হইলে বৎসরে ৮৫ লক্ষ জোড়া বুট তৈয়ারি করা যাইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

গত দুই সপ্তাহে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারত-বর্ষে ২ কোটি ২২ লক্ষ গজ চট এবং অন্যান্য প্রকারের ১০ হাজার টন পাটনির্ম্মিত দ্রব্যের অর্ডার দিয়াছেন। ইষ্টার্ণ গ্রুপভুক্ত দেশগুলি হইতেও বহু বস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য ও অন্যান্য বিবিধ সামগ্রীর অর্ডার পাওয়া গিয়াছে।

চলচ্চিত্রে ভারতের যুদ্ধ প্রচেষ্টা

নানা অসুবিধা সত্ত্বেও গত বৎসর ভারত-বর্ষ এবং ভারতের সমর-প্রচেষ্টা-সম্বন্ধে ২৫টি প্রামাণিক ছায়াচিত্র তোলা হইয়াছে। ইহাদের কোনও কোনওটি সিঙ্গাপুর, কায়রো এবং সিড্‌নিতে পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। ভারতীয় দর্শকদের জন্য ইংরেজী, বাঙ্গলা, তামিল, তেলুগু, মারাঠি এবং জাস্তু এই ছয়টি বিভিন্ন ভাষায় চিত্রগুলি নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছে। এই চিত্রগুলি ভারতের সর্ব্বত্রই প্রদর্শিত হইতেছে।

এই সকল চিত্র-নির্ম্মাণের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মিঃ আলেকজেন্দার শ' বর্ত্তমানে বিলাতে ফিরিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, ভারতের ছায়াচিত্রের বিশেষজ্ঞ মন্ত্রীরা জগতের যে কোনও স্থানের বিশেষজ্ঞদের সমতুল্য।

জার্ম্মাণ সৈন্যাধ্যক্ষের ভুল স্বীকৃতি

গত ১৯শে জানুয়ারী হাল্‌ফায়ী পাস্ হইতে ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার সংবাদ-দাতা লিখিয়াছেন :—

বার্দিয়া, মোল্লুক এবং হালফায়ার জার্ম্মাণ ও ইতালীয়দের যে সকল দলিল দস্তাবেজ ব্রিটিশ পক্ষের হাতে আসিয়াছে, তাহাতে জার্ম্মাণ সৈন্যবাহিনীর সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারা গিয়াছে। জেনারেল র‍্যাভেনষ্টিনের প্রধান শিবিরটি দখল করা হইলে সমস্ত কাগজ-পত্রই ব্রিটিশ পক্ষের হাতে আসে। লিবীয়ার প্যানজার বাহিনীর অধ্যক্ষ জেনারেল বয়েৎচেরের ব্যক্তিগত চিঠিপত্রও কিছুদিন পূর্ব্বে হস্তগত করা হইয়াছিল। এইরূপ আরও বহু দলিলপত্র দখল করা গিয়াছে। এই সকল দলিলপত্র হইতে দেখা যায় যে, গত ডিসেম্বর মাসে গাজালার দিকে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জার্ম্মাণরা নিজেদের সাফল্য-সম্বন্ধে বিশেষ আস্থাবান ছিল। অতঃপর সৈন্যাধ্যক্ষেরা প্রায় সকলেই হতাশা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। একজন সৈন্যাধ্যক্ষ লিখিয়াছে :—এই যুদ্ধ চালান আমাদের পক্ষে ভুল হইয়াছে। আমরা শুধু ভাঙ্গন-ধরা ইতালীয়দের ঠেক্‌না দিতেছি।

ধর্ম্মঘট বন্ধ করিবার আইন

গেজেট অব ইণ্ডিয়ার একটি বিশেষ সংখ্যায় ভারত রক্ষা বিধানের যে নূতন ধারা সংযোজিত হইয়াছে, তাহাতে শ্রমিক মালিক বিরোধ আপোষ বা মধ্যস্থের মারফতে মিটাইতে বাধ্যকর এমন কি প্রয়োজন হইলে ধর্ম্মঘট করা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে অধিক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। গত দুই বৎসরে ধর্ম্মঘটের আধিক্য এবং ফলে যুদ্ধ শিল্পগুলির উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটাইয়াই এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইল। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে যে, আপোষ মীমাংসার ব্যবস্থা থাকিলে এবং আপোষ চেষ্টায় কিছু সময় ব্যয় করিলে শ্রমিক বিরোধ মিটিয়া গিয়াছে। এই নূতন নিয়ম অনুসারে আপোষ-চেষ্টার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত নোটিশ না দিলে শ্রমিক-কর্ত্তৃক ধর্ম্মঘট এবং মালিক কর্ত্তৃক কারখানা বন্ধ রাখিতে পারা যাইবে না বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ বা বিশেষ আদেশ জারী করিতে পারিবেন। বর্ত্তমান শ্রমশিল্প বিরোধ আইন অনুসারেও জল, বিদ্যুত-সরবরাহ প্রভৃতি সাধারণের পক্ষে অতি প্রয়োজন প্রতিষ্ঠানে ধর্ম্মঘট করিতে হইলে ১৪ দিনের নোটিশ দেওয়া দরকার। এই আইন মালিকদের আচরণও নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থা আছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দত্তাত্ত কল্যাণকল্পতরু

ল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-
চিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-
গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত
াষ্যসহ প্রকাশিত হইয়া-
ছেন। ইহাতে চরম ও
রম মঙ্গলের কথা আছে।
ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই
নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৶০
প্রাপ্তিস্থান
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত
এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও
'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত
হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা
অতি সুন্দর। ইহা সত্যানু-
সন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই
নিত্যপাঠ্য।
প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রী শ্রীনিত্যানন্দ-আবির্ভাব-উৎসব-সংখ্যা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ২৮ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫; ১৬ই মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৭৮; ৩০শে জানুয়ারী, ইং ১৯৭২, শুক্রবার | ২৬৪-৬৫তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮ মাধব, নিবি গর্ভোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

নিত্যানন্দ-চরিতামৃত

শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব

আজ পরমারাধ্যা মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি—কৃপাবতার শ্রীমন্-নিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব-দিবস। এই পরমপবিত্রা তিথির মাহাত্ম্য ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

ব্রহ্মা-আদি এই তিথির করে আরাধনা॥
পরম-পবিত্র তিথি ভক্তি-স্বরূপিণী।
যাহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি॥
নিত্যানন্দ-জন্ম মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী।
* * *
সর্ব্ব-শুভলগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি॥
এতেকে এ দুই তিথির করিলে সেবন।
কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যাবন্ধন॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ৩।৪৫-৪৭)

শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব-বর্ণন-প্রসঙ্গ শ্রীরূপানুগ-বর শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় আমরা এইরূপ শুনিতে পাই,—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ
তমোনুদৌ॥

অর্থাৎ উদয়াচলরূপ গৌড়দেশে যুগপৎ দিবাকর-নিশাকরস্বরূপ আশ্চর্য্যরূপে উদিত মঙ্গলদাতা, জীবের অজ্ঞানান্ধকার নাশী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-নিত্যানন্দকে আমি বন্দনা করি।

ব্রজে যে বিহরে পূর্ব্বে কৃষ্ণ-বলরাম।
কোটি সূর্য্য-চন্দ্র জিনি' দোঁহার নিজধাম॥
সেই দুই জগতের হইয়ে সদয়।
গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে কৈল উদয়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্বজগৎ-আনন্দ॥
সূর্য্য-চন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার॥
এইমতে দুই ভাই জীবের অজ্ঞান।
তমো নাশ করি' করে বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞান॥
অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা-আদি এইসব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞানতমো-ধর্ম্ম॥
তাঁহার প্রসাদে এই তমো হয় নাশ।
তমো নাশ করি' করে তত্ত্বের প্রকাশ॥
তত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেমরূপ।
নাম-সংকীর্ত্তন সর্ব্ব-আনন্দস্বরূপ॥
সূর্য্য-চন্দ্র বাহিরের তমঃ সে বিনাশে।
বহির্ব্বস্তু ঘট-পট আদি সে প্রকাশে॥
দুই ভাই হৃদয়ের ঘুচাঞা অন্ধকার।
দুই ভাগবত-সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তি-রস-পাত্র॥
দুই ভাগবত-দ্বারা দিয়া ভক্তি-রস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ॥
এক অদ্ভুত—সমকালে দোঁহার প্রকাশ।
আর অদ্ভুত—চিত্তগুহার তমঃ করে নাশ॥
এই চন্দ্র সূর্য্য দুই পরম সদয়।
জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিলা উদয়॥
সেই দুই প্রভুর করি চরণ বন্দন।
যাঁহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ॥

(শ্রীচৈঃ চঃ আদি ১ম পঃ)

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী
গর্ভোদশায়ী চ পয়োঽব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যা
নন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু॥

অর্থাৎ সঙ্কর্ষণ, কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী, পয়োঽব্ধিশায়ী ও শেষ যাঁহার অংশ ও কলা, সেই শ্রীনিত্যানন্দ রাম আমার শরণ-স্বরূপ হউন॥

শ্রীবলরাম গোসাঞি মূল-সঙ্কর্ষণ।
পঞ্চরূপ ধরি' করেন কৃষ্ণের সেবন॥
আপনে করেন কৃষ্ণলীলার সহায়।
সৃষ্টি-লীলা-কার্য্য করে ধরি' চারি কায়॥
সৃষ্ট্যাদিক-সেবা, তাঁর আজ্ঞার পালন।
'শেষ'-রূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন॥
সর্ব্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণ-সেবানন্দ।
সেই বলরাম—গৌর-সঙ্গে নিত্যানন্দ॥
মায়াতীতে ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥

অর্থাৎ মায়াতীত, সর্ব্বব্যাপক বৈকুণ্ঠ-লোকে, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—এই পূর্ণ ঐশ্বর্য্যযুক্ত চতুর্ব্যূহতত্ত্বে যাঁহার সঙ্কর্ষণাখ্যরূপ বিরাজমান, সেই নিত্যানন্দস্বরূপ রামের প্রতি আমি প্রপন্ন হই।

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দ-রামং প্রপদ্যে॥

যাঁহার অংশের অংশ, তাঁহার অংশ—ক্ষীরোদশায়ী, অখিল পরমাত্মা, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু, যাঁহার কলা পৃথ্বীধারী 'অনন্ত,' সেই নিত্যানন্দ-রামকে আমি প্রণাম করি।

সেই বিষ্ণু 'শেষ' রূপে ধরেন ধরণী।
কাঁহা আছে মহী শিরে, হেন নাহি জানি'॥
সহস্র-বিস্তীর্ণ যাঁ'র ফণার মণ্ডল।
সূর্য্য জিনি' মণিগণ করে ঝলমল॥
পঞ্চাশৎ কোটি যোজন পৃথিবী-বিস্তার।
যাঁ'র এক ফণে রহে সর্ষপ-আকার॥
সেই ত' 'অনন্ত', 'শেষ'—ভক্ত-অবতার।
ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর॥
সহস্র-বদনে করে কৃষ্ণগুণ গান।
নিরবধি গুণ গা'ন, অন্ত নাহি পা'ন॥
সনকাদি ভাগবত শুনে যাঁ'র মুখে।
ভগবানের গুণ কহে, ভাসে প্রেম-সুখে॥
ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন।
আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন॥
এত মূর্ত্তি-ভেদ করি' কৃষ্ণসেবা করে।
কৃষ্ণের শেষতা পাঞা 'শেষ'-নাম ধরে॥
সেই ত' অনন্ত, যাঁ'র কহি এককলা।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ, কে জানে
তাঁ'র খেলা॥
এসব প্রমাণে জানি' নিত্যানন্দতত্ত্ব-সীমা।
তাঁহাকে 'অনন্ত' কহি, কি তাঁ'র মহিমা॥
এইরূপে নিত্যানন্দ অনন্ত-প্রকাশ।
সেই ভাবে কহি মুঞি চৈতন্যের দাস॥
কভু গুরু, কভু সখা, কভু ভৃত্য-লীলা।
পূর্ব্বে যেন তিনভাবে ব্রজে কৈল খেলা॥
বৃষ হঞা কৃষ্ণ সনে মাখামাখি রণ।
কভু কৃষ্ণ করে তাঁ'র পাদ-সম্বাহন॥
আপনাকে ভৃত্য করি কৃষ্ণে প্রভু জানে।
কৃষ্ণের কলার কলা আপনাকে মানে॥
অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ—দুই অঙ্গ।
দুইজন লঞা প্রভুর যত কিছু রঙ্গ॥

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শ্রীচৈতন্য - সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ—রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম॥
নিত্যানন্দ মহিমা-সিন্ধু অনন্ত-অপার।
এক কণা স্পর্শি মাত্র, সে কৃপা তাঁহার॥
নিত্যানন্দ প্রভুর গুণ-মহিমা অপার।
সহস্র বদনে শেষ নাহি পায় পার॥

(শ্রীচৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ)

আমি একজন অবিদ্যাগ্রস্ত সেবাবিমুখ পতিতাধম জীব শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরু-পাদপদ্ম—শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম ও তদনুগ শুদ্ধবৈষ্ণবগণের কৃপা শিরে ধারণপূর্ব্বক আজ অনন্ত-অপার শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা-সিন্ধুর বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিয়া এই পরম-মঙ্গলময়ী সর্ব্বারাধ্যা ভক্তিস্বরূপিণী তিথির আরাধনা করত আত্মশোধন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। হে দয়াসাগর, বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ। আপনারা অহৈতুকী কৃপাগুণে সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য এ পতিতাধমের এই মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ করুন,—ইহা আপনাদের শ্রীচরণে সর্ব্বাগ্রে সকাতর প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীনিত্যানন্দ-জন্ম-লীলা

রাঢ়দেশের বীরভূম-জেলার অন্তর্গত মল্লারপুর-ষ্টেশনের নিকট একচাকা-গ্রামে 'শ্রীহাড়াই পণ্ডিত' বা 'শ্রীহাড়ো ওঝা'-নামে শ্রীবসুদেব-প্রতিম একজন সুব্রাহ্মণ ছিলেন। ইঁহার পত্নীর নাম—শ্রীপদ্মাবতী। শ্রীকৃষ্ণাগ্রজ শ্রীবলদেব সমগ্র বিষ্ণু ও বৈষ্ণবতত্ত্বের আদি এবং জগতের পালনকর্ত্তা মূল পিতা হইয়াও এই ভক্তদম্পতিকে বাৎসল্য-মধুরিমা আস্বাদন করাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপে পুত্ররূপে তাঁহাদের গৃহে আবির্ভূত হন। শ্রীমদ্-ভাগবতে কৃষ্ণ-লীলা বর্ণনেও দেখা যায় যে, শ্রীনন্দনন্দন বা শ্রীবসুদেব-নন্দনের শ্রীদেবকী-গর্ভে আবির্ভাবের পূর্ব্বে মূল সঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেবের আবির্ভাব হয় এবং তিনি শ্রীযোগমায়া-দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া শ্রীরোহিণীর গর্ভে প্রবেশ করেন। শ্রীগৌরলীলাতেও আমরা দেখিতে পাই যে, শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীশচীগর্ভাসম্ভূত উদয় হইবার পূর্ব্বে তথায় শ্রীগৌরাগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপের আবির্ভাব হয়। মহাসঙ্কর্ষণ শ্রীবিশ্বরূপ অন্তর্দ্ধানকালে স্বীয় দেহ শ্রীঈশ্বরপুরীতে রাখিয়া যান পরে সেই দেহ স্বীয় অংশী মূল-সঙ্কর্ষণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুতে মিলিত হন।

জীব-হৃদয়ে ভগবদাবির্ভাবের নামই—শ্রীভগবানের জন্মলীলা। শ্রীভগবানের জন্ম বা জীবহৃদয়ে আবির্ভাবের পূর্ব্বে জীবের স্ব-স্বরূপের উন্মেষ হইয়া থাকে। স্ব স্বরূপের উপলব্ধি হইলে জীব আপনাকে ভগবানের নিত্যসেবক বলিয়া জানিতে পারেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে সেবাবিগ্রহ শ্রীবলদেব-তত্ত্ব উদিত হন, সেব্য ও সেবকতত্ত্বের উদয়ের অব্যবহিত পরেই জীবহৃদয়ে পরম সেব্যতত্ত্ব শ্রীভগবানের আবির্ভাব হয়। সেব্য, সেবক ও সেবা নিত্য ও পরস্পর সংশ্লিষ্ট; সুতরাং সেবকের হৃদয়ে সেবা ও সেবাবিগ্রহের আবির্ভাব বা জন্ম নিত্য।

বাল্যলীলা

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাশাস্ত্রে তাঁহার জন্ম কর্ম্মাদি-লীলার নিত্যত্ব স্বয়ং শ্রীমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। ভগবানের লীলা অনন্ত হইলেও জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোরভেদে চতুর্ব্বিধ। ব্রজের বলাই শ্রীনিতাইচাঁদ স্বীয় বাল্যলীলা লোকলোচনের সম্মুখে প্রকাশ করিতে গিয়া কখনও শিশুগণের দ্বারা দেবসভা নির্ম্মাণ করেন, ভারাক্রান্ত পৃথিবী-স্বরূপে কোন বালক সেই সভায় নিজ দুঃখ জ্ঞাপন করিলে শিশুরূপী দেবসভার সভ্যগণ পৃথিবীকে লইয়া নদীতীরে শ্রীক্ষীরোদ-শায়ী-ভগবানের স্তব করিতে থাকেন, তখন আবার কোন বালক কোন বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া "আমি মথুরায় বসুদেব-গৃহে শীঘ্র অবতীর্ণ হইব"—এইরূপ উত্তর প্রদান করেন। আবার কখনও শিশুগণ বসুদেব-দেবকীর বিবাহের অভিনয়, তথা বাসু দেবের জন্ম, বসুদেবের বাসুদেবকে লইয়া গোকুলে নন্দের গৃহে গমন, পূতনারূপে কংস-দ্বারা প্রেরিতা হইয়া কৃষ্ণকে স্তন্য-প্রদান, পরে পূতনা-বধ, শকট-ভঞ্জন প্রভৃতি লীলার অভিনয় করিতে থাকেন, আবার কখনও বামনরূপে বলিকে ছলনা, কখনও বা রামলীলায় লক্ষ্মণাবেশে ইন্দ্রজিতের শক্তি-শেলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে কোন শিশু হনুমদ্রূপে গন্ধমাদন-পর্ব্বত হইতে ঔষধ আনিয়া লক্ষ্মণাবিষ্ট শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর চৈতন্য-সম্পাদন প্রভৃতি ভগবল্লীলার অভিনয় করেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শৈশবাবস্থায় এইরূপ পৌরাণিক-লীলার অভিনয়ে তত্রস্থ দেশবাসী অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন, তথাপি যোগ মায়া প্রভাবে তাঁহাকে কেহ জানিতে সমর্থ হন নাই। এইপ্রকার বাল্যলীলায় শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র পিতৃমাতৃ-সন্নিধানে দ্বাদশবর্ষ অতিবাহিত করিয়া পরে তীর্থ ভ্রমণে বাহির্গত হন।

তীর্থ-ভ্রমণ-প্রসঙ্গ

শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর তীর্থ-ভ্রমণ-প্রসঙ্গে কথিত আছে যে, কোন এক সন্ন্যাসী হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে অতিথি হন। তিনি হাড়াই পণ্ডিতের নিকট তাঁহার হৃদয়ের ধন নিতাই-মণিকে ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে পরম ধার্ম্মিক হাড়াই পণ্ডিত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধর্ম্ম-রক্ষার্থে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়তম—পদ্মাবতীর অঞ্চলের নিধিকে সন্ন্যাসীর সমীপে ভিক্ষাচ্ছলে দিতে বাধ্য হন। পূর্ব্বে রাজা দশরথ বিশ্বা-মিত্রের প্রার্থনায় প্রাণ-প্রতিম পুত্র শ্রীরামচন্দ্রকে ভিক্ষা দিয়া যেরূপ দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন, নিতাইচাঁদকে ভিক্ষা দিয়া হাড়াই পণ্ডিতেরও সেইরূপ দশা হইল। 'পরাণ পুতলি' নিতাই সন্ন্যাসীর সহিত গৃহ-পরিত্যাগ করিবামাত্র হাড়াই ওঝা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। নিত্যানন্দ-বিরহে হাড়াই পণ্ডিত আহারাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিলাপ-ক্রন্দনাদির দ্বারা সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

পিতামাতাকে এইরূপ দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা প্রদান করিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর ন্যায় লোক-শিক্ষকের এইরূপ গৃহ-পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য কি না, তদ্বিষয়ে গৃহব্রত নাস্তিক-সম্প্রদায়ের প্রশ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে; কিন্তু—"মহাজনের স্বভাব এক হয়। পুষ্পসম কোমল, কঠিন বজ্রময়॥" পূর্ব্ব-ইতিহাস আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে, সত্যযুগে ভগবদাবেশাবতার শ্রীকপিলদেব লোকাহিতার্থে নিজমাতা দেবহূতিকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করেন; ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্র সদ্ধর্ম্ম প্রদর্শনার্থ এবং অধর্ম্ম ও অসুরকুল-বিনাশের উদ্দেশ্যে কৈকেয়ীর বাক্যচ্ছলে পিতামাতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করেন। আবার দ্বাপরে ভাগবতবক্তা মহাভাগবত শ্রীশুকদেব-গোস্বামী বৈষ্ণবপিতা শ্রীব্যাসদেবকে পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যাগ্রহ করেন। কলিযুগ-পাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর নিজ অনাথা মাতা ও নবপরিণীতা ভার্য্যাকে কৃষ্ণ-ভক্তনাথ গৃহে রাখিয়া জগজ্জীবকে কৃষ্ণান্বেষণ-আদর্শ শিক্ষা-প্রদানকল্পে সন্ন্যাসলীলার অভিনয় করেন। পরমার্থে ঐপ্রকার ত্যাগ কখনও ফল্গুত্যাগ বা শুষ্কবৈরাগ্য নহে। বস্তুতঃ ভক্ত ও ভগবানের ঐপ্রকার ত্যাগের দ্বারা সমগ্র জগতের নিখিল কল্যাণ সাধিত হয়। বিশেষতঃ বাৎসল্যগুণনিধি শ্রীনিত্যানন্দ বাৎসল্যরসের আশ্রয়ের অবলম্বন শ্রীপদ্মাবতী ও শ্রীহাড়াই পণ্ডিতের বাৎসল্যরসসমুদ্রতরঙ্গ-বর্দ্ধনার্থ ঐরূপ লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাসীর সহিত গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বক্রেশ্বর, বৈদ্যনাথ, গয়া, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, দ্বারকা, ভগবদবতার শ্রীকপিলের প্রকটভূমি সিদ্ধবকুল, মৎস্য-তীর্থ, শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী, কুরুক্ষেত্র, বিন্দুসরোবর, প্রভাস, সুদর্শনতীর্থ, ত্রিতকূপ-মহাতীর্থ, বিশালা, ব্রহ্মতীর্থ, চক্রতীর্থ, প্রতিস্রোতা, নৈমিষারণ্য, অযোধ্যা, কৌশিকি, পৌলস্ত্য-আশ্রম, গোমতী, গণ্ডকী, শোণতীর্থ, পরশুরামক্ষেত্র, মহেন্দ্রতীর্থ, হরিদ্বার, বেত্রাতীর্থ, শ্রীপর্ব্বত, শ্রীরঙ্গনাথ, হরিক্ষেত্র, ঋষভপর্ব্বত, কৃতমালা, দক্ষিণ মথুরা, তাম্রপর্ণী, মলয় পর্ব্বত, বদরিকাশ্রম, গোকর্ণ, সূর্পারক, কন্যকানগর, নির্ব্বিন্ধ্যা প্রভৃতি অসংখ্য তীর্থ পাবিত্র করিবার মানসে বিংশ-বৎসর বয়ঃক্রম-যাবৎ ঐসকল স্থান পর্য্যটন করেন।

মন্ত্রদীক্ষা-লীলাভিনয়

অবশেষে তিনি প্রেমকল্পতরুর মূল শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের সহিত মিলিত হইয়া তীর্থযাত্রার ফল যে একমাত্র সাধুসঙ্গ—তাহা স্বীয় লীলায় জগজ্জীবকে শিক্ষা-প্রদান করেন। শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরীপাদকে কৃপা ও জগজ্জীবের নিকট লৌকিক বা কৌলিক অযোগ্য গুরুনামধারী লঘু ব্যক্তিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সদ্গুরু-চরণাশ্রয়ের অবশ্য-কর্ত্তব্যতা প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীপুরীপাদের নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ লীলার অভিনয় করেন। কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামিপাদের গুরুদেব শ্রীল লক্ষ্মীপতি-তীর্থ গোস্বামিচরণই শ্রীমন্-নিত্যানন্দ প্রভুর দীক্ষা-প্রদাতা।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর দীক্ষা গ্রহণ-প্রসঙ্গে শ্রীভক্তিরত্নাকর-লেখক এইরূপ লিখিয়াছেন,—

মাধ্বসম্প্রদায়ে যাঁ'র পরম সুখ্যাতি।
গুণের সমুদ্র, লক্ষ্মীপতি-প্রিয় অতি॥
লক্ষ্মীপতি সেই বিপ্র-শিষ্যের ভবনে।
করিলেন ভিক্ষা কৃষ্ণকথা-আলাপনে॥
* * * *
বলরামরূপে নিত্যানন্দ কুতূহলে।
শ্রীলক্ষ্মীপতিরে দেখা দিলা স্বপ্নচ্ছলে॥
* * *
এই গ্রামে আইলা এক বিপ্রকুমার।
অবধূত-বেশ, শিষ্য হইবে তোমার॥
এত কহি' মন্ত্র কহে তাঁ'র কর্ণধারে॥
* * * *
নিত্যানন্দ দাসী প্রতি কহে বার বার।
মন্ত্রদীক্ষা দিয়া কর আমার উদ্ধার॥

(শ্রীভক্তিরত্নাকর—৫ম তরঙ্গ)

বৈদিক সন্ন্যাসের উপাধি যেখানে তীর্থ বা আশ্রম, তথায় ব্রহ্মচারীর নাম—স্বরূপ। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু মাধ্ব-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীমল্লক্ষ্মীপতি তীর্থপাদের আনুগত্য-গ্রহণের অভিনয় করিলে তাঁহার ব্রহ্মচারী নাম স্বরূপ হয়, তজ্জন্য তাঁহার চরিত্র বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু স্থানে স্থানে "নিত্যানন্দ-স্বরূপ" নামের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীমল্লক্ষ্মীপতি তীর্থ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা-গ্রহণ-লীলা প্রদর্শনের পর শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করেন—এরূপ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের সহিত মিলন-প্রসঙ্গেও এইরূপ বর্ণন দেখা যায়। "কতদিন পরে মাধবেন্দ্রের সহিতে। দেখা হৈল প্রতীচী-তীর্থের সমীপেতে॥ নিত্যানন্দে বন্দনা করে মাধবেন্দ্র। মাধবেন্দ্রে গুরুবুদ্ধি করে নিত্যানন্দ॥"

"বড় গূঢ় নিত্যানন্দ"

শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীবলদেব যেরূপ তীর্থ-পর্য্যটনের লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন; শ্রীগৌরলীলায় শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুও সেইরূপ তীর্থ-পর্য্যটনলীলা প্রদর্শন-পূর্ব্বক শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া স্বীয় প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত মিলিত হইলেন। প্রথমে তিনি শ্রীজগন্নাথাচার্য্যের গৃহে গুপ্তভাবে অবস্থান করেন; কিন্তু সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীগৌরসুন্দর তাহা জানিতে পারিয়া শ্রীবাসাদি ভক্তগণের নিকট স্বপ্ন-কথাচ্ছলে নবদ্বীপে শ্রীনিত্যানন্দ-আগমনবার্ত্তা

ব্যক্ত করেন এবং ঠাকুর শ্রীহরিদাস ও শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিতকে 'নত্যানন্দ'বেষণে প্রেরণ করেন। মহাপ্রভুর আদেশে তাঁহারা দুইজন নদীয়ার প্রতি ঘ'র নিত্যানন্দ প্রভুর অন্বেষণ করিয়াও কুত্রা'প তাঁহার সন্ধান না পাইয়া সেই সংবাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট জ্ঞাপন করেন, এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন—

"দোঁহার বচন শুনি' হাসে গৌরচন্দ্র।
ছলে বুঝাইল—বড় গূঢ় নিত্যানন্দ॥
বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য দেখায় যা'রে, সে দেখিতে পারে॥"

শ্রীনিত্যানন্দের ব্যাসপূজা

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের সঙ্গে শ্রীনন্দনাচার্য্যের গৃহে শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর সহিত মিলিত হন এবং ভক্তগণের নিকট তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করেন। মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাতের পর নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস-গৃহে ব্যাসপূজার অভিনয় ক'রলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে ষড়্ভুজমূর্ত্তি প্রদর্শন করেন।

জগাই-মাধাই-উদ্ধার-লীলা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মিলনের পর নবদ্বীপ-লীলার মধ্যে জগাই-মাধাই উদ্ধার-লীলাটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীমন্-মহাপ্রভু একদিন ঠাকুর হরিদাস ও প্রভু নিত্যানন্দ—এই আচার্য্যদ্বয়কে আহ্বানপূর্ব্বক সর্ব্বত্র নাম-প্রচারার্থ আদেশ ক'রন। শ্রীগৌর-আদেশে এই আচার্য্যদ্বয় সর্ব্বত্র নাম প্রচার করিতে করিতে দুইজন মদ্যপকে দেখিতে পান। তাহাদের পরিচয়ে জানিতে পারেন যে, ঐ মদ্যপদ্বয় কুলীন ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া মদ্যপান ও গোমাংস-ভক্ষণ, তথা ডাকাচুরি, পরগৃহ-দহন প্রভৃতি অসদাচারে সর্ব্বদা প্রমত্ত। তাহারা মদ্যপান করিয়া রাস্তায়, ঘাটে—যে-কোন স্থানে পড়িয়া থাকে এবং যাহাকে দেখিতে পায়, তাহাকে মার-পিট করে। এই ব্রাহ্মণ-কুলাঙ্গারদ্বয়ের এবংবিধ অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের উপর কৃপাবতার শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাদৃষ্টি পতিত হইল; তিনি ভাবিলেন,—'আমার প্রভু শ্রীগৌর-সুন্দর পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সর্ব্বজীবে নামপ্রেম প্রদান করিবার নিমিত্ত সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছেন; তিনি যদি কৃপা করিয়া এই দুই পাতকীকে উদ্ধার করেন, তবে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় অর্থাৎ প্রভুর মহিমা জগতে প্রচারিত হইলে আমার আনন্দ হয়।'

"পাতকী তারিতে প্রভু কৈলা অবতার।
এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর?
লুকাইয়া করে প্রভু আপনা প্রকাশ।
প্রভাব না দেখি' লোকে করে উপহাস॥
এ দুহুঁরের প্রভু যদি অনুগ্রহ করে।
তবে সে প্রভাব দেখে সকল সংসারে॥
তবে হয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের দাস।
এ দুইয়ের করায় যদি চৈতন্য প্রকাশ॥
'মোর প্রভু' বলি' যদি কাঁদে দুইজন।
তবে সে সার্থক মোর যত পর্য্যটন॥
যে যে জন এ দুঁহুর ছায়া পরশিয়া।
বস্ত্রের সহিত গঙ্গাস্নান করে গিয়া॥
সেইসব জন যদি এ দোঁহারে দেখি'।
গঙ্গাস্নান-হেন মানে, তবে মোরে লিখি॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩শ অঃ)

এইরূপে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু জগাই-মাধাইর উদ্ধারের বিষয় চিন্তা করিয়া স্বীয় প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট তাহাদের কথা নিবেদন করিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু বলিতে লাগিলেন,—"ধার্ম্মিক লোক সহজেই হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনি এই পাতকী দুইজনকে যদি হরিনাম কীর্ত্তন করাইতে পারেন, তাহা হইলেই আপনার 'পতিতপাবন'-নামের সার্থকতা হয়।" শ্রীনিত্যানন্দের এইপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"ওহে নিত্যানন্দ। তুমি যখন তাহাদের উদ্ধার-বাসনা করিয়াছ, তখন তাহারা উদ্ধার পাইয়াছে, সন্দেহ নাই।"

একদিন রাত্রিকালে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু নগর-ভ্রমণান্তে মহাপ্রভুর সন্নিধানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় জগাই মাধাই শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পাদশব্দ শ্রবণ করিয়া 'কে যায়, কে যায়' এইরূপ চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন শ্রীমন্-নিত্যানন্দ প্রভু তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া পলায়ন করিবার পরিবর্ত্তে তাহাদের উদ্ধার-মানসে সেইস্থানে দাঁড়াইয়া মদ্যপ ব্রাহ্মণ-কুমার দ্বয়ের নিকট নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর পরিচয় পাইয়া মাধাই অত্যন্ত ক্রোধের সহিত প্রভুর মস্তকে 'মুটকী' নিক্ষেপ করিল। প্রভুর মস্তক হইতে অবিরল ধারায় রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়াও মাধাইয়ের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল না। সে পুনরায় নিত্যানন্দ প্রভুকে মারিবার নিমিত্ত হস্ত উত্তোলন করিলে জগাই মাধাইয়ের হস্তদ্বয় রোধ করিল। এতৎপ্রসঙ্গে ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন,—

আথে ব্যথে লোক গিয়া প্রভুরে কহিলা।
সাঙ্গোপাঙ্গে ততক্ষণে ঠাকুর আইলা।
নিত্যানন্দের অঙ্গে সব রক্ত বহে ধারে।
হাসে নিত্যানন্দ সেই দু'য়ের ভিতরে॥
রক্ত দেখি' ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি জানে।
'চক্র। চক্র। চক্র!'—প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে॥
আথে-ব্যথে চক্র আসি' উপসন্ন হৈলা।
জগাই-মাধাই তাহা নয়নে দেখিলা॥
প্রমাদ গণিলা সব ভাগবতগণ।
আথে-ব্যথে নিত্যানন্দ করে নিবেদন।
মাধাই মারিত প্রভু রাখিল জগাই।
দৈবে সে পড়িল রক্ত, দুঃখ নাহি পাই॥
মোরে ভিক্ষা দেহ' প্রভু, এই দুই শরীর।
কিছু দুঃখ নাহি মোর তুমি হও স্থির॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩ ১৮২-১৮৮)

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের দয়া

শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু মহাপ্রভুর নিকট ব্রাহ্মণকুমারদ্বয়ের জীবন ভিক্ষা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ক্রোধ সম্বরণ করিলেন এবং অগ্রে জগাইকে কৃপা করিয়া নিজ চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি প্রদর্শন, পরে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অনুরোধে মাধাইকে প্রেমভক্তি প্রদান ও নিজ-স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। অহো! নিত্যানন্দ-প্রভুর কি করুণা, আজ তাঁহার কৃপায় অক্লেশে কি কথা, জগাই-মাধাইর ন্যায় মহাপাতকীও জ্ঞানী ও যোগিজন-দুর্ল্লভ পরমপদ অক্লেশে প্রাপ্ত হইল। অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দপ্রভুর দয়া প্রাকৃত বা সসীম নহে। নিত্যানন্দ-প্রভুর দয়ার চমৎ-কারিতা এই যে, তাহা কখনও জীবের অমঙ্গল উৎপাদন করে না। এইজন্য শ্রীচরিতামৃতকার বলিয়াছেন,—"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

অনেকেই বলিতে পারেন যে, এইরূপ দয়া কেবল যে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের লক্ষিত হয়, এরূপ নহে, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের মধ্যেও এইরূপ বা ইহা হইতেও অধিকতর দয়ার নিদর্শন দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রাকৃত ব্যক্তিগণ কর্ম্মিজ্ঞানিযোগি-জন-দুর্ল্লভ শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দের অপ্রাকৃত অমন্দোদয়া দয়ার সীমা প্রাকৃত দৃষ্টির সাহায্যে দেখিতে না পাইলেও বস্তুতঃ উহা অন্যান্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের দয়ার অন্যতম নহে, কেন-না, শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের দয়া ভৌতিক দেহে অথবা মনে আবদ্ধ নহে। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া নিম্মলা, বরদা ও সমদা—এই ত্রিবিধিনী অমন্দোদয়দয়ার সুস্নিগ্ধধারা জগজ্জীবের উপর বর্ষণপূর্ব্বক জীবের বিষয় ভোগপিপাসা চিরতরে প্রশমিত করিয়া যে নিত্যানন্দ প্রদান করেন, তাহা কর্ম্মিকুলের ঐহিক-আমুত্রিক বিষয়ভোগরূপ ক্ষুদ্র জড়ানন্দের কথা দূরে থাকুক, আত্যন্তিক ক্লেশনিবৃত্তিরূপ মুক্তির সহিতও সমকক্ষ হইতে পারে না।

বিভিন্নদেশীয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের চরিত্রে ত্রুটিবিদ্ধ হইয়া বা নানাভাবে নির্য্যাতীত হইয়া কিংবা বিপক্ষদলকর্ত্তৃক বিষপ্রযুক্ত হইয়া তত্তৎ মহানুভবগণের নির্য্যাতনকারিগণের অপরাধের জন্য ভগবানের নিকট যে ক্ষমাপ্রার্থনা প্রভৃতির দৃষ্টান্ত শ্রুত হয়, তাহাতে ঐসকল মহাত্মগণের মহত্ত্ব, তিতিক্ষা প্রভৃতি নৈতিক ও লৌকিক-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ থাকিলেও উহাতে জীবের প্রতি অমন্দোদয়দয়া প্রদর্শিত হয় নাই। কোথায়ও বা মহানুভবতার নামে প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা বাঞ্ছিত জীবগণকে ছলনা করিয়া থাকে। কোন মহানুভব ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হয় ত', তাঁহার প্রতি ভীষণ অপরাধী ব্যক্তির জন্য ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অপরাধীকে তাৎকালিক কৃত-পাপের ফলভোগ হইতে মুক্তি প্রদান করিতে পারেন, কিন্তু ঐ অপরাধীর পাপবীজ ও অবিদ্যা সম্যগ্‌রূপে ধ্বংস না হওয়ায় সে পুনরায় ঐপ্রকার পাপে প্রবৃত্ত হইবে। পাপবীজ অবিদ্যাবিধ্বংসিনী, কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায়িনী, অমন্দোদয় শ্রীনিত্যানন্দ-দয়া ঐরূপ লৌকিক বা নৈতিক দয়ার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের ন্যায় সঙ্কীর্ণ বা তাৎকালিক দয়ামাত্র নহে। যাঁহার পদনখে সমগ্র বিষ্ণুতত্ত্ব আবদ্ধ সেই নিত্যানন্দ প্রভুর অংশের অংশ যে কলা, কলার অংশ যে বিকলা, তদংশ—এমন কি তাঁহার সাধারণ শক্ত্যাবেশ-অবতারেও ঐরূপ লৌকিক ও নৈতিক দয়ার শত-শত শ্রেষ্ঠ উদাহরণ পরিদৃষ্ট হয়।

শ্রীনিত্যানন্দের অপ্রাকৃতত্ব

কোন কোন অক্ষজজ্ঞানপ্রমত্ত ব্যক্তি জগাই মাধাই ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর প্রসঙ্গ শ্রবণপূর্ব্বক নিত্যানন্দপ্রভুর অপ্রাকৃতত্বে সন্দিহান হইয়া বলিয়া থাকেন,—"নিত্যানন্দ-প্রভু যদি ভগবান্‌ই হইবেন এবং তাঁহার দেহ যদি অপ্রাকৃতই হইবে, তবে জগাই-মাধাইর 'মুটকী'র আঘাতে তাঁহার অঙ্গ হইতে রক্তপাত হইল কিরূপে?" অপ্রাকৃত-ভগবানের লীলাতত্ত্বে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের ঐরূপ মুর্খতাব্যঞ্জক প্রলাপ কিছু বিচিত্র নহে।

ভগবানের লীলা অচিন্ত্য।—সেবোন্মুখ ভক্তগণই ভগবল্লীলা-তাৎপর্য্য ভগবৎকৃপায় উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

জগাই-মাধাই বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয়-বিজয়। তাঁহাদের কখনও ভক্ত বা ভগবানের প্রতি বিদ্বেষভাব থাকিতে পারে না, কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ ভগবান্ নিজ যুযুৎসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে সনকা'দি ঋষির হৃদয়ে প্রেরণার দ্বারা জয় বিজয়ের প্রতি অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক বিপক্ষরূপে তাঁহাদিগকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন, সেইরূপ ঔদার্য্যময়ী গৌরলীলা—যাহা হত্যারিপাতদায়ক শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর-লীলায়ও প্রদান নাই, তাঁহা-দিগকে সেই সুদুর্ল্লভ প্রেম প্রদান করিবার জন্য শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুই মাধাইয়ের হৃদয়ে প্রেরণা-দ্বারা নিজ মস্তকে 'মুটকী'-নিক্ষেপ-লীলা ও তজ্জনিত রক্তপাতাদির অভিনয় প্রদর্শন করিয়া এবং তদ্দ্বারা জগাইর আপনার প্রতি প্রীতির উদ্রেক করাইয়া জগাইকে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রীতিভাজন করাইয়াছিলেন। দেবে সে পড়িল রক্ত, দুঃখ নাহি পাই'—নিত্যানন্দ প্রভুর এই বাক্যেও প্রকৃত তথ্যের ইঙ্গিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ মাধাই নিত্যানন্দ-প্রভুর অঙ্গে আঘাত করেন নাই বা সেই আঘাত নিত্যানন্দ-প্রভুর অপ্রাকৃত দেহ স্পর্শও করে নাই। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াধীন দর্শনে যখন কোন ব্যক্তির নিম্নদেশস্থ ও তজ্জনিত রক্তপাত প্রভৃতি মিথ্যা ঘটনা লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রতীয়মান হয়, তখন দ্রষ্টা ঘটনাতাৎপর্য্য যোগমায়া চিচ্ছক্তির সাধনভক্ত ভগবানের লোকচক্ষুর নিকট এইরূপ ঘটনা-প্রদর্শন কিছু বিচিত্র নহে।

যদ্যপি আমার প্রভু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে তাঁহার প্রকাশ॥

এরূপ সিদ্ধান্তে কেহ হয় ত' বলিতে পারেন, 'যদি রক্তপাতাদি-ব্যাপার সত্য ই না হয়, তবে শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐরূপ ব্যাপার স্বচক্ষে দর্শন করিলেন কিরূপে? ব্যাসাবতার ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনই বা উহা বর্ণন করিলেন কেন?' শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু বিভিন্ন-বিগ্রহ হইলেও একই বস্তু। তাঁহারা উভয়ে উভয়ের হৃদয়ের ভাব অবগত আছেন। সুতরাং লোকচক্ষে একজনের আচরণ প্রদর্শন ও অন্যজনের তাহা দর্শন—এই দুই কার্য্যই অচিন্ত্য।

শ্রীকৃষ্ণলীলার ব্যাস 'মৌষল-লীলা মায়িকী হইলেও নিত্যা' বলিয়া যেরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাসের বিচারও তদ্রূপ জানিতে হইবে।

শ্রীনিত্যানন্দ—শক্তিমত্তত্ত্ব

আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখরের ভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণলীলার নাটকাভিনয় করিলে নিত্যসিদ্ধ শ্রীগৌরভক্তগণ বিভিন্ন বেশ-ধারণ-পূর্ব্বক আচার্য্য অঙ্গনে নৃত্য করিয়াছিলেন, তৎকালে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন-প্রয়াসিনী যোগমায়া 'বড়াই বুড়ী'র বেশ ধারণ করেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু স্বয়ং স্বরূপশক্তি যোগমায়ার বেশ ধারণ করায় তাঁহাকে শক্তিতত্ত্ব বলিয়া কাহারও ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু ঠাকুর বৃন্দাবনদাস-প্রমুখ ব্যাসাবতারগণ শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুকে শক্তিমত্তত্ত্ব বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। শচীনন্দন শ্রীগৌরহরি যেরূপ স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও নিজ অন্তরঙ্গা-শক্তি শ্রীমতী রাধিকার ভাব অঙ্গীকার-পূর্ব্বক শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য-অঙ্গনে নৃত্য করিয়াছিলেন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও সেইরূপ রেবতীরমণ আভর-বলদেব বা শক্তিমত্তত্ত্ব হইয়াও চিচ্ছক্তির বেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে কখনও 'শক্তিতত্ত্ব' বলা যাইতে পারে না।

'নিত্যানন্দ চরিত' প্রভৃতি আধুনিক জাল পুঁথিতে কোন কোন নিত্যানন্দ-বংশধর অতাত্ত্বিক ব্যক্তি যে তত্ত্ববিরোধ করিয়া নিত্যানন্দকে শক্তিতত্ত্বরূপে বর্ণন করিয়াছে, তাহা নিত্যানন্দ-চরণে অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক।

শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-গৃহে

শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু এইরূপে নবদ্বীপে সপার্ষদ স্বীয় প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত নানা ক্রীড়ারঙ্গে কিছুকাল অবস্থান করিলে পর একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত নিভৃতে সন্ন্যাস-গ্রহণের মুক্তি করেন। পরে যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মহাপ্রেমাবেশে রাঢ়দেশে তিন-দিন ভ্রমণ করিতে থাকেন, তখন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ছলে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে আনয়ন করেন এবং শচীমাতা ও গৌরবিরহকাতর ভক্তবৃন্দকে সংবাদ দিয়া নদীয়া হইতে শান্তিপুরে আনয়ন-পূর্ব্বক তাঁহাদের বিরহ-দুঃখ কিয়ৎপরিমাণে লাঘব করেন।

দণ্ডভঙ্গ-লীলা

শ্রীমন্মহাপ্রভু শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-গৃহে ভক্তগণসহ কীর্ত্তনানন্দে কয়েক দিবস অবস্থান করিয়া নিত্যানন্দ, জগদানন্দ পণ্ডিত, দামোদর ও মুকুন্দের সহিত আটিসারা-গ্রাম, বরাহনগর, অম্বুলিঙ্গ, ছত্রভোগ, উৎকলে প্রয়াগঘাট, সুবর্ণরেখা, জলেশ্বর, রেমুণা, যাজপুর, বৈতরণী, দশাশ্বমেধ ঘাট, কটক, মহানদী, ভুবনেশ্বর, কমলপুর, আঠার-নালা প্রভৃতি হইয়া শ্রীনীলাচলে প্রবেশ করেন। পথিমধ্যে কমলপুরে আসিয়া শ্রীমন্-মহাপ্রভু ভার্গী-নদীতে স্নানান্তে কপোতেশ্বর-দর্শনার্থ গমনকালে নিজ দণ্ডটী শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর হস্তে রাখিয়া যান। নিত্যানন্দ প্রভু ঐ দণ্ডকে তিন খণ্ড করিয়া ভার্গী নদীর জলে ভাসাইয়া দেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কপোতেশ্বর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীমন্-নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট নিজ রক্ষিত দণ্ডটী চাহিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু দণ্ড-ভঙ্গ-বৃত্তান্ত মহাপ্রভুকে জ্ঞাপন করিলে তিনি বাহ্যে দুঃখ ও নিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি ক্রোধ-লীলা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক একাকী নীলাচলাভিমুখে গমন করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর এই দণ্ডভঙ্গলীলা অতীব গম্ভীর, এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

ইহোঁ কেনে দণ্ড ভাঙ্গে,
তেহোঁ কেনে ভাঙ্গায়।
ভাঙ্গাঞা ক্রোধে তেহোঁ ইহাঁকে দোষায়॥
দণ্ডভঙ্গ লীলা এই—পরম গম্ভীর।
সেই বুঝে, দুঁহার পদে যা'র ভক্তি ধীর॥

(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ৫।১৫৭-১৫৮)

দণ্ডভঙ্গ-লীলার তাৎপর্য্য

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু-কর্ত্তৃক দণ্ডকে তিন-খণ্ডে ভগ্ন করিবার তাৎপর্য্য এই যে, কায়, মন ও বাক্যকে দণ্ডিত করিয়া উহাদিগকে হরিসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য ত্রিদণ্ড গ্রহণই জীবের পক্ষে বিধি। কিন্তু মহা-ভাগবত-লীলাভিনয়কারী বা বিষ্ণুপরতত্ত্ব শ্রীমন্মহাপ্রভুর পক্ষে তাহার প্রয়োজনীয়তা নাই। কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস—এই চারিটী সন্ন্যাসের অবস্থার মধ্যে কুটীচক ও বহূদক-অবস্থায় দণ্ড রক্ষণীয়; হংস ও পরমহংস অবস্থায় দণ্ড পরিত্যাগ করাই বিধি। চতুর্দ্দশভুবনপতি শ্রীগৌরহরির অন্য সন্ন্যাসীর ন্যায় আশ্রমচিহ্ন প্রদর্শনের আবশ্যকতা নাই বলিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেন। আবার এইরূপ দণ্ড পরিত্যাগে অযোগ্য বৈধসন্ন্যাসী দণ্ডিগণের যোগ্যতার পূর্ব্বে বৈদিক বিধি শিথিল হইবে ভাবিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দের প্রতি ক্রোধাভিনয় করেন। মহতের আচরণ জগতের অন্যান্য লোক অনুবর্ত্তন করেন; তজ্জন্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-কথিত ভক্তি-অনুকূল বৈধমার্গ অবহেলা পূর্ব্বক তাৎপর্য্য না বুঝিয়া যাঁহারা বিশৃঙ্খলমার্গকে অনুরাগ পথ বা অবধূতাচার মনে করেন, তাঁহাদের তাদৃশ ভ্রান্ত চিত্তের অসুবিধা ঘটিবে বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই ক্রোধপ্রদর্শন-লীলা।

শ্রীরাঘব-ভবনে শ্রীনিত্যানন্দাভিষেক

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু-প্রমুখ নিজ সঙ্গিগণের প্রতি বাহ্যে ক্রোধ প্রকাশ-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী নীলাচলে গমন করেন এবং তথায় শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হইয়া মূর্চ্ছিত হন, পরে শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম তাঁহাকে অচেতনাবস্থায় নিজগৃহে লইয়া যান। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রমুখ ভক্তগণ নীলাচলে আসিয়া লোকমুখে সার্ব্বভৌমগৃহে মহাপ্রভুর অবস্থিতির কথা জানিতে পারিয়া তথায় মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন। কিছুদিন মহাপ্রভুর সহিত নীলাচলে অবস্থান করিয়া মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু নাম প্রচারার্থ কতিপয় ভক্তসঙ্গে গৌড়দেশে যাত্রা করেন। গৌড়দেশে আগমন-পথে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু সপার্ষদে পানিহাটী-গ্রামে শ্রীরাঘবাচার্য্যের গৃহে আগমন করিয়া তথায় শ্রীবাসুদেব ঘোষ ও শ্রীমাধব ঘোষের কীর্ত্তনে অপূর্ব্ব নৃত্য আরম্ভ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নৃত্য-দর্শনার্থ নীলাচল হইতে অন্যের অলক্ষিতে শ্রীরাঘব-ভবনে আগমন করেন। এই রাঘব-ভবনে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অভিষেকের কথা শ্রীচৈতন্যভাগবতকার এইভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

যতেক আছয়ে প্রেমভক্তির বিকার।
সব প্রকাশিয়া নৃত্য করেন অপার॥
কতক্ষণে বসিলেন খট্টার উপরে।
আজ্ঞা কৈল অভিষেক করিবার তরে॥
রাঘব পণ্ডিত-আদি পারিষদগণে।
অভিষেক করিতে লাগিলা সেইখানে॥
সহস্র সহস্র ঘট আনি' গঙ্গা-জল।
নানা গন্ধে সুবাসিত করিয়া সকল॥
সন্তোষে সবেই দেন শ্রীমস্তকোপরি।
চতুর্দ্দিকে সবেই বলেন 'হরি হরি'॥
সবেই পড়েন অভিষেক-মন্ত্রগীত।
পরানন্দে সবে হইলা আনন্দিত॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫ অঃ)

সুবর্ণবণিক কুল উদ্ধার

শ্রীরাঘবভবন হইতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু খড়দহ-গ্রামে শ্রীপুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয়ে আগমন করেন এবং তথা হইতে সপ্তগ্রামে ত্রিবেণীতীরে শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুরের গৃহে আগমন করিয়া ঠাকুরের সহিত সমগ্র বণিক্‌কুল ও গ্রামবাসিগণকে প্রেমভক্তি বিতরণ করেন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু উদ্ধারণ ঠাকুর ও সেবোন্মুখ সুবর্ণবণিক্‌কুলকে নিজ সেবায় অধিকার প্রদান করিয়া 'পতিতপাবন'-নামের সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুরের সম্বন্ধে তদানীন্তন সেবোন্মুখ সুবর্ণবণিক্‌কুলকে উদ্ধার করিয়া কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার সেবায় অধিকার দিয়াছিলেন বলিয়া আধুনিক বিষ্ণু বৈষ্ণব-অপরাধী জাতি-সামান্যবাদী প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায়ের কোনও একটী শাখাবিশেষ শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুকে সুবর্ণবণিক্-কুলোদ্ভূত বলিয়া প্রমাণ ও প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছে; ইহা শ্রীমন্-নিত্যানন্দপ্রভুর চরণে অত্যন্ত অপরাধেরই পরিচয়-মাত্র। বস্তুতঃ নিত্যানন্দপ্রভু সাক্ষাৎ বলদেব এবং ঠাকুর উদ্ধারণ তাঁহার অন্তরঙ্গ নিজজন। উদ্ধারণ ঠাকুরকে সুবর্ণবণিক্‌জাতির অন্তর্গত বিচার করা বা পরম বিষ্ণুতত্ত্ব নিত্যানন্দ-প্রভুকে প্রাকৃত জীবের ন্যায় ব্রাহ্মণ বা সুবর্ণ-বণিকাদি বলা—নরকপ্রাপ্তির হেতু মাত্র।

পাষণ্ড রামচন্দ্র খানের অপরাধ ও তৎফল

পাষণ্ড রামচন্দ্র খাঁ পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর চরণে কিপ্রকার ভীষণ অপরাধ সঞ্চয় করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

সহজেই অবৈষ্ণব রামচন্দ্র খান।
হরিদাসের অপরাধে হৈল অসুর-সমান॥
বৈষ্ণবধর্ম্ম নিন্দা করে বৈষ্ণব-অপমান।
বহুদিনের অপরাধে পাইল পরিণাম॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি গৌড়ে যবে আইলা।
প্রেম-প্রচারিতে তবে ভ্রমিতে লাগিলা॥
প্রেম প্রচারণ আর পাষণ্ড-দলন।
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥
সর্ব্বজ্ঞ নিত্যানন্দ আইলা তা'র ঘরে।
আসিয়া বসিলা দুর্গামণ্ডপ উপরে॥
অনেক লোকজন-সঙ্গে, অঙ্গন ভরিল।
ভিতর হৈতে রামচন্দ্র সেবক পাঠাইল॥
সেবক বলে—গোসাঞি,
মোরে পাঠাইল খান।
গৃহস্থের ঘরে তোমায় দিমু বাসস্থান॥
গোয়ালার গোশালা হয় অত্যন্ত বিস্তার।
ইহাঁ সঙ্কীর্ণ স্থল, তোমার মনুষ্য—অপার॥
ভিতরে আছিলা, শুনি' ক্রোধে বাহিরিলা।
অট্ট অট্ট হাসি' গোসাঞি কহিতে লাগিলা॥
"সত্য কহে,—এই ঘর মোর যোগ্য নয়।
ম্লেচ্ছ গোবধ করে, তার যোগ্য হয়॥"
এত বলি' ক্রোধে গোসাঞি উঠিয়া চলিলা।
তা'রে দণ্ড দিতে সে গ্রামে না রহিলা॥
ইহাঁ রামচন্দ্র খান সেবকে আজ্ঞা দিল।
গোসাঞি যাহাঁ বসিলা,
তা'র মাটী খোদাইল॥
গোময়-জলে লেপিলা সব মন্দির-প্রাঙ্গণ।
তবু রামচন্দ্রের মন না হৈল পরসন্ন॥
দস্যুবৃত্তি করে রামচন্দ্র রাজারে না দেয় কর।
ক্রুদ্ধ হইয়া ম্লেচ্ছ উজির আইল তা'র ঘর॥
আসি' সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল।
অবধ্য বধ করি' ঘরে মাংস রাঁধিল॥
স্ত্রীপুত্র সহিত রামচন্দ্রেরে বাঁধিয়া।
তার ঘরগ্রাম লুটে তিন দিন রহিয়া॥
সেই ঘরে তিনদিন অবধ্য রন্ধন।
আর দিন সবা লঞা করিলা গমন॥
জাতি-ধন-জন খানের সকল লইল।
বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রাম উজাড় রহিল॥
মহান্তের অপমান সে দেশ গ্রামে হয়।
একজনার দোষে সব দেশ উজাড়য়॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।১৪৫-১৬৩)

(অবশিষ্টাংশ পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।)

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সত্যান্ত কল্যাণকল্পতরু

=০=

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৶০

প্রাপ্তিস্থান -
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

=০=

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যান্বেষিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ২৯ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৫; ১৭ই মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ৩১শে জানুয়ারী, ইং ১৯৪২, শনিবার | ২৬৬তম সংখ্যা

"যতদিন ভক্তিবিপরীত-বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯ মাধব, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫।

নিত্যানন্দপ্রভুর গার্হস্থ্য-লীলা

ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার ভক্তগণের নিকট—নিজজনগণের নিকট তাঁহার স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন, আবার অসুর-প্রকৃতি সেবাবিমুখ জনগণের নিকট তিনি তাঁহার অসুরমোহনপর স্বরূপটী প্রকাশিত করেন। যোগমায়া ভক্তগণের নিকট ভগবানের চিদ্বিলাস-লীলাপর স্বরূপ প্রকাশিত করেন এবং বিমুখবিমোহিনী জড়মায়া অভক্ত অসুর-প্রকৃতি লোকের নিকট ভগবৎস্বরূপের বিকৃত প্রতিফলনটী প্রকাশিত করিয়া তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করেন। ভগবান্ ভক্তগণের নিকট নিজকে লুকাইতে চাহিলেও তাঁহার সেই অনুগত নিজজনগণের নিকট ভগবৎস্বরূপ প্রকাশিত না হইয়া থাকিতে পারে না। আবার অসুর-স্বভাব ব্যক্তিগণের নিকট ঐ স্বরূপ কিছুতেই প্রকাশিত হয় না,—

"ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাত-দৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্॥

(স্তোত্ররত্ন-১৫শ শ্লোক)

অর্থাৎ হে ভগবন্! আপনার অবতার তত্ত্বজ্ঞ পরমার্থবিদ্ ভক্তগণ প্রবল সাত্ত্বিক শাস্ত্র দ্বারা আপনার শীল, রূপ, চরিত ও পরম-শক্তিভাব লক্ষ্য করিয়া আপনাকে জানিতে পারেন, কিন্তু রাজস-তামসপ্রকৃতিবিশিষ্ট অসুরস্বভাব ব্যক্তিগণ আপনাকে জানিতে সমর্থ হয় না।

ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা কখনই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য নহেন। ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপলিপ্সা-দোষযুক্ত কর্ম্ম-ইন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়-দ্বারা কখনও ঐসকল বস্তু উপলব্ধি করা যায় না। একমাত্র সেবোন্মুখ ব্যক্তিই ভগবল্লীলার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। যাহারা অসুর প্রকৃতি, নাস্তিক, বঞ্চিত ব্যক্তি, তাহারা এইসকল কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া এইসকল কথাকে গোঁড়ামি বলে এবং অতর্ক্য অচিন্ত্যবস্তুতে তর্কের যোজনা না করিয়া শব্দ-প্রমাণের সম্মান-রক্ষাকে যুক্তিপ্রদানে অসমর্থতা বলিয়া বিচার করেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গার্হস্থ্যলীলার তাৎপর্য্য বঞ্চিত ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তিগণ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার নানাপ্রকার অসৎসমালোচনা করেন এবং তচ্চরণে অপরাধী হইয়া পড়েন। আমরা জগতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গার্হস্থ্যলীলাসম্বন্ধে আলোচনায় ধৃষ্টতা করিতে দুই শ্রেণীর ব্যক্তিকে দেখিতে পাই। এক শ্রেণী ভগবানের নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা অর্থাৎ ভগবত্তা এবং ভগবানের চিদ্বিলাস ধারণা করিতে অসমর্থ, তাহারা নাস্তিক মায়াবাদি-শ্রেণীর লোক, আর এক প্রকার প্রাকৃতসহজিয়া মুখে অপ্রাকৃত নিত্যানন্দ মানে, কিন্তু অনুভবে ও কার্য্যে নিত্যানন্দে সম্পূর্ণ প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট। ইহারা উভয়েই শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীচরণে অপরাধী।

প্রথম শ্রেণীর মায়াবাদী নাস্তিক-সম্প্রদায় শ্রীনিত্যানন্দের গার্হস্থ্যলীলার বিচার করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, 'নিত্যানন্দ জীবশিক্ষার জন্যই যদি জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যদি তিনি আচার্য্যের কার্য্যই করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি শেষ-অবস্থায় আবার দুইটী পত্নীর ভর্ত্তা হইলেন কেন?' এইসকল মূর্খ নাস্তিক লোককে কি পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সুবুদ্ধি দিয়া বলিয়া দিবেন না যে, তিনি স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু? শ্রীকৃষ্ণই আর একটী মূর্ত্তিতে শ্রীবলদেব, সেই শ্রীবলদেবই শ্রীনিত্যানন্দ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বের মূল। তিনি জীবের নিকট আচার্য্যলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং ভোক্তা হইয়াও দশদেহে স্বয়ংরূপের সেবা করেন। এই যুগপৎ প্রভুত্ব ও সেবকত্ব তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির কার্য্য, ইহা ক্ষুদ্র জীবের ধারণার বা বিচারের অতীত ব্যাপার।

কোন আচার্য্য মধ্যম ভাগবতের লীলা প্রদর্শন করিয়া আচার্য্যের স্বরূপ জগতের নিকট প্রকাশিত করিলেও তিনি যে সর্ব্বদাই ঐ মধ্যমাধিকারীর লীলা প্রদর্শন করিতে বাধ্য বা তিনি একজন মধ্যমাধিকারী সাধক, ইহা কখনই হইতে পারে না। স্বতন্ত্র পুরুষ জীবের প্রতি কারুণ্য প্রকাশ করিবার জন্য মধ্যমাধিকারীর আচরণ দেখাইলেও তিনি আবার মহাভাগবতের আচরণও দেখাইতে পারেন। যাঁহারা সেবোন্মুখ-চিত্তে শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা অনুধাবন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্রে এই বিষয়টী দেখিতে পাইবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কখনও ঈশ্বরে প্রেম, তদধীন ব্যক্তিতে মৈত্রী, বালিশে কৃপা, বিদ্বেষীকে উপেক্ষা প্রভৃতির লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, আবার তিনি যখন মহাভাগবতের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তখন তাঁহার চটক-পর্ব্বতে গোবর্দ্ধন-ভ্রান্তি (?), সমুদ্রে যমুনা-ভ্রম (?), সর্ব্বত্র কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, দেবদাসীকে গোপী বলিয়া ভ্রম প্রভৃতি হইতেছে; আবার তিনি যখন ভগবল্লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, তখন নিজকে হরি, কৃষ্ণ, নারায়ণ, বিষ্ণু প্রভৃতি বলিয়া অভিমান, বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ ও সকলের নিকট হইতে সেবা-পূজাদি গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ পরস্পর বিপরীত ব্যাপার শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় প্রকাশিত হইয়াছে।

অতএব যে-সকল বিমুখ ব্যক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয়-বিগ্রহ স্বতন্ত্র পুরুষ শ্রীনিত্যানন্দের যুগপৎ আচার্য্য-লীলা ও ঈশ্বর-লীলা হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ, তাহারা যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে ঐরূপ অপরাধের আবাহন করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কি আমাদের ভোগ-বুদ্ধির অধীন যে, আমরা তাঁহাকে মাপিয়া লইব? তিনি আচার্য্যলীলায় জীব শিক্ষা-দাতা, আবার ঈশ্বরলীলায় সমগ্র যোষিৎ-কুলের ভোক্তা। তিনি শাক্তমন্ত্র—সমগ্র বস্তুই তাঁহার শক্তি বা যোষিৎ। তিনি শ্রীবলদেবরূপে অবস্থিত বলদেবতত্ত্ব—স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংপ্রকাশ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই আর একটী ভিন্ন-আকৃতিতে অবস্থিত। তাই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীনিত্যানন্দ বলরামের রাসের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,—

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে

যে স্ত্রীসঙ্গ মুনিগণে করেন নিন্দন।
তাঁ'রাও এ.মের বাসে করেন স্তবন।

মূর্ত্তি-ভেদে আপনে হয়েন প্রভু দাস।
সেসব লক্ষণ অবতারেই প্রকাশ।

(চৈঃ ভাঃ - আদি, ১ম অঃ)

প্রাকৃত-সহজিয়াকুল আবার অতিস্ত্রীরোহিণীনন্দন শ্রীনিত্যানন্দে প্রাকৃত-বুদ্ধি করিয়া বলিয়া থাকেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বিবাহ করিয়া বংশ রক্ষা (?) করিবার জন্য নীলাচল হইতে গৌড়দেশে পাঠাইয়াছিলেন।। এইরূপ পাষণ্ড-বুদ্ধি শ্রীনিত্যানন্দ-চরণে অত্যন্ত অপরাধ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এইসকল লোক শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে তাহাদেরই মত একজন জন্মমরণশীল বদ্ধজীবমাত্র জ্ঞান করিয়া অনন্ত নরকপথের পথিক হইতেছে। এরূপ কথা কোন নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক গ্রন্থে নাই। কতকগুলি ব্যবসায়ী কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপ ব্যক্তি এরূপ মনগড়া উদ্ভাবন করিয়া তাহাতে নিজেদের ব্যবসায় এবং পাষণ্ড অন্যায়ভাবে সমর্থন করিবার সুযোগ খুঁজিয়া লইয়াছে মাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড়দেশে গমন করিয়া অনর্গল প্রেমভক্তি প্রচার করিবার জন্য আজ্ঞা করিয়াছিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় ইহা আমরা এইরূপ শুনিতে পাই,—

নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল,—'যাহ গৌড়দেশে।
অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে॥'

(শ্রীচৈঃ চঃ - মধ্য, ১৫।৪২)

সমস্ত প্রামাণিক গ্রন্থে এইরূপ কথাই লিপিবদ্ধ আছে। মহাপ্রভুর নিত্যানন্দকে বিবাহ করিবার আদেশ প্রদানের কথা কোন প্রামাণিক গ্রন্থে বিন্দু-মাত্রও লিপিবদ্ধ থাকিতে দেখা যায় না।

যদি কেহ প্রশ্ন করেন,—'শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যখন বিবাহ করিলেন, তখন ত' শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকটিত ছিলেন, তিনি যদি অনুমতি নাই দিবেন, তবে নিত্যানন্দ-প্রভুকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন না কেন? অনর্থগ্রস্ত সেবা-বিমুখ লোকের এইরূপ প্রশ্ন তাহাদের মূর্খতারই পরিচয়, কারণ, 'শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারেই বিবাহ করিয়াছিলেন',—পূর্ব্বপক্ষীয়গণের এইরূপ কথাও যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও জানিতে হইবে যে, নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ বা গার্হস্থ্যলীলা ঠিকই হইয়াছে, যেহেতু তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের প্রীতির জন্যই এই কার্য্য করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দের গার্হস্থ্যলীলার দ্বারা ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন যে, অবধূত বা পরমহংস বৈষ্ণব বদ্ধজীবের ন্যায় কোন বিধির বাধ্য নহেন। বিষ্ণুর গৃহিণী, বৈষ্ণব-গৃহিণী বা গুরু-পত্নী কখনও অবিষ্ণুবস্তুর কল্পিত ভোগ্যা, বদ্ধজীবের ভোগ্যা বা গুরুক্রমের কল্পিত ভোগ্যার সহিত এক নহেন। ঈশ্বর বা প্রভুবস্তু সমস্ত কার্য্য করিতে সমর্থ, ইহাই শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে বলিয়াছেন, ইহাই আজন্ম-বিরক্ত শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভু শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন, ইহাই শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

মদিরা-যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য—কহিল তোমারে॥
ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ
সর্ব্বভুজো যথা॥

—ঈশ্বর অর্থাৎ সমর্থ পুরুষগণে অনেক সময় ধর্ম্মব্যতিক্রম দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঈশ্বর শব্দের দ্বারা এইস্থানে বৈষ্ণবও বুঝিতে হইবে অর্থাৎ বিষ্ণুবস্তুর ন্যায় পরমহংস বৈষ্ণবও সমর্থ বা ঈশ্বর। তাঁহারা তেজীয়ান্। যেমন অগ্নির সর্ব্বভক্ষকতা দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না, তদ্রূপ সমর্থ পুরুষগণের কার্য্যও দোষাবহ নহে। সুতরাং জীবের প্রতীতির দিক্ হইতেও সাক্ষাদ্ বলদেব নিত্যানন্দ-প্রভু যদি পরমহংস, অবধূত, বৈষ্ণবচূড়ামণি বলিয়া বিবেচিত হন, তবে ঈশ্বরবস্তু তাঁহাতেও কোন দোষ স্পর্শ করে না। ঈশ্বর বা সমর্থ বৈষ্ণবই প্রকৃত গার্হস্থ্যলীলা প্রদর্শন করিবার যোগ্য, অনীশ্বর অর্থাৎ অসমর্থ অবৈষ্ণব, অপরমহংস কখনও তাদৃশ আচরণ করিতে পারেন না। তাঁহার সেইপ্রকার আচরণে কেবল ইন্দ্রিয়তর্পণই হইয়া পড়ে। প্রকৃত বৈষ্ণব-গৃহস্থের গার্হস্থ্যলীলা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণপর।

অতএব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বৈষ্ণবের দিক্ হইতে বিচার করিলেও তাঁহার চরিত্রে কোনরূপ উচ্চ আদর্শের অভাব দেখা যায় না। 'সমর্থ পুরুষ যেরূপ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াও আবার সময়ে সময়ে মহাভাগবত-চেষ্টা দেখাইতে পারেন, তদ্রূপ বিষ্ণুতত্ত্বও আচার্য্যলীলাভিনয় করিয়া আবার তাঁহার পরমেশ্বর-স্বরূপ-লীলা প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু জীব যদি স্বতন্ত্র পরমেশ্বরের ঐ লীলা অনুকরণ করিতে যায়, তাহা হইলে তাহার সমূহ অমঙ্গল ঘটিবে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু এই কথাই লিখিয়াছেন,—

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ
কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্য্যঙ্ মর্ত্ত্য-
দিবৌকসাম্।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ॥
যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তা
যোগপ্রভাববিধূতাখিলকর্ম্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানা-
স্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ॥
গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব
দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ
দেহভাক্॥

(শ্রীভাঃ ১০।৩৩।৩১-৩৫)

—তত্ত্ববিদ্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ স্বতন্ত্র ঈশ্বরগণের উপদিষ্ট বাক্য ও আচরণের মধ্যে বাক্যকেই জীবের পক্ষে আজ্ঞা বলিয়া গ্রহণ করিবেন, আর ঈশ্বর-বাক্যের অবিরুদ্ধ আচরণগুলিকেই তাঁহাদের পালনীয় বলিয়া বিচার করিবেন; অন্যথা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়ে তাঁহাদের সমূহ অমঙ্গল ঘটিবে। ভগবান্ মায়াধীশ ঈশ্বরবস্তু, কিন্তু জীবগণ মায়াবশযোগ্য ঈশিতব্য বস্তু। যিনি অখিল সত্ত্বা, তির্য্যক্, মানব, দেবতা, তথা সকল ঈশিতব্যের অর্থাৎ নিখিল নিয়ম্যাধীন বস্তুর ঈশ্বর, তাঁহার কুশল বা অকুশলের কিছু নাই। জীবের পক্ষেই কুশল অকুশল-বিচার। যাঁহার (যে পরমেশ্বরের) পাদপদ্ম-পরাগ-সেবন-পরিতৃপ্ত মুনিগণ ভক্তিযোগপ্রভাবে অখিল কর্ম্মবন্ধন মোচন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিতেছেন অর্থাৎ পরমেশ্বর-বস্তুর সেবা-প্রভাবে ঈশ্বরতা বা সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন এবং কোনপ্রকারে আর বন্ধন-প্রাপ্ত হন না, সেই পরমেশ্বর পুরুষোত্তম ভগবানের আর কিপ্রকারে বন্ধন হইবে? যাঁহার সেবকগণেরই বন্ধন নাই, সেই সাক্ষাৎ সেবা বস্তুর বন্ধন কোথায়? পরমেশ্বর-তত্ত্বের প্রপঞ্চে আগমন—তাঁহারই নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্র ইচ্ছাজাত, সুতরাং তিনি প্রাকৃতকর্ম্মফল-বাধ্য জীবের ন্যায় কোনও মানবজ্ঞানগম্য-বিধির বশীকৃত নহেন। যিনি গোপীদিগের, তাঁহাদিগের পতিসকলের—নিখিল দেহীর অন্তঃকরণচারী, যিনি বুদ্ধ্যাদির সাক্ষী অর্থাৎ অংশস্বরূপে পরমাত্মা, যিনি কেবল লীলার জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন, যিনি জীবের ন্যায় শরীরী নহেন, তাঁহাতে কিরূপে দোষ-সম্ভাবনা হইতে পারে?

যাহারা শ্রীবলদেব বা স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুতে কোনপ্রকার দোষারোপ করে বা তাঁহাকে আত্মতুল্য প্রাকৃত শরীর-ধারী জীব জ্ঞান করিয়া তাঁহাতে প্রাকৃতবুদ্ধি করে, তাহারা শ্রীনিত্যানন্দচরণে অপরাধী। বিষ্ণু-আকর শ্রীনিত্যানন্দের জীবের জন্য উপাদিষ্ট আদেশগুলি আমাদের ন্যায় জীবের পালনীয় এবং তাঁহার উপদেশ-অবিরুদ্ধ যে-সকল আচরণ, তাহাই আমাদের গ্রহণীয়, কিন্তু তিনি তাঁহার পরমেশ্বর-স্বরূপে রাসাদি লীলার ন্যায় যদি কোন লীলা করিয়া থাকেন, তবে তাহা আমাদের ন্যায় অনীশ্বর ব্যক্তি গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই আমাদের বিনাশ লাভ ঘটিবে।

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্যথা-
রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥

(ভাঃ ১০।৩৩।৩০)

অর্থাৎ অনীশ্বর ব্যক্তি ঈশ্বর পরমেশ্বর-স্বরূপের আচরণ অনুকরণ করা দূরে থাকুক্, কখনও মনের দ্বারাও তাদৃশ আচরণ করিবে না। রুদ্র ব্যতীত অন্য ব্যক্তি কালকূটভক্ষণে যত্ন দেখাইলে যেমন অচিরেই বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ মূঢ়তা-প্রযুক্ত পরমেশ্বরের স্বতন্ত্র আচরণ অনুকরণ করিলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে।

যাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গার্হস্থ্যলীলার সহিত তাঁহাদের গৃহব্রতধর্ম্মকে সমান জ্ঞান করেন, তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুতে জাতি-বুদ্ধি অর্থাৎ প্রাকৃত শরীরিবুদ্ধি করিয়া থাকেন। ভাগবত-বাক্যানুসারে তাঁহারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আত্মজ শ্রীবীরভদ্র গোস্বামী প্রভু ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুতত্ত্ব। তিনি বিষ্ণুতত্ত্ব বলিয়া কখনও মস্তকে চূড়া, হস্তে বংশী প্রভৃতি ধারণ করিতেন। কতিপয় ব্যক্তি বিষ্ণুতত্ত্ব শ্রীবীরভদ্র প্রভুর এই আচরণ দেখিয়া উহা অনুকরণ করিতে থাকিলে বীরভদ্র প্রভু ঐসকল ব্যক্তির ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধি দেখিয়া ঐপ্রকার পাষণ্ড আচরণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। উহারা বীরভদ্র প্রভুর বাক্য অমান্য করিয়া বিষ্ণুদ্বেষী 'চূড়াধারী'-নামক একটী সম্প্রদায় রচনা করিয়াছে। এইসকল চূড়াধারী সম্প্রদায় বীরভদ্র প্রভুর পরিত্যক্ত।

অতএব আমরা দেখিতে পাই, যাঁহারা ভগবদ্বাক্যের অবিরোধযুক্ত আচরণ গ্রহণ না করিয়া তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ চালাইবার জন্য পরমেশ্বরের আচরণ অনুকরণ করিতে যান, তাঁহারা বিনাশ প্রাপ্ত হন। স্বতন্ত্র পুরুষ, অদ্বয়তত্ত্ব ভগবান্ বা অধিতীয় ভোক্তা, পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আচরণ অনুকরণ করিতে-যাইয়া কর্ত্তাভজা, সহজিয়া প্রভৃতি ভোগী, কৃষ্ণ বিদ্বেষিসম্প্রদায়রূপে জগতে দৃষ্ট হইতেছে। নিত্যানন্দ-প্রভুর গার্হস্থ্যলীলাভিনয় ও গৃহব্রত ধর্ম্ম সমপর্য্যায়-ভুক্ত মনে করিয়া অনেকে প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া গৃহব্রত-সম্প্রদায়রূপে পরিণত হইয়াছে, শ্রীগৌরসুন্দরের প্রবর্ত্তিত মতে বিরোধ করিয়া গুরুদেবী 'অতিবাড়ী'-সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে, শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর আদেশ অমান্য করিয়া ত্যক্ত গুরুপদাশ্রিত 'হারবংশ'দলে সহজিয়াবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, বীরভদ্র প্রভুকে অমান্য করিয়া অর্থাৎ বিষ্ণুতত্ত্বের স্বতন্ত্র আচরণ অনুকরণ করিতে গিয়া বঞ্চিত ও মোহিত ব্যক্তিগণ 'চূড়াধারী' 'নেড়ানেড়ী' ভোগি-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছে, গৌরসুন্দরে ভোগবুদ্ধি করিয়া গৌরনাগরীবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি ঈশ্বর অর্থাৎ সমর্থবান্ পুরুষের অপ্রাকৃত সেবাপর চেষ্টার বিকৃতভাবের অনুকরণ করিতে গিয়া জগতে সহজিয়াবাদ প্রচলিত হইয়াছে—এইরূপ কত যে অনর্থ জগতে প্রচারিত হইয়াও হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

শ্রীনিত্যানন্দ-চরিতামৃত

(২)

চৌরদ্বয়ের উদ্ধার

নবদ্বীপে অবস্থানকালে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নিজ অঙ্গে বিবিধ মূল্যবান্ অলঙ্কার ধারণ করিতেন; তৎকালে দুইজন চোর নিত্যানন্দের অঙ্গ হইতে অলঙ্কারাদি অপহরণ ক'রবার প্রয়াস করিলে শ্রীমন্নিত্যানন্দ স্বীয় কৃপাশক্তি-প্রভাবে ঐ চৌরদ্বয়ের চিত্ত শোধনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রেমভক্তি প্রদান করেন।

পরমহংসের আচার

একদিন নিত্যানন্দের অঙ্গে বেশ ভূষাদি বিবিধ বিলাস-চিহ্ন দেখিয়া কোন বিপ্রের সংশয় উপস্থিত হয়, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট তদ্বিষয়ক প্রশ্ন করিলে মহাপ্রভু তদুত্তরে বলেন,—

"শুন বিপ্র, যদি মহা অধিকারী হয়।
তবে তান দোষ-গুণ কিছু না জন্ময়॥
পদ্ম-পত্রে কভু যেন নাহি লাগে জল।
এই মত নিত্যানন্দ-স্বরূপ নির্ম্মল॥
পরমার্থে কৃষ্ণচন্দ্র তাহান শরীরে।
নিশ্চয় জানিহ বিপ্র, সর্ব্বদা বিহরে॥
অধিকারী বই করে তাহান আচার।
দুঃখ পায় সেই জন, পাপ জন্মে তা'র॥
রুদ্র বিনে অন্যে যদি ক'রে বিষ পান।
সর্ব্বথায় মরে সর্ব্বপুরাণ-প্রমাণ॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ - অন্ত্য, ৬ষ্ঠ অঃ)

কাকের নিকট হইতে ঘৃতপাত্র আনয়ন

একদিন একটী কাক শ্রীবাসের গৃহে কৃষ্ণসেবার ঘৃতপাত্রটী মুখে লইয়া পলায়ন করিলে শ্রীবাসের তীব্র ব্যবহারের ভয়ে মালিনী দেবী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে নিত্যানন্দ মালিনীকে আশ্বাসপ্রদান করিয়া কাককে ঘৃতপাত্র প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ করিলে নিতাইর আদেশে কাকও তৎক্ষণাৎ সেই পাত্র আনিয়া মালিনীর নিকট রাখিয়া দিল। নিত্যানন্দ-প্রভাব দর্শনে-মালিনী তখন আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া কতক্ষণ পরে এইরূপ স্তব করিলেন,—

আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা অপূর্ব্ব দেখিয়া।
নিত্যানন্দ-প্রতি স্তুতি করে দাণ্ডাইয়া॥
"যে জন আনিল মৃত গুরুর নন্দন।
যে জন পালন করে সকল ভুবন॥
যমের ঘর হইতে যে আনিতে পারে।
কাক স্থানে বাটী আনে,—কি মহত্ত্ব তারে?
যাঁহার মস্তকোপরি অনন্ত ভুবন।
লীলায় না জানে ভর, করয়ে পালন॥
অনাদি অবিদ্যা ধ্বংস হয় যাঁর নামে।
কি মহত্ত্ব তাঁ'র, বাটী আনে কাক-স্থানে?
যে তুমি লক্ষ্মণরূপে পূর্ব্বে বনবাসে।
নিরন্তর রক্ষক আছিলা সীতা-পাশে॥
তথাপিহ মাত্র তুমি সীতার চরণ।
ইহা বই সীতা নাহি দেখিলে কেমন॥
তোমার সে বাণে-রাবণের বংশ-নাশ।
সে তুমি যে বাটী আন, কেমন প্রকাশ?
যাহার চরণে পূর্ব্বে কালিন্দী আসিয়া।
স্তবন করিল মহা-প্রভাব জানিয়া॥
চতুর্দ্দশ ভুবন পালন শক্তি যার।
কাক স্থানে বাটী আনে—কি মহত্ত্ব তাঁ'র?
তথাপি তোমার কার্য্য অল্প নাহি হয়।
যেই কর, সেই সত্য, চারি বেদে কয়॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ - মধ্য, ১১শ অঃ)

পুরীর পথে শ্রীশিবানন্দ সেনকে পাদপ্রহার-ছলে কৃপা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পুরীতে অবস্থান-কালে একবার গৌড়দেশ হইতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ভক্তগণসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম দর্শনার্থ পুরীতে যাওয়ার পথে শ্রীনিত্যানন্দের অপ্রাকৃত ব্রজগোপবালকবেশে ক্ষুন্নিবৃত্তির অভাবে শিবানন্দের প্রতি কৃত্রিম রোষাভাস-প্রদর্শনপূর্ব্বক অভিশাপ প্রদান, তাহা শুনিয়া শিবানন্দ-পত্নীর ক্রন্দন ও শিবানন্দ সেনের শ্রীনিত্যানন্দ পদাঘাত-প্রাপ্তিরূপ কৃপা-সৌভাগ্যলাভের কথা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

নিত্যানন্দ-প্রভু ভোকে ব্যাকুল হঞা।
শিবানন্দে গালি পাড়ে বাসা না পাঞা॥
তিন পুত্র মরুক্ শিবার, এখন না আইল।
ভোকে মরি গেনু, মোরে বাসা না
দেওয়াইল॥
শুনি' শিবানন্দের পত্নী কান্দিতে লাগিলা।
হেনকালে শিবানন্দ ঘাটি হৈতে আইলা॥
শিবানন্দের পত্নী তাঁরে কহেন কান্দিয়া।
'পুত্রে শাপ দিছেন গোসাঞি বাসা
না পাঞা॥
তেঁহো কহে,—'বাউলি, কেনে মরস্
কান্দিয়া?
মরুক্ আমার তিন পুত্র তাঁর বালাই লঞা॥
এত বলি' প্রভু পাশে গেলা শিবানন্দ।
উঠি তাঁরে লাথি মাইলা প্রভু নিত্যানন্দ॥
আনন্দিত হৈলা শিবাই পাদপ্রহার পাঞা।
শীঘ্র বাসা-ঘর কৈলা গৌড় ঘরে গিয়া॥
চরণে ধরিয়া প্রভুরে বাসায় লঞা গেলা।
বাসা দিয়া ভৃষ্ট হঞা কহিতে লাগিলা॥
আজি মোরে ভৃত্য করি' অঙ্গীকার কৈলা।
যেমন অপরাধ ভৃত্যের, যোগ্য ফল দিলা॥
'শাস্ত্র-ছলে কৃপা কর,—এ তোমার করুণা।
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন্ জনা?
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ তোমার শ্রীচরণ-রেণু।
হেন চরণ-স্পর্শ পাইল মোর অধম তনু॥
আজি মোর সফল হৈল জন্ম, কুল, ধর্ম্ম॥
আজি পাইনু কৃষ্ণভক্তি, অর্থ কাম, ধর্ম্ম॥'
শুনি' নিত্যানন্দ প্রভুর আনন্দিত মন।
উঠি শিবানন্দে কৈলা প্রেম-আলিঙ্গন॥
নিত্যানন্দ প্রভুর সব চরিত্র 'বিপরীত'।
ক্রুদ্ধ হঞা লাথি মারি' করে তার হিত॥

(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্য, ১২শ পঃ)

শ্রীনিত্যানন্দের বিবাহ ও বংশ-পরিচয়

গৌড়দেশের সর্ব্বত্র নাম প্রেম-প্রচারার্থ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে পুনরায় গৌড়দেশে প্রেরণ করেন। গৌড়দেশে অবস্থান-কালে সর্ব্ব প্রাকৃতির অধীশ্বর শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শালিগ্রাম নিবাসী শ্রীসূর্য্যদাস সরখেলের শ্রীবসুধা ও শ্রীজাহ্নবা নাম্নী দুই কন্যাকে অঙ্গীকার করেন। নিত্যানন্দের অপ্রাকৃতত্বে অবিশ্বাসী, মুখে স্বার্থের জন্য নিত্যানন্দ মানা একপ্রকার নব্য প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় বলেন যে, ব্যবসায়ী আচার্য্যাক্রব প্রাকৃত সহজিয়াগণের বিস্তারার্থ শ্রীমহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে বিবাহ করিয়া বংশ বিস্তার করিবার আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু এরূপ কথা কোন প্রামাণিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নাই অথবা ঐরূপ বাক্যেরও সার্থকতাও পরে আর লক্ষিত হয় নাই, কারণ, অনন্ত বিভু বীরভদ্র প্রভুর কোন পৌত্রবংশ নাই। ইহা সুস্পষ্টভাবে ঐরূপ কথার ব্যর্থতা প্রমাণ করিবে।

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর ঈশ্বরী শ্রীবসুধাদেবীর গর্ভসিন্ধু-মধ্যে ক্ষীরোদকশায়ী বিভু শ্রীবীরভদ্র প্রভুর আবির্ভাব হয়। শ্রীবীরভদ্র-প্রভুর পৌত্রসন্তানের কথা কোন প্রামাণিক গ্রন্থে নাই। তিনি শ্রীরামচন্দ্র বটব্যাল, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীগোপীজনবল্লভ বন্দ্যোপাধ্যায়—এই তিনজন শিষ্যকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন, বর্ত্তমান কালে তাঁহাদের অধস্তনগণ নিত্যানন্দ-বংশ বলিয়া পরিচিত। নিত্যানন্দ সন্তান-পরিচয়-কাঙ্ক্ষী পরোক্ত দুইজনের সন্তান বাঁড়ুরী গাঁই, অপর রামচন্দ্রের সন্তানগণ বটব্যালী। তাঁহাদের মধ্যে বিভিন্ন গাঁইয়ের প্রচলন থাকায় তাঁহাদিগকে কখনই এক পিতার সন্তান বলা যাইতে পারে না। কেন না, রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের এক পিতার সন্তানসমূহের মধ্যে দুইপ্রকার গাঁই হইবার সম্ভাবনা নাই।

ইংরাজী ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বেনেটোলার জনৈক ব্যক্তি নিজ নাম গোপন রাখিয়া শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক 'শ্রীচৈতন্যভাগবত-পরিশিষ্ট—শ্রীনিত্যানন্দবংশবিস্তার'-নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এই গ্রন্থখানি অপ্রামাণিক, স্বকপোল-কল্পিত ও নিতান্ত অগ্রাহ্য। নিত্যানন্দ সন্তান বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেও যদি তাঁহাকে গুরুর যোগ্য আসন প্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে মৎস্য কূর্ম্ম ও বরাহদেব প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়া প্রকট-লীলার পরবর্ত্তিকালে বহু অধস্তন রাখিয়া গিয়াছেন, সবকুশ হইতে উদয়পুরের রাণা-বংশ উদ্ভূত বলিয়া কিংবদন্তী চলিতেছে, পৃথিবীর গর্ভে কৃষ্ণ-সন্তান নরকাসুর উদ্ভূত হইয়াছিলেন,—ইঁহারা সকলেই বিভুর সন্তান, ইঁহাদিগকেই বা কেন গুরুজনোচিত সম্মান প্রদর্শন করা না হইবে? 'শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর বংশ' বলিলে তাঁহার অনুগগণকেই বুঝিতে হইবে।

শ্রীনিত্যানন্দ একমাত্র ভোক্তা

শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীকৃষ্ণের বৈভব প্রকাশবিগ্রহ—শ্রীবলদেব। শ্রীবলদেব হইতে বৈকুণ্ঠে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর রূপ শ্রীসঙ্কর্ষণ বিরাজিত। সঙ্কর্ষণের ঈক্ষণ হইতেই পুরুষাবতারত্রয়ের লীলা প্রকটিত, এই ত্রিবিধ বিভুতত্ত্বে অভিজ্ঞতা জাগিলে জীব প্রাকৃত-ভোগপরবুদ্ধি হইতে মুক্ত হন। কিন্তু যাঁহারা সন্ন্যাসের পর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গৃহস্থ লীলার অভিনয় দেখিয়া নিজ নিজ ভোগপর প্রবৃত্তির বৃদ্ধি করিবার সুযোগ পান, সেইসকল প্রাকৃত-সহজিয়া নিত্যানন্দপ্রভুকে একমাত্র ভোক্তা বলিয়া জানিতে না পারায় তাঁহার চরণে অপরাধমুক্ত হইবার পরিবর্ত্তে নিরয়-বর্ত্মস্বরূপ গৃহে আবদ্ধ হইয়া পড়েন।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামীর প্রতি কৃপা

একদিন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বপ্নযোগে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুকে দর্শন দান করিলে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর পাদপদ্ম দর্শনার্থ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন এবং অধ্যয়নচ্ছলে নবদ্বীপে আগমন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন লাভ করেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে শ্রীধাম-নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপ পরিক্রম ও বিভিন্ন গৌর লীলাস্থলী দর্শন করান। অতঃপর তিনি শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীনবদ্বীপের তত্ত্ব উপদেশ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী প্রভুকে শ্রীধাম বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন।

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগুরুতত্ত্ব

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শক্তিমত্তত্ত্ব,—শক্তি-তত্ত্ব নহেন। তিনি যাবতীয় শাক্তর প্রভু হইলেও শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তির সহিত সম্বিৎশক্তিমানের সন্ধান-প্রদর্শক অনুগত সেবক। শক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শাক্তর সহিত আশ্রয়-জাতীয় মধুর রসাশ্রিত ভক্তগণ তাঁহাকে বার্ষভানবীর কনিষ্ঠা সহোদরা শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীরূপে দর্শন করেন। তিনি স্বয়ং বিষয়জাতীয়বিগ্রহ অর্থাৎ সেব্য বিভু হইয়াও বিভুর আশ্রয়জাতীয় অর্থাৎ সেবকের লীলা প্রকট করেন বলিয়া তিনি জগদ্গুরু। আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রকাশ অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দ হইতে অভিন্ন হইলেও বিষয়জাতীয় আশ্রয়-বিগ্রহ নহেন। যাঁহারা শ্রীগুরুদেবকে শ্রীনিত্যানন্দ বলিতে চান না, তাঁহারা "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" —এই ভাগবতীয় শ্লোকানুসারে গুরুকে মর্ত্ত্য-বুদ্ধি করিয়া গুরবজ্ঞারূপ নামাপরাধী। জগদ্-গুরু শ্রীনিত্যানন্দ ও তাঁহার বৈভবপ্রকাশ বৈষ্ণব গুরুর পদাশ্রয় জীবের নিত্যকল্যাণ বা আত্মমঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

জয় জয় নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ রায়।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন-ধাম॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময়।
যাঁহা হইতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয়॥
• • •
জয় জয় নিত্যানন্দ-চরণারবিন্দ।
যাহা হৈতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ॥
(শ্রীচৈঃ চঃ - আদি, ৫ম পঃ)

শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ দ্বাদশ-গোপাল

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ব্রজের শ্রীবলদেব। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন, "যশোদানন্দন যেই, শচী-সুত হৈল সেই বলরাম হইল নিতাই।" সুতরাং নিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদবৃন্দ সকলেই ব্রজের গোপাল-ভাবাশ্রিত সখ্যরসের ভক্ত। তাঁহাদের মধ্যে দ্বাদশ গোপাল সর্ব্বপ্রধান। তাঁহাদের নাম, যথা—(১) শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর, (২) শ্রীভদ্রকারণ ঠাকুর, (৩) শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই, (৪) শ্রীকালাকৃষ্ণদাস, (৫) শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, (৬) শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত, (৭) শ্রীপরমেশ্বর দাস, (৮) শ্রীপুরুষোত্তম দাস বা নাগর পুরুষোত্তম, (৯) শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিত, (১০) শ্রীমহেশ পণ্ডিত, (১১) শ্রীশ্রীধর, (১২) শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর অনুগণের মধ্যে ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন নিজকে তাঁহার (নিত্যানন্দের) সর্ব্বশেষ ভৃত্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীনিত্যানন্দের-পদাশ্রয়ই জীবের আত্মমঙ্গলের হেতু

শ্রীনিত্যানন্দৈকনিষ্ঠ, ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু সম্বন্ধে তাঁহার স্বরচিত 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে' পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে এইরূপ জানাইয়াছেন, –

চৈতন্যের আদি ভক্ত নিত্যানন্দরায়।
চৈতন্যের যশ বৈসে যাঁহার জিহ্বায়॥
অহর্নিশ চৈতন্যের কথা প্রভু কয়।
তাঁ'রে ভজিলে সে চৈতন্যভক্তি হয়॥
আদিদেব জয় জয় নিত্যানন্দরায়।
চৈতন্য মহিমা স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥
চৈতন্য-কৃপায় হয় নিত্যানন্দে রতি।
নিত্যানন্দে জানিলে আপদ্ নাহি কতি॥
সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাই-চান্দেরে॥
কেহ বোলে,—"নিত্যানন্দ যেন বলরাম।"
কেহ বলে,—"চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম॥
কিবা যতি নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত, জ্ঞানী।
যার যেন মত ইচ্ছা, না বোলয়ে কেনি॥
যে-সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তবু সেই পাদপদ্ম রহুক হৃদয়ে॥

শ্রীগুরুনিত্যানন্দৈকনিষ্ঠ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর নিত্যানন্দ বিদ্বেষী পতিত বিমুখজীবকে দণ্ডপ্রদানচ্ছলে তৎপ্রতি এইভাবে অহৈতুকী অমন্দোদয় দয়া বিতরণ করিয়াছেন, –

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথ মারোঁ তা'র শিরের উপরে॥

শ্রীরূপানুগবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

নিতাইপদকমল, কোটিচন্দ্রসুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই,
রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যা'র, বৃথা জন্ম গেল তা'র,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসারসুখে,
বিদ্যাকুলে কি করিবে তার॥
অহঙ্কারে মত্ত হৈঞা, নিতাইপদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি' মানি'।
নিতা য়ের করুণা হ'বে,
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পা'বে,
ধর নিতাইর চরণ দুখানি॥
নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ॥

সাময়িক-প্রসঙ্গ

—::(•)::—

শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-আবির্ভাবোৎসব

আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা হরিষাবস্থ শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠে গত ২১শে জানুয়ারী, বুধবার শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতি গৌড়ীয় গুরুবর্গের আবির্ভাব-তিথি-বাসর-কৃত্যাদি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধিকা-গিরিধারীজীউর বিশেষ সেবাপূজা, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর শুভ পরিণয়-প্রসঙ্গ পাঠ, 'গৌড়ীয়'-পত্রিকা হইতে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয়ের চরিতপ্রসঙ্গ, তাঁহার প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা হইতে 'প্রার্থনা'-পদাবলীর কীর্ত্তন এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর 'মনঃশিক্ষা'-পদাবলী পাঠ, কীর্ত্তন ও ব্যাখ্যাদির দ্বারা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সেবাপূজা ও পাঠকীর্ত্তনে সমাগত শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণকে মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ বিতরিত হয়। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা হইতে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত এইসমস্ত প্রসঙ্গ আলোচিত হন।

বিবিধ সংবাদ

রাশিয়ায় মাৎসী-বর্ব্বরতা

জার্ম্মাণ সৈন্যেরা রাশিয়ার যেসকল সহরও দখল করিতে পারিয়াছে, সেখানেই তাহারা মিউনিসিপালিটির বিনাপ্রকার সম্পত্তি বেপরোয়াভাবে হরণ করিয়াছে। প্রতি স্থানেই শ্রমিক, চাকুরে, বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধি-জীবী—সকলশ্রেণীর লোকের বাড়ীতেই নির্ব্বিচারে ঢুকিয়া পড়িয়া তাহারা যথাসর্ব্বস্ব লুঠন করিয়া লইয়াছে, এমন কি, রাশিয়ার বাসন পত্র পর্য্যন্ত বাদ দেয় নাই।

এই লুণ্ঠনের সাথে সাথে বর্ব্বর-অত্যাচারেরও সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা ছিল। ভরেনের মধ্যস্থলে জার্ম্মানরা ফাঁসি-কাঠ খাটাইয়া লুণ্ঠনের প্রতিবাদ করার অপরাধে বহু বৃদ্ধকে ফাঁসি দিয়াছে।

রোষ্টভ-অন ডন সহরটি সম্প্রতি রাশিয়ানদের হাত হইতে পুনরায় দখল করা হইয়াছে। জার্ম্মাণ সৈন্যেরা এই সহরের প্রত্যেকটি দোকান লুঠ করিয়াছে। শুধু দোকান লুঠ করিয়াই তাহারা ক্ষান্ত হয় নাই, পথচারীদের গা হইতে গরম জামা-কাপড়, পা হইতে বুট এবং ঘড়ি, আংটি, টাকা-পয়সা পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। ইস্পাতও জার্ম্মাণ সৈন্যেরা গৃহস্থদের যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়াছে। প্রকাশ্য রাস্তায় তাহারা এমন কি স্ত্রীলোকদের গা হইতে জামা-কাপড় খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। অতঃপর লোককে গৃহ হইতে তাড়াইয়া জার্ম্মানরা সেসকল গৃহ দখল করিয়াছে, ফলে এই গৃহহীনদের মধ্যে বহু লোক শীতের প্রকোপে মারা গিয়াছে।

জার্ম্মাণীদের লুণ্ঠন-নীতি

জার্ম্মাণ কর্তৃপক্ষ সর্ব্বত্রই সৈন্যদের এই লুণ্ঠন-নীতি সমর্থন করিয়া আসিয়াছে। পরস্বাপহরণ ও অত্যাচারকে তাহারা উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছে। প্রত্যেক জার্ম্মাণ সৈন্যের নিকটই বর্ত্তমান যুদ্ধ লাভজনক মনে হওয়া প্রয়োজন বলিয়া জার্ম্মাণ-সরকার যে তস্কর-সুলভ নীতি প্রচার করিয়াছিল, রাশিয়ার তাহার হাতে-কলমে পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

জার্ম্মাণীর সহযোগী রাষ্ট্রগুলির সৈন্য-বাহিনীতেও অনুরূপ আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ১৪ নং রুমানীয় সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ কর্ণেল নিকোলেস্কুর একটি আদেশ এইরূপ শক্ত, শিংযুক্ত বিভিন্নবড় এবং ছোট জানোয়ার, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি সমস্তই জনসাধারণের নিকট হইতে সৈন্যদের ব্যবহারার্থ দখল করিতে হইবে। প্রত্যেক বাড়ী তালাসাবে খানাতল্লাসী করিয়া সমস্ত তামা-কাপড় এবং অন্যান্য যাহা পাওয়া যায় সবকিছুই দখল করিতে হইবে। কেহ সামান্য মাত্র বাধা দিলে তাহাকে সেইখানেই গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিবে এবং ঘর আগুন লাগাইয়া দিবে।

ব্রহ্ম ত্যাগেচ্ছুদের সম্পর্কে নূতন বন্দোবস্ত

একটি সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, ভারত-সরকারের ব্রহ্মদেশস্থ প্রতিনিধি এই সংবাদ পাইয়াছেন যে, জাহাজের টিকেট বিক্রয় বিষয়ে ব্রহ্ম দশ ত্যাগেচ্ছু ভারতীয়দের মধ্যে কাহাদের প্রাধান্য দেওয়া হইবে, তাহা স্থির করার জন্য এবং জাহাজ ঘাটগুলিতে যাত্রীদের জন্য আরও সুব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্ম-সরকার রেঙ্গুনে একটি নূতন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ভারত-সরকারের প্রতিনিধি এবং তাঁহাকে পরামর্শ দানে সাহায্য করিবার জন্য সম্প্রতি ভারতীয়দের যে কমিটি গঠিত হইয়াছে, তাঁহারা ব্রহ্ম-সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত সমুদয় যাত্রীদের নিয়ামক কন্ট্রোলার অফ প্যাসেজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থাকিবেন এবং ভারতীয়দের ব্রহ্ম ত্যাগ-সম্পর্কিত সকল বিষয়ে উপদেশ দিবেন।

ব্রহ্ম-সরকারের এই নূতন পরিকল্পনা-অনুসারে ব্রহ্ম ত্যাগের সুবিধা দান সম্পর্কে স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ প্রভৃতিদের প্রাধান্য দেওয়া হইবে। তবে কোনও শ্রেণীকেই সম্পূর্ণভাবে বাদ দেওয়া যাইবে না।

যে সকল যাত্রীর নিকট টিকেট বিক্রয় করা হইবে, তাহাদিগকে যাত্রার পূর্ব্বে একটি বিশেষ ক্যাম্পে জড় করা হইবে। সেখানে তাহাদের বিনা মূল্যে খাদ্য সরবরাহ করা হইবে এবং সেখানে হইতে জাহাজ পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইবে।

বোতলের নূতন ছিপি তৈয়ার প্রচেষ্টা

সায়াণ্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ (বিজ্ঞান ও শ্রমশিল্প সম্পর্কীয় গবেষণা বোর্ড) দেশের শিল্পসম্পদ বৃদ্ধি সম্পর্কে যে তিনটি নূতন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা গত ২২শে জানুয়ারী নয়া দিল্লীতে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ ইউটিলাইজেশান কমিটির (শ্রমশিল্প সম্পর্কীয় গবেষণা ব্যবহার কমিটি) তৃতীয় অধিবেশনে আলোচিত হয়।

এই পরিকল্পনা তিনটি হিমায়িক ও অনিক এসিড, তৈল দ্বারা প্রস্তুত আঠাল দ্রব্য ও ছাঁচে ঢালা দ্রব্য এবং বোতলের ছিপির অনুরূপ দ্রব্য প্রস্তুত সম্পর্কে হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে শ্রমশিল্প সম্পর্কীয় গবেষণার ফল স্বরূপ নয়টি বিভিন্ন পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনবীনগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

=•=

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

=•=

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সাধনোন্মুখ-সন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ২ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৭; ২০শে মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ৩রা ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার | ২৬৭ ৬৮তম সংখ্যা

"যতদিন ভক্তিবিপরীত-বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২ গোবিন্দ, শিব প্রদ্যুম্ন, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীবরাহদেব

——::(*)::——

গত ১৫ই মাঘ বৃহস্পতিবার শুক্লা দ্বাদশী তিথি—ভগবান্ শ্রীবরাহদেবের আবির্ভাব-বাসর ছিল। শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেবগণ শ্রীদেবকীগর্ভে আবির্ভূত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে করিতে বলিতেছেন,—

মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহবরাহহংস-
রাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ যথাধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদুত্তম বন্দনং তে॥

(শ্রীভাঃ ১০।২।৪০)

হে ঈশ! আপনি (পূর্ব্বে) মৎস্য, অশ্ব (হয়গ্রীব), কূর্ম্ম, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, ক্ষত্রিয় (রামচন্দ্র ও পরশুরাম), বিপ্র (বামন) এবং দেবতাগণের মধ্যে অবতার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ও ত্রিভুবনকে যেরূপ পালন করিয়াছেন, এখন সেইরূপ পৃথিবীর ভার হরণ করিয়া আমাদিগকে পালন করুন।

পুনরায় ১০ম স্কন্ধ ৪০শ অধ্যায়ে শ্রীঅক্রূরের শ্রীভগবৎস্তবে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

অকূপারায় বহতে নমো মন্দরধারিণে।
ক্ষিত্যুদ্ধারবিহারায় নমঃ শূকরমূর্ত্তয়ে॥

(শ্রীভাঃ ১০।৪০।১৮)

হে ভগবন্! আমি মন্দরধারী বৃহদাকৃতি কূর্ম্মরূপী এবং প্রলয়সিন্ধু মধ্য হইতে পৃথিবীর উদ্ধারলীলা বরাহরূপী আপনাকে প্রণাম করিতেছি।

শ্রীগৌরপার্ষদ মহাকবি শ্রীল জয়দেব গোস্বামী প্রভু গাহিয়াছেন,—

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃতশূকররূপ জয় জগদীশ হরে॥

হে বরাহরূপধারী কেশব! হে জগদীশ! হে হরে! আপনি জয়যুক্ত হউন। পৃথিবী চন্দ্রমণ্ডলে সন্নিবিষ্ট কলঙ্করেখার ন্যায় আপনার দন্তাগ্রভাগে লগ্না হইয়া অবস্থান করিতেছে। (ভগবান্ যে সময়ে বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রলয়-সলিলনিমগ্না পৃথিবীকে দন্তাগ্রে ধারণ-পূর্ব্বক উদ্ধার করেন, তৎকালে তাঁহার শুভ্রবর্ণ দন্তের অগ্রভাগে স্থিতা কৃষ্ণবর্ণা পৃথিবী শুভ্র চন্দ্রমণ্ডল-সংলগ্না কলঙ্করেখার ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল।)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উৎকলদেশে পরিভ্রমণকালে বৈতরণী-নদীতীরে বিরজাক্ষেত্রে নাভিগয়ারূপ তীর্থবিশেষ যাজপুর-গ্রামে উপস্থিত হইয়া যেভাবে শ্রীবরাহদেবের দর্শন, প্রণাম ও স্তবাদি করিয়াছিলেন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় আমরা তাহা এইরূপ জানিতে পারি,—

চলিতে চলিতে আইলা যাজপুর গ্রাম।
বরাহ ঠাকুর দেখি' করিলা প্রণাম॥
নৃত্য গীত বৈল প্রেমে বহুত স্তবন।
যাজপুরে সে রাত্রি করিলা যাপন॥

(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ৭।৩৪)

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভু লীলাবতারগণের কথা বর্ণন করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

'লীলাবতার রত্নের না যায় গণন।
প্রধান করিয়া কহি দিগ্‌দরশন॥
মৎস্য, কূর্ম্ম, রঘুনাথ, নৃসিংহ, বামন।
বরাহাদি লেখা, যারি না যায় গণন॥
মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহবরাহহংস-
রাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ তথাধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদুত্তম বন্দনং তে॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ২০।২৯৭-২৯৯)

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তদীয় স্ববাচিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের স্থানে স্থানে শ্রীবরাহদেব সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

মধ্যখণ্ডে মহাপ্রভু বরাহ হইয়া।
নিজতত্ত্ব মুরারিরে কহিলা গাঞ্জিয়া॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ১।১৩২)

শ্রীবরাহরূপে কর পৃথিবী উদ্ধার।
নরসিংহরূপে কর হিরণ্যবিদার॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ২।১৭১)

পুনঃ দেখে প্রভুরে প্রলয়-জলমাঝে।
অদ্ভুত বরাহ-মূর্ত্তি, দন্তে পৃথ্বী সাজে॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ১২।১৬৬)

একদিন বরাহ ভাবের শ্লোক শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু মুরারিগুপ্তের গৃহে উপস্থিত হইয়া শ্রীবরাহমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক যে লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবতকারের ভাষায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

একদিন বরাহ-ভাবের শ্লোক শুনি'।
গর্জ্জিয়া মুরারি ঘরে চলিলা আপনি॥
অন্তরে পূরাবি গুপ্ত প্রতি বড় প্রেম।
হনুমান প্রতি প্রভু রামচন্দ্র যেন॥
মুরারির ঘরে গেলা শ্রীশচীনন্দন।
সম্ভ্রমে করিলা গুপ্ত চরণ বন্দন॥
"শূকর শূকর" বলি', প্রভু চলি' যায়।
স্তম্ভিত মুরারিগুপ্ত কুদ্ধিকে চায়॥
বিষ্ণুগৃহে প্রবিষ্ট হইলা বিশ্বম্ভর।
সম্মুখে দেখেন জগদ্ভাজন সুন্দর॥
বরাহ-আকার প্রভু হৈলা সেইক্ষণে।
স্থাণু ভাবে গাড়ু, প্রভু তুলিলা দশনে॥
গর্জ্জে যজ্ঞ বরাহ—প্রকাশে খুর চারি।
প্রভু বলে,—'মোর স্তুতি করহ মুরারি!"
স্তব্ধ হৈলা মুরারি অপূর্ব্ব দরশনে।
কি বলিবে মুরারি, না আইসে বদনে॥
প্রভু বলে,—"বোল, বোল, কিছু ভয় নাহি।
এতদিন নাহি যান, মুঞি এই ঠাঞি॥"
কম্পিত মুরারি কহে করিয়া মিনতি।
"তুমি সে জানহ প্রভু! তোমার যে স্তুতি॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর এক রোমে ধরে।
সহস্রবদন হই' যাঁরে স্তুতি করে॥
তবু নাহি পায় অন্ত, সেই প্রভু কয়।
তোমার স্তবেতে আর কে সমর্থ হয়?
যে বেদের মত করে সকল সংসার।
সেহ বেদ মর্ম্মবস্তু না জানে তোমার॥
যত দেখি শুনি প্রভু, অনন্ত ভুবন।
তোর রোমকূপে গিয়া মিলায় তখন॥
হেন সদানন্দ তুমি যে কর যখনে।
বল দেখি বেদে তাহা, জানিবে কেমনে॥
অতএব তুমি যে তোমারে জান' মাত্র।
তুমি জানাইলে জানে তোর কৃপাপাত্র॥
তোমার স্তুতিতে মোর কোন্ অধিকার।"
এত বলি' কান্দে গুপ্ত, করে নমস্কার॥
গুহ্যবাক্যে তুষ্ট হৈলা বরাহ ঈশ্বর।
বেদ-প্রতি কোপ করি' বলয়ে উত্তর॥
"হস্ত-পদ মুখ মোর নাহিক গোসাঞি।
এই মত বেদে মোরে করে বিড়ম্বন॥

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশ-আনন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥
বাখানয়ে বেদ, মোর বিগ্রহ না মানে।
সর্ব্ব অঙ্গে হৈল কুষ্ঠ, তবু নাহি জানে॥
সর্ব্ব যজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র।
অজ-ভব আদি গায় যাহার চরিত্র॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় সে অঙ্গ-পরশে।
তাহা মিথ্যা ব'লে বেটা কেমন সাহসে?
শুনহ মুরারিগুপ্ত, কহি মত সার।
বেদগুহ্য কহি এই তোমার গোচর॥
আমি যজ্ঞবরাহ—সকলবেদসার।
আমি সে করিনু পূর্ব্বে পৃথিবী উদ্ধার॥
সংকীর্ত্তন-আরম্ভে মোহার অবতার।
ভক্তজন লাগি' দুষ্ট করিমু সংহার॥
সেবকের দ্রোহ মুঞি সহিতে না পারোঁ।
পুত্র যদি হয় মোর, তথাপি সংহারোঁ॥
পুত্র কাটোঁ আপনার সেবক লাগিয়া।
মিথ্যা নাহি কহি, গুপ্ত, শুন মন দিয়া॥
যে কালে করিনু মুঞি পৃথিবী উদ্ধার।
হইল ক্ষিতির গর্ভ পরশে আমার॥
হইল 'নরক'-নামে পুত্র মহাবল।
আপনে পুত্রেরে ধর্ম্ম কহিনুঁ সকল॥
মহারাজ হইলেন আমার নন্দন।
দেব-দ্বিজ গুরু ভক্ত করেন পালন॥
দৈব দোষে তাহার হইল দুষ্ট সঙ্গ।
বাণের সংসর্গে হৈল ভক্তদ্রোহে রঙ্গ॥
সেবকের হিংসা মুঞি না পারোঁ সহিতে।
কাটিনু আপন পুত্র সেবক রাখিতে॥
জনমে জনমে তুমি সেবিয়াছ মোরে।
এতেক সকল তত্ত্ব কহিল তোমারে॥
শুনিয়া মুরারি গুপ্ত প্রভুর বচন।
বিহ্বল হইয়া গুপ্ত করেন ক্রন্দন॥
মুরারি সহিত গৌরচন্দ্র জয় জয়।
জয় যজ্ঞ বরাহ—সেবক-রক্ষাময়॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ৩।১৮-৫৩)

উপরি-উক্ত পয়ারসমূহের ১৯শ ২৪শ সংখ্যার ভাষ্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—"শ্রীরামচন্দ্র যেরূপ হনুমানের প্রতি আন্তরিক স্নেহবিশিষ্ট ছিলেন, তদ্রূপ শ্রীবরাহ শ্রীমন্মহাপ্রভুও মুরারিগুপ্তকে অত্যন্ত প্রীতি-ভাজন জানিতেন। একদিন বরাহ-আখ্যান শ্রবণ করিয়া প্রভু বরাহের আবেশে মুরারির গৃহে গর্জ্জন করিতে করিতে উপস্থিত হইলেন। সহসা গৌরহরি মুরারীর গৃহে ধাবমান হইয়া 'শূকর' 'শূকর' বলিতে বলিতে তাঁহার বিষ্ণুগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের এইরূপ অপূর্ব্ব গর্জ্জন ও 'শূকর' 'শূকর' উক্তি মুরারি সহসা শ্রবণ করিয়া ব্যাপার কি, বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বিষ্ণুগৃহে একটি বৃহজ্জলপাত্রে জল দেখিয়া দন্তদ্বারা সেই জলপূর্ণ পাত্র উত্তোলন করিলেন। মুরারি তাঁহাকে তৎকালে চতুষ্পদ যজ্ঞবরাহরূপে গর্জ্জন করিতে দেখিলেন। শ্রীবরাহদেব বিষ্ণুর অবতার, সুতরাং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের অবতার-বিদ্বেষ হওয়ায় তাঁহার নিজানুভূতিতে বরাহ-লীলার প্রাকট্য-সাধন তদনুরূপ বিচারসম্পন্ন ভক্তের নিকট প্রকাশ করিলেন। ইহাতে কোনও মায়াবাদী এরূপ মনে না করেন যে, মায়াবদ্ধ জীব অজ্ঞানমুক্ত হইয়া সকলেই ভগবদ্বস্তুর অনুকরণে এইরূপ ঈশ্বরভাব প্রদর্শন করিতে সমর্থ। যাহারা এরূপ প্রতারিত হইয়া আপনাদিগকে বিষ্ণুজ্ঞানে বঞ্চিত হইল, সেইসকল কপট নারকি-সম্প্রদায়কে অনাদর করিবার জন্যই স্বয়ং ভগবান্ এরূপ লীলা প্রদর্শন করিয়া তাহাদের মূঢ়তা সম্পাদন করিলেন।

"নিত্য ভগবদ্বিমুখ পাষণ্ডিগণ ভগবচ্চরিত্র বুঝিতে না পারিয়া এইসকল ভাবের অনুকরণ-পূর্ব্বক যেরূপ ভ্রমপথে পতিত হয় এবং জগতে জঞ্জাল আনিয়া কতকগুলি কপট ব্যক্তিকে নিজ নিজ স্তাবকরূপে প্রতিষ্ঠিত করে, সেরূপ ভগবদ্বিদ্বেষীর যোগ্য ভূমিকা নরক যন্ত্রণা তাহাদিগকে অনন্তকাল ক্লেশ দিবার জন্য প্রতীক্ষা করে। ছন্নাবতার শ্রীগৌরসুন্দর নিজের স্বরূপ গোপন রাখিয়া ভক্তগণকেও বুঝিতে দেন নাই। অনন্ত নরক-লাভের যোগ্য ঘৃণিত মায়াবদ্ধ জীব, যাহার প্রত্যেক দিনে তিন অবস্থা হয়, সে যদি প্রভুকে জীব-জ্ঞানে আত্ম-সদৃশ মনে করিয়া নিজের বঞ্চিত প্রিয়জনগণের দ্বারা এইপ্রকারে স্তব-সংগ্রহে যত্নবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাদৃশ বঞ্চক ও বঞ্চিত উভয়েই 'মনুষ্য'-নামের যোগ্যতা হারাইয়া বিড়্ভোজী বরাহের চতুষ্পদত্বের অভাবে দ্বিপাদ পশুরূপে পরিণত হয়। এরূপ দ্বিপদ পশু বাহিরের দিকে কোন দিনই চতুষ্পদ দেখাইতে পারে না। তাহাদের জন্মান্তর ঐপ্রকার বিষ্ঠা-ভোজী চতুষ্পদত্ব লাভ হয়। শ্রীচৈতন্যদেব স্বীয় বরাহবতারে চতুষ্পদ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আর তদনুকরণে ক্ষুদ্র জীব, যে যাহা নহে, সে সেরূপ অভিনয় করিতে গেলে নিতান্ত হাস্যস্পদ হইয়া থাকে।"

পুনরায় শ্রীচৈতন্যভাগবতের ২৭,৩৬-৪২,৪৬ ও ৫৩ সংখ্যাসমূহের ভাষ্যে শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন,—"ভগবানের বরাহ মূর্ত্তি, ও তাঁহার অনুষ্ঠান দেখিয়া মুরারিগুপ্ত ভয়ে কম্পিত কলেবর হইয়া বলিতে লাগিলেন,—'আমি তোমার অনুরূপ স্তব করিতে অসমর্থ, তুমিই তোমার স্তব করিতে সমর্থ।' মুরারি স্তব করিতে ইতস্ততঃ করিলে, বিশেষতঃ ভীষণ বরাহ মূর্ত্তি দেখিয়া শঙ্কিত হওয়ায় মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—'তোমার ভয় করিবার আবশ্যকতা নাই, তুমি এতদিন জানিতে পার নাই, আমি কে? প্রকৃতপ্রস্তাবে আমিই বিষ্ণুর অবতার সমূহের একমাত্র মালিক।' ভগবানের এই-সকল লীলা-প্রদর্শনের কথা প্রচারিত হইলে জগতের সকলেই শ্রীগৌরসুন্দরকে ভগবান্ বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। যদিও ভগবান্ তাঁহার এইসকল লীলা পার্ষদ ভক্তগণেরই দৃষ্টি-পথে প্রপঞ্চে আনয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের প্রতি দৃঢ়শ্রদ্ধ সকলেই এইসকল কথায় তাঁহার কৃষ্ণত্ব ও অবতারিত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন এবং অস্মদ্দৃশ অধস্তনগণের মঙ্গলের জন্য তাঁহার লীলাকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

"নির্ব্বিশেষ-বিচারপর ব্যক্তিগণ ভগবানের নিত্য শ্রীমূর্ত্তি বুঝিতে না পারিয়া বেদ-কথিত প্রাকৃত হস্ত-পদ-মুখাদির আরোপ করিয়া ভগবদ্বস্তুর আকার নাই, বিলাস নাই প্রভৃতির বিচার করেন। বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে শব্দার্থে প্রবিষ্ট হইলে বুঝা যায় যে, ভগবানের জড় হস্ত-পদ-মুখের বিনিময়ে চিন্ময় হস্ত-পদ মুখ-নেত্রাদি আছে। "অপাণি-পাদো যবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" (শ্বেঃ ৩।১৯) ইত্যাদি শ্রুতি তাহা তারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন। ভগবান্ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তাঁহার হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়সমূহ অপ্রাকৃত। তাঁহার প্রত্যেক ইন্দ্রিয় স্বতঃকর্ত্তৃত্বধর্ম্মবিশিষ্ট। তবে তাহা আধ্যক্ষিক দৃষ্টির অতীত—'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।' একমাত্র প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিনেত্র—সেবানেত্র-দ্বারাই ভগবানের সেই অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়সমূহ ও তাঁহার লীলাবিলাস-দর্শনের সৌভাগ্য লাভ হয়। যেসকল লোক বেদের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া বিড়ম্বিত হয়, তাহাদিগের প্রতি করুণা প্রদর্শন-কল্পে শ্রীগৌরহরি তাদৃশ দর্শনে দৃষ্ট বেদের আদর করিতে পারেন নাই।"

কাশীতে 'প্রকাশানন্দ'-নামক একজন কেবলাদ্বৈতবাদী অধ্যাপক-যতি বেদের ব্যাখ্যাকালে ভগবানের অপ্রাকৃত নিত্য অঙ্গ-সমূহকে অস্বীকার করিত। এই প্রকাশানন্দকে কেহ কেহ অনভিজ্ঞতাবশে কাবেরী-প্রবাসী ব্যেঙ্কট ভট্টের অনুজ প্রবোধানন্দের সহিত সমজ্ঞান করে। 'ভক্তমাল'-নামক সহজিয়া গ্রন্থাভ্যন্তরে এই প্রকার ভ্রমদোষ প্রবেশ করায় অধুনাতন লেখকগণের মধ্যেও সেই ভ্রম-দোষ ন্যূনাধিক প্রবেশ করিয়াছে।

প্রকাশানন্দ উপনিষৎ প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিত বটে, কিন্তু ভগবানের চিন্ময় বিগ্রহে নিত্যাধিষ্ঠান স্বীকার করিত না, তজ্জন্য অপরাধী হওয়ায় তাহার শরীরের সর্ব্বত্র কুষ্ঠরোগ হইয়াছিল। ভগবান্ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর চিন্ময়-অঙ্গে কোনপ্রকার অপবিত্রতা বা দোষারোপ সম্ভবপর নয়। তাঁহার চরিত্র ব্রহ্মাশিবাদির গানের বিষয়।

ভগবদঙ্গ নিত্য, তাহাতে কোনপ্রকার অনুপাদেয়তা, অবরতা, হেয়তা, খণ্ডিতাবস্থা প্রভৃতি আরোপিত হইতে পারে না সুতরাং তাদৃশ নিত্য শরীর কখনও 'অনিত্য' নয়।

ভগবান্ যজ্ঞবরাহরূপ ধারণ করিয়া বেদহীন পৃথিবীকে আধ্যক্ষিক-জ্ঞানরূপ জল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি সকল বেদের সারবস্তু।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

—::•::—

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—নিরন্তর কৃষ্ণসেবা-সংরত নিষ্কিঞ্চন পরমহংস সদ্গুরু ব্যতীত জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর মদে মত্ত কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপ গুরুনামধারীর সেবা বন্ধ্যা গাভীর সেবার ন্যায় পণ্ডশ্রম মাত্র। শ্রীমদ্-ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উক্তিতেও দেখা যায়,—গৃহব্রত গুরুর (?) সেবার দ্বারা কৃষ্ণে কখনও মতি হয় না, পরন্তু সংসারে বা মায়াতে আরও অভিনিবেশ হইয়া থাকে। "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ"—অন্ধকর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধের যে দশা হয়, অসদ্গুরুর উপদেশ শ্রবণেও জীবের সেই দশা হইয়া থাকে। সংসারাসক্ত অর্থলোলুপ প্রতিষ্ঠাভোগী গুরুর মুখে যে সদুপদেশ বা হরিনাম-উপদেশের ভাণ, তাহাও নামাপরাধ ছাড়া আর কিছুই নহে। শাস্ত্র উহাকে "সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ"—'সাপের মুখ-দেওয়া দুধ'—বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

———

কোন কোন ব্যবসায়ী বলিয়া থাকেন,—'গুরু যাহাই হউন্ না কেন, বিশ্বাস করিলেই সব হইবে। এইসকল লোক 'অন্ধবিশ্বাস'কেই প্রকৃত বিশ্বাস বলিয়া কল্পনা করে। অন্ধ-বিশ্বাসের সহিত চক্খড়ি-গোলা জলকে দুগ্ধ বলিয়া পান করিলে তদ্দ্বারা কাহারও তুষ্টি, পুষ্টি বা ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয় না। বিশ্বাস কিছু গাছের ফল নহে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিশ্বাস-শব্দের অর্থ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে দৃঢ়-নিশ্চয়। কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়॥" কিন্তু 'মায়ার কর্ম্ম করিলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়'—এই 'সুদৃঢ় নিশ্চয়'-কে 'বিশ্বাস' বলা হয় নাই বা মনের খেয়ালে 'অসদ্'বস্তুকে 'সৎ' বলিয়া কল্পনাকে 'বিশ্বাস'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হয় নাই। সুতরাং ঐসকল কথার মূলে আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই নাই। এইসকল কথা ব্যবসায়ি-গণের ব্যবসায়ের চাল্ মাত্র।

———

'শ্রীভক্তিসন্দর্ভে' শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন,—"পরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিকগুর্ব্বাদি পরিত্যাগেনাদি কর্ত্তব্যঃ।" পারমার্থিক সদ্গুরুর আশ্রয়েই জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল বা আত্মমঙ্গল লাভ হয়, সুতরাং ব্যবহারিক অর্থাৎ সামাজিক লৌকিক বা কৌলিক গুরু প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া—দুঃসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া কৃষ্ণ ত্ব-বিৎ সদ্গুরুর শ্রীচরণ আশ্রয় করা আত্ম-মঙ্গলকামীর পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য।

শিষ্যব্যবসায় বা মন্ত্রব্যবসায়ের মত আরও অনেকপ্রকার ধর্ম্মব্যবসায় জগতে চলিয়াছে। এইসকল ব্যবসায়ে একাধারে জগতের তিনটি পরম লোভনীয় বস্তু লাভ হয়—

কামিনী, অর্থ ও সম্মান। সুতরাং পাঠকের ব্যবসায়, কথকের ব্যবসায়, রসকীর্ত্তনের ব্যবসায় বলিয়া আরও বহুপ্রকার ব্যবসায় কলির রাজ্যে প্রচলিত হইয়াছে।

অনেক সময় জাতি-গোস্বামী, ভাড়াটিয়া পাঠক ও কথকগণকে ভক্তিশাস্ত্র-বিগর্হিত কার্য্যে বিশেষ ব্রতী দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা বার-নাচ, গাঁজা, অহিফেন, মৎস্য ও মাংস সেবন প্রভৃতি নিন্দনীয় কার্য্যে রত, তাঁহারাও ভাল মানুষটি হইয়া উপদেশক বা পাঠকের বেশে অর্থসংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। অনেক বায়গায়ই তাঁহাদের পাঠের কীর্ত্তিত বিষয় থাকে—দশম স্কন্ধের রাসলীলা (?), বস্ত্রহরণ প্রভৃতি, আর শ্রোতৃগণের মধ্যে অধিকাংশই বিষয়াভিনিবিষ্ট—সংসারের নানাপ্রকার সুখ-দুঃখে অভিভূত, ইন্দ্রিয়চালনায় চালিত, স্ত্রী-পুরুষ অভিমানী ব্যক্তি। এইরূপ অর্থলোভে লুব্ধ হইয়া পাঠকের কার্য্যে রত ভাড়াটিয়া পাঠকগণকে শ্রোতৃমণ্ডলীর সংসারের মঙ্গলের জন্যই হউক, আকাশকুসুম-সদৃশ স্বর্গসুখের কল্পনায়ই হউক, পূর্ব্ব জীবনে কৃত বহু অখণ্ডনীয় পাপরাশির খণ্ডনের জন্যই হউক, অভিশাপের ভয়ে বা চক্ষুলজ্জায়ই হউক, কৌলিক ও লৌকিক প্রথা অনুসরণকল্পেই হউক বা কেহ কেহ সাংসারিক ও বৈষয়িক জীবনের একঘেয়ে ভাবের ভিতর একটানা খাদ্য আস্বাদনের সাময়িক স্বাদ বদলাইয়া আবার প্রবল-বেগে তাহাদের স্বভাবোচিত বস্তু গ্রহণার্থ দ্বিগুণতর ক্ষুধার উদ্রেক করাইবার জন্যই হউক প্রতিবৎসর এক সময় শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণকার্য্যের মূল্যস্বরূপ অর্থ, কাপড়, শাল, স্ত্রীর জন্য অলঙ্কার, প্রভৃতির দ্বারা বিভূষিত করিয়া থাকেন।

শ্রীপরীক্ষিত মহারাজ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর নিকট সাতদিন মাত্র শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ কীর্ত্তন করিয়া কত কত পুরুষের জীবনে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু ঐসকল পাঠক নামধারিগণের মুখে অদ্ধ শতাব্দী বা ততোধিককাল ধরিয়া শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়াছেন, এরূপ অনেক ব্যক্তিও স্বমুখে অনেক সময় সগর্ব্বভাবে স্বীকার করিয়া থাকেন—"বিষয় স্পৃহা ত গেলই না, বিষয় যেন ক্রমশঃ আরও চাপিয়া ধরিতেছে। বিষয়-বাসনানল যেন আরও দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে!"

এইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্। শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥" হরিকথামৃত পবিত্র বটে, কিন্তু অবৈষ্ণব অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদা নিষ্কপটে ও সর্ব্বতোভাবে বিষ্ণুতে শরণাগত হন নাই, তাঁহার মুখোদ্গীর্ণ কথা শুনিতে হরিকথার মত হইলেও ঐ কথার পবিত্রতা নাই—তাহা গিল্টি সোনার ন্যায় নকল বস্তু। সাপে-মুখ-দেওয়া দুগ্ধ পান করিলে যেরূপ মৃত্যু অনিবার্য্য, তদ্রূপ ঐসকল লোকের নিকট হইতে হরিকথার ছলে নাম-অপরাধ শ্রবণ করিলে আত্মার অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভু বঙ্গদেশীয় এক বিপ্র কবিকে বলিয়াছেন,—

"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত' জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥
তবে ত' পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপ-লীলা বর্ণিবে নির্ম্মল॥"

শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—'ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত''—ভক্তিলাভেচ্ছু পুরুষগণ কখনও ভক্তিশাস্ত্র (যথা—শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র) ব্যাখ্যা করিয়া তদ্দ্বারা নিজের জীবিকা অর্জ্জন করিবেন না, উহা ভক্তির প্রতিকূল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বিনামূল্যে জীবের দ্বারে দ্বারে নাম বিতরণ করিয়াছেন। নৌল্য অর্থাৎ শ্রবণ-গ্রাহ্যই একমাত্র হরিকথার মূল্য। প্রাকৃত ভোগের জন্য গৃহীত অর্থ কখনই অপ্রাকৃত বস্তুর মূল্য হইতে পারে না। নিজের কায়মনোবাক্য, ধনসম্পদ, যথাসর্ব্বস্ব কৃষ্ণসেবায় লাগাইয়া অপরের এইসমস্ত দ্রব্যকেও একমাত্র ভোক্তা কৃষ্ণের সেবায় লাগাইবার জন্য প্রকৃত সাধু গুরুবৈষ্ণবগণ শুদ্ধভক্তির কথা—নিরন্তকুহক বাস্তবসত্যের কথা পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতার দ্বারা শ্রদ্ধাবান্ জনসাধারণকে জানাইয়া এবিষয়ে তাহাদের শ্রদ্ধা উৎপন্ন করত তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব কৃষ্ণসেবায় অর্পণের সুযোগ প্রদান করেন। প্রকৃত সাধুগুরুবৈষ্ণবগণের আচরণে ইহাই সতত পরিদৃষ্ট হয়।

ব্যবসায়িগণ নানাপ্রকারে লোক বঞ্চনা করিয়া থাকেন—কেহ বা বংশের, কেহ বা গুণের, কেহ বা পাণ্ডিত্যের ধুয়া ধরিয়া লোক ঠকাইয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্য প্রাকৃত বস্তু নহেন, সুতরাং তাঁহাতে ঐসকল প্রাকৃত-বিচারের স্থান নাই। শ্রীমদ্ভাগবত ও বেদ বলেন যে, সদ্গুরুর প্রধানতঃ দুইটি লক্ষণ—তিনি কৃষ্ণসেবায় সতত নিযুক্ত এবং তিনি শাস্ত্রসিদ্ধান্তে সুনিপুণ। যিনি কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের জন্য কৃষ্ণসেবার ভাণ বা দোকানদারী খুলিয়াছেন কিংবা পাণ্ডিত্যের ছটা প্রদর্শন করিতেছেন, তিনি সদ্গুরু বা শুদ্ধ-বৈষ্ণব নহেন—তিনি ব্যবসায়ী মাত্র। তাঁহাকে সামাজিক ও লৌকিক সম্মান প্রদর্শন করিয়া বিদায় দেওয়া উচিত।

সদ্গুরু বা বৈষ্ণবাচার্য্য যে কোন দেশে, আশ্রমে, যে কোনভাবে অবস্থান করিতে পারেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার অন্যতম পার্ষদ শ্রীল রায় রামানন্দ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥"

কোন কোন কপট অন্যাভিলাষী কদর্থকারী এই বাক্যে কোন শ্রেণী বা শিক্ষাগুরুর লক্ষণ সূচিত হইয়াছে, বলিয়া থাকেন,

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

কিন্তু শাস্ত্র ও মহাজনগণের বাক্য ও আচরণ এই অমূলক সিদ্ধান্ত সমর্থন করে না। কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর, পতিতপাবন জগদ্গুরু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু নিজেরা আচরণপূর্ব্বক জগৎকে সদ্গুরুপাদাশ্রয়ের শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। ঐসকল শিক্ষাগুরু কি কেহ কুল-গত বা লৌকিক সামাজিক গুরু স্বীকার করিয়াছেন? জগদ্গুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঈশ্বরপুরী সন্ন্যাসীর নিকট, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীলক্ষ্মীপতি তীর্থ স্বামীর নিকট, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী সন্ন্যাসীর নিকট লোকশিক্ষার্থে দীক্ষাগ্রহণ-লীলাভিনয় করিয়াছেন। শ্রীরসিকানন্দ প্রভু শৌক্র-ব্রাহ্মণের কুলোদ্ভূত শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর নিকট, শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য শৌক্র ব্রাহ্মণের বংশ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের নিকট, শ্রীদাস-গদাধরের নিকট কাটোয়ার শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা বংশ বা কুল ধরিয়া গুরু বিচার করেন নাই।

শ্রীনামভজন

——:(*):——

কৃষ্ণনাম-উচ্চারণকেই ভজন বলে, শ্রুত-নামের কীর্ত্তন হইতেই স্বাভাবিকভাবে স্মরণ হয়। এই নামভজনই মুখ্য। তাহার নিম্ন স্তরে পাঠ, পূজা, ধ্যান প্রভৃতি অবস্থিত।

পাঠ শ্রবণ করিবার পর শ্রোতা যদি পাঠক অর্থাৎ আচার-প্রচারযুক্ত কীর্ত্তনকারি-রূপে পরিণত হন, তবেই তাঁহার ভজন আরম্ভ হয়। যখন শ্রোতা কেবল নিজে শ্রবণ করেন, তখন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতে পারেন, কিন্তু কীর্ত্তন করিতে কীর্ত্তন করিবার সময় নিজেকে ভাল করিয়া জানিতে হয়, অর্থাৎ যাহা তিনি শ্রবণ করিয়াছেন বা যাহা কীর্ত্তন করিতেছেন, তাহা নিজের আচরণে প্রকাশিত হইল কি না, তদ্বিষয়ে সজাগ থাকিতে হয়, নতুবা অন্য লোক তাহার কপটতা ও ছলনা ধরিয়া ফেলিবে। যাহারা কপটতা করিয়া বাহিরে আচার্য্যের ছলনা এবং অন্তরে ভোগযুক্ত সংরক্ষণ করে, তাহাদের প্রকৃত কীর্ত্তন বা ভজন হয় না। তাহারা কীর্ত্তন করিতে করিতে অপরাধের প্রতিষ্ঠা-কালি কণ্ঠে ভক্ত হইয়া পড়ে। সম্বন্ধের সহিত পূজাবস্তুর পাঠ যে আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠান বিহিত হয়, তাহাই পূজা বা অর্চ্চন। ধ্যান পূজার অন্তর্গত। অর্চ্চনের স্থান নির্দ্দিষ্ট, তাহার উপর পূজা, তাহার তার পাত্র পূজা, তাহার পূজা কীর্ত্তন। কাহারও কাহারও মতে অর্চ্চন পূজার পরে ধ্যান, কিন্তু ধ্যানের পরেও অর্চ্চন হইতে পারে, যদি অন্য কোন ব্যক্তি তদ্দ্বারা সাধনের

হয়, তখন তাহাকে 'জীবে দয়া' বলা হয়। ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ॥
(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং
কল্মষাপহম্।
শ্রবণ-মঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে
ভূরিদা জনাঃ॥
(ভাঃ ১০।৩১।৯)

কৃষ্ণেতর বাসনা পরিপূরণের জন্য ভৃতক পাঠকের পাঠের যে চেষ্টা, তাহা 'জীবে দয়া' নহে। এইরূপ পাঠের অভিনয় ভক্তিলাভের পথে বিশেষ অন্তরায় ও অপরাধ। ইহার দ্বারা ভক্তিলতার উপশাখা, —লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ নানাপরাধের ফল ধর্ম্মার্থ কাম বা অধর্ম্ম, অনর্থ, কামের অতৃপ্তি অর্থাৎ নানাভাবে কাম চরিতার্থের জন্য উত্তরোত্তর লালসাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

দেবাবৃত্তি অর্থাৎ ভৃতি লইয়া পূজা কিংবা অন্যাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া পূজার ছলনা ভক্তিপথের অন্তরায়, তাহারও যথেষ্ট নিন্দা শাস্ত্রে দেখা যায়।

ভোগী ও ত্যাগীর ধ্যান প্রকৃত ধ্যান নহে, তাহা মনোধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং
যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥
(ভাঃ ১২।৩।৫২)

বাস্তব বস্তুর ধ্যান সত্যযুগে সম্ভব ছিল, কারণ, জীবহৃদয়ে নিজ ভোগবুদ্ধি তখন বেশী প্রকাশিত হয় নাই।

দ্বাপরৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু
কেবলৈঃ।
কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ॥
(শ্রীমন্মধ্বকৃত মুণ্ডকোপনিষদ্ ভাষ্যে ধৃত
শ্রীনারায়ণসংহিতা-বাক্য)

দ্বাপর-যুগে পূজা নিশ্ছিদ্রভাবে সম্ভব হইত। কলিতে একমাত্র নাম ভজন ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই।

শ্রীব্যাসদেব 'জন্মাদ্যস্য'-শ্লোকে যে ধ্যানের কথা বলিয়াছেন, তাহা শুদ্ধ ধ্যানের উপমান। কীর্ত্তনমুখে যে স্বাভাবিক স্মরণাত্মক ধ্যান হয়, তাহাই প্রকৃত ধ্যান।

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥
(ভাঃ ২।৮।৪)

যিনি শ্রীহরির সুমঙ্গল কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ অথবা স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ভগবান অতি শীঘ্রই স্বয়ং তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন। তদ্বিষয়ে শ্রবণ-কীর্ত্তনকারী ভক্তের বিশেষ চেষ্টা-দ্বারা অর্থাৎ ক্রমভাবে লীলাস্মরণ প্রভৃতির প্রয়োজন হয় না।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর
২০শে মাঘ, ১৩৪৮ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে নয় দিবসকাল শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার পরিচালক-সমিতির সেবোদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীধাম-নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রম করা হইবে। মহাশয়, কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্তাঙ্গের ন্যূনাধিক সাধন-ফললাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি—

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ
সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা।

(১) শ্রীঅন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীমুরারিগুপ্তালয়, শ্রীশ্রীনিবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈত-ভবন)—৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার।

(২) শ্রীসীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সবডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর) ১০ই ফাল্গুন, ২২শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার।

(৩) শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, শ্রীসুরভিকুঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র দেপাড়া)—১১ই ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার।

(৪) শ্রীমধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা)—১৩ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার।

(৫) শ্রীকোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গদখালি, কোল ও চর, তেঘরিহ কোল, কোল-আমাদ, কোলের দহ)—১৩ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার।

(৬) শ্রীঋতুদ্বীপ (বাহুতপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির)—১৪ই ফাল্গুন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার (একাদশীর উপবাস)।

(৭) শ্রীজহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জান্নগর)—১৫ই ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার।

(৮) শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটিলা বা একডাঙ্গা মাতাপুর)—১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার।

(৯) শ্রীরুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর ইদ্রাকপুর, গঞ্জের ডাঙ্গা)—১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ, রবিবার।

১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ সোমবার শ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস কীর্ত্তনোৎসব ও **১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, মঙ্গলবার শ্রীগৌরপ্রকটপৌর্ণমাস [illegible] শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।**

☞ উৎসব উপলক্ষে সমস্ত প্রণালী ইত্যাদি মহোপদেশক শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিময়ূখ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির, পোঃ আঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীনামভজনই মুখ্য, যেহেতু সমস্ত পূজা, সমস্ত বেদপাঠ ও ধ্যানের ফল শ্রীনাম-ভজনের একাংশেই অনুস্যূত আছে।

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥
(ভাঃ ৩।৩৩।৭)

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
র্বিরমিত-নিজ-ধর্ম্ম-ধ্যান-পূজাদি-যত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥
(শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ১।১।৯)

যাহা হইতে নিজধর্ম্ম, ধ্যান ও পূজাদির চেষ্টা বিরত হইয়া যায়, এইরূপ আনন্দস্বরূপ মুরারির নাম পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন। এই নাম যে-কোনরূপে গৃহীত হইলেই (নামাভাসমাত্রেই) প্রাণিগণকে মুক্তি দান করিয়া থাকেন এবং ইহাই একমাত্র পরম অমৃতস্বরূপ ইহা আমার জীবন এবং আমার ভূষণ।

সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্তু ভো স্নান তুভ্যং নমো
ভো দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ
ক্ষম্যতাম্।
যত্র ক্বাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তংসস্য
কংসদ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে
কিমন্যেন মে॥
(শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী বাক্য)

হে সন্ধ্যা-বন্দন, তোমার মঙ্গল হউক, হে স্নান, তোমাকে নমস্কার, হে দেবগণ ও পিতৃগণ, আমি তর্পণাদি কার্য্যে আমাকে ক্ষমা করুন। যে কোন স্থানে থাকিয়া আমি যাদবকুল শিরোভূষণ কংসারি কৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া সংসার-দুঃখ ও পাপাদি বিনাশ করিয়া [illegible] অল্পকাল স্থায়ী সংসার-দুঃখের অপনোদন ও পাপপ্রবৃত্তি অল্পকালের জন্য নিবৃত্ত করিতে গিয়া আমার তাৎকালিক চেষ্টা সন্ধ্যাবন্দন, স্নান, তর্পণ প্রভৃতিতে প্রয়োজন কি?

শ্রীধামে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-আবির্ভাব তিথিপূজা-মহোৎসব

গত ১৬ই মাঘ, ৩০শে জানুয়ারী, শুক্রবার হইতে দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবতিথি পূজা-মহোৎসব নিত্যানন্দাভিন্ন বিগ্রহ গৌরজন ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ১৪ই মাঘ, বুধবার শ্রীভৈমী-একাদশী তিথিতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে মধ্যাহ্ন বেলা ১২ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীভক্তিসন্দর্ভ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর দিবস শ্রীবরাহ দ্বাদশী তিথিতেও তিনি অপরাহ্ণ ১টা হইতে ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত তথায় শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীবরাহদেবের আবির্ভাব-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-তিথি-দিবস পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে একটী নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে বাহির হইয়া শ্রীমুরারি-গুপ্তের শ্রীমন্দির শ্রীঅদ্বৈতভবন ও শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনের শ্রীমন্দির পরিক্রম করিয়া শ্রীযোগ-পীঠের উপস্থিত হন। তথায় শ্রীমন্দির-পরিক্রমার পর পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লীলা-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের পর সকলে শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঐ দিবস প্রাতঃকাল হইতে তথায় শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ হইতে থাকে। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব মধ্যাহ্ন ১২॥ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীভক্তিসন্দর্ভ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ রাধা-গোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণ-রাগতীর্থ প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ৫ম পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ প্রভু ও শ্রীপাদ নিতাইদাস রাগালঙ্কার প্রভু পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা হইতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা-প্রার্থনা-সূচক পদাবলীসমূহ কীর্ত্তন করেন।

তৎপর দিবস শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ৩ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২১শে মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, বুধবার | ২৬৯তম সংখ্যা

সভায় কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন' ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ গোবিন্দ, স্থাণু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৫

ভগবান্ ও ভক্তের দর্শন

বিষয়বিগ্রহ শ্রীভগবান্ ও আশ্রয়বিগ্রহ তদীয় নিজ-জনগণ—সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণ এই জগতে অবতীর্ণ হইলেও সকলেই তাঁহাদিগকে দেখিতে পান না। শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন,—'অস্বচ্ছ' (opaque) 'নিরেট'-জাতীয় চিত্ত যাহাদের অর্থাৎ অপরাধের জন্য যাহাদের চিত্ত স্বচ্ছ (transparent) নহে, তাহারা সপার্ষদ শ্রীভগবান্ অহৈতুকী কৃপাবশে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেও তাঁহাকে দেখিতে পায় না।

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তা'রে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তা'র 'চিদানন্দময়'।
অপ্রাকৃত-দেহে তাঁ'র চরণ ভজয়॥

(শ্রীচৈঃ-চঃ অন্ত্য ৪।১৯২-৯৩)

শ্রীকৃষ্ণ কোন্ দেহকে 'চিদানন্দময়' করেন? যে ইন্দ্রিয় শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশ-শক্তির সহিত খাপে খাপে মিলিত (dovetailed) না হয়, সেই ইন্দ্রিয় চিদানন্দময় হইতে পারে না। সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা যে দর্শন-প্রতিম ভাব, তাহা দর্শন বাধমাত্র। শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির দ্বারা যদি চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত হয়, যদি স্বরূপশক্তি কোন ব্যক্তিবিশেষের মনের মধ্যে কৃপা সঞ্চার করেন, তবেই সেই মন আর মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত হয় না, তখন সেই ব্যক্তির চিত্তে এইরূপ অকৈতব দৈন্য আসিয়া উপস্থিত হয়,—

"আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥"

যখন বৈকুণ্ঠবস্তু জীবের চিত্তকে আত্মসাৎ করিবেন, যখন চিত্ত বৈকুণ্ঠ-বস্তুর সহিত খাপে খাপে মিলিত হইবে, তখনই বৈকুণ্ঠপ্রিয়-দর্শনের দর্শনলাভ ঘটিবে—কেহ কেহ দর্শন লাভ করিবেন, সকলেরই দর্শন হইবে না। স্বয়ংরূপ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেও যে-সকল জীবের উপর স্বপ্রকাশ শক্তির প্রকাশ না হয়, তাহারা অর্থাৎ অপরাধ পাষাণ-কঠিন-হৃদয় জীবগণ তাঁহার দর্শন পাইবে না।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া দেন—পাপের মূলবীজ বিনষ্ট করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলন করান। যিনি এইরূপ 'ঘটকালি' করেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। স্বপ্রকাশ-শক্তির কৃপা যাঁহার উপর পতিত হয়, তিনিই তাঁহার দর্শন পান, অপরে পায় না—অপরে বৈকুণ্ঠ বস্তুর নিজস্ব-বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে পারে না।

একসময় একজন প্রবীণ অধ্যাপক কলিকাতার গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কসে শ্রীল প্রভুপাদের সহিত আলাপ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন যে, তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট গীতা অধ্যয়ন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তখন সেই অধ্যাপককে বলিয়াছিলেন,—"আপনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে কোনদিন দেখেনই নাই।" ইহা শুনিয়া সেই ভদ্রলোক অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন,—"আমি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট কলিকাতায় রামবাগানে 'ভক্তিভবনে' বহুবার উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট গীতা অধ্যয়ন করিয়াছি, আর আমি তাঁহাকে দেখি নাই।" শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—"আপনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার সাক্ষাৎকার পান নাই।" অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব বা মহাভাগবতের দর্শন তাহাকেই বলা যায়, যদ্দ্বারা আমাদের চিত্ত তাঁহার চিত্তের সহিত ঐকতানে একসুরে বাজিতে থাকে।

শ্রীগৌরজনগণের চিত্তবৃত্তিতে কোনরূপ সম্ভোগ-চেষ্টা নাই, তাহা বিপ্রলম্ভরসে নিত্য অভিষিক্ত। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ সাধুগুরু-বৈষ্ণবগণ প্রকটলীলা আবিষ্কার করিলেও অস্বচ্ছচিত্ত লোক তাঁহাদিগকে দেখিয়াও দেখিতে পায় না। অস্বচ্ছ-চিত্ত লোক দুইপ্রকার—(১) ভগবদ্বহির্ম্মুখ ও (২) ভগবদ্বিদ্বেষী। ভগবদ্বহির্ম্মুখ আবার দুইপ্রকার—(ক) বিষয়াদিতে অভিনিবেশ-যুক্ত ও (খ) ভগবানের অবজ্ঞাকারী। ভগবদ্বিদ্বেষীও দুইপ্রকার (চ) অরুচিহেতু দ্বেষ-পরায়ণ ও (ছ) বৈকৃত্য অর্থাৎ মাধুর্য্যাদি-রাহিত্য-দর্শনে প্রত্যয়হেতু দ্বেষ-পরায়ণ। অতএব সর্ব্বসমেত অস্বচ্ছ চিত্ত ব্যক্তি চারিপ্রকার। এই চারিপ্রকার ব্যক্তির ভগবদনুভব (?) জিহ্বাদোষযুক্ত ব্যক্তির 'সিতোপল'(মিশ্রি)-আস্বাদনের ন্যায়। এক-প্রকার পিত্তবাতজ জিহ্বাদোষযুক্ত ব্যক্তি মিশ্রির আস্বাদ গ্রহণ করে না, কিন্তু মিশ্রিতে সকলের আদর দেখিয়া অবজ্ঞাও করে না। প্রথম অস্বচ্ছ-চিত্ত অর্থাৎ বিষয়াদিতে অভিনিবেশযুক্ত ব্যক্তিগণ ইহাদের মত।

অন্যপ্রকার পিত্তবাতজ জিহ্বাদোষযুক্ত ব্যক্তি মিশ্রির আস্বাদ ত' গ্রহণ করেই না, অধিকন্তু তাহারা দাম্ভিকতা-নিবন্ধন অবজ্ঞাও করিয়া থাকে। দ্বিতীয়প্রকারের অস্বচ্ছ-চিত্ত অর্থাৎ ভগবদবজ্ঞাতা এই শ্রেণীর ন্যায়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবজ্ঞাকারী ইন্দ্র প্রভৃতিকে এই শ্রেণীর বলা যাইতে পারে। ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াও দাম্ভিকতাহেতু দর্শনফল হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। ভগবান ও ভগবদ্ভক্তের দর্শনের ফল—সংসার-ক্ষয়, কিন্তু ইন্দ্র অভিনিবেশ সহকারে বিষয়ভোগ চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইন্দ্রের ভক্তদ্রোহ ও ভগবদ্-অবজ্ঞারূপ অপরাধ বর্ত্তমান ছিল বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও তাঁহার বহির্ম্মুখতা ঘুচে নাই। ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণগত-প্রাণ গোপ-গোপীগণকে নিন্দা করিয়া বলিয়াছিলেন,—

অহো শ্রীমদমাহাত্ম্যং গোপানাং
কাননৌকসাম্।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য যে চক্রুর্দ্দেবহেলনম্॥
বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনম্।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ম্॥

(শ্রীভাঃ ১০।২৫।৩,৫)

অহো, বন্য গোপগণের কিরূপ ধনগর্ব্ব-মাহাত্ম্য জন্মিয়াছে। তাহারা একটা মর্ত্ত্য কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া আমার যজ্ঞ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দেবাপরাধ করিয়াছে। ইহারা বাচাল, শিশুস্বভাব, পণ্ডিতাভিমানী, অবিনীত, অজ্ঞ, মনুষ্য কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া আমাকে অবহেলা করিয়াছে।

ইহার পর শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণাদি প্রভাব-দর্শনে ইন্দ্র যখন স্তব-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,—

মামৈশ্বর্য্য-শ্রীমদান্ধো দণ্ডপাণিং ন পশ্যতি।
তং ভ্রংশয়ামি সম্পদ্ভ্যো যস্য চেচ্ছাম্যনুগ্রহম্॥

(শ্রীভাঃ ১০।২৭।১৬)

ঐশ্বর্য্যমদান্ধ ব্যক্তি দণ্ডপাণি আমাকে দেখিতে পায় না। অতএব আমি যাহাকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করি, তাহাকে সকল সম্পদ্ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া থাকি।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে

শ্রীরূপানুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ও ব্যাসাবতার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন —

"দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলূক না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ - আদি, ৩।৮৫)

"বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে, ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥

* * *

বিষয়মদান্ধ সব এ মর্ম্ম না জানে।
সুত-ধন কুল মদে বৈষ্ণব না চিনে॥
(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য - ৯।২৪১,১৬।১৪৭)

তৃতীয়প্রকারের জিহ্বাদোষযুক্ত ব্যক্তি মিশ্রি মধুর-স্বাদযুক্ত সামগ্রী বলিয়া গ্রহণ করে, কিন্তু তিক্ত, অম্ল প্রভৃতি রস ভালবাসে বলিয়া মধুর-রসযুক্ত মিশ্রির প্রতি বিদ্বেষ করে—আমড়া, কামরাঙ্গা, কুল, কয়েৎবেল প্রভৃতিকে মিশ্রি হইতে অধিক আদর করে। ইহারা মিশ্রির মিষ্ট স্বাদ অস্বীকার না করিলেও অরুচিহেতু তৎপ্রতি দ্বেষ-পরায়ণ। কাল যবনাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, কালযবন শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব ও শ্রীবৎসচিহ্নিত চতুর্ভুজ, স্বরূপ ও গুণাবলীর বিষয় জানিয়াও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অরুচি ও জরাসন্ধাদির অসৎসঙ্গে রুচিহেতু শ্রীকৃষ্ণের বিদ্বেষী হইয়াছিল।

আর একপ্রকারের জিহ্বাদোষযুক্ত ব্যক্তি বিপরীত-ভাবাপন্ন অর্থাৎ তাহারা শ্বেতবর্ণকে বলে কৃষ্ণবর্ণ, মিষ্টকে বলে তিক্ত, এইরূপ। ইহারা জিহ্বাদোষযুক্ত হওয়ায় সুমধুর সিতোপলকেও তিক্ত বলিয়া গ্রহণ করে ও তজ্জন্য বিদ্বেষ করে। ইহাই চতুর্থ-প্রকারের অস্বচ্ছ-চিত্ত—বৈকৃত্যপ্রত্যয়-হেতু দ্বেষ-পরায়ণ অর্থাৎ মিশ্রি পরিপূর্ণ মধুর—সমগ্র মধুর—গাঢ় মধু, ইহা একান্ত সত্য হইলেও উহাকে বৈকৃত্য বা বিকৃত-তত্ত্বরূপে অর্থাৎ মাধুর্য্যগুণরহিতরূপে যাহারা দর্শন করে। চাণূর মুষ্টিকাদি মল্ল এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহা "মল্লানামশনিঃ"(শ্রীভাঃ ১০।৪৩,১৭) শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। কংস-রঙ্গভূমিতে চাণূরাদি মল্ল অতি সুকুমার, সুশীতল, সুমধুরাঙ্গ পরমানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকেও বজ্রকঠোররূপে দর্শন করিয়াছিল। "অতি-সুকুমারসুশীতলসুমধুরাঙ্গোঽপি স পর্ব্বতৈর্ম্মহা-বলবৎসন্তাপক কটুতরাঙ্গো বজ্র ইব মল্লৈর্দ্বেষ-দুর্ব্বিষঃকরণৈরনুভূতঃ পিত্তদূষিতারসনৈর্ম্মৎ-স্যাণ্ডকাপিণ্ড ইবাতিতিক্ত ইতি" (শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর)

এই চারিপ্রকার জিহ্বাদোষযুক্ত ব্যক্তি জিহ্বাদোষের ব্যবধানবশতঃ সুমধুর-স্বাদযুক্ত [illegible] বিভিন্নভাবে গ্রহণ করে অর্থাৎ [illegible] মিশ্রির প্রতি সকলের আদর দেখিয়া তৎপ্রতি অবজ্ঞা না করিলেও তাহার মধুর আস্বাদ নিজে গ্রহণ করে না, তৎপ্রতি উদাসীন থাকে, কেহ বা মিছরি আবার কি সুমিষ্ট দ্রব্য, এরূপ অহঙ্কারবশতঃ মিছরির স্বাদও গ্রহণ করে না, অধিকন্তু অবজ্ঞাও করে; কেহ বা মিছরিকে মধুর-রসযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিলেও অম্ল, কষায়, কটু প্রভৃতি রসের প্রতি প্রীতি-নিবন্ধন মধুর-রসযুক্ত মিশ্রির প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে, কেহ বা সেইরূপ পরিপূর্ণ মধুর বস্তুকেও তিক্ত বিচার করিয়া বিদ্বেষ করে।

এইপ্রকারে চতুর্ব্বিধ অস্বচ্ছচিত্ত ব্যক্তিই অর্থাৎ বিষয়াভিনিবিষ্ট কৃষ্ণবহির্ম্মুখ বিষয়ী, সাধারণ দেব মনুষ্যাদি ভগবদবজ্ঞাতা বহির্ম্মুখ, অরুচি-হেতু বিদ্বেষী ও বিপরীত-জ্ঞানহেতু বিদ্বেষী—এই চারিপ্রকার ব্যক্তি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণকে দেখিয়াও দেখিতে পায় না। তাহাদের এইরূপ ভগবৎ-স্বভাবের অনুভূতির অভাব সর্ব্বপ্রকারেই সম্ভব, কেননা, নির্ম্মল জ্ঞানভক্তির দ্বারা যে শুদ্ধা প্রীতি, তাহার অভাবে তাহাদের অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দময়ত্ব, পারমৈশ্বর্য্য ও পরম মাধুর্য্যময় লক্ষণ ভগবৎস্বভাবসমূহ গ্রহণ করিবার সামর্থ্য নাই।

শ্রীভগবান্—অসাধারণস্বরূপ, ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যময় তত্ত্ববিশেষ। সেই স্বরূপ—পরমানন্দময়, ঐশ্বর্য্য—অসমোর্দ্ধ, অনন্ত স্বাভাবিক প্রভুত্ব, মাধুর্য্য—অসমোর্দ্ধরূপে সর্ব্বমনোহর, স্বাভাবিক রূপ-গুণ লীলাদির সৌষ্ঠব। এইরূপ শ্রীভগবান্ শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণমুখে, আর ইচ্ছাময় স্বপ্রকাশ বস্তুরূপে এই প্রপঞ্চে আবির্ভূত হন। "নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥" প্রভৃতি শাস্ত্র-বাক্যই ইহার প্রমাণ। প্রকটলীলাকালে সাক্ষাদ্-দর্শন, আর অপ্রকটলীলায় স্মরণের মধ্যে তাঁহার দর্শন হয়। এইজন্যই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্মরণমুখে গাহিয়াছেন,—

অনুকূল হ'বে বিধি, সে পদে হইবে সিদ্ধি,
নিরখিব এ দুই নয়নে।
সে রূপমাধুরী-রাশি, প্রাণ কুবলয়-শশী,
প্রফুল্লিত হ'বে নিশি-দিনে॥
তুয়া অদর্শন-অহি, গরলে জারল দেহী,
চিরদিন তাপিত জীবন।

'হে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভো! তোমার বিচ্ছেদে আমার আত্মা জর্জ্জরিত হইতেছে, অদর্শন-বিষধর বিষ আমার সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়াছে। যদি ঘৃণিত দেহটা বিনষ্ট না হয়, তবে উহা বজ্র-অপেক্ষা কঠিন—পাষাণ অপেক্ষাও পাষাণ। তোমার শ্রীপাদপদ্ম-সেবার জন্য আমার কি একটুও আর্ত্তি হইবে না? আমি এতটা পাষাণ যে, চিত্তে একটুকুও জ্বালাবোধ নাই। অত্যন্ত গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখিলাম, আমি ছাড়া এই দুর্ব্বিষহ দেহভার আর কে বহন করিবে। এই পাঁচ সেরী বা দশ সেরী মুণ্ডটা দেহের উপর বহন করিতেছি, আর কতকাল এইভাবে দুর্ব্বিষহ বহির্ম্মুখ জীবন-ভার বহন করিব। তোমার কি কৃপা হইবে না?'—এইরূপ আত্মধিক্কার ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিচ্ছেদে হৃদয়ে বিরহ জ্বালার সুতীব্র অনুভূতি যাঁহার হয়, তাহা একমাত্র তাঁহারই হয়, ইহা লোক দেখাইবার নহে। সভা-সমিতি করিয়া মাতৃস্নেহ দেখান যায় না। প্রত্যেকের আদর্শ থাকিবে,—বিচ্ছেদগত ভজন। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"
প্রভু কহে, কহিলাম,—এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ জপ, ইথে বিধি নাহি আর॥

দীর্ঘস্বরে যে ডাক, যেমন 'হরে-এ-এ-এ,' তাহাই বিরহ-বিধুরতার ডাক। প্লুত-স্বরে আহ্বান করিতে হয়—কাকুর্বাদ-সহকারে দীর্ঘ প্লুতস্বরে অকিঞ্চন হইয়া বিচ্ছেদগত প্রীতি-দ্বারা স্মরণমুখে অপরাধশূন্য নির্ম্মল হৃদয়ে—দেহ দ্রবিণাদি ব্যবধানশূন্য সেবোন্মুখ জিহ্বায় আশ্রয়বিগ্রহ-সমাশ্লিষ্ট বিষয়বিগ্রহকে ডাকিতে হয়। এইরূপ কাতরভাবে ডাকিলেই আশ্রয় বিগ্রহের সহিত বিষয়বিগ্রহকে পাওয়া যায়—তাঁহার দর্শন লাভ হয়। এইরূপ আহ্বান প্রীতিভূমিকায় অবস্থিত। ইহাই জীবের সাধ্য। সাধনের পর সিদ্ধি। "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন"—এইরূপ সুদৃঢ় ও সুতীব্র অনুরাগের সহিত সেবোন্মুখ হইলেই সিদ্ধি লাভ হয়। অণুচেতন অণুচেতনের আশা মিটাইতে পারে না, গোষ্পদ গোষ্পদের আশা মিটাইতে পারে না।

বিভুচেতনের শক্তি অণুচেতনে সঞ্চারিত হইলে যে ধর্ম্ম বা স্বভাবের বিকাশ হয়, তাহার এত মাহাত্ম্য যে, তাহা বিভুচেতনকেও পাগল করিয়া তুলে, তাহাই প্রেম। তাহা শ্রীভগবান্ ও ভক্তের কৃপায় প্রকটিত হয়। উহাই শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে স্মরণ। সেব্যবস্তুর নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা যখন অনুরাগের সহিত স্মরণ হয়, তখনই তাঁহার দর্শন লাভ ঘটে। যাহারা অস্বচ্ছচিত্ত অর্থাৎ যাহাদের চিত্তের উপর অপরাধ বজ্রলেপের ন্যায় অবস্থান করিতেছে, তাহাদের হৃদয় কিছুতেই আর্দ্র হয় না, সুতরাং তাহারা কিরূপে সাক্ষাৎকার লাভ করিবে? আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে পারদাদি জাল দিবার সময় ব্যবহৃত আধার-পরিবেষ্টিত দুর্ভেদ্য প্রলেপকে 'বজ্রলেপ' বলে। (গো, মহিষ ও ছাগের শৃঙ্গ, গর্দ্দভ-রোম, মহিষের চর্ম্ম, গব্য ঘৃত এবং নিম্ব ও কপিত্থরসে কল্ক করিয়া মিশাইলে 'বজ্রতর'-নামে লেপ প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ যে সকল প্রলেপ বজ্রবৎ কঠিন হইয়া উঠে বা তদ্বৎ দৃঢ় সংলগ্ন থাকে, তাহাকে 'বজ্রলেপ' বলা যাইতে পারে।—বৃহৎসংহিতা, ৫৭ অঃ)

যেমন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"অপরাধফলে মম চিত্ত ভেল বজ্রসম, তুয়া নামে না লভে বিকার।" চিত্তে অপরাধরূপ বজ্রলেপ থাকিলে শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের প্রকট-লীলায় তাঁহাদের দর্শন ও সঙ্গ হয় না—তাঁহাদের প্রকটলীলায়ও চিত্ত বিচ্ছেদজনিত দুঃখে বিগলিত হয় না। শ্রীহরি গুরুবৈষ্ণবের প্রকট-কালে তাঁহাদের সঙ্গ না হইলে চিত্তের মধ্যে ভীষণাদপি ভীষণ অপরাধ বজ্রলেপের অস্তিত্ব বুঝিতে হইবে। একমাত্র স্বপ্রকাশ-শক্তির কৃপায় বিষয়াসক্তি দূর হইলে কৃপাবতার শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপায় অপরাধ-বজ্রলেপ বিদূরিত হইলে চিত্ত শুদ্ধ হয়। সেই শুদ্ধচিত্তে অপ্রাকৃত ভূমিকায় শ্রীরূপ ও শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের জন্য প্রাণের আকুতি আবেগ, আবেশ, অনুরাগ ও অভিনিবেশ উপস্থিত হইলে তখনই শ্রীধামবৃন্দাবন-দর্শন ও ধামেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্য বা চিদ্বিলাস দর্শনের সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

'শ্রীকৃষ্ণ' ও 'শ্রীকৃষ্ণনাম'—দুইটী পৃথগ্ বস্তু নহেন। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্য—এই পঞ্চধা বস্তুটী 'শ্রীনাম'। ভগবদ্বিগ্রহ শ্রীনামের অভ্যন্তরেই সকল (রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতি) বিরাজিত। গ্রহণকারীর পক্ষে পরস্পরের মধ্যে ('নাম' ও রূপের মধ্যে, 'নাম' ও গুণের মধ্যে, 'নাম' ও লীলার মধ্যে ইত্যাদি) বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য থাকিলেও বস্তুটী স্বতন্ত্র নহে অর্থাৎ 'নাম' হইতে 'রূপ,' 'নাম' হইতে গুণ, 'নাম' হইতে লীলা, কিংবা 'নাম' হইতে পরিকরবৈশিষ্ট্য ভিন্ন বস্তু নহেন। বিভিন্নভাবে প্রতীত ও বিভিন্ন-ভাবে গ্রাহ্য হইলেও রূপ, গুণ, লীলা, পরিকরবৈশিষ্ট্য—সকলই শ্রীনাম। জড়-জগতের বস্তুগুলির মধ্যে নাম ও নামীতে পার্থক্য লক্ষিত হয়, কিন্তু অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণনাম-সম্বন্ধে তাহা নহে।

শ্রেষ্ঠ সাধনপঞ্চক বিচার করিলে দেখা যায় যে, তন্মধ্যে 'শ্রীনামভজনই' সর্ব্বমূল ও সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হইতেছেন। শ্রীনাম-পরায়ণ বা শ্রীনামকীর্ত্তনকারী সাধুগণের সঙ্গ-ফলে শ্রীনামভজনে রুচি উদয় করাইবার উদ্দেশ্যেই 'সাধুসঙ্গে'র কথা বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের আদি, মধ্য ও অন্তে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের কথাই পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। মথুরাবাস অর্থাৎ শ্রীধামবাস-মূলেও শ্রীনামভজনের উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত আছে। নামাত্মক আত্মতায় বাস বা যে স্থানে সংকীর্ত্তনকারী সাধুগণের সমাগম হয়, সেই স্থানে বাসই 'শ্রীধামবাস।' ভগবন্নামাত্মক মন্ত্রের দ্বারাই এবং ভগবন্নামকীর্ত্তনমুখেই শ্রীমূর্ত্তির সেবা হয়। একমাত্র নামকীর্ত্তনেই সর্ব্বসিদ্ধি হয়। নাম সংকীর্ত্তন-যজ্ঞদ্বারাই সর্ব্বমঙ্গল সাধিত হয়। নাম-সংকীর্ত্তনের

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

মধ্যে নবধা ভক্তি সমস্তই আছেন। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন প্রভৃতি সমস্তই শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্তই সকলপ্রকার সাধনপ্রণালী—ইহাতে যাঁহার সুদৃঢ়া নিষ্ঠার উদয় হইয়াছে, তিনি জানেন,—'শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনই সাধনশিরোমণি, বিভিন্ন সাধন-প্রণালী শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনেরই অন্তর্ভুক্ত।'

বহু অঙ্গ সাধনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। যেখানে শাস্ত্র একাঙ্গ সাধনের কথা বলিয়াছেন, সেখানে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'ই লক্ষিত বস্তু। 'শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন'কে বাদ দিয়া 'মথুরা বাস','সাধুসঙ্গ' প্রভৃতি কোন অঙ্গই পরিপূর্ণ হয় না, কিন্তু যদি কেবল শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন করি তাহা হইলে তাহা-দ্বারা মথুরাবাসের ফল, সাধুসঙ্গের ফল, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবনের ফল ও ভাগবত-শ্রবণের ফল—সকলই লাভ হয়। নামভজনেই জীবের সর্ব্বসিদ্ধি। একাঙ্গ নামকীর্ত্তনের দ্বারাই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। "পাঁচের অল্পসঙ্গে"র যে কোন একটীতে শ্রীনাম সংকীর্ত্তনের কথা অন্তর্ভুক্ত আছে। শ্রীকৃষ্ণের বসতি-স্থান শ্রীধামবাসে শ্রীনাম সংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য নাই। সাধুসঙ্গে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কৃত্য নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় 'নাম-সংকীর্ত্তন', শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারা জীব অনর্থমুক্ত ও পরম প্রয়োজন-লাভের অধিকারী হন, মুক্তকুলেরও শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্ত্তন-ফলে জীব মুক্ত হন, শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন-ফলে জীব 'হরিসংকীর্ত্তন' করিতে শিক্ষা করেন। অর্চ্চনের দ্বারা (অর্চ্চনে যে নামাত্মক মন্ত্রের ব্যবস্থা আছে এবং মন্ত্র মধ্যে নামের সহিত যে চতুর্থ্যন্ত বিভক্তি প্রযুক্ত আছে, তদ্দ্বারা) জীব 'সংকীর্ত্তন' করিতে শিক্ষা লাভ করেন। যিনি মন্ত্র-উচ্চারণকারী, তিনি নিজকে শ্রীনামের পাদপদ্মে অর্পণ করেন। যেদিন তাঁহার মন্ত্রসিদ্ধি হয়, সেই দিন তাঁহার মুখে হরিনাম সম্পদা নৃত্য করিতে থাকেন।

সেবকের ধর্ম্ম সেবা করা। সেবকের সেবা গ্রহণ করা, না করা সেব্যের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। 'ভক্ত' শব্দের অন্যতম পদার্থে 'সেবক'-শব্দটী স্থিত। 'ভজ'-ধাতু সেবার্থে প্রযুক্ত হয়। পূজ্যকে যিনি পূজা করেন, তিনি 'ভক্ত', আর যিনি পূজা গ্রহণ করেন, তিনিই ভক্তের একমাত্র সেব্য—'ভগবান্'। ভগবান্‌কে যাঁহারা সেবা করেন, সেই সেবকগণও ভগবানের ন্যায়ই পূজ্য। পূজা দুইপ্রকার,—সেব্য-ভগবানের পূজা, সেবক-ভগবানের পূজা। সেব্য-ভগবানের পূজা অনেক সময় সেব্যের নিকট না-ও পৌঁছিতে পারে, কিন্তু সেবক-ভগবানের পূজার দ্বারা যে সেব্য-ভগবানের পূজা হয়, সেই পূজা অব্যর্থ—তাহা ভগবানের নিকট না পৌঁছিয়া থাকিতে পারে না, কারণ সেখানে সমস্ত ভার ভগবানের নিত্যসেবকগণ বহন করেন—তাঁহার নিত্য সেব্যের নিকট পৌঁছিয়া দেন।

ভগবদ্ভক্ত কেবল ভগবানের সেবা করেন না, যাঁহারা ভগবানের নিত্য সেবা করেন, ভগবদ্ভক্ত তাঁহাদেরও সেবা করেন। 'ভগবৎ'-শব্দে নাম-রূপ-গুণ-পরিকর লীলা লক্ষিত হয়। ভাগবতগণ ভগবান্ হইতে পৃথক্ পদার্থ নহেন। ভগবান্ পূর্ণ বস্তু—ভাগবতগণ তাঁহা ছাড়া নহেন।

— —

সাধনভক্তি-পর্য্যায়ে শ্রদ্ধাই মূল। ভাব-ভক্তি-পর্য্যায়ে রতি এবং প্রেমভক্তি-পর্য্যায়ে প্রীতি বা রসই মূল বিষয়। এখানে শ্রদ্ধার চিহ্নও পাওয়া যায় না। যেখানে কণ্ঠলগ্ন প্রেম, আমরা সেই দেশের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া নিগমকল্পতরুর গলিত-ফলের আস্বাদ পাইতেছি না। যাহারা মনে করে—গৌরসুন্দরের সেবা পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাকে জীবকোটির অন্তর্গত বিচার করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা হয়, শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য বুঝা যায়, সেরূপ চিন্ত্য ভেদাভেদবাদিগণ কখনই নিগমকল্পতরুর অপ্রাকৃত ফলের রসাস্বাদন করিতে পারে না।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর

২০শে মাঘ, ১৩৪৮ বাং

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে নয় দিবসকাল শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার পরিচালক-সমিতির সেবোদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও সংকীর্ত্তন-সেবাদীক্ষিতায় শ্রীধাম-নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রম করা হইবে। মহাশয়, কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলেও এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গের ন্যূনাধিক সাধন-ফললাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি-

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভা।

(১) শ্রীঅন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীমুরারিগুপ্তাঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীশ্রীনিবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয় ও চাঁদকাজীর সমাধি)—৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার।

(২) শ্রীসীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর) ১০ই ফাল্গুন ২২শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার।

(৩) শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, শ্রীসুরভিকুঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র দেপাড়া)—১১ই ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার।

(৪) শ্রীমধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা)—১৩ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার।

(৫) শ্রীকোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গদখালি, কোল ও চর, তেঘরিহট কোল, কোশ আমাদ, কোশের দহ)—১৩ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার।

(৬) শ্রীঋতুদ্বীপ (রাতুপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীস্থ শ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির)—১৪ই ফাল্গুন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার (একাদশীর উপবাস)

(৭) শ্রীজহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জান্নগর ১৫ই ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার

(৮) শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অকটিয়া বা একডাঙ্গা মাতাপুর)—১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার।

(৯) শ্রীরুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর ইদ্রাকপুর, গঞ্জের ডাঙ্গা)—১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ, রবিবার

১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ সোমবার শ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব ও **১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, মঙ্গলবার শ্রীগৌরপ্রকটপৌর্ণমাসী হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।**

☞ উৎসব উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ পরিব্রাজক দাসাধিকারী ভক্তিময়ূখ ভক্তিস্বামী প্রভু, শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির, পোঃ আঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

— —

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(*)::——

পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর আবির্ভাব উৎসব

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার অন্যতম শাখা পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ২১শে জানুয়ারী, বুধবার পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব-মহোৎসব পারকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি খণ্ড হইতে শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়াদেবীর সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবাহ-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। অতঃপর শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকান্তে 'গোস্বামী শ্রীরঘুনাথদাস'-গ্রন্থ পারায়ণ হয়।

মধ্যাহ্ন-ভোগারাত্রিকান্তে সমাগত শ্রোতৃ-বৃন্দকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে 'শ্রীসরস্বতী সংলাপ'-গ্রন্থ পাঠ হয়। সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ অনন্তনারায়ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী ১২শ বর্ষের নদীয়া-প্রকাশ হইতে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী' ও 'শ্রীসরস্বতীপূজা'-শীর্ষক প্রবন্ধ-দুইটী পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

— — —

পাটনামঠে বিশিষ্টজনের সমাগম

গত ২২শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার পাটনা হাইকোর্টের এ্যাসিষ্টেণ্ট এ্যাডভোকেট-জেনারেল শ্রীযুক্ত হরনন্দনী প্রসাদ সিংহ ও শ্রীযুক্ত মুরলীধর মহাস্তি ব্যারিষ্টার মহোদয়দ্বয় সন্ধ্যাকালে পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। মঠসেবকগণের নিকট হইতে হরিকথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা আনন্দিত ও উপকৃত হন। হরিকথা শ্রবণের পর তাঁহারা শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

— —

জাহান বাদে প্রচার

আচার্য্যবর্য্য শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্যকরী সেবক গত ১৬ই জানুয়ারী, বুধবার অপরাহ্ণে পাটনাস্থ অন্যতম মহকুমা জাহানাবাদ নামক স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারার্থ গমন করেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহারা তৎপর দিবস বৃহস্পতিবার কার্য্যকরী ব্যক্তির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত [illegible] প্রমুখ হইতে [illegible] 'আজকাল হরি' শ্রীবৈষ্ণবগণের [illegible] 'সনাতন শিক্ষা' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বন্দনা ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। পাঠে বহু শিক্ষিত ভদ্র ব্যক্তি ও ছাত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

১৭ই জানুয়ারী [illegible] জাহান বাদে পাঠান্তে উক্ত শ্রীযুক্ত শিবনন্দনবাবু [illegible] শ্রীচৈতন্য মঠাধ্যক্ষ হইতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷৷০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷৷০	১৷৷০	১৲
" " সিকি কলম	৪৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "
প্রতি সংখ্যা ৫৲, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

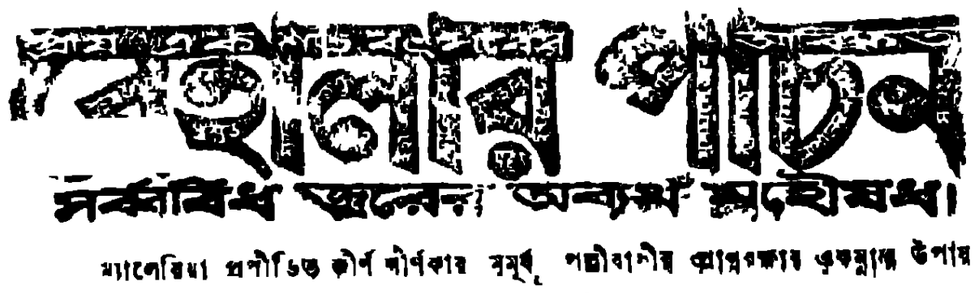

বিবিধ সংবাদ

বৃটেনের সমর-সম্ভার উৎপাদন

ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেস এক বিবৃতিতে 'মন্থরতা' সম্পর্কে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া রণসম্ভার উৎপাদন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তনের জন্য একটি সাব কমিটি গঠনের পরামর্শ দিয়াছে। সোভিয়েট ট্রেড ইউনিয়ান ডেলিগেশান কর্ত্তৃক বৃটেনের অস্ত্রোৎপাদন সম্পর্কে খোলা সমালোচনার পর এই বিবৃতি প্রকাশিত হয়, বিবৃতিতে বলা হয় যে, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জেনারেল কাউন্সিল মন্থরতা সম্পর্কে যে সব অভিযোগ শুনিতেছেন, তাহাতে অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। কারখানাগুলি পূর্ণোদ্যমে চালু রাখা হইতেছে না এবং সে দোষ শ্রমিকদের নহে, শ্রমিকেরাই অনেক স্থলে উৎপাদনের গতি বৃদ্ধির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। উন্নতি সাধনের জন্য সমগ্র সমস্যা ও উৎপাদন ব্যবস্থা বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করাই ট্রেড ইউনিয়নের অভিপ্রায়।

মালয়ে ভারতের প্রতিনিধিত্ব

গত ২৭শে জানুয়ারী ভারত গবর্ণমেণ্ট মালয়ে তাঁহাদের প্রতিনিধিত্বের জন্য নূতন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তাঁহাদের তথাকার ভূতপূর্ব্ব এজেণ্ট মিঃ এস দত্ত জাপ-আক্রমণের পূর্ব্বে পদত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্থানে মিঃ নজরাজ পিল্লাই অস্থায়ীভাবে কাজ করিতেছেন। কিন্তু জানা গিয়াছে যে, জাপানীরা কুয়ালালামপুর অধিকার করিবার পূর্ব্বে তিনি সেখান হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারেন নাই এবং তাহার পর তাঁহার সহিত সংযোগ প্রতিষ্ঠা করিতে পারা যায় নাই। এজেণ্ট পদের জন্য কয়েকজনের নাম বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

সংবাদপত্রের কাগজ আমদানী সম্পর্কে পরামর্শ

গত ২৮শে জানুয়ারী একটি প্রেস-নোটে প্রকাশ, আমদানী নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্ম্মচারীকে পরামর্শ প্রদানের জন্য সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধি লইয়া একটি কমিটী গঠনের জন্য নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্মেলনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী ভারত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করায় সংবাদপত্র মুদ্রণোপযোগী কাগজ আমদানী সম্পর্কিত ব্যাপারে চিফ্ কণ্ট্রোলারকে পরামর্শ প্রদানের জন্য একটী ছোট এডভাইসরী কমিটী নিয়োগ করা হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন।

যখনই প্রয়োজন হইবে, তখনই কমিটীর সভা আহ্বান করা হইবে, তবে তিন মাসের মধ্যে একবারের কম হইবে না।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনের যে কার্য্যতালিকা প্রণয়ন করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, এই অধিবেশনে বাজেট আলোচনা ছাড়া কতকগুলি বিলের আলোচনাও হইবে। বঙ্গীয় ফাইন্যান্স সংশোধন বিল নামে একটি বিল এই অধিবেশনে উত্থাপিত ও সিলেক্ট কমিটীতে প্রেরিত করার প্রস্তাব এবং কলিকাতা ও সহরতলী পুলিশ (সংশোধন) বিল, বঙ্গীয় দালাল বিল ও বঙ্গীয় পত্তনীতালুক নিয়ন্ত্রণ সংশোধন বিলের আলোচনা ও পরিষদে ঐগুলি গ্রহণ করার প্রস্তাব কার্য্য তালিকায় স্থান পাইয়াছে।

বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বিল এবং বঙ্গীয় পল্লী প্রাথমিক শিক্ষা সংশোধন বিল দুইটিও এই অধিবেশনেই উত্থাপন করিয়া পাশ করার প্রস্তাব কার্য্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান কার্য্যতালিকা অনুযায়ী পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশন ৬ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত চলিবে বলিয়া মনে হয়।

প্যাসেঞ্জার ট্রেণ চলাচল হ্রাস

গত ২৭শে জানুয়ারী যাহাতে যুদ্ধ সম্পর্কিত কার্য্যলিপ্ত ট্রেনসমূহ দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক চাহিদা মিটাইবার অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি অব্যাহত গতিতে দেশের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে শীঘ্রই ভারতীয় রেলওয়ে মুদ্রের পক্ষ হইতে "ট্রেনে কম যাতায়াত করা চাই" এই মর্ম্মে প্রচার আরম্ভ করা হইবে। ইহার অপর কারণ এই যে, ভবিষ্যতে প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলাচল আরও হ্রাস করার প্রয়োজন হইতে পারে এবং এই অবস্থার জন্য জনসাধারণকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

জাপ কনভয়ের ক্ষতি

গত ২৮শে জানুয়ারী মার্কিণ এবং ডাচ নৌবাহিনী কর্ত্তৃক মাকাসার প্রণালীতে জাপানী কনভয়ের ক্ষতিসাধন সম্পর্কে লণ্ডনে কর্ত্তৃপক্ষ মহলে ধারণা করা হইতেছে যে, জাপানীদের ৯খানি সৈন্যবাহী জাহাজ ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বিমান হইতে ক্রুজারের উপর ৫।৬বার আঘাত হানা হইয়াছে এবং ডেষ্ট্রয়ারের উপরও ৩বার সরাসরি আঘাত লাগিয়াছে। একখানি মার্কিণ সাবমেরিণ জাপানীদের একখানি বড় ক্রুজার বা বিমানবাহী জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে বলিয়া দাবী করিয়াছে। বৃটিশ নৌবাহিনী মার্কিণ ও ডাচ নৌবাহিনীকে তাহাদের সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানাইয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সত্তার কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত টীকাসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে।

ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ৫ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫; ২৩শে মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ৬ই ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, শুক্রবার { ২৭০-৭১তম সংখ্যা

শ্রীসরস্বতীপূজা বা শ্রীব্যাসপূজা

আজ চতুর্দ্দশ-লোকপাবনী মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথি—আমাদের 'শ্রীশ্রীসরস্বতী-পূজা'-তিথি। এই পূজাকে আমরা 'শ্রীব্যাস-পূজা'ও বলি। আম্নায়-পথের পথিক-গণ ইহাকে শ্রীব্যাস-গৌর, শ্রীনিত্যানন্দ-গৌর, শ্রীঅদ্বৈত-গৌর, শ্রীগদাধর-গৌর, শ্রীস্বরূপ-গৌর, শ্রীসনাতন-গৌর, শ্রীরূপ-গৌর, শ্রীরঘুনাথ-গৌর, শ্রীশ্রীজীব-গৌর, শ্রীকৃষ্ণদাস-গৌর, শ্রীনরোত্তম-গৌর, শ্রীবিশ্ব-নাথ-গৌর, শ্রীবলদেব-গৌর, শ্রীজগন্নাথ-গৌর, শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর, শ্রীগৌরকিশোর-গৌর ও শ্রীবাণী-গৌরের পূজা বলিয়া থাকেন। ইহাকে শ্রীরূপানুগগণ শ্রীগোপীজনবল্লভের সেবাও বলেন; কারণ, শ্রীরূপানুগগণ গৌড়ীয়-গুরুবর্গকে 'গোপী' বিচার করেন। সেই গৌড়ীয়গণের সেব্যের নামই শ্রীগোপীনাথ, শ্রীগোপীজনবল্লভ বা শ্রীব্যাসবল্লভ।

'ঋষিকুল-প্রমথসঙ্ঘোপাস্যা' পরবিদ্যার আশ্রিতগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগত হইয়া শ্রীগুরুবল্লভের সেবা করেন—শ্রীব্যাসাশ্রিত হইয়া শ্রীব্যাসবল্লভের সেবা করেন; এইজন্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ যাবতীয় শ্রীসংকীর্ত্তন-রাসস্থলী মঠায়তনের নামের সহিত শ্রীব্যাসাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের নাম সংযোগ করিয়াছেন, তাই আমরা 'শ্রীরূপ-গৌড়ীয়', 'শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়', 'শ্রীব্যাস-গৌড়ীয়', 'শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়' প্রভৃতি নাম শ্রবণ করিতে পাই। হ্লাদিনী-সার-সমবেত সচ্চিদ্ভক্ত শ্রীগুরুপাদ-পদ্মকে কৃষ্ণ হইতে বিয়োগ অথবা কৃষ্ণকে গুরুত্ব হইতে বিয়োগ করিলে 'গুরুপূজা' বা 'ব্যাসপূজা' হয় না—গোপীজনবল্লভের পূজা হয় না।

'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ'—এইস্থানে 'মাং'-শব্দের অর্থ শ্রীল প্রভুপাদ 'অনুভাষ্যে' 'মদীয়-শ্রেষ্ঠং' লিখিয়াছেন। কৃষ্ণ বলিতে-ছেন,—'আচার্য্যকে মৎস্বরূপ জানিবে, আমিই আচার্য্য।' "গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥"—এই-স্থানে শ্রীগুরুদেব বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণ নহেন, হ্লাদিনীর ভোক্তা কৃষ্ণ নহেন, গোপীনাথ কৃষ্ণ নহেন, কিন্তু তিনি গোপী, তিনি আশ্রয়বিগ্রহ—সেবক-কৃষ্ণ। কৃষ্ণ—গুরুবল্লভ—গোপী-বল্লভ। গুরু—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। যাঁহাতে কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠত্ব-লক্ষণ নাই অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ সেবক নহেন, যিনি স্বয়ংই সম্ভোক্তা, তাঁহাতে গুরুত্ব নাই, তাহা—মায়া। আবার যে কৃষ্ণ গুরুবল্লভ বা ব্যাস-বল্লভ নহেন, তাহাও মায়া, কৃষ্ণ নহেন।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু—জীবের শেষ গতি। সেই সিন্ধু যিনি প্রকট করেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বা ব্যাসাভিন্ন শ্রীরূপ। জীবের যাহা চরম গতি, সেই ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর সঙ্গে যিনি জীবকে সম্মিলিত করাইয়া থাকেন, তিনিই জীবের প্রভু—গুরুদেব। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর 'দুর্গমসঙ্গমনী' নির্ম্মাণ করিয়াছেন। 'দুর্গমসঙ্গমনী'-অর্থে—দুস্তর সাগরের সেতু বা দুর্লঙ্ঘ্য-সম্মিলনী। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম শ্রীভক্তিরসামৃতাসিন্ধু বা স্বয়ম্ভেদের স্বতন্ত্র দান করেন, এজন্য গুরুবাদী, গুরুভজা, কর্ত্তাভজা, একজগদ্‌গুরুবাদী ও একল-কৃষ্ণবাদিগণের বিচার হইতে শ্রীব্যাস-বল্লভের উপাসক গৌড়ীয়গণের বিচারধারা সম্পূর্ণ পৃথক্। শ্রীভক্তিবিনোদ গৌরবাণী-ধারায় ব্যাসবল্লভ কৃষ্ণের উপাসনা হয়। সেই ব্যাসবল্লভের চিচ্ছক্তিবিলাস বা ভক্তিবিনোদ জগতে প্রকটনই ব্যাস পূজার তাৎপর্য্য। শ্রীব্যাসদেব—চিচ্ছক্তির প্রকাশ। গৌরব দৃষ্টিতে শ্রীব্যাসই শ্রীনিত্যা-নন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম, আর মধুর-রতিতে অভিন্ন-শ্রীবার্ষভানবী।

মাধ্বগণ শ্রীব্যাসকে বিষয়-বিগ্রহ বিচার করেন,—

"কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি
নারায়ণং প্রভুম্"

(বিষ্ণুপুরাণ, ৩য় অঃ—পরাশর-বাক্য)

কিন্তু গৌড়ীয়গণ শ্রীব্যাসকে আশ্রয়বিগ্রহ বিচার করেন,—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

শ্রীব্যাসদেব চিচ্ছক্তির প্রকাশ, তিনি বৈয়াসকি-সঙ্ঘের ঈশ্বর। 'ঋষিকুলপ্রমথসঙ্ঘ' যে স্থানে অবস্থিত, তথায় সঙ্ঘেশ্বরেরও অবস্থান অবশ্যম্ভাবী। 'সঙ্ঘ'—এই নামটি আছে, অথচ তাহার ঈশ্বর বা নিয়ামক নাই, যূথ আছে, অথচ যূথেশ্বর নাই কিংবা তাহা নির্ব্বিশেষ বা রূপক-ধারণামাত্র,—এই বিচার মায়া-প্রসূত। যূথেশ্বর যূথাশ্রিত-গণকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত করাইয়া থাকেন। যূথাশ্রিতগণের মধ্যে পরস্পরের আশ্রয়-বশ্যতা দর্শনে যূথাধিপের সুখোৎপাদন হয়। "প্রীতি বিষয়ানন্দ তদাশ্রয়ানন্দ"—ইহাই চিচ্ছক্তিবিলাস বা ভক্তির বিনোদ।

শ্রীব্যাসরূপ-দর্শনে তটস্থ জীবদর্শন নাই; তাহাতে আছে—বিষয়াশ্রয় সমান্বিষ্ট অবয়-জ্ঞানের সুখদর্শন—ইহাই শিষ্যের দর্শন। বৈয়াসকি মাধ্ব-গৌড়ীয়গণ শ্রীব্যাসের সেই পদনখশোভা দর্শন করেন—যাঁহার অতুল্য সেবা-শোভায় ব্যাসবল্লভ কৃষ্ণ আকৃষ্ট। কৃষ্ণের পদনখ-শোভায় শ্রীব্যাস আকৃষ্ট ও শ্রীব্যাসের সেবা-শোভায় শ্রীকৃষ্ণ আকৃষ্ট। পরবিদ্যার মূর্ত্তিই শ্রীব্যাসদেব, তিনি স্বাধকূলপ্রমথসঙ্ঘের উপাস্য—সঙ্ঘেশ্বর শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্ম।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের আর একটী নাম—'কৃষ্ণ', অর্থাৎ কৃষ্ণদয়িত কৃষ্ণের নাম—ব্যাস-দেব। শ্রীব্যাসের স্বরূপ—শ্রীস্বরূপ-দামোদর, আর শ্রীব্যাসের রূপ—শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু শ্রীব্যাসদেব স্বরূপশক্তিমানের চিদ্বিলাসের বৈভব-প্রদর্শনকারী। যিনি শ্রীচৈতন্যসরস্বতী, তিনিই শ্রীব্যাস। সারস্বত তীর্থের যাত্রিগণ অকিঞ্চনতা-পাথেয় লইয়া সরস্বতী-নৃসিংহ, সরস্বতী-রাঘব, সরস্বতী-বাদর, সরস্বতী-গৌরহরির শ্রীসংকীর্ত্তন-রাসস্থলীতে অভিসার করিয়া থাকেন। চিচ্ছক্তিবিলাসে প্রতিষ্ঠিত হওয়াকেই 'অকিঞ্চনতা' বলে। 'শ্রীব্যাস' শব্দ বা সরস্বতীরূপে শ্রীকৃষ্ণপদনখশোভা প্রদর্শন করেন। শ্রুতি স্মৃতি সূত্র-সংহিতা-পুরাণ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতিতে শ্রীনাম প্রভুরই বিলাস প্রকটিত। শ্রীব্যাসদেব ঐসকল বহুরূপে শ্রীনামেরই রাস করাইতেছেন এবং

সেই শ্রীসংকীর্ত্তন-রাসে যোগদান করিবার জন্য আপামর সকলকে আহ্বান করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-ব্যাসাশ্রিতগণ বহু ভাগ্য-ফলে 'শ্রীনবদ্বীপায়ন-গৌড়ীয়' হইতে পারেন। শ্রীনবদ্বীপায়ন-গৌড়ীয়গণ একায়ন-মঠায়তনের 'অন্তেবাসী' হইয়া মাঘী কৃষ্ণপঞ্চমীতে শ্রীশ্রীসরস্বতী-পূজার অধিকার প্রাপ্ত হন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অষ্টপঞ্চাশদ্-বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-বাসরে মাদ্রাজ হইতে প্রেরিত 'অভিভাষণে' এই কথারই ইঙ্গিত প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন,—"স্নেহবিগ্রহের স্বান্ত—যাহা স্বানন্ত-শব্দে অন্তর্হিত, সেই শ্রীমান্ অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী পরবিদ্যাভূষণের চেষ্টায় কৃষ্ণনগরে উদ্ভাবিত শ্রীএকায়নমঠ কুটীচক ও বহূদক অবস্থা অতিক্রম করিয়া হংসক্ষেত্রে পারমহংসী-সংহিতার নিত্যলীলাক্ষেত্র স্থাপন-মুখে সম্বিদ্ভাণ্ডার-স্থাপনকল্পে নিত্য একায়ন-মঠোদ্ভাবন সংঘটিত হইয়াছে।

• • শ্রীব্যাস-বিচারে বহ্বয়ন-শাখা-প্রতিষ্ঠিত বেদ-চতুষ্টয়ের বিভাগ ও তত্তদ্বৈশিষ্ট্য জড়জগতে আনীত হইয়া প্রেমাভাব সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাতে অহঙ্কারী, ত্রিগুণ-তাড়িত কর্ম্মিসম্প্রদায়ের তাণ্ডবনৃত্য শ্রীমদ্ভাগবতের নৈষ্কর্ম্ম্য-বিচার উহাকে একায়ন ভক্তিপথেই চালাইয়া দিয়াছে। অজ্ঞানগণের জ্ঞানগরিমার ও শ্রীসনাতন-শ্রীরূপপুষ্ট শ্রীজীবের পরম বিমল ভাগবত-সন্দর্ভের সেবা-বিভাগে ভজননিপুণগণের আনুকূল্য-বিচারে একায়নত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।'

অতএব একায়ন-মঠায়তন পারমহংসী সংহিতার নিত্যলীলাক্ষেত্র ও স্বানন্ত-সম্বিদের ভাণ্ডার। এই স্বানন্ত-সম্বিদ্বিগ্রহই শ্রীব্যাস-বল্লভ বা শব্দাবতাররূপে শ্রীগোকুল মহোৎসব 'শ্রীনাম'। সেই সম্বিদ্বিগ্রহের ভাণ্ডার বা মঞ্জুষাই—'বৈষ্ণবমঞ্জুষা।' বৈষ্ণবের হৃদয়-ভাণ্ডাররূপ গোলোকাধারে স্বানন্ত-সমাশ্লিষ্ট বা আশ্রয়বিগ্রহ-সমাশ্লিষ্ট বিষয়বিগ্রহ ব্যাস-বল্লভ শব্দব্রহ্ম বিরাজিত। আশ্রয়সমাশ্লিষ্ট শব্দব্রহ্মরূপী বিষয়বিগ্রহের বিশ্রাম-স্থলই বৈষ্ণবহৃদয় বা বৈষ্ণব-মঞ্জুষা। তাহাকে পারমহংসী-সংহিতার নিত্যলীলাক্ষেত্র ও স্বানন্ত-সম্বিদের নিত্য একায়ন-মঠায়তন বলা হইয়াছে। শ্রীনবদ্বীপায়ন-গৌড়ীয়গণ এই একায়ন মঠায়তনে অবস্থান করিয়া পারমহংসী সংহিতার 'অনন্তগোপাল-তথ্যে' যে বৈষ্ণব-মঞ্জুষার সেবার সূচনা হইয়াছে, সেই সেবা 'অনন্ত-বাসুদেব-দাস্যে' অনুসরণ করিয়া শ্রীশ্রীসরস্বতীর পূজা করিবেন। "অনন্ত-বাসুদেব-দাস্যে থাকিয়া ত' সদা লহ নাম" —ইহাই সরস্বতী-পতি বা বিদ্যাবধূজীবনের সেবা। এই শ্রীসরস্বতীর মনোঽভীষ্ট পরি-পূরণ-সেবাই প্রকৃত সরস্বতী-পূজা। ইহাকে আমরা বিভিন্ন ভাষায় কখনও শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের পূজা, কখনও বাদরায়ণের পূজা, কখনও ব্যাসপূজা, কখনও পারমহংসী-সংহিতার পূজা, কখনও, শ্রীসরস্বতী-পূজা কখনও শ্রীগোপীজনবল্লভের পূজা বা কখনও শ্রীব্যাসবল্লভের পূজা বলিয়া থাকি।

একায়নপন্থিগণের সমস্তই সৃষ্টিছাড়া, তাই তাঁহাদের সরস্বতী-পূজাও সৃষ্টিছাড়া। বহ্বয়নশাখিগণ মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে সরস্বতী-পূজার অভিনয় করেন; কিন্তু একায়নপন্থি গৌড়ীয়গণ কৃষ্ণা পঞ্চমীতে শ্রীশ্রীসরস্বতী-পূজা করিয়া থাকেন। একায়নপন্থিগণ যে সরস্বতীর পূজা করেন, সেই সরস্বতী পর-তত্ত্বেরই বৈভবাবতার শ্রীনৃসিংহের বদন-বিলাসিনী, সর্ব্বদাই তাঁহার সম্মুখে অবস্থিতা—তাঁহার সহিত আলিঙ্গিতা—সমাশ্লিষ্টা; কিন্তু এই জগতের বহ্বয়নশাখিগণ যে সরস্বতীর পূজা করেন, সেই সরস্বতী বলেন,—

আমি যাঁর পাদপদ্মে নিরন্তর দাসী।
সম্মুখ হইতে আপনারে লজ্জা বাসি॥
(চৈঃ ভাঃ - আদি ১৩।১৩০)

শ্রীব্যাসদেব মৎস্যপুরাণে জানাইয়াছেন যে, সরস্বতী প্রভৃতি দেবতার মহিমা সংকীর্ণ অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোমিশ্র-শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয়—"সংকীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাঞ্চ নিগদ্যতে।" (তত্ত্বসন্দর্ভ ১৭ সংখ্যা-ধৃত মৎস্যপুরাণ-বাক্য)

'সরস্বতী'-শব্দের দ্বারা উপলক্ষণে নানা-প্রকার সাধারণ দেবতার উল্লেখ করিয়া শ্রীব্যাসদেব সরস্বতীকেও অন্যান্য দেবতার সহিত সমশ্রেণীস্থ করিয়াছেন। এই সরস্বতী কৃষ্ণপাদপদ্মের অপাশ্রিতা অপরাবিদ্যাদায়িনী—যে বিদ্যা জীবকে 'ভাল আমি' করিবার পরিবর্ত্তে 'বড় আমি' অর্থাৎ আমি বিদ্যার, পাণ্ডিত্যের কর্ত্তা বা ভোক্তা—এইরূপ রজস্তমোধর্ম্মে বিক্ষিপ্ত করিয়া থাকে। শ্রীব্যাসদেব তাঁহার সমাধিতে এই মায়ারূপিণী ছায়া-সরস্বতীকেই পূর্ণ পুরুষ কৃষ্ণের অপাশ্রিতভাবে অবস্থিতা দর্শন করিয়াছিলেন। এই যে সরস্বতীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সরস্বতীপতি শ্রীগৌরসুন্দরকে জয় করিবার দুরাশা পোষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীসূতগোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্ত্তনের প্রারম্ভে শ্রীব্যাসবল্লভ ও শ্রীব্যাসের সহিত যে সরস্বতীর বন্দনা করিয়াছেন বা শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের 'ভাবার্থ-দীপিকা'র মঙ্গলাচরণে বৈভবাবতারের বদনবিলাসিনীরূপে যে সরস্বতীর পূজা করিয়া-ছেন, সেই সরস্বতীই কৃষ্ণবল্লভা। সৃষ্টিছাড়া না হইতে পারিলে এই সরস্বতীর পূজা হয় না।

মাঘী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে শ্রীগৌর-নারায়ণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর পাদপদ্মে নবদ্বীপায়ন-গৌড়ীয়গণ এই সরস্বতীর পূজা করিয়া থাকেন। আর মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী-তিথিতে শ্রীভক্তিবিনোদ পাদপদ্মৈকায়ন-পন্থিগণ শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী-পূজায় গোকুল-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন।

শ্রীসরস্বতী বৈভবাবতার শ্রীনৃসিংহের বদনে বিলাস করেন। শ্রীসরস্বতীর সহিত বৈভবের অচ্ছেদ্য সমাশ্লেষ আছে। শ্রীসরস্বতীর কার্য্যই বিস্তার—শব্দব্রহ্মের প্রচার—গোকুলমহোৎসবের প্রসার—অচ্যুত-গোত্রের বর্দ্ধন—সঙ্ঘ বা যূথের বৈভব-প্রকটন। তাই শ্রীসরস্বতী বৈভবাবতারের স্বরূপশক্তিরূপিণী।

"সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁ'র হিয়া
বিনোদের সেই সে বৈভব।"

শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিজ বল্লভের বৈভব বিস্তার করেন, গুরুর বৈভব প্রকাশ করেন, নামের সেবক বৃদ্ধি করেন, একায়ন বা ভক্তিপথের বিঘ্নসমূহ বিনাশ করিয়া শব্দব্রহ্মের বিভুতা প্রকট করেন, শব্দব্রহ্মের সেবকের গোত্র বর্দ্ধন করেন। সঙ্ঘকে পোষণ ও পালন করেন বলিয়াই তিনি মাতা।

অকিঞ্চনা ভক্তির বিলাসে প্রতিষ্ঠিত করাইবার জন্য প্রতি বর্ষে মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী-তিথিতে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী-পূজা জগতে অবতীর্ণা হন। এই শ্রীসরস্বতী-পূজার সঙ্কল্প এই যে,—প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপ-রোক্ষের বিলাস ও বিলাসরাহিত্য—উভয়কেই আমরা শব্দ-শক্তি-সঞ্চারিত হইয়া সুদৃঢ়-ভাবে পরিত্যাগ করিব। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষবাদে যে একায়ন-পন্থা, তাহার মূলে সম্ভোগবাদ নিহিত রহিয়াছে। আর প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষবাদে যে বহ্বয়ন-শাখা, তাহাতে ত্যাগবাদ বা নির্ব্বিশেষ মত নিহিত রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী-পূজার পূজারিগণ সম্ভোগবাদ, আধ্যক্ষিকতার ত্যাগবাদ বা নির্ব্বিশেষ মতের কোনটীকেই ভজনা করেন না। তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর লহরী-প্রকটনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্য সেবক। শ্রীগুরু-দেব সেই লহরীর উচ্ছ্বাসের একটী বিন্দু বিতরণের জন্য ঋষিকুলশ্রমণ সঙ্ঘকে আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাদের পূজা কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করেন।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা এই শ্রীব্যাসপূজার তিথি, আর প্রত্যেক ব্যাসাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব-তিথিই—সেই শ্রীব্যাসপূজার বাসর। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জগদ্গুরুর লীলা প্রকটন করিবার জন্য এই শ্রীব্যাসপূজা শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি স্বয়ং বিষয়বিগ্রহ ভগবান্ ও সমগ্র বিষ্ণুতত্ত্বের মূল হইয়াও জগদ্গুরু যে স্বয়ং সম্ভোক্তা নহেন, গুরুত্ব হইতে কৃষ্ণত্ব বা মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বকে অর্থাৎ সেবক-ভগবত্ত্বকে বিয়োগ করিলে যে জগদ্গুরুত্ব থাকে না,—ইহা শিক্ষা দিবার জন্য শব্দব্রহ্ম বা শ্রীনামপ্রভুর রাসস্থলী শ্রীগৌর সরস্বতীর বিনোদনক্ষেত্র শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে অর্থাৎ ব্যাস বল্লভের শ্রীপাদপদ্মে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠান করিবার লীলা প্রকট করিয়াছিলেন।

শ্রীব্যাসদেবকে শ্রীমদ্ভাগবত 'কৃপণ-বৎসল' বলিয়াছেন। আমরা কৃপণ, শূদ্র, তাই শ্রীব্যাসের পরমহংসত্ব ও আচার্য্যত্ব দর্শন করিতে কুণ্ঠিত হই। আমরা নিজে শূদ্র, ক্ষুদ্র, মর্ত্ত্য, তাই বৈষ্ণব ঠাকুরকে তদ্রূপ মনে করি। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পুনঃ পুনঃ যাঁহাকে 'বৈষ্ণব ঠাকুর' বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব, আচার্য্য বা ব্যাস। প্রাকৃত দৃষ্টিতে পরমহংসকে 'শূদ্র' মনে হয়, বিভুবস্তু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে 'ক্ষুদ্র' বা 'অণু' মনে হয়। বস্তুতঃ বৈষ্ণব ঠাকুর জীব নহেন—ক্ষুদ্র নহেন; তিনি বিভু। তাই তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—"ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।" তিনি চিচ্ছক্ত্যাশ্রিতের নিজ-প্রভু।

সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জগদ্গুরু-লীলা প্রকট করিয়া শ্রীব্যাসপূজাকালে শ্রীগৌর-সুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে যে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন এবং তজ্জন্য যে-সকল অনবদ্য কুসুম-রাজি তিনি বা তাঁহার বৈভবগণ তাঁহাদের ডালির মধ্যে চয়ন করেন, সে-সকল পুষ্পের অন্যতমরূপে শ্রীনিত্যানন্দের বা তাঁহার বৈভব-বৃন্দের সাজির মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য অকপট আর্ত্তিই শ্রীসরস্বতীপূজার আরতি।

অতএব সেই শ্রীসরস্বতী-পূজার মূল-পূজারীর অনবদ্য কুসুমসম্ভার হইতে না পারিলেও অন্ততঃ দূরস্থিত মন্দিরে প্রবেশের অনধিকারী, অশুচি, অজ্ঞান বালকের মতও যদি সেই পূজার কাঁসর-ঘণ্টা বাজাইবার অধিকারটুকু পাইতে পারি, যদি 'বড় আমি'-অভিমানে অভিমানী হইবার পরিবর্ত্তে 'ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র আমি', 'পূজকসঙ্ঘের সেবকানুসেবক আমি', 'অযোগ্যতম আমি',—অন্তরে অন্তরে এতদ্রূপ অকপট দৈন্য ও আর্ত্তি লইয়া পূজা-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে পারি, তবুও কোন-না-কোন দিন শ্রীশ্রীসরস্বতীর কৃপাকটাক্ষে পতিত হইতে পারিব। শ্রীসরস্বতী-পূজার মূল-পূজারী শ্রীল আচার্য্যদেব যে শ্রীসংকীর্ত্তনের দ্বারা অভীষ্টদেবের পূজা করিতেছেন, যেন সেই সংকীর্ত্তনের এককণা সহযোগিতা করিবার চিত্তবৃত্তিটুকু জন্মে জন্মে অকপটে হৃদয়ে পোষণ করিতে পারি।

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবাবিমুখ আমি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে সর্ব্বাত্ম নিবেদন করিতে বড়ই ব্যথা অনুভব করি, কেন-না, আমার স্বরূপ-উপলব্ধি হয় নাই। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী-পূজার প্রকৃত মূল পূজারী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বিরূপগ্রস্ত জীবের তাৎকালিক সুখ-দুঃখে নির্ম্মম হইয়া আমার স্বরূপের প্রকৃত সুখ শ্রীব্যাসবল্লভের ইন্দ্রিয়সুখকেই সর্ব্বোপরি স্থান প্রদান করেন। তাই পুনরায় এই মূল পূজারীর শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা নৈসর্গিক বিমুখতা নিবন্ধন যদিও শ্রীব্যাসবল্লভের শ্রীপাদ পদ্মের অঞ্জলির কুসুমপরাগত্ব প্রকটন-প্রযত্নে আমি নিতান্ত অনিচ্ছুক, তথাপি হে অহৈতুক দয়ার সাগর, পরদুঃখদুঃখী, সংকীর্ত্তনযজ্ঞের পুরোহিতপ্রবর! আপনি কৃপাদৃষ্টি-সম্পাতে আমার চিত্তের সর্ব্বপ্রকার মলিনতা বিধৌত করিয়া আমাকে আপনার আরাধ্য দেবতার শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করুন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীব্যাসপূজা

——::(•)::——

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটলীলা পঞ্চাশদ্‌বর্ষ পূর্ণ হইলে কলিকাতায় ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন-রোডে তদানীন্তন অবস্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রথম শ্রীব্যাসপূজার প্রবর্ত্তন হয়। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব প্রথমে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট নিবেদন জানান যে,—প্রাকৃত প্রজাগণ রাজার পঞ্চাশত্তম জন্মতিথিতে বা রাজত্বের পঞ্চাশবর্ষ পূর্ণ কিংবা পঞ্চান্ন বা ষাট বর্ষ পূর্ণ হইলে যথাক্রমে 'সিলভার জুবিলি' 'গোল্ড জুবিলি', ও 'ডায়মণ্ড জুবিলি' প্রভৃতি উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ শুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবজগতের সার্ব্বভৌম-সম্রাট্; তাঁহার অনুগত-সম্প্রদায় শ্রীল প্রভুপাদের পূর্ণ পঞ্চাশদ্‌বর্ষকাল ভুবনমঙ্গলময়ী প্রকটলীলার আরতি ও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম পূজা করিয়া জগতে শ্রীগুরুপূজার শ্রেষ্ঠত্ব আচার ও প্রচার করিতে চাহেন।'

শ্রীল আচার্য্যদেবের এইরূপ সুসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবকে বিশেষ আশীর্ব্বাদ করেন। তখন কেহ কেহ উক্ত উৎসবের নাম ইংরেজী ও আধুনিক প্রাকৃত অনুষ্ঠানের নামের অনুকরণে 'রৌপ্য-জয়ন্তী' প্রভৃতি প্রদান করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ধৃত "ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিগণের গুরুপূজা 'শ্রীব্যাসপূজা'-নামে কথিত", এই কথা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে জ্ঞাপন করিলে অদ্বিতীয় সম্প্রদায়বৈভববিজ্ঞানগুরু শ্রীল প্রভুপাদ ঐ নামই পারমার্থিকগণের বিশেষ উপযুক্ত বলিয়া জানাইয়া শ্রীল আচার্য্যদেবকে কোটিকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করেন। সে বৎসরের শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের পক্ষ হইতে যে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদত্ত হয়, তাহার রচয়িতাও স্বয়ং শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব। ঐ পুষ্পাঞ্জলিতে শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটলীলা হইতে পূর্ণ পঞ্চাশদ্‌-বর্ষকালের একটী শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তগর্ভ সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইয়াছে।

আমরা স্বকর্ণে বহুবার শুনিয়াছি ও প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি যে, শ্রীল আচার্য্যদেবকে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার লিখিত বাক্যসমূহকে পরিপূরণ ও পরিবর্দ্ধন করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের এই সেবা-কার্য্য শ্রীল আচার্য্যদেব এতটা সুষ্ঠুতার সহিত সম্পাদন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ করিতে পারিতেন যে, শ্রীল প্রভুপাদ শতমুখে বহু লোকের নিকট তাঁহার প্রশংসা করিতেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সম্মুখে না থাকিলে অনেক সময় শ্রীল প্রভুপাদ জিজ্ঞাসা করিতেন,—'আমার গণেশ কোথায়?' অর্থাৎ শ্রীব্যাসের লেখক সকলে হইতে পারে না, একমাত্র 'শ্রীগণেশ'কেই শ্রীব্যাস তাঁহার সঙ্কলিত পুরাণের শ্রুতলিপি লিখিবার অধিকার দিয়াছিলেন; কারণ, শ্রীগণেশ ব্যাসের প্রত্যেকটী সিদ্ধান্ত ও কথার তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ-ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লিখিতে পারিতেন।

শ্রীল প্রভুপাদের লীলায়ও শ্রীল আচার্য্য-দেবই শ্রীব্যাস-গুরুদেবের শ্রুতলিপি লিখিয়া শ্রীব্যাসপূজা করিয়াছেন। অতএব শ্রীল আচার্য্যদেবই শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-লীলায় শ্রীব্যাস পূজার প্রবর্ত্তক, অদ্বিতীয় ঋত্বিক ও প্রধান পূজকাগ্রণী। অন্যান্য সকলে শ্রীল আচার্য্য-দেবের ব্যাসপূজায় যতক্ষণ বা যতটুকু সহায়তা করিয়াছেন, ততক্ষণ ও ততটুকুই তাঁহাদের শ্রীব্যাসপূজায় অধিকার লাভ হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীব্যাসপূজা স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া নিজেকে 'ব্যাস' বলিয়া অভিমান করেন নাই অর্থাৎ স্বয়ং ব্যাস বা পূর্ব্ব গুরুর আসন আক্রমণ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। রোমহর্ষণ-সূত ব্যাস-গাদীতে উপবিষ্ট হইয়া মনে করিয়াছিলেন যে, তিনিই ব্যাসদেব, এজন্য নৈমিষারণ্যে স্বয়ং বলদেব প্রভু উপস্থিত হইলেও ব্যাসগাদী পরিত্যাগ করিয়া তিনি শ্রীবলদেবকে সম্ভাষণ করেন নাই। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ গুরুপূজা বা ব্যাসপূজা শিক্ষা দিয়া জগজ্জীবের মঙ্গল-বিধানের জন্য শিষ্যগণের যাবতীয় অঞ্জলি পূর্ব্ব-গুরুবর্গের শ্রীচরণেই অর্পণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার ৫৪ বর্ষপূর্ত্তি-প্রকটতিথির 'প্রতি-নিবেদনে' বলিয়াছেন,—

"আপনাদিগের মহত্ত্বের পরিচায়ক যে-সকল বাক্য আমার উদ্দেশ্যে কথিত হইয়াছে, তাহাতে প্রাপঞ্চিক-বিচারে আমার কোন যোগ্যতা নাই বলিয়া ঐসকল উক্তিই গুরুদাসসূত্রে আমার পূর্ব্ব গুরুগণের প্রাপ্য বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের শ্রীচরণকমলে সমর্পণ করিতেছি।" (গৌড়ীয় ৬।২৮।১৬)

আবার শ্রীল প্রভুপাদ আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়কে ইহাও জানাইয়াছেন,—

"শ্রীমদানন্দতীর্থপাদ শ্রীব্যাসপূজায় নিযুক্ত থাকিয়াই শ্রীব্যাসাসনে উপবেশনরূপ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার অনুগ সম্প্রদায় তাঁহার আনুগত্যের পরিচয়ে আবহমানকাল আম্নায় পারম্পর্য্যে শ্রীব্যাসাসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। প্রাপঞ্চিক-বিচারে নিজ আযোগ্যতা-বিচার আসিয়া ব্যাসাসনে অধিরোহণ-কার্য্যে বাধা দেয় বটে, কিন্তু শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞালঙ্ঘন-রূপ দুষ্প্রবৃত্তি আমাদিগকে যেন কোনদিন শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবাবিমুখ না করে। আমার কণ্ঠরোধ করিলে আমাকে শ্রীব্যাসপূজায় অধিকার দেওয়া হইবে না। আমার এই কার্য্যে 'তৃণাদপি সুনীচ'-ধর্ম্মলাভের উপদেশ অবহেলিত হইতেছে না। কোন জড়-প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হইবার দুরাশাবশে আমি শ্রীগুরুবাক্য লঙ্ঘন করিতেছি না, সুতরাং ফল বা দক্ষিণাস্বরূপে আমি জাগতিক নিন্দা-প্রশংসার প্রার্থী নহি।"

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীব্যাসপূজার প্রথম "প্রতিসম্ভাষণে" শ্রৌতপারম্পর্য্য বা আম্নায়ের নিত্যত্বই প্রদর্শন করিয়াছেন। আচার্য্যধারা অনিত্য প্রবাহ নহে যে, তাহা কালের বিক্রমে প্রতিরুদ্ধ বা স্তব্ধ হইয়া যাইবে, তাহা নিত্যকাল প্রকাশিত থাকিয়া জগতে ভুবন-পাবনী কৃপাধারা সংরক্ষণ করিতেছে,—ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের সর্ব্বপ্রথম 'প্রত্যভিভাষণে' অভিব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রথম 'প্রতিসম্ভাষণে' তাঁহার শিষ্যবর্গকে 'বিপদুদ্ধারণ বান্ধবগণ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, ইহার অর্থ আমি বা গৌড়ীয়মিশনের খুব কম লোকই বুঝিয়াছিলাম বা বুঝিতে পারিয়াছি। কএক বৎসর পূর্ব্বে একদিন 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করায় শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়া-ছিলেন, "শ্রীল প্রভুপাদের আর কি বিপদ্? যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম অশোক, অভয় ও অমৃতের আধার, সর্ব্ববিপদভঞ্জন, তিনি কেন শিষ্য-গণকে 'বিপদুদ্ধারণ' বলিয়া সম্বোধন করিতে-ছেন? শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তির অনুসরণ করুন; শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের ন্যায় সম্ভোগের অভাবকে বিপদ্ মনে করিতেছেন না; শ্রীরাধাদয়িতের মিলন-বিচ্ছেদজনিত তাঁহার যে বিপ্রলম্ভ, তাহাকেই তিনি বিপদ্ জানিয়া সকলকেই তাঁহার সেই চিল্লীলা-মিথুনের সংকীর্ত্তন-সেবাব্রত উদ্‌যাপনে আনুকূল্য করিতে বলিতেছেন।"

শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের উক্ত অভিভাষণের নিম্নলিখিত কতকগুলি কথা বিশেষভাবে অনুধাবন করিতে বলিয়া-ছিলেন,—

"পরিদৃশ্যমান্ জগৎ তাঁহার সেবায় ব্যস্ত, তবে মাদৃশ সেবাবিমুখ নর তাঁহাকে 'নরোত্তম' বলিয়াই নিরস্ত, সেই 'নরোত্তমের' ভক্ত নরগণ 'বৈষ্ণব'। সুতরাং তাঁহারাই আমার গুরুরূপে বহু মূর্ত্তিতে প্রকটমান। অন্বয়ভাবে তাঁহারাই আমার গুরুবর্গ ও শিক্ষকবৃন্দ, ব্যতিরেকভাবে তাঁহারাই তাঁহাদের ভজনোপযোগী সময়ে মাদৃশ নরা-ধমের প্রলপিত বাক্যশ্রবণে ব্যস্ত।"

শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম ব্যাসপূজার 'প্রত্যভিভাষণের' এইসকল বাক্যের সহিত তাঁহার মাদ্রাজ হইতে প্রেরিত 'অভি-ভাষণের' (গৌড়ীয় - ১০ম বর্ষ, ৩১ সংখ্যা) এবং তাঁহার প্রত্যেক বর্ষের 'অভি-ভাষণে'র পরস্পর সঙ্গতি না রাখিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত ও উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে যাওয়া নিতান্ত মূঢ়তা ও অনাচার মূলক বাউলিয়া বিচারমাত্র। অন্বয়ভাবে শ্রীল প্রভুপাদ শিষ্যগণকে 'গুরুবর্গ' ও 'শিক্ষকবৃন্দ'রূপে দর্শন করিয়াছেন। তিনি আপনাকে পতিত, দুর্ব্বল, অধমাধম, পুরীষের কীট, 'ধামের কুকুর' (মহা-ভাগবতের দর্শনে) প্রভৃতি চরম বিপ্রলম্ভাত্মক দৈন্যে বিভূষিত করিয়াছেন। শ্রীগুরুদেবের ঐসব বাক্যকে যখনই কোন শিষ্যাভিমান-কারী তাঁহার বা তাঁহাদের ব্যক্তিগত মহত্ত্বের পরিচায়ক বলিয়া কার্য্যতঃ বা লেখনীতে দূরে থাকুক, কল্পনায়ও ব্যবহার করিবেন, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার বা তাঁহাদের শিষ্যত্ব হইতে সুনিশ্চিতরূপে পতন হইয়াছে, জানিতে হইবে।

যে শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতিরেকভাবে "তাঁহাদের ভজনোপযোগী সময়ে মাদৃশ নরা-ধমের প্রলপিত বাক্য-শ্রবণে ব্যস্ত" বলিয়াছেন, সেই ভুবনশিক্ষক জগদ্‌গুরুর 'প্রলপিত বাক্যকে'ই নিত্যমঙ্গলকর গুরুবাক্য বলিয়া সর্ব্বদা স্মৃতিপটে রাখিলে শিষ্যত্ব বা শাসন-যোগ্যত্ব সংরক্ষিত হইবে অর্থাৎ গুরুদেবের নিয়ামকত্ব বা গুরুত্ব স্বীকৃত হইবে, নতুবা নিজেই গুরুর আসন-গ্রহণ বা গুরুর ঘাড়ে চাপিবার পাষণ্ডতার আবাহন করা হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ প্রকৃত অবঞ্চকরূপে যখন শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তখনই বলিয়াছেন,—"তিনি অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-দর্শনের আশ্রয়-জাতীয়-বিগ্রহ হইতে চ্যুত হইয়া অচ্যুতাত্মার নিত্য-সেবা পরিত্যাগ না করেন, ইহাই আমার প্রলাপোক্তি"—(গৌড়ীয় ১০।৩১। ৪১০)।

পঞ্চাশদ্‌ বর্ষপূর্ত্তি প্রকট-তিথিতে প্রদত্ত 'অভিভাষণে' শ্রীল প্রভুপাদের কথিত 'প্রলপিত বাক্য'ও ৫৮ বর্ষপূর্ত্তি প্রকট তিথির 'অভিভাষণে' কথিত 'প্রলাপোক্তি'র সঙ্গতি —শিষ্যের প্রতি গুরুর অবঞ্চনাময় স্বরূপ প্রকাশ করিতেছে। ইহা কেবল ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি প্রযোজ্য নহে, সকল শিষ্য-গণের প্রতিই প্রযোজ্য।

যে শিষ্যাভিমানী মনে করিবেন, 'আমি গুরুদেবের নিকট হইতে যতটা অধিক প্রশংসা পাইয়াছি, আমি তত ডিগ্রি অধিক বৈষ্ণব অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবকে দিয়া আমার যতটা চাকুরী করাইয়া লইতে পারি, ততটা আমি বাহাদুর', তিনি ততটা গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ-বরণরূপ শিষ্যত্ব হইতে ভ্রষ্ট বা পতিত।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রথম প্রত্যভি-ভাষণে বলিয়াছেন,—"শ্রীব্যাসের অনুগমনে বঞ্চিত হওয়ায় ভক্তিসিদ্ধান্তরহিত হইয়া আমার আবাহনে অহঙ্কারবিমূঢ় প্রাকৃত ভোক্তা বা বিচারকসূত্রে শ্রৌতপন্থা পরিহার করিতেছি।"

যাঁহারা শ্রীব্যাসপূজায় নিত্য অধিষ্ঠিত, তাঁহারাই ভক্তিসিদ্ধান্তে নিত্য প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রৌতপন্থায় বিশ্বাসী। অসুরমোহনাবতার আচার্য্য শঙ্কর 'পাছে ব্যাস ভ্রান্ত হন', —এই আশঙ্কায় ভক্তিসিদ্ধান্তরহিত হইয়া যে ব্যাস-পূজার অভিনয় করিয়াছেন, তাহাতে তর্ক-

পথের আবাহন করা হইয়াছে। বর্ত্তমানেও গৌড়ীয়-মিশন পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বতন্ত্রভাবে যাঁহারা নিজদিগকে গুরুর মর্য্যাদা ও আসন-সংরক্ষণকারী বলিয়া প্রচার করিয়া মৎসরতাকে লোকমনোহারী পোষাকে আবৃত করিতেছেন, তাঁহারা কতটা ব্যাসপূজা করিতেছেন, না ব্যাসপূজার ছলনায় নিজ দাস্ত-পূজা সংগ্রহ করিতেছেন, তাহা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের কষ্টি-পাথরে পরীক্ষা করিলে সহজেই বুঝা যায়। ভক্তিসিদ্ধান্ত বুদ্ধিবৃত্তির কসরৎ নহে, অকপট শ্রীব্যাসানুগত্য ফলেই— শ্রীব্যাসপূজা-ফলেই ভক্তিসিদ্ধান্তে অধিকার লাভ হয়।

অষ্টপঞ্চাশদ্ বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল প্রভুপাদ মাদ্রাজে অবস্থানকালে "My Gurupuja" বলিয়া একটী অভিভাষণ রচনা করেন। উহারও শ্রুতলিপি শ্রীল আচার্য্যদেব লিখিয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীল প্রভুপাদ অস্বচ্ছ-গুরু ও স্বচ্ছ-গুরুর পার্থক্য নির্দ্দেশ করেন। অস্বচ্ছ গুরুর মধ্য দিয়া কৃষ্ণ-দর্শন হয় না, সেই জাতীয় গুরুরূপ কৃষ্ণের মধ্যস্থলে অবস্থান করায় কৃষ্ণ দর্শনে বাধা উপস্থিত হয়, আর স্বচ্ছ-গুরু কৃষ্ণ ও শিষ্যের মধ্যে অবস্থান করিয়া শিষ্যকে তাঁহার সহজ ভাক্তসিদ্ধান্ত বাণীর মধ্য দিয়া কৃষ্ণ দর্শন করান, অস্বচ্ছ-গুরু শিষ্যের প্রদত্ত সর্ব্বস্ব দক্ষিণা স্বয়ংই আত্মসাৎ করিতে চায়, আর স্বচ্ছ-গুরু শিষ্যের সর্ব্বস্ব কৃষ্ণের দ্বারা আত্ম-সাৎ করাইয়া থাকেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অনুকরণে পরবর্ত্তিকালে কোন এক স্বল্প ইংরেজীনবীশ ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটতিথিতে প্রভুপাদের অঞ্জলিরূপে (?) My Gurupuja ছাপাইয়া ফেলেন। এইরূপ আনুকরণিক ভাক্তসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বিচার দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলেন,—"শ্রীল প্রভু-পাদই একমাত্র 'আমার গুরু,' 'আমার ঈশ্বরী শ্রীবৃষভানুনন্দিনী,' 'আমার কৃষ্ণ'—এইসকল কথা বলিতে পারেন, কেন-না, তিনি গুরু-পাদপদ্মে নিত্য সমর্পিতাত্মা, তিনি শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর আত্মবিগ্রহ, প্রেষ্ঠা মঞ্জরী। শ্রীরূপ বা শ্রীরঘুনাথ শ্রীমতীকে 'মদীশ্বরী' বলিতে পারেন বলিয়া অপরে নকল করিয়া ঐরূপ বলিবার পাষণ্ডতা করিলে ঐরূপ পাষণ্ডের মুখ দর্শন করা উচিত নয়। স্বধামগত ও ও 'আমার গৌর কা'কে দিয়া যাইব'—এইরূপ বলিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার ঐরূপ প্রাকৃত সাহজিক চিত্ত-বৃত্তিকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র সেবাবিমুখ জীব কখনও 'আমার গুরুপূজা' বলিতে পারে না, তাহা; গুরুর সেবকগণকে লঙ্ঘন করা হয়। আমরা গুরুর সেবানুসেবকগণের আনুগত্যে গুরুপূজা করিব। গুরুসেবকগণকে লঙ্ঘন করিয়া 'আমার গুরুপূজা' বলা দাম্ভিকতা, তাহা শ্রীগুরুদেব কখনই গ্রহণ করেন না।"

শ্রীল প্রভুপাদ এই সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া শতমুখে শ্রীল আচার্য্যদেবের ভক্তিসিদ্ধান্তের প্রশংসা এবং আনুকরণিক 'My Gurupuja'-লেখকের দাম্ভিকতার কথা বলেন। পরবর্ত্তি-কালে 'My Gurupuja'-লেখকের ন্যায় আর এক ব্যক্তি 'My first year in England' লেখায় ঐরূপ 'My'-শব্দের প্রয়োগে শ্রীল প্রভুপাদ বিশেষ ক্রোধলীলা প্রকাশ করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব প্রতিবৎসর তাঁহার প্রকট-তিথিতে "শ্রীশ্রীগুরু-পূজা"র অনুষ্ঠান করেন। প্রতিবৎসরই আমরা উপস্থিত সকলেই স্বচক্ষে ইহা দর্শন করিয়াছি যে, শ্রীল আচার্য্যদেব সমস্ত গুরুভ্রাতা ও শিষ্যবৃন্দের অঞ্জলি শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহার অভিভাষণে ও আচরণে নিজকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সংকীর্ত্তনযজ্ঞের একটী সমিধ-রূপে অভিমান করেন। যাহারা 'আমিই গুরুপূজক আমিই গুরুশ্রেষ্ঠ', 'আমিই গুরু-সেবা করিয়াছি', 'আমিই সকলকে গুরুসেবায় অধিকার দিয়াছি'—এইপ্রকার বিচার-সম্পন্ন, তাহারা প্রকৃত গুরুপূজা হইতে বঞ্চিত। প্রকৃত গুরুপূজকের কোন দিন সিদ্ধান্ত-বিপর্য্যয় হয় না,—বেতালে পা পড়ে না।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার ব্যাসপূজার 'বিজ্ঞপ্তিতে' (২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৯) বলিয়াছেন,—"শ্রীব্যাসপূজার নামান্তর শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে পাদ্যার্পণ।" শ্রীল প্রভুপাদ ঐ অভিভাষণে আরও বলিয়াছেন, —"ষোড়শোপচারে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিবার যোগ্যতা তাঁহার প্রিয়তম আশ্রয়বিগ্রহেরই আছে, তাদৃশ আশ্রয়বিগ্রহের কিঞ্চিৎ সেবা আমার দ্বারা সম্পাদিত হইলে আমার প্রবৃত্তির সাফল্য হইবে। আমার ন্যায় অকিঞ্চন 'পলাশের' বৃন্দারণ্যের কুসুম হইবার যোগ্যতা নাই, তথাপি কৃষ্ণপূজার উপযোগী পুষ্পসমূহের সুগন্ধের সহজপ্রভাবে আরোপিত সেবার সহিত সংশ্লিষ্ট হইবার বাসনা একেবারে পরিহার করিবার সামর্থ্যও আমার নাই। তাই বড় আশা হয়,—জীবিতকালের অবশিষ্ট কয়েকটি দিবস বৃন্দারণ্যের কুসুম-সমূহ চয়নপূর্ব্বক শ্রীব্যাসপূজা-ব্যপদেশে নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণসেবায় অর্পণ করি।"—(গৌড়ীয় ৭ম বর্ষ ৩০ সংখ্যা ৩১ পৃষ্ঠা)

শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণীর মধ্যে তাঁহার ভুবনমঙ্গলময় আচার্য্যাবতারের অতীতের কথা পাওয়া যায়। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবার্ষভানবীর সেবা শিক্ষা দানের জন্য গোলোক হইতে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বৃন্দারণ্যের সেবার উপযোগী কুসুমসমূহকে তিনি তাঁহার রচিত ও সজ্জিত উদ্যান হইতে চয়ন করিয়া শ্রীরাধামাধবের নিত্য সেবা করিয়াছেন। আমার ন্যায় গন্ধহীন, কেবলমাত্র বর্ণধারী পলাশপুষ্পকেও কৃষ্ণপ্রেমসেবার উপযোগী অন্যান্য সুগন্ধি-পুষ্পের সংস্পর্শে কৃপা করিয়া রাখিয়াছেন, যদি কোন-প্রকারে সেইসকল সুগন্ধি-পুষ্পের সংস্পর্শে আমাতেও একটু সেবাসৌরভ সংক্রামিত হয়। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের সেই অহৈতুকী কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম-সেবার সুগন্ধি-পুষ্পের সহিত নির্বিষ, গন্ধহীন, দর্শনধারী পলাশপুষ্প আমার স্থান হইয়াছে বলিয়া আমাকে ঐসকল পুষ্পের সহিত সমান বা অধিক লোক-মনোমুগ্ধকর-বিচারে দাম্ভিকতা প্রকাশ করিলে আমি কোনদিন শ্রীগুরু-পাদপদ্মে অঞ্জলি হইতে পারিব না; 'বড় আমি' অভিমান করিতে করিতে আত্মঘাতী 'সোঽহং-বাদী' হইয়া পড়িব—রাবণের ন্যায় সীতা-হরণ করিবার দুষ্প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হইব, আত্ম-বিনাশ লাভ করিব। এজন্য শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার ৫২তম বর্ষপূর্ত্তি প্রকট-তিথি-বাসরে (১৯২৬ খৃষ্টাব্দ) বলিয়াছেন,—

"শ্রীগুরুপানুগগণের বিরুদ্ধ-সম্প্রদায় শুদ্ধ-ভক্তগণের যে সকল রাদ্ধান্তের (সিদ্ধান্তের) বিরুদ্ধাচরণ করিয়া গৌরসেবাবিমুখতার আস্ফালন করিতেছে, তদ্দ্বারা তাহারা নিজেরাই অপরাধ-ফলে প্রেমভক্তি হইতে বিচ্যুত হইবে, তাহাদের জন্য আমি অনু-শোচনা করিতেছি। তাহাদের কূ বাক্যসমূহ বা কূ চেষ্টাসমূহ শুদ্ধভক্তগণের সদ্ধর্ম্ম-প্রচারে কোনপ্রকারেই ব্যাঘাত উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে না, পক্ষান্তরে তাদৃশ প্রতিকূল-আচরণ ফলে জগতে বৈকুণ্ঠের অভিনব আলোক প্রদান করাইবার সহায়তাই করিবে। তাহাদের ঐ প্রতিকূল চেষ্টাকেও শ্রীগৌর সুন্দরের মনোহভীষ্ট বলিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবকগণ জানেন। 'কেহ মানে, কেহ না মানে,—সব তাঁ'র দাস।'—এই বস্তুসিদ্ধির কথাটী আলোচনা করিলেই জীবের স্বরূপ-সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিবে না।"

ল প্রভুপাদের শিক্ষা

আমি হরিবিমুখ জীব, আমার হরি-বিমুখতার দণ্ডবিধান করিয়া কায়মনোবাক্যে শ্রীব্যাসপূজায় নিযুক্ত করিবার সহায়তা করুন। আমি ক্ষুদ্র প্রাণী; সুতরাং আমার নিত্যারাধ্য আনন্দচিন্ময়ের আনুগত্য যেন আমি কোন দিন বিস্মৃত না হই। আমাকে প্রাপঞ্চিক ভেদবাদী বলিয়া ঘৃণা করুন, তথাপি আমি যেন অনন্তকাল সেই বাসুদেব-দাস্য পরিহার করিয়া অন্য কোন দুর্ব্বুদ্ধিতে পতিত না হই। আমার বড় ভরসা,—শ্রীগৌরসুন্দরের সনাতন-ধর্ম্মপ্রচারক তাঁহার দ্বিতীয়-স্বরূপ শ্রীনামোদরের অভিন্ন বান্ধব শ্রীরূপের অনুগমূর্ত্তিদ্বয় আমাকে রূপানুগ কিঙ্কর-জ্ঞানে তাঁহাদের পদতলে নিত্যকাল স্থান প্রদান করুন।"

'ব্যাসপূজা'-কথাটীর (শ্রীচৈঃ - তাঃ মধ্য ৫ম অঃ) 'গৌড়ীয়ভাষ্যে' প্রভুপাদ জানাইয়া-ছেন,—"সচ্চিদ্ঘনাধিষ্ঠিত অধোক্ষজ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের অভিজ্ঞান-বিগ্রহ 'ব্যাস'-নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীভগবানের ত্রিবিধ শাক্তর অন্তর্গত জীব-শক্তিতে চেতনধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। জ্ঞাতৃ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়-বিলাসেই অধোক্ষজ ব্রজেন্দ্রনন্দন অবস্থিত। মূর্ত্তবেদ ভগবান্ শব্দাদর্শরূপে অক্ষরাত্মক হইয়া অভিধেয় বেদপাত্ররূপে প্রকটিত। সম্বন্ধা-ভিধেয় প্রয়োজন-তত্ত্বাত্মক বেদপাত্র যেকালে নির্ব্বিশেষ-বিচারে শুষ্ক হইয়া পড়ে, সেইকালে অধোক্ষজ সবিশেষ-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। জড় বিশেষকেই যাঁহারা প্রাধান্যে স্থাপিত করেন, তাঁহাদের জড়তা-সিদ্ধিরূপ নির্ব্বিশিষ্ট-বিচার তাঁহাদের অস্তিত্ব বিনাশ করে। শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নব্যাস বেদকে ত্রিবিধ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। আধ্যক্ষিকগণের জন্য ঋক্, সাম ও যজুঃ জীবকে কর্ম্মকাণ্ডে আবদ্ধ করিয়া বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্যলাভ-বিষয়ে বিবর্ত্ত আনয়ন করে।

"মায়াবাদি-সম্প্রদায়ে জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমা-দিবসে শ্রীব্যাসপূজাভিনয়ের বিধান পরিদৃষ্ট হয় শ্রুত বলেন,—যেমুহূর্ত্তে বিরাগ উপস্থিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই জীবের জড়ভোগ বিরামলাভ করিয়া ভগবৎ-সেবায় রুচি হইবে। তাহার কাল-কাল বিচার নাই। জড়ভোগ নিবৃত্ত হইলেই জীব পরিব্রাজক হইয়া আচার্য্যের চরণাশ্রয় করেন। সেই আচার্য্য-চরণাশ্রয়কেই ভাষান্তরে ব্যাসপূজা কহে। শ্রীব্যাসপূজা চারি আশ্রমেই বিহিত অনুষ্ঠান, তবে তুর্য্যাশ্রমিগণ ইহা যত্নের সহিত বিধান করিয়া থাকেন। আর্য্যাবর্ত্তে শ্রীব্যাসদেবের অনুগত সম্প্রদায়ানুকূলগণ বেদানুগ-সম্প্রদায়-নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রতিবর্ষে স্ব স্ব জন্মদিনে পূর্ব্ব-গুরুর পূজা বিধান করেন। পূর্ণিমা-তিথিই যতিধর্ম্মগ্রহণের প্রশস্তকাল। যতিগণ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষবাদি-নির্ব্বিশেষে সকলেই গুরু-দেবের পূজা করিয়া থাকেন। তজ্জন্য সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমাতেই গুর্ব্বাবির্ভাব-তিথি-বিচারে ব্যাসপূজার আবাহন হয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ বর্ষে বর্ষে মাঘী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে তাঁহাদের গৌরবের পাত্রবোধে শ্রীব্যাসপূজার আনুকূল্যবিধান করেন। শ্রীব্যাসপূজার পদ্ধতি বিভিন্ন-শাখায় ন্যূনাধিক পৃথক্। চারি আশ্রমে অবস্থিত সংস্কারসম্পন্ন দ্বিজগণ সকলেই শ্রীব্যাসগুরুর আশ্রিত বলিয়া প্রত্যহই স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে শ্রীব্যাসদেবের ন্যূনাধিক পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা বার্ষিক অনুষ্ঠানের বিচারে বর্ষাকালব্যাপি স্ব-স্ব গুরুপূজার স্মারক দিবস। শ্রীব্যাসপূজার নামান্তর—'শ্রীগুরু-পাদপদ্মে পাদ্যার্পণ' বা ইহার দ্বারা শ্রীগুরু-দেবের মনোহভীষ্ট যে সুষ্ঠুভগবৎ-সেবন, তাহাই উদ্দিষ্ট হয়। তজ্জন্যই আমাদের শুভানুধ্যায়ী নিয়ামক, পূর্ব্বগুরু শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম শ্রীরূপানুগরূপে আদিগুরুকে অর্ঘ্য-প্রদানোদ্দেশ্যে বলিয়াছেন,—'শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে। স্বয়ংরূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্'॥ পরম কৃপাপরবশ শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলা—যাহা শ্রীরূপ তাঁহার অনুগগণের জন্য, নিত্যসেদাবৈমুখ্যরূপ ব্যাধি মোচনের জন্য ঔষধ ও পথ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাই গৌড়ীয়ের ব্যাসপূজার উপায়নাদর্শ।"

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনদকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সত্যার্থ কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে ভয় ও সংশয় মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীভক্তি[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ { ৬ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫; ২৪শে মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ৭ই ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, শনিবার } ২৭২তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরচিত এই গ্রন্থ 'সিদ্ধান্তিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৬ গোবিন্দ, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু

আজ মাঘী কৃষ্ণষষ্ঠী তিথি—শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক, গৌড়ীয়মিশনের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক শ্রীল নারায়ণ-দাস ভক্তিসুধাকর প্রভুর অপ্রকট-উৎসব। গতকল্য শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-সুধাকর শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের প্রেষ্ঠ-নিজজন নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অষ্টষষ্টিতম বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-বাসর ছিল। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ষট্‌ষষ্টিতম বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথি-পূজার পরদিবস অর্থাৎ গত ১৫ই ফাল্গুন (১৩৪৬), বুধবার রাত্রি প্রায় ৩টা ১৫ মিনিটের সময় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের ভজনকুটীরের সংলগ্ন নিজ-ভজন-গৃহে গৌড়ীয়মঠবাসী শুদ্ধ ভক্তগণের সংকীর্ত্তন-জয়ধ্বনির মধ্যে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

লৌকিক পরিচয়

শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু ১২৯১ বঙ্গাব্দে ফরিদপুর-জেলার কোড়কদী-গ্রামের বনিয়াদী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-জমিদার-বংশে আবির্ভূত হন। প্রায় সাত বৎসর বয়সে তিনি বহরমপুরের বিদ্যানারী স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং তৎপর কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া ঐ স্কুল হইতে তিনি ১৫ টাকা বৃত্তি সহ প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রত্যেক পরীক্ষায়ই তিনি সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। বি-এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্ণ-পদক প্রাপ্ত হন। হাজারীবাগ কলেজে বি-এ পড়িলেও বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ-কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তাঁহাকে ভাল ছাত্র বলিয়া নিজের কলেজে আনাইয়া পরীক্ষা দেওয়ান। তিনি ইতিহাসে এম্-এ পরীক্ষা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি বহরমপুর-কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। তৎপরে হাজারীবাগ ও ভাগলপুর-কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য করিয়া কটক রেভেন্সা-কলেজে আসেন।

বর্ষপ্রদর্শক গুরুদর্শন-লাভ

কটকে অবস্থান কালেই তাঁহার ত্রিদণ্ডি-পাদাগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ হয়। ইহার পরে গ্রীষ্মাবকাশে কলিকাতায় আসিয়া ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন-রোডস্থ তদানীন্তন গৌড়ীয়-মঠে বর্ত্তমান গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য পরম-হংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী-গোস্বামী ঠাকুরের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তদানীন্তন গৌড়ীয়-প্রিন্টিং ওয়ার্কসে বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের সহিত তাঁহার এক সপ্তাহ আলোচনা হয়। তিনি পাশ্চাত্য উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত আধ্যক্ষিকগণের যাবতীয় যুক্তি লইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের সম্বন্ধে যেসকল মত প্রকাশ করেন, শ্রীল আচার্য্যদেব তাহা সুযুক্তির দ্বারা খণ্ডন করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা সংস্থাপন করেন এবং ভগবদ্ভক্তি আশ্রয় ও শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগতি ব্যতীত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কোন জীবের মঙ্গলের অন্য কোন উপায় নাই, ইহা বুঝাইয়া দেন।

সপ্তম দিবসের বিচারের পর রাত্রিকালে অধ্যাপক সান্যাল মহাশয় স্বপ্নযোগে দেখিতে পান যে, এক ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিবার জন্য বলিতেছেন এবং সেই পথে চলিলে তাঁহার নিত্য মঙ্গল হইবে, ইহা জানাইতেছেন। এই সন্ন্যাসিপ্রবরের শ্রীমূর্ত্তি শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমূর্ত্তি হইতে ভিন্ন ছিল না, কেবলমাত্র তখন শ্রীল আচার্য্যদেব ব্রহ্মচারীর বেষে ছিলেন, আর অধ্যাপক মহোদয় যে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি সন্ন্যাসি-বেষধারী ছিলেন।

অধ্যাপক মহোদয় স্বপ্ন-ভঙ্গে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিগণের নিকট বলিলেন যে, তিনি যাঁহার সহিত সাতদিন যাবৎ বিচার করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষেরই শ্রীমূর্ত্তি সন্ন্যাসি বেষে স্বপ্নে দেখিতে পাইয়াছেন এবং তাঁহারই কথায় তাঁহার সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছে। পরবর্ত্তিকালে শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ন্যাসলীলা প্রকট করিলে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু তাঁহার ১৫ বৎসর পূর্ব্বের স্বপ্নের রহস্য উপলব্ধি করিয়া সকলকে ইহা জানাইয়াছিলেন।

মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ

শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় তিনি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া ইংরেজী ১৯২৫ সালে গ্রীষ্মকালে শ্রীল প্রভু-পাদের নিকট হইতে মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তখন হইতেই শ্রীল আচার্য্যদেবকে শ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতীয় বিগ্রহরূপে দর্শন করিয়া আসিতেছিলেন। দীক্ষার পরে তাঁহার চিত্তরাজ্যে এক পারমার্থিক বিপ্লব উপস্থিত হয়। তিনি এক নূতনরূপে সকলের নিকট প্রতিভাত হন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি আত্মীয়-স্বজনকে বলিতে থাকেন,—এখানেই যে বৈকুণ্ঠ আছে, হায়! হায়! তাহার অনুসন্ধান এতদিন কেন করি নাই? তিনি বাড়ীতে আসিয়া সহ-ধর্ম্মিণীকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে যেন কোন উত্তম ভোজ্য দ্রব্য দেওয়া না হয়। উত্তম ভোজ্যাদি প্রস্তুত করিয়া তিনি মঠে দিবার জন্য বলিতেন এবং তাহা দেওয়া হইলে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতেন। তিনি তাঁহার গৃহে একদিন মঠস্থ বৈষ্ণবগণকে ভিক্ষা করাইয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর উপহাস ও বিদ্রূপ সহ্য করিয়া যখন বৈষ্ণবগণের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিলেন, তখন ভক্তিসুধাকর প্রভু সহধর্ম্মিণীকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। যখনই তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আগমন করিতেন, তখন নানাপ্রকার বিচিত্র সামগ্রী প্রস্তুত করাইয়া শ্রীল প্রভুপাদের জন্য লইয়া আসিতেন।

সেবাবীর ও শরণাগতের আদর্শ

শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর শ্রীগুরু-পাদপদ্মে কায়মনোবাক্যে শরণাগতির আদর্শ, সর্ব্বস্ব দ্বারা শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণবসেবা, অকপট তৃণাদপি সুনীচতা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও মানদত্ব, সত্য-সংগ্রামে অদৃষ্টপূর্ব্ব বীরত্ব, ধীরত্ব ও স্থিরত্ব তাঁহার চরিত্রে বিগ্রহ ধারণ করিয়াছিল। শ্রীগুরুপাদপদ্মে ও বৈষ্ণবের সেবায় সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবার কথা আমরা ইতঃপূর্ব্বে কেবল গ্রন্থাদিতে পাঠ বা

াধুমুখে শ্রবণ করিয়াছিলাম, কিন্তু শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর চরিত্রে তাহা জলন্তভাবে প্রত্যক্ষ করিবার বিষয় হইয়াছিল। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের শরণাগতির গীতিসমূহ স্বীয় ভজনময় চরিত্রে প্রকট করিয়াছেন। "সর্ব্বস্ব তোমার চরণে সঁপিয়া পড়েছি তোমার ঘরে। তুমি ত' ঠাকুর, তোমার কুকুর বলিয়া জানহ মোরে॥'

মানস-দেহ-গেহ যো, কিছু মোর। অর্পিলুঁ তুয়া পদে নন্দকিশোর॥",—ইত্যাদি পদসমূহ শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর চরিত্রে জলন্ত অক্ষরে দেদীপ্যমান ছিল। তিনি যাহা প্রচার করিতেন, তাহা পূর্ণমাত্রায় স্বীয় আচরণে প্রদর্শন করিতেন।

প্রকৃত ত্রিদণ্ডী গোস্বামী

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু গৃহস্থের পোষাকে প্রকৃত মঠবাসী ও কায়মনোবাক্যে হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবায় আত্মনিয়োগকারী যথার্থ ত্রিদণ্ডিগোস্বামী ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ এই মহাত্মার সম্বন্ধে শত শতবার বলিয়াছেন, "শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুই বাস্তব ত্রিদণ্ডী"। ১৯৩২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর শ্রীল প্রভুপাদ ঢাকায় একটি বক্তৃতায় প্রকৃত ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীর লক্ষণ-সম্বন্ধে একটি অভিভাষণে বলিয়াছেন,—"জাগতিক বৈরাগ্য, ত্যাগ-তপস্যা প্রভৃতি সাধুত্বের লক্ষণ নহে। পিপীলিকা বলিতেছে,—'হাতী অনেক খাইয়া ফেলে, আমি অত খাই না, সামান্য খাই।' তাহা হইলে হাতী অপেক্ষা পিপীলিকাই বড় সাধু হইয়া পড়িল! কিন্তু হাতী সমস্ত-পক্ষকে কৃষ্ণকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া লইয়া যায়, আর পিপীলিকা হয় ত' সেই কৃষ্ণকে কামড়াইয়া দেয়। হাতীটা বেশী খাইয়াও কৃষ্ণকে বহিয়া আনিল, কৃষ্ণসেবা করিল, আর পিপীলিকা কম খাইয়াও কৃষ্ণকে হয় ত' কামড়াইয়া দিল।

"আমরা অনেক সময় সন্ন্যাসী (?) হইয়া ধাতু-পাত্রাদির ব্যবহার পরিত্যাগ করিলাম, গাছতলায় থাকিলাম, কিন্তু গাছতলায় থাকিয়া গাঁজা খাইতে শিখিলাম। এইরূপ গাঁজা খাওয়ার জন্য সন্ন্যাসী না হইয়া ঘরে থাকিলে ভাল সন্ন্যাসী হওয়া যাইত। 'ত্রিদণ্ডমুপজীবতি'—ভোজন ভাল চলে বলিয়া মঠের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ভিক্ষুকের আশ্রম লইয়া যদি নিজের তহবিলে সঞ্চয় করি, তবে ত্রিদণ্ডকে উপজীবিকা করা হইল। প্রফেসার বাবু (শ্রীপাদ নারায়ণ-দাস ভক্তিসুধাকর প্রভু) ৯ টাকা মাহিনা পান, তিনি সর্ব্বস্ব কৃষ্ণের সেবায় দিতেছেন, আর আমরা এক পয়সাও লোক নহি; তিনি ত্রিদণ্ডী,—না আমরা ত্রিদণ্ডী"

[গৌড়ীয় ১১শ বর্ষ, ২২শ সংখ্যা]

সর্ব্বস্বের দ্বারা হরিসেবা

জন্ম, ঐশ্বর্য, পাণ্ডিত্য ও সৌন্দর্য্য—এই চারিটি-বস্তুর যে-কোন একটী থাকিলে পৃথিবীর লোক ধন্যকে সন্য জ্ঞান করে, কিন্তু এই চারিটিই শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুতে যুগপৎ অবস্থিত ছিল। তিনি এই চারিটীর দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত হরি গুরু বৈষ্ণব- সবা করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব —সকলকেই তিনি হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিয়োগ করিতে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী, পুত্র পরিজন ও সকলেই সর্ব্বতোভাবে হরিসেবায় নিযুক্ত থাকুন, চিরদিন ইহাই তাঁহার আন্তরিক অভিপ্রায় ছিল। ইঁহাদের প্রতি তাঁহার কোনপ্রকার জাগতিক আত্মীয়-বুদ্ধি ছিল না। ইঁহাদিগকে শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবদাসরূপেই তিনি সর্ব্বতোভাবে দর্শন করিতেন। তাঁহার অপ্রকটের কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে (যিনি অধুনা শ্রীপাদ অচিন্ত্য গোবিন্দ ব্রহ্মচারী নামে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভায় পরিচিত) একপত্রে এইরূপ লিখিয়াছিলেন,—

"শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌজয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

১৫।১২।৩৯

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বিকেয়ম্,—

অচিন্ত্য-গোবিন্দ প্রভো! তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। বিভিন্ন-স্থানে শাখামঠ না করিয়া নিজে আচরণ করত নিজ-মঙ্গলাভেচ্ছু হইয়া নিষ্কপটে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিলে ব্যতিরেকভাবে বহু ভাগ্যবান্ জীবের গুরুবাণী-শ্রবণের সুযোগ ও শ্রীগুরু-পাদপদ্ম বরণের সৌভাগ্য হয়।

তুমি মঠ করিবার চেষ্টা না করিয়া জীবন্ত মঠ করিতে চেষ্টা কর। কোন একটী প্রাণীকে যদি গুরুপাদপদ্মে আকৃষ্ট করিতে পার, তবে জীবন্ত মঠ করা হইল। উহাই প্রভুপাদের আদেশ এবং ইহার জন্য আমরা গ্যালন গ্যালন রক্ত ব্যয় করিতে প্রস্তুত থাকিলে আমাদের হরিসেবা হইবে। সুতরাং তুমি কায়মনো-বাক্যে এ কার্য্যে যত্নবান্ হইবে। * * * তুমি আমার দণ্ডবৎ জানিবে।

দাসাভাস

শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী।"

সত্যসার মহাপুরুষ

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু হরিসেবার জন্য সর্ব্বদা নিরলস, কুবাক্যবাণ-সহনে বৃক্ষ হইতেও অধিক সহিষ্ণু, কুসিদ্ধান্ত ও গুরুবৈষ্ণববিরুদ্ধ মতবাদ দলনে সিংহশাবকের ন্যায় তেজীয়ান্ ছিলেন। তিনি সত্য-সত্যই মহাপুরুষসিংহ, শ্রীল প্রভুপাদের আদর্শ শিষ্য ও সুশীক্ষিত পুত্র। তিনি ছিলেন—সারগ্রাহী বৈষ্ণব, সত্যসার, সত্যসঙ্কল্প, বীর, ধীর, সর্ব্বস্ব-সমর্পিতাত্মা, আদর্শ, স্থির ও বিশ্রম্ভ গুরুদাস। শ্রীবজ্রাঙ্গজীর ন্যায় তাঁহার সেবা সঙ্কল্প ছিল বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ়, বিমুখ-মোহিনী মায়ার কোন বিক্রম তাঁহাকে বিন্দুমাত্র তাঁহার সুদৃঢ় ব্রত হইতে বিচলিত করিতে পারিত না। তিনি ছিলেন,—শ্রীরামানুজাচার্য্যের শিষ্য কুরেশের ন্যায় গুরুসেবাধীর। লক্ষ্মণের ন্যায় তিনি রামচন্দ্রের সেবায় জীবন পণ করিয়াছিলেন।

নিখুঁত বৈষ্ণব

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে অসংখ্যবার বলিতে শুনিয়াছি যে, শ্রীভক্তিসুধাকর প্রভুর কোন খুঁত' নাই, তিনি 'নিখুঁত বৈষ্ণব'। এইজন্য তাহাকেও, এমন কি, সন্ন্যাসিগণকেও পর্য্যন্ত শাসন করিতে হইলে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর নাম দিয়া 'হারমনিষ্ট', গৌড়ীয়', 'নদীয়াপ্রকাশ' প্রভৃতি পারমার্থিক সাময়িক-পত্রে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতেন। 'গৌড়ীয়' ১৩শ বর্ষ, ৪১শ ও ৪২শ সংখ্যায় প্রকাশিত 'আলেখ্য', ৮ম ও ৯ম বর্ষে প্রকাশিত 'কুতর্করোধক প্রকার', 'ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ' প্রভৃতি প্রবন্ধ তাহার প্রমাণ। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অকপট শরণাপন্ন ছিলেন বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যেক ব্যাসপূজায় শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর রচিত "Sree Vyasa-puja Homage" সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদরের সহিত গ্রহণ করিতেন। তাঁহার সেইসকল সাহিত্য ইংরাজী ভাষায় বাস্তবিকই একটি বিশেষ পারমার্থিক সম্পদ্।

বজ্রাদপি কঠোর

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলা-আবিষ্কারের পর যাহাতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিত্যসত্য বাণী অক্ষুণ্ণ থাকে, যাহাতে ভক্তিবিনোদ-ধারা কখনও রুদ্ধ না হয়, যাহাতে পারমার্থিক-গগন তমসাচ্ছন্ন না হয়, যাহাতে স্রোতধারায় অবগাহন করিয়া সকলে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর তটে উপনীত হইতে পারেন, এজন্য শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর হৃদয়ে যে সত্যের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা তিনি নির্ভীক-কণ্ঠে প্রচার করায় তাঁহাকে কোটিকণ্টক, অমানুষিক-অত্যাচার, ভীষণ-ঝঞ্ঝাবাত ও নানাপ্রকার নিন্দা-গঞ্জনা মস্তকে বরণ করিয়া লইতে হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার আদর্শ ব্যক্তিত্ব, জলন্ত-আচরণ ও বজ্রাঙ্গজীর ন্যায় সুদৃঢ় নিষ্ঠা সকল সত্যাপলাপকে উত্তাল-তরঙ্গায়িত সমুদ্রের মধ্যে আলোক-স্তম্ভের ন্যায় রক্ষা করিয়াছে। শত-শত প্রলোভন, প্রতিষ্ঠাশা, সহস্র সহস্র অত্যাচারের বিভীষিকা, বহির্মুখ জগতের অজস্র নিন্দা বা বন্দনা সত্যসার তাঁহাকে সত্যপথ হইতে বিন্দুমাত্র বিচালিত করিতে পারে নাই।

হরিগুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষ বা নির্ব্বিশেষ-বাদকে তিনি কোনদিনই প্রশ্রয় দেন নাই। গুরুভোগী ও গুরুত্যাগী নির্ব্বিশেষবাদি-সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য তিনি শত-শত গ্যালন রক্ত ব্যয় করিয়াছেন, শত শত নিদ্রা-রজনী যাপন করিয়াছেন। তাহাদের মঙ্গলের জন্য তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া তাহাদের তথাকথিত অভিযোগ-শ্রবণের যথেষ্ট সুযোগ দিয়াছেন, নিজের স্বাস্থ্যের দিকে বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া দেশান্তরে, নগরান্তরে, গ্রামান্তরে, গৃহান্তরে গমন করিয়াও তাহাদের মঙ্গলের উপায় চিন্তা করিয়াছেন। তথাপি নির্ব্বিশেষ-বাদ ও চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ-রাক্ষসের কবল হইতে যখন তাহারা উদ্ধারলাভ করিবে না বলিয়া দৃঢ়-সঙ্কল্প করিয়াছে, দেখিয়াছেন, তখন তিনি বাধ্য হইয়া দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে তাহাদিগকে পরিবর্জ্জন করিয়াছেন।

তাঁহার ন্যায় সহিষ্ণুতার আদর্শ জগতে সুদুর্লভ। পাষণ্ডদলন-কার্য্যে তাঁহাকে অহোরাত্র বিব্রত থাকিতে হইত বলিয়া তিনি আর অধিক পারমার্থিক সাহিত্য জগতে দান করিতে পারেন নাই, তথাপি তিনি তাঁহার অপ্রকটলীলার পূর্ব্ব দিবস "Sree Vyasa-Puja Homage" ও তাহার কয়েক দিবস পূর্ব্বে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথিতে "শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর" ও শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-তিথিতে "শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর" গ্রন্থদ্বয়ের ভূমিকা লিখিয়া গুরুবর্গের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সমগ্র চরিত্রটী শ্রীগুরু-পাদপদ্ম বা শ্রীব্যাসপূজার অঞ্জলিস্বরূপ। তাই তিনি তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বাদনও "Sree Vyasa-Puja Homage" লিখিয়া দেহ ও দেহীকে শ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব তিথির অব্যবহিত পরের দিনই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবার্থ নিত্য-ধামে বিজয় করিলেন। তাঁহার সমগ্র চরিত্র ছিল—নিখুঁত, পবিত্র ও অনবদ্য।

দিন-পঞ্জী

শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর দিন-পঞ্জীতে তাঁহার শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবার ধ্যানের প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু-রচিত "মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর"-নামক গ্রন্থে ইহা পাঠ করিয়া আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তিমাত্রেই বিশেষ লাভবান্ হইতে পারিবেন। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর স্বহস্ত-লিখিত দিন-পঞ্জীর বিভিন্ন স্থান হইতে নিম্নে কএকটী কথামাত্র উদ্ধৃত হইল,—

"শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যদেব কোথায় আছেন, তাঁহারা কি করিতেছেন, তাহার সন্ধানে আমাকে দ্রুত অগ্রসর হইয়া সেইস্থানে পৌঁছিতে হইবে। মাঝ-রাস্তায় অন্য প্রলোভনের পশ্চাতে সময় নষ্ট করিলে চলিবে না। যাঁহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ করিতে হইবে, যদি সেই সম্বন্ধ আমার মূল উদ্দেশ্যের অনুকূল হয়, তবেই, এবং কেবলমাত্র সেই ভাবেই করিতে হইবে। প্রতিকূল-বিষয়ও এইরূপ বিচারে অনুকূলভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারিবে। প্রতিকূল বিষয়দ্বারাও কৃষ্ণানুশীলন করিতে পশ্চাৎপদ হইতে হইবে না।

শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ এবং অন্য কয়েকখানি ভক্তিগ্রন্থ মনোযোগের

সহিত পড়িতে বলিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ এবং শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণ-সেবা-লাভের জন্যই মনোযোগের সহিত তাহা পাঠ করিব,—উহাই উদ্দেশ্য হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা লক্ষ্য করিলে ব্যতিরেকভাবে সকল অভাবের হস্ত হইতে মুক্ত হইব; সকল সত্তার সেখানেই প্রকৃত দর্শন লাভ হইবে।

"শ্রীগুরুপাদপদ্মান্তিকে অবস্থিত হইলে অভয়, অশোক ও প্রকৃত সুখী হওয়া যায়। সেবার দ্বারা তাঁহার সান্নিধ্য লাভ হয়। সর্ব্বক্ষণ কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিলে অতি শীঘ্র তাঁহার কৃপালাভ হয়। তাঁহার কৃপার ইহাই স্বরূপ যে, তদ্দ্বারা তাঁহার প্রতি সেবাবুদ্ধি অধিকতর বৃদ্ধি হয়। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং একমাত্র লাভ। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় তাঁহার ঐকান্তিকতার যে জ্বলন্ত আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, উহাই আমাদের সর্ব্বক্ষণ স্মরণীয় হওয়া কর্ত্তব্য।

"শ্রীল আচার্য্যদেব বলিলেন যে, কৃষ্ণের স্বার্থ ও আমার স্বার্থ পৃথক্ হইলেই কৃষ্ণ-বিরোধ হইবে, কৃষ্ণের প্রতি একটা প্রতি-যোগিভাব আসিবে। যেমন, দুইটী ঘর যদি কৃষ্ণেরই হয়, তাহা হইলে দুই ঘরের মধ্যে ব্যবধান থাকে না। নিজের পৃথক্ সংসার কিংবা সম্পত্তি হইলে কৃষ্ণের সংসার থাকে না। কৃষ্ণের সংসার থাকিলে দুইটি ঘরই নিজের হয়; নচেৎ কৃষ্ণ ও নিজের মধ্যে Butterএর সৃষ্টি হয়। নিজের কোন পৃথক্ সম্পত্তি থাকা উচিত নয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের —শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের মনোঽভীষ্টের অনুসরণই একমাত্র প্রয়োজনীয়। ইহা নিষ্কপটে অনুভূত না হইলে অন্যাভিলাষিতার কবলে পতিত হইতে হইবে। গৌড়ীয়মঠ ভগবদ্ধাম। মঠের সেবা—ধামের সেবা, মঠবাস—ধামবাস।

"শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগুরুপ্রেষ্ঠ, অভিন্ন-শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি এবং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও তাহাই যে, শ্রীল আচার্য্যদেব আমাদিগকে শ্রীল প্রভুপাদের সেবাসৌভাগ্য দান করেন। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সাক্ষাৎ আদেশ ব্যতীত তাঁহার আদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় উপলব্ধি না হইলে এবং তৎসম্পাদনে তিনি কৃপাপূর্ব্বক যোগ্যতা প্রদান না করিলে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা-লাভ হইতে পারে না।

কেহ সরলভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিলে তাহাকে হরিকথা বলিতে হইবে না। সেইরূপ হরিকথা-দ্বারা প্রতিষ্ঠামাত্র লাভ হইয়া গুরুভোগ করিয়া ফেলিবে। প্রত্যেকের সকল প্রশ্নেরও জবাব দিবার আবশ্যকতা নাই। প্রশ্নকারীর প্রতি গুরুবুদ্ধি না হইলে তাহার প্রশ্নের জবাব দিলে গুর্ব্বভিমানই প্রবল হইবে। সেইরূপ প্রশ্নকারীর অশুদ্ধ প্রশ্নের জবাব না দিলে তদ্দ্বারা তাহার স্বরূপের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাই প্রদর্শিত হইবে।"

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহে শ্রীল আচার্য্যদেব

[গৌড়ীয় ১৮শ খণ্ড; ৩২শ সংখ্যা]

শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু চলিয়া গিয়াছেন। লোকচক্ষে তিনি আর নাই, কিন্তু তিনি নশ্বর বস্তু নহেন, তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিজজন, শ্রীল প্রভুপাদপদ্ম নিত্য এবং তাঁহার নিজজনও নিত্য। তিনি আছেন তবে ভাগ্যদোষে আমরা তাঁহার সঙ্গ হারা হইয়াছি। এ জগৎ কুৎসিৎ, কুরূপ, পাপপঙ্কিল ও পাষণ্ডতাময়, আর তিনি নির্দ্দোষ, অনবদ্য, সুন্দর ও আনন্দময়। এখানে তিনি কেন থাকিবেন? তিনি সুন্দর, তাই তিনি সুন্দরের—গৌরসুন্দরের পাদপদ্মে চলিয়া গিয়াছেন—শ্রীশ্রীবাস-মন্দিরে শ্রীগৌর-সুন্দরের সংকীর্ত্তনরাসে তিনি যোগদান করিয়াছেন। সেখানে শ্রীল প্রভুপাদ আছেন, শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ ও শ্রীপাদ ভাগবত-জনানন্দ প্রভু আছেন। শ্রীপাদ ভাগবতজনানন্দ প্রভু এই একই রকম অসুস্থতার লীলাভিনয় করিয়াছিলেন। শ্রীভাগবত-জনানন্দ প্রভুও 'আমি চলিলাম', —এরূপ ভবিষ্যদ্ বাণী ৩য় বর্ষ, ২৭শ সংখ্যা গৌড়ীয়ে "বন্ধুর কৃত্য" শীর্ষক প্রবন্ধে অপ্রকটের ১৪।১৫ দিন পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু 'প্রাণৈরর্থৈর্বিয়া বাচা' সেবা করিয়া কায়মনোবাক্য ও বলবুদ্ধি প্রভৃতিকে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাদ-পদ্মে সমর্পণ করিয়াছেন এবং পরিশেষে শ্রীব্যাসপূজায় অঞ্জলিদান করিয়া নিজের আত্মাকে সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে আহুতি দিয়াছেন। তাঁহার দিক্ হইতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই, কারণ, তিনি নিখুঁত, সুন্দর ও নির্দ্দোষ-আনন্দের ধামে গিয়াছেন। যখন নিজের স্বার্থের অর্থাৎ তাঁহার সঙ্গক্রমে আমাদের পরম লাভের দিক্ হইতে দেখি, তখন তীব্র জ্বালা ও গুরুতর দুঃখ ছাড়া আর কিছুই দেখি না, কিন্তু এই দুঃখ যদি আমাদিগকে তাঁহার আদর্শ সেবাময়-জীবনের অনুসরণে প্রবুদ্ধ না করায়, তবে এই দুঃখ, এই ক্রন্দন - সবই বৃথা। তিনি মঠে আসিবার প্রথম দিন হইতে আমার নিরন্তর সঙ্গী ছিলেন। তাঁহার বিরহে আমি আজ সঙ্গহারা, তবে আমাদের বলিবার কিছু নাই।

"কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা, হৈল সঙ্গভঙ্গ॥"

তিনি চির আনন্দময় সুন্দরের ধামে গিয়াছেন, আমাদিগকে তাঁহার বিরহ আরও তীব্রভাবে উপলব্ধি করাইবার জন্য, আর রাখিয়া গিয়াছেন—তাঁহার জ্বলন্ত স্মৃতি। তাঁহার স্মৃতি প্রতিক্ষণে, প্রতি মুহূর্ত্তে আগুনের শিখার ন্যায় আমাদের হৃদয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক। তিনি যে আদর্শ সেবাময় জীবন আমাদের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুসরণের জন্য আমাদের একটা দৃঢ় তীব্র আন্তরিক স্পৃহা জাগুক, তাহা হইলে তিনি অপ্রকট লীলায়ও আমাদের প্রতি করুণা করিবেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আবেদন করিবেন। শ্রীল প্রভুপাদ আবার শ্রীগৌর সুন্দরের নিকট আবেদন করিবেন, তখন শ্রীগৌরসুন্দর কৃপা করিয়া আমাদিগকে তাঁহাদের সহিত মিলন করাইবেন

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়তম জন, ইহা যেরূপ সত্য, আবার শ্রীভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের নিজজন, ইহাও সেইরূপ সত্য। তিনি কতটা শ্রীল প্রভুপাদের প্রিয়, তাহা তাঁহার এই অপ্রকট লীলার দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের ভজন-গৃহের সংলগ্ন স্থানে শ্রীব্যাসপূজায় অঞ্জলিদান করিয়া ভক্তিসুধাকর প্রভু নিজের আত্মাকে আহুতি দিলেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের লীলায় মিলিত হইলেন—শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীগৌরসুন্দরের মিলন করাইবার জন্য। আমরা তাঁহার সঙ্গ আর এ জগতে থাকাকালে পাইব না,—যেমন শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গ হইতেও এখন আমরা বঞ্চিত, কিন্তু যদি ভক্তিসুধাকর প্রভুর স্মৃতি অনুক্ষণ হৃদয়ে বহন করিয়া তাঁহার অনুসরণ করি, তাহা হইলে তিনি কৃপা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদপদ্মের ধূলি রূপে আমাদিগকে সংযোজিত করিবেন, তখন প্রভুপাদের কৃপায় শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তন রাসে আমরা যোগদান করিতে পারিব।

"আমার প্রভুর প্রভু—শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥"

শ্রীবাসমন্দিরে শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য-অধিষ্ঠান। শ্রীবাসগৃহে, নিত্যানন্দের নৃত্যে, শচীর অঙ্গনে ও রাঘবের মন্দিরে মহাপ্রভু নিত্যকাল থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তনে নিত্যকাল শ্রীনিত্যানন্দ নৃত্য করিতেছেন, সেখানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু আছেন, শ্রীগদাধর আছেন, শ্রীভক্তিবিনোদ, শ্রীগৌরকিশোর, শ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁহার পশ্চাতে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু আছেন। তাঁহার পাদপদ্মের রেণু হইতে পারিলে আমরা শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীগৌরসংকীর্ত্তনরাসে প্রবেশ করিতে পারিব।

সুন্দরের ধামেই ত' আমাদের যাওয়া দরকার। এই পাপপাষণ্ড কুরূপের জগতে নিত্যকাল থাকিবার জন্য আমরা কেহ আসি নাই। সেই সুন্দরের রাজ্যে লইয়া যাইবার জন্যই ভক্তিসুধাকর প্রভু তাঁহার সুধা বা জ্যোৎস্না সমগ্র বিশ্বে বিস্তার করিয়া প্লাবিত করিতে চাহিয়াছেন ও করিয়াছেন। এত ক্লেশ, এত ঝঞ্ঝাবাত নির্ভীক ও নিস্পন্দ চিত্তে বরণ করিয়া তিনি যে দৃঢ়পদে সেবা পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা কেবল শ্রীগৌরসুন্দর প্রেষ্ঠ শ্রীল প্রভুপাদের সহিত মিলিত হইতে ও সকলকে মিলন করাইতে। এই পাপপঙ্কিল, কুরূপ, দুঃখ শোকময় জগতে থাকিয়াও তিনি ছিলেন সুন্দরের—আনন্দের আরাধক এবং তিনি সেই পথেই ছুটিয়া বিশ্বকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সেবাসুধার—আনন্দের আকর-চন্দ্র, আমরা যদি তাঁহার কিরণ-কণালাভের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি, তাহা হইলেই সেবাসুধা-পানে অমৃত হইয়া আর বিষয়-বিষের দ্বারা জর্জ্জরিত হইব না।

সুন্দরের পাদপদ্মে অভিযান করিতে ও করাইতে যাইয়া এরূপ উজ্জ্বল আদর্শ বৈষ্ণব-ইতিহাসে আর কোথাও প্রকাশিত হইয়াছে কি না, জানি না। ১৯২৫ সাল হইতে ১৯৭৯ সাল পর্য্যন্ত যে অসমোর্দ্ধ সেবাদর্শ তিনি প্রকট করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীরামানুজ শ্রীলক্ষ্মণজীর সেবা এবং শ্রীরামানুজাচার্য্য বা শ্রীলক্ষ্মণদেশিকের আদর্শ সেবক শ্রীকুরেশাচার্য্যের সেবা ইতিহাস স্মৃতিপথে জাগরূক হয়। শ্রীকুরেশাচার্য্য গুরুসেবার জন্য নিজের চক্ষুর্দ্বয়কে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। একথাটীও আমাদিগের শোনা বা গ্রন্থেই পড়া ছিল, আর আজ প্রত্যক্ষ দেখিলাম,—শ্রীভক্তিসুধাকর প্রভুর সেবা, নিজের প্রাণকে বলি দিয়া—আহুতি দিয়া।

তিনি যেরূপ সর্ব্বস্ব শ্রীগৌরসুন্দর ও ও তৎপ্রেষ্ঠের চরণে ডালি দিয়াছেন, আমরাও যেন তাঁহার সেই সেবাময় জীবনের অনুসরণ করিতে পারি। কত লোক হয় ত' তাঁহার জন্য আমাদিগকে লাঞ্ছনা করিবে, গঞ্জনা দিবে, কিন্তু আমরা তাহার জন্য বিচলিত হইব না। ইহাও ভক্তিসুধাকর প্রভু দেখাইয়াছেন শত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অত্যাচার, নির্য্যাতন, নিপীড়ন—কিছুই শ্রীগুরু-গৌরসুন্দরের পাদপদ্মাভিমুখে তাঁহার প্রগতিকে প্রতিহত করিতে পারে নাই। তাঁহার কৃপাতেই প্রভুপাদের সঙ্গ এবং প্রভুপাদের সঙ্গক্রমেই গৌরসুন্দরের সেবা-লাভ হয় জানিয়া আমাদের একমাত্র প্রার্থনা হউক—

মানস দেহ গেহ—যো কিছু মোর।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে, নন্দকিশোর॥
মারবি, রাখবি—যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা॥
সম্পদে বিপদে, জীবনে-মরণে।
দায় মন গেলা তুয়া ও দি বরণে॥

ভ্রম-সংশোধন

গত ২৭০।৭১তম সংখ্যা 'শ্রীনদীয়া-প্রকাশে'র ৪র্থ পৃঃ ৪র্থ কলম ১৭শ ও ৩৫তম পঙ্ক্তিস্থিত জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা হলে 'আষাঢ়ী-পূর্ণিমা হইবে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-॥:০:॥-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

বাঙ্গলা সরকার বিমান-আক্রমণের প্রতিরোধ-মূলক ১২টি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। (১) সহরের সর্ব্বত্র টিউবওয়েল খনন (আনুমানিক ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রায় ২৫০০ টিউবওয়েল খনন করা হইবে); (২) জলের কল মেরামতকারী দল এবং জিনিষপত্র মজুত ব্যবস্থা (আনুমানিক এককালীন ব্যয় ৩৫ ০০০ টাকা এবং মাসিক ব্যয় ১১০০৲ টাকা), (৩) খালের উপর দিয়া ওয়াটার ওয়ার্কসের পাইপ গিয়াছে, তাহা রক্ষার ব্যবস্থা (ব্যয় বরাদ্দ ৬০,৪০০৲ টাকা), (৪) ওয়াটার ওয়ার্কসের পাম্পিং ষ্টেশনসমূহের যে সব পাইপ উন্মুক্ত স্থানে রহিয়াছে, সেইগুলি রক্ষার ব্যবস্থা এবং দেওয়াল তৈয়ারি (ব্যয় বরাদ্দ ৭০,০০০৲); (৫) ওয়াটগঞ্জ পাম্পিং ষ্টেশনে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ-সরবরাহের ব্যবস্থা (ব্যয় বরাদ্দ ৬৫,০০০৲ টাকা); (৬) ইলেকট্রিকের তার ও কলকব্জা প্রভৃতি এবং মেরামতকারী দল (ব্যয় বরাদ্দ ৩০,০০০৲ এবং মাসিক ব্যয় ৪০০৲ টাকা); (৭) জলনিকাশের ব্যবস্থা এবং মেরামতকারী দল প্রভৃতি (ব্যয় বরাদ্দ ৪৬,৭০০৲ টাকা এবং মাসিক ব্যয় ১৫২৲ টাকা), (৮) পামার্স ব্রিজ ষ্টেশন হইতে ময়লা নিকাশের ব্যবস্থা (ব্যয় বরাদ্দ ৭০ ০০০৲ টাকা), (৯) ধাঙ্গড়দের কাজ এবং ডিষ্ট্রিক্টসমূহের অন্যান্য কাজ (ব্যয় বরাদ্দ ৫,২১,৫০০৲ টাকা এবং মাসিক ব্যয় ৯,৯২৮৲ টাকা), (১০) যে সব স্কোয়ারে পুষ্করিণী আছে, দমকলসমূহের প্রবেশযোগ্যভাবে সেইগুলির প্রবেশপথের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতে হইবে (ব্যয় বরাদ্দ ৫,৮৫০৲ টাকা), এবং অস্ত্র নির্ব্বাপণের জন্য ভূগর্ভস্থ জলাশয়ের ব্যবস্থা (ব্যয় বরাদ্দ ৩,০৫,০০০৲ টাকা, যানবাহন বিভাগের চীফ ইঞ্জিনিয়ার ব্যয় বহন করিবেন), (১১) সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল ও অন্যান্য মিউনিসিপ্যাল অফিসের নিরাপত্তার ব্যবস্থা (ব্যয় বরাদ্দ ৩,৪৪,৫৭০৲ টাকা) এবং (১২) কারখানাসমূহ এবং অন্যান্য ক্যাক্টরী রক্ষার ব্যবস্থা (ব্যয় বরাদ্দ ৪৫,৩০০৲ টাকা)।

এ আর পি'র অন্যান্য পরিকল্পনার মধ্যে বিমান আক্রমণের ফলে যাহারা গৃহহীন হইবে, তাহাদিগকে সাহায্যদান, সহরে খাদ্যদ্রব্য মজুত রাখার ব্যবস্থা এবং প্রকৃত সঙ্কটকালে উহা বণ্টনের ব্যবস্থা, আলোক-নিয়ন্ত্রণ, পরিখা-খনন প্রভৃতিও আছে।

ব্রহ্ম হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থী

গত ১লা ফেব্রুয়ারী রেঙ্গুণ হইতে একখানি জাহাজযোগে ব্রহ্ম হইতে ২০০০ আশ্রয়প্রার্থী আর এক দল এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহাদিগকে বিনাব্যয়ে একখানি স্পেশ্যাল ট্রেণযোগে জেটী হইতে সহরে আনয়ন করা হয়।

অনাথ ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগকে ফিরাইয়া আনার ব্যবস্থা এখনও চলিতেছে। গবর্ণমেণ্ট তাহাদের ভাড়া অগ্রিম দিতেছেন। প্রকাশ, এ পর্য্যন্ত প্রায় ৩০০০ নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে এইভাবে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে।

যুদ্ধ প্রচেষ্টায় চীনকে সাহায্য

গত ২রা ফেব্রুয়ারী এক্সিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট চীনকে ৫০ কোটি ডলার ঋণ-দানের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য কংগ্রেসকে অনুরোধ করিয়াছেন। প্রেসিডেণ্টের সেক্রেটারী মিঃ ষ্টাফেন আর্লি প্রকাশ করেন যে, অর্থসচিব মিঃ মর্গেনথাউ ও যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ দান ব্যবস্থার কর্ত্তা মি. জে সি জোন্স কংগ্রেসের উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা করেন, এবং তাঁহাদিগকে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। তদুপরি মিঃ আর্লি ইহাও বলেন যে, কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সম্মতিক্রমে স্পীকার মিঃ বেবার্ণ প্রতিনিধি পরিষদে যথারীতি একটি প্রস্তাব পেশ করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

বৃটেনের উদ্যম

বৃটিশ-সরকার চীন-সরকারকে যুদ্ধ প্রচেষ্টার সাহায্যার্থ ৫ কোটি পাউণ্ড ঋণ দানের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। তদুপরি বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট চীন যাহাতে ইজারা ও ঋণ দান ব্যবস্থা অনুযায়ী সমস্ত সমরসম্ভার পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন।

মার্কিণ কংগ্রেসের অধিবেশন

গত ২রা ফেব্রুয়ারী এ বৎসর প্রতিনিধি সভার সকল সদস্যের এবং সেনেটের ৩৪ জন সদস্যের নির্ব্বাচন হইবার কথা ছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কংগ্রেসকে জানান হইয়াছে যে যুদ্ধ যতদিন চলিবে, এই কংগ্রেসের অধিবেশনও ততদিন চলিতে থাকিবে, কখনও ছুটি থাকিবে না।

সেনেটের ডেমোক্র্যাটিক দলের হুইপ বলেন, "যাহাই আসুক তাহা তাড়াতাড়ি নিষ্পন্নের জন্য কংগ্রেসকে অবশ্যই প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কি হইবে না হইবে, এ কেহই জানে না। ছুটির কোন সম্ভাবনা নাই।"

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীমন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সভার কল্যাণকল্পতরু

=•=

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভূমিসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৶০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ৮ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫; ২৬শে মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ৯ই ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, সোমবার { ২৭৩তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীজনশিক্ষা

=•=

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন' ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সদ্ভক্তি-সাকাঙ্ক্ষু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ গোবিন্দ, শিব সম্বৎসর, গৌরাব্দ ৪৫৫

"গৌড়ীয়গণের পূজাই প্রকৃত ব্যাসপূজা"

—::(•)::—

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের অভিন্ন তনু শ্রীনিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার ঔদার্য্যময়ী প্রকট-লীলায় জীব-জগতে যেসকল কারুণ্যের আদর্শ বিস্তার করিয়াছেন ভুবনমঙ্গলকর যে-সকল অনুষ্ঠানের পুনঃ-প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তন্মধ্যে 'শ্রীব্যাসপূজা'র পুনঃ প্রবর্ত্তনলীলা অন্যতম।

শ্রীল প্রভুপাদ বৈয়াসকি-সম্প্রদায় বা ব্যাসানুগগণের সঙ্গেই শ্রীব্যাসপূজা পুনঃ-প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস-রচিত অকৃত্রিম বেদান্ত-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বপ্রথম "জন্মাদ্যস্য"-শ্লোকে যে "সত্যং পরং ধীমহি"-মন্ত্রে বহু-বচনের প্রয়োগ আছে তদ্দ্বারা বৈয়াসকি-সম্প্রদায় বা সঙ্ঘের একযোগে পরম সত্য বস্তুর ধ্যানের কথাই পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণপক্ষে—'সেই সত্যস্বরূপ পরমপরাৎপর পরমেশ্বরকে বৈয়াসকি-সম্প্রদায় আমরা ধ্যান করিতেছি'—এই তাৎপর্য্য, আর শ্রীগৌরপক্ষে—'গুরু, ঈশ, ঈশভক্ত, ঈশাবতার, ঈশ প্রকাশ ও ঈশশক্তি-সমন্বিত সত্যস্বরূপ-পরমেশ্বর শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দরকে আমরা শ্রীগৌড়ীয়গণ ধ্যান করি।'—এই ব্যাখ্যাই শ্রীল প্রভুপাদ প্রদান করিয়াছেন। বৈয়াসক বা গৌড়ীয়গণের ধ্যান—সংকীর্ত্তনমুখে স্মরণ। সঙ্ঘ একযোগে যে ধ্যান করেন, তাহাই সংকীর্ত্তন। এই সংকীর্ত্তনমুখেই শ্রীব্যাসের পূজা হয়। 'শ্রীসংকীর্ত্তনরাসস্থলী' সেই 'শ্রীব্যাসপূজা'র পীঠস্থান।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার দ্বিপঞ্চাশত্তম প্রকটবাসরে (২০শে মাঘ, ১৩৩২) শ্রীব্যাসপূজায় "শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন" শীর্ষক অভিভাষণের উপসংহারে বলিয়াছেন,—

"গৌড়ীয়গণের পূজাই প্রকৃত ব্যাসপূজা বলিয়া প্রদীপ্ত হউক।"

শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণীর মধ্যে 'প্রকৃত ব্যাসপূজা'র তাৎপর্য্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কেবল শ্রীব্যাসের পূজা, কেবল শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীগৌরসুন্দরের পূজা অথবা কেবল শ্রীগুরু-পূজা—প্রকৃত ব্যাসপূজা নহে, শুদ্ধ গৌড়ীয়-গণের পূজাই—'প্রকৃত ব্যাসপূজা'। শুদ্ধ গৌড়ীয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুদেব বা শ্রীব্যাসের পূজা হয় না, কারণ, শুদ্ধ গৌড়ীয়শ্রেষ্ঠই—'শ্রীগুরুপাদপদ্ম', গৌড়ীয়ের মাশিক শ্রীস্বরূপদামোদরাভিন্ন প্রভুই—'শ্রীগুরুপাদপদ্ম'। এইজন্যই শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-পুরীর অনুগসম্প্রদায়ের 'শ্রীব্যাস-পূজা পদ্ধতি'তে এইরূপ মন্ত্র দৃষ্ট হয়,—

"শ্রীদামোদরস্বরূপ-শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীরঘুনাথ-শ্রীজীব ভট্টযুগ-শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজাদি-শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ শ্রীমদ্-গৌরকিশোরদাস-শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ-পুরী গোস্বামি-পাদান্ত-সর্ব্বেভ্যো গুরুভ্যো নমঃ।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্র হইতে যে 'শ্রীব্যাসপূজা পদ্ধতি' আহরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সর্ব্বপ্রথমেই 'শ্রীগণেশে'র নমস্কার দৃষ্ট হয়। পঞ্চোপাসক, কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত বা মায়াবাদিগণের 'গণেশে'র সম্বন্ধে যে ধারণা বা পূজার বিচার, বৈয়াসকি বা গৌড়ীয়গণের সেইরূপ বিচার নহে। বৈয়াসকি-গণ গণেশকে শ্রীব্যাসপূজার সর্ব্বপ্রধান পুরোহিত বা শ্রীব্যাসের শ্রীসংকীর্ত্তনযজ্ঞের সর্ব্বপ্রধান ঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা ও উদ্গাতা বলিয়া জানেন। যেরূপ 'শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি'তে সর্ব্বপ্রথমে "শ্রীগণেশায় নমঃ"-মন্ত্র দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ মহাকবি শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে'র প্রারম্ভেও সর্ব্বপ্রথমে 'গণেশে'র বন্দনা করিয়া বলিয়াছেন,—

"নমো নমো বন্দোঁ দেব গণেশ্বর,
বিঘ্নবিনাশন মহাশয়।"

• • •

"সরস্বতী বন্দো মুঞি, কেলি কর মোর মুঞি,
কহ গৌরহরি-গুণ-গাথা।
অবিদিত ত্রিজগতে, গৌরবর্ণ বাণী-নাথে,
অদভুত অপরূপ কথা॥"

গৌড়ীয়বর মহাকবি শ্রীল লোচনদাস শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাসের কার্য্য করিবার পূর্ব্বেই সর্ব্বাগ্রে 'গণেশে'র বন্দনা করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন,—শ্রীব্যাসের পূজা নির্ব্বিঘ্নে সমাপন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ব্যাসের 'গণেশ্বরে'র বন্দনাই কর্ত্তব্য। তিনি শ্রীব্যাস-মনোঽভীষ্টের সহায়ক ও তৎপরি-পূর্ত্তির সিদ্ধিদাতা শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট পরিপূরণকারী—শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী। সেই শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর মনোঽভীষ্ট পরিপূরক—তাঁহারই 'গণেশ'। এজন্য সর্ব্বাগ্রে 'গণেশে'র বন্দনা, তৎপরে 'শ্রীচৈতন্য সরস্বতী'র বন্দনা এই গৌড়ীয়-মহাকবির গ্রন্থের 'মঙ্গলাচরণে' দৃষ্ট হয়।

পঞ্চোপাসকের 'গণেশ' ও বৈয়াসকি-গৌড়ীয়গণের 'গণেশ' সম্পূর্ণ পৃথক্। পঞ্চোপাসকগণের 'গণেশ' প্রাকৃত অর্থ বা জড়সিদ্ধির দেবতা, গোপালকের পীঠাবরণে পঞ্চোপাসকের কল্পিত ছায়াশক্তিস্বরূপ অনিত্য গণেশের অধিষ্ঠান নাই। বারোয়ারী বা পঞ্চায়েতী গণেশই—পঞ্চোপাসকের গণেশ, আর শুদ্ধ 'গৌড়ীয়' বা সদ্গুরু-দেবের পদাশ্রিত নিষ্কপট শিষ্যদেবগণের ঈশ-স্বরূপ যে 'গণেশ', তিনিই গৌড়ীয়গণের গণেশ বা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট-সিদ্ধির সহায়ক। তিনি পরমার্থে সিদ্ধি-প্রদানকারী, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সংকীর্ত্তনই তাঁহার জীবাতু, তিনি লেখনীর দ্বারা শ্রীব্যাসের পূজা করেন, তিনি শ্রীব্যাসের হৃদয়ের যাবতীয় শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত অবগত আছেন, তিনি 'ব্যাসকূট'র মর্ম্মজ্ঞ। অতএব প্রকৃত ব্যাসপূজা করিতে হইলে সেই গৌড়ীয়গণের 'গণেশে'র আনুগত্যে গৌড়ীয়গণের পূজা করিতে হইবে। গণেশ ও শুদ্ধ গৌড়ীয়গণের পূজা পরিত্যাগ করিয়া কেবল গুরুপূজার আভনয়—শ্রীব্যাসপূজা নহে, তাহা দাম্ভিকতা বা নির্ব্বিশেষবাদ।

শ্রীগুরুদেবের অনুগ শিষ্যদেব সম্প্রদায় শ্রীগৌড়ীয়গণ ও সচ্ছিষ্যদেবগের 'ঈশ' অর্থাৎ নায়ক—শ্রীগুরুদেবের বৈভব ও শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন-বিলাসের উপকরণ। যাহারা 'গণেশে'র নায়কত্ব স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ অর্থাৎ শ্রীব্যাসের বিরোধী, তাহারাই নির্ব্বিশেষবাদী আধ্যক্ষিক। পঞ্চোপাসক অর্থাৎ পঞ্চায়েতী বারোয়ারী গণমত গণদেবতার সহিত সাযুজ্যপ্রাপ্ত হইয়া যে ব্যাসপূজার অভিনয় করে, তাহাতে ব্যাসের অঙ্গে (?) বজ্র বিদ্ধ হয়,—

ধিক্ তার কৃষ্ণ-সেবা, শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ অঙ্গে (?) বজ্র হানে তাহার স্তবন॥

নির্ব্বিশেষবাদী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাসপূজার বিশেষ প্রচলন দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহা প্রকৃত ব্যাসপূজা নয়, তাহা দাম্ভিকতা বা নির্ব্বিশেষবাদ। নির্ব্বিশেষবাদী সর্ব্বদাই শঙ্কিত,—কি জানি ব্যাস বা ভ্রান্ত হইয়া পড়েন। গুরুদেবের কোনরূপ ছিদ্র আবিষ্কৃত না হয়, এজন্য নির্ব্বিশেষবাদিগণের শঙ্কা ও ভীতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শ্রীব্যাস যে কখনও ভ্রান্ত হন না, শ্রীগুরুদেবের যে কখনও পতন নাই, শ্রীগুরুকে যে লঘু মাপিয়া লইতে পারে না,—ইহা তাহাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না। একথা প্রকৃত শ্রীব্যাসশিষ্য শ্রীমধ্বাচার্য্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি 'আনন্দতীর্থ', 'পূর্ণপ্রজ্ঞ',—তিনি গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের 'পূর্ব্ব[illegible] তিনি 'বৃদ্ধবৈষ্ণব'। তাই তিনি নির্ব্বিশেষবাদি-সম্প্রদায়ের কোন কথাই শ্রবণ করেন নাই। তিনি ভীম, হনূমান্ ও বায়ুরূপে গদাঘাতে নির্ব্বিশেষবাদি-সম্প্রদায়ের উরুভঙ্গ, সোণার লঙ্কা দগ্ধ ও যাবতীয় কুমতবাদ তূলের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন। এজন্য তিনি শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্যে ও শ্রীমহাভারত-তাৎপর্য্যে শ্রীব্যাসের পাদপদ্মে কোনপ্রকার আধ্যক্ষিকতার প্রশ্রয়দানের বিচার সহ্য করেন নাই। এইখানেই ব্যাস-শিষ্য শ্রীশঙ্করানুগগণের সহিত তাঁহার নিত্য বিরোধ।

"প্রতীপ জনারে আসিতে না দিব,
রাখিব গড়ের পারে।"

—এই বিচার শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য প্রকৃত শ্রীব্যাসশিষ্যরূপে সর্ব্বদা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনও "[illegible] ব্যাস্ত বলি' উঠাইল বিবাদ"—এই নীতি সহ্য করেন নাই। তাই তিনি তারস্বরে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন,—

যদিবা, যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিনু তোমারে॥
[illegible] কারো বুঝিনাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দা করি, যাইবে সে নাশ।
এত [illegible] যে পাপী নিন্দা করে।
তবে [illegible] উপরে।

নির্ব্বিশেষ[illegible] তাহাদের [illegible] পারেন [illegible] সমর্থ [illegible] সহায় [illegible] বিষ্ণু [illegible] নিরূপণে [illegible] বৈষ্ণব [illegible] নিত্যসিদ্ধ ও [illegible] দর্শন [illegible] মধ্যে সেই [illegible] নাই।

নির্ব্বিশেষবাদিগণ সকল [illegible] কোথাও [illegible] ভবরোগাক্রান্ত[illegible]

কার্য্যাকার্য্য-মহানতঃ'-শ্লোকের মর্ম্ম বিমুখ মস্তিষ্কে ধারণ করিতে না পারিয়া তাহারা 'কাঁঠাল-বাকার গুরুসেবা'র ন্যায় হরিতকীর-ত্বক্ ছাড়াইয়া গুরুসেবার জন্য কেবল আঁঠি ও বড় এলাচের দানা পরিত্যাগপূর্ব্বক খোসাটী প্রদান করিয়া গুরুসেবা (?) বা গুরুপূজা (?) করিতে উদ্যত হয়। শাস্ত্রে যখন উৎপথগামী লঘুর ত্যাগের বিধান আছে, যখন এলাচ বা অন্যান্য ফলের খোসা পরিত্যাগ করিবার বিধি আছে, তখন হরীতকীর ত্বক্টীও পরিত্যাজ্য, সর্ব্বত্র এই একই নীতিই প্রযোজ্য—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে। ইহাই বিবর্ত্তবাদী নির্ব্বিশেষবাদিগণের 'বিবর্ত্ত', ইহাই নির্ব্বিশেষবাদী একলব্যের 'গুরুপূজা', ইহাই বৃক, বাণ প্রভৃতি নির্ব্বিশেষবাদীর গুরুপূজার আদর্শ। তাই নির্ব্বিশেষবাদী কখনও ব্যাস পূজা করিতে পারে না, কেন না, তাহারা 'গৌড়ীয়গণের পূজা' ও তাঁহাদের 'গণেশে'র পূজা-পদ্ধতি জানে না। একদিন শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীব্যাসপূজার জন্য শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুকে আহ্বান করিলে শ্রীনিত্যানন্দ যখন শ্রীগৌরসুন্দরের গলদেশে মালিকা প্রদানপূর্ব্বক ব্যাসপূজা করিয়াছিলেন এবং ষড়্ভুজমূর্ত্তি দর্শন করিয়া যখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মূর্চ্ছালীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপের সপার্ষদ-কীর্ত্তনকে প্রকৃত ব্যাসপূজার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছিলেন। ইহা শ্রীল প্রভুপাদ "গৌড়ীয়গণের পূজাই প্রকৃত ব্যাসপূজা"—এই উক্তির মধ্যে সম্পুটিত করিয়াছেন।

সেবাবিগ্রহের প্রতি অনাদর যা'র।
বিষ্ণুস্থানে অপরাধ সর্ব্বথা তাহার॥
এক হস্তে যেন বিপ্রচরণ পাখালে।
আর হস্তে ঢেলা মারে মাথার কপালে॥
এসব লোকের কি কুশল কোন ক্ষণে।
হৈয়াছে, হৈবেক, বুঝ ভাবি' মনে॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ - মধ্য, ৫ম অঃ)

এইরূপ 'অর্দ্ধজরতী ন্যায়' বা 'অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায়ে' পতিত নির্ব্বিশেষবাদিগণের কোনই মঙ্গল হয় না, তাহারা কোনদিনই শ্রীব্যাসপূজার অধিকার প্রাপ্ত হয় না। তাই আমরা শ্রীব্যাসের অভিন্নতনু শ্রীস্বরূপদামোদরাভিন্ন শ্রীভক্তিবিনোদ গৌর সরস্বতী প্রভুর শ্রীচরণে এই সকাকু প্রার্থনা করি, যেন আমরা অকপট হইয়া শুদ্ধ গৌড়ীয়গণের পূজার কোনদিন অধিকার লাভ করিতে পারি, যেন 'গণেশে'র পূজা করিয়া শ্রীব্যাসের পূজা করিবার জন্য লালায়িত হই, যেন 'ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইবার' দাম্ভিকতা ও পাষণ্ডতাকে বহুমানন না করি, তাই আমরা শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর শিক্ষার অনুবর্ত্তন করিয়া সেই শ্রীব্যাসাচার্য্যের 'মহাবাক্য' ও 'গুরূপদেশ' অনুকীর্ত্তনমুখে ব্যাসপূজার অঞ্জলি প্রদান করিতেছি,—

"বাসুদেবালয়েতে
থাকিয়া ত' সদা লহ নাম।"

সংকীর্ত্তনমুখেই বৈয়াসকি-সম্প্রদায়ের শ্রীব্যাসপূজা। "গণেশের দাস্যে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বদা কীর্ত্তনমুখে সেই শ্রীব্যাসপূজার অনুষ্ঠান কর, সর্ব্বদা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ-কীর্ত্তন, কর, শ্রীকৃষ্ণনামপ্রভুকে বিলাস করাও, শ্রীব্যাসদেবের, শ্রীগুরুদেবের, শ্রীরূপানুগবরের মনোহভীষ্ট-পরিপূরণ কর"—এই গুরূপদেশরূপ পরম সত্যকে "সত্যং পরং ধীমহি"—এই গায়ত্রীময়ী গানের মত, মন্ত্রের মত—সংকীর্ত্তনমুখে ধ্যান করিতেছি।

তর্ক ও কৃপার ফল

(শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী)

দেহমনোধর্ম্মে আবদ্ধ থাকা-কাল পর্য্যন্ত জীব তর্ক, বিবাদ প্রভৃতির হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারে না। তর্ক, বিবাদ প্রভৃতি জড় অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়। চেতনের বৃত্তি জাগ্রত হইলে আর তর্ক বলিয়া কোন কথা থাকে না। জড়-অহঙ্কারের মূল—অজ্ঞান, অজ্ঞানের মূল কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা। চেতনের স্বাভাবিক বৃত্তি সেবোন্মুখতা। একটী ঘরের ভিতরে আলো জ্বলিতেছে কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি তাহার চক্ষু দুইটী বন্ধ করিয়া ঘরের অভ্যন্তরস্থিত দ্রব্যাদির অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব সম্বন্ধে অপরের সহিত তর্ক আরম্ভ করে, তাহা হইলে সমস্ত জীবন তর্ক করিয়াও তাহা যথার্থ উপলব্ধির বিষয় হইবে না, কিন্তু চক্ষু খুলিয়া দেখিলে উজ্জ্বল আলোকে গৃহস্থিত বস্তুর সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়। তথায় তর্ক সন্দেহ প্রভৃতি বিরাম লাভ করে। যথায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকারূপ ভগবৎ-প্রদত্ত ইন্দ্রিয়ের অসদ্ব্যবহার, সেইখানেই বস্তুর অদর্শন হেতু তর্ক, অনুমান, সন্দেহ প্রভৃতি স্থান পায়। যখন ভগবৎ-প্রদত্ত স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া জীব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উদাসীন হইয়া জড়-মায়াভিমুখী হয়, তখন স্থূল-সূক্ষ্ম দেহাত্মাভিমানরূপ জড়-অহঙ্কার আসিয়া জীবকে অজ্ঞানাচ্ছন্ন করিয়া দেয়, তখনই বাস্তববস্তু-সম্বন্ধে সন্দেহ, তর্ক প্রভৃতি উত্থিত হয়। ঐপ্রকার অবস্থাতে জীব দাম্ভিকতাবশতঃ অপ্রাকৃত বস্তু-সম্বন্ধে যে বিচার করিতে চেষ্টা করে, তাহার ঐ চেষ্টাকে থামাইবার জন্য শাস্ত্র বলেন,—"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" অর্থাৎ, তর্কের সেখানে প্রতিষ্ঠা নাই। ভগবদ্দর্শন যাঁহার ভাগ্যে হইয়াছে, তাঁহার আর অজ্ঞানতা থাকিতে পারে না। ভগবদ্দর্শন অর্থ—ভগবৎ-প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের দর্শন। শ্রীগুরু-পাদপদ্মদর্শন ও তাঁহার শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া, শ্রীগুরুদেবতাত্ম হইয়া তাঁহার কৃপালাভ করিতে পারিলেই প্রেমভক্তি লাভ হইবে; প্রেমভক্তি লাভ হইলে আনুষঙ্গিক-ভাবে অবিদ্যা বিনাশ হইয়া যাইবে। কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ মহাভাগবতবর শ্রীশ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপা লাভ করিতে পারিলে ইন্দ্রিয়-দমন, মনোনিগ্রহ, অজ্ঞানতা দূর করা প্রভৃতির জন্য আর পৃথক্ চেষ্টা করিতে হইবে না। মহাভাগবতগণের দর্শনও আমার এই জড় চক্ষু দ্বারা হয় না। শরণাগত হইয়া তাঁহাদের শ্রীমুখ বিগলিত বাণী কর্ণদ্বারে শ্রবণরূপা সেবার দ্বারাই শ্রীগুরুপাদপদ্ম দর্শন হয়। মহারাজ রহূগণ মহাভাগবত ভরতের দর্শন পাইয়াও তাঁহার সেবা করিবার পরিবর্ত্তে অজ্ঞানতাহেতু তাঁহাকে সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি মহা সৌভাগ্যবান্ বলিয়া দুই একটী বাণী শ্রবণমাত্রই মহাভাগবত শ্রীভরতের শ্রীচরণে প্রণত হইয়াছিলেন। এই ঘটনাদ্বারা আমরা এই শিক্ষা লাভ করিতে পারি যে, মহাপুরুষগণকে এই চর্ম্ম চক্ষে দর্শন করা যায় না। তাঁহাদের বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণদ্বারাই তাঁহাদের স্বরূপ তাঁহাদের কৃপায় উপলব্ধি হয়। গুরুকৃপালাভের পর মহারাজ রহূগণ বলিয়াছিলেন,—

অহো নৃজন্মাখিলজন্মশোভনং
কিং জন্মভিস্ত্বপরৈরপ্যমুষ্মিন্।
ন যদ্ধৃষীকেশযশঃকৃতাত্মনাং
মহাত্মনাং বঃ প্রচুরঃ সমাগমঃ॥
ন হ্যদ্ভুতং ত্বচ্চরণাব্জরেণুভি-
র্হতাংহসো ভক্তিরধোক্ষজেঽমলা।
মৌহূর্ত্তিকাদ্যস্য সমাগমাচ্চ মে
দুস্তর্কমূলোঽপহতোঽবিবেকঃ॥

(ভাঃ ৫।১৩।২১ ২২)

অর্থাৎ হে মহাপুরুষ, পশু-পক্ষী প্রভৃতি সকল জন্ম অপেক্ষা মনুষ্যজন্মই শ্রেষ্ঠ। প্রাকৃতবিচারে শ্রেষ্ঠ দেবাদি-জন্মের কি মূল্য আছে? কারণ, সেখানে শ্রীভগবানের নাম-রূপ গুণ লীলা-পরিকরের মহিমা কীর্ত্তনকারী আপনাদের ন্যায় পরমহংসগণের অধিক সমাগম হয় না। আপনার ন্যায় মহাভাগবতের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিদ্বারা সর্ব্বপ্রকার পাপ বিনষ্ট হইয়া অধোক্ষজ শ্রীভগবানে জীবের বিমলা রতি উদিতা হইবে, ইহা কিছু আশ্চর্য্য-জনক নহে, কারণ, অতি অল্পক্ষণমাত্র আপনার মুহূর্ত্ত সঙ্গপ্রভাবে আমার ন্যায় অত্যন্ত কুতার্কিত পাষাণ-হৃদয় অজ্ঞানীও অবিদ্যা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া কৃতার্থ হইল।

মহাভাগবত জগদ্গুরু আচার্য্যবর্য্যের কৃপাকণা লাভ ব্যতীত মায়ান্ধ জীবের অজ্ঞানের দ্বারা মাপিয়া লওয়ার চেষ্টা কিছুতেই দূর হইতে পারে না। স্বয়ং ভগবান্ও যদি অজ্ঞজ্ঞানে প্রমত্ত ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত হন, তথাপি হৃদয় নির্ম্মল অর্থাৎ বিশুদ্ধসত্ত্ব না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি তাহার শ্রদ্ধা, রতি বা সেবাপ্রবৃত্তির উদয় না হইয়া বিদ্বেষভাব, উদাসীনতা, সাধারণ কিংবা অসাধারণ মানব-বুদ্ধি হইতে পারে। এইজন্যই পরমকারুণিক শ্রীভগবান্ অপরাধী জীবকে তাঁহার সাক্ষাৎ-

কারের যোগ্যতা প্রদান করিবার জন্য ইহ-জগতে আবির্ভূত হইয়া লীলা করিয়া থাকেন,—তিনিই নিত্যকাল আশ্রয়বিগ্রহরূপে কারুণ্য-ঘনমূর্ত্তি প্রকটনপূর্ব্বক জীবের প্রতি করুণাবারি বর্ষণ করেন। সেই ভগবৎ করুণাশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা-বারিতে অভিষিক্ত হইতে না পারিলে তর্কানলে প্রজ্বলিত হৃদয় কখনই প্রশান্ত হইতে পারে না। শ্রীগৌরনিজজন শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর আমাদের শিক্ষার জন্য কৃপা-পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

শ্রীজীব গোস্বামী কবে সিদ্ধান্ত-সলিলে।
নিবাইবে তর্কানল, চিত্ত যাহে জ্বলে॥

শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী-গঙ্গায় স্নাত ব্যক্তির চিত্ত তর্কানলে দগ্ধীভূত হয় না। তাঁহাদের সন্দেহ নাই। যেখানে সন্দেহ, সেখানে তর্ক। যেখানে অবিশ্বাস, সেখানে সম্বন্ধের অভাব। সম্বন্ধজ্ঞানের—আপনজ্ঞানের অভাব থাকিলে প্রীতির অভাব আছে, বুঝিতে হইবে। শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কথায় শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস হয় না ততক্ষণ—যতক্ষণ তাঁহাদের সহিত নিত্যসম্বন্ধ উপলব্ধি না হইয়াছে। শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের শ্রীচরণের ধূলি—তাঁহাদের কিঙ্করানুকিঙ্কর জ্ঞান, যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু— গোপীভর্ত্তুঃপদকমলয়োর্দাসানুদাসঃ" বলিয়া জানাইয়াছেন, না হইলে জীবের জড়-অভিমান কিছুতেই দূর হয় না। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব অন্বয়তত্ত্ব অচিন্ত্য ভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্ত। এই তিনটী অপ্রাকৃত তত্ত্ব ব্যাপক, ব্যাপ্য নহে। জড়াভিনিবেশ বেশী হইলে, ভোক্তৃ-অভিমান বা পুরুষাভিমান প্রবল হইলে অপ্রাকৃত বস্তুকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মনে হয়। আবার সুখ-দুঃখ জন্ম-মৃত্যু, ত্রিতাপাদি বিভিন্ন প্রকারের স্বকর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে কোন কোন ব্যক্তির যখন ভোগে সাময়িক একটা বিতৃষ্ণা আসে, তখন অক্ষজ জ্ঞান-দ্বারা শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া 'একমাত্র নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোন তত্ত্বের নিত্য অধিষ্ঠান নাই, সমস্তই মায়া, ভ্রম' প্রভৃতির যুক্তি উত্থাপিত করিয়া তাহারা বাদ উঠায়, তাহাতে তাহাদের কি অবস্থা লাভ হয়, তাহা বৈষ্ণব-মহাজনের ভাষায় আমরা এইরূপ শ্রবণ করিতে পাই—

মায়াবাদ দোষ যার হৃদয়ে পশিল।
কুতর্কে হৃদয় তা'র বজ্রসম ভেল॥

ঐসকল মায়াবাদী কুতার্কিকগণ কেবল জড়বিপরীত চিন্তা করিতে করিতে ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাস বিশ্বাস করিতে পারে না, ইহাই অক্ষজ জ্ঞানের বা তর্কপন্থার ফল। কৃপাপ্রার্থীর চিত্তবৃত্তির কথা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এইরূপ জানাইয়াছেন,—

বৈষ্ণবের কৃপাবলে সন্দেহ যাইবে চলে,
তুমি পুনঃ হইবে তোমার।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর
২০শে মাঘ, ১৩৪৮ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে নয় দিবসকাল শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার পরিচালক-সমিতির সেবোদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীধাম-নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রম করা হইবে মহাশয়, কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গের ন্যূনাধিক সাধন-ফললাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি—

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ
সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভা।

(১) শ্রীঅন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীমুরারিগুপ্তালয়, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীশ্রীনিবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয় ও চাঁদকাজীর সমাধি)—৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার।

(২) শ্রীসীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর) ১০ই ফাল্গুন ২২শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার।

(৩) শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, শ্রীসুরভিকুঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া)—১১ই ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার।

(৪) শ্রীমধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা)—১৩ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার।

(৫) শ্রীকোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গদখালি, কোল ও চর, তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলের দহ)—১৩ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার।

(৬) শ্রীঋতুদ্বীপ (রাহুতপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌর গদাধরের শ্রীমন্দির)—১৪ই ফাল্গুন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার (একাদশীর উপবাস)।

(৭) শ্রীজহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জায়গর)—১৫ই ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার।

(৮) শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটিলা বা একডাঙ্গা, মাতাপুর)—১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার।

(৯) শ্রীরুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর ইদ্রাকপুর, গঞ্জের ডাঙ্গা)—১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ, রবিবার।

১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ, সোমবার শ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস কীর্ত্তনোৎসব ও **১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, মঙ্গলবার শ্রীগৌরপ্রকটপৌর্ণমাসী হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।**

☞ উৎসব উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি মহোপদেশক শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিময়ূখ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীমন্দির, পোঃ আঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

আমরা শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিয়াছি, "কৃপাপ্রার্থীর 'আমি শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপালাভ করিতে পারিলাম না, তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে নিষ্কপটে শরণাগত হইয়া তাঁহাদের সেবালাভ করিতে পারিলাম না'—এইরূপ নিষ্কপট দৈন্যও আর্ত্তি থাকিলে নিরাশা বা হতাশা নাই। কৃপা পাইবই,—এইপ্রকার আশাবন্ধযুক্ত ব্যক্তিই কৃপা লাভ করেন। কৃপা অর্থাৎ সেবালাভই কৃপার ফল।"

ধামে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

গত ২৩শে মাঘ (১৩৪৮), ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৪২), শুক্রবার, শ্রীশ্রীগোবিন্দ-পঞ্চমী-তিথিতে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংসকুলচূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অষ্টষষ্টিতম বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে শ্রীশ্রীব্যাস পূজা মহোৎসব শ্রীব্রহ্মমাধব-গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় এবং গৌড়ীয়মিশনের পরিচালক-সমিতির সেবোদ্যোগে আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীহরিসংকীর্ত্তন, শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা ও প্রচারের বৈশিষ্ট্য-আলোচনা, শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসমূহের অনুষ্ঠানমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে ঐ দিবস উষঃকালে শ্রীগুরু-বৈষ্ণববন্দনা, শ্রীগুরুপরম্পরা, শ্রীগুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও কৃপাপ্রার্থনা সূচক বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইলে পর শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকান্তে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে একটী নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। শ্রীধাম-বাসী সমস্ত ভক্ত, বিভিন্ন মঠ ও বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত সেবক ও সজ্জনবৃন্দ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ ঐ শোভাযাত্রায় যোগদান করেন। নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা যথাক্রমে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীশ্রীবাস অঙ্গন, শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির ও শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীমন্দিরে গমন করিয়া তথায় দণ্ডবৎপ্রণামান্তে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক সমাধি-মন্দির পরিক্রম করেন।

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি প্রাঙ্গণে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভার প্রারম্ভে কিছুক্ষণ যাবৎ মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইয়া প্রথমে 'শ্রীশ্রীব্যাসপূজা সংখ্যা' গৌড়ীয় হইতে "শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীল প্রভুপাদের বাণী" ও তৎপরে বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তদনন্তর ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ 'শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা' গৌড়ীয়ে প্রকাশিত "শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলার চরম উপদেশ"-শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে কিছুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করিলে পর শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে সমবেত ভক্তবৃন্দ, শ্রীধামবাসী বৈষ্ণবগণ, সজ্জনবৃন্দ এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্র-মণ্ডলীকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণ ৬॥ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যারাত্রিকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-প্রাঙ্গণে সমবেত সজ্জনমণ্ডলী ও ভক্তগণের সভায় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব পুনরায় শ্রীভক্তিসন্দর্ভ পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে 'শ্রীব্যাসপূজার প্রকৃত তাৎপর্য্য', 'ব্যাসপূজা বা গুরুপূজা কাহাকে বলে' ইত্যাদি বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণন করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীঅবিদ্যাহরণ-নাট্য-মন্দিরে সমবেত ভক্ত ও সজ্জনমণ্ডলীর সভায় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী রাগালঙ্কার প্রভুর মূল-গায়কত্বে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের রচিত "দুষ্টমন তুমি কিসের বৈষ্ণব" গীতিটী কীর্ত্তন হয়। অতঃপর শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের অসমোর্দ্ধ মহিমা ও কৃপার কথা রাত্রি ১১ঘটিকা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করেন। অনন্তর "গোপীনাথ মম নিবেদন শুন"-গীতিটী কীর্ত্তনান্তে সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲		৭৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীপণ্ডিতানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। পিতার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি ছুটা বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

ছাত্রীদের স্পেশ্যাল ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ১নং এলাকার অনুমোদিত মহিলা কলেজ ও বালিকা বিদ্যালয়সমূহের অধ্যক্ষ ও প্রধানা শিক্ষয়িত্রীদের নিকট নিম্নলিখিত সার্কুলার প্রেরণ করিয়াছেন :—

যে সব ছাত্রী ১নং এলাকার বাহিরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত হওয়ায় তাঁহাদিগকে ইমার্জেন্সী ট্রান্সফার সার্টিফিকেট হইতে পৃথক স্পেশ্যাল ট্রান্সফার সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য এই সব এলাকার অনুমোদিত মহিলা কলেজ ও বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষাদিগকে অনুরোধ করা হইতেছে। এতদুদ্দেশ্য নির্দ্দিষ্ট ফর্মে সার্টিফিকেট ইস্যু করিতে হইবে।

কলিকাতা বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় চলিবে সেই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়ার জন্য ৬ষ্ঠ হইতে দশম মানের যে সমস্ত ছাত্র ইচ্ছুক, তাহাদিগকেও স্পেশ্যাল ট্রান্সফার সার্টিফিকেট ইস্যু করিতে হইবে।

এই সব স্পেশ্যাল ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের উদ্দেশ্য এই যে, জরুরী অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে এই সব ছাত্রী পুনরায় পুরাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই যোগদান করিতে পারিবেন।

এই সব স্পেশ্যাল ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের জন্য কোন ফি লওয়া হইবে না এবং এই সব সার্টিফিকেট লইয়া যাহারা ভর্ত্তি হইতে যাইবে, তাহাদের নিকট হইতে ভর্ত্তির ফিও লওয়া হইবে না।

যে সব ছাত্রী সাধারণ ট্রান্সফার সার্টিফিকেট লইতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে যথারীতি ফি লইয়া অর্ডিনারী সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে।

মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় সম্পর্কে ব্যবস্থা

১২ এবং তন্নিম্ন বয়স্ক বালক বালিকাদের গৃহ হইতে স্কুলে যাতায়াতে নিরাপত্তা বিধান সম্ভবপর নহে বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার ১নং এলাকার মধ্য ইংরাজী বালক বালিকা বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

আরও জানিতে পারা গিয়াছে যে, জিলা বোর্ড সমূহ ও মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের অধীন ১নং এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে জিলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, শিক্ষা বিভাগ তাহা জানিতে চাহিয়াছেন এবং সাময়িকভাবে ঐ সব বন্ধ রাখার পরামর্শ দিয়াছেন।

বৃটিশ মন্ত্রিসভার রদবদল

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১০নং ডাউনিং ষ্ট্রীট হইতে সরকারীভাবে মন্ত্রিসভার নিম্নলিখিত রদবদলের কথা ঘোষিত হইয়াছে :—লর্ড বীভার ব্রুক সমরসম্ভার উৎপাদন সচিব, স্যার এণ্ড্রু ডানকান, সরবরাহ সচিব এবং কর্ণেল লিউয়েলিন বাণিজ্য বোর্ডের প্রেসিডেন্ট।

লর্ড বিভার ব্রুক সমর পরিষদের সদস্য হইবেন, কিন্তু স্যার এণ্ড্রু ডানকান সমর পরিষদ থাকিবেন না। যাঁহাদিগকে মন্ত্রিসভায় নিযুক্ত করা হইল, তাঁহাদের নামের তালিকায় স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপসএর নাম নাই।

অষ্ট্রেলিয়া হইতে বিমান-ডাক প্রেরণ বন্ধ

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী সংবাদ প্রকাশ, পোষ্ট-মাষ্টার জেনারেল সিনেটর এসসি ঘোষণা করিয়াছেন যে, অষ্ট্রেলিয়া হইতে বিমান-ডাক প্রেরণ সাময়িকভাবে বন্ধ করা হইয়াছে। তিনি ইহার কারণ প্রকাশ করেন নাই। ইহার ফলে সিঙ্গাপুরে ও মধ্য প্রাচ্য অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যদের নিকট ও বিমান-ডাকে চিঠিপত্র পাঠান যাইবে না।

নোটীশ

দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেক ভদ্র মহোদয় কলিকাতার মোহ ত্যাগ করিয়া অনন্যোপায় হইয়া গ্রামে বা অন্যান্য সহরে আপাততঃ নিজ পরিবারবর্গ ও ধন-সম্পত্তি রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কৃষ্ণনগর এবং শান্তিপুরের ৫ ও মাইলের মধ্যে রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী চাষাবাদ এবং বসবাসের উপযোগী বহুতর জমি শূন্য সেলামী ও খাজনার বন্দোবস্ত যোগ্য আছে। যাহারা পল্লি সংগঠন করিয়া চাষাবাদ দ্বারা পুনরায় গ্রাম্য জীবন যাপন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট পত্র লিখিয়া বা সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত অবস্থা জ্ঞাত হইতে পারেন ইতি—

শ্রীরমেশ চন্দ্র মিত্র
ম্যানেজার, শান্তিপুর এষ্টেট
আমিন বাজার কুঠী
পোষ্ট কৃষ্ণনগর জেঃ নদীয়া

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভাগবত কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পুরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান -
শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির,
পো: শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ৯ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫; ২৭শে মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৯৮, ১০ই ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৯২, মঙ্গলবার | ২৭৪তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী' টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পো: শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৯ গোবিন্দ, শিব প্রদ্যুম্ন, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

——::(০)::——

কোন বস্তু-বিষয়ের জ্ঞান লাভ দুই প্রকারে সাধিত হয়। ইন্দ্রিয়জ্ঞানজ ব্যক্তিগত ধারণায় বা সমষ্টিগত ধারণায় আরোহপন্থাক্রমে আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে যে বস্তুর কাল্পত প্রতিফলন, তাহা একপ্রকার জ্ঞান বটে, কিন্তু উহা দ্বারা বাস্তবসত্য বস্তু নির্ণীত হয় না। বাস্তবজ্ঞান সাক্ষাৎ সেই নিত্যসত্তাবান্ বস্তু হইতে নির্গত হইয়া আমাদের প্রাকৃত জ্ঞান বা ধারণার পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে,—যেমন, সূর্য্যের নিকট হইতে আলোক আগমন করিয়া যখন আমাদের চক্ষুর্গোলকে পতিত হয়, তখন তাহার দ্বারা যে সূর্য্যদর্শন করা যায়, তাহাই সূর্য্য-সম্বন্ধে বাস্তব-জ্ঞান। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—বাস্তবজ্ঞানই বেদ্য।

ইন্দ্রিয়দ্বারা যে জ্ঞান লব্ধ হয়, তাহা বস্তু-বিষয়ক বাস্তব জ্ঞান নহে। যেমন, কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' যদি কোন কাব্যরসে অনধিকারী অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরিপক্ক-বুদ্ধি বালকের হস্তে পতিত হয়, তাহা হইলে সে ঐ কবির কাব্যের কোনই মধুরতা উপলব্ধি করিতে পারে না, কিন্তু তাহাই যদি আবার কোন পরিণত-বয়স্ক, পরিপক্কবুদ্ধি কাব্যবিষয়ে অধিকারী ব্যক্তির আলোচনার বিষয় হয়, তাহা হইলে কবির কাব্য যথার্থ উপলব্ধি হইয়া থাকে।

জগতের জ্ঞান পরিবর্ত্তনশীল, কালক্ষোভ্য, উহা অভিজ্ঞতা ও সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্দ্ধিত হয়। বালকের জ্ঞান হইতে যুবার জ্ঞান অধিক, যুবার জ্ঞান হইতে প্রৌঢ়ের জ্ঞান, প্রৌঢ়ের জ্ঞান হইতে বৃদ্ধের জ্ঞান, অশীতি-বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ হইতে শতবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধের জ্ঞান অধিক। আবার শতবৎসর পরমায়ু অপেক্ষা যদি কোন ব্যক্তি সহস্রবৎসর পরমায়ু লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞান পূর্ব্ব ব্যক্তির জ্ঞান অপেক্ষা অধিক হইবে, আবার তাহা অপেক্ষা কেহ যদি দশসহস্রবৎসর পরমায়ু লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞান আরও অধিক হইতে পারে। এইরূপে অনন্তকাল ধরিয়া যিনি যত জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারিবেন, তাঁহার জ্ঞান সেই পরিমাণে অধিক হইতে থাকিবে এবং পূর্ব্ব জ্ঞান ক্ষুদ্র, পরিমেয়, অসম্পূর্ণ, নানাপ্রকার দোষযুক্ত বলিয়া উপলব্ধ হইবে। সুতরাং যে জ্ঞান এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল, পরিমেয়, অসম্পূর্ণ ও কালক্ষোভ্য, সেইরূপ জ্ঞান কখনও আমাদিগকে বাস্তব-জ্ঞান বা অন্বয়জ্ঞানতত্ত্ব নির্ণয় করিয়া দিতে পারে না। এইরূপ জ্ঞানের নাম অধিরোহ বা অক্ষজজ্ঞান।

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।২।৩২) এই অধিরোহ-জ্ঞানের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

অধিরোহবাদীর ধারণা এই যে, উপায়ের দ্বারা লভ্য উপেয় বস্তু লাভ হইলে উপায় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। তাঁহাদের উপায় ও উপেয়ে ভেদ আছে, এমন কি, উপায় এত দূর অনিত্য ক্রিয়াবিশেষ যে, উপায়ের হাত হইতে কোনপ্রকারে পরিত্রাণ পাইলেই 'রক্ষা পাইয়াছি' বলিয়া তাঁহারা মনে করিয়া থাকেন।

সূর্য্য হইতে আলোক নির্গত হইয়া যখন আমাদের চক্ষুর্গোলকে পতিত হয়, তখন তাহাতে কোন বাধা নাই, ইহা নির্ব্বাধ জ্ঞান। বহুদূরে সূর্য্য অবস্থিত থাকিলেও যেখানে সূর্য্য আছে, সেই স্থান হইতেই যখন আলোক নির্গত হইয়াছে, তখন সত্যের অপলাপ বা পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। বাস্তব বস্তুর জ্ঞানটী আমার নিকট অবতরণ করিয়া আমাকে বাস্তব বস্তু দর্শন করাইতেছে। ইহারই নাম—অবরোহবাদ।

নীচ হইতে উপরে উঠা অর্থাৎ জাগতিক জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া, জাগতিক অভিজ্ঞান ও ইন্দ্রিয়সম্পত্তি লইয়া উপরের বস্তু দেখিবার প্রয়াসের নাম—আরোহবাদ, উহার দ্বারা বস্তুর বাস্তব জ্ঞান হয় না। বস্তু অনেক সময়ে কল্পনার ছাঁচে পতিত হওয়ায় কাল্পনিক জ্ঞান উদয় করায়।

বাস্তব বস্তু—স্বতঃ-কর্ত্তৃত্বধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তু যখন উপর হইতে নীচে অবতরণ করিয়া নিজে তাঁহার নিজের স্বরূপ আবৃত নির্ব্বাধরূপে দর্শন করাইয়া থাকেন, তখনই বস্তু-বিষয়ে বাস্তব-জ্ঞান লাভ হয়, ইহারই নাম—অবরোহবাদ বা অধোক্ষজজ্ঞান।

'আত্মার নিত্যা বৃত্তি'-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগের সর্ব্বপ্রথমে 'আত্মা' কাহাকে বলে, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। 'আত্মা'-শব্দের অর্থ—'আমি'। এই 'আত্মা' বা 'আমি' বিচার করিতে গিয়া প্রথমমুখে বহির্জ্জগতের বিচার এই হয় যে, এই পরিদৃশ্যমান্ ক্ষিতি অপ-তেজঃ-মরুৎ-ব্যোম-নির্ম্মিত স্থূলদেহ-ই "আমি"। 'স্থূলদেহ-ই আমি' ইহা অনুভূতিতে আসিলে আমরা স্থূলশরীরকে নানাপ্রকারে সাজাইয়া থাকি, ভাল খাওয়া দাওয়া থাকার জন্য ব্যস্ত হই। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" ইহাই তখন আমাদের মুক্তি বা ধর্ম্ম হইয়া পড়ে।

যখন আমরা কেবলমাত্র স্থূলশরীরকেই "আমি" মনে না করিয়া স্থূলশরীরের মধ্যে যে একটু চেতনের বৃত্তি আছে অর্থাৎ স্থূলশরীর ও সূক্ষ্ম শরীরের মিশ্রভাবকে বা চিদাভাসকে যখন আমাদের "আত্মা" বলিয়া মনে হয়, তখন আমরা সূক্ষ্মশরীরকেই "আমি" বলিয়া বিচার করি এবং নানাপ্রকার বাহ্য ক্রিয়া-কলাপাদির দ্বারা সূক্ষ্মশরীরের উন্নতিবিধানে যত্ন করিয়া থাকি। তখন আমাদের বিচার উপস্থিত হয়,—'কেবল নিজ স্থূলশরীরেই "আমিত্ব" আবদ্ধ না করিয়া ঐ "আমিত্ব"কে কিছু বিস্তার করা যাউক।' তখন আমরা ভাবি,—হৃদয় বিশাল করা কর্ত্তব্য, পরোপকার-ব্রত, জগদ্বাসীর স্থূলশরীরের উপকার, স্থূলশরীরের সেবা শুশ্রূষা ও রক্ষার জন্য দাতব্যচিকিৎসালয়, সেবাশ্রম প্রভৃতি খোলা আবশ্যক, সমাজ সংস্কার করা কর্ত্তব্য, দেশের স্বাধীনতা-লাভ করা দরকার, সত্যকথা বলা কর্ত্তব্য, পাঁচটা লোককে খাওয়ান-দাওয়ান একটা ভাল কাজ, সামাজিক বিধি-বিধান করা কর্ত্তব্য, অশান্তি নিরাকরণ করা আবশ্যক, নীতিপরায়ণ হওয়া উচিত, সূক্ষ্ম-শরীরের উন্নতি, পরিপুষ্টি এবং তোষণের জন্য বিদ্যাভ্যাস, কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার বা শাস্ত্রাদির আলোচনা করা আবশ্যক'—এইরূপ নানাপ্রকার ক্রিয়াকলাপ তখন আমাদের বৃত্তি বা স্বভাব হইয়া পড়ে। যখন আমরা স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরকেই "আত্মা" বলিয়া মনে করি, তখন ঐসকল ক্রিয়াকলাপই আমাদের নিত্যা বৃত্তি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু শ্রুতি

ও তদনুগ স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরকে "আত্মা" বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই,

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥"

স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর দুইটী উপাধি বা 'অনাত্মবস্তু'। আত্মা—অবিনাশী, অপরিবর্ত্তনশীল, দেহ ও মন—পরিবর্ত্তনশীল। মনের ধর্ম্ম পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদ ও প্রণয় বিরাজিত। স্বার্থসিদ্ধি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাত না হইলে প্রণয়। প্রতিমুহূর্ত্তে আমরা দেহ এবং মনের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করি। প্রতি মুহূর্ত্তে দেহ-পরমাণুসমূহ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। নবপ্রসূত শিশুর দেহ, পঞ্চম বর্ষীয় বালকের দেহ, যুবার দেহ, প্রৌঢ়ের দেহ, বৃদ্ধের দেহ সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল। আমাদের মনের অবস্থাও প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। প্রাতঃকালের মন, মধ্যাহ্নের মন, প্রদোষের মন, রাত্রিকালের মন এবং নিশীথের মনের অবস্থার পরস্পর ভেদ। এই স্থূল সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয় 'আমি'-বস্তুকে আবরণ করিয়া অন্য একটী কিছু প্রদর্শন করিতেছে। আমরা যদি ধান্যক্ষেত্রে ধান্যের সহিত সম্বর্দ্ধিত শ্যামঘাস ও মুস্তক প্রভৃতি আগাছাগুলিকে দূর হইতে 'ধান্যক্ষেত্র' বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তাহা হইলে উহার দ্বারা যথার্থ বস্তু-নিরূপণ হইল না। ধান্যক্ষেত্র হইতে আগাছা উৎপাটন করিলে উহাকে 'ধান্যক্ষেত্র' বলিবার সার্থকতা হইবে।

অচেতন ও চেতনের বৃত্তি একত্র সমাবেশ বর্ত্তমানে মিশ্র চেতনাভাসকে আমরা অনেক সময় 'আমি' বলিয়া মনে করি। কিন্তু চেতন স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্মবিশিষ্ট। যদি মনই 'আমি' হইত, তাহা হইলে মন—'আমি যাহা নই' তাহা আমাকে মনে করাইতেছে কেন? মন ত' চেতনের আলোচনা করে না, মন ত' সর্ব্বদা অচেতন বস্তু দর্শনে নিজেকে নিযুক্ত করিয়া রাখে মন কেবল চেতনধর্ম্মবিশিষ্ট নহে,—অচেতন ধর্ম্মের সহিত সম্যক্ সংমিশ্রণে কেবল চেতন ধর্ম্মযুক্ত বস্তুদর্শন অসমর্থ। 'আত্মা' কখনও 'অনাত্মা'র অনুশীলন করে না। আত্মবস্তু—নিত্যবস্তু, অপরিণামী বস্তু। মনই যদি আত্মা বা 'নিত্যবস্তু' হইত তাহা হইলে আমি এক সময়ে সুখী, এক সময়ে দুঃখিত, এক সময়ে নিদ্রিত, এক সময়ে জাগরিত হই বা থাকি কেন? আত্মার ত' কখনও অচেতনত্ব নাই।

আত্মার বৃত্তি একমাত্র পরমাত্মার অনুশীলন। আত্মবৃত্তিতে অন্য কোনপ্রকার ব্যাপার নাই। চেতনের বৃত্তি বা ধর্ম্মের অপব্যবহারকারক পরমাত্মা ব্যতীত অন্য বস্তুতে মমতানিবন্ধন আমাদের আত্মার বৃত্তি সুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। 'আত্মার বৃত্তি সুপ্ত'—এ কথাও ঠিক নয়। কারণ, চেতনের বৃত্তি কখনও সুপ্ত থাকে না। চেতনের বৃত্তি সর্ব্বদা ক্রিয়াশীল, তবে যখন আত্মার বৃত্তির দ্বারা আত্মানুশীলন হইতেছে না, তখন আত্মার বৃত্তি বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, জানিতে হইবে। তখনও আত্মবৃত্তি বর্ত্তমান আছে, কিন্তু অনাত্মবস্তুতে ধাবিত হইয়াছে, এইমাত্র। যেমন, আমরা যদি 'কাশীতে যাইব' মনে করিয়া হাওড়া ষ্টেসনে উপস্থিত না হইয়া শিয়ালদহে উপস্থিত হইয়া দার্জ্জিলিংএর গাড়ীতে চড়িয়া বসি, তাহা হইলে আমাদের ষ্টেসনে যাওয়া হইল, গাড়ীতে চড়া হইল, সর্ব্ববিধ শারীরিক চেষ্টা করা হইল, কিন্তু আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছান হইল না। আমাদের আত্মার বৃত্তিটী ক্রিয়াশীল রহিয়াছে, কিন্তু অনাত্মবস্তুতে নিযুক্ত হওয়ার দরুণ বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আত্মার বৃত্তি আছে, কিন্তু তাহার অপব্যবহার হইতেছে মাত্র। বর্ত্তমানে চেতনের বৃত্তিদ্বারা দর্শন-স্পর্শনাদি ব্যাপার নশ্বর বিষয়ে নিবিষ্ট রহিয়াছে। 'আমি' বা আত্মার অনুশীলনীয় —একমাত্র "পরম" "আত্মা" অর্থাৎ "পরম-আমি," কিন্তু বর্ত্তমানে পরবস্তুর অনুশীলন না হইয়া অ-পর বস্তুর অনুশীলন হইতেছে। ঘ্রাণ এখন দুর্গন্ধ গ্রহণ করিতেছে, চক্ষু কুরূপ দর্শন করিতেছে, ভগবানের শ্রীরূপ-দর্শনে সমর্থ হইতেছে না। বৃত্তির প্রয়োগে ভুল হইয়া যাইতেছে।

বর্ত্তমানে 'আমার সুখ' ও 'আমি'—এই উভয়ের মধ্যে যে মিত্রতা, তাহা কাল্পনিকমাত্র। আমি যদি প্রকৃতপক্ষে সুখের অধিকারী হই, আমাকে সুখাধিকার হইতে কে বঞ্চিত করে? সুন্দর দন্ত, প্রখর দৃষ্টিশক্তিযুক্ত চক্ষু—সব নষ্ট হইয়া যায় বাদ্ধক্যে স্পর্শসুখও কম হইয়া পড়ে। ঐসকল ইন্দ্রিয়ের সুখ হইতে আমাকে কে বঞ্চিত করে? আসব অর্থাৎ মদ্য আমাকে ক্ষণিকের জন্য আনন্দ প্রদান করিয়া পর-মুহূর্ত্তেই আনন্দের অভাব আনিয়া দেয় কেন?

যাহারা দেহ ও মনের দ্বারা স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের সেবা করে, তাহাদের জন্য সমুচিত দণ্ড অপেক্ষা করিতেছে। তাহারা পুনঃ পুনঃ দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত হইবে। নিত্য-বস্তুর অপব্যবহার করার দরুণ এইরূপ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। আমাদের এইরূপ দুরবস্থার কথাও না জানাইয়া দেন, যখন আমরা কায়মনোবাক্যে সেই মহানুভবের চরণাশ্রয় করিয়া তাঁহার আনুগত্যে ভগবৎসেবায় উন্মুখ হই, তখনই আমাদের মঙ্গলোদয়ের কাল উপস্থিত হয়,—

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তপদে স দায়ভাক্॥"
(ভাঃ ১০।১৪।৮)

অনাত্মবৃত্তিতে সময় নষ্ট করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের ক্রিয়া যদি আত্মার বৃত্তি হইত, তাহা হইলে সকলই আমার সঙ্গে গমন করিত। আমার স্থূল ও সূক্ষ্ম ধারণা এবং আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ এখানেই পড়িয়া থাকে

তবে আত্মার বৃত্তি কি?—এই অনুসন্ধান আমাদের চিত্তে উপস্থিত হয়। নির্ব্বিশেষ-বাদিগণ বলেন,—কেবল চেতনাভাস বা চিন্মাত্রই আত্মার বৃত্তি। অবশ্য যে চিন্মাত্রোপলব্ধিতে জড়নিরাসপূর্ব্বক অপ্রাকৃতত্ব স্থাপিত হইয়াছে, সেই চিন্মাত্রে দোষ নাই, কিন্তু যে চিন্মাত্রে চিৎএর বিলাস নাই, তাহাকে নাস্তিকতা ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। পরমাত্মার সহিত আত্মার বিলীন হইয়া যাওয়ার বিচারে আত্মার কোন ক্রিয়া থাকে না। আত্মা চেতনধর্ম্মযুক্ত, চেতনের ক্রিয়া অর্থাৎ চিদ্বিলাস না থাকিলে আত্মার বিনাশমাত্র সাধিত হয়। ঐরূপ কাল্পনিক চিন্মাত্রের সহিত প্রস্তরতার ভেদ কোথায়? রূপদর্শন, ঘ্রাণ গ্রহণ ও শব্দ-শ্রবণাদির জন্য আনন্দের উদয় হয়। যেখানে চেতনের ক্রিয়া থাকে না, যেখানে আঘ্রাণ, আস্বাদক ও আস্বাদন ক্রিয়ার নিত্য অবস্থান নাই, সেখানে আনন্দ বা উপলব্ধিই কোথায়? 'ত্রিগুণাত্মক আমি' দোষযুক্ত বটে, কিন্তু 'ত্রিগুণাতীত আমি' পরম প্রয়োজনীয় ও উপাদেয় বস্তু।

উপাদেয়ের সহিত অনুপাদেয়ের সাম্য-বিচারে যদি উপাদেয় বস্তু পরিত্যক্ত হয়, তাহা হইলে সেইরূপ নিষ্ক্রিয় অবস্থা ত' প্রস্তরাদি অচেতনবস্তুতেও রহিয়াছে। দোষ নিরাকরণ করিতে গিয়া সদ্‌গুণেরও নিরাকরণ করিতে হইবে—এইরূপ যুক্তি বা চেষ্টা মূর্খতা বা আত্ম-বঞ্চনামাত্র। আমার একটী ফোঁড়া হইয়াছে, আমি কোন বৈদ্যের নিকট গমন করিয়া আমার ফোঁড়া নিরাময়ের জন্য পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন, 'তুমি গলায় ছুরি দাও, তাহা হইলে ফোঁড়ার যন্ত্রণা হইতে চির-নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে।' ফোঁড়া আরোগ্য করাই আমার দরকার, আত্মবিনাশ আমার আবশ্যক নহে। মায়াবাদিগণ ফোঁড়া নিরাময় করিতে গিয়া আত্মবিনাশ করিয়া ফেলেন। এই অচিদ্‌বৈচিত্র্যযুক্ত পৃথিবীর অসুবিধারই চিকিৎসা করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া চিদ্বৈচিত্র্য নষ্ট করিতে হইবে—এইরূপ বুদ্ধি মূর্খতা মাত্র। ভক্তগণ এই পরামর্শ গ্রহণ করেন না। 'আমি'র বৃত্তি—চেতনের বৃত্তি নষ্ট করা বিহিত হইতে পারে না। 'আমি' নয় যে বস্তু, তাহার বিনাশ হউক। চেতনের বৃত্তি আত্মবিনাশকে সর্ব্ব-প্রকারে নিষেধ ও ধিক্কার করিয়া থাকে। আত্মবিনাশরূপ কাল্পনিক শান্তি বুদ্ধিমান ব্যক্তি চাহেন না। পরমাত্মার অনুশীলনই আত্মার নিত্যা বৃত্তি।

আরোহবাদ দ্বারা সব নির্ব্বিশিষ্ট ভাব নাস্তিকতা মাত্র, উহা 'ধর্ম্ম'-শব্দবাচ্য নহে,—ধর্ম্ম-চাপা-দেওয়া কথা মাত্র।

অনাত্মার বস্তুর দোষ আত্মবস্তুর মধ্যে গণনা করা, অচিদ্বিলাসের হেয়তা চিদ্বিলাস-মধ্যে কল্পনা করা—অতিরিক্ত বাক্যবিন্যাস বা প্রজল্প মাত্র। দেহ ও মনের অনুশীলন 'নিত্যবৃত্তি'-শব্দবাচ্য নহে। 'আমি' জ্ঞানটী 'আমার' অনুসন্ধান করে—'আত্মা' 'পরমাত্মার' অনুসন্ধান করিয়া থাকে।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

'কর্ম্ম', 'জ্ঞান' ও 'ভক্তি' কখনই সমান নহে। প্রত্যেক বিষয়ই সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটী বিষয়কে আশ্রয় করিয়া অনুষ্ঠিত হয়। বদ্ধজীবের স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের সহিতই কর্ম্মের সম্বন্ধ, অভিধেয় —দান, পরোপকার, নিত্যনৈমিত্তিকাদি সৎকর্ম্ম, আর প্রয়োজন—স্বর্গাদি-লাভ। জ্ঞান স্থূলদেহকে ধিক্কার প্রদান করিয়া অচিদ্-ধারণায় ভোগ্য দৃশ্যে মমতা করিয়া মনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে, নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক, শম-দমাদি সাধন সম্পদ্, ঐহিক পারত্রিক ফল-ভোগে বিরাগ—এইসকল জ্ঞানের অভিধেয় বা সাধন, আর প্রয়োজন—অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মুক্তি। ভক্ত শুদ্ধজীবাত্মার নিত্য স্বরূপবৃত্তি। সুতরাং ভক্তির সহিত একমাত্র পূর্ণচিদ্বিগ্রহ সেব্যতত্ত্ব শ্রীভগবানেরই সম্বন্ধ, অভিধেয়—সাধন-ভক্তি, প্রয়োজন—প্রেমভক্তি।

কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত—এই তিন জনের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনে পরস্পর আকাশ-পাতাল-ভেদ। যেখানে মূল বস্তু প্রয়োজনেই ভেদ, সেখানে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—সকল কিরূপ সমান হইবে? ভক্তের প্রয়োজন নিত্য নমস্যমূল কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর প্রয়োজন নশ্বর মূলতঃ স্বার্থপরতারূপ অনাত্ম-প্রীতি। কর্ম্মীর বিচারে স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহই আত্মা। জ্ঞানী দেহাত্মাভিমানরূপ অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া যে আত্মারামতা সিদ্ধ হয়, তাহাকেই চরম ফল মনে করেন।

অনাত্মচেষ্টায় জ্ঞানীর, আত্মারামতা চিদ্বিলাস বৈচিত্র্যাভাবে প্রেমের বিরোধী। তৃপ্তির অভাবই প্রেমের লক্ষণ, সেই প্রেম ভক্তির ফল, মোক্ষাদি ভক্তির অবান্তর ফলমাত্র। ভক্তই প্রকৃত প্রস্তাবে আস্তিক, কেন না, তিনি আদি, মধ্য ও চরমে সর্ব্বদাই শ্রীভগবান্‌কে সেব্যপুরুষরূপে উপলব্ধি করেন। কর্ম্মী ও জ্ঞানী নিজ নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য ভগবান্‌কে প্রথমাবস্থায় মুখে স্বীকার করিলেও চরমে তাঁহার প্রতি কত পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন, কেহ বা তাঁহাকে পক্ষাঘাত (?) করার বিচারবিশিষ্ট হন। ভক্তের সহিত ভগবানের নিত্য

পরিচয়, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর সহিত পান্থ-পরিচয়ের ভাণ। এই ত' গেল ঠিক ঠিক কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তের কথা। আজকাল প্রায়ই যাহারা নিজদিগকে কর্ম্মী, জ্ঞানী বা ভক্ত বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা প্রায়ই পাঁচমিশালী মনোধর্ম্মী, মনের খেয়ালই ইঁহাদের এক একটী মত বা পথ। এইসকলে কপটতা ছাড়া আর কিছুই নাই।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

—::•:—

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর অপ্রকট-তিথিপূজা-মহোৎসব

গত ২৫শে মাঘ, শনিবার শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীধামসুধাকরের নিজ জন নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভুর অপ্রকট-তিথিপূজা-মহোৎসব পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে তদীয় পূত চরিত আলোচনা ও পাঠ-কীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে প্রাতে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকের পর পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মধ্যাহ্ন-ভোগারাত্রিকের পর বিভিন্নস্থান হইতে সমাগত সজ্জন, ভদ্রমহিলা ও শ্রীধামবাসী ভক্তগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে শ্রীঅবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক তথায় শুভাগমন করিলে তাঁহার কৃপানির্দ্দেশানুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ঔড়ুলোমী মহারাজ ও মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা ও শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর আদর্শ শরণাগতি-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সন্ধ্যারাত্রিকের পর পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে যথাক্রমে শ্রীপাদ নিতাইদাস প্রভু, শ্রীপাদ রূপবিলাস প্রভু, শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব প্রভু, শ্রীপাদ শচীনন্দন ভক্তিপ্রমোদ প্রভু, শ্রীপাদ অমদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্ব্বস্ব প্রভু ও মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু-প্রমুখ বৈষ্ণবগণ বক্তৃতাপ্রদান-মুখে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর গুণমহিমা ও কৃপার কথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীযোগপীঠে হরিকীর্ত্তন

গত ১৮ই মাঘ, রবিবার, মাঘী পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীযোগপীঠস্থ শ্রীশচীর অঙ্গন ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ সন্ধ্যা হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা তৃতীয় পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি নিরপেক্ষ নামাচার্য্য জগদ্গুরুর মায়ার কঠিন পরীক্ষা ও শুদ্ধপ্রেমিক শ্রীদামোদর পণ্ডিতের বাক্যদণ্ডের তাৎপর্য্য প্রভুর কার্য্যের সমালোচক বলিয়া শ্রীদামোদর পণ্ডিতকে শ্রীমায়াপুরে প্রেরণ, শ্রীশচীমাতার শুদ্ধবাৎসল্য সেবায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রীতি ও তাঁহার বশ্যতা-স্বীকার, ব্যবধানরহিত শ্রীনাম ও নামাভাসের ফল, উচ্চ হরিনাম-কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য, শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের শুদ্ধভজনে গৌরহরির আনন্দ, তৎকর্ত্তৃক স্বয়ং ভক্তগণের নিকট হরিদাসের গুণবর্ণন, রামচন্দ্র খান-প্রেরিত বেশ্যার শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের কৃপায় উদ্ধার-লাভ, কৃষ্ণাভিন্ন শ্রীনামপ্রভুতে অচলা নিষ্ঠা, শ্রীনাম দীক্ষার তাৎপর্য্য, কৃষ্ণবিমুখ বদ্ধজীবের স্ত্রী পুরুষাভিমানে জগদ্ভোগপ্রবৃত্তি, নামাচার্য্যের কৃপায় সেই হরিবিমুখতা হইতে উদ্ধারোপায় হরিগুরুবৈষ্ণবে মর্ত্ত্যবুদ্ধিকারী ব্যক্তি নামাপরাধী, কোটি কোটি জন্ম সাধন করিলেও নামাপরাধী নামফল প্রেম লাভ করিতে পারে না ইত্যাদি বিষয় অবলম্বনে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে পঞ্চতত্ত্ব, ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর

২০শে মাঘ, ১৩৪৮ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে নয় দিবসকাল শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পরিচালক-সমিতির সেবোদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীধাম-নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রম করা হইবে। মহাশয়, কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সাহায্য করিলেও তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গের ন্যূনাধিক সাধন-ফললাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি—

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভা।

(১) শ্রীঅন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীমুরারিগুপ্তালয়, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীশ্রীনিবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয় ও চাঁদকাজীর সমাধি)—৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার

(২) শ্রীসীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর) ১০ই ফাল্গুন ২২শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার।

(৩) শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, শ্রীসুরভিকুঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া)—১১ই ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার।

(৪) শ্রীমধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা)—১৩ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার।

(৫) শ্রীকোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গদখালি, কোল ও চর, তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলের দহ)—১৩ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার।

(৬) শ্রীঋতুদ্বীপ (রাহুতপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির)—১৪ই ফাল্গুন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার (একাদশীর উপবাস)।

(৭) শ্রীজহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জান্নগর)—১৫ই ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার।

(৮) শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটিলা বা একডাঙ্গা, মাতাপুর)—১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার

(৯) শ্রীরুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর ইদ্রাকপুর গঞ্জের ডাঙ্গা)—১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ, রবিবার।

১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ, সোমবার শ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস কীর্ত্তনোৎসব ও

১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, মঙ্গলবার শ্রীগৌরপ্রকটপৌর্ণমাসী হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।

উৎসব উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি মহোপদেশক শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিময়ূখ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির, পোঃ আঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

গয়ামঠে শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-তিথিপূজা মহোৎসব

গত ১৬ই মাঘ, শুক্রবার গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-তিথিপূজা মহোৎসব নিরন্তর হরিকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

তৎপর দিবস সমাগত শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠে

পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে দার্জ্জিলিং-শ্রীগৌড়ীয়মঠে ভৈমী-একাদশী, শ্রীবরাহ-দ্বাদশী ও শ্রীনিত্যানন্দ-আবির্ভাব-তিথিপূজা পাঠ ও সংকীর্ত্তনাদিমুখে সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ভৈমী-একাদশী দিবস প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। অপরাহ্নে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত আলোচিত হয়। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

শ্রীবরাহদ্বাদশী দিবসও প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। অপরাহ্নে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী আলোচনা হয়। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ভগবান্ শ্রীবরাহদেবের আবির্ভাব, হিরণ্যাক্ষবধ, দেববৃন্দের শ্রীবরাহস্তব ও শ্রীনাম সংকীর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব তিথি দিবস প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। মধ্যাহ্নে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কীর্ত্তিত হরিকথা আলোচিত হয়। সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-বাসরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মাহাত্ম্য, নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা আলোচিত হয়।

শ্রীধাম-পরিক্রমায় জ্ঞাতব্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় আগামী ৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার হইতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করা হইবে। এই শ্রীধাম পরিক্রমা পাদসেবনের অন্তর্গত। করুণাময় শ্রীধাম, শ্রীধামসুধাকর ও তন্নিজজনের অহৈতুক কৃপাভিখারী ও দীনহীন কাঙ্গাল হইয়া সাধুসঙ্গে শ্রীধাম পরিক্রমা করিতে হইবে। যান অর্থাৎ শিবিকাদি যোগে অথবা পদে পাদুকা প্রদানপূর্ব্বক শ্রীধাম পরিক্রমা কর অপরাধ ও অনুচিত। সেইজন্য কেহই শ্রীধাম-পরিক্রমায় কোন যানাদি ব্যবহার করিতে পারিবেন না। অসমর্থ পক্ষে পরিক্রমার পূর্ব্বে বা পরে তাঁহারা নিজের দায়িত্বে ও ব্যয়ে শ্রীধাম-পরিক্রমা করিতে পারেন।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷৷০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	৷৷০	১৷৷০	
" " সিকি কলম	৫৲	৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধ কলম		৩৲		৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲		৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি		৪৷৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৬৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৵৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

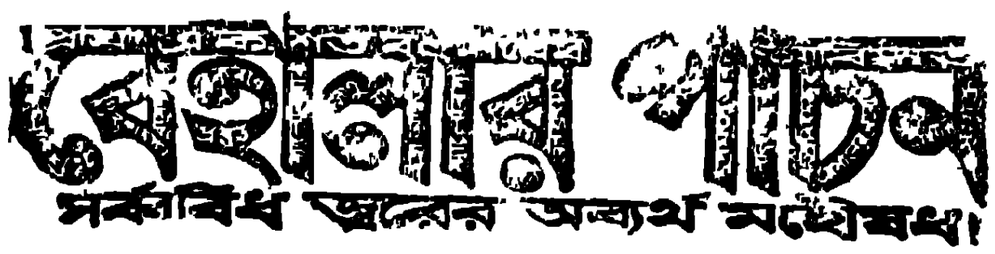

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষায় একমাত্র উপ [illegible] ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি ছটা বোতল ।৵০ দশ আনা বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতায় বিমান-আক্রমণ সতর্কতা

কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট এ পর্য্যন্ত উত্তর কলিকাতা [illegible] দৈর্ঘ্যে পাঁচ মাইলের উপর বিমান-আক্রমণ আশ্রয়-পরিখা খনন করিয়াছেন এবং এই মাসের মধ্যে খনন করার উদ্দেশ্যে আরও প্রায় পাঁচ মাইল স্থান ঠিক করিয়াছেন। পরিখা-সমূহের কতকগুলি পার্কসমূহে ও প্রকাশ্যস্থানে এবং কতকগুলি বা ভূস্বামিগণের খোলা জমিতে খনন করা হইয়াছে। পরিখাসমূহের অনেকগুলি বস্তি অঞ্চলেও খোদিত হইয়াছে।

সম্ভাবিত বিমান-আক্রমণে আহত রোগী-দের জন্য কলিকাতা সহরের ও সহরতলীর বিভিন্ন হাসপাতালে ৮০০৩টি বেড সংরক্ষিত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামাদি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট সাড়ে তিন লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই বেডগুলি ভাগ বাঁটোয়ারায় সহর ও সহরতলীর মোট জনসংখ্যার প্রতি ৪৪২ জনের জন্য একটি বেডের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে বলিয়া মোটামুটি হিসাব ধরা হইয়াছে।

উপরোক্ত ব্যবস্থা ছাড়াও শত্রুপক্ষের কার্য্যের ফলে যদি কোন হাসপাতাল নষ্ট হইয়া যায় বা ধ্বংস হয়, তবে সেক্ষেত্রে আরও অতিরিক্ত এক হাজার বেড সংরক্ষিত রাখার জন্য গবর্ণমেণ্ট একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে ১০৮৪৮০৲ টাকা ব্যয়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করার ব্যবস্থা হইতেছে।

মিশরে নূতন মন্ত্রিসভা

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী নূতন প্রধান মন্ত্রী নাহাস পাশা বৃটিশ দূত স্যার মাইলস ল্যাম্পসনের নিকট এক পত্রে বলিয়াছেন যে তিনি যে ভিত্তিতে মন্ত্রিসভা গঠনে সম্মত হইয়াছেন তাহা এই যে, ইঙ্গ-মিশরী সন্ধি কিংবা স্বাধীন দেশ হিসাবে মিশরের অস্তিত্ব বৃটেনকে মিশরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে দিতে পারে না। নাহাস পাশা এই আশাও ব্যক্ত করেন যে, স্যার মাইলস ল্যাম্পসন উক্ত সন্ধির সর্ত্ত অনুযায়ী বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিকশিত করিয়া এই মত সমর্থন করিবেন।

উত্তরে বৃটিশ দূত এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, মিশরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করিয়া ইঙ্গ-মিশরী সন্ধির সর্ত্ত পালন দ্বারা এক স্বাধীন ও মিত্র-শক্তির সহিত আন্তরিক সহযোগিতা করাই হইতেছে বৃটিশ নীতির ভিত্তি।

মিশরে নূতন নির্ব্বাচন

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী নূতন [illegible] পাশা ঘোষণা করেন, [illegible] ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে; [illegible] পদ্ধতিতে শাসন করিব না, [illegible] স্বাধীনভাবে নির্ব্বাচিত পার্লামেণ্ট মারফৎ।" [illegible] আশ্বাস দেন যে, উভয় পক্ষে [illegible] সন্ধি পালন করিবেন।

বৃহত্তম সামরিক বিমান

একটি নূতন মার্কিণ সামরিক বিমানের নক্সা গোপনে সংগ্রহ করার অভিযোগে ছয়জন জার্ম্মাণ গুপ্তচরের বিরুদ্ধে নিউইয়র্কে এক মামলার শুনানী উঠিয়াছে। গুপ্তচরেরা যে বিমানের নক্সা হস্তগত করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ, উহা চার এঞ্জিনযুক্ত বি ৯০ সংখ্যক বিমান; এই নূতন বোমারু সর্ব্বাপেক্ষা বড় সামরিক বিমান। ৮০ টন ওজনের বোমা লইয়া ইহা আটলাণ্টিক পার হইতে পারে। সৈন্যবাহী বিমানরূপে ইহা ১২৫ জনকে বহন করিতে সক্ষম।

আসামী ছয়জন অপরাধী সাব্যস্ত হইলে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, তাঁহাদের প্রাণদণ্ড হইবে না, কারণ তাঁহারা যখন গ্রেপ্তার হন, তখনও পর্য্যন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত জার্ম্মাণীর যুদ্ধ বাধে নাই।

মাসিক পত্রের উপর বিক্রয় কর

বঙ্গীয় বিক্রয় আইনের আওতা হইতে মাসিকপত্রসমূহ বাদ দেওয়ার প্রশ্ন সম্পর্কে গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের এক ডেপুটেশন বাঙ্গলা-সরকারের অর্থসচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জির সহিত সেক্রেটারীয়েট ভবনে সাক্ষাৎ করেন। শ্রীযুত তুষারকান্তি ঘোষের নেতৃত্বে শ্রীযুত রামানন্দ চ্যাটার্জ্জি এবং সহরের সবগুলির মাসিক-পত্রিকার প্রতিনিধি ডেপুটেশনে গিয়াছিলেন।

ডেপুটেশন যুক্তি দেখান যে, দৈনিক-পত্রিকাগুলি যখন সংবাদপত্র বলিয়া স্বীকৃত হন, তখন মাসিকপত্রসমূহ এই বিলের আওতা হইতে বাদ না দেওয়ার কোন কারণ নাই। অর্থসচিব সহানুভূতি সহকারে ডেপুটেশনের বক্তব্য শ্রবণ করেন, এবং এই আশ্বাস দেন যে, গবর্ণমেণ্ট অনুকূল মনোভাব লইয়া ডেপুটেশনের যুক্তিগুলি বিবেচনা করিবেন।

অর্থ বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ আর এল ওয়াকার আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

=•=

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ১০ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫; ২৮শে মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১১ই ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, বুধবার | ২৭৫তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

=•=

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ গোবিন্দ, স্থাণু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৫

আমার দুর্দ্দৈবের কথা

(৩)

ইতঃপূর্ব্বে আরও দুইটি প্রবন্ধে আমার দুর্দ্দৈবের কিছু কথা শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে নিবেদন করিয়াছি। আজ হইতে পুনরায় আমার অন্যান্য দুর্দ্দৈবের কথা শ্রীগুরুবৈষ্ণব-চরণে নিবেদন করিবার প্রয়াস করিতেছি।

"শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর।
আমা লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর॥
বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
মো হেন পামর প্রতি হ'বেন সদয়॥"

আমার ন্যায় পতিতাধমের দুঃখে দুঃখিত হইয়া কোন মহাজন আমার আত্যন্তিক মঙ্গল লাভের উপায়স্বরূপ কৃপাপূর্ব্বক আমাকে আত্মমঙ্গলের এই যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন —তাহাই আমার একমাত্র ভরসা।

সাধু-গুরু-শাস্ত্র-বাক্যে শুনিতে পাই,—"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ", "স বৈ মনঃ কৃষ্ণ-পদারবিন্দয়োঃ", "অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে," "বসিয়া শুইয়া তোমার চরণ চিন্তিব সতত আমি," অর্থাৎ বিষ্ণুকে সর্ব্বদাই স্মরণ করিতে হইবে, মনকে সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণপাদ-পদ্মে নিবিষ্ট রাখিতে হইবে,—ইহাই আমার প্রতি আত্মমঙ্গলোপদেশ। কিন্তু "মন যে পাগল মোর। না মানে শাসন, সদা অচেতন, বিষয়ে রয়েছে ঘোর॥" জানি না, কোন্ জন্মের কোন্ সুকৃতির ফলে এমন সদ্গুরুপাদপদ্মের তদনুগ এমন বিমল বৈষ্ণবগণের সুদুর্ল্লভ সঙ্গ পাইয়াছি—যাঁহারা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা সময় কায়মনোবাক্যে কেবল শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মচিন্তা, শ্রীকৃষ্ণ-নাম গুণাদি কীর্ত্তনে নিযুক্ত থাকিয়া, আমার ন্যায় অনর্থযুক্ত সেবাবিমুখের কায়-মনোবাক্যকেও সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা, কৃষ্ণপাদপদ্ম-চিন্তা ও কৃষ্ণ-নাম-গুণাদি কীর্ত্তনে নিযুক্ত রাখিবার সর্ব্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতেছেন, কিন্তু হায়! আমি এমনই দুর্ভাগা যে, সর্ব্বোপরি আমার দুষ্ট মন আমাকে কিছুতেই আমার ইহ-পর-কালের একমাত্র পরম বান্ধব, পরম হিতৈষী শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের উপদেশ বা পরামর্শ গ্রহণ করিতে দিতেছে না।

প্রকৃতপক্ষে আমার সর্ব্বপ্রধান শত্রু কে?—এই প্রশ্নের উত্তর-সম্বন্ধে আমি স্থিরচিত্তে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলাম, আমার দুষ্ট, শয়তান মনটাই আমার যত অধিক শত্রুতা বা হিংসার কার্য্য করিতেছে, অন্তরে বাহিরে এরূপ শত্রুতা বা হিংসার কার্য্য আর কেহই করিতেছে না। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥" শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন,—"কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে॥" "শিক্ষা-গুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ। অন্তর্য্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ॥" অর্থাৎ যাঁহারা সত্যসত্যই নিষ্কপটভাবে সর্ব্বক্ষণ কেবল কৃষ্ণভজন, কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণনাম-গুণ কীর্ত্তন করিতে চান, বাঞ্ছাকল্পতরু কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বাহিরে মহান্তগুরুরূপে এবং অন্তরে অন্তর্য্যামী গুরুরূপে সর্ব্বক্ষণ উপদেশ, পরামর্শ, বুদ্ধিযোগ প্রভৃতি প্রদানের দ্বারা তাঁহাদের সেই মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া থাকেন।

পতিতপাবন, দয়ার সাগর, দীনবন্ধু, দীন-দয়াময় কৃষ্ণ আমার ন্যায় দীনহীন অধম পতিতকে এই সংসার দুঃখ-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়া তদীয় অশোক-অভয়-অমৃতাধার, কোটীচন্দ্রসুশীতল শ্রীপাদপদ্মে স্থান প্রদান পূর্ব্বক সেবানন্দ বা প্রেমানন্দ সাগরে নিমজ্জিত করিয়া আমার পরম মঙ্গলবিধানের উদ্দেশ্যে বাহিরে মহান্তগুরুরূপে, আচার্য্যরূপে এবং অন্তরে অন্তর্য্যামিগুরুরূপে স্বয়ং আচরণ ও উপদেশ, পরামর্শ ও বুদ্ধি প্রদানাদির দ্বারা আমার আত্মমঙ্গলবিধানের কত সুযোগ সুবিধা-প্রদানের জন্য প্রস্তুত আছেন, কিন্তু আমার দুষ্ট মন কিছুতেই তাহা স্বীকার বা বিশ্বাস করিতে চাহে না।

আমি মুখে সকলের নিকট বলিয়া থাকি,—'শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের আনুগত্যে একনিষ্ঠ হরিভজন—শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবা—শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের নামগুণাদি কীর্ত্তনই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট হইয়াই আমি গৌড়ীয়-মিশনে, শুদ্ধভক্তিমঠে বা গুরুগৃহে বাস করিতেছি। এই গুরুগৃহে বা শুদ্ধভক্তিমঠে যে গুরুবৈষ্ণবগণ অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা গোবিন্দের বিশ্রাম, তাঁহারা গোবিন্দের প্রাণ। আমার যে একমাত্র উদ্দেশ্য সর্ব্বক্ষণ গোবিন্দ ভজন, গোবিন্দ-সেবা, গোবিন্দের নাম-গুণাদি কীর্ত্তন—আমার সেই মনোবাসনা একমাত্র এখানকার শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণই কৃপাপূর্ব্বক পূর্ণ করিতে পারেন, তাঁহাদের কৃপায় আমার এই মনো-বাসনা পূর্ণ হইবে—এই বিশ্বাসেই আমি মঠে বাস করিতেছি।' আমি যখন পাঠ-কীর্ত্তনাদি করি বা অপরের নিকট হরিকথা বলি, তখনও উচ্চকণ্ঠে সকলকে বলিয়া থাকি,—'বর্ত্তমানকালে পরমার্থ-জগতে শ্রীল প্রভুপাদের অভিন্নবিগ্রহ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব জগদ্গুরুর কার্য্য করিতেছেন—তিনি ও তদনুগ শুদ্ধবৈষ্ণবগণই সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা, শুদ্ধভক্তির কথা, আত্ম-মঙ্গলের কথা স্বয়ং আচরণ-পূর্ব্বক জগতে প্রচার করিতেছেন। সুতরাং আত্মমঙ্গল-কাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রই তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত কখনও আত্মমঙ্গল বরণ করিতে পারিবেন না।'

আমি যে শুধু অপরকে উপদেশ-প্রদান-কালে এইপ্রকার কথা বলিয়া থাকি, নিজের আচরণে তাহা কিছুই প্রদর্শন করি না,—এরূপ নহে, আমি নিজেও গৌড়ীয়মিশনে প্রবেশ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম-শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক নাম-মন্ত্রাদি গ্রহণ করিয়াছি, মঠে বা গুরুগৃহে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-গণের আনুগত্যে বাস করিতেছি, তাঁহাদের কত সেবা করিতেছি, দিবারাত্র কত হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজন করিতেছি, বহির্দৃষ্টিতে আমার দিকে দিয়া এইসব আদর্শ-প্রদর্শনেরও বিশেষ একটী লক্ষিত হইতেছে না, কিন্তু পরদুঃখদুঃখী অনন্দোদয় দয়া-বিতরণকারী সর্ব্বেশ্বরাজ শ্রীল আচার্য্যদেব ও তদনুগ শুদ্ধবৈষ্ণবগণ তাঁহাদের আচরণ ও উপদেশে যখন আমার এইপ্রকার গৌড়ীয়-মিশনে, শুদ্ধভক্তিমঠে বা গুরুগৃহে বাস, শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের আনুগত্য, শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মে বিশ্বাস, শরণাগতি, শ্রদ্ধা, অনুরাগ, নিষ্ঠা, প্রীতি, শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবা, হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজনের প্রকৃত স্বরূপ নগ্ন করিয়া প্রকাশ করিয়া দেন, তখন আমি লজ্জায় ও দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে॥

পড়ি এবং আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী এহেন গুরুবৈষ্ণবগণকেও তখন আমার অনিষ্টকারী শত্রু ভাবিয়া থাকি।

শ্রীকৃষ্ণভজন বা শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণব-সেবাই যদি আমার একমাত্র আত্মমঙ্গল বা পরমমঙ্গলের কার্য্য বলিয়া আমি দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া থাকি, আর 'বহু জন্মের সুকৃতির ফলে আমি বর্ত্তমানে সেইপ্রকার গুরু বৈষ্ণবগণের সুদুর্ল্লভ সঙ্গ পাইয়াছি—যাঁহাদের দর্শন, সঙ্গ ও সেবা-ফলে আমার একমাত্র এই আকাঙ্ক্ষার বিষয়—সর্ব্বক্ষণ হরিভজন বা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা অবশ্যই লাভ হইবে', —ইহাতে যদি আমার দৃঢ়বিশ্বাস হইয়া থাকে, তাহা হইলে বাহিরে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-গণকে এবং অন্তরে অন্তর্যামী গুরুকেই আমার সর্ব্বক্ষণের একমাত্র নিয়ামক, উপদেশক, পরামর্শদাতা বা পালকরূপে অবশ্যই বরণ করিব। কারণ, আমি মায়া-মোহিত, মূঢ়, অনর্থযুক্ত, ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-দোষে সর্ব্বদাই দোষযুক্ত থাকায় আমার প্রকৃত মঙ্গল-অমঙ্গল কি, তাহা আমি ঠিক জানি না। সুতরাং আমার হৃদয়-সিংহাসনের অন্তর্য্যামী গুরুর আসনে দুষ্ট, শয়তান, সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনকে আমার নিয়ামক, পরিচালক বা পরামর্শদাতারূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার পরামর্শ-অনুসারে চলিলে বা কার্য্য করিলে আমার মন কিরূপে নিজে সর্ব্বক্ষণ বিষ্ণুস্মরণ করিবে?—কিরূপে নিজে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণপাদ-পদ্মে নিবিষ্ট থাকিয়া শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবসেবা বা শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবের নাম গুণাদি কীর্ত্তনে আমাকে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত থাকিবার পরামর্শ দিবে?

বহু জন্মের সুকৃতির ফলে এই ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়ার, হরিভজনের বা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার মূল এই নরতনুরূপ সুপটু নৌকা বা হরিভজনোপযোগী দেহ আমি লাভ করিয়াছি, সাধু গুরু বৈষ্ণবগণকে আমার কর্ণধার বা নিয়ামকরূপে পাইয়াছি, তাহার উপর আবার শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবগণের অযাচিত কৃপারূপ অনুকূল বায়ু সর্ব্বক্ষণই আমাকে পরিচালিত করিবার জন্য প্রবাহিত রহিয়াছেন, এতাবস্থায়ও আমি আমার সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক ছিদ্রাভাস মনকেই নিয়ামক পরিচালকরূপে বরণ করত তাহার পরামর্শমত চলিয়া ভবসাগরে শীঘ্রই নিমজ্জিত হইবার চেষ্টা করিতেছি। এইপ্রকার দুর্ল্লভ হরিভজনোপযোগী জন্ম এইবার লাভ করিয়াও উহা যে ক্ষণস্থায়ী, এই মুহূর্ত্তেই যে এ জীবন নষ্ট হইয়া যাইবে,—ইহাও আমি জানি, এরূপ হাজার হাজার দৃষ্টান্তও প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিতেছি, কিন্তু হায়! তথাপি সময় থাকিতে আমি আমার একমাত্র পরম হিতাকাঙ্ক্ষী অশোক অভয়-অমৃতাধার শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে—শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মকে অন্তরে-বাহিরে আমার পরামর্শদাতা বা নিয়ামকরূপে বরণ করিবার সুবুদ্ধি লাভ করিতেছি না। ইহা কি আমার ভীষণ দুর্দ্দৈবের লক্ষণ নহে?

আমি যে, 'মনটাকে আমার নিয়ামক করিয়া তাহার পরামর্শ-অনুসারে চলিলে বা কার্য্য করিলেই আত্মমঙ্গল লাভ করিব—আমার হরিভজন হইবে—শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা হইবে—হরিনাম হইবে—হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন হইবে—ভক্তির অনুকূল বিষয় গ্রহণ ও প্রতিকূল বিষয় বর্জ্জন হইবে—আমি ভজনোন্নতি লাভ করিব', —এইরূপ স্থির করিয়াছি এবং কার্য্যতঃ যে মনের পরামর্শ বা খেয়াল-অনুসারে সমস্ত ভক্ত্যঙ্গ-যাজনের চেষ্টা করিতেছি, সেই মনের স্বরূপ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ—"দুষ্ট মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব?" শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ—"ভজরে ভজরে আমার মন, অতি মন্দ।", "ভাবনা ভাবনা মন, তুমি অতি দুষ্ট"—প্রভৃতি গীতিতে সুস্পষ্ট-ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, শুধু তাহাই নহে, শ্রীল প্রভুপাদ আমার প্রতি অমায়ায় কৃপা বিতরণ কালে যে মনকে প্রত্যহ এক শত ঝাঁটা দেওয়ার আদেশ করিয়াছেন, শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর হইতে তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব আমার প্রতি আরও অধিক কৃপা-পরবশ হইয়া যে মনকে প্রত্যহ পাঁচশত ঝাঁটা দিয়া শোধন করিবার উপদেশ প্রদান করিতেছেন, আমি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই মনকেই পুনঃ পুনঃ আমার পরামর্শদাতা বা নিয়ামকরূপে বরণ করায় তৎফলস্বরূপ পরিণামে আমি কি-প্রকার অবস্থায় উপনীত হইতেছি, তাহা আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী পরদুঃখদুঃখী শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে ক্রমশঃ নিবেদন করিবার প্রয়াস করিব।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

যদি কেহ বলেন যে, 'কর্ম্ম ও জ্ঞান ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইলে তাহাতে দোষ কি?' তদুত্তর এই যে, যেস্থলে কর্ম্ম শুদ্ধভক্তির সেবায় কৃত হয়, তখন কর্ম্মের অনিত্য-ফল-ভোগাভাবে কর্ম্মত্ব দূর হয়। কেবল কর্ম্ম ও কেবল জ্ঞান নিরপেক্ষ-ভাবে কোন শুভফল উৎপাদন করিতে পারে না, ভক্তির অধীনতা স্বীকার করিলে উহারা সংশোধিত হয়, কিন্তু যদি পরে উহারা আবার ভক্তির আশ্রয়ত্ব পরিত্যাগ করে, তবে উহাদের দ্বারা জীবের বন্ধন বা অধঃপতন হয় শ্রীগীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ এই কথাই বলিয়াছেন।

ভক্তিতে আশ্রিত হওয়ার অপর নামই ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করা। যেখানে কর্ম্ম ও জ্ঞান শুদ্ধভক্তির সেবায় নিযুক্ত হয় না বা বাহিরে লোক দেখান কপট আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চরম ভক্তি অর্থাৎ ভগবানের নিত্য সেবাকে ধ্বংস করার বিচারযুক্ত হয়, যেখানে ভগবানের সম্বন্ধ ত্যাগ করা হয়। কর্ম্মী ও জ্ঞানীকে 'পাষণ্ড' বলিয়া ধারণা না করাই ভগবন্নিষ্ঠার অভাব।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।১৭।২৩) বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীশম্ভু দুর্গাদেবীকে বলিয়াছেন,—

"নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥"

নারায়ণের ভক্তগণ কাহারও নিকট হইতে ভীত হন না, কর্ম্মীর প্রাপ্য স্বর্গ, জ্ঞানীর প্রাপ্য অপবর্গমুক্তি ও বিকর্ম্মীর প্রাপ্য নরক,—ইহাতে তাঁহারা তুল্যার্থদর্শী। সুতরাং সত্যকথা বলিলে উহা যেসকল মনোধর্ম্মীর রুচির অনুকূল না হয় বা যদি তাঁহারা হৃদয়ে ব্যথা পান, তজ্জন্য তাঁহারা কৃপার পাত্র বটে। সত্যকথা-কীর্ত্তনকারী শ্রীহরির ভক্তগণ কর্ম্মী ও জ্ঞানীর প্রতারণাবাক্যে ভীত হন না।

হরিপরায়ণ সাধুগণ প্রাকৃত অস্ত্রদ্বারা কাহাকেও আঘাত করেন না। তাঁহারা "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্। সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥ (ভাঃ ১১।২৬।২৬)—এই ভাগবতীয় বাক্য-অনুসারে শাস্ত্রোক্তিরূপ খড়্গ-দ্বারা মনের ভোগ বা ত্যাগ-পিপাসারূপ ধর্ম্মসমূহকে ছেদন করিয়া থাকেন। হরিভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহার সমান আর কিছুই নহে—এই কথা শুনিয়া যাঁহাদের মাথায় আঘাত পড়ে ইহাতে যাঁহারা নানাপ্রকার অশান্তি বা অসুবিধার আশঙ্কা করেন, তাঁহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় বুঝিতে হইবে। ভক্তির অনুশীলনে বা ভক্তির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে চিত্ত কখনও অশান্ত হয় না। শাস্ত্র বলেন,—

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী—সকলই অশান্ত॥"

যাহারা রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা চালিত ও আচ্ছন্ন, তাহারা শুদ্ধসত্ত্ব বা নির্গুণ ক্রিয়াকে তামসিক বলিতেও পশ্চাৎপদ নহে। তাহারা অত্যন্ত হাস্যাস্পদ। তাহারা আজ হউক, কাল হউক জগতে বাদ-বিসম্বাদ ও বক্তারক্তির স্রোতঃ প্রবাহিত করিবেন। নিজবুদ্ধিদোষে তাহারা ঐপ্রকার অশান্তি উপস্থিত করিলেও ভক্তগণ তাহাদের ক্রোধাগ্নির ইন্ধনস্বরূপ হইবেন না।

—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্ম-সঙ্গিনাম্।" (গীঃ ৩।২৬)—এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ কর্ম্মসঙ্গিগণকে অজ্ঞান, মূর্খ বলিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধব-গীতায়ও (ভাঃ ১১।৩৪৫) কর্ম্মকাণ্ডকে "বালানামনুশাসনম্"—"ছেলে ভুলান মোয়া" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভক্ত ও ভগবান্ চিরকালই ঐসকল লোককে ভোগা দিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা ভোগায় পড়িয়াছেন ও বঞ্চিত হইয়াছেন, তাঁহারা কখনও ভগবান্ ও ভক্তের ক্রিয়াকলাপের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে না। আচার্য্য শঙ্কর ভগবানের আদেশে জগতের লোককে একবার ভোগা দিয়া গিয়াছেন। পরোক্ষবাদপ্রিয় ব্যক্তিগণ তাঁহার ভোগায় পড়িয়াছেন। কৃষ্ণভক্তগণ চতুর, তাই তাঁহারা আচার্য্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিয়া লইয়া নিত্য ভক্তি যাজন করিতেছেন।

ঠাকুর শ্রীহরিদাস যবনদিগকে ভোগা দিয়াছিলেন—যেমন, শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু "দরবেশ হঞা আমি মক্কায় যাইব" বলিয়া যবন-রক্ষককে ভোগা দিয়া শ্রীগৌর-হরির সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন। মুলুকের পতি যখন ঠাকুর হরিদাসকে বলিলেন—"আপনার শাস্ত্র বল, তবে চিন্তা নাই।" তখন ঠাকুর হরিদাস তদুত্তরে বলিয়াছিলেন,—"খণ্ড খণ্ড হই' যদি যায় দেহ, প্রাণ। তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥"

মুড়ি-মিশ্রি, চিৎ-অচিৎ এক করাকে সমন্বয় বলে না। বস্তুর সম্যগ্‌রূপে সম্বন্ধ নির্দ্দেশের নাম—'সমন্বয়'। দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম ও আত্মধর্ম্ম সমস্তই এক—এইরূপ প্রলাপকে সমন্বয় বলা যায় না। শ্রীল ঠাকুর হরিদাস "সবারই একই ঈশ্বর"—এই কথা ঠিকই বলিয়াছেন। ঈশ্বর একজনই, তিনিই অদ্বয়-তত্ত্ব, কিন্তু তিনি অদ্বয়তত্ত্ব হইলেও তাঁহার স্বরূপশক্তি-প্রকটিত নিত্য, অখণ্ড, বৈচিত্র্যময়, অদ্বয় চিদ্বৈভব ও বহিরঙ্গা মায়াশক্তি-প্রকটিত হেয় ও অচিদ্বৈভবে আকাশ-পাতালভেদ। ঘেঁটু, মাকাল, সুবচনী প্রভৃতি দেবতা বা নির্ব্বিশেষবাদীর নির্গুণ কল্পনার জাড্য তাঁহার অন্তরঙ্গাশক্তি-প্রকটিত স্বাংশবিলাস স্বয়ংরূপ ভগবানের সহিত সমান নহে। নির্ব্বিশেষ-বাদিগণ এই সূক্ষ্মভেদ বুঝিতে পারেন না বলিয়াই জীব ও ব্রহ্মে একাকার করিয়া ফেলেন—মোটা 'বুদ্ধিতে বাহ্য ভোগময় দর্শন'কেই বস্তুর স্বরূপ মনে করিয়া বিবর্ত্তবুদ্ধি-গ্রস্ত হন, তজ্জন্যই মহাপ্রভু বলিলেন,—"দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান।"

"শ্রীনাথে জানকী নাথে চাভেদঃ পরমাত্মনি", "যা'র যেই ভাব, সেই ভাব সর্ব্বোত্তম"—এইসকল কথা চিদ্বৈচিত্র্যের রস-তারতম্যের কথা। চিদ্বৈচিত্র্যে সমস্তই অভেদ, কেবল রস ও লীলাগত মাত্র ভেদ। যেমন, শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থে বলিয়াছেন,—'নারায়ণ ও কৃষ্ণের স্বরূপ দ্বয়ে সিদ্ধান্ততঃ কোন ভেদ নাই, কেবল শৃঙ্গার-রস-বিচারে শ্রীকৃষ্ণই রসের ধারা উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছেন।' নারায়ণ—অদ্বয়তত্ত্ব ভগবানের ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ, আর গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ—মাধুর্য্য-প্রকাশ। রাম-নৃসিংহাদি লীলাবতার সকলেই বিষ্ণুতত্ত্ব, তাঁহারা স্বয়ং ভগবানেরই স্বাংশরূপ, সুতরাং শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্ন। কিন্তু তাই বলিয়া বিষ্ণুতত্ত্ব ও বিষ্ণুর বাহিরঙ্গা ছায়াশক্তিতত্ত্ব সকলই সমান, ইহা অর্ব্বাচীনের মত। ব্রহ্ম-সংহিতার ৪৪ ৪৬ শ্লোক আলোচনা করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। শক্তিতত্ত্ব সর্ব্বদাই শক্তিমানের অধীন। আবার ভগবানের

স্বরূপশক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তিতে ভেদ বর্ত্তমান। দেবীধামের অধিষ্ঠাত্রী দুর্গাদেবী ভগবানের স্বরূপশক্তির ছায়া।

শান্ত, দাস্য, সখ্য প্রভৃতি অনর্থযুক্ত পুরুষের ভাব-পঞ্চকের আস্বাদনের কথা লইয়া "যা'র যেই ভাব, সেই ভাব, সর্ব্বোত্তম"—এই কথাটী বলা হইয়াছে। এখানে বদ্ধজীবের মনের অকিঞ্চিৎকর ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক খেয়ালকে 'ভাব' বলা হয় নাই। অনর্থযুক্ত পুরুষ ঘেঁটু পূজা করিতে করিতে বা পাগ্‌লামি করিতে করিতে শাস্ত্র-বচনের কদর্থ করিয়া বলিবেন,—"আমার যেই ভাব, সেই সর্ব্বোত্তম", আর অমনি তাহাকে 'ভক্ত' ও 'রসিক' বলিয়া মনে করিতে হইবে,— ইহা তত্ত্বজ্ঞানহীন অজ্ঞব্যক্তিরাই বলিয়া থাকে।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন -সদ্‌গুরুর লক্ষণ কি? কুলগুরু স্বীকার করিলে কি সদ্‌গুরুর আশ্রয়-লাভ হয় না?

উত্তর—"কালদোষে গুরুসম্বন্ধে মানবগণের বিচার অত্যন্ত দূষিত হইয়াছে। আজকাল হয় কুলগুরুর নিকট, অথবা যে সে ব্যক্তির নিকট উপদেশ গ্রহণ করা হয়, তাহাতে পরমারাধ্য গুরুদেবের আশ্রয় হইতে পারে না। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ঠা ও আশ্রয়-প্রাপ্ত গুরুর নিকট আত্মার সেবা-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি গমন করত প্রপত্তি স্বীকার করিবেন।" (সজ্জনতোষণী - ২।১)

প্রঃ—কে গুরুপদের যোগ্য?

উঃ—"পরমার্থ-বিষয়ে যিনি কৃতকর্ম্ম, তিনি গুরু হইবার উপযুক্ত।" (শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি)

প্রঃ—উচ্চবর্ণ দেখিয়া কি গুরু করা উচিত নহে? 'হরিভক্তিবিলাসে' ব্রাহ্মণ ও গৃহস্থকে গুরুপদে বরণ করিবার কথা বলা হইয়াছে কেন?

উঃ—"কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞানই সর্ব্বজীবের পরমার্থ। এই তত্ত্বজ্ঞানের গুরু লইবার অধিকার-বিচারে এই মাত্র সিদ্ধান্তিত আছে যে, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা বিপ্রই হউন বা শূদ্রজাতিই হউন, গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসী হউন, গুরু হইতে পারেন। 'শ্রীহরিভক্তিবিলাসে' উচ্চবর্ণে যোগ্যপুরুষ থাকিতে হীনবর্ণ ব্যক্তির নিকট হইতে কৃষ্ণমন্ত্র লওয়া উচিত নয়, এরূপ যে কথা আছে, তাহা লোকাপেক্ষী বৈষ্ণবপর অর্থাৎ যাঁহারা প্রচলিত বিধি মতে কথঞ্চিৎ পরমার্থের উদ্দেশ ক'রতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে, পরন্তু যাঁহারা বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির তাৎপর্য্য জানিয়া বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে উপযুক্ত কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যে

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর

২০শে মাঘ, ১৩৬৮ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে নয় দিবসকাল শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার পরিচালক-সমিতির সেবোদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীধাম-নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রম করা হইবে। মহাশয়, কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গের ন্যূনাধিক সাধন-ফললাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি—

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভা।

(১) শ্রীঅন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীমুরারিগুপ্তাঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন শ্রীশ্রীনিবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয় ও চাঁদকাজীর সমাধি)—৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার।

(২) শ্রীসীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর)—১০ই ফাল্গুন, ২২শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার।

(৩) শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, শ্রীসুরভিকুঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া)—১১ই ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার।

(৪) শ্রীমধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুখরী)—১৩ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার।

(৫) শ্রীকোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গদখালি, কোল ও চর, তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলের দহ)—১৩ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার।

(৬) শ্রীঋতুদ্বীপ (বাহুলপুখর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌর গদাধরের শ্রীমন্দির)—১৪ই ফাল্গুন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার (একাদশীর উপবাস)।

(৭) শ্রীজহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জাহ্নগর)—১৫ই ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার।

(৮) শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটিলা বা একডাঙ্গা, মাতাপুর)—১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার

(৯) শ্রীরুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্খপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঞ্জের ডাঙ্গা)—১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ, রবিবার।

১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ, সোমবার শ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব ও **১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, মঙ্গলবার শ্রীগৌরপ্রকটপৌর্ণমাসী হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।**

উৎসব উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি মঠাচার্য্যদেবক শ্রীপাদ শুভানন্দ দাসাধিকারী ভক্তিময়ূখ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির, পোঃ আঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

করা যায়। রাগমার্গের উপাসকগণ পরমার্থ-তত্ত্বে যুক্তিকে বিসর্জ্জন দিয়া আত্ম সমাধিকে আশ্রয় করিবেন। যে মনুষ্যের নিকট উপাসনাতত্ত্ব শিক্ষা করা যায়, তিনি বাহ্যগুরু। যিনি রাগমার্গ অবগত হইয়া শিষ্যের অধিকার বিচারপূর্ব্বক পরমার্থ উপদেশ করেন, তিনি সদ্‌গুরু।" (কৃষ্ণসংহিতা - ৮।১৪)

প্রঃ—বৈষ্ণব-শাস্ত্রমত কে জগদ্‌গুরু হইতে পারেন?

উঃ—"বৈষ্ণবধর্ম্মে ইহাই স্বীকৃত আছে যে, যিনি প্রাকৃত-অপ্রাকৃততত্ত্বের ভেদ জানিয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বজীবের উপাস্য, তাহাতে জন্মগত বর্ণাদি ও সংস্কারগত আশ্রমাদির অপেক্ষা নাই।" (অমৃতপ্রবাহভাষ্য মধ্য, ৫।৮৪ ৮৫)

প্রঃ—গুরুর একমাত্র স্বরূপ লক্ষণ কি?

উঃ—"বর্ণাশ্রম-বিচার পৃথক্ রাখিয়া যেখানে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা পাওয়া যায়, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়।" (বৈষ্ণবধর্ম্ম - ২০শ অঃ)

প্রঃ সদ্‌গুরু শিষ্যকে কি উপদেশ প্রদান করেন?

উঃ—"বৈষ্ণবগ্রন্থ সর্ব্বত্র শুদ্ধজ্ঞানের প্রশংসা আছে। মহাপ্রভুর সমস্ত শিক্ষাতে এই তিনটি কথা—সম্বন্ধ জ্ঞান, অভিধেয়-সাধন ও প্রয়োজন। ভগবান্ কি তত্ত্ব, জীব কি তত্ত্ব ও সমস্ত জড়ব্রহ্মাণ্ড কি তত্ত্ব এবং উক্ত তিন তত্ত্বের পরস্পর কি সম্বন্ধ,—ইহা ভাল করিয়া জানার নাম সম্বন্ধ জ্ঞান। তিনই সদ্‌গুরু, যিনি এই সম্বন্ধজ্ঞান শিষ্যকে ভাল করিয়া উপদেশ দিয়া প্রয়োজন-সাধনে অভিধেয় দেখাইয়া দেন। এই সম্বন্ধ-জ্ঞান পর্য্যন্ত জীবের আর কি কোনপ্রকার জ্ঞান অর্জ্জন করিতে বাকী থাকে? ইহাতে জড়ব্রহ্মাণ্ড যতপ্রকার বিজ্ঞান ও জ্ঞান আছে, তাহা সবই জানা যায়।" (সজ্জনতোষণী - ১১।১০)

বিশেষ-দ্রষ্টব্য

এতদ্দ্বারা শ্রীচৈতন্যমঠানুগ সেবকগণকে জানান যাইতেছে যে, পাটনা, গয়া, কাশী, এলাহাবাদ, নৈমিষারণ্য, লক্ষ্ণৌ, মথুরা, বৃন্দাবন, রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন, সঙ্কেত, শেষশায়ী, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, দিল্লী, বোম্বে, মাদ্রাজ কলম্বো, ও রেঙ্গুন—এখানকার সেবকগণ আগামী ১৮ই ফাল্গুন, সোমবার শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবের উপবাস ও উৎসব করিবেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থানে আগামী ১৯শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবের উপবাস ও উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

:|:●:|:-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷৷০	১৷৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৩৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬০৲	

শ্রীনদীয়া প্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীভক্তিসদনমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। উহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

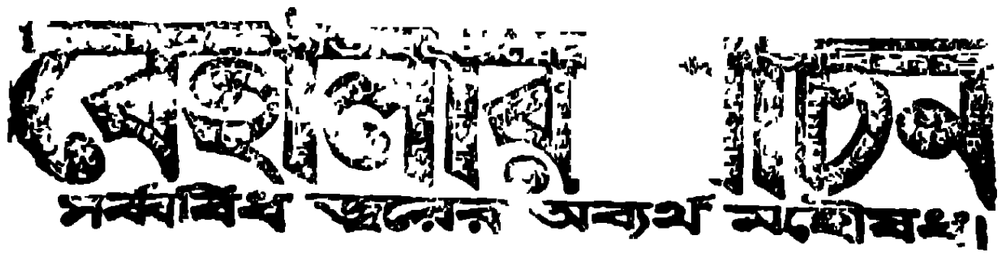

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেই ইহার কার্য্যকারিতা অত্যন্ত অধিক। পিত্তার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কি ছোট বোতল ১৲০ বার আনা, বড় বোতল ২৲০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

বিমান-আক্রমণ সঙ্কেত-ধ্বনি

কলিকাতায় এবং চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, আসানসোলের কলকারখানা-বহুল অঞ্চলে এবং বর্দ্ধমান, রাণীগঞ্জ, অণ্ডাল, দার্জ্জিলিং, ময়মনসিংহ, খুলনা, খড়্গপুর (মেদিনীপুর), চাঁদপুর (ত্রিপুরা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম সহরে ও বন্দরে শত্রু-বিমান-আক্রমণের আশঙ্কায় সতর্কীকরণের জন্য এবং শত্রুবিমান চলিয়া গেলে নিরাপত্তা জ্ঞাপক-ধ্বনি কিভাবে করা হইবে, তৎসম্পর্কে গত ১৬ই ডিসেম্বরে প্রচারিত সরকারী বিজ্ঞপ্তিটি বাতিল করিয়া দিয়া বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট ৬ই জানুয়ারী নিম্নোক্তরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন :—

সাইরেন, লুটার প্রভৃতি বাজাইয়া ব্যাপকভাবে সতর্কতাজ্ঞাপক-ধ্বনি করার নিয়ম,—

৪ মিনিটকাল সাইরেন-ধ্বনি—একবার তীব্রস্বরে, একবার মৃদুস্বরে, ৩ হইতে ৮ সেকেণ্ড অন্তর স্বর উঁচু করিয়া ও নামাইয়া সাইরেন বাজিবে। অথবা পুনঃ পুনঃ সাইরেন বা লুটার বাজাইতে হইবে, প্রতিবারে ৫ সেকেণ্ড সাইরেন বাজিবে ও তৎপর ৩ সেকেণ্ড উহা নীরব থাকিবে।

বিমান-আক্রমণের অবসান অথবা শত্রু বিমানের বিদায় সংবাদজ্ঞাপক-ধ্বনি :—

না থামাইয়া একই সুরে ৪ মিনিটকাল সাইরেন বাজাইতে হইবে।

মহল্লার আভ্যন্তরীণ জনগণকে নির্দ্দিষ্ট প্রকারের বিপদ সম্বন্ধে সতর্কতা

মহল্লার ভিতরে ওয়ার্ডেন, সাম্ত্রী প্রভৃতি কর্ত্তৃক হুইসিল প্রভৃতি বাজাইয়া স্থানীয় বিপদ-জ্ঞাপক ধ্বনি করার নিয়ম :—

বিমান-আক্রমণ সংকেত স্থাপন করিতে হইলে কয়েকবার থামাইয়া থামাইয়া হুইসিল বাজান হইবে, হুইসিলের শব্দ সকলে শুনিতে পায় কি না সন্দেহ থাকায় মাথার উপরে দুই হাত তুলিয়া হাত দুলাইয়া ইসারা করা হইবে।

আগুনে বোমা সম্পর্কে সতর্কতা জ্ঞাপন করিতে হইলে স্বল্পকাল অন্তর অন্তর কয়েক-বার হুইসিলের-ধ্বনি করা হইবে।

বিমান আক্রমণের অবসান বা শত্রু বিমানের বিদায় জ্ঞাপক-ধ্বনি করিতে হইলে,—

৫ সেকেণ্ড অন্তর দুইবার দীর্ঘকাল হুইসিল বাজান হইবে।

গ্যাস প্রয়োগ সম্পর্কে সতর্কতা জ্ঞাপন করিতে হইলে,—

প্রায় ১ মিনিটকাল বারম্বার ঘণ্টা বাজান হইবে। টোটার খালি বাক্সে বারম্বার জোরে আঘাত দ্বারা শব্দ করিয়া সেনাদলকে সতর্ক করা হইবে)।

সম্পূর্ণ বিপন্মুক্তির কথা জানাইতে,—

ঘণ্টা বাজান হইবে।

এই সম্পর্কে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, বিপন্মুক্ত জ্ঞাপক ধ্বনির অর্থ গ্যাস প্রয়োগ সম্পর্কে সতর্কতাজ্ঞাপক-ধ্বনি প্রত্যাহার (এবং যে সকল স্থানে ঐরূপ ধ্বনি করা হয় নাই, তথায়) শত্রুবিমানের বিদায় সংবাদ পুনরায় জ্ঞাপন।

যুক্ত সেনাপতি পারিষদ গঠন

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী সমর বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হয় যে, উভয় দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টার মধ্যে পরিপূর্ণ সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সেনাপতি-মণ্ডলীর অধিনায়কদের লইয়া একটি সম্মিলিত পারিষদ গঠন করিয়াছেন। এই সংযোগ রক্ষার মধ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সমরোপকরণ উৎপাদন ও বিলি ব্যবস্থার কথা উল্লেখিত হইয়াছে এবং সম্মিলিত জাতিবর্গের সহিত বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে পূর্ণ সহ-যোগিতা রক্ষা করিয়া চলিবে এ কথাও বলা হইয়াছে।

এই সেনাপতিমণ্ডলীয় অধিনায়কদের সম্মিলিত পরিষদের মধ্যে এডমিরাল ষ্টার্ক, (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর অধিনায়ক) জেনারেল মার্শাল, (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য বিভাগের সেনাপতি মণ্ডলীর অধিনায়ক) এডমিরাল কিং (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বহরের কমাণ্ডার-ইন-চীফ) ও লেঃ জেনারেল আর্নল্ড (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীর অধিনায়ক) এবং বৃটেনের পক্ষ হইতে ফিল্ড মার্শাল স্যার জন ডিল, (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বৃটেনের সামরিক প্রতিনিধি) এডমিরাল স্যার চার্লস লিটন, (গত জুন মাস পর্য্যন্ত ইনি বৃটিশ নৌবাহিনীর সহকারী অধিনায়ক এবং নৌ বিভাগীয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন) লেঃ জেনারেল স্যার কল-ভার্ল বথেমিস, (যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সমর দপ্তর সমাবেশ করিবার জন্যে ইনি ডিরেক্টরের পদে বহাল ছিলেন), এয়ার মার্শাল এ টি হ্যারিস্ (প্রথমে বিমান বিভাগীয় কর্ম্মচারী ছিলেন; পরে গত জুন মাসে ইহার উপর এক বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ ওয়াশিংটনেই এয়ার মার্শাল হ্যারিস তাঁহার কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিয়াছেন)।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননাগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

=০=

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ১১ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ২৯শে মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১২ই ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার ২৭৬তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ গোবিন্দ, ৬ হাদি কারণোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

অর্থশাঠ্য

'অর্থ'-শব্দে—টাকা-পয়সা, ধন, বিত্ত বা প্রয়োজনীয় ভোগ্য-সামগ্রী বুঝায়। অর্থ বা ধন-সম্পদ্ যে কার্য্যে ব্যয় করা বিহিত, সেই বিহিত কার্য্যে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হই। তাহাকে অর্থশাঠ্য-দোষ বলে। অর্থের ব্যবহার-সম্বন্ধে সমস্ত বেদ-বেদান্তের সার শ্রীমদ্ভাগবত আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥

(শ্রীভাঃ ১০।২২।৩৫)

অর্থাৎ প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা পরের প্রতি নিরন্তর শ্রেয়ঃ আচরণ করাই দেহধারী জীবের জন্ম সাফল্য।

মহাভাগবত মহারাজ পৃথু সনৎকুমারাদি ভগবদ্ভক্ত ঋষিগণকে বলিতেছেন,—

অধনা অপি তে ধন্যাঃ সাধবো গৃহমেধিনঃ।
যদ্গৃহা হ্যর্হবর্য্যাম্বু-তৃণভূম্যন্নরাধরাঃ॥
ব্যাখ্যাকরক্রমা বৈ তেষ
প্যবিক্লাখিলসম্পদঃ।
যদ্গৃহাস্তীর্থপাদীয়-পাদতীর্থ বিবর্জ্জিতাঃ॥

(শ্রীভাঃ ৪।২২।৩৩-৩৪)

যাঁহাদিগের গৃহে আপনাদের ন্যায় পূজ্য সাধুগণের সেবাযোগ্য জল, তৃণ, ভূমি প্রভৃতি সেবাসম্ভার গৃহস্বামী ও ভৃত্যাদি বর্ত্তমান থাকে, তাঁহারাই প্রকৃত গৃহস্থ ও নির্ধন হইলেও ধন্য।

যে সকল গৃহে তীর্থপাদ ভগবানের পাদোদক-সম্বন্ধিত, সেই সকল গৃহ অর্থের সদ্ব্যবহারযুক্ত হইলেও সম্পদ্‌শালী হইলেও আমাদের আদরণীয় নহে।

শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে নবদ্বীপ-বাসিগণের ধন-সম্পদ্ ব্যয় করা সম্বন্ধে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় যাহা বর্ণন করিয়াছেন,—

দম্ভ করি' বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহু ধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্র-কন্যার বিভায়।
এইমত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ—আদি ২।৬২-৬৩)

ইহার 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে' শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—"সাধারণ লোক, বিশেষতঃ ধনবান্ বণিক্ সম্প্রদায় মহাসমারোহে মনসা দেবীর পূজা করিয়া অর্থাদির দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বিদ্বান্ সমাজকে কলুষিতচিত্ত বণিক্ সমাজের অধীন করিতে চেষ্টা করিত। নানাপ্রকার দ্রব্যসম্ভার ও সুন্দর পুত্তলিনির্ম্মাণ করাইয়া তাহারা বহুধনদান করিত। অধুনাপি রাসাদি যাত্রার সময়ে নানা প্রকার পুত্তলি নির্ম্মাণ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। পরমার্থ-বুদ্ধিতে অপ্রাকৃত ভগবদ্বিগ্রহের সেবার পরিবর্ত্তে লৌকিক বিচারবশতঃ তাহার উৎসব-উপলক্ষে বহুধন ব্যয় করিত, আবার সেই পুত্তলিগুলিকে জলে বিসর্জ্জন দেওয়া পূজাবস্তু ও পূজার অনিত্যতা জ্ঞাপন করিত। সেইসকল বৃথা কার্য্যে বহু ধন ব্যয়িত হওয়ায় শ্রীজগন্নাথদেবের পূজার ন্যায় নিত্য শ্রীবিগ্রহ পূজা বঙ্গদেশে বিরল হইয়া পড়িয়াছিল।

'পাঠান্তরে,—'পুত্তলি-বিভাদিতে দেয় বহুধন' অর্থাৎ জড়রসে মত্ত জনগণ দম্ভপূর্ব্বক বানর-বানরী, বিড়াল বিড়ালী, পুতুল পুতুলী বিবাহাদি তুচ্ছ ও বৃথা উৎসব-কার্য্যে অনর্থক অর্থব্যয় করিত। তথাপি বৃথা সঙ্কীর্ত্তন করিত না।

'কৃষ্ণপ্রেমিক আমরা সকলে পরমার্থ জানিয়া আর পুত্তলিকার বিবাহ উৎসবাদিতে বহু অর্থ-ব্যয়কারীদিগকে হরিবিমুখ জগতের আনন্দ বর্দ্ধন করিব। তাহারা যেন করিত, বিদ্বান্‌দিগের পুত্তলিকার বিবাহ-ভগবদুপাসনা অপেক্ষা অনেক গুণে প্রিয় হইয়াছে, কিন্তু পরম দুঃখের বিষয় এই, অনাদিকাল হইতে যাহা তাহাদের বুদ্ধিনাশের কারণ হইত।'

সর্ব্বজনমান্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভোগ্য বিষয় বা ধন-সম্পদ্ আসক্ত মানবগণের অবস্থা বর্ণন করিতে গিয়া জানাইয়াছেন,—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ
ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো
বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

(শ্রীগীতা ২।৬২-৬৩)

বিষয় অর্থাৎ ভোগ্য ধন সম্পদ্ ও পদার্থের ধ্যান করিতে করিতে ক্রমশঃ জড় বিষয়-সঙ্গস্পৃহা অর্থাৎ কাম জন্মে, কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতি বিভ্রম, স্মৃতি বিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥

* * *

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥

অর্থশাঠ্য

'অর্থ'-শব্দে—টাকা-পয়সা, ধন, বিত্ত বা প্রয়োজনীয় ভোগ্য-সামগ্রী বুঝায়। অর্থ বা ধন-সম্পদ্ যে কার্য্যে ব্যয় করা বিহিত, সেই বিহিত কার্য্যে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হই। তাহাকে অর্থশাঠ্য-দোষ বলে। অর্থের ব্যবহার-সম্বন্ধে সমস্ত বেদ-বেদান্তের সার শ্রীমদ্ভাগবত আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥

(শ্রীভাঃ ১০।২২।৩৫)

অর্থাৎ প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা পরের প্রতি নিরন্তর শ্রেয়ঃ আচরণ করাই দেহধারী জীবের জন্ম সাফল্য।

মহাভাগবত মহারাজ পৃথু সনৎকুমারাদি ভগবদ্ভক্ত ঋষিগণকে বলিতেছেন,—

অধনা অপি তে ধন্যাঃ সাধবো গৃহমেধিনঃ।
যদ্গৃহা হ্যর্হবর্য্যাম্বু-তৃণভূম্যন্নরাধরাঃ॥
ব্যাখ্যাকরক্রমা বৈ তেষ
প্যবিক্লাখিলসম্পদঃ।
যদ্গৃহাস্তীর্থপাদীয়-পাদতীর্থ বিবর্জ্জিতাঃ॥

(শ্রীভাঃ ৪।২২।৩৩-৩৪)

যাঁহাদিগের গৃহে আপনাদের ন্যায় পূজ্য সাধুগণের সেবাযোগ্য জল, তৃণ, ভূমি প্রভৃতি সেবাসম্ভার গৃহস্বামী ও ভৃত্যাদি বর্ত্তমান থাকে, তাঁহারাই প্রকৃত গৃহস্থ ও নির্ধন হইলেও ধন্য।

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

=০=

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী টীকা ও 'আস্বাদন' ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা সুন্দর। ইহা সুকোমলমতি বালকমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কাহারো কাহারো কাছে কিছু কিছু ধন সম্পদ্ আছে। ধন-সম্পদ্ যে কোথায় ব্যয় করা উচিত, তাহা তাহারা জানে না। শত-শত আশাপাশে আবদ্ধ হইয়া তাহারা আরও সেই বাক্তিগণ অন্যায়ভাবে কোন না কোনরূপে অর্থ সঞ্চয় করে। সেই বিদ্বেষী ক্রূর নরাধমদিগকে আমি বারংবার এই সংসারে অসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি। আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই মূঢ়গণ জন্মে জন্মে আমাকে লাভ করিতে অক্ষম হয় এবং তাহা হইতেও অধম গতি লাভ করে।

শ্রীমদ্ভাগবতের 'কপিল-দেবহূতি-সংবাদে' ভগবান শ্রীকপিলদেব জননী দেবহূতির নিকট বিষয়াসক্ত জনগণের এই বিষয়ে তত্ত্বকথা বর্ণন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

অথো মাতরহং তেঽদ্য হৃদ্গ্রন্থীনাং ভিদাতনঃ।
পুরাণমুনিরাত্মেশঃ
শাস্ত্রব্রহ্মপ্রকাশনঃ॥
বারিভূতে নিরালোকে
একোঽহমমরাগ্রজা।
তোষয়ন্ সৃষ্টয়ে নিত্যং
তপস্তপ্যে সুদুশ্চরম্॥
একং প্রাণোঽসৃজদ্ দ্বাভ্যাং
মিথুনং
অহং কালেবলম্।
শতাবয়বোঽবয়বৈঃ
ভূতেন দ্রুহম॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৩১।৩৩-৩৪)

(যেহেতু হৃদয়ের গ্রন্থি) যাঁহাদিগের ভোগ্য অর্থ, ধন সম্পদ্ হয় তাহারা হিংসাবৃত্তি-দ্বারা অন্যান্য জীবের ধন, অর্থ, প্রাণ হরণ পূর্ব্বক সেই পাপসঞ্চয়ের ফলে নরকে গমন করে এবং স্বর্গে তাহাদের ভোগের অবশেষ যাহা কিছু থাকে, তাহাই আহার করিয়া জীবন

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

ধারণ করে। যখন তাহার জীবিকা রহিত হইয়া যায় তখন সে অন্য জীবিকা অবলম্বনের জন্য বার বার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইলে লোভে অভিভূত হইয়া পরের ধনে স্পৃহা করে। প্রাণিহিংসার দ্বারা পরিপুষ্ট স্থূল-দেহ এবং সঞ্চিত ধন—এই উভয়কে এই জগতে পরিত্যাগপূর্বক পাপরূপ পাথেয় লইয়া ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি অন্ধকারপূর্ণ ঘোর নরক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জানাইয়াছেন,—"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।" (৯।২৪) অর্থাৎ আমিই (শ্রীকৃষ্ণ) সমস্ত যজ্ঞের 'ভোক্তা' ও 'প্রভু'। শ্রীভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত এই বাক্য হইতে আমরা জানিতে পারিলাম যে, দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত বস্তুর ভোক্তা ও মালিক একমাত্র কৃষ্ণ। সুতরাং আমরা দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া দৃশ্য বস্তুগুলিকে যে আমাদের ভোগে লাগাইবার চেষ্টা করিয়া থাকি, ইহা শ্রীভগবানের অনভিমত বা শাস্ত্র-বিগর্হিত কার্য্য। আমরা (জীবসমূহ) ভোক্তা বা প্রভুও নহি,—আমরা কৃষ্ণের ভোগ্য বা সেবকতত্ত্ব, বিশ্ব "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস"—এই বাস্তব সত্য কথাটী বর্ত্তমানে বিস্মৃত হইয়া পড়ায় আমরা নিজদিগকে 'ছোটখাট কৃষ্ণ' মনে করিয়া কৃষ্ণের ন্যায় ভোক্তা, কর্ত্তা বা প্রভু সাজিয়া টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ্, স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি-দ্বারা পরস্পর ভোগ বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কার্য্য সম্পাদন করিতেছি।

অর্থ বা ধন-সম্পদ্ কিপ্রকার কার্য্যে ব্যয়িত হওয়া কর্ত্তব্য, তদনুধায় কি ফল লাভ হয়, তাহা উপরিউক্ত শ্রীভগবান্, ভক্ত ও সাত্বত-শাস্ত্রবাক্যে আমরা স্পষ্টভাবে জানিতে পারিলাম। উপরি-উক্ত বাক্যসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, টাকা পয়সা, ধন-সম্পদ্ বা আমাদের ভোগের অন্যান্য সামগ্রী আমরা যখন ভোক্তা সাজিয়া ভোগ্যবুদ্ধিতে গ্রহণ করিয়া থাকি, তখন সেইগুলির দ্বারা অনর্থ উৎপাদিত হইয়া থাকে অর্থাৎ অমঙ্গল সাধিত হয়, আর যখন এইসমস্তের একমাত্র ভোক্তা বা মালিক একমাত্র কৃষ্ণ, ইহা জানিয়া ও দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া সমস্ত বস্তুকে কৃষ্ণের ভোগে বা সেবায় লাগাইবার জন্য যত্ন করি, তখন এই সমস্ত বস্তুই পরম মঙ্গল বিধান করিয়া থাকে। টাকা পয়সা বা ধন-সম্পদ্ প্রভৃতিকে নিজের ভোগে লাগাইলে সেই অর্থাদি অনর্থের কারণ হইয়া থাকে, আবার সেই টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ্ প্রভৃতি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবাকার্য্যে লাগাইলে তদ্দ্বারা পরমার্থ, পরম প্রয়োজন পরম ধন বা শুদ্ধভক্তি লাভ হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের সেবায় অর্থাদি ব্যয় করার নামই—অর্থের সদ্ব্যবহার, আর নিজের ভোগে অর্থাদি ব্যয় করার নামই—অর্থের অসদ্ব্যবহার। সুতরাং একই অর্থের সদ্ব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার-ভেদে উহা যথাক্রমে পরমার্থপ্রদান ও অনর্থ উৎপাদন—এই উভয়প্রকার কার্য্যের কারণ হইয়া থাকে। অর্থ-দ্বারা পরম শ্রেয়ঃ অর্থাৎ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবা-কার্য্য করিলে তৎফল পরিণামে নিত্য বৈকুণ্ঠধামে নিত্য প্রভু শ্রীকৃষ্ণের সেবানন্দলাভের অধিকারী হওয়া যায়। কিন্তু উহা নিজেদের ভোগে বা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কার্য্যে ব্যয়িত হইলে তৎফলে পরিণামে ভীষণ নরক যাতনা ভোগ করিতে হয়। বেদ বেদান্ত, ভাগবত, গীতা প্রভৃতি সমস্ত সাত্বত শাস্ত্র, স্বয়ং ভগবান্ এবং তদীয় নিজজন বৈষ্ণব মহাজনগণ সকলেই একবাক্যে এই কথা জানাইয়াছেন।

যাহাদের ধন সম্পদ্ আছে, তাহারা সেই ধন সম্পদ্ শ্রীভগবানের সেবায় না লাগাইয়া নিজেদের ভোগে ব্যয় করিলে অর্থ বা বিত্ত শাঠ্য দোষ ঘটে এবং তৎফলে পরিণামে ভীষণ অমঙ্গল সাধিত হয়। এই অমঙ্গল হইতে জীবগণকে রক্ষা করিবার জন্য শালীল মহারাজ তাঁহার ধন-সম্পদ্ যথাসর্ব্বস্ব ভগবান্ শ্রীবামন দেবের শ্রীপাদপদ্মে প্রদানের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার কুলগুরু শুক্রাচার্য্য বা মহারাজের এই কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"সর্ব্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা মূঢ় বৃত্তিষ্যসে কথম্?" (ভাঃ ৮।১৯।৩৩) —হে মূঢ়! সর্ব্বস্ব বিষ্ণুকে দিয়া দিলে তুমি কিপ্রকারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে?" দৈত্যগুরুর এইপ্রকার কথা শ্রবণ করিয়া ভক্তরাজ বলি গুরুর এই ভক্তিবিরুদ্ধ কথা অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্বের একমাত্র ভোক্তা বা মালিক বিষ্ণুকেই অর্থাৎ সর্ব্বস্বের মালিক যিনি, তাঁহাকেই তাঁহার সর্ব্বস্ব প্রদানপূর্বক ভগবৎ পাদপদ্মে আত্মসমর্পণের অন্যান্য আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার এই কার্য্যে শ্রীভগবান্ অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। তাঁহার এই কার্য্যটিতে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি শ্রেষ্ঠ নবধা ভক্ত্যঙ্গের সর্ব্বপ্রধান ভক্ত্যঙ্গ আত্মসমর্পণের আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বা শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের অতি প্রাচীন সিদ্ধ পার্ষদ মহাপুরুষগণের দ্বাদশ আল্বারের অন্যতম শ্রীতিরুমঙ্গই আল্বারের অসাধারণ বিভূতি-সম্পন্ন চারিজন শিষ্য ছিলেন। তিনি এই চারিজন শিষ্যসহ তীর্থভ্রমণকালে তদানীন্তন জরাজীর্ণ শ্রীরঙ্গনাথমন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঐ মন্দিরটী পশুপক্ষীর আবাসস্থান, হিংস্রজন্তুর ক্রীড়াভূমিরূপে পরিণত হইয়াছে, তাহার চতুর্দ্দিক্ বন ও জঙ্গলে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা দেখিয়া শ্রীতিরুমঙ্গইর হৃদয়ে শ্রীরঙ্গনাথের একটি শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের ইচ্ছা হইল। তিনি তখন সশিষ্য ধনি-সম্প্রদায়ের নিকট গমন করিয়া ভিক্ষাপ্রার্থী হইলেন, কিন্তু ধনিসম্প্রদায় তাঁহাকে ভক্ত ও বিষয়ে কৃপণ মনে করিয়া বিবিধ তিরস্কার পুরস্কার প্রদানপূর্বক বিদায় দিতে লাগিলেন।

শ্রীতিরুমঙ্গই তখন শ্রীরঙ্গনাথের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণরূপ সেবা করিবার জন্য আরও অধিক ব্যাকুল হইয়া তাঁহার চারিজন শিষ্যের যোগ-বিভূতিকে বিষ্ণুসেবায় লাগাইয়া উহা সার্থকতা-মণ্ডিত ও বিষয়িগণের মঙ্গল বিধান করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি তাঁহার 'তার্কিকচূড়ামণি' শিষ্যকে ডাকিয়া ধনিগণকে তর্কজালে বিজড়িত করিতে বলিলেন ও সেই অবসরে 'দ্বারোন্মোচক' শিষ্যের দ্বারা ধনিগণের ধনকোষের রুদ্ধদ্বার উদ্‌ঘাটন করাইয়া যথেচ্ছভাবে ধনরত্ন সংগ্রহ করাইলেন। তাঁহার 'ছায়াগ্রহ' শিষ্যের দ্বারা তিনি ধনশালী পথিকগণের গতিরোধ করাইয়া তাহাদের যাবতীয় ধন লুণ্ঠন করাইলেন, আর 'জলোপরিচর' শিষ্যের দ্বারা পরিখাবেষ্টিত রাজপুরী হইতে বহুধন সংগ্রহ করাইলেন। বলিতে কি, তিনি যেন এক বৃহৎ দস্যুদলের অধিনায়ক হইয়া শ্রীরঙ্গনাথের সেবার জন্য প্রচুর রত্ন সংগ্রহ করাইয়া ফেলিলেন।

অতঃপর তিরুমঙ্গই বিভিন্ন দেশ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণকে আনয়ন করাইয়া ষাট বৎসরে শ্রীরঙ্গনাথের সপ্তপ্রাকার-বেষ্টিত শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। তাঁহার নিজের স্বতন্ত্র ভোগ চেষ্টা না থাকায় তিনি বাহ্যদৃষ্টিতে দস্যুবৃত্তি করিয়াও ভগবানেরই সেবা করিয়াছিলেন, স্ব-ভোগার্থ ঐসকল অর্থের এক কপর্দ্দকও তিনি গ্রহণ না করিয়া, যিনি সমুদয় অর্থের মালিক, সেই বিষ্ণুর শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণরূপ সেবাকার্য্যে ব্যয় করিয়াছেন বলিয়া বহির্দৃষ্টিতে তাঁহার ঐপ্রকার দস্যুবৃত্তির কার্য্যও শুদ্ধভক্তির কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।

যাহারা বিষয়াসক্ত, ভোগী সংসারাসক্ত, তাহারা ধন-সম্পদ্‌কে নিজেদের ভোগের উপকরণ জানিয়া শ্রীভগবানের সেবায় কিছুতেই তাহা প্রদান করিতে চাহে না। ধন-সম্পদ্ বা যথাসর্ব্বস্ব শ্রীভগবানের নাম-গুণ-কীর্ত্তন বা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব সেবায় প্রদান করিলে 'নিজেরা বাঁচিবে কি প্রকারে,' তাহাদের এই প্রকার চিন্তার উদয় হইয়া থাকে। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড বা গোলোক-বৈকুণ্ঠাদির সকলের রক্ষাকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা একমাত্র কৃষ্ণ বা বিষ্ণু, এই বাস্তবসত্য কথাটি বিষয়মদমত্ত, ধনমদে মত্ত, সংসারাসক্ত, বিষয়াসক্ত ভগবৎসেবাবিমুখ ব্যক্তিগণ বিশ্বাস বা ধারণা করিতে পারেন না। শ্রীবলি মহারাজ তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব বিষ্ণুকে প্রদান করিয়াও তৎপরে জীবনধারণপূর্বক সর্ব্বক্ষণ বিষ্ণুসেবায় আত্মনিয়োগ করত বিষ্ণুই যে আত্মসমর্পণকারী শরণাগত ব্যক্তির একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা, তাহার জলন্ত আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ গৃহস্থভক্ত-লীলাভিনয়কারী শ্রীবাস পণ্ডিত তাঁহার যথা-সর্ব্বস্ব শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় ব্যয় করিয়া ফেলিতেন দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু অত্যন্ত ভীত হইয়া শ্রীবাসকে বলিয়াছিলেন,—"যদি লক্ষ্মী ভিক্ষা করে নগরে নগরে। তথাপি দারিদ্র্য তোর নহিবেক ঘরে॥" (শ্রীচৈঃ ভাঃ - মধ্য ৮।২০) অর্থাৎ মহাপ্রভু শ্রীবাসকে বলিলেন,—"যদি সর্ব্বৈশ্বর্য্যাধিপতি নারায়ণের বক্ষঃস্থিতা ধনাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী ঐশ্বর্য্যচ্যুতা হইয়া দারিদ্র্যবশতঃ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাও করে, তথাপি নারায়ণের কৃপাপ্রভাবে তোমার কোনদিনই 'অভাব' বলিয়া কোন অবস্থা থাকিবে না।"

বৈষ্ণব গৃহস্থের আদর্শ শ্রীবাস পণ্ডিতকে আর এক দিন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—

প্রভু বলে, "পরিবার অনেক তোমার।
নির্ব্বাহ কেমতে তবে হইবে সবার?"
শ্রীবাস বলেন, 'যার অদৃষ্টে যা' থাকে।
সেই হইবেক, মিলিবেক যে-তে পাকে॥"
প্রভু বলে,—"তবে তুমি করহ সন্ন্যাস"।
"তাহা না পারিব মুঞি",—বলেন শ্রীবাস॥
প্রভু বলে,—"সন্ন্যাসগ্রহণ না করিবা।
ভিক্ষা করিতেও কারো দ্বারে না যাইবা॥
কেমতে করিবা পরিবারের পোষণ?
কিছুই ত' না বুঝি মুঞি তোমার বচন॥"

* * *

শ্রীবাস বলেন—"এই দঢ়ান আমার।
তিন উপবাসেও যদি না মিলে আহার॥
তবে সত্য কহোঁ—ঘট বান্ধিয়া গলায়।
প্রবেশ করিমু মুঞি সকথা গঙ্গায়।"
প্রভু বলে—"কি বলিলি, পণ্ডিত শ্রীবাস!
তোর কি অন্নের হইবে উপাস!
যদি কদাচিৎ বা লক্ষ্মীও ভিক্ষা করে।
তথাপিও দারিদ্র্য নহিব তোর ঘরে॥

* * *

যে যে জন চিন্তে মোরে অনন্য হইয়া।
তা'রে ভিক্ষা দেঙ মুঞি মাথায় বহিয়া॥
যেই মোরে চিন্তে, নাহি যায় কারো দ্বারে।
আপনি আসিয়া সর্ব্বসিদ্ধি মিলে তারে॥
(শ্রীচৈঃ ভাঃ - অন্ত্য ৪র্থ অঃ)

একান্ত শরণাগত, গৃহস্থ-বৈষ্ণব শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর ও শ্রীশিবানন্দ সেনের দ্বারাও শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐরূপ আদর্শ ও শিক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—"আসক্তি-রহিত, সম্বন্ধ-সহিত, বিষয়সমূহ সকলি মাধব॥ তোমার কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বার সেহ মাধব।" শ্রীল প্রভুপাদ ও তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মে আত্মসমর্পণকারী, একান্ত শরণাগত, নিষ্কপট ও নিষ্কিঞ্চন গৃহস্থ-বৈষ্ণবের আদর্শ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবায় নিয়োগ করিয়া অর্থশাঠ্য দোষযুক্ত গৃহস্থভক্ত বা গৃহস্থ বৈষ্ণবনামধারিগণকে অর্থশাঠ্য-দোষ হইতে রক্ষা করিয়া আত্মমঙ্গলবরণের জলন্ত আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গপার্ষদ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ' পাঠ ও ব্যাখ্যাকালে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবও আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, আত্মমঙ্গলকামী গৃহস্থভক্তগণ কেবল শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবোপযোগী ধন-সম্পদ্ সঞ্চয়পূর্ব্বক তাহা সমস্তই শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবসেবায় নিয়োগ করিবেন। সর্ব্বক্ষণ শ্রীভজন বা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবোপযোগী জীবন শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ বা মহামহাপ্রসাদের দ্বারা অবশ্যই রক্ষিত হইবে, তজ্জন্য কোন চিন্তা করিতে হইবে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের দৃষ্টান্তদ্বারা ইহাই জানাইয়াছেন

প্রশ্নোত্তর

প্রঃ—দীক্ষামন্ত্রদাতা গুরু ও হরিনাম-প্রদাতা গুরুতে পার্থক্য কি?

উঃ—"যিনি নামতত্ত্ব শিক্ষা দেন এবং নামের সর্ব্বোত্তমতা স্থাপনপূর্ব্বক নাম বা নামাত্মক মন্ত্রপ্রদান করেন, তিনিই নাম-গুরু। দীক্ষা গুরুই নামগুরু। মন্ত্রই নাম। মন্ত্র হইতে নামকে পৃথক্ করিলে মন্ত্রত্ব থাকে না, পক্ষান্তরে কেবল নাম-উচ্চারণেও মন্ত্র উচ্চারণ হয়।"—(শ্রীহরিনামচিন্তামণি)

প্রঃ—শিষ্য গুরুকে কিরূপ বিচারে দর্শন করিবেন?

উঃ—"গুরুদেবকে মনুষ্যস্বরূপ (কৃষ্ণস্বরূপ) জানিবে, গুরুতে সামান্য-বুদ্ধি করিবে না।" (অমৃতপ্রবাহভাষ্য - আদি ১।৪৬)

প্রঃ—কাহাকে 'আচার্য্য' বলা যায়? গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যের কৃত্য কি?

উঃ—"যিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দেন, তিনিই আচার্য্য। কোন বিতর্ক উত্থাপন করিয়া সাংসারিক উন্নতি লাভ করিলে আচার্য্যত্ব লাভ হয় না। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে যাঁহারা আচার্য্যপদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্প্রদায়ের অনর্থনাশ। দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত।" (সজ্জনতোষণী - ৪।১)

প্রঃ—আচার্য্যাখ্যগণের প্রধান কার্য্য কি?

উঃ—"গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে চারিশত বৎসরের মধ্যে অনেকপ্রকার অনর্থ উদয় হইয়াছে। সেইসকল অনর্থ সম্পূর্ণরূপে উৎপাটন করা আচার্য্যসন্তানদিগের প্রধান কার্য্য।" (সজ্জনতোষণী - ৪।১)

প্রঃ—আচার্য্য কিরূপে জীবের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন?

উঃ—"যাঁহারা আচার্য্যপদ গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা আগ্রহই প্রথমে স্বয়ং আচরণ অবলম্বনপূর্ব্বক অন্য জীবগণকে স্বীয় আচরণ দেখাইয়া শ্রদ্ধা সংগ্রহ করিবেন। মহাজনপুরুষের সদাচারই সকলে আদর করিয়া গ্রহণ করেন।" (সজ্জনতোষণী - ৮।৯)

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর

২০শে মাঘ, ১৩৪৮ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে নয় দিবসকাল শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার পারমার্থিক সামাজিক সেবোদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও সংকীর্ত্তন সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীধাম-নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রম করা হইবে। মহাশয়, কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলেও এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গের ন্যূনাধিক সাধন ফলাদি ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি-

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা।

(১) শ্রীঅন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীমুরারিগুপ্তায়, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীশ্রীনিবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয় ও চাঁদকাজীর সমাধি)—৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার।

(২) শ্রীসীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সবডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর)—১০ই ফাল্গুন, ২২শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার।

(৩) শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, শ্রীসুরভিকুঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া)—১১ই ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার।

(৪) শ্রীমধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুকুর)—১৩ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার।

শ্রীকোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গদখালি, কোল ও চর, তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলের দহ)—১৩ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার।

(৬) শ্রীঋতুদ্বীপ (বাহুলপুকুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীস্থ শ্রীগৌর গদাধরের শ্রীমন্দির)—১৪ই ফাল্গুন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার (একাদশীর উপবাস)।

(৭) শ্রীজহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জাহ্নবীর)—১৫ই ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার।

(৮) শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটিলা বা একডাঙ্গা, মাতাপুর)—১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার।

(৯) শ্রীরুদ্রদ্বীপ (কদমপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গাজের ডাঙ্গা)—১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ, রবিবার

১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ সোমবার শ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস কীর্ত্তনোৎসব ও **১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, মঙ্গলবার শ্রীগৌরপ্রকটপৌর্ণমাসী হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।**

☞ উৎসব-উপলক্ষে সমস্ত পণ,মা ইত্যাদি মহোদয়কে শ্রীধাম সুবর্ণবিহার দাসাধিকারী ভক্তিময়ূখ ভক্তিস্বামী প্রভু, শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীবাসঅঙ্গন, পোঃ আঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞপ্তি-কুসুমাঞ্জলি

(শ্রীবাসপূজা উপলক্ষে নিবেদিত)

বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

জয় জয় প্রভুপাদ, অভিন্ন নিত্যইচাঁদ,
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী।
জয় জয় কৃপাসিন্ধু, পতিত জনের বন্ধু,
দীন-হীন অগতির গতি॥
উৎকল পুরুষোত্তমে দিব্য চিন্তামণি-ধামে,
জগদ্গুরুরূপ অবতরি'।
শ্রীচৈতন্য নিজসার আপনি করিয়া প্রচার
নিস্তারিলা বিশ্ব তরি'॥
ভক্তির বাধক যত, নাহি বর্ষে যে সকল,
পূজা, ব্রত, তপ, যজ্ঞ আর।
কল্পকোটি কণ্ঠে তব ভক্তি-গীতি-মহোৎসব,
নাহি জানে প্রেমভক্তি সার॥
কৃপাসিন্ধু ভক্তিপথে কৃপা করি' রাখিতে
তুমি জীবে বড় কৃপা করি'।
বিমত-কুপথ যত, আছি তা'য় রত কত,
জানাই॥ প্রেম সংসারে॥
ধন্য অতি-লোক ধন্য, তুচ্ছ করি' যাঁর পদ
ভক্ত তাঁর তুচ্ছ করি' জানে।
সালোক্যাদি মুক্তি চায়, দিলে তাহা নাহি লয়,
তাহা কভু ভক্ত নাহি মানে॥
শ্রীনারদ-ব্যাস শুক, লাগি' পেতে ভক্তিসুখ
নিরন্তর করেন যতনে।
ব্রহ্মা আদি দেবগণে উদ্ধবাদি ভক্ত জনে,
'নববিধা মার্গে' মেটে ধন॥
হেন কৃষ্ণপ্রেম-ধনে, দিতে আইলা জনে জনে,
প্রভুপাদ, পতিতপাবন।
আমি ত' বঞ্চিত হৈনু, অধনে যতন কৈনু,
হারাইনু প্রেমরত্ন ধন॥
কোটিজন্ম অশ্রদ্ধা আর, অসত্তৃষ্ণা দুর্নিবার,
চিত্তে আমার সদা করে বাস।
কাম-ক্রোধ রিপু ছয়, অনর্থাদি যত হয়,
আমি সেইসকলের দাস॥
বিষয়িয়া-দেখা-পাপ, নিরন্তর অপরাধী,
দোষ বিনা নাহি গুণলেশ।
অজ্ঞ অপরাধী যত, তা'তে কৃপা কর তত,
তাতে আমি দয়াপাত্র তব॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-গুরুশ্রেষ্ঠ, প্রচারিতে তদভীষ্ট,
শ্রীভক্তিপ্রসাদপুরী প্রভু।
গুরুরূপে জগ-জনে, বিতরেন ভক্তিধনে,
লাভ তাহা, যেই ভজে কভু॥
সেই প্রভু শ্রীচরণে প্রার্থনা পতিত জনে,
চাহে গুরুপূজা অধিকার।
অদোষ দরশী তুমি, অধম পতিত আমি,
তব কৃপা ভরসা আমার॥

অযোগ্য ভৃত্যাভাস—
শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ দাস

শ্রীধাম-পরিক্রমায় জ্ঞাতব্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় আগামী ৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার হইতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রম করা হইবে। এই শ্রীধাম পরিক্রমা পাদচারেরই অন্তর্গত। করুণাময় শ্রীধাম, শ্রীনামপ্রভুর ও তন্নিজ-জনের অহৈতুক কৃপাভিখারী ও দীনহীন ভাবে হইয়া সাবধানে শ্রীধাম পরিক্রমা করিতে হইবে। যান অর্থাৎ শিবিকাদি-যোগে আসিয়া পদে হাঁটিয়া পরিক্রমাপূর্ব্বক শ্রীধাম পরিক্রমা করা অশাস্ত্রীয় ও অনুচিত। সজ্জন কেহই শ্রীধাম-পরিক্রমায় কোন যানাদি ব্যবহার করিতে পারিবেন না। অসমর্থ পরিক্রমার পূর্ব্বে বা পরে তাঁহারা অবসর মতন ধীরে ও ধীরে শ্রীধাম-পরিক্রমা করিতে পারেন।

বিশেষ-দ্রষ্টব্য

এতদ্দ্বারা নবদ্বীপস্থিত সমস্ত সজ্জনগণকে জানান যাইতেছে যে, পাটনা, গয়া, কাশী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, মথুরা, দিল্লী, বোম্বে, মাদ্রাজ, কলিকাতা ও অন্য যেখানকার সমস্ত সজ্জন আগামী ১৮ই ফাল্গুন মঙ্গলবার শুভ শ্রীগৌরজন্মতিথি উপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুরে শুভ পদার্পণ করিয়া উৎসব বর্দ্ধন করিবেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য মঠে আগামী ১৯শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার শুভ শ্রীগৌর জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:০:—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিমাসে প্রতি লাইনে	॥০	।৶০	।৶০	
" " টক্কি	২৲	১৷৷০	১৷৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধ কলম	৯৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি টক্কি	৬৲	৪৷৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	

শ্রীনদীয়া প্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ১৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ রাষ্ট্রাদিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত বসুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উড়িয়া পাক্ষিক। কটক শ্রীকিশোরচন্দ্রমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভারতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহ হইতে একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার যোগ্যতা পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

নানাবিধ পরীক্ষিত ভারতবিখ্যাত মদন পঞ্চাননের প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় মূল্যবান ইহার চতুর্থ সংস্করণ অতীব আবশ্যক। বিলাতী প্রথা সংযুক্ত কালোজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অসুখ সাধ্য কিনা। ১ শিশি ১৷৷০ দশ আনা বড় শিশি ১৲ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

বিবিধ সংবাদ

কার্ম্মাণ কনভয় ধ্বংস

বিমান-সচিবের দপ্তরের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, উপকূলরক্ষী একখানা হাডসন বিমান প্রাতঃকালে উচ ক্রিমিয়ান দ্বীপের সন্নিকটে ৮ খানা জাহাজের একটি প্রতিপক্ষীয় কনভয় দেখিতে পায়। কনভয়ের সবচেয়ে বড় জাহাজখানার উপর তৎক্ষণাৎ বোমা বর্ষণ করা হয়। জাহাজটিতে দুইবার আঘাত লাগার পর জাহাজগুলির ভিতর হইতে ধোঁয়া উঠিতে দেখা যায়। উপকূল রক্ষী বিমানের একখানির কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

জানুয়ারী মাসের বিমান ধ্বংসের খতিয়ান

গত ১লা ফেব্রুয়ারী লণ্ডনের ওয়াকিবহাল মহলের মতে জানুয়ারী মাসে এক্সিস পক্ষের মোট ৩৮৫ খানি বিমান ধ্বংস হইয়াছে। ইহা টিপাকের মাত্র ১২৩ খানি বিমান বিনষ্ট হইয়াছে। ব্রিটেনের উপর একখানি জার্ম্মাণ এবং জার্ম্মাণীর উপর তিনখানি ব্রিটিশ বিমান নষ্ট হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ৫৮ খানি ব্রিটিশ ও ছয়খানি জার্ম্মাণ বিমান বিনষ্ট হইয়াছে। মধ্য পাচো ব্রিটিশ পক্ষে ৯১ খানি এবং রুশ প্রান্তে ২৭৩ খানি জার্ম্মাণ বিমান বিনষ্ট হইয়াছে। নৌবহর দুইখানি জার্ম্মাণ বিমান ধ্বংস করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ান কুইংসিংগণ

গত ১লা ফেব্রুয়ারী বৃটেন অষ্ট্রেলিয়ার প্রতি তাহার কর্ত্তব্য পালন করে নাই, এই ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে যাহারা সাম্রাজ্য বিরোধী প্রচারকার্য্য চালাইতেছে, পাকিস্তান প্রধান মন্ত্রী মিঃ হুউজেস সিডনীতে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তাহাদিগকে 'অষ্ট্রেলিয়ার কুইসলিং' বলিয়া অভিহিত করিয়া তাহাদের কাপুরুষোচিত কঠোর নিন্দা করেন। তিনি বলেন যে, এই সকল লোকের অপচেষ্টা নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইবে, কেননা অষ্ট্রেলিয়ার মঙ্গল এবং নিরাপত্তা যে সম্পূর্ণরূপে বৃটেনের শক্তির উপরই নির্ভর করে, অধিকাংশ অষ্ট্রেলিয়ানই তাহা বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে। তিনি দেখাইয়াছেন যে, বৃটিশ নৌ-শক্তির বলেই গত দেড় শত বৎসর কাল অষ্ট্রেলিয়ায় বৈদেশিক আক্রমণ সম্ভবপর হয় নাই এবং ইহা একটি সম্পদশালী জাতিতে পরিণত হইয়াছে। অথচ সিঙ্গাপুরের নৌ ঘাঁটি নির্ম্মাণে অষ্ট্রেলিয়া কোনই সাহায্য করে নাই, কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য তাহার আরও কিছু করা উচিত ছিল। কিন্তু এই সমস্ত তুচ্ছ বাগ্‌বিতণ্ডার অনর্থক কালক্ষেপ করা কোনক্রমেই উচিত নহে। সম্মিলিত জাতি এবং সম্মিলিত সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষাতে হইবে এই দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া সাহসের সহিত বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

ইংলণ্ডে প্রবল তুষারপাত

কয়েক দিন পূর্ব্বে রাত্রে ইংলণ্ডে যেরূপ প্রবল তুষারপাত হইয়াছে, সম্প্রতি কয়েক বৎসরের মধ্যে সেরূপ হয় নাই। স্কটল্যাণ্ডের কোন কোন অঞ্চলে এক হাঁটু পুরু হইয়া বরফ পড়িয়াছিল। দুই বৎসর পূর্ব্বে পঞ্চাশ লক্ষ লোকের গতায়াতে চলাচলে যতটা বাধা ঘটিয়াছিল, এবার ততটা হয় নাই। এক্ষণে বিমান-সচিবের দপ্তর হইতে তুষারপাতের বিজ্ঞপ্তি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

রেল বিভাগের আয় বৃদ্ধি

১৯৪২ সালের ২০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত যে হিসাব করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, প্রস্তাবিত বাজেটে পূর্ব্বাভাস অপেক্ষা রেল-বিভাগের আয় চৌদ্দ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে।

গত ৩০শে এবং ৩১শে জানুয়ারী তারিখে নয়াদিল্লীতে রেলওয়ের স্থায়ী অর্থ কমিটির যে সভা হয়, তাহাতে ঐ বিবরণ প্রকাশ করা হয়। রেলওয়ের ফাইনান্সিয়াল কমিশনার শ্রীযুক্ত টি-সি ফক্সওয়েল সি-আই-ই আই সি এস সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই বিবরণে আরও জানা যায় যে, চলতি বছরে পরিমাণও কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। সংশোধিত বর্ত্তমান বৎসরের ব্যয়ের হিসাবের সহিত অনুমান ও ১৯৪২-৪৩ সালের ব্যয়ের হিসাব সম্বন্ধেও বিবেচনা করা হয়।

পাঁচ লক্ষ নমুনা বিমান নির্ম্মাণ

যুক্তরাষ্ট্রীয় নৌবিভাগ স্কুলসমূহের ছাত্রদের দ্বারা একটি বিভিন্ন ধরণের পাঁচ লক্ষ নমুনা বিমান নির্ম্মাণের এক বিরাট পরিকল্পনা করিয়াছেন। উদ্দেশ্য হাজার হাজার নরনারীকে বিমান ধরণের বিভিন্ন আকার প্রকারের সহিত পরিচিত করাই নমুনা বিমান নির্ম্মাণের উদ্দেশ্য।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননাগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ১২ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫; ১লা ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, শুক্রবার { ২৭৭তম সংখ্যা

সভায় কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য। ভিক্ষা ৵০

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ গোবিন্দ, নিধি গর্ভোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

অবধূত-যদু-সংবাদ

——::(*)::——

শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, একদা যযাতি নন্দন ধর্ম্মবিদ্ যদু কোন এক তরুণ সুপণ্ডিত অবধূত-ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে ব্রহ্মন্, আপনি এই সর্ব্বলোকবিচক্ষণা বুদ্ধি কোথায় পাইলেন? আপনি কাঁহাকে আশ্রয় করিয়া অকুতোভয় বালকের ন্যায় বিচরণ করিতেছেন এবং আপনার আত্মাতে এত আনন্দেরই বা কারণ কি?" সেই মহাভাগ ব্রাহ্মণ তদুত্তরে কহিলেন,—"হে রাজন্, আমার বহু গুরু আছেন—যাঁহাদের নিকট হইতে আমি সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়া মুক্তভাবে পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছি, আপনি তাঁহাদিগের পরিচয় শ্রবণ করুন,—(১) পৃথিবী, (২) বায়ু, (৩) আকাশ, (৪) জল, (৫) অগ্নি, (৬) চন্দ্র, (৭) সূর্য্য, (৮) কপোত, (৯) অজগর, (১০) সমুদ্র, (১১) পতঙ্গ, (১২) মধুকর, (১৩) হস্তী, (১৪) মধুহরণকারী, (১৫) হরিণ, (১৬) মৎস্য, (১৭) পিঙ্গলা-নাম্নী বেশ্যা, (১৮) কুরর-পক্ষী, (১৯) বালক, (২০) কুমারী, (২১) বাণনির্ম্মাণ-কারী কোন এক লৌহকার, (২২) সর্প, (২৩) ঊর্ণনাভ, (২৪) পেশস্কারী (ভ্রমর বিশেষ)।—ইঁহাদের প্রত্যেককে আমি নিজহৃদয়ে গুরুরূপে স্বীকার করিয়া ইঁহাদের আচরণ দর্শনে স্বয়ং শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ গ্রহণ করিয়াছি।

(১) **পৃথিবীর নিকট শিক্ষা**—দুঃখ-সহিষ্ণু পুরুষ দৈবাধীন প্রাণিগণ-কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়াও 'ইহা দৈবকার্য্য' জানিয়া ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হইবেন না—আমি প্রাণিপদাহতা, নিশ্চলা পৃথিবীর নিকট হইতে এই ক্ষমাব্রত শিক্ষা করিয়াছি। আর পৃথিবীতে জাত বৃক্ষের নিকট হইতে পর-উপদ্রব-সহিষ্ণুতা শিক্ষা করিয়াছি। বৃক্ষ যেমন স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইলেও রোপণকারীকে ফুলফলাদি প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হয় না তদ্রূপ গুরুদাস গুরুকৃষ্ণের আনুগত্যে সর্ব্বত্র নামপ্রেম-প্রচারপূর্ব্বক তাহাতেই আনন্দিত থাকিবেন। তরুর ন্যায় সহ্যগুণসম্পন্ন ও পর্ব্বতের ন্যায় অচল-অটল হইলেই হরিভজন সম্ভব হইবে। অসহিষ্ণু চঞ্চল ব্যক্তি কখনও ভগবানের সেবা করিতে পারে না।

(২) **বায়ুর নিকট শিক্ষা**—বায়ু দুইপ্রকার—(ক) প্রাণ বায়ু, (খ) বাহ্যবায়ু। (ক) প্রাণবায়ুর নিকট শিক্ষা—প্রাণবায়ু যে-প্রকার রূপরসাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়কে অপেক্ষা না করিয়াই বর্ত্তমান থাকে, গুরুদাসও তদ্রূপ ইন্দ্রিয়প্রিয় বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাণবৃত্তিতে সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং যাহাতে জ্ঞাননাশ ও চিত্ত-বিক্ষেপ না হয়, এরূপ নির্গুণ বস্তু বা ভগবদুচ্ছিষ্ট আহার করিবেন। অতিরুক্ষ বা অনিবেদিত বস্তু আহার যেরূপ চিত্তবিক্ষেপের কারণ, আবশ্য ও শুক্রাদিবর্দ্ধক দ্রব্যও তদ্রূপ চিত্তচাঞ্চল্যের হেতু, সুতরাং গুরুসেবক উভয় প্রকার আহারই সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ব-প্রযত্নে বর্জ্জন করিবেন। (খ) বাহ্য বায়ুর নিকট শিক্ষা বিষয়ের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও গুরুদাস তাহাতে আসক্ত হইবেন না। বায়ু যেরূপ গন্ধের সহিত যুক্ত হইয়াও তাহাতে লিপ্ত হয় না গুরুদাসও তদ্রূপ মায়িকদেহে অবস্থিত হইলেও সর্ব্বদা আত্মস্থ থাকিয়া মায়িকগুণে লিপ্ত হইবেন না। "এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ। ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া (ভাঃ ১।১১।৩৮)

(৩) **আকাশের নিকট শিক্ষা**—(ক) আকাশ যেরূপ সর্ব্বগত হইয়াও ঘট-পটাদি-দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা লিপ্ত হয় না, গুরুদাসও তদ্রূপ দেহস্থিত হইলেও দীক্ষা-প্রভাবে অসৎসঙ্গে লিপ্ত না হইয়া পরমেশ্বরের সহিত অন্তরে-বাহিরে সেব্য-সেবক ভাবে অবস্থান করিবেন। (খ) আকাশ যেরূপ বায়ুর দ্বারা বিচলিত বা মেঘাদির সহিত স্পৃষ্ট হয় না, গুরুদাসও তদ্রূপ কালক্ষোভ্য স্থূললিঙ্গদেহে আসক্ত হইবেন না।

(৪) **জলের নিকট শিক্ষা**—জল যেপ্রকার স্বচ্ছ, স্বভাবতঃ স্নিগ্ধ, মধুর, পবিত্র, গুরুদাসও তদ্রূপ নির্ম্মল-চরিত্র, সর্ব্বভূতে দয়ালু, মধুর-আলাপী হইবেন এবং ভগবন্নামগুণকীর্ত্তনের উপদেশ-দ্বারা সর্ব্বলোক পবিত্র করিবেন।

(৫) **অগ্নির নিকট শিক্ষা**—(ক) গুরুদাস অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, তপোদীপ্ত গুণ দ্বারা অক্ষোভ্য ও অপরিগ্রহ হইয়া পাপ বা পুণ্যমলে লিপ্ত হইবেন না। তিনি অগ্নির ন্যায় কখনও গুপ্ত, কখনও ব্যক্তরূপে ভূত-ভবিষ্যৎ পাপ-পুণ্য দগ্ধ করিয়া দাতৃগণের প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করিবেন। (খ) অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠাদিতে অন্তঃপ্রবিষ্ট থাকিলেও মন্থনপ্রভাবেই প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ ভগবান্ও স্বশক্তিপ্রভাবে গুণময় ও চেতনময় জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে কীর্ত্তনাদি সাধন-ভক্ত্যঙ্গ যাজনের দ্বারা গুরু-দাসের শুদ্ধচিত্তে উদিত হন।

(৬) **চন্দ্রের নিকট শিক্ষা**—চন্দ্রের পঞ্চদশ কলা যেরূপ কালক্রমে হ্রাসবৃদ্ধি হয়, বস্তুতঃ চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, তদ্রূপ জন্মমরণাদিরূপ ষড়্বিকার সকলই দেহের জানিবে,—আত্মার নহে।

(৭) **সূর্য্যের নিকট শিক্ষা**—সূর্য্য যেরূপ স্বীয় রশ্মিদ্বারা সমুদ্রের জল বাষ্পরূপে আকর্ষণ করিয়া মেঘে পরিণত করে, পুনর্ব্বার যথাকালে মেঘবারি সিঞ্চনে পৃথিবীর তৃপ্তি বিধান করে, গুরুদাসও তদ্রূপ বিষয়ীর পাপ-পুণ্যলব্ধ অর্থ সেবোন্মুখ বৃত্তির দ্বারা গ্রহণ-পূর্ব্বক গুরুকৃষ্ণে সমর্পণ করেন, পুনরায় যথাকালে ভগবৎপ্রসাদরূপে বিতরণ করিয়া সকল আত্মার তৃপ্তিবিধান করেন, স্বয়ং তাহার লাভালাভে আসক্ত হন না। (২) সূর্য্য যেরূপ স্বমণ্ডল, স্বরশ্মি ও প্রতিচ্ছবিসমন্বিত, পরতত্ত্বও তদ্রূপ স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি-সমন্বিত, ইহা গুরুদেবতাত্মা সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত ব্যক্তিই দর্শন করেন, কিন্তু স্থূলবুদ্ধি কর্ম্মজড় ব্যক্তির জলের কম্পনাদিদ্বারা খণ্ডিত সূর্য্য-প্রতিবিম্বে প্রকৃত সূর্য্যজ্ঞানের ন্যায় জন্মাদি ষড়্বিকার দোষযুক্ত দেহাদিতে আত্ম-বুদ্ধি করিয়া থাকে, সে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপের অনুভূতি লাভ করিতে পারে না।

(৮) **কপোতের নিকট শিক্ষা**—গুরুদাস কখনও কাহার সহিত কোন স্থানে অতিশয় প্রীতি বা লালন-পালনাদি-নিবন্ধন আসক্তি করিবেন না, যদি করেন, তবে তিনি গৃহমেধী কপোতের ন্যায় সন্তাপ ভোগ করিবেন। পরমার্থ-সাধনের একমাত্র উদ্-ঘাটিত দ্বারস্বরূপ দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া যে কপোত কপোতীর ন্যায় গৃহমেধী হইয়া অসংখ্য বশতঃ কুটুম্ব পোষণ করে, শাস্ত্রে তাহাকে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন।

(৯) **অজগরের নিকট শিক্ষা**—প্রারব্ধ ভোগ অবশ্যই হইবে, তজ্জন্য বৃথা উদ্যমে আনুকূল্য না করিয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকৃপাপাত্রের প্রতীক্ষায় থাকিবে (ভাঃ ১০।১৪।৮)। প্রাণিগণের পক্ষে স্বর্গসুখ ও নরকাদি ক্লেশ—উভয়ই সমান অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী। গুরুদাস সেরূপ সুখ-দুঃখের প্রত্যাশা করিবেন না, যথালব্ধ দ্রব্যের দ্বারা শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। খাদ্যদ্রব্য সরস বা বিরস, অধিক বা অল্প—যাহাই হউক না কেন, অনায়াসলব্ধ দ্রব্য গুরুকৃষ্ণে নিবেদন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। আর যদি আহার্য্যদ্রব্য অনায়াসলব্ধ না হয়, কিংবা লব্ধ হইয়াও বিনষ্ট হইয়া যায়, তবে তাহা দৈবগতি অর্থাৎ কৃষ্ণেচ্ছা বলিয়া স্থির করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিবেন।

(১০) **সমুদ্রের নিকট শিক্ষা**—গুরুদাস সমুদ্রের ন্যায় বাহিরে প্রসন্নভাব ও অন্তরে গম্ভীরভাব ধারণ করিবেন। সমুদ্র যেমন বর্ষাকালে নদীসমূহের সংযোগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বা গ্রীষ্মকালে তদভাবে শুষ্ক হয় না, তদ্রূপ গুরুদাসও লাভালাভে সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন না।

(১১) **পতঙ্গের নিকট শিক্ষা**—বাহ্যরূপ বিষয়ে আসক্তিই জীবের সর্ব্বনাশের হেতু। "দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ং দেবমায়াং তদ্ভাবৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ। প্রলোভিতঃ পতত্যন্ধে তমস্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ॥"(ভাঃ ১১।৮।৭)—অর্থাৎ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দেবমায়ারূপিণী স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া এবং তাহার হাবভাবে মুগ্ধ হইয়া পতঙ্গের অগ্নিতে পতনের ন্যায় ঘোরতর নরকে পতিত হয়। যদিও কনককামিনীর মধ্যে কনকেই উক্ত পঞ্চবিষয় সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান, তথাপি কনক অপেক্ষা কামিনীর প্রথম সন্দর্শনেই (ভোগবুদ্ধিতে দর্শনেই) জীবের পতন অবশ্যম্ভাবী। অতএব রূপাসক্তিই সর্ব্বনাশের প্রধান হেতু জানিয়া গুরুসেবক সর্ব্বদা উহাতে সতর্ক থাকিবেন।

(১২) **মধুকরের নিকট শিক্ষা**—মধুকর দুইপ্রকার—(ক) ভ্রমর, (খ) মধুমাক্ষিকা। (ক) ভ্রমর যেমন নানা পুষ্প হইতে মধু আহরণ করে, তদ্রূপ গুরুসেবক অল্প বা বৃহৎ—সকল শাস্ত্র হইতে সার সংগ্রহ করিবেন এবং কোন গৃহস্থকে হিংসা না করিয়া মাধুকরী-বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক গুরুকৃষ্ণের সেবা করিবেন। (খ) গুরুদাস ভিক্ষালব্ধ অন্নাদি পরদিবসের নিমিত্ত সঞ্চয় করিবেন না, এরূপ করিলে মাক্ষিকার ন্যায় সঞ্চিত আহার্য্য দ্রব্যের সহিত বিনষ্ট হইবেন। কোন কোন মক্ষিকা আহারমাত্র করে, সংগ্রহ করে না, তদ্রূপ গুরুদাসও গৃহে গৃহে মাধুকরী ভিক্ষার দ্বারা গুরুসেবা ও জীবনধারণ করিবেন, উদরমাত্র-গ্রাহী হইয়া মক্ষিকার ন্যায় সঞ্চয়ী হইবেন না।

(১৩) **হস্তীর নিকট শিক্ষা**—স্পর্শাসক্তি জীবের সর্ব্বনাশের হেতু, এই বিষয় হস্তীর নিকট শিক্ষা করিবে। গুরুদাস আপনার মৃত্যুস্বরূপ কখনও কোন স্ত্রীতে আসক্ত হইবেন না বা পদদ্বারাও কোন স্ত্রীকে স্পর্শ করিবেন না, যদি করেন, তবে হাস্তিনীর অঙ্গস্পর্শ নিমিত্ত হস্তীর গর্ত্তে পড়িবার ন্যায় ক্লিষ্ট হইবেন, কিংবা অন্য বলবান্ গজহত গজের ন্যায় অন্য বলবান্ পুরুষকর্ত্তৃক নিহত হইবেন।

(১৪) **মধুহরণকারীর নিকট শিক্ষা**—যে ধনসঞ্চয়ে দান বা ভোগ নাই, তাহা পরহস্তগত হইবে, এ-বিষয় আমি মধুচক্র হইতে মধুহরণকারীকে মধুমক্ষিকার ন্যায় গুরু করিয়াছি। মধুহা যেরূপ মক্ষিকার অনুগমনে তরুকোটরাদি মধ্যে মধু আছে, জানিয়া সেই মধু হরণ করে, তদ্রূপ গুরুদাস মধুহার ন্যায় লুব্ধ ব্যক্তির সঞ্চিত ধন ছলেবলে, কলে-কৌশলে সংগ্রহ করিয়া তাহা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় লাগাইবেন—গৃহমেধী গৃহীদিগের ক্লেশোপার্জ্জিত বিত্ত মধুহার ন্যায় সর্ব্বাগ্রে বিষ্ণুবৈষ্ণবের সেবায় নিযুক্ত করিবেন।

(১৫) **হরিণের নিকট শিক্ষা**—প্রাকৃত শব্দমাধুর্য্যে আসক্তি সর্ব্বনাশের হেতু,—ইহা হরিণের নিকট শিক্ষা করিবে। গুরুসেবক সাধুমুখবিগলিত ভগবন্নামগুণাদি কীর্ত্তন ব্যতীত কখনও কোন গ্রাম্য কথা বা গ্রাম্য গীত শ্রবণ করিবেন না। এরূপ কৃষ্ণেতর কথা শ্রবণ করিলে ব্যাধের বংশীধ্বনিমুগ্ধ হরিণের ন্যায় বিনষ্ট হইবেন। মৃগীসুত ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিও বারাঙ্গনাগণের গীতশ্রবণে মোহিত হইয়া তাহাদের ক্রীড়ামৃগ হইয়াছিলেন।

(১৬) **মৎস্যের নিকট শিক্ষা**—প্রাকৃত রস-বিষয়ে আসক্তিও সর্ব্বনাশের হেতু, এ বিষয়ে মৎস্যের নিকট শিক্ষা করিবে। অসদ্বুদ্ধি ব্যক্তি অতিশয় ক্ষোভকারী দুর্জ্জয় জিহ্বাবেগের বশবর্ত্তী হইয়া বড়শীবিদ্ধ মৎস্যের ন্যায় মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্। ন জয়েদ্রসনং যাবজ্জিতং সর্ব্বং জিতে রসে॥ (ভাঃ ১১।৮।২০)—অর্থাৎ পুরুষ অন্য সকল ইন্দ্রিয়কে জয় করিয়াও যে-কাল পর্য্যন্ত রসনা জয় না করেন, সে-কাল পর্য্যন্ত তিনি জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন না। যিনি রসনাকে জয় করিয়াছেন, তিনিই সকল ইন্দ্রিয়বিজয়ী গোস্বামিপদবাচ্য। কেন না, আহার পরিত্যাগ করিলে অন্য ইন্দ্রিয় নির্জ্জিত হয় বটে, কিন্তু রসনেন্দ্রিয়-লালসা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, আবার যদি আহার করা যায়, তবে রসাসক্তি-বশতঃ সর্ব্বেন্দ্রিয় ক্ষুব্ধ হয়। সুতরাং রসনাকে জয় করিলেই সকল ইন্দ্রিয়কে জয় করা যায়। এই রসনা-জয়ের একমাত্র অব্যর্থ উপায়—রসনাদ্বারা রসের সহিত ভগবন্নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন এবং ভগবৎপ্রসাদ সেবাবুদ্ধিতে আস্বাদন। অতএব গুরুদাস শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে সর্ব্বক্ষণ ভবরোগের এই অপ্রাকৃত ঔষধ ও পথ্য সেবন করিবেন। গীতায়ও শ্রীভগবান্ এই কথা বলিয়াছেন,—"রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥"

(গীঃ ২।৫৯)

প্রশ্নোত্তর

প্রঃ—কৃষ্ণবহির্ম্মুখ বা কপট ব্যক্তিকে কি বৈষ্ণবাচার্য্য-সন্তান বলা যাইবে?

উঃ—"বৈষ্ণবমাত্রেই আমাদের প্রভু। যেখানে ভক্তি, সেখানেই প্রভুতা (গুরুত্ব)। বংশ-মর্য্যাদা ভক্তিতত্ত্বের অঙ্গ নয়। কোন সময়ে এক ব্যক্তি আমাদিগকে এইরূপ বলেন যে, শ্রীশ্রীসীতানাথের পুত্র অচ্যুতানন্দ ব্যতীত আর কেহ গোস্বামী-পদবাচ্য নন, যেহেতু স্বয়ং সীতানাথ তাঁহার অন্যান্য পুত্রদিগকে গৌরবিমুখ বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। কোন সময়ে এক ব্যক্তি বলেন যে, শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর ঔরসজাত সন্তান না থাকায় কাহাকেও নিত্যানন্দ সন্তান বলা যায় না এবং খড়দহের গোস্বামীদিগকে প্রভু বলা উচিত নয়। আবার শুনিতেছি যে, বাঘনাপাড়ার গোস্বামীদিগকেও প্রভু বলিতে নাই, যেহেতু তাঁহারা শ্রীজাহ্নবামাতার শিষ্যমাত্র এইরূপ কুতর্ক আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি না। আমরা সকল বৈষ্ণবকেই কৃষ্ণবিগ্রহ বলিয়া পূজা করি এবং আবশ্যক-মত আচার্য্য-বংশের যথাযোগ্য মর্য্যাদা করি। **কৃষ্ণবহির্ম্মুখ বা ধর্ম্মান্তরগ্রাহী হইলে বংশ-মর্য্যাদা কোনক্রমেই দিতে পারি না।** খৃষ্টান্-বন্দ্যোপাধ্যায়কে কি ব্রাহ্মণ-বংশ মর্য্যাদা দেওয়া হয়? তদ্রূপ প্রভু-সন্তান যদি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করেন, তবে তিনি আর বংশ-মর্য্যাদার আশা করিতে পারেন না।" (সজ্জনতোষণী ২।১২)

প্রঃ—ভক্তিসিদ্ধান্ত-জ্ঞানহীন পণ্ডিত কি আচার্য্য?

উঃ—"শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই দেবানন্দ পণ্ডিত শ্রীভাগবতের ব্যাখ্যা-বিষয়ে 'আচার্য্য' বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং অধ্যাপক ও ভক্তিপ্রচারক হইয়া দেবানন্দের পাঠ ও অভক্তিপর ব্যাখ্যা শ্রবণ করত নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বহুদিন পরে ঐ দেবানন্দ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের কৃপায় শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব অবগত হন।" (সজ্জনতোষণী ৯।১২)

প্রঃ—ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ আচরণের দ্বারা কি ক্ষতি হয়?

উঃ—"বৈষ্ণবের মধ্যে যিনি ভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধী আচরণ করেন, তিনি সম্প্রদায়ের অনর্থের মূল।" (সজ্জনতোষণী ৪।১)

প্রঃ—আচার্য্য বা গুরুদেব অসৎসিদ্ধান্তের সমালোচনা করিলে তিনি কি 'প্রজল্পী' বলিয়া গণিত হইবেন না?

উঃ—"শুকদেব শিষ্যোপদেশ-জন্য এইরূপ বিষয়ীদিগের চর্চ্চা করিয়াও প্রজল্পী হন নাই। সুতরাং এরূপ কার্য্য হিতকর বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আবার শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশের জন্য স্বীয় শিষ্যদিগকে অসদ্ বৈরাগ্যের বিষয় বলিয়াছেন।"

(সজ্জনতোষণী ১০।১০)

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

(প্রাপ্ত)

মাঘী শ্রীকৃষ্ণপঞ্চমী-তিথি জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাবকালের সহিত মিশ্রিত হইয়া আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের জয়গানে দিগ্ দিগন্ত মুখরিত করিতেছেন। যে তিথিতে আমাদের শ্রীল প্রভুপাদ জগতে উদিত হইয়াছেন, সেই অতি ধন্যা সুকল্যাণী তিথিবরার অভিনন্দন অতি যত্নের সহিত সম্পন্ন করা সকলের পক্ষেই একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়াই সুধীগণ জানেন। মাধব-তিথি যেরূপ ভক্তিজননী, মাধব-প্রিয় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকট-তিথিও তদ্রূপ ভক্তিপ্রদায়িনী। তাই আমরা গলদশ্রুকৃতবাসে এই তিথিবরার মর্য্যাদা-পালনের সামর্থ্য লাভ করিবার জন্য শ্রীবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাইতেছি।

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকট-তিথিতে বিশেষভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-পূজাকে—শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মকুসুমাঞ্জলি-প্রদানকে শ্রীব্যাসপূজা বলে। ব্যাসাভিন্নদেব শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকট ও অপ্রকট—উভয় লীলাই নিত্য, সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকট লীলার পরিচ্ছেদ নাই। তাই তাঁহার অপ্রকট-তিথিতে তিনি যেরূপ সেব্য, তাঁহার প্রকট-তিথিতেও তিনি সেইরূপই সেব্য। নিখিল চেতনের অন্তরে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সর্ব্বক্ষণ অধিষ্ঠান থাকিলেও বাহিরে নরোত্তমরূপে তাঁহার সেবকস্বরূপ নিত্যকাল প্রকট থাকেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আগমনী-গীতি কোন বিশেষ দিনকে ক্রোড়ীভূত করিয়া গীত হইলেও শ্রীগুরুসেবকের অন্তরে ও বাহিরে কোন সময়ের জন্যই শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকটাবসান নাই। জগতের প্রতি কৃপাপরবশ শ্রীগুরুপাদপদ্ম জগতে প্রকট থাকিলেও অতি সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিই সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্ধান পাইয়া তাঁহার সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে পারেন, কিন্তু আমার ন্যায় অতি দুর্ভাগা ব্যক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্ধান পাইয়াও তাঁহা হইতে বিমুখই থাকিয়া যায়।

আমি গৃহমেধ-যজ্ঞে দীক্ষিত, সুতরাং কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-গন্ধহীন বিষয়-কার্য্যে সমস্ত দিবারাত্র আতবাহিত করিয়া থাকি। তন্মধ্যে কিছুমাত্র সময় বিধির দ্বারা বাধ্য হইয়া

শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে স্মরণ করিতে হয় বলিয়া স্মরণের অভিনয় করি। আমরা —যাহারা শ্রীগুরুসেবার অভিনয় করি বা করিয়াছি, এইরূপ বিবর্ত্ত-গর্ত্তে পতিত হইয়াছি যে, শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকটলীলা কোন কোন সময় থাকে, আবার কোন কোন সময় থাকে না বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। বস্তুতঃ অন্যাভিলাষ-রহিত প্রকৃত গুরুসেবকের নিকট শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রাকট্যের কোনদিন অবসান নাই, সুতরাং শ্রীগুরুসেবায় বিরাম বা বিরতিরও কোন কথা নাই। আমাদের মধ্যে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ কেহ কেহ এরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছি যে, জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ ক্ষণস্থায়ী কোন মর্ত্ত্য বস্তুবিশেষের ন্যায় কিছুদিনের জন্য জগতে আসিয়াছিলেন, আবার তিনি চলিয়া গিয়াছেন। ইহা ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা-দোষ-দুষ্ট ব্যক্তির পক্ষে কল্পনা করা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু যাঁহারা এই দোষ-চতুষ্টয় হইতে মুক্ত, তাঁহাদের নিকট শ্রীগুরু-পাদপদ্মের প্রকট ও অপ্রকট—উভয় লীলাই নিত্য এবং তুল্য চমৎকারিতাময়।

পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের আচার প্রচার ও বিচারে আমরা ইহাই দেখিতে পাইয়া যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণ হইতে আম্নায়-ধারায় শ্রীগুরু-পরম্পরা-পূজা বা শ্রীব্যাস গুরুদেবের পূজা শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি যেরূপ শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌর-কিশোর প্রভুর প্রকট-তিথিতে শ্রীগুরুপূজা করিয়া আম্নায়-ধারায় পূজা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তদ্রূপ তাঁহারই আত্মবিগ্রহ শ্রীভক্তিবিনোদ-আম্নায়রক্ষক শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রকট-তিথিতে শ্রীব্যাস পূজার পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে শ্রীগুরু-পূজার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। তিনিই শ্রীচৈতন্য-মঠে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপীঠ স্থাপন করিয়া সমস্ত জীব-হৃদয়কে শ্রীগুরুপাদপদ্মের পাদ-পীঠ হইবার হাদশ প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার আনুগত্য ব্যতীত কেহই শ্রীগুরুপূজা বা শ্রীব্যাসপূজার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীগুরুপূজা-প্রবর্ত্তন যেরূপ তাঁহার ব্যাসাভিন্ন-বিগ্রহত্ব সূচিত করিয়াছে, তদ্রূপ শ্রীল আচার্যদেবের শ্রীব্যাস-পূজা প্রবর্ত্তনও তাঁহার ব্যাসাভিন্ন বিগ্রহত্ব প্রকাশ করিয়াছে। ঠাকুরই ঠাকুর-পূজা করিবার অধিকারী, দেবতাই দেবতার পূজা করিবার যোগ্য। তাই শাস্ত্র-বাক্যে আমরা জানিতে পারি 'নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ।'

আমরা সকলেই বলিতে পারি যে, আমরা যখন সকলেই শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শিষ্য, তখন আমরা সকলেই শ্রীব্যাস-পূজার অধিকারী। কিন্তু শ্রীরূপানুগ সাধুজনের পদাঙ্কানুসরণে দেখা যায় যে, কীর্ত্তনকারী শ্রীব্যাস-গুরুদেবের আসন স্বতন্ত্র সংরক্ষিত। সুতরাং সেই শ্রীব্যাসের আনুগত্য ব্যতীত শ্রীব্যাস-পূজা করিবার অধিকার কাহারও হয় না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রকট-লীলার পর শ্রীল ভক্তিবিনোদের প্রকট-তিথিতে শ্রীগুরুপূজা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যেই শ্রীল তীর্থ মহারাজ করিয়াছেন। স্বতন্ত্রভাবে তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিষ্য বলিয়া শ্রীল ভক্তি-বিনোদের পূজা করিতে যান নাই। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম অন্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট আচার্য্যবর্য্যের সহিত প্রকটাচার্য্যের বহির্দৃষ্টিতে লীলাগত ভেদ-মাত্র স্বীকৃত হয়। বস্তুতঃ তাঁহারা অভিন্ন বিগ্রহ। সুতরাং শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্য ব্যতীত কেহ শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় অধিকার পাইতে পারেন না, পরন্তু তচ্চরণে অপরাধ-হেতু শ্রীব্যাস গুরুদেবের কৃপা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হয়।

এই সুমঙ্গলা শ্রীব্যাসপূজা তিথিতে শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবচরণে আমরা ইহাই প্রার্থনা করি যে, প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের অন্তরে ও বাহিরে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব হউক, আম্নায়-ধারা, শ্রীব্যাস গুরু-ধারা বা শ্রীভক্তিবিনোদ ধারার নিত্য-প্রাকট্য আমাদের উপলব্ধির বিষয় হউক, আমাদের যাবতীয় দাম্ভিকতা বিদূরিত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম পূজা করিবার সুবুদ্ধির উদয় হউক। তাহা হইলেই আমাদের শ্রীব্যাসপূজার আয়োজন সাফল্য-মণ্ডিত হইবে

শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ২৩শে মাঘ, ৬ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্-ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শুভাবির্ভাব তিথি-উপলক্ষে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে

ঐ দিবস প্রাতে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গল-আরাত্রিকের পর শ্রীমন্দির পরিক্রমা হয়। তৎপরে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণববন্দনা 'পঞ্চতত্ত্ব', ও 'শ্রীগুরুচরণপদ্ম' প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। অতঃপর শ্রীসরস্বতী-সংলাপ-গ্রন্থ পারায়ণ হয়। দ্বিপ্রহরে শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিকান্তে পুনরায় শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ-গ্রন্থ পাঠের পর সমাগত ভক্ত, সজ্জনমণ্ডলী ও মহিলা—সকলকেই শ্রীমহা-প্রসাদ বিতরণ করা হয়

অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণ রাগতীর্থ প্রভু শ্রীনদীয়া-প্রকাশ, গৌড়ীয়, শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ও পত্রাবলী প্রভৃতি পাঠ ও পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপার করুণার কথা বিশেষভাবে কীর্ত্তন করেন।

অতঃপর রাত্রিতে সমাগত সকলকেই শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পরদিবস ২৪শে মাঘ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভুর তৃতীয়বার্ষিক-বিরহোৎসব সংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস প্রাতে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলা-রাত্রিক, সকালে, দ্বিপহরে ও সন্ধ্যায় শ্রীনদীয়াপ্রকাশ, গৌড়ীয়, 'মহামহোপদেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর'-গ্রন্থ পাঠ হয় ও রাত্রে সমাগত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অমর্ষি-শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ২৩শে মাঘ, শুক্রবার শ্রীচৈতন্য-মঠের অন্যতম শাখা অমর্ষি-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব নিরন্তর হরিসংকীর্ত্তন মুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস প্রাতে শ্রীসরস্বতী-সংলাপ ও শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী হইতে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা আলোচিত হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা ও মহিমার কথা কীর্ত্তন করেন করেন। তৎপরে সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

তৎপর দিবস শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহমহোৎসব সংকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার অন্যান্য মঠসমূহেও শ্রীব্যাসপূজা ও শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহতিথিপূজা মহোৎসব যথাবিধি সুসম্পন্ন হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌ-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীনিত্যানন্দ-আবির্ভাব-মহোৎসব

গৌড়ীয়-মিশনের অন্যতম শাখা লক্ষ্ণৌ-শ্রীগৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের আনুগত্যে ভৈমী-একাদশীর উপবাস, শ্রীবরাহদ্বাদশী ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব ও তদুপলক্ষে উপবাস-ব্রতাদি শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন মুখে উদ্যাপিত হইয়াছে।

গত ২৯শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার, বরাহদ্বাদশী-দিবস 'শ্রীমদ্ভাগবত' হইতে শ্রীবরাহদেবের আবির্ভাব-প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। তৎপরে পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও দশাবতার-স্তোত্র কীর্ত্তন করা হয়। তৎপর দিবস শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শুভাবির্ভাব উপলক্ষে সমস্ত দিবস 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' পারায়ণ হয় ও শ্রীনিত্যানন্দ মহিমাসূচক গীতি-সমূহ কীর্ত্তিত হয়। অপরাহ্ণে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য-বিষয়ে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। তৎপর দিবস শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-মহোৎসব উপলক্ষে সমাগত শ্রদ্ধালু ভক্তমহোদয় ও মহিলাদিগকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীনিত্যানন্দ-আবির্ভাব উৎসব

গত ১৬ই মাঘ, শুক্রবার শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে জগদ্-গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-তিথিপূজা-মহামহোৎসব নিরন্তর হরিকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

তৎপর দিবস মধ্যাহ্নে সমাগত শ্রোতৃ-বৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মেদিনীপুরে প্রচার

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরম-হংস ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে গৌড়ীয়-মিশনের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ মেদিনী-পুর-জেলার বিভিন্নস্থানে প্রচার করিতেছেন।

গত ২৩শে মাঘ, শুক্রবার ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথি-পূজা উক্ত জেলার মৃগাপুর-গ্রামে সংকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠান করেন।

শ্রীধাম-পরিক্রমায় জ্ঞাতব্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় আগামী ৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার হইতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের আনুগত্যে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করা হইবে। এই শ্রীধাম পরিক্রমা পাদসেবনের অন্তর্গত। করুণাময় শ্রীধাম শ্রীনামপ্রভাকর ও তন্নিজ-জনগণের অহৈতুক কৃপাভিখারী ও দীনহীন কাঙ্গাল হইয়া সাধুবেশে শ্রীধাম পরিক্রমা করিতে হইবে। যান অর্থাৎ শিবিকাদি-যোগে অথবা পদে পাদুকা প্রদানপূর্বক শ্রীধাম পরিক্রমা করা অপরাধ ও অনুচিত। সেইজন্য কেহই শ্রীধাম-পরিক্রমায় কোন যানাদি ব্যবহার করিতে পারিবেন না। অসমর্থ পক্ষে পরিক্রমার শেষে বা পরে তাঁহারা নিজের দায়িত্বে ও ব্যয়ে শ্রীধাম-পরিক্রমা করিতে পারেন।

বিশেষ-দ্রষ্টব্য

এতদ্দ্বারা শ্রীচৈতন্যানুগ সেবকগণকে জানান যাইতেছে যে, পুরী, পুরী, গয়া, কাশী, প্রয়াগধাম, নৈমিষারণ্য, মথুরা, বৃন্দাবন, কামাবন গোবর্দ্ধন, সঙ্কেত, পরশ্রী, হরিদ্বার, হৃষীকেশ, হরিদ্বার ধর্ম্ম, বোম্বে, দ্বারকা, পুরী, ত্রিবান্দ্রম—এখানকার সেবক-গণ আগামী ১৮ই ফাল্গুন, সোমবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের তিরোভাব উৎসব করিবেন এতদ্ব্যতীত অন্যান্য মঠে আগামী ১৯শে ফাল্গুন মঙ্গলবার শ্রীগৌরকিশোরজীর উপবাস ও উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবে।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি পাইকে	॥০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৸৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভক্তিবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—ত্রিপুরাতারার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগদাধর মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ভক্তিপ্রসাদ-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীগঙ্গাবাসমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রী প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুদ্ধাত্মা ব্যক্তিমাত্রেরই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য হইবে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-পীড়িত বাঙ্গালার মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়

ব্যবসায় উন্নতির জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া আমরা সংস্কৃত কলেজের এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ৫ ডোজের মূল্য ১৲ বার আনা, ২৫ ডোজের মূল্য ৩৲ আঠার আনা। পাইকারী দরে পত্র

—১১নং ওয়েলিংটন রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

বিবিধ সংবাদ

বিমান-আক্রমণকালে কক্ষের জানালার ব্যবস্থা

জানালাগুলি সম্পূর্ণরূপে ইটের গাঁথুনি কিংবা ঐ জাতীয় শক্ত কোন জিনিষ দ্বারা বন্ধ করিয়া না দিলে দারুণ বিস্ফোরক-গোলা হইতে নিক্ষিপ্ত টুকরা হইতে জানালার কাচ-ভাঙ্গা বন্ধ করা যাইবে না। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, বাজনার চলতি আইনে জানালা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া ফেলা সঙ্গত পর নহে।

যে সকল স্থানে সম্পূর্ণরূপে কাচ সরাইয়া ফেলা সম্ভবপর নহে, সেখানে নিক্ষিপ্ত খণ্ডিত কাচ দ্বারা আহত হওয়া বন্ধ করিতে কিংবা তাহার পরিমাণ হ্রাস করিতে অথবা কাচ ভাঙ্গিয়া গেলেও যে ঘরটি বাসযোগ্য রাখা যায় তজ্জন্য নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে :—

(১) জানালা ও দরজার কাচগুলি আধ ইঞ্চি জাল দ্বারা ভিতর বাহির মুড়িয়া দিতে হইবে। এই জাল কাঠের ভিতর এক ইঞ্চি প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে এবং এক ধার সিধা ও অপর দিক উল্টা ভাবে বসাইতে হইবে।

যাহাতে জানালাগুলি পরিষ্কার ও বন্ধ করিতে পারা যায়, তজ্জন্য সুবিধামত খুলিয়া লওয়া যাইতে পারে এইরূপ স্ক্রেম জাল আটকাইয়া জানালার সহিত ফিট করিলে কাজের বিশেষ সুবিধা হয়। এতদ্ব্যতীত এই ব্যবস্থা দ্বারা দলে কাচ যদি আদৌ যায়, তবে ডবল জালই সাময়িকভাবে অনেকটা প্রতিরোধ কার্য্য করিতে পারিবে।

(২) ভিতরের দিকে কাচের খুব কাছাকাছি হাল্কা পর্দ্দা লাগানো অথবা কাপড়ের টুকরা কাচের সহিত ভাল করিয়া সাটিয়া দেওয়া যাইতে পারে। যে কাপড়ের টুকরাগুলি কাচের সহিত আঁটিয়া দেওয়া হইবে, তাহা জানালা কিংবা কাঠের স্ক্রেমের উপর দেড় ইঞ্চি হইতে দুই ইঞ্চি পর্য্যন্ত থাকা আবশ্যক।

বর্ত্তমান জরুরী অবস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়

বর্ত্তমান জরুরী অবস্থা যতদিন চলিবে, ততদিন কলিকাতার অনুমোদিত বালিকা বিদ্যালয়সমূহের ১ম মান হইতে ৫ম মান পর্য্যন্ত সমস্ত শ্রেণী বন্ধ থাকিবে বলিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ষষ্ঠ মান হইতে দশম মান পর্য্যন্ত শ্রেণীগুলিতে যে সব বালিকা পাঠ করে, তাহাদের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে মোট ৭টি বালিকা বিদ্যালয় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান জরুরী অবস্থাকালীন যে সব বালিকা কলিকাতায় থাকিবে, তাহাদিগকে শিক্ষা দানের জন্য কলিকাতার ঐ ৭টি বিদ্যালয় খোলা থাকিবে।

কলিকাতার ছাত্রীদের জন্য নিম্নলিখিত ৭টি বিদ্যালয় খোলা রাখা হইবে :—

(১) বালীগঞ্জ গার্লস্ এইচ-ই স্কুল, হিন্দুস্থান রোড, বালীগঞ্জ; (২) স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র মেমোরিয়াল গার্লস্ এইচ ই স্কুল, ১৫, যোগেশচন্দ্র মিত্র রোড, ভবানীপুর; (৩) ইউনাইটেড মিশনারী গার্লস্ হাই স্কুল, ২, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, (৪) ক্যাথেড্রাল মিশন ইন্সটিটিউশন, পটসি, আপার সার্কুলার রোড, (৫) সেণ্ট মার্গারেটস্ হাই স্কুল, ১৯ ডাফ ষ্ট্রীট, (৬) বেথুন কলেজিয়েট গার্লস্ স্কুল, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; (৭) ডাফ স্কুল অবস্থিত নিউ গার্লস্ স্কুল।

কলিকাতায় নলকূপ

বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে কলিকাতায় নলকূপ খনন পরিকল্পনা সম্বন্ধে মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে যে সকল অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছে, সে দিকে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। এই সকল অভিযোগ সাধারণতঃ পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করা সম্পর্কে বিলম্ব, নলকূপ বসাইবার উপযুক্ত স্থান, নলকূপের আকার ও গভীরতা এবং নলকূপ হইতে কি ধরণের ও কি পরিমাণ জল পাওয়া যাইবে, তৎসম্পর্কেই করা হইয়াছে। এই সকল ব্যাপারে উপযুক্ত অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতাবশতঃই সম্ভবতঃ এই প্রকার অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে। এই ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত করার উদ্দেশ্যেই গভর্ণমেণ্ট এই সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিতেছেন। পরিকল্পনাটির নামেই প্রতীয়মান হয় যে, কলিকাতার বর্ত্তমান পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে যাহা ২,৫০০ হাজার নলকূপের সাহায্যে অন্য উপায়ে জল-সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হইবে

নিম্ন পার্লামেণ্টে সাধারণ নির্ব্বাচন

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী দ্বিপ্রহরে রাজা ফারুক দুইটি ডিক্রিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। একটি দ্বারা পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া সাধারণ নির্ব্বাচনের পর ৩১শে মার্চ্চ নূতন পার্লামেণ্টে অধিবেশন আহ্বান করিয়াছেন; দ্বিতীয়টি দ্বারা মিশরে মাহাস পাশার গবর্ণমেণ্ট নিয়োগ করিয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনগেন্দ্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনি

১৬শ বর্ষ } ১৩ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫; ২রা ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, শনিবার { ২৭৮তম সংখ্যা

মতান্ত কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ গোবিন্দ, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথ-প্রভু

—::(*)::—

আগামী ৪ঠা ফাল্গুন (১৩৪৮), সোমবার শ্রীগৌর-প্রতিপৎ-তিথি — শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মহাপ্রভুর প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ শুদ্ধবৈষ্ণবসাম্রাজ্যের সার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীজগন্নাথ প্রভুর সপ্তচত্বারিংশ অপ্রকট-বাসর। সেই তিথিপূজার উপায়নরূপে শ্রীগুরুবর্গের শ্রীমুখশ্রুত তাঁহার অমলচরিত-গাথা সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল।

গৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ।
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম-শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ॥

গুরুপরম্পরা

শ্রীরূপানুগজনের জীবনসর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যমহাপ্রভু। শ্রীচৈতন্যের মনোভীষ্ট-পরিপূরক অন্তরঙ্গ-নিজজন শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামী। শ্রীরূপের প্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী ও শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী। শ্রীরঘুনাথের প্রেষ্ঠ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীকৃষ্ণদাসের পরম প্রিয় শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম। শ্রীল নরোত্তমের আনুগত্যে শ্রীরূপানুগধারা-সংরক্ষণকারী শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর। তিনি শেষলীলায় ব্রজমণ্ডলে শ্রীহরিবল্লভদাস নামে বিখ্যাত ছিলেন। শ্রীবিশ্বনাথের ছাত্রপ্রতিম অনুগ গৌড়ীয়বৈষ্ণববেদান্তাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ। বিদ্যাভূষণ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসমাজে 'শ্রীগোবিন্দদাস'-নামেও প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ বা শ্রীগোবিন্দদাসের অনুগত শ্রীউদ্ধবদাস বা শ্রীউদ্ধবদাস বা তদনুগ শ্রীউদ্ধব দাস। শ্রীউদ্ধবদাসের শিষ্য শ্রীমধুসূদন দাস। এই গুরু-শিষ্য-ধারাটি ভাগবত-পরম্পরায়, পাঞ্চরাত্রিক-পরম্পরায় নহে,—ইহা বিশেষভাবে জ্ঞাতব্য।

শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে ৫ মাইল উত্তরে শ্রীসূর্য্যকুণ্ড'-নামক একটি প্রসিদ্ধ স্থান আছে। এই স্থানে শ্রীমতী রাধিকা মধ্যাহ্নকালে সূর্য্য-পূজার ছলনা এবং অভিমন্যু, জটিলা ও কুটিলা প্রভৃতিকে বঞ্চনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবার্থ আগমন করিতেন, শ্রীকৃষ্ণ পুরোহিত-বেষে শ্রীমতীর সেবা গ্রহণ করিতেন। অদ্যাপি এ স্থানে 'সূর্য্যকুণ্ড'-নামক একটি দীর্ঘিকা দৃষ্ট হয়। এই সূর্য্যকুণ্ডের পশ্চিম তীরে উত্তরাভিমুখে শ্রীল মধুসূদনদাস বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির ও পূর্ব্বদিকে শ্রীগিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। শ্রীমধুসূদন-দাস বাবাজী মহারাজ সূর্য্যকুণ্ডে 'সিদ্ধ বাবাজী' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার সমাধির সংলগ্ন স্থানেই তাঁহার জীর্ণ সুপ্রাচীন ভজনকুটী দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমধুসূদনদাস বাবাজী মহারাজের পূজিত শ্রীগিরিধারী ও নামব্রহ্ম (পটে লিখিত 'শ্রীহরেকৃষ্ণ' ও 'শ্রীহরিবোল' নাম) পূর্ব্বদিকের একটী মন্দিরে রহিয়াছেন। এ স্থানে অগ্রহায়ণ-শুক্লাষ্টমী তিথিতে শ্রীল মধুসূদন দাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শ্রীমধুসূদনদাস বাবাজী মহাশয়ের তিনজন শিষ্য ছিলেন—(১) বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ, (২) শ্রীগোবিন্দদাস (৩) শ্রীহরিগোপাল দাস। ইঁহারা সকলেই বেষের শিষ্য অর্থাৎ শ্রীমধুসূদনদাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট হইতে ভেক বা পরমহংস-বেষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমধুসূদনের অপর দুই শিষ্য শ্রীগোবিন্দদাস ও শ্রীহরিগোপাল দাসের সমাধি সূর্য্যকুণ্ডে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

কিংবদন্তী এই যে, সূর্য্যকুণ্ডে শ্রীমধুসূদন দাস বাবাজী মহাশয় তাঁহার ভজন-কুটীতে যখন শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন, তখন এক অজগর সর্প প্রত্যহ নিয়মিতভাবে আসিয়া ঐ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিত এবং পাঠ সমাপ্ত হইবার পর দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইত।

শ্রীল জগন্নাথের বেষের শিষ্য শ্রীভাগবত-দাস প্রভু। ইনি আমাদের পরমগুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের বেষগুরু। শ্রীভাগবতদাস বাবাজী মহারাজের সমাধিও সূর্য্যকুণ্ডে অতি জীর্ণাবস্থায় বৃক্ষ-লতাদি-দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছেন।

অন্ধকার যুগ ও আচার্য্যধারা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে কএকটি অন্ধকার-যুগের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্বে একটি অন্ধকার যুগ, ষড়্গোস্বামীর অপ্রকটের পর আর একটী অন্ধকার যুগ, শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য, ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, শ্রীল শ্যামানন্দ ও শ্রীল রসিকানন্দ মুরারির অপ্রকটের পর তৃতীয় অন্ধকার যুগ, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর অপ্রকটের পর চতুর্থ অন্ধকারযুগের কথা শ্রুত হইয়া থাকে। যাঁহারা সাম্প্রদায়িক রহস্য ও সিদ্ধান্তবিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাঁহারা মনে করেন, আচার্য্যধারা অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে আগত গুরুপরম্পরা প্রবাহ সেইসকল অন্ধকার যুগে ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং নূতন করিয়া আচার্য্যের অভিনব অভ্যুদয় হইয়াছিল, কিন্তু সাম্প্রদায়িক রহস্য অনুধাবন করিলে জানা যায়,—যেমন সূর্য্য-দেবের কোন সময়ই বিনাশ হয় না, তদ্রূপ আচার্য্যধারারও বিনাশ নাই।

আচার্য্য-পরম্পরা বা শ্রৌতপরম্পরার যোগসূত্র নিত্য অবিচ্ছিন্ন না থাকিলে পরমার্থ ও স্বয়ং ভগবানের নিত্য অস্তিত্বও অস্বীকৃত হয়। কখনও ক্ষীণালোক, কখনও প্রোজ্জ্বল আলোক বিতরণ করিয়া আচার্য্যজ্যোতিষ্কগণ জীবের ভাগ্যাকাশে উদিত থাকেন। ক্ষীণা-লোক বলিলে যে আচার্য্যের আচার্য্যত্বে কোনপ্রকার হেয়তা সংস্পৃষ্ট হয়, তাহা নহে অর্থাৎ আচার্য্য-পরম্পরার খাতে কখনও বিবিক্তানন্দী আচার্য্য, কখনও বা গোষ্ঠ্যানন্দী আচার্য্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে। যখন গোষ্ঠ্যানন্দী আচার্য্য বিপুলভাবে হরিকথা প্রচার করিয়া পাষণ্ডমত নিরাস ও শুদ্ধ-ভক্তি-সংস্থাপন-কার্য্য করেন, তখনই আচার্য্য-ভাস্করের প্রভা লোকলোচনের গোচরীভূত হয়। বিবিক্তানন্দী আচার্য্যগণ সেরূপভাবে প্রচার-প্রচেষ্টা না করিয়া স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক জীবকে ব্যক্তিগতভাবে ভজন শিক্ষা দিয়া থাকেন। গোষ্ঠ্যানন্দী আচার্য্যের সংকীর্ত্তন-কার্য্য সংঙ্ঘবদ্ধভাবে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া উহার প্রচার অধিক হইয়া থাকে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বা তৎপূর্ব্বে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ যে যুগে গোষ্ঠ্যানন্দী আচার্য্য-রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন সেই যুগেও শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ বা আমাদের পরম গুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোর দাস

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

গোস্বামী মহারাজ প্রমুখ মহাত্মগণ অকৃত্রিম বিবিক্তানন্দী গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যরূপে প্রকটিত হইয়াছেন।

'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়'-নাটক, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বাবস্থা অন্ধকার যুগের অবস্থারূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তখন কি আচার্য্যধারা ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল? শ্রীব্রহ্ম মাধ্ব-আম্নায় কি স্তব্ধ হইয়াছিল? তখন কি শ্রীলক্ষ্মীপতিতীর্থ, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী আচার্য্যরূপে উদিত হইয়া জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে শিষ্যত্বের লীলায় বরণ করিয়া শ্রীব্রহ্ম মাধ্ব-গৌড়ীয় আম্নায়ধারা প্রবাহিত রাখিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই? তখন কি শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, নামাচার্য্য ঠাকুর শ্রীহরিদাস, শ্রীবাস পণ্ডিত- ইঁহারা হরিকথা আচার প্রচার করেন নাই? আচার্য্যধারা রুদ্ধ হইয়া থাকিলে কিরূপে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী হইতে শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীঈশ্বরপুরী হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু আচার্য্য-পরম্পরার যোগসূত্রের নিত্যত্ব প্রদর্শন করিলেন? শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামী 'শ্রীগৌর গণোদ্দেশ-দীপিকা'য়, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ 'গোবিন্দভাষ্যে' ও 'প্রমেয়-রত্নাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থে, শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী তাঁহার 'পদ্ধতি'-গ্রন্থে, ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ও শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আম্নায়-পরম্পরা-বর্ণনে আচার্য্যধারার অবিচ্ছিন্নত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

ষড়্গোস্বামীর পরে যে দ্বিতীয় অন্ধকার যুগের সূচনা হইয়াছিল, তাহাতেও শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী, বিরক্তশিরোমণি শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভু-প্রমুখ মহাজনগণ আচার্য্যধারা সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য-প্রমুখ আচার্য্যগণের পর যে তৃতীয় অন্ধকার-যুগের সূচনা হইয়াছিল, তখনও শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-কন্যা শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণী, শ্রীগঙ্গা-নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের পরমগুরু) ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের শ্রীগুরুদেব শ্রীরাধারমণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীব্রহ্ম মাধ্বগৌড়ীয় ধারা বা শ্রীরূপানুগ ধারার আচার্য্যপরম্পরার অবিচ্ছিন্নত্ব সংরক্ষণ করিয়াছেন। শ্রীচক্রবর্ত্তী বলদেবের অপ্রকটের পর গৌড়ীয়ের চতুর্থ অন্ধকার যুগের সূচনা হইলেও যে আচার্য্যধারা সংরক্ষিত হইয়াছিল, তাহা আচার্য্যকুলমুকুটমৌলি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ 'ভাষ্যকারের বিবরণে' লিখিয়াছেন। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"ভাষ্যকারের অনুগত শ্রীউদ্ধরদাস বা শ্রীউদ্ধবদাস বা তদনুগ শ্রীউদ্ধবদাস, শ্রীমধুসূদন ও শ্রীজগন্নাথদাস পারমহংস্যপথের পথিকসূত্রে শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন। তাহাই গৌড়ীয়গণের পরম শ্রদ্ধার বিষয়।"

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর

২০শে মাঘ, ১৩৪৮ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার হইতে নয় দিবসকাল শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার পরিচালক-সমিতির সেবোদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীধাম-নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রম করা হইবে। মহাশয়, কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গের ন্যূনাধিক সাধন-ফললাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি—

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভা।

(১) শ্রীঅন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীমুরারিগুপ্তালয়, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীশ্রীনিবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয় ও চাঁদকাজীর সমাধি)—৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার।

(২) শ্রীসীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর)—১০ই ফাল্গুন, ২২শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার।

(৩) শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, শ্রীসুরভিকুঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া)—১১ই ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার।

(৪) শ্রীমধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা)—১৩ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার।

(৫) শ্রীকোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গদখালি, কোল ও চর, তেঘরির কোল, কোল-আমাদ, কোলের দহ)—১৩ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার।

(৬) শ্রীঋতুদ্বীপ (রাহুতপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির)—১৪ই ফাল্গুন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার (একাদশীর উপবাস)।

(৭) শ্রীজহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জান্নগর)—১৫ই ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার।

(৮) শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটিলা বা একডাঙ্গা, মাতাপুর)—১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার।

(৯) শ্রীরুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইদ্রাকপুর, গঞ্জের ডাঙ্গা)—১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ, রবিবার।

১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ, সোমবার শ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব ও **১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, মঙ্গলবার শ্রীগৌরপ্রকটপৌর্ণমাসী হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।**

☞ উৎসব উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি মহোপদেশক শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিময়ূখ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির, পোঃ আঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণী হইতে আমরা জানিতে পারি, শ্রীউদ্ধবদাস, শ্রীউদ্ধবদাস, শ্রীমধুসূদনদাস শ্রীজগন্নাথদাস কেবল বিরক্তানন্দী পরমহংসের আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই, তাঁহারা প্রচারক আচার্য্যের লীলাও প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমধুসূদনদাস শ্রীমদ্ভাগবত প্রচার করিয়াছেন, তাঁহার প্রচারে সর্প বা সর্পের ন্যায় ক্রূর প্রকৃতি কেহ কেহও ঐসকল স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া ভাগবতী-কথায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ঠাকুর শ্রীল ভক্তি-বিনোদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে গৌড়ীয়ের অন্ধকার যুগ ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া সে-সময় রূপানুগধারা ছিন্ন হয় নাই। বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ সেই যোগসূত্র অবিচ্ছিন্নভাবে সংরক্ষণ করিয়া তাহাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীহস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ কিরূপ গোষ্ঠ্যানন্দী, অদম্য প্রচারোৎসাহী সঙ্কীর্ত্তনসেনানায়ক ছিলেন, তাহা তাঁহার অতিমর্ত্ত্য চরিতপাঠকালেই সুধী পাঠকগণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আবির্ভাব-স্থান ও পরিচয়

শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহোদয় বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় পৌনে দুইশত বৎসর পূর্ব্বে কোনও মতে ময়মনসিংহ-জেলার টাঙ্গাইল-মহাকুমার কোন গণ্ডগ্রামে, কোনও মতে পাবনা-জেলার অন্তর্গত তড়াস-গ্রামে বরেন্দ্র-কায়স্থকুলে আবির্ভাবলীলা প্রকাশ করেন। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের মাতাপিতার কোনও পরিচয় বা আবির্ভাব-কালের সন-তারিখ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। বৈষ্ণব পূর্ব্ব কুল বা ঐতিহাসিক কালের দ্বারা পরিচিত হন না বলিয়াই এবিষয়ে অনেকস্থলেই অক্ষজ-জ্ঞানী ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণের কৌতূহল পরিতৃপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

আচার্য্য, গুরুদেব বা বৈষ্ণব শূদ্র বা ব্যবহারিক 'ব্রাহ্মণ' নহেন। আচার্য্যকে জাতিসামান্যে দর্শনের ন্যায় ভীষণতম আচার্য্য-দ্রোহ ও গুরুনিন্দা আর কিছুই নাই। এই অপরাধ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবার ক্ষমতা স্বয়ং ভগবানেরও নাই, যদি আত্মগ্লানিতে দগ্ধীভূত নিষ্কপট ক্ষমাপ্রার্থী জীবকে একমাত্র কৃপাময় গুরুদেব ও বৈষ্ণবঠাকুরগণ ক্ষমা না করেন। শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বদাই এই অপরাধ হইতে জগতের সকল জীবকে সাবধান করিতেন এবং বলিতেন,—"পূর্ব্বদিকে কোন কালবিশেষে সূর্য্যদেব উদিত হন বলিয়া পূর্ব্বদিক্‌কে যেরূপ সূর্য্যের জননী বা ঐ কাল-বিশেষকে সূর্য্যের জন্মকাল বলা যায় না, অর্থাৎ সূর্য্য যেরূপ ঐতিহাসিক গবেষণা-লভ্য বস্তু নহেন, তদ্রূপ হরিগুরুবৈষ্ণব কোনও কুলে আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করেন বলিয়া তাঁহাকেও সেইকুলের অন্তর্গত করা যায় না।

শ্রীল জগন্নাথ যে-কোন স্থানে বা যে-কোন কুলে আবির্ভূত হউন না কেন, তিনি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ। তিনি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সদোপাস্য, ভাগবত-পরমহংস। তাঁহার নিত্যনিবাস—শ্রীব্রজ ও শ্রীনবদ্বীপধাম।

ইনি পূর্ব্বাশ্রমে বর্দ্ধমান-জেলার প্রান্তবর্ত্তী পুরুলিয়াবাসী শ্রীনিত্যানন্দ-সন্তান শ্রীরাস-বিহারী গোস্বামীর পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত শিষ্যের লীলাভিনয়কারী। এই শ্রীরাসবিহারী গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন—স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি স্বধামগত ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর। তাঁহার রাজপ্রাসাদে উক্ত শ্রীরাসবিহারী গোস্বামীর উপাস্য শ্রীরাস-বিহারীজীউর সেবা অদ্যাপি বর্ত্তমান।

শ্রীল জগন্নাথের শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি অহৈতুকী অনুরাগের কথা মানবজাতির কোন প্রতিভা বর্ণন করিতে পারে না। শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মপ্রচারে তাঁহার যে অদম্য উৎসাহ, তাহার পরিচয় তাঁহার অনুগত একমাত্র শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরেই সমুজ্জ্বল হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য-দেব এই জগন্নাথকে জগজ্জীবের উদ্ধারের জন্য এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়া স্বীয় প্রকৃত জন্মস্থান নির্দ্দেশ করাইয়া দিয়াছেন। সকল সদ্গুণ শ্রীল জগন্নাথদাসকে প্রাপ্ত হইয়া ধন্যাতিধন্য হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের দাস বলিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন, তাঁহারা সকলেই বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথের শ্রীচরণাশ্রিত।

শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ তদানীন্তন গৌড়ীয়বৈষ্ণব-জগতের বর্ষীয়ান্ সার্ব্বভৌম-সম্রাট্ ছিলেন। শ্রীব্রজমণ্ডল ও

শ্রীগৌড়মণ্ডলের তদানীন্তন ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণের মধ্যে ইনি সর্ব্বপ্রধান ঐকান্তিক কৃষ্ণনিষ্ঠাপরায়ণ ও শুদ্ধগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজশিরোভূষণ ছিলেন বলিয়া 'বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম'-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি কখন গৌড়মণ্ডলে, কখনও বা ব্রজমণ্ডলে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র হইয়া লোককল্যাণের জন্য বিচরণ করিতেন। গৌড়মণ্ডলকে ইনি অভিন্ন-ব্রজমণ্ডলরূপে দর্শন করিতেন। ইঁহার শাসন অতিশয় নিরপেক্ষ, কঠোর ও ইঁহার আত্মমঙ্গলকর উপদেশ মর্ম্মভেদী ছিল। এই ধারাতেই শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীপুরীর শাসন ও শিক্ষা প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীল জগন্নাথ অনেক সময় শ্রীরাধাকুণ্ড-তটাশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীরূপানুগ ভজনপদ্ধতিতে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় নিবিষ্ট থাকিতেন। ইনি সুদীর্ঘকাল এই প্রপঞ্চে অবস্থান করিয়া স্বয়ং অনুক্ষণ হরিনাম-কীর্ত্তন ও অপরকে শ্রীহরিনামকীর্ত্তনে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। একমাত্র কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিসংযোগে অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গের পালন ব্যতীত তিনি অন্য কোনপ্রকার সিদ্ধান্ত বা বিচার স্বীকার করিতেন না, ইহা তাঁহার আলেখ্য দর্শন করিলেও সুধিগণ বুঝিতে পারিবেন। ইনি নিবিষ্টচিত্তে বিপ্রলম্ভের সহিত স্বয়ং হরিকীর্ত্তন করিতেন এবং অপরকে সেইরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন। ইনি অন্তরে সম্ভোগবাদে পরিপুষ্ট থাকিয়া নামভজনের ছলনা বা কপট নির্জ্জনভজনকে কখনও প্রশ্রয় দিতেন না। সিদ্ধান্তবিরোধ বা রসাভাসদোষ ইনি কখনই সহ্য করিতে পারিতেন না।

গুরু ও শিষ্য

বঙ্গাব্দ ১২৮৮ সনে, শ্রাবণ মাস। নিত্যব্রজবাসী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই সময়ে শ্রীধাম-বৃন্দাবনে উপনীত হইলেন। রাধারমণ বসুর কালাকুঞ্জে অবস্থান করিয়া ঠাকুর ব্রজের সাধুসঙ্গ ও শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদনমোহনের দর্শনলাভ করিলেন। এই সময় রূপদাস বাবাজীর কুঞ্জে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীনিম্বাদিত্যের-নামে আরোপিত 'দশশ্লোকী' আবিষ্কার করিলেন। সেখানে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের প্রথম দর্শন পাইলেন। নিত্যব্রজবাসী গুরু ও শিষ্যে ব্রজে এই প্রথম সাক্ষাৎকারের লীলা প্রকাশিত হইল। গুরুপাদপদ্মদর্শনের অব্যবহিত পরেই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীগোবর্দ্ধন দর্শন করেন।

শ্রীল জগন্নাথ ও তাঁহার সহযোগী ঐকান্তিক ভজন-পরায়ণ পরমহংসকুল যখন শ্রীবৃন্দাবনে ভজনানন্দে বাস করিতেছিলেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলা-স্থান কাটোয়া হইতে কোন এক প্রসিদ্ধনামা বিশেষ সংস্কৃত-ভাষাকুশল ভূতক পাঠক বিপ্র তীর্থবাসচ্ছলে বৃন্দাবনে গমন করিয়া তথায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ-ব্যাখ্যার দ্বারা যথেষ্ট লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহ করেন। বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ-প্রমুখ ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণ উক্ত কথক মহাশয়ের নিকট সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনিতে আসেন না দেখিয়া কথক মহাশয় ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে শ্রীল জগন্নাথ ও অন্যান্য বৈষ্ণব মহাত্মগণ বলেন,—"যাহারা ভাগবত-ব্যবসায় করে, তাহারা নামাপরাধী, তাহাদের মুখে অপ্রাকৃত ও অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের কথা কীর্ত্তিত হয় না। তাহাদের ই বৃত্তি বেশ্যার বৃত্তি হইতেও ঘৃণ্য। ঐরূপ ভূতক পাঠকের মুখে পাঠ শুনিলে জীবের কোনপ্রকার মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, নামাপরাধ শ্রবণ করিতে করিতে জীবের অধঃপতন হয়, কৃষ্ণ-নিষ্ঠার পরিবর্ত্তে বিষয়নিষ্ঠা, নিষ্কপট ভজনের পরিবর্ত্তে কপট মিছাভক্তি উদিত হইয়া জীবের দুর্গতি আনয়ন করে।"

সুকৃতিমান্ উক্ত কথক মহোদয় বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌমের ঐরূপ অপ্রিয় সত্যবাক্যে রুষ্ট না হইয়া উহাকে 'কৃপা' বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিলেন। এবং অচিরেই ঐরূপ ভাগবত-ব্যবসায় বৃত্তিকে 'নামাপরাধ' বলিয়া বুঝিতে পারিয়া উহা ত্যাগ করিলেন। শ্রীল জগন্নাথের কৃপা গ্রহণ করিয়া উক্ত সুকৃতিমান্ কথক মহাশয় ভবিষ্যতে এক পরমভাগবত বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। তিনি নিজের ব্রাহ্মণাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানকালে আবর্জ্জনাবাহী ভূঁইমালীরূপে বৈষ্ণবগণের সেবা এবং গর্দ্দভ চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণাম করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। শ্রীল জগন্নাথের কৃপায় তাঁহার জাতিবর্ণ পাণ্ডিত্যাদির অভিমান দূর হইয়াছিল।

১২৯২ বঙ্গাব্দ হইতে অনেক সময়ই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়ের উপদেশ ও সঙ্গসুখ লাভ করেন। ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ২৭শে ফাল্গুন বুধবার একাদশী তিথিতে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীধাম বৃন্দাবনের পথে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত আমলাজোড়া-গ্রামে অবতরণ করেন। ঠাকুরের অত্যন্ত আদর ও গৌরবের পাত্র আমলাজোড়ানিবাসী শ্রীনামহট্টের দণ্ডিদার শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ ভক্তিনিধি ও বিপণিপতি শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ভক্তিরত্নের যত্নে আমলাজোড়াগ্রামের একান্তে একটি উদ্যানের মধ্যে একটী 'প্রপন্নাশ্রম' নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রপন্ন বা শরণাগত ব্যক্তিগণ যেস্থানে সজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ সাধুগণের সঙ্গে হরিকীর্ত্তন করেন, তাহাই প্রপন্নাশ্রম। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়ের সহিত এইস্থানে সারারাত্রি জাগরণ করিয়া হরিকীর্ত্তনমুখে একাদশীব্রত পালনের আদর্শ প্রদর্শন করেন। এই সময়ের বিবরণ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তৎসম্পাদিত শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"পূর্ব্বরাত্রে একাদশী জাগরণের পর প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় গ্রামস্থ ভক্তবৃন্দ মহাসমারোহের সহিত কীর্ত্তনে বাহির হইলেন। পরমপূজ্যপাদ সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়কে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সকলে প্রপন্নাশ্রমে পৌঁছিলেন। তথায় কীর্ত্তনের সময় বাবাজী মহাশয়ের যেসকল ভাবের উদয় হইতে লাগিল, তাহা বর্ণন করা যায় না। শতবর্ষের ঊর্দ্ধ বয়সে প্রেমানন্দে সিংহের ন্যায় নৃত্য করা এবং মধ্যে মধ্যে 'নিতাই কি নাম এনেছে রে। নাম এনেছে নামের হাটে, শ্রদ্ধা-মূল্যে নাম দিতেছে রে।' ইত্যাদি ধুয়া অবলম্বন করিয়া অজস্র ক্রন্দন ও ভূমি-লুণ্ঠন সময়ে তথায় যে একটি আশ্চর্য্য দৃশ্যের উদয় হইয়াছিল, তাহা অন্যত্র দেখা যায় না। বাবাজী মহাশয়ের ভাবদর্শনে এবং কীর্ত্তনানন্দে নিমগ্ন হইয়া সকলেই প্রায় অশ্রু-পুলকে পরিপূর্ণ ও ভাবে গদ্গদ্ হইয়া বহুক্ষণ নৃত্য করিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ পরে কীর্ত্তন স্থগিত হইলে নামহট্ট-বিষয়ক একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা হইল। বাবাজী মহাশয় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া প্রপন্নাশ্রমের কার্য্য সেদিন হইতে আরম্ভ হইবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। বিপণিপতি মহাশয় বাবাজী মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে তদ্দিবসেই প্রপন্নাশ্রমের প্রতিষ্ঠা কার্য্য সমাপ্ত করিলেন। স্কুল, ডাক্তারখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার সময়ে সর্ব্বদেশে স্থানীয় প্রধান লোককে সভাপতি করা হয়। ভক্তসমাজে যে তৎকালে উপস্থিত পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়কে প্রপন্নাশ্রম-প্রতিষ্ঠার সভাপতির আসন দেওয়া হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বতোভাবে সুষ্ঠু। যে-যে গ্রামে প্রপন্নাশ্রম স্থাপিত হয়, তাহার প্রতিষ্ঠা এইরূপে করা কর্ত্তব্য।"

(সজ্জনতোষণী ৪র্থ বর্ষ ২৩ পৃষ্ঠা)

এই সময় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সহিত আমলাজোড়া-গ্রামে অবস্থান করিয়া অহোরাত্র গৌরকৃষ্ণ-কথা আলোচনা, কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ন্যায় সুশিক্ষিত ও শাস্ত্র-পারঙ্গত ব্যক্তির হরিনাম প্রচারে স্বাভাবিক উৎসাহ দেখিয়া তাঁহাকে জগতে শ্রীগৌরনাম, শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরকাম প্রচারের জন্য অধিকতর প্রেরণা প্রদান করেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়ের নির্দ্দেশ [illegible] বিশেষভাবে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। এই সময়ের কথা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার আত্মচরিতে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"বাটী আসিয়া স্থানে-স্থানে নামপ্রচার ও বক্তৃতা হইতে লাগিল—কখনও গোদ্রুম, কখনও কলিকাতা, সময় সময় কৃষ্ণনগরে বক্তৃতা। ১৮৯৩ সাল উপস্থিত হইল। ঐ বৎসর বিশেষ যত্ন করিয়া শ্রীগোদ্রুমে গানোৎসব ও শ্রীনায়াপুর-দর্শনোৎসবে শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় [illegible] লইয়া গিয়াছিলেন।" (শ্রীভক্তিবিনোদ আত্মচরিত ১৯৩ পৃষ্ঠা)

অবশিষ্টাংশ পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

THE GAUDIYA MISSION.

(Registered under Act XXI of 1860)

Sree Gaudiya Math,
16A, Kaliprasad Chakravarti St.,
P.O. Baghbazar, Calcutta.
The 7th. Februay, 1942.

NOTICE

The second Annual General Meeting of the members of the Gaudiya Misson (Society Registered under Act XXI of 1860) will be held at 9-30 A.M. on Tuesday, the 3rd March, 1942 (Gaura Janmotsava Day) at Sri Chaitanya Math, Sree Mayapur, Nadia.

All members are respectfully requested to be present.

AGENDA

1. Allegiance and Homage to His Divine Grace Sri Srila Acharyadeva.
2. Report of the Governing Body regarding administration of the Society, Sri Visva Vaishnava Raj Sadha and Sri Nabadwipdham Pracharini Sabha.
3. Audited accounts for the years 1344-47 B. S.
4. Appointment of Auditor.
5. Working of the Governing Body.
6. Any other subject that may be transacted at the congregation.

Sundarananda Vidyabinode
Secretary
The Gaudiya Mission.

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:০:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	৷৷০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধ কলম	৮৲			৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	৯৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৫০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া পরীচিত জীর্ণ পার্শ্বকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেও ইহার কার্য্যকারিতা অত্যুক্তি হইবে না। সত্বর, প্লীহা সংযুক্ত জ্বালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ১নং বোতল ৷৷৶০ বার আনা, বড় বোতল ১৷৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উস্তাগিজি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

বিবিধ সংবাদ

সামরিক বিদ্যায় ডিপ্লোমা

সামরিক কর্তৃপক্ষের 'এ' ও 'বি' সার্টিফিকেট লাভ করিয়া যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যতালিকা পাঠ করিয়া উপযুক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহাদিগকে সামরিক বিদ্যায় ডিপ্লোমা দেওয়ার এক প্রস্তাব বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট অনুমোদন করিয়াছেন। অতঃপর সুবিধা হইলে বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে শিক্ষাদান কার্য্য আরম্ভ করিতে পারিবেন।

এই সম্পর্কে বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন উহাতে জানা গিয়াছে যে, ইউনিভার্সিটি ট্রেণিং কোরগুলিতে উন্নততর সামরিক শিক্ষা দেওয়া সম্পর্কে বর্ত্তমানে একটী নূতন পরিকল্পনা ভারত গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। ইউনিভার্সিটি ট্রেণিং কোরে যোগদানকারিগণ যাহাতে 'এ' ও 'বি' সার্টিফিকেট পাইতে পারেন তজ্জন্য যথাসম্ভব শীঘ্র ব্যবস্থা করা হইবে। যাঁহারা এই সার্টিফিকেট পাইবেন তাঁহারা সরাসরি বড়লাটের কমিশনের জন্য অথবা অফিসার পদে কমিশন লাভের শিক্ষার জন্য নির্ব্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জ্জন করিবেন। অফিসার ট্রেণিং স্কুলে তাঁহাদের শিক্ষাকালও কম হইবে। তবে বর্ত্তমান যুদ্ধের অবস্থার দরুণ এ বিষয়ে শীঘ্র ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়ত সম্ভব হইবে।

কর্ম্মচারীদিগকে একমাসের বেতন ঋণ দান

কলিকাতা কর্পোরেশনের যে সকল কর্ম্মচারী মাসিক ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতন পান, বর্ত্তমান জরুরী অবস্থায় তাঁহারা যাহাতে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদি ক্রয় এবং অন্যান্য আবশ্যক ব্যবস্থা করিতে পারেন তদুদ্দেশ্যে কর্পোরেশনের গত অধিবেশনে তাঁহাদিগকে ঋণ দেওয়া হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়।

স্থিরীকৃত হয় যে, যাঁহারা ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত মাসিক বেতন পান, তাঁহাদিগকে এক মাসের নীট বেতন ঋণ স্বরূপ দেওয়া হইবে, কিন্তু যাঁহাদিগের মাসিক বেতন ১০০৲ টাকা হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে ১০০৲ টাকার অধিক ঋণ দেওয়া হইবে না। ঋণের টাকা ১২ কিস্তিতে আদায় করা হইবে। অস্থায়ী কর্ম্মচারীরা এবং যে-সকল কর্ম্মচারী কর্পোরেশনের অনুমতি লইয়া যুদ্ধে অথবা অন্য কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন, তাঁহারা এই ঋণ পাইবেন না।

কর্পোরেশনের শ্রমিকগণ সম্পর্কে স্থির করা হইয়াছে যে, যে-সকল শ্রমিক ক্রমান্বয়ে অন্ততঃ ছয় মাস যাবৎ কার্য্যে নিযুক্ত আছে মাত্র তাহাদিগকেই উপরোক্ত ঋণ দেওয়া হইবে।

কলিকাতায় ১৬০টি হাই স্কুল খোলা হইবে

কলিকাতায় ১৬০টি হাইস্কুলের মধ্যে ৬০টি বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই তাঁহাদের বিদ্যালয় ভবনগুলিতে বিমান আক্রমণ হইতে যথোপযুক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। শীঘ্রই এই বিদ্যালয়গুলি খোলা হইবে। অবশিষ্ট একশতটি বিদ্যালয়ের মধ্যে দশটি বিদ্যালয়ের ইমারত ভগ্ন ও জীর্ণাবস্থায় দেখা গিয়াছে। কাজেই জরুরী অবস্থার সময় এই বিদ্যালয়গুলি বন্ধ রাখা দরকার।

সিংহলে বিপজ্জনক এলাকায় স্কুল বন্ধ রাখার ব্যবস্থা

বিপজ্জনক এলাকার স্কুলসমূহ বন্ধ রাখিবার জন্য জনৈক বেসরকারী সদস্য যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, সিংহল ষ্টেট কাউন্সিলে সেই প্রস্তাব ২১-১২ ভোটে গৃহীত হইয়াছে।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, স্বরাষ্ট্রসচিব জানাইয়াছিলেন যে গবর্ণমেণ্ট স্কুল বন্ধ রাখার জন্য কোনও প্রস্তাব করেন নাই।

সঙ্গতিসম্পন্ন ছাত্রদের বৃত্তির টাকা

যে সব ছাত্রের অভিভাবক তাহাদের শিক্ষার ব্যয় বহনে সমর্থ, সেই সব ছাত্রের বৃত্তির টাকা প্রত্যাহারের প্রশ্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিবেচিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, বৃত্তিসমূহ শুধু গুণানুসারেই প্রদত্ত হওয়া উচিত এবং কোন অবস্থায়ই বৃত্তিসমূহের টাকা প্রত্যাহার করা বাঞ্ছনীয় নহে।

কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের সাম্প্রতিক এক সভায় ডিভিসন্যাল কমিশনার মিঃ জে আর রেয়ারের প্রস্তাবক্রমে (মিঃ ফজলুর রহমান এম এল এ প্রস্তাবটি সমর্থন করেন) যে সব ছাত্রের পিতামাতা তাহাদের শিক্ষার ব্যয় বহনে সমর্থ, সেই সব ছাত্রের বৃত্তির টাকা প্রত্যাহার করা উচিত, এই অভিমত প্রকাশ করিয়া ভোটাধিক্যে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তবে এইরূপ ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলার বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়-ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমদনকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সত্যার কল্যাণকল্পতরু

—•—

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিষদ'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ১৫ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫; ৪ঠা ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, সোমবার | ২৭৯তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

—•—

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ গোবিন্দ, সর্ষ্ব সঙ্কর্ষণ, গৌরাব্দ ৪৫৫

বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথ-প্রভু

(২)

১২৯৯ বঙ্গাব্দে মাঘমাসে শ্রীল জগন্নাথ স্বীয় পরিকরসহ কুলিয়া-নবদ্বীপ হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তদানীন্তন ভজনস্থলী শ্রীগোদ্রুমস্থ সুরভিকুঞ্জে আসিয়া আসন গ্রহণ করেন। ২৭শে মাঘ, বুধবার শ্রীসুরভিকুঞ্জে শ্রীল বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম ও ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের সম্মেলনে এক অপূর্ব্ব হরিকীর্ত্তন-নর্ত্তনানন্দের উৎস প্রকাশিত হইয়াছিল—সমস্ত কীর্ত্তনাখ্যযাগ কীর্ত্তনের রোলে মুখরিত ও প্রেমবন্যায় প্লাবিত হইয়াছিল।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীধাম-প্রকাশ-সেবা করিবার জন্য শ্রীগৌর-সুন্দরের ইচ্ছায় বিশেষ ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাহা আমরা ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের লেখন হইতে দেখিতে পাই। 'বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা'য় শ্রীল ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"হে ভক্তবৃন্দ! আজকাল অন্য আশা ও অন্য চিন্তা দূরে ফেলিয়া এই গুপ্ত মহাতীর্থের স্থানগুলি আবিষ্কার করিতে যত্ন করুন। * * হে শ্রীবৈষ্ণবগণ! আর বিলম্ব করিবেন না, প্রভু-পার্ষদগণের লীলাস্থান দর্শন করিবার জন্য আমাদের ন্যায় অকিঞ্চন পামরগণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে। ব্রজের ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান দেখিতে যখন অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন, তখন দয়াসমুদ্র শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব শ্রীসনাতন প্রভুতে শক্তিসঞ্চারপূর্ব্বক দুই ধান্যক্ষেত্রে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড দেখাইয়া দিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর কৃপায় এখন সকলেই সেই তীর্থদ্বয়ের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতেছেন। হে জগন্নাথদাস প্রভৃতি অধুনাতন গৌরাঙ্গপ্রিয় ভক্তগণ! আপনাদের চরণে আমরা দণ্ডবৎ পতিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা শ্রীসনাতন গোস্বামীর স্থলাভিষিক্ত হইয়া শ্রীশ্রীমায়াপুরের স্থানসমূহ নির্দ্দেশ করুন। এখন আপনারাই আমাদিগের গুরু, আর কাহাকেই বা জানাইব?'—(শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা—ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-রচিত 'শ্রীনবদ্বীপধাম'-প্রবন্ধ)

শ্রীগৌরজন্মস্থান নির্দ্দেশ

১২৯৯ বঙ্গাব্দে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-দিবসে (২০শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার) শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ কুলিয়া-নবদ্বীপের বহু লোক লইয়া সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সহিত শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠে উপস্থিত হন। "সেইস্থানে স্পর্শ করিবামাত্র বাবাজী মহাশয় এস্থানকে 'জগন্নাথমিশ্রের গৃহ' বলিয়া উক্তি করিলেন। আবার পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট খোলপাঙ্গার ডাঙ্গায় সঙ্কীর্ত্তনদল উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহাদের বড় খোলখানি ভাঙ্গিয়া গেল।"

এই সময়ের কথা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার সজ্জনতোষণীতে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—"২০শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার সময় পশ্চিমপার নবদ্বীপের ভক্ত-বৃন্দ তিনখানি নৌকায় পার হইলেন। ভক্তবর মহেন্দ্রবাবু তাঁহাদিগকে পার করিয়া নিলেন। পরমভাগবত শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী প্রভুকে পাল্কীতে লওয়া হইল। শ্রীমায়াপুর-যাত্রী-সংখ্যা তখন আর গণনা করা যায় না; মায়াপুরের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখা গেল যে, শ্রীযুক্ত ভক্তবর দারিক বাবু শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থানে একটি সংকীর্ত্তনের দল লইয়া নানা বিধ পতাকা উড্ডীয়মান করত মহানন্দে বাবাজী মহাশয়দিগের প্রতীক্ষা করিতেছেন। সমস্ত ভক্তবৃন্দ যখন জন্মটীলার উপর উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, তখন একটি আশ্চর্য্য শোভা সমস্ত নবদ্বীপ-মণ্ডলে বিস্তীর্ণ হইয়াছিল, বোধ হয়, এরূপ শোভা আর চারিশত বৎসর হয় নাই। সকল বৈষ্ণব বসিয়া শেষে স্থির করিলেন যে, প্রভুর জন্মস্থানে একটি সেবা ও শ্রীবাসাঙ্গন-ভূমিতে একটী সেবা স্থাপন হউক। শ্রীযুত জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় শেষে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, জন্মস্থানে শ্রীজগন্নাথমিশ্র ও শ্রীশচীদেবী এক গৃহে এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীলক্ষ্মীদেবী দুই-পার্শ্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৈশোর-মূর্ত্তি অন্য-ঘরে স্থাপিত হউক। শ্রীবাস অঙ্গনে পঞ্চতত্ত্ব স্থাপিত হউক।" (শ্রীসজ্জনতোষণী ৪র্থ খণ্ড ২৩৪-৩৫ পৃষ্ঠা, 'আবির্ভাব-উৎসব' প্রবন্ধ)।

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে আমরা শুনিয়াছি যে, শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীযোগপীঠে যে কদম্ব বৃক্ষটি আছে, তথায় আসিয়া শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ নৃত্য করিতেন এবং আমাদের পরমগুরু শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভু তথায় উপবেশন করিয়া ভজনানন্দে ও হরিকথাকীর্ত্তনানন্দে মগ্ন থাকিতেন। ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ৬ই ফাল্গুন শ্রীযোগপীঠে উপবেশন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগীতগোবিন্দের "মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্" ও শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর "অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ" এই প্রথম শ্লোকদ্বয় ব্যাখ্যাকালে বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস মহাশয়কে "খানেশ্বরী জগন্নাথের অবতার" বলিয়া জানাইয়াছিলেন। যেরূপ বিপ্রলম্ভময়-ধাম কুরুক্ষেত্রে গৌরকৃষ্ণপদাঙ্কিত খানেশ্বরের শ্রীজগন্নাথের ভবনে মহাপ্রভু পদার্পণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথের বিপ্রলম্ভময় ভজনকুটীরে শ্রীগৌর-সুন্দর ও তাঁহার ধাম প্রকাশিত হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে লিখিয়াছেন,—"শ্রীল জগন্নাথদাস শ্রীগৌরজন্মস্থানের নির্দ্দেশক ও শ্রীধাম-প্রচারিণীসভার প্রাক্তন মূলপুরুষ। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে এই প্রপঞ্চে জীবোদ্ধারকল্পে প্রেরণ করিয়া স্বীয় প্রকট জন্মস্থান নির্দ্দেশ করাইয়া দিয়াছেন। বাঙ্গলা ১৩০০ সালে শ্রীল জগন্নাথ শ্রীগৌরজন্মভূমি নির্দ্দেশ করিয়া বর্ষদ্বয়ের মধ্যেই নিজ প্রকটলীলা সঙ্গোপন করেন।" (দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ—২৭শে চৈত্র, ১৩৩৪)

বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ও শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীল জগন্নাথ যেরূপ শ্রীল ভক্তিবিনোদের সদোপাস্য, শ্রীল ভক্তিবিনোদও তদ্রূপ শ্রীল জগন্নাথের শ্রেষ্ঠ নিজজন। যাহারা গুরু বা মহাপুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব বাহিরের বিচারের মাপ-কাঠি দিয়া পরিমাপ করে, তাহারা এ কথার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল জগন্নাথের পাঞ্চ-রাত্রিকী দীক্ষার শিষ্য ছিলেন না কিংবা তিনি শ্রীল বাবাজী মহারাজের হস্ত পদাদি-সম্বাহন বা পাকাদি-কার্য্য অথবা অতিবৃদ্ধ শ্রীল বাবাজী মহারাজকে তাঁহার অন্য কোন শিষ্যের ন্যায় একস্থান হইতে অন্যস্থানে স্কন্ধে বহন করিবার সেবা বা সাধারণ-দর্শনে নিরন্তর সঙ্গে-সঙ্গে অবস্থানাদিও করেন নাই। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের অন্য এক ব্রজবাসী শিষ্য জন্মাগত ৪০ বৎসর শ্রীল বাবাজী মহারাজের এই সকল সেবা করিয়াছিলেন

তথাপি শ্রীভক্তিবিনোদ ধারায় বা শ্রীরূপানুগ-ধারায় ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদযেরূপ বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমের মনোহভীষ্ট-পরিপূরক শ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ নিজজন বলিয়া পরিচিত, ক্রমগত ৪০ বৎসর গুরুসেবা এবং প্রায় ১০ বৎসরকাল ব্রজে বাস করিলেও আমরা তাঁহাকে শ্রীল ভক্তি-বিনোদের ন্যায় শ্রীল বাবাজী মহারাজের সেরূপ 'শ্রেষ্ঠসেবক' বলিতে পারি না। কারণ শ্রীল বাবাজী মহারাজের চিত্তবৃত্তি ও ভক্তি-সিদ্ধান্তের বিচার, আর ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের চিত্তবৃত্তি ও সিদ্ধান্ত অভিন্ন ছিল। যেখানে গুরু ও শিষ্যের চিত্তবৃত্তি হরিহরের ন্যায় অভিন্ন, সেইখানেই অন্তরঙ্গত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত। শ্রীল জগন্নাথের মনোহভীষ্ট পরিপূরণের জন্যই ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের অবতার। ঠাকুর তাঁহার সর্ব্বস্বের দ্বারা গুরুসেবা করিয়াছেন, আংশিক সেবা করেন নাই কিংবা গুরুসেবার ছদ্মরূপে কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা বা কোনরূপ বঞ্চনা গ্রহণ করেন নাই।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাঁহার সেবক শ্রীবিহারীলাল ব্রজবাসীর সহিত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভক্তিভবনে গমন করিতেন। শ্রীল জগন্নাথ পরমহংস-শিরোমণি ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের দ্বারা গৃহস্থ-পরিবার-পরিজনের সদাচারের আদর্শ-স্থাপনের জন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে শ্রীগিরিধারী (শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা) প্রদান করেন। ১২৯১ বঙ্গাব্দে বিহারীলাল বাবাজী মহাশয় বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম প্রভুকে স্কন্ধে করিয়া ভক্তিভবনে লইয়া আসেন, সেইসময় বাঘনা-পাড়ার বিপিনবিহারী গোস্বামী মহাশয় ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সন্তোষের জন্য জগন্নাথ-দাস বাবাজী মহারাজের চরণ-ধৌত জল সংগ্রহ করিয়া পান করিয়াছিলেন।

শ্রীল জগন্নাথ ও শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় ভক্তি-ভবনে গেলে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী ঠাকুরকে বিশেষ স্নেহ ও আদর করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের সত্যনিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা, তেজস্বিতা, স্পষ্টবাদিতা, ভক্তিসিদ্ধান্তে পার-দর্শিতা, দুঃসঙ্গবর্জ্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও হরিনামে অনুরাগ দর্শন করিয়া বাবাজী মহারাজ বিশেষ প্রীত হইতেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী ঠাকুরের দ্বারা বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত নবদ্বীপ-পঞ্জিকা, শ্রীচৈতন্যাব্দ, শ্রীবিষ্ণুনামাত্মক মাস, বার, পর্ব্ব ও তিথি প্রভৃতির প্রচলন করান। শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজীমহারাজের সংশোধিত ও অনুমোদিত বৈষ্ণব-পর্ব্বাদি, তিথি বিধান অনুসারে গৌড়ীয়বৈষ্ণবরাজ-সভার সেবকগণ সমস্ত ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বাবাজী মহারাজ অপরাপর গৌরপার্ষদগণের আবির্ভাব ও তিরোভাবাদির পূর্ব্বাপরসূত্র লিপি যত্নের সহিত সংগ্রহ করিয়া ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদকে প্রদান করেন এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী ঠাকুর তাহা জগতে প্রচার করেন।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর

২০শে মাঘ, ১৩৪৮ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার হইতে নয় দিবসকাল শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার পরিচালক-সমিতির সেবোদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীধাম-নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রম করা হইবে। মহাশয়, কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গের ন্যূনাধিক সাধন ফললাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি—

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

সম্পাদক, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা।

(১) শ্রীঅন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীমুরারিগুপ্তাপাট, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীশ্রীনিবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয় ও চাঁদকাজীর সমাধি)—৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার।

(২) শ্রীসীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর)—১০ই ফাল্গুন, ২২শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার।

(৩) শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, শ্রীসুরভিকুঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া)—১১ই ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার।

(৪) শ্রীমধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা)—১৩ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার।

(৫) শ্রীকোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গদখালি, কোল ও চর, তেঘরির কোল, কোল-আমাদ, কোলের দহ)—১৩ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার।

(৬) শ্রীঋতুদ্বীপ (রাতুপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির)—১৪ই ফাল্গুন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার (একাদশীর উপবাস)।

(৭) শ্রীজহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, আমগর)—১৫ই ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার।

(৮) শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটিলা বা একডাঙ্গা, মাতাপুর)—১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার।

(৯) শ্রীরুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গজের ডাঙ্গা)—১৭ই ফাল্গুন ১লা মার্চ্চ, রবিবার।

১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ, সোমবার শ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব ও **১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, মঙ্গলবার শ্রীগৌরপ্রকটপৌর্ণমাসী হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।**

উৎসব-উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি মহোপদেশক শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিময়ূখ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির, পোঃ আঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কঠোর শাসক শ্রীল জগন্নাথ

শ্রীল বাবাজী মহাশয় সকলকেই কায়-মনোবাক্যে হরিভজনের উপদেশ প্রদান করিতেন। তাঁহার কোন কোন শিষ্যাভিমানী ব্যক্তি কৌপীনধারী হইয়া মনে করিতেন, তাঁহাদিগকে গৃহস্থগণের ন্যায় শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা আর কোনপ্রকার হারসেবা করিতে হইবে না; কেন-না, তাঁহারা ভেকধারী, সুতরাং কেবল মালা টানিয়া সংখ্যা রাখিলেই তাঁহাদের দৈনিক কৃত্য শেষ হইবে, কিন্তু শ্রীল বাবাজী মহাশয় ঐসকল নামভজনানন্দী বিবিক্ত উদাসীনের অভিনয়কারী শিষ্যব্রুব ব্যক্তিগণকে অহৈতুক কৃপাপরবশ হইয়া সর্ব্বক্ষণ ভজনকুটীরের পার্শ্ববর্ত্তী শাকসব্জীর ক্ষেত্র পরিষ্কার-পূর্ব্বক কৃষ্ণসেবার্থে বিবিধ বীজ রোপণাদি করাইয়া তাহাদের দৈহিক শ্রম কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করিতে বলিলেন,—উদ্দেশ্য—ঐ অসিদ্ধ মূঢ় ব্যক্তিগণ কৃষ্ণানুশীলনে শৈথিল্য প্রকাশপূর্ব্বক স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণে শ্রমরত থাকিয়া নরকগামী না হউক, শরীরের দ্বারাও হারভজন করুক তাহা হইলেও তাহাদের চিত্তবৃত্তি প্রসন্ন থাকিয়া কৃষ্ণানুশীলন-যোগ্য হইতে পারিবে।

বাবাজী মহাশয়ের কুলিয়া-নবদ্বীপে তাঁহার ভজনকুটীতে অবস্থানকালে একদিন কয়েক-জন গৃহত্যাগী ভেকধারী ব্যক্তি তাঁহার নিকট ভজন শিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আগমন করিলে বাবাজী মহাশয় তাহাদের অধিকার বিচার করিয়া ভগবৎসেবার উদ্দেশ্যে রোপিত বেগুণগাছে জল দিবার জন্য তাহাদিগকে আদেশ করেন। গৃহত্যাগী ভেকধারিগণ তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে বিচার করিল,—সংসার ছাড়িয়া আসিয়া যদি ঐসকল সংসারের কার্য্যই করিতে হয়, তবে পুনরায় ঘরে ফিরিয়া যাওয়াই ভাল। বাবাজী মহারাজ তাহাদের হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারিয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপর ইহাদের বিচারের ভার অর্পণ করেন।

কৌপীনধারি-অভিমানকারী ঐ ব্যক্তি-গণের মধ্যে কেহ স্বভাবতঃ আলস্যপরায়ণ ও নানা অনর্থরোগগ্রস্ত, কেহ বা গোপনে ব্যভিচার-রত, কেহ বা স্বতন্ত্রতাকামী, কেহ নানাপ্রকার অসাভিলাষী ছিল। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উহাদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে চারিধাম ভ্রমণ করিবার ব্যবস্থা, কাহাকেও বা গৃহে গমন করিয়া বৈধ বিবাহ করিবার উপদেশ, আর সরল অথচ দুর্ব্বলতা-বশতঃ অসাভিলাষ-রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে নির্ব্বিচারে বাবাজী মহারাজের আদেশ পালন ও সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শরণাগত হইবার উপদেশ প্রদান করিলেন। ঠাকুর শ্রীভক্তি-বিনোদের দ্বারা শ্রীল জগন্নাথ অনর্থযুক্ত ব্যক্তি-গণের ঐরূপ শাসন ও নিয়মন করাইয়া ছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও আমাদের প্রভুপাদের দ্বারা তাঁহার (শ্রীল ভক্তিবিনোদের) কতিপয় শিষ্যনামধারী অসাভিলাষীর ঐরূপ মঙ্গলবিধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। আবার শ্রীল প্রভুপাদের লীলাতেও দেখিতে পাই, আমার ন্যায় বহু অন্যাভিলাষীকে এমন কি, কতিপয় সন্ন্যাসি-অভিমানীকে শ্রীল প্রভুপাদ নিরপেক্ষ ও আচারবান্ কঠোর শাসক শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ-পুরী গোস্বামী মহারাজের দ্বারা অসংখ্যবার শাসিত ও নিয়মিত করাইয়া তাঁহাদের মঙ্গল কামনা করিয়াছেন।

"বৃদ্ধ সেনাপতি"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল জগন্নাথ-বাবাজী মহাশয়কে "ভক্তগণের বৃদ্ধ সেনাপতি" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীমধ্বাচার্য্যকে 'বৃদ্ধ বৈষ্ণব' বলিয়াছেন। শ্রীল জগন্নাথ সুদীর্ঘকাল এই ধরাধামে প্রকটিত থাকিয়া শ্রীহরিনাম প্রচার করিয়াছেন। প্রাচীনত্ব-নিবন্ধন তাঁহার প্রকটকালের শেষ-অবস্থায় তিনি অনেকটা খর্ব্বাকৃতি ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন সংকীর্ত্তনে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেন, তখন তাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় আজানু-লম্বিত ভুজ, ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল-তনু, চতুর্হস্ত-পরিমিত দীর্ঘ পুরুষ বলিয়া মনে হইত। তিনি এক একটি লম্ফ দিয়া ৫।৬ হস্ত উচ্চে উঠিতেন। কীর্ত্তনানন্দে তাঁহার নৃত্য এক অদ্ভুত ব্যাপার ছিল।

শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীযোগপীঠে যে কদম্ব বৃক্ষটী বিরাজিত রহিয়াছে, তাহার সমীপে তিনি যখন 'হা গৌর! হা নিতাই!' বলিয়া ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে লম্ফ দিতেন

তখন মনে হইত, যেন তিনি কদম্ব-বৃক্ষের শীর্ষদেশে অবস্থিত কদম্ববনবিহারী হরিকে ধরিবার জন্য এত ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন, "শ্রীজগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রম্ভ সেবক বলিয়া অধোক্ষজ শ্রীবিগ্রহের স্কন্ধে নৃত্য করিয়াছিলেন; কারণ যে কদম্ববৃক্ষের সমীপে শ্রীজগন্নাথপ্রভু তাঁহার নৃত্য-তাণ্ডব রচনা করিয়াছিলেন, ঠিক তাহার নিম্নেই শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি খনন-কালে (১৩৪১ বঙ্গাব্দ, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ) শ্রীজগন্নাথমিশ্রের সেবিত গৃহদেবতা ভূগর্ভ হইতে স্বয়ং আবির্ভূত হন। এই ভূগর্ভে অধোক্ষজ বিষ্ণু অবস্থান করিতেছিলেন বলিয়াই এত আনন্দভরে এই স্থানে বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথ নৃত্য করিতেন। বর্ত্তমানে এই স্থানে বঙ্গের সর্ব্বোচ্চ শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় এই যোগপীঠ আসিয়া অনেক সময় নর্ম্মসখ্যভাবে-বিভাবিত হইয়া প্রাতঃকালে এইরূপ উক্তি করিতেন, "তোরা এখনও খাবার দিচ্ছিস্ না কেন? এখনই দে, দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না কত বেলা হল? এখনই গোষ্ঠে যেতে হবে, কৃষ্ণ-বলরাম দাঁড়িয়ে আছে।" "গৌরব্রজবনে ভেদ না হেরিব" শ্রীশ্রীজগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীতে এই আদর্শ মূর্ত্তিমান্ ছিল। তাঁহারা যুগপৎ নিত্যসিদ্ধ গৌরজন ও ব্রজজন—একাধারে নিত্য গৌরবনবাসী ও ব্রজবনবাসী।

নিত্যলীলায় প্রবেশ

শ্রীল জগন্নাথ শ্রীগৌর ধাম প্রকাশ ও শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীযোগপীঠে শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ এবং শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণীসভার উদ্বোধনের পরের বৎসরই অর্থাৎ ১৩০১ বঙ্গাব্দের ১৪ই ফাল্গুন, সোমবার শুক্লপ্রতিপৎ-তিথিতে দিবা ১০ ঘটিকার সময়ে অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—"বিগত ১৩০১ বঙ্গাব্দ, ১৪ই ফাল্গুন, সোমবার দিবা ১০ ঘটিকার সময় ভক্তগণের বৃদ্ধ সেনাপতি শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলের অন্তর্গত কোলদ্বীপস্থ ভজনকুটিরে শ্রীধাম লাভ করিয়াছেন। সিদ্ধ বাবাজী মহাশয় গৌরভূমি অন্ধকার করিয়া চিজ্জগতে প্রবেশ করিলেন। আমরা জড়নয়নে তাঁহার আনন্দজনক নৃত্য-কীর্ত্তন আর দেখিতে পাইব না। তিনি চিজ্জগতে অবস্থিত থাকিয়া আমাদিগের প্রতি কৃপাবিধান করুন।"

(সজ্জনতোষণী - ২য় বর্ষ, ২য় পৃষ্ঠা)

শ্রীল জগন্নাথের উপদেশাবলী

১। কখনও মর্কটদের (বিরক্তবেষী যোষিৎসঙ্গী কপটী ব্যক্তিগণের) সহিত মিশিও না। ২। কখনও বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করিও না, করিলে বিষয়ী হইয়া যাইবে। ৩। গৌরধাম কৃপা করিলে ব্রজবাস হয়। ৪। সাংসারিক অমঙ্গলকে ভগবানের দয়া বলিয়া জানিবে। ৫। অন্তরে কৃষ্ণসেবার জন্য অনুরাগ না আসিলে বাহিরে বেষ গ্রহণ করিলেই তাহাকে 'সন্ন্যাসী' বলা যায় না। ৬। ভজনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের শরীরে কষ্টকর ব্যাধিসকল উপস্থিত হইলে উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য না পাইয়া আপনা হইতেই পলাইয়া যায়। বাবু ও বিলাসিগণের শরীরে তাহা আদর পাইয়া অধিকদিন অবস্থান করে। ৭। 'সেবা করিয়াছি' বলিয়া অন্তরেও ঢাক পিটাইবার যত্ন করিও না, তখন আর উহাকে সেবা বলা যাইবে না। ৮। নির্জ্জন-ভজনের ছলনায় অলস হইও না। ৯। অনবধানের সহিত লক্ষ লক্ষ মালা টানা অপেক্ষা বৈষ্ণবসেবার জন্য বাগান-চাষ ও গাছে জল দেওয়া অধিক মঙ্গলজনক; বৈষ্ণবসেবার ফলে নামে অকপট রুচি হইবে। ১০। বৈষ্ণবের অনুকরণ করিও না, পুড়িয়া মরিবে, তাঁহার অকপট সেবা যাচ্ঞা কর। ১১। হরিসেবার অর্থ ভোগ করিলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাষণ্ডী হইতে হয়। ১২। সাধারণ চোরের কখনও মঙ্গল হয়, কিন্তু গুরুবৈষ্ণবের অর্থ ভোগ-কারীর কখনও মঙ্গল হয় না। ১৩। সকল ভগবত্তত্ত্বের মধ্যে কৃষ্ণ যেমন সর্ব্বাপেক্ষা বঞ্চক, সেইরূপ সকল বৈষ্ণবাপেক্ষা রূপানুগ-বৈষ্ণব বঞ্চকতম। ১৪। অন্যাভিলাষের সহিত গুরুবৈষ্ণবের সেবা করিলে তাঁহারা সেবকাভিমানীকে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা দিয়া সরিয়া পড়েন। ১৫। 'যাহারা আমার সেবা করিয়াছে', তাহাদের পেটের জন্য কোন কষ্ট পাইতে হইবে না বা ভাবিতে হইবে না। যাহারা আমার নিকট উদরপূর্ত্তির রসদ আদায় করিয়াই সন্তুষ্ট হইল, তাহারা কৃষ্ণসেবা পাইবে না। ১৬। গৃহস্থ মাত্রেরই গুরুপাদ-পদ্ম আশ্রয় করিয়া গিরিধারীর অর্চ্চন করা কর্ত্তব্য। ১৭। নিরপরাধে শ্রীনাম কীর্ত্তনই মহাপ্রভুর শিক্ষার সার। ১৮। গুরুবৈষ্ণবের অনুগত হইয়া গৌরনাম প্রচার করিবে। ১৯। আনুগত্যই শ্রেষ্ঠ সদাচার, স্বতন্ত্রতাই ভ্রষ্টাচার। ২০। হরিসেবায় কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও তৃপ্তিবোধ থাকিলে প্রকৃত সেবাবৃত্তি প্রকাশিত হয় না। ২১। সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বপ্রকারে সেবা করিয়াও অতৃপ্তিবোধ হইলে সেবাবৃত্তির উন্মেষ হয়। ২২। রাত্রি জাগরণ করিয়া সাধুসঙ্গে হরি-বাসর পালন করিবে। ২৩। প্রতি হরি-বাসরে আত্মপরীক্ষা করিবে, তোমার নিষ্কপট হরিভজনে আগ্রহ বৃদ্ধি হইতেছে, না অন্যাভিলাষ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিয়া গুরুবৈষ্ণবের চরণে আত্মনিবেদন করিবে। ২৪। হরিভজন করিতে হইলে সহিষ্ণু, অমানী, মানদ হইবে এবং শত বাধা-বিঘ্নেও অবিক্লবমতি ও পরমোৎসাহী থাকিবে। ২৫। এক মুহূর্ত্তও হরিকথা শ্রবণকীর্ত্তন ও বৈষ্ণবসেবা ব্যতীত থাকিবে না, থাকিলেই মায়া গ্রাস করিবে। ২৬। সকল বস্তু ও ব্যাপারের দ্বারাই বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সেবার অনুসন্ধান করিবে। ২৭। সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাসের লেশও হৃদয়ে থাকিলে বৈষ্ণবাধিকার লাভ হয় নাই, জানিতে হইবে। ২৮। পরছিদ্রান্বেষণের পরিবর্ত্তে নিজের গলদগুলি দূর করিবার চেষ্টা করিবে। ২৯। শরণাগত না হইলে শ্রবণ-কীর্ত্তন হয় না। ৩০। মহান্তগুরুগ্রহণ ও গুরুসেবা ব্যতীত মায়াজাল ছিন্ন হয় না। ৩১। কৃত্রিম স্মরণ-পদ্ধতি রূপানুগ পথ নহে। ৩২। শ্রীনাম-কীর্ত্তনমুখে স্বাভাবিক স্মরণই গৌড়ীয়গণের সিদ্ধান্ত।

THE GAUDIYA MISSION.

(Registered under Act XXI of 1860)

Sree Gaudiya Math,
16A, Kaliprasad Chakravarti St.,
P.O. Baghbazar, Calcutta.
The 7th. Februay, 1942.

NOTICE

The second Annual General Meeting of the members of the Gaudiya Mission (Society Registered under Act XXI of 1860) will be held at 9-30 A.M. on Tuesday, the 3rd March, 1942 (Gaura Janmotsava Day) at Sri Chaitanya Math, Sree Mayapur, Nadia.

All members are respectfully requested to be present.

AGENDA

1. Allegiance and Homage to His Divine Grace Sri Srila Acharyadeva.
2. Report of the Governing Body regarding administration of the Society, Sri Visva Vaishnava Raj Sadha and Sri Nabadwip-dham Pracharini Sabha.
3. Audited accounts for the years 1344-47 B. S.
4. Appointment of Auditor.
5. Working of the Governing Body.
6. Any other subject that may be transacted at the congregation.

Sundarananda Vidyabinode
Secretary
The Gaudiya Mission.

জগন্ন

রূপানুগানাং প্রবরং সুদান্তং
শ্রীগৌরচন্দ্র-প্রিয়-ভক্তরাজম্।
শ্রীরাধিকামাধবচিত্তরামং
বন্দে জগন্নাথ-বিভুং বরেণ্যম্ ॥১॥
শ্রীসূর্য্যকুণ্ডাশ্রয়িনঃ কৃপালো-
র্বিদ্বদ্বর-শ্রীমধুসূদনস্য।
প্রেষ্ঠস্বরূপেণ বিরাজমানং
বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্ ॥২॥
শ্রীধামবৃন্দাবন-বাসিভক্ত-
নক্ষত্ররাজিস্থিত সোমতুল্যম্।
একান্তনামাশ্রিত-সঙ্ঘপালং
বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্ ॥৩॥
বৈরাগ্যবিদ্যা-হরিভক্তিদীপ্তং
দোর্জ্জন্য-কাপট্যবিভেদবজ্রম্।
শ্রদ্ধাযুতেষ্বাদর-বৃত্তিমন্তং
বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্ ॥৪॥
সংপ্রেরিতো গৌরসুধাংশুনা য-
শ্চক্রে হি তজ্জন্মগৃহপ্রকাশম্।
দেবৈর্নুতং বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমং
বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্ ॥৫॥
সঞ্চার্য্য সর্ব্বং নিজশক্তিরাশিং
যো ভক্তিপূর্ব্বে চ বিনোদদেবে।
তেনে জগত্যাং হরিনামবন্যাং
বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্ ॥৬॥
শ্রীনামধাম্নোঃ প্রবলপ্রচারে
ঈহাপরং প্রেমরসাব্ধিমগ্নম্।
শ্রীযোগপীঠে কৃতনৃত্যভঙ্গং
বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্ ॥৭॥
মায়াপুরে ধামনি সক্তচিত্তং
গৌরপ্রকাশেন চ মোদযুক্তম্।
শ্রীনামগানৈর্গলদশ্রুনেত্রং
বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্ ॥৮॥
হে দেব! হে বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম!
ভক্ত্যা পরাভূত মহেন্দ্রধিষ্ণ্য।
ত্বদ্গাত্রবিস্তারকৃতং সুপুণ্যাং।
বন্দে মুহুর্ভক্তিবিনোদ-ধারাম্ ॥

মুদ্রাকর প্রমাদ—গত ২৭৮ সংখ্যা শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ২য় পৃষ্ঠা ৪র্থ কলম ৩১শ পংক্তিতে 'পুরুলিয়াবাসী' স্থলে 'পুরুণিয়া-বাসী' হইবে।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:::-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১।০	১।০	১৲
সিকি কলম	৫৲		৫৲	৩৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। 'লভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা ৫৬ বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

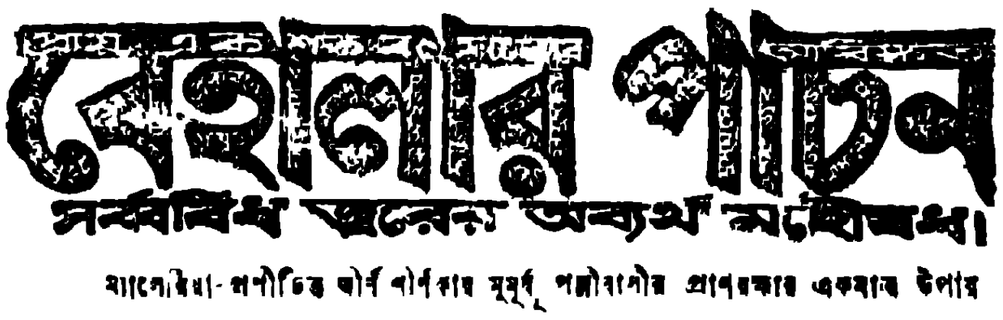

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল্যবান পুস্তক ও দলিলপত্র

বর্ত্তমান জরুরী অবস্থার দরুণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুষ্প্রাপ্য পুস্তক, দলিল এবং নথিপত্র একটি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে প্রেরণ করা হইবে। এইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১০ হাজার টাকা খরচ হইবে।

বাঙ্গলা দেশের একটি প্রাচীন এবং ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাসাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সমস্ত পুস্তক ও দলিলপত্র রাখা হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় এবং ল কলেজ লাইব্রেরীতে এই প্রকার প্রায় ৪০ হাজার দুষ্প্রাপ্য পুস্তক, পাণ্ডুলিপি এবং দলিলপত্র আছে।

কর্পোরেশনের স্কুলগৃহগুলি

কর্পোরেশনের বিমান-আক্রমণ সম্পর্কিত কমিটির এক ঘরোয়া বৈঠকে মোটামুটি স্থির হইয়াছে যে, কর্পোরেশনের প্রাথমিক স্কুলগুলি বন্ধ হইয়া যাওয়ায় যে ১৩৬টি গৃহ খালি হইয়াছে, তাহার মধ্যে ১২৬টির আবশ্যক পরিবর্ত্তন করিয়া সেগুলিকে বিমান-আক্রমণের আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহার করা হইবে। বিমান-আক্রমণের সময় সেগুলি হইতে খাদ্য ও পানীয় সরবরাহেরও ব্যবস্থা করা হইবে।

এই সকল স্কুলের প্রায় এক হাজার শিক্ষককে এ-আর-পি সম্পর্কিত প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

বাঙ্গলায় শিক্ষার অবস্থা

বাঙ্গলা-সরকারের ১৯৩৯-৪০ সালের শিক্ষা বিভাগের যে বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে বাঙ্গলা দেশে অনুমোদিত ও অননুমোদিত মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৬৩,৩০৫টি এবং উহাতে মোট ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৩৬,৮৮,৫৩২ জন, তন্মধ্যে ছাত্র সংখ্যা ২৮,৮৬,৪৫৯ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা ৮,০২,০৭৩ জন।

আলোচ্য বৎসরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা ছিল ৫৪,৪৬০টি এবং ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা ছিল মোট ২৭,৫৯,৩৯০ জন। এই বৎসরে বালকদিগের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪১,৭১২ হইতে হ্রাস পাইয়া ৪১,২৬৬টি হইয়াছে। প্রাথমিক শ্রেণীর মোট ছাত্র সংখ্যার মধ্যে ৯,৯৮,৯৫৩ জন হিন্দু ও ১২,৪৬,৪০০ জন মুসলমান। আলোচ্য বৎসরে কলিকাতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৫৫০ হইতে ৫৭৩ হইয়াছে এবং ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৪৫,৪৪০ হইতে ৪৬,২৬৯ জন হইয়াছে। এই বৎসরে কলিকাতা কর্পোরেশনের পরিচালনাধীন বালকদিগের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৪৯টি।

১৯৩০ সালের বাঙ্গলার পল্লী অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুযায়ী বিভিন্ন জেলায় ১৪টি স্কুল বোর্ড ব্যতীত হাওড়া ও ২৪ পরগণা জেলায় নূতন স্কুল বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে।

ব্রহ্ম-প্রবাসী ভারতীয়গণের সমস্যা

বার্ম্মায় ভারতীয়দিগের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টকে অবগত করাইবার জন্য বার্ম্মা হইতে আগত ভারতীয় আশ্রয় প্রার্থীরা কলিকাতায় এক সম্মেলনে সমবেত হয়।

বার্ম্মা হইতে আশ্রয়প্রার্থীদিগকে সরাইবার জন্য প্রোমের ভিতর দিয়া চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত রাস্তা নির্ম্মাণ, মণিপুর ও টামুর ভিতর দিয়া যাতায়াতের সুব্যবস্থা এবং রেল, ষ্টীমার, খাদ্য, পানীয় ও বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিবার সিদ্ধান্ত কমিটি গ্রহণ করে। আশ্রয়প্রার্থীদিগের বার্ম্মাস্থ সম্পত্তি ও স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য ব্রহ্ম-সরকারকে নির্দ্দেশ দিতে কমিটি ভারত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিবার সঙ্কল্প করে। খাজনা বা ট্যাক্সের দায়ে আশ্রয়প্রার্থীদের সম্পত্তি যেন নীলামে বিক্রয় না হয় অথবা প্রাপ্য আদায়ের জন্য যেন মোকদ্দমা দায়ের করা না হয়। তাহাদের নিকট পাওনা থাকিলে ভারত গবর্ণমেণ্টের এজেণ্টের মারফৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাহায্যে সুবিধাজনকভাবে যেন তাহা আদায় করা হয়। বার্ম্মার আদালতে আশ্রয়প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা দায়ের হইয়া থাকিলে যেন তাহা স্থগিত রাখা হয়। তাহাদের প্রাপ্য টাকা ভারত গবর্ণমেণ্টের এজেণ্টের মারফৎ যেন পাঠাইয়া দেওয়া হয়, আশ্রয়প্রার্থীগণের পোষ্ট্যাল ক্যাশ সার্টিফিকেট যেন ভারতে স্থানান্তরিত করিবার অথবা ভাঙ্গাইবার ব্যবস্থা করা হয় এবং তাহাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুব্যবস্থা ও বার্ম্মাস্থ আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সংবাদ আদান-প্রদানের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য বার্ম্মা-সরকারকে নির্দ্দেশ দিতে কমিটি ভারত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৯ হাজার টন অষ্ট্রেলিয়ান গম

৯ হাজার টন অষ্ট্রেলিয়ান গম কলিকাতায় পৌঁছিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। আরও গম আমদানী হইতেছে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সত্যার্থ কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ১৬ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫; ৫ই ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার | ২৮০তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ গোবিন্দ, শিব চতুর্থ্যা, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীল রসিক-মুরারি প্রভু

গতকল্য ৪ঠা ফাল্গুন (১৩৪৮), সোমবার গৌরপ্রতিপৎ-তিথি—বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীশ্রীল রসিকানন্দ-মুরারি প্রভুর আবির্ভাবদিবস ছিল। শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের কৃপায় আমরা শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের অতিমর্ত্ত্য চরিত ও শিক্ষার কথা পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যা 'শ্রীনদীয়া-প্রকাশে' কিছু আলোচনা করিয়াছি। অদ্য শ্রীল রসিকানন্দ-মুরারি প্রভুর চরিত ও শিক্ষার কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা হইতেছে।

'রসিকমঙ্গল'-গ্রন্থে শ্রীল রসিকানন্দ-মুরারি প্রভুর বিস্তৃত চরিত-গাথা বর্ণিত আছে। 'শ্রীভক্তিরত্নাকর' ১৫শ তরঙ্গে শ্রীরসিকমুরারি প্রভু-সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণন দেখা যায়,—

মল্লভূমি-মধ্যেতে রয়নী-নামে গ্রাম।
গ্রামপাশে নদী সে সুবর্ণরেখা-নাম॥
তথায় সুবর্ণরেখা উত্তরবাহিনী।
অখিল জীবের মহাকল্মষনাশিনী॥
অচ্যুত-নামেতে সে দেশের অধিপতি।
প্রজা-পালনেতে প্রীত, অতি শুদ্ধ রীতি॥
রয়নী-গ্রামে প্রসিদ্ধ অচ্যুত-তনয়।
শ্রীরসিকানন্দ, শ্রীমুরারি—নামদ্বয়॥
'রসিক-মুরারি'-নাম প্রসিদ্ধ লোকেতে।
সকলশাস্ত্রে বিচক্ষণ অল্পকাল হৈতে॥
পরমনিপুণ মাতাপিতার সেবাতে।
অতি পতিব্রতা মাতা ভবানী-নামেতে॥
মুরারির ভার্য্যা—ইচ্ছা, সেই গুণবতী।
ঘটাশিলা-গ্রামে কিছুদিন কৈল স্থিতি॥
ঘটশিলা সুবর্ণরেখার সন্নিধানে।
বনবাসে পাণ্ডবের বিশ্রাম সেখানে॥
একদিন মুরারি নির্জ্জনে বসি' তথা।
চিন্তয়ে অন্তরে—শিষ্য হইবেন কোথা॥
হইল আকাশবাণী—"চিন্তা না করিবে।
এথায় শ্রীশ্যামানন্দ-স্থানে শিষ্য হ'বে॥"
ইহা শুনি' শ্রীরসিক-মুরারি হর্ষ হৈলা।
শ্যামানন্দ-নাম-মন্ত্র জপিতে লাগিলা॥
তিলে তিলে উৎকণ্ঠা বাড়য়ে অতিশয়।
প্রভু শ্যামানন্দ-নামে নেত্রে ধারা বয়॥
মুরারি উদ্বেগে প্রায় রাত্রি গোঙাইল।
নিশান্ত-সময়ে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল॥
স্বপ্নে শ্যামানন্দদেবে দেখয়ে মুরারি।
পরম অদ্ভুত অতি অঙ্গের মাধুরী॥
হাসিয়া শ্রীশ্যামানন্দ কহে মুরারিরে।
—"রজনী প্রভাতে এথা পাইবা আমারে॥
এত কহি' অদর্শন হৈলা শ্যামানন্দ।
রসিকানন্দের মনে হৈল মহানন্দ॥
মহাসিদ্ধ শ্রীরসিক রজনী-বিহানে।
কারে কিছু না কহি' চাহয়ে পথপানে॥
কিছু দূরে শ্যামানন্দ আনন্দে আইসে।
শ্রীকিশোরদাস-আদি শিষ্য চারিপাশে॥
সূর্য্যসম তেজঃ, শোভাময় কলেবর।
সহাস্যবদন, পীনবক্ষ মনোহর॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দ-নাম লৈয়া।
প্রেমায় বিহ্বল, চলে ঢুলিয়া ঢুলিয়া॥
রসিক-মুরারি দেখি' প্রভু শ্যামানন্দে।
চরণ পরশে ভূমে পড়ি' মহানন্দে॥
শ্যামানন্দ মনের আনন্দে করি' কোলে।
রসিকে করিলা সিক্ত নিজ নেত্রজলে॥
শ্রীরসিকানন্দ ধন্য মানে আপনায়।
নেত্র সমর্পিল নিজ প্রভুর শোভায়॥
মুরারিরে শ্যামানন্দ অনুগ্রহ কৈল।
মহানন্দে রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্রদীক্ষা দিল॥
শ্রীরসিকানন্দে শিষ্য করি' হর্ষমনে।
সমর্পিল নিত্যানন্দ চৈতন্যচরণে॥
রসিক-মুরারি হৈলা প্রেমায় বিহ্বল।
নিরন্তর নয়নে ঝরয়ে অশ্রুজল॥
রয়নী-গ্রামেতে নিজ প্রভু লৈয়া গেলা।
সংকীর্ত্তনসুখের সমুদ্রে মগ্ন হৈলা॥
শ্রীরসিক-মুরারির যৈছে গুরুভক্তি।
একমুখে তাহা কি কহিতে মোর শক্তি॥
মুরারিকে পরীক্ষা করিলা শ্যামানন্দ।
দেখি' মুরারির চেষ্টা হৈল মহানন্দ॥
শ্রীগোপীবল্লভপুরে প্রেমবৃষ্টি কৈলা।
শ্রীগোবিন্দসেবা শ্রীরসিকে সমর্পিলা॥
রসিকানন্দের মহাপ্রভাব প্রচার।
কৃপা করি' কৈল দস্যু, পাষণ্ডী উদ্ধার॥
ভক্তিরত্ন দিলা কৃপা করিয়া যবনে।
গ্রামে গ্রামে নমিলেন লৈয়া শিষ্যগণে॥
দুষ্টের প্রেরিত হস্তী, তা'রে শিষ্য কৈল।
তা'রে কৃষ্ণ-বৈষ্ণব সেবায় নিয়োজিল॥
সে দুষ্ট যবনরাজা প্রণত হইল।
না গণিলা ঘর—কত জীব উদ্ধারিল॥
শ্রীরসিকানন্দ সদা মত্ত সঙ্কীর্ত্তনে।
কেবা না বিহ্বল হয় তাঁর গুণগানে॥
জয় জয় সুরসিক রসিক-মুরারি।
করুণাময় কলিকলুষ বিভঞ্জন
নিরমল গুণগণ জনমনোহারী॥
প্রবলপ্রতাপ পুণ্য পরমাদ্ভুত
ভক্তিপ্রকাশক সুখদ সুবীর।
ডগমগ প্রেম, হেমসম উজ্জ্বল
ঝলকন্ত অতিশয় ললিত শরীর॥
শ্যামানন্দ-চরণ চিত চিন্তন
অনুখন সঙ্কীর্ত্তনরস পান।
যাকর সরবস গৌরচন্দ্র বিনু
কি কহব—আপনে না জানয়ে আন॥
অপরূপ কীর্ত্তি বসত ত্রিজগতমাঝি
কবিবর কাব্য বিদিত অনুপাম।
নিপট উদার চরিত চারু, কহু
সমুঝি না শকত পণ্ডিত ঘনশ্যাম॥
শ্রীরসিকানন্দের চরিত্র অন্ত নাই।
প্রভু শ্যামানন্দ-গুণে বিহ্বল সদাই॥

ষড়্গোস্বামীর অপ্রকটের পরে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু—এই তিনজন শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের কথা জগতে প্রচার করেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ-মুরারি প্রভু গুরুদেবের আজ্ঞায় উৎকলপ্রদেশে বিপুলভাবে প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়াছিলেন।

শ্রীল রসিকানন্দ মুরারি ও মহারাজ শ্রীবৈদ্যনাথ ভঞ্জ

রাজগড়ের রাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জ, তদনুজ ছোটরায় এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ রাউতরায় এই তিন সহোদর তখনও সূর্য্যবংশের প্রতাপপরাক্রমে প্রদীপ্ত ছিলেন। শত শত পণ্ডিত তাঁহাদের রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সভায় ষড়্দর্শন, বেদ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র আলোচিত হইত। সভায় বাহ্যগৌরব ও জাগতিক সংরক্ষণের জন্য শাস্ত্রাদি আলোচনা হইত সত্য, কিন্তু শুদ্ধভক্তির সন্ধান তখন তাঁহাদের নিকট আকৃষ্ট হয় নাই, কারণ সদ্গুরুপাদপদ্মের আশ্রয় ব্যতীত কখনও শুদ্ধভক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না।

রাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জ দুইজন সহোদরের সহিত পাত্রমিত্র-পরিবেষ্টিত হইয়া রাজসভায় বসিয়াছেন, এমন সময় শ্রীরসিকানন্দ মুরারি সেই রাজদরবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, রসিকানন্দ ছিলেন শুদ্ধভক্তির প্রচারক আচার্য্য,

কৃষ্ণ যাঁরে কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

তিনি কি-জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত "নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য। সন্দর্শনং বিষয়িণামথযোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধুঃ॥" (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক) —এই উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া বিষয়ী রাজার অন্নাথ তাঁহার সভায় উপস্থিত হইলেন? ইহাই কি আচার্য্যের সদাচার? আর শ্রীনিবাস ও ঠাকুর নরোত্তমের অভিন্ন-দেহ শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুই বা শ্রীরসিকানন্দকে বিষয়ীর সন্দর্শন ঐরূপ প্রয়োচিত করিলেন কেন?

রসিকে করিল আজ্ঞা শ্যামানন্দ রায়।
সর্ব্বজীব পরিত্রাণ কর মহাশয়॥
উৎকলের রাজা-প্রজা কবহ উদ্ধার।
কৃষ্ণপ্রেম ভক্তিরস কর' পরচার॥
(রসিকমঙ্গল)

শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুকে কেন বিষয়ী রাজার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, এ প্রশ্নের উত্তর পাঠকগণ কথা প্রসঙ্গেই জানিতে পারিবেন। শ্রীরসিকানন্দ রাজদরবারে প্রবেশ করিলে সকলেই তাঁহার সৌম্য বৈষ্ণবমূর্ত্তি-দর্শনে আকৃষ্ট হইলেন। মহারাজ বৈদ্যনাথ ভঞ্জ দুই সহোদরের সহিত ভূমিতে পতিত হইয়া শ্রীরসিকানন্দের চরণ বন্দনা করিলেন এবং যথাবিহিত আচার্য্যসৎকারপূর্ব্বক বৈষ্ণবদ্বয়কে উচ্চ আসন প্রদান করিয়া দীনভাবে ভূমিতে উপবিষ্ট হইলেন। দেবতার ন্যায় আচার্য্যের পূজা এবং ষড়্‌রসযুক্ত নৈবেদ্যের ব্যবস্থা করিয়া রাজা শ্রীরসিকানন্দের সেবা করিলেন। শ্রীরসিকানন্দ প্রভু বিষয়ীর মঙ্গলের জন্য শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞায় সেই সেবা স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং বিষয়ের দ্বারা অভিভূত হইলেন না বা বিষয়ীর চিত্তরঞ্জক কথা বলিয়া বিষয়ীর তোষণে ব্যস্ত হইলেন না।

শ্রীরসিকানন্দ জানিতেন—রাজা বিষয়ী এবং বিষয় রক্ষা করিবার জন্য নানাবিধ কামনার বশবর্ত্তী, বিশেষতঃ মৃগয়া প্রভৃতি হিংসাকার্য্যে রাজবর্গের বিশেষ উৎসাহ ও প্রবৃত্তি দেখা যায়। তাই শ্রীরসিকানন্দ প্রভু উপদেশ-দানমুখে জিজ্ঞাসু রাজাকে বলিলেন,—"আপনারা অনন্যশরণ হইয়া একমাত্র কৃষ্ণের ভজন করুন। কামনার বশবর্ত্তী হইয়া এতকাল নানাদেবদেবীর পূজা করিয়াছেন, এখন আর অন্যান্য দেবতাপূজার আবশ্যক নাই। যতদিন আর অনন্য কৃষ্ণভজনের সন্ধান না পায় এবং 'কৃষ্ণই সমস্ত দেবতার প্রাণ ও মূল'—এই মূলশাস্ত্রের সারকথা শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ না করে, ততদিনই অন্যান্য দেবতার পূজায় তাহাদের রতি থাকে, অন্যান্য সকল দেবতাই বিভিন্ন কাম-পূরণের প্রতীকরূপে গৃহীত হইয়াছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র অপ্রাকৃত কামদেব। কৃষ্ণভজনেই সকল শাস্ত্রের সমন্বয়। কৃষ্ণভজন করিলেই প্রকৃত-প্রস্তাবে সকল দেবতার আনন্দ ও সেবা হইয়া থাকে,—

"নানা দেবতার পূজা না করিবে আর।
একান্ত হইয়া ভজ নন্দের কুমার॥
কৃষ্ণ হ'তে সব দেব হয় উৎপত্তি।
সবাকার প্রাণ কৃষ্ণ, সবাকার গতি॥
কৃষ্ণেরে ভজিলে কারো মনে নাহি ত্রাস।
কৃষ্ণগুণে সব মত আনন্দ উল্লাস॥"
(রসিকমঙ্গল)

শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর এইপ্রকার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া মহারাজ বৈদ্যনাথ ভঞ্জ কৃষ্ণভজনের প্রতি অনুরাগী হইলেন এবং শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর নিকট হইতে তিন সহোদরই কৃষ্ণদীক্ষা লাভের জন্য নিবেদন জানাইলে শ্রীরসিকানন্দ প্রভু ঐ সহোদরত্রয়কে কৃষ্ণদীক্ষা দিবেন বলিয়া কৃপাপূর্ব্বক অঙ্গীকার করিলেন।

রাজা শ্রীরসিকানন্দের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিবেন শুনিয়া রাজদরবারের যত ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি পণ্ডিত—সকলেই তাহাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া মহারাজকে বলিলেন,—"একমাত্র কৃষ্ণভজনই যে শ্রেষ্ঠ, ইহার কি প্রমাণ আছে? আমরা শাস্ত্রে অন্যান্য দেবতার সাধনভজন এবং ভক্তি ব্যতীত কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ব্রত-তপস্যা প্রভৃতি অনেকপ্রকার সাধনপ্রণালীর কথাও পাই। ষড়্‌দর্শনে কৃষ্ণের নামগন্ধ নাই। বেদাদি-শাস্ত্রেও একমাত্র কৃষ্ণভজনেরই চরম উপদেশ দৃষ্ট হয় না। অতএব আমরা সমস্ত শাস্ত্র বিচার করিয়া শ্রীরসিকানন্দের সহিত তর্ক করিব। যদি তিনি আমাদিগকে তর্কে পরাস্ত করিয়া দেখাইতে পারেন যে, সর্ব্বশাস্ত্রই কৃষ্ণভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা স্থাপন করিয়াছে, তাহা হইলে আমরা মহারাজের বৈষ্ণব দীক্ষা-গ্রহণ-সম্বন্ধে কোন আপত্তি করিব না এবং আমরাও তাঁহার গুরুদেবের নিকট দীক্ষিত হইব।"

ঐসকল রাজপণ্ডিত বিপ্র স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন—"কৃষ্ণভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ রসিকানন্দ যখন ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত হন নাই, তখন আমরা তাঁহাকে অতি সহজেই তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া 'অব্রাহ্মণ কখনই গুরু বা আচার্য্য হইতে পারে না'—এই শাস্ত্রবাণীর সম্মান সংরক্ষণ করিব। রাজাকেও বৈষ্ণবধর্ম্মের কবল হইতে উদ্ধার সাধন করা যাইবে।"

শ্রীরসিকানন্দ প্রভু পণ্ডিতমণ্ডলীর এই কথা শুনিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন না, তিনি জগতের বিশুদ্ধতর অন্য সম্প্রদায়ের ভ্রম দূর করিবার জন্য নিতান্ততা কৃষ্ণভক্তির কথা বর্ণন করিতে লাগিলেন। প্রথমে ষড়্‌দর্শন লইয়াই বিচার আরম্ভ হইল। সাংখ্যতত্ত্বের আলোচনা মুখে 'প্রকৃতি' যে জগৎকারণ নহে, একমাত্র কৃষ্ণই মূলকারণ, ইহা শ্রীরসিকানন্দ প্রভু বহু শাস্ত্রীয় যুক্তি ও বেদান্তের অকৃত্রিম ব্যাখ্যা শ্রীমদ্ভাগবতের সাংখ্যতত্ত্ববিচার হইতে প্রদর্শন করিলেন। তৎপরে মীমাংসা-শাস্ত্র লইয়া বিচার আরম্ভ হইলে ঈশ্বর যে কর্ম্মের অঙ্গ হইতে পারেন না, ইহা শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা প্রদর্শন করিয়া উত্তর মীমাংসার ব্যাসকৃত ভাষ্যের অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন। গৌতম ও কণাদাদির ন্যায় ও বৈশেষিক শাস্ত্রে পরমাণুকে যে বিশ্বকারণ বলা হইয়াছে, তাহা শ্রুত-প্রমাণের দ্বারা খণ্ডন করিয়া সর্ব্বকারণকারণ কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা করিলেন। পতঞ্জলি তাঁহার যোগশাস্ত্রে যে কল্পনাময় ঈশ্বরকে স্বরূপতত্ত্ব বলিয়াছেন, তাহা খণ্ডন করিয়া কৃষ্ণের আংশিক প্রতীতি পরমাত্মাকে যোগশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বলিয়া প্রদর্শন করিলেন।

সর্ব্বশেষে উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত লইয়া আলোচনা হইল—অষ্টবক্রাদি ব্রহ্মবাদিগণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে যে জগৎকারণ বলিয়াছেন বা আচার্য্য শঙ্কর বিমুগ্ধমোহনের জন্য ভগবানের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া ব্রহ্মসূত্রের নির্ম্মল-কিরণ ভাষ্যমেঘের দ্বারা আচ্ছাদন-পূর্ব্বক যে স্বকপোলকল্পিত মায়াবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহা বেদান্তের মত নহে, পরন্তু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, সমস্ত সাত্বত আচার্য্য, ব্যাসপ্রণীত বিভিন্ন শাস্ত্র এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব একবাক্যে যাহাকে ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয় করিলেন। তৎপরে চারিবেদ, ছত্রিশ স্মৃতি, কাব্য-নাটকাদি উপশাস্ত্র, ব্যাকরণ প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্র হইতে দেখাইলেন যে, কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষের অনুসন্ধানেই সকলে অভিসার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভজনেরই সমন্বয় হইয়াছে। ইহা না জানিয়া পণ্ডিতগণ বৃথা কর্ম্মের নাগরদোলায় ঘুরিতে ঘুরিতে শিরোঘূর্ণন ও বমনরোগগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছেন। কেবল শাস্ত্রবাক্য-বমনের দ্বারা বেদাদিশাস্ত্রে কৃষ্ণতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না, পরন্তু তাহাতে বুদ্ধি বিমোহিত হইয়া পড়ে।

ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি রাজপণ্ডিতগণ শ্রীরসিকানন্দের ঐপ্রকার অপূর্ব্ব শাস্ত্রতাৎপর্য্য গ্রহণের প্রতিভা ও লোকোত্তর ব্যক্তিত্বদর্শনে মনে-মনে আপনাদিগকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। শ্রীরসিকানন্দ তাঁহাদের নিকট বয়সে বালকতুল্য হইলেও তাঁহাদের শিক্ষকস্থানীয়, ইহা অন্তরে-অন্তরে বুঝিতে পারিলেন। পণ্ডিতগণ রাজার নিকট বলিতে বাধ্য হইলেন,—"ইনি বালক নহেন, নারায়ণের তুল্য ব্যক্তি।"

[ক্রমশঃ]

THE GAUDIYA MISSION.
(Registered under Act XXI of 1860)

Sree Gaudiya Math,
16A, Kaliprasad Chakravarti St,
P O. Baghbazar, Calcutta.
The 7th February, 1942.

NOTICE

The second Annual General Meeting of the members of the Gaudiya Mission (Society Registered under Act XXI of 1860) will be held at 9-30 A.M on Tuesday, the 3rd March, 1942 (Gaura Janmotsava Day) at Sri Chaitanya Math, Sree Mayapur, Nadia.

All members are respectfully requested to be present

AGENDA

1. Allegiance and Homage to His Divine Grace Sri Srila Acharyadeva.
2. Report of the Governing Body regarding administration of the Society, Sri Visva Vaishnava Raj Sadha and Sri Nabadwipdham Pracharini Sabha.
3. Audited accounts for the years 1344-47 B S.
4. Appointment of Auditor.
5. Working of the Governing Body.
6. Any other subject that may be transacted at the congregation.

Sundaranand Vidyabinode
Secretary
The Gaudiya Mission

অবধূত-যদু-সংবাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১৭) পিঙ্গলার নিকট শিক্ষা— পিঙ্গলা-বেশ্যার নিকট হইতে ভোগ-ত্যাগ-রহিত যুক্ত-বৈরাগ্য শিক্ষা করিয়াছি। পূর্ব্বকালে বিদেহ-নগরে পিঙ্গলা-নাম্নী এক বেশ্যা বাস করিত। হে রাজন্, আমি তাঁহার নিকট যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন। সেই স্বৈরিণী পথিকগণকে স্বীয় রতিগৃহে লইয়া যাইবার জন্য উত্তম বেশ-ভূষা ধারণ করিয়া সায়ংকালে বহির্দ্বারে দণ্ডায়মানা থাকিত। সেই অর্থলুব্ধা কামুকী পথিমধ্যে পুরুষদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া এক-এক করিয়া সকলের প্রতিই "ইনি ধনবান্, ইনি আমাকে ধন দিবেন" প্রতিক্ষণে এইরূপ চিন্তা করিত। কোন একদিন সেই বেশ্যা এইরূপ সকলকে গমনাগমন করিতে ও স্বীয়গৃহে না আসিতে দেখিয়া মনে করিল—"অন্য কোন ধনবান্ ব্যক্তি আসিয়া নিশ্চয়ই আমাকে বহুধন দানপূর্ব্বক ভজনা করিবেন।" এরূপ দুরাশাবশতঃ নিদ্রাশূন্যা হইয়া ঘরে প্রবেশ ও নির্গমন করিতে করিতে পিঙ্গলার অর্দ্ধরাত্র অতিবাহিত হইল। তখন ধনের আশায় শুষ্কবদনা ও দীনচিত্তা সেই পিঙ্গলার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক অনুরাগজনিত আনন্দহেতু হৃদয়ে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল।

তৎকালে সেই নির্ব্বেদচিত্তা পিঙ্গলা মনে-মনে চিন্তা করিল, -"হায়! আমি কিরূপ বিবেকশূন্য, আমি মোহবশতঃ মূর্খের ন্যায় অতিতুচ্ছ ও অসৎকান্ত পুরুষদিগের নিকট হইতে ভোগবিষয় কামনা করিতেছি। হায়! আমি অন্তরে রতিপ্রদ ও নিত্যসুখপ্রদ এই নিত্য সৎ পদার্থের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞের ন্যায় অকামদ এবং দুঃখ ভয় ও পীড়াপ্রদ অতিতুচ্ছ পুরুষগণকে ভজনা করিতেছিলাম। হায়! এতকাল আমি অতি কদর্য্য বৃত্তিদ্বারা আত্মাকে বৃথা পরিতাপিত করিয়াছি, আমি ক্রীতের ন্যায় লম্পট অর্থলুব্ধ ও অনুশোচ্য পুরুষগণের নিকট হইতে রতি ও বিত্তপ্রাপ্তির আশা পোষণ করিতেছিলাম। হায়! হায়! বংশ ঝাড়-সদৃশ, অস্থিনির্ম্মিত ত্বক্, রোম, নখাদির দ্বারা আবৃত এবং নিরন্তর ক্লেদ-ক্ষরিত, বিষ্ঠা-মূত্রপূরিত, নরদ্বারসংযুক্ত অতি ঘৃণিত এই শরীরকে আমা ব্যতীত আর কে আদর করিয়া থাকে? (ভাঃ ১১।৬০।৪৯)। হায়! হায়! আমি পরমপুরুষ, নিত্যপতি শ্রীঅচ্যুত ভিন্ন অপর স্ত্রৈণ পুরুষের নিকটে কাম-ভোগ ইচ্ছা করিয়াছি। অহো! ধিক্ আমাকে। এই বিদেহনগরে কেবল একা আমিই মূঢ়া ও অসতী।

এখন হইতে আমি শরীরীদিগের আত্ম-স্বরূপ ও প্রিয়তম সুহৃৎ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে এই দেহ গেহ নিবেদনপূর্ব্বক লক্ষ্মীর ন্যায় তাঁহার সহিত বিহার করিব। কাম্য-বিষয়সকল, কামদাতা নরসকল ও কালাধীন দেবতাবৃন্দ—সকলই অনিত্য। ইহার কামিনীদিগের কোন প্রিয় সাধন করিতে সমর্থ নহে, কেবল একমাত্র বিষ্ণুই ইহলোক ও পরলোকে সকল সুখ বিধান করিতে পারেন। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমার কোন সুকৃতি ফলে ভগবান্ বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। কারণ এক্ষণে আমার এই সুখাবহ বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে।"

প্রদোষে স্বীয় অঙ্গনে শ্রীদত্তাত্রেয় মুনিকে যদৃচ্ছাক্রমে আগমন করিতে দেখিয়া পিঙ্গলা বলিয়াছিল, -"হে বিরক্তাগ্রগণ্য প্রভো! কৃপাপূর্ব্বক অদ্য আমার অঙ্গন পবিত্র করুন, এখানেই অবস্থানপূর্ব্বক কিছু ভোজন করিয়া বিশ্রাম করুন।" এই বলিয়া পিঙ্গলা সেই স্থান মার্জ্জন-লেপনাদি-দ্বারা সংস্কার করিয়া তাঁহার যথাযোগ্য সম্মান করিয়াছিল এবং তাঁহার কৃপাবলেই এতাদৃশী নির্ব্বেদ ও ভগবদ্রতি লাভ করিয়াছিল। পিঙ্গলা বলিল—"যদি আমি মন্দভাগ্যই হইতাম, তাহা হইলে যে বৈরাগ্যবশতঃ পুরুষসকল পুত্রকলত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া পরম শান্তি আশ্রয় করে, সেই সুখপ্রদ বৈরাগ্য কখনই আমার হৃদয়ে উপস্থিত হইত না। শ্রীগুরুদেব-প্রদত্ত এই নির্ব্বেদ আমি মস্তকে গ্রহণ করিয়া গ্রাম্যক্রিয়া অর্থাৎ বিষয়সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলাম। আমি যথালাভে জীবিকা নির্ব্বাহপূর্ব্বক পরম শ্রদ্ধা সহকারে প্রসন্নমনে সেই আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের সহিত বিহার করিব। আমি ব্রহ্মাদি দেবতাগণকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়াছি, ইহার কারণ, সংসারকূপে পতিত, বিষয়মোহে অন্ধ এবং কালসর্পকর্ত্তৃক আক্রান্ত এই আত্মাকে উদ্ধার করিতে তিনি ভিন্ন আর কে সমর্থ? জীব যখন এজগৎকে কালসর্পগ্রস্ত-রূপে দর্শন করেন, তখনই অপ্রমত্ত হইয়া নিখিল বিষয়-ভোগ হইতে বিরক্ত হয় এবং গুরু-কৃষ্ণের আনুগত্যে ভজনপ্রভাবে আত্মার উদ্ধার সাধন করিতে সমর্থ হয়।"

পিঙ্গলা এইরূপ বৈরাগ্য আশ্রয়পূর্ব্বক কান্ততৃষ্ণাজনিত দুরাশা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণৈককান্তনিষ্ঠারূপ পরমশান্তি লাভ করিয়াছিল। "আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্। যথা সংছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা॥" (ভাঃ ১১।৮।৪৪) অতএব একমাত্র শ্রীভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত অন্য কোথাও পরা শান্তি বা নির্ম্মলানন্দ নাই, ইহা নিশ্চয়পূর্ব্বক গুরুদাস যুক্তবৈরাগ্য-সহকারে ভগবদ্ভজন করিবেন।

(১৮) কুরর-পক্ষীর নিকট শিক্ষা— —অলব্ধমাংস বলবান্ কুরর-পক্ষী যখন মাংসগ্রাহী অপর দুর্ব্বল কুরর-পক্ষীকে বধ করিয়া তাহার সেই মাংস গ্রহণ করিতে উদ্যত হয়, তখন ঐ দুর্ব্বল পক্ষী গৃহীত মাংস পরিত্যাগপূর্ব্বক যেরূপ শান্তি লাভ করে, তদ্রূপ মনুষ্যদিগের যে-যে বস্তু অতিশয় প্রিয় সেই সেই বস্তুর প্রতি আসক্তিই দুঃখের কারণ জানিয়া গুরুদাস সেইরূপ অনিত্য-বস্তুর প্রতি আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিত্য বস্তু ভগবৎপ্রেমানন্দলাভে উৎসুক হইবেন, তাহা হইলে আর কেহই শত্রু থাকিবে না।

(১৯) বালকের নিকট শিক্ষা বালকের যেরূপ মান-অপমান বোধ নাই, অথবা গৃহস্বামী ও পুত্রবান্ ব্যক্তিদিগের ন্যায় কোন চিন্তা নাই, গুরুদাসও তদ্রূপ আত্মক্রীড় ও আত্মরতি হইয়া ইহলোকে বালকের ন্যায় বিচরণ করিবেন। সাংসারিক নিন্দা বা প্রশংসা সমভাবে গ্রহণ করিবার বিচারে আত্মাই একমাত্র লক্ষ্যবস্তু হয়।

(২০) কুমারীর নিকট শিক্ষা— একের অধিক ব্যক্তি বিভিন্ন উদ্দেশ্যবিশিষ্ট হইয়া একত্র থাকিলে পরস্পরের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়। কুমারীর হস্তস্থিত কঙ্কণসমূহ পরিত্যক্ত হইয়া এক একটিমাত্র কঙ্কণ উভয়-হস্তে থাকিলে উহাদের মধ্যে বিবাদজনিত ধ্বনি শুনা যায় না। দুর্জ্জনসঙ্গত্যাগ সর্ব্বতোভাবে বিহিত। বৈষ্ণবের চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র। যেখানে অবৈষ্ণব-সঙ্গ, সেখানে বৈষ্ণববিদ্বেষরূপ প্রতিকূল বিচারের ধ্বনি হয়। তজ্জন্য একাগ্র হইয়া সকলের ভগবানের উপাসনা করাই বিহিত। বহু ব্যক্তি একত্র হইয়া সমতানে কীর্ত্তন করিলে সমতানের ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু যে স্থলে অব্যবসায়ী ব্যক্তির বহু উদ্দেশ্য, সেখানে সঙ্গের সাফল্য নাই। উদ্যোগের বিরোধী ব্যক্তিগণের সমাবেশেই ভজনের ব্যাঘাত ঘটে। তজ্জন্য সজাতীয়াশয় লইয়া ভজনই একায়ন-পদ্ধতি নির্জ্জনতার লক্ষণ, নতুবা পরস্পরের মধ্যে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর

৩রা ফাল্গুন, ১৩৪৮ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বক নিবেদন—

আগাম ১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, মঙ্গলবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-নবদ্বীপ-শ্রীমায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নামসংকীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথিসেবা ও যাত্রা-মহোৎসবাদি হইবে। ২০শে ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ্চ, বুধবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত সৎকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রস্থ সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সঙ্গলাভে পরমানন্দিত হইবেন।

সজ্জন কিঙ্কর

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যা বনোদ

সম্পাদক, শ্রীনবদ্বীপ-ধামপ্রচারিণী সভা

উৎসব উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি মহোপদেশক শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিময়ূখ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির, পোঃ আঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীধাম-পরিক্রমায় জ্ঞাতব্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় আগামী ৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার হইতে পরমারাধ্যতম শ্রীপাল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করা হইবে। এই শ্রীধাম-পরিক্রমা পাদসেবনের অন্তর্গত। করুণাময় শ্রীধাম, শ্রীধামসুধাকর ও তন্নিজ-জনগণের অহৈতুক কৃপাভিখারী ও দীনহীন কাঙ্গাল হইয়া সাধুসঙ্গে শ্রীধাম পরিক্রমা করিতে হইবে। যান অর্থাৎ শিবিকাদি-যোগে অথবা পদে পাদুকা প্রদানপূর্ব্বক শ্রীধাম-পরিক্রমা করা অপরাধ ও অনুচিত। সেইজন্য কেহই শ্রীধাম-পরিক্রমায় কোন যানাদি ও পাদুকা ব্যবহার করিতে পারিবেন না। অসমর্থ-পক্ষে পরিক্রমার পূর্ব্বে বা পরে তাহারা নিজের দায়িত্বে ও ব্যয়ে শ্রীধাম পরিক্রমা করিতে পারেন।

বিশেষ-দ্রষ্টব্য

এতদ্দ্বারা শ্রীচৈতন্যমঠানুগ সেবকগণকে জানান যাইতেছে যে, পাটনা, গয়া, কাশী, এলাহাবাদ, নৈমিষারণ্য, লক্ষ্মী, মথুরা, বৃন্দাবন, রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন, সঙ্কেত, শেষশায়ী, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, দিল্লী, বোম্বে, মাদ্রাজ কতুর ও লণ্ডন, -এখানকার সেবক-গণ আগামী ১৮ই ফাল্গুন, সোমবার শ্রীশ্রীগৌরজয়ন্তীর উপবাস ও উৎসব করিবেন এতদ্ব্যতীত অন্যান্য মঠে আগামী ১৯শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার শ্রীশ্রীগৌরজয়ন্তীর উপবাস ও উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:০:-

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
১ম ও ২য় দিনের জন্য, পরবর্ত্তী দিনের জন্য		১ম ও ২য় দিনের জন্য, পরবর্ত্তী দিনের জন্য	
প্রতিবারে প্রতি পাইকে	৫০		৸৹
" " ইঞ্চি	৸৹		৸৹
" " সিকি কলম	৫৲		৬৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲		৮৲
এক কলম	১৫৲		১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি পাইকে	৲	৫৹
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
এক কলম	৮৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (অগ্রিমদেয়) ৸৲
ষাণ্মাসিক " ৬৲

প্রতি সংখ্যা ১৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত গবেষণা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ভিক্ষিরাবাদ একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীভক্তিবিনোদমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রী প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব ধাম-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ১৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

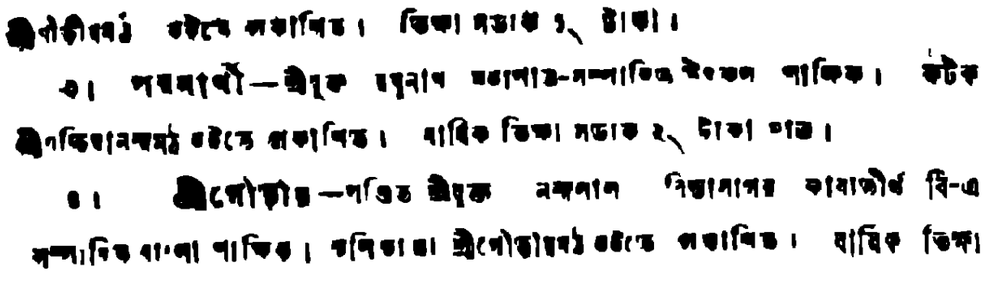

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ পার্শ্বস্থ মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় অতিসস্তা উহার কাটতি অন্যান্য অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৸৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৲৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং ও টাঁড়িজি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

বিবিধ সংবাদ

দশ সহস্র ব্রিটিশ বিমান

গত বৎসর বিদেশের বিভিন্ন কারখানায় ব্রিটেন হইতে অনুমান দশ সহস্র বিমান প্রেরিত হয় এবং কিছিদধিক দুই সহস্র বিমান বিদেশ হইতে ব্রিটেনে আসে। দুই-শত টাঁড় বিদেশ হইতে ব্রিটেনে আসে, কিন্তু ব্রিটেন হইতে বিদেশে তিন সহস্র টাঁড় প্রেরিত হয়। 'উৎপাদন ব্যবস্থার ব্যর্থতার অভিযোগ আরোপ করিয়া যে কাহিনী প্রচারিত হইয়াছিল তাহা খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে উৎপাদন মন্ত্রী লর্ড বীভার-ব্রুক গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী লর্ড সভায় যে সব তথ্য দেন, উপরোক্ত তথ্যগুলি তাহার অন্যতম। তিনি বৃটেনের সমর সম্ভার উৎপাদন ব্যবস্থা এবং তাহার পরিচালনাধীন নবগঠিত উৎপাদন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্পর্কে বক্তৃতা করেন।

পৃথিবীর সকল দেশকের যুদ্ধ যোগদান

লণ্ডনস্থ চেকোস্লোভাক গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করেন যে, তাঁহারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র চেকোস্লোভাক নাগরিকগণকে সামরিক কার্য্যে যোগদান করিবার বলিয়া এক ঘোষণা প্রকাশ করিবেন। ইহার প্রাক্কালে ব্যক্তিগতভাবে চেকোস্লোভাকগণকে বৃটিশ বাহিনীতে যোগদানের অনুমতি প্রেসিডেণ্ট বেনেস দিতে পারিবেন—এই ব্যবস্থাও মন্ত্রিসভা করেন।

কর্পোরেশন নির্ব্বাচনে নব ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন

গত সপ্তাহের কলিকাতা গেজেটে কলিকাতা কর্পোরেশনে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন সম্পর্কে নূতন বিধিব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

নির্ব্বাচন প্রার্থী নিম্নলিখিত যে কোন প্রতীক পছন্দ করিতে পারিবেন—নৌকা, গরুর গাড়ী, পাঁদাফুল, হ্যারিকেন ল্যাম্প, পাল্কী, আমগাছ, দাঁড়পাল্লা, ছাতা, কাঁঠাল, মানুষের হাত, বাইসাইকেল, তালা চাবি, খেজুরগাছ, কলসী, কুড়াল ও চেয়ার।

নির্ব্বাচন পরিচালনা আগে কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার কর্তৃত্বাধীন ছিল, নূতন নিয়ম অনুসারে তাহা গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকিবে।

কোন নির্ব্বাচন কেন্দ্রের একাধিক আসনের মধ্যে কোনটি যদি তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত থাকে, তবে বর্ত্তমান নিয়মানুসারে তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের কোন না কোন প্রার্থীকে ঐ ভোট দিতেই হইবে। আগে এসম্বন্ধে কোন বাধ্যবাধকতা বিধিবদ্ধ ছিল না।

নূতন নির্ব্বাচনপদ্ধতি বিটার্ণিং অফিসার সম্বন্ধে যে সংশোধন প্রস্তাব করিতে পারিবেন তাহাতে সামান্য কারণে মনোনয়ন পেশার প্রস্তাবকের প্রস্তাব নাকচ বা খারিজ হইবে।

কর্পোরেশনের কোন চাকুরী করা হবে কোন প্রার্থীর পক্ষে ভোট সংগ্রহ করে অথবা নির্ব্বাচনে সাহায্য করে, নূতন নিয়মে তাহার বরখাস্তের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

নূতন নিয়মের অর্থ বা তাৎপর্য্য সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ উপস্থিত হইলে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত চরম বলিয়া গৃহীত হইবে।

মার্শাল চিয়াং

মার্শাল চিয়াং কাইশেক গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী বেলা ১টার সময় পেশোয়ারে বিমানপোতের আড্ডায় অবতরণ করেন। সীমান্তের গবর্ণর, ডিষ্ট্রিক্ট কমাণ্ডার, এয়ার কমোডোর এবং পেশোয়ারের ডেপুটী কমিশনার তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন। অতঃপর তাঁহারা মোটর যোগে লাটভবনে গমন করেন।

মার্শাল চিয়াং কাইশেক খাইবার গিরিপথ পরিদর্শন করেন।

আফ্রিদি উপজাতীয়দের নিকট চীনা ভাষায় বক্তৃতা করিয়া মার্শাল বলেন যে, তিনি তাঁহার ভ্রাতাদের সহিত কথা বলিতেছেন বলিয়া মনে করিতেছেন। তিনি আরও বলেন যে, আফ্রিদিগণ তাঁহাকে যেরূপ আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছেন, উহাতে তিনি অভিভূত হইয়াছেন।

অতঃপর মার্শাল বলেন, "আমি আশা করি, পৃথিবী হইতে সংগ্রাম ও আক্রমণ চিরতরে দূর করার উদ্দেশ্যে ও অবিলম্বে স্বাধীনতা লাভের জাপান, ইতালীকে পরাজিত করার জন্য আমাদের একেবারে আমার সহযোগী ভ্রাতাগণ আমাদের দেশের সহিত ও আমাদের মিত্রশক্তি বৃটেনের সহিত হাত মিলাইবেন।" মার্শাল চিয়াং কাইশেক আফ্রিদিদের সম্বন্ধে কার্য্য করেন।

ভারতীয়দের ব্রহ্ম ও মালয় ত্যাগ

জানা গিয়াছে যে, ব্রহ্ম ও মালয় হইতে এপর্য্যন্ত প্রায় ৩০ হাজার ভারতবাসী ভারতে আসিয়াছে। তাহারা যে সমস্ত বন্দরে অবতরণ করে, সেই সমস্ত বন্দর হইতে তাহাদিগকে ট্রেণ যোগে তাহাদের আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবদের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত,
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ১৭ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫; ৬ই ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, বুধবার ২৮১তম সংখ্যা

সত্যার কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ গোবিন্দ, স্থাণু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীল রসিক-মুরারি প্রভু

(২)

শ্রীরসিকানন্দ-মুরারি ও মহারাজ শ্রীবৈদ্যনাথ ভঞ্জ

রাজা পণ্ডিতগণের মুখে শ্রীরসিকানন্দের প্রশস্তি শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। ভঞ্জদেব শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর নিকট জীবতত্ত্ব-সম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন করিলে শ্রীরসিকানন্দ প্রভু শ্রীমদ্-ভাগবত ও তদনুগ সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের বিচার প্রদর্শন করিয়া জানাইলেন,—শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবা ও শ্রীহরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনই মানবজীবনের একমাত্র সার্থকতা। সদ্গুরু বা অনন্যশরণ গুরুপাদপদ্ম আশ্রয়-পূর্ব্বক একান্তভাবে হরিভজনে আত্মনিয়োগ না করিলে জীবের কিছুতেই ভববন্ধন মোচন বা পরম মঙ্গল লাভ হয় না,—

ধন্য সেই, কৃষ্ণ ভজি' পাঁচ দিন থাকে।
কৃষ্ণ না ভজিয়া কোন্ কার্য্য কোটি কল্পে॥
সব ছাড়ি' হও প্রভু-কৃষ্ণের শরণ।
বালক-যুবক-বৃদ্ধ না কর গণন॥
বয়স-নির্ণয় নাই কৃষ্ণেরে ভজিতে।
ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শুক, হনু বাল্য হৈতে॥
অবিলম্বে ভজ কৃষ্ণ করিয়া যতন।
গুরুস্থানে কৃষ্ণকথা করহ শ্রবণ॥
যতদিন গুরুপদাশ্রয় নাহি হয়।
পশু বলি' সে প্রাণীরে জানহ নিশ্চয়॥
শ্রাদ্ধ আদি যত করি, সব অধোগতি।
যতদিন আশ্রয় না করে কৃষ্ণ-পতি॥
অনন্যশরণ গুরু করিবে আশ্রয়।
ভববন্ধন বিমোচন যে গুরু করয়॥
সর্ব্বাত্মভাবে আশ্রহ' গুরুর চরণে।
উপদেশ লভি' প্রবেশ কৃষ্ণের শরণে॥
চারি বেদ, ষড়্শাস্ত্রবিদ্ কুলবান্।
সন্ন্যাসী, তপস্বী, হয় মহাদীপ্তজ্ঞান॥
অনন্যশরণ-কাষ্ণ না হয় যে জন।
তা'র স্থানে উপদেশ না ল'বে কখন॥
অনন্যশরণ যবে কোনজাতি হয়।
সর্ব্বাত্মভাবেতে কৃষ্ণ করয়ে আশ্রয়॥
সেই গুরু আশ্রয় করিবে দৃঢ়ভাবে।
সে গুরুর কৃপায় যায় মনের উদ্বেগে॥
বিশ্বাসে ভজিবে সেই গুরুর চরণ।
তবে অবিলম্বে পা'বে কৃষ্ণভক্তিধন॥
(রসিকমঙ্গল)

যাঁহারা সর্ব্বদা পাঁচমিশালি কথা বলিয়া থাকেন, তাঁহারা অনেকের চিত্ত রঞ্জন করিতে পারেন এবং অন্যাভিলাষযুক্ত বহু স্তাবক শিষ্য-রূপে পাইয়া থাকেন। কিন্তু তথায় অকৈতব সত্যের সন্ধান নাই। যে গুরুনামধারী ব্যক্তি অনন্যশরণ নহে, তাহার নিকট হইতে কখনই উপদেশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নয়। সদ্গুরু-পাদপদ্ম যে-কোন কুলে আবির্ভূত হইতে পারেন। সেই কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া বিশ্রম্ভের সহিত গুরুসেবা করিলে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়।

শ্রীরসিকানন্দের এইসকল কথা রাজ-দরবারের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও শুনিতে পাইলেন। এই পরমসত্যকথা খণ্ডন করিবার কাহার শক্তি আছে? সুকৃতি ব্যক্তিগণ নানা দেবদেবীর পূজা পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিলেন।

পাঠক। শ্রীরসিকানন্দের ঐরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া হয় ত' আমরা কেহ কেহ মনে করিতে পারি,—(কেন-না, আমরা অধিকাংশ সময় আমাদের সমচিত্তবৃত্তির চশমা দ্বারা সাধুগণের চরিত্র দেখিতে চাহি।) শ্রীরসিকানন্দ বুঝি আপনাকে 'ক্যান্‌ভাস' করিবার জন্যই গুরুর ঐরূপ লক্ষণ বলিয়াছিলেন। আধুনিক কালের শৌক্রব্রাহ্মণ অভিমানে মত্ত আচার্য্যবংশীয়-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী কোন কোন ব্যক্তি বলেন যে, যে কোন কুলে আবির্ভূত ব্যক্তি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ হইলেও দীক্ষা-গুরু হইতে পারেন না। 'কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥"—শ্রীমন্মহাপ্রভু কথিত এই বাক্য কেবল শ্রবণ-গুরু বা শিক্ষা গুরু সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে। কেহ কেহ বা বলেন, মূল গুরু ত্যাগ করিয়া সদ্গুরু পাদপদ্ম অন্বেষণ অশাস্ত্রীয়।

ভগবদ্ বহির্ম্মুখ কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়ের দুঃসঙ্গফলে আধুনিক আচার্য্যবংশীয় নামধারি-গণের মধ্যে যে সকল বিষয়াসক্তিবিষ সংক্রামিত হইয়াছে, তাহারই প্রেরণাফলে অনেককে ঐরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ মত বৈষ্ণবের সজ্জা লইয়াও প্রচার করিতে দেখা যায়। কিন্তু নিখিল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মহাজনগণের আচার, শাস্ত্রের ভূরি ভূরি প্রমাণ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শিক্ষা ও আদর্শ অনুধাবন করিলে জানা যায় যে সর্ব্বত্রই কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনপর সদ্গুরুপাদ পদ্মই আশ্রয়ণীয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে জাতি-কুল-আশ্রমাদি-নিরপেক্ষ। বৈষ্ণবে বা গুরুতে জাতিবুদ্ধি বা মর্ত্ত্যবুদ্ধির ন্যায় অপরাধ আর নাই। ইহাতে প্রথমমুখে 'সতাং নিন্দা' (সাধুনিন্দা) রূপ নামাপরাধ হইয়া পড়ে। অতএব সেরূপ ব্যক্তি আর শ্রীনামভজনে দীক্ষা কিপ্রকারে গ্রহণ করিবে?

আচার্য্য জীবের মঙ্গলের জন্য সদ্গুরু-আশ্রয়ের উপদেশ এবং আশ্রিত ব্যক্তিকে গুরুপূজাবিধি প্রভৃতি শিক্ষা দিলেও তাহা কিছু জাগতিক অপস্বার্থ বা সুবিধাবাদীর ন্যায় ভোগ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নহে, তাহা কৃষ্ণেন্দ্রিয়সুখসমৃদ্ধি এবং ভুবনমঙ্গলের উদ্দেশ্যে, ইহা মানুষ অপস্বার্থপরতার পারিপার্শ্বিকতায় নিমজ্জিত থাকিয়া বুঝিতে পারে না। তাঁহারা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের পরম করুণার কার্য্যকে অপর বদ্ধজীবের অপস্বার্থপর কার্য্যের সহিত সমান মনে করে।

শ্রীরসিকানন্দ রাজদরবারে বসিয়া শুশ্রূষু রাজার নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, বড়-বড় ভট্টাচার্য্যগণও তাহা শ্রবণ করিতে পাইলেন। মনোধর্ম্মচালিত অনেকের ধারণা, হরিকথা নিভৃতে ও একান্তে বলাই উচিত, হাটে বাজারে, রাজদরবারে, রাজ-সভায় সর্ব্বসাধারণের নিকট হরিকথা বলা উচিত নহে। কিন্তু যাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বজীবের জন্য অকৃত্রিম কাতর, মহাপ্রভুর সহ পরদুঃখ-দুঃখী অকৃত্রিম দাসগণ, হাটে বাজারে, রাজ-দরবারে—সর্ব্বত্রই হরিকীর্ত্তন করাইয়া থাকেন। রাজা বা বিষয়ীর নিকট নিজের ব্যক্তিগত কিছু লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির আশায় রাজ-দর্শন বা বিষয়ি-দর্শন মঙ্গলকামী সাধক বৈষ্ণবের পক্ষে বিষভক্ষণ হইতেও অসাধু, কিন্তু যেখানে নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ বা স্বয়ং হরিকথাকীর্ত্তন বা সেরূপ মহাপুরুষ আচার্য্যের আনুগত্যে সাধকজীবের ব্যক্তিগত লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠা-নিরপেক্ষ হইয়া ভুবনমঙ্গল সৎসম্প্রদায় বা সৎপ্রতিষ্ঠানের নিরস্তকুহক [illegible] বাণীপ্রচার সেখানে ঐরূপ কোন অসুবিধার অবকাশ নাই। যেস্থানে নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যের হরিকীর্ত্তন অবতীর্ণ, সেস্থানে সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ, সে স্থানে স্বয়ং শ্রীহরি অবতীর্ণ।

হরিকথাকীর্ত্তন-প্রসঙ্গের মধ্যে কৃষ্ণসঙ্গ ও সাধুসঙ্গই হইয়া থাকে। যেখানে অকৈতব

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

হরিকথা নাই, সেখানেই বিষয়িসঙ্গ বা বিষয়ি-সন্দর্শন। সেখানে বিষয়ি সন্দর্শন, সেখানে কেবল লোকচিত্তরঞ্জক বাক্‌চাতুর্য্য, অঙ্গভঙ্গী, স্বরভঙ্গী প্রভৃতির চেষ্টা; কাব্য-সাহিত্যের সৌন্দর্য্য, কণ্ঠস্বরের সুমিষ্টত্ব, বর্ণন-কৌশল, অঙ্গ-চালনা-নৈপুণ্য কিংবা কৃত্রিম ভাবুকতা প্রভৃতি লোক মনোরঞ্জনকারিণী লাভপূজা-প্রতিষ্ঠাপিপাসুর পথ যেখানে উন্মুক্ত, সেখানে বিশ্বধারণার বিপ্লবাত্মক অকপট সত্যকথা অকপট ভাষায় বলিবার নির্ভীকতা নাই।

যেকালে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বর্ত্তমান মহীশূরের মহারাজ স্যর কৃষ্ণরাজেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ উদইয়ার বাহাদুরের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন কিংবা মাদ্রাজের স্বনামখ্যাত জননেতা ভূতপূর্ব্ব এ্যাডভোকেট জেনারেল স্যর শিবস্বামী আয়ার, মহীশূর-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ডাঃ শ্যামশাস্ত্রী মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি টি, সুন্দরম্, ভারত-রাজপ্রতিনিধির ব্যবস্থাপক-সভার অনারেবেল্ বঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, ব্রহ্মচারী দেওয়ান বাহাদুর-প্রমুখ বিশিষ্ট সভ্যগণের নিকট কিংবা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অভিজাত-সম্প্রদায়ের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তখন যাহারা তাঁহার সেই অকৈতব সত্যের নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সেই লোকোত্তর নিত্যসিদ্ধ আচার্য্য হইতে বিষয়ি সন্দর্শনকারী বদ্ধজীব ও আচার্য্যের মুখোসমাত্র পরিধানকারী লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল, বিষয়ীর মনসংগ্রহ-কারী লোক মনোরঞ্জক ব্যক্তিগণের হরিকথা-কীর্ত্তনের ছলনা ও বিষয় হইতে দূরে থাকিবার ছলনায় দুর্দ্দমনীয় প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠা-পিপাসুর পার্থক্য কত? প্রত্যেকেই লক্ষ্য করিতে পারিয়াছেন যে, জাগতিক প্রতিষ্ঠায় যিনি যত বড়ই হউন না কেন, সেই-সকল লোকের বহির্মুখ চিত্তরঞ্জন করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ অকৈতব সত্যবাণীকে কখনও কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত করিবার বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তিও প্রদর্শন করেন নাই। শ্রীল প্রভু-পাদের অভিন্নবিগ্রহ বর্ত্তমান গৌড়ীয়বৈষ্ণবা-চার্য্য শ্রীল আচার্য্যদেবের বাণীতেও এই কথার সত্যতা অরও উজ্জ্বল ও সুস্পষ্টভাবে আমরা দর্শন উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য পাইতেছি।

সাধক জীব বা অনর্থযুক্ত কোন ব্যক্তি বা বহু ব্যক্তি সদ্‌গুরু বা আচার্য্যপাদপদ্ম হইতে স্বতন্ত্র হইয়া ব্যক্তিগত স্বার্থের উদ্দেশ্যে বিষয়িগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তনের অভিনয় করিলে তাহারা বিষয়িগণের চিত্তরঞ্জক হইয়া পড়িবেই পড়িবে, কিন্তুতাহাতে অকৈতব সত্যকথা বলিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৎসাহসিকতা তাহাদের থাকিবে না। অকৃত্রিম সদ্‌গুরু-পাদপদ্মের বা আচার্য্যের আজ্ঞা-পতাকা হস্তে ধারণ করিয়া শ্রীচৈতন্যের জীবন্তমূদঙ্গ যন্ত্ররূপ যন্ত্রী শ্রীগুরুদেবের বা আচার্য্যদেবের দ্বারা বাদিত হইলে হাটেই হউক, মাঠেই হউক, রাজদরবারেই হউক, আর দীনের কুটীরেই হউক,—কোথায়ও বিষয়িদর্শন হইবে না, তৎপরিবর্ত্তে হরিকথাকীর্ত্তনের প্রতিক্ষণে কেবল মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণের সঙ্গই হইতে থাকিবে। এজন্যই শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী,—

যা'রে দেখ, তা'রে কহ, কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পা বে মোর সঙ্গ॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীগৌরনিত্যানন্দের অভিন্নদেহ শ্রীশ্যামা-নন্দ প্রভু নিজশিষ্য শ্রীরসিকানন্দ-মুরারিকে আজ্ঞা দিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—"উৎকলের রাজা-প্রজা করহ উদ্ধার"। তাই শ্রীরসিকা-নন্দ-মুরারি রাজা প্রজা, রাজপরিষদ—সকলের জন্য রাজদরবারে বসিয়া শ্রীগুরু-দেবের আনুগত্যে সাধুসঙ্গের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন,—"সাধুর হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের নিজঘর। সেই সাধুসঙ্গেই কৃষ্ণভজন হইতে পারে। যে ব্যক্তি সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভজন না করে, সেই ব্যক্তি বৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘজীবী হইলেও কামারের অচেতন ধাতার ন্যায় কেবল নিশ্বাস-প্রশ্বাস বহন করে মাত্র। কৃষ্ণের অভক্ত প্রাণিসমূহ যতকিছু দ্রব্য আহার ও পান করে, তাহা সমস্তই বিষ্ঠামূত্র-তুল্য। তাহাদের ব্যবহার—শূকর ও কুকুরের ন্যায়, তাহাদের বুদ্ধি—উটের ন্যায় কণ্টকের দ্বারা উদরভরণের বুদ্ধি। তাহারা গর্দ্দভের ন্যায় কেবল সংসারের ভার বহন করিয়াই মরে। ষড়্‌গুণযুত বিপ্র হইলেও যদি সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভজন না করে, তবে সে শ্বপচ হইতেও হীন। যত দেবদেবী—সকলেই কৃষ্ণের কিঙ্কর, কৃষ্ণসুখেই তাঁহাদের সুখ। যেমন, বৃক্ষমূলে জল দিলে পত্র, পুষ্প, ফল—সকলেই পরিতুষ্ট থাকে, তদ্রূপ কৃষ্ণভজন করিলে দেবতাগণেরও সন্তোষ হইয়া থাকে, অতএব আপনারা এই দুর্ল্লভ মানবজন্ম নষ্ট করিবেন না, এখনই কৃষ্ণভজন আরম্ভ করিয়া দিন।"

শ্রীরসিকানন্দের এইসকল উপদেশ শ্রবণ করিয়া রাজসভায় উপস্থিত প্রজাবর্গেরও শ্রীহরিসেবায় রতি উপস্থিত হইল। শ্রীরসিকানন্দ প্রভু রাজাকে কৃষ্ণপদাশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল দেখিয়া বলিলেন,—"আমি আপনাদের নিকট ভিক্ষা চাই রাজা এই কথা শুনিয়া ব্যস্ততার সহিত বলিলেন,—"আমাদের ধন জন প্রাণ—যাহা ইচ্ছা আদেশ করুন।" তখন শ্রীরসিকানন্দ বলিলেন,—"আমাকে জীবহত্যা ভিক্ষা দিতে হইবে। আপনারা আজ হইতে আর জীবহিংসা করিবেন না। জীবহিংসাকারীর সংস্পর্শে আটজন মহাপাপে নিমগ্ন হয়,—

"অনুমন্তা হবির্ষ্টাতা ক্রয়বিক্রয়কারিণঃ।
তৎসংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা খাদকাশ্চাষ্টঘাতকাঃ॥
বসেন্তু নরকে ঘোরে যাবদাভূতসংপ্লবম্।
প্রমিতানি দুরাচারো যো হন্ত্যবিধিনা পশূন্॥"
(পদ্মপুরাণ)

যাঁহারা ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের মধ্যে আনুষঙ্গিকভাবে অহিংসাদি গুণসমূহ রহিয়াছে। সাধারণ নৈতিক ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত যে বৃত্তিকে ঘৃণা করেন, কৃষ্ণভক্তের আশ্রয় করিলে সেরূপ পাপ-প্রবৃত্তি কখনও থাকা উচিত নহে। অতএব সমস্ত অসদ্‌বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া দেহ, গৃহ, সুত, বিত্ত—সমস্ত কৃষ্ণে সমর্পণ করুন—একমাত্র কৃষ্ণকে সকল-স্থানে সমাসীন করিয়া কৃষ্ণভজন করুন।"

প্রভুপদেশ প্রাপ্ত হইয়া মহারাজ বৈদ্যনাথ ভঞ্জ-প্রমুখ ভ্রাতৃত্রয় একান্তভাবে গুরুসেবায় মগ্ন হইলেন এবং তাঁহাদের রাজভাণ্ডার ও রাজ্যের সমস্ত উপকরণ কৃষ্ণকথা-প্রচারের জন্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইল। এখন আর ভোগের বা ত্যাগের, পাপ বা পুণ্যের রাজ্য নাই। আচার্য্যের কৃপায় কৃষ্ণসেবাপ্রচারের রাজ্য—সেবার রাজ্য হইল। ভঞ্জ-ভূমির প্রজাগণও বৈষ্ণব হইলেন। শৈব-শাক্তগণ জীবহিংসা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, রাজ্য সুখময় হইল।

একদিন রাজপ্রাসাদে সভা করিয়া শ্রীরসিকানন্দ প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন, এমন সময়ে রাজার এক কর্ম্মচারী সভায় উপস্থিত হইলেন এবং রাজাকে বস্ত্র ভেট দিয়া অভিবাদন-পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া থাকিলেন। ইহাতে রাজা কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হওয়ায় শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শ্রীরাম-কৃষ্ণ-নামক একজন অনন্যশরণ শিষ্য রাজাকে বলিলেন—"আপনি হরিকথা ছাড়িয়া কেন অন্যদিকে মনোনিবেশ করিতেছেন?" ইহা বলিয়াই রামকৃষ্ণ রাজাকে এক চপেটাঘাত করিলেন। রাজা মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়িলেন। রাজার পারিষদ ভৃত্যবর্গ এবং সভায় সমাগত বড় বড় লোক সকলেই রামকৃষ্ণের এই ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কেহ কেহ গর্জ্জন করিয়া রামকৃষ্ণকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। ইহা দেখিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিলেন এবং রামকৃষ্ণের পদতলে পতিত হইয়া যোড়হস্তে বলিতে লাগিলেন,—"আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী শ্রবণে অন্যমনস্ক হইয়া নিজের ভোগবিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছিলাম—অমৃত ছাড়িয়া নরকে পতিত হইতেছিলাম আমার শুভানুধ্যায়ী গুরুভাই শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভু আমাকে তাহা হইতে রক্ষা করিলেন। রত্নস্থালীর অন্ন পরিত্যাগ করিয়া আঁস্তাকুড়ের কাকভাগ্য উচ্ছিষ্ট খাওয়ার স্বাদ আমার হইয়াছিল। আমি অমৃত ছাড়িয়া বিষ পান করিতে গিয়াছিলাম, আমার পরমহিতৈষী গুরুভাই শ্রীরামকৃষ্ণ আমাকে তাহা হইতে রক্ষা করিয়াছেন।"

যে সকল লোক শ্রীরামকৃষ্ণের এরূপ ব্যবহারের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া শ্রীরাম-কৃষ্ণকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, মহারাজ বৈদ্যনাথ ভঞ্জ তাঁহাদিগকেও শ্রীরাম-কৃষ্ণের অকৃত্রিম করুণা ও স্নেহের কথা বুঝাইয়া দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং গুরুদেবের বাণীশ্রবণে এবং অপরকে শ্রবণ করাইবার জন্য কিরূপ উৎসুক, জীবের দুঃখে কিরূপ কাতর, তাহা রাজা সভাসদ্‌গণকে জানাইয়া দিলেন এবং আরও বলিলেন,—"সাধারণ লোক বৈষ্ণবের করুণা উচ্ছ্বলিত অকৃত্রিম অন্তরের কথা বুঝিতে না পারিয়া বৈষ্ণবকে এই-ভাবে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। অনেকে সাধারণ প্রাকৃত নীতি ও সাধারণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবের আচারের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে না—সাধারণের নৈতিক আচারকেই বৈষ্ণবের কৃষ্ণসেবাতাৎপর্য্যময় আচার অপেক্ষা উন্নত ও যুক্তিযুক্ত মনে করে।"

শ্রীরসিকানন্দ জানিতে পারিলেন—রাজার বৈষ্ণবতার উদয় হইয়াছে, কারণ তিনি প্রাকৃত ব্যক্তিগণের বিচারের ঊর্দ্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত ও জীবনের আদর্শ স্থাপন করিতে পারিয়াছেন। এইরূপে মহারাজ বৈদ্যনাথ ভঞ্জ-প্রমুখ রাজভ্রাতৃত্রয় শ্রীরসিকানন্দ-মুরারির কৃপাপাত্র হইয়া শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে হরিকথাপ্রচার ও রাজ্য, অমাত্য, ভৃত্য—সমস্তকেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে হরিকীর্ত্তন-সেবার আনুকূল্যে নিযুক্ত করিলেন।

অবধূত-যদু-সংবাদ

(৩)

(২১) শরনির্ম্মাতার নিকট শিক্ষা

—এককালে কোন এক বাণনির্ম্মাণকারী পুরুষ বাণ সরল করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তদ্বিষয়ে অত্যন্ত মনঃসংযোগহেতু সমীপস্থ পথে গমনশীল রাজার বিষয় জানিতে পারে নাই। তদ্রূপ গুরুদাসও বাহ্যপ্রজ্ঞাশূন্য হইয়া অনন্যচিত্তে অন্তরে-বাহিরে ভগবদুপাসনা করিবেন। যেকাল পর্য্যন্ত বদ্ধজীব ভোগ-বাসনাচালিত হইয়া কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভোগাকাঙ্ক্ষার দ্বারা, ভ্রাম্যমাণ হয়, তৎকালাবধি তাহার ইতর বস্তুতে দ্বিতীয়া-ভিনিবেশ থাকে।

(২২) সর্পের নিকট শিক্ষা—সর্প

নিজের অনুষ্ঠানের দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করে না বলিয়া পরগৃহ বাস করায় গৃহনির্ম্মাণের ক্লেশসমূহ তাহাকে ভোগ করিতে হয় না। জাগতিক ভারবাহিগণ অশেষ ক্লেশ স্বীকার-পূর্ব্বক বৈদ্যুতিক আলোক, দ্রুতগামী যান, বিজনযন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন ও করিবেন। বৈষ্ণবগণ পরমার্থপথের পথিক হওয়ায় আপনাদিগকে ভারবাহী না করিয়া সার-গ্রহণে সর্ব্বদা উন্মুখ। তাঁহারা প্রাচীনকালের

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয ে আমি তাঁহার প্রকাশ

অসুবিধাকে পারমার্থিক জীবনের অনুকূল মনে করেন না, পরন্তু পরকৃত অট্টালিকায় বাস করিয়া তাহাতে আসক্ত হন না। জীর্ণোদ্ধার সাধন ও পূর্ব্বস্মৃতির উদ্রেক করিয়া ভোগময় জগতের ক্রিয়ায় পারদর্শিতা লাভ পারমার্থিকের চেষ্টার বিষয় নহে।

(২৩) **ঊর্ণনাভের নিকট শিক্ষা**—ঊর্ণনাভ যেরূপ হৃদয় হইতে মুখদ্বারা সূত্র প্রসারণপূর্ব্বক উক্ত সূত্রদ্বারা বিহার করিয়া পুনরায় স্বয়ংই উহা গ্রাস করে, পরমেশ্বরও সেইরূপ নিজ হইতে এই বিশ্বের নির্ম্মাণপূর্ব্বক নিজেই নিজের মধ্যে তাহার সংহার করিয়া থাকে। তিনি প্রকৃতি ও জীবের নিয়ন্তা, অংশ অবতারগণ ও বিভিন্নাংশ জীবগণের একমাত্র আশ্রয়। পরমেশ্বর চিদ্‌চিৎ-প্রাকট্যের ভূমিদ্বয়ের অন্যতম অন্তর্ভূমিকা অর্থাৎ তিনি এই জড়জগৎ সৃষ্টি করিয়া পুনরায় তাহা সঙ্কোচ করিয়া লন। এই অচিদ্‌-ভূমিকায় কালক্ষোভ্য পরিচ্ছিন্ন ও দুঃখদধর্ম্ম অবস্থিত।

(২৪) **পেশস্কৃত অর্থাৎ কুমারিকা-কীটের নিকট শিক্ষা**—কোন কোন কীট যেরূপ পেশস্কৃত (অন্য বলবান্ কীট) কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ভয়ে তাহার রূপ ধ্যান করিতে করিতে পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই তাহার স্বরূপতা লাভ করে অথবা যেরূপ তৈলপায়ী কীট কাঁচপোকাকে দেখিয়া তাহার ভয়ে ভীত হইয়া তাহার ধ্যানে মগ্ন হয়, অথচ তৈলপায়ী নিজদেহ পরিত্যাগ না করিয়াই কাঁচপোকার ভাবে বিভাবিত হয়, তদ্রূপ দেহী ব্যক্তি স্নেহদ্বারাই হউক, দ্বেষবশতঃই হউক বা ভয়নিমিত্তই হউক একান্তমনে সর্ব্বতোভাবে ভগবৎপাদপদ্ম চিন্তায় চিত্ত নিবিষ্ট রাখিলে তৎসারূপ্য বা তদাত্মভূততা লাভ করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

(২৫) **শরীরের নিকট শিক্ষা**—ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"হে রাজন্! বিরাক্ত ও বিবেকের হেতু এই মনুষ্যশরীরও আমার গুরু। বিরক্তির হেতু—এই শরীর উৎপত্তি ও বিনাশশীল এবং নিরন্তর উত্তরোত্তর দুঃখবিশিষ্ট বলিয়া বিবেকের হেতু। যদিও এই দেহস্থিত চক্ষু কর্ণ রসনাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীভগবৎপ্রাপক শ্রবণকীর্ত্তনাদিময় ভক্তিযোগ তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হই, তথাপি ইহাকে শৃগাল-কুক্কুরাদির ভক্ষ্য বলিয়া নিশ্চয়পূর্ব্বক অনাসক্ত-ভাবে পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছি।

পুরুষ কষ্টসহকারে ধন উপার্জ্জন করিয়া যে দেহের ভোগ-সম্পাদনের জন্য উক্ত ধনদ্বারা স্ত্রী, পুত্র, সম্পত্তি, পশু, ভৃত্য, গৃহ ও আত্মীয়বর্গের পালন করিয়া থাকে, আয়ুষ্কাল শেষ হইলে, ঐ দেহই বৃক্ষের ন্যায় পুরুষের ভাবিদেহ সৃষ্টির বীজ-স্বরূপ কর্ম্মসকল উৎপাদন করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কোনও গৃহস্থের অনেক স্ত্রী থাকিলে তাহারা প্রত্যেকেই যেরূপ স্বামীকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করে, সেইরূপ জিহ্বা এই শরীরকে রসের প্রতি আকর্ষণ করিতেছে, অন্যদিকে তৃষ্ণা ইহাকে জলের প্রতি টানিতেছে, কোনও দিকে শিশ্ন, কোনও দিকে ত্বক্, কোনও দিকে উদর, কোনও দিকে কর্ণ, কোনও দিকে ঘ্রাণ, কোনও দিকে চপল চক্ষু এবং কোনও দিকে কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল একই ব্যক্তিকে আকর্ষণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিতেছে। অতএব গুরুদাসের কৃপাপাত্রবাদী হওয়া অর্থাৎ স্বীয় দেহে 'আমি আমার'-বুদ্ধি করা উচিত নহে।

ধীর ব্যক্তি বহু জন্মের পর আনতা অথচ পরমার্থপ্রদ এই দুর্ল্লভ মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া যাহাতে পুনর্ব্বার পশুযোনিতে পতিত হইতে না হয়, তজ্জন্য যে-পর্য্যন্ত মৃত্যু উপস্থিত না হয়, সেপর্য্যন্ত ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া চরম কল্যাণ লাভের জন্য প্রযত্ন করিবেন। কেননা, পশ্বাদি যোনিতেও বিষয়-ভোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যযাতিনন্দন ধর্ম্মবিদ্ যদুর নিকট সেই অবধূত ব্রাহ্মণ এইসমস্ত কথা বলিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীধাম-পরিক্রমায় জ্ঞাতব্য

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় আগামী ১৪ ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার হইতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করা হইবে। এই শ্রীধাম পরিক্রমা পাদসেবনের অন্তর্গত। করুণাময় শ্রীধাম, শ্রীধামসুধাকর ও ব্রজবাসিজনগণের অহৈতুক কৃপাভিখারী ও দীনহীন কাঙ্গাল হইয়া সাধুসঙ্গে শ্রীধাম পরিক্রমা করিতে হইবে। যান অর্থাৎ শিবিকাদি-যোগে অথবা পদে পাদুকা পরিধানপূর্ব্বক শ্রীধাম পরিক্রমা করা অপরাধ ও অনুচিত। সেহেতু কেহই শ্রীধাম-পরিক্রমায় কোন যানাদি ও পাদুকা ব্যবহার করিতে পারিবেন না। অসমর্থ-পক্ষে পরিক্রমার পূর্ব্বে বা পরে তাঁহারা নিজের দায়িত্বে ও ব্যয়ে শ্রীধাম পরিক্রমা করিতে পারেন।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর

৩রা ফাল্গুন, ১৩৪৮ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, মঙ্গলবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-নবদ্বীপ-শ্রীমায়াপুরে **শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব** উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নামসংকীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথিসেবা ও যাত্রা-মহোৎসবাদি হইবে। ২০শে ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ্চ, বুধবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় সময় শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার সাধারণ-অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত সৎকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রস্থ সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সঙ্গলাভে পরমানন্দিত হইবেন।

সজ্জন-কিঙ্কর

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

সম্পাদক, শ্রীনবদ্বীপ-ধামপ্রচারিণী সভা

উৎসব-উপলক্ষে সনস্ত প্রণামী ইত্যাদি মহোপদেশক শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিময়ূখ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির, পোঃ আঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন—আচার্য্যগণের মধ্যে কি মতভেদ আছে?

উত্তর—"স্ব-স্বরূপস্থিত আত্মা ভারতে বসিয়া যাহা বলিবেন, স্ব স্বরূপস্থিত অন্য আত্মা উত্তরকেন্দ্রে বসিয়া তাহাই বলিবেন, বৈকুণ্ঠস্থিত আত্মাও সেই উত্তর দিবেন, কেন না, শুদ্ধ আত্মাদিগের সিদ্ধান্তে মায়িক চিত্র-গুণ নাই, অতএব পৃথক্ হইতে পারে না।"

(তত্ত্ববিবেক - ১ম অঃ ২)

প্রঃ—আচার্য্য কি নির্ব্বিচারে মন্ত্রদীক্ষা দান করেন?

উঃ—"পূজ্যপাদ মন্ত্রাচার্য্যগণ যথাশাস্ত্র সৎপাত্র দেখিয়া উপযুক্ত পাত্রকে মন্ত্র দান করিবেন। এতৎসম্বন্ধে পরস্পর পরীক্ষা-বিধি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উল্লিখিত হইলেও কার্য্যে পরিণত হইতেছে না। তন্নিবন্ধন গুরু-শিষ্যের—উভয়েরই পতন ও তৎসঙ্গে সম্প্রদায়-বিকার অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।"

(সজ্জনতোষণী - ৪।১)

প্রঃ—গৃহস্থ-বেষধৃক্ পুরুষ কি আচার্য্য হইতে পারেন?

উঃ—"গৃহস্থদিগের মধ্যে যাঁহারা নববিধ ভক্তি আচরণে পটু, তাঁহারাই ভক্তিকাণ্ডের আচার্য্যত্ব গ্রহণ করিবার যোগ্য।"

(সজ্জনতোষণী - ৪।২)

প্রঃ—গৃহস্থাশ্রমী আচার্য্য কি সন্ন্যাস প্রদানের আদেশ দেখাইতে পারেন?

উঃ—"গৃহস্থ গুরুগণ যে স্থলে আচার্য্য হইয়া সন্ন্যাসের শিক্ষা ও মন্ত্রাদি প্রদান করেন, সে স্থলে সন্ন্যাসগ্রহীতার বিশেষ অসঙ্গতি হয়।" (সজ্জনতোষণী - ৪।২)

প্রঃ—আচার্য্যের কি কোন দোষ আছে?

উঃ—"মহাজনের কার্য্যে দোষ নাই।"

(সজ্জনতোষণী - ১০।১০)

প্রঃ—একান্ত সদাচারী আচার্য্যকেও লোকে দোষারোপ করে কেন?

উঃ—"সকল আচার্য্যের আচার্য্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অবধূত হইলেও কখনই নিজচরিত্রে কোন দুষ্টাচার দেখান নাই। এমন নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র প্রভুকে যাহারা দুষ্টাচারী বলিয়া নিন্দা করে, তাহাদের জীবনে ধিক্। অসদাচার ব্যক্তিগণ আচার্য্যচরিত্রে মিথ্যা দোষারোপ করিয়া আপনাদের দোষকে গুণ বলিয়া দেখাইবার চেষ্টা করে। হা কলি! তুমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা করিলে! অনেকগুলি ব্যক্তি কপট বৈষ্ণব হইয়া শ্রীনিত্যানন্দকে মৎস্য-মাংসাশী বলিয়া নিন্দা করে, আবার ধর্ম্মমূর্ত্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুতে যোষিৎসঙ্গ-দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে নব-রসিকমধ্যে গণন করে এবং নিষ্কপট-চরিত্র শ্রীরূপগোস্বামী ও শ্রীরামানন্দ প্রভৃতির সম্বন্ধে মিথ্যা স্ত্রীসঙ্গ-দোষ রচনা করিয়া জগৎকে বঞ্চনা করে।" (সজ্জনতোষণী - ৮।৯)

শ্রীধামে শ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী মহারাজের অপ্রকট তিথিপূজা

গত ৪ঠা ফাল্গুন, সোমবার বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ-তিথিপূজা মহোৎসব আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে ও শ্রীযোগপীঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে ঐ দিবস প্রাতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে একটী নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে বাহির হইয়া অনুরাগ গুপ্তর শ্রীমন্দির, শ্রীঅদ্বৈত ভবন ও শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গন হইয়া শ্রীযোগপীঠে উপস্থিত হন। তথায় শ্রীমন্দির-পরিক্রমা হওয়ার পর পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীপাদ রাধা-গোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর' —এই বিরহসূচক গীতি কীর্ত্তন করিলে শ্রীপাদপদ্মাশ্রয়ী শ্রীল ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর শ্রীনাম-ধ্বনি-মুখরিত হরিকীর্ত্তনের প্রবলা প্রোদ্দাম তরঙ্গ করা হয়। তৎপরে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বেলা ১২ ঘটিকা হইতে ১ ঘটিকা পর্য্যন্ত সভাকক্ষে সমাগত ভক্তবৃন্দকে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যারতির পর শ্রীশ্রীল গুরু মহারাজ শ্রীচৈতন্যমঠাধিষ্ঠিত হইতে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ও শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী মহারাজের [illegible] হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:০:—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	
" " টক্কি	২৲	১॥০	১॥০	
" " সিকি কলম	৫৲	৩৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধ কলম		৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি টক্কি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গুরুগৌরাঙ্গ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ সম্পাদিত পাক্ষিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীবিজ্ঞানমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

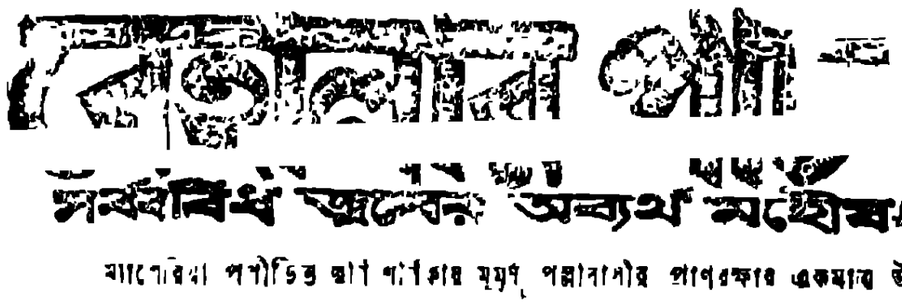

ম্যালেরিয়া পরীড়িত ভারতের পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য জ্বর। এতদ্ব্যতীত সর্দ্দি কাশি সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ৫০ বোতল ৭৲০ দশ আনা, ১০০ বোতল ১৫৲০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং ঈ টালিগঞ্জ রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

বিবিধ সংবাদ

ভারতীয় শিক্ষা বিভাগের ১৯৪০ সালের রিপোর্ট

গত ১৯৪০ সালে বাঙ্গলায় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৪০৯টি এবং মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২,১৮১টি। ইহাতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৬,৩৪,১৬৪ জন। এই বৎসরে বালকদিগের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৩,১৮১ হইতে ৩,৩৩১ হইয়াছে। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ১,২৩৬ হইতে ১,২৭৮ হইয়াছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১৫০০ জন। তন্মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ৯৫।

এই বৎসর বাঙ্গলায় আর্টস কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৫১ হইতে ৫৮ হইয়াছে তন্মধ্যে ৪৮টি পুরুষদিগের এবং ১০টি স্ত্রীলোকদিগের উক্ত বৎসরে কলেজগুলিতে মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩৩,৮৮৮ তন্মধ্যে হিন্দু ছাত্র সংখ্যা ২৭,২৯৪ এবং মুসলমান ছাত্র সংখ্যা ৬,৯২১ জন।

এই বৎসরে ভারতীয় বালিকাদিগের বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া ১৬,৯৭৩ হইতে ১৩,৮০৩ হইয়াছে। বিদ্যালয় সমূহে মোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৭,৯৭,২৭৯ জন তন্মধ্যে ৩,৪৩,২০৯ জন হিন্দু এবং ৪,২৯,০৬৪ জন মুসলমান। মাদ্রাসা ব্যতীত আর্টস কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৭ হইতে ১০ হইয়াছে। এই কলেজগুলিতে মোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১,৮৬ জন। এতদ্ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরুষদিগের আর্টস কলেজে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৭৮৫ জন।

আলোচ্য বৎসরে ভারতীয় বালিকাদিগের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৮৭ তন্মধ্যে সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬। উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯,৬৬৫ হইতে ২৪,৭৮২ হইয়াছে। এই বৎসর ৩,৩৪৭ জন বালিকাকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পাঠানো হয়, তন্মধ্যে ১,৬২৭ জন বালিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৬,৫০,৬২২ জন হইতে ৭,১৮১২১ জন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক নিরাপত্তার ব্যবস্থা

দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থাবলী রক্ষা এবং বিশেষ মূল্যবান বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিরাপদ স্থানে অপসারণের বিষয় বর্ত্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ আর পি কমিটির বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

যদি বিমান আক্রমণ হয়, সেইজন্য একটি বিপদজ্ঞাপক সঙ্কেতের ব্যবস্থা এবং মোটর চালিত একখানি জলের গাড়ীর ব্যবস্থা করা সম্বন্ধেও কমিটি বিবেচনা করিতেছেন। তাই গাড়ীর সহিত অগ্নিনির্ব্বাপণের যন্ত্রপাতি থাকিবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়জনকে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থায় শিক্ষিত করিতে হইবে, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী এবং চারিটি কলেজ প্রত্যেকটিতে প্রতিরোধক পরিখা খনন করিতে হইবে এবং অগ্নিনির্ব্বাপণের উদ্দেশ্যে এক হাজার বালির বস্তা মজুত রাখিতে হইবে বলিয়া খবর করিয়াছেন

চীন ও ভারতের ঐক্য

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের উদ্যোগে দিল্লীতে মাদাম চিয়াং কাইশেককে অভ্যর্থনা করা হয়। এই উপলক্ষে মাদাম চিয়াং সর্ব্বপ্রথম দিল্লীতে প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করেন এবং তাঁহার বাগ্মিতার দ্বারা সকলকে অনুপ্রাণিত করেন। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মাদাম চিয়াং সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলেন—"আমি বহুদিন হইতে ভারতে আসার আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলাম। এক্ষণে আমি ভারতে পৌঁছিয়াছি। ভারতের মহিলাগণ আজ তাঁহাদের অন্যান্য দেশের ভগিনীদের ন্যায় জনগণের স্বার্থসাধনে নিজেদের নিয়োজিত করিয়াছেন। আমি আপনাদের সহিত মিলিত হইতে পারিয়া আনন্দিত হইয়াছি। প্রাচীন ঐতিহ্য ভারত ও চীনের জনগণকে সৌভ্রাত্রসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে। ভারত ও চীন এশিয়ার সামাজিক ও অর্থনৈতিক সৌধের স্তম্ভস্বরূপ এবং উভয় দেশই আজ গণতন্ত্রের জন্য নিজ নিজ কর্ত্তব্য করিতেছে। চীনে যুদ্ধের ফলে বহু প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে এবং চীনা মহিলাগণ এই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকলাপে উপযুক্ত অংশ গ্রহণ করিতেছেন। ঊর্দ্ধে বিমানের গর্জ্জন, বোমাসমূহ বিদীর্ণ হওয়ার ঘোরতর আওয়াজ—আর চক্ষের সম্মুখে সাপনেলের ধ্বংসলীলা। আমাদের ভয় ব্যাকুল করার জন্য জাপানীগণ নরনারীনির্ব্বিচারে সকলকে হত্যা করিয়াছে ও আমাদের সমস্ত শিল্প ধ্বংস করিয়াছে। কিন্তু জাপানীদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। সৈন্যদলভুক্ত পুরুষদের বাধ্য হইতে বোঝার লাঘব হয়, তজ্জন্য নারী পরামর্শদাতা পরিষদ বিবিধ কার্য্য করার চেষ্টা করিতেছে। মহিলাগণ শিশুদের অপসারণ কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন ও অন্যান্য কার্য্যভারও গ্রহণ করিয়াছেন। চীনের মহিলাগণ অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্য করিতেছেন। ভারতে আমাদের ভগিনীগণ কি করিতেছেন তাহা আমি বলিতে উৎসুক।"

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভাক্ত কল্যাণকল্পতরু

—•—

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

—•—

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী' টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ১৮ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫; ৭ই ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার | ২৮২তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ গোবিন্দ, কৃতাদি কায়শোদশাব্দী, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

—::•::—

পরিক্রমা পঞ্জী

আগামী কল্য ৮ই ফাল্গুন (১৩৪৮), ২০শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪২) শুক্রবার শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমার অধিবাস কীর্ত্তন-উৎসব ও শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি-পূজা।

৯ই ফাল্গুন (১৩৪৮), ২১শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪২) শনিবার প্রাতে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীধাম-পরিক্রমার শুভারম্ভ হইয়া ক্রমান্বয়ে কয়েকদিবসকাল শ্রীধাম-নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রম করা হইবে।

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মোৎসব

১৮ই ফাল্গুন (১৩৪৮), ২রা মার্চ্চ (১৯৪২) সোমবার—শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের মঙ্গল-অধিবাস-কীর্ত্তন। শ্রীযোগপীঠে মহোৎসব।

১৯শে ফাল্গুন (১৩৪৮), ৩রা মার্চ্চ (১৯৪২) মঙ্গলবার—শ্রীশ্রীগৌর প্রকট পৌর্ণমাসী—গৌরাবির্ভাব-ক্ষেত্র শ্রীধাম-মায়াপুরে দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসবারম্ভ। শ্রীকৃষ্ণের বসন্তোৎসব ও দোলযাত্রা।

শ্রীশ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার বার্ষিক-অধিবেশন

পরিক্রমাকারী সজ্জন ও ভক্তবৃন্দ পরিক্রম সমাপন করিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে আগামী ২০শে ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ্চ, বুধবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐসময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত [illegible] স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা সভ্যবৃন্দ সত্যানুরাগী সজ্জনমাত্রকেই শ্রীগৌরধামে উক্ত মাসাদ্ধব্যাপী মহামহোৎসবে যোগদান করিয়া ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব ও লীলাস্থলসমূহ দর্শন এবং তদীয় শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ ও অনুকীর্ত্তনের অপূর্ব্ব সুযোগ বরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

শ্রীধামে আহ্বান

বিদেহরাজ নিমি তাঁহার যজ্ঞস্থলে যদৃচ্ছাক্রমে সমাগত মহাভাগবত নবযোগেন্দ্রকে দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ শেবধির্নৃণাম্"—(ভাঃ ১১।২।৩০) অর্থাৎ এই সংসারে যদি ক্ষণার্দ্ধমাত্রকালও সৎসঙ্গ লাভ করা যায়, তাহা হইলে তাহা পরম নিধিলাভের ন্যায় আনন্দজনক হইয়া থাকে।

কোন্ মুহূর্ত্তে আমাদিগকে এ জগৎ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, তাহার কিছুমাত্র নিশ্চয়তা নাই। জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীর অভিমানে প্রমত্ত থাকিয়া আমরা যতই না কেন, এই ধরাকে 'শরা' বলিয়া মনে করি, ঐরূপ প্রমত্ততার মূল্য কতটুকু, তাহার পরিণাম কিরূপ ভয়াবহ, তাহা ত্রিতাপে তাপিত জীব আমরা সর্ব্বক্ষণ প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াও তাহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই না—ইহাই ভবরোগগ্রস্ত জীবের ভবরোগের একটি প্রধান লক্ষণ। সম্প্রতি ত্রিতাপের অন্যতম আধিভৌতিক তাপ—পৃথিবীব্যাপী তুমুল যুদ্ধ-বিগ্রহাদি উপস্থিত হইয়া কিরূপ রক্তনদী প্রবাহিত করিয়াছে—প্রজ্বলিত সমরানল সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংস করার জন্য কিরূপ লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিতেছে—কাল ভৈরব বা রুদ্রদেব কিরূপ তাণ্ডব-নৃত্য আরম্ভ করিয়াছেন, মনুষ্যজাতি ধনে-প্রাণে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া অহর্নিশ কিরূপ তাপে তাপিত হইতেছে, তাহা সর্ব্বক্ষণ প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করিয়াও শিক্ষিত, সভ্য ও অভিজ্ঞম্মন্য মনুষ্যজাতি একবারও কি এইসব বিষয় চিন্তা করিবেন না? ঐরূপ শত সহস্র তাপে, তদ্ব্যতীত আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিকাদি অসংখ্যতাপে প্রতিনিয়ত জীবগণ কিপ্রকার সন্তপ্ত হইতেছে এবং জগতের কর্ম্মি-সম্প্রদায় এই ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবের কতটুকু তাপনিবারণে সমর্থ হইয়াছেন, হইতেছেন বা হইবেন, তাহা প্রত্যেকেরই অনুধাবনের বিষয় হওয়া কর্ত্তব্য। ঐসমস্ত তাপের মূলীভূত কারণ যে কৃষ্ণবিমুখতা, যাহার কথা শাস্ত্র ও সাধু-গুরুমুখে শ্রীভগবান্ নিয়তই ঘোষণা করিতেছেন, তৎপ্রতিই আমরা অত্যন্ত বিমুখ। "জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥"—শ্রীভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত এইসব বাস্তবসত্যকথা—আত্মমঙ্গলের কথা দুর্দ্দৈব বশতঃ আমরা কিছুতেই শ্রবণ করিতে চাই না।

শ্রীভগবানের নাম, ধাম ও কাম-সেবাই আমাদের পরা শান্তি বা নিত্যমঙ্গল লাভের একমাত্র উপায়। ইহাই জীবের ভবরোগের বীজ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিবার পক্ষে একমাত্র মহৌষধি। ঐ সেবার আনুষঙ্গিক ফলেই চিত্ত-চাঞ্চল্য দূরীভূত হইয়া হৃদয় শান্ত হয়, আর সেবার সাক্ষাৎফলে কৃষ্ণ-কাম্য-সেবায় উত্তরোত্তর প্রীতি বর্দ্ধিত হইয়া পরম মঙ্গলের পথে অগ্রগতি লাভ হয়। বিশ্বজীবকে এই নিত্যশান্তি—পরমমঙ্গল প্রদানের জন্যই শ্রীভগবানের নিজ জনগণ শ্রীভগবন্নীলাস্থলী শ্রীধাম-পরিক্রমার ব্যবস্থা করিয়া শুদ্ধভক্ত-সঙ্গপ্রভাবে অন্যাভিলাষ জ্ঞান-কর্ম্ম-বিমুক্ত শুদ্ধভক্তির কথা শ্রবণের পরম সুযোগ প্রদান করিতেছেন। 'ভবপুরে' আমরা, এই 'ভব' ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত-শ্রান্ত আমাদিগকে পরম-ঔদার্য্য-গোলোকে—শ্রীগৌরধামে—শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কোটিচন্দ্র সুশীতল পদছায়া প্রদান করিয়া বাস্তবশান্তির আস্বাদন উপলব্ধি করাইবার নিমিত্ত শ্রীগৌরনিজ-জন পরদুঃখদুঃখী কৃপাসিন্ধু শ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম আমাদিগকে শ্রীধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসবে যোগদানার্থ আহ্বান করিতেছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিয়া 'মহাবদান্য', আর তাঁহার নিজ জন শ্রীল আচার্য্যদেবও সেই কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা মহাবদান্য শ্রীগৌরহরিকে বিতরণ করিয়া 'মহা-মহাবদান্য'-লীলা প্রকট করিয়াছেন। একদিকে অনাদি-বহির্ম্মুখ, আসুরিক-চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট ও আসুরিক বলে বলীয়ান্ সেবাবিমুখ জীবগণ ভোগে প্রমত্ত হইয়া—কেবল পেট ও মাটির জন্য লুব্ধ হইয়া ভীষণ প্রজ্বলিত সমরানলে পতঙ্গের ন্যায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছে, আর অন্যদিকে মহা মহাবদান্যলীলা-প্রকটকারী জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব দেশ-দেশে, গ্রামে গ্রামে, শ্রদ্ধাবান্ জনগণের গৃহে শ্রীগৌরনাম, শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌর-মনোঽভীষ্ট প্রচার করিতেছেন—শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় প্রদান পূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেমানন্দসাগরে সকলকে নিমজ্জিত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের

বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া তারস্বরে বলিতেছেন,—

শ্রদ্ধাবান্ জন হে, শ্রদ্ধাবান্ জন হে।
প্রভুর কৃপায় ভাই, মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা॥
কৃষ্ণের সংসার কর' ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম—সর্ব্বধর্ম্মসার॥
অপরাধ ছাড়ি' ভাই, লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ॥
অসাধু-সঙ্গেতে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয়, সদা নাম অপরাধ।
এসব জানিবে ভাই, কৃষ্ণভক্তির বাধ॥
যদি কাঁদিবে কৃষ্ণনাম, সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর॥
সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া।
সাধু-ভক্তরূপে কৃষ্ণ আইলা নদীয়া॥
গৌরপদ আশ্রয় করহ বুদ্ধিমান।
গৌর বই সাধুগুরু আছে কেবা আন॥
গৌরজন সঙ্গ কর, গৌরাঙ্গ বলিয়া॥
'হরেকৃষ্ণ'-নাম বল নাচিয়া নাচিয়া॥

আজ জগদ্গুরু শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীগুরুদেব—শ্রীআচার্য্যদেব শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিমাত্রকেই নবধা ভক্তির পীঠস্থান অষ্টদলপদ্মসদৃশ নবদ্বীপের মধ্যকর্ণিকাস্বরূপ আত্মনিবেদন ক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপ শ্রীগৌর প্রকটভূমি স্বধাম মায়াপুরে আহ্বান করিতেছেন। ভাগ্যবান্ জীবের সেবোন্মুখ কর্ণই সেই বাণী গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য বরণ করিবে। ভাগ্যহীন জনগণের কর্ণ জগতের বিষয় কোলাহলে প্রমত্ত থাকায় সেই শ্রীচৈতন্যবাণী-সেবায় মঙ্গল বরণ করিবার যোগ্যতা না হইলেও তাঁহারা একটুক প্রণিধান করুন—আত্মমঙ্গলের সন্ধান পউন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

আমাদের সর্ব্বশুভোদয় করিয়া শ্রীফাল্গুন পূর্ণিমায় শ্রীগৌরশশীর আবির্ভাব-কাল সমাগত। শ্রীগৌরধামে শ্রীগৌরদাসানুদাসগণের আনুগত্যে শ্রীগৌরহরির প্রবর্ত্তিত সংকীর্ত্তনযজ্ঞে আত্মাহুতিপ্রদানেই শ্রীগৌরাবির্ভাবতিথির সম্যক্ আরাধনা হইয়া থাকে। নতুবা, লোক ব্যবহারানুযায়ী আত্মেন্দ্রিয়তর্পণমূলা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ামাত্রই সার হয়। গৌরানুভবনের পাদপদ্মপরাগবেণুতে সর্ব্বাত্ম-স্নপন বিধানেই—শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণের সর্ব্ব অমঙ্গলময় অবিদ্যা অমানিশার ঘনাট অন্ধকার শোক-মোহ-ভয়-তাপ-ঘনঘটা জীবহৃদয়াকাশ হইতে চিরতরে সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হইয়া তাহা পরমোজ্জ্বল প্রেমকৈরবচন্দ্রিকায় উদ্ভাসিত করিবে। জগতের সূর্য্যচন্দ্রের আলোক এবং অন্যান্য আলোক বাহিরের অন্ধকারমাত্র দূর করিতে পারে, কিন্তু যুগপৎ সূর্য্যচন্দ্রবৎ উদিত, শ্রীগৌরনিত্যানন্দের শুদ্ধ-ভক্তের হৃদয়-গুহার সমস্ত অন্ধকার নিমেষের মধ্যেই অন্তর্হিত হইয়া যায়—হৃদয় সম্পূর্ণ স্নিগ্ধ ও নির্ম্মল হয়।

সাধুমুখনিঃসৃত কৃষ্ণকথামৃত-পানের দ্বারা জীবের শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ-পূর্ব্বক ভগবদ্ভজনের স্পৃহা ক্রমশঃ বলবতী হয়। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-সংযোগে ভগবদ্ভজনই আমাদের একমাত্র মঙ্গলের উপায় বলিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব আমাদিগের সকলকেই সংকীর্ত্তনের ধূলি আকরভূমিতে সংকীর্ত্তনের বিজয়-বৈজয়ন্তী-তলে আশ্রয়-গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। এমন সুযোগ জীবনে সকলের ভাগ্যে লাভ হয় না, একবার হারাইলে আর কখনও লাভ হইবে কি না, তাহারও কোন স্থিরতা না থাকায় "তুর্ণং যতেত পরেদমৃত্যু যাবন্নি-শ্রেয়সায়ঃ" এই ব্যাসগুরুবাক্যই শিরোধার্য্য করা প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। যে যুগ আসিয়া পড়িয়াছে ও আরও যে ভীষণ যুগ সম্মুখে আসিতেছে, তাহাতে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরের শ্রীপাদপদ্ম-কল্যাণকল্পতরুর সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত বাঁচিবার—আত্মমঙ্গল-লাভের—পরম শ্রেয়োলাভের আর অন্য কোন উপায় নাই—আর অন্য কোন উপায় নাই—আর অন্য কোন উপায় নাই। "নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়"।

নিরপেক্ষতা ও সাপেক্ষতা

——:০:(*):০:——

যেখানে কোনওপ্রকার আত্মীয়তাবোধ বা স্বজনবোধ আছে, সেখানেই সাপেক্ষতা-ধর্ম্ম অনিবার্য্য, আর যেখানে কোন বস্তু বা জীবে আত্মবোধ বা আত্মীয়তাবোধ নাই, সেখানে নিরপেক্ষতা স্বাভাবিক। মাতা বা পিতা যে পুত্রের স্বাস্থ্যের কুশল জিজ্ঞাসা করেন বা স্ত্রী যে স্বামীর স্বাস্থ্য কামনা করেন, উহার মূলে সাপেক্ষতাধর্ম্ম বর্ত্তমান। কিন্তু কেবলমাত্র ব্যবহারিকতা-প্রদর্শনের জন্য সামাজিকগণ যে একে অপরের কুশল-জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে নিরপেক্ষতার ভাবই অধিক-পরিমাণে বর্ত্তমান অর্থাৎ পুত্রের অমঙ্গলে মাতার বা স্বামীর অসুস্থতায় পত্নীর যে বাস্তব-ক্ষতি-বোধ বা আত্মবাধ আছে, পথিকের সহিত পথিকের মৌখিক কুশল জিজ্ঞাসার ব্যবহারকর্ত্তার মধ্যে সেরূপ ক্ষতিবুদ্ধি বোধ নাই।

এই জগতের সাপেক্ষতার মূলে দেহাত্ম-বোধ বা জড়াত্মবোধ আছে বলিয়াই সাপেক্ষ-তার হেয়তা বর্ত্তমান। এইজন্যই সাপেক্ষতা হইতে এজগতে নিরপেক্ষতা অধিক ন্যায়-পর বিবেচিত হয় এবং উহার সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। পুত্র বা স্ত্রী কোন বে আইনী কাজ করিলে জাগতিক আইন পিতা বা স্বামীর উপর সেই বিচারের ভার প্রদান করেন না। তাহাতে নিরপেক্ষতার হানি হইবে ও সাপেক্ষতা আসিয়া পড়ে,—এইরূপ আশঙ্কা করেন। কারণ, এই সাপেক্ষতা দেহাত্ম-বোধকে কেন্দ্র করিয়া অবস্থিত। বদ্ধজীব কিছুতেই জড়ীয় সাপেক্ষতাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। এইজন্য যাঁহারা জড়-প্রতিযোগি-ভাবকে সমীচীন বা ন্যায়পর বিচার করেন, তাঁহারা নিরপেক্ষতাকে বহুমানন করিয়া থাকেন।

পঞ্চরসের মধ্যে শান্তরসে নিরপেক্ষতা বর্ত্তমান। ব্রহ্মভূত বা তটস্থ অবস্থাকে নিরপেক্ষতা বলা যাইতে পারে। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররস সাপেক্ষতাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। এই জগতে তথাকথিত ধর্ম্মের যে তথাকথিত সম্বন্ধয়ের এতটা আদর দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমন্বয় জিনিষটিও নিরপেক্ষতাধর্ম্মেরই রূপান্তর। 'কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ হইতে ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিলে কিংবা শিব ও দুর্গাকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর না বলিয়া কৃষ্ণকে স্বতন্ত্র ভগবান্ বা স্বয়ং ভগবান্ বলিলে, সনাতন ধর্ম্মকে নিত্যধর্ম্ম বলিলে, কোন একটি তত্ত্ব বা ধর্ম্ম-বিশেষের পক্ষ-পাতিত্ব করা হয়, সাপেক্ষতা-ধর্ম্ম আসিয়া পড়ে',—এই আশঙ্কা করিয়া 'সকল পথই সমান, সকল ধর্ম্ম ও সকল দেবতাই সমান, ইহাদের মধ্যে উচ্চ নীচ, শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ, বড়-ছোট-ভাল মন্দ নাই'—এইরূপ এক জাড্যপূর্ণ নিরপেক্ষতা ইহা ও দেখিতে পাওয়া যায়। নিঃসংশয় বিচারটি এইরূপ নিরপেক্ষতা হইতেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। পরাৎপর-তত্ত্বকে ব্যক্তিরূপে স্বীকার করিলে পাছে তাঁহার প্রতি কোন সাপেক্ষতা আসিয়া পড়ে,—এই ভয়ে পরতত্ত্ব ক্লীবব্রহ্ম বা নির্ব্বিশেষ ভাবসমষ্টি বলিয়া কল্পিত হয়। নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলার মধ্যে সাপেক্ষতা অবশ্যম্ভাবী—এই আশঙ্কায় নামহীন, রূপহীন, গুণহীন, পরিকর-লীলাহীন ভাব বিশেষ নিরপেক্ষতত্ত্ব বলিয়া গৃহীত হয়।

পরমেশ্বরের প্রতি নিরপেক্ষ বিচার যেরূপ একশ্রেণী লোকের নিকট বিশেষ ন্যায়পর বলিয়া বহুমানিত হয়, পরমেশ্বরের সেবক-সম্প্রদায়ের প্রতিও সেইরূপ নিরপেক্ষতা প্রদর্শনকে অনেকে বহুমানন করেন। তাঁহারা বলেন,—'সকলেই যখন ভগবানের ভজন করিতেছেন, 'তখন সকলই সমান' -'তুলসী-পত্রের মধ্যে ছোট-বড় ভেদ নাই' এইরূপ নিপুণ যৌক্তিক উদাহরণ দিয়া অনেকে ভগবদ্-ভক্তগণের মধ্যে তারতম্য-বিচারে আপত্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুগ সমস্ত সাধুশাস্ত্র কনিষ্ঠ বা প্রাকৃত, মধ্য ও উত্তম—এই তিনপ্রকার অধিকারী বা ভক্তের নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাদের প্রতি ব্যবহারের তারতম্যের কথাও উপদেশ করেন। উত্তমভক্তে শ্রদ্ধা, আর প্রাকৃত অধিকারীকে মঙ্গলের উপদেশ প্রদানাদি ব্যবহারের মধ্যে তারতম্য দেখিয়া যদি কেহ বলেন,—উত্তম অধিকারীর 'তেপা মাথায় তেল ঢালিয়া' প্রকৃত-ভক্তের প্রতি শ্রদ্ধাদি ব্যবহার করায় নিরপেক্ষতার হানি হইয়াছে, তাহা হইলে ঐরূপ বিচারে অর্ব্বাচীনতারই পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষক ও ছাত্রের প্রতি সমান ব্যবহার করিলে কোনও দিনই শিক্ষা লাভ হইতে পারে না। মধ্যম-অধিকারে এই সাপেক্ষতা ধর্ম্মই ভগবদ্ভক্তি বা আত্মমঙ্গল লাভের একমাত্র উপায়। মধ্যমাধিকারীর নিরপেক্ষতার ভাণ আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনামাত্র। নিরপেক্ষতা কখনই ভক্তিপদবাচ্য নহে। নিরপেক্ষতা ভক্তিধর্ম্মের প্রতিবন্ধক, এমন কি, উহা ভক্তিধর্ম্মের বিনাশকারী—যদিও অভক্তসমাজে নিরপেক্ষতার বিশেষ আদর পরিলক্ষিত হয়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে,—তটস্থধর্ম্মের নামই নিরপেক্ষতা। জল ও স্থলের মধ্যবর্ত্তী কাল্পনিক রেখাকে তট বলা হয়। বস্তুতঃ ঐরূপ কোনও অবস্থানে কাহারও অবস্থান সম্ভব নহে। আমাদিগকে হয় জলে, না হয় স্থলে, যে কোন একটিতে অবস্থিত হইতে হইবে। তটস্থশক্তিপরিণত জীবকে হয় মায়ায়, না হয় কৃষ্ণে অবস্থান করিতেই হইবে। মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে জীবের অবস্থান নাই।

একশ্রেণীর ব্যক্তি আছেন—যাঁহারা মনে করেন, বৈষ্ণবগণের প্রতিও তাঁহারা নিরপেক্ষ থাকিয়া হরিভজন বা আত্মমঙ্গল লাভ করিতে পারেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটলীলাকালে বিভিন্নপ্রকার প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের ব্যক্তি এইরূপ নিরপেক্ষতার কাচ কাঁচিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ যখন সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাতি-গোস্বামী, অতিবাড়ী, গৌরনাগরী প্রভৃতি অপসম্প্র-দায়ের অভক্তিসিদ্ধান্ত ও আচারাদির সম্বন্ধে প্রচার অভিযান আরম্ভ করিলেন, তখন কোন কোন প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় মনে করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকাই ভাল। আবার শ্রীল প্রভুপাদ যখন শ্রীভক্তিবিনোদানুগাভিমানী কোন কোন ব্যক্তির বা দলের সিদ্ধান্ত ও আচার-প্রচারের বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করিলেন, তখনও একশ্রেণীর ব্যক্তি ঠিক করিলেন, কোনও দলের কথায় না ঢুকিয়া নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া নির্জ্জন ভজনানন্দী হওয়াই ভাল।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আচার্য্যলীলা-প্রকাশকালে যখন গুরুভোগী অন্যাভিলাষী কতকগুলি লোক গৌড়ীয়মিশনকে—সগণ শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবকে এই পৃথিবী হইতে চিরতরে ধ্বংস (?) বা অপসারিত ক'রবার জন্য নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তখনও ঐপ্রকারের বহু ব্যক্তি নিরপেক্ষতা অবলম্বনের ভাণ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু বদ্ধজীব যতই নিরপেক্ষতার কাচ কাচুক না কেন, সে নিরপেক্ষতা তাহাকে প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত বা গুরুভক্তের প্রতি-

বাস্তবসত্যের প্রতি সাপেক্ষতাধর্ম্ম অবলম্বন না করাইয়া গোপনে-গোপনে কৃষ্ণভক্ত বা শুদ্ধভক্তদ্বেষী ও অসতের প্রতি পূর্ণমাত্রায় সাপেক্ষ করাইয়া থাকে। যেখানেই এইরূপ নিরপেক্ষতার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, সেখানেই বহুরূপিণী মায়া ঐরূপ নিরপেক্ষকে হাতে ধরিয়া অসত্যের প্রতি সাপেক্ষ করিয়াছে।

কেহ কেহ তৃতীয় পক্ষ সাজিয়া নিরপেক্ষতার মুখোস পরিধান করেন, কিন্তু ঐ মুখোস উন্মোচন করিলে অসৎ সাপেক্ষতার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। এই তৃতীয়পক্ষের মুখোস অসৎসাপেক্ষতা-সমর্থনে কপট-কবচ-মাত্র। কেহ কেহ নিরপেক্ষতার প্রতি এতটা বিশ্বাসী যে, তাহারা অনেক সময় শপথ করিয়া নিরপেক্ষতার ব্রত গ্রহণ করেন। কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে একজন এঁচড়ে পাকা লেখকাভিমানী বহুলোকের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিল যে, সে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিবে, সে কোনও দলের পক্ষে বা বিরুদ্ধে কোন কথা লিখিবে না বলিবে না, কিন্তু পরমারাধ্যতম শ্রীআচার্য্যদেব যখনই এ ব্যক্তিকে বহুলোকের সম্মুখে বলিয়াছেন—'দুইএর সহিত দুই যোগ করিলে তিন হয়' বলা যেরূপ একান্ত ভ্রমপূর্ণ, তোমার প্রতিজ্ঞাও সেইরূপ একান্ত ভ্রমপূর্ণ। ফলেও তাহাই হইয়াছে। ঐব্যক্তি এখন তাহার নিরপেক্ষতা-ব্রতের কপট প্রতিজ্ঞার মুখোসটি উন্মোচন করিয়া সত্যের প্রতি বিদ্বেষবহ্নি উদ্গীরণ করিতেছে।

কেহ কেহ আবার বলেন,—যেখানে বৈষ্ণবগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়, সেখানে একপক্ষ হইয়া অপর পক্ষের নিন্দাবাদ করা অপেক্ষা নিরপেক্ষ থাকাই সমীচীন। কারণ,—

যতে একজনের পক্ষ হৈঞা যেই।
অন্য জনের নিন্দা করে, ক্ষয় যায় সেই॥
সকল বৈষ্ণবপ্রতি অভেদ দেখিয়া।
যে কৃষ্ণচরণ ভজে, সে যায় তরিয়া॥

(চৈঃ ভাঃ - মধ্য, ২৪।৯৬,১০১)

শ্রীরূপানুগ সদ্গুরুপদাশ্রয় না করিলে চৈতন্য-ভাগবতের উপরি-উক্ত পদসমূহের তাৎপর্য্য বিপরীতভাবে বুঝিয়া অনেকে নিরপেক্ষ থাকিবার ভাণে শুদ্ধভক্তি হইতে চ্যুত হয়। বৈষ্ণবতা চেতনের বৃত্তি। বৈষ্ণবতা কাহারও গায়ে মাকামারা থাকে না। অন্যাভিলাষ-নির্ম্মুক্ত অহৈতুকী সেবার ন্যায় বৈষ্ণবতার প্রকাশ, আবার উহার অভাব বা আবরণে অবৈষ্ণবতার প্রকাশ। কৃষ্ণদাস বিপ্র যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর দণ্ডকমণ্ডলু দান করেন, ছোট হরিদাস যখন কীর্ত্তনের মহাপ্রভুর সেবা করেন, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য যখন সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিয়া মহাপ্রভুর রন্ধনাদি সেবাকার্য্য করেন, তখন তাঁহাদের আদর্শে বৈষ্ণবতা প্রকাশিত। আবার ভগবদিচ্ছাক্রমে লোকশিক্ষার্থ কৃষ্ণদাস বিপ্র যখন ভট্টথারি-স্ত্রীর প্রলোভনে প্রলুব্ধ হন, ছোট হরিদাসের আদর্শে যখন স্ত্রীসম্ভাষণের নিদর্শন প্রকাশিত হয় বা বলভদ্র ভট্টাচার্য্যে বহির্ম্মুখগণমতের কল্পিত কৃষ্ণদর্শনের অন্যাভিলাষ প্রকাশিত হয়, তখন বৈষ্ণবতার আদর্শ আবৃত। সেইসকল অন্যাভিলাষকে অর্থাৎ কাহারও কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা-আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ব্বের সেবার নজির দেখাইয়া বহুমানন করিলে তদ্দ্বারা সত্যকে ধামাচাপা দেওয়া হয়। অন্যাভিলাষীকে 'বৈষ্ণব' বলিলে বৈষ্ণবের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এবং প্রাকৃত-সহজিয়াসম্প্রদায়ের অনর্থসমূহে প্রবিষ্ট হইতে হয়। অন্যাভিলাষীর অন্যাভিলাষের সহিত গোঁজামিল দিতে গিয়াই—খাঁটির সহিত ভেজালের—আসলের সহিত মেকীর একাকার করিতে গিয়াই প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের গোত্র বর্দ্ধিত হইয়াছে। ঐরূপ দূষিত বীজ হইতে অজ্ঞাতসারে যে অঙ্কুর উদ্গম হয়, তাহারই সমূলে উৎপাটনের কথা শ্রীল প্রভুপাদ ও তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীল আচার্য্যদেবের সিদ্ধান্তের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। "হতে একজনের পক্ষ হৈঞা যেই" প্রভৃতি পদের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ 'গৌড়ীয়ভাষ্যে' এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"শ্রীঅদ্বৈতের শিষ্যসম্প্রদায় সকলেই আচার্য্যের অপ্রকটের পর শ্রীগদাধরের আনুগত্য স্বীকার করেন। তাহাতে কতিপয় নির্ব্বোধ ব্যক্তি অদ্বৈতের পরিচয় বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে বহুমানন করিবার ছলে গদাধর পণ্ডিতের ভক্তিধর্ম্মপ্রচারকার্য্যের গর্হণ করে। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে এইরূপ অবৈধ কর্ম্মের দ্বারা শ্রীগদাধরবিরোধী পাষণ্ডগণকে অদ্বৈতপ্রভুর নিত্যভৃত্যরূপে গ্রহণ করা যাইবে না। তাহারা শ্রীঅদ্বৈতপাদপদ্মে অপরাধী হওয়ায় কপটতামূলে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রশংসার ছলে শ্রীগদাধরকে নিন্দা করে, তাহা শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু কখনও সহ্য করেন না, পরন্তু সেইসকল ভৃত্যব্রুবগণকে নিজভৃত্য না বলিয়া তাড়াইয়া দেন। অবৈষ্ণবতাকে বা বিষ্ণুসেবা রহিতধর্ম্মের যাজনকারীকে 'অবৈষ্ণব' না জানিয়া বৈষ্ণব-ভ্রান্তিতে অভেদ জানিলে ভগবদ্ভজনের সম্ভাবনা হয় না।"

শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতে অভিন্ন দর্শন করিবার কথা বলিয়াছেন, কেন না তাঁহারা উভয়েই সমচিত্ত-বৃত্তিবিশিষ্ট, একই তত্ত্ব—মূল সঙ্কর্ষণ ও তদংশ মহাবিষ্ণু। উভয়েরই হৃদয় এক। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তি এক—তাঁহাদের হৃদয় এক। আবার শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যদেবের চিত্তবৃত্তি এক—তাঁহাদের হৃদয় এক। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা আপাতবিরোধ দর্শন করেন, তাহারা সত্য হইতে ভ্রষ্ট হন। কিন্তু তাই [illegible]—শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী পুরীর সিদ্ধান্ত হইতে ভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ যদি ঐসকল আচার্য্যের দোহাই দিয়া নিজদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে চাহে, তবে সেখানে কোনপ্রকার সিদ্ধান্ত বিচার করা হইবে না, নিরপেক্ষতার ভাণে সিদ্ধান্তে অলসতা প্রদর্শন করা হইবে এইরূপ বিচারও সমীচীন নহে। "সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস"—এই উক্তি সিদ্ধান্ত-বিষয়ে নিরপেক্ষতাকে সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করিয়াছে। ঐরূপ নিরপেক্ষতাই নাস্তিকতা। সিদ্ধান্ত শুনিব না, বিচার করিব না, শুনিলে বা বিচার করিলে আমাদের প্রচ্ছন্ন অসৎ সাপেক্ষতার পুঁজিপাটা বিনষ্ট হইবে—এই আশঙ্কায় যে নিরপেক্ষতার মুখোস পরিধান, তাহাই জীবের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণতম আত্ম-অমঙ্গল বরণের অবস্থা।

সাপেক্ষতা-ধর্ম্মের মূলেই পুরুষোত্তমবাদ প্রতিষ্ঠিত ভগবদ্ভক্তগণ সকলেই সাপেক্ষ-ধর্ম্মাশ্রিত। শ্রীব্রজবাসিগণ ও শ্রীরূপানুগগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাপেক্ষধর্ম্মপর। যিনি যতটা কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণধাম ও কৃষ্ণকামের পক্ষপাতী, তাঁহার ততটা বৈষ্ণবতা বা আস্তিকতা। যিনি বিষ্ণু হইতেও যতটা বৈষ্ণবের অধিক পক্ষপাতী তিনি তত অধিক বৈষ্ণব। শ্রীরূপানুগগণ বিষয় বিগ্রহ হইতে আশ্রয়-বিগ্রহের অধিক পক্ষপাতী। শ্রীরূপমঞ্জরী, শ্রীরতিমঞ্জরী প্রভৃতি সেবকসম্প্রদায় বিষয় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা মূল আশ্রয় বিগ্রহ শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর অধিক পক্ষপাতী। এই পক্ষপাতিত্ব যাঁহার যতটা অধিক, তাঁহাকে ততটা সেবাধর্ম্মে বা শুদ্ধভক্তিধর্ম্মে অধিক প্রতিষ্ঠিত বলা যায়।

শ্রীরাধার পক্ষপাতী হইয়া শ্রীললিতাদি সখী ও তদনুগগণ চন্দ্রাবলীর বিপক্ষতা সাধনকেই তাঁহাদের সাধ্য বলিয়া বিচার করেন চন্দ্রাবলীর পক্ষীয় শৈব্যাদি চন্দ্রাবলীকে কৃষ্ণের প্রেষ্ঠ বা অভিমন্যুর পক্ষীয় জটিলাদি অভিমন্যুকে শ্রীরাধার প্রিয়তম বলিয়া স্ব-স্ব-পক্ষ সমর্থন করেন দেখিয়া "দুঁহু পাল্লা ভারী"—এই বিচারে অপ্রাকৃত ব্রজবাসিগণ নিরপেক্ষ বা তৃতীয়পক্ষ থাকেন না তাঁহারা প্রকৃত ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিচারযুক্ত হইয়া এইরূপ পক্ষপাতধর্ম্মকেই আদর করেন। বিপক্ষতার হাঙ্গামার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া নিরপেক্ষতার শান্তরস উপভোগ করিবার পিপাসা অভক্তসম্প্রদায়ের মধ্যে থাকিতে পারে, কিন্তু যাঁহারা কৃষ্ণভক্ত, যাঁহারা সেবানন্দসিন্ধুর নিকট ব্রহ্মানন্দকেও [illegible] রূপে দর্শন করেন, তাঁহাদের নিকট ঐরূপ নিরপেক্ষতার আভাসও কালসর্পের ন্যায় মারাত্মক বলিয়া বিবেচিত হয়।

পক্ষান্তরে আবার সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র বা তদভিন্নবিগ্রহ মহাভাগবত [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীআ[illegible] পরমহংস ব্যবহার, কথা- [illegible] আচার অশৌ[illegible] প্রভৃতিকে আধ্যক্ষিকতা, [illegible]যুক্তি বা তর্ক বিতর্ক প্রভৃতি দ্বারা নিরপেক্ষ সমালোচনার তৌলদণ্ডে ওজন করিয়া তাঁহাদিগকে মাপিতে গেলে তাঁহাদের শ্রীচরণে অমার্জ্জনীয় অপরাধ জনিত ভীষণ দুর্গতি লাভ হয়, শ্রীমন্মহাপ্রভু রামচন্দ্রপুরীর আদর্শে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। রামচন্দ্রপুরী নিরপেক্ষ সমালোচক হইয়া সন্ন্যাসীর মিষ্টদ্রব্য-ভোজন পতনের কারণ—এই বিচারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহ হইতে পিপীলিকা-শ্রেণীর নির্গমন দেখিতে পাইয়া মহাপ্রভুকে জিহ্বা-লম্পট (!) পতিত (!) সন্ন্যাসী সিদ্ধান্ত করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণ এবং শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরী নিরপেক্ষতা ধর্ম্ম আশ্রয় না করিয়া কেন সবিশেষ সাপেক্ষতা ধর্ম্ম অবলম্বন-পূর্ব্বক "হা মথুরানাথ" বলিয়া ক্রন্দন করেন—ইত্যাদি সমালোচনা করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধ করিয়াছিল। শাস্ত্রে এইরূপ আরও অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। ভগবান্, শ্রীগুরুদেব, শ্রীআচার্য্যদেব বা মহাভাগবত-বৈষ্ণব যখন যাহা বলেন বা করেন তাহাই অত্যুত্তম, তাহাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তাহাই জীবের পরম মঙ্গলপ্রদ,—'শ্রীগৌরের আমার, শ্রীগুরুপাদপদ্মের আমার, শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের আমার সবই ভাল, সমস্তই উত্তম,"—এইপ্রকার বিচারে সর্ব্বক্ষণ দৃঢ়বিশ্বাসযুক্ত ও দৃঢ়নিষ্ঠ থাকিয়া এবং কায়-মনোবাক্যে নিষ্কপটভাবে তাঁহাদের পক্ষপাতী হইয়া তাঁহাদের ইচ্ছার অনুকূলে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর কার্য্যে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত থাকাই আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তির একমাত্র কর্ত্তব্য এবং ইহাই ভজন-পরাকাষ্ঠা।

শ্রীধাম-পরিক্রমায় জ্ঞাতব্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় আগামী ৯ই ফাল্গুন ২১শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার হইতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করা হইবে। এই শ্রীধাম পরিক্রমা পাদসেবনের অন্তর্গত। করুণাময় শ্রীধাম, শ্রীধামসুধাকর ও তন্নিজ-জনগণের অহৈতুক কৃপাভিখারী ও দীনহীন কাঙ্গাল হইয়া সাধুসঙ্গে শ্রীধাম পরিক্রমা করিতে হইবে। যান অর্থাৎ শিবিকাদি-যোগ অথবা পদে পাদুকা প্রদানপূর্ব্বক শ্রীধাম পরিক্রমা করা অপরাধ ও অনুচিত। সেইজন্য কেহই শ্রীধাম-পরিক্রমায় কোন যানাদি ও পাদুকা ব্যবহার করিতে পারিবেন না। অসমর্থ পক্ষে পরিক্রমার পূর্ব্বে বা পরে তাহারা নিজের দায়িত্বে ও ব্যয়ে শ্রীধাম-পরিক্রমা করিতে পারেন।

বিশেষ-দ্রষ্টব্য

এতদ্দ্বারা শ্রীচৈতন্যমঠ জানান যাইতেছে [illegible] সেবকগণকে এলাহাবাদ, [illegible], পাটনা, গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, নৈমিষারণ্য, লক্ষ্ণৌ, মথুরা, [illegible], [illegible], গোবর্দ্ধন, সঙ্কেত, [illegible] কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, দিল্লী, বোম্বে [illegible] সেবকগণ আগামী ১৮ই ফাল্গুন, সোমবার শ্রীশ্রীগৌরজয়ন্তীর উপবাস ও উৎসব করিবেন [illegible] আগামী ১৯শে ফাল্গুন, [illegible] গৌরজয়ন্তীর উপবাস ও [illegible] অনুষ্ঠিত হইবে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের অন্ত, পরবর্ত্তী দিনের অন্ত	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের অন্ত, পরবর্ত্তী দিনের অন্ত
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।৶০	।৶০
" " ইঞ্চি	১৷০	১৷০
সিকি কলম	৪৲	৪৲ ৩৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৮৲ ৫৲
এক কলম	১২৲ ১০৲	১৫৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে হার

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲ ৪৷০
" সিকি কলম	১৫৲ ১৩৲
" অর্দ্ধ কলম	২৮৲ ১৮৲
" এক কলম	৬০৲ ৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পুরী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার নাম তিক্ত ঔষধ অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৷০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

বিবিধ সংবাদ

সিঙ্গাপুরে যুদ্ধ বিরতি

সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, সিঙ্গাপুর আত্মসমর্পণ করিয়াছে। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে ব্রিটীশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল সমগ্র জগতের নিকট এক বেতার বাণীতে ঘোষণা করেন যে, সিঙ্গাপুরের পতন হইয়াছে। নিউইয়র্কে টোকিও রেডিও ঘোষিত এই সংবাদ প্রচার হইয়াছে যে, লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল পার্সিভাল বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ-মূলক এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। লণ্ডনে কর্ত্তৃপক্ষীয় মহল বলেন যে, সিঙ্গাপুর আত্মসমর্পণ করিয়াছে বলিয়া টোকিও হইতে যে দাবী করা হইতেছে, উহা অসম্ভব বলিয়া মনে করিবার কিছু নাই।

ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ সাবমেরিণের আক্রমণ

১৫ই ফেব্রুয়ারী নৌ বিভাগের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ভূমধ্যসাগরীয় নৌ বহরের অন্তর্ভুক্ত সাবমেরিণসমূহ প্রতিপক্ষের ক্ষতি সাধন করিয়াছে। একটি বৃহদাকার ও মাঝারি জোগানদার জাহাজ সুনিশ্চিতভাবে জলমগ্ন হইয়াছে। অপর একটী মাঝারি আকারের জোগানদার জাহাজের উপর টর্পেডো নিক্ষিপ্ত হয় এবং উহাও সম্ভবতঃ জলমগ্ন হইয়াছে। অপর একটি বৃটিশ সাবমেরিণের আক্রমণে প্রতিপক্ষের একটি সশস্ত্র ট্রলার ঘায়েল হয় এবং উহার নাবিকদিগকে জাহাজ পরিত্যাগ করিতে দেখা যায়।

লিবিয়ার যুদ্ধ

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ যে, বৃটিশ ও অষ্ট্রেলিয়ান বিমানসমূহের আক্রমণে লিবিয়ার রণাঙ্গনে ২০খানি এক্সিস বিমান বিধ্বস্ত অবস্থায় ভূপাতিত হয়। বৃটিশ ও অষ্ট্রেলিয়ান বাহিনীর কোন ক্ষতি হয় নাই। অদ্য মধ্য প্রাচ্যের এক সামরিক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, মিমি হইতে মেকিলি পর্যন্ত বিস্তৃত ব্যূহের পূর্ব্ব দিকে প্রতিপক্ষের যান্ত্রিক বাহিনীর ব্যাপক চলাচল পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু প্রতিপক্ষীয় বাহিনী এরূপ ব্যাপকভাবে বিক্ষিপ্ত ছিল যে, তাহারা বৃটিশ গোলন্দাজ বাহিনীর পাল্লার মধ্যে পড়ে নাই। কিন্তু বৃটিশ রক্ষী বাহিনী তাহাদিগকে বিব্রত করিতে থাকে। আর্ম্মার্ড ও ইতালীয়ান বিমানসমূহ প্রতিপক্ষের সৈন্য চলাচলের সাহায্য করিতে থাকে এবং নীচুতে নামিয়া গাভালার দক্ষিণে বৃটিশ ঘাঁটিসমূহের সৈন্যদের উপর আক্রমণ চালাইতে থাকে। বৃটিশ অদ্য বিমানসমূহ অতর্কিতে আক্রমণ চালাইয়া প্রতিপক্ষের ত্রিশটি ডাইভ বোমারু ও অদ্য বিমানের সমগ্র বাহিনীকে প্রকৃতপক্ষে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলে।

মার্কিণ প্রতিনিধি সভার বরাদ্দ

প্রতিনিধি সভায় বরাদ্দ সাব কমিটি জাহাজ তৈয়ারী বাবদ ম্যারিটাইম কমিশনকে ৩৮৫ কোটি লক্ষ ডলার এবং ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থা জন্য ৫৪৩ কোটি ডলার মঞ্জুর করিয়াছেন। ৩২১৭ কোটি ৯ লক্ষ ১ হাজার ৯ শত ডলারের এই মোটা বিলটি সভায় প্রেরণ করা হইবে।

বৃটেনে বিমান হানায় হতাহতের সংখ্যা

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জানুয়ারী মাসে বৃটেনের উপর বিমান হানায় ১১২ জন নিহত বা নিখোঁজ (নিহত বলিয়া অনুমিত) হয় এবং ৬১ জন আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়। ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে ৫৫০ জন নিহত ও ২০২১ জন আহত হইয়াছিল।

বিস্তীর্ণ রণাঙ্গনে চীনদের সংগ্রাম

১৫ই ফেব্রুয়ারী চীনা ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, পূর্ব্ব ইয়াংচিং, অনহুয়ে ও উত্তর কিয়াংসুর বিস্তৃত রণাঙ্গনে যুদ্ধরত চীনাবাহিনী গত কয়েকদিনে বিভিন্ন স্থানে সাফল্য লাভ করে। ইয়াংসি নদীবক্ষে মাবাং-এর নিকট একখানি জাপ সৈন্যবাহী টীমলক চীনা মাইন অধ্যুষিত এলাকায় সমস্ত সৈন্যসহ জলমগ্ন হয়। মধ্য চীনের হুপে রণাঙ্গনে চীনারা হাননদীর তীরবর্ত্তী হানইয়াং-এর নিকটবর্ত্তী প্রতিপক্ষের ঘাঁটি-সমূহের উপর ব্যাপকভাবে হানা দেয়। উত্তর আনহুয়ে রণাঙ্গনে গত এক পক্ষকাল ধরিয়া ব্যাপক সংগ্রাম চলিতেছে। ইংচাঙ রেলপথের পশ্চিমে ঝেঙচেঙ, হাই ইউয়ান ও অন্যান্য চীনা ঘাঁটিসমূহের উপর জাপানী-দের আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছে। জাপানী-দের সাত শতাধিক সৈন্য হতাহত হইয়াছে। নিহতদের মধ্যে একজন লেঃ জেনারেল আছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং-ওয়ার্কস হইতে শ্রীনবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমন্মথকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ ১৯ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ৮ই ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ২০শে ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, শুক্রবার { ২৮৩তম সংখ্যা

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী' টীকা 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৯ গোবিন্দ, নিধি গর্ভোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

—::০::—

আজ শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার অধিবাস-কীর্ত্তন মহোৎসব। মহাবদান্যাবতার শ্রীধাম-নবদ্বীপ কলিহত জীবের প্রতি অত্যন্ত করুণ হইয়া জগতে উদিত হইয়াছেন। জগতে যত তীর্থ আছে, সমস্ত তীর্থ শ্রীধাম-নবদ্বীপে শ্রীনবদ্বীপ-চন্দ্রের চরণরজঃ লাভ করিবার জন্য সমুপস্থিত আছেন। জীবের চরম প্রাপ্য যে শ্রীধামবৃন্দাবন, শ্রীগিরি-গোবর্দ্ধন ও শ্রীরাধাকুণ্ড, তাহাও একমাত্র সর্ব্বাপেক্ষা অধিক করুণাময় অবতার শ্রীধাম-নবদ্বীপের অকপট সেবাফলেই লাভ হয়। শ্রীধাম-নবদ্বীপের কৃপায়ই নির্ম্মল জীব ঔদার্য্যের মধ্যে মাধুর্য্য এবং মাধুর্য্যের মধ্যে ঔদার্য্যের দর্শন লাভ করেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপে ও শ্রীধাম-বৃন্দাবনে অভিন্নবুদ্ধি উদিত হইলে ধামের স্বরূপ দর্শন হয়। শ্রীধাম প্রদর্শক শ্রীগুরুপাদপদ্মের—শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের কৃপায়ই শ্রীধাম-দর্শনের উপযোগী দিব্যচক্ষু লাভ হইয়া থাকে।

জগতের সমষ্টিগত অনাদিবহির্ম্মুখতা জীবগণকে শ্রীধাম-প্রদর্শক গুরুপাদপদ্ম-নির্ণয়ে ভ্রান্ত এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধী করিয়া তাহাদের চক্ষু অন্ধীভূত করিয়া দেয়। তাই তাহাদের প্রকৃত শ্রীধাম-দর্শন হয় না। কল্পনা ও অপস্বার্থাভিসন্ধি-মূলে গ্রামবুদ্ধি রাখিয়া পার্থিব ভোগ্যবস্তুতে তাহারা ধামের আরোপ করে, কখনও বা শ্রীধামে বাস করিবার ছলনায় কৃষ্ণকাম চরিতার্থ করিবার পরিবর্ত্তে নিজের ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়ের কামের তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত হয়। গৌর কৃষ্ণনাম-গ্রহণের ছলনায় নিজ নশ্বর ও জড়ীয় নাম প্রচারে ব্যস্ত হয়, জীবের এইরূপ দুরদৃষ্ট দেখিয়াই শ্রীধাম-প্রদর্শক শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ-জন করুণার মূর্ত্তবিগ্রহরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

সম্বৎসর পরে আবার শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা আসিয়াছে। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সেবকগণ সর্ব্বজগৎবাসীকে এই শুদ্ধ-ভক্তির অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। আমাদের জাগতিক আত্মীয় স্বজনগণ আমাদিগকে বিদেশের পরগৃহ হইতে স্বদেশের স্বগৃহে আহ্বান করেন, আমরাও স্বগৃহে গমন করিয়া স্বজনের স্নেহসিক্ত হইয়া কতই না আনন্দ লাভ করি। কিন্তু হায়! কালচক্রের এমনই কুটিল বিক্রম যে, আজ যে স্বগৃহ, যে স্বদেশ, যে স্বজনের সস্নেহ-আহ্বান ও স্বজনপ্রীতি আমার হৃদয়ে কত আনন্দের উৎস প্রবাহিত করে, কাল আর তাহা তেমনটি থাকে না, সব পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, আবার বর্ত্তমান আনন্দের কারণসমূহ মুহূর্ত্ত পরেই নিরানন্দের কারণস্বরূপে প্রেতের অট্টহাস্য হাসিয়া আমার কত বুকভরা আশা-ভরসার মুখে শ্মশানের ভস্মাস্থি নিক্ষেপ করে—হৃদয়-খানি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয়।

সংসার সাগরে সুখ দুঃখের এইপ্রকার ঘাত-প্রতিঘাতময় উত্তাল তরঙ্গক্রীড়ার অবসান নাই। কত আশার প্রদীপ ধপ্ ধপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া আবার চিরতরে নির্ব্বাপিত হইতেছে, কত উত্থান-পতন, কত জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি, জন্ম-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব প্রহেলিকাময় ঐতিহ্যপূর্ণ এই সংসার। শ্রীভগবানের অঘটন-ঘটনপটীয়সী দৈবী গুণময়ী দুরত্যয়া মায়ার গুণপ্রবাহ হইতে মুক্ত করিবার—আমাকে অকপট স্নেহ করিবার—আমার দুঃখে প্রকৃত সহানুভূতি জ্ঞাপন করিবার—আমার সমুপেত মৃত্যুর করাল কবল হইতে রক্ষা করিয়া আমাকে অমৃতের অনুসন্ধান দিবার মত প্রকৃত স্বজন—প্রকৃত ব্যথার ব্যথী এই ঘোর দ্বন্দ্ব-গুণময় সংসারে কেহই নাই।

এই জগতের আত্মীয় স্বজন বড় জোর আমার দেহ-মনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তায় ব্যাকুলতা প্রদর্শন করেন, কিন্তু হায় ব্যতীত আমার দেহ-মন কোনও ক্রিয়া করিতে পারে না, যে বস্তুটি ছাড়িয়া গেলে তাহাদের সেই সহানুভূতির কোনও মূল্যই স্বীকৃত হয় না, সেই আত্মবস্তুর প্রকৃত স্বাস্থ্যানুসন্ধানে—তাহার প্রসন্নতা-সম্পাদনে কাঁহার হৃদয় সত্যসত্য কাঁদিয়া উঠিতেছে—কে আমাদের এমন স্নেহময় স্বজন আছেন, যিনি আমাদিগকে এই পিশাচিনী মায়ার পৈশাচিক কপট স্নেহ মমতার আকর্ষণ হইতে উদ্ধার করিয়া আমাদের আত্মার প্রকৃত মঙ্গলের বার্ত্তা জানাইয়া দেন? মহারাজ পরীক্ষিতের ন্যায় আমাদের এমন বান্ধব কে আছেন, যিনি আমাদিগকে "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্য-প্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি"—এই শুক-মুখামৃত দ্রবসংযুত ভাগবত-কথামৃত পরিবেশন করিয়া আত্মার সম্যক্ প্রসন্নতা লাভের সন্ধান জানাইয়া দিবেন?

দেহ-মনের অনিত্য তাৎকালিক হেয় প্রসন্নতার অনেক উপায়ের কথা অনেকেই বলিয়া থাকেন, কিন্তু আত্মার নিত্য বিশুদ্ধ প্রসন্নতালাভের সন্ধান যিনি প্রদান করেন, তিনিই ত' আমাদের নিত্যকালের বান্ধব নিত্যকালের স্বজন—আমাদের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। ভগবৎকথামৃত পরিবেশনপূর্ব্বক যিনি আমাদের হৃদয়-মরু অভিষিক্ত করিয়া ভগবদ্ভক্তিবীজ রোপণ করেন এবং তাহা নির্ব্বিঘ্নে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইবার জন্য শুদ্ধ-অকপট স্নেহময় সাধুসঙ্গে শ্রবণকীর্ত্তনরূপ জলসেচনেরও ব্যবস্থা করেন, আবার যাহাতে সেই ভক্তিলতা সম্বর্দ্ধিত হইয়া বরজা ব্রহ্ম-লোক ভেদ করিয়া পরব্যোম এবং তদুপরি গোলোক বৃন্দাবনে কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে আরোহণ করিতে পারে, মধ্যপথে যাহাতে অপরাধরূপ মত্ত মাতঙ্গ আক্রমণ করিতে না পারে, লাভ-পূজাপ্রতিষ্ঠাশা, কুটিনাটি প্রভৃতি আগাছার উদ্ভব যাহাতে না হয়, তজ্জন্য সাবধান করেন—আমার আত্মমঙ্গল-লাভের উদ্দেশ্যে আমাকে গর্ব্ব পর্ব্বত হইতে অবতরণ করাইবার জন্য যিনি সর্ব্বোত্তম হইয়াও আপনাকে তৃণাধিক হীনজ্ঞানের আদর্শ প্রকট করেন, আমার শত-সহস্র অবিচার—মায়ামোহে মুগ্ধ হইয়া ভক্তি-সদাচার ছাড়িবার অসংখ্য কুবিচারসমূহ তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা-অবলম্বনে সহ্য করিয়াও আমার মঙ্গলবিধান করিবার জন্য যিনি ব্যাকুল হন—আমাকে বৃক্ষ অপেক্ষাও ক্ষমাগুণ শিক্ষা দিবার জন্য কত ক্ষমাশীল হন, সর্ব্বপূজ্য হইয়াও হরিকীর্ত্তন করিতে হইলে কিরূপ অমানী ও মানদ হওয়া আবশ্যক, তাহা যিনি আত্মদৈন্যপ্রকাশমুখে শিক্ষা-প্রদান করেন, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের ন্যায় পরদুঃখ-দুঃখী কৃপাসিন্ধু স্নেহময় বান্ধব আমার আর কে আছেন? আজ তিনি আমাকে প্রবাস হইতে আমার নিত্য-নিজনিবাস—নিত্য-নিজগৃহ, শ্রীগৌরগৃহে-শ্রীগৌরধামে আহ্বান করিতেছেন।

ভাগবতপ্রবর দেবর্ষি নারদ জগজ্জীবকে প্রকৃত মঙ্গলের অনুসন্ধান প্রদানার্থ শ্রীবেদ-ব্যাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি।
ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষগ্ রুমঃ॥

অর্থাৎ হে ব্যাস! তুমি নিজে পরম-মঙ্গলের বিষয় জানিয়াও সাধারণ ভক্তিতত্ত্ব-জ্ঞানহীন লোকদিগকে মহাভারতাদি-গ্রন্থে শুদ্ধভক্তি ব্যতীত যে কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা বলিয়াছ, তাহাতে জীবের প্রকৃত মঙ্গল অনুসন্ধান করা হয় নাই। সদ্বৈদ্য রোগীর ইচ্ছাসত্ত্বেও কখনও কুপথ্যের ব্যবস্থা করেন না।

রোগী সাধারণতঃ কুপথ্যেই রুচিবিশিষ্ট হয় এবং তাহা না পাইলে সে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া পড়ে। তখন রোগীর আত্মীয়-নামধারিগণ যদি তাহাকে কুপথ্য দিয়া তাঁহাদের স্নেহ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে হয় ত' রোগ বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহাদের সেই কপট স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ রোগীর প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইতে পারে। ঐপ্রকার স্নেহের কোনও মূল্য নাই, যে স্নেহ আপাত-মঙ্গলের ভাণ প্রদর্শন করিতে গিয়া চির অমঙ্গলের কারণ হয়, তাহাকে কখনও স্নেহ বলা যায় না। শ্রীভগবান্ বা তাঁহার নিজ-জন প্রকৃত স্নেহের মর্ম্মজ্ঞ, আমাদের স্ব-গৃহ ও স্বদেশের প্রকৃত সন্ধান তাঁহারাই জানেন। হে সুধীবৃন্দ! শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম বা তদনুগ শুদ্ধবৈষ্ণবগণ আমাদিগের প্রতি যে অহৈতুকী কৃপা বা স্নেহ প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে আমাদের নিত্য-নিজবাসে আহ্বান করেন, সেই কৃপা বা স্নেহের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিলে আমরা প্রকৃত স্বগৃহের সন্ধান পাইব না—প্রকৃত আত্মীয়-স্বজনের স্নেহরস আস্বাদন করিতে পারিব না—আমাদের জীবন প্রদীপ আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপের ঘাত-প্রতিঘাতে নির্ব্বাণোন্মুখ হইতে হইতে একদিন স্নেহশূন্য অবস্থায় চিরনির্ব্বাপিত হইবে, কিন্তু তাহাতেই কি নিস্তার আছে? আবার ঐরূপ নূতন জীবন পাইব, কত স্নেহলাভের আশায় বুক বাঁধিব, কত কপট স্নেহ পাইব, শেষে বঞ্চিত হইতে হইতে শেষ-নিশ্বাস ত্যাগ করিব। এইরূপে কত জন্ম-জন্মান্তর—যুগ-যুগান্তর কাটিয়া যাইবে।

ব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগজ্জীবের প্রতি কিরূপ স্নেহপরায়ণ, জীবের প্রতি তাঁহার কিরূপ করুণা, ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় তিনি তাঁহারই গৌররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়স্বরূপ শ্রীরূপ তাঁহার 'বিদগ্ধমাধব'-নাটকের "অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্। হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি-কদম্বসন্দীপিতঃ সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥"-শ্লোকে এবং শ্রীস্বরূপ-দামোদর তাঁহার কড়চার "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবাস্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ। সৌখ্যঞ্চাস্য মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচী-গর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥" প্রভৃতি শ্লোকে তাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ, "নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ"—এই শ্লোকে সেই অপ্রাকৃত স্নেহময় ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের যে মহাবদান্যতা গুণ, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপ্রদান-লীলা শ্রীগোপীজনবল্লভ-কৃষ্ণস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম এবং গৌরকান্তিরূপ-মাধুর্য্যের প্রণাম শিক্ষা দিয়াছেন, সেই শিক্ষার অনুসরণে ঔদার্য্য-প্রধান মাধুর্য্যস্বরূপ শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীপাদ-পদ্মে সর্ব্বাত্মসমর্পণ ব্যতীত তাঁহার মাধুর্য্য-প্রধান ঔদার্য্যস্বরূপ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের বংশীধ্বনি কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে না—"কোথা কৃষ্ণ প্রাণনাথ মুরলীবদন" বলিয়া ছুটিবার উন্মাদনা আসিবে না। তাই শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর পরম স্নেহময় গৌরনিজ-জন জগতের ত্রিতাপক্লিষ্ট সেবাবিমুখ জীবগণকে মহাবদান্যাবতারী শ্রীগৌরনিত্যানন্দের পাদপদ্ম একান্তভাবে আশ্রয়পূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন করিবার জন্য আহ্বান করিয়া থাকেন। শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের জীবের প্রতি এই কৃপা বা স্নেহের স্বরূপ যাঁহাদের উপলব্ধির বিষয় হইতেছে, তাঁহারাই আজ অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে এই গান ধরিতে পারিয়াছেন,—"কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শকতি আছে। আমি ত' কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি', যাই তব পাছে পাছে।"

শ্রীধামে নিত্যসিদ্ধভাবে সমস্ত বৈভবই পূর্ণ-মাত্রায় অবস্থিত আছেন। শ্রীগৌর-নিজ-জন সেইসকল বৈভবকে প্রকাশিত করিয়া জীব-সকলকে শ্রীগৌরহরির সংকীর্ত্তনরাসমণ্ডলীতে যোগদানার্থ প্রেরণা প্রদান করিতেছেন। শ্রীধামের বৈভব-প্রকাশ-সেবা ও শ্রীগৌর-সুন্দরের সংকীর্ত্তনরাস—একই ব্যাপার। যাহারা সেই সংকীর্ত্তন রাসমণ্ডলীতে যোগদান করিয়া আনন্দনৃত্য করিবার সৌভাগ্য পায় নাই, তাহারাই শ্রীধামের বৈভব-দর্শনে মৎসর-ভাবযুক্ত, জগতের নশ্বরতাণ্ডবে তাহাদের রুচি, তাহারা কখনও ভোগী, কখনও বা ত্যাগী, তাহারা কখন বিশ্বম্ভরের বৈভব স্ব-স্ব ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়ের তর্পণে নিযুক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত, কখনও বা ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবানের ইন্দ্রিয়-সমূহ নাশ (?) করিয়া ফেলিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত। ভক্তগণ ঐরূপ ইন্দ্রিয় ও নিরিন্দ্রিয় ভোগের সেবক নহেন, তাঁহারা সকল ইন্দ্রিয়ের অধিপতি, সকল চেতন ইন্দ্রিয়ের পরিপূর্ণ বৃত্তিযুক্ত কামদেবের সেবক। এই কথা জগৎকে জানাইবার জন্যই পরমকারুণিক গৌরজন শ্রীধাম-মায়াপুরের বৈভব প্রকাশ করিতেছেন। যোগ-মায়াপুরের বৈভব বিস্তৃত হইলেই তাহার বিকৃত প্রতিফলনরূপ মহামায়াপুরের বৈভব-রাশির নশ্বরতা ও হেয়তা লোকে ধরিতে পারিবে।

এজন্য প্রতিবৎসর শ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম প্রত্যেক গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী ও বানপ্রস্থকে শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় আহ্বান করিয়া থাকেন। গৃহমেধী আমরা গৃহ পরিক্রম করিতে করিতে নিত্য দেশের, নিত্যধামের পরিক্রমার কথা একেবারেই ভুলিয়া যাই, কত চৌরাশী লক্ষ যোনি এরূপ ভোগের গৃহান্ধকূপ পরিক্রম করিতে করিতে এত আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ি যে, নিত্যধামের পরিক্রমার কোন স্বার্থকতা বা প্রয়োজনীয়তা যে আছে, তাহা উপলব্ধি করা দূরে থাকুক, কেহ তদ্বিষয়ে উপদেশ করিলে তাঁহার সহিত কুতর্ক করিয়া থাকি। আমাদের এই ঘুম-ঘোর ভাঙ্গাইবার জন্যই প্রতিবৎসর শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম আমাদিগকে শ্রীধাম-পরিক্রমায় আহ্বান করিয়া থাকেন

শ্রীগৌরবন ও শ্রীব্রজবন

'সিদ্ধভূমিকা শ্রীবৃন্দাবন বা শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার পর প্রবর্ত্তকভূমিকা শ্রীনবদ্বীপ বা শ্রীগৌরমণ্ডল পরিক্রম করিবার আবশ্যকতা নাই—উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়া আর নিম্ন সোপানে অবতরণ করা উচিত নহে',—এইরূপ ভ্রান্ত প্রাকৃত-সাহজিক বিচার যেন আমাদিগকে গ্রাস না করে। শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীবৃন্দাবনে যাহাদের ভেদবুদ্ধি বর্ত্তমান, যাহাদের নিকট শ্রীধাম-বৃন্দাবন কখনও তাঁহার আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিবেন না, তাহারাই ঐরূপ অপরাধময়ী উক্তি করিয়া থাকে। শ্রীগৌরবন হইতে শ্রীব্রজবনের কোন তফাৎ নাই, কেবল শ্রীগৌরবন শ্রীব্রজ-বন হইতে অধিকতর কৃপাময়। মহামুক্ত-পুরুষগণের নিকটই শ্রীব্রজবন আত্মপ্রকাশ করেন, কিন্তু শ্রীগৌরবন অত্যন্ত করুণাময় হইয়া অনর্থযুক্তগণেরও অনর্থমুক্তি করাইয়া তাহাদের নিকট শ্রীব্রজবনের শোভা প্রকাশ করেন। শ্রীগৌরবনের মধ্যে শ্রীব্রজবনের পরিক্রমা হয়। শ্রীগৌরবনের পরে শ্রীব্রজবনের পরিক্রমা, আবার শ্রীগৌরবনের পরিক্রমা—এই-ভাবে অদ্বয়জ্ঞানের পরিক্রমার চক্র ঘুরিতে থাকে। 'শ্রীব্রজবনে গিয়া সিদ্ধ হইয়া বসিয়া গিয়াছি'—এরূপ বিচার নির্ব্বিশেষবাদী অপরাধীর বিচার, তাহাতে অদ্বয়জ্ঞানের চক্র স্তব্ধ হইয়া পড়ে।

অদ্বয়জ্ঞানের পরিক্রমার পথ সসীম নহে, তাহা শ্রীগৌরবন ও শ্রীব্রজবনের অদ্বয়তা বিধান করিয়া বর্ত্তমান। সেখানে প্রবর্ত্তক ও সিদ্ধ, ছোট ও বড়, নীচু ও উঁচু বিচার নাই। একটী ধাম প্রবর্ত্তকের প্রতি অত্যন্ত করুণাময়, আর একটী ধাম কেবল সিদ্ধের প্রতি আত্ম-প্রকাশক। এখানে ধামের ছোট-বড় বিচার নাই, কেবল অধিকারীর যোগ্যতায় কারুণ্যের প্রকাশভেদের বিচারমাত্র প্রদর্শিত। এইজন্যই বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ-দাস বাবাজী মহারাজ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও তৎপূর্ব্বে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি শ্রীরূপানুগবর আচার্য্যগণ শ্রীব্রজ-মণ্ডল-পরিক্রমার পর শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা, শ্রীগৌরমণ্ডল-পরিক্রমা এবং শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীগৌড়মণ্ডলে বাস করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের আদর্শেও ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দর্শন ও উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য পাইতেছি।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ—যাঁহারা শ্রীরাধিকার গণে গণিত, সেই শ্রীস্বরূপ গোস্বামী ও শ্রীরামানন্দ রায়ের শ্রীব্রজমণ্ডলে গমনের কোনও কথা গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না; তাঁহারা সাধক-ক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্রেই বাস করিয়া-ছিলেন বলিয়া কিংবা শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ক্ষেত্রসন্ন্যাস করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ অপেক্ষা যে ছোট, তাহা নহে। শ্রীগৌড়মণ্ডল, শ্রীক্ষেত্র-মণ্ডল ও শ্রীব্রজমণ্ডল অভিন্নবস্তু—অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব। অদ্বয়জ্ঞানে ভেদবুদ্ধি পাষণ্ডিতা।

এ কথা সকলকেই অবনতমস্তকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, বর্ত্তমান যুগে শ্রীধাম-নবদ্বীপের স্বরূপ ও শ্রীধামের অপ্রকাশিত মহিমার কথা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, তাঁহারই মনোভীষ্টপূরণকারিগণের অগ্রণী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও তদভিন্নবিগ্রহ বর্ত্তমান জগদ্গুরু আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ সুষ্ঠুভাবে প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন। আজ বহু দেশ-দেশান্তরের লোকও শ্রীগৌর-সুন্দরের আবির্ভাবস্থানের ধূলি শিরে ধারণ করিবার জন্য, সেই ধামের প্রভাবে আত্ম-শোধন করিবার জন্য, শ্রীধামবাসী সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখবিনিসৃত শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিবার জন্য, শ্রীধাম-পরিক্রমায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিভিন্ন লীলাস্থলী দর্শন করিবার জন্য আগমন করিতেছেন।

বর্ত্তমানে আমরা বিভিন্নভাবে শ্রীধামের লুপ্ত শোভা প্রকটিত ও অধিকতর উজ্জ্বল দেখিতে পাইতেছি। জগতের সকল জিনিষ একমাত্র শ্রীভগবানের ধাম, নাম ও কাম-সেবায় নিযুক্ত হইলেই যে তাহাদের চরম সার্থকতা, এই পরমসত্যের বিজয় পতাকা উড়াইয়াই শ্রীধাম মায়াপুর বর্ত্তমানে লোক-লোচনে বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীধামের বৈভব গ্রামের বৈভব বা শ্রীবৃদ্ধির ন্যায় জীবের ভোগের জন্য কল্পিত নহে। অনুক্ষণ হরিকথা শ্রবণ ও আচরণ-মুখে অনুক্ষণ তাহার কীর্ত্তনই যে একমাত্র জীবের নিত্যধর্ম্ম, তাহা অনুশীলনের আনুকূল্য এবং শ্রীগৌররাজের সেবা সৌষ্ঠব প্রকাশের

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

জন্যই শ্রীধামের বৈভব। সুতরাং শ্রীধামের বৈভব-দর্শনে যাহারা মৎসরতা ও হৃদয়ের সংকীর্ণতাবৃত্তি প্রকাশ করে, তাহারা ভাগ্য-হীন। তাহাদের হৃদয় ভোগানলে জর্জ্জরিত, তাহারা কোনও দিন ত্রিতাপদহন হইতে মুক্ত হইয়া আত্মমঙ্গললাভের সৌভাগ্য বরণ করিতে পারিবে না।

কাজেই যাঁহারা শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় যোগদান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তাহারাও শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা করিয়া অধ্যয়জ্ঞানের পরিক্রমাকে পূর্ণ করিবেন। শ্রীনবদ্বীপের পর শ্রীব্রজ, শ্রীব্রজের পর শ্রীনবদ্বীপ, আবার শ্রীব্রজ, আবার শ্রীনবদ্বীপ—এইরূপ পরিক্রমা-চক্র অনাদিকাল ভ্রমণ করিতে থাকিবে। এই পরিক্রমাই—সংকীর্ত্তনরাস।

যাঁহারা শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শন হইয়া গিয়াছে, স্থানদর্শনের কৌতূহল চরিতার্থ হইয়া গিয়াছে,—বিচার করিয়া গৃহান্ধকূপ-পরিক্রমাকেই সাধ্যসার বিচারপূর্ব্বক হরিকথাশ্রবণের সুযোগ হারাইবেন, তাঁহারা আত্মবঞ্চিত হইবেন সদ্‌গুরুমুখপদ্ম ও তদনুগ শুদ্ধবৈষ্ণবগণের শ্রীমুখ হইতে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীধামের নব-নবায়মান শোভা দর্শন হইবে, তখন আমরা শ্রীধাম, শ্রীনাম ও শ্রীকামের সেবায় ক্রমশঃ অধিক রুচিবিশিষ্ট হইতে পারিব।

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম গাহিয়াছেন,—

"শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি যে-পা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস।"

শ্রীব্রজবন ও শ্রীগৌরবন অভিন্ন চিন্ময় ভূমি বলিয়া যাঁহার জ্ঞান হয়, যিনি শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপায় হৃদয়ের মাধুর্য্য প্রধান ঔদার্য্য ও ঔদার্য্য-প্রধান মাধুর্য্যরস-বিলাস উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনি প্রকৃত ধামের স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হন, তাঁহারই হৃদয়ে কৃষ্ণের ও কৃষ্ণকথার পরিবেশনকারী গুরুপাদপদ্মের মাধুর্য্য সৌন্দর্য্য উদিত হইয়া তাঁহাকে গৌরবনে কৃষ্ণানুসন্ধানে প্রধাবিত করে, অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনশূন্য গৃহে তাহাকে বসিয়া থাকিতে দেয় না। শ্রীগৌরসুন্দর গৃহমেধী করিয়া ফেলেন, তখন তিনি শ্রীধামের হরিকে অন্বেষণ করিতে করিতে গৌরবন মুখরিত করিয়া, কখনও বকুলতরুর পাদমূলে বসিয়া গান করিতে থাকেন,—

"হায়! হায়!
কবে হ'বে হেন দশা মোর।
ত্যজি' জড় আশা, বিষয় বন্ধন
ছাড়িব সংসার ঘোর॥
ভাবনাভেদে নবদ্বীপধামে
বাঁধিব কুটীর খানি।
শচীর নন্দন- চরণ আশ্রয়
করিব সম্বন্ধ মানি'॥
জাহ্নবী-পুলিনে চিন্ময় কাননে
বসিয়া বিজন স্থানে।
কৃষ্ণনামামৃত নিরন্তর পিব,
ডাকিব গৌরাঙ্গ ব'লে॥
হা গৌর-নিতাই, তোরা দুটি ভাই
পতিত জনের বন্ধু।
অধম পতিত, আমি হে দুর্জ্জন,
হও মোরে কৃপাসিন্ধু॥
কাঁদিতে কাঁদিতে যোলক্রোশ ধাম
জাহ্নবী উভয়-কূলে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কভু ভাগ্যফলে
দেখি' কিছু তরুমূলে॥
হাহা মনোহর, কি দেখিনু আমি
বসিয়া মূর্চ্ছিত হ'ব।
সম্বিৎ পাইয়া কাঁদিব গোপনে
স্মরি' দুঁহু কৃপা-লব॥"

ঐগান গাহিতে গাহিতে আবার সিদ্ধি-লালসায় তাঁহার হৃদয়ে নির্ব্বাণীক শরণাগতি উদিত হইয়া গান হইতে থাকিবে,—

"কবে গৌরবনে সুরধুনী তটে,
হা রাধে, হা কৃষ্ণ ব'লে।
কাঁদিয়া বেড়া'ব, দেহ সুখ ছাড়ি'
নানা লতা-তরুতলে॥
শ্বপচগৃহেতে, মাগিয়া খাইব,
পিব সরস্বতী-জল।
পুলিনে-পুলিনে, গড়াগড়ি দিব,
করি' কৃষ্ণ-কোলাহল॥
ধামবাসিজনে প্রণতি করিয়া
মাগিব কৃপার লেশ।
বৈষ্ণব-চরণ-রেণু গায়ে মাখি'
ধরি' অবধূত-বেশ॥
গৌড় ব্রজজনে ভেদ না দেখিব,
হইব বরজবাসী
ধামের স্বরূপ স্ফুরিবে নয়নে,
হইব রাধার দাসী॥"

গৌরবনকে যাঁহারা প্রবর্ত্তকের ভূমিকা-মাত্র জ্ঞান করেন, তাহারা শ্রীধামচরণে অপরাধী হন, ব্রজভূমির স্বরূপজ্ঞানে অসমর্থ হন, প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া পড়েন। গৌর ও ব্রজে অভেদজ্ঞানে গৌরবনে ব্রজবন, আবার ব্রজবনে গৌরবন-দর্শনই ভজন-বিজ্ঞতা। যাঁহারা চর্ম্মচক্ষে শ্রীধাম-দর্শন বা প্রাকৃত মনে শ্রীধামের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে যান, তাঁহারা শ্রীধামকে প্রপঞ্চরূপে দর্শন ও ভোগার বস্তু রূপে গ্রহণ করিবার বুদ্ধিযুক্ত হইয়া ভ্রমণ অমরের ন্যায় পীড়িত হন। শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণব-সেবোন্মুখ হইয়া প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তলোচনে শ্রীধামের প্রকৃত স্বরূপ দর্শন ও উদ্ঘাটন হয়।

বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ও পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীবৃন্দবনে বহুকাল ভজন করিয়া পরিশেষে শ্রীগৌরনাগরীর ভজন করিয়াছিলেন। মহা-ভাগবতবর শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজই শ্রীমায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটা নির্দ্দেশ করেন। তিনি ও শ্রীল গৌর-কিশোরদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠে আসিয়া কত নগর-কীর্ত্তন করিয়া-ছেন তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ গৌরজন, তাই শ্রীগৌর-ধামের দিব্যস্বরূপ তাঁহারা দিব্য নেত্রে দর্শন করিয়া প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই দিব্য-দর্শনের পরিপন্থী হইবা যে সকল উলূকধর্ম্মী ধামাপরাধী, বৈষ্ণবাপরাধী অজ্ঞজনগণ এতদিন লোক-বঞ্চনা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অপার কৃপায় তাহাদের সকল বিরুদ্ধ চেষ্টার বিফলতা সম্যক্‌ভাবে প্রকাশিত ও প্রমাণিত হইয়া স্বতঃপ্রকাশ শ্রীধামের চিন্ময়-শোভা ভাগ্যবন্ত সুজনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। তবে যাহার "মায়াজাল জড়-দৃষ্টি দিয়াছে নয়নে জড়ময় দেখে সেই নবদ্বীপ-বনে॥"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

"শ্রীরাধার বনে নবদ্বীপ মহাধন।
তাহাতে বসতি বাধা করেন যে জন॥
মাতা, পিতা, বন্ধু, সখা, মিত্র, গুরু আর।
কোনই সম্বন্ধ নাহি আমার তাহার॥
আমার স্বজনগণ ছাড়ুক আমারে।
দেহবৃত্তি অচল হউক একেবারে॥
তথাপিও চিদানন্দ নবদ্বীপ হ'তে।
চরণ আমার নাহি যাউ অন্যপথে॥"

ইহারই নাম ধাম-নিষ্ঠা। ভবাটবী-মধ্যে ভ্রমণরত, কাম-ক্রোধাদি রিপু প্রপীড়িত, নানা অশান্তির অনলে অহর্নিশ সন্তপ্ত, নিতান্ত দীনহীন আমরা, পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শ্রীমায়াপুরাধীশ শ্রীগৌরহরি এবং তাঁহার নিজজন বৎসরান্তে একদিন চিরদাবদগ্ধ আমাদিগকে উন্মুখ-ভক্তিসার-বীজরূপ গৌরবন-মধ্যে তাঁহাদের কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীচরণছায়ার আহ্বানপূর্ব্বক আমাদিগের কর্ণে যে শ্রীভগবানের নাম, ধাম ও কাম-মাহাত্ম্যরূপ পীযূষ-ধারা বর্ষণদ্বারা আমাদিগকে নিত্যমঙ্গলের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে চাহেন, সেই আহ্বান অবহেলা করিলে প্রকৃত আত্মঘাতী বোধে আমরা চিরবঞ্চিতই থাকিয়া যাইব।

মহাপ্রভুর ভক্তগণ সম্বৎসর চাহিয়া থাকিতেন,—কবে রথযাত্রা আসিবে, কবে তাঁহারা নীলাচলে ছুটিয়া গিয়া তাঁহাদের প্রাণপুরুষকে দর্শন করিবেন? আমরাও সম্বৎসরের মধ্যে একবারও কি ছুটিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিব না? —কখন পাইব না? অন্য সব কার্য্যের সময় কি আমরা পাই না? নিত্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণের জন্য কি সময়ের [illegible] প্রকৃত আত্মীয়গণের দর্শন, সঙ্গ, সেবা ও তাঁহাদের শ্রীমুখ গৌরকথা [illegible] সৌভাগ্য কি বরণ করিব না? [illegible] বৈষ্ণবরাজ সভার পাইবার জন্য, [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের একনিষ্ঠ সেবকগণ শ্রীগৌরজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব আজ শ্রীধামে আমি কৃপাপূর্ব্বক আহ্বান করিয়াছেন, তাহাতে [illegible] প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহাতে সাধুসঙ্গ [illegible] উৎসাহিত হইয়া [illegible] অবহেলা করিয়া আপনার সৌভাগ্য হইতে কি আমরা বঞ্চিতই থাকিয়া যাইব?

হে ভাগ্যবান্! হে মতিমান্! হে বুদ্ধিমান্! এই সুবর্ণ সুযোগ অবহেলা না করিয়া সকলে ব্রজের পথে অগ্রসর হউন—ভবাটবীর ভ্রমোন্মুখকারিণী মায়াকর্ষী-মায়ায় মুগ্ধ না হইয়া শ্রীগৌরবনে শ্রীগৌর-পার্ষদনিত্যজনের সাধুসঙ্গ শ্রীরাধা বনের মধুরা-সৌন্দর্য্য আস্বাদন হইবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করুন। "অতএব কৃষ্ণ গুরু ভক্তরূপী। বদান্যতঃ কৃপয়োভয়াকারিণা। হৃদি বিধত্ত্য কুরুষ মনঃস্থিরং সদিদং জগদ্গুরাবধারয়॥" "অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"—এইসকল মহাজনবাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম আচার্য্যসমীপে অবধারণ করুন। এই শুভ মহূর্ত্ত—মাতেন্দ্রক্ষণ হারাইলে পরে আবার এ জীবনে সে শুভক্ষণ সম্ভব হইবে কি না, তাহার কি কোন নিশ্চয়তা আছে?

সাধু শাস্ত্র কৃষ্ণ বড় দয়ার জানিয়া।
সাধু গুরুরূপে কৃষ্ণ আপনা দেখায়া॥
গৌরজন সঙ্গ কর গৌরাঙ্গ বলিয়া।
হরেকৃষ্ণ-নাম কর নাচিয়া নাচিয়া॥

শ্রীধাম-পরিক্রমায় জ্ঞাতব্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় আগামী ৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার হইতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করা হইবে। এই শ্রীধাম-পরিক্রমা পাদসেবনের অন্তর্গত। কর্ম্মিগণ শ্রীধাম, শ্রীধামবাসীকে ও তন্নিজ-জনগণের অহৈতুক কৃপাভিখারী ও দীনহীন কাঙ্গাল হইয়া সাধুসঙ্গে শ্রীধাম পরিক্রমা করিতে হইবে। যান অর্থাৎ শিবিকাদি-যোগে অথবা পদে পাদুকা পরিধানপূর্ব্বক শ্রীধাম পরিক্রমা করা অবৈধ ও অনুচিত। সেইজন্য কেহই শ্রীধাম-পরিক্রমায় কোন যানাদি ও পাদুকা ব্যবহার করিতে পারিবেন না। অসমর্থ বা শারীরিক অসুস্থতা হেতু পরে তাঁহারা নিজের দায়িত্বে ও ব্যয়ে শ্রীধাম-পরিক্রমা করিতে পারেন।

বিশেষ-দ্রষ্টব্য

[illegible] সকলগণ [illegible] গৌরবন, [illegible] মায়াপুরের [illegible] কৃপা [illegible] শুদ্ধ কৃষ্ণ-[illegible] লোকের [illegible] অপেক্ষা [illegible] ডুবিবেন। যদিও [illegible] কি বিরাজিতা, [illegible] অপেক্ষা অচিরেই

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

:|:●:|:

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১ ॥০ ৪	২৷৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲		
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	
সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
এক কলম	৮৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৵৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মাসেরিয়া পরিপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ইহার প্রীতি সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বর একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ॥৶০ বার আনা, বড় বোতল ১৲ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং ইডেন্‌ষ্ট্রিজ রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

বিবিধ সংবাদ

বিমান-আক্রমণ সতর্কতা

বাঙ্গলা-সরকারের এক ইস্তাহারে প্রকাশ—বেঙ্গুণের অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায়—কোথাও অধিকসংখ্যক লোক সমবেত হইলে বিমান-আক্রমণ ঐ জনতার উপরই অধিক হয় এবং হতাহতের সংখ্যাও তদনুরূপ অধিক হইয়া থাকে। এই কারণে সরকার জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন—যে সকল স্থানে বিমান-আক্রমণের সতর্কতাসূচক ব্যবস্থাসমূহ বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হইতেছে, সেই সকল অঞ্চলে বর্ত্তমানে তাঁহারা যেন সভা ও শোভাযাত্রার জনসংখ্যা এমন-ভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন, যাহাতে প্রয়োজন উপস্থিত হইলে সহজেই জনতা ছত্রভঙ্গ হইতে পারে।

ভারতে প্যারাসুট প্রস্তুত

ভারতবর্ষে ক্রমেই অধিক পরিমাণে প্যারাসুট ও ষ্টি-হুক (ষ্টাণ্ডিসুট) তৈয়ারী হইতেছে। রেশমের গুটি হইতে প্রস্তুত যে সকল সিল্‌কের থান কাশ্মীর-সরকারের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা দ্বারা প্যারাসুট সিল্‌ক তৈয়ারি হইতেছে। প্যারাসুট প্রস্তুতে প্রয়োজনীয় কাপড়, দাঁড়, ফিতা, শোয়াইবের সূতা প্রভৃতি দ্রব্য দেশীয় সিল্‌কের দ্বারাই পরীক্ষামূলকভাবে প্রস্তুত করা হইতেছে। রাজকীয় বিমান-বাহিনীর নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী বিশদভাবে পরীক্ষা করিবার পর ভারতে প্রস্তুত প্যারাসুট ও ষ্ট্যাটিসুটের কতকগুলি নমুনাকে সর্ব্বাংশে সাফল্যজনক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

ভারতে ও ব্রহ্মে দৈনিক বিমান-ডাকের ব্যবস্থা

গত ১১ই জানুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, ব্রহ্মদেশে পুনঃ পুনঃ বিমানাক্রমণ হওয়ায়, ভারতীয় অধিবাসীদের নিরাপত্তা ও স্বদেশে প্রত্যাগমনের আশঙ্কা নিবন্ধন ভারত সরকার সেখানকার ভারতীয়দের অবস্থা দেখার জন্য একজন বিশিষ্ট বেসরকারী ভারতবাসীকে সেখানে পাঠাতে মনস্থ করিয়াছেন। উভয় দেশ মধ্যে শীঘ্র সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য এক দৈনিক বিমান-ডাকের ব্যবস্থাও করা হইতেছে।

কলিকাতার অসামরিক অধিবাসী

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখের একটি সংবাদে প্রকাশ, জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে যাঁহারা কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইবেন তাহাদিগকে সাহায্য দানের জন্য বাঙ্গলা সরকারের রাজস্ব বিভাগ হইতে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। কলিকাতা এবং ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী এলাকার লোক যাহাতে স্বাভাবিকভাবে তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট এই বিরাট কার্য্যে কলিকাতার এবং পার্শ্ববর্ত্তী জেলা সমূহের বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের (এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক মতামত যাহাই হউক না কেন, অথবা ইহারা যে দলভুক্তই হউক না কেন) সমর্থন লাভের আশা করেন। নিজেদের সম্মান এবং সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থার অধীনে সমস্ত বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানই যাহাতে কাজ করিতে পারে তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা হইতেছে।

অসামরিক অধিবাসী অপসারণ বিভাগের ডিরেক্টর এবং বাঙ্গলা সরকারের রাজস্ব-বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ বি-আর সেন কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জেলাগুলি পরিভ্রমণ করিতেছেন। এই ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে প্রায় ছয় হাজার স্বেচ্ছাসেবকের প্রয়োজন হইবে।

শিক্ষিত বেকারদিগের চাকুরীর সুযোগ

বাঙ্গলা-সরকারের নিয়োগ-পরামর্শদাতার অন্যতম কর্ত্তব্য হইতেছে—শিক্ষিত বেকারগণ যাহাতে উপযুক্তরূপে কাজে নিযুক্ত হইতে পারে, সে সম্পর্কে সাহায্য করা। এই উদ্দেশ্যে উক্ত বিভাগ বেকার লোকদের নামের একটা তালিকা রাখার প্রস্তাব করিতেছেন। যাঁহারা নিজের নাম এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিতে চান, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের যোগ্যতার বিশদ বিবরণ, বয়স, প্রার্থিত চাকুরীর ধরণ ও নিম্নতম মাহিনার কথা উল্লেখ করিয়া—কলিকাতায় ৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে, বাঙ্গলা-সরকারের নিয়োগ-পরামর্শদাতার নিকট আবেদন করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

বাঙ্গলা-সরকারের বদান্যতা

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট খাড়ি জেলার বাগনান অধীনস্থ পিপুল্যান্ খাল পুনঃ খননের জন্য এবং বুড়খালী ও কাজিরচরা হইতে চন্দাইল পর্য্যন্ত একটা রাস্তা প্রস্তুতের জন্য ১,০০০৲ দান মঞ্জুর করিয়াছেন।

জলপাইগুড়ি জেলার আলীপুর দুয়ার মহকুমাস্থ শিলবাড়ী ডাক্তারখানা ও তৎসংলগ্ন ডাক্তারের বাসাবাড়ী নির্ম্মাণার্থ বাঙ্গলা-সরকার ৩,০০০৲ টাকা দান মঞ্জুর করিয়াছেন

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-সূচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ২০ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫; ৯ই ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, শনিবার | ২৮৯তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী' টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ গোবিন্দ, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমোৎসব

শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমোৎসব পুনরায় সমাগত। পরিক্রমোৎসব ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবের আগমনী-গীতি-গানমুখে শ্রীধামে 'শ্রীগৌর-আনা' ঠাকুর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর আবির্ভাবোৎসব, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবোৎসব ও তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাবোৎসব তথা গুপ্ত শ্রীনবদ্বীপধাম-আবিষ্কারক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সদোপাস্য গুপ্ত শ্রীগৌর-গৃহ মহাযোগপীঠ-প্রদর্শক বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাবোৎসবসমূহও বৈষ্ণবাচার্য্য মুকুটমৌলি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুচরণের সংকীর্ত্তন সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীধাম-মায়াপুরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নিত্যকালই যোগ-মায়াপুর — নিত্যানন্দপুর — প্রেমানন্দপুর। গৌরজনের আনুগত্যে এইসকল সংকীর্ত্তন-উৎসবের সেবা করিতে কাহার না হৃদয় নাচিয়া উঠে? এই সময়ে অত্যন্ত দেহ-গেহারামী, গৃহব্রত ব্যক্তিরও গৃহারামতাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া গৌরজনানুগ বৈষ্ণববৃন্দের পদধূলিতে ও শ্রীধামের রজে বিলুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাদের পদানুসরণে কর্ণে তাঁহাদের বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীধাম পরিক্রমা করিবার আর্ত্তি ও উৎসাহ হৃদয়ে উদিত হয়। ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ বিশ্ববাসীর প্রতি অনর্পিতচরী কৃপা বিস্তারপূর্ব্বক এই তর্কহত যুগে দেহ-গেহাসক্ত জীবের মঙ্গলের জন্য ঔদার্য্য-পরাকাষ্ঠাস্বরূপ গৌরধাম, গৌরনাম ও গৌরকামরূপ তিনটী বস্তু জগৎকে দান করিয়া গিয়াছেন, আর সেই তিন বস্তুর সেবা কিরূপে করিতে হয় তাহার সর্ব্বোত্তম আদর্শ প্রকট করিয়াছেন—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ। আবার তাঁহারই আদর্শকে সর্ব্বতোভাবে যিনি অনুসরণ করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষবর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুচরণের সংকীর্ত্তন সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীধাম মায়াপুরের সমস্ত বৈভব ও সেবা উত্তরোত্তর উজ্জ্বল ও বর্দ্ধিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরী গোস্বামী প্রভুর কৃপা করিয়া শ্রীধামের সেবার যোগসূত্রটী অবিচ্ছিন্ন না রাখিলে জীবের যে কি দশা হইত, তাহা কল্পনায়ও আনিতে পারা যায় না। তাঁহার কৃপায় শ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টানুযায়ী শ্রীধামের যাবতীয় সেবা—অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ উভয়বিধ সেবাই উত্তরোত্তর ঔজ্জ্বল্যের সহিত সম্পাদিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে। শ্রীধামবাসী নিষ্কপট সেবকবৃন্দ পরমোৎসাহের সহিত শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবায় অনুপ্রাণিত হইতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের বিরহোৎসব, শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবোৎসব শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রেরণায় বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়া সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের করুণায় গৌড়ীয়-গগন হইতে সমস্ত ঘনঘটা বিদূরিত হইতেছে এবং আচার্য্য-ভাস্করের নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত দ্যুতি চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে। বহু সেবাপ্রাণ বৈষ্ণব, ভক্ত ও সজ্জন শ্রীধামের নানাপ্রকার সেবায় ব্রতী হইয়াছেন। শ্রীধাম যাত্রিগণের সুবিধার জন্য শ্রীধামের পথ, ঘাট সংস্কৃত ও নূতনভাবে নির্ম্মিত হইতেছে।

শ্রীধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু সজ্জন যোগদান করিয়াছেন ও করিতেছেন। যাহাতে শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় আমরা এই সুযোগ বরণ করিতে পারি, তজ্জন্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে সকলেরই প্রার্থনা জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য। সজ্জন গৃহস্থগণকে বিশেষভাবে অনপেক্ষোদয়া দয়া বিতরণ করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যদয়ানিধির শ্রীভক্তিবিনোদী দয়াশক্তি এই নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা পুনঃ প্রবর্ত্তনের সদ্বুদ্ধি করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদের সেই মনঃসঙ্কল্পকে বাস্তবতায় প্রকট করিয়া শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। সজ্জন গৃহস্থগণের প্রতি এই নবদ্বীপ-পরিক্রমা বিশেষ কৃপাময়। তাঁহারা এই পরিক্রমায় যোগদান করুন। গৌরগৃহ-পরিক্রমার সেবা করিলে আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের ভোগ-গৃহ পরিক্রমা বা যোনি-ভ্রমণের দুর্ব্বাসনা ও প্রবৃত্তির বীজ নির্ম্মূল হইবে। পরিক্রমার সেবা করিলে। একাধারে গৌরধামের সেবা, গৌরজনগণের সেবা, গৌরজনশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের সেবা, শ্রীনাম-শ্রেষ্ঠের সেবা, মন্ত্রের সেবা, শচীপুত্রের সেবা, শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপ-সনাতনাদি গৌরপার্ষদবৃন্দের সেবা, শ্রীমায়াপুরাভিন্ন উরুপুরী মথুরার সেবা, গোষ্ঠ বাটিকার সেবা, শ্রীরাধাকুণ্ড ও গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনের সেবা ও শ্রীশ্রীরাধিকা-মাধবের সেবা হইবে। গৌরধামের সেবার জন্য যাঁহারা মাধুকরী ভিক্ষা করিবেন, তাঁহারাই প্রকৃত-প্রস্তাবে ব্রজ মাধুকরীগ্রহণের যোগ্যতা লাভ করিবেন। গৌড়মণ্ডলের সেবা সুষ্ঠুরূপে করিয়া ব্রজমণ্ডলের সেবা হয় না—এইজন্য শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম গাহিয়াছেন,—

"শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি যে বা জানে চিন্তামণি,
তাঁ'র হয় ব্রজভূমে বাস।"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্টস্বরূপ শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীধামের সেবা-সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য মাধুকরীভিক্ষা করিলে শ্রীশ্রীরাধা মাধব-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর স্বধাম মাধুকরী সেবার অধিকার দিবেন, নতুবা মর্কটবৈরাগী, পেট-বৈরাগী, প্রাকৃত-সহজিয়া বা শ্রীধামত্যাগী পাষণ্ডী হইয়া পড়িতে হইবে। কামচর জীবের, গৃহব্রতী, দেহারামী অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী—সর্ব্বশ্রেণীর ব্যক্তির সকল দুষ্টাসক্তিকে ছেদন করিয়া তাহাদের ভক্ত্যুন্মুখী অজ্ঞাত সুকৃতি উৎপাদনের জন্য শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী শ্রীধাম পরিক্রমা ও তৎসেবায় মাধুকরী ভিক্ষাদান-প্রথা পুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব এই মাধুকরী ভিক্ষার কথা শ্রীরূপানুগ ভজনবর্গের আচরিত ও প্রচারিত ভজনপথ বলিয়া পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমায় গৃহস্থ ব্যক্তিগণের যথেষ্ট অধিকার আছে। যেমন, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের প্রবর্ত্তিত সংকীর্ত্তনে গৌরজনের আনুগত্যে সকলের অধিকার সেইরূপ শ্রীধাম-পরিক্রমায় গৌরজনের আনুগত্যে সকলের অধিকারের সৌভাগ্য শ্রীভক্তিবিনোদ-সরস্বতী কৃপা করিয়া প্রদান করিয়াছেন। শুদ্ধ কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে অনেক সময় প্রাকৃত লোকের রুচি দৃষ্ট হয় না, তাঁহারা কীর্ত্তন অপেক্ষা অর্চ্চনের কথা অধিকতর বুঝেন। যদিও সংকীর্ত্তনের মধ্যেই নানাবিধা ভক্তি বিরাজিতা, তথাপি অজ্ঞব্যক্তির কীর্ত্তন অপেক্ষা অর্চ্চনেই

রুচি অধিক। তাহাদিগের প্রতিও কৃপা বিস্তার করিবার জন্য শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরসরস্বতী সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমারূপ শ্রীগৌরধামায়ণ পঞ্চতত্ত্বর আবির্ভাব করিয়াছেন। অচিনে সকলের অধিকার নাই, কিন্তু শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার সেবায় গৌরভক্তের আনুগত্যে সকলেরই অধিকার শ্রীভক্তিবিনোদ-সরস্বতী প্রদান করিয়াছেন, তবে আচার্য্যের আনুগত্যহীন পরিক্রমার ছলনা শ্রীধাম পরিক্রমা নহে, তাহা পাষণ্ডিতা। তাই আমরা সকলকে শ্রীশ্রীল আচার্য্যানুগত্যে এই শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় যোগদান ও ইঁহার সর্ব্বতোমুখী সেবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

শ্রীঅন্তর্দ্বীপ

——:•::——

অদ্য শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার প্রথম দিবস —অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমুরারিগুপ্তের ভবন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীশ্রীবাস অঙ্গন, শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঘাট, মাধাইর ঘাট, বারকোণা ঘাট, গঙ্গা-নগর, তন্তুবায় পল্লী, বাসনপুকুর কাজীর সমাধি ও শ্রীধরের অঙ্গন)-পরিক্রমা এবং শ্রীচৈতন্যমঠে মহোৎসব।

শ্রীবিষ্ণুর চরণে (১) শরণাগতি বা আত্মনিবেদন, (২) বিষ্ণুর শ্রবণ, (৩) কীর্ত্তন (৪) স্মরণ, (৫) পাদসেবন, (৬) অর্চ্চন, (৭) বন্দন, (৮) দাস্য ও (৯) সখ্য,—এই নয়প্রকার ভক্তিই অভিধেয়। এই নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপধাম। সর্ব্বাগ্রে আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপে আত্মনিবেদন করিলে অন্যান্য ভক্তি যাজন করা যায়। নবধা ভক্তির মধ্যে আত্মনিবেদন বা শরণাগতি সকলের পুরোভাগে অবস্থিত। নবদ্বীপের সর্ব্বত্রই অন্তর্দ্বীপে আত্মনিবেদন পীঠের সকলের পুরোভাগে অবস্থিত।

"শ্রীগঙ্গা পার, ভারাডাঙ্গা (ভারডাঙ্গা) পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-পূর্ব্ব গ্রামসমূহ অন্তর্দ্বীপের অন্তর্গত। গঙ্গানগর-গ্রামের পূর্ব্বদিকে শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোল ছিল। শ্রীগোপুরের উত্তর দিকে যে সকল ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহা শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর সময় হইতে সেইরূপই আছে—এই 'শ্রীভক্তিরত্নাকর' বর্ণিত। সেইস্থান হইতে সুবর্ণবিহার দৃষ্ট হয়। শ্রীসুমনসাধিষ্ঠিত ব্রহ্মার তপস্যার স্থান বলিয়া তথা ভক্তিবিনোদ প্রভুর সময় হইতে সেইরূপই আছে। অতি পূর্ব্বে শ্রীগোপুরের পূর্ব্ব অংশে ও অন্তর্দ্বীপ বর্ষণ দিয়া গঙ্গাদেবী প্রবাহিতা হইয়া শ্রীধাম মায়াপুরের পূর্ব্ব দিক্ ধৌত করিতেন। শ্রীবের তেঁতুল কুড়ি দক্ষিণ পূর্ব্বভাগে সেই পুণ্যতীর্থ এখনও লক্ষিত হয়। শ্রীগোপুরের তীরে তৎকালে প্রৌঢ়-মায়াপুর মন্দির ছিল।"

("শ্রীনবদ্বীপধাম"—'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া'-পত্রিকা - ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা)

"অতি পূর্ব্বে বাগ্দেবী হরিশপুরের নিকট মন্দাকিনীকে আশ্রয় করিয়া দেবপল্লীর নিকট দিয়া 'শালুকা'-নামক নগর স্পর্শ করত গোবিন্দপাড়া গ্রামের নিকট ভাগীরথীতে পড়িতেন। গঙ্গাদেবীর মন্দাকিনী-স্রোতঃ যখন শুষ্ক হইয়া গেল, তখন বাগ্দেবী মায়াপুরের এক পার্শ্ব দিয়া ভাগীরথী প্রাপ্ত হইলেন। বাগ্দেবীর শাখানদী শুষ্কপ্রায় হইলে শ্রীমায়াপুরের অনেক অংশ বিনষ্টপ্রায় হইয়া যায়। সেই সময় ভগ্নগৃহ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ শ্রীপীঠমায়া ও বৃদ্ধ শিব লইয়া কুলিয়া-গ্রামের চরে নূতন গ্রাম পত্তন করেন। সেই নূতন গ্রামই বর্ত্তমান নবদ্বীপ-নগর। নূতন গ্রামে মহাপ্রভুর লীলাস্থান কিছুই নাই। স্থানটী নবদ্বীপাদপি বৃন্দাবনের পুলিন।"

('শ্রীনবদ্বীপধাম'—'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া'-পত্রিকা - ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা)

শ্রীনবদ্বীপধামকে কেহ কেহ পঞ্চযোজন অথবা ষোড়শ ক্রোশ পরিমিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সেই শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলের মধ্যস্থলে শ্রীমায়াপুর। তথায় ভগবদ্গৃহ (শচীনন্দন মিশ্রালয়) বিরাজিত। এই শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরজন্মস্থলী মহাযোগপীঠ নিত্য বিরাজিত। এই শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠের মহিমা-সম্বন্ধে শ্রীভক্তিরত্নাকরের টীকা—

নবদ্বীপ মধ্যে **মায়াপুর** নামে স্থান।
যথা জন্মলেন গৌরেন্দ্র ভগবান্॥
তৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ রত্নপুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর॥

এই গৌরজন্মস্থান আনন্দ-বৃন্দাবনী বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরনারায়ণ মহাবৈকুণ্ঠে বা জন্মলীলা প্রকাশ করেন নাই, নবদ্বীপে ভক্তভাবাবিষ্ট-রূপতঃ অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথ মিশ্রকে আনন্দ প্রদান করিবার জন্য সেই জন্মলীলা প্রকট করিয়াছিলেন। নিত্য বৃন্দাবনরূপে আবির্ভূত হইলে এই সকল লীলাবৈচিত্র্য আবির্ভূত হইতে পারে না।

অন্তর্দ্বীপের দ্রষ্টব্য স্থান সমূহ

১। **শ্রীশ্রীযোগপীঠ বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান**—(ক) গৌর-জন্মস্থানী শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির অবস্থিত। তথায় শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে, শ্রীগৌর-পূর্ণিমা, ফাল্গুনী পূর্ণিমা, শ্রীজগন্নাথমিশ্রের পুত্রত্ব অঙ্গীকার, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া (ফাল্গুনী শুক্লা চতুর্দ্দশী, ১৩৭১ বঙ্গাব্দে শ্রীযোগ-পীঠের ঈশান-কোণে স্বয়ং আবির্ভূতা) ও পঞ্চতত্ত্ব আছেন। (খ) নিত্যসিদ্ধরূপে স্বতন্ত্রভাবে স্থান শিশু ঈশানাই, নিত্যই মাতা শচীদেবীর কোলে শ্রীজগন্নাথমিশ্র উপবিষ্ট। (গ) শ্রীগঙ্গাপ্রণাম। (ঘ) শ্রীবিশ্বম্ভরের ও শ্রীনিতাইগৌর-বাসর। (ঙ) শ্রীগৌরাব্দ। (চ) শ্রীনিতাইগুণ্ডা। (ছ) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ (পারমার্থিক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়)। (জ) ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্রাবাস। এই বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানে শিশুকাল হইতেই হৃদয়ে শ্রৌতশিক্ষার বীজ উপ্ত করা হয়। "সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥"—শ্রীগৌর-সুন্দরের এই শিক্ষা মূল মন্ত্রকপে স্মরণ রাখিবার জন্য এই বিদ্যা পীঠস্থানের আবির্ভাব।

২। **শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গন**—(ক) ভক্ত-গণসহ সংকীর্ত্তনরত শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই। (খ) শ্রীপঞ্চতত্ত্ব। (গ) শ্রীশ্রীরাধামাধব। (ঘ) শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ঠাকুরের সমাধি। (ঙ) নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ পুরী মহারাজের সমাধি।

৩। **অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগার**—(Thakur Bhakti Vinode Research Institute)—বৈষ্ণব-সাহিত্য ও বৈষ্ণব দর্শনাদির তথ্যানুসন্ধানস্থলী।

৪। **শ্রীঅদ্বৈতভবন**—এস্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু ও তৎসেবারত শ্রীমদ্-অদ্বৈত-প্রভু আছেন।

৫। **শ্রীচৈতন্যমঠ**—(শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবন)—(ক) ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী **প্রভুপাদের সমাধি**, (খ) শ্রীশ্রীগৌরবিনোদ-গৌড়ীয়, (গ) ব্রহ্মা, (ঘ) রুদ্র, (ঙ) সনক ও (চ) 'শ্রী'-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ (যথাক্রমে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক ও রামানুজ), (ছ) শ্রীল **গৌর-কিশোর** দাস গোস্বামী বাবাজী মহারাজের **সমাধিমন্দির**, (জ) জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভজনস্থলী শ্রীভক্তিবিজয়-ভবন, (ঝ) শ্রীরাধাকুণ্ড, (ঞ) পরবিদ্যাপীঠ, (ট) আবাহনবণ নাট্যমন্দির, (ঠ) পরনাট্য-মঞ্চ, (ড) দৈনিক পারমার্থিক 'নদীয়া প্রকাশ'-প্রিন্টিং এণ্ড পাব্‌লিসিটি ওয়ার্কস্, (ঢ) স্বাস্থ্যনিবাস, (ণ) শ্রীপাদ নরোত্তমদাস বাবাজীর সমাধি-মন্দির।

শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় ও তাঁহার আনুগত্যে এস্থানে সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ ব্রহ্মচারী ও বৈষ্ণবগৃহস্থগণ হরিভজন করিতেছেন।

৬। **শ্রীমুরারিগুপ্তের ভবন**—শ্রীশ্রীরাম সীতার মন্দির। ৭। পুথুকুণ্ড, ৮। বল্লাল-দীঘি, ৯। চাঁদকাজীর সমাধি (এস্থানে সমাধির উপর ৪৫০ বৎসরের গোলোক চাঁপা বৃক্ষ বিরাজিত), ১০। বল্লালঢিপি, ১১। শ্রীবীর-অঙ্গন (২২শে ফাল্গুন, ১৩৪৫, ৬ই মার্চ্চ, ১৯৩৯ তারিখে এই স্থানে পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ এক নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীগৌর পাদপীঠ স্থাপন করিয়াছেন), ১২। শ্রীমন্মহা প্রভুর নিজ ঘাট, ১৩। মাধাইএর ঘাট, ১৪। বারকোণা ঘাট, ১৫। নগরিয়া ঘাট, ১৬। গঙ্গানগর, ১৭। শ্রীজয়দেবের পাট, ১৮। শিবের ডোবা।

আত্মনিবেদন

(১)

আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তিমাত্রেরই সর্ব্বাগ্রে অন্তর্দ্বীপ বা আত্মনিবেদন-ক্ষেত্রে আত্মসমর্পণ না করিলে ভক্তির অন্য কোন অঙ্গই যাজনের অধিকার লাভ হয় না। দেহ হইতে শুদ্ধাত্ম-পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তু সর্ব্বতোভাবে শ্রীবিষ্ণুতে সমর্পণই 'আত্মনিবেদন'-নামে কথিত। নিজের জন্য চেষ্টাশূন্যতা, নিজের সাধন-সাধ্যসমূহ তাঁহাতেই সমর্পণ করা ও তাঁহার সেবার জন্যই একমাত্র চেষ্টাময় হওয়া, শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণবের ইচ্ছার একান্ত অনুগত থাকা ও স্বীয় ইচ্ছাকে তদধীন করা আত্ম-নিবেদনের লক্ষণ। বিক্রীত গো, অশ্ব প্রভৃতি যেরূপ নিজের দেহাদিকে একমাত্র ক্রেতার সেবার জন্যই সমর্পণ করে, নিজের ভরণ-পোষণের চিন্তা পর্য্যন্ত করে না, আত্ম-নিবেদনকারী ব্যক্তিও সেইরূপ নিজের জন্য কোনই চেষ্টা করেন না, তাঁহার সমস্ত চেষ্টাকে একমাত্র অদ্বিতীয় ক্রেতা শ্রীবিষ্ণুর হাস্রয়তর্পণে নিযুক্ত করেন, অথবা গো-বিক্রয়ের পর গাভীর জীবিকার জন্য বিক্রয়-কারীর যেরূপ আর চেষ্টা করিতে হয় না, পরন্তু ক্রেতাই তৎকালে তাহার হিতসাধক হয় এবং উক্ত গাভীও তৎকালে ক্রেতারই কার্য্য-নির্ব্বাহক হয়, বিক্রেতার কোন কার্য্য করে না, আত্মনিবেদন-সম্বন্ধেও সেই রীতি। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরুক্মিণীদেবীর বাক্যে এই আত্মনিবেদনের কথাই উক্ত হইয়াছে,—

তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়া-
মাত্মার্পিতশ্চ ভবতোঽত্র বিভো বিধেহি।
মা বীরভাগমভিমর্শতু চৈদ্য আরাদ্
গোমায়ুবন্মৃগপতের্বলিমম্বুজাক্ষ॥
(ভাঃ ১০।৫২।৩৯)

হে বিভো, হে কমললোচন, আমি আপনাকে পতিরূপে বরণ ও আত্মসমর্পণ করিয়াছি, অতএব আপনি এখানে আসিয়া আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করুন। শৃগালের সিংহের আহার্য্য গ্রহণের ন্যায় আপনার ভোগ্যা আমাকে যেন শিশুপাল আসিয়া সত্বর স্পর্শ না করে।

আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তি নিজের দেহ হইতে শুদ্ধাত্ম পর্য্যন্ত সকল বস্তুকেই শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই ভোগ্যরূপে নিজকে বিচার করেন, অতএব তাহা পৃথিবীর কোন ব্যক্তি বা বস্তুর ভোগ্যরূপে আর পরিণত করিতে পারেন না। আত্মতায় ভোক্তা শ্রীবাসুদেবসিংহের ভোগ্যবস্তু তাঁহার অনুকরণকারী 'শৃগাল

বাসুদেবে'র (আনুকরণিক ক্ষুদ্রজীবের) ভোগাবস্তু হইতে পারে না,—ইহাই আত্ম-নিবেদনকারীর চিত্তবৃত্তি।

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু 'শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু'তে ও শ্রীমদ্‌বিষ্ণুপুরী গোস্বামিপাদ 'শ্রীভক্তিরত্নাবলী'তে আত্মনিবেদনাখ্য-ভক্তি এই প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন,—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥

(ভাঃ ১১।২৯।৩৪)

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—যেকালে মর্ত্য সমস্ত কর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বক আমার উদ্দেশে আত্মসমর্পণ করেন, তৎকালে বিশিষ্ট কৃতকৃত্য গণ্য হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার তুল্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের নিম্নলিখিত উক্তিকেও শ্রীল বিষ্ণুপুরী গোস্বামিপাদ ও শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু আত্মনিবেদনে দৃষ্টান্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,—

ধর্ম্মার্থকাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গ
ঈক্ষা ত্রয়ী নয়দমৌ বিবিধা চ বার্ত্তা।
মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং
স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ॥

(ভাঃ ৭।৬।২৬)

ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই তিনটী ত্রিবর্গ বলিয়া অভিহিত। তন্মধ্যে আত্মবিদ্যা ধর্ম্মবিদ্যা, তর্ক, দণ্ডনীতি ও কৃষি প্রভৃতি বিবিধ জীবিকা,—এই সমস্তই ত্রৈগুণ্য-বিষয় বেদের প্রতিপাদ্য। সুতরাং ইহাদিগকে আমি নশ্বর বলিয়া মনে করি। পক্ষান্তরে পরমপুরুষ শ্রীবিষ্ণুতে যে আত্মনিবেদন, উহাকেই আমি যথার্থ সত্য বলিয়া মনে করিয়া থাকি।

কেবল আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত শ্রীবামন-দেবকে ত্রিপাদভূমিদান-সময়ে শ্রীবলি মহারাজে দৃষ্ট হয়। শ্রীভগবান্‌কে স্বীয় রক্ষাকর্ত্তৃরূপে বরণই শরণাপত্তি, আর নিজের আত্মাকে শ্রীভগবানের আয়ত্ত বা অধীন করাই (আত্মসাৎ করানই) আত্মনিবেদন। ইহাই শরণাপত্তি ও আত্মনিবেদনের মধ্যে ভেদ বৈশিষ্ট্য। ভাবমিশ্র আত্মনিবেদনের মধ্যে দাস্যভাবযুক্ত আত্মনিবেদন শ্রীনল-অম্বরীষ মহারাজে দৃষ্ট হয়। আর প্রেমোন্নত-ভাবে আত্মনিবেদন শ্রীরুক্মিণী দেবীতে দৃষ্ট হয়।

সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বাধিক ভগবৎকার্য্যের সহিত আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের আচরণে শ্রীভাগবত ৯।৪।১৮-২০ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ তাঁহার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মযুগলে, বাক্য অপ্রাকৃত শ্রীহরি ও শ্রীহরিজনগণের শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলাদি-কীর্ত্তনে, হস্তযুগল শ্রীহরির শ্রীমন্দির-মার্জ্জনাদিতে, কর্ণদ্বয় শ্রীঅচ্যুতবিষয়ক সৎকথাশ্রবণে, নেত্রদ্বয় শ্রীমুকুন্দের শ্রীমূর্ত্তি, তাঁহার ভক্ত ও শ্রীমন্দিরাদি দর্শনে, অঙ্গ শ্রীভগবানের ভক্তের শ্রীবর্ণাদি গাত্র স্পর্শে, ঘ্রাণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম-সম্বন্ধযুক্ত শ্রীতুলসীর সৌরভ গ্রহণে, রসনা শ্রীমহাপ্রসাদান্ন প্রভৃতিতে, পদযুগল শ্রীহরির শ্রীক্ষেত্রে ভ্রমণে, মস্তক শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্মের অভিনন্দনে ও সংকল্প তাঁহার দাসের নিমিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন, পরন্তু আত্মসুখকামনায় নহে। ইহাই শ্রীভগবানের নিজজন সম্বন্ধিনী রতি অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ভক্তে রতি হইয়াছিল।

শ্রীভগবান্‌ও শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন,—"মদীয় মধুর চরিত শ্রবণে শ্রদ্ধা, সর্ব্বদা সংকীর্ত্তন, মদীয় পূজাবিষয়িণী আসক্তি সুপ্রশস্তস্তোত্র-বাক্যে স্তব, সেবাবিষয়ক আদর, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত, মদীয় ভক্তগণে পূজাতিশয্য, সর্ব্বভূতে মদ্‌ভাবজ্ঞান, মদীয় সেবাকার্য্যে অঙ্গচেষ্টা, বাক্যদ্বারা মদ্‌গুণ গান, আমার প্রতি চিত্ত সমর্পণ, সর্ব্বকাম পরিত্যাগ, মদীয় সেবার জন্য অর্থত্যাগ, ভোগ-সুখ পরিত্যাগ, যাগাদি ইষ্ট-কর্ম্ম, দান, হোম, জপ, ব্রত ও তপস্যা—এই সমস্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা আত্মনিবেদনকারী পুরুষগণের আমার প্রতি ভক্তি জন্মিয়া থাকে তৎকালে মদীয় ভক্তের সাধ্য বা সাধনরূপ কোন বিষয়েরই অভাব থাকে না।"

—(ভাঃ ১১।১৯।২০-২৪)

শ্রীবলি মহারাজ আত্মসমর্পণের উদাহরণ স্বরূপ। প্রাচীন বাক্যেও উক্ত হইয়াছে,—'সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ', অর্থাৎ সর্ব্বস্ব-আত্মনিবেদনে শ্রীবলি মহারাজ শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কৃৎস্না তেঽনেন দত্তা ভুর্লোকাঃ
কর্ম্মার্জিতাশ্চ যে।
নিবেদিতঞ্চ সর্ব্বস্বমাত্মাহ্যবরুরুৎসয়া দিয়া॥

(ভাঃ ৮।২২।২২)

অর্থাৎ শ্রীবলি মহারাজ ভগবান্‌কে নিখিল ভূমি, সৎকর্ম্মার্জ্জিত যাবতীয় লোক, এমন কি অকাতর-চিত্তে আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছিলেন।

শ্রীবলি মহারাজের আত্মনিবেদন বৃত্তির নিকট শ্রীভগবান্ শ্রীবামনমূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়াছিলেন। ভক্তের ভক্তিবৃত্তি-প্রকাশের তারতম্যানুসারে নিত্যসিদ্ধ ভগবদ্ধামমূহের অভিব্যক্তির তারতম্য হয়। শ্রীবামনদেব অপরাজিত। ভক্তিবৃত্তির পরিপূর্ণ প্রকাশে সম্ভ্রমাদি সঙ্কোচ থাকিলে তদনুযায়ী আবেশ-বশতঃ সঙ্কুচিতরূপে প্রকাশিত হন। আত্ম-নিবেদন বৃত্তির পরিপূর্ণতা শ্রীব্রজগোপীগণের আদর্শে দৃষ্ট হয়। এজন্য পূর্ণতম শ্রীভগবৎ-স্বরূপ নবনীত শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের আত্ম-নিবেদন বৃত্তির নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া আপনাকে চির ঋণী অভিমান করেন। শ্রীব্রজ গোপীগণের সর্ব্বাত্মসমর্পণ আত্মনিবেদনের পরাকাষ্ঠা। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় তাহা অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে,—

লোক-ধর্ম্ম, বেদ ধর্ম্ম, দেহ-ধর্ম্ম, কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহ-সুখ, আত্ম-সুখমর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ সুখহেতু করে প্রেম-সেবন॥
তবে যে গোপীরে দেখিয়ে নিজ দেহে প্রীত
সেহো ত' কৃষ্ণের লাগি' জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈনু আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁ'র ধন তাঁ'র এই সম্ভোগ-কারণ॥
এ দেহ দর্শন স্পর্শ কৃষ্ণ সম্ভোষণ।
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জন ভূষণ॥
নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ় প্রেমভাজনম্
(আদিপুরাণ-বচন)

অর্থাৎ যে গোপীসকল তাঁহাদের নিজ শরীর শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য বলিয়া তাহাতে যে প্রকাশ করেন, হে পার্থ! সেই গোপীগণ অপেক্ষা আমার প্রেমভাজন আর কেহই নাই। (শ্রীচৈঃ চঃ- আদি, ৪র্থ পঃ)

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" অর্থাৎ 'সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর' (গীঃ ১৮।৬৬) প্রভৃতি আর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবদ্-বাক্য অথবা শ্রীগীতার প্রারম্ভে 'কার্পণ্য-দোষোপহত স্বভাবঃ' (গীঃ ২।৭) অর্থাৎ কার্পণ্য-দোষের দ্বারা অপহৃত-স্বভাব ও ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে বিমূঢ় চিত্ত আমি আপনার শরণাগত হইলাম, আমার পক্ষে যাহা নিশ্চিত শ্রেয়স্কর, তাহা আপনার শিষ্য জানিয়া আমাকে শিক্ষা প্রদান করুন।' প্রভৃতি শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীঅর্জ্জুনের বাক্যে যে সাধ্যতত্ত্ব বা আত্মনিবেদনের পারম্য পাওয়া যায়, তাহা হইতে ব্রজগোপীগণের সর্ব্বাত্ম সমর্পণের আদর্শ সমধিকভাবে। সেই ব্রজগোপীগণের আত্মনিবেদনে শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছা ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার ব্যক্তি-গত শুভাশুভধর্ম্মাদির কামনা নাই। শ্রুতি সুন্দরীগণের সর্ব্বাত্মনিবেদন দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিজ শ্রীবিগ্রহ হইতেও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম শ্রীউদ্ধব মহারাজ ব্রজগোপীগণের শ্রীপাদপদ্মরেণু লাভের জন্য শ্রীবৃন্দাবনের যে কোন গুল্ম লতা ব্যাধ প্রভৃতির মধ্যে যে কোনও একটি জন্ম প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥

(ভাঃ ১০।৪৭।৬১)

আহা! শ্রীবৃন্দাবনে যে সকল ব্রজগোপী-দের, যাহা শ্রুতিসুন্দরীদের সুন্দর বস্তু ভোগ করে অর্থাৎ মস্তকে বহন করে, আমি যেন সেই সকল গোপীর পদধূলি হইতে পারি, সেই ব্রজসুন্দরীগণ কৃষ্ণের জন্য স্বজন আর্য্যপথ (শাস্ত্র ও সদাচার) ত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণের অন্বেষণীয় শ্রীমুকুন্দপদবী ভজনা করেন।

শ্রীশ্রীমাধব ভক্তিবিনোদ আত্মনিবেদনের কএকটি ভজন গীতি করিয়াছেন,—

নিতি দেহ গেহ — কিছু মোর।
অর্পিনু তুয়া পদ, নন্দকিশোর॥
সম্পদ-বিপদ জীবনে মরণ।
দায় মম সোঁপা, তুয়া শ্রীচরণ॥
মাধবি, বাধা —। ইহা তোহারা॥
নিতদাস প্রতি তুয়া অধিকারা॥
জন্মাওবি মোএ—ইচ্ছা যদি তোর।
ভকতগৃহে জনি জন্ম হউ মোর॥
কীটজন্ম হউ যথা তুয়া দাস।
বহির্ম্মুখ ব্রহ্মজন্ম নাহি আশ॥
ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা-বিহীন যে ভক্ত।
লভইতে হরি সঙ্গ অনুরক্ত॥
জনক, জননী, দয়িত, তনয়।
পতি, গুরু, সুত—তুঁহ সর্ব্বময়॥
ভকতিবিনোদ করে সুন কান।
রাধানাথ তুঁহু হামার পরাণ॥

(শ্রীশরণাগতি— ১১)

আত্মনিবেদন তুয়া পদে করি'
হইনু পরমসুখী।
দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল,
চৌ-দিকে আনন্দ দেখি॥
অশোক-অভয়- অমৃত-আধার
তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন বিশ্রাম লভিয়া
ছাড়িনু ভবের ভয়॥
তোমার সংসারে করিব সেবন
নাহিব ফলের ভোগী।
তব সুখ যাহে কায়ের যতন
হ'য়ে পদে অনুরাগী॥
তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা সুখ দুঃখ পরম সম্পদ,
নাশয়ে আত্মা-দুঃখ॥
পূর্ব্ব-ইতিহাস ভুলিনু সকল
সেবা-সুখ পেয়ে মনে।
আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ধনে॥
ভকতিবিনোদ আনন্দে ডুবিয়া
তোমার সেবার তরে।
সব চেষ্টা করে তব ইচ্ছা মত
আপনা ভুলিয়া ঘরে॥

(শরণাগতি- ১৬)

নিম্নে আত্মনিবেদনকারী প্রত্যেক ব্যক্তিরই শ্রীগীতা-শাস্ত্রোক্ত ও উপদিষ্ট আত্ম-নিবেদনের সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত হওয়া ও তাহা যাহাতে কোনপ্রকারে সম্পূর্ণরূপে ক্রটিশূন্য অবস্থায় শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিবেদিত হইতে পারে, তজ্জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট প্রার্থনা করা একান্ত আবশ্যক।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১/৪॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "
প্রতি সংখ্যা ৫৲, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীপশ্চিমানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

[illegible] প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] অত্যন্ত অধিক। [illegible] সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন [illegible] সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা [illegible] ।৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং ডাক্তারিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

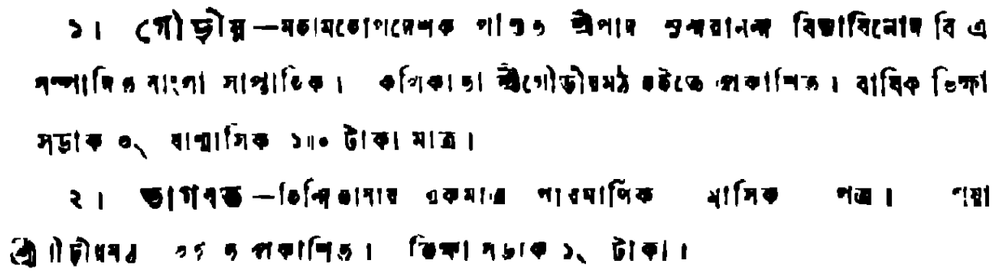

বিবিধ সংবাদ

এ-আর-পি বাবত ব্যয়

এ-আর-পি বিভাগের ব্যয় বরাদ্দ সম্পর্কে মাননীয় অর্থসচিব মহাশয় তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় বলেন, "গত মে মাসে ভারত ও বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের মধ্যে সিমলায় যে আলোচনা হয়, তাহাতে স্থির হয় যে, এ-আর-পি সম্পর্কিত ব্যয় কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট নিম্নোক্ত অনুপাতে বহন করিবেন :—(১) প্রথম এক কোটি টাকা —আধাআধি।

(২) তদূর্দ্ধে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট শতকরা ৭৫ ভাগ এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট শতকরা ২৫ ভাগ

বাঙ্গলায় বর্ত্তমান রাজস্ব হইতে এই ব্যয় নির্ব্বাহ করা সম্ভবপর না হওয়ায় কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট পাঁচ বৎসরের মেয়াদে পরিশোধের সর্ত্তে বিনা সুদে টাকা ধার দিতে সম্মত হইয়াছেন।

কার্য্যতঃ দেখা গেল যে, এই চুক্তি অনুসারে কাজ করা সুবিধাজনক হইতেছে না। তাহার প্রধান কারণ এই যে, চুক্তি-পত্রের ভাষাবিন্যাসের অর্থবোধ লইয়া উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে প্রায়ই মতভেদ ঘটিয়াছে। বিশেষ কোন ব্যয়ভার কে বহন করিবে, তাহা লইয়া যে মতভেদ ঘটিয়াছে, তাহার মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত সে কাজই অনেক সময় বন্ধ রাখিতে হইয়াছে।

কর্পোরেশনের স্কুল বন্ধ রাখার ব্যবস্থা

কলিকাতা কর্পোরেশনের গত সোমবারের বিশেষ অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কর্পোরেশনের সমুদয় অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় আগামী ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বন্ধ রাখা হইবে এবং উক্ত তারিখের মধ্যে ঐ সকল স্কুলে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ করিতে হইবে। এ-আর-পি স্পেশ্যাল কমিটির সুপারিশ অনুসারে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়

কর্পোরেশন আরও স্থির করেন যে, অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা করিতে হইলে ৮৫,০০০৲ টাকার প্রয়োজন হইবে ও উহা প্রথমে গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক প্রদত্ত হওয়া উচিত এবং পরিশেষে কর্পোরেশন এবং গবর্ণমেণ্টের মধ্যে এই সম্পর্কে ব্যয় বহনের দায়িত্ব অনুসারে খরচের হিসাব ধার্য্য হওয়া প্রয়োজন।

এতদ্ব্যতীত দ্রুততার সহিত বিমান-আক্রমণ সতর্কতামূলক কার্য্যাদি সম্পাদনের নিমিত্ত প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার কার্য্যের সুবিধার্থ কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের কতকগুলি ধারা শিথিল করার উদ্দেশ্যে কর্পোরেশনের চীফ ল' অফিসার যে সকল নিয়মাবলীর খসড়া রচনা করিয়াছেন, সভায় সেগুলি অনুমোদিত হয় এবং ঐগুলি গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাকে কর্পোরেশন এই ক্ষমতাও প্রদান করেন যে, কেন্দ্রীয়-সরকার খসড়া নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ না করা পর্য্যন্ত আবশ্যক হইলে প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা কোন কোন কার্য্য সম্পাদনের অথবা দ্রব্যাদি ক্রয়ের নিমিত্ত ভারতরক্ষা বিধানাবলী অনুসারে প্রাদেশিক সরকারের আদেশের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

বিমান-আক্রমণের সতর্কতা হিসাবে দালানের রং পরিবর্ত্তন

শত্রুর চক্ষুকে ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ী রং করার কাজ যদি যথোচিতভাবে সম্পাদিত না হয়, তবে তাহা শত্রুর দৃষ্টিকে আরও বেশী আকৃষ্ট করে। ইহা অপেক্ষা আদৌ রং না করিয়া ফেলিয়া রাখাও ভাল। এতদ্ব্যতীত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দালানের আশে-পাশে যদি অমনোনীতভাবে কোন দালানের রং বদলানো হয়, তবে তাহার ফলে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দালানের উপরও দৃষ্টি পতিত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

সুতরাং সকলের স্বার্থের দিকে করিয়া শত্রুর দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়ার নিমিত্ত বাড়ীর রং বদলাইবার কাজ পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া নিয়ন্ত্রণ ও সম্পাদন করিতে হইবে। যদি পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া ম্যাট্‌মেটে রং করা সম্ভবপর না হয়, তবে দালানের রং আদৌ পরিবর্ত্তন করা উচিত হইবে না।

এই উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা-সরকারের একজন অফিসার নিযুক্ত আছেন এবং তাঁহার অফিস্ রাইটার্স বিল্ডিংসে অবস্থিত। এই সম্পর্কীত কোন কাজে হাত দেওয়ার পূর্ব্বে এতদ্বিষয়ের সমস্ত পরিকল্পনা উপরোক্ত অফিসারকে জানানো ও তৎসন্নিধানে প্রয়োজনীয় তথ্যানুসন্ধান কর্ত্তব্য।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননাগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৬শ বর্ষ } ২২ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫; ১১ই ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, সোমবার { ২৮৫তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ গোবিন্দ, শর্ব্ব সঙ্কর্ষণ, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা

চতুঃষষ্টি বৈধ সাধনভক্ত্যঙ্গের অন্যতম শ্রীধাম-পরিক্রমা-সম্বন্ধে শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন—"অভ্যুত্থানমনুব্রজ্যা গতিঃ স্থানে পরিক্রমা" (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু)। চৌষট্টি-প্রকার ভক্ত্যঙ্গ বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন—পরিক্রমা, স্তবপাঠ, জপ, সংকীর্ত্তন। ধূপ-মাল্য-গন্ধ-মহাপ্রসাদ-ভোজন * * * চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ত্ব।"

(শ্রীচৈঃ চঃ - মধ্য, ২২শ পঃ)

জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব অর্থাৎ কৃষ্ণদাস। কিন্তু বর্ত্তমানে জীবের স্বরূপ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম-নির্ম্মিত স্থূল দেহ ও মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্ম দেহের দ্বারা আবদ্ধ হওয়ায় নিত্যকৃষ্ণদাস জীবের নিত্যকৃষ্ণসেবনবৃত্তির স্ফূর্ত্তির অভাব দেখা যাইতেছে। এই জগতে আমরা জীবসকলকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত দেখিতে পাই—অন্যাভিলাষী কর্ম্মী, জ্ঞানী ও নিত্য-কৃষ্ণসেবাভিলাষী ভক্ত। শাস্ত্রোক্ত বিধি-বাক্য অবহেলা করিয়া কেবলমাত্র জড়দেহসুখ-লাভে ব্যস্ত ব্যক্তিগণ—কর্ম্মী। জড়দেহ-সুখ লাভে নিবৃত্ত থাকিয়া মনোনিগ্রহকারী ব্যক্তিগণ—জ্ঞানী এবং অনিত্য দেহ ও মনঃসুখান্বেষণে উদাসীন, পরন্তু নিত্য আত্মধর্ম্ম পরমাত্মসেবায় ব্যগ্র ব্যক্তিগণ ভক্ত বলিয়া পরিচিত।

বদ্ধজীবের দেহ ও মনে আত্মবুদ্ধিই নিত্য আত্মজ্ঞানোদয়ের বা পরম মঙ্গললাভের বিঘ্নস্বরূপ। জীবের পরম সৌভাগ্যবশতঃ প্রকৃত সাধুসঙ্গ লাভে যখন এই দেহে আত্ম-বুদ্ধিরূপ বিবর্ত্ত বা ভ্রমের অবসান হয়, তখন নিত্যানিত্য-বুদ্ধিযুক্ত সেই জীব—দেহ-মনের অতীত অণুচৈতন্য জীবাত্মাতে আত্মবুদ্ধি করিতে ও নিজেকে কৃষ্ণের নিত্যদাস বলিয়া জানিতে পারেন। তখন তাঁহার নিত্য প্রভু শ্রীকৃষ্ণের সেবাই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীত হয়। মায়াবদ্ধ জীব কোন ভাগ্যক্রমে সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণের সঙ্গ পাইলে জানিতে পারেন যে, চতুঃষষ্টি-প্রকার ভক্ত্যঙ্গ তাঁহার আচরণীয়। সেই ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে 'পরিক্রমা' বলিয়া একটি সাধনাঙ্গের উল্লেখ আছে। মায়াবদ্ধ জীব যেমন নিজের গৃহকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চতুঃপার্শ্বে পরিক্রমা এবং সেই জড় গৃহে আসক্ত গৃহ-মেধী হইয়া সংসার-দুঃখসাগরাবর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে থাকে, তদ্রূপ কৃষ্ণসেবা-বিলাসী জীব শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ এবং লীলা-ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করিয়া—ভগবন্মন্দির ও ভগবৎক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া—কৃষ্ণ ও কৃষ্ণসম্বন্ধী বস্তুতে আসক্তিক্রমে মায়ামুক্ত হইয়া তাঁহার নিত্যবসতিস্থল শ্রীধাম-বৃন্দাবনে গমন করেন এবং নিজ অভীষ্টদেবের সেবায় মগ্ন হন।

শ্রীধাম বলিতে শ্রীভগবানের লীলাক্ষেত্র-সমূহকে লক্ষ্য করে। শ্রীধাম অপ্রাকৃত এবং তদীয়। জড়রাজ্যে অন্য দেশের সহিত ইঁহার তুলনা হয় না। যদিও প্রাকৃত দৃষ্টিতে শ্রীধাম ও এই জড়জগৎ—উভয়ের সমত্ব দৃষ্ট হয়, তথাপি সূক্ষ্মবিচার বা শুদ্ধভক্তির বিচারে এই উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল-ভেদ দৃষ্ট হয়। এই ব্রহ্মাণ্ড—প্রাকৃত, আর শ্রীধাম—অপ্রাকৃত। শ্রীভগবান্ যখন সনাতন-ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিয়া উহার ঔজ্জ্বল্য জগতে প্রকাশ করিবার জন্য অবতীর্ণ হন, তখন আমরা জড়বুদ্ধিতে তাঁহাকে আমাদের ন্যায় শরীরধারী বলিয়া মনে করি, কিন্তু যখন আমাদের জড়বুদ্ধি হ্রাস হয়, তখন আমরা শ্রীভগবানের শ্রীমুখের "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং পরং ভাবমজানন্তঃ সর্ব্বভূতমহেশ্বরম্"—মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে জড়দেহী বলিয়া জানে, কারণ তাহারা আমার পরমভাব জানে না।'—এইসব বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি। সেইরূপ শ্রীধাম শ্রীভগবদভিন্ন ও নিত্যকাল অপ্রাকৃত স্বরূপে বিরাজমান। শ্রীভগবানের লীলাকালে শ্রীধামসমূহ এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন এবং মায়ার ভিতর অবতীর্ণ হইয়াও সর্ব্বদা মায়াতীত থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথাবুদ্ধিস্তদাশ্রয়াঃ॥

অর্থাৎ শ্রীভগবানের ইহাই ভগবত্তা যে, তিনি, প্রপঞ্চে আসিয়াও প্রাপঞ্চিক নহেন, তদ্রূপ তদীয় ভক্ত বা শ্রীধাম প্রপঞ্চে আসিয়াও প্রাপঞ্চিক নহেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও গাহিয়াছেন,

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি'।
সপার্ষদ, স্বীয়ধাম-সহ অবতরি'॥
অত্যন্ত দুর্ল্লভ প্রেম করিবারে দান।
শিখায় শরণাগতি ভকতের প্রাণ॥"

শ্রীধাম-নবদ্বীপ অভিন্ন-শ্রীব্রজধাম। ইঁহার নয়টি দ্বীপ একটি পদ্ম-সদৃশ,—চতুঃপার্শ্বে অষ্টদ্বীপ—অষ্টপদ্মদল এবং মধ্যস্থানে কেন্দ্রস্থলে অন্তর্দ্বীপ ঐ পদ্মের মণিকর্ণিকার। শ্রীধাম-বৃন্দাবন যেমন চতুরশীতিক্রোশ, শ্রীনবদ্বীপধামও সেইরূপ ষোলক্রোশ পরিমিত। ইহার আটটি দল—অষ্টসখী। এইসব শাস্ত্র-বিচার ও শ্রীনবদ্বীপধামের চমৎকারিতার বিষয় আমরা ভজনানন্দী মহাজনগণের নিকট হইতে জানিতে পারি। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

'শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি যে বা জানে চিন্তামণি,
তা'র হয় ব্রজভূমে বাস।'

শ্রীধামের ধূলিকণসমূহও অপার্থিববস্তু—কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য্য একত্র করিলেও শ্রীধামের একটি ধূলিকণার সহিত সমান হয় না। বহু বহু জন্মের সুকৃতিফলে প্রকৃত সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণের দর্শন, সঙ্গ ও সেবা লাভ করিলে শ্রীধামের দর্শন লাভ হয়,—সেই দর্শন—

'অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

আসুন আমার বন্ধুসকল। আমরা সকলে মিলিয়া সেই অপ্রাকৃত ধামের রজে একবার গড়াগড়ি দিয়া দুর্ল্লভ মানবজন্ম সফল করি। কিন্তু একটি কথা এই যে, কাহার সহিত গেলে শ্রীধাম দর্শন হইবে? বাহিরে ভক্তের বেশধারী ও ভিতরে অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-কষায়যুক্ত নকলভক্তসঙ্গে শ্রীধাম দর্শন হয় না—এক অন্ধ যেমন অন্য অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে না, সেইরূপ। তাই বলি, আসুন, আমরা আজ বহু সুকৃতি-ফলে যখন শুদ্ধভক্তসঙ্গ পাইয়াছি, তখন 'গৌর আমার যেসব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে। সে সব স্থান হেরব আমি প্রণয়িভকত সঙ্গে॥"—এই আশায় বুক বাঁধিয়া অদম্য উৎসাহ ও আনন্দের সহিত শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণের অনুগমনে শ্রীধাম-পরিক্রমায় যোগদান করি।

কেবল বাহিরে ভক্তসাজ দেখিয়া ভক্ত চেনা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন যে,—যাঁহারা কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠা-

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

লাভে যত্নবান্ না হইয়া এইসব বস্তুকে শ্রীভগবানের সেবোপকরণ জানিয়া শ্রীভগবানের নাম-ধাম কামসেবায় সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত করিবার যত্ন করেন এবং নিজদিগকে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের দাসানুদাস জানিয়া কায়-মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের সেবা, তাঁহাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ ও সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন-আলোচনা প্রসঙ্গে আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত ভক্ত। এইরূপ শুদ্ধ-ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীধাম-পরিক্রমার দ্বারাই আত্মমঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। এইরূপ সৎসঙ্গ জগতে অতিদুর্লভ। বহু-বহু জন্মের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি না থাকিলে এরূপ সাধুসঙ্গ বৈষ্ণবের প্রতি জীবের দৃঢ়বিশ্বাস, তাঁহাদের দর্শন, তাঁহাদের সঙ্গ, তাঁহাদের সেবা, তাঁহাদের মুখে হরিকথা শ্রবণ ও তাঁহাদের অনুগমনে শ্রীধাম-পরিক্রমাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজনের প্রবৃত্তি হয় না।

শ্রীধাম-পরিক্রমা, শ্রীধামে বাস, শ্রীধাম-দর্শন ত' অনেকেই করিয়া থাকেন, কিন্তু ঐসকল কার্য্য করিয়াও যাহারা পুনরায় কনক-কামিনী ও প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহে ব্যস্ত হয়, তাহাদের কি শ্রীধাম পরিক্রমা, শ্রীধাম-বাস বা শ্রীধাম দর্শন হয়?—এইসব কথা আত্মমঙ্গল-কামী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই বিচার ও চিন্তা করা আবশ্যক। ফলের দ্বারাই কারণ অনুমিত হয়। দিব্যদর্শন হইলে আর জড়দর্শন থাকিতে পারে না।

শ্রীসীমন্তদ্বীপ

গতকল্য শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবসে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত শ্রীধাম-পরিক্রমাকারী সজ্জন ও ভক্তগণ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রবণাখ্য শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রম করিয়াছেন।

শ্রীসীমন্তদ্বীপ শ্রীবিষ্ণুশ্রবণের পীঠ। এই স্থানে শ্রীমৎপরীক্ষিৎ মহারাজ মহা-ভাগবত শ্রীশুকদেব গোস্বামীর নিকট নিত্যকাল শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন।

সীমুলিয়া, শরডাঙ্গা মেঘার চর, বেলপুকুর প্রভৃতি এই দ্বীপের অন্তর্গত। এই স্থানে শ্রীপার্ব্বতী দেবী শ্রীগৌর-পদধূলি সীমন্তে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম 'সীমন্তদ্বীপ' হইয়াছে। সেই সময় হইতে পার্ব্বতীদেবী সীমন্তিনী-দেবীরূপে পূজিতা হইতেছেন।

শরডাঙ্গা—শূর-রাজগণের রাজত্বকালে গৌড়ের রাজধানী 'শরডাঙ্গা'-নামে অভিহিত হয়। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথদেব শরণাগতকে কৃপা করিবার জন্য এইস্থানে বিরাজিত আছেন। এই স্থান অভিন্ন-শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্র।

শোনডাঙ্গা মেঘার চর—এক সময় মহাপ্রভু এই ভূমিতে সংকীর্ত্তন করিতে ছিলেন, এমন সময় আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। মহাপ্রভু সেই মেঘকে সরিয়া যাইতে আজ্ঞা করায় মেঘগুলি তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে অপসারিত হইল। সেইজন্য এই গঙ্গাচরভূমি 'মেঘের চর' নামে কথিত।

বেলপুকুর—বর্ত্তমান বামন-পুকুর গ্রামের নাম পূর্ব্বে বেলপুকুর ছিল। ইহা শ্রীধাম মায়াপুরের উত্তর-পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। 'মেঘার চরা'য় প্রাচীন বিল্বপুষ্করিণী-গ্রাম স্থানান্তরিত হওয়ায় সপ্তদশ-শতাব্দীর শেষভাগে ইহার নাম 'বামনপুকুর' হয়। 'শ্রীভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে বামনপুকুর-গ্রাম বেলপুকুর-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছে।

শ্রবণ

——:০:(০):০:——

আত্মমঙ্গলকামী সর্ব্বাগ্রে অন্তর্দ্বীপে আত্ম-সমর্পণপূর্ব্বক শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে শ্রবণাখ্য শ্রীসীমন্তদ্বীপে উপস্থিত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর কথা-শ্রবণের অধিকার লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে উপলক্ষ্য করিয়া জগতের জীবকে এই আদ্বয়তায় বাস্তব শিক্ষাসার কথা বলিয়াছেন,—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণ-প্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
(শ্রীচৈঃ চঃ, অন্ত্য - ৪।৭০)

যতপ্রকার ভজনের প্রণালী আছে, তন্মধ্যে নববিধা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ, কেন-না, তাহা শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ও শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা-প্রদানে অতীব শক্তিশালী। অতএব যাঁহারা প্রেমভক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা এই নবধা ভক্তির কথা শ্রীমন্মহা-প্রভুর সিদ্ধান্ত অনুসারে বিশেষভাবে অবগত হইবেন। সর্ব্বোত্তম অধ্যয়ন কি?—অসুররাজ হিরণ্যকশিপুর এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ নবধা ভক্তির কথা জগতে জানাইয়াছেন,—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥
(ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪)

শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদ-সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্ম-নিবেদন—এই নবলক্ষণ সম্পন্না ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইয়া সাধিত হইলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়,—ইহাই শাস্ত্রের উত্তম তাৎপর্য্য।

শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—এই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা সাধন ভক্তি হইতে শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তির উদয় হয়। তাহাই পঞ্চমপুরুষার্থ বা সকল পুরুষার্থের সীমা। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারিটী সকৈতব পুরুষার্থ, প্রেমরূপ পুরুষার্থই অকৈতব প্রয়োজন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাসনায় দেহ-মনের কামনারই পরিতৃপ্তি থাকায় এবং নিত্য সেব্যের সুখানুসন্ধান না থাকায় তাহাতে আত্মবঞ্চনারূপ কপট-লক্ষণ রহিয়াছে। কর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণ-দ্বারা কৃষ্ণে প্রেম-ভক্তি হইতে পারে না। কর্ম্মার্পণ প্রভৃতির দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে সৎসঙ্গফলে অনন্ত কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধোদয় হইলে শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ সাধন-ভক্তি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি সাধন করিতে করিতে অনর্থের যত নিবৃত্তি হয়, প্রেমের তত অভ্যুদয় হয়। সুতরাং কর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণ হইতে অনিবার্য্যরূপে কৃষ্ণভক্তির উদয় হইবার সর্ব্বত্র সম্ভবনা নাই, কেন-না, শুদ্ধা কৃষ্ণ-ভক্তি সৎসঙ্গ জনিত 'শ্রবণোৎপত্তি'-লক্ষণা শ্রদ্ধার অপেক্ষা করে।

কর্ম্মার্পণরূপ কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি—'শুদ্ধা-ভক্তি' নহে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে যে শ্রীপরাশরের উক্তি—'পরমেশ্বর বিষ্ণু বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রম-ধর্ম্মের আচারযুক্ত পুরুষের দ্বারা আরাধিত হন', তাহা নিরীশ্বরনৈতিক বা পশুজীবন হইতে সেশ্বরনৈতিক সভ্যজীবন বা ধর্ম্মজীবন আরম্ভ করিবার প্রথম সোপানের কথা। বর্ণাশ্রমগত সকল কর্ম্মকে বিষ্ণুতে অর্পণ করিলে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির যাজন হয়। ইহাই শ্রীঅর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি,—"হে কৌন্তেয়, তুমি যাহাই কর, যাহাই ভোজন কর, যে যজ্ঞাদি কর, যাহাই দান কর, যে তপস্যাই কর, সেসমস্তই আমি কৃষ্ণ, আমাতে অর্পণ কর। স্বরূপতঃ জীব-প্রকৃতি হইয়া পুরুষাভিমানে তুমি স্বয়ং উহা দেহ মনের দ্বারা ভোগ করিও না অথবা উহার ভোক্তা আর কেহ নাই, মনে করিয়া ত্যাগও করিয়া না। আমি (শ্রীকৃষ্ণ) পুরুষোত্তমরূপে সকল বস্তুরই নিত্য ভোক্তা। আমাতেই (শ্রীকৃষ্ণেই) সকল কর্ম্ম অর্পণ কর।" এইরূপ কর্ম্মার্পণরূপা ভক্তিই কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি, উহা শুদ্ধভক্তি নহে। কারণ, উহাতে 'আমি কর্ম্মফলার্পণ-কারী'—এইরূপ অভিমান আছে, ইহাতে সর্ব্বাত্মসমর্পণরূপ সহজ শরণাগতির কথা নাই। "কাম—কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে"—যাহা শ্রীরূপানুগবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন, তাহা শুদ্ধভক্তি বা কেবলা ভক্তিরই কথা। উহাতে সর্ব্বাত্মসমর্পণপূর্ব্বক সকল কাম কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যে কৃত হইয়া থাকে। শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের সম্বন্ধে—"কামঞ্চ দাস্যে ন তু কাম-কাম্যয়া"-পদেও এই বিচার দৃষ্ট হয়। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার একটি পত্রে লিখিয়াছেন,—

"যৎ করোষি' প্রভৃতি গীতার শ্লোক কর্ম্ম-মিশ্রা ভক্তি, উহা 'কাম—কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে'র সহিত এক নহে। কর্ম্মের ফলভোক্তা—জীব, আর অখিল কর্ম্মচেষ্টা হরি-সেবায় নিযুক্ত করাই ভক্তের কেবলা ভক্তি।"
—(পত্রাবলী - ২য় খণ্ড, ২৯ পৃষ্ঠা)

এই কেবলা ভক্তিই কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়, তাহা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-রূপ নববিধা ভক্তিরূপে চিদ্বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে বিভক্ত। এই নবধা-ভক্তিও শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখেই অনুশীলন করিতে হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তন পরিহার করিয়া নবধা-ভক্তি-যাজনের ছলনা করিলে কৈতব আসিয়া উপস্থিত হয়। নবধা-ভক্তির প্রত্যেকটির মধ্যে শ্রবণ-কীর্ত্তন অনুস্যূত রহিয়াছে। শ্রবণ ব্যতীত কীর্ত্তন হয় না, কীর্ত্তনকারী ব্যতীত শ্রবণ বা অনু-কীর্ত্তন হয় না, শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত স্মরণ হয় না। শ্রবণ-কীর্ত্তন-মুখেই পাদসেবন হয়; শ্রবণ-কীর্ত্তন-মুখেই অর্চ্চন হয়। বন্দনেও শ্রবণ-কীর্ত্তন অনুস্যূত আছে। দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদনও শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-সংযোগে সমস্ত ভজন সুষ্ঠু হয়।

নবধা-ভক্তির মধ্যে 'ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্'—এই শেষোক্ত পদটী ও উক্ত পদের শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদের টীকা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই বিচারটি অবহেলা করিয়া নববিধা-ভক্তির যাজন হয় না। শ্রীধর স্বামিপাদের উক্তি-অনুসারে তাহা এই,—"সা চ অর্পিতৈব সতী যদি ক্রিয়েত, ন তু কৃত্বা পশ্চাদর্পীয়েতেতি"। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এইসকল যদি পূর্ব্বে অর্পণ করিয়া অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির ফল 'আমি গ্রহণ করিব না, তাহাদ্বারা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হউক'—এইরূপ শরণাগতি-বুদ্ধি ও সহজ প্রীতির সহিত যাজন করা যায়, তবেই উত্তমা ভক্তির উদয় হইবে

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও উক্ত শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—"সা যদি বিষ্ণৌ অর্পিতা ক্রিয়েত বিষ্ণুসুখোদ্দেশেনৈব, ন তু তৎকর্ত্তৃস্বাস্মিন্ বিনিয়োগে ন তদ্ভাভিলাষ-শূন্যত্বম্"—তাহা (নবধা ভক্তি) যদি বিষ্ণুতে অর্পিত অর্থাৎ বিষ্ণুর সুখের উদ্দেশে কৃত হয়, তাহার ফল নিজে গ্রহণ না করিয়া অর্থাৎ অন্যাভিলাষশূন্য হইয়া কৃত হয়, তবেই তাহা উত্তমা ভক্তি হইবে ও তদ্দ্বারা প্রেম উৎপন্ন হইবে।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—"শ্রীভক্তির ঐ নয়টি অঙ্গের সমস্ত অঙ্গেরই একযোগে সাধন আবশ্যক হয় না। কারণ, ঐ নয়টি অঙ্গের যে কোন একটি অঙ্গ হইতেই অব্যভিচারিভাবে সাধ্যবস্তুর সিদ্ধির কথা শুনা যায়। কোনস্থলে যদিও অন্যঅঙ্গের মিশ্রণ দেখা যায়, তথাপি উহা বিভিন্ন শ্রদ্ধাবান্ ও বিভিন্ন রুচিবিশিষ্ট ব্যক্তির জন্যই উপদিষ্ট। অতএব সমানভাবে উক্তি-নিবন্ধন, 'নবলক্ষণা'-শব্দে কেবলমাত্র নবঅঙ্গেরই যে অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। এই নবধা ভক্তির মধ্যেই

অন্যান্য অঙ্গগুলিও সন্নিবিষ্ট হওয়ায় ভক্তি যে নবলক্ষণময়ী, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। যদিও ক্রমবিপর্য্যয়সত্ত্বেও নবধা-ভক্তির মধ্যে যে-কোন একটি হইতে সিদ্ধিলাভ ঘটে, তথাপি অন্তঃকরণ-শুদ্ধির জন্য প্রথম শ্রীনামশ্রবণই আবশ্যক। শ্রীনাম শ্রবণের ফলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে শ্রীরূপ-বিষয়ক কথা শ্রবণের দ্বারা সুনির্ম্মল চিত্তে শ্রীরূপের উদয়-যোগ্যতা লাভ করে। সম্যগ্‌ভাবে শ্রীরূপের উদয় হইলে শ্রীগুণসমূহের স্ফূর্ত্তি সম্যগ্‌রূপে সম্পন্ন হয়। শ্রীগুণসকলের স্ফূর্ত্তি হইলে শ্রীভগবৎ-পরিকরগণের ও নিজের সিদ্ধ পরিচয় প্রকাশিত হয়। অতঃপর শ্রীনাম, শ্রীরূপ, শ্রীগুণ ও শ্রীপরিকর—এইসকলের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলে শ্রীভগবল্লীলারও স্ফূর্ত্তি সম্যগ্‌ভাবে হইয়া থাকে। কীর্ত্তন ও স্মরণ-সম্বন্ধেও এইরূপ ক্রম অর্থাৎ পূর্ব্বে শ্রীনামকীর্ত্তনের দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে, পরে শ্রীরূপ-বিষয়ক কথা কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীরূপের উদয় যোগ্যতা লাভ হয়।"

শ্রবণ মহতের শ্রীমুখ হইতেই করিতে হইবে, তবেই সিদ্ধিলাভ হইবে। শ্রবণ করিতে হইলে ভগবদ্‌গুণকীর্ত্তনরত মহাপুরুষের অনুসন্ধান ও সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শুশ্রূষা করা প্রয়োজন। আধ্যক্ষিক দৃষ্টির দ্বারা বৈষ্ণব বা মহাভাগবত নিরূপণ বা পরিমাপ করা যায় না, তাঁহার অনন্য-ভজন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতি ও 'জীবে দয়া'-প্রবৃত্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেই বৈষ্ণবের শ্রীমুখ হইতে অনর্থ-বিধ্বংসী বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণ করিতে হয়। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"বৈষ্ণবপূজকৈস্তু বৈষ্ণবানামাচারোঽপি ন বিচারণীয়ঃ,- (গাঃ ৯।৩০) "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" ইত্যাদেঃ, যথোক্তং গারুড়ে—"বিষ্ণুভক্তি-সমাযুক্তো মিথ্যাচারোঽপ্যনাশ্রমী। পুনাতি সকলান্ লোকান্ সহস্রাংশুরিবোদিতঃ॥" ইতি। তদেতদুদাহৃতমেব—(ভাঃ ৩।৩৩।৭) "অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্" ইত্যাদৌ,—অত্র 'শ্বপচ'-শব্দো যৌগিকার্থ-পুরস্কারেণৈব বর্ত্ততে। ততো দুর্জ্জাতিত্বেন দুরাচারত্বেনাপি নাবমন্তব্যাস্তদ্ভক্তজনঃ, স্বাবমন্তৃত্বে তু সুতরাম্। অতএবোক্তং গারুড়ে—"কৃষ্ণাক্ষরস্তু শ্রবণাৎ তৈ তথা ভাগবতেরিতম্। প্রণামপূর্ব্বং তং কৃত্বা যো বদেৎ বৈষ্ণবো হি সঃ॥" তদেবং মহদাদিসেবা দর্শিতা। অন্যাশ্চ শ্রবণাদিতঃ পূর্ব্বত্বম্,—(ভাঃ ৫।৫।২) "মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে-স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্" ইত্যুক্তেঃ। তেভ্যো মহদ্ভ্যস্তদপি কিমপি পরমমঙ্গলায়নং জায়তে, যথা (ভাঃ ১১।২৬।২৮ ২৯)—"তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু মৎকথাঃ। সম্ভবন্তি হি তা নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘম্॥ তা যে শৃণ্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি চাদৃতাঃ। মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ময়ি॥"

বৈষ্ণব-পূজকগণ বৈষ্ণবগণের আচার-সম্বন্ধেও বিচার করিবেন না, যেহেতু গীতাশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে,—"সুদুরাচার পুরুষও অনন্যচিত্তে আমার ভজন করিলে তিনি সাধু এবং সম্যগ্ ব্যবসায়যুক্তরূপেই জ্ঞাত হইয়া থাকেন।" গরুড় পুরাণেও উক্ত হইয়াছে যে, "বিষ্ণুভক্তিযুক্ত পুরুষ মিথ্যাচার এবং অনাশ্রমী হইলেও উদিত সূর্য্যের ন্যায় সমস্ত লোক পবিত্র করিয়া থাকেন।" "হে ভগবন্! যাঁহার জিহ্বাগ্রে আপনার নাম বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাদৃশ শ্বপচও গরিষ্ঠ হইয়া থাকেন"—ইত্যাদি বাক্যে উহা উদাহৃত হইয়াছে। এ স্থলে 'শ্বপচ'-শব্দ (শ্বানং পচতি যঃ সঃ' অর্থাৎ যে কুক্কুরমাংস পাক করে—এইরূপ ব্যক্তি) যৌগিকার্থেই বর্ত্তমান। অতএব ভগবদ্ভক্তপুরুষ দুর্জ্জাতি বা দুরাচার বলিয়া প্রতিভাত হইলেও অবমাননীয় নহেন, সুতরাং তিনি যদি নিজের অবমাননা করেন, তাহা হইলেও তাঁহার অবমাননা করিবে না।

অতএব গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—যিনি ভগবদ্ভক্ত-কর্ত্তৃক উচ্চারিত কৃষ্ণবচন শ্রবণ করিয়াও সহিষ্ণুতা-সহকারে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার সম্ভাষণ করেন, তিনিই বৈষ্ণব-নামে কথিত হইয়া থাকেন।" "মহৎসেবাই বিমুক্তির দ্বার এবং স্ত্রী-সঙ্গী পুরুষের সঙ্গই তমোদ্বাররূপে উক্ত হইয়াছে"—এই বাক্যানুসারে এই মহৎ-সেবা শ্রবণাদির পূর্ব্বকর্ত্তব্যরূপে নির্ণীত হইয়াছে। উক্ত মহাপুরুষগণের নিকট হইতে শ্রবণের ফলে পরমমঙ্গলের কারণ উৎপন্ন হইয়া থাকে, যথা,—"হে মহাভাগ! উক্ত মহাভাগগণের মধ্যে সর্ব্বদা আমার গুণকীর্ত্তনকথা উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ঐসকল কথা তাঁহাদের সেবক মানবগণের পাপরাশি দূরীভূত করিয়া থাকে।" "যাঁহারা মদ্‌গতচিত্ত হইয়া শ্রদ্ধা ও আদর-সহকারে তাহা শ্রবণ-কীর্ত্তন ও অনুমোদন করেন, তাঁহারা মদ্বিষয়ে ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।"

'শ্রবণ' কাহাকে বলে? শ্রীভগবানের শ্রীনাম, তাঁহার শ্রীরূপ, তাঁহার শ্রীগুণ, তাঁহার শ্রীলীলার কথাসমূহ সর্ব্বেন্দ্রিয়স্পর্শই 'শ্রবণ'-নামে কথিত। সেবোন্মুখ হইয়া ক্রমপ্রাপ্ত শ্রবণের দ্বারা জীবের মঙ্গল হয়। পূর্ব্বে উহার ক্রম লিখিত হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ব্বে শ্রীনাম, পরে শ্রীরূপ, তৎপরে শ্রীগুণ, তৎপরে শ্রীপার্ষদ-কথা ও তৎপরে শ্রীলীলাশ্রবণ। লীলা দুইপ্রকার—সৃষ্টি-প্রভৃতি রূপা আর মুখ্যা লীলাবতার বিনোদ রূপা। শেষোক্ত লীলার কথা প্রশস্ততরা।

শ্রীভগবানের গুণশ্রবণের ন্যায় মহাভাগবতের গুণ শ্রবণও পরমমঙ্গলদায়ক শ্রীগুরুবর্গের মহিমা শ্রবণ কীর্ত্তনে অনর্থ বিদূরিত হয়, হৃদয় বলশালী হয় এবং তাঁহাদের আদর্শে চিত্ত আকৃষ্ট ও লুব্ধ হয়। মহতের গুণ শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে সাধুসঙ্গে গমন করিবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া থাকে।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২৫০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ পরম শ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ। 'শ্রীমদ্ভাগবত' বলিতে 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাবিষয়ক গ্রন্থও বুঝিতে হইবে। শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদগণের গ্রন্থ-শ্রবণের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ হয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, 'জৈবধর্ম্ম,' 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা', 'শরণাগতি', 'কল্যাণকল্পতরু', প্রভৃতি গ্রন্থ শ্রবণ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত শ্রবণ। অতএব শ্রবণ দ্বিবিধ—(১) মহাজন-কর্ত্তৃক আবির্ভাবিত, যেমন—শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত, শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃত, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত, ইত্যাদি, আর (২) মহাজনের দ্বারা কীর্ত্তমান,—যেমন শ্রীল প্রভুপাদ বা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখবিগলিত বাণী বা শ্রীনারদ, শ্রীশুক, শ্রীসূত গোস্বামী প্রভৃতি মহাজনগণের শ্রীমুখ-বিগলিত হরি-কথা। এই দুইপ্রকার শ্রবণ যাঁহারা সেবোন্মুখ বা শুশ্রূষু হইয়া অনুশীলন করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে পরমেশ্বর তৎক্ষণাৎ অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন।

যে ত্বদীয় চরণাম্বুজকোষগন্ধং
জিঘ্রন্তি কর্ণবিবরৈঃ শ্রুতিবাতনীতম্।
ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ তেষাং
নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎ স্বপুংসাম্॥
(ভাঃ ৩।৯।১৫)

কিন্তু হে নাথ! যাঁহারা শ্রুতিবাতনীত ভবদীয় চরণপদ্মকোষগন্ধ কর্ণবিবর-দ্বারা আঘ্রাণ করেন, তাঁহাদের পরমভক্তি-দ্বারা আপনি গৃহীতচরণ হইয়া তাদৃশ নিজ-জনগণের হৃদয়পদ্ম হইতে অপগত হন না।

শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—শ্রীভগবানের শ্রীনামাদি শ্রবণই প্রথমতঃ পরমশ্রেয়ঃস্বরূপ, তন্মধ্যেও মহাজনের দ্বারা আবির্ভাবিত প্রবন্ধাদির শ্রবণ অধিক মঙ্গলকর, তন্মধ্যেও মহাজনগণ ঐ সকল প্রবন্ধ স্বয়ং কীর্ত্তন করিলে তাহা ততোঽধিক মঙ্গলপ্রসূ হয়, তন্মধ্যেও শ্রীমদ্ভাগবতশ্রবণ আরও অধিক মঙ্গলদায়ক, তাহা যদি পুনরায় মহাজনের কীর্ত্তিত হন, তবে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফল প্রদান করে।

শ্রীনামানুরাগী মহাভাগবতের শ্রীমুখ হইতেই বারংবার শ্রীনাম শ্রবণ করিতে হইবে এবং তাহা পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিতে হইবে। যে শ্রীনাম বা শ্রীহরিকথা সম্প্রতি কেহ কীর্ত্তন করিতেছেন, তাহাও পূর্ব্বে শ্রীশুকদেবাদি-মহাজন কীর্ত্তন করিয়াছেন, এইরূপ অনুসন্ধান করিয়াই তাহা কীর্ত্তন করিতে হইবে। অতএব শ্রবণ ব্যতীত কীর্ত্তনাদি বিধেয় জ্ঞান হয় না বলিয়া শ্রবণকে পূর্ব্বকর্ত্তব্যরূপে নির্ণীত হইবে।' (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২৬২ সংখ্যা)

শ্রীধাম-যাত্রিগণের জ্ঞাতব্য

হরিনাম-কীর্ত্তনকারী যেরূপ দশপ্রকার অপরাধ বর্জ্জন না করিলে শ্রীনামের কৃপা লাভ করিতে পারেন না, তদ্রূপ শ্রীধাম-যাত্রীও নিম্নলিখিত দশপ্রকার অপরাধ বর্জ্জন না করিলে শ্রীধাম-যাত্রা বা শ্রীধাম-পরিক্রমাদির ফল লাভ করিতে পারেন না।

দশবিধ ধামাপরাধ যথা—(১) শ্রীধাম-প্রদর্শক শ্রীগুরু আচার্য্যের প্রতি অবজ্ঞা, (২) শ্রীধামকে আনিত্য-বোধ, (৩) শ্রীধামবাসী ও শ্রীধামভ্রমণকারীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি (৪) শ্রীধামে বসিয়া বিষয়-কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, (৫) শ্রীধাম সেবার ছলে শ্রীনাম-বিগ্রহের ব্যবসায় ও অর্থোপার্জ্জন, (৬) জড়বুদ্ধিতে শ্রীধামের সহিত জড়দেশের অথবা অন্য দেবতীর্থের সমজ্ঞান ও পরিমাণ-চেষ্টা, (৭) শ্রীধামবাসচ্ছলে পাপাচরণ, (৮) শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীবৃন্দাবনে ভেদ জ্ঞান, (৯) শ্রীনাম-মাহাত্ম্যমূলক শাস্ত্রের নিন্দা এবং (১০) শ্রীধাম-মাহাত্ম্যকে আতিস্তুতি ও কল্পনা-জ্ঞান।

পদ্মাকৃতি শ্রীনবদ্বীপ মণ্ডল

১। অন্তর্দ্বীপ—পদ্মের কর্ণিকার—গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থিত। ইহার মধ্যস্থলে শ্রীমায়াপুর। এখানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ ও মহাযোগপীঠ বিদ্যমান্ *।

২। সীমন্তদ্বীপ—এই গ্রাম নষ্ট হইয়াছে ভাগীরথীর দক্ষিণ ধারে সীমন্তিনীদেবীর (সীমন্তিনী) পূজা হয়। কুলিয়া পর্য্যন্ত স্থান এই দ্বীপের অন্তর্গত। অধুনা (পাবডাঙ্গা) ও বিশ্রামস্থল ইহার দক্ষিণ ভাগ।

৩। গোদ্রুমদ্বীপ—গাদিগাছা—সুবর্ণ-বিহার, নূতন হাওড়া ও ইহার পার্শ্বস্থ। অনকা-নন্দা (নবদ্বীপের বাহির দিয়া) ইহার অন্তর্গত।

৪। মধ্যদ্বীপ—মাজিদা—চাকুলিয়া, পর্ব্ব-শিলা, হাটডাঙ্গা প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত।

৫। কোলদ্বীপ—মাদারডাঙ্গা, ঝাউডাঙ্গা প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত।

৬। ঋতুদ্বীপ—রাতুপুরা ও বিদ্যানগর ইহার অন্তর্গত।

৭। জহ্নুদ্বীপ—জানগর।

৮। মোদদ্রুমদ্বীপ—মাতিগাছা, অকটীলা (সুখসাগর—এরাডাঙ্গা) ও মহৎপুর (নাটাপুর, পাতুলিয়া) ইহার অন্তর্গত।

৯। রুদ্রদ্বীপ—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, পুরন্দরী, চুপী, কাশিয়াড়ী ও নেছতলা ইহার অন্তর্গত।

[illegible] ও অংশ গঙ্গার পশ্চিম-ভাগে [illegible] অবস্থান করিতেছে। তথায় বাসস্থলী, বীরনগর ও বহুতর [illegible] আছে

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:০:)::

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১/৬॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৲	৪৲	
অর্দ্ধ কলম		৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৮৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "
প্রতি সংখ্যা ৵৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

সিঙ্গাপুরের নূতন নাম

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী দিবস সকালে লণ্ডনে এক ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে সিঙ্গাপুরের নূতন নাম সম্পর্কে তিনটি বিভিন্ন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে

প্রথমতঃ জার্ম্মাণ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান জানাইয়াছেন যে, সিঙ্গাপুরের নূতন নাম হইয়াছে "শোনাকো", ইহার ইংরাজী অর্থ—"ব্রাইট ফাদার অব দি সাউথ"। এক মার্কিণ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান সংবাদ দিয়াছেন যে, সিঙ্গাপুরের নূতন নাম হইয়াছে—"শোনাক"—অর্থাৎ দীপ্যমান দক্ষিণ বন্দর।

মনে হয় জাপানীগণ এই দুইটি নামের কোনটিই বা ইহাদের ইংরাজী অর্থ পছন্দ করে নাই। প্রকাশ, ঢোকিও রেডিও ঘোষণা করিয়াছে যে, ইম্পিরিয়াল হেড কোয়ার্টার সিঙ্গাপুরের নূতন নাম "শানান" হইবে বলিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 'শানান' শব্দের অর্থ—'দক্ষিণের দ্বীপ'।

এলাহাবাদের নিকট ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটনা

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ডিভিশনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তারযোগে জানাইতেছেন যে, ই-আই রেলওয়ের এলাহাবাদ-কানপুর শাখার খাগা ষ্টেশনে ৮১নং আপ্ পার্শ্বেসল্ এক্সপ্রেস এবং ২১৬নং ডাউন এক্সপ্রেস গুড্সের সহিত সঙ্ঘর্ষ হয়। ফলে ১৪ জন নিহত এবং ২৫ জন আহত হইয়াছে। ঐ দিবস রাত্রি ১-৩৮ মিনিটে এই দুর্ঘটনা হইয়াছে। ধ্বংসস্তূপ না সরাইলে কতজন মারা গিয়াছে তাহা বলা যাইবে না।

মার্কিণ প্রতিনিধি সভায় বরাদ্দ বিল

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের গোলাবারুদ ও বাণিজ্য জাহাজ এবং মিত্রপক্ষের রণসম্ভারের জন্য ঐ দিবস অপরাহ্ণে প্রতিনিধিসভা ৩২০৭ কোটি ৯ লক্ষ ১ হাজার ৯০০ ডলারের এক বরাদ্দ বিল গ্রহণ করিয়াছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ বিরাট বরাদ্দ বিল আর গৃহীত হয় নাই।

এই বরাদ্দ অনুসারে ১৯৪২ এর শেষে ৩৬ লক্ষ সৈন্যের এক বাহিনীকে অস্ত্র-সরবরাহ করা যাইবে, তন্মধ্যে দশ লক্ষ বৈমানিক থাকিবে। এই বৎসর দৈনিক দুইটি করিয়া মালবাহী জাহাজ এবং ১৯৪২এর শেষে বৃহত্তম তৈলবাহী বহর তৈয়ারী হইবে।

বর্ত্তমান কর্ম্মসূচী অনুযায়ী ২৮৭৭টি বড় জাহাজ হইবে এবং ছোটখাট জাহাজ ছাড়া জাহাজের মোট পরিমাণ হইবে ৩ কোটি ১০ লক্ষ। ঋণ ও ইজারা খাতে সাহায্য দানরূপে অর্দ্ধেকের বেশী দেওয়া যাইবে না। এই সাহায্যের মধ্যে মিত্রপক্ষের খাদ্য বাবদ ১৩০ কোটি ডলার আছে। রুশিয়া ও ইংলণ্ডের জন্য চিনি খরিদ বাবদ ৬ কোটি টাকা পৃথক রাখা হইয়াছে

মেজর জেনারেল উইলিয়াম পটার কমিটিকে জানান যে, ইউরোপীয় রণাঙ্গনে বিষবাষ্প ব্যবহারের "যথেষ্ট তোড়জোড় হইতেছে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ" আছে।

মাদ্রাজে ৪ হাজার আশ্রয়প্রার্থী

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী প্রায় চার হাজার আশ্রয়প্রার্থী ব্রহ্ম হইতে মাদ্রাজে পৌঁছিয়াছে। এক দিনে এত অধিক সংখ্যক আশ্রয়প্রার্থী পূর্ব্বে কখনও আসে নাই। তাহাদের অধিকাংশই শ্রমজীবী শ্রেণীর। বহু বাঙ্গালী এবং উড়িয়াও আছে। অসহায় ব্যক্তিদিগকে আহার্য্য ও আশ্রয় দেওয়া হয় এবং যাহাতে তাহারা গৃহে যাইতে পারে তজ্জন্য তাহাদিগকে অর্থ সাহায্যও করা হইবে।

গ্রীষ্মকালে দার্জ্জিলিংয়ে সরকারী দপ্তরখানা স্থানান্তর

গ্রীষ্মকালে সরকারী দপ্তরখানা কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিংএ যাইয়া থাকে, এবার গ্রীষ্মকালে দার্জ্জিলিংএ যাইবে না বলিয়া বাঙ্গলা সরকারের এক ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে।

মার্কিণ প্রজাদের ভারত ত্যাগ

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী একখানি আমেরিকান নৌবিভাগীয় জাহাজে করিয়া ভারতবর্ষ হইতে কতিপয় মার্কিণ প্রজাকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠান হইতেছে। যুদ্ধের জন্য বাণিজ্য জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন ঘটায় এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সকল মার্কিণ প্রজা নিজেদের ইচ্ছায়ই ভারত ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। আমেরিকান বাণিজ্য দূতাবাসের কর্ত্তৃপক্ষ বলিয়াছেন যে, মার্কিণ প্রজাদের ভারত ত্যাগ করার জন্য সরকারীভাবে কোন পরামর্শ দেওয়া হয় নাই।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সভাস্থ কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী' টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সৎ-সঙ্কিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

১৬শ বর্ষ | ২৩ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫; ১২ই ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার | ২৮৬তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ গোবিন্দ, শিব প্রহ্যুম, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীনবদ্বীপধামের স্বরূপ ও শ্রীধাম বাস

শ্রীশ্রীরাধামাধবমিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া নদীয়াকে প্রকাশ করিয়াছেন, এইজন্য সুমেধোগণ শ্রীগৌরসুন্দরকে 'শ্রীনদীয়াপ্রকাশ নবদ্বীপ-সুধাকর' বলিয়া থাকেন, আবার শ্রীগৌরসুন্দরের যে-সকল নিজ জন শ্রীনবদ্বীপ-চন্দ্র ও তাঁহার ঔদার্য্যময় গুপ্তধামকে জগতে পুনঃপ্রকাশ ও প্রচার করেন, তাঁহারাও 'নদীয়াপ্রকাশ'-নামে অভিহিত হন। শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের প্রকাশবিগ্রহগণের মধ্যে গুপ্ত নদীয়ার পুনঃ-প্রকাশকারী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সর্ব্বোপরি অধিষ্ঠিত। এই কুতর্কময় যুগে এইরূপ কৃপা করিয়া আর কেহই পরম ঔদার্য্যময় শ্রীগৌরধামকে বিতরণ করিবার জন্য এতটা প্রচেষ্টা প্রদর্শন করেন নাই। এই গুপ্ত ধাম আবিষ্কার ও প্রচার করিয়া জীবের মঙ্গলসাধন করিতে উদ্যত হওয়ায় তাঁহাকে বহির্ম্মুখ লোকের যে কতপ্রকার হিংসা, গঞ্জনা, নিন্দা সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সেই শ্রীনবদ্বীপধাম-সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র হইল উদয়।
নবদ্বীপ সর্ব্বতীর্থ-অবতংশ হয়॥
অন্যতীর্থে অপরাধী দণ্ডের ভাজন।
নবদ্বীপে অপরাধ সদাই মার্জ্জন॥
তার সাক্ষী জগাই মাধাই দুই ভাই।
অপরাধ করি' পাইল চৈতন্য-নিতাই॥
(শ্রীনবদ্বীপ-ধাম মাহাত্ম্য - ১ম অধ্যায়)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত - আদি, ৮ম পরিচ্ছেদে—

"চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার॥"

—প্রভৃতি বাক্যে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নামে অপরাধের বিচার নাই বলিয়া জানাইয়াছেন। ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদও শ্রীগৌরধামে অপরাধের বিচার নাই, এইরূপ বলিয়াছেন। তাই বলিয়া শ্রীচৈতন্যলীলার এই দুই ব্যাসের ঐ উক্তি পাঠ করিয়া ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হইবে না যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম (?) লইয়া ও তাঁহার ধামে (?) বাস (?) করিয়া যে যতই অপরাধ করুক না কেন, উহার সর্ব্বদাই মার্জ্জনা হইবে বা তথায় অপরাধের কোনও বিচার নাই। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে বর্ত্তমানে প্রাকৃত সহজিয়াগণের যে আদর্শ ও চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই এইসকল গুরুবর্গের প্রচারিত সত্য বলিয়া স্থির করিতে হয়। বস্তুতঃ তাহা কখনই হইতে পারে না। যাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম বা ধাম-বলে পাপ বা অপরাধে লিপ্ত হয়, তাহারা কখনই নাম বা ধামের কৃপা পাইতে পারে না। নাম ও ধাম-বলে পাপ ও অপরাধ-প্রবৃত্তি কখনও পাপ ও অপরাধের বিনাশক হইতে পারে না। উহা পাপ ও অপরাধের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া থাকে। যিনি শ্রীগৌরনাম ও শ্রীগৌর-ধামের শরণাগত, যিনি নিষ্কপট ভাবে শ্রীগৌর-সুন্দর ও শ্রীগৌরধামের ভজন করেন, তাঁহার সম্বন্ধে নাম ও ধাম আকস্মিক কোন পাপ বা অপরাধের বিচার করেন না: "চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার"—এই উক্তির পরেই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

"তারে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার।"

যাহারা শ্রীগৌরনিত্যানন্দকে ভজন না করে, তাহারা পাপ ও অপরাধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় না। শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত কপট করিয়া বা শ্রীগৌরসুন্দরের দোহাই দিয়া অপরাধের প্রশ্রয়দান গৌরভজন নহে। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে একান্ত শরণাগতিই তাঁহার ভজন। যে ব্যক্তি শরণাগত বা সেবোন্মুখ নহে, তাহার শ্রীগৌরনাম বা শ্রীগৌরধাম দর্শনই হয় না, ইহাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
বেদ-পুরাণেতে ইহা কহে নিরন্তর॥"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও বলিয়াছেন—

"চিন্তামণিরূপ হয় এ গৌড়মণ্ডল।
চিদানন্দময় বাণী, চিন্ময় সকল॥
জল, ভূমি, বৃক্ষ আদি সকলি চিন্ময়।
সদা বিদ্যমান তথা কৃষ্ণশক্তিময়॥
স্বরূপশক্তির দেহ সন্ধিনী-প্রভাব।
তা'র পরিণাম এই ধামের স্বভাব॥
প্রভু-লীলাপীঠরূপে ধাম নিত্য হয়।
অচিন্ত্য শক্তির কার্য্য প্রাপঞ্চিক নয়॥
তবে যে এধামে দেখে পাপাদির সম।
বদ্ধজীবে, তাহে হয় অবিদ্যা-বিভ্রম॥
মেঘাচ্ছন্ন চক্ষু-দেখে সূর্য্য আচ্ছাদিত।
দিবাকর নাহি কভু হয় মেঘাবৃত॥
সেইরূপ এ গৌড়মণ্ডল চিদাকার।
প্রাপঞ্চিক জন দেখে জড়ের বিকার॥
নিত্যানন্দ-কৃপা যা'র প্রতি কভু হয়।
সে দেখে আনন্দধাম, সর্ব্বত্র চিন্ময়॥"

(শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য - ২য় অধ্যায়)

যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় শ্রীধাম চিন্ময়রূপে দর্শন হয়, সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় অনায়াসে শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরনামের চরণে অপরাধ বিদূরিত হয়,—

"নবদ্বীপে শত-শত অপরাধ করি'।
অনায়াসে নিতাই কৃপায় যাই তরি॥"
(শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য - ১ম অধ্যায়)

যদি শ্রীধামকে চিন্ময়রূপে দর্শন না হইল, তবে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা লাভ হয় নাই, চক্ষু হইতে অজ্ঞানতিমির বিদূরিত হয় নাই, জানিতে হইবে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় 'সংসার বাসনা' তুচ্ছ হয়, হৃদয় হইতে কপটতা-অন্ধকার বিদূরিত হয়, পাপ অপরাধ বিনষ্ট হয়, হৃদয়ে শ্রীনাম ও শ্রীধামের কৃপার স্ফূর্ত্তি হয়, শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা বা শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা লাভ হয়। যদি এইসকল না হয়, তবে নিত্যানন্দের অকপট করুণা হয় নাই, জানিতে হইবে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীনবদ্বীপের কথা বর্ণন করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠতত্ত্ব এ গৌড়-মণ্ডল।
ভাগ্যবান্ জীব তাহা দেখে নিরমল॥
স্বরূপশক্তির ছায়া, মায়া বলি যা'রে।
প্রভুর আজ্ঞায় নিজ প্রভাব বিস্তারে॥
বহির্ম্মুখ জীবচক্ষু করে আবরণ।
চিদ্ধাম-প্রভাব বলে না পায় দর্শন॥"
(শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ২য় অধ্যায়)

স্বরূপশক্তির ছায়া মায়াশক্তি যখন শ্রীগৌর-সুন্দরের আজ্ঞায় নিজের প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে তখন ধাম-বাসের অভিনয় করিলেও শ্রীধাম বাস হয় না, শ্রীধামের স্থলে অপরাধই হইতে থাকে। এইজন্য বৈষ্ণব পারিভাষায় 'শ্রীধাম-সেবা' ও 'শ্রীধাম-ভোগচেষ্টা'—এই দুইটী শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার একটি প্রবন্ধে শ্রীধাম-বাস ও শ্রীধাম-ভোগের পার্থক্য সম্বন্ধে এরূপ বিচার লিখিয়াছেন,—

"শ্রীধামে বাস করিয়া আমাদের ভজনোন্নতি হয়। শ্রীধাম ভোগিগণও

শ্রীধামে বাস করিবার অভিনয় করেন। তাঁহারা জড় পুত্র, কলত্র, কন্যা ও নপ্তৃ প্রভৃতির সঙ্গসুখ পাইবার ইচ্ছায় এবং তাহাদের মৃত্যুর পর ঐ বংশে যাহাতে সুখভোগ বর্দ্ধন করিতে পারেন তজ্জন্য ভগবান্ ও ভক্তগণের বিচারে দোষ দর্শন করেন। অবশ্য তুমি পণ্ডিত ব্যক্তি, "শ্রীধাম ভোগ" ও "শ্রীধামবাস" এই শব্দ-দ্বয়ের পার্থক্য বুঝিতে পার। * * প্রভু-প্রমুখ শ্রীধামবাসী, শ্রীমঠবাসী ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীধামভোগ ও শ্রীধাম-সেবার পার্থক্য শ্রীযুক্ত * * বাবু প্রভৃতি ভক্ত্যুন্মুখ ব্যক্তিগণকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিতে পারেন। আমি যত শীঘ্র পারি, তথায় গিয়া শ্রীঅবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে শ্রীধামভোগ ও শ্রীধামসেবার কথা আলোচনা করিব। ঐ সভায় শ্রীযুক্ত * *, শ্রীযুক্ত * *, শ্রীযুক্ত * * মহাশয়গণ উপস্থিত থাকিলে আনন্দিত হইব।

"শ্রীধামভোগি-সম্প্রদায় অবশ্যই জানেন যে, শ্রীধামবাসিগণের চিত্তবৃত্তি ঈশ্বর-সেবা বিমুখ সাধারণ কর্ম্মকাণ্ডীর চিত্তবৃত্তির সহিত সমান নহে। পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণের (শ্রীধামবাসী) চিত্তবৃত্তিতে পরমার্থই জীবনের প্রয়োজন এবং আশ্রিত জনগণের পরমার্থ-লাভের ব্যবস্থা করাই শ্রীধামবাসীর কর্ত্তব্য। তাহা ভুলিয়া গিয়া পূর্ব্ব অভক্তিপর-বিচার আনয়ন করিয়া মঠবাসিগণের ছিদ্রান্বেষণ ও নিন্দাবাদে নিযুক্ত থাকিলে শ্রীভক্তিদেবীর শ্রীচরণে অপরাধপুঞ্জ সংঘটিত হয়।

"আমরা যখন শ্রীধামে বাস করিতে আসি, তখন আশ্বস্ত হই যে, শ্রীধামে থাকিয়া আমরা নিজেরা ও আমাদের পরিজনবর্গ পরমার্থ-পথের পথিক হইব, আমাদের অভক্তগণোচিত অন্যাভিলাষ, কর্ম্মফলভোগ ও ব্রহ্মে বিলীন হইবার বাসনা খর্ব্ব হইবে এবং আমরা ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে পারিব, কিন্তু এমন স্থানে আসিবার অভিনয়ে মায়ার সংসারে পড়িয়া আবার পূর্ব্ব চিত্তবৃত্তি প্রবল করাইলে ভক্তি-রাজ্য হইতে চিরদিনের জন্য অবসর লাভ হইবে।

"ভক্ত-গৃহস্থের হৃদয়-ভাব ও অভক্তের চিত্তবৃত্তি এক নহে। শ্রীধামবাসের অভিনেতৃগণ যদি দিব্যজ্ঞান-লাভের পরিবর্ত্তে অজ্ঞতা পোষণ করিয়া শ্রীধামাপরাধে ব্রতী হন, তাহা হইলে শ্রীবাসের শাশুড়ী, পয়ঃপান-ব্রত ব্রহ্মচারীর দাস্যই বাড়িয়া যাইবে—ভক্তিলতা শুকাইয়া গিয়া কুঞ্জর-শুণ্ডের দ্বারা বিশীর্ণ হইয়া ভোগ্য লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার আশায় পরিণত হইবে। সুতরাং শ্রীধাম বাসের অভিনেতৃগণের ও তাঁহাদের অনুসরণ-কারিগণের পাদপদ্মে আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন পূর্ব্ব চিত্তবৃত্তির অমঙ্গল লইয়া শ্রীধামে বাস না করেন, কারণ, তাহা হইলে কুলিয়ার বৈষ্ণব-নিন্দকের সঙ্গই প্রার্থনীয় হইবে।

"শ্রীধাম ভোগের বাসনা অন্তরে পোষণ করিয়া বাহিরে শ্রীধামবাসের ছলনা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রয়াসী অভক্তগণেই শোভা পায়। শ্রীধামবাসের অভিনেতার এরূপ দুষ্প্রবৃত্তি আগ্নেয়গিরির ন্যায় উত্থিত হইলে আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল প্রাণী তাদৃশ বিষয়ীর সঙ্গ হইতে শত সহস্র যোজন দূরে থাকিবে, কেন-না শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—'সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ, হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণ-তোঽপ্যসাধু।' আমরা এই শিক্ষা হইতে বিপথগামী হইতে পারিব না।

"গৃহব্রতধর্ম্মের উৎস উত্তরোত্তর প্রবল করিবার যাঁহাদের প্রয়াস এবং বিষয়-বিষে যাঁহারা জর্জ্জরিত হইয়া 'হজ্‌মিগুলি' সাজিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গ শ্রীধামবাসিগণ কোন দিনই প্রার্থনা করেন না, কিন্তু যে-সকল ব্যক্তি হরিভজনে অনুরাগী ও কৃষ্ণ-গৃহধর্ম্মে অবস্থিত, তাঁহাদের চরণরেণু-প্রার্থী হইয়া তাঁহাদের সেবা করিবার জন্য প্রত্যেক মঠবাসীর বাঞ্ছা প্রবল হওয়াই আবশ্যক।"

শ্রীমায়াপুরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কোন শঠ ও কপট ব্যক্তিকে আশ্রয় প্রদান করেন না। প্রলম্বাদির চিত্তবৃত্তি লইয়া যাহারা গৌরধাম, গৌরনাম ও গৌরকাম-ভোগের চেষ্টা করিয়া থাকে, বলদেবাভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও তদাশ্রিত শুদ্ধভক্তগণের প্রভাবে তাহারা শ্রীধামে নিত্যকাল অবস্থান করিতে পারে না। তাই শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

"শ্রীগৌড়মণ্ডল-মাঝ নবদ্বীপ তীর্থরাজ,
মায়াপুর গৌরজন্মস্থল।
তথায় চৈতন্যমঠ, নাহি বসে যথা শঠ
গৌরজনে করিয়া সম্বল॥"

শ্রীগোদ্রুম-দ্বীপ

(৩)

আজ পরিক্রমার চতুর্থ দিবস। গতকল্য শ্রীগোদ্রুম দ্বীপ পরিক্রম করা হইয়াছে। এই দ্বীপ শ্রীবিষ্ণুকীর্ত্তনের পীঠস্থান। ঠাকুর শ্রীভক্তি-বিনোদ এই দ্বীপে শ্রীগৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন ও বহু শাস্ত্র-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই শ্রীগোদ্রুম দ্বীপ গাছিগাছা, বাণেশ্বর, মহেশ-গঞ্জ, তিওরখালি, আমঘাটা, শ্যামনগর, দে-পাড়া (দেবপল্লী), হরিশপুর, সুবর্ণবিহার প্রভৃতি স্থানসমূহে বিস্তৃত। এই দ্বীপের দ্রষ্টব্যস্থান—শ্রীসুরভিকুঞ্জ, শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ, সুবর্ণবিহার, হরিহরক্ষেত্র, মহাবারাণসী ও দেবপল্লী প্রভৃতি।

শ্রীসুরভিকুঞ্জ—এইস্থানে 'সুরভি'-গাভীর কৃপায় মার্কণ্ডেয় মুনি শ্রীগৌরাঙ্গ ভজনার্থ উপদেশ লাভ করিয়া শুদ্ধভক্তি প্রাপ্ত হন। এই মার্কণ্ডেয় মুনি কৃষ্ণলীলায় ব্রজে বারিবর্ষণ-কারী ইন্দ্র ছিলেন। এই সুরভিকুঞ্জে একটি বিস্তৃত অশ্বত্থদ্রুম ছিল। সেই দ্রুমতলে 'সুরভি' অবস্থান করিতেন। তন্নিমিত্ত এই স্থানের নাম 'গোদ্রুম'। ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ এই সুরভিকুঞ্জ প্রকাশ করেন।

শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ—এই কুঞ্জ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পরমপ্রিয় ভজনস্থলী। এই স্থানে শ্রীল ঠাকুরের সমাধিমন্দির বিরাজমান। শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের ভজন-কুটীরও এই কুঞ্জে বিরাজিত আছেন।

সুবর্ণবিহার—সুবর্ণবিহার গৌড়দেশের প্রাচীন রাজধানী ছিল। ইহা কিছুকাল বঙ্গের পালরাজগণের রাজধানী ছিল। ইহা আমঘাটা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী। এই স্থানে সত্যযুগে সুবর্ণসেন-নামক একজন বিশেষ প্রতিষ্ঠাশালী নৃপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি বৈষ্ণবপ্রবর দেবর্ষি নারদের কৃপায় হরিভক্তি লাভ করেন এবং স্বপ্নযোগে কলি-যুগপাবনাবতারী রুক্মবর্ণ শ্রীগৌরহরির সংকীর্ত্তনরত শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া তাঁহার চরণে আকৃষ্ট হন। তিনিই শ্রীগৌরাবতারে নবদ্বীপবাসী শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান্। এস্থানে শ্রীসুবর্ণ-বিহার-গৌড়ীয়মঠ বিরাজিত।

কীর্ত্তন

(৩)

পরিক্রমার যাত্রিগণ শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে গতকল্য কীর্ত্তনাখ্য শ্রীগোদ্রুম-দ্বীপ পরিক্রম করিয়াছেন। এই হরিকীর্ত্তন-সম্বন্ধে সংকীর্ত্তনপিতা বা সংকীর্ত্তনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর এইরূপ জানাইয়াছেন,—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-
মহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণম্
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং
বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-
সংকীর্ত্তনম্॥

অর্থাৎ চিত্তরূপ-দর্পণের মার্জ্জনকারী, ভবরূপ মহাদাবাগ্নির নির্ব্বাপণকারী, জীবের মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণকারী, বিদ্যা-বধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দ-সমুদ্র-বর্দ্ধনকারী, পদে-পদে পূর্ণামৃতাস্বাদন স্বরূপ এবং সর্ব্বাত্মার স্নিগ্ধতা-সম্পাদনকারী শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

অর্থাৎ যিনি তৃণাপেক্ষা আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্য হইয়া অপরলোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনিই সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তনের অধিকারী।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু উপরি-উক্ত শ্লোকদ্বয়ের অনুবাদে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তি-সাধন-উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥
উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুইপ্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ-সম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাঞা মৈলেহ কারে পানি না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন-ধন।
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হ'বে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি' 'কৃষ্ণ'-অধিষ্ঠান॥
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁ'র প্রেম উপজয়॥

(শ্রীচৈঃ চঃ - অন্ত্য, ২০শ পঃ)

জীবের অনর্থরোগ থাকাকালে শ্রীনাম-কীর্ত্তনে রুচি হয় না। শ্রীনামে রুচি হইতেছে না বলিয়া শ্রীনামের শ্রবণ-কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিলে মঙ্গলোদয় হইবে না। এজন্য শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু তাঁহার উপদেশামৃতে বলিয়াছেন—

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি সিতাঽপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥

যদিও শ্রীকৃষ্ণনাম-লীলাদিরূপ সিতোপলও অবিদ্যাপিত্ত দ্বারা উত্তপ্ত রসনায় রুচিকর হয় না, তথাপি আদরের সহিত প্রত্যহ তাহা সেবন করিলে ক্রমশঃ পিত্ত রোগ নাশ করিয়া স্বাদু হইতে থাকেন।

শ্রীনাম কীর্ত্তনে আদর ও যত্ন—এই দুইটিই বিশেষ প্রয়োজন। আদর ও যত্ন থাকিলে শ্রীনামপ্রভুর কৃপা লাভ হওয়া সুকঠিন নহে। আদরই সেবোন্মুখতা, আদরহীন নামকীর্ত্তনের অভিনয় দৈহিক কসরৎ মাত্র। আদর চেতনকে স্পর্শ করে ও অচেতনকে পরিহার করে।

শ্রীরূপানুগবর শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শাস্ত্র-বাক্য ও মহাজনের উপদেশ উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—"যদি শ্রীভগবানে চিত্ত আসক্ত না হয়, তাহা হইলে পুরুষ নির্ভয়, জিত-নিদ্র, একাকী, নির্ব্বেদযুক্ত, যথার্থ মার্গদর্শী, মিতাহারী, প্রশান্ত ও নির্লজ্জ হইয়া দিবারাত্র তদ্বিষয়ে রতিজনক নামসমূহ পাঠ করিবে।" এস্থানে নির্ভয়ত্ব, জিত নিদ্রত্ব প্রভৃতি গুণসমূহ কীর্ত্তনের অঙ্গভূতরূপে উক্ত হয় নাই, পরন্তু একমাত্র নাম-বিষয়ের তৎপরত্ব-সম্পাদকরূপেই উক্ত হইয়াছে। ভক্তি-মাত্রই নিরপেক্ষ, সুতরাং নাম-কীর্ত্তনেও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা আছে।

বিষ্ণুধর্ম্মের একটি উপাখ্যানে দৃষ্ট হয়,—"এক ক্ষত্রিয়াধম সর্ব্ববিধ পাপ, অতি পাপ ও মহাপাপের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। তাহাকে কোন ব্রাহ্মণ বিবিধ সাধন-প্রণালী উপদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্ষত্রবন্ধু সেইসকল

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

পালনে অসমর্থ ভাবিয়া ব্রাহ্মণ তাহাকে বলিলেন,—'তুমি পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ না হইলে তোমাকে অন্য একটি স্বল্প অনুষ্ঠান বলিতে পারি, যদি তুমি আমার সেই উপদেশ পালন করিতে পার।' অক্রূরবন্ধু বলিলেন,—'ব্রাহ্মণ, আমার চিত্ত এরূপ চঞ্চল যে, আপনার পূর্ব্বোপদিষ্ট সমস্ত অনুষ্ঠানই আমার পক্ষে অসাধ্য। বাক্য ও শরীরের দ্বারা সম্পাদনের যোগ্য এমন কোন অনুষ্ঠানের উপদেশ করুন, যাহা আমার পক্ষে সাধ্য হয়।' ব্রাহ্মণ বলিলেন,—'তুমি উত্থান, নিদ্রা, প্রস্থান, ভাবি-গমন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যে এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রভৃতি যে-কোন অবস্থায় সর্ব্বদা 'গোবিন্দ' নাম উচ্চারণ করিবে॥'" (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ - ২৬৩ সংখ্যা)।

শ্রীনাম-কীর্ত্তনে নামাপরাধের বিচার অবশ্য জ্ঞাতব্য। ভজনের মধ্যে নববিধা ভক্তি শ্রেষ্ঠা। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও তাহাতে অপরাধের বিচার আছে। শ্রীমন্-মহাপ্রভু জানাইয়াছেন—'ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। 'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি॥ তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন। নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥" (শ্রীচৈ. চঃ - অন্ত্য, ৪র্থ পঃ)। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু, শ্রীশ্রীজীবগোস্বামী প্রভু প্রভৃতি শ্রীনামাচার্য্যগণ সকলেই নামাপরাধের বিচার করিয়াছেন। অতএব শাস্ত্রোক্ত দশবিধ নামাপরাধ বর্জ্জনপূর্ব্বক নিরপরাধে হরিনামগ্রহণ প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তির পক্ষেই বিহিত। শ্রীনৃসিংহপুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—"যে সাধুগণ ঈর্ষ্যাচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীবিষ্ণুর নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সর্ব্বভূতের অহৈতুক বান্ধব।" পদ্ম-পুরাণে কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—'শ্রীনামকীর্ত্তনকারী ভক্তগণকে মানবগণ যদি গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করেন, তবে তাহাতে শ্রীভগবান্ যেরূপ প্রীত হইয়া থাকেন, শ্রীভগবানের নিজ-পূজাতেও তিনি সেরূপ প্রীত হন না।"

অনেক শ্রদ্ধালু ব্যক্তির একত্রিতভাবে কীর্ত্তন 'সংকীর্ত্তন'নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই নাম সংকীর্ত্তন সম্বন্ধে কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদর্শিত উপায়-উক্ত প্রণালীটি পালন করিলে কৃষ্ণপ্রেম লাভের আর কোন সংশয় থাকে না অর্থাৎ তৃণ অপেক্ষাও সুনীচ, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া নিরন্তর শ্রীহরিকীর্ত্তন করিতে হইবে। 'আমি শ্রীবৈষ্ণবের পদধূলি'—এইরূপ সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত অভিমানই 'তৃণাদপি সুনীচতা'। হরিভজনে নানাপ্রকার বিঘ্ন ও প্রাতিকূল্য-অবস্থা পরীক্ষারূপে উপস্থিত হইলেও এমন কি, সমগ্র সেবাবিমুখ জগতের দ্বারা নির্য্যাতীত হইলেও তরু অপেক্ষা সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া নিজে অমানী হইয়া অপরকে মানদানপূর্ব্বক স্থান-কাল ও পাত্রের ব্যবধান-রহিত হইয়া নিরন্তর শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন করিলে অতি শীঘ্রই শ্রীনামপ্রভুর কৃপাকটাক্ষে পতিত হওয়া যায়। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি কলিযুগে স্বভাবতঃই অতি দীনভাবাপন্ন মানবগণের মধ্যে আবির্ভূতা হইয়া তাহাদিগকে অনায়াসে অন্যান্য যুগ-গত মহা-সাধনসমূহের যাবতীয় ফলই প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিয়া থাকেন।

বিষ্ণুধর্ম্মে কথিত হইয়াছে,—"কৃত-যুগে যাঁহার চিত্তে কীর্ত্তনমুখে শ্রীহরি বিরাজমান, তাঁহার পক্ষে ঐ যুগ সত্যযুগ স্বরূপ এবং সত্যযুগে যাঁহার চিত্তে শ্রীহরি বিরাজমান নহেন, তাঁহার পক্ষে ঐ যুগ কলিযুগস্বরূপ হইয়া থাকে।" বিষ্ণুর স্মরণ সর্ব্বপাপ-বিনাশক, কিন্তু উহা বহুপ্রয়াসে সাধিত হয়। আর ওষ্ঠ স্পন্দনমাত্রের দ্বারা কীর্ত্তন হইয়া থাকে। উহা স্মরণ হইতেও শ্রেষ্ঠ।

শ্রীগৌরধাম-মহিমা

[শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কর্ত্তৃক শ্রীল প্রবোধানন্দ-সরস্বতী গোস্বামিপাদ-বিরচিত "শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্"-গ্রন্থের পদ্যানুবাদ]

শ্রীরাধার ভাবে যিনি সুবর্ণ-বরণ।
সাঙ্গোপাঙ্গে নবদ্বীপে যাঁর সংকীর্ত্তন॥
কলিতে উপাস্য সেই কৃষ্ণ গৌরহরি।
নবধা ভক্তিতে তাঁ'রে উপাসনা করি॥ ১॥
নিগম যাঁহারে 'বকুল বনি' গা'ন।
পরব্যোম শ্বেতদ্বীপ বর্ণয় পুরাণ॥
রসিক পণ্ডিত যাঁ'রে ব্রজ বলি' কয়।
বন্দি সেই নবদ্বীপে চিদানন্দময়॥ ২॥
কবে আমি নবদ্বীপে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অন্তর্দ্বীপ বন মাঝে পাইব দেখিতে॥
সপার্ষদে গৌরচন্দ্র নগন বিলাস।
দেখি' প্রেম মূর্চ্ছাবশে ছাড়িব নিশ্বাস॥ ৩॥
নবদ্বীপ মহিমা যে শাস্ত্রে নাহি কয়।
স্বপ্নেও সে শাস্ত্র যেন শুনিতে না হয়॥
এ ধাম বৈভবে যাঁ'র না হয় উল্লাস।
তারে যেন নাহি দেখি, না করি সম্ভাষ॥ ৪॥
স্ত্রী-গর্দ্দভী-সঙ্গ-রঙ্গে আর কিবা কাজ।
বিত্ত-পুত্র বিদ্যা, যশে শীঘ্র পড়ু বাজ॥
আর দুঃখ কেন হে সাধনের জন্য।
অন্তর্দ্বীপাশ্রয়ে এবে হও ভাই ধন্য॥ ৫॥
যথা বৃন্দাটবীর ভূমি সুকোমল।
খগ-মৃগ যথা অনুরাগেতে বিহ্বল॥
বৃক্ষ-লতা-ফুল ফলে অদ্ভুত দর্শন।
সেই মায়াপুর হয় আমার জীবন॥ ৬॥
কোটি চিন্তামণি যদি মিলে অন্য স্থানে।
শ্রীহরির বাহ্যদৃষ্টি যদিও সেখানে॥
তথাপি গোদ্রুম ধূলি ছাড়ি' এ শরীর।
অন্যত্র না যাব যেন, এই বুদ্ধি স্থির॥ ৭॥
সেই মধ্যদ্বীপে গৌর-লীলা মধ্য দিনে।
সেই ধাম-লীলা কৃপা কর এই দীনে॥
ব্রহ্মাদিও কর মোরে কৃপা বিতরণ।
তব কৃপা-কণাতা ফল মহা ধন॥ ৮॥
খগ মৃগ, তরু লতা, কুঞ্জ, বাপী, নগ।
জল স্থল, হ্রদ-আদি সমস্ত সৌভগ॥
বিশিষ্ট কাননময় দেবতা-দুর্ল্লভ।
জয় জয় কোলদ্বীপ বৈকুণ্ঠ-বৈভব॥ ৯॥
পদ, চর মদ্রদ্বীপ-ভূমি মনোলোভা।
আঁখি মোর, সদা হের মোদদ্রুম শোভা।
শুনিয়াছি নবদ্বীপ গুণ যত।
জিহ্বা, তুমি সেই সব গাও অবিরত॥
গৌরাটবী-পরিমল ভজ মোর ঘ্রাণ।
ত্রিভুবনে নাহি নবদ্বীপ হেন স্থান॥
সেই ধাম গৌরকেলি স্থূল দেহ মোর।
পুলকিত পুটি' ভজ শ্রীগৌরকিশোর॥ ১০
জগৎ ভ্রমিতে যা'র গন্ধ নাহি পাই।
সর্ব্ববেদাতীত যা'র পথ হয় ভাই॥
সেই সুধাসিন্ধুরূপ নবদ্বীপ-ভূমি।
আশ্চর্য্য মাধুর্য্য, চিত্ত, সদা রম তুমি॥ ১১
উজ্জ্বলরসের প্রেমসিন্ধু নিস্যন্দিনী।
অপূর্ব্ব রাধিকা-ভাব খেলনানন্দিনী॥
রাধা প্রকটিত গৌড়াটবী, গৌরবাস।
রসপীঠ হৃদে মোর হউন প্রকাশ॥ ১২॥
দেবরাজ পূজনীয় জহ্নুমুনি স্থান।
নবদ্বীপ জহ্নুদ্বীপ যাহার আখ্যান॥
সেই গৌরলীলাস্থলে তৃণ গুল্ম ভাব।
পাইলে আশার হয় উল্লাসবিভাব॥ ১৩॥
রাধাকৃষ্ণ সেবা করি', শুদ্ধধর্ম্ম সদাচারি',
সেবি সাধুপদরজঃ ভাই।
লাভিয়া বৈরাগ্য-সার, পাইয়াও রসসার,
সে রাধা-করুণা নাহি পাই॥
সীমন্তে করিয়া বাস সেবা হয় গৌরদাস,
সে করুণা শীঘ্র তা'র হয়।
সকল সাধন ত্যজি', অতএব গৌর ভজি'
শ্রীসীমন্ত কর হে আশ্রয়॥ ১৪॥
রাধাকৃষ্ণ-সম্ভোগন রসের সাগর।
গৌরাঙ্গের ব্রজ—নবদ্বীপ মনোহর॥
সে দুঁয়ের প্রেমোদ্গূর্ণ রসশীলাপুর।
নবদ্বীপ হয় ভাই, পরম মধুর॥ ১৫॥
কৃষ্ণপাদপদ্ম-ধ্যান নাহি আমি জানি।
শুকাদির অনুগতা নাহি অভিমানী॥
অতএব শুভাশুভ যে হউক কর্ম্ম।
রাধাকৃষ্ণ-শ্রীগোদ্রুম আমার স্বধর্ম্ম॥ ১৬॥
যে ধামের সীমা বেদ স্পর্শিতে না পারে।
পরানন্দোৎসব গূঢ়রূপে যথা স্ফুরে॥
ব্রহ্মা, শিব যাঁহার মাধুর্য্য নাহি জানে।
কবে বা বসিব সেই নবদ্বীপ স্থানে॥ ১৭॥
যদিও শরীর মোর খণ্ড খণ্ড হয়।
বিষম বিপত্তি জাল মস্তকে পড়ুয়॥
তথাপি গোদ্রুম ছাড়ি' অন্য তীর্থপদে॥
না হউ আমার আশা সম্পদে-বিপদে॥ ১৮॥
করে বা পতিত পত্রে ক্ষুণ্ণ নিরবধি।
গঙ্গাজলে তৃষ্ণা নাশি' অঙ্গনা ভাবি॥
কৃষ্ণবাসস্থলী দেখি' বসনযুগলে।
বাসর সে নবদ্বীপ কানন ভিতরে॥ ১৯॥
নবদ্বীপ-ধাম যাঁ'র নিশ্চয় বসতি।
অবশ্য হয়েছে তাঁ'র সাধুধর্ম্ম মতি॥
পুরুষার্থাদিক তত্ত্ব তাঁ'র করতলে।
ব্রহ্মাদি প্রণমি তিনি কৃষ্ণকৃপা বলে॥ ২০॥
নাম আমি নবদ্বীপ নাম গৌরপুর।
যাঁহার পীযূষ রস অতীব প্রচুর॥
খগ-পশু দমবল্লীগণকে মাতায়।
প্রেমমত্ত করি' মোর চিত্তকে নাচায়॥ ২১॥
অনেক পণ্ডিতগণ একত্র মানসে।
কৃতার্থ মানয় অন্য তীর্থের মানসে॥
সে সব আমরা নাহি বুঝিবারে পারি।
নবদ্বীপ-ধাম মাত্র আশ্রয় বিচারি॥ ২২॥
হরিদাসাকর আমি ঘৃণ্য-শতাধম।
তব ধাম মাগি মাগো সম্পদম দান॥
করে যে ভক্তি-হীন মাগে বীজরূপ।
গৌড়াটবী লাভ হ'য় পূরিবে কূপ॥ ২৩॥
শুকাস্যের প্রেমরস অমৃত অপার।
সাগর অপূর্ণ অংশ বাদাদত্ত সার॥
গৌরাঙ্গ-কানন হয় অদ্ভুত এ ভবে।
সেই বনে মম গতি কত দিনে হ'বে॥ ২৪॥
সকল সাধনহীন হইয়াও নর।
করে যদি নবদ্বীপ-বনমাঝে ঘর॥
ধামের বিচিত্র শক্তি হঠাৎ তাহারে।
রাধাকান্ত-রাসোৎসবে বাঁধি দিতে পারে॥ ২৫॥
আমার স্বজনগণ ছাড়ুক আমারে।
দেহাদি অচল হউক একেবারে॥
তথাপিও চিদানন্দ নবদ্বীপ হ'তে।
চরণ আমার নাহি যাউ অন্য পথে॥ ২৬॥
শ্রীরাধার বনে নবদ্বীপ মহা বন।
তাহাতে বসিতে বাধা করেন যে জন॥
মাতা, পিতা বন্ধু সখা, মিত্র, গুরু আর।
কোনই সম্বন্ধ নাহি আমার তাঁহার॥ ২৭॥
কলুষ-স্বরূপ আমি এ ভাগ্য কি পাব।
মরণান্তে শ্রীগোদ্রুম বসতি করিব॥
সেই বনে রাধাকৃষ্ণ বিহার সময়।
পদজ্যোতিঃ দেখি' হ'বে আনন্দ উদয়॥ ২৮॥

শ্রীধাম-যাত্রিগণের জ্ঞাতব্য

হরিনাম-কীর্ত্তনকারী যেরূপ দশপ্রকার অপরাধ বর্জ্জন না করিলে শ্রীনামের কৃপা লাভ করিতে পারেন না, তদ্রূপ শ্রীধাম-যাত্রীও নিম্নে লিখিত দশপ্রকার অপরাধ বর্জ্জন না করিলে শ্রীধাম-পরিক্রমাদির ফল লাভ করিতে পারেন না।

দশবিধ ধামাপরাধ যথা—(১) শ্রীধাম-প্রদর্শক শ্রীগুরু আচার্য্যের প্রতি অশ্রদ্ধা (২) শ্রীধামকে অনিত্য-বোধ (৩) ধামবাসী ও শ্রীধামনিবাসকারীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি (৪) শ্রীধাম লইয়া বিবাদ বা কাহারও অসম্মান, (৫) শ্রীধাম-সেবার ছল শ্রীনাম-শাস্ত্রগ্রন্থ-ব্যবসায় ও অর্থোপার্জ্জন, (৬) অভক্ত বা শ্রীধামে অশ্রদ্ধিত জড়দেশের অথবা অন্য দেবীর সমস্থান ও পরিমাণ-চেষ্টা (৭) শ্রীধামবাসিগণের পাপাচরণ (৮) শ্রীধামে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-ত্যাগ (৯) শ্রীধাম-মাহাত্ম্য শ্রবণে অশ্রদ্ধা ও কল্পনা জ্ঞান।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।৹	।৶৹	।৶৹	।৹
" " ইঞ্চি	২৲	১৷৷০	১৷৷০	২৲
" " সিকি কলম	৫৲	৲		৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲		
" " এক কলম	১২৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৭৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রী প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব গ্রন্থ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

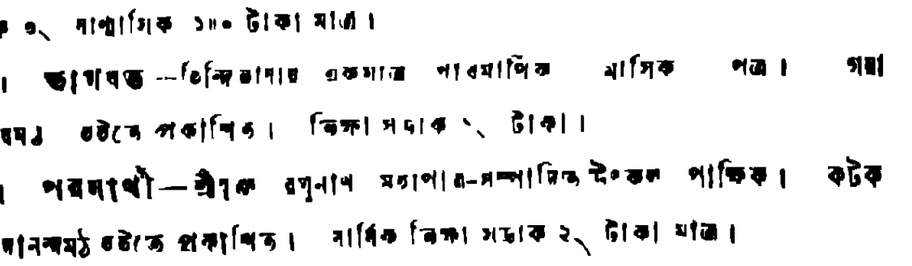

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ পার্শ্বিকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেও ইহার কোটিত্ব অত্যন্ত অধিক। 'সভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বর একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৶০ বার আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং ষ্টীফিজি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগ

বিবিধ সংবাদ

কেন্দ্রীয় পরিষদে রেলওয়ে বাজেট

ভারত গবর্ণমেণ্টের যানবাহন সচিব স্যার এণ্ড্রু ক্লো কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ১৯৪২-৪৩ সালের রেলওয়ে বাজেট পেশ করিয়াছেন। ১৯৪২ ৪৩ সালে ২৭ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। উহা হইতে ২০ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা ভারত-সরকারের রাজস্ব তহবিলে দেওয়া হইবে। ই-আই রেলওয়ে ও এন ডবলিউ রেলওয়ের যাত্রীর ভাড়া কিছু বৃদ্ধি এবং পার্শেল ও অতিরিক্ত লগেজের ভাড়া এবং এক ওয়াগনের কম মালের ভাড়া টাকায় দুই আনা বৃদ্ধি বাজেটের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

চীনে সরাসরি মাল প্রেরণের ব্যবস্থা

চুংকিংএ মার্শাল চিয়াং কাইশেক এর ভারত পরিদর্শন সম্পর্কে প্রকাশিত এক সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, "ভারত হইতে চীনে সরাসরি সমরসম্ভার প্রেরণের জন্য সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ইহার ফলে বর্ম্মা রোড অপেক্ষা অধিক পরিমাণ সমর মাল প্রেরণ সম্ভব হইবে। সুতরাং রেঙ্গুণ চীনের মাল আমদানীর বন্দর হিসাবে ব্যবহৃত হইবে না এবং উহার প্রবেশপথসমূহে মাইন পাতা হইয়াছে।

কলেজ সমূহের ছাত্রীসংখ্যা

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে শিক্ষাসচিব খাঁ বাহাদুর আবদুল করিম মৌলবী ইদ্রিস আহমেদ মিঞার এক প্রশ্নের উত্তরে জানান যে, বাঙ্গলার বিভিন্ন কলেজে বর্ত্তমানে মোট ২৫৩৪ জন ছাত্রী পাঠ করিতেছেন, তন্মধ্যে ২১১৮ জন বর্ণ হিন্দু, ১৯৬ জন খৃষ্টান, ১৫২ জন মুসলমান, ২১ জন তপশীল ভুক্ত সম্প্রদায়ের এবং ৪৭ জন অন্যান্য সম্প্রদায়ের ছাত্রী।

জুডিসিয়্যাল সার্ভিসে লোক নিয়োগের সংখ্যা

এক প্রশ্নের উত্তরে বিচার-বিভাগের সচিব শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ব্যানার্জ্জি জানান যে, বর্ত্তমান বৎসরে প্রাদেশিক জুডিসিয়্যাল সার্ভিসে (বিচার বিভাগে) মোট ৩৮ জনকে নিয়োগ করা হইবে। গবর্ণমেণ্টের সাম্প্রদায়িক সংখ্যানুপাতের হারে নিয়োগের যে নিয়মাবলী আছে, উপরোক্ত নিয়োগসমূহ তদনুযায়ীই হইবে। নিয়োগসমূহের মোট সংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে গৃহীত হইবে, অবশ্য এরূপ সর্ত্তে যে, যদি যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী পাওয়া সম্ভবপর হয়।

রেওয়া রাজ্যের ব্যাপার

সটনর অধ্যাসীত রেওয়া মহারাজার গদিচ্যুতির সংবাদ গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী প্রাতে জানা গিয়াছে। ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধি অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছেন যে, গত ১১ই ফেব্রুয়ারী বড়-লাটের এজেণ্টের আহ্বানে তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কৈফিয়ৎ দিবার জন্য মহারাজা গোলাপ সিং ঠাঠ ন্দোর চলিয়া যান। ইতিমধ্যে গত সোমবার এজেণ্টের সেক্রেটারী ক্রাউন পুলিশের জনৈক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং দুইজন সার্জেণ্টের সহ সাটনাতে উপনীত হন এবং তৎক্ষণাৎ মোটরযোগে রেওয়ায় গিয়া মন্ত্রীদের একটি বৈঠক আহ্বান করেন। তাঁহার নিকট কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র ছিল। সেক্রেটারী মন্ত্রীদিগকে জানান যে, সম্রাট-প্রতিনিধি মহারাজার বিরুদ্ধে আনীত কতগুলি গুরুতর অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট করিবার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন এবং কমিশনের কার্য্যের সুবিধার জন্য তদন্ত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত মহারাজাকে রেওয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

তদন্ত চলিবার সময় এবং মহারাজার অনুপস্থিতিতে ষ্টেট কাউন্সিলের সংসভাপতি দেওয়ান বাহাদুর ব্রিজমোহন নাথ জুৎসীকে রাজ্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করা হইয়াছে। অন্যান্য মন্ত্রীরা তাঁহার উপদেষ্টা হিসাবে কার্য্য করিবেন।

লোকের মাদ্রাজ ত্যাগের হিড়িক

জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করিলে মাদ্রাজের একতৃতীয়াংশের অধিক লোক সহর ত্যাগ করিয়াছিল। সিঙ্গাপুরের পতনের পর মাদ্রাজ সহর হইতে লোক অপসারণ সম্পর্কে সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হওয়ার ফলে রেল-ষ্টেশনসমূহে লোকের এত ভীড় হইতেছে যে, মাদ্রাজ, এগমোর ও সেণ্ট্রাল ষ্টেশন হইতে যে সমস্ত ট্রেণ ছাড়িতেছে তৎসমুদয়ে কেবলমাত্র দাঁড়াইয়া থাকিবার স্থান পাওয়া যায়। গবর্ণরের পরামর্শদাতারা বলিতেছেন যে, আতঙ্কগ্রস্ত হইবার দরকার নাই, কারণ, এখনও ভয়ের আশা খুব কম। যাহারা মাদ্রাজ ত্যাগ করিতেছে, তাহাদের অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর লোক।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত.
শ্রীমদ্ভক্তিকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সত্তার কল্যাণকল্পতরু

=০=

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্যামমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ২৪ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৩ই ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, বুধবার | ১৮৭তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

=০=

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্যামমন্দির,
পোঃ শ্যামাপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৪ গোবিন্দ, স্থাণু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীধাম-দর্শন

——:০:)০(:০:——

জীবের দুইপ্রকার দর্শন। ভগবদ্-বহির্ম্মুখ জীব প্রপঞ্চে আগমন করিয়া রূপ-রসাদিকে নিজের ভোগ্য সামগ্রী জ্ঞান করে। অদ্বয়জ্ঞান শ্রীভগবান্‌ই যে একমাত্র ভোক্তা, যাবতীয় বস্তু তাঁহার ভোগ্য, ইহা ভুলিয়া জীব দ্বিতীয়বস্তু মায়াতে অভিনিবিষ্ট হয়। শ্রুতিকথিত "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" ভুলিয়া যাওয়ায় মায়াগ্রস্ত জীবের স্থাবর-জঙ্গমাদি প্রত্যেক বস্তুতে ইষ্ট-পুষ্টি না হইয়া ভোগবুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন সেই জীব কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ, ঈশ ও ঈশিতব্য—উভয় বস্তুতেই ভোগ্যবুদ্ধির আরোপ করে। এইরূপ ভোগ-বুদ্ধি লইয়া যে দর্শন, তাহারই নাম অক্ষজ বা ঐন্দ্রিয়জ দর্শন। হরিসেবাবিমুখ ঐন্দ্রিয়মাত্রই ভোগপিপাসু, সুতরাং ঐসকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জীবের যতপ্রকার দর্শন, তাহা হরিবিমুখ বা মায়িক দর্শন ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। যে কর্ম্ম ভগবৎসেবাপর নহে, যে জ্ঞান ভগবানের নিত্য ভক্ত্যুদ্দেশক নহে, যে যোগ ভগবানের নিত্যসুখ-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট নহে, তাহা ভগবৎসেবাবিমুখতা বলিয়া অক্ষজ-প্রতীতির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এইসকল অক্ষজ-জ্ঞানদ্বারা ভগবানের মাধুর্য্য বা ভগবদ্ভক্তির নিত্যত্ব উপলব্ধি হইতে পারে না।

শ্রীভগবানে পরস্পর বিরোধী গুণ—যথা মূর্ত্তত্ব ও বিভুত্ব, সর্ব্বাবাধ্যত্ব ও গোপ্যত্ব, সর্ব্বজ্ঞতা ও নবভাব প্রভৃতি অসংখ্য বিরোধী গুণ যুগপৎ অতি সুন্দরভাবে অবস্থান ক'রয়া সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবানের সেবা-পরিপাট্য বৃদ্ধি করিতে পারে। অক্ষজ দৃষ্টি তাহা ধারণা করিতে না পারিয়া ঐসকলকে এই অক্ষজ দৃষ্টি-দ্বারা ভগবানের তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম দর্শন হয় না। ঐরূপ দৃষ্টিতে কাঠ-পাথর, গাছ, মাটি, স্ত্রীলোক, পুরুষ, মানুষ, গরু প্রভৃতির দর্শন হইয়া থাকে। কিন্তু জীবের যখন নিষ্কিঞ্চন সেবাবিষ্টিত সাধুগণের কৃপায় দ্বিতীয়াভিনিবেশ দূর হইয়া সেবাবৃত্তি ফুটিয়া উঠে, তখন জীব সেবোন্মুখ নেত্রে শ্রীধামের অপ্রাকৃতত্ব ও চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন। তখন সেবোন্মুখ নেত্রে জীব এইরূপ দর্শন করেন—

"সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল—ব্রজলোকধাম।
শ্রীগোলোক, শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবন-নাম॥
সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু, কৃষ্ণতনুসমা।
উর্দ্ধ্যধো ব্যাপি' আছে, নাহিক সীমা॥
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তাঁ'র কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তাঁ'র, নাহি দুই কায়॥
চিন্তামণি-ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তাঁ'রে প্রপঞ্চের সম॥
প্রেমনেত্রে দেখে তাঁ'র স্বরূপ প্রকাশ।
গোপ-গোপী সঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ - আদি, ৫।১৭ ২১)

"চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

(শ্রীব্রহ্মসংহিতা - ৫।২৯)

সেবোন্মুখ জীব তখন আরও উপলব্ধি করেন যে,—"একমেব পরমং তত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ তদ্রূপ বৈভব জীব-প্রধানরূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে সূর্য্যাম্বরমণ্ডলস্থিত-তেজ ইব মণ্ডলস্থাহির্গত-তদ্রশ্মিস্থতৎপতিচ্ছবিরূপেণ।"

(শ্রীজীব গোস্বামিপাদ-কৃত ভগবৎসন্দর্ভ)

অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। সেই শক্তিক্রমে সর্ব্বদাই তিনি স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধানরূপে চতুর্দ্ধা অবস্থান করেন। সূর্য্যমণ্ডলস্থ তেজো-মণ্ডল, তাহার বাহিরে অবস্থিত সূর্য্যরশ্মি ও তাঁহার প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ দূরগত প্রতিফলন এই অবস্থার কথঞ্চিৎ উদাহরণস্থল। সচ্চিদা-নন্দমাত্র নাম ও বিগ্রহই তাঁহার স্বরূপ, চিন্ময় ধাম, সঙ্গী ও সমস্ত ব্যবহার্য্য উপকরণই স্বরূপ বৈভব।

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি শ্রীভগবানের স্বাভাবিকী পরা শক্তি স্বীকার করিয়া বলেন —

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে।
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ॥"

অপ্রাকৃত-তনু শ্রীভগবানের একটি অবিচিন্ত্য পরা শক্তি আছে। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া-ভেদে বিবিধা। এই তিন শক্তির প্রভাবে চিজ্জগৎ, জৈবজগৎ ও জড়জগৎ প্রকটিত হইয়াছে। আবার প্রত্যেক প্রভাবে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীরূপা ত্রিবিধা বৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। চিচ্ছক্তিতে যে সন্ধিনী-বৃত্তি, তাহার কার্য্যরূপে চিদ্ধাম চিদবয়ব, চিদুপকরণ ও সর্ব্বপ্রকার তদ্রূপবৈভবের প্রকাশ হইয়াছে। সেই চিদ্ধাম বা তদ্রূপবৈভব শ্রীভগবানের অচিন্ত্য শক্তিবলে নিত্যধামে বিরাজিত থাকিয়া যুগপৎ প্রপঞ্চে উদিত হইয়া সেবোন্মুখ ভক্তগণের প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনের নিকট প্রকাশিত হইয়া থাকেন, সুতরাং একমাত্র সেবোন্মুখ হরিজনই শ্রীধাম দর্শন করিতে পারেন। অপরে ঐসকল হরিজনের আনুগত্য স্বীকার করিয়া যোগ্যতা লাভ করিলে শ্রীধামকৃপায় শ্রীধাম-দর্শন-সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইতে পারেন।

জীব কোন্ সময় দর্শন করিবার সৌভাগ্য পান, তদ্বিষয়ে ভক্তকুলচূড়ামণি শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর তদীয় 'শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গে' এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

"যোগ্যতা লাভয়া সব জীবেন্দ্রিয়গণ।
চিন্ময় বিশেষ সুখ করে আস্বাদন॥
অযোগ্য ইন্দ্রিয় তাহা আস্বাদিতে নারে।
ক্ষুদ্র, জড় বলি' তা'রে নিন্দে বারে বারে॥
কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্ত কৃপা যোগ্যতা-কারণ।
জীবে দয়া সাধুসঙ্গে লভে ভক্তজন॥
জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগে সেই যোগ্যতা না হয়।
শ্রদ্ধাবলে সাধুসঙ্গে করে জড় জয়॥
জড় কাল জীবেন্দ্রিয় ছাড়ে যেইক্ষণ।
জীব চক্ষু করে ধাম-শোভা দরশন॥
মায়াজনিত চক্ষু দেখে ক্ষুদ্রাগার।
জড়ময় ভূমি, জল, দ্রব্য যত আর॥
মায়া কৃপা করি' জাল উঠায় যখন।
আপনি দেখে ধূলিশূন্য চিন্ময় ভবন॥"

নিষ্কিঞ্চন শ্রীহরিজনের—শ্রীগুরবৈষ্ণব-গণের আনুগত্যেই শ্রীধাম-শোভা দর্শন ও শ্রীধামে বাস সম্ভব হয়। নিষ্কিঞ্চন হরিজনের আনুগত্য ব্যতীত শ্রীধাম-দর্শনের বা শ্রীধাম-বাসের প্রয়াস মক্ষিকার কাচপাত্রাভ্যন্তর-স্থিত মধুশূন্য হইতে মধুগ্রহণের চেষ্টার ন্যায়, অথবা বিশ্বম্ভরা-তনয়ের সীতাহরণের চেষ্টার ন্যায় বৃথা প্রয়াস। ধাম ঐসকল জড়লোক-গণের নিকট তাঁহার স্বরূপ আচ্ছাদন করিয়া রাখেন।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

অতএব হে সুধী সজ্জনসকল। যদি আপনারা সত্য-সত্যই নিত্যমঙ্গল চান, শ্রীধাম কৃপা, শ্রীনাম কৃপা ও শ্রীনামীর কৃপা লাভ করিয়া মনুষ্যজীবনের প্রকৃত সার্থকতা লাভ করিতে চান, তবে সর্ব্বক্ষণ নিষ্কিঞ্চন সাধুগণের সঙ্গে থাকিয়া শ্রীনাম, শ্রীধাম ও শ্রীনামীর কামপরিপূরণ সেবায় আত্মনিয়োগ করুন

কীর্ত্তন

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

কলিকালে শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনের অধিক মাহাত্ম্যের কথা শুনা যায়। বস্তুতঃ সর্ব্বযুগেই শ্রীহরিকীর্ত্তনের সমানই সামর্থ্য জানিতে হইবে। তবে কলিযুগে শ্রীভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক জীবকে শ্রীহরিকীর্ত্তন গ্রহণ করাইয়া থাকেন বলিয়াই কলিযুগে তাঁহার অধিক প্রশংসা শ্রুত হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত। অতএব যদি কলিযুগে অন্য ভক্তির অনুষ্ঠানও করিতে হয়, তাহা হইলেও কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির সংযোগেই তাহা করিতে হইবে। সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ কলিযুগে সংকীর্ত্তন-বহুল যজ্ঞের দ্বারা শ্রীভগবানের যজন করিয়া থাকেন।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—স্তবপাঠাদিপ্রাপ্তভাবো [illegible] নিজাভীষ্ট-বিজ্ঞপ্তি, ২৭৫ সংখ্যা)—অর্থাৎ নিজদৈন্য, নিজাভীষ্ট-বিজ্ঞাপন ও স্তবপাঠ এই কীর্ত্তনেরই অন্তর্ভুক্ত জানিতে হইবে

শ্রীল শ্রীজীব প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে আরও বলিয়াছেন—"উত্তমঃশ্লোকস্য যশোঽনুগীয়তে ইতি তু যৎ তৎ তদীয় লীলাময়ানুগানমেব সত্যমিত্যাদি কথং সত্যত্বং মঙ্গলত্বঞ্চ? তত্রাহ—ভগবদ্গুণানামুদয়ো গায়কহৃদি স্ফূর্ত্তয়স্মাৎ তৎ তদীয়-রতিপ্রদমিত্যর্থঃ। স্কান্দে—

যত্র যত্র মহীপাল বৈষ্ণবী বর্ত্ততে কথা।
তত্র তত্র হরির্যাতি গৌর্যথা সুতবৎসলা॥

বিষ্ণুধর্ম্মে স্কান্দে চ ভগবদুক্তৌ—

মৎকথাবাচকং নিত্যং মৎকথা শ্রবণে রতম্।
মৎকথাপ্রীতমনসং নাহং ত্যক্ষ্যামি
তং নরম্॥ ইতি।

অত্র "চানুগীয়তে" ইত্যনেন সুকণ্ঠা চেদ্ গানমেব কর্ত্তব্যম্, তচ্চ প্রশস্তমিত্যায়াতম্ — * * * গানশক্ত্যভাবে স্বস্মাদুৎকৃষ্টতরস্য প্রাপ্তৌ বা তচ্ছৃণোতি তদাসক্ত্যভাবে তদনুমোদতেঽপীত্যর্থঃ।

অর্থাৎ উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের যে যশঃ অনুক্ষণ গীত হইয়া থাকে, তাহাই অর্থাৎ তদীয় লীলাময় অনুকীর্ত্তনই সত্য, মঙ্গল ও পূর্ণস্বরূপ। শ্রীভগবানের গীতিগান কেন সত্য ও মঙ্গলময়? যেহেতু [illegible] গায়কের হৃদয়ে ভগবানের গুণের স্ফূর্ত্তি করাইয়া থাকে ও তাহাতে রতি প্রদান করে। স্কন্দ-পুরাণ বলেন,—হে রাজন্! সন্তানবৎসলা গাভী যেরূপ বৎসের নিকট গমন করে, সেইরূপ যে-যে স্থানে হরিকথা কীর্ত্তিত হয়, ভগবান্ও তত্তৎস্থানে গমন করিয়া থাকেন।

বিষ্ণুধর্ম্ম ও স্কন্দপুরাণের ভগবদ্বাক্যও ইহাই বলেন,—যিনি সর্ব্বদা আমার (শ্রীহরির) কথা কীর্ত্তন করিবেন, আমার কথা-শ্রবণে আসক্ত হইবেন ও আমার কথায় সন্তুষ্টচিত্ত হইবেন, আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিব না। এস্থানে 'অনুক্ষণ গীত'—এই বাক্যের দ্বারা সুকণ্ঠ থাকিলে গানই কর্ত্তব্য এবং তাহাই প্রশস্ত বলিয়া উপলব্ধ হইতেছে। * * গানের শক্তি না থাকিলে নিজাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গায়ক পাওয়া গেলে যদি কেহ তাঁহার কীর্ত্তন শ্রবণ করেন এবং তাহাতে আসক্তি না থাকিলেও যদি উহার অনুমোদনও করেন, তাহা হইলেও ভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

সঙ্গীত কীর্ত্তন 'ভজন'। এখনও যুক্ত-প্রদেশাদি স্থানে 'ভজন' বলিতে একমাত্র ভগবৎ-সঙ্গীতকেই বুঝায়। জগতে যে সঙ্গীতাদি দৃষ্ট হয়, তাহা ভগবৎ সঙ্গীতেরই বিকাররূপ মায়া-সঙ্গীত। জগতের সঙ্গীত বহির্ম্মুখজীব বা শ্রোতার ইন্দ্রিয়তর্পণ বা লোকরঞ্জনের জন্য উদ্দিষ্ট। শ্রোতার ও গায়কের হৃদয় তর্পণ অর্থাৎ কর্ণেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি বা কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি লাভই [illegible] বস্তুতঃ শ্রীভগবান্ ও তাঁহার শুদ্ধভক্তদিগের তোষণই ভগবৎসঙ্গীতের একমাত্র অবিমিশ্র উদ্দেশ্য বলিয়া তাহা 'ভজন'-নামে অভিহিত। ভগবদ্বিষয়ক সঙ্গীতও মহাজনানুমোদিত হইলেই মঙ্গলপ্রদ। 'গৌরবিহিত কীর্ত্তন' অর্থাৎ যে কীর্ত্তন শ্রীগৌরসুন্দরানুমোদিত শুদ্ধভক্তিপর, ভক্তিসিদ্ধান্তপর, মহাজনগণ সেইরূপ কীর্ত্তনেরই অনুমোদন করিয়াছেন। যাহা শুদ্ধভক্তগণের গীত ও রচিত, তাহাই গান করিতে হইবে। যে কোন ছড়াগান, সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ, রাগাভাসদুষ্ট কিংবা গ্রাম্য বা প্রাকৃত কবির রচিত গান শ্রবণ-কীর্ত্তনের দ্বারা মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অধিকতর অমঙ্গলই হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান যান্ত্রিক যুগে যে-সকল কলের গান, রেডিওগান অথবা রঙ্গমঞ্চে বারবনিতার মুখে, ভাড়াটিয়া কীর্ত্তনীয়ার মুখে, আচরণহীন ব্যক্তিগণের মুখে, অবৈষ্ণবের মুখে, অনধিকারীর মুখে যে নানাপ্রকার সঙ্গীত শ্রুত ও কীর্ত্তিত হয়, তাহা ভজন নহে। ঐসকল সঙ্গীতের মধ্যে ভগবদ্বাচক শব্দ কিংবা অনেক নৈতিক সিদ্ধান্ত থাকিলেও তাহা শুদ্ধভক্তগণ কখনও শ্রবণ করেন না। যিনি নির্ম্মল-চেতন, যিনি শুদ্ধভজন-পরায়ণ, যিনি মহাজনের পদাঙ্কানুসরণকারী, যিনি অকপট শরণাগত, যিনি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব সুখৈকানুসন্ধিৎসু, সেইরূপ সুনির্ম্মল বৈষ্ণবের শ্রীমুখানুসৃত মহাজনানুমোদিত গীতি শ্রবণই মঙ্গলপ্রদ। তাহাই শ্রীকৃষ্ণাকর্ষক।

সঙ্গীতের সুরের দ্বারা সঙ্গীত নির্ব্বাচন করিলে আত্মমঙ্গল লাভ হয় না। সঙ্গীত-নির্ব্বাচনে অধিকার-বিচার কর্ত্তব্য। শরণাগতি, বিজ্ঞপ্তি ও প্রার্থনামূলক সঙ্গীতই সর্ব্বসাধারণের শ্রবণ ও গান করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ শ্রীপঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীনাম সংকীর্ত্তন সর্ব্বসাধারণের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক। কলিযুগে নাম কীর্ত্তনেই সর্ব্বসিদ্ধি,—

কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো
মহান্ গুণঃ
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং
যজতো মখৈঃ
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ
(ভাঃ ১২।৩।৫১,৫২)

হে রাজন্, কলির দোষরাশির মধ্যে একটী মহান্ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়,—কৃষ্ণের কীর্ত্তনমাত্রেই জীব বন্ধনমুক্ত হইয়া ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয়। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ আর দ্বাপরযুগের অর্চ্চনের দ্বারা যাহা লাভ হয়, কলিযুগে একমাত্র হরিকীর্ত্তনে অনায়াসে সেইফল লাভ হইয়া থাকে।

এতাবতালমঘনির্হরণায় পুংসাং
সংকীর্ত্তনং ভগবতো গুণকর্ম্মনাম্নাম্।
বিক্রুশ্য পুত্রমঘবান্ যদজামিলোঽপি
নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তিম্॥
(ভাঃ ৬।৩।২৪)

— শ্রীভগবানের গুণ কর্ম্ম ও নামসকলের সম্যক্ কীর্ত্তনই যে জীবের পাপ-হরণে উপযোগী, তাহা নহে, তদীয় নাম গুণাদির অসম্যক্ কীর্ত্তন বা নামাভাসেই ঐ পাপহরণাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, অজামিলই তাহার দৃষ্টান্ত। সেই মহাপাপী অজামিল মৃত্যুকালে অসুস্থচিত্তে 'নারায়ণ' বলিয়া আপনার পুত্রকে আহ্বান করিয়াও (পুত্রোপচার নামাভাসে) মুক্তি লাভ করিল।

উচ্চ-নামকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। উচ্চকীর্ত্তনে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা যুগপৎ সাধিত হয়।

জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জ্জপন্ শ্রোতৄন্
পুনাতি চ॥
(শ্রীনারদীয়ে প্রহ্লাদবাক্যে)

হরিনাম-জপ-পরায়ণ ব্যক্তি অপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-কীর্ত্তনকারী যে শতগুণে শ্রেষ্ঠ, ইহা ঠিক কথা, কারণ, কেবল জপকারী ব্যক্তি নিজেকেই নিজে পবিত্র করেন, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তনকারী আপনাকে ও তৎসঙ্গে শ্রোতৃগণকে পবিত্র করিয়া থাকেন।

পশু-পক্ষী কীট-আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম, তা'রা সব তরে॥
জপিলে সে কৃষ্ণনাম, আপনি সে তরে।
উচ্চ সংকীর্ত্তনে পর-উপকার করে।
অতএব উচ্চ করি' কীর্ত্তন করিলে।
শতগুণ ফল হয় সর্ব্বশাস্ত্রে বলে॥
(চৈঃ ভাঃ - আদি ১৬ অঃ)

স্মরণ

(৪)

গতকল্য স্মরণাখ্য শ্রীমধ্য-দ্বীপ-পরিক্রমা সমাপ্ত হইয়াছে। শ্রবণ ও কীর্ত্তনের অনুগত-রূপেই স্মরণাখ্যা ভক্তি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে, শরণাগতি প্রভৃতির দ্বারা অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইলে শ্রীনাম-কীর্ত্তন পরিত্যাগ না করিয়াই স্মরণাখ্য-ভক্তি যাজিত হয়। বিশুদ্ধ মনের দ্বারা অপরাধশূন্য শ্রীনামের অনুসন্ধানই স্মরণ।

"অথ শরণাপত্ত্যাদিভিঃ শুদ্ধান্তঃকরণশ্চেৎ
"এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্"
(ভাঃ ২।১।১১)

ইত্যাদ্যুক্তত্বান্নামকীর্ত্তনাপরিত্যাগেন স্মরণং কুর্য্যাৎ, তচ্চ মনসানুসন্ধানম্।" (শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ, ২৭৫ সংখ্যা)

অনন্তর শরণাপত্তি প্রভৃতির দ্বারা অন্তঃ-করণ শুদ্ধ হইলে—'হে রাজন্! এই অভয় হরিনাম-কীর্ত্তনই নির্ব্বিদ্যমান্' ইত্যাদি বাক্যানুসারে শ্রীনাম-কীর্ত্তন পরিত্যাগ না করিয়াই স্মরণ করিবে। মনের দ্বারা উক্ত নামের অনুসন্ধানই স্মরণ।

এই স্মরণ শ্রীনামাদি সম্বন্ধিভেদে বহুবিধ হইয়া থাকে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'জৈবধর্ম্মে' বলিয়াছেন,—"শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা স্মরণের নামই—'স্মরণ'। [illegible]—যৎকিঞ্চিৎ মনন বা অনু-সন্ধানের নাম—স্মরণ', পূর্ব্ববিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করত সামান্যাকারে মনো ধারণের নাম ধারণা। বিশেষরূপে রূপাদির চিন্তনের নাম—'ধ্যান', অমৃতধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ধ্যানের নাম—'ধ্রুবানুস্মৃতি' এবং ধ্যেয় বস্তুর স্ফূর্ত্তির নাম—'সমাধি'।" (জৈব-ধর্ম্ম - ১৯শ অঃ)

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তি-সন্দর্ভে এই পঞ্চবিধ স্মরণের কথাই বলিয়াছেন। তিনি এই পঞ্চবিধ স্মরণের দৃষ্টান্তও শাস্ত্র হইতে উদ্ধার করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। 'স্মরণ' সম্বন্ধে বৃহন্নারদীয়-পুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—(১) **স্মরণ**—"এই অব্যয় পুরুষ নারায়ণ যে-কোনপ্রকারে স্মৃত হইলে পাতকী পুরুষের প্রতিও প্রসন্ন হইয়া থাকেন, এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।" (২) **ধারণা**—"বিষয়ধ্যানরত পুরুষের চিত্ত বিষয়সমূহেই আসক্ত হয়, অনুক্ষণ মৎ স্মরণরত পুরুষের চিত্ত আমাতেই বিলীন হইয়া থাকে।" (৩) **ধ্যান**—শ্রীনৃসিংহ-পুরাণের বাক্য যথা—'শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মযুগলের ধ্যান শীতোষ্ণাদিময় দুঃখ-পরম্পরাতীত বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। তাহা পাপী জনেরও প্রসঙ্গ ক্রমে উৎকৃষ্ট সুমঙ্গলরূপে বিহিত হইয়াছে। (৪) **ধ্রুবানুস্মৃতি**—"আমার গুণ শ্রবণমাত্রই সমুদ্রাভিমুখে গঙ্গাজলের ন্যায় সর্ব্বগুহাশয় আমার প্রতি অবিচ্ছিন্ন মনোগতি হইয়া থাকে।", "চি—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

ঐশ্বর্য্যলাভের জন্য যাঁহার মতি কুণ্ঠিত হয় না।"—ইত্যাদি। শ্রীরামানুজাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের প্রথমসূত্র-ভাষ্যে. ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। (৫) সমাধি—"তৎকালে তিনি রুদ্ধধী-বৃত্তি হইয়া সেই জগদাত্মা ঈশদ্বয়ের সাক্ষাৎ আগমন এবং নিজ বা বিশ্ব-সম্বন্ধে কিছুই অবগত হন নাই।" সেই "ঈশ-দ্বয়ে"র অর্থাৎ রুদ্র ও তৎপত্নীর। তাঁহারা উভয়ে ভগবানের অংশ এবং তদীয় শক্তি বলিয়া "জগদাত্মা" অর্থাৎ ভগবানে পরমা ভক্তি লাভ করিয়াছেন,—এই পূর্ব্ব বাক্যানুসারে ভগবদাবিষ্ট চিত্ত। অতএব অসম্প্রজ্ঞাত নামক ব্রহ্মসমাধি হইতে ইহা ভিন্নই হইয়া থাকে।

লীলাদিযুক্ত ভগবদ্‌বিষয়ও কখনও অন্য স্ফূর্ত্তি-রহিত সমাধি হইয়া থাকে দাসাদি ভক্তগণের পক্ষেই এই সমাধি সম্ভব হয়। শান্তভক্তের পক্ষে প্রায়শঃ পূর্ব্বোক্ত সমাধির কথাই শ্রুত হয়।

স্মরণ, ধ্যান ও নিদিধ্যাসনের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। স্মরণে নাম, মন্ত্র, রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদির কথঞ্চিৎ উদয় হয়। ধ্যানে রূপ, গুণ ও লীলার সুষ্ঠুরূপে চিন্তা হইয়া থাকে। ধ্যানকে দীর্ঘকাল রাখার নাম ধারণা, ধ্যানকে গাঢ় করিতে পারিলে নিদিধ্যাসন হয়। অতএব ধ্যানই ধারণা ও নিদিধ্যাসনকে ক্রোড়ীভূত করিয়াছে।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'শ্রীনামস্মৃতি' ও মন্ত্রস্মৃতি'—এই দুইপ্রকার স্মরণের কথা বলিয়াছেন। শ্রীতুলসী মালিকায় সংখ্যা করিয়া যে শ্রীহরিনাম করা, তাহার নাম 'নামস্মৃতি', করে সংখ্যা রাখিয়া যে মন্ত্র স্মরণ করা যায়, তাহার নাম 'মন্ত্র-স্মৃতি'। শ্রী ঠাকুর আরও বলিয়াছেন,—"শ্রবণ-কীর্ত্তন ও স্মরণ—এই তিনটী ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে কীর্ত্তনই সর্ব্বপ্রধান, যেহেতু শ্রবণ ও স্মরণ কীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিতে পারে।"

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য অপ্রাকৃত রাসিককুল-মুকুটমণি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের—

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
না তদ্দীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥
(ভাঃ ২।৮।৪)

—শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—

"সোঽপি স্মরণপ্রধানঃ শ্রবণকীর্ত্তনবতো ভক্তস্য নাবশ্যক ইত্যাহ শৃণ্বত ইতি। স্বয়ংবরং বিনাপি ভগবান্ স্বয়মেব হৃদয়ং প্রাবেশয়তীত্যত শ্রবণকীর্ত্তনাধীনমেব স্মরণমিত্যপি জ্ঞাপিতম্॥"

যিনি শ্রীহরির সুমঙ্গল কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ অথবা স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, শ্রীভগবান্ অচিরকাল মধ্যেই সেই ভক্তের হৃদয়ে আসিয়া উদিত হন। ইহার দ্বারা শ্রবণ-কীর্ত্তনের অধীনই স্মরণ,—ইহা জ্ঞাপিত হইল।

শ্রীমধ্যদ্বীপ

অদ্য পরিক্রমার পঞ্চম দিবস। গতকল্য মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, নৃসিংহপল্লী) পরিক্রম করা হইয়াছে। এই মধ্যদ্বীপ শ্রীবিষ্ণুস্মরণের পীঠ। এইস্থানে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ স্মরণাখ্যা ভক্তির দ্বারা শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপা লাভ করিয়াছেন। এই মধ্যদ্বীপ মাজিদা, ওয়াসিদপুর, রামনপাড়া, সিমুলগাছি, ব্রাহ্মনগরবৃদ্ধি প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত। এই দ্বীপে সপ্তর্ষি-ভজনস্থলী, নৈমিষারণ্য, ব্রাহ্মণ-পুষ্করা, উচ্চহট্ট প্রভৃতি স্থান বর্ত্তমান আছে। মধ্যদ্বীপকে অপভ্রংশ ভাষায় 'মাজিদা' বলে।

সপ্তর্ষি ভজনস্থলী—সত্যযুগে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, বশিষ্ঠ ও ক্রতু—এই সপ্ত ঋষি পিতৃদেব ব্রহ্মার নিকট গৌর-ভজনের উপদেশ লাভ করেন। তাঁহারা এই স্থানে অবস্থান করিয়া দেহস্মৃতি বিস্মৃত হইয়া গৌরনাম কীর্ত্তন করিতে থাকিলে একদিন মধ্যাহ্ন-সময়ে মাধ্যাহ্নিক-শতসূর্য্যপ্রভ পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরসুন্দর সপ্তর্ষিকে দর্শন দান করেন। সপ্তর্ষি শ্রীগৌরসুন্দরের রাধাভাব-দ্যুতিসুবলিত-তনু দর্শন করিয়া প্রভুর চরণে আত্মনিবেদনপূর্ব্বক অকৈতব প্রেম প্রার্থনা করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে জ্ঞান-কর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিবার উপদেশ দান করেন। তদনুসারে তাঁহারা সপ্তটীলায় অবস্থান রত হন।

নৈমিষারণ্য—সপ্তটীলার দক্ষিণে একটি সুপবিত্র জলধারা গোমতী-নদী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার পার্শ্ববর্ত্তী কাননগুলি 'নৈমিষারণ্য'-নামে খ্যাত। এই স্থানে শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীসূত গোস্বামী প্রভুর শ্রীমুখে শ্রীগৌর-ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার সংক্ষিপ্ত বিবরণী

——:০:(*):০:——

গত ৮ই ফাল্গুন, ২০শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার দিবস শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীধাম পরিক্রমার অধিবাস-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

পরিক্রমার প্রথম দিবস—৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকের পর গৌড়ীয়বৈষ্ণব সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক গৌরজন পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে ত্রিদণ্ডাগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীমায়াপুরাহ্বয়-নীটামন্দিরে সমবেত সজ্জন ও ভক্তমণ্ডলীর সহায় ভোগারাত্রিকের পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অনন্তর সকলের মহাপ্রসাদ-সম্মান শেষ হইলে অপরাহ্ণ প্রায় ৩টার সময় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যমঠের আশ্রিত ভক্তমণ্ডলী ও ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত শত শত যাত্রিগণ শ্রীঅন্তর্দ্বীপ-পরিক্রমায় বাহির হন

শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে ত্রিদণ্ডাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থগোস্বামী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও শ্রীমদ্-ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজকে অগ্রণী করিয়া সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায় শত শত নিশান ও মৃদঙ্গ-করতাল-শিঙ্গা শঙ্খ ঘণ্টা-কাঁসরের সমবেত ধ্বনির সহিত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ"—এই পঞ্চতত্ত্ব গীতি কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রথমে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির দর্শন ও তথায় সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎ প্রণাম করেন, তৎপরে যথাক্রমে শ্রীমুরারি-গুপ্তের ভবন, শ্রীবাস-অঙ্গন ও শ্রীঅদ্বৈত-ভবনের শ্রীবিগ্রহদর্শন ও সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণামাদি করিয়া শ্রীযোগপীঠে উপস্থিত হন। পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব যাত্রিগণকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়া পরিচালন পূর্ব্বক স্বয়ং সৈন্যভরে সকলের পশ্চাতে গমন করিতে করিতে শ্রীযোগপীঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

পরিক্রমার যাত্রিগণ শ্রীযোগপীঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীগৌর-রাধামাধব, শ্রীশ্রীগৌর-লক্ষ্মী-প্রিয়া-বিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পূজিত শ্রীঅধোক্ষজ শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ ও পরে শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণবাগতীর্থ প্রভু 'শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য' ও 'শ্রীভক্তিরত্নাকর'-গ্রন্থ হইতে অন্তর্দ্বীপের বিবরণ এবং শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামীপ্রভু-সহ ও শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভুর শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, শ্রীঈশান ঠাকুর-প্রমুখ ভক্তবৃন্দসহ শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমার প্রসঙ্গ পাঠ করেন।

অনন্তর পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব নবধাভক্তি-পীঠের কেন্দ্রস্বরূপ আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীঅন্তর্দ্বীপ-পরিক্রম-প্রসঙ্গে কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া নবধা ভক্তির কেন্দ্র অবস্থিত আত্মনিবেদনের কথা 'শ্রীভক্তিরত্নাকর' হইতে সন্ধ্যারাত্রিকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পাঠ ও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে আত্ম-নিবেদনের প্রকৃত স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝাইয়া দেন। শ্রীগৌরকরুণাশক্তি শ্রীল আচার্য্যদেব আমার ন্যায় অনর্থগ্রস্ত ক্লিষ্ট জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া পরমহংস কুলচূড়ামণি শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের দন্তে নিধায় তৃণকং" শ্লোকের মর্ম্মানুসারে অত্যল্প দৈন্যভরে আহার, নিদ্রা, অনর্থ প্রভৃতি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আত্মমঙ্গল দেশ-শ্রবণ ও শ্রীচৈতন্যচরণানুকূল কথা বলেন। হরিকথামৃতপানে সত্যসত্যই আমাদিগকে পিপাসু দেখিলে শ্রীল আচার্য্যদেব অযাচিত কৃপা-পূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ উহা আস্বাদনের [illegible] কথাইবেন বলিয়াও আশ্বাস প্রদান করেন। কিন্তু আমি এতই দেহারামী ও অসদভিলাষী যে, শ্রীগৌর নিজ-জন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত নিরন্তরগ্রহক বাস্তব সত্যের কথা—আত্মমঙ্গলের কথা নিদ্রা-আলস্য ইত্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক মনোনিবেশের সহিত শ্রবণ ও তদনুসারে আত্মমঙ্গলবরণে কিছুতেই প্রস্তুত নহি। "দুর্লভো যথা ত্বঞ্চন পরম উদারা, অতিশয় মন্দ নাথ, ভাগ্য হামার," - এই মহাজন বাণীর প্রকৃত সার্থকতা আমাতেই প্রদর্শিত হইতেছে।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভাক্তশাস্ত্রী প্রভু আত্মনিবেদন-প্রসঙ্গে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীগৌরধাম-মহিমা

(২)

যেধামে প্রবিষ্ট হয়ে জঙ্গম স্থাবর।
ঘনানন্দ মহোৎসবে ভাসে নিরন্তর॥
মায়া যা'র জড়দৃষ্টি দিয়াছে নয়নে।
জড়ময় দেখে সেই নবদ্বীপ-বনে
অতএব আমার প্রার্থনা গৌরপুরে
বাসিয়া চিন্ময় স্ফূর্ত্তি পাই এ শরীরে॥ ২৯॥
সম্বন্ধ-কৈশোরে সেই ধামে প্রবেশিলে।
সর্ব্বজীবে আনন্দ সম্বিদ্‌ভাব মিলে॥
সম্বন্ধ-আশ্রিত জীবে দোষ দৃষ্ট যায়।
আনন্দ-স্বরূপে অপরাধ হয় তায়॥
যতদিন সেই অপরাধ নাহি যায়।
রাধাকৃষ্ণ-সুসম্বন্ধ মিলিবে কোথায়॥ ৩১॥
নবদ্বীপবাসি-নিন্দা রত যেই জন
যে-বা নাহি করে মায়াপুরের পূজন॥
অন্তরীক্ষে যে পূর্ণ গৌ এক-সম তানে।
বোধদানমুখ চিৎস্বরূপ না মানে॥
সে পাপিষ্ঠ নবাধম-সাহচর্য্যে।
স্বপ্নেও না হয় যেন বিষম দুর্গতি॥ ৩২॥
দৌরাত্ম্য, লম্পটতা, দ্বেষ, মৎসরতা লোভ।
মিথ্যা বাক্য সুতর্কাক্য, পরদোহ, ক্ষোভ॥
ছাড়িয়া যে জন করে গৌরপুরাশ্রয়।
বৃন্দাবন-আশ তাঁর বৃথা নাহি হয়॥
নবদ্বীপবাসি-নিন্দা রত যেই জন
তাহে তাঁর দোষ কিবা এ মাত্র সাধ
যাহে সেই জন হয় গৌরাঙ্গ-আশ্রিত॥ ৩৩॥
আমরা নিশ্চয় করি শুন ভক্তগণ।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে তাঁর মহিমা বিস্তার॥
যেজন করয়ে ভক্তি নবদ্বীপ ধামে।
দেহান্তে সে পায় গৌরাঙ্গ-নামে॥ ৩৪॥
গুরু-কৃষ্ণ-ভক্ত-মন্ত্র-নাম-বৈষ্ণবেতে।
আমার ভাবনা যাহে হয় অনুক্ষণ॥
তাহে সেই জন হয় গৌরাঙ্গ-আশ্রিত॥ ৩৫॥

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫৲, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ [illegible] প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা [illegible]

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

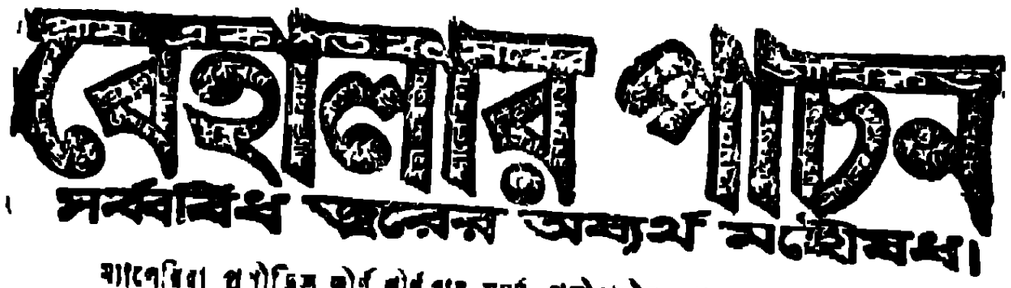

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বত

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগ

বিবিধ সংবাদ

কেন্দ্রীয় পরিষদে বেসরকারী প্রস্তাবের আলোচনা

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে বেসরকারী প্রস্তাবাবলীর আলোচনা হয়।

আয়কর বিভাগের কার্য্যকলাপের সংশোধন দাবী করিয়া স্যার অব্দুল হালিম গজনবী যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার অসমাপ্ত আলোচনা সুরু হইলে মিঃ হোসেনভাই লালজী এবং ডাঃ দালাল তাহাতে যোগ দেন। অবশেষে অর্থসচিব স্যার জেরেমী রেইসম্যান বিতর্কের উত্তরে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন এবং আয়কর বিভাগের বিরুদ্ধে আনীত প্রায় প্রত্যেকটি অভিযোগের প্রতিবাদ করেন। তবে তিনি আশ্বাস দেন যে, ন্যায়সঙ্গত অভাব অভিযোগ থাকিলে গবর্ণমেণ্ট তাহা দূর করিতে যথাসম্ভব চেষ্টা করিবেন এবং এখনও করিতেছেন।

প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হইলে উহা ৪১-১৯ ভোটে অগ্রাহ্য হয়।

মাদ্রাজে রাজ-বন্দিগণ

মাদ্রাজের প্রায় ২০০ রাজ-বন্দীর কাগজ মেণ্টের নিকট নিজের সুপারিশসমূহ জানাইবার নিমিত্ত মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ বার্ণ অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন প্রকাশ, বিচারপতি বার্ণ তাঁহার সুপারিশ সমূহ গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন। জানা গিয়াছে যে, বিচারপতির সুপারিশ অনুযায়ী গবর্ণমেণ্ট রাজ-বন্দীদের মুক্তি দিবেন। কাহাকেও বা সর্ত্তাধীনে, কাহাকেও বা বিনা সর্ত্তে মুক্তি দেওয়া হইবে। যাঁহারা সর্ত্তাধীনে মুক্তি পাইবেন তাঁহাদিগকে আপত্তিকর কার্য্যকলাপ না করিতে ও কোন নির্দ্দিষ্ট এলাকায় বাস করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে

আরও জানা গিয়াছে যে, ইতিমধ্যেই ৪ জন রাজ-বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় পরিষদের গোপন অধিবেশন

লবী মহলের আশা এই যে, কেন্দ্রীয় পরিষদের বহু বেসরকারী সদস্য পরিষদের গোপন অধিবেশন বসাইবার জন্য যে অনুরোধ করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মত হইয়া সেজন্য একটি দান নির্দ্ধারিত করিবেন. আগামী সপ্তাহের প্রথমেই এসম্পর্কে একটি ঘোষণা প্রকাশিত হইবার প্রত্যাশা করা যায়

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে বাঙ্গলায় স্থানান্তরিত করিবার সুপারিশ

জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডলী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে ত্রিচিনাপল্লী হইতে বাঙ্গলার কোন জেলে স্থানান্তরিত করিবার জন্য যে সুপারিশ করিয়াছিলেন, ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বসুকে মাদ্রাজ হইতে অপর কোন প্রদেশে স্থানান্তরিত করিবার জন্য মন্ত্রিমণ্ডলী পুনরায় কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি

সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী ও অন্তরীণ ব্যক্তিকে মুক্তি দিবার সুপারিশ করিয়া অখিলচন্দ্র দত্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন যে, অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য এই সকল বন্দীকে আটক রাখা অন্যায়। বিশেষতঃ বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট যখন সমর প্রচেষ্টায় সকল শ্রেণীর লোকদের সহানুভূতি ও উৎসাহের উদ্রেক করিতে চাহিতেছেন, তখন এই সকল বন্দীকে আটকাইয়া রাখা একেবারে অসঙ্গত।

শ্রীযুক্ত এন-এম যোশী মৌলনী জাফর [illegible] প্রস্তাবটী সমর্থন করেন। মিঃ মেটা বলেন যে, এই সকল বন্দীকে দীর্ঘকাল আটক রাখার ফলে দেশের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। যে দল বিনাসর্ত্তে সমর প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করিতে আগ্রহশীল, তাহারও বহু সদস্য জেলে রহিয়াছে, ইহা অসমর্থনীয় ও অসঙ্গত।

স্বরাষ্ট্র-সচিব স্যার রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েল বলেন যে, প্রস্তাবটীতে দোষী নির্দ্দোষ নির্ব্বিচারে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকেই মুক্তি দিতে বলা হইয়াছে। এক্ষণে প্রায় ৪০০ জন বন্দী আটক রহিয়াছে, যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা তাহাদের কাগজ-পত্র পরীক্ষা করাইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

চীন ও রাশিয়ার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া স্বরাষ্ট্র-সচিব বলেন যে, নৈতিক-শক্তি অটুট আছে বলিয়াই তাহারা সাফল্যের সহিত শত্রুকে প্রতিরোধ করিতেছে। বন্দীদের মধ্যে অনেকেই জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে অন্তরায়-স্বরূপ। সুতরাং এ সময় তাহাদিগকে মুক্তি দিলে দেশের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে এবং তাহা নিবারণ করিতেই গবর্ণমেণ্টের অনেকটা শক্তি ও সময় নিযুক্ত করিতে হইবে। পরিষদের দাবী এই যে, দেশরক্ষার ব্যবস্থা দৃঢ়তর করিতে হইবে, কিন্তু প্রস্তাবের সমর্থকগণ যাহা বলিতেছেন, তদনুসারে কার্য্য করা হইলে জাতীয় নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা আছে। এই সকল বন্দীকে মুক্তি দিলে ব্যাপক লুটতরাজ ও হাঙ্গামা বাধিতে পারে। তখন বহিঃশত্রুর সহিত সংগ্রাম করার পরিবর্ত্তে গবর্ণমেণ্টকে আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষায় মনোনিবেশ করিতে হইবে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী' টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

১৬শ বর্ষ { ২৫ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫; ১৪ই ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার } ২৮৮তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ গোবিন্দ, ভূতাদি কারণোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীগৌরধাম

——:০:)*(:০:——

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাশাস্ত্রে শ্রীঅর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো
মামজমব্যয়ম্॥"

অর্থাৎ "হে অর্জ্জুন, 'আমি পূর্ব্বে অব্যক্ত ছিলাম, এখন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছি'—ইহা নির্ব্বোধ ব্যক্তির সিদ্ধান্ত। আমার নিত্য চিন্ময় স্বরূপ, চিন্ময় ধাম, চিন্ময়ী লীলা, চিন্ময় পরিকর আমার সহিত অভেদ-ভাবে অদ্বয়জ্ঞানরূপে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধে অবস্থিত থাকিয়া আমার সেবা পুষ্টি করিতেছে। কিন্তু আমি অভক্তগণের নিকট এইরূপ প্রকাশিত নহি। তাহাদের জড়-ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান প্রবল। তাহারা জড়ীয় অভিজ্ঞান লইয়া ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত ও জড়াতীত আমাকে মাপিতে যাইয়া 'আমার চিন্ময় তনু থাকিলে পাছে আমি প্রাকৃত মানুষের ন্যায় হইয়া পড়িব'—এই ভয়ে আমাকে নির্ব্বিশেষ ও নিরাকার বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে। আবার দেহাভিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণ জগতে প্রকাশিত আমার সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তিকে তাহাদের প্রাকৃত জড় দেহের তুল্য মনে করিয়া থাকে। তাহাদের এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কারণ এই যে, ঐসকল মূঢ় লোকগণের চক্ষু মহামায়ারূপ ছায়া-দ্বারা বিশেষরূপে আবৃত, তাই তাহারা জগতে উদিত আমার চিন্ময় সঙ্গী, চিন্ময় ধাম প্রভৃতি অনিত্য বলিয়া জ্ঞান করে।"

কিন্তু ভগবানে শরণাগত ভক্তগণের নিজ অহমিকা নাই। তাঁহারা ইন্দ্রিয়জজ্ঞান-দ্বারা বাস্তব-বস্তু দর্শন করিতে প্রয়াসী নহেন, কারণ, তাঁহারা জানেন যে, জড়চক্ষু বা জড়েন্দ্রিয়-দ্বারা জড়বস্তুরই যাথার্থ্য নির্ণয় করা অনেক সময় কঠিন হইয়া পড়ে। জড়েন্দ্রিয়-দ্বারা আমরা সমুদ্রের অতলগর্ভে কি আছে, পৃথিবীর অন্তরে কি আছে, অনেক সময় জানিয়া উঠিতে পারি না। নগ্নচক্ষে স্রোতস্বিনী বা প্রস্রবণের জল সুনির্ম্মল প্রতিভাত হইলেও দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে তাহাতে লক্ষ-লক্ষ প্রাণীর সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যতই মেধাবী, প্রতিভাশালী, সুদূরদর্শী হই না কেন, আমাদের জ্ঞান কখনও নির্ব্বাধ জ্ঞান নহে। আমাদের যাবতীয় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান পদে পদে প্রতিহত হইয়া থাকে। ভ্রম, প্রমাদ, করণা-পাটব ও বিপ্রলিপ্সা—এই দোষ চতুষ্টয়ের দ্বারা বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয় সর্ব্বদা দূষিত। কিন্তু এমন একজন পুরুষ আছেন, যাঁহার জ্ঞান অবাধ জ্ঞান,—যাঁহার জ্ঞান দেশ-কালক্ষোভ্য নহে বা কখনও হইতে পারে না এবং যিনি সাক্ষাৎ পরিপূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ। জীব যখন কিঞ্চিন্মাত্রও নিজের অহমিকা না রাখিয়া সেই পরিপূর্ণ-জ্ঞানস্বরূপে শরণাগত হন, তখন সেই অণুস্বরূপ জীবের খণ্ডজ্ঞান পূর্ণ-স্বরূপের জ্ঞানালোকে বিভাবিত হইয়া বাস্তব-জ্ঞানের উদয় করায়। সেই জ্ঞানের নামই অধোক্ষজ-জ্ঞান। জীব সেই অধোক্ষজ বা ইন্দ্রিয়াতীত দিব্যজ্ঞানে অধোক্ষজ বা ইন্দ্রিয়াতীত পুরুষের স্বরূপ নির্ণয় করিতে সমর্থ। তখন শুদ্ধজীব ভগবান্‌কে স্বয়ংরূপ, স্বয়ংপ্রকাশ, বিলাস-তত্ত্ব ও ধাম পরিকরাদি-সহ দর্শন করেন। তখন জীব বুঝিতে পারেন যে, সন্ধিনীশক্তিপ্রকটিত ধাম-পরিকরাদি-দ্বারা অদ্বয়-বস্তুর কোনও ব্যত্যয় ঘটিতে পারে না। শ্রীধাম নিত্য ভগবানের চিন্ময় তনু, ভগবদ্ভক্তগণ নিত্য এবং ভগবানের লীলাও নিত্যা। তখনই জীব জগতে উদিত ব্রজমণ্ডল বা অভিন্নব্রজ শ্রীগৌড়মণ্ডলের স্বরূপ উপলব্ধি করেন। তিনি সেরোন্মুখনেত্রে শ্রীধাম-শোভা উপলব্ধি করিয়া বলেন—

"চিন্তামণিরূপ হয় এ গৌড়মণ্ডল।
চিদানন্দময় ধাম, চিন্ময় সকল॥
জল, ভূমি, বৃক্ষ-আদি সকলই চিন্ময়।
সদা বিদ্যমান তথা কৃষ্ণশক্তিত্রয়॥
স্বরূপ-শক্তির যেই সন্ধিনী-প্রভাব।
তার পরিণতি এই ধামের স্বভাব॥
প্রভু-লীলাপীঠরূপে ধাম নিত্য হয়।
অচিন্ত্যশক্তির কার্য্য, প্রাপঞ্চিক নয়॥
তবে যে এ ধামে দেখে প্রপঞ্চের সম।
বদ্ধজীবে, তাহা হয় অবিদ্যা-বিভ্রম॥
মেঘাচ্ছন্ন চক্ষু দেখে—সূর্য্য আচ্ছাদিত
দিবাকর নাহি কভু হয় মেঘাবৃত॥
সেইরূপ এ গৌড়মণ্ডল চিদাকার।
প্রাপঞ্চিক জন দেখে—জড়ের বিকার
নিত্যানন্দ-কৃপা যা'র প্রতি কভু হয়।
সে দেখে আনন্দধাম সর্ব্বত্র চিন্ময়॥
গঙ্গা-যমুনাদি তথা সদা বিদ্যমান।
সপ্তপুরী, প্রয়াগাদি আছে স্থানে স্থান।
সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠতত্ত্ব এ গৌড়মণ্ডল।
ভাগ্যবান্ জীব তাহা দেখে নিরমল॥
স্বরূপশক্তির ছায়া—মায়া বলি যারে।
প্রভুর আজ্ঞায় নিজ প্রভাব বিস্তারে
বহির্ম্মুখ জন-চক্ষু করে আবরণ।
চিদ্ধাম-প্রভাবে সবে না পায় দর্শন॥"

হরিজনের কৃপায় যাঁহার এইভাবে ধামের স্বরূপ হৃদয়ে স্ফুরিত হয়, তিনি কর্ম্মিগণের ন্যায় ফল-কামী হইয়া শ্রীধামের দ্বারা স্বর্গাদি ভুক্তি-লাভের প্রযত্ন করেন না কিংবা ফল্গুত্যাগী মুমুক্ষুগণের ন্যায় ধামকে অনিত্যজ্ঞানে ধামের সহিত পার্থক্য স্থাপন করিতে অগ্রসর হন না অথবা তিনি ধামকে জড়জগতের কোনও স্থানবিশেষ মনে করিয়া খণ্ডবস্তু-জ্ঞানে জড়দেশভ্রমণকারীর ন্যায় চিন্ময় ধামের জন্মকর্ম্ম খুঁজিয়া বেড়ান না।

তদ্রূপবৈভব শ্রীগৌড়মণ্ডল বা শ্রীনবদ্বীপ-ধামের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে শ্রীগৌর-তত্ত্ব বুঝা আবশ্যক। শ্রীগৌরসুন্দর ঔদার্য্য-প্রধান মাধুর্য্যময় বিগ্রহ। ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি অঙ্গীভূত করিয়া নারায়ণের সমস্ত ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যদ্বারা অচিন্ত্যশক্তিক্রমে আচ্ছাদন করিয়া চিচ্ছক্তিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ঔদার্য্যলীলাদ্বারা শোভিত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দর-রূপে বিরাজিত; সুতরাং শ্রীগৌরধামে যুগপৎ সর্ব্বধামের সমাবেশ, অধিকন্তু তাহা অধিকতর কৃপা-সঞ্চারী। যে ভাগ্যবান জন শ্রীগৌরধামের কৃপা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আর কিছুই অলভ্য নাই। কারণ

"শ্বেতদ্বীপ বৈকুণ্ঠ গোলোক-বৃন্দাবন।
নবদ্বীপে সব তত্ত্ব আছে [illegible]
অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী আর।
অবন্তী, দ্বারকা—এই পুরী সপ্তসার॥
নবদ্বীপে সে-সমস্ত নিজ নিজ স্থানে।
নিত্য বিদ্যমান গোরচন্দ্রের বিধানে॥
গঙ্গাদ্বার মায়ার স্বরূপ মায়াপুর।
যাহার মাহাত্ম্য শাস্ত্রে আছয়ে প্রচুর॥
সেই মায়াপুরে যে যায় একবার।
অনায়াসে হয় সেই জড়া মায়া পার॥

(শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য)

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শ্রীকোলদ্বীপ

(৫)

ইহা শ্রীবিষ্ণুর পাদসেবনের পীঠ-স্থান। এই স্থানে শীলক্ষ্মী নারায়ণের পাদসেবাদ্বারা পাদসেবনাখ্যভক্তি শিক্ষা দেন। কোলদ্বীপের অপর নাম 'কুলিয়ার পাট', 'অপরাধ-ভঞ্জনের পাট' বা 'দেবানন্দ পণ্ডিতের পাট'। এই দ্বীপ বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ, গঙ্গাপ্রসাদ, কোল আমাদ, কোলের গঞ্জ, চর গদখালি বা গাদখালির চর ও গদখালির সংলগ্ন নদীয়া, পারনোদিয়া বা নূতন গঞ্জ, তেঁতুলিয়া, তেঁতুলের কোল প্রভৃতি স্থানসমূহে ব্যাপ্ত ছিল।

"সবে গঙ্গা মধ্যে নবদ্বীপ কুলিয়ার। (শ্রীচৈ. ভাঃ - অন্ত্য, ৩।৩৮০), 'গমার পরপার কভু যায়েন বুলিয়া।'—(শ্রীচৈঃ ভাঃ - অন্ত্য, ৫।৭০২),

"কুলিয়া গ্রামে কৈল দেবানন্দের প্রসাদ।
গোপাল বিপ্রের ক্ষমাইল শ্রীবাসাপরাধ॥
পাষণ্ডী নিন্দক আসি' পড়িলা চরণে।
অপরাধ ক্ষমি তা'রে দিল কৃষ্ণপ্রেমে॥"

(শ্রীচৈ চঃ - মধ্য, ১।১৩৩-১৫৪),

"ভবিষ্যে শ্রীনবদ্বীপস্থ পারে কুলিয়া নাম গ্রামে মাধবদাস বাটীমুদ্ধারিষ্যন্তি।" -(শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়-নাটক), অন্যত্রঃ স শ্রীনবদ্বীপ-ভূমেঃ পারেগঙ্গং পশ্চিমে কূলে দেশে।'—(শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য ২০।২৬), ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে,—নবদ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্বপারে এবং কুলিয়া নগর গঙ্গার পশ্চিম পারে। কেবল গঙ্গা মধ্যে থাকায় নবদ্বীপ-নগর এক ক্রোশের অধিক হইবে না। কুলিয়া ও পাহাড়পুর বলিয়া দুইটি গ্রাম তখন লাগা-লাগি ছিল। সেই কুলিয়া গ্রামই এখনকার নবদ্বীপ। ('অপরাধ-ভঞ্জন-পাট কোথায়?" —মঃ তোঃ - ৭।২)

কুলিয়া পাহাড়পুর—বাসুদেব-নামক অনেক ব্রাহ্মকুমার সত্যযুগ ভগবদ্দর্শনের জন্য ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে থাকিলে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু পর্ব্বতসমান উচ্চ শরীরধারী শ্বেত বা বরাহরূপে তাঁহাকে দর্শন দিয়া কৃপা করিয়াছিলেন। এইজন্য এই স্থানের নাম কোলদ্বীপ।

এই স্থানেই ব্রহ্মার যজ্ঞে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু বরাহরূপে আবির্ভূত হইয়া দংষ্ট্রাগ্রদ্বারা হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছিলেন।

ভজনকুটীর — শ্রীব্রজনাথী-লক্ষ্মণ-মাতার প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম গোবর্দ্ধন ও বিষ্ণুপ্রিয়াদি শ্রীশ্রী জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়ের ভজন ও সমাধি-স্থান। এই [illegible]। শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার পূর্ব্ব-[illegible]। ইনি বাঙ্গালা ১৩০০ সালে তিরোভাবস্থলে শ্রীধাম মায়াপুর নির্দ্দেশ করেন।

শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহাশয়ের **ভজন-স্থলী** -এই পরমহংস অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীকোলদ্বীপের শ্রীগঙ্গাতটে বর্ত্তমানে স্বানুভবানন্দে মগ্ন আছেন। ইঁহার পরমহংস্য আচার-বিচার সাধারণের ধারণার অতীত।

শ্রীপাদসেবন

(৫)

অদ্য পরিক্রমার ষষ্ঠদিবস। পরিক্রমাকারী যাত্রিগণ গতকল্য পাদসেবনাখ্য কোলদ্বীপ পরিক্রম করিয়াছেন। শ্রবণ কীর্ত্তন ও স্মরণ পরিত্যাগ না করিয়া যে পাদসেবন, তাহাই নবধা ভক্তির অন্যতম। কেহ কেহ মুক্তিসিদ্ধির জন্য এই সেবা করিয়া থাকেন।

'পাদসেবা'—এইপদে 'পাদ'-শব্দ ভক্তি-হেতু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার দ্বারা সেবার আদরণীয়তা সূচিত হইতেছে। কাল ও দেশাদির যোগ্য পরিচর্য্যাই সেবা। শ্রীমদ্-ভাগবতে (৪।২১।৩১) উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীভগবানের পাদসেবাকাঙ্ক্ষা প্রত্যহ পরি-বর্দ্ধিত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর পাদাঙ্গুষ্ঠপ্রসূতা গঙ্গাদেবীর ন্যায় সদ্যই সংসারতপ্ত ব্যক্তিগণের অশেষ জন্মার্জ্জিত বিবিধ বিষয়মল বিনষ্ট করিয়া থাকে। শুদ্ধ অকিঞ্চন ভক্তগণ শ্রীবিষ্ণুর পাদসেবা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই কামনা করেন না। আত্মবন্ধন বরং ভাল, তথাপি শ্রীভগবানের পাদ সেবা করিয়া মুক্তির অভিলাষ করণীয় নহে।

'শ্রীপাদসেবা' বলিতে শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন, তাঁহার স্পর্শন, শ্রীমূর্ত্তির পরিক্রম, শ্রীমন্দর-পরিক্রমা, শ্রীনবদ্বীপ, শ্রীবৃন্দাবনধামাদি-পরিক্রমা, শ্রীভগবানের অনুগমন, শ্রীভগবান্-মন্দির, শ্রীগঙ্গা, শ্রীযমুনা, শ্রীপুরুষোত্তমধাম, শ্রীকাবেরী, শ্রীমথুরা প্রভৃতি তদীয় তীর্থে গমন ও স্নান প্রভৃতি বুঝায়। শ্রীধাম মায়াপুরে গমন ও শ্রীমায়াপুরের সেবা শ্রীপাদসেবারই অন্তর্গত। যাবজ্জীবন শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে ও ভক্তভক্তিসহকারে শ্রীমঠাদিতে বাস শরণা-গতির অন্তর্গত ও তাহাও শ্রীপাদসেবার মধ্যে গণ্য। গঙ্গা প্রভৃতি ও তদ্দেশবাসী প্রাণিসমূহ পরমভাগবত বলিয়া তাহাদের সেবা প্রভৃতি মহৎ-সেবাতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। গঙ্গাদি ভক্তির কারণ হইয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।১৬) উক্ত হইয়াছে,—শ্রবণাভিলাষী অশ্রদ্ধালু ব্যক্তির মহৎসেবা ও পুণ্যতীর্থ সেবা হেতু ভগবান্ শ্রীহরির কথা-শ্রবণেরই জন্মনা থাকে। শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মপ্রসূতা শ্রীগঙ্গাদেবীকে মস্তকে ধারণ করিয়া মহাভাগবতবর শিবও 'শিব' অর্থাৎ মঙ্গলময় হইয়াছেন।

শ্রীপদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীমথুরা অতি ধন্যা, শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠস্বরূপা, যেহেতু এখানে একদিন মাত্রও বাস করিলে শ্রীহরিভক্তি লাভ হইয়া থাকে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবৎস্বরূপ বলিয়া এখানে ক্ষেত্র-সকলই পূর্ণ পুরুষার্থপ্রদ হইয়া থাকে।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।

যে ব্যক্তি শ্রীমথুরাধাম পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র আসক্তি প্রদর্শন করে, উক্ত মূঢ় ভগবানের মায়ায় মোহিত হইয়া সংসারে ভ্রমণ করিয়া থাকে। শ্রীমথুরা ও শ্রীমথুরাস্থিত ঔদার্য্যময়ী পুরী শ্রীমায়া-পুরের সেবা শ্রীপাদসেবারই অন্তর্গত, শ্রীতুলসীর সেবাকেও পাদসেবা বলা যায়, যেহেতু শ্রীতুলসী শ্রীভগবানের পরম প্রিয়া। শ্রীজনকনন্দিনী শ্রীসীতাদেবী ভগবান্ শ্রীরাম-চন্দ্রের যেরূপ প্রিয়া, নিখিলশোকপাবনী শ্রীতুলসীদেবীও শ্রীহরির সেইরূপ প্রিয়া। যাঁহারা শ্রীতুলসী রোপণ করেন, শ্রীতুলসীতে জল প্রদান করেন, শ্রীতুলসীতে ধূপ দীপাদি দান করেন, শ্রীতুলসীমঞ্চ পরিক্রম করেন, শ্রীতুলসীর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত, তাঁহার কৃপা প্রার্থনা, তাঁহার নিকট নিষ্কপটা শ্রীকৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করেন, শ্রীতুলসীর সম্মুখে শ্রীভাগবত-কথা কীর্ত্তন করেন, শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে অচিরেই কৃপা করিয়া থাকেন, কারণ, শ্রীতুলসীর নাম শ্রবণেই অসুর-দর্পনাশন শ্রীভগবান্ প্রীত হন এই শ্রীতুলসীর সেবাও শ্রীপাদসেবারই অন্তর্গত। অকপট আর্ত্তির সহিত শ্রীতুলসীর সেবা করিতে করিতে হৃদয়ের অন্যাভিলাষ সমূহ বিদূরিত হয়, হৃদয়ে চিদুদ্ভাবের বিকাশ হয়। শ্রীভগবান্ নিষ্কপট শ্রীতুলসী সেবাকারীর নিকট আত্মবিক্রয় করেন। কোন্ সেবার দ্বারা শ্রীহরিকে বশ করা যায়, চিন্তা করিয়া মহা-বিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু শাস্ত্রের এই শ্লোকটি বিচার করিয়াছিলেন,—

' তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো
ভক্তবৎসলঃ॥'

শ্রীকৃষ্ণকে যিনি জল-তুলসী দেন, তাঁহার ঋণ শোধ করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ তদ্বিনিময়ে আপনার স্বরূপকে দিয়া ঋণ পরিশোধ করেন।

"এই শ্লোকার্থ আচার্য্য করে বিচারণ।
কৃষ্ণকে তুলসী জল দেয় যেই জন॥
তাঁর ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন।
জল তুলসী সম কিছু ঘর নাহি ধন॥
তবে আত্মা বেচি' করে ঋণের শোধন।
এত ভাবি' আচার্য্য করেন আরাধন॥
গঙ্গাজলে তুলসী-মঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবি' করে সমর্পণ॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ - আদি, ৩য় পঃ)

শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার গৃহস্থলীলায় প্রত্যহ শ্রীতুলসীর সেবার আদর্শ প্রকট করিয়া-ছেন,—

"যথাবিধি করি' প্রভু শ্রীবিষ্ণুপূজন।
তুলসীরে জল দিয়া করেন ভোজন॥
তুলসীরে জল দিয়া প্রদক্ষিণ করি'।
ভোজনে বসিলা গিয়া বলি' 'হরি হরি'॥"

শ্রীলক্ষ্মীদেবী প্রত্যহ শ্রীতুলসীর সেবা করিতেন,—

"নিরবধি তুলসীর করেন সেবন।"

তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীতুলসীসেবনলীলার কথা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

"তুলসীর ভক্তি এরে শুন মন দিয়া।
যেরূপ কৈলেন লীলা তুলসী লইয়া॥
এক ক্ষুদ্র ভাণ্ডে দিয়া মৃত্তিকা পুরিয়া।
তুলসী দেখেন সেই ঘটে আরোপিয়া॥
প্রভু বলে,—"আমি তুলসীরে না দেখিলে।
ভাল না হয় বাসোঁ যেন মৎস্য বিনে জলে॥
যবে চলে সংখ্যানাম করিয়া গ্রহণ।
তুলসী লইয়া আগে চলে একজন॥
পশ্চাতে চলেন প্রভু তুলসী দেখিয়া।
পড়য়ে আনন্দধারা শ্রীঅঙ্গ বহিয়া॥
সংখ্যা-নাম লৈতে যেস্থানে প্রভু বৈসে।
তথায় রাখেন তুলসীরে প্রভু পাশে॥
তুলসীরে দেখেন, জপেন সংখ্যানাম।
এ ভক্তিযোগের তত্ত্ব কে বুঝিবে আন?
পুনঃ সেই সংখ্যানাম সম্পূর্ণ করিয়া।
চলেন ঈশ্বর সঙ্গে তুলসী লইয়া॥
শিক্ষাগুরু নারায়ণ যে করায়েন শিক্ষা।
তাহা যে মানয়ে, সেইজন পায় রক্ষা॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ - অন্ত্য, ৮ম অঃ)

পতিতপাবনী শ্রীতুলসীর সেবার দ্বারা জীবের চরম মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে, এইজন্যই শ্রীতুলসীসেবাকে শাস্ত্র ও মহাজনগণ শ্রীপাদ সেবার অন্তর্গত বলিয়া গণনা করিয়া-ছেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (৯ম বিলাস) শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল গোপাল-ভট্ট গোস্বামী প্রভু বহু শাস্ত্র বাক্য উদ্ধার করিয়া শ্রীতুলসীসেবার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া-ছেন। আত্মনিবেদন বা "কায়—কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে" এই সুবুদ্ধির সহিত শ্রীপাদসেবা করিলে উত্তমা ভক্তি লাভ হয়।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার আবশ্যকতা কি?

কোনও বস্তু বা স্থানের চারিদিকে পদ-দ্বারা পরিভ্রমণকে পরিক্রম বলে। জগতে দেখা যায়, নবগৃহে প্রবেশ করিতে হইলে স্বামি-স্ত্রী একত্র হইয়া আঁচলে-আঁচল বাঁধিয়া, একত্র কর সংযুক্ত করিয়া গৃহের চারিদিকে 'পরিক্রমা' করে। গরু, বাদ প্রভৃতি প্রাণী খুঁটির চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘাস খাইতে থাকে, তখন উহারা 'পরিক্রমা' করিতেছে, —আমরা বলিয়া থাকি।

কিন্তু স্বামি-স্ত্রী যে গৃহের চতুর্দ্দিকে পরিক্রমা করে, সে গৃহ নিত্য নয়, অধিক কি, তাহাতে থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণবের সেবা না করিলে সেই গৃহই অধোগতির কারণ হয়। শাস্ত্রকারগণ এইরূপ গৃহকে 'গৃহান্ধকূপ', শ্রীমদ্ভাগবত 'ব্যালালয়দ্রুমা' অর্থাৎ সর্পদিগের আবাসস্থান বৃক্ষসদৃশ আর শ্রীমন্মহাপ্রভু 'বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্ত'-নামে অভিহিত

করিয়াছেন। ভগবানের ভক্তগণ এই জন্য শ্রীভগবানের মন্দির, শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ, ভগবানের প্রিয় তুলসী মঞ্চ, ভগবানের লীলা-ক্ষেত্র শ্রীধাম, শ্রীগুরু বৈষ্ণবের সমাধি প্রভৃতি পরিক্রম করিয়া থাকেন।

যে স্থানের চারিদিকে আমরা ঘুরিয়া থাকি, তাহার প্রতি আমাদের স্বভাবতঃই একটা আসক্তি জন্মিয়া থাকে। অনিত্য, হেয় গৃহের চারিদিকে ঘুরিলে অনিত্যবস্তুর প্রতি আসক্তি হয়, আবার নিত্য চিন্ময় বস্তু ভগবদ্ধাম, ভগবন্মন্দির, শ্রীবিগ্রহ, শ্রীতুলসী-মঞ্চ, শ্রীগুরু বৈষ্ণবের সমাধি প্রভৃতি স্থানের চতুর্দ্দিকে ঘুরিলে তাঁহাতে আমাদের আসক্তি জন্মিয়া থাকে। এইজন্য সাধন-ভক্তির চৌষট্টি প্রকার অঙ্গের মধ্যে 'পরিক্রমা' একটি ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীহরিভক্তি-সুধোদয়ে লিখিত আছে —

"বিষ্ণুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বন্ যত্রাবর্ত্ততে পুনঃ।
তদেবাবর্ত্তনং তস্য পুনর্ন বর্ত্ততে ভবে॥

যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে পুনঃ আবর্ত্তন করিয়া থাকে, তাহার সেই আবর্ত্তনের জন্য কৃষ্ণভক্তিবিমুখ হইয়া তাহাকে সংসারে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না। স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

চতুর্ব্বারং ভ্রমাদ্ভক্ত্যা জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্।
ক্রান্তো ভবতি বিপ্রাগ্র্য তত্তীর্থগমনাধিকম্॥

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ, বিষ্ণুকে চারিবার প্রদক্ষিণ করিলে চরাচর জগৎ পরিক্রম করা হয় এবং তজ্জন্য তত্তীর্থরাজ-গমন অপেক্ষাও অধিকতর নিত্যমঙ্গল লাভ হয়। কেন-না, তাহার দ্বারা অতি সত্বর হরিভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

শাস্ত্র বলিতেছেন, —

"সংসার-মরুকান্তার-নিস্তারকরণক্ষমৌ।
শ্রান্তো তাবেব চরণৌ যৌ হরেস্তীর্থগামিনৌ॥"

যে চরণদ্বয় হরিসম্বন্ধী তীর্থে গমনশীল, তাহাই আতিশয় শ্লাঘ্য, যেহেতু তদ্দ্বারা সংসাররূপ মরুভূমির দুর্গম পথ উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

"পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্ম-ভাজৌ
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ।"

যাহারা দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়াও পদদ্বারা শ্রীহরির লীলাস্থানসমূহ বিচরণ না করে, তাহাদের পদদ্বয় বৃক্ষমূলতুল্য। অর্থাৎ সেই সকল লোকের বিশুদ্ধচিত্ত-উদ্ভবযুক্ত মনুষ্যজন্ম পাওয়া বৃথা, প্রকৃতপক্ষে তাহারা 'আচ্ছাদিত-চেতন' বৃক্ষের ন্যায়। সুতরাং এই পদদ্বারা যদি আমরা ভগবান্ ও ভক্তের স্থানসমূহ ভগবদ্ভক্তের আনুগত্যে তাঁহাদের সঙ্গে দর্শন করি, তাহা হইলেই আমাদের মনুষ্য-দেহধারণের সার্থকতা; নতুবা আমাদের মধ্যে আর পশু পক্ষী বৃক্ষাদিতে কোনই ভেদ থাকে না।

আমরা অনর্থযুক্ত বদ্ধজীব। অনর্থমুক্ত হওয়ার নামই নির্জ্জন। অনর্থ থাকাকালে অনর্থমুক্ত হইয়াছি'—এই ভ্রান্ত বিচারবশে নির্জ্জন-ভজনে প্রয়াসী হইলে নানাপ্রকার উৎপাত ও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার আশা হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে। আমাদের যখন অন্যাভিলাষ বহির্ম্মুখ ব্যাপারে চেষ্টা ও উৎসাহ প্রবল, তখন উহাকে দমন করিতে হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয় ভগবানের সেবানুকূল কার্য্যে নিযুক্ত করা ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় নাই। মহাভাগবত পরমবীর মহারাজ সসাগরা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়াও সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীহরির সেবা-কার্য্য করিতেন। তিনি তাঁহার পদযুগলকে শ্রীধাম-পরিক্রমা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন,—"পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে।"

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

[ত্রিদণ্ডিগোস্বামিকুলমুকুটমণি পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য গৌরপার্ষদপ্রবর শ্রীল প্রবোধানন্দ-সরস্বতীপাদ-বিরচিত 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্'-গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ]

স্তুতিমুখে বস্তু নির্দ্দেশ

ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন যিনি আপনাকে স্বীয় সুবিমল প্রেমাসঙ্গ সমুত্থিত হর্ষাদি মধুর-অমৃতলহরী আস্বাদন করাইবার এবং অপরকে বিতরণ করিবার জন্য নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ "শ্রীনবদ্বীপ"-নামক পরম ধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই সর্ব্বাবতার-শ্রেষ্ঠ, অপরিসীম ও অদ্ভুত কারুণ্যের বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামধেয় পুরুষকে আমরা স্তব করি॥ ১॥

ধর্ম্ম যাহাকে কখনও স্পর্শ করে নাই অর্থাৎ পুণ্যের লেশমাত্রও যাহাতে বিদ্যমান নাই, যে সর্ব্বদা মহাপাপে নিমগ্ন, যে কখনও সাধুগণের কৃপাকটাক্ষ লাভ করে নাই, অথবা সজ্জন-প্রতিষ্ঠিত পাপপ্রবেশশূন্য কোন পবিত্র-স্থলে কদাপি অবস্থান করে নাই, সেই পাপীয়ান্ ব্যক্তিও যাহার প্রদত্ত রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরসপীযূষাস্বাদনে প্রমত্ত হইয়া উদ্দাম নৃত্য, উচ্চকীর্ত্তন ও ভূতলে বিলুণ্ঠন করে, তাদৃশ শক্তিমান্ কোন অনির্ব্বচনীয় পুরুষকে আমি স্তব করি॥ ২॥

কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা লাভ করিতে পারে না, তপস্যা, ধ্যান ও অষ্টাঙ্গযোগের প্রভাবে যাহা কেহ জ্ঞাত হইতে পারে না, বৈরাগ্য, কর্ম্মত্যাগ, তত্ত্বজ্ঞান ও শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতি দ্বারাও যাহা কেহ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না, অধিক কি, শ্রীগোবিন্দপ্রেম-সেবাপরায়ণ ভক্তগণেরও যাহা অপ্রাপ্য (অর্থাৎ পারকীয়রস বিচার-চাতুর্য্যহীন স্বকীয়-প্রেমসেবারত নিম্বার্কসম্প্রদায়ী ভক্ত-গণেরও যাহা অপ্রাপ্য), সেই গূঢ়প্রেম যাঁহার আবির্ভাবে নামকীর্ত্তন-দ্বারাই স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে আমি স্তব করি॥ ৩॥

যিনি দর্শন, স্পর্শন, কীর্ত্তন অথবা দূরস্থিত ব্যক্তিগণের স্মরণ, নমস্কার বা আদরের বিষয়ী-ভূত হইয়াও প্রেমসার (বিপ্রলম্ভরস)-প্রদানে একমাত্র সমর্থ, সেই দয়াল প্রভু শ্রীচৈতন্য-দেবকে আমি স্তব করি॥ ৪॥

যে গৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষ-সম্পদে সম্পত্তিশালী গৌরভক্তগণের নিকট যোগিজন-সাধ্য কৈবল্য বা ঈশ্বর-সাযুজ্য নরকতুল্য, নিষ্কাম-স্বধর্ম্মনিষ্ঠ জনের বাঞ্ছিত বা লভ্য ফল অমরাপুরী আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক, কাল-সর্পরূপ দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়সকল উৎপাটিত-বিষ-দন্ত অহিকুলের মত, পরিদৃশ্যমান্ বিশ্ব পূর্ণ সুখময়ধাম অর্থাৎ কৃষ্ণ-সেবানন্দময় ও ব্রহ্মাসুরেশাদির পদবীও কীটপদবীবৎ প্রতীত হয়, সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে আমরা স্তব করি॥ ৫॥

সমস্ত সুরগণের বন্দিত গৌরভক্তগণ যাঁহার পাদপদ্ম বিনিঃসৃত পরমোজ্জ্বল প্রেমানন্দময় অতি চমৎকার অমৃতরসের পরিপূর্ণ পানজনিত প্রেমোন্মাদে বিভোর হইয়া ব্রহ্মাদিকেও লক্ষ্য করিয়া "হায়, হায়! ইঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপদকমল মধুপান হইতে বঞ্চিত" বলিয়া হাস্য করেন, গৌরভক্তিহীন মহাবৈষ্ণব-দিগকেও বহুমাননা করেন না এবং ব্রহ্মজ্ঞানী ও অষ্টাঙ্গ-যোগিগণকেও তাহাদের দুর্ব্বুদ্ধির জন্য ধিক্কার প্রদান করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে আমরা স্তব করি॥ ৬॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার সংক্ষিপ্ত বিবরণী

— —:০:(*):০: —

দ্বিতীয় দিবস—গত ১০ই ফাল্গুন, ৩২শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর মঙ্গলারাত্রিকের পর পরিক্রমার যাত্রিগণ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিকেবল উডুলোমি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজকে অগ্রণী করিয়া শ্রীসীমন্তদ্বীপ-পরিক্রমায় বহির্গত হন। মৃদঙ্গ, করতাল, কাঁসর, ঘণ্টা, প্রভৃতির বাদ্যসহ উচ্চসংকীর্ত্তনরবে চতুর্দ্দিক মুখরিত এবং বিচিত্র বর্ণের পতাকা-রাজি বসন্ত আনিলের দ্বারা হেলিয়া দুলিয়া অপূর্ব্ব-শোভা-ধারণ পূর্ব্বক ভক্তগণের হৃদয়ে বিশেষভাবে বৈকুণ্ঠের মধুরিমা উদ্রিক্ত করিতেছিল।

এই দ্বীপে অংশিনী স্বরূপশক্তি শ্রীমতী রাধিকার অংশস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সেবোন্মুখতাক্রমে বৈষ্ণবরাজ শঙ্খের ন্যায় ও বৈদায্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর বহু মহাপ্রসাদ ও উচ্ছিষ্ট ও শ্রীগৌরাঙ্গদর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন। শ্রীপাদতীর্থদেব তাঁহাকে শ্রীগৌরপার্ষদগণের বহু সীমন্তধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে বিজ্ঞজন 'সীমন্তরত্ন' বলেন। সাধারণ ভাষায় তাঁহাকে সিঁথিরাজা বলে। সিঁথিলয়া পরিক্রমাপথে ভক্তগণ ক্রমে ক্রমে শঙ্খডাঙ্গা, শোনডাঙ্গা, মধ্যদ্বীপ, বিল্ব পুষ্করিণী পরিক্রম করিয়া শ্রীধর-অঙ্গনে — যে-স্থানে শ্রীধরের কলার বাগান ছিল, যে-স্থানে মহাপ্রভু উপনীত হইয়া শ্রীধরের সহিত আনন্দকোন্দল ও শ্রীধরের শতছিদ্র লৌহ-পাত্রে জল পান করিয়াছিলেন, যে শ্রীধর মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—"যে প্রভু কাঁচা নিল মোর খোলাপাত। সেই প্রভু হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ॥", সেই শ্রীধর স্থানে আসিয়া শ্রীধর পণ্ডিত ও তদীয় আরাধ্য দেবতাকে দর্শন ও দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। অনন্তর তথায় যাত্রিগণ উপবিষ্ট হইলে শ্রীল তীর্থগোস্বামী মহারাজ প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

তথা হইতে পরিক্রম-সম্প্রদায় ভক্ত শ্রীচাঁদকাজির সমাধি দর্শন ও বন্দন করিয়া মহাপ্রভুর সময়ের শঙ্খবণিক ও তন্তুবায়-নগরের স্থান সমূহ পরিক্রমপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্য-মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পূর্ব্বাহ্ণদিবস ও ঐদিবস শ্রীচৈতন্যমঠে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তবৃন্দের প্রসাদ সম্মানের পর শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দিরের নিকটবর্ত্তী স্থানে সমবেত ভক্তবৃন্দের সভায় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ঐ দিবসের শ্রবণাখ্য সীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা-প্রসঙ্গে শ্রীভক্তিসন্দর্ভ হইতে নবধা ভক্তির অন্যতম শ্রবণ-বিষয় প্রায় দেড়ঘণ্টা কাল পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণবাগতীর্থ প্রভু 'শ্রীনবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য' ও 'শ্রী-ভক্তিরত্নাকর' হইতে শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমার বিষয় পাঠ করেন

শ্রীধাম-যাত্রিগণের জ্ঞাতব্য

হরিনাম কীর্ত্তনকারী যেরূপ দশপ্রকার অপরাধ বর্জ্জন না করিলে শ্রীনামের কৃপা লাভ করিতে পারেন না তদ্রূপ শ্রীধাম-যাত্রীও নিম্নলিখিত দশপ্রকার অপরাধ বর্জ্জন না করিলে শ্রীধাম যাত্রা বা শ্রীধাম-পরিক্রমাদির ফল লাভ করিতে পারেন না।

দশবিধ ধামাপরাধ যথা —(১) শ্রীধাম-প্রদর্শক শ্রীগুরুআচার্য্যের প্রতি অজ্ঞা (২) শ্রীধামকে অনিত্য বোধ (৩) শ্রীধামবাসী ও শ্রীধামনির্ম্মাণকারীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি (৪) শ্রীধামে বসিয়া বিষয় কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, (৫) ধামে বসিয়া ছলে শ্রীধাম-শাসনাগার ব্যবসায় ও অর্থোপার্জ্জন (৬) অভক্ত ও শ্রীধামের সহিত অভক্তদর্শের অসার অর্থ ও তার সমজ্ঞান ও পরমাণ-চেষ্টা (৭) শ্রীধামবাসিগণে পাপবুদ্ধি, (৮) শ্রীধামবাস ও শ্রীগুরুপাদপদ্মে ভক্তজ্ঞান, (৯) শ্রীধামমাহাত্ম্যকে সাধারণ শাস্ত্রের 'নিন্দা এবং (১০) নামাপরাধের অন্যতম ও কল্পনা জ্ঞান।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৪	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধ কলম		৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৲

এক বৎসরের জন্য ক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "
প্রতি সংখ্যা ৫৲, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র [illegible] মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা তো। বোতল ।৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বত

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগ

বিবিধ সংবাদ

অগ্নি-বোমা সম্পর্কে সতর্কতা

অগ্নি-বোমা নিক্ষিপ্ত হইলে গৃহস্থ বাড়ীতে ও দোকানসমূহে অগ্নিকাণ্ড ঘটার সম্ভাবনা থাকায় এই সম্পর্কে প্রাথমিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের কর্ত্তব্য সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অবহিত করার উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট ভারতরক্ষা বিধান বলে এক আদেশ জারী করিয়াছেন। আদেশটি ১৯৪২ সালের ১৫শে ফেব্রুয়ারী হইতে বলবৎ হইবে। অগ্নি বোমা হইতে প্রথমেই যে সকল অগ্নিশিখা বাহির হইবে, ঐগুলি নির্ব্বাপিত করার জন্য নূতন আদেশটিতে প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ী এবং দোকানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বালি, বালির বস্তা ও জল রাখা বাড়ী ও দোকানের মালিক ও বাসিন্দাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। যেখান হইতে সহজেই পাওয়া যাইতে পারে, এরূপ জায়গায় এই বালি, বালির বস্তা ও জল রাখিতে হইবে। এই সম্পর্কে এক প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, প্রথমেই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে অগ্নি-বোমার অগ্নিশিখা নির্ব্বাপিত করা আদৌ কষ্টকর নহে। বোমা পড়ামাত্র বাড়ীর মালিক বা বাসিন্দাই এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। এই জন্য মাত্র বালি, বালির বস্তা ও জল রাখা প্রয়োজন।

প্রত্যেক পৃথক বাড়ীর ছাত্রের প্রতি ৮,০০০ বর্গ ফুট বা উহার অংশ বিশেষের জন্য ৬ গ্যালন জল ও দুই তৃতীয়াংশ বালিপূর্ণ ২টি বালির বস্তা রাখিতে হইবে। রাজপথ, পার্ক প্রভৃতি ব্যতীত প্রত্যেক বাড়ীর উঠান, বাগান বা অন্যান্য অঞ্চলে যেখানে কোন বাড়ী নাই, সেই সকল স্থানের প্রতি ৮,০০০ বর্গ ফুট বা উহার অংশ বিশেষের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ বালিপূর্ণ ৪টি বালির বস্তা রাখিতে হইবে। বাড়ী সম্পর্কে একতলার বাড়ী হইলে নীচেই বালির বস্তা রাখিতে হইবে এবং দুই বা ততোধিক তলার বাড়ী হইলে উপরের তলায় বস্তা রাখিতে হইবে।

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিতেছেন যে, মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন হাসপাতাল-সমূহে পূর্ব্ববৎ জনসাধারণের সেবাকার্য্য চলিতে থাকিবে। বাহিরের রোগীদের চিকিৎসা বিভাগের অধিকাংশই খোলা আছে। কেবল কয়েকটি বিশেষ বিভাগ যথা স্নায়ু বিজ্ঞান, চর্ম্ম, দাঁত ও বক্ষ চিকিৎসা বিভাগ বন্ধ করা হইয়াছে। বাহিরের রোগীদের সাধারণ চিকিৎসা বিভাগের কাজ রীতিমত চলিতেছে, তবে কতটা সংক্ষেপ করা হইয়াছে মাত্র। অনুরূপ ভাবে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও কণ্ঠনালী বিভাগ, ধাত্রী ও স্ত্রীরোগ চিকিৎসা বিভাগের কাজ চলিতেছে।

এই হাসপাতালগুলি সামরিক হাসপাতালরূপে ব্যবহৃত হইবে না কিংবা অন্যান্য যুদ্ধ অঞ্চল হইতে আনীত অধিক সংখ্যক রোগীর জন্য এই সব হাসপাতাল ব্যবহার করা হইবে না।

এ বিষয়ে জনসাধারণকে আশ্বাস দেওয়া যাইতেছে এবং তাহাদিগকে জানান যাইতেছে যে, অযথা ভীতির কোন কারণ নাই।

মফঃস্বলে বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ

কতিপয় অঞ্চল বিপজ্জনক বলিয়া ঘোষণা করায় প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে অতিরিক্ত লোক সমাগমের ফলে বাড়ীভাড়া অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঙ্গলা-সরকার "বঙ্গীয় বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ আদেশ" নামে ভারতরক্ষা আইন অনুসারে একটি আদেশ জারি করিয়াছেন। উক্ত আদেশে বলা হইয়াছে যে, কোন বাড়ীর মালিক কোন একটি নির্দ্দিষ্ট তারিখে গৃহীত ভাড়া অপেক্ষা শতকরা ২০ টাকার অধিক দাবী করিতে পারিবে না। এই আদেশ কার্য্যকরী করার জন্য সরকার যে সকল কর্ম্মচারী নিয়োগ করিবেন, তাঁহারাই উক্ত তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। কোন বাড়ী ভাড়া দেওয়ার জন্য অথবা লীজ রিনিউ করার জন্য বাড়ীর মালিক কোনপ্রকার সেলামী দাবী করিতে পারিবে না। এই আদেশ প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সরকারী নির্দ্দেশিত তারিখে বলবৎ হইবে

সরকার অপর একটি আদেশে মফঃস্বলের হোটেলসমূহে শয়ন, ভোজন অথবা অপরাপর কার্য্যের জন্য যে মূল্য দাবী করা হয়, তৎসম্পর্কে অনুসন্ধানের কথা ঘোষণা করিয়াছেন এবং উহার জন্য উপযুক্ত মূল্য নির্দ্ধারণের নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

এক্সিস শক্তিকে ফ্রান্সের সাহায্য দান সম্পর্কে তদন্ত

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী মিঃ সামনার ওয়েলস এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, লিবিয়ায় এক্সিস শক্তিকে ফ্রান্সের সাহায্য দান সম্পর্কে যে গুজব শোনা গিয়াছে, তৎসম্পর্কে পঞ্চান্ন মিনিটকাল আলোচনার পর ফরাসী দূত যে সংবাদ আনিয়াছেন, তাহা সন্তোষজনক নহে, এবং ভিসিতে মার্কিণ রাষ্ট্রদূতকে এ সম্পর্কে আরও তদন্ত করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। মিঃ ওয়েলস বলেন যে, ফরাসী রাষ্ট্রদূত তাঁহাকে আরও জানাইয়াছেন যে, ম্যাডাগাস্কার সম্বন্ধে জাপানীরা কোন দাবী করে নাই।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত।
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

=•=

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পারমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ২৬ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫; ১৫ই ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, শুক্রবার | ২৮৯তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা।

—•—

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। বাঁধাই ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সর্ব্বসাধারণ প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৬ গোবিন্দ, নিধি গর্ভোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীগৌরধাম ও ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীগৌরজন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরনাম, শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরকাম-প্রচারের জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি গৌরধাম শ্রীনবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী প্রদেশেই আবির্ভূত হন। এই জন্য ক্ষেত্রপাল শ্রীতারকেশ্বর একসময় ঠাকুরকে স্বপ্নে বলিয়াছিলেন,—"তুমি বৃন্দাবনে যাইবে? তোমার গৃহের নিকট শ্রীনবদ্বীপ-ধামে যে কার্য্য আছে, তাহার কি করিবে?"

গৌরধামে ঠাকুরের যে প্রীতি, তাহা অনন্তদেবও অনন্তমুখে কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারেন না। ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ যখন শ্রীধাম-মায়াপুরে থাকিতেন, তখন অনেক সময়ই বলিতেন যে, ধামের বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম, লতা, প্রত্যেক রেণু-পরমাণু-দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও পুলকের সঞ্চার হইত।

ঠাকুর শ্রীগৌরধামে শ্রীব্রজধাম দর্শন করিতেন। ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপে নবধা ভক্তির অধিনায়ক শ্রীগৌরসুন্দরের অষ্টকালীয় লীলারস আস্বাদন করিতেন। তিনি তাঁহার 'ভজন-রহস্যে' শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাষ্টকের দ্বারা যে ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের অষ্টকালীয় লীলা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণের বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, 'শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গে', 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে' 'শ্রীনবদ্বীপশতকে' তিনি গৌরবনে সেই ব্রজলীলার অষ্টকালীয় লীলার অনুসরণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহা অতীব গূঢ় রহস্য—কাহারও নিকট বলিবার নহে, বলিলেও মর্ম্মী লোকও অতি কম, আবার অনেকে ইহা বিশ্বাসও করিবেন না বা বুঝিবেন না।

শ্রীল ঠাকুর কীর্ত্তনাখ্য-দ্বীপ শ্রীগোদ্রুমে শ্রীগৌরহরির পূর্ব্বাহ্ণ-লীলা দর্শন করিতেন। গোদ্রুমকে 'শ্রীনন্দীশ্বর-ধাম', 'গোষ্ঠবাস' বা 'গোষ্ঠ' বিচার করিতেন। শ্রীল ঠাকুর 'নবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গে' (৩১-৩৪) গাহিয়াছেন,—

"ভজরে ভজরে মন, গোদ্রুম কানন।
অচিরে হেরিবে চক্ষে গৌর নিত্যধন॥
যে লীলা-দর্শনে তুমি যুগে যুগে বাঞ্ছ।
অনায়াসে পাইবে, পূরিবে তব আশ॥
গোদ্রুম শ্রীনন্দালয়, গোকুলবাস।
যথা শ্রীগৌরাঙ্গ করে বিবিধ বিলাস॥
পূর্ব্বাহ্ণে গোপের ঘরে গব্যদ্রব্য খাই।
গোপ-সনে গোচারণ করেন নিমাই॥"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কখনও অন্তর্দ্বীপ-শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌর-নবদ্বীপ ও তথায় শ্রীবৃন্দাবন-বাসনও দর্শন করিতেন। শ্রীরাসমণ্ডল নিশান্তলীলার ইঙ্গিত পাওয়া যায়,—

"মায়াপুর হয় শ্রীগোকুল মহাবন।
পারভাঙ্গা সটিকার স্বরূপ-গণন॥
তথায় আছে বৃন্দাবন শ্রীরাসমণ্ডল।
কালে এই স্থানে হ'বে গান কোলাহল॥"
(শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য—শ্রীঅন্তর্দ্বীপ)

শ্রীল ঠাকুর মধ্যদ্বীপে মধ্যাহ্নলীলা দর্শন করিতেন—

"শ্রীগৌরাঙ্গ-গণসহ মধ্যাহ্ন-সময়ে।
ভ্রমেন এসব বনে প্রেমে মত্ত হ'য়ে॥
ভক্তগণে কৃষ্ণলীলা সঙ্কেত করিয়া।
নাচেন কীর্ত্তনে রাধাভাব আস্বাদিয়া॥"
(শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ ৫৭)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীসীমন্তদ্বীপের বক্তব্যে শ্রীগৌরাঙ্গ-বিলাসস্থলী শ্রীগোরুলিয়া-বিল্বপুষ্করিণীকে মাধবরূপে যোগমায়া পৌর্ণমাসীরূপে দর্শন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমতী দেবীকে বলিতেছেন—

"তুমি মোর নিত্য নব শক্তি সুবিধানী।
একশক্তি প্রকাশিতে মম মহাধনী॥
স্বরূপ শক্তিতে তুমি রহিবা আমার।
বহিরঙ্গরূপে বাহির তোমাতে বিস্তার॥
তুমি নহিলে মোর লীলা সিদ্ধ নাহি হয়।
তুমি যোগমায়ারূপে লীলাতে নিশ্চয়।
ব্রজে তুমি পৌর্ণমাসীরূপে নিত্যলীলা।
নবদ্বীপে প্রৌঢ়মায়া সহ মোর খেলা॥"
(নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য - ৬ষ্ঠ অঃ)

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীবাসের রাঙ্গা বৃন্দাবনকে শ্রীমায়াপুরের 'মেরেপাড়া' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। 'মহাপ্রভু অপ্রকট-লীলা বিস্তার করিলে গঙ্গাদেবী যখন শ্রীমায়াপুর কোন কোন অংশ গ্রাস করিয়া ফেলিবে, তখন কেবল গোরুলিয়া-স্থানটি ও তাহার চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তী কোন-কোন স্থান মাত্র বাকী থাকিবে। শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় যখন পুনরায় তাঁহার আবির্ভাব স্থানে ভক্তগণ সঙ্গের সঙ্গী করিবেন, তখন যোগমায়া ও বৃন্দাদেবী আসিয়া পুনরায় প্রভুর ইচ্ছায় নিজকার্য্য সাধন করিবেন।—ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ভাবিবারে এইরূপ গৌর-সেবা-বৈভব-বিস্তারের যে স্বপ্ন সমাধি দর্শন করিয়াছেন, তাহা সত্য-সত্যই বাস্তবতায় পরিণত হইয়াছে। শ্রীল ঠাকুর 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে' লিখিয়াছেন,—

"অদ্ভুত মন্দির এক হইবে প্রকাশ
গৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হইবে বিকাশ॥"

ঠাকুর পরবর্ত্তীকালের লক্ষ্মণসেনকর্ত্তৃক খোদিত 'বল্লালদীঘিকা'কে 'বৈষ্ণব মহারাজ পথুর কৃত' বা 'পৃথুরাজ বাসিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীবরাহনগরে 'শ্রীপুর' 'বল্লালদীঘি' বলিয়াছেন। বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের স্থূল বুদ্ধিকে দমন করিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যে সকল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ—"ও বলাইচন্দ" ও তদনুরূপ শ্রীধামের 'গোয়ঃ গোয়ঃ'-লোকের বিচারানুসারে শ্রীমায়াপুরকে পূর্ব্ব তীরে বল্লালদীঘি শ্রীবরাহনগর বলিয়া ইঙ্গিত চাহিয়াছেন।

'শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গে' গোবিন্দীপকে 'বহুবাদন' করা বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায়, আবার 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে' 'গুপ্তিয়া পাহাড়' 'গিরি গোবর্দ্ধন' করা বর্ণিত দেখা যায়, যথা—

'দক্ষ ভাগ কোলদ্বীপ করে দরশন।
পরম আনন্দ ধাম শ্রীগিরি গোবর্দ্ধন॥'

আবার 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য'—

"কোলদ্বীপ পরিক্রমা এই ছয় ক্রোশ।
সেই হেতে পরিক্রমা, নহে অপযশ॥
গুপ্ত ভাবে নিত্য লীলা করে গৌরহরি।
গিরি-গোবর্দ্ধন হয় জানে সর্ব্বজনে॥"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'শ্রীনবদ্বীপ-মাহাত্ম্যে' কোলদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া ছিলেন এবং শ্রীনবদ্বীপ-ধামের আদর্শনের কর্ম্মিবর্গগণের [illegible] সমাস ও মাধুর্য্য [illegible] বর্ণন করিয়াছেন,—

শ্রীভক্তিবিনোদ দেখে হইয়া [illegible]

[illegible]

কলের ছটায় সকলদিক্ শোভা করে
বৃন্দাবনে [illegible]
সে রূপ ধরিছে [illegible]

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে

প্রভুর ইচ্ছা মত হেথা ক্রম বিপর্য্যয়।
ইহার ঠাঁই যা জানে প্রভু ইচ্ছাময়॥
যেহেন আছে হেথা, দেখ সেইরূপ।
বিপর্য্যয়ে কেনবুদ্ধি—এত অপরূপ॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য যাহা সমুদ্রগড় দ্বারকাপুরীতে বর্ণিত হইয়াছে,—

"এই যে সমুদ্রগড়, কর দরশন॥
সাক্ষাৎ দ্বারকাপুরী, শ্রীগোপীনাথের।
দুই ঠাঁই আছে হেথা, দেখ বিস্তর॥"

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ঋতুদ্বীপের অন্তর্গত চম্পহট্টকে খাদিবন বা বাবলাড় প্রদেশের একদেশ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন,—

এই স্থানে ছিল পূর্ব্বে চম্পক-কানন।
খাদির বনের অপূর্ব্ব সুন্দর-দর্শন॥
চম্পক নগর খ্যাতি নিত্য চম্পক লইয়া।
মালাকারগণ" বাবারকে সেবিতেন গিয়া॥

আবার 'নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ' বলিয়াছেন,—

"চম্পহট্ট-স্থানে আছে চম্পকের বন।
চম্পক লইয়া করে বিবিধ গ্রন্থন॥
নবদ্বীপে খাদির বন সেই গ্রাম।
ব্রজে যথা বালরূপ করেন বিশ্রাম॥
ঋতুদ্বীপ নিজনাম আছে যাহার।
বসন্তাদি ঋতু যথা লীলা-অনুসার॥
সর্ব্বঋতু ভাবের হয় আনন্দনিলয়।
বাবলাড় গ্রাম সে এক দেশ হয়॥"

নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে যাব দ্বাদশ অধ্যায়ে ঋতুদ্বীপ যাবার উপায় বর্ণিত হইয়াছে,—

'গোয়াড়ির নাম শুন', নিতাই চাঁদ অমনি,
যাঁ' এর যবার স্থান।
হেথা ভক্তমন্দ নাই, অপরাহ্ণে গৌরহরি
ব [illegible] বাজন বিমান॥
দেখ হে 'নাড়া-পাড়া, জগজ্জন মনোলোভা,
সাধুগণ, [illegible], নানাস্থানে।
হেথা অপরাহ্ণে গোরা,
স বাজনে হ'য়ে ভোরা,
চলে নানা রঙ্গে প্রেমদানে॥
এ স্থান সমান তাই, ত্রিজগতে নাই পাই,
ভক্তের ভজনস্থান, জ্ঞান।
হেথায় যে জন যায়, সেবন লাভ তায়,
সুশীতল হয় তাঁর প্রাণ॥"

শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ঋতুদ্বীপ বা বাবলাড়-স্থানের কথা বর্ণন করিয়া শেষে,—

'তবে আর ঋতুদ্বীপ করিয়া ভ্রমণ।
বন- শোভা হেরি' নাশি কলুষ অন্তর॥
বাবলাড় গ্রাম হইয়া তখন।
শুদ্ধ হইয়া তাহা করিব দর্শন॥"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ [illegible] 'ভদ্রবন', [illegible] নবদ্বীপের অন্তর্গত [illegible] নির্দ্দেশ করেন, মহাপুরে [illegible] দর্শন করিয়া নিম্নস্থ [illegible] পরিক্রমা করিতে করিতে [illegible] শ্রীবাসপুরুষ সকলকে নিস্তার করিলেন, এমন কি [illegible] শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি, শ্রীনিধি [illegible] বেড়াই চাঁদ গোসাঁই, নিশ্চয় একমাত্র নিন্দিত হইলেন সাযুজ্য মুক্তির প্রতি। কারণ, ইহার প্রতি ভক্তগণ অত্যন্ত বিরূপ।

"শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু সর্ব্বজনে নিস্তারিল।
কেবল আমার প্রতি নিন্দয় হৈল॥
আমি এ স্থানে এবে ছাড়িব জীবন।
নিন্দয়া বসিয়া স্থান জানুক সর্ব্বজন॥"

(শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ)

শ্রীঋতুদ্বীপ

(৬)

এই স্থান শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনের পীঠ। পৃথু মহারাজ অর্চ্চনের দ্বারা এই স্থানে নিত্যকাল বিষ্ণুপাদপদ্ম সেবা করেন। ঋতুদ্বীপ বর্ত্তমান চাঁপাহাটী, বাকুপুর, দক্ষিণবাটী বা বৃক্ষবাটী প্রভৃতি স্থান সমূহে বিস্তৃত। এই স্থানে ছয় ঋতু সর্ব্বদাই বিরাজিত থাকিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করে বলিয়া ইহার নাম ঋতুদ্বীপ। ইহা বঙ্গের দ্বাদশ বনের অন্যতম 'খাদির বন' বলিয়া কথিত হয়।

চম্পহট্ট—সাধারণ ভাষায় চাঁপাহাটী। ইহা বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বস্থলী-থানার অন্তর্গত। এই স্থানে গৌরসুন্দর শ্রীশ্রীল বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর গৃহে তৎপ্রতিষ্ঠিত ও পূজিত শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের সুপ্রাচীন বিগ্রহ বিরাজমান আছেন। এই স্থানে শ্রীপাট গোবিন্দপ্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গোবিন্দদেব গোস্বামী প্রভুর বৈষ্ণবসেবা বাগান-বাটীর সহিত অবস্থানপূর্ব্বক চম্পকতরু-বেষ্টিত বাগানে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের নিত্যসেবা করিতে করিতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন।

সমুদ্রগড়—এই স্থান সাক্ষাৎ গঙ্গা-সাগর-তীর্থ। দ্বাপর যুগে সমুদ্রসেন-নামক এক কৃষ্ণভক্ত রাজা কৃষ্ণদর্শন লাভেচ্ছায় বহুদিন বিজন বহির্গত মধ্যে পাণ্ডব ভীমসেনকে আকর্ষণ করেন। রাজার প্রাণে ভীম অত্যন্ত ভীত হইবার অভিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক আত্মরক্ষার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে লাগে। পাণ্ডব-সখা শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে রক্ষা করিবার ছলে এ স্থলে আগমন পূর্ব্বক ভক্তপ্রবর সমুদ্রসেনকে দর্শন দান করেন।

অর্চ্চন

(৬)

পরিক্রমার যাত্রিগণ শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণের আশ্রয়ে এই নবধা ভক্তিপীঠের অন্যতম শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনপীঠ শ্রীঋতুদ্বীপ, শ্রীবিষ্ণু বন্দনপীঠ শুভদ্রুমদ্বীপ, শ্রীবিষ্ণুর দাস্যভক্তির পীঠ শ্রীমেদনীপুর দ্বীপ ও সখ্যভক্তির পীঠ শ্রীমধ্যদ্বীপ-পরিক্রমা সম্পন্ন করিয়া শ্রীমায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের [illegible] বলিয়া কখনও নবধা ভক্তির অন্যতম শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য ও সখ্য-সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিবার আশা পোষণ করিতেছি।

আগমোক্ত আবাহনাদি ক্রমবিশিষ্ট কৃত্যই অর্চ্চন নামে কথিত হয়। 'অগম' বলিতে বেদানুগ সাত্বত পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র।

'আ'গত, শিববক্ত্রেভ্যো 'গ'ত ঞ্চ
গিরিজাশ্রুতৌ।
'ম'ত ঞ্চ বাসুদেবস্য তস্মাদাগমমুচ্যতে॥

অর্থাৎ ইহা শ্রীশিবের মুখ হইতে আগত, শ্রীপার্ব্বতীর কর্ণগত ও শ্রীবাসুদেবের সম্মত বলিয়া, 'আগত', 'গত', ও 'মত'—এই তিন-শব্দের আদি অক্ষরত্রয়যোগে নিষ্পন্ন

আবাহনাদি (১) আবাহন, (২) সংস্থাপন, (৩) সান্নিধ্যপন, (৪) সান্নিরোধন, (৫) সকলীকরণ, (৬) অবগুণ্ঠন (৭) অমৃতীকরণ ও (৮) পরমীকরণ বুঝায়। আবাহনের অর্থ শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত আগমবাক্যে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

আবাহনঞ্চাদরেণ সম্মুখীকরণং প্রভোঃ।
ভক্ত্যা নিবেশনং তস্য সংস্থাপনমুদাহৃতম্॥
তবাস্মীত তদীয়ত্বদর্শনং সান্নিধ্যপনম্।
কিয়দাসমাপ্তিপর্য্যন্তং স্থাপনং সান্নিরোধনম্॥
সকলীকরণঞ্চোক্তং তৎসর্ব্বাঙ্গপ্রকাশনম্।
আনন্দঘনতাত্মক-পরাশো হ্যবগুণ্ঠনম্॥
[illegible]করণং নাম তাদাত্ম্যসম্পাদনং পরম্।

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস-৬ষ্ঠ বিলাস, ১৬ সংখ্যা)

সাদরে প্রভুর আত্মমুখীকরণকে 'আবাহন' বলা, ভক্তির সহিত স্থাপনের নাম—'সংস্থাপন', 'আমি তোমার'—এই বলিয়া আত্মাকে তদীয় দাসরূপে উপলব্ধির নাম—'সান্নিধ্যপন', অল্পক্ষণ মনোযুক্তি পর্য্যন্ত স্থাপনকে 'সান্নিরোধ', তদীয় সর্ব্বাঙ্গ-প্রকাশের নাম 'সকলীকরণ', অতীব গাঢ় আনন্দ-প্রকটনকে 'অবগুণ্ঠন', নিজের অঙ্গের দ্বারা অর্চ্চককে আবৃত করাকে 'অমৃতীকরণ' ও অভীষ্ট-সম্পাদনকে 'পরমীকরণ' কহে।

অর্চ্চনমার্গে অধিকার ও প্রক্রিয়া বিচার অনেক। "শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে নিযুক্ত হইয়াও যদি অর্চ্চনমার্গে শ্রদ্ধা উদিত হয়, তাহা হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়পূর্ব্বক মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করত অর্চ্চন-প্রক্রিয়া করিবে। দেহাদি সম্বন্ধে জীব বদ্ধ্য বিষয়ে বিক্ষিপ্তচিত্ত হওয়ায় সেই চিত্ত সঙ্কোচ করণাভিপ্রায়ে মধ্যাদামার্গে সনাতন-বিধি নিরূপিত হইয়াছে। বিষয়ী লোকের পক্ষে দীক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র সিদ্ধ-সাধ্য-সুসিদ্ধাদি-বিচারের প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষাই জীবের পক্ষে অত্যন্ত সুখকর। জগতে যত মন্ত্র আছে, সকল মন্ত্র অপেক্ষা কৃষ্ণমন্ত্র প্রবল।

সদ্গুরুর নিকট মন্ত্রলাভ করিবামাত্র অধিকারী জীবের কৃষ্ণবর লাভ হয়। শ্রীগুরুদেব জিজ্ঞাসুকে অর্চ্চনাদিসকল বলিয়া থাকেন। * * * সংক্ষেপতঃ ইহাই জ্ঞাতব্য যে, শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম, কার্ত্তিক-ব্রত, একাদশী ব্রত, মাঘ স্নানাদি—সকলই অর্চ্চন-মার্গের অন্তর্গত। কৃষ্ণার্চ্চন-বিষয়ে একটি বিশেষ কথা আছে—কৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণ-ভক্তের অর্চ্চনও নিতান্ত প্রয়োজনীয়।"—(জৈবধর্ম্ম - ১৯শ অধ্যায়)

"সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত শ্রীমূর্ত্তিসেবা করিতে হইলে কৃষ্ণ-পূজা ও ভক্ত সেবা—দুইই একাকীন হওয়া উচিত।"—(ঐ, ৮ম অঃ)

শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তি-সন্দর্ভে বলিতেছেন,—"যদিও শ্রীভাগবতমতে অর্চ্চন ব্যতীতও শ্রবণাগতি প্রভৃতির যে-কোন একটি দ্বারাই পুরুষার্থ-সিদ্ধি-কথনহেতু পঞ্চরাত্রাদির ন্যায় অর্চ্চনমার্গের আবশ্যকতা নাই, তথাপি শ্রীনারদাদি মহাজনগণের মার্গানুশীলন যেসকল পুরুষ ভগবানের সহিত শ্রীগুরু-কর্ত্তৃক দীক্ষাবিধানদ্বারা সম্পাদিত সম্বন্ধবিশেষ স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা দীক্ষানুষ্ঠানের পর অবশ্যই অর্চ্চন করিবেন। যেহেতু আগমে উক্ত হইয়াছে যে, দীক্ষাক্রিয়া পুরুষকে দিব্যজ্ঞান প্রদানপূর্ব্বক তদীয় পাপক্ষয় করে বলিয়া তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক উহা 'দীক্ষা'—নামে উক্ত হইয়াছে। অতএব গুরুকে প্রণাম এবং সর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়া যথাবিধি দীক্ষা ও বৈষ্ণবনাম গ্রহণ করিবেন। 'দিব্যজ্ঞান'-শব্দে শ্রীনাম শ্রীরূপ শ্রীভগবৎস্বরূপজ্ঞান ও তদ্দ্বারা শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ বিশেষজ্ঞান উক্ত হইয়াছে।

"যাঁহারা সম্পত্তিশালী গৃহস্থ তাঁহাদের পক্ষে অর্চ্চনমার্গই মুখ্য। শ্রীবসুদেবের প্রতি মুনিগণও এইরূপ বলিয়াছেন যে, "বিশুদ্ধ ভক্তিদ্বারা শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রীহরির অর্চ্চনই গৃহস্থ দ্বিজগণের পক্ষে মঙ্গলাভের মার্গ-স্বরূপ হইয়া থাকে।" তাহা না করিয়া নিষ্কিঞ্চন পুরুষের ন্যায় কেবল স্মরণাদিনিষ্ঠ হইলে বিশেষ অপরাধ উপস্থিত হয়। অপরাধদ্বারা অর্চ্চন সম্পাদন করিলে নিজের বিষয়াদি-ব্যবহারে নিষ্ঠা বা আসক্তই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। অতএব অশ্রদ্ধাময় বলিয়া তাদৃশ অর্চ্চন নিকৃষ্টই জানিতে হইবে। এইরূপ ভগবদর্চ্চন গৃহস্থ-ধর্ম্মোচিত শাখাপল্লবাদিসেচন স্থানীয় দেবতা-যাগের মূলসেচন স্বরূপ বলিয়াও তাহার ঈদৃশ অনুষ্ঠানে মহাদোষ ঘটে। স্কন্দপুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—"হে রাজন্, যাহার গৃহে শ্রীহরির অর্চ্চা প্রতিষ্ঠিত নাই, তাহার অন্ন ভক্ষণ যোগ্য নহে, যেহেতু তাহা অভক্ষ্যতুল্য কথিত হইয়াছে।" দীক্ষিত-গণের অর্চ্চন না করিলে নরকগতি হয়। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উক্ত হইয়াছে,—"পুরুষ দিবসে এক, দুই বা তিনবার শ্রীহরির পূজা করিবেন। তাঁহার পূজা না করিয়া ভোজন করিলে নরক-গমন হইয়া থাকে।" (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৮৩ অনুচ্ছেদ)

সুবুদ্ধি ও বিষয়িগণকে কৃপা করিবার জন্যই পরমকরুণাময় শ্রীগৌরাবতার জগতে প্রকটিত। জড়মতিগণের সুবুদ্ধি ব্যতীত ইন্দ্রিয়-চালনা,

কোনপ্রকার প্রচেষ্টা, অভিনিবেশ ও আসক্তি উপস্থিত হয় না। মাৎসর্য্যক্ দুলদর্শী ব্যক্তিগণ এজন্য স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজন, গৃহ, ভূমি, অর্থ, বিত্ত প্রভৃতি বিষয়ে চেষ্টান্বিত হইয়া থাকে, কেন না, তাহা স্থূলদ্রব্য। শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন বা স্মরণাদি সেইপ্রকার স্থূল ব্যাপার নহে। এইরূপ স্থূলবুদ্ধি বিষয়িগণের প্রতি কৃপা করিবার জন্যই গোলোকবিহারী স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার গোলোকস্থ শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীশালগ্রাম, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা প্রভৃতিকে স্থূল-প্রতিম অর্চ্চাবতাররূপে জগতে প্রকটিত করিয়াছেন। যেমন শব্দের অর্চ্চা 'অক্ষর,' সেইরূপ নামী শ্রীভগবানের অর্চ্চাবতার শ্রীমূর্ত্তি। এজন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥

(হরিভক্তিবিলাস)

হে ভরতবংশাবতংস। যিনি শত-শত পূর্ব্বজন্মে সম্যক্‌রূপে বাসুদেবের অর্চ্চন করিয়াছেন, তাঁহার মুখেই শ্রীহরির নামসমূহ নিত্যকাল বিরাজমান থাকেন।

সম্পত্তিশালী গৃহস্থগণ বহু ভৃত্যাদি রাখিতে পারেন, কিন্তু তাহারা শারীরিক কঠোরতা-সহনে অপটু বলিয়া যে ভাড়াটিয়া বা অপরের দ্বারা অর্চ্চন করাইবেন, তাহা নহে। তাঁহারা নিজেরাই স্বহস্তে অর্চ্চন করিবেন। জমিদার, রাজা, সম্রাট্ প্রভৃতি সম্পত্তিশালী ব্যক্তিগণের পক্ষে স্বহস্তে অর্চ্চন বিধেয়। মহারাজ পৃথু, অম্বরীষ প্রভৃতি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইলেও স্বহস্তে শ্রীহরির মন্দির-মার্জ্জনাদি সেবা করিয়াছেন, শ্রীবৈষ্ণবগণের সেবা করিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার গৃহস্থলীলায় স্বহস্তে শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীতুলসীর অর্চ্চন করিয়াছিলেন, শ্রীশচীদেবী শ্রীলক্ষ্মীদেবী, শ্রীসীতাদেবী—সকলেই অর্চ্চন করিয়াছেন। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ভার্য্যা কেবলমাত্র বেড়াইয়া বেড়াইবেন বা বিলাসে মত্ত থাকিবেন অথবা অনভ্যাসবশতঃ ভাড়াটিয়া পাচকের দ্বারা ভগবন্নৈবেদ্য রন্ধন করাইবেন, তাহা নহে। নৈবেদ্যরন্ধনও অর্চ্চনের একটি অঙ্গ। স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মী, শ্রীসীতাদেবী, শ্রীরাধিকা, শ্রীদ্রৌপদী, শ্রীশচীদেবী, শ্রীলক্ষ্মীদেবী, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী প্রভৃতি শ্রীবিষ্ণু ও বৈষ্ণবশক্তিগণ সকলেই স্বহস্তে নৈবেদ্য রন্ধন করিয়াছেন। ভাড়াটিয়া পাচক-ব্রাহ্মণ বা ভৃত্যের দ্বারা নৈবেদ্যাদি রন্ধন করান অত্যন্ত অপরাধজনক।

শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহ দ্রষ্টা এবং অপর সকলেই তাঁহার দৃশ্য, এইরূপ সেবোন্মুখ বিচারের সহিত শ্রীঅর্চ্চাবতারের সম্মুখীন হইলে শ্রীবিগ্রহ কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করেন। শ্রীমূর্ত্তি জাগতিক বস্তুর দ্বারা গঠিত বা জীবের দ্বারা নির্ম্মিত নহেন। জীব ভগবানের সৃষ্টিকর্ত্তা নহে, ইহা বুঝাইবার জন্যই 'অর্চ্চাবতার' শব্দটীর প্রয়োগ হইয়াছে। শ্রীঅর্চ্চা অবতীর্ণ হন, সৃষ্ট হন না। ইহা পৌত্তলিক পঞ্চোপাসক ও নির্ব্বিশেষবাদী, পৌত্তলিক চিচ্ছড়-সমন্বয়বাদী ও জড়বাদিগণ বুঝিতে পারেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সত্ত্বগুণের বিকার নহেন, শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ পূর্ণসচ্চিদানন্দ ভগবদ্বস্তু। যাহারা মুখে বেদ মানিয়াও শ্রীবিগ্রহকে গোলোকের নিত্য শ্রীভগবদ্রূপের অবতার বলিয়া স্বীকার করে না, তাহারা প্রচ্ছন্ন নাস্তিক।

"ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ—সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ড্য॥
বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয়ে নাস্তিকবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥

(শ্রীচৈঃ চঃ - মধ্য, ৬।১৬৬-১৬৮)

শ্রীভগবানের অর্চ্চামূর্ত্তি অষ্টপ্রকার। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে—

শৈলী দারময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥

(ভাঃ ১১।২৭।১২)

(১) শিলাময়ী, (২) কাষ্ঠময়ী, (৩) লৌহ, সুবর্ণ প্রভৃতি ধাতুময়ী, (৪) মৃন্ময়ী, (৫) চিত্রপটময়ী, (৬) বালুকাময়ী, (৭) মনোময়ী, (৮) মণিময়ী—শ্রীবিগ্রহ এই অষ্টপ্রকার।

চৈতন্যচন্দ্রামৃত

(১)

শ্রীরাম-নৃসিংহাদি অবতারে রাক্ষসকুল ও দৈত্যকারের যে বিনাশ সাধন, তাহা এমন কি হিত-জনক মহৎ কার্য্য। কপিলাদি অবতারে যে সাংখ্যযোগাদি ত্রিবর্গ প্রদর্শন, তাহাই বা এমন কি গুরুতর। কিংবা বরাহাবতারে প্রলয় জলমগ্না পৃথিবীর উদ্ধার-সাধনাদি যে অনুষ্ঠান, তাহাও এমন কি কল্যাণকর বিষয়। (সেসকলকে আমরা অবজ্ঞা করি না, তাহা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমদানের নিকট সামান্য মাত্র) আমরা শ্রীভগবানের প্রেমোন্মুখা পরমভক্তির পথ প্রদর্শক, মহাবতার শ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্যদেবের স্তুতি করি॥ ১॥

নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ

যাঁহার শ্রীমুখকান্তি কোটি-কোটি পূর্ণচন্দ্রের শোভা হইতেও সুন্দর, যিনি প্রেমানন্দ-রসের সুধা স্বরূপ, যাঁহার মুখপদ্মের নবীন হাস্য চন্দ্রকিরণের ন্যায় মনোহর, সেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে আমরা নমস্কার করি॥ ৮॥

একমাত্র যাঁহার পাদ-সরোজে অনন্যভক্তি হইতেই পরম-পুরুষার্থ প্রেম লাভ হয়, তাঁহার সেই জগজ্জনেরও মঙ্গলস্বরূপ চৈতন্যচন্দ্র, তোমাকে আমরা পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি॥ ৯॥

অহো! রাধাভাবে যিনি কৃষ্ণবিরহের পরম নিগূঢ়রসে নিমগ্ন, যিনি নৃত্যাবেশে কনকদণ্ডসদৃশ প্রকাণ্ড বাহুদ্বয় ঊর্দ্ধে তুলিয়া করযুগল ও চরণযুগল ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতেছেন, অতিসুন্দর তাণ্ডবনৃত্যে যাঁহার বরবপু বিচকণ হইয়াছে, 'হরি! হরি!'—এই অনির্ব্বচনীয় শব্দোত্থ হর্ষগদ্গদ ভাব-সম্বলিত প্রেমানন্দ ধ্বনি দ্বারা যিনি অখিল জগতের যাবতীয় অমঙ্গল বিনাশ করিতেছেন, সেই পদ্মপলাশ প্রসারনয়ন অবতারবর চূড়ামণি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি॥ ১০॥

সেই আনন্দদায়ী বয়সের মূর্ত্তি, কনকনিন্দি কমনীয় দিব্যকান্তি, অনর্পিত-চরউন্নতোজ্জ্বল প্রেমরসপ্রদানদ্বারা শচীনন্দনকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি॥ ১১॥

অহো! যিনি অভয়-অশ্রুপ্রবাহে কোটি নবজলধরসম নয়ন যুগল ধাবণ করিয়াছেন, যাঁহার প্রেমসম্পত্তি কোটি পরমপদ বা বৈকুণ্ঠকেও পরমন্যূন সামান্য প্রতিপন্ন করাইতেছে, যাঁহার শ্রীঅঙ্গ সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য যেন কোটি কোটি অমৃতসিন্ধু উদ্গীরণ করিতেছেন, যিনি (লোক সন্ন্যাসিকুলে তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া অজ্ঞাত-সুকৃতিকেও কৃষ্ণভক্তিপ্রদান করিবে বলিয়া কৃপাপূর্ব্বক) ছলক্রমে সন্ন্যাস বেশ ধারণ করিয়াছেন, সেই শ্রীগৌরহরিকে আমি বন্দনা করি॥ ১২॥

আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ

যাঁহার শ্রীবিগ্রহ কোটিচন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল, যাঁহার বদনেন্দুগুণের প্রাপ্তিলাগ অনুরাগি মধুর মৃদুহাস্যে উদ্ভাসিত, যিনি (সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ শরীরের চারিদিকে ভগবত্তা গুণরূপ) তুঙ্গের বিপ্রাকুলের আতঙ্কারী মূর্ত্তিকার পরিত আজানুলম্বিত বিশিষ্ট, যাঁহার শ্রীঅঙ্গকান্তি বিকসিত-কনক কদম্বের কিঞ্জল্ক হইতেও রমণীয়, সেই বাবাজীবেশ-নিতাই-তনু শ্রীগৌরসুন্দর তোমাদিগকে রক্ষা করুন॥ ১৩॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার সংক্ষিপ্ত বিবরণী

—:০:(*):০:—

তৃতীয় দিবস—গত ১১ই ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার শ্রীগাদিপরিক্রমা করা হইয়াছে। ভক্তগণ মঙ্গলারাত্রিকের পর গাদিগাছা ও মহেশগঞ্জ হইয়া সুবর্ণবিহার পরিক্রমায় গমন করেন। এই স্থানে সত্যযুগে শঙ্খ বণিক নামে এক নৃপতি ছিলেন। নারদের কৃপায় তাঁহার হৃদয়ে বিরক্তি ও কৃষ্ণসেবার স্পৃহা উদিত হয়। ইনি পরে গৌর-লীলায় গৌরপার্ষদ বুদ্ধিমন্ত খাঁ-রূপে আবির্ভূত হন। পরিক্রমকারী ভক্তগণ সুবর্ণবিহার-শ্রীগৌড়মণ্ঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও দণ্ডবৎ প্রণামাদির পর নৈমিষকাননে গমন ও তত্রস্থ দর্শন করিয়া স্বরূপগঞ্জস্থ ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের সমাধিমন্দিরে ফিরিয়া আসেন। এই স্থানটী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ও তাঁহার অন্তরঙ্গবৃন্দ অবতারশ্রেণী ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের নিত্যপ্রিয় ভজন স্থান। এই স্থানের নাম শ্রীস্বানন্দসুখদ। এই স্থানে শ্রীগৌর নিতানন্দ, শ্রীরাধাগোবিন্দ, শ্রীগান্ধর্ব্বা-গিরিধারী শালগ্রাম, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সমাধি ও শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত হইতেছেন। এই দিবস এখানে মহোৎসব হইয়াছিল। বৈষ্ণবগণ এখানে মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তবৃন্দসহ শ্রীস্বানন্দসুখদে উপস্থিত হইয়া সকল সেবা-ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ও পরিক্রমায় যোগদানের প্রসাদ-সম্মানাদি কোন বিষয়ে যাহাতে কোনপ্রকার অসুবিধা না হয়, সেরূপ ব্যবস্থা করেন। পরিক্রমার প্রথম দিন হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব পরিক্রমায় সমাগত সমস্ত ভক্তবৃন্দ ও মঠবাসী সকল সেবকের প্রসাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত স্বয়ং প্রসাদ গ্রহণ করেন না, ঐ দিবসও সকলের প্রসাদ সম্মানের পর অপরাহ্ণে প্রায় ৩টার সময় প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অনন্তর শ্রীস্বানন্দসুখদে সমাগত ভক্ত পুরুষ ও মহিলাগণের সভা। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণ-বাগীশ প্রভু 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য' হইতে সুরভিকানন ও নৈমিষকাননের শ্লোকসমূহ পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেব যথাক্রমে 'সুরভিকানন' নামটী কিরূপে হইতে পারে, তদ্বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিতে করিতে শ্রীধামপরিক্রমার তাৎপর্য্য বর্ণন করেন।

শ্রীধাম-যাত্রিগণের জ্ঞাতব্য

ইনি বাস্তবিকধাম, ইহা কোনপ্রকার অবিদ্যার বন্ধন নাই, ইহা মায়ার কৃপার উপর নির্ভর করে না, ইহা শ্রীধাম-পরিক্রমায় যাত্রিগণের অবশ্য বর্জ্জনীয় কতকগুলি বিষয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দশবিধ ধামাপরাধ—(১) শ্রীধাম-পরিক্রমায় অনিচ্ছা, (২) শ্রীধামে অনাদর, (৩) শ্রীধাম ও শ্রীধামবাসীর প্রতি অসম্মান বুদ্ধি, (৪) শ্রীধামে অবস্থানকালে অন্যত্র গমন, (৫) শ্রীধামে অবস্থানকালে অন্যত্র দর্শন, (৬) শ্রীধামে অবস্থানকালে অন্যের নিন্দা, (৭) শ্রীধামে অবস্থানকালে অন্যের স্তুতি, (৮) শ্রীধামে অবস্থানকালে অন্যের প্রতি অনুগ্রহ, (৯) শ্রীধামে অবস্থানকালে অন্যের প্রতি উদ্বেগ, (১০) শ্রীধামে অবস্থানকালে অন্যের সহিত কলহ।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে পং লাইনে	॥০			।৵০	
" " ইঞ্চি	২৲			১৷৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲			৪৲	৩৲
	অর্দ্ধ কলম ৮৲				৫৲
	এক কলম ১২৲				১০৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে পাঁচ ইঞ্চি	৬৲	৪৷৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৮৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগোড়ায়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এতৎ গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

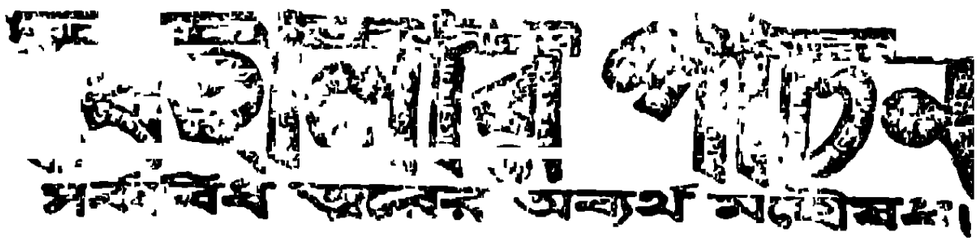

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জ্বর পীড়িত পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিলেও ইহার মাহাত্ম্যের অত্যল্প অংশ বলা হয়। সভাব, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

বিভিন্ন দেশে পাটের ব্যবহার

ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটি তাঁহাদের জানুয়ারী মাসের বুলেটীনে জানাইয়াছেন যে, ১৯৪১ সালের ১লা জুলাই হইতে ৬ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পাট আমদানীর যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বিভিন্ন চটকলে ও কলিকাতার বাজারে মোট ৩৩,৭৪,০০০ গাঁট পাট আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের এই সময়ে মোট ৩৭,১৭,০০০ গাঁট পাট আমদানী হইয়াছিল। ১৯৪১ সালের ১লা জুলাই হইতে ৬ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতা ও চট্টগ্রাম হইতে মোট ৭,৯৪,০০০ গাঁট পাট বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে এই সময়ে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৪,১৩,০০০ গাঁট।

———

আর্জ্জেণ্টাইন সরকারের ব্যবস্থা

একটি বিশেষ ঘোষণা দ্বারা আর্জ্জেণ্টাইন সরকার জানাইয়াছেন যে, দেশে যে সকল পাটের বস্তা ও ক্যানভাস মজুত রহিয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে যাহা আমদানী হইবে এবং অক্টোবর মাসে যে সকল নূতন আর্জ্জেণ্টাইন প্রেরিত হইবে, সরকার বর্ত্তমান বৎসরের শস্যের জন্য একচেটিয়াভাবে তাহা বিলি করিবেন। রাজধানীর অধীনে গঠিত বিভিন্ন কমিটি এই ব্যবস্থার তদারক করিবেন। পুরাতন দর বহাল থাকিলেও এইরূপ স্থলে ব্যয় বাবদে প্রতি থলিয়ার জন্য দেড় সেণ্টাভো (আর্জ্জেণ্টাইনের মুদ্রা) অতিরিক্ত দিতে হইবে। আর্জ্জেণ্টাইনে উৎপন্ন শস্য কতক পরিমাণে বিনষ্ট হওয়ায় গত অক্টোবর মাসের মজুত থলিয়াই বর্ত্তমান বৎসরের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে।

ব্রিটিশ সমর-পরিষদ

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী মিঃ চার্চ্চিল কমন্স সভায় যুদ্ধ সম্পর্কে দুইদিনব্যাপী বিতর্ক আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই সমর সভার বদবদল করিবার ও উহার বর্ত্তমান আকার হ্রাস করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হইতেছে। নিম্নলিখিতদের লইয়া বর্ত্তমান সময় পরিষদ গঠিত :—প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল, লর্ড প্রেসিডেণ্ট অব দি কাউন্সিল স্যার জন এণ্ডারসন, লর্ড প্রিভিসীল, মিঃ এটলী, উৎপাদন সচিব—লর্ড বীভারব্রুক, শ্রম সচিব—মিঃ বেভিন, পররাষ্ট্র সচিব—মিঃ ইডেন, দপ্তর বিহীন মন্ত্রী—মিঃ গ্রীণ উড, অর্থ সচিব—স্যার কিংসলী উড এবং মধ্য প্রাচ্যের সচিব—ক্যাপ্টেন অলিভার লিটল টন। প্রধান মন্ত্রী ও দেশরক্ষা সচিবের পদ দ্বিধা-বিভক্ত করা যাইতে পারে না বলিয়া মিঃ চার্চ্চিল যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহার কোন দৃঢ় প্রতিবাদ হইবে বলিয়া মনে হয় না। তবে এরূপ মনে হয় যে, মিঃ চার্চ্চিল কমন্স সভার লীডার পদের দায়িত্ব ত্যাগ করিবেন। তদুপরি এরূপ অনুমিত হয় যে, সমর পরিষদের একজন বিশিষ্ট সদস্য হয়তো পার্লামেণ্ট ত্যাগ করিবেন। লর্ড বীভারব্রুক হয়তো কোন বিশেষ উদ্দেশ্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যাইবেন। ইহা মন্ত্রিসভায় তাহার মর্য্যাদার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। অন্যান্য রদবদলের মধ্যে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস কমন্স সভার লীডার এবং ক্যাপ্টেন অলিভার লিটলটন সহকারী দেশ-রক্ষা সচিব নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ এটলী সহকারী প্রধান মন্ত্রী থাকিবেন অথবা ঔপনিবেশিক সচিব নিযুক্ত হইবেন।

———

করাচী হইতে লোক অপসারণ

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী সুদূর প্রাচ্যের অবস্থায় সিন্ধ সরকার ফরাসী সহর হইতে ৪৫ মাইল দূরস্থ টাটা সহরে করাচী সহরের লোক অপসারণের জন্য ব্যবস্থা করিতেছেন। জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য তথায় কূপ সমূহ খনন করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট টাটা মিউনিসপ্যালিটির কর্ত্তৃত্ব তাঁহারা নিজেদের হাতে লইয়াছেন। আশ্রয়প্রার্থীদের সম্পর্কে ব্যবস্থা করিবার জন্য একজন স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন।

———

তাড়াতাড়ি পরীক্ষা শেষ করিবার নির্দ্দেশ

সিন্ধুর শিক্ষামন্ত্রী পীর ইলাহীবক্স করাচীর সমুদয় মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্ত্তৃপক্ষকে তাঁহার অফিসে আহ্বান করিয়াছেন এবং ছাত্র ছাত্রীরা যাহাতে তাহাদের অভিভাবকদের সহিত করাচী ত্যাগ করিতে পারে তদুদ্দেশ্যে গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী হইতে আগামী ৫ই মার্চ্চের মধ্যে বার্ষিক পরীক্ষা আরম্ভ ও শেষ করিবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

ছাত্র-ছাত্রীদিগকে ঐ সময়ের মধ্যে বিদায় করিয়া দেওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্টও আদেশ জারী করিয়াছেন।

———

সিমলায় তুষারপাত

গত ২১শ ফেব্রুয়ারী ৪৮ ঘণ্টাকাল অবিরাম বৃষ্টি হইবার পর সিমলায় তুষারপাত হইয়াছে। এই মরশুমে ইতিপূর্ব্বে আরও দুইবার তুষারপাত হইয়া গিয়াছে।

প্রায় অর্দ্ধফুট পরিমিত তুষার জমিয়া গিয়াছিল। তারু শিখর শুভ্র তুষারে ঢাকিয়া রহিয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী' টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৬শ বর্ষ | ২৭ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৬ই ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪২, শনিবার | ২৯০তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ গোবিন্দ, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৫।

শ্রীগৌরধাম ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

(২)

——:০:)*(:০:——

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌরধাম শ্রীনবদ্বীপকে নবধা ভক্তির পীঠ এবং কর্ম্ম-জ্ঞান যোগাদিকে সেই নবধা ভক্তির সেবা-প্রতীক্ষাকারী কিঙ্কররূপে বর্ণন করিয়াছেন। যাহারা বহির্ম্মুখ, তাহাদিগকে শাস্ত্র দুষ্টমতি প্রদান করিয়া থাকেন, আবার শিষ্টজনকে কৃষ্ণরতি দান করেন। শাস্ত্র পড়িয়াও অনেকে শ্রীগৌরধামের প্রতি বিশ্বাসী বা শ্রদ্ধালু হইতে পারেন না,—

"নবদ্বীপে নবধা ভক্তির অধিষ্ঠান।
ভক্তিকে সেবয়ে সদা কর্ম্ম আর জ্ঞান॥
বহির্ম্মুখ জনে শাস্ত্র দেয় দুষ্টমতি।
শিষ্টজনে সেই শাস্ত্র দেয় কৃষ্ণরতি॥

(শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌরধাম ও ব্রজধামে কি লীলা-বৈচিত্র্য দর্শন করিতেন, তাহাও তাঁহার কৃপায় তাঁহার সাহিত্যের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,—নবদ্বীপ-মণ্ডল, ব্রজ-মণ্ডল এবং গোলোক—একই অখণ্ড তত্ত্ব, কেবল প্রেমবৈচিত্র্যগত অনন্ত ভাব-বিশেষে উদিত হইয়া বিবিধ হইয়াছেন।"—(ব্রহ্মসংহিতা)

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে গোলোকের মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য-প্রকোষ্ঠরূপ ব্রজ এবং নবদ্বীপধামের স্বরূপ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

"এই নবদ্বীপ হয় সর্ব্বধাম সার।
শ্রীবিরজা-ব্রজধাম-আদি হ'য়ে পার॥
বৈকুণ্ঠের পর শ্বেতদ্বীপ শ্রীগোলোক।
তদন্তে গোকুল বৃন্দাবন কৃষ্ণলোক॥
সেই লোক দুইভাবে হয় ত' প্রকাশ।
মাধুর্য্য ঔদার্য্য ভেদে রসের বিকাশ॥
মাধুর্য্যে ঔদার্য্য পূর্ণরূপে অবস্থিত।
ঔদার্য্যে মাধুর্য্য পূর্ণরূপেতে বিহিত॥
তথাপি যে প্রকাশে মাধুর্য্য প্রধান।
বৃন্দাবন বলি' তাহা জানে ভাগ্যবান্॥
যে প্রকাশে ঔদার্য্য প্রধান নিত্য হয়।
সেই নবদ্বীপধাম সর্ব্ববেদে কয়॥
বৃন্দাবনে নবদ্বীপে নাহি কিছু ভেদ।
রসের প্রকাশ ভেদে করয় প্রভেদ॥

(শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৪র্থ অঃ)

জৈবধর্ম্মে শ্রীল ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"'গোলোক', 'বৃন্দাবন' ও 'শ্বেতদ্বীপ'—এই তিনটি পরব্যোমের অন্তঃপুর। গোলোকে কৃষ্ণের স্বকীয় (স্বীয় স্বরূপশক্তিসহ) লীলা, বৃন্দাবনে পারকীয়-লীলা, শ্বেতদ্বীপে সেই লীলার পরিশিষ্ট। গোলোক, বৃন্দাবন ও শ্বেতদ্বীপে তত্ত্বভেদ নাই। শ্রীনবদ্বীপ বস্তুতঃ শ্বেতদ্বীপ হইয়াও বৃন্দাবন হইতে অভেদ।"

শ্রীনবদ্বীপ ঔদার্য্যময় ধাম কেন? তৎসম্বন্ধে ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র হইল উদয়।
নবদ্বীপ সর্ব্বতীর্থ-অবতংস হয়॥
অন্য তীর্থে অপরাধী দণ্ডের ভাজন
নবদ্বীপে অপরাধ সদাই মার্জ্জন॥
তা'র সাক্ষী জগাই মাধাই—দুই ভাই।
অপরাধ করি' পাইল চৈতন্য-নিতাই॥

—(শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য)

শ্রীগৌরধাম দর্শন করিবার চক্ষু কিরূপে লাভ করিতে হয়, তাহাও নদীয়াপ্রকাশ ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন। গৌরধামের কৃপা লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃপা লাভ করিতে হইবে। গৌরধামে নিত্য-বসতির সৌভাগ্য লাভ করিতে চাহিলে শ্রীভক্তিবিনোদের পাদপদ্মধামের সংলগ্ন রেণু হইতে হইবে। দেহে আত্মবুদ্ধি থাকিতে—মাংসদর্শন থাকিতে, ধামাত্মবুদ্ধি বা ধাম-দর্শন হয় না। নামদৃক্ই ধামের স্বরূপ দর্শন করিতে পারেন—এই কথাই ঠাকুর পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"যতদিন না ছাড়িবে প্রভুর ইচ্ছায়।
মায়িক শরীর, ততদিন তো তোমায়॥
না স্ফুরিবে পূর্ণরূপে এ ধামের ভাব।
তব বুদ্ধি না ছাড়িবে জাতীয় স্বভাব॥
ভাগবতী তনু পা'বে প্রভুর ইচ্ছায়।
অব্যাহত গতি তব হইবে হেথায়॥
জড়মায়াজাল আবরণ যা'বে দূরে।
অসীম আনন্দ পা'বে এই নিত্যপুরে॥

(শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ)

গৌরধামে কিভাবে হরিভজন হয়, তাহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গের ১০০-১০৮ সংখ্যক পদ্যাবলীতে আমাদিগকে জানাইয়াছেন। তাহার সারমর্ম্ম এই,—সকল আশা-ভরসা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র গৌরধামে অবস্থানপূর্ব্বক গৌরহরির ভজনই বিষয়-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের এবং শ্রীগৌরচরণ-প্রাপ্তির উপায়। মহাপ্রভুর কৃপা হইলে এই গৌরধামে মুক্তজন সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলা দর্শন করিতে পারেন। শুদ্ধভক্তগণ এই ধামে কৃষ্ণ কৈঙ্কর্য্য-মাধুর্য্যে সর্ব্বদা মগ্ন থাকিয়া জাগতিক অভাব, পীড়া ও সংসার-যাতনায় ক্লিষ্ট হন না, তাঁহারা সিদ্ধকাম ও শুদ্ধদেহ। গৌরধাম—অনন্ত তথায় জড় মায়া নাই। যে-পর্য্যন্ত জীবের মায়িক শরীর আছে সে-পর্য্যন্ত অতিশয় সতর্কতা অবলম্বন করিয়া সহিষ্ণুতা ও স্থৈর্য্যের সহিত শুদ্ধভক্তের সেবা-বিষয়ে শৈথিল্যভাব পোষণ না করিয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনাম যুগল-ভজন, শ্রীধাম, শ্রীনাম ও ভক্তকৃপা-ধাম এবং অসাধু-সংসর্গ হইতে সর্ব্বদা সাবধান হইয়া ভজন করিলে শ্রীধামের কৃপা লাভ হয়।

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরধামের কথা বর্ণন করিতে করিতে তাঁহার প্রিয়তম শ্রীরাধাকুণ্ডাভিন্ন শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ, শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ, স্বানন্দকুঞ্জেশ্বরী, অভীষ্ট স্বারসিকী সেবা-স্থিতি ও কৈঙ্কর্য্যের কথা বর্ণন করিয়া নিজস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। ঈশাক্ষেত্রে অবস্থানপূর্ব্বক ঈশানাথের সেবাই তাঁহার সাধ্য ও সাধন।

শ্রীল ঠাকুর শ্রীমায়াপুরের দক্ষিণাংশে জাহ্নবীর তটে সরস্বতী-সঙ্গমের সন্নিকটে 'ঈশোদ্যান' নামক এক উপবনের কথা তাঁহার শ্রীধাম গ্রন্থাবলীতে জানাইয়াছেন। সেই বনে ঠাকুরের রাধাকুণ্ডের মধ্যাহ্ন-লীলাস্মৃতির এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়,—

"মায়াপুর-দক্ষিণাংশে জাহ্নবীর তটে।
সরস্বতী-সঙ্গমের অতীব নিকটে॥
ঈশোদ্যান নাম উপবন সুখ স্বার।
সর্ব্বদা ভজনস্থান হউক আমার॥
যে বনে আমার প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
মধ্যাহ্নে করেন লীলা ল'য়ে ভক্তজন॥
বন-শোভা হেরি' রাধাকুণ্ড পড়ে মনে।
সে সব স্ফুরুক সদা আমার নয়নে॥

(শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ)

শ্রীগোদ্রুমবনেও ঠাকুরের শ্রীরাধাকুণ্ড-স্মৃতি উদ্দীপ্ত হইত। তাঁহার নিত্যলীলা-প্রবেশের কালে তাঁহাতে সেই স্বারসিকী সিদ্ধি সাক্ষাদ্ভাবে প্রকটিত হইয়াছিল—ইহা

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান জাপনে॥

মহাজন বাক্য শুনিয়াছি, ইহা এক অলৌকিক ব্যাপার। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, শ্রীগৌরধামের সর্ব্ববিধ বৈভব বিস্তারের জন্যই ধামেশ্বর শ্রীগৌরহরি শ্রীল প্রভুপাদকে জগতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাধাকৃপাভিন্ন শ্রীগৌরধামে তাঁহার এরূপ সেবোন্মুখ আবেশ পাওয়া যায়, —

"সেই গৌরাঙ্গচন্দন অদ্ভুতবাতাস।
কবে বা দাসের নাকে পাবে রাধারূপাসার॥"
(শ্রীনবদ্বীপশতক)

গৌরাঙ্গৈকগতি নদীয়া প্রকাশ ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ কিরূপ গৌরাবেশ সহিত তাঁহার জীবন সর্ব্বস্ব গৌরধামের নিকট কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন, গৌরধামের কৃপা কি, গৌরধামে বাসের প্রয়োজন কি, গৌরধামবাসীর দেহ কিরূপ, কাহার কৃপায় গৌরধামে বসতি হয়, তাহা তাঁহারই ভাষায় নিম্নে উদ্ধার করিয়া তাঁহার দাসানুদাসগণের কৃপাকণা যাচ্ঞা-পূর্ব্বক এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি,

'ঈশোদ্যান-সন্নিকটে নিজকুঞ্জে বাস'।
ভজিব যুগল বন শ্রীগৌরাঙ্গ-শশী॥
শ্রীরূপচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
এ ভক্তিবিনোদ মাগে নবদ্বীপ বাস॥
রূপ-রঘুনাথ পদে আকুতি করিয়া।
নিজাভীষ্ট সিদ্ধি মাগে ব্যাকুল হইয়া॥
নবদ্বীপ বৃন্দাবন-ক্ষেত্রবাসিগণ।
ঈশাক্ষেত্রে কর মোরে অচিরে স্থাপন॥
তোমাদের ক্ষেত্র এই, আমি মাত্র দাস।
তোমা সবা-সেবাচ্ছলে পাই ক্ষেত্রবাস॥
নবদ্বীপ, কর মোরে কৃপা বিতরণ।
তব কৃপা বিনা ক্ষেত্র লভে কোন্ জন?
আমার যোগ্যতা নাহি না কর বিচার।
জাহ্নবা নিতাই আজ্ঞা করিয়াছি সার॥"
(শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ)

শ্রীগৌরধাম ও শ্রীল প্রভুপাদ

স্থান—শ্রীমহা-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর

(শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার ৩২শ বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা)

নদীয়া প্রকাশ শ্রীভক্তিবিনোদ

আজ হইতে একত্রিশ-বৎসর পূর্ব্বে পরমহংস ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপ-ধাম সেবা-কার্য্যের লীলাভিনয় করিয়া তাঁহার অনুগত দাস-গণের দ্বারা তাদৃশ সেবা-কার্য্যের বিধি শিক্ষা দিয়াছিলেন। আমরা নিতান্ত অযোগ্য হইয়াও তাঁহার আচরণ অনুসরণ করাকে আমাদের 'সৌভাগ্য' বলিয়াই মনে করিতেছি। ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা ও শ্রীধাম-মায়াপুর সম্বন্ধে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, সেই সেবার প্রতিকূলে কোন বিচার হইতে পারে, এমন কোন কথা নাই। আমরা তাঁহার সেবার অনুসরণ করিয়া কৃতার্থ হইতে বাসনা করি, আমরা নিতান্ত অযোগ্য হইলেও হৃদয়ে বিপুল বাসনা পোষণ করি।

'শ্রীধামে বাস' কাহাকে বলে?

পূর্ব্বে শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে শুনিয়াছিলাম যে, যদি আমরা শ্রীধামে অবস্থিত হইয়া শ্রীধামের ভজন করি, শ্রীধামোৎপন্ন বস্তুর দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি, তাহা হইলে আমাদের জীবন ভক্তির অনুকূল চেষ্টা-বিশিষ্ট হয়। 'মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে'—হরিসেবা-চেষ্টাবিহীন স্থূল বিলাস-বৈভবে মত্ত না হইয়া যদি শ্রীধামে বাস করি, নিরন্তর শ্রীনাম মুখে উচ্চারণ করি, হরিভজন করি, তাহা হইলে অচিরেই শ্রীগৌর ও শ্রীগৌর জনের কৃপা লাভ করিতে পারিব। শ্রীগুরুদেবের এই-সকল উপদেশ তখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই, মনে করিয়াছিলাম—'শ্রীধামে বাস বা শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্য গ্রহণ করিলে শ্রীধামে ভোগবুদ্ধি উপস্থিত হইবে', ভাবিয়াছিলাম—'শ্রীধামে ভোগবুদ্ধি করিয়া কিপ্রকারে ভজনে পারদর্শিতা লাভ করিব?' মনে করিয়াছিলাম,—'শ্রীধামের সেবা প্রভৃতি ক্রয়বিক্রয় করিতে গিয়া বিষয়ীর ন্যায় বিষয়-কার্য্যেই লিপ্ত হইয়া পড়িব।' বর্ত্তমান সময়ে সেবার নিতান্ত অযোগ্য হইলেও যাহাকে 'মায়ার ব্রহ্মাণ্ড' বলে, সেই কলিকাতা নগরীতে শ্রীধামের সেবা বুদ্ধিতেই সেই স্থানে যাইবার বুদ্ধি করিয়াছিলাম। এই অপবিত্র শরীর লইয়া শ্রীধামের রঙ্গে গড়াগড়ি দিবার যোগ্যতা হইল না! আবার, কিরূপে শ্রীধামের সেবা পরিত্যাগ ও শ্রীধাম হইতে অন্যত্র গমন করিব, তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারি না! শ্রীধামের সেবা করিবার জন্যই শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় অন্যত্র উপস্থিত হইলাম। বিলাসবৈভবে মত্ত হইবার জন্য বা বিষয়কার্য্যে লিপ্ত হইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার অযোগ্য সেবককে অন্যত্র আনয়ন করেন নাই,—ইহাই আমার দৃঢ় ধারণা। শ্রীধামের কিরণ প্রতিভাত—কিরণোদ্ভাসিত-জ্ঞানেই আমি অন্যত্র বাস করি। যাঁহারা বহুমূর্ত্তিতে আমাকে কৃপা করেন, তাঁহারা শ্রীধামের কথা, বিষ্ণুতীর্থের কথা, চিন্ময় ভগবদ্ধামের কথা যেস্থানে অবস্থিত হইয়া নিরন্তর কীর্ত্তন করেন, আলোচনা করেন, সেইসকল স্থানকে আমি শ্রীধাম ছাড়া অন্য কিছু বোধ করিতে পারি না। সেইসকল স্থান গৌড় মণ্ডলেরই অন্তর্গত শ্রীধাম-নবদ্বীপেরই চিদ্বিলাস ক্ষেত্র।

সর্ব্বত্র বিষ্ণুসন্ধি বৈষ্ণব-ধাম দর্শন

শাস্ত্র-তন্ত্র বলিয়া থাকেন,—

"একস্ত মহতঃ স্রষ্টুর্দ্বিতীয়ঃ ত্রিষ্বসংস্থিতঃ।
ত্রীণ্যেব সন্তি তস্যাস্থা স্থানান্যাত্মবিমুক্তয়ে॥"

সেই ব্যষ্টিবিষ্ণু ক্ষীরোদশায়ী, সমষ্টিবিষ্ণু গর্ভোদশায়ী ও মহদ্ভূতের স্রষ্টা কারণোদশায়ী বিষ্ণুর অভিজ্ঞান এবং তাঁহাদের আবাস-ভূমিকা যাঁহাদের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছে, তাঁহারা যে-স্থানে বাস করেন, সেই সেই স্থানই শ্রীধাম ও শ্রীপীঠ। কিন্তু আমি নিতান্ত সেবাবিমুখ, তাই বঞ্চিত হইয়াছি।—আমি মায়ার ব্রহ্মাণ্ডের কলিকাতা-মহানগরীতে আছি। আবার কিরূপেই বা বঞ্চিত হইয়াছি, তাহাও বুঝিতে পারি না! আমার এরূপ উদ্দেশ্য নহে যে, নিজ-সুখ স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য অন্যত্র বাস করি, পরন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা-প্রাকট্য বিধানই উদ্দেশ্য

ভুলে কে গোলোক-দর্শন

কলিকাতা-মহানগরীও কিন্তু শ্রীগৌড়-মণ্ডলের বহির্ভূত স্থান নহে। শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ-পার্ষদ শ্রীভাগবতাচার্য্য প্রভুর সেবা-ভূমি ও সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের পদাঙ্কিত বিহারভূমি 'বরাহনগর' এই কলিকাতা-মহানগরীরই এক অংশ। শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর 'শ্যামমঞ্জরী'-নাম্নী সখীই শ্রীগৌরাবতারে শ্রীভাগবতাচার্য্য প্রভু। বরাহনগর শ্রীগৌড়-মণ্ডলের সেই অংশ,—যে-স্থানে শ্রীশ্যামমঞ্জরীর কুঞ্জ শ্রীগৌরাঙ্গকল্পা শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা হয়। যাঁহাদিগের সাময়িক প্রতীতি বিদূরিত হইয়াছে, তাঁহারা ভোগিকর্ম্মীর নিকট ভোগ-ভূমিরূপে প্রতীত কলিকাতা মহানগরীতে বাস করিয়াও বহু বিশুদ্ধসেবা পর স্বজনের সহিত শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর প্রিয়সখী শ্যামমঞ্জরীর চিন্ময় কুঞ্জে কৃষ্ণকীর্ত্তন নিরন্তর মগ্ন।

শ্রীধাম-মায়াপুর ও শ্রীনবদ্বীপের তত্ত্ব

এজন্যই ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন —

'শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি যে বা জানে চিন্তামণি,
তা'র হয় ব্রজভূমে বাস

শ্রীধামের প্রভা, কিরণ, প্রতিফলন—শ্রীধামই। মহা-বিষ্ণুত্রয়ের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র—প্রত্যেক জীবহৃদয়, প্রত্যেক পরমাণু, সুতরাং সর্ব্বত্রই শ্রীধাম। সেই অপ্রাকৃত শ্রীধামের কেন্দ্র স্থল শ্রীমায়াপুর—ব্রহ্মার হৃদয়। ব্রহ্মা এই স্থানে শ্রীগৌরকৃষ্ণের তপস্যা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার হৃদয়ে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই নিখিলকুহক পরম সত্য—তাহাই বিজ্ঞান-সমন্বিত রহস্য ও তদঙ্গযুক্ত পরম-ভগবজ্জ্ঞান—তাহাই 'বেদান্ত' বা 'ব্রহ্মসূত্র', সূত্রের যে ব্যাখ্যা ভাগবিরোধি সম্প্রদায় অন্যপ্রকারে করিয়াছেন, সেই ব্যাখ্যা সবিশিষ্ট হইলেই শ্রীল শ্রীধাম অর্থাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তি। শ্রীগৌরসুন্দরের পত্নী—শ্রী, ভূ ও লীলা বা দুর্গা। শ্রী-হৃৎকমলা, গৌর নাভি দেশে দক্ষিণ পার্শ্বে বিরাজমানা, প্রেম-ভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বামপার্শ্বে শোভিতা এবং লীলা বা দুর্গা-শক্তি ধাম স্বরূপিণী হইয়া সম্বন্ধজ্ঞান প্রতিপাদ্য লীলা-পুরুষোত্তমের পাদপদ্মালিঙ্গিতা।

শ্রীনামাশ্রিত সিদ্ধের প্রতীতি

শ্রীনামের স্ফূর্ত্তি শ্রীধামের স্ফূর্ত্তির সহিত প্রকটিত।

"অন্যের হৃদয় বন, মোর মন—বৃন্দাবন,
মনে বনে 'এক' করি জানি
তাহে তোমার পদদ্বয় করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণকৃপা মানি॥"

যে-দিন গুরুকৃপা হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, সেই দিন অন্যরকম দেখি,—

"যেদিন গৃহে ভজন দেখি,
গৃহেতে গোলোক ভায়।"

সর্ব্বত্র স্বীয় গুরুদেবের বৈভব-বিলাস-দর্শন

মায়ার ব্রহ্মাণ্ড কলিকাতা-নগরীতে বাস করিয়াও যখন গৌড়ীয়মঠে প্রতি হৃদয়েই শ্রীগুরুদেবের লীলা বৈচিত্র্য দেখি, তাহাতে মনে হয় না যে, অচিৎ মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে বাস করিতেছি। তাঁহাদের কীর্ত্তনমুখে চিদ্বিলাসের বিচার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট না হইলেই মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণাত্মিকা-বৃত্তিদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া থাকে। শ্রীগুরুদেব আমাকে আদেশ করিয়াছেন—'মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে যাইও না।' আমি বিধিবাধ্য হইয়া তাঁহার সেই আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য। কিন্তু অপার করুণার সাগর শ্রীগুরুদেব আমাকে বহুমূর্ত্তিতে কৃপা করেন—বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন—শ্রীধামের স্বরূপ প্রকাশ করেন। সুতরাং আমার ন্যায় হরিবিমুখের হৃদয়েও যে শ্রীধামস্বরূপ একেবারেই প্রতিফলিত হয় না, তাহাও নহে। সশাস্ত্রক শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা প্রচার, বিধিরাজ্যের শ্রী-ভূ-লীলা-পরিবেষ্টিত শ্রীগৌর-নারায়ণেরই পূজা-দ্বারা অন্তরঙ্গ-সেবাধিকার লাভ করিবার সুযোগ এবং আমার গুরুবর্গের সেবোন্মুখী জিহ্বা হইতে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-শ্রবণ প্রভৃতি শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছা-ক্রমেই সাধিত হইতেছে।

স্ব-সৌভাগ্য-প্রখ্যাপন

আমাতে হরিবিমুখ বৃত্তি থাকিলেও আমি বড়ই সৌভাগ্যবান্। জন্মের প্রারম্ভেই শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের গৃহে আমি ভাস্করালোক দর্শন করিয়াছিলাম, জন্মের পূর্ব্ব হইতেই হরিকথা—বৈকুণ্ঠকথা শ্রবণ করিবার অধিকার হইয়াছিল। আমার কি সৌভাগ্য!—আমার সমগ্র জীবনেই হরিকথা শ্রবণ করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য হইয়াছে।—হরিকথাকে কোনও দিনও 'বিষয়-কথা' বলিয়া জ্ঞান করিতে পারি নাই।

শ্রীধাম-প্রদর্শক মূলপুরুষদ্বয় শ্রীজগন্নাথ ও তদনুগ শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীধাম প্রচারিণী সভার হিতৈষিবর্গ আজ বহুভাবে শ্রীধামের সেবা ও শ্রীধামের প্রচার করিতেছেন। এই শ্রীধাম-সেবা-প্রকটের মূলপুরুষ বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ। এই স্থান সেই মহাজনেরই প্রদর্শিত ভূমি। তিনি এই স্থানই দেখাইয়া দিয়া বলিয়াছেন,—'ইহাই অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর।' তাঁহার অনুগত দাসাভিমানী ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ তদনুসারেই শ্রীধামসেবার লীলা-অভিনয় করিয়াছেন।

অদ্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সত্য বস্তু শ্রীধামের প্রচার

এই ধামের বিদ্বেষিগণের প্রতিকূল আচরণের ফলে জগতের সমস্ত জীব ক্রমশঃ

যদ্যপি আমার গুরু চেতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

এই শ্রীধামের নিত্যত্ব ও মাহাত্ম্য জানিতে পারিবেন। সর্ব্বত্রই সত্যবিষয়ের দ্বিবিধ প্রচারক—অনুকূল ও প্রতিকূল। ভগবদনুমোদিত পঞ্চরসের রসিক ব্রজবাসিগণই ভগবানের অনুকূল সেবার প্রচারক, আর অঘ, বক পুতনা, কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি—কৃষ্ণের প্রতিকূল প্রচারক। শ্রীধামের বিরুদ্ধে এই-সকল অঘ-বক পুতনাদির প্রচার শ্রীধামের মাহাত্ম্যই বিস্তার করিবে, অঘ বক ও পুতনাগণ শ্রীকৃষ্ণকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহাকে বিনাশ করিতে পারে নাই, ব্যতিরেকভাবে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যই প্রচার করিয়াছে। স্বার্থান্ধ শ্রীধামবিদ্বেষিগণও তদ্রূপ নিত্য চিন্ময় ধামের কখনও বিনাশ করিতে পারিবে না, কেন-না উহা বিনাশযোগ্য বস্তুই যে নহে। পরন্তু ব্যতিরেক ভাবে শ্রীধাম-প্রচারের সহায়তাই করিবে।

শ্রীধামবিদ্বেষিগণের গতি ও পরিণাম

বিষ্ণুবিদ্বেষী অসুরগণ যেরূপ নির্ব্বিশেষ গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীধাম-বিদ্বেষিগণ নির্ব্বিশেষ অবস্থা লাভ করিবে, তাহাদের কোনও কথা থাকিবে না। ছন্নাবতারি-শ্রীগৌরসুন্দরের শুদ্ধকথা ও তদ্রূপ-বৈভব শ্রীধামের বিরুদ্ধে প্রচারকারী বিরোধিকুল অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, যেহেতু শ্রীগৌরকৃষ্ণ—নিত্য, তাঁহার ধাম-নিত্য, তাঁহার নাম—নিত্য, তাঁহার দাম নিত্য।

যাঁহারা শ্রীভগবানের কালের সেবা করিতেছেন, শ্রীনামের সেবা করিতেছেন, শ্রীধামের সেবা করিতেছেন এবং নামীর সহিত শ্রীভূ-লীলাশক্তিত্রয়ের সেবা করিতেছেন, তাঁহাদিগের চরণে আমার অসংখ্য প্রণাম।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ॥

———

শ্রীগৌরধাম ও শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা

স্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর

তারিখ—১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৬৮, শুক্রবার

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং
তং নতোঽস্মি।

উক্তপুরী মথুরার অন্তর্গত উদাহা এই নদীয়া—করুণা (করুণাময়ী)। শ্রীবৃন্দাবন-অভিন্ন এই শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দরের যুগপৎ প্রকটাপ্রকট প্রকাশ নিত্য। সধাম পার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট প্রকাশ অর্থাৎ লোক-লোচনের গোচরীভূতভাবে প্রবর্তনটী বদ্ধ-জীবের প্রতি অমন্দোদয়া করুণার নিদর্শন, শুধু বদ্ধজীবের পক্ষেই বা বলি কেন—মুক্তগণের প্রতিও অপার করুণা। এই 'ধাম' প্রকৃতির বিক্রম বা প্রাকৃত দেশকালপাত্রের দোষ বিলুপ্ত, ক্ষতগ্রস্ত বা পরিভূত হন না। কৃষ্ণলোক মথুরা ও দ্বারকাও এইভাবে নিত্যত্বের ও অপ্রাকৃতত্বের প্রমাণস্বরূপ স্বীয় অধিষ্ঠানকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।—

"দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং
সমুদ্রোঽপ্লাবয়ৎ ক্ষণাৎ।
বর্জ্জয়িত্বা মহারাজ শ্রীমদ্ভগবদালয়ম্॥
নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ।
স্মৃত্যাশেষাশুভহরং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্

(ভাঃ ১১।৩১।২৩-২৪)

শ্রীশুকদেব শ্রীপরীক্ষিৎকে কহিলেন,—"হে মহারাজ! শ্রীহরি দ্বারকাপুরী পরিত্যাগ করিলে সমুদ্র কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের নিবাসস্থলী ব্যতীত সমগ্র পুরীকে ক্ষণকালের মধ্যে প্লাবিত করিয়াছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাস্থ নিজ মন্দিরে নিত্যকাল বিরাজমান রহিয়াছেন। উক্ত ভগবদ্গৃহের স্মরণমাত্রেই মানবগণের সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন বিনষ্ট হইয়া পরম-মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে।

ভগবান্ গৌরকৃষ্ণ নিত্য এস্থানে বিরাজমান আছেন। তিনি ব্রজবাসিগণের অন্তরে-বাহিরে নিত্যপ্রকট দিব্য সচ্চিদানন্দরূপবান্ স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তমরূপে বিরাজমান। সেই পরমাদ্ভুত চিদ্বিলাসী স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির বলে প্রপঞ্চে চিদ্বিলাসের প্রাকট্য বিস্তার করিয়াছেন—বিপ্রলম্ভভাববিভাবিত হইয়া নিজেই নিজের ভজন বা সেবারহস্য প্রকাশ করিবার জন্য। এই পরমৌদার্য্যের প্রকাশ যেস্থানে করিলেন, সেই এই ধাম 'নদীয়া'—করুণা। নির্গুণ শ্রীগৌরসুন্দর ধামসহ এই প্রপঞ্চে প্রকাশিত হইয়া এই পৃথিবীকে ধন্য করিলেন। তিনি পৃথিবীর গুণের দ্বারা প্রাকৃত, হেয়, অনুপাদেয়-ধর্ম্মযুক্ত হইয়া যান নাই,—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥

(ভাঃ ১।১১।৩৮)

—'পদ্ম' যেমন জল স্পর্শ করিয়া থাকে, কিন্তু জলদ্বারা মিশ্রভাবযুক্ত না হইয়া—আবৃত না হইয়া সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকে, তদ্রূপ। কিন্তু বহির্ম্মুখ বা পরাগ্দৃষ্টিসম্পন্ন বদ্ধজীবগণের বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যরূপে যে স্থান গোচরীভূত হয়, তাহা চিদ্বিলাসহ বিরুত, হেয়, জড়জগৎ। তাহাদের নিকট ধাম নিজস্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন না—মায়া আবরণ বা জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন। সেই জালের উপরিভাগে ভোক্তৃ অভিমানী জীব মনে করিতেছে—'আমরা ধামবাস করিতেছি।' যে সৌভাগ্যবান্ জীবের উপর শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপা বর্ষিত হয়, তাঁহার আর ঐ জাল, আবরণ বা বাধা থাকে না, মায়া আবরণ সংবরণ করেন। এই সুদর্শন লাভ হয় একমাত্র শ্রীগুরুদেব বা শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায়—শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ঠাকুর ও শ্রীশ্রীশচীমাতার কৃপাবলে। তখন ক্ষিতি-অপ্-তেজো-মরুদ্-ব্যোমাদি সন্ধিনী-শক্তির বৈচিত্র্যরূপ প্রকট অনুকূলভাবে গৌরকৃষ্ণ-সেবার পোষক ভাবসম্বন্ধী সেবারূপে মুক্তগণের দ্বারা সেবিত হন। তখন আর এইসকল বস্তু মোহগ্রস্ত করিয়া আমাদিগকে বঞ্চনা বা প্রতারণা করে না। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অমায়ায় কৃপা হইলে তবে "আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত বিষয়সমূহ সকলি মাধব।"—এই বিচার নিষ্কপট সেবোন্মুখ জীবের হৃদয়ে স্থান পায়।

জড় অহঙ্কার বা দম্ভই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপালাভের পথে বাধা বা অন্তরায়। দম্ভের লেশমাত্র থাকিলে অর্থাৎ তৃণটুকুর যে দম্ভ আছে, ততটুকু পরিমাণ দম্ভ থাকিলেও স্বরূপ-দর্শন, শ্রীনন্দযশোদার বা শ্রীশচীজগন্নাথ মিশ্রের আনুগত্য হয় না। 'পুরুষ বা স্ত্রী'—এইসমস্ত অভিমান থাকিলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য বা তাঁহাদিগের সহিত সম্বন্ধ হয় না।

'তৃণাদপি-সুনীচেন'—এই শ্লোকেই শ্রীচৈতন্যদেবের সমস্ত শিক্ষার সার নিহিত আছে। ঐ গুণ বা ধর্ম্মচতুষ্টয় অর্থাৎ সুনীচত্ব, সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও মানদত্বই জীব স্বরূপের ধর্ম্ম। সহজভাবে এই ধর্ম্ম-চতুষ্টয় যে সৌভাগ্যবান্ জীবে প্রকাশিত, তাঁহারই অপ্রাকৃত চক্ষু, কর্ণ ও হৃদয়ে অপ্রাকৃত গোকুল-মহামহোৎসব বা শ্রীনদীয়া-প্রকাশ শ্রীশচীনন্দনের নিত্য নৃত্যকীর্ত্তন-গীত বাদিত্র প্রকটিত হয়। তখনই "অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরারায়। কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥"—এই বাণীর সত্যতা উপলব্ধি হয়। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর এই শ্রীশ্রীযোগপীঠ—শচীর ভবনে সপার্ষদে বিরাজমান আছেন। শ্রীবাস কীর্ত্তনে, শ্রীশচীর প্রাঙ্গণে, নিত্যানন্দের নর্ত্তনে ও রাঘব-ভবনে মহাপ্রভুর সর্ব্বদা আবির্ভাব আছে,—

"শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ নর্ত্তনে।
শ্রীবাস কীর্ত্তনে আর রাঘব ভবনে॥
এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা আবির্ভাব।
প্রেমাবিষ্ট হয় প্রভুর সহজ স্বভাব॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য, ২।৩৪-৩৫)

শ্রীশচীদেবী ও শ্রীজগন্নাথ মিশ্র নদীয়াবাসিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের সেবায় আকৃষ্ট শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমায়াপুর হইতে এক পদও কোথাও যান না। শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীধাম অভিন্নতত্ত্ব। অপ্রাকৃত ধামের অনুগত হইলেই তিনি কৃপা করিয়া তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপ দেখাইবেন। এখানের তৃণ গুল্ম, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা সমস্তই নিত্য চিন্ময় বস্তু—সচ্চিদানন্দময়—গৌরসুন্দরের লীলাবৈচিত্র্যের পুষ্টিকারক। তখন—

"যৎকিঞ্চিৎ তৃণগুল্মকীকটমুখং
গোষ্ঠে সমস্তং হি তৎ
সর্ব্বানন্দময়ং মুকুন্দদয়িতং লীলানুকূলং পরম্।
শাস্ত্রৈরেব মুহুর্মুহুঃ স্ফুটমিদং নিষ্টঙ্কিতং যাচ্ঞয়া
ব্রহ্মাদেরপি সস্পৃহং তদিদং
সর্ব্বং ময়া বন্দ্যতে॥"

—এই বিচারে এখানকার তৃণ, বৃক্ষ ও ধূলিতে জড়বুদ্ধি হইবে না, ইঁহাদের অপ্রাকৃতত্ব বা সেব্যত্ব হৃদয়ে সহজভাবে প্রকাশিত হইবে; তখন ব্রহ্মা, উদ্ধব প্রভৃতি ভক্তগণেরও বন্দ্য এই যোগমায়াপুরের কল্পপাদপ, তৃণ ও ধূলির নিকট প্রণত ও প্রপন্ন হইয়া আমরা কৃপা ভিক্ষা করিতে করিতে নিজেকে অপ্রাকৃত চিদ্ বালির কণা, লোষ্ট্র বা দারুরূপে আশ্রয়-বিগ্রহ সন্নিধানে নিয়োজিত হইব—বিপ্রলম্ভ-বিভাবিত সেবাচেষ্টায় সর্ব্বদা তদুন্মুখ হইতে থাকিব। শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপায় জীবের এই সৌভাগ্যের উদয় হয়। নিষ্কপট জীব যে কালে এই গৌরধাম আশ্রয় করিয়া শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের পদাশ্রিত হইয়া নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা দীন, হীন, নীচ ও পতিতজ্ঞানে সর্ব্বক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে [illegible] দৈন্যাতি-উৎকণ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে সম্বোধনপূর্ব্বক শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নিকট কৃপা প্রার্থনা করেন, তৎকালে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপাদৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয় এবং তাঁহার সংসার-বিষয়বাসনা তুচ্ছ হয় এবং চিত্ত শুদ্ধ হয়। বিশুদ্ধচিত্তে শ্রীদেবকী-বসুদেবের বা শ্রীশচী-জগন্নাথের হৃদয়ে শ্রীগৌরনারায়ণের নিত্য প্রাকট্য হয়।

———

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

যিনি নবীননীরদমালা-বিলোকনে কৃষ্ণ-উদ্দীপনে উন্মত্ত হন, যিনি মধুরাশ্রিত-দর্শনে একান্ত অধীর হইয়া উঠেন, যাঁহার অকৃত্রিম গুঞ্জাবলী-দর্শনে তাঁহার শরীর বিকম্পিত হয়, যিনি শ্যামকিশোর-পুলিন দর্শনে কৃষ্ণপ্রেম [illegible] এবং এইরূপে যিনি সর্ব্বত্র স্ফূর্ত্তি প্রচার করিয়াছেন, সেই গৌরহরি তোমাদিগকে পালন করুন॥ ১৪॥

যিনি [illegible], যিনি সন্ধ্যাকালীন [illegible] বলেন, [illegible], [illegible] এবং [illegible] চতুর্দ্দিকে [illegible] শ্রীচৈতন্যচন্দ্র তোমাদের হৃদয়াকাশে উদিত হউন॥ ১৫॥

যাঁহার [illegible] ১৬॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	
" " ইঞ্চি	২৲	১/৬॥	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	
" সিকি কলম	১৫৲	
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "
প্রতি সংখ্যা ৫৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীবিদ্যানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

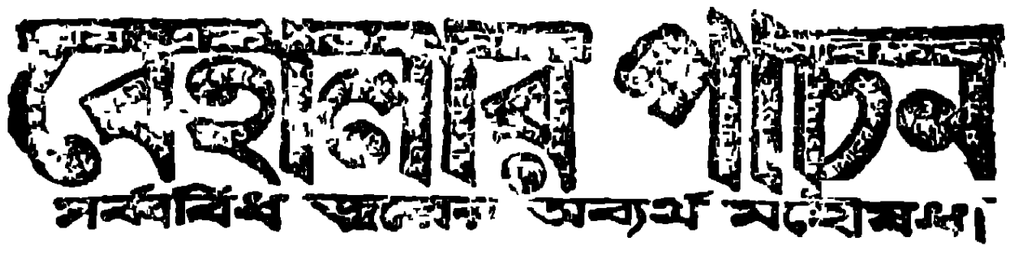

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। এবার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অমব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উ টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখের একটি সংবাদে প্রকাশ, কলিকাতা ও সহরতলীর জনসাধারণের প্রাণরক্ষার উদ্দেশ্যে বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দ্রুতগতিতে সম্পূর্ণ করা হইতেছে।

কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী এবং ২৪ পরগণায় মোট ৭৬৫৩১০ ফুট লম্বা স্লিট ট্রেঞ্চ খনন করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সরকারী দালানসমূহ জনসাধারণের আশ্রয়স্থল হিসাবে চিহ্নিত করিয়া রাখিবার প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন।

কলিকাতায় বিমান আক্রমণ হইলে জনসাধারণকে সাহায্য দান করিবার জন্য যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইয়াছে, এই সপ্তাহের শেষ হইতে তদনুযায়ী কার্য্য করিবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইবে। কলিকাতার বাহিরে এই ব্যবস্থা এই মাসের শেষে সম্পূর্ণ হইবে। কলিকাতার বাহিরে প্রত্যেক সাহায্য কেন্দ্রে সাত দিনের জন্য আহার্য্য পাওয়া যাইবে—এইরূপ ধরিয়া লইয়া গবর্ণমেণ্ট কাজ করিতেছেন। এই কার্য্যে জেলাবোর্ডসমূহের সহযোগিতা পাওয়া যাইতেছে।

বাঙ্গলাদেশে সেচ-ব্যবস্থা

বাঙ্গলা সরকারের পূর্ত্ত বিভাগের সেচ শাখার ১৯৩৯-৪০ সালের একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, মধ্য ও পশ্চিম বাঙ্গলার কোন কোন অঞ্চলের বাহিরের সীমানা জরীপের কাজ সমাপ্ত হইয়াছে। আশা করা যায় যে, এই জরীপের ফলে যে তথ্যাদি পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা এরূপ কিছু কার্য্যকরী ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা যাইবে, যাহা বাঙ্গলার উন্নয়ন আইনের উপযোগী এবং লাভজনক হইবে। বর্দ্ধমান, হুগলী এবং হাওড়া জেলার আনুমানিক ৯১৬ বর্গ মাইল জমির সেচ কার্য্য ও জমির বিধৌত করার প্রস্তাব উক্ত পরিকল্পনার অন্যতম এবং উহার খস্‌ড়া তৈরী হইয়া গিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে তিনটি সার্কেল, ১১ ডিভিশন এবং ২৮টি সাবডিভিশন লইয়া স্থায়ীভাবে বিভাগটির বিস্তৃতি ও নূতন করিয়া সংগঠন করিবার প্রস্তাব মঞ্জুর হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে মূল হিসাবে মোট খরচ হইয়াছে ১৫,০৮০৲ টাকা। রাজস্ব হিসাবে খরচের পরিমাণ ৩৪,১৭,২৪৭৲ টাকা। রাজস্ব হিসাবে মোট পাওয়া গিয়াছে ১৩,৫৯,৩০২৲ টাকা।

দামোদর, এদেন, বকবেশ্বর, মেদিনীপুর, শালবাঁধ, আমজার এবং কাসিয়ানল্লা খালের দ্বারা মোট ২,৩৪,৩৭৭ একর জমির সেচ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে।

দামোদর ক্যানেল অঞ্চলে ১০৬,০০৫ একর এবং মেদিনীপুর ক্যানেল অঞ্চলে ১১,০০ একর জমি বর্দ্ধিত হইয়াছে।

মাদ্রাজের রাজবন্দীগণ

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী মাদ্রাজের রাজবন্দীদের সম্পর্কে তদন্তের জন্য নিযুক্ত হাইকোর্টে জজ স্যার সিডনী বার্ণের সুপারিশ অনুযায়ী গবর্ণমেণ্ট আরও পাঁচজন রাজবন্দীকে বিনাসর্ত্তে মুক্তির আদেশ দিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে আরও চারজন রাজবন্দীকে বিনাসর্ত্তে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। আরও কুড়িজনকে, তন্মধ্যে কয়েকজন ছাত্রও আছে, কতকগুলি সর্ত্তসাপেক্ষভাবে মুক্তি দেওয়া হইবে। গবর্ণমেণ্ট দুইশত রাজবন্দীর মুক্তির প্রশ্ন সম্পর্কে বিবেচনা করিবেন। অপর রাজবন্দিগণ আটকই থাকিবেন।

মাদ্রাজে ছুটি সঙ্কোচ

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থা হিসাবে মাদ্রাজ সরকার গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী হইতে সরকারী ছুটির দিন নিম্নোক্তরূপ হ্রাস করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন:—

পোঙ্গল, সূর্য্য-গ্রহণ, ইষ্টার মাণ্ডে, ব্যাঙ্কের অর্দ্ধবার্ষিক হিসাব দিবস (১লা জুলাই), খৃষ্টপর্ব্ব (২৪, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ ও ৩১শে ডিসেম্বর), সম্রাটের জন্মদিন, শ্রীরাম-নবমী, মাসের শেষ শনিবারের আগের শনিবার, এম্পায়ার-ডে, চন্দ্র-গ্রহণ, মহরম ও খৃষ্টের পুনরুত্থান দিবস প্রভৃতির সরকার ছুটি বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বাঙ্গলার বর্ত্তমান বন্দী সংখ্যা

গত সোমবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ কে ফজলুল হক বলেন যে, রাজনৈতিক এবং নিরাপত্তা রক্ষার্থ আটক বন্দীদের মুক্তির প্রশ্ন সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

প্রধান মন্ত্রী জানান যে, গত জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় বন্দীদের সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ ছিল:—

১। সন্ত্রাসবাদী বন্দী ৬০
২। ভারতরক্ষা আইনে দণ্ডিত বন্দী ১১০
৩। ভারতরক্ষা আইনের ২১ (১) ধারা অনুসারে যাহাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে—
(১) নিরাপত্তা রক্ষার্থ আটক বন্দী—
(ক) সাধারণ ২৬৫
বিশেষ ১,১০৫
(খ) অন্যভাবে গতিরোধ নিয়ন্ত্রিত ২,০১১

প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, বর্ত্তমানে বাঙ্গলায় কোন আইন অমান্য আন্দোলনের বন্দী নাই।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সদ্যস্ত কল্যাণকল্পতরু

—•—

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ মন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

—•—

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। হরি সেবানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ মন্দির,
পো: শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব-সংখ্যা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক পত্রিকা

১৬শ বর্ষ | ৩০ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৫, ১৯শে ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৩রা মার্চ্চ, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার | ২৯১ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩০ গোবিন্দ, স্থাণু প্রত্যূষ, গৌরাব্দ ৪৫৫

শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাবের আগমনী-গীতি

—:০:(০):০:—

বিগত ১৯শে ফাল্গুন, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ—শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস-দিবস নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীযোগমায়াপুরে সমবেত ভক্তগণের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের শ্রীগৌরচন্দ্রিকা এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন,—

"শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠের প্রথম সীমায় 'ভক্তিবিজয়তে'—এই বাণীটি লিখিত থাকিবে, মধ্যে অবিদ্যা-হরণ-সারস্বত-নাট্যমন্দিরের নিকট 'সংকীর্ত্তনং বিজয়তেতরাম্'-বাণী লিখিত থাকিবে, আর সেই স্থানে প্রতিপদে চেতোদর্পণ-মার্জ্জন, প্রতিপদে ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণ, প্রতিপদে শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা বিতরণ, প্রতিপদে বিদ্যা-বধূ-জীবন, প্রতিপদে আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধন, প্রতিপদে পূর্ণামৃতাস্বাদন, প্রতিপদে সর্ব্বাত্ম-স্নপন—এই সপ্তজিহ্বাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনাগ্নির একটী কুণ্ড নিরন্তর প্রজ্বলিত থাকিবে, যেন শ্রীচৈতন্য মঠে মহাপ্রলয়েও সেই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনাগ্নি নির্ব্বাপিত না হয়, নিরন্তর যেন শ্রীচৈতন্যমঠ সংকীর্ত্তনাগ্নিতে প্রদীপ্ত থাকে, আর সেই কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনাগ্নিকুণ্ড হইতে কৃষ্ণনাম-মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিগণের সংস্কার এবং চৈত্য গৃহস্থগণের যাবতীয় সংস্কার সাধিত হইতে পারে, তাহা হইলেই প্রকৃত ব্রাহ্মণতা এবং গৃহমেধীর পরিবর্ত্তে পঠমেধী বা সঙ্কীর্ত্তন-মেধী সঞ্জীবিত থাকিবে।

শ্রীচৈতন্যমঠ ঈশোদ্যানকুঞ্জের নিকট লিখিত থাকিবে—'প্রেমা বিজয়তেতরাম্', এখানে কাম বা আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছার কোন গন্ধ থাকিবে না। শ্রীরাধাগোবিন্দের পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয়তর্পণই এখানে সর্ব্বোপরি বিজয় লাভ করিবে। সংকীর্ত্তনাগ্নির চেতোদর্পণ মার্জ্জনময়ী শিখা প্রজ্বলিত না থাকিলে আমাদের পরস্পর মনোমালিন্য, ছিদ্রান্বেষণ, মৎসরতা, কপটতা ও বিদ্বেষ প্রভৃতি অনর্থধূম-কঙ্কর সমূহ নিয়ত দর্পণ সদৃশ চিত্তকে আবরণ করিয়া রাখিবে এবং নানাপ্রকার উপশাখা প্রভৃতি বিস্তারে যে অনর্থ-অরণ্যানী রূপ হইবে, তন্মধ্যে কেবল ভক্তি মহাদাবাগ্নির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, এইজন্য পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য—যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীস্বরূপদামোদর, সেই শ্রীস্বরূপ প্রভু সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক চৈতন্যবাণীধর অমন্দোদয়দয়া-দ্বারা হেলায় জীবকুলের চেতোদর্পণের অনর্থ-ধূলি-কঙ্কর নীরাজীকরণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

যেরূপ শাস্ত্রে করালী, ধূম্রিনী, শ্বেতা, লোহিতা, নীল-লোহিতা, সুবর্ণা ও পদ্মরাগা—এই সপ্ত জিহ্বাযুক্ত অগ্নির কথা রহিয়াছে, তদ্রূপ শ্রীগৌরসুন্দর চেতোদর্পণ-মার্জ্জনাদি সপ্ত ভক্তি সংকীর্ত্তনাগ্নির কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সংকীর্ত্তনাগ্নি প্রজ্বলিত না হইলে কখনও ভবের মূলোৎপাটন এবং অপ্রাকৃতোদিত কর্ণপেণা উদিত হইতে পারে না। শ্রবণ কীর্ত্তন এই সংকীর্ত্তনাগ্নি সপ্তজিহ্বা সাতটী ভক্তাঙ্গ দ্বারা ভক্তের হৃদয়ের সহিত, ভক্তের কণ্ঠের সহিত, ভক্তের জিহ্বার সহিত, ভক্তের নয়নের সহিত, ভক্তের নাসিকার সহিত, ভক্তের অঙ্গের সহিত ভক্তের পাদপদ্মের সহিত মিলন করিয়াছেন। [illegible] বিশেষটী এই সাতটী বিশেষণের [illegible] পূর্ণ ব্যঞ্জিত হইতে [illegible] সংকীর্ত্তনাগ্নি জগতে যাবতীয় অভিধান, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপ, [illegible] তন্মধ্যে ও আশ্রয় [illegible] বিজয় লাভ করিবে। বিশ্বের [illegible] মুগ্ধ হইয়াছেন [illegible] হইবেন, সর্ব্ব [illegible] চৈতন্য সংকীর্ত্তন সংস্কারের বিশ্ব উদ্ধার [illegible] করিতে পারিবেন। কুমেধাগণই অন্য সাধন ও সাধ্যের স্বীকার করেন, কিন্তু সুমেধোগণ সংকীর্ত্তন দ্বারা অনর্থোপশম পূর্ব্বক সুন্দরভাবে ভক্তিযোগ মহাপুরুষের আরাধনা করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবত 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং', 'ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং', 'ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মী' প্রভৃতি শ্লোকে পঞ্চরাত্রাদিবাক্যে শ্রীগৌর সুন্দরের বন্দনা করিয়াছেন। সুমেধোগণের সপ্ত-ভক্তাঙ্গযুক্ত সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে [illegible] জ্বলিত থাকুক। শ্রীনবদ্বীপধাম-সংকীর্ত্তন হইলেই সত্যযুগের মহাধ্যান, ত্রেতার মহাযজ্ঞ দ্বাপরের মহার্চ্চন মুগপৎ সাধিত হয়। সত্যযুগে চারিপাদ ধর্ম্ম [illegible] ত্রেতায় [illegible] দ্বাপরে [illegible] কলিতে [illegible] গান করিয়া

কৃষ্ণ যাঁরে কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে

'গীতগোবিন্দে'র মঙ্গলাচরণ করিয়াছিলেন। শ্রীজয়দেব সরস্বতী গৌরাবির্ভাবের আগমনী এইরূপ গান করিয়াছেন,—

'মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং
রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ॥'

'হে রাধে, নভোমণ্ডল নিবিড় ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, বনভূমিও তমালতরু-নিকরে কৃষ্ণবর্ণ, নিশাভাগে শ্রীকৃষ্ণ ভীরু, একাকী গমনে সমর্থ হইবে না, সুতরাং তুমি শ্রীকৃষ্ণকে নিজ সমভিব্যাহারে লইয়া গৃহে যাও।—নন্দের এইরূপ আদেশে বৃষভানুনন্দিনী হরির সহিত মিলিতা হইয়া পথপ্রান্তবর্ত্তী কুঞ্জতরুর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এই রাধামাধব-মিলিতযুগলের যমুনাকূলে বিরল-কেলি জয়যুক্ত হউন।'

পূজারী গোস্বামী উক্ত শ্লোকের যে টীকা করিয়াছেন, তাহার দ্বারা সকল কথা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় নাই। মহানুভব বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে শ্রীজয়দেব-সরস্বতী এই শ্রীগৌর-চন্দ্রিকা যেভাবে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীধাম মায়াপুরের মহাযোগপীঠের এক প্রকোষ্ঠে শ্রীরাধামাধব ও অন্য প্রকোষ্ঠে রাধামাধবমিলিত তনু গৌরশশধরের প্রকট লক্ষিত হয়। পারমার্থিক আকাশ নানা মতবাদরূপ নিবিড় ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে বৃন্দাবিপিনের তরুনিকরের মাধুর্য্যময়ী সুষমা নানাপ্রকার আবরণে লোকলোচনে অন্ধকারময় প্রতিভাত হইয়াছে। দ্বাপরের নিশাভাগে অর্থাৎ দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া 'মামেকং শরণং ব্রজ, 'অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ' প্রভৃতি যেসকল সাক্ষাৎ বাণী নিজ উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন, নাস্তিকতার নিশা ও নেশা প্রবল হইলে জীবকুল স্বরাট্-পুরুষোত্তমের সেইসকল বাণীকে অসুর-বুদ্ধিতে দম্ভময়ী বিচার করিয়া মঙ্গলের পথ হইতে বিচ্যুত হইতেছে, সুতরাং এ সময় শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে গমন করিলে কেহ তাঁহার কথা গ্রহণ করিবে না।

লোকলোচনে শ্রীকৃষ্ণের এই ভীরুতা-প্রতীতিকে প্রশমিত করিবার জন্য বৃষভানু-নন্দিনীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলিত হইয়া আবির্ভাব আবশ্যক। সুতরাং গৃহং প্রাপয়' অর্থাৎ গৌরগৃহং মহাযোগপীঠং প্রাপয়'। গৌরগৃহ মহাযোগপীঠে রাধামাধবমিলিত তনু হইয়া গমন কর। নন্দগৃহ বা পুরন্দর জগন্নাথমিশ্র গৃহে গমন কর। নন্দের অপর কনাম—বসুদেব, যদিও আমরা ভাগবতের তুর্য্যস্কন্ধে সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং' শ্লোকে খানিকটা ঐশ্বর্য্যমার্গের বিচার দেখিতে পাই, তথাপি বিশুদ্ধসত্ত্বেই বাসুদেবের আবির্ভাব। রাধামাধবমিলিত-তনুর আবির্ভাবের অধিবাসোৎসব সংকীর্ত্তনমুখে সাধিত হউক, অন্য সমস্ত চিন্তাস্রোত সংকীর্ত্তনাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইয়া যাউক, কৃষ্ণকামাগ্নি, কৃষ্ণনামাগ্নি কৃষ্ণধামাগ্নিতে বিশ্বের নিখিল চেতন ইন্ধন হউক। অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন আবির্ভূত হইয়া শ্রীযমুনার সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছেন যে শ্রীগঙ্গাদেবী, তৎকূলে রাধামাধবমিলিতযুগলের রহঃকেলী যে সংকীর্ত্তন-রাস, তাহা জয়যুক্ত হউক।"

শ্রীগৌরাবির্ভাব

অদ্য ভুবনমঙ্গলময়ী মহাবদান্যা শ্রীগৌর-আবির্ভাব তিথি। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে অপ্রাকৃত শ্রীশচীগর্ভসিন্ধু-মধ্যে শ্রীনবদ্বীপসুধাকর শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য আবির্ভাব-লীলা হইয়া থাকে। এই লীলা নিত্যা। "অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"—এই চিরপ্রসিদ্ধ বাক্যটীর মধ্যে নিগূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে। শ্রীগৌর-সুন্দর ঐতিহাসিক নায়ক-বিশেষ না হইয়াও কৃপা-পূর্ব্বক ইতিহাসকে ধন্যাতিধন্য করিয়াছেন। তিনি প্রাপঞ্চিক বস্তু না হইয়াও প্রপঞ্চে উদিত হইয়া তাঁহার অপ্রাকৃতা মহাবদান্য-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি অজ হইয়াও চতুর্দ্দশভুবন মঙ্গলময়ী জন্ম-লীলা প্রকট করিয়াছেন। তাঁহার লীলা রূপক বা আধ্যাত্মিক ব্যাপার না হইলেও তিনি শুদ্ধভক্তের শুদ্ধসত্ত্বে—চেতনরাজ্যে তাঁহার নিত্যা আবির্ভাব লীলা প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রকট করিয়া থাকেন।

শুদ্ধসত্ত্বে যে নিত্য গৌরাবির্ভাব হয়, ইহাকে অধ্যক্ষ নির্ব্বিশেষবাদী ব্যক্তিগণ রূপক ব্যাপাররূপে কল্পনা করিয়া বঞ্চিত হয়। এই লীলার রহস্য একমাত্র শ্রীগৌর-সুন্দরের কৃপায় উপলব্ধির বিষয় হয়। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল-হৃদয়ে শ্রীগৌরসুন্দরের যে আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাই তিনি অতি কৃপা পরবশ হইয়া শচীগর্ভ-সিন্ধুর মধ্য দিয়া জগতে প্রকট করিয়াছিলেন। ভক্তই ভগবানকে প্রকট করিতে পারেন। ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের কৃপায় শুদ্ধ-ভক্তগণ শ্রীগৌরসুন্দরকে পাইয়াছেন। অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু শ্রীগৌর, শ্রীগৌরনাম, শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরকামের আরতি করিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুই শ্রীগৌরধামের মালিক ও রক্ষক। সদাশিবরূপে তিনিই শ্রীধামের পালক।

শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব ও শ্রীগৌরাবির্ভাব লীলা অভিন্না হইলেও গৌরাবির্ভাব লীলা অধিক ঔদার্য্যময়ী। কারণ, ইহা অনর্থযুক্ত জীবের হৃদয়কে ও শুদ্ধ সত্ত্বভূমিকায় প্রকটিত করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া স্বীয় প্রভাব বিস্তার করেন। হৃদয়ে গৌরাবির্ভাব হইলে কৃষ্ণাবির্ভাবের মাধুর্য্য উপলব্ধি হয়, নতুবা কৃষ্ণাবির্ভাবের রহস্য অনুভবের বিষয় হইতে পারে না। যাঁহারা গৌরাবির্ভাবের প্রতি বৈরাগ্য প্রদর্শন করিয়া কৃষ্ণাবির্ভাবের ভজনের অভিনয় করেন, তাঁহাদের প্রতি কৃষ্ণাবির্ভাব কখনও কৃপা প্রদর্শন করেন না। তাঁহারা প্রাকৃতে অভিনিবিষ্ট থাকেন। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের মধ্যে একশ্রেণীর ব্যক্তি উপবাসাদি ব্রতের দ্বারা কৃষ্ণাবির্ভাবের উপাসন করিয়া থাকেন, কিন্তু গৌরাবির্ভাবের উপবাস ব্রতাদির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। গুরু বা বৈষ্ণবের আবির্ভাবে উপবাসাদি ব্রত-গ্রহণের সদাচার নাই। শ্রীগৌরাবির্ভাবে সেইরূপ অনুষ্ঠান প্রদর্শন করিলে শ্রীগৌরসুন্দরকে মাত্র গুরু ও বৈষ্ণব-তত্ত্বে নিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর কেবল মাত্র গুরু নহেন। তিনি গুরু ও বৈষ্ণবের নিত্য উপাস্য—'প্রভুর প্রভু মহাপ্রভু'। 'আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর'।

শ্রীগুরুদেবকে 'মহাপ্রভু' বা 'শক্তিমত্তত্ত্ব বলা হয় না। তিনি মহাপ্রভুর প্রেষ্ঠ—তাঁহার প্রকাশবিগ্রহ আশ্রয়তত্ত্ব। শ্রীগৌর সুন্দরের পাদপদ্মে তুলসী মঞ্জরী প্রদত্ত হয়, কেন না, তিনি মহাপ্রভু, কিন্তু শ্রীগুরু-দেব তাঁহার শ্রীহস্তে তুলসী মঞ্জরী গ্রহণ করেন। অতএব গৌরাবির্ভাবকে কৃষ্ণা-বির্ভাবের ন্যায় সেবা করিতে হইবে। কেবল গৌরাবির্ভাবই বদ্ধজীবের প্রতি অধিক কৃপাময়, ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য।

শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরজন্ম

(১৬ই মার্চ্চ (১৯৩৮) শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে শ্রীধাম-মায়াপুর-মহাযোগপীঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের হরিকথা)

শ্রীগৌরধাম—অভিন্ন-শ্রীমথুরাধাম। শ্রীগৌরসুন্দর—রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ। "ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হইল সেই"—আমার প্রভুর প্রভু মহাপ্রভু সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। তিনি গৌররূপে এই যোগপীঠে আবির্ভূত হ'য়েছেন—'চিরাৎ অনর্পিতচরীম্ উন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং সমর্পয়িতুং কলৌ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ হরিঃ (গৌরধাম্নি শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠে) করুণয়া অবতীর্ণঃ।' মথুরাধামে সকল ভগবত্তত্ত্বের অংশী স্বয়ংরূপ অবতারী ভগবান্ কংসবর্ত্তুক লৌহকারাগারে নিক্ষিপ্ত, নিগড়-বদ্ধ বসুদেব ও দেবকীর নিকট চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন, এখানে শ্রীগৌর অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ হ'য়েও দ্বিভুজরূপে অভিন্ন-বসুদেব শ্রীজগন্নাথ মিশ্র এবং অভিন্ন-দেবকী শ্রীশচী-দেবীর পুত্ররূপে শ্রীশচীগর্ভসিন্ধুমাঝে আবির্ভূত হ'য়েছেন। এইজন্য শ্রীমায়াপুর-ধামকে শ্রীমথুরাভিন্নধাম বলা হয়। মথুরা—

"মথ্যতে তু জগৎ সর্ব্বং
ব্রহ্মজ্ঞানেন যেন বা।
তৎসারভূতং যদ্যস্যাং মথুরা সা নিগদ্যতে॥"

অনন্তকোটি চেতন ও অচেতন-জগৎ-সমূহকে ও চিন্ময় লীলা-পরিকরগণকে মথন করেন যে ধাম, তাহাই মথুরাধাম। মথন করেন কিসের দ্বারা? না—'ব্রহ্মজ্ঞানেন'—সম্বিৎসারভূত-কৃষ্ণজ্ঞানেন অথবা 'যেন' হ্লাদিনী-সারভূত-কৃষ্ণপ্রেম্ণো নির্য্যাসেন।

এখানে 'ব্রহ্ম'—ভগবান্। 'ব্রহ্মজ্ঞানেন'—ভগবজ্জ্ঞানেন। শ্রীমদ্ভাগবত ব'ল্ছেন—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

অসমোর্দ্ধ চিদ্ঘনানন্দ এক অদ্বিতীয় বস্তুকে তত্ত্ববিদ্গণ 'তত্ত্ব' ব'লে জানেন। সেই তত্ত্ববস্তু দর্শকের দর্শনে তিনপ্রকারে প্রতীত হন। তাঁ'কে কেহ 'ব্রহ্ম', কেহ 'পরমাত্মা', কেহ 'ভগবদ্'রূপে দর্শন ক'র্ছেন। বস্তুতঃ সেই 'ব্রহ্ম'-শব্দের মুক্তপ্রগ্রহবৃত্তিতে—'ব্রহ্ম'-শব্দে লক্ষীভূত যে বস্তু—ব্রহ্মবাচকের লক্ষীভূত যে বাচ্যবস্তু, তাহাই 'ভগবৎ' বা কৃষ্ণশব্দে শব্দিত—সংজ্ঞিত। 'ব্রহ্মজ্ঞান' ব'ল্তে কৃষ্ণজ্ঞান। প্রেমের নির্য্যাস ও কৃষ্ণজ্ঞান-দ্বারা যে অপ্রাকৃত ধাম অনন্ত কোটি চেতন ও অচেতন জগৎকে মথন করেন, তাহাই মথুরা। 'তৎসারভূতং' সম্বিতের সারভূত কৃষ্ণজ্ঞান এবং হ্লাদিনীর সারভূত কৃষ্ণপ্রেমের নির্য্যাস 'যস্যাং পুর্য্যাং' যে ধামে আছে, 'সা মধুপুরী' অর্থাৎ তাহা মথুরাপুরী।

সেই মধুপুরী পরম মধুরা। "মথুরা মথুরা মধুরা মধুরা"। সেবা পরব্রহ্ম যেখানে সর্ব্বক্ষণ সেবকের প্রেম-বশীভূত, যেখানে তিনি অবাঙ্মানসগোচর, প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষেরও অতীত স্বরাট্ স্বেচ্ছালীলাময় বস্তু হয়েও কেবলমাত্র অহৈতুকী কৃপাশক্তিতে প্রেমিক, রসিক ভক্তগণের অপ্রাকৃত আনন্দ-বিধানের জন্যই মুখ্যরূপে ও দুষ্কৃতগণের বিনাশাদিরূপ গৌণপ্রয়োজনের জন্য অন্যান্য অবতারগণকে অন্তর্ভুক্ত ক'রে অবতীর্ণ, যেখানে অঘটনঘটনপটীয়সী লীলাশক্তিকে অবলম্বন ক'রে বিশ্রম্ভসেবকগণের প্রেমে বশীভূত হ'য়ে স্বয়ংরূপ অবতীর্ণ হন, সেই ধামই মথুরা।

যে স্থানে অজিত হ'য়েও ভগবান্ তাঁর প্রেমিক ভক্তের প্রেমজিত, প্রাকৃত প্রমার অতীত অপ্রমেয় হ'য়েও যে-স্থানে তিনি প্রমেয়, পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মের অপূর্ব্ব চিৎসমন্বয় যে স্থানে বিদ্যমান, 'অণোরণীয়ান্, মহতো মহীয়ান্' বস্তু হ'য়েও যে স্থানে তিনি মাধ্যমিক আকারবিশিষ্ট, যে স্থানে তাঁ'র অনন্ত ঐশ্বর্য্যকে over power ক'রে—শিথিল ক'রে দিয়ে অনন্যাপেক্ষি মাধুর্য্যদ্বারা স্বয়ং নরলীলায় বিরাজমান, সেই অধোক্ষজের ঊর্দ্ধতন ধামই মথুরাধাম।

যিনি তাঁ'র অসমোর্দ্ধরূপের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যদ্বারা চরাচর জগৎকে বিস্মাপিত করেন,

নবনবায়মানভাবে উত্তরোত্তর ক্রমবর্দ্ধমান স্বীয় মদনমোহনাত্মক কামের, ইচ্ছার, বাসনার, বা অভিলাষের পরিপূরণার্থ যিনি অতুলনীয় প্রেমগুণমণ্ডন পরিকরমণ্ডলিপরিবৃত হ'য়ে অতুল মধুরলীলা-কল্লোলবারিধিস্বরূপে যে স্থানে নিত্য বিরাজমান—যে স্থানে পরিকরগণ পরব্যোমের পরিকরগণের ন্যায় কেবলমাত্র subordinate ন'ন, যাঁ'রা ভজনীয় বস্তুর উপরও সেবা-সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য বিস্তার ক'রে তাঁ'কে প্রেমে বশীভূত ক'রে রাখেন, এমন অসমোর্দ্ধ পরিকরগণ যে স্থানে, যেস্থানে সেবক বা আশ্রয়ই প্রেমে গরীয়ান্ এবং সেব্য বা বিষয় প্রেমে কনীয়ান্, সে স্থানই অপ্রাকৃত শ্রীধাম মথুরা।

মথুরা—'মধুরা', আর অভিন্ন মথুরা এই গৌরধাম—'উদারা'। এই গৌরধাম-পদ্মের মধ্যবর্ত্তী কর্ণিকারূপ অন্তর্দ্বীপাভ্যন্তরে মহাযোগপীঠে সেই স্বয়ংরূপ শ্রীগৌরসুন্দর অচিন্ত্য ঔদার্য্য-স্বভাবক্রমে নিত্যসুখবোধতনু অজ হ'য়েও জন্মলীলা আবিষ্কার করেন যে ফাল্গুনী পূর্ণিমাতিথিতে, আমরা সেই মহাবদান্য তিথিশ্রেষ্ঠাকে বন্দনা করি।

গৌরের জন্ম প্রাকৃত মর্ত্ত্যজীবের জন্মের ন্যায় নহে। যেমন সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হ'লেও পূর্ব্বদিক্ কিছু সূর্য্যের জননী নয়, যখন সূর্য্য লোকলোচনের গোচরীভূত হন, তখন যেদিকে সূর্য্যকে দর্শন করা যায়, সেই দিক্‌কেই জননী বল্‌লেও যেমন বস্তুতঃ তাহা নহে, তদ্রূপ স্বয়ং প্রকাশমান স্বরাট্ পরব্রহ্ম শ্রীগৌরকৃষ্ণের অপ্রাকৃত জন্মলীলায় কোন প্রাকৃতত্ব আরোপিত হ'তে পারে না। তিনি অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগে শ্বেতবরাহকল্পে, যে দ্বাপরের শেষভাগে কৃষ্ণ অবতীর্ণ, ঠিক সেই দ্বাপরের পরবর্ত্তী কলিযুগে পরম ঔদার্য্যবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ। প্রতি অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগে শ্বেতবরাহকল্পের দ্বাপর ও কলিতে স্বয়ংরূপ ভগবানের মাধুর্য্য ও ঔদার্য্যলীলা নিত্যকাল প্রকাশমান।

"ততোঽবাচ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ"

শ্রীশচীদেবীর গর্ভসিন্ধুমধ্যে গৌরচন্দ্র আবির্ভূত। সেই শচীগর্ভ প্রাকৃত জীবের ন্যায় বহির্ম্মুখ জীবের পরস্পর কামজসম্ভূত নহে, তাহাতে 'ন জাবানাবির্ধাতুসম্বন্ধঃ।' পূর্ব্বদিক্ যেমন সূর্য্যের জননী নহে, সেইরূপ কোন বহির্ম্মুখ মায়াবদ্ধ পরিচ্ছিন্ন মন ও দেহের অধীন মর্ত্ত্য বদ্ধজীব হ'তে জাত উৎপন্ন জীব-বিশেষ গৌরচন্দ্র নহেন। তিনি ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকের কোন গবেষণার বস্তু নহেন, তিনি স্বপ্রকাশ, অধোক্ষজ, Absolute Personality, He can not be and is not to be measured and gauged by human senses, এইটিই তাঁ'র স্বরূপ—পরমেশ্বরত্ব। ইতিহাসের কালের মধ্যে আবির্ভূত হ'লেও তিনি কোন প্রাপঞ্চিক কালান্তর্গত বস্তু নহেন। প্রাকৃত দেশকালপাত্র তাঁ'কে মেপে নিতে পারে না। সমগ্র মানব-জাতির জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তিকালে সূর্য্য নিত্য প্রকাশমানাবস্থায় বর্ত্তমান থেকে যেমন জন্ম-মৃত্যুর অধীন ঐতিহাসিক বা রূপক বস্তু হয় না, তদ্রূপ। যেমন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সূর্য্যের অস্তিত্ব পূর্ব্বে ছিল না এবং সূর্য্য অস্ত গেলে সূর্য্যের বিনাশ বা মৃত্যু হ'ল ব'ল্‌লে মহামূর্খতারই পরিচয় দেওয়া হয়, তদ্রূপ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকের পক্ষে নিখিল-কারণকারণ—সর্ব্বশেষ কারণ যাঁ'র পাদপদ্মে আবদ্ধ, তাঁ'কে অন্য causeএর effect স্বরূপ বা তাঁ'কে বাস্তব-বস্তুহীন রূপক মনে করা অতীব মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নহে

'কলি'-শব্দে তর্ক, বিবাদ বা তমঃপ্রাধান্য। এই কলির জীব প্রত্যেক বিষয়েই তর্ক, বিবাদ বা সংশয় উত্থাপন করে। সূর্য্যের অস্তিত্ববিষয়েও তা'রা নানা সন্দেহ প্রকাশ করে। তা'রা ব্যাপ্য হ'তে ব্যাপকের দিকে অভিযান না ক'রে থা'ক্‌তে পারে না। এমনই একটি অমঙ্গলের যুগ এই কলিযুগ, জীবগণের এমনই একটি মনের গঠন যে যুগে, সেই যুগে নিজ অসমোর্দ্ধ ভক্তিশোভা—যা' কেহ কখনও স্বপ্নেও চিন্তা কর্‌তে পারে নাই, কোন যুগে কোন অবতারই যা' দিতে পারেন নাই, সেই অনর্পিতচরী স্বভক্তি-সম্পদ্ মহাপ্রভু আচণ্ডাল দীন দরিদ্র, কোটি বাধাবিঘ্ন দ্বারা উপদ্রুত, ত্রিতাপজ্বালায় সর্ব্বক্ষণ পীড়ামান জীবের প্রতি অপার করুণার বশবর্ত্তী হ'য়ে বিতরণ কর্‌বার জন্য যে ধামে জন্মলীলা আবিষ্কার ক'রেছিলেন, সেই ধামই এই যোগপীঠ। কোন অচিন্ত্য কারণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটলীলার কিছু পর হ'তেই এই মহাযোগপীঠ লোক-লোচনের নিকট বহুকাল ধরে গুপ্ত ছিলেন। অতঃপর সাক্ষাৎ গৌরাভিন্ন, পূর্ণ-শুদ্ধ নিত্যমুক্ত, বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সেই ধাম যে মহাপুরুষের অহৈতুকী কৃপায় বর্ত্তমানযুগে ভাগ্যবান্ জীবসমূহের নিকট আত্মপ্রকাশ ক'রেছেন, সেই মহাজনপ্রবর মহাপুরুষ যে মহা-মহাবদান্য, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায়?—তিনিই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ। তাঁ'র কৃপা ব্যতীত গৌরধাম, আবার শ্রীগৌরধামের কৃপা ব্যতীত তাঁ'র কৃপা উপলব্ধ করা যায় না। এই ধামের সেবার নিমিত্ত সম্যগ্‌ভাবে প্রকাশ কর্‌বার জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বয়ং ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে ক'রে ভাগ্যকুলের জমিদার রাজা প্যারীমোহন রায়, ময়মনসিংহের গৌরীপুরের জমিদার গোবিন্দ চৌধুরী মহাশয় প্রভৃতি ব্যক্তির নিকট ভিক্ষা ক'রেছেন। সেই গৌরপ্রেষ্ঠ নিজজনের অহৈতুকী দয়ার তুলনা নাই। সপ্তসাগর যদি লিখ্‌বার কালি হয় ব্রহ্মাণ্ডের ভূমি যদি লিখ্‌বার কাগজ হয়, আর গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গ যদি কলম হয়, তা হ'লেও তাঁ'র দয়া-সমুদ্রের একটি বিন্দুরও পরিচয় লেখা যায় না। বন্ধ্যা যেমন সন্তান স্নেহ কি জিনিষ তা' বুঝ্‌তে পারে না, তদ্রূপ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপা ব্যতীত তাঁ'র কৃপার কথা কা'রও উপলব্ধির বিষয় হয় না। সেই গৌরনিজ-জন ব্রজবাসী শ্রীরাধাভিন্ন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে আমরা নিত্যকাল বন্দনা করি।

এই সেই ধাম, যেখানে কালো এসেছিলেন গৌররূপে তাঁ'র কাল অঙ্গ ঢেকে। তিনি তপ্তকাঞ্চন বর্ণ নিয়ে এসেছিলেন। "শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ বা শ্রীরাধা কর্ত্তৃক আস্বাদ্য আমার যে অদ্ভুত মধুরিমা, তাহা কিরূপ এবং শ্রীরাধা আমার মাধুর্য্য-আস্বাদন হেতু কিপ্রকার সুখ লাভ করেন" এই তিনটী বিষয়ে লোভ হেতু শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শ্রীশচীগর্ভরূপ সমুদ্রে জন্মলীলা আবিষ্কার কর্‌লেন। 'আমার যে প্রেমের বিকার—প্রেমের মূর্ত্তবিগ্রহ হ্লাদিনীশক্তি, তাঁ'র প্রণয়মহিমা আমার প্রতি কতটা, তা' স্বয়ং সম্বিদ্বিগ্রহেরও জান্‌বার দরকার হ'য়েছিল। সম্বিদ্বিগ্রহ, যিনি সব জানেন, তাঁ'রও জ্ঞানের অগম্য হ'য়েছিল হ্লাদিনীর প্রেমের গভীরতা। কিন্তু সম্বিদ্বিগ্রহের ভাব বর্ত্তমান থাকাকালীন পুরুষাভিমানে তা' বুঝা যায় না অথচ বুঝ্‌বার জন্য অত্যদ্ভুত লোভ বর্ত্তমান তাই মাধুর্য্যময় স্বয়ং বিষয়বিগ্রহ আশ্রয়বিগ্রহের ভাব বিভাবিত এই পরমোদার্য্য-লীলা। কৃষ্ণ নিজের যে মাধুর্য্য দর্শন ক'রে নিজেই চপল চঞ্চল হ'য়ে পড়্‌ছেন এবং ব'লছেন—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥

—ললিতমাধব, ৮ম অঃ, ২৮শ শ্লোক

[কৃষ্ণ কহিলেন—অহো এই পর্য্যন্ত মাধুর্য্য-চমৎকারকারী অবিচারিত-পূর্ব্ব চিত্রিত শ্রেষ্ঠ পুরুষটি কে? ইঁহাকে দৃষ্টি ক'রিয়া আমি লুব্ধচিত্ত দেখিতেছি এবং বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে রাধিকার ন্যায় ইচ্ছা করিতেছি

মদনকে মোহিত ক'রেও যিনি নিজ মাধুর্য্যে নিজেই অভিলাষায় চপল-চঞ্চল হ'য়ে পড়েন, যে মাধুর্য্য আস্বাদন ক'রে হ্লাদিনী-শক্তি কত সুখ পান, সেই মাধুর্য্য কিরূপ এবং হ্লাদিনীশক্তির সম্বিদ্ [illegible] অনুভব কিরূপ—অর্থাৎ রাধা [illegible] অনুভব ক'রে কতটা সুখ পান, তা' জান্‌বার জন্য প্রয়োজন অর্থাৎ সাক্ষাৎ [illegible] জানবার অভাব হ'য়েছিল। [illegible] রাধানুরাগে আস্বাদন ক'রে [illegible] কতটা সুখ পান সম্যক্ [illegible] তাঁ'র লীলাবেশে [illegible] হ'য়েছিল। [illegible] আশ্রয়ের 'ভাব' অর্থাৎ চিত্ত [illegible] অর্থাৎ রূপ ধার [illegible] ক'রে— আশ্রয়ের ভক্তিশালায় [illegible] প্রত্যক্ষ পরোক্ষ অপরোক্ষাতীত [illegible] অতীত অপ্রাকৃতের বিশ্রম্ভ দাস্য সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসের সেবা মাধুরিমার প্রকটনার্থ এই শ্রীধাম মায়াপুর-যোগপীঠে গৌররূপে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। * * *

আজ পরম শুভ মহাবদান্য পরমপাবন শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরকে সর্ব্বান্তঃকরণে বন্দন করি। আর শ্রীগৌরহরির সেই নিত্যসিদ্ধ নিজ-জন—শ্রীজগন্নাথ ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর সরস্বতী প্রভুত্রয়ের পাদপদ্ম স্মরণ ক'রে তাঁ'দের বাঞ্ছিত, কীর্ত্তিত শিক্ষা-উপদেশের শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ মুখে তাঁ'দের পদ সংলগ্ন ধূলিরূপে নিজদের স্বরূপকে জেনে, তাঁ'দের পদত্রাণ মস্তকে বহন ক'রে এই পার্থিব জগতে অবস্থানের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যেন তাঁ'দের মনোহভীষ্ট সেবায় এ নিস্তব্ধ জীবনকে আহুতি দিতে পারি, তাঁ'দের শ্রীপাদপদ্ম-সেবাই যেন জন্ম জন্ম আমাদের একমাত্র কাম্য হয়, ইহাই আজকার শুভদিনে আমাদের একমাত্র প্রার্থনা হউক।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-স্মরণ-মঙ্গল

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ]

১৪০৭ শকাব্দায় গৌড়দেশে ফাল্গুনী-পূর্ণিমা তিথিতে জড়শশধর রাহুগ্রস্ত হইলে [illegible] অন্তর্গত [illegible]। [illegible] শ্রীমায়াপুর নামক পল্লীতে শচীদেবীর গর্ভ হ'তে যে চিন্ময় গৌরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই চিচ্ছক্তির লীলা পোষিত স্বরূপ জগন্নাথমিশ্র পুত্রকে আমি স্মরণ করি॥১॥

নবখণ্ড শোভিত গৌড়রাজ্যে নামকরণ-কালে [illegible] যাহার 'বিশ্বম্ভর', 'হরি', [illegible] ইত্যাদি [illegible] লীলা ক্রমে হ'য়াছিল, সেই কলিপাবন গৌরচন্দ্রকে [illegible] স্মরণ করি॥২॥

শৈশবাদিকালে স্বীয় [illegible] ভাবকান্তি অঙ্গীকার-পূর্ব্বক সুবর্ণ-শরীর যে গৌরবর্ণ [illegible] নারীদিগের সুখ-সম্পাদক [illegible] ক'রিয়াছিলেন, যদি [illegible] করিয়াছিলেন, সেই [illegible] বালককে আমি বন্দনা করি॥৩॥

[illegible] জননী

আসিয়া তাহা নিষেধ করায় তিনি বলিলেন —'মাতঃ! যৈ সন্দেশও যখন এই মৃত্তিকার বিকার, তখন মৃত্তিকা খাইলে দোষ কি?' জননী কহিলেন,—মৃত্তিকা যেমন যে অবস্থায় জীবকে ধারণ করে, ইষ্টক অবস্থায় তাহা করিতে পারে না, তদ্রূপ মৃত্তিকা যে সন্দেশ-অবস্থায় ভক্ষ্য হয়। এবম্ভূত জ্ঞানযোগ প্রকাশকারী কালমত নিরাসক জগন্নাথ-শচীনন্দনস্বরূপ গৌরচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি ৫॥

পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে নিকটস্থ বালকগণের গৃহে যিনি নানাপ্রকার চপলতা বিস্তার করিতেন, বিশেষতঃ কাহার বহুতর শিশু-সন্তান গঙ্গায় স্নান করিবার সময় জল প্রবেশ-ছলে দ্বিজকুলপতিদিগের যিনি কোপ উৎপাদন করাইতেন, সেই চপল ও পরম কৌতুকী গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি॥ ৬॥

কোন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ জগন্নাথমিশ্রের গৃহে অতিথি হইয়া রাত্রে রন্ধন করত কৃষ্ণার্পণ করিবার সময় যিনি তাঁহার অগোচরে ক্রমশঃ ভক্ষণ করিয়া তৃতীয়বারে বৈষ্ণবের প্রতি বিপ্রলব্ধ কৃপা করিয়া স্বীয় তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং যিনি অপহার-হরণ-মানসে সমাগত দুইজন চোরের ক্ষীর-রোহণপূর্বক তাহাদিগকে ভক্ষিত করিয়া তাহাদের নিত্যান্নাদি ভোজন করত নাপা ক্ষীর পুনরায় নিজ দ্বারে আনীত হইয়াছিলেন, সেই সুজন-সুখদ ও দুর্জনের দণ্ডদাতা গৌরচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি॥ ৭॥

কোন শিবভক্ত সন্ন্যাসী সমাগত হইলে তাঁহার স্কন্ধে আরোহণপূর্বক রুদ্র-স্তবানুবাদ সংকীর্তন করিয়া যে ঈশ্বর মহানন্দে নর্তন হইয়াছিলেন, সেই ভক্ত ভক্ত গৌরচন্দ্রকে আমি প্রণাম করি॥ ৮॥

গঙ্গাতীরে গঙ্গা পূজার্থে যে-সকল বালিকা পূজা-যোগ্য নৈবেদ্যাদি আনিয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাদিগের সহিত পরিহাস করিয়া লক্ষ্মীদেবীর প্রণয় প্রসাদ মিষ্টান্ন গ্রহণ করত তাঁহার চিত্ত সন্তোষকারী শুভবর দান করিয়াছিলেন। কতকটি ব্রাহ্মণ আসিয়া জগন্নাথ মিশ্রকে গৌরাঙ্গের গঙ্গাজলে দৌরাত্ম্যের কথা জ্ঞাপন করিলে মিশ্রবাজ যষ্টি লইয়া সন্তানকে মারিতে চলিলেন, এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ পাঠ শালা হইতে আসিবার সময় কালির পাশ ইত্যাদি চিহ্নের সহিত পাঠশালা লইয়া আসিতে দেখিয়া মিশ্রবাজ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সেই পরম রসিক চিত্ত-চৌর গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি॥ ৯॥

একদিন যে সুন্দর পুরুষ উচ্ছিষ্ট ভাণ্ডের উপর বসিয়া থাকায় জননী তাহা নিষেধ করিলে অদ্বৈতাদি পণ্ডিতদিগের দুষ্প্রাপ্য উচ্ছিষ্ট-অনুচ্ছিষ্টের সমতা সূচক উত্তম জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন, আমি সেই গৌরচন্দ্রকে নিত্য প্রণাম করি॥১০॥

মাতার সহিত বিতর্ক উপস্থিত হওয়ায় লোষ্ট্র দ্বারা মাতাকে প্রহার করিতে তিনি কষ্ট পাইয়া পড়িয়া গেলেন, তদ্দৃষ্টে যে শিশু সহসা বাৎসল্য-ভাবক্রমে মাতার ক্লেশ-নিবারণের জন্য দুইটী শুষ্ক নারিকেল আনিয়া দিয়াছিলেন, সেই মাতৃভক্ত শিরোমণিকে আমি নিত্য স্মরণ করি॥ ১১॥

সন্ন্যাস গ্রহণান্তে জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা বিশ্বরূপ গৃহ পরিত্যাগ করিলে ব্যথিত পিতাকে নিষ্ঠুর বাক্যে যিনি শীঘ্র পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন এবং পিতা শ্রীজগন্নাথ অপকট হইলে যিনি জননীর শোক সান্ত্বনা করিয়াছিলেন, সেই পরম-সুখদ মাতৃভক্ত গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি॥ ১২॥

বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করিয়া গৃহস্থ আশ্রমে পূর্ণ দেশে যখন তাঁহার [illegible] যাহারা যেন পূর্বজন্মে [illegible] সেই গৃহস্থাশ্রমে [illegible] ও গৌরাঙ্গকে আমি [illegible]॥ ১৩॥

পূর্ব দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব শিক্ষা করত পুনরায় নবদ্বীপে আসিতে চাহিলে স্বীয় তাঁহার [illegible] শ্রবণ করিবেন। [illegible] নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া শ্রীবাসাদি [illegible] অদ্বৈত-প্রমুখ মহাজনগণের বিরহানলে [illegible] তত্ত্বালাপ ও সুখদ [illegible] করিয়াছিলেন, সেই [illegible] শান্তমূর্তি গৌরাঙ্গকে আমি [illegible]॥ ১৪॥

তদ্দর্শনে জনৈক অদ্বৈতবাদের সমালোচনের কন্যা শচীমাতার নিকট যিনি বিবাহ করিবেন এবং [illegible] দিয়া [illegible] ঈশ্বর [illegible] সেই শ্রীগৌরাঙ্গকে আমি বন্দনা করি॥ ১৫॥

নবীন বয়ঃস্বরূপ নবদ্বীপ ধাম নব্য বিদ্যা-বিলাস দ্বারা সমস্ত স্মার্ত নৈয়ায়িক, তার্কিক প্রভৃতিদিগকে অল্প করিয়া যিনি বিরাজমান ছিলেন, সেই জ্ঞানিস্বরূপ শ্রীগৌরচন্দ্রকে আমি প্রণাম করি॥ ১৬॥

পিতৃ-গয়া করিবার নিমিত্ত স্বীয় ছাত্রগণ-পরিবৃত সর্ব দেবতার বন্দ্য গৌরচন্দ্র গয়া-ক্ষেত্রে গমন করিয়া ছিলেন। তথায় শ্রীঈশ্বর পুরীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার নিকটে দশাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। তথা হইতে গৌড়দেশে সমাগত হইয়া চিত্ত-চকোর-ছলে আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেই নবরস বিশিষ্ট গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি॥১৭

গয়া-ক্ষেত্রে গমন সময়ে অবচ্ছেদে ব্রাহ্মণের পাদোদকপানে বিগত জ্বর হইয়া যিনি বর্ণ শ্রম-ধর্ম্মের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই মহাপ্রভুকে আমি স্মরণ করি॥ ১৮॥

তদবধি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনাদি-রূপ নিরবধি ভক্তি আস্বাদন দ্বারা অদ্বৈত-প্রমুখ মহাজনগণ যাঁহার আশ্রয় অতিশয়রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং যিনি নিত্যানন্দের আগমন-ঘটনা হইতে ঈশ্বর চেষ্টা-সকল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই দয়ালু নয়ন-সুখদ ষড়্ভুজ গৌরচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি॥ ১৯॥

যিনি রমণীয়-মূর্ত্তি বরাহরূপ ধারণ-পূর্ব্বক সহসা মুরারিগুপ্তকে অতিশয় কৃপা করিয়াছিলেন, ব্যাসপূজা-প্রক্রিয়ায় বলদেবভাবে মধু পার্থনাকারী সেই পরমতত্ত্বকে আমি স্মরণ করি॥ ২

গণ-সহিত প্রভু অদ্বৈতচন্দ্র যাঁহাকে কৃষ্ণ মন্ত্র পূজা করিয়াছিলেন, সেই শ্রীবাস-মন্দিরের নিধি, পরিপূর্ণ তত্ত্ব, শ্রীধরাদি মহাজনগণের আশ্রয় স্বরূপ গৌরেন্দ্রকে স্মরণ করি॥ ২১॥

যিনি ভক্ত শ্রীবাসের পাল্য বদন দর্শিতে স্বীয় অনাদি প্রদর্শন-পূর্বক শুদ্ধ করিয়া প্রেম মত্ত বিশ্বম্ভর বিবক্ষ সুখদ করিয়াছিলেন, সেই [illegible] গৌরাঙ্গকে আমি [illegible]॥ ২২॥

[illegible] করিয়া [illegible] পূর্বক [illegible] প্রভু [illegible] যিনি পরমানন্দ [illegible] করিয়াছিলেন এবং মায়াবাদিদিগের [illegible] করিয়া [illegible] কৃপা করিয়াছিলেন, [illegible] স্বরূপ [illegible] গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি॥ ২৩॥

[illegible] নিত্যানন্দ-পক্ষে ও [illegible] দাস [illegible] নবীন নগরে [illegible] ভক্তগণ [illegible] আনিয়াছিলেন [illegible] করিয়াছিলেন [illegible] মহা-প্রভুকে আমি স্মরণ করি॥ ২৪॥

[illegible] নিত্যানন্দ [illegible] করিতে করিতে [illegible] সন্ন্যাসীকে [illegible] গৌড়-গ্রামে [illegible] করিয়াছিলেন, সেই [illegible] পদ গৌরচন্দ্রকে আমি স্মরণ করি॥ ২৫॥

যে ভগবান কাশ্মীর-অদ্বৈতবাদাশ্রয় তার্কিকাচার্য্যের পৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়া প্রেম দ্বারা তাঁহাকে ভক্তিবাদিনী করিয়াছিলেন, সেই মায়া বনাশী সুরসমা গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি॥ ২৬

যিনি মহাজ্ঞানরূপ ধারণপূর্বক চন্দ্র-শেখরের পাটীত ভজন সমুদ্রময় পুরুষদিগকে 'মাতৃরূপে' স্বীয় স্তন্য পান করাইয়াছিলেন এবং বিজয়দাসকে স্বীয় বৈভব দেখাইয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই সর্বশক্তিতত্ত্বাশ্রয় স্বরূপ শ্রীগৌরকে আমি স্মরণ করি॥ ২৭॥

নিশান্তে নিদ্রা ত্যাগ, প্রাতে স্নান, ভোজন, পূর্বাহ্নে স্বগণের সহিত গোদ্রুম-উপবনে কীর্তন-বিহার, মধ্যাহ্নে নবদ্বীপাদিতে কীর্তনাদি-লীলা, অপরাহ্নে মায়াপুর প্রত্যাগমন, সন্ধ্যাকালে নিজগৃহে কৃতা-সমাধান, প্রদোষকালে শ্রীবাস-অঙ্গনে হরি-চর্চ্চা, রাত্রে কীর্তনাদির পর স্বগৃহে শয়ন ও অল্প নিদ্রা,—এতপ্রকার অষ্টকালীয় ক্রম-নিয়মে ভক্তগণের সহিত যাঁহার অষ্টকাল লীলা হইয়াছে, সেই ভজন-সুখদ গৌরাঙ্গকে আমি অহর্নিশ স্মরণ করি॥ ২৮॥

যিনি শ্রীনিবাসাদি সংকীর্তন-পরিকরের সহিত নবদ্বীপস্থ দুর্বৃত্ত পতিত জগাই, মাধাই প্রভৃতি দ্বিজাধিগের হৃদয়-বিবর প্রেমপূর্ণ করিয়াছিলেন, সেই পতিতশরণ প্রেমসিন্ধু গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি॥ ২৯॥

ভাবাবেশ-দ্বারা যিনি নিখিল সুজনদিগকে ভক্তি শিক্ষা দিয়াছিলেন, সদয় হৃদয় হইয়া তাহাদের সমস্ত দোষ মার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং সাধুসভায় ভক্তি-ব্যাখ্যা বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই সুজন-দোষ-ক্ষান্তি-মূর্ত্তি গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি॥ ৩০॥

যিনি নবদ্বীপান্তর্গত সীমন্তদ্বীপবাসী সংকীর্তন সুখদ বাধা-প্রদান-কারী চাঁদ-কাজীকে উদ্ধার করত পূর্ণোল্লাসময় কাল-দোষহর নগর-কীর্তন শ্রীনবদ্বীপবাসের নগর-মুখ সহকার প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই পূর্ণ-বিশদ, দীর্ঘবাহু গৌরচন্দ্রকে আমি স্মরণ করি॥ ৩১॥

গঙ্গাদাস, মুরারিগুপ্ত বৈদ্য, খোলাবেচা শ্রীধরের ভক্তির বশীভূত যাঁহার প্রণয়ে ভাবিক হইয়া প্রেমপূর্ণ স্বভাব হইয়াছিলেন, যাঁহার উচ্ছিষ্ট সেবনে শ্রীমতী নারায়ণীর বক্ষঃস্থলে উন্মাদ হইয়াছিল, সেই দিব্যমূর্ত্তি ভক্তবৃন্দের গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি॥ ৩২।

যিনি শ্রীবাসের অঙ্গণে বিবশ হইয়া থাকিলে তাঁহার মৃতপুত্র স্বীয় মুখ হইতে নারদ শুক-তত্ত্ব শ্রীবাস ও তাঁহার গণসকলকে শুনাইয়াছিলেন—এমন যে পরমেশ্বর শ্রীবাসের দাসীদিগকেও শুভমতি প্রদান করিয়াছিলেন, সেই নিষ্কপট জ্ঞানিস্তাবক গৌরচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি॥ ৩৩॥

একাদবস প্রভু গোপীভাবে বিভাবিত হইয়া গোপী গীত ছিলেন, তাহা দেখিয়া কোন অধম পড়ুয়া তাঁহাকে পরিহাস করিলে তিনি দণ্ড লইয়া অতি-জড়মতি বাদীসঙ্গে সেই মূঢ়কে তাড়না করিয়াছিলেন। তৎপশ্চাৎ যাঁহার প্রাতিস্বাদ্ধভাবে সেই মূঢ়-সকল গৌরভাব বিস্তার করিয়াছিল, বিমুখ-দমন দিব্য-সিংহরূপ সেই গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি॥ ৩৪॥

সেইসকল অধম পড়ুয়া প্রভৃতির প্রণতি-গ্রহণপূর্বক পাপ প্রশমনে প্রবৃত্ত হইয়া মাঘ-মাসে শুক্লপক্ষে চব্বিশ বৎসর বয়সে সহসা কাটোয়া-নগরে গিয়া যে পণ্ডিতদিগের পূজনীয়, বরেণ্য-পুরুষ কেশবভারতীর নিকট হইতে সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কেশরহিত দণ্ডধারী কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রকে আমি স্মরণ করি॥ ৩৫॥

শ্রীনবদ্বীপধামে স্বজন সহিত বাহ্যে গৃহত্যাগপূর্বক শ্রীনিত্যানন্দের প্রণয়বশ যে কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ভ্রমণ করিতে করিতে কাটোয়া হইতে শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন, সেই ব্রজধাম-গমনেচ্ছাদ্বারা আবিষ্টমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে আমি স্মরণ করি॥ ৩৬

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননাগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ২ বিষ্ণু, গৌরাব্দ ৪৫৬; ২১শে ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ৫ই মার্চ্চ, ইং ১৯৪২, বৃহস্পতিবার } ১৯৩তম সংখ্যা

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে চরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী' টীকা ও আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহাতে সুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

"যতদিন ভক্তিবিপরীত-বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যতই সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগের কর্ণপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২ বিষ্ণু, ভূতাদি কারণোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৬

শ্রীল প্রভুপাদের চরম উপদেশ

——:০:)*(:০:——

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ যে দিন হইতে তাঁহার আচার্য্যলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই তাঁহার স্বাভীষ্ট ও আদিষ্ট সেবার কথা তিনি এইরূপ বলিয়াছেন,—

"হৃদয়ে বলিল কে-বা, দয়িত দাসের সেবা
গোপীবন-কথার কীর্ত্তন।"

কেহ কেহ কল্পনা করেন,—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ একটি ঠাকুর-বাড়ী স্থাপনের উদ্দেশ্যে শ্রীমায়াপুর-বাস আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার যে আত্মচরিত প্রকট করিয়াছেন এবং স্বয়ং যে-সকল ভজনগীতি প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে এইরূপ বিচার-ধারা দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি স্বয়ং তাঁহার আত্মচরিতের যে শ্রুতলিপি লিখাইয়াছিলেন, তাহা হইতেও আমরা জানিয়াছি যে, তিনি শ্রীপুরুষোত্তমে শুদ্ধ শ্রীরূপানুগ-ভজনপদ্ধতির কথা শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আনুগত্যে কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন। তাহাতে বহু লোকের অপস্বার্থ বিঘ্নসঙ্কুল হওয়ায় সেই-সকল স্বার্থান্ধ ব্যক্তি নানাপ্রকারে উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিল। শ্রীশ্রীরূপ রঘুনাথের কথা প্রচার করিবার জন্য তিনি শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের সমাধির সন্নিকটে শ্রীশ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের প্রাচীন ভজন স্থলী 'সাতাসন মঠ' আশ্রয় করিয়া হরিভজন করিয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীশ্রীরূপানুগ সিদ্ধান্ত বিরোধী ব্যক্তিগণ যখন নানাভাবে অত্যাচার আরম্ভ করিল, তখন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল প্রভুপাদকে শ্রীরামানুজাচার্য্যের তিরুনারায়ণপুরে নির্জ্জন বাসের ন্যায় শ্রীধাম-মায়াপুরে গমন করিয়া হরিভজন করিতে আদেশ করেন। শ্রীমায়াপুরে শ্রীব্রজপত্তনে বাসের উদ্দেশ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ একাধিকবার স্বরচিত গীতিসমূহে বর্ণন করিয়াছেন, যথা,—

রূপানুগ পূজ্যবরা শ্রীবার্ষভানবী হরা,
তাঁহার দয়িতদাস দাস।
রূপানুগসেবা আশ, শ্রীব্রজপত্তনে বাস,
অনুবৃত্তি করিল প্রকাশ॥

(শ্রীউপদেশামৃতের অনুবৃত্তির মঙ্গলাচরণ)

অন্যত্র—

শ্রীব্রজপত্তনে বসি' চিন্তি' গৌরপদশশী,
লভি সুখ রূপানুগ যশে।

(ঐ অনুবৃত্তির পরিশিষ্ট)

আবার অন্যত্র—

গান্ধর্ব্বিকেশ তুমি এই বিমুখজনেরে।
দয়ার অযোগ্য জানি' একবার হেরে॥
কবে দয়িতের সেবা-রসে ডুবাইয়া।
চরণে আশ্রয় দিবে করুণা করিয়া॥

(প্রার্থনা-রস-বিবৃতির মঙ্গলাচরণ)

পুনরায় অন্যত্র বলিয়াছেন,—

ব্রজবাসিগণ প্রচারক বন
প্রতিষ্ঠা ভিক্ষুক তারা নহে শব।
প্রাণ আছে তার, সে হেতু প্রচার
প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব॥
শ্রীদয়িতদাস কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন প্রভাবে স্মরণ হইবে,
সে কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব॥

অর্থাৎ শ্রীব্রজবাসিগণই প্রচারকগণের প্রাণধন। সেই হরিকীর্ত্তনকারী শ্রীব্রজবাসিগণ জড়-প্রতিষ্ঠার প্রার্থী নহেন। প্রাণ বা চেতনের ধর্ম্মই কীর্ত্তন, আর শব বা মৃতের লক্ষণ—বাগ্‌রোধ। শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন সেবা রহিত ব্যক্তিদিগকে 'জীবন্মৃত' বা 'শ্বসন্মৃত' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (শ্রীভাঃ ২৩২৩)। শ্রীদয়িতদাস প্রভুর কীর্ত্তনই একমাত্র অভীষ্ট সেবা। সেই কীর্ত্তন—উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরিনাম-রব। 'উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম' শব্দের অর্থ প্রচার। নির্জ্জন হরিকীর্ত্তন কেবল নিজের নিকট প্রচারের অভিনয়, আর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম—স্বয়ং আচরণ করিয়া নিজের ও পরের নিকট প্রচার অর্থাৎ শ্রীরূপানুগ ও যুগপৎ আচার ও প্রচার। এই আচারে ও প্রচারে শ্রীগৌরকিশোর প্রভু ও শ্রীভক্তিবিনোদ-বিভুই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ।

রূপানুগ জন-পদ লভিবারে সুসম্পদ,
রূপানুগ জন প্রীতি ক'রে।
রূপ-উপদেশামৃত, শুদ্ধ হরিজনাদৃত,
অযোগ্যেও সমাশ্রয় করে॥
গৌরকিশোর প্রভু, ভক্তিবিনোদ বিভু,
শুদ্ধভক্তি যেই প্রচারিল।
সেই শুদ্ধভক্তি-সূচী, বদ্ধজীব যাহে শুচি,
পাইবার তরে এক তিল॥
রূপানুগ পূজ্যবরা, শ্রীবার্ষভানবী হরা,
তাঁহার দয়িতদাস-দাস।
রূপানুগসেবা আশ, শ্রীব্রজপত্তনে বাস,
অনুবৃত্তি করিল প্রকাশ॥

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগবর শ্রীভক্তিবিনোদ বিভু শিক্ষাগুরুরূপে যে শুদ্ধভক্তি প্রচার করিয়াছেন তাহাই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভজনের সূচী অর্থাৎ পথ নির্দ্দেশক। সূচী দেখিয়া যেরূপ গ্রন্থের অভ্যন্তরে কি কি বিষয় আছে, জানিতে পারা যায় সেইরূপ শ্রীরূপানুগভজন-পদ্ধতিটি কি ব্যাপার তাহা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রচারিত শুদ্ধভক্তিই সূচনা করিয়াছে। তাহার এক তিল পাইবার জন্য শ্রীরূপানুগ-গণের পূজ্যা শ্রেষ্ঠা শ্রীবার্ষভানবীর প্রেষ্ঠের দাসের দাসাভিমানী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরূপানুগসেবা লাভের আশায় শ্রীব্রজপত্তনে বাস করিয়া শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদের আনুগত্যে শ্রীরূপের কথা প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন,—ইহাই উক্ত পদ্যের মর্ম্মার্থ।

আবার অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায়—

শ্রীগৌরকিশোরদাস শ্রীগৌর প্রকাশ।
নিতাই স্বরূপে বন্দি যাঁ'র আমি দাস॥
তব দাসে কর কৃপা ভক্তিবিনোদ।
রূপানুগ মনোঽভীষ্ট প্রচারপ্রমোদ॥

(প্রার্থনা-রস-বিবৃতির মঙ্গলাচরণ)

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ হইতেই বর্ত্তমান যুগে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই প্রচারের প্রেরণা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের স্ব-রচিত একাধিক গীতির মধ্যে প্রকাশিত আছে।

"গৌরভক্তি সাম্রাজ্যের ধুরন্ধরাগ্রণী।
ভক্তিবিনোদ জয় ভক্তাচার্য্যমণি॥
অতাত্ত্বিক ভ্রমপূর্ণ কপটতাময়।
বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত বীজ যে করিল ক্ষয়॥

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রচারিত শুদ্ধ-বেদমত।
সব ত্যজি' গৌরপদানুগ যা'তে রত॥
সেই শুদ্ধ হরিকথা যাঁহার কৃপায়।
প্রকাশ হইল এবে, সবে শুনি গায়॥"
('প্রমেয়রত্নাবলী'র মঙ্গলাচরণ)

অন্যত্র—

"শ্রীভক্তিবিনোদ-পদ, যা'তে নাশে ভোগি-গদ,
শুদ্ধভক্তি যাঁ' হ'তে প্রচার।"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আদি, মধ্য ও অন্তে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীরূপানুগ-কৃপা-বৈশিষ্ট্যের কথাই পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ 'শ্রীগৌরাঙ্গ'-শীর্ষক স্ব-রচিত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুসৃত শ্রীরূপানুগ-পদ্ধতির সহিত অপর ব্যক্তিগণের মতবাদের পার্থক্য বুঝিবার চেষ্টারূপ সাধুসঙ্গ করুন, নিশ্চয়ই আপনি শুদ্ধভক্তিমার্গে প্রবিষ্ট হইবেন। শ্রীরূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জগতে যেরূপ আচার ও প্রচার করিয়াছেন, তাহা আশ্রয় করিলে কখনই কোন বঞ্চকদলে প্রবেশ করিয়া তাহাদের নিকট প্রতিষ্ঠালাভের জন্য ভক্তির নামে অন্য কোন বস্তু শিখিতে হইবে না।" (শ্রীসঃ তোঃ - ১৮।৪)

শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদ নীরবতা ও নির্জ্জনতাকে 'প্রাকৃত ধর্ম্ম' বলিয়াছেন এবং শ্রীহরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তনকেই একমাত্র 'অপ্রাকৃত ধর্ম্ম' বলিয়া জানাইয়াছেন। "অনর্থের মলসমূহ উদরে পূর্ণ রাখিয়া নির্গমন-পন্থা রোধকরত জীবের নীরব ও নির্জ্জন হইবার সামর্থ্য নাই। অজ্ঞানেরই গরিমা ভীম ভট্টাদি কর্ম্মিগণের আড়ম্বর-ফলে বৈরাগ্যের প্রতিভা হৃদয়ে পোষণ করিয়া ভক্তি-বিরোধী জীব রব রহিত মূকধর্ম্ম এবং জন-রহিত নির্জ্জন কারাবাস স্বীকার করিয়া কৃষ্ণ-ভক্তি হইল—কিরূপে মনে করিবে? নীরব ও নির্জ্জন অবস্থা কর্ম্মফলাধীন জীবের আকাশ-কুসুম বা শশবিষাণের ন্যায় অসম্ভব। ভক্তগণ প্রাকৃত নিঃসঙ্গ বা প্রাকৃত মূকধর্ম্মকে ভক্তির বিরোধী জানেন। তাদৃশ নীরবতা ও নির্জ্জনতা ধর্ম্মদ্বয় কখনই ভক্তির অনুকূল হইতে পারে না। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র পাঠক। ইষ্টগোষ্ঠীর কথা আপনারা সকলেই অবগত আছেন, শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠক। ভাগবত-শ্রবণসভার কথা আপনাদের অবিদিত নাই। শ্রবণ ও কীর্ত্তনই সাধনের পরম পরাকাষ্ঠা বলিয়া শ্রীগৌরহরি ও শ্রীমদ্ভাগবতগণ নিরন্তর জগৎকে উপদেশ দিতেছেন। নীরবতা ও নির্জ্জনতা—উভয়ই প্রাকৃতধর্ম্ম। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ নীরব অনুশীলনের প্রতিপক্ষে কীর্ত্তন বিষয়ে লিখিয়াছেন,—'নামকীর্ত্তনঞ্চেদং উচ্চৈরেব প্রশস্তম্। নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্ ইত্যাদৌ। * * * যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যভক্তি-সংযোগেনৈবেত্যুক্তম্।' হরিকথা-কীর্ত্তন যেখানে নাই—হরিকথা প্রচার যেখানে নাই, সেইখানেই কৃত্রিম ধ্যানাদির কথা প্রবল। যেখানে কীর্ত্তন নাই—শ্রবণ নাই, পক্ষান্তরে ফল্গু-বৈরাগ্যের কথা বঞ্চিত-সমাজকে প্রলুব্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেখানে অপ্রাকৃত যুক্তবৈরাগ্য নাই।"

(শ্রীসঃ তোঃ - ১৮।৪)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যে এত বিচারের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা কেবল শ্রীরূপ শ্রীরূপানুগবর শ্রীরঘুনাথ, শ্রীশ্রীজীব, শ্রীকবিরাজ, শ্রীনরোত্তম, শ্রীবিশ্বনাথ ও শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভৃতি গুরুবর্গের শ্রীরূপানুগ বিচার-ধারার প্রতিকূল মতবাদ নিরাস করিবার জন্যই, কেবল সাংখ্যযোগ-প্রচার তাঁহার আদৌ উদ্দেশ্য নহে। এইজন্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব এইভাবে শ্রীল প্রভুপাদের প্রণাম শিক্ষা দিয়াছেন,—

"নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের একষষ্টিতম বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাবতিথি-পূজা-বাসরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের যে ছত্রিশটি 'রূপানুগবৈশিষ্ট্যে'র কথা শ্রৌতবাণীর অনুসরণে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা হইতেও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের হৃদয়ের চরম অভীষ্টসমূহ উপলব্ধির বিষয় হয়।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"বেদশাস্ত্র 'শব্দ' ও 'ক্রিয়া'—এই দুইটী অভিধেয়ের কথা বলিয়াছেন। এই জগতের শব্দ ও ক্রিয়ার মধ্যে ব্যবধান অথবা ছিদ্র আছে, কিন্তু কৃষ্ণপর শব্দ—সমগ্রহ (অপ্রাকৃত) শব্দ ও সমগ্রহ (অপ্রাকৃত) ক্রিয়া বা বিলাস। শ্রীচৈতন্য-দেবের উপদিষ্ট যে সকল ক্রিয়া, তাহা সকলই (অপ্রাকৃত) শব্দদ্বারা নিয়মিত। যেখানে কিয়দংশ শব্দ, তাহাই 'অর্চ্চন', আর যেখানে শব্দ সমগ্র বা পরিপূর্ণভাবে অবস্থিত, তাহাই 'কীর্ত্তন'। শ্রীনামের বা বৈকুণ্ঠ শব্দের আশ্রয় যখন পরিপূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হয়, তখন তাহাই 'ভজন'। শব্দের বিলাস, বৈষ্ণব যেরূপ উপলব্ধি করেন, অপরে তাহা পারেন না বলিয়াই বৈষ্ণব বড়।"

শ্রীল প্রভুপাদের শেষবাণী ও উপদেশের মধ্যে পাই—"শত বিপদ, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছা'ড়্‌বেন না। জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ ক'র্‌ছে না দেখে' নিরুৎসাহিত হ'বেন না, নিজ-ভজন, নিজ-সর্ব্বস্ব, কৃষ্ণকথা-শ্রবণ কীর্ত্তন ছা'ড়্‌বেন না। তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন ক'র্‌বেন। জগতে শ্রীরূপানুগচিন্তাস্রোতঃ প্রবাহিত হউক। সপ্তজিহ্ব শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের প্রতি যেন কখনও আমরা কোন অবস্থায় বিরাগ প্রদর্শন না করি। তা'তে একান্ত বর্দ্ধমান অনুরাগ থা'ক্‌লেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হ'বে।"

শ্রীজহ্নুদ্বীপ

এই স্থান শ্রীবিষ্ণু বন্দন-পীঠ। শ্রীল অক্রূর ঋষি অভিবন্দনের দ্বারা এই স্থানে শ্রীগৌর-কৃষ্ণের সেবা করেন। বর্ত্তমান বিদ্যানগর, মঙ্গলপুর, রাজ্যধরপুর, রামচান্দপুর, শ্রীরামপুর, জান্নগর এই দ্বীপের অন্তর্গত। এই স্থানে শ্রীজহ্নুমুনি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন পাইয়া তাঁহার তপস্যার সার্থকতা করিয়াছিলেন। জান্নগর ও বিদ্যানগর এই দ্বীপের প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান।

জান্নগর—জহ্নুদ্বীপকে অপভ্রংশ ভাষায় জান্নগর বলে। গঙ্গার প্রতি ক্রোধ-বশতঃ জহ্নুমুনি এক গণ্ডূষে সকল জল পান করিয়া ফেলিয়াছিলেন। গঙ্গাদেবীর অদর্শনে ভগীরথের চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি জহ্নুমুনিকে সেবা করিতে থাকিলে মুনি সন্তুষ্ট হইয়া নিজ অঙ্গ হইতে গঙ্গাকে বাহির করিয়া দেন। তদবধি গঙ্গার একটি নাম 'জাহ্নবী' হইয়াছে। ভীষ্মদেব মাতামহ জহ্নুর নিকট অবস্থান করিয়া এই স্থলে ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন।

বিদ্যানগর—এই স্থান সর্ব্ববিদ্যার পীঠ স্বরূপ। ইহা 'সারদাপীঠ' নামে অভিহিত হয়। এই উপবনেই উপনিষদ্‌গণ দীর্ঘকাল-ব্যাপী শ্রীগৌর সুন্দরের আরাধনা করিয়াছিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্র সভা পরিত্যাগ করিয়া নিজগণ-সঙ্গে শ্রীগৌর-সেবার্থ নবদ্বীপ-মণ্ডলের অন্তর্গত বিদ্যানগরে শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমরূপে অবতীর্ণ হন এবং তথায় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই স্থান বিদ্যাপতি শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপঙ্কজ-পরাগের দ্বারা বিভূষিত হওয়ায় এই স্থানকে কেহ-কেহ 'বেদনগর' বা 'ব্যাসপীঠ' বলিয়া থাকেন। এই স্থানে শ্রীল সার্ব্বভৌমের পূজিত শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের বিগ্রহ আছেন। বিদ্যানগরে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার শ্রীসার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ

—:০:(*):০:—

(৮)

ইহা দাস্যভক্তির পীঠস্থান। এই স্থানে কপিপতি শ্রীহনূমান্ নিত্যকাল দাস্যভাবে শ্রীরাম-সীতার আরাধনা করেন। ইহাকে দ্বাদশবনের অন্তর্গত 'শ্রীভাণ্ডীর-বন'ও বলা হয়। এই স্থান-দর্শনে ভক্তগণের সেবামোদ বৃদ্ধি পায় বলিয়া বিজ্ঞগণ ইহাকে মোদদ্রুমদ্বীপ বলেন। শ্রীরাম-লীলায় ভগবান্ যখন বনবাসী হইয়াছিলেন, তখন তিনি এই স্থানে একটি মহাবটবৃক্ষতলে কুটীর বাঁধিয়া বাস করিয়াছিলেন। মামগাছি-গ্রামনিবাসী এক রাম-উপাসক বিপ্র শ্রীগৌরসুন্দরের একটকালে দৃঢ়রূপে বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার আরাধ্য দেবতা শ্রীশ্রীশচী-জগন্নাথগৃহে আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বপ্নযোগে ঐ ব্রাহ্মণকে শ্রীরামচন্দ্র-রূপ দর্শন দান করিয়াছিলেন।

মামগাছি, একডালা, মহৎপুর, বাবলাড়ি প্রভৃতি স্থান মোদদ্রুমদ্বীপের অন্তর্গত। মামগাছি-গ্রামে ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের আবির্ভাব ভূমিতে 'শ্রীমোদদ্রুম-দ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ' প্রতিষ্ঠিত আছেন, তথায় শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পূজিত শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিগ্রহ যথারীতি পূজিত হইতেছেন। এই স্থানে শ্রীমালিনী দেবীর পিত্রালয় ও শ্রীবাসুদেব ঠাকুরের পূজিত 'শ্রীমদনগোপাল'-বিগ্রহ এবং শ্রীশার্ঙ্গমুরারি ঠাকুরের পূজিত শ্রীশ্রীরাধা-গোপীনাথ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। শেষোক্ত বিগ্রহ এখন স্থানান্তরিত হইয়াছেন।

মোদদ্রুমদ্বীপের অন্তর্গত মহৎপুরে 'পঞ্চবটবৃক্ষ' এবং 'যুধিষ্ঠির বেদী'-নামে এক উচ্চ টিলা বিরাজিত ছিল। পঞ্চপাণ্ডব বনবাসকালে এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীগৌরচন্দ্ররূপে যুধিষ্ঠির মহারাজকে তথায় দর্শন প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমার সংক্ষিপ্ত বিবরণী

——:০:(*):০:——

চতুর্থ দিবস—গত ১২ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার মধ্যদ্বীপ-পরিক্রমা হইয়াছে। মধ্যদ্বীপকে অপভ্রংশ-ভাষায় 'মাজিদা' গ্রাম বলে। এই স্থানে ব্রহ্মার আদেশে সপ্তর্ষি গৌর ভজন করেন। মধ্যাহ্ন-সময়ে মাধ্যাহ্নিক শতসূর্য্য-প্রভা-সমন্বিত পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরসুন্দর সপ্তর্ষিকে দর্শন প্রদান করেন। এই স্থানে এখনও 'সপ্তটীলা' সপ্তর্ষির ভজনস্থলী বলিয়া প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ইহার দক্ষিণে

শ্রীরুদ্রদ্বীপ

—:০:(*):০:—

(৯)

ইহা সখ্যভক্তির পীঠ। অর্জ্জুন সখ্যভক্তি-দ্বারা শ্রীগৌর-কৃষ্ণকে বশীভূত করিয়া এই স্থানে নিত্যকাল অবস্থান করেন। নীল লোহিতাদি একাদশ রুদ্র এই স্থানে গৌরভজন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম 'রুদ্রদ্বীপ' হইয়াছে।

এই রুদ্রদ্বীপ ইদ্রাকপুর, শঙ্করপুর, রুদ্রপাড়া, নিদয়া ও টোটা প্রভৃতি স্থান-সমূহে ব্যাপ্ত ছিল। এই দ্বীপে শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা 'শ্রীরুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠে'র শ্রীমন্দির বিরাজিত।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

একটি সুপবিত্র জলধারা 'গোমতী'-নদী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

পরিক্রমার যাত্রিগণ প্রথমে 'গণ্ডকী'-নদীর তীরে 'অলকানন্দা'র পূর্ব্বপারে 'হরিহরক্ষেত্র' দর্শন ও পরিক্রম করেন। এই স্থানে গৌরী-সহ শিব গৌরাঙ্গ-ভজন ও জীবের নির্য্যাণ-সময়ে জীব-কর্ণে গৌরনাম প্রদান করেন। এই স্থান মহা-বারাণসী ধাম। তথা হইতে পরিক্রম-সঙ্ঘ শ্রীনৃসিংহপুর দেবপল্লীতে উপস্থিত হন। এই দেবপল্লীকে সাধারণ ভাষায় 'দেপাড়া' বলা হইয়া থাকে। সত্যযুগে শ্রীনৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে বধ ও প্রহ্লাদকে কৃপা করিয়া এই স্থানে বিশ্রাম করেন। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ এই স্থানে মন্দাকিনী-তটে টীলার উপরে স্ব-স্ব ভজনকুটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কালক্রমে ও ভজনকুটীগুলি লুপ্ত হইলেও এখন ঐ স্থানে বহু ভজনটীলা প্রাচীন নিদর্শনরূপে বিরাজ করিতেছে। এখনও এই স্থানে সূর্য্যটীলা, ব্রহ্মটীলা, ইন্দ্রটীলা প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিছুকাল পরে শ্রীনৃসিংহ-কৃপা প্রাপ্ত অনেক ভক্তবর এই স্থানে বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীনৃসিংহসেবা প্রকাশ করেন। সেই মন্দিরটি এখনও এই স্থানে বিরাজিত আছে।

হরিহরক্ষেত্র ও শ্রীনৃসিংহপুর-দেবপল্লী—এই উভয় স্থানেই পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণন্যায়তীর্থ প্রভু 'শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য'-গ্রন্থ হইতে উক্ত স্থান-দ্বয়ের বিবরণ পাঠ করেন। অতঃপর পরিক্রম-সঙ্ঘ রাউতারা—'মধ্যদ্বীপ শ্রীগোড়ীয়মঠে' উপস্থিত হন। ঐ দিবস তথায় মহোৎসব ছিল, মধ্যাহ্নে যাত্রিগণ সকলেই তথায় প্রসাদ সম্মান করিয়া অপরাহ্ণে শ্রীধাম মায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পঞ্চম দিবস—গত ১৩ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার শ্রীকোলদ্বীপ পরিক্রমা হইয়াছিল। এই কুলিয়াই 'অপরাধ ভঞ্জনের পাট' বলিয়া খ্যাত। এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু 'গোপাল-চাপাল'-নামক শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে অপরাধী বিপ্র ও 'ভাগবত'-বক্তা দেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধ ক্ষমা করেন। এইজন্য ইহাকে 'অপরাধ ভঞ্জনের পাট' বা দেবানন্দের পাট কুলিয়া বলিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি প্রামাণিক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। এই স্থান শ্রীকুলিয়া-পাহাড়পুর-নামেও খ্যাত। সত্যযুগে 'বাসুদেব'-নামক একজন ব্রাহ্মণকুমার বরাহদেবের দর্শন পাইবার জন্য ব্যাকুলভাবে, ক্রন্দন করিলে শ্রীবরাহদেব পর্ব্বত-সমান উচ্চ শরীরধারী কোল বা বরাহরূপে বাসুদেবকে দর্শন প্রদান করেন। এই স্থানে সত্যযুগে ব্রহ্মার যজ্ঞে ভগবান আবির্ভূত হইয়া দন্তাগ্রদ্বারা হিরণ্যাক্ষ-দৈত্যকে বিনাশ করেন॥

ঐ দিবস প্রাতঃকালে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকের পর পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিয়ামকত্বে শ্রীকোলদ্বীপ-পরিক্রমার জন্য বিচিত্র বস্ত্রাদিতে সজ্জিত সুরম্য শিবিকাভ্যন্তরে শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীগৌরবিজয়-বিগ্রহ আরূঢ় হইলে পরিক্রম-সঙ্ঘ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সহিত কোলদ্বীপ-পরিক্রমায় যাত্রা করেন। শোভা-যাত্রার সর্ব্বাগ্রে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার নামাঙ্কিত পতাকা লইয়া দুইজন শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্ত গমন করিতেছিলেন, তৎপরে দুইজন ভক্ত সম্মার্জ্জনী দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের বিজয়সরণী মার্জ্জনা করিতেছিলেন। তৎপশ্চাতে বিচিত্র সজ্জায় সুসজ্জিত ও চামর-ব্যজনাদিদ্বারা সেবিত শ্রীগৌরসুন্দরের বিজয়-বিগ্রহ, তৎপরে শত-শত নিশান ও মৃদঙ্গ-করতাল-শিঙ্গা-শঙ্খ ঘণ্টা-কাঁসরের সমবেত-ধ্বনির সহিত সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায় ও তৎপরে যাত্রিসঙ্ঘ গমন করিতে-ছিলেন।

পরিক্রমকারিগণ গঙ্গা পার হইলে পর পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছা ও পূর্ব্ব নির্দ্দেশক্রমে শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীপাদ শচীনন্দন প্রভু শ্রীগৌরবিজয়বিগ্রহের শিবিকা কুলিয়ার গঙ্গার চড়ায় অবস্থিত পরম-হংসকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের ভজন-কুটীরের সম্মুখে নামাইয়া রাখেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ তখন তাঁহার প্রাণেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরের ভোগ রন্ধন করিতে-ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে পরিক্রমার যাত্রিগণও শ্রীল বাবাজী মহারাজের ভজন-কুটীরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণামাদি করিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছাক্রমে পরিক্রম-সঙ্ঘ গৌরবিহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীল বাবাজী মহারাজকে চারিবার পরিক্রম করেন। ইতোমধ্যে বাবাজী মহারাজ তাঁহার প্রাণেশ্বর শ্রীগৌর-সুন্দরকে ভোজন করাইয়া তাঁবু খুলিয়া সংকীর্ত্তন-সঙ্ঘের প্রতি শুভ-দৃষ্টিপাত করিলেন। শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণামান্তর তাঁহার নিকট নির্ব্বিঘ্নে পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসবাদি শ্রীগৌরমনোভীষ্ট-সেবাকার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য কৃপাশীর্ব্বাদ ও কৃপাদেশ প্রার্থনা করিলে বাবাজী মহারাজ প্রফুল্লবদনে উক্ত সেবাকার্য্যাদি নির্ব্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইবে বলিয়া অনুমোদন করেন।

অতঃপর তথা হইতে পরিক্রম-শোভা-যাত্রা শ্রীগৌরবিজয়বিগ্রহকে অগ্রণী করিয়া কোলদ্বীপ, কুলিয়া বা বর্ত্তমান সহরনবদ্বীপ পরিক্রমা ও তৎপরে ক্রমে শ্রীঋতুদ্বীপ, শ্রীজহ্নুদ্বীপ ও শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া শ্রীমোদদ্রুমস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে উপস্থিত হন, ঐ দিবস শ্রীমোদদ্রুমস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে—ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন-দাস ঠাকুরের শ্রীপাটে মহোৎসব ছিল। পরিক্রমকারিগণ মধ্যাহ্নে তথায় প্রসাদ সম্মান করিয়া ঐ দিবসই অপরাহ্ণে শ্রীরুদ্রদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীরুদ্রদ্বীপ-শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীবিগ্রহদর্শন, দণ্ডবৎপ্রণামাদির পর সন্ধ্যা-কালে শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এই বৎসর পরিক্রমার অধিবাস-উৎসবের দিন ও প্রথম দিন আকাশ যেরূপ মেঘাচ্ছন্ন ও যেপ্রকার প্রবল ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা গিয়াছিল, পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের অসীম কৃপায় সেইপ্রকার দৈব দুর্ব্বিপাক সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়া শ্রীগৌরজন্মোৎসবের দিন পর্য্যন্ত অতি নির্ব্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবে পরি-ক্রমার ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবের সকল সেবা-কার্য্য যথাবিধি সম্পাদিত হইয়াছে।

এইবারের পরিক্রমার দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করিয়াছি,—একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, পরিক্রমার যাত্রিগণের মধ্যে পুরুষ বা মহিলা কেহই শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের পূর্ব্বনির্দ্দেশ অনুসারে পরিক্রমায় যানাদি ব্যবহার অর্থাৎ শকটাদি যোগে অথবা পদে পাদুকা প্রদান পূর্ব্বক শ্রীধাম পরিক্রমা করেন নাই, সকলেই শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের আনুগত্যে অক্লান্তভাবে প্রফুল্লবদনে ও প্রবল উৎসাহের সহিত পদব্রজে সমস্ত দ্বীপ পরিক্রম করিয়া-ছেন। আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, পরি-ক্রমার যাত্রিগণ এ বৎসর পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের অসীম কৃপায় শ্রীগৌরসুন্দরের পরম শ্রেষ্ঠ নিজ জন, পরমহংস কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের দর্শন এবং বাবাজী মহারাজের প্রাণারাম, হৃদয়ের ধন শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীরাধাগোবিন্দ সহ বাবাজী মহারাজকে পরিক্রম করিবার সৌভাগ্য লাভ করায় এ বৎসরের শ্রীধাম-পরিক্রমা সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত ও জয়যুক্ত হইয়াছে।

গত ১৪ই ফাল্গুন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার শ্রীহরিবাসর-তিথিতে সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীবাস-অঙ্গনে সমবেত ভক্তগণ ও পরিক্রমকারী যাত্রিগণের সভায় পরমারা-ধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিয়া মঠাশ্রিত সুকণ্ঠ গায়কগণের দ্বারা সমস্ত রাত্রি শ্রবণোপ-যোগী, শ্রীকল্যাণকল্পতরু, প্রার্থনা ও বিজ্ঞপ্তি-সূচক শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের পদাবলী কীর্ত্তন করাইয়াছেন এবং শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং "হরি বল, হরি বল, হরি বল, ভাইরে" "যশোমতীনন্দন ব্রজবর নাগর", নাচত মুকুন্দ বাজায় বীণা," "গৌরহরি বল, গৌরনিতাইচাঁদ বল" প্রভৃতি গীতি বিভিন্ন সুরে কীর্ত্তন করিয়া আবার মধ্যে মধ্যে মৃদঙ্গ-বাদন সহযোগে কীর্ত্তন করিয়া সংকীর্ত্তনরাসস্থলী শ্রীবাস অঙ্গনে সংকীর্ত্তন-বন্যা প্রবাহিত করত সমস্ত রাত্রি কিভাবে হরিবাসর সম্মান করিতে হয়, তাহার প্রকৃষ্ট আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের অযাচিত কৃপা-বিতরণ ফলে সেই দিবস সমস্ত রাত্রিতে তথায় সমবেত পুরুষ ও মহিলাগণের মধ্যে কেহই নিদ্রা আলস্যে অভিভূত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব কীর্ত্তনশ্রবণ হইতে বঞ্চিত বা শ্রীনাম প্রভু ও শ্রীনামকীর্ত্তনকারী শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিবার দুর্ভাগ্য লাভ করে নাই, সকলেই সংকীর্ত্তনরসে নিমগ্ন হইয়া—তথায় সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রাকট্য ও কীর্ত্তন-নর্ত্তনবিলাস উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া "অন্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"—এই মহাজন-বাক্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করত নিজকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন।

শ্রীধাম-পরিক্রমা উপলক্ষে বিভিন্ন স্থান ও বিভিন্ন মঠ হইতে সমাগত সজ্জন ও ভক্ত-বৃন্দ পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের নিয়ামকত্বে গত ১৩ই ফাল্গুন তারিখে পরিক্রমা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গত ১৯শে ফাল্গুন শ্রীশ্রীগৌর জন্মোৎসব পর্য্যন্ত শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থানপূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ শ্রীল আচার্য্যদেব ও তদনুগ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে দেহরোগ ও ভবরোগ-নিবারক ঔষধ ও পথ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত শ্রীধামমাহাত্ম্যের কথা—শ্রীহরিকথামৃতপান ও মহাপ্রসাদ সম্মান করিবার সৌভাগ্য বরণ করিয়াছেন।

সার-কথা

গৌরকৃষ্ণের শুদ্ধসেবা কিরূপ?

গোবিন্দ কহে—আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক্, কিবা নরকে গমন॥
'সেবা' লাগি' কোটি 'অপরাধ' নাহি গণি।
স্ব-নিমিত্ত 'অপরাধ' লাগে,' ভয় মানি॥
নিরুপাধি প্রেম যাঁহা, তাঁহা এই রীতি।
প্রীতিবিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি॥'

ঐকান্তিক ভক্ত ও ভগবান্ কিরূপ?

সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ-জন॥
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে।
সেই ঠাঁর ধন্য, তাঁরে চুলে ধরি' আনে॥

কৃষ্ণ কিনে বশ হন?

জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক—কৃষ্ণপ্রেম রস॥

বিশেষ দ্রষ্টব্য

গত ১৯শে ফাল্গুন মঙ্গলবার শ্রীগৌর-জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় গত ২০শে ফাল্গুন, বুধবার শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রকাশিত হয় নাই।

ভ্রম-সংশোধন—গত ২৮৯তম সংখ্যা শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ৫ম পৃষ্ঠার ৪র্থ কলমের ৭ম-৮ম পঙ্ক্তিতে 'শ্রীগৌর নিত্যানন্দ-স্থ' স্থলে 'শ্রীগৌর নিত্যানন্দ' হইবে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১মা ৩ দিবস অন্ত,	৪র্থাদি দিনের অন্ত	১ম ৩ দিনের অন্ত	পরবর্ত্তী দিনের অন্ত
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	
" " ইঞ্চি	২৲	১৷৷০	১৷৷০	১৲
" " সিকি কলম	৪৲	১	৪৲	৩
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৭	৮	৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬০৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ) ৯৲
ষাণ্মাসিক " ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫০, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মতামতোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ মহাশয়ের সম্পাদিত বাঙ্গলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ মাশুলাদিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—শ্রীমদ্ভাগবত একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীভক্তিদয়িতমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগোড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাঙ্গলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থাবলীর একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সোভাগ্য পাইবেন। উহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

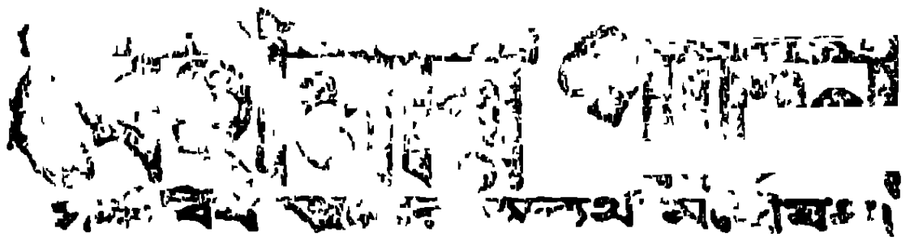

আপেরিয়া পাণ্ডিত্য ও গবেষণার মূলে, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া হওয়ায় ফাটাইতে অনেক [illegible] তবে, প্রীতা সংরক্ষক কালোজির এবং নূতন পুরাতন ঔষধ একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আমার অনুমান সার্থক হয় কিনা ৫০ বোতল ৷৵০ বার আনা ২৫ বোতল ৵০ আটার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

১১নং উমাচরণ বসু রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

সংরক্ষণ শুল্কের মেয়াদ বৃদ্ধি

আগামী ১৯৪৪ সালের ৩১শে মার্চ্চ আরও দুই বৎসরের জন্য সংরক্ষণ শুল্কের মেয়াদ বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে স্যার এ, রামস্বামী মুদালিয়র কেন্দ্রীয় পরিষদে একটি বিল উত্থাপন করিয়াছেন। আগামী ৩১শে মার্চ্চ উক্ত শুল্কের মেয়াদ শেষ হইবে। উক্ত তারিখে লৌহজাত দ্রব্য, চিনি, রূপার তার (১৯৪১ সালে আইনবলে এগুলির সংরক্ষণ শুল্কের মেয়াদ এক বৎসর বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল) ব্যতীত কাঠের মণ্ড, কাগজ, তুলা ও রেশমজাত দ্রব্য-সংক্রান্ত সংরক্ষণ শুল্কের মেয়াদও আগামী ৩১শে মার্চ্চ শেষ হইবে। বর্ত্তমান অনিশ্চিত অবস্থায় সংরক্ষণের অনুপাত সম্বন্ধে তদন্ত সম্ভব নহে বলিয়া আরও দুই বৎসর বাদ বর্ত্তমানে প্রচলিত অনুপাত বহাল রাখিবার জন্যই এই বিলটি উত্থাপিত হইয়াছে। ১৯৪১ সালে সংশোধিত ভারতীয় শুল্ক আইন অনুসারে গম ও ময়দার সংরক্ষণ শুল্ক এক বৎসরের জন্য বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই এক বৎসরে গমের দাম অনেক বাড়িয়া যাওয়ায় বিদেশ হইতে আমদানীর সুবিধা দেওয়া আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। সেইজন্য ১৯৪১ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর হইতে গমের আমদানী শুল্ক প্রতি হন্দরে দুই আনা হ্রাস করা হয়। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে সামান্য হ্রাসবৃদ্ধি করিত করা হয়। এখন গমের উৎপাদনমাত্র হ্রাস পাইয়াছে। অবস্থার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইলে পরিষদের গম ও ময়দার সংরক্ষণ শুল্কের মেয়াদ দুই বৎসর বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

শিল্প ও শ্রমিক সংক্রান্ত অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের গুরুত্ব বাণিজ্য সচিব একটি বিল উত্থাপন করিয়াছেন। উহার পর পরিষদের গোপন অধিবেশন হয়।

পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের বাজেট

পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে সামান্য ঘাটতি হইয়াছে। আলোচ্য বৎসর রাজস্ব বাবদ অঙ্ক মোট ১৩ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা এবং ১৩ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে, কাজেই ঘাটতির পরিমাণ মাত্র ১০ লক্ষ টাকা দেখা যায়।

বিমান-আক্রমণ সতর্কতামূলক ব্যবস্থার জন্য ৬২ লক্ষ এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে পুলিশ বাবদ অতিরিক্ত ১৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করাতেই বাজেটে কিছু ঘাটতি হইয়াছে। অন্যান্য ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে যুদ্ধের প্রচারকার্য্যের জন্য ২ লক্ষ টাকা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি করার জন্য ১ লক্ষ এবং সরকারী কর্ম্মচারিগণকে মহার্ঘ্যভাতা দানের জন্য ১৪ লক্ষ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। বাজেটে নূতন কোন কর ধার্য্যের প্রস্তাব করা হয় নাই।

মধ্যপ্রদেশের সরকারী দপ্তরখানা

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার গভর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারী মিঃ সি-এম ত্রিবেদী সাংবাদিকদের এক বৈঠকে বলেন যে, এই বৎসর সরকারী দপ্তরখানা পাচমারীতে স্থানান্তরিত হইবে না। কিন্তু অবস্থা বুঝিয়া সুবিধা হইলে সরকারী কর্ম্মচারীগণ ব্যক্তিগতভাবে অল্পকালের জন্য ঐস্থানে যাইতে পারেন। তিনি অবশ্য বলেন যে, তাঁহারা যখনই পাচমারীতে যাইবার জন্য জানুয়ারী মাসে যে পরিকল্পনা স্থির করিয়াছিলেন, তাহার পরিবর্ত্তন বর্ত্তমানের অবস্থা প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিষয়টি সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করেন এবং উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

ব্রিটেনের সামরিক ব্যয়

বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে যুদ্ধ সম্পর্কে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ৬ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। যুদ্ধ ব্যয় সম্পর্কে চ্যান্সেলর অফ এক্সচেকারের মুখাপেক্ষী হয় নাই, গত দুই বৎসরে এই দেশ যুদ্ধ সম্পর্কে ৬ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিয়াছে। যুদ্ধের জন্য বিশেষ কর প্রবর্ত্তন করিয়া যুদ্ধ শেষের পর হইতে এযাবৎ ৪ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড সংগ্রহ করা হইয়াছে।

জাপ নৌ-বহরের ক্ষতি

লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষ মহল হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের সংগ্রামে জাপানের নৌ-বহরের ক্ষতির বিস্তৃত বিবরণ জানা গিয়াছে। মিত্রশক্তির নৌ-বহরের দাবী হইতে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শত্রুর অন্ততঃ যুদ্ধ জাহাজের একখানা জলমগ্ন ও তিনখানা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, ক্রুজারের মধ্যে সাতখানা নিমজ্জিত, ৮ খানা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও ১২ খানা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, বিমানবাহী জাহাজের মধ্যে দুইখানা ক্ষতিগ্রস্ত, তন্মধ্যে একটির ক্ষতি গুরুতর, ডেষ্ট্রয়ারসমূহের মধ্যে ১২ খানা জলমগ্ন, ৪ খানা গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত ও ৭ খানা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, সাবমেরিনসমূহের মধ্যে ১১ খানা নিমজ্জিত, চারখানা গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত ও ছয়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, রসদ ও সেনাবাহী এবং বাণিজ্য জাহাজসমূহের ৭৯ খানা নিমজ্জিত, ১৫ খানা গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত ও ৩২ খানা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমৃতা কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে বিষয় ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-প্রকাশিকা,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ } ৩ বিষ্ণু, গৌরাব্দ ৪৫৬, ২৮শে ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৬ই মার্চ্চ, ইং ১৯৪২, শুক্রবার { ২৯৯তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীরূপশ্রীরঘুনাথশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিবৃতি' টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্য-সন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ প্রকাশিকা,
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ বিষ্ণু, নিধি গার্ভাব্দশাব্দী, গৌরাব্দ ৪৫৬

অর্চ্চন

(২)

যে গৃহস্থ সম্পত্তিবান্ নহেন কিংবা অতি দরিদ্র, তিনি সামান্য জল-তুলসীর দ্বারা ভক্তি ভরে অর্চ্চন করিলেই শ্রীভগবান্ তাহাতে সন্তুষ্ট হন,—

বিধিনা দেবদেবেশঃ শঙ্খচক্রগদাধরো হরিঃ।
ফলং দদাতি সুপ্রীতঃ সলিলেনাপি পূজিতঃ॥
(শ্রীনারদমুনি-রচিত 'কৃষ্ণামৃত-মহার্ণব')

কোনরূপ আয়োজনবিশেষের সংযোগ-সামর্থ্য না থাকিলে কেবলমাত্র সলিলদ্বারাও সজ্জনানুমোদিত-বিধানে পূজিত হইলে শঙ্খ-চক্রগদাধারী দেব-দেবেশ শ্রীহরি সহজেই ফল-প্রদান করেন।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো
মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥
(ভাঃ ১০।৮১।৪ ও গীতা ৯।২৬)

বিশুদ্ধচিত্ত ভক্তগণ আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জল—যাহা দেন, তাহা আমি অত্যন্ত আদরপূর্ব্বক স্বীকার করি।

যদি শারীরিক অত্যন্ত অসুস্থতা-নিবন্ধন কিংবা কোনরূপ অসমর্থতা নিবন্ধন কখনও স্বয়ং অর্চ্চন করিবার পক্ষে অসুবিধা ঘটে, তখন অর্চ্চনকারীর কি কর্ত্তব্য, তাহাও শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে বলিতেছেন,—

"অশক্তস্তদনঙ্গো বা পত্রাদিকমেব বা
পূজাং পূজ্যমানং বা নরঃ
পশ্যেদুপস্থিতাং হরিম্।
শ্রদ্ধয়া মানসীং বাপি সোঽপি
যোগফলং লভেৎ।" ইতি,
যোগোহত্র পঞ্চরাত্রাদিপ্রসিদ্ধঃ ক্রিয়াযোগঃ।
কচিদেব মানসপূজা চ বিধীয়তে, তথা চ
পাদ্মোত্তরখণ্ডে—'সাধারণে হি সর্ব্বেষাং
মানসজ্ঞা মতা প্রিয়ে' ইতি।"
(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-২৮৩ অনুচ্ছেদ)

—অশক্ত ও অনঙ্গ পুরুষের সম্বন্ধে অগ্নি-পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—'যিনি পূজিত বিষ্ণুর বা পূজ্যমানে ভক্তিসহকারে শ্রীহরির দর্শন করেন এবং যিনি শ্রদ্ধাদ্বারা তাঁহাকে স্মরণ করেন, তিনিও যোগের ফল-লাভ করিয়া থাকেন।' এস্থলে 'যোগ'-শব্দের অর্থ পঞ্চরাত্রাদিনিদ্দিষ্ট ক্রিয়াযোগ অর্থাৎ অর্চ্চন। অর্চ্চন-বিষয়ে কোনস্থলে মানসপূজাও বিহিত হইয়া থাকে, যথা—পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে,—'হে প্রিয়ে! মানস পূজা সমস্ত মানবগণের সম্বন্ধে সাধারণ জানিতে হইবে।'

অর্চ্চন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বৈষ্ণব-সদ্গুরুপদাশ্রয় করিয়া তাঁহার নিকট পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত হইতে হইবে, এ বিষয়ে শাস্ত্রের নির্দ্দেশ এই,—

দ্বিজানামনুপনীতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু।
নাধিকারোঽস্তি তস্মাত্তে মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু॥
তথাধিকারিণো নাস্তীহ স্ত্রীচ্ছোপনয়নাদৃতে॥
তস্মাদ্দীক্ষাস্তি তাসাঞ্চ মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু।
নাধিকারোঽস্তি তস্মাত্তাঃ কুর্য্যাদাত্মানং
শিবসংস্থিতম্॥
(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-২৮৩ অনুচ্ছেদধৃত আগমবাক্য)

—অনুপনীত দ্বিজগণের যেরূপ নিজ কর্ম্ম অধ্যয়নাদিতে অধিকার হয় না এবং উপনয়নের পর যেরূপ তদ্বিষয়ে অধিকার হয়, তদ্রূপ স্ত্রীলোকদিগের মন্ত্র ও দেবার্চ্চনাদিতে অধিকার নাই, অতএব নিত্যই দীক্ষিত থাকিবে।

যাঁহারা বাগ্বিলাসবাক্যে সর্ব্বক্ষণ বিষ্ণুর অর্চ্চন করেন, শাস্ত্র তাঁহাদেরই কথা যথেষ্ট করিতে বলিয়াছেন। যাঁহারা বিষ্ণুর অর্চ্চন-বিমুখ তাঁহাদের কথা গণ্য নাই।

দীক্ষিত ব্যক্তি যদি স্বয়ং সমর্থ হইয়া অর্চ্চন করিতে থাকেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

'পঞ্চতাপ তীব্র হইলেই পরীক্ষা সময়। অধিকার তা'র প্রাপ্ত হয়। তা'র পূর্ব্ব হইলে গুরুদেব তাঁহাকে বিষ্ণুপূজাদি তা'র্থিক আদেশ করেন এবং শরীর যাবা-নির্ব্বাহ সেই অঙ্গ ধারণ করিবার বিধান করেন।

'দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন, মনন, বিবেচন ও ক্রিয়া—এই সমুদয় কার্য্য-দ্বারা পরমার্থ অনুশীলন করিবার জন্য যে দেবপূজা-পদ্ধতি বিহিত হইয়াছে, তাহারই নাম—'যাগ'। শাস্ত্রোক্ত পূজায় ঐ-সকল ব্যাপার পরমার্থ কার্য্যে যোজিত হইয়াছে। শ্রীগুরুসেবা-পরাজিত বৈষ্ণবের 'যাগ'। সকালে বসুমার্জ্জন করিতেও হইবে, অথচ সমস্ত কার্য্য না করিলে দেহযাত্রার নির্ব্বাহ হইবে না, অতএব তাঁহাদিগের সমস্ত কার্য্য অর্চ্চন বিধিদ্বারা শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া সমস্ত জীবন যাপন করাই মধ্যমাধিষ্ঠ তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য। এই যাগবিধির উপদেশ করিয়া করুণাময় গুরুদেব শিষ্যকে সংসার সমুদ্র হইতে সম্যক্ উদ্ধার করেন।

"উদ্ধপুণ্ড্রের অনুষ্ঠান—ঊর্দ্ধগতি। জন্তু হইয়া জীব সংসার হইতে উদ্ধার পাইবার স্বীকার করেন, কিন্তু যে পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র গ্রহণ না করেন, সে-পর্য্যন্ত তাঁহের ফল হয় না। এত ক্লেশ, এত বৈরাগ্য, এত সুখ-ত্যাগ, এত বিধি নিষেধ—এ সকল কেবল পশু-শ্রম হইবে, তাহার যে কোন উচ্চগতি স্বীকার না করা যায়। তদ্বিন্দ্রা অর্থাৎ বৈষ্ণবাপরাধ অথবা নামাপরাধ গ্রহণ করার নামই জীবের অধোগতি। তাহা আত্মার, মনের ও দেহের পক্ষে অধঃ হইয়া উপস্থিত হয়। সংসারের যাবতীয় পাপের মূল অহঙ্কার। বৈষ্ণবের এই অহঙ্কার নাশ করিবার জন্য 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'তরোরিব সহিষ্ণু'। বৈষ্ণবের এই অহঙ্কার নাশ করিবার জন্য ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-ধারণ করা। ইহা দূর হইলে অধোগতি-নিবারণ হইবে। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-ধারণ করিলে কেবলমাত্র শ্রীচরণের শ্রীচরণ করে, সুদর্শনের আকর্ষণ করে এবং ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বিষয়ের আকর্ষণ করে। এই তত্ত্ব জানিয়া বিশ্বাস করিয়া শরীরে মনে ও আত্মাতে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণকরত পরম বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অনুগামী হও। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-শূন্য আত্মার স্বরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, অতএব ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ কর।

শ্রীগুরুদেব শ্রদ্ধাবান শিষ্যকে দীক্ষা প্রদান করেন, সেই সময়ে তিনি কৃপা করিয়া তাঁহাকে একটি হরিভক্তি-সূচক নাম দিয়া থাকেন। (ভক্তিরসামৃত ২।১)

পাদ্যে। শ্রদ্ধাবান জনগণের শ্রবণার্থ শ্রীগুরুদেবের শিষ্যকে দীক্ষা প্রদান করা সঙ্গত। যে ভগবান হইতে [illegible] ভক্তি লাভ করিয়াছেন, শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে [illegible] অর্চ্চন করিতে কোনপ্রকার [illegible] অথবা শ্রীগুরুদেবের পাদুকা স্থাপন করিয়া পাদ্য ও অর্ঘ্য দিয়া—এইরূপ আশা করাও [illegible]

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

মর্ত্ত্যবুদ্ধির পরিচায়ক। শ্রীগুরুপাদপদ্ম অতিমর্ত্ত্য বস্তু। তিনি শ্রীভগবানের প্রিয়তম সেবক-ভগবান্।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রভৃতি মহাজনগণ অভক্ত বা প্রাকৃত লোকের প্রদত্ত তথাকথিত প্রসাদাদি কখনও গ্রহণ করেন নাই। এতৎসম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন,—

"কোন বস্তু ভগবান্ গ্রহণ করেন নাই জানিলে, তাহা ভক্ত কখনই গ্রহণ করেন না। তাদৃশ বস্তু পরিত্যাগ করিলে কোন অপরাধ নাই। কোন পবিত্র সাত্ত্বিক বস্তু অভক্ত কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে, প্রচারিত থাকিলেও তাহা ভগবান গ্রহণ করেন নাই জানিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। যাঁহারা প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের প্রদত্ত কোন বস্তুই ভগবান্ গ্রহণ করেন না। বিমুখ জীব ভোগ্য পবিত্র ও অপবিত্র —উভয় বস্তুই প্রাকৃত। সাত্ত্বিক বস্তু ভগবানে প্রদত্ত হইলে ভক্তগণ তাহার অপ্রাকৃতত্ব বুঝিতে পারেন। তখন সে বস্তু বদ্ধ জীবভোগ্য নহে, পরন্তু ভগবৎ প্রসাদ-বুদ্ধিতে সম্মাননীয়। অপবিত্র বস্তু ভগবান্ ব্যতীত অন্য নর, দেব বা রাক্ষসের ভোগ্য। তাহা প্রাকৃত ও অপবিত্র।"

(পত্রাবলী - ১ম খণ্ড, ৮৯ পৃষ্ঠা)

জরাসন্ধ বিষ্ণুপূজা করিত, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে মানিত না। বস্তুতঃ শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীকৃষ্ণে তত্ত্বতঃ কোন ভেদ নাই। জরাসন্ধের প্রদত্ত বস্তুকে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীভীম বিষ্ণুপ্রসাদ-জ্ঞানে গ্রহণ করেন নাই। শ্রীযুধিষ্ঠির, শ্রীঅর্জ্জুন প্রভৃতি বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠগণও জরাসন্ধকে বৈষ্ণব বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।

শ্রীবিগ্রহ প্রত্যেক অধিকারীরই ভজনীয়। এ সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'জৈবধর্ম্মে' বলিয়াছেন,—

"প্রতিমা-পূজা মানব ধর্ম্মের ভিত্তিমূল। মহাজনগণ বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগে পরমেশ্বরের যে মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাঁহারা ভক্তিপূত চিত্তে সেই শুদ্ধ চিন্ময়-মূর্ত্তির ভাবনা করেন। এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে যখন ভক্তচিত্ত জড়-জগতের প্রতি প্রসারিত হয়, তখন জড়জগতে সেই চিৎস্বরূপের প্রতিফলন অঙ্কিত হয়। ভগবৎশ্রীমূর্ত্তি এইরূপে মহাজন কর্ত্তৃক প্রতিফলিত হইয়া প্রতিমা হইয়াছেন। সেই প্রতিমাই উচ্চাধিকারীর পক্ষে সর্ব্বদাই চিন্ময়-বিগ্রহ, মধ্যমাধিকারীর পক্ষে মনোময়-বিগ্রহ এবং নিম্নাধিকারীর পক্ষে প্রথমতঃ জড়ময়-বিগ্রহ হইলেও ক্রমশঃ ভাবশোধিত বুদ্ধিতে চিন্ময়-বিগ্রহের উদয় হয়। অতএব সকল অধিকারীর পক্ষেই শ্রীবিগ্রহের প্রতিমা ভজনীয়। কল্পিত মূর্ত্তির পূজার কোন আবশ্যকতা নাই, কিন্তু নিজমূর্ত্তির প্রতিমা বিশেষ মঙ্গলময়।" (জৈবধর্ম্ম - ১১শ অঃ)

চৈতন্যচন্দ্রামৃত

[৪]

যিনি নিখিল জীবের হৃদয়স্থিত অজ্ঞান-অন্ধকাররাশি অকস্মাৎ উন্মূলিত করে, যাহা প্রবলবেগে প্রেমানন্দরস বারিধিকে নিরবধি উচ্ছলিত করিয়া প্রবৃদ্ধ করিতে থাকে, যাহা তাপত্রয়ে নিরন্তর অভিভূত জীবজগৎকে প্রেমামৃত সেচনে অত্যন্ত স্নিগ্ধ করে শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রের সেই শ্রীঅঙ্গ কৌমুদী তোমাদের হৃদয়ে সতত দীপ্তিলাভ করুন ॥ ১৭ ॥

শ্রীচৈতন্যভক্ত-মহিমা

সুদূর অতীতকালে শ্রেষ্ঠ মুনি ঋষিগণও যে মধুর রসাশ্রিত ভক্তিমার্গে ভ্রান্ত হইয়াছেন, সমগ্র ক্ষিতিমণ্ডলে কাহারও বুদ্ধি যাঁহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে নাই, শুকদেবও যাঁহার সন্ধানও অবগত ছিলেন না, অধিক কি, নিজভক্তগণের সকাশেও পরমকরুণাময় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যাহা উদ্ঘাটিত করেন নাই, সেই উন্নতোজ্জ্বল ভক্তিমার্গে শ্রীগৌরপ্রিয়ভক্তগণ এখন পরমানন্দে বিহার করিতেছেন ॥ ১৮ ॥

যেকাল-পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দমকরন্দ ভৃঙ্গ অন্তরঙ্গ জনদর্শনের বিষয় না হয়, সেকাল পর্য্যন্তই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-বিচার এবং ঈশ্বর-সাযুজ্যাদি মুক্তিমার্গ তিক্ত বোধ হয় না, সেকাল-পর্য্যন্তই লোকমর্য্যাদা ও বেদমর্য্যাদা বিশৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ 'লোকে ও বেদে পরিনিষ্ঠিত মতি' পরিত্যক্ত হয় না, সেকাল পর্য্যন্তই বিবিধ বহির্ম্মুখ মার্গে বিচরণশীল শাস্ত্রবিদ অর্থাৎ পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণের স্ব স্ব মতবাদ লইয়া পরস্পর বাদবিসম্বাদ অবশ্যম্ভাবী ॥ ১৯ ॥

গৌরহরিই যাঁহাদের একমাত্র গতি, তাঁহাদের মধ্যে যে অহৈতুক বৈরাগ্য বা ভগবদানুরক্তি দৃষ্ট হয়, তাদৃশ বৈরাগ্য আর কোথায়! বিষয়বার্ত্তা বা গ্রাম্য-কথাতে নরকপতিনের ন্যায় উদ্বেগই বা কোথায়! সেই বিনয় নম্রতার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যলহরীই বা আর কোথায়! সেইরূপ অলৌকিক-প্রভাবই বা আর কোথায়! আর সেইরূপ মহাভাব-ময়ী চমৎকারিণী ভক্তিপদবীরই বা সম্ভব কোথায়! ॥ ২০ ॥

বিপ্রলম্ভরসময় শ্রীগৌরসুন্দরের অশ্রুধারা-প্লুত প্রফুল্ল নয়নপদ্ম পরিশোভিত প্রণয়-কাতর শ্রীমুখমণ্ডল যিনি একবারমাত্র অবলোকন করিয়াছেন, তিনি নিত্য নব-নব-অনুরাগোত্থ হর্ষগর্ব্বাদি ভাববিকারযুক্ত হইয়া অলৌকিকভাবে প্রকাশিত মাধুর্য্যের সমুদ্র-স্বরূপ সেই গৌরহরির শ্রীচরণ পরিত্যাগ করিতে কখনও বাসনা করেন না ॥ ২১ ॥

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিপালন, বিষ্ণুর অর্চ্চন, শত শত তীর্থ ভ্রমণ, নিখিল বেদশাস্ত্র বিচার প্রভৃতি করিয়াও গৌরপ্রিয়জনের পাদপদ্ম-সেবা ব্যতীত কেহই বেদাদির দুর্ল্লভপদ (শ্রীরাধাগোবিন্দের চিদ্বিলাসক্ষেত্র শ্রীধাম বৃন্দাবনের সন্ধান) জানিতে পারেন না ॥ ২২ ॥

উভয়কূলহীন অমৃতময় সমুদ্র যদি অত্যন্ত অধিকরূপে মন্থন করিয়া কোনও অনির্ব্বচনীয় পরমোৎকৃষ্ট সারবান্ নিরুপম বস্তুও উত্থিত হয়, তথাপি তাহা রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ মদনগোপালের অর্থাৎ শ্রীগৌর-সুন্দরের চরণ-কিরণপুষ্ট জনগণের নিকট অত্যন্ত কটু বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

তৃণ অপেক্ষাও সুনীচতা অর্থাৎ প্রাকৃত-অভিমান-শূন্যতা, স্বাভাবিকস্নিগ্ধ কমনীয় মূর্ত্তি, অমৃতের ন্যায় মধুরভাষিতা, কৃষ্ণ-চৈতন্যসম্বন্ধ রহিত বিষয়গন্ধে থুৎকারিতা, হরিপ্রেমে বিহ্বল হইয়া একেবারে বাহ্যজ্ঞান-শূন্যতা—এইসকল সদ্গুণ জগতে একমাত্র গৌরভক্তগণেরই হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

(গৌরপাদপদ্ম-অনাশ্রিত) কোটি-সংখ্যক শ্রেষ্ঠ গুরুর আশ্রয়গ্রহণই করুক অর্থাৎ তাঁহাদের নিকট যত কিছুই না ভগবদ্ভজনমার্গ শিক্ষা করুক, অথবা (আগম-নিগমাদি) কোটি কোটি শ্রুতিশাস্ত্রই অধ্যয়ন করুক (তাহাতে নিগূঢ় প্রেমলাভের সম্ভাবনা নাই), কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপাকটাক্ষ-লব্ধ ব্যক্তিগণে নিশ্চয়ই সদ্য (সেই) নিগূঢ়-প্রেমপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

প্রবল বৈরাগ্যই হউক, শম, দম, ক্ষান্তি-মৈত্রাদি অসংখ্য গুণই থাকুক, নিরন্তর ব্রহ্ম ও জীবাত্মার ঐক্যবিষয়িণী চিন্তাকোটিই বা হৃদয় অধিকার করুক, অথবা বিষ্ণুসম্বন্ধিনী কোটিভক্তিই বর্ত্তমান থাকুক, শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-প্রিয় ভক্তগণের পদনখজ্যোতিঃ প্রমোদিত জনসমূহে যে স্বভাবসিদ্ধ গুণাবলী সদা বর্ত্তমান, তাহার কোটি অংশের এক অংশও অন্যত্র অসম্ভব ॥ ২৬ ॥

প্রেমামৃতাস্বাদ-জনিত অসীম আনন্দজালে জড়িত হইয়া বাহ্যস্ফূর্ত্তির অভাবে মুরারিগুপ্ত-প্রমুখ ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ যেন ভূধর ও সাগরকেও উল্লঙ্ঘন করিতেছেন, শ্রীবাস-প্রমুখ ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে পুনঃ পুনঃ ধিক্কার প্রদান করিতে করিতে নৃত্য করিতেছেন, এতাদৃশ শ্রীচৈতন্য-নৃত্যোৎসবে সেই অদ্বৈত-প্রমুখ (তোমাদের ন্যায় প্রবীণ, পণ্ডিত ও আচার্য্য) কোন্ ভক্তগণই বা উদ্ধৃত হয়েন নাই! ॥ ২৭ ॥

এই পৃথিবীমণ্ডলে ভগবৎপাদপদ্মরসে কাহারও যে সম্বন্ধ কোনও প্রকারে হয় নাই, হইতেছে না বা হইবে না, নিজভক্তিরূপ পরমৈশ্বর্য্যের সহিত ক্রিয়াশীল গৌরসুন্দরের কৃপা প্রকাশিত হওয়ায় তৎকৃপোদ্ভাসিত নির্ম্মৎসর ভক্তগণ সেইসকল রসমাধুর্য্য অবগত হইয়াছেন অর্থাৎ যে গূঢ় কৃষ্ণপাদপদ্মরস সম্বন্ধ কাহারও কখনও হয় নাই, হইবে না, বর্ত্তমানেও হইতেছে না, তাহা গৌরপার্ষদ-গণই গৌরকৃপায় নিরন্তর উপলব্ধি করিতেছেন ॥ ২৮ ॥

নিখিল শ্রুতির শিরোভূষণ উপনিষন্মালার মৃগ্য, নিজপাদপদ্মে অনভিজ্ঞ, মহাপুরুষ-অভিমানী, মুনিশ্রেষ্ঠ এবং দেবোত্তমগণের গর্ব্ববিনাশকারী শচীনন্দনকে যিনি মাদৃশ জনেরও নয়নগোচর করাইয়াছেন, অহো! ইহজগতে ঈদৃশ ভূরিভাগ্যবান্ ব্যক্তি আর কে? ॥ ২৯ ॥

সর্ব্বপ্রকার সাধনরহিত হইয়াও যিনি পরমাশ্চর্য্য বৈভববিশিষ্ট শ্রীগৌরসুন্দরে তাঁহার চিত্তবৃত্তি সমর্পণ করে, তিনি নিশ্চয়ই পরম-পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমা লাভ করিয়া পরিপূর্ণকাম হন, সন্দেহ নাই ॥ ৩০ ॥

শ্রীচৈতন্য-অভক্ত-নিন্দা

কাহারও অগণিত মহাপুণ্যই থাকুক, আর তিনি শ্রীবিষ্ণুর প্রতি একান্ত শরণাগতই হউন, তিনি যদি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের আরাধনা না করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে আমার বুদ্ধি 'অধন্য' অর্থাৎ পরমপুরুষার্থ-লাভের অযোগ্য বলিয়াই ধারণা করে ॥ ৩১ ॥

নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াসক্ত কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত-গণকে ধিক্, উৎকট তপস্বিগণকে ধিক্, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি বাক্যের উচ্চারণমাত্র করিয়াই মুক্তাভিমানে প্রফুল্লবদন অহং-গ্রহোপাসকগণকেও ধিক্, ইহারা সকলেই ভগবৎসম্বন্ধরহিত বিষয়ভোগে মত্ত। এই-সকল নরপশুগণের জন্য কি শোকই বা করিব? হায়! হায়! তাহাদের মধ্যে কেহই গৌরপাদ-পদ্মমকরন্দের লেশমাত্রও প্রাপ্ত হইল না। ॥ ৩২ ॥

হে সুধীসমাজ, প্রস্তরখণ্ড অমৃতরসে পরিষিক্ত হইলেও যেমন তাহাতে কখনই অঙ্কুরোদ্গম সম্ভব হয় না, সারমেয়পুচ্ছ প্রসারিত হইলেও যেমন তাহা কখনই সরলতা-প্রাপ্ত হয় না, বাহুযুগল উত্তোলন করিলেই যেমন কেহ চন্দ্রমণ্ডল স্পর্শ করিতে পারে না, অহো! সেইরূপ সর্ব্বসাধন-সম্পন্ন হইলেও কেহই শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাব্যতীত প্রেমানন্দলাভের অধিকারী হইতে পারে না ॥ ৩৩ ॥

বিস্তীর্ণ প্রেমরত্নাকরে গৌরবিধু সমুদিত হইয়া শ্রবণকীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্তিরত্নরাজি সুপ্রকাশিত করিয়াছেন, এরূপ সুযোগেও যে ব্যক্তি দরিদ্রই থাকিয়া গেল, সে নিতান্ত হতভাগ্য, সন্দেহ নাই ॥ ৩৪ ॥

বিস্তীর্ণ প্রেমরত্নাকরে গৌরশশধর সমুদিত হইলেও যে-সকল ব্যক্তি সেই প্রেমার্ণবে অবগাহন না করিল, তাহারা মহা-অনর্থ-সাগরেই নিমগ্ন রহিয়া গেল ॥ ৩৫ ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র উদিত হইয়া মহাভাবপীযূষ-রসসাগর বর্দ্ধন করিলে যে ব্যক্তি দীন অর্থাৎ সেই প্রেমামৃত পানে বঞ্চিত, সে যথার্থই-'দীন' অর্থাৎ পরম হতভাগ্য ॥ ৩৬ ॥

নিখিল শাস্ত্রবিৎব্যক্তিগণও যদি শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া না জানেন, তবে তাঁহারা অচিজ্জগতেই গতাগতি করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণ-লীলা

(২)

শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের গৃহে সমানীতা হর্ষশোকাকুলা অজিত-জননী শ্রীশচীদেবী কএক দিবস স্বীয় পুত্রকে ভিক্ষা দান করিয়া পালন করিলে পর যিনি মাতৃভক্তি-প্রযুক্ত মাতৃ-আজ্ঞানুসারে শান্তিপুর হইতে শ্রীপুরুষোত্তম যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই ভ্রমণ-কুশল সন্ন্যাসিরাজ গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥ ৩৭ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ, সুজন হরিদাস, পণ্ডিত দামোদর, পণ্ডিত জগদানন্দ ও মুকুন্দদত্ত—এই পাঁচ জন গৌরাঙ্গের চরণভৃঙ্গ যাঁহার সঙ্গে পুরুষোত্তমে গমন করিয়াছিলেন, সেই ভক্তগণের প্রিয়মূর্তি গৌরাঙ্গচন্দ্রকে আমি স্মরণ করি ॥ ৩৮ ॥

যিনি গঙ্গাতটস্থ গ্রামসমূহ ও ছত্রভোগে অম্বুলিঙ্গ মহাদেব দেখিয়া উৎকল-দেশে রেমুণা-বনে ক্ষীরচোরা গোপীনাথকে দর্শন করিয়াছিলেন, সেই ভক্তমূর্তি স্বভজন পরায়ণ গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥ ৩৯ ॥

একাম্র নামক শিব-বনে লিঙ্গরাজকে প্রণাম করত নিজ-দণ্ড রাখিয়া কপোতেশ্বর শিব-দর্শন-জন্য গমন করিলে নিত্যানন্দ প্রভু সেই অবসরে দণ্ড-ভাঙ্গা ভার্গবী তীরে যাঁহার দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই ভক্তগণের ভক্ত, কপট মানুষ শ্রীগৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥ ৪০ ॥

কপোতেশ্বর হইতে প্রত্যাগমনপূর্বক দণ্ডভঙ্গের কথা শুনিয়া কপট কোপাবিষ্ট যে প্রভু সেই ভক্তগণকে তথায় ত্যাগ করিয়া একাকী নীলাদ্রিনাথের শ্রীমন্দিরে গমন করত কৃষ্ণরূপ-দর্শনে পরম ভাবাবেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই স্বর্ণকান্তি বিগতদণ্ড গৌরাঙ্গচন্দ্রকে আমি স্মরণ করি ॥ ৪১ ॥

সেই ভাবাবেশ-স্থিতিকালে যে বাসুদেব সার্বভৌম প্রভুর সেবা করিয়াছিলেন, সেই পরম-সুকৃতি তাঁহার মায়াবাদগত স্বাভাবিক সমস্ত অনর্থনাশ করিয়া ফেলিলেন। অনর্থরাশি নাশ হইলে যাঁহার প্রবল কৃপায় সেই সার্বভৌম শুদ্ধবৈষ্ণব হইয়াছিলেন, সেই বেদার্থ-প্রচার-ক্রিয়ার তত্ত্বমূর্তি গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥ ৪২ ॥

যিনি শ্রীপুরুষোত্তমে কএকদিন থাকিয়া দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে গমন করেন এবং কূর্মক্ষেত্রে কুষ্ঠী পণ্ডিত বাসুদেবকে স্পর্শদ্বারা কুষ্ঠ-মুক্ত করিয়া শুদ্ধভক্তি দিয়াছিলেন, যিনি বিজয় নগরে অর্থাৎ গোদাবরী তীরে বিদ্যানগরে রায় রামানন্দকে প্রেমসম্পদ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই সর্বজনসুখকর তীর্থমূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥ ৪৩ ॥

দাক্ষিণাত্য প্রদেশে স্থানে স্থানে সুজন-বর্গের নিকট প্রেমবিস্তার-পূর্বক যিনি রঙ্গক্ষেত্রে চারি মাস ভট্টদিগের পল্লীতে বাস করিয়াছিলেন এবং 'শ্রী'-সম্প্রদায়ী ত্রিমল্ল, বেঙ্কট, প্রবোধানন্দ-সরস্বতী প্রভৃতি ভট্টাচার্যগণকে পরম কৃপাপূর্বক শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত করিয়াছিলেন সেই বেঙ্কট-পুত্র গোপালভট্ট গোস্বামীর গৃহগত সুখনিধিস্বরূপ গৌরমূর্তিকে আমি স্মরণ করি ॥ ৪৪ ॥

যিনি স্বীয় হ্লাদিনী-শক্তি বিস্তারপূর্বক সমস্ত বৌদ্ধ, জৈন, ভজন রহিত তর্কবাদ-দ্বারা আহত এবং মায়াবাদ হ্রদে নিপতিত দুর্ভাগা ব্যক্তিগণকে শুদ্ধভক্তি প্রচারদ্বারা ভজন-কুশল করিয়াছিলেন, সেই বহুমত-হতবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের পাবনস্বরূপ গৌরচন্দ্রকে আমি বন্দন করি ॥ ৪৫ ॥

দাক্ষিণাত্যবাসীদিগকে কলিমলহর কৃষ্ণানন্দ প্রদান করত শুদ্ধভজন-বিষয়ক 'শ্রীব্রহ্মসংহিতা' ও 'কৃষ্ণকর্ণামৃত'—এই দুই গ্রন্থ সংগ্রহপূর্বক সঙ্গী কালা কৃষ্ণদাসের সহিত আলালনাথের মন্দির পথ দিয়া যিনি নীলাদ্রিতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, সেই প্রমোদিত-মতি ভক্তপাল গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥ ৪৬ ॥

শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া কাশীমিশ্র ব্রাহ্মণের গৃহে শুদ্ধস্বর্ণকান্তিবিশিষ্ট যে পুরুষ স্বরূপ দামোদর-প্রমুখ স্ব-ভক্তবর্গের সহিত সকল সময়ে সর্ব জীবকে নামানন্দ দিয়াছিলেন, সেই স্বজন-বেষ্টিত প্রফুল্ল-মূর্তি গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥ ৪৭ ॥

নীলাদ্রিনাথ রথারূঢ় হইলে বৈষ্ণব-বেষ্টিত যে পুরুষ তাঁহার অগ্রে নৃত্য ও হরিগুণগান করিয়া সকলকে প্রেমে প্লাবিত করিয়াছিলেন এবং গজপতি রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভৃতি উৎকলসেবকদিগকে প্রেমদানদ্বারা শুদ্ধভক্ত করিয়াছিলেন, সেই স্বসুখ-সমুদ্র ভাবমূর্তি গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥ ৪৮ ॥

যিনি পুরুষোত্তমে কিছু দিন বাস করিয়া শ্রীবৃন্দাবন-গমনচ্ছলে পুনরায় গৌড়দেশে গমন করিয়াছিলেন, উৎকলাধিনায় উৎকলের ভক্তদিগকে ত্যাগ করিয়া যিনি গৌড়দেশে গমন করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দনকে আমি স্মরণ করি ॥ ৪৯ ॥

রাঘব পণ্ডিতকে পানিহাটিতে, শ্রীবাসকে কুমারহট্টে এবং বাসুদেব দত্ত ও শিবানন্দকে কাঞ্চনপল্লীতে দেখিয়া যিনি শান্তিপুর গিয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥ ৫০ ॥

শান্তিপুর হইতে [illegible]ক্রোশ নবদ্বীপান্তর্গত, কিন্তু গঙ্গার পশ্চিমপারে অবস্থিত বিদ্যানগরে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে গমন করত পরে তথা হইতে কুলিয়া নগরে মাধবদাসের বাটীতে যিনি গিয়াছিলেন, তাঁহাকে আমি স্মরণ করি ॥ ৫১ ॥

কুলিয়া-গ্রামে মাধবদাসের বাটীতে পৌঁছিলে বিদ্যা, রূপ, জন্ম, ধন ও জন—এই সকলদ্বারা মনুষ্য যাহা লাভ করিতে পারে না, সেই চৈতন্যপ্রভুর কৃপা কুলিয়া নগরে গুপ্তভাবে যাঁহার ভক্তগণকে পূজা করত দেবানন্দ পণ্ডিত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই বিমল পণ্ডিতদিগের শুদ্ধভক্তিমাত্র-দ্বারা লভ্য গৌরচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি ॥ ৫২ ॥

শ্রীগৌরধাম-মহিমা

[৩]

শাস্ত্র সব নানাবিধ করুক জল্পনা।
অতাত্ত্বিক জন তাহা করুক ধারণা॥
তর্কপটু লঘুমতি বিতর্ক করিয়া।
স্থাপুক বিচিত্র মত দেশে দেশে গিয়া॥
আমরা সে-সব ছাড়ি' উজ্জ্বল, বিমল।
রস প্রেম-সুধা-সার যেখানে সবল॥
সে-রাধা-ভাবাঙ্কিত পুরুষের স্থান।
ছাড়িয়া কোথাও নাহি করিব প্রস্থান॥ ৩৭
অপারকরুণাসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণচরণে।
পড়িয়া, কাঁদিয়া আমি বলি সকরুণে॥
'তব অনর্পিত-প্রেমসিন্ধু গৌরবনে।
কোন জন্মে বাস যেন দিও অকিঞ্চনে॥ ৩৮
চঞ্চল, দুর্মতি আর স্বধর্ম-বিরত।
দুরাচার, গৌরচন্দ্র সম্বন্ধ রহিত॥
কাল পেয়ে যবে আসি' অত্যুত্তম হয়।
ধাম সেই মায়াপুর রসের নিলয়॥ ৩৯॥
সর্বসুখসার ভাবসুখ স্থানময়।
পাই যেন নবদ্বীপ সেই গৌরস্থল॥
বেদের নিগূঢ় তত্ত্ব, অচিন্ত্য, অপার।
মূঢ়বুদ্ধি জন তত্ত্ব না জানে তাহার॥ ৪০॥
ভক্তে অন্তর্দেব কিংবা ব্রহ্মজ্ঞানে রত।
অথবা পশুর ন্যায় ভোগেতে বিব্রত॥
গঙ্গার পশ্চিমতীরে কোলাটবী-তীরে।
ফেলেন স্বশক্তিক্রমে প্রেম-পারাবারে॥ ৪১॥
লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মা, শুক, অর্জুন, উদ্ধব।
প্রহ্লাদ না জানে যাঁ'র অচিন্ত্য বৈভব॥
আর কি কহিব বৃন্দাবনবাসী জন।
যে রস না পায়, যাহা তথা সংঘটন॥
সেই শ্রীগোদ্রুম বন অদ্ভুত ব্যাপার।
কবে বা দেখিব পেয়ে রাধা-কৃপা-সার॥ ৪২
দুর্বাসনা-রজ্জুগত বদ্ধ মম মন।
আকর্ষিয়া নিজ বলে, হে শচীনন্দন॥
রাধাকুণ্ড প্রাণোদ্রুম শ্রীবাসের গৃহ।
বিহার-সময়ে তব পাদপদ্মে লহ॥ ৪৩॥
[illegible] না পারিনু, নাথ।
গুণমাত্র নাহি মোর, সর্ব দোষোৎপাত॥
কোথা যাব, কি করিব, গতিহীন আমি।
নবদ্বীপে স্থান দিয়া কৃপা কর, স্বামী॥ ৪৪॥
জাতি, কুল, ধন, বল, [illegible] আদি।
ক্ষয় হউ সকল করণ [illegible]॥
ব্যাধি-জীর্ণ কলেবর পড়িক [illegible]।
নবদ্বীপ [illegible] মাত॥ ৪৫॥
প্রকৃতির মধ্যে না রহিব কভু ভাই।
নবদ্বীপ-সমান মধুর স্থল নাই॥
এই ত' সিদ্ধান্ত মোর, তাহার চরণে।
সদা নমস্কার করি আমি মনে মনে॥ ৪৬॥
ত্রিশক্তিশোভিত, সর্বাশ্রয় ভাবময়।
কাঞ্চন-চম্পক ভাতি, রসোল্লাসময়॥
রসপ্রেম পয়োধর [illegible],
শোভা পায় গৌর ভাতি গোলোকের ছল॥
[illegible]
[illegible] ॥
ব্রজপুর [illegible]।
হেন নবদ্বীপ কে বা শ্রদ্ধা না করে॥ ৪৮॥

নবদ্বীপ বাস প্রতি নিন্দা যতদিন।
ততদিন মানুষ স্বচ্ছন্দ ভক্তিহীন॥
ততদিন বৃন্দাবনে প্রেমের [illegible]।
গোবিন্দপদারবিন্দে ভক্তি নাহি হয়॥ ৪৯॥
বিদ্যুৎকোটি-প্রভাময়ী বাল-[illegible]।
নবজলদশ্যাম [illegible] সমাহিত।
উচ্চৈঃস্বরে তীর্থে তীর্থে ক্রন্দন করিয়া।
গোদ্রুমে ফিরিব কবে পাগল হইয়া॥ ৫০॥
গৌরপাদাশ্রিত নবতরু বনে।
কবে আমি প্রেমপূর্ণ চিত্ত মনে মনে॥
প্রতিপদে গদগদ পুলক-উল্লাসে।
'হা গৌরাঙ্গ' বলিয়া লুটিব অনায়াসে॥ ৫১॥
পূর্ণানন্দ পরম ও ধাম ভাবময়।
যথা কৃষ্ণ নবদ্বীপে সাক্ষাৎ উদয়॥
সেই গৌরস্থ [illegible] জন।
সুকৃতি বহুত তাঁর একমাত্র ধন॥ ৫২॥
চতুর্দশ ভুবন পর সব [illegible]।
করুক, তাহাতে খেদ নাহিক আমার॥
স্নেহজ্ঞানে দুষ্ট হ'য়ে নবখণ্ড-বনে।
বসিব সদাই আমি বৈরাগীর সনে॥ ৫৩॥
ওহে ভাই, সমস্ত সাধন পরিহরি'।
গৌরধামাশ্রয় কর চিত্ত দৃঢ় করি॥
প্রাক্তন বাসনা বশে তোমার হৃদয়।
শরীর-যতন যদি করিবে নিশ্চয়॥ ৫৪॥
তবে আমি নবদ্বীপ সর্বত্র বলিয়া।
স্বপচ পল্লীতে নাম ভিক্ষা মাগিয়া॥
তথা [illegible] শরীর।
অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা নাহি করি স্থির॥ ৫৫॥
ছেঁড়া কাঁথা-কৌপীন পরিয়া আমি কবে।
[illegible] গৌরবে॥
নবদ্বীপ বনভাগে রাধাকৃষ্ণ কথা।
গাইয়া জীবন মোর কাটাইব তথা॥ ৫৬॥
প্রভু তব নব [illegible] স্থানমধ্যে।
দেখি বাঞ্ছা পরব্যোম পরপদ বলে॥
[illegible]
নাহি পারে নবদ্বীপ-বৃন্দাবন স্থল॥ ৫৭॥
নবদ্বীপবাসী [illegible] যতদিন।
সানন্দচিত্ত ভাব না হয় প্রবীণ।
ততদিন [illegible] সে ধামে পশিষ্ট।
[illegible] নাহি যাতে নিজ ইষ্ট॥ ৫৮॥
নবদ্বীপ স্থান ভজনে গেছি দিন।
সচ্চিদানন্দ বৃক্ষ [illegible]॥
সেই দিন [illegible] রূপ।
[illegible] ॥ ৫৯॥
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ॥ ৬০॥
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ॥ ৬১॥

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে [illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে পাই লাইনে	॥০	৷৵০	৷৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১৷৷০	২৷৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৩৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে পাই ইঞ্চি	৬৲	৪৷৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৪০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (অগ্রিম দেয়) ৯৲
ষাণ্মাসিক " ৫৲

পাঠক যাহা চাহেন, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাঙ্গলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—ত্রিভাষাবিদ্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পরমাদ্বৈত ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত মাসিক পত্র। পুরী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত বসুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর ভাগবতশ্রী বি-এ সম্পাদিত বাঙ্গলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনকৃত গ্রন্থাদির একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব ব্রজ-সাহিত্য। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌরপাঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

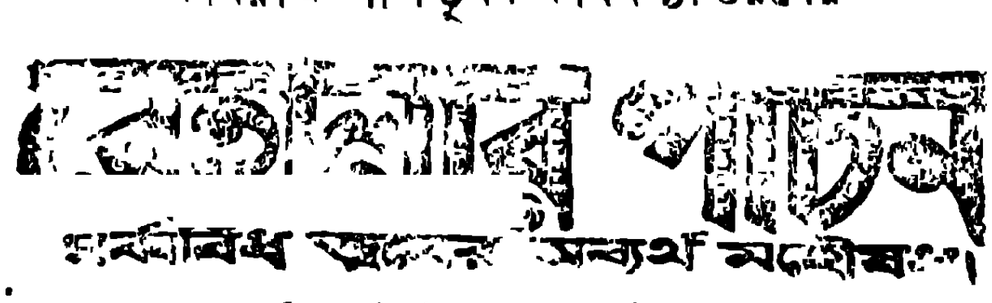

সর্ব্বরোগ ধ্বন্তরি সর্ব্বার্থ মহৌষধ।

মাদ্রাজের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পল্লানাভাচারী মহাশয় পল্লাবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার ফাটিফেট অন্যান্য অনেক ঔষধের ন্যায় ইহার প্রাপ্য সংযুক্ত কালাক্ষর এবং নকল পুরাতন জ্বর প্রভৃতির সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অসুখ সাধ্য কি না। ৫০ গোটা ৷৵০ বার আনা, ১৬ গোটা ১৲ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং ষ্টীফিন্স রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

ভারতে রবারের অভাব

মালয় হইতে ভারতে রবারের যেরূপ অভাব ঘটিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই রবারের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিবেন। গুডইয়ার কোম্পানীর ন্যায় ভারতের বড় বড় মোটর টায়ার প্রস্তুতকারীরা কারখানায় কয়েকজন করিয়া রাখিয়াছে, কেননা মালয় হইতেই তাহারা প্রয়োজন মত রবার পাইত। আবার বর্ত্তমান অবস্থায় পৃথিবীর অন্যান্য রবার উৎপাদনকারী দেশ হইতেও নিয়মিতভাবে রবার আমদানী করাও সম্ভবপর হইতেছে না। পেট্রোল নিয়ন্ত্রণের ফলে ভারতের মোটরযান চলাচলের যে ক্ষতি হইয়াছে রবারের অভাবে তদপেক্ষাও অধিক ক্ষতি হইবার পূর্ণ সম্ভাবনা। ভারতের মধ্যে একমাত্র ত্রিবাঙ্কুরে অধিক পরিমাণে রবার উৎপন্ন হয়। ত্রিবাঙ্কুরের সমস্ত রবার যাহাতে কাজে লাগাইয়া সুব্যবস্থা হয়, তাহার ব্যবস্থা হইতেছে। ইতিমধ্যেই রবারের মূল্য অনেক বাড়িয়া গিয়াছে এবং হিসাবে উৎপাদনকারীদের কতকটা সুবিধা হইতেছে। শীঘ্রই ভারত গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন।

চীন সাহায্যে প্রেরণ

লণ্ডন হইতে তার যোগে নিম্নলিখিত মর্ম্ম এক সংবাদ পাঠান গিয়াছে :—

ব্রহ্ম রাস্তার পূর্ব্ব দিকে যাহারা অবস্থান করিতেছিল সেই চীনাগণ চীন হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত আসামের মধ্য দিয়া একটি রাস্তা নির্ম্মাণের বিরাট প্রচেষ্টায় আজ তিন বৎসর যাবৎ আত্মনিয়োগ করিয়াছে। এই সময়ই আমাদের ভারতবর্ষ হইতে চুংকিং পর্য্যন্ত সরবরাহ প্রেরণের উদ্দেশ্যে বিমান-পথ খোলা প্রয়োজন। এ বিষয়ে যথেষ্ট অসুবিধা রহিয়াছে এবং সম্ভব নহে—এ কথা বলারও যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। কিন্তু বিমান-চালকদের বুদ্ধি, সাহস ও স্থৈর্য্যবলে বিমান এবং মাইডাস সমূহের সাহায্যে চীনে অবশ্য প্রয়োজনীয় সরবরাহ আনার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

ব্রহ্ম রাস্তার রেঙ্গুনের দিকে যেখানে মান্দালয়ের ৩৩ মাইল পর্য্যন্ত রেলপাতনটি গিয়াছে, ঐস্থানে ব্রহ্ম রাস্তা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষ এক্ষণে সরবরাহের কেন্দ্র এবং রেঙ্গুনের পরিবর্ত্তে কলিকাতা এক্ষণে চীনের সরবরাহ বন্দরে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে চুংকিং পৌঁছিতে বিমানগুলিকে ১৫০০ মাইল হইতে ২০০০ মাইল পর্য্যন্ত উড়িতে হয়। আসামের শলচরের সহিত কলিকাতার যে পথে সরাসরি সংযোগ রহিয়াছে। শিলচর হইতে চুংকিং ১০০০ মাইলের কিছু বেশী। এই পথের মধ্যে মধ্যে বিমান অবতরণ স্থান নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। এইরূপ বিমান-অবতরণ স্থান নির্ম্মাণে যথেষ্ট অসুবিধা হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু চীনাগণ যখন এই দুর্গম অঞ্চলে নির্ম্মাণ করিতে পারিয়াছে, তখন তাহারা আরও কম সময়ের মধ্যে একই অঞ্চলে নিশ্চয়ই বিমান অবতরণের স্থানও নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইবে।

মাদ্রাজে কর্পোরেশন স্কুল

এক সরকারী ইস্তাহারের ঘোষণাপ্রদান অনুসারে গত ১লা মার্চ্চ হইতে কর্পোরেশনের স্কুলসমূহ বন্ধ করিয়া দিবার জন্য মাদ্রাজ কর্পোরেশন কাউন্সিল যে প্রস্তাব করেন, মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট তাহা অনুমোদন করেন নাই।

ঐ ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে ২০শে ফেব্রুয়ারীর হিসাবে মাদ্রাজ সহরের ছাত্রদের অভিভাবকদের নিকট লেখা হয়, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের ছাত্রদিগকে লইয়া যাইতে পারেন। তবে যাহারা সহরে থাকিতে চাহে তাহারা যাহাতে শিক্ষালাভে বঞ্চিত না হয় গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় নহে। অধিকন্তু কর্পোরেশন স্কুলসমূহ আশ্রয়স্থল প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। শিশুগণ সহরের অন্যস্থানের মত কর্পোরেশন স্কুলেও নিরাপদেই থাকিতে পারিবে।

বাঙ্গলার বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রচার-সংখ্যা

গত শুক্রবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ কেশবচন্দ্রের এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক বলেন যে, "গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপন নিম্নলিখিত সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হয় ও উহাদের প্রচারসংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ :—

১। আনন্দবাজার পত্রিকা—৬৫,৬৭৯, ২। ষ্টেট্‌সম্যান—৫,০০০, ৩। যুগান্তর—৩২,৩৮৮, ৪। অমৃতবাজার-পত্রিকা—৩০,৫৪৫, ৫। এডভান্স—২৬০০০, ৬। হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড—২৫০০০, ৭। বিশ্বমিত্র—২০,০০০, ৮। আজাদ—১৯,০০০, ৯। ভারত—১৮,০০০, ১০। ষ্টার অব ইণ্ডিয়া—১১,০০০, ১১। নবযুগ—৭,০০০, ১২। রোজানা হিন্দ ২,৩০০, ১৩। আমরি-জা বদ—২,০০০, ১৪। ক্যালকাটা এঙ্গ্লো এণ্ড ডেণী এডভার্টাইজার—১,৬০০, ১৫। লোকমান্য—১০০০।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সত্যার্থ কল্যাণকল্পতরু

=•=

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক বিস্তৃত ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহাতে পরম ও পরম মঙ্গলের কথা আছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ৪ বিষ্ণু, গৌরাব্দ ৪৫৬; ২৩শে ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৭ই মার্চ্চ, ইং ১৯৪২, শনিবার | ২৯৫তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী' টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সদ্গ্রন্থ-সন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪ বিষ্ণু, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৬

মর্য্যাদা-লঙ্ঘন

[শ্রীশ্রী১ আচার্য্যদেবের উপদেশ-অবলম্বনে লিখিত]

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"মর্য্যাদা লঙ্ঘন আমি না পারোঁ সহিতে"—(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্য, ৪।১৬৬)। দীক্ষাগুরু বা শিক্ষাগুরুদেব তাঁহার অনুগত ব্যক্তিকে কিংবা এক সতীর্থ ভ্রাতা অন্য সতীর্থ ভ্রাতাকে কোন বিশেষ সুনহান্ উদ্দেশ্যের জন্য হারকথার ছলে সাধারণভাবে বহু লোকের সমক্ষে তীব্র বাক্যে শাসন বা ভজনবিঘ্নকারক অনর্থাদির বিষয় কৃপাপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিতে পারেন অথবা ব্যক্তিগতভাবে কাহাকেও নানাপ্রকার শিক্ষা ও সদুপদেশ দিতে পারেন, ইহা শ্রবণ করিয়া যদি অন্য ব্যক্তি গুরুবর্গের দ্বারা শাসিত ব্যক্তিকে লঘু মনে করেন বা তাঁহাকে হীনদৃষ্টিতে দেখিয়া কোনরূপে তাঁহার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন, তবে ঐরূপ মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী ব্যক্তির মঙ্গল সুদূর-পরাহত। মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী সাময়িকভাবে অধিক ত্যাগ বা তপস্যা প্রদর্শন করিলেও মর্য্যাদা-লঙ্ঘনজনিত অপরাধে তাহার পতন করিতে থাকে, তাহা হইলে রাজদ্রোহ উপস্থিত হয়। যেস্থানে মাতাপিতার কোন সুনহান্ স্বার্থের ক্ষতি হয় তথায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহার অবাধ্যতা পরবর্ত্তী কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে শাসন করিতে পারেন। ইহা দেখিয়া অন্য ভ্রাতৃগণ বা বাহিরের লোক যদি উক্ত শাসিত ভ্রাতাকে হেয়-চক্ষে দেখে, অনুকরণ করিয়া তদ্রূপ নিন্দা বা মর্য্যাদা-লঙ্ঘন করে কিংবা অন্তরেও ঐ ভ্রাতার প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করে, তবে তাহাতে পূজ্য-পূজা ব্যতিক্রম হয়। জ্যেষ্ঠভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে কি বিষয়ে শাসন করেন, অপর লোকের তাহা দেখিবার, জানিবার বা কর্ণে গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই, উহা একমাত্র মাতাপিতারই দেখিবার বিষয়। অন্য ভ্রাতাদেরও তাহা দেখিলে মঙ্গল হইবে না। যাহারা পরমার্থ-রাজ্যে এই অনুশাসন না মানিয়া চলে, তাহারা বৈষ্ণবাপরাধ ও তাহা হইতে গুরু-বৈষ্ণব-কৃপা অবপতিত হয়, ইহা ভজনরাজ্যের একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক।

অপরের প্রতি শাসন বা দণ্ড দেখিয়া নিজের অনর্থগুলি সংশোধন করিবার জন্য তীব্রদৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে মঙ্গল হইবে। প্রত্যহ প্রতি মুহূর্ত্তে নিজের চিত্তকে বৈষ্ণব-পাদপদ্মে লক্ষ লক্ষ বার শাসন করিতে হইবে। নিজের পায়ের জুতা খুলিয়া বৈষ্ণব বা অপরের চিত্তবৃত্তিকে শোধন করিতে হইবে না। অপরের ছিদ্রানুসন্ধান না করিয়া সর্ব্বদা নিজের ছিদ্রগুলি সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যিনি যতটা নিজের প্রতি অকপটভাবে ধিক্কারপ্রদান ও নিজের চিত্তকে শোধন করিতে পারিবেন তিনি ততটা দ্রুত ভজনরাজ্যে অগ্রসর হইতে পারিবেন। অপরের দোষ দেখিলে ভজনে অগ্রসর না হইয়া পতনের পথেই চলিতে হইবে।

ব্যারিষ্টারের সহিত যদি জজের সাময়িক মতভেদ হয় কিংবা ব্যারিষ্টার যদি জজকে কোন কোন বিষয়ে কখনও 'অকর্ম্মণ্য' বলেন, তাহা শুনিয়া সকলেই যদি জজকে অবমান। অধিকার যাহার যতটা উন্নত হইতে থাকে, তিনি ততটা নিজের দোষ অধিক দেখিয়া পরের প্রতি অদোষদর্শী হইয়া পড়েন। আচার্য্য বা শিক্ষাগুরুদেবও জীবনের যে কোন পর্য্যায়ে কাহাকে কৃপা বিস্তার করিয়া থাকেন, তাহা শিষ্যের বা সাধকের অনুকরণীয় নহে, অনুকরণ করিতে গেলে তাহার প্রত্যবায়ভাগী, প্রভুর কৃপালাভ বা মঙ্গলপ্রাপ্তি আসিয়া তাহাকে অবসাদিত করিবে।

স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের "তোমারে আচার্য্য নাহি, কে পারে বলিতে? পণ্ডিত তৈলা নদে কেনে বিচার না কর? বাতুল ব্রাহ্মণীর বাক্যে প্রীতি কেনে কর? —এইরূপ শাসনগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া যদি মহাপ্রভুকে বেহুঁশী অথবা পণ্ডিত জগদানন্দকে মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদত্ব হইতে বিচ্যুত করিবার আবশ্যকতা নে-মনেও চিন্তা করে, তবে তাহার বিচারে সমূহ ভ্রান্তি ও হারভজন হইতে বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, জানিতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যেরূপ নিত্য পার্ষদতত্ত্ব, নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ পরিকরতত্ত্ব, পণ্ডিত জগদানন্দও সেরূপ মহাপ্রভুর নিত্য অন্তরঙ্গ পার্ষদ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু "তাঁহা জগা—যাহাকার বহু নহীন।" প্রভৃতি বলিয়া শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতকে শাসন করিয়াছেন বা তাঁহার আনীত চন্দনাদি তৈল দোষশিক্ষার্থে ব্যবহার করেন নাই দেখিয়া শ্রীজগদানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ নহেন—ইহা যেন প্রলপ্তেও বলা না হয়। পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দ ব্রজলীলার নিত্যসিদ্ধ পরিকর, গৌরলীলায় তিনি মহাপ্রভুর নিত্য-পার্ষদ।

রামদাস বিশ্বাসকে মহাপ্রভু পূর্ব্বে আদর করেন নাই, কেন না, তাঁহার বিচারে নিষ্কিঞ্চন পরমহংস গুরু ছিল, কিন্তু শ্রবণানন্তর তাঁহার সেবাকার্য্য ও তাঁহার প্রতিষ্ঠা যখন রামদাসের নিকট পরাজিত হইল, কিংবা প্রতিষ্ঠাশা পরিত্যাগ করিবার যখন রামদাসের অপরাধের স্থান হইল অথবা নিষ্কিঞ্চন পরমহংস গুরুর প্রতিষ্ঠা যখন মহা প্রভুর কৃপায় হইল, তখন আর তাঁহাদিগকে পূর্ব্বের বিচারে দর্শন করিলে ভীষণাদপি ভীষণ বৈষ্ণব-অপরাধ হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন ছোট হরিদাসকে তাড়াইয়া কহিলেন, তখন আর তাঁহার পার্ষদ না বলা হয় এবং ছোট হরিদাসের চরণে অপরাধের ফলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে অপরাধ সংঘটিত হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার 'অনুভাষ্যে' লিখিয়াছেন,—"লোক-শিক্ষার জন্য নিজভক্ত হরিদাসকে গ্রহণ না করায় পরে তাঁহার মুখে হরিকীর্ত্তনশ্রবণরূপ সেবা স্বীকার করিয়া পুনঃ নিজভক্ত বলিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

আপন করণী লোকে করায় শিক্ষণ।
স্বভক্তের গাঢ় অনুরাগ প্রকটণ॥
তাঁরে মারিল নিজভক্ত না মানিল।
এক নাঞায় করেন প্রভু ধর্ম্ম সংস্থাপন॥
মধুর চৈতন্যলীলা অমৃতের সার।
লোক নাহি বুঝে দুর্দ্দৈব সকলি তাহার॥
(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্য, ৩য় পঃ)

ছোট হরিদাসকে যদি এরূপ ভাবময়ী স্ত্রীসম্ভাষণকারী বলিয়া কেহ বর্জ্জন করে, তাহা হইলে তাহার আর রক্ষা নাই। তিনি মহাপ্রভুর নিত্যভক্ত, পার্ষদ, মহাপ্রভু তাঁহাকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। ছোট হরিদাসের প্রতি শাসনদণ্ড আমাদেরই শিক্ষার জন্য,—ছোট হরিদাসকে স্ত্রীসম্ভাষণ-কারী বলিয়া শুষ্কবৈষ্ণব নিন্দা শিক্ষা করিবার

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥

জন্য নহে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু যে ছোট হরিদাস দণ্ডলীলা শ্রীচরিতামৃতে বর্ণন করিয়াছে। তাহা এই উদ্দেশ্যে নহে বা শ্রীমন্মহাপ্রভুও এই উদ্দেশে তাঁহাকে শাসন করেন নাই। আমাকে শিক্ষা দিবার জন্যই ছোট-হরিদাসের প্রতি তাঁহার শাসনলীলা। সৎশিক্ষা প্রদর্শনীর শিক্ষায় বা গৌড়ীয়ের বিভিন্ন প্রবন্ধাদিতে কিংবা কোন-কোন প্রাকৃত সহজিয়া মতের প্রতিবাদে শ্রীল ছোট হরিদাসের সম্বন্ধে যাহা পূর্ব্বে পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া যেন কেহ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী না হন যে, শ্রীল প্রভুপাদ বা তদনুগ শুদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর ছোট হরিদাসকে অবমাননা করিয়াছেন। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের দুষ্ট মতকে বিন্দুমাত্রও স্বীকার না করিবার জন্যই ছোট হরিদাসের যে আদর্শ শ্রীমন্মহাপ্রভু গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে, বস্তুতঃ তাঁহারা গৌরপার্ষদ শ্রীল ছোট-হরিদাসের চরণে অপরাধ শিক্ষা দেন নাই।

অনেক সময় ভগবান্ লোকশিক্ষাকল্পে কিংবা নিজ লীলাবিলাসের চমৎকারিতাবর্দ্ধনের জন্য নিজপার্ষদগণকে প্রতিকূলভাবান্বিত করিয়া প্রকট করেন। বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল পরমভাগবত জয়বিজয় ইহার উদাহরণ। শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১৬।২৯ শ্লোকের 'ভাবার্থ-দীপিকা'য় এ বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। মহতের চরণে অপরাধ করিয়া বৈকুণ্ঠ হইতে পরম সিদ্ধগণেরও অধঃপতন হয়, অতএব মর্ত্ত্যলোক হইতে যে বৈষ্ণবাপরাধহেতু সাধকাভাস জীবের পতন হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সাধক ভক্তদিগকে এই মহদপরাধ হইতে সাবধান করিবার নিমিত্তই ভগবানের এইপ্রকার লীলা।

শ্রীবল্লভাচার্য্য যখন জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদের আনুগত্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বল্লভাচার্য্যকে সর্ব্বপ্রকারে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রীহরিনামাদির ব্যাখ্যা—কোনটিই শ্রবণ করেন নাই। মহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে বল্লভাচার্য্য যেন 'হংসমধ্যে বকে'র ন্যায় অবস্থান করিতেন। তাঁহার কোন সিদ্ধান্তই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি গৌরপার্ষদগণ স্বীকার করিতেন না। শ্রীবল্লভাচার্য্যও প্রত্যহই তাঁহার প্রতিষ্ঠা এইভাবে অর্ব্ব হইতে দেখিয়া হৃদয়ে বড়ই বেদনা অনুভব করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু লোকক শিষ্টাচার লঙ্ঘন করিয়াও হাস্যচ্ছলে বল্লভাচার্য্যকে বলিয়াছিলেন,—যে ব্যক্তি জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামীকে স্বীকার করেন না, তাঁহার মুখ বেশ্যার ন্যায় ব্যভিচারিণী। শ্রীমন্মহাপ্রভু লোকশিক্ষার জন্য—অহঙ্কারীর অভিমান বিনাশ করিয়া তাঁহার মঙ্গল বিধান করিবার জন্য শ্রীবল্লভাচার্য্যকে নানাপ্রকারে বাক্যদণ্ড ও তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু বল্লভাচার্য্য যখন স্বয়ং অনুতপ্ত হইয়া মহাপ্রভুর শরণাগত হইলেন এবং অপরাধ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে রত হইলেন, তখন শ্রীবল্লভভট্টের অনুরোধে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবল্লভের গৃহে নিজভক্তগণের সহিত ভিক্ষা স্বীকার করিলেন।

গৌরশক্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত যখন শ্রীল বল্লভভট্টকে স্বীকার করিলেন, তখন আর বল্লভাচার্য্যকে অপরাধী বলিয়া বিচার করিতে হইবে না। ভক্তোকরক্ষক শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদের শ্রীচরণে অপরাধী থাকিলে অভিধেয়াচার্য্য শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু নিজজনগণের সহিত শ্রীবল্লভাচার্য্যের গৃহে (মথুরায় শ্রীবল্লভপুত্র বিঠ্ঠলেশ্বরের ভবনে) এক মাস ধরিয়া গোপাল দর্শন করিতে যাইতেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু কাহাকেও শাসন বা শোধন করিতে পারেন, কিন্তু সেই অস্ত্র আমরা প্রয়োগ করিতে গেলে আমাদের অমার্জ্জনীয় ও আত্মপাতকর অপরাধ হইবে,—তদ্দ্বারা মহাপ্রভুকেই লঙ্ঘন করা হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল মুকুন্দদত্ত ঠাকুরকে চিজ্জড়সমন্বয়বাদী 'খড়জাঠিয়া বেটা' বলিয়া শাসনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া আমরা কি 'শ্রীল মুকুন্দদত্ত ঠাকুর শুদ্ধভক্ত ও গৌরপার্ষদ নহেন' মনে করিব?—এইরূপ মনে করিয়া মর্য্যাদা-লঙ্ঘন করিব? যে শ্রীল মুকুন্দদত্ত ঠাকুরের কীর্ত্তনে শ্রীমন্মহাপ্রভু আনন্দনৃত্য করিতেন, যে শ্রীল মুকুন্দদত্ত ঠাকুরের কীর্ত্তিত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক শ্রবণ করিয়া শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি-প্রভুর অপ্রাকৃত প্রেমবিকার ও মূর্চ্ছা হইয়াছিল, সেই মুকুন্দদত্ত ঠাকুরকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্যান্য পার্ষদগণ কি 'খড়জাঠিয়া বেটা' বলিয়া কখনও তাঁহার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন?

শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি শ্রীজগন্নাথদেবের মাড়সংযুক্ত বস্ত্রদর্শনে সংশয়লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলরামদেব স্বপ্নে শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে চপেটাঘাত করিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া কি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি 'সংশয়াত্মা' ছিলেন বলিয়া শ্রীস্বরূপ দামোদরাদি অন্তরঙ্গ গৌরজনগণ শ্রীল পুণ্ডরীকের মর্য্যাদা-লঙ্ঘন করিয়াছেন?

শ্রীশচীমাতাকে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল অদ্বৈতপ্রভুর শ্রীচরণে ক্ষমা ভিক্ষা করাইবার লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া কি গৌরপার্ষদগণ শচীমাতাকে বৈষ্ণবাপরাধিনী মনে করিয়াছিলেন বা কোনপ্রকারে তাঁহার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন?

শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু বাড়লিয়া বিশ্বাস'কে লক্ষ্য করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন,—যাঁহারা আধ্যক্ষিক যুক্তিবাদী, তাঁহারা এইসকল বিষয় উপলব্ধি করিতে না পারিয়া শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের মর্য্যাদালঙ্ঘন-জনিত অপরাধে অমঙ্গল লাভ করিয়া থাকে। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু বলিতেছেন,—

পূর্ব্বে মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান।
দুঃখ পাই' মনে আমি কৈলুঁ অনুমান॥
মুক্তি শ্রেষ্ঠ করি' কৈনু বশিষ্ঠ ব্যাখ্যান।
ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু মোরে কৈল অপমান॥
দণ্ড পাঞা হৈল মোর পরম আনন্দ।
যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবান্ মুকুন্দ॥
যে দণ্ড পাইল শ্রীশচী ভাগ্যবতী।
সে দণ্ডপ্রসাদ আর লোক পাবে কতি॥

(শ্রীচৈঃ চঃ - আদি, ১২।৩৯-৪২)

শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে অবতারিরূপে দর্শন করিতে পারেন নাই, কিন্তু পরে মহাপ্রভুর শরণাগত হইয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া আমরা শ্রীসার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যকে শ্রীগৌরপার্ষদরূপে বিচার না করিলে বা শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের উপর দণ্ড চালাইতে গেলে অমঙ্গলের চরম সীমায় উপনীত হইব।

শুনিয়াছি, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অন্যান্য শাসনযোগ্য ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি অধিক শাসনলীলা প্রদর্শন করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের যুবলীলায় একটি আত্মগ্রহণ উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লোকশিক্ষাকল্পে শাসনলীলার কথা শুনিয়া কেহ যদি হেয়জ্ঞানে তাঁহার শ্রীচরণে অপরাধ করে, তবে সেই অপরাধীর পতন অনিবার্য্য। কোন কোন আধ্যক্ষিক ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের উপর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাক্যদণ্ডলীলার কথা শুনিয়া ও উহার প্রকৃত মর্ম্ম অবধারণ করিতে না পারিয়া অপরাধী পাষণ্ডী হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের প্রতি কোন-কোন সময় শাসনলীলা প্রকাশ করিতেন। শিষ্যনামধৃক্ কোন কোন ব্যক্তির প্রতি সেইরূপ অমায়ায় ব্যবহার করিতেন না বলিয়া কতকগুলি লোক উহার নজির দেখাইয়া পাষণ্ডী ও অপরাধী হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেব অতি নিজ-জনজ্ঞানে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুকে সময় সময় কিরূপ সুতীব্র ভাষায় অনেক কথা জানাইতেন। উহা দেখিয়া যদি কেহ মনে করে যে, পূজনীয় শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীল আচার্য্যদেব বা শ্রীল প্রভুপাদের অনুমোদিত পথে চলেন নাই, স্বতন্ত্রবিচারে চলিয়াছেন, তাহা হইলে সেইরূপ ব্যক্তি নিশ্চয়ই বৈষ্ণবাপরাধপঙ্কে পতিত হইবে।

ফল কথা, মর্য্যাদা-লঙ্ঘন পরমার্থপথের একটি সর্ব্বপ্রধান কণ্টক। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের শাসন দণ্ড বা অমায়ায় কৃপা কাহারও উপর বর্ষিত দেখিয়া সেই ব্যক্তি বিশেষকে হেয়চক্ষে দর্শন করা কিংবা তাঁহার প্রতি কোনরূপে আধ্যক্ষিক বিচার বা তাঁহার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা আত্মমঙ্গলকামীর কর্ত্তব্য নহে। এই অপরাধের বীজ কোনও-রূপে কাহারও মধ্যে যেন প্রবেশ না করে। আত্মশোধনের দিকে দৃষ্টি না গেলেই পরের প্রতি শাসন চালাইবার দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হয়।

যতই অপরাধ ও অনর্থ আমাদিগকে গ্রাস করিতে থাকিবে, যতই আমরা ভজনরাজ্য হইতে পতিত হইতে থাকিব, ততই মনে করিব—পৃথিবীতে কোনও বৈষ্ণব নাই, আর যতই ভজন উন্নত হইবে, যতই অনর্থ হইতে মুক্ত হইতে থাকিব, ততই এই দর্শন ও অনুভব হইতে থাকিবে—'আমি ব্যতীত সকলেই বৈষ্ণব, সকলেই হরিভজন করিতেছেন, কেবল আমিই হরিভজন করিতেছি না; সকলেই শিক্ষাগুরুরূপে আমার নিকট তাঁহাদের ভজন বা সেবাদর্শ প্রকট করিতেছেন, কিন্তু আমি সেবাবিমুখ ও শ্রীগুরু-বৈষ্ণবচরণে অপরাধী বলিয়া তাহা দর্শন বা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না।' পতনোন্মুখ ব্যক্তি জগতে কোন আদর্শ বৈষ্ণব দেখিতে পায় না, কিন্তু সেবোন্মুখ ব্যক্তি সর্ব্বত্রই আদর্শ বৈষ্ণব দেখিতে পান। অবধূত, অবন্তী-নগরীর ত্রিদণ্ডিভিক্ষু প্রভৃতি ভজনোন্মুখ ব্যক্তিগণ প্রত্যেক বস্তু হইতেই শিক্ষালাভ করিতে পারিয়াছেন; কিন্তু আমার কি দুর্দ্দৈব। আমার সম্মুখে বহু নিষ্কপট শুদ্ধবৈষ্ণব এবং বৈষ্ণবপ্রধান, সৎসঙ্গের আকর, মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্ম বর্ত্তমান থাকিতেও আমি কোনও আদর্শ বৈষ্ণব বা শিক্ষাগুরু প্রাপ্ত হইতেছি না। ইহা নির্ব্বিশেষবাদ বা নাস্তিকতারই আর একটি বিক্রম বা মায়াময়ী লুকোচুরি খেলাবিশেষ। ইহার পশ্চাতে আছে—অবশ্যম্ভাবী পতনের প্রকাণ্ড অন্ধকূপ।

পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক যাঁহাদের উপর বিভিন্ন মঠের সেবাকার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছেন, যাঁহারা শ্রীল আচার্য্যদেবের একান্ত আনুগত্যে তাঁহার মনোঽভীষ্ট বহু সেবাকার্য্যাদির পরিচালক, পরিদর্শক বা তত্ত্বাবধানকারিরূপে নিযুক্ত থাকিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ-সেবাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, কোনও সেবক তাঁহাদের আদেশ-পালনে ত্রুটি করিলে বা কোনওপ্রকারে তাঁহাদের প্রতি শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ আচরণ, বাক্য প্রভৃতি প্রয়োগ দ্বারা কোনওপ্রকারে তাঁহাদের প্রতি অমর্য্যাদা প্রদর্শন করিলে প্রকারান্তরে তাঁহাদের শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রতিই অবজ্ঞা বা অমর্য্যাদা প্রদর্শিত হয়, সুতরাং ইহা ভীষণ অপরাধের কার্য্য, ইহা দৃঢ়রূপে জানিয়া ও বিশ্বাস করিয়া সকলেরই এবিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। "মর্য্যাদালঙ্ঘন আমি সহিতে না পারোঁ, "গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার"—শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তন্নিজজনগণের এই সমস্ত আত্মমঙ্গলময়ী বাণীতে সর্ব্বক্ষণ দৃঢ়শ্রদ্ধ ও দৃঢ়নিষ্ঠ না থাকিলে সাধক-মাত্রেরই অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

[৫]

যিনি 'হরেকৃষ্ণ' 'হরেকৃষ্ণ' ইত্যাদি স্বীয় নামাবলীর রসম ধুর্য্য-আতিশয্য পুনঃ পুনঃ আস্বাদন উদ্রেকের প্রমত্ত হইয়া কোনও অনির্ব্বচনীয় ভাবে বিবশ ও স্খলিত-পদ হইতেছেন এবং যিনি সকলকে আহ্বান করিয়া 'বৃন্দাবনেন্দ্রের গুণাবলী কীর্ত্তন কর, কীর্ত্তন কর'—এরূপ বারংবার বলিতেছেন, সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে যাহারা একবারও দর্শন করে নাই, তাহাদের ভক্তিলাভের সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত ॥ ৩৮ ॥

অতিযত্নেও যাঁদ কখন স্বীয় ভক্তিরস-স্বরূপ পরমচমৎকার-কারী বিভব-বিশিষ্ট শ্রীচৈতন্যচন্দ্রে ভক্তিহীন ব্যক্তিদিগের পরেশ-সম্বন্ধী প্রেমানন্দ উদিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে বিনা-বীজে অঙ্কুরোদ্গম হয় না কেন? অন্ধ ব্যক্তিই বা দেখিতে পায় না কেন? আর পঙ্গুই বা সুমেরু-পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিতে পারে না কেন? ৩৯ ॥

পার্ষদরূপে শ্রীরাধাগোবিন্দ লীলার সহায়ক সুকৃতিমান্ পুরুষগণের মধ্যে যিনি কেহই নহেন, তাঁহাকেও যিনি অলৌকিকভাবে প্রেমোন্মত্ত হর্ষ গর্ব্ব প্রভৃতি রস বিলাস বিস্তার করিয়া অকস্মাৎ পরমচমৎকার প্রেমানন্দ প্রদান করেন, সেই সাক্ষাৎ গৌরসুন্দর যাহার মতি হয় না, ইহ জগতে সেই 'নরপশু' অত্যন্ত মূঢ় ॥ ৪০ ॥

বেদাদি শাস্ত্রে অসংখ্য অবতারের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু গৌরহরি ও যেপ্রকার অপূর্ব্ব প্রভাব লক্ষিত হয়, সেইরূপ প্রভাব স্বয়ং ভগবান্ ব্যতীত অন্যত্র কোথায় সম্ভাবনা হইতে পারে? অধিক কি বলিবার আছে, নিজ নিরুপম গৌরহরিতে সদ্ভক্তগণের ষড়ভুজদর্শনাদি কত কত অনুভবও কি দৃষ্ট হয় নাই? হায়! হায়! সেইসকল দেখিয়া শুনিয়াও মূঢ়গণের গৌরহরিতে পরমশ্রদ্ধা হয় না! ৪১ ॥

যে গৌরসুন্দরের ভাব বিলাসযুক্ত কটাক্ষ দেহধারী সমস্ত জীবের মোক্ষাদি সাধ্য পুরুষার্থচতুষ্টয়কে বিবিধ বিকারসমূহ-দ্বারা অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষাকর করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে প্রেমানন্দ উৎপন্ন করে, সেই গৌরহরি শ্রীগৌরচন্দ্র যদি জগতের ঈশ্বর না হন অর্থাৎ জীবের যদি তাঁহাকে স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার না করে, তবে এই জগৎ নাস্তিকা-বাদেই আচ্ছন্ন হইয়া যায়। শিব! শিব!—হে বিভুবাদে! দুর্জ্ঞেয় তোমার প্রভাব, কোনোক্রমে নমস্কার করি ॥ ৪২ ॥

মানুষ্যরসাবগ্রহ গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগে নবদ্বীপে শ্রীবাসের ভাবকান্তি সহ যে বিপ্রাম্বরনদ্যাবগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গ-স্বরূপে প্রকটিত হইয়াছেন, তিনি যদি উপাসিত না হন, তাহা হইলে সদাচার সম্পন্ন সৎকুল ধিক্, বাগ্মিতায় ধিক্, যশেও ধিক্, বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়নে ধিক্, সৌন্দর্য্য, নবীন বয়স, ঐশ্বর্য্যেও ধিক্, বিহিত উপনয়নাদি সংস্কার-সম্পন্ন দ্বিজত্বকেও ধিক্ এবং পরম নির্ম্মল ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম ও যোগ-যাগ-বৈরাগ্যাদিকেও ধিক্ ॥ ৪৩ ॥

অতি চমৎকার প্রেমোজ্জ্বলরসের অবিচ্ছেদ-আবেশে বিবশাঙ্গ বক্রেশ্বর প্রমুখ যেসকল মহাত্মাকে দর্শন করিয়া বৈকুণ্ঠস্থ নারায়ণ পার্ষদগণও পুলকিতাঙ্গ হন, সেই মধুর রস-রসিক মহাত্মগণ যাঁহার অনুভব, সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে সুবুদ্ধিহীন ব্যক্তি কি-প্রকারে তাহার প্রণয়-বিষয় করিতে সমর্থ হইবে? ৪৪ ॥

যিনি কাহাকেও প্রসাদ দান করিয়া ঈষৎ হাস্যযুক্ত শ্রীমুখে শোভিত হন, পরে সম্ভাষণ এবং স্নিগ্ধদৃষ্টির দ্বারা দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রেমদান করিয়া থাকেন, হায়! সেই সাক্ষাৎ পূর্ণ প্রেমরস-প্রকটনকারী শ্রীগৌরহরিকে কুতর্ক কর্কশ বুদ্ধিহেতু যাহারা পরমাদর করে না, তাহারাই একমাত্র দুষ্ট অসুর ॥ ৪৫ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণ-লীলা

(৩)

বৃন্দাবন-দর্শন ছলনা করিয়া গৌড়দেশে স্বীয় প্রভুকে দর্শন করত গৌড়ানিকটবর্ত্তী রামকেলি-গ্রামে গিয়া পরম স্নেহসহকারে বিধর্ম্মী হুসেনসাহ সম্রাটের কর হইতে যিনি রূপ সনাতনকে উদ্ধারকরত পুনরায় ওড্রদেশে ফিরিয়া গেলেন, সেই স্বজন-উদ্ধার-কার্য্যে হৃষ্টচিত্ত গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥ ৫৩ ॥

শ্রীপুরুষোত্তম আসিয়া পুনরায় বৃন্দাবন যাইবার মানস করিয়া বহুলোককে সঙ্গে না লইয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য্য নামক একজনের সঙ্গে যে আত্মতত্ত্ব পুরস্সর বৃন্দাবন-গমনে দৃঢ়ব্রত হইয়া বনপথে ব্যাঘ্রাদি পশুদিগকে আত্মশক্তিবলে কৃষ্ণভক্তিতে উন্মত্ত করত ধাবিত করিয়াছিলেন, স্বরূপানন্দ-দাতা পশুপুরুষ-নাটনকারী সেই গৌরচন্দ্রকে আমি স্মরণ করি। ৫৪ ॥

শ্রীবৃন্দাবনের গোবর্দ্ধন গিরি, যমুনা নদী, নন্দগ্রাম, বৃষভানুপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি দর্শন করিয়া পুলকাঙ্গ স্মরণে বিবশ ভাবপুঞ্জ দ্বারা মূর্চ্ছিত যাঁহাকে বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ব্রজ বিপিন হইতে বাহির করিয়া আনিলেন, সেই নিত্যানন্দ দানমূর্ত্তি গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥ ৫৫ ॥

পথি মধ্যে মহাভাবাবেশ দর্শন করিয়া কয়েকটি ভাগ্যবান্ ম্লেচ্ছ পূর্ব্ব সুকৃতি-বলে যাঁহার প্রসাদ লাভ করত প্রণয়বশগত ভক্ত হইয়াছিলেন, সেই জন্মনাশকারী শুদ্ধ-মূর্ত্তি গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥ ৫৬ ॥

যমুনা ও গঙ্গা-সঙ্গমে শ্রেষ্ঠতীর্থ প্রয়াগে শ্রীরূপ গোস্বামী উপস্থিত হইলে যিনি তাঁহাকে পরম রসময়ী বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং যমুনাপারস্থিত 'আড়াইল' বা 'অড়ৈল'-গ্রামে বল্লভাখ্য পণ্ডিতকে যিনি গোকুল-পতিগত প্রেম দান করিয়াছিলেন, সেই শাস্ত্রমূর্ত্তি রসগুরুশ্রেষ্ঠ শ্রীগৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥ ৫৭ ॥

প্রয়াগ হইতে কাশীধামে উপস্থিত হইলে তপনমিশ্র, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি তত্রস্থ শুদ্ধভক্তগণের অনুরোধে কেবলাদ্বৈতবাদী অরসিক প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি সন্ন্যাসি-গণকে যিনি প্রেমবন্যায় ডুবাইয়াছিলেন এবং শ্রীরূপাগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বিষ্ণুভক্তিস্মৃতিরূপে শ্রীহরিবিলাস গ্রন্থ বিরচনে শক্তি দান করিয়াছিলেন, সেই সাধকদিগের ভজনগুরু গৌরচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি ॥ ৫৮ ॥

মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিবে আশয়ে সন্ন্যাসিগণের মধ্যে 'গৌরাঙ্গ-প্রণাম-রহিত তর্কাদি-দগ্ধ ব্যক্তিদিগের প্রতি ধিক্'—এরূপ বচনসকল প্রচুররূপে চালাইতে লাগিল এবং প্রধান সন্ন্যাসীদিগের সভায় যাঁহার সে সময় প্রচুর পূজা হইতে লাগিল, সেই স্বয়ং-নর্ত্তনানন্দ-মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥ ৫৯ ॥

কাশী হইতে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে পুনরা গমন করত যে হরি রামানন্দ-প্রমুখ সুজন-গণকে এবং সার্ব্বভৌম প্রভৃতিকে হাররস-পর পেশলাপদাবলী সন্তুষ্ট করিতে করিতে অনেক বর্ষ ক্ষেপণ করিয়াছিলেন, সেই হাররসকথাস্বাদনপূর্ণ গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥ ৬০ ॥

যাঁহার বিধি-শিব-বন্দিত পাদপদ্মদর্শনের জন্য অন্যান্য মহান্তগণ গৌড়দেশ হইতে প্রতিবৎসর রথযাত্রায় আগমন করিতেন এবং চিত্তে বিপুল আনন্দ লাভ করিয়া গৌড়দেশ হইতে গৌড়দেশে ফিরিয়া যাইতেন, সেই গৌড়ীয়গণের পরমসুহৃৎ যতীশ্বর কৃষ্ণ-চৈতন্যকে আমি স্মরণ করি ॥ ৬১ ॥

গৃহত্যাগী নিষ্কিঞ্চনপ্রাপ্ত বৈষ্ণব দাসের পক্ষে স্ত্রী ভক্ষণ বিপুল পাতনের হেতু। সেই দোষ হইতে নিজের ও ভক্তিপথ-পথিক পুরুষদিগকে বিমুক্ত রাখিবার অভিপ্রায়ে যে ঈশ্বর কেবল স্ত্রীসম্ভাষণরূপ অতি সূক্ষ্ম দোষে দুইটি ছোট হরিদাসকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, সেই বিনয়ৈকগম্য সাধু-মূর্ত্তি গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥ ৬২ ॥

পূর্ব্বসম্বন্ধে দোষলেশ নাই বলিয়া যাঁহারা জন্মান্তর করিয়াছেন, তাঁহাদের এই সাধুজনের 'তত্ত্বটি' জন্ম, তাহা হইলে তাঁহাদেরও আমাদের ন্যায় আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে,—এই একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব। এই তত্ত্বটি জ্ঞাপন করিয়া পাত্র নির্ব্বাচন করিয়া যিনি নবদ্বীপে নিজ শিষ্যত্বগ্রহণে যিনি প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই জাড্যশূন্য, গুণমুকুরক্ষ গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥ ৬৩ ॥

শ্রীগৌরধাম-মহিমা

[৪]

কৃপাময়ি শ্রীগৌরাঙ্গ শিক্ষা অনুসারে।
'হরে কৃষ্ণ রাম'-নাম সিদ্ধ মন্ত্রাকারে ॥
মহাশ্চর্য্য নামাবলী গাইতে গাইতে।
কবে বা কৃতার্থ হ'ব এ গৌরবসতী ॥ ৬৪ ॥

ইন্দ্রনীলময় ভূমি ও নানামত।
পুরট স্ফটিক প্রবালাদি-বিনির্ম্মিত ॥
রত্নবেদী যেখানে, বন্ধু, ও স্বজনগণ।
শুক পীক-ময়ূরের অপূর্ব্ব দর্শন ॥
পদ্মপুষ্প সুশোভিত নানা সরোবর।
সেই নবদ্বীপ-ধাম পরাৎপর ॥
সেই ধাম ধ্যানমুখে নিবদ্ধ করিয়া।
বাসব শ্রীগৌরধামে বসতি করিয়া ॥ ৬৫ ॥

মন্দারে। স্বর্ণাটাখ্য পর্ব্বতের পাশে।
কদম্ব-বেষ্টিত কুঞ্জ সুরধুনী পাশে ॥
ধ্যানেতে পাইবে রাসমণ্ডল দেখিয়া।
প্রেমপূর্ণ হ'বে প্রাণ সুকৃতি স্মরিয়া ॥ ৬৬ ॥

আনন্দাশ্রু গদ্গদ পুলক বিস্তার।
মুক্তিকথা, বৈকুণ্ঠে পলায়ন নাহি আর ॥
বাসা ভাবদ্যুতি মাখা রজনী-বাসী-বনে।
একবিন্দু পাইবার মাগি নিজ মনে ॥ ৬৭ ॥

মস্তক নোয়ায়ে নাম শ্রীগৌরদমন।
বাক্যে সদা শ্রীগৌরাঙ্গ করয়ে কীর্ত্তন ॥
সূক্ষ্ম বুদ্ধি যোগে স্মরে শ্রীগৌরধাম।
গোকুল ছাড়িয়া মোর অন্য নাহি কাম ॥ ৬৮ ॥

রাধাকান্ত-পতিবন্ধু শ্রীগৌরাঙ্গ-বন।
আবরত রক্ষভক্তগণের জীবন ॥
সে সব ভক্তজন-চরণের রজি।
আশামাত্র আশা করি, বাস গৌরপুরী ॥ ৬৯ ॥

নানা কেলি নিমগ্নজন। সুশোভিত।
নানা সরোবর, পাতড়াদি-বিস্তৃত ॥
নানা তরু লতা গুল্ম। মণ্ডপ। বেষ্টিত।
নানাজাতি খগমৃগবাস। উল্লাসিত ॥
অনেক বসতিস্থল। ভোগ-আয়োজন দামে।
করে আমি গৌরাঙ্গের পারিষদ নামে ॥ ৭০ ॥

গদ্গদবচনে করে গৌর কৃষ্ণনাম।
নানাবিধ অশ্রু কম্প। পুলকাদি গুণ ॥
ভক্তিতে হইব করে সেবাযুগ পরো। ৩:।
হেন-হ বসতি-ছাড়া শ্রীবৃন্দা নাহি ॥ ৭১ ॥

রাধাকান্তি-পতিবন্ধু শ্রীগৌরাঙ্গ-বন বিনা আন।
ন গণি। না ভনি, না করি। ধ্যান ॥
জাগ্রত স্বপ্নেও আমি বিনা সেই বন।
না দেখিব কভু। [illegible] না। ১২ ॥

মন নাহি যায় সেই বৃন্দাকে বর্জ্জিয়া।
বৈকুণ্ঠ রমা বহু সুখের সম্পদ্।
নন্দগোপবিহারময় গোকুলজন।
তুচ্ছ করি মন করে গৌরাঙ্গ-গমনে।
সদা মনে স্ফুরে গৌর বৃন্দা।
[illegible] ॥
[illegible] ॥ ৭৩ ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	১/৪॥০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৲	৪৲	৩৲
" " অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" " এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "
প্রতি সংখ্যা ৫৲, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীবিচ্ছিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃদুর পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। এবার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

৮১১নং উ টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

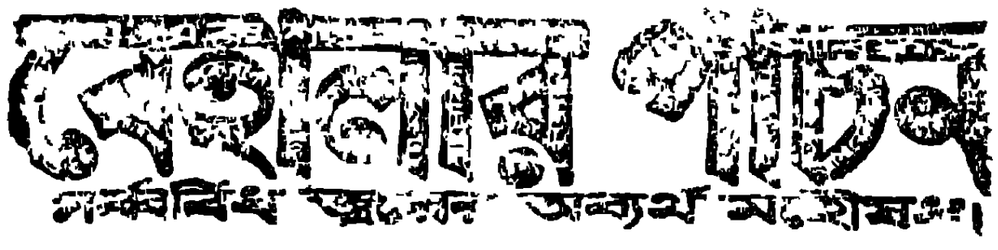

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

মেডিক্যাল কলেজে কণ্ঠরোগ ও যক্ষ্মা-রোগের চিকিৎসা-বিভাগ বন্ধ করিয়া দেওয়া সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণকে একথা জানাইতেছেন যে, কলিকাতায় জরুরী অবস্থা ঘোষিত হওয়ায় যে কোন মুহূর্ত্তে বিমান-আক্রমণে হতাহত ব্যক্তিগণের জন্য হাসপাতাল ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়াছে। সুতরাং হাসপাতালসমূহের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-দিগকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, যে সমুদয় রোগী বাড়ী যাইতে সক্ষম, তাহাদিগকে যেন হাসপাতাল হইতে অপসারিত করা হয় এবং সামান্যরূপে আক্রান্ত ব্যক্তিগণকে যেন ভর্ত্তি করা না হয়। কণ্ঠরোগ ও যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা বিভাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মূল দালানের ছাদে উপর অবস্থিত ছিল এবং বিমান-আক্রমণ হইলে বিপদের আশঙ্কা আছে, কাজেই ঐ বিভাগগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ভারতীয় সেনাদল

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে ভারতীয় গোলন্দাজবাহিনী ছাড়া গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতীয় গোলন্দাজ-বাহিনীতে সামান্য কয়েকটি মাউণ্টেন ব্যাটারি ছিল, কিন্তু অন্যান্য ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ন্যায় ইহারও প্রসারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্ত্তমান আধুনিক কামান ও অন্যান্য অস্ত্র-সজ্জিত বহু সংখ্যক ভারী, মধ্য ও হাল্কা গোলন্দাজবাহিনী এবং ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী ও বিমান ধ্বংসী বাহিনী আছে।

নূতন গোলন্দাজ দল গঠন করা ছাড়া কতকগুলি পদাতিক বাহিনীকেও গোলন্দাজ বাহিনীতে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি দলকে সম্প্রতি ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী ও বিমান-ধ্বংসী দলে পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

বাঙ্গলায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ

গত ২৪শ জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় বাঙ্গলা দেশে মোট ১৫৯৭ জন লোক কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে ময়মনসিংহে ১২৭ জন, বাখরগঞ্জে ৪৮১ জন এবং ত্রিপুরায় ৪৯৬ জন ব্যক্তি উক্ত রোগাক্রান্ত হয়। সেই সময় মোট ৬৯৮ জন ব্যক্তি কলেরা রোগে মারা যায়, তন্মধ্যে বাখরগঞ্জে ২৬৬ জন এবং ত্রিপুরায় ২৮৬ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দার্জ্জিলিঙ এ মোট ৬৪ জন লোক ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হয়।

নিকট প্রাচ্যের দেশসমূহ ও চীন

নিকট প্রাচ্যের দেশ সমূহের সহিত চীনের যে সম্পর্ক আছে, তাহার গণ্ডি সম্প্রসারিত করা হইতেছে। আনকারায় চীনা রাষ্ট্রদূত ডাঃ চ্যাং ইরাকের সহিত সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য বাগদাদ যাত্রা করিয়াছেন। তিনি তথায় এই সম্পর্কে আলোচনা করিবেন এবং পরে উভয় দেশের মধ্যে দূত বিনিময় হইবে। এখানকার পারসিক রাজদূতের সহিত ডাঃ চ্যাং-এর যে আলোচনা হইয়াছে, তাহার ফলে পারস্য এবং চীনের মধ্যেও শীঘ্রই দূত বিনিময় হইবে।

গত ৭ই ডিসেম্বর জাপানীরা যখন সাংহাই দখল করে, তখন তুরস্কের চীনা রাষ্ট্র-দূত ঐ সহরে বাস করিতেছিলেন। এই রাষ্ট্রদূতের পরিবর্ত্তে তুরস্ক চুংকিং-এ একজন দৌত্য বিভাগের কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করিতেছে।

রুশিয়ায় সমরোপকরণ প্রেরণ

বিমান উৎপাদন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব কর্ণেল লিওয়েলিন গত শনিবার লণ্ডনে বলেন যে, রুশিয়ায় যে সমস্ত দ্রব্য প্রেরণ করা হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, তাহা পুরাপুরিভাবেই প্রেরণ করা হইবে। রুশরা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত করিয়াছে যে, জার্ম্মাণ সৈন্য অপরাজেয় নহে। অতঃপর কর্ণেল লিওয়েলিন বলেন:—আমরা আমাদের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর সময়ের মধ্যে আছি। বৃটিশ নৌবহর পৃথিবীর দূরতম প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রেরিত হইয়াছে। আমাদের স্থল সৈন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র সংগ্রাম করিতেছে। ইহা আর কাহারও চেষ্টায় শৈথিল্য প্রদর্শনের সময় নহে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা আইন সংশোধন

হোয়াইট হাউস হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, নিরপেক্ষতা আইন অনুসারে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন এবং অন্যান্য দেশের মধ্যে আর্থিক লেনদেন ব্যবস্থার যে সমস্ত বিধানষেধ ছিল, তাহা দূরীভূত করিবার জন্য যে বিল আনা হইয়াছে, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সেই বিলে স্বাক্ষর করিয়াছেন। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এই বিল দ্বারা ১৯৩৯ সালের নিরপেক্ষতা আইনের ৭ ধারা বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনদীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সভাষ্য শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিভিন্ন গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও গুম্ফিত হইয়া "শ্রুতিলেশ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী' টীকা 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৬শ বর্ষ } ৬ বিষ্ণু, গৌরাব্দ ৪৫৬; ২৫শে ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ৯ই মার্চ্চ, ইং ১৯৪২, সোমবার { ২৯৬তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৬ বিষ্ণু, শর্ব্ব সঙ্কর্ষণ, গৌরাব্দ ৪৫৬

অর্চ্চন

[৩]

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গৃহস্থমাত্রেরই অর্চ্চনে আদর ও অর্চ্চানুশীলনের আবশ্যকতার কথা জানাইয়াছেন,—

"শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন করা গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য, তবে যে-সকল গৃহস্থ সম্বন্ধজ্ঞান-বিশিষ্ট হইয়া একান্তভাবে নামাশ্রয় করেন, তাঁহারা অর্চ্চনকারীদিগকেও আদর করেন। যাঁহারা গৃহস্থ হইয়া অর্থ বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে অর্চ্চন করেন না, তাঁহাদের বিত্তশাঠ্য-দোষ হয়। কদর্য্য-চরিত্র, বিক্ষিপ্তমতি গৃহস্থগণের অর্চ্চন বিশেষ আবশ্যক।" (শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী - ২য় খণ্ড, ৩২পৃষ্ঠা)

একান্ত শ্রীনামপরায়ণ ব্যক্তিগণ পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়ায় রত হন না; একমাত্র শ্রীনাম-সেবার দ্বারাই তাঁহাদের সর্ব্বসিদ্ধি হয়। যাহাদের কর্ম্মমিশ্রা মতি আছে এবং যাহারা অর্চ্চনাদি-নিষ্ঠ, সেইরূপ দীক্ষিত গৃহস্থ কখনও কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-বিধানানুসারে প্রেতশ্রাদ্ধাদি করিবেন না, মহাপ্রসাদের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবেন। ইহা শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ৯ম বিলাসে বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে। স্বতন্ত্রভাবে অন্য-দেবতাপূজা বা প্রেতশ্রাদ্ধাদি করিলে সেবাপরাধ ও নামাপরাধ সংঘটিত হয়। এসম্বন্ধে শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—

"প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগন্নং
ভগবতেঽর্পয়েৎ।
তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ॥"
(হঃ ভঃ বিঃ ৯।৮৪ সংখ্যাধৃত পদ্মপুরাণ-বাক্য

—ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তি শ্রাদ্ধদিনেও প্রথমতঃ ভগবান্‌কে অন্ন প্রদান-পূর্ব্বক সেই নিবেদিত অন্নের শেষ-ভাগদ্বারাই শ্রাদ্ধাদি করিবেন।

কিং দত্তৈর্বহুভিঃ পিণ্ডৈর্গয়া-
শ্রাদ্ধাদিভির্মুনে।
যৈরর্চ্চিতো হরির্ভক্ত্যা পিত্রর্থঞ্চ দিনে দিনে॥
(হঃ ভঃ বিঃ ৯।৯৩ সংখ্যাধৃত স্কান্দবাক্য)

হে ঋষে! যে-সকল ব্যক্তি প্রতিদিন পিতৃগণের উদ্দেশে ভক্তি-সহকারে শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন, গয়া শ্রাদ্ধাদি বা বহু-বহু পিণ্ডদানে তাঁহাদের কি প্রয়োজন? অর্থাৎ তাঁহাদের গয়া-শ্রাদ্ধাদির কোনই আবশ্যকতা নাই।

পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিগণ কোনরূপ শোকচিহ্ন ধারণ করিবেন না বা কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবিধানানুসারে শ্রাদ্ধাদি করিবেন না, করিলে অপরাধ ঘটিবে। এ-সম্বন্ধে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

"শ্রীহরিনাম করিয়া পিতৃপুরুষগণকে প্রেত-জ্ঞান শাস্ত্রানুমোদিত নহে। স্মার্ত্তমতে শ্রাদ্ধ করিলে পুনরায় মাতৃকুক্ষিতে গমন করিতে হয়। ভগবদ্ভক্তগণ তাহা কখনও স্বীকার করেন না। শ্রীহরিনামাশ্রিত বা দীক্ষিত ব্যক্তি আপনাকে শূদ্র বিচারে শোকের চিহ্ন ধারণ করিবেন না। ভক্তগণের শোক হয় না। তাঁহারা প্রত্যহ শ্রীমহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবেন, হবিষ্যান্ন-প্রভৃতি স্মার্ত্তবিধি গ্রহণ করিবেন না।" (শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী —৩য় খণ্ড, ৪১-৪২ পৃষ্ঠা)

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, শ্রীকার্ত্তিকব্রত, শ্রীএকাদশী, মাঘস্নান প্রভৃতি অর্চ্চনের অন্তর্ভুক্ত। জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে বিষ্ণুরহস্যে ব্রহ্ম নারদ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে,—"ভক্তজনগণ বিত্তশাঠ্য পরিহার করিয়া ভক্তির সহিত দেবকীনন্দনের তুষ্টির জন্য তদীয় জন্মাষ্টমী-ব্রত পালন করিবেন।" কার্ত্তিকব্রত সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—"সমস্ত তীর্থ একদিকে, আর নিরন্তর বিষ্ণু-প্রীতিদায়ক কার্ত্তিকব্রত অপরদিকে বর্ত্তমান। যে ব্যক্তি ব্রত-রহিতভাবে দামোদর-প্রিয় কার্ত্তিক-মাস যাপন করে, সে সর্ব্বধর্ম্মরহিত হইয়া তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে দীক্ষার পর অবশ্য-কৃত্য-সমূহের কথন-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে,—"উভয় পক্ষেরই একাদশীতে ভোজন করিবে না, রাত্রিতে জাগরণ করিবে ও বিশেষভাবে শ্রীহরির অর্চ্চন করিবে।" স্কন্দপুরাণে চন্দ্রশর্ম্মার এইরূপ প্রতিজ্ঞা উক্ত হইয়াছে,—"আমি একাদশীতে ভোজন করিব না, ঐদিন সর্ব্বদা জাগরণ করিব ও ভক্তি-সহকারে আপনার (ভগবানের পূজা করিব অর্দ্ধপল মাত্র কালদ্বারা দশমী বিদ্ধ হইলেও উক্ত দিবসে ব্রত পরিত্যাগ করিব ও আপনার প্রতি প্রীতিবশতঃ দ্বাদশীতে ব্রত-সংযুক্ত অষ্টবিধ অনুষ্ঠান করিব।" একাদশীতে বৈষ্ণবগণের নিরাহারত্ব বলিতে মহাপ্রসাদান্ন পরিত্যাগই বুঝিতে হইবে। কোন-কোন অসৎপ্রকৃতির ব্যক্তি শ্রীমহাপ্রসাদ পরিত্যাগ করিতে নাই বলিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে একাদশীতেও প্রসাদান্ন গ্রহণের ছলনা করিয়া ভোগ করিয়া থাকে। কেহ কেহ বা মহাপ্রসাদ-সেবনের নামে অন্নাদি ভোজন করিবার অভিলাষে পারিপার্শ্বিক স্থান হইতে শ্রীএকাদশীদিবস শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ শ্রীল শ্রী গোস্বামী প্রভু তাহাদের সেই ভোগোন্মুখী যুক্তিকে নিরাস করিয়া বলিয়াছেন,—

"অত্র বৈষ্ণবানাং নিরাহারত্বং নাম মহাপ্রসাদান্ন পরিত্যাগ এব, তেষামন্যভোজনস্য নিত্যমেব নিষিদ্ধত্বাৎ।"
(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৯৯ অনুচ্ছেদ)

—একাদশীতে বৈষ্ণবগণের নিরাহারত্ব-অর্থ মহাপ্রসাদান্ন-পরিত্যাগই জ্ঞাতব্য। যেহেতু অন্যভোজন তাঁহাদের সম্বন্ধে নিত্যকালই নিষিদ্ধ রহিয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীমহাপ্রসাদৈকভোজী ভক্তোপনিষৎ শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের একাদশী-ব্রত-প্রদর্শনদ্বারা উহা অন্তরঙ্গ বৈষ্ণবধর্ম্মরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—"যাহারা শ্রীএকাদশী দিবসে জাগরণ করে না, তাহাদের ও বৈষ্ণবনিন্দকগণের সুকৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে। যাহার একাদশী-তিথিতে জাগরণের ইচ্ছা না হয়, শ্রীহরির পূজায় তাহার অধিকার নাই।" জনৈক ব্রাহ্মণকন্যার কার্ত্তিক-ব্রত ও শ্রীএকাদশীব্রত-প্রভাবে শ্রীসত্যভামারূপে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী-পদপ্রাপ্তির কথা শ্রুত হইয়া থাকে।

"শ্রীএকাদশী-তিথিতে ভক্তগণ শ্রীমহাপ্রসাদ বা শ্রীমহামহাপ্রসাদ ত্যাগ করিয়া উপবাস করেন। মহাপ্রসাদ প্রভৃতি কিছু-প্রসাদ গ্রহণ করিলে উপবাস নষ্ট হয়, সুতরাং হরিবাসরের সম্মান থাকে না। শ্রীমহাপ্রসাদ ত্যাগের নামই উপবাস বা তিথি পালন, তবে অসমর্থ পক্ষে অনুকল্পাদির ব্যবস্থা তিথি-সম্মানের প্রতিকূল নহে।" (শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড, ৯ পৃষ্ঠা)

শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনকারীকে নিম্নলিখিত সেবাপরাধসকল হইতে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে,—

আগমোক্ত—(১) যান অর্থাৎ শিবিকাদিযোগে এবং কোনপ্রকার পাদুকা

পরিধানপূর্ব্বক ভগবদ্গৃহে গমন, (২) ভগবৎ-প্রীত্যর্থে ভগবানের জন্মাদি যাত্রা-মহোৎসব না করা, (৩) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে (৪) প্রণাম না করা, (৪) এক হস্তে প্রণাম (৫) পদ প্রসারণ, (৬) পাদ-পসারণ, (৭) পর্য্যঙ্কবন্ধনপূর্ব্বক অর্থাৎ হস্তদ্বয়-দ্বারা জানুদ্বয় বন্ধনপূর্ব্বক উপবেশন, (৮) শয়ন, (৯) ভোজন, (১০) মিথ্যা-ভাষণ (১১) উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা, (১২) পরস্পর কলহ কথার আলোচনা, (১৩) রোদন, (১৪) কলহ, (১৫) কাহারও প্রতি নিগ্রহ, (১৬) কাহারও প্রতি অনুগ্রহ, (১৭) সাধারণের প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য বলিবার, (১৮) পরানন্দ, (১৯) পরস্তুতি, (২০) অশ্লীল বাক্য বলিবার, (২১) অপান বায়ু পরিত্যাগ, (২২) অন্যকে অভিবাদন, (২৩) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া উপবেশন, (২৪) তাম্বূল-চর্ব্বণ, (২৫) উচ্ছিষ্টলিপ্ত দেহে ও অশুচ অবস্থায় শ্রীবিগ্রহের বন্দনাদি, (২৬) রোষ-কষায় ভাবণ করিয়া সেবাকার্য্যাদি করা, (২৭) সামর্থ্যসত্ত্বেও অল্প উপচারে বা অল্প ব্যয়ে পূজা-উৎসবাদি করা অর্থাৎ বিত্তশাঠ্য, (২৮) অনিবেদিত বস্তু-গ্রহণ, (২৯) যে-কালের যে ফল শস্য প্রভৃতি দ্রব্য, তাহা সেই-সেই সময়ে ভগবান্‌কে না দেওয়া, (৩০) আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অপরকে দিয়া অবশিষ্ট দ্রব্য ভগবান্‌কে দেওয়া, (৩১) গুরুদেবের অগ্রে স্তবাদি না করিয়া মৌনভাবে অবস্থান, (৩২) গুরুদেবের সম্মুখে নিজের প্রশংসা, (৩৩) দেবতানিন্দা।

বরাহ পুরাণোক্ত,—(৩৪) অন্ধকার গৃহ প্রমুখ স্পর্শ করা, (৩৫) বিনা-বাদ্যে শ্রীমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন, (৩৬) বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারে শ্রীহরির সেবা, (৩৭) কুকুরদৃষ্ট দ্রব্য ভগবান্‌কে নিবেদন, (৩৮) পূজাকালে মৌনা না থাকা, (৩৯) দন্তধাবন না করিয়া পূজা, (৪০) অযোগ্য পুষ্পে পূজা, (৪১) স্নানভোগান্তে পূজা, (৪২) রজস্বলা স্ত্রী-স্পর্শপূর্ব্বক পূজা, (৪৩) শব স্পর্শপূর্ব্বক পূজা, (৪৪) বক্রবস্ত্র, নীলবর্ণ, অপৌত, অপরের ব্যবহৃত ও মলিনবস্ত্র পরিয়া পূজা, (৪৫) মৃতদর্শনান্তে পূজা, (৪৬) ক্রোধ করিয়া শ্রীবিগ্রহ স্পর্শ ও সেবা করা, (৪৭) শ্মশানে গমন করিয়া শ্রীবিগ্রহ স্পর্শ ও সেবা, (৪৮) গাত্রে তৈল মাখিয়া শ্রীবিগ্রহ স্পর্শ ও সেবা, (৪৯) প্রথম বয়সে সুপারী খাইয়া পূজা, (৫০) দূরস্থিত পাপে ভগবান্‌কে নিবেদন-পূর্ব্বক পূজা, (৫১) বাম বা পার্শ্বস্থ পুষ্পের দ্বারা অর্চ্চন, (৫২) পূজাকালে নিদ্রা ত্যাগ, (৫৩) নিজের জন্য পূজা না করিয়া অন্যের জন্য, (৫৪) তিথ্যাদি বলিয়া, (৫৫) পাদপ্রক্ষালন না করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ, (৫৬) স্নান করাইবার সময় বামহস্তদ্বারা শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ, (৫৭) অবৈষ্ণব পাচিত অন্ন শ্রীভগবানে নিবেদন, (৫৮) অবৈষ্ণবের সম্মুখে শ্রীবিগ্রহের পূজা, (৫৯) স্বীয় দেহে পূজা, (৬০) কাপালিককে দর্শন করিয়া পূজা, (৬১) নির্ম্মাল্য উল্লঙ্ঘন, (৬২) ভগবানের নাম লইয়া শপথ, (৬৩) ভগবৎ-প্রতিপাদক শাস্ত্রে অনাদর পূর্ব্বক অন্যশাস্ত্রে সমাদর।

শ্রীগৌরধাম-মহিমা

[৪]

সর্ব্বোত্তম নবদ্বীপ-মাহাত্ম্য বিস্তর।
না থাকে বিশ্বাস-গন্ধ তাহাতে আমার
সে ধামবাসের ইচ্ছা বলবতী নাই।
তবু যেন ধামগুণ নিরন্তর গাই ॥ ৭৪ ॥
অচৈতন্যপ্রায় বিশ্ব, সকলি যে জানে।
সেও নাবে নবদ্বীপ মাহাত্ম্য বর্ণনে ॥
প্রচ্ছন্ন সে ধাম নন্দনন্দনের প্রায়।
ভক্তজন-মাত্র জানে সত্যবাক্যদায় ॥ ৭৫
কবে নবদ্বীপধামে সৈকতোপরে।
'হরেরাম হরেকৃষ্ণ' বলি' উচ্চৈঃস্বরে ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গৌর করিব দর্শন।
পড়িব বিহ্বল হ'য়ে অচল-চরণ ॥ ৭৬ ॥
জাহ্নবীর পুলিনে পুলিনে তরুতলে।
বিচরিব আমি কবে 'হরি হরি' বলে ॥
পাতিত গলিত ফল করিব ভক্ষণ।
লবণ-তটিনীজলে তৃষ্ণা নিবারণ ॥ ৭৭
সোনেরই নবদ্বীপ বৃন্দাবন ফুল।
নবদ্বীপ-সেবা বিনা বৃন্দাবন দূর ॥
যে সেবিল গৌর, তা'র যশোদানন্দন।
গৌরসেবা বিনা কৃষ্ণ না পায় কখন ॥ ৭৮
এ গৌড়মণ্ডল নবদ্বীপ—বৃন্দাবন।
শচীর তনয় সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
সেই নন্দসুত বাবা-ভ্রান্তি-আচ্ছাদিত।
ব্রজের তুল্য ত লীলা করিল বিহিত ॥ ৭৯
বৃন্দাবনে বসি' যে বা জপে 'হরি হরি'।
অপরাধ গেলে পায় কিশোর-কিশোরী ॥
নবদ্বীপে গৌর ধাম' অপরাধচয়।
পরম বদান্য এজগতে বিতরয় ॥ ৮০ ॥
গৌরাঙ্গনামে যাঁ'র নবদ্বীপে স্থিতি।
কবাস্থিত ব্রজ তাঁ'র সনাতনরীতি ॥
অন্যত্র শ্রীবৃন্দাবন যে করে সন্ধান।
মরু-মরীচিকা যেন ভ্রমে দূর জ্ঞান ॥ ৮১ ॥
বৃন্দাবনে আছে যত বন-উপবন।
শ্রীকৃষ্ণলীলার স্থল, কে করে গণন ॥
নবদ্বীপে সে সকল আছে স্থানে স্থানে।
গৌরনাম কৃষ্ণলীলা-স্ফুরণ কারণে ॥ ৮২ ॥
[illegible] অনন্ত অপার।
গৌরনাম উচ্চারিলে, নাম বার বার ॥
যে যে লীলা শ্রবণ কীর্ত্তন নমস্কার।
নবদ্বীপে গৌরেন্দ্র করেন অবতার ॥ ৮৩ ॥
হে মাধুর্য্যময়। হে মহাবদান্য।
হে নিত্যানন্দ প্রভু। হে দয়াময়।
হে পদ্মাবতীসুত, দয়ার্দ্রহৃদয়।
আমাতে করুণা করি, গৌর তারি তনয় ॥
হে সীতানাথ, চরাচরের ঈশ্বর।
যে বিধি আনিবারে মোর তুমি পরাৎপর ॥
হে গদাধর, হে শ্রীবাসাদিগণ।
তুমি-সব মম গতি, আমি অকিঞ্চন ॥ ৮৪

শ্রীকৃষ্ণ-রসন লাগি' চৈতন্য-আকার।
পরম অদ্ভুত উদারতাপূর্ণ সার ॥
স্বীয় প্রেমামৃত জীবে দিব মনে করি'।
পরপদ নবদ্বীপে প্রকটিল হরি ॥
ঔদার্য্যের খনি সেই শচীর কুমার।
তাঁহার চরণে আমি নমি বার বার ॥ ৮৫ ॥
শাস্ত্রাভ্যাস, তীর্থাটন-চেষ্টা পরিহরি'।
যোগাদ্যা ত্যজ, স্বর্গ ছাড় ঘৃণা করি' ॥
দীনভাবে ভজ বিশ্বম্ভরের চরণ।
নবদ্বীপে বস যেই কৈল বিতরণ ॥ ৮৬ ॥
তরিতে সংসার-সিন্ধু যদি বাঞ্ছা তব।
সংকীর্ত্তনামৃতস্বাদে থাকে ইচ্ছা নব ॥
বাঞ্ছা যদি থাকে প্রেমানন্দ বিহারে।
মায়াপুরে কর বাস জাহ্নবীর তীরে ॥ ৮৭ ॥
শ্রীগৌড়নগরী ধন্য, ধন্যা গঙ্গা তথা।
ধন্য সে নগরবাসী গৌরপদাশ্রিত ॥
নবদ্বীপ বিনা নাহি হেন প্রেমোৎসব।
হা গৌরাঙ্গ, দেখিব কবে তব সে বৈভব ॥
দৃষ্ট, পৃষ্ট, কীর্ত্তিত বা স্মৃত, উপাসিত।
দূর হইতে নমিত, আদৃত বা পূজিত ॥
হইলেই যেই ধাম প্রেম-প্রসবিতা।
চিৎস্বরূপ সেই গৌরধামে নমস্কার ॥ ৮৯ ॥
স্বধর্ম্মাচরণ আর শ্রীবিষ্ণুপূজন।
তীর্থাদি ভ্রমণ কিংবা বেদানুশীলন ॥
[illegible] সাধনে কে বা জানিবারে পারে।
প্রেমাদি দুর্ল্লভ সেই ব্রজতত্ত্বসারে ॥
একান্ত আশ্রয় যাঁর গৌরাশ্রয়-ধাম।
বৃন্দাবন লভ্য তাঁ'র, পূর্ণ মনস্কাম ॥ ৯০ ॥
তৃণাপেক্ষা হীন বুদ্ধি, মোহন আকার।
মিষ্ট বাক্য, বিষয়ে বৈরাগ্য, বুদ্ধিসার ॥
কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদ আর নিরপেক্ষ বুদ্ধি।
পায় জীব গৌরধামাশ্রয়ে সর্ব্বসিদ্ধি ॥ ৯১ ॥
গুরুবর বস্তুতত্ত্ব উপাসনা কার'।
শ্রুতিশাস্ত্র অধ্যয়নে না পাইয়া হরি ॥
গৌরপুর-রাসোৎসব হয়ে ভক্তজন।
পরম রহস্য লাভ করে অনুক্ষণ ॥ ৯২ ॥
কাম হৈল কাম, বশী হাস্রিয়নিচয়।
অনেক কণ্টকে ভক্তিযোগ রুদ্ধ হয় ॥
হায়! হায়! কোথা যাব, কি করিব আমি।
যদি, নবদ্বীপ, কৃপা নাহি কর, তুমি ॥ ৯৩
দুরদৃষ্ট নিয়ত সদা দুর্ব্বাসনা-ঘোর।
নিগূঢ় আবদ্ধমাত্র, ক্লেশেতে বিভোর ॥
কোটি কোটি জনমত কদর্থ করে মোরে।
নবদ্বীপ বিনা বন্ধু কে বিপদ্ ঘোরে ॥ ৯৪ ॥
কঠিন ভাব ক্ষণ তোমার আশ্রয়।
ভক্তি-কল্পতরুবীজ-অঙ্কুর না হয় ॥
তবে এক আশা মোর জাগিছে হৃদয়ে।
নবদ্বীপবাসে শোক স্থান না লভয়ে ॥ ৯৫ ॥
সংসার বাসনার্ণবে আমি নিপতিত।
কাম ক্রোধ-আদি নক্রগ্রস্ত অতি ভীত ॥
দুর্ব্বাসনা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ নিরাশ্রয়।
গৌরস্থান, দেহ মোরে কৃপার আশ্রয় ॥ ৯৬ ॥
স্বয়ং কৃষ্ণ স্ববিবর্ণ করুণা করিয়া।
যে আনন্দোজ্জ্বল রস রূপ প্রকটিয়া ॥
যেই নবদ্বীপে কৈল ভক্ত্যুৎসবময়।
মন সে মধুর ধামে সতত রময় ॥ ৯৭ ॥

কবে আমি নবদ্বীপে করিয়া বসতি।
শান্ত মনে পাব গৌরভাবোদিত মতি ॥
ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণসেবা ধ্যান করি'।
ভজিব ব্রজের রস অদ্ভুত মাধুরী ॥ ৯৮ ॥
অলকানন্দার তটে ভ্রমিতে-ভ্রমিতে।
দেখিব সে মিশ্রাবাস অতুল জগতে ॥
জ্যোতির্ম্ময় পরানন্দ সচ্চিদ্বিভূতি।
দুর্ল্লভ গৌরাঙ্গপুর চিচ্ছক্তি-বিভূতি ॥ ৯৯ ॥
নাহি চাই কাশীবাস, গয়া-পিণ্ডদান।
মুক্তি শুক্তিসম ত্যজি' কিবা স্বর্গ আন ॥
রৌরবে কি ভয় মম, কি ভয় সংসারে।
শ্রীগোদ্রুমে বাস যদি পাই কৃপাদ্বারে ॥ ১০০ ॥
ওহে মূঢ় জন, সূক্ষ্মদৃষ্টির বিধানে।
মুনিগণ পাপ্য ভক্তি করহ সন্ধানে ॥
বিশ্বাস অভাবে যদি নাহি সংঘটন।
সব চেষ্টা ছাড়ি' লহ নদীয়া-শরণ ॥ ১০১ ॥
বৃন্দাবন, নবদ্বীপ অভেদ-স্বরূপ।
ভিন্ন শতকেও ভাষা লিখি একরূপ ॥
গৌরধাম মহিমা বিশেষ তবু জানি।
'নদীয়া-শতকে' বলি কিছু ভিন্না বাণী ॥ ১০২ ॥

শ্রীধামে শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

——:০:(*):০:——

গত ১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ, সোমবার গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের সাক্ষাৎ উপস্থিতি ও নির্দ্দেশানুসারে এবং গভর্ণিং বোর্ডের সেবোদ্যোগে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীগৌরজন্ম-অধিবাস মহোৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। অন্যান্য দিনের ন্যায় উষঃকীর্ত্তন, যথাসময়ে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাকৃষ্ণিকা-গোবিন্দধারা জীউর মঙ্গলারাত্রিক-কীর্ত্তন, শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন, ভোগরাগ, ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন প্রভৃতি সেবাকার্য্য সম্পাদিত হইলে অপরাহ্ণ প্রায় ৪ ঘটিকার সময় শ্রীযোগপীঠ-প্রাঙ্গণে বিস্তৃত চন্দ্রাতপতলে সমাগত সজ্জন ও ভক্তমণ্ডলীর এক সভা হয়। পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক সেই সভায় উপস্থিত হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত 'শ্রীভাগবতসন্দর্ভ' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীবিগ্রহের সন্ধ্যারাত্রিকের পর পুনরায় শ্রীল আচার্য্যদেব রাত্রি প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ' পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। পাঠের পূর্ব্বে ও পরে শ্রীগৌরাবির্ভাব কীর্ত্তন করা হইয়াছিল।

গত ১৯শে ফাল্গুন, ৩রা, মার্চ্চ, মঙ্গলবার পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব-বাসর শ্রীমায়াপুর-শ্রীযোগপীঠে উষঃকালে উষঃকীর্ত্তন, তৎপরে শ্রীপঞ্চতত্ত্ব, শ্রীগৌরাবিষ্ণু-প্রিয়া ও শ্রীশ্রীগৌর-রাধামাধবের মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তনের পর সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির-পরিক্রমা সমাপ্ত হইলে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হইতে

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহা প্রকাশ॥

থাকে। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের নির্দেশানুসারে ঐদিবস দিবারাত্র 'শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' ও 'শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত' পারায়ণ হয়। ত্রিদণ্ডিগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বৈভব সাগর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ এবং উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তগণ বহু শুশ্রূষু ব্যক্তির নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

অপরাহ্ণ ৩টার সময় শ্রীযোগপীঠের প্রাঙ্গণে সমাগত সজ্জন ও ভক্তমণ্ডলীর সভায় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেব কৃপাপূর্ব্বক উপস্থিত হইলে সহস্র সহস্র ভক্ত, নরনারী বিপুল জয়ধ্বনি ও প্রণতি-সহকারে শ্রীল আচার্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম অভিনন্দন ও অভিবন্দন করেন। শ্রীল আচার্যদেব সন্ধ্যারাত্রিকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেই সভায় 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অনন্তর সন্ধ্যারাত্রিকের সময় উপস্থিত হইলে পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্যদেবের কৃপাদেশানুসারে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণরাগতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর সুগায়কত্বে 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' ও 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' শ্রীগৌরজন্ম লীলা-প্রসঙ্গ মৃদঙ্গকরতাল-কীর্ত্তন ও তৎপরে উচ্চ সংকীর্ত্তন ও [illegible] মধ্যে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-[illegible]-গিরিধারীজীউর সন্ধ্যারাত্রিক সম্পন্ন [illegible] অতঃপর কিছুক্ষণ শ্রীগৌরারাত্রিক করা হইলে পরমারাধ্যতম শ্রীল [illegible] শ্রীযোগপীঠের প্রাঙ্গণে সজ্জন ও ভক্তমণ্ডলীর সভায় রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত পুনরায় 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীল আচার্যদেবের নির্দেশানুসারে সুকণ্ঠ গায়কগণ মধ্যে মধ্যে শ্রীগুরুবৈষ্ণব ও শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের মাহাত্ম্যসূচক মহাজনগীতসমূহ কীর্ত্তন করেন। শ্রীগৌরজন্মদিনে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের আনুগত্যে নির্জ্জল উপবাসী ও দিবারাত্র হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তন-আলোচনা-প্রসঙ্গে নিযুক্ত থাকিয়া যথাবিধি শ্রীগৌরজয়ন্তী ব্রত পালন করিয়াছেন।

পরদিবস ২০শে ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ্চ, বুধবার শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর জন্ম-মহামহোৎসব উপলক্ষে সহস্র সহস্র নরনারীকে ও অসংখ্য প্রসাদার্থী ব্যক্তিকে পূর্ব্বাহ্ণ ১১ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ প্রায় ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত বিচিত্র মহা-প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এবার চন্দ্রগ্রহণ ও চূড়ামণি-যোগ থাকায় গঙ্গাস্নানে আগত অসংখ্য সুকৃতিমান্ ব্যক্তি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন, হরিকথা শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া ধন্য হইয়াছে। ঐ দিবস অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্যমঠের 'আবাহন'-নাটমন্দিরে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সাধারণ অধিবেশন হয়। পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্যদেবের কৃপায় ও মঠ সেবকগণের সেবাচেষ্টায় এবার শ্রীধাম-পরিক্রমা, শ্রীগৌর-জন্মোৎসব ও শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার সকল সেবাকার্য্যাদি নির্ব্বিঘ্নে, সুশৃঙ্খলতার সহিত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইয়াছে।

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী-সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণী

গত ১ বিষ্ণু, ৪ঠা মার্চ্চ, ২০শে ফাল্গুন, বুধবার শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী-সভার ৪৮তম বার্ষিক অধিবেশন শ্রীগৌরজন শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের আনুগত্যে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য পরমহংসকুলচূড়ামণি ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপাদেশে ত্রিদণ্ডিগ্রণী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের প্রস্তাবে ও পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভুর সমর্থনে ভূস্বর্গবর পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অনন্তর সভাপতি মহোদয়ের নির্দ্দেশানুসারে গৌড়ীয়-মিশনের সেক্রেটারী ১৯শ বর্ষের গৌড়ীয় হইতে গত বৎসরের শ্রীধাম প্রচারিণী-সভার বিবরণ পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীপাদ শিবদ-বাস্তববিগ্রহ দাসাধিকারী বিদ্যারত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী, বি-এ মহোদয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীপাদ কৃপাসিন্ধু ব্রহ্মচারী বি-এ, বিদ্যার্ণব প্রভুর সমর্থনে শ্রীযুক্ত পশুপতি সহায় হেড্ ট্রেন এক্জামিনার, পাটনা-ষ্টেসন, পাটনা, শ্রীযুক্ত প্রমোদাকিশোর চৌধুরী—হেড্‌ক্লার্ক, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফিস, আরা ও শ্রীযুক্ত ভোলানাথ পোদ্দার মহোদয় শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সভাপদে বৃত হন। অতঃপর মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রভুবিলাস ভক্তিময়ূখ প্রভু গত বৎসর শ্রীচৈতন্যমঠে গৃহীত ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের নাম পাঠ করিলে পর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক মহোপদেশক শ্রীপাদ কিশোরী মোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল মহোদয় শ্রীধাম প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে স্বর্গগত [illegible] কার্য্যানুষ্ঠাতৃবর্গের নাম ও [illegible] বিরহ-দুঃখ প্রকাশ করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের সময় উপস্থিত হওয়ায় তখন সভার কার্য্য স্থগিত রাখা হয়।

অতঃপর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজিউর সন্ধ্যারাত্রিক সমাপ্ত হইলে 'অবিদ্যাহরণ'-নাটমন্দিরে পুনরায় শ্রীধাম প্রচারিণী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীল ভক্তি প্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল ভক্তি-বৈভব সাগর মহারাজ, উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ যতি-শেখর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ নেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, গৌড়ীয়মিশনের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু ও শ্রীপাদ শচীনন্দন দাসাধিকারী ভক্তিপ্রসাদ প্রভু যথাক্রমে শ্রীনিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ শ্রীল আচার্যদেবের আনুগত্যে যাঁহারা বিভিন্ন সময় শ্রীগৌরমনোঽভীষ্ট সেবাকার্য্যে ও শুদ্ধ [illegible] প্রচারে বিভিন্নভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়া শ্রীধাম-প্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। অনন্তর সভাপতি মহোদয় দৈন্যমুখে নিজের অযোগ্যতা জ্ঞাপন করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের কৃপা প্রার্থনা করিলে পর শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানমুখে কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

নবপ্রকাশিত শ্রীভক্তি-সাহিত্য

১। "The Teachings and Philosophy of Lord Chaitanya"

শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রবীণতম ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী ও পাশ্চাত্য-দেশে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর সরস্বতী-বিজয়বৈজয়ন্তী বহনকারী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ১৯৪০ সালে কিছুকাল (আগষ্ট সেপ্টেম্বর) মুম্বাই নগরস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন স্থানে যে সকল বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার [illegible] সুনির্ব্বাচিত [illegible] সকল অভিভাষণ একটি পুস্তকাকারে মুম্বাই হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। [illegible] গ্রন্থ পাঠ করিলে [illegible] বিশেষ [illegible] হরিভজন [illegible] নাই। [illegible] শ্রদ্ধা, ইহার মধ্যে [illegible] ধারা ও সিদ্ধান্ত-প্রবাহিত [illegible] ভিক্ষা ।৵০ আনা।

২। "সভাষ্য শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ"

বর্ত্তমান [illegible] বিষ্ণুপাদ [illegible] রচিত ও তাঁহার [illegible] বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত [illegible] নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তন [illegible] গীতিসমূহ [illegible] লিখিত [illegible] সহিত [illegible] এবং তথা, ব্যাখ্যা ও [illegible] 'অন্তলেপ' ভাষা-সংযুক্ত করিয়া [illegible] সম্প্রদায় হইতে শ্রীশ্রীরূপানুগবর [illegible]

[illegible] গৌড়ীয়মিশনের সম্পাদক মহাশয় সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-[illegible] সাহিত্যের একটি সমগ্র সুন্দর অভিনব সংস্করণ [illegible] আর প্রকাশিত হয় নাই। [illegible] 'দীপাবলি' 'শোকশাতন' [illegible] [illegible] সংযুক্ত হইয়াছে। [illegible] নিত্যাধিকরূপে গৃহীত হইবে। ভিক্ষা [illegible] আনা।

৩। "শ্রীচৈতন্যমতাশ্রিত গৃহস্থ"

এই [illegible] গ্রন্থটি [illegible] গৃহস্থ তাঁহাদের নিত্যাশ্রয় [illegible] করিবেন, তাহা [illegible] গৃহস্থ [illegible] সম্মুখে রাখিয়া [illegible] [illegible] অনায়াসে উত্তীর্ণ হইবেন, নিশ্চয়ই মানব-জীবনের চরম প্রয়োজনে অধিকার হইবেন। [illegible] গৃহস্থ-জীবনের পথ [illegible] জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মানবজীবনের [illegible] উত্তীর্ণ [illegible] হয়। [illegible] কিরূপভাবে গৃহস্থজীবন যাপন করিলে [illegible] গৃহস্থ [illegible] নিত্য [illegible] প্রধান [illegible] নানা [illegible] দৃষ্টান্তের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থে [illegible] প্রধান [illegible]—

(১) [illegible] (২) মঙ্গলাচরণ, (৩) [illegible], (৪) [illegible] (৫) [illegible] (৬) [illegible] (৭) [illegible] (৮) [illegible] (৯) [illegible] (১০) [illegible] ও [illegible] (১১) [illegible] আনা।

৪। "শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা"

[illegible]

[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারের পাঃ লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " চুক্তি	২৲	০	১৷৷০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲		৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে পক্কি চুক্তি	৬৲	৪৷৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
এক কলম	৬৮৲	৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)
ষাণ্মাসিক "

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রমোদ পুরী মহারাজ সম্পাদিত পাক্ষিক পত্র। পাণ্ডা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়াঙ্গ**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সোনার সুযোগ পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]
সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া পরিপীড়িত বাংলার মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়

[illegible] ইহার কোটোগ্রাফ [illegible] পত্রের প্রাহক বংশুক কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ৫ বোতল ৷৵০ বার আনা, ১২ বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং ইণ্ডাস্ট্রিজ রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

বিমান-আক্রমণ সতর্কতা

এ-আর-পি স্পেশ্যাল কমিটির সুপারিশ-ক্রমে কর্পোরেশন গত বুধবারের অধিবেশনে সিদ্ধান্ত করেন যে, কর্পোরেশনের সিটি আর্কিটেক্ট কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল এলাকার বাসগৃহগুলিতে উপযুক্তভাবে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার নিমিত্ত গৃহস্বামীদিগকে বিনা পারিশ্রমিকে পরামর্শ দিবেন।

কর্পোরেশনের যে সকল স্কুল বর্ত্তমানে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুপযোগী গৃহে অবস্থিত আছে, ঐগুলিকে চলতি অন্যান্য স্কুলের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া উহাদিগকে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্তও কর্পোরেশন গ্রহণ করিয়াছেন। ৬নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটস্থ টিচার্স ট্রেণিং কলেজ অন্য কোন উপযুক্ত গৃহে স্থানান্তরিত করারও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

বিমান আক্রমণের ফলে রাস্তার আলোকের ব্যাপক কোন ক্ষতি হইলেও অথবা এরূপক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষগণ আবশ্যক দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতে অসমর্থ হইলেও যাহাতে কাজ চলিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে কর্পোরেশন রাস্তার আলোক সম্পর্কিত দ্রব্যাদি ক্রয় করার নিমিত্ত ২৫,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের পক্ষে সম্পর্কিত ও অন্যান্য দ্রব্যাদিসহ ৪খানি মোটর এম্বুলেন্স ক্রয় করার নিমিত্তও ২৮,৫০০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

বোম্বাই সরকার বোম্বাই নগরীতে বাস-গৃহসমূহের মালিকগণকে যেভাবে বিনামূল্যে বালি ও বালুকাপূর্ণ বস্তা সরবরাহ করিতেছেন, তৎপ্রতি কর্পোরেশন বঙ্গীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এবং অনুরূপভাবে কার্য্য করিবার নিমিত্ত বঙ্গীয় সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া আরও একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

বৃটিশ এবং মার্কিন নারী ও শিশুদের ব্রহ্ম ত্যাগ

বৃটিশ ও আমেরিকান নারী ও শিশুদিগকে ভারতে প্রেরণ করা হইতেছে। যাহারা কিছুতেই যাইতে চাহিতেছেন না, কেবলমাত্র তাহাদিগকেই ব্রহ্মে থাকিতে দেওয়া হইতেছে। ছোট ছোট শিশু সন্তান সহ অনেককে পথ অতিক্রম করিতে দেখা যাইতেছে। মূল্যবান সম্পত্তি সকল পশ্চাতে ফেলিয়া উহাদিগকে চলিয়া যাইতে হইতেছে, তবে সকলের অন্তরেই এ বিশ্বাস দৃঢ় আছে যে, শীঘ্রই তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ফেলো মনোনয়ন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার বাঙ্গলার গবর্ণর স্যার জন আর্ব্বাথনট নিম্নলিখিত লোককে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ফেলো বা সদস্যরূপে পুনর্ম্মনোনীত করিয়াছেন :—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, খাঁ বাহাদুর মৌলবী আবদুল্লাদীন আমেদ, ডাঃ মহম্মদ কুদরত্ খোদা, মৌলবী এব্রাহিম খাঁ, অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ রায় এবং কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ইউ পি বসু।

দুরভিসন্ধিমূলক কার্য্যকলাপ

ভারত রক্ষা আইনের একটি নূতন ধারা প্রকাশিত হইয়াছে। এই ধারায় এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, দুরভিসন্ধি-প্রণোদিত কার্য্যের ফলে যে সমস্ত সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, কোনও ব্যক্তি যদি সেইরূপ কোনও সম্পত্তি জানিয়া শুনিয়া কাহারও নিকট হইতে অসদুপায়ে হস্তগত করে, নিজের কাছে রাখে অথবা কাহাকেও ঐরূপ সম্পত্তি লুকাইয়া রাখিতে বা হস্তান্তরিত করিতে সাহায্য করে তবে তাহার সাত বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডই হইতে পারিবে।

বিমান-আক্রমণের পর সংবাদ সরবরাহ

বাঙ্গলা সরকার কলিকাতা, ১৪নং পেটিট ষ্ট্রীটে 'সিভিল ডিফেন্স ইনফরমেশন অফিস' (অ-সামরিক দেশরক্ষা তথ্য সরবরাহ অফিস) নামে একটি নূতন অফিস খুলিয়াছেন। ইহা গবর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগের একটি অংশ এবং প্রচার বিভাগের ডিরেক্টরের তত্ত্বাবধানেই ইহা পরিচালিত হইবে।

বিমান-আক্রমণের পর হইতে হতাহত লোকজন, ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ী প্রভৃতি সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহই এই নূতন অফিসের প্রধান কার্য্য হইবে। থানা, হাসপাতাল, সাহায্য-কেন্দ্র প্রভৃতি হইতে এই অফিসে যাহাতে সত্বর সংবাদ প্রেরিত হয়, তাহার জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে সকল সংবাদ পাওয়া যাইবে, সেগুলিকে যথাযথভাবে শ্রেণীবিভাগ করিয়া সংক্ষিপ্তাকারে থানায় থানায় প্রেরণ করা হইবে। এই অফিস হইতে বিমান-আক্রমণের পর জনসাধারণকে যতদূর সম্ভব সংবাদ জানাইবার জন্য চেষ্টা করা হইবে, তবে জনসাধারণের পক্ষে নিকটবর্ত্তী থানার অনুসন্ধান করাই সুবিধাজনক হইবে। কলিকাতার প্রত্যেক থানায় এই উদ্দেশ্যে একটি করিয়া সংবাদ সরবরাহ ব্যুরো খোলা হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সভাষ্য শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

=*=

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত বিভিন্ন গীত-সমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও শুদ্ধিত হইয়া "শ্রুতিদেশ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-প্রমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ৭ বিষ্ণু, গৌরাব্দ ৪৫৬, ২৬শে ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১০ই মার্চ্চ, ইং ১৯৪২, মঙ্গলবার | ১০৩তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৭ বিষ্ণু, শিব প্রাদ্যাহ্ন, গৌরাব্দ ৪৫৬

অর্চ্চন

[৪]

শ্রীবৈষ্ণব-চরণে অপরাধ থাকিলে শ্রীভগবান্ কখনও তাদৃশ পূজকের পূজা গ্রহণ করেন না,—

"মহদতিক্রমাদরস্ত সর্ব্বনাশক ইত্যাহ (ভাঃ ৪।৩।২১),—

'ন ভজত্যুমনীষিণাং স ইজ্যাং
হরিরধনাত্মধনপ্রিয়ো রসজ্ঞঃ।
শ্রুতধন কুলকর্ম্মণাং মদৈষে
বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সৎসু॥'"

(শ্রীভাগবতসন্দর্ভ, ৩০১ অনুচ্ছেদ)

—"মহাজনগণের অনাদর সর্ব্বনাশক—এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—'যাহারা শাস্ত্রজ্ঞান, ধন, সৎকুল এবং সৎক্রিয়া জানত গর্ব্বহেতু অকিঞ্চন সজ্জনগণের প্রতি পাপাচরণ করে, অধনাত্ম-ধনপ্রিয়, রসজ্ঞ শ্রীহরি তাদৃশ কুমনীষিগণের পূজা গ্রহণ করেন না।'"

যদি প্রমাদবশতঃ সেবাপরাধ হয়, তাহা হইলে পুনরায় ভগবৎপ্রসাদজনক কার্য্য করিবার আদেশ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। তুলসী-রোপণ অবশ্য কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ তৎসেবনে পুরুষোত্তম শ্রীহরি সহস্র অপরাধের ক্ষমা করিয়া থাকেন। অপরাধের পর সম্বৎসর-মধ্যে 'শুকরক্ষেত্র'-নামক তীর্থ অথবা শ্রীগুরুর সেবা করিলে সেই সুকৃতি পুরুষ সহস্র জন্মার্জ্জিত অপরাধসমূহ হইতে অনায়াসে পরিত্রাণ পাইয়া ভক্তি লাভ করিতে পারেন। মহাজনগণের প্রতি অনুষ্ঠিত অপরাধ স্তুতি-নামের দ্বারা অথবা তাঁহাদের প্রীতিপূর্ণ সম্পাদিত নিজের দাসিকার শ্রবণকীর্ত্তনাদির দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া ক্ষমা করাইতে হইবে। যেহেতু তাঁহাদিগের প্রসাদ ব্যতীত উক্ত অপরাধের ক্ষমা নাই।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"ভক্তি-সাধন দুইপ্রকার পদ্ধতি আছে, একটি অর্চ্চন-প্রবৃত্ত অপরটি—স্মরণ-কীর্ত্তন-পরত্ব। উভয়ই সমীচীন হইলেও স্মরণ-কীর্ত্তন-পরতই বৈধানিক ভক্তদিগের সর্ব্বোপরি। অনেক মহাজন নাম-মাহাত্ম্যে কিয়ৎপরিমাণে স্মরণ ও কিয়ৎপরিমাণে নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কীর্ত্তনের বিশেষ লাভ এই যে, তাহাতে শ্রবণ, স্মরণ ও কীর্ত্তন—এই তিন অঙ্গই অনুষ্ঠান হইতে থাকে।' (ভজন-প্রণালী—হঃ নিঃ)

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে অর্চ্চনের বিবিধ বিধি উল্লিখিত হইবার পর উৎসাহের বৈধানিক গণের কৃত্য—হরিকীর্ত্তন ও স্মরণের বিষয় কথিত হইয়াছে। "অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বাহ্য ভজনে"—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশেষ উক্তি। "ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহা-শক্তি॥ তা'র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন। নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥"—এই উক্তি-অনুসারে ঐকান্তিকগণ শ্রীনাম সংকীর্ত্তনই করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা অর্চ্চনকারীদিগকেও আদর করেন, কোনরূপে অর্চ্চনের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন না, কারণ, তাহা বিশেষ অধিকারে বিশেষ মঙ্গল উৎপন্ন করে। মহাভাগবত-গণের ভাবময় ও ধ্যানময়ী অর্চ্চনের মধ্যে আমরা আছি। তাহার বাহ্যবিচারে অপরাধ লইয়া নিষ্কপটভাবে সেবা হয়।

শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহের অধিকারী প্রসঙ্গে [illegible]

[illegible]

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৭ বিষ্ণু, শিব প্রাদ্যাহ্ন, গৌরাব্দ ৪৫৬

অর্চ্চন

[৪]

শ্রীবৈষ্ণব-চরণে অপরাধ থাকিলে শ্রীভগবান্ কখনও তাদৃশ পূজকের পূজা গ্রহণ করেন না,—

"মহদতিক্রমাদরস্ত সর্ব্বনাশক ইত্যাহ (ভাঃ ৪।৩।২১),—

'ন ভজত্যুমনীষিণাং স ইজ্যাং
হরিরধনাত্মধনপ্রিয়ো রসজ্ঞঃ।
শ্রুতধন কুলকর্ম্মণাং মদৈষে
বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সৎসু॥'"

(শ্রীভাগবতসন্দর্ভ, ৩০১ অনুচ্ছেদ)

—"মহাজনগণের অনাদর সর্ব্বনাশক—এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—'যাহারা শাস্ত্রজ্ঞান, ধন, সৎকুল এবং সৎক্রিয়া জানত গর্ব্বহেতু অকিঞ্চন সজ্জনগণের প্রতি পাপাচরণ করে, অধনাত্ম-ধনপ্রিয়, রসজ্ঞ শ্রীহরি তাদৃশ কুমনীষিগণের পূজা গ্রহণ করেন না।'"

যদি প্রমাদবশতঃ সেবাপরাধ হয়, তাহা হইলে পুনরায় ভগবৎপ্রসাদজনক কার্য্য করিবার আদেশ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। তুলসী-রোপণ অবশ্য কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ তৎসেবনে পুরুষোত্তম শ্রীহরি সহস্র অপরাধের ক্ষমা করিয়া থাকেন। অপরাধের পর সম্বৎসর-মধ্যে 'শুকরক্ষেত্র'-নামক তীর্থ অথবা শ্রীগুরুর সেবা করিলে সেই সুকৃতি পুরুষ সহস্র জন্মার্জ্জিত অপরাধসমূহ হইতে অনায়াসে পরিত্রাণ পাইয়া ভক্তি লাভ করিতে পারেন। মহাজনগণের প্রতি অনুষ্ঠিত অপরাধ স্তুতি-নামের দ্বারা অথবা তাঁহাদের প্রীতিপূর্ণ সম্পাদিত নিজের দাসিকার শ্রবণকীর্ত্তনাদির দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া ক্ষমা করাইতে হইবে। যেহেতু তাঁহাদিগের প্রসাদ ব্যতীত উক্ত অপরাধের ক্ষমা নাই।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"ভক্তি-সাধন দুইপ্রকার পদ্ধতি আছে, একটি অর্চ্চন-প্রবৃত্ত অপরটি—স্মরণ-কীর্ত্তন-পরত্ব। উভয়ই সমীচীন হইলেও স্মরণ-কীর্ত্তন-পরতই বৈধানিক ভক্তদিগের সর্ব্বোপরি। অনেক মহাজন নাম-মাহাত্ম্যে কিয়ৎপরিমাণে স্মরণ ও কিয়ৎপরিমাণে নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কীর্ত্তনের বিশেষ লাভ এই যে, তাহাতে শ্রবণ, স্মরণ ও কীর্ত্তন—এই তিন অঙ্গই অনুষ্ঠান হইতে থাকে।' (ভজন-প্রণালী—হঃ নিঃ)

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে অর্চ্চনের বিবিধ বিধি উল্লিখিত হইবার পর উৎসাহের বৈধানিক গণের কৃত্য—হরিকীর্ত্তন ও স্মরণের বিষয় কথিত হইয়াছে। "অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বাহ্য ভজনে"—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশেষ উক্তি। "ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহা-শক্তি॥ তা'র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন। নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥"—এই উক্তি-অনুসারে ঐকান্তিকগণ শ্রীনাম সংকীর্ত্তনই করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা অর্চ্চনকারীদিগকেও আদর করেন, কোনরূপে অর্চ্চনের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন না, কারণ, তাহা বিশেষ অধিকারে বিশেষ মঙ্গল উৎপন্ন করে। মহাভাগবত-গণের ভাবময় ও ধ্যানময়ী অর্চ্চনের মধ্যে আমরা আছি। তাহার বাহ্যবিচারে অপরাধ লইয়া নিষ্কপটভাবে সেবা হয়।

শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহের অধিকারী প্রসঙ্গে [illegible]

[illegible]

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীদশাশ্বমেধিকা

[illegible] এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী' টীকা ও 'আস্বাদন' সহ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন। বাঁধাই ও ছাপা অতি সুন্দর, ইহার মূল্য [illegible] মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
[illegible]
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

মাঘী পূর্ণিমা, গঙ্গাস্নান, শ্রীরামনবমী, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠাদি শ্রীবিষ্ণুসেবা পর্য্যন্তও অর্চ্চনের অঙ্গরূপে শ্রীবিষ্ণুভক্ত নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীব্যাসপূজার পূর্ব্বদিবস পর্য্যন্ত প্রতিদিন গান করিতেন,—

"দোয়াদশী পূর্ণিমা করে গঙ্গাস্নান।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ - মধ্য, ৭।২৮)

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং আচরণ করিয়া সকলকে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মা তুলসী ও গঙ্গাদেবীর প্রতি ভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন —

'নিত্যানন্দ প্রভু সঙ্গিগণের সহিতে।
গঙ্গাতীরে হইলা দণ্ডবৎ সভাতে॥

(শ্রীচৈ. ভা. আদি ২৪।১৬১)

শ্রীগৌরসুন্দর গার্হস্থ্যলীলায় প্রাতঃ গঙ্গাস্নান করিয়া শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চন করিতেন,—

'বাড়ী হৈতে ঘর কাড়া আইলা গঙ্গাতীর।
গৃহে আসি' পাদপদ্ম পূজিলা শ্রীহরির॥
যথাবিধি করি' প্রভু শ্রীবিষ্ণু পূজন।
তুলসীরে জল দিয়া করেন ভোজন॥'

(শ্রীচৈ. ভাঃ - আদি, ৮।৭২-৭৩)

তবে সুরধুনীতে হৈলা কথ গঙ্গাস্নান।
আগে বিষ্ণু পূজি' পৌরচন্দ্র ভগবান্॥

(চৈ. ভা. আ. ১৫, ৩০৯)

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন, —'গঙ্গাদীনাং তত্তদ্বিগ্রহাদিরূপাণাঞ্চ পরমভাগবতত্বেনাতোঽপি তত্তৎসেবাদিকং মহৎসেবাদিবদেব পর্য্যবস্যতি। অতো গঙ্গাদীনাঞ্চ ভাক্তিকদাত্বং ভবেৎ। অতএব (ভাঃ ১২।১৩)-'তত্তীর্থং প্রভবান্তঞ্চ মাদ্বদ্ভক্তজনাশ্রয়াঃ। তীর্থীকুর্ব্বন্ত্যমুখ্যাপস্তা ন পুনন্ত্যুরুকালতঃ॥' ইত্যত্র পূর্ব্বতীর্থশব্দোক্তস্য গঙ্গাদেঃ পৃথক্ করণঞ্চ ব্যাখ্যেয়ম্, যথা তৃতীয়ে (ভাঃ ৩।২৮।২১)-'যৎপাদপঙ্কজপলাশবিকাশভক্ত্যা কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ। তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধস্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥' ইত্যত্র শিবস্য নাম গৃহীত্বা পরমস্তুত্য-প্রাপ্তিবত্ তাৎকর্ম্যম্। তাদৃশসুখস্বরূপ-তাত্ত্বিকত্বাভাবাৎ। তত্তদ্ভক্ত-সুখার্থত্বাভাবাৎ।

(ভক্তিসন্দর্ভ, ২৮৩ অনুচ্ছেদ)

—গঙ্গা পতিতপাবনী এবং তত্রত্য প্রাণিমাত্রই পরমভাগবত বলিয়া গঙ্গাতীরে তাঁহাদের সেবা-চেষ্টা মহৎসেবাদিতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। অতএব গঙ্গাদির ভক্তির কারণ হইয়া থাকেন। এই জন্যই—"হে বিষ্ণুপ্রিয়ে তুলসী! তোমার প্রকাশী শ্রীকাশীস্থ ব্যক্তির মহৎসেবা এবং পুণ্যতীর্থসেবাদ্বারা ভগবান্ শ্রীহরির কৃপালেশে কৃষ্ণভক্তি লাভ হইয়া থাকে।' এই শ্লোকে 'পুণ্যতীর্থ' শব্দে উক্ত গঙ্গাদিকে পৃথক্ করিয়াই ব্যাখ্যা করিতে হইবে, নতুবা পুনরুক্তি-দোষ হয়। এবং 'পুণ্যতীর্থ' শব্দে পুণ্যতীর্থস্থিত ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া 'অব শিব' হইয়াছেন' টীকাকারের মতে এস্থলে "ভবত্ব" অর্থে পরমসুখ-প্রাপ্তি অর্থাৎ শ্রীহরির পরমসুখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এরূপ সুখভাব একমাত্র ভক্তিতেই থাকা সম্ভব হয়, যেহেতু তদপেক্ষা অধিক সুখ আর নাই।

সংসারপাপবিচ্ছিদে গঙ্গানাম প্রকীর্ত্তিতম্।
তথা তুলস্যা ভক্তিশ্চ হরিকীর্ত্তিঃ প্রবক্তরি॥

(হঃ ভঃ বিঃ, ৯।৪৯)

—যেরূপ গঙ্গার নাম কীর্ত্তন করিলে সংসারের অনর্থ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ তুলসীর নামকীর্ত্তন ও হরিগুণ কীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবে ভক্তি করিলেও সমস্ত অনর্থ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

তুর্ল্লভা তুলসীসেবা দুর্ল্লভা সঙ্গতিঃ সতাম্
তুল্যা হরিভক্তিশ্চ সংসারার্ণবপাতনাম্॥

(হঃ ভঃ বিঃ, ৯।৫০)

—সংসারসমুদ্রে পতিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে শ্রীতুলসীর সেবা, সাধুসঙ্গ ও হরিভক্তি

তুলসীকাননে নিত্যং কলৌ তিষ্ঠতি কেশবঃ।
নির্দ্দহেৎ কলিপাপানি তুলসী-দলবাটিকা॥
অপরাধসহস্রাণি ক্রিয়তে পুরুষোত্তমঃ।
দেহাবসানে সর্ব্বেষু পুণ্যক্ষেত্রেষু যো নরঃ॥
বসেত্তু নরকং ঘোরং পুণ্যাং তত্তীর্থং চক্রপাণিনঃ॥
ঘটত্রয়কৃতাশ্চ সাকৃতং তুলসীবনম্।
জলধারা শ্রীপদ্মে শ্রীগতং ভুবনত্রয়ম্॥
প্রদক্ষিণং প্রণামং যে নমস্যন্তি নিত্যশঃ।
ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিদ্ধক্ষীণমপাশ্নুতে॥

(হঃ ভঃ বিঃ, ৯।৫৬)

—শ্রীবিষ্ণুর শ্রীমূর্ত্তি নিত্যকাল তুলসী কাননেই বিরাজ করেন। যে-সকল ব্যক্তি তুলসীবন দর্শন বা দীপপূর্ব্বক রোপণ করেন, তাঁহারাও পাপমুক্ত হন। কোন ব্যক্তি যে দেবালয়ে বা পুণ্য ক্ষেত্রে পবিত্র তুলসী রোপণ করেন, সেই স্থানও চক্রপাণি শ্রীবিষ্ণুর তীর্থস্থান। হে বিষ্ণুপ্রিয়ে! ঘট বা ঘটীর দ্বারা তুলসীবন জলসেচন করিলে সেই জলধারার দ্বারা ত্রিভুবন পরিতৃপ্ত হয়। যাঁহারা প্রাতঃকালে পরিক্রমা করিয়া প্রতিদিন নমস্কার করেন, তাঁহাদের কোনপ্রকার অনর্থই অবশিষ্ট থাকে না।

তুলসী ভজনের ফলশ্রুতি শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে এরূপ দৃষ্ট হয়,—

স্ত্রিয়া বাপ্যথবা পুংসো পূর্ব্বে বয়সি মানবঃ।
তুলসীভক্ষণাদ্যং বৈ কৃতবানেতৎ পুরা হরে

(হঃ ভঃ বিঃ, ৯।৬০)

—প্রথম বয়সে মানব সহস্র সহস্র পাপে লিপ্ত হইয়াও যদি কোন তুলসী ভক্ষণ করে, তাহা হইলে সে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।

পাপীয়সী স্ত্রী বা নিন্দিতগ্রস্ত হইয়া শ্রীনারায়ণ বা শ্রীবিষ্ণুর হরিদাস স্মরণ করেন, তিনি তাহাকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন,—

"নরহরি নাম কর তুলসী সেবন।
অচিরাৎ পাবে তবে চরণে চরণ॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ - আদি, ৩।১৩৬)

শ্রীনামাভাসের আর এক উক্ত ফল—

'তুলসী সেবন করে, চক্রাঙ্ক, উর্দ্ধপুণ্ড্র।
ইত্যাদি দর্শন হৈলে, পাপ হয় প্রকাশ॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ - অন্ত্য, ৩।১৪০)

অর্চ্চন-প্রসঙ্গে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীতুলসীমাহাত্ম্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রমাদবশতঃ অর্চ্চনে যে-সকল অপরাধ হয়, শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীতুলসীর কৃপায় সেইসকল অপরাধ অনায়াসেই ক্ষয় হয়। শ্রীতুলসীর সেবা করিলে শ্রীবিষ্ণু অর্চ্চকের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সমস্ত অজ্ঞাত অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন।

"তথৈব রেবাখণ্ডে,—
'দ্বাদশ্যাং জাগরে বিষ্ণোঃ পঠেদ্যস্তুলসীস্তবম্।
দ্বাত্রিংশদপরাধানি ক্ষমতে তস্য কেশবঃ॥'

তথৈবাঙ্গত্র,—
'তুলস্যা রোপণং কার্য্যং শ্রবণেন বিশেষতঃ।
অপরাধ সহস্রাণি ক্ষমতে পুরুষোত্তমঃ॥'

তথৈবাঙ্গত্র কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে,—
'তুলস্যা রুরতে যস্তু শালগ্রামার্চ্চনং নরঃ।
দ্বাত্রিংশদপরাধাংশ্চ ক্ষমতে তস্য কেশবঃ॥'"

(ভক্তিসন্দর্ভ - ৩০৩ অনুচ্ছেদ-ধৃত শাস্ত্রবচন)

—"স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে –'যিনি দ্বাদশীতে জাগরণপূর্ব্বক তুলসীস্তব পাঠ করেন কেশব তাঁহার দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন।' স্কন্দপুরাণে অন্যত্র—'তুলসী-রোপণ অবশ্য কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ শ্রবণে পুরুষোত্তম শ্রীহরি সহস্র অপরাধের ক্ষমা করিয়া থাকেন।' স্কন্দপুরাণে অন্যত্র কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে—'যিনি দ্বাদশীতে শালগ্রামার্চ্চন করেন, কেশব তাঁহার দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন।'

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো
ভক্তবৎসলঃ॥

শ্রীকৃষ্ণকে যিনি জল-তুলসী দেন, তাঁহার ঋণ শোধ করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনার স্বরূপকে তাঁহাকেই নিবেদন দিয়া ঋণ পরিশোধ করেন।

"কৃষ্ণকে তুলসী-জল দেয় যেই জন॥
তাঁর ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন।
জল-তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন॥
তবে আত্মা বেচি' করে ঋণের শোধন।"

(শ্রীচৈঃ চঃ - আদি, ৩।১০৩-১০৬)

শ্রীশৌনক বলিয়াছেন,—
আহুশ্চ ত্বাং ব্রহ্মমুখ্যা দেবগুহ্যং
ন ত্বাতু নস্ত্রাহি ভলভেত যত্র।
তত্রাধুনাপ্যস্ত্বজসূত্রপাতাঃ
স্বানাং বো যত্র ন বেদ গন্ধম্॥

(ভাঃ ২।৩,২৩)

—যে মরণশীল দেহী বৈষ্ণবচরণরেণু সর্ব্বতোভাবে দেহে ধারণ করে না, সে জীবন্মৃতাবস্থ দেহধারী হইয়াও মৃতদেহ-তুল্য এবং যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণ-সংলগ্ন তুলসীর ঘ্রাণ গ্রহণ করে না, শ্বাস প্রশ্বাস-বিশিষ্ট হইলেও শবের ন্যায় তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস নিরর্থক।

শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার গৃহস্থ-লীলায় প্রত্যহ শ্রীতুলসী-সেবার আদর্শ প্রকট করিয়াছেন,—

'যথাবিধি করি' প্রভু শ্রীবিষ্ণুপূজন।
তুলসীরে জল দিয়া করেন ভোজন॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ - আদি, ৮।৭৩)

"তুলসীরে জল দিয়া প্রদক্ষিণ করি'।
ভোজনে বসিলা গিয়া বলি' 'হরিহরি'॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ - আদি, ১২।১০১)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মের বন্দনাকালে তাঁহাকে শ্রীতুলসীসেবারত বলিয়া বর্ণনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়াছেন,—

"প্রাতঃ শ্রীতুলসীনতিঃ স্বকরতস্তৎ-
পিণ্ডকালেপনং
তৎসাম্মুখ্যমথ স্থিতিঃ স্মৃতিরথ
স্বস্বামিনোঃ পাদয়োঃ।
তৎসেবার্থবহুপ্রসূনচয়নং নিত্যং
স্বয়ং যস্য তং
শ্রীরাধারমণং মুদা গুরুবরং বন্দে
নিপত্যাবনৌ॥

(শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত 'শ্রীগুরু-চরণ স্মরণাষ্টকম্', - ১ম শ্লোক)

—যিনি প্রত্যহে শ্রীতুলসীদেবীকে প্রণাম ও স্বহস্তে সেই তুলসীদেবীর বেদী লেপন করেন, অনন্তর তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত হইয়া আপন ইষ্টযুগলের (শ্রীরাধাগোবিন্দের) শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ এবং প্রতিদিন ইষ্টসেবার নিমিত্ত বৃক্ষলতাদি হইতে বহুবিধ পুষ্প চয়ন করেন, সেই শ্রীরাধারমণ নামক গুরুবরকে আমি ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া হর্ষভরে বন্দনা করিতেছি।

শ্রীগৌরাঙ্গলীলা-স্মরণমঙ্গল

[৪]

শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী মহাপ্রভুর যে ভজন করিয়াছিলেন, সেই ভজনাংশে তাঁহাকে যিনি বাৎসল্যের সহিত ভজন-তত্ত্বজ্ঞান স্বয়ং শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং দেহত্যাগ-সময়ে সমুদ্রতীরে স্বীয় নিত্যদাস হরিদাসকে যিনি নিজে স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই নিজ চরণ-ভক্তের বন্ধুমূর্ত্তি স্বরূপ গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি॥ ৬৪ ॥

কলি-কলুষ-কূপে পতিত গুরুজননিন্দাপর লোক রামচন্দ্রপুরীকে উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব-কৃপা-পাত্র সার্ব্বভৌম-জামাতা অমোঘকে যিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেই শচীনন্দন সর্ব্বদা আমার স্মরণ-পথে থাকুন॥ ৬৫ ॥

কতুরসা গ্রামী ভূত শ্রীসনাতন গোস্বামীকে যিনি কৃপা করিয়া স্পর্শপূর্ব্বক আরোগ্য করিয়াছিলেন এবং জগন্নাথের রথচক্রে দেহ-ত্যাগ করিবেন বলিয়া তাঁহার যে স্ব-নাশ বুদ্ধি ছিল, তাহাকে তমোধর্ম্ম বলিয়া পরিত্যাগ করাইয়া ছিলেন, সেই নবদ্বীপনাগর গৌরচন্দ্রকে আমি স্মরণ করি॥ ৬৬ ॥

গোপীনাথকে রাজার ধন-অপব্যয়দোষে রাজা চাঙ্গে চড়াইয়া দণ্ড দিতেছিলেন, তাঁহার বান্ধবগণ মহাপ্রভুকে তাঁহার রক্ষার জন্ত প্রার্থনা করায় মহাপ্রভু সেই রামানন্দ-ভ্রাতাদিগকে নিজ জন জানিয়া এই ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, পারলৌকিক ধার্ম্মিক লোকের সর্ব্বদা ত্যাগ করা উচিত। এইরূপ কথোপকথন শ্রবণ করিয়া রাজা গোপীনাথকে অব্যাহতি দেন। এইপ্রকারে যে স্বতন্ত্র পুরুষ নৃপাত্তর করা হইতে গোপীনাথকে হেলায় রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই স্বজন হিতকারী ভদ্রমূর্ত্তি গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি ॥ ৬৭ ॥

যে পরাৎপর ঈশ্বর স্বীয় ভক্ত রাঘব পণ্ডিতের ঝালিপূর্ণ ভোজ্য-উপাদান বঙ্গদেশ হইতে পুনঃ পুনঃ আসিলেও তাহা আদরপূর্ব্বক অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি স্মরণ করি ॥ ৬৮ ॥

বাম্যভাববিশিষ্ট জগদানন্দ পণ্ডিতের প্রদত্ত তৈল চন্দনাদি সন্ন্যাস ধর্ম্ম-রক্ষণার্থে যিনি অঙ্গীকার করেন নাই, সেই মহাপ্রভুকে আমি স্মরণ করি ॥ ৬৯ ॥

শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে গরুড়ের সদনে স্তম্ভ নিকটে যে-সময় দাঁড়াইয়া মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন, তখন শ্রীমূর্ত্তির প্রতি প্রণয় বিবশা কোন বৃদ্ধা উৎকলরমণী প্রভুর স্কন্ধে উঠিয়া শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ সেই স্ত্রীলোককে নিষেধ করিতে গেলে যিনি হৃষ্টমনে গোবিন্দকে নিবারণ করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন আমার স্মরণ পথে সর্ব্বদা থাকুন ॥ ৭০ ॥

যিনি পরমানন্দ পুরীর প্রতি গুরুচরণযোগ্য স্বরূপের ভক্তি বিশদ পরিচর্য্যাশ্রিত গোবিন্দাদি ভক্তগণে দয়া এবং স্বরূপাদি প্রিয়গণে নিজ প্রীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন সর্ব্বদা আমার স্মরণ পথে থাকুন ॥ ৭১ ॥

কৌপীন ও তদুপরি শোভনময় অরুণ বসনের আচ্ছাদনযুক্ত সন্ন্যাসীর স্বর্ণগিরির শোভা ধারণ করত রাধাকৃষ্ণ-নাম-গানে দুই নয়নে গদগদ অশ্রুধারাযুক্ত হইয়া পরিভ্রমণশীল শচীনন্দন সর্ব্বদা আমার স্মরণ পথে থাকুন ॥ ৭২ ॥

উচ্চৈঃস্বরে হরিনামাবলী গান করিতে করিতে, নগর-পথে ভক্তগণ সহিত নৃত্য করিতে করিতে, নাচিতে-নাচিতে [illegible] "হরি বল" —এইপ্রকার বলিতে বলিতে শচীনন্দন সর্ব্বদা আমার স্মরণপথে থাকুন ॥ ৭৩ ॥

শাস্ত্রসমূহের যে রহস্য পূর্ব্ব-পণ্ডিতদিগের নিকট প্রচারিত ছিল না, প্রেমফলযুক্ত শ্রী তত্ত্ব সে দশটী তত্ত্ব যে দয়ালু প্রভু কৃপা করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন, সেই শচীনন্দন আমার স্মরণ পথে সর্ব্বদা থাকুন ॥ ৭৪

শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ উপদেশ এই যে,— বেদশাস্ত্র প্রমাণ-স্বরূপ হইয়া জীবগণকে নয়টি প্রমেয় শিক্ষা দিতেছেন। এই প্রমেয়গুলি এইরূপ,—(১) এই বিশ্বে শ্রীহরি একমাত্র পরমতত্ত্ব, (২) তিনি সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট, (৩) তিনি রসসমুদ্র, (৪) জীবগণ তাঁহার বিভিন্নাংশ, (৫) কতিপয় জীব প্রকৃতি কবলিত, (৬) কতিপয় জীব ভজনবলে প্রকৃতি হইতে মুক্ত, (৭) এই চিদচিৎ বিশ্ব সমস্তই হরির ভেদাভেদ-প্রকাশ, (৮) শুদ্ধ ভক্তিই সাধন এবং (৯) হরিপ্রেমই সাধ্যবস্তু ॥ ৭৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমভাজন ব্রহ্মা হইতে নারদাদি-ক্রমে স্বতঃসিদ্ধ বেদবাক্য—যাহা সৎসম্প্রদায়ে পাওয়া গিয়াছে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সাহচর্য্যে তাহাই একমাত্র প্রমাণ। "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি", "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং", "অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতৎ ঋগ্‌" ইত্যাদি বেদ-বচনে এবং "তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে", "শ্রীমদ্ বেদসংহিতা মর্য্যাদা ব্রহ্মণে প্রোক্তা" ইত্যাদি পুরাণ-বচনদ্বারা বেদশাস্ত্রের প্রধান প্রমাণত্ব স্থির হইয়াছে। সেই বেদ অন্য প্রমাণাদির সাহায্যে নববিধ প্রমেয়কে স্থাপন করিতেছেন। তর্ক অচিন্ত্য বিষয়ে শক্তিরহিত বলিয়া তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না।

"বেদ-শাস্ত্রে কহে—সম্বন্ধ,
অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম—তিন মহাধন ॥
মুখ্য-গৌণ-বৃত্তি কিংবা অন্বয়-ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে ॥
তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ত্ব।
কোথা হইতে জানিবে সে এইসব তত্ত্ব?
প্রণবের যেই অর্থ, গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয় ॥
ব্রহ্মারে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী যে কহিলা।
ব্রহ্মা নারদে সেই উপদেশ কৈলা ॥
নারদ সেই অর্থ ব্যাসেরে কহিলা।
শুনি' বেদব্যাস মনে বিচার করিলা ॥
এই অর্থ আমার সূত্রের ব্যাখ্যারূপ।
ভাগবত করিব সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ ॥"৭৬ ॥

বেদ প্রথমে এই বাক্যটি প্রমাণ করিতেছেন, —[illegible] চিজ্জগতে [illegible] স্বরূপ হরিতত্ত্ব। প্রকাশশূন্য যে ব্রহ্ম, তাহা সেই হরির অঙ্গজ্যোতি, জগৎ নিয়ন্তা বিশ্বজনক পরমাত্মা সেই হরির এক অংশ। "একো দেবো ভগবান্ বরেণ্যঃ", "সত্যং জ্ঞানমনন্তং [illegible] গোবিন্দ সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্", 'যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং [illegible]', 'ব্রহ্ম অঙ্গকান্তি তাঁর নির্ব্বিশেষ-প্রকাশে ॥ পরমাত্মা যেহো, তেঁহো কৃষ্ণের এক অংশ। আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ, সর্ব্ব-অবতংস ॥ সচ্চিদানন্দ-তনু ব্রজেন্দ্রনন্দন। সর্ব্বৈশ্বর্য্য, সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরসপূর্ণ ॥" ৭৭ ॥

সেই হরির একটি পরা শক্তি আছে। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" ইত্যাদি প্রমাণ। সেই শক্তি হইতে অপৃথক্ তত্ত্ব হইয়াও ভগবান্ স্ব-মহিমায় অবস্থিত। জীবশক্তি, স্বীয় চিচ্ছক্তি এবং অচিচ্ছক্তি—এই ত্রিবিধ ভাবযুক্ত সেই পরা শক্তিকে স্বতন্ত্র স্বভাববশতঃ সকল বিষয়ে প্রেরণ করিয়াও সেই সেই শক্তির বিকার হইতে শুদ্ধভাবে অবস্থিত পরম পুরুষ হরি জয়যুক্ত হইতেছেন। "অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং", "অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং", 'যস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ' ইত্যাদি বেদ-বচনে ত্রিশক্তি পরা শক্তির বর্ণন বহুল লক্ষিত হয়। "স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়। নিঃশক্তিক করি' তাঁরে করহ নিশ্চয় ॥", "সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বর স্বরূপ। তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ ॥ আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী। চিদংশে সম্বিৎ, যারে কৃষ্ণজ্ঞান মানি ॥ অন্তরঙ্গা—চিচ্ছক্তি, তটস্থা—জীবশক্তি। বহিরঙ্গা—মায়া, তিনে করে প্রেমভক্তি ॥ ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি। লৌহ যেন অগ্নি-শক্ত্যে পায় দাহশক্তি ॥" ৭৮ ॥

স্বরূপশক্তির তিনটি প্রভাব—হ্লাদিনী, সম্বিৎ ও সন্ধিনী। হ্লাদিনী ভগবানের আনন্দস্বরূপা, সম্বিৎ ভগবানের লীলার জ্ঞান ও ক্রিয়াস্বরূপা এবং সন্ধিনী ভগবানের নাম ধাম রূপ লীলাদির প্রকটকারিণী। বস্তুতঃ বিলাসী কৃষ্ণ হ্লাদিনীশক্তি-স্বরূপা শ্রীরাধার সহিত সম্বিৎশক্তি প্রকটিত লীলায় ও সন্ধিনী শক্তিপ্রকটিত ধামে [illegible] নিত্য হইয়া জয়যুক্ত হইতেছেন। "রসো বৈ সঃ", 'এষ হ্যেবানন্দয়াতি' ইত্যাদি হ্লাদিনীর পরিচয়, 'স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা' ইত্যাদি সম্বিদ্ভাবের পরিচয় এবং "দিব্যে পুরে হ্যেষ সংব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ" ইত্যাদি সন্ধিনীর পরিচয়।

'কৃষ্ণের অনন্তশক্তি, তাতে তিন প্রধান।
'চিচ্ছক্তি', 'মায়াশক্তি', 'জীবশক্তি' নাম ॥
'অন্তরঙ্গা', 'বহিরঙ্গা', 'তটস্থা' কহি যারে।
অন্তরঙ্গা 'স্বরূপশক্তি' সবার উপরে ॥
কৃষ্ণকে আহ্লাদে, তাতে নাম—
'আহ্লাদিনী'।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ, তার প্রেম নাম।
আনন্দ-চিন্ময়-রস প্রেমের আখ্যান ॥
প্রেমের পরম সার 'মহাভাব' জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী ॥' ৭৯ ॥

[illegible]

জীবশক্তি [illegible] যাহার দাস, তিনি [illegible] ভেদাভেদ-প্রকাশ [illegible] বশ্য [illegible] "দ্বা সুপর্ণা সযুজা [illegible]", [illegible] প্রমাণ। "মমৈবাংশো [illegible]" [illegible] সম। সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ [illegible] জীব, ঈশ্বর-তত্ত্ব,—কভু নয় সম। [illegible] যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ। মায়াধীশ-মায়াবশ—ঈশ্বরে জীবে ভেদ। হেন জীবে ঈশ্বর সহ কহ ত' অভেদ ॥ গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি' মানে। হেন জীবে ভেদ কর ঈশ্বরের সনে ॥ জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥ সূর্য্যাংশু কিরণ যেন অগ্নিজ্বালাচয়। ৮০ ॥

অনাদিকাল জীব কৃষ্ণবহির্মুখ দাস। স্বরূপ-ধর্ম্ম-হীন, নিত্যবদ্ধ, কৃষ্ণ-বহির্মুখ দশা জীবসকলকে মায়াশক্তি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণরূপ নিগড়দ্বারা কবলিত করেন এবং স্থূল-লিঙ্গ দেহরূপ বিবিধ আবরণ ও ক্লেশসমূহ-পরিপূর্ণ কর্ম্মবন্ধন দ্বারা কখন স্বর্গে, কখন নরকে নিপাতিত করেন। "সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ"। 'নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্মুখ। নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ। সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তারে। আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি' মারে ॥ ৮১ ॥

সংসারে উচ্চাবচ যোনিসমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন জীবের ভাগ্যে বৈষ্ণবদর্শন হয়, তখন মায়িক ভবের ক্লেশবাহুল্যসমূহে কাতর হইয়া থাকে। তখন কৃষ্ণনামাদির আশ্রয়ক্রমে অনেক অনর্থ ও কলুষরাশি দূর হইতে থাকে। জীব ক্রমশঃ স্বরূপগত স্বরূপ বিমল কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে যোগ্য হন। "তুষ্টং বা পশ্যত্যনীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ", "[illegible] পায়। তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায় ॥ কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায়।", 'কেবল জ্ঞান [illegible]। কৃষ্ণোন্মুখ সেই মুক্ত হয় মায়া বিনা ॥' ৮২ ॥

সমস্ত চিদচিদ্বস্তু কৃষ্ণের শক্তি পরিণতি। বিবর্ত্তবাদ সত্য নয়। [illegible] অচিন্ত্য [illegible] জীবতত্ত্ব, [illegible] "[illegible] স্বরূপ [illegible] নিত্যধাম। [illegible] শক্তি [illegible] [illegible] কৃষ্ণ- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারমার্থিক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

৮৩ ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য,	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	॥০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	০	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধ কলম	৮৲	৬৲		৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲		৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৬৬৲	৩০৲

শ্রীনদীয়া প্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। ভাগবত—[illegible] মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীপতিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। শ্রীগৌড়ীয়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

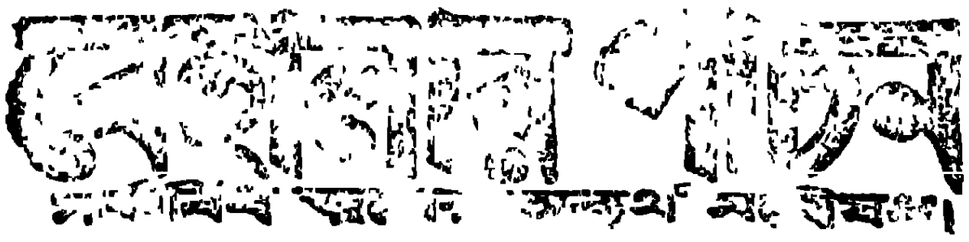

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। সভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং ডাণ্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

বৃটিশ মন্ত্রিসভার রদবদল

পার্লামেণ্টের নিম্নলিখিত সদস্যগণকে সহকারী মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে বলিয়া গত ৪ঠা মার্চ্চ ঘোষণা করা হইয়াছে :—

পোষ্টমাষ্টার জেনারেল স্যার উইলিয়াম জোইট (ভূতপূর্ব সলিসিটর জেনারেল), স্যার উইলিয়াম জোইট লর্ড হ্যাঙ্কির স্থলে এই পদে নিযুক্ত হইলেন এবং তিনি যুদ্ধোত্তর কালের পুনর্গঠনের ভার গ্রহণ করিলেন।

সলিসিটর জেনারেল—মেজর ম্যাক্সওয়েল কাইফ (স্যার উইলিয়াম জোইটের স্থলে এই পদে নিযুক্ত হইলেন), নৌ বিভাগের সিভিল লর্ড—ক্যাপ্টেন আর এ পিল কিংটন। (ক্যাপ্টেন এ এম হাডসনের স্থলে তিনি এই পদে নিযুক্ত হইলেন), সহকারী ডাকনিবেশ সচিব মিঃ পি ভি এম ইভান্স। ইনি জিওফ্রি সেক্সটীয়ারের স্থলে এই পদে নিযুক্ত হইলেন) সহকারী পোষ্টমাষ্টার জেনারেল—মিঃ আর জি গিমষ্টন, স্কটল্যাণ্ডের [illegible] পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী—মিঃ এলান চ্যাপম্যান (ক্যাপ্টেন ওয়ার্ডের বার্ণের স্থলে ইনি এই পদে নিযুক্ত হইলেন)। সরবরাহ বিভাগের জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী—মিঃ সি হেউ পিট (লর্ড পেণ্টালোর স্থলে ইনি এই পদে নিযুক্ত হইলেন)। সমর বিভাগের জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী আণ্ডার সেক্রেটারী মেজর আর্থার হেণ্ডারসন (স্যার এডোয়ার্ড গ্রীগের স্থলে ইনি এই পদে নিযুক্ত হইলেন।

কাগজ বা কার্ডবোর্ড

বৃটেনের সমরোপকরণ নির্ম্মাণ-কল্পে টুকরা লোহা সংগ্রহ সম্পর্কে এক বিশেষ চেষ্টার ফলে প্রায় ১,৭৬০০০ টন টুকরা লোহা সংগৃহীত হইয়াছে। সরবরাহ সচিব এক আদেশ জারী করিয়া কাগজ বা কার্ড বোর্ড পোড়ান অথবা ধ্বংস করা দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

অসতর্ক আলাপ আলোচনা বন্ধ করার ব্যবস্থা

যুক্তরাষ্ট্রের নৌবিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষ বেসামরিক অধিবাসীদের গ্রেপ্তার ঘোষণা করিয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষ মহল হইতে বলা হইয়াছে—

"নৌ বিভাগের কার্য্যাবলী সম্পর্কে অসতর্ক আলাপ আলোচনা বন্ধ করিতে আমরা বদ্ধপরিকর।"

সিঙ্গাপুরে জাপানী শাসন

সিঙ্গাপুরে রাজনীতিক সমিতিসমূহ এবং জাপ বিরোধী চীনা ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে বলিয়া ডোমেই এজেন্সি এক সংবাদ দিয়াছেন। ৭৭৬৯৯জন চীনাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাদিগকে কঠোরভাবে পরীক্ষা করা হইতেছে।

জামসেদপুরে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

জরুরী অবস্থায় টাটা কোম্পানীর কর্ম্মচারিদিগকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে এবং তাহাদের মঙ্গল-সাধন কল্পে উক্ত কোম্পানী বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য একটি উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন। বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে এই দেশে যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে তন্মধ্যে এই ব্যবস্থা সর্ব্বপক্ষা নিযুক্ত হইয়াছে। এই কাজের জন্য কোম্পানী কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

প্রাথমিক চিকিৎসা, আহত ব্যক্তিগণের উদ্ধার সাধন এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। সুতরাং শত্রুর কার্য্যের ফলে যাহারা আহত হইবে, তাহাদিগকে অবিলম্বে উপযুক্ত সাহায্য দান করা যাইবে। শত্রুর বিমান আক্রমণের ফলে যেসমস্ত মজুর গৃহহীন হইবে এবং বিমান আক্রমণের সময় যাহারা কারখানার ভিতরেই অবস্থান করিবে তাহাদের জন্য কোম্পানী লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে খাদ্যসামগ্রী মজুদ করিয়া রাখিয়াছেন। বিমান আক্রমণে বাধাদানের জন্য গবর্ণমেণ্টও জামসেদপুরে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

বৃটেনের খাদ্যদ্রব্য আমদানীর পরিমাণ হ্রাস

লণ্ডনে ঘোষণা করা হইয়াছে যে বর্ত্তমান বৎসর বৃটেনে খাদ্য দ্রব্যের আমদানীর পরিমাণ হ্রাস করা হইবে। বর্ত্তমান খাদ্যসম্ভার হয় তো কিছু কম পরিতে পারে, কিন্তু যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য বর্ত্তমানে মজুত আছে, তাহাতে সমগ্র জাতির পক্ষে যথেষ্ট হইবে।

লণ্ডনে মার্কিণ সৈন্যদল

গত ৪ঠা মার্চ্চ একদল মার্কিণ সৈন্য লণ্ডনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

আরও বহু মার্কিণ সৈন্য উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের এক বন্দরে অবতরণ করিয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নূতন শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত বিভিন্ন গীতসমূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে সংশোধিত ও শুদ্ধিত হইয়া "প্রতিলেশ"-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৬শ বর্ষ | ৮ বিষ্ণু, গৌরাব্দ ৪৫৬; ২৭শে ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১১ই মার্চ্চ, ইং ১৯৪২, বুধবার | ২৯৮তম সংখ্যা

শ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী' টীকা ও 'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর। ইহা তত্ত্বানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ বিষ্ণু, স্থাণু অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ ৪৫৬

বন্দন

——:০:)*(:০:——

'বন্দন' অর্চ্চনের অঙ্গরূপেই হয়। অর্চ্চনকালে শ্রীভগবানের নমস্কার, বন্দনা, স্তুতি প্রভৃতি কৃত হইয়া থাকে, তথাপি কীর্ত্তন ও স্মরণের ন্যায় স্বতন্ত্রভাবেও অনুষ্ঠিত হইতে পারে—এই অভিপ্রায়েই বন্দনকে পৃথগ্‌ভাবে নববিধা ভক্তির অন্যতমরূপে বিচার করা হইয়াছে। যাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর অনন্তগুণ ও ঐশ্বর্য্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার গুণানুসন্ধান ও শ্রীহরির শ্রীচরণসেবা প্রভৃতিতে নিজের অধিকার নাই,—এইরূপ দৈন্যবশতঃ কেবলমাত্র নমস্কার-বিধানেই অধ্যবসায়যুক্ত হন, তাঁহাদের জন্যই এই বন্দনাখ্যা ভক্তি স্বতন্ত্ররূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। নমস্কার-ভক্ত্যঙ্গটীকে শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনরূপেও অতিদেশ (অন্য ধর্ম্মের অন্যত্র আরোপ— যথা, গৌসদৃশ গবয়) করা আছে। শ্রীনরসিংহ-পুরাণ বলেন,—

নমস্কারঃ স্মৃতো যজ্ঞঃ সর্ব্বযজ্ঞেষু চোত্তমঃ।
নমস্কারেণ চৈকেন সাষ্টাঙ্গেন
হরিং ব্রজেৎ॥

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ - ৩০৩ অনুচ্ছেদ ও শ্রীহঃ ভঃ বিঃ - ৮।১৬৬ সংখ্যাধৃত শ্রীনরসিংহপুরাণ-বচন)

—এই নমস্কাররূপ যজ্ঞ সর্ব্ববিধ যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ বলিয়া কথিত হইয়াছে। একমাত্র সাষ্টাঙ্গ নমস্কারের দ্বারাই শ্রীহরিকে লাভ করিতে পারা যায়।

বন্দনাখ্য ভক্তির কথা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীব্রহ্মাকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্‌বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥
(ভাঃ ১০।১৪।৮)

—আপনি নিখিলগুণের মূলাধার। আপনার গুণসমূহের পরিমাণ করিতে কেহই সমর্থ নহে। অতএব হে প্রভো! যিনি আপনার কৃপার অপেক্ষা ও তাহা পরিদর্শন করিয়া নিজকৃত কর্ম্মফলসমূহ অনাসক্তভাবে ভোগ করিতে করিতে আপনার শ্রীপাদপদ্মে কায়-মনোবাক্যে নমস্কার বিধানপূর্ব্বক জীবনধারণ করেন, সেই ব্যক্তি ভ্রাতৃবণ্টন সম্পত্তির ন্যায় দায়ভাক্-অনুসারে মুক্তিপদে দায়ী হইয়া থাকেন।

ভ্রাতৃবণ্টন-সম্পত্তিতে মূর্খ, অন্ধ বা বালক, বিজ্ঞ—সকল সন্তানই যেরূপ অধিকারী, সেইরূপ ভক্ত ও অভক্ত—সকলেই কি আপনার শ্রীচরণ সম্পত্তিতে দায়ভাক্ হন? তদুত্তরে বলিতেছেন 'যো জীবেত' অর্থাৎ ভ্রাতৃবণ্টন-সম্পত্তিতে সকলেই অধিকারী বটে, কিন্তু মৃতপুত্র যেরূপ অধিকারী নহে, তদ্রূপ যিনি জীবন ধারণ করেন সেইরূপ ব্যক্তিই শ্রীহরির চরণ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবার দাবী করিতে পারেন। তাহা হইলে কাহারা জীবিত? যাঁহারা কায়মনোবাক্যে আত্মসমর্পণ করিয়া—শরণাগত হইয়া শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপার প্রতীক্ষা করিয়া হরিভজন করেন, তাহারাই জীবিত। হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনানুশীলনকারিগণই জীবিত. নতুবা অপরে আত্মঘাতী বা জীবন্মৃত

সর্গ, বিসর্গ প্রভৃতি দশটী পদার্থের মধ্যে 'মুক্তি' নবম পদার্থ। সেই মুক্তির যিনি আশ্রয়, সেই পরিপূর্ণ দশম পদার্থ শ্রীকৃষ্ণই মুক্তিপদ। 'অপবর্গ'-শব্দে প্রেম-ভক্তিও বুঝায় (ভাঃ ৫।১৯।১৮)। সেই প্রেমের যিনি পরম বিষয়, সেই পরিপূর্ণ শ্রীভগবান্‌ই মুক্তিপদ অথবা নিখিল মুক্তি যাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রিত, তিনিই মুক্তিপদ।

যাঁহারা অনন্তস্বরূপ শ্রীভগবানের জন্য কোনপ্রকার উপাসনা করিতে পারেন না, কেবলমাত্র 'আমার কোন বিষয়েই যোগ্যতা নাই, আমি অত্যন্ত অপদার্থ মর্ত্য, নির্গুণ, আপনার কৃপার প্রতীক্ষা করিয়া একমাত্র আপনার নমস্কার বিধান করিতে করিতে জীবন ধারণ করিব',—এইরূপ সুদৃঢ় সংকল্পের সহিত শ্রীঅক্রূরের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের অভিবন্দন করিয়া জীবন যাপন করেন, একমাত্র নমস্কাররূপ ভক্তিদ্বারাই তাঁহারা কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করিতে পারেন। অতএব 'মুক্তিপদ'-শব্দে মুক্তিরূপ অর্থ সঙ্গত নহে, কারণ, একবার নমস্কার-মাত্রেই মুক্তি নিকটবর্ত্তিনী হইয়া থাকে ইহা শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মেও উক্ত হইয়াছে,—

দুর্গসংসার কান্তারমপারমতিবর্ত্তাম্।
একঃ কৃষ্ণে নমস্কারো
মুক্তাতীর্থস্য নৌরিকঃ॥
(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ - ৩০৩ অনুচ্ছেদধৃত শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মবচন)

—অপার দুর্গম সংসার-অরণ্যে যাহারা ভ্রমণ করিতেছে, তাহাদের পক্ষে একবার মাত্র অনুষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের নমস্কারই মুক্তির প্রাপক হইয়া থাকে

"হে প্রভো! অতএব যাঁহারা আপনার কৃপা-সুসমীক্ষমাণ হইয়া (এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ 'সুসমীক্ষমাণ'-পদের অর্থ 'প্রতীক্ষমাণ' করিয়াছেন) অর্থাৎ নিজকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে করিতে 'কবে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা পাইব?' এইরূপ উৎকণ্ঠার সহিত পরিক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে থাকেন, তাঁহারাই কায়মনোবাক্যে নমস্কার বিধানপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভে অধিকারী হন।"

বন্দনাখ্য ভক্তির বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত এই ভগবদুক্তি উদ্ধার করিয়াছেন,—

স্তবৈরুচ্চাবচৈঃ স্তোত্রৈঃ পৌরাণৈঃ
প্রাকৃতৈরপি।
স্তুত্বা প্রসীদ ভগবন্নিতি বন্দেত দণ্ডবৎ॥
(ভাঃ ১১।২৭।৪৫)

—কি পৌরাণিক, কি আধুনিক লোকভাষা-নিবদ্ধ অর্থাৎ কোন পাদেশিক ভাষায় রচিত স্তব—যেমন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়-কৃত 'প্রার্থনা' বা 'শ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা'স্তব অথবা সচ্চিদানন্দ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'শরণাগতি' 'কল্যাণকল্পতরু' প্রভৃতি গ্রন্থের স্তব পাঠ করিয়া 'হে ভগবন্,—আপনি প্রসন্ন হউন'—এইরূপ বলিয়া দণ্ডের ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া বন্দনা করিবে।

নমস্কারের বিধি শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ এইরূপ বলিয়াছেন,—

শিরো মৎপাদয়োঃ কৃত্বা বাহুভ্যাঞ্চ
প্রপদ্যপম্।
প্রণমং পাহি মামীশ ভীতং মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ॥
(ভাঃ ১১।২৭।৪৬)

দুই বাহুদ্বারা আমার দুই চরণ ধারণ-পূর্ব্বক এই বলিয়া প্রণাম করিবে,—'হে ভগবন্, মৃত্যুগ্রহসাগর হইতে ভীত ও শরণাগত আমাকে রক্ষা করুন।'

শ্রীগুরুদেব দর্শন হইতে প্রণাম করিবার বিধি উক্ত হইয়াছে। অতএব

'বাহুযুগল আমার দুই চরণ ধারণ ও মস্তক আমার পাদপদ্মে স্থাপন'—এই উক্তির মর্ম্ম এই যে, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া অর্থাৎ বাহুযুগল তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে ও মস্তক তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দে লুণ্ঠিত হইতেছে—এই বিচার করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে হইবে।

আগমে সাষ্টাঙ্গ নমস্কারের এইরূপ বর্ণন দৃষ্ট হয়,—

দোর্ভ্যাং পদ্ভ্যাঞ্চ জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা
মনসা বচসা চেতি প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ ॥

—বাহুযুগল ও পদযুগল, জানুদ্বয়, বক্ষঃস্থল, দৃষ্টি, মন ও বাক্য—এই আট-প্রকার অবয়বের দ্বারা যে প্রণাম করা যায়, তাহাকেই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম বলে।

দৃষ্টিদ্বারা প্রণাম করিতে চক্ষু ঈষৎ নিমীলনপূর্ব্বক প্রণাম, মনের দ্বারা প্রণাম করিতে মনে মনে শিরোদেশ শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মযুগলে স্থাপনপূর্ব্বক প্রণাম ও বাক্যের দ্বারা প্রণাম করিতে 'হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন, কৃপা করুন'—এইরূপ বাক্য বলিতে বলিতে প্রণাম বুঝায়।

পঞ্চাঙ্গ নমস্কার এইরূপ,—

জানুভ্যাঞ্চ বাহুভ্যাং শিরসা বচসা ধিয়া।
পঞ্চাঙ্গকঃ প্রণামঃ স্যাৎ
পূজাসু প্রবরাবিমৌ ॥

দুই জানু, দুই বাহু, মস্তক, বাক্য ও বুদ্ধি—এই পাঁচ অবয়বের দ্বারা প্রণামকেই পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বলে। এই পঞ্চাঙ্গ ও অষ্টাঙ্গ প্রণামই পূজাকালে প্রশস্ত।

প্রণামের বিধি এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

গরুড়ং দক্ষিণে কৃত্বা কৃষ্ণাভিমুখতো বুধঃ।
অবস্থঞ্চ প্রণামাঃ স্যুঃ শক্তিভেদাধিকাধিকান্ ॥

(শ্রীহঃ ভঃ বিঃ - ৮।১৬৪)

—পণ্ডিত ব্যক্তি গরুড়কে দক্ষিণে রাখিয়া তাঁহার বামভাগে প্রণাম করিবেন। কিন্তু **শ্রীভগবানের অতি নিকটে প্রণাম নিষিদ্ধ।** প্রণাম অবশ্য তিনবার করিতে হইবে। সামর্থ্য থাকিলে তাহা অপেক্ষাও অধিকবার প্রণাম করা যাইতে পারে।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রীযমরাজ নিজ দূতগণের প্রতি এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন,—

হরিনমস্করণোদ্যতমানসা
প্রণমথাশু নরাধমপাশকৈঃ।
তদপগত সমস্তশুভাশুভং
ব্রজত বিষ্ণুপদং যদজন্মকম্ ॥

(শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ৮।১৭২)

—যাঁহার চরণারবিন্দকে দেবগণও পূজা করিয়া থাকেন, যাঁহাকে প্রণাম করিলে কোন প্রকার অনর্থ থাকে না। অতএব তোমরা ঐ ভক্তবজ্রাগ্নির ন্যায় পূত সেই প্রণত মনুষ্যকে পরিত্যাগ করিয়া তোমরা অন্যত্র প্রস্থান করিবে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও নিজদূতগণের প্রতি যমরাজের এইরূপ বাক্য শ্রুত হয়—

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্‌গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্ ॥

(ভাঃ ৬।৩।২৯)

—যাহাদের জিহ্বা শ্রীভগবানের নাম গুণ কীর্ত্তন করে না, যাহাদের চিত্ত তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দ স্মরণ করে না, যাহাদের মস্তক একবারও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হয় না, সেইসকল বিষ্ণুসেবানুষ্ঠান-বিমুখ ব্যক্তি-দিগকে লইয়া আসিবে।

শরণাগতরক্ষণোদ্যতং হরিমীশং
প্রণমন্তি যে নরাঃ।
ন পতন্তি ভবাম্বুধৌ স্ফুটং
পতিতানুদ্ধরতি স্ম তানসৌ ॥

(শ্রীহঃ ভঃ বিঃ - ৮।১৭৩ সংখ্যাধৃত
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-বাক্য),

—শরণাগতের প্রতিপালক শ্রীহরিকে যে-সকল ব্যক্তি প্রণাম করেন, তাঁহারা কখনও সংসার-সমুদ্রে নিপতিত হন না, যদিও বা কখনও সংসার-সাগরে পতিত হন, তখন শ্রীহরিই তাঁহাদিগকে উদ্ধার করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীবলি মহারাজ বলিতে-ছেন,—

অহো প্রণামায় কৃতঃ সমুদ্যমঃ
প্রপন্নভক্তার্থবিধৌ সমাহিতঃ।
যল্লোকপালৈস্ত্বদনুগ্রহোঽমরৈ-
রলব্ধপূর্ব্বোঽপসদেঽসুরেঽর্পিতঃ ॥

(ভা. ৮।২৩।২)

—আপনার প্রতি প্রণামের কি আশ্চর্য্য মহিমা, ঐ প্রণতির উদ্যমমাত্র শরণাগত ভক্তজনের প্রয়োজন প্রেমাসিদ্ধি-সম্পাদনে সমর্থ হয়। ঐপকার উত্তম-হেতু ভবদীয় অনুগ্রহ মাদৃশ অসুরেও প্রদত্ত হইয়াছে। এতাদৃশ অনুগ্রহ লোকপাল ও অমরগণ পূর্ব্বে লাভ করিতে পারেন নাই।

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং
নৃণামিদম্।
যেষাং হরিপাদাগ্রে শিরো ন্যস্তং
যথা তথা ॥

(শ্রীহঃ ভঃ বিঃ - ৮।১৭৫ সংখ্যাধৃত
নারায়ণ-বাহুস্তব)

—যে মানবগণের মস্তক যে-কোন প্রকারেই হউক শ্রীহরির সম্মুখে প্রণত হইয়া থাকে, অহো! তাহাদের কি ভাগ্য, কি ভাগ্য, কি ভাগ্য!

শ্রীনরসিংহ পুরাণে শ্রীযমরাজ বলিতে-ছেন,—

ওঁ নমো নারসিংহস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
প্রণামং যে প্রকুর্ব্বন্তি নাস্তি তেষাং পরাভবঃ ॥

(শ্রীহঃ ভ. বি. - ৮।১৭৬ সংখ্যাধৃত
শ্রীনরসিংহপুরাণবাক্য)

—যাঁহারা অমিততেজাঃ শ্রীনৃসিংহ বিষ্ণুকে নমস্কার করেন, তাঁহাদের প্রতি যাঁহারা নমস্কার করেন, তাঁহাদেরও শ্রীপাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

শ্রীনৃসিংহ-পুরাণে শ্রীযমরাজের আর একটী উক্তি এই,—

অহমমবগণার্চ্চিতেন ধাত্রা যম
ইতি লোকহিতাহিতে নিযুক্তঃ।
হরিগুরুবিমুখান্ প্রশাম্মি মর্ত্ত্যান্।
হরিচরণ-প্রণতান্নমস্করোমি ॥

—আমি দেবপূজ্য বিধাতৃকর্ত্তৃক লোক-সমূহের হিতাহিত-বিচারক নিযুক্ত হইয়াছি। শ্রীহরিগুরুবিমুখ মর্ত্ত্য কর্ম্মিগণকে আমি প্রকৃষ্টরূপে শাসন করিয়া থাকি এবং শ্রীহরি-চরণে নত বৈষ্ণবদিগকে আমি নমস্কার করি।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তি-সন্দর্ভে বলেন,—বন্দন বা নমস্কাররূপ ভক্ত্যঙ্গে যেসকল অপরাধের কথা 'বিষ্ণুস্মৃতি' প্রভৃতি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তাহা পরিহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য, –

"নমস্কারেঽপরাধাশ্চৈতে পরিহর্ত্তব্যাঃ বিষ্ণুস্মৃত্যাদিদৃষ্ট্যা, যে খলু একহস্তকৃতত্ব-বস্ত্রাবৃতদেহত্ব- ভগবদগ্র-পৃষ্ঠ- বামভাগাত্যন্ত-নিকট-গর্ভমন্দির-গতত্বাদিময়াঃ।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ - ৩০৩ অনুচ্ছেদ)

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বিষ্ণুস্মৃতি, বরাহপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে ঐসকল অপরাধের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে,—

জন্মপ্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎ পুমান্ বৈ
ধর্ম্মমাচরেৎ।
সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং যাতি একহস্তাভিবাদনাৎ ॥

(শ্রীহঃ ভঃ বিঃ - ৮।১৭৯ সংখ্যাধৃত
শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিবাক্য)

বস্ত্রপ্রাবৃতদেহস্তু যো নরঃ প্রণমেত মাম্।
খিনী স জায়তে মূর্খঃ সপ্তজন্মনি ভামিনি ॥

(ঐ ৮।১৭৯ সংখ্যাধৃত শ্রীবরাহপুরাণবচন)

অগ্রে পৃষ্ঠে বামভাগে সমীপে গর্ভমন্দিরে।
জপহোমনমস্কারান্ ন কুর্য্যাৎ কেশবালয়ে ॥

(ঐ ৮।১৭৯)

সকৃদ্ ভূমৌ নিপতিতো ন শক্তঃ প্রণমেল্লুঠঃ।
উত্থায়োত্থায় কর্ত্তব্যং দণ্ডবৎ প্রণিপতনম্ ॥

(ঐ ৮।১৮০)

—মনুষ্য জন্মাবধি যে ধর্ম্ম আচরণ করে, শ্রীভগবান্‌কে একহস্ত দ্বারা প্রণাম করিলে তাহা সকলই নিষ্ফল হয়।

—হে প্রিয়ে, যদি কোন মানব পীতাম্বরাবৃত দেহে আমাকে প্রণাম করে, তবে সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত তাহার শ্বিত্ররোগ অর্থাৎ ধবলকুষ্ঠ ও মূর্খত্ব প্রাপ্ত হয়।

—শ্রীকেশবের মন্দিরে, শ্রীভগবানের সম্মুখে, পশ্চাদ্‌ভাগে বা অতি নিকটে, শ্রীগর্ভমন্দির মধ্যে জপ, হোম বা নমস্কার করিবে না।

—সামর্থ্য থাকিলে একবার ভূতলে পতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিবে না, পরন্তু, প্রত্যেকবার উঠিয়া দণ্ডের ন্যায় প্রণাম করিবে।

শ্রীগৌরাঙ্গলীলা-স্মরণমঙ্গল

[৫]

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চ্চন, দাস্য, পরিচর্য্যা, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নববিধ বৈধী ভক্তি যিনি শ্রদ্ধা-সহকারে অনুদিন অনুশীলন করেন, তিনিই বিমল কৃষ্ণরতি প্রাপ্ত হন। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয়। "শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন। পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন ॥ এই ত' সাধনভক্তি দুই ত' প্রকার। এক বৈধী ভক্তি, রাগানুগভক্তি আর ॥ রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়। বৈধী ভক্তি বলি তা'রে সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥ রাগানুগা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী জনে। তার অনুগত ভক্তের রাগানুগা নামে ॥ লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি। শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি ॥ বাহ্যে সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন। মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন রাত্রিদিন করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥ নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হৈয়া। সাধুসঙ্গ হইতে হয় শ্রবণ-কীর্ত্তন। সাধন-ভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন। অনর্থনিবৃত্ত হৈলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়। নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয় ॥ রুচি-ভক্তি হইতে হয় আসক্তি প্রচুর। আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর ॥ সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেমনাম ॥" সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ-ধাম। (শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত) ॥ ৮৪ ॥

স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হইয়া জীবের মধুর রসাধিকারী ব্রজজন-সঙ্গ হইতে মধুর রসে ভাবোদয় হয়। তখন সাধক ব্রজে রাধাকৃষ্ণের স্বজনানুগত কোনও ব্যক্তিবিশেষের ভাব হৃদয়ে আনয়ন করিয়া তাঁহার বসতি স্থান লাভ করত পরমানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে জগতের অতুল সম্পদ্‌স্বরূপ প্রীতি প্রাপ্ত হন ক্রমশঃ সেই অবস্থায় চিন্ময়-বিগ্রহরূপ তাঁর পরম পরিচর্য্যা লাভ করিয়া থাকেন "তদ্‌যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরং" ইত্যাদি বেদবচনে আলোচিত হইয়াছে। 'যাঁর চিত্তে কৃষ্ণপ্রে কর্ম্মক্ষয় উদয়। তাঁর বাক্য, ক্রিয়া মু নিজেহ না বুঝয় ॥ প্রেম ক্রমে বাড়ি' স্নেহ, মান, প্রণয়। রাগ, অনুরাগ, ভা মহাভাব হয়। প্রেমাদি স্থায়ীভাব সামগ্রী মিলনে। কৃষ্ণভক্তিরসরূপে পায় পরিণামে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী স্থায়ীভাব রস হয় এই চারি মিলি' ॥ মধু রসে শৃঙ্গার ভাবের প্রাধান্য ॥ এই আস্বাদন নাহি অভক্তের গণে। কৃষ্ণভক্ত করে রস আস্বাদনে ॥ সখীভাবে যে তাঁ করে অনুগতি ॥ রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা সে সেই পায়। সেই সাধ্য পাইতে আর নাহি উপায় ॥ ৮৫ ॥

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম

—:০:(*):০:—

(শ্রীমহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী)

শুদ্ধভক্তিমার্গে প্রথমেই সম্বন্ধ, পরে অভিধেয় এবং তৎপরে প্রয়োজন বিচার, তবে সম্বন্ধজ্ঞান ঠিক না হইলে অভিধেয়ও ঠিক হয় না। সম্বন্ধ-বিচারে মোহ বা ভ্রান্তি উপস্থিত হইলে আমরা অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞান-কর্ম্মদ্বারা অনাবৃত অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন করিতে পারিব না। কাহার সহিত সম্বন্ধ এটি সর্ব্বপ্রথমে অনুসন্ধান করা একান্ত প্রয়োজন। অতএব যাহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ তাঁহাদের অপ্রাকৃতত্ব অনুভব করা অনিবার্য্য প্রয়োজন। একারণ এবিষয়ে সর্ব্বক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব এই তিনটী বাস্তব সত্য নিত্য অপ্রাকৃত বস্তু—সম্বন্ধের বিষয়। তাঁহাদের প্রতি মর্ত্ত্যবুদ্ধির লেশমাত্র থাকিলে সাধন ভজন সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতি হইয়া যাইবে—সব প্রচেষ্টা 'অরণ্যে রোদন'বৎ বা 'শূন্যগ্রন্থি-অঞ্চলে বন্ধনে'র ন্যায় ব্যর্থ হইবে।

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব—এই তিনটী আমাদের নিত্যসেব্য বস্তু। আমরা তাঁহাদেরই নিত্য দাস। এই দাস্যই আমাদের স্বরূপের ধর্ম্ম, এই দাস্যই আমাদের সত্তা। শ্রীল প্রভুপাদের উক্তি—"শ্রীচৈতন্যদেবের মনোভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীরূপের পাদপদ্ম ধূলিই আমাদের জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু।" শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণবদের একমাত্র বিচার—"বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ।" তাঁহাদের একমাত্র ব্যাকুল প্রার্থনা—"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ। শ্রীমদ্রূপপাদাম্ভোজ ধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥" শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ—"নাহং বিপ্রো * * গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ।" তাঁহার প্রার্থনা—"অয়ি নন্দতনুজ * * কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত-ধূলিসদৃশং বিচিন্তয়।" এই সমস্ত উক্তিতেই সম্বন্ধজ্ঞানের বিচার সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বলভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। যাঁহার আচার-প্রচারে এই বিচার প্রকাশিত হইবে না, যিনি অন্তঃশাক্তঃ বহিঃশৈবঃ সভায়াং বৈষ্ণবমতঃ—এই ভাবাপন্ন হইয়া আচরণে শিথিলতা ও ঔদাসীন্য প্রদর্শনপূর্ব্বক মুখে বড় বড় কথা বলিবেন, তাঁহার ঐ প্রাণহীন বাগাড়ম্বরে নিজের বা অপরের—কাহারও মঙ্গল হইবে না, বরং জগজ্জঞ্জাল সৃষ্টি হইবে মাত্র। উহাতে মাত্র তাহার দাম্ভিকতা, প্রভুত্ব-কামনা ও প্রতিষ্ঠাশাই বাড়িয়া যাইবে। অতএব মঙ্গলার্থী ব্যক্তিমাত্রেরই আচরণের দিকে তীব্র লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রাত্যহিক জীবনের অনুভূতিময় ফলের দিকে লক্ষ্য করিয়া কার্য্যের ধারা নিরূপণ করিতে হইবে। ঔদাসীন্য বা শিথিলতা আসিলে সুদূর ভবিষ্যতে সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। সম্বন্ধ জ্ঞানশূন্য অভিধেয়-যজন মঙ্গল প্রসব করে না। উহা ভক্তির সাধক নহে, ভক্তির বাধক। অতএব প্রথম হইতেই এবিষয়ে সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

অণুচৈতন্য জীবের অণুপরিমাণে স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্রতা আছে। শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের নিত্যদাস জীবকুল প্রভুত্রয়ের সুখবিধানে পরাঙ্মুখ হইয়া স্বসুখ-বাসনায় প্রমত্ত হওয়ায় অণুস্বতন্ত্রতাকে যখন নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করিয়া স্বাধীনতার অপব্যবহার করে, তখনই তাহাদের সংসারবন্ধনরূপ সর্ব্বনাশ হয়। আবার সংসারের পার হইয়া ভক্তিরস-সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার সুদিন আসিলে—'রসো বৈ সঃ' শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিবার সৌভাগ্য জীবনে উদয় হইলে সাধুগুরুর কৃপা-উপদেশে নিজের ক্ষুদ্র স্বতন্ত্রতাকে পরমস্বতন্ত্র সেব্যের ইচ্ছার যূপকাষ্ঠে বলি দিয়া ভাগ্যবান্ জীববৃন্দ স্বতন্ত্রতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন। তখন হরিগুরুবৈষ্ণবের ইচ্ছার সঙ্গে তাহার ইচ্ছা আর পৃথক্ থাকে না। সেব্যের কার্য্যের সঙ্গে সেবকের কার্য্য তখন আর পৃথক্ হয় না। শ্রীল প্রভুপাদ ইহাকে 'dovetailed', 'true adjustment' বা 'খাপে খাপে মিলান' বলিয়াছেন। ইহাই আত্মসমর্পণ—ইহাই সম্বন্ধজ্ঞান—ইহাই প্রকৃত দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান লাভ। এই অবস্থা হইতে যিনি যত দূরে অবস্থিত, তিনি তত সম্বন্ধজ্ঞান হইতে ভ্রষ্ট। পরন্তু যাঁহার আচরণে ও চিত্তবৃত্তিতে যত এই বিচার পরিস্ফুট ও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত, তাঁহার সেই পরিমাণেই 'সাধুত্ব'।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিম্নলিখিত উপদেশামৃতে এই সম্বন্ধ বিচার বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। "আমার প্রত্যেক আচার-প্রচার, চাল চলন ষোলআনা পরিপূর্ণভাবে শ্রীগুরুদেবের সন্তোষ-বিধানের জন্য, শ্রীগুরুদেবেরই মনোভীষ্ট পরিপূরণ করিবার জন্য। ইহা তাঁহারই অনুমোদিত। স্বয়ং শ্রীগুরুদেবই এইসকল করাইতেছেন—এই বিচার যেখানে নাই, সেখানে সন্দেহ, সেখানেই সর্ব্বনাশ।' শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই বিচারটী সুষ্ঠুভাবে বুঝাইবার জন্য শরণাগতি ও কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

আমার আমি ত' নাথ না রহিনু আর।
এখন হইনু আমি কেবল তোমার॥

* * *

স্থূল লিঙ্গ দেহে মোর সুকৃত-দুষ্কৃত।
আর মোর নহে, প্রভু, আমি ত' নিষ্কৃত॥
তোমার ইচ্ছায় মোর ইচ্ছা মিশাইল।
ভকতিবিনোদ আজ আপনে ভুলিল॥
ভকতিবিনোদ আনন্দে ডুবিয়া
তোমার সেবার তরে।
সব চেষ্টা করে তব ইচ্ছামত
থাকিয়া তোমার ঘরে॥
নিশ্চিন্ত হইয়া আমি সেবিব তোমায়।
গৃহে ভাল মন্দ হ'লে নাহি মোর দায়॥
ভকতিবিনোদ নিজ স্বাতন্ত্র্য ত্যজিয়া।
তোমার চরণ সেবে অকিঞ্চন হইয়া॥
তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয়-চালনা
শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন-বাসনা
নিজসুখ লাগি' কিছু নাহি করি আর।
ভকতিবিনোদ বলে তব সুখ সার॥

অতএব শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অন্তরের ইচ্ছা বুঝিয়া সেই ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিশাইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করা প্রয়োজন।

নিষ্কপট সেবার ফলে যখন আমরা শ্রীগুরুদেবের অন্তরের কথা বুঝিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে প্রস্তুত থাকিব, তখনই আমাদের প্রকৃত গুরুসেবা হইবে এবং উহাই কৃষ্ণভজন বা কৃষ্ণসেবা। নিজের খেয়ালানুযায়ী চলিলে—আনুগত্যের ভাণে অনেক কর্ম্মাড়ম্বর দেখাইলেও কখনই সেবা হইবে না। আমার প্রত্যেক কার্য্যটী, প্রত্যেক সঙ্কল্পটী, প্রত্যেক চিন্তাটী, আমার শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ, আমার প্রচার আচার, আমার অন্তর-বাহিরের সমস্ত কার্য্যাবলী শ্রীগুরুদেবের প্রীতি-বিধায়ক হওয়া প্রয়োজন। উহাই প্রীতির ধর্ম্ম, প্রেমের বিচার। নতুবা শ্রীগুরুদেব প্রীত হইতেছেন, কি না, এবিষয়ে অনুসন্ধান-রহিত হইয়া যদি কেবলমাত্র নিজের আনন্দ, তৃপ্তি বা সুখ হইতেছে, কি না—এই দিকে অধিক লক্ষ্য হইয়া পড়ে, তবে ঐসমস্ত কার্য্য ও প্রচেষ্টা নিজেন্দ্রিয়তর্পণমূলা জঘন্য 'কাম'-নামে অভিহিত হইবে।

কিন্তু—

"কাম-প্রেমে দেখ, ভাই, বহু ত' অন্তর।
কাম অন্ধতম, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥"
(চৈঃ চঃ)

কামে প্রেমে দেখ, ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই,
তবু কাম প্রেম নাহি হয়।
তুমি ত' বলিলে কাম, মিথ্যা তাহে 'প্রেম'-নাম
আরোপিলে কিসে শুভ হয়॥
(কল্যাণকল্পতরু)

বহির্দ্দর্শনে আমরা কামকেই প্রেম বলিয়া ধারণা করি, কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে ইহাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল-ভেদ। শ্রীহরি বৈষ্ণবকে কেন্দ্র করিয়া প্রেম, আর নিজেকে কেন্দ্র করিয়া কামের বিচার। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চতুর্ব্বর্গেও কেবল স্বসুখ বাঞ্ছা কামের বিচার। চতুর্ব্বর্গ ধর্ম্মকারী পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম লাভের আশায় শ্রীগুরুপাদপদ্মে আসিয়াও যদি আমরা প্রেমের বিচারপূর্ব্বক পরাঙ্মুখ থাকি, তবে আমাদের ন্যায় স্বার্থভ্রষ্ট আর কে? কিন্তু কিপ্রকারে আমরা কৃষ্ণের অন্তর্য্যামী শ্রীগুরুদেবের অন্তরের কথা, অন্তরের ভাব, অন্তরের ইচ্ছা বুঝিব? নিষ্কপট সেবা বলে অকুটিল ও দম্ভহীন হইলে, শিথিলতা ঔদাসীন্যের নিকট আত্মসমর্পণ না করিলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারা যাইবে। [illegible] সেবকের অন্তর্য্যামিরূপে কৃষ্ণ তাহা [illegible] দেন। তাই তাহারা অন্তর্য্যামীর প্রেরণাদ্বারা চালিত হইয়া যাহাই করেন উহাই শ্রীগুরুদেবের মনোভীষ্ট ও তৎসুখবিধায়ক। এস্থলে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের এ উপদেশটী বিশেষ স্মরণীয়—"উপদেশামৃতের ভাষ্য লিখিবার সময় প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিক্ষায় সম্পূর্ণ সমাধিস্থ ছিলেন। গুরুর অন্তরে প্রবেশ না করিলে শিষ্য হওয়া যায় না। যে স্থানে অকপট সেবা, তথায়ই অন্তরের কথা জানা যায়, যেমন, প্রাকৃত জগতেও স্ত্রী অনেকটা স্বামীর অন্তরের কথা জানেন। মাতা স্বীয় পুত্রের অন্তরের কথা জানেন। অপ্রাকৃত জগতে ইহাই শিষ্যের গূঢ় স্বভাব যে, তিনি সেবা-প্রভাবে গুরুদেবের অন্তরের কথা জানেন, যেমন, শ্রীরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরের কথা জানিয়া "প্রিয়ঃ সোঽয়ং" শ্লোক লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

কিন্তু সারাজীবন সাধনভজনের কসরৎ দেখাইলেও শ্রীগুরুদেবে যদি মর্ত্ত্যবুদ্ধি থাকে, শ্রীগুরুদেবের অপ্রাকৃতত্ব যদি তাঁহার কৃপায় হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে কিপ্রকারেই বা তাঁহাকে অন্তর্য্যামী সর্ব্বদর্শী বলিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিব? নিজকাম চরিতার্থ করিবার জন্য চিরদিন অনুভূতি রহিত হইয়া গোঁজামিল দিলে ত' চলিবে না। শ্রীগুরুদেবের অতিমর্ত্ত্যত্ব মুখে মুখে স্বীকার করিলেও অন্তরে অন্তরে অনুভব না করিতে পারিলে অন্তরের জঘন্য স্বরূপ একদিন প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। অতএব শ্রীগুরুদেবে অতিমর্ত্ত্য-জ্ঞানহীন দুর্ভাগা ব্যক্তি কৃত্রিমতা করিয়া তাঁহার ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিলাইবার ভাণ করিলেও কোনও দিন তাহা পারিবে না। সুতরাং শ্রীগুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধির লেশমাত্র থাকিলে সমস্ত প্রচেষ্টাই ভস্মে ঘৃতাহুতিবৎ হইয়া যাইবে। এই ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার লাভপূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবের অপ্রাকৃত স্বরূপ হৃদয়ে অনুভব করিতে হইলে স্বতন্ত্রীয়াশয়-[illegible] সাধুর সঙ্গ অকপট [illegible] হইবে। একান্তিক সাধুর সঙ্গপ্রভাবে সমস্ত বিপদ বিদূরিত হইবে।

সাধু শ্রীনামসঙ্গী, শ্রীনাম সাধুসঙ্গী। নিরন্তর উভয়ে উভয়ের সঙ্গ বা সুখবিধান করিয়া থাকেন। যিনি সর্ব্বক্ষণ শ্রীনামের সঙ্গ ও সেবা করেন, শ্রীনাম যাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না, শ্রীনাম যাঁহার প্রাণবন্ধু, নিত্যসঙ্গী, তাদৃশ সাধুর সঙ্গ ও সেবা ব্যতীত কখনও শ্রীনামের সঙ্গ ও সেবা হইতেও পারে না। অসৎসঙ্গ নাম হয় না। তাই শাস্ত্র বলিয়াছে—

[illegible]
[illegible]

[illegible] ঠিক করিয়া নিজ [illegible] নিজ [illegible] স্বেচ্ছাকৃত [illegible] অবশ্য একদিন-না-একদিন [illegible] হইবে [illegible] না।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। সবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি ৮ পাইনে	॥০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲	৷	১॥০	১৲
" " সিকি কলম	৫৲	১৲	৪৲	৩৲
অর্দ্ধ কলম		৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে পক্তি ইঞ্চি	৬৲ ৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲ ১২৲
" অর্দ্ধ কলম	২৪৲ ১৮৲
" এক কলম	৬০৲ ৩০৲

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের ভিক্ষা

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

২। **ভাগবত**—ত্রিপ্রিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৩। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত বদুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা মাত্র।

৪। **শ্রীগৌড়ীয়**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা

শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ মহাজনকৃত গ্রন্থসমূহের একত্র সমাবেশ এই গ্রন্থে আছে। ইহা এক অভিনব রাজ-সংস্করণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই শ্রীধামের প্রতি আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

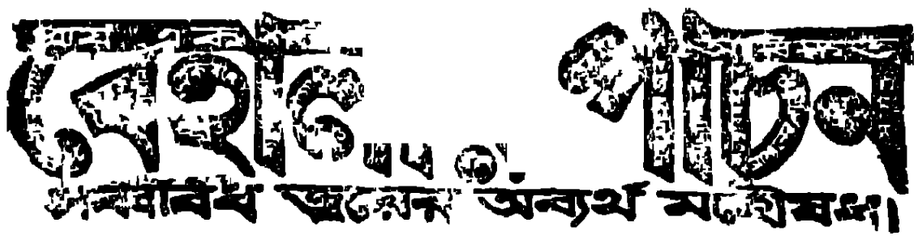

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ।৶০ বার আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১নং টাউজিজ রোড, কলিকাতা অথবা পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

বিবিধ সংবাদ

অষ্ট্রেলিয়ায় বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি

সিডনী রেডিও হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, দেশরক্ষা আইন অনুসারে অষ্ট্রেলিয়ার বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি গ্রহণের জন্য সকলকে নাম রেজিষ্টারী করিবার আদেশ জারী হইয়াছে। এরূপ আদেশ অষ্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে পূর্ব্বে আর কখনও জারী করা হয় নাই। প্রতিনিধি পরিষদে এই আদেশ ঘোষণালিপি পেশ করা হয়। আগামী শুক্রবারের পূর্ব্বে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর সমুদয় পুরুষকেই নাম লেখাইতে হইবে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর লোকদিগকে পূর্ব্বেই আহ্বান করা হইয়াছে যেসকল বিবাহিত বা সন্তানশালী মৃতদার ব্যক্তির বয়স ৩৫ হইতে ৪৫ তাহারা সকলে চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্গত, আর যাহাদের বয়স ৪৫ হইতে ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত, তাহারা সকলেই পঞ্চম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

বুলগেরিয়ায় প্রবল বন্যা

বন্যার জন্য বুলগেরিয়ার ভিদিন সহরে হাজার হাজার লোক চতুর্দ্দিক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য বিমান হইতে দানিয়ুব নদীর বরফের উপর রোমা বর্ষণ করা হইতেছে, কিন্তু এ চেষ্টা সফল হয় নাই।

বুলগেরিয়ায় এরূপ বন্যা আর কখনও হয় নাই। সৈনিকগণ বলিতেছে যে, তাহারা বহু লোককে বাড়ীর ছাদে আশ্রয় লইতে দেখিয়াছে। সহর পর্য্যন্ত ভাসমান-সেতু নির্ম্মাণের জন্য স্যাপারগণকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

২,৩০০ আশ্রয়প্রার্থীর চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতা যাত্রা

ব্রহ্মদেশ হইতে আগত ২৩০০ আশ্রয়-প্রার্থী কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই মাদ্রাজ প্রদেশের লোক। এতদিন প্রত্যেক আশ্রয়প্রার্থীর সরকারী খরচায় টিকিট হইতে হইত এবং একখানি বণ্ড লিখিয়া দিতে হইত। গত ৫ই মার্চ্চ হইতে এই ব্যবস্থা রহিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক আশ্রয়প্রার্থীকে পথে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য এক টাকা করিয়া দিতেছেন। এইরূপ জানা গিয়াছে যে, ব্রহ্মদেশ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থী-দিগকে চট্টগ্রাম হইতে স্থানান্তরে প্রেরণের জন্য গবর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বেই পঞ্চ লক্ষ হিসাবে আড়াই লক্ষেরও অধিক টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

বৃটিশ ও মার্কিণ কারখানা দখল

চেকিয়ান ও ফকিয়েন হইতে খবর আসিয়াছে যে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর জাপানীরা অধিকৃত চীনে সমস্ত বৃটিশ ও মার্কিণ সম্পত্তি দখল করিয়া লইয়াছে। তন্মধ্যে সাংহাইতে নানা প্রকারের ৫১টি কারখানা আছে, সেগুলি হইতেছে কাপড়ের কল, রসায়নাগার, চামড়ার কারখানা দেশলাইয়ের কারখানা, কাঠের কারখানা ও ইলেক্‌ট্রিসিটি ওয়ার্কস্।

জাপানীরা বিভিন্ন বন্দরে ও সহরে নিযুক্ত চীনা মেরিটাইম ও কাষ্টমস বিভাগের ১১৬ জন ইংরাজ ও ২৯জন মার্কিণ কর্ম্ম-চারীকে বরখাস্ত করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অন্তরীণ হইয়াছে। তাহাদের পদে জাপানীরা নিযুক্ত হইয়াছে।

সিন্ধু সরকারের বাজেট

গত ৪ঠা মার্চ্চ সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী ও অর্থসচিব মিঃ আল্লাবক্স ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেট পেশ করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে আয় ৪ কোটী ৮০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা এবং ব্যয় ৪ কোটী ৯৬ লক্ষ ১ হাজার টাকা, সুতরাং ১৫ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা ঘাটতি পড়িবে।

জনরক্ষার জন্য ১০ লক্ষ টাকা এবং সেচের জন্য ৯০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ করা হইয়াছে বলিয়া এই ঘাটতি পড়িয়াছে। আগামীবর্ষে কোন নূতন কর ধার্য্য হয় নাই তবে ভূমি উন্নয়নের জন্য ঋণ গ্রহণ করা হইবে। এই সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে। অর্থসচিব তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় বলেন যে, সিন্ধুতে ভারত সরকার, বৃটিশ সরকার এবং মিত্র পক্ষের অন্যান্য গবর্ণমেণ্ট সমরশিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। উহার ফলেই আয়কর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

নবাবশাহ জেলার শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগ কে আলাদা করা হইয়াছে এবং তজ্জন্য বাজেট বরাদ্দ করা হইয়াছে।

বদমায়েসদিগকে শায়েস্তা করিবার উদ্দেশ্যে তজ্জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। সিন্ধুতে নিরক্ষরতা আন্দোলন জোরে চালাইবার জন্য আরও অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভার শ্রীভক্তিবিনোদ-
গীতসংগ্রহ

এই গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি
নোদের রচিত বিভিন্ন গীত-
মূহ তাঁহার স্বহস্তলিখিত
আদিম পাণ্ডুলিপি-অনুসারে
সংশোধিত ও শুদ্ধিত হইয়া
শ্রুতিলেশ"-ভাষ্যসহ প্রকা-
শিত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত
এই গ্রন্থ 'বিকাশিনী'-টীকা ও
'আস্বাদন'-ভাষ্যসহ প্রকাশিত
হইয়াছেন। কাগজ ও ছাপা
অতি সুন্দর। ইহা সত্যানু-
সন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিরই
নিত্যপাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৬শ বর্ষ } ১০ বিষ্ণু, গৌরাব্দ ৪৫৬; ২৯শে ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮; ১৩ই মার্চ্চ, ইং ১৯৪২, শুক্রবার { ২৯৯-৩০০তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ বিষ্ণু, নিধি গর্ভোদশায়ী, গৌরাব্দ ৪৫৬

বর্ষান্তে বিজ্ঞপ্তি

—:০:(০):০:—

শ্রীশ্রীগুরুবর্গের কৃপায় বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ-শ্রীনদীয়াপ্রকাশ জগতের পারমার্থিক ভাগ্যাকাশে উদিত হইয়া আজ ষোড়শ বর্ষ পূর্ণ করিলেন। জাগতিক শত-সহস্র বাধাবিপত্তির মধ্যেও শ্রীনদীয়াপ্রকাশ গুরুবর্গের মনোঽভীষ্টের বিজয় ঘোষণা করিয়া সুকৃতিমান্ জনগণের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছেন। অকপট হরিভজন-পিপাসু সজ্জনগণ তাঁহার মঙ্গলময় কৃপাসঙ্গ পাইয়া পরমোপকৃত ও কৃতার্থ হইতেছেন। তাঁহার বাস্তবসত্য-বাণী হরিভজনোন্মুখ জীবকুলকে সংশোধিত করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অকপট সেবার পথে সুপরিচালিত করিতেছেন, দুর্ব্বল, অকপট হরিসেবাভিলাষীর হৃদয়ে চিদ্বল সঞ্চার করিয়া শ্রীবলদেব-গুরুপাদপদ্মের কৃপাবলে বলীয়ান্ করিতেছেন, অনর্থপীড়িত ভবরোগগ্রস্ত-জীবের অনর্থোপশম করিয়া তাহাদিগকে নিত্যনিরাময়ের পথে লইয়া যাইতেছেন।

সপরিকর শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর অপার করুণা মহিমার কথা হরিবিমুখ এই বিশ্বে নিয়ত ঘোষণা করিয়া তিনি ভাগ্যবান্ জীবগণকে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে নিত্য আকৃষ্ট করিয়াছেন ও করিতেছেন করুণানিলয় শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীচরণকমলে আশ্রয় প্রদান করিবার জন্য শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রত্যহই জীবের দ্বারে-দ্বারে পর্য্যটন করেন। তাঁহার শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মহিমার কথায় আকৃষ্ট হইয়া শত-শত জীব শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ের সৌভাগ্য পান—জীবন ধন্যাতিধন্য করিবার শুভাবসর লাভ করেন। বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ শ্রীনদীয়া-প্রকাশের নবনবরসানন্দ নিত্যনূতন বৈকুণ্ঠ-সন্দেশ সংসার হইতে ছুটি পাইবার যোগ্য ব্যক্তিগণের হৃৎকর্ণরসায়ণ হইয়া তাঁহাদের প্রাণস্বরূপ হইয়াছেন। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের অকপট করুণাপ্রার্থী জনগণ নিরন্তর তাঁহার সঙ্গ-লাভে ধন্যাতিধন্য হইতেছেন।

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ নিরন্তকুহক বাস্তবসত্যের একনিষ্ঠ নির্ভীক প্রচারক। তাঁহাতে কোন-প্রকার মনোধর্ম্মের কথা নাই—আপোষের কথা নাই, তাহাতে কোনপ্রকার মনযোগান ইতর কথার অবকাশ নাই। যাহারা তাঁহার দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনের নির্ম্মম কঠোর উপদেশকে তিক্ত মনে করেন, তাহারা তাদৃশ একনিষ্ঠতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবার যোগ্যতায় উদ্ভাসিত হইতে পারিলে নিত্য মঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন। যাহারা তাঁহার এতাদৃশ অসৎসঙ্গ-ত্যাগের মনোব্যাসঙ্গ-ছেদনকারী বাণীতে অসহিষ্ণু হইয়া তাঁহার প্রতি অযথা বিরূপভাবাপন্ন হইবে, তাহারা নিশ্চয়ই নিত্যস্বার্থভ্রষ্ট। আবার যাঁহারা তাঁহার কেবল প্রেমপ্রচার-লীলাটি দেখিবার জন্য উৎসাহী, কিন্তু তাঁহার দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনের উপদেশে অমনোযোগী, তাহারাও তাহাদের সেইপ্রকার জাড্য হইতে সাবধান না হইলে নিত্যস্বার্থভ্রষ্ট হইবার দুর্ভাগ্য স্বেচ্ছায় বরণ করিতেছেন, বলিতে হইবে। কেবলমাত্র তাঁহার অদ্ভুত অহৈতুকী বদান্যতায় মৌখিক আশাবন্ধের সৌধ উত্তোলন করিয়া নিজ আচরণের দিকে ঔদাসীন্য পোষণ করিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই মঙ্গল-লাভে অসমর্থতা প্রমাণিত করিবেন। যাঁহারা তাঁহার প্রেমপ্রচারণ ও দুঃসঙ্গ বর্জ্জন—এই উভয় উপদেশের উপর স্বীয় সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, তাঁহারাই অমন্দোদয়দয়া-বিতরণ-কারী শ্রীনদীয়া প্রকাশ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অমায়িক-কৃপায় উদ্ভাসিতজীবন হইবেন, সন্দেহ নাই।

যাহারা নিত্য ভগবৎসেবা-সৌভাগ্য-লাভের অযোগ্যতায় শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রতি বিমুখ, তাহারা কখনও শ্রীনদীয়া-প্রকাশের অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠবার্ত্তার কোনপ্রকারে শ্রদ্ধাশীল হইতে পারে না। তাহাদের জন্মজন্মান্তরীণ সঞ্চিত দুর্ভাগ্য-পর্ব্বতসমূহ তাহাদিগকে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের প্রেমপ্লাবন হইতে দূরে রাখিবে। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের সেবায় তাহাদের তাদৃশ অযথা বৈমুখ্যপোষণের ব্যর্থ দাম্ভিকতায় তাহারা কেবল বিভ্রান্তই থাকিবে। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের অকপট সেবকগণের তাহাদের মঙ্গলের জন্য কেবলমাত্র ভগবচ্চরণে প্রার্থনা ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

বৈকুণ্ঠবস্তু শ্রীনদীয়া-প্রকাশের মূল্য জাগতিক কোন কিছুদ্বারা প্রদান করা সম্ভব নয়। সেবোন্মুখ জীবহৃদয়ে বৈকুণ্ঠবস্তুর কৃপায় অবতীর্ণ অপ্রাকৃতবিষয়ে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাই শ্রীনদীয়া-প্রকাশের কৃপাসঙ্গলাভের মূল্য। যাঁহারা কায়মনোবাক্য শ্রীনদীয়া-প্রকাশের সেবায় উৎসর্গীকৃত করেন—চিরতরে শ্রীনদীয়া প্রকাশের হইয়া যান, তাদৃশ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাবান্ জনগণই শ্রীনদীয়া-প্রকাশের সেবাসঙ্গ-সুযোগ সম্পূর্ণরূপে বরণ করিতে পারেন। যাঁহারা এখনও তাদৃশ যোগ্যতায় অবস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদেরও সর্ব্বস্ব ক্রমে-ক্রমে আত্মসাৎ করিবেন। কার্পণ্যদুষ্ট আমরা, তাই তাঁহার আমাদের নিকট নয়টি রৌপ্যমুদ্রা মাত্র ভিক্ষা। কিন্তু তাহা প্রদানেও বিমুখতা প্রদর্শন করিলে আমরা তাঁহার সেবাসুযোগ-বরণে নিতান্ত অনিচ্ছুক—ইহাই প্রমাণিত হয়। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের সহৃদয় গ্রাহকগণকে আমরা তজ্জন্য নিবেদন জানাইতেছি তাঁহারাও যেন শ্রীনদীয়া-প্রকাশের তাদৃশ অনুকল্প ভিক্ষাটিও বর্ষারম্ভেই প্রদান করিয়া আমাদিগকে পুনরায় একবর্ষকাল সোৎসাহে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের সেবায় সুযোগ প্রদান করেন।

সর্ব্বশেষে আমরা, যাঁহাদের অহৈতুকী অমন্দোদয় দয়ায় শ্রীনদীয়া-প্রকাশের সেবায় সর্ব্বপ্রকারে অযোগ্য হইলেও তৎসেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি, সেই নদীয়া-প্রকাশ শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরসরস্বতী-পুরী-গুরুবর্গের ত্রিভুবনবন্দিত শ্রীচরণারবিন্দ মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহাদের কৃপার জয়গান করিতেছি। ভগবৎ-সেবা-প্রগতির পথে চলচ্ছক্তিহীন পঙ্গুকে সেবাপ্রগতিতে ভগবৎ-সেবান্তরায়পর্ব্বত উল্লঙ্ঘনকারক, অধোক্ষজ সেবাবার্ত্তায় বধির গ্রাম্যকথাপ্রমত্ত মূককে অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠবার্ত্তার মুখরকারী কৃপার অবতার তাঁহারা, তাঁহাদের তাদৃশ কৃপা-বরণে ধন্য হইবার সুযোগ মাদৃশ নরাধমকেও প্রদান করিয়া তাঁহারা মহাবদান্যতা বিস্তার করিয়াছেন। আজ বর্ষশেষে তাঁহাদেরই কৃপার কাঙ্গাল হইয়া তাঁহাদেরই শ্রীচরণবংশের ধূলিস্বরূপে সমাপ্ত বর্ষের শ্রীনদীয়া-প্রকাশের সেবায় ব্যক্তিগত অযোগ্যতার ত্রুটির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। তাঁহারা অমায়ায় কৃপাবিস্তার করিয়া নিত্যকাল শ্রীনদীয়া-প্রকাশের সেবায় অধিকার প্রদান করুন—ইহাই আজ বর্ষশেষে তাঁহাদের শ্রীচরণে বিজ্ঞপ্তি।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

দাস্য

—০০.(*).০০—

শ্রীবিষ্ণুর দাসাভিমানকেই 'দাস্য' বলে। অর্চ্চনাদি ভক্তির পর দাস্যভক্তির নির্দ্দেশ করিবার কারণ এই যে, ভজনের প্রয়াস দূরে থাকুক, কেবল 'দাস' অভিমানের দ্বারাই জীবের সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

"অত্র তাবদ্ভজনপ্রয়াসঃ কেবল তাদৃশস্বাভিমানেনাপি সিদ্ধির্ভবতীতি আত্যন্তিক্যো বোধনেত্র নির্দ্দেশশ্চ কৃতঃ।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ - ৩০৪ অনুচ্ছেদ)

—ভজন প্রয়াস দূরে থাকুক, কেবল শ্রীবিষ্ণুর দাসাভিমানেই সিদ্ধ হওয়া যায়, এই অভিপ্রায়েই অর্চ্চনাদির পরে দাস্যের নির্দ্দেশ হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য লীলায় শ্রীবাসাদির গাহিয়াছেন,—

"বেদে ভাগবতে কহে—দাস্য বন্ধন।
দাস্য লাগি' বন-অজ ভবের ভবন।"

(শ্রীচৈঃ ভা, মধ্য, ৮।২১২)

যাহারা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য—এই ষড়্রিপুর দাস হইয়া আত্মেন্দ্রিয়কে জগতের প্রভু মনে করিয়া আত্মেন্দ্রিয়ের বাধক শাস্ত্র, সৎসঙ্গ ও সৎগুরুর নিকট হইতে দূরে থাকে, তাহারা শ্রীবিষ্ণুর দাসাভিমানকে অনর্থ বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারে না। শ্রীবিষ্ণুর দাস্যাভিমানের আভাস মাত্রেই বহুজন্মার্জ্জিত সমস্ত সঞ্চিত কর্ম্মফল ও জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি কোন সাধনের আবশ্যকতা না রাখিয়া কেবল ভক্তিকে অহৈতুকী ও অব্যভিচারিণী করিয়া তুলে। শ্রীবিষ্ণুর দাস্যাভিমানের আভাস মাত্রেই বহুজন্মার্জ্জিত সমস্ত সঞ্চিত কর্ম্মফল ও জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি কোন সাধনের আবশ্যকতা না রাখিয়া কেবল ভক্তিকে অহৈতুকী ও অব্যভিচারিণী করিয়া তুলে।

'অহং ব্রহ্মাস্মি'-অভিমানে ভ্রমগ্রস্ত হইয়া অনেকেই পতিত ও ভ্রষ্ট হইয়া যান,—

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"

(ভাঃ ১০।২।৩২)

শ্রীকৃষ্ণকে দেবতাগণ বলিতেছেন,—'হে পদ্মপলাশলোচন, যাহারা আপনার নিত্য দাসত্বাভিমানকে অনাদর করিয়া নিজদিগকে 'মুক্ত' বলিয়া অভিমান করে, অজ্ঞানপূর্ব্বক তাহাদের আপনার প্রতি ঐরূপ যে অনাদর, তাহা হইতে তাহাদিগকে নিবারণ করিবার কেহ না থাকায় তাহাদের অধঃপতনই হইয়া থাকে। তাহাদের পূর্ব্ব পাপ-কর্ম্মবীজসমূহ ভস্মীভূত হইয়া গেলেও অচিন্ত্যশক্তিমান শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি অবজ্ঞা-নিবন্ধন পুনরায় তাহাদের পাপকর্ম্মবীজের অঙ্কুর জন্মে। অতএব তাহারা 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি ধ্যান করিতে করিতে কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যার দ্বারা উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিলেও তাহা হইতে অধঃপতিত হয়।

নির্ভেদ-জ্ঞানিগণ শ্রীবিষ্ণুর দাস্যাভিমানকে ভৈতাভিমান বা অনিত্যাভিমান মনে করিয়া থাকে। তাহাই তাহাদের পাপ। শ্রীবিষ্ণুর দাস্যাভিমানই নিত্য-ভগবৎ নিত্য অভিমান বা তাঁহার স্বরূপের নিত্যসিদ্ধ স্বভাব।

ভোগিগণ পার্থিব জগতের দৃষ্টান্ত হইতে অপার্থিব রাজ্যের বিষয়-সম্বন্ধে অনুমান বা ধারণা করিবার চেষ্টা করে। এই জগতের কোন জীবের দাসত্বাভিমানেই পরাধীনতাজনিত অনর্থ উপস্থিত হয় বলিয়া তাহারা পরমেশ্বরের দাস্যাভিমানের সেইরূপ অনর্থেরই কল্পনা বা আশঙ্কা করিয়া থাকে। দেহসম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজনাদিতে আসক্তিই বন্ধনের কারণ। আবার সেই আসক্তি সাধুতে কৃত হইলে পরম মুক্তির কারণ হইয়া থাকে। ইহা জগতের ভোগী ও ত্যাগিসাধু বুঝিতে পারেনা। যে বিষ মৃত্যুর কারণ হয়, সেই বিষই রসায়নের প্রক্রিয়া-দ্বারা শোধিত হইলে বিশেষজ্ঞের দ্বারা ব্যবহৃত হইলে দুরারোগ্য ব্যাধি নিবারণ করিয়া থাকে। অতএব জগতের লোকের দাসত্ব ও পরমেশ্বরের দাসত্ব কখনই সমান ক্ষমতায় স্থাপিত হইতে পারেনা। ব্যবহারিক দাসত্ব বন্ধনের হেতু, অথচ পারমার্থিক দাসত্ব পরম মুক্তির সোপান বা তাহাই মুক্তিস্বরূপ।

বস্তুতঃ, শুদ্ধ ভগবদ্দাস্যের প্রতি অনাদর-স্বরূপ অপরাধ ও বিকৃতভাবে উহা গ্রহণের অনন্তর পরম বিষ্ণুদাস্য হইতে ভ্রষ্ট হইবার যে কৃত্রিমাভিমানরূপ বিশুদ্ধদাস্যের উদয় হইয়াছে এবং উহাই জীবকে বন্ধজনোচিত লাম্পট্য, ধূর্ত্ততা, দুর্বাসনা, হিংসা-কপটতা প্রভৃতির বন্ধনে বাঁধিয়াও শ্রীভগবদ্দাস্য হইতে বিচ্যুত হওয়ায় তাহাদের আত্ম-বিনাশের হেতুস্বরূপ হইয়াছিল। অতএব বিষ্ণুদাস্যাভিমানেই প্রকৃত স্বাধীনতা অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থান সিদ্ধ হইয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্য-লীলায় ব্যাস ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে গাহিয়াছেন,—

"নয়ন ভরিয়া দেখ দাসের প্রভাব।
হেন দাস্যভাবে কৃষ্ণে কার অনুরাগ॥
অল্প হেন না মানহ 'কৃষ্ণ-দাস'-নাম।
অল্পভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান্॥
বহু কোটী জন্ম যে করিল নিজধর্ম্ম।
অহিংসার, অমায়ায় করে সর্ব্বকর্ম্ম॥
অহর্নিশ দাস্যভাবে যে করে প্রার্থন।
গঙ্গা লভ্য হয় কালে বলি' 'নারায়ণ'॥
তবে হয় মুক্ত—সর্ব্ব বন্ধের বিনাশ।
মুক্ত হইলে হয় সেই গোবিন্দের দাস॥
এই ব্যাখ্যা করে ভাষ্যকারের সমাজে।
মুক্ত-সব লীলা-তনু করি' কৃষ্ণ ভজে॥
'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।'

(ভাঃ ১০ম স্কন্ধ ৮৭।২১ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ সর্ব্বজ্ঞসূক্তকার-ব্যাখ্যা)

অতএব ভক্ত হয় ঈশ্বর সমান।
ভক্তস্থানে পরাভব মানে ভগবান্॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে স্তুতমাত্র।
'ভক্ত'-হেন স্তুতির না ধরে কেহ পাত্র॥
দাস-নামে বশ্য শিব—হরিষ যাহার।
ধরণী ধরেন্দ্র চাহে দাস-অধিকার॥
এইসব ঈশ্বরত্ব স্বভাবেই ভক্ত।
তথাপি ভক্ত হইবারে অনুরক্ত॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য, ২৩।৪৬৭-৪৭৭)

"অল্প করি' না মানিহ 'দাস' হেন নাম।
অল্প ভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান্।
আগে হয় মুক্ত, তবে সর্ব্ববন্ধ নাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥"

(শ্রীচৈ. ভাঃ - মধ্য, ১৭।১০৫-১০৬)

সর্ব্বপ্রকার বন্ধনের বিনাশ হইলে শ্রীগোবিন্দের নিত্য নিষ্কাম দাস্য অভিমান জীবের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। পরমহংসকুল মুকুটমণিগণের শ্রীগুরুপাদপদ্মেরও আরাধ্য শ্রীশুক-শ্রীব্রহ্মাদি নিত্যমুক্তগণ শ্রীবিষ্ণুর দাস্যাভিমানের জন্য সর্ব্বদা লালায়িত। অধিক কি, স্বয়ং বিষ্ণুও তাঁহার নিজ দাস্যের জন্য লালায়িত হইয়া মহাবিষ্ণুরূপে শ্রীকৃষ্ণের দাস্য, শ্রীবলদেবরূপে স্বয়ংরূপ শ্রীগোবিন্দদেবের দাস্য, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যরূপে শ্রীগৌরসুন্দরের দাস্য, শ্রীনিত্যানন্দরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাস্যাভিমান করিয়াছেন।

"চৈতন্যগোসাঞিকে আচার্য্য করে
'প্রভু' জ্ঞান।
আপনাকে করেন তাঁর 'দাস' অভিমান॥
সেই অভিমান সুখে আপনা পাসরে।
'কৃষ্ণদাস হও'—জীবে উপদেশ করে॥
কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটি ব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু॥
মুঞি যে চৈতন্যদাস, আর নিত্যানন্দ।
দাসভাব-সম নহে অন্যত্র আনন্দ॥

পরম প্রেয়সী লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি।
তেঁহো দাস্য-সুখ মাগে করিয়া মিনতি॥
দাস্যভাবে আনন্দিত পারিষদগণ।
বিধি, ভব, নারদাদি, শুক, সনাতন॥
নিত্যানন্দ অবধূত সবাতে জাগয়।
চৈতন্যের দাস্য-প্রেমে হইল পাগল॥
শ্রীবাস, হরিদাস, রামদাস, গদাধর।
মুরারি, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর, বক্রেশ্বর।
এসব পণ্ডিত লোক পরম মহত্ত্ব॥
চৈতন্যের দাস্যে সবায় করয়ে উন্মত্ত॥
এইমত গায়, নাচে, করে অট্টহাস।
লোকে উপদেশে,—'হও চৈতন্যের দাস'
চৈতন্যগোসাঞি মোরে করে গুরুজ্ঞান।
তথাপিহ মোর হয় দাস-অভিমান॥
কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব্ব প্রভাব।
গুরু সম লঘুকে করায় দাস্যভাব॥
ইহার প্রমাণ শুন শাস্ত্রের ব্যাখ্যান।
মহদনুভব যা'তে সুদৃঢ় প্রমাণ॥
অন্যের কা কথা, ব্রজে নন্দ মহাশয়।
তা'র সম গুরু কৃষ্ণের আর কেহ নয়॥
শুদ্ধবাৎসল্যে ঈশ্বরজ্ঞান নাহি তাঁ'র।
তাহাকেই প্রেম করায় দাস্য-অঙ্গীকার॥
তেঁহো রতি-মতি মাগে কৃষ্ণের চরণে।
তাঁহার শ্রীমুখবাণী তাহাতে প্রমাণে॥
শুন উদ্ধব, সত্য কৃষ্ণ—আমার তনয়।
তেঁহো ঈশ্বর হেন যদি তোমার মনে লয়॥
তথাপি তাহাতে বহু মোর মনোবৃত্তি।
তোমার ঈশ্বর কৃষ্ণে হউক মোর মতি॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৪৭।৬৬ ৬৭ শ্লোক—)

'মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যাঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ
বাচোঽভিধায়িনী নাম্নাং কায়স্তৎপ্রহ্বণাদিষু॥
কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতিনঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে॥'

শ্রীনন্দ মহারাজ কহিলেন,—'হে উদ্ধব, আমাদের সমস্ত মানসবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজকে আশ্রয় করুক, আমাদিগের বাক্যসকল তাঁহার নাম কীর্ত্তন করুক এবং আমাদিগের দেহ তাঁহা অভিবাদনে পটুক হউক। কর্ম্মফলানুসারে ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের যে-কোন অবস্থা হউক না কেন, দানাদি শুভানুষ্ঠানের দ্বারা পরমপুরুষ কৃষ্ণে রতি পরিবর্দ্ধিত হউক।'

শ্রীদামাদি ব্রজ যত সখার নিচয়।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন, কেবল সখাময়॥
কৃষ্ণ-সঙ্গে যুদ্ধ করে, স্কন্ধে আরোহণ।
তাঁ'রা দাস্যভাবে করে চরণসেবন॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১৫।১৭ শ্লোক—)

'পাদসম্বাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্॥'

—কৃষ্ণ শয়ন করিলে কোন সখা তাঁহার পাদ সম্বাহন করিতে লাগিলেন, কেহ বা ভক্তিভাবে পল্লবরচিত ব্যজনদ্বারা বায়ু ব্যজন করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ।
যাঁ'র পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন॥

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাসি। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

যাঁ-সবার উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন
তাঁ'রা আপনাকে করে দাসী-অভিমান ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩১।৬ শ্লোক—)

'ব্রজজনার্তিহন্ বীর যোষিতাং
নিজজনস্মরধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো
জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥'

—হে ব্রজদুঃখ-নাশক, হে যোষিদ্‌গণের [illegible] পরম নায়ক, হে নিজজন-সন্দেহ (গর্ব)-[illegible]কারী, মন্দহাস্যময় হে সখে, আমরা তোমার কিঙ্করী—তোমার মুখপদ্ম আমাদিগকে দর্শন করাও।

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৪৭।২১ শ্লোক—)

'অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধূংশ্চ গোপান্।
ক্বচিদপি স কথা নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু ॥'

—সম্প্রতি খেদের বিষয় এই যে, আমাদের আর্য্যপুত্র মথুরা-নগরে অবস্থিতি করিতেছেন। হে উদ্ধব, পিতা নন্দের গৃহ ও গোপবন্ধুগণকে তিনি কি স্মরণ করেন? কখনও কি তিনি এই কিঙ্করীদিগের কথা বলেন? আহা! তিনি কি আর অগুরুবৎ সুগন্ধি হস্ত আমাদের মস্তকে ধারণ করিবেন?

সবার কথা রহু, শ্রীমতী রাধিকা।
সবা হৈতে সকলাংশে পরম অধিকা ॥
তেঁহো যাঁ'র দাসী হৈঞা সেবেন চরণ।
যাঁ'র প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩০।৩৯ শ্লোক—)

'হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্ ॥'

দ্বারকাতে রুক্মিণ্যাদি যতেক মহিষী।
তাঁহারাও আপনাকে মানে কৃষ্ণদাসী ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮৩।১১ শ্লোক—)

তপশ্চরন্তীমাজ্ঞায় স্বপাদস্পর্শনাশয়া।
সখ্যোপেত্যাগ্রহীৎ পাণিং
সাহং তদ্‌গৃহমার্জ্জনী ॥'

—আমি কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ-লালসায় তপস্যা করিতেছিলাম, তাহা জানিয়া কৃষ্ণ স্বীয় সখার সহিত আসিয়া কৃপাপূর্ব্বক আমার পাণিগ্রহণ করিলেন। তদবধি আমি ইহার গৃহমার্জ্জনকারিণী দাসী।

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮৩।৩৯ শ্লোক—)

'আত্মারামস্য তস্যেমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ।
সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যাদ্ধা তপসা চ বভূবিম ॥'

—আমরা [illegible] তপস্যাদ্বারা সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক এই আত্মারাম পুরুষের গৃহদাসীত্ব লাভ করিয়াছি।

আনের কি কথা, বলদেব মহাশয়।
যাঁ'র ভাব—শুদ্ধ সখ্য বাৎসল্যাদি ময় ॥
তেঁহো আপনাকে করেন দাস-ভাবনা।
কৃষ্ণদাস ভাব বিনু আছে কোন জনা ॥
সহস্রবদনে যেঁহো শেষ সঙ্কর্ষণ।
দশ দেহ ধরি' করে কৃষ্ণের সেবন ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র—সদাশিবের অংশ।
গুণাবতার তেঁহো সর্ব্বদেব-অবতংস ॥
তেঁহো করেন কৃষ্ণের দাস্য-প্রত্যাশ।
নিরন্তর কহে শিব,—'মুঞি কৃষ্ণদাস'
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণ-গুণ-লীলা গায়, নাচে নিরন্তর ॥
পিতা-মাতা-গুরু-সখা-ভাব কেনে নয়।
কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবে দাস্যভাব সে করয় ॥
কেহ মানে, কেহ না মানে সব তাঁ'র দাস।
যে না মানে, তা'র হয় সেই পাপে নাশ ॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ - আদি, ৬।৪১ ৮০,৮৩)

সহস্র সহস্র জন্মের সুকৃতির ফলে 'আমি শ্রীবাসুদেবের দাস'—এই শুদ্ধাভিমান যাঁহার হৃদয়ে উদিত হয়, তিনি পৃথিবীর সমস্ত জীবকে উদ্ধার করিতে পারেন। সেই ব্যক্তিই শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মের সেবা লাভ করেন, ইহাতে আর কোন সংশয় নাই; আর যেসকল জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ শ্রীবিষ্ণুতে একান্তচিত্ত, তাঁহাদের ত' আর কথাই নাই।' —শাস্ত্রের এইপ্রকার উক্তিদ্বারা স্পষ্টই জানা যায় যে, 'আমি শ্রীবাসুদেবের দাস'—এই অভিমান করিয়াই জীব স্বয়ং কৃতকৃতার্থ ও অপরকে কৃতার্থ করিতে পারেন। তখন দাস-সমুচিত অনুষ্ঠান যে সকলকে কৃতার্থ করিতে পারে, ইহা আর অধিক কথা কি?

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীনৃসিংহদেবকে স্তব করিয়া বলিয়াছেন,—

"তত্তেঽর্হত্তম নমঃ স্তুতিকর্ম্মপূজাঃ
কর্ম্ম স্মৃতিশ্চরণয়োঃ শ্রবণং কথায়াম্।
সংসেবয়া ত্বয়ি বিনেতি ষড়ঙ্গয়া কিং
ভক্তিং জনঃ পরমহংসগতৌ লভেত ॥"

(ভাঃ ৭।৯।৫০)

—হে পূজ্যতম, তোমার প্রতি নমস্কার, স্তব, কর্ম্মসমর্পণ, পূজন, চরণযুগলের স্মরণ এবং লীলা শ্রবণ,—এই ষড়ঙ্গ সেবা ব্যতীত লোক কি পরমহংসগণের প্রাপ্য তোমার প্রতি ভক্তিলাভ করিতে পারে?

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ নমস্কার, স্তুতি, সর্ব্বকর্ম্মার্পণ, পরিচর্য্যা, শ্রীচরণস্মৃতি ও কথাশ্রবণরূপ দাস্য-যোগ। 'আমি শ্রীবিষ্ণুর দাস'—এই অভিমানের [illegible] দাস্যরূপে গণনা করিয়াছেন অর্থাৎ 'আমি শ্রীবিষ্ণুর দাস'—এই অভিমানে ঐসকল ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠান করিলেই সাধক কৃতার্থ হইতে পারেন। তাই উদ্ধবও শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন,—

"ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি ॥"

(ভাঃ ১১।৬।৪৬)

—হে ভগবন্, আমরা আপনার উপভুক্ত মাল্য, গন্ধ, বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতির দ্বারা ভূষিত এবং আপনার উচ্ছিষ্ট-ভোজনশীল দাস হইয়া আপনার মায়াকে অনায়াসে জয় করিতে পারিব।

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ ও উদ্ধব মহারাজের এই উক্তিতে দাস্যাভিমানোচিত কার্য্যের আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের আচরণে সাক্ষাৎ দাস্যাভিমানের আদর্শ দৃষ্ট হয়,—

'কামঞ্চ দাস্যে ন তু কাম-কাম্যয়া
যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥"

(ভাঃ ৯।৪।১৮-২০)

—অর্থাৎ শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম-যুগলে মনটী সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সকল শ্রীকৃষ্ণের দাস্যেই ছিল অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণদাস্যবিষয়ে তিনি কাম অর্পণ করিয়াছিলেন, পরন্তু আত্মভোগ কামনায় নহে। ইহা দ্বারাও দাস্যভাব অন্যাভিলাষশূন্য হইয়াই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বণিক্ ও দাসের চিত্তবৃত্তির পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রাকৃত বণিকের অভিমান হইতেই হৃদয়ে অন্যাভিলাষসমূহ উদিত হয়, আর শুদ্ধ দাসাভিমান হইতে শুদ্ধ সেবাবৃত্তির উদয় হয়।

অষ্টাক্ষর মন্ত্র ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে,—

"শ্রীমতে বিষ্ণবে তস্মৈ দাস্যং সর্ব্বং
করোম্যহম্।
দেশকালাদ্যবস্থাসু সর্ব্বাসু কমলাপতেঃ ॥
ইতি স্বরূপসিদ্ধং মুখ্যং দাস্যমবাপ্নুয়াৎ।
এবং বিদিত্বা মন্ত্রার্থং তদ্দাস্যং সমাচরেৎ ॥
দাসভূতমিদং তস্য জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
শ্রীমন্নারায়ণঃ স্বামী জগতাং প্রভুরীশ্বরঃ ॥"

—'আমি সর্ব্বস্থানে সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্ববিধ দাস্য আচরণ করিব,'—এইরূপ [illegible]পূর্ব্বক [illegible] স্বরূপসিদ্ধ মুখ্য বিষ্ণুদাস্য লাভ করিয়া থাকেন,—এইরূপ মন্ত্রার্থ অবগত হইয়া পুনঃ ভগবদ্দাস্যের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিবেন। এই স্থাবর-জঙ্গম জগৎ তাঁহারই দাসস্বরূপ, শ্রীমান্ নারায়ণই এই জগতের স্বামী, পালক ও ঈশ্বর।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে দাস্যভক্তিযোগ-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

'[illegible] মহত্ত্বং ভাবয়ত্যাহ (ভাঃ ৯।৫।১৬),—
'যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিম্বা দাসানামবশিষ্যতে ॥'

[illegible] ভগবতো নামশ্রবণমাত্রেণ [illegible] কথঞ্চিদ্ভবেন, কিং পুনঃ [illegible] ভজনেনেত্যর্থঃ। [illegible] দাস্যেহপি [illegible] কিমপ্যবশিষ্যতে [illegible] নাস্তীত্যর্থঃ।'

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ - ৩০৫ সংখ্যা)

[illegible]

[illegible] বলিয়াছেন,—'[illegible] বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, সেই ভগবানের দাসগণের সম্বন্ধে কোন্ বস্তু অপ্রাপ্য অবশিষ্ট থাকিতে পারে?'

যে ভগবানের সমগ্র ভাবে নিজজন দূরে থাকুক, যে-কোনরূপে নামশ্রবণ মাত্রই মনুষ্য [illegible] হয়, সেই 'পুরুষোত্তমের দাস'—এই অভিমানে সম্যগ্‌রূপে ভজনশীল পুরুষগণের সর্ব্ববিধ সাধন ও সাধ্যসমূহের মধ্যে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

এই দাস্য-ভক্তিযোগ জগজ্জীবকে শিক্ষা দিবার জন্যই স্বয়ংরূপ শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ঔদার্য্যময়ী শ্রীগৌরলীলা প্রকট করিয়া গাহিয়াছিলেন,—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি
বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥"

(শ্রীপদ্যাবলী - ৭২ শ্লোক)

—আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয়-রাজা নহি, বৈশ্য বা শূদ্র নহি অথবা ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বানপ্রস্থ নহি, [illegible] নহি, [illegible] উদ্ভাসিত অর্থাৎ নিত্য স্বতঃপ্রকাশমান নিখিল পরমানন্দপূর্ণ অমৃতসমুদ্র শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসানুদাস বলিয়া পরিচয় দেই।

শ্রীগোবিন্দ-জন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

"সদাত্মা নিষ্কাম, ভক্তবৎসলনাম,
ভকতজনের নিত্য স্বামী।
তুমি ত' রাখিবে যারে
কে তা'রে মারিতে পারে,
সকল বিধির বিধি তুমি ॥
তোমার চরণে, নাথ, করিয়াছি প্রণিপাত,
[illegible] তব দাস।
বিপদ হইতে স্বামী, অবশ্য তাহারে তুমি
রক্ষিবে,—তাহার বিশ্বাস ॥"

(শরণাগতি - ২২)

শ্রীগৌরাঙ্গলীলা-স্মরণমঙ্গল

[৩]

'আমার প্রভু কে?' 'আমি জীব কে?' [illegible] কি?'—এই [illegible]

[illegible]

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥

নিজ চরণ ভৃঙ্গদিগের প্রতি এইপ্রকার শিক্ষা-সমূহ দান করত স্বীয় চক্ষু হইতে গলিত অশ্রুধারা-দ্বারা স্নাত হইয়া অতি দীর্ঘ, উজ্জ্বল-শরীর, পরমানন্দাকৃতি, জগতের অতুল বন্ধু যতীশ্বর শচীনন্দন সর্ব্বদা আমার স্মরণ-পথে থাকুন ॥ ৮৮ ॥

বর্ণাশ্রমাধিকারী গৌড়ীয়-মাত্রের, সরল-হৃদয়, দীনস্বভাব উৎকল-বাসীদিগের এবং দয়ালুচিত্ত তত্ত্ববুদ্ধিবিশিষ্ট পাশ্চাত্য আর্য্যদিগের একমাত্র গতি সেই শচীনন্দন সর্ব্বদা আমার স্মরণ পথে থাকুন ॥ ৮৯ ॥

কাশীমিশ্রের গৃহে কৃষ্ণ-বিরহোৎকণ্ঠ-হৃদয়, সন্ধিসকল গ্রথ হইলে কর-পদের বিশাল দৈর্ঘ্য-সম্পন্ন, ভূমিতে নিপতিত, বিকল মতি, গদ্-গদ্বাক্যযুক্ত সেই শচীনন্দন আমার স্মরণ-পথে সাক্ষাৎ উদিত হউন ॥ ৯০ ॥

দ্বার-রুদ্ধ প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহমধ্য হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক তিনটি দীর্ঘ প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া কালিঙ্গ গরুদিগের প্রকোষ্ঠে হস্ত-পদাদি সঙ্কোচ-বশতঃ কচ্ছপের ন্যায় নিপতিত সেই শচীনন্দন আমার স্মরণ পথে সাক্ষাৎ উদিত হউন ॥ ৯১ ॥

বৃন্দাবন স্মরণ করিয়া বিরহ-বিকলান্তঃ-করণে বিলাপ পুরঃসর ভিত্তিতে মুখ ঘর্ষণ পূর্ব্বক অধিক রুধিরাক্ত, "বল, বল, বল কোথায় আমার প্রিয় কৃষ্ণ"—এইরূপ প্রলাপ যুক্ত শচীনন্দন আমার স্মরণ-পথে সাক্ষাৎ উদিত হউন ॥ ৯২

সমুদ্রতীরে বালুকাময় পর্ব্বতে গোবর্দ্ধন-ভ্রমে কৃষ্ণ দেখিবার জন্য অতি হৃষ্টচিত্তে দ্রুত গতিবিশিষ্ট, বৈষ্ণবগণ-পরিবেষ্টিত সেই গমন শীল শচীনন্দন আমার স্মরণ-পথে সাক্ষাৎ উদিত হউন ॥ ৯৩ ॥

যাঁহার জনসুখজনক অনুকম্পা সংসার-কূপ হইতে রঘুনাথদাস গোস্বামীকে উদ্ধার-পূর্ব্বক গোবর্দ্ধনশিলার সহিত গুঞ্জামালা অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি ভক্তির সহিত প্রণাম করি ॥ ৯৪ ॥

শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধবাদ-সকল, বৈরস্যাদি রসাভাসসকল ও বহির্ম্মুখদিগের সঙ্গ পরি-ত্যাগপূর্ব্বক সুভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে যিনি শোভা পাইয়াছিলেন, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি প্রণাম করি ॥ ৯৫ ॥

যিনি বহিরঙ্গ লোকের নিকট কৃষ্ণনাম প্রচার করিয়া কলিপাবন হইয়াছিলেন এবং যিনি প্রেমান্তরঙ্গ পুরুষদিগকে ভক্তিরসরূপ [illegible] প্রদান করিয়াছিলেন, সেই গৌরচন্দ্রকে [illegible] ভক্তি-সহকারে প্রণাম করি ॥ ৯৬ ।

যাঁহারা কেবল কৃষ্ণনাম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের নামাপরাধরূপ অনর্থ বহু সাধনের দ্বারা নিবৃত্তি না হইলে কৃষ্ণনামে প্রেমোদয় হয় না, কিন্তু শ্রীচৈতন্য-নামাশ্রিত মানবদিগের নামাপরাধ বিনাশ করিয়া যিনি তাঁহাদিগকে প্রেমভক্তি দান করিয়াছিলেন, সেই গৌর-চন্দ্রকে আমি ভক্তি-সহকারে প্রণাম

এইপ্রকার পরমানন্দ-স্বরূপ লীলায় কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ২৪ বৎসর গৃহস্থ-ধর্ম্মে অবস্থিতি এবং ২৪ বৎসর সন্ন্যাসধর্ম্মে কাল যাপন করিয়াছিলেন, সমস্ত জগতের আশ্রয় গুরু-স্বরূপ সেই গৌরচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি ॥ ৯৮ ॥

যে মহাপুরুষ গৃহস্থগণকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য করুণা দ্বারা দরিদ্রদিগকে ধন ও বস্ত্র, ক্ষুধিত অতিথিদিগকে অন্ন এবং বিদ্যার্থী দিগকে বিদ্যা দান করিয়া অতি সুখ লাভ করিয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গদেব নিত্য আমার স্মরণ-পথে থাকুন ॥ ৯৯ ॥

সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যিনি ৬ বৎসর তীর্থ-ভ্রমচ্ছলে দেশ-বিদেশে ভক্তি বিস্তার করিয়া ছিলেন এবং ১৮ বৎসর কাল শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে যাপন করিয়াছিলেন, সেই গৌরচন্দ্রের যোগমায়াবল সম্পন্ন প্রকট-চরিত আমি বন্দনা করি ॥ ১০০ ॥

সকল জগতের পক্ষে, বিশেষতঃ ভক্তিমান্ পুরুষের মধ্যে এই একটি মহা কষ্টের বিষয় যে, গৌরচন্দ্র সন্ধ্যাকালে সংকীর্ত্তন-সময়ে ভক্তদিগের নেত্র মোহিত করিয়া গোপীনাথের প্রাঙ্গণে অপ্রকট হইয়াছিলেন। সেই গৌর-চন্দ্রের নিত্য অপ্রাকৃত অপ্রকট-চরিত্র আমি বন্দনা করি ॥ ১০১ ॥

যে-সকল ভক্ত সকল সময়ে বিগলিত-হৃদয়ে, বিশেষতঃ গৌরতীর্থে আমাদের এই গৌরগাথা উচ্চৈঃস্বরে গান করেন, দ্বিজকুলমণি জগতের প্রাণবন্ধু কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র রাধাকৃষ্ণ-যুগল-ভজনে তাঁহাদিগকে প্রেমাবেশ প্রদান করেন ॥ ১০২ ॥

প্রভুর লোকপাবনী এই লীলা-কথা ভক্তিবিনোদ শ্রীগোদ্রুমে বসিয়া সংক্ষেপে কার্ত্তিক-মাসে ৪০৬ গৌরাব্দে গান করিয়া ছেন ॥ ১০৩ ॥

যাঁহার প্রেম-মাধুর্য্য-বিলাসানুকরণ স্পৃহা করিয়া নন্দনন্দন শ্রীধাম নবদ্বীপে গৌড়বিহার করিয়াছিলেন, সেই প্রভুর এই বিচিত্র-লীলা সেই শ্রীবৃষভানুনন্দিনীকে সমর্পিত হইল ॥১০৪

শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

—:০:(*):০:—

লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গৌড়ীয়-মিশনের অন্যতম শাখা লক্ষ্ণৌস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য-অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপাশীর্ব্বাদে ও গভর্ণিংবডির সেবোৎসাহে শ্রীশ্রীগৌরা-বির্ভাব-মহামহোৎসব শ্রীহরি-সংকীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমার অনুসরণে পরিক্রমার প্রথম দিবস [illegible] প্রত্যহ ঊষঃকালে শ্রীগুরু-বৈষ্ণববন্দনা [illegible] পরম্পরা ও আর্ত্তিমূলক গীতাবলী কীর্ত্তনান্তে ক্রমান্বয়ে 'শ্রীভক্তি-রত্নাকর'-গ্রন্থ হইতে শ্রীধাম-পরিক্রমার বিবরণ পাঠ এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের 'গৌড়ীয়' হইতে শ্রীধামমহিমমূলক প্রবন্ধ ও হরিকথাদি পাঠ হইতে থাকে। সন্ধ্যায় আরতি-কীর্ত্তনান্তে 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে' প্রকাশিত শ্রীধাম-পরিক্রমার বিষয় ও হরিকথা এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষ 'গৌড়ীয়' হইতে এতদ্বিষয়ে পরমা-রাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা ও শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা পাঠ হয়।

স্থানীয় গণনানুযায়ী গত ১লা মার্চ্চ রবিবার দিবস শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবের মঙ্গল-অধিবাস-কীর্ত্তন এবং তৎপ্রসঙ্গে পাঠ ও হরিকথা আলোচনা হয়। তৎপরদিবস গত ২রা মার্চ্চ, সোমবার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের জন্মমহামহোৎসব শ্রীহরিসংকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে ঊষঃকালে শ্রীগুরুপরম্পরা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে 'শ্রীভক্তিরত্নাকর'-গ্রন্থ হইতে শ্রীগৌরাবির্ভাবের বিবরণ পাঠ ও গতবর্ষ 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে'র 'শ্রীগৌরজন্মোৎসব-সংখ্যা' পাঠ হয়। অতঃপর মঙ্গলারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' পারায়ণ আরম্ভ হয়। দিবসব্যাপী পারায়ণের পর সন্ধ্যা-রাত্রিকের সময় বহু সজ্জন ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলার সমাগম হয়। এইসময় শ্রীমন্মহা-প্রভুর আবির্ভাবের অভিষেক ক্রিয়া আরম্ভ হয়। অতঃপর ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তন, শ্রীগুরু-বৈষ্ণববন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ সত্যমাধব দাসাধিকারী প্রভু 'গৌড়ীয়' ১৯বর্ষের 'শ্রীগৌরজন্মোৎসব-সংখ্যা' হইতে 'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্'-নামক প্রবন্ধটি পাঠ করেন। 'হরে হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ'-গীতিটি কীর্ত্তনান্তে পাঠ সমাপ্ত হয়।

তৎপরদিবস অপরাহ্নে মঠপ্রাঙ্গণে একটি সভার অধিবেশন হয়; তাহাতে শতাধিক লোকের সমাগম এবং ইহাতে রাত্রি ৯॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত হিন্দি ও বঙ্গভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও দান-বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করা হয়। তৎপর সমবেত শ্রদ্ধালু ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা-দিগকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট কয়েক ব্যক্তির নাম উল্লিখিত হইল—মিঃ প্যারীলাল, এ্যাড্-ভোকেট্, মিঃ লীলাধর, যোশী, সুপরিন্-টেনডেণ্ট, সেক্রেটারিয়েট অফিস; মিঃ আই, এস্, কাউল, শ্রীযুত তুলসী চন্দ্র খান, পোষ্ট-মাষ্টার, সুন্দরবাগ; প্রফেসার কামাক্ষ্যা-চরণ ব্যাণার্জ্জি, ডাঃ ডি, সান্যাল, এম্, বি, এস্; মিঃ গঙ্গাচরণ বাজপাই, এ্যাড্ভোকেট্, জমিদার; শ্রীযুত এস্, কে, মিত্র, বি, এ, এল, এল, বি, তমিলদার, ডালমৌ; মিঃ জে, এন্, গাঙ্গুলী, জি, পি, ও; শ্রীযুত দুর্গাদাস প্রামাণিক, ই, আই, আর, ডাঃ শচীনন্দন দাসাধিকারী ভেটেরিনারী সার্জ্জন, ডালমৌ ইত্যাদি

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে

স্থানীয় গণনানুযায়ী গত ১৮ই ফাল্গুন ২রা মার্চ্চ, সোমবার মহাবদান্যাবতারী শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত, শ্রীসনাতন-শিক্ষাস্থল বরাণসীস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শা শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রী আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব মহামহোৎসব যথারিতি সুসম্পন্ন হইয়াছে এতদুপলক্ষে ২রা মার্চ্চ সোমবার প্রত্যুষে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীগৌরবিহিত মহাজন পদাবলী সংকীর্ত্তন হয়। তৎপরে 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত' পরায়ণ আরম্ভ হয়। এই দিব মঠবাসিগণ নিরম্বু উপবাসী থাকি অহোরাত্র শ্রীচৈতন্যভাগবত পরায়ণ শ্রীমঠে উপস্থিত শুশ্রূষু সজ্জনগণের শ্রীচৈতন্য বাণী কীর্ত্তনমুখে উপবাসের প্রকৃত তাৎপ কীর্ত্তন করেন। তৎপর দিবস মঙ্গলব প্রাত্যহিত মঙ্গলারাত্রিক, পাঠ, কীর্ত্তন উপস্থিত সজ্জনগণের নিকট হরিক আলোচনার পর বেলা ১২টার সময় উপস্থি প্রায় দুইশত সজ্জন ও শ্রদ্ধালু ভদ্রলোক মহিলাগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হ এই দিবস বেলা ২॥টা হইতে ৫টা ও স ৬॥টা হইতে ৯॥ পর্য্যন্ত পাঠ কীর্ত্তনে যেসব সজ্জন এবং শ্রদ্ধালু ব্যক্তি উপস্থিত ল ছিলেন তাহাদিগকেও এই তিথি-মাহাত্ম্য এ শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের অনুষ্ঠিত এই মহো সবের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিয়া শ্রীমহাপ্রস বিতরণ করা হইয়াছিল।

শ্রীভাগবত জনানন্দমঠে

শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা চিরুলিয়া-শ্রীভাগ জনানন্দ মঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব গত ১ ফাল্গুন ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভা প্রসাদপুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগতে গভর্ণিংবডির সেবোদ্যোগে পাঠ-সংকীর্ত্তন-সুসম্পন্ন হইয়াছে।

গত ১৯শে ফাল্গুন মঙ্গলারাত্রিকান্তে সেবকগণ যথাক্রমে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দন শ্রীযমলার্জ্জুন ব্রহ্মচারীর মূলগায়কত্বে পঞ্চ ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন; তৎ শ্রীপাদ কৃষ্ণসুন্দর প্রভু শ্রীচৈতন্য-ভাগ হইতে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাবের ও তাঁহার শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টা ব্যাখ্যা করেন। ঐ [illegible] দুইটা হইতে তি পর্য্যন্ত 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' আলোচনা সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব হয়, তৎপরে মহামন্ত্র কীর্ত্তনমুখে দশটার সময় সভা ভঙ্গ হয় [illegible] দিবস প্রায় দুইশত ব্যক্তিকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ পিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।